ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪১, ২৭শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৫২শ সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর
মোকাম কৃষ্ণনগর

(১)

২৮০ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৫১৫।/৯

ডিঃ কালীদাস মুস্তোফী দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ মনিলাল তেওয়ারী দিং সাং নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ সহরে ১৯১৪ খতিয়ানে ৩২শঃ জমী ১।০ জমা মায় করগেট টিনের ঘর ৩খান খড়ুয়া ঘর ১খান মূল্য আঃ ১৫০৲

(২)

৬৭৪ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৩৪।।৶৬

ডিঃ নরেন্দ্রনাথ দত্ত সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ শরৎ সুন্দরী দেবী সাং কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৫৯৩।১ ও ৩২ং খতিয়ানে ৪-৭ঃশঃ জমী ৬৸৶৩ মকররী জমা মূল্য ২০৲

(৩)

৭৪৬ দেঃজারী ৩৪ দাবী ১৯৯৶৩

ডিঃ অশ্বিনীকুমার কুণ্ডু সাং কৃষ্ণগঞ্জ

দেঃ বিনয় কুমার দে সাং পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

নিজ কৃষ্ণগঞ্জ মৌজায় ২৭নং দাগে ৷৷০কাটা জমী ২।।০ জমা মায় ৪ কুঠারী কোঠাবাড়ী ৩দিকে প্রাচীর সহ মূল্য আঃ ১৫০৲

(৪)

৭৫৫ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৯৩০/৩

ডিঃ ভোলানাথ দত্ত সাং মাটিয়ারি

দেঃ সন্তোকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী সাং মটিয়ারি পোঃ কালীগঞ্জ

১। থানা কালীগঞ্জের মহেশপুরের ২৬৬ খতিয়ানে -৫০শঃ জমী ২।৪ জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় মাটীয়ারী মৌজায় ৬১ খতিয়ানে ৭৪শঃ জমী ২।।৫ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

৩। ঐ থানায় মহেশপুর গ্রামে রামরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় অধীন ৬৬।।/১০।। জমার অংশ মধ্যে ৪-৯৩শঃ জমী ১০৲ জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

(৫)

৮০০ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৭৬৭/৯

ডিঃ ধনপতি ভট্টাচার্য্য দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য দিং সাং ও পোঃ বেলপুকুর

১। থানা কোতয়ালীর বেলপুকুর গ্রামে বাচষ্পতি পাড়ায় নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমী ১/০ বিঘা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ পাড়ায় কৈবরলাল ভট্টাচার্য্যের বসত বাটীর পশ্চিম ১।।০ বিঘা জমীর ।০ অংশ মায় পাকাকুঠারী দঃ দ্বারী ১টী পূঃ দ্বারী ১টী দালান ১টা লালকুঠরী ১টী মায় সিড়ির ঘর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৫০৲

৩। ঐ পাড়ায় ৯৬২ খতিয়ানে ৳০ কাঠা জমী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দঃ দ্বারী পূজার দালান ১টী সাজ সরঞ্জাম দেঃ ৶৮ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

৯৪৪ দেঃজারী ৩৪ দাবী ২৭৮।।৶০

ডিঃ কুসুমকামিনী দেবী সাং বেলপুকুর

দেঃ হরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সাং ঐ

১। থানা কোতয়ালীর বেলপুকুর মৌজায় ১১৫০ খতিয়ানের ৩৯শঃ জমী মায় পাকা কুঠরী ১টী প্রাচীরাদ সহ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ২১১২ দাগে ১৫।৪২ ফুট জমি মায় কাঠালগাছ ১টা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

৫৭৮ খাংজারী ৩৪ দাবী ২৯।৶৬

ডিঃ পাঁচু বালা দাসী দিং সাং পলাশী

দেঃ বিষ্ণুচরণ ঘোষ দিং সাং ও পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জের পলাশী মৌজায় ৪৭১ খতিয়ানে -৭৫শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১৫৲

(৮)

৬৪৪ খাংজারী ৩৪ দাবী ২৫৶৩

ডিঃ ষষ্টিরাম বকসী সাং গোয়ারী

দেঃ শরৎচন্দ্র ঘোষ সাং কাটগড়া পোঃ বাজালখি

১। থানা চাপড়ার কাটগড়া মৌজায় ৬৭ খতিয়ানে ১-২১শঃ জমী ১৩।৯ জমা দেঃ ৶৫।।=১১ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৬৯ খতিয়ানে ২-৪৪শঃ জমী ৩।।৶৩ জমা দেঃ ৶৫।।=১১ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৯)

৭১৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ১০৭।।৯

ডিঃ মেসার্স এণ্ডারসন হাইট এণ্ড কোং কুঠি রামনগর

দেঃ শ্যামপদ মণ্ডল দিং সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের তেজনগর মৌজায় ১০ খতিয়ানে -৯শঃ জমী ৩।।৶১।। জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১০)

৩৪২ মনিজারী ৩৪ দাবী ৪৭৶৯

ডিঃ জং বাহাদুর রায় সাং সাজাপুর

দেঃ খেপাচাঁদ কারিকর সাং পাবারহ পোঃ কালীগঞ্জ

থানা কালীগঞ্জের সাজাপুর গ্রামে ১২৯ খতিয়ানে -৫৬শঃ জমী ১৸/১০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(১১)

৫২৭ মনিজারী ৩৪ দাবী ৫৭২৯৵০

ডিঃ অবনীনাথ গড়াই দিং সাং বেলডাঙ্গা

দেঃ উপেন্দ্রনাথ সিংহরায় সাং ও পোঃ বেথুয়াডহরী

থানা কোতয়ালীর তাৎলা গ্রামে ৫৭১ খতিয়ানে ৪৪-৩৭শঃ জমী ৬৬৲ জমা দেঃ ।।০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(১২)

৬৪০ মনিজারী ৩৪ দাবী ৫৪৬৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ রাসবিহারী উপাধ্যায় সাং ঘুর্ণি রাধানগর

১। থানা কোতয়ালীর রাধানগর মৌজায় ২৫ খতিয়ানে -২২শঃ জমী ১৸৶৬ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঘুর্ণি গ্রামে ১০৩ খতিয়ানে -৩০শঃ জমী ৬৸০ জমা মায় কোঠাঘর মূল্য আঃ ২৫৲

৩। কৃষ্ণনগর জজকোর্টের নিকট বৈদ্যনাথ মোদকের দোকানের পূর্ব্ব দোচালা করগেট টীনের ঘর সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ১০৲

(১৩)

২১২৮ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৫৯।৶

ডিঃ শিবরাম ভট্টাচার্য্য সাং বেলপুকুর

দেঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র প্রামানিক দিং সাং বেলপুকুর

থানা কোতয়ালীর বেলপুকুর মৌজায় ৯৯২ খতিয়ানে ২০শঃ জমী ১৵০ জমা মায় খরুরা ঘর ২খান রান্নাঘর ২খান কুয়া ১টা আমগাছ ২টা কাঁঠালগাছ ২টা দেঃ ৷৹ অংশ মুল্য ১০০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর

(১)

২০৪ মণিজারী ৩৪ দাবী ৭৩৬৲

ডিঃ রাধিকানাথ দাস

দেঃ দ্বিজপদ দাস সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার শিবপুর গ্রামে ১২৩ খতিয়ানে ৭-২৮শঃ জমী ৷৪/১০ জমা দেঃ একের নয় অংশ মুল্য আঃ ৪৫৲

২। ঐ গ্রামে ৬৩৫ খতিয়ানে ১৪-৮শঃ জমী ১৭৵৯ জমা দেঃ একের নয় অংশ মুল্য আঃ ৩৲

৩। ঐ গ্রামে ৭৬৮ খতিয়ানে ৫-৪৯ শঃ জমী ৯।১১ জমা দেঃ একের নয় অংশ মুল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ গ্রামে ১১৭ খতিয়ানে ৯-৯০শ জমী ২৩৵০ জমা দেঃ একের তিন অংশ মুল্য আঃ ৩০৲

৫। ঐ গ্রামে ১২১ খতিয়ানে ২-১৮ শঃ জমী ৫৲৯ জমা দেঃ একের বার অংশ মুল্য আঃ ৫৲

(২)

৪১৮ মণিজারী ৩৪ দাবী ১৯৩৸৵০

ডিঃ মাজিত বিশ্বাস সাং পিপড়াগাছি

দেঃ ইন্দুভূষণ মজুমদার পক্ষে উকীল জগৎবন্ধু মুখার্জ্জি সাং গোয়াড়ী

থানা চাপড়ার কৃষ্ণপুর গ্রামে ১৩২।১৩৬ খতিয়ানে ২৮-৮৪শঃ জমী ৫৩৲৩ জমা দেঃ ৵১৩৷/ অংশ মুল্য আঃ ৫০৲

(৩)

৪৬৮ মনিজারী ৩৪ দাবী ৬২৷/০

ডিঃ পাঁচুগোপাল ঘোষ সাং শিবগ্রাম

দেঃ খাপাল মণ্ডল দিং সাং মেচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার মেচপোতা গ্রামে ৪৫৫ খতিয়ানে ১০-৯২শঃ জমী মৌল আনা ও ৪-৮২শঃ জমীর ৷৷/০ অংশ ৪৫৲৩ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(৪)

৪৮৪ মণিজারী ৩৪ দাবী ৪১৯৵০

ডিঃ বিপুলানন্দ মুখোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ এব্রাহিম সেখ মণ্ডল সাং মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়ার মুড়াগাছা গ্রামে ৫১৬ খতিয়ানে -৩৯শঃ জমী ৫৸৵০ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মায় পাকাবাড়ী মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৯৮৩।১১৩৯ খতিয়ানে ২-৭৪শঃ জমী ৫৲ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৫৩৯।১৫৪ খতিয়ানে ২-৭৯শঃ জমী ৫।০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মুল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ গ্রামে ১৬০।৬১৪ খতিয়ানে ১-২৮শঃ জমী ৩৷০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মুল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ গ্রামে ৮০২।৫৫০ খতিয়ানে ১-৮৭শঃ জমী ৫৲ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মুল্য আঃ ৫৲

৬। ঐ গ্রামে ৭৩।৯৭ খতিয়ানে ১-৭৫শঃ জমী ২৵৬ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মুল্য আঃ ৫৲

৭। মুড়াগাছা গ্রামে ৫০৪ খতিয়ানে -৪৪শঃ জমী ৷৷০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মুল্য আঃ ২৲

৮। জোতাগাছি গ্রামে ৪০৭ খতিয়ানে ১-৩২শঃ জমী ১৲ জমা মুল্য আঃ ১০৲

৯। ঐ গ্রামে ৬০৪ খতিয়ানে ১-৪৯শঃ জমী ৪৸০ জমা মুল্য আঃ ৫৲

(৫)

৫৭৩ মণিজারী ৩৪ দাবী ২৮২৸০

ডিঃ রাধীনচন্দ্র ধাড়া দিং সাং কড়ুইগাছি

দেঃ উমাত মণ্ডল দিং সাং কড়ুইগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার কড়ুইগাছি গ্রামে ৭৩ খতিয়ানে ১৭-৩০শঃ জমী ১৭৵ জমা দেঃ ৷/৪ অংশ মুল্য আঃ ২৫০৲

(৬)

৬০০ মণিজারী ৩৪ দাবী ১৯৪৵০

ডিঃ ননীগোপাল কুণ্ডু সাং মধুপুর

দেঃ বিবি সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার মধুপুর গ্রামে ৬৩ খতিয়ানে ১২-৫৬শঃ জমী ২৪৷/১১ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৬৬ খতিয়ানে ৮-২৬শঃ জমী ১৬৸৵৬ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৬৫ খতিয়ানে ২-৬৯শঃ জমী মুল্য আঃ ৫৲

(৭)

৩৯৬ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৪৪৮৷৷৵

ডিঃ ভোলানাথ ঘোষ দিং সাং করগুনা পোঃ বাঙ্গালঝি

দেঃ মহানন্দা দাসী দিং সাং করগুনা

থানা চাপড়া করগুনা গ্রামে ৯১ খতিয়ানে ৪৭৲৯ জমার ৵৪ অংশে ৯-৪১শঃ জমা মুল্য আঃ ২০০৲

(৮)

৫২১ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৬৬৸৵৯

ডিঃ সুধাংশু ভূষণ রায় সাং পূর্ব্বস্থলী

দেঃ মহাজন সেখ দিং সাং আরিফ-নগর পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার ভবানীপুর গ্রামে ১২৪ খতিয়ানে ৩-৩০শঃ জমী ৩৷৵০ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ গ্রামে ২১১ খতিয়ানে ২-২০শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মুল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ গ্রামে ২৮০ খতিয়ানে ১-৪শঃ জমী ৯৲ জমা মায় ৫ চালা দক্ষিণদ্বারী খড়ুয়া ঘর ২ খান পূর্ব্বদ্বারী খড়ুয়া গোয়াল ঘর ১ খান দোচালা খড়ুয়াঘর ১ খান কাঁঠাল গাছ ও পুষ্করিণী ১টী মুল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ গ্রামে ২০৪ খতিয়ানে ৩-৯০শঃ জমী মুল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ গ্রামে ২৯৩ খতিয়ানে -৬০শঃ জমী মুল্য আঃ ১০৲

(৯)

৮৫ খাংজারী ৩৪ দাবী ৭৮৷৵

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং রাটুদহ

দেঃ ভেকারদ্দি সেখ সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার ভাতগাছি গ্রামে ৬৭০ খতিয়ানে ২-৫৪শঃ জমী মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৭৬ খতিয়ানে ৬৯শঃ জমী মুল্য ৪৲

(১০)

১৪৪ খাংজারী ৩৪ দাবী ৩৮৷৵৯

ডিঃ ভোলানাথ ঘোষ চৌধুরী সাং বাণিয়া

দেঃ গিরিশমোহিনী দাসী দিং সাং শিবপুর

থানা নাকাশীপাড়ার সারকুলা গ্রামে ৮৪ খতিয়ানে ২৪-৫৬শঃ জমী ৪৪৸৵৬ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(১১)

৪৫৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ২৪৷/৩

ডিঃ বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাং হাতীশালা

দেঃ নাসীসেখ মণ্ডল সাং পোঃ হাতীশালা

থানা চাপড়ার হাতীশালা গ্রামে ৯৪৫ খতিয়ানে ৭৬শঃ জমী ১৷/০ জমা মুল্য আঃ ১২৲

(১২)

৫৬৩ খাংজারী ৩৪ দাবী ৩০৸৵৩

ডিঃ মতিলাল সাহা সাং কাদোরা

দেঃ রঘুনাথ সাহা সাং ছোটকাদোরা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার ছোটকাদোরা গ্রামে ১৫৪ খতিয়ানে ১-৪৮শঃ জমী ৩/৬ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(১৩)

৪৮৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ৬৩৸৵০

ডিঃ হৃষিকেশ সিংহরায় সাং হাতীশালা

দেঃ জোবান সেখ হাটুয়া দিং সাং পোঃ হাতীশালা

১। থানা চাপড়ার ৯০৯০ খতিয়ানে ১-৫৮শঃ জমী ৯৷৷৵১০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

২। ঐ গ্রামে ৯০৫১ খতিয়ানে ২০৫০শঃ জমী জমা ২৲ মায় আমগাছ ও তেতুলগাছ, সহ মুল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ১২২৫ খতিয়ানে -৭৭শঃ জমী ৩৲ জমা মুল্য আঃ ৩৲

৪। ঐ গ্রামে ৫২৬ খতিয়ানে -৮৪শঃ জমী ৩৷/১০ মুল্য আঃ ১০৲

(১৪)

২১৩৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ৮২৷/০

ডিঃ রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ বাতাসালী সেখ দিং বাহিরগাছি পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার মাঠ বিল বহুনদী গ্রামে ১২১ খতিয়ানে ৯-১৭শঃ জমী ২৩৵৯ জমা মুল্য ২৫৲

(১৫)

২২৫৩ খাংজারী ৩৩ দাবী ২৩৷৯

ডিঃ গগনচন্দ্র বিশ্বাস সাং মাধবপুর

দেঃ রতিকান্ত বক্সী সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

থানা চাপড়ার পটীয়ার মৌজায় ২০৮-২১০ খতিয়ানে ১-৭৫শঃ জমী নিষ্কর মুল্য আঃ ১৲

সশস্ত্র দস্যুর উপদ্রব

ইদানীং কনষ্টেণ্টাইনে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আরব দস্যুরা উৎসাহিত পাইয়াছে। এক দল সশস্ত্র আরব দস্যু দেশের নানা স্থানে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে। ইতোমধ্যেই দোকানপাট লুণ্ঠিত হইয়াছে, পথচারী আক্রান্ত এবং তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে।

কনষ্টেণ্টাইন হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত টকোজল নামক স্থানে একদল সশস্ত্র দস্যু অকস্মাৎ গ্রামে প্রবেশ করে, তাহারা বহু বাড়ীতে লুঠতরাজ চালায়; পথমধ্যে বহু লোকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। অতঃপর সমস্ত লইয়া তাহারা পর্ব্বতের মধ্যে পলায়ন করিয়াছে।

১১ শত টাকা

অমৃত সহরের সংবাদে প্রকাশ, বিহার ভূকম্প সাহায্য ভাণ্ডার ও রাজনৈতিক বন্দীদিগের পরিবারে সাহায্যের জন্য মাণিলা হইতে শিখ দেশ ভক্ত পরিবার সহায়ক কমিটিতে ১০৯৩৸৬পাই পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম খণ্ড } ৩ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৭শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১৫২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৯শে আগষ্ট রবিবার দিবস কটকসহর-নিবাসী গভর্ণমেণ্ট কনট্রাক্টার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিমন্ত্রিত বাসভবনে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতে "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং" শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত বহু শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী তদীয় স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় পাঠ প্রায় ঘণ্টাধিককাল নিস্তব্ধ-ভাবে শ্রবণ পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রকাশ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের মূল-গায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও বক্তৃমহোদয়ের পাণ্ডিত্য-পূর্ণ শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ বর্ত্তমানে কটক শ্রীসচ্চিদা-নন্দমঠে অবস্থান করিয়া নগরবাসী সজ্জন-গণের নিকট প্রত্যহ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ প্রত্যহ শ্রীমঠে ছায়াচিত্র-সংযোগে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক ভাগবতবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীমঠে আগমন করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছেন। মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকরপ্রভু নিরন্তর-কুহক বাস্তবসত্যের কথা কীর্ত্তন করিয়া মঠসেবকগণকে উৎসাহিত করিতেছেন। তাঁহার অকৃত্রিম সেবাচেষ্টার ফলে শ্রীমন্দিরের সেবকগণ অতি দ্রুত-গতিতে নির্ম্মিত হইতেছে এবং পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের একটী আবাসস্থলীও নির্ম্মিত হইয়াছে।

গত ১৮ই আগষ্ট তারিখে কটকের বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত গণেশদাস কালুরাম মহাশয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে আগমন করতঃ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজের শ্রীমুখে গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অমন্দোদয়দয়া-বিতরণের কথা শুনিয়া গৌড়ীয়মঠের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সৌষ্ঠবসন্দর্শনে ও মঠবাসী শুদ্ধ-ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তিত তারকব্রহ্ম-নাম-শ্রবণান্তে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদী পুষ্প-মালিকা আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন এবং শ্রীমঠের সেবানু-কূল্যের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি। শুদ্ধভক্ত ও শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের আচার্য্য-প্রবর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় গত ১৯শে আগষ্ট শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-লীলা, শ্রীশচীনন্দনের শ্রীশচীমাতাকে প্রেমভক্তিদান ও মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পঞ্চমবর্ষীয় বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দের সুসিদ্ধান্তে শ্রীচৈতন্য দেবের জগদ্গুরুত্ব স্থাপন প্রভৃতি বিষয় গম্ভীর গবেষণা-মূলে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বক্তৃ-মহোদয়ের গুরুসেবার ঐকান্তিকতা প্রত্যেকেরই আদর্শস্থানীয়।

আজ অনেকদিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠ প্রকটিত হইয়াছেন। ত্রয়োদশ প্রকার গৌড়ীয়-কল্প সম্প্রদায় ইহাঁর বিনাশ-সাধনে কত চেষ্টাই না করিয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় যাবতীয় অবিচার অত্যাচার সহ্য করিয়া উক্ত মঠের সেবকগণ সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনে নিরস্ত হন নাই; পক্ষান্তরে বাধাপ্রাপ্ত পয়োরাশির ন্যায় তাঁহাদের সেবা-সুরধুনী ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত মঠের সেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ যাচক মহারাজ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের উপদেশামৃত বিতরণ করিতে-ছেন। গৌরবাণীর জয়-দর্শনে আমরা পরমানন্দিত।

গত ১৯শে শ্রাবণ শনিবার আসাম সরভোগ-গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী কতিপয় ভক্তসহ বরক্ষেটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন দাস মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় রাত্রে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ, পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। হরিকথা-শ্রবণার্থ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

গত ২৩শে শ্রাবণ উক্ত ব্রহ্মচারীজী গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত আগিয়া নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল রায় মহাশয়ের বাটীতে শুভবিজয় করিয়া তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী গৌড়ীয়মঠের প্রশংসা করিয়াছেন।

বিগত ৩১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবে কি প্রকার শ্রদ্ধা থাকিলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-মহিমা উপলব্ধ হয় ও তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী কথায় গুরুত্ব ও অলৌকিকত্ব গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য হয়, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্বুদ্ধি না করিয়া নরবুদ্ধি করিলে সদ্গুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও পতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ, শ্রীগুরুদেব নরোত্তমরূপে জগতে প্রকটিত থাকিলেও তিনি ভগবানের প্রকাশবিগ্রহ।

ভুক্তিমুক্তি বা বিপদুদ্ধারের জন্য সাধু-গুরুর নিকট যাওয়া উচিত নয়। ভগবৎ-প্রাপ্তির আশায় গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ই শ্রেয়োপ্রদ ইত্যাদি আলোচনার পর কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস 'জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ হৃষীকেশ সৰ্ব্বাশিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৮

নীলাচলের পথে গৌরহরি

গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে আবির্ভাব ও বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটনাদি সকল লীলাই তাঁহার ঔদার্য্যের পরিচায়ক। যে-সকল স্থানে মহাপ্রভু শুভবিজয় করিয়াছেন, প্রভু-পাদস্পর্শে ধন্য সেই সকল মহাতীর্থ শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে মহাপ্রভুর প্রেম-প্রদর্শন-লীলার স্মৃতি জাগাইয়া দেন। শুদ্ধভক্তগণ কখনও জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-মানসে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন না, তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্যই কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূলে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তগণের মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ-ধন্য স্থান-সমূহে গমনও মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার অনুসরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈষ্ণবগণ সেই সকল পবিত্র স্থানে গড়াগড়ি দেন। আর বিপ্রলম্ভভরে কীর্ত্তন করেন—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা গৌরকিশোর ॥

* * * *

কাহারে কহিব কথা কেবা
জানে মোর দুঃখ
জগন্নাথ-সুত বিনা ফাটে মোর বুক ॥"

গৌরপ্রণয়ী জনগণ ব্যতীত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণানুশীলন-লীলার উদ্দীপনা-লাভ কখনও সম্ভবপর নহে। কারণ, একমাত্র প্রণয়ী গৌরভক্তই শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত ঔদার্য্যলীলার বিষয় অবগত আছেন। একমাত্র প্রণয়ী গৌরভক্তের হৃদয়েই শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলা স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়। অপরে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। প্রাকৃত জগতের অন্তর্গত বস্তু জ্ঞান করতঃ তাঁহার প্রাপঞ্চিক লীলাকে প্রাকৃত মনে করিয়া 'তদ্দ্বারা জড় সম্ভোগ-সম্পুটের ভোগ-সামগ্রী বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। গৌর-প্রণয়ী ভক্তমণ্ডলীর সহিত রের প দমূহ দর্শনের সুযোগ পাইলে ঐ প্রকার প্রাকৃত বুদ্ধি আমাদিগকে আর বঞ্চনা করিতে পারিবে না। জীবগণকে ঐ বঞ্চনার হস্ত হইতে রক্ষা-কল্পেই গোষ্ঠানন্দী মহাপুরুষগণ সময় সময় গৌরমণ্ডল, ক্ষেত্র-মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অদ্য আমরা যে বিষয়টী আলোচনা দ্বারা সেবা-স্বধুনীর চিন্ময় জলস্পর্শের জন্য যত্নশীল হইতেছি তাহা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ঐ প্রকার সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াও লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর লীলা-সমুদ্রের এক বিন্দুও বর্ণিত হইল না, দিগদর্শন হইল মাত্র। সেই অতল লীলাসমুদ্র সম্যগ্‌রূপে বর্ণন করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়ে সেই পারাপার-শূন্য চৈতন্যলীলা-বারিধির সংরক্ষণের স্থান রহিয়াছে; উহা প্রাকৃত চিন্তাস্রোতের অধিগম্য না হইলেও গীতি সত্যকথা।

মহাপ্রভুর লীলা-বারিধির এক বিন্দুও বর্ণন করিতে হইলে সুবৃহৎ অথবা বৃহত্তম গ্রন্থেও তাঁহার স্থান সঙ্কুলান হয় না। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে মহাপ্রভু সন্ন্যাসান্তে কাটোয়া হইতে শান্তিপুর হইয়া যে যে পথ স্বীয় পদস্পর্শে পবিত্র করিয়া নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন সেই স্থান সমূহের দিগ্দর্শন করিব মাত্র। তাহাতে যদি কোনও প্রকারে আমাদের জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক বৈষ্ণবসেবা হয়, তাহা হইলে সেই সেবোন্মুখিনী সুকৃতি শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম-সেবায় আমাদিগের চিত্ত দৃঢ়রূপে সংরক্ষণ করিবেন, ইহাই ভরসা।

সন্ন্যাসান্তে মহাপ্রভু এক রাত্রি কাটোয়াতে সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর নিকট অবস্থান করিলেন এবং আলিঙ্গন প্রদান দ্বারা ভারতীকে কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী করিলেন। ভারতী মহাপ্রভুর কৃপালিঙ্গন পাইয়া তাঁহার সহিত নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন তিনি কৃষ্ণের অন্বেষণে ব্রজাভিমুখে চলিলেন।

এই সময় কেশব ভারতীও স্বেচ্ছায় মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন। মহাপ্রভুর অনুগমন করিতে লাগিলেন—নিত্যানন্দ, গদাধর ও মুকুন্দাদি ভক্তগণ। তিন রাঢ় দেশে প্রবিষ্ট হইয়া রাঢ়দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গোপীগণকে মাঠে বিচরণ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণলীলার স্মৃতিতে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত মহাপ্রেমে নৃত্য, হুঙ্কার ও গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। রাষ্ট্র-প্রদেশকে চলিত কথায় রাঢ়দেশ বলা হয়। রাজধানী হইতে সুদূরে অবস্থিত শাসনান্তর্গত প্রদেশ রাষ্ট্র-প্রদেশ বা রাঢ়দেশ নামে খ্যাত। মহাপ্রভু গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত রাঢ়দেশ দিয়া চলিতে থাকেন।

কোন এক রাত্রিতে মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ জনৈক সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং এক প্রহর রাত্রি থাকিতেই ভক্তগণকে না জানাইয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে বহুদূর চলিয়া গেলেন এবং এক প্রান্তর ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উচ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

"নিজ-প্রেম-বশে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি' উচ্চস্বর ॥"

প্রভুর ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করিয়া ভক্তগণ তাঁহার নিকট গেলেন। মুকুন্দ স্বীয় পিকবিনিন্দিত-স্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই কীর্ত্তনে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। প্রেমে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৌশলক্রমে তাঁহার গতি পূর্ব্বদিকে ফিরাইয়া শান্তিপুরে লইয়া আসিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর চেষ্টায় শ্রীধাম মায়াপুরের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহের বহু ব্যক্তি শান্তিপুরে আসিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার-লাভে কৃতার্থ হইলেন। যে-সকল পাষণ্ড পূর্ব্বে মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ করিয়াছিল তাঁহারাও এখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আত্মশোধনার্থ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিলেন।

শান্তিপুরে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর ভবনে মহাপ্রভুর মহানৃত্য-কীর্ত্তন-উৎসবে নবনবায়মান দিব্যপ্রেমোন্মাদ প্রকটিত হইল। তিনি বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া স্বমুখে নিজ তত্ত্বসমূহ প্রকাশ পূর্ব্বক ভক্তগণকে কৃপা করিলেন। অদ্বৈতপ্রভুর ভবনে আর একটী বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ তখন মাত্র ৫ বৎসরের শিশু। তিনি দিগম্বর-বেশে ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে হাসিতে হাসিতে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু অচ্যুতকে সেই ধূলার সহিতই কোলে লইয়া বলিলেন—

"অচ্যুত আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা ॥"

এই প্রশ্নের উত্তরে ৫ বৎসরের দিগম্বর শিশু যে উত্তর করিল তাহা বড়ই বিস্ময়-প্রদ। সে বলিল—

"তুমি দৈবে জীব-সখা।
সবাকার বাপ তুমি এই বেদে লেখা ॥"

অচ্যুতের বাণীর অর্থ—মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ ব্যতীত জীবগণের নিত্য বন্ধু আর কেহ নাই। তাই অচ্যুত শ্রীগৌরসুন্দরকে জীবমাত্রেরই সখা বলিয়া বর্ণন করিলেন। শ্রুতিশাস্ত্র গৌর-সুন্দরকেই আকর-তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" এই উপনিষদ্‌বাণী এবং "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি শ্রুতিবচন-সমূহের উদ্দিষ্ট বস্তুও শ্রীচৈতন্যদেব।

মহাপ্রভু ১৪৩১ শকাব্দায় বা ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। ভক্তগণের অনুরোধে কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থান পূর্ব্বক একদিন নীলাচল যাত্রা করিলেন। প্রভুর বিরহে ভক্তগণের কি অবস্থা হইল তাহা একমাত্র প্রেমিক ভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও বোধগম্য নহে। মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ চলিলেন। পথে মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট সঞ্চিত কোন বস্তু আছে কি না অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের নিষ্কিঞ্চনতা ও নিরপেক্ষতা পরীক্ষা করিলেন এবং কাহারও সঙ্গে কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ইহাদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন যে, পরমার্থ-পথের পথিক হইতে হইলে প্রাকৃত অর্থ বা অর্থের অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের চরণে সম্পূর্ণ শরণাগতি ব্যতীত কৃষ্ণানুসন্ধান-সেবা কখনও হইতে পারে না।

প্রভু দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গী বিপ্রলম্ভ মহাভাব। এই মহাভাবের অনুগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিত্যানন্দ গদাধর প্রমুখ ভক্তগণ মহাপ্রভুর অনুগমন করিতেছেন। তাঁহারা যে-সকল পথ দিয়া যাইতেছেন তাহা সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে ভাসমান হইতেছে। সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকথা," কৃষ্ণচিন্তা, কৃষ্ণস্মরণ, কৃষ্ণের বিরহ ব্যতীত আর কিছু তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। ভক্তগণ মহাপ্রভুর কৃষ্ণোন্মাদ-লীলা দর্শন ও তদীয় উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে আটিসারা গ্রামে উপস্থিত হইয়া অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আটিসারা গ্রামটীর বর্ত্তমান নাম আটঘরা বা আটগড়া, মতান্তরে কটকী। ইহা ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত মহাপ্রভুর সময়ে এই স্থানে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। মহাপ্রভু পরদিন অনন্ত পণ্ডিতের গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া জাহ্নবীর কূলে কূলে সঙ্কীর্ত্তন-স্বধুনী প্রকাশ পূর্ব্বক ছত্রভোগে উপস্থিত হইলেন। ছত্রভোগ আটিসারা হইতে অধিক দূরে

নহে। ইহা ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর থানার অন্তর্গত এবং ই-বি রেলওয়ের মথুরাপুর রোড় ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪॥০ মাইল দূরবর্ত্তী। বর্ত্তমানে এখানে ত্রিপুরাসুন্দরী মহামায়ার মন্দির দেখা যায়। ঐ মন্দির হইতে আনুমানিক দেড় মাইল দূরে অম্বুলিঙ্গ নামক স্থান বিদ্যমান। অম্বুলিঙ্গের বর্ত্তমান নাম বড়াশী; মহাপ্রভুর আগমন-কালে উহার নিকট গঙ্গা শত-মুখী হইয়া প্রবাহিতা হইতেন। মহাপ্রভু তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শত-মুখী গঙ্গা প্রবাহিতা না থাকিলেও তাঁহার অবশেষ-চিহ্ন খাতাদি দৃষ্ট হয়। ছত্রভোগে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় মহাপ্রভুর পাদপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। "ছত্রভোগে মহাপ্রভুর পাদপীঠ" শীর্ষক প্রবন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে এই সকল বিষয়, বিশেষতঃ 'অম্বুলিঙ্গ শিব' নাম হইবার কারণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ছত্রভোগ গ্রামের অধিপতি রামচন্দ্র খান দৈবাৎ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হন এবং মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন-লাভের জন্য অদ্ভুত আর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হন। রামচন্দ্রখান মহাপ্রভুর আদেশক্রমে তাঁহার নীলাচল-গমনের জন্য নৌকাদির ব্যবস্থা করেন। প্রভুর আজ্ঞায় মুকুন্দ নৌকায় সুমধুর সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আর সেই কীর্ত্তনের তালে তালে মহাপ্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নাবিক ভীত হইয়া জলদস্যু ও কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা জানাইল। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু ভক্তরক্ষাকারী সুদর্শন-চক্রের মহিমাদি বর্ণনপূর্ব্বক তাহার ভীতি দূর করিলেন।

মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ নৌকাযোগে উৎকল প্রদেশের অন্তর্গত প্রয়াগ-ঘাটে উপস্থিত হইয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। তথায় গঙ্গাঘাটে তিনি স্নান করিলেন এবং যুধিষ্ঠির-স্থাপিত বৈষ্ণবরাজ মহেশের প্রতি নমস্কারাদি-লীলা প্রদর্শন করিলেন। এই স্থানে তিনি ভক্তগণকে ছাড়িয়া স্বয়ং ভিক্ষাদি করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে মহাপ্রভু পুনরায় নীলাচলাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। পথে পথকর-আদায়কারী জনৈক দানী প্রথমত মহাপ্রভুর নিকট মাশুল চাহিয়া তাঁহার গতিরোধ করে। পরে তাঁহার অলৌকিক তেজ দেখিয়া দানী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া ভক্তগণের মাশুল চাহিল কিন্তু পরে ভক্তগণের জন্য মহাপ্রভুর যুগপৎ নিরপেক্ষ-লীলা ও স্নেহপূর্ণ ক্রন্দন দেখিয়া দানীর চিত্ত মুগ্ধ হইল। দানী ভক্তগণকে ছাড়িয়া ত দিলই পরন্তু মহাপ্রভুর চরণে স্বেচ্ছায় ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

দানীকে কৃপা করিয়া মহাপ্রভু ক্রমে সুবর্ণরেখা-তীরে ভক্তবৃন্দসহ স্নান করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তখন অনেক পশ্চাতে পড়িলেন। এই সময় নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট জগদানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক রক্ষিত মহাপ্রভুর দণ্ডটী নিত্যানন্দপ্রভু তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, নিত্যানন্দপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্য, যে মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে বিভিন্ন আধিকারিক দেববৃন্দ কর্ম্মফলবাধ্য জীবগণকে দণ্ড প্রদান করেন, যে প্রভুকে নিত্যানন্দপ্রভু সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে নিত্য বহন করেন, সেই মহাপ্রভু দণ্ড বহন করিবেন, ইহা কখনও সমীচীন হইতে পারে না। বৈধ-সন্ন্যাসিগণ কায়-মনোবাক্যকে নিরন্তর দণ্ডপ্রদান করিয়া আত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তিতে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিবার নিমিত্ত দণ্ড ধারণ করেন। স্বয়ং ভগবানের পক্ষে—মহাভাগবতের লীলাভিনয়কারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পক্ষে সেইরূপ দণ্ডগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নাই। নিত্যানন্দপ্রভু দণ্ডটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া জীবগণকে এই শিক্ষা দিলেন যে, মহাপ্রভু একদণ্ডী মায়াবাদিগণকে সঙ্গদান পূর্ব্বক উদ্ধারার্থ একদণ্ড গ্রহণ করিলেও বৈষ্ণবগণের পক্ষে ত্রিদণ্ড-ধারণই বিধি।

মহাপ্রভুর নিকট দণ্ডভঙ্গ-বার্ত্তা পৌঁছিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে ভর্ৎসনা করেন। বস্তুতঃ-পক্ষে নিত্যানন্দ প্রভুর দণ্ডভঙ্গ-রহস্য ও মহাপ্রভুর ভর্ৎসনা-লীলা সামান্য জীব-বুদ্ধির অগম্য। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"ইঁহা কেন দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেন ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায়॥
দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই পরম গম্ভীর।
সেই বোঝে, দুঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥"

দণ্ডভঙ্গ-লীলা-রহস্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে প্রকৃতপ্রস্তাবে যাঁরভাবে যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদেরই প্রভুদ্বয়ের স্বরূপ ও দণ্ডভঙ্গ লীলার তাৎপর্য্য ধারণা হইবে, পূর্ব্ব-মহাজনগণ কৃষ্ণপদ-সেবা দ্বারা গৃহীত-দণ্ড হইয়া সংসারাভিনিবেশ ত্যাগ করেন। সাধকভাবে মহাজনপথের অনুগমন করিয়া বৈধ সন্ন্যাসের যে প্রয়োজনীয়তা, তাহা মহাপ্রভুও স্বীকার করেন। বিদ্বৎ-সন্ন্যাসে দণ্ডের আবশ্যকতা না থাকিলেও বিবিৎসা বা বিষয়-ত্যাগের ক্রমপন্থারূপ ভক্ত্যনুকূল অনুষ্ঠান লোকশিক্ষার্থে সাধক-জীবনে যে আবশ্যক, ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়। দাস নিত্যানন্দ, প্রভু গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের প্রারম্ভরূপ দণ্ডবহন-কার্য্য বস্তুতঃ উচ্চ পরমহংসাধিকারে প্রয়োজন নাই, জানিয়া অজ্ঞ জড়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'কুটীচক' বা 'বহূদক' অবস্থায় স্থিত বলিয়া ভ্রম করিয়া অপরাধ না করে, তজ্জন্য পরমোচ্চতম অবস্থার আদর্শ দেখাইবার জন্য দণ্ডত্যাগ করাইলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, দণ্ডভঙ্গ-লীলাটী কমলপুর নামক স্থানে ভার্গীনদীর তীরে হইয়াছে। ভার্গীর বর্ত্তমান নাম দণ্ডভাঙ্গা-নদী। ছত্রভোগের পর যে-সকল স্থান অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভু কমলপুরে আসিয়াছেন, তন্মধ্যে বালেশ্বর, রেমুণা, যাজপুর, কটক ও ভুবনেশ্বর বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থান বর্ত্তমানে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে পথে যাওয়া যায়। এই রেলওয়ে লাইনে জলেশ্বর, যাজপুর, কটক ও ভুবনেশ্বর ষ্টেশন বিদ্যমান; সহরগুলি ষ্টেশন হইতে ২।৩ মাইলের মধ্যে। রেমুণা বালেশ্বর ষ্টেশন হইয়া যাইতে হয়। পাকা রাস্তা আছে। বালেশ্বর ষ্টেশন হইতে রেমণার দূরত্ব প্রায় ৫ মাইল। মহাপ্রভু প্রত্যেক স্থানেই বিশেষরূপে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। রেমুণাতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ-কথিত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রেমসেবার ফলে শ্রীগোপীনাথ যে-প্রকারে মাধবেন্দ্রের জন্য ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়া স্বীয় সেবক-কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক প্রেমবশ্য 'ক্ষীরচোরা'-নাম লাভ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ যে-প্রকারে গোপবালকবেশে সমস্ত দিন অনাহারী নাম-পরায়ণ মাধবেন্দ্রকে দুগ্ধপ্রদান করিয়াছিলেন যে-প্রকারে মাধবেন্দ্রকে স্বপ্ন দেখাইয়া শ্রীগোপাল তাঁহা-কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধনে স্থাপিত ও পূজিত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে গোপালের আদেশে শ্রীমাধবেন্দ্র মলয়জ-চন্দন ও কর্পূর আনিতে নীলাচল-গমন-পথে রেমুণায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় ভক্তগণের নিকট বিশেষরূপে বর্ণন করেন। কটকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষি-গোপাল-কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন।

কমলপুর হইতে পুরীর শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়। তদ্দর্শনে মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

"জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা।
দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা, সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়॥
হাসে, কান্দে, নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হইল—সহস্র যোজন॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা 'আঠারনালা'।
তাহা আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥"

আঠারনালা হইতে মহাপ্রভু ভক্তগণকে পশ্চাতে রাখিয়া একাকী পুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গেলেন।

শ্রীহরিকথা

গত ২২শে আগষ্ট শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, হরি-সেবক, হরি-সেবা ও হরি—এই তিনটিই বৈকুণ্ঠবস্তু, মায়িক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের অন্যতম ব্যাপার নহে। হরিবিস্মৃতিফলেই জীবের সেবা-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুখ-দুঃখে নিযুক্ত হয়। তাহাতে নিত্যত্ব, অপক্ষয়-রহিত জ্ঞান ও আনন্দ নাই। যে স্থলে উপায় ও উপেয়ের ভেদ বর্ত্তমান তথায় বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। ভগবদ্ভক্তিতে উপায় ও উপেয় স্বতন্ত্র নহে।

ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রস্তাবিত সাধন প্রক্রিয়া জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি করিতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এক হিংস্র-জন্তু-সমাকুল অরণ্যাভ্যন্তরে জনৈক মানব প্রবিষ্ট হওয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বৃক্ষ হইতে যষ্টি সংগ্রহ পূর্ব্বক পশুকুলকে বিতাড়িত করিতে পারিলেই তিনি নির্ভয়ে বনবাসী হইতে পারেন। তাদৃশ যষ্টি সংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে হিংস্র পশুগণ আক্রমণ করিল। ফলে তাহার মৃত্যু হওয়ায় প্রস্তাবিত অভীষ্টসিদ্ধির কিছুই হইল না। সাধনকালে রক্ষকের অভাবে যে ফললাভের অসুবিধা ঘটিল, তাহা দীনবৎসল ভগবানের চরণ-সেবা-পরিহারের জন্য। যদি তিনি সংরক্ষিত হইয়া ভগবদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার ঐ প্রকার বিপদ ঘটিত না।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৮ই ভাদ্র তারিখের ১৫১ সংখ্যা শ্রীনদীয়াপ্রকাশে 'কুপুত্র পিতার উপকার' শীর্ষক প্রবন্ধে ৪র্থ পৃষ্ঠার ২য় কলমে ৮ম পংক্তিতে লিখিত 'অমন্দোদয়-উপকার' শব্দের স্থানে 'মন্দোদয় উপকার' হইবে এবং ১১ পংক্তিতে 'অমন্দোদয়' মন্দোদয় হইবে।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & Co.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
মাকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫৷৷০
বালাম	৪৷০
কলম	৩৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪৷০
আটা 'বি'	৪৷৷০—৪৷৷৵০
২নং আটা	৪৶০—৪৷৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	২৷৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

ভোলা	৫৫৷৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্কা	৬৲—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৶০—৫৷০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৬৷

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ " "	১৩৲
২৪ গেজ " "	১১৷০
আর, পি, ডি,	১০৷৷৵০

এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—

৪১৷৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ " "	১২৷৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১০৷৷৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮৷৷০

গ্যাঃ তারের জাল ১৪ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৫০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
ঠাল পাটী	৩৷৵০—৩৷৷৵০
" বোল্টু (গোল)	৬৷৵০—৬৸৵০
" গরাদে (চৌকা)	৬৷৵০—৬৸০
"গোল বড় ৶০—৷৶০ সূতা	৫৵০—৫৷৵০
" টানা বড়-চৌকা ৶০—৷৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
" বাওল হাল	৬৵০—৭৸

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত,

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন	।৹	।৶৹	।৶	।৹
,, ,, ইঞ্চি	২৲	১৷৹		
,, ,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	
,, ,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,, ,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ:

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. C. ১৫২৪

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ২৮শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৫৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

জওহরলালজীর পুনরায় কারাবাস

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে গত ২৩শে আগষ্ট সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে এলাহাবাদ সহরের ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব শিয়ারীশঙ্কর পাণ্ডে জওহরলালজীকে নাইনী সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যান। পণ্ডিতজীর পরিবারবর্গ সহ তাঁহার বৃদ্ধা মাতা গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া পুত্রকে বিদায়-অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুত আর এস পণ্ডিত ও তদীয় পত্নী নিজেদের মোটরে করিয়া জওহরলালজীকে নাইনী জেলে লইয়া যান।

———

বাসচালকের দুই বৎসর কারাদণ্ড

কুপুস্বামী নামক জনৈক মোটর বাস-চালক গত ৮ই জুন মাদ্রাজ রতন বাজারে ইচ্ছাপূর্ব্বক সার্জ্জেণ্ট মেজর উইলিয়ামসের উপর দিয়া বাস চালাইয়া তাহাকে হত্যা করিবার অভিযোগে হাইকোর্টের দায়রায় অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরীগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে নরহত্যার অভিযোগে নির্দ্দোষ কিন্তু অসতর্কভাবে বাস চালাইয়া সার্জ্জেণ্টের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ক ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারপতি মিঃ বার্লিস জুরীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামীকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আসামী আপনাকে নির্দ্দোষ বলে। সে তাহার জবানবন্দীতে বলে যে, সে বিচারপতি মিঃ সদাশিব আয়ার ও স্যার মোহম্মদ হবিবুল্লা প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের অধীনে কাজ করিয়াছে। সে স্যার মোহাম্মদ হাবিবুল্লা কর্ত্তৃক প্রদত্ত সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট দাখিল করিয়াছিল।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ই বি এইচ বেকারের অভিমত অনুসারে হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ কার্ডেলো ও মিঃ কার্টাল দীপেন ভড় ও টেকা আলিকে নরহত্যা সহ ডাকাতির অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। অভিযোগে প্রকাশ, গত ৮ই ও ৯ই জানুয়ারী ৩২।২ মুরারীপুকুর লেনে পান্নান নামক একজন ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ তাহার ঘরে ঘুমাইতেছিল। ঐ ঘরে ঐ দিন রাত্রিতে বৃদ্ধের পুত্র ফেকু ভিন্ন আর কেহই ছিলনা। ফেকু ভোর ৪-৩০ মিনিটের সময় উঠিয়া দেখে যে তাহার পিতা যে কাঠের বাক্সটিতে মূল্যবান জিনিষপত্র রাখিত তাহা কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পর তাহার পিতার কোঠায় যাইয়া দেখে যে তাহার পিতা মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার ঘাড়ে ছোরার আঘাত রহিয়াছে।

সন্দেহক্রমে দিপেনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহারই সনাক্ত মত অপর আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মোট ৬ জন আসামীকে চালান দেওয়া হয়। তন্মধ্যে দায়রা জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া ৪ জনকে মুক্তি দেন। বর্ত্তমান দুই জন আসামীকে জুরীগণ সন্দেহ করেন। জজ জুরীদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

নিম্ন আদালতে উক্ত আসামীই দোষ স্বীকার করে। দায়রা আদালতেও আসামীগণ দোষ স্বীকার করে।

মিঃ হিমাংশু চৌধুরী আসামী পক্ষ সমর্থ করেন।

———

মৌলবীবাজারে সশস্ত্র ডাকাতি

কন্দপুর গ্রাম মৌলবীবাজার থানা হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর গৃহে গত শনিবার এক ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ১০।১২ জন ডাকাত লাঠি রামদাও ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত দুই ভ্রাতার ঘরে প্রবেশ করে, এবং গৃহের অধিবাসীদিগকে ভীষণ মারধর করে। তাহারা নগদ ১৬৫০ টাকা, ২৫০ টাকা দামের সোনার গহনা, অনেক দলিল পত্রাদি লইয়া পলায়ন করে। উক্ত নগদ ১৬৫০ টাকার মধ্যে ৯৫০ টাকা শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ও ৭০০ টাকা তাঁহার ভ্রাতার।

———

চোরাই জিনিষ বণ্টনকালে ধৃত

ইণ্টালি পুলিশ কলিকাতা ও সহরতলীর নানাস্থানে চুরি করার অভিযোগে চারিজন চোরকে কৌতূহলোদ্দীপক অবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, গত বুধবার রাত্রিতে ইণ্টালি পুলিশ এই মর্ম্মে এক সংবাদ পায় যে, কতিপয় দুঃসাহসী চোর ইণ্টালি থানার এলাকাধীন কোন এক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বহু মূল্যবান জিনিষ পত্রাদি লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

পুলিশ অবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করে এবং চোরেরা ঐ অঞ্চলের একটি জনহীন বাড়ীতে সমবেত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারে। তাহারা অপহৃত দ্রব্যাদি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপভাবে সমবেত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পুলিশ উক্ত বাড়ীর সন্ধান বাহির করে এবং বহু সংখ্যক কনেষ্টবল সহ উক্ত বাড়ী ঘেরাও করে। পুলিশ প্রথমে দরজার কড়া নাড়িতে থাকে। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং চার জন চোরকে গ্রেপ্তার করে। ঐ সময় তাহারা একটী ঘরের মধ্যে অপহৃত দ্রব্যাদি বণ্টন করিতেছিল। পুলিশ ধৃত ব্যক্তিদের শরীর খানাতল্লাস করে এবং কয়েকটী ইলেক্ট্রিক টর্চ ও সিঁদ কাটিবার অন্যান্য যন্ত্রপাতি পায়। আসামীদিগের নিকট যে সব জিনিষপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা উপার উক্ত বাড়ী হইতে অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ধৃত ব্যক্তিদিগকে তদন্ত সাপেক্ষ হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

———

রাস্তার মধ্যে আততায়ীর আক্রমণ

ধর্ম্মদা (নদীয়া) হইতে প্রকাশ, গত ২০শে আগষ্ট বৈকালে আন্দাজ ৫॥ ঘটিকার সময় কড়কড়িয়া গ্রামের বাবু রায় যখন পাটের জমির মধ্য দিয়া বাড়ী যাইতেছিল, সেই সময়ে কে বা কাহারা লাঠি ও অন্য অস্ত্র দ্বারা তাহাকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে। ফলে কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

গুর্খা ও পাঠানদের মধ্যে দাঙ্গা

গত ১১ই আগষ্ট শনিবার ডিব্রুগড় মুলিয়াবাড়ী বাজারে গুর্খা ও পাঠানদের মধ্যে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, উহাতে আহত ৬ জন নেপালীর মধ্যে একজনের ডিব্রুগড় হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৪১

কাবেরী-নদীর

গত ২১ আগষ্ট মঙ্গলবার কাবেরী নদীর বন্ধনের যে মহোৎসব সম্পন্ন হইল, তাহা আধুনিক মানুষের এক নূতন কীর্ত্তি। মেট্টুর বাঁধ আজ পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধের গৌরব দাবী করিতেছে। ৬ বৎসর ধরিয়া ইহার নির্ম্মাণ [illegible] এবং তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে ইহার পরিকল্পনা, গবেষণা ও আয়োজন। আজ বহু লোকের পরিশ্রম, বুদ্ধি, বিদ্যা ও অর্থের বলে এই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন হইল। কাবেরী নদী পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা হইতে বাহির হইয়া মহীশূরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কোয়েম্বাটুর, ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া বঙ্গোপসাগরের সহিত মিশিয়াছে।

দুঃখের বিষয়, দাক্ষিণাত্যের উক্ত বিখ্যাত নদীটি নিরন্তর সংযত প্রবাহে জনপদ সমৃদ্ধ করিয়া চলে না, মাঝে মাঝে হঠাৎ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিপুল বন্যা সৃষ্টি করেই, পরন্তু সর্ব্বত্র সমান বারি বিতরণে কার্পণ্য দেখাইবার ফলে কোথাও জলাভাব কোথাও বা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে শস্যক্ষেত্রে বিপদ সৃষ্টি করে। কাজেই ইহাকে সংযত করিবার জন্য কাবেরী নদীর সাহায্যে ইহার সঞ্চিত জলের [illegible] বাঁধ নির্ম্মাণের প্রস্তাব উঠে।

* * *

১৯২৪ সালে যে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়, তাহাতে বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের প্রথম প্রস্তাবের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া তদবধি বন্যার ভয় হইতে নিরাপদ করিবার জন্য বাঁধটিকে এক মাইল উত্তরে সরাইয়া নির্ম্মাণের আয়োজন করেন। সেই নির্ম্মাণ কার্য্য এতদিনে শেষ হইয়াছে এবং ইহার চমকপ্রদ নাম, মহীশূরের কৃষ্ণরাজসাগর (৩৯৪ কোটী ৪০ লক্ষ ঘন ফুট জল ধারণক্ষম) [illegible] নিজাম-সাগর (২৫৫৫ [illegible] লক্ষ ঘন ফুট জল ধারণক্ষম) [illegible] ২৯৬০ কোটী ৮০ লক্ষ ঘন [illegible] জল ধারণক্ষম এবং মিশরের [illegible] আসোয়ান বাঁধ (২৭৬০ কোটী ঘন ফুট জল ধারণক্ষম) প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

* * *

মেট্টুর বাঁধ ৯৩৫০ কোটী ঘন-ফুট জল ধারণ করিবে এবং সমস্ত ৬০০ মাইল দীর্ঘ ছোটবড় সমস্ত খাল ও নালার মধ্য দিয়া বারিধারা প্রবাহিত করিয়া ১২৫ মাইল দূরবর্ত্তী ১৩ লক্ষ একর পরিমিত জমির শস্যসম্পদ বৃদ্ধি করিবে। এই বাঁধ এক মাইলের অধিক দীর্ঘ, নদীশয্যা হইতে ইহার উচ্চতা কলিকাতার মনুমেণ্টের সমান (১৭৬ ফুট); উহা ক্রমে সরু হইয়া শীর্ষদেশে ১৪ হাত চওড়া রাস্তা রহিয়াছে।

———

ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় পড়িয়াছে ৬ কোটী লক্ষ টাকা এবং ইহার দুইধারের মধ্যে যে হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ফল ৬০ বর্গ মাইল। নির্ম্মাণ-কর্ত্তাগণ আশা করেন যে, সেচকার্য্যের এই বিপুল ব্যবস্থার ফলে মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষিলক্ষ্মী বাঁধা থাকিবেন। তথায় বর্ত্তমানের অপেক্ষা দেড় লক্ষ টন অধিক চাউল উৎপন্ন হইবে এবং প্রতি একর জমিতে প্রথম বারের শস্যের জন্য ১৫ টাকা হিসাবে এবং দ্বিতীয় বারের শস্যের জন্য ৭॥০ আনা হিসাবে জলের ভাড়া আদায় করিলে বৎসরে ৪৬॥০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের শতকরা ৭॥০ লাভ হইবে।

মহিলা কংগ্রেস ও বিশ্বশান্তি

জগতের বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০ লক্ষ নারী আন্তর্জ্জাতিক নারী-কংগ্রেসের সদস্যা, এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে প্রায় ৬ষ্ঠ সহস্র নারী-প্রতিনিধি সেদিন উক্ত কংগ্রেসের প্যারিসের অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দো চীন, ডাচ, ইষ্ট-ইণ্ডিজ, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ হইতেও প্রতিনিধিরা গিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের নারী-আন্দোলনের বিখ্যাত নেত্রী ও বক্তৃগণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু জগতে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ যখন সম্মেলনে প্রবেশ করেন, তখনই অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। চারিদিক হইতে মেয়ে-প্রতিনিধিরা উঠিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া উল্লাস-ধ্বনি করিতে থাকেন এবং কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত তিনি কোন কথা বলিবারই অবসর পান নাই। অবশেষে আন্তর্জ্জাতিক নারী-কংগ্রেসকে তাঁহাদের মহৎ কার্য্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে, নারীদের এই সদিচ্ছার মূল্য খুব বেশী, সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল সদিচ্ছার দ্বারাই কোন কাজ হইবে না।—যে ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ জগতে যুদ্ধ বিগ্রহের মূল, তাহার অবসান করিবার জন্য নারীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বক্তৃতা সাধু উদ্দেশ্য প্রভৃতি অনেক বার অনেক শুনিলাম কিন্তু ঢেউ ধরিবার উদ্যম ও শক্তি কয়জনের আছে তাহাই চিন্তার বিষয়। মরুভূমি মরুদ্যানে পরিণত কখনও হইয়াছে কি? যে পর্য্যন্ত জনগণ ভোগের চিন্তাস্রোত হইতে মুক্ত হইতে না পারে সে-পর্য্যন্ত জিগীষা-বৃত্তি দমিত হইতে পারে কি? লালসার প্রবল তাড়না যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের সহিত কখনও সখ্য করিতে পারে না: জগতের ইতিহাসের প্রতি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। তবে উলু বনে মুক্তাছড়ানের এত প্রয়াস কেন?

বিশ্বশান্তি বৈঠকের যবনিকা পাত করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রাচ্য জাপান, সকলেই যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; অস্ত্র-নির্ম্মাণে অগ্রসর সৈন্য-সামন্ত সংগ্রহ করিতেছে। ইউরোপের বড় বড় কারখানায় দিবারাত্র অস্ত্র তৈয়ারী হইতেছে এবং তাহা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইতেছে। ইংলণ্ড অনেকদিন হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার নৌবল বর্দ্ধিত হইতেছে এবং বিমান বহর বাড়াইবার কথাও প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হইয়াছে। ফ্রান্স সীমান্তে দুর্গ ও ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়া, সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আক্রমণ ও প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। হের হিটলারের নেতৃত্বে জার্ম্মাণীতেও সামরিকভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মুসোলিনী-পরিচালিত ইটালীতেও সাজ সাজ রব! আন্তর্জ্জাতিক নারী-কংগ্রেস কি এই যুদ্ধোন্মত্ত-অগ্নি উপদেশ-বাক্যে নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন? তবে জগতে নারীর মোহিনী-শক্তি ক্ষমতা অসীম! আবার মোহিনী শক্তিই অনেক সময় যুদ্ধের কারণ হয়। তবে সে যুগ এখন অতীত ঘূর্ণি-পর্য্যায় আবার আবির্ভাবেরই বা বিচিত্র কি।

———

পৃথিবীর বাণিজ্য

জাতিসঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি জেনেভা হইতে পৃথিবীর ১৯৩৩ সালের বাণিজ্যের সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পৃথিবীর ১৬০টি দেশের মধ্যে গত ১৯৩৩ সালে যত টাকার এবং যে পরিমাণ মালপত্র আমদানী রপ্তানি হইয়াছে, তাহার সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গত ১৯২৯ সাল হইতে এই বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীর মোটমাট বাণিজ্য মূল্য ও পরিমাণের দিক হইতে কি ভাবে হ্রাস পাইয়াছে, তাহার তুলনামূলক বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে পৃথিবীর বাণিজ্যের গতি কোন্ পথে চলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়।

* * *

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি অনেকাংশে পৃথিবীর বাণিজ্যের সমষ্টিগত অবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং পৃথিবীর বাণিজ্যের অবস্থার উপর বাণিজ্যের কর্ণধারগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। আজ যে বাঙ্গলা দেশে পাটের মূল্য হ্রাসের জন্য এত হাহাকার পড়িয়াছে, তজ্জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাণিজ্য হ্রাস বিশেষভাবে দায়ী।

* * *

জাতিসঙ্ঘ হইতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বিগত ১৯২৯ সালের পর হইতে মূল্যের দিক দিয়া পৃথিবীর বাণিজ্য যে ভাবে কমিতে আরম্ভ হইয়াছিল, ১৯৩৩ সালেও সেই নিম্নগতি অব্যাহত রহিয়াছে।

ভালবাসি কা'রে?

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি-টি

ভালবাসি যারে
ভাবি সে আমারে
ছাড়িবে না কোন দিন।
সে আর আমি
রব চির দিন
হোক না জগৎ লীন॥
মনের বাসনা
মনে ম রে রয়
হ'য়ে যায় সবই মিছে।
মম বাহু-পাশ
ছিঁড়ে সে যখন
রেখে যায় মোরে পিছে॥
স্থির আঁখি মোর
চেয়ে রয় শুধু,
আঁখি জল দেয় ধুয়ে।
মনের বেদন
ক্ষীণ হ'য়ে যায়
সময় পরশ পেয়ে॥
কিছুই থাকেনা—
স্মৃতিটুকু তার,
তাও হ'য়ে যায় ম্লান।
এই কি আমার
সেই ভালবাসা
সেই সে আকুল প্রাণ॥
নশ্বর ধরায়
কেহ কা'র নয়;
কেহ নাহি কা'র তরে।
ভালবাসি যারে
সে যদি না থাকে
ভালবাসিনে তবে কা'রে?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ ৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৮শে আগষ্ট ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১৫৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে ঝুলনযাত্রা

অন্যান্য বৎসর শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা বৈষ্ণবগণের বাণী-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতেন; এবার শ্রীমঠের রক্ষক গুরুসেবৈকপ্রাণ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর ইচ্ছায় এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশে তাহা (শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা) অর্চ্চামূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া সহস্র সহস্র যাত্রীকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্চ্চক শ্রীযুক্ত বনমালী দাস অধিকারী মহাশয়ের সেবা-নৈপুণ্যে শ্রীবিগ্রহের অতি চমৎকার শৃঙ্গার হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় ঝুলনমঞ্চ অতি সুন্দররূপে সাজাইয়াছিলেন। শ্রীমঠে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত থাকায় শৃঙ্গারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ঝুলনোৎসব সময়ে নৌকাযোগে শ্রীচৈতন্যমঠে আসিবার সুযোগ থাকায় বহু সংখ্যক যাত্রী আসিয়াছিলেন; তবে শুনা গেল, নবদ্বীপ-পারঘাট-মাঝি অন্যায় আচরণদ্বারা অনেক দরিদ্র যাত্রীর গতিপথ রুদ্ধ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের দ্বারদেশ নিশ্চয়ই তাঁহার এলাকাধীন নহে, অথচ সে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট এক আনা দাবী করিয়াছে। দরিদ্রলোকদের পক্ষে আসা যাওয়া ৫০, ৫/০ আনা পান্সী ভাড়া দেওয়াই কষ্টকর, তদুপরি যদি ১২।১৪ জন লোকের নিকট ঘাটমাঝি অন্যায় আব্দারের সহিত আরও ৫০, ৫/০ আনা দাবী করে, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া, তাহাদিগকে পান্সীতে আসিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হয়। সহর-নবদ্বীপে যাত্রিগণকে শুধু যে ঠাকুরবাড়ীর গেটের অত্যাচারেই উৎপীড়িত হইতে হয় তাহা নহে, এখন দেখি, গোস্বামি-সন্তান(?)গণের সঙ্গে পাশে ঘাটমাঝিরও অর্থ-লালসা বৃদ্ধি ভিন্ন-আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নিরীহ পান্সীওয়ালারা নীরবে তাহার অত্যাচার সহ্য করে; অত্যাচারের ভয়ে তাহারা মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার সাহস পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। যদি কোন কোন আরোহী ন্যায় আচরণপূর্ব্বক ঘাটমাঝির অন্যায় আব্দারের পয়সা পান্সীওয়ালাকে না দেয় তাহা হইলে দরিদ্র পান্সীওয়ালাকে নিজের পকেট হইতে সেই পয়সা ঘাটমাঝিকে দিতে হয়। আমরা এই সকল বিষয়ের প্রতিকারের জন্য নদীয়ার সুযোগ্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

— —

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকে একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় করিয়া প্রেমযোগে তাঁহার সেবনই ভজনের সার, এই বিষয়টী ঝুলনোৎসব-সময়ে যাত্রিগণের নিকট শাস্ত্রযুক্তিমূলে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীমঠ সর্ব্বদাই হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত থাকিত। ঝুলনোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

বলদেবাবির্ভাব উৎসব

গত ১৫ ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট শুক্রবার পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠে ও তাঁহার বিভিন্ন শাখামঠ-সমূহে শ্রীবলদেবাবির্ভাব-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব-কাল দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও সন্ধ্যায় মহোৎসব হইয়াছে। অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠের অভিধাতরণ(?) নাটমন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সর্ব্বপ্রথম মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর মহাশয় গায়কত্বে সুমধুর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিকুসুম মহাশয় আনুমানিক অর্দ্ধঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীবলদেব প্রভুর আবির্ভাব রহস্য, বলদেবতত্ত্ব ও বলদেব-মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণন করেন। অতঃপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোর [illegible] ভক্তিবান্ধব, ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, মহোদয় মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব প্রভুর চিদ্বল ও অভিন্ন-বলদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়ার কথা বর্ণন করিয়া একঘণ্টারও কিছু অধিক সময় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দান করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে সন্ধ্যারাত্রিক ও সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকে। তৎপর শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ দাস অধিকারী, ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন হয়।

'সরস্বতী-জয়শ্রী'

আমরা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অংশুমালী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনীর বৈভব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড আগামী জন্মাষ্টমী-বাসরে প্রকাশিত হইবেন। যে আচার্য্যচরণ কৈতবমূলে জাত ভোগ ও ত্যাগ নামক কণ্টকাকীর্ণ পথদ্বয়ে গমনের বিষময় ফল জগদ্বাসীকে জানাইয়া নির্ম্মৎসর ভাগবতগণের বিচারস্থলী শুদ্ধভক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার পরমার্থ প্রদ জীবনীর অনুশীলন-সেবাদ্বারা শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ যে কত উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা গ্রন্থখানি পাইলে এতদ্বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা করিব। আগ্রহশীল পাঠক এই গ্রন্থমালা সংগ্রহ করিয়া পরমার্থ-সম্পুট সমৃদ্ধ করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন। আমাদের আরও প্রার্থনা—অপরাপর খণ্ডসমূহও শীঘ্রই প্রকাশিত হউন।

— —

কলিকাতায় বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন

গত ৫ঠা ভাদ্র ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও উৎসবোপলক্ষে ৩টী বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম শোভাযাত্রাটী গত ২৬শে আগষ্ট অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মঠ হইতে বাহির হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, ট্রাম রোড, নিমতলা ষ্ট্রীট, দর্মাহাটা ষ্ট্রীট, ক্রাস ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আপার চিৎপুর রোড, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ২য় ও ৩য় সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা যথাক্রমে ২রা ও ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বাহির হইবে।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৪৮

ভজনের শত্রু

একদেশদর্শী হইলে কোন বিষয়েই উন্নতি করা যায় না। সেইজন্য সৎ-অসৎ, শত্রু-মিত্র, গুরু-অগুরু, কৃষ্ণ ও মায়ার স্বরূপ বিশেষভাবে অবগত হওয়া উচিত। নতুবা সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, শত্রুকে মিত্র এবং মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইবার আশঙ্কাই বেশী। অনুকূল ও প্রতিকূল বিচারে পারদর্শী না হইতে পারিলে দৃঢ়তার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥"

সংসারে বাস করিতে হইলে যেরূপ শত্রু ও মিত্রগণের পরিচয় অবগত হইয়া সতর্কতার সহিত থাকিতে হয়, সেইরূপ হরিভজন করিতে গেলেও হরিভজনের প্রতিবন্ধক শত্রুগণের স্বরূপ অবগত হইয়া তাহাদের উপদেশে ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক ভজনের সহায়ক বন্ধুবর্গের সঙ্গলাভে যত্নবান্ হওয়া উচিত বলিয়া আমরা আজ এ বিষয়ের কিছু দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণগণই ভজন পথের একমাত্র বন্ধু ও অবলম্বন। সেবা-গ্রহণই সেব্যের কার্য্য। তাই সপরিকর কৃষ্ণ আমাদিগকে সেবা-সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদের সুপ্ত আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন—আমাদিগকে সেবক বলিয়া আত্মসাৎ করিবার জন্য সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা আমাদের নিকট সতত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ—সেবাদাতা আর মায়া সেবার বাধক ভোগপ্রদায়িনী হওয়ায় ভজনের প্রধান শত্রু। এই মায়াদেবী ভজনপ্রবৃত্ত সাধক জীবগণকে নানারূপে আক্রমণ করিয়া থাকে—স্ত্রীরূপে, পুত্ররূপে, মাতা-পিতারূপে, বন্ধুবান্ধবরূপে বা দেহমনোরূপে আমাদের ভজনপথের শত্রু হইয়া থাকে। ভজনের যত শত্রু আছে এবং মায়ার নফর বা মায়িক কুযুক্তিরূপ হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী অনর্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন বা জগতের লোক-সকল আমাদের ভজনপথের কণ্টক বা শত্রু। ইহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলে আমাদের আর কোনও অসুবিধা নাই। কিন্তু এতাদৃশী ধারণা একদেশ-দর্শিতা বা অদূরদর্শিতারই দ্যোতক। যদি আমরা 'ভজনের শত্রু কে?' এ বিষয়টী স্থির হইয়া বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, জগতে আমাদের যত শত্রু আছে, জগতে যত বস্তু আমাদের ভজন-পথের অন্তরায় হইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছে তাহাদের চেয়ে দেহ ও মনই আমাদের ভজনের পরম শত্রু।

আমরা যখন ভগবৎসেবা করিবার বুদ্ধিবিশিষ্ট হই তখন আমাদের তথাকথিত বন্ধুবান্ধবগণ ভজনে বাধা প্রদান করেন বটে, কিন্তু আমরা যদি একটু স্থিরচিত্ত হই, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের বেশী কিছু ক্ষতি করিতে পারেন না। কারণ, যখন তাঁহারা দেখেন যে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে তখন তাঁহারা মনের দুঃখে হতাশ হইয়া আমাদিগকে নিষ্কৃতি দেন। কিন্তু আজ যে শত্রুদ্বয়ের কথা আমরা আলোচনা করিতে বসিয়াছি তাহারা সর্ব্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ভজনে অগ্রসর হইবার প্রথম হইতেই বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

চক্ষু-কর্ণ-নাসাদি-বিশিষ্ট এই পাঞ্চভৌতিক দেহ মাটির বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর মন এই দেহের চালক। আমি আত্মা—ভগবানের সেবক। আত্মা—মনিব এবং দেহ ও মন এই মনিবের ভৃত্য। সুপ্ত অর্থাৎ বিষয়কার্য্যে উদাসীন থাকিলে ভৃত্যগণ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া মালিককে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করে। আত্মা বর্ত্তমানে সুপ্ত থাকায় কৃষ্ণসেবা বিস্মৃত হওয়ায় আত্মার ভৃত্য দেহ-মনও স্ব-সুখের জন্য রূপ-রস-গন্ধাদি ভোগে প্রমত্ত হইয়া আত্মার স্বার্থে বাধা প্রদান করিতেছে। মনিব জাগ্রত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত ভৃত্যগণ যেমন নিজ নিজ চৌর্য্যাদি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, কিন্তু মনিব যখন জাগ্রত হন তখন তাঁহার সেবকগণ স্ব-স্ব কুপ্রবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক মনিবের অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ভগবৎসেবাবিস্মৃতির জন্য আমাদেরও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। আমরা [illegible] এই [illegible] ভৃত্যদ্বয়ের হস্তে পড়িয়া অশান্তি ভোগ করিতেছি।

জগদ্বাসী আমরা প্রায় শতকরা শত জনই মোহনিদ্রায় নিদ্রিত—সেবা সুখে বঞ্চিত। এ জগতে গুরুরূপী ভগবান্ ও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় সর্ব্বাত্মনা শ্রীপদ আশ্রিত অতি অল্পসংখ্যক সেবকই জাগ্রত। ইঁহারা যদি সুপ্ত আমাদিগকে সংকীর্ত্তনধ্বনিতে জাগরিত না করেন তাহা হইলে আমাদের জাগ্রত হইবার—স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। ভাগ্যক্রমে যদি কেহ সাধুর এই উচ্চ-সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে চেতনতা লাভ করিবার বা তাঁহার সকাতর আহ্বানে সাড়া দিবার সৌভাগ্য-বিশিষ্ট হন তখন তিনি নিজের বিষয়কার্য্য অর্থাৎ হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবাকার্য্য নিজেই পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন তখন তাঁহার প্রতিনিধি মন ইতস্ততঃ কোথা ধাবিত হইতে পারে না অথবা ঠকাইতে পারে না, মনিবের আদেশ পালন করিয়া চলে।

ভজনে অগ্রসর হইবার প্রথম মুখে দেহ আমাদিগকে বাধা দেয় এবং মন তাহার ইন্ধন সরবরাহ করিয়া থাকে। মন যখন মনিব আত্মাকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করে তখনই জীব কর্ম্মরাজ্যের পথিক হয়, জগদ্‌ভোগের প্রবৃত্তি জীবকে গ্রাস করে। ভাঙ্গা-গড়াই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের কার্য্য। জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম যেমন তারল্য, আত্মার স্বভাব যেরূপ ভগবৎ-সেবা, মনের স্বভাবও সেইরূপ নিত্য নব নব বিষয়-ভোগের অদম্য স্পৃহা। জীবমাত্রেই হয় মনরূপী মায়ার অনুগত হইয়া সতত ভোগ সন্ধানে রত, না হয় মায়াধীশ গুরুর আনুগত্যে সতত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ মনোহভীষ্ট-পূরণে ব্যস্ত।

মায়া যে কত না কত ভাবে কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা বদ্ধজীবের নাই। বৈষ্ণবগণ এই সকল কৌশল অবগত হইয়া যখন আমাদিগকে সাবধান করেন তখন তাঁহাদের কথা শ্রবণ করা আমাদের উচিত। এই বৈষ্ণবগণের কথায় দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে মায়া মন বা বুদ্ধিরূপে সতত জীব-হৃদয়ে বাস করিয়াও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সেই সাধুগণের উপদেশ-মন্ত্রে মায়ার বিষদন্ত উৎপাটিত হওয়ায় জীব নিঃশঙ্কে সেবা করিতে পারে। সুতরাং, এই দেহ-মনকে নিয়মিত করিতে হইলে, ভবরোগ-চিকিৎসক ভগবৎ-পার্ষদ বৈষ্ণবগণের উপদেশ শ্রবণ করা জীব-মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ অন্যোপায়ে দেহ মনোরূপ শত্রুদ্বয়কে দমন করার চেষ্টা কুঞ্জর-শৌচবৎ বৃথা।

নিষ্কিঞ্চন মহাজনের চরণে চিরবিক্রীত হইতে না পারিলে ভজন আরম্ভই হয় না, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। শাস্ত্রের এই সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেকেই জগদ্‌গুরুর চরণে চিরবিক্রীত হইতে মনস্থ করেন বটে কিন্তু এই শত্রু মন তাহাদিগকে বাধাপ্রদান করিয়া সংশয়চিত্ত করিয়া ফেলে। 'সাধুচরণে বিক্রীত হইলে, তাঁহার সেবায় সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করিলে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা হইবে এবং আমরা যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে পারিব না, তাঁহারই ভৃত্য হইয়া আমাদের থাকিতে হইবে সুতরাং তাহাতে আমাদের কি লাভ হইবে' ইত্যাদি প্রলোভনসূচক উপদেশ দিয়া মন আমাদিগকে বিপথগামী করে, আমাদিগকে গুরুপাদপদ্মে ষোল-আনা দিতে দেয় না, গুরুদেবের হইয়া নিশ্চিন্তে বাস করিবার সুযোগ দেয় না।

মন যখন এইরূপ গুরুবিরোধী ও স্বেন্দ্রিয়-তর্পণ-সহায়ক পরামর্শ প্রদান করে, তখন আমরা আনুগত্য-ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণব-উপদেশ গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ না করিয়া ভোগ করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করি এবং যাঁহারা আমাদের মনোমত কথা বলিয়া ভোগের পরামর্শ দেয় তাহাদেরই উপদেশ আমরা প্রার্থনা করি।

আমরা দেহ ও মনের দ্বারা চালিত। তাই ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুই আমাদের লোভনীয়। অনেক সময় আমি দেহ-মনের তর্পণকেই হরিসেবা বলিয়া মনে করি এবং মনের কবলে পড়িয়া শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গড্ডলিকার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিই। জড়ভোগ-পর মনই বর্ত্তমানে আমার শাসক বা গুরু হওয়ায় আমি তাহাকেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। সাধুসঙ্গে মঠে থাকিবার উপকার বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা যখন অন্তরে চিন্তা করি তখন মন আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিয়া থাকেন,—গৃহে গিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন কর, অন্তর্নিষ্ঠা ও বাহিরে লোক-ব্যবহার করিতে থাক, মর্কট-বৈরাগ্য ভাল নয়, যোষিৎ-সঙ্গাদি করিলেও ইন্দ্রিয়াদি দমন হইবে, তখন তোমার ভজনে কোন অসুবিধা হইবে না।

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব-পাদপদ্মে দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করিতে না দেওয়া, গৃহত্যাগ করিয়া মঠে আসিতে বাধা প্রদান করা, মঠ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পরামর্শ দেওয়া, ভজনের প্রধান কণ্টক ভক্তিনাশক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য প্ররোচিত করা, গুরুদেবকে ভগবদ্‌বুদ্ধির পরিবর্ত্তে মনুষ্য-বুদ্ধি করান, শাস্ত্রে অবিশ্বাস জন্মান, গুরু এবং বৈষ্ণবকে পরমাত্মীয়-বুদ্ধি করিতে না দেওয়া, স্বজনাখ্য দস্যুগণকে স্বজন মনে করান, অবতারবাদ-স্বীকারে বীতস্পৃহা করান, ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্যান্য সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদান, গুরুসেবা

ছাড়িয়া হরিসেবা (?) করিবার কুবুদ্ধি ও অন্যান্য সেবাবাধক কার্য্যের আবাহনই মনের কার্য্য। আমরা যদি মনের এই বঞ্চনা-কার্য্য ধরিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের হরিভজন হইল না—গুরু বৈষ্ণবকে আমার নিজের করা হইল না, নিত্যধন হাতে পাইয়াও কর্ম্মদোষে তাহা হারাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, এই দুই মনই আমার গুরু। যদি মনোধর্ম্মকে গুরু না করিয়া আমি নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত শুদ্ধ বৈষ্ণবের পদতলে বিক্রীত হইতে পারিতাম, তাঁহাকেই যদি প্রতিমুহূর্ত্তে আমার একমাত্র কর্ণধার বলিয়া বরণ করিতাম, তাহা হইলে আমার দেহ-তরণী নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠ রাজ্যে গিয়া পৌঁছিত। কিন্তু হতভাগা আমি তাহা করি না, শত্রুকেই মিত্রবোধে মনেরই অনুগমন করি। কিন্তু এই মনের আনুগত্য স্বীকার করিলে আমার মঙ্গল কোন কালেই হইবে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥"

ভজন করিতে হইলে এই শত্রুকে দমন করা একান্ত দরকার, ইহা ভজনাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু এ মনকে দমন করা কৃত্রিম উপায়ে হয় না। মুকুন্দ সেবাই এই শত্রুদমনের একমাত্র উপায়; সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কাহারও কথা না শুনিয়া গুরুকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা-জ্ঞানে সতত গুরুসেবায় মত্ত থাকেন।

গুরুদেব যে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ ইহা সতত হৃদ্পটে অঙ্কিত করিয়া রাখা দরকার। যে গুরু-নিত্যানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই শত্রুদ্বয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেই নিত্যানন্দ আমার মনের ছাঁচে গড়া নিত্যানন্দ নন, মনোধর্ম্মের নিত্যানন্দ নন। তিনি অধোক্ষজ নিত্যানন্দ-স্বরূপ। এই গুরু-নিত্যানন্দ আমার চিত্তের যাবতীয় পাপ বিধ্বংসকারী, আমার মনোধর্ম্মের অসংখ্য দুষ্টগ্রন্থিচ্ছেদনকারী, আমার জড়াসক্তির নির্ম্মূলকারী। সুতরাং যদি কেহ মঙ্গল চা'ন, তাহা হইলে আমার ন্যায় কুবুদ্ধিবিশিষ্ট না হইয়া, কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের কুবুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক জগদ্গুরু-পাদপদ্মে চিরবিক্রীত হইয়া নিশ্চিন্ত হইবেন ও নির্ব্বিঘ্নে ভজনে অগ্রসর হইবেন, ইহাই নিবেদন।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

জীবাত্মাই বিষ্ণুর অংশ বৈষ্ণব, জীবের দেহ ও মন বৈষ্ণব নহে। উহারা প্রকৃতিজাত নশ্বর বস্তু বিশেষ। সুতরাং চেতনহীন বস্তুকে অণুচেতন বলা যুক্তি-বিরুদ্ধ। স্বভাবই বস্তুর ধর্ম্ম, যেমন জলের স্বভাব বা ধর্ম্ম তারল্য। জীবের স্বভাবও সেইরূপ ভগবৎ-সেবা এবং এই সেবা-ধর্ম্মই জৈবধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্ম জীবমাত্রেরই নিত্যধর্ম্ম হইলেও ভোগধর্ম্মে প্রমত্ত জীবগণের পক্ষে উহা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত না হওয়ায়, তাহারা মায়িক ধর্ম্মে আবদ্ধ এবং তদ্ধেতু মনঃকল্পিত ধর্ম্মকে আত্মধর্ম্ম মনে করিয়া কুপথে চালিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে যে যাহাই বলুন স্বরূপ-বিচার ঠিক হইলে বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবধর্ম্মই শুদ্ধজীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম।

স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় বা সেব্য আর দাসদাসী সকলেই তাঁহার সেবক বা আশ্রিত। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
কেহ মানে না মানে সবে তাঁ'র দাস।
যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥"

অদ্বয়তত্ত্ব বিভুচিৎ অধোক্ষজ বস্তু কৃষ্ণ সব আশ্রিত-তত্ত্বের পরম আশ্রয়। এই কৃষ্ণের প্রতি অণুচিৎ আশ্রিত-তত্ত্বের যে অহৈতুকী অপ্রতিহতা স্বাভাবিকী নিত্যা বৃত্তি, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

জীবাত্মা নিত্য অর্থাৎ সনাতন বস্তু। জীব যে সনাতন, অজ, নিত্য ও শাশ্বত

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ
সনাতনঃ।"

—প্রভৃতি শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তায় আমরা আরও দেখিতে পাই যে, ষড়্‌বিকার-রহিত জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি আদি হয় না। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্ম-মরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হ'ন না। সুতরাং এই জীবাত্মা যখন নিত্য ও সনাতন তখন ইহার ধর্ম্মও যে সনাতনধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্মই জীবাত্মার একমাত্র ধর্ম্ম। জীবাত্মার আর অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে না। জীবাত্মা নহে যাহা অথচ ভ্রমবশতঃ জীবাত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, এরূপ জড়-দেহ-মনের বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম থাকিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিজাত অসৎ দেহমনের ধর্ম্ম অসৎ ও অনিত্য। এই সব ধর্ম্ম অমঙ্গলোৎপাদক বা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম মহান্, পরমোদার ও জীবের চরমকল্যাণপ্রদাতা।

আমাদের ধারণা—বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল হিন্দু বা কতিপয় ভারতবাসীর ধর্ম্ম। কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল ভারতবাসী, হিন্দু বা মনুষ্যেরই ধর্ম্ম নহে, যাবতীয় জীবাত্মা অর্থাৎ নিখিল চেতনবস্তুর একমাত্র ধর্ম্ম। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম অচেতনের ধর্ম্ম নহে, ইহা চেতনধর্ম্ম বা চেতনের ধর্ম্ম। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ছাড়া জগতে আর ধর্ম্ম নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মকে বাদ দিয়া যে সকল ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া জগতে প্রচারিত রহিয়াছে সে গুলির মধ্যে কেহ এই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান, কেহ বা তাহার বিকৃতি মাত্র।

শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য বা তথাকথিত নামে মাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম নহে। ঐগুলি বিদ্ধ, নশ্বর ও মনোধর্ম্ম-শব্দবাচ্য। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে কতকগুলি কপট-লোক বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম করিয়া যে অসৎ-মত প্রচার ও পোষণ করিতেছে সেই তথাকথিত বৈষ্ণবব্রুবগণের আচরিত মনঃকল্পিত ধর্ম্মকে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধ-সনাতনধর্ম্ম মনে করা ভ্রান্তি মাত্র, ধর্ম্মনামে প্রচারিত সেই সকল অধর্ম্মগুলিকে প্রশ্রয় না দেওয়া বা গ্রহণ না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

বৈষ্ণবধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক মত-বিশেষ বা অন্ধ-বিশ্বাস মাত্র নহে। জগদ্বৈচিত্র্যের নানামতবাদ, মনোধর্ম্ম বা অসদ্বিচার-প্রণালীরূপ দুঃসঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া শ্রৌতমার্গ বা সাধুজনের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম অনুশীলন করিবার জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম সৎসম্প্রদায় স্বীকার করেন। বৈষ্ণবগণই সৎ এবং ভগবান্ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম। সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব বা ধর্ম্ম যে সৎ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

বৈষ্ণব—পতিতপাবন। তাঁহারা মহাত্মা-ত্রিগুণাতীত বলিয়া সর্ব্বসদ্গুণ-সম্পন্ন, অখিল লোকপালক নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ ভগবানের সেবক-সূত্রে সকল গুণের খনি ও নির্ম্মল। সুতরাং এই বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম নির্ম্মল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও কৈতবের অবসর নাই। অন্যাভিলাষ অর্থাৎ হরি-সেবা ব্যতীত অপর বাঞ্ছা, কর্ম্ম অর্থাৎ ভোগবাসনা, নির্ভেদজ্ঞান অর্থাৎ ফলত্যাগ-কামনারূপ কৈতব হইতে আত্মধর্ম্ম বা শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত। বিধি-নীতি-বিধান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অবরতার প্রবেশাধিকারও এই নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে নাই। তথাকথিত ধর্ম্মে অল্পবিস্তর কৈতব আছেই। সেইজন্য পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত অন্যান্য অবর বা কৈতবযুক্ত ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন না করিয়া নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরণীয় প্রোজ্ঝিত-কৈতব সনাতন-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এই সব কথা বিচার করুন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

রাম-লীলা

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—এই চারি জন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত। আবার পদ্মপুরাণে রামচন্দ্রকে ভগবান্ নারায়ণের অবতার এবং লক্ষ্মণাদি তিন জনকে যথাক্রমে শেষ, চক্র ও শঙ্খের অবতার বলিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই মায়াধীশ। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইহাঁরা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভগবান্ রামচন্দ্র কেবল যে রাক্ষসাধিপতি রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে; স্ত্রীসঙ্গাদি-কৃত দুঃখ যে দুর্ব্বার—ইহা মর্ত্ত্যজীবগণকে শিক্ষাপ্রদানও তাহার অন্যতম কারণ। এই রামলীলা কোন প্রাকৃত-কামাদি-আসক্ত বদ্ধজীবের লীলা নহে, ইহা সর্ব্বজীবসেব্য নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের লীলা।

ধর্ম্মশীল ও ভক্তিমান্-ভেদে মর্ত্ত্যজীব দুই প্রকার। তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম ও প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্র স্বীয় লীলায় ধার্ম্মিকত্ব ও প্রেমাধীনত্ব, এই দুই প্রকার ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। নতুবা স্ব-স্বরূপে রমমাণ পরমাত্মার সীতাবিরহ-জনিত দুঃখ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত শুদ্ধসেবা-পর ভক্তগণের নহে। তদীয় লীলা ভাগবতকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, বরং তাহার নিমিত্ত তথ্যাদি ক্লেশও সহ্য করিতে হয়। ভগবান্ রামচন্দ্র নিজ লীলায় সেইরূপ ভাব-প্রদর্শন করিয়া ধার্ম্মিকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। আবার, তদ্দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইয়াছেন যে,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ-সুখ॥"

অর্থাৎ ভগবানরূপ প্রেমানন্দ এবং বিরহজনিত অত্যন্ত ক্লেশের ন্যায় পরিলক্ষিত হইলেও তাহা বাস্তবিক দুঃখ নহে, বিপ্রলম্ভরসাস্বাদ-জনিত আনন্দ মাত্র।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি		৮৲
কাটারিভোগ		৫।০
পাটনাই (সবেদ)	৩৸০	৪৲
মাভা বাঁকতুলসী (সবেদ)		৫॥০
বালাম		৪।০
কলম		৩॥০
সিতাশাল (সরু)		

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪॥০—৪॥৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৵০
আটা এলমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২॥৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গড়ান	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

ইটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি জয়েষ্ট বা বীম	
মাকা	৬৲—৬।০
ঐ বে-মাকা হালকা ওজন	৫৶০—৫।০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০

এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৬৵০—৭॥০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	১১।০
আর, পি, ডি,	১৫॥৵০

এসবেষ্টস সিমেণ্ট, করগেট টীন—

৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড	৮॥০

গ্যাঃ তারের জাল ১॥ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
ইস্পাত	৭।৵০—৭॥৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬।৶০—৬৸৵০
,, পয়াদে (চোকা)	৬৵০—৬৸০
,, গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৫৵০—৫।৶০
,, চীনা রড	
চাকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
,, এ্যাঙ্গল বার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৬—৬	৭—১৬,	৯—২৬	১৫—৬	১৬—৩৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯.	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮.	১০—২১	১৩—৬	১৭—১৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮.	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪.	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯.	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-২৫	৯-০৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে রেল বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-৭, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেন পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড } শ্রীমায়াপুর—১২ই ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪১, ২৯শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৫৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মহিলার অপূর্ব্ব সাহস

চট্টগ্রাম সহর হইতে নয় মাইল দূরে উত্তর দিকে মাদারশা গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা ৮০ টাকা লইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, প্রায় চল্লিশ জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গভীর রাত্রিতে ঐ গ্রামের নূতনচন্দ্র দের বাড়ী আক্রমণ করে। তাহারা প্রথমে হিন্দীতে কথা বলে, তাহারা বলে যে, তাহারা খানাতল্লাস করিতে আসিয়াছে। কাজেই নূতনচন্দ্র তাহাদিগকে পুলিশ মনে করিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। ডাকাতদল তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া একটী থামের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে এবং বাক্স পেটরা ভাঙ্গিয়া টাকা পয়সা ও মূল্যবান জিনিষপত্র লুঠ করিতে থাকে। ইতোমধ্যে নূতনচন্দ্রের মা নূতনচন্দ্রের বাঁধন খুলিয়া ফেলে এবং জিনিষপত্র ... পুলিশপর একজন ডাকাতকে নূতনচন্দ্র ধরিয়া রাখে। কিন্তু ডাকাতেরা পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করে ও ধারাল অস্ত্র দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাদের সঙ্গীকে লইয়া প্রস্থান করে।

প্রকাশ, নূতনচন্দ্র কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ভারতীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডারের দান

গত ২৫শে আগষ্ট ভারতীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডারের ইণ্ডিয়ান পিপলস ফেমিন ট্রাষ্ট পরিচালকবর্গের এক সভায় আসামের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে এককালীন ১২৫০০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। টাকার কুলাইলে এক বৎসর ঐ কার্য্যে আরও ২৫০০০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইবে।

নিদ্রিত যুবকের মৃত্যু

কার্ত্তিকপুর (ফরিদপুর), ২৩শে আগষ্ট

গত ১লা ভাদ্র পণ্ডিতসার গ্রামের ৺ভুবনমোহন সেনের পুত্র শ্রীমান প্রফুল্ল কুমার সেন রাত্রি প্রায় ১২টায় একা একটী ঘরে শয়ন করে। প্রাতঃকালে তাহার উঠিতে বিলম্ব হওয়ায় ডাকাডাকি করা হয়। তাহাতে ফল না হওয়ায় দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখা যায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সকলেরই ধারণা সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বোমা তৈয়ারীর অভিযোগ

কানপুরের কোতোয়ালের বাড়ীতে ও ব্রিটল রেস্তোরায় যে রকমের বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ঐ প্রকার বোমা প্রস্তুত করিবার অভিযোগে উমাশঙ্কর ও মাদারীলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। উপযুক্ত প্রমাণাভাবে তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় অস্ত্র-আইন অনুযায়ী মামলা আনয়ন না করিয়া সরকার পক্ষ তাহাদিগকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১১০ ধারা মতে বিচারার্থ চালান দিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিফেনসনের এজলাসে এই মামলার এক দফা শুনানী হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট উমাশঙ্করের নিকট হাজার টাকা হিসাবে দুইটি জামীন ও দুই হাজার টাকার ব্যক্তিগত জামীন দাবী করিয়াছেন।

পল্লীবাসীকে প্রতারণা

একদল প্রতারক জোরহাটের প্রসন্ন কুমার কুণ্ডু নামক এক ব্যক্তিকে অদ্ভুত উপায়ে প্রতারিত করে বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্প্রতি ঐ দলের কয়েকজন লোক প্রসন্নের নিকট যাইয়া বলে যে, তাহাদের নিকট একটি লোহার কলস ভর্ত্তি মোহর আছে। অলঙ্কার কিম্বা মূল্যবান বস্ত্রাদি দিলে সে উহা আনিতে পারে। তাহারা কয়েকখানি মোহর তাহাকে দেখায়।

অভিযোগকারী তদনুসারে প্রায় ৩০০৲ মূল্যের অলঙ্কার লইয়া একটি নির্জ্জন স্থানে যায়। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতারকের দলের কয়েকজন লোক তথায় একটী লোহার কলসী লইয়া উপস্থিত হয়। এবং অলঙ্কার ইত্যাদির পরিবর্ত্তে অভিযোগকারীকে ঐ লোহার কলসীটি দেয়। অতঃপর তাহারা অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

সে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঐ কলসীর মুখ খুলিয়া দেখিতে পায় যে, উহার মধ্যে শুধু মাটী ও প্রস্তর রহিয়াছে।

এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

গত শনিবার অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিনিটের সময় বরাহনগরে এক্সার রোড এবং গোপাললাল ঠাকুর রোডের সংযোগে এক ভীষণ বাস দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বরাহনগর হইতে একখানি বাস এবং ব্যারাকপুর হইতে আর একখানি বাস আসিতেছিল দুইখানি বাসেই অনেক যাত্রী ছিল। প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া বাস দুইখানিতে সংঘর্ষ হয়, ফলে ৩জন যাত্রী ভীষণ আহত হয়। তাহাদিগকে নর্থ সুবারবান হাসপাতালে পাঠান হয়। আহত ব্যক্তিদিগের নাম, (১) শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ চক্রবর্ত্তী বয়স ৩৫ বৎসর। তিনি পরলোকগত শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পুত্র (২) শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বসু বয়স ২০ বৎসর, (৩) শ্রীকৃষ্ণধন মুখার্জ্জি বয়স ২০ বৎসর। প্রথমোক্ত দুইজনের বাটী কলিকাতায়। তাঁহাদিগের আঘাতই খুব বেশী হইয়াছে। কৃষ্ণধন বসুর বাড়ী বরাহনগর।

বঙ্গে সাপ্তাহিক মৃত্যুর সংখ্যা

গত ১৮ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা যথাক্রমে এইরূপ :—

কলেরায় আক্রান্ত ৫৭২, মৃত ২৫২ বসন্তে ৬০ ও ৩৫ ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১১৬ ও ১৫।

কোন্ জিলায় কতজনের মৃত্যু হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলেরায় :— বর্দ্ধমান ২১, বীরভূম ১১, বাঁকুড়ায় ২৯, মেদিনীপুর ৬৫, হুগলী ১০, হাওড়া ২৫, ২৪পরগণা ৪৬, কলিকাতা ১১, মুর্শিদাবাদ ১, যশোহর ১, খুলনা ১২; বগুড়া ১, ময়মনসিংহ ১, চট্টগ্রাম ৫, ত্রিপুরা ২ এবং নোয়াখালি ১১।

বসন্তে :— বর্দ্ধমান ১, বাঁকুড়া ১, মেদিনীপুর ৫, হুগলী ২, হাওড়া ৪, ২৪পরগণা ২, কলিকাতা ২, নদীয়া ১ মুর্শিদাবাদ ১, খুলনা ১, দিনাজপুর জলপাইগুড়ি ১, রংপুর ২, মালদহ ঢাকা ৫, ময়মনসিংহ ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় :— কলিকাতায় ১৪ এবং ২৪পরগণায় ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৪১

জামসেদপুর টাটার কারখানার বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চলিতেছে, অথচ এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির গোড়ায়ই বাঙ্গালীর স্থান। পরলোকগত বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববিৎ প্রমথনাথ বসু মহাশয়ই প্রথমে গোরুমহিষানীতে লৌহখনি আবিষ্কার করেন এবং তাঁহার পরামর্শেই টাটার লোহার কারখানার পরিকল্পনা হয়। প্রথম যখন কালীমাটিতে টাটার লোহের কারখানা হয়, তখন ঐ স্থানে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য ছিল,—কেহ সেখানে যাইতে চাহিত না। বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলের (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ) কতকগুলি শিক্ষিত ছাত্রই সেখানে যাইয়া কাজ আরম্ভ করে। সুতরাং টাটার এই লোহার কারখানা যে আজ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূলে কি বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞদের কৃতিত্ব নহে?

* * *

বিহার-উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালীমাটি বা জামসেদপুর বাঙ্গলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। জামসেদপুরের কারখানায় নানাবিভাগে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের লোকের তুলনায় বেশী,—ইহা কি সত্য? যাহারা সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিতেছেন, এবং রাষ্ট্র পরিষদে যে সব শিক্ষিত লোক তাঁহাদিগকে প্রশ্রয় দিতেছেন, আমরা তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে অপরের নকরী করিতেও কামড়া কামড়ি!

বন্যাপীড়িত আসামের আর্ত্তনাদ বন্ধ হইতে না হইতেই বিহারে বন্যার ভীষণ মূর্ত্তি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ভূমিকম্প-পীড়িত বিহার এখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই,—তাহার উপর বন্যা! পাটনা দানাপুর, ভিটা, আরা, ছাপরা, বক্সার, কৈলোয়ার, দেহরী-অন-শোন, হইতে ভয়াবহ সংবাদ আসিতেছে। গঙ্গা ও শোণ নদীর জলবৃদ্ধিই এই বন্যার কারণ। দানাপুর ও সাহাবাদের মধ্যে প্রায় ৪০ মাইল স্থান অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আরা ও ছাপরা সহর বিপন্ন, পাটনা সহরেরও একাংশ জলময়। প্রকাশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এবং নদী-বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বন্যার অনিষ্টকারিতা নিবারণ এবং বাঁধ প্রভৃতি দৃঢ় করিয়া সহর রক্ষার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। দেশ-হিতৈষী কর্ম্মিমাত্রেরই বন্যাপীড়িতদিগকে সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া উচিত।

প্রকাশ, আগ্রার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারা অনুসারে আদেশ দিয়াছেন যে, নিকটবর্ত্তী মসজিদের নামাজের সময় স্থানীয় হনুমানজীর মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি হইতে পারিবে না। আগ্রার হিন্দুগণ এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ কয়েকদিন যাবৎ হরতাল করিতেছেন এবং বড়লাট, যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর প্রভৃতির নিকট প্রতিকার প্রার্থনায় তার করিয়াছেন। আগ্রার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশ আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিবনা। মসজিদে নামাজের সময় হিন্দুদের মন্দিরে আরতি হইতে পারিবে না,—ইহা অন্যায় আব্দার ব্যতীত আর কি? ইহার দ্বারা হিন্দুদের ধর্ম্মাচরণের অধিকারে যে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কি তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই? হিন্দুগণ কি মুসলমানদিগকে নামাজে বাধা উৎপাদনের জন্য মসজিদের নিকট ঐ মন্দির নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট এ প্রকার আদেশ দিলেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে এইরূপ আদেশ দিলে ও ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক বহ্নি ভীষণরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভীষণ অশান্তি সৃষ্টি করিবে। শুনা যাইতেছে ইতোমধ্যে আগ্রা সহরের অন্যান্য মসজিদেও মুসলমানেরা দাবী করিতেছে যে, তাহাদের নামাজের সময় ঐ অঞ্চলের কোন হিন্দু-মন্দিরে আরতি হইতে পারিবে না। একজন হিন্দুর বাড়ীতে পুত্র জন্মগ্রহণ করাতে নৃত্যগীতাদি উৎসব হইতেছিল, মসজিদে নামাজের অজুহাতে মুসলমানেরা জোর করিয়া তাহাও বন্ধ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মসজিদের নিকট মিছিল ও বাজনা লইয়া গত কয়েক বৎসর সমগ্র ভারতে বহু দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। মসজিদে নামাজের সময় হিন্দুরা মন্দিরে পূজা আরতি করিতে পারিবে না বা স্বগৃহে উৎসব করিতে পারিবে না, এই নূতন সাম্প্রদায়িক জবরদস্তি আগ্রার দৃষ্টান্তে যদি ভারতের অন্যান্য স্থানেও ছড়াইয়া পড়ে, তবে হিন্দুদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এবং দেশে অশান্তি উপদ্রব বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং সময় থাকিতে প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

রাহাজানীর অভিযোগ

মাণিকতলা মেন রোডের সুরেন্দ্রনাথ পাইনের অভিযোগ অনুযায়ী শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ দত্ত শেখ ভোমার বিরুদ্ধে রাহাজানীর অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। আসামী অপরাধ অস্বীকার করে।

এরূপ প্রকাশ যে, ২১শে জুলাই রাত্রিতে আসামী অপর দুইজন লোকসহ অভিযোগকারীর মদের দোকানে গিয়া এক বোতল মদ চায়। পাইন বলে যে দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, রাত্রিতে আর খোলা হইবে না। ইহাতে আসামীর একজন সঙ্গী দোকানের দরজায় লাথি দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং অপর লোকটী পাইনকে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। আসামী তাহার টাকার থলি লইয়া যায়। থলির মধ্যে ৪৯ টাকা ছিল। অতঃপর লোক তিনটা পলাইয়া যায় পরে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপর দুইজন এখনো ফেরার অবস্থায় আছে।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার বৃত্তি

গত ২৯শে আগষ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেট ঘোষণা করিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত ছাত্রদিগকে ১৯৩৪ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ২০৲ টাকা

১। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী ইনষ্টিটিউশন কলিকাতা। ২। সুনীলচন্দ্র গুহ, নারায়ণগঞ্জ হাই ইংলিস স্কুল ৩। অনন্তনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ৪। মুকুন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সিরাজগঞ্জ বি-এল হাইস্কুল ৫। পশুপতি মুখোপাধ্যায়, হাবড়া, শিবনাথ হাইস্কুল। (৬) অজয়কুমার মজুমদার—কলিকাতা নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল (৭) অনিল কান্ত ভট্টাচার্য্য, পটুয়াখালি জে হাইস্কুল (৮) বেদ প্রকাশ—খড়্গপুর, বি-এন রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান হাইস্কুল (৯) হারসাধন ঘোষ—স্যার রাজেন্দ্র ভাবলা তত্র হাইস্কুল (২৪পরগণা)

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি মাসিক ১৫৲

কলিকাতা

(১) গোপালতোষ চট্টোপাধ্যায়, সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল (২) অসীমরঞ্জন রায় চৌধুরী, ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন (৩) দিলীপকুমার দত্ত, হেয়ার স্কুল (৪) মনোজকুমার মজুমদার—বালিগঞ্জ জগবন্ধু ইনষ্টিটিউশন (৫) নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—এথেনিয়াম ইনষ্টিটিউশন। (৬) শিবসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়—মিত্র ইনষ্টিটিউশন, কলিকাতা।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

(১) শ্রীনিবাস বসু—খুলনা জিলা স্কুল (২) সুবোধচন্দ্র সেন—ফুলতলা রি-ইউনিয়ন হাইস্কুল, (৩) হারদাস ভট্টাচার্য্য ব্যারাকপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুল, (৪) নরহরিপ্রসাদ কবিরাজ—নবদ্বীপ বকুলতলা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হাইস্কুল, (৫) সুদর্শন নস্কর, হাটুগঞ্জ এম-এন-কে হাইস্কুল, (৬) অনাদিকুমার দত্ত—কুষ্টিয়া হাইস্কুল।

বর্দ্ধমান বিভাগ

(১) কৃষ্ণগোপাল দাস—বীরভূম জিলা স্কুল (২) পরেশনাথ দাস—শ্রীরাম ইউনিয়ন ইনষ্টিটিউশন (৩) সদানন্দ চক্রবর্ত্তী—রাণীগঞ্জ হাই স্কুল (৪) বঙ্কিমচন্দ্র বেরা খড়্গপুর বি এন রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান হাই স্কুল (৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গড়বেতা হাই স্কুল (৬) শান্তিপ্রসাদ মল্লিক হাওড়া, বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন।

(১) সত্যকিঙ্কর সেন—বরিশাল জিলা স্কুল।

(২) পীযূষকান্তি চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ রামানন্দ ইউনিয়ন হাইস্কুল (৩) সতীশচন্দ্র রায় মাদারিপুর হাইস্কুল (৪) কানাইলাল বসু, পটুয়াখালি জে হাইস্কুল, (৫) ব্রজবাসী বসাক, সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুল।

রাজসাহী বিভাগ

(১) বীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, লোকনাথ হাইস্কুল, রাজসাহী (২) নৃপেন্দ্রনাথ রায় পাবনা, গোপালচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন (৩) মহম্মদ আসাদুল্লা, মালদহ জিলা স্কুল। ৪। শ্রীনারায়ণ বাগচী—রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল ৫। সৈয়দ আগা আলী হায়দর—জিলা রামনাথ হাই স্কুল ৬। রবীন্দ্রমোহন দাস—পাবনা জিলা স্কুল।

চট্টগ্রাম বিভাগ

১। জগৎরঞ্জন সাহা—কুমিল্লা জিলা স্কুল ২। বিভূরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—নোয়াখালি অরুণচন্দ্র হাই স্কুল ৩। পরিমলেন্দু ভট্টাচার্য্য—কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালা ৪। শিশিরকুমার সেন, ঈশ্বর পাঠশালা, কুমিল্লা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ ৫ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৯শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বুধবার } ১৫৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীঝুলনৈকাদশী হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই দিবস হইতে শ্রীকৃষ্ণের সুপবিত্র ঝুলন-যাত্রা উৎসব অতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহ পরম-মনোরম-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তিনিই যে সমস্ত ভোগের মালিক ও অপ্রাকৃত-কামদেব তাহা যেন ইঙ্গিতে দর্শকবৃন্দকে জানাইতেছিলেন। এরূপ অপূর্ব্ব শৃঙ্গার কলিকাতা মহানগরীর আর কোথাও হয় নাই। তাই দলে দলে শত সহস্র যাত্রী ঝুলনযাত্রা-দর্শনার্থী হইয়া শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দর্শকবৃন্দের ভিড় এত অধিক হইয়াছিল যে, শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। বাগবাজার স্ট্রীট বিশিষ্ট দর্শকগণের মোটর ও ঘোড়ার গাড়ীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সুখের বিষয়, মঠসেবকগণের সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থার ফলে এত ভিড়ের মধ্যেও পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের পৃথক্ পৃথক্ প্রবেশ-পথ সংরক্ষিত হইয়াছিল।

একদিকে যেমন শ্রীমন্দিরে ঝুলনোৎসব, অপরদিকে শ্রীসারস্বত-নাটামন্দিরে গৌর-শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন-সরস্বতীর অহৈতুক-কৃপাদেশে নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ। দ্বারদেশে নহবৎ বাদ্যের আহ্বান-ঐকতান, ভিতরে—নাটা-মন্দিরে খোল-করতালাদি বিশুদ্ধ বাদ্যযন্ত্র-সমূহের সুমধুর রোল শ্রীমঠকে অনুক্ষণ মুখরিত করিত। আর এই সুমধুর ধ্বনি যখন সুকণ্ঠ গায়কগণের মধুর-মধুর কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সহিত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়া প্রেম-বন্যার প্লাবন করিত, সেই সময়ের সুমধুর দৃশ্য না দেখিলে কল্পনার তুলিতে অঙ্কন কখনও সম্ভবপর নহে।

— —

উৎসবোপলক্ষে প্রাতঃকালে শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। ৩রা ভাদ্র শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে উৎসবের শুভ অধিবাস সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ পাঠ করিয়াছেন। উৎসবের প্রথম দিবস অর্থাৎ ৪ঠা ভাদ্র পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন; অপরাহ্নে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচলে সার্ব্বভৌমোদ্ধার-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীপাদ জয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ করিতেছেন। পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিতে শ্রীমঠ সর্ব্বক্ষণ মুখরিত।

উৎসবের দ্বিতীয় দিবস অর্থাৎ ৫ই ভাদ্র বুধবার শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। এই গৌরদ্বাদশী তিথিতে শ্রীমঠে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ উৎসব এবং শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই দিবস শ্রীপাদ নেমি মহারাজ মহাপ্রভু-সার্ব্বভৌম-সংবাদ বিশদরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রাতে উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ হইয়াছে।

এই দিবস (৫ই ভাদ্র) সন্ধ্যার পর তালতলা হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহোদয় তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাসহ এবং পাটনার উকীল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ, বি-এল, কোচবিহারের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ পাল চৌধুরী ও বালিয়াটীর জমিদারগণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন।

—

গত ২৫শে আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, শ্রীকুন্তী-দেবী অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের স্তব বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ, তুমি আদিপুরুষ, তোমার জনক-জননী-সূত্রে কোন প্রাকৃত বন্ধ না থাকায় তুমি প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত অর্থাৎ কালাতীতত্বে তোমার জন্ম, স্থিতি ও লয় নাই। তুমি নিত্য অবস্থিত অপ্রাকৃত আদিপুরুষ। তুমি জড়া প্রকৃতি মাত্র নহ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে দৃশ্যাদৃশ্য জগৎ প্রসূত, সেইরূপ দ্রষ্টার দৃশ্যবস্তু না হওয়ায় তুমি অধোক্ষজ-ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহারও ভোগ্য নহ।

———

"আমার ন্যায় মূর্খ ব্যক্তি তোমার অব্যয় ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য অধিষ্ঠান বুঝিতে পারে না। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে তুমি দৃষ্ট হও না তথাপি সকল প্রাণীর ভিতরে বাহিরে তুমিই অধিষ্ঠিত। বাহ্যান্তর [illegible] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া তুমি [illegible] হওয়ায় তোমাকে ভোগদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরূপ নট কোন ব্যক্তির অভিনয় করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পোষাক ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবাদি প্রকাশ করে, আর তাহাকে অভিনয়ের দ্রষ্টৃবর্গ চিনিতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যে বাহ্যান্তর প্রতীতি হয়, তাদৃশ অনুভূতি দ্বারা তুমি গোচরীভূত হও না। তোমার মায়ার আবরণী শক্তি তোমার স্বরূপদর্শনে বাধা উৎপন্ন করে, তাহাতেই জীবসমূহ সত্যস্বরূপ-দর্শনে অহঙ্কারী হইয়া আপনাকে ভোক্তা অভিমান করে।"

———

মূর্খ ও পণ্ডিত

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মায়াবদ্ধ হরিবিমুখ বদ্ধজীব আমরা সকলেই মোহপ্রাপ্ত বলিয়া মূর্খ—বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সর্ব্বোচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়াও আত্ম-ত্রাণের উপায় গায়ত্রী-রহিত থাকায় মহামূর্খ। একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানপ্রদাতা, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-দাতা সদ্গুরু-পাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত মূর্খতা অপনোদনের উপায় নাই। তদভাবে অতি বড় মূর্খ থাকিয়া নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন বিলি করিলে মূর্খতা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া 'রাধা' শব্দের ধাতুগত অর্থটী পর্য্যন্ত মায়াকবলে গা ঢাকা দিবে। যে আচার্য্যগণ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা রাধাপদ পঙ্কজ আশা করিয়াছেন, কেহ যেন মূর্খতাকে বরণ করিয়া তাহা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার ধৃষ্টতা না করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ হৃষীকেশ ৬ত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

বৈষ্ণব-কিঙ্করের ধর্ম্ম

প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তৎপ্রীতি-বিধানার্থ কার্য্য করার নামই কৈঙ্কর্য্য। "কিং করোমি ইতি জিজ্ঞাসয়তি যঃ স কিঙ্করঃ।" 'আমি কি করিব' একথা যিনি জিজ্ঞাসা করেন তিনি কিঙ্কর আর যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি প্রভু-শব্দবাচ্য। ক্ষুদ্র-বস্তুমাত্রেই বৃহদ্বস্তুর অধীন ও আজ্ঞাবাহক। প্রভুর অনুমতি বা আনুগত্যানুসারে কার্য্য করাই ভৃত্যের ধর্ম্ম।

কৃষ্ণই জগতের একমাত্র প্রভু এবং আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই তাঁহার কিঙ্কর। মনোধর্ম্মী বা অল্পবুদ্ধি আমরা এই মঙ্গলময় শাস্ত্রবাক্যে নির্ভর করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য বিমুক্ত হই এবং যাঁহারা স্বরূপতঃ ভৃত্য কিন্তু স্বরূপ ভুলিয়া প্রভু-অভিমানে প্রমত্ত সেই মায়ার নফর মাতা-পিতা প্রভৃতি অল্পবুদ্ধি মানবগণকে প্রভুত্বে বরণ করিয়া তাঁহাদের কৈঙ্কর্য্য-লাভাশায় পুত্র-অভিমানে, আবার কখনও স্ত্রী-কৈঙ্কর্য্য স্বীকার করিতে গিয়া স্বামী অভিমানে, ছাত্রের কৈঙ্কর্য্য বা সেবা করিতে গিয়া শিক্ষক-অভিমানে, পুত্রের কৈঙ্কর্য্য করিতে গিয়া পিতৃ-অভিমানে এবং অশ্বের সেবা করিতে গিয়া সহিস-অভিমানে প্রমত্ত হই। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য স্মৃতিপটে সতত উদিত না থাকিলে এইরূপ ধরণের কিঙ্কর-অভিমান জীবকে গ্রাস করে ও তাহাকে পশু করিয়া ফেলে। কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য ছাড়িয়া অন্য লোকের কৈঙ্কর্য্যে যতই উদারতার (?) কথা থাকুক না কেন, তাহা মায়ার কৈঙ্কর্য্য ছাড়া, ভূতের বেগার খাটা ছাড়া, বৃথা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয় দুঃখ ভোগই মায়া-সেবার পরিণাম ফল। এ বিষয় আজ আমরা বেশী কিছু আলোচনা করিতে চাই না। কারণ, বৈষ্ণব-কিঙ্করের ধর্ম্মই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাই আমরা অন্য বিষয় আলোচনায় নিরস্ত থাকিয়া বৈষ্ণব-ভৃত্যের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রভুর প্রীতিবিধানই ভৃত্যের ধর্ম্ম। যেখানে মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রভুর আদেশ-পালনে তৎপরতার পরিবর্ত্তে ঔদাসীন্য প্রকাশ পায় সেখানে সেবকের ধর্ম্ম সেবার অবহেলা দেখা যায়। প্রভু-সেবায় অবহেলা করিলে সেবকের ধর্ম্মচ্যুতির আবির্ভাব এবং তৎফলে সেবকাভিমান ঘুচিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভোক্তাভিমান জীবের হৃদয়ে স্থান লাভ করায় সেবকের সেবাচ্যুতিই ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রায় শতকরা শত জনই হরিভক্তিহীন মাতাপিতার সেবায় বা জগতের সেবায় ব্যস্ত। যাঁহাদের সেবা করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে, সেই বৈষ্ণবগণের সেবা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই বলিয়া নিত্যসেবক আমরা অপর কাহারও সেবা করিতে গিয়া অসুবিধায় পড়ি। বৈষ্ণবের স্বরূপ ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য অনভিজ্ঞতাই এতাদৃশ চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু। সুতরাং এতদ্বিষয় বিশেষভাবে জানিবার জন্য সাধুগুরুর নিকট অভিগমন করা একান্ত কর্ত্তব্য; নচেৎ মঙ্গলাশা বা শান্তির আশা কম। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

বস্তুর স্বভাবই ধর্ম্ম। যেমন প্রস্তরের স্বভাব বা ধর্ম্ম কাঠিন্য। জীব স্বরূপতঃ হরিগুরু-বৈষ্ণবের ভৃত্য; সুতরাং তাঁহাদের সেবাই যে তাহাদের ধর্ম্ম হইবে নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। ভগবান বা ভগবদ্ভক্তের দাস হওয়া যে কত কোটি কোটি জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি বা সৌভাগ্যের ফল তাহা বর্ণনাতীত। আমরা যবনের দাসত্ব করিতে বিশেষ পটু কিন্তু ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের দাসত্ব করার কথা শুনিলেই আমাদের গায়ে জ্বর আসে। এমনি মায়ার মোহিনী শক্তি! মায়ার দাসত্বে জীবের এমন নিমজ্জিনী মতি! জলে বাস করার জন্য মৎস্যগণ যেমন স্থলবাস-নির্মুক্ত জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার মুক্ত বৈষ্ণব-কিঙ্করও সেইরূপ মায়ার দাসত্ব হইতে চিরমুক্ত ও সানন্দে প্রভুসেবায় প্রমত্ত।

বৈষ্ণব-দাসের কৃত্য—বৈষ্ণবের সেবা করা। বৈষ্ণব সতত ভগবানের সেবায় রত। ভগবৎ-সেবাই তাঁহার শোভা এবং তাহাই তাঁহার গুণ। সেবাসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকায় বৈষ্ণব-হৃদয়ে সেবাভিমানের অভাব সুতরাং বৈষ্ণব-সেবা অর্থে গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের অনন্য-মুখিনী সেবায় সহায়তা করা, গুরুকৃষ্ণসেবা-মগ্ন অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিবিধানমুখে বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান করা। সেব্যের আদেশপালনই সেবা। যেখানে বৈষ্ণব-সেবা সেখানে বৈষ্ণবভৃত্যের কর্ত্তব্য বৈষ্ণবের আদেশপালন, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ না করা, তাঁহার অনুগত হইয়া কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করিবার জন্য সতত উদ্বিগ্ন থাকা। বৈষ্ণব কাহাকেও ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কিছু করিতে বলেন না, সুতরাং বৈষ্ণবানুগত্যে ভগবৎ-সেবাই যে বৈষ্ণবকিঙ্করের ধর্ম্ম তাহা সহজেই অনুমেয়।

জগতে দুই শ্রেণীর লোক বাস করেন। এক শ্রেণীর লোক অসৎ, অবৈষ্ণব বা হরিসেবা-বিমুখ আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা সৎ, বৈষ্ণব—হরিভক্ত। অসৎ লোকেই জগৎ পরিপূর্ণ, সতের সংখ্যা এ জগতে অতি অল্প, সেইজন্যই বৈষ্ণব-ভৃত্যের সংখ্যাও কম। হরিভজন করিবার প্রবৃত্তি প্রায় অধিকাংশ লোকেরই নাই। তজ্জন্য দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-দাস্য-লাভের গ্রাহক এ জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শাস্ত্র বলেন—

"নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥
অন্য হেন না মানিহ কৃষ্ণদাস নাম।
অল্পভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান্
দাস নামে ব্রহ্মা-শিব হরিষ অন্তর।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥"

(চৈঃ ভাঃ

মৎসরতা পরিহার পূর্ব্বক সদ্‌গুণবিশিষ্ট বা মহৎ হওয়া আবশ্যক। মহৎ হইতে হইলে সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবগণের সঙ্গ বা তাঁহাদের দাস্য স্বীকার করা উচিত, নচেৎ মহত্ত্বের অভাবে সঙ্কীর্ণতায় মৎসরতা, পৈশুন্য, আত্মম্ভরিতা ও রিপুষট্‌কের দাস্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহত্ত্বের অর্থাৎ বৈষ্ণব-দাসত্বের অভাবে জীব সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়া পড়িলে সকল গুণ হইতে চ্যুত হইয়া দোষী হইয়া পড়ে। দোষী ব্যক্তির অপর নাম পাপী। দোষদুষ্ট ব্যক্তি নির্দ্দোষ-বস্তু ভগবান, গুরু ও বৈষ্ণবকে হৃদয়ে স্থান দিতে চায় না। সেইজন্য স্বল্পপুণ্য ব্যক্তি অর্থাৎ পাপিগণের চিন্ময় মহাপ্রসাদে, শ্রীবিগ্রহে, শ্রীনামে, শ্রীধামে, শ্রীশাস্ত্রে ও শ্রীবৈষ্ণবে বিশ্বাস হয় না। তাই তাহারা মঙ্গলময় বস্তুর সেবালাভে বঞ্চিত হইয়া বস্তু নহে যাহা অথচ বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয় এইরূপ মায়িক বস্তুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ পূর্ব্বক নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া থাকে। বৈষ্ণব-সেবা—আনন্দময়ী আর অবৈষ্ণবের সেবা, অশান্তিদ তাই বৈষ্ণবভৃত্যগণ অশোক, অভয়, অমৃত ও আনন্দাপ্লুত-হৃদয় আর অবৈষ্ণবের ভৃত্যগণ নিরানন্দ বস্তুর সেবা করে বলিয়া সর্ব্বক্ষণই ক্ষুণ্ণমনা।

দোষ ও গুণ-দর্শন-ভেদে ছয় প্রকারের দোষ-গুণের বিচার হয়। যিনি দর্শকসূত্রে অল্পগুণী ব্যক্তিকে বহুমানন করেন, তিনি মহত্তম। যিনি দোষ দর্শন না করিয়া গুণ দর্শন করেন, তিনি মহত্তর, আর যিনি নিরপেক্ষ হইয়া দোষ ও গুণ উভয়ই দর্শন করেন অর্থাৎ যথার্থ দোষগুণের বিচার করেন তিনি মহৎ। যিনি নিরপেক্ষ হইয়া দোষ দর্শন করেন তিনি অসৎ, যিনি গুণ-দোষে দোষ দর্শন করেন তিনি অসত্তর, যিনি অল্পদোষে দোষী দর্শন করেন, তিনি অসত্তম। ইঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবই মহত্তম। সুতরাং এই ব্যক্তিগণের মধ্যে অসৎ যাহারা তাহাদের সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক মহত্তম বৈষ্ণবের সঙ্গই যে বাঞ্ছনীয় তাহা বেশী করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র।

সুরাসুর-বিবাদ নিত্যকালই চলিয়া আসিতেছে। অসুরগণ বৈষ্ণবের শত্রুতা আচরণ করিয়া থাকে। উভয়েই বিবাদ করেন বটে, তবে একজন বিশেষরূপে বাদ করিয়া শত্রুতাচরণ করিয়া বাদানলে দগ্ধ-হৃদয় হয় আর একজন বিগতবাদ অর্থাৎ শত্রুতা ছাড়িয়া শত্রুতাচরণকারী অসুরগণের মঙ্গল-কামনায় ব্যস্ত—খলের খলতা দূর করিয়া তাহাদিগকে সদ্ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট। কিন্তু খলতাই যাহার ধর্ম্ম সেই অসুর-ভুজঙ্গের সুরগণকে আক্রমণ করা ছাড়া আর অন্য কোন কাজ নাই। পরম-সহিষ্ণু বৈষ্ণবগণ এই অসুরগণের আক্রমণ অবাধে সহ্য করেন কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের ভৃত্যানুভৃত্যগণ প্রীত্যাধিক্য বশতঃ তাহা সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া তৎক্ষণাৎ নিন্দকের সমুচিত দণ্ড বিধান করেন। সুতরাং তদ্দ্বারাই অসদ্‌গণের সত্য মঙ্গললাভ ঘটে। জগাই, মাধাই প্রভৃতি মহদতিক্রম করায় তাঁহারা সদ্য সদ্যই ভগবৎকৃপা-লাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে, মহতের দয়া লাভ করিয়া জীবের মঙ্গল হয়। পাপ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, জীব পাপরাজ্যে বিচরণকালে সাধুসঙ্গ বিস্মৃত হইয়া থাকে। সাধুর প্রতি অত্যাচার করিবার পরই সাধুকৃপা-ফলে তাহাদের অসাধুতা বিদূরিত হয়। শাস্ত্র বলেন—

"ভক্ত স্বভাব অজ্ঞদোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা-মাত্র হয়।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম থাকিলেও তা'র হয় ক্ষয়॥
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যাকুল-তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দয়ে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥"

অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন উভয়ই সেবকের ধর্ম্ম। গুরু-সেবকের প্রতি আদর এবং প্রভুবিদ্বেষীর প্রতি অনাদর বা শাস্তি-প্রদানের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতেও দেখিতে পাই। তুণাদপি—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

সুনীচতায় আদর্শ রামদাস শ্রীবজ্রাঙ্গজী মহারাজ রামবিদ্বেষী রাবণকে শাসন করিয়া প্রভুসেবার আদর্শ জগতে প্রকট করিয়াছেন। প্রভু-নিন্দা বা বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণ যে বৈষ্ণব-কিঙ্করের ধর্ম্ম নহে তাহা প্রদর্শন-কল্পে শিবগৃহিণী সতী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের নিন্দা-শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রভুসেবার জন্য প্রাণ-ত্যাগ, এমন কি নরকবাসের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির কথাও আমরা শুনিতে পাই। পরম-করুণাময় শ্রীমদ্ভাগবতও বৈষ্ণবকিঙ্করের ধর্ম্ম নিরূপণকল্পে বলিয়াছেন।

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে
ধর্ম্মাবিতর্য্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতীং প্রভুশ্চে-
জ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ

(ভাঃ ৪।৪।১৭)

-কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলে যদি দাসের সেই নিন্দককে মারিতে কিম্বা স্বয়ং মরিতে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রভুভক্তের সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। আর যদি সামর্থ্য থাকে তাহা হইলে সেই অসতের অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই বিধেয় এবং তদনন্তর স্বীয় প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম্ম।

বর্ণধর্ম্মে অবস্থিত জনগণ বর্ণ-বহির্ভূত সমাজের গুরু। বণিগণের গুরু—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণবধর্ম্ম-রক্ষাকর্ত্তা বৈষ্ণবাচার্য্য। এই আচার্য্য নরোত্তমরূপে জগতে প্রকট থাকিলেও তিনি ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি সেবক-ভগবান হইলেও আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই সেব্য এবং জগদ্ধারকর্ত্তা। যেখানে এই আচার্য্যদেবের নিন্দা হয়, সেই স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, সমর্থ হইলে নিন্দক-জিহ্বা অপসারিত করা এবং অসমর্থ হইলে হৃদয়ের দুঃখে মরিয়া যাওয়াই উচিত। মনোধর্ম্ম-জীবিগণ বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিমুখ হইয়া নানা-প্রকার নশ্বর বিচারে ব্যাপারসমূহ দর্শন করে। তৎফলে তাহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। উহারা পরস্পর মনোধর্ম্ম-বশে বিপদ উপস্থাপিত করিলে সত্য বস্তুর কোনও হানিজনক ভাব ঘটে না। পরন্তু উহাদের মধ্যে বিবাদের চেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়া কোনও সুফল উৎপন্ন করে না। একজন ঈশ্বর-বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করিবার বিধি শাস্ত্রে কথিত আছে। বিদ্বেষিজনে উপেক্ষা অর্থাৎ অসৎসঙ্গ-ত্যাগই বৈষ্ণবের আচার।

তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবচরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

মূর্খ ও পণ্ডিত

আমাদিগের মধ্যে যাহাদের একটু বর্ণ পরিচয় লাভ হইয়াছে তাহারা নিরক্ষর বা বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তিদিগকে মূর্খ বলিয়া মনে করে। বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন জনগণ সকলেই পণ্ডিত-অভিমানে বক্ষ স্ফীত করিয়া চলে। শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ পড়াইতেও যে শিক্ষকের মস্তিষ্ক আলোড়িত হয় এবং নিজ-নাম স্বাক্ষরে কলমটী ভোঁতা হয় তিনিও যখন একজন পাণ্ডিত্যাভিমানী তখন যিনি ভাষাভিজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীধারী, অনুস্বার-বিসর্গ-যোগে শব্দসমুদ্র-মন্থনকারী তিনি যে জাগতিক বা ব্যবহারিক জড়-পাণ্ডিত্যাভিমানে অভিমানী হইবেন ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী বাস্তব পণ্ডিতগণ, 'মূর্খ' ও 'পণ্ডিত' শব্দদ্বয়কে কি ভাবে গ্রহণ করিতেছেন, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করার অভিলাষ। নতুবা আমার ন্যায় পাঠশালার পণ্ডিতগণ ধরাবক্ষে কতই না মূর্খতা আনয়ন করিতেছে। আমাদের পাণ্ডিত্যাভিনয়ের তাণ্ডব নৃত্য আর যেন ধরিত্রী ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাই পুনঃ পুনঃ প্রকম্পিতা হইয়া আমাদিগের পাণ্ডিত্য-অভিনয়ের তাণ্ডবনৃত্য সম্বরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন।

সেদিন উত্তরবঙ্গের কোন মহকুমায় উক্ত ইংরেজী স্কুলের সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ শিক্ষকাভিমানী জনৈক শৌক্র-ব্রাহ্মণ তদীয় ছাত্রদিগের নিকট নিজের মূর্খতা-ব্যঞ্জক মূর্ত্তিটী প্রকট না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিবরণটী এই, পূর্ব্ববঙ্গে রসকীর্ত্তনের ছড়াছড়ির প্রভাবে, সেই রসকীর্ত্তনের পালাগুলি যাত্রা-নাটকের আকার ধারণ করিয়া "কৃষ্ণলীলা" (?) বলিয়া চলিতেছে। ইহাতে বালক-বৃদ্ধ সকলেই আকৃষ্ট। এ রসে মজিয়া অনেকেই ভিটাবাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতেছে। এই যে দুর্দ্দিন তবুও অভিনয়কারী ও শ্রোতার অভাব নাই। সেই জাতীয় একটী দল কুচবিহার-রাজ্যের কোন কোন স্থানে প্রবেশ করিয়া অভিনয় করে। এই অভিনয়ে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদিগের আকর্ষণ অনেক বেশী হওয়ার অনেক কারণ আছে। সুতরাং স্কুলের ছেলেরা দলে দলে পূর্ব্ব হইতে আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। ছাত্রেরা অনেক শুনিল ও দেখিল; তন্মধ্যে রাধা নামটী ও সাজা রাধার মূর্ত্তিটী শ্রবণ নয়ন আকর্ষণ করায় একদিন ক্লাসে বসিয়াই ঐ সংস্কৃত-শিক্ষক মহাশয়কে ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয়, রাধা কে?" দুর্ব্বদ্ধ শিক্ষকটি বৈষ্ণবদিগের প্রতি মাৎসর্য্যপরতা বশতঃ ক্রোধান্ধ হইয়া শব্দের ধাতুগত অর্থটী পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ না করিয়া আরক্তলোচনে উত্তর দিলেন,—"ওসব কবির কল্পনা, রাধা বলতে কোন মানুষ ছিল না; বৈষ্ণবেরা কল্পনা করিয়া রাধা নামে একটী স্ত্রীলোক আবিষ্কার করিয়াছে। সরল-বিশ্বাসী ছাত্রেরাও দুর্ব্বদ্ধ শিক্ষকটীর ধ্রুব বচন করিয়া বেদ-বাণী-রূপে বাক্যটীকে গ্রহণ করিল। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর উগ্র তপস্যায় নিরত ঋষিগণ আমাদের মত অসৎসঙ্গী ও স্ত্রীসঙ্গীর এইরূপ কল্পিত শব্দের আদর করেন নাই।

পণ্ডিত মহাশয় যদি পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন, বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার হিংসাজনিত কটাক্ষ না থাকিত তবে 'রাধা' শব্দটী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই 'রাধ্' ধাতুর অর্থ আরাধনা করা এ-কথাটী ভুলিতেন না। আরাধনা, আরাধক ও আরাধ্য—এই বস্তুত্রয়ের নিত্যত্ব এক 'রাধ্' ধাতুতে বর্ত্তমান বা মূর্ত্তিমান্। যিনি সংস্কৃত-ভাষায় উপাধিপ্রাপ্ত তিনি রাধ্ ধাতুর অর্থ অবগত নহেন; ইহা কে বিশ্বাস করিবে? জগতে যত কাল্পনিক বস্তু তাহার নাম কাল্পনিক শব্দ সামান্য হইলেও সেই সকল শব্দের মূল যে ধাতু, তাহা কাল্পনিক নহে; যেমন জীব-দেহ অনিত্য, জীব নিত্য, সেই প্রকার শব্দের জীবন মূল ধাতু নিত্য, সবই কৃষ্ণশক্তি। যাবতীয় আরাধনার মূল বস্তু "রাধা"। তিনি পরা শক্তি, হ্লাদিনীশক্তি, সর্ব্বশক্তিময়ী। শাক্ত ও শক্তিমত্তত্ত্ব-আলোচনামুখে এ সকল শব্দের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়। পণ্ডিত মহাশয় যখন সেই প্রকার বিদ্যা-চর্চ্চার অবকাশ পান নাই তখন ছাত্রদিগকে অন্ততঃপক্ষে অভিধানে লিখিত কথা কয়টী বলিয়া দিলে এতগুলি ছাত্রের সর্ব্বনাশ হইত না। ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা!

অধুনা এই প্রকার শিক্ষাদাতা শিক্ষকের অভাব নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি সচ্ছাস্ত্র অনুশীলিত না হওয়ায় ধর্ম্মজ্ঞানহীন অর্থকরী বিদ্যায় নিরীশ্বর-বৌদ্ধবাদ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। বাস্তব পণ্ডিতের অভাবে পণ্ডিতম্মন্য-সমাজ একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিতেছে। ইহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক কথা নহে, ধ্রুব সত্য কথা।

মূর্খ শব্দের মূল ধাতু মুহ্, ইহার অর্থ মুগ্ধ হওয়া। মূর্খ শব্দে মূঢ়, নির্ব্বোধ, অজ্ঞ বুঝায়। গায়ত্রী-রহিতকেও মূর্খ বলা হয়। গায়ত্রী-শব্দের মূল—গায়ৎ (গৈ—গান করা) ত্রৈ (ত্রাণ করা) অর্থাৎ বেদমন্ত্র গান করিয়া যিনি পরিত্রাণ লাভ করেন না তিনিই মূর্খ নামে অভিহিত।

পণ্ডিত—পণ্ডা অর্থাৎ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি যাঁহার আছে। পণ্ডিত-শব্দে শাস্ত্রজ্ঞ, বিবেকদ্বারা সদসজ্জ্ঞাতা, ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী, সত্যপ্রিয়, এবং সর্ব্ব-হিতকারী ব্যক্তিকে বুঝায়। পণ্ডিতের লক্ষণ গীতাশাস্ত্র গাহিতেছেন,—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

(গীতা ৫।১৭)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,—"ততশ্চ গুণাতীতানাং তেষাং গুণময়ে বস্তুমাত্রে এব তারতম্যময়ং বিশেষমজিঘৃক্ষুণাং সমবুদ্ধিরেব স্যাদিত্যাহ—বিদ্যেতি। 'ব্রাহ্মণে গবি' ইতি সাত্ত্বিক-জাতিত্বাৎ হস্তিনি মধ্যমে, শুনি চ শ্বপাকে চেতি তামস জাতিত্বাদধমেঽপি তত্তদ্বিশেষা-গ্রহণাৎ সমদর্শিনঃ পণ্ডিতা গুণাতীতা বিশেষাগ্রহণমেব সমং, গুণাতীতং ব্রহ্ম তদ্-দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে॥"

অপ্রাকৃত-গুণলব্ধ জ্ঞানিসকল প্রাকৃত গুণ দ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপ যে বৈষম্য তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী কুক্কুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শন-প্রযুক্ত "পণ্ডিত"-সংজ্ঞা লাভ করেন।

এখন শাস্ত্রজ্ঞ সাত্বত-পণ্ডিতগণের বিচারে আমরা কয়জন পণ্ডিত তাহার জানিয়া লইতে পারা যাইবে। শুধু বর্ণ বোধের উপর বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি-লাভ, সদসজ্জ্ঞান-লাভ ও ধর্ম্মজ্ঞান, সত্যভাষণ, সত্যপ্রিয়তা এবং সর্ব্বজনহিত-কামনা নির্ভর করে না, ইহাই স্পষ্টভাবে লাভ হইল।

অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ঐ
শ্রীব্রজপত্তন ঐ
শ্রীঅদ্বৈতভবন ঐ
৬। শ্রীমোদদ্রুম-কুঞ্জ পোঃ সমুদ্রগড় ।
৮। শ্রীগোরগদাধর আশ্রম কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৭। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপাড়া।
৯। শ্রীমদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ— চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীসনাতনাশ্রম, আমলাযোড়া, বৰ্দ্ধমান
শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, কাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক.
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডমুরকুণ্ডা, পোঃ হরকুণ্ডা, মালদহ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৭২ নং হারদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নবকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ— কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রক্টার রোড, চোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্রষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমায় গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিদুরকুটীর—বিজনোর ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা হিসাবে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রী...নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	১৷৵০
৩।	ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৯৲
৪।	ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৫।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
৬।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
৭।	ভজনরহস্য	৷০
	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৯।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১০।	গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	
	ঐ (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১১।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	৷০
১২।	যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৩।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷০
১৪।	জৈবধর্ম্ম	২৲
১৫।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৬।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১৭।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৷৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
১৮।	দীপ-দিগ্‌দর্শন	
১৯।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৵০
২০।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵০
২১	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২২।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৩।	গীতমালা	⁄১০
২৪।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
২৫।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
২৬।	নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ)	৵০
২৭।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
২৮।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ	৷০
২৯।	শরণাগতি	⁄০
৩০।	গীতাবলী	⁄০
৩১।	চিত্রে নবদ্বীপ	১৷০
৩২।	সাধনকণ	⁄০
৩৩।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৪।	নবদ্বীপশতক,	⁄০
৩৫।	অর্থপঞ্চক	
৩৬।	সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৩৭।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৩৮।	অর্চ্চনকণ	⁄১০
৩৯।	সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷০
	ঐ (আবাঁধা)	৶০
৪০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৪১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৪২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
	ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৩।	মণিমঞ্জরী সানুবাদ	৷০
৪৪।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৷০
৪৫।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	৷০
৪৬।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৪৭।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
	ঐ (আবাঁধা)	১৸০
৪৮।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৪৯।	ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	৷০
৫০।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫১।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫২।	সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ	৷০
৫৪প	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	৷০
৫৫।	তত্ত্ব-সূত্রম্	৷০
৫৬।	সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৫৭।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৫৮।	সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯।	রায় রামানন্দ	৷০
৬০।	নামভজন	৷০
৬১।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	।৵০
৬২।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	৷০
৬৩।	বৈষ্ণবীজম্	৷০
৬৪।	হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	⁄০
৬৫।	দি ভাগবত	
৬৬।	ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন	
৬৭।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷০
৬৮।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	৷০
৭০।	সাধন পথ	৷০
৭১।	কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭২।	গীতাবলী	⁄০
৭৩।	শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪।	শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নোটীশ

মোকাম কৃষ্ণনগরের প্রথম মুন্সেফী আদালত

১০২৬নং ১৯৩৪ দেওয়ানী

ডিঃ—সত্যব্রত পাত্র
সাং কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী।

দেঃ—প্রেমময়ী দাসী
সাং কৃষ্ণনগর, চকেরপাড়া
থানা কোতয়ালী।

দেনদার প্রেমময়ী দাসীর প্রতি—

এতদ্দ্বারা তোমাকে অবগত করান যাইতেছে যে উক্ত নম্বর ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় ডিক্রীদার তোমার কোঠাঘরের দরজার তালা ভাঙ্গিয়া দখল লইবার ও ঐ ঘরের মধ্যে যে-সকল অস্থাবর মাল আছে তাহা নাজির বাবুর জেম্বায় রাখিবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছে। অতএব আদালতের ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে তোমার কোন আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী ১০।৯।৩৪ তারিখে উক্ত আদালতে দর্শাইবে এবং উক্ত তারিখের মধ্যে তোমার মালামাল স্থানান্তরিত করিবে। তদপশ্চাৎ তোমার অনুপস্থিতে ডিক্রীদারের প্রার্থনামত দখল দেওয়া যাইবে এবং তোমার ঘরের মধ্যে যে অস্থাবর মাল পাওয়া যাইবে তাহা লিষ্ট করিয়া আদালতে আনা হইবে।

স্বাঃ ডি, এস্, বাগ্‌চী
মুন্সেফ ২৩।৮।৩৪

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০—৪৲
মালা বাঁকতুলসী (সরেস)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৶০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৶০—৪।০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৶০
২নং আটা	৪৵০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৶০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
গড়াণ	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি জয়েষ্ট বা বীম	
মাকা	৬৲—৬।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০—৫।০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷০—৬৸০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৶০—৬৷০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১।০
আর, পি, ডি,	১২৷৶০

এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—
৪।৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা।০ বর্গফুট

২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ „ „	১২।৶০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৶০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড	৮৷০

গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
ষ্টীল পাটি	৬।৶০—৬৷৶০
„ বোল্টু (গোল)	৬।৶০—৬৸৶০
„ পয়াদে (চৌকা)	৬।৶০—৬৸০
„ গোল রড ৵০—৷৵০ সূতা	৫৶০—৫৸৶০
„ টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৶০ ঐ	৫৸৶০—৭৲
„ বাওল তার	৬৶০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর

মোকাম কৃষ্ণনগর

(১)

৪৭২ মানিজারি ৩৪ দাবী ১৩৬৫৻৶৵৹

ডিঃ সৈয়দ মহিউদ্দিন আহাম্মদ সাং কলিকাতা

দেঃ মহম্মদ ছাদেকালী ওস্তাগর সাং পোঃ শান্তিপুর

১। থানা শান্তিপুরের সুত্রাগড় মৌজায় ৩৬ খতিয়ানে -৫৪শঃ জমী ৩৷৶৮ জমা মায় পাকা বাড়ী মূল্য আঃ ৩০০৲

২। ঐ মৌজায় ৭৭৭ খতিয়ানে -৩৯শঃ জমী ২৲ জমা মায় আম কাঠাল বাগান মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

৩১৫ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৭২৲৯

ডিঃ অভয়দত্ত সাং উদয়চন্দ্রপুর

দেঃ যোগেশচন্দ্র দে সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ার উদয়চন্দ্রপুর মৌজার ৪২৩ খতিয়ানে -৮০শঃ জমি ৩৷৩ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ৮৲

২। ঐ মৌজায় ১২৪ খতিয়ানে -৩৬শঃ জমি ২৷৶১০ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ৮৲

৩। ঐ মৌজায় ৫০৬ খতিয়ানে ৪-৪৮ শঃ জমি ২০/০ জমা মূল্য ৫০৲

৪। ঐ মৌজায় ৫০৯ খতিয়ানে ৩-৬২ শঃ জমি ১১/০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ মৌজায় ৫০৮ খতিয়ানে ১-৬৬ শঃ জমি ৫৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ মৌজায় ১৮৮ খতিয়ানে ৪-৮৮ শঃ জমি ৫৸/৬ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৩)

৭৬১ মনিজারী ৩৪ দাবী ২৫৫৷৶৯

ডিঃ ধর্ম্মদাস সেন সাং পলাশী

দেঃ মোতান সেখ ছোট সাং বনপলাশী পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের বনপলাশী গ্রামে ১০৯।১৫।১৪ খতিয়ানে ৯-৯শঃ জমি ১৯৷/০ জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

৬৯১ মনিজারী ৩৪ দাবী ১১৫০৶৬

ডিঃ লক্ষ্মীবিলাস প্রেস্ কলিকাতা

দেঃ নিতাইরঞ্জন সিংহ সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর ঝিটকীপোতা মৌজার ৩৬ খতিয়ানে ও গং পাণ্ডুপুর মৌজায় ৩৬ খতিয়ানে দীরেন্দ্র সরকারের অধীন ১৯৫৬৶৯ টাকার দর পত্তনী জমার দেঃ ৶১৩৷/০ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

(৫)

৪২৪ মনিজারি ৩৪ দাবী ১০২৸৯

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটী কোঃ ব্যাঙ্ক

দেঃ মনমোহন দাস সাং আমিনবাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর মৌজায় ২২০৩ খতিয়ানে -৮শঃ জমি মায় পাকা কোঠাবাড়ী প্রাচীর পায়খানা ইত্যাদি মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজায় ২২০৪ খতিয়ানে -১৬শঃ জমি ১৶২ জমা মায় বাগান ইত্যাদি মূল্য আঃ ১৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর

(১)

৬০০ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৯৪৶০

ডিঃ ননীগোপাল কুণ্ডু মোং মধুপুর

দেঃ খিরুদ্দি বিবি গিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার মধুপুর গ্রামে ৬৩ খতিয়ানে ১২-৫৬শঃ জমী ২৪/১১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৬৬ খতিয়ানে ৮-২৬ শুকক জমী ১৩৸৶৬ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৬৫ খতিয়ানে ২-৬৯শঃ জমী মূল্য আঃ ৫৲

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	১৫—৪৭,
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C. 544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ৩০শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৫৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

দিবালোকে ডাকাতির অভিযোগ

গত ২০শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ রঘুনাথ রায় নামক জনৈক লোকের দোকানে ডাকাতি করিবার অভিযোগে সতীশচন্দ্র ধোবী, জিতেন্দ্র গড়াই, গৌরমোহন ধোবী ও হরিশচন্দ্র গত বৃহস্পতিবারে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামিগণ ডাকাতি করিয়া একটি ক্যাস বাক্স (উহার মধ্যে ৩২ টাকা ছিল) ও একটি চাউলের বস্তা লইয়া যায়। উক্ত চাউলের বস্তার মধ্যে দুইমণেরও অধিক চাউল ছিল বলিয়া প্রকাশ। তদুপরি প্রথম আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগও আনা হয় যে, ডাকাতির পর জনৈক কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং সে উক্ত কনেষ্টবলের আইনানুগ হেপাজত হইতে পলায়ন করে। তদুপরি আসামী গৌরমোহন ও হরিশের বিরুদ্ধে উক্ত কনেষ্টবলকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া জখম এবং প্রথমোক্ত আসামীকে উক্ত কনেষ্টবলের হেফাজত হইতে উদ্ধার করিবার অভিযোগ আনা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী ফেরার হইয়াছে। তাহাদের নামে পরোয়ানা জারী হইয়াছে। অপর আসামিদ্বয়কে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

—

বৃদ্ধ ডাক্তারের বিপদ

গত বৃহস্পতিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ন্যাশান্যাল ইনস্যুরেন্স প্রতারণা সম্পর্কিত মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে আসামী ডাঃ ব্রজকুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ জিতেন্দ্রকুমার সোম, ইনস্যুরেন্স এজেন্ট চারুচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, কালীচরণ কর ও কম্পাউণ্ডার বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তীর পক্ষে জামিনের আবেদন করা হয়। পাব্লিক প্রসিকিউটর উক্ত জামিনের দরখাস্ত সম্পর্কে আপত্তি করিয়া বলেন যে, যখন কোন ভদ্রলোক পাপ করে সে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপী হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট ডাঃ সোমকে ১০,০০০৲ জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দেন। ইহা ভিন্ন এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে, তিনি শ্রীরামপুর আসিতে পারিবেন না কিম্বা সাক্ষিদিগকে প্রভাবান্বিত করিতে অথবা তদন্তকার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারিবেন না।

অপরাপর সকল আসামীকে ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে থাকিবার আদেশ দেন।

—

মক্কেলের টাকা ভাঙ্গার অভিযোগ

চাঁদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট তাঁহার মক্কেল শ্রীপাণ্ডব শীল তাঁহার ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার জন্য ২৫৲ টাকা দেন। উকিল বাবু ঐ টাকা হইতে কতক টাকা নাকি কোর্টে দাখিল করিয়া দিয়া বকী টাকা আত্মসাৎ করেন। ফলে ডিক্রী চূড়ান্ত না হওয়ায় পাণ্ডব বাবুর সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। পাণ্ডব বাবু এই মর্ম্মে অত্রত্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আজিজুর রহমান মহোদয়ের নিকট এজাহার দেওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট দঃ বিঃর ৪০৬ ধারা মতে উকীল বাবুর প্রতি সমন জারীর আদেশ দিয়া আগামী ৩।৯।৩৪ তারিখে মোকদ্দমার শুনানী ধার্য্য করিয়াছেন।

—

জ্বালানী কাঠের ঘরে রিভলভার

চট্টগ্রামের মীরেশ্বরাই গ্রামের বঙ্কচন্দ্র নাথের বাড়ীতে জ্বালানী কাঠের ঘরে একটী দেশী রিভলভার ও কয়েকটি কার্ত্তুজ প্রাপ্তি সম্পর্কে উক্ত গ্রামের রমেশ চন্দ্র নাথ, উমেশচন্দ্র দেওয়ানজী ও বাসরুল্লার বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছে, সেই মামলার মহকুমা হাকিম রায় সাহেব এস এন রায় আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১২৩ ধারা, ১২০ (বি) ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারানুসারে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। সরকার পক্ষ বলেন, আসামীরা ঐ রিভলভার ও কার্ত্তুজ বঙ্ক চন্দ্র নাথের বাড়ীতে জ্বালানী ঘরে রাখিয়া দিয়াছেন।

কোর্ট ইন্সপেক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী সরকার পক্ষ এবং শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র আইচ প্রভৃতি কয়েকজন উকীল আসামী-পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

—

করাচীতে ৩জন আফগান গ্রেপ্তার

সরকারী মহলে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আফগান গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ক্রমে করাচীর তিন জন আফগান অধিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ণেল। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা আমানুল্লাকে আফগানিস্থানের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

—

ত্রিতল অট্টালিকা ভূমিসাৎ

গত ২৪শে আগষ্ট প্রবল বর্ষণের ফলে ডেরা ইসমাইল খানে একটী ত্রিতল অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একটি স্ত্রীলোক দুইটী শিশুসহ অট্টালিকার ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে চাপা পড়িয়াছিল। স্ত্রী-লোকটী মারা গিয়াছে। শিশু দুইটী অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পাইয়াছে।

তহবিল তছরুপের জন্য কারাদণ্ড

কুমিল্লার বরুন কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের মতলব কাছারীর ভূতপূর্ব্ব নায়েব অতুকূলচন্দ্র গুহ উক্ত এষ্টেটের কতক আদায়ী টাকা জমা না দিয়া আত্মসাৎ করার অপরাধে অত্রত্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ আহম্মদ আই-সি-এস মহোদয় কর্ত্তৃক দঃ বিঃর ৪০৯ ধারা মতে ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

—

আট টাকায় দুই বৎসর কারাদণ্ড

আলীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস এন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতারণার অভিযোগে জে এফ এডওয়ার্ডস্ নামক এক শ্বেতাঙ্গকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী ক্যাথলিক অরফ্যানেজের নামে লটারীর টিকেট বিক্রয় করিয়া ভারতীয় সওয়ার বাহিনীর রিসলদার বাহাদুর শের ও আরও কতিপয় সামরিক কর্ম্মচারীকে ঠকাইয়া আট টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫জন গ্রেপ্তার

কলিকাতা শিশির কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ৫ জন যুবক ও বেরংয়ের পোষাক পরিধান করিয়া "সিদুর" "টাকমাওয়া" প্রভৃতি জিনিষগুলি দ্বারে দ্বারে গান করিয়া প্রচার করিত। ইদানীং তাহাদের নিকট "দেশের ডাক" ও অন্যান্য জিনিষ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা ধৃত হইয়া হাজতে আছে।

—

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর

মোকাম কৃষ্ণনগর

(১)

৪৭২ মণিজারি ৩৪ দাবী ১৬৪৫৮৶৯

ডিঃ সৈয়দ মহিউদ্দিন আহাম্মদ সাং কলিকাতা

দেঃ মহম্মদ ছাদেকালী ওস্তাগর সাং পোঃ শান্তিপুর

১। থানা শান্তিপুরের সুত্রাগড় মৌজায় ৩৬ খতিয়ানে -৫৪শঃ জমী ৬।৶৮ জমা মায় পাকা বাড়ী মুল্য আঃ ৩০০৲

২। ঐ মৌজায় ৭৭৭ খতিয়ানে -৩৯শঃ জমী ২৲ জমা মায় আম কাঠাল বাগান মুল্য আঃ ১০০৲

(২)

৩১৫ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৭২৲৯

ডিঃ অভয়দত্ত সাং উদয়চন্দ্রপুর

দেঃ যোগেশচন্দ্র দে সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা নাকাশীপাড়ার উদয়চন্দ্রপুর মৌজায় ৪২৩ খতিয়ানে -৮০শঃ জমি ৩৷৩ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মুল্য আঃ ৮৲

২। ঐ মৌজায় ১২৪ খতিয়ানে -৩৬শঃ জমি ২৷৶১০ জমা দেঃ ।০ অংশ মুল্য আঃ ৮৲

৩। ঐ মৌজায় ৫০৭ খতিয়ানে ৪-৪৮ শঃ জমি.২০/০ জমা মুল্য ৫০৲

৪। ঐ মৌজায় ৫০৯ খতিয়ানে ৩-৩২ শঃ জমি ১১/০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ মৌজায় ৫০৮ খতিয়ানে ১-৬৬ শঃ জমি ৫৲ জমা মুল্য আঃ ১০৲

৬। ঐ মৌজায় ১৮৮ খতিয়ানে ৪-৮৮ শঃ জমি .৫৸৶৬ জমা মুল্য আঃ ৪০৲

(৩)

৭৬১ মনিজারী ৩৪ দাবী ২৫৫৷৶৯

ডিঃ ধর্ম্মদাস সেন সাং পলাশী

দেঃ সোভান সেখ ছোট সাং বনপলাশী পোঃ দেবগ্রাম

থানা কালীগঞ্জের বনপলাশী গ্রামে ১০৯।১৫।১৪ খতিয়ানে ৯-৯শঃ জমি ১৯৷/০ জমা দেঃ একের তিন অংশ মুল্য আঃ ২০৲

(৪)

৬৯১ মনিজারী ৩৪ দাবী ১১৫০৶৬

ডিঃ লক্ষ্মীবিলাস প্রেস্, কলিকাতা

দেঃ নিরঞ্জন সিংহ সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর ঝিটকীপোতা মৌজায় ৩৬ খতিয়ানে ও গং পাণ্ডুপুর মৌজায় ৩৬ খতিয়ানে দীরেন্দ্র সরকারের অধীন ১৯৫৬৶৯ টাকার দর পত্তনী জমার দেঃ ৶১৩।/০ অংশ মুল্য আঃ ২০০৲

(৫)

৩২৪ মনিজারি ৩৪ দাবী ১০২৮৶৯

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটী কোঃ ব্যাঙ্ক

দেঃ মনমোহন দাস সাং আমিনবাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

১। থানা কোতোয়ালীর কৃষ্ণনগর মৌজায় ২২০৩ খতিয়ানে -৮শঃ জমি মায় পাকা কোঠাবাড়ী প্রাচীর পায়খানা ইত্যাদি মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজায় ২২০৪ খতিয়ানে -১৬শঃ জমি ১৶২ জমা মায় বাগান ইত্যাদি মুল্য আঃ ১৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর

(১)

৬০০ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৯৪৶০

ডিঃ ননীগোপাল কুণ্ডু মোং মধুপুর

দেঃ মিরমদি বিবি দিং সাং মধুপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

১। থানা চাপড়ার মধুপুর গ্রামে ৬৩ খতিয়ানে ১২-৫৬শঃ জমী ২৪/১১ জমা মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৬৬ খতিয়ানে ৮-২৬ শতক জমি ১৬৸৶৬ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৬৫ খতিয়ানে ২-৬৯শঃ জমী মুল্য আঃ ৫৲

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৩	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৫০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭,
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C.544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ৩০শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৫৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

দিবালোকে ডাকাতির অভিযোগ

গত ২০শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ রঘুনাথ রায় কাহার নামক জনৈক লোকের দোকানে ডাকাতি করিবার অভিযোগে সতীশচন্দ্র ধোবী, জিতেন্দ্র গড়াই, গৌরমোহন ধোবী ও হরিশচন্দ্র গত বৃহস্পতিবারে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামিগণ ডাকাতি করিয়া একটি ক্যাস বাক্স (উহার মধ্যে ৩২ টাকা ছিল) ও একটি চাউলের বস্তা লইয়া যায়। উক্ত চাউলের বস্তার মধ্যে দুইমণেরও অধিক চাউল ছিল বলিয়া প্রকাশ। তদুপরি প্রথম আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগও আনা হয় যে, ডাকাতির পর জনৈক কনেষ্টবল তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং সে উক্ত কনেষ্টবলের আইনানুগ হেপাজত হইতে পলায়ন করে। তদুপরি আসামী গৌরমোহন ও হরিশের বিরুদ্ধে উক্ত কনেষ্টবলকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া প্রথম এবং প্রথমোক্ত আসামীকে উক্ত কনেষ্টবলের হেফাজত হইতে উদ্ধার করিবার অভিযোগ আনা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী ফেরার হইয়াছে। তাহাদের নামে পরোয়ানা জারী হইয়াছে। অপর আসামিদ্বয়কে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

———

বৃদ্ধ ডাক্তারের বিপদ

গত বৃহস্পতিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ন্যাশান্যাল ইনস্যুরেন্স প্রতারণা সম্পর্কিত মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে আসামী ডাঃ বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, ডাঃ জিতেন্দ্রকুমার সোম, ইনস্যুরেন্স এজেণ্ট চারুচন্দ্র ব্যানার্জ্জি, কালীচরণ কর ও কম্পাউণ্ডার বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তীর পক্ষে জামিনের আবেদন করা হয়। পাব্লিক প্রসিকিউটর উক্ত জামিনের দরখাস্ত সম্পর্কে আপত্তি করিয়া বলেন যে, যখন কোন ভদ্রলোক পাপ করে সে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপী হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট ডাঃ সোমকে ১০,০০০৲ জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ দেন। ইহা ভিন্ন এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে, তিনি শ্রীরামপুর আসিতে পারিবেন না কিংবা সাক্ষিদিগকে প্রভাবান্বিত করিতে অথবা তদন্তকার্য্যে বাধা জন্মাইতে পারিবেন না।

অপরাপর সকল আসামীকে ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে থাকিবার আদেশ দেন।

———

মক্কেলের টাকা ভাঙ্গার অভিযোগ

চাঁদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট তাঁহার মক্কেল শ্রীপাণ্ডব শীল তাঁহার ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়ার জন্য ২৫৲ টাকা দেন। উকিল বাবু ঐ টাকা হইতে কতক টাকা নাকি কোর্টে দাখিল করিয়া দিয়া বাকী টাকা আত্মসাৎ করেন। ফলে ডিক্রী চূড়ান্ত না হওয়ায় পাণ্ডব বাবুর সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। পাণ্ডব বাবু এই মর্ম্মে অত্রত্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আজিজুর রহমান মহোদয়ের নিকট এজাহার দেওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট দঃ বিঃর ৪০৬ ধারা মতে উকীল বাবুর প্রতি সমন জারীর আদেশ দিয়া আগামী ৩।৯।৩৪ তারিখে মোকদ্দমার শুনানী ধার্য্য করিয়াছেন।

জ্বালানী কাঠের ঘরে রিভলভার

চট্টগ্রামের মীরেশ্বরাই গ্রামের বঙ্কচন্দ্র নাথের বাড়ীতে জ্বালানী কাঠের ঘরে একটী দেশী রিভলভার ও কয়েকটি কার্ত্তুজ প্রাপ্তি সম্পর্কে উক্ত গ্রামের রমেশ চন্দ্র নাথ, উমেশচন্দ্র দেওয়ানজী ও বাসরুল্লার বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছে, সেই মামলায় মহকুমা হাকিম রায় সাহেব এস এন রায় আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ড বিধির ১৯৩ ধারা, ১২০ (বি) ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারানুসারে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন। সরকার পক্ষ বলেন, আসামীরা ঐ রিভলভার ও কার্ত্তুজ বঙ্ক চন্দ্র নাথের বাড়ীতে জ্বালানী ঘরে রাখিয়া দিয়াছেন।

কোর্ট ইন্সপেক্টর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চৌধুরী সরকার পক্ষ এবং শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র আইচ প্রভৃতি কয়েকজন উকীল আসামী-পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

———

করাচীতে ৩জন আফগান গ্রেপ্তার

সরকারী মহলে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, আফগান গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ক্রমে করাচীর তিন জন আফগান অধিবাসীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন ভূতপূর্ব্ব কর্ণেল। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা আমানুল্লাকে আফগানিস্থানের সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

ত্রিতল অট্টালিকা ভূমিসাৎ

গত ২৬শে আগষ্ট প্রবল বর্ষণের ফলে ডেরা ইসমাইল খানে একটী ত্রিতল অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একটি স্ত্রীলোক দুইটী শিশুসহ অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়িয়াছিল। স্ত্রীলোকটী মারা গিয়াছে। শিশু দুইটী অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পাইয়াছে।

তহবিল তছরূপের জন্য কারাদণ্ড

কুমিল্লার বর্দ্ধন কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেটের মতলব কাছারীর ভূতপূর্ব্ব নায়েব অনুকূলচন্দ্র গুহ উক্ত এষ্টেটের কতক আদায়ী টাকা জমা না দিয়া আত্মসাৎ করার অপরাধে অত্রত্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ আহম্মদ আই-সি-এস মহোদয় কর্ত্তৃক দঃ বিঃর ৪০৯ ধারা মতে ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

———

আট টাকায় দুই বৎসর কারাদণ্ড

আলীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস এন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতারণার অভিযোগে জে এফ এডওয়ার্ডস্ নামক এক শ্বেতাঙ্গকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী ক্যাথলিক অরফ্যানেজের নামে লটারীর টিকেট বিক্রয় করিয়া ভারতীয় সওয়ার বাহিনীর রিসলদার বাহাদুর শের ও আরও কতিপয় সামরিক কর্ম্মচারীকে ঠকাইয়া আট টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫জন গ্রেপ্তার

কলিকাতা শিশির কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ৫ জন যুবক রং বেরংয়ের পোষাক পরিধান করিয়া "সবুজ" "হিমালয়" প্রভৃতি জিনিষগুলি দ্বারে দ্বারে গান করিয়া প্রচার করিত। ইদানীং তাহাদের নিকট "দেশের ডাক" ও অন্যান্য জিনিষ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা ধৃত হইয়া হাজতে আছে।

———

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

ম্যাট্রিক পরীক্ষার বৃত্তি

জেলা বৃত্তি মাসিক ১০৲

কলিকাতা

(১) অবনীকুমার মুখোপাধ্যায়—রিপন কলেজ স্কুল (২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সরস্বতী ইনষ্টিটিউশন (৩) সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—রিপন কলেজ স্কুল (৪) সুকুমারচন্দ্র দাস—ভবানীপুর পদ্মপুকুর ইনষ্টিটিউশন (৫) সুকুমার দেব—শ্যামবাজার এ ভি স্কুল (৬) জয়দেবচন্দ্র শীল (৭)—ক্যালকাটা আরিয়েণ্টাল সেমিনারী (৭) অসীমকুমার সরকার—মহারাজা কাশীমবাজার পলিট্যাকনিক ইনষ্টীটিউশন (৮) দেবতোষ ঘোষ, ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টীটিউশন (৯) পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা টাউন স্কুল। (১০) মণীন্দ্রনাথ বসু—ভবানীপুর সাউথ সুবারবান ব্রেঞ্চ স্কুল। (১১) গোকুলচন্দ্র দত্ত—শ্যামবাজার এ ভি স্কুল (১২) সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী ইনষ্টিটিউশন।

নদীয়া

(১) রামনারায়ণ দে—রাণাঘাট পি সি হাইস্কুল, (২) নিখিলনাথ বসু—মুড়াগাছা হাইস্কুল।

২৪পরগণা

(১) আশুতোষ মজুমদার—বজবজ পি কে হাইস্কুল (২) নিশাংকুমার রায়—বাসিরহাট হাইস্কুল। (৩) গোলোকপতি ভকত—ব্যারাকপুর গবর্ণমেন্ট স্কুল।

যশোহর

১। জ্যোতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়—যশোহর সম্মিলনী ইনষ্টিটিউশন ২। তারাপদ মুখোপাধ্যায়—নড়াইল ব্রহ্মডাঙ্গা এস এস ইনষ্টিটিউশন।

খুলনা

১। ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ—খুলনা জিলা স্কুল ২। দুর্গাদাস বসু—কুমড়জা রিজউন্নবী হাই স্কুল ৩। এম ফজলুর রহমান—মোরেলগঞ্জ, এ সি দা হাই স্কুল।

মুর্শিদাবাদ

১। মহম্মদ হোসেন—বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ।

(২) সত্যনারায়ণ বসু—মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুর ইনষ্টিটিউশন।

বাঁকুড়া

(১) ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—মালিয়াড়া হাইস্কুল।

বীরভূম

(১) শ্যামাপ্রসন্ন সেন কর্ম্মকার—সুরি বেণী মাধব ইনষ্টিটিউশন।

বর্দ্ধমান

(১) সুভাষচন্দ্র বক্সী—বর্দ্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল। মৃগাঙ্কমৌলী বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজুর বান্ধব হাইস্কুল (৩) গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কালনা মহারাজা হাইস্কুল।

হুগলী

(১) পঙ্কজ কুমার ঘোষ—কোন্নগর হাইস্কুল (২) প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল।

হাওড়া

(১) শঙ্করদাস মুখোপাধ্যায়—শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশন

(২) রামনিবাস শর্ম্মা—সালাখিয়া শ্রীমতী নারায়ণ এন এম বিদ্যালয়।

মেদিনীপুর

(১) কৃষ্ণকান্ত সাবন্ত—মুগবেরিয়া গঙ্গাধর হাইস্কুল (২) নিকুঞ্জবিহারী ঘোষ মেদিনীপুর টাউন স্কুল।

বাখরগঞ্জ

(১) ব্রজেন্দ্রনাথ সিকদার—মঠবাড়ীয়া কে এম লতিফ ইনষ্টিটিউশন (২) বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত—ভাণ্ডারিয়া বিহারী ইনষ্টিটিউশন।

ঢাকা

(১) বাসুদেব বসাক—মানিকগঞ্জ হাইস্কুল ২। নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়—বেলতলী হাইস্কুল ৩। কৃষ্ণজীবন মজুমদার—ভাগ্যকুল হরেন্দ্রলাল হাইস্কুল।

ফরিদপুর

১। বিভূতিরঞ্জন মণ্ডল—মাদারীপুর হাইস্কুল ২। বিনোদচন্দ্র সেন—ভাঙ্গা হাইস্কুল।

ময়মনসিংহ

১। বিশ্বরঞ্জন, বিশ্বাস-গৌরীপুর রাজেন্দ্র কিশোর হাইস্কুল

(২) হরিনারায়ণ বসু—ভৈরব গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল। সুনীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ময়মনসিংহ সিটি কলোজিয়েট স্কুল।

বগুড়া

সরলকুমার সেন—দুবচাঁচিয়া হাইস্কুল।

দার্জ্জিলিং

বিশ্বজিৎ রায়—দার্জ্জিলিং গবর্ণমেন্ট হাইস্কুল।

জলপাইগুড়ি

অক্ষয়কুমার নন্দী—জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল।

দিনাজপুর

চুনীলাল প্রামাণিক—রায়গঞ্জ করোনেশান হাইস্কুল।

মালদহ

সন্তোষকুমার দাস কুণ্ডু মালদহ জেলা স্কুল।

পাবনা

(১) আবুল আসান—সিরাজগঞ্জ বি এল হাই স্কুল (২) সুকুমার বাগচী—পরজানা এম এন হাই স্কুল।

রাজসাহী

অমলকুমার কর্ণ—নওগাঁও কে ডি হাই স্কুল।

(১) গোপালচন্দ্র ভৌমিক—উলীপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী হাই স্কুল (২) নৃপেন্দ্রকুমার সরকার-রংপুর জিলা স্কুল।

চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ

হিমাংশুবিমল দেওয়ান—রাঙ্গামাটী গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুল।

চট্টগ্রাম

(১) মহম্মদ আয়ুব খাঁ—সাতকানিয়া হাই স্কুল (২) মকবুল আমেদ—কলেজিয়েট স্কুল।

নোয়াখালি

মহম্মদ রফিকুল হক লক্ষ্মীপুর হাই স্কুল।

ত্রিপুরা

(১) নরিমচন্দ্র রুদ্রপাল—বাবুরহাট হাইস্কুল, (২) কল্যাণকুমার দত্ত—অন্নদা হাইস্কুল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, (৩) নীলমাধব সেন—নবিনগর হাইস্কুল।

আদিম অধিবাসী

নলিনীবালা কিস্কু—মেদিনীপুর মিশন বালিকা বিদ্যালয়।

ছাত্রীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি

মাসিক ২০৲

(১) রমা সরকার—দার্জ্জিলিং মহারাণী হাইস্কুল (২) রেবা মৈত্র, ঘোড়ামারা পি এন গার্লস হাইস্কুল।

মাসিক ১৫৲ টাকা

(১) গৌরী দত্ত—বগুড়া ভি এম গার্লস হাইস্কুল (২) সান্ত্বনা বসু—স্যার রমেশ মিত্র গার্লস স্কুল (৩) বীণা বাগচী—ঘোড়ামারা পি এন গার্লস হাইস্কুল ৪। সাবিত্রী রায় পাবনা, গার্লস হাইস্কুল ৫। উমা সান্যাল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়

মাসিক ১০৲

১। আনন্দী মুখোপাধ্যায়, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ২। গৌরীরাণী রায় বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। মলিনা দস্তিদার চট্টগ্রাম, ডাঃ খাস্তগীর গার্লস হাইস্কুল ৪। বীণাপাণি সান্যাল মাদারীপুর জোনোজ্যান গার্লস হাইস্কুল। ৫। অমিয়া বসু—বেলতলা গার্লস স্কুল। ৬। অরুণা সিংহ—মেদিনীপুর মিশন গার্লস হাই স্কুল ৭। সাধনা দেবী—বগুড়া ভি এম গার্লস হাইস্কুল ৮। দীপ্তি সরকার ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ৯। অমিয়া মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল ১০। সুধা ঘোষ, ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল।

স্ত্রীলোককে সর্পদংশন

গত ১লা ভাদ্র বলতা গ্রামের নিজামুদ্দি সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ শেষ রাত্রে শিশুকে স্তন্য পান করাইতেছিল। এমতাবস্থায় তাহাকে সর্পে দংশন করে। বহু চিকিৎসার পর সে আরোগ্যলাভ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত স্ত্রীলোকের দেবর ছাহেদালী সরকার সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে।

কাপড়ের গুদামে চুরি

সম্প্রতি গোবিন্দ দত্ত লেনের কোনও গুদাম হইতে এক মুসলমান ব্যবসায়ীর ১৭৫৲ টাকা মূল্যের ৪ গাট কাপড় চুরি গিয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান চালাইতেছে।

নিয়োগ ও বদলী

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, ২৪-পরগণার অস্থায়ী সাবজজ বাবু সরোজ কান্তি ব্যানার্জ্জি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শিয়ালদহের ছোট আদালতের জজ বাবু জিতেন্দ্রনাথ সেন ২৪ পরগণার সাবজজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

জেল

হিজলী বন্দীশালার সহকারী কমাণ্ডাণ্ট রায় সাহেব বৈদ্যনাথ চাটার্জ্জি অতিরিক্ত স্পেশাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কাজ তাঁহার কাজের সহিত অতিরিক্ত ভাবে করিতে হইবে।

পুলিশ

বিদায় ভোগী পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্ত নদীয়া জিলার সদরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ ডি ডবলিউ এফ হিকস আই পি জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারত-সরকারের দপ্তরখানা

সিমলা হইতে প্রকাশ, ২৪শে আগষ্ট 'এসোসিয়েটেড প্রেস' জানিতে পারিয়াছেন, ২৩শে অক্টোবর ভারত সরকারের দপ্তরখানা সিমলা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া ২৯শে অক্টোবর হইতে যথারীতি দিল্লীতে খোলা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮. ১৩ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ২০শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৫৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে তথায় অবস্থান করিয়া সমাগত শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। জগদ্গুরুবরের শ্রীমুখে স্বরূপোদ্বোধিনী চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া অনেকেই সত্যালোকের সন্ধানলাভে ধন্যাতিধন্য, পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইতেছেন। ত্রিদণ্ডিপাদগণও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রীমঠকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন। নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জনের এমন সুবর্ণ-সুযোগ আর কেহ কখনও দেন নাই এবং কেহ দিবেন বলিয়া আশা করাও যায় না।

আগামী ১৫ই ভাদ্র শনিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদিত 'হারমনিষ্ট' পত্র নবপর্য্যায়ে পাক্ষিক পত্ররূপে প্রকাশিত হইবার কথা। পর্য্যায়ক্রমে একাদশী ও পঞ্চমী তিথিতে ইনি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির দ্বারে উপস্থিত হইবেন। আমরা জানিলাম যে, সাধারণ পাঠকগণের আকর্ষণের জন্যও ইহাতে, বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও সংবাদাদি থাকিবে। অভিজ্ঞ প্রবীণ সাংবাদিক ডক্টর কুন্দন লাল সাধারণ পাঠকগণের উপযোগী অংশের ভার গ্রহণ করিবেন। অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পরিপক্ক লেখনী-প্রসূত প্রবন্ধ-সমূহ শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে ও সম্পাদকত্বে হারমনিষ্টের অবিমিশ্র পারমার্থিক ভাগের শোভা বর্দ্ধন করিবে। শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার বিভিন্ন শাখা-মঠের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সমূহের হরিকথা-কীর্ত্তনময় বিবরণ পাক্ষিক হারমনিষ্টের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিবে।

গত ঝুলন-পূর্ণিমার দিন শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে দ্বাদশ-আল্‌বর নামক আর একটী সচিত্র চরিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রচারক দ্বাদশ মহাজনের কথা শুনিতে পাই, সেইরূপ শ্রীসম্প্রদায়েও ভগবদ্ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারক দ্বাদশ আলবর বা দিব্যসূরির আদর্শ পাওয়া যায়। কাষারমুনি বা পয়গই আল্‌বর হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্য পর্য্যন্ত দ্বাদশ আলোয়ারের অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ও পরম-শিক্ষাপ্রদ জীবনচরিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ও কৃপায় জগতে প্রকাশিত হইল। যদিও গ্রন্থের কলেবর বিস্তৃত নহে, তথাপি ইহাতে দ্বাদশ আলোয়ারের ভুবনমঙ্গল জীবন-চরিত্রের সমস্ত মূল-বিষয়ই গুম্ফিত হইয়াছে। ইহাতে আলোয়ারগণের দুষ্প্রাপ্য চিত্র-সমূহ সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি মুদ্রণ সৌষ্ঠবেও বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত কটক-প্রবাসী পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ভক্তিভূষণ (ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার) মহোদয় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে একটী নলকূপ স্থাপন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জীউর নিত্য সেবার জন্য নির্ম্মল সলিলের অভাব-হেতু শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ-সেবকগণকে অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ ইচ্ছায় আজ সেই অভাব পূর্ণ হইয়াছে এবং তিনি হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা দ্বারা ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন। জগতে ধনাঢ্য ব্যক্তির অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে ভগবৎ-সেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায় না। কেহ কেহ অর্থের দ্বারা অনেক সময় অনর্থকেও আহ্বান করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই প্রকার ব্যক্তিগণের নিকট ভক্ত ও ভগবানের সেবায় কথা উত্থাপন করিলে তাঁহারা নানাপ্রকারের ওজর আপত্তি দ্বারা নিজদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিভূষণ প্রভু অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে, তাহা জগৎকে শিক্ষা দিয়া সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট প্রার্থনা করি সেবোৎসাহী এই বৈষ্ণব-পরিবারের নিত্যকল্যাণ সাধিত হউক।

গত ৫ই আগষ্ট তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচা[রক] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও ত্রিদ[ণ্ডি]স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ উভয়েই শোলাপুরে 'বিঠোবা' মন্দির-প্রাঙ্গণে আহূতা একটী সভায় "সনাত[ন] ধর্ম্ম এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু" সম্বন্ধে হিন্দীতে দুইটী বক্তৃ[তা] প্রদান করেন। গত ৬ই আগষ্ট জেনারেল লাইব্রেরীতে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ "বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান" সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। গত ৭ই আগষ্ট শ্রীপাদ নেমি মহারাজ 'রামদরবার' ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ঐ দিবসও বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ দিল্লী গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া রাজধানীর বি[শিষ্ট] ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রবিচারে শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হইতেছেন।

গত ৭ই ভাদ্র শুক্রবার অমরবি[?]গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীবলদেবের আবির্ভাব-উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে মঠবাসিগণ ঊষাকীর্ত্তন, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যা গুর্ব্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবিধান করিয়াছেন। অতঃপর গৌড়ীয় সংখ্যা হইতে "শ্রীবলদেব" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করা হ[য়]। কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বি[তরণ] করা হয়। স্থানীয় এম্-ই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, অন্য শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রগণ উৎসবে যোগদান করিয়া আ[নন্দ] বর্দ্ধন করেন।

আগামী ১৫ই ভাদ্র শনিবার জন্মাষ্টমী তিথিতে নদী[য়া] জেলার একমাত্র মুখপত্র "শ্রীদৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে"র এ[কটী] বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। গুরুসেবৈকপ্রাণ বৈষ্ণবগণের লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধ ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমূ[র্ত্তি] গৌরবে এই সংখ্যা অতুলনীয় ও শ্রদ্ধালু পাঠকগণের চিত্তাক[র্ষক] হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ হৃষীকেশ, আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

কৃষ্ণলাভের সহজ উপায়

আমরা শাস্ত্রে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিনটী শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। ভগবানই প্রকাশ-বিশেষে এই তিনটী নাম ধারণ করিয়া থাকেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন বা শ্রীশচীনন্দনই অদ্বয়জ্ঞান। এই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্। সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল-সম্বিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়-লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তু অনুধাবনফলে ব্রহ্ম এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সচ্চিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়-লীলাযুক্ত তত্ত্ববস্তু অনুধাবন-ফলে পরমাত্মা দর্শন ঘটে; সুতরাং সচ্চিদানন্দ-লীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গ-প্রভাই চিদ্বিলাসহীন অঙ্গচ্ছায়া-রহিত ব্রহ্ম ও ঐশ্বর্য্যাংশ-সত্তাই পরমাত্মা। শাস্ত্র বলেন,—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-
বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং
পরমিহ॥"

যাঁহাকে শাস্ত্র ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশীস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভুর প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবই সেই স্বয়ং ভগবান্। গৌরবর্ণ হরিই শ্রীচৈতন্যদেব; ইনি কৃষ্ণের ঔদার্য্য বা বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ আর শ্যামবর্ণ হরিই কৃষ্ণ; ইনি গৌরের মাধুর্য্য বা সম্ভোগরস-বিগ্রহ; সুতরাং ঔদার্য্য মাধুর্য্যভেদে কৃষ্ণেরই গৌর-লীলা এবং গৌরেরই কৃষ্ণলীলা। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভগবান্ মনে করিতে দ্বিধাবোধ করে সেই নরপশুর মঙ্গললাভ হইতেই পারে না, সেই হতভাগ্যের মায়াসঙ্গই লাভ হয় এবং দেহান্তে সে পূতিগন্ধময় দুঃখসমাকুল নরক-পথের পথিক হয়। তাহার পক্ষে জড়াসক্তি বা জড়-সম্বন্ধীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎকার যেমন অতি সহজ অর্থাৎ বদ্ধজীবের ভোগানুকূল বুদ্ধি যেমন হৃদয়ে স্বতঃই প্রকাশিত হয়; শ্রীগৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে গৌরের অভিন্ন-দেহ অর্থাৎ গৌরপ্রেষ্ঠ জানিয়া তাঁহাদের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্য—যে সম্বন্ধ দুর্ভাগ্যবশতঃ সুপ্ত হইয়াছিল সে-সম্বন্ধ হৃদয়ে পুনঃ প্রকট করিবার জন্য যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সতত যত্নপর তাঁহাদের পক্ষেও ভগবদ্দর্শনলাভ সেইরূপ অতি সহজ ও সরল হইয়া পড়ে।

মায়া অতত্ত্ব। এই মায়ার সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না। সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও জীবগণ যখন মায়ার গৃহে বাস করিয়া স্ত্রী, পুত্র ও পিতা-মাতারূপী মায়াকে আপনার মনে করিয়া লয় এবং তাহাতে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সুখে বা দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করে তখন যাঁহার সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ, যিনি জীবের একমাত্র পিতা ও বন্ধু তাঁহাকে আপন বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে ভগবদ্‌গৃহে বাস অর্থাৎ ভগবৎপরিকর সঙ্গে শ্রীমঠবাসের দ্বারাই যে জীবের ভগবদাসক্তি-বৃদ্ধি বা শুদ্ধভক্তি-লাভ সহজ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য কেহ তপস্যা, কেহ যজ্ঞ, কেহ ধ্যান, কেহ শাস্ত্রাদি-পাঠ, কেহ গৃহে থাকিয়াই হরিনাম আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ-লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করেন করুন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের উচ্ছিষ্টভোজী আমি কিন্তু উপরিউক্ত কোন প্রণালী গ্রহণ না করিয়া শ্রৌতপথাবলম্বনে বলি,—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

ভগবান্ কৃষ্ণ নন্দের নিত্য পাল্য। নন্দগৃহেই তাঁহার অবস্থান, শয়ন, ভোজন ও বিশ্রাম। নন্দগৃহেই তিনি সতত বিরাজিত থাকিয়া সকল সেবকগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন! সুতরাং এই অখিল-লোক-পালক সর্ব্বজীব-সুহৃদ্ ভক্তপ্রাণ বা নন্দ-প্রাণ কৃষ্ণ শ্রীনন্দেরই ধন। নন্দই সগণসহ বাৎসল্যরসে সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণসেবা তাঁহারই সম্পত্তি বলিয়া তিনিই একমাত্র সকলকেই কৃষ্ণ দিতে সমর্থ। এই নন্দই দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব। সুতরাং নন্দগৃহে—গুরুগৃহে বাস না করিলে কৃষ্ণসেবাপ্রার্থ শ্রীগুরু-নন্দগৃহে বাস করিবার যোগ্যতা লাভ না করিলে—কায়মনোবাক্যে সেবা দ্বারা গুরু-নন্দের প্রীতি আকর্ষণ করিতে না পারিলে কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করার চেষ্টা যে ফলবতী হইতে পারে না তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য।

জগতে স্ত্রীপুত্রাদি-পরিবৃত মায়াগৃহও আছে এবং কৃষ্ণের নিত্য বসতিস্থল গুরু-নন্দালয়ও সময় সময় লোকলোচনের গোচরীভূত হন। তবে মায়াগৃহ সংখ্যায় অনন্ত, অনিত্য ও পরস্পর বিভিন্ন, কিন্তু কৃষ্ণদাতা বা কৃষ্ণধনে ধনী নন্দ একজন তদ্রূপ গুরুদেবও একজন এবং সেই কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের আবাসস্থল—শ্রীধামেই—গৌর-ধামেই এবং তাঁহার শ্রীধামস্থিত মূল-গৃহ বা মঠও একটী, যাহা চেতন এবং কৃষ্ণ যে একমাত্র শ্রৌতপন্থায় লভ্য তৎপ্রদর্শন-কল্পে ঊনত্রিংশ-চূড়াবিশিষ্ট এক অপূর্ব্ব অতুলনীয় শ্রীচৈতন্যমঠ। তবে জগন্মঙ্গলের জন্য জীবগণকে কৃষ্ণগৃহে আকর্ষণ করিবার জন্য এই মূলমঠের বৈভবপ্রকাশ-স্বরূপ কতিপয় শাখামঠ প্রকটিত আছেন মাত্র। কিন্তু সমস্ত মঠেরই সর্ব্বাধিকারী—জগদ্‌গুরু শ্রীমায়াপুরাচার্য্যদেব।

কৃষ্ণ-মহিমা জগতে প্রচার পূর্ব্বক জগন্মঙ্গলবিধান-কল্পে আজ ভগবান্ গুরুদেব কৃষ্ণকে বক্ষে লইয়া এ প্রপঞ্চে আসিয়াছেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত উদ্দেশ্য—জীবগণকে কৃষ্ণ প্রদান করা, প্রত্যেক জীবকে শ্রীচৈতন্যমঠ করা অর্থাৎ গুরু-গৌরাঙ্গের নিত্যবসতিস্থল শ্রীধাম মায়াপুর করা। শ্রীচৈতন্যমঠই—শ্রীগুরুদেবের হৃদয়-বৃন্দাবন বা বৃন্দাবনাভিন্ন হৃদয়-মায়াপুরই শ্রীগৌর-সুন্দরের বা কৃষ্ণের বাসস্থান। আর এই গৌরের পরম প্রিয়তম যিনি, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অভিন্ন-বিগ্রহ যিনি, যাঁহাকে নিমেষার্দ্ধকাল না দেখিয়া ভগবান্ গৌরসুন্দর থাকিতে পারেন না, যিনি গৌরকৃপার মূর্ত্ত-বিগ্রহ তিনি আজ বজ্র-নির্ঘোষে কৃষ্ণ প্রদানার্থ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন—নন্দ-গৃহের সেবক বা নন্দের গোষ্ঠীভুক্ত হইবার জন্য অর্থাৎ কৃষ্ণলাভের অতি সহজ ও সরল পন্থা শ্রীমঠবাসের সৌভাগ্য বরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু আমরা তাঁহার আহ্বান শুনি কই? কৃষ্ণলাভের স্পৃহা আমাদের অন্তরে জাগে কই?

নন্দগৃহের অধিবাসী হইতে না পারিলে, গুরুনন্দের ভৃত্য হইয়া নিত্যকাল মঠবাসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে না পারিলে কি করিয়া যে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় তাহা আমরা বুঝি না। মায়াগৃহের পরিবার ভুক্ত থাকিয়া কুটুম্বাদির মত গুরুগৃহে আসিলে কি গুরুপিতার ধনের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়? সুতরাং মঠে বাস করা যে জীবের চরম ও পরম প্রয়োজন তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমরা অনেক সময় এই সব কথা শুনিয়া মঠে আসি বটে, বহুদিন যাবৎ মঠবাসের অভিনয় করি বটে কিন্তু মঠের স্বরূপজ্ঞান আমাদের হয় না বলিয়া, চৈতন্যালয়ের বা গৌরগৃহের মালিক শ্রীগুরুদেবের কৃপার কথা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া, এই গৌর-গৃহবাসী বা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী হইবা শ্রীগুরুদেবের পরিবারভুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গলাভে ঔদাসীন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে এবং গুরুরূপী ভগবান্‌কে এ জগতের কোন বস্তু মনে করি বলিয়া আমরা গুরুকৃষ্ণকে ছাড়িয়া মায়াগৃহ-পত্তনের অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করি। সংসারবাস ও মঠবাসের পার্থক্য বুঝি না বলিয়াই আমরা এইরূপ ভ্রমে পতিত হই।

বদ্ধজীবের সংসার করা যে সোজাসুজি মায়ার সেবা করা, তাহাতে যে জীবের কৃষ্ণানুরাগ-লাভের আশা নাই, ইহা প্রদর্শন-কল্পে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিঃসহায়া বৃদ্ধা জননী ও যুবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে শ্রীধামে বাস করিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি জীব-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া সন্ন্যাসের অর্থাৎ গৃহত্যাগের পর আর গৃহে ফিরিয়া আসেন নাই। জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি-ফলে গুরু-নন্দের গৃহে বাস করিবার যোগ্যতা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ কৃষ্ণ গুরুরূপে যাঁহাদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক শ্রীমঠে সাধুসঙ্গে বাস করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছেন সেই সকল সাধক জীবগণ নন্দগৃহ ত্যাগ করিয়া পাছে মায়ার গৃহে ফিরিয়া যান, তন্নিবারণ-কল্পেই তিনি ভগবান্ হইয়াও আর গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই। এবং এই গৃহবাসে একমাত্র ভগবানুই সমর্থ ইহা প্রদর্শন-কল্পে মহাপ্রভু ভগবান্ নিত্যানন্দকে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের আদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান্ নিত্যানন্দের পক্ষেই ইহা শোভনীয়, নিত্যানন্দ-সেবকগণের উহা আচরণীয় নহে।

আমরা মুক্ত জীব বা গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কথা বলিতেছি না, তিনি সর্ব্বত্রই থাকিতে পারেন, তবে সাধক হইয়া নিজের অভিমান-ভরে গৃহে প্রত্যাগমনের রুচিবিশিষ্ট হইলে মঙ্গলের আশা কম। ভগবান্ গুরুদেবকে ছাড়িয়া অন্য সাধুসঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণভজন যে কিরূপে হয় তাহা আমার বন্ধুবর্গ বিচার করিবেন। বিবাহান্তে অর্থাৎ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যদি নবদম্পতি পরস্পর দূরে অবস্থান করেন তাহা হইলে ফললাভ অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি-লাভ তাঁহাদের ভাগ্যে যেমন ঘটে না সেইরূপ, গুরু-ভগবানের চরণাশ্রয়ান্তে বৈকুণ্ঠাভিন্ন হরিকথা মুখরিত গুরুগৃহে বাস না করিয়া অন্যত্র বাস করিলে পরম প্রয়োজন কৃষ্ণলাভ যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। তবে যাঁহারা হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ সংসার ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া গৃহে থাকিয়াছ

গুরুসেবা করিতেছেন—নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন," তাঁহারা যদি গৃহকে ভজনগৃহ বা মঠ করিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের সেই আংশিক গুরুসেবা-সাধনের দ্বারা কৃষ্ণলাভ বা কৃষ্ণে রাগ হওয়া অসম্ভব পরন্তু ঐ সাধনের দ্বারা সুকৃতি পুঞ্জীকৃত হইলে কৃষ্ণলাভের একমাত্র উপায় নন্দগৃহ, এই শ্রীমঠে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হইবে মাত্র। তবে এ সব কথা সকল স্থানে প্রযোজ্য নয়। এগুলি আমার ন্যায় নির্ব্বোধ ব্যক্তির জন্যই, একথা সকলেই মনে রাখিবেন।

মঠবাস মানে কি, মঠবাসের উপকারিতা কি, মঠবাস যে কত দুরূহ ব্যাপার ও কত পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফল, বৈকুণ্ঠালয় মঠবাসই যে কৃষ্ণলাভের একমাত্র অতি সহজ ও সরল উপায় তাহা জানি না বলিয়াই আমরা মঠবাসের জন্য লুব্ধ হই না। এই মঠে বাস করা যে কত কঠিন, কত কষ্টকর, কত বিঘ্নজনক তদুপলব্ধি তাঁহারাই করিয়াছেন, যাঁহারা গুরুপাদপদ্মকে একমাত্র সম্বল করিয়া গুরুকৃপালাভের জন্য সতত লালায়িত। আমরা অজ্ঞ বলিয়া মঠত্যাগের স্পৃহাকে হৃদয়ে স্থান দিই কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঠবাসী জানেন, জগতে ভীষণাদপি ভীষণ দুঃসাধ্য যদি কোন কার্য্য থাকে তাহা আজীবন গুরু-নন্দগৃহে বাস। এতদ্ব্যতীত সপ্তাশ্চর্য্য কেন, অনন্তকোটী আশ্চর্য্যের মধ্যেও যদি কোন অত্যাশ্চর্য্যের বস্তু থাকে তাহা মঠে বাস ও তাহাতে দৃঢ়তা। দেবদুর্ল্লভ অধোক্ষজ কৃষ্ণকে এই জন্মেই লাভ করিবার যদি কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহজ উপায় থাকে তাহা গুরুগৃহে বাস করিয়া সতত গুরুসেবা, মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত গুরু-পাদপদ্মসেবাতেই জীবন অতিবাহিত করা, গুরুকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানা। সুতরাং যদি কাহারও কৃষ্ণলাভের পিপাসা থাকে তাহা হইলে তিনি গৃহবাস বা মঠবাসের অভিনয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মঠবাসী-ব্রুব হইবার পরিবর্ত্তে নিত্য মঠবাসী হইবেন।

মঠবাসী হওয়া বা গুরুরূপী ভগবানকে আমার নিত্য প্রভু বলিয়া বরণ করা যদিও এত সহজ নয়, তথাপি আর্ত্তের পক্ষে, কৃপা-প্রার্থীর পক্ষে ইহা অতীব সহজসাধ্য। এ বিষয়টী স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আনন্দ পাইবেন। এ সব ঘরের কথা পরকে বলার যদিও কোন দরকার নাই কিন্তু জানি না, কে যেন ভিতর হইতে প্রেরণা দিয়া আমাকে লিখাইতেছেন। গুরুদেবের কুকুর আমি, ঘেউ ঘেউ করাই আমার কাজ। তাই আমি নিজের কাজ করিতেছি তবে কেহ যেন এই কর্কশ রাসভ-রাগিনী শুনিয়া দুঃখিত না হ'ন।

গুরুরূপী ভগবান্ আমাদিগকে গোলোকে লইয়া যাইবার জন্য সিংহ-গর্জ্জনে পৃথিবী প্রকম্পিত করিতেছেন, কিন্তু সেই আচার্য্যের চীৎকার কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। শ্রীগুরুদেব কাহাকেও না পাইয়া রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইবেন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় বলিয়া মনের দুঃখে এই চাঁচাছোলা নিখুঁত সত্য কথা বলিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলাম না। শ্রীগুরুদেব মধুররসে কৃষ্ণকান্তা, বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দ, সখ্যরসে শ্রীদাম-সুদাম এবং দাস্যরসে রক্তক-পত্রক-এ কথাগুলিও আমাদের সর্ব্বক্ষণই স্মরণ। যাঁহারা হরিভজন করিবেন না তাঁহাদের জন্য এই সব কথা আমি লিখি নাই, তবে আমার যে সব বন্ধুবর্গ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যবশতঃ দৃঢ়তা লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের জন্য ও আমার দুর্ব্বল হৃদয়ের দৃঢ়তা-বন্ধনের জন্যই আজ এ সকল কথার অনুকীর্ত্তন করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলাম।

গুরুদেব পরম-করুণাময় আর আমরা তাঁহার অযোগ্য সন্তান। আমরা অযোগ্য, পতিত হইলেও তাঁহারই নিত্য-দাসাভিমানী। আমরা যদি তাঁহার গৃহে থাকি তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে কৃপা করিবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং মঠে বাস পূর্ব্বক গুরুসেবার দ্বারাই কৃষ্ণলাভ সহজসাধ্য, অন্যোপায়ে সহজলভ্য নহে। তাই বলিতেছিলাম, জগতের লোক মহাভারত ও শ্রুতি-শাস্ত্রাদি পাঠ করুন, গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণলাভের চেষ্টা করুন, তাঁহাদিগকে আমাদের কিছু বলিবার নাই, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমঠবাসী আমরা—জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর বা অযোগ্য কিঙ্কর আমরা গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইবও না এবং এই গুরুদেবের সেবা ছাড়া আমাদের আর কোন কৃত্যও নাই—আমরা গুরু-নিত্যানন্দের উপাসক বা সেবক। ইহাই আমাদের সম্বন্ধ, ইহাই আমাদের অভিধেয়, ইহাই আমাদের প্রয়োজন। তাই শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল-পুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"রাধাভজনে যদি রতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥
আতপরহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥
কেবল মাধব পূজয়ে, সে অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও গুরু-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনমুখে বলিয়াছেন—

"নিতাই-পদকমল কোটীচন্দ্র-সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইয়ের পায়

মারফতে ভোগ

আমরা প্রত্যক্ষভাবে যাহারা ভোগী, তাহারা সর্ব্বসাধারণের নিকট ভোগী বলিয়া পরিচিত আছি। তদ্ব্যতীত প্রচ্ছন্ন ভোগী ও মারফতে ভোগ করিয়া আমরা অনেকেই ভোগরোগে আক্রান্ত রহিয়াছি। সেই ভোগীর নাড়ী-নক্ষত্রের সংবাদ আমরা কেহই রাখি না; বরং তাহাদিগকে অতি বড় ত্যাগী বা পরোপকারী, পরার্থে স্বার্থত্যাগী বলিয়া প্রাতে তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া থাকি। আমাদিগকে ভোগময় রাজ্যে অবাধ-গতিতে বিচরণ করিবার অনুকূলে যিনি যত বেশী সাহায্য করেন তিনি তত বড় জগদ্বরেণ্য। আমাদের ভ্রান্তিই ইহার কারণ। আমাদের ধারণা—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্তই উৎপন্ন, ভঙ্গ ও স্থিতি এবং জন্মস্থিতি-ভঙ্গের স্থানটীই আমাদের নিত্য-বসতিস্থল। আমাদের 'নিত্য'-শব্দের পরিমাণ জীবিতকাল-টুকুই করিয়া লইয়াছি। পূর্ব্বেও ছিলাম না, পরেও থাকিব না; সুতরাং জীবিতকালই আমাদিগের ইহকাল ও পরকাল। যেকাল হইয়াছে ও চলিতেছে তাহাই আমাদের ধারণায় ইহকাল, আর ভবিষ্যৎকালই পরকাল, যাহা বদ্ধজীবের অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে অন্ধকার কাল বলিয়া কথিত।

আমরা অনেকেই আজকাল ভোগীর আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক সুখ পাই না। কারণ, প্রথমতঃ যে বস্তুটীকে ভোগ করিতে যাই সেই বস্তুটিই আমাকে আগে ভোগ করিয়া থাকে; তজ্জন্য আমি ভোগের তাড়নায় বহু বস্তুর ভোক্তাভিমানে সেই বহু বস্তুর ভোগ্য হইয়া পড়িয়াছি তাহাতে আমাদের শরীর ও মন কোনটিই সুস্থ নহে। ভীষণ বিপদ! যে দেহ ও মন ভোগের মালিক সেই দেহ-মনেরই এই মুমূর্ষু অবস্থা। ভোগ করিতে করিতে দেহ-মন অচেতন! এখন উপায় কি? যাই কোথায়? কোথায় গেলে দেহ-মনের ভোগ-পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া একটা শান্তির উপায় পাইব! ভোগানলের তাপে পরিতপ্ত হইতে হইতে বড়ই অশান্তি বোধ করিতেছি; এখন একটু শান্তির মুক্তবায়ু গ্রহণ না করিলে দেহ-মনের স্বাস্থ্য যে টিকে না! এই মনে করিয়া ভোগাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া চক্ষু মুদিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এক দৌড়ে যে যতদূর যাইতে পারি, বিভিন্ন দিকে যাইয়া উপনীত হইলাম।

কেহ গেলাম ত্যাগীর গুহায়। তথায় যাইয়া দেখিলাম বাতাহারী, ফল-মূলাহারী, জটা-বল্কলধারী ভস্মাম্বর-ভূষিত দিগম্বরগণ উপবিষ্ট; ভাবিলাম ইহাঁরাই সুস্থ, অচঞ্চল-চিত্ত, শান্তিময় রাজ্যের শান্তমানব। পরামৃত-বোধে উহাঁদিগের বাক্যামৃত শ্রবণ-দ্বারে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পান করিতে থাকিলাম। কিছুদিন শ্রবণান্তে দেখিলাম ইহাঁরা দুইদলে বিভক্ত। উভয়দলই কর্ম্মত্যাগী বলিয়া পরিচিত, একদল যোগ-মার্গে আর একদল জ্ঞান-মার্গে গমন করিয়াছেন। যাঁহারা যোগাদিমার্গে চলিয়াছেন তাঁহারা অণিমা, লঘিমাদি সিদ্ধি পর্য্যন্ত যাইয়া অশেষ ভোগের ভোক্তা হইয়া বসিয়া পড়িবেন; এমন কি সিদ্ধি-লাভের পূর্ব্বেও যদি কেহ যোগ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, তথাপি যোগসাধনে উন্নতির পরিমাণানুসারে ইহজগতে আবার ধনাঢ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহাতেও নাকি তাঁহাদিগের কিঞ্চিল্লাভ! অপর জ্ঞান-মার্গীয়গণ ত্যাগপন্থ'য় জীবন্মুক্তাভিমানী। এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া নিরপেক্ষ বিচারক ভাগবতানুসরণে দেখিলাম, ইহাঁরা উভয়দলই প্রচ্ছন্নভোগী। আপাততঃ ফল্গুত্যাগে সুদীর্ঘকালের ভোগের ব্যবস্থা উভয়েই করিতেছেন। উভয়দলের মধ্যে একটি লোকেরও বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। রোগী যেরূপ সারাজীবন ভাল খাওয়া-পরার জন্য কিছুদিন লঙ্ঘন দিয়া রোগোপশম করিয়া লন, উহাদের ত্যাগের উদ্দেশ্যও তাহাই।

তথা হইতে আবার স্থানান্তরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুক্তবৈরাগ্যের নামে পরিচিত একদলের সহিত মিশিয়া পড়িলাম। তাঁহারা বলেন, বিষয়ে অনাসক্ত হইলেই শান্তি। যাবতীয় বিষয়দ্বারা জীবের সেবা করিতে হইবে। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে নিজেরা ভাল খাইব না ভাল পরিব না, আমার সংসারে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার পারজনদিগকে ভাল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিয়া আমি ত্যাগের বেশে বৈরাগ্য অবলম্বন করিব, তাহারা সুখে থাকিতে পারিতে পারিলেই আমার সুখ, আমার—

(ক্রমশঃ

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুরের সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, চাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিক্কালিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভদ্রকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রক্টার রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার্ষ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিহঙ্গকুটীর—বিজনোর ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। শুকনবরত্ন ।৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০ গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।৹
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ৭৲
১৩। বেদান্তত্বসার সানুবাদ রামানুজীয়) ।৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ দর্শন ৵৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৬৮ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
২৯। শরণাগতি
৩০। গীতাবলী ⁄৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণা ⁄৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৵৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৭৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সংখ্যাবাণী ⁄৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজয়ঃ ।৹
৫৪ক সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড স ।৵৹
৬২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।৹
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄৹
৭৩। শরণাগতি ⁄৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম, এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুসংস্কৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০ - ৪৲
সাদা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫॥০
বালাম	৪।০
কলম	৩॥০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪॥০—৪॥৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২॥৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার
কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রাপ্ত হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬॥০
ঐ-বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৶০—৫।০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬॥০—৬৸০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা	৬৵০—৬॥০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১।০
আর, পি, ডি,	১৫॥৵০
এসবেসটস সিমেন্ট, করগেট টিন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১॥ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
ইষ্পাত পাটী	৬।৵০—৬॥৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬।৵০—৬৸৵০
,, গরাদে (চৌকা)	৬।৵০—৬৸০
,, গোল বড় ৶০—।৶০ সূতা ৫৵০—৫॥৵০	
,, টানা বড়-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৬৸৵০—৭৲
,, বাঙ্গাল চাল	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		।৵০	।৶	।০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲		

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮.	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ + *	১৮-৩৬ *	২১-৫৭
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধান
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪১, ৩১শে আগষ্ট ১৯৩৪ [১৫৬শ সংখ্যা

বাথুয়া ডাকাতির মামলা

—:০:—

রায়ে সকল আসামীর প্রতিই কঠোর দণ্ডাদেশ

গত ২৭শে আগষ্ট প্রাতে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের কমিশনারগণ বাথুয়া ডাকাতির মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন মিঃ ই এচ কিমসন (প্রেসিডেণ্ট), মিঃ এস পি মজুমদার ও মিঃ জে এস চৌধুরীকে লইয়া এক ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হইয়াছিল।

কমিশনারগণ ১৪ জন আসামীকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দান করিয়াছেন। আসামীদের বিরুদ্ধে ডাকাতির ষড়যন্ত্র, নরহত্যা, গুরুতর জখম করার উদ্যম, চোরাই মাল সঙ্গে রাখা, বে আইনী অস্ত্র রাখা ইত্যাদি বহু অভিযোগ আনীত হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ এই যে, বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাথুয়া গ্রামের প্রসন্ন মালাকার, ও তিনুরা মালাকারের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়াছিল।

সেই ডাকাতি সম্পর্কে এই মামলার আসামিদের বিরুদ্ধে সন্দেহ উপস্থিত করা হয়। তখন পুলিশ ও সৈন্যগণ গ্রাম ঘেরাও করিয়া আসামিদিগকে গ্রেপ্তার করে। অতঃপর মামলায় সূত্রপাত হয়।

(১) মোক্ষদা চক্রবর্ত্তী, (২) মহেশ বড়োয়া, (৩) হরিহর দত্ত, (৪) মন্মথ সাহা (৫) মণীন্দ্রলাল দে, (৬) গগন দে, (৭) প্রিয়দা চক্রবর্ত্তী—এই সাত জনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। যতীন্দ্র দাস ও শরদিন্দু চাটুয্যের প্রতি দশ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

নগেন্দ্র দে, নীরেন্দ্র বড়োয়া এবং অরবিন্দ দের প্রতি দশ বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

কীর্ত্তি মজুমদার ও মনোরঞ্জন চৌধুরীর প্রতি সাত বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

রায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রায়ের সার মর্ম্ম

কমিশনারগণের রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। বিচারকগণ মন্তব্য করিয়াছেন, মোক্ষদা ও মহেশ বড়োয়াই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা। গগন ও মণীন্দ্র মালাকারপরিবারের অকৃতজ্ঞ ভৃত্য; কারণ তাহারাই ষড়যন্ত্র ও ডাকাতির সমস্ত সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। প্রিয়দার হাতে রিভলভার ও কার্ত্তুজ ইত্যাদি ছিল। নগেন্দ্র ও নীরেন্দ্রের বয়স ১৮ বৎসর হইবে। ইহাদিগকে নাবালক বলা যায় না ইহারা মোক্ষদার প্রভাবে পড়িয়া কাজ করিয়াছিল। আসামী কীর্ত্তি গুরুতর জখম হইয়াছিল। ডাকাতির সময় সে মালাকারপরিবারের কোনও প্রতিবেশীর হাতে পড়িয়া অপহৃত হইয়াছিল।

কমিশনারগণ আরও বলিয়াছেন, আসামিরা স্বদেশের কল্যাণ করার ভ্রান্ত-আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ অপরাধ করিয়াছে। যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারী, সৈন্য এবং জনসাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরে বিপদ আপদ তুচ্ছ করিয়া আসামিদিগকে ধরাইয়া দিয়াছেন। এবং ন্যায় বিচারে সহায়তা করিয়াছেন, কমিশনারগণ তাহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রায় একমাস ধরিয়া এই মামলার শুনানী চলিয়াছিল। সরকার পক্ষে রায়বাহাদুর কামিনীকুমার দাস ও মিঃ জ্ঞানদা দত্ত উপস্থিত ছিলেন। আসামী পক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ জে কে ঘোষাল, জগবন্ধু চৌধুরী, রজনী বিশ্বাস, বিনয় বিশ্বাস বিনোদ পাল, বজলুল হক খাঁ এবং আবদুল লতিফ প্রভৃতি মামলা চালাইয়াছিলেন। শেষোক্ত দুইজনের খরচ গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন।

হত্যাকাণ্ড

ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী হামদহ গ্রামের দয়াপতলায় একটী প্রৌঢ়া হিন্দু রমণীকে কে বা কাহারা অতি নৃশংসভাবে ছুরি দ্বারা গলার নলী কাটিয়া হত্যা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মৃতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় পুলিশ বিশেষ তদন্ত করিতেছে।

মহিলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

আগরতলার সংবাদে প্রকাশ, তিনজন ডাকাত নিরীহ নৌকায় মাঝি সাজিয়া এক হিন্দুদম্পতির যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের, এমন কি হয়ত তদপেক্ষা নৃশংস অপরাধ অনুষ্ঠানের যোগাড় করিয়াছিল; কিন্তু মহিলাটির সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে তাঁহাদের ধন ও প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে এবং ডাকাত তিনজনও ধরা পড়িয়াছে।

প্রকাশ, একদিন সন্ধ্যায় কিছু পূর্ব্বে এক ভদ্রলোক পত্নীসহ নৌকাযোগে কসবা যাইতেছিলেন। নৌকায় দুইজন মাঝি ছিল নৌকা প্রায় অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় মহিলাটির একটি ইয়ারিং প্যাটাতনের নীচে নৌকার খোলে পড়িয়া যায়। ইয়ারিং তুলিবার জন্য তিনি একখানা পাটাতন তুলিয়া দেখিতে পান, নৌকার খোলের মধ্যে একটি ছিন্নমুণ্ড এবং কতকগুলি সড়কী, তরোয়াল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি ভয়ে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু চীৎকার করিলেন না। স্বামীর কানে কানে সমস্ত কথা বলিলেন, কিন্তু স্বামীকেও সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক চুপ থাকিতে বলিলেন এবং নদীতীরে কাহাকেও দেখা গেলে, তাহার মারফৎ থানায় সংবাদ পাঠাইতে উপদেশ দিলেন।

কিছুক্ষণ পর তাঁহারা দেখিলেন, দুইটি স্কুলের ছেলে স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। ভদ্রলোকটি কোনও ছলে নৌকা থামাইয়া তীরে উঠিলেন ও বালক দুইটির নিকট গিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া কসবা থানায় সংবাদ দিলে থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা কয়েকজন কনেষ্টবল সহ সাদা পোষাকে আসিয়া ডাকাতদ্বয়কে ধরিয়া ফেলেন। নৌকা তল্লাস করিয়া দেখা যায়, পাটাতনের নীচে প্রকাণ্ড একটি কাঠের বাক্সে আর একজন ডাকাত লুকাইয়া আছে। তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ

প্যারিস হইতে প্রকাশ, "ল-মাতিন" পত্রিকা বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণীর ঘটনা বলার পর ফ্রান্স ও ইটালীর সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় ভূমধ্যসাগরের কতকগুলি ফরাসী যুদ্ধ জাহাজকে ব্রেষ্ট এবং সারবুর্গে পুনরায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐগুলিকে আশ্রয় দিবার জন্য সারবুর্গে নূতন ঘাঁটি নির্ম্মিত হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৪ই ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৪১

অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, বিহারের ভূমিকম্পের পর স্থানে স্থানে ভূপৃষ্ঠ অবনত হইয়া পড়ায় বর্ষাকালে ঐসকল স্থান জলময় হইবে; কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। পাটনা, আরা, মুঙ্গের, ছাপরা এবং গয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলময় হইয়াছে। গঙ্গা, গণ্ডক, গোগরা ও শোণের জল কূল ছাপাইয়া শস্যক্ষেত্র ও লোকালয় ডুবাইয়াছে। মজফরপুরের এবং উত্তর বিহারের অনেক স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। প্রকাশ, বন্যাপীড়িত অঞ্চলের বহু নরনারী ও গৃহপালিত পশু প্রাণ হারাইয়াছে। বন্যা-জল কোথাও কোথাও অল্পে অল্পে নামিতেছে, কিন্তু ভূমিকম্পের উপর বন্যার এই ধ্বংসলীলা দুর্গত বিহারকে দুর্গতির চরম সীমায় উঠাইল।

বোম্বাইএ কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। উরলীতে 'কংগ্রেস নগর' গঠনের পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এপর্য্যন্ত ১৫০ ব্যক্তি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতি সর্দ্দারজীর পরামর্শ লইয়া কার্য্যকরী সমিতি-মণ্ডপ, বাসস্থান, প্রদর্শনী প্রভৃতির অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। নয়শত পুরুষ এবং তিনশত মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। সর্দ্দারজী কর্ম্মকর্ত্তাদের সর্ব্বতোভাবে ব্যয়সঙ্কোচ করিবার যে পরামর্শ দিয়াছেন, আশা করি তাহা সকলে সমর্থন করিবেন। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর জন্য ৪০ হাজার টাকার পরিবর্ত্তে ৫ হাজার টাকা ব্যয় করা উচিত, বল্লভভাইএর এই পরামর্শ শ্রীযুক্ত নরীম্যান গ্রহণ করিয়াছেন। একথা অস্বীকার করা যায়না যে কংগ্রেস-অধিবেশনের ব্যয়বহুল আড়ম্বর ইদানীং অত্যন্ত বেশী বাড়িয়া যাইতেছিল। কলিকাতা কংগ্রেসের আড়ম্বর ও ব্যয়বাহুল্যের নিন্দা শ্রীযুক্ত গান্ধীজীও করিয়াছিলেন। দেশের এই দুর্দ্দিনে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কিছুমাত্র করা উচিত নহে।

কিছুকাল পূর্ব্বে ভাগীরথী শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী বাবলাডাঙ্গা হইতে ১॥ মাইল দূরে কালনার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল; কয়েক বৎসর যাবৎ তাহা বাড়ী মাঠ, বাগান ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া এখন বাবলাডাঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; পানপাড়া বলিয়া যে গ্রাম ছিল তাহার আর কোনও চিহ্ন নাই। এবার যেরূপ ভাবে ভাঙ্গিতেছে তাহাতে বোধ হয় আগামী বৎসর বাবলাডাঙ্গা থাকিবে না। নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর পাড়ের ধান পাট সব ডুবিয়া গিয়াছে। কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ও বাবলাডাঙ্গা নিবাসীরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছে।

নিয়োগ ও বদলী

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, ময়মনসিংহের অস্থায়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঃ ডবলিউ এল সি জি কুক আই পি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী সুপার রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মজুমদার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহের অতিরিক্ত সুপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজও করিবেন।

বিদায়ভোগী পুলিশ সুপার মিঃ টি জে ক্লার্ক আই পি বর্দ্ধমানের পুলিশ সুপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদায়ভোগী পুলিশ সুপার মিঃ জে এল জোন্স আই পি, বাঙ্গলা পুলিশের সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গলার পুলিশের অস্থায়ী সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ডি এ ব্রেডেন আই পি গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব ভূপেন্দ্রকুমার ঘোষ ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন

ঢাকা সহরের অস্থায়ী সহকারী পুলিশ সুপার মিঃ হীরেন্দ্রনাথ সরকার আই পি অস্থায়ীভাবে ঐ জিলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদায়ভোগী পুলিশ সুপার মিঃ জি এইচ মল্লিক আই পি মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের অস্থায়ী পুলিশ সুপার খাঁ বাহাদুর হবিবর রহমান পুনরাদেশ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঐ জিলায় পুলিশ সুপারের কার্য্যও করিবেন।

স্বায়ত্তশাসন

বাবু অনিলকুমার দত্ত এবং কাজি আবদুল মজিদকে হুগলী জিলার কোন্নগর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার মনোনীত করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জিলায় কিশোরগঞ্জ লোকাল বোর্ডে ১২টী সদস্য পদ আছে, তন্মধ্যে ৩টি আসন হিন্দুদের জন্য রক্ষিত থাকিবে। অতঃপর উক্ত বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা লোকাল বোর্ডে যে দশটি সদস্য পদ আছে, তন্মধ্যে ৩টী আসন হিন্দুদের জন্য রক্ষিত থাকিবে। অতঃপর উক্ত বোর্ডের নির্ব্বাচন সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ময়মনসিংহ, জামালপুর লোকাল বোর্ডে যে ১৩টী সদস্য পদ আছে, তন্মধ্যে ২টী আসন হিন্দুদের জন্য রক্ষিত থাকিবে। অতঃপর উক্ত বোর্ডের নির্ব্বাচন সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল লোকাল বোর্ডে যে ১৪টি সদস্য পদ আছে, তন্মধ্যে ৪টি আসন হিন্দুদের জন্য রক্ষিত থাকিবে। অতঃপর উক্ত বোর্ডের নির্ব্বাচন সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হইবে।

ময়মনসিংহ জিলা বোর্ডে যে ২২টি সদস্য পদ আছে, তন্মধ্যে ৫টি আসন হিন্দুদের জন্য রক্ষিত থাকিবে। অতঃপর উক্ত বোর্ডের নির্ব্বাচন সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হইবে।

নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন লোকাল বোর্ডে রক্ষিত আসনের জন্য সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন :—সদর ১, কিশোরগঞ্জ ১, নেত্রকোণা ১, জামালপুর ১, টাঙ্গাইল ১।

চিকিৎসা বিভাগ

হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের প্রথম রেসিডেণ্ট এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ডাঃ মনোরঞ্জন গুপ্তকে শিলিগুড়ি মহকুমায় নিযুক্ত করা হইল

শিলিগুড়ির ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের প্রথম রেসিডেণ্ট এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন নিযুক্ত করা হইল।

অস্থায়ী সহকারী সার্জ্জেন ডাঃ সোমেশচন্দ্র ঘোষকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের বাওলজির ডিমনষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা হইয়াছে।

মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের সুপার নিউমারারি কাজে নিযুক্ত অস্থায়ী সহকারী সার্জ্জেন ডাঃ জিতেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তীকে উলুবেড়িয়া মহকুমায় নিযুক্ত করা হইল।

কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলের কুষ্ঠ রোগের গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত ডাঃ ই মুইর এম ডি (এডিন) এফ আর-সি-এসকে (এডিন) অস্থায়ীভাবে ঐ স্কুলের ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হইল।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল এণ্ড অপারেটিভ সার্জ্জারীর হাউস সার্জ্জেনের পদে নিযুক্ত করা হইল।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারনিউমারারি কাজে নিযুক্ত ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জিকে উক্ত কলেজের ক্লিনিক্যাল ও অপারেটিভ সার্জ্জারীর হাউস সার্জ্জেনের পদে নিযুক্ত করা হইল।

শিক্ষা বিভাগ

মৌলবী মহম্মদ মোস্লেউদ্দিনকে ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের (মুসলমানদের জন্য) সহকারী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করা হইল।

মৌলবী আবুল ফাজ মহম্মদ আবদুল হককে বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের (মুসলমানদের জন্য) সহকারী ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বাবু অদ্বৈতচরণ চক্রবর্ত্তীকে রাঙ্গামাটি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বাবু যোগেশচন্দ্র দত্তকে বালিগঞ্জ ডিমনষ্ট্রেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করা হইল।

নির্ম্মলকুমার সেনকে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হইল।

রাজসাহী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের লেকচারার বাবু নবনীপ্রসাদ চন্দ্রকে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ঐ কলেজের উক্ত বিষয়ের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হইল।

পূর্ত্তবিভাগ

বাখরগঞ্জ বিভাগের ইষ্টার্ণ সার্কেলের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার বাবু সীতাকান্ত গাঙ্গুলীকে প্রেসিডেন্সী সার্কেলের সিটি বিভাগে নিযুক্ত করা হইল।

জলপাইগুড়ি বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার বাবু ইন্দুভূষণ দাসগুপ্তকে রাজসাহী বিভাগের পাবনা মহকুমায় বদলী করা হইল

রাজসাহী বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার বাবু সুরেশচন্দ্র দত্তকে জলপাইগুড়ি বিভাগের দিনাজপুর মহকুমায় বদলী করা হইল।

চট্টগ্রাম বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার বাবু যোগেন্দ্রকুমার গুহকে বাখরগঞ্জ বিভাগে বদলী করা হইল। পুনরাদেশ পর্য্যন্ত তিনি অস্থায়ীভাবে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিবেন।

ফরিদপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ এ ই পোর্টার আই সি এসকে বাঙ্গলার পল্লী উন্নতির কমিশনারের পদে নিযুক্ত করা হইল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ ৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮. ১৪ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ৩১শে আগষ্ট ইং ১৯৩৪ শুক্রবার ১৫৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৭ই ভাদ্র শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দ-জীউর সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাটমন্দিরে সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার পর হইতে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ বলদেব-আবির্ভাব সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দেন। প্রায় সহস্র ব্যক্তি চিত্রার্পিতের ন্যায় স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বিগত ৭ই ভাদ্র ২৪শে আগষ্ট শুক্রবার দিবস শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন এবং বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠের উৎসবে যোগদান করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস সায়ংকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের নীরাজনান্তে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীশ্রীবলদেব-মাহাত্ম্য তেলেগু ভাষায় আলোচিত হয়।

শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুই মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহারই অংশ বৈকুণ্ঠে মহা-সঙ্কর্ষণ এবং পাতালে সঙ্কর্ষণাবেশাবতার শ্রীশেষ নামে খ্যাত। ইনিই সাধারণতঃ সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া স্বীয় সহস্রফণ মস্তকের একদেশে একটী সর্ষপের ন্যায় সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন,. সনকাদি মুনিগণ উক্ত সঙ্কর্ষণাবতার মহাভাগবত শেষের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত-বাণী নিরন্তর শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন —

"গর্ভসঙ্কর্ষণাত্তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ॥"
(ভাঃ ১০।২।১৩)

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে দেবী যোগমায়া দেবকী দেবীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মূল-সঙ্কর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলিয়া রাম এবং নিখিল বিশ্ববলের মূল-কারণ বলিয়া তিনি 'বলভদ্র' নামে কথিত হইয়া থাকেন।

মায়াবদ্ধ জীবকুল কখনও মায়াধীশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান জানিতে পারে না। তজ্জন্যই অহৈতুকী কৃপাময় শ্রীবলরাম সান্ধীপাল্কির ইচ্ছাসূত্রে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান-প্রদানের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে সেবাবিগ্রহ গুরুরূপে উদিত হইয়া জীবগণকে সেব্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের অমন্দোদয়দয়া হইতে বঞ্চিত হইলেই জীবগণ অসত্যে সত্য-ভ্রমরূপ বিবর্ত্তবাদের কবলে পতিত হইয়া থাকে। অতএব আমরা যদি স্ব-স্ব অজ্ঞরূঢ়-বৃত্তিজাত প্রাকৃত বাহুবল, জ্ঞানবল, কর্ম্মবল ও যোগবলাদির দ্বারা কৃষ্ণকৃপা-লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ করতঃ বিদ্বদ্রূঢ়-বৃত্তির অনুসরণক্রমে নিষ্কপট শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয় পূর্ব্বক তদীয় কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বল প্রাপ্ত হই তাহা হইলে শুধু আমরা কেন, বিশ্ববাসী সকলেই অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গত ২১শে আগষ্ট ঝুলন একাদশী দিবস মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর আদেশানুসারে আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী "গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিবিধানেই শ্রীভগবানের প্রীতি" সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগহন বোধায়ন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ তাঁহাদের স্বভাবসুলভ দৈন্যপূর্ণ ভাষায় দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ 'বৈষ্ণবের ব্যবহার' ও শ্রীপাদ পুরী মহারাজ 'বৈরাগীর বিষয়ী ও স্ত্রীদর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু' সম্বন্ধে একটী সদুপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তৎপর-দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ পুরী মহারাজের আদেশ অনুসারে শ্রীচৈতন্য মঠসেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিমৈত্রেয় মহাশয় 'বৈষ্ণব-তত্ত্ব' সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টার অধিক কাল একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। ভক্ত্যৈশ্বর্য্যাপ্রভৃতির অভিমানে প্রমত্ত জনগণ এই বৈষ্ণবতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। বিষয়ধূমে অন্ধ জন গুরুবৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া রাসভনাদে সুধীগণের ভক্তিসমাধি ভঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। বৈষ্ণবদাসের পাদুকার ধূলি মস্তকের ভূষণ করিতে হইবে এবং নিজের ভোগবাসনারূপ দুর্বুদ্ধির মস্তকে বৈষ্ণবগণের অসংখ্য পাদুকাঘাত আনন্দে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে বৈষ্ণবতত্ত্বের মহিমা তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় উপলব্ধি হইবে ইত্যাদি বিষয় ভক্তিশাস্ত্রীজী সুন্দররূপে কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস উড়িষ্যা প্রদেশের রাজন্যবর্গের অন্যতম রামপুর মদনপুর ষ্টেটের যুবরাজ শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র সিংহ দেব মহোদয় তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠে শুভাগমন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হন। এই যুবরাজ বাহাদুরের ভক্তিমতী পিতামহী সচ্চিদানন্দমঠের নাটমন্দির-নির্ম্মাণের আংশিক সেবাভার-গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনপূর্ণিমা দিবস কটকের সবজজ শ্রীযুক্ত সুধামণি দাস মহাশয় শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শুভাগমন করিয়া শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক-দর্শনে পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ তাঁহার কণ্ঠদেশে শ্রীভগবানের প্রসাদী নির্ম্মাল্য প্রদান করেন। মহামহোপদেশক ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

ঐ দিবস পূজ্যপাদ শ্রীপাদ পুরী মহারাজের আদেশ অনুসারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিমৈত্রেয় মহাশয় "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকারী কে" সম্বন্ধে একটী বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঝুলনযাত্রা-দিবস শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব-শৃঙ্গার-শোভা-দর্শনে সমাগত জনগণ বিশেষ আনন্দিত হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ হৃষীকেশ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

পার্থক্য

বদ্ধ ও শুদ্ধ ভেদে জীবগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। বদ্ধ ও শুদ্ধ উভয়ের স্বরূপতঃ ভগবানের সেবক বা দাস। সুতরাং বদ্ধই হউক আর মুক্তই হউক জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য—ভগবানের সেবা করা। এই নিত্য কর্ত্তব্য যাহারা বিস্মৃত হইয়াছে অর্থাৎ যাহাদের চেতন ধর্ম্ম বা চেতনতা আবৃত হইয়াছে—অচেতন দেহ ও মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা অন্ধকার-স্বরূপ ভোগ ও ত্যাগে লিপ্ত হইয়া স্ব-সুখসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে প্রভুসুখবিধানরূপ নিত্যসেবার কথা যে কৃষ্ণভৃত্য জীবগণের আদৌ মনে নাই তাহারাই বদ্ধজীব। আর যাঁহারা চেতনের ধর্ম্মে প্রোতিষ্ঠিত, সেবাতেই যাঁহাদের আনন্দ, ভোগ ও ত্যাগ যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না সেই সেবাপ্রমত্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষী জীবগণই শুদ্ধজীব বলিয়া পরিচিত।

যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন নিজ প্রভুর কামনা-পূরণার্থে যাঁহাদের সতত চেষ্টা সেই শুদ্ধজীবগণই অমঙ্গল-মুক্ত। মঙ্গলময়ের সেবকের নিকট হইতে অমঙ্গল অনন্ত-কোটী-যোজন দূরে অবস্থিত। কিন্তু যাহারা প্রভুসেবা বাদ দিয়া ইতর কার্য্যে ব্যস্ত তাহারা অপরাধফলে সতত ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কেহ মানে না মানে সবে তাঁর দাস।
যে না মানে তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

শুদ্ধজীব অনাবৃত-চেতন বলিয়া স্বীয় নিত্য ভজনীয় বিভু-সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুবস্তুর প্রীতি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু জড়াসক্তি-প্রযুক্ত মায়াবদ্ধ জীবগণ তাহা পারে না। বদ্ধানুভূতি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ গুরুকৃপায় অনর্থসমূহ অপগত হইলে প্রপঞ্চে অবস্থানকালেও জীব বিষ্ণুসেবাশ্রয়ে শুদ্ধ থাকিতে পারেন। জীবের এই সেবানৈরন্তর্য্যাবস্থিতিই মহাভাগবত-অবস্থা। মধ্যম-ভাগবত—মহাভাগবতের শুদ্ধসেবক। মধ্যমাধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভাগবত মহাভাগবতের সেবক হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি মধ্যম ভাগবতেরই সেবক। কনিষ্ঠ ভাগবত নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী হইয়া নিত্যসত্য বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক হওয়ায় তিনি বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু বদ্ধজীবাপেক্ষা উন্নত।

সাধুগুরুকৃপায় কেবল বিষ্ণুতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ জীবের যে অপ্রাকৃত অনুভূতি তাহা—কনিষ্ঠাধিকারগত। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পর তিনি গুরুতত্ত্বকে মধ্যমাধিকারে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। আবার মধ্যমাধিকারে অবস্থিত হইয়া মহাভাগবতকে গুরু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য হইলে, তিনি শুদ্ধভক্ত হইবার অধিকার লাভ করিতে পারেন।

মহাভাগবতের শ্রীহরি ও হরিজন-সেবা ব্যতীত আর অন্য কোন চেষ্টা নাই। সাধারণ বদ্ধজীব কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি-ক্রমে বাহ্যজগতের সেবায় প্রমত্ত হন। তিনি আবার উন্নতাধিকারে কনিষ্ঠাধিকারগত ভক্তিলাভের পর কর্ম্মার্পণাদির দ্বারা ভগবানের মিশ্র অনুশীলন করেন। জীবের নিত্য স্বভাবে 'হরিভক্তি' নামে একটী নিত্যা বৃত্তি বিদ্যমান। বদ্ধজীব যেরূপ প্রাপঞ্চিক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মূঢ়তা লাভ করে, শুদ্ধজীবও তদ্রূপ আত্মবৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ভগবানে আকৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণপ্রেম-সেবানন্দই নিত্য কৃষ্ণদাসের স্বভাব-ধর্ম্ম অর্থাৎ জীব স্ব-স্বরূপে স্বারসিকী বৃত্তিদ্বারা তাঁহার নিত্যসেব্য কৃষ্ণের উপাসনা করেন। প্রপঞ্চে ভোগময় দর্শনকালে বদ্ধজীব কৃষ্ণপ্রীতি অনুভব না করিলেও আত্মারামাকর্ষী কৃষ্ণ অনাবৃতচেতন ভোগবিরত কৃষ্ণদাসের চিত্ত অজ্ঞাতভাবে আকর্ষণ করেন।

আমাদের দেহবৃক্ষে আমি আত্মা ও আমার প্রভু পরমাত্মা আমরা উভয়েই বাস করি। শ্রুতি বলেন,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং
বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-
হভিচাকশীতি॥"
(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

—সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরিদর্শন করেন।

এই পরমাত্মা আমাদের যত সন্নিকটে আছেন এত নিকটে আর আমাদের কেহ নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণই আমাদের নিকট থাকিয়া চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের কথা শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং ভগবান্ ব্যতীত আমাদের যে আর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয় আর কেহ নাই তাহা বোধ হয় সকলেই অনুভব করিতেছেন। এই পরমাত্মাই সৎ আর এতৎসম্বন্ধ-রহিত বস্তুমাত্রেই অসৎ। এই সৎ পরমাত্মার সেবা-বঞ্চিত হইলেই জীবের অসৎ জড়ভেদপ্রতীতি জন্মে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পর সৌহার্দ্দ-ধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের মধ্যে সেই ভাব বিগত হইলে মায়া জড়জগতে কলত্র-পুত্রাদিরূপে অনিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করেন। আবরণ ও বিক্ষেপণ মায়ার দ্বিবিধ বিক্রম। যে কালে জীব নিজের প্রাণবন্ধু পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া প্রাপঞ্চিক জগতে আবদ্ধ থাকেন তৎকালেই গুণমায়াবশে পুত্রকলত্র ও বিবিধ বস্তু-বিষয়ক ধারণা তাঁহার অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন-সেবা হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি উৎপাদন করায়। এই প্রকার বিবর্ত্তবুদ্ধি হইতেই কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমেই পুত্রকলত্রাদির প্রতি জীবের ভোগবুদ্ধি ও জড়রূপরসাদির প্রতি ভোক্তৃত্বাভিমান জন্মে। উহা জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে, মনোধর্ম্মমাত্র অর্থাৎ জীবাত্মা মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ে উপাধিরূপ আধারে তত্তৎফললাভের অধিকারী হন, কিন্তু প্রাপঞ্চিক অবরতা শুদ্ধ জীবাত্মাকে কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

কৃষ্ণানুশীলনই জীবাত্মার নিত্যা বৃত্তি। জড়োপাধি দেহমনে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্তই অকর্ত্তকমূলক ধারণা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই জীব আপনাকে সেব্য-সেবকভাবরহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসক বলিয়া মনে করে, কখনও বা প্রাকৃত ভোগপরতাহেতু পাপপুণ্যের আবাহন করিতে গিয়া স্বর্গ বা নরকের পথ পরিষ্কার করে। স্বরূপপ্রাপ্তি ঘটিলেই জীব এইরূপ কাল্পনিক-বিচার-ঘূর্ণিবায়ুতে ঘূর্ণায়মান হয়। যেকালে দেহ হইতে দেহী আক্রান্ত হন, তৎকালে তিনি বুঝিতে পারেন যে,—'আমি দেহ নহি, আমি যদি দেহ হইতাম, তাহা হইলে আমার আত্মজ আমাকে ঊর্দ্ধদৈহিক-ক্রিয়াকালে পঞ্চভূতে সেই সেই ভূত পুনঃ প্রদান করিবার যত্ন করিবে কেন? আমি জড়দেহ-ক্লান্ত হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়াই আমার দেহ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়গণ আমার দেহকে মৃত্যুর পর অপ্রিয় জ্ঞানে গৃহনিবাস হইতে বাহির করিয়া দেয়।

বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত জড়জগৎ মিথ্যা না হইলেও উহার নিত্য অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ উহা পরিবর্ত্তনযোগ্য। নিত্যপ্রতীতি-বিশিষ্ট আত্মা ও অনিত্যপ্রতীতি-বিশিষ্ট মন উভয়েই অন্তঃকর্তৃস্বরূপ চেতনধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে।

অধোক্ষজ ভগবান্ গৌরকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরই ভক্তিদৃষ্টিগম্য, অভক্তের অক্ষজ দৃষ্টিগম্য নহেন। সর্ব্বমাধুর্য্যালয় সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণের দর্শন বা প্রতীতিভেদেই জীবের তৎপ্রতি প্রীতি বা দ্বেষ হইয়া থাকে। সতত-প্রীতি-নিবন্ধন ভক্তেরই পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হয়। সেই পরমাত্মা কৃষ্ণই যে সকলের জীবন এবং সকলের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা এতাদৃশী অনুভূতি একমাত্র ভক্তের পক্ষেই সম্ভব। অজ্ঞানান্ধ যাহারা সেই বদ্ধজীবগণের কৃষ্ণে প্রীতি নাই। অশুদ্ধস্বভাব জীবের অনাদি-অপ্রারব্ধ অপরাধই এতাদৃশ দুর্দ্দৈবের কারণ। যেরূপ মধুর চিনি পিত্তাদি-দুষ্ট জিহ্বায় তিক্ত বলিয়া আস্বাদিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মধুর দ্রব্যের মাধুর্য্যে তিক্তপ্রতীতি নাই, তদ্রূপ সর্ব্বকল্যাণ-নিধান শ্রীভগবানে কোন প্রকার প্রেমাভাব বা প্রীতির অনধিষ্ঠান হইতে পারে না। যাঁহারা নিজপ্রভু শ্রীগুরুদেব এবং প্রভুর প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বীয় অভীষ্ট বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারে না তাহাদের তাদৃশ অনুভূতি অপরাধজনিত। কৃষ্ণসম্ভোগত্ব অধিষ্ঠানে শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু এবং শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ-স্বরূপ কিন্তু বদ্ধ জীবের মায়িক দৃষ্টি অসম্পূর্ণতা ও অজ্ঞানদোষে দুষ্ট বলিয়া আমরা ভগবদ্বস্তুকে অণুচেতনধর্ম্মী জীব বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেব বিভুচেতন বস্তু এবং শ্রীগুরুদেব এই বিভুচেতনের দ্বিতীয় দেহ ও পরমশ্রেষ্ঠ।

আত্মার নিত্যবৃত্ত ভক্তি যদিও সকল জীবহৃদয়ে অবস্থিত, তথাপি বহু পাংশুরাশি দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণে স্বমুখদর্শনের ন্যায় বদ্ধজীবের আত্মধর্ম্মানুভূতিতে অসামর্থ্য দেখা যায়। তৎকালে সেব্যবস্তুর উপলব্ধির অভাবে জীবের আত্মবৃত্তি সেবাপ্রবৃত্তি স্তব্ধ থাকে; সুতরাং ভক্তীতর কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথে তাহাদের রুচি দেখা যায়। এই জন্য ভগবদ্বস্তুর সেবা সেবাপর চিত্ত ব্যতীত সেবাবিহীনের লভ্য নহে। শুদ্ধ জীব ও বদ্ধজীবে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। উভয়ের সমন্বয় করিলে অপরাধ অবশ্যম্ভাবী ও তাহাতে মঙ্গলের আশা কম।

মারফতে ভোগ

(২)

তারপর "বসুধৈব কুটুম্বকম্" বাণীর তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া আর একটু উদারনৈতিক হইয়া ভাবিলাম বসুধার জীবগণকে আহার-বিহারে সুখী করিতে পারিলেই,তাহাদিগের সুখ দেখিতে পারিলেই আমার সুখ! আমার শান্তি! সুতরাং আমার নিজের জন্ম খরচ কমাইয়া ভোগত্যাগ করিয়া অপরের দৈহিক ও ও মানসিক সুখবিধান করাই আমার মানবজন্মের সার্থকতা !

এই প্রকারে ভবঘুরে হইয়া ভবনদীর ঘাটে ঘাটে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ জন্মের কোন্ সুকৃতিফলে বৈকুণ্ঠনাৰ্তাবহ গৌড়ীয়ের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন-লাভ ঘটিল। এই গৌড়ীয়ই কৃপা করিয়া শেষোক্ত মারফতে ভোগের স্বরূপটিও অবগত করাইলেন। যুক্ত-বৈরাগ্যের নাম করিয়া যে ভোগের প্রয়াস, তাহার স্বরূপটীও গৌড়ীয়ের কৃপায় অবগত হওয়া গেল ;

আমি স্বীয় দেহ-মনের ভোগের ইন্ধন বাহ্যতঃ পরিত্যাগ করিলেও অপরের ভোগের সাহায্য করায় আমার ভোগটি অন্যের মারফতে হইয়া যাইতেছে বলিয়া আমি পারমার্থিক বিচারে ভোগী নামের খাতা হইতে আমার নাম কাটাইতে পারি নাই ব্যষ্টিগত ভোগী হইতে সমষ্টিগত ভোগী বলিয়া ভারী দলের নেতৃত্ব লাভ করিয়া বড় ভোগী হইয়াছি। পূর্ব্বে যদিও আমার আশা-ভরসা ছিল যে আমি ভোগত্যাগ করিতে পারিব যেহেতু ভোগের অসারতা আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছে,কিন্তু এখন মারফতে ভোগী হইয়া ভোগের উপাদেয়তাই আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতেছে। সুতরাং আর উদ্ধার কোথায়?

প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া ত্যাগপন্থী হইলে ফল্গুত্যাগী হইতে হয়। জ্ঞান-বৈরাগ্য, যোগ-বৈরাগ্য ও কর্ম্মবীরের মারফতে ভোগের জন্য যে বৈরাগ্য সবই ফল্গুবৈরাগ্য নামে অভিহিত। ইহা সবই হরিবিমুখতা, বিষ্ণুমায়ার বিমুখ-মোহিনী জীবমোহনলীলা। তাই গৌড়ীয় নিত্যকাল জীবের দ্বারে যাইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥"

শ্রীহরি সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।

আবার হরিসেবার নাম করিয়া বিষয়-ত্যাগের বিরোধ উপস্থিত করিয়া যাহাতে বিষয়ী না হই তজ্জন্য ঐ গৌড়ীয় নিত্যকাল জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া সতর্কবাণী প্রয়োগ করিতেছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং
বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥"

আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়-সমূহ সকলি মাধব।

আমরা শ্রীগুরুমুখে উক্ত বাণীর ভক্তি-সিদ্ধান্ত-তাৎপর্য্য শ্রবণ না করিয়া হরিসেবা ও তাহার অনুকূল কি? বিষয় কি? ত্যাগ কি, কোন্ প্রকার বিষয়ত্যাগে ও ভোগে দোষ, ইহার কিছুই না জানিয়া না বুঝিয়া ভীষণ অনর্থময় পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছি। কেহ বা কাল্পনিক হরিসেবার জন্য আনুকূল্য গ্রহণ করিতে যাইয়া বাস্তব হরিসেবার প্রাতিকূল্য বরণ করিতেছি। কেহ বা হরিসেবার ছলে সাধারণ নীতি উচ্ছেদ করিয়া লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিয়া লভ্যাংশের সামান্য অংশ দ্বারা হরিসেবার আনুকূল্যবিধানকেই প্রয়োজন মনে করিতেছি। এইরূপে বিষয়ভোগে মত্ততা-হেতু ভোগী হইয়া যাইতেছি।

মহাজন বলিতেছেন, সম্বন্ধ-সহিত না হইলে আসক্তিরহিত হওয়া অসম্ভব। কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, তিনি আমার নিত্য ভোক্তা বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মালিক অথবা পরমেশ্বর ; আমি তাঁহার নিত্য ভোগ্য বা সর্ব্ব-নিম্নাধিকারী অধীন ভৃত্যাধম। পরিদৃশ্যমান জগতে বা অদৃশ্য পরজগতে যাহা কিছু আছে, এমন কি আমি এবং আমার দেহ ও মন পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর ভোক্তা "মাধব"। সেই সমস্তই মাধবের সেবার বস্তু। আমার দেহধারণ প্রয়োজন, তাই ভক্তবৎসল প্রভু আমাকে তদীয় অধরামৃত বা মহাপ্রসাদ দান করিয়া আমাকে যথাযোগ্য-ভাবে রক্ষা করিতেছেন। তদতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা করিলেই রিপুজয়ের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আমাকে ভোগী করিয়া দিবে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিনী মতিই যুক্ত-বৈরাগ্য।

যুক্তবৈরাগ্যে বিষয়-ভোগ ও ত্যাগ কোনটীরই স্থান নাই। কৃষ্ণপ্রসাদ-বুদ্ধিতে যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণ ভোগ নহে ; আর কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট হইয়া কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগ ত্যাগ নহে। এই ত্যাগ ও ফল্গু-ত্যাগে আকাশ পাতাল ভেদ রহিয়াছে। ফল্গু ত্যাগে প্রচ্ছন্ন আত্মসম্ভোগ বাসনা আর কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা প্রবলা। কৃষ্ণ সকলের বাস্তব ভোক্তা বলিয়া কৃষ্ণভোগের জন্য বৈরাগ্যাবলম্বনে পূর্ব্বোক্ত ভোগত্যাগিকুলের ন্যায় মারফতে ভোগ সাধ্য লাভ করিতে পারে না।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-বাঞ্ছাই শুদ্ধপ্রেম। এই প্রেমই নির্ম্মল ভাস্কর। আর জীবের দেহমনোন্দ্রিয়ের প্রীতিবাঞ্ছাই কাম ; ইহা অন্ধতম অজ্ঞানতামাত্র। মেঘমুক্ত নির্ম্মল ভাস্করালোকে সৌর-জগৎ উদ্ভাসিত হইলে প্রাকৃত যাবতীয় বস্তুর অবয়ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই প্রকার কৃষ্ণপ্রেমরূপ নির্ম্মল ভাস্কর দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু কৃষ্ণ ও তচ্ছক্তিত্রয় জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে।

এই সৌভাগ্যটী একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু-পাদপদ্মে ঐকান্তিকী শরণাগতিদ্বারা লভ্য। শরণাগত জনগণ এবং নিষ্ঠ সেবকসূত্রে কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী আছেন। আমার মত মায়ান্ধ পিশাচ আদার-ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেওয়ার ন্যায় যদিও তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-মহিমা অধারণে সম্পূর্ণ অযোগ্য তথাপি তাঁহাদেরই শ্রীচরণপ্রসাদে এই সকল ভাল কথা যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিবার ও আলোচনা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজীসূত্রে সেই সকল বাণীর পুনরাবৃত্তি দ্বারাই কোন প্রকারে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্ম-সান্নিধ্য-লাভের জন্য আজ যত্ন করিব

ভোগত্যাগের যত প্রকার পন্থাই আবিষ্কৃত হউক না কেন, সকল প্রাকৃত পন্থায় ভোগ, ভোগত্যাগ বা মারফতে ভোগ বিদ্যমান। একমাত্র শুদ্ধভক্তিমার্গটীই ভোগ ও ত্যাগরূপ আবর্জ্জনা-বিবর্জ্জিত। কারণ অন্যবাঞ্ছা, অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাচ্ছাদিত ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তি নামে অভিহিতা। শুদ্ধভক্তি-আচরণ ও প্রচারণ দ্বারাই জীবের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ-বাঞ্ছা প্রবলা হইয়া বাস্তব সুখ ও শান্তি লাভ হয়। কৃষ্ণ-ভক্তের সুখ শান্তি প্রাপ্ত আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। তাঁহারা সুখ-দুঃখ কোনটীই বাঞ্ছা করেন না। কৃষ্ণ-সেবার্থে দুঃখকেও তাঁহারা পরম সুখ বলিয়া জানেন। জীব যখন কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া সেবানন্দে বিভোর হন, তখনই বৃন্দাবনজনগণ সুখী। জীবের ভোগবন্ধনে কৃষ্ণভক্ত কখনও সুখী হইতে পারেন না তাঁহারা অবগত আছেন ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগই নরক-প্রাপ্তির কারণ বা হেতু। সুতরাং মারফতে ভোগ করিতে যাইয়া কৃষ্ণভক্তগণ কখনও আত্মীয় বা অপরাপর জীবকে নরকে নিক্ষেপ করেন না ; মারফতে ভোগটী জীবের সহিত শত্রুতা অথবা জীব-হিংসার আর একটী সংস্করণ মাত্র।

— শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

শ্রীবার্ষভানবী দেবী

শ্রীরাধা-কৃষ্ণ একই স্বরূপ। লীলা-রস আস্বাদন করিবার জন্য স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণ দুইটী রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। এই দুইটী রূপের মধ্যে একটী সেব্যকৃষ্ণরূপ এবং অপরটী সেবককৃষ্ণ-রূপ। শ্রীবার্ষভানবী দেবীই এই সেবক-কৃষ্ণ—গুরু-কৃষ্ণ। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে লীলাগত ভেদই বর্ত্তমান। এই শ্রীমতী রাধিকা—স্বয়ংরূপ শ্রীকামদেবের স্বরূপা কামিনী। স্বয়ং শ্রীরূপ-গোস্বামী যাঁহার অনুগত সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনী যাবতীয় অপ্রাকৃত নারীকুলের মূল আকর বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী, শ্রীমতীও সেরূপ অংশিনী। সহস্র সহস্র গোপীর যূথেশ্বরীগণ, অষ্টসখীর সহস্র সহস্র পরিচারিকাগণ বৃষভানুনন্দিনীর সর্ব্বক্ষণ সেবা করিতেছেন।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী—আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ-বস্তু। যে রাজ্যে স্থূলজগৎ, সূক্ষ্ম-জগৎ বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রের অনুভূতি নাই, সে অপ্রাকৃত ধামে চিদ্বিলাস-চমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, শ্রীরাধিকা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণবক্ষে আরোহণ করেন, তিনি কৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য কৃষ্ণকে ভর্ৎসন ও তাড়ন পর্য্যন্ত করেন। এই সব কথা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা মায়াবদ্ধ জীবের নাই। যাঁহাদের বহির্জ্জগতের কথায় সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই, বহির্বিষয়ে উদাসীন হইয়া যাঁহারা সতত কৃষ্ণসেবায় প্রমত্ত, কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য লৌল্য যাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, অভিন্ন-বার্ষভানবী শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবাই যাঁহাদের একমাত্র অভিলষণীয়া তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রণয়-শ্রীরাধাতত্ত্বের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

বৃষভানুনন্দিনী স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা ও বিভিন্ন সেবিকাগণের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করিয়া কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। তিনিই কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা। ইঁহার ন্যায় কৃষ্ণের প্রিয়তমা আর কেহ নাই। রাধাকৃষ্ণের ভাব—স্বপ্রকাশ, এবং সুখ—নিত্য অর্থাৎ অনন্ত হইলেও সর্ব্বদাই বাড়িতে থাকে, সমষ্টি সম্ভবপর নয়। সুতরাং কৃষ্ণাকর্ষিণী রাধাভজন ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা-লালসা বৃথা—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		।৶০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চি		১৷০	১৷০	১৲
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন-বিভাগ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৯—৫৪;
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫০,	৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৭,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩২,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা——পোঃ শ্রীমায়াপুর,
টেলিগ্রাম——'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

জন্মাষ্টমী-সংখ্যা

Reg— C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম - মায়াপুর - নদীয়া

১৩৭ – ১৩৪১

গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৪১), ১৩ই জুন (১৯৩৪) বুধবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর-যোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খনন করিবার সময় এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তৎসহ কতিপয় ভগ্ন মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। মৃত্তিকা-খননকালে তাঁহার কোন প্রকার অঙ্গবিকলতা ঘটে নাই। সিদ্ধার্থসংহিতার মতে এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে 'অধোক্ষজ' নামে অভিহিত করা হয়। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তি সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন।

ভূগর্ভে আবিষ্কৃত 'অধোক্ষজ'

এই 'অধোক্ষজ' বিষ্ণুর দক্ষিণ অধোহস্তে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে শঙ্খ এবং বাম অধোহস্তে চক্র অক্ষতভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিষ্ণুগৃহে এই শ্রীমূর্ত্তির অবস্থান ছিল, তাহারই আশ্চর্য্য নিদর্শন-স্বরূপ ইনি মৃৎপ্রোথিত থাকিবার পরও অধুনা প্রকটিত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। নিরপেক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সকলেই এই বিষ্ণুমূর্ত্তির সুপ্রাচীনত্ব ও অকৃত্রিমত্ব এক-বাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীযোগপীঠের দৃশ্য

শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible]

গৌড়ীয়-দর্শনে 'জন্মাষ্টমী'

[আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এল]

অচিন্ত্যবস্তু তর্কগম্য নহেন

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির নিশাকালকে আশ্রয় করিয়া এই প্রপঞ্চে অসংখ্য জীব ও অসংখ্য প্রাণী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেইরূপ জন্মমরণশীল প্রপঞ্চান্তর্গত প্রাকৃত বস্তু আলোচ্য বিষয় নহে এবং "জন্মাষ্টমী" বলিতে সেইরূপ কোন বস্তু লক্ষিত হয় না। বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে "জন্মাষ্টমী" বলিলেই সেই অধোক্ষজ এবং অজ বস্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কথাই মানব-মনীষায় স্মরণপথে উদিত হয়। 'অজ বস্তুর জন্মকথা' এই কথাটী শুনিতে যদিও 'সোনার পাথর বাটী'র ন্যায়ই বটে, কিন্তু সেই অচিন্ত্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে অচিন্ত্য বিরুদ্ধ-ভাবসমূহের সমন্বয় আছে, তাহা মানব-মেধা অক্ষজ-ধারণায় উপলব্ধি করিতে না পারিলে শ্রুতির—

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চন।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥"

—এই শ্লোকের আলোচনা করিলে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতে পারিবেন। এইরূপ অপূর্ব্ব বিরুদ্ধগুণসকলের সমন্বয় একমাত্র অসমোর্দ্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর অন্য কোন বস্তুতে দৃষ্ট হয় না বা আদৌ সম্ভব নহে। তাই শাস্ত্র-পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা
ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

কৃষ্ণকথা-আলোচনাতেই নিত্যমঙ্গল-লাভ

ভগবানের অজত্ব ও জন্মিত্ব—এই দুইটী ধারণা মানবের ধারণায় অসম্ভব। অসম্ভব হইবারই কথা এবং অসম্ভব হওয়াই উচিত। কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি মনুষ্যের ধারণার গণ্ডীর মধ্যেই আসিয়া পড়িলেন, তাহা হইলে তাঁহার আর পরাৎপরত্ব ও অধোক্ষজত্ব বা কোথায় থাকিল? "অধোক্ষজ" বলিতে যখন "অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ", তখন তাঁহাকে অক্ষজজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতে যাইলে বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে অর্থাৎ অসীম বস্তুকে সসীম ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দ্বারা মাপিয়া লইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা হয় মাত্র। সেই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিতে যাওয়া মাদৃশ অক্ষজ-জ্ঞানীর পক্ষে সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচায়ক হইলেও, কৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহ সেবক-ভগবান্ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ-নিঃসৃত-বাণী হইতে যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, সেই কৃষ্ণকথার আলোচনার দ্বারাই মাদৃশ বদ্ধজীব নিত্যমঙ্গল-লাভে সমর্থ হইতে পারে এবং একমাত্র কৃষ্ণকথার দ্বারাই জগতে নিত্যশান্তি স্থাপিত হইতে পারে।

আধ্যক্ষিকগণের কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ধারণা

এই শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিতে গিয়া অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়া বসিয়াছেন। মোটামুটি ঐসকল লোককে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ। আধ্যক্ষিক বিচারকগণ দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত, মেপে নেওয়া ধর্ম্মে অবস্থিত সসীম ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মাপিয়া লইতে গিয়া কেহ তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ঐতিহাসিক ব্যক্তি-রূপে, কেহ বা তাঁহাকে রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণের বিচারদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি বা অসুবিধা না হইলেও, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববস্তু হইতে অনন্ত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া সুদুর্লভ মনুষ্য-জীবনের বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নখ-শোভা-দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। যে মনুষ্যজন্ম নিঃশ্রেয়স্-লাভের একমাত্র উপায়স্থল, সেই মনুষ্যজন্ম এইভাবে তাঁহারা হেলায় হারাইতেছেন।

আধ্যক্ষিকগণের বিচার ভ্রান্তিযুক্ত কেন

আধ্যক্ষিকগণ তাঁহাদের চিন্তাস্রোতে শ্রীকৃষ্ণকে মাপিয়া লইতে না পারিয়া তাঁহাকে জন্মমরণশীল সাধারণ ঐতিহাসিক নায়করূপে দর্শন বা ধারণা করিয়া থাকেন অর্থাৎ কালধর্ম্মে তিনি এই জগতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া জন্মমরণশীল বদ্ধজীবের মত সংসারের সুখ-দুঃখ-ভাক্ হইয়া আবার কালবশে ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া দেহ-ত্যাগ করিয়া থাকেন, এইরূপ মনে করেন। ইঁহাদের বিচারটা ঠিক সূর্য্যের দৈনন্দিন উদয়াস্তে জন্মমৃত্যুর ধারণার মত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের দৃষ্টির অভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখনই তাঁহার জন্ম এবং যখন তিনি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভাগে চলিয়া যান তখনই তাঁহার মৃত্যু বলিয়া ধারণা করা হয়। ঐরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া ঐপ্রকার বিচারকগণ আরোহবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করেন এবং তদনুকূলে প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইঁহাদের বিচারটা ঠিক অন্ধকার রাত্রিতে আরোহ-চেষ্টায় কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে সূর্য্য-দর্শনের চেষ্টার মত। লক্ষ কোটী কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে যেমন অন্ধকার-রাত্রিতে সূর্য্য-দর্শন আদৌ সম্ভব হয় না, সেইরূপ আরোহপথে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিচার কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না কিন্তু যাঁহারা অবরোহপথাবলম্বনে সূর্য্যের আলোকের সাহায্যে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় কৃষ্ণ-কৃপার সাহায্যে কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করেন তাঁহারই প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন। যশোদা মাতা ঐরূপ আধ্যক্ষিকের অভিনয় করিয়া দেখাইয়া-ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবস্তুকে প্রাকৃত রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে যাইয়া কি-প্রকার অসুবিধা ঘটে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিজচেষ্টায় কৃষ্ণকে পূর্ণজ্ঞানে বন্ধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি ব্যর্থ-মনোরথা হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ যখন স্বেচ্ছায় কৃপা-পূর্ব্বক বন্ধনদশা বরণ করিয়াছিলেন তখনই মাতা যশোমতী তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিয়াছিলেন।

অন্য প্রকার আধ্যক্ষিকের ধারণা

অন্যপ্রকার আধ্যক্ষিকগণ শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে রূপক বলিয়া বর্ণনা ও ধারণা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই বিচারে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব নাই; তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক, তিনি অপ্রাকৃত কোন বাস্তব বস্তু নহেন। তাঁহাদের ঐপ্রকার বিচার সর্ব্বথা বিপ্র-লিপ্সা-মূলে জাত বুঝিতে হইবে। ইঁহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাহীন। কারণ শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলে তাঁহারা সর্ব্বোপনিষদ্-সার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখনিঃসৃতবাণী—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে রূপকভাবে ধারণা করিতেন না।

গৌড়ীয়-দর্শনে কৃষ্ণাবির্ভাব

গৌড়ীয়-দার্শনিকগণ—অধোক্ষজ-বিচার-পরায়ণ; তাঁহারা ঐরূপ ঐতিহাসিকবাদ বা রূপকবাদ পদদলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষত্বের কথাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মানবের ন্যায় রক্তমাংস-শরীরধারী বলিয়া তাঁহাকে মাপিয়া লইবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা উপনিষদের সুরে সুর মিলাইয়া কীর্ত্তন করেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

—এইরূপ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী তিথিকে পবিত্রীভূত করিয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিশিষ্ট বসুদেবের হৃদয় হইতে বিশুদ্ধ সত্ত্ববিশিষ্টা দেবকীর হৃদয়ে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া কংসকারাগারে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কংসের ন্যায় নির্ব্বিশেষ-বিচার-পর ব্যক্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণ একজন জন্মমরণশীল মানব (?), তাই তাঁহাকে বধ করিবার জন্য কংসের এত আয়োজন।

বিভিন্ন রসে কৃষ্ণদর্শন

দর্শন ও বিচারবৈগুণ্যে বিভিন্ন-রসাশ্রিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপভাবে দর্শন করিয়া থাকেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে অতি সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন যাঁহার যেই রস তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীর-রসপ্রিয় মল্লগণ দেখিল, যেন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্র-স্বরূপে উদিত হইলেন; স্ত্রীগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথরূপে দর্শন করিলেন। নরসমূহ জগতের একমাত্র নরপতি এবং সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল তাঁহাকে স্বজন-রূপে দেখিতে লাগিলেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজগণ শাসনকর্ত্তৃরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। পিতামাতা তাঁহাকে সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন। ভোজপতি কংস সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্ রূপে, শান্তরসের পরম যোগিসকল পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পর-দেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণজন্ম—জড়মায়া-সম্বন্ধশূন্য

কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি প্রাকৃত মানবগণের ন্যায় চরম ধাতুতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত শরীর ধারণ পূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি বসুদেব ও দেবকীর বিশুদ্ধ-সত্ত্বে আবির্ভূত হইয়া জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দেবকীকে আশ্রয় করিয়া তিনি জন্মলীলা প্রকট করিলেও সাধারণ জননীর ন্যায় দেবকী তাঁহার জননী নহেন। সূর্য্যদেব

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

পূর্ব্বদিককে আশ্রয় করিয়া উদিত হন বলিয়া পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যদেবের জননী-পদবাচ্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মও তদ্রূপ। এতদ্ব্যতীত, সাধারণ মানব যেমন কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া এই প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করিতে এবং নিয়মিত কাল এখানে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, কৃষ্ণের জন্ম সেইপ্রকারের কিছুই নহে। তিনি স্বেচ্ছায় এখানে আসেন, আবার স্বেচ্ছায় এখান হইতে চলিয়া যান; স্বতন্ত্র স্বরাট্-পুরুষোত্তম তিনি, তাঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত জগৎ পরিচালিত হইতেছে। "জনম হইল পড়ি' মায়াজালে" প্রভৃতি যে সকল কথা আমরা মহাজন-গীতিতে লক্ষ্য করিয়া থাকি কৃষ্ণজন্ম সম্বন্ধে সেইরূপ বিচারের কোন সম্ভব নাই। যে মায়ার মোহিনী-শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড-বাসিগণ ত্রিতাপানলে দগ্ধীভূত হইতেছে, যে মায়ার শক্তি অতিশয় দুরত্যয়া এবং যাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করা বদ্ধজীবের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, সেই বহিরঙ্গা মায়া কৃষ্ণের অপাশ্রিতা হইয়া অবস্থান করে। কৃষ্ণের সম্মুখে আসিবার তাহার সাধ্য নাই। যে মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি', এবং তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আমার' এইরূপ প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকে, সেই জড়মায়া নিজের হেয়তা-প্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে সমর্থা হয় না। ভাঃ (২।৫।১৩)

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষাতে আমরা জানিতে পারি যে—

"কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥"

অতএব শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের সহিত মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই।

ভগবত্তনুর বৈশিষ্ট্য

মাধুর্য্য তত্ত্ব আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ যে জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা মানববুদ্ধির অগম্য; তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিতেছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং
তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

মূঢ়লোক সমূহ আমার এই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর ধারণ করিয়াছি। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। অতএব অবিদ্বৎপ্রতীতিদ্বারা আমাতে একটী কুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে নিত্য সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে পারেন। আমার পরম ভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও আমার শক্তিদ্বারা আমি সর্ব্বব্যাপী এবং পরমাণু অপেক্ষা আবার যুগপৎ ক্ষুদ্র।

স্ব-স্বরূপ-সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবানের বাণী

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-রহস্য মানব-বুদ্ধির অগম্য হইলেও আমরা যদি আরোহ-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবরোহপথে তাহা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে শ্রীগীতায় তাঁহার নিজমুখ-বাক্য হইতেই ঐ রহস্যের সম্যক্ সমাধান হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা
ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

অর্থাৎ আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়-স্বরূপ। আমি আমার চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপে জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া সম্ভূত হই। কিন্তু সাধারণ জীবের জন্ম সেইরূপ নহে, তাহারা আমার মায়াশক্তি-প্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। জীব সকল কর্ম্মবশতঃ বাসনাময় শরীর বা লিঙ্গ-শরীর আশ্রয়পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু আমার যে জন্ম বা আবির্ভাব, তাহা আমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জীবের ন্যায় আমার বিশুদ্ধ চিৎ-শরীর লিঙ্গ ও স্থূল শরীর দ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ-অবস্থায় আমার যে নিত্যস্বরূপ তাহাই আমি এই প্রপঞ্চে অনায়াসে প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব এ বিষয় মানবগণ যুক্তি-তর্কের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে না। মানবকুল এইমাত্র জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন আমি কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য নহি। আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়জগতে প্রকাশ করিতে পারি। অতএব এই অচিন্ত্য ব্যাপারে আমার এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যে সমস্ত প্রাপঞ্চিক বিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণরূপে শুদ্ধ বা মায়াবিমুক্ত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 'আত্মমায়া দ্বারা 'সম্ভবামি' এই কথায় এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে মায়াদ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার প্রকৃতি বটে, কিন্তু এস্থলে আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে আমার চিচ্ছক্তি যোগমায়াকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, জড়মায়াকে নহে। আমার শক্তি এক হইলেও যাহা আমার নিকট চিচ্ছক্তি, তাহার ছায়াই কর্ম্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি।

ভগবৎস্বরূপ জানিবার উপায়

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রপঞ্চে মনুষ্য-দেহ ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভাব লীলা প্রকট করিলেও মানবগণ তাঁহাকে জানিতে বা চিনিতে পারে না কেন?—এইরূপ সন্দেহ অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। মানুষ তাহার যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সাহায্যে তাঁহাকে নিজ-চেষ্টার দ্বারা জানিবার ইচ্ছা করে বটে কিন্তু তাহার ঐরূপ চেষ্টা কোনদিনই ফলবতী হয় না। মানুষ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতি অন্যাভিলাষিতার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য চেষ্টান্বিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব-অবগতি-বিষয়ে ঐসমস্ত চেষ্টা রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিবার চেষ্টার মত একবারে নিষ্ফল হইয়া যায়। ঐসকল ব্যক্তি "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধঃ অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" অর্থাৎ ভগবৎপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতির অভাব-নিবন্ধন অনেক কষ্টে ঊর্দ্ধে উঠিতে সমর্থ হইলেও পরিণামে পতন লাভ করিতে বাধ্য হয়। আমি নিজে পথ আবিষ্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে জানিয়া লইব, এইরূপ বিচারে ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ কোনদিনই হইবে না। ভগবানের নিজ মুখবাণী হইতে জানা যায় যে, একমাত্র ভক্তিই তাঁহাকে জানিবার প্রকৃষ্ট উপায়। তিনি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব তাহা নির্গুণ-ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষরূপে জানিতে পারে এবং তাঁহার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলেই জীব তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্
যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্॥"

"বিশতে মাং"—জীব তাঁহাতে প্রবেশ করে, এই কথায় এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে নির্ব্বিশেষবাদিগণের ন্যায় ভগবানের সহিত জীব সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিয়া আত্ম-বিনাশ বরণ করিয়া থাকে। জড়াধ্যাস হইতে স্বরূপতঃ মুক্তিলাভে পরমচিত্স্বরূপ শ্রীভগবৎস্বরূপ-লাভই "বিশতে মাং" শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেই স্বরূপ-লাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম লাভ বলিলেও হয়।

ভগবৎসেবালাভের উপায়

'ভক্তি' বলিতে চিজ্জীব অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের সেবা বুঝায়। এই জড় শরীর দ্বারা বিভুচিৎ ভগবানের সেবা হয় না। কারণ "সমশীলা ভজন্তি বৈ" বিচারে বস্তুসকল সমশীল বা সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট না হইলে ভজন প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অচিৎ স্থূল শরীর বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণদ্বারা চিদ্ বস্তু ভগবানের সেবা বা ভজন সম্ভব হইতে পারে না। অতএব ভগবদ্‌ভজন করিতে হইলে চিদাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে ও উপ-নিষদের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। এইরূপ ভক্তিদ্বারাই ভগবানের কৃপা লাভ করিতে পারা যাইবে। আবার সেই ভগবৎ-কৃপালোকে সূর্য্যালোকে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় ভগবদ্দর্শন জীবের ভাগ্যে সম্ভব হইতে পারিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেইত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥" এবং উপনিষদের "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" বাণীতে আমরা উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া থাকি।

কৃষ্ণভজনহীন জীবন বৃথা

কৃষ্ণের জন্মকথা আলোচনা করিতে গিয়া যদি কৃষ্ণভজন না হয় তবে আমাদের মনুষ্যজন্ম-ধারণই বৃথায় গেল। কৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার নিজের কোন কার্য্য নাই। জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্যই তাঁহার এই প্রপঞ্চে অবতরণ। কিন্তু জীবকুল তাহা বুঝে কই? বা তাঁহাকে জানিবার জন্য চেষ্টা করে কই? বরং যিনি জীবের হিতার্থে জন্মলীলা আবিষ্কার করিলেন, জীবগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের কেহ বা শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগোপের পুত্র-বিবেচনায়, কেহ বা তাঁহাকে একজন দাম্ভিক-মনুষ্য-জ্ঞানে আত্মবঞ্চিত হইল। "যৎ করোষি যদশ্নাসি............মদর্পণম্" শ্লোক শ্রবণ করিয়া মনুষ্যগণ নন্দগোপের পুত্রের সমূহ আস্পর্দ্ধা বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণভজন হইতে অনন্ত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। ইহা বিপ্রলিপ্সা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু কয়জন এইরূপ বিচার করিবার সৌভাগ্য বরণ করিল, যে কৃষ্ণ তাঁহাকে বিষাক্ত-স্তন-দানে হত্যা করিতে উদ্যতা পূতনাকে ধাত্র্যুচিতা গতি অর্পণ করিতে পারেন, সেই কৃষ্ণ কে? তাঁহার সহিত জীবের সম্বন্ধ বা কি? আবার তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ই বা কি? আবার তাঁহাকে লাভ করিয়া ফলই বা কি? মানুষ কি একবারও চিন্তা করিবে না যে কৃষ্ণভজনের তাহার কোন আবশ্যকতা আছে কি না? মানুষ কি নিত্যকালই মায়ার পদসেবক হইয়া দাবানল-সদৃশ সংসার-কারাগারে দহ্যমান হইতে থাকিবে? কোনদিন কি তাহার কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা ছুটিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা আসিবে না? ধন্য মায়া, ধন্য তোমার মহীয়সী শক্তি!

যা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও দীক্ষা-রহস্য

পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ

[গত ৮ই আষাঢ় (১৩৩৪), মুলনার প্রান্তে গৌহাটের স্বনামপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অনেক কর্মচারীর সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া শ্রীগুরুতত্ত্ব, দীক্ষা-রহস্য প্রভৃতি-বিষয়ে প্রশ্নেচ্ছু হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ যে-সকল মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের সৌজন্যে আমরা এই অমূল্য-রত্ন প্রকাশে সমর্থ হইলাম। তন্নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নঃ সঃ]

রাজেন বাবু। [illegible] দীক্ষা [illegible] জন্মিলে [illegible] দীক্ষা-গ্রহণের আবশ্যকতা আছে কি না? তিনি বৃদ্ধাদি অপেক্ষা গ্রহণ করেন না, ভাগবত পাঠ করেন, গোস্বামি-সন্তান, গুরু।

প্রভুপাদ। "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"—এই দুইপ্রকার অসাধু কখনও পারমার্থিক গুরু হইতে পারেন না। কৃষ্ণের ভক্ত না হইলে "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"—এই বিচারে কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞই শ্রীগুরুদেব। এরূপ কথা নহে যে, শ্রেষ্ঠ-বংশে জন্মগ্রহণ বা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই বা সন্ন্যাসী হইলেই গুরু হইতে পারিবেন। শ্রীগুরুদেব ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণই হউন, ন্যাসীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু যিনি নহেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব—সদাচারী। তাহাতে প্রশ্ন হয়—আচার কি? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।" 'অসৎ' কাহাকে বলে? স্ত্রীসঙ্গী, আর কৃষ্ণাভক্ত—এই দুই প্রকার অসাধু; ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'অসৎ'এর সাধারণ অর্থ—যাহা সৎ নহে। 'সৎ' অর্থাৎ যাহা unchangeable, transformable নয়, পরিবর্ত্তনশীল নয়। এই 'সৎ'এর বিপরীত তাহাই 'অসৎ'। 'গৃহস্থ' আর 'গৃহব্রত' বলিয়া দুইটী কথা আছে। কৃষ্ণকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-জ্ঞানে আসক্ত ব্যক্তিই যোষিৎসঙ্গী। তাদৃশ কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত গৃহস্থকেই 'গৃহব্রত' বলা হয়। সুতরাং গৃহব্রত কখনও গুরু হইতে পারেন না। হরিভজন করিলে গৃহস্থও ভাল, সন্ন্যাসীও ভাল; নতুবা সন্ন্যাসীও অভক্ত।

কৃষ্ণভক্ত কে? "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে যিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ দর্শন করেন, তিনি বস্তুতত্ত্বে অজ্ঞতা-নিবন্ধন কৃষ্ণভক্ত হইতে পারেন না। জড়বিশেষ-রহিত জ্ঞেয়বস্তুবিষয়ক বিবেকই ব্রহ্ম। বেদান্তসূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা বলিয়াছেন। [সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সন্বিদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়-লীলাযুক্ততত্ত্বের অনুধাবন-ফলে "ব্রহ্ম" এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সন্ধিনীবৃত্তি অবলম্বন করায়, চিন্ময়লীলাযুক্ত তত্ত্বের অনুধাবন-ফলে 'পরমাত্মা' দর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দ-লীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অস্মিতা-রহিত "ব্রহ্ম" ও স্বাংশ-কলাই "পরমাত্মা"। শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্। 'ব্রহ্ম' তু অস্ফুটবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাবঃ • • •। যেন হেতুকর্ত্রা স্বাংশকলারূপ-জীবপ্রবেশন-দ্বারা সঞ্জীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধানাদি-সর্ব্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিতান্যেব চরন্তি স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে তৎপরমাত্মরূপং বিদ্ধি। অ বস্তু আত্মবং তদপেক্ষয়া তু পরমত্বং ইত্যতঃ পরমাত্ম-শব্দেন তৎসহযোগী স এব ত্যজ্যতে।"—সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাব বশতঃ ভগবান্ অখণ্ড তত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ-হেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড, অসম্যক্ আবির্ভাব মাত্র। • • • যে হেতুকর্ত্তা জগতে স্বাংশকলারূপ জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সঞ্জীবিত করেন, দেহাদি উপলক্ষণপ্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে 'পরমাত্মা' বলি। জানিবে। জীব স্বরূপতঃ আত্মা; জীবাপেক্ষা যাঁহার পরমত্ব, এ কারণে 'পরমাত্মা'-শব্দে তিনি জীবের নিত্য সহযোগিরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন।"—চৈঃ চঃ আ ২।১০ শ্লোকের অনুভাষ্য]

মায়া যাঁ অজ্ঞান-দ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া দ্বৈতজ্ঞানের অধীনতা বরণ করায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ফলে অদ্বয়জ্ঞান-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্য-বুদ্ধি আসিয়া যায়। তাহাতে বিকৃতদর্শনে যে প্রাকৃত-বুদ্ধি-নিবন্ধন অদ্বয়জ্ঞানের অভাবক্রমে ভগবান্ হইতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার স্বাতন্ত্র্য-কল্পনায় জ্ঞান-যোগাদি পৃথক্ পৃথক্ মার্গ কল্পিত হইয়া জীব ভগবদ্ভক্তির বিচার হইতে অবসর গ্রহণ করে এবং নানামতবাদের আবাহন-পূর্ব্বক জগজ্জঞ্জাল বর্দ্ধন করে। অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃত হইয়া আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ। তাদৃশ বিচার হইতে যাঁহারা বিন্দুমাত্র পৃথক্ হইয়াছেন বা তাহার সহিত 'খাদ' মিশাইবার যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা অভক্ত-পর্য্যায়ে গণিত। তাঁহারা গুরুপদ-বাচ্য নহেন।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ", "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্" প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকে গৃহব্রতের সঙ্গে গৃহস্থের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহব্রত কখনও কৃষ্ণকে বুঝিতে পারিবেন না। অন্যের উপদেশে, নিজের চেষ্টায় বা পরস্পর আলোচনার ফলে কৃষ্ণের উপলব্ধি সম্ভব হয় না। যেহেতু Activity of senses (ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকলাপ) Absolute—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য মুক্তের directionএ (নির্দ্দেশানুসারে) চলিতেছে না। Non-Absoluteএর follow করার চেষ্টাই গৃহব্রতী চেষ্টা। Finite (সীমাবদ্ধ) জিনিষে অনুবিধার মধ্যে প্রবেশ করাই গৃহব্রতের কার্য্য। আমাদের Sensuous Jurisdictionএর (ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের) মধ্যে যত জিনিষ, তাহা ভগবান্ নহে। কৃষ্ণমায়াকে সরাইয়া দিলেই কৃষ্ণদর্শনের সৌভাগ্য উদিত হয়। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গৃহব্রতের ধর্ম্ম। ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থ ও ভগবদ্বিমুখ গৃহব্রত বহির্দৃষ্টিতে এক প্রতীত হইলেও দুইটিতে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। গৃহের অভ্যন্তর ও বহির্দ্দেশ এক নহে।

ভক্ত গৃহস্থ গৃহের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ-জ্ঞানে তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বিধান করিতেছেন; পরন্তু অভক্ত গৃহমেধী তাহা নিজেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণসেবা হইতে অবসর লইতেছেন।

বদ্ধজীবের প্রতি মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা—এই দুইটি বৃত্তি ক্রিয়া করিতেছে। Foreign জিনিষ as an impediment আসিয়া জীবের সাহজিক সেবাপ্রবৃত্তিকে বাধা দিচ্ছে, জ্ঞেয়পদার্থকে ভুল বুঝাইতেছে, mutilate করিতেছে।

বৎসর দুই তিন পূর্ব্বে মাদ্রাজে আমাদের একটি lecture দেওয়া হয়; তাহাতে 'গুরুতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে, Guru is not an impediment. শ্রীভগবানের ভোগ্যবস্তু, তাঁহাতে নিবেদিত বস্তু আমরা যদি গুরু সাজিয়া মাঝপথে খাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদেরও সর্ব্বনাশ, শিষ্যেরও সর্ব্বনাশ। শাস্ত্র বলেন—

"যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

Opaque Glass ও Transparent Glass দৃষ্টান্তস্বরূপে আলোচ্য। Opaque অর্থাৎ অস্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া বস্তু দেখা যায় না। আমার চক্ষু এবং দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে কতকগুলি বাধা আসিয়া পড়ে। স্বচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়া বেশ দেখা যায়। তদ্রূপ অস্বচ্ছ গুরু বা গুরুব্রুবের মধ্য দিয়া পরতত্ত্ব দর্শন করা যায় না। গুরুব্রুব শিষ্যের নিবেদিত সর্ব্বস্ব ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার পরিবর্ত্তে নিজেই আত্মসাৎ করিয়া বসে। সুতরাং তাদৃশ অস্বচ্ছ গুরুর শরণাগত হইয়া পরমার্থলাভে বঞ্চিতই হইতে হয়।

বৈষ্ণব ব্যতীত Non-Baishnab or Anti-Baishnab কেহই গুরু হইতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

রাজেন বাবু। কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব কি গুরু হইতে পারেন না?

প্রভুপাদ। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—বৈষ্ণবতার gradation. কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবতায় কেবল অবৈষ্ণবতা নাই; সে কথা বিশদরূপে পরে হইবে। বৈষ্ণবতা কাহাকে বলে, তাহা স্থির না হইলে, সদ্গুরুপাদাশ্রয় না হইলে অধিকার বিচার আসিবে কোথা হইতে? গুরুদেবই অধিকার বিচার করেন। যিনি ভক্তিরাজ্যের কোন কথায় প্রবেশ করিলেন না, নিজেই কিছু বুঝিলেন না, তিনি অন্যকে বুঝাইবেন কিরূপে? অবৈষ্ণবকে গুরুর স্থানে বসাইলে গুরুতত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও দীক্ষা-রহস্য

পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ

[গত ৮ই আগষ্ট (১৯৩৪), বুধবার প্রাতে লোকভক্তের স্বনামপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী মহাশয় তাঁহার জনৈক কর্মচারীর সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া শ্রীগুরুতত্ত্ব, দীক্ষা-রহস্য প্রভৃতি-বিষয়ে শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ যে-সকল মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের সৌজন্যে আমরা এই অমূল্য-রত্ন প্রকাশে সমর্থ হইলাম। তন্নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নঃ সঃ]

রাজেন বাবু। কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে পুনরায় দীক্ষা-গ্রহণের আবশ্যকতা আছে কি না? তিনি মৎস্যাদি অমেধ্য গ্রহণ করেন না, ভাগবত পাঠ করেন, গোস্বামি-সন্তান, গৃহস্থ।

প্রভুপাদ। "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"—এই দুইপ্রকার অসাধু কখনও পারমার্থিক গুরু হইতে পারেন না। কৃষ্ণের অভক্ত না হইলে "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"—এই বিচারে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই শ্রীগুরুদেব। এরূপ কথা নহে যে, শ্রেষ্ঠ-বংশে জন্মগ্রহণ বা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই বা যশস্বী হইলেই গুরু হইতে পারিবেন। শ্রীগুরুদেব বাহ্যাকারে ব্রাহ্মণই হউন, ন্যাসীই হউন, বা গৃহস্থই হউন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু যিনি নহেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব—সদাচারী। তাহাতে প্রশ্ন হয়—আচার কি? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।" 'অসৎ' কাহাকে বলে? স্ত্রীসঙ্গী, আর কৃষ্ণাভক্ত—এই দুই প্রকার অসাধু; ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'অসৎ'এর সাধারণ অর্থ—যাহা সৎ নহে। 'সৎ' অর্থাৎ যাহা unchangeable, transformable নয়, পরিবর্ত্তনশীল নয়। এই 'সৎ'এর বিপরীত তাহাই 'অসৎ'। 'গৃহস্থ' আর 'গৃহব্রত' বলিয়া দুইটী কথা আছে। কৃষ্ণকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-জ্ঞানে আসক্ত ব্যক্তিই যোষিৎসঙ্গী। তাদৃশ কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত গৃহস্থকেই 'গৃহব্রত' বলা হয়। সুতরাং গৃহব্রত কখনও গুরু হইতে পারেন না। হরিভজন করিলে গৃহস্থও ভাল, সন্ন্যাসীও ভাল; নতুবা সন্ন্যাসীও অভক্ত।

কৃষ্ণভক্ত কে? "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে যিনি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ দর্শন করেন, তিনি বস্তুতত্ত্বে অজ্ঞতা-নিবন্ধন কৃষ্ণভক্ত হইতে পারেন না। জড়বিশেষ-রহিত জ্ঞেয়বস্তুবিষয়ক বিবেকই ব্রহ্ম। বেদান্তসূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কথা বলিয়াছেন। [সচ্চিদানন্দ ভগবানের সদানন্দদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সম্বিদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিন্ময়-লীলানুকূলতত্ত্বের অনুধাবন-ফলে "ব্রহ্ম" এবং সচ্চিদানন্দ ভগবানের আনন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল সন্ধিনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, চিন্ময়লীলানুকূল তত্ত্বের অনুধাবন-ফলে 'পরমাত্মা'দর্শন ঘটে। সুতরাং সচ্চিদানন্দ-লীলাবিগ্রহ ভগবানের চিন্ময় অঙ্গপ্রভাই চিদ্বিলাসহীন অন্তর্যামী-রহিত "ব্রহ্ম" ও সর্ব্বাংশ-সত্তাই "পরমাত্মা"। শ্রীল জীবগোস্বামী তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্। 'ব্রহ্ম' তু অস্ফুটবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাবঃ • • •। যেন হেতুকর্ত্রা আত্মাংশভূত-জীবপ্রবেশন-দ্বারা সংজীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধানাদি-সর্ব্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিতানীব চরন্তি স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে তৎপরমাত্মরূপং বিদ্ধি। অবস্তু আত্মত্বং জীবাপেক্ষয়া তস্য পরমত্বং ইত্যতঃ পরমাত্ম-শব্দেন তৎসংযোগী স এব উচ্যতে।"—সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়া পূর্ণ আবির্ভাব বশতঃ ভগবান্ অখণ্ড তত্ত্বরূপ। আর ব্রহ্মে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যাকারত্বের অপ্রকাশ-হেতু ব্রহ্ম ভগবানের খণ্ড, অসম্যক্ আবির্ভাব মাত্র। • • • যে হেতুকর্ত্তা জগতে আত্মাংশভূত জীবগণকে প্রবেশ করাইয়া জগৎকে সঞ্জীবিত করেন, দেহাদি উপলক্ষণ প্রধানাদি তত্ত্বসমূহ যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবস্থান পূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে 'পরমাত্মা' বলিয়া জানিবে। জীব স্বরূপতঃ আত্মা; জীবাপেক্ষা যাঁহার পরমত্ব, এ কারণে 'পরমাত্মা'-শব্দে তিনি জীবের নিত্য সহযোগিরূপে ব্যক্ত হইতেছেন।"—চৈঃ চঃ আ ২।১০ শ্লোকের অনুভাষ্য]

মায়া বা অজ্ঞান-দ্বারা স্বতন্ত্র হইয়া দ্বৈতজ্ঞানের অধীনতা বরণ করায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ফলে অদ্বয়জ্ঞান-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার সহিত কৃষ্ণে পার্থক্য-বুদ্ধি আসিয়া যায়। তাহাতে বিকৃতফলে যে প্রাকৃত-বুদ্ধি নিবন্ধন অদ্বয়জ্ঞানের অভাবক্রমে ভগবান্ হইতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার স্বাতন্ত্র্য-কল্পনায় জ্ঞান-যোগাদি পৃথক্ পৃথক্ মার্গ কল্পিত হইয়া জীব ভগবদ্ভক্তির বিচার হইতে অবসর গ্রহণ করে এবং নানামতবাদের আবাহন-পূর্ব্বক জগজ্জঞ্জাল বর্দ্ধন করে। অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃত হইয়া আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির লক্ষণ। তাদৃশ বিচার হইতে যাঁহারা বিন্দুমাত্র পৃথক্ হইয়াছেন বা তাহার সহিত 'বাদ' মিশাইবার যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা অভক্ত-পর্য্যায়ে গণিত। তাঁহারা গুরুপদ-বাচ্য নহেন।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ", "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্" প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকে গৃহব্রতের সঙ্গে গৃহস্থের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহব্রত কখনও কৃষ্ণকে বুঝিতে পারিবেন না। অন্যের উপদেশে, নিজের চেষ্টায় বা পরস্পর আলোচনার ফলে কৃষ্ণের উপলব্ধি সম্ভব হয় না। যেহেতু Activity of senses (ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকলাপ) Absolute—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য মুক্তের direction এ (নির্দ্দেশানুসারে) চলিতেছে না। Non Absolute এর follow করার চেষ্টাই গৃহব্রতী চেষ্টা। Finite (সীমাবদ্ধ) জিনিষে অনুবিদ্ধার মধ্যে প্রবেশ করাই গৃহব্রতের কার্য্য। আমাদের Sensuous Jurisdiction এর (ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের) মধ্যে যত জিনিষ তাহা ভগবান্ নহে। কৃষ্ণমায়াকে সরাইয়া দিলেই কৃষ্ণদর্শনের সৌভাগ্য উদিত হয়। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গৃহব্রতের ধর্ম্ম। ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থ ও ভগবদ্বিমুখ গৃহব্রত বহির্দৃষ্টিতে এক প্রতীত হইলেও দুইটিতে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। গৃহের অন্তস্তল ও বহির্দেশ এক নহে।

ভক্ত গৃহস্থ গৃহের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ-জ্ঞানে তদ্দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বিধান করিতেছেন; পরন্তু অভক্ত গৃহমেধী তাহা নিজেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণসেবা হইতে অবসর লইতেছেন।

বদ্ধজীবের প্রতি মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা—এই দুইটি বৃত্তি ক্রিয়া করিতেছে। Foreign জিনিষ as an impediment আসিয়া জীবের সাহজিক সেবাপ্রবৃত্তিকে বাধা দিচ্ছে, জ্ঞেয়পদার্থকে ভুল বুঝাইতেছে, mutilate করিতেছে।

বৎসর দুই তিন পূর্ব্বে মাদ্রাজে আমাদের একটি lecture দেওয়া হয়; তাহাতে 'গুরুতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে, Guru is not an impediment. শ্রীভগবানের ভোগ্যবস্তু, তাঁহাকে নিবেদিত বস্তু আমরা যদি গুরু সাজিয়া মাঝ পথে খাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমাদেরও সর্ব্বনাশ, শিষ্যেরও সর্ব্বনাশ। শাস্ত্র বলেন—

"যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

Opaque Glass ও Transparent Glass দৃষ্টান্তস্বরূপে আলোচ্য। Opaque অর্থাৎ অস্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া বস্তু দেখা যায় না। আমার চক্ষু এবং দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে কতকগুলি বাধা আসিয়া পড়ে। স্বচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়া বেশ দেখা যায়। তদ্রূপ অস্বচ্ছ গুরু বা গুরুব্রুবের মধ্য দিয়া পরতত্ত্ব দর্শন করা যায় না। গুরুব্রুব শিষ্যের নিবেদিত সর্ব্বস্ব ভগবৎপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার পরিবর্ত্তে নিজেই আত্মসাৎ করিয়া বসে। সুতরাং তাদৃশ অস্বচ্ছ গুরুর শরণাগত হইয়া পরমার্থলাভে বঞ্চিতই হইতে হয়।

বৈষ্ণব ব্যতীত Non-Baishnab or Anti-Baishnab কেহই গুরু হইতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

রাজেন বাবু। কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব কি গুরু হইতে পারেন না?

প্রভুপাদ। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—বৈষ্ণবতার gradation. কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবতার কেবল আবৈষ্ণবতা নাই; সে কথা বিশদরূপে পরে হইবে। বৈষ্ণবতা কাহাকে বলে, তাহা স্থির না হইলে, সদ্গুরুপাদাশ্রয় না হইলে অধিকার বিচার আসিবে কোথা হইতে? গুরুদেবই অধিকার নির্ণয় করেন। যিনি ভজন-রাজ্যে কোন কথায় প্রবেশ করিলেন না, নিজেই কিছু বুঝিলেন না, তিনি অন্যকে বুঝাইবেন কিরূপে? অবৈষ্ণবকে গুরুর স্থানে বসাইলে গুরু-তত্ত্বের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

[illegible] চণ্ডীদাসের [illegible] তাঁহারা [illegible] করিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] অতীত [illegible] অবস্থায় [illegible] গৌড়ীয়বৈষ্ণবের [illegible] ভজন-প্রণালীর [illegible] শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর অনুগত তাঁহার একান্ত আশ্রিত-জনগণই রাধাগোবিন্দের ভজন-রহস্য উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণ-ভজন চেষ্টা শ্রীবার্ষভানবীর অনুমোদিত নহে। সুতরাং তদ্দ্বারা কৃষ্ণের প্রকৃত তুষ্টিবিধান হয় না।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি (মৈথিল কবি), জগন্নাথবল্লভ, কৃষ্ণকর্ণামৃত (কৃষ্ণবেণ্বা নদী তীরে গীত) ও শ্রীগীতগোবিন্দ—এই পাঁচখানি গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছুই বলেন না। [শ্রীল প্রভুপাদ ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করিতে করিতে অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিদ্যাপতির "তাতল সৈকতে" প্রভৃতি, গীতগোবিন্দের "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" "ললিত-লবঙ্গলতা" প্রভৃতি, জগন্নাথবল্লভের 'দিশতঃ শর্ম্ম' প্রভৃতি গীত-শ্লোক আবৃত্তি ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা করিতে থাকেন।] শ্রীল দামোদরস্বরূপের কার্য্য ছিল সর্ব্বক্ষণ শ্রীমহাপ্রভুর ভাবানুরূপ ঐসকল গীতি গান করা। শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে পূর্ব্বরাগ (আলম্বন ও উদ্দীপন), ভাব-পরীক্ষা (শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা-প্রতি এবং শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি কি-প্রকার অনুরাগ), ভাবপ্রবেশ (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক, আবার শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কিরূপ আকৃষ্ট), অভিসার (মিলন) ও সঙ্গম (অরিষ্ট গ্রামে শ্রীরাধাকুণ্ড; এই স্থানে কৃষ্ণ অরিষ্ট-অসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। তাহাতে অরিষ্টবধের পুরস্কার-স্বরূপ মদনিকা-নাম্নী জনৈকা প্রৌঢ়া গোপী শ্রীরাধাকে কৃষ্ণ-হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে রাস হইয়াছিল। সংযুক্ত নৃত্যের নাম রাস।)—এই পাঁচটি অঙ্ক আছে। এইগুলিই আলোচ্য। তবে অধিকার বিচার আছে। [illegible] আশ্রয়ণীয়।

[মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভু ইহার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের কথাগুলি আরও বিশ্লেষণ করিয়া রাজেন বাবুকে বুঝাইয়া দিতে থাকেন।]

আচার্য্যত্রিক প্রভু। সংসারে স্ত্রীপুত্রাদির অনুরাগে আসক্ত থাকিয়া নানানর্থ-প্রপীড়িত ব্যক্তির কাছে অপ্রাকৃত ব্রজরসের কথা আলোচনা করিতে গেলে এক বুঝিতে আর বুঝিয়া বৈরস্যের উৎপাদন করিতে হয়। সুতরাং সদ্গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া শ্রীগুরুদেবের অধিকারানুযায়ী শ্রবণ-কীর্ত্তন আবশ্যক।

[illegible] তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। বদ্ধের কাছে measurable জিনিসই বাস্তব [illegible], তাহা Absolute নহে—Non-Absolute. Only function of unalloyed soul is to serve the Absolute.

রাজেন বাবু। অজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি কি গুরু হইতে পারেন না?

প্রভুপাদ। না, গুরুতে কোন প্রকার লঘুত্বের স্থান নাই। শিষ্য যদি গুরুতে কোন দরিদ্রতা, অজ্ঞতা, আচারভ্রষ্টতা প্রভৃতি দোষ-দর্শনের অবকাশ পাইয়া গুরুকে তাঁহারই একজন অনুগ্রহের পাত্র বিবেচনায় গুরুলোককে সমর্থন করেন, আর গুরুও শিষ্যের সার্টিফিকেট পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন, তাহা হইলে সেখানে পরমার্থের কোন গন্ধ নাই জানিতে হইবে; স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণই সেখানে উভয়-পক্ষের একমাত্র ভক্তির বিষয়। গুরু-শিষ্য-বিচার ঐরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত নহে। জাগতিক সেতার বাজান ও গীতের শিখান গুরু, আমাদের স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণে উৎসাহদাতা লৌকিক কৌলিক গুরু আর পারমার্থিক গুরু এক নহেন। প্রাকৃত স্ত্রীপুত্রপরিপালন অথবা বাগ্মিতা মহান্ত গুরুর কার্য্য নহে। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চব্বিশঘণ্টা কৃষ্ণানুশীলন যাঁহার নাই, তাঁহাতে নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণতা—লঘুতা প্রভৃতি। গুরুদেব শিষ্যের কোন অনুগ্রহের বা সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখেন না। কোন বাজে কথায় কাণ দেওয়ার সময় তাঁহার নাই, তিনি অন্য-নিরপেক্ষ।

রাজেন বাবু। গুরু যদি তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ঋণদায়গ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়া সেই ঋণ-দায় হইতে মুক্ত করা যায় কি না?

প্রভুপাদ। তাঁহার প্রাকৃত-বিষয়-রক্ষার নিমিত্ত তিনি যদি শিষ্যের অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত। পারমার্থিক গুরুর বিষয়—পরমার্থ; সেই পরমার্থের সেবাই শিষ্যের একমাত্র কৃত্য, পার্থিব কোন ঋণেই তিনি ঋণী নহেন। প্রাকৃত কোন অভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সদ্গুরুর কৃষ্ণসেবোপকরণ সংগ্রহ জড়ীয় অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থগৃধ্নুতার সহিত এক মনে করিতে হইবে না। জড়ীয় অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন না। মর্ত্ত্যবুদ্ধিও থাকিবে, অথচ গুরুবুদ্ধিও করিব, ইহা নরক-প্রাপণী বুদ্ধি। "গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ।"

আচার্য্যত্রিকপ্রভু। মহান্ত গুরুদেবকে ব্রাহ্মণাদি-বর্ণগত বিচার করিলেও তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

প্রভুপাদ। National গুরু, Particular caste-এর গুরু, সেতার শিখান'র গুরু, কৃষ্ণকে ভোগ্য-বুদ্ধিকারী—ইঁহারা পারমার্থিক গুরু নহেন।

আচার্য্যত্রিকপ্রভু। গোস্বামিত্ব বংশ-পরম্পরায় আবদ্ধ নহে। পিতা ভজনপরায়ণ হইয়া 'গুরু' বলিয়া সম্মানিত হইলে পুত্র ভজনহীন হইয়াও যে সেই সম্মানের দাবী করিবেন, ইহা হইতে পারে না। সংসারাসক্ত বদ্ধজীবের বিচারের সহিত মহাপ্রভুর গুরুভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্।

রাজেন বাবু। গৃহস্থ ও গুরুত্বে তফাৎ কি?

প্রভুপাদ। তফাৎ কৃষ্ণভজন করা না করা। পুতুলখেলার নাম ভজন নয়। হিজিবিজি লেখাও লেখা, আর ভাল লেখাও লেখা। কিন্তু একটির কোনই অর্থ নাই, আর একটির অর্থ আছে। দুইটিকেই সমান জ্ঞান করায় কি [illegible] বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে নিরস্ত হইয়াছে? [illegible] idea, apparent side টাকেই বহুমানন করে। সেটা primary duty. পুতুল খেলায় সময় নষ্ট করিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইতে হইবে না।

রাজেন বাবু। যিনি গৃহস্থ, তিনি ত' স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া থাকে

প্রভুপাদ। তিনি হরিভজনের বিচার লইয়া থাকেন। Baisnaba view is not to be confused with non-Baisnaba view. ৫ বৎসরের শিশু Shakespear এর Drama হয়ত' vocalise করিতে পারে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাহা পড়িয়া appreciate করেন

আচার্য্যত্রিক প্রভু। লৌকিক ব্যবহারিক গুরুই বা কোন্ দিকে লইয়া যান, আর পারমার্থিক গুরুই বা কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছেন, ইহা বিচার করিয়া দেখা দরকার।

রাজেন বাবু। যদি পারমার্থিক গুরুর নিকট হইতে উপদেশ লওয়া যায়, আর ব্যবহারিক গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লওয়া যায়, তবে ক্ষতি কি?

প্রভুপাদ। ক-লাইনে গেলে, ক্রসে গেলেন না—চলিলেন না, নোঙ্গর ফেলিয়াই রাখিলেন, তোলা হইল না। আপনার অন্য স্থানে যাইবার প্রয়োজন কি? আপনি ত' উহাতেই quite satisfied.

রাজেন বাবু। পারমার্থিক দীক্ষা না হইলে কি কোন তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না?

প্রভুপাদ। শ্রবণ হয় না, ফিরে বিপরীত [illegible]। আলোর কাজ—অন্ধকার দূর করা। অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া, অন্ধকারকে পকড় রাখিয়া আলোক-লাভ কি-প্রকারে সম্ভব হইবে?

আচার্য্যত্রিক প্রভু। লৌকিক গুরু মন্ত্রকে 'শব্দ' মাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন, 'শব্দী' জ্ঞান করেন না।

প্রভুপাদ। 'মন্ত্র' সাক্ষাৎ শব্দী। অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দীতে কোন ভেদ নাই।

রাজেন বাবু। কনিষ্ঠাধিকারী কি মন্ত্র দেওয়ার অধিকারী নহেন?

প্রভুপাদ। কনিষ্ঠাধিকারীর অধিকার আসিতেছে কোথা হইতে? কে তাঁহাকে অধিকার দিয়াছেন? কনিষ্ঠাধিকারী কখনও গুরু হইতে পারেন না।

রাজেন বাবু। মধ্যমাধিকারী কি দীক্ষা দিতে পারেন?

প্রভুপাদ। তিনি দীক্ষার প্রাসঙ্গিক কার্য্য করিতে পারেন মাত্র; উত্তমাধিকারী মহাভাগবত বৈষ্ণবই দীক্ষা-গুরু। রাগাত্মিক ও রাগানুগ—এই দুইপ্রকার বৈষ্ণব নিত্যজগতের বৈষ্ণব—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যকাল সাক্ষাদ্ভাবে সেবা করিতেছেন। শ্রীবার্ষভানবী এবং তাঁহার কায়ব্যূহগণের সেবা রাগাত্মিকা। রাগাত্মিকগণের সাক্ষাৎসেবা তাঁহাদের আনুগত্যে যাঁহারা স্বরূপসুখে সম্পাদন করেন, তাঁহারাই রাগানুগ। ইঁহারা পারমার্থিক গুরু।

ব্যবহারিক গুরু বৈষ্ণবধর্ম্মের পরমার্থের কথা বুঝেন না। নিজের বা লোকের প্রয়োজন-সিদ্ধি অনাত্মধর্ম্ম, উহা আত্মধর্ম্ম—পরমার্থ নহে। সেতার শিখান'র কাজ Absolute-এর কার্য্য নয়। স্বার্থ আর পরমার্থ দুইটী কথা: স্বার্থপূরণ কার্য্য পরমার্থবিরোধী। স্বার্থ—পাপপুণ্য-বিচার লইয়া। মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে। কিন্তু তিনি [illegible] পরমার্থপথে প্রতিষ্ঠিত করিবেন কিরূপে, এই চিন্তা করিয়া লোকশিক্ষার্থ সংসারে তাৎপর্য্যপূর্ব্বক স্বয়ং আদর্শ হইলেন। তিনি যে কৃষ্ণপ্রেম-লীলার আদর্শ প্রকট করিলেন, সেই আদর্শই আমাদের অনুসরণীয়।

'সাক্ষাৎ' আর 'স্ফূর্ত্তি'—এই দুইটীতে ভেদ আছে। কৃষ্ণবিষয়ক স্ফূর্ত্তি-দ্বারা সাক্ষাৎকার স্বরূপসিদ্ধি-অবস্থায় হয়; আর বস্তুসিদ্ধি-অবস্থায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শন এবং কৃষ্ণসেবা লাভ হয়।

কৃষ্ণের জন্ম

দৈব-বাণী

মথুরাতে বিবাহান্তে
বসুদেব মতিমান্।
পত্নী-সাথে দিব্য রথে
চলিলেন স্বভবন॥

শ্যালক ক'রে জাঁক
মনোসুখে অতিশয়।
অশ্বরশ্মি হাসি' হাসি'
ধরিল সে কংস রায়॥

পথে যেতে নেপথ্যেতে
নিরদয় দৈববাণী।
কংসে কহে— "শোন ওহে
নীচাশয় কুলগ্লানি॥

ফণী-পুচ্ছ ভেবে তুচ্ছ
আকর্ষিয়ে সাধে হায়।
মৃত্যু জালি আলিঙ্গিলি
নিয়তির প্রেরণায়॥

মৃগপতি পশুপতি
নাশে যথা করিবর।
তথা তোর মৃত্যু ঘোর
যাঁর করে রে পামর॥

সেই হরি অবতরি'
দেবকীর গর্ভে জন্ম।
দুষ্টে দলি' শিষ্টে পালি'
সুশান্ত করিবে ধরা॥"

দৈববাণী হেন শুনি'
মরণ-কাহিনীময়।
সুনৃশংস ধূর্ত কংস
ক্ষিপ্র করে খড়্গ লয়॥

উগ্রমূর্ত্তে ক্ষিপ্তচিত্তে
নাশিবারে স্ব-স্বসায়।
পূর্ণোন্মত সে উদ্ধত,
অবিনীত দস্যুপ্রায়॥

কংসের নিকট বসুদেবের নিবেদন

অকস্মাৎ বজ্রপাত
বসুদেব শিরে হায়।
হ'ল যেন হেরি' হেন
নিদারুণ বিপদায়॥

স্তবাদিতে শান্তচিত্তে
সত্ত্ব সুবিশুদ্ধময়।
বসুদেব বলে ভূপ
ক্ষম দীনা অনুজায়॥

গুণখনি নৃপমণি
তুমি ত এ বসুধায়।
ধীর অতি স্থিরমতি
সুনীতিজ্ঞ সহৃদয়॥

হে ভূপেশ তব যশ
বীরেন্দ্রসমাজে গায়।
এ অবলা ভীতা-বালা
নাশ তবোচিত নয়॥

হৃষ্টচিত্তে হেনমতে
নিবারিতে বৃষ্ণিবর।
কত কহে কিন্তু তাহে
ক্ষান্ত নহে দুরাচার॥

তবে দুঃখে দীর্ণ বুকে
বসুদেব মহামতি।
সুষ্ঠু ভাষে ক্রূর কংসে
বলে শুন হে ভূপতি॥

ভয় তব নাহি লব
দেবকী হইতে জেনো।
বিনা দোষে নারী নাশে
তবে হে উদ্যত কেন॥

গর্ভজাত এর যত
সন্তান-সন্ততিচয়।
করে তব অরপিব
জন্ম-মাত্র এ ধরায়॥

যুক্তিপূর্ণ বাণী হেন
শুনি' উগ্রসেনসুত।
পাপ-বোধে ভগ্নীবধে
ক্ষান্ত হ'ল আপাততঃ॥

পত্নী-সনে স্বভবনে
বসুদেব ক্ষুন্নচিত্তে।
প্রবেশিল মুক্ত হ'ল
যেন রবি রাহু হ'তে॥

অনন্তর পুত্রবর
জনমিল দেবকীর।
কীর্ত্তিমান্ যাঁর নাম
প্রথম তনয় ধীর॥

লয়ে তাঁ'রে কংস-করে
বসুদেব অর্পিল।
হেন দৃশ্য হেরি' কংস
অতীব বিস্মিত হ'ল॥

ফিরে দিয়ে সে তনয়ে
বলে কংস বসুদেবে।
লয়ে এরে যাও ঘরে
সভাসঙ্ক তুমি ভবে॥

ক্রমে যবে জনমিবে
অষ্টম তনয় তব।
মোরে দিও না বঞ্চিও
তারে আমি বিনাশিব॥

হেন বাণী কর্ণে শুনি'
অকূলে লভিয়ে ভেলা।
পুত্র লয়ে নিজালয়ে
বসুদেব সুখে গেলা॥

নারদের বাণী

অকস্মাতে মথুরাতে
একদা নারদ আসি'।
ধীরভাষে কংসপাশে
কহিতে লাগিলা বসি'॥

"ভূমিভার হরিবার
হ'তেছে উদ্যোগ রোষে।
সর্ব্বদেবে জনমিবে
নন্দ-বসুদেব-বংশে॥

বিনাশিবে তোমা সবে
জেনো কংস নানামতে।
যত অসুর মধুপুর
ভুঞ্জিবে নির্ভয়চিত্তে॥"

কংসের নিষ্ঠুর কার্য্য

স্বীয় ধ্বংস- বার্ত্তা কংস
শুনে ত্বরা ভীতমনে।
কারাগারে ভগিনীরে
নিক্ষেপিল পতি সনে॥

"বলে শুন ভৃত্যগণ
দৃঢ়ভাবে বন্দিদ্বয়ে।
শৃঙ্খলিত নিয্যাতিত
কর সুসতর্ক হ'য়ে॥

গর্ভজাত সুতাসুত
দেবকীর যত সবে।
একে একে সে সবাকে
মোর করে অর্পিবে।"

জন্ম-মাত্র পৌত্র পুত্র
হেন মত দেবোপম।
করে ধ্বংস দুষ্ট কংস
হীনচেতা নিরমম॥

ছয় পুত্র ক্রমে ধূর্ত্ত
বিনাশিল একে একে।
বলদেব- আবির্ভাব
সপ্তম গরভে সুখে॥

কৃষ্ণাদেশে বজে এসে
পৌর্ণমাসী যোগমায়া।
গুপ্তভাবে বলদেবে
গর্ভ হ'তে আকর্ষিয়া॥

রোহিণীতে অতর্কিতে
স্থাপিলেক কুতূহলে।
পৌরজন ক্ষুণ্ণমন
গর্ভপাত হ'ল ব'লে॥

বিশুদ্ধ-সত্ত্ব দেবকীতে কৃষ্ণাবির্ভাব

ইতোমধ্যে সত্ত্ব শুদ্ধে
বসুদেব চিত্তাসনে।
অবতারী শ্রীমুরারি
আবির্ভূত শুভক্ষণে॥

বিষ্ণুতেজে দৈত্যরাজে
ভীত করি' অতিশয়।
কারামাঝে সুখে রাজে
বসুদেব বিষ্ণুময়॥

পূর্ব্বদিশি পূর্ণশশী
মহানন্দে ধরে যথা।
হৃদ্দ্বারে বিশ্বাধারে
দেবকী ধরিল তথা॥

প্রভাবতী সাধ্বী সতী
দেখে' দেবকীর মূর্ত্তি।
স্বীয় ধ্বংস- ক্রিয়া কংস
বুঝিল নিকটবর্ত্তী॥

চিন্তে মনে এই ক্ষণে
বধিব কি অবলায়।
গরভিণী স্বভগিনী
নাশে যশঃ আয়ুঃ-ক্ষয়॥

ক্ষুব্ধ চিত্তে সদা চিন্তে
শ্রীহরি-প্রকট-কাল।
কি শয়নে কি স্বপনে
(দেখে) তন্ময় এ ভূমণ্ডল॥

দেবগণের গর্ভস্তুতি

পদ্মাসন গজানন
সহস্রলোচন ভবে।
কারাগারে এসে করে
স্তব স্তুতি আদিদেবে॥

সত্যব্রত হে ত্রিসত্য
সত্যাধীশ সত্যাত্মক।
স্থিতি-লয়- সৃষ্টিময়
নিত্য শুভ বিধায়ক॥

মোরা দীন হে স্বামিন্
নমি পদে বারবার।
রক্ষ হরে মো সবারে,
জয় জয় যদুবর॥

স্তব শেষে স্বীয় বাসে
গেলা যত সুর সবে।
অনন্তর মনোহর
দিবা কাল এল ভবে॥

বাসুদেবের জন্ম

বিদ্যাধরীগণ কিন্নর চারণ
নাচিল গাহিল হর্ষে তবে।
হ'ল যুগপৎ দুন্দুভি-নিনাদ
পুষ্প বরষে দেবতা সবে॥

সর্ব্বগুণযুত রমণীয়, পূত
কাল উপনীত, শুভ স্নিগ্ধ।
শান্ত যজ্ঞানল পুনঃ প্রজ্বলিল
গরজিল মেঘ মন্দ মন্দ॥

আঁধার নিশিথে কৃষ্ণ-অষ্টমীতে,
বিকাশিল জ্যোতিঃ অংশুখানি।
পূর্ণ কৃষ্ণচন্দ্র শশি-তপনেন্দ্র
তমোহারী নীলকান্তমণি॥

চির শুভময় হৃদয়-গুহায়
প্রতি জীবে যাঁ'র নিত্যস্থিতি।
কংস-কারামাঝে নিত্য দিব্যসাজে
হ'ল আবির্ভূত বিশ্বপতি॥

কমল-লোচন সুপীত-বসন
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত বক্ষ সুশোভিত
কৌস্তুভরাজিত কণ্ঠোপরি॥

বসুদেব ও দেবকীর স্তব

নীরব নিশাতে অপূর্ব্ব প্রভাতে,
দীপ্তিময় হ'ল রুদ্ধ কারা।
বিমুগ্ধ-নয়নে হেরি' নারায়ণে
বসুদেব হ'ল আত্মহারা॥

মনে মনে করে দান ব্রাহ্মণেরে
ধেনু-বৎসাদি বস্তু নানা।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মস্তক নোয়ায়ে
আরম্ভিল স্তব শুদ্ধমনা॥

"সর্ব্ব-অন্তর্যামি ত্রিজগৎ-স্বামী
তুমি হে তারক ভবার্ণবে।
প্রকৃতি-অতীত অনন্ত, অজিত,
তোমাতে সকলই সম্ভবে॥

অসীম, সসীম শান্ত, জন্মহীন
স্বরূপে, অরূপে নিত্য স্থিত।

গৌড়ীয়-দর্শনে জন্মাষ্টমী

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর]

সৌভাগ্যের সুযোগ গ্রহণ করিব কি?

আমাদের এরূপ আক্ষেপ হইতে পারে, হায়! কৃষ্ণাবতার-কালে আমাদের জন্ম হইল না কেন? সে-সময় ত' আমাদের জন্ম হয় নাই; আবার তা'র পর তিনি শ্রীগৌরসুন্দর-রূপে শ্রীধাম মায়াপুরে কৃষ্ণ-ভজন শিক্ষা দিবার জন্য যখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখনও যদি জন্ম হ'ত, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইতে পারিতাম! ইহা সত্য বটে যে, ঐ ঐ-সময়ে আমরা জন্মগ্রহণ করিতে পারি নাই; কিন্তু আমরা যে আজ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গৌরশক্তির আবির্ভাব-সময়ে সৌভাগ্যক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে কথা একবার চিন্তা করিয়াছি কি? যিনি শত শত গ্যালন রক্ত জল করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য নানাবিধ কৌশল আবিষ্কার পূর্ব্বক কলিযুগের মহৌষধি শ্রীহরিনাম এবং পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ অকাতরে আপামরে প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিতেছেন, তাঁহার কথার আমরা কতক্ষণ কর্ণপাত করিলাম, কতক্ষণই বা তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণাবলী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিলাম বা নিঃশ্রেয়স্ বরণ করিতে সমর্থ হইলাম?

কৃষ্ণপ্রেমলাভের উপায়

কলিযুগে কৃষ্ণ-ভজনের মূল-মন্ত্র যে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন, তাহা যিনি প্রচার করিয়াছেন, সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহের পদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কোন মঙ্গল হইবার আশা নাই। আমরা যত বড়ই কর্ম্মী হই, যত বড় জ্ঞানী, যোগী বা তাপস হই না কেন, যত বড় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেই না কেন, শ্রীগৌরপ্রিয়-পাদসেবা ব্যতীত আমাদের কোন দিন উদ্ধার হইবে না। তাই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত বলিতেছেন—

"আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়-পাদসেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥"

আচার্য্যের আহ্বান

অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ফলে আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার ফল-স্বরূপ মায়াবদ্ধতা এবং তৎফলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করাটাই আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম বলিয়া মজ্জাগত ধারণা করিয়া রাখিয়াছি। এই সংসারের (বিকৃত) রস অপেক্ষা আর যে কোনপ্রকার বিশুদ্ধ উচ্চতর রস থাকিতে পারে, সেরূপ ধারণা করিবার আমাদের কোন সুযোগ না হওয়ায়, আমরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়াই জন্মজন্মান্তর কাটাইয়া দিতেছি, আমাদের সে ঘুমঘোর আর কাটিতেছে না। কিন্তু বর্ত্তমানে আচার্য্যের হুঙ্কার আর কাহাকেও নিশ্চিন্ত থাকিতে দিতেছেন না, উচ্চৈঃস্বরে সকলের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তিনি জীমূত-মন্দ্রে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—"হে দুঃখার্ণবে পতিত জীবসকল! তোমরা শ্রীমদ্ভাগবতের—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

—এই বাণীর অনুশীলন কর, তোমাদের নিত্য মঙ্গল হইবে, জীবনে শাশ্বত শান্তি লাভ ঘটিবে, সংসার-কারাগারে আর পড়িয়া থাকিয়া অনন্ত-নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। অনন্তকাল ধরিয়াই ত' স্বতন্ত্রেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সুখভোগের লোভে সংসার-চক্রের নাগরদোলায় ঘূর্ণমান হইয়া কত কষ্ট না ভোগ করিতেছ! আর ও-পথে যাইও না; এখন ভাগবত-বাণীর অনুশীলন কর, জীবন সার্থক হইবে।

জিনিয়া অর্ব্বুদ মন্মথ যাঁ'র
অঙ্গকান্তি সুদীপ্ত।
চিন্ময় আনন-মণ্ডল সদা
মধুর মন্দস্মিত॥
যাঁ'র লাগি' ধায় যমুনা উজানে
গোবেণু করে রব।
গঙ্গা-পুলিনে বিজন-বিপিনে
তাপসে করে স্তব॥
অজ, ভব, যাঁ'র না পায় অন্ত
ব্রহ্মা, অনন্ত, শুক।
দেবকী-বসুদেবের প্রীতিতে
হ'রতে দীন-দুঃখ॥
ধন্য করিয়া তোমায় হে তিথি
কংস-কারাগারে।
আঁধা'র নাশি' এল বিশ্বপতি
নিখিল বিশ্বধারে॥
আনন্দময়ি! তব আগমনে
ভৌম-ব্রজের কুঞ্জে।
আনন্দ-লহরী তুলিয়া আজি
ভকত ভৃঙ্গ গুঞ্জে॥
কেহ বা পুলকে দেয় জয়ধ্বনি
কেহ বা নাচে হর্ষে॥
অতি ধন্য হ'ল মেদিনী তব
স্নিগ্ধ-চরণ স্পর্শে॥
শ্রীগুরুপদে নাহি রতি মম
অসীম করম ফেরে।
বন্দনা-গীতি-স্তাই তব মোর
কণ্ঠে উঠে না ত'রে॥
চিরস্মরণীয়া হে পূজনীয়া
শ্রেষ্ঠা মাধব-তিথি।
দীন আমার আজিকার দিন
গ্রহ এ ক্ষুদ্র নতি॥

—শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ - সমগ্র ৪০্
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮্
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬্
৩। ভাষ্য-স্বরূপসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৬ক। দ্বাদশ-আলবর ।০
৭। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১্
৮। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৯। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
১০। ভজন রহস্য ॥০
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১্
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১২। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২্
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৩। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২্
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৪। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য
১৫। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২্
১৬। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৭। জৈবধর্ম্ম
১৮। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৯। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২্
২০। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৵
ঐ (বাঁধা) ৸
২১। দ্বীপ-দিগ্দর্শন
২২। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵
২৩। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৪। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৫। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা
২৬। গীতমালা
২৭। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
২৮। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
২৯। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩০। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৩১। শরণাগতি
৩২। গীতাবলী
৩৩। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৪। সাধনকণ /০
৩৫। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৬। নবদ্বীপশতক /০
৩৭। অর্থপঞ্চক /০
৩৮। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৯। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪০। অর্চ্চনকণ ৵০
৪১। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
৪২। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩্
৪৩। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৫। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৪৬। গৌর-কৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৭। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৮। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৯। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
৫০। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫১। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫২। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৩। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৪। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত-ভাষায় প্রকাশিত

৫৫। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৬। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৭। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৮। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৯। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬০। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬১। রায় রামানন্দ
৬২। নাম-ভজন ।০
৬৩। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬৪। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৫। বৈষ্ণবিজম ।০
৬৬। তোয়ার্ট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৭। দি ভাগবত ।০
৬৮। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড অ্যানেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৯। ব্রহ্ম সংহিতা ২॥০
৭০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭২। সাধন-পথ ৴১০
৭৩। কল্যাণ কল্পতরু ৴১০
৭৪। গীতাবলী /০
৭৫। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৬। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিম্নলিখিত শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহে প্রাপ্তব্য

১। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। শ্রীঅদ্বৈত ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারি গুপ্তের আলয় ঐ
৬। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৭। শ্রীস্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীভাগবত আসন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। তেতিয়া কুঞ্জকানন, শ্রীনৃসিংহদেব-পল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ, গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালী।
১১। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট—চাকদহ।
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ, চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান।
১৩। শ্রীমোদদ্রুমমঠ, মামগাছি, বর্দ্ধমান।
১৪। শ্রী প্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান।
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রী প্রপন্নাশ্রম, ব্রাহ্মণপাড়া, হাওড়া।
১৭। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর, ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজীয়মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ, ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২২। শ্রী প্রপন্নাশ্রম, গোয়ালপাড়া, আসাম।
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ, কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, উড়িয়াবাজার, কটক।
২৬। শ্রীত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ, ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
৩০ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ, পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন।
৩৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, নিউদিল্লী।
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ক্যাষ্টার রোড ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে ৭।
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং মষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S W 7) লণ্ডন।
৩৯। অমরসি গৌড়ীয়মঠ পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর।
৪০। সরভোগ গৌড়ীয়মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম।
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খগোল রোড, মিঠাপুর, পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ,
৪৩। বিদুরকুটীর—বিজনোর ইউ, পি।

নদীয়া-প্রকাশের বিজ্ঞাপন হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন	৷৹	।৶৹	।৶	।৹
,, ,, ইঞ্চি		১॥৹	১॥৹	
,, ,, সিকিকলম		৪৲	৪৲	
,, ,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,, ,, ১ কলম	১২৲	৯৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ম চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৹।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি-প্রচারের অন্যান্য পত্রিকা

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাওয়া যায়। এই শ্রীপত্র বর্ত্তমানে পাক্ষিক-পত্র-রূপে প্রকাশিত হইতেছেন।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাঙ্গালা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ-সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র-সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড ; শ্রীমায়াপুর—১৭ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪১, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৫৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

দর্শনের ভ্রান্তি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ডেপুটী কমিশনার অফিসের সহকারী মহাফেজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বক্সী বলিতেছেন—বেলা ১০॥ টার সময় তিনি সরাই রোড দিয়া অফিসে যাইতেছিলেন; সে সময় একজন লোক একটী বাঁধের নীচে একটী জানোয়ারকে দেখাইয়া বলে যে, উহা একটি নেকড়ে বাঘ। বক্সী মহাশয় বলেন যে, ওটা বাঘ নহে, একটী কুকুর। কিন্তু সেই সময়েই উক্ত জানোয়ার লাফ দিয়া উপরে উঠিয়া [illegible] পাহাড়ের দিকে দৌড়াইতে থাকে। তখন জানা যায় যে, উহা সত্য সত্যই একটি নেকড়ে বাঘ। লোকজন চীৎকার আরম্ভ করিলে যে যাহা পায়, তাহা হাতে লইয়াই বাঘটিকে তাড়া করে। বাঘটি গোশালার নিকট পৌঁছিলে প্রায় দুইশত লোক মিলিয়া তাহাকে লাঠিপেটা করিয়া মারিয়া ফেলে। বাঘটী লম্বায় তিন হাত।

হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড

পাটনা হইতে প্রকাশ, হাজারিবাগের দায়রা জজ খাবু সেখ ও অপর তিন ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অদ্য পাটনায় হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, নিহত জালু সেখ দুইটি ডাকাতি মামলায় কয়েকজন আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে বলিয়া আসামিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

রাজবন্দীর পলায়ন

অমরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ফরিদপুরের কোন এক গ্রামে অন্তরীণে আবদ্ধ ছিল সে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ আসিয়াছে।

ধনেশ ভট্টাচার্য্য নামক অপর একজন রাজবন্দী অসুস্থাবস্থায় বাঁকুড়া কুষ্ঠ-হাসপাতালে ছিল। সেও তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ আসিয়াছে।

পদ্মাবক্ষে নৌকাডুবি

ভরাকর (ঢাকা) হইতে প্রকাশ গত ২১শে আগষ্ট তারিখে সকাল বেলা ঐ অঞ্চলে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। ঝড়ে পদ্মানদী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ২ খানি ইলিশ মাছ ধরিবার নৌকা এবং একখানি ঘাস বোঝাই নৌকা ঝড়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ঘাস বোঝাই নৌকার একজন লোককে পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য আরোহিগণ রক্ষা পাইয়াছে।

প্রতারণার নূতন ফন্দী

সদর হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি সবঙ্গ থানার থাকড়াগেড়্যা গ্রামে একটী নূতন ধরণের জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। একজন গেরুয়া পরা ব্রাহ্মণ গ্রামে আসিয়া নিজেকে গণনা শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেয় এবং উক্ত গ্রামনিবাসী গুণধর মাইতির বাড়ীতে আসিয়া তাহার করকোষ্ঠি বিচার করে এবং তাহাকে এই গণনায় কিছু আকৃষ্ট করে। তৎপর উক্ত ব্রাহ্মণ গুণধরকে বলে যে, তাহার একটা বড় অর্থলাভ যোগ আছে, কেবল মাত্র তাহার গ্রহ-বৈগুণ্যে তাহা হইতে পারিতেছে না। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া গুণধর নবগ্রহের পূজার আয়োজন করে। পূজার স্থান নিরূপিত হয় তাহাদের একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠে; পূজার দিন ব্রাহ্মণ বলে যে, নবগ্রহের জন্য ৩৬৲ টাকা উক্ত ঘটের নিকট রাখিতে হইবে, পাঁচদিন ব্যাপী পূজা শেষে উক্ত টাকা গুণধর ফেরৎ পাইবে। গুণধর সরল বিশ্বাসে উক্ত টাকা দেয়; ১ম দিন ও ২য় দিন পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ অন্য গ্রামে চলিয়া যায়। ঐ দিন বড়দা গ্রামের একজন লোক আসিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের খোঁজ করে এবং এরূপ পূজার ছলনায় কিছু টাকা লইয়া আসিয়াছে বলিয়া যখন প্রকাশ করে তখন গুণধর তাড়াতাড়ি গৃহে আসিয়া দেখে তাহার ৩৬৲ টাকা নাই। যখন ব্রাহ্মণকে খোঁজ পড়ে তখন সে ৮।১০ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। এই প্রতারণা সম্বন্ধে আমরা সকলকে সতর্ক হইতে বলিতেছি।

---

১৭ বৎসরের বাঙ্গালী ছাত্র গ্রেপ্তার

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, একটী গুলিভরা রিভলভার ও ১২টি কার্ত্তুজ রাখার অভিযোগে রেঙ্গুনের সি আই ডি পুলিশ ১৭ বৎসর বয়স্ক এক বাঙ্গালী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া জনৈক সি-আই-ডি ইনস্পেক্টার অপর কয়েক ব্যক্তির সহিত পাজুনডাং থানায় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তাহারা রাস্তায় এক ছাত্রকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে থামায়। প্রকাশ তাহার কাপড়-চোপড় খানাতল্লাস করিয়া রিভলভার ও কার্ত্তুজ পাওয়া যায়।

৪১৬টী ডিনামাইট প্রাপ্তি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, থাটন অধিবাসী এক ভারতীয়ের বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাস করিতে গিয়াছিল। এক স্থলে কতকগুলি জ্বালানি কাঠ জমা ছিল। কাঠগুলি সরাইয়া ভূমি খুঁড়িয়া পুলিশ একটি কাঠের বাক্স দেখিতে পায়। ইহার মধ্যে নাকি ৪১৬টি ডিনামাইট ষ্টিক পাওয়া গিয়াছে। এই ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হার চুরি

পরিতোষ দাসী নাম্নী এক রমণীর কণ্ঠ হইতে একটি হার ছিনাইয়া লওয়ার অভিযোগে গন্ধা কাহার নামক এক ব্যক্তি জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের মিঃ এইচ কে দের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। চোরাই মাল রাখার অভিযোগে সুন্দরী দাসী অভিযুক্ত হয়।

পরিতোষ দাসী চৌধুরী লেন দিয়া যাইবার সময় প্রথমোক্ত আসামী তাহার গলা হইতে হারটি ছিনাইয়া লয়। পুলিশ তদন্তক্রমে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। সে পুলিশের নিকট যে বিবৃতি দেয় তাহাতে সুন্দরীকে লিপ্ত করে। পুলিশ সুন্দরীকে গ্রেপ্তার করিলে সে বলে যে, সে ঐ হার পোদ্দারের দোকানে দিয়াছে। পোদ্দারের দোকানে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সুন্দরী হার পোদ্দারের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। এবং পোদ্দার উহা গলাইয়া ফেলিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট গন্ধা কাহারকে ১৮ মাস এবং সুন্দরীকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কোর্ট ইনস্পেক্টর টিউ এন লাল মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ই ভাদ্র সোমবার, ১৩৪১

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি বর্জ্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসপন্থীরা (১) কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ড, (২) কংগ্রেস জাতীয় দল, (৩) আইন-সভায় প্রবেশ বিরোধী এবং বর্ত্তমান অবস্থায় গঠনমূলক-কার্য্যে বিশ্বাসী এই তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমোক্ত উভয় দলই আইন-সভায় প্রবেশের পক্ষে। প্রথম দল, আইন-সভায় এবং আইন সভার বাহিরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধ বা পক্ষে কিছুই বলিবেন না এবং করিবেন না। তবে হোয়াইট পেপারের বিরুদ্ধে জাতীয় দাবী উপস্থিত করিবেন। পক্ষান্তরে মালব্যজী চালিত দ্বিতীয়দল সদস্যগণকে "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" সম্পর্কে স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিবেন। আমাদের বিশ্বাস, "সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা" ভারতীয় জাতীয় জীবনের একতা সংগঠনে ভীষণ অন্তরায় হইবে।

ঝরিয়ার নিকটবর্ত্তী পাথরডি নামক স্থানে বৈদ্যুতিক গৃহের নিকটস্থ একটি জলের কলে জলপান করিতে যাইয়া একটী বালক তাড়িতাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রকাশ, উক্ত বৈদ্যুতিক গৃহের কয়েকজন চুক্তি কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিয়া জলের কলের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার লাগাইয়া রাখিয়াছিল। পুলিশ এই সম্পর্কে চার্জ্জম্যান স্যামসন, নরেন মুখুজ্যে ও রামনারায়ণ রায় নামক ৩ ব্যক্তিকে দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারায় চালান দেয়। ধানবাদের ডেঃ কমিশনার বিচারে তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া স্যামসনকে প্রত্যেক এক বৎসর এবং অপর দুইজন আসামীকে প্রত্যেককে ৪ মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অপরাধ যেরূপ গুরুতর দণ্ড তদনুপাতে লঘু হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

পাট [illegible] কারিগণ বলেন, বর্ত্তমান বৎসর [illegible] পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া [illegible] করা যাইতেছে, তাহা অপেক্ষা বেশী না হউক কম হইবে। তাহার সমপরিমাণ পাট আগামী এক বৎসরে পৃথিবীর [illegible] দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দরকার হইবে। সুতরাং এবার চাহিদার অনুপাতে বেশী পাট উৎপন্ন হইবেনা। এই অবস্থায় এবার পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালা, আসাম, বিহার ও নেপালেই পাট উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাটের সমশ্রেণীর ফসল উৎপন্ন করিবার চেষ্টাও আজ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। এই সব বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, বর্ত্তমানে সর্ব্বশ্রেণীর কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস হইলেও পাট অনায়াসে প্রতি মণ ৬।৭ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে মফঃস্বলে প্রতি মণ পাট ২।০ ও দরে বিক্রয় হইতেছে। মনে হয় ৪।৫ মাসের মধ্যে এই দরেই এবারকার সব পাট বিক্রয় হইয়া যাইবে। এই মূল্য হ্রাসের কারণ কি তাহাই বিবেচ্য।

* *

কৃষকগণের পক্ষে দারিদ্র্য হেতু ২।৪ মাস পর্য্যন্ত পাট ধরিয়া রাখিবার অক্ষমতা, পাট ব্যবসায়ে "[illegible]" মধ্য-ব্যবসায়ীর প্রভাব, পাট বিক্রয় ও গুদামজাত করিয়া রাখার সুব্যবস্থার অভাব, পাটের জন্য আড়তের অভাব ছাড়া, পাট রপ্তানি শুল্ক, ফাটকা বাজারের কার্য্যকলাপ, বিভিন্ন স্থানে পাটের ওজনের তারতম্য, পাটের অপর্য্যাপ্তমত শ্রেণী বিভাগের অভাব, চটকলওয়ালাদের ক্রয় [illegible] কৃষকের প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ বর্ত্তমানে পাট এত অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে।

চটকলওয়ালাদের হাতে মজুদ পাটের সঙ্গে পাটের মূল্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। গত ১০ বৎসরের প্রত্যেক বৎসর ৩০শে জুন তারিখে অর্থাৎ নূতন পাট বাজারে উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে কলিকাতার আশপাশের চটকলসমূহের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ এবং বিভিন্ন বৎসরের পাটের মূল্যের তারতম্য প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাতে উক্ত সম্বন্ধ বুঝা যাইবে।

বৎসর (৩০শে জুন)	মজুদপাট (বেল)	পাটের গড়পড়তা মূল্য (প্রতি বেল)
১৯২৫	২৭৫০০০০	১১২॥/৯ পাই
১৯২৬	১৩০০০০০	৯৮॥৶৬
১৯২৭	৫২০০০০০	৭৬।৶০
১৯২৮	৩৮৫০০০০	৭২।১১
	৫৮০০০০০	৭১।০
	৩৯৫০০০০	৭০।৯
	৫১৫০০০০	৫৭৵৬
১৯৩২	৪১০০০০০	
১৯৩৩	৪৬৭০০০০	২৮৸/
১৯৩৪	৪৪২৫০০০	২৫॥০

ঐ তালিকায় দেখা যায়, চটকলওয়ালাদের হাতে মজুদ পাট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটের দরও পড়িয়াছে। ১৯২৫ সালের ৩০শে জুন তারিখে চটকলওয়ালাদের হাতে তখনকার দিনের চাহিদা অনুসারে মাত্র ৩ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট মজুদ ছিল। ফলে এই বৎসরে পাটের গড়পরতা দরও ছিল সবচেয়ে বেশী। আর ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে চটকলওয়ালাদের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ ছিল সাড়ে ৪৬ লক্ষ বেল অর্থাৎ চটকলসমূহের সাড়ে ১১ মাসের খরচের উপযুক্ত পাট; ফলে এই বৎসর ১৯২৫ সালের তুলনায় মাত্র এক চতুর্থাংশের কিছু বেশী দরে পাট বিক্রয় হইয়াছে। যদি চটকলওয়ালাগণ তাহাদের হাতে এত বেশী পাট মজুদ করিতে না পারিত, তাহা হইলে এই বৎসর বিশ্বব্যাপি ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা সত্ত্বেও প্রতি মণ পাট অনায়াসে ৬।৭ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইত বলিয়াই মনে হয়।

অষ্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ বস্ত্রের উপর শতকরা ১০০্ টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করিয়াছে, ল্যাঙ্কাশায়ার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করিবেন না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, অষ্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের চেষ্টা করিতেছে। অবশ্য ম্যাঞ্চেষ্টারও অষ্ট্রেলিয়ার পণ্য বয়কট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে। ভাবগতিক দেখিয়া 'ষ্টেটসম্যান' বেশ মোলায়েম ভাষায় উভয় পক্ষকেই নিরস্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। কি বিনয়পূর্ণ ভাষাতেই না 'ষ্টেটসম্যান' বলিতেছেন,—"বাছা অষ্ট্রেলিয়া, তুমি বড় সড় হইয়া বাপ-মা'র তোয়াক্কা রাখ না। আরে আমাদের নালিশটাই ভাল করিয়া শোন। অটোয়াচুক্তির প্রেমের পুলটিশটা এমনভাবে সরাইয়া দিও না। ম্যাঞ্চেষ্টার হিতের জন্য নাক হইল—নিজের হিতটাও বোঝ! আবার ম্যাঞ্চেষ্টারকে বলিতেছি, ছেলেমানুষ যাহা করিয়াছে, তার জন্য মার-মুখো হইও না! ব্যাপারটাকে গুরুতর করিয়া না দেখাই ভাল" অষ্ট্রেলিয়ার মত ভারতবর্ষ যদি এমন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিত, তাহা হইলে 'ভারতবন্ধু' কি এত মোলায়েম ভাষা ব্যবহার করিতেন?

দেশের বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে রাস্তাঘাটের সুবিধা ও যানবাহনের সুব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যানবাহনের সুবিধার ফলে দেশের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের মধ্যে মেলামিশা ও ভাবের আদান প্রদানেরও সুবিধা হইয়া থাকে। এই হিসাবেও যানবাহন এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। এই কারণে ৪ কোটী টাকা ব্যয় করিয়া যখন পদ্মা নদীর উপরে সারা পুল নির্ম্মিত হয় তখন দেশের লোক উহাতে বিশেষ আপত্তি করে নাই। এখন দেখা যাইতেছে, এই পুল দেশের মহা ক্ষতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মার সংহারলীলা হইতে পুলকে রক্ষা করিবার জন্য ইতোমধ্যেই ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত নহেন। পাকসীতে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারদের বৈঠক হইতেছে, এবং পুলকে কি ভাবে রক্ষা করা যায়, তজ্জন্য দেশ বিদেশ হইতে বহু অর্থব্যয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমদানী করা হইতেছে। আপাততঃ পুলটির বিপদের আশঙ্কা নাই বটে, কিন্তু আগামী বৎসর পদ্মা কোন নূতন মূর্ত্তি ধরিবে এবং পুনরায় এক কোটি দেড় কোটী টাকা ব্যয় করা আবশ্যক হইবে কিনা তাহা কেহ জানে না। নৈসর্গিক দুর্বিপাকের উপর কাহারো হাত নাই।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

গত ১৮ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশে মোট ২২টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ডাকাতির সংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে ঢাকা ও বাঁকুড়া জিলায় ৩টি করিয়া ২৪ পরগণা, দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জিলায় ২টি করিয়া, হাওড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বগুড়া এবং নদীয়া জিলায় একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে

ডাকাতরা একটি ডাকাতিতে বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল দুইটী ডাকাতিতে ডাকাতদের সঙ্গে বন্দুক ছিল।

অতি বিশ্বাসের পরিণাম

পিরোজপুরের আনন্দমোহন সাহা নামক এক ব্যক্তি কোনও কার্য্য উপলক্ষে সম্প্রতি কলিকাতায় আসে। প্রকাশ যে, কোনও অজ্ঞাত উড়িয়া কুলি তাহার জিনিষপত্র লইয়া উধাও হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে। এই পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত আনন্দমোহন সাহা বিশ্বাস করিয়া উড়িয়া কুলীর নিকট তাহার সুটকেস দেয়। ঐ সুটকেসে ৫্ ও ১০্ টাকার নোটে ১০০০্ ছিল। আসামী কিছু দূর পর্য্যন্ত ফরিয়াদীর সহিত গমন করে। পরে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ | হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩রা সেপ্টেম্বর | সোমবার ১৫৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি পাঠ হইতেছে। গত ৪ঠা ভাদ্র শ্রীপবন-একাদশী দিবস শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ দিবস বহু শিক্ষিত বিহারী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা শ্রীশ্রীবিনোদগোবিন্দানন্দ-জীউর অপূর্ব্ব নয়নমনোহরাম শৃঙ্গারাদি সেবাসৌষ্ঠব দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধার যাচক মহারাজ প্রায় একমাসকাল মথুরায় হরিকথা প্রচার পূর্ব্বক বর্ত্তমানে আগ্রা জেলার অন্তর্গত আচনাড়া নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী পণ্ডিত রঘুবীরলালজীর বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষিগোপাল-উপাখ্যান হিন্দী-ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে সদ্‌গুরুর লক্ষণ, সাধুলক্ষণ, মহাজন-পন্থা, নাম-মাহাত্ম্য, বিশুদ্ধা রূপানুগা ভক্তি, [illegible]ক্তের লক্ষণাদি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। হরিকথা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় জমিদার লালা শিবপ্রসাদ বাবু শুদ্ধভক্তি-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। প্রত্যহ বহু ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণার্থ পাঠে যোগদান করিতেছেন।

গত ২২শে আগষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ সমাগত প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তির নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ধারণা ও তদ্বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে পরস্পর বিচার"—এই বিষয়টী বিশদ-ভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর মুখে দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ সুমীমাংসা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন।

গত ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিমঙ্গল ভাগবত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবা-বিগ্রহ ও ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম মহোদয়গণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসবের পর তাঁহাদের শ্রীধামে প্রত্যাগমনের কথা।

গত ২৭শে আগষ্ট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, প্রাকৃত ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়তর্পণে বাধা-প্রাপ্ত হইলেই আপনাদিগকে বিবাদগ্রস্ত মনে করেন। ভয়, শোক, এষণা প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ জীবকে বিপথগামী করিয়া সংসারে উন্নতি করিবার জন্য প্রবৃত্তি করায়। সেই সকল তাহাদের অজ্ঞানের ফলমাত্র। আমরা কিন্তু তাদৃশ ভোগময় বিচার অনুমোদন করি না। প্রাকৃত দৃশ্য জগৎকে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে দেখিতে গিয়া আমাদের স্বরূপ আবৃত হয়। তখন অপ্রয়োজনীয় নশ্বর বস্তু-লাভের আশায় আমরা একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, কিন্তু অধোক্ষজ পরমপুরুষ কৃষ্ণ দৃগ্‌গোচর হইলে তিনি বাধ্য [illegible] অনুগ্রহ [illegible] আমাদিগকে আবদ্ধ [illegible] রূপের দর্শনে [illegible] চিন্ময়ত্বপ্রাপ্ত হইতে [illegible] তাঁহার সেবা ব্যতীত [illegible] আর অন্য উপায় নাই।

প্রাকৃত জীবসমূহ [illegible] ইন্দ্রিয়া, [illegible] করে [illegible] বাগ্‌বেগগ্রস্ত [illegible] ভগবদ্ধাম-কাননে যোগ্যতা লাভ করেন না। যাহার কিছু ভোগ বাসনা আছে কৃষ্ণ এইরূপ ব্যক্তিগণও অনুভবনীয় হন না। জীবের চিত্তবৃত্তি ভোগে আবদ্ধ হইলে ভোগ ও ত্যাগাতীত রাজ্যের কোন সন্ধানই সে পায় না, সুতরাং শ্রীভগবানের নামগ্রহণ পূর্ব্বক সেবায় তাহাদের যোগ্যতা সুলভ নহে। অভিজাত্যাদি ভোগের উপাদান সমূহ প্রবল থাকিলে অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুকেও ভোগজগতের অন্যতম জ্ঞান হয়। কিন্তু মায়িক বস্তু ও বৈকুণ্ঠ পরস্পর নিত্যকাল বিভিন্ন। ভোগভূমিকায় ভগবদ্বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া ভোগ্যবস্তু-সকলকেই প্রয়োজনীয় বোধ হয়। বৈকুণ্ঠ-বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা অভিন্ন। মায়িক বস্তুতে ঐ গুলি পৃথক্ পৃথক্। সেইজন্য বৈকুণ্ঠকে মায়িক নশ্বর অনাত্ম জ্ঞান অভিজাত্যাদি-লোলুপ ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক।

কেহ কেহ বলেন, ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা না থাকিলেও বদ্ধজীবের উপকারের জন্য ভগবান্ মায়িক নাম-রূপ-গুণ লীলা তাৎকালিকভাবে গ্রহণ করেন। এরূপ ধারণাকারিগণ অবিদ্যাগ্রস্ত ও নশ্বর কর্ম্ম-ফলভোগনিপুণ। তাঁহারা সংসারে ক্লেশ পাইতে পাইতে মনে করেন যে, প্রাকৃত বস্তু শ্রবণ ও মননে যোগ্যতা বিধান করিবার নিমিত্ত ভগবানের প্রপঞ্চে আগমন, বস্তুতঃ ভগবান্ নির্বিশেষ বস্তু। অবিদ্যামুক্ত জীবের স্বরূপসিদ্ধি ঘটিলে শ্রীভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ ও স্মরণের নিত্যতা বুঝিতে পারা যায়, মুক্তপুরুষগণই শ্রবণ-স্মরণাদি করিয়া থাকেন।

অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের বিচারে কেবলমাত্র মায়িক ভোগময়ী প্রতীতি প্রবলা বলিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠ উপলব্ধিতে বঞ্চিত। প্রায়শ্চিত্তাদি বিধান কর্ম্মকাণ্ডনিরত গৃহ-ব্রতকে কখনও পাপ হইতে মোচন করিতে সমর্থ হয় না। কর্ম্মকাণ্ডের প্রায়শ্চিত্তে ফলভোগ অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় ফলভোগ দ্বারা ফলভোগ-জনিত বিপর্য্যয়ের সংশোধন সম্ভবপর নহে। যেরূপ পঙ্কপূর্ণ জলধারা পঙ্ক বিধৌত হয় না, কেননা পঙ্কজলেই পঙ্কের অবস্থিতি; সুরাপায়ী পুনরায় সুরাপান করিলে যেরূপ সুরাপান দোষ যায় না, যজ্ঞে নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পশুবধ করিয়া যে হিংসার উৎপত্তি হয় তাহাও পুনরায় হিংসা করিলে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। যাঁহারা গৃহমেধীর কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে মনে করেন, তাঁহাদের গৃহমেধীয় শ্রৌতবিধি পুনরায় তাঁহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডেই নিযুক্ত করে। হরিসেবা দ্বারা জীবের ভোগপ্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। হরিসেবা ব্যতীত গৃহমেধীর কর্ম্ম কখনই জীবকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করে না। তাই গৃহমেধিগণ পুনঃ পুনঃ পাপ ও পুণ্যে আবদ্ধ হ'ন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ হৃষীকেশ সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৮

শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর কথা

শ্রীচৈতন্যদেব যেখানে বাস করেন, শয়ন, ভোজন ও বিলাস করেন, সেই অধোক্ষজ চিন্ময় আলয়ই শ্রীচৈতন্যমঠ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অভিন্ন-ব্রজ শ্রীধাম মায়াপুর ব্যতীত অন্য কোথাও থাকেন না, সুতরাং তাঁহার নিত্য বসতিস্থল যে শ্রীধাম মায়াপুরেই তাহা নিঃসন্দেহে ও অবিসংবাদিতভাবে স্বীকার্য্য। এই শ্রীচৈতন্যমঠ এ জগতের কোন বস্তু নন, ইটপাটকেল-নির্ম্মিত কোন প্রাকৃত মন্দির-বিশেষ নন, ইহা জীবপ্রাণধন গোরাচাঁদের নিত্য-লীলাস্থল। গৌরপ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীগুরু-পাদপদ্মই সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীগুরু-দেবের হৃদয়-বৃন্দাবনেই গৌরহরির নিত্যবিলাস।

যাঁহারা গৌরপ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গ-নিজজনের আনুগত্যে গৌরাশ্রিত, গৌর-পরিবার জগদ্গুরুবর শ্রীশ্রীবার্যভানবীদয়িত দাসের গোষ্ঠীভুক্ত, যাঁহারা "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সতত গৌরবাণী-কীর্ত্তনে রত, গৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহের অনুগমনে বা দাস্যাভিমানে গৌরবাঞ্ছা বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, গৌর-গুণগাথা-কীর্ত্তন, গৌরধাম-সেবা, গৌরনাম-সেবা, গৌরকাম-সেবাই যাঁহাদের একমাত্র অনুষ্ঠিত উদ্দেশ্য, গুরুগৌরই যাঁহাদের প্রাণ, জীবন ও ভূষণ, গৌরই একমাত্র পালনকর্ত্তা বা রক্ষাকর্ত্তা—এই দিব্য জ্ঞানে যাঁহারা উল্লাসিত ও নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সতত গুরুগৌর-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অবশিষ্ট সকলকেই শ্রীগৌরসেবায় নিযুক্ত করিতে যাঁহারা সঙ্কল্প, আপ্রাণ-চেষ্টায় চৈতন্যমঠ ও শ্রীচৈতন্য-মঠাচার্য্য যে গোলোকাবতীর্ণ অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ বস্তু এবং জীবের নিত্য আশ্রয়-স্থল এই সদ্ধারণা যাঁহাদের হৃদয়ে চির বদ্ধমূল, নিত্যকাল এই চিন্ময় ভূমিতে গুরু-নিত্যানন্দের সেবকরূপে বাস করিবার জন্য যাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও লোলুপ, দুর্নীতে পা দেওয়ার চিন্তা ত্বক পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা গুরুপাদপদ্মাশ্রিত এই শ্রীচৈতন্যমঠ-তরণীর সাহায্যে ব্রজপথের পথিক, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যমঠবাসী।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণভগবত্তা স্বীকার না করিলে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী হওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই গুরুসেবায় ব্যস্ত। গুরুসেবা ব্যতীত এবং জগতের লোককে গুরুসেবায় নিযুক্ত করা ব্যতীত শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর আর কোনও কৃত্য নাই। তাঁহারা শ্রৌতমার্গানুগামী বা অবতারবাদী। তাঁহারা আচারবান্ প্রচারক। শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচার করা, শ্রীচৈতন্যমঠই যে সমস্ত জীব, এমনকি সমস্ত দেববৃন্দেরও নিত্য আশ্রয়স্থল, এই কথা জগজ্জীবের কর্ণে পৌছান, 'মদ্গুরুঃ জগদ্গুরুঃ মন্নাথঃ জগন্নাথঃ' এই মহাজন-বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করান, কৃষ্ণসেবা ছাড়া জীবের আর দ্বিতীয় কোন কৃত্য নাই এই নিত্যমঙ্গলময়ী বাণী প্রচার করা, দীক্ষা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে স্বরূপপ্রাপ্তির ভোগাশা-নিবৃত্তি-বিষয়ক মঙ্গলময় উপদেশ বিতরণ করাই পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর একমাত্র কৃত্য

--

বিষয়ীর যেমন বিষয় কথায়, স্ত্রৈণের যেমন স্ত্রী-সম্বন্ধীয় কথায়, তস্করের যেমন চৌর্য্য-কথাতেই রুচি এবং সেই সেই কথাই যেমন তাহাদের সম্বল, ভগবানের সেবায় যোল আনা দিয়াছেন যাঁহারা সেই গুরুগত-প্রাণ গুরুসেবৈকসর্ব্বস্ব শ্রীচৈতন্যমঠবাসীরও সেই একটি কথা—Back to God and back to Home. ভগবানের দিকে চল, গৃহের দিকে চল। তাই যিনি আমাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্যকে জগতে প্রকট করিয়াছেন সেই গৌরশক্তি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর মঙ্গলময়ী প্রার্থনা ও উদ্দেশ্য-কীর্ত্তনমুখে গাহিয়াছেন,—

> রাধা কৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই।
> (এই) শিক্ষা দিয়া সব নদীয়া
> ফিরছে নেচে গৌর-নিতাই ॥
> (মিছে) মায়ার বশে যাচ্ছ ভেসে
> খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
> (জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস
> করলে ত আর দুঃখ নাই ॥
> (কৃষ্ণ) বল্‌বে যবে পুলক হ'বে
> ঝরবে আঁখি বলি তাই।
> (রাধা) কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল
> এই মাত্র ভিক্ষা চাই ॥
> (যায়) সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ
> বলেন, যখন ও নাম গাই ॥

——

শ্রীচৈতন্যমঠবাসী কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগীর ন্যায় মনোধর্ম্মী নহেন। তাঁহাদের নিত্য স্থিরচিত্ত, নিত্য গুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা unchangeable—অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে স্থিরচিত্ত, গুরু-গৌরাঙ্গ সেবাই তাঁহাদের সাধন, গুরু-গৌরাঙ্গ-সেবাই তাঁহাদের সাধ্য। তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বলে বলীয়ান্ হইয়া সেবা-পথে অচল, অটল, দৃঢ়বিশ্বাসী। তাঁহাদিগকে এই শ্রৌতপথ হইতে বিচ্যুত করিবার ক্ষমতা সাধারণ অসুরপ্রকৃতি জীব ত' দূরের কথা কোন দেবতারও নাই। এই গুরুসেবাই তাঁহাদের প্রাণ বলিয়া, গুরুই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল বলিয়া গুরুসেবা-মুখে কৃষ্ণসেবাভিলাষই তাঁহাদের অভিলষণীয় বস্তু বলিয়া গুরুসেবা-বিমুখতাতে তাঁহাদের জীবনধারণ অসম্ভব। মানবদেবাদি ত' দূরের কথা, স্বয়ং ভগবান্ও যদি গুরু-প্রীতি-বর্দ্ধন মানসে তাঁহাদিগকে গুরুসেবা-ত্যাগের উপদেশ-প্রদানের অভিনয় করেন, তাহা হইলেও কৃষ্ণের সেই আদেশ পালন করিতে তাঁহাদের মন উঠে না।

——

কৃষ্ণ-আদেশ অবহেলার জন্য তাঁহারা বরং অনন্তকাল নরকভোগেও প্রস্তুত তথাপি গুরুসেবা ত্যাগের পিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ে একবিন্দুও স্থান পায় না। তাঁহারা গুরু-সেবায় বিভোর হইয়া, হৃদয়ে শ্রীগুরুর নিত্য আসন রচনা করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রীমঠে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেও গুরুসেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হন না। গুরুহীন-রাধাহীন কৃষ্ণের সেবা তাঁহারা কখনও করেন না। তাই তাঁহারা গৌরপরিজন অভিন্নগুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুপাদের অনুসরণে বলিয়া থাকেন,—

> "সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুলখেলা স্থলযুজং
> ব্রজং সন্ত্যজ্যৈতদ্যুগবিরহিতোঽপি
> ত্রুটিমপি।
> পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ
> স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি ॥"
> "গতোন্মাদৈঃ রাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্টহৃদয়া
> স্ফুটং দ্বারাবত্যামিতি যদি শৃণোমি
> শ্রুতিতটে।
> তদাহং তত্রৈবোদ্ধতমতি পতামি ব্রজপুরাৎ
> সমুড্ডীয় স্বান্তাধিকগতি খগেন্দ্রাদপি জবাৎ ॥"

(দাসগোস্বামিনামকৃত স্বনিয়ম দশকম্)

— এই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের সাহিত্য বঞ্চিত হইলেও আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধারা-বাহিক অতুল লীলাস্থলীযুক্ত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আদেশেও ক্ষণকালের জন্য প্রৌঢ় বৈভবযুক্ত শ্রীযদু-পতিকে দর্শন করিবার জন্য পুনরায় দ্বারকাপুরীতে গমন করিব না। কিন্তু শ্রীরাধিকা প্রেমোন্মাদ বশতঃ দ্বারকায় গমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক হৃদয়ে আলিঙ্গিতা হইয়া সন্নিসমক্ষে শোভা পাইতেছেন, এই কথা যদি আমার শ্রুতিগোচর হয়, তাহা হইলে আমি উদ্ধতচিত্তে মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, গরুড় হইতেও অধিক বেগে উড্ডীয়মান হইয়া এই ব্রজপুরী হইতে দ্বারকায় গমন করিব।

——

শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সততযুক্ত গুরুগত-প্রাণ বৈষ্ণবগণ জাগতিক ধন-জন, ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম ভার্য্যা, স্বর্গের ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব-লাভাকাঙ্ক্ষা ত' দূরের কথা এমনকি স্বাধীন-ভাবে কৃষ্ণলাভের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যমঠে জন্মজন্মান্তর বাস করিয়া কৃষ্ণলাভের একমাত্র উপায় গুরুসেবা-মাহাত্ম্য জগতে প্রকট পূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণ-সেবা-প্রচারমুখে জগন্মঙ্গল বিধান করেন। এমন কোন কার্য্য নাই যাহা শ্রীচৈতন্যমঠ-বাসিগণ গুরুমনোহভীষ্ট-পূরণের জন্য করিতে না পারেন। গুরুসেবার অনুকূল হইলে তাঁহারা অনন্তকোটী দুঃখকেও সাদরে বরণ করেন আর তৎপ্রতিকূল হইলে তাঁহারা সুখকেও চিরতরে বিসর্জ্জন করিয়া ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের বিজয়-নিশান উড্ডীন করেন। তাঁহারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য না করিয়া—নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া শ্রীগুরুদেবের হইয়া গুরুপ্রীত্যর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই স্বীকার করেন—এমন কি গুরুসেবার্থে নরকবরণ করিতেও তাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন না। তাই মহাজনানুসরণে তাঁহারা সেবানন্দে গাহিয়া থাকেন-

> "ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
> শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতি-সুতত্বে গুরুবরং
> মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥"

(শ্রীল দাস গোস্বামিকৃত মনঃশিক্ষা ২য় শ্লোক)

——

শ্রীচৈতন্যমঠবাসী স্থিরচিত্ত, সেবা-বৈচিত্র্যের চিন্তায় চিন্তিত, ভোজনে, শয়নে, উপবেশনে সতত গুরুসেবা-চিন্তায় মগ্ন। সুতরাং যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবাযুক্ত নহেন, অন্যান্য সেবার কালক্ষেপের অভিলাষ যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, অন্যান্য স্বজনাদির প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাঁহারা শ্রীগুরুসেবা করিবার অভিনয় করিতেছেন, গুরুকে নিত্য সেবা বাকায় নিজের করিয়া তাঁহার সেবায় যাঁহারা তৎপর নন, কৃষ্ণলাভের জন্য গুরুসেবা করিতেছি এতাদৃশী কুবাসনা যাঁহাদের প্রবলা, গুরু-সেবাই সাধন ও গুরুসেবাই সাধ্য এবং ইহাই কৃষ্ণভজনের পরাকাষ্ঠা—এই কথা শ্রবণ করিবার কর্ণ যাঁহাদের প্রস্তুত হয় নাই, তাঁহারা চৈতন্যমঠবাসক্রব। পতনাশঙ্কা সততই তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবমানা।

——

শ্রীচৈতন্যমঠবাসিগণের শ্রীগুরুতে প্রীতি দুগ্ধপোষ্য অসহায় শিশুর জননীর প্রতি প্রীতির ন্যায় বলিয়া একটী দিগ্দর্শন করা যাইতে পারে। মাতা শিশুকে তৎসম

করিয়া দূরপারে বর্জ্জিত করিলেও—তাহাকে ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেও, অসহায় শিশু যেমন তাহার মাতাকে একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সহায়, একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও একমাত্র জীবন-স্বরূপ জানিয়া মাতাকে ত্যাগ করে না, পরন্তু অন্যান্য স্বজনবর্গের প্রলোভনকে থুৎকার করতঃ ক্রোন্দমান হইয়া কোমল-প্রাণা স্নেহার্দ্রা জননীর দিকে অগ্রসর হয় শ্রীচৈতন্যমঠ-বাসীও সেইরূপ গুরুকে এক-মাত্র পিতা, একমাত্র বন্ধু, একমাত্র রক্ষা-কর্ত্তা, একমাত্র পালনকর্ত্তা, একমাত্র প্রভু, একমাত্র আশ্রয় ও একমাত্র প্রাণ-স্বরূপ জানিয়া এক মুহূর্ত্তও তৎ-পাদপদ্ম-সেবা হইতে বিচ্যুত থাকিতে পারেন না—গুরুকে ছাড়িয়া, জীবনধনকে ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যমঠবাসী জানেন, কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা অতিঅল্প,—"কোটীমুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" সুতরাং গুরুরূপী ভগবানের সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া—গুরুকে ষোল আনা দিয়া গুরুর হইয়া গুরুসেবা করিবার ক্ষমতা বা গুরুকে আপন করার ক্ষমতা সকলের ভাগ্যে হয় না; তাই তিনি গুরুপাদপদ্মে দৃঢ়বদ্ধ। জগতের লোক গুরুসেবা করুন বা না করুন, গুরুরূপী ভগবানকে অতি নিকটে পাইয়া তাঁহাকে অবহেলাই করুন বা আদরই করুন, নীর সমীপে বাস করিয়া গুরুপাদপদ্মের অশোক অভয় পাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করুন বা না করুন, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" "গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমার গুরুপাদপদ্মকে যে যে-ভাবেই গ্রহণ করুন, গুরুদেব কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ নহেন, এ সকল কথা প্রচার করিয়া ইহা কেহ অন্তরে ধারণ করুন বা নাহ করুন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। জগতের লোক, এমন কি আমার গুরুপাদপদ্মের সেবক বলিয়া অভিমান করেন যাহারা, তাঁহারাও যদি আমার গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়িয়া দেন তথাপি শ্রীচৈতন্যমঠের—শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য উচ্ছিষ্ট ভোজী কুকুর আমি কিছুতেই কোন কালেই জন্মজন্মান্তরেও আমার প্রাণনাথের—আমার জীবনধন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িতে পারিব না—ইহাই শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর অন্তর্নিহিত কথা।

নন্দোৎসব

কৃষ্ণাষ্টমীর ঘন ঘোর নিশা
গরজে ঘন অশনি।
পলকে পলকে চমকে সদা
লজ্জাশীলা সৌদামিনী॥
স্বন্ স্বন্ স্বন্ বহে প্রভঞ্জন
শাঙ্কিতা ভীতা প্রকৃতি।
মুষলধারে বরিষে বাসব
প্রফুল্লিতা স্রোতস্বতী॥
নীরব নিস্তব্ধ নিদ্রিত পুরী
হেরি' বসুদেব ত্বরিতে।
নন্দালয়ের সূতিকা-কক্ষে
উত্তরিলা সভয় চিতে।
সুপ্তা যশোদামাতার কক্ষে
আপন সুতে স্থাপিয়া।
গেল বসুদেব কংসকারায়
নন্দ-সুতারে লইয়া॥
শারদ উষার বন্দনা-গীতি
গাহে পিককুল অমনি।
উদয়াচল করি' উজল
উদিত দেব দ্যুমণি॥
সম্বরি' মায়া দেবী যোগমায়া
দানিল নব প্রেরণা।
জাগ্রত ব্রজ, ব্রজরাজপুরে
বাজে বিবিধ বাজনা॥
যশোদা দেবীর অঙ্ক উজলি'
শ্রীবাল-গোপাল রাজে।
এ শুভ বারতা রটনা হ'ল
ত্বরিতে গোকুল মাঝে॥
বসন-ভূষণে সজ্জিতা যত
ধাইছে ব্রজললনা।
নয়ন ভরিয়া নন্দদুলালে
হেরিবে মনে বাসনা॥
কাঞ্চন থালে ভরি' উপহার
ভেটিল নন্দরাণীরে।
গোলোকের নাথে গোকুলে হেরি'
ভাসে আনন্দ-সাগরে॥
নন্দোৎসবে ব্রজবাসিগণ
মত্ত বিবিধ বিলাসে।
আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই
নাহিক কেহ আবাসে॥
ভাণ্ডার শত করিছে উজাড়
উল্লাসে ব্রজ ভূপতি।
ব্রাহ্মণে কাঙ্গালে বিলাইল ধন
বাঞ্ছা যাহার যেমতি॥
মাগধ সূত আদি মিলি সবে
দান-মহিমা বর্ণিছে।
নর্ত্তক নর্ত্তকী পরম সুখে
জয়রে বলি' নাচিছে॥
স্বরগ মাঝে অনকদুন্দুভি
গভীর নাদে গরজে।
দেবগণ মিলি' করি' হুলাহুলি
পুষ্প বরিষে বরজে॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধ চারণ
শুভ সঙ্গীত গাহিছে।
স্বর্গে দেবতা মর্ত্তে মানব
জন্মোৎসবে মাতিছে॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে উঠিছে ধ্বনি
নন্দ-যশোদা জয়রে।
যাঁদের অলিন্দে পরমব্রহ্ম
(তাঁদের) বন্দি চরণ আয়রে।

—শ্রীনিমাই চরণ দাস

পুত্র যেমন পিতার নিকট কৃপা-প্রার্থনা না করিয়া পিতৃসেবায় তন্ময়তা দেখান এবং পিতা তাঁহার সহজ-স্নেহবশে পুত্রের মঙ্গল-কামনা করেন, শ্রীচৈতন্যমঠবাসীও সেইরূপ নিজকে সরস্বতী পুত্রজ্ঞানে গুরুপিতার নিকট কোনও কিছু প্রার্থনা না করিয়া সতত গুরুসেবায় মগ্ন থাকেন এবং শ্রীমন্মহা-প্রভুর অনুসরণে বলিয়া থাকেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সতত সেব্যসেবক-ভাবে বিভাবিত—ভগবান্ গুরুদেব একমাত্র প্রভু এবং আমি তাঁহার দাস, আমি আর কাহারও দাস নহি—এই মূলমন্ত্রে তাঁহারা দীক্ষিত। তাই "ভবান্ প্রভুরহং দাসঃ" এই গুরুবাক্যের ব্যতিক্রম যেখানে হয় এইরূপ মুক্তিকেও থুৎকৃত করিয়া তাঁহারা দাসাভিমানে মত্ত। গুরু এবং কৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও তাঁহারা জীবনসর্ব্বস্ব গুরু-কৃষ্ণেই সমর্পিতাত্মা।

শ্রীচৈতন্যমঠবাসী জানেন, তর্ক সহজে প্রতিষ্ঠাশূন্য, শ্রুতি সকলও ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয় তিনি ঋষি হইতে পারেন না, এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব জানা যায় না! সুতরাং সাধুগণ যাঁহাকে মহাজন স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পন্থাকে শাস্ত্রপন্থা বলিয়াছেন সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত। তাই শ্রৌতপন্থী তাঁহারা অজানা পথের দিকে লক্ষ্য না করিয়া জগদ্গুরু-বাক্যে দৃঢ়বিশ্বস্ত হইয়া বলেন যে,—আমার গুরুপাদপদ্ম সেবক-ভগবান্, নিত্যানন্দ হউন বা বৈষ্ণবই হউন, সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ হউন অথবা অনিপুণই হউন, কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন, তিনি প্রতিক্ষণ প্রকাশমান কারুণ্যশালী হউন অথবা প্রকৃষ্ট অহৈতুক করুণা-রহিতই হউন, ভগবান্ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ হউন কিম্বা নরমাত্রই হউন, আমার এ সমস্ত বিচারের আবশ্যক নাই, পরন্তু শ্রীচৈতন্যমঠাচার্য্যই প্রতি জন্মে আমার নিত্যারাধ্য প্রভুরূপে প্রকাশিত হউন—ইহাই শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর অন্তরের কথা।

তাই বলিতেছিলাম, গুর্ব্বৈক-শরণতাই শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর প্রাণ, জীবন ভূষণ, শোভা ও স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যই তাঁহাদের শ্রবণীয়, চৈতন্যই তাঁহাদের কীর্ত্তনীয়, চৈতন্যই তাঁহাদের স্মরণীয়, চৈতন্যই তাঁহাদের সেবনীয়, চৈতন্যই তাঁহাদের অর্চ্চনীয়, চৈতন্যই তাঁহাদের বন্দনীয়, চৈতন্যদাস্যই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষণীয় এবং চৈতন্যই তাঁহাদের নিত্য সখা ও নিত্য প্রভুরূপে নিত্য বরণীয় এবং চৈতন্যমঠে বাস করিয়া গুরু-ভগবানের সেবায় সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিবার জন্য জগজ্জীবকে আহ্বানই তাঁহাদের কার্য্য।

গুর্ব্বানুগত্যে গৌরভজন কর, গুরু-মনোহভীষ্ট প্রচার কর, সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন কর, আচারহীন প্রচার না করিয়া আচারবান্ প্রচারক হও, মায়াগৃহ-বাসের লিপ্সা পরিহার-পূর্ব্বক মঠবাসের জন্য লুব্ধ হও, গৌরজন গুরুদেবের সঙ্গে গৌরের কাছে চল, এ দুঃখ-ময় জগতে না থাকিয়া পরানন্দ-ধামে চল বা এস, গুরুগৌরাঙ্গ না ভজিয়া ইহ ও পরকাল দু'কাল খোয়াইও না, ভগবান্‌কে পাইয়া আর পায়ে ঠেলিয়া দিও না, স্বর্ণ বাদ দিয়া অকালে শূকগ্রাহ্য-বন্ধনের ন্যায় গুরু-সম্বন্ধ বাদ দিয়া মায়াসম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইবার চেষ্টা করিও না, আমার পরম-করুণাময় গুরুদেবকে তোমরা আর কেহ কাঁদাইও না, আমার প্রভুর মনে ব্যথা দিয়া কেহ গৃহে আসক্ত হইও না বা মঠত্যাগ করিও না বা মঠে আসিবার সদিচ্ছাকে হৃদয় হইতে দূর করিও না আমার গুরুই জগদ্-গুরু—একথায় আর কেউ উদাসীন হইও না, জগতের কথায়—অন্যান্য যুক্তির কথায় উদাসীন হইয়া আমার প্রভুকে তোমরা সকলের প্রভু বলিয়া বরণ কর, তোমাদের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে, ইহা মুখের কথা নয় ভাই, বাস্তব সত্যকথা—ইহাই শ্রীচৈতন্য-মঠবাসীর শেষ কথা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক-রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকরার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রকাশ্য সংবাদপত্রে আবিষ্কৃত

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

JBD

BLUE BLACK

FOUNTAIN PEN INK

MADE IN INDIA

BLUE BLACK

J. B. DUTT & Co.

2, RAMKRISHNA LANE

BAGHBAZAR CALCUTTA

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না; মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০ ৪৲
বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫॥০
বালাম	৪।০
কলম	৩॥০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৶০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা "দি"	৪॥০—৪॥৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
	২॥৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৶০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫॥০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৴
গিনি	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কাড় জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৬৲—৬।০
ঐ বে-মার্কা চালকা ওজন	৫৴০—৫।০
কড়গা (টী-আয়রণ)	৩॥০—৬৸০

এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৬৵০—৬॥০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১।০
২৪ গেজ „ „	১৩৲
২৬ গেজ „ „	১১।০
আর, পি, টি,	১২৸৵০
এসবেষ্টস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা।০ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১॥ ইঞ্চি ঘর	
১২ ফুট লম্বা ও ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
টিন পাতি	৬৸৵০—৬॥৵০
„ বোলটু (গোল)	৬৸৵০—৬৸৵০
„ গরাদে (চৌকা)	৬।৵০—৬৸০
„গোল রড ৶০—।৶০ সুতা ৫৵০—৫৸৵০	
„ টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৸৵০—৭৲
„ বান্ডিল তার	৬৵০—৭৸০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্‌,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৯৲
,,	,, ১ কলম	১২৲			৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲, অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্তমান সংখ্যা ৴০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রাধাতন্ত্রম্।

অদ্য প্রায় ৫০ বৎসর পর ভক্তগণের বহু অনুরোধে যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কামিক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত—

রাধাতন্ত্রম্

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। ইহার মূল, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদের পরস্পর বিশেষ-ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায়, সুন্দর কাগজে এবং সংশোধিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীরাধার জন্ম (পদ্মিনী), যমুনা-লীলা, রাসলীলা, কাত্যায়নী সাধন, শ্রীরাধার সহস্র নাম, শ্রীরাধার কবচ, শ্রীরাধার মূল মন্ত্র, ও যেপ্রকারে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে বিস্তারিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই রাধাতন্ত্রম্ পুস্তক খানি একবার পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং আমার শ্রম ও অর্থ-ব্যয় সফল হইবে।

ইহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ডাকমাশুল ৷৷০, অগ্রিম টিকিট পাঠাইলে ভিঃ পিতে পুস্তক পাঠান হয়।

শ্রীহিরণকুমার মুখোপাধ্যায়
৫৬।১নং বাগবাজার
কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৩—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৯
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—[illegible],	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	[illegible]—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG: C 1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড শ্রীমায়াপুর—১৮ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

পোষ্ট অফিস গৃহে বজ্রপাত

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, গতকল্য সন্ধ্যায় চুঁচুড়া বড়বাজার পোষ্ট অফিস গৃহে বজ্র পতন হয়। ফলে অফিস গৃহের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কেহ আহত হয় নাই।

ময়মনসিংহে মুষ্টিযুদ্ধ

জামালপুর (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ, বিবেকানন্দ ব্যায়াম বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অমরাবতী হলে শ্রীযতীন্দ্র মুন্সির সহিত শ্রীরামেশ্বর গাঙ্গুলির মুষ্টিযুদ্ধ হয়। প্রথমে উক্ত ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করে; পরে মুষ্টিযুদ্ধ হয়। প্রতি রাউণ্ড ২ মিনিট করিয়া ছয় রাউণ্ড খেলা হয়। অবশেষে উপস্থিত সকলেই মুন্সী ও গাঙ্গুলীকে অভিনন্দন জানান।

কান্দিতে গোয়ালা ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা

কান্দী হইতে প্রকাশ, গতকল্য খসার গোয়ালা ও মহলন্দি টেঙ্গাপুর ও অন্যান্য গ্রামের মুসলমান কৃষকদের মধ্যে গরু বাছুর খোয়াড়ে দেওয়া সম্পর্কে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে প্রায় একশত লোক লাঠি, কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া দাঙ্গা করে। উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হইয়াছে।

রাজবন্দীর পিতার মৃত্যু

পাবনা হইতে প্রকাশ, বহরমপুর বন্দী-নিবাসে অবরুদ্ধ বিনয়ভূষণ মজুমদারের পিতা শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদার ২৮শে আগষ্ট সন্ধ্যায় তাঁহার পাবনার বাড়ীতে ৪২ বৎসর বয়সে টাং ১৫ রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, বিনয়ভূষণ ব্যতীত বাড়ীর কাজকর্ম দেখিবার আর কেহ পুরুষমানুষ নাই। বিনয়ভূষণকে তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ করা হইয়াছে।

লণ্ডনে স্বর্ণের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি

৩০শে আগষ্ট লণ্ডনে সোণার দর যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইতোপূর্ব্বে আর কখনও এত বৃদ্ধি পায় নাই। ঐ দিনে প্রতি আউন্স স্বর্ণের মূল্য ১৪০ শিলিং ৬ পেন্স হিসাবে ৩৪৫০০০ ষ্টার্লিং হস্তান্তরিত হইয়াছে। গত ২রা জানুয়ারী তারিখে স্বর্ণের সর্ব্বোচ্চ দর আউন্স প্রতি ১৪০ শিলিং হইয়াছিল। সম্প্রতি স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধির কারণ ডলারের মূল্য হ্রাসের আরও আশঙ্কা এবং ফ্রাঙ্কের স্বর্ণমান অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা।

ছাত্রের সৎসাহস

শ্রীগৌরী (হুগলী) হইতে প্রকাশ, গত ২২শে আগষ্ট শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস নামক শ্রীগৌরী হাইস্কুলের ৩য় মানের একটি ছাত্র স্কুল আসিবার সময় হাসনপুর গ্রামের শ্রীনকুলচন্দ্র শুক্রবৈদ্যের বাড়ীর পুষ্করিণীতে ঐ বাড়ীর চারি বৎসর বয়স্ক একটী শিশু জলমগ্ন হইতেছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিচ্ছদসহ জলে ঝাঁপ দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে। শিশুটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। কিছুকাল শুশ্রূষার পর শিশুটি জ্ঞান লাভ করে।

অন্ধ যুবকের আত্মহত্যা

গত বৃহস্পতিবারে বেলা ১২টার সময় ১২নং কাটাপুকুর লেনে অনন্ত কুমার দত্ত নামক ২৪ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক বিষ পানে আত্মহত্যা করিয়াছে। যুবকটীর বাটী শ্রীহট্ট জেলায়, সে অন্ধ। ৬ ফাল্গুন মাসে সে তাহার চক্ষু চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি হয় এবং তিন মাস হাসপাতালে থাকে কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। বর্ত্তমানে সে তাহার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় সুরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্তের বাটীতে বাস করিতেছিল। সম্ভবতঃ মনোদুঃখেই সে আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃতদেহটী মর্গে পাঠান হইয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

হবিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, এইখানে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, বানিয়াচঙ্গ-থানার এলাকাধীন প্রতাপপুর গ্রামের রাজ-পাটনী নামক জনৈক লোকের বাড়ীতে শুক্রবার রাত্রিতে কতিপয় লোক ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে এবং রাজপাটনী বাধা দিতে গেলে তাহারা তাহাকে হত্যা করে। এরূপ প্রকাশ যে, দুর্বৃত্তগণ ঘরের মেঝেতে লুক্কায়িত এক কলসী টাকা লইয়া পলায়ন করে। রাজ-পাটনী বহুকাল যাবৎ বানিয়াচঙ্গের নিকট-বর্ত্তী শুটকী নদীর ঘাট ইজারা লইয়া খেয়া চালাইয়াছিল। সে ঐ অঞ্চলে সুপরিচিত ছিল। ঘটনার সংবাদ পাইয়া পুলিশ জোর তদন্ত আরম্ভ করে এবং এই সম্পর্কে দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করে।

নানাস্থানে ভূমিকম্প

২৯শে আগষ্ট ১-১৫ মিনিটের সময় দার্জ্জিলিংএ ভীষণ ভূমিকম্প হওয়া গিয়াছে কম্পন কয়েক সেকেণ্ড ছিল। কোন প্রাণ-হানি হয় নাই।

জলপাইগুড়িতে ২৯শে আগষ্ট প্রাতে ৯.৩০ মিনিটের সময় সামান্য ভূমিকম্প হইয়াছে।

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, এখানে ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যা প্রায় পৌনে ছটার সময় আবার সামান্য ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল। ২৯শে আগষ্ট ভূকম্পনের পর ৩০শে আগষ্টের এই কম্পনে জনসাধারণকে আরও ভীত করিয়া তুলিয়াছিল। কোথাও কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মুর্শিদাবাদে কৃষকদের দুরবস্থা

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, চাষিদের আর্থিক দুর্দ্দশা হেতু মুর্শিদাবাদে ডিষ্ট্রিক্ট ও কালেক্টর এই মর্ম্মে হুকুমজারী করিয়াছেন যে, কান্দী, বারোয়া, নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত স্থান সমূহে ধান কাটার সময় না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত কৃষকদের বিরুদ্ধে ক্রোক পরোয়ানা বা সার্টিফিকেট দ্বারা কোন নিলাম হইবে না, তবে সার্টিফিকেট পদ্ধতিতে সেস্ আদায় এই আদেশে নিষিদ্ধ নহে।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

সুধীর সরকার নামক ৫ বৎসর বয়স্ক একটি বালক উল্টাডাঙ্গা মেইনরোডে তাহার মাতুল কার্ত্তিক চন্দ্র হালদারের বাটীতে বাস করিতেছিল। গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫.৩০ ঘটিকার সময় সে খাবার হাতে পুকুরে মুখ ধুইতে যাইয়া ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মানিকতলা পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ { ১১ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৮ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার { ১৬০শ সংখ্যা

কৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ১৫ই ভাদ্র শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকের পর নগরসংকীর্ত্তন মুখে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, পরমগুরুদেবের সমাধিমন্দির, শ্রীগুরুমন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া বেলা ৮ ঘটিকা হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ করেন।

বিরক্তব্রহ্মচারী শ্রীপাদ প্রাণকিশোরানন্দজী, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য হেড্ পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রাদি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ মুখরিত ও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্চ্চক শ্রীবনমালী দাসাধিকারীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও আপ্রাণ চেষ্টায় শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির বিচিত্র পুষ্প ও বৈদ্যুতিক আলোকমালার দ্বারা অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব নয়নমনোভিরাম শৃঙ্গার এবং বৈদ্যুতিক আলোকের বিচিত্র শোভা দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। ইহাদের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সন্ধ্যায় মৃদঙ্গকরতাল ও নানাবিধ সুমধুর বাদ্যসহকারে উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আরাত্রিক সম্পন্ন হয়। রাত্রি ১০॥ টার সময় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলার কথা কিছুক্ষণ পাঠ ও কীর্ত্তন করা হয়। মঠবাসী ও শ্রীধামবাসী ভক্ত, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণ উপবাসমুখে এই মাধব তিথির সম্মান পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনরোলে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া রাত্রি ১২॥ ঘটিকার পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আরাত্রিক কীর্ত্তনাদি করেন। সমাগত সকলেই শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার সৌষ্ঠব ও শ্রীমন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন, পাঠ ও ব্যাখ্যাদি শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হন।

গত ১৬ই ভাদ্র রবিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীনন্দোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদাদি-বিতরণমুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেবা চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউর বিচিত্র ভোগের পর সমাগত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অধরামৃত সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন পূর্ব্বক নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে

গত ১৫ই ভাদ্র ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে পঞ্চ দিবসকাল আবির্ভাবোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১২ই ভাদ্র বুধবার হইতে প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কৃষ্ণলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা, গত ১৫ই ভাদ্র, শনিবার প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, অপরাহ্নে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ, পূজা, আরতি ও কীর্ত্তন হইয়াছে।

গত ১৬ই ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় নন্দোৎসব-সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হইয়াছে। কাশীর বহু শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়া মঠবাসী সাধুগণের নিকট মধুময়ী হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠ ও বক্তৃতান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অধরামৃত সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন। সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

গত ১১ই ভাদ্র পাটনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠকালে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কলিযুগ-পাবনাবতারী প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা, ধর্ম্মের গ্লানি, ও তৎকালে সর্ব্বপ্রকার পূজা প্রভৃতি বিষয় সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন শাখামঠে উপবাস ও কীর্ত্তনাদি-মুখে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা পরে সে সকল বিষয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

গত জন্মাষ্টমী-দিবস জগদ্‌গুরুবর পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত শ্রীসরস্বতী জয়শ্রী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনমুখে তাঁহাদের দিবান করিয়াছেন। এই জীবমঙ্গলকর জীবনচরিত পাঠ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। এ সময় শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের বিস্তৃত সূচীপত্র প্রকাশিত হইয়া সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠে সহায়তা করিয়াছেন।

গোক্রমদ্বীপস্থ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ কীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটমন্দিরের কার্য্য অল্প কয়েক দিবস হইল আরম্ভ হইয়াছে।

নাটমন্দির যাহাতে সত্বর হয় তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ বৈবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিধি মহোদয় পরমোৎসাহে অতি দ্রুতবেগে কার্য্য সম্পন্ন করাইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরের কার্য্যও অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে। গঙ্গার জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপধাম দর্শনার্থ প্রত্যহ ৫০ যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ হৃষীকেশ ৪৪৮ গৌরাব্দ

আমার সময়াভাব

দেখিতে দেখিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইল. মনোধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া কত কাজই না করিলাম, পরোপকারাদি ব্রতগ্রহণে কতই না প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলাম, সময়ের সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতামঞ্চে কতই না বক্তৃতা দিলাম, উপদেশক সাজিয়া সময়ের সদ্ব্যবহারার্থ জগতের লোককে কতই না বলিলাম. জাগতিক সকল কাজ করিবারই আমার সময় হইল বটে, কিন্তু হরিভজনের সময় ত' আমি একদিনও পাইলাম না! তাই বলিতেছিলাম, আমার সকল কাজের সময় আছে, কিন্তু যেটী আমার নিত্য কর্ত্তব্য, যাহা আমার ইহ-পরকালের সঙ্গী সেই হরিভজনেরই সময়াভাব!

———

আমি বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া আমার সেব্য নহেন যাঁহারা তাঁহাদিগকে সেব্য মনে করিতেছি। কৃষ্ণ একমাত্র সেব্য হইলেও বর্ত্তমানে কোথাও মাতা কোথাও পিতা, কোথাও স্ত্রী এবং কোথাও পুত্র কৃষ্ণের আসন সেব্যের আসন গ্রহণ করিয়া আমাকে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে ও করিতেছে। সেবাবঞ্চিত হতভাগ্য আমিও অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া অবস্তুকে বস্তুজ্ঞানে মায়াকে কৃষ্ণজ্ঞানে তাঁহাদের সেবাতেই আমার এত অমূল্য সময় অতিবাহিত করিতেছি বলিয়া, তাঁহাদিগকে আমার নিত্যকালের স্বজন জ্ঞান করিতেছি বলিয়া সময়াভাব আমার ঘুচিতেছে না। বর্ত্তমানে আমি যাহাদিগকে সেব্য বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছি, তাঁহারা ব্যতীতও যে একজন নিত্যকালের বন্ধু জগদ্বন্ধু আছেন তাহা আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে স্থান পায় না বলিয়া, সেই পরমারাধ্যদেবের সেবানন্দের কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই বলিয়া, ভগবানের সেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমি আহার, নিদ্রা, কুটুম্বভরণ, স্বজনপালন, ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি এ সকল কার্য্যে আমি সময় পাইতেছি। তাই বলিতেছিলাম, সব কাজই আমি সুষ্ঠুরূপে করি বটে কিন্তু সাধুগণ যাঁহাকে জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন সেই হরিভজনের সম্বন্ধেই আমার যত অভাব!

বাল্যকালে যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতাম তখন মনে করিয়াছিলাম আর একটু বড় হইলে হরির আরাধনা করিব. কিন্তু ছাত্রজীবনের সেই আশা ভরসা এখন আর দেখিতেছি না। যৌবন লাভ করিলাম, মাতাপিতা আমাকে মনোহারিণী ভার্য্যা প্রদান করিলেন, তাহার সঙ্গে বিলাসাদিতে এবং তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতেই আমার অধিকাংশ সময় চলিয়া যায়। সেই চিত্তাকর্ষিণী স্ত্রীর মন যোগাইতেই আমার সমস্ত সময়, সমস্ত রক্ত, সমস্ত ধন, সমস্ত বল, সমস্ত উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায়, তাই বাকী সময়টুকু এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, তখন বিশ্রাম ও স্ত্রীচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান পায় না, অন্য কোন বিষয়ে আমার উৎসাহ দেখা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমার ন্যায় স্ত্রৈণের, আমার ন্যায় মূর্খের হরিভজনের সময়াভাব হইবে না ত' আর হইবে কাহার?

"Where there is a will, there is a way" বলিয়া যে একটী প্রবাদ আমরা শুনিতে পাই, তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের কাছের রাস্তা পরিষ্কার করিতে আমি বিশেষ পটু কিন্তু যখনই ভগবৎসেবার কথা আমার কর্ণগোচর হয় তখনই আমি হরিভজনের হস্ত হইতে অবকাশ পাইবার জন্য—হরিভজনের যাহাতে অবসর আসিয়া উপস্থিত না হয় এতজ্জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণরত মনের বা গৃহান্ধকূপবাসী বন্ধুবান্ধবের আপাতমনোরম যুক্তি লইয়া বলিয়া থাকি,—"ভগবানের সেবা কি আমি করিতে পারি? তাঁহার যখন কৃপা হইবে—তিনি যখন করাইবেন তখনই করিব। ভগবান্ আমাকে বর্ত্তমানে নানা কর্ত্তব্যের ভার দিয়াছেন; সুতরাং স্ত্রীচিন্তা, পুত্রচিন্তা, পিতামাতার সেবা করা, দরিদ্রের সেবা করা প্রভৃতি কত কাজই আমাকে বর্ত্তমানে করিতে হইতেছে। ইঁহাদের সেবা করা বা এই সকল কর্ত্তব্যপালনই আমার ভজন। ভগবানের সংসার যদি রক্ষা না করি তাহা হইলে আমাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে।" মনোধর্ম্মচালিত হইয়া আর এইরূপ কত কি বলিয়া নিজের মঙ্গলকে বরণ করি না। তাই বলিতেছিলাম, আমার ন্যায় আত্মবঞ্চিত কে? আমার ন্যায় ভজনের সময় খুঁজিয়া পায় না আর কে?

———

ইন্দ্রিয়তর্পণ আর হরিভজন এ দুইটী এক সঙ্গে হয় না। আমি অনেক সময় হরিভজনের নাম করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসিয়া থাকিবার অভিনয় করিয়াছি বটে কিন্তু ইন্দ্রিয়তর্পণই আমার হৃদয়ের উদ্দেশ্য হওয়ায় তাদৃশ নির্জ্জন স্থানেও কুজন-কোলাহল আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে ছাড়ে না—সংসারচিন্তা বা স্বসুখবাঞ্ছার চিন্তা আমার হৃদয় হইতে যায় না। আমি মনের অনুগত হইয়া চলি বলিয়া হরিভজন বিরোধী হিরণ্যকশিপু সদৃশ মন আমাকে হরিভজনের অবসর দেয় না।

———

মনের ধর্ম্মই রাজসূয়যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া। অনেক চেষ্টা করিয়া আমি মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করি, ধ্যান করি এবং নানাভাবে মঙ্গল(?) করিয়া মনের শান্তি বিধান করিতে চাই বটে, কিন্তু সেখানেও আমার হরিভজনের সময় নাই। ঐরূপ মনকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টায় আমার হরিতোষণ হয় না, চিত্তরোষণ হয় মাত্র; যেখানে মন-মায়ার প্রীতিবিধানে ব্যস্ততা, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার প্রচেষ্টা, সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ বা হরিভজনের কোন কথা না থাকায় আমার সময় কেবল বৃথা যায়। তাই বলিতেছিলাম, সব কাজেই আমি সময় পাই, কিন্তু হরিভজনের বেলায়ই আমার যত সময়াভাব!

———

প্রৌঢ়কালে মনে করিয়াছিলাম, পুত্র সাবালক হইলে তাহার হস্তে বিষয়-সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক সারা-জীবনের ক্লেশ ও আশা জুড়াইব আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের একটী উপায় খুঁজিয়া লইব। কিন্তু বর্ত্তমানে আমার সেই সঙ্কল্প হইতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সংসারাসক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে সংসারজালে জড়িত করিয়াছে। অত্যধিক অসৎসঙ্গের ফলে আমি এত জড়চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, কৃষ্ণেতর চিন্তা আমার হৃদয়কে এরূপভাবে জয় করিয়াছে যে আমি চেষ্টা করিয়াও তাহা ছাড়িতে পারি না; পরন্তু অনেক সময় সেই গুলিকে বন্ধু মনে করিয়া তত্তৎ চিন্তায় ভরপুর থাকিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণে প্রয়াস পাই।

———

মনে করিয়াছিলাম শেষ-বয়সে শ্রীধামে সাধুসঙ্গে বাস করিয়া নিজের কিছু মঙ্গল করিব কিন্তু আমার সেই মহতী আশা আজ বিফল হইতেছে; ইন্দ্রিয়লালসা প্রবল হইয়া আমার সেই সত্য আশাকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে; আর আমিও এই সদ্বৃত্তিকে যত্ন না করিয়া কুবৃত্তিকে আমার বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছি। তাই বলিতেছিলাম, বৃদ্ধ বয়সেও আমার সময় কই? সাধুসঙ্গে হরিভজন করিবার স্পৃহা আমার কই? 'মায়া মিলাইয়া এস ভগবান্' এই গুরু আহ্বান ছাড়িয়া গুরুকৃষ্ণগুণগতো কৃষ্ণভজন করিবার সৎসাহস আমার কই?

আমার সময়াভাব বলিয়া আমি অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে যাই বটে কিন্তু আমার মনে হয়, দোষ আমারই আর কাহারও নহে। আমি হরিভজন চাই না, তাই হরিভজনের সময় আমার হয় না। আমার যদি হরিভজনের স্পৃহা থাকিত তাহা হইলে হরিভজন করেন যাঁহারা, হরিকে দিতে পারেন যাঁহারা তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করিতাম!

'আমি হরিভজন করিব' এই কথা বলিয়া অনেক সময় দারপরিগ্রহ করি না! কিন্তু অবিবাহিত থাকিয়াও আমার হরিভজনের সময়াভাব। আমার স্ত্রী-পুত্র না থাকিলেও একটী দুঃখিনী মাতা ও বৃদ্ধ পিতা রহিয়াছে তাঁহাদের সেবার ছল করিয়া নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ করিয়া থাকি—স্বরূপ ভুলিয়া বিরূপের সঙ্গে মিত্রতা করি, হরিসেবা ছাড়িয়া মায়ার সেবায় ধাবিত হই। তাই বলিতেছিলাম, আমার সময়াভাব আর ঘুচিবে না। ভোগবৃত্তি আমার শত্রু সেবাপ্রবৃত্তিকে ক্ষণকালও অবসর দিবে না।

———

বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কত আশাই যে করিলাম, সুখলাভের আশায় অদম্য উৎসাহের সহিত কত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। হরিসেবা না করিলেও মায়ার সেবা দ্বারা সুখ পাওয়া যায়, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিলাম বলিয়াই আমি সাধুর কথায় কর্ণপাত করি নাই। তাই হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা আমার হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় আমি ভজনের সময় পাই নাই, তাহাতে যত্নবিশিষ্ট হই নাই। কোন বস্তুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না হইলে তদ্বস্তুলাভের স্পৃহা হৃদয়ে জাগে না এবং তদভাবে সময় থাকিলেও আমরা তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় কত কি বলিয়া থাকি। তাই বলিতেছিলাম, ভজনতৃষ্ণাভাবেই আমার সময়াভাব!

আমার সময়াভাব—এই কথা বলা কপটতা বা আত্মবঞ্চনা মাত্র। তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ তোমরা আমার ন্যায় আত্মবঞ্চিত হইও না. মনুষ্যজন্ম বৃথায় গেল, আমার হরিভজন হইল না,—এই দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া হরিভজনের সময় করিয়া লও, সব ছাড়িয়া কেবল হরিভজনই কর, তুচ্ছ বিষয় সমস্ত-কেশবে বিরাগবিশিষ্ট হও এবং আমার ন্যায় আলস্যপ্রধান, ভক্তিহীন চণ্ডালকে স্বয়ং আচার করিয়া এসব কথা শিক্ষা দাও. তোমরাও ব্রজে চল এবং আমাকেও সেই পথে যুক্ত কর. আমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দাও যে, 'আমার সময়াভাব কথাটি বলা, কপটতা বা বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়—উহাই আমার নিবে

আবির্ভাব

সেবকগণের কীর্ত্তিরূপ কংসধ্বংসকারী বিশ্বের প্রেমাস্পদ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ তাঁহার পূর্ণস্বরূপে ভগ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত বিশুদ্ধসত্ত্বময়-বিগ্রহ শ্রীবসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হইলেন। সত্ত্ব-রজস্তমো বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব। এই বসুদেবেই স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হন।

পূর্ব্বদিক যেরূপ আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তদ্রূপ বসুদেব দ্বারা বৈষ্ণবদীক্ষা-বিধানে সমর্পিত, জগন্মঙ্গল, অক্ষয় ঐশ্বর্য্যশালী সর্ব্বমূলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে মনের দ্বারা ধারণ করিলেন।

বসুদেবকর্ত্তৃক দীক্ষাদাতই দেবকীর বিষ্ণুকে মনের দ্বারা ধারণ। ইহাতে প্রাকৃত নরনারী-ঘটিত কোন ব্যাপার নাই। শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবে আবির্ভূত ভগবান্ সেই শুদ্ধসত্ত্ব-দ্বারে শ্রৌতপন্থায় দেবকীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাই ভগবানের ভগবত্তা, ভক্তকে স্বতন্ত্রভাবে স্বরূপ-দানলীলা। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ-বস্তু; তাই এইভাবেই ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তগৃহে নিত্যকাল প্রকটিত হন। [illegible] এবং শ্রী[illegible] বিধিটী ভক্তের নিত্য-আরাধ্য।

সর্ব্বজগতের আধারভূত সর্ব্বারাধ্য ভগবানের আশ্রয়স্বরূপিণী—দেবকী। তিনি কেন কংস-কারাগৃহে আবদ্ধা? এই প্রশ্নটী স্বতঃই উদিত হওয়া স্বাভাবিক। ভয় হইতে কংস। শ্রুতিবাক্যে কংসকে ভয়ের অবতার বলা হয়। ভয়ের উদয়ে ভোগবাসনা ক্রমশঃ কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে।

ঐ প্রকার কংসরূপ ভয়ে ভীত থাকিলে ক্রমশঃ ভজন-প্রতিকূল মনোভোগ্য বিষয়-ষট্ক কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অথবা যেমন ভক্তিগর্ভগত ষড়্‌বিধ বিষয়নিবৃত্তির মূল কংসও সেইরূপ দেবকী-গর্ভজাত ষড়্‌গর্ভনামক অসুরের হন্তা। সুতরাং ভজনবিরোধী ষড়্‌বিষয়রূপ ষড় গর্ভ-বিনাশার্থ কংসকারাগার-বাস ভজনের বা ভগবৎ-প্রাপ্তির একটী প্রধান কারণ

শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ভক্তিতেই ভগবান্ স্বতঃ প্রকাশিত হন। "ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি" প্রভৃতি শ্রুতিবচনই ইহার প্রমাণ। বিষয় নিবৃত্ত হইলে ভক্তি গর্ভে সেবাময়ী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়। প্রেমভক্তির উদয়ে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে

মন হইতে মরীচির আবির্ভাব। মরীচি মনের অবতার। মরীচির ছয়টী পুত্রই মনোভোগ্য। দেবকীতে ভগবানের আবির্ভাব দেখা যায় বলিয়া তিনি ভক্তিস্বরূপিণী। ষড়্‌বিষয় রূপ ষড়্‌গর্ভ কংস কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ "বিষয় ভোগ করিয়া সংসারে অন্ধকূপে নিমজ্জিত হইব" বলিয়া ভয়ে মন বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার পর অর্থাৎ ভোগবাসনা ক্রমশঃ কাল কর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়ার পর সপ্তমগর্ভে নিবাস, শয্যা, আসনাদি রূপ অনন্তদেবের আবির্ভাব; তৎপর অষ্টমগর্ভে শারদীয়া কৃষ্ণাষ্টমীতে স্বয়ং ভগবান্ কমললোচন চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্রাদি ধারী গলদেশে কৌস্তুভ রাজিত পীত-বস্ত্রধারী মুকুট কুণ্ডলসহ আবির্ভূত হন।

কংস ব্যতিরেকভাবে ভক্তের ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায় হওয়াও স্বয়ং ভগবানকে হন্তারূপে নিত্যকাল ভাবনা করেন। কংস শয়ন, অবস্থান প্রভৃতি সকল সময়েই হৃষীকেশকে চিন্তা করিয়াছেন। প্রেমিক ভক্তগণের দর্শনে ভগবান্ সুদুর্লভ বলিয়া নিরন্তর তৎপাদপদ্মের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিয়া চিন্তা করিয়াছেন। আর যাহাতে ভগবানের সহিত তাহার জীবিতকাল মধ্যে সাক্ষাৎকার না ঘটে তজ্জন্য কংস অহর্নিশ ভাবনা করিয়াছেন। ভক্ত ভগবানকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ভাবিয়াছেন, আর কংস যাহাতে অপ্রাপ্তির কারণ বিদ্যমান থাকে সেজন্য সচেষ্ট।

ভগবান্ জন্মরহিত। মাতৃগর্ভে জন্ম-ব্যাপারটী কর্ম্মজ। ভগবান্ কর্ম্মফল বাধ্য নহেন। সেইজন্য তিনি অজ। অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইয়াও দেবকীর পূর্ব্ব প্রার্থনানুসারে তাঁহার কুক্ষিগত হইয়াছিলেন। তথাপি কুক্ষি ভগবানের অবরোধক হইতে পারে না। কিন্তু শুদ্ধবাৎসল্যপ্রেমে তাহা হইতে পারে। কুক্ষি বা গর্ভ কখনও ভগবান্ বা তাঁহার প্রেমের আশ্রয় নহে।

মন ভগবদাত্মক বলিয়া তাঁহাকে ধারণ করিবার সাধনস্বরূপ। কুক্ষিগত হইয়াছেন ও মনের দ্বারা ধারণ করিয়াছেন এক তাৎপর্য্যপর। মনের দ্বারা ধারণ করা বস্তু কুক্ষিতে কি প্রকারে স্থান প্রাপ্ত হয় ক্রমসন্দর্ভের বিচারে তাহা বিরুদ্ধ বা অপ্রমাণিত বলিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ দেখা যায় না।

আত্মানুভূতি-লক্ষণই যোগ, আত্মানুশীলন দ্বারা বাহ্যানুভূতি বিলুপ্ত হয় বলিয়া তাহাকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যোগমায়াই যোগনিদ্রা। আত্মানুভূতি

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[গত ১১ই আগষ্ট, ১৯৩৪ শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা হইতে সংগৃহীত]

গোবর্দ্ধন—'গো' পরবিদ্যা, তাঁহার বর্দ্ধন। আমাদিগকে গোবর্দ্ধনসেবা করিতে হইবে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিধানই সেই গোবর্দ্ধন-সেবা। জড়যুক্তিবাদী অরিষ্টাসুর তাহার শৃঙ্গদ্বারা ভোগবর্দ্ধন বা আত্মেন্দ্রিয় তর্পণবিচারমূলে শৃঙ্গদ্বারা গোবর্দ্ধনকে আঘাত করিতে গেলে অর্থাৎ Theism—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রসপঞ্চকের উদ্দিষ্ট বাস্তব সত্তাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ তাদৃশ অসুরকে নিধন করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অরিষ্টাসুরকে (বৃষভাসুর) নিধন করিলে প্রৌঢ়াগোপী-মদনিকা শ্রীচন্দ্রাবলীদেবীকে তৎকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ কৃষ্ণকরে অর্পণ করেন।

কৃষ্ণ এখানে শ্রীরাধিকার যূথসহ মাধ্যাহ্নিক রাসবিলাস করিয়াছিলেন। এখানে সাধারণী গোপীগণের প্রবেশাধিকার নাই। বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার আনুগত্য অপেক্ষা না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণসহ ধীরসমীরে রাস করেন, তাঁহারা এই কুণ্ডতটবর্ত্তী রাসস্থলীতে প্রবেশের অধিকার পান না। চন্দ্রাবলীর এ-স্থানে প্রবেশাধিকার নাই। রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মধ্যেই রাসস্থলী। কৃষ্ণ এখানে শ্রীরাধিকার অনুগত গোপীগণসহ রাসবিলাস করিয়াছিলেন। অধুনা এস্থানকে লোকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এস্থান এত সংকীর্ণ নয়। এখানে যে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বর্ত্তমান নর্ত্তক উদয়শঙ্করাদির নৃত্যের ন্যায় নহে। কএক বৎসর পূর্ব্বে যখন মাদ্রাজে যাই, তখন আনেষ্ট উড্ সাহেব আমাকে একখানি শিবনৃত্যের বই দিয়াছিলেন। উদয়শঙ্করাদি সেই সব নৃত্য দেখাইতেছেন। কিন্তু রাধাকুণ্ডের কৃষ্ণ-নৃত্য তদ্রূপ নহে। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের সে নৃত্য সকল জগৎকে নাচায়। রাধাকুণ্ডের মৃৎ-অঙ্গ মৃদঙ্গ চিদঙ্গবাদ্যের সহিত যে চিন্ময় নৃত্যগীতাদি রাসবিলাস তাহা প্রাকৃত নাট্যরসামোদীর বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

গত বৎসর বন মহারাজ ক্যাক্সটনহলে নাটকের সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, (শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া) আপনারা আমাকে রাধাকুণ্ডে লইয়া যাইতে পারিলে আমি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীত (জগন্নাথবল্লভ নাটক, কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থপঞ্চক হইতে তদপেক্ষা অনেক নূতনতর বিষয় দিতে পারিতাম।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ নাটকের পঞ্চাঙ্ক বর্ণনমুখে অপ্রাকৃত শ্লোকাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে করিতে পূর্ব্বরাগ, বর্ষাণ ও নন্দীশ্বর হইতে রাধাকুণ্ড অভিসার প্রভৃতি ভজনরাজ্যের অনেক গূঢ় রহস্যের বিষয় আলোচনা করেন।

অর্থাৎ আত্মচৈতন্যাবস্থায় বাহ্যজ্ঞান-বিলোপকেই যোগমায়া বলা হয়। শ্রীহরির আবির্ভাব-লীলায় যোগমায়াই সহায়।

বসুদেব কর্ত্তৃক দীক্ষিতা হইয়া দেবী সেই নামমন্ত্ররূপী "ভগবতে বাসুদেবায়" সম্বোধনাত্মক শব্দ-বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন ভাব-বিশেষে চিত্তে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, জীবের ন্যায় তাঁহার ধাতু-সম্বন্ধ ঘটে নাই। কংসভয়ে ভীতা দেবকী স্বয়ং ভগবান্ পুত্ররূপে অবতীর্ণ, দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে তাঁহার বহু স্তব করিয়াছিলেন।

হে সতি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্ব জন্মে তুমি পৃশ্নি নামে জাত হইয়াছিলে এবং শুদ্ধচিত্ত এই বসুদেব সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। তোমরা অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে, সেই তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বরপ্রদাতা আমি বর দিতে আসিলে—তোমরা আমার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে, অন্য কোন প্রকার মুক্তি প্রার্থনা কর নাই। এইরূপে আমার পূর্ব্বরূপ জন্ম স্মরণ জন্য এই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছি।

মনুষ্যোচিত লক্ষণদ্বারা বিষ্ণু-আবির্ভাব-জ্ঞান হইতে পারে না। সাধকের বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য বাদ দিয়া গোলোক-বৃন্দাবনের মাধুর্য্যদর্শন অসম্ভব। অবশ্য নিত্যসিদ্ধ ভক্তের কথা অন্যরূপ।

বসুদেব ভগবানের প্রেরণায় যে সময় বালককে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক সূতিকা-গৃহ হইতে বহির্গমনের অভিলাষ করিলেন যশোদা; ভগবানের আত্মশক্তি-রূপিণী জন্মরহিতা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। যোগমায়া প্রভাবে দ্বাররক্ষক প্রভৃতি সকলেই নিদ্রাভিভূত, কারাগারের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। গোকুলেও যশোদা প্রভৃতি নিদ্রাবশে সুষুপ্তা। বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয় গোকুলে রাখিয়া যোগমায়াকে লইয়া পুনঃ মথুরায় কংস কারাগারে উপস্থিত হইলেন।

—শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে সংবাদের পৃষ্ঠা	প্রথম ৩ দিনে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		।৵৹	।৵	
,,	,, ইঞ্চ		১৸৹	১৷০	
,,	,, সিকি কলম		৪৲		
,,	,, অর্দ্ধ কলম				
,,	,, ১ কলম			১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲,
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় – প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ✓০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬-৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৮
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪.	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৬	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-০৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৭৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭ ২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪১, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:o:—

মর্কটের কীর্ত্তি

মাছুয়া হইতে একটী বানরের এক অদ্ভুত চুরির সংবাদ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, অন্যান্য দিনের মত জনৈক মিঠাই বিক্রেতা রাত্রিতে দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া যায়। গভীর রাত্রে নিকটস্থ বাটীর লোকেরা গোলমাল শুনিতে পায় এবং দোকানের দরজায় চোরে ধাক্কা দিতেছে মনে করিয়া তাহারা সকলে তথায় ছুটিয়া যায়। বাহিরে জনপ্রাণী কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাহারা চোরের খোঁজ করিতে থাকে। অতঃপর ঘরের চালের কয়েকখানি টালি অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া তাহারা স্থির করে যে, চোর নিশ্চয়ই ঐ স্থান দিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তখন পর্য্যন্ত ঐ গোলমাল হইতেছে দেখিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, চোর নিশ্চয় ঘরের মধ্যেই আছে। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠে এবং বহু গ্রামবাসী লাঠি ও টর্চসহ ঘটনাস্থলে চোর ধরিবার জন্য উপস্থিত হয়। সকলে ঘরের চতুর্দ্দিক ঘেরাও করিয়া চোরকে পাকড়াও করিবার জন্য দরজা খুলিবামাত্র একটী বৃহদাকার বানর ঘরের ভিতর হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক চক্ষুর নিমেষে পলায়ন করে। বানরটী উক্ত ঘরে রক্ষিত যত মিঠাই ভক্ষণ করিয়াছে এবং কয়েক টীন তৈল মাটিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

শ্রীহট্টবাসীর কৃতিত্ব

শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মোহন চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানাপদ চৌধুরী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে বি, ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর চীফ ম্যানেজার শ্রীহট্টের রায় বাহাদুর গিরিশচন্দ্র দাসের পরে একমাত্র শ্রীযুত জ্ঞানাপদ চৌধুরী বি ই পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিলেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুত চৌধুরী আই ই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আসাম সরকারও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য তাঁহাকে বৃত্তি দিয়াছিলেন। শ্রীযুত চৌধুরী শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের একজন কৃতী ছাত্র।

জীবন্ত প্রোথিত যুবক

আগরতলা হইতে প্রকাশ, সদরভুক্ত বনমালী পুরের শ্রীযুক্ত রামকমল দেববর্ম্মণের অন্যতম পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ দেববর্ম্মণের মৃতদেহ আগরতলার ১৬ মাইল পূর্ব্বে উত্তলা পাড়ায় এক শস্যক্ষেত্রের মধ্য হইতে মাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠ পঞ্চাশটি টাকা লইয়া গাভী ক্রয় উদ্দেশ্যে উত্তলাপাড়া গিয়াছিল। তথায় কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠের যাবতীয় পয়সা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ক্ষেতের মধ্যে লইয়া জীবন্ত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলে অতঃপর আসামীরা তাড়াতাড়ি ক্ষেত চষিয়া বৈকুণ্ঠের কবরের উপর শস্য বুনাইয়া দেয়।

নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার বহু পরেও বৈকুণ্ঠকে ফিরিতে না দেখিয়া, তাহার আত্মীয়স্বজন পুলিসে সংবাদ দেয়। পুলিশ বহু অনুসন্ধান ও খোঁজ খবর লইয়া শস্যক্ষেত্র হইতে মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছে।

এই সম্পর্কে যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে উত্তলাপাড়ার প্রকাশচন্দ্র দেববর্ম্মণ অন্যতম। মৃতশব আগরতলা ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

অভূতপূর্ব্ব জলপ্লাবন

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, পদ্মা নদীতে অত্যধিক জলবৃদ্ধি হইয়াছে। জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই এত অধিক জলবৃদ্ধি দেখেন নাই। রাজসাহী সহরের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মার তীরে যে সকল গ্রাম আছে, সেগুলির দিকে তাকাইলে মনে হয়, সব যেন জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক সংবাদদাতা জল ও কাদার মধ্য দিয়া এই সমস্ত গ্রামের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পান যে, অধিবাসিবর্গের দুর্দ্দশার সীমা নাই। অবস্থা দেখিলে মনে হয়, প্লাবনের জলে শত শত মাইল স্থান প্লাবিত হইয়াছে। কত স্থান যে জলপ্লাবিত হইয়াছে এবং প্রকৃত পক্ষে ক্ষতির পরিমাণ যে কত, তাহা এখনও অনুমান করা যায় না। সোনাইকান্দি, তালুকপাড়া এবং টেঙ্গাবাখালি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়াছে। কালিয়া, বেড়পাড়া, মধুপুর এবং মুরারিপুর প্রভৃতি আংশিক জলমগ্ন হইয়াছে। জেলা বোর্ডের রাস্তাও অনেক স্থলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে এই ভাঙ্গনের পরিসর একশত ফুটেরও বেশী হইবে। শস্যাদির ক্ষতিও কম হয় নাই। উক্ত বাঁধের উপর মাচান তৈয়ারী করিয়া মানুষ ও গরু একসঙ্গে কালযাপন করিতেছে।

বন্যার জল খুব দ্রুতবেগে উত্তরদিকে বিস্তারলাভ করিতেছে। বাহিরের কোন সাহায্য এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

একস্থলে গ্রামবাসিরা একটি অস্থায়ী বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে। ইহার ফলে কয়েকটি পরিবারের সুবিধা হইয়াছে। খারবোনা অঞ্চলে প্রায় ৫০০ জন লোককে উদ্ধার করা হইয়াছে। ছাত্র ও বয়স্কাউটগণ বিশেষ সাহায্য করিতেছে।

ব্যাপক খানাতল্লাসী

গত শনিবার গোয়েন্দা পুলিশ উত্তর কলিকাতার প্রায় ৬ খানা বাড়ীতে খানাতল্লাসী করে এবং দুই জন বাঙ্গালী যুবককে গোয়েন্দা পুলিশের হেড কোয়ার্টার ইলিসিয়াম রোডে লইয়া যায়।

প্রকাশ, আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার হাজতী আসামিদের পলায়ন সম্পর্কে ঐসব খানাতল্লাসী হয়।

আশ্চর্য্যরূপে শিশুর জীবনরক্ষা

নাগপুর-ইটারসী সেকসনের ইচোলী ও তিগাঁও ষ্টেশনের মধ্যে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছে। জনৈক আই-এম-এস, কর্ম্মচারীর স্ত্রী তাঁহার তিন বৎসর বয়স্কা কন্যাসহ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। ট্রেনের চলন্ত অবস্থায় বালকটি গাড়ীর জানালার পার্শ্বে বসিয়া মাতার সহিত খেলা করিতেছিল। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বালকটি বাহিরে ছিটকাইয়া পড়ে। তাহার মাতা অবিলম্বে বিপদজ্ঞাপক শিকল ধরিয়া টানিলে ঘটনাস্থলের প্রায় দুইশত গজ দূরে গাড়ী থামিয়া পড়ে, ট্রেন পিছু হটাইয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছিলে জীবন্ত অবস্থায় ভূমিতল হইতে বালকটিকে তুলিয়া লওয়া হয়। তাহার দেহে বিশেষ কোনও আঘাত লাগে নাই।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ বুধবার ১৬১শ সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব

গত ৪ঠা ভাদ্র হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শুধু কলিকাতা মহানগরীর সজ্জনবৃন্দ নহেন, বঙ্গের বিভিন্ন জেলার বহু ভক্ত আসিয়া মহোৎসবে যোগদান করিতেছেন এবং অনেক সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রীমহামন্ত্র ও মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই গুরুবৈষ্ণবগণের নিকট শ্রুত হরিকথা যথাযথরূপে অনুসরণ পূর্ব্বক অপরের নিকট আবার সেই শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিলে দেশের সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর উপদেশ সুষ্ঠুরূপে প্রচারিত হইবে, ইহাই আমাদের আনন্দের বিষয়।

মহোৎসব উপলক্ষে মঠসেবকগণ শ্রীমঠে ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি রবিবারে একটী করিয়া বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া মহানগরীর প্রধান প্রধান রাজপথ-সমূহ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণকে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম-শ্রবণের সুযোগ দিতেছেন। রবিবার অফিসাদি বন্ধ থাকায় জনসাধারণের এই সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদানের বিশেষ সুবিধা হয়। গত ২৬শে আগষ্টের নগর সঙ্কীর্ত্তনের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৬ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ারের চতুষ্পার্শ্বে, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট পরিভ্রমণান্তর শ্রীমঠে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আগামী ২৩শে ভাদ্র ৯ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় তৃতীয় সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হইবেন।

ভক্তবৃন্দ যখন উদ্ধবাহু হইয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তনের সহিত ভ্রমণ করিতে থাকেন তখনকার দৃশ্যদর্শনে বোধ হয় পাষাণও বিগলিত হয়। মৃদঙ্গ করতাল কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র-সমূহের সুমধুর তান সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনের সহযোগে যে আনন্দলহরী উদ্বেলিত করে, তাহা ভাষায় বর্ণন করা সম্ভবপর নহে। ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগরীর মধ্য দিয়ে যখন সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শোভাবিস্তার করিতে থাকেন তখন রাজপথসমূহের উভয়পার্শ্ব হইতে বাল বৃদ্ধ যুবা-স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে অসংখ্য ব্যক্তি তদ্দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসে এবং নির্নিমেষ নেত্রে দর্শন করিতে থাকে। ভক্তিমন্ত জনগণ পর্য্যন্ত-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা এই সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অভিনন্দিত করেন। মহাপ্রভো! তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় আজ সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতেছে। তোমার করুণাকণা লাভ করিয়া বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দের নিত্যমঙ্গল লাভ হউক ইহাই তোমার শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

———

গত ৩১শে আগষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ "ভক্তের জন্ম" সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

———

গত ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় ৫ম সংখ্যা "বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ" প্রবন্ধটীর কিয়দংশ প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে ১০-১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সওয়া দুই ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে মহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করেন আর শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। ব্যাখ্যায় গুণজাত জগতের তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের ক্রিয়া প্রভৃতি বর্ণন পূর্ব্বক তাহারা যে সকলেই মায়িক বৈভব তাহা বিশেষরূপে প্রদর্শন করেন। এই গুণত্রয়ের বিক্রম হইতে পারমুক্ত হইলে যখন গুণত্রয়ের সাম্যস্থান বিরজা অতিক্রমান্তর পরব্যোমে গমনের সৌভাগ্য হয় তখন জীবগণ কৃষ্ণাবির্ভাব-রহস্য বুঝিতে সমর্থ হন। অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থান ব্যতীত 'অজ ভগবানের জন্ম-রহস্য' সম্যগ্‌রূপে বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান কালে জীবগণ কৃষ্ণকে একজন ঐতিহাসিক বা রূপক ব্যক্তি বলিয়া বিচার করেন। তাঁহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা নিরন্তর শ্রবণের ফলে বিদূরিত হইতে পারে। ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক বিষয়টী শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। শ্রবণের প্রতি উদাসীন থাকিলে অথবা শ্রবণ করিতে আসিয়া বৈধাহারা হইলে এত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হয় না। অনেক সময় আমরা পূর্ব্বসঞ্চিত পাণ্ডিত্যের বহুমানন করিয়া অন্তরে বহুকাল যাবৎ যে অপসিদ্ধান্তগত ভাব রহিয়াছে তদ্দ্বারা অধীর হইয়া গুরুবৈষ্ণবের বাক্যগুলের প্রয়াসী হই। বস্তুতঃপক্ষে আমাদের বিচারস্রোত কখনও শ্রৌতসিদ্ধান্তের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। আমরা যদি সত্য সত্যই সরল ও নিষ্কপট হইয়া আত্মমঙ্গল-প্রয়াসী হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কৃত্য—আমরা যাহা আমাদের মনের ভাণ্ডারে পূরিয়া রাখিয়াছি, তাহা প্রশান্ত মহাসাগরে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে শ্রীগুরুমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পানের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভের উপায়রূপে আমরা পরিপ্রশ্নরূপ যে বৃত্তিটীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি তাহা প্রণিপাত ও সেবা-যোগে সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা পরিপ্রশ্ন না হইয়া তর্কের আবাহন হইবে মাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বক্তব্য শেষ হইলে নিজের সন্দেহ-বিষয় পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে। তাঁহার উক্তির মাঝখানে কোন কথা বলা মোটেই সঙ্গত নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সময়ে উক্ত বিষয়ে, হরিকথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভক্তের অবস্থা ও লক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভাগবতের প্রাকৃত বিচারের গণ্ডী হইতে ত্রাণলাভের যোগ্যতা লাভ না হওয়ায় প্রাকৃত নামে কথিত এবং মধ্যম ভাগবতের কৃত্য যে ঈশ্বরে প্রেম এবং অন্যান্য মধ্যমাধিকারীর সহিত মিত্রতা, কোমলশ্রদ্ধ বালিশগণের প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষিগণকে উপেক্ষা করা, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ হৃষীকেশ ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

সেবা ও পূজা

কোন বস্তুকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যে সম্মান-প্রদর্শন তাহাই পূজা। পূজায় বিধি বা কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রবল। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা পিতা, মাতা, রাজা, ব্রাহ্মণ এবং দেবতাগণকে সম্মান করিয়া থাকি। পূজাতে সম্ভ্রম থাকে, কামনা থাকে ও পূজ্য-পূজকের মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকে।

এজগতে যেমন পূজা আছে অপ্রাকৃত জগতেও সেইরূপ ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে পূজার কথা আমরা শুনিতে পাই। নারায়ণ-উপাসকগণ নারায়ণের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেন তাহা পূজা শব্দবাচ্য। শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের যে সেবা করিয়া থাকেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা শ্রীনারায়ণের পূজা। বৈধ অর্চ্চনমার্গে যাবতীয় কার্য্যই পূজা। পূজায় পূজ্য বড় আর পূজক চিরকালই ছোট। প্রভু-দাসই পূজ্য-পূজকের সম্বন্ধ। পূজকের কর্ত্তব্য পূজা করা, পূজ্যের ধর্ম্ম—পূজা গ্রহণ করা। পূজায় পূজক পূজ্য-সমীপে থাকিয়াও পূজ্য হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া সুখী, পূজক সর্ব্বদাই পূজ্যের মর্য্যাদা অতিক্রম করাকে বড়ই অপরাধের কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করে।

সাধারণ জীবের এতাদৃশী মর্য্যাদাবুদ্ধি স্বাভাবিকী। এই মর্য্যাদাবুদ্ধি অতিক্রম করিবার অস্বাভাবিক চেষ্টা দেখাইলে জীব সত্য সত্যই ভগবচ্চরণে অপরাধী হয়। ঐশ্বর্য্য প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনারায়ণেরই পূজা হয়, প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা হইতে পারে না। কনিষ্ঠ অধিকারীগণ 'শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছি' বলিয়া তাঁহার অর্চ্চন করিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা শ্রীনারায়ণেরই পূজা হয়। অংশীতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দে মর্য্যাদাময় উপাস্য শ্রীনারায়ণ, নৈমিত্তিক অবতারাবলী, পুরুষাবতারগণ সকলেই বিরাজিত। সুতরাং অর্চ্চনমার্গে যে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা শ্রীনারায়ণেরই পূজা হয়। কনিষ্ঠাধিকারীর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চন ও মহাভাগবতের ভাবসেবায় আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। প্রথমোক্ত কার্য্যটী পূজা এবং শেষোক্ত কার্য্যটী ভজন-অনুষ্ঠানমুখে সেবা। ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা হয় না। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমাকে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তা'র প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যে মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥"

পূজার পরত আরতি নাই। বিষ্ণুবস্তুর ঐশ্বর্য্য পূজকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু সেবায় সাক্ষাৎ সেব্য স্বয়ং সেবকের দ্বারা আকৃষ্ট হ'ন। স্বাভাবিকী প্রীতির দ্বারা প্রভুর [illegible]বিধানে যে আন্তরিক চেষ্টা, যাহা দ্বারা সেব্য স্বতঃই আকৃষ্ট তাহার নামই সেবা। এই সেবা কৃষ্ণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যে কৃষ্ণের পদনখশোভা লক্ষ্মীকে এমন কি নারায়ণকেও পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন সেই পরমতত্ত্ব তাঁহার অহৈতুক-সেবকগণের দ্বারা আকৃষ্ট হ'ন। সেবায় এতদূর বিশ্রম্ভ ও দানই ভাব বর্ত্তমান যে উক্ত সেবাসৌষ্ঠব-বিধানকালে সেবককে সেব্য হইতে বড় করিয়া তোলে, পাল্যকে পালক করিয়া থাকে, বধূকে প্রভু করিয়া থাকে।

প্রাকৃত ব্যক্তির অর্চ্চন বা মর্য্যাদা-মার্গে অধিকার। শ্রীমঠাদি স্থাপন, মহোৎসবাদি, ধাম-পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ, গ্রন্থাদি-প্রচার বা হরিকথা-প্রচার—এই সকল অর্চ্চনমার্গের কার্য্য। কনিষ্ঠাধিকারীর এই সকল কার্য্যের উপযোগিতা আছে। নতুবা তাহাদের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। কারণ, সাধারণ জীবের চিত্তবৃত্তি দৈহিক বিবিধ চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি ধাবিত। তাহাদিগকে সঙ্কোচিত করিয়া হরিকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে প্রাথমিক অবস্থায় অনাশ্রোপ অধিকারে অর্চ্চনমার্গ বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি ব্যতীত শুদ্ধভক্তি বা নিষ্কাম সেবার যোগ্যতা লাভ হইতে পারে না। যাহারা এই সকল সাধন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানকে অর্চ্চন-মার্গ মনে করিয়া অনর্থের প্রশ্রয় দিবার জন্য নানাবিধ অসচ্চিন্তায় ও মনোধর্ম্মে যুক্ত হইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ নির্জ্জন-ভজনাদির পক্ষপাতী তাঁহারা অকালে হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া অবর পথের পথিক হন।

পূজার অপর নাম যেমন অর্চ্চন সেইরূপ সেবারও অপর নাম ভজন। এই সেবা বা ভজনই জীবের পরম লোভনীয় বস্তু। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরি এই সেবা শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পরতত্ত্বতঃ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু এই সেবা শিক্ষা দিবার জন্য সম্বন্ধজ্ঞানের কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। সেবার মূর্ত্তিমান্ শ্রীবিগ্রহ শ্রীল রূপপাদ এই সেবার কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। অভিন্ন-শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীগুরুদেব জগজ্জীবকে এই সেবাতে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুল। শ্রীগুরু বৈষ্ণব-সেবাই এই সেবাসৌভাগ্য-লাভের একমাত্র উপায়। প্রাকৃত অভিমান থাকিতে কখনও সেবা হয় না। সেবা আত্মার সহজ ধর্ম্ম। সুতরাং বিধিমার্গে কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ভগবদর্চ্চনই পূজা এবং অনর্থনিবৃত্তির পর রাগমার্গেই সেবা সাধিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

[গত ২৮শে শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট সোমবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের নিকট নবধা-ভক্ত্যঙ্গ, অর্চ্চন ও ভজন-রহস্য সম্বন্ধে যে-সকল কথা কীর্ত্তন করেন, তাহার কিয়দংশ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গকে একটী Electric circuitএর সঙ্গে উপমা দেওয়া যায়। ৩৬০ ডিগ্রীর একটী বৃত্তকে সমান তিনভাগে বিভক্ত করিলে এক এক অংশ ১২০ করিয়া হয়। উক্ত নবধা ভক্ত্যঙ্গকে তিনভাগে বিভক্ত করিলে তিনটি করিয়া ভক্ত্যঙ্গে এক একটি পাদগোল (quadrant) হয়। প্রথমে পাদসেবন হইতে গণনা করিলে পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন প্রথম পাদগোলে, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—দ্বিতীয় পাদগোলে এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ তৃতীয় পাদগোলে পড়ে।

কাহার পদ-সেবা করিতে হইবে, এই বিচারে কৃষ্ণপাদপদ্মেরই সেবা কর্ত্তব্য বিচার হইলে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে দীক্ষা-গ্রহণের বিচার আসিয়া পড়ে। শ্রীগুরুদেব দীক্ষা দ্বারা অর্চ্চনাধিকার প্রদান করিলে অর্চ্চনের ফলস্বরূপ বন্দন। বন্দনায় পূজ্য পূজক, প্রভু-ভৃত্য, বান্দা-মনিব সম্বন্ধ। অর্চ্চন-পর্য্যায়ে প্রথম quadrant, আত্মনিবেদন-পর্য্যায়ে দ্বিতীয় এবং ভজন পর্য্যায়ে তৃতীয়টি অর্থাৎ কৃষ্ণকে একমাত্র সেব্য, সুহৃদ্-জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক কৃষ্ণকথা-শ্রবণ ফলে কীর্ত্তন, কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ উদিত হয়। স্মরণেই পাদ-সেবনাদি অন্যান্য অঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে। ভজনমার্গে প্রথমেই আত্মনিবেদন হইতে শ্রবণাদি গণিত হয়। বস্তুসিদ্ধি ব্যতীত সেব্যের সাক্ষাৎকারক্রমে সাক্ষাদ্ভাবে সেব্যের পাদসেবনাদি না থাকায় শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-মুখেই তৎসমুদয় সেবা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ। আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তির যজনস্থল অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল অপর অষ্টদ্বীপ পরিক্রমা হয়। আত্মনিবেদন অষ্টদলপদ্মের মধ্য-কর্ণিকার-স্বরূপ। আত্মনিবেদন ব্যতীত শ্রবণাদ্যাত্মক ভজনাধিকার লাভ হয় না।

কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত সাধক জীবের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাত্মক ভজনমার্গে উপস্থিত হওয়ার জন্য শ্রীগুরুদেব মন্ত্রদীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনাধিকার প্রদান করেন। এই অবস্থায় হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সাধকের কৃষ্ণকথাশ্রবণাদিতে রুচির উদয় হয়।

অর্চ্চনবিচারে আবাহন ব্যতীত পঞ্চদশ উপচার আছে। তন্মধ্যে ভূতশুদ্ধি একটী প্রধান ব্যাপার। ভূত অর্থে জাত। "আমি এ জগতের দেহমনোধর্ম্মবিশিষ্ট জীববিশেষ, জগৎ আমার ভোগ্য"—ইত্যাকার বিচার হইতে মুক্তিলাভ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত হয় না। কৃষ্ণকথা শ্রবণফলেই চিত্তশুদ্ধিক্রমে ভূতশুদ্ধি উপচার সংগৃহীত হয়। "আমি ভগবান্ই, তবে বর্ত্তমানে অবিদ্যাগ্রস্তাবস্থায় চিত্তৈশ্বর্য্যলাভের জন্য এশ্বর রূপ কল্পনা করিয়া লইতেছি" ইত্যাদি বিচার "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" বাক্যের লক্ষীভূত বিষয় নহে। "দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥"—এই বিচার বিশেষভাবে আলোচ্য।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

মনুষ্য কেবল নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কর্ম্ম না করিয়া একটু উদারতা দেখাইতে গিয়া যখন পরোপকারাদি বিচার অবলম্বন করে, তখন তাহাকে ধার্ম্মিক বলা হয়। কিন্তু তাহাতেও ভুক্তিবাঞ্ছা বর্ত্তমান বলিয়া এবং প্রাপ্য বিষয় ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া জ্ঞানিগণ তাঁহাদের বিচারকে আর একটু উন্নত করিয়া বৈরাগ্য-বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক নেতি নেতি বিচারে সমস্ত জড়বিলাস-বিশেষকে খণ্ডন করিতে করিতে শেষে কৃষ্ণের চিদ্বিলাসকেও খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন এবং নামরূপ-গুণলীলাদি চিদ্বিশেষকে নিরস্ত করিয়া নির্ব্বিশেষবাদাবলম্বনের দাম্ভিকতা করেন। জ্ঞানিগণের কর্ম্মিগণের ভুক্তিবিচারের প্রতিযোগিতা-মূলে যে ত্যাগ বা ফল্গুবৈরাগ্য-বিচার, তাহা জীবপাদ

ভগবৎপাদপদ্মসেবা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ঐরূপ ভুক্তি বা মুক্তিবিচারের মূল্য অককপর্দ্দকও নহে। এই নিমিত্ত এই শ্লোকে বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিরাকৃত করিয়া একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মসেবারই বিচারই প্রতিষ্ঠিত। ভক্তি ব্যতীত অন্ত বিচারে জীবন্মৃতাবস্থা। অদীক্ষ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক এই সকল বিচার শ্রবণ না করিলে ভক্তিমার্গ হইতে তাঁহার চ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।

(অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বাবু অদীক্ষিতের অর্চ্চনের একান্ত কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ শ্রবণ করেন।)

গৌড়ীয়মঠের মহৎকার্য্য

শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর পত্র

লক্ষ্মী-নিবাস
মধুপুর (এস্, পি) ১৩।৫।১৯৪১
ই, আই আর

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গত কয়েক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবাদিতে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল কিন্তু ভগবদ্বিধানে এবার প্রবাসে আপনাদের উৎসব-আমন্ত্রণ পত্রী পাইলাম। স্মৃতির মধুর আস্বাদন মাত্রই তৃপ্তিদান করিবে। সশরীরে উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিমল ভাগবতানন্দ ভোগ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত, তত্রাচ এই ক্ষুদ্র পত্রী-সহায়ে কাল আপনাদের নিকট উপস্থিত হইবার আশায় ইহা প্রেরিত হইল। মনের অন্তঃস্থলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে নিষ্ঠা ভক্তির আদর্শ অঙ্কিত রহিয়াছে, উহা ঘুচিবার নয়। তাই কাল মনের সাহায্যে আপনাদের শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসবের নানাপুষ্প-সম্ভার ও অলঙ্কারাদি ভূষিত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিব এবং আপনাদের পুতভাগবতানন্দপূর্ণ সাহচর্য্য-লাভের জন্য ব্যগ্র থাকিব। আপনারা বাগবাজারে আসিয়া গত কয়েক বর্ষ যে বিমল আনন্দ-স্রোতে আপামর সাধারণকে ভাসাইয়াছেন তাহা স্থানীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব জগৎকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া পাশাবদ্ধ করিয়া শাশ্বতী মুক্তি দিয়াছেন। আপনারা তাঁহার সেবক-পরিকর, জগতের প্রত্যেককে প্রেমে বন্দী করুন। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধন আর নাই। ভগবান্, ভক্ত, ভাগবত—শুনিতে পাই, অভেদ; তাহাই যেন হয় ও আমরা ভগবান্, ভক্ত ও ভাগবতের লীলা ও কীর্ত্তন দেখিয়া ও শুনিয়া ধন্য হই।

সেদিন পাটনায় নাতনী (ভ্রাতুষ্পৌত্রী) শ্রীমতী নন্দরাণী (ভক্তপ্রবর যতীন্দ্রলাল মিত্রের পুত্রবধূ) দিদিমণির পত্রে পাটনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখামন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা পাঠে বড়ই তৃপ্তিবোধ করিলাম। দিদিমণি লিখিয়াছে যে, পাটনার বিগ্রহ নাকি ঠিক বাগবাজারের শ্রীমূর্ত্তির অনুরূপ—আকারে ও শ্রীতে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের দানের কথা মনে করিলে মনে পড়ে একটী ক্ষুদ্র ইংরাজী কবিতা। তাহার অনুবাদটী নীচে দিলাম,—

শ্রেষ্ঠদান

"সযত্ন সঞ্চিত মম ক্ষুদ্র কোষ হ'তে
দিনু এক ভিখারীরে স্বর্ণের দান।
নিঃশেষিয়া সব তা'র, ফিরে এল পথে—
পূর্ব্বমত ক্ষুধার্ত্ত সে, দেহ—কম্পমান!
দিলাম এবারে তা'রে আমি
কিছু তত্ত্ববাণী;
সাধিয়া সে উপদেশ হ'ল সে যে
মহাধনী!
দেবাশীষ্ ল'য়ে শিরে, তেজস্বী সে
ভদ্রবেশে
ভ্রমে হেথা সগৌরবে,—আজ নহে
ভিখারী সে॥"

আজ এই পর্য্যন্ত; পুনরায় সান্নিধ্য-লাভের চেষ্টা করিব। শ্রদ্ধেয় বন মহারাজ একখানি পুস্তিকায় তাঁহার ইংলণ্ডের প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক একখণ্ড উপহার পাঠাইয়াছেন—বহু দিবস পূর্ব্বে উহা পাইয়াও প্রাপ্তি স্বীকারপূর্ব্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার সুযোগ পাই নাই। আগামী বিদেশী ডাকে উহা পাঠাইব এইরূপ ইচ্ছা আছে।

আশা করি শ্রীল প্রভুপাদ সুস্থশরীরে আছেন। এবং আপনারা সকলেই শারীরিক কুশলে আছেন প্রভুপাদকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাইবেন—আপনারা সকলেও আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা ও যথাযোগ্য অভিবাদনাদি জানিবেন

ভবদীয় অনুরাগী—
প্রেমভিখারী—কিরণ চন্দ্র দত্ত

"অজের জন্মকাহিনী"

(১)

নাহি জন্ম যাঁর বিশ্বের মাঝার
'অজ' নাম তাঁর হয় গো।
সকল-কারণ-কারণ-আধার
সর্ব্ববেদে নিত্য কয় গো॥

(২)

অজের জনম বিরুদ্ধধরম
মরমেতে ধাঁধা হয় গো।
সর্ব্ব কারণের জনম করম
একি অপরূপ কয় গো॥

(৩)

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—আর মোক্ষনাম
চরমেতে যাঁরা বরে গো।
অজের জনম মাধুর্য্য পরম
আস্বাদিতে কভু নারে গো॥

(৪)

ত্রিপুটী-নিধনে অক্ষজ-বিজ্ঞানে
স্থির লক্ষ্য যাঁরা করে গো।
অভিজ্ঞতাবাদ-শিখরারোহণে,
নাস্তিক-গহ্বরে মরে গো॥

(৫)

যাঁদের সাহিত্য রাহিত্য-বিচারে
প্রতিষ্ঠিত সদা হয় গো।
যাঁ'দের কবিতা প্রাকৃত-রসেরে
পররস বলি' কয় গো॥

(৬)

যাঁ'দের দর্শন তৃতীয় মানের,
যায়নি দরজা পারে গো।
তুরীয় মানের স্থিতি যাঁহাদের
কভু না নয়নে হেরে গো॥

(৭)

জড়ে মত্ত যাঁরা পায়নি সন্ধান
পররস সুধা-ধার গো।
বুঝিবে না সেই মানবের জ্ঞান
অজের জনম সার গো॥

(৮)

যথা প্রেমাঞ্জন রঞ্জিত নয়ন
কামগন্ধ দূরে রয় গো।
হৃদয়-মথুরা সেবায় মগন,
তথায় উদয় হয় গো॥

(৯)

যথায় প্রগাঢ় অজ্ঞান-তিমিরে
আবৃত রজনী ঘোরে গো।
প্রাকারবেষ্টিত কারার মাঝারে
অসুরে শাসয়ে সুরে গো॥

(১০)

রাজৈশ্বর্য্য-মান সম্ভ্রম সর্ব্বস্ব,
শত্রু করে হ'য়ে হারা গো।
হয় গো লাঞ্ছিত দীনহীন নিঃস্ব
সহে দুর্বিসহ কারা গো॥

(১১)

এ হেন যন্ত্রণা হেরিয়া যে জন
বিচলিত নাহি হয় গো।
কাঁদে নিশিদিন হ'য়ে একমন
কোথায় করুণাময় গো॥

(১২)

শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি-মাঝারে সে জন
হেরিবে আনন্দময় গো
অজের জনম অপূর্ব্ব কথন
অন্যথায় কভু নয় গো॥

(১৩)

অভক্তি শিক্ষক কপটী পুতনা,
ভুক্তিমুক্তি-শিক্ষা দেয় গো।
নাশিতে সে সব অসতী অঙ্গনা
অজের জনম হয় গো॥

(১৪)

মন্দ সংস্কার জাড্য অভিমানে
অংশে উদয় হয় গো।
শকটভঞ্জনে দিতে ভক্তিধনে
অজের জনম হয় গো॥

(১৫)

শুষ্ক তর্কজ্ঞান পাণ্ডিত্যাভিমানে
পাষণ্ডীর মত রয় গো।
সেই তৃণাবর্ত্ত বিনাশসাধনে
অজের জনম হয় গো॥

(১৬)

করিতে ভঞ্জন যমল-অর্জ্জুনে
করিয়া গরব ক্ষয় গো।
ভকতের করে বন্ধনগ্রহণে
অজের জনম হয় গো॥

(১৭)

ক্ষুদ্রবালবুদ্ধি-জনিত লোভেতে,
জীবন বিপন্ন হয় গো।
বৎসাসুর নাশি' স্বগণ রক্ষিতে
অজের জনম হয় গো॥

(১৮)

শাঠ্য কুটিনাটি ধূর্ত্ততা-স্বরূপ
বকাসুরে দেয় ভয় গো।
নাশিতে জীবের অভক্তি-বিরূপ
অজের জনম হয় গো।

(১৯)

ভূতহিংসা দ্রোহ নানা পাপবুদ্ধি
বদন বিস্তারি' রয় গো।
অঘাসুরে বধি' দিতে চিত্তশুদ্ধি
অজের জনম হয় গো॥

(২০)

ঐশ্বর্য্য নেহারি মাধুর্য্যোরে হেয়
যাঁদের দর্শন হয় গো।
শ্রীব্রহ্মমোহনে দিতে উপাদেয়
অজের জনম হয় গো॥

(২১)

মূঢ়তা-জনিত তত্ত্বান্ধ ধেনুকে
শুদ্ধবুদ্ধি করিতে ক্ষয় গো।
উজলিতে বিশ্ব বিজ্ঞান-আলোকে
অজের জনম হয় গো॥

(২২)

গর্ব্ব খল ক্রূর পর অপকার
ভীষণ কালীয় হয় গো।
সে সব দমিতে জগৎ মাঝার
অজের জনম হয় গো॥

(২৩)

পরস্পর-বাদ সম্প্রদায় দ্বেষ
যতেক সংঘর্ষ রয় গো।
সেই দাবানল করিতে নিঃশেষ
অজের জনম হয় গো॥

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ

দাদখানি	
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০ – ৪৲
মাতা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৫।০
বালাম	৪।০
কলম	৩॥০
সিতাশাল (সরু)	৪৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৮।৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪॥০—৪॥৵০
১নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এনামাকা	৯৵০—৪।০
আটা ৩নং	১॥৵০—১৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫॥০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বডার	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৫১শে আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি কোয়ার বা দীর্ঘ	
মাকা	৯৸৵০ – ৫৸৵০
ঐ বে-মাকা চালকা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৯।৵০ — ৯॥৵০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৴০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৫৲
এসবেসটস সিমেন্ট, করগেট টীন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৴১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট	১১।৵০
২৬ গেজ	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
ইস্পাত পাটি	৬।০—৬৷৵০
,, চৌকা (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, পাতে (চোকা)	৬০—৬৸০
,,গোল বড় ৴০—।৵০ সুতা	৫৴০—৬॥০
,, টানা বড়-	
চোকা ৴০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, বাটুল হেড	৬।৵০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভাগবতশাস্ত্রী এল, এম এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৩,	১১—১১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩৬,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বিলাত যাত্রা

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন দাস এম এস-সি এবং শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সরকার এম এস-সি উচ্চ শিক্ষার্থ গত বৃহস্পতিবার বি এন আর বোম্বাই মেলে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই পি-এইচ ডি ডিগ্রীর জন্য লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে গবেষণা করিবেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কীটতত্ত্ব এবং শেষোক্ত ব্যক্তি উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করিবেন।

গান্ধীজী সকাশে মিঃ সি এণ্ড্রুজ

রেভারেণ্ড সি এফ এণ্ড্রুজ গান্ধীজীর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়াছেন। তিনি ২।১ দিনের মধ্যেই সিমলা রওনা হইবেন। একদিন দিল্লী অবস্থান করিয়া মঙ্গলবার পর্য্যন্ত তিনি সিমলা পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ জাঞ্জিবার সম্বন্ধে এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিদিগের অবস্থা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছে। জাঞ্জিবার সম্পর্কে সর্দ্দার প্যাটেল ও মিঃ জয়রাম দৌলতরাম প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছে।

রবিবার অপরাহ্নে সর্দ্দার প্যাটেল বোম্বাই যাইবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করিবার জন্য পুনরায় ৮ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্দ্ধায় ফিরিয়া আসিবেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার প্রায় ২ ঘণ্টাকাল আলাপ হইয়াছে।

দুর্গেশচন্দ্র দেব গ্রেপ্তার

ভানুবিল প্রজা আন্দোলনের বিশিষ্ট পরিচালক, কুলাউড়া কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, দক্ষিণ শ্রীহট্টের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র দেব গত ১৭ই আগষ্ট 'গঠন মূলক কার্য্য' করিবার উদ্দেশ্যে ভানুবিল গেলে পর গত ১৮ই আগষ্ট কমলগঞ্জ পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাকে মৌলবী বাজার জেল হাজতে চালান দিয়াছেন। তাঁহাকে এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট ধারায় 'চার্জ্জ' করে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ যে, তাঁহাকে ১০৯ ধারায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৭৮ দিন অনশন

ভিক্ষু উত্তমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিন আরিয়া তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী না করায় তাহার প্রতিবাদে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৭৮ দিন অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কাউন্সিল প্রবেশ বিরোধী দলের সভাপতি ইউ সো থিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্রহ্মের কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টার জেনারেলের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

ভিক্ষু নিন আরিয়ার দীর্ঘ দিনব্যাপি অনশন ধর্ম্মঘটে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন সামাজ ও সাধারণ সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মানুষ

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা খর্ব্বাকৃত বামন কে ওবালা রাওয়ের বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তাঁহার দেহের উচ্চতা আড়াই ফুট ও ওজন মাত্র ১৯ পাউণ্ড। দেখিতে তিন বৎসরের শিশুর মত হইলেও ওবালা পাও ইংরেজী এবং আরও পাঁচটি ভাষায় কথা বলিতে পারেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, এবং তিনি অসামান্য হাস্যরসিক। মাদ্রাজ প্রদেশের অনন্তপুর জিলার পাটনার গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি তিনি লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়া নানা ক্রীড়া-কৌশলের পরিচয় দিতেছেন।

নরবলি

নরশোণিত উপহারে কালিকা দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য গত ১৬ই মে তারিখে কোণ্ডপালা নামক স্থানে সহদেব নামে ৪ বৎসর বয়স্ক একটি বালককে হত্যার অভিযোগে মানভূম সম্বলপুরের সেসন জজ খান বাহাদুর নাজাবুদ্দ হোসেন নীলা সাহারাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, পাটনা হাইকোর্ট এই দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, আসামী সহদেবকে খেজুর দিবার লোভ দেখাইয়া মহারামণী নামে একটী স্ত্রীলোকের গৃহে লইয়া যায়। ঘটনার সময় স্ত্রীলোকটী ঐ বাড়ীতে একা ছিল। আসামী বালকটীকে একটী ঘরের মধ্যে লইয়া যায় এবং মাটির উপর কয়েকটী খেজুর ছড়াইয়া দেয়। বালকটী মাটিতে বসিয়া যখন খেজুর খাইতেছিল, আসামী তখন একখানা কুঠার লইয়া বালকটীর ঘাড়ে ৬৪ কোপ মারে। বালকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। বালকটীর আহত স্থান হইতে প্রচুর শোণিতপাত হইতে থাকে। আসামী একটী পাত্রে ঐ রক্ত ধরিয়া রাখে। আসামী তৎপর বালকটীর হাত হইতে বালা দুটি খুলিয়া লইতে চেষ্টা করে, কিন্তু খুলিতে না পারিয়া কুঠার দ্বারা বালকটীর হাত দুটী কব্জির কাছে কাটিয়া ফেলে ও পরে একটা ঝুড়িতে করিয়া মৃতদেহ নিজ বাড়ী লইয়া যায়। মহারামণীকেও আসামীকে অপরাধের অনুষ্ঠানে সহায়তার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। জনৈক ভবিষ্যদ্বক্তা নাকি আসামীকে বলিয়াছিল যে, সে যদি দেবী কালিকাকে নরশোণিত উপহার দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। এই জন্যই নাকি আসামী নরশোণিত সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিল।

রাজবন্দীর পিতার মুক্তি

আগরতলা, ৩০শে আগষ্ট রাজবন্দী জিতেন্দ্র দত্ত ও বীরেন্দ্র দত্তের পিতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দত্ত নরহত্যার চেষ্টা এবং পত্নীকে গুরুতরভাবে আহত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। আগরতলার দায়রা জজ মিঃ আর এম গোস্বামী জুরীদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে খালাস দিয়াছেন।

আসামী আগরতলা বারের একজন প্রবীন উকীল। পুত্রদ্বয়ের গ্রেপ্তারের পর তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, তিনি আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ঘটনার রাত্রিতে তাঁহার পত্নী যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখন আসামী ঘরের দরজা ভিতরের দিকে হইতে বন্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র দ্বারা পত্নীর গলায় আঘাত করেন। উহার ফলে তাঁহার গলায় গভীর ক্ষত হয়।

আসামীপক্ষ হইতে বলা হয় যে আসামী উন্মাদ অবস্থায় ঐ অপরাধ করিয়াছেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

অপ্রাপ্য ভগবান্ ...

১ম বর্ষ } হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৪৮, ২০শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৬৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ সুপ্রসিদ্ধ ও, এন্, মুখার্জ্জি মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার থিয়েটার রোডস্থ বাটীতে ৭ ঘণ্টারও অধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ মহোদয় শ্রীমঠের অন্যতম সেবক ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম সহ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় হরিকথা বলিতে থাকেন। এক সময় তিনি প্রসঙ্গক্রমে দৈনিক নদীয়া-প্রকাশের ''জন্মাষ্টমী-সংখ্যার'' ''গৌড়ীয় দর্শনে জন্মাষ্টমী'' শীর্ষক প্রবন্ধটীর বহুধা উল্লেখ পূর্ব্বক ইহার লেখক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের সেবাপ্রীণতার ও বিচার-চমৎকারিতার প্রশংসা করেন। ভক্তিবান্ধব মহোদয় তাঁহার প্রবন্ধে ঠিকই লিখিয়াছেন, আমরা বর্ত্তমানে মহাপ্রভুর উপদেশানুগত-লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াও তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি। আমাদের মত অনেক 'এঁচড়ে পাকা' লোক ভজন-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া মহাজনগণের পাদপদ্ম অনুসরণের পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদিগকে অনুকরণ পূর্ব্বক ''আহা, কৃষ্ণের বা মহাপ্রভুর প্রকটকালে মনুষ্যজন্ম হইল না, এখন হইল, এ দেহ দ্বারা কি হইবে'' এই প্রকার উক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। নিত্য সিদ্ধ মহাজনগণের বিপ্র ... লীলা ও কপট-গণের কাপট্যপূর্ণ দৈন্যোক্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। একটী বিশুদ্ধচিত্তের স্বাভাবিক ভাব-প্রকাশক অপরটী কৃত্রিমতার ও কপটতার আবর্জ্জনা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে আরও এক শ্রেণীর ব্যক্তির কথা বলেন যাহারা প্রচারক সাজিয়াও প্রচার্য্য বিষয় অনুসরণ বিষয়ে নিজেরাই উদাসীন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যের যে সকল দোষ নাই তাহা তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া নিজেরা ভজন হইতে অবসর-গ্রহণের উপায় অবলম্বন করেন, ইহা মোটেই প্রশংসনীয় নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ একটী উদাহরণ দিয়া বিষয়টী ব্যাখ্যা করেন। একটী ছেলে বিদ্যালয়ে অনেক জটিল হিসাবের অঙ্ক করিয়া বাটীতে আগমন পূর্ব্বক মাতার নিকট সমুদয় বলিল। মাতা জিজ্ঞাসা করিলে সে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে যে এতগুলি হিসাব কষিয়া দিল তজ্জন্য শিক্ষক তাহাকে কত পয়সা দিয়াছে। বালকটী উত্তরে বলিল—''কিছুই'' তখন মাতা বলিলেন, কাল হইতে আর বিদ্যালয়ে যাইবার প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ, শিক্ষককে বেগার খাটিয়া দিয়া লাভ কি? এইখানে অজ্ঞা মাতার কথানুসারে কার্য্য করায় বালকটীর চিরকাল জ্ঞানোন্নতির পথ রুদ্ধ হইল। তাহার জীবন অজ্ঞতার বোঝা বহন করিয়া দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়িল। যে-সকল ব্যক্তি গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে আসিয়া মনের ধারণানুযায়ী পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হইল বলিয়া গুরুসেবা বাদ দিতে উদ্যত হন বা সেবার নামে প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন তাঁহাদের অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়। বুদ্ধিমান্ মানব নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কিন্তু ভাগ্যচক্রে অপস্বার্থকে স্বার্থ বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া অনর্থ-সাগরে পতিত হয়। এই সময় আরও শোচনীয় বিষয় এই যে, গুরুজনগণ হিতোপদেশ দান করিলে তাহা আমাদের ক্রোধাগ্নি-শিখা বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। মানব, ইহাই কি তোমার বুদ্ধিমত্তা পরিচয়?

এই দিবস অর্থাৎ ৩১শে আগষ্ট শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যার পরে রাত্রি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ পাঠ্য বেদান্তভূষণ, ভুবনমঙ্গল মহাশয়ের পবিত্রপ্রশ্নের উত্তরে ২ ঘণ্টারও উপর শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের কিয়দংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সময় বহু ব্যক্তি তাহা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছেন।

— —

গত ৩রা সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ভগবান মায়াশক্তির রজস্তমোগুণদ্বারা জীবের নির্ম্মল জ্ঞানকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করেন। তিনি জীবকল্যাণের জন্য স্বপ্রকাশ ধর্ম্মবলে বিশুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সকলজীবের নির্ম্মলান্তঃকরণে বিশুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ প্রকট করেন। শ্রীভগবদ্-বিগ্রহ নিত্য চিদানন্দময় জীবদর্শনেও গৌণদৃষ্টি-সংযোগে অন্তর্য্যামি-পরমাত্ম-দর্শনে মায়িক সত্ত্বগুণ-সম্বন্ধ অবস্থান করায় মায়াশক্তি ভগবৎ-প্রাকট্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মায়া-শক্তির দ্বারা জীবের কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিন্তু ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাময় নিত্য প্রকাশ-প্রকটন-কার্য্য মায়া-শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় না, উহা নিত্য ভগবৎকৃপা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে জন্মাষ্টমী উৎসব

গত ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী মহামহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উষঃকাল হইতেই সুমধুর হরি সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত হয় এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ হইতে থাকে। সমস্ত দিন-রাত্রি পারায়ণ হইয়াছে। প্রত্যেক পাঠক এক ঘণ্টা করিয়া পাঠ করিয়াছেন। অপর দিকে শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়াগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসুরি মহোদয়ের কীর্ত্তন অতি সুমধুর হইয়াছে। শ্রীমঠের দ্বারদেশের উপরে নহবৎখানায় নহবতাদির সুললিত ঐকতান প্রাতঃ হইতে উৎসবভেরী বাজাইয়াছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে উৎসবের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হওয়ায় কলিকাতার নাগরিকগণ উৎসব-সন্দর্শনের সুযোগ পাইয়াছেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শ্রীমঠের দিকে বিপুল জন-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। দর্শকবৃন্দের মোটরগাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীতে কালী-প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট পরিপূর্ণ হইয়া যায়। অতিশয় আনন্দের বিষয় এই যে, মঠসেবকগণের সুশৃঙ্খলতায় মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের পৃথক্ পৃথক্ রাস্তায় শ্রীমঠে গমনাগমনের কোনও প্রকার অসুবিধা হয় নাই। সকলেই পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। সুদৃশ্য বৈদ্যুতিক আলোকমালা শ্রীমন্দিরের ও শ্রীমঠের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য পরম মনোরম করিয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ হৃষীকেশ আদি কার্ত্তিকশায়ী ৪৪৮

শ্রীনন্দ

নন্দ শব্দের অর্থ আনন্দ। পূর্ণানন্দ-রসময়-বিগ্রহ কৃষ্ণের আবির্ভাবে যে-সকল ভক্ত আনন্দে আপ্লুত হন, তন্মধ্যে বৎসল-রস রসিক শ্রীনন্দই সর্ব্বপ্রধান। এই শ্রীনন্দ আশ্রয়-ভগবান্ আর কৃষ্ণ বিষয়-ভগবান্। কৃষ্ণ নিত্যকালই নন্দগৃহে বাস করিয়া নন্দ-যশোদার নিত্য পাল্যরূপে সেবিত হন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেব বৎসলরসে শ্রীনন্দাভিন্ন-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নানা রূপ ধারণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন, ভগবৎ প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ নানা রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। শ্রীনন্দ অখিল জীবের গুরু ও কৃষ্ণসেবা-প্রদাতা। কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে হইলে নন্দের আনুগত্যই সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। কিন্তু আমরা নন্দানুগত না হইয়া যদি স্বাধীনভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে যাই—নন্দ সাজিবার দুর্ব্বাসনা হৃদয়ে পোষণ করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের আশা নাই; পরন্তু অপরাধক্রমে পতন অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য ভক্তগণ নন্দানুগত্যে কৃষ্ণসেবায় তৎপর হইয়া বলেন—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥"

নন্দগৃহেই কৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তদুপলক্ষে যে আনন্দোৎসব তাহাই নন্দোৎসব। নন্দের গৃহের উৎসবকেই নন্দোৎসব আখ্যা দেওয়া যায় কিন্তু আমরা যদি নন্দগৃহ বা গুরুগৃহের প্রতি উদাসীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে স্ব স্ব গৃহে উৎসবের অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে তাহাকে নন্দোৎসব বলা উচিত নয়। গোকুলবাসী অভিন্ন-নন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথিতে যে আনন্দোৎসব করেন তাহাই নন্দোৎসব বলিয়া পরিগণিত। নন্দ—একজন, দশ বিশ জন নহেন। সুতরাং সেই গুরুনন্দের আনুগত্যে যাঁহারা উৎসবাদি করেন বা যাঁহারা উৎসবে যোগদান করিয়া সেবায় মনঃ-প্রাণ নিয়োগ করেন তাঁহারাই নন্দোৎসবের অধিকারী। নন্দগৃহের উৎসবই নন্দোৎসব, আমার গৃহের উৎসব নন্দোৎসব নহে, ইহা আমাদের স্মরণ থাকা উচিত। সুতরাং নন্দকে ছাড়িয়া উৎসবাদি অনুষ্ঠান করিতে গেলে তাহা চিদানন্দ উৎসব না হইয়া জড়ানন্দ-উৎসবে পরিগণিত হয় বলিয়া আমরা নন্দোৎসবের অভিনয় করিয়াও বিষয়ে আসক্ত থাকি। তবে যাঁহারা নন্দকে নিবেদন করিয়াছেন, গুরুনন্দই আমার হৃদয়ের একমাত্র ধন, আমার আর কেহ নাই, এই ভাবে যাঁহারা বিভাবিত, সেই নন্দানুগত সেবকসম্প্রদায় পিতার বাড়ীকে আমার বাড়ী বলার ন্যায় নন্দোৎসব করিবার অধিকার

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে রসকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণই এই ঐশ্বর্য্যরসের বিষয় এবং সর্ব্বাবতারী স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যরসের পরম বিষয়। ঐশ্বর্য্য দ্বারা শিথিল প্রেমে কৃষ্ণ প্রীত হন না; কেন না, ঐশ্বর্য্যরসের রসিকগণ বিচার করেন যে, বিশ্রম্ভ-ভাবদ্বারা বুঝি তাঁহাদের ভগবৎসেবা শ্লথ হইয়া পড়িবে. এতাদৃশ ধারণা ভ্রমাত্মক। বিশ্রম্ভসেবায় সেবার গাঢ়তা ও মমতার আধিক্য বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নিত্য ধামে পঞ্চরসে সেবিত হন। শান্তরসের সেবক গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা-পুলিন প্রভৃতি অজ্ঞাত-ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কাহার সেবা করিতেছেন, এই জ্ঞান তাঁহাদের নাই। জীবের যখন তৃষ্ণা ত্যাগ হয় এবং 'কৃষ্ণ আছে' এইরূপ মাত্র উপলব্ধি হয় তখনই শান্তরস। এই শান্তরস মমতা-যুক্ত হইলেই উহাকে দাস্যরস বলা হয়। 'আমি দাস, ভগবান আমার নিত্য প্রভু' এই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবার যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি তাহাই দাস্যরস। রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল প্রভৃতি দাস্যরসে ভগবান কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা বন্ধুভাবে ভগবানের সেবা করেন তাঁহারাই সখ্যরসাশ্রিত ভক্ত। এই সখ্যরস দ্বিবিধ—গৌরব সখ্য ও বিশ্রম্ভসখ্য। দাস্যরসে ও গৌরবসখ্যে সম্ভ্রমরূপ কণ্টক বর্ত্তমান। সেবকের নিকট হইতে সেব্যকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখাই সম্ভ্রম বা গৌরবের পরিচয়। কিন্তু বিশ্রম্ভের স্বভাব বড়ই ঘনিষ্ঠতর; প্রীতির গাঢ়তা বশতঃ ইহাতে সম্ভ্রমের লেশমাত্র নাই। ইহা বড়ই [illegible] ভাব।

শান্তরস ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রথমরস অর্থাৎ জীবের সংসারত্যাগানন্তর পর পরব্রহ্মে অবস্থান মাত্র। এমতাবস্থায় সাধকের সহিত পরব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। দাস্যরস এই শান্তরস হইতে শ্রেষ্ঠ। সখ্য দাস্য হইতে যেমন শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য-রস তদ্রূপ আরও শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীনন্দ এই বৎসল-রসেরই রসিক।

মায়াকে চেনা দায়

কৃষ্ণ ও মায়া বলিয়া দুইটী কথা আমরা শুনিতে পাই। ইহাদের মধ্যে একটী—আলো, একটী অন্ধকার। একটী মঙ্গল অপরটী অমঙ্গল, একটী নিত্য বা সুখময় অপরটী অনিত্য বা দুঃখময়। কৃষ্ণের যেমন অনন্ত রূপ, মায়াও সেইরূপ নানা রূপে প্রকাশিত। কৃষ্ণের রূপাবলী বা অবতারাবলীর কথা অবগত না হইলে যেমন জীব তাঁহাদের কৃপালাভে বঞ্চিত হয় ও অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হয়, অগ্নির বিষময় স্বরূপ না জানিয়া পতঙ্গ যেরূপ প্রাণ হারায়, মায়ার স্বরূপ না জানিয়া এ জগতে বাস করিতে গেলেও ভক্তি-বিনাশিনী মায়ার কবলে কবলিত হইয়া আমাদেরও সেইরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় অর্থাৎ আমরা ভোগাগ্নিতে পড়িয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া দগ্ধীভূত হই।

মায়া ছদ্মবেশে জীবমোহন পূর্ব্বক স্বীয় পতির সেবা করেন বলিয়া আমরা অনেক সময় তাঁহাকে চিনিয়াও চিনি না, দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো
বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

আমরা যে মায়ার কথা আলোচনা করিতেছি তাহা ভগবান্ কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি। জড়জননী বলিয়া ইঁহাকে অপরা শক্তিও বলা হয়। এই জড়সর্ব্বস্বিনী শক্তির মধ্যে আটটী তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়। ভূমি, জল অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটীতে পঞ্চমহাভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী তন্মাত্র এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার শব্দে অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়। বুদ্ধিশব্দে মহত্তত্ত্ব ও মনঃ শব্দে প্রধান। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই মায়ার্পিত।

আমরা এ জগতে যা কিছু দেখি সবই মায়ার রূপ। যখন দ্রষ্টা অভিমানে আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা প্রবল তখনই আমরা মায়া-কবলিত। জীব কৃষ্ণবিস্মৃত হইলে কৃষ্ণদাসী মায়া তাহাকে নানারূপে মুগ্ধ করিয়া তচ্ছিদ্রকে বরণ করেন এবং ভোগমলযুক্ত জীবকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া তাহাকে কৃষ্ণোন্মুখতার সুযোগ দেন। এই মায়া আমাদের নিকট কিরূপভাবে কিরূপ সাজে আসেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন বলিয়া আজ আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে এ বিষয়ের দিগ্‌দর্শন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

কৃষ্ণ নহে যাহা, তাহাই মায়া, ইহাই মায়ার সহজ স্বরূপ। সুতরাং আমরা জগতে যে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, মাতা, পিতা, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি দেখিতে পাই সে-গুলি কৃষ্ণ না হওয়ায় কৃষ্ণেতর মায়াশব্দবাচ্য। মায়ার সেবা করা উচিত নয় একথা আমরা মুখে বলি বটে, মায়ার সেবা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য ইহা আমরা তোতাপাখীর ন্যায় মুখে আওড়াই বটে, কিন্তু ছদ্মবেশিনী মায়াকে চিনিতে না পারিয়া আমরা মায়ার সেবাকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া মনে করি. স্ত্রী রূপিণী মায়া, পুত্ররূপী মায়া, জননীরূপিণী মায়া, ঐশ্বর্য্যাসক্ত শ্রীরূপী মায়া, দেহ ও মনরূপী মায়াকে বহুমানন করি। মায়া ধর্ম্মরূপে, সখারূপে, ধর্ম্মপত্নী-রূপে আমাকে মোহিত করিয়া গুরুরূপী কৃষ্ণের সেবা হইতে বঞ্চিত করেন। তাই আমি কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া—সৎপথ ছাড়িয়া, সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া অসৎ ও অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ করি। মায়াকে চেনা বড়ই কঠিন। তাই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

মানব নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-মানসে অবৈতনিক ভৃত্যকে যেরূপ মিষ্ট কথা বা প্রসন্ন খাওয়াদি দ্বারা তুষ্ট করিয়া গুপ্তভাবে তাহার দ্বারা নিজের সেবাই করাইয়া লয়, নিজের সুবিধার জন্য তাঁহার এই ভৃত্যপ্রীতি বা ভৃত্যসেবার অভিনয়, আমাদের প্রতি মায়ারূপিণী স্ত্রী বা জননীর প্রীতিও তদ্রূপ। এই মায়া তাঁহার দাসত্বে আমাদিগকে চিরকাল আবদ্ধ রাখিবার জন্য নানা কৌশলজাল বিস্তার করেন, এমন কি আমার কৃষ্ণসেবা ধ্বংস করিতে একান্ত অসমর্থ হইলে অবশেষে কৃষ্ণসেবক সাজিবার অভিনয় করিয়াও সদ্গুরুর নিকট নাম মন্ত্রাদি গ্রহণাভিনয়ে আমার সেবাপ্রবৃত্তি নাশের জন্য, আমার ন্যায় ক্রীতদাসকে গুরুবৈষ্ণবের সেবা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন এবং আমিও এরূপ মায়ামুগ্ধ যে, আমার কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি এত ক্ষীণ যে আমি সেই বন্ধুবান্ধবগণের—ধর্ম্মরূপী মায়ার অর্থাৎ আমার ভজন খর্ব্ব করিবার জন্যই যাঁহারা হরিভজনের ঠাটবাট গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও বাহ্য ভোগ-সঙ্কোচের অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের এই কপটতা আমি ধরিতে না পারিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করি। তাঁহারা যে কৃষ্ণ নহেন এই অতি সহজ ও সরল কথাটী আমার মাথায় স্থান পায় না বলিয়া আমি মায়াকে চিনিতে পারি না। তাই বলিতেছিলাম, মায়াকে চেনা দায়!

শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী

অজের জন্মলীলা-রহস্য

সর্ব্ব-প্রথমেই একটী পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত হইতে পারে যে,—যদি অধোক্ষজ শ্রীভগবানের জন্মলীলা নিত্যই হয়, তাহা হইলে ভগবানে অজ-শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? শাস্ত্র এই আক্ষেপের সু-সমাধান করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, পরস্পর বিরুদ্ধ-গুণ সমূহের একত্র সমাবেশ প্রাকৃত বস্তুতে সম্ভব না হইলেও অপ্রাকৃত বস্তুতে যুগপৎ বিরুদ্ধ গুণসমূহের একত্র সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উহাই অপ্রাকৃতত্বের একটী পরম বিশেষত্ব। সুতরাং স্বতন্ত্রেচ্ছাময় ভগবানের অজত্বে ও জন্মিত্বের মধ্যে বিরুদ্ধভাবের আশঙ্কা সমীচীন নহে। শ্রুতিশাস্ত্র-পাঠেও ভগবানের এইরূপ বিরুদ্ধ-গুণের সমাবেশের বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়;—যথা "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"। শ্রীশ্রীগীতোপনিষদে ভগবদুক্তি—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা
ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"
(গীঃ ৪।৬)

স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ॥ (শ্রীধর)

বসুদেব ও বাসুদেব

প্রমাণ শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥
(শ্রীভাঃ ৪।৩।২৩

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই 'বসুদেব'-শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। আবরণ-শূন্য অর্থাৎ স্বরূপশক্তি-বৃত্তিভূত স্বপ্রকাশ-শক্তিলক্ষণযুক্ত পুরুষ সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী এবং বিশুদ্ধ-সেব্যোন্মুখ, অপ্রাকৃত অন্তঃকরণে নিত্য বিরাজমান। আমি সেই অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ববিশিষ্ট শ্রীভগবান্ অধোক্ষজকে বিশেষভাবে নমস্কার বিধান করি।

বস্তুতঃ ভগবান্ বাসুদেব যেরূপ বদ্ধজীবের অভাবময় জড়েন্দ্রিয়সমূহ বা চিদাভাস মনের অধীন ও গ্রাহ্যবস্তু নহেন, তদ্রূপ বাসুদেব-প্রকটকারী বসুদেবও প্রকৃতির অন্তর্গত সগুণ ও পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অন্যতম নহেন।

শ্রীবসুদেব ও দেবকীতত্ত্ব

শ্রীবসুদেব ও দেবকীদেবীর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে—বসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতি এবং দেবকী তদীয় সহধর্ম্মিণী পৃশ্নিনামে প্রসিদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা-সৃষ্টি নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমনপূর্ব্বক দ্বাদশ-সহস্রবর্ষ শ্রদ্ধা সহকারে তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের ভক্তিবিভাবিত হৃদয়ে চতুর্ভুজ বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইয়া বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা ভগবানের নিকট ভগবৎসদৃশ পুত্র প্রার্থনা করেন। সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া "পৃশ্নিগর্ভ" নামে খ্যাত হন। তৎপরে দ্বিতীয় জন্মে যখন সুতপা ও পৃশ্নি কশ্যপ ও অদিতি নাম ধারণপূর্ব্বক, আবির্ভূত হন তখন বিষ্ণুও ইন্দ্রানুজ বামনরূপে উদিত হইয়া উপেন্দ্র এবং বামন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ইতিহাসসমূহ গ্রহণ করিলে বসুদেব-দেবকী সাধনসিদ্ধ জীববিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পিতামাতা বসুদেব দেবকী কখনই এইরূপ সাধনসিদ্ধ জীববিশেষ নহেন। তবে যে বসুদেবাদির পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে সাধকরূপে সাধনাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা শ্রীভগবানের ন্যায় নিজেচ্ছাক্রমে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত বসুদেবাদির অংশাবতার দ্বারা সাধক-ভাবে আবেশ হেতু সম্ভাবিত হই থাকে। বস্তুতঃ বাৎসল্যরস-রসিক বসুদেব-দেবকী শ্রীকৃষ্ণের "নিত্য মাথুর-লীলার" পুষ্টিকারক এবং তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পিতামাতারূপে চিরকাল বিরাজিত আছেন। বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাদি দেবগণের অংশ-পরম্পরা প্রপঞ্চে অবতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বসুদেবাদির অংশ স্বর্গাস্থিত কশ্যপাদি নিত্যলীলাস্থিত অংশী বসুদেবাদির সহিত মিলিত হইয়া মথুরাতে আবির্ভূত হন।

পূর্ণাবতারী শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব তত্ত্ব

বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণ যাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি, সেই লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মথুরালীলা প্রকাশ করিতে **অভিলাষী** হইয়া প্রথমতঃ **সঙ্কর্ষণ-ব্যূহের** প্রকট করাইয়া, পরে স্বয়ং বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেবের হৃদয়ে প্রকটিত হন। তৎকালে পৃথিবীর ভারহরণকাল উপস্থিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় ধরাভার-হরণকর্ত্তা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বসুদেবের হৃদয়াস্থিত সর্ব্ব-অংশী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া বসুদেবের হৃদয় হইতে বিশুদ্ধসত্ত্ববৃত্তি-স্বরূপা শ্রীদেবকীদেবীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া থাকেন। কারণ, পূর্ণাবতারীর অবতরণ-কালে ভূভারহরণাদি-কার্য্যের জন্য অংশাবতারাদির পৃথগ্‌ভাবে অবতরণের প্রয়োজন হয় না। যেমন সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তৎকালে যেরূপ মণ্ডলাধিপ রাজন্যবর্গ তাঁহার অনুগমন করেন তদ্রূপ যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার বিলাস, ব্যূহ, অংশ ও পুরুষাবতারসমূহ এবং রাম-নৃসিংহাদি-লীলাবতারগণও তাঁহারই সহিত জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ পুরুষাদি অবতারের দ্বারা জগতের ভার-হরণাদি কার্য্য সাধিত হইলেও, প্রপঞ্চস্থিত প্রেম-ভক্তিসাধনকারী প্রেমিকভক্তবৃন্দের আর্ত্তি উপশম করিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই সমর্থ নহেন সুতরাং প্রেমিক ভক্তগণের সুখাতিশয্য বিধান নিমিত্তরূপ মুখ্য-কারণেই পূর্ণাবতারী শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু কপটমানুষরূপী শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় চরমধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে-পূর্ব্বদিক যেরূপ আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ দেবকীদেবী বসুদেব কর্ত্তৃক বৈধদীক্ষা-বিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল,সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ, সর্ব্বাত্মস্বরূপ শ্রীহরিকে মনোমধ্যে পুত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বাৎসল্যপ্রেম-হেতুই শ্রীবসুদেব-দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব হইয়া থাকে।

উপসংহার

ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ অপ্রাকৃত-ভাবনিচয় অতি উপাদেয়ভাবে পরম-চমৎকারময় চিল্লীলা বিলাসের সহায় থাকিয়া, দিব্যসূরিগণকেও বিমোহিত করতঃ পরব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরাধামের রসোৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিতেছে। প্রেমিক **ভক্তগণই** ভগবানের অপ্রাকৃতলীলাসমূহের তাৎপর্য্যাবলী **অনুভব করতঃ** লোক **কল্যাণার্থ** তৎসমুহ জগতে প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উক্ত শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করতঃ স্বকপোল-কল্পনা বশে অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রাকৃত বিচার আনয়ন করিলে, অধোক্ষজতত্ত্বে অক্ষজজ্ঞানের অবতারণা করিলে, অসমোর্দ্ধতত্ত্ব ভগবদ্বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন বস্তু জ্ঞান করিলে, ফলপ্রাপ্তিকালে আত্মবঞ্চনাই লভ্য হইয়া থাকে।

—শ্রীনিমাইচরণ দাস

"অজের জন্মকাহিনী"

(২৪)
কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-রূপ
করিতে প্রলয় ক্ষয় গো।
জানাতে জীবেরে আপন স্বরূপ
অজের জনম হয় গো॥

(২৫)
কৃষ্ণে উদাসীন বর্ণাশ্রমে মাতি'
যত কর্ম্মকাণ্ড রয় গো।
জানা'তে যাজ্ঞিকে জন্মে যাতায়াতি
অজের জনম হয় গো॥

(২৬)
বহ্বীশ্বরবাদ অহংগ্রহ-সেবা
করিতে জীবের ক্ষয় গো।
ইন্দ্রপূজা ত্যজি' দিতে নিজ সেবা
অজের জনম হয় গো॥

(২৭)
ভক্তি লভ্য হয় বারুণী সেবায়
সত্য নাহি কভু নয় গো।
বরুণ হইতে রাখিতে পিতায়
অজের জনম হয় গো॥

(২৮)
ফণীর কবলে শ্রীনন্দমোচন
করিতে আনন্দময় গো।
মায়াবাদ হ'তে ভকতে রক্ষণে
অজের জনম হয় গো॥

(২৯)
কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জনে
জীবের ভকতি হয় গো।
শঙ্খচূড়বধ-মণির মোচনে,
অজের জনম হয় গো॥

(৩০)
ছলধর্ম্মাদিতে ভক্তি অবহেলে,
করিতে তাহার ক্ষয় গো।
অরিষ্ট অসুর বিনাশের ছলে
অজের জন্ম হয় গো॥

(৩১)
আমি ভক্ত বড় আচার্য্যপ্রধান,
দুর্বুদ্ধি যাহার হয় গো।
হেন কেশী বধি' দিতে শিক্ষাদান,
অজের জনম হয় গো॥

(৩২)
কপটীর সঙ্গ সদা বিসর্জ্জিতে
সাধুশাস্ত্র-গুরু কয় গো।
ব্যোমাসুর বধি' ভকতে রক্ষিতে
অজের জনম হয় গো॥

(৩৩)
ব্রজ-ভজনের প্রতিকূল জনে
করিতে সবার লয় গো।
প্রপঞ্চ মাঝারে লীলা আস্বাদনে
অজের জনম হয় গো॥

(৩৪)
অশক্তের ক্ষয় শক্তের জয়
প্রচারিতে বিশ্বময় গো।
অর্পিতে ভকতে অশোক অভয়
অজের জনম হয় গো॥

(৩৫)
অহৈতুকী সেবা অবাধ গতিতে
যথা প্রবাহিত রয় গো।
তথা নিত্যকাল প্রেমেতে মজাতে
অজের জনম হয় গো॥

—শ্রীভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা। বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৵০	।৶	
,, ,, ইঞ্চি	২		১৷০	২৲
,, ,, সিকিকলম	৫		৪৲	
,, ,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
,, ,, ১ কলম	১২৲		১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৷০ পৌণে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কালকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণের সময়

কালকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	• ৫-৫০,	• ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	• ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার ট্রেণের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮ ৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	• ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	• ১১-৩৬	১৫-৩০ +	• ১৮-৩৬ •	২১-৫০
কালকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭ ০	২০-০	২৩-৫০

• চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটি চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

REG. C 1544

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।৹ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।৹ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪১, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

প্রিন্স জর্জ্জের পরিণয়

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, ডিউক অব ইয়র্কের বিবাহ যেরূপ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রিন্স জর্জ্জের সহিত প্রিন্সেস মেরিণার পরিণয়ও ঠিক সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবেতে ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ এবং ইয়র্কের আর্কবিশপ উভয়েই পৌরোহিত্য করিবেন। বিবাহ উক্ত গীর্জ্জাতেই হইবে। ডিন অব ওয়েষ্টমিনষ্টার ও গ্রীক অর্থ-ডক্স চার্চ্চের বড় বড় যাজকগণ অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। প্রিন্সেস মেরিণা গ্রীক অর্থডক্স চার্চ্চের অনুবর্ত্তিনী বলিয়া প্রকাশ। এই বিবাহোপলক্ষে তিনটি রাজকীয় শোভাযাত্রা গীর্জ্জায় যাইবে। একটিতে থাকিবেন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী অপরটিতে থাকিবেন প্রিন্সেস মেরিণা ও তাঁহার পিতামাতা আর তৃতীয়টিতে থাকিবেন প্রিন্স জর্জ্জ। রাজপ্রাসাদের অশ্বারোহীবাহিনী শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকিবে।

সন্তরণে মুসলমান যুবকের কৃতিত্ব

দেওঘরের এক সংবাদে প্রকাশ, তথাকার এক পুষ্করিণীতে দিল্লী হইতে আগত আলাউদ্দীন নামে একজন মুসলমান যুবক সন্তরণের নানাপ্রকার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। দুই হাত ও দুই পা দ্বারা কাঁধ জড়াইয়া ধরিয়া লাটিমের মত জলের মধ্যে ঘূর্ণন, এক হাত এক পায়ে সাঁতার কাটা, হাত ও পা উভয়ই উঁচু করিয়া সাঁতার কাটা প্রভৃতি কৌশল তিনি প্রদর্শিত হইয়াছিল। দর্শকগণ তাঁহার ক্রীড়া দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ, ...। সমাগত জনতার মধ্য হইতে ২৫ টাকা চাঁদা তুলিয়া সন্তরণকারীকে প্রদান করা হইয়াছে।

উৎকল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

গত ২রা সেপ্টেম্বর নবগঠিত উৎকল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভায় পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস সভাপতি এবং শ্রীযুত নব চৌধুরী ও লিঙ্গরাজ মিশ্র যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পট্টনায়ক, দিবাকর পটনায়ক, বিশ্বনাথ দাস, শ্রীমতী মালতী দেবী শ্রীযুত নব চৌধুরী, গুরুমণি মঙ্গরাজ, হরিহর দাস, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, নীলকণ্ঠ দাস, লিঙ্গরাজ মিশ্র, নন্দকিশোর দাস, প্রাণনাথ সরকার এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র উৎকল হইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে পার্লামেন্টে নির্ব্বাচনের জন্য পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস ও মিঃ বি দাসের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

———

রিভলবার ও অলঙ্কার চুরির ফলে ৯ জন দণ্ডিত

গত ২৬শে জুন আর্ম্স এক্টে ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের বন্দুক প্রস্তুতকারক মেসার্স ম্যান্টন এণ্ড কোম্পানি হইতে ছয়খানা রিভলবার ও খেলার পিস্তল এবং অলঙ্কার-বিক্রেতা আলংটন এণ্ড কোম্পানী হইতে ৫,০০০৲ অলঙ্কার চুরির অপরাধে অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে কে বিশ্বাস ৯ জন আসামীকে বিভিন্ন রকমের দণ্ডপ্রদান করিয়াছেন। মুক্তির পর তাহাদিগকে পুলিশের নজরবন্দী থাকিতে হইবে। আসামীদের নিকট হইতে পরে ৩০০০৲ অলঙ্কার উদ্ধার করা হয়।

রামকিষণ কাহারকে গৃহভেদের অপরাধে ২ বৎসর এবং চোরাইমাল রাখিবার অপরাধে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উভয় দণ্ড একত্র চলিবে। মুক্তির পর ৫ বৎসর পর্য্যন্ত আসামীকে পুলিশের নজরবন্দী থাকিতে হইবে।

বাচ্চুলাল বেনিয়া, মথুরা প্রসাদ, মহম্মদ হোসেন ওরফে জগসিয়া এবং সেখ হালিমকে বিভিন্ন অভিযোগে মোট ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মুক্তির পর ৪ বৎসর আসামীকে পুলিশের নজরবন্দী থাকিতে হইবে। বৃন্দাবন আহিরকে ১৮ মাস এবং আস্রপ, লতিফ এবং ইয়াসিনকে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

মুক্তির পর তাহাদিগকে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশের নজরবন্দী থাকিতে হইবে। স্ত্রীলোক সহ অপর ২ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দুই টাকার জন্য দুই বৎসর শ্রীঘর-বাস

গত ৮ই জুলাই তারিখে শিয়ালদহ ষ্টেশনে জনৈক যাত্রীর পকেট কাটিয়া দুই টাকা চুরি করার অভিযোগে আবদুল রহমান নামক জনৈক দাগী পকেটমার শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। প্রকাশ যে, উক্ত যাত্রী যখন টিকিট ক্রয় করিতেছিল, সেই সময় আসামী তাহার পকেট কাটে। আসামী ইতোপূর্ব্বে আরও ১৪ বার দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৫০ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তদুপরি কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর তাহাকে আরও তিন বৎসর কাল পুলিশের নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইবে।

শ্রীহট্ট কংগ্রেস কমিটি

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাউন্সিল প্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেস কার্য্য পদ্ধতির সহিত তাঁহার বিশেষ মতভেদ হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালিত 'জনশক্তি' পত্রিকাও কাউন্সিল প্রবেশ সমর্থন করিবে না। শীঘ্রই আর একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। তাহা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতামত সমর্থন করিবে।

পেটুয়া ঘাটে জাহাজ ডুবি

পেটুয়া জাহাজ ডুবির তদন্ত কমিটির জয়েণ্ট সেক্রেটারী বি এন শাসমল ও পি বাঁড়ুয্যে জানাইতেছেন বিগত ৭ই জুন পেটুয়াঘাট ও রূপনারায়ণের মধ্যে 'মাস্নুং' নামক জাহাজ ডুবির বিষয় তদন্ত করিবার জন্য একটী বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছে। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এই আদালতের প্রেসিডেন্ট হইবেন। ১২ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ১-৩০ মিনিটের সময় ১৫।১নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতার পোর্ট অফিসে এই আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

তমলুকে হত্যাকাণ্ড

তমলুক মহকুমার অন্তর্গত পদুমবসান তালুকে কাচু শেখ নামক এক ব্যক্তি জাহাতে জেলা, সে পূর্ব্বে রাজনৈতিক কয়েদী ছিল। গত ২৯শে আগষ্ট রাত্রিতে একজন কনেষ্টবল তাহার খোঁজ লইতে যাইয়া তাহার মৃতদেহ দেখিতে পায়। সন্দেহক্রমে একজন প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৪১

রাজসাহীর এক সংবাদে প্রকাশ, পদ্মার আক্রমণ ক্রমশঃ চরমে উঠিয়াছে। প্রতিদিন জল বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজসাহী সহরের পূর্ব্ব অঞ্চলে খরবোনা তালাইমারিতে পুরাতন বাঁধ ভাসাইয়া দিয়া পদ্মা বহু লোককে গৃহহীন করিয়াছে। প্রায় ৫০০ শত লোক এই বন্যায় বিপন্ন হইয়াছে। রাজসাহীর ছাত্রবৃন্দ, কংগ্রেস কর্ম্মিগণ ও রাজসাহীর মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ বিপন্নের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন শ্রীযুক্ত আমির আলী মির্জা, অতুলকৃষ্ণ চৌধুরী ও অন্যান্য সহরের ব্যক্তিগণ উঁহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন।

রাজসাহী সহরের পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা আরও খারাপ। নবাবগঞ্জ অঞ্চলে পদ্মা যেমন ভাঙ্গিতেছে তেমন বন্যার প্রকোপও বেশী। নবাবগঞ্জে বহু লোক গৃহহীন হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে এযাবৎ কোন সাহায্যের ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। পদ্মা যেরূপভাবে ভাঙ্গিতেছে তাহাতে নবাবগঞ্জ মহল্লার কোন চিহ্ন থাকিবে কিনা সন্দেহ।

নবাবগঞ্জের পুরাতন বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সরকার পক্ষের চেষ্টায় নূতন বাঁধ প্রস্তুত হইতেছে। নূতন কাঁচা বাঁধ পদ্মার বিশাল আক্রমণ কিরূপে সহ্য করিবে বলা যায় না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জলসেচ-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বাঁধ রক্ষার কার্য্য করিতেছেন।

বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সাহায্য করিবার জন্য কয়েক দিন পূর্ব্বে রাজসাহী মিউনিসিপ্যাল আফিসে এক জনসভা হইয়াছিল। বন্যার সাহায্যের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটী এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের জন্য দুইটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান খাঁ বাহাদুর মৌলবী এমাদুদ্দীন আহম্মদ কেন্দ্রীয় সভাপতি ও রায় বাহাদুর শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রমোহন মিত্র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

রাজসাহীর প্লাবিত অঞ্চলের স্থানীয় সংবাদে প্রকাশ, গোদাগাড়ী হইতে লালপুর পর্য্যন্ত ৫৮ মাইল বিস্তৃত স্থান জলময় হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় লক্ষাধিক লোক বিপন্ন হইয়াছে। গোদাগাড়ী, বাগচর ঘাট ও লালপুর থানার অন্তর্গত গ্রামগুলির অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। গোদাগাড়ী ও চরঘাটের বহুশত গ্রাম বিস্তৃত জলাশয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। বরাল নদীর প্রবল জলস্রোতে উভয় কূলে বহু গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে। ক্ষেতের ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। গোদাগাড়ী থানায় বৃক্ষশাখায় মাচান বাঁধিয়া অসহায় বহু গ্রামবাসী কোন রকমে বাস করিতেছে। ভীষণ জলোচ্ছ্বাসের ফলে ষ্টীমার যাতায়াতে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

ভূকম্প বিধ্বস্ত বিহারের পুনর্গঠন

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার রাঁচী অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া গবর্ণর ভূকম্প পীড়িতদের সাহায্যের ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—"ভূমিকম্পে বালু উঠায় অনেকেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু এখন বুঝা গিয়াছে ভয়ের বিশেষ কোনও কারণ নাই। অল্প স্বল্প বালুতে কোনও কোনও ফসলের উপকার হইবে বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। কেবল যে সকল স্থানে বালুস্তর গভীর, সেই সকল জমি সম্পর্কেই আশঙ্কার কারণ বর্ত্তমান। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ঐরূপ জমির পরিমাণ অধিক নহে।

"ভূমিকম্পের ফলে অনেক উঁচুস্থান নীচু ও অনেক নীচু স্থান উঁচু হইয়া যাওয়ায় জল নিষ্কাশনের অসুবিধা হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা করা গিয়াছিল, সেই আশঙ্কাও অমূলক, তবে বর্ষা অতীত না হইলে এই বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলা যায় না।

"ভূমিকম্প পীড়িতদের সাহায্য কল্পে বিহার গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহা ভারত গবর্ণমেণ্ট, বিহার গবর্ণমেণ্ট এবং বড়লাটের ফণ্ড ও ফেমিন ট্রাষ্টফণ্ড এই কয় সূত্র হইতে প্রাপ্ত। ভারত গবর্ণমেণ্ট সরকারী বাড়ীগুলি সংস্কারের এবং পুনর্নির্ম্মাণের অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিতে এবং সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল, হাসপাতাল, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আসবাবপত্রের ব্যয় বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ত্রিহুত হইতে ইক্ষু অন্তত সরবরাহ করিবার ব্যয় বহন করিতেও ভারত গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পুনর্গঠন কার্য্যের নিমিত্ত একজন রিলিফ কমিশনার, একজন রিলিফ ইঞ্জিনিয়ার, একজন কনট্রোলার অব সাপ্লাইজ, ত্রিহুত বিভাগের জন্য একজন স্পেশাল ইন্সপেক্টর অব ওয়ার্কস এবং ভূকম্প-পীড়িত সহরগুলির জন্য চারিজন টাউন ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছে। পুনর্গঠন কার্য্যের নিমিত্ত যে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা বহন করিবেন। মার্কেটিং বোর্ড ও টাটা কোম্পানী মালমসলা সস্তা দরে সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সীমান্ত হইতে বে-আইনী বন্দুক চালান

সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রকাশিত একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ, "সীমান্তের অধিবাসী খাট্টকেরা বে-আইনীভাবে বন্দুক চালান দিতেছে, এইরূপ সংবাদ পাইয়া সীমান্ত রক্ষী দলের কয়েকজনকে "শাক" গিরিপথে প্রহরীরূপে মোতায়েন করা হয়। এই গিরিপথটী কোহাট হইতে ১২॥ মাইল দূরে কোহাট-খান্না রোডের উপর অবস্থিত। ২১শে আগষ্ট রাত্রি আন্দাজ ২।৪৫ মিনিটের সময় প্রহরীরা টের পায় যে, খাট্টকেরা আগমন করিতেছে। কিন্তু তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা মাত্র তাহারা পালাইয়া যায়। তবে অত্যুগ্র মশালের আলোকের সাহায্যে দুইজন লোক ধরা পড়ে। এই সময় খাট্টকেরা ফিরিবার এবং সীমান্ত রক্ষী দলের প্রহরীরা ২৭ বার গুলী চালনা করিয়াছিল। রক্ষীদলের একজন সিপাহী সামান্য আহত হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে এই সংঘর্ষের স্থলে রক্তের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যেসকল লোক পলাইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন আহত হইয়াছে।

যে দুইজন ধরা পড়িয়াছিল, তাহারা আত্ম পরিচয় প্রদান করে। একজন বলে—তাহার নাম আমল খাঁ, পিতার নাম খালফা। অপর জন বলে,—তাহার নাম নুরমহম্মদ, পিতার নাম কোতকাই। ইহাদের সহিত দুইটি বন্দুক (সীমান্ত অঞ্চলে নির্ম্মিত), দুইটি সটগান, সীমান্তে প্রস্তুত ৩৩৩গুলি কার্তুজ এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ছিল।

১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যার সময় সীমান্তের একজন রক্ষী দেখিতে পায় যে, হেজু নামক স্থানে দুই জন ওরাকজাই সন্দেহজনকভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তন্মধ্যে একজনের বগলে একটি রাইফেল (সীমান্তে প্রস্তুত) ছিল। উপরিউক্ত প্রহরী সঙ্কেতসূচক ধ্বনি করিলে এক দল পুলিশ ফৌজ হাজির হয়। ওরাকজাইদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা হয় বটে, তবে তৎপূর্ব্বে তাহারা একবার পুলিশ ফৌজের উপর গুলী করিয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ এই গুলী কাহারও উপর পড়ে নাই। সীমান্ত রক্ষীদলের হাবিলদার আলী মহম্মদ খুব তৎপরতার সহিত উপরিউক্ত দুইজনের সহিত ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। তবে এই সময়ে তাহার গায়ে সামান্য জখম হয়। ধৃত ব্যক্তিগণের নাম মীরবক্স ও মাহত সা। ইহাদের নিকট একটি রাইফেল (সীমান্তে প্রস্তুত), একটি তাজা কার্তুজ, একখানি ছোরা এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে।

সুয়েজখালে জাহাজ আটক

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মেসার্স ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি এণ্ড কোম্পানী সংবাদপত্রের মারফতে জানাইতেছেন যে, বিলাতী ডাক লইয়া গত ২৩শে আগষ্ট লণ্ডন হইতে 'কমোরিণ' নামক যে জাহাজখানি যাত্রা করিয়াছিল, সেই জাহাজ সুয়েজখালে আটক পড়িয়া গিয়াছে। এই জাহাজ ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল ৮ ঘটিকার সময় এডেন ত্যাগ করিবে এবং ৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রি ২টার বোম্বাইতে পৌঁছিবে।

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা

গত ১লা সেপ্টেম্বর এই মামলার সাক্ষী রামচরণ পাল, বয়স ৪৪ বৎসর, সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত জয়দেবপুর হাইস্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি স্ক্রিটুডেণ্ট ছিলেন। সেকেণ্ড মাষ্টার বাবু মণীন্দ্র মোহন বসু স্পোর্টিং ক্লাব গঠন করেন। মেজকুমার ফুটবলের সরঞ্জাম কিনিয়া ক্লাবে দিতেন। সাক্ষী এবং অন্যান্য ছাত্র প্রতিবৎসর সরস্বতীপূজার চাঁদা আদায়ের জন্য কুমারদের নিকট যাইতেন। মেজকুমার যে দিন দার্জ্জিলিং যাত্রা করেন সেদিন তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য সাক্ষী ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাহার আগে লর্ড কিচনার শিকারের জন্য জয়দেবপুর আসিয়াছিলেন। সাক্ষী সন ১৩০৮ সালে আশ্মানিটোলায় মেজকুমারকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। সে-সময় মেজকুমার কিছুকাল সাক্ষীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তুমি জয়দেবপুর স্কুলে পড়িয়াছিলে না?

জেরায় সাক্ষী বলেন যে, দার্জ্জিলিং যাওয়ার সময় মেজকুমার পাঞ্জাবি লুঙ্গির মত করিয়া ধুতি পড়িয়াছিলেন। সাক্ষী জয়দেবপুরে লর্ড কিচনারকে রূপার গাড়ীতে দেখিয়াছিলেন।

আরও কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণান্তে সেদিনকার শুনানী শেষ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ { ১। হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ১৬৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কেমিষ্ট এবং ড্রাগিষ্ট পরলোকগত ও, এন্, মুখার্জ্জী মহোদয়ের কলিকাতা ভবনে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিয়া বহু শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিতেছেন। পরলোকগত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণের অকৃত্রিম হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ১৫ই ভাদ্র দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট চাকদহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীনন্দোৎসব পাঠ ও কীর্ত্তনাদি-মুখে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উৎসবের কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে ৬ই শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া সকলেই পরম প্রীত হন।

গত ৪ঠা ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ৭ই ভাদ্র শুক্রবার পর্য্যন্ত ডুমুরকুণ্ডা শ্রীশ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠ কীর্ত্তন এবং সমাগত প্রায় দুই শতাধিক লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

গত ১লা সেপ্টেম্বর ঐ মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথি পাঠ, কীর্ত্তন ও উপন্যাসমুখে যথারীতি পালিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ মঙ্গলারাত্রিক, ভোগারাত্রিক ও সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, প্রাতে ও বৈকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ কীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর-দিবস শ্রীনন্দোৎসবও সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন এবং সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সকলেই দেবদুর্লভ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরমানন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন দেশের বহু যাত্রী শ্রীমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-সৌষ্ঠব দর্শন ও শুদ্ধভক্তগণের নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রোপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে আগত যাত্রি-গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া আজ কয়েক দিবস হইল শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, দান-ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষ-ধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম প্রভৃতি ভোগ-মূলক ধর্ম্ম হইতে যে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক্ তাহাই ভগবদ্ধর্ম্ম। উহা ধর্ম্মার্থকামের অন্তর্গত নহে। যদিও উভয়েই ধর্ম্ম-পর্য্যায়ে কথিত, তথাপি ভগবদিতর ধর্ম্মের সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের 'পার্থক্য আছে। ইতর ধর্ম্ম কালক্ষোভ্য, চিদচিদ্মিশ্র ও অপূর্ণ আনন্দ-যুক্ত। ভগবদ্ধর্ম্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া নিত্যকাল উদিত। সাধারণতঃ চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গকে ভগবদ্ধর্ম্ম বলে। সাধকের ভগবৎসেবার প্রতিকূলে সমস্ত রুচি দেখা যায়। সেই ধর্ম্ম নিগ্রহোদ্দেশে ভজনের অনুকূল বিষয়-গ্রহণই সাধক ভক্তগণের ভগবদ্ধর্ম্ম। ইহা হইতে স্বরূপ-বিভ্রান্তি অপনোদিত হইয়া পরা-সেবা-প্রবৃত্তি দেদীপ্যমানা হয়।

ভগবান্ বিষ্ণু মায়াধীশ। বিষ্ণুর তমো-গুণাবতার রুদ্র মায়াবশযোগ্যতত্ত্ব। বিষ্ণু নির্ব্বিকার, রুদ্র বিকার-ধর্ম্মাধীন। বিকার-ধর্ম্মবশে ভগবন্মায়া রুদ্রাদির বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া কামাদিতে অভিভূত করেন। বিষ্ণু মায়াধীশ বলিয়া তিনি নিজ মায়া দ্বারা আক্রান্ত হন না, মায়াধীন রুদ্রাদি বৈষ্ণব তত্ত্বে সেবোন্মুখতার অভাব হইলেই প্রাকৃত স্ত্রীলোকের কামে অভিভূত হইবার যোগ্যতা জীবের বুদ্ধিতেই সম্ভব। মায়াধীশ বস্তু কৃষ্ণ যে-কালে প্রপঞ্চে সপার্ষদে অবতীর্ণ হন সেইকালে প্রাপঞ্চিক দর্শনে বদ্ধ জীবগণ ভগবানের অপ্রাকৃত অধোক্ষজত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকেও ব্রহ্ম-রুদ্রাদির ন্যায় প্রাকৃত কামবশযোগ্য মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণ মায়াধীশ ও কৃষ্ণেতর কৃষ্ণবিমুখ বস্তু মায়াধীন।

মুক্তজীব আপনার ও সেব্যবস্তু ভগবানের বিকার দর্শন করিবার অবকাশ পান না। কৃষ্ণসেবা-বিমুখতা-ক্রমে যে-কালে জীব মায়া-কবলিত হ'ন সেইকালে চিন্ময় জীবাত্মবৃত্তি আংশিক সুপ্ত হওয়ায় অচিদ্-বৃত্তিক্রমে জীবের চিদ্বুদ্ধি আবৃত হয়। তখনই জীবের জড়াভিনিবিষ্ট বুদ্ধিতে অবস্থান। এই অবস্থায় জীব শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণ লীলাকেও নিজ সদৃশ গুণময় জড়বুদ্ধি-চালিত মনে করেন। জড়ের ভোক্তৃত্বস্বত্রে রজোগুণতায় উদাসীন্য হওয়ায় জীব জড়াসক্তিক্রমে ভগবান্‌কে প্রচুর মায়াশক্তিময় কর্ত্তৃবিগ্রহ মনে করেন, কিন্তু ভগবানের নিত্যলীলায় কোন নশ্বর ক্রিয়ার অধিষ্ঠান না থাকায় প্রপঞ্চোদিত লীলা হেয়, অনুপাদেয়, সসীম কালক্ষোভ্য ব্যাপার মাত্র নহে। বদ্ধজীব-জ্ঞানে উহা প্রাকৃতের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা অপ্রাকৃত। মায়া-মোহিত জীবই ভগবানের লীলাকে কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের অনুষ্ঠানের সহিত সমজ্ঞান করেন।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণার্থ প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতিথি-পূজা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নন্দোৎসবের দিবস আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের মহতী সভায় "নন্দোৎসব" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রজবাসী প্রভুর উৎসাহে ও যত্নে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল। এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ হৃষীকেশ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

রস

চিন্ময়ী উপাসনা বা চিদানন্দের নামই রস। এই আনন্দস্বরূপ রস অক্ষয়, নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। চিদ্বস্তু যেখানে আছেন সেই স্থানেই এই নিত্য রসের অবস্থিতি। চিৎস্বরূপ ভগবান্, জীব ও বৈকুণ্ঠ যেরূপ নিত্য, রসও তদ্রূপ নিত্যবস্তু। তাই উপনিষৎ বলেন,—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" সেই পরম বস্তু রস-স্বরূপ। জীব ভগবান্‌কে লাভ করিয়া লব্ধানন্দ হইয়া থাকেন—পরমানন্দ-ধনে ধনী হ'ন। এই রস-স্বরূপবর্ণনে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে লিখিয়াছেন,

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার
ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স
রসো মতঃ॥"

—ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক চমৎকারাতিশয্যের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত।

এই রস দ্বিবিধ—জড়রস ও চিদ্রস। জড়রস বা জড়ানন্দ অনিত্য হওয়ায় ইহা জীবের প্রার্থনীয় বস্তু নয়। চিদ্রস বা সেবানন্দই জীবের একমাত্র অভিলষণীয় বস্তু। রস বা আনন্দ জীবের স্বরূপেই আছে। যখন কৃষ্ণবিস্মৃতি বশতঃ জীবের স্বরূপবিকৃতি বা স্বেন্দ্রিয়তর্পণমুখে জড়-ভোগ-পিপাসার উদয় হয় তখনই রসের বিকৃতাবস্থা অর্থাৎ জড়রসকেই জীবগণ 'রস' মনে করিয়া ভ্রান্ত হ'ন। চিদ্রসের উদয় অর্থাৎ সাধুগুরু-কৃপায় সেবানন্দ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব অশান্তি-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ হ'ন। সুতরাং এই রস বা সেবোন্মুখতা উদয়ের জন্য চেষ্টা করা জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। 'ভগবানই জীবের একমাত্র প্রভু, এবং জীব তাঁহার নিত্যদাস'—এই নিত্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করা বা হৃদয়ে প্রকটিত করার নামই রসোদয়। এই রসোদয় বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবেই জীব মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জড়রসের ভিখারী হন, এবং এতাদৃশী অনিত্যাশা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় বলিয়া তিনি কেবল কষ্টই পান।

এ জগতে যে রসের কথা চলিতেছে বা যে রসে মগ্ন হইয়া জীবগণ কেবল 'শান্তি শান্তি' করিয়া চীৎকার করিতেছে তাহাই জড়রস। জীবের চিৎস্বরূপে শুদ্ধ অহঙ্কার অর্থাৎ ভগবদ্দাসাভিমান, চিন্ময়ী বুদ্ধি অর্থাৎ সদসদ্ জ্ঞান এবং ভগবজ্জ্ঞান ও ভগবদ্-ধ্যানোপযোগী মনও ছিল বা আছে. কিন্তু জড়বদ্ধ হওয়ায় সেই চিদ্‌বৃত্তি-সমূহ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূলরূপে পরিণত হইয়া তত্তৎ-বিষয়রূপ জড়ীয় ও অশুদ্ধ বৃত্তি সকল প্রকাশ করিয়াছে। মায়াবদ্ধ হইলেই জীবের জড়সম্বন্ধীয় স্ত্রী বা পুরুষ অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তিনি ভগবদ্-দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা হিতাহিত চিন্তা করেন। কিন্তু মায়া বা অসৎসঙ্গ-হেতু জীবের বুদ্ধি বিকৃত হওয়ায় তিনি নিজের মঙ্গলামঙ্গল অবধারণে অসমর্থ হইয়া চিত্তদ্বারা সুখ দুঃখই ভোগ করেন। এবং মন জড়চিন্তাগ্রস্ত হওয়ায় বিষয়জ্ঞান ও বিষয় ধ্যানে ব্যস্ত হয় এমতাবস্থায় প্রকৃত সাধুর সঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব তাঁহার শান্তি বুঝিতে পারেন না, এবং দেহাত্মবুদ্ধির প্রাবল্য বশতঃ জড়প্রমত্ত থাকিয়া ব্যবহার-রসেরই বহুমানন করিয়া থাকেন।

রস একটি বস্তু। নিত্যাবস্থায় ইহার নিত্যানন্দ স্বরূপ ও জড়বদ্ধাবস্থায় ইহা জড়ানন্দ বা জড়দুঃখ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়। চিদ্রস নিত্য আর জড়রস অনিত্য; একটী উপাদেয় অপরটী হেয়। চিদ্রসের বিষয় ও আশ্রয় ভগবান্ ও শুদ্ধজীব আর জড়রসের বিষয় ও আশ্রয় জড়দেহগত হেয় সৌন্দর্য্য এবং জড়-লিঙ্গময় চিত্ত চিদ্রসের স্বরূপ আনন্দ এবং তদ্বিপরীত জড়রসের স্বরূপ সুখ-দুঃখ।

জড়রসই ব্যবহারিক রস এবং চিদ্রসই পারমার্থিক রস-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। জড়ীয় বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই প্রকার সামগ্রী দ্বারা পুষ্ট রতি যে স্থলে রস হয় তাহা ব্যবহারিক। আর যেখানে অপ্রাকৃত বিভাবাদি-পুষ্ট রতির কথা সেখানে পারমার্থিক রসোদয়। যখন জড়োন্মুখী বৃত্তি বা রতি রসতা প্রাপ্ত হয় তখন ব্যবহারিক জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষের রস হয়। তাহা অতিশয় তুচ্ছ, অনিত্য ও বিকৃত। তাহা অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের হেয় প্রতিফলন মাত্র। মায়ামুক্ত শুদ্ধজীব চিন্ময়। তাঁহার রতিও চিন্ময়ী। সেই রতি যখন পারমার্থিক রসের একমাত্র বিষয় কৃষ্ণসেবায় পর্য্যবসিত হয় তখনই প্রভু সেবামুখে চিন্ময় রসের উদয় হয়। যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এই জড়রসের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া সেই হেয় রসকে পরিত্যাগ করেন এবং জীবগত ক্ষুদ্র ব্রহ্মানন্দ-রসকে অতিক্রম করতঃ শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সেবানন্দে বিভোর হন তাঁহারাই গুরুকৃপায় কৃষ্ণরূপ রসসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। অনেকেই এই কৃষ্ণরসকে ভ্রমবশতঃ প্রাপঞ্চিক মনে করিয়া অসুবিধায় পতিত হন। তাঁহাদের মঙ্গল-বিধানকল্পে শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-গ্রন্থে লিখিত আছে—

"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥"

জড়ীয় হইলে শৃঙ্গার-রসের সমস্ত ব্যাপারই অত্যন্ত লঘু ও জুগুপ্সিত। কিন্তু অপ্রাকৃত হইলে অত্যন্ত গুরু ও পরমাদরণীয় হয়। এই রসে জড়ীয় ব্যাপার কিছুমাত্রও নাই। স্থূল ও লিঙ্গদেহে ইহার বিভাবের কোন কার্য্য নাই; কেবল অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের কিয়ৎ-পরিমাণে ব্যাপ্তি আছে মাত্র। রসনির্য্যাস-আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণের প্রপঞ্চে উদয়। তিনি অবতার নন কিন্তু অবতারী।

জড়রস ও চিদ্রসের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকে চিদ্রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন। এতাদৃশী কুপন্থাবলম্বনে জীব বিপথগমন করে মাত্র। তাহাতে জীবের পুনঃ পুনঃ পতনেরই সম্ভাবনা। ভক্তিবলে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে এই রসের বিষয় উপলব্ধি হয় না। কিন্তু ভক্তিপথে সম্যগ্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া কৃত্রিমভাবে রসোপলব্ধির যে চেষ্টা তাহা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র; উপরন্তু তাহাতে অপরাধ হওয়ায় জীবগণ কদাচারেই প্রবৃত্ত হয়। গুরুসেবা-সাধনমুখে সেবা-লোভই এই রসোদয়ের কারণ। এতদ্ব্যতীত অন্য উপায়ে শুদ্ধ সেবারসাধিকার জীবের হয় না।

নিত্য সুকৃতিফলে জীবের শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধুর সঙ্গ করিলে অর্থাৎ সাধুর মঙ্গলময় উপদেশাবলী শ্রবণ পূর্ব্বক তাহা সযত্নে পালন করিলে সেবাবৃত্তির উন্মেষ হয়। সাধুগুরুর আনুগত্যে ভজন করিতে করিতে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। অনর্থনিবৃত্তির পর ক্রমশঃ জীবের কৃষ্ণে রুচি, আসক্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে। যখন ভাব স্থায়ী হয় তখনই জীব রসাস্বাদনে অধিকার লাভ করে। এই রস পাঁচ ভাগে বিভক্ত—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পাঁচটীই মুখ্য রস। এতদ্ব্যতীত আমরা আরও সাতটী গৌণরসের কথা শুনিতে পাই—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। আমরা ক্রমশঃ এসব বিষয় আলোচনা করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ধর্ম্ম

শাস্ত্রীয় বিধি অবলম্বনে যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহাই বৈধ ধর্ম্ম। ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ভেদে বৈধধর্ম্ম দ্বিবিধ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ফল চক্রাকারে যে ধর্ম্মে লভ্য হয় তাহাই ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম বা আর্থিক ধর্ম্ম। অর্থই এই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। সুতরাং যে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি এবং ইন্দ্রিয়প্রীতির ফল পুনরায় ধর্ম্ম, তাহা কখনই আপবর্গিক বা পারমার্থিক ধর্ম্ম নহে। আর্থিক, নৈতিক, নৈমিত্তিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মের নামান্তরই ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম। ইহাতে যে পূজা, বন্দনা, সন্ধ্যোপাসনা ও ঈশ্বর-আরাধনা দেখা যায় তাহা পারমার্থিক নয়। কারণ, ঐরূপ ঈশ্বরপূজার চরমে কামনাতৃপ্তিই মূল উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৯।১০ম শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥"

এই শ্লোকে ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ধর্ম্মের পার্থক্য-বিচার বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মাকারে ভেদ স্বল্প কিন্তু নিষ্ঠাভেদই মূল। কাম যে ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের ফল তাহা আপবর্গিক ধর্ম্মে নাই। আপবর্গিক ধর্ম্মে যে চেষ্টা তাহা কেবল জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র। সুতরাং ইহা বৈধী ভক্তির অঙ্গ।

"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ
তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াং চ চ্যবতে
পরমার্থতঃ॥"

যে পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে নিজের প্রয়োজন নির্ব্বাহ হয় পরমার্থজ্ঞ পুরুষ ততটুকু মাত্র বিষয় স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহার আধিক্য বা অল্পতা-ক্রমে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। যাঁহারা গীতা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের হেয়ত্ব প্রমাণ করিতে পারেন—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিয়া আমার সেবাধর্ম্ম, আপবর্গিক ধর্ম্ম বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ কর। ইহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-বাণী।

আপবর্গিকধর্ম্মে জীবের ভোগ বা ত্যাগের গন্ধ নাই, তাহাতে সেবা-সৌরভ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। চতুর্থবর্গ মোক্ষের কথাও বিকৃত। জ্ঞানী ও যোগীর মতে অপবর্গের অর্থ মোক্ষকে বুঝায়। ভক্তের মতে পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমভক্তিই অপবর্গ। কারণ, ভগবানের নিশ্চলা সেবাই মুক্তিপদবাচ্য অতএব মুক্তগণই ভগবদ্ভক্ত। অন্যে মুক্ত-অভিমান করিলেও চিরবদ্ধ।

"জ্ঞানী মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ধর্ম্মের পার্থক্য চৈতন্যচরিতামৃতে আরও দেখিতে পাই—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝিলে ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক ধর্ম্মের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাই কোন বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন—

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন।
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি'॥
নিজ কর্ম্মগুণদোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
সম্পদে বিপদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে
তব ভক্তি রহু অধম-সেবক হৃদয়ে॥

দেবীর নিকট শাক্তগণের প্রার্থনা (চণ্ডীপুরাণ)

"জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি।
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে॥
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
শুম্ভনেত্রবধে দেবি ধর্ম্মকামার্থদায়িনি॥
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো
দেহি দ্বিষো জহি।
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্॥"

ইত্যাদি 'দেহি দেহি' শব্দ। নশ্বর দেহমনের সুখবিধানই এই ত্রৈবর্গিকধর্ম্মের সারাংশ।

প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের হেয়ত্ব বুঝিয়াও কেন পুনরায় তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হন? তাঁহারা আবার ধর্ম্ম-অভিমানে বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ইহা কলিরই প্রভাব। জগতে ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম লইয়াই বিবাদ কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম বা আপবর্গিক ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে ঐ সকল বিবাদ প্রশমিত হইবে। চৈতন্যচন্দ্রামৃতে—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ
যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য
আসীদ্রসঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরাভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়রস-মগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যোগি-শ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তপস্বি-গণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

—শ্রীভূদেব দাসাধিকারী

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতিথি-পূজা

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে 'সরস্বতী-জয়শ্রী' পূজা ও পারায়ণ

গত ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস "সরস্বতী জয়শ্রী"-পারায়ণমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ভক্তগণের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, এ বৎসর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথিতে শ্রীমঠে "সরস্বতী জয়শ্রী"র পারায়ণ হইবে। তাঁহার এই অভিলাষানুসারে জন্মাষ্টমীর পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ ১৪ই ভাদ্র, ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার রাত্রিতে পারায়ণের অধিবাস-কার্য্যও যথাবিধি সুসম্পন্ন হয়। অধিবাস-দিবস শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউর সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর ভক্তগণ শ্রীমঠের আসনঘরে শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দপ্রভু তথায় একটী কাষ্ঠাসনের উপর পবিত্র নূতন বস্ত্রের দ্বারা আবৃত "সরস্বতী-জয়শ্রী"-গ্রন্থকে পরমোৎসাহের সহিত ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে সুগন্ধিপুষ্পমাল্যের দ্বারা বিভূষিত ও পুষ্প-চন্দনের দ্বারা অর্চ্চন করিয়া সর্ব্বমঙ্গলময় ঘণ্টাবাদ্যের সহিত ধূপ, শঙ্খজল, বস্ত্র, পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্প, চামর-ব্যজন-দ্বারা শ্রীগ্রন্থের আরাত্রিক কার্য্য সম্পন্ন করেন। মহিলাগণের হুলুধ্বনি ও ভক্তগণের সমবেত-কণ্ঠে মধুরস্বরে শ্রীগুর্ব্বষ্টক-কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈক-প্রাণ শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর এই "সরস্বতী-জয়শ্রী"র সেবা-কার্য্য সত্যসত্যই সকলের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়া-ছিল।

অতঃপর শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "সরস্বতী-জয়শ্রী"র অধিবাস-পারায়ণ-প্রসঙ্গে বলেন,—"এই বৎসর আমরা যে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথিতে এই "সরস্বতী-জয়শ্রী"-গ্রন্থের পারায়ণ করিব, অভিলাষ করিয়াছি, তাহার কারণ "সরস্বতী'-জয়শ্রী' শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,—'সরস্বতী—পরবিদ্যারূপিণী শ্রীভগবানের বাণী, তাঁহার 'জয়শ্রী' অর্থাৎ জয়শোভা, 'বৈভব' শব্দে—বিস্তার; সুতরাং "সরস্বতী-জয়শ্রীর বৈভব-খণ্ড"—যাঁহা এই জন্মাষ্টমী-তিথিতে প্রকাশিত হইতেছেন, তাঁহার পরিচয়ে আমরা জানিলাম,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপা যে নিজশক্তি, তিনিই জগজ্জীবের পরমমঙ্গলের জন্য তাঁহার জয়সৌন্দর্য্য বিস্তারপূর্ব্বক লোকলোচনে প্রকাশিত হইতেছেন। আবার "সরস্বতী জয়শ্রী"-শব্দের 'জয়শ্রী' অর্থে—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রেয়সী শ্রীমতী রাধিকা, তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ যে সরস্বতী বা পরবিদ্যারূপিণী বাণী, তাঁহারই নাম - 'সরস্বতী জয়শ্রী'। সুতরাং উভয় প্রকার অর্থেই "সরস্বতী-জয়শ্রী" যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম অন্তরঙ্গজন, তাহাই প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস যথার্থ-রূপে আমাদের পালিত হইবে—যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা আবিষ্কার করাইতে পারি। বিশুদ্ধসত্ত্বেই শ্রীভগবানের আবি-র্ভাব হয়, সুতরাং আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী করিতে হইলে উহাকে বিশুদ্ধ অর্থাৎ বৃন্দাবনতুল্য করিতে হইবে। হৃদয়ক্ষেত্রকে বৃন্দাবন করিতে হইলে যে শ্রীভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ অতি-প্রিয়জন আমাদের ন্যায় মায়াবদ্ধ ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট জীবকে প্রকৃত মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য 'সরস্বতী-জয়শ্রী" নামধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণজন্ম তিথিতে কৃপা-পূর্ব্বকে জগতে আবির্ভূত হইতেছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই আমাদের এই মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দপ্রভু "সরস্বতী-জয়শ্রী"-গ্রন্থখানা হাতে লইয়া বলিলেন,—)

"আমরা সত্যসত্যই আত্মমঙ্গল—পরম মঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে নিষ্কপটভাবে সহিষ্ণুতার সহিত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে এই গ্রন্থ-খানি পাঠ বা আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইব—হৃদয়ক্ষেত্রের কুটিনাটি, হিংসা, লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-অন্যাভিলাষ-চেষ্টা প্রভৃতি আবর্জ্জনারাশি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া উহা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের স্থান হইবে; তখন কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদ্‌বৃন্দাবনে তাঁহার শ্রীপদযুগল উদয় করাইবেন। এইজন্যই আমরা "সরস্বতী-জয়শ্রী" পারায়ণ-মুখে আগামী কল্যের জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

জন্মাষ্টমী দিবস ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর মঙ্গলা-রাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে মহামহোপ-দেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সর্ব্বাগ্রে সরস্বতী-জয়শ্রীর পারায়ণ পাঠ আরম্ভ করিয়া সকলকে পর পর পাঠের জন্য উৎসাহান্বিত করেন। আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীনিয়মানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীশিবেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীনরসিংহজী, শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাসাধিকারী, শ্রীকুমুদকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ 'সরস্বতী জয়শ্রী'-পারায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিনোদ-কান্তজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্বে শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু পুনরায় কিছু সময় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

এই দিবস অপরাহ্নে শ্রীমহাপ্রভুদাস ব্রহ্মচারীজী স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত নানা-বিধ অলঙ্কার, নানা প্রকার বিচিত্র বস্ত্রাভরণ ও বিবিধরঙ্গের সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা এমনভাবে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদকান্তজীউর শৃঙ্গার-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, তাহা দর্শক-মাত্রেরই নয়ন-মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্ম লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রকীর্ত্তন এবং ঠাকুরের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়। এইরূপে ঐ দিবস রাত্রি ৩টার সময় "সরস্বতী-জয়শ্রী"র পারায়ণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া-ছিল।

(অতঃপর ৬৭৭ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। শ্যামানন্দ-সুবর্ণ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীপ্রকাশন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদপালী।
৯। বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, চাওড়া,
শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা।
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেয়া, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভদ্রকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, বারাণসী সিটি।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রক্টার রোড, ছোটানি বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গাডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪০। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪১। বিরজকুটীর—বিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজ আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৷৴৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৴৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৴৹
৭। ভজনরহস্য ৷৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৴৹
ঐ (বাঁধা) ৷৷৹
১৮। দ্বীপ-দিগ দর্শন ৵৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷৴৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷৹
ঐ (আবাঁধা) ১৷৴৹
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা ৴১৹
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৮ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। মহাচারম্বাজঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ৷৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৪৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ১৷৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দীপকস্তবঃ ৷৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৹
৬০। নামভজন ৷৹
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস ১৷৴৹
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম ৷৹
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ৷৹
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আপ্লায়েড ডিভোসন ৷৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷
৭০। সাধন পথ ৷৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেস)	৩৸০ – ৪৲
মাকা বাকতুলসী (সরেস)	৫॥০
বালাম	৪।০
কলম	৩॥০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪॥০—৪॥৵০
২নং আটা	৪৶০—৪।৶০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২॥৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ ভোলা	৫৫॥০
খুচরা	৫৫৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কাড় জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	১৸৶০ - ৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
এরপা (টী-আয়রণ)	৬৷৵০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন— ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ „ „	১৩৲
২৪ গেজ „ „	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২॥০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
টীন পাতি	৬।০—৬।৵০
„ বোল্টু (গোল)	৬।০—৬।৶০
„ গরাদে (চৌকা)	৬।০—৬৸০
„ গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৫৶০—৬।০
„ টানা রড- চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৸৶০—৭।০
„ বাগুন ভাল	৬।৵০—৮।৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৶০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চি			১৷০	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্যূন ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ প্রত্যেক সংখ্যা ৴০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৩৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৯	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৯,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৩ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৮০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কু ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত সদ্‌গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪১, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

নদীয়ায় বন্যা

নদীর জল হঠাৎ অতিরিক্ত হওয়ায় ভেড়ামারা বাজারের সমস্ত দোকান ও আড়তের চার ভিতর ২॥ হাত পরিমাণ জল হইয়া গিয়াছে। বহু পাট এবং অন্যান্য মালপত্র ডুবিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাজার জলের উপর ভাসিতেছে। ভেড়ামারা থানার বহুগ্রামের ভিতরও বন্যার জল প্রবেশ করিয়া বহুলোককে বিপদাপন্ন করিয়াছে। নদীর জল এখনও বর্দ্ধিত হইতেছে।

ভেড়ামারার থানা দৌলতপুরের অন্তর্গত মৌজে বৈরাগীর চর, ফিলিপনগর, পেঙ্গুটবুনা, চরসাদীপুর, বাহিরমদী, কৃষ্ণনগর, রামকৃষ্ণপুর, প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রায় জলমগ্ন হইয়াছে। ঘরের ভিতর ২,৩ হাত পর্য্যন্ত জল হইয়াছে। গরুবাছুর ও পুত্রকন্যাগণ লইয়া গ্রামবাসিগণ ভীষণ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। গরুবাছুর মহিষ ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। খাইবার অন্ন নাই, বাসবার স্থান নাই।

পাগলা শিয়ালের অত্যাচার

জামালপুর সহরের নিকটে এক পাগলা শিয়াল তিন গ্রামের প্রায় ২০ জন লোককে কামড়াইয়াছে তাহাদের সকলেই স্থানীয় হাসপাতালের এন্টিরেবিক ক্লিনিকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ ঐ শিয়ালকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

ভাইস চ্যান্সেলারের সম্বর্দ্ধনা

গত ২রা সেপ্টেম্বর বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু প্রিন্সিপ্যাল পি কে বসু এবং অধ্যাপকবৃন্দ শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে কলেজের দ্বারদেশে সাদরে অভ্যর্থনা করেন তথায় তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয় এবং পরে কলেজের বিভিন্ন বিভাগ দেখান হয়। প্রীতিভোজন ও সঙ্গীতাদির পর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি বিশেষ আনন্দপ্রদ হইয়াছিল।

———

আমেদাবাদে অগ্নিকাণ্ড

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ক্রি গেটস এ একখানা খেলনার দোকানে একটি পেট্রোমাক্স ল্যাম্প জ্বালান হইতেছিল, এমন সময় দোকানের খেলনায় স্ফুলিঙ্গ পড়িয়া আগুন লাগে। এই খেলনার দোকানখানা এবং আরও সাতখানা দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানা চশমার দোকানও আছে। চারিঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিভান হয় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা পুলিশ আগুন নিভাইতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। কয়েকঘণ্টা ঐ রাস্তায় লোক ও যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

চিঠি ডাকে দিবার সময় বিস্ফোরণ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে লারকানা টাউন সাব পোষ্ট অফিসের নিকট একটা বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। জনৈক ছাত্র একখানি চিঠি ডাকবাক্সে ফেলিতেছিল, সে সময় ভীষণ বিস্ফোরণ হয় এবং ছাত্রটী আহত হয়। পুলিশ তথায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং আহত ছাত্রটীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। আহত ছাত্রটী এবং অপর একটী ছাত্রের বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়াছে। অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

বাস দুর্ঘটনা

গত সোমবার প্রাতে ৭ টার কিছু পরে হ্যারিসন রোডস্থ ১৬১১নং বাড়ীর সম্মুখে এক বাস দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল গুহ রায় সাইকেলে চড়িয়া শিয়ালদহের দিকে যাইতেছিলেন এমন সময় একটী বাস (১০নং রুট—বাস নং এম, সি, ৫৬৪) দ্রুত চালাইয়া যাওয়ার সময় হঠাৎ গতিরোধ না করাইতে পারায় পিছন হইতে সাইকেলসহ ননী বাবুর উপর গিয়া পড়ে। সাইকেলটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ননী বাবুও সামান্য আহত হইয়াছেন।

বীমার কার্য্যালয়ে চুরি

পাটনা এগজিবিসন রোডের নিকটস্থ ইণ্ডিয়ান মিউচুয়েল এসওরেন্স কোম্পানীর আফিসে একটী ভীষণ রকমের চুরি সম্বন্ধে কোতোয়ালী পুলিশ তদন্ত করিতেছে। অদ্য প্রাতে আফিস গৃহের দুইটী তালা খোলা দেখা যায়। দুইটি বাক্সের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার টাকার দলিলপত্র ছিল ঐ সমস্ত দলিল সমেত বাক্স দুইটি পাওয়া যাইতেছে না।

———

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দুইটী আসামী

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, গুরুমুখ সিং ও পৃথ্বী সিংকে কাবুল জেল হইতে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। ১৯১৪-১৫ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গুরুমুখ সিং ও পৃথ্বী সিং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, পরে তাঁহাদের দণ্ড হ্রাস করিয়া তাঁহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত তাঁহারা জেলে ছিলেন; কিন্তু তৎপর তাঁহারা জেল হইতে পলায়ন করেন ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ১৯৩১ সালে তাঁহাদিগকে কাবুলে দেখিতে পাওয়া যায়। পরলোকগত আফগান রাজ নাদীর শাহের গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা নাকি রুশিয়া চলিয়া যান। কিন্তু ১৯৩৩।৩৪ সালে পুনরায় সংবাদ পাওয়া যায় তাঁহারা কাবুলের জেলে আছেন। তৎপর তাঁহাদের মুক্তির জন্য ভারতবর্ষে আন্দোলন হইয়াছিল।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, কুমারী মণিবেন প্যাটেল ও শ্রীযুক্ত জয়রাম দাস দৌলতরাম সহ ওয়ার্দ্ধা হইতে ৩রা সেপ্টেম্বর প্রাতে বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করিবার জন্য ওয়ার্দ্ধায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

চীফ কমিশনারকে ভীতি প্রদর্শন

নয়াদিল্লীর একটী স্কুলের একজন পাঞ্জাবী শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তিনি নাকি দিল্লীর চীফ-কমিশনারের নিকট এক ভীতি উৎপাদক পত্র লিখিয়াছিলেন।

ট্রেণ হইতে পতনে মৃত্যু

আন্দীকা বাবাজী নামক জনৈক বেকার শ্রমিক দাদরে একটা চলন্ত ইলেকট্রিক ট্রেণ হইতে পড়িয়া সাংঘাতিক আহত হয়। হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ হৃষীকেশ অবাহ্ন ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

"সরস্বতী-জয়শ্রী"

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরমার্থ-তথ্যপ্রদ প্রচার-লীলা (জীবনী) "সরস্বতী-জয়শ্রী" নামে প্রকাশিত হইতেছেন। এই নাম হইবার কারণ, গ্রন্থরাজের সঙ্কলনকার্য্যে যিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সেই মহানুভব মহাত্মা, প্রকৃত-পর হিতৈষী ঠাকুরের অনুকম্পিত প্রিয়-পার্ষদ গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় গত ৩০শে আগষ্ট জন্মাষ্টমী-অধিবাস-বাসরে একটী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিবৃত করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতার মর্ম্ম পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্পাদক বৈষ্ণবাচার্য্য মহাশয়ের সৌজন্যে গতকল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় কার্য্য মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা পর-সরস্বতীর 'জয়শ্রী' বা জয়শোভা বিস্তার করিতেছেন। "চিন্তামণিশ্চরণভূষণ...... লভতে জয়শ্রীঃ" শ্লোকে করুণাবর্গের জয়গান-সঙ্গীতে লীলাশুক শ্রীমদ্ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর 'জয়শ্রী'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সেই পর-হ্লাদিনী শক্তির 'আনুগত্য-শিক্ষা'-প্রদানই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র প্রচার্য্য বিষয়। নিজসুখবাঞ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসুখসম্পাদন শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পর-সরস্বতীর জয়শোভা বা কৃষ্ণ-সেবা-সম্পদ এই গ্রন্থরাজে বিরাজিত রহিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম "সরস্বতী-জয়শ্রী"।

'সরস্বতী-জয়শ্রী' দুই পর্ব্বে প্রকাশিত হইবেন 'শ্রী'-পর্ব্ব ও 'বৈভব'-পর্ব্ব। 'শ্রী'-পর্ব্বে ১০৮ 'শ্রী' থাকিবেন। ইহাই প্রথম প্রকাশিত হইবার কথা ছিল; কিন্তু কোনও অনিবার্য্য কারণে তৎপ্রকাশে বিলম্ব হইতেছে। গত জন্মাষ্টমী-বাসরে বৈভবপর্ব্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। বৈভব-পর্ব্বে সর্ব্বসমেত ১০৮ বৈভব (অধ্যায়) থাকিবেন। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ-বৈভব পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছেন। এই খণ্ডের ২০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠের ত্রিদণ্ডিযতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ, মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন ও উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জর এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সম্পর্কীয় সংবাদ সম্বলিত। অবশিষ্টাংশে বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৩২ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক পূত হরিকথা-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়াছেন তাহাই স্থান পাইয়াছে। এই অংশ সঙ্কলন-কর্ত্তার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে লিখিত।

উপরিউক্ত মহানুভবগণ সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত এবং পরমসত্য-প্রচারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং তাঁহাদের প্রদত্ত সংবাদ হইতে "জয়শ্রী"র পাঠকগণ কি-প্রকার অমূল্য রত্ন পাইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটি বাণীও যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি মহাসৌভাগ্যশালী; তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-উদ্ধারের ক্ষমতা লাভ হইয়াছে। তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ প্রভুপাদের আচার-প্রচার সম্বন্ধে যে-সকল নিছক সত্যবাণী বিবৃত করিতেছেন তাহা অনুধাবন করিলে মানবজাতির নিত্যমঙ্গল না হইয়া পারে না। সুতরাং "সরস্বতী-জয়শ্রী" গ্রন্থকে প্রকটিত হইয়া যে নিত্য পরমার্থ শিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিতেছেন তদ্দর্শনে ব্যাকুল হওয়াই বুদ্ধিমান মানবগণের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই সেদিন জন্মাষ্টমী-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ইহার অসংখ্য গ্রাহক দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। আমাদের বাসনা—শুধু বঙ্গ ভাষাভিজ্ঞগণের জন্য ইহা আবদ্ধ না থাকিয়া পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ হউক। শ্রীল প্রভুপাদ ত' সমগ্র জগতে অপ্রাকৃত প্রেম-সম্পত্তি-বিতরণের জন্য প্রকট লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ভুবনমঙ্গল অভিযানাদি সকলেরই প্রাপ্য হউক। বিশ্বের বুদ্ধিমন্ত জনগণের নিকটও আমাদের নিবেদন, তাঁহারা বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া অতি সত্বর এই অমূল্য গ্রন্থ-পাঠের অধিকারী হউন, জীবন সার্থক ও ধন্য হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এই আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত আচার প্রচার-সৌন্দর্য্য বিভূষিত অপ্রাকৃত-প্রেম বৈজয়ন্তী আর কোথাও দেখা যাইতেছে না; অন্যত্র অধিকাংশ স্থলেই অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমের নামে প্রাকৃত-কামের পৈশাচিক নৃত্য দৃষ্ট হয়। "সরস্বতী-জয়শ্রী" কামতমোনাশী ভাস্কর।

আলোচ্য খণ্ডের ষট্‌ত্রিংশটী বৈভবে (১) কাশিমবাজার সম্মিলনীতে ও স্মৃতিসভায় প্রভুপাদ, (২) শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ, (৩) পরিব্রাজকাচার্য্যলীলায় প্রভুপাদ (৪) কলিকাতা থিওসফিক্যাল সোসাইটীতে স্মৃতি-সভা, (৫) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সূত্রপাত, (৬) ভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা, (৭) প্রচার-অভিযান, (৮) গোদ্রুমে বিরহোৎসব ও সমাধি-মন্দির-প্রতিষ্ঠা, (৯) ভক্তিবিনোদ-আসন ও প্রচার (১০) কুমিল্লায় কাশিম-বাজার সম্মিলনী, (১১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও পরে, (১২) গ্রন্থ-প্রচার, গৌড়দেশ ভ্রমণ ও পরিব্রাজক-বিপণি-প্রেরণ, (১৩) কীর্ত্তন উৎসব-প্রবর্ত্তন, প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপন, লুপ্তসেবা উদ্ধার, (১৪) শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা ও উৎকলে শ্রীনাম-প্রচার, (১৫) শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকের আচার্য্য-দর্শন, (১৬) শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন-প্রতিষ্ঠা ও প্রচার, (১৭) শ্রীগুরু-বর্গের কৃপা ও বিবিধ শিক্ষা, (১৮) বালিঘাই-বিচারসভার পূর্ব্বে ও পরে, (১৯) অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য চরিত্রের বিবিধ প্রসঙ্গ, (২০) সত্যবাণী প্রচার, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও রাঢ়দেশ-ভ্রমণ, (২১) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশ, প্রভুপাদের 'সজ্জনতোষণী' ও 'অনুভাষ্য', (২২) শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকট-লীলা, কৃষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেস ও বিবিধ প্রসঙ্গ, (২৩) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট লীলার পরে, (২৪) শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পূর্ব্বকথা—আচার্য্য চরণ দর্শন, (২৫) সরস্বতী-স্বহস্ত-সম্বর্দ্ধিত 'ভক্তিপ্রদীপ', সন্ন্যাস ও প্রচার, (২৬) শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব ও 'গৌড়ীয়'-পত্র, (২৭) শ্রীবঙ্গমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ, (২৮) চতুর্থবার ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ, (২৯) কুলিয়ার বসন্ত-গান, "অপরাধ ভঞ্জন পাট" ও বিবিধ প্রসঙ্গ, (৩০) বিবিধ প্রচার প্রসঙ্গ, (৩১) শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য-প্রকটোৎসব বা ব্যাসপূজা, (৩২) বৈষ্ণব-সন্ন্যাস সম্বন্ধে কুতর্ক ও বিবিধ প্রচার প্রসঙ্গ, (৩৩) শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী-বিস্তার, (৩৪) বিভিন্ন-মঠে ও বিভিন্ন-প্রদেশে হরিকীর্ত্তনোৎসব (৩৫) শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, (৩৬) আচার্য্য ও বিবিধ প্রসঙ্গ—এই ৩৬টী বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম আর্টপেপারে মুদ্রিত ভগবদ্‌ভাগবতগণেরও কয়েকটী শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের মোট ২৬টী চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'সরস্বতী-জয়শ্রী' বৈভব প্রথমখণ্ড অতি উত্তম এণ্টিক কাগজে রয়েল আট পেজি আকারে, অতি উত্তম মুদ্রণ-পারিপাট্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল অংশ ৩৬০ পৃষ্ঠা; তদ্ব্যতীত অধ্যায়ের কথাসার সহ বৈভব-সূচী, চিত্র-সূচী, শ্লোক-সূচী, পদ্য-সূচী, স্থান-পাত্র-শব্দ-সূচী প্রভৃতি ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। 'নিবেদনে' গ্রন্থ-সঙ্কলনকর্ত্তা গ্রন্থ-প্রণয়নের ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একটী অতি মূল্যবান্ ভাগবত-পারম্পর্য্য-তালিকা এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারপ্রার্ত্তার কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় তারিখও গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে গ্রন্থ প্রকাশের এই প্রকার পারিপাট্য ভারতে বিরল। আনন্দের বিষয় এই যে, মাত্র ৪৲ চারি টাকা ভিক্ষায় এই বহুমূল্য গ্রন্থ-সম্পৎ (১) শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা—এই দুই ঠিকানায় পাওয়া যাইবে।

"সদাচার"

[গত ৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট রবিবার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু 'সদাচার' সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি সদাচার শব্দের অর্থ, তাহার পালনের প্রয়োজনীয়তা 'নিয়ম আগ্রহ ও নিয়ম-অগ্রহ প্রভৃতি বিষয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

সৎ + আচার = সদাচার। সৎ শব্দের অর্থ সাধু, মহৎ, নিত্য। সুতরাং সাধু এবং মহাত্মাদিগের যে আচার তাহাই সদাচার বলিয়া অভিহিত। এখন সাধু এবং মহাত্মাদিগের আচার কি? গীতাতে ভগবান্ বলিতেছেন,—

"মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং
প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা
উপাসতে ॥"

মহাত্মাগণ অনন্যমনা হইয়া ভগবানকে ভজনা করেন এবং তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনাম-গুণ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা দেখিতে পাই,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ-বর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার (শ্রীভগবানের) মাহাত্ম্য-প্রকাশক হৃদ্-হৃদয় কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়। তাহা আনুগত্য সহকারে শ্রবণ করিলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তি-সহকারে সর্ব্বক্ষণ

হরিনাম-গুণ কীর্ত্তনই সাধুর প্রধান লক্ষণ। যদিও অন্তরনিষ্ঠাই প্রয়োজন তথাপি কৃষ্ণ ভক্তিলাভের অনুকূলে, বাহিকভাবেও তাঁহারা কতকগুলি আচার পালন করেন। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, দ্বাদশাঙ্গে তিলকধারণ, কণ্ঠে তুলসীমালা-ধারণ, শিখাবন্ধন, অমেধ্যবস্তু অস্বীকার প্রভৃতি বাহিক আচার হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটীই ভক্তিপোষক। অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গে থাকিয়া হরিকথা আলোচনা দ্বারা ভক্তির উদ্রেক হয়; দ্বাদশাঙ্গে হরিমন্দির অঙ্কিত থাকিলে প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রীহরিকথা-স্মরণে সুযোগ হয়। সর্ব্বাঙ্গে হরি অবস্থান করিতেছেন জানিলে এই পবিত্র দেহ তাঁহার সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে লাগাইব না একথা হৃদয়ে জাগ্রত হয়, শিখাবন্ধনকালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা আমি ভক্তি সহকারে শিরে ধারণ করিলাম, ইহা হইতে আমি কখনই বিচ্যুত হইব না—এইরূপ দৃঢ়তা আসে। এই প্রকার প্রত্যেক কার্য্যই হরিভক্তির সহায়ক। যে ভাবে জীবনযাপন করিলে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় সেইভাবে থাকিয়া তাঁহার নিজজনগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব—ইহাই সদাচার।

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই সকল আচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে কথা ভুলিয়া যাইয়া যদি আমরা কেবল বাহিক বেষ লইয়া ব্যস্ত থাকি তাহা হইলে প্রাণহীন দেহের ন্যায় সকলই নিরর্থক হইবে।

আবার মহাভাগবতগণ কখন কখন হয় ত বাহ্যদৃষ্টিতে কোন আচার পালন নাও করিতে পারেন তাহাতে তাঁহাদের কোনই অসুবিধা হয় না, কিন্তু তাহা দেখিয়া আমার ন্যায় বদ্ধজীব যদি তাহা অনুকরণ করিতে যায় তাহা হইলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য।

অপ্রাকৃত শ্লোক-চন্দ্রকান্ত

(শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় কাব্যতীর্থ বি-এ
বিদ্যাসাগর)

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধামবৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা
কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা
পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো
নঃ পরঃ॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ঐতিহ্যাদি যাবতীয় আর্ষ-শাসনের বিবক্ষিতবৃত্তিতে গবেষণার চরমফল এই একমাত্র শ্লোকে গুম্ফিত থাকিয়া সজ্জন পরমহংসগণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, বদ্ধজীবের পুঞ্জীভূত সুকৃতিবলে বা ভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-ক্রমে এই শ্লোক-চন্দ্রকান্ত জগতে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকেও অবর্ণনীয় মাধুর্য্য-রসপ্লাবনে ভাসমান থাকিবার সৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন। কালবশে আসুর-সৃষ্টির পরিণামক্রমে জগতে ভগবজ্জ্ঞান বিপর্য্যস্ত ও তিরোহিতপ্রায় হইলে পরম-কৃপালু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কপটসন্ন্যাসিলীলায় স্বয়ং ও তদীয় পার্ষদবৃন্দ দ্বারা নিজভজনমুদ্রা উদ্ঘাটিত করিয়া বিশ্বে প্রকটিত করিয়াছেন; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়া এই উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিতান্ত এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শ্রীভগবানের অসংখ্যাবতারেও প্রদর্শিত হয় নাই। সিদ্ধ মহাজনগণও কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদের সমাধিলব্ধ এই প্রপক্ব-ফল কলিহত অল্পায়ুঃ মন্দভাগ্য জনের আস্বাদনার্থ ও তদন্তে পরমচিরায়ুষ্কতা বরণের জন্য শুধু রাখিয়া যান নাই, বরং সেই প্রেমসম্পুট উদ্ঘাটিত করিয়া তারস্বরে প্রতি জীবকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদের শুদ্ধস্বরূপের পরমলোভনীয় রসনিধি সুখলভ্য করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দগ্ধললাটের দোষে হস্তস্থিত নিধিরও পরিচয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া চিরপূতিগন্ধময় শৌকরী বৃত্তিতেই আমরা সর্ব্বদা নিরত আছি। পরমকরুণাকর ভগবান্ আমাদের দুর্দ্দশার চরমত্ব উপলব্ধি করিয়া পুনরায় মহান্তগুরুরূপে অবতরণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদাই সহস্র সহস্র অঙ্গসংযোগে, অনভিজ্ঞ, বালিশস্বভাব এমন কি মহা-দ্রোহীকেও ত্রিতাপনাশন এই পরমৌষধি রসামৃত পান করাইতেছেন। উলূক দৃষ্টিতে যেরূপ সুধারশ্মির প্রভাব নিষ্ফল ও যন্ত্রণাদায়ক হয়, তদ্রূপ বিশ্বের পরম-মঙ্গলময়ী এই বাণী মায়াযবনিকাচ্ছন্ন বোধ-বিহীন কর্ণে প্রতিহত হইয়া ব্যর্থ ও মৎসরতার স্রষ্টা হইয়া উঠিয়াছে। অহো, কৃপানিধান ভগবানের কোটিভাবে সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের প্রতি এতাদৃশ অমায়ায় বিতরিত করুণার অংশভাগী হইতে কবে আমাদের সৌভাগ্য ঘটিবে? যে দিন কোন জীবের সেই অদৃষ্টসূর্য্যের উদয়াকাশে ক্ষীণরশ্মির প্রকাশ হইবার উপক্রম হইবে, সেইদিনই জগতের মধ্যে তাহার স্মরণীয় পবিত্রতম দিন হইবে।

নিত্যপার্ষদ সাধু মহাজনগণ নিরন্তর এই লীলাপুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দনের তত্ত্ব, শ্রীধাম বৃন্দাবনতত্ত্ব, গোপীগণের আনুগত্যে ভজনরহস্য ও পাপা পরম-চমৎকারময় পঞ্চমপুরুষার্থের গূঢ়ার্থ স্বয়ং আচার-প্রচার দ্বারা প্রতিদ্বারে অজস্র বর্ষণ করিলেও আমরা তাঁহাদের প্রতি অসূয়াপর হইয়া আপনা-দিগের অকল্যাণকেই চিরবরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। আমরা মুখে বলিয়া থাকি যে—'মহাজনের অবলম্বিত মার্গই আমাদের আশ্রয়ণীয়।' কিন্তু প্রকৃত মহাজনের পরিচয় লইতে আমাদের চেষ্টা, ধৈর্য্য, আগ্রহ বা নিষ্ঠা কোথায়? প্রমাণ-শিরোমণি ভগবদভিন্নতনু শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, দেবহূতি-তনয়, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুক ও যম—এই দ্বাদশ মহাজন। আবার পুরাণপ্রবর পাদ্মে ও মার্কণ্ডেয়াদি ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ভগবত্তত্ত্বলাভের প্রয়াস করিতে উপদেশ দিয়া, তদনুকরণে বৈষ্ণবাপরাধের অনিবার্য্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় হইলেও প্রিয়তার উত্তরোত্তর উৎকর্ষবশতঃ ক্রমান্বয়ে প্রহ্লাদ, পাণ্ডব, যাদব, উদ্ধব, ব্রজবালা ও শ্রীরাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব গোস্বামিবর্গ প্রমাণমূলে প্রদর্শন করিয়া ভজনমার্গের গূঢ়রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আচারশীল মহাজন-গণের সাধনা-লব্ধ এই গোপীজনবল্লভের অসমোর্দ্ধত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিতই রহিয়াছেন। ভগবন্মায়ামোহিত আসুর-সৃষ্টির অভিলাষপূরক মাদৃশ তথাকথিত প্রাকৃত কবি, দার্শনিক, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রভৃতি নামধারিগণ সেই মহাজনবর্গের উপদেশে অনাস্থা দেখাইয়া মৃণ্ময় ইন্দ্রিয়-যোগে মৃণ্ময়ী অভিজ্ঞতার তুলনায় মানবীয় বিকৃত আদর্শের পরিমাপকযন্ত্রে সমালোচক সাজিয়া সমধর্ম্মিগণের ও সরল গ্রাম্যজন-সমূহের অনভিজ্ঞতার ছিদ্রে প্রশংসা সংগ্রহ করিতে সাগ্রহে প্রধাবিত হয়। অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ যে কদাপি, মনুষ্যের কথা কি, দেবাদিদেব মহাদেব বা ব্রহ্মারও ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, তাহা শ্রুত্যাদি সর্ব্ব শাস্ত্রেই পুনঃ পুনঃ তারস্বরে বিঘোষিত রহিয়াছে। ভগবৎ-সৃষ্ট জীবের ইন্দ্রিয়-গোচরতা থাকিলে তদীয় সর্ব্বশক্তিমত্তা বা অধোক্ষজত্ব কিরূপে স্থির থাকে অথবা না থাকে, তাহা দুগ্ধপোষ্য শিশুতেও সহজেই বুঝিতে পারে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন
বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"

বহু তর্ক, অসীম মেধা বা অপরিমেয় পাণ্ডিত্য দ্বারা এই পরমাত্মবস্তু বিজ্ঞাত হন না। এই জীবাত্মা সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা প্রার্থনা করিলে স্বেচ্ছাময় তৎসমীপে নিজতনু প্রকাশ করেন। এইজন্য শ্রুতি আরও দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ
পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব
নীয়মানা যথান্ধাঃ।"

যাহারা অবিদ্যার কবলে থাকিয়া আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই কুটিলপ্রকৃতি অবিবেকিগণ দুর্গমপথে অন্ধচালিত অন্ধান্তরের ন্যায় অধঃপতিত হয়। অতএব নিত্যকল্যাণ-প্রার্থী সুদুর্লভ মানবদেহের অধিকারী জীবমাত্রেরই এই আচারবান্ সিদ্ধমহাজন-বর্গের আনুগত্যদ্বারা গোপীজনবল্লভের অসমোর্দ্ধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্নবান্ হইবার একান্ত আবশ্যকতা আছে। ভোগপাংশুতে অন্ধীভূত চক্ষুদ্বারা যে সকল প্রাকৃত সাহিত্যিক ভগবানের এই গোপীবল্লভ-লীলায় কটাক্ষ করেন, বৈষ্ণবাপরাধে নিমগ্ন তাঁহাদিগকে চিরনিরয়ে পতিত থাকিতে হয়; তাঁহাদিগের অনন্তজন্মেও সুদর্শনের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব বৈষ্ণবগণ প্রতিপদে জীবকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন,—সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!!

আশ্রয়-তত্ত্বশিরোমণি শ্রীবার্ষভানবী দেবীর প্রবর্ত্তিত উপাসনামার্গের দুরধিগম্যত্ব প্রাকৃত জনগণের নানাভাবে বুদ্ধিমোহন জন্মাইয়া বর্ত্তমানে প্রাকৃত-সহজিয়া ও আউলাদি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার আধুনিক জড়বিদ্যায় নিপুণম্মন্য রুচিবিকারগ্রস্ত উপাধিব্যাধিমোহিত তথা-কথিত সমন্বয়বাদী জনগণ নিগমপুরাণাদির গূঢ়ার্থ উদ্ঘাটনের প্রয়াসে অকৃতকার্য্য থাকিয়াই আপনাদিগের স্বৈণরুচিতে কৃষ্ণ-লীলা মাপিতে যান এবং শ্রুতিশাস্ত্র তাঁহাদের নিকট চিররুদ্ধ থাকায় অমলপ্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতকে কল্পনা-জালে সমাচ্ছন্ন আধুনিক কাব্যরূপে প্রমাণিত করিয়া নিজেদের বিদ্যার প্রসার-প্রদর্শন-কল্পে শ্রুতিতে বা তাঁহাদের মাপযন্ত্রের অধীনে প্রমাণিত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শ্রুতিশাস্ত্রে শ্রীরাধিকার অস্তিত্ব বা তদীয় স্বরূপের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহের মাধুর্য্যের একত্র সমাবেশিত রাসলীলার বিদ্যমানতা অস্বীকার করেন। শ্রুতিশাস্ত্রে, তন্ত্রে, পুরাণে, মহাভারতে, রামায়ণে সমস্ত জ্ঞান-শাস্ত্রেই যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা তাঁহাদের মৎসর-দৃষ্টির বহির্ভূতই থাকিয়া যায়। এইজন্যই কাল্পনিক গোস্বামিবর্গের প্রচুরপরিমাণ শোণিত বৃথা বায়িত হইয়াছে ও হইতেছে

ক্রমশঃ)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৮৲
কাটারিভোগ	৫।০
পাটনাই (সরেশ)	৩৸০—৪৲
মাতা বাকতুলসী (সরেশ)	৫৷০
বালাম	৪।০
কলম	৩৷০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৲—৫৵০
সুপারফাইন	৪৸০—৪৸৵০
৪নং ময়দা	৪৵০—৪।০
আটা 'বি'	৪৷০—৪৷৵০
২নং আটা	৪৴০—৪।৴০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	২৷৵০—২৸০
সুজি	৪৸০—৪৸৵০

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৫৫৷০
খুচরা	৫৫৸০

সোনার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
গড়ান	৩০৸

লৌহ ও হার্ডওয়ার

বালগাছ, ৩১শে আগষ্ট

টাটার কৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কাড় (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাকা	২৸৵০—৫৸৵০
ঐ বেলাকা ঢালকা ঢালন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৩৷৵০—৩৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৴০—৫।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ „	১৩৲
২৪ গেজ „	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেস্টস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৴১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২৷০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৬ ফুট চওড়া	৮৷০
টীন পাটি	৬।০—৬৵০
„ বোলটু (গোল)	৬।০—৭।৵০
„ পয়সে (চোকা)	৬।০—৬৸০
„ গোল বড় ৴০—।৴০ সুতা	৫৴০—৬।০
„ টীনা রড	
চাকা ৴০—।৵০ ঐ	৫৷৵০—৭।০
„ নাতুল তার	৬৵০—৮৲০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্র[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক মুদ্রিত ও

প্রকাশক শ্রীকুঞ্জবিহারী [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৷০	।৶০	।৶	।০
,,	,, ইঞ্চি		১৷৷০	২৷৷০	
,,	,, সিকিকলম		৪৲	৬৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		
,,	,, ১ কলম	১২৲			৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বৰ্ত্তমান সংখ্যা ৵০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৰ্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রাধাতন্ত্রম্।

অদ্য প্রায় ৫০ বৎসর পর ভক্তগণের বহু অনুরোধে যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কামিক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত—

রাধাতন্ত্রম্

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। ইহার মূল, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদের পরস্পর বিশেষভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায়, সুন্দর কাগজে এবং সংশোধিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীরাধার জন্ম (পদ্মিনী), যমুনা লীলা, রাসলীলা কাত্যায়নী সাধন, শ্রীরাধার সহস্র নাম, শ্রীরাধার কবচ, শ্রীরাধার মূল মন্ত্র ও যেপ্রকারে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে বিস্তারিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই রাধাতন্ত্রম্ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।

ইহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ডাকমাশুল ৷৷০, অগ্রিম টিকিট পাঠাইলে ভিঃ পিতে পুস্তক পাঠান হয়।

শ্রীহিরণকুমার মুখোপাধ্যায়

৩৬।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ৷৷০ আনা, ৩ প্যাক ১৷০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়),

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪১, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [[illegible]শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

বিহারে বন্যায় সাহায্য

আসাম, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বন্যা-বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যের জন্য ঐ সকল স্থান হইতে কলিকাতা সহায়ক সমিতি অনেক আবেদন পাইয়াছেন। সেই জন্য কলিকাতা সহায়ক-সমিতি ঐ সকল স্থানের বন্যা-বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যের জন্য পাঁচ হাজার টাকা বিতরণ করিবার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। এই টাকার মধ্যে বেশীর ভাগ টাকাই বিহারের জন্য খরচ করা হইবে।

আরামবাগে ডাকাতি

সুধীর রায়, পাঁচকড়ি ও বাদল আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, সি, চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া ডাকাতির অভিযোগে উপরি উক্ত ৩ জন আসামীকেই দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীগণ সশস্ত্র অবস্থায় ২৪শে জানুয়ারী তারিখ রাত্রে গোবিন্দপুর গ্রামে একটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বাড়ীতে ডাকাতি করিতে উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকটীর নাম মন্দাকিনী দাসী। তাহারা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মন্দাকিনী দাসীকে ও বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে প্রহার করে এবং বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া বহু টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুন্ঠন করে। তৎপর তাহারা ঐ বাড়ীর জিনিষপত্রে আগুন ধরাইয়া দিয়া লুন্ঠিত দ্রব্যাদিসহ পলায়ন করে।

মার্কিণ বৈমানিকের মৃত্যু

মিঃ ডগলাস ডেভিস আমেরিকার একজন বিখ্যাত বৈমানিক ডোজন বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া শেষে নিজের রেকর্ড লাভ করিয়াছেন। বিমানপোত ফাটিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। ঘটনার সময় তাঁহার বিমানপোত ৩০৬-২১৫ মাইল হিসাবে চলিতেছিল, টমসন স্পিড ট্রাপ প্রতিযোগিতায় তিনি অগ্রগামী হইয়াছিলেন।

বেকার যুবকের কাণ্ড

গত ৫ই সেপ্টেম্বর করোণার মিঃ এ, সি, দত্ত জুরীদিগের সাহায্যে ও আনুকূল্যে একজন যুবকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রকাশ, যুবকের নাম দুলালচাঁদ মিত্র। সে ৭১২ নম্বর বিডন ষ্ট্রীটে তাহার পিতার সহিত অবস্থান করিত। কোন প্রকার চাকরীর সংস্থান করিতে না পারায় তাহাকে বিশেষ কষ্টের সহিত সংসার চালাইতে হইত। একদিন তাহার পিতা তাহাকে তিরস্কার করায় সে আফিং খায়। তারপর তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে সে মারা গিয়াছে. মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ২৮ বৎসর হইয়াছিল, শীঘ্রই এই সম্পর্কে তদন্ত হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাউসেষ্টার

ডিউক অব গ্লাউসেষ্টার 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' নামক বিমানে হেনডন হইতে বুরগেট রওনা হইয়াছেন। বুরগেট হইতে তিনি পুনরায় মার্শিলিন যাত্রা করিবেন। মার্শিলিনে 'সাসেক্স' নামক সরকারী জাহাজে উঠিয়া অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে পর্য্য করিবেন। অষ্ট্রেলিয়া গমনের পর মেলবোর্ণের শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করিবেন।

অর্থ-কষ্টে সাহায্য

গোয়ালিয়র রাজ্যের জায়গীরদারেরা যাহাতে বর্ত্তমানে অর্থকষ্ট হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, সে জন্য তাহাদিগকে ঋণ দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। জায়গীরদারদিগকে কিরূপ সর্ত্তে ঋণ দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে তদন্তের জন্য গোয়ালিয়র সরকার ৪ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

ডাকপিয়ন দায়রায়

গত জানুয়ারী মাস হইতে বিলির জন্য প্রদত্ত ৭ শত ৫৯ খানি পোষ্ট কার্ড ১ শত ৭৫ খানি খাম ও পুলিন্দা এবং ২ শত ৯৮ খানি খবরের পত্রী লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগে চাকুরিয়া ডাকঘরের পিয়ন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। মহিলাগণের নামের চিঠি খুলিবার অভিযোগে আসামীর বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

পাঁচ জনের সশ্রম কারাদণ্ড

ইন্দ্র পোদ্দার, অনুকূল কয়াল, রামশরণ ও আর ও দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগে চুচুড়ার দায়রা আদালতে যে মামলা চলিতেছিল, সেই মামলার বিচার চুচুড়ার সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুক্ত ডি কে, মুখোপাধ্যায় জুরীর সাহায্যে শেষ করিয়াছেন। জুরীদিগের অধিকাংশের মত গ্রহণ করিয়া জজ আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ডাকাতির অভিযোগে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মামলার অভিযোগে প্রকাশ যে আসামিগণ বাড়ী ভাঙ্গিবার বিভিন্ন যন্ত্রাদি লইয়া গত ২১শে নভেম্বর তারিখে রাত্রিতে পাঁচখানা বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা আরামবাগের শুড়িরাম ঘোষ, অনাথ মণ্ডল নিরাপদ মণ্ডল ও আরও দুই ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করিবার জন্য প্রবেশ করিয়া বাড়ীর লোকজনদিগকে প্রহার করে এবং বাক্স ও সিন্দুক ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারে বহু টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুন্ঠন করে। তৎপর তাহারা লোকজন আসিবার পূর্ব্বে লুন্ঠিত দ্রব্যাদি সহ পলায়ন করে।

অদ্ভুত সন্তান

মালাবারের সংবাদে প্রকাশ, হসেদুর্গের জনৈক কানারী নারী সম্প্রতি ২টি সন্তান প্রসব করে। তাহার একটির ৪ খানি হাত ও একটির হস্তীশুণ্ড ছিল জন্মগ্রহণের কয়েক ঘণ্টা পরেই শিশুটির মৃত্যু হইয়াছে। প্রসূতি ও অপর সন্তানটির স্বাস্থ্য ভাল আছে।

বাঙ্গালায় ডাকাতের দৌরাত্ম্য

গত ২৫শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়া গিয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে মোট ৩১ টি ডাকাতি হইয়াছে। তন্মধ্যে এক স্থানে ডাকাতেরা লোক খুন করিয়াছে ও তিন স্থানে বন্দুক ও বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ — হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৫শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১০ই সেপ্টেম্বর ইং — সোমবার — ১৬৫শ সংখ্যা

বিভিন্নমঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

দিল্লীতে

গত ১লা সেপ্টেম্বর ১৫ই ভাদ্র শনিবার শ্রীদিল্লী-গৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীদিল্লী-গৌড়ীয়মঠের শ্রীবিগ্রহ অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত হওয়ায় সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, শিখ ও মাদ্রাজী প্রভৃতি শত সহস্র ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া সায়ংকালে শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভোগ-আরাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ করেন।

অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে স্বামীজী মহারাজ 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা ও আবির্ভাবের হেতু' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কাল সমাগত হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করা হয়। বহু উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা চিত্রার্পিতের ন্যায় পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। স্বামীজীর আবেগপূর্ণ ব্যাখ্যা সকলের প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। উৎসবোপলক্ষে প্রায় ৪।৫ শত ব্যক্তিকে বিচিত্র ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সকলেই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এই উৎসবোপলক্ষে সেবকগণ সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীপাদ রমাকান্ত দাসাধিকারীর ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি কীর্ত্তন ও নর্ত্তন এবং শ্রীপাদ রাধারমণ-চরণ শরণ ব্রহ্মচারী শৃঙ্গার-সেবায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বালিয়াটীতে

গত ১৫ই ভাদ্র শনিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব যথারীতি মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মৃদঙ্গ, করতাল ও শঙ্খাদি বাদ্যাদি সংযোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে গুরু-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

উক্ত দিবস নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ও পুষ্পমালিকা দ্বারা বিচিত্রপ্রকারে শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার ও শ্রীমন্দির সুসজ্জিত হইয়াছিল। অতঃপর অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত গুর্ব্বষ্টক, শ্রীল জয়দেব গোস্বামী কৃত দশাবতার ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ হইতে কৃষ্ণের জন্মরহস্যাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অনন্তর শ্রীভগবানের পূজা ও ভোগ-আরাত্রিকের পর সমাগত বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলাগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

গত ১৬ই ভাদ্র শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীনন্দোৎসবও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থানীয় গণ্যমান্য প্রায় ২০০ শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে চতুর্ব্বিধ রসযুক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কটকে

বিগত ১৫ই ভাদ্র শনিবার দিবস কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে মঠস্থ ভক্তবৃন্দ উপবাস ব্রত ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জিউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও উচ্চকীর্ত্তন করেন। শ্রীবিগ্রহের সান্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ অর্দ্ধঘণ্টা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিলে পর আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী বিদ্ধা তিথি ও শুদ্ধা তিথির পার্থক্য কি? শ্রীহরিবাসর তিথি পালনীয় কেন? উপবাস শব্দের মুখ্য তাৎপর্য্য কি এবং কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের জন্ম ও সৎকারণকারণ স্বয়ং ভগবানের জন্ম পরিগ্রহের বৈচিত্র্য কি? ইত্যাদি জন-সাধারণের বোধোপযোগী করিয়া কীর্ত্তন করেন।

অনন্তর শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'ভক্তের জন্ম' সম্বন্ধে একটী বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর মঠোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর প্রভু তদীয় স্বাভাবিক দৈন্য প্রকাশ পূর্ব্বক উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট প্রায় ৬৫ ঘটিকাকাল ভগবানের আবির্ভাবের কারণ, তদীয় নিত্য প্রাকট্য ও লীলা-বৈশিষ্ট্য, নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা-শ্রবণাপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দরের ঔদার্য্য-লীলা-শ্রবণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, শুদ্ধ-ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত হরিলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অনধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি তত্ত্বালোচনামুখে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করেন। তৎপর রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সম্মিলিতকণ্ঠে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের পূর্ব্বে ও পরে যথাবিধি মাঙ্গলিক কৃত্য অনুষ্ঠানান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা হইতে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা অধ্যয়ন করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

বোম্বে

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখামঠ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-মহা-মহোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে উচ্চকীর্ত্তন ও তৎপরে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। সন্ধ্যায় মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনান্তে মঠরক্ষক প্রভু উপস্থিত জনমণ্ডলীকে "কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তের জন্ম" সম্বন্ধে সুগম্ভীর স্বরে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হন।

হেতু অগ্রেই আসিতে হইয়াছে। শুদ্ধ মঠসেবকগণ শ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসরে চিরাসক্তিত আশীতিবর্ষ কলোন্মুখতা-দর্শনে কোটিগুণিত, উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছেন—কখন সেই শুভতিথি-শুভ জয়ন্তী-মুহূর্তের সমাগম হইবে? যদিও তাঁহারা চিল্লোচনে নিরন্তর তদীয় চিরকুমার শ্রীবিগ্রহের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া পরমানন্দ-সাগরে ভাসমান আছেন, তথাপি শুদ্ধ বাৎসল্যরসের পারিপাট্য-দর্শনহেতু তাঁহাদের উৎকণ্ঠাক্রমে শ্রীভগবান্ তাঁহার চিরগোপাল নন্দনন্দনমূর্তির আবিষ্কার করিতেছেন। তমোহবতার কংসের কারাগারে শুদ্ধসত্ত্ব মূর্তি বসুদেব-হৃদয় হইতে দেবকী-সূতিকালয়ে আবির্ভূত বাসুদেব শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণি হইয়া অসুরসংহার দ্বারা ভূভার-হরণহেতু সমকালে আসিলেও তদীয় একান্ত অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের লাল্য ও তিরস্কারাদির যোগ্য নিত্যগোপ নন্দলালই ত' ভক্তগণের একমাত্র অভীষ্ট। সেই পূর্ণ মাধুর্যময় বিগ্রহের আকর্ষণ ছাড়িয়া, প্রতিপদে পূর্ণামৃত রসাস্বাদন ত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্যশিথিল-প্রীতিতে চিত্তের স্থৈর্য কিপ্রকারে ঘটিতে পারে? ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—'ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।' বাসুদেব ঐশ্বর্য-মাধুর্যবৎশ্রী ভক্তগণের সর্বতোভাবে আশ্রয়স্থল হইলেও, সর্বলোকের চমৎকারিণী লীলা-কল্লোল-সমুদ্রতা, শৃঙ্গাররসের অতুল্য প্রেম দ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেমমণ্ডলীত, ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষক মুরলীর গায়কতা এবং সাম্য ও আধিক্য-বিরহিত শ্রীঅঙ্গ-শোভায় চরাচরের বিস্ময়জনকতা ত একমাত্র শ্রীনন্দনন্দন ব্যতীত কুত্রাপি সম্ভবে না। এই জন্যই মহাজনগণ গাহিয়াছেন—

'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥'

— —

'পুনঃ পুনঃ জন্মমরণমালায় জর্জরিত, তাহাতে ভীত মানববৃন্দ শ্রুতি, স্মৃতি, বা মহাভারত যাহাই ভজনা করুন, কিন্তু যাঁহার অলিন্দে পরব্রহ্ম জানুচংক্রমণাদি লীলা বিস্তার করিতেছেন, আমি সেই শ্রীনন্দ মহারাজকেই বন্দনা করি।' কোটি কোটি জন্ম ব্যাপিয়া সাধুসঙ্গ হইতে জাত সুকৃতি-বলে নিষ্কপটভাবে শ্রীনন্দের বন্দনা দ্বারা শ্রীবালগোপালের লীলা অপ্রাকৃত লোচনে দর্শনসৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে। বহু দিনের অন্ধকারযুগের অন্তে আজ যে পরম মহাজন শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস কলিহত জনগণের মহাভাগ্যে কাতর হইয়া সেই গোপাল-বালকের রহস্য এমন কি তদীয় নিষ্কপট সেবকবৃন্দের নিকট তদীয় প্রত্যক্ষ লীলা-সমূহ ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত করিতেছেন, আমি সুদূরে অবস্থিত থাকিয়া সেই ভগবত্তত্ত্ব আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মের নিকট সংখ্যাতীত প্রণতিপূর্বক কৃপাপ্রার্থনা জানাইতেছি—যেন জন্মে জন্মে তাঁহার সেবকগণের ভৃত্যানুভৃত্যরূপে গণনীয় হইতে পারি।

বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ

স্বাধীন কে?

(১)
আপনার ভাল
চায় ত' জগতে
শতকরা শতজন।
(তাই) অহির সমীপে, কিম্বা অন্ধকূপে,
না উঠে কাহারো মন॥

(২)
আপনারে চির
মুক্ত বাতাসে
সদে রাখিবারে চাহে।
প্রাণ যায় যায়, বায়ুহীনতায়,
হেন স্থানে কেবা রহে॥

(৩)
জগতের জীব
মাগয়ে সকলে
স্বাধীন জীবন সদা।
কিন্তু হায় হায়, চিরাধীনতায়,
সারাটী জগৎ বাঁধা॥

(৪)
বোঝে না জগৎ
আপনার ভাল
কিরূপে লভিতে হয়।
ভাই ভাল চাহি,' বরে ভোগ-অহি,
জলে ঘোর ত্রিজ্বালায়॥

(৫)
গৃহ অন্ধকূপ
সুখের আকর
ভাবিয়া নিমজ্জে সুখে।
রহে চিরতরে, সে কূপ ভিতরে,
কিন্তু চায় ভাল মুখে॥

(৬)
"গৃহ-অন্ধকূপে
ভাল নাহি মিলে
মরণ সুলভ হয়।"
সাধুর এ বাণী, তবু নাহি মানি',
মরু-মাঝে বারি চায়॥

(৭)
পরশ-সুখের
নেশায় মাতিয়ে
বিমূঢ় মানবে হায়!
কনক-কামিনী, কাল ভুজঙ্গিনী,
মহাসুখে আলিঙ্গয়॥

(৮)
বিমুক্ত বাতাস
যেথায় মিলয়ে
যাহাতে জগৎ স্নিগ্ধ।
তাহা না জানিয়ে, চামর ব্যজয়ে,
এমনি কপাল দগ্ধ॥

(৯)
স্বাধীনতা চাহে
বিবাহ-বন্ধনে
কিন্তু এ জগৎবাসী।
সাধে সাধে হায়, চির বন্দী হয়,
বরে সুখে মায়া-ফাঁসি॥

(১০)
প্রকৃত স্বাধীন
সে-ই এ জগতে
না করে যে পরাপেক্ষা।
গোরার আদেশে, পূজে ব্রজ-ঈশে,
শিখিয়া গোরার শিক্ষা॥

(১১)
অনিকেত হ'য়ে
ভ্রমে সাধু পাছে
(গৌর)-পাদ-পীঠ অনুসরি'।
নিত্যানন্দ-পদ, স্নিগ্ধ প্রেমদ,
তাহা ধরেছে বরি'॥

(১২)
জাগতিক কিছু
ভুলেও কখন
না লয় নিজের তরে।
অধিকন্তু সে যে, দানে দাতা সেজে,
নামনিধি বিতরে॥

(১৩)
শত-প্রতিষ্ঠান
অনুষ্ঠানে তাঁর
নাহি কোন আড়ম্বর।
অন্নকষ্ট ব্যাধি, মহামারি আদি,
কিছুতে না পায় ডর॥

(১৪)
এক প্রতিষ্ঠান
'নাম-অনুষ্ঠান'
এ তাঁর সম্বল সবে।
ইহাতেই সেহ, বিনাশে দুরূহ,
যতেক দুর্দৈব ভবে॥

(১৫)
পূর্ণ মানহীন
মানদ প্রবীণ
অতীব চতুর দক্ষ।
সমাধিযুক্ত, অবধূত পূত,
ছুঁইমার্গ তাঁর নাইক॥

(১৬)
শুদ্ধ কৃষ্ণনাম
গাহে অবিরাম
ধামবাসী অকৈতবে।
আত্মবান্ স্থির, স্থিতপ্রজ্ঞ ধীর,
প্রভুর সেবনাসবে॥

(১৭)
অনর্থ বিমুক্ত
স্বরূপে অবস্থিত
নাহি চায় ঋদ্ধি সিদ্ধি।
কৃষ্ণ মোর দাতা, পালয়িতা পিতা,
(হেন) ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি॥

(১৮)
হেন যে স্বাধীন,
মুক্ত সঙ্গ-ঋণ
সে জন সুজন মাত্র।
চির অপ্রবাসী, মুক্তকুলমণি
কৃষ্ণপ্রেমার সুপাত্র॥

(১৯)
স্বাধীনতা পেতে
তাঁর আনুগত্যে
মায়াধীন মূঢ় আমি।
স্বাধীনতা-দাতা, অভ্যুদয়চেতা,
গুরু বলদেবে নমি॥

(২০)
জয় হলধর
করুণা-সাগর
ভক্তাবতারমূর্তি।
জীবকে দমিয়ে, স্বাধীনতা দিয়ে,
দান হে পরমা গতি॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রৌতবাণী

১। ধর্ম্ম এক, দুই বা নানা নহে।

২। জীবমাত্রেরই একটী ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের নাম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।

৩। বৈষ্ণবধর্ম্মই জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম।

৪। অহৈতুকী, নিত্যা ও নির্ম্মলা হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্য-ধর্ম্ম, জৈব-ধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, পরমার্থ ধর্ম্ম, বা পরধর্ম্ম নামে বিখ্যাত।

৫। জগতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নামে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে—শুদ্ধ ও বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৬। শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম এক, অদ্বিতীয় ও নিত্য।

৭। বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বিবিধ—কর্ম্মবিদ্ধ ও জ্ঞানবিদ্ধ।

৮। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতে বা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু পঞ্চোপাসকের মতে যে কল্পিত বিষ্ণুর উপাসনা তাহা শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্মপদবাচ্য নহে।

৯। ব্রহ্ম প্রবৃত্তি ও পরমাত্ম-প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে সমস্তই লৌকিক বন্ধনমোচন বা সমাধি-সুখ-বাঞ্ছারূপ নিমিত্তক অবলম্বন করিয়া উদিত।

১০। শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্ম কোন হেতুরূপে জাত বা মানবকল্পিত নহে। উহা সমগ্র শুদ্ধ জীবের স্ব-স্বরূপের নিত্যবৃত্তি।

১১। অতএব কেহ মানুষ আর নাহি মানুষ, স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ণব।

১২। [illegible] উদ্ভূত হইয়া স্বার্থ [illegible] নিত্যচেষ্টা বা নিত্যসেবানন্দে মগ্ন হয়।

১৩। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম সার্ব্বজনীন নিত্যধর্ম্ম।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।৹	।৵৹	।৶	।৹
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৹।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

ট্রেণ সজ্ঘর্ষ

লণ্ডন হইতে মিডল্যাণ্ড যাত্রী এবং স্কটল্যাণ্ড হইতে আগত দুইখানি ট্রেণের মধ্যে ভীষণ সজ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। গ্লাসগো সেন্ট্রাল ষ্টেশনে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহাতে বহু লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অনেকের ধারণা এই যে, দুইজন নিহত হইয়াছে এবং কম পক্ষে ত্রিশজন লোক জখম হইয়াছে।

সেন্ট এনক হইতে দুই মাইল দূরে উইলিংটন জংশনে দুইখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের মধ্যে সজ্ঘর্ষ হইয়াছে। ইহার ফলে বহু সংখ্যক কামরা লাইন হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, এখনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই তবে ইঞ্জিন চালক, ফায়ারম্যান ও একজন যাত্রী নিহত হইয়াছে এবং কম পক্ষে ৪০ জন লোক আহত হইয়াছে।

উভয় ট্রেণই সজ্ঘর্ষের ফলে চুরমার হইয়াছে। অধিকাংশ কামরাই লাইন হইতে নীচে পড়িয়া গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া এম্বুলেন্স গাড়ী ও ডাক্তারগণ ছুটিয়া গিয়াছিলেন। অতিকষ্টে ভগ্নস্তূপ সরাইয়া বিপন্ন যাত্রীদিগকে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল।

---

৭ জনের কঠোর কারাদণ্ড

বরিশাল হইতে প্রকাশ, অভয়চরণ মিস্ত্রী, রাইচরণ মিস্ত্রী, নেছারুদ্দি, কালামুদ্দি, ইব্রাহিম, আহাদ আলি ও জাহের আলি দাঙ্গা ও নরহত্যার অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছিল। গতকল্য বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ সি গাঙ্গুলী ঐ মামলায় রায় দিয়াছেন। তিনি জুরীদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া আসামিদের প্রতি ২ হইতে ৭ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৩রা এপ্রিল রাত্রিতে আসামিগণ প্রায় ৬০ জন সশস্ত্র লোকসহ 'সিটকীবাস' নামক বাড়ী আক্রমণ করে। ঐ বাড়ীতে মহেশকান্দীর বাবুজান তালুকদারের ভাড়াটিয়াগণ বাস করিত। 'সিটকীবাসার' লোকগণ আক্রমণকারীদিগকে বাধা প্রদান করায় উভয়পক্ষে মারামারি আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে বাধা-প্রদানকারীদের পক্ষের মোক্তার মিঞা ও মেহের উদ্দিন বর্শার ঘায়ে জখম হয় ও উহার ফলে মোক্তার মিঞা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরদিন প্রাতে এসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কতিপয় কনেষ্টবলের সাহায্যে আসামী অভয়ের বাড়ী হইতে মেহেরোদ্দিনকে উদ্ধার করেন; আক্রমণকারিগণ তাহাকে ঐ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মোক্তার মিঞার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই।

উকীল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র গুহ সরকার পক্ষ এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ঘোষ কয়েকজন জুনিয়ার উকীলের সহিত আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

মুর্শিদাবাদে ভীষণ নৌকাডুবি

গত ২-৯-৩৪ তারিখে এক ভীষণ নৌকা ডুবির ফলে ১৭ জন আরোহী জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সুতী থানার অন্তর্গত আহিরণ গ্রামের ৪০ জন আরোহী বোঝাই এক নৌকা বাজিতপুরে ৺কালী মাতার মানসিক দিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে 'চন্দ্রের বিল' নামক রেলওয়ে ব্রিজ পার হইবার সময় প্রবল স্রোতে নৌকা খানি উল্টাইয়া যায়। ফলে ১৭ জন আরোহী জল মগ্ন হইয়া মারা যায় এবং ২৩ জন আরোহী কোন প্রকারে রক্ষা পায়।

বহরমপুরে খানাতল্লাসী

গত ৩০শে আগষ্ট পুলিশ আই বি পুলিশ সহ বহরমপুর সহরের অন্নপূর্ণা বোর্ডিং (ওসমান খালি), বহরমপুর বাবুপাড়ার শ্রীযুক্ত বিনয় ব্যানার্জ্জির বাসভবন ও কাদাইয়ে একটি বাড়ী অতি প্রত্যুষে ঘেরাও করে। অন্নপূর্ণা বোর্ডিংএর ৪নং রুমের স্থায়ী বোর্ডার শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মুখার্জ্জির নামীয় খানাতল্লাসী পরোয়ানাবলে তাহার বাক্স প্রভৃতি এবং তাহার রুমমেট শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত-বিজয় মুখার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত দেবব্রত ব্যানার্জ্জির তল্লাসী খানাতল্লাসী করা হয়। পরিশেষে শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ বাবুকে সদর থানায় ডাকিয়া লইয়া তথায় একটী বিবৃতি লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

পুলিশ বাবুপাড়ার শ্রীযুক্ত বিনয় ব্যানার্জ্জির বাসভবন ও কাদাইয়ের বাড়ীটি তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করে। কোথায়ও কোন প্রকার আপত্তিকর দ্রব্যাদি পাওয়া যায় নাই।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত

গোলাম হোসেন নামে জনৈক প্রৌঢ় বয়স্ক মুসলমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত বীর, ওসমানাবাদ ও বিদর জেলায় ১২টী স্ত্রীলোককে হত্যা করার অভিযোগে গত জানুয়ারী মাসে ধৃত হয়। গুলবার্গার দায়রা জজের বিচারে তাহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই দণ্ড হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গোলাম হোসেন প্রায় ৭ বৎসর যাবৎ পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল। এই দীর্ঘ সময় সে কেবল বিভিন্ন বয়সে স্ত্রীলোকদিগকেই হত্যা করিয়াছে। সে প্রথম যাহাকে হত্যা করিয়াছিল, তাহার বয়স ১২ বৎসর, আবার একজন স্ত্রীলোকের বয়স ৬০ বৎসরও ছিল। সে রাত্রে হত্যা করিত না—সাধারণতঃ গোধূলির সময় কোন নির্জ্জন স্থানে সে শিকারের সন্ধান করিত। পরিশেষে ওসমানাবাদ জেলায় লাটুর নামক গ্রামে সন্দেহজনক ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাহার কাপড়চোপড় খানাতল্লাস করিয়া কতকগুলি অলঙ্কার পত্র পাওয়া যায়। ঐ সকল গহনা কতিপয় নিহত রমণীর আত্মীয় স্বজন সনাক্ত করে। গোলাম হোসেন তখন সকল কথা প্রকাশ করে।

ছোরা মারার তদন্ত করিতে যাইয়া চুরির আস্কারা

একটা ছোরা মারা ব্যাপারের তদন্ত করিতে যাইয়া ২॥ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণিয়া কাটীহারের ডি টী এস মিঃ এ কে গুপ্তের ৪০০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র অপহৃত হওয়া সম্পর্কে সূত্র আবিষ্কৃত হয়। এতৎসম্পর্কে তিনজন স্ত্রীলোক ও তিনজন পুরুষকে চোরাই মাল রাখার ও চুরির প্ররোচনা দানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫শে ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৪১

বরদা করদরাজ্যের বার্ষিক আয় ২॥০ কোটী টাকার অধিক নহে। এই রাজ্যের পরিমাণ ৮১৬৪ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা—২৪৪৩০০৭। এই বিস্তৃত রাজ্যের পরিচালনে সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও বরদার গাইকোয়াড় (রাজা) মহোদয় কেবলমাত্র বরদা সহরের সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর জন্যই প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত সমগ্র রাজ্যের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির জন্যও তিনি অর্থব্যয়ে কোনও প্রকার কার্পণ্য করেন না। এই গ্রন্থাগার বিষয়ে বরদা রাজ্যের সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের একটু তুলনা করা আবশ্যক। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতার পরিমাণ ৩০॥ বর্গ মাইল লোক সংখ্যা ১০৭৭২৬৪। আর আয় বাৎসরিক ২॥ কোটী টাকারও উপরে। এই মহানগরীর গ্রন্থাগার সমূহের জন্য কর্পোরেশন বার্ষিক যত টাকা দেন তাহার পরিমাণ ৫৮ হাজারের অধিক নহে। বরদা সহরে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ৪৩৩৭৬ কিন্তু কলিকাতা সহরের লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ২৪৩৫৮৯। সুতরাং কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তব্য গ্রন্থাগার সমূহের জন্য আরও অধিক সাহায্য মঞ্জুর করা। অন্যান্য বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশন গ্রন্থাগার সমূহের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা খুব সন্তোষজনক নহে। তবে গত ৩০ বৎসর তাঁহারা ৫৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে, কর্পোরেশন এবার ঐ বাবদ সাহায্যের পরিমাণ শত করা ১৬ টাকা হ্রাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা আশা করি কর্পোরেশন বিষয়টী পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া গ্রন্থাগারের সাহায্য মাত্রা না কমাইয়া বরং বৃদ্ধি করিবেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝিনাইদহ নামক স্থানের উকীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল সাহার ৪॥ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান অসিতরঞ্জন সাহা গত ৫ই সেপ্টেম্বর বেলা ৮ ঘটিকার সময় উক্ত স্থানের প্রান্তদেশে প্রবাহিত নবগঙ্গা নদীতে স্রোতের সহিত প্রায় অর্দ্ধ মাইল সন্তরণ করিয়াছে বলিয়া আমরা একটী সংবাদ পাইয়াছি। প্রকাশ, প্রায় ২।৩ হাজার নরনারী নদীর উভয় তীর ও ক্যানেলস্ ব্রীজের উপর সমবেত হইয়া সন্তরণ দর্শন করিয়াছেন। দেখিবারত কথা! কারণ ৪॥ বৎসর বয়সের বালকের এত দীর্ঘ সন্তরণ সাধারণের কৌতুহল বৃদ্ধি না করিয়া পারে না। এই কচি-বালকের কৃতিত্বে দর্শকবৃন্দ সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাকে পুরস্কার স্বরূপে একটি মেডেল দেওয়া হইয়াছে।

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ বক্তব্য এই যে, নদী-মাতৃক পল্লীসমূহে সকলেই সন্তরণ পটু হইলেও কলিকাতার ন্যায় অনেক স্থানের অধিবাসিগণ সন্তরণ-বিদ্যাটীর প্রতি কোনও প্রকার দৃষ্টিপাত করেন না। ফলে নৌকার আরোহণেই তাঁহারা ভয়ে অস্থির হন। আর নৌকাপথে কোন আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে অধিকাংশ সময়েই তাহাদিগকে জল সমাধি লাভ করিতে হয়। কলিকাতার প্রান্তদেশেই গঙ্গা প্রবাহিতা। তদ্ব্যতীত দিঘী পুষ্করিণীরও অভাব নাই, তথাপি সন্তরণ শিক্ষায় ঐ প্রকার বিমুখতা কেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

চিলি ডাকাতের মামলায় স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল ৪ জন আসামীর প্রতি ডাকাতি এবং নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডের এবং অবশিষ্ট ছয়জনের প্রতি দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ডের আদেশ দেন। আপীলে হাইকোর্ট আসামীদিগকে নরহত্যার অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়াছেন কিন্তু তাহাদিগকে ডাকাতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। হাইকোর্ট সঙ্গে সঙ্গে আসামীদের উপর দণ্ডাদেশেরও পরিবর্ত্তন করিয়া যে চারজন আসামীর উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাঁহাদের দুইজনের প্রতি দ্বীপান্তর দণ্ডের এবং দুইজনের প্রতি দশ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য আসামীর দণ্ডও অল্পবিস্তর হ্রাস হইয়াছে। আসামী কালীপদ সরকার স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালের বিচারে দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; হাইকোর্টের বিচারে সে মুক্তি পাইয়াছে।

এস অমৃতপ্রয়াসি!

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-টি)

সান্ধ্য-গগন ঘনিয়ে এল
তিমির মেখে গায়ে।
দিনমণি তা'র কাজ সেরে যবে
চলিল অস্তালয়ে॥
কাটিয়া গেল সে বিহগ-কাকলি
ধরায় বক্ষ হ'তে।
সচেতন ধরে অচেতন ভাব
সুপ্ত-পরশ পেতে॥
অতীতের সেই নবদ্বীপ ধাম
জাহ্নবী কোলে আঁকা।
স্মৃতির বিষয় হ'য়ে গেছে আজ
যায় না নয়নে দেখা॥
মহাপ্রভু যবে জগতে তরাতে
ছাড়ি' গেলা নিজ বাস।
গঙ্গা ভাবিলা—এই অবসর,
পদধূলি করি গ্রাস॥
তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া
সাজিলা ভৈরবী-বেশে।
কত জনপদ গরাসি রাখিলা
আপন কুক্ষি-দেশে॥
ভাঙিয়া ফেলিল কত না স্থান
কত না পণ্ডিত-গেহ!
প্রভুর ভিটার কাছে এসে তা'র
হৃদয়ে জাগিল স্নেহ॥
পদধূলি তার হ'য়েছিল লওয়া
(তাই) দূরে গেলে অতঃপর।
অঙ্গেরে সেই পদধূলি পেতে
দিলা তাই অবসর॥
শূন্য সে ভিটা পড়িয়া রহিল
কেহ নাই কোথা আর।
আর যারা ছিল, সবে চলে গেল
গঙ্গারই পরপার॥
বাঙলার সেই রাজধানী এই
বিবুধগণের গ্রাম।
ভাঙা ভাঙা হ'য়ে রহিল পড়িয়ে
অরণ্যে করিল গ্রাস॥
পরের সে কথা মনে দেয় ব্যথা
আকুল করয়ে প্রাণ।
হিন্দুর যত ভিটাগুলি হো'ল
যবন-বসতিস্থান॥
ঘণ্টা কাঁসর থেমে গেল আর
শাস্ত্রের কথা যত।
ভুলে গেল সবে এইখানে ছিল
ব্রাহ্মণ শত শত॥
আছে গ্রামখানি যবনের হ'য়ে
গঙ্গা গিয়াছে সরে।
নাই সেথা আর জনকোলাহল
প্রাণ যে গিয়াছে সরে॥
কলুষ-পঙ্কে পঙ্কিল হোল
পুণ্যময় যত স্থান।
তাঁহারই কৃপায় ত্রাণ পেল শুধু—
প্রভুর সে ভিটাখান॥
ভাবিল না কেহ, খুঁজিল না কেহ—
প্রভুর জনম কোথা।
ভাবিল, বুঝিল—সেই সে শ্রীধাম
সহর গঠিল যেথা॥
বৈষ্ণব হোল 'বোষ্টম' দল
তিলক মালাই সার।
জুটাতে যে পারে বৈষ্ণবী যত
তারই তত প্রসার॥
হরিনাম বেঁচে কাঁড়া চা'ল তরে
ঘোরে তানপুরা হাতে।
মাছ-মাংসেরে প্রসাদ করিয়ে
লইতেও রাজি পাতে॥
প্রেম সিঞ্চিত পবিত্র ধরম
এমতে বিকৃত হৈল।
অমৃতের সনে গরল মিশিয়ে
সবই গরল হৈল॥
ভীষণ অনল জ্বলে চারিদিকে
ধূ ধূ করে সব হিয়া।
সুধীজন সবে পলায়ে বাঁচিল
বহু দূরে সরে গিয়া॥
অমৃত ভাবিয়া কত শত জন
গরল করিল পান।
নাচা কাঁদা তার সবই হোল ঠিক
গলিল না শুধু প্রাণ॥
গরল দেখিয়া অমৃত-প্রয়াসী
চলি গেলা দূরে যবে।
গরল হইতে অমৃত বাছিতে
কেহ না রহিল ভবে॥
ভকত জনের বিপদ দেখিয়া
দয়াময় ভগবান্।
আপন ভকতে দিলা পাঠাইয়া
এ পাপে করিতে ত্রাণ॥
ভকতি তাহার মূরতি ধরিয়া
বিনোদ করিতে সবে।
উদ্ধার করিলা বেদের মন্ত্র
ভাগবত আজি ভবে॥
নামরূপ সুধা আনিয়া শোধিল
ধরার গরল রাশি।
শ্যামেরে আবার প্রকট করায়ে
বয়াল মোহন বাঁশী॥
বাহির করিলা শ্রীমায়াপুর
গৌর-জনমস্থান।
দেখাল জগতে এইতো সে ভিটা
এই সে পবিত্র ধাম॥
কথাগুলি তাঁর মিছা নাহি হয়
দেখাইতে তাহা হরি।
মাটির ভিতর হইতে উঠিলা
'অধোক্ষজ' রূপ ধরি'॥
শ্রীবাস-অঙ্গন অদ্বৈত-ভবন
গৌরলীলার স্থান।
এত দিন যারা ভুল বুঝাইল
জ্বলিছে তা'দের প্রাণ।
বৈষ্ণবধরম বুঝাইয়া জীবে
সমাপিয়া নিজ কাজ।
বাহিত ধাম সজ্জিলা ভকত
গৌরগণের মাঝ॥
ভক্তি-ভাণ্ডারে মূরতি ধরায়ে
আপন 'তনয় করি'।
ভকতির ধারে সিঞ্চিলা তারে
অপরূপ বেশ ধরি'॥
কর্ম্মজ্ঞানের পরপারে নিয়ে
প্রেমের রাজত্ব যার।
সিদ্ধান্ত তা'র বাখানে জগতে
তাঁরই আছে অধিকার।
গরল নাহিক আছে যাহা কিছু
শুধুই অমৃত ধার।
অমৃতপ্রয়াসি! এইবার এস
ঘুচে যা'বে আঁধিয়ার॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৫শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১১ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার | ১৬৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব উপবাস, পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপন পূর্ব্বক উষঃকীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ আরম্ভ করেন। ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহের যথারীতি অর্চ্চন ও শৃঙ্গার-সৌষ্ঠবে দর্শকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। অপরাহ্ণে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ৬ ঘটিকা হইতে ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হওয়ার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ ইংরাজী ভাষায়, মিঃ কে, ভক্তিক্ষেম বি-এ, তেলেগু ভাষায় এবং ডাক্তার এম্ এস রাও ভক্তিমার্ত্তণ্ড তামিল ভাষায় 'অজ ভগবানের জন্ম' সম্বন্ধে পর পর তিনটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন। রাত্রি ১১॥ টার সময় শ্রীকৃষ্ণপূজা, ভোগারাত্রিক ও মিলিতকণ্ঠে সুমধুর-স্বরে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠগৃহ মুখরিত করেন।

তৎপর-দিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসবও মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তগণ যথা-সময়ে মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীভোগবিধান করেন। বেলা ১০ ঘটিকার সময় ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত বহু ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে আহূত একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিত সভায় বেলা ৫॥ টা হইতে ১ঘণ্টা কাল মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর স্বামীজী 'শ্রীনন্দ ও বৃন্দাবন' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর ডাক্তার মিঃ এম, এস্ রাও ভক্তিমার্ত্তণ্ড তেলেগু ভাষায় এবং মিঃ টি, এম্ ভাষ্যম্ আয়েঙ্গার বি-এ মহোদয় তামিল ভাষায় তৎসম্বন্ধে পর পর দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতান্তে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। তৎপরে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সমাগত আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বহু উচ্চপদস্থ গভর্ণমেণ্ট অফিসার, উচ্চশিক্ষিত উকিল, ডাক্তার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দুই দিনই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরম প্রীত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ আলাল-নাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টমী-উৎসব ও শ্রীনন্দোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণ নানা সুগন্ধি পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির সুসজ্জিত করেন। উভয় দিবসই শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। স্থানীয় বহু ভদ্রলোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উভয় দিবসই সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। দর্শকবৃন্দ শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার-সৌষ্ঠব দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।

ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী উৎসব পাঠ-কীর্ত্তনমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর প্রায় দিবারাত্র শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপর-দিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসবও পাঠ-কীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাগত বহু ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্রমহিলাকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

যশোহর জেলার শুকপুকুরিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ বসু সাব্ পোষ্টমাষ্টার মহোদয় এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আমাদের প্রার্থনা।

গৌরলীলাস্থলী চম্পহট্ট শ্রীগৌর-গদাধর-মঠে শ্রীশ্রীজয়ন্তী উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহস্থ ও মঠবাসী ভক্তগণ উপবাস ও পাঠ-কীর্ত্তনমুখে এই মাধব-তিথির সম্মান করিয়াছেন। ভক্তগণের ঐকান্তিকী চেষ্টায় দিকবাণীনাথ-সেবিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-বিগ্রহ সুগন্ধি পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত হন। শ্রীবিগ্রহের নয়নমনোভিরাম শৃঙ্গার-সৌষ্ঠব দর্শকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে অদ্যের জন্ম, গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়াদি আলোচিত হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীকৃষ্ণপূজা ও আরাত্রিক আদি উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়। পরদিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসব পাঠকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সমাগত ব্যক্তিগণ শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী প্রয়াগ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির সুশোভিত করেন। সন্ধ্যার পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। রাত্রি ১২ টার সময় শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও ভোগরাগাদি যথাবিধি সমাপ্ত হইলে সমাগত বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলাকে সুস্বাদু শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মৎস্যাবতার

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এই অবতারবাদ স্বীকার না করিলে মঙ্গলের পথে চিরতরে কণ্টক নিক্ষেপ করা হয়। সুতরাং আরোহবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতবাদ বা জগদ্‌গুরুবাদ স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সুগম-পথে গমন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ যেমন মায়ামানব বা কপট-মানব, মৎস্যদেবও সেইরূপ মায়ামৎস্য বা কপট-মৎস্য। ইঁনি ভগবান্ বিষ্ণু। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-ব্যক্তিগণ এসব কথা অবগত হইয়া সাবধান হইবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮

দুর্দ্দান্ত সেনাপতি

ইতিহাসে রাজ্যলোলুপ রাজদ্রোহী দুর্দ্দান্ত সেনাপতির রোমাঞ্চকর তাণ্ডবের বিষয় পাঠকালে অনেকেই ভয় ও দুঃখ, ক্ষোভ ও ক্রোধে আরক্তলোচন না হইয়া পারেন না। কিন্তু যাদৃশ বদ্ধজীবের অন্তর-প্রদেশে যে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রাজদ্রোহের বিজয়-নিশান উড্ডীন করিয়া বসিয়া আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি কয়জনের? এই রাজদ্রোহীর বিক্রম লক্ষ্য করেন নাই, এই প্রকার ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল। এই বিদ্রোহী সেনাপতি তিনটী পুত্র ও মাত্র দশটী সৈন্যসহ যে প্রভাব প্রদর্শন করিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের সকল গোলা, বারুদ, কামান প্রভৃতি একত্র করিয়া তাহার প্রতি প্রয়োগ করিলেও ঐ প্রভাব বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব হইবে না। এখন বুঝুন, কি প্রকার ভীষণ প্রতাপান্বিত সে! অন্যের কথা কি, স্বর্গের দেবগণ পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে অস্থির। তাই তাঁহারাও তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়া অতিকষ্টে কাল যাপন করিতেছেন। এই বিদ্রোহী দুর্দ্দান্ত সেনাপতিটীর পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"মনোবশেঽন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ॥"

এই দুর্দ্দান্ত সেনাপতিটীর নাম 'মন'। তাহার পুত্রত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। দশটী ইন্দ্রিয়ই তাহার দশটী সৈন্য। এই মন বলবান্ হইতেও মহাবলশালী, তাই সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। দেবগণও তাহার বশীভূত। সে যোগিগণেরও ভয়ঙ্কর। অথচ ইহাকে বশীভূত না করিতে পারিলে শাশ্বত-শান্তি-লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই, কারণ বিদ্রোহী মনই যাবতীয় অশান্তির একমাত্র কারণ। রাজায় রাজায়, রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, বন্ধুতে বন্ধুতে, স্বামি-স্ত্রীতে এমন কি পিতা-পুত্রে যে যুদ্ধবিগ্রহাদি ও কলহ সৃষ্টি হইয়া বিশ্বের দৈনান্দিন-হাহুতাসের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার মূলে ঐ মনের স্বাধীনতা। সমগ্র বিশ্বে এমন স্থান নাই যেখানে মনের অবাধ গতি না আছে, এমন অপকর্ম্ম নাই যাহা মন না করিতে পারে। মনের ধর্ম্ম—একটী জিনিষকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিল আবার পরক্ষণেই তাহা মন্দ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং ভারতের 'পাগলা রাজা'র ন্যায় অশান্তি বৃদ্ধি করা ব্যতীত তাহার আর কোনও কার্য্য নাই। 'পাগলা রাজা' তাহারই একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

ঐ দুর্দ্দান্ত মন সর্ব্বদাই ভোগপরবশ। কথনও কথনও বা প্রচ্ছন্ন-ভোগ-নেশায় জড়ত্যাগ-পরবশ। জড়ভোগ ও জড়-ত্যাগের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে মনের অধীন ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে শুদ্ধ করিতে হয়। মন বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গণ আপনিই বশীভূত হইবে। কিন্তু মনকে বশীভূত করাই যে বড় শক্ত কথা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তপস্যানিরত যোগিগণও অনেক সময় মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন না। তবে কি মনকে বশে আনিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইবে,—তাহা নহে। মনকে বশে আনিতেই হইবে। মনকে বশে আনা অর্থে মন তাহার চেতনাভাসবৃত্তি যাহা হইতে পাইয়াছে সেই আত্মবস্তুর বশ্যতা স্বীকার করান। শ্রীভগবানের দুরত্যয়া বহিরঙ্গ-মায়াকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়াই মনের ঐ প্রকার দুর্গতি। তাহার কবল হইতে উহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেই মন বৃন্দাবনে পরিণত হইয়া নিত্যশান্তির আগার হইতে পারে। কিন্তু তাহা ত' সহজ কথা নয় মায়া যে দুরত্যয়া। তথাপি একটী সহজ উপায় আছে। ঐ উপায়টী করুণাময় শ্রীভগবানই মায়াকূপে পতিত জীবগণের উদ্ধারার্থ কৃপা-রজ্জুরূপে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এখন তাহা ধরিলেই তিনি টানিয়া উঠাইবেন। এই রজ্জুটী—**শরণাগতি** ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয়গ্রহণ করা "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" এই শরণাগতির সাহায্যে জীবাত্মা পরাবিদ্যার পারঙ্গত হইয়া অক্ষর-বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হন এবং "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়ে দীক্ষিত হইয়া শ্রীভগবানে পঞ্চপ্রকার রতির কোনও এক প্রকার রতিমূলক বিষয় গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি সূক্ষ্ম-শরীর পরিহারপূর্ব্বক গুণসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হন এবং সুষ্ঠুরূপে জানিতে পারেন যে, দুর্ভাগা জনগণের মনোভোগ্য-গুণত্রয়ের সঙ্গ-প্রভাবেই ভ্রান্তিক্রমে স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরদ্বয়ে আত্মপ্রতীতি হইয়া থাকে। শরণাগতির চরমাবস্থায় তাঁহার কণ্ঠহার হয় "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোক, আর হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিতে থাকে—

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥"

শান্ত রস

আলম্বন অর্থাৎ বিষয়াশ্রয় আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় ও সেব্য এবং পঞ্চরসাশ্রিত ভক্তগণই এই বিষয় কৃষ্ণের আশ্রয় বা সেবক-সম্প্রদায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চরস চিন্ময়ের হেয় প্রতিফলন এই জড়জগতে অনিত্য বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় জাগতিক দাম্পত্য-প্রণয়, বাৎসল্য, সখ্য বা দাস্যে আবদ্ধ বা আসক্ত হওয়া দুঃখের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু চিন্ময়ে এই পঞ্চরস নিত্য উপাদেয় ও পরানন্দ-প্রদ।

মায়া-কবলে কবলিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে সুকৃতিবলে যখন জীবের গুরুরূপী ভগবানের সঙ্গ লাভ হয় এবং তাঁহার নিষ্কপট সেবাফলে অনর্থমুক্ত হইয়া জীব যখন আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম' বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে, সেই সময় শান্তিরূপ একটী আশ্রয়গত ভাব তাহাকে আশ্রয় করিলে শান্ত রতির উদয় হয়। "মানসে নির্ব্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে" —মানসে সংশয়াদি-রহিত ভাবকে শম বলা যায়। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শান্তরতি-বর্ণনমুখে লিখিয়াছেন,—

"বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ
শম ইত্যসৌ
প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জ্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তরতির্মতা॥"
(ভঃ রঃ সিঃ)

—বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজানন্দে অবস্থিতিকে শম-স্বভাব বলে। শমপ্রধান ব্যক্তিগণের পরমাত্ম-জ্ঞানে কৃষ্ণের প্রতি মমতাগন্ধহীন শান্তরতি জন্মে।

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সমগ্রৈশ্বর্য্য, সমগ্রবীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী ও সমগ্র-বৈরাগ্য সম্পন্ন। সুতরাং সমগ্র-শ্রী-সম্পন্ন ভগবান্ নিরাকার, নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। তিনি জড়াকার-রহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ও সবিশেষ - এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধি বুদ্ধিকেও 'শম' বলা যায়। এই শমগুণ যাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে সেই উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হন, তখনই তাঁহার সেই রতি শান্তরতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"শান্তরসে—'স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" ইতি শ্রীমুখ-গাথা॥
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের
'দুই' গুণে।
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের 'শব্দ'-গুণ যেন 'ভূতগণে॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন।
'পরংব্রহ্ম'-'পরমাত্মা'-জ্ঞান-প্রবীণ॥"

কৃষ্ণে একনিষ্ঠা, আর (তাহা হইতে) ইতর বস্তুতে তৃষ্ণাত্যাগ—এই দুইটী শান্ত রসের গুণ। যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই সকল-ভূতেই আকাশের 'শব্দমাত্র গুণ' ব্যাপ্ত, সেইরূপ শান্তরসের গুণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে আছে। শান্ত রসে এই দুইটী গুণ থাকিলেও মমতা, ('আমারই তিনি' এই ধর্ম্মটী) নাই, সুতরাং সেই রসের উপাস্য বস্তু—'পরব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' ইত্যাদি। এই উপাসনা-ক্রিয়াটী জ্ঞানপ্রধান। সেই পরমাত্মাই আমার প্রভু এবং আমি তাঁহার নিত্যদাস—এইরূপ মমতাজ্ঞান যখন তাহাতে সংযুক্ত হন, তখন শান্তরস বিকশিত হইয়া দাস্যরসে পরিণত হয়। (অমৃতপ্রবাহভাষ্য)

শান্ত জীবই শান্ত রতির আশ্রয় এবং সবিশেষ ভগবানই সেই রতির বিষয়। জড়জগতে বদ্ধজীবগণ মায়াবাদ-গ্রস্ত হইয়া ভগবানে মনুষ্যবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি করিয়া থাকেন, কিন্তু শান্তজীবে এতাদৃশী নরকপ্রাপিকা বুদ্ধির অভাব। নিতান্ত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-চিন্তায় রতির কোন কথা নাই। শান্তরসই রতির প্রারম্ভাবস্থা। কৃষ্ণ কখনও চতুর্ভুজ-স্বরূপ, কখনও ঐশ্বর্য্য-গত কৃষ্ণস্বরূপ এবং কখনও আধ্যাত্মিক পরমাত্মা-স্বরূপে তাঁহার চিত্তে উদিত হন। কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই নবযোগেন্দ্র এবং সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ এই শান্ত রসের আদর্শ।

শ্রীভগবানের স্বরূপ নিত্য ও সচ্চিদানন্দ—এই স্থির সিদ্ধান্তে দৃঢ় না হওয়ায় শান্ত রসের ভক্তগণ কৃষ্ণের প্রতি মমতা-বিশিষ্ট হন না। মমতা স্বভাবতঃ স্বরূপ-নিষ্ঠ ভাববিশেষ। অতএব শান্তভক্তের রতি অসম্পর্কতা বশতঃ শুদ্ধ অবস্থাতেই থাকে। বিভুতা-গুণবিশিষ্ট হরিই শান্তরতির অবলম্বন এবং ঐ রতির আশ্রয় যে জীব, তিনি হয় আত্মারাম না হয় তাপস।

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌর-ভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

মৎস্যাবতার

আমরা যে দশাবতারের কথা শুনিতে পাই ভগবান্ মৎস্যদেব তন্মধ্যে অন্যতম। অদ্ভুতচরিত্র ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং অমায়িক বা মায়াধীন হইয়াও মায়িক মৎস্যের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। ইনি দশবিধ বাংশ অবতারের আদি অর্থাৎ প্রথম অবতার।

সনক-সনন্দাদি চারিজন প্রধান আত্মারাম। ইঁহারা বালসন্ন্যাসিবেশে বিচরণ করেন। ইঁহাদের প্রথমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে রতি ছিল। ভগবন্মূর্ত্তি-মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা চিদ্ঘনমূর্ত্তির উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষতা হইতে যুক্তবৈরাগ্য দ্বারা বিষয়বর্জ্জন হইয়াছে বটে, কিন্তু মুক্তিবাঞ্ছা দূর হয় নাই, এইরূপ তাপস সকল শান্তরসে প্রবেশ লাভ করেন। প্রধান প্রধান উপনিষদ্ শ্রবণ, নির্জ্জন স্থানে স্থিতি, অন্তর্বৃত্তি-বিশেষের বিশিষ্ট স্ফূর্ত্তি, তত্ত্ববিচার, বিভাশক্তির প্রভাব, বিশ্বরূপদর্শনে আদর, তত্ত্ববিদ্ ভক্তজনের সংসর্গ, সমবিত্ত ব্যক্তিগণের সহিত উপনিষদ্-বিচার, এইগুলি শান্তরসের উদ্দীপন। আবার ভগবৎপাদপদ্মের তুলসীর সৌরভ, শঙ্খের ধ্বনি, পুণ্য পর্ব্বত, পবিত্র বন, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়ক্ষয়বাসনা, কালই সকল নাশ করে—এইরূপ বুদ্ধি শান্তরসের বিভাব বা উদ্দীপন। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরাহিত্য, ভক্তগণের সামান্য সম্মান, সংসার ধ্বংস ও জীবন্মুক্তির প্রতি আদর, নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কারিতা ও মৌন ইত্যাদি ক্রিয়া-সমূহই শান্ত রতির অনুভাব। জৃম্ভণ ব্যতীত অন্য সকল রোমাঞ্চ প্রভৃতি শান্ত ভক্তের হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার এই সকল সাত্ত্বিক ভাব কখনই দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত না হইয়া ধূমায়িত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শান্তরসে নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, বিষাদ, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি সঞ্চারিভাব সকল কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গোলোক-বৃন্দাবনে গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু এবং যমুনাপুলিনও শান্তরসে কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শান্তরসে যোগিগণের সর্ব্বমূল-স্বরূপ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ-জাতীয় সুখলাভ হয় বটে, কিন্তু এর আস্বাদন অঘন অর্থাৎ স্বল্প, আর সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহ-স্ফূর্ত্তিতে প্রচুর সেবাসুখ পান। শান্ত ভক্তগণের ভগবৎ-সাক্ষাৎকার জন্য সুখাধিক্য হয় বটে, কিন্তু দাসাদির ন্যায় ভগবানের মনোহর লীলায় তাঁহাদের তাদৃশ রুচি হয় না। ইহাই শান্তরসের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ইনি মৎস্যরূপী হইলেও তাঁহাকে সাধারণ মৎস্য মনে করা অপরাধনাজক। কারণ, ইনি মৎস্য নহেন, অখিল-লোকমঙ্গল মৎস্যরূপী ভগবান্। ভগবান্ গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সাধুজন, বেদ, ধর্ম্ম এবং অর্থরক্ষাভিলাষে এজগতে অবতীর্ণ হ'ন। তিনি বায়ুর ন্যায় প্রাকৃত-গুণ-বিরচিত দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট ভূতগণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও স্বয়ং প্রাকৃত-গুণরহিত বলিয়া উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ভাব প্রাপ্ত হ'ন না। ভগবদবতারসমূহ নির্গুণ বলিয়া বস্তু তত্ত্ব বিচারে তাঁহাদের মধ্যে কোন জড় পার্থক্য নাই বা থাকিতে পারে না; কিন্তু অপ্রাকৃত-রস-বিচারে তাঁহাদের মধ্যে যে উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে তাহা জড়বিচারের অন্তর্গত নহে।

ব্রহ্মার দিবাবসানে তাঁহার নিদ্রাহেতু নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটিলে সমস্ত লোক সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল। দিবাবসানে ব্রহ্মা নিদ্রাভিভূত হইয়া শয়নেচ্ছু হইলে তাঁহার মুখনিঃসৃত বেদসমূহ হয়গ্রীব নামক এক দানববর তৎসমীপে থাকিয়া অপহরণ করায় ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ শ্রীহরি দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবকে নিধন ও বেদোদ্ধারমানসে শফরী মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই কল্পে চাক্ষুষমন্বন্তরে সত্যব্রত নামক কোন এক মহান্ রাজর্ষি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া সলিলমাত্র সেবনপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীলঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থ বলেন—

"মৎস্যোঽপি প্রাদুরভবদ্ দ্বিঃ কল্পেঽস্মিন্ বরাহবৎ।
আদৌ স্বায়ম্ভুবীয়স্য দৈত্যং হন্তাহরচ্ছ্রুতীঃ।"

অর্থাৎ বরাহদেবের ন্যায় মৎস্যদেবও দুইবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া বেদ আহরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিয়াছিলেন।

একদিন সেই সত্যব্রত কৃতমালা-নাম্নী নদীতে তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার অঞ্জলিস্থিত জলে এক শফরী দৃষ্ট হইল। দ্রবিড়-দেশাধিপতি সত্যব্রত তখন অঞ্জলিস্থিত শফরীকে নদীজলে পরিত্যাগ করিলে সেই শফরী অতিশয় দয়াশীল সত্যব্রতের নিকট কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন—হে দীনবৎসল রাজন্! জাতিহিংসক জলজন্তু ভয়ে ভীতা এবং কাতরা আমাকে আপনি কিরূপে নদীজলে ত্যাগ করিতেছেন? শফরীর এইরূপ কাতরোক্তিসূচক অনুরোধে সত্যব্রত তাঁহাকে মৎস্যরূপধারী ভগবান্ না জানিয়াই কলসস্থ জলে স্থাপনপূর্ব্বক নিজ আশ্রমে আনয়ন করিলেন। অনন্তর সেই শফরী একরাত্রে এইরূপ বর্দ্ধিত হইলেন যে, কমণ্ডলু মধ্যে নিজ শরীররক্ষার স্থানাভাব দেখিয়া অন্য বাসস্থানের প্রার্থনায় রাজার নিকট আবেদন করিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে তথা হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক এক বৃহৎ কটাহের জলে নিক্ষেপ করিলে তাঁহার বর্ত্তমান শরীর তত্তদ্-আধারোপযোগী না হওয়ায় রাজা ঐ শরীরকে সরোবর-জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কিন্তু তথাপি সেই মহামৎস্য নিজ শরীর দ্বারা সরোবর-জল আচ্ছাদন করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে রাজা তাঁহাকে উৎকর্ষিত অক্ষয় জলাশয়ে এবং তৎপরে সেই অপরিমেয় মহামৎস্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্যের এইরূপ অসীম প্রভাব লক্ষ্য করিয়া রাজা সত্যব্রত শফরীকে বলিলেন যে, আপনি নিশ্চয় সাক্ষাৎ ভগবান্ অব্যয় নারায়ণ শ্রীহরি হইবেন। নিখিল জীবের প্রতি অনুগ্রহের জন্য সম্প্রতি জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। এই বলিয়া রাজা এতৎকারণ অবগত হইবার জন্য ভগবান্ মৎস্যদেবের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।

শরণাগত ভক্ত রাজা সত্যব্রতের ঐকান্তিকী প্রার্থনায় ভগবান্ বলিলেন,—হে শত্রুদমন! অদ্যাবধি সপ্তমদিবসে ভূ প্রভৃতি লোকত্রয় প্রলয়-সমুদ্রে নিমগ্ন হইবে। ত্রিলোক সেই প্রলয়জলে নিমগ্ন হইলে আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি সমস্ত ওষধি এবং বিবিধ বীজরাশি নৌকায় আরোপিত করিয়া সপ্তর্ষিগণের সহিত পরিবেষ্টিত এবং সমস্ত জন্তুগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বৃহৎ নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক অকাতরে ঋষিগণের ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে আলোকরহিত প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করিবে। পরে যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হইবে, তখন উহাকে সন্নিকটবর্ত্তী আমার শৃঙ্গে বাসুকি-সর্পের দ্বারা বন্ধন করিবে। হে রাজন্! আমি ঋষিগণের সহিত তোমাকে এবং ঐ নৌকা আকর্ষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মী নিশা বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল প্রায় সমুদ্রে বিচরণ করিব। তৎকালে মৎ-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং তোমার প্রশ্নদ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত মদীয় মহিমা অবগত হইবে। শ্রীহরি রাজাকে এইরূপ আদেশপূর্ব্বক সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। সত্যব্রতও শ্রীহরির আদিষ্ট কালের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অজস্র বৃষ্টির দ্বারা সমুদ্র বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। রাজা সত্যব্রত ভগবানের পূর্ব্বাদেশ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় নৌকা সমাগতা হওয়ায় তিনি ওষধি-লতাসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ সহ উহাতে আরোহণ করিলেন। ভগবৎ-পরায়ণ মুনিগণের উপদেশানুসারে রাজা ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইলে শ্রীহরি নিযুত-যোজন-পরিমিত একশৃঙ্গধারী সুবর্ণাভ মৎস্যরূপে প্রলয় মহাসাগরে প্রাদুর্ভূত হইলেন। শ্রীহরির পূর্ব্বকথিত বাক্যানুযায়ী শরণাগত রাজা ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে রজ্জুরূপ বাসুকি-সর্পদ্বারা নৌকা নিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন।

বদ্ধজীবগণ অনাদি-বহির্ম্মুখতা বশতঃ আত্মজ্ঞান অর্থাৎ কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ায় দুঃখময় সংসারে পতিত হইয়া—স্ত্রীপুত্র-পরিবারাদির মায়ায় মোহিত হইয়া সতত ত্রিতাপ-জনিত কষ্ট ভোগ করিতেছে। ভক্তোন্মুখী সুকৃতিবশতঃ এই দুঃখ-নিবৃত্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। পরদুঃখদুঃখী সাধু এবং আচার্য্যগণই জীবগণকে শ্রৌতপথের সন্ধান প্রদানমুখে রক্ষা করিয়া যে ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন এই মহামৎস্য সেই পরমকরুণাময়েরই অবতার। শ্রৌত-পথ বা শাস্ত্রপথ ব্যতিরেকে ভগবৎ-কৃপালাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই, ইহা প্রদর্শন-কল্পে ও বেদোদ্ধার-মানসে শ্রীভগবানের এই বেদোদ্ধারক প্রথম মৎস্যাবতার। ইনি মুক্তিপ্রদ ও সকলের গুরু।

ভগবানই একমাত্র গুরু। তৎপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের উপায় নাই। এই ভগবান্ ব্যতীত অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিলে অন্ধ-ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক নির্ণয় করায় কূপদের ন্যায় গুরু ও শিষ্য উভয়েই অধঃপতিত হন। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা এই ভগবান্‌কেই গুরুরূপে বরণ করিয়া থাকেন। প্রাকৃত গুরু শিষ্যকে অর্থকামাদি-বুদ্ধি প্রদান করেন, লোকসমূহ তাহা হইতে ভীষণ অজ্ঞানতা লাভ করে। কিন্তু ভগবান্ অব্যর্থ ও সনাতন জ্ঞান উপদেশ করিয়া জীবের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। ভগবদবতারগণ সর্ব্বলোকের সুহৃদ্, প্রিয়, হিতোপদেষ্টা এবং বাঞ্ছিত-ফলদাতা। জীব-মঙ্গলার্থেই পরজগৎ হইতে এজগতে তাঁহাদের অবতরণ। কিন্তু ভুক্তিবাসনা-যুক্ত মূঢ় আমরা ভগবানের এত কৃপার কথা বুঝিতে না পারিয়া মৎস্যদেবকে মৎস্য, বরাহদেবকে বরাহ, কৃষ্ণকে, বা গুরুদেবকে মনুষ্য-জ্ঞান করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করি।

(৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই বস্তু না রহে এক ঠাঞি ॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥৹
কাটারিভোগ	৫॥৹—৫৸৵৹
পাটনাই (সরেশ)	৪৶৹
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵৹
বালাম	৫।৹
কলম	৪॥৹
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶৹—৫।৹
সুপারফাইন	৪৸৵৹ ৫৲
৪নং ময়দা	৪।৹—৪।৵৹
আটা 'বি'	৪॥৵৹—৪৸৹
২নং আটা	৪৶৹—৪।৹
আটা এসমার্কা	৪৶৹—৪।৹
আটা ৩নং	৩৶৹—৩।৹
সুজি	৪৸৵৹—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥৹
খুচরা	৬০৸৹

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৪৸৶১০
বাজার	৩৪৸৴১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৩৸৵৹—৫৸৶৹
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৲—৫৶৹
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।৶৹—৬॥৶৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৴৹—৫।৵৹

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ		১১॥৹
২৬ গেজ ,,	,,	১০৲
২৪ গেজ ,,	,,	১১৶৹
আর, পি, ড,		১০৲

এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—

৪১৷৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৶৹
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥৹
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵৹—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৯॥৹

গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥৹
৪ ফুট চওড়া	৮॥৹
ষ্টীল পাটি	৬।৹—৬।৶৹
,, বোল্টু (গোল)	৬।৹—৬।৶৹
,, সবাদে (চৌকা)	৬।৹—৬৸৹
,, গোল বড় ৵৹—।৵৹ সূতা	৫৴৹—৬॥৹
,, টানা বড়-	
চৌকা ৵৹—।৶৹ ঐ	৫॥৴৹—৭।৹
,, বাণ্ডল হাল	৬।৶৹—৮।৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	৷৶৹	৷৶	৷৹
,,	,, ইঞ্চি		১৷৹	১৷৹	
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৹।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ার সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দম্‌কাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাঁহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেক্‌সন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ৷৹ আনা, ৩ প্যাক ১৷৹ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৶৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়
ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)
বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রী নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রী চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে ভাদ্র, বুধবার, ১৩৪১, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

মাদ্রাজ কাউন্সিলের পরমায়ু

বর্ত্তমান মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার পরমায়ু ১৯৩৫ সালের ৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। মাদ্রাজের গবর্ণর এইরূপ এক আদেশ জারী করিয়াছেন। লাট সাহেব ইহার কারণ দেখাইয়াছেন যে, শাসনতন্ত্রের একটা পরিবর্ত্তন হইবেই। এই সময়ে যদি নির্ব্বাচন দ্বারা নূতন কাউন্সিল গঠন করা যায়, তাহা হইলে সেই কাউন্সিল হয়ত তিন বৎসরের পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। এই অবস্থায় বর্ত্তমান কাউন্সিলের আয়ুঃবৃদ্ধিই বাঞ্ছনীয়।

পরিষদের নির্ব্বাচন প্রার্থী

শ্রীযুক্ত রঘুবীরনারায়ণ সিংয়ের সভাপতিত্বে মীরাটের কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দের এক সভা হইয়াছিল। এই সময় স্থির হয় যে, পরিষদের নির্ব্বাচনে মীরাট বিভাগ হইতে শ্রীযুক্ত রঘুবীরনারায়ণ সিংকে কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থীরূপে দাঁড় করান হইবে। এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে কাজ করিবার জন্য একটী কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রসাদ ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত রঘুকুল তিলক ইহার সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন।

পাঁচমাস সশ্রম কারাদণ্ড

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, ননীগোপাল রটব্যালের উপর সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে নোটিশ জারি হইয়াছিল যে, তিনি প্রত্যহ থানায় হাজিরা দিবেন এবং একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইতে পারিবেন না। উক্ত আদেশ ভঙ্গ করিবার অপরাধে সদর মহকুমা হাকিম তাঁহাকে পাঁচমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভীষণ লরী দুর্ঘটনা

গত শুক্রবার অপরাহ্ণে ৫।৩০ মিনিটের সময় আপার সার্কুলার রোডে ই বি আর, ম্যানসন হাউসের সম্মুখে একটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বিশ বৎসর বয়স্ক একটী যুবক সাইকেলে চড়িয়া সার্কুলার রোড দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় সার্কুলার রোডের দক্ষিণ দিক দিয়া একখানি লরী সেই সাইকেলের উপর আসিয়া পড়ে। যুবকটির মাথায় ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। হাসপাতালে লইয়া যাইবার সময় তাহার নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। অধিক রাত্রে সংবাদ লইয়া জানা গেল তাহার তখনও জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। যুবকটীর নামও জানা যায় নাই।

বেকার যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ১৷৷ টার সময় ৬নং ভবতারাজা লেনে শ্রীযুত কানাইলাল চ্যাটার্জ্জি নামক জনৈক যুবক অহিফেন সেবনে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কোনক্রমে তাহার আত্মীয়স্বজন তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। শুক্রবার রাত্রিতে হাসপাতালে খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, তাহার অবস্থা অনেকটা ভাল।

চাকুরী না পাওয়ায় সে তাহার পরিবারের ভরণপোষণ করিতে পারে না; এমতাবস্থায় তাহার জীবনধারণ করা বাঞ্ছনীয় নহে—এই মর্ম্মে ইটালী থানার ইন্স্পেক্টরের নিকট লিখিত দুইখানা চিঠি তাহার নিকট পাওয়া গিয়াছে।

নাগপুরের শ্রমিক নেতা মিঃ রুইকর

নাগপুরের শ্রমিক নেতা মিঃ আর, এস, রুইকর বর্ত্তমানে শিউনী জেলে আছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, নাগপুর এম্প্রেস মিলে পিকেটিং করা সম্পর্কে সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে তিনি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সম্প্রতি তিনি নাগপুর জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালতে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছেন।

নাগপুর চাঞ্চল্যকর মামলা

সম্প্রতি নাগপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নেবকলেবর এজলাসে অতি চাঞ্চল্যকর একটী মামলার শুনানী চলিতেছে। উক্ত মামলায় প্রকাশ, জনৈক গ্রামবাসী ১০,০০০৲ টাকা মূল্যের গান্ধানোট কে ১০০৲ টাকা মূল্যের প্রকৃত নোট বলিয়া চালাইবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০।৫১১ ধারামতে অভিযুক্ত হইয়াছে

বেপরোয়া-ভাবে বাস চালনার অভিযোগ

গোপাল লাল ঠাকুর রোডে বেপরোয়া ভাবেবাস চালাইয়া ৩জন যাত্রীকে গুরুতর ভাবে আহত করিবার অভিযোগে ব্যারাকপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মহম্মদ ইসমাইল ও স্বান সিং নামক ২ জন বাস চালককে অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ২৫শে আগষ্ট সন্ধ্যাকালে ১৫৪নং মোটর বাস আলমবাজারের দিকে যাইতেছিল এবং ৩নং বাস যখন গোপাললাল ঠাকুর রোড দিয়া কলিকাতার দিকে আসিতেছিল তখন উভয় বাসের সহিত সঙ্ঘর্ষ হয়। ফলে ১৫৪নং বাসের ১ জন যাত্রী আহত হয়। পুলিশ আসিয়া ২ জন ড্রাইভারকেই গ্রেপ্তার করে। দারোগা প্রফুল্লবাবু আহত ব্যক্তিদিগকে কাশীপুর হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন।

ধর্ম্মহীন শিক্ষার কুফল

পাবনার মোহিনীমোহন গুহ নামক জনৈক যুবক বিধুদাসুন্দরী দাসী নাম্নী জনৈকা অর্দ্ধবয়সী বিধবার উপর অত্যাচার করিবার প্রয়াস পাইবার অভিযোগে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামী গ্র্যাজুয়েট।

চার দিনে ৩২টি বিষধরসর্প ধৃত

ত্রিপুরা জিলার চৌদ্দগ্রামের মোহনলাল সর্দ্দার নামক এক সাপুড়িয়া নোয়াখালী হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত জব্বর চরে গ্রামবাসীদের ঘর হইতে ৪ দিনে ৩২ টি বিষধর সর্প ধৃত করিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৬শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৭১

সেদিন পাঞ্জাব গভর্নমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার ফজলী হোসেন একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের—প্রধান মন্ত্রীর বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা জানি, শিখ সম্প্রদায় আগাগোড়াই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। আর স্যার ফজলী হোসেন পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের একজন দুরন্ধর হইয়াও ইহা জানেন না, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? শিখদের এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহার পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা না হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিলাম, স্যার ফজলী হোসেনের এই অসত্য উক্তির প্রত্যুত্তর প্রদানের জন্য শীঘ্রই শিখদের একটী সম্মেলনী হইবে এবং তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের শিখ প্রতিনিধিই যোগ দিবেন। পাঞ্জাবের শিখেরা সংখ্যাল্প,—যুক্ত-নির্বাচন প্রথায় তাহাদের ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে। তথাপি জাতীয়তার আদর্শ রক্ষার জন্য তাহারা যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে, তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

মুর্শিদাবাদ জিলায় পদ্মানদী ও তিনটী নদী—ভাগীরথী, পদ্মা ও ভৈরবী। উক্ত নদীত্রয়ের প্লাবনে জঙ্গীপুর, লালবাগ ও সদর বহরমপুর মহকুমার অধিকাংশ অঞ্চল জলপ্লাবিত হইয়াছে। লালগোলার যে বাঁধ পদ্মা নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশিকে আটকাইয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিতেছে, তাহার প্রায় অর্দ্ধ হাত নিম্ন জলরাশি বর্ত্তমানে অবস্থিত। উক্ত বাঁধ রক্ষার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। পূর্তবিভাগের ও সেচ বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ উক্ত স্থানে থাকিয়া বিশেষভাবে অবস্থা পরিদর্শন করিতেছেন।

* * *

[illegible] নিকট পদ্মা, ভৈরব ও [illegible] প্লাবিত হইয়াছে; ফলে [illegible]পুর, [illegible], [illegible]পুর, [illegible]পুর, [illegible] জলপ্লাবিত হইয়াছে। [illegible] প্লাবিত হইয়া গিয়াছে [illegible] প্লাবনে [illegible] করিতেছে [illegible] বাঁধের রাস্তা আক্রান্ত হইয়াছে। [illegible] নিকটের বাঁধ তিন স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জেলা-বোর্ডের যে নূতন ব্রিজ ত্রৈতুলিয়ান নিকট আছে, তাহার পশ্চিম দিক আক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রকাশ, দৌলতবাজার রোডের উপর এক বুক জল। করিমপুরী, ডোমকল, জলঙ্গী, রাণীনগর ও নওদা থানার গ্রামগুলি অধিকাংশ পদ্মানদীর প্লাবনে প্লাবিত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গপুর নাকি সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হইয়াছে। বহরমপুর সহরের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী চাঁইপাড়া, দিয়াড়, পাঠানপাড়া, নতুনগ্রাম ভাগীরথীর [illegible] প্লাবিত হইয়াছে। বন্যার ফলে মুর্শিদাবাদের কত জেলায় যে আউস ধান্য, তরীতরকারি নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পাঞ্জাবী ডাকাতদলের দণ্ড

৩২ জন দণ্ডিত

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ এফ এম রহমান পাঞ্জাবী ডাকাতদের চাঞ্চল্যকর ডাকাতি মামলায় ৩২ জন আসামীকে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রেম সিং ও অপর ৮ জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, শঙ্কর সিং ও অপর ৪ জনকে ১০ বৎসর, খান মহম্মদ ও অপর ২ জনকে ৮ বৎসর, ভিকু ও অপর ৫ জনকে ৭ বৎসর, লাদু ও অপর ৫ জনকে ৫ বৎসর করিয়া এবং ফুমানকে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। রঘুনন্দন ও অপর ৬ ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

নিয়মিত ডাকাতি করিবার জন্য দল-গঠন এবং ঐ দলের সভ্য হইবার অভিযোগে আসামীগণ অভিযুক্ত হইয়াছিল।

রায়ের মর্ম্ম

জজ ৫৫০ খানা টাইপ করা পাতার এক সুদীর্ঘ রায় প্রদান করেন। তিনি প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ সমালোচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করেন যে, সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে যে ঘটনা [illegible] পারিপার্শ্বিক অবস্থার [illegible] [illegible] দ্বারা ডাকাতির সহিত [illegible] লিপ্ত থাকার কথা [illegible] সপ্রমাণ হইয়াছে। [illegible] জজ বলেন, [illegible] কতকগুলি ডাকাতি [illegible] দলের নেতা ও তাহারা [illegible] জ্ঞান করিত তাহারা [illegible] পরিচয় [illegible] দিয়াছে। অধিকাংশ ডাকাতি [illegible] ডাকাতেরা আগ্নেয়াস্ত্র, নগদ টাকা [illegible] অলঙ্কারাদি লুঠ করিত। রাজসাক্ষী [illegible] সাক্ষ্যপ্রদানকালে বিভিন্ন মিলন কেন্দ্র এবং ডাকাতদলে উত্তরোত্তর লোক বৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তদুপরি কতকগুলি ডাকাতিতে অবলম্বিত কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। সাধারণতঃ গভীর রাত্রিতে বাড়ীর লোকজনেরা এবং প্রতিবেশীরা ঘুমাইয়া পড়িলে ডাকাতি করা হইত। কিন্তু বাড়ীর লোকজন এবং প্রতিবেশীরা জাগিয়া থাকা সত্ত্বেও সায়াহ্নে কতকগুলি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সব ডাকাতিতে যে প্রকার দুঃসাহসিক ভাবে ও ক্ষিপ্রতা সহকারে আক্রমণ চালাইয়াছিল তদ্দ্বারা এই সব ডাকাতি যে একই দল কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।"

জজ, পাব্লিক প্রসিকিউটর, তাঁহার সহকারী মিঃ বি, এন দাস, আসামীপক্ষের আইন ব্যবসায়িগণও পুলিশ কর্মচারীদের প্রশংসা করেন।

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, এই ডাকাতদল বাঙ্গলা বিহার ও মধ্যপ্রদেশে ৫৯টি ডাকাতির জন্য দায়ী।

ডাকাতদলের ইতিহাস

প্রকাশ, ঐ দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতদল সর্ব্বপ্রথমত আসানসোলে গঠিত হয়। কয়লার খনির মজুরদের ভিতর হইতে ঐ দলের লোক সংগ্রহ করা হইত। উহারা ঐ অঞ্চলে অনেক ডাকাতি করে, অতঃপর তাহারা কালকাতায় আসে। একটি সুন্দরী পাঞ্জাবী রমণী কর্তৃক পরিচালিত আলমবাজারে এক হোটেলে তাহারা আড্ডা স্থাপন করে। পুলিশ এই সম্পর্কে ঐ স্ত্রীলোকটিকেও খোঁজ করে। ইহা ভিন্ন বালি সেতু নির্ম্মাণ সম্পর্কে যে সব কুলী নিযুক্ত করা হইত তাহাদের মধ্য হইতেও ঐ ডাকাতদলের লোক সংগ্রহ করা হইত। কলিকাতার চারিদিকে তাহারা ডাকাতি করিয়া ফিরিত। বজবজের কোনও ডাকাতি সম্পর্কে দলের নেতা মুচাকে (রাজসাক্ষী) ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। ১৯২৫ সালে মুচা জেল হইতে বাহির হয়।

* * *

কাকিনাড়ার নিকট কোনও লক্ষপতির বাড়ীতে তাহারা ডাকাতি করে এবং বাড়ীর মালিককে হত্যা করে। ডাকাতদের যে সব গোয়েন্দা থাকিত, উহারা সকল সময় ঠিক সংবাদ না দিবার ফলে তাহারা আশানুরূপ লুণ্ঠিত দ্রব্য পাইত না। এক সময় একজন গোয়েন্দা সংবাদ দেয় যে, কোনও বাড়ীতে কলসী ভরা টাকা আছে। এই সংবাদ পাইয়া ডাকাতগণ সেই বাড়ী খুঁড়িয়া ফেলে, কিন্তু কিছুই পায় না। ইহাতে কেহ কেহ ঐ গোয়েন্দাকে মারিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু অপরে বাধা দেওয়ায় তাহা আর করা হয় না।

যদি কোনও সময় তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা হইত, তাহা হইলে রিভলভার দেখাইয়া তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিত। ধানবাদের নিকট বোলানপুরে কোনও নির্দ্দিষ্ট বাড়ী হইতে অপর বাড়ীতে গিয়া তাহারা একজন লোককে হত্যা করে। তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে হানা দিলে গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে বাধা দেয়। তাহারা সত্বর তথা হইতে পলায়ন করিতে থাকে।

* * *

ঐসময় গ্রামবাসীরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পলায়নের উপায় না দেখিয়া ডাকাতেরা দুইটা দলে বিভক্ত হয়। একদল পলায়নের ভাণ করে এবং অপরদল একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকে। এই সময় পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে ডাকাতেরা তাহাদের লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসে এবং গ্রামবাসীদিগকে আক্রমণ করে। লাঠির আঘাতে একজনের মৃত্যু হয় এবং একজনের হাত কাটিয়া ফেলা হয়। অতঃপর গ্রামবাসীরা পশ্চাদ্ধাবনে বিরত থাকে। পুলিশ কর্তৃক উত্তরোত্তর অধিকতর সতর্কতা অবলম্বিত হওয়ায় কলিকাতা ও সহরতলীতে থাকা তাহাদের পক্ষে ক্রমশঃ বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া ডাকাতদের মধ্যে কতিপয় লোক মধ্য-প্রদেশে গমন করে এবং তথায় তাহাদের কার্য্য আরম্ভ করে।

* * *

তাহারা ভাণ্ডারার রায় বাহাদুর গোবর্দ্ধন দাসের বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া পদব্রজে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। তাহারা ৭০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। গ্রেপ্তারের হাত এড়াইবার জন্য তাহারা রাত্রিকালে পথভ্রমণ করিত। অবশেষে তাহারা একটি আম্রকুঞ্জে আসিয়া পৌঁছে। উক্ত স্থান নিরাপদ ভাবিয়া তাহারা তথায় বিশ্রাম গ্রহণের মনস্থ করে। ডাকাত দলের কয়েকজন লোক অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ায় ঘুমাইতে যায় এবং অন্যান্যেরা দলের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। সহসা তাহারা নিজদিগকে সশস্ত্র পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে দেখিতে পায়। তাহারা আগ্নেয়াস্ত্র বাহির করিবার সময় পর্য্যন্ত পায় না। অগত্যা ডাকাতদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। তাহাদের নিকট একটি রিভলভার, দুইটি বন্দুক এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। পুলিশ তদন্তের ফলে উক্ত ডাকাতদলের কতিপয় লোককে কলিকাতা ও আসানসোলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। পরে তদন্তক্রমে অন্যান্য আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ১৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৬শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ বুধবার ১৬৭শ সংখ্যা

ইউরোপে প্রচার

জার্ম্মাণীতে বক্তৃতার ব্যবস্থা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বক্তৃতা-প্রদানার্থ জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ২৪টী ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে প্রায় ১২টী বক্তৃতার তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই বক্তৃতা-সমূহ বর্ত্তমান ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হইতে আগামী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রদত্ত হইবে।

ভূতপূর্ব্ব কাইজারের সহিত সাক্ষাৎ

জার্ম্মাণরাজের উপাধি কাইজার (Kaiser)। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, জার্ম্মাণীর শেষ কাইজার জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর ফলে রাজচ্যুত হইয়া বর্ত্তমানে হলেণ্ডের ডুর্ণ (Doorn) নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, লণ্ডন হইতে জার্ম্মাণীতে যাইবার পথে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আগামী ২৩শে অক্টোবর ডুর্ণতে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের সহিত তাঁহার অভিলাষানুসারে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ভারতীয় বিশুদ্ধ পরমার্থ তত্ত্ব-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন।

জার্ম্মাণ প্রেসিডেণ্টের নিমন্ত্রণ

পত্রান্তরে প্রকাশ, জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলার Adolf Hitler জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের External Politics-এর অফিস মারফৎ শ্রীপাদ বন মহারাজকে রাজকীয় অতিথিরূপে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ২রা নভেম্বর শ্রীপাদ বন মহারাজ তাঁহার নিকট মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ কীর্ত্তন করিবেন।

একটী প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা

ব্যারনেস্ ষ্টটিঙ্গ মহোদয়ার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, স্বামীজী আগামী ৬ই নভেম্বর বার্লিনের "Werbeausschuss fur Deutsch Indisch verstandigung" নামক সমিতিতে যখন বক্তৃতা প্রদান করিবেন, তখন Herr Hitler এর পারিষদ-বর্গ এবং জার্ম্মাণীর External politics অফিসের প্রধানগণ উপস্থিত থাকিয়া সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন।

ভারতাভিমুখে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ

লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত তারের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আগামী ২৭শে বা ২৮শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহার বোম্বে গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিবার কথা। আমরা আশা করি, তিনি বোম্বে হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইয়া একবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিবেন। সেই সময় আমরা তাঁহার নিকট ইউরোপীয় প্রচার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাইব।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীধাম বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিকের পর ভক্তগণ উচ্চৈঃকীর্ত্তন, মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠ মুখরিত করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। রাত্রি ১২টার সময় শ্রীকৃষ্ণপূজা ও আরাত্রিক কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হয় এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-লীলা রহস্য পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

তৎপর-দিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবসও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনন্দোৎসব পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। পাঠে স্থানীয় বহু ব্যক্তি যোগদান করেন এবং শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার শোভা দেখিয়া পরমানন্দিত হন।

আসাম শ্রীসরভোগ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীজয়ন্তী-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠ মুখরিত করেন এবং পণ্ডিত মহোপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজের জন্মলীলা বহু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পণ্ডিতজীর গবেষণাপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আসামবাসী সকলেই পরমানন্দিত ও উপকৃত হন। প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন। তৎপর-দিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসব উপলক্ষে প্রায় সমস্ত দিনই এমন কি রাত্রেও সমাগত বহু ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৬ই ভাদ্র রবিবার দিবস প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীনন্দোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যথাসময়ে পূজা, ভোগরাগ ও ভোগারতি কীর্ত্তন হইলে পর মঠবাসী ভক্তগণ সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এবং নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকল লোককে অকাতরে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন ও নয়নমনোহর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন। উৎসবোপলক্ষে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের আন্তরিক সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীধামে যাত্রি-সমাগম

গত অমাবস্যা তিথি উপলক্ষে বহু সংখ্যক যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল। বন্যার ফলে নৌকাযোগে শ্রীধামে আসিবার বিশেষ সুবিধা হওয়ায় প্রত্যহই বিভিন্ন স্থানের যাত্রিগণ শ্রীধাম দর্শনে আসিতেছেন। মঠসেবকগণ তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাত্রিমাত্রই শ্রীধামের ঠাকুরবাড়ী সমূহ দর্শন করিয়া ও ভগবদ্-ভক্তের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ হৃষীকেশ শুক্র অনিরুদ্ধ ৪৪৮

"পাক্ষিক হারমনিষ্ট"

(শ্রীসজ্জনতোষণী)

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কিয়দংশ কালকে পবিত্রীকৃত এবং শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোত পুনঃ প্রবর্তন করিয়া জীবোদ্ধারকল্পে যিনি বৈষ্ণবগগন শুদ্ধ-ভক্ত্যালোকে সমুদ্ভাসিত করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছায় এই মর্ত্ত্যধামে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষেরই নামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে [illegible] শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকাখানি বিজড়িত। উক্ত পত্রিকার প্রবর্তক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহু শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারায় বদ্ধজীবের দ্বারে দ্বারে হরিকথামৃত বিতরণ করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইয়া উক্ত মাসিক পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ উহার সম্পাদন ভার যোগ্যপাত্রে অর্পণ পূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে পর অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বঙ্গভাষায় দীর্ঘকাল উহা প্রকাশ করেন।

ক্রমশঃ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর বজ্রমুখিনী হইয়া বিভিন্ন ভাষাভিজ্ঞ জনগণের মধ্যে প্রচারিত ও প্রসারিত হইতে থাকায় শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পত্রিকাখানিকে কেবলমাত্র বঙ্গভাষাভিজ্ঞ জনগণের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত নয় বিবেচনায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য উহাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষায় "হারমনিষ্ট" নামকরণে প্রকাশিত করিতে থাকেন। কিছুকাল যাবৎ উক্ত "হারমনিষ্ট" সজ্জন বৃন্দের হৃদয়ে প্রেমানন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য প্রতি মাসে তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছিলেন। বিভিন্নদেশীয় বহু শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্নপ্রকার দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিসমূহ এবং তন্মূলে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতির বিচার ভক্তি-সিদ্ধান্ত-অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নির্ভীক [illegible] পাশ্চাত্যে "হারমনিষ্ট" যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ বিচারপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ জনগণ কোনদিন ভুলিতে পারিবেন না।

যে সভ্য জগৎ জড়ের মোহ-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া আত্মহারা ছিলেন, আজ "হারমনিষ্টের" ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আলোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারাও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য এবং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের সন্ধান লইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন; ফলে তাঁহাদেরও ঘুমঘোর কিছু কিছু কাটিতেছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচারে আজ জগতের ভাগ্যে যে সৌভাগ্য দৃষ্ট হইতেছে মাদৃশ ব্যক্তির লেখনীর সাহায্যে তাহার কোটাংশও বর্ণিত হইবার যোগ্য নহে। যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচারের মহীয়সী বার্ত্তার কথা চিন্তা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আপনিই স্মরণপথে উদিত হয়—

"স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ
যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগ-পদবীং
নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত-বিষয়রসমগ্ন বিষয়িগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু নিরোধার্থ সাধনক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানি-সন্ন্যাসিগণ নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

জগদ্গুরুরূপে শ্রীল প্রভুপাদ আবার সেই ভক্তিরসের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া জড়রসে উন্মত্ত ও ভাসমান বিশ্ববাসীর নিকট যে উৎকৃষ্ট উপাদেয় অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন করাইয়াছেন, তাহাতে সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ "রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" বিচার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাকৃত জড়রসের হেয়ত্ব, অসারতা, অনিত্যতা প্রভৃতি উপলব্ধি করিতে পারিয়া গৌরসুন্দর পাদপদ্মে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছেন। ঐপ্রকার আকৃষ্টির ফলে আজ সুদূর পাশ্চাত্য সভ্যজগৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছেন এবং শ্রীমহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণীও কার্য্যে পরিণত হইতে দেখা যাইতেছে।

পাঠকগণের মনে একটা সন্দেহ উদয় হইতে পারে যে, "হারমনিষ্ট" ঐরূপভাবে ভুবনমঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে করিতে হঠাৎ বৎসরেক-কালের জন্য আত্মগোপন করিলেন কেন? বৈষ্ণবজগতে বিপ্রলম্ভ বা বিরহ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্গুরুলীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভভাবে শ্রীকৃষ্ণানু-শীলন শিক্ষা দিয়াছেন। বিপ্রলম্ভেই শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের চরমোৎকর্ষ। বিপ্রলম্ভ না থাকিলে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্য উত্তরোত্তর আস্বাদন করিবার সুযোগ হয় না। সেই বিপ্রলম্ভের পরিপোষ্টা ও শিক্ষক "হারমনিষ্ট" কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন পূর্ব্বক বিরহসৃষ্টি দ্বারা জীবের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করিয়া নবসজ্জায় সজ্জিত এবং নবনবায়মান প্রেমের অঙ্কুরও বাণীর ফোয়ারা ছুটাইয়া জীবের কল্মষ ও অজ্ঞানতমঃ বিনাশ করিবার জন্য বর্ত্তমান গৌরাব্দের ভাদ্র-রথৈকাদশী তিথিকে আশ্রয় করিয়া (৪।৯।৩৪) আবার আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছেন।

"হারমনিষ্টের" আচ্ছাদন পটে যে "অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি পরেশাবেশ-সাধিনী। জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥" অর্থাৎ অনাদিকালের ক্লেশ-নিবারণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসেবা এবং সজ্জন-হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধন প্রভৃতি কার্য্য যে "হারমনিষ্টের" একমাত্র কার্য্য তাহা উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। ইনি এবার সুন্দর এণ্টিক্ কাগজে সুন্দর মুদ্রণ সৌষ্ঠবে সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। উক্ত সংখ্যায় প্রথমপত্রে সম্পাদক শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের চাতুর্ম্মাস্য সময়ের একখানি আলেখ্য অতি সুন্দর আর্ট কাগজে প্রকাশিত হইয়াছেন। ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ সজ্জনগণের উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার জন্য এবার হইতে "হারমনিষ্ট" মাসে দুইবার করিয়া পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হইবেন। প্রত্যেক হরিবাসর-দিনে পাঠকগণ ইতর-চিন্তা হইতে ছুটী পাইয়া যাহাতে হরিকথা ও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সঙ্গ লাভ পূর্ব্বক হরিবাসর-পালনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য মাসের উক্ত দিবসে "হারমনিষ্ট" পাঠকগণের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

নূতন সজ্জায় "হারমনিষ্টের" প্রতিশ্রুতি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার প্রত্যেক সংখ্যাতে একটী করিয়া বৈষ্ণব-চরিত্র আলোচিত হইবে এবং তৎপর-সংখ্যায় সেই চরিত্রসম্বন্ধে অপ্রাকৃত তত্ত্ব ও গবেষণা আলোচিত হইবে। প্রত্যেক সংখ্যাতে বৈষ্ণব-আচার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা সন্নিবেশিত থাকিবে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবসাহিত্যের শব্দাবলীর ইংরাজী প্রতিশব্দ যাহা পাওয়া যাইবে অথবা যাহা তৈয়ারী করিয়া লইতে হইবে, তাহার একটী অভিধান প্রস্তুত করিবার জন্য ঐ শব্দ সকলের তালিকা প্রত্যেক সংখ্যাতে প্রদত্ত হইবে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ এবং কেবলমাত্র ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ জনগণের পক্ষে ইহা একটী সুবর্ণ সুযোগ সন্দেহ নাই। ইহাতে জাগতিক সংবাদও সন্নিবেশিত হইবে।

জাগতিক সংবাদ সন্নিবেশিত করিয়া গণগড্ডলিকার রুচি বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করা "হারমনিষ্টের" উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু জাগতিক সংবাদের সহিত পরমার্থের কি সম্বন্ধ এবং বৈষ্ণবগণের দর্শনে প্রাকৃত জগতের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সহিত অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্বাবলীর তারতম্য বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক আত্মমঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেওয়াই ঐ গ্রাম্য সংবাদাদি প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য।

"হারমনিষ্ট" তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, জগতে আমরা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার তাপে জর্জ্জরিত হইতেছি। সভ্যতার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি আমরা ঐ ত্রিতাপ-নাশের জন্য কত প্রকারই না উপায় উদ্ভাবন করিতেছি; কিন্তু ঐ সমস্ত নিরাকরণে মানব-মনীষার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বিহারের ভূমিকম্প প্রপীড়িত জনগণ শান্তির নিশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতেই প্রবল ঝটিকা ও বন্যার দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াও জাপান আজ প্রবল ঝঞ্ঝার ফলে অর্থনাশ ও প্রাণনাশে হাহাকার করিতেছে। আমরা এখন বিশ্বব্যাপী ব্যবসার দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে কামানের মুখগহ্বর পূরণ করিতেছি। স্বাধীনতালাভের জন্য ভীষণ যুদ্ধ করিবার পর ফল এই দাঁড়াইল যে এক যথেচ্ছাচারিতার (Tyranny) স্থান অন্য এক যথেচ্ছাচারিতা অধিকার করিল।

এ যাবৎ আমরা কেবল রোগের লক্ষণ ধরিয়াই চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু রোগের নিদান ধরিয়া চিকিৎসা আমাদের করা হয় নাই। তাহার পরিণাম এই হইতেছে যে, বিহার-প্রদেশের গাত্রে যে ক্ষত হইয়াছে তাহাতে মলম লাগাইবার ফলে, পোলাণ্ডের গাত্রে স্ফোটক দেখা

যাইতেছে। রুশিয়ার, স্বাধীনতা লাভ করিতে জার্ম্মাণীতে অন্য এক প্রকারের ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। রোগের লক্ষণমাত্র আরোগ্য কামনার ফল নিত্যকালই এইরূপ চলিতে থাকিবে। ইহার কি কোন উপায় নাই? সেই উপায় জানাইবার জন্যই আজ 'হারমনিষ্ট' সভ্যজগতের ভাষার আবরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সংখ্যার 'হারমনিষ্টে' কয়েকটী তত্ত্বোপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ভূমিকা" উল্লেখে শ্রীল প্রভুপাদ পত্রিকার প্রারম্ভেই একটী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ দিয়াছেন। 'হারমনিষ্টের' উদ্দেশ্য যে, শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম লাভই চিদাত্মার একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের পরমগুহ্য উপদেশামৃতের এগারটী শ্লোক যাহা কেবল-মাত্র ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট অগোচর ছিল, শ্রীযুত কুন্দনলালজী সেই শ্লোক কয়টী ইংরাজী ভাষায় অনূদিত করিয়া সভ্যজগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর প্রভু তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা-লব্ধ জ্ঞান "গৌড়ীয়-গণই হিন্দু" (Gaudiya as Hindus) প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়া অনেকের তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন।

শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ মহোদয় 'জন্মাষ্টমী' প্রবন্ধে, শ্রীযুত কুন্দন-লাল "রাজমন্ত্রী ও ভক্ত বিদুর' প্রবন্ধে, শ্রীযুত হরিপদ সেন এম্-এ, বি এল মহো-দয় "বিবাহ ও আশ্রম" প্রবন্ধে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে শ্রৌতপন্থায় লব্ধ জ্ঞান জগদ্বাসীর নিকট পরিবেশন পূর্ব্বক জীবের অজ্ঞান-তিমির নষ্ট করিয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবৈকনিষ্ঠ আচার-প্রচার পরায়ণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিত্যকাল জীববৃন্দের প্রতি অহৈতুকী কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাদের চরমকল্যাণ প্রদানে যত্নবান্ আছেন; আমরা কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যথা সূর্য্যের কিরণ॥"

—বিচারে তদনুভূতি-লাভে বঞ্চিত হইয়া সংসার-সাগরে ভাসমান অবস্থায় ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতেছি। তাই সকাতর প্রার্থনা, হে বৈষ্ণব ঠাকুরগণ, আপনারা কৃপা করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন, নচেৎ আমার আর কোন উপায় নাই।

জন্মাষ্টমী-রহস্য

(শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাসাধিকারী)

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

শ্রীনন্দ মহারাজের কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা-রহস্যের জ্ঞানলাভ হয় না। নন্দ মহারাজের কৃপালাভাকাঙ্ক্ষা যাঁহারা, তাঁহারাই শ্রীনন্দ মহারাজের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-শ্রবণাদির অধিকারী। তাঁহারা ভবভয়ভীত নহেন; ভবভয়াতুর, মোক্ষাভি-লাষিগণ বেদশাস্ত্র (শ্রুতি), কৃষ্ণেতর ফলকামী কর্ম্মী লৌকিক-প্রয়োজনানুষ্ঠানপর স্মৃতিশাস্ত্র এবং অন্য সংসারী ব্যক্তিগণ সকল-জন-সুখপাঠ্য মহাভারতাদি ভজন করেন। যাঁহারা অন্যাভিলাষী কর্ম্মী বা জ্ঞানী তাঁহারা শ্রীনন্দ মহারাজের শ্রীচরণ বন্দনা করেন না। অতএব পরম-রহস্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ তাঁহাদের পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব?

জন্মাষ্টমীর দিন প্রায় অধিকাংশ লোকই ব্রত বা উপবাস করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই কর্ম্মপ্রবণ বলিয়া তাঁহারা অজ ভগবানের জন্ম-লীলা রহস্য জানিবার অধিকারী নহেন। উহা একমাত্র শুদ্ধভক্তগণেরই জ্ঞাতব্য।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

বিশুদ্ধ-সত্ত্বে অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেব নিত্য প্রকটিত হন। কিন্তু বিশুদ্ধ-সত্ত্ব কোথায়? মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনটী গুণ আছে। সত্ত্ব গুণ দুই প্রকার—শুদ্ধসত্ত্ব ও মিশ্রসত্ত্ব। সত্ত্বগুণে কেবল ধর্ম্মভাব আছে। মিশ্রসত্ত্বে যে ধর্ম্মভাব, সেটীতে মায়ার অবিদ্যা-ক্রিয়া থাকাতে তাহা অবিশুদ্ধ সত্ত্ব। এই মিশ্রসত্ত্বে আমি ভোক্তা এই বুদ্ধিই প্রবল। এমতাবস্থায় আমি পুরুষ বা স্ত্রী এইরূপ অভিমান আসিয়া অন্য সকল বস্তুকে আমার ভোগেরই উপকরণ-রূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে, ফলে শুদ্ধ আত্মার শুদ্ধ-ধর্ম্মভাবটী লুপ্ত হইয়া যায়। উক্ত ধর্ম্মভাব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রোজ্ঝিত কৈতব ধর্ম্ম নহে, পরন্তু তাহার বিপরীত অর্থাৎ কৈতব-যুক্ত।

সত্ত্বগুণে যে ধর্ম্মভাব, উহা অপর রজঃ বা তমোগুণের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইলেও বঞ্চনা-যুক্ত। উহাতে তমো-গুণের বা রজোগুণের ক্রিয়া না থাকিলেও "গরু মারিয়া জুতা দানের ন্যায়" আসিয়া পড়ে, কারণ উহার মূলে অবিদ্যার ক্রিয়া—'আমি ভোক্তা' রূপ নিজ-সুখ-কামনা প্রবল থাকায় বস্তুতঃ অশুদ্ধ। আমি পর-কালে সুখভোগ করিব বা আমি অসমোর্দ্ধ ভগবানের স্থান লাভ করিয়া, আমি ব্রহ্ম সাজিয়া ভোগ করিব এইরূপ কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের যে ধর্ম্মভাব, উহা মিশ্র বা অশুদ্ধ সত্ত্ব, উহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে পারে না।

রজোগুণ-ধর্ম্মও অধর্ম্ম-ভাব-মিশ্রিত; উহা—কিছু ধর্ম্ম বা কিছু অধর্ম্ম করিব, এইরূপ; আর তমোধর্ম্ম কেবল অধর্ম্ম-ভাবযুক্ত। সকলেরই মূলে, আমি ভোক্তা, এইরূপ অভিমান রহিয়াছে।

অব্যক্ত অবস্থায় সত্ত্বগুণ, ব্যক্ত-উৎপত্তিশীল বহু প্রকাশে রজোগুণ, বহু প্রকাশের অভাবে তমোগুণ অর্থাৎ গুণত্রয় যেখানে পরস্পর মিলিত বা উদাসীন তথায় সত্ত্বগুণ, যেস্থলে ক্রিয়াশীলতা সেখানে রজোগুণ এবং যেস্থলে ধ্বংস বা বিনাশভাব তথায় তমোগুণ বর্ত্তমান।

যে সত্ত্বে জড় মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই উহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব। সেই সত্ত্বে অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেব প্রকটিত হন। সত্তা-বিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম শুদ্ধ-সত্ত্ব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সত্ত্ব দুই প্রকার—শুদ্ধ ও মিশ্র। বস্তু-সত্তার নাম সত্ত্ব সন্ধিনীশক্তি ব্যতীত কোন সত্ত্বই হইতে পারে না। ভগবানের সত্তা-প্রকাশেও সেই সন্ধিনী শক্তির কার্য্য। শুদ্ধ-চিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া উহা শুদ্ধ সত্ত্ব। ভগ-বানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিশেষ-রূপ কার্য্য। স্বরূপতঃ অর্থাৎ চিজ্জগত সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সাঙ্গনা, পিতা, মাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন, মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড়জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণ রূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন।

ভগবানের স্বরূপ-শক্তি-গত সন্ধিনী-প্রভাব-হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম বসুদেব। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন তাঁহারই নাম বাসুদেব। কৃষ্ণের আকরস্থল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাতে কৃষ্ণোৎপত্তির স্বরূপ দেখা গেলেও কৃষ্ণ-বসুদেবাত্মক শুদ্ধসত্ত্বমাত্র নহেন, তিনি অদ্বয়জ্ঞান সম্বিৎসার ভগবজ্জ্ঞানের নিত্যাধিষ্ঠাতৃদেব। আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তুগুলি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বলিয়া তাহাতে কৃষ্ণের সম্বন্ধ সেবোন্মুখচিত্তে তাঁহারা দেখিতে পান; বস্তুতঃ ভগবান্ চিৎ-স্বরূপ। তিনি জড়ীয় মায়িক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত; সেজন্য তাঁহার নাম অধোক্ষজ। জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। জড়েন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যাহা জানা যায় তাহা সমস্ত অনিত্য জড়বস্তু। তিনি চিৎস্বরূপ, নিত্য, সেজন্য জড়েন্দ্রিয় বা জড়েন্দ্রিয়জ জ্ঞান সেখানে পৌঁছিতে পারে না। পরন্তু তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় নিত্য চিদিন্দ্রিয়-সেব্য জ্ঞানৈকগম্য।

সেই নিত্য অজ ভগবানের নিত্যাবির্ভাব-লীলা যিনি জীবের ভাগ্যে উদয় করাইয়া-ছিলেন সেই নন্দ মহারাজের পাদপদ্ম সেবা ব্যতীত জন্মাষ্টমী-লীলা বোধগম্য বিষয় হইতে পারে না। সেই পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মাদিরও দুষ্প্রাপ্যপদ, বিভুবস্তু, অসমোর্দ্ধ, অজিত ও অজ ভগবানকে যিনি জন্মলীলা স্বীকার করাইয়া বারান্দায় খেলা করাইয়া-ছিলেন, সেই অসীম অত্যাশ্চর্য্য-শক্তি-সম্পন্ন শ্রীনন্দ মহারাজের যদি কৃপালাভ করা যায় তবেই জন্মাষ্টম্যাদি হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য হইতে পারে।

সেই শ্রীনন্দ মহারাজের বাটীর যদি চাকর হইতে পারা যায়, তাহা হইলে শ্রীজন্মাষ্টমী-লীলাদির বিষয় বোধগম্য হইতে পারে এবং তাঁহার আনুগত্যে শ্রীনন্দোৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য হইতে পারে এবং যদি বিশ্বস্ত ভৃত্য হইতে পারা যায় তবে সেই শ্রীনন্দ মহারাজের নিত্য-গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণধনকে কোলে করিয়া সেবা করিবারও সৌভাগ্য হইতে পারে। নচেৎ অন্য যে কোনও পন্থা উদ্ভাবন করা যাউক না কেন, কোন প্রকারেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অধিকার-লাভ ও জন্মাষ্টম্যাদি দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ হয় না।

(ক্রমশঃ)

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাজা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥০
খুচরা	৬০৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৪৸৵১০
বাজার	৩৪৸৵১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
বাঁকা	১৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲

এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—

৪।॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট

২৪ গেজ সাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮॥০

গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
ইল পাটি	৬।০—৬।৵০
,, গোলটু (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, চৌকা (চৌকা)	৬।০—৬৸০
,, গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৫৵০—৬॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, বাণ্ডিল হাল	৬।৵০—৮।০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৶	
" " ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
" " সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
" " অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রাধাতন্ত্রম্।

অদ্য প্রায় ৫০ বৎসর পর ভক্তগণের বহু অনুরোধে যোগাচার্য্য স্বর্গীয় কামিক্ষ্যানাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত—

রাধাতন্ত্রম্

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশিত হইল। ইহার মূল, টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদের পরস্পর বিশেষ-ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়াছে। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য বঙ্গানুবাদ অতি সরল ভাষায়, সুন্দর কাগজে এবং সংশোধিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শ্রীরাধার জন্ম (পদ্মিনী), যমুনা লীলা, রাসলীলা, কাত্যায়নী সাধন, শ্রীরাধার সহস্র নাম, শ্রীরাধার কবচ, শ্রীরাধার মূল মন্ত্র ও যেপ্রকারে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া যায়, ইহাতে বিশেষরূপে বিস্তারিত আছে। এক্ষণে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়দিগের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এই রাধাতন্ত্রম্ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবেন এবং আমার শ্রম ও অর্থ-ব্যয় সফল হইবে।

ইহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ডাকমাশুল ॥০, অগ্রিম টিকিট পাঠাইলে ভিঃ পিতে পুস্তক পাঠান হয়।

শ্রীহিরণকুমার মুখোপাধ্যায়

৩৬।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দম্কাভেদ, সূতিকা ও বালক গ্রহণী প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেক্‌সন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ।০ আনা, ৩ প্যাক ১৷০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬৮শ সংখ্যা

২০৩ খানা উড়ো জাহাজ

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, বুধবার বসরা হইতে রাজকীয় বিমানবাহিনীর ২০৩ খানা বিমান রওনা হইয়াছে. এইগুলি মেলবোর্ণের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তথায় যাইবে এবং ফিরিয়া আসিবে। ইহাতে এই বিমান-বহর মোট ১৯ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিবে। ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রে বিমানগুলি করাচীতে পৌঁছিবে এবং তৎপর ভারতবর্ষ অতিক্রমের জন্য যাত্রা করিবে।

পটকাবাজীতে দুর্ঘটনা

গত শনিবার প্রাতে উত্তর কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে স্যার গুরুদাস রোডে এক বস্তীতে এক বৃদ্ধ তাহার কুটীরে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাহার বৃদ্ধা পত্নী গুরুতররূপে আহত হয়।

প্রকাশ, উক্ত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা স্যার গুরুদাস রোডে এক কুটীরে বাস করিত। বৃদ্ধ ফেরী করিয়া দিন গুজরাণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পটকা বাজী প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়াও বিক্রয় করিত। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য তাহার কোন লাইসেন্স ছিল না।

গত শনিবার বৃদ্ধ তাহার কুটীরাভ্যন্তরে পটকা বাজী তৈয়ার করিতেছিল, এমন সময় পটকা বিস্ফোরণ হয় এবং ফলে সে গুরুতর আহত হয়। কুটীরের চাল সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বৃদ্ধের স্ত্রী ঘরের মধ্যে এক তক্তাপোষের কিনারায় বসিয়াছিল, সেও দেহের বহু স্থানে গুরুতররূপে আহত হয়, পটকা বিস্ফোরণের ফলে সমগ্র বাড়ীটার অপরাপর ঘরগুলি পর্য্যন্ত নাড়িয়া উঠে।

বৃদ্ধ যোলা বক্সকে তৎক্ষণাৎ ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সঙ্গেই বৃদ্ধের জীবনান্ত হয়। বৃদ্ধার অবস্থা গুরুতর ও স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

পরিষদে নির্ব্বাচন প্রার্থী

ঢাকা ও ময়মনসিংহ গ্রাম্য-মুসলমান কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত বর্ত্তমান সদস্য মিঃ এ এইচ গজনবী ঐ কেন্দ্র হইতে পুনরায় নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন।

কৃষকের রহস্যজনক মৃত্যু

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার দুই মাইল দক্ষিণে কচুয়াই গ্রামে সম্প্রতি এক অতি আশ্চর্য্যকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। কয়েকদিন হইল ঐ গ্রামের রাচা মিঞার পুত্র নূর-আহাম্মদ রাত্রি শেষ হইয়াছে মনে করিয়া মধ্য রাত্রেই হালচাষ করিবার জন্য লাঙ্গল লইয়া মাঠে গমন করে এবং সকাল হইলে তাহার ভ্রাতা তাহাকে চাষে সাহায্য করিবার জন্য মাঠে গমন করিয়া দেখে যে, নূর আহাম্মদ বিলের এক স্থানে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসা হয় এবং সাপে কামড়াইয়াছে মনে করিয়া ওঝা ডাকিয়া চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় না। তাহার শরীরে কোনপ্রকার বিষের লক্ষণ বা আঘাতের চিহ্ন ছিল না। মৃত ব্যক্তির মুখ হইতে রক্ত ও ফেনা নির্গত হয়।

প্রতারণাপূর্ব্বক চেক ভাঙ্গান

গত জানুয়ারী মাসে নাটোর ট্রেজারী হইতে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক পাঁচ হাজার টাকার চেক ভাঙ্গাইয়া লওয়ার অভিযোগে আবদুল ওদুদ, রহিম খাঁ, আবুলহোসেন ও নগেন পাল নামক কয়েক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়। তন্মধ্যে নগেন পাল বর্ত্তমানে জামিনে খালাস আছে। অন্যান্য আসামী হাজত বাস করিতেছে। সরকার পক্ষে ১২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়াছে।

নিষেধাজ্ঞা পালন না করায় জরিমানা

উষারঞ্জন বসু বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। স্থানীয় পোষ্ট অফিসে হানা দেওয়ার মামলায় তাহার দুই বৎসর জেল হইয়াছিল। জেল হইতে মুক্তিলাভের পর বাখরগঞ্জের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সংশোধিত ফৌজদারী আইনমতে তাহাকে এই আদেশ দেন যে, সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত সে বাড়ীর বাহির হইতে পারিবে না; কোতোয়ালী ওয়ার্ডের বাহিরে যাইতে পারিবে না, কোতোয়ালী ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত অপর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না। গত মাসে সে বেলস পার্কে একটী ফুটবল ম্যাচ দেখিতে যাইয়া ধরা পড়ে। দক্ষিণ বিভাগের এস ডি ও রায় সাহেব পি বি মিত্র তাহাকে এজন্য ৫০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

স্বগ্রামে ফেরারী গ্রেপ্তার

বর্দ্ধমান বেগুট ডাকাতি মামলার ফেরারী আসামী পদ্মদাস চৌধুরীকে মন্তেশ্বর থানার এলাকাধীন তাহার স্বগ্রামে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত বৎসর জানুয়ারী মাসে স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের বিচারে আলোচ্য মামলার অন্যতম আসামী হরেকৃষ্ণ কোঙার ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপর দুইজন ফেরারী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী ও বিপদবারণ রায়কে ইতঃপূর্ব্বে গ্রেপ্তার করিয়া বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আটক রাখা হইয়াছে।

কার্ত্তুজসহ যুবক গ্রেপ্তার

জিতেন্দ্রনাথ বসু নামে এক বাঙ্গালী যুবককে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা মতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। শনিবার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দিয়া মামলার শুনানী ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ই আগষ্ট রাত্রিকালে কলিন ষ্ট্রীটে পুলিশ আসামীকে ৩২টী তাজা কার্ত্তুজসহ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আশ্রয়দান

সতোন দত্ত রোডের নিখিলরঞ্জন সেন-গুপ্ত, শচীরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সুনীতি সেন-গুপ্তের বিরুদ্ধে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল কে সেনের এজলাসে ফেরারী আশ্রয়দানের অভিযোগের মামলা আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ, আসামীরা ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রিকাল হইতে পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাহাদের বাড়ীতে ফেরারী রাজবন্দী দেবকুমার গুপ্তকে আশ্রয় দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শনিবার ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে একশত টাকা হিসাবে জামীনে মুক্তি দিয়া মামলার শুনানী স্থগিত রাখিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১ম বর্ষ } ২০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৭শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৩ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৬৮শ সংখ্যা

[ ]য়িক প্রসঙ্গ

গত ১৫ই ভাদ্র শনিবার নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির বিচিত্র পুষ্পাদির দ্বারা সুসজ্জিত করেন। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গারও দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ভক্তগণ সমস্ত দিন পাঠ-কীর্ত্তনমুখে হরিকথা আলোচনা করেন। রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলাও পাঠ করা হয়। তৎপর-দিবস রবিবার শ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে বক্তৃতা ও ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৬ই ভাদ্র কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীশ্রীনন্দোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গল-আরাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে আহূত একটী মহতী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ 'শ্রীনন্দের কৃষ্ণসেবা' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলে পর মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় 'শ্রীনন্দ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবায় ঐকান্ত আবশ্যকতা' সম্বন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করেন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলেই শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জীউর জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ কাঁমখালি শ্রীএকায়ন মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠবাসী ও স্থানীয় গৃহস্থভক্তগণ উপবাস ও পাঠ-কীর্ত্তনমুখে এই মাধব-তিথি পালন করিয়াছেন। তৎপর-দিবস শ্রীশ্রীনন্দোৎসবও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠবাসী ভক্তগণ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণপূজা ও ভোগারাত্রিক সমাপন করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকটভূমি মামগাছিস্থ শ্রীমোদদ্রুমছত্রে ও ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠবাসী ভক্তগণ উপবাস ও পাঠ-কীর্ত্তনমুখে এই জয়ন্তী-তিথির সম্মান করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত দিন কীর্ত্তনাদি করিয়া ভক্তগণ দ্বিপ্রহর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণপূজা ও আরাত্রিকাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর-দিবস কীর্ত্তন ও বিচিত্র ভোগরাগাদির দ্বারা শ্রীশ্রীনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, এই হিংসাময় সংসারে জীবমাত্রেই পরস্পর একে অপরের হিংসায় নিযুক্ত। কালধর্ম্ম জলপান বলিয়া দন্তরহিত পশু-সকল স্তন্যযুক্ত মানবের হিংসার যোগ্য, পদরহিত তৃণ-সমূহ চতুষ্পদ পশুর ভক্ষ্য। ক্ষুদ্র জীবকে হিংসা করিয়াই মহৎ জীব বাঁচিয়া থাকে। হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে কাহারও বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই।

জীব ভগবদুন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই হিংসা দ্বারা নিজ পোষণ-কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই প্রপঞ্চে কেহই এইরূপ হিংসার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া জীবিত থাকিতে পারেন না। এইজন্যই হিংসার পক্ষপাতী মৎসর মানবগণ ভোজনকল্পে পশুহিংসা ও স্বজনহিংসা করিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ হিংসা ও অহিংসার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া হরিসেবাময়ী বুদ্ধিবলে জীবনযাপন করেন বলিয়া তাঁহাদিগকে হিংসাদি দোষে দুষ্ট হইতে হয় না। তজ্জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ নিজের জন্য কোন কিছু প্রয়াস না করিয়া ভগবানের সেবার জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন এবং দেহরক্ষার্থ জাগতিক কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়া ভগবদাত্মক শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবনে আত্মমঙ্গল বিধান করেন।

এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব অন্তর্য্যামী ভগবান্ হইতে অপৃথক্ অনুভূতি হইলে জীব মায়ার হস্ত হইতে বা হিংসাবৃত্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। এই ভিন্ন বিশ্বই ভগবান্ এইরূপ প্রতীতি জীবকে নানাপ্রকারে আবদ্ধ করে। তদ্দ্বারা জীবের কোন কল্যাণ হয় না। ভগবান্ মায়ার দ্বারাই জীবের স্বরূপ-দর্শনের বাধা প্রদান করেন। যে কালে তিনি কৃপা করেন, সেই কালে জীব নিজের ভোগবুদ্ধি পরিহার করিয়া বিশ্বকে ভিন্ন না বুঝিয়া ভগবদুপাসনার উপচার জ্ঞান করেন। সেই নিত্য সত্য ভগবানের সেবোপকরণ দৃশ্য জগৎ তাঁহা হইতে মায়া কর্ত্তৃক পৃথক্ হইলেও অপৃথগ্ভাবে তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে প্রকটিত।

যে-কালে বলিসমূহ জীবের উদ্দেশে নিযুক্ত হয়, তৎকালে হিংসানাম্নী বৃত্তি প্রবলা হয়। যেখানে ভগবান্ হরির সম্বন্ধে দৃশ্য জগতের উপাদানসমূহ বর্ত্তমান, সেইখানেই হিংসার পরিবর্ত্তে ভগবৎ কৃপা লক্ষিত হয়। ভগবন্মায়া নিজ আবরণী শক্তি অপসারিত করিলে জগতের বস্তু সকল বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হয়; সে কালে অনুপাদেয়তা, সীমা জন্য অবরতা প্রভৃতি হিংসা প্রকট করাইতে পারে না।

ভগবদ্বলই পরম বল

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং সময় থাকিতে সদ্গুরু-পাদপদ্মে সমাপিতাত্মা হইয়া বললাভে যত্ন করা বিশেষ প্রয়োজন। আবার শুধু বললাভ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। দুর্ব্বল জীবগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বীর্য্যবতী বাণী প্রচারপূর্ব্বক জগতের সমস্ত দুর্ব্বল-জীবকে গুরু-বলদেবের পাদপদ্মে আকর্ষণ করাই বলবান্ জীবের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের একমাত্র কৃত্য। শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া সকলেই মৃত্যুঞ্জয়ের জন্য প্রস্তুত হউন—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তৎপর হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ হৃষীকেশ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

— :০: —

অবিবেচনার ফল

জড়-বিষয়ে 'আমি'-'আমার'-বিচারে ভ্রান্ত মানবগণ দুরন্তর অবিবেচনার রাজ্যে ভ্রমণ করে। স্ব-পর-ভেদেই ব্যবহার-ভেদ উৎপন্ন হয়। শত্রু-মিত্রাদি-জ্ঞান পরিশেষে দুঃখেরই কারণ হয়। অহং-ভ্রম-ভাববিশিষ্ট ব্যক্তি সহসা নামাপরাধী হইয়া ভগবৎ-সেবাবৈমুখ্য সংগ্রহ করে অর্থাৎ অভক্ত হয়।

ভ্রমাত্মক কল্পনা

দন্তকর্তৃক জিহ্বা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে দন্তোৎপাটনদ্বারা নিজের ক্ষতি করা যেরূপ বুদ্ধিযুক্ত নহে, তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত যে দেহ, তাহার দেহী আত্মার অমঙ্গল সাধন করা কর্ত্তব্য নহে। ভক্ত-জীবাত্মা ও প্রভু-পরমাত্মা এক-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় বিরোধ-ক্রমে জীবাত্মার পৃথক অবস্থান হইলেও জীবাত্মসমূহের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করিলে প্রভু-পরমাত্মার সেবা হয় না। 'অন্য ব্যক্তির দ্বারা আমি আনন্দিত বা দুঃখিত হইয়াছি'—এরূপ বিচার কখনও শুদ্ধ আত্মার হইতে পারে না। বিকারি-বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকায় বিভিন্ন তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট দেহদ্বয়ের ধারণায় যে সুখ-দুঃখ-কল্পনা তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

সতর্কতা

আত্মার—তাৎকালিক সুখদুঃখ প্রভৃতি ভাবদ্বয়ের আনুগত্য হইতে পারে না। বহিরিন্দ্রিয় সম্মিলনপ্রতীতি হইতেই পরস্পর-মধ্যে সুখদুঃখের আবাহনের সম্ভাবনা হইয়াছে। জীবমাত্রই ভগবদ্দাস, সুতরাং পরস্পর বিরোধ করিলে ভগবদ্দাস্যে উদাসীনতা বশতঃ উভয়েরই নিজ নিজ কর্ত্তব্যবিমুখতাই প্রবল হইবে মাত্র।

মিত্রতা স্থাপনের উপায়

মহাভাগবতগণ আত্মবিৎ হওয়ায় প্রত্যেক জীবাত্মাকেই ভগবদ্দাস বলিয়া জানেন। দাসগণের প্রভুসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। সুতরাং প্রভু-সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর প্রণয়ে বা কলহে তৎপর হইলে সুখদুঃখের ভাগী হইতে হয়। তাহাতে প্রভুসেবা-বঞ্চনারূপ অপরাধ আসায় জীব প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। জীবাত্মগণের পরস্পর আত্মীয়জ্ঞান পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত-বিচারে মিত্রতা উৎপাদন করে।

ভগবদ্বস্তুর করুণা

জীবের অনুভূতিতে দুঃখ অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। যদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণকে দুঃখের কারণরূপে নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে আত্মবিদ্গণের মধ্যে কোন বৈষম্যজনিত দুঃখ উপস্থিত হয় না। আত্ম-নিষ্ঠ জনগণ মিত্রতার পরিবর্ত্তে অনাত্ম-প্রতীতিবশে পরস্পরের সহিত সাপত্ন্য-ধর্ম্মে অমঙ্গল আবাহন করেন না। বিরোধকারী আগন্তুক ক্ষণভঙ্গুর প্রতীতি নিত্যকাল কার্য্যকরী হইতে পারে না। এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের প্রতি আক্রমণ করিলে অঙ্গী যেরূপ অঙ্গবিশেষকে নির্যাতন করেন না, তদ্রূপ ভগবদ্বস্তু তদধীন শক্তিদ্বয়ের বিবাদে কোন পক্ষ সমর্থন করেন না। কৃপাপূর্ব্বক অধীনগণের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক নিজ সেবায় অধিকার দেন।

নিত্যানন্দ-বিমুখের গতি

যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ সেবায় বিমুখ তাঁহাদিগকে সাধু-শাস্ত্র দুরাচার ও পশু-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ-জ্ঞানাভাবেই তাঁহার অভয় অশোক পাদপদ্ম-সেবায় আমাদের লোভ জন্মে না। সুতরাং জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা এই নিত্যানন্দ প্রভু কে?—তাহা অবগত হওয়া সাধক-জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে তাঁহার নিকট ভক্তিপথ চিররুদ্ধ থাকিবে, কখনও আত্মপ্রকাশ করিবে না। জগতে এমন অন্ধ কে আছেন, যিনি ভক্তিপথের দ্বারোদ্ঘাটক এই নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা ও অসীম শক্তির বিষয় অবগত না হইয়া—নিত্য আনন্দের আকর-বস্তু যিনি তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া অনিত্যানন্দ বা মায়ার কুহেলিকার পশ্চাদ্ধাবিত হইবেন?

এই শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে আমরা অনেকেই কল্পনামূলে নানা কথা বলিয়া থাকি. "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই"—এই মহাজন-বাক্যের প্রতি উদাসীন হইয়া ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দে মানব-বুদ্ধি করিয়া তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে নানা দোষারোপ করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করি। কৃষ্ণকে যাঁহারা ভগবান্ বলিয়া স্বীকার না করিয়া নন্দগোপের সন্তান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন, সর্ব্বকারণ-কারণ একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ স্বীকার না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণের দাসীরূপা মহামায়া দেবীকে সেব্যের আসন প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহারা নির্লজ্জ হইয়া জড়জননী মহামায়ার নিকট কামতৃপ্তির জন্য মনোরমা ভার্য্যাদি প্রার্থনা করেন, সেই পাষণ্ড ব্যক্তিগণ কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবাবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে মানুষ বলিবেন, নিত্যানন্দ-সেবকগণের প্রতি অত্যাচার করিবেন, এমন কি নিত্যানন্দ নামশ্রবণেও যে তাঁহারা বিমুখতা প্রদর্শন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা, ব্রাহ্মণের গুরু বৈষ্ণবগণ যাঁহার নিত্যসেবাকাঙ্ক্ষী সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম-সেবা-বিমুখ হইয়া—হরি-কীর্ত্তনে বিমুখ হইয়া আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই পশুধর্ম্মে এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম অতিবাহিত করিতেছেন সেই ব্রাহ্মণাভিমানী দুরাচার ব্যক্তিগণের গতি যে নরক ব্যতীত আর কোথাও নহে, একথা ধ্রুব সত্য কিনা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্থিরভাবে বিচার করিবেন। নরক-বাসকেই যাঁহারা নিজের প্রাপ্যফল বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই কিন্তু যাঁহারা অজ্ঞতাবশতঃ কপটের পাল্লায় পড়িয়া পাষণ্ডগণের অনুসরণ করিতেছেন তাঁহারা সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজনা করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আমরা আজ যাঁহার কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি, যাঁহার সেবায় বঞ্চিত হইলে জীব পশু বলিয়া পরিগণিত হয়, তিনি অন্য কেহ নহেন সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব অর্থাৎ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ। তত্ত্বশাস্ত্রে প্রাভবতত্ত্ব বাসুদেব এবং বৈভব-তত্ত্ব—সঙ্কর্ষণ। ভগবদ্-বিস্তারের তিনিই মূল কারণ। তজ্জন্য তাঁহাকে প্রকাশস্বরূপ বলা হয়। সেই সঙ্কর্ষণ-রূপেরই অংশ কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু যাবতীয় বৈকুণ্ঠ এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি রাম নৃসিংহাদি অবতারগণের কারণ এবং ভগবানের তটস্থা শক্তির শক্তিধর।

সেই সঙ্কর্ষণরূপের ত্রিবিধ পুরুষাবতার—কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী ভগবদ্রূপ। পুরুষাবতারের উপলব্ধি হইলেই জীবের খণ্ড, অখণ্ড ও খণ্ডাখণ্ডের আকর-বস্তুজ্ঞানে সকল চিদচিদ্ বৈচিত্র্যের উপলব্ধি ঘটে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যে পুরুষা-বতারগণের লীলা প্রচারিত হইয়াছে, সেই সকল লীলার লীলাময়—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তিনি মধুররসে অনঙ্গমঞ্জরীরূপে সন্ধিৎ-শক্তি-মান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনী-শক্ত্যধিষ্ঠাত্রী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী—এই উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষা এবং শ্রীবলদেব-তত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের গৌরব পান।

জগৎ দ্বিবিধ—জৈবজগৎ ও গুণজাত জড়জগৎ। জৈবজগতে চিদ্ধর্ম্মের সহিত জীবন পরিদৃষ্ট হয়, আর গুণজাত জড়-জগতে তাদৃশ জীবনরহিত ভাব দেখা যায়। জৈবজগতের স্বভাব বিপর্য্যস্ত হইলে গুণ-সঙ্গক্রমে ন্যূনাধিক অচিৎ-প্রতীতির উদয় করায়। অচিৎপ্রতীতির বশবর্ত্তী হইয়া যে-কালে বদ্ধজীব জড়ের উপর প্রভুত্ব করে এবং ভোগবাসনার দাস হয় তৎকালে সে অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। জীব যেকালে ত্রিতাপ-তপ্ত হইয়া শান্তিকামী হয় তখন বৈভবপ্রকাশ ভগবান্ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বীয় স্নিগ্ধ কিরণ-ছায়ায় তপ্তজীবগণকে আশ্রয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের মনোহভীষ্ট পূরণ করেন।

যাঁহার পাদপদ্ম কোটীচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাপেক্ষাও পরম স্নিগ্ধ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর-বিষয়ের আশ্রয়রূপে সেবা করেন। তিনি জীব-গণকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া অনর্থ-মুক্ত করেন। সন্ধিনীশক্তির আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়াই জীব হ্লাদিনী শক্তি হইতে বিভিন্নাংশ হইয়াছে; অনর্থযুক্ত জীব শ্রীনিত্যানন্দ-বিমুখ হইয়া অহঙ্কারবশে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনা করিতে গেলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই লাভ হইবে। তজ্জন্য শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম-বিমুখ জনগণের শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা-লাভের সম্ভাবনা নাই। আর যাঁহারা এই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-বঞ্চিত তাঁহারা যে গো-গর্দ্দভ-পশুতুল্য তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন —

"শ্ববিড্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ
পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম
গদাগ্রজঃ॥"
(ভাঃ ২।৩।১৯)

যাঁহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুকুর, বিষ্ঠাভোজী গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্রীরূপানুগ-গণের পরামর্শ ছাড়িয়া দিয়া যিনি অহঙ্কার-রাজ্যে ভ্রমণ করেন, তাঁহার ন্যূনাধিক অহংগ্রহোপাসনা হইয়া যাইবে। বিভিন্নাংশ জীব কখনই অংশ-ভ্রমে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে আশ্রয়-জাতীয় কল্পনা করিবে না। শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম ব্যতীত অনর্থযুক্ত জীবের আর উপায়ান্তর নাই। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহার নামভজনের পরিবর্ত্তে নামাপরাধ লভ্য হয়। তিনি বিবেক-রহিত, পশুসংজ্ঞা প্রাপ্ত ও আচার-ভ্রষ্ট হন অর্থাৎ হরিসেবা-বৈমুখ্য তাঁহার বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে।

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরঞ্জা একত্রে নিষ্ফল॥

সচ্চিদানন্দ সেবা-বঞ্চিত জীবের ভোগ-প্রাবল্যে অর্থদ মানবজন্ম বিফল হয়। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য রহিত হইয়া বদ্ধজীবের মুখে হরিনাম উচ্চারিত হ'ন না, তাঁহার চেষ্টা নামাপরাধে পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা ক্রমে আমাদের সেবা-চেষ্টা। গুর্ব্বাজ্ঞা অবহেলা করিয়া যে সেবার ভাণ তাহা দাম্ভিকতা মাত্র। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যই ভক্তির প্রথম সোপান। মর্য্যাদাপথেও সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপূজারই ব্যবস্থা। গুরুপূজা-রহিত হইয়া যে কিছু চেষ্টা তাহা সাংসারিক ভোগ-চেষ্টা মাত্র।

অবিদ্যাগ্রস্ত জীব হরিসেবা-বঞ্চিত হইয়া স্বীয় ভোগচেষ্টার মূঢ়তাকে বিদ্যা বলিয়া মনে করে, তখন তাহার জড়প্রতিষ্ঠারূপ আভিজাত্য আত্মবঞ্চনার কারণ হয়। পরহিংসা-প্রবৃত্ত ব্যক্তি কখনই শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইতে পারে না। আভিজাত্য ও জ্ঞানাতিশয্য জীবকে 'অতিবাড়ী' করিয়া ফেলে।

যেখানে শ্রৌতপথে গুরুদেবের আনুগত্য নাই, তথায় নশ্বর অনিত্য বর্ত্তমানকালকেই নিত্য বলিয়া মনে হয়। জীবের স্বরূপ বিভ্রান্তি-ক্রমে ভগবদ্-বৈভব-শক্তির অবহেলা করিয়া বদ্ধজীব নিত্যানিত্যবিবেক বর্জ্জিত হ'ন। যেকালে জীব নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রী নিত্যানন্দ জগদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তখনই তাঁহার সকল বিষয়ে সুবিধা হয়। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ চরণা-বলম্বন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন গতি নাই। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে উপাস্য বস্তুর উপাসনায় যোগ্যতা লাভ ঘটিবে। শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার দ্বারাই প্রাপ্য হয়, অন্য উপায়ে লভ্য হয় না।

অভক্ত নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন, গুরু-শিষ্য সম্পূর্ণ অনিত্য; কিন্তু এতাদৃশী ধারণা ভ্রমাত্মক ও বিবর্ত্তবাদ-প্রসূত। এই বিবর্ত্তবাদ পরিহার করিয়া শক্তি-পরিণাম বুঝিতে পারিলে শ্রীগুরুদেব ও তদনুগ নিত্য সেবকের নিত্যাধিষ্ঠান উপলব্ধি হয়। তজ্জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুবর শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করা জীবের একান্ত কর্ত্তব্য, এক গুরু-নিত্যানন্দের সেবাভাবে উদ্দাম ভোগ-প্রবৃত্তি জীবহৃদয় অধিকার করে বলিয়া সেবা-বিস্মৃতি-বশতঃ জীব পশুত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ হরিসেবা ছাড়িয়া পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণেই জীবন কাটায়। তাই নিত্যানন্দ-সেবাবিমুখ জীবের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,-

"নিতাই-পদ-কমল, কোটী-চন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়
সে-সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তা'র॥"

ভগবদ্বলই পরম বল

দুর্ব্বলের শান্তি নাই একথা ধ্রুব সত্য। আবার বলের স্বরূপ বা শ্রেষ্ঠত্ব অবগত না হইয়া বলার্জ্জনের যে চেষ্টা তাহাও যে বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই বল ত্রিবিধ—দৈহিক বল মানসিক বল ও আত্মবল। আমি-বস্তুর স্বরূপ-নির্ণয়াভাব বশতঃ দেহাত্মবুদ্ধির প্রাবল্যে আমরা প্রায় শতকরা শত-জনই দেহ ও মনকে আমি মনে করিয়া দেহমনের উন্নতিবিধান কল্পে বা তদুৎবল-সঞ্চয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। তাই দেহোন্নতির জন্য আমরা সুস্বাদু পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণে এবং মনোবল লাভের আশায় নানা বিষয় আলোচনায় ব্যস্ততা দেখাই। কিন্তু এই দেহ-মনোবলের অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব কতটুকু এ বিষয় আমরা আদৌ চিন্তা করি না বলিয়া আমাদের নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই—এই মুহূর্ত্তেই আমরা মৃত্যুর কবল-কবলে পতিত হইতে পারি ইহা আমাদের ধারণার বিষয় হয় না। সুতরাং জীবন, যখন ক্ষণস্থায়ী, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অস্থির তখন অনিত্য দেহমনের অনিত্য বলের প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া যে বল লাভ করিলে মৃত্যুকে জয় করা যায়, যে বলের নিকট সমস্ত বল অবনতমস্তক, যে-বলের এক কণার সহিত জাগতিক কোন বলের সাম্য হয় না, সেই চিদ্বল লাভ করিয়া মঙ্গল বরণ করা এই দণ্ডেই দরকার। সুতরাং প্রকৃত মঙ্গলের যদি কেহ প্রার্থী হন, প্রকৃত বল অর্জ্জনে যদি কাহারও লোভ হয় তাহা হইলে তিনি প্রকৃত মঙ্গল বা প্রকৃত বলার্জ্জনের প্রতি-কূলে জগতের কাহারও কথা না শুনিয়া চিদ্বলপ্রদাতা সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ শ্রীগুরু-দেবের চেতনময়ী বাণীতে উদ্বুদ্ধ ও দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবেন।

আমি আত্মবস্তু হইলেও বর্ত্তমানে মায়াগ্রস্ত হইয়া জড়াভিমানে প্রমত্ত। তাই আমি দেহ-মনের উন্নতিবিধানে বা তাহাদের সুখ-বিধানে ব্যস্ত। কিন্তু আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন স্বস্বরূপাবস্থিত বৈষ্ণবগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার ভ্রান্তি নিরাস করিয়া প্রকৃত বল-লাভের জন্য—চঞ্চলাত্মাকে আত্মবল বা সেবাবল-লাভের জন্য ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি এই বল দান করেন তিনি বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরু-বলদেবের কৃপা ভিন্ন কেহই বলবান্ বা মায়াজয়ী হইতে পারেন না। তাই বলিতেছিলাম, এ জগতে যত বলের কথা আছে ভগবদ্বলই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহাই পরম বল। যখন আমরা দুর্ব্বল থাকি অর্থাৎ সেবাবল ক্ষীণ হওয়ায় ভোগবল আমাদের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করে সেই সময় মায়া সাধুরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া,—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' শ্লোকের কদর্থ করিয়া আমাদিগকে শাস্ত্র-বিগর্হিত অখাদ্য বা কুখাদ্য-গ্রহণে উৎসাহিত করে, দেহ-মনোবল-বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে উত্তরোত্তর ভোগী করিয়া তোলে এবং এই কথা জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক সেবার কথা তাহাদিগকে জানিতে দেয় না।

মায়াদেবী ভোগের পসরা লইয়া কেবল দেহমনের কথা ও তদুন্নতির কথা-কীর্ত্তন করিয়া জগৎকে একরূপভাবে মোহিত করিয়াছে যে মোহান্ধ জগৎ সাধুর কীর্ত্তিত আত্মবলের কথায় উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। দেহ ও মন যখন অনিত্য তখন তদ্ বিষয়ের দিকে একটু উদাসীন হইয়া আত্মোন্নতির জন্য চিন্তা করা উচিত কি না, এ কথা যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আলোচনা করেন তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইব। দেহ-মন যদি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না হয় তাহা হইলে ইহা যে পাপোৎপত্তির আকর-স্বরূপ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? আত্মবল লাভ না হইলে বহির্ম্মুখ দেহমনকে আত্মানুগত করা যায় না, সুতরাং "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" শ্লোকের অর্থ সাধুর নিকট অবগত হইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

বলদেবের কৃপা ব্যতীত বলবান্ হওয়া যায় না—ভগবানকে লাভ করা যায় না বা দুর্ব্বলতা ঘুচে না। ভোগোন্মুখতাই দুর্ব্বলতা এবং সেবোন্মুখতাই বলবত্তার লক্ষণ। সুতরাং বলদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে দুর্ব্বল জীবের মঙ্গলাশা দুরাশায় পর্য্যবসিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা করেন। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হইলে আমাদের মঙ্গল লাভ হয়। আনুগত্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় সতত গুরুপাদ-পদ্মে যুক্ত থাকিলেই—শ্রৌতপথের পথিক হইতে পারিলেই বলদেবের বল আপনা হইতে জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। গুরুকে চিনিয়া লইবার চেষ্টা বা শ্রৌতপথ ছাড়িয়া গুরুর সহিত সেবা-সূত্রে সতত আবদ্ধ না থাকিয়া যে তর্কাদি অবলম্বনের পন্থা তাহা শ্রেয়স্কর নহে। এই সকল কুপথ ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেই জীব মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার পরম সুযোগ লাভ করে এবং দিন দিন আত্মবল বা দৃঢ়তা রত্নের মালিক হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

—এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র-অধ্যয়ন, ধারণাশক্তি অথবা বহুশাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারাও লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, কেবল সেই ব্যক্তির সকাশেই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন এবং সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

বৈষ্ণবগণই ভগবৎ-সেবক-সূত্রে এই ভগবদ্বল বা আত্মবলে বলীয়ান্। চিদ্বল ব্যতীত অবৈষ্ণব হিরণ্যকশিপু রাবণাদির পাশবিক বলের প্রশংসা করা যায় না এবং তাহা অমঙ্গলজনক হওয়ায় তত্তদ্-বিষয়ে যত্নপর না হইয়া আত্মবল বা নিত্য-মঙ্গললাভের জন্য যত্নপর হওয়া উচিত। ভক্তগণ যে বলে বলী সে বল সমস্ত বলবান্-দিগেরই একমাত্র বল। সেই অসীম বলের দ্বারা ভগবান্ স্থাবর ও জঙ্গম, পর ও অপর ব্রহ্মাদি সকলকেই বশীভূত করিতে সমর্থ। তিনি স্বীয় অনন্ত শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষা ও সংহার করিয়া থাকেন। আত্মবল লাভ না হইলে, ভগবৎ-কৃপায় স্বস্বরূপে জগৎ সেবায় প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে অবশীভূত ও বিপথগামী মনকে দমন করা যায় না। সুতরাং ভগবৎ-কৃপা-বলই পরমবল।

এ জগৎ দুর্ব্বল জীবে পরিপূর্ণ, এবং প্রায় সকলেই বলদেবের কৃপালাভে বঞ্চিত। শ্রীগুরু-বলদেব কৃপাপূর্ব্বক এজগতে আগমন করিলে জীবের আত্ম-বল-লাভের আর কোন উপায় নাই।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৷৵০
মালা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫৷০
কলম	৪॥
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৷৵০—৫৷০
সুপারফাইন	৮৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪৷০—৪৷৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৷৵০—৪৷০
আটা এসমার্কা	৪৷৵০—৪৷০
আটা ৩নং	৩৷৵০—৩৷০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥০
খুচরা	৬০৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৪৸৵১০
বড়াল	৩৪৸৵১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী —	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)	
বাকা	১৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা চালকা ওজন	৫৲—৫৷৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫৷৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	১১৷৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
সবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট	
৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵০
৯ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
পীল পাটী	৬৷০—৬৷৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬৷০—৬৷৵০
,, পরাদে (চৌকা)	৬০—৬৸০
,, গোল বড় ৵০—৷৵০ সুতা	৫৵০—৬॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৵০—৷৵০ ঐ	৫॥৵০—৭৷০
বাঁধন তার	৬৷৵০—৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স্‌,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৶	
,,	ইঞ্চি		১।০	১।০	
,,	সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	
,,	অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	১ কলম	১২৲		১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌণে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় অ্যাক্লিং ও ইনজেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ৷৷০ আনা, ৩ প্যাক ১।০ সিকা। ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৭,	২০—৫৫

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে), অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্ত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪১, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৬৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

জাহাজে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

এসবেরী পার্ক নিউ জার্সির সংবাদে প্রকাশ, জাহাজগামী নিউইয়র্ক মোরো কাসেল নামে একখানি আমেরিকান জাহাজে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। এই জাহাজে ৩১৮ জন যাত্রী ও ২৪০ জন নাবিক আছে। নিউ-জার্সির উপকূলে অবস্থিত সমস্ত রক্ষী জাহাজ উদ্ধারকার্য্যের জন্য ঘটনাস্থলে যাইতেছে। বায়ুদাহিত বৃটিশ জাহাজ "মনার্ক" ও ঘটনা-স্থল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে 'মোরো কাসেল' ১১৩০০ টনের জাহাজ ৭ দিন প্রমোদ বিহারের পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে-ছিল, এমন সময় মধ্য রাত্রে স্যাণ্ডিহুকের নিকট তাহার উপর বজ্রপাত হয়। বহু মৃতদেহ ভাসিয়া তীরে আসিয়া লাগিয়াছে। এবং শতাধিক ব্যক্তি নিরাপদ স্থানে পৌছি-য়াছে। ঝড়ের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। জাহাজের ক্যাপ্টেন রবার্ট উইলমট বজ্রপাতের পরই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা যান। এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি ও অন্যান্য অধিকাংশ আরোহীই জাগরিত হইয়া উঠেন এবং দেখেন যে, জাহাজখানির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্বলিতেছে।

পরের আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, এপর্য্যন্ত 'মোরো-ক্যাসেল' হইতে ১৮২ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে। মৃতের সংখ্যা দুই শত হইতে তিন শত হইবে। বজ্রপাতের ফলে সম্ভবতঃ আগুন লাগে নাই—জাহাজের পাঠাগারে বোধ হয় কোন রকমে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। মালপত্রের মোট ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৬০০০০০ পাউণ্ড হইবে। জাহাজখানি সম্ভবতঃ লণ্ডনে এবং মালপত্র সম্ভবতঃ আমেরিকায় বীমা করা হইয়াছিল।*

স্যার সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি-বার্ষিকী

প্রতি বৎসরই স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের স্মৃতি-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে, এবারও গত ৬ই আগষ্ট বৌবাজার হাওয়ান এসোসিয়েশন হলে স্যার সুরেন্দ্রনাথের বার্ষিক-স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এবারকার সভায় কোন কোন বক্তা স্যার সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার্থ তাঁহার একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

বেলগাছিয়ায় সন্দেহজনক বিস্ফোরণ

কিছুদিন হইল বেলগাছিয়ায় এক বাড়ীতে একটি বিস্ফোরণ হয়। মাণিকতলার পুলিশ এবিষয়ে তদন্ত করিতেছে এবং বিপিনচন্দ্র পাল নামে একজন বৃদ্ধগোছের লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

মাণিকতলা থানার এক কনেষ্টবল কৃষ্ণ মল্লিক লেন দিয়া যাইবার সময় একটী বাড়ী হইতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পায়। সে তৎক্ষণাৎ ঐ বাড়ীতে যায় এবং ভিতর হইতে ঘরের দরজা বন্ধ দেখিতে পায়। কনেষ্টবল থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া থাকে।

ইতঃমধ্যে ব্যাপার কি জানিবার জন্য স্থানীয় বহুলোক ঐস্থানে সমবেত হন। মাণিকতলা থানা হইতেও পুলিশ কর্ম্মচারীরা আসিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ করেন। খানা-তল্লাসে কতকগুলি গুড় ও অন্যান্য জিনিষ পাওয়া যায়। পুলিশ বিপিনচন্দ্র পাল নামক এক বৃদ্ধগোছের লোককে ধরিয়া থানায় লইয়া যায়। লোকটি প্রতিবৎসর পূজার সময় বিনা লাইসেন্সে বাজী তৈরী করে বলিয়া শুনা যায়। সম্ভবতঃ বাজী তৈয়ারীর জন্য সে ঘরে বারুদ রাখিয়াছিল। তাহাতে উচ্চ শব্দে বিস্ফোরণ হইয়াছে।

তৎপর বিপিন পালকে উত্তর বিভাগের পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের সংক্ষে হাজির করা হইয়াছিল। তাহাকে তদন্তাধীনে জামীনে মুক্তি দিবার আদেশ হইয়াছে।

হাজীপুরে ভীষণ দাঙ্গা

হাজীপুরে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গায় একটী বালিকা মারা গিয়াছে। কয়েকটী বাড়ী ও দোকান লুঠ হইয়াছে।

মজঃফরপুরের দ্বারকাপ্রসাদ শেঠ এক দেওয়ানা মামলার ক্রোকী পরোয়ানা লইয়া দেশরিবাজারে একটী বাড়ী দখল করিতে যাওয়ায় এই দাঙ্গা হয়। বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় নাই।

মিঃ এস জি বাটলিওয়ালা

শোলাপুর কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কংগ্রেস সোসিয়েলিষ্ট দলের বিশিষ্ট সদস্য মিঃ এস জি বাটলিওয়ালাকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগান্তে যারবেদা জেল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন

ঢাকায় ছাত্র গ্রেপ্তার

আলিপুর সেনট্রাল জেল হইতে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলার হাজতী আসামীদের পলায়ন-সম্পর্কে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ফণীন্দ্র-মোহন দাসকে আরমানীটোলা রোডস্থ মেডিকেল কলেজ হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

কাণপুর দাঙ্গা সম্পর্কে যে-সকল মামলা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক্ষণে সম্ভবতঃ শেষ মামলার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। বাদাবিয়ানায় দাঙ্গায় যোগদান করার অভিযোগে সুলেমান ও বাচান কানপুরের দায়রা জজের বিচারে মুক্তি লাভ করে। বাদারিয়ানায় গুলীর আঘাতে একজন হিন্দু নিহত ও কয়েকজন আহত হইয়াছিল। মুক্তি প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট আপীল করিয়াছিলেন। বিচারপতি টম ও কিং আপীলের বিচার করেন। তাঁহারা সুলেমানকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন বাচানের বিরুদ্ধে আপীল ডিসমিস হইয়াছে।

কুমিল্লায় সশস্ত্র ডাকাতি

কুমিল্লার সংবাদে প্রকাশ, একটা দুঃসা-হসিক সশস্ত্র ডাকাতির সময় আক্রমণকারি-গণের গুলীর আঘাতে একজন লোক নিহত এবং অনুমান ৩,০০০ টাকার মালপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছে।

এইরূপ প্রকাশ যে, গত শনিবার রাত্রিতে অনুমান ৩০ জন সশস্ত্র লোক বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া উক্ত গ্রামের নিত্যানন্দ সাহার বাড়ী আক্রমণ করে এবং নগদ টাকাকড়ি ও অনুমান টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র লইয়া পলায়ন করে। আরও প্রকাশ যে, নিত্যানন্দের পুত্র যতীন্দ্র ডাকাতদলের কতিপয় লোককে চিনিতে পারে। ইহাতে একটা টর্চ জ্বালাইয়া তাহাকে লক্ষ্য করা হয় গুলীর আঘাতে হত্যা করা হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮শে ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৪১

...প্রকাশ, ... জাতীয় দল এবং ... পার্লিয়ামেণ্টারি বোর্ডের মধ্যে ... এবং পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ড ... কমিটির মিলিত সভায় আপোষের ... প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে কিন্তু উভয় দলই নিজ নিজ দাবী ত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় আপোষ সম্ভব হয় নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয়-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছিলেন ওয়ার্কিং কমিটি সেই অনুরোধের আলোচনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্বাচন সমাসন্ন, সুতরাং ... অধিবেশন সম্ভব নহে।

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী মিঃ পি এন গুহ মহাশয় ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ায় বর্ত্তমান ৬৪ বৎসর বয়সের সময় আগামী ১লা অক্টোবর ১৪ই আশ্বিন তারিখে ষ্টেটস্‌ম্যান অফিস হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার বিবরণে প্রকাশ, তিনি ৮০ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সংবাদ পত্রের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন ১৩ বৎসর যাবৎ তিনি ষ্টেটস্‌ম্যানে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার পাকা লেখনীর প্রবন্ধ পাঠে সংবাদপত্র পাঠকগণ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভারও সদস্য ... অবসর গ্রহণান্তে মিঃ গুহ তিন মাসকাল পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। তৎপর তাঁহার হাঁপানী রোগ কিছু কমিলে এবং স্বাস্থ্য উন্নত হইলে তিনি মাঝে মাঝে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন।

... বৎসর কালের মধ্যে তিনি এককালীন ১ মাসের জন্যও বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। তৎফলেই নাকি তিনি অতিরিক্ত শ্রান্তি বোধ করিতেছেন। তাঁহার সমসাময়িক সাংবাদিকগণ প্রায় সকলেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, ষ্টেটস্‌ম্যান অফিস মিঃ গুহকে মাসিক ... টাকা করিয়া পেন্‌সন্ দিবেন।

কাঁচড়াপাড়ার এক সংবাদে প্রকাশ, ... চৌধুরী নামক এক যুবকের ... এক ... কন্যার বিবাহ স্থিরীকৃত হয়, গত সোমবার ... বিবাহ হইবার কথা ছিল। রমেশ চন্দ্র নাকি নারায়ণ শিলার সম্মুখে বলিয়াছে সে অবিবাহিত। কিন্তু দুই এক ব্যক্তি সন্দিহান হন, এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, সে বিবাহিত; একটি নহে,—ক্রমান্বয়ে চারিটি বিবাহ করিয়াছে এবং চারিটি স্ত্রীই বর্ত্তমান। ইহা ভিন্ন প্রথমার ২টি, ও দ্বিতীয়ার ১টী পুত্রও আছে। তাহারা রমেশের দ্বিতীয়া স্ত্রী, তাহার দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশ্রূমাতা, পুত্র এবং শ্যালককে কলিকাতা হইতে তথায় লইয়া যায়। তাহাদিগকে দেখিয়া রমেশ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং শ্বশ্রূমাতা এখন সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন, যে, রমেশের ৪টী স্ত্রী এবং তিন পুত্র বর্ত্তমান। প্রকাশ, দ্বিতীয়া স্ত্রীকে সে প্রহারে জর্জ্জরিত করিত। বাটীর কেহই তাহাকে ঠেকাইতে পারিত না। অবশেষে কোনক্রমে তাহার হাত হইতে পলাইয়া আসিয়া মহিলাটি প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।

*

রমেশের পরিচয়ে প্রকাশ, তাহার পিতার নাম শ্রীহৃদয়নাথ চৌধুরী; তাঁহার বাড়ী ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা গ্রামে। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা গ্রামে সে প্রথমবার বিবাহ করে। দ্বিতীয়বার সে ঢাকা জেলার মানিকনগর গ্রামে বিবাহ করিয়াছে। তাহার দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশ্রূমাতা একজন কংগ্রেস-কর্ম্মী; তিনি কলিকাতার একটি মেয়ে-বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সে নাকি তাহার তৃতীয় স্ত্রীকে কোন মুসলমানের নিকট বিক্রয় করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন, তবে ৪টি স্ত্রী বর্ত্তমান্ থাকিতে যে পুনরায় বিবাহের জন্য নারায়ণশিলার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে পারে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। এই শ্রেণীর সমাজ-কলঙ্কগণের উপযুক্ত শাসনের জন্য সমাজ কি করিতেছেন?

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা ও লালগোলা থানার অন্তর্গত বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলসমূহ হইতে প্রত্যহ ভয়াবহ সংবাদ আসিতেছে। জিয়াগঞ্জের কালীগঞ্জ ও কানাই-গঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিকে বরাবর গঙ্গার পূর্ব্ব পাড়ে অবস্থিত বাঁধের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী অধিকাংশ গ্রাম প্লাবিত হইয়াছে এবং ইহা পদ্মার জলে প্লাবিত ভগবানগোলা অঞ্চলের সহিত মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ভগবানগোলা বাঁধের অপর পারের গ্রামগুলির অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। বন্যার জলে সর্প ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সাহায্যের অভাবে জনসাধারণের ও পালিত গো-মহিষাদির দুরবস্থার সীমা নাই। শীঘ্রই টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাপকভাবে দেখা দিবার সম্ভাবনা।

শিশুদ্বারা চুরির কাহিনী

বোম্বাই শিশু-নিবাস-অধ্যক্ষের বক্তৃতা

বোম্বাই শিশু-নিবাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস-এম কে ডেভিস গত ৫ই সেপ্টেম্বর তাজমহল হোটেলে রোটারি ক্লাবের সদস্যদের নিকট তাঁহার দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"আমার তত্ত্বাবধানে পকেটমারা হইতে নরহত্যার অপরাধে অপরাধী নানা রকমের শিশু আছে। একটি ১২ বৎসর বয়স্ক বালক ছয় ফুট দীর্ঘ এক পাঠানের বুকে ছুরি বসাইয়াছিল। তাহা ছাড়া ভ্রূণ-হত্যার অপরাধে অপরাধী কয়েকটি বালিকাও শিশুনিবাসে আছে।

"বহু ক্ষেত্রে কোনও বয়স্ক ব্যক্তি তরুণ অপরাধীকে সাহায্য করে। একবার এক অল্প বয়স্ক "পুরাতন" পাপীকে তাহার পিতার বয়সী "পিতৃব্য" জামিনে খালাস করিয়াছিল। আর একবার পিতা যখন দোকানদারের সঙ্গে কথা কহিতেছিল, তখন তাহার অল্পবয়স্ক পুত্র পিতার নির্দ্দেশ মত দোকান হইতে জিনিষ পত্র উঠাইয়া লয়

"চোরের দল অনেক সময় অরক্ষিত শিশুকে কাজে লাগাইয়া থাকে। শিশু যদি বোবা ও কালা হয় তবে তো কথাই নাই; কারণ সে কথা প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের শিশুনিবাসে আট বৎসর বয়স্ক একটি শিশু আছে তাহার প্রথম অপরাধ ছিল—পাইপ বাহিয়া ঘরে প্রবেশ করা। একদিন ভোর বেলায় তাহাকে এক দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়—সে তাহার দলের লোককে দোকানে ঢুকাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বাধা পাওয়ায় আসিতে পারে নাই।

"একটি ছোট ছেলে বিড়ালের মত বাড়িয়া উঠিতে পারে এবং অতি অপ্রশস্ত স্থান দিয়াও যাতায়াত করিতে পারে। আমাদের শিশুনিবাসে সর্ব্বপ্রথম যাহাদিগকে লওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আট বৎসর বয়স্ক একটি ছেলে ছিল। তাহাকে ছাদের একটি বাতায়নের মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

"চোরেরা তাহাদের মাদক দ্রব্যের কারবারেও শিশুদিগকে নিযুক্ত করা সুবিধা-জনক বিবেচনা করে। গত বৎসর ১৫ বৎসর বয়স্ক একটী বালক উরুতে তিন পাউণ্ড আফিং জড়াইয়া আফ্রিকায় এক ষ্টিমারে উঠিবার সময় ধরা পড়ে। প্রকৃত অপরাধীদিগকে আবিষ্কার করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়

লোকান্তরে স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ মহোদয় গত ১০ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃ ১১টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁহার কলিকাতা-স্থিত বাসভবনে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর ৭ মাস হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে তিনি যথারীতি ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। ফিরিবার পরই অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায়। যথারীতি চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। সোমবার সকালবেলা তাঁহার অবস্থা আরও মন্দের দিকে যাইতে থাকে এবং ক্রমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুঃসংবাদ কলিকাতার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু—সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জ্জি, মেয়র শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, ডেপুটি মেয়র শ্রীযুত বিনয়েন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুত জে এন বসু, অনারেবল বি কে বসু, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, সন্তোষ-কুমার বসু, ভাইস্ চ্যান্সেলার। শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখুয্যে, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র, ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জি, তুষারকান্তি ঘোষ, প্রভুদয়াল হিম্মৎ সিংকা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জে চৌধুরী, এন এন বোস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, স্যার নীলরতন সরকার, গিরীন্দ্র শেখর বসু, শচীন মুখুয্যে, এ পি বসু, এন্ ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাসভবনে গমন করেন।

হাইকোর্ট বন্ধ

সোমবার দিন ২টার সময় স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু সংবাদে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাঁহাদের কার্য্য স্থগিত রাখেন এবং ঘোষণা করেন যে, স্যার চারুচন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হাইকোর্ট বন্ধ থাকিবে। এই সময় হাইকোর্টের উপর পতাকা অর্দ্ধনমিত হয়। স্যার চারুচন্দ্র চারিবার অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। মাত্র গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

উক্ত দিবস সংবাদ পাওয়া মাত্র ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, জোড়াবাগান, আলিপুর কোর্ট প্রভৃতি স্যার চারুচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে শোক প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ | হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার | ১৬৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

তৃতীয় নগর-সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরই কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ৩ রবিবারে ৩টী বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদানের সুবিধার জন্য রবিবারে এই নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হয়। এবারও তিনটী নগর-সংকীর্ত্তনই বিপুল আয়োজনের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম ২টীর সংবাদ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। প্রথম সঙ্কীর্ত্তন-দিবস বারিবর্ষণ হইতে থাকিলেও ভক্তগণ কীর্ত্তন-তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সুতরাং প্রবল বর্ষার মধ্যেও সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা পূর্ণোদ্যমে কীর্ত্তনের সহিত পথ অতিক্রম করিয়াছিল।

তৃতীয় নগর-সংকীর্ত্তনটী গত ২৩শে ভাদ্র ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবসের শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, রাজা-নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, হরিঘোষ ষ্ট্রীট, নয়ানচন্দ্র দত্ত ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট এবং পুনরায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অন্যান্য দিবসের ন্যায় এই দিবসও পথের উভয়পার্শ্ব হইতে জনমণ্ডলী সোৎসুক-নয়নে ভক্তিভরে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শন করিয়াছেন। কলিকাতা মহানগরীর কর্ম্ম-কোলাহল জনস্রোতকে স্তব্ধ করিয়া যখন সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার মধুমাখা কৃষ্ণকীর্ত্তন বিজয় বৈজয়ন্তীর সহিত চলিতে থাকেন তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই পরম মনোরম হয়।

সীতাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব

অদ্য ২৮শে ভাদ্র শুক্রবার শান্তিপুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পত্নী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সীতাদেবীর আবির্ভাব-তিথি। এতদুপলক্ষে তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে, শ্রীচৈতন্যমঠে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যান্য শাখা মঠ সমূহে বিশেষরূপে কীর্ত্তন-মহোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

লণ্ডন-গৌড়ীয় মিশন সোসাইটীর চেয়ারম্যান

পাঠকগণ অবগত আছেন, বর্দ্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর লণ্ডন-গৌড়ীয়মিশন সোসাইটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আগামী শীত-ঋতুতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন বলিয়া তাঁহার স্থানে দি. রাইট অনারেবল সার সাদিলাল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের জন্য উক্ত সোসাইটীর চেয়ারম্যানপদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।

বিশ্বব্যাপী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় আশ্রিত ভক্তগণ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জনগণকে নিত্য সুকৃতি অর্জ্জনের সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

রাধাষ্টমী-সম্বন্ধে বক্তৃতা

গৌড়ীয়সম্পাদকের অভিভাষণ

আগামী পরশ্ব ৩০শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় গৌড়ীয়-সম্পাদক বাগ্মীপ্রবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী'-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম-এ, ডি-এল, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর গৌড়ীয়মঠের নাট্য-মন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বজনবিদিত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় এই বিরাটজনপূর্ণ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সজ্জনমণ্ডলী পরমানন্দিত হন।

বক্তৃতান্তে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের প্রশংসাসূচক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মঙ্গলবিধান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুমধুরস্বরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১২শে আগষ্ট আই, বি, রেলওয়ের ডিভিজনাল কাশিয়ার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জি মহাশয় শ্রীশ্রী গৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজকে 'মন কি উপায়ে শান্ত হয়' প্রশ্ন করিলে স্বামীজী এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানমুখে তাঁহার সহিত প্রায় দুই ঘণ্টা হরিকথা আলোচনা করেন। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ বা অন্য কোন প্রাকৃত উপায় দ্বারা মহা-বেগবান্ অশ্বরূপ মনকে বশীভূত করা যায় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥
(ভাঃ ১।৬।৩৬)

মুকুন্দ সেবা ব্যতীত এই চঞ্চল মন শান্ত হয় না; সুতরাং মুকুন্দসেবা করিবার জন্য কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীগুরুদেবের সেবা নিষ্কপটভাবে করিলে মন প্রশমিত হয় ও তখনই জীব সেবানন্দের সন্ধান পাইয়া পরা শান্তি লাভ করেন — ইহাই আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ।

গত ২১ আগষ্ট শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা শ্রীশ্রী গৌড়ীয়মঠে পাঠ-কীর্ত্তনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-শোভা দর্শন ও পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

আবাহন করিতেছে। অনুকরণ যে অনুসরণ নহে, কৃত্রিমতা যে সহজ প্রীতি নহে, মর্কট-বৈরাগ্য যে যুক্ত-বৈরাগ্য নহে, ইহা না জানিয়াই আমরা কৃত্রিমতার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া ভীষণ অপরাধে নিমজ্জিত হইতেছি বলিয়াই আমাদের কৃষ্ণভক্তি হইতেছে না, এবং কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগরূক না হওয়ায় ভোগ-পিপাসা-রাক্ষসী আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে সুতরাং সাধকমাত্রেরই স্বাভাবিকী প্রীতি ও প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিমতার স্বরূপ বা পার্থক্য সদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে জানিয়া লওয়া আবশ্যক এবং সতত সতর্ক থাকিয়া ক্রমপন্থায় স্বরূপসিদ্ধ বৈষ্ণবগণের অনুগমন করা এবং কৃত্রিমতার প্রশ্রয়দানকারী অবৈষ্ণবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন।

ভক্তই ভগবানের প্রিয়

কৃষ্ণের প্রীতির জন্য যিনি কৃষ্ণসেবা করেন, নিজ সুখ-বাঞ্ছার লেশমাত্রও যাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, কৃষ্ণ সুখার্থই যাঁহার শয়ন, ভোজন, বিশ্রাম বা যাবতীয় কার্য্য, কৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র হৃদয়-দেবতা ও জীবন-স্বরূপ, কৃষ্ণব্যতীত জীবনধারণ যাঁহার পক্ষে অতীব গুরুতর ও ভীষণ কষ্টপ্রদ, এক মুহূর্ত্তও কৃষ্ণাদর্শন যাঁহার পক্ষে যুগসম, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আছে এই ধারণা যাঁহার নিকট হইতে অনন্তকোটী-যোজন দূরে অবস্থিত তিনিই ভক্ত। এই ভক্তগণ প্রেয়ঃপন্থী, সেবাপন্থী বা প্রীতিপন্থী। নিরন্তর সেবাগতিতে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হওয়াই ইঁহাদের কার্য্য। গুরু-কৃপায় স্বরূপজ্ঞান লাভ হওয়ায় ইঁহারা সতত সেবারত। কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানে যত্নপর না হওয়ায় ভক্তগণ ব্যতীত অন্যান্য সকলেই অভক্ত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

যিনি সেবা বা ভজন করেন তিনিই সেবক বা ভক্ত আর স্বরূপ বিস্মৃতিবশতঃ সেবাভাব যেখানে সেখানে কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদির কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। যাঁহারা কর্ম্ম করেন তাঁহারা কর্ম্মী, যাঁহারা জ্ঞানার্জ্জনে রত তাঁহারা জ্ঞানী এবং যাঁহারা যোগাভ্যাসে রত তাঁহারা যোগী বলিয়া সেবাহীনতা-হেতু কেহই ভক্ত নহেন পরন্তু অভক্ত।

ভগবান সেবানিষ্ঠ সুতরাং সেবা বা ভক্তির দ্বারাই তিনি লভ্য হ'ন। সেবা ব্যতীত অন্যোপায়ে সেব্যের প্রীতিবিধানের চেষ্টা তৃষ্ণার্ত্তকে মিষ্টান্নাদি দ্বারা প্রীত করিবার চেষ্টার ন্যায় বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই ভগবান্ লিখিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্
যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্॥"
(গীঃ ১৮।৫৫)

ভক্ত ভগবানের শরণাগত বলিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য সমস্তই ভগবৎ পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া তাঁহার সেবা করেন, ভক্ত-বৎসল ভগবানও অন্তর্য্যামি সূত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন অর্থাৎ তাঁহাকে পাদপদ্ম লগ্নগতি প্রদানপূর্ব্বক আকৃষ্ট করেন। ভগবানের জন্য যিনি সমস্ত জলাঞ্জলি দিতে পারেন, ভগবান্‌কে যিনি একমাত্র রক্ষক-রূপে বরণ করেন তখন তিনি যে ভগবানের প্রিয় হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমাদের ধারণা, আমরা যাহা সাধনাঙ্গ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তরে ভোগলালসা রাখিয়াই ভগবানের প্রীত্যাকর্ষণ করিব কিন্তু ঐকান্তিকী প্রীতি ব্যতীত ভগবানের প্রিয় হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব একথা মায়াবুদ্ধি-চালিত আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শাস্ত্রাদি পাঠ এবং গুরু-বৈষ্ণব-আজ্ঞা নিষ্কপটে পালন করিলে বা অভীষ্ট ভজন-যাজন করিলে ভগবান্ যে প্রীত হ'ন, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু এই সব ভজনাঙ্গ যদি কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত না হইয়া নিজ-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা অন্য ইতর অভিলাষ-পূরণের জন্য কৃত হয় তাহা হইলে ভগবান্ প্রীত হ'ন না। যদি ভগবৎ-সেবা শুদ্ধরূপে সাধিত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই প্রীত হ'ন, আর সেবাপরাধ হইলে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ রূপ ভোগই আমাদের প্রাপ্য হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
মনাগপি॥"

—সাধু সকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে হইলে তৎসেবা ব্যতীত যখন অন্য কোন উপায় নাই, তখন সেবাতে মনোনিবেশ-পূর্ব্বক সাধু গুরু-আনুগত্যে সতত সেবাময় থাকাই উচিত। কৃষ্ণ প্রীত না হইলে জীবের মঙ্গল হয় না। সুতরাং যে কোন উপায়ে হউক তাঁহার প্রিয় হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহারা ভগবৎ-প্রীতিবিধানকল্পে মনঃকল্পিত উপায় পরিহারপূর্ব্বক মহাজনের পথ অনুসরণ করিয়া থাকেন—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে পালনের জন্য যত্নপর হ'ন। ভগবান্ ভক্তাধীন এবং ভক্তই তাঁহার প্রাণ। এই ভক্ত-পদবী লাভ না হইলে মায়ার হস্ত হইতে নিস্তারের আর কোন উপায় নাই। ভক্ত না হইয়া, ভগবদবতার দেবের প্রিয়তম না হইয়া সুখে যাহারা ভগবৎ-প্রীতি-বিধানের জন্য চেষ্টা করেন প্রেমলাভে বঞ্চিত হইয়া স্ব স্ব অভিলষিত উদ্দেশ্যানুযায়ী ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভক্তই যে ভগবানের একমাত্র আর কেহই তাঁহার প্রিয় নন এই কথা জ্ঞাপন-কল্পে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥"
(ভাঃ ৯।৪।৬৩)

—শ্রীভগবান কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তের অধীন সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায়। মুক্তি পর্য্যন্ত বাসনা-রহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পালকগণও আমার প্রিয়।

ভগবানই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় সেই সাধুগণ ব্যতীত ভগবান্ নিজ স্বরূপগত আনন্দ বা ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পত্তির কোন কিছুই অভিলাষ করেন না। ভগবান্ আনন্দময় হইলেও হ্লাদিনী-সার ভক্তি ভগবানকেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ভক্তভাব ভগবদ্ভাবাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অতএব ভক্তই যে ভগবানের একমাত্র প্রিয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে সকল ভক্ত গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ধনাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন ভক্তবৎসল ভগবান্ কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, ভগবানে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে বশীভূত করিয়া থাকেন—ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম হইয়া থাকেন। ভগবানের সেবাতেই ভক্তের পরিতৃপ্তি, ভগবৎ-সেবার আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপ সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। ধন জন-পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের প্রীতিবিধান করা যায় না। কিন্তু ভক্তির সহিত পুষ্পাদি প্রদত্ত হইলেও ভগবান তাহা সানন্দে গ্রহণ করেন বিদুর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী এবং খোলাবেচা শ্রীধর আদি ভক্তই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শাস্ত্র বলেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা
প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥"
(গীতা ৯।২৬)

ভক্ত-পদবীর ন্যায় শ্রেষ্ঠ পদবী আর জগতে নাই, সেবাধনের ন্যায় ধন আর জগতে নাই, গুরু-কৃষ্ণের ন্যায় পরমবন্ধু আর কেহ নাই এবং ভক্তের ন্যায় ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম আর কেহ নাই বা থাকিতে পারে না। ভগবান্ যেমন ভক্তের প্রাণ ভক্তও সেইরূপ ভগবানের জীবন-স্বরূপ, এবং সেই নিত্যপার্ষদ ভক্তগণকে লইয়াই ভগবানের যাবতীয় অন্তরঙ্গ-লীলা। তাই বলিতেছিলাম, ভক্তের ন্যায় ভগবানের প্রিয় আর কে?

শ্রীজন্মাষ্টমী-রহস্য

(২)

সেই নন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আজ সেই জন্মাষ্টমী বুঝাইবার জন্য ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা সুযোগ প্রদানের জন্য এজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল জন্মাদি-লীলা, বিশ্রাম ও অবস্থান করিতেছেন। যেদিন আমরা তাঁহার আলয়ের বিশ্বস্ত নিষ্কপট চাকর হইতে পারিব সেই দিন আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টম্যাদি-লীলা জানিতে পারিব।

বিশ্বস্ত হইতে হইলে আত্মনিবেদন করিয়া চাতকের মত অন্য উপায়বিহীন হইয়া সকাতরে—আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে হইবে—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্বু-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

হে দীনবন্ধো গুরুদেব, তুমি বিনা আমার আর কোন গতি বা উপায় নাই; তুমি বিনা আমার আর কেহ নাই। তুমি আমাকে দণ্ডবিধান কর বা দয়া কর "তুমি বিনা যখন আমার আর কেহ নাই" তখন আমি জানি তুমি দয়াময়। তুমি যাহা কর তাহাই আমার মঙ্গল। চাতক যেমন আশায় মেঘের স্তব করিতে থাকে এবং বজ্র নিপতিত হইলেও সে যেমন অন্য কোন উপায় বা চেষ্টা উদ্ভাবন করে না, সেইরূপ হে গুরুপাদপদ্ম, আমি যেন ঐ প্রকার আত্মনিবেদন করিয়া তব পাদপদ্ম ছাড়া না হই বা অন্যাভিলাষ আসিয়া আমার হৃদয়ে স্থান লাভ না করে।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৮৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৬৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৩৸৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥
খুচরা	৬০৸

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৪৸৵১০
বড়াল	৩৪৸৴১০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মাকা	১৸৴০—৫৸৵০
ঐ বে-মাকা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আইরণ)	৬।৵০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৫৸৴০—৪।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	১১৵০
আর, পি, ড়,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪।॥ ইঞ্চ প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৴১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৬॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চ ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
ইস্পাত	৬।০—৬।৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, পলাদে (চৌকা)	৬।০—৬।০
,, গোল বড় ৴০—।৴০ সুতা	৫৴০—৬॥০
,, টানা বড়-	
চৌকা ৴০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, বাণ্ডিল তার	৬।৵০—৮।০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৶০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চ	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৬৲	৬৲	৩৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৯৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বৰ্ত্তমান সংখ্যা ৴০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১১	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৰ্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— ‘শ্রীধাম’ নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৪১, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

কৃষ্ণনগরে বন্যা-সাহায্য-সমিতি গঠন

গত ৮ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭টার সময় কৃষ্ণনগর টাউনহলে স্থানীয় উকীল, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। ঐ সভায় জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্বয়ং বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে গমন করিয়া যে সকল হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা উপস্থিত জনসাধারণের সমক্ষে বর্ণনা করেন। সভায় বন্যার্ত্তদিগকে অবিলম্বে চাউল, অর্থ ও বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিবার জন্য সাহায্য-সমিতি-স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী শোভাযাত্রা ইত্যাদির সাহায্যে কৃষ্ণনগর সহর হইতে সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইবে।

যশোহরে জলপ্লাবন

পদ্মা, সোড়াই. ও কুমার নদীর জল বৃদ্ধির ফলে নবগঙ্গা প্লাবিত হইয়াছে। শৈলকোপা থানার সমুদয় অঞ্চল ও ঝিনাইদহ থানার কোন কোন অঞ্চল গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মাগুরা ও নড়াইল মহকুমার কোন কোন অংশও বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ঝিনাইদহ মহকুমায় সাধারণতঃ জল-প্লাবন হইলে যতদুর জল হয়, তদপেক্ষাও চার ফুট জল বৃদ্ধি হইয়াছে। এই প্রকার ভয়াবহ অবস্থা আর কেহ কখনও দেখে নাই।

ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা রাস্তার কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তহবিল হইতে ঝিনাইদহ মাগুরা রাস্তা তৈরী হইতেছিল, উহারও কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

———

বোম্বায়ে কংগ্রেসের আয়োজন

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন জন্য স্বেচ্ছাসেবিকাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্তা পেরিণ ক্যাপ্টেনের উপর ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ, সেবাদল যে ধারায় অভিবাদন করে, শ্রীযুক্তা পেরিণ ক্যাপ্টেন পরিচালিত দেশ-সেবিকাগণকে সেই ধারায় অভিবাদন করিতে বলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা পেরিণ ক্যাপ্টেন উহার পরিবর্ত্তে নমস্কার প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। এই মতভেদহেতু তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। ইতোমধ্যে এই বিরোধের বিষয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও গান্ধীজীর নিকট জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

———

প্রাণদণ্ড

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, পার্শ্বেলের মধ্যে মৃতদেহ প্রাপ্তি সম্পর্কিত মামলার আসামী রামানুজম প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দণ্ডাদেশ সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনার নিমিত্ত আসামী পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আবেদন করা হইয়াছিল। ‘ফুলবেঞ্চে’ ঐ আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে।

———

থানায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

২০জন সশস্ত্র দস্যু গোয়ালিয়র রাজ্যে রাজপুর থানা আক্রমণ করে এবং পাহারারত মোতায়েন মাধো সিং এবং লাল সিং কনেষ্টবলকে প্রহার করিয়া অস্ত্রাগার হইতে বন্দুক ও কার্ত্তুজ লইয়া চম্পট দেয়। আহত কনষ্টেবলদ্বয়কে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

———

বরিশালে দুর্ভিক্ষের ছায়া

বরিশালের গ্রাম অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়, তাহার উদ্যোগে স্থানীয় অশ্বিনী কুমার হলে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ার-ম্যান শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রামবাসীদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সভাপতি মহাশয় অবিলম্বে অভাবগ্রস্ত অনাহারক্লিষ্ট নরনারীর সেবার ব্যবস্থা করিবার আবেদন জানাইয়া বক্তৃতা করিবার পর অর্থ সংগ্রহ ও সেবাকার্য্যের ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ এই সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

———

পুলিশ অফিস হইতে চুরি

মাদুরা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানকার পুলিশ অফিসের এক কেরাণী ১৩৫০ টাকার নোট লইয়া চম্পট দিয়াছে। লোকটির নাম জি রামচন্দ্র আয়ার। কলিকাতার পুলিশ তাহার খোঁজ করিতেছে।

ছাদ হইতে পতন

গত বুধবার ১৮নং শশিভূষণ দের ষ্ট্রীটের বাড়ীর ত্রিতল ছাদ হইতে নিধুমণি দাসী নাম্নী ৫৭ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পা পিছলাইয়া পড়িয়া গুরুতর আহত হইয়াছে। ক্যাম্বেল মেডিকেল হাসপাতালে সে চিকিৎসাধীন আছে।

দারোগার বিরুদ্ধে অভিযোগ

ডিব্রুগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এন ভট্টাচার্য্য ডিব্রুগড় থানার দারোগা মীর আনিরুল হোসেনের বিরুদ্ধে মারপিটের অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। আসামী অপরাধ অস্বীকার করিয়াছে; মামলার শুনানী মুলতুবি আছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে আসামী চুরির মামলা সম্পর্কে ধৃত ইউছুপ আলি নামক এক ব্যক্তিকে কিল ঘুষি দিয়াছে। এই কার্য্যে সহকারী দারোগা ও কয়েকজন কনেষ্টবল ও আসামীকে সাহায্য করিয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত আই এম এস ক্যাপ্টেন পি এন ঘোষ সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে ফরিয়াদীর বাম কানের বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

———

পোষ্টমাষ্টার জেনারেল গ্রেপ্তার

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রেরিত সংবাদ অনুযায়ী বোম্বাই পুলিশ হায়দ্রাবাদের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল আব্দুল আজিজ কাদরীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ডাক বিভাগের ষোল হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে ভাদ্র শনিবার ১৩৪১

পণ্ডিত স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬০ বৎসর ৭ মাস বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন বিচক্ষণ কর্ম্মীর অভাব শুধু বঙ্গ নহে, সমগ্র ভারতই বিশেষরূপে অনুভব করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত সন্তান-সন্ততিগণ শোক বিস্মৃত হইয়া পরাৎপরতত্ত্বের সেবা বিধান পূর্ব্বক পিতার প্রতি সন্তানগণের কর্ত্তব্য যথাযথ-রূপে সম্পাদন করুন, ইহাই যথাক্রমে আমাদের প্রার্থনা ও ইচ্ছা। অন্যত্র স্যর চারুচন্দ্রের কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

আমরা ষ্টেটসম্যানের মারফতে জানিয়া আনন্দিত হইলাম, বাংলাদেশে কৃষকগণ যাহাতে চাহিদার অনুপাতে পাটের চাষ করে, তজ্জন্য বাংলা সরকার সঙ্কল্পবদ্ধভাবে দেশব্যাপী একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিবার জন্য একটি উপায় স্থির করিতে-ছেন। আমরা এই উপায়টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু পূর্ব্বেও অভিমত প্রকাশ করিয়াছি; আমাদের মনে হয় শুধু প্রচারের ফলেই গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যে সফলকাম হইবেন না, বিষয়টি যেরূপ গুরুতর তাহাতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাধ্যতামূলক আইনের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মুন্সীগঞ্জ নারী নির্য্যাতন মামলার বিচারে ঢাকার দায়রা জজ মহোদয় আসামী কান্ত দাসের প্রতি ৫ বৎসরের সশ্রম কারা-দণ্ডের বিধান করিয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আসামীর দুষ্কার্য্যের অনুপাতে শাস্তি বিন্দুমাত্রও বেশী হয় নাই। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন আসামী কান্তদাস অপর এক নরপিশাচের সাহায্যে রাধারাণী নাম্নী এক বিবাহিতা [illegible] সতীত্ব নাশের চেষ্টা করে [illegible] বাধা প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বৃত্তেরা দা দিয়া [illegible] না কন্যার উপর হইতে কাটিয়া [illegible] শ্রেণীর নর-পশুগণের এমন [illegible], যাহা স্মরণ করিয়া [illegible] শ্রেণীর অপর ব্যক্তিগণ এই প্রকার [illegible] কার্য্যের কল্পনা করিতেও যেন শিহরিয়া উঠে। আমাদের মনে হয়, এই পাপ নিবারণে বেত্রদণ্ড কুকুরের উপযুক্ত মুগুর হইবে।

আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান—একথা অনেকে বলেন, কিন্তু যে-স্থানে ব্যবহারে বৈষম্য রহিয়াছে সেই স্থানে আইন ঐ বৈষম্যকেই ন্যায় বলিয়া কোন কোনও স্থানে ঘোষণা করেন। সে-দিন দক্ষিণ আফ্রিকার আপীল আদালতের বিচারপতি মিঃ বেয়ার্স তাঁহার রায়ে এবিষয়টি উত্তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ইউনিয়ন রাষ্ট্রের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মহোদয় সাদা ও কালা আদমীর জন্য পৃথক্ পৃথক্ জানালার ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। একজন ভারতীয় হুজুরদের এই কার্য্য পছন্দ না করিয়া এই ব্যবস্থার বৈধতা সম্বন্ধে মামলা আনেন। মিঃ বেয়ার্স মামলার রায়ে বলিয়াছেন—"আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান, একথা সকল সময় খাটে না। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্ব্বত্র—হাসপাতালে, খেলার মাঠে, ট্রাম গাড়ীতে সাদায় কালায় পার্থক্যের বিধান যখন রহিয়াছে, তখন পোষ্টাফিসেই বা কেন থাকিবে না?" আমি এই গরুর দুধ খেয়েছি, দধি খেয়েছি, ছানা খেয়েছি, মাখন খেয়েছি, ঘি খেয়েছি, প্রসন্ন গোয়ালিনী সারা বৎসর তাহা বিক্রয় করিল আর গরু আমার না হইয়া ত হার হইবে? সমস্ত ব্যবস্থা বিধান প্রয়োগের মালিক হইলাম আমরা, সকল সুবিধা আমরা পাইলাম, আর পোষ্টাফিসের সুবিধা-প্রদায়িনী আইন-গরুটির মালিক তোমরা হইতে চাহ, আস্পর্দ্ধা ত' কম নহে?

বোম্বাই মোসলেম্ শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতি-রূপে স্যার আকবর হায়দারী বলিয়াছেন, দেশে বর্ত্তমানে যে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও বিরোধের ভাব দেখা যাইতেছে শিক্ষার বিস্তৃতি হইলে তাহা বিদূরিত হইবে। এ বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত এক মত। যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মনুষ্য করিতে পারে, সেই শিক্ষার বিস্তৃতিতে রক্তলোলুপতা যে নিস্তব্ধ হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই শিক্ষা ধর্ম্মমূলে বা পরমার্থ-শিক্ষামূলে না হইলে কিছুতেই কার্য্যকরী হইতে পারে না। পরমার্থ শিক্ষার অভাবেই অনেক সময় 'শিক্ষার আবরণে' কাফের ও 'যবন'-চিত্তাক্রান্ত দাঙ্গার সৃষ্টি করে। পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ স্থির হইলে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যে সকল নীচ ব্যক্তি উচ্চভাবে, তাহাদিগকে শুধু উপহাস করিয়া উড়াইয়া না দিয়া পরমার্থের দিকে। আত্মধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে খণ্ড-প্রলয়-প্রভাব কিছু কিছু কমিতে পারে। কিন্তু এই প্রকার শিক্ষক জগতে কয়জন?

স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনী

স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ স্বর্গলোকগত রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ ও বি এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৮ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান যশোহরের বিদ্যা নন্দকাটি গ্রামে। হাইকোর্টে কার্য্যকালে স্যার চারুচন্দ্র বহু আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন। সে সময় তিনি বঙ্গভঙ্গ-সম্বন্ধে একটী পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন; ব্যারিষ্টারী পাশ করার পর তিনি ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা হাইকোর্টে এডভোকেট হিসাবে যোগ দেন। হাইকোর্টে প্রথমতঃ তাঁহার পসার ও প্রতিষ্ঠা বেশী ছিল না; কিন্তু তিনি পরে আদিম বিভাগে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। ১৯১৫ সালে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'আইলিংটন কমিশনে' সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান করেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার সম্পর্কে যে সাউথবরো কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাতেও তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১২ বৎসর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে এডভোকেট রূপে কাজ করেন। ১৯১৯ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৩১ সালে স্যার জজ র‍্যাঙ্কিন ছুটী নিলে পর তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহাকে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করা হয়। ১৯৩২ সালের আগষ্টের শেষ ভাগে এক সপ্তাহের জন্য তিনি পুনরায় প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার চারুচন্দ্র পুনরায় এসিয়াটীক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন এবং মার্চ্চ মাসে তৃতীয়বার ৫মাসেরও অধিকালের জন্য তাঁহাকে প্রধান বিচার-পতির পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি চতুর্থবার ৪ সপ্তাহের জন্য প্রধান বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী তিনি হাইকোর্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহাকে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের সদস্যপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ায় কয়েকমাস পরেই তিনি এই পদ পরিত্যাগ করেন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর অনুমান ১১·৩০ মিনিটের সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। মৃত্যুকালে তিনি চারি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ধন্য ধরায় ভাদর মাস

[শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি]

গগন-ভরা চাঁদের আলো
শুভ্র তাহার বরণ নিয়ে।
উতল হ'য়ে ধায় সে ধরায়
আপনারে বিলিয়ে দিয়ে॥
ধরার মুখে হাঁসির রেখা
উঠলো ফুটে দিকে দিকে।
আকুল-প্রাণে দিক বধূরা
বাজায় শঙ্খ মুখে মুখে॥
কাল মেঘ সে মাখতে আলো
উদাস প্রাণে যায়রে ভেসে।
কালোয় আলোয় মেশামিশি
তাই দেখা যায় ভাদর মাসে
এ নহে তার দ্বন্দ্ব কথা,
এযে তাহার মিলন-গান।
রূপ দেখে চোখ ধন্য কোলে
ব্যাকুল হ'য়ে উঠে প্রাণ॥
এই মাসেরই পূর্ণ শশী
এমনি দিনে পূর্ব্বকালে।
ফুটফুটে এক শুভ্র শিশু
দেখেছিল ধরার কোলে
পূর্ণ চোখে চেয়ে থেকে
চাওয়ার সময় কেঁদেছিল।
তপ্ত প্রাণের গুপ্ত শ্বাসে
ধরার বক্ষ ভিজিয়ে দিল॥
কালো মেঘ সে আকুল হ'য়ে
ছুটে চলে দিশেহারা।
গর্জ্জনে দেয় দিক্ কাঁপিয়ে
বহে চোখে নিঝর ধারা॥
ভাদর-ধারা হয়নিরে শেষ
কালায় ধলায় মাঝখানে।
নিশার বরণ গায় মেখে কে
আস্‌লো শিশু গোপনে॥
কারার বক্ষ কাঁপলো বুঝি
ক্ষুদ্র-শিশুর ক্রন্দনে।
বদ্ধজীবের দগ্ধ হিয়া
স্নিগ্ধ-বারি সিঞ্চনে॥
গগন তাহার হৃদয়-কোলে
হা'সলো চকিত চাহনি।
হোক্ না কিছু মলিন ভাতি
জ্বলছে তবু চাঁদখানি॥
অষ্টমীর ম্লান চাঁদেতে
কেন ধরার এমনই ভাব।
ঈর্ষা-ভরে চাইতে দেখে
পূর্ণ ধরায় কালা চাঁদ॥
কালায় ধলায় দুটি ভাইয়ে
পূর্ণ কৈল ধরার আশ।
বৃষ্টি বাদল নিয়ে তুমি
ধন্য ধরায় ভাদর মাস॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ { ২২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ শনিবার } ১৭০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী*

জয় রাধাষ্টমি !
তোমায় প্রণমি'
    মানস-অর্ঘ্যে পূজি' ।
তুমিত উদিলা,
তোমার মহিমা,
    গাহিছে ভকতে আজি ॥
অপরূপ সাজে,
আজি ধরামাঝে,
    এসেছ সুমেধা তিথি ।
তব পুষ্পরথে,
লয়ে কুলাচিতে,
    ব্রজের প্রধানা সখী ॥
(তাই) মাদল-মৃদঙ্গে,
হরিজন-সঙ্ঘে,
    তুলেছে মঙ্গলধ্বনি ।
ডাকিছে সঘনে,
বিশ্ববাসিগণে,
    'এস হে নির্ধন-ধনি !'
নগর-কীর্ত্তন,
চলেছে কেমন,
    বিশ্ব-রাজপথ বাহি' ।
"রাধাকৃষ্ণ বল,
এস, সঙ্গে চল,"
    এই মাত্র ভিক্ষা চাহি' ॥
'স্বাগতম্' বলি',
কূজন-কাকলি,
    বিজনে বিহঙ্গ সুখে ।
করে বুঝি তাই,
নীল নভে ধাই,
    মুখরিয়া দশদিকে ॥

*এই কবিতাটী শ্রীরাধাষ্টমী-বাসর-উপলক্ষে লিখিত। আগামী কল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না বলিয়া ইহা অদ্যই প্রকাশিত হইলেন।

সুরট-বরনা,
শ্যামগত প্রাণা,
    রূপলাবণ্যযুতা তরে ।
নানা উপচার,
প্রকৃতি ভাণ্ডার,
    সঞ্চিত ক'রেছে ঘরে ॥
ফুল্লাননা হ'য়ে,
পুষ্প শোভা ল'য়ে,
    রাসেশ্বরী-পদ আশে ।
নীরবতা-মাঝে,
কমলিনী রাজে,
    বিশুদ্ধা তাপসী-বেশে ॥
বিটপী-লতায়,
শাখায় শাখায়,
    নবীনপল্লব শ্রেণী ।
প্রসবিছে পুনঃ
ক'রেছে মনন,
    পূজিব ব্রজের রাণী ॥
কায়ার পশ্চাতে,
ছায়া যেনমতে,
    ফিরে অনুগত-ভাবে ।
তথা ভব পাছে,
বুঝিবা আসিছে,
    মহামায়াষ্টমী ভবে ॥
অয়ি তিথিবরা !
রাধাস্মৃতি-ভরা,
    তব প্রতি-পলকেই ।
পূতা মনোহরা,
পুণ্যভরা পরা,
    সমগ্র সুষমাময়ী ॥
"সূর্য্য-কিরণ,
পেচকে বরণ,
    নাহি করে যথা ভুলে' ।
ঘোর-অমানিশা,
তাহে তার তৃষা,
    তাহে মজে কুতূহলে ॥
তথা মূঢ় নরে,
না বরে সাদরে,
    তোমা হে মাধবী তিথি
তাই মোহে মজি',
মহামায়া পূজি',
    লভে অতি দুরগতি ॥
[illegible] মায়া,
যোগমায়া ছায়া,
    আবরিয়া কৃষ্ণসেবা ।
ভব-কারামাঝে,
কারাকর্ত্রী সেজে,
    দানে দুঃখ নিশি-দিবা ॥
স্বরগে উঠায়,
নরকে ডুবায়,
    ভাঙে গড়ে প্রতি পলে ।
পিশাচী পীড়কে,
অত্যাচার রত,
    সদা তায় নরে দলে ॥
ভুক্তি-মুক্তি দিয়ে,
ভুলাতে চাহিয়ে,
    রাধাষ্টমী স্মৃতিসায় ।
চিরতরে হায়,
বিলোপ করায়,
    জাগায়ে দুরন্ত মার ॥"
অয়ি পুণ্যতিথি !
তব অধিষ্ঠাত্রী,
    শ্রীবার্ষভানবী দেবী ।
যাঁ'র সেবা সদা,
কৃষ্ণপ্রেম প্রদা,
    তাঁয় তোমা হ'তে লভি ॥
লীলা-রূপ গুণে,
অসমোর্দ্ধ জনে,
    মুগ্ধচিত প্রতিক্ষণে ।
করে যাঁ'র প্রেমে,
মদন মোহনে,
    মোহে যাঁর পরা কামে ॥
বিশ্ব-মনোহারী,
যাঁহারে নেহারি,
    ধন্য মানে আপনারে ।
তিলেক বিরহে,
থির-চিত নহে,
    আপন ভাগ্য ধিকারে ॥
রসিক-শেখর,
সর্ব্বগুণাকর,
    স্বাদিতে প্রণয়-রস ।
আত্মহারা হ'য়ে,
'রা'রা' উচ্চারয়ে,
    যা'র প্রেমে হ'য়ে বশ ॥
কৃষ্ণ-আরাধনা,
যাঁর পূজা বিনা,
    সদা কাল অকারণ ।
গুরু-আনুগত্যে,
যাঁহার সেবাতে,
    সুলভ পরম ধন ॥
[illegible] বলিয়া,
নন্দ-দুলালিয়া,
    যাঁ'রে ধরে হৃদিমাঝে ।
যিনি মূর্ত্তিমতী,
হ্লাদিনী শকতি,
    শ্রীগোলোকে ব্রজে রাজে ॥
যাঁহার মহিমা
প্রেমরস-সীমা,
    গৌর জানাল আসিয়া ।
যিনি ব্রজদেবী,
শ্রীবার্ষভানবী,
    ব্রজেন্দ্রতনয় প্রিয়া ॥
তাঁ'রে লয়ে তুমি,
এসেছ অবনী,
    মোদেরে করুণা ক'রে ।
দাও হে প্রেরণা,
লভি শ্রদ্ধা কণা,
    যেন তাঁরে পূজিবারে ॥
আশ্রয়-বিষয়,
বুঝায়ে কৃপায়,
    সেবাপর জ্ঞান দানি' ।
চপল-স্বভাবে,
অনুগত-ভাবে,
    পূজিতে শিখাও 'বাণী' ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ হৃষীকেশ [illegible] ৪৪৮

শ্রীললিতা-সপ্তমী ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

ললিতা সপ্তমীর কৃপা

আজ ললিতা-সপ্তমী - শ্রীশ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর অভিন্নাত্মা সখী শ্রীললিতাদেবীর আবির্ভাবতিথি বিশেষ ভাবে আর্ত্তি হইয়া শ্রীললিতাদেবীর গুণগান এবং তাঁহার আরাধ্যা ও সেব্যা শ্রীবার্ষভানবীদেবীর আবির্ভাব-তিথি-পূজার অধিবাস-কীর্ত্তনার্থ গৌড়ীয়গণ জনগণকে আহ্বান করিতেছেন। কামাদি-রিপুসমূহকে তপ্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া ভোগ ও ত্যাগ-বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য অপ্রাকৃত সেবা ভূমিকায় উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য হইলে রাধাদাস্যে শ্রীললিতাদেবীর অতুলনীয়া সেবা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সেই সময় শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে মনের প্রতি আমাদের নিবেদন হইবে—

"মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-শ্বরীং তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিত-রতিদত্বে স্মর মনঃ॥"

শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনই আমাদের অধিবাস কীর্ত্তন

ব্রজে বিষয়জাতীয় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, সুতরাং আশ্রয়জাতীয় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবও শীঘ্রই না হইয়া পারে না। তাই আশ্রয়-শিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানু-সুতার কৃষ্ণসুখোপকরণ-সম্ভার সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্যই তাঁহার অতুলনীয়া সখী শ্রীললিতাদেবীর তৎপূর্ব্বে [illegible] আবির্ভাব। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ মহা-ভাগবতের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা অনর্থাপগমে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত হইয়া যূথেশ্বরীগণ-পরিবেষ্টিতা শ্রীবার্ষভানবীদেবীর কৃষ্ণপূজা-রহস্য অবগত হইতে পারিবেন। ইহা ভজন-পরিপক্বতার উপর নির্ভর করে। তাই আমরা সেখানে না উঠিতেই এক কণিকার আশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ বৃষভানুসুতার সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর অধিবাস কীর্ত্তন করিতেছি।

ভাগবতে স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার নাম নাই কেন?

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত-নামে যে 'পারমহংসী সংহিতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু রহস্য-বিচারে বিশেষভাবে শ্রীমতী রাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই। যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধান নায়িকা, যিনি আশ্রয়তত্ত্ব-বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তাঁহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে উল্লেখ নাই কেন? ইহা অনেকেরই হৃদয়ে প্রশ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই লীলার পরম গোপনীয়ত্ব-বিচারে শ্রীব্যাসদেব অনধিকারী সাধারণ-শ্রোতা ও পাঠকদিগের নিকট হইতে গোবিন্দ প্রেমিকগণের পক্ষেও পরম-গুপ্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাস্য শ্রীরাধাতত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য সেই উল্লেখ প্রকাশ্যভাবে করেন নাই। মর্কটের নিকট মুক্তার মালা প্রদান না করিয়া গোপন রাখা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? আবার পরমহংস ভক্তকুলের জন্য যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীরাধার বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, তাহাও নহে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীগোবর্দ্ধনের কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কথাও অতিগোপ্য রহস্য ভাবে উক্ত হইয়াছে,—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"
(১০।৩০।২৮)

শ্রীমতী সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি কেন?

ষোড়শ সহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের রাস-স্থলীতে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় [illegible] শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত- [illegible] ঐ ছটী গোপীর মধ্যে এক একটী প্রকাশপূর্ব্বক গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসবে প্রবৃত্ত শ্রীমতীর [illegible] তবে কি আমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা নহি? আমাকে না হইলে কি শ্রীকৃষ্ণের চলিতে পারে? ষোড়শ সহস্র গোপীরাই কি তাঁহার সেবা সম্যগ্‌ভাবে করিতে পারেন? সেই ষোড়শ-সহস্র সেবিকা [illegible]। শ্রীগোবিন্দের জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, আর্য্যপথ নিজের স্বজন প্রীতি, তর্জন-তাড়ন, ভর্ৎসন, ইত্যাদি—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব দ্বারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতেছেন, যদি আমার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই বুঝিব যে আমি শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সেবিকা।

এইরূপ মনে করিয়া শ্রীমতী রাধিকা রাসস্থলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাস বন্ধ হইল। যাঁহার জন্য রাস, যিনি না হইলে রাসোৎসব আরম্ভই হইত না, তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাস বন্ধ হইবে না কেন? গোবিন্দও সেই প্রিয়তমা ও প্রধানা নায়িকার অনুসন্ধান করিবার জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন। তখন গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—'হে সহচরি, আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন।'

শ্রীরাধিকা বিনা অন্য সমস্ত গোপী একত্র মিলিয়াও কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারস বৃদ্ধি করিবার জন্যই অন্যান্য গোপীগণ রাসোপকরণ-স্বরূপা। শ্রীজয়দেব গোস্বামিপাদ শ্রীগীতগোবিন্দে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,-

"কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥"

কংসার রক্ষ সম্পূর্ণ সাররূপা রাসলীলা বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া ব্রজসুন্দরী-গণকে পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

গোপীর আনুগত্যময় ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীরামাবতারে দণ্ডকারণ্যস্থিত ষষ্টিসহস্র ঋষি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কোটিকন্দর্প বিজিত অপ্রাকৃত মনোমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়াও গোপীদেহ লাভ করিবার মানসে গোপীর আনুগত্যে বহু বৎসর ব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় গোপীদেহ লাভ করেন। গোপীদেহ প্রাকৃত রক্তমাংসের থলি নহে, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দময় তনু। সেই তাপস ঋষিগণের জটাজুট-মণ্ডিত মস্তক, সাধনক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ প্রাকৃত বিকারযুক্ত দেহ শ্রীভগবানের নয়নোৎসব বিধান করিতে পারে না এবং তাঁহারা শান্ত, দাস্য, বা গৌরব-সখ্যে ভগবানের যে সেবা করিয়াছেন, তাহাতে গোপীভজনের চমৎকারিতা ও মাধুর্য্য নাই বলিয়াই তাঁহারা নিত্য-চিদানন্দময়ী গোপীতনু লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। গোপীগণের সচ্চিদা-নন্দময় দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতি অংশ, প্রতি হাব-ভাব শ্রীগোবিন্দের সেবানুকূল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধিকা

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বা তুঙ্গবিদ্যাদেবী তাঁহার 'শ্রীরাধারসসুধানিধি' গ্রন্থে শ্রীবার্ষভানবীর স্তবে লিখিয়াছেন,-

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চল-খেলনোত্থ-
ধন্যাতিধন্যপবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥"

কোনও সময়ে যে শ্রীমতী রাধিকার বস্ত্রাঞ্চল-সঞ্চালনের ফলে পবনদেব ধন্যাতি-ধন্য হওয়া কৃষ্ণগাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্র-গণেরও অতিদুর্লভ সেই শ্রীনন্দনন্দন পর্য্যন্ত আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। সেই শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।

শ্রীরাধিকা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাধিকা

দাস্য-রসের রসিক রক্তক, পত্রক, চিত্রক যে রসের আস্বাদন করিতে পারেন না, সখ্যরসে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসু-দামাদি গোপবালকগণ যে রসের মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, বাৎসল্য রসের রসিক শ্রীনন্দ-যশোদা যে রসের পরমোৎকর্ষ ধারণা করিতে পারেন না, উদ্ধবাদি প্রেষ্ঠগণ যে রসের জন্য নিত্য লালায়িত সেই মধুররসের রসিক গোপিকা-বর্গ মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা—সর্ব্বোত্তমা, রূপে-গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

শ্রীমতীর গুণের নিকট অন্যান্য সকলের গুণ নিষ্প্রভ

গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর গুণের নিকট যে অন্যান্য যাবতীয় ভগবৎ সেবিকাগণের গুণ নিষ্প্রভ হয় তদ্বর্ণনে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু মনঃশিক্ষায় বলিতেছেন—

"রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ
শচীলক্ষ্মীসত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ নবীনব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাৎ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ॥"

—হে মন, যিনি সৌন্দর্য্য কিরণসমূহ দ্বারা কন্দর্প-প্রিয়া রতিদেবীকে, শিব পত্নী গৌরী দেবীকে ও লীলা-নাম্নী শক্তিকে তাপ প্রদান করেন, সৌভাগ্য-সম্বলনদ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাদেবীকে পরিভব করেন এবং স্ব-গুণ বশীকরণ-ধর্ম্মাদি দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীগণকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণদয়িতা শ্রীরাধাকে ভজন কর।

বৃষভানুনন্দিনীর গুণ

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর গুণ-বর্ণনে 'বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্র' বলিতেছেন—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ

শ্রীগোবিন্দানন্দিনীর অপ্রাকৃত বিগ্রহের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে শ্রীরায়-রামানন্দ সংবাদে বর্ণিত আছে। অধিকারী পাঠক তাহা আলোচনা করিবেন। আমরা নিম্নে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর সম্বন্ধ বর্ণন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের ধর্ম্ম। সাধুসঙ্গে সতত হরিকীর্ত্তন করা ব্যতীত অল্পায়ুঃ সুকৃতিহীন কলিজীবের কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করার অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত এই সঙ্কীর্ত্তনই জীবের একমাত্র সাধ্য ও সাধন, একমাত্র মঙ্গলের পথ বলিয়া নিত্যমঙ্গল-বরণে অনভীপ্সু অতি-পোচা হতভাগ্য পাষণ্ডগণ সাধুমুখে এই উচ্চনামকীর্ত্তন-শ্রবণে অমর্ষ ও অসহিষ্ণু হ'ন। পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণ কিন্তু কাহারও প্রীতি-অপ্রীতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য কখনও পাঠকীর্ত্তনমুখে হরিকথা প্রচার এবং কখনও নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

মায়া কীর্ত্তনেই যাঁহাদের মনঃপ্রাণ নিযুক্ত তাঁহারা এই কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিষণ্ণ ত' হ'নই উপরন্তু বাস্তবসত্য-প্রচারকারী নির্ভীক সাধুগণকে বাধা প্রদান করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। উপকারীর প্রত্যপকার করাই অর্থাৎ পরমমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুগণের জীব মঙ্গলকার্য্যে বাধা-প্রদানই হরিবিমুখ ব্যক্তিগণের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরম-সহিষ্ণু সাধুগণ অনন্ত বাধা গুরু-কৃষ্ণ-কৃপাবলে অতিক্রম করিয়া পরমোৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছেন। এই সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের বিজয়-নিশান হস্তে লইয়া একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠই যে জগতের ভোগত্যাগ-ভূমিকার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য প্রায় অনেকেরই হইয়াছে। তাই হরিবিমুখ জগৎ আজ শুদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে এবং তৎফলে পর্ব্বতে মস্তকাঘাত করার ন্যায় অপরাধ-বশে তাহারা দিন দিন ভোগের পথেই ধাবিত হইতেছে, তাহাদের ভোগাসক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে।

বহু লোক একত্রে মিলিয়া বাদ্য নৃত্যাদির সহিত ভগবদ্ গুণগানপূর্ব্বক নগর-পরিভ্রমণ বা নগরে নগরে ভগবানের নামপ্রচারই—নগর-সঙ্কীর্ত্তন। ভগবান এক অদ্বিতীয় বস্তু। তাঁহার সমান তাঁহা হইতে অধিক আর কেহ নাই, ইহাই বেদবাক্য। এই নিত্য মঙ্গলময় শ্রীহরি-অভিন্ন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে বদ্ধজীব আমরা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিলেও আমাদের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্কীর্ত্তনম্॥"

শ্রীভগবানই সর্ব্বগুণের আকর সুতরাং সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য, আরাধ্য ও কীর্ত্তনীয় শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তনে আপত্তি উত্থাপন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য নয়। নিজের মনঃকল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবদ্বাণীর অবহেলা করা অপরাধব্যঞ্জক। যেখানে উপাস্য প্রভু বা ভোক্তা এক অদ্বিতীয় পুরুষ, আর সকলেই তাঁহার উপাসক, দাস বা সেবক সেখানে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে না, কিন্তু যখনই জীব পরমেশ্বরকে ভুলিয়া নিত্যদাস অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈধরূপে প্রভু সাজিতে অগ্রসর হয়, তখনই ভোগবুদ্ধিমূলে জগতে প্রভু ও ভৃত্যের সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়। যেখানে সকলেই ভগবৎসেবকসূত্রে প্রভু-ভগবানের সেবা করেন সেখানে সকলের উদ্দেশ্য বা চেষ্টা প্রভু-প্রীতিবিধানপরা হওয়ায় তথায় সংঘর্ষের অভাব এবং সকলেই এক প্রভুর সন্তানসূত্রে পারমার্থিক-ভ্রাতৃসম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

আমরা যখন সকলেই ভগবান্ পরমেশ্বরের দাস তখন ভগবানের প্রীতি-বিধান করাই আমাদের সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অর্থাৎ আমরা সকলেই যাহাতে নির্ব্বিবাদে নিত্য-সেবকাভিমান অটুট রাখিয়া তাঁহার সেবাতে নিমগ্ন থাকিতে পারি তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহার প্রকৃষ্ট সেবা হয়, এ কথা শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মুসলমান-শাস্ত্রেও ভগবানের যশঃ-কীর্ত্তনের কথা গ্রথিত আছে। প্রাচীন বৈদিক যুগেও ব্রাহ্মণগণ সামগানে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া পরমপুরুষ শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়াছেন। কলিকালে শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ছাড়া যে জীবের আর অন্য গতি নাই তৎ-শিক্ষাকল্পে সাত্বতশাস্ত্র বলেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব
কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহারা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর নাস্তিক ও মায়াবাদী। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ জপের পক্ষপাতী হইয়া সংকীর্ত্তনের বিরোধী। কিন্তু ভগবান গৌরসুন্দর যাঁহাকে আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সেই নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস হরনদী-গ্রামের জনৈক দুর্জ্জন নাস্তিক বিপ্রের কুধারণা নিরাসকল্পে বলিয়াছিলেন,—

'উচ্চ করি' লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥
শুন, বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশুপক্ষী-কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥
পশুপক্ষী-কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তা'রা সব তরে॥
জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
জপকর্ত্তা হইতে উচ্চ সংকীর্ত্তন কারী।
শত গুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥
উচ্চ করি' করিলেই গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্মমাত্রেই শুনিয়াই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থজন্ম ইহারা নিস্তার যাহা হইতে।
বল দেখি, কোন্ দোষ সে কর্ম্ম
করিতে?
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইয়েতে কে বড়, ভাবি' বুঝহ আপনে।
এ অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সংকীর্ত্তনে॥

কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ একই বস্তু। সুতরাং উচ্চকীর্ত্তনমুখে তাঁহার সেবা করিলে একাধারে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা সিদ্ধ হয়। যাঁহাদের কর্ণে সাধুর শ্রীমুখোচ্চারিত এই উচ্চসংকীর্ত্তনের ধ্বনি প্রবিষ্ট হয় তাঁহারাও মঙ্গল লাভ করেন, আর কীর্ত্তন-কারীরও একাধারে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ হয়। আবার নগর-সংকীর্ত্তন দ্বারা একসঙ্গে বহুজীবের পরমমঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। অনেক সময় ঘরে বসিয়া উচ্চকীর্ত্তন করিলেও তাহাতে পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদির মঙ্গল হয় না, কিন্তু নগর-সংকীর্ত্তন দ্বারা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম, লতাদিরও সুকৃতি বা সৌভাগ্যের উদয় হয়। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নগর-সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনের ও গৌর-ভক্তগণের তৎ-পদানুসরণের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে শুনিতে পাই। দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীনারদ গোস্বামীও উচ্চকীর্ত্তন-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ॥"

(ভাঃ ১।৬।২৭)

—তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তদেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম।

ভজনের যত অঙ্গ আছে কীর্ত্তনই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠাঙ্গ সুতরাং বাদ্যাদি সংযোগে নগর-সংকীর্ত্তন-রূপ সনাতন-ধর্ম্মের একটী অপরিত্যাজ্য প্রধান অঙ্গের প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত নয়। মনুষ্য-মাত্রেরই ইহাতে যোগদান করিবার অধিকার আছে ও যোগদান করা বিধেয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকলেই যদি কলিযুগ-ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি রুচিবিশিষ্ট হন তাহা হইলে তাঁহাদের মঙ্গল অনিবার্য্য। তজ্জন্য সর্ব্বজীবপ্রভু অখিল-লোকপালক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তনেরই উপদেশ দিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ॥"

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

সাধুসঙ্গ ব্যতীত অসৎসঙ্গে হরি-সংকীর্ত্তন হয় না, এ কথাটী সতত স্মরণ রাখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনধর্ম্ম যাজন করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাতা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥০
খুচরা	৬০৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৫৪৸৵১০
বড়াল	৫৪৸/১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	১৸০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা তালিকা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৪।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪।॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
ইষ্টল পাটি	৬।০—৬।৵০
,, বোলটু (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, গরাদে (চৌকা)	৬।০—৬৸০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৶০—৬॥০
,, চ্যাপ্টা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, বাণ্ডিল তার	৬।৵০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীবাস'। ...

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার -নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪১, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭১শ সংখ্যা

লাট সাহেবের প্রতি গুলী নিক্ষেপের পরিণাম

—:•:—

স্পেশাল ট্রাইবুনালের রায়

মিঃ জে টউনি, মিঃ আর্ এইচ্ পার্কার ও মিঃ এম্, এইচ্ এস্ কারোককে লইয়া গঠিত স্পেশাল ট্রাইবুনাল গত ১১ই সেপ্টেম্বর দার্জ্জিলিং-এর লেবং-এ খেলার মাঠে বাংলার লাট স্যার জন এণ্ডারসন মহোদয়ের উপর গুলীমারা-সম্পর্কে অভিযুক্ত আসামীগণের মামলার রায় দিয়াছেন। ভবানী ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্র বাড়ুয্যে ও মনোরঞ্জন বাড়ুয্যে—এই তিনজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের, শ্রীমতী অমিয়া মজুমদার ওরফে উজ্জ্বলার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ও চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডের (উভয় দণ্ড এক সঙ্গেই চলিবে), সুকুমার ঘোষ ওরফে লাণ্টু ও মধুসূদন বাড়ুয্যে—এই দুইজনের প্রতি ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের এবং সুশান্ত চক্রবর্ত্তীর প্রতি ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। রায় প্রদানের পর ট্রাইবুনালের প্রেসিডেণ্ট জে টউনি বলিয়াছেন,—এই দণ্ডাদেশ হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। আসামীগণ ইচ্ছা করিলে ৭ দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপীল করিতে পারেন। রায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ২য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

— —

দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল

লেবং-এ গবর্ণরকে গুলী মারার মামলায় দণ্ডিত আসামীগণ সকলেই জেল কর্তৃপক্ষের মারফৎ গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তাহাদের উপর প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে।

ডিক্রি জারী করিতে যাইয়া বিপত্তি

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ যে, তথাকার দ্বারকাপ্রসাদ শেঠ স্থানীয় কতিপয় পুলিশসহ কোন দেওয়ানী মামলায় প্রাপ্ত ডিক্রি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ মহাবীরের বাড়ী দখল করিতে যায়। এই সময় এক বিরাট জনতা পুলিশ দলকে ঘিরিয়া ফেলিয়া ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে। পুলিশ রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া রাজীবপুরে মহকুমা হাকিমের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়া এক তার পাঠায়, এই সময় নাকি নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ী লুণ্ঠিত হয় ও একটি মেয়ে নিহত হয়। মহকুমা হাকিম সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী সহ ঘটনাস্থলে আসিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অবস্থা এখন শান্ত; তদন্ত চলিতেছে।

———

কুমিল্লায় ভীষণ ডাকাতী

কুমিল্লা, জেলার হোমনা থানার অধীন রঘুনাথপুর গ্রামের কুমিল্লার উকীল শ্রীযুত সুরেন্দ্র চন্দ্র সাহার জ্ঞাতি খুল্লতাত শ্রীযুত নিত্যানন্দ সাহার বাড়ীতে ৭ই সেপ্টেম্বর এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনায় প্রকাশ, একদল দুর্বৃত্ত (সংখ্যায় অনুমান ৩০ জন) আগ্নেয়াস্ত্র, দাও, কুড়ালী, শাবল, বৈদ্যুতিক মশাল ও বাঁশের দেশী মশাল সহ রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় তিন দলে বিভক্ত হইয়া একই সঙ্গে বাড়ীর ৩টী ঘরই আক্রমণ করে এবং বহু জিনিষ, দলিলপত্র, স্ত্রীলোকদের গায়ের অলঙ্কার ও নগদ টাকা বলপূর্ব্বক লুট করে। কাপড় অন্যান্য জিনিষে পরিপূর্ণ ৬টি বড় ট্রাঙ্ক, নগদে অনুমান ১৫০০৲ টাকা—মোটের উপর ৪।৫ হাজার টাকার সম্পত্তি লুঠ করে। বাড়ীর লোকজন ডাকাত দলকে চিনিতে পারে। তাহারা নাকি সকলেই মুসলমান এবং স্থানীয় অধিবাসী। ১৬ বৎসরের বালককেও ডাকাত দলের সঙ্গে লুঠে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছে। নিত্যানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র (পরিবারের প্রধান উপার্জ্জনক্ষম) যতীন্দ্রচন্দ্র সাহা ডাকাত-দলকে বাধা দিলে বন্দুকের গুলিতে নিহত হয় এবং শ্রীযুত রজনীকান্ত সাহা ধারাল অস্ত্রদ্বারা আহত হয়। তাঁহার কাঁধের অনেকটা স্থান কাটিয়া গিয়াছে।

১০ই সেপ্টেম্বর যতীন্দ্র বাবুর মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য কুমিল্লা পাঠান হয় এবং তাহার শরীরের উনিশ স্থানে ছররা ও গুলীর আঘাত দেখা যায়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে এবং কয়েকজন লোককে নাকি গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

———

চড়ায় ব্রিটিশ-পোত আটক

বোম্বাইর এক সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই হইতে ১৬০ মাইল দূরে গোপীনাথ পয়েণ্ট "হোমস্থেন" নামক বৃটীশ-পোতটী চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে। অতঃপর সংবাদ আসিয়াছে যে, এই জাহাজের খোলও ফাটিয়া গিয়াছে। সংবাদ পাইয়া "সেনেনকেল" জাহাজ ইহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। বিপন্ন জাহাজের খালাসীরা এই শেষোক্ত জাহাজে উঠিয়াছে বলিয়া অনেকে আশা করিতেছেন

———

অন্তরীণাবদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মাদারীপুরের রাজবন্দী শ্রীপূর্ণেশচন্দ্র ঘোষ, পাবনা জেলার সাথিয়া থানায় অন্তরীণাবদ্ধ ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে তাঁহার আবাসস্থলে উপস্থিত না পাওয়ায়, সাথিয়া থানার পুলিশ সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৮ (২) ধারানুযায়ী তাঁহার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। প্রকাশ, এই মোকদ্দমার তারিখ আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর ধার্য্য হইয়াছে।

———

রিসিভারের দখলে তারকেশ্বরের সম্পত্তি

তারকেশ্বরের সম্পত্তির রিসিভার ও বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার পক্ষ হইতে সম্পত্তির দখল চাহিয়া হুগলীর জেলা জজের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছিল। হুগলীর জেলা জজ মিঃ কে সি বসাক, আই-সি-এস মহোদয় আদেশ দিয়াছেন—"ইদানীং হাইকোর্ট যে সম্পত্তিকে দেবোত্তর বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহার দখল রিসিভারকে দেওয়া হইল। মোহান্ত সতীশগিরিকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এই সম্পত্তির সমস্ত কাগজপত্র, বাগানবাড়ী, কাছারী বাড়ী এবং অন্যান্য ঘর বাড়ীর চাবি ইত্যাদি রিসিভারের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, প্রয়োজন বোধে তিনি যেন পুলিশ দিয়া রিসিভারকে সাহায্য করেন এবং শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে তাহার প্রতিবিধান করেন।"

———

ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপের জন্য সেক্রেটারী দণ্ডিত

কসবা 'ত্রিপুরা ব্যাঙ্ক লিমিটেডে'র সেক্রেটারী শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী ব্যাঙ্কের ২৫ হাজার টাকা পরিমাণ তহবিল তছরূপ করিবার অভিযোগে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে আরও ৩ই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

———

ইঁহাদের কোন দলে উচ্ছিষ্ট-ভোজনের ব্যবস্থা আছে, অপর দলে তাহা নিষিদ্ধ।

ইঁহাদের মধ্যে কোন দলে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া চলিত আছে। আবার কোন দলে সাত্ত্বিক বিকারাদির কৃত্রিম অনুকরণের ব্যবস্থা আছে। আচার বিভিন্ন হইলেও সকলেই আপনাদিগকে একমনে বা একমুনে বলিয়া সংজ্ঞিত করেন। কর্ত্তাভজাদের অনেক গান আছে। জ্ঞান-প্রাবল্যহেতু ইঁহারা বৈষ্ণব-সদাচারাদির বিরোধী।

বাউলের দেহতত্ত্ব ও আউলের তত্ত্ব প্রায় এক। বাউলগণ বলেন, জীবের উপাস্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জীবের স্থূল-দেহেই বিরাজিত; সুতরাং উপাস্য পদার্থ প্রাপ্তির জন্য আপনাপন দেহত্যাগ করিয়া অন্যত্র অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা বলেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গোলোক বৃন্দাবন সমস্তই জড়দেহমধ্যে বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সমস্তই মানব-শরীরে বিরাজমান। আর—

"যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে॥"

তাঁহারা বলেন, স্ত্রীলোক বা বাউলের ভাষায় প্রকৃতি লইয়া গুপ্ত সাধন করিলে পরিপক্কাবস্থায় সাধকের পুরুষ বা স্ত্রী, জড় বা চিৎ প্রভৃতি পার্থক্য তিরোহিত হয়। এই প্রকৃতি-সাধনের অন্তর্গত 'চারি চন্দ্র-ভেদ' নামে একটী প্রক্রিয়া আছে। ইঁহারা বলেন, ঐ 'চারি চন্দ্র' অর্থাৎ দেহ হইতে নির্গত, স্খলিত, হেয় ত্যক্ত-পদার্থ—শুক্র, শোণিত, মল, মূত্র প্রভৃতি পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ পদার্থ-চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ না করিয়া পুনরায় শরীর-মধ্যে গ্রহণ অর্থাৎ ভক্ষণ করাই উচিত। এই চতুর্ব্বিধ ঘৃণিত বস্তু ভক্ষণ করা ইঁহাদের সাধন-অঙ্গে পরিগণিত। বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত উপবাস, একাদশী ইঁহাদের মতে নিষিদ্ধ। ইঁহারা কোন প্রকার বেদ বা বেদানুগ শাস্ত্র স্বীকার না করিয়া নিজের মনের খেয়াল মত ভোগের অনুকূল কতগুলি বাঁধাবুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ইঁহাদের সঙ্গ অসৎ-সঙ্গ-জ্ঞানে পরিহার করেন। কর্ত্তাভজাবাদও এই বাউল মতের প্রকারভেদ।

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ে গুরুকেই কর্ত্তা বা ঈশ্বর বলা হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আউলেচাঁদকেই গৌরাঙ্গের অবতার বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে এপ্রকার মতবাদ সম্পূর্ণ ভক্তি-বিরোধী এবং মায়াবাদের অন্যতম। এই মতে অশুদ্ধ জ্ঞানের প্রাবল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান বাদিগণ 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্যাবলম্বনে গুরু ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান না। বস্তুতঃ গুরু ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহিত গুরুদেবের কোন অংশেই ভেদ নাই, এরূপ শিক্ষা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা তদনুগগণের মধ্যে দেখা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদনুগ গোস্বামিবর্গের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সিদ্ধান্তে শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় বিগ্রহ সুতরাং 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠ' বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনরূপ মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ মতকে কোনপ্রকারে আদর করেন নাই।

সেই মহাপ্রভু পরবর্ত্তি-কালে আউলে-চাঁদরূপে আবির্ভূত হইয়া মায়াবাদীর পক্ষপাতী হইলেন—তাঁহার নিজ পার্ষদ গোস্বামিগণের বিরুদ্ধে ভক্তিবিরোধী নানা মতবাদ প্রচার করিলেন, ইহা কখনও যুক্তি বা বিচার-সঙ্গত নহে। সুতরাং ইঁহাদের মতে যে আউলেচাঁদকে মহাপ্রভুর অবতার বলা হয়, তাহা মনঃকল্পিত অপরাধ-ময় উক্তি মাত্র। 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর একমাত্র উপদেশ। কিন্তু এই মতে জ্ঞানের প্রাবল্য ও নানাবিধ ভক্তি-বিরুদ্ধ আচরণ দৃষ্ট হয়; অতএব ইঁহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোনটীরই অন্তর্ভুক্ত নহেন, পরন্তু ইঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলক সাধন—কৃত্রিম উপসম্প্রদায়ের বা ছদ্মধর্ম্মের অপচেষ্টা মাত্র। ইঁহাদের কোন একটী শাখায় সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাদও স্বীকৃত হইয়াছে। ইঁহারা বলেন,—"কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা কোন নামে নাহি বাধা, [illegible] ভোলারে! মন কালী, কৃষ্ণ, গড, খোদা বলরে॥" [illegible] ইঁহাদের মতে ভজনবিরুদ্ধ অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা ভজনের ধার ধারেন না। ভজনের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণই ইঁহাদের সাধন ভজন। যাহারা [illegible] বা মঙ্গলকামী, তাঁহারা ইঁহাদের দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া [illegible] বৈষ্ণবের সঙ্গ করিলে মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্মের অনুসরণে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক ভজনপথে ভক্ত্যালোকের সন্ধান পাইবেন।

মঙ্গলময়ী শিক্ষা

(১)

মনুষ্যের, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেরই নিকটও শিক্ষা করিবার অনেক জিনিস আছে। একটু স্থির চিত্তে তদ্বিষয় আলোচনা করিলে প্রত্যেকের নিকট হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করা যায়। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তদ্বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি।

পৃথিবীর নিকট শিক্ষা

যাঁহারা হরিভজন-প্রয়াসী সেই ধীর ব্যক্তিগণ—স্বজনাপত্য-দারা [illegible] বহির্ম্মুখ আত্মীয় স্বজনগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও কখনও সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। ক্ষমা গুণ এবং কৃষ্ণই সত্য বস্তু আর কৃষ্ণেতর সমস্ত অসৎ বা স্বরূপা মায়া [illegible] পৃথ্বী হইতে [illegible] ক্ষমাই আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। পৃথিবীর একাংশ পর্ব্বতের নিকট পরোপকারার্থ চেষ্টা এবং অপরাংশ বৃক্ষের নিকট পরার্থতা শিক্ষা করিবে। বৃক্ষকে কুঠার দ্বারা ছেদন করিলেও সে কখনও তাহাকে ছায়া বা ফলাদি-দানে কুণ্ঠাবোধ করে না। এবং শুষ্ক হইয়া মরিয়া গেলেও কাহারও নিকট জল চায় না। সাধুব্যক্তি বৃক্ষের নিকট হইতে সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিবেন।

প্রাণবায়ুর নিকট শিক্ষা

প্রাণবায়ু যে প্রকার রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে অপেক্ষা না করিয়া বর্ত্তমান থাকে, গুরুদাসও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-প্রিয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ-বৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন। এবং যাহাতে জ্ঞান নাশ ও চিত্ত বিক্ষেপ না হয় এরূপ সাত্ত্বিক দ্রব্য আহার করিবেন। অতিরিক্ত বা অনিবেদিত বস্তু আহার যেরূপ চিত্ত-বিক্ষেপের কারণ, আমিষ ও শুক্রাদিবর্দ্ধক দ্রব্যাদি আহারও তদ্রূপ চিত্তক্ষোভের হেতু। সুতরাং গুরু-সেবক উভয় প্রকার আহারই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবেন।

বাহ্যবায়ুর নিকট শিক্ষা

বিষয়সকল সেবা করিয়াও গুরুদাস তাহাতে আসক্ত হইবেন না। বায়ু যেরূপ গন্ধের সহিত যুক্ত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ মায়িক দেহে অবস্থিত হইলেও সদা আত্মস্থ থাকিয়া মায়িক গুণে লিপ্ত হইবেন না।

আকাশের নিকট শিক্ষা

আকাশ যেরূপ সর্ব্বগত হইয়াও ঘট-পটাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ দেহান্তর্গত হইলেও জঙ্গ-দীক্ষা-প্রভাবে অসৎসঙ্গে লিপ্ত না হইয়া [illegible] অন্তরে বাহিরে সেব্যসেবক-ভাবে অবস্থান করিবেন। আকাশ যেমন বায়ু দ্বারা চালিত মেঘাদির সহিত সম্পৃক্ত হয় না, গুরুদাসও তদ্রূপ কাল-ক্ষোভিত দুর্ল্লক্ষ্যদেহে আসক্ত হইবেন না।

জলের নিকট শিক্ষা

জল যে-প্রকার স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর, পবিত্র, গুরুদাসও তদ্রূপ নির্ম্মলচরিত্র সর্ব্বভূতে দয়ালু, মধুর আলাপী ও ভগবন্নাম-গুণ কীর্ত্তনোপদেশ-দ্বারা সর্ব্বলোক পবিত্র করিবেন।

অগ্নির নিকট শিক্ষা

গুরুদাস অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, তপোদীপ্ত, গুণদ্বারা অক্ষোভ্য ও অপরিগ্রহ হইয়া পাপ ও পুণ্যে লিপ্ত হইবেন না। তিনি অগ্নির ন্যায় কখনও গুপ্ত, কখনও ব্যক্তরূপে ভূতভবিষ্যৎ পাপ-পুণ্য দগ্ধ করিয়া দাতৃগণের প্রদত্ত অন্নগ্রহণ করিবেন। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলেও মন্থন-প্রভাবেই প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবানও স্ব-শক্তিপ্রভাবে সৃষ্ট গুণময় ও চেতনময় জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট থাকিলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন-রত ভক্তগণের শুদ্ধচিত্তে উদিত হ'ন।

চন্দ্রের নিকট শিক্ষা

চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার যেরূপ কাল-ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহা স্বরূপতঃ ষোড়শ অমা-কলারূপ চন্দ্রের নহে, তদ্রূপ জন্মমরণাদিরূপ ষড়্‌বিকার সকলই দেহের জানিবে—আত্মার নহে।

সূর্য্যের নিকট শিক্ষা

সূর্য্য যেরূপ স্বীয় রশ্মিদ্বারা সমুদ্রের জল বাষ্পরূপে আকর্ষণ করিয়া মেঘে পরিণত করে, পুনর্ব্বার যথাকালে মেঘ-বারিসম্পাতে পৃথিবীর তৃপ্তি বিধান করে, গুরুদাসও তদ্রূপ বিষয়ীর পাপ-পুণ্য লব্ধ অর্থ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক গুরুগৃহে সমর্পণ করেন, পুনর্ব্বার যথাকালে ভগবৎপ্রসাদরূপে বিতরণ করিয়া সকল আত্মার তৃপ্তিবিধান করেন, অথচ তাহার ফলভোগে [illegible] হন না।

সূর্য্য যেরূপ স্ব-মণ্ডল, স্ব-রশ্মি ও প্রতিচ্ছবি সমন্বিত, পরতত্ত্বও তদ্রূপ স্বরূপ শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি সমন্বিত; ইহা গুরুদেবতাত্মা সূক্ষ্মদর্শী [illegible] দর্শন করেন, কিন্তু স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের কল্পনাবাদ-দোষযুক্ত সূর্য্যে প্রকৃত অজ্ঞানের ন্যায় জন্মাদি ষড়্‌বিকার দোষযুক্ত দেহাদিতে তদ্দর্শন আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে; ফলে বস্তুর নির্ম্মল স্বরূপের অনুভূতি লাভ করিতে পারে না।

কলিকাতার বাজার দর।

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	
সিতাশাল (মত)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৮৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸
২নং আটা	৮৵০—৪।
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।
আটা ৩নং	৩৵০—৹।
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥
খুচরা	৬০৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	২৯৸৵১০
বড়াল	২৯৸৵১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি জয়েষ্ট বা বীম	
মাকা	২৸৵০—৬৸৵০
ঐ বে-মার্কা চাদর ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—
৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ „	১৩৲
২৪ গেজ „	১১৵০
আর, সি, ডি,	৩৲

এসবেষ্টস সিমেন্ট, করগেট টীন—

৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড	৮॥০

গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৫০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
ইস্পাত পাটী	৬।০—৬।৵০
„ গোলড় (গোল)	৬।০—৬।৵০
„ গরাদে (চোকা)	৬০—৬৸০
„গোল বড় ৵০—।৵০ সুতা	৫৵০—৬॥০
„ চাপা রড-	
চোকা ৵০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
„ গাঁতুল তার	৬।৵০—৮।০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	।৵৹	।৵	।৹
,,	,, ইঞ্চ	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	৩৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	৭৲	৭৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা /০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসংকোচে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ৷৹ আনা, ৩ প্যাক ১।৹ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নোটীশ

নদীয়া জেলার চেংলাজিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন (১) চাঁদসড়কে প্রফেসার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্তগুপ্তের বাটীরপার্শ্ববর্ত্তী ষ্টেশনে রোডের পশ্চিম যে আম্রবাগান আছে, উক্ত আম্রবাগানের গাছ কাটিয়া তাহার তলকর ৫৸১৸৹ বিঘা জমী এবং (২) উক্ত বাগানের পশ্চিম মোকাবেল মিস্ত্রীর বাটীর উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ৭/।৵৹ বিঘা জমী যাহা এষ্টেটের খাসে আছে তাহা বসবাসের জন্য সুযোগ অনুসারে নিম্নলিখিত প্রকারে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। (ক) সমস্ত দুই জমী এক ব্যক্তিকে অথবা—(খ) দুই জমী পৃথগ্ ভাবে দুই ব্যক্তিকে অথবা (গ) দুই জমী খণ্ডিত করতঃ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে গ্রহণেচ্ছুগণ যে যে প্রকারে ও যত খাজনায় ও সেলামী দিয়া লইতে পারেন তাহা উল্লেখ করিয়া ৩১শে অক্টোবর তারিখের মধ্যে আমার নিকট দরখাস্ত করিবেন। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ

ম্যানেজার, চেংলাজিয়া ওয়ার্ডস্ এষ্টেট,

কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৩	১৫—৩	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৩,	১১—৪০	+ ১৬—৩২,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪১, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মান্দ্রাজের লাট-বদল

আগামী ১৩ই নবেম্বর তারিখে মান্দ্রাজের লাট স্যার জর্জ ষ্টানলির কার্য্যকাল সমাপ্ত হইবে। ১৪ই নবেম্বর তারিখে তিনি বোম্বাই যাত্রা করিবেন এবং তথায় জাহাজে চড়িয়া স্বদেশে রওনা হইবেন। মান্দ্রাজের নবনিযুক্ত গবর্ণর লর্ড আরস্কিন সম্ভবতঃ ১৬ই নবেম্বর তারিখে মান্দ্রাজে পৌছিবেন।

তাজপুরে খানাতল্লাস

গত ১২ই সেপ্টেম্বর সিরাজদীঘা থানার দারোগা তাজপুর গ্রাম নিবাসী হীরালাল সরকারের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়াছে। ভোর ৪টার সময় পুলিশ ও চৌকীদার দিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাস হইয়াছে। খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকখানা পুস্তক ও কয়েকখানা ছবি নিয়া গিয়াছে, কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কোয়েটাতে অগ্নিকাণ্ড

গত ১২ই সেপ্টেম্বর কোয়েটার সেণ্ট জন রোডের একটা কাঠের গুদাম ও অপর একটা দোকানে আগুন লাগিয়াছিল। পুলিশ ও সৈনিকগণ দমকল লইয়া ঘটনাস্থলে দৌড়াইয়া আসে। তিন ঘণ্টা প্রবল চেষ্টার পর তাহারা আগুন বাগে আনিতে সমর্থ হয়। কাঠের গুদামেই প্রথম আগুন লাগিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ পঁচিশ হাজার টাকারও অধিক।

গাড়ীতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ

বহরমপুর (গঞ্জাম) হইতে প্রকাশ, গত ২০শে মার্চ্চ যাত্রী গাড়ীতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার অভিযোগে যে ২৯ জন লোককে দঃ বিঃ ১৪৭ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়, জিলা ও দায়রা জজ তাহাদের মধ্যে ১৬ জনকে উক্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১ মাস করিয়া বিশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ করিয়া জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অভিযোগের বিবরণ এই, শ্রীরামনবমীর দিন বহু যাত্রী সোমপেটাতে নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য ২২নং আপ ট্রেণে ইছাপুর হইতে রওনা হয়। সোমপেটাতে আর একদল যাত্রী পলশাতে সবাকচিত্র দেখিবার উদ্দেশ্যে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ইছাপুরের দল শুনিতে পায় যে, নাটক ভাল হয় নাই। সুতরাং তাহারা পলশাতে যাইতে চাহে। ইহাতে গাড়ীতে ভীষণ ভীড় হয়। টিকিট কালেক্টর টিকিট চেক করিবার জন্য গাড়ীতে উঠিলে যাত্রীর দল বলপূর্ব্বক গাড়ীর শিকল টানিয়া দেয় এবং গাড়ীতে ঢিল ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। ইহাতে গাড়ী ও সার্চ্চলাইটের ভীষণ ক্ষতি হয়। ঐ গাড়ীতে জিলা ট্র্যাফিক্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যাইতেছিলেন। তিনি এই ঘটনা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেবকে জানান। পুলিশ আসিবার পূর্ব্বেই জনতা চলিয়া যায়।

আড়িয়ল গ্রামে ডাকাতি

গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২॥ ঘটিকার সময় আড়িয়ল-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র নাথের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ৭।৮ জন লোক মারাত্মক অস্ত্রাদি সহ নৌকাযোগে আসে এবং ঘরের জানালার শিক ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ডাকাতগণ নানারূপ ভয় দেখাইয়া বাড়ীর লোকদিগকে কোন প্রকার গণ্ডগোল করিতে নিষেধ করে। ইতোমধ্যে উক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র নাথ পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া অন্য এক বাড়ীতে চলিয়া যায় এবং তাঁহার বাড়ীতে ডাকাতি হইতেছে বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। পাড়ার লোক আসিয়া পড়ায় ডাকাতগণ তাড়াতাড়ি একটী লোহার সিন্দুক ও একটি বাক্স নিয়া চলিয়া যায়।

সিন্দুকে সামান্য কিছু সোণার গহনা, কয়েকখানা খত ও নগদ ১৫৲।২০৲ টাকা ছিল। আর বাক্সটি পুস্তকে বোঝাই ছিল। পরের দিন পশ্চিম দিকের মাঠে সিন্দুকটা ভাঙ্গা অবস্থায় ও পুস্তক সমেত বাক্সটী পাওয়া যায়। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

মেলবোর্ণ বিমান প্রতিযোগিতা

প্রকাশ, ১৪ই সেপ্টেম্বর মেলবোর্ণ বিমান প্রতিযোগিতা সম্পর্কে বমরাউলীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য বিমান বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন এডোন বিমানযোগে দিল্লী হইতে প্রয়াগ গমন করিয়াছেন। 'এয়ারো ক্লাব অব ইণ্ডিয়া'র সেক্রেটারী মিঃ কেয়োও ১৪ই সেপ্টেম্বর তথায় গিয়াছেন, এরোড্রোম অফিসার মিঃ প্রটাউকে লইয়া বমরাউলী অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা ক্যাম্প ও অন্যান্য অফিস করিবার স্থান দেখাইয়া দিয়া আসিবেন।

এই প্রকার জানা গিয়াছে যে, যোধপুরের মহারাজা নিজেই তাঁহার ক্যাম্প তৈরী করাইবেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে।

ক্যাপ্টেন এ ডোন আলোর ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা করিতেছেন। তিনি মনে করেন যে, সহর হইতে বমরাউলীর পথ অসুবিধাজনক। তিনি আরও মনে করেন, যে বিমানখানি সকলের আগে পৌছিবে, উহা ২০শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় প্রয়াগ পৌছিতে পারিবে। কারণ কোন কোন বিমান ঘণ্টায় ২৫০ মাইল অতিক্রম করিতে পারে।

বিহারে ভীষণ মহামারী

প্রকাশ, বিগত ২৫শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বিহারে ২২০৮ জন মারা গিয়াছে, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ২০১৯ মারা গিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় ৩৪০১ জন আক্রান্ত হইয়াছিল এবং ২১০৭ জন মারা গিয়াছে। তৎপূর্ব সপ্তাহে ৩৭৩৬ জন আক্রান্ত হইয়াছে এবং ১৯৮৬ জন মারা গিয়াছে। সাহাবাদ ও চম্পারণ জেলায় মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইতেছে।

চম্পারণে ছইজন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে একজন মারা গিয়াছে।

গহনার লোভে স্ত্রীলোক খুন

কাণপুরের দায়রা জজ রামলাল নামে এক ঝাড়ুদারকে নরহত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইয়াছিল। হাইকোর্ট আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী নিম্ন আদালতে এক চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছিল যে, গহনার লোভে পথে একাকী পাইয়া সে অন্যূন ছয়জন স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ।

৯ম বর্ষ — ২৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ — বুধবার — ১৭২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে ভাদ্র শুক্রবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীঅদ্বৈতভবনে পাঠ কীর্ত্তনমুখে শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাধন-ভক্তিবিষয়ক পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যার পরে "সরস্বতী জয়শ্রী" পাঠ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীসীতাদেবীর আদর্শ চরিত্র সম্বন্ধে কিছু হরিকথা আলোচিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব প্রকারে বিষ্ণুপূজার যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত রাখিয়া মহাবিষ্ণুর অবতার জগৎ পূজ্য শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর পূজা দ্বারা সহধর্ম্মিণীর বা আদর্শ বৈষ্ণব-মহিলার কৃত্য বিশ্বের মহিলাবৃন্দকে শিক্ষা দিয়াছেন। পতি ভগবদ্ভক্ত হইলে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সেবার সহায়করূপে কার্য্য করিলেই সহধর্ম্মিণী নামের স্বার্থকতা। অবৈষ্ণবের সেবা করা ভক্তিমতী মহিলার কখনও কৃত্য নহে। কৃষ্ণভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। অপর কোন উপায়ে তাহা সম্ভবপর নহে।

———

উক্ত দিবস উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ,বি-টি, ডাঃ দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এল্-এম্-এফ্, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার বি-এ, শ্রীযুক্ত শ্রীদাম চন্দ্র মণ্ডল বি-এ, প্রমুখ শিক্ষিত সজ্জনগণের নিকট 'পর-শব্দ-বিজ্ঞান' ও শব্দ-প্রমাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ২ ঘণ্টারও অধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত যুক্তিসমূহ সকলের সহজবোধ্য ত হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন।

———

শ্রীঅদ্বৈত ভবনে পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে শ্রীসীতাদেবীর মাহাত্ম্য পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতভবনের পূজারী শ্রীপাদ গোকুলদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীগৌর ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সিংহাসনখানি অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

———

গঙ্গার জল ক্রমশঃই কমিতেছে। বেশী বিলম্ব করিলে নৌকাযোগে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনের সুযোগ আর থাকিবে না, এবিষয় চিন্তা করিয়া মেখলা, মুড়াগাছা, স্বরূপগঞ্জ, সহর নবদ্বীপ, সমুদ্রগড়, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সংখ্যক যাত্রী প্রত্যহ সপরিবারে নৌকাযোগে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিতেছেন।

———

গত ২৯শে ভাদ্র শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির বিচার, রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তির পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার দ্বারা এবং 'সরস্বতী জয়শ্রী' পাঠ ও পদাবলী কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীললিতা সপ্তমী তিথি পালিতা হইয়াছেন।

———

গত ৩০শে ভাদ্র রবিবার শ্রীরাধাষ্টমী বাসরে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পাঠ ও সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা হইয়াছে। ভাবের লক্ষণ, প্রেম ও প্রেম-প্রাদুর্ভাবের লক্ষণ এবং উদিত-ভাব ব্যক্তিগণের ব্যবহার-লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম ক্রমে ক্রমে সাধকের হৃদয়ে উদিত হয়। "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়" এই প্রকার দৃঢ়-শ্রদ্ধা যাহাদের নাই, যাহারা কখনও কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর পাদপদ্ম আশ্রয় করে নাই, তাহাদের পক্ষে কখনও ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাহাদের অনর্থ নিবৃত্ত হইতে পারে না। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিষ্ঠা বা রুচি তাহাদের পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে। এই শ্রেণীর লোক যদি ভাবের বিকার দেখাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহারা প্রতিষ্ঠালাভাশায় কপটতাকে আশ্রয় করিয়া আছে মাত্র।

———

যাঁহার হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জন্মিয়াছে তাঁহার হৃদয় ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থ-কালত্ব অর্থাৎ ভজন ব্যতীত কাল বৃথা না যায় এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বস্তুতে বিরক্তি, মানশূন্যতা অর্থাৎ মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণ-নাম-গানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণ-বসতিস্থলে প্রীতি প্রভৃতি রত্নে সুশোভিত।

———

শ্রীযুক্ত বনমালী দাসাধিকারী, শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ রাধামনোহর ব্রহ্মচারী গত ২৯শে ভাদ্র অর্থাৎ রাধাষ্টমীর অধিবাস দিবস প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-সদন সুসজ্জিত করিয়াছেন। তাঁহাদের এই সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

———

শ্রীরাধাষ্টমীবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এবং মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ রচিত "শ্রীশ্রীভজনরহস্য" নামক গ্রন্থ পারায়ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অপরাহ্নে শ্রীঅবিদ্যাহরণ শ্রবণ-সদনে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় "শ্রীশ্রীরাধারাণীর দয়া" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

———

গত ১৫ই ভাদ্র শনিবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-মহোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহদ্বয় পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অতি সুন্দর-রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে ভয়ানক বৃষ্টিপাতসত্ত্বেও সন্ধ্যার বহু পূর্ব্ব হইতে বহু সজ্জন শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ যতিবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে অজের জন্ম-রহস্য, তাঁহার প্রপঞ্চে আবির্ভাবের কারণ ইত্যাদি তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মধ্যরাত্রির কিছু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জয়গান স্তুতি বন্দনা আরম্ভ হয় এবং যথাসময়ে মাঙ্গলিক কৃত্য, অর্চ্চন ও ভোগরাগাদি হইতে থাকে। তৎপর বহুরাত্রিব্যাপী মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাগণ চিত্রার্পিতের ন্যায় পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ হৃষীকেশ বৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

শ্রৌত-সিদ্ধান্ত-সমাহৃতি

যে-সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন নিজ ভোগতৎপর, তাহারা অপ্রাকৃত বিষয়ের কোনও প্রকার সন্ধান না রাখিয়া শব্দব্রহ্ম শ্রীহরিনামকে ইতর শব্দের সহিত সমজ্ঞান করিয়া নামাপরাধ বরণ করে। বস্তুতঃপক্ষে বৈকুণ্ঠ নাম ও নামী অভিন্ন এবং জড় ধারণার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। বৈকুণ্ঠ-শব্দ জড়চিন্তাস্রোতে দুর্ব্বোধ্য হইলেও নিষ্কপট সেবা-পরায়ণ জনগণের হৃদয়ে তিনি কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

যে-শব্দ—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই ৪টী বিভাগে অন্তর্গত এবং জড়-পরিচ্ছেদশূন্য শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা ভোগভূমির স্পর্শযোগ্য নহে। বর্ণরূপে পরিণতা ইন্দ্রিয়ময়ী বৈখরী, প্রণবরূপে প্রকাশিতা বুদ্ধিময়ী মধ্যমা, ধ্বনিস্বরূপা মনোময়ী পশ্যন্তী এবং জড়েন্দ্রিয় ও মনকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া শব্দ প্রাণময়-পরা-বিদ্যারূপে প্রতিভাত হয়। চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও মন অধোক্ষজ শ্রীহরিনামে সেবোন্মুখ হইলেই জীবের নিত্যমঙ্গল উদিত হইয়া থাকে। নতুবা জড় শব্দসমূহ বদ্ধজীবের গুণদ্বারা কৃত ও পরিচালিত কর্ম্মসমূহের কর্ত্তৃরূপে অভিমান উৎপন্ন করে। পুরুষোত্তম অদ্বয়-জ্ঞান বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ। কর্ম্মকাণ্ডের যজ্ঞ কাহাকে উদ্দেশ করে, উপাসনা কাণ্ডের মন্ত্র কাহার প্রতি বিহিত হয় এবং জ্ঞান-কাণ্ডের বিচার কাহাকে আশ্রয় করে—এই সকল কথা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারে না। জ্ঞাতৃত্ব-সূত্রে আংশিক-ভাবে গ্রহণ করায় ভগবদ্-ভিন্ন দেবতা, মানব ও দার্শনিক—কেহই বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গ্রহণ করিতে পারে না। যিনি সকল বস্তুর একমাত্র আশ্রয় এবং সকল আশ্রয়ের একমাত্র বিষয়, সেই শ্রীভগবানই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু। এই সকল তত্ত্ব শ্রীভগবানের নিম্নলিখিত বাণীতে (ভাঃ ১১।২১।৪২) প্রকাশিত হইয়াছে,—

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন।"

অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্মজ বৈরাগ্যই ভগবদ্ভক্তির সোপান, বস্তুতঃ তাহা নিশ্চয়ই নহে। জ্ঞান বা কর্ম্মজ বিরাগ নিজ স্বরূপ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে; উহা অনিত্য অবস্থার পরিণামশীল ধর্ম্মবিশেষ, তজ্জন্য উহা নিত্য কৃষ্ণদাস্যের অঙ্গ নহে। কর্ম্ম বা জ্ঞানের ফল—পরিণামশীল অনিত্যানুভূতির বিকার বিশেষ এবং ভোগ বা মোক্ষই তাহার পরিণতি; সুতরাং নিত্যা ভক্তির সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নাই। জ্ঞান বা বৈরাগ্য পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধভক্তি হইতে পারে। কৃষ্ণভক্ত নিসর্গতঃ হিংসাশূন্য, সংযত ও নিয়মব্রত। তাঁহার এসকল সদ্গুণ উপার্জ্জন করিতে হয় না। সেবা-ফলে তাহারা তাঁহাতে আপনিই উদিত হয়।

মঙ্গলময়ী শিক্ষা

(২)

কপোতের নিকট শিক্ষা

গুরুদাস কখনও কাহারও সহিত কোন স্থানে কোন বিষয়েই অতিশয় প্রীতি বা লালনপালনাদি নিবন্ধন আসক্তি করিবেন না। যদি করেন, তবে তিনি দীনধী কপোতের ন্যায় সন্তাপ-ভোগ করিবেন মাত্র। পরমার্থ-সাধনের একমাত্র উদ্ঘাটিত দ্বার-স্বরূপ সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি কপোত-কপোতীর ন্যায় গৃহমেধী হইয়া আসক্তিবশতঃ কুটুম্ব পোষণ করে, শাস্ত্রে তাহাকে আরূঢ়-চ্যুত বলিয়াছেন।

অজগরের নিকট শিক্ষা

প্রারব্ধ ভোগ অবশ্যই হইবে, তজ্জন্য বৃথা উদ্যমে আয়ুঃক্ষয় না করিয়া গুরুদাস সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকৃপালাভের প্রতীক্ষায় থাকিবেন। প্রাণিগণের পক্ষে স্বর্গসুখ ও নরকাদি-ক্লেশ উভয়ই সমান অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। গুরুদাস সেরূপ সুখ বা দুঃখের প্রত্যাশা করিবেন না, যথালব্ধ দ্রব্যের দ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। খাদ্যদ্রব্য সরস বা বিরস, অধিক বা অল্প যাহাই হউক না কেন, অনায়াসলব্ধ দ্রব্য গুরুকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। আর যদি আহার্য্য দ্রব্য অনায়াসলব্ধ না হয়, কিম্বা লব্ধ হইয়াও বিনষ্ট হইয়া যায় তবে তাহা দৈবগতি অর্থাৎ কৃষ্ণেচ্ছা স্থির করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিবেন।

সমুদ্রের নিকট শিক্ষা

গুরুদাস সমুদ্রের ন্যায় বাহিরে প্রসন্ন-ভাব ও অন্তরে গম্ভীর-ভাব, অলক্ষ্যাভি-প্রায়-প্রযুক্ত দুর্বিগাহ, তেজস্বিতা-প্রযুক্ত অনতিক্রম্য কখনও কোন অবস্থায়ই অর্থাৎ অত্যাগ্রসক্তে ও বৈষম্যরাহিত্যবশতঃ অনন্ত-পার, বিক্ষিপ্তমতি ক্ষুণ-হেতু অক্ষোভ্য ও নিশ্চল-ভাব ধারণ করিবেন। সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে নদীসমূহের সংযোগে প্রবৃদ্ধ বা গ্রীষ্মকালে তদভাবে শুষ্ক হয় না, তদ্রূপ গুরুদাসও লাভালাভে প্রহৃষ্ট বা প্রতপ্ত হইবেন না।

অনন্তর রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, রস—এই পঞ্চবিষয়ে মোহিত পতঙ্গ, মধুকর, হস্তী, হরিণ ও মৎস্য এই পঞ্চগুরুর নিকট যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

পতঙ্গের নিকট শিক্ষা

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়া রূপিণী স্ত্রী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাহার হাবভাবে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের অগ্নিতে পতনের ন্যায় ঘোরতর নরকে পতিত হয়। কনক-কামিনীর মধ্যে কামিনীতে উক্ত পঞ্চ বিষয় সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান, তাই কনক অপেক্ষা কামিনার প্রথম সন্দর্শনেই (ভোগবুদ্ধিতে দর্শনেই) জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব রূপশক্তিই সর্ব্ব-নাশের প্রধান হেতু জানিয়া গুরুসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন।

ভ্রমরের নিকট শিক্ষা

ভ্রমর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, তদ্রূপ গুরুসেবক অল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিবেন এবং কোন গৃহস্থের হিংসা না করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

মধুমক্ষিকার নিকট শিক্ষা

গুরুদাস ভিক্ষালব্ধ অন্নাদি পরাহ্ন বা পরদিবসের নিমিত্ত সঞ্চয় করিবেন না। যদি করেন তবে মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চিত আহার্য্য দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইবেন। কোন কোন মক্ষিকা আহার মাত্র করে, সংগ্রহ করে না; তদ্রূপ গুরুদাসও পাণি-মাত্র-দ্বারা গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিবেন এবং উদরমাত্রগ্রাহী হইয়া মক্ষিকার ন্যায় সঞ্চয়ী হইবেন না।

হস্তীর নিকট শিক্ষা

স্পর্শাসক্তিও জীবের সর্ব্বনাশের হেতু। এই বিষয় হস্তীর নিকট শিক্ষা করিবেন। গুরুদাস আপনার মৃত্যুস্বরূপ কখনও কোন স্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না বা পদ-দ্বারাও কোন স্ত্রীকে স্পর্শ করিবেন না; যদি করেন, তবে হস্তিনীর অঙ্গ-স্পর্শ-নিমিত্ত হস্তীর ন্যায় গর্ত্তে পড়িয়া বিনষ্ট হইবেন, কিম্বা অন্য কোন বলবান্ গজহস্ত গজের ন্যায় অন্য বলবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক নিহত হইবেন।

মধুহার নিকট শিক্ষা

যে ধন-সঞ্চয়ে দান বা ভোগ নাই তাহা পরহস্তগত হইবে, এবিষয় মধুহাকে অর্থাৎ মধুমক্ষিকার মধুচক্র হইতে মধু-গৃহীতাকে গুরু করা কর্ত্তব্য। মধুহা যেরূপ মক্ষিকার অনুগমনে বৃক্ষ-কোটরাদি মধ্যে মধু আছে জানিয়া হরণ করে তদ্রূপ (অর্থাৎ স্থান-মার্জ্জন, উপবেশন, মুহুরীক্ষণাদি চিহ্নদ্বারা কোথায় ধন আছে তাহা এবং কি-প্রকারে উহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তদুপায় যিনি জানেন) গুরুদাস মধুহার ন্যায় লুব্ধ ব্যক্তির সঞ্চিত ধন ছলে বলে, কলে, কৌশলে সংগ্রহ করিয়া গুরুকৃষ্ণ-সেবার নিযুক্ত করিবেন। গুরুদাস গৃহমেধী গৃহীদিগের ক্লেশোপার্জ্জিত বিত্ত মধুহার ন্যায় সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

হরিণের নিকট শিক্ষা

প্রাকৃত-শব্দমাধুর্য্যে আসক্তি সর্ব্বনাশের হেতু, ইহা হরিণের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। গুরুসেবক সাধুমুখ-বিগলিত ভগবৎ-কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও গ্রাম্য-গীতি শ্রবণ করিবেন না। যদি করেন, তবে ব্যাধের বংশী-ধ্বনিতে মুগ্ধ হরিণের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন। মৃগীসুত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও মায়াবিনী বরাঙ্গনাগণের গীত-শ্রবণে মোহিত হইয়া তাহাদের ক্রীড়া-মৃগ হইয়াছিলেন।

মৎস্যের নিকট শিক্ষা

অসদ্বুদ্ধি ব্যক্তি অতিশয়-ক্ষোভ-কারী দুর্জ্জয় জিহ্বা-বেগের বশবর্ত্তী হইয়া বড়িশ বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। পুরুষ যেকাল পর্য্যন্ত রসনা জয় না করিয়া অন্য সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করেন, সেকাল পর্য্যন্ত তিনি জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না। যিনি রসনাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সকল-ইন্দ্রিয়-বিজয়ী গোস্বামি-পদ-বাচ্য। কেননা যদি আহার পরিত্যাগ করা যায়, তবে অন্য ইন্দ্রিয় জয় করা যায় বটে, কিন্তু রসনেন্দ্রিয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার যদি আহার করা যায় তবে রসাসক্তি-বশতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়; সুতরাং রসনাকে জয় করিলেই সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়। এই রসনাজয়ের একমাত্র অব্যর্থ উপায়, রসনা-দ্বারা রসের সহিত ভগবন্নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন এবং ভগবৎ-প্রসাদ সেবা-বুদ্ধিতে আস্বাদন। অতএব গুরুদাস গুরুকৃষ্ণের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ ভবরোগের এই অপ্রাকৃত ঔষধ ও পথ্য সেবন করিবেন।

কুরর পক্ষীর নিকট শিক্ষা

বলবান্ পক্ষী যখন দুর্ব্বল কুরর পক্ষীকে উৎপীড়ন করিয়া তাহার সেই আমিষ গ্রহণ করিতে উদ্যত হয়, তখন সে যেমন সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়, তদ্রূপ মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয়, সেই সেই বস্তুর প্রতি আসক্তিই তাহাদের দুঃখের কারণ জানিয়া অকিঞ্চন ত্যক্ত-পরিগ্রহ গুরুদাস অনন্তসুখ প্রাপ্ত হন।

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

বালকের নিকট শিক্ষা

বালকের যেরূপ মান অপমান বোধ নাই, অথবা গৃহবান্ ও পুত্রবান্ ব্যক্তি-দিগের স্থায় কোন চিন্তা নাই, গুরুদাসও তদ্রূপ আত্মক্রীড়া ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের স্থায় বিচরণ করিবেন। অজ্ঞ জড়ার্ভক এবং জ্ঞানাতীত পরমহংস উভয়েই নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দপ্লুত।

কুমারীর নিকট শিক্ষা

বহুলোকের একত্রে বাস যেরূপ কলহের কারণ, দুই ব্যক্তির একত্র বাসও তদ্রূপ প্রজল্পের কারণ, অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি কুমারীর কঙ্কণের স্থায় সর্ব্বদা একাকীই বাস করিবেন। পরন্তু পতিমতী রাজকুমারী যেরূপ পতির অভিসার করিতে ঝনৎকারসিদ্ধার্থ কঙ্কণসমূহ পরিধান করেন তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণমতী ভক্তিদেবীও মধুর হইতেও সুমধুর, তাহা হইতে অতি মধুর নাম-কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণার্থ স্বাশ্রিত বৈষ্ণবগণকে পরস্পর সঙ্গি-স্বরূপে গ্রহণ করেন, জ্ঞান-যোগে স্বাশ্রিতমুনিগণের নিঃসঙ্গ করেন না।

শরকারের নিকট শিক্ষা

গুরুদাস শরকারের স্থায় জিতশ্বাস ও জিতাসন হইয়া অবিক্ষিপ্ত-চিত্তে বৈরাগ্য অভ্যাস যোগদ্বারা মনকে ভগবানের পাদপদ্মে ধারণ করতঃ চিত্তৈকাগ্রতা শিক্ষা করিবেন। শর-নির্ম্মাতা যেরূপ শরঋজু-করণে দত্তচিত্ত হইয়া পার্শ্বস্থ ভেরী-তুরী সহকারে গমনশীল নৃপতির উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ গুরুদাসও বহিঃ-প্রজ্ঞাশূন্য হইয়া অনন্যচিত্তে অন্তরে বাহিরে ভগবদুপাসনা করিবেন।

সর্পের নিকট শিক্ষা

গুরুসেবক সর্পের স্থায় প্রমাদ-শূন্য, একান্তবাসী, আচারহারা, অলক্ষ্যমান স্বরূপে (সবিষ কি নির্ব্বিষ) অসহায় ও মিতভাষী হইয়া পরকৃতগৃহে বাস করিয়া সুখী হইবেন।

পেশস্কৃৎকীটের নিকট শিক্ষা

কোন কোন কীট যেরূপ পেশস্কৃৎ (অল্প বলবান্ কীট) কর্ত্তৃক ধৃত ও কুড্য-মধ্যে প্রবেশিত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেহী ব্যক্তি স্নেহ-দ্বারাই হউক বা দ্বেষ-বশতঃই হউক আর ভয়নিমিত্তই হউক একান্ত মনে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ হইলে তৎসারূপ্য লাভ করে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

বৈষ্ণবের আনুগত্যব্যতীত বিষ্ণুতোষণ হয় না

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

সংসারে দুই প্রকার লোক হরিতোষণ-ব্রত পালন করিয়া থাকেন। একপ্রকার পারমার্থিক বৈষ্ণব, আর এক প্রকার ব্যবহারিক পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত। পার-মার্থিক বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুতোষণার্থে শ্রীএকা-দশ্যাদি উপবাস ও শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতাদি পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, এই সকল মাধবতিথি ভক্তি-জননী বলিয়া যত্নের সহিত পালন করিতে হয়। তাঁহারা জানেন, কৃষ্ণভক্তগণ যেস্থানে শুদ্ধকীর্ত্তন করেন, সেই স্থানেই কৃষ্ণের বসতিস্থল, সুতরাং সেই কৃষ্ণ-বসতিস্থলে মাধব-তিথি পালনে মাধবেরই ইন্দ্রিয়-তোষণ হয়, স্বেন্দ্রিয়-তোষণ-চেষ্টায় ইন্ধন পায় না।

প্রথমোক্ত পারমার্থিক বৈষ্ণবগণের উপবাসাদি ব্রতপালনে ও শেষোক্ত ব্যবহারিক পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তগণের উপবাসাদি ব্রত-পালনে আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। স্মার্ত্তগণ যাহা কিছু করেন, সবই দেহ, গেহ, ধন, জন ও পরিজনের কল্যাণ কামনায় ফলশ্রুতিতে। তাঁহারা যে-ব্রতাদি-পালনে ধন-জনাদি বা স্বীয় দেহের কল্যাণপ্রদ ফল প্রাপ্ত হন না, তাহাতে বেশী যত্নবিশিষ্ট নহেন। যেহেতু তাঁহারা জড়বাদী বলিয়া জড়-সর্ব্বস্ব-বিচারে ইহ-পর-কালের সুখ সুবিধা বজায় রাখিতে প্রবলভাবে প্রয়াসী।

স্মার্ত্তগণ, নিজের মতটীর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে একাদশ্যাদি উপবাস ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পূর্ব্বদিনে পালন করিয়া থাকেন। বাজারে যে-সকল পঞ্জিকা বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়, তাহাতে স্মার্ত্তমতে পূর্ব্বাহে ও গোস্বামি মতে পরাহে, বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারের পঞ্জিকার সংগ্রাহকগণ সকলেই স্মার্ত্ত বা বিদ্ধ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহাদের কল্পিত মতের একটী তালিকা থাকিবেই। তথাকথিত বৈষ্ণবাভিমানিগণ সকল কার্য্যে স্মার্ত্তমতগ্রহণ করেন, কিন্তু উপবাসের সময় গোস্বামি-মত স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহা-দের দম্ভ আছে। বোধ হয় তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্যই বাজারের পঞ্জিকাগুলিকে গোস্বামি-মতের বিচার প্রদত্ত হইয়াছে।

গোস্বামি-মত বা বৈষ্ণব-গুরুর মত স্বীকার না করিয়া হরিতোষণ-ব্রত পালনের ছলনায় বৈষ্ণব হওয়া যায় না। যে বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম, যে গোবিন্দের প্রাণ সেই বৈষ্ণব গোস্বামি-বৃন্দ সেই শ্রীসনাতন-শ্রীগোপালভট্ট প্রমুখ গোস্বামিগণের নিত্য সত্য মতকে উপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বিষ্ণুতোষণ-ব্রত পালনে সমর্থ?

বৈষ্ণব গোস্বামিগণকে অবজ্ঞা করিয়া, বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকে অপ্রামাণিক মনে করিয়া, যাঁহারা পূর্ব্বাহে একাদশ্যাদি উপবাস অর্থাৎ দশমী-বিদ্ধা একাদশী ও সপ্তমী-বিদ্ধা জন্মাষ্টমী ব্রত-পালনে বিশেষরূপে চেষ্টান্বিত, তাঁহারাও আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে যত্নশীল, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।

যাঁহারা গৃহস্থ বৈষ্ণবাভিমানে জাগতিক অধিকাংশ কার্য্য স্মার্ত্তবিধি-মতে করেন ও উপবাসাদিব্রত গোস্বামি-মতে করেন, তাঁহারা সকলেই দুই নৌকায় দুই পা দিয়া অজ্ঞচূড়ামণি সাজিতেছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা ঢং-বিপ্রের প্রাপ্য পুরস্কারের অধিকারী

আবার যাঁহারা স্মার্ত্ত থাকিয়াও দু' পয়সা উপার্জ্জনের জন্য "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" বিচার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়। তাঁহারা বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাচার ধ্বংস করিতে সতত সচেষ্ট। আত্মমঙ্গল-প্রয়াসী কোন ব্যক্তিরই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে। সুবুদ্ধিজনগণ একাদশ্যাদিব্রত ও শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি বৈষ্ণব গোস্বামিগণের আনুগত্যে পালন করিয়া হরিতোষণ ব্রতের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করেন, তাঁহারা কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত স্মার্ত্তদিগের যাবতীয় বিধি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের জড়চক্ষে ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইতেই চাহেন। তাই বৈষ্ণবের কৃপা-প্রার্থনায় কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হ'বে।
আমারে আপন বলি' বৈষ্ণব জানিবে॥
শ্রীগুরুচরণামৃত মাধ্বিক-সেবনে।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী বাহির্মুখজন।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্ম, জড়, স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচাররহিত এই নিতান্ত অশান্ত॥
বাতুল বলিয়া মোরে পাণ্ডিত্যাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী॥
কুসঙ্গরহিত দেখি বৈষ্ণব সুজন।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥
স্পর্শিয়া বৈষ্ণব-দেহ এ দুর্জ্জন ছার।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিক বিকার॥"

(কল্যাণ-কল্পতরু)

পরন্তুঃপরদুঃখী বৈষ্ণব গোস্বামীর উক্ত-বিধ শিক্ষায় উদাসীন থাকিয়া লোক-রক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া আমরা যদি উভয়কূল রক্ষা করিতে চাই, অর্থাৎ ব্যবহারিক সমাজের অপাংক্তেয় না হই এবং পারমার্থিক বৈষ্ণবগণের নিকটও যেন বৈষ্ণবোচিত সম্মান পাই, তাহা হইলে আমরা বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইব। দৈবী মায়া আমাদিগকে আরও সুদীর্ঘকাল তাঁহার ত্রৈতাপ-প্রভাব বিস্তার করিয়া চিরতরে বহির্ম্মুখ করিবার সুযোগ পাইবে। সব দলের মন যোগান, সকলের মন রক্ষা করা, সকলের মনোরঞ্জক হওয়া আর বিষ্ণুতোষণ— এক কথা নহে। তাহার একটী সমুজ্জ্বল চিত্র শ্রীচৈতন্যভাগবতে চিত্রিত আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরে স্বয়ং আবেশে যখন সকলকে দর্শন ও বরদান করিতেছিলেন তখন হঠাৎ মুকুন্দের দ্বার-মানা দেখিয়া শ্রীবাস-পণ্ডিত বলিলেন,— "প্রভো! মুকুন্দ তোমার অতি প্রিয় ভক্ত বলিয়া আমরা জানি, এমতাবস্থায় তোমার এই রূপ-দর্শনে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে চাও কেন? সে কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি একবার কৃপা করিয়া তাঁহাকে ডাক। তোমার শ্রীপাদপদ্ম-শোভা দর্শন করুক। শ্রীবাসের বাক্য শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—

........."হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিবা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
* * ওবেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তি হইতে বড় আছে যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তি স্থানে ইহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন বাধ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মঃ ১০ম অঃ)

অতএব দেখা যাইতেছে বৈষ্ণব-গোস্বামিগণ কেবল ভক্তির বা শুদ্ধা ভক্তির শিক্ষক। যাহারা এ হেন বৈষ্ণব-গোস্বামি-শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি-মার্গকেও ভক্তির সাম্যে বা শ্রেষ্ঠবোধে ভগবদঙ্গে জাঠি মারে, তাহারা ভগবদ্দর্শনে চিরবঞ্চিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। শ্রীমন্মহা-প্রভু মুকুন্দ-দ্বারা আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিলেন।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ

দাদখানি	..০
কাটারিভোগ	৫॥০—
পাটনাই (সরেস)	৬৵০
মাজা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷৷
সিতাশাল (সরু)	৫

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০ ৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৸৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০ ৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥০
খুচরা	৬০৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৫৸১০
বড়াল	৩৫৸/১০

লোহা ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার বৈল্যারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কাড় (অ্যাঙ্গেল) বা টীষ	
৫১কা	১৬৷৷০—৬৸৵০
এ বে-মাকা চালকা হন্দর	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
..গেজ	১১॥০
..গেজ	১৩৲
২৮ গেজ	১১৵০
প্লেন, সি, জি,	১৩৲
এসবেস্টস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ	১২॥০
২০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
গজ	৮।০
প্যাঃ তারের জাল বা হাঁস ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
সীল পাটী	৬।০—৬৵০
.. গোল্ড (গোল)	৬।০—৬।৵০
.. সমচৌকো (চৌকা)	৬০—৬৸০
..গোল ৫৬ ৶০—১৫০ সুতা	৫৫৵০—৬॥০
, টিন [illegible]	
চৌকা ৶০—৷৵০ ঐ	৫॥৵০—৭
.. নাটবল্টু	৬৵০—৮

সর্ব্ব প্রকার মাল এক সঙ্গে,

লোহা ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

মৌলবী হাট গোলাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।৷০	।৵০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷৷০	
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ১০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৪৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০	+ ১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৮৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০	+ * ১৮-৩৭ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— • 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার -নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

মীরপুরখাসে ডাকাতি

মীরপুরখাসের লোমহর্ষণ ডাকাতি সম্পর্কে সেদিন এক সশস্ত্র পুলিশবাহিনী তথায় উপস্থিত হইয়া ১৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে; ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত জমীদার ও গোষ্ঠীপতি, তাহাদিগকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্যাটেলের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তাহাদের প্রত্যেককে ৫ হইতে ১০ হাজার টাকার জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

———

রহস্যজনক মৃত্যু

গত পূর্ব্ব শনিবার প্রাতে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত অনিল কুমার মিত্রের মৃতদেহ তাঁহার শয্যার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশ যে, অনিল বাবু ইটার্সী থানায় কাজ করিতেন। ঘটনার দিন সকাল বেলা ১০টার সময় তিনি কাজ করিয়া চলিয়া যান। আন্দাজ ১১টার সময় পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হয়। খোঁজ করিয়া দেখা যায় যে, গার্ড রুমে বিছানার উপর অনিল-বাবুর মৃতদেহ পড়িয়া আছে। এই মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায় নাই। মৃতদেহটি তদন্তের জন্য ময়নায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

সর্প-সঙ্কুল চর

ত্রিপুরা চৌদ্দ গ্রামের সাপুড়িয়া মোহন-লাল সর্দ্দার সম্প্রতি চরজব্বরে ৪ দিনে ৩২টি বিষধর সর্প জীবন্ত ধরিয়াছিল। সেই ব্যক্তি ও তাহার দুইজন চেলা আবার সেই চরে গিয়া আরও ৪০টি বিষধর সর্প ধরিয়াছে। এই সর্প-সঙ্কুল চর বঙ্গোপসাগরের মুখে নোয়াখালির তীরভূমি হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং উহা কোতোয়ালী থানার অধীন। ইহা গবর্ণমেণ্ট খাস মহল; ইহার আয়তন প্রায় ৫ বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। কয়েকদিন হইল এক ভদ্রলোক চাষীর এক বাক্সের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা একটি সাপ পাওয়া গিয়াছিল এবং আর একটি সাপ একটা টানা জালের মধ্যে পড়িয়াছিল।

———

মতিহারি সহর স্থানান্তর

বিহার উড়িষ্যার লাটসাহেব ২৬শে সেপ্টেম্বর রাচী ত্যাগ করিয়া ৩০শে তারিখ মতিহারি যাইবেন। তিনি মজঃফরপুর হইতে বিমানে যাইবেন। মতিহারি সহর কোথায় স্থানান্তরিত করা যায়, তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তিনি বিমানে ভ্রমণ করিবেন। ভূমিকম্পে মতিহারির যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করার পর হইতেই লাটসাহেব সহরটি স্থানান্তরিত করার কথা চিন্তা করিতেছেন। এই সহরটি কোথাও এক ইঞ্চি, কোথাও বা একফুট ডাবিয়া গিয়াছে।

———

কনেষ্টবলের দণ্ড

চাঁদপুর থানার শ্রীযদুনাথ দে নামক জনৈক কনেষ্টবল কর্ত্তব্য-কার্য্যের ত্রুটী করত রাত্রিতে পাহারা না দিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকায় তাহার বিরুদ্ধে এসিষ্ট্যাণ্ট দারোগা বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র পাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করেন। সেই আক্রোশে একদিন রাত্রে যদু দারোগা বাবুকে লাঠি ও ছুরি দ্বারা আঘাত করিয়া শরীরের স্থানে স্থানে জখম করে। চাঁদপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ আহাম্মদ, আই সি-এস কর্ত্তৃক বিচারে যদুর দঃ বিঃ ৩২৪ ধারা মতে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও মঃ ১০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

———

শ্রীহট্টে মোটর-দুর্ঘটনা

গত শুক্রবার শ্রীহট্ট সেবপুর রাস্তার ৭ ও ৮ মাইলের মধ্যে এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ৩৪-৩৫ বৎসরের জনৈক মুসল-মান মোটরের সঙ্কেত ধ্বনি উপেক্ষা করিয়া মোটরের অতি নিকট দিয়া রাস্তা অতিক্রম করিতে গিয়া চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

কলহে অগ্নিসংযোগ

শুক্রবার আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস, কে গুপ্ত কাকদ্বীপের চন্দ্র মাঝিকে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, সে দক্ষিণ রাঢ়ীশ্রেণীর গোবিন্দ গিরি নামক এক মাহিষ্য জমিদারের গৃহে একাধিক বার আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল।

প্রকাশ, দক্ষিণরাঢ়ী মাহিষ্য ও উত্তর রাঢ়ী মাহিষ্যদের মধ্যে সামাজিক কারণে বিরোধ বর্ত্তমান আছে। গত ফাল্গুন মাসে গোবিন্দগিরি তাহার পিতার শ্রাদ্ধে উত্তর-রাঢ়ী দলের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পিতার মৃত্যুর দশদিন পরে সম্পন্ন করে। উত্তররাঢ়ী দল গোবিন্দের প্রায়শ্চিত্ত দাবী করিলে গোবিন্দ তাহাতে অসম্মতি জানায়। ইহাতে অপর পক্ষের চন্দ্র মাঝি চৈত্রমাসে একাদি-ক্রমে গোবিন্দের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। চতুর্থবার এই দুষ্কার্য্য করিবার সময় আসামী ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার হয়।

২॥ লক্ষ টাকার হিসাব গরমিল

৬নং কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটস্থিত সেন্ট্রাল এজেন্সী লিঃ কোম্পানীর ক্যাসিয়ার রমেন্দ্র-নাথ মুখার্জ্জিকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজি-ষ্ট্রেটের আদালতে বিশ্বাস-ভঙ্গ ও ১৯১ সাল হইতে ১৯৩৪ সালের জুন পর্য্যন্ত ২,৫২,৫৩৭৲ টাকার হিসাব জাল করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

আসামী জামিনে মুক্ত আছে। ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

'ম্যানেজিং এজেন্টস্'এর বিপদ

৮নং ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্টস্থিত ইণ্টার ন্যাশন্যাল কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং এজেন্টস্ সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং বিনয়েন্দ্রনাথ সেনকে বিশ্বাস ভঙ্গ পূর্ব্বক ২,১০০৲ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। গত শুক্রবার তাহাদিগকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। তাহাদের প্রত্যেককে ২০০৲ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৮টে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

প্রকাশ, আসামীগণ পঞ্চানন ব্যানার্জ্জি নামক এক ব্যক্তির সহিত এইরূপ ব্যবস্থা করে যে, সে তাহাদিগকে জামিন স্বরূপ ২৬০০৲ দিবে এবং তাহারা তাহাকে ঐ ব্যাঙ্কের শ্যামবাজার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নিযুক্ত করিবে। ব্যানার্জ্জি তাহাদিগকে তিন কিস্তিতে ২,১০০৲ দিবে বলিয়া প্রকাশ। কিছুদিন পর ব্যানার্জ্জি ব্যাঙ্কের অবস্থা সন্তোষজনক নহে দেখিয়া জামানতের টাকা ফেরৎ চাহে। কিন্তু তাহা সে ফেরৎ পায় না।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible]

[illegible] ব্যাপারে প্রতিকার হইতে পারে। আগামী বর্ষার পূর্বে [illegible] গ্রামের নেতাগণ উদ্যোগী হইয়া [illegible] দ্বারা [illegible], [illegible] সরকারী কর্মচারীদের ও কর্মী-[illegible] সহায়তা গ্রহণ করিয়া পল্লীমঙ্গল [illegible] হউন।

[illegible] পরে জানিলাম, [illegible] নামের বাগান ষ্ট্রীটের [illegible] পুত্র শ্রীমান্ [illegible] অনেক দেশ বিদেশে [illegible] উপকার [illegible], যে ১৯ বৎসর যাবং [illegible] করিতেছে। অর্থাৎ [illegible] বয়সের সময় হইতেই সে [illegible] নিযুক্ত হইয়াছে।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ

[illegible] সরকারের শিল্প বিভাগের [illegible] মি, এস্, সি, মিত্র সম্প্রতি [illegible] সরকারের [illegible] মধ্যে একটী সুবিস্তৃত [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] আর্থিক উন্নতির [illegible] প্রকাশ করিয়াছি যে, [illegible] দ্বিবিধ—(১) [illegible] উন্নতি বিধান এবং (২) [illegible] উন্নতি। প্রথম [illegible]—যথা, (ক) পাট [illegible] এবং উন্নত শ্রেণীর পাট [illegible] (খ) [illegible] বিবেচনা [illegible] বলা [illegible] প্রাপ্ত হইয়াছে—যথা (ক) [illegible], (খ) [illegible] পাট [illegible], [illegible] পাট [illegible] ও (গ) পাট [illegible] হইতে পারে [illegible]।

[illegible] (ক) "[illegible] উন্নতির পরিকল্পনার" মধ্যে [illegible] করিয়াছি যে [illegible] অত্যধিক [illegible], পাটই [illegible] কৃষকদের [illegible]। [illegible] পাটের বদলে অনেক [illegible] বাহির হইয়াছে। [illegible] যাহাতে পাট কম [illegible], অল্প কথায় কম [illegible] পাট উৎপন্ন হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি [illegible]। যদি প্রতি একরে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তবেই পাট [illegible] কমিতে পারে। জমিতের [illegible] নহে—কাজেই প্রতি [illegible] সঙ্গে সঙ্গে পাট চাষের [illegible] পরিমাণ কমাইয়া উহাতে অন্য ফসলের চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি একরে যে পরিমাণ পাট হয় বলিয়া সরকারী বরাদ্দে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা এইরূপঃ—ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ -৩'৭ বেল (এক বেল ৪০০ পাউণ্ড) রাজসাহী বিভাগ ৩'৫ বেল, প্রেসিডেন্সী ও বৰ্দ্ধমান বিভাগ—৩'২ বেল, বিহার ও ও উড়িষ্যা -৩'৩ বেল এবং আসাম - ৩'৫ বেল।

এই সব অঙ্ক হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বাঙ্গলা দেশে যতদূর সম্ভব ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগে পাটের চাষ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। অবশ্য আসাম বিভাগেও পাটের চাষ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ প্রেসিডেন্সী বিভাগে "দেশী" শ্রেণীর পাট উৎপন্ন হয় এবং এজন্য বিশেষ চাহিদা আছে।

সাধারণতঃ পাটের জমিতে বেশী সার দরকার হয় না। তথাপি বিভিন্ন শ্রেণীর সার ব্যবহার করিয়া, উৎপন্ন পাটের পরিমাণ কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায় তদ্বিষয়ে পরীক্ষা হওয়া দরকার। বাঙ্গলায় কালবিলম্ব না করিয়া বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা সম্বন্ধে জরিপের কাজ আরম্ভ করা দরকার। এই উভয় কাজেরই ভার কৃষিবিভাগের উপর দেওয়া যাইতে পারে।

প্রধানতঃ উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহার করিয়াই পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা উচিত। ইতোমধ্যেই কাকিয়া বোম্বাই শ্রেণীর বীজ ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। উহাতে স্থানীয় পাট অপেক্ষা প্রতি একরে ১৬০ পাউণ্ড বেশী পাট উৎপন্ন হয়। অথচ এমনও এক শ্রেণীর পাট সম্বন্ধেও গবেষণা হইতেছে, যাহা কাকিয়া বোম্বাই অপেক্ষাও প্রতি একরে ৫০ পাউণ্ড বেশী ফলে। এই সব উন্নত শ্রেণীর পাট চাষের প্রয়োজনীয়তা এই বলিয়াই উপলব্ধি হইবে যে, উহাতে শতকরা ১৫ ভাগ বেশী পাট পাওয়া যায় এবং যে-সব জেলাতে এই ধরনের পাটের চাষ প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহাতে অন্যান্য ফসলের চাষের জন্য অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাইবে। ঢাকা বিভাগের পক্ষে এই কথা বিশেষভাবে সত্য। কারণ এই বিভাগে সব চেয়ে অধিক একর জমিতে পাটের চাষ হয়।

পাটের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্বন্ধে বলা যায় যে বিহারের দেশাল, আসামের চাকুয়া ও চক্ষী এবং উত্তর ও উত্তরপশ্চিম বঙ্গে দেশী ও তোষার মাঝামাঝি ধরনের যে পাটের চাষ হয়, তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কারণ এই সব পাট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নহে বলিয়া উহা দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হয় না। প্রেসিডেন্সী বিভাগে দেশী শ্রেণীর যে পাট হয়, তাহারও পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া চলে। সম্প্রতি ভারতীয় চটকলসমূহে এই শ্রেণীর পাটের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন একমাত্র ডাণ্ডির কলওয়ালাগণ এই শ্রেণীর পাট ক্রয় করিতেছে এবং উহারাও এই ধরণের পাট ক্রয় করা কমাইয়া দিবে এরূপ ভাব দেখাইতেছে। জাত পাটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—যেখানে সম্ভবপর, সেই সব স্থলে এই পাটের চাষ প্রবর্ত্তন করা উচিত। পাটের বিভিন্ন শ্রেণীর বীজ সম্বন্ধে কৃষি বিভাগের গবেষণা করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে তিন মাস

জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলী বৈদ্য সোনার নামক এক ব্যক্তিকে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী বাঁশতলা ষ্ট্রীটে গুরুরাজ সোনার নামক এক স্বর্ণকারের দোকানে কাজ করিত। তাহার বন্ধু তাহাকে একটী অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার জন্য ২০৭৲ টাকা মূল্যের সোনা দেয়। এবং অপরাহ্ণ কালে দোকানে আসিয়া দেখিতে পায় যে, আসামী সোনা লইয়া চম্পট দিয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে মদ প্রস্তুত

জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল [illegible] নামক এক ব্যক্তিকে [illegible] ষ্ট্রীটে বিনা লাইসেন্সে মদ [illegible] তৈরী করার অপরাধে ছয় সপ্তাহের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

জেল হইতে পলায়নের অভিযোগ

আলীপুরের মহকুমা হাকিম রায় বাহাদুর এস্, পি, ঘোষের এজলাসে হরিপদ দে ২১শে জুলাই অপর ক্লে আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। ইহা ছাড়া ভোলানাথ দাস ও অপর তিনজন পলায়ন করিতে চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

সমস্ত আসামীই আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দী। উক্ত মামলার বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে চারজন পলায়ন করে এবং একমাত্র হরিপদ দে'কে গ্রেপ্তার করা হয়। অপর তিনজন এখনও ফেরার আছে।

কৌঁসুলী শ্রীযুত জে সি গুপ্ত ফরিয়াদী পক্ষের কতিপয় সাক্ষীকে জেরা করিলে পর শুনানী মুলতুবী থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার | ১৭৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে হাইকোর্টের বিচারপতি

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ঘটিকার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম্ এ, ডি এল্ মহোদয় তাঁহার জনৈক বন্ধুসহ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট (পরলোকগত ও, এন্ মুখার্জ্জি মহোদয়ের থিয়েটার রোডস্থ ভবনে) উপস্থিত হইয়া প্রণতি-পুরঃসর আচার্য্য সম্মান করিয়া আসন গ্রহণান্তর অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি এ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, গৌড়ীয় সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সম্পাদক সঙ্ঘের শ্রীপাদ গুরুবিলাস দাসাধিকারী, ভক্তিময়ূখ এবং পাটনার জনৈক উকিল হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। মাননীয় বিচারপতি মহাশয় আসিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা-সম্বন্ধে হরিকথা বলিতে থাকেন। তাহা শ্রবণ করিয়া মাননীয় বিচারপতি মহোদয় বলেন - "আমরাও ত' শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকার বিচারের বিষয় আছে, তাহা ত' কখনও আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয় নাই। আমি আজ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-সম্বন্ধে নূতন আলোক পাইয়া বিশেষ লাভবান্ হইলাম।"

— —

গৌড়ীয়সম্পাদকের বক্তৃতা

গত ৩০শে ভাদ্র কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে সমস্ত দিন পাঠ, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি ত' চলিয়াছেই, তদ্ব্যতীত অপরাহ্ণে শ্রীমঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই সুবৃহৎ শ্রবণ-সদনটী লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। পরে বহু ব্যক্তি উপবেশনের স্থান না পাইয়া বহির্ভাগে দণ্ডায়মান অবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম্ এ, ডি-এল্ মহোদয়। আর বক্তা ছিলেন মহামহোপদেশক পণ্ডিত, বাগ্মিপ্রবর, গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয়। বক্তৃতার বিষয় ছিল— "শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী"। বক্তা গৌড়ীয়সম্পাদক মহোদয় কলিকাতাবাসী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট স্বীয় বক্তৃতার বিষয়-বিন্যাস ও বাগ্মিতার জন্য সুপরিচিত; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-উপলক্ষে তিনি যখন কয়েকবার কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ এলবার্টহলে 'গৌড়ীয়-সাহিত্য', 'গৌড়ীয়-গৌরব' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন তখন তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি স্তম্ভিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় শ্রীগুরুপাদ-পদ্মলব্ধ শ্রৌতসিদ্ধান্তের সম্পুট বলিয়া যখনই তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন, তখনই জগদ্বাসীর নিকট সম্পূর্ণ নূতন মৌলিক পরতত্ত্বরাজি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এবারের রাধাষ্টমী-উৎসবেও তিনি পরবিদ্যা-রসাস্বাদনের গবেষণাত্মক বিষয়সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সুচিন্তিত বক্তৃতাটী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

— —

সভামণ্ডপের দৃশ্য

সভামণ্ডপ সারস্বত শ্রবণ-সদনটী অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। একটী উচ্চ বেদীতে ২টী সুসজ্জিত আসন সংরক্ষিত ছিল। আসনের সম্মুখে একটী সুরম্য টেবিল পুষ্পস্তবকাদির দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। আসনদ্বয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ, মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও এমার মঠের মহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস উপবিষ্ট ছিলেন। এই উচ্চ বেদীর উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে অনেক চেয়ার ছিল। তাহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

— —

শ্রীবিগ্রহের দৃশ্য

শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গারের বিষয় বর্ণন করা ভাষায় সাধ্যাতীত। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদানন্দজীউ অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া যেন সস্নেহে স্মিতবদনে বিশ্ববাসিগণকে আহ্বান করিতেছিলেন। আর যেন বলিতেছিলেন "ওহে জগজ্জীবগণ! তোমরা মায়ার কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া ত্রিতাপ ভোগ করিতেছ কেন? শরণাগতি-অস্ত্রের দ্বারা ত্রিতাপ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আনন্দময় নিত্য-বৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক নিত্য সেবানন্দ লাভ কর।"

মহাপ্রসাদ বিতরণ

শ্রোতার সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় মহাপ্রসাদ বিতরণকার্য্যে স্থানাভাব-বশতঃ কিছু অধিক সময় লাগিলেও এবং ক্লেশকর হইলেও আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত সুব্যবস্থায় অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেককেই আকণ্ঠ পূরিয়া মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

যাচক মহারাজের প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ যুক্তপ্রদেশের কোশগঞ্জ নামক স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ১০ই সেপ্টেম্বর সোরন্ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সোরন্ ষ্টেটের সেক্রেটারী মিঃ বি, ভগবতীপ্রসাদ সাহেবের নিকট ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিকট তিনি মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিবেন। স্বামীজী ১০ই সেপ্টেম্বর কোশগঞ্জের রায় ভগবান বাহাদুর মহাশয়ের বাড়ীতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আবির্ভাব উৎসব

আগামী কল্য শুক্রবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষণ্ণবতিতম আবির্ভাব-উৎসব। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ হৃষীকেশ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

এ সংসারে সুখ আছে কি ?

যে জগৎ চিরকাল থাকিবে না, যাহা পূর্ব্বে ছিল না কিন্তু লীলাময় কৃষ্ণের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরে তাঁদিচ্ছায় ধ্বংসও হইবে, যাহা সত্য হইলেও তাহার নশ্বরতা বা অনিত্যতার কথা নানাভাবে আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে, আমরা বর্ত্তমানে সেই সুখ-দুঃখ-প্রদ সংসারের অধিবাসী। ঈশ্বরের কি বিচিত্র লীলা! কর্ম্মের কি ভীষণ পরিণাম! কর্ম্মচক্রে পড়িয়া—সেবা বিস্মৃতি-বশতঃ ভোগপ্রমত্ত হইয়া আমাদের কি দুর্গতিই না ঘটিয়াছে! অমৃতের সন্তান হইয়া আমরা আজ শবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। এক পিতার পুত্র হইয়াও আমরা স্ব-স্ব-কর্ম্ম-ফলানুসারে কেহ মনুষ্য-দেহ, কেহ দেব-দেহ, কেহ বৃক্ষ-দেহ, কেহ কাক-দেহ, কেহ শূকর-দেহ লাভ করিয়া সেবা-সদনের কথা ভুলিয়া ভোগ-সদন এই সংসারসমুদ্রে দিন দিন নিমগ্ন হইতেছি। দাবানল সদৃশ এই সংসারে সুখের অন্বেষণ করিতে গিয়া কেবল দুঃখাগ্নিতে দিবারাত্র জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি এবং সময় সময় পর-ভাগ্যের প্রশংসামুখে নিজ ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া, আবার কখনও কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়া নীরস তরুসম নিরানন্দ হৃদয়ে সুখ-সঞ্চারার্থ বিভিন্ন বর্ণের কত চিত্রই না অঙ্কিত করিতেছি এবং সেই নেশার ঘোরে বলিতেছি—"এ সংসারে নিশ্চয়ই সুখ আছে আমি মন্দভাগ্য বলিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি! এ সংসারে যদি সুখই না থাকিবে, তাহা হইলে এই সংসারবাসিগণ আছে কি লইয়া? সুখ সকলেই চায়, সুতরাং সুখ না থাকিলে তাহারা কেন এত উৎসাহের সহিত স্ব স্ব উন্নতি ও সংসারকে সুখের করিয়া তুলিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছে?" ধনী লোক, শিক্ষিত লোক, খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের যশঃমহিমা শ্রবণ করিয়া, ভোগিকুলের ভোগসম্ভারের স্বচ্ছন্দতা বা ত্যাগিকুলের ত্যাগে দৃঢ়তা দেখিয়া আমি আকাশকুসুম সুখের স্বপ্ন দেখি বটে কিন্তু যখন আমি ভগবানের ইচ্ছায় ধনবান হই, পণ্ডিত হই, যশস্বী হই বা ত্যাগী হই তখন পুঞ্জীকৃত ধারণাগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া দুঃখের কালিমাই আমার হৃদয়ে আনিয়া দেয়; তাই দুঃখের সহিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অনেক সময় বলিয়া থাকি—এ সংসারে সত্য সত্যই সুখ আছে কি? না এ জগৎ কেবল দুঃখেই পরিপূর্ণ এবং সুখ বলিয়া যাহা দেখি তাহা দুঃখেরই গুপ্তচর?

এ জগৎটা কি, ইহাতে সুখ আছে কিনা এরূপ প্রশ্ন বস্তুজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত উদিত হয়। এ জগদ্বাসিমাত্রেই অজ্ঞানান্ধ—জ্ঞানহীন। আমরা বা এই জগৎ বস্তুতঃ কি, এ জ্ঞান আমাদের প্রায় কাহারও নাই। জীবমাত্রেই যে ভগবানের সেবক এবং এ জগৎ যে কৃষ্ণসেবা-ত্যাগী অজ্ঞজীবগণের কারাগার সদৃশ, এই জ্ঞান আমাদের না থাকায় আমরা বিপথে চালিত ও হতজ্ঞান হইয়াছি। কৃষ্ণসেবা ছাড়া জীবের আর কোন কৃত্য নাই এবং সেই সেবা শ্রীরাধা-দয়িত গুরুরূপা গোপীর বা রাগাত্মিকা ব্রজবাসীর পূর্ণানুগত্য ব্যতীত সংসাধিত হয় না, এতাদৃশী বুদ্ধিই প্রকৃত জ্ঞান এবং এই সেবা-জ্ঞানের অভাব যেখানে, সেই স্থানেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের উদয়। এই অজ্ঞানের কবলে কবলিত হইয়াই জীবগণ আজ প্রপীড়িত, ভীত ও সন্ত্রস্ত—দুঃখকে সুখ ও অনিত্য জগৎকে নিত্যবাসস্থল মনে করিয়া মায়ারূপী অনিত্য-মাতা-পিতা স্ত্রী-পুত্রাদিগকে বন্ধু মনে করিয়া ভ্রান্ত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত। এ সংসারে সুখ আছে কি না?—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, এই সংসার চক্রে সুখের ছায়া আছে কিন্তু সুখের বাস্তবতা এখানে নাই। ছায়া দেখিতে কায়ার ন্যায় মনে হইলেও উহা যেমন অস্তিত্বহীন, সেইরূপ এ জগতে সুখের প্রতিচ্ছবি যাহা আমাদের নয়নগোচর হয় তাহাও অস্তিত্বহীন। সুতরাং এই দুঃখময় জগতে সুখ-সন্ধানের যে চেষ্টা, তাহা মরুভূমিতে জলভ্রমে মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবনের ন্যায় বৃথা পণ্ডশ্রম বা প্রাণ-হানিকর মাত্র।

মরুভূমিতে মরীচিকা দেখিয়া পথশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মনে হয়, নিকটেই স্বচ্ছ জলরাশি বিরাজিত সুতরাং এইখানেই স্নান-পানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া এখনই পরম প্রীতি লাভ করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখন পথিক অগ্রসর হইতে থাকেন তখন তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত সুখ-ভাণ্ডার তাঁহাকে ধরা দিতেছে না। তাঁহার সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া তাঁহাকে অধিকতর পরিশ্রান্ত করিয়া কেবল বঞ্চনাই করিতেছে। এজগতে সুখের ছবিও তদ্রূপই। তাই বলিতে-ছিলাম—এসংসারে সুখ আছে কি? যাঁহারা ... করিতেছি ... লইয়া বড়াই করিতেছেন, তাঁহারা সত্যসত্যই সুখ পাইতেছেন কি?

সংসারাগ্নিতে দগ্ধহৃদয়, আজীবন দুঃখ-ভোগী আমাদের পিতামাতাগণ সংসারে এত দুঃখ দেখিয়াও কেন যে তাঁহাদের স্নেহের যাদুকে, হৃদয়ের ধন ননীর পুতুলটীকে সংসারাগ্নিতে ভস্মীভূত করিতে চান তাহা আমরা জানি না। পিতামাতা ত' দূরের কথা, মৃত্যুশয্যায় শায়িত অশীতি-বৎসরের বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অস্বীকার করেন; ইহা আমার নিজ জীবনে লক্ষ্য করিবার সুযোগও হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে জনৈক বৃদ্ধের নিকট গিয়া আমি এই প্রশ্নের সুমীমাংসা সূচক উত্তর চাহিলে প্রথমে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু পরে অত্যন্ত আর্ত্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন "এ প্রশ্নের উত্তর শুনিলে তুমি সংসারে থাকিবে কি? তাই আমি তোমাকে এ কথা বলি নাই, আমার শেষ সময় আগতপ্রায় এ সময়ে যখন তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ তখন আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও এবং কোন কিছুর অভাব আমার না থাকিলেও আমি আজীবন সংসারে সুখ পাই নাই বা কেহ পাইবেন বলিয়া আমি আশাও করি না। তুমি জানিও, এ সংসারে সুখ নাই—আমি ভগবানের সেবা না করিয়া এ জন্ম বৃথায় কাটাইলাম - এ কথা আমার শেষ মুহূর্ত্তে স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে ও আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতেছি তাই বলি, তুমি ভগবানের সেবা ভুলিও না; যদি আমার কথা তোমার স্মরণ না থাকে তাহা হইলে তোমারও আমার ন্যায় দুর্গতি হইবে।" এই বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। আমার পরম করুণাময় প্রভুও সেই দিনই পাদপদ্ম আমাকে অযাচিত কৃপাবলে আকর্ষণ করিয়া তৎপাদপদ্ম-সেবা করিবার অধিকার প্রদানপূর্ব্বক আমাকে অভয় দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগা আমি এসব বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াও এখনও স্রোতপথে অচল অটল হইতে পারিলাম না!

আমার বন্ধুবান্ধবগণ অনেকেই সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন, পাঠ্যাবস্থায় হাসিয়া খেলিয়া জীবনটী কাটাইতেছেন, যৌবনে গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে প্রমত্ত হইয়া জড়রসে দিনটী কাটাইতে-ছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সুখ স্পৃহা মিটিতেছে কি? আমার ন্যায় ভুক্ত-ভোগীকে তাঁহাদের প্রাণের কথা তাঁহারা নিষ্কপটে বলুন আর নাই বলুন তাহাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু তাঁহাদের ঐ অন্তরের গুপ্ত কথা—জড়সুখের দুঃখময় চিত্রটী বিশ্লেষণ করিবেন কি? তাঁহাদের মধ্যে যদি কেউ আমাদিগকে বন্ধু মনে করিয়া এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইতে প্রস্তুত হন, এ বিষয়ের বিশদ আলোচনার জন্য কিছু সময় ভিক্ষা দেন তাহা হইলে এ জগতে সুখ আছে কি না, আমরা সুখের জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে সুখ পাওয়া যাইবে কি না, সুচতুর শিল্পীর এই ধাঁধাঁ-লাগান, সুন্দর নির্ম্মাণ এই মাটীর দেহকে ভালবাসিয়া সুখ পাওয়া যাইবে কি না, তদ্বিষয়ে দিগ্দর্শন করিতে চেষ্টা করি।

আমাদের ধারণা, এ জগতে সুখ আছে। যদি সুখ না থাকিত তবে মহা-মহাপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ তল্লালসায় ছুটাছুটি করিতেছেন কেন? প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই ইহার মূল কারণ—অজ্ঞানোদয়েই তাঁহাদের এতাদৃশ প্রয়াস। আমরা মনে করি, যাঁহারা জাগতিক বিদ্যা-শিক্ষা করেন নাই তাঁহারাই অজ্ঞান বা মূর্খ। কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

"অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান।
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥"

সেবা-বুদ্ধিই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। যেস্থলে ইহার অভাব সেখানে অজ্ঞানস্রোত প্রবাহিত, সেখানে স্বর্গাদি ভোগের জন্য ধর্ম্ম বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষা এবং এ জন্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণসাধনোদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থার্জ্জন-স্পৃহা, স্বেচ্ছাচারিতার সহগামিনী চেষ্টা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশা ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়-গণের তর্পণ পিপাসা ব্যতীত আর কিছুই নাই। পুণ্য বাসনা বা পাপ-বাসনা সবই অজ্ঞান-প্রসূত। এই কৃষ্ণেতর অন্য বিষয়ে প্রমত্ততাই—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু সদসৎ কার্য্য করিব, হরিগুরুবৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচরণ করিব, বাহ্যিক বিরুদ্ধাচরণ না করিলেও হরিসেবক না হইয়া অন্তরে অন্তরে মায়া সেবকাভিমান প্রবল রাখিব ইত্যাদি যাবতীয় জল্পনা কল্পনা সমস্তই অজ্ঞানেরই সন্তান-সন্ততি বা মায়ার প্রহেলিকা। হরি-গুরুবৈষ্ণবের কথায় উদাসীনতা হইতেই জীবের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছু করিবার বা এ সংসারে সুখ সন্ধানের বীজোদ্গম হয়। সুখের স্বরূপ, সুখস্বরূপ বা সুখাকর ভগবানের কথা না জানার জন্যই জীবের এই অবস্থা। তাই দিবাকর-নিশাকর-স্বরূপ ভগবান্, শ্রীগৌর নিত্যানন্দের এ জগতে আবির্ভাব। সূর্য্য আলো-বিতরণে অন্ধকার দূর করত যেমন বস্তু-প্রকাশ করিয়া থাকেন চিৎসূর্য্য-স্বরূপ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দও সেইরূপ গৌড়ে উদিত হইয়া

জীবের চিত্তগুহার অজ্ঞানতমঃ নাশ করিয়াছিলেন—ভোগত্যাগ বা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছার হেয়ত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক সেবা-মাধুরীতে জীবকে আকর্ষণ করিয়া এ দুঃখময় জগতের স্বরূপ ও সুখময় কৃষ্ণসেবার স্বরূপ-জ্ঞাপনকল্পে জীবের সহিত গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন। ভোগ-বিষ্ঠাকুণ্ড-সদৃশ বিষয়াদিপূর্ণ এই বিশ্বে সুখ নাই, পরজগৎ বৈকুণ্ঠই সুখের আলয় একথা তাঁহারাই জানাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুগ-সূত্রে অদ্যাপি শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই সকল কথা জানাইতে বসিয়াছেন—সতত হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে, আচার-প্রচার মুখে জীবের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া সেবালোক প্রদান পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।"—এই ভগবদ্বাণী শিরে ধারণ করিয়া গুরুর কার্য্য করিতেছেন। আবার অসুরগণের এই জীবমঙ্গল কার্য্য দেখিয়া অসুরগণও তৎকার্য্যে বাধাপ্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, সংসারে সুখ আছে বলিয়া যাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন তাঁহাদের কথা-শ্রবণে বিরত হইয়া শ্রীচৈতন্যকথা আপনারা কেউ শুনিবেন কি?

সংসারী জীব আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করি, তাহা দুঃখেরই প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ কিম্বা দস্যু বা গুণ্ডাদলের চরের ন্যায় বিষকুম্ভ-পয়োমুখযুক্ত। গুণ্ডাদলের গুপ্তচরসমূহ যেরূপ কপট প্রীতির দ্বারা পথিককে ভুলাইয়া তাহাকে গুপ্তস্থানে লইয়া যায় এবং পরে সর্ব্বস্বান্ত, এমন কি তাহাকে প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, এ জগতে সুখরূপী চরও সেইরূপ গুণ্ডাদলের দালালের মত আমাদিগকে প্রথমমুখে আদর-আপ্যায়ন ও নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া গুপ্তস্থানে লইয়া যায়, পরে দুঃখের কাঙ্গাল আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও চির-দুঃখরাজ্যে পাতিত করিয়া থাকে। তাই বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা এই দুঃখ-দস্যুর দূতরূপী সুখের প্রলোভনে পড়িয়া আত্ম-বিনাশ বরণ পূর্ব্বক সপরিকর দুঃখদস্যুর নিত্যবশীভূত এই সংসার-ভোগে প্রমত্ত হন না। এ জগতে স্ত্রীই বলুন বা পুত্রই বলুন, মাতাপিতা বন্ধুবান্ধব গৃহধনাদি যাহা কিছু বলুন সবই দুঃখদস্যুর সুখরূপী চর ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাঁহারা বাস্তবিক সুখাভিলাষী সেবাভিলাষী তাঁহারা ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পরমসুখকর বস্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখরূপী চর বৈষ্ণবগণকে এবং সেবোন্মুখ-চরকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। এ জগতের সুখ যে দুঃখেরই প্রকার-ভেদ বা পরম-দুঃখ-বরণের একটা প্রাগবস্থা তৎ-প্রদর্শনকল্পে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় জানাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণভুলি, সেই জীব – অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

পূর্ব্বকালে রাজা দণ্ডযোগ্য অপরাধী ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ নদীগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন—একবার ডুবাইতেন আর একবার উঠাইতেন। ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বহুক্ষণ ব্যাপী করিবার জন্যই অপরাধীকে শাস্তিদাতা এক একবার করিয়া উঠাইতেন, আবার অপরাধী দম বা নিঃশ্বাস লইতে না লইতেই তাহাকে জলের ভিতর পুনরায় চাপিয়া ধরিতেন। সংসার-চক্রে যে সুখ আছে তাহাও ঐরূপ মুহূর্ত্তকাল দম লইবারই মত। সংসার-কারারক্ষয়িত্রী মহামায়া দুর্গাদেবী ভগবদ্ বহির্ম্মুখ আমাদিগকে দুঃখ-সাগরে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত করিয়া ক্লেশের পরিমাণ বৃদ্ধি ও বহুকাল স্থায়ী করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে যে দম লইবার একটু সময় দিতেছেন সেই সময়টুকুকেই আমরা সুখের সময় মনে করিতেছি। কিন্তু ঐ দম লইবার সময়টুকু বা সুখের সময়টুকু যে ভীষণ-দুঃখ ভোগের-আবাহনী গীতি বা পূর্ব্বাবস্থা তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অতএব এই সংসার-চক্রের সুখ দুঃখের অগ্রদূত বা দালাল ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই সুখরূপী দুঃখ দূত প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে আসে বলিয়া ইহা দুঃখ হইতেও লোকের অধিক অনিষ্টকারী। দুঃখ অনেকটা স্পষ্ট বলিয়া তাহা দেখিয়া বরং আমাদের অনেক সময় আর্ত্তি বা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচ্ছন্ন-শত্রু সুখের মোহনবেশে মুগ্ধ হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা জাগতিক ধন-জন-পাণ্ডিত্যে প্রমত্ত হইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহাদের কষ্টভোগ যে কত বেশী, তাহা সাধুগণই দিব্যচক্ষুদ্বারা দেখিতে পান। তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারে সুখ নাই—সুখের আভাস আছে মাত্র।

এ জগতে সুখ আছে কি না আছে, একথা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না, কারণ আমরা প্রায় সকলেই এই পথের পথিক হইয়া এই অতৃপ্ত সংসার-সুখের বিষয় কিছু না কিছু অবগত আছি। তবে আমরা দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করি না বলিয়াই, উষ্ট্রের ন্যায় রক্তাক্ত হইয়াও কণ্টক-ভক্ষণের ন্যায় সংসারে প্রমত্ত হই বলিয়াই সাধুগণ আমাদের স্বপ্ন-ঘোর ভাঙ্গিবার জন্য এ সব কথা কীর্ত্তন করেন। অতএব হে আমার বন্ধুবর্গ, জগতের সুখে মুগ্ধ না হইয়া নিষ্কপট সাধুগণের শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহাদের অভ্রভেদী চীৎকার স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিবেন,—ইহাই আপনাদের নিকট আমার সকাতর প্রার্থনা।

শ্রৌতবাণী

১। শুদ্ধতত্ত্ববিৎ কৃষ্ণৈকশরণ পরদুঃখ-দুঃখী মহাভাগবতই জগদ্‌ত্রাতা শ্রীগুরুদেব।

২। শ্রীগুরুদেব কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ মন্ত্রবিক্রয়ী বা ধর্ম্মব্যবসায়ী নহেন।

৩। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য, গুরুর সেবকগণ—বৈষ্ণব, তাঁহারাও নিত্য।

৪। ভক্তগণ কৃষ্ণেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভক্ত-পূজা বাদ দিয়া কৃষ্ণপূজার ছলনা দাম্ভিকতা।

৫। ভগবান্—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, প্রেমা—প্রয়োজন।

৬। চিল্লীলামিথুন রাধাকৃষ্ণই হরি, তিনিই একমাত্র ভোক্তা।

৭। শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ—লীলা-রস আস্বাদন নিমিত্ত দুই রূপ ধারণ করেন।

৮। শ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন।

৯। ব্রজে যেরূপ শ্রীগোকুল, গৌড়ে সেইরূপ শ্রীমায়াপুর।

১০। বৈষ্ণবগণই শুদ্ধ শাক্ত—মধুর-রসে চিচ্ছক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন।

১১। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া জীব শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন, কেবল বিষয়ী।

১২। একই শক্তি চিৎস্বরূপে চিচ্ছক্তি ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি।

১৩। মায়াবৈচিত্র্য চিদ্বৈচিত্র্যেরই বিকৃত প্রতিফলন।

১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই; কারণ উহা সর্ব্বজীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম।

১৫। জগতে প্রচারিত ধর্ম্মসমূহ বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান, কেহ বা বিকৃতি।

১৬। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্যা অহৈতুকী ভক্তিই হরিভজন।

১৭। নামাশ্রয়ভজনই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; নামে নববিধ ভজন অবস্থিত।

১৮। নাম ও নামী অভিন্ন; নাম ও নামাপরাধ ভিন্ন বস্তু; নামাপরাধ সর্ব্বথা ত্যাজ্য।

১৯। ভক্তিই জীবাত্মার সহজধর্ম্ম, ভক্তি মনোধর্ম্ম নহে।

২০। ভক্তি নিরপেক্ষা; মুক্তি ভক্তির কিঙ্করী; ভক্তিই ভক্তির ফল।

২১। দিব্যজ্ঞানদাতাই দীক্ষা; দীক্ষার বাহ্যানুষ্ঠানের অভিনয় দীক্ষা নহে।

২২। জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, ফল্গুত্যাগ ও যুক্তবৈরাগ্য এক নহে।

২৩। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি ও প্রসাদে অন্নবুদ্ধি অপরাধজনক।

২৪। মনঃকল্পিত উপাসনাই পৌত্তলিকতা, অধোক্ষজ-ভক্ত পৌত্তলিক নহেন।

২৫। অসৎসঙ্গত্যাগই বৈষ্ণব-আচার; স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তই অসৎ।

২৬। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম, প্রেমই পরমপুরুষার্থ।

২৭। শ্রীভাগবতই শ্রুতিসার ও একমাত্র অমল প্রমাণ।

২৮। ভগবত্তার অন্তর্গতই ব্রহ্মত্ব ও পরমাত্মত্ব; বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণতা ও যোগিত্ব অনুস্যূত।

২৯। হরিকথা-প্রচারই 'জীবে দয়ার' চরম আদর্শ।

মঙ্গলময়ী শিক্ষা

(৩)

ঊর্ণনাভের নিকট শিক্ষা

ঊর্ণনাভ যেমন হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তৃত করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করে এবং পরে উহা পুনর্ব্বার গ্রাস করে, তদ্রূপ মহৎ-স্রষ্টাখ্য সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী আদি-পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু স্বীয় মায়ার দ্বারা সৃষ্ট এ জগৎকে কল্পান্তে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া পুনর্ব্বার এক ও অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদরহিত, অদ্বিতীয়, আত্মবীর এবং অখিলাশ্রয় অর্থাৎ নিখিল শক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি প্রধান পুরুষেশ্বর অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীবের নিয়ন্তা, পরাবরেশ অর্থাৎ স্বাংশ অবতারগণ এবং বিভিন্নাংশ জীবগণের একমাত্র আশ্রয়—তিনি গুণসাম্য প্রধান ও তদুপাধি পুরুষেরও ঈশ্বর—তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক কৈবল্য-সংজ্ঞিত, নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও পরমানন্দ-স্বরূপ এবং নিরুপাধিক। তিনি সৃষ্টিকালে মহাসঙ্কর্ষণ হইতে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধ-স্বরূপ-প্রভাবে ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয় মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া ক্রিয়াশক্তি-প্রধান মহত্তত্ত্বকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন। অতএব ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্বতোমুখা বিশ্বসৃষ্টিকারিণী সেই মায়াকেই সৃষ্টি করেন, যাহাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং যদ্দ্বারা জীবের সংসারগতি লাভ হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	॥০	।৶০	।৶	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০		
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲		
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার লক্ষ্যাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ॥৹ আনা, ৩ প্যাক ১।০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়
ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড)
বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৫,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪১, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

নদীয়ার বন্যাসম্বন্ধে কংগ্রেস-কর্ম্মী

নদীয়া জেলা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সদর মহকুমা ও মেহেরপুর মহকুমার তেহট্ট থানা অঞ্চলের বন্যার অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসিয়া নিম্নলিখিত বর্ণনা দিতেছেন :—

"আমি জলাঙ্গী নদী ধরিয়া যতদূর গিয়াছি ততদূর সর্ব্বত্র নদীর উভয়কূল প্লাবিত দেখিয়াছি। সদর মহকুমার পণ্ডিতপুরের নিকট অনন্ত জলরাশি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। মহেশনগর ও পাটিকাবাড়ীর নিকট বহু গ্রাম জলমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। চাঁদের ঘাট, শিবপুর ও হাতীশালা গ্রামও প্রায় জলমগ্ন এবং ইহা ছাড়া নতীপোতা, কৃষ্ণচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের মাটির ঘরসকল ধ্বসিয়া গিয়াছে। মেহেরপুর থানার বন্দুকখালি-গ্রামের ২০০০ অধিবাসী ভৈরব নদের ভীষণ বন্যার গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে অঞ্চলের গ্রামবাসিগণের ভবিষ্যৎ আহারের একমাত্র সংস্থান প্রায় ২৫০০০ বিঘা আমন ধানের ক্ষেত ডুবিয়া গিয়াছে।

"এইবৎসর বৃষ্টির অভাবে আউস পূর্ব্বেই ভাল হয় নাই তার উপর আমনের আশা যাওয়াতে ধ্বংসলীলা চরমে উঠিয়াছে।

"কৃষ্ণনগর হইতে যে ষ্টীমার ঐদিকে যাতায়াত করিত, তাহা ইতোমধ্যেই বন্ধ হইয়াছে, এবং যাতায়াতের আর কোন পথ থাকিল না।"

হাওড়ায় দস্যুগণের কাণ্ড

গত রবিবার রাত্রি ২ ঘটিকার সময় হাওড়া জেলার শাকরাইল থানার অন্তর্গত পানিয়াড়া গ্রামের শ্রীযুত ব্রজধন কোলের বাড়ীতে ডাকাত পড়ে। অনুমান ১২।১৪ জন ডাকাত সশস্ত্র অবস্থায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায় যে, ব্রজধন বাড়ীর দাওয়ায় নিদ্রিত। ডাকাতদের একজন তাহার বুকে চাপিয়া বসে—ব্রজ ঐ অবস্থায় হাত দিয়া ডাকাতের গলা টিপিয়া ধরে অন্যান্য ডাকাতেরা দেখিয়া লাঠি মারিয়া ব্রজের মাথা ফাটাইয়া দেয় এবং ঐ অবস্থায় তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ব্রজের স্ত্রীর উপর মারধর করিয়া অনুমান ১৪।১৫ ভরি সোণা ও কয়েকখানা মূল্যবান কাপড় চোপড় লইয়া ডাকাতদল চম্পট দিবার চেষ্টা করে, সেই সময় ব্রজধনের প্রতিবেশী দিবাকর মুখোপাধ্যায় একটী খড়্গ লইয়া ডাকাত দিগকে তাড়া করে এবং একটী ডাকাতকে খড়্গ দিয়া আঘাত করে। ঐ ডাকাতও তাহাকে আক্রমণ করে তখন উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া একটী পার্শ্ববর্ত্তী ডোবায় পড়িয়া যায়। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া ডাকাতটি অন্যান্য ডাকাতদের চীৎকার করিয়া বলে যে, "তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে" ডাকাতদল তখন বল্লম নিয়া দিবাকরকে মারিবার জন্য অন্ধকারে জলে ঘা দিতে থাকে। তাহাতে দিবাকরের ও গালে দুইটি ঘা লাগে; ডাকাতটীর শরীরেও কয়েকটী আঘাত লাগে। কিন্তু ইতোমধ্যে গোলমাল শুনিয়া লোকজন আসিয়া পড়ে। দিবাকর তখন চীৎকার করিয়া লোকজনকে গুলী চালাইতে বলে। ডাকাতদল উপায় না দেখিয়া আহত ডাকাতকে লইয়া চম্পট দেয়। প্রকাশ যে, তাহারা কতকদূর গিয়া এক শ্মশানে যাইয়া আহত ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তাহার মাথাটি কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। মুণ্ডহীন লাসটী তথায় পাওয়া গিয়াছে।

পেট্রোলের দোকানে আগুন

গয়ার সংবাদে প্রকাশ, গত বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বাবু দেবীপ্রসাদ খাণ্ডেল-ওয়ালার পেট্রোলের দোকানে আগুন লাগে। প্রথমে পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন লাগে ও ক্রমে তাহা পেট্রোলের গুদামে ও পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলিতে বিস্তৃত হয়। আগুন থামাইতে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়। আগুন নিবাইবার জন্য পুলিশ লাইন হইতে পুলিশও আনা হয়। এবং পুলিশ ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় বহু আয়াসে আগুন নির্বাণ হয়। প্রকাশ, আনুমানিক দশ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বেলেঘাটায় দুর্ঘটনা

গত সোমবার বেলেঘাটা রেলওয়ে ব্রিজে দুইজন মুসলমান যুবক ইঞ্জিন চাপা পড়িয়াছিল; ফলে একজনের মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর জন গুরুতর আহত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, গুলজার আলি মিঞা ও সেখ হাফেজ নামক দুই যুবক সোমবার দুপুর বেলা বেলেঘাটা ব্রিজের উপর দিয়া কলিকাতার দিকে আসিতেছিল; এমন সময় সহসা একখানা ইঞ্জিন তাহাদের উপর আসিয়া পড়ে। তাহারা মাথায় ও পায়ে গুরুতর আঘাত পায়। ক্যাম্বেল হাসপাতালে তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তথায় সেখ হাফেজের মৃত্যু হইয়াছে। গুলজার আলির অবস্থাও শোচনীয়।

ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউট

বরিশালের সংবাদে প্রকাশ, ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউটের স্বর্ণ জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য গত রবিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময়ে ব্রজমোহন হলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। প্রথমে উহাতে জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়। তৎপর সভাপতি পরলোকগত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি ও স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন। ডাঃ সুশীল দত্ত, গান্ধীজী, বিচারপতি মুখার্জ্জি ও গুহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ ফজলুল হক, মিঃ ওয়াড্স ওয়ার্থ, মিঃ পি এন, গুহ, ডাঃ ভাণ্ডারকর, ডাঃ প্রমথ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করেন।

বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাখরগঞ্জ জেলার শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে রিপোর্টে বিদ্যালয়ের ৫০ বৎসরের ইতিহাস বর্ণনা এবং বরিশালের অধিবাসীদের সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতিতে উহার দানের উল্লেখ করেন।

শ্রীহট্টে খানাতল্লাস

১২ই সেপ্টেম্বর অতি প্রত্যুষে শ্রীহট্টের পুলিশ শ্রীহট্ট সহরের কিনাবাজার মহল্লাস্থিত বাবু শশিমোহন নাগ ও বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র দাস পুরকায়স্থ উকীল এবং পুরাণ লেনস্থিত বাবু বিনোদবিহারী সেনের বাসা খানাতল্লাস করিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই আশ্বিন শুক্রবার [illegible]

বন্যার জল [illegible] পদ্মার [illegible] হইয়াছে। [illegible] আরম্ভ [illegible] হয় নাই। [illegible] প্রকোপ কখনও বন্যার [illegible] প্রকোপ, কখনও [illegible] প্রকোপে আবার কখনও বা মহামারীর তাণ্ডব তাহাদের দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছে। এই সকল [illegible] দেখিয়া বেশ বুঝা যায় জনসাধারণের [illegible] দায়িত্ব যেন [illegible] নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু [illegible] কে জানে? [illegible] শেষঃ [illegible]

প্রকাশ, কেবল কংগ্রেসের জন্য যে স্থান প্রস্তুত করা হইবে তাহার নাম হইবে আব্দুল গফুর নগর। কংগ্রেসের সভাপতি [illegible] হইবেন এবং প্রস্তাবের [illegible] করিয়া সেখানে [illegible] নগরীর। [illegible] মহাত্মা গান্ধী [illegible] — আব্দুল গফুর খান [illegible] তাঁহার [illegible] অনুগামী। [illegible] এত সমস্ত গুণের [illegible] অধিক পছন্দ করেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদও একজন ত্যাগী পুরুষ। ইঁহার [illegible] ত্যাগ সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। উপসংহারে [illegible] বলিয়াছেন 'অহিংসা', [illegible] প্রতি অবিচলিত অনুরাগ ও [illegible] আমরা [illegible] এই [illegible] দ্বারাই দেশ [illegible] হইবে।" আমরা বলি [illegible] [illegible] উপযুক্ত। [illegible] থাকিলে [illegible] [illegible] থাকিতে পারে

[illegible] কিরূপ ভীষণ [illegible] নিম্নলিখিত ঘটনাটি [illegible] বাড়ীর [illegible] পুকুরে মুখ ধুইতে যান। [illegible] আলাপে অনেকক্ষণ বিলম্ব হওয়ায় ছেলেটি ঘরে যাইয়া বিছানার ধারে বাতি রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ মধ্যেই মশারী জ্বলিয়া উঠে। ফলে ঐ বিছানায় শায়িত একটি ১১।১২ বৎসরের মেয়ে, ঐ ছেলেটি এবং একটী ছোট মেয়ে দগ্ধ হয়। বড় মেয়েটি ষষ্ঠ দিবসে মারা গিয়াছে। বাকী দুটিও এখন পর্যন্ত জীবিত আছে কি না সন্দেহ।

[illegible] সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ গত ৯ই সেপ্টেম্বর [illegible] নারায়ণগঞ্জে গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ঘোষের ছাত্রী কুমারী যুথিকা গুপ্তা গত ১৫ই সেপ্টেম্বর শীতলক্ষ্যাতে সাঁতার কাটিয়াছে। কুমারী গুপ্তার বয়স মাত্র ১২ বৎসর। সে রবিবার সকাল ৭টা ১১ মিনিটে জলে অবতরণ করে এবং সোমবার অপরাহ্ন ১টা ১০ মিনিটে ১৮ ঘণ্টা ৫ মিঃ সাঁতার কাটিয়া জল হইতে উঠে। ভারতীয় বালিকাদের মধ্যে সে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। কুমারী গুপ্তা এই প্রথম প্রতিযোগিতায় নামিয়াও সাঁতারের সময় সর্বদাই প্রফুল্ল ছিল। নারায়ণগঞ্জবাসীদের পক্ষ হইতে তাহাকে দুইটি স্বর্ণপদক ও চারিটি রৌপ্যপদক প্রদান করা হইয়াছে।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ

(৭৩ সংখ্যার প্রকাশিতাংশের পর)

পাটের অবয়বগত এবং রাসায়নিক গুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র লেবরেটারী স্থাপন করা আবশ্যক। এটা ছাড়া উন্নততর শ্রেণীর বয়নশিল্পেও পাট ক্রমেই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে এই সব ক্ষেত্রে পাটের অবয়বগত ও রাসায়নিক দিক হইতে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। সুতরাং বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য পাটের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা যায় কি না, তাহা দেখা আবশ্যক।

১০থ) পাট সম্পর্কে বর্তমানে সব চেয়ে গুরুত্বব্যঞ্জক সমস্যা হইতেছে, চাহিদার অনুপাতে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত করা।

প্রত্যেক বৎসরে গড়ে ৯০ লক্ষ বেল পাটের দরকার হয়। উহার মধ্যে ভারতের চটকলসমূহে ৫০ লক্ষ বেল এবং বিদেশে কাজের জন্য ৪০ লক্ষ বেল পাট দরকার হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় যাহাতে এই পরিমাণের বেশী পাট উৎপন্ন না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসর পর্যন্ত কম পরিমাণে পাটের যোগান দিতে হইবে। কারণ খরিদ্দারদের হাতে বিশেষতঃ ভারতীয় চটকলসমূহে বিপুল পরিমাণ পাট এবং কোন কোন বৎসরে এক বৎসরের বেশী সময়ে খরচের উপযুক্ত পাট মজুত থাকে বলিয়া উহারা অনেক দিন পর্যন্ত পাট ক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া পাটের মূল্য কমাইয়া দিতে সমর্থ হয়। যদি আগামী বৎসরে পাটের চাষ কমাইয়া ৬০ লক্ষ বেল করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাল হয়। উহার ফলে ভারতীয় চটকলসমূহের হাতে মজুত পাটের পরিমাণ কমিয়া ৩০ লক্ষ বেল হইবে। এই ৩০ লক্ষ বেল পাট মজুত থাকিলে তাহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই। কারণ আজকালকার দিনে ভবিষ্যতে মাল সরবরাহের জন্য এবং বাজারের উঠতি পড়তি জনিত ক্ষতি নিবারণের জন্য চটকল সমূহকে হাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাট মজুদ রাখিতে হয়। কিন্তু মোটের মজুদ পাটের পরিমাণ এই ভাবে কমাইয়া দিলে, তাহার ফল শোচনীয় হইতে পারে। এইজন্য তিন বৎসর না হইলেও অন্ততঃ দুই বৎসরে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। ইহা সর্বজন-বিদিত যে গবর্ণমেণ্ট প্রতি একরে যে পরিমাণ পাট হয় বলিয়া বরাদ্দ ধরেন তাহা প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম। পূর্ববঙ্গের যে সব জেলাতে উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহৃত হয়, তাহাতে প্রতি একরে সহজেই ৪ বেল পাট জন্মে সুতরাং ৭৫ লক্ষ বেল পাট উৎপাদন করিতে হইলে, ১৯।২০ লক্ষ একর জমিই যথেষ্ট, সুতরাং আগামী ২ বৎসর পর্যন্ত যাহাতে ১৯ লক্ষ একরের বেশী জমিতে পাটের চাষ না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা করা উচিত। বর্তমান বৎসরে ২৫ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং উহার শতকরা ৮৮ ভাগ বাঙ্গলায় অবস্থিত। এই হিসাবে বাঙ্গলায় ৫ লক্ষ একর বেশী জমিতে পাটের চাষ হইতেছে। যাহাতে বাঙ্গলায় ভবিষ্যতে বর্তমান জমি অপেক্ষা মোটামুটি ৫ লক্ষ একর কম জমিতে পাটের চাষ হয় তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

আমি আমার "আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনার মধ্যে দেখাইয়াছি যে, পাটের সর্ব নিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া ও বাধ্যতামূলক হিসাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করা, একেবারে অসম্ভব না হইলেও, অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং স্বেচ্ছাকৃত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ভালরূপে করা হয় নাই। উক্ত পরিকল্পনায় কি ভাবে স্বেচ্ছাকৃত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, তাহা আমি দেখাইয়াছি। এখানে সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি বিভিন্ন জেলাতে কি শ্রেণীর পাট উৎপন্ন হয় এবং পাটের বদলে কি কি ফসল জন্মান যাইতে পারে, তাহা লক্ষ রাখিয়া প্রত্যেক জেলায় কত একর জমিতে পাটের চাষ কমাইতে হইবে, তাহা স্থির করিতে হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলের কৃষকগণকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, তাহারা যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষের বদলে অন্য ফসলের চাষ করিবে, সেই পরিমাণ জমির উপর প্রতি একরে তাহাদিগকে ১৫ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। অধিকন্তু পাটের বদলে অন্য ফসল চাষ করিবার জন্য তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। পাটচাষী জেলাগুলি ছাড়া অন্যান্য জেলাতে যাহাতে পাটের চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টকে ইউনিয়ন বোর্ড ও অন্যান্য এজেন্সীর মারফতে পাটচাষী কৃষকগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক কৃষক কত একর জমিতে পাটের চাষ করে তাহা এই তালিকায় দেখাইতে হইবে।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতেও এই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

এই সম্বন্ধে আপাততঃ নিম্নলিখিত মত একটি প্রস্তাব দিতেছি :

জেলা	ক০ একর জমিতে পাটের চাষ কমাইতে হইবে	পাটের বদলে কোন্ কোন্ ফসল চাষ করিতে হইবে
নদীয়া	৫০০০০	আখ, সরিষা, তিসি
যশোহর	২০০০০	ঐ
মুর্শিদাবাদ	১০০০০	তুলা ও ফলের চাষ
২৪পরগণা	২০০০০	আখ, তৈল বীজ, ধান
রাজসাহী	৫০০০০	আখ, তিসি
রংপুর	৫০০০০	তামাক
দিনাজপুর	৫০০০০	ধান, আখ
ত্রিপুরা	২০০০০	আখ তুলা
ঢাকা	১০০০০০	আখ, তৈল-বীজ, শণ, তুলা
ময়মনসিংহ	১০০০০০	ধান, তুলা, তৈলবীজ
ফরিদপুর	৫০০০০	ধান, আখ, শণ
বরিশাল	৩০০০০	ধান, আখ
হুগলী	২৯০০০	ঐ
মোট	৫৫০০০০	

বাঙ্গলা দেশে ৫ লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ কমাইলেই হইবে। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামেও অন্যাধিক ৭০ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ কমাইতে হইবে।

---

১ জনের প্রাণদণ্ড ও অপর ১ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ডাল্টনগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, ছোটনাগপুরের জুডিশিয়াল কমিশনার এক চাঞ্চল্যকর মামলার রায় দিয়াছেন। উক্ত মামলায় ১ জনের ফাঁসী ও ১ জনের দ্বীপান্তর হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৮ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৫ঠা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২১শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার { ১৭৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অদ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি। এতদুপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আজ সাধারণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। "মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়।" যেই যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রাদিরও দুষ্প্রাপ্য ভগবৎপ্রসাদ আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ সকলকেই সমস্ত দিন বিতরণ করিবেন। আজের উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই যে শত সহস্র কাঙ্গালী আকণ্ঠ পুরিয়া এই প্রসাদ-লাভে কৃতার্থ ও ধন্য হইবে। প্রসাদের কৃপায় ফলে দরিদ্রগণ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের মালিক শ্রীনারায়ণে ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রেমভরে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তনের সুযোগ পাইবেন। কর্ম্মিগণ এক বেলার জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া যে দরিদ্র-ভোজনের প্রয়াস দেখান ভক্তগণের কার্য্য তাহা নহে। যাহাতে ত্রিতাপের কবলে পতিত হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণার দংশনে ছট্‌ফট্‌ করিতে না হয় তাহার উপায়-স্বরূপ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রদানাভিপ্রায়েই ভক্তগণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসব্যাপী মহোৎসব আগামী ৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত থাকিবে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন গত ৪ঠা ভাদ্র হইতে এই মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। মহোৎসবের সময় শুধু যে শ্রীমঠেই পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয় তাহা নহে, পরন্তু প্রচারকগণ মহানগরীর প্রত্যেক জনগণের গৃহেও পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। এই পাঠ-কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য জীবিকার্জ্জনের জন্য অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা নহে পরন্তু সর্ব্ব-সাধারণ যাহাতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তজ্জন্য যত্ন করা। শুদ্ধভক্তগণের শ্রীগুরুদেবের আদেশে কীর্ত্তনই সাধন এবং কীর্ত্তনই ভজন। তাঁহাদের কীর্ত্তন কৃষ্ণের আনন্দ-বিধান উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কোন লক্ষ্য নাই। ভাগবত ব্যবসায় ও এই শুদ্ধ-কীর্ত্তনে আকাশ পাতাল প্রভেদ। একটীতে ভোগের চেষ্টা অপরটীতে ভজনে নিযুক্ত থাকা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা পরলোকগত মিঃ ও. এন, মুখার্জ্জির পুত্র শ্রীযুক্ত যামিনী কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক দিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১০ই ভাদ্র হইতে তথায় পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন।

বিগত ২০শে ভাদ্র শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে প্রতি সপ্তাহের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীগৌরবিহিত সংকীর্ত্তন হইয়াছে।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ, হে অচ্যুত, পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগিপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যোগমার্গে ফললাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন। তৎফলে তাঁহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ কীর্ত্তনরূপা ভক্তিদেবীর প্রভাবে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনার সামীপ্যরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন।"

লৌকিক ও বৈদিক ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। বর্ত্তমানকালে হিন্দু বলিয়া পরিচিত জাতি-সমূহ লৌকিক কর্ম্মসমূহকে বৈদিক বলিয়া দাবী করায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে নানা প্রকার অমিশ্র মতবাদ উপস্থিত হয়। বেদ অদ্বিতীয় বস্তু, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় যাবতীয় ব্যবস্থা একই প্রকার কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে লৌকিক বিচার বিভিন্ন রুচির অনুকূলে থাকিয়া তাহাতে পরিষ্ট হওয়ায় বেদের বাস্তব বৈদিক কর্ম্মসমূহকে আবৃত করিয়া সেই লৌকিক ক্রিয়াগুলিই বৈদিক নামে চলিতেছে। অধুনা কর্ম্মকাণ্ডীয়দিগের মধ্যে বৈদিক কর্ম্ম সুপ্ত-প্রায়, লুপ্তপ্রায়।

বর্ত্তমান কালে বড় বড় মনীষিগণ বৈদিক কর্ম্মগুলি শুধু ইহ জগতের উন্নতি কল্পে বলিয়া কল্পনা করিয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছেন এবং ইহ জগতে লাভ করিয়া যাইতে পারিলেও জগতের ভাল হইবে এরূপ ধারণাও রাখেন, কিন্তু সবই কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব সম্বন্ধে বাস্তব সিদ্ধান্তে কেহই উপনীত নহেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে উদাসীন হইয়া ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন বাদ দিয়া আমাদিগের এবম্বিধ দুর্দ্দশা উপস্থিত।

মহাপ্রভুর সেবা

ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

গত ৪ঠা ভাদ্র তারিখের নদীয়া-প্রকাশে উল্লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য মাসিক অর্থ-সাহায্যকারিগণের নাম ব্যতীত গত ভাদ্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত যে সকল সজ্জনগণ ও ভদ্র মহিলাগণ শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থে মাসিক অর্থানুকূল্য পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। আমি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সকল বদান্য সজ্জনগণ ও ভদ্রমহিলাগণের আচরণ অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের নামও দৈনিক ভাগবত গৌড়ীয় ও নদীয়া প্রকাশ নামক পত্রিকাদ্বয়ে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে ও আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য মহাপ্রভুর সেবা-দ্বারে মানবজীবন ধন্য করিবার এই মহাসুযোগ উপস্থিত।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীনিত্যানন্দ দাস (ব্রজবাসী, সেবাকোষাধ্যক্ষ)
রক্ষক, যোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সেবানুকূল্যকারিগণের তালিকা

১। শ্রীযুক্তা চারুমতি বর্ম্মণ
সাং উখারমারা (জলপাইগুড়ি) ১৲
২। শ্রীযুক্তা কৃষ্ণমতি দাসী
সাং জামগ্রাম (জেলা হুগলি) ২৲
৩। শ্রীযুক্তা হরিদাসী দাসী
সাং শ্রীমায়াপুর (নদীয়া) ১৲
৪। শ্রীযুক্ত অন্নদাজ্ঞান দাসাধিকারী
সাং কলিকাতা ১৲
৫। শ্রীযুক্ত বনমালী মিস্ত্রী সাং পাটুলী
(জেলা বর্দ্ধমান) ১৲
৬। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র নন্দী
সাং পাটুলী (জেলা বর্দ্ধমান) ১৲
৭। শ্রীযুক্ত আশুতোষচন্দ্র মণ্ডল
সাং মল্লারপুর (জেলা বীরভূম) ১৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ হৃষীকেশ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শুদ্ধভক্তির প্রচারকবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট স্মৃতি ভক্তহৃদয়ে জাগাইয়া দিবার জন্য আজ দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া শরতের শুক্লা ত্রয়োদশী বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়াছেন। সুধ্য তাঁহার কিরণমালা জগতে বিস্তৃত করিয়া স্বয়ংই স্ব-স্বরূপের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার তেজময়ী মূর্ত্তির পরিচয় অপর কাহাকেও প্রকাশ করিতে হয় না। কিন্তু সুধারশ্মির গবেষণা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ যেমন অনেক তথ্য আবিষ্কার পূর্ব্বক জগদ্বাসীর উপকার করিয়া থাকেন তদ্রূপ ঠাকুরের ভক্তিবিনোদ-দয়ারশ্মি জগদ্বাসীর নিকট তাঁহার পরিচয়রূপে জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে-সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই দয়া সম্বন্ধে গবেষণা করেন অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিসহ এই দয়ার অনুসরণ করেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধারের শক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

ঠাকুরের দয়ার বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায়, যখন আউল, বাউল, সহজিয়া, জাত-গোসাই প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায় ঘনকুজ্ঝটিকারূপে বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক গৌড়ীয়-গগনে দেদীপ্যমান্ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের নিত্য কল্যাণপ্রদ স্নিগ্ধালোক আবৃত রাখিয়াছিল, সেই সময় ভক্তিবিনোদা দয়াই কল্যাণপ্রদ সমীরণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ঐ সকল কুজ্ঝটিকা-বিদূরণকার্য্য আরম্ভ করেন।

শ্রীধামতত্ত্ব বদ্ধজীবের হৃদয়ে কখনও আত্মপ্রকাশ করেন না। অধর্ম্মের অন্ধকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিলে—মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত ধরাবক্ষ হইতে লুপ্তপ্রায় হইলে শ্রীধাম মায়াপুর যেন অতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইয়াই লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় ভক্তিবিনোদা দয়া ঐ সকল অন্ধকার বিদূরণের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইলেন, তখন শ্রীধাম আর গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি স্বেচ্ছায় ও আনন্দভরে জ্যোতিঃরূপে স্বীয় শ্রীঅঙ্গপ্রভা বিস্তৃত করিয়া স্বানন্দসুখদকুঞ্জবাসী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ করিলেন এবং তাঁহা দ্বারাই শ্রীধাম-মায়াপুর স্বীয় মহিমা জগৎসমক্ষে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীগৌর-ভগবানের নাম, ধাম ও কাম তদীয় অমন্দোদয়-দয়ালতিকার তিনটী অষ্টি-বল্কলাদি হেয়াংশ-রহিত অপূর্ব্ব আস্বাদযুক্ত প্রপক্ব রসাল-ফলরূপে জগতের ভাগ্যে অবস্থিত। তাঁহারই ভক্তিবিনোদা দয়া ঐ তিনটীর মাহাত্ম্য বিভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়ন দ্বারা জগদ্-বাসীকে জানাইয়াছেন এবং তৎপ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শ্রীনামতত্ত্ব-বিস্তারের জন্য শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, শ্রীশ্রীভজন-রহস্য, শ্রীধামতত্ত্ব-বিস্তারের জন্য 'শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম'-গ্রন্থমালা, শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ প্রভৃতি এবং শ্রীগৌর-ভগবানের শিক্ষা প্রদর্শনের জন্য 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত', 'জৈবধর্ম্ম', 'শ্রীমন্-মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'শ্রীতত্ত্বসূত্র', 'শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর উপদেশ 'কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে, অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।' জগদ্-বাসিগণ যাহাতে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তার সহিত ভজনে সময় অতিবাহিত করিতে পারেন তজ্জন্য অমন্দোদয়দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', 'গীতাবলী', 'গীতমালা' প্রভৃতি অসংখ্য ভজনগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের উপর—(১) গ্রন্থ-প্রণয়ন, ২) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৩) শ্রীবিগ্রহ-সেবাপ্রতিষ্ঠা এবং (৪) ভক্তি-সদাচার প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া-ছিলেন। উঁহাদের অভাবেই এতাদৃশ ভার অর্পণের প্রধান কারণ। শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংগোপনের কিছু পরে ব্রজের উন্নত উজ্জ্বলরস আর জগতের ভাগ্যে প্রকাশিত ছিলেন না। তন্নিমিত্তই স্বয়ং কৃষ্ণ ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রকটিত হইয়া স্বীয় উপযুক্ত পার্ষদবৃন্দকে সেই উন্নত-উজ্জ্বলরসের স্বরূপ প্রকাশার্থ গ্রন্থ-প্রকাশের আদেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের পর তদীয় ধামও জগদ্বাসীর দৃষ্টির বহির্ভাগে অবস্থান করেন। শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয় লোকের প্রত্যয়ের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে প্রমাণসম্বলিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান আবিষ্কার করেন। বদ্ধজীবগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের অর্চ্চা-বিগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়াময়। তাই মহাপ্রভু শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ করেন। আর ভক্তি-সদাচার লাভ না করিলে বস্তুতঃপক্ষে শ্রীবিগ্রহের পূজা করা যায় না। তাই বদ্ধ ধারণায় আবদ্ধ মূঢ় ও অনাচার জনগণকে শ্রীবিগ্রহ-সেবায় অধিকারী করিবার জন্য ভক্তি-সদাচার-প্রবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল রূপপাদ ও শ্রীল সনাতনচরণ এই সেবা-চতুষ্টয় সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন।

অধর্ম্মের গ্লানি বিনাশপূর্ব্বক পরধর্ম্মের আলোক বিকীরণের জন্য ঐ সেবা-চতুষ্টয়ের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বক্ষণই অনুভূত হইয়া থাকে। মহাপ্রভু পার্ষদবৃন্দসহ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিলে জগতে যে অজ্ঞানান্ধকার সুবিস্তৃত হইয়াছিল তাহা নিরাস-কল্পে ঐ চারিটী সেবার ভার দিয়াই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জগতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী সেবাকার্য্যের কথা অর্থাৎ গ্রন্থপ্রচার ও শ্রীগৌরধাম আবিষ্কারের বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার, শ্রীপঞ্চতত্ত্বের ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আর তিনি ভক্তি-সদাচার সুষ্ঠুরূপে পালন করিয়া অনুগত জনগণকে তাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে ঠাকুর কলিকাতা রামবাগানস্থ স্বীয় ভবনে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক তদর্চ্চন দ্বারা গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়াছেন।

অন্য বস্তুর প্রতি ভোগবুদ্ধি করা দূরে থাকুক নিজের স্ত্রীকেও ভোগপর দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাহাকে ভগবৎসেবিকাজ্ঞানে সম্মান পূর্ব্বক স্বয়ং স্বহস্তে শ্রীবিগ্রহাদি অর্চ্চন ও সর্ব্ব সময়েই নামকীর্ত্তন সহকারে যে বৈষ্ণব-গৃহস্থের সময় অতিবাহিত করা উচিত তাহা ঠাকুর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে স্বীয় আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিজেদের সহস্র ছিদ্রের প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া যে সকল গৃহব্রত ব্যক্তি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের ছিদ্রান্বেষণে বড়ই ব্যস্ত, তাহাদের কর্ত্তব্য ঠাকুরের ভক্তি-সদাচার অনুসরণ পূর্ব্বক প্রকৃত বৈষ্ণব গৃহস্থ হওয়া, তাহা হইলে নিজেদের অনন্ত দোষযুক্ত কার্য্যের বহুমানন করিবার ইচ্ছা দূরীভূত হইবে এবং আত্মকল্যাণের পথ সুগম হইবে। ঠাকুর পরমহংস বেষ গ্রহণান্তর স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের ভাবসেবা করিয়াছেন।

———

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের মনোহভীষ্ট-পূরণ-কল্পে যে চারিটী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার বহুল প্রচারের ভার অর্পণ করিয়াছেন তদীয় শ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপর। শ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রচারের অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক ঠাকুরের মনোহভীষ্ট এবং মহাপ্রভুর ভবিষ্যবাণী "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" পরিপূরণ করিতেছেন তাহা আজ বিশ্ববাসী সুধীবৃন্দের কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছায় শ্রীল প্রভুপাদ আর একটি পরম কল্যাণপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জগতে গোধর্ম্ম-ধর্ম্মে আবদ্ধ জনগণের নিকট একটী মহাপ্লাবন আনয়ন করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমরা শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী বৈষ্ণবপর্ব্ব প্রথম খণ্ড হইতে ঠাকুরের কৃপাপাত্র শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের উক্তি প্রকাশ করিতেছি,—"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে অনেক দিন বলিয়াছেন যে, শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক বৈষ্ণব-জগতে শুদ্ধনাম-প্রচারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। এই দুই কার্য্যে তিনি গৌরসুন্দরের ভারপ্রাপ্ত। আমি তখন শ্রীল ঠাকুরের এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনেকবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িয়াছি, ঠাকুরের শ্রীমুখে দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। পরবর্ত্তিকালে এই গুরু-বাক্য যখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আচারময় প্রচারলীলায় প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম, তখনই শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত শাস্ত্রের উপদেশটী আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে ঐক্য স্থাপন করিল।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ 'সরস্বতী জয়শ্রী'তে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"শ্রীগোদ্রুমে থাকা কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে যদি নীচের তলায় কেহ গল্প গুজব করিতেন অমনি ঠাকুর বজ্র-গম্ভীর-স্বরে শাসন করিয়া বলিতেন,—'প্রজল্প পরিত্যাগ কর, কৃষ্ণকথা বল সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কোলাহল হউক।' ঠাকুর আদৌ প্রজল্পের প্রশ্রয় দিতেন না। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে কলিযুগের ধর্ম্ম এ বিষয় খুব বেশী বলিতেন, আর বলিতেন,—'অসৎসঙ্গে কখনও নাম হয় না।' শ্রীজগদানন্দের প্রেম-বিবর্ত্তের এই পদটী সর্ব্বদাই বলিতেন,—

"অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥"

———

বিশেষতঃ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

আদর্শ উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে বলিতেন, —'দেখুন, সরস্বতী কিরূপ সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া একান্তমনে শ্রীমায়াপুরে দশ-অপরাধশূন্য শ্রীনামের ভজন করিতেছে। আপনারা তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করুন। আরও বলিতেন,—নিরপরাধে শ্রীনামগ্রহণ না করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। অপরাধের সহিত নাম-গ্রহণের ফল —ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি। সরস্বতী এই সকল কথা উপলব্ধি করিয়াছে, তাই তাহাতে অপ্রতিহতভাবে শ্রীরূপানুগ নাম-ভজনানুশীলনের আদর্শ একান্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; আপনারা সকলে তাহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীনাম ও ধামের সেবায় নিযুক্ত হউন।'

* * *

"শ্রীল ঠাকুর অনেক সময় এই উপদেশটী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন,

বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

—কল্যাণ-কল্পতরু।"

"কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ,—সকলকেই ঠাকুর বলিতেন,—'প্রমদা-বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, সকলকে কৃষ্ণদাস বা গুরুবুদ্ধি করিবে।' এতৎপ্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই বলিতেন,—'সিদ্ধান্ত সরস্বতী এবিষয়ে আদর্শ, তাহার চরিত্র লক্ষ্য করিবেন।'

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত্রিম নির্জ্জন-ভজনকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন,—'দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে হরিভজনই—প্রকৃত নির্জ্জন-ভজন।' তিনি স্বয়ং অপ্রতিহতভাবে উচ্চৈঃস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ ভক্তিগ্রন্থ-লিখন, ভক্তিগ্রন্থ-ব্যাখ্যা এবং শ্রীনামহট্টের পরিব্রাজকরূপে শ্রীনামপ্রচারে সকলকে আদেশ করিতেন।

তিনি অনেক সময়ে শুদ্ধনাম কীর্ত্তনকারীর আদর্শরূপে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর নাম উল্লেখ করিতেন এবং আমাদিগকে 'আউল-বাউল প্রভৃতি তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বদা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গ করিতে বলিতেন। আরও বলিতেন, —আপনারা ঐ সকল হরিবিমুখ লোকের সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন। কারণ, ইহাদের দূষিত রোগ কোনওরূপে সাধক-জীবনে সংক্রামিত হইয়া পড়িলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভের আশা সুদূরপরাহত।' তিনি তাঁহার নিজরচিত দশমূলের ব্যাখ্যা করিয়া অনেক সময়ই শুনাইতেন এবং বলিতেন,—'অপ্রাকৃত হরিজনের সহিত হরি-রস আস্বাদন করাই জীবনের কর্ত্তব্য।'

অরাধ-গোবিন্দ অর্থাৎ যেখানে গোবিন্দের সহিত বৃষভানুনন্দিনীর সাহিত্য নাই, সেইরূপ ভাবকে তিনি আদর করিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার "স্বনিয়মদশকম্" শ্লোক হইতে এতৎপ্রসঙ্গে আমাদিগকে নানা উপদেশ দিতেন। বৃষভানুনন্দিনীর কথা শ্রবণমাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন, শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভুর ন্যায় ও বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীমতী বার্ষভানবীর সেবা-সম্পত্তিকে তাঁহার হৃদয়-সম্পুটের এত অন্তরতম প্রদেশের গুহ্যতম এবং গাঢ়তম প্রীতির বস্তুরূপে সংরক্ষণ করিতেন যে, যেখানে-সেখানে বৃষভানুনন্দিনীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না,—'আপনারা যেদিন শরণাগতির "আমি ত স্বানন্দসুখদবাসী"—এই সব শিক্ষা বুঝিতে পারিবেন, সে দিন আপনাদের সর্ব্বোত্তম মঙ্গল হইবে।'

আমি মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সরস্বতী প্রভুর প্রতি আমাদের কোন প্রকার মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিবার অনুমোদন করিতে দেখি নাই বা সরস্বতী প্রভুকেও কোন সময়ে কায়মনোবাক্যে কোথায়ও ঠাকুরের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে দেখি নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ যতবার দর্শন করিয়াছি ততবারই তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, সরস্বতী প্রভুর ন্যায় শুদ্ধবৈষ্ণব জগতে বিরল। ইনি ভবিষ্যতে পৃথিবীর বহু লোককে বৈষ্ণব করিবেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের আবির্ভাবতিথির অভিনন্দন গীতি

(১)

আজি এস কৃপালু মাধব তিথি
মম স্মৃতি-মন্দিরে।
রেখেছি যতনে আসন পাতিয়া
শ্রদ্ধা-কুসুমে মালা গাঁথিয়া
শান্ত শীতল এস বারি নিয়া
সংসার-মরু-মাঝারে॥

(২)

বরষে বরষে দয়াময় তব;
আগমনে লভে এ ধরণী শুভ।
তাই সাজাইয়া উপচার নব
রেখেছি অভিনন্দন তরে॥

(৩)

শাখে গাহে পাখী অস্ফুট স্বরে;
মুছায়েছে ধরা নিশার শিশিরে।
উষার আলোক গভীর আঁধারে;
প্রদীপ জ্বালিছে বিশ্বদ্বারে॥

(৪)

কুমুদ-পরাগ অঙ্গে মাখিয়া;
ভোমরা পদ্মে থাকিয়া থাকিয়া।
তব আগমনী গাহিছে গুঞ্জিয়া
শান্ত সরসী মাঝারে॥

(৫)

গগনে পবন মৃদুল মন্দে;
ঘন্ ঘন্ স্বরে কি যেন ছন্দে।
আজিকার দিনে তোমারে বন্দে;
জগত-বন্দ্য বন্দি তোরে॥

(৬)

স্থাবর চর নহে সুপ্ত আর;
আপন আপন ভাবেতে সবার।
লভেছে সাড়া নব চেতনার;
তব পদ বন্দন তরে॥

(৭)

(যবে) ভকত-চাতক তৃষায় কাতর
সজল জলদে করুণাকর
আনিলে তুমি গো তিথিবর
তপ্ত এই পৃথিবী পরে॥

(৮)

ভু-বিনোদিলে বিনোদে আনিয়া,
(ঠাকুর) বিনোদ বিশ্বে বিলাল অমিয়া।
আপামরে সব সে অমিয়া পিয়া
অমর হ'ল তাঁহার বরে॥

(৯)

ভক্তি-ভগীরথ ভাগীরথী এনে,
ভূমণ্ডল দিল ভাসাইয়া বানে।
নিবা'ল সকলে জ্বালা সেই ক্ষণে
ঠাকুরের সে দয়া-নীরে॥

(১০)

সুরপতি শ্রুতি-সাগর মথিয়া,
শ্রীপতি-সেবা-অমৃত দিয়া।
অমর করিল অসুর বঞ্চিয়া,
ভকত দেবতা সবারে॥

(১১)

তুমি না আসিলে আজি এ ধরায়।
শ্রীগুরু-স্নিগ্ধ-করুণা-ধারায়।
বঞ্চিত হ'য়ে, অবনী কারায়;
রইত সবে চিরতরে॥

(১২)

গাহিতেছি তাই ওগো তিথিপতি;
ক্ষীণ সুরে অভিনন্দন-গীতি।
আমার সকল হৃদয়ের প্রীতি;
ঢেলে দিয়ে (ও) চরণ-পরে॥

—শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

ঠাকুরের প্রকটতিথিতে বিজয়গান

নমো শ্রীসচ্চিদানন্দ ভকতিবিনোদ,
নমো গৌরশক্তি নমো রূপানুগবর,
নমো যুগাচার্য্যবর্য্য ভক্ত-প্রাণামোদ
ডুবাইলে গৌরপ্রেমে জীবের অন্তর।

অনাদ্য-পরম-তমে জীবের লোচন
আবরিল যবে সবে হৈল অন্ধপ্রায়,
হেনকালে গৌরাদেশে তুমি মহাজন
দিব্য দৃষ্টি প্রদানিতে উদিলে ধরায়।

শাণিত কৃপাণ-রূপ ভকতিবিজ্ঞান
ধরি' করে নির্ভয়েতে যুঝিলে অপার,
ভক্তাভ গোদাস যত লইয়া পরাণ
রণে ভঙ্গ দিল শুনি' তোমার হুঙ্কার।

সহজিয়া কর্ত্তাভজা দরবেশ সাঁই
অতিবাড়ী স্মার্ত্ত আর নেড়া চূড়াধারী,
আউল বাউল সবে গোদাসের ভাই
সহোদরী সখীভেকী গৌরাঙ্গ-নাগরী।

প্রমাদ গণিয়া তারা সভয়ে ধাইয়া
বালার্ক-কিরণ হেরি' দিবান্ধ যেমন,
পলায় তেমতি সবে আহব ত্যজিয়া
উপেক্ষিলে দ্বেষী জানি' ওহে গৌরজন।

বাজিল বিজয়-শঙ্খ উড়িল কেতন
গাহিল সজ্জনগণ তব জয়গীতি,
দুষ্টমত নাশি' কৈলে ধর্ম্ম-সংস্থাপন
জানাইলে জীবগণে নামের শকতি।

শুদ্ধনাম নামাভাস নাম অপরাধ
নাম-চিন্তামণি গ্রন্থে করিয়া বিচার,
উপদেশ কৈলে ত্যজ দশ অপরাধ
জয় নামাচার্য্যপ্রভু পতিত উদ্ধার।

নবধা ভক্তির পীঠ নবদ্বীপ নাম
গৌরজন্মস্থান পূর্ব্বে ছিল গুপ্ত যাহা,
অন্তর্দ্বীপ মাঝে সেই মায়াপুরধাম
গৌর-আদেশে তুমি ব্যক্ত কৈলে তাহা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রকাশি' তথায়
সযতনে কৈলে নিত্য-সেবা প্রকটন,
গৌরনাম গৌরধাম প্রচারি' ধরায়
শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট করিলে স্থাপন।

শাস্ত্রসিন্ধু আলোড়িয়া সিদ্ধান্ত-রতন
করি' আহরণ সর্ব্বজীবহিত তরে,
বিবিধ ভাষায় তুমি করিয়া যতন
রচি' বিতরিলে ভবে বহু গ্রন্থাকারে।

ভবিষ্যদ্বাণী তব হ'য়েছে সফল
প্রাচ্য প্রতীচ্য মত্ত হরি-সংকীর্ত্তনে,
লভি আচার্য্যের পদছায়া সুশীতল
(এবে) মহাচিৎ-সমন্বয় এ ভব-ভবনে।

হে ভক্তিবিনোদ প্রভো! অগতির গতি
কি দিয়ে পূজিব তোমা আমি অভাজন
নাহি কিছু উপায়ন নাহিক শকতি
তাই কেঁদে নমি পদে করহ গ্রহণ।

—শ্রীনিমাইচরণ দাস

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই নিখুঁত, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডের ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সাবস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৩৸৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥০
খুচরা	৬০৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	২৪৸৵১০
বড়াল	২৪৸/১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি জয়েষ্ট বা বীম

মার্কা	২৸৵০ ৬৸৵০
ঐ বে-মার্কা চালকা হন্দর	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০—৬।৵০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন— ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৴১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
টীন পাটি	৬।০—৬।৵০
,, গোলচু (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, পয়ারে (চৌকা)	৬।০—৬৸০
,, গোল বড় ৴০—৷৵০ সুতা	৫৴০—৬॥০
,, টীন বড়-	
চৌকা ৴০—৷৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, বাণ্ডিল তার	৬।৵০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লি,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম জ্ঞানশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	।৵৹	।৵	।৹
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲		১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲,এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৹।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সত্ত্ব ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ায় ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ৷৹ আনা, ৩ প্যাক ১।৹ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৬'	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
REG. C1544

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪১, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বহাল

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস দত্ত অধিকাংশ জুরীর (৮-১) মত গ্রহণ পূর্ব্বক জব্বর আলি ফকিরকে নরহত্যার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জব্বর আলি ফকিরের পক্ষ হইতে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ প্যাটার্সন ও মাননীয় বিচারপতি মিঃ কানলিফ উক্ত আপীলের রায় দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, দুইখানা দশ টাকার নোট লইয়া ঝগড়া হওয়ার ফলে আসামী চাঁদ মিঞাকে একখানা 'দাও' দ্বারা হত্যা করে। আসামী ও চাঁদ মিঞা রতিবাজারে বাঁশ বিক্রয় করিতে যায়। চাঁদ মিঞা তখন আসামীর নিকট দুইখানা দশ টাকার নোট রাখিতে দেয়। পরদিন আসামী নোট দুইখানা হারাইয়া গিয়াছে বলে। তল্লাস করিয়া আসামীর নিকট নোট দুইখানি পাওয়া যায়। ইহাতে আসামী চাঁদ মিঞাকে ভয় প্রদর্শন করে। বাজার হইতে ফিরিয়া আসার পথে রাত্রি হইলে আসামী চাঁদ মিঞাকে একখানা 'দাও' দ্বারা কোপাইয়া কাটিয়া ফেলে। আসামীর অন্যান্য সঙ্গীরা এই ঘটনা দেখে।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ করিবার পক্ষে সন্তোষজনক প্রমাণ পান এবং বিচারপতি জজের সহিত এই বিষয়ে একমত হন যে, আসামীর অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস করিবার পক্ষে কোন প্রকার বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় আপীল না মঞ্জুর করিয়া প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন।

স্বগৃহে অন্তরীণ

গত ১২ই সেপ্টেম্বর টঙ্গীবাড়ী থানায় ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আগমন উপলক্ষে আউটসাহির জিতেন্দ্রলাল মুখার্জ্জিকে তাঁহার অভিভাবক সহ থানায় ডাকাইয়া তাহাকে নিজ গৃহে অন্তরীণ করা হইয়াছে। অন্যথায় ৬ মাস জেল ও ৫০ টাকা জরিমানা হইবে। ঐ দিন টঙ্গীবাড়ী থানায় আরও ১০।১২ জন যুবককে ডাকা হইয়াছিল। তাহাদের অনেককে অন্তরীণ করা হইয়াছে।

আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

মধুপুরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সিংহকে জনরক্ষা আইনানুসারে নরপাট নগরে অন্তরীণাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। অন্তরীণবিধি ভঙ্গ করিবার অভিযোগে মধুপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০৲ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামী তাঁহার সগ্রাম নরপাট নগর হইতে পলাইয়া যায় তৎপর অন্য এক স্থানে ধৃত হয়।

চাঁদপুরে খানাতল্লাসী

পুলিশ বহরিয়া গ্রামের কবিরাজ বাড়ীর শ্রীযুক্ত নবীন চক্রবর্ত্তী, হরপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী গুরুনাথ চক্রবর্ত্তী, বহরিয়া বাজারের শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তীর দোকান ও বহরিয়া আশ্রম তল্লাসী করিয়াছে, তল্লাসী করিয়া আপত্তিজনক পুস্তক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিশ ডাঃ রসিকচন্দ্র দে ও শ্রীযুত বিজনবিকাশ চক্রবর্ত্তীকে থানায় লইয়া গিয়াছিল কিন্তু পরে ছাড়িয়া দিয়াছে

৩২ জনের দ্বীপান্তর

দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নরহত্যার অপরাধে বস্তির দায়রা জজ ৩২ জন লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শোকড়া গ্রামের ২ দল লোকের মধ্যে কলহ বশতঃ এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। শেষে উভয় পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ হয়, যুদ্ধের ফলে ৪ জনের মৃত্যু হয় এবং ১২ জন সাংঘাতিক আহত হয়।

উত্তর আয়ার্লণ্ডে দাঙ্গা

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর নর্থ কুইন ষ্ট্রীট অঞ্চলে দাঙ্গা থামাইতে গিয়া পুলিশ শূন্যে গুলী ছুড়িয়াছে এবং দাঙ্গাকারিদের উপর কয়েকবার লাঠি চালাইয়াছে।

প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক দল পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া ইটপাটকেল ছুড়িতে থাকে; ইহা হইতেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ইটপাটকেল ছুড়িবার ফলে কয়েকজন দাঙ্গাকারী আহত হইয়াছে।

মাতৃহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড

কানপুরের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ ডি সি হাণ্টার কৃষ্ণকুমার নামক এক যুবকের প্রতি মাতৃহত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৪ই মে প্রাতে আসামীকে তাহার বাড়ীর বাহিরে এক খাটের সহিত আবদ্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া গ্রামবাসীগণ তাহার বন্ধন খুলিয়া ফেলে; সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, তাহার মাতাকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহার সমস্ত অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। আসামী বলে যে, পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে এক দল ডাকাত তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত মূল্যবান জিনিষপত্র চাহে। সে উহা দিতে অসম্মত হওয়ায় ডাকাতগণ তাহাকে খাটের সহিত বাঁধিয়া রাখে এবং তৎপর তাহার মাতাকে হত্যা করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া যায়।

জজ আসামীর উক্তি অবিশ্বাস করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি রায়ে বলিয়াছেন যে, আসামী অন্য লোককে জড়িত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার মাতাকে হত্যা করিয়াছে। ডাকাতগণ এরূপ নির্ব্বোধ নহে যে, তাহারা তাহার মুখে চাপা না দিয়া চলিয়া যাইবে। ঐ দিন তথায় মেলা উপলক্ষে পুলিশ হাজির ছিল।

নদীবক্ষে মেল ডাকাতি

আজমীরগঞ্জের এক সংবাদে প্রকাশ, ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রাতে জলসুকায় এক দুঃসাহসিকতাপূর্ণ মেল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে প্রায় ১৬ হাজার টাকা মূল্যের ইন্সিওর করা পার্শ্বেল লুণ্ঠিত হইয়াছে।

ঘটনার যে সামান্য বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, একখানি নৌকায় করিয়া ডাক যখন আজমীরগঞ্জে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন বন্দুক ও রিভলবারধারী একদল ডাকাত নৌকা আক্রমণ করে এবং ডাকহরকরা ও মাঝিকে কাবু করিয়া প্রায় ১৬০০০ টাকা মূল্যের ইন্সিওর করা কতকগুলি পার্শ্বেল লইয়া পলায়ন করে।

গোলমাল উত্থিত হওয়ায় নদীতীরস্থ গ্রামবাসীগণ ডাকাতদলের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু ডাকাতদিগকে ধরিতে পারে নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই আশ্বিন শনিবার ১৩৪১

করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভাগীয় তদন্তের পর মস্তইদের পুলিশ সাব ইনস্পেক্টার মিঃ ফরিদ আমেদকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে ডিসমিস করা হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তথায় ছয় মাসের মধ্যে এইরূপ চারিটী ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য পুলিশ কর্ম্মচারীরা হয় ডিসমিস হইয়াছে অথবা বিচারার্থ সোপর্দ্দ হইয়াছে। রূপচাঁদ! ধন্য তোমার [illegible]!

বিলাতের 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্র বলিতেছেন—"স্যার জন সাইমনকে দিয়া আর চলিতেছে না, ইঁহাকে অল্পকালের মধ্যেই পদ হইতে সরাইয়া লইতে হইবে। পররাষ্ট্র বিভাগের কাজ যেমন জটিল হইয়াছে, তাহাতে স্যার জন সাইমনের অপেক্ষা সামরিক বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে এ পদে প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] বেলমানকে শুধু মন্ত্রী পররাষ্ট্র সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে; ইহা ছাড়া, আরও দুইজন মন্ত্রীকে বর্ত্তমান পদ হইতে অপসারিত করা দরকার হইবে।" কাহারো প্রতি দৈবের ভ্রূকুটি, কাহারো প্রতি প্রসন্নদৃষ্টি। দেখা যাক মন্ত্রিপদ-দ্বয়ের জন্য কাহাদের কপালের জোর।

সেদিন বোম্বাই হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চ কয়েকজন আইনজীবীর বিরুদ্ধে আনীত একটী মামলায় সকলের প্রণিধানযোগ্য রায় দিয়াছেন। বোম্বাইয়ের তিনজন ব্যারিষ্টার এবং জেলা কোর্টের দুইজন এডভোকেট আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ডিত হন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এডভোকেট জেনারেল হাইকোর্টে আবেদন করেন যে, সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে দণ্ড অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং উক্ত আইনজীবীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু হাইকোর্ট সে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রায়ে তাঁহারা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন বে-আইনী সমিতির সদস্য হইলে বা ঐরূপ সমিতির কাজে সহায়তা করিলেই আইনজীবীরা স্বীয় ব্যবসায় করিবার অযোগ্য হন না।

মাদ্রাজের দেওয়ানী আদালতের বিচারককে আঘাত করিবার অভিযোগে ২য় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় দেব শিখামণি মুদালিয়র নামে এক ব্যক্তিকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ৬ই আগষ্ট তারিখে বিচারক যখন তাঁহার এজলাসে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে আসামী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক পাটি জুতা নিক্ষেপ করে। জুতাখানা এজলাসের উপর আসিয়া পড়ে। লোকটীকে তখনই গ্রেপ্তার করা হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে আনীত হইলে ঐ ব্যক্তি অসংলগ্নভাবের এক বিবৃতি দান করে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর মানসিক স্থৈর্য্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য তাহাকে একজন চিকিৎসকের পর্য্যবেক্ষণাধীনে থাকিবার নির্দ্দেশ দেন। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর আসামীকে পুনরায় ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে হাজির করা হইলে উক্ত চিকিৎসক জানান যে, আসামীর মানসিক বিকারের কোনও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আসামী নিজ অপরাধ স্বীকার করে। দরিদ্রতা ও অনাহারের পরিণাম দেখিয়াও লোকের শিক্ষা হয় না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীসঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু গত মঙ্গলবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহূত একটি সভায় "সংবাদপত্র-সেবার স্থান" সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত বসু এতদ্বিষয়ে আরও কয়েকটী বক্তৃতা দিবেন।

* * *

পাশ্চাত্য দেশসমূহে সংবাদপত্র সমাজে যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, ভারতে এখনও তাহা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার একটি কারণ, এদেশে জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তার হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে, এমন কি গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকায় শতকরা ৯৭ হইতে ১০০ জন শিক্ষিত, কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ৭।৮ জন লোকের বেশী লেখাপড়া জানে না, সুতরাং পাশ্চাত্য দেশে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা যেখানে ১০।১২ লক্ষ, এদেশে সেখানে ৩০।৪০ হাজারের বেশী নহে।

* * *

শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার বক্তৃতায় ঠিকই বলিয়াছেন,—সংবাদপত্রসেবা অতীব কঠিন কাজ, সাংবাদিকের দায়িত্ব বড়ই গুরুতর। সংবাদপত্রসেবীর যে সব গুণ থাকা অত্যাবশ্যক, তাহা সুলভ নহে।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ

(১৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

অটোয়া চুক্তির পর হইতে ইংলণ্ডে ভারতীয় তিসির খুব চাহিদা হইয়াছে। চাউলের জন্যও ভাল মূল্য পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চাউলের মূল্য অনেক কমিয়া গেলেও ভারত সরকারের-কৃষি গবেষণা-সমিতির মতে উহাই বর্ত্তমানে সব চেয়ে লাভজনক ফসল। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে চাহিদা অপেক্ষা কম পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়। গমেরও যদি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া উপযুক্ত মত শ্রেণী বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে কেবল ইংলণ্ডে নয়, ইউরোপের সর্ব্বত্র উহার ভাল চাহিদা হইতে পারে।

এই স্কিম অনুযায়ী কি কি কাজ করিতে হইবে তাহা এইরূপ:—

(১) যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে কৃষকদের নাম এবং তাহাদের মধ্যে কে কত জমিতে পাটের চাষ করে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক জেলায় পাটের বদলে কি কি ফসলের চাষ হইতে পারে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া এই সব ফসলের জন্য বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথম কাজের ভার সার্কেল অফিসারগণ এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর এবং দ্বিতীয় কাজের ভার কৃষি বিভাগের উপর দিতে হইবে।

যদি মোটামুটি ৫'৭ লক্ষ একর জমিতে (বাঙ্গলায় ৫ লক্ষ একর এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ৭০ হাজার একর) পাটের চাষ কমান হইবে বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইলে কৃষকদের সাহায্য হিসাবে প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকার দরকার হইবে। জেলা হিসাবে প্রতি একরে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ কিছু কম বেশী হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ঢাকা, ময়মনসিংহ ত্রিপুরা, ফরিদপুর ও অন্যান্য কতিপয় জেলাতে, অন্যান্য জেলা অপেক্ষা প্রতি একর জমিতে অধিক পাট উৎপন্ন হয়। এই জন্য প্রয়োজন বোধ হইলে, এই সব জেলাতে কৃষকগণকে কিছু বেশী পরিমাণ সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে। তবে যে ভাবেই হউক মোটামুটি সাহায্যের পরিমাণ ৮৫ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না।

যদি এরূপ বিবেচিত হয় যে, এক সঙ্গে বাঙ্গলার এতগুলি জেলাতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে না, তাহা হইলে ময়মনসিংহ, ঢাকা, রংপুর, ত্রিপুরা, ফরিদপুর প্রভৃতি বড় বড় পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলিতে প্রথমে কাজ আরম্ভ হইতে পারে কিন্তু উহার ফলে সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর কাজের যে বিষম চাপ পড়িবে, তাহা ছাড়াও আরও একটী অসুবিধা উপস্থিত হইবে। উহার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের চাষ কমান হইবে—অথচ অপকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের চাষ চলিতে থাকিবে।

কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যে টাকার দরকার হইবে, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগৃহীত হইতে পারে—(১) মিল সমূহে যে পাট খরচ হয়, তাহার উপর ট্যাক্স ও (২) বিদেশে যে পাট রপ্তানি হয়, তাহার উপর ট্যাক্স। প্রত্যেক বেল পাটের উপর এক টাকা করিয়া ট্যাক্স ধরিতে হইবে। এই ট্যাক্স ভয়াবহ হইবে না। ইহা খুবই আশা করা যায় যে, নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে কলিকাতায় পাটের মণ চড়িয়া ৫॥০ টাকা হইতে ৬১ টাকা হইবে। সুতরাং প্রতি মণে তিন আনার কম করিয়া ট্যাক্স ধরিলে তাহাতে কোন পক্ষের কোন অসুবিধা হইতে পারে না। চটকলসমূহ উহাতে আপত্তি করিতে পারে না—কারণ উহার ফলে তাহাদের মজুত মালের মূল্য বৃদ্ধি হইবে। আর খুব সম্ভবতঃ এই ট্যাক্সের বোঝা শেষ পর্য্যন্ত কৃষকদের ঘাড়েই পড়িবে। তবে তাহাদের ফসলের মূল্য যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উহাতে তাহারা আপত্তি করিবে না।

এই ট্যাক্সের ফলে আগামী ২ বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে চটকলসমূহ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা এবং পাট রপ্তানিকারকদের নিকট হইতে ৪০ লক্ষ টাকা মোট ৯০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, রপ্তানি পাটের উপর বর্ত্তমান পাট রপ্তানি শুল্কের অতিরিক্ত হিসাবে এই ট্যাক্স বসান হইবে। প্রথম দুই বৎসরের প্রত্যেক বৎসরে কৃষকদিগকে সাহায্য বাবদ ৮৫ লক্ষ টাকা করিয়া দরকার হইবে। সুতরাং প্রত্যেক বৎসরে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা করিয়া উদ্বৃত্ত থাকিবে। কি ভাবে এই টাকা ব্যয় করিতে হইবে তাহা পরে বলিতেছি।

প্রথম দুই বৎসর পরে, যে-পর্য্যন্ত পাটের জমির পরিমাণ বর্ত্তমানের প্রায় ২৫ লক্ষ একরে পরিণত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা যাইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ট্যাক্সের পরিমাণও ক্রমশঃ কমাইয়া উহাকে প্রতি বেলে দুই আনায় পরিণত করা যাইবে। উহাতে বৎসরে ১১ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। যদি পরে পুনরায় পাটের জমির পরিমাণ কমান আবশ্যক বিবেচিত হয় তাহা হইলে তদনুপাতে ট্যাক্সের পরিমাণও বাড়াইতে হইবে। রপ্তানি পাটের উপর যে নূতন ট্যাক্স বসান হইবে, তাহা শুল্ক বিভাগের মারফতে এবং মিলে ব্যবহৃত পাটের উপর যে ট্যাক্স বসান হইবে তাহা আবকারী বিভাগ অথবা যে সব মিউনিসিপালিটির অধীনে চটকলগুলি অবস্থিত সেই সব মিউনিসিপালিটির মারফতে আদায় করা যাইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ ২৯ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২২শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ শনিবার } ১৭৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত অমরসি শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক যত্নের সহিত সর্ব্বসাধারণের নিকট মহাপ্রভুর উপদেশামৃত কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ভক্তিযজ্ঞ মহোদয়, শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী প্রমুখ মঠসেবকগণ স্বামীজীর নির্দ্দেশ-অনুসারে সেবাকার্য্যাদি করিয়া থাকেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, শ্রীযুক্ত মুরারী বাবুর সেবা প্রাণতার ফলেই অমরসি অঞ্চলের জনগণ প্রত্যহ শুদ্ধভক্তি-বাণী শ্রবণের সুযোগ পাইতেছেন। কারণ, তাঁহারই প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে তথায় উক্ত শুদ্ধভক্তির প্রচারকেন্দ্রটী সংস্থাপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণপতিজী বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশের বিজনৌরস্থ 'বিভব কুটীরে' অবস্থান পূর্ব্বক শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। উক্ত স্থানের সম্ভ্রান্ত নাগরিক ঠাকুর সাহেব শ্রীযুক্ত টিকম সিংহজী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে অনুগৃহীত হইবার পর হইতেই শুদ্ধভক্তির আলোক-বিকীরণে বিশেষ চেষ্টান্বিত আছেন।

গত ৩রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সমস্ত দিন পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে শ্রীশ্রীবামন-দ্বাদশীতিথি সুষ্ঠুরূপে পালিতা হইয়াছেন। সেবকগণ হরিকীর্ত্তনের সহিত সমস্ত দিন উপবাস করিয়া ভগবদাবির্ভাব-তিথি-পালনের পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দিবস প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকট শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দরের "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত "সরস্বতী জয়শ্রী" বৈভবপর্ব্ব—অষ্টাবিংশ বৈভব পাঠ হইয়াছে। এই বৈভবে মঠসেবকগণের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের অমূল্য উপদেশ সংরক্ষিত আছে। আমরা তৎপ্রতি ভজন-পিপাসু আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গত ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠে এবং ইহার অপরাপর শাখামঠসমূহে পাঠ কীর্ত্তন বক্তৃতা প্রভৃতি সহযোগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকট-তিথির পূজা করা হইয়াছে। প্রত্যেক মঠেই ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনীর এবং বর্ত্তমান সময়ে প্রবলভাবে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের তিনিই যে মূল মহাজন তাহা বক্তৃতাদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ৩০শে ভাদ্র পাটনা মিঠাপুরস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহামহোৎসব অতি সুচারুরূপে সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে ঊষঃকীর্ত্তন, অনন্তর শ্রীশ্রীবিনোদগোবিন্দজীউর নিত্য পূজা ও ভোগ সমাপনান্তে মহাভাবস্বরূপা, সকলগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর শুভ-আবির্ভাব-কাল সমাগত হইলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বিবিধোপচারে পূজা ও বিপুল সমারোহের সহিত ভোগারাত্রিক সমাপ্ত করা হয়। তদনন্তর বেলা ১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সমাগত বিহারী, বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা-গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সকলে পরমানুরাগভরে গৌড়ীয়াচার্য্য ভাস্কর শ্রীশ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাসের বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে আকণ্ঠ পূরিয়া সেবক্লেশ শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরমানন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিনোদগোবিন্দানন্দজীউর সান্ধ্য-নিরাজনান্তে পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। তদনন্তর ৭॥টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তি-শাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব, সর্ব্বশক্তিমান্‌ শ্রীগোবিন্দানন্দিনীর অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মহিমা, তদীয় প্রগাঢ় প্রেমরসসীমা ও পরাকাষ্ঠা, বিষয় জাতীয়াপেক্ষা আশ্রয়-জাতীয়ের রস-চমৎকারিতা, তদাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক লোভ হওয়ায় শ্রীরাধার ভাব-কান্তি লইয়া গৌরেন্দুরূপে শচীগর্ভ সিন্ধু-মাঝে অভিনব নিত্য উদয় প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্র-যুক্তিমূলে প্রাঞ্জল ভাষায় অতি সুন্দররূপে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীমহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হয়। সমাগত বিহারী, বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রসাদ-সেবনে পরম পরিতৃপ্ত ও কৃতকৃতার্থ হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, মায়ারচিত নশ্বর স্থূল-সূক্ষ্ম জগতে অনুভূতি-রহিত হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীব যখন ক্ষেত্র বিষয়ক অভিজ্ঞান সম্বরণ করেন তৎকালে অবিমিশ্র হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে তাঁহার নিত্যদাস্য পোষ্যাসিত হয়। তখন স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিরহিত হইয়া নিরুপাধিক জীব নিপাধে তাঁহার নিত্যবৃত্তি হরিসেবায় অধিষ্ঠিত হন। মায়াবাদিগণ মনে করেন যে, ঘটাবদ্ধ আকাশ সীমারূপ ঘটের বেষ্টন-রহিত হইলেই উহা মহাকাশে পরিণত হয় অর্থাৎ তিনি যে উপাধির দ্বারা পূর্ব্বে মাপিতেছিলেন সেই মাপিবার যোগ্যতা রহিত হওয়ায় অপরিমিত আকাশটী হঠাৎ গোলে হরিবোল দিয়া পরিমিত আকাশ হইয়া পড়িল তাহার স্থূল সীমা দর্শনাভাবে অনন্তের পরিমাণ অনভিজ্ঞতার নিকট পার্থক্য লাভ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে হঠাৎ বাড়িয়া গেল না। অনন্ত আকাশ বা মহাকাশ ঘটাকাশকে তদন্তর্ভুক্ত করিয়া যেরূপ পূর্ব্বে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন এখনও সেইরূপই ধারণ করিয়া রহিলেন। তবে যে বৈদেশিক সীমাজ্ঞাপক উপাধি আকাশধর্ম্মের ব্যাঘাত করিতেছিল তাহাই অপনোদিত হইল। জীবের ভগবদুন্মুখতা সচ্চিদানন্দাধারে অবস্থিত। গুণজাত তাৎকালিক অনুভূতি নিজের অণুত্বজ্ঞাপনের সাহায্য করিলেও তাহা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র অনুভূতি নশ্বর ভোগের কারণ মাত্রে পর্য্যবসিত এই বিজ্ঞানের অভাব ছিল, মুক্তাবস্থায় তাৎকালিক ভোগ নিরস্ত হওয়ায় সাত্বত অনন্তকাল অনন্তজ্ঞানময় নিত্যানন্দে অবস্থিত হইয়া সেবাবিধান করেন। গুণজাত অভিমান-বশে ঘটাকাশ-মহাকাশের বিচার নির্ব্বিশেষবাদে পরিণত হইবার আবশ্যকতা নাই।

গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ হৃষীকেশ অব্দায় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

ভক্তির নহে— অন্যাভিলাষিতার লক্ষণ

সংসারের প্রায় শতকরা শতজনই লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত ; ঐ তিনটী —তাহাদের ধ্যান, জ্ঞান, জপ ও তপ ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় ঐ তিনটী ধরা না দিয়া অভিমান-ভরে দূরে অবস্থান করে। আবার নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ ঐসকল মোটেই চান না কিন্তু তাহারা, কেন জানি না, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের পদসেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। এই ত্রয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,— "প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত।" এই সকল উপদেশ পাঠ করিয়া এবং মাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরিত্রে তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াও, যাঁহারা ভাগবত-পঠন-পাঠনদ্বারা আত্মধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছি বলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে প্রধাবিত হন, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। প্রতিষ্ঠা অভিমান-ভরে দূরে অবস্থান করিলে—নিজের নাম না জাগিলে তাঁহারা পরশ্রীকাতরতার বহ্নিদ্বারা জগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হন, ইহা আরও বিস্ময়ের বিষয়। বলা বাহুল্য, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে প্রধাবিত হওয়া শুদ্ধ-ভক্তির লক্ষণ নহে, তাহা অন্যাভিলাষিতার বিভিন্ন পরিচয় মাত্র।

শত্রু কে ?

সাত্বত-শাস্ত্রের বিধান,—শিষ্য দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-পালন সহকারে দিব্যনয়ন লাভের জন্য যত্নশীল হইবেন। শ্রীগুরু-কৃপাবলে দিব্যনয়ন বা চিত্তের লাভ করা যায়। সেবা দ্বারাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইয়া থাকে। আর "আচার্য্যং সেবেত কিং ব্রহ্মচর্য্যম্"—আচার্য্য অর্থাৎ সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম সেবাই ব্রহ্মচর্য্য। 'বীর্য্য-ধারণ' কার্য্যটী আচার্য্য সেবার আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া থাকে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরুগৃহে বাস প্রথাটী একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে গুরুগৃহে বাসের স্মারকরূপে যে অনেক স্থানে টোলাদি দৃষ্ট হয়, তাহাতে ছাত্রগণের চরিত্রগঠন-বিষয়ে অধ্যাপকবৃন্দের খুব দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে অবস্থানকালে ছাত্রগণ বিলাসিতা কাহাকে বলে জানিত না, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ টোলের ছাত্রগণকেই দেখা যায়, তাহারা বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। শুধু কি তাই, বিলাসিতার সহচররূপে ঔদ্ধত্য ও বিদ্রূপ তাহাদিগকে আশ্রয় [illegible]। নম্র স্বভাব, গুরুজনে যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন, অতিথি অভ্যাগতের সহিত সুমধুর ব্যবহার অধিকাংশেরই স্বভাবের ত্রিসীমানায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারাই ত' আবার কয়েকদিন পরে অধ্যাপক বা গুরু সাজিবেন। সুতরাং দেশের দুর্ভাগ্য সহজেই অনুমেয়। শিক্ষার দোষে বা সঙ্গফলে যাঁহারা আমাদিগের প্রকৃত-মঙ্গলবিধানে যত্নপর, আমরা বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিমান করিয়াও তাঁহাদিগকে শত্রু ভাবি। আমাদের শত্রু কে—যিনি আমাদের দোষগুলি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়া আমাদিগকে তাহা সংশোধনের সুযোগ দেন তিনি, না যাঁহারা দুইটি পয়সার আশায় আমাদের দোষগুলি চাপা দিয়া রাখিয়া বাহিরে আমাদের সহিত হাসিমুখে কথা বলেন বা ঠাট্টা-তামসায় যোগ দেন তাঁহারা ?

গুরুগৃহে বাস

গুরুগৃহে সুষ্ঠুভাবে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের পর, শিষ্য হয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন অথবা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। গৃহস্থজীবন-সম্বন্ধে কর্ম্মীর ধারণা ও শুদ্ধভক্তের নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ পৃথক্। কর্ম্মিকুল মনে করেন, ভোগের সুবিধার জন্যই গৃহস্থ-জীবন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে শাস্ত্র 'গৃহব্রত' সংজ্ঞা দিয়াছেন। গৃহব্রতগণের কার্য্যকলাপের কেন্দ্র কামুকতা। কামুকতা হৃদয়ে বিরাজিত থাকিলে কেহই বৈষ্ণব-গৃহস্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না। গৃহব্রতগণের ভোগের মূল বস্তু—স্ত্রী। স্ত্রী-সম্বন্ধে বৈষ্ণবগৃহস্থের কি-প্রকার ব্যবহার কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমাদের পরম-গুরুদেব নব-বিবাহিত শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা গৃহস্থমাত্রেরই অনুসরণীয়। তিনি বলিয়াছেন -

"বেশ, শম্ভু বাবু বিবাহ করিয়াছেন ত' ভালই করিয়াছেন, এখন তিনি প্রত্যহ নিজহস্তে বিষ্ণু নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিণীকে সেবন করাইয়া বৈষ্ণব গৃহেতে সহধর্ম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রতি ভোগ্য-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে ন্যূনাধিক সেব্য গুরু-বুদ্ধি করিবেন তাহা হইলেই শম্ভু বাবুর মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা-বুদ্ধিতে সম্মান করুন।" —(সরস্বতী জয়শ্রী ১৬৪ পৃষ্ঠা)। বাবাজী মহারাজের উক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা কেহ যেন মনে না করি, স্ত্রৈণ হওয়া—স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য শতমুখে তাহার গুণকীর্ত্তন করাই গৃহস্থের কার্য্য। তাহা করিলে বুঝিতে হইবে, আমরা কাম-নক্রের কবলে পতিত হইয়াছি। পরম-গুরুদেবের উক্ত উপদেশটীর মর্ম্ম শ্রীল প্রভুপাদের- "কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব" এই মহাবাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর ভোগ-চিন্তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য সন্দেহ নাই ; গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষেও তাহাই। তদ্ব্যতীত কুটুম্ব-ভরণ-পোষণ, অতিথি-সেবা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা-শুশ্রূষা গৃহস্থের বিশেষ কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব-স্মৃতি

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধানমতে নিজের ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ স্মৃতিশাস্ত্র নামে পরিগণিত। কর্ম্মফলবাদী যেসকল বিধান পালন করিয়া ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় মনে করেন জ্ঞানকুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফলভোগীর ন্যায় সে সকল বিধান গ্রহণ করেন না, পরন্তু তাঁহারা স্ব-স্ব রুচিক্রমে ফলভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিষয়সমূহকে ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এইজন্য বিজ্ঞানরত বিরাগবিশিষ্ট জ্ঞানিসম্প্রদায় ব্যবহারকুশল কর্ম্মিগণকে 'অর্থী' ও আপনাদিগকে 'পরমার্থী' সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আর কর্ম্মজ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফলভোগ-কামনা লক্ষ্য করিয়া উভয়কে 'অর্থী' জানিয়া কামনারহিত শান্ত বৈষ্ণবগণকে 'পরমার্থী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত [হয়], এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলগুলি ফলান্তর্গত, সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থপরতা মাত্র। ভক্তের নিখিল চেষ্টাসমূহ কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয় ; এজন্য ভক্তের চেষ্টা তদিতর ফলভোগকামী কর্ম্মী বা জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত 'অর্থী' যে স্মৃতিবিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামগন্ধহীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। অভক্তের বিধান—তাহার নিজ মঙ্গলের জন্য, ভক্তের বিধান কৃষ্ণ-সেবার জন্য। একের উদ্দেশ্য—নিজ মায়িক অনুভূতির ফল-সাধন, অপরের উদ্দেশ্য—অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা।

বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে হারীত-মত অপরগুলি হইতে বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত পুরাণসমূহে কথিত বিধানসমূহও বৈদিক প্রয়োগ-পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহারকুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগ-গ্রন্থ ও পুরাণসমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগীয় ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশবিদেশে কয়েকখানি স্মৃতিনিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব-জীবনের জন্য বিধিবিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত শ্রীসনাতন গোস্বামীর শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন। তাহার অনূন অর্দ্ধশতাব্দী পরে বন্দ্যঘাটীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহারকুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক স্থলে মতের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজ নিজ প্রদেশের ব্যবহারোপযোগী স্মৃতিনিবন্ধ রচিত হইয়াছে।

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে, যখন স্মৃতি-লেখকগণের মূল অবলম্বন এক, তখন বিধান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য হইল কেন ? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণবস্মৃতি-লেখক—ভগবানের নিত্য সেবক এবং কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগতাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিজ রুচি ও বিশ্বাস নাই ; এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

হিন্দু-সমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের বিধানের অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতিপালনে বাধ্য নহেন। পরমার্থিগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পরমার্থিগণ বৈষ্ণবস্মৃতি অনুসারে কৃষ্ণসংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বল-প্রয়োগে কখনই সমর্থ হইবেন না। বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবন-

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল ॥

যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখনও কখনও বিষ্ণু-ভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন; কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃত্ত হওয়ায় বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সকলই পরমার্থ-নিষ্ঠায় শিথিলতা জ্ঞাপক। যাঁহারা প্রাকৃত বলে বলী, সেই অপ্রাকৃত-বিচার-রহিত স্মার্ত্তগণের আনুগত্য কখনই পরম-মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করিবেন ইহাই আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

প্রথম দিবস

গত ৪ঠা ভাদ্র ২১শে আগষ্ট ১৯৩৪ মঙ্গলবার হরিবাসর তিথি হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক হরিস্মরণ মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ৩রা ভাদ্র ২০ আগষ্ট সন্ধ্যা-রাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠমুখে উৎসবের শুভ অধিবাস সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করিয়াছিলেন। উৎসবের আরম্ভ দিবসেও প্রাতে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-মুখে শুভারম্ভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বভৌমোদ্ধার-লীলা পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ জয়-গোপাল ভক্তিশশাঙ্ক (চক্রবর্ত্তী) মহোদয় প্রাতে দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ আরম্ভ করেন। পাঠ, কীর্ত্তন ও হরিকথাদি-মুখে মঠ সর্ব্বক্ষণ মুখরিত। দেশ-দেশান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিতেছেন। ঝুলন উপলক্ষে কএক দিবসই বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব—কৃষ্ণকীর্ত্তনোৎসব—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-মহোৎসব। পরবিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণকীর্ত্তনের জয়গান হইতেই জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বিচারমূলা অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া শ্রেয়ঃকুমুদ প্রস্ফুটিত হয়। বর্ণাশ্রম-নির্ব্বিশেষে সজ্জনমাত্রেরই এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনোৎসবে যোগদানের অধিকার আছে।

দ্বিতীয় দিবস

৫ই ভাদ্র ২২শে আগষ্ট বুধবার এই দিবসের প্রধান সংবাদ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয়। শ্রীল প্রভুপাদ দিবা ১॥০ ঘটিকার সময় মঠে পৌছেন, শ্রীঅবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী, শ্রীঅপদমন ব্রহ্মচারী ও শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আগমনে মঠ যেন এক নবজীবন লাভ করিয়াছেন—সেবকগণ নবনবায়মান উৎসাহে সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। বহু ভক্ত তাঁহার শ্রীচরণদর্শনার্থ আগমন করিতেছেন। সন্ধ্যার পর তালতলা হইতে শ্রীযুক্ত প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল মহোদয় (তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাসহ), পাটনার উকীল শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, বি-এল, গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ পাল চৌধুরী, বালিয়াটীর জমিদারগণ প্রমুখ বহুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন রীত্যনুসারে প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইতেছে। অদ্য প্রাতে ব্রহ্মচারী অনাদিকৃষ্ণ ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিবস

৬ই ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার। এই দিবস সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

চতুর্থ দিবস

৭ ভাদ্র, ২৪ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীবল-দেবাবির্ভাব-বাসর। এই দিবস মধ্যাহ্নে কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ প্রাণ্ড ভুবনমঙ্গল মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নামোপদেশ শ্রবণ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ "শ্রীবলদেব-আবির্ভাব" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। এই সময়েও প্রাজ্ঞ মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। রাত্রিতে স্বনামধন্য পরলোকগত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নলিন-প্রকাশ গাঙ্গুলী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শনার্থ আগমন করেন। তিনি বিশেষ সজ্জন ও সত্যানুরাগী ব্যক্তি। শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর। ১৯০১ সালে তিনি বিলাত গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ২৭নং ডিহি শ্রীরামপুরে একটী বাড়ী করিয়াছেন।

পঞ্চম দিবস

৮ ভাদ্র ২৫ আগষ্ট শনিবার। এই দিবস প্রাতে কটক হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। সন্ধ্যায় অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত রেবতী-মোহন চট্টোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শনার্থ আগমন করেন। ইনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবকালে পুরীতে (গত ২৫শে মে, ১০ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতে) শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ যথারীতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

ষষ্ঠ দিবস

৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট রবিবার। প্রাতে কাশী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও রাঁচী হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয় এবং রাত্রে বীরভূম হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ আগমন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদন হইতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বন্দন ও জয়গান পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদগণের নিয়ামকত্বে মৃদঙ্গ-করতাল-পতাকাদি সহ এক বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। যাওয়ার পথে শ্রীমদনমোহনদেবের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে এবং ফিরিবার পথে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে নৃত্য কীর্ত্তন করা হয়। এই সময় হইতে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়িতে থাকিলেও তাহাতে কীর্ত্তনের বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় নাই। কলি-কোলাহল মত্ত কলিকাতার বক্ষে প্রত্যব্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নগরসংকীর্ত্তন পারমার্থিক ইতিহাসে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কৃষ্ণকীর্ত্তনবিস্মৃত জীবগণের কর্ণকুহরে কৃষ্ণ-কোলাহল প্রবিষ্ট হইয়া অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও যদি তাহাদের কর্ম্মকোলাহল থামিয়া যায়, তাহা হইলেও মঙ্গল। প্রায় ৭॥ ঘটিকার সময় কীর্ত্তনকারিগণ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আরাত্রিকের পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ পাঠ করেন।

সপ্তম দিবস

১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট সোমবার। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর মঠে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ এই দিবস হইতে পরলোকগত এ, এন, মুখার্জ্জী মহোদয়ের পাথুরীয়াঘাটা ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তথায় পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে।

অষ্টম দিবস

১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজই পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয় রাত্রিতে ডাল্টনগঞ্জ যাত্রা করেন।

নবম দিবস

১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট বুধবার। এই দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রেরিত আচার্য্য-জীবনচরিত শ্রীসরস্বতী-জয়শ্রী গ্রন্থের বৈভবপর্ব্ব প্রথমখণ্ড শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভবিজয় করেন। অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় গ্রন্থরাজকে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীহস্তে অর্পণ করা হয়। তিনি একবার গ্রন্থের আদ্যোপান্ত দর্শন করিয়া গ্রন্থের বিস্তৃত সূচিপত্র নানাবর্ণের চিত্রাবলী, ঘটনা সমাবেশ, ভাবগাম্ভীর্য্য ও ভাষামাধুর্য্য এবং মুদ্রণসৌষ্ঠবাদির প্রশংসা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গ্রন্থরাজকে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বারম্বার প্রণাম করিতে থাকেন। অতঃপর উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই তাঁহার অনুসরণ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর যথাসময়ে শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেন।

দশম দিবস

১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট বৃহস্পতিবার। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন।

একাদশ দিবস

১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট, শুক্রবার। স্মার্ত্তমতে বিদ্ধা-বিচার পরিত্যক্ত হইয়া অদ্য উপবাসাদি থাকিলেও সাত্বতস্মৃতিগ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুসারে সপ্তমী বিদ্ধা হেতু আগামী কল্য উপবাস, আগামী পরশ্ব নন্দোৎসব, অদ্য অধিবাস মহোৎসব। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে ও হইতেছে। কৃষ্ণকোলাহলে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত। মধ্যাহ্নে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ বজেন্দ্রকুমার দাসাধি-কারী প্রভৃতি এবং অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগদান করেন। লোহাগড়া হইতে ডাঃ নগেন্দ্র গোপাল বিশ্বাস এম, বি এবং খুলনা সেনহাটী হইতে সপরিবারে শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যো-পাধ্যায় মহোদয়ও ঐ দিবস আগমন করেন। ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম দৈনিক নদীয়া প্রকাশ জন্মাষ্টমী সংখ্যা আনয়ন করেন। প্রবন্ধ ও চিত্রগৌরবে এই সংখ্যা সজ্জনমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	•
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাঝারী বাকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (মক)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৳৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥০
খুচরা	৬০৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৫৪৸৵১০
বড়াল	৫৪৸/১০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড় (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৪৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	১১৵০
আর. পি. টি	১৩৲
এস্বেস্টস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
ইস্পাত পাটি	৬।০—৬৵০
,, গোলড় (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, চৌপাদে (চৌকা)	৬।০—৬৸০
,,গোল বড় ৵০—।৶০ সুতা	৫৶০—৬॥০
,, টানা বড়-	
চাকা ৶০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, গাড়ীর হাল	৬।৵০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লি,

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—২৫,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৪১, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

--:•:--

নদীয়ার নূতন জজ

মাননীয় আবুল মুজাফর আমেদ বি-সি-এল (অক্সন), বার-য়্যাট-ল মহোদয় ৭ মাসের জন্য ছুটী গ্রহণ করিলে মাননীয় এস্ এস্ রাও হাতিয়ানগদী আই সি এস্ মহোদয় নদীয়ার জেলা ও সেসন জজের পদে নিযুক্ত হইয়া গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৪) তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, ইনি কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ এবং শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি, ইনি আমিষাদি গ্রহণ না করিয়া এবং হরিবাসর (একাদশ্যাদি তিথি) যথারীতি পালন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত সাত্ত্বিক আচারের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন।

গুণ্ডামির অভিযোগ

টিটাগড়ের সাগরমল ও অপর ৬৮ জন মাড়োয়ারীর অভিযোগক্রমে গত সোমবার ব্যারাকপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ আর ডাচ টিটাগড়ের ভগবৎ সিং ও অপর আট জনের প্রতি টিটাগড়ে শান্তিরক্ষার নিমিত্ত কেন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ যে, আসামীগণ 'গুণ্ডা' এবং তাহাদের মধ্যে একজন ইতঃপূর্ব্বে কনেষ্টবলের কাজ করিত। এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আসামীগণ টিটাগড়ের মাড়োয়ারী দোকানদারগণের নিকট হইতে উৎপীড়নপূর্ব্বক টাকা আদায় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকাশ যে, রামরীক নামক জনৈক মাড়োয়ারী তাহার দোকান হইতে অনুমান ১২৸৹ টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। ফকর নামক জনৈক আসামী তাহাকে আক্রমণ করিয়া মারপিট করে ও উক্ত টাকা ছিনাইয়া লয়। রামরীক পুলিশে সংবাদ দেয়। অতঃপর ফকরকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীগণ রামরীকের নিকট যায় এবং মামলা তুলিয়া না লইলে তাহাকে মারপিট করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। রামরীক প্রথমে অসম্মত হয়। কিন্তু আসামীগণ মাড়োয়ারীদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলে যে, মামলা নিষ্পত্তি না করিলে ঐ অঞ্চলের সমস্ত মাড়োয়ারীদিগকে মারপিট করিবে। অতঃপর রামরীক মামলা তুলিয়া লইতে সম্মত হয়। প্রতিবাদস্বরূপ উক্ত অঞ্চলের ৬৯ জন মাড়োয়ারী দোকানদার তাহাদের দোকান-পাট বন্ধ করিয়া রাখে।

থানায় গুলী বর্ষণের জের

জামালপুর (ময়মনসিংহ) থানায় গুলী বর্ষণ মামলা সম্পর্কে বিধুভূষণ সেন ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাহাকে আন্দামানে প্রেরিত করা হইয়াছিল, কিন্তু টিউবারকিউলসিস্ রোগের চিকিৎসার জন্য তাহাকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে আনা হইয়াছে। তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সেন তাহাকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার অথবা উচ্চতর শ্রেণীর কয়েদীভুক্ত করিবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

চারি মাসে সাতটি খুন

যুক্ত প্রদেশের গোণ্ডা জেলার সঙ্কিত নামক নামজাদা দস্যু চার মাসের মধ্যে সাতটি খুন করিয়াছে। সে সর্ব্বশেষে যে ব্যক্তিকে খুন করিয়াছে, একদা সে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ডাকে, সে বাহিরে আসিলে সঙ্কিত বলে যে, সে তাহার বিরুদ্ধে পুলিশকে সাহায্য করিয়াছে, তজ্জন্য প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর সঙ্কিত তাহাকে তলপেটে দুইবার গুলী করে, উহার ফলে তাহার মৃত্যু হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে সঙ্কিত নিদ্রিত এক ব্যক্তিকে কুঠার দ্বারা আক্রমণ করে। সে এক্ষণে হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। তাহার গ্রেপ্তার জন্য ঘোষিত পুরস্কারের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা হইলেও সে এখন পর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই।

কাশীপুরে গাড়োয়ানদের হরতাল

গত সোমবার কাশীপুরে প্রায় এক হাজার গরু ও মহিষ গাড়ীর গাড়োয়ান হরতাল করে। চৌধুরী ও বেপারিগণ কর্ত্তৃক গাড়োয়ানদের মজুরীর হার কমাইয়া দিবার বিরুদ্ধে এই হরতাল। শ্রীযুত দয়ারাম বেরী ও দেবেন্দ্র নাথ সেন এ বিষয় আলোচনা করিবার জন্য চৌধুরীদের সহিত প্রথম দেখা করেন। কাশীপুরে ১২ জন চৌধুরী। তাঁহারা সকলেই পুরা রেট দিতে রাজী হইয়াছেন। শ্রীযুত বেরীজী ও দেবেন্দ্র বাবু বেপারীদের নিকটেও যান। সোমবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৪৫ জন বেপারীর মধ্যে ৩০ জন গাড়োয়ানদের দাবী স্বীকার করিয়া পুরা ভাড়া দিতে রাজী হইয়াছেন। গাড়োয়ানদিগের যাহারা পুরা ভাড়া দিতে রাজী হইয়াছেন, তাঁহাদের কাজ চলিতেছে।

শ্রীযুক্ত শান্তিময় দত্ত

ফেণীর বিশিষ্ট উকিল শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দত্তের পুত্র শ্রীযুক্ত শান্তিময় দত্তকে কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তৎপর কয়েকদিন পুলিশ হাজতে রাখিয়া গত ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে তাঁহাকে হাজির করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, পুলিশ তাঁহাকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে গ্রেপ্তার করে, শান্তিময়বাবু এম এ এবং ল পড়িতেন।

আততায়ীর হস্তে আহত

খুলনা হইতে প্রকাশ, নন্দগ্রাম হইতে সুধীর মজুমদার নামক এক ব্যক্তি দায়ের দ্বারা মস্তকে ও গ্রীবাদেশে সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছে। তাহার অবস্থা একটু ভালর দিকে গিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ নিশিকান্ত সেন নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত শনিবার রাত্রে এই কাণ্ড ঘটে।

বোম্বাই সহরে গুলী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ ৯টার সময় পুলিশ এক জুয়ার আড্ডায় হানা দেয়। জুয়াড়ীরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুলিশদলকে আক্রমণ করে। প্রকাশ যে, পুলিশ যখন গ্রেপ্তার কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তখন সেখানকার আলো নিভাইয়া দেওয়া হয় এবং পুলিশকে আক্রমণ করা হয়। ইহাতে পুলিশ দল নিজেদের অসহায় মনে করিয়া আত্মরক্ষার্থ রিভলভারের গুলী চালায়। এই গুলীতে জুয়াড়ীদের একজন আহত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত ১৭জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৭ই আশ্বিন সোমবার ১৩৪১

পাশ্চাত্যদেশে সংবাদ পত্র চালান বেশ লাভজনক কার্য্য। কিন্তু ভারতে শিক্ষার প্রসার না হওয়ায় যাহারা সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে অধিকাংশ স্থানেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। সংবাদপত্রের কার্য্য শুধু বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সরবরাহ নহে, পরন্তু যাবতীয় শিক্ষার সম্বন্ধে জ্ঞানালোক প্রদান করা। যিনি নিরপেক্ষভাবে সত্য বলিতে পারেন, অর্থাদির লোভে বদলান না, তিনিই বাস্তবিক পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। জগতের যাবতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা সাংবাদিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সংবাদপত্র সাজানও একটা কলা বিদ্যা। এই কলার কৃষ্টি পাশ্চাত্যদেশের সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষভাবে দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক গঠনের জন্য শিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে এদেশে সেরূপ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। বিশ্ববিদ্যালয় যুগোপযোগী বহু বিদ্যা শিক্ষা দেন, কিন্তু সংবাদপত্রসেবা তাঁহাদের শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নহে। সেদিন শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু তাঁহার বক্তৃতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেইজন্য সংবাদপত্রসেবা শিক্ষা দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রস্তাব আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমরা আশা করি, ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার কার্য্যকালে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন।

বর্ষার জল কমিয়া আবার বাড়িতেছে। দরিদ্রগণের দুঃখের পরিসীমা নাই। আবার এই দুঃখের উপর আরও দুঃখ চাপাইবার জন্য ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশের জন্য লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি সাঙ্গপাঙ্গ ধরে আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এই সকল শত্রু সৈন্যদিগের আগমন পথ রোধের জন্য ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তুত নহে। সুতরাং তাঁহারা কবে তাহা প্রস্তুত হইবেন?

শান্তিপুর, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির আয় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আনন্দের কথা; কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাগুলির কোনও প্রকার উন্নতি হইতেছে না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। উহাদের দুর্গন্ধে পথিকের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম। একদিকে ত স্টেটের অত্যাচারে যাত্রিগণ অস্থির! অপর দিকে যদি রাস্তাঘাটও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে যাত্রিগণ তথায় যাইবেন কোন লোভে? আর সমস্ত অভাব অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা তীর্থ দর্শনে আসিবেন তাঁহাদের সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করা কি নগরপালগণের কর্ত্তব্য নহে? বিদেশী যাত্রিগণের কথা নাই বা ধরিলাম স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যও কি, পথ ঘাট উন্নতিপ্রণালীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত নহে? নগরপালগণ কি বলেন?

আপত্তিজনক কাগজপত্র রাখার অভিযোগে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত শ্রীপুরের অবিবাহিতা বালিকা শ্রীমতী কুন্দপ্রভা সেনের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। দণ্ডভোগান্তে তিনি সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর এই আদেশ জারী করা হইয়াছে যে তাঁহাকে পিতৃগৃহে অন্তরীণ থাকিতে হইবে। পিতার বাড়ী ছাড়িয়া তিনি বাহির হইতে পারিবেন না, কিম্বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় না হইলে কাহারো সহিত মেলামেশা করিতে পারিবেন না।

চট্টগ্রাম জেলার শেখপুরা ও গোমদণ্ডী প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসী শ্রীহিরণ্ময় বিশ্বাস এবং অপর ১২ জন হিন্দু যুবককে রাত্রিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। অতঃপর তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে তাহারা সান্ধ্য আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল। সদর মহকুমা হাকিমের বিচারে এই ১৩ জনের প্রতি তিন টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

গত পূর্ব্ব রবিবার মেদিনীপুরের হার্ডিঞ্জ স্কুলে এক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় ছাত্রবৃন্দকে সরকারী অনুমোদিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে নিষেধ করা হয়। যে সকল পুস্তক, ছাত্রবৃন্দের নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নাকি 'গীতার' নামও আছে। নিত্য পাঠ্য 'গীতা' ছাত্রগণ পড়িতে পারিবে না, এ সংবাদে প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর মর্ম্মাহত হইবেন, সন্দেহ নাই। সেদিন টাউনহলের সভায় শ্রীযুক্ত যতীন বসু মহাশয় বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিয়া দুঃখ করিলেন, আর মেদিনীপুরে গীতা পাঠ নিষিদ্ধ হইতেছে। ধন্য ব্যবস্থা! গীতায় যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আছে বলিয়াই যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে ইতিহাস পড়ান বন্ধ হয় না কেন? যে-সকল মহাত্মা উপরউক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন তাঁহাদের বুদ্ধির বলিহারি যাই! আমরা এদিকে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নোয়াখালি রামগঞ্জ পুলিশ প্রহারের মামলায় ১৩ জন আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দণ্ডিত হইয়াছিল। তাহারা এই রায়ের বিরুদ্ধে জেলা ও সেসন জজের আদালতে আপীল করে। সেসন জজ সমস্ত আসামীকেই সরকারী কর্ম্মচারীকে আক্রমণের অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছেন কিন্তু দাঙ্গা ও অন্যায়ভাবে আটক করিবার অপরাধে তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন; তবে পুলিশের অন্যায় আচরণ বিবেচনা করিয়া সকলেরই দণ্ড হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। পুলিশের আচরণ সম্পর্কে সেসনজজ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,—"পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য প্রধানতঃ দারোগাই দায়ী। তিনি যদি বুদ্ধিমান লোকের মত ভদ্র ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গের লোককে এমন বিপদে পড়িতে হইত না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার জন্য দারোগা ও কনেষ্টবলই যে মুখ্যতঃ দায়ী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" এই সকল অন্যায় আচরণের প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য দেশবাসী উদগ্রীব।

নিয়োগ ও বদলি

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ বিদায়ভোগী সব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যতীন্দ্রমোহন দাস চট্টগ্রাম বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৪ পরগণা বসিরহাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাধিকালাল দে ফরিদপুর জিলায় সদরে বদলী হইয়াছেন। এতদ্বারা ৩০শে আগষ্ট তারিখের আদেশ বাতিল হইল।

অস্থায়ী ওয়ার্কমেন্স কম্পেনসেশন কমিশনার মিঃ এ এফ এম্ রহমান আই-সি-এস অতিরিক্তভাবে ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চারুচন্দ্র সেন অস্থায়িভাবে ঐ জিলার আসানসোল মহকুমায় বদলী করা সম্পর্কে গত ৫ই সেপ্টেম্বর যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাতিল হইয়াছে।

পাবনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সুধীন্দ্র কুমার সান্যাল ঐ জিলার সদর মহকুমার ভার পাইয়াছেন।

বগুড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গৌরচন্দ্র মণ্ডল অস্থায়িভাবে রাজসাহী জিলার সদরে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেজর জি সি ডবলিউ উইলিস ডি-এস্-ও, গত ৩রা আগষ্ট রায় সাহেব বৈদ্যনাথ চাটার্জ্জিকে হিজলী স্পেশ্যাল জেলের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন।

বিদায়ভোগী মিঃ আর উলকেন্ ডেল আগামী ৩রা ডিসেম্বর হইতে বাঙ্গলার শ্বেতাঙ্গ স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ দবিরুদ্দিন আমেদ ও-বি-ই, এম-বি, ডি-এইচ-এ-এস্‌কে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে

মনসা পূজায় বিপত্তি

রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশ, জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত পাঁচজন যুবক কর্ম্মী দণ্ডবিধির ৪৮৭ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছেন—প্রমোদকুমার সাধু, অমিয় মোহন রায়, বিজয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] আগরওয়ালা, বোলানাথ সেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহাদের মোকদ্দমার দিন ধার্য্য ছিল। প্রত্যেক আসামী ১০ টাকা করিয়া জামিনে মুক্তি পাইয়াছেন।

জঙ্গীপুর সহরের কারমাইকেল রোডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মিউনিসিপ্যালিটির যে পতিত জায়গা আছে; উক্ত জায়গায় কাছাকাছি দুইটি বেদী আছে; ঐ বেদীদ্বয়ে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক বহুকাল যাবৎ কালীপূজা, দুর্গাপূজা, মনসা পূজা প্রভৃতি হইয়া আসিয়াছিল। গত ১৭।৮।৩৪ তারিখে স্থানীয় হিন্দুগণ যখন মনসাদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত বেদীতে স্থাপন করত পূজার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন জঙ্গীপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহের নির্দ্দেশ ক্রমে ঐ স্থানটী বেড়া দিয়া ঘেরা হয় এবং শান্তিভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ কনেষ্টবল মোতায়েন রাখা হয়। চেয়ারম্যানের উক্ত নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত যুবকগণ মনসাদেবীর পূজা সম্পন্ন করেন।

উপরিউক্ত মোকদ্দমার পরিচালনের ভার জঙ্গীপুর সহরের হিন্দু সভা গ্রহণ করিয়াছেন।

ফেণীতে ছাত্রের কারাদণ্ড

ফেণী হইতে প্রকাশ, ত্রিপুরা জিলা নিবাসী শ্রীপবিত্রকুমার মজুমদার কোন আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া ফুলগাজী হাইস্কুলের ক্লাস নাইনে পড়িত। তাহার উপর ফেণী সবডিবিসন ছাড়িয়া যাওয়ার আদেশ জারীর পর একদিন তাহার বাসস্থানে আসা মাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাহার ৪ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৪শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১৭৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ষণ্ণবতি আবির্ভাব মহামহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকের পর সুমধুরস্বরে উষঃকীর্ত্তন ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

—

ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পাদির দ্বারা বিচিত্রভাবে সুসজ্জিত করা হইলে পর অপরাহ্নে অবিদ্যাহরণ-নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের মূল-গায়কত্বে বহুক্ষণ যাবৎ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ বি এল মহোদয় ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও ভুবনমঙ্গল কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

অনন্তর উপদেশক পণ্ডিত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় আবির্ভাব ও তিরোভাবের বৈশিষ্ট্য এবং অপ্রাকৃত-শব্দাশ্রয় ব্যতীত জীবের মুক্তি অসম্ভব প্রভৃতি বিষয়ের সুমীমাংসা শাস্ত্র-যুক্তিমূলে দেখাইয়া সুসিদ্ধান্ত স্থাপন পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই পরমোপকৃত ও আনন্দিত হন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, মঠবাসী ভক্ত ও শ্রীধামবাসী গৃহস্থ-ভক্তগণ সকলেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। এতদুপলক্ষে মঠবাসী সেবোৎসাহী বালক-গণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

———

গত ৩০শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার বালিঘাটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহামহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের অর্চ্চন, ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সমূহ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছিল। তদনন্তর ভক্তগণ শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

অপরাহ্নে বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প-মালোর দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ বিভূষিত করা হয়। অতঃপর ৫ ঘটিকা হইতে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও 'কবে গৌরবনে সুরধুনী-তটে' ও অন্যান্য মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী হইতে সকল আশ্রিত তত্ত্বের অংশীস্বরূপা, মহাভাব-স্বরূপিণী, গোবিন্দানন্দিনী, সর্ব্বজীবসেব্যা, এমন কি শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুরও পূজ্যা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মহিমার কথা আলোচনা করা হয়। পরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে গৌরজন্মলীলা-পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়। বহু ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখামঠ বম্বে গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব উপলক্ষে ৩০শে ভাদ্র রবিবার মঠস্থ ব্রহ্মচারিগণ উপবাস ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনমুখে তিথিবরের আরাধনা করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে ৮টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হয়। তৎপরে মঠরক্ষক প্রভু সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে রাধাতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অনন্তর বহু নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাটি প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। হরিকথার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ ব্রহ্মচারীজী সুললিতকণ্ঠে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

———

উক্ত দিবস ইঞ্জিনীয়ার মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জির আগ্রহাতিশয্যে মঠরক্ষক প্রভু কতিপয় ভক্ত সহ বম্বে সেন্ট্রাল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী তদীয় ভবনে শুভাগমন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ করতঃ জীবের স্বরূপ কি, তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণ করতঃ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত আনন্দিত হন। মিঃ ব্যানার্জ্জি অত্যন্ত উদারচরিত্র ও ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি। ইনি বম্বে গৌড়ীয়মঠের নানা-ভাবে সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণে আমাদের প্রার্থনা।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ভারতের রাজধানী দিল্লীর বিশিষ্ট জনগণের নিকট ও শ্রদ্ধালু সর্ব্বসাধারণের নিকট মহাপ্রভুর করুণার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ও সুমধুর ব্যবহারে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ-রূপে মুগ্ধ হন।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বর্ত্তমানে মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে ভাগবত-ধর্ম্মের পরতমতা সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে-ছেন। মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ মহোদয়ের পদাবলী কীর্ত্তন যাঁহারা একবার শ্রবণ করেন তাঁহারাই মুগ্ধ হন এবং পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীমঠে আগমন করিয়া থাকেন। তদীয় সহকারী স্নিগ্ধস্বভাব শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। তিনি সহরের বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে যাইয়া মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণস্বামী দাসাধিকারী ভক্তিক্ষেম বি-এ মহোদয় তামিল ভাষায় সর্ব্বসাধারণের নিকট মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সৌজন্য, বিনয়, নম্র ব্যবহার ও শ্রীগুরুদেবে অচলা ভক্তি বিশেষ প্রশংসার্হ।

———

গত ৩০শে ভাদ্র অমৃতসর গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর মহিমা কীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ পদ্মনাভ [illegible] ৪৪৮

প্রভুপাদের উপদেশ

"ঋণ করিয়াও তোমরা ভগবানের কীর্ত্তন প্রচার কর; তাহা হইলে তোমাদিগকে সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আরও অধিকতর সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। তোমাদের স্কন্ধে যখন উত্তমর্ণের তাগাদার চাপ আসিবে, তখন তোমরা বাধ্য হইয়া অধিকতর ভিক্ষা-সংগ্রহে নিযুক্ত হইবে। তোমাদের চরিত্র ও আচার সুনির্ম্মল না থাকিলে তোমরা যখন সজ্জন গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা পাইবে না তখন তোমরা বাধ্য হইয়া আচারময় পবিত্র জীবন সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ও যত্নবান্ হইবে। আমি তোমাদের জন্য এক পয়সাও [illegible] রাখিব না, যাহাতে তোমরা পরবর্ত্তি কালে অলসতার প্রশ্রয় না পাইয়া হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা ও সদাচারপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করিতে না পার।"

"মঠ—হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, হরিকীর্ত্তনই জীবন ও চেতনা; সেখানে যাহাতে কোন প্রকার আলস্য, অনাচার, গ্রাম্য চিন্তা, গ্রাম্যকথা কিম্বা কোন বাসনা বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়, এজন্য তোমাদিগকে দ্বারে দ্বারে গিয়া সাধারণের নিকট হরিকীর্ত্তনের পরীক্ষা দিতে হইবে। জনসাধারণ যখন নিজকে ভিক্ষা দাতা আর তোমাদিগকে ভিক্ষা-গ্রহীতা মনে করিয়া অর্থাৎ তোমাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদের পদবী বড়, তোমরা তাঁহাদের কৃপার পাত্র—এইরূপ বুদ্ধিতে তোমাদিগের নানাপ্রকার সমালোচনা করিবে, কেহ কেহ হয় ত' তোমাদিগকে অঙ্গুলি-প্রদানেও প্রস্তুত হইবে, তখন তোমরা এক দিকে যেমন 'তৃণাদপি সুনীচ', ও 'অমানী' হইতে পারিবে, অন্য দিকে তেমনি নিজেদের জীবন ও চরিত্রকে সমধিক পবিত্র ও আদর্শ করিবার জন্য যত্নবান্ হইবে। তোমাদের আরও উপকার হইবে এই যে,—লোকের [illegible] বাধার দ্বারা [illegible] তোমাদিগের এই সকল [illegible] ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

"তোমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে কেহ কিছু দান না দিলে তোমরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কিন্তু তোমাদের অন্তরে, [illegible] মহাজন [illegible] প্রশংসা [illegible] অত্যন্ত সহজভাবে তাহাদিগকে কিছু বলিয়া [illegible] সমালোচনাকারীদিগের জন্য [illegible] করিয়া দিবে, ইহাতে তোমাদের ও বালিশের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। তোমরা যদি হরিকীর্ত্তনের উপায়ন-সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাকার্য্যে আলস্য কর এবং আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া অনর্থযুক্তাবস্থায় অপরের সমালোচনা হইতে ছুটী পাইবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে নির্জ্জন ভজনকে শ্রেয়ঃ মনে কর তাহাতে তোমাদের চরিত্র সংশোধিত হইবে না। তোমরা আচারময় জীবন লাভ করিতে পারিবে না। নির্জ্জন ঘরে তোমরা যে ভাবের ঘরে চুরি করিবে, নির্জ্জনে তোমাদের কথা কেহ শুনিতে বা তোমাদিগকে কেহ দেখিতে আসিবে না বলিয়া তোমরা যে অন্তরে অন্তরে উচ্ছৃঙ্খল হইবার সুযোগ পাইবে, সেরূপ সুযোগ অনর্থময় তোমাদিগকে আমি কখনও দিব না। তোমরা আমার পরম বান্ধব; তোমরা অসুবিধায় পতিত হও, লোকের আপাত-প্রতিষ্ঠা পাইয়া, আপাত-নিন্দার ডালি তোমাদের অপ্রীতিকর ও অসহ্য মনে করিয়া তোমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তদ্দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ কর,—ইহা আমি কিছুতেই তোমাদিগকে করিতে দিব না। তোমরা যে-দিন এই সকল বিচার হইতে স্বতন্ত্র হইবে, সেদিন জানিব, তোমরা প্রকৃত মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ করিয়া জীবন অমঙ্গলের পথ বরণ করিয়াছ।

"তোমাদের ভিক্ষা-সংগ্রহ ও ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণের তদনুরূপ কার্য্যকলাপে বাহ্যদৃষ্টিতে সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে। তাঁহারা লোকনিন্দা এড়াইবার জন্য তোমাদের অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিতে পারেন, নিঃস্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার অনেক চলচ্চিত্র-পট সাময়িকভাবে উপস্থিত করিতে পারেন এবং সাধারণ লোকও তাঁহাদের সেই সকল কথায় বঞ্চিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা দেখিয়া তোমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। সত্য—চিরদিনই সত্য, অকৃত্রিম—চিরদিনই অকৃত্রিম; উহা সাধারণ লোকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক, উহার আদর গৌরব লুপ্ত হইবার নহে হয় ত' এমন সময়ও আসিবে যখন সৌভাগ্যমন্তের এই সকল অকৃত্রিমতা যুগ যুগান্তে একটী মাত্র অকৈতব সত্য-পিপাসু ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। ঐরূপ একজন ব্যক্তিও অনন্তকোটী লোকের মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন, স্বার্থের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সতী সাধ্বীর বেশ-রচনা ও বারবনিতার ঠিক সেইরূপ আনুকরণিক কার্য্য দেখিতে এক হইলেও, কিম্বা বেশ্যার বাহ্য নৈপুণ্য সাধ্বী অপেক্ষাও অধিক প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু অন্তরের উদ্দেশ্য যিনি দেখিতে পারেন, তাঁহার নিকট উপরি-উক্ত উভয়ের বাহ্য চেষ্টা এক হইলেও অন্তর্নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ। প্রকৃত অকপট হরিসেবক বা বৈষ্ণবকে কেবল বাহ্যক্রিয়া দ্বারা মাপিয়া লইতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

[illegible] অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ অভিলাষে সম্পূর্ণভাবে দীক্ষিত হইতে না পারিবেন তাঁহাদের কেহ কেহ এ সকল কথা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পথ ভ্রষ্ট হইবেন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারের ভিক্ষাকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের রসদ-সংগ্রহ-কার্য্যের আনুকরণিক উপায়রূপে বরণ করিয়া কেবল বেশোপজীবী ও ভিক্ষোপজীবী হইয়া পড়িবেন। কিন্তু আমি উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিতেছি,—তাঁহারা অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ঐরূপ অনর্থময়ী চেষ্টার সঙ্গ পরিত্যাগের সুবর্ণ-সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।"

—সরস্বতী জয়শ্রী, ২৮শ বৈভব।

মাণিক্যভাস্কর

দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি ভাস্করাখ্য আচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন; তন্মধ্যে ভট্টভাস্কর, নিম্ব ভাস্কর এবং মাণিক্যভাস্কর বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মসূত্রের ভাস্কর ভাষ্য নামক যে গ্রন্থখানি বর্ত্তমান কালে প্রচারিত, ইহা কোন্ ভাস্করের রচিত তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে ভাস্কর-ভাষ্যকার বৈষ্ণব বা শৈব সম্প্রদায়ের কোন পরিচয় না দিয়া বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতপর বিচার মাত্র প্রদর্শন [illegible]। নিম্ব-ভাস্করের বেদান্তভাষ্য '[illegible]' নামে প্রসিদ্ধ। তাহার টীকাকার শ্রীনিবাস পারিজাত সৌরভ রচনা করিয়া নিম্ব ভাস্করাখ্য ভাষ্যকারের প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাস্কর-ভাষ্যের লেখনী হইতে তাঁহাকে ত্রিদণ্ডিস্বামী বলিয়া জানা যায়। ভট্টভাস্করের বেদান্ত বিচারে রামানুজ যে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহা নিম্বভাস্কর অথবা ভাস্কর-ভাষ্যের বিচারদোষ নহে। সুতরাং তাঁহাকে তৃতীয় বিচারক বলা যাইতে পারে।

মাণিক্যভাস্কর শৈব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য। তাঁহার উদ্ভবকাল ডাক্তার পোপের বিচার-মতে সপ্তম বা অষ্টম খ্রীষ্টীয় শতাব্দী। আধুনিক বিচারে দশম বা একাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নিরূপিত হন। তিনি যে লিঙ্গায়েৎগণের সম্প্রদায়ভুক্ত, এ কথারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। কথিত হয় যে, তিনি পাণ্ড্যবংশের জনৈক নৃপতির প্রধান সচীব ছিলেন। তিরুবাসকম্ নামক তামিল পদ্যগ্রন্থের রচনাকারি সূত্রে তিনি তামিল মণ্ডলে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। শৈব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। তাঁহা হইতে ক্রমশঃ বাসব নামক কল্যাণের নরপতি বিজ্জল রাজের মন্ত্রী ছিলেন। বাসব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্য শৈবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে জৈন-পরাক্রম-নির্ম্মূলকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং মাণিক্য-ভাস্করের লিখিত গ্রন্থাবলম্বী।

মাণিক্যভাস্করের রচিত আর একখানি গীতিগ্রন্থ তামিল ভাষায় পুষ্টি সাধন করিয়াছে। উহা সংগ্রহ-গ্রন্থ হইলেও 'শিব-বাক্যম্' নামে প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ বিষ্ণুবিচার-স্থাপন-মানসে ব্রহ্মসূত্রাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে শৈবাচার্য্য-গণ উপাস্য বিচারে শিবভক্তি-প্রাধান্য-স্থাপনকল্পে সমধিক-প্রয়াস-বিশিষ্ট। শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শৈবগণের ভাষ্যে শিব-তাৎপর্য্যপর লক্ষ-ব্যাখ্যান স্থাপিত হইলেও শিবের নিত্যাস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। মুক্তিকালে সেব্যসেবক-ভাবের সংরক্ষণ জন্য কোন দার্শনিক বিচার তাঁহাদের গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হয় নাই। বিশিষ্ট-অদ্বৈত শিবদর্শনে উপাস্যের নিত্যত্ব সংরক্ষণে কোন বিচার উদ্ভাবিত হয় নাই। মাণিক্যের গীতি-সমূহ এবং তৎসম্পর্কের কিম্বদন্তী-সমূহে প্রকাশ এই যে, শিব তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ সহ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রভূত কৃপা করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার শিবভক্তি-প্রচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাধিকার হইয়াছিল।

নৈকাস্তারের "শিবনামবোধম্" গ্রন্থ মাণিক্য-ভাস্করের পরবর্ত্তিকালে রচিত গ্রন্থ হইলেও তাহার প্রবল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মাণিক্য ভাস্করের দ্বারা সমাদৃত গ্রন্থ বলিয়া প্রসিদ্ধির ব্যাঘাত হয় নাই। 'তিরুবাসকম্' গীতির ভাব-সমূহ শিবভক্তিতে এরূপ আপ্লুত যে, শ্রোতৃ হৃদয় বিগলিত হয়। শৈবাচার্য্য মাণিক্যের শিবভক্তিতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ সমর্থিত। শৈবসম্প্রদায়ের পরিণতি-ক্রমে অহংগ্রহোপাসনা বলবান্ করিয়াছে। অনেক শ্রীষ্ট-মতাবলম্বী ব্যক্তি শিবের সৌম্যমূর্ত্তি ও ক্রিয়া-কলাপের পক্ষপাতী নহেন। যদিও বিষ্ণুর অবতারা-বলীর বিচারাবলম্বনে শিবমূর্ত্তির তাৎকালিক অবস্থান শৈবগণ স্বীকার করেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের বিচারে শিবমূর্ত্তির নিত্যত্ব-স্থাপনকল্পে ন্যূনাধিক নির্ব্বিশিষ্ট-বাদই স্থান লাভ করে। 'তিরুবাসকম্' শব্দ তামিল ভাষায় দৈববাণী অর্থে ব্যবহৃত হয়। শৈব-সিদ্ধান্ত শিবভক্তগণের অন্তরঙ্গ ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশক

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

একাদশ দিবস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৫ সংখ্যার পর)

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ গিরি মহারাজ 'অজের জন্ম'-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ, প্রাক্তন মেডিকেল কলেজের বাইওলজির প্রফেসার ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-ডি; শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, খুলনা; মিঃ পি, এন মুখার্জী এসিষ্ট্যান্ট্ কমিশনার অব্ পুলিশ, নর্থ ডিভিসন) প্রমুখ বহু সুশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারাও শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। প্রাক্ত মহোদয়ের "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম—বলিতে অদ্বৈতবাদ উদ্দিষ্ট হয় কি না. শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলাদ্বৈতবাদী যে নহেন, তাহার প্রমাণ কি" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ চতুঃশ্লোকী ও 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ কলিকাতার "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী" স্কুলে 'জন্মাষ্টমী-উৎসব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ (ইনি পরে গৌড়ীয়মঠে আসেন), শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ মিত্র জমিদার, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক—উক্ত স্কুলের অনারারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, শ্রীযুক্ত ভূপণচন্দ্র রায় এম-এ হেড্-মাষ্টার প্রমুখ সজ্জনগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

দ্বাদশ দিবস

১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর, জন্মাষ্টমী-ব্রতোপবাস। মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ আরম্ভ হয়; নন্দোৎসব-দিবস বেলা প্রায় ২টার সময় এই পারায়ণ সমাপ্ত হয়। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ রাত্রি ১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে গর্ভস্তুতি ও কৃষ্ণজন্মলীলা পাঠ করেন। জন্মপূজাদি যথাবিধি হইবার পর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অগণিত-কণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি মধ্যরাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন গগন-পবন মুখরিত করিতেছিল, তখন "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" —এই গীতা-বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইতেছিল।-বস্তুতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনেই চেতনের পরিচয়। শুদ্ধভক্ত সঙ্গে নিরপরাধে 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনমুখেই হৃৎসরোজে কৃষ্ণপাদপদ্মের আবির্ভাবোপযোগী যোগ্যতা লাভ হয়। থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া গানবাজনা করিয়া, তাস-পাশা খেলিয়া, গ্রামোফোন বাজাইয়া রাত্রি জাগরণ আর কৃষ্ণ কীর্ত্তন-মুখে জাগরণ এক নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠমুখে জাগরণ হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল অজস্রধারে হরিকথামৃত বর্ষণ করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুকে গৌড়ীয় (১৩ বর্ষ) ৫ম সংখ্যা হইতে 'বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ' প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলিয়া স্বয়ং তাহার ব্যাখ্যা-মুখে বৈকুণ্ঠ ও গুণজাত জগৎ কাহাকে বলে, সকুণ্ঠপ্রতীতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠপ্রতীতি-লাভের উপায় কি, 'অজ' ভগবানের জন্ম-রহস্য কি প্রকার, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের লক্ষণ কি ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। কনিষ্ঠ ও মধ্যম ভাগবতের কথা বলিতে বলিতে বেলা অধিক হইতে থাকায় আচার্য্যত্রিক প্রভুর অনুনয়ে প্রভুপাদ উত্তমভাগবতের কথা অন্য সময়ে কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া ক্ষান্ত হন, কিন্তু বারম্বার বলিতে থাকেন, "আজ কৃষ্ণাবির্ভাববাসর, আপনারা আমাকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে বাধা দিবেন না।" শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মধুবাবু এই দিবস প্রাতে ডাল্টনগঞ্জ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার আর্ত্তি-দর্শনে বড়ই প্রীত হন।

সন্ধ্যায়ও শ্রীল প্রভুপাদ "কৃষ্ণজন্ম" ব্যাপারটি কি, কি প্রকারে তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়, অধিরোহবাদ, অবতারবাদ, ত্রিবিধ পুরুষাবতার রহস্য, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্ব, অধোক্ষজভক্তিই শোকমোহ-ভয়াপহা, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিকতা প্রশমনোপায়, জড়প্রতিষ্ঠাশা শুদ্ধভক্তিমার্গের অন্তরায়, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই প্রতিষ্ঠাশা যুক্ত, হরিভক্তিবিল সোক্ষ ঐকান্তিককৃত্য" প্রভৃতি বহু মঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন করেন। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ প্রাক্তন ভুবন-মঙ্গল, রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর (চৌধুরশির জমিদার), শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষাল (শিলদা), শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ বসু বাগবাজার (লক্ষ্মী দত্ত লেন) প্রমুখ বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় বিদ্যাসাগর বি-এ কাব্যতীর্থ এই দিবস অপরাহ্নে আসানসোল হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

ত্রয়োদশ দিবস

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর, নন্দোৎসব। এই দিবসের লোকসংখ্যা অগণিত। প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমানভাবে প্রসাদ বিতরণ চলিয়াছে। পাঠ, কীর্ত্তন, সেবা-পূজাদি উৎসবের দৈনন্দিন পঞ্জী অনুসারে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলেও সর্ব্ববিষয়েই এই দিবসের একটী বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তনশোভা-যাত্রা বাহির হয়। এ 'বিরাট্' কেবল কথায় 'বিরাট্' মাত্র নহে,; সত্য সত্যই এক অভাবনীয় ব্যাপার। কলিকাতা-মহানগরীর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু পল্লীর এবং দূর দেশ গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তি এই নগর-কীর্ত্তনে যোগদানার্থ আসিয়াছিলেন। কলিকাতার কর্ম্মকোলাহলমত্ত রাজপথ কৃষ্ণ কোলাহলে মুখরিত হইয়া লোকসমূহে নিত্যমঙ্গলের প্রশস্ত রাজপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছিল। পূর্ব্ব রবিবারে একটু বৃষ্টি হইয়া কীর্ত্তনে সামান্য কিছু বিঘ্ন উৎপাদন করিলেও এবার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগ্রহে নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন সম্পাদিত হইয়াছে। মাণিকতলা স্পারে উপস্থিত হইলে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু-মাত্র অসুবিধা হয় নাই। প্রায় সাত ঘটিকার সময় শোভাযাত্রা মঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়ের দৃশ্য অবর্ণনীয়। শ্রীপাদ নেমি মহারাজ 'নন্দোৎসব' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। মঠের কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখো-পাধ্যায় ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ, শ্রীযুক্ত দর্শীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানি, এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের শ্রীযুক্ত কুমুদিনী মোহন নিয়োগী, কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত পান্নালাল আঢ্য, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য প্রভৃতি বহু ব-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের নিয়োগী মহোদয় এবং আরও কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট শ্রীধাম মায়াপুরে অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহাবি-র্ভাবের অলৌকিক ঘটনা কীর্ত্তন-মুখে অক্ষজজ্ঞানপ্রাকৃতিক জগতের অলোকজ-সেবাবিমুখতা-জন্য শ্রীবিগ্রহে, শ্রীনামে ও শ্রীধামে প্রাকৃত-বুদ্ধি, বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি, শ্রীমদ্ভাগবত বোধে অসামর্থ্য-হেতু অধোক্ষজ বিষ্ণুবিগ্রহে পৌত্তলিকতারোপ, তথাপি "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা" ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করেন। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত ভক্তিবিলাস মহোদয় ডাল্টনগঞ্জ এবং পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহোদয় আসানসোল যাত্রা করেন।

অন্য মঠে বিরাট মহোৎসব থাকায় এবং ও এন মুখার্জ্জী মহোদয়ের বাড়ীর সকলেই মঠে উপস্থিত হইয়া পাঠকীর্ত্তন শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করায় তাঁহাদের বাড়ীতে অদ্য পাঠ বন্ধ ছিল।

এই দিবস মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর সেবা অতুলনীয়। তিনি স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিয়া সমাগত সহস্র সহস্র পুরুষ ও মহিলাগণের অভ্যর্থনা এবং প্রসাদ সম্মানের যেরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার এবং আদর্শস্থানীয়।

চতুর্দ্দশ দিবস

১৭ই ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার। এই দিবস সন্ধ্যায় মঠে শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং ও, এন, মুখার্জীর বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুসুম প্রমুখ ভক্তবৃন্দ আটার ট্রেণে শ্রীধাম মায়াপুর যাত্রা করেন।

পঞ্চদশ দিবস

১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার হরিবাসর। সন্ধ্যায় গত দিবসের ন্যায় মঠে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং ও, এন, মুখার্জীর বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ পাঠ করেন। শ্রীপাদ রাসচন্দ্রকুমার দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম মায়াপুরে, ডাঃ নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম-বি লোহাগড়ায় এবং শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ খুলনায় যাত্রা করেন। পূর্ব্বাহ্ণে জনৈক পার্শী ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীগীতার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য-বিচার শ্রবণ করেন।

এই দিবসের আর একটী প্রধান অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ,—শ্রীশ্রীল পাদ-সম্পাদিত "হারমনিষ্ট" বা "সজ্জনতোষণী" ইংরাজী পত্রিকার ৩১শ বর্ষের প্রথম সংখ্যা অদ্য নব পর্য্যায়ের পাক্ষিক পত্ররূপে, প্রকাশিত হইলেন। এই পত্রখানি প্রতি একাদশীতিথিতে প্রকাশিত হবেন

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫৷০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫৷০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪৷০—৪৷৵০
আটা 'বি'	৪৷৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪৷০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	৩৵০—৩৷০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০৷৷০
খুচরা	৬০৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৫৪৷৶১০
বড়াল	৫৪৸১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট) বা বীম	
বাকা	৪৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-বাকা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷৵০—৬৷৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫৷৶০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন- ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ড,	১৩৲
সেলেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন— ৪১৷৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৷০
৮ গেজ হ ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৷৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৸০
ইস্পাত পাটি	৬৷০—৬৶০
,, বোল্টু (গোল)	৬৷০—৬৷৶০
,, ষড়াদে (চৌকা)	৬৷০—৬৸০
,, গোল ১৬ ৶০—৷৶০ সুতা	৫৶০—৬৷০
,, টানা বড়- চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৷৷৶০—৭৷
,, গাড়িল কাল	৬৷৵০—৮৷০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন "
প্রতিবার	প্রতি লাইন	||০	|৴০	|৴	|০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১||০	১||০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৯৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪||০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, যাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পাইবেন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ||০ আনা, ৩ প্যাক ১।০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ; পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	-৩৩,	১১-	১৪-	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫৯	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-৩১, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭৭শ সংখ্যা]

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

চন্দ্রিকা সিংহের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড

গত ২১শে সেপ্টেম্বর পাটনার মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও মাননীয় বিচারপতি মিঃ আগরওয়ালা, দ্বারভাঙ্গার এডিসন্যাল সেসন-জজ কর্ত্তৃক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা অনুসারে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত চন্দ্রিকা সিংহের দণ্ড বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। রায় দান-প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় মন্তব্য করিয়াছেন,—'আসামী গুরুতর অপরাধ করিয়াছে. সুতরাং তাহাকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া আবশ্যক।'

চন্দ্রিকা সিংহ হাজীপুর ট্রেণডাকাতি মামলার ফেরারী আসামী ছিল। দারোগা বেদানন্দ ঝা তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন. এমন সময় মধুবাণী ষ্টেশনের নিকটে চন্দ্রিকা সিংহ অস্ত্র দিয়া দারোগার মাথায় গুরুতর আঘাত করে।

চন্দ্রিকা সিংহ হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল। মাননীয় বিচারপতিদ্বয় তাহার আপীল অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ট্র্যান্সপোর্টেশন ম্যানেজার এসোসিয়েটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন যে, গত ২০শে রাত্রিতে প্রবল বারিবর্ষণ ও বন্যা হেতু বি, এন, রেলওয়ের রায়পুর-ভিজাগাপটম শাখায় কেসিঙ্গা ও রূপ্রা রোড ষ্টেশনের মধ্যে রেলপথের প্রায় ৫০ ফুট পরিমিত স্থান ধ্বসিয়া গিয়াছে। ৫৩নং আপ রায়পুর-ভিজাগাপটম প্যাসেঞ্জার ট্রেণের ইঞ্জিন ও দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা ভগ্নস্থানের মধ্যে পড়িয়া যায়। বর্ত্তমানে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে দুইজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নিহত ও দুইজন তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা যাত্রী গুরুতররূপে আহতা হইয়াছে।

আরও কয়েকজন যাত্রী সামান্যরূপ আহত হইয়াছে এবং ইঞ্জিনের কর্ম্মচারীদের মধ্যে দ্বিতীয় ফায়ারম্যানের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এম্বুল্যান্সের সরঞ্জামসহ একখানি রিলিফ্ ট্রেণ ও ডিষ্ট্রীক্ট অফিসারগণ ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রিগণকে 'ট্রান্সসিপ' করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ লাইনে ট্রেণ চলাচল সম্ভবতঃ দুইদিন বন্ধ রাখিতে হইবে।

১নং সার্কেলের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট ইনস্পেক্টর ও বি এন রেলওয়ের মেন্‌টেনেন্স সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করেন।

---

১৬ জনের দ্বীপান্তর

কুমিল্লার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এস এন গুহ রায় আই-সি-এসের এজলাসে ৯ জন বিশেষ জুরীর সাহায্যে কুমিল্লার বিশিষ্ট উকীল ও ধনী মহাজন দীনেশ চন্দ্র রায়ের হত্যাকাণ্ড ষড়যন্ত্রের মামলার বিচার সম্পন্ন হইয়াছে। জজ জুরীগণের সহিত একমত হইয়া পাঁচজন আসামীকে খালাস এবং ষোলজন আসামীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ১২০ বি, এবং ৪৩০ ধারা অনুযায়ী চার্জ্জ গঠন করা হইয়াছিল। আসামীদের মধ্যে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধও আছে।

ডাকাতের আক্রমণে পুলিশ খুন

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, কাথিয়াবাড়ের বাণ্ডা রাজ্যে পুলিশ ও সশস্ত্র ডাকাতদলের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, একদল দুর্দ্দান্ত ডাকাত কোনও ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া লুণ্ঠিত মালপত্র লইয়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় পুলিশ তাহাদের সম্মুখীন হয়। ইহাতে সঙ্ঘর্ষ বাধে। একজন পুলিশ নিহত এবং অপর একজন গুরুতর আহত হয়। এই অবস্থায় ডাকাতেরা পুলিশদলকে কাবু করিয়া তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া লইয়া চম্পট দেয়।

বিক্রমপুরে ডাকাতি

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামের শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গত পূর্ব্ব সোমবার দুপুর রাত্রির পর দশ বার জন লোক বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শ্রীযুত চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে হানা দেয়। তাহাদের মুখে রং মাখা ছিল। ডাকাতেরা বাক্স পেটরা ভাঙ্গিয়া সমস্ত টাকা পয়সা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে এবং বাড়ীর মহিলাদের অলঙ্কারও শরীর হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতেই গ্রামের ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস; ডাকাতেরা ডাকঘরের জিনিষপত্রও লইয়া গিয়াছে।

এখনও ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই। ঐ অঞ্চলে এক মাসে আরও দুইটি ডাকাতি হইয়াছে।

বৈষয়িক বিবাদে পিতৃব্য-হত্যা

কুমিল্লার প্রথম সাবজজ শ্রীযুত অমৃতলাল ব্যানার্জ্জির এজলাসে জুরী সহ দায়রায় বিচারে ভাটপাড়ার গণি মিস্ত্রীকে হত্যার চেষ্টায় ৩০৪ ধারায় ২জন আসামীর ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয় এবং অপর ৬ জন আসামী মুক্তিলাভ করে।

মামলায় সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ভাটপাড়া পল্লীর গণি মিস্ত্রী তাহার ভাইপো আবদুল মজিদ ও সিরাজ ইত্যাদি প্রায় ৮জন লোকদ্বারা, বৈষয়িক কোন বিবাদ সম্পর্কে ভীষণভাবে লাঠিদ্বারা প্রহৃত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুলিশ-তদন্তের পর আসামীদিগকে চালান দেওয়া হয়, আবদুল মজিদ ও সিরাজ ব্যতীত সকলেই অব্যাহতি পায়।

বোম্বাই সহরে রাহাজানি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২১শে সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে পাইধুনিতে একটি রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। দুইজন মুসলমান গোঁদে ভাও গণপৎ নামক এক পথিককে ছুরি দেখাইয়া ৩০০ টাকা সমেত তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। পাইধুনির পুলিশ আবদুল হুসেন নামক একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, অপর জন ফেরার আছে।

বহুদিনের ফেরারী গ্রেপ্তার

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর আই উব আলী সরদার শোনকের ইউনিয়নবোর্ডের চৌকীদার ও দফাদারের সহায়তায় দামোদরকাঠি নিবাসী জবান সেখের পুত্র পুরাতন অপরাধী নছুরদ্দিকে ধৃত করিয়া থানায় হাজির করিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

জগতে যে-সকল ধর্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের দার্শনিক মতের পরস্পর পার্থক্য রহিয়াছে। একের অন্যে মত খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপনে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব বিচার অনুসারে চলিয়া থাকেন। কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া অন্যের ধর্মে আঘাত করিবার জন্য লেখনীর সাহায্যে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত করেন তাহা হইলে তৎ প্রতিবিধানার্থ আইন আদালত রহিয়াছে; সেই আইন আদালতের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেহ যদি নিজের ধর্মে আঘাত হইয়াছে মনে করিয়া আঘাত-কারীকে হত্যাদ্বারা প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে, সেই চেষ্টা কোন সুধী ব্যক্তিরই অনুমোদিত নহে। পক্ষান্তরে তাহা সজ্জন-মাত্রেরই বিশেষ নিন্দাই। কারণ প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় যদি অপর ধর্মসম্প্রদায়ের দার্শনিক মত বিচার করিয়া স্বমতের খণ্ডন লক্ষ্য করত পরমত-স্থাপনকারীর প্রতি ঐ প্রকার খড়্গহস্ত হয়, তাহা হইলে বিশ্ব এক দিনেই শ্মশানে পরিণত হইয়া পড়ে। নিজেদের মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে শাস্ত্রযুক্তি অসিদ্বারা অপরের জিহ্বা ছেদন অর্থাৎ মুখবন্ধ করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই রহিয়াছে। তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া ধর্মোন্মত্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক নরহত্যার সাহস প্রদর্শন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, হত্যাকারীর পরমত-খণ্ডনের কিছুমাত্র যুক্তি নাই, শুধু গায়ের জোরে অপরকে নিস্তব্ধ রাখিতে চাহে। বস্তুতঃপক্ষে ঐপ্রকার কার্য্যে কেহ কোন দিন অপর মত দমন করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না। নিজেদের মতের বিরুদ্ধ বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন ভাবিয়া য়ুরোপের অসভ্য-জনগণ মহাত্মা যীশুখৃষ্টকে ক্রুশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে কি যীশুর মত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে? পয়গম্বর মহম্মদের প্রাণ-সংহারার্থ মক্কার অনেকে যত্ন করিয়াছিল, যাহার জন্য পয়গম্বরকে মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় যাইতে হইয়াছিল, তাই বলিয়া কি তিনি স্বমত প্রচারে বিরত হইয়াছেন? পক্ষান্তরে [illegible] যীশুর [illegible] অত্যাচার করা [illegible] তাহার মত বিশেষরূপে [illegible] করা হয় মাত্র। জগতে ইহার একটী নহে, অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া প্রবৃত্ত[illegible] হওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে?

প্রেমিক পাগল

(শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-টি)

দেখরে ফিরে জগদ্বাসি, কে কাঁদে তোর আঙিনায়।
চাস্‌নি তবু সেধে এসে মধুর স্বরে 'নাম' বিলায়॥
আপন-ভোলা স্বরগ পাখী ধরায় এমন নাহি দেখি।
গুণের কথা না শুনিলেও রূপ দেখিলে জুড়ায় আঁখি॥
সোনার বরণ গায়ে মেখে হীরের মত আঁখি নিয়ে।
দীর্ঘ দেহ লুটিয়ে পড়ে কি জানি কার পরশ পেয়ে॥
রক্তিম সে পা দুখানি আপন বুকে ধরবে ব'লে।
উধাও হ'য়ে যায় বা ভবে, টান্‌ছে ধরা কত ছলে॥
রুদ্ধ ক'রে দিস্‌নেরে দ্বার, খুলেই বারেক দেখ্‌ না তুই।
প্রেমিকপাগল চ'লে চ'লে তোর দুয়ারেই আসছে ঐ॥
চোখে দেখ রূপের বন্যা নামের বন্যায় ভরুক কান।
তোর একূল ওকূল ভেসে যাবে এমনি গোরার প্রেমের টান॥
কে নিবিরে আয়রে ছুটে হেলায় সোনা বিকায়ে যায়॥
হৃদয়-কোণে তিলেক তুলে দেখ না কিসে কিবা হয়।
হরিনাম আর কৃষ্ণনাম কত লোকেই গেয়ে যায়।
এমন সুরে সুরে সুর মিলাতে পারে নি আর কেউ কোথায়॥
গোরা নহে ন'দের শুধু সে জগদ্বাসীর গৌররায়।
প্রেম পাগলে 'পাগল' ব'লে তুচ্ছ ক'রে দিসনে হায়॥
ভবের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হ'লি নিবারিতে নারলি তায়।
তোর ভাবের তৃষ্ণা নিবারিতে শক্তি আছে ঐ নাম ধারায়॥

সেদিন দিবালোকে করাচীর প্রকাশ্য আদালতে জনৈক মুসলমান আততায়ী মহারাজ নাথুরামের পৃষ্ঠে ও বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়াছে। নাথুরাম 'ইস্‌লামের ইতিহাস' লিখিতে যাইয়া পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। তাহার ফলেই নাথুরামকে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে হইয়াছে। নাথুরাম তাঁহার ইস্‌লামের ইতিহাস গ্রন্থে পয়গম্বর মহম্মদের বিরুদ্ধে কি লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা বর্ত্তমানে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। তবে বিচারালয়ে যখন নাথুরামের উক্ত কার্য্যের বিচার হইতেছিল তখন সেই বিচারের ফলের প্রতি অপেক্ষা না করিয়া নাথুরামের প্রাণ গ্রহণের যে শোচনীয় কার্য্য আততায়ী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বুদ্ধিমান মুসলমানগণও সমর্থন করিবেন না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অন্যায় করিলে অন্যায়ের শাস্তি প্রদানের নিমিত্তই ত আইন-কানুনের প্রণয়ন?

• • •

এক নাথুরামই যে ধর্ম্মের আঘাত দেওয়া অভিযোগে নিহত হইলেন তাহা নহে। অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার কলেজার উপরে নিরীহ ভোলানাথ সেন বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকে পয়গম্বরের ছবি প্রকাশের জন্য মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। ঐ ছবি প্রকাশে যদি মুসলমানগণের প্রাণে আঘাত লাগিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা আইনের সাহায্যেই উহা বন্ধ করিতে পারিতেন। ভোলানাথের পূর্ব্বে পাঞ্জাবে রাজপাল নামক জনৈক ব্যক্তি পয়গম্বর মহম্মদের-জীবনী-সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য জনৈক মুসলমান আততায়ীর ছোরার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। শুদ্ধি ও সংগঠন প্রচার দ্বারা হিন্দু সমাজের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দও জনৈক মুসলমানের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তৎপূর্ব্বে আর্য্য-সমাজের প্রচারক পণ্ডিত লেখরামের ও গোত তাহাই ঘটিয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, ভোলানাথ সেনের হত্যাকাণ্ডের মামলায় প্রকাশ পাইয়াছিল যে, এই শ্রেণীর হত্যা-কাণ্ডের প্রেরণা-প্রদানের জন্য পশ্চিম ভারতে মুসলমানগণের একটা সমিতি বা সঙ্ঘ আছে। ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোন তদন্ত করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা জানি না। তবে যে-স্থান হইতে এই সকল হীন কার্য্যের প্রেরণা আসে তাহা সংশোধিত না হইলে এই প্রকারে প্রাণ নেওয়া ও প্রাণ দেওয়া কার্য্যের নিবৃত্তি হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই গবর্ণমেণ্টের নিকট ও বুদ্ধিমান মুসলমান সমাজের নিকট আমাদের নিবেদন তাঁহারা এই গুরুতর বিষয়টীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইহার প্রতিকারার্থ ব্যবস্থা অবলম্বন করুন্।

———

বিজ্ঞানের উন্নতিতে বর্ত্তমান কালে নানা আশ্চর্য্যজনক বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে। সেদিন আমেরিকার জনৈক কৃষিবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ এম্ কুইনাটন একটী কৃষি-পত্রিকায় লিখিয়াছেন, চাউলকে তরল দুগ্ধে পরিণত করা যায়। পুষ্টি-সাধনে দুগ্ধ ভাতের চেয়েও অধিক ফলপ্রদ। ভারতে গো-রক্ষণের প্রতি যে-প্রকার ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভারতবাসিগণকে অতঃপর চাউল হইতে দুগ্ধ প্রস্তুতের প্রণালীই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে লব্ধ বস্তু আসলের স্থান পূরণ করিতে পারে না, ইহাও কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগৎই আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যাহা হউক, নিম্নে আমেরিকার চাউল হইতে দুগ্ধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতেছি।

• • •

ক্রীশ্চেন্‌শেন নামক কালিফোর্নিয়ার জনৈক চাউল ব্যবসায়ী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডেনমার্কে যাইয়া দুগ্ধ ও ছানার দোকান খোলেন। জীবনের প্রারম্ভে কালিফোর্নিয়ায় অবস্থানকালে তিনি দুগ্ধ বা ক্ষীররস নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে বহু পরীক্ষা করেন। ধান্যবৃক্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে তৃণীয় লতাগুল্মের শ্রেণীভুক্ত। ধানের চারা যখন প্রথম মাথা তোলে তখন অন্যান্য চারার সঙ্গে তাহার প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য দৃষ্টি হয় না। চারা বৃদ্ধি পাইবার সময় সূর্য্য-রশ্মির ক্রিয়া-প্রভাবে মৃত্তিকা হইতে রস আকৃষ্ট হইয়া পল্লব-শীষে দুগ্ধরূপে সঞ্চিত হয় এবং তাঁহাদের মতে চাউল ঐ দুগ্ধের কঠিনরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে ইহা দীর্ঘ কালের পর জন্মায়। এই দুগ্ধবৎ শ্বেতসার জল হইতে জন্মিয়া থাকে। এই জন্যই বৃষ্টি ব্যতীত ধান্য উৎপন্ন হয় না। ১০০ ধান্য হইতে ৮০ আনা পরিমাণ চর্ব্বি পাওয়া যায় ইহাই কঠিনরূপে ধান্য নামে খ্যাত। ক্রীশ্চেন্‌শেন ধান্য হইতে তরল দুগ্ধ নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যেই ধান্যক্ষেত্র করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি আয়োয়া প্রদেশে চাউল হইতে উৎপন্ন দুগ্ধদ্বারা কুল্পী তৈয়ারী করিয়া সকলকে বিস্মিত ও সকলকে উহা পান করাইয়া তৃপ্ত করিয়াছেন। তিনি ব্যবহার ক্ষেত্রে এই ধান্য-দুগ্ধ ইমালসানরূপে প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা হইতে সরবৎ তৈয়ারী হইতেছে। সেই সরবৎ যে শুধু আরামদায়ক তাহা নহে; বেশ পুষ্টিকরও ক্রিশ্চেনশেন্ বলিতেছেন—"এ দুধ গোদুগ্ধের চেয়ে এবং ভাতের চেয়ে পুষ্টিকর। ভাতের সঙ্গে ষ্টার্চ গলাধঃকরণ হয় - তাহাতে দেহে মেদ বৃদ্ধি পায়। এ দুগ্ধে সে দোষ ঘটিবে না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। ভাত খাইতে হইলে দু'চারিটা ব্যঞ্জন রাঁধিতে হয়—তাহাতে ব্যয় আছে [illegible] এ ধানদুধে সে ব্যয় বাঁচিবে। তাহার উপর যে পরিমাণ ভাত আমাদিগকে পুষ্টি ও উদর-পূর্ত্তির জন্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহার চেয়ে বহু অল্প পরিমাণ এই ধান্যদুগ্ধ পানে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ { ২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৫শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১৭৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আসামপ্রদেশে বর্ত্তমানে দুইটী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র আছে। একটী গোয়ালপাড়ার প্রপন্নাশ্রম, অপরটী কামরূপ জেলার সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ। প্রথমটীর রক্ষক শ্রীপাদ রাধামোহন দাসাধিকারী, দ্বিতীয়টীর রক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। তাঁহারা নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা-পূজা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভজনের কথা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের আসামদেশীয় দিক্‌পাল মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি টী, ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন অপসম্প্রদায়ের কুমত নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তির আলোক প্রদর্শন করিতেছেন। কুচক্রকারিগণ তাঁহার প্রচারে যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিলেও এবং অসভ্যতার চরমসীমায় পৌঁছিলেও তিনি তাঁহাদের উক্ত বাধা বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য না করিয়া তৃণাদপি সুনীচতা ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমোল্লাসের সহিত মহাপ্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীহরিকথা নিয়মিতভাবে আলোচিত হইতেছে। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ পতিত-পাবন ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সহজবোধ্য ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা প্রত্যহ পাঠে যোগদান করিতেছেন।

গত ৩০শে ভাদ্র বৃন্দাবন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভক্তগণ সুললিতস্বরে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠগৃহ মুখরিত করেন এবং শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে 'শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী ও শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব' প্রবন্ধদ্বয় পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ভোগরাগ কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়। ঐদিন মথুরা হইতে মিঃ গিরিশ প্রসাদ মাথুর সাব্‌জজ্‌ মহোদয় সপরিবারে শ্রীমঠে আগমন করিয়া নয়ন-মনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শনপূর্ব্বক পরমানন্দিত হ'ন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব হরিকীর্ত্তনমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণ শ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি পারায়ণ করেন। মধ্যাহ্নে মঠরক্ষক শ্রীপাদ পতিত-পাবন ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ, মহোদয় ৬ষ্ঠ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীরাধাষ্টমী প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয় এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর দশম বর্ষের গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের রাধাষ্টমীর বক্তৃতাটী ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠমুখে আলোচিত হয়। পাঠের পর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত লম্বোদর দাস মহাশয় এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মঠসেবকগণ ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমঠগৃহ মুখরিত করিয়া মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর যথাসময়ে পূজা-অর্চ্চন ও ভোগ-রাগাদি কীর্ত্তনমুখে সমাপ্ত হইলে পর বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীবিগ্রহের অপরূপ শৃঙ্গার-শোভা দর্শন করিয়া সকলেই পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-পাঠমুখে শ্রীরাধাতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীমতীর কৃষ্ণপ্রীতি ও সেবার অসমোর্দ্ধত্ব প্রভৃতি আলোচনা করেন। স্বামীজীর হৃদয়গ্রাহী পাঠ শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় সন্তুষ্ট হন। বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও পাঠে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

গত ৩০শে ভাদ্র রবিবার দিবস কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর প্রাকট্যবাসরে মঠসেবকগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের নীরাজনান্তে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, মহামন্ত্র ও উষঃকীর্ত্তনের দ্বারা তিথিবরার আরাধনা করেন।

উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে একটী বিদ্বজ্জন-মণ্ডিতা সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় গৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ শ্রীরাধাষ্টমী-তিথির মাহাত্ম্য উৎকল ভাষায় প্রায় একঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলাগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদরমণজীউর আরাত্রিকের পর শ্রীপাদ গরহর গদাধর দাসাধিকারী মহাশয়ের মূল গায়কত্বে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজের আন্তরিক ইচ্ছাক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় অধোক্ষজের সেবামহিমা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত হন।

———

বোম্বায়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দাস মহাশয়ের আগ্রহে বোম্বাই গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ দাস ব্রহ্মচারীজী কতিপয় ভক্ত সহ উক্ত বসন্ত বাবুর ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ ব্রহ্মচারীজী গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সাক্ষীগোপাল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

———

ব্রহ্মচারীজী পাঠমুখে শ্রীবিগ্রহের মহিমা, ভগবানের ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ পদ্মনাভ [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৮

বংশ

অচ্যুত ভগবানের পাদপদ্ম সেবায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারার ন্যায় সতত নিযুক্ত থাকায় বৈষ্ণবগণও অচ্যুত বংশ। এই বৈষ্ণবগণই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বংশধর। তাঁহার বংশধর-সূত্রে গৌরাঙ্গগত শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বত্র শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিয়া নিজ বংশ-গৌরব সংরক্ষণ করিতেছেন। ভগবানের সেবকসূত্রে জীবমাত্রেই বৈষ্ণব বা গৌরবংশ্য হইলেও গৌরাঙ্গগত ভাগবান জনগণকেই গৌরবংশ্য বা অচ্যুত বংশান্তর্গত বলা হয় আর গৌর-সেবা-বিস্মৃত হওয়ায় সেবাচ্যুতিবশতঃ বদ্ধজীবগণকে অচ্যুত-গোত্রান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা হয় না। সেইজন্য শাস্ত্র ভগবদ্ভক্তগণকে 'সুর' এবং ভগবদভক্তগণকে 'অসুর' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন। দেহ বা শোণিত-সম্পর্কে বদ্ধ-জীবের যে বংশগত পরিচয়, তাদৃশ পরিচয় বৈষ্ণবগণের নাই। তাঁহারা আত্মপরিচয়ে পরিচিত হওয়ায় পূর্ণাত্মা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধিত।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-ভেদে জগৎ দ্বিবিধ। অপ্রাকৃত জগতে সকলেই সেবাময়। তাঁহাদের সেবা-মধ্যে রসগত বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় মাত্র। আর এই প্রাকৃত জগতে যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, সেই বৈষ্ণবগণকে ত্রিবিধ অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তু-সমূহ সকলেই কৃষ্ণদাস। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অবরকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করিলে যেমন তাহাকে উচ্চবংশোদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করা হয় না তাহাকে অন্য ইতর জাতির মধ্যেই গণ্য করা হয় সেইরূপ বস্তুতঃ ভগবৎ-সেবক হইয়া ভগবৎ-সেবায় ঔদাসীন্য প্রকাশপূর্ব্বক কৃষ্ণেতর অসদ্বস্তুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলে তাহাকেও সেইরূপ কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব অর্থাৎ অচ্যুত-বংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না, তাহাদিগকে সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ হরিবিমুখ বলিয়াই জানেন। কিন্তু সেবা-বিস্মৃতি ও মায়াধীনতাবশতঃ অবৈষ্ণব হইলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত-রাজ্যে উচ্চরেও সকল বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কনিষ্ঠাধিকারীর যে ভগবদ্দাস্যের কথা আছে তাহাতে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহে বিশেষরূপে সেবারম্ভ হয় কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব থাকে। তজ্জন্য কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণবগণকে 'প্রাকৃত-ভক্ত'-আখ্যা দেওয়া হয়। পরম শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন। সেবাবৃত্তির উন্মেষক্রমে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইলে অন্যাভিলাষ, সৎকর্ম্মানুশীলন, এমন কি নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানের অভিমানকে তুচ্ছ জ্ঞান হয় এবং প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ জন্মে, তখনই তাঁহার বর্ণমদ, প্রাকৃত ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়চেষ্টা প্রভৃতি খসিতে আরম্ভ করে। প্রাকৃত বৈষ্ণবগণ জগৎকার ন্যায় অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তনমুখে স্ব-স্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হ'ন।

সাধু ও শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া নিষ্কপট সেবা করার ফলে কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব মধ্যম-অধিকারে উপনীত হন। সাধু-শাস্ত্রের আনুগত্যে অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধানফলে তাহার দর্শন অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়। সেইকালে তিনি শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। পরন্তু নিজ অস্তিত্বে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান ও অধিকার-ভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তির শ্রীগুরুদেবে প্রেম, কৃষ্ণোন্মুখজনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তির দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত-বিরোধী কৃষ্ণাভক্তগণের সঙ্গত্যাগ ও কৃষ্ণানুকূল অনুষ্ঠান-সমূহে ব্যস্ত হন। এই কালে তাঁহার নানা প্রকার বিঘ্নোদয় হয়। কখনও বা মায়াবাদ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, কখনও সৎকর্ম্মকারী মূর্খ ব্যক্তিগণ নিন্দা করেন, আহার-পানাদি-মত্ত যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ এবং হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী ভাবাবলী নানাভাবে তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুপদিষ্ট "তরোরপি সহিষ্ণুনা" শ্লোক আচরণ-মুখে এই সকল উপদ্রব প্রসন্নবদনে সহ্য করিতে করিতে হরিসেবা হইতে কৃষ্ণকৃপাক্রমে বিপথগামী হন না।

কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির জাতিভ্রংশকার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। সেইজন্য অসাধু-সঙ্গ হইতে বহু দূরে থাকিবার জন্য শাস্ত্র তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর শ্রদ্ধা তাহাপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় হরিবিমুখ জনগণ তাঁহাকে বিপথগামী করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর হৃদ্দেশে ভগবান্ অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজজন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যম-বৈষ্ণব হরিগুরু-বৈষ্ণবকৃপাক্রমে পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকে স্বরূপসিদ্ধি বলে। জ্ঞানিগণ যাহাকে জীবন্মুক্ত সংজ্ঞা দেন তাদৃশ শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ অবিমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিলে বা অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিলে অপ্রাকৃত অনুভূতির আশা সুদূরপরাহত।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদরক্রমে বৈধ যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। পিতামাতার মিলনে সন্তানের উদ্ভব—ইহাই শৌক্রজন্ম বা শৌক্রবংশ। এতদ্ব্যতীত আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়, দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব এক জন্ম অপবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্যও তাঁহাকে সাবিত্র্য জন্ম প্রদান করেন। এই কালে আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন এবং অপ্রাকৃত গুরুগৃহে বাসফলে আচার্য্যের গৃহকে ক্রমশঃ নিজ গৃহ বলিয়া জানিতে পারেন। শ্রীআচার্য্যদেব ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্তজীবনের পথে অগ্রসর করান এবং নিত্য জীবনের পার্থক্য হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যিনি প্রাকৃত বিষয়ে রুচিবিশিষ্ট এবং জড়ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকার-ক্রমে গৃহব্রত-ধর্ম্মাত্মক মানব-জীবনের ফল মনে করতঃ ক্ষুদ্রার্থ-লোভে আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তনমুখে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অভক্তিপর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'ন—নিত্য দীক্ষা-লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। অকিঞ্চিৎকর লোভই তাঁহাকে অপ্রাকৃত রসিক-শেখরগণের পরম লোভনীয় পরমার্থ-রসে বঞ্চিত করে। কিন্তু যিনি প্রাকৃত অর্থ রূপরসাদিভোগকে আনন্দপ্রদ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জীবমাত্রেরই একমাত্র লোভনীয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় আচার্য্যসেবায় আকৃষ্ট হ'ন তিনি জীবের নিত্যবৎসল শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহদ্ব্রত অথবা যতি-ধর্ম্ম বা গুরুগৃহে বাসকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করেন দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া সতত গুরুসেবা-ব্যস্ত হ'ন।

যিনি আচার-প্রচারমুখে জীবগণকে পরমার্থ শিক্ষা দেন, সেই আচার্য্যই শ্রীগুরুদেব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ অজ্ঞান বা কৈতব পরিহারপূর্ব্বক ভগবানের অহৈতুকী সেবায় নিযুক্ত থাকায় নামই দিব্য-জ্ঞান-লাভ। শ্রীগুরুদেব এই অপ্রাকৃত দিব্য-জ্ঞান-প্রদানরূপ অনুষ্ঠানদ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে জীব অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'ন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। শৌক্র-জন্মের বিস্তৃতিকেই যে কেবল বংশ আখ্যা দেওয়া হয় তাহা নহে, পরন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্মের বিস্তারকেও বংশাখ্যা দেওয়া যায়। আচার্য্যকুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরুগৃহে জন্মের সহিত শৌক্র-জন্ম-বিস্তৃতির পার্থক্য থাকিলেও পারম্পর্য্যক্রমে উহা বংশ বলিয়া দৃঢ়াকৃত হইয়াছে

শৌক্র-জন্মে সন্তানের পিতার ভৃত্যত্ব অল্প। কিন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য-জন্মে আচার্য্য ও গুরুর দাস্য উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারীর তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু তদ্বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ তদ্রূপ বৈষ্ণব-গুরুর পুত্রত্ব কেবল আচার্য্য বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্রবংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার ন্যস্ত হইবে এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা কেবলমাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ লেখকের কপটতার ফলমাত্র। সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে ত্যাগাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্য-পরম্পরায় আবদ্ধ

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, সৎসম্প্রদায়-জাত অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িক গুরু-পরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা। মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে নূতন মত অনেক উদ্ভূত হইয়াছে তাই সেই মতবাদগুলি নিরাস করিয়া প্রাকৃত স্বার্থ-বিজড়িত সাধারণ লোক প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক-সম্প্রদায় যে জাল বিস্তার করে, অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের সেই কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে থাক কেবলমাত্র অনর্থ-জালেই আবদ্ধ হয়। যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্র-সমূহের জ্ঞান-লাভ না করিয়াই যদি ট্রেণ চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণ-কুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাইতে লইয়া যায় তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণবের শৌক্রবংশ বলিয়া আমরা যতই আস্ফালন করি না কেন, আমাদের হরিসেবায় দৃঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে নির্জীব ভক্তাঙ্গসমূহ প্রদর্শন করিয়া আত্মবঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। অচ্যুতগোত্র কখনই শৌক্রগোত্র নহে সুতরাং বৈষ্ণব-বংশ বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্রবংশ বুঝায় না। অচ্যুতগোত্র-প্রবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব-স্ব অধিকার সমূহ তাদৃশ নিতান্ত অনুরক্ত সেবকেই ন্যস্ত করেন। কুল-প্রসূত বলিয়া অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব্বপুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারেন না, লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এ সকল কথা বৈষ্ণববংশের ন্যায় বিষ্ণুবংশেরও সমধিক কার্য্যকরী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন আবার তত্তদ্বংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্মলাভ করিবারও বাধা নাই। বিষ্ণুর সন্তান বিষ্ণু নহেন কিন্তু বৈষ্ণব সুতরাং বিষ্ণুবংশ ও বৈষ্ণববংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

পঞ্চদশ দিবস

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৫ সংখ্যার পর)

হারমণিষ্ট তাঁহার সম্পাদকীয়ে জানাইছেন, "We appear again after the lapse of nearly a year. To make up for the lost time we shall come out twice a month in future—on every Ekadashi day." মিঃ কুন্দনলাল, শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ্ ভক্তিসৌরভ বি-এল, শ্রীপাদ অদ্বয়জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমান্ জয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমদ্ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দ এই পত্রের প্রকাশকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহার প্রচ্ছদপট, প্রবন্ধ-সজ্জা ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সেবকগণকে আরও উৎসাহের সহিত সেবাকার্য্যে যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

ষোড়শ দিবস

১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভক্তিমতী মাতৃদেবী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। "কামাদীনাং কতি ন কতিধা" প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে জীবের দুর্গতির সীমা নাই, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। সন্ধ্যার পর কলিকাতা ১৪নং মল্লিক বাজার ষ্ট্রীট হইতে মেসার্স লাখপত রায় সম্পৎ রায়, সাধ কোম্পানীর জগৎফুল নারায়ণ, আচম্বি লাল সাধ, দিলফুল নারায়ণ সাধ এবং হরগোবিন্দ নারায়ণ সাধ নামক চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধু-দর্শনের জন্য শ্রীমঠে আগমন করেন। মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহনজী প্রথমে তাঁহাদিগকে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তাঁহারা পরিপ্রশ্নের অনুমতি লইয়া "ওঙ্কার ও মহামন্ত্রের পার্থক্য কি? ওঁকার জপিতে জপিতে মালিকের চরণে পৌঁছান যায় কি না? 'হরি' শব্দের অর্থ কি? হরিনাম কি মহাপ্রভুর সময় হইতে প্রকটিত না তৎপূর্ব্ব হইতেই আছে? 'হরি' শব্দের অর্থ—আপনারা যেমন বলিতেছেন 'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন', তাহা হইলে দ্বাপর যুগের যশোদানন্দনকে উপলক্ষ্য করিয়াই কি হরিনাম প্রকটিত? তাহা হইলে নামের নিত্যতা কি প্রকারে হয়?" ইত্যাদি কএকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। স্বামীজী তদুত্তরে ওঙ্কারের সম্প্রসারিত অবস্থাই যে হরিনাম এই নাম-ভজন ব্যতীত ভগবত্তার পূর্ণোপলব্ধির সম্ভাবনা নাই, নাম-নামী অভিন্ন, শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্ম নিত্য, তাঁহার নাম নিত্য, বিশুদ্ধ-সত্ত্বেই ভগবদ্ আবির্ভাব, ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাঁহাকে জানিবার অন্য উপায় নাই, ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষবাঞ্ছাদি অবান্তর ফলকামী ব্যক্তি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকৃপা-লাভে বঞ্চিত, ভগবদ্-ভজনবিচারেই বিদ্যাধনাদির প্রকৃত সার্থকতা প্রভৃতি কথা কীর্ত্তন করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে 'ন ধনং ন জনং', 'নাহং বন্দে', 'নাস্থা ধর্ম্মে' প্রভৃতি শ্লোকও কীর্ত্তন করিয়া অবান্তর উদ্দেশ্যের হেয়ত্ব বুঝাইয়া দেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় শ্রবণে সকলেই আনন্দ লাভ করেন। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শনের পর তাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সমীপে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহারা যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া পুনরায় ওঁকার ও হরিনাম-বিষয়ক পরিপ্রশ্ন উত্থাপন করেন। তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ হরিনামে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া ওঁকার অপাদের বিচার জাবকে নির্বিশেষবাদী করিয়া তুলে, তাহা জীবাত্মার স্বরূপ-বৃত্তি নহে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলেন। এই দিবস শ্রীপাদ গিরি মহারাজ ও, এন মুখার্জীর বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও শ্রীপাদ নেমি মহারাজ মঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন

সপ্তদশ দিবস

২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। অদ্য বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় শ্রীল প্রভুপাদ যামিনী বাবু এবং তাঁহার মাতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব, সর্ব্বচমৎকারিত্ব, অসমোর্দ্ধত্ব, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণবিধানেই নিখিল দেবতা—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেরই পরিতৃপ্তি, কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞানে দেবতান্তর-পূজায় তত্তদ্ দেববৃন্দের অসন্তোষ ইত্যাদি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তাঁহাদের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীপাদ নেমি মহারাজ মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। জনৈক হারমণিষ্ট পত্রের লেখক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে না যাইবার কারণ কি? চন্দ্রা কি কৃষ্ণের সেবিকা নহেন? ইত্যাদি কএকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলেন "চন্দ্রা কৃষ্ণের সেবিকা বটে, কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রতিযোগী বলিয়া শ্রীবার্ষভানবীর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহার সেবায় অনুরাগী নহেন। অবশ্য রসপুষ্টির জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা কৃষ্ণেচ্ছায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীরাধিকার গণের চন্দ্রার প্রতি jealousy থাকিলেও কৃষ্ণের অবশ্য তৎপ্রতি কিছু affinity আছে। কিন্তু all followings of Sree Radhika are forbidden to espouse the cause of Chandra. Now Gaudiyas are quite forgetful of their situation, হরিবংশী, বল্লভী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় গৌড়ীয় হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া এখন renegades, তাঁহারা শ্রীবার্ষভানবী দেবীর সেবার চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থখানি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবেরা জানেন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-বিরচিত, কিন্তু হরিবংশীয়েরা উহাকে তাঁহাদের বলিয়া claim করেন। বৃন্দাবনশতক, সঙ্গীতমাধব, চৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের। Mr F. Growse যে সময়ে মথুরার কালেক্টার ছিলেন, সে সময়ে তিনি একখানি মথুরার ইতিহাস লিখেন। তাহাতে অনেক wrong information প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য ইহাতে তাঁহাদের দোষ নাই, তাঁহাদের ন্যায় বৈদেশিকের পক্ষে সাত্বতসম্প্রদায়-বৈ[illegible]জ্ঞানে ত্রুটী বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। যেমন Brewer সাহেব এক সময় পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"Seven-headed monster."

অষ্টাদশ দিবস

২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। প্রাতে শ্রীমান্ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ সাগর মহারাজ মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও, এন, মুখার্জ্জীর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুত কুন্দনলাল শ্রীল প্রভুপাদ-সমীপে পাক্ষিক হারমণিষ্টের ২য় সংখ্যার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত প্রবন্ধটির ব্যাখ্যা-শ্রবণেচ্ছু হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাহা বুঝাইতে থাকেন এবং প্রসঙ্গক্রমে "কৃষ্ণই যে মূল নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ উভয়রূপেই, তাঁহাতেই সকল বিষ্ণুতত্ত্বের অবস্থিতি, সকলেরই অংশী তিনি ব্রহ্মশিবাদি দেবতাকে তাঁহা হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিতে হইবে না। জীব কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র নহে। আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই কৃষ্ণেচ্ছা-পরতন্ত্র স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারে সেবোন্মুখতা এবং অসদ্ব্যবহারে সেবা-বিমুখতা। কারণার্ণবশায়ীর ঈক্ষণ হইতে প্রকটিত জীব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবের পার্থক্য। প্রথম—তাটস্থ্যধর্ম্ম-বশতঃ গঠন হইতেই বিমুখতা ও উন্মুখতা—উভয়বিধ যোগ্যতা-বিশিষ্ট, দ্বিতীয়—নিত্য কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ। তটস্থশক্তি-পরিণত জীবের বিমুখতা অনাদি হইলেও অবিনাশী নহে। সদ্গুরুপদাশ্রয়ে হরিকথাশ্রবণমুখে বস্তু-সান্নিধ্যক্রমে বিমুখতা অপগত হইয়া উন্মুখতা-লাভ সম্ভব হইতে পারে।" ইত্যাদি বহু কথা হয়। এই প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ গৌড়ীয়েও দেওয়া হইবে। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ"—এই পয়ারটিতে "কৃষ্ণের নিত্যদাস্য জীবের স্বরূপ হইলে তাঁহার কৃষ্ণবিস্মৃতি কি প্রকারে সম্ভব হয়, সংসারাদি দুঃখই বা কেন পাইতে হয়" ইত্যাদি প্রশ্ন কাহারও কাহারও নিকট হইতে উত্থিত হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের উক্ত প্রবন্ধের অবতারণা।

এই দিবস সন্ধ্যায় ডাঃ কে সেন এম্-এ, পিএইচ-ডি অ্যাডিশনাল ইন্স্পেক্টার অব্ স্কুলস্ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন।

উনবিংশ দিবস

২২শে ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার। এই দিবস হইতে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও, এন, মুখার্জীর বাড়ীতে এবং শ্রীপাদ নেমি মহারাজ মঠে "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। মাননীয় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে টি; সি, আই, ই; সি, বি, ই,; এল, এল, ডি, ব্রহ্মবর্চ্চস মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

(ক্রমশঃ)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৴৹ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি ৬॥০
কাটারিভোগ ৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ) ৪৵০
রাধা বাকতুলসী (সরেশ) ৪৸৵০
বালাম ৫।০
কলম ৪॥০
সিতাশাল (সরু) ৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা ৫৵০—৫।০
সুপারফাইন ৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা ৪।০—৪।৵০
আটা 'বি' ৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা ৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা ৪৵০—৪।০
আটা ৩নং ৩৵০—৩।০
সুজি ৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা ৬০॥০
খুচরা ৬০৸০

সোণার দর

পাকা সোণা ৩৪৸৵১০
বড়াল ৩৪৸৴১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি জোয়েষ্ট বা বীম
মার্কা ১৸৴০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন ৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ) ৬।৵০—৬॥৵০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৴০—৫।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—
৬ হইতে ১০ ফুট
২২ গেজ ১১॥০
২৬ গেজ ,, ,, ১৩৲
২৪ গেজ ,, ,, ১১৵০
আর, পি, ডি, ১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৴১৫ বর্গফুট
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,, ১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০
পাউণ্ড ৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া ৭॥০
৪ ফুট চওড়া ৮।০
ইস্পাত পাটী ৬।০—৬।৵০
,, বোল্টু (গোল) ৬।০—৬।৵০
,, সরাদে (চৌকা) ৬।০—৬৸০
,,গোল রড ৴০—।৴০ সুতা ৫৴০—৬॥০
,, টানা রড-
চৌকা ৴০—।৴০ ঐ ৫॥৵০—৭।০
,, বাণ্ডিল হাল ৬।৵০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধান
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪১, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

ভূতের সহিত লড়াই

ক্ষীরোদ পশারি নামক হাওড়ার একজন বৃদ্ধ ধীবর চিকিৎসার্থ হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে আছে। স্থানীয় পুলিশের নিকট সে তাহার অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে।

প্রকাশ, ক্ষীরোদ জেলে হাওড়া চক্রবেড়ী ফকীর চাঁদ ঘোষ লেনে একাকী এক বাড়ীতে বাস করে। দেড় বৎসর পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী ও তাহার শ্যালকবধূ মারা যায়। সেই অবধি ঐ বাড়ীতে শাদা পোষাকে সে তাহাদের মূর্ত্তি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে দেখিতে পাইত। তাহারা অনেক সময় তাহার সহিত কথা বলিয়াছে। কিন্তু কোনও অপকার করে নাই।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে একটী হ্যারিকেন ল্যাম্পের আলোতে সে তাহার জাল বুনিতেছিল। এমন সময় সে একটি অপরিচিত লোককে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখে। তাহার ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আলোটি নিভিয়া যায়। ঐ প্রেত-মূর্ত্তি তাহার ঘাড়ে হাতের মত একটা কিছু দ্বারা জড়াইয়া ধরে এবং তাহার ঘাড়ের বাঁ দিক হইতে কতকটা অংশ উঠাইয়া লয়। সে ঐ প্রেতমূর্ত্তির সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিলে, তাহার শরীর আরও কিছু জখম হয়। তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সে বলে যে, ভূতে এই সব কাজ করিয়াছে। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

বিক্রমপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

হাসাইল (ঢাকা) হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় বানরী গ্রামের শ্রীনগেন্দ্র সেনের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে রামদা ইত্যাদি ছিল। নগেন বাবুর স্ত্রীর গলার গহনা ডাকাতেরা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা ঘর হইতে ৭।৮টি সুটকেসও লইয়া গিয়াছে। বাড়ীর চাকরদিগকে তাহারা হত্যার ভয় দেখাইয়া বাহির হইতে দেয় নাই। নগেন বাবু বাড়ীতে ছিলেন না। পুলিশে খবর দেওয়া হইয়াছে।

আমেদাবাদে আবার শ্রমিক হাঙ্গামা

আমেদাবাদে আবার শ্রমিক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। দুইটি কলের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। একটি কলের শ্রমিকেরা বেতনহ্রাসের আপত্তি করিতেছে এবং অপর কলের শ্রমিকেরা উইভিং মাষ্টারের ব্যবহারের প্রতিবাদ-স্বরূপ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। শ্রমিক সঙ্ঘের অনুমতি না লইয়াই এই দুইটী ধর্ম্মঘট হইয়াছে, সুতরাং শ্রমিক-সঙ্ঘ ধর্ম্মঘট অনুমোদিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং শ্রমিকদিগকে কাজে যোগ দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এদিকে কল দুইটি নূতন লোক লইয়া কাজ চালাইতেছে।

বিলাতে কয়লার খনিতে বিস্ফোরণ

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, রেক্সহামের নিকট গ্রেসফোর্ড কয়লার খনিতে বিস্ফোরণের ফলে খনির একশত শ্রমিক মারা গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। উদ্ধারকারী দল কর্ত্তৃক উদ্ধারের আশা নাই বলিলেও হয়। আগুন যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র জ্বলিয়া শেষ হইয়া যায়, তজ্জন্য খনির কর্ত্তৃপক্ষ একটী গর্ত্ত কাটিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ১৬ জনের মৃতদেহ বাহির করা হইয়াছে।

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানী

২২শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে পি এণ্ড কোম্পানীর "কন্দু" নামক জাহাজযোগে ৪৬,২৭,৩৯৯ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইউরোপে গিয়াছে। বৃটেন কর্ত্তৃক স্বর্ণমান পরিত্যাগের পর এপর্য্যন্ত ১৯৭'১১৬১৪৫০ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইল।

রেলসেতু অগ্নিদগ্ধ

করাচী হইতে প্রকাশ, গত ২২শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় রোরি জংশনের উত্তর-পশ্চিমে এন ডব্লিউ রেলওয়ের সারহিন্দ ও মীরপুর মাথেলো ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেল সেতুতে আগুন লাগিয়া সেতুর এক বিস্তৃত অংশ পুড়িয়া গিয়াছে। ফলে সেতুর উপরিস্থিত আপ ও ডাউন লাইন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যাত্রী পারাপারের বন্দোবস্ত হইয়াছে ও মালগাড়ী চলাচল বন্ধ আছে।

বুকিং অফিসের টাকা উধাও

পাটনা জংশন ষ্টেশনের থার্ডক্লাস বুকিং অফিস হইতে রহস্যজনকভাবে ১১, ১২, টাকা উধাও হইয়াছে; প্রকাশ, ভারপ্রাপ্ত টিকিটক্লার্ক মাত্র সামান্য সময়ের জন্য স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

দুই বৎসর পর ফেরারী গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার মেসার্স দুর্গাদাস হংসরাজের ফার্ম্ম হইতে সাত হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া গা ঢাকা দিবার অভিযোগে পুলিশ গত দুই বৎসর যাবৎ দেবী দেওয়ান তেখধারী নামে এক ব্যক্তির অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিল। প্রকাশ, সাব ইন্‌স্পেক্টার রঘুনাথ সিং ফতেপুরে ফেরারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে নূতন বিচারপতি

সরকারী গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিচারপতি মিঃ বাকল্যাণ্ড পদত্যাগ করায় রেঙ্গুন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মিঃ জে, আর-ই কানলিফকে ১২ই নবেম্বর হইতে তাঁহার স্থানে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গান্ধীজীর বিবৃত-সম্পর্কে মিঃ অভয়ঙ্কর

মধ্য-প্রদেশ মারাঠি কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিঃ অভয়ঙ্কর শ্রীযুক্ত গান্ধীর সুতাকাটা প্রভৃতি বিষয়ে বিবৃতি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, গান্ধীজীর বিবৃতি এরূপ প্রয়োজনীয় ও বহুদূর প্রসারী এবং কংগ্রেস রাজনীতির পক্ষে এরূপ বিপ্লবাত্মক যে, ঐ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করিয়া কোন অভিমত প্রকাশ করিলে বিবৃতিতে বর্ণিত বিষয়কে উপহাস করা হইবে। তিনি ঐ বিষয় অনুধাবন করিতেছেন। তিনি তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবার পর এক বিবৃতি প্রকাশ করিবেন।

প্রিন্স জর্জের বিবাহ

প্রকাশ, ২৯শে নভেম্বর তারিখে ওয়েষ্টমিনিষ্টার গীর্জায় প্রিন্স জর্জ ও প্রিন্সেস মেরিনার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৯ই আশ্বিন বুধবার ১৩৪১

নদীয়া ও দেশের নানা স্থান হইতে প্রভূত লোমহর্ষ দৈব-দুর্বিপাকের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জাপান হইতে পাওয়া যাইতেছে—প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতের দুঃসংবাদ। এই ঝঞ্ঝাবাত দেশের যে অঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সেখানে কত গৃহ যে ধ্বংস হইয়াছে, কত লোক নিহত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ঝঞ্ঝাবাতের ফলে সমুদ্রের খাড়ি হইতে জলোচ্ছ্বাস উঠিয়া উপকূলবর্ত্তী সহরগুলির প্রায় ৫০ হাজার গৃহ প্লাবিত করিয়াছে, ফলে বহু লোক মারা গিয়াছে। ১০ খানি ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়াছে, তাহার ফলেও বহুলোকের মৃত্যু হইয়াছে। এ ছাড়া বহু জাহাজ, বিমানপোত প্রভৃতির ক্ষতি হইয়াছে, টেলিগ্রাফের থাম উড়িয়া গিয়াছে, বৈদ্যুতিক-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। সেদিনকার ভূমিকম্পের ধাক্কা জাপান এখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই,—তাহার উপর এই ঝঞ্ঝাবাত! এত সকল দৈব-দুর্বিপাকের প্রতিরোধ করিবার কি ক্ষমতা মানুষের আছে?

অপর দিকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে হইতে গুরুতর দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। প্রবল বৃষ্টি ও বন্যার ফলে কেসিঙ্গা ও রূপ্র রোড জংশন ষ্টেশনের মধ্যে রেলপথের অনেকখানি স্থান ধ্বসিয়া যায়। ফলে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দুইখানি বগীগাড়ী ভগ্নস্থানের মধ্যে পড়িয়া যায়। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সংবাদে প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর দুইজন পুরুষযাত্রী নিহত ও দুইজন মহিলাযাত্রী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। আরও কয়েকজন যাত্রী অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট তুর্কিস্থানের এক পাহাড়ের উপর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটী [illegible] টাওয়ার নির্ম্মিত হইতেছে। রুশ বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন যে, ইহার সাহায্যে নিকটবর্ত্তী শুষ্ক তুলার চাষের পাহাড় সমূহে মেঘ হইতে বৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইবে।

* * *

আলমাবাদের নিকট এক পাহাড়ের মাথায় টাওয়ারটি নির্ম্মিত হইতেছে। পাহাড়টী ৮০০ ফুট উচ্চ, টাওয়ারটি তাহার উপর আরও ২০০ ফুট উঠিবে। রুশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বি, এ. কেভোসিভ ইহা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, অল্প আয়তনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাঁহার পরিকল্পনাটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিনি এখন ইহাকে কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন।

*

প্রকাশ, টাওয়ারের উপর হইতে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ বিচ্ছুরণের ফলে মেঘ গাঢ় হইয়া বৃষ্টি হইবে। অধ্যাপক আশা করেন, তিনি যে যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহা ত্রিশ মাইল পরিধি বিশিষ্ট স্থানে কার্য্যকরী হইবে এবং এইরূপ অনেকগুলি টাওয়ার নির্ম্মাণ করিয়া বিস্তৃত ভূ-ভাগে বৃষ্টি উৎপাদন সম্ভব হইবে। অধ্যাপক কেভো-সিভের গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হইলে কৃষক-গণকে আর নৈসর্গিক করুণার উপর বেশী নির্ভর করিতে হইবে না, জলসেচের প্রয়োজন হবে না।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য

[যে প্রকারে ইউনিয়ন বোর্ড সমূহ ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বীরভূম জেলার নলহাটীর সার্কেল অফিসার এন সিংহ মহোদয় পত্রান্তরে একটী মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণের উপকারার্থ তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।]

দেশের এখন গুরুতর সমস্যাই হইল ম্যালেরিয়া। পুরাকালে যে সকল গ্রাম স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল সেগুলি এখন ভীষণ রোগের বাসস্থান! অট্টালিকাপূর্ণ সমৃদ্ধ পল্লীগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার বসতবাটি ও আশ পাশের বাগানগুলি ঘন লতা পাতা জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়া মশককুলের নন্দন মাঝে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের বিশুদ্ধ পানীয়পূর্ণ পুষ্করিণীগুলি কচুরী ও টোপাপানায় পূর্ণ হইয়া এইরূপ অবস্থ পোকা মাকড়ের আদর্শ জন্মস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এজন্য কাহারও উপর দোষারোপ করা বৃথা। তথাপি যাহারা সহরের বিলাসিতায় মুগ্ধ হইয়া এই সকল জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেই দোষী করিতে মন চায়। গ্রামের বসতবাটি ধ্বংসমুখে রাখিয়া স্বচ্ছন্দে যায় তাহারাই এ অবস্থার মুখ্য কারণ। ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের উন্নতি ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। কারণ, তাঁহাদিগের অভাবে অর্থহীন দুর্ব্বল পল্লীবাসীদিগের কাননে কে বাঁচিয়া আনিবে? লোক [illegible] রক্ষা করিতে যে বলের প্রয়োজন তাহা কে সঞ্চয় করিবে? সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা এই বিদেশ-বাসীদিগের পরিত্যক্ত বড় বড় বাড়ী, পুকুর, জমি ও বাগানগুলি মশককুলের আবাসস্থল ও জন্মস্থানে পরিণত হইয়া ধীরে ধীরে—কিন্তু নিশ্চিতরূপে বাংলাকে জনমানবহীন করিতেছে।

শ্রীরামপুর মহকুমার সার্কেল অফিসার হিসাবে, আমি পল্লীবাসীদিগের সহিত এই বিষয়ে একমত হইয়াছিলাম এবং বিদেশবাসী জমিদারগণের সহিত এজন্য ঝগড়াও করিয়াছি। পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতে পশ্চাৎপদ হই নাই। সম্পূর্ণরূপে সফল না হইলেও কিছু কাজ হইয়াছে। কয়েক জন জমিদারের পল্লীর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আহ্লাদের কথা, তাঁহাদের মধ্যে জন কয়েক ইতোমধ্যেই গ্রামের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে আশা হয়, অপরেও ইহাদের এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়া জন্মস্থানের উন্নতির জন্য যথা কর্ত্তব্য করিবেন।

কিন্তু এই ধ্বংসের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তব্য কার্য্য কি? তাঁহারা কি কেবল নিশ্চেষ্টভাবে নিরপেক্ষ হইয়া ইহা দেখিতে থাকিবেন?

এই চেষ্টায় নিশ্চয়ই তাঁহাদের কর্ত্তব্য আছে। যে সকল ইউনিয়ন বোর্ড মাত্র চৌকিদারগণের বেতন দিয়াই ভাবেন, যথা কর্ত্তব্য হইল—তাঁহাদের পদত্যাগই প্রার্থনীয়। অপর পক্ষে যে-সকল ইউনিয়ন বোর্ড রাস্তা ঘাট, নলকূপ ও ঔষধালয়ের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, ম্যালেরিয়া দমনের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন না তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। যদি লোকই না থাকে তবে কে রাস্তায় চলিবে? কে নলকূপ হইতে জল পান করিবে, কেই বা ঔষধালয়ে ঔষধ লইতে আসিবে? অবশ্য এগুলিও দরকার বটে কিন্তু রোগের প্রতিশোধক ব্যবস্থা কি ইহা অপেক্ষা বড় নহে? চিকিৎসালয়ের শতকরা ৮০জনই ম্যালেরিয়ার রোগী। যদি কেহ সতত বিষ পান করে তবে তাহাকে কি কেবল ঔষধ দিয়াই বাঁচান যায়?

মূলে আঘাত করাই বর্ত্তমান আপদ শান্তির একমাত্র উপায়। মশার জন্ম ও আশ্রয়স্থান নষ্ট করাই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য। বিভিন্ন প্রকারের মশার জাতি বিচারের প্রয়োজন নাই; যে জাতীয়ই হউক না কেন সকলগুলিকেই ধ্বংস করিতে হইবে। এজন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন আইনে ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে প্রচুর ক্ষমতা রহিয়াছে। ঐ আইনের ২৭ ও ২৮ ধারার সাহায্য লইয়া অস্বাস্থ্যকর জমি ও পুকুরের মালিকগণকে উহা পরিষ্কার করিতে বাধ্য করা যায়। এই আদেশ অমান্য করিলে বোর্ড স্বয়ং উহা পরিষ্কার করাইয়া ওয়ারেণ্ট জারি করিয়া জরিমানা সহ ঐ খরচা আদায় করিয়া লইতে পারে। এই গুলি অতি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা। কিন্তু খুব কম বোর্ডই প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্যবহার করে দেখিয়া দুঃখ হয়। কার্য্যস্থলে কেবল মৌখিক উপদেশ দিয়া কোনও ফল না পাইলে প্রেসিডেণ্টগণকে একটি কার্য্যসূচী প্রস্তুত করিয়া এই প্রকার নোটিশের একটি হিসাব রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, যাহা দৃষ্টে যেন আমি অথবা অন্য পরিদর্শনকারী বুঝিতে পারেন যে, এই নির্দ্দেশ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে।

ইহার ফলে কয়েকটী ইউনিয়নে যথেষ্ট উন্নতি হইল। অন্য দিকে, কতকগুলি ইউনিয়নে, আমার এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও কোন প্রকার কাজ হয় নাই দেখিয়া দুঃখ হয়। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য অনুসন্ধান করিয়া ২৭ ধারা অনুযায়ী স্বয়ং নোটীশ দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত আর কিছু হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট ও সভ্যগণ এইরূপে করদাতা-গণকে অসন্তুষ্ট করিতে রাজি হন না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। বুঝাইয়া দিলেও তাঁহারা বুঝেন না যে, তাঁহাদের কর্ম্মকালে প্রজার যে মঙ্গলকার্য্য করিবেন তাহা দ্বারাই করদাতাগণ তাঁহাদিগের বিচার করিবেন। খিড়কির জঙ্গল সাফ করিলে পর্দ্দা প্রথায় হানি হইবে, এই কারণ দর্শাইয়া আমাকে অনেক সময় বাধা দেওয়া হইয়াছে। কি দুঃখের বিষয়!

যাহাই হউক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বরগণ কেন যে, এই কারণে নোটিশ জারি করিতে অনিচ্ছুক, তাহা আমি কোনরূপেই বুঝিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ অন্ধকারের মধ্যেও আলোকের ক্ষীণ রশ্মি পাওয়া গিয়াছে। সুখের কথা, কতকগুলি বোর্ড হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এই উপায়গুলি জনসাধারণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কত প্রয়োজনীয় এবং সেই রকম বুঝিয়াছেন বলিয়াই প্রাণপণে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। বড়ই আনন্দের কথা, এই রকম মনোভাবের বলে অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত স্থানের জঙ্গলাদি ও বহু পুষ্করিণীও পরিষ্কৃত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ | পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৯ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৬শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ বুধবার | ১৭৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত নিজস্ব-সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গত ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সচ্চিদানন্দ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ষণ্নবতিতম আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণহলটী ও ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা নানাবিধ সুগন্ধি-পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণহলে একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডলী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃষ্ণস্বামী আয়ার ভাগবত্‌ আয়েঙ্গার, ভক্তিক্ষেম বি-এ মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত ও ভুবনমঙ্গল কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যথাক্রমে ইংরাজী ও তামিল ভাষায় অনেকক্ষণ যাবৎ দুইটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সমাগত শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অদ্ভুতপূর্ব্ব আচার-প্রচারপ্রণালীর বিষয় মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া সজ্জনবৃন্দ বিস্মিত ও আনন্দিত হন। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে পর সমাগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর তত্ত্বাবধানে প্রসাদ-বিতরণ ও অন্যান্য কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গোদ্রুম শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠবাসী ভক্তগণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীকুঞ্জ মুখরিত করিয়াছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বানিকানন্দজী প্রমুখ ভক্তগণ তথায় গমন করিয়া উৎসবটীকে সাফল্য-মণ্ডিত করেন। যথাসময়ে ঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগাদি কীর্ত্তনমুখে সমাপ্ত হইলে পর সমাগত ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিককাল-ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব শেষ হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাঠক ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনেকেই সদলবলে এই সময়ে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে উপস্থিত থাকিয়া কলিকাতা মহানগরীর দ্বারে দ্বারে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-আচার্য্যবরের অনুকম্পিত গৃহস্থ-ভক্তগণের অনেকে কার্য্য-ব্যপদেশে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া সুযোগমত তত্তৎ স্থান-সমূহের অধিবাসিবৃন্দের নিকট শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট পরমার্থবাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তথাপি জনসাধারণ কলিকাতার মত সুবিস্তৃত নগরীতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আরও কয়েকটী শাখা স্থাপিত হউক এই প্রকার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

যেসকল প্রচারক উৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা পুনরায় ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচারার্থ বহির্গত হইতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২২শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১১॥ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎপর-দিবস শ্রীধামের সেবাসৌষ্ঠব ও ক্রমোন্নতি দর্শনে প্রীত হইয়া অপরাহ্ণকালে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কৃষ্ণনগর ভাগবত-প্রেসে গমন করিয়াছেন। স্বামীজীর তথা হইতে হাঁসখালি শ্রীএকায়ন-মঠ দর্শনান্তে গত ২৪শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হইবার কথা। তৎপর তিনি কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ পূর্ব্বাভিমুখে প্রচারে বহির্গত হইতে পারেন।

পাটনা মিঠাপুরের অন্তর্গত ১০০ নং খগোলরোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ মহোদয় স্বীয় স্বভাবসুলভ সুললিত কীর্ত্তনে ও ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী সেবাসুন্দর মহোদয়ের সৌজন্যে যাত্রিগণ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই শ্রীমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিগৌরব মহোদয় পাটনার বিশিষ্ট জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ গত ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রকটবাসরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলা" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতা-শ্রবণে সমাগত শত শত ব্যক্তি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। এই দিবস প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। প্রায় দুই সহস্র কাঙ্গালীও প্রসাদ পাইয়াছে।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি অনন্তচতুর্দ্দশী দিবস শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠাতৃগণ শ্রবণ-সদনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর ঠাকুরের অপ্রকট লীলার রহস্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য একাদশ পরিচ্ছেদ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছেদে প্রথমেই আমরা এই প্রণামসূচক শ্লোকটী দেখিতে পাই—

"নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং
তঞ্চ তৎপ্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা
ননর্ত্ত যঃ॥"

এই শ্লোকটীতে একদিকে যেমন মহাভাগবত শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণিত, অপরদিকে তেমনি মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য-লীলার পরাকাষ্ঠা রহিয়াছে। প্রথমেই ভক্তের পূজা, তৎপরে ভগবানের পূজা। তাই এখানে দেখা যাইতেছে, গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া তৎপর মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমল বন্দনা করিয়াছেন। শ্লোকটীর বঙ্গানুবাদ—'আমি শ্রীহরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি, যে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত কলেবর ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ পদ্মনাভ ভৃগু অনিরুদ্ধ ৪৪৮

সদাচার কি পরিত্যাজ্য ?

অনেকেই বৈষ্ণব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের পরও কণ্ঠদেশে মালিকা-ধারণ, শিখা-সংরক্ষণ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদির দ্বারা হরিমন্দির-নির্ম্মাণ প্রভৃতি বৈষ্ণব-সদাচারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। শিখা না রাখিলে নয়, তাই রাখেন বটে, কিন্তু তাহা এমন সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে যাহা কেশদামের অন্তরালে, লোক-লোচনের বহির্ভাগে অনায়াসে সংরক্ষিত হইতে পারে। গলদেশে এমনভাবে মালিকা ধারণ করেন, যাহাতে জামা পরিলে আর অপরে না দেখিতে পায়। ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কন করিলে উহা কিছুতেই অপরের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার উপায় নাই দেখিয়া গোপীচন্দনের ব্যবহারের পরিবর্ত্তে আকারহীন জলের বা মনের সাহায্যে ঐ কার্য্য সম্পাদনের অভিনয় করেন। আমরা পরমহংসকুলের আচরণ সম্বন্ধে কোনও প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিব না। কারণ তাঁহাদের 'ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞেরও দুর্জ্ঞেয়'। তবে যাঁহারা কনিষ্ঠাধিকারে বা মধ্যম-অধিকারে ভজনে প্রবৃত্ত বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-বর্ণিত বৈষ্ণব-সদাচারের অভাব লক্ষিত হইলে তাহা বস্তুতঃপক্ষে সৎ-সাহসের অভাবেরই দর্পণ নহে কি ?

উক্ত বৈষ্ণব-সদাচারসমূহ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, ভজন 'অন্তরের জিনিষ, ঐ সকল বাহ্য-আচারের প্রয়োজন কি ? তাঁহাদিগকে আমরা তাঁহাদের অন্তর প্রদেশটি খুঁজিয়া দেখিতে বলি। তাঁহারা দেখুন উহা কি অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছে, না কাম-কলুষ-আবর্জ্জনাদিতে আচ্ছন্ন থাকিয়া ভজনের প্রতিকূল বিচারাদি শ্বাপদগণের বাসভূমি ? তাঁহারা কি বুকে হাত দিয়া সুস্থচিত্তে বলিতে পারেন যে, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবের বেশে অপরে দেখিলে কিছু বিদ্রূপ করিবে, এই ভয়েই উক্ত সদাচার-পালনের বিরুদ্ধে বিচার প্রদর্শন করিতেছেন না ? বস্তুতঃপক্ষে না মরিয়াই ভূত হইবার দুর্ব্বলতা আমাদের অনেকেরই আছে। অপরে কিছু বলুক আর না বলুক, অপরের সম্মুখীন যখন আমি হইব তখন আমার মনই অপরে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে এই প্রকার চিত্তাদর্শনে আঘাত করিতে থাকিবে, বস্তুতঃপক্ষে যাঁহারা সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাঁহাদের পক্ষে এই প্রকার দুর্ব্বলতা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। কেহ কেহ বলেন, নেড়া-নেড়ী-সম্প্রদায়ও তিলকাদি ধারণ করেন বলিয়া আমরা তিলকাদি গ্রহণ করিলে অপরেও আমাদিগকে তাহাই ভাবিবে সুতরাং তিলকাদি না করাই ভাল। বস্তুতঃপক্ষে আমরা এই বিচারের মোটেই প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। নেড়া-নেড়ীর আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সাধারণ জনগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকেই ও' ব্যভিচারের ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য কি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে ? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে বৈষ্ণব-সদাচার-সমূহের প্রতিই বা উদাসীন হইতে হইবে কেন ? বরং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচার-প্রচার দ্বারা সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া বৈষ্ণব-সদাচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করাই বৈষ্ণবের অবশ্য কৃত্য, না করিলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ,—

"মনের মালা জপ্‌বি যখন মন।
কেন কর্‌বি বাহ্য বিসর্জ্জন ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২৪শ পরিচ্ছেদে দেখা যায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে হরিভক্তিবিলাস-রচনার সূত্ররূপে বলিতেছেন—

• এই সূত্রে শুন দিগ্‌ দরশন।
সকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য—ভগবান্ সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ ॥
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি, কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চক্রাদি-ধারণ ॥
গোপীচন্দন-মাল্য-ধৃত, তুলসী আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥
পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজারতি, কৃষ্ণের ভোজন, শয়ন ॥
শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ আর শালগ্রামলক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন।
নাম-মহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধ খণ্ডন ॥
শঙ্খ জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ বন্দন।
পুরশ্চরণ-বিধি কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জ্জন ॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ সাধুসেবন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ ॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥
এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন ॥

শ্রীঋষভদেব

শ্রীঋষভদেব ভগবানের অবতার ও দুই জন। একজন শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত দ্বাবিংশ অবতারের অন্যতম অষ্টম অবতার যিনি প্রশান্তদিগকে পারমহংস্য পন্থা উপদেশার্থ আগ্নীধ্র-পুত্র নাভি হইতে তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভসিন্ধুতে উদিত হইয়াছিলেন। ইঁহার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে সুষ্ঠুরূপে বর্ণিত আছে। ইনি চিরস্থায়ী ও বিকৃতকীর্ত্তি অবতারগণের অন্যতম। এই ঋষভদেবই ভগবদাবেশাবতার মধ্যে গণিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় ঋষভদেব চতুর্দ্দশ-মন্বন্তরাবতারের মধ্যে নবম। ইনি দক্ষসাবর্ণি-মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া ঋষভ নামে বিখ্যাত হইবেন এবং তৎকালীন 'অদ্ভুত' নামক ইন্দ্রকে সর্ব্বসম্পৎ-সমৃদ্ধ ত্রিলোকী ভোগ করাইবেন।

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহার ক্রিয়াকলাপ অসুর-মোহনপর ও ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় বদ্ধজীবের বোধগম্য নহে। তাই কুতর্কপরায়ণ আমরা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পতিত হই। ভগবানের শাব্দিক অবতার অধোক্ষজ শাস্ত্রকে জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝা যায় না বলিয়া ভক্ত-ভাগবতের নিকটেই গ্রন্থ ভাগবত আলোচনার কথা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ ঋষভদেবের লীলায় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ থাকায় পাছে তাঁহার চরণে কেহ অপরাধ করেন তজ্জন্য আমরা আজ তদ্বিষয় কিছু আলোচনা করিতেছি।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৫।৩২) শ্লোকে দেখিতে পাই, শ্রীঋষভদেব 'আজগর' নামক ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক একস্থানে শয়ন করিয়াই আহার, পান ও মলমূত্র পরিত্যাগ এবং পরিত্যক্ত পুরীষেই অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীর পুরীষ-প্রলিপ্ত হইল। আবার তৎপরে ইহাও লিখিত আছে যে, "কিন্তু তাহা হইলেও উহাতে কোনও বীভৎস ভাব প্রকাশ হইবার আশঙ্কা ছিল না, কারণ ঐ পুরীষে দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। ঋষভদেবের সেই পুরীষ-সৌরভে বায়ু চতুর্দ্দিকে দশ যোজন পর্য্যন্ত সুবাসিত করিল।" পরবর্ত্তী শ্লোকে লিখিত আছে যে, "ঋষভদেব কখনও বা শয়ন করিয়াই গো, মৃগ ও বায়স-তুল্য আচরণ করিয়া পান, ভোজন ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করিতেন।" তাঁহার অপ্রকট সম্বন্ধেও লিখিত আছে যে,—"ঋষভদেব পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে একদা দক্ষিণ কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কূটক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কূটকাচলের সমীপবর্ত্তী উপবনে উপস্থিত হইলেন। • • অবশেষে বায়ুবেগে কাননস্থ বংশদণ্ড-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষ-জনিত ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার দেহের সহিত সমগ্র কানন ভস্মীভূত করিল। এই সকল ভাগবতীয় বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বদ্ধজীবগণের হৃদয়ে ভগবান বিষ্ণুর অপ্রাকৃত দেহে প্রাকৃত বুদ্ধি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া লোক-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিদ্বান্ আচার্য্য জীবকুলকে অপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এতদ্বিষয়ে সুসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বৃদ্ধ-বৈষ্ণব শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যপাদ লিখিয়াছেন,—

জ্ঞানানন্দাত্মকো দেহো ঋষভস্য মহাত্মনঃ।
তাদৃশেনৈব মনসা ক্রমংস্থ কূটকাচলে ॥
দাবাগ্নিমসৃজিত্বাথ তত্রস্থঃ প্রাদহজ্জগৎ।
এবমন্যৈরভিব্যক্তস্তস্থৌ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥

শ্রীমধ্বমুনির এই সিদ্ধান্ত-বাক্য হইতে উপলব্ধি হয় যে, এই ঋষভদেবের দেহ প্রাকৃত নহে, তাহা সচ্চিদানন্দময়। তিনি কূটকাচলে ভ্রমণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ করিয়াছিলেন। প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারা তিনি আশ্রিত জগতের অবিদ্যা দহন করিয়াছিলেন ইহাই সূচিত হইতেছে। বিষ্ণু ও সনাতন শব্দের দ্বারা শ্রীমধ্বমুনি শ্রীঋষভদেবের নির্গুণতা, জন্মমঙ্গলকরত্ব, অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব প্রতি-পাদন করিতেছেন। তাঁহার দেহ নশ্বর নহে, তাহা অপ্রাকৃত ও নিত্য।

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ঋষভদেব যখন ভগবান্ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দময় তখন তাঁহাতে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তদুত্তরে বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—ঋষভদেবে যে হেয়াংশ প্রতীত হইয়াছে, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল তাহারই বর্ণনা মাত্র। কেননা তাঁহার চিন্ময় দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে "দেবমায়া-বিমোহিতাঃ" এই বাক্যের দ্বারা অজ্ঞ-প্রতীতি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন। আবার "ইদং শরীরং

যদি বৈষ্ণব সদাচার-সমূহ প্রশান্ত মহাসাগরের জলেই নিক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই সকল বিধান লিপিবদ্ধের জন্য আদেশ করিলেন কেন ? বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে কি ?

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৭ সংখ্যার পর)

সভার বিবরণ

বক্তৃতার নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সভাপতি-মহোদয় ও তৎসহ আরও কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপনীত হন। আচার্য্যত্রিক বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। প্রায় ৫টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ সভাস্থলে শুভ-বিজয় করিলে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, ভক্তবৃন্দ তাঁহার জয়গান করিতে থাকেন। এই সময় প্রফেসার ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয়ের প্রস্তাবে ও মিঃ বি, এম, দাস সলিসিটার মহোদয়ের সমর্থনে মাননীয় সর্ব্বাধিকারী মহোদয় সভাপতি-পদে বৃত হন। শ্রীল প্রভুপাদ দৈন্যাতিশয্যে অগ্রেই তাঁহাকে বক্তৃতা-মঞ্চে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় এবং শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতামঞ্চে আসন গ্রহণ করিলে শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দসূচক করতালিধ্বনির মধ্যে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু সভাপতি মহোদয়ের এবং শ্রীপাদ অপ্রাকৃত প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করেন। অতঃপর 'শুদ্ধভকত-চরণরেণু ভজন-অনুকূল'—এই উদ্বোধন-সঙ্গীত-কীর্ত্তন-মুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বক্তা শ্রীপাদ নেমি মহারাজ তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

"ভাগবতধর্ম্ম কাহাকে বলে, উহা সার্ব্বজনীন কেন, একই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের বিভিন্ন প্রতীতির কারণ কি? সম্বন্ধজ্ঞানানুরূপ ভগবদ্দর্শনে যোগ্যতা, আদৌ সম্বন্ধজ্ঞান নির্ণীত না হইলে অভিধেয় ও প্রয়োজন নির্ণীত হয় না। বেদান্তসূত্র ও ভাগবত সর্ব্বপ্রথমেই সেই সম্বন্ধজ্ঞানের কথাই বলিয়াছেন, সদ্‌গুরুসকাশেই সম্বন্ধ-জ্ঞান লভ্য, জীবের অভিধেয় আত্মধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং ভগবান্ই নিরূপণ করিয়াছেন, নামসঙ্কীর্ত্তনরূপা মুখ্যা ভক্তিই সেই ধর্ম্ম; কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—সকলেরই এই ধর্ম্ম-গ্রহণে মঙ্গলোদয়, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষায় কোন মঙ্গলের কথা নাই, ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ভগবানের ও আনুষঙ্গিকভাবে তৎসেবকের ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান দেখিয়া মৎসর ভোগী বা ত্যাগি-কুলের তাহা ভোগের বা ত্যাগের চেষ্টায় আত্মবিনাশই বিদ্যমান, ভক্তিই জীবাত্মার স্বরূপ-ধর্ম্ম, জন-উপলক্ষণে সর্ব্বভূতেরই এই ভাগবতধর্ম্ম। যতক্ষণ ভগবান্কে প্রাকৃত কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু ভাবা যায়, ততক্ষণ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে ইতরানুশীলন প্রবল হয়, শ্রীগুরুদেব নিরন্তর আমাদিগকে ভগবদ্ভক্ত-সংস্পর্শে রাখিয়া সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিজ্ঞানলাভের সুযোগ দেন, সুতরাং গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গলোদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই, ভগবানের কৃপা অহৈতুকী হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমেই তিনি আয়ত্ত হন, ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেব সর্ব্বজন-সম্বন্ধী, সকলেরই তাঁহার চরণাশ্রয়ে অধিকার আছে, তবে কেবল সুপ্ত ও জাগ্রত ভেদ মাত্র, কিন্তু সঙ্গ-প্রভাবে সুপ্তভাব জাগরিত হয়, সম্বন্ধজ্ঞানোদয়েই শরণাগতির উদয় হয়, শরণাগতি ব্যতীত ভাগবতধর্ম্ম বা ভগবৎসেবাধর্ম্মে অধিকার হয় না, একমাত্র শ্রীগুরুদেবই সেই অধিকার-দাতা" ইত্যাদি স্বামীজীর বক্তব্য বিষয়।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে শ্রীল প্রভুপাদ ও সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ-প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্ব্বক ভক্ত-সংসর্গে ভাগবতধর্ম্মালোচনা-শ্রবণাবকাশ-লাভে স্বীয় ভাগ্যের প্রচুর প্রশংসা করিয়া বক্তার বক্তৃতারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন—"ভাগবতধর্ম্মের পথ সংকীর্ণ নহে। ভাগবতধর্ম্মই জীবের স্বরূপধর্ম্ম। অপূর্ব্ব লোকশিক্ষার আয়োজনই গৌড়ীয়-মঠের উৎসবের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। গৌড়ীয়মঠের ভক্তগণের গুরুভক্তি আদর্শ-স্থানীয়। শ্রীগুরু-পরিচালিত হইয়া তাঁহারা দেশ বিদেশে, বৃহত্তর ভারতে ও ভারতেতর বাহিরেও মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। য়ুরোপে ও আমেরিকায় পূর্ব্বে বেদান্তদর্শনের কিছু কিছু আলোচনা হইলেও বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ভাগবতধর্ম্ম বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মে য়ুরোপ অদ্যাপি বঞ্চিত। ইঁহাদের সাধুচেষ্টায় আজ তথায় এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। সামান্য শক্তি-দ্বারা ইহা কখনও সম্ভব নহে।

গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—এই গানে নেমি মহারাজ যে সম্বন্ধ-স্থাপনের কথা বলিলেন, তদ্ব্যতীত উপলব্ধির যোগ্যতা হয় না। গান থামে নাই, আমাদেরই তাহা শুনিবার—ধরিবার উপযুক্ত কর্ণ নাই। সকল সমস্যার সমাধান এই ভাগবতধর্ম্মে। গৌড়ীয়মঠের মায়াপুরের আশ্রম আমি দর্শন করিয়াছি, অপূর্ব্ব সেই আশ্রম। সেখানে থাকিয়া তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্তে ধ্যান ধারণা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা আজ এই লোকসেবাব্রত গ্রহণ করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভাগবতধর্ম্ম বিতরণ করিবার জন্য কি কঠোর পরিশ্রমই না করিতেছেন! তাঁহাদের শ্রীগুরুদেব অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ। অ— সকল সম্প্রদায়ের সকল লোককেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শুনিতে অনুরোধ করিতেছি।

নেমি মহারাজ আজ বেদান্তদর্শন ও ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় গ্রন্থেই অতি সুন্দর সমন্বয়। ব্রহ্মসূত্রের ও ভাগবতের প্রথমের কএকটী বর্ণের অপূর্ব্ব মিলন। বেদান্তের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইলে ভাগবত আলোচনা আবশ্যক। গৌড়ীয়মঠ এই ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। গৌড়ীয়-মঠের অনুবর্ত্তী হইয়া সকলেই এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে অনুসরণ করার চেষ্টা করুন, সকলেরই মঙ্গল হইবে, দেশে প্রকৃত শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

জার্ম্মাণে ইঁহাদের ২৪টি বক্তৃতা হইবে শুনিয়াছি, বড়ই আনন্দের কথা 'সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম' মহাপ্রভুর এই বাণী সার্থক হউক।

ভাগবতধর্ম্ম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকার সকলেরই আছে। সার্ব্বজনীন ভাগবত-ধর্ম্মে সকলেরই বাস্তব মঙ্গল অনুস্যূত। আমি সর্ব্বসাধারণকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় অনুধাবন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি।"

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় তাঁহাকে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে বলেন—"সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া, সভার একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। এ সভায় প্রকৃত সভাপতি সপার্ষদ স্বয়ং ভগবান্। সভাপতি মহোদয় তাঁহার সেবকসূত্রে বক্তৃতায়ও এ সভার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের সর্ব্ববিষয়ে অধিকার থাকিলেও শ্রীভগবান্ ও ভাগবতসেবায় তাঁহার অধিকার আছে, এই ভাবেই যেন তাঁহাকে আমরা দেখিতে পারি। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, ভাগবত ধর্ম্ম হইতে কেহই তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে না। কেন পারে না? জ্ঞানযোগাদি মার্গ তাৎকালিক, তাহা ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধের উদয় করাইতে পারে না। ভাগবত-উপাসনাই পূর্ণ, উহাই জীবের নিত্য স্বরূপধর্ম্ম, সব সময়েই থাকে। সভাপতি মহোদয় আমাদিগকে তাঁহার অন্তরের কথা বলিলেন যে, সকলেই গৌড়ীয়মঠের অনুগমন করুন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, গৌড়ীয়মঠ যাহা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে লইয়া যাইতেছেন, তাহা কোন মেকী জিনিষ [illegible]ান গৌড়ীয়-মঠের ভারত ও ভারতের বাহিরে য়ুরোপে প্রচার-প্রসারের কথায় প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিয়াও থাকেন। তিনি দেবপ্রসাদ দেবতার প্রসাদ—শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভে নিজে ধন্য হইয়া, অপরকেও সেই ভগবৎ প্রসাদ-বিতরণকার্য্যে অধিকার লাভ করুন, ইহাই ভগবচ্চরণে আমাদের প্রার্থনা।"

অতঃপর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু "নারদমুনি বাজায় বীণা রাধিকারমণ নামে" এই গীতিটী কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ কএকটী কথা বলিয়া সভার উপসংহার করেন।

মম দুর্ব্বিভাব্যং" অর্থাৎ আমার এই মনুষ্য-শরীর অবিতর্ক্য এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং ঋষভদেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ তৎসেবক সিদ্ধজীবেরই যখন হেয়াংশাদির অভাব কথিত হইয়াছে তখন তাঁহার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রবণকীর্ত্তনাদির দ্বারা জগজ্জনের চিত্তমল ধ্বংস করেন, যাঁহারা মলমূত্রাদি-রহিত তাঁহারাই পুণ্যশ্লোক বলিয়া কথিত হন।"

ঋষভদেব নিজ পুরীষাদি দেহ বস্তু-সকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন তাহা অসদাচারীদিগের কদাচারের পোষকতা সম্পাদনের জন্যই বুঝিতে হইবে; তাহা না হইলে অর্হৎ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টা জানিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। ভগবান্ ঋষভদেব যে অধর্ম্মকে পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন, বৈদিক-আচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ উহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল।

আচার্য্যগণ ভগবানের চিন্ময়দেহে হেয়াংশের অভাব বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার দেহের সঙ্গে ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র কাননকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল—এই অংশের সঙ্গতি করিতেছেন। "দাবানলস্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহ।" (ভাঃ ৫।৬।৮) শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ যথা—তেন সহ—এ স্থলে 'কর্ত্তৃসাহিত্যে তৃতীয়া' অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল ঋষভদেবকে সহায় করিয়াই বনকে দগ্ধ করিয়াছিল। ইহার দ্বারা কেবলমাত্র দাবানলই বন দগ্ধ করে নাই। পরন্তু ঋষভদেবও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দাবানল কেবলমাত্র বনই দগ্ধ করিয়াছিল, আর ঋষভদেব বনবাসীদিগের অবিদ্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। ঋষভদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিয়া পারমহংস্যধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—এইরূপ যে উক্তি দেখা যায় তাহাতেওসম্বন্ধে কেবলমাত্র অনুকরণই দেখা যায় এবং তাঁহার দেহত্যাগ-সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাও তৎসেবক-দিগের দেহাসক্তির পরিত্যাগ করাইবার জন্যই জানিতে হইবে। আমরা এতদ্বিষয়ে দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ স্থিরভাবে আলোচনা করিলে এসব বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৶০
পাটনাই (সরেস)	৪৶০
মাজা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৶০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৶০
আটা 'বি'	৪॥৶০—৪৸০
২নং আটা	৪৶০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	৩৶০—৩।০
সুজি	৪৸৶০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥০
খুচরা	৬০৸০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৪৸৶১০
বাট	৩৪৸/১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কাড (জয়েষ্ট বা বীম	
বাকা	১৮৶০—৫৸৶০
ঐ বে-মাকা হালকা ওজন	৫৲—৫৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৶০—৬।৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৫।৶০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন— ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৶০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৶০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৸০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
ষ্টীল পাটি	৬।০—৬।৶০
,, বোল্টু (গোল)	৬।০—৬।৶০
,, গরাদে (চোকা)	৬।০—৬৸০
,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৶০—৬॥০
,, টানা রড- চোকা ৶০—।৶০ ঐ	৫॥৶০—৭।০
,, থাণ্ডিল তার	৬।৶০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রতিবার	প্রতি লাইন			।৵	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌণে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭	৭—১৭,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৭	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্.
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধান
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড]. শ্রীমায়াপুর—১০ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৭৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

শরীর-চর্চ্চায় উন্নতির জন্য দান

পরলোকগত স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সম্পত্তির প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা দেশের লোকদের শরীর-চর্চ্চা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিখিল বঙ্গ শরীর-চর্চ্চা সমিতির কল্যাণ সাধনকল্পে অর্পণ করিয়া গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত পাঁচজন ট্রাষ্টীসহ একটি দানপত্র সম্পাদন করিয়াছেন :— মাননীয় বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মিঃ জে এন বসু, ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় এবং এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুত গোপালচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী।

ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জীবিতকালে ম্যানেজিং ট্রাষ্টী হিসাবে কার্য্য করিবেন।

— —

গাড়ী হইতে কয়েদীর পলায়ন

গত ২৭শে মে একখানি কয়েদী গাড়ীতে করিয়া আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত করিবার কালে সেখ বুধন ও অপর পাঁচজন বন্দী গাড়ীর পশ্চাদ্ দিকের খানিকটা অংশ কৌশলে খুলিয়া ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আলোচ্য গাড়ীর পশ্চাতে অপর একখানি গাড়ীতে একজন সার্জ্জেণ্ট আসিতেছিল। সে বন্দীদের পলায়ন করিতে দেখিয়া এক সঙ্গীর সহযোগিতায় চারিজনকে ঘটনাস্থলেই পুনরায় গ্রেপ্তার করে। সেখ বুধন সম্প্রতি মোরাদাবাদে গ্রেপ্তার হইয়াছে। গত পূর্ব্ব শনিবারে আইনসঙ্গত হেফাজত হইতে পলায়ন করিবার অভিযোগে বুধনকে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের পর শুনানী স্থগিত আছে।

—

ফরিদপুরে দাঙ্গার জের

গত ১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার দলগ্রাম কুকুরা, (ফরিদপুর) নমঃশূদ্র এবং মুসলমানের মধ্যে যে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণে প্রকাশ, ঘটনার ২।৩ দিন পরে পুলিশ সাহেব, ইন্সপেক্টার এবং মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ বহু বন্দুকধারী কনেষ্টবলসহ ঘটনাস্থলে আসিয়া উত্তেজিত লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করেন। ঘটনার পূর্ব্ব সময় নাকি নমঃশূদ্রের পক্ষ হইতে তারাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঢাকী এবং মুসলমান পক্ষ হইতে সুচাইল নিবাসী মহম্মদ বদন মুন্সী (৮০ বৎসরের বৃদ্ধ) উক্ত দাঙ্গা যাহাতে না হয় তাহার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে দাঙ্গার ফলে উভয়পক্ষে বহু লোক আহত এবং নমঃশূদ্রদের মধ্যে নীলকমল মণ্ডল (তারাইল) নামক একজন নিহত হয়, নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই। এই মৃতব্যক্তির পক্ষ হইতে গোপালগঞ্জের এস ডি ও বাহাদুরের এজলাসে কুকুরা নিবাসী (১) ছায়েম সর্দ্দার (২) লাবু সর্দ্দার (৩) কাল্লা সর্দ্দার এবং (৪) আসরাফ আলি সর্দ্দারের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে। ফলে, পুলিশ কর্ত্তৃক ২য় এবং ৪র্থ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া গোপালগঞ্জ চালান দেওয়া হইয়াছে। অপর দুই ব্যক্তি বর্ত্তমানে ফেরার অবস্থায় আছে।

এই জেলায় প্রায় প্রত্যেক বৎসরই নমঃশূদ্র এবং মুসলমানদের মধ্যে এই প্রকার ভীষণ দাঙ্গা হইতে দেখা যায় এবং ফলে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। আশা করি, উভয় পক্ষের নেতাগণ ভবিষ্যতে যাহাতে এ প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামা না হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া দশের মঙ্গলসাধন করিবেন।

—

কলহের শোচনীয় পরিণতি

নোয়াখালির দায়রা জজ মিঃ দে, আই-সি-এস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুযায়ী জানবক্‌স নামে এক মুসলমানকে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী উত্তেজনাবশে একটি তিন বৎসর বয়স্কা বালিকাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। নিহত বালিকাটির সহিত আসামীর চার বৎসর বয়স্ক এক পৌত্রের ঝগড়া হইলে, ছেলেটি যাইয়া আসামীর নিকট বালিকার বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। আসামী তৎক্ষণাৎ একখানি ছেনী হাতে দৌড়াইয়া যাইয়া বালিকাটির দেহে উপর্য্যুপরি আঘাত করে। আহত অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিয়া আসামীকে বিচারার্থ চালান দিলে দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উক্তরূপ দণ্ড বিধান করিয়াছেন।

—

নির্ব্বাচন সংগ্রামে ছোরা

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহে একজন নির্ব্বাচন সংগ্রামের এজেন্টের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে। এই সপ্তাহে পুনরায় একজন মুসলমান প্রার্থীর এজেন্টকে বাজারের ভিড়ের মধ্যে ছোরা মারিয়া বিক্ষত করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, মহম্মদ সফি নামক একজন লোক তাহার কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া লাহোরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের বাজারে যায়। তখন মধ্য রাত্রে বাজারে লোকের ভিড়ের মধ্যে একজন সফির পেটের তলায় একখানা ছোরা মারে, সফিকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই সম্পর্কে একজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

—

ডাকাতের কঠোর দণ্ড

চুচুড়া সংবাদে প্রকাশ, ষড়যন্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠিত মাল রাখিবার অভিযোগে পঞ্চানন কারক, সুধীর রায় ও বাদল নামক তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল, এসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজ মিঃ ডি কে মুখার্জ্জি সেই মামলার রায় দিয়াছেন। পঞ্চাননের চারি বৎসর ও সুধীরের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে এবং বাদল মুক্তি লাভ করিয়াছে।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, গত ২৪শে জানুয়ারী রাত্রিতে তাহারা এবং অন্যান্য কয়েকজন আরামবাগ মহকুমার অধীন গোবিন্দপুর গ্রামের মন্দাকিনী দাসীর বাড়ীতে হানা দিয়া নগদ টাকা, অলঙ্কার-পত্র ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লইয়া প্রস্থান করে। লুণ্ঠিত মালের কতক কতক আসামীদের নিকট পাওয়া গিয়াছে। পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি সরকার পক্ষ এবং শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ব্যানার্জ্জী বি, এল আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৪১

গত রবিবার অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বঙ্গশ্রী কটন মিলস লিমিটেড' নামক কাপড়ের কলের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার কর্তৃপক্ষগণ পাণিহাটিতে বিস্তীর্ণ স্থান সংগ্রহ করিয়া, ১৯৩৩এর ১৯শে আগষ্ট কলবাড়ী নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই এক বৎসরের মধ্যে আধুনিক উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি আনিয়া সূতা তৈয়ারী এবং বস্ত্রবয়নের সকল বিভাগের কলকব্জা বসান শেষ হইয়াছে এবং ২রা আগষ্ট হইতে কল চলিতেছে। প্রকাশ, এই কলে সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত এবং অতি উৎকৃষ্ট ধুতি, সাড়ী তৈয়ারী হইবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত কুশলতার সহিত সাফল্যলাভ করিয়া উক্ত মিলের ম্যানেজিং এজেন্টস এবং ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা ইহার সাফল্য ইচ্ছা করি।

—

কৃষি, শিল্প, যানবাহন, শ্রমিক সমস্যা, ব্যাঙ্কিং বাট্টানীতি, পণ্যমূল্য, ট্যাক্সনীতি, বেকার সমস্যা, সমবায়নীতি, শুল্কনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন আর্থিক সমস্যার একটি অন্যটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে ঘন-সংশ্লিষ্ট। একটি বিষয়ের উন্নতি অবনতির উপর অন্যটির উন্নতি অবনতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আজ যদি বাঙ্গলায় খুব বেশী পরিমাণে আখের চাষ হয় কিন্তু যদি এই আখ হইতে চিনি তৈয়ার করিবার জন্য বাঙ্গলায় বড় বড় চিনির কল স্থাপিত না হয়, তবে আখ চাষ করিয়া কোন লাভ হইবে না। সুতরাং কৃষির সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। এই প্রকারে অপরগুলির সম্বন্ধেও দেখান যাইতে পারে।

* * *

উক্ত আখের দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করিতেছি। ক্ষেত হইতে কলে আখ পৌঁছাইবার জন্য এবং কল হইতে বিভিন্ন স্থানের বাজারে চিনি পৌঁছাইবার জন্য যদি রেলপথ বা অন্য কোন সুবিধাজনক যানবাহনের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে আখ চাষ বা চিনি তৈয়ার করিয়াও বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যানবাহনের যোগাযোগ দেখা যাইতেছে।

যদি কলস্থাপন ও চিনি বিক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ধারের সুব্যবস্থা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কম পড়তায় চিনি তৈয়ারের আশা কম। এস্থলে কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে ব্যাঙ্কের যোগাযোগ বোঝা গেল।

দেশে যে পড়তায় চিনি তৈয়ার হইবে, বিদেশী চিনি যদি তাহা অপেক্ষা সস্তায় দেশের ভিতরে বিক্রয় হইতে থাকে এবং গবর্ণমেণ্ট যদি বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ-শুল্ক বসাইয়া তাহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে আখের চাষও চিনির কল আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে এবং যানবাহন অকেজো হইবে। সুতরাং কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের সঙ্গে শুল্কনীতির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে।

* * *

আর্থিক ক্ষেত্রের একটি দিক যখন অন্য দিকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছে তখন উহার যে কোন দিক উপেক্ষিত হইলে অন্য সমস্ত দিকের ক্ষতি অনিবার্য। এই জন্য এক সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রের সকল দিকে উন্নতির চেষ্টা আবশ্যক।

* * *

দেশের আর্থিক ক্ষেত্রের সমস্ত দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট প্ল্যান বা পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের লোকের আর্থিক উন্নতির ব্যাপক ও সর্ব্বাঙ্গীন চেষ্টা দ্বারা রুশিয়া অন্যান্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রুশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান খুব সফল হইয়াছে এবং ঐ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকার পরিকল্পনা বেশী দিন ধরিয়া আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং উহার ফলাফল এখনও অন্ধকারগর্ভে নিহিত।

—

ভারতীয় বাণিজ্যের অবস্থা এবং ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে পরস্পর বাণিজ্যসম্বন্ধ বিস্তারের পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাটাভিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেড কমিশনার মিঃ এচ্‌ টি ব্রেনান সম্প্রতি ভারত ভ্রমণ করিতেছেন। গত ২১শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে তিনি মাদ্রাজে পৌঁছিয়া জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "পার্লামেণ্টের সদস্যগণ ভারতে একটি কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্য সচিবের উপর খুব [illegible] [illegible]। কেপ টাউন হইতে [illegible] পর্য্যন্ত প্রায় তিন হাজার মাইল [illegible] [illegible] ভারতীয় বাণিজ্যবিস্তারের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে [illegible] জাহাজ চলাচলের যে নূতন সুব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অতি অল্প সময়ের [illegible] সুফললাভ হইবে আশা করা যায়।" এই সম্পর্কে মিঃ ব্রেনান হীরকের ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করেন।

প্রকাশ, যশোহর জেলার নড়াইল ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলেও হঠাৎ একই সময়ে নদীর জল ও বিলের জল অত্যধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া অধিকাংশ স্থলেই ফসল নষ্ট করিয়াছে। বর্ত্তমানে বিলের ভিতর ধান্যের পাতার উপর দুই হাত জল জমিয়াছে এবং প্রতিদিনই ৪।৫ আঙ্গুল করিয়া জল বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে চাষিগণের ভিতর হাহাকার রব উঠিয়াছে। আবার এই সময়ে ধান্য ও চাউলের মূল্য বাড়িয়া সাধারণের কষ্টের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ঐ অঞ্চলে বিগত বৎসরের নভেম্বর মাস হইতে গত জুলাই মাস পর্য্যন্ত রূপগঞ্জ এবং নড়াইল মহকুমার বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-কেন্দ্র করিয়া চাষী প্রজাদের খাদ্য যোগান হইয়াছে। তদুপরি ফসলের ঐ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অনেকেই ভীষণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন।

ম্যালেরিয়ার প্রতিকার

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ম্যালেরিয়া দমনের অপর একটি অনুরূপ আবশ্যকীয় উপায় এই যে, যে সকল পুকুর ও ডোবার জল পানীয়রূপে ব্যবহার হয় না সে গুলিতে কেরোসিন তৈল ছিটান। এরূপ পুকুরে কেরোসিন দিবার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডেরই একটি কেরোসিন ছিটাইবার পিচকারী (spays) থাকা উচিত। যে সকল পুকুর ও ডোবাতে সারা বছর ধরিয়া জল থাকে প্রতি বৎসর উহার কিনারাগুলি বেশ করিয়া সাফ করিয়া প্রচুর পরিমাণে মাছের পোনাও চাষ করিতে হইবে; স্থানীয় পোনা পাওয়া না গেলে সামান্য মূল্যেই উহা আমদানী করা সহজ।

পুকুরে মাছ ছাড়িলে আমাদের দুই রকমে লাভ। সাধারণতঃ বর্ষার শেষে মশা ডিম পাড়ে; মাছের পোনাও ঐ সময়ে ছাড়া হয় সুতরাং তাহারা ঐ সকল মশক শিশু খাইয়া ফেলিবে। এই উপায়ে মাছের পোনা গ্রামের ম্যালেরিয়া দূর করিবার সহায় হইবে, ফলে ম্যালেরিয়া ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। অন্য পক্ষে, ঐ সকল পোনা ভবিষ্যতে বড় হইয়া পুকুরের মালিকের আয় প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিবে।

কিন্তু সাধারণ লোকে ইতোপূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, যদি পুনরায় জঙ্গল জন্মাইয়া থাকে? ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছি যে, সাফ করা জমিতে চাষ দিয়া শাক সব্জি, পশুর খাদ্য বা ঐরূপ ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে যাহাতে পুনরায় কোনরূপে জঙ্গল না জন্মে। ইহাতে স্বাস্থ্যজনক ও আয়কর দুই প্রকারের ফল পাওয়া যায়।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অজ্ঞতা ও আলস্য গ্রামবাসীদিগকে এরূপ অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাদের উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশা আসে। জঙ্গলমুক্ত এই প্রকার জমিতে কি রকম ফসল জন্মাইতে পারে তাহার খবরও তাহারা রাখে না। যাহারা বা জানে তাহারা অতিশয় অলসতার জন্য কিছুই করে না। তাহারা সব দোষই অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত মনে মুদীর দোকানে বসিয়া বাজে গল্প গুজবে বহুমূল্য সময় অযথা নষ্ট করে।

আমি এই সম্বন্ধে হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাক্‌ফারসনের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, জেলা বোর্ড এই বিষয়ের একটি দেয়ালপঞ্জী ছাপাইবেন। ইহার প্রত্যেক পাতার শিরোনামায় কোন মাসে কি ফসল জন্মাইতে পারে তাহা লেখা থাকিবে। এইগুলি ইউনিয়ন বোর্ডকে দেওয়া হইবে। এবং পাক্ষিক হাজিরার সময় গ্রাম্য চৌকিদারগণকে চাষিদের নিকট এই সংবাদ পাঠাইবার উপদেশ দিতে হইবে। প্রথম প্রথম যাহারা চাহিবে, বোর্ড তাহাদিগকে বীজ বিনামূল্যে দিবেন। ক্রমশঃ যখন লোকে দেখিবে যে, ইহা কিরূপ লাভজনক, তখন তাহারা নিজেই এই বিষয়ে মনোযোগ দিবে। যদি ইহা সম্ভব হয়, তবে বাজারে এই রকম ফসল বেচিয়া প্রত্যহ কিছু আয়ও হইবে। মিঃ ম্যাক্‌ফারসন আমার এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে রাজি হইয়াছেন। এইমত গ্রহণ করিবার জন্য ও এই বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনার জন্য আমি প্রত্যেক জেলাবোর্ডের নিকট আবেদন করিতেছি।

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে এই সময়ায়োজনে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাক্‌ফারসনের নিকট ও শ্রীরামপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চ্যাপম্যানের নিকট আমি কত উৎসাহিত হইয়াছি। তাঁহারা ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়াছেন এবং একজন্য সর্ব্বদাই আবশ্যক মত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আমার দৃঢ় ধারণা যে, প্রত্যেক জেলায় ও মহকুমায় শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত—যদি ইউনিয়ন বোর্ডগুলি তাঁহাদের নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতে চান।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ { ৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৭শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৭৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ-সমূহের অন্যতম পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীরূপানুগবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ষণ্নবতি-তম আবির্ভাব-মহামহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত অতি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

———...

শ্রীবিনোদ-গোবিন্দানন্দ-জীউর সান্ধ্য-নীরাজনান্তে শ্রীমঠে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'অমন্দোদয় দয়া' সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তদনন্তর শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্ম-কর্ম্মের অলৌকিকত্ব, দেহ-দেহীর অভেদত্ব ও চিন্ময়ত্ব, ভক্ত-ভগবানের জন্ম-তিথির মহত্ত্ব, তদীয়ানুকম্পায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসারত্ব, মহোৎসবের অর্থ, মহা-প্রসাদের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে আধ ঘণ্টাধিক কাল বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন।

———

বহু সজ্জন ব্যক্তি এই সভায় যোগদান পূর্ব্বক ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও অলৌকিক কার্য্যাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হ'ন। বক্তৃতান্তে কদমকুয়ানিবাসী-প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে বক্তৃমহোদয়দ্বয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ধন্যবাদ-প্রদানকালে ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচার-প্রণালী, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে অদম্য উৎসাহ ও হরিকথা-প্রচারমুখে পরোপকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনন্তর সম্মিলিত-কণ্ঠে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীবিগ্রহের চিত্তাকর্ষিণী শৃঙ্গার-শোভা দর্শন করিয়া সকলে পরমানন্দিত হন। উক্ত উৎসবে শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

———

শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর মহোদয় শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড মহোদয়ের সহকারিরূপে সুশৃঙ্খলার সহিত শ্রীযোগপীঠের সেবা-কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় ও পরিশ্রমে শ্রীযোগ-পীঠের সেবার উন্নতি হইতেছে। তদ্ব্যতীত যে-সকল যাত্রী শ্রীযোগপীঠে আগমন করেন, তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ মৃদু-মধুর-স্বরে তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে যাত্রি-মাত্রেই মুগ্ধ হন।

———

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ ভক্তি-নিশ্চয় মহোদয় কঠোর পরিশ্রমের সহিত শ্রীযোগপীঠের নির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সহ-কারিরূপে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাসাধিকারীও শ্রীধামের উন্নতিকল্পে যে-সকল অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইতেছে সেই সব কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দিরটী প্রায় ৩৫ ফুট পর্য্যন্ত গাঁথা হইয়াছে।

———

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ পরলোকগত ও-এন মুখার্জ্জি মহোদয়ের বাটীতে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ করিতেছেন শুনিয়া তাঁহাদের পাটনা-নিবাসী জনৈক আত্মীয় তৎপুত্র শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে লিখিয়াছেন "আপনারা শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের পাঠে নিশ্চয়ই অতিশয় লাভবান্ হইবেন। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে পাটনায় আসিয়া তাঁহার সুললিতস্বরের পাঠ-কীর্ত্তন দ্বারা পাটনা-বাসিগণকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন।

———

গৌড়ীয়মঠ-দর্শনে ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের এজেণ্ট বাহাদুর

ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের এজেণ্ট রায় বি, আর সিং বাহাদুর গত ২১শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা বাগবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠ-দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমন্দির, শ্রীবিগ্রহ, সারস্বত-শ্রবণ-সদন প্রভৃতি দর্শন করিয়া এবং শ্রীমঠ-সেবকগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। এই দিবস প্রেসিডেন্সী বিভাগের য়্যাডিশনাল ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ ডক্টর যতীশ গোবিন্দ সেন এম-এ, পি এইচ ডি মহোদয়ও আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-বর্ণদ্বয়ের মহিমা

[ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী]

কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় অচিন্ত্য-মহিমাময়
কি অমৃতে গড়া, বলা নাহি যায়।
বদনে উদিত হঞা নাচে সদা হর্ষ হঞা
বহু বদনের বাসনা জাগায় ॥
কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশিয়া আকুল করয়ে হিয়া
অর্ব্বুদ কর্ণের হয় ত' বাসনা।
চিত্তে প্রবেশয়ে যবে স্তব্ধ করয়ে তবে
ইন্দ্রিয়গণের সকল এষণা ॥

———

শ্রৌতবাণী

১। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার,—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক।

২। শুদ্ধবৈষ্ণব—পারমার্থিক ব্রাহ্মণ।

৩। "বিচিত্র বিলাসের কথা অবগত নহি"—এইরূপ দৈন্যই বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণ-অভিমান।

৪। ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকই বৈষ্ণব।

৫। ব্রাহ্মণতাই বৈষ্ণবতার অধিকার বা সোপান।

৬। বৈষ্ণবতাই ব্রাহ্মণতার ফল।

৭। পারমার্থিক ব্রাহ্মণের সম্মান সর্ব্ববাদিসম্মত।

৮। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের সম্মান লৌকিক।

৯। সহস্রমুদ্রা যেরূপ লক্ষমুদ্রার অন্তর্গত, তদ্রূপ বৈষ্ণবতায়ও ব্রাহ্মণতা অনুস্যূত।

১০। ভগবৎ-প্রতীতির অন্তর্গত যেরূপ অসম্যগ্ ব্রহ্ম-প্রতীতি ও আংশিক পরমাত্ম-প্রতীতি তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তেও ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব অনুস্যূত।

১১। পরমহংস-বৈষ্ণবই শ্রীগুরুদেব।

১২। পরমহংস-বৈষ্ণবের দাসই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

ভগবানের দয়াই একমাত্র আশ্রয়িতব্য কেন?

ঔদার্য্যময় প্রেমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণের নিকট তিন প্রকারে স্বীয় কারুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। জীব প্রাকৃত অভাবে বিমর্ষ হইয়া নানা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ক্লেশ অপনোদনের প্রয়াস পাইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্য হয় না। ভগবানের করুণা আনুগত্যহীন আয়াস দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বস্তুতঃপক্ষে ভগবৎ-কৃপায়ই জীবের হৃদয় বৃন্দাবনে কৃষ্ণপাদপদ্ম বিকশিত হইয়া থাকেন। তখন চিত্তখেদরূপ ধূলি আর হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং হৃদয় সুনির্ম্মল হয় এবং হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা-জনিত আনন্দের প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদ-সমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ উৎপন্ন করে। ভগবৎকৃপা-লাভের ফলে লব্ধরূপ হৃদয়টী ভগবৎ-প্রেমরসে পরিপূর্ণ হয়। আবার কৃষ্ণমনপ্রাণা মহতের ও ভগবৎ-কৃপাবলেই উদিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। মাধুর্য্য-মর্য্যাদা জীবকে নিরন্তর কৃষ্ণচরণে অবস্থিত করায় এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তৎকালে প্রেমভক্তিতেই প্রীতি লাভ করেন। ইহার ফলে কৃষ্ণসেবা-রতির উল্লাস দৃষ্ট হয়। সুতরাং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা নির্ম্মলা, রসদা ও সমদা।

কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইলে অভাবজনিত কোন খেদ-মল হৃদয়ে স্থান পায় না। কৃষ্ণকৃপা-বশতঃ রসলাভ করিলে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হয়, সুতরাং চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়। কৃষ্ণকৃপাক্রমে সমতা-প্রাপ্তি হয় এবং তৎফলে মাধুর্য্য-গৌরব-প্রভাবে ভক্তিতে নিরন্তর বিনোদ-লাভ হইয়া থাকে।

ঈশবিমুখ জীব বিষয়ক্লিষ্ট সুকৃতিবলে ঈশানুসন্ধানপর হইয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবানের দয়ায় প্রথমতঃ তাহার অনর্থনিবৃত্তি, তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা এবং নির্ম্মলতার পরিমাণে কৃষ্ণামোদের বিকাশ। ভগবানের দয়ায় জীবের মধ্যমতঃ ভক্তিসিদ্ধান্ত লাভ ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা প্রাপ্তি ঘটে। ভগবৎকরুণার শেষ ফল ভক্তিতে আসক্তি, তজ্জনিত সর্ব্বত্র ভগবল্লীলা-

কৃষ্ণের সংসার

'কৃষ্ণের সংসার' বলিতে গিয়া 'মায়ার সংসার' কথাটী স্বতঃই স্মৃতিপটে উদিত হয়। আমি সংসারের মালিক, স্ত্রী-পুত্রাদি সকলেই আমার অধীন বা ভোগ্য, তাহাদের পালন ও রক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত এতাদৃশ ভাবের প্রাবল্য যেখানে পরিদৃষ্ট হয়, কেন্দ্র স্থির না করিয়া বৃত্ত-অঙ্কনের চেষ্টার ন্যায় যাঁহারা জীবগণের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণকে বাদ দিয়া স্ব-সুখবর্দ্ধনে তৎপর, নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ও স্বজনেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য, গৃহে থাকিয়া ভগবৎসেবার অনুষ্ঠানও যাঁহাদের স্বসুখের নিমিত্তই, তাঁহারাই মায়ার সংসারের সংসারী বা ভোগাগার গৃহের গৃহস্বাভিমানী।

লীলাময় কৃষ্ণ স্ব-সুখার্থেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এ জগতে চেতন অচেতন সমস্তই তাঁহার সেবার উপকরণ বা ভোগোপকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। 'আমরা সকলেই তাঁহার ভোগ্য বা দৃশ্য আর ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা এবং দ্রষ্টা'—এইরূপ সদ্বুদ্ধি যাঁহাদের প্রবলা তাঁহারাই এই কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে ভোগ করিতে ব্যস্ত না হইয়া স্বয়ং সেবায় নিযুক্ত এবং জগতের সকলকেই সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্ট। তাই তাঁহারা কৃষ্ণকেই সংসারের একমাত্র মালিক-জ্ঞানে তাঁহার ভৃত্যাস্থত্রে সপরিবারে তাঁহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকেন। সেবাপ্রভাবে ভোক্তাভিমান দূরীভূত হওয়ায় তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদিকে কৃষ্ণদাস-দাসী জ্ঞানে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ-সাধনে বিশেষ দক্ষ। তাই বলিতেছিলাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধানই যাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারাই কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী হইবার যোগ্য। আর যেখানে সেবাপ্রাণতার অভাব সেখানে কামদেব কৃষ্ণের সেবা-নৈরন্তর্য্য না থাকায় তাহা মায়ার সংসার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ভোগাগারেই পরিণত হওয়ায় নরকের দ্বারস্বরূপ।

স্ফূর্ত্তি ও ঐ স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। জীব কৃষ্ণসেবায় নিবৃত্ততৃষ্ণ হন অর্থাৎ তিনি মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-সেবা-বশতঃ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র বিরাগ-বিশিষ্ট। মুমুক্ষু হইলেও ভবরোগের ঔষধ পান করিলে মুমুক্ষা-ত্যাগ ও পরেশানুভূতি এবং বিষয়ী হইলেও কৃষ্ণকৃপাবলে শ্রবণ-মনোভিরাম হরিগুণানুবাদ-ফলে বিষয়ভোগ-ত্যাগান্তে শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। অতএব সকল সময়েই ভগবানের দয়াই আশ্রয় করিতে হইবে।

যে সংসারে পিতা, মাতা বা পতি মালিক না হইয়া কৃষ্ণই কর্ত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণের আসন যথায় সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত—যে সংসারের সকল কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্যে বা কৃষ্ণভক্তি-বর্দ্ধনোদ্দেশে অনুষ্ঠিত তাহাই—কৃষ্ণের সংসার। মায়ার সংসারে যেমন আহার, বিহার, নিদ্রা, বাল্যে বিদ্যাধ্যয়ন, যৌবনে অর্থ-সংগ্রহ, বিলাসাদি, প্রৌঢ়ে সংসার-চিন্তা, বার্দ্ধক্যে অতীত কার্য্যাবলীর পুনশ্চিন্তন প্রভৃতি সকল কার্য্যই ভোগার্থে অনুষ্ঠিত হয়, কৃষ্ণের সংসারে সেইরূপ সমস্ত কার্য্যই কৃষ্ণভক্তি-বৃদ্ধির জন্য, কৃষ্ণ-সেবা-প্রকাশের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতির অভাব যেখানে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা যাহার হৃদয় অধিকার করে নাই তাহার পক্ষে কৃষ্ণসংসার করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, ভোক্তাভিমান রাখিয়া বদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণ-সেবার ছলনায় যে কৃষ্ণসংসার করা হইতেই পারে না তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, কৃষ্ণ—ভক্তের, ভোগীর নহেন। ভোগীর প্রদত্ত কোন জিনিষই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না কিন্তু ভক্তের ভক্তিপ্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদিও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং মুক্তপুরুষ ব্যতীত কেহই কৃষ্ণের সংসার করিতে পারে না। কৃষ্ণের সংসার করা তো দূরের কথা, মুক্ত-পুরুষের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত কেহ কৃষ্ণসংসারে বাসও করিতে পারেন না, এমন কি, কৃষ্ণের সংসার কাহাকে বলে—গুরুদাস ব্যতীত অপর কাহারও একথা বুঝিবার সামর্থ্যও নাই।

"কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার"—এই ভগবদ্বাণী হইতেই বুঝা যায় যে, অনাচার ত্যাগ না করিলে—অসৎসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণাভক্ত, স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গাদি পরিহার না করিলে কৃষ্ণের সংসার করা যায় না। সুতরাং অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃষ্ণসংসার করিবার যে বাসনা তাহাতে কৃষ্ণসেবা হয়, না মায়ার অর্থাৎ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই বিহিত হয় তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন। তাই বলিতে-ছিলাম, কৃষ্ণের নিজজন যেখানে অবস্থান করেন সেই বৈকুণ্ঠাগত মহামুক্ত ব্রজবাসীর গৃহই—কৃষ্ণের সংসার এবং সেই কৃষ্ণের সংসারের পূর্ণ আদর্শ—একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়-মঠ। ইহা মুখের কথা নয়, ফাঁকির কথা নয়, প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি সরলভাবে ইহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পান, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই করিয়া বলিতে পারি যে, কৃষ্ণসংসার কাহাকে বলে একথা তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেনই পারিবেন এবং মায়ার সংসার তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইবেই হইবে।

যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সতত কৃষ্ণের প্রীতি-বিধানে সিদ্ধহস্ত সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহামুক্ত আচার্য্য-ভাস্করের আনুগত্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয়-চালনা ও যাবতীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিলেই, তাঁহাকেই নিত্যকালের বন্ধু বলিয়া গ্রহণের সৌভাগ্য উপস্থিত হইলেই কৃষ্ণের সংসারে অর্থাৎ গুরুগৃহে বাসের যোগ্যতা জীবের লাভ হয়। তাই কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী গৌরজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং আচরণ-মুখে কৃষ্ণ-সংসারের কথা প্রচার করিয়াছেন,—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক অভয়, অমৃত আধার,
তোমার চরণ-দ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুখ॥
পূর্ব্ব-ইতিহাস, ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥

অজ্ঞান আমরা কৃষ্ণসংসারের কথা বুঝিতে না পারিয়া গৃহব্রত-ধর্ম্মযাজনকেই—স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-সেবাকেই কৃষ্ণ-সংসার বলিয়া ভ্রান্ত হই। কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যই যে নিখিলসুখে পর্য্যবসিত, স্বতন্ত্র-ভাবে নিজসুখ-চেষ্টা কৃষ্ণের সংসারে নাই, এতদ্বিষয় অবধারণের অসামর্থ্যতাই এতাদৃশী ভ্রান্তি-উৎপাদনের কারণ। ব্রজ-জনগণ বা গৌরজনগণই এই কৃষ্ণ-সংসারের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের আনুগত্য ছাড়িয়া অর্থাৎ কৃষ্ণ-সংসার বা গৌর-সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া নূতন গৃহ-পত্তনের যে ইচ্ছা তাহা সংসার-বন্ধন ব্যতীত আর কিছুই নয়। ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণসংসারের অবৈধভাবে অনুকরণ করিতে গেলে প্রাকৃত-সহজিয়া বা ভোগী হইয়া পড়িতে হয়। কাজেই পরমমুক্ত শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতীত প্রতিপদ-বিক্ষেপে আমাদের অসংখ্য বিপদের সম্ভাবনা।

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

কেবল আচার, ব্যবহার ও লক্ষণ-বর্ণনা প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সংসার বোঝা যায় না। 'কৃষ্ণের সংসার' বুঝিতে হইলে পরম-মুক্ত শ্রীগুরুদেবের সংসারে অর্থাৎ গুরুগৃহে সাধুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে নিষ্কপট সেবোন্মুখ হইয়া কায়ে মনে বাক্যে আজীবন কৃষ্ণের সংসার করিতে হয়। আবার ইহাও আমাদের সতত মনে রাখা উচিত যে, নিষ্কপট ও সেবোন্মুখ না হইলে মায়ার যবনিকা আমাদের চক্ষু আবৃত করিয়া ফেলে, তখন আমরা এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলি—কৃষ্ণের সংসারের চেষ্টা-সমূহকে মায়ার সংসারের চেষ্টা বিবেচনা করিয়া অপরাধবশতঃ গৃহব্রত-ধর্ম্মে প্রলুব্ধ হই। সুতরাং সতত সতর্ক থাকিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণ-সংসারের কথা উপলব্ধি করিবার যত্ন করিলে জীবের মঙ্গল হয়, মায়ার সংসারের হেয়তা বা অবরতা উপলব্ধি করিয়া সে এই দুর্লভ জীবনকে কৃষ্ণ-সংসারের সেবায় নিযুক্ত করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে কৃতসংকল্প হয়।

দিব্যজ্ঞানাভাববশতঃ গুরুসেবা ছাড়িয়া হরিসেবানুকূল ধারণায় গার্হস্থ্যধর্ম্ম যাজন করিতে গেলে উহা কৃষ্ণের সংসার না হইয়া মায়া-সংসার বা ভোগের সংসারেই পর্য্যবসিত হয়। গৃহস্থ না হইতে পারিলে—কৃষ্ণ-সংসারের পরিবার-ভুক্ত হইতে না পারিলে অর্থাৎ নিত্য গুরুগৃহবাসী হইবার সৌভাগ্য লাভ না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না, মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হয় না, জীবন বৃথায় যায়। তাই বলিতেছিলাম, কৃষ্ণের সংসার বড় কঠিন জিনিষ, কিন্তু পরমমুক্ত গুরুদেবের আনুগত্যে ইহা অতি সহজ ও স্বাভাবিক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম

তারিখ—৮ই সেপ্টেম্বর

অদ্যকার প্রসঙ্গ ছিল—ভাগবতধর্ম্ম, এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই ছিল। কিন্তু সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। একটি কথা—
"সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্কীর্ত্তনম্।"

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই সর্ব্বাত্মার স্নপন বিধান অর্থাৎ স্নিগ্ধতা সাধিত হয়।

বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব
'সঙ্কীর্ত্তনম্'।

শ্রীকৃষ্ণের "নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।" জীবমাত্রেই ভাগবত, তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই নিত্যভাগবত-ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন করিতে পারেন। ধ্যাতার একত্ব, অর্চ্চকের একত্ব থাকিলেও কীর্ত্তন-কারীর বহুত্ব। বহুলোকে মিলিয়া এই অভিধেয়ের যাজন হইতে পারে। নাম-সংকীর্ত্তন ভগবদ্দত্ত, ইহাতে অমুকের অধিকার আছে, অমুকের নাই—এমন কোন কথা নহে। সকলেরই সঙ্গে এই কীর্ত্তন হইতে পারে—এইজন্য এই ভগবন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম।

অনেকে মনে করেন, নির্জ্জনে থাকিয়া একাকী ভগবানকে ডাকিব, কিন্তু মহাপ্রভু 'সর্ব্বাত্মস্নপন' শব্দ দ্বারা ব্যক্তি-বিশেষের পরিবর্ত্তে সকল আত্মার স্নপনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। জগৎ হইতে আমি একটু বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে গিয়া নিজে গোপনে চুপী চুপী নির্জ্জন-ভজনে প্রবৃত্ত হইতে গেলে অপরে আমার অসুবিধা ঘটাইবে। যদি সকলকে লইয়া—সকলে মিলিয়া পরস্পরে আলোচনা করি, তাহা হইলে আর অন্য লোকের আক্রমণের পাত্র হইব না। ভাগবতধর্ম্মেই ইহা অর্থাৎ সকলের একসঙ্গে ভগবদনুশীলন সম্ভব, অন্যান্য ধর্ম্মে এরূপ মিলন নাই। অবশ্য যাঁহার যে অধিকার, তিনি সেইভাবে এই ভাগবত-ধর্ম্মের রহস্যোপলব্ধির যোগ্যতা অর্জ্জন করেন।

নাম ও নামী—অভিন্ন বস্তু। নামের অর্থ করিয়া তাঁহাকে সংকীর্ণ করা উচিত নহে। তাহাতে এক এক জনের এক এক বিচার উত্থিত হইয়া অসুবিধা ঘটিবে।

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম
উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"

ভক্তিযোগে সকলেরই অধিকার আছে। সংস্কৃত, গ্রিক, বাঙ্গালা, উৎকল, হিন্দী, উর্দ্দু, ইংরাজী প্রভৃতি সকল ভাষাবিদ্ই নিজের ভাষায় ভগবানকে ডাকিতে পারেন, ডাকা শুদ্ধ হইলে সেখানে পৌঁছিবে। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পারেন। এমন কি যাঁহারা তাঁহাকে মানেন না, যাঁহাদের আস্তিক্যের অভাব আছে, তাঁহারাও ডাকিতে পারেন, অধিকার-ভেদে সকলেরই কিছু না কিছু মঙ্গল হইবেই।

কৃষ্ণবিমুখতা-বশতঃ প্রতি পদে পদেই আমরা আমাদিগকে অভাব-গ্রস্ত দেখিয়া ক্লেশ অনুভব করি। জগতের কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরই সাধ্য নাই আমাদের এক অভাব দূর করে। কৃষ্ণই একমাত্র পূর্ণ বস্তু। তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তিনি আমাদের সকল অভাবের অনুভূতি দূর করিয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। যে যে অধিকারে আছে, সে সেভাবেই তাঁহাকে ডাকিতে থাকুক, ক্রমে ক্রমে সুবিধা হইবে। কীর্ত্তনকারীর মধ্যে কাহারও অধিকার কনিষ্ঠ, কাহারও মধ্যম, কাহারও উত্তম। অধিকার-ভেদ আছে। তবে যোগ্য অযোগ্য সকলেই ভাগবতধর্ম্মে অধিকারী। সকলেই সাধুসঙ্গে ভগবদনু-শীলনে প্রবৃত্ত হউন—মঙ্গলের পথ বরণ করুন। সভাপতি মহাশয়ও এ বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছেন।

সকলে মিলিয়া ভগবানকে ডাকিবার অধিকার আছে, এ প্রকার আশ্বাস কেবল একমাত্র ভাগবতধর্ম্মেই পাওয়া যায়। একমাত্র তিনিই সকলকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক সকলের সকল সংকীর্ণতা দূর করিয়া নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে সম্যক্ সমর্থ।

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা আমরা সকলেই পাইতে পারি। ইহাই ভাগবত-ধর্ম্ম, ইহাতে কাহারও সহিত কোন বিবাদ-বিসম্বাদের হেতু নাই। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" হরিনামই সকলের একমাত্র গতি।

নির্ব্বিশেষবাদীই হউন, আর সবিশেষ-বাদীই হউন, সকলেই এই হরিনাম-কীর্ত্তনে যোগ্যতা পাইতে পারেন। তবে অধিকার-হিসাবে প্রাপ্যের বিচার আছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনেই সকলের মঙ্গল হইবে।

সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা যে কএকটীমাত্র নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

অধ্যাপক ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ; ডাঃ নিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এম-বি; ডাঃ অতুলকৃষ্ণ রক্ষিত বি-এস্‌সি, এম-বি; ক্যাপ্টেন জে, এম্, ব্যানার্জ্জী; মিঃ বি, এম, দাস, সলিসিটর; শ্রীযুক্ত নলিনীবিকাশ গাঙ্গুলী, সলিসিটর; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দত্ত য্যাড্‌ভোকেট; মিঃ পি, সি ব্যানার্জী জমিদার; মিঃ জে, এন, বসু দ্বারভাঙ্গা মহারাজের ফাইনান্স্ এজেন্ট; শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত, বাগবাজার; রায় বাহাদুর রামেশ্বর দুধওয়ালা; রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম-এ, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ও কামিনীমোহন রায় চৌধুরী—জমিদার; শ্রীযুক্ত মোহিতলাল ঘোষ—ইন্‌স্পেক্টর অব্ পুলিশ; কবিরাজ যদুনাথ গুপ্ত।

চরাচরবিশ্বের মূলতত্ত্ব

বিশ্বের মূলতত্ত্ব-নির্ণয়ে নানা মুনি নানা-মত প্রচার করিয়া জীবগণকে সন্দেহ-পথে চালিত করিয়াছেন। মহামুনি বেদব্যাস বা শ্রীনারায়ণের উপদেশ শ্রবণ করিলে মূলতত্ত্ব নির্ণয় করা জীবের পক্ষে সহজ হয়। কেহ কেহ বলেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বস্তুই বিবর্ত্তবশতঃ সবিশেষ-প্রতীতিযুক্ত, অথবা মায়াই পরিচ্ছিন্না হইয়া সংসার এবং অপরিচ্ছিন্না-বস্থায় ব্রহ্ম, অথবা ব্রহ্মই বিশ্ব এবং জগতই প্রতিবিম্ব, অথবা সমস্তই জীবের ভ্রম। আবার কাহারও ধারণা—'স্বভাবতঃ ঈশ্বর—একজন, জীব—একজন, এবং জগৎ বা প্রপঞ্চ একতত্ত্ব হইয়াও নিত্য স্বতন্ত্ররূপে পৃথক্ আছে, অথবা ঈশ্বরই বিশেষ্য এবং চিদচিদ্ বিশেষণরূপ অপর সকলেই একতত্ত্ব।

কোন কোন বিচারক স্থির করেন—অচিন্ত্যশক্তিবলে কখনও অদ্বৈত, কখন বা দ্বৈতই সত্যরূপে প্রতীত হয়। কেহ কেহ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, "শক্তিশূন্য অদ্বৈতবাদী—নিরর্থক; সুতরাং ব্রহ্ম—শুদ্ধশক্তিযুক্ত নিত্যশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব।" বেদ হইতে এ সকল বাদ বেদান্তসূত্রকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইয়াছে। এই সমস্ত বাদেই সর্ব্বাংশিক সত্য না থাকিলেও কিয়ৎ পরিমাণে সত্য আছে। বেদ-বিরুদ্ধ সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং বেদান্ত-সম্মত কেবল কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় পূর্ব্বমীমাংসাদি-বাদের কথা দূরে থাকুক, বাস্তবিক বেদান্তকেই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত বাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ পরমতত্ত্ব স্বীকার করা জীবমাত্রেরই উচিত। তাহা হইলে জীব শুদ্ধভক্ত হইতে পারিবে ইহাই ভগবদ্বাণী।

এই চর বিশ্ব—জীবময় এবং অচর বিশ্ব—জড়ময়। তন্মধ্যে জীব সকলকে ভগবানের পরাশক্তি তটস্থ-বিক্রমে প্রকট করিয়াছেন এবং জগৎকে অপরা শক্তি প্রকট করিয়াছেন। কৃষ্ণই সকলের বীজ অর্থাৎ তত্তৎ প্রকৃতি-শক্তি হইতে অভিন্নরূপে উচ্চাশক্তির দ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত করেন। সেই সেই শক্তির পরিণাম দ্বারা 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' হইয়াও শক্তিমত্তত্ত্বে তিনি—ঐ সকল হইতেই নিত্য পৃথক্। এইরূপ যুগপৎ ভেদাভেদ কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য শক্তি হইতেই হইয়াছে। সুতরাং অচিন্ত্য-ভেদাভেদমূলক 'জীব', 'জড়' ও কৃষ্ণের পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানে শুদ্ধভক্তিযোগে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাই শাস্ত্রোপদেশ।

নদীয়া-প্রকাশ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট ঐ
৬। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৭। শ্রীমানস সুপদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। গোদ্রুম কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, টাঁসখালী।
১১। বাদলগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, হাওড়া,
১৭। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৬। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পেট্টার রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্ল্যাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গাডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। অমার্থ গৌড়ীয়মঠ—মোহিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। শিবকুটীর—বিজনোর ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—নামকোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৭ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অপূর্ব্ব বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাই নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
২। ভাষাসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী	।৪৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
৭। দ্বাদশ-আলবার	।০
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	২৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶০
১১। ভজন-রহস্য	॥০
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৭। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥
১৮। কৈবল্য	২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	॥৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
২২। দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৶
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৭। গীতমালা	৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩২। শরণাগতি	৴০
৩৩। গীতাবলী	৴০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩৫। সাধনকণ	৴০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৭। নবদ্বীপশতক	৴০
৩৮। অর্থপঞ্চক	৴০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৪১। অর্চ্চনকণ	৴১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম পরিখণ্ড)	৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা	||০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫৫। সাধ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৬১। সারার্থবর্ষণম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ	।০
৬৩। নামভজন	।০
৬৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্	।৶০
৬৫। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৬৬। বৈষ্ণবীয়ম্	।০
৬৭। কোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৮। দি ভাগবত	।০
৬৯। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আবেলয়েড ডিভোসন	।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৩। সাধন-পথ	।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭৫। গীতাবলী	৴০
৭৬। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাঙা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৴০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
১নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৴০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০॥
খুচরা	৬০৸০

সোনার দর

পাকা সোণা	৩৪৸৵/১০
বড়াল	৩৪৸/১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	৯৸/০—৫৸৵
ঐ বে-মার্কা চালকা ওজন	৫৲—৫৵
বরগা (টি-আয়রণ)	৬।৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেন্ট, করগেট টীন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৴১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
টীন পাটী	৬।০—৬।৵০
,, বোলটু (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, পয়াদে (চৌকা)	৬।০—৬৸০
,, গোল বড় ৶০—।৴০ সুতা	৫৴০—৬।০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, রাঁতিল চাল	৬।৵০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌ লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ 'শ্রীমায়াপুর, নদীয়া'

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY PRAKASH

REG. C1544

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রচার—সদাশয় সেবার একমাত্র মুখপত্র।

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪১, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৮০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

চিত্রগুপ্তের কলিকাতা খতিয়ান

১লা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও সহরতলীর মোট মৃত্যুসংখ্যা ৬৬০। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহের মৃত্যুসংখ্যা যথাক্রমে ৬২৫ ও ৬৬৪ ছিল। গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ১৪৯ জন লোক অধিক মারা গিয়াছে।

সহরে (ওয়ার্ড ১৬,২৫ ও ২৭) এই সপ্তাহে ৫২২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে কলেরায় ১০ জন মারা গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা ৫ ও ৩ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে কেহ বসন্ত রোগে মারা যায় নাই। পূর্ব্ব সপ্তাহে বসন্তে মৃত্যু সংখ্যা ২ ছিল।

এই সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১২, জ্বর রোগে ৩৮ ও পেটের অসুখে ৭৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জা, জ্বর, ও পেটের অসুখে যথাক্রমে ২৪, ৫৫ ও ৮৯ জনের মৃত্যু হয়। পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় আলোচ্য সপ্তাহেও শ্বাসরোগে ১০১ জন মারা গিয়াছে। যক্ষ্মার মৃত্যুসংখ্যা ৩৮, পূর্ব্ব সপ্তাহের সংখ্যা ৪৩ ছিল। অনধিক এক বৎসর বয়স্ক শিশুর মৃত্যুসংখ্যা ১০২ ও বাহির হইতে আমদানী মৃতের সংখ্যা ১৯ ছিল। এই সপ্তাহে সহরতলীতে সর্ব্বসমেত ১১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ব দুই সপ্তাহে মৃত্যুসংখ্যা যথাক্রমে ১২৬ ও ১৩২ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে সহরতলীতে কলেরায় ৩, বসন্তে ০, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১, জ্বর রোগে ৫, পেটের অসুখে ১৯ ও শ্বাসরোগে ৩০ জন মারা গিয়াছে। যক্ষ্মায় মৃত্যুসংখ্যা গত সপ্তাহে ১৪ ছিল। বর্ত্তমান সপ্তাহের সংখ্যা ১৭।

ষড়যন্ত্র মামলার রায়

স্পেশাল ট্রাইবুনাল গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, বীরভূম ষড়যন্ত্রের মামলার রায় দিয়াছেন। অপরাধী-সাব্যস্ত জনগণের নিম্নলিখিত দণ্ডের আদেশ হইয়াছে:— (১) প্রাণগোপাল মুখুয্যে ও (২) রজতভূষণ দত্ত প্রত্যেকে ১২ বৎসর দ্বীপান্তর। (৩) সমাধীশচন্দ্র রায়—১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। (৪) শান্তিকুসুম ঘোষ ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। (৫) তারণচন্দ্র স্বর্ণকার, (৬) উমাশঙ্কর কোঙার, (৭) বিজয় ঘোষ, (৮) ধরণীধর রায়, (৯) সন্তোষ গুপ্ত প্রত্যেককে ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। (১০) সাতকড়ি চাটুয্যে (১১) সত্যগোপাল চন্দ্র, (১২) প্রদ্যোৎকুমার রায়চৌধুরী, (১৩) বিনয় চৌধুরী, (১৪) হরিপদ বাঁড়ুয্যে, (১৫) কালীপ্রসন্ন চৌধুরী, (১৬) জয়গোপাল রায় (১৭) বনবিহারী রায়, প্রত্যেকের ৪॥ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, বিনয় চাটুয্যে, জগৎরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দ্বারিকাপ্রসন্ন রায় খালাস পাইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধিত আইনে বন্দী করা হইয়াছে। রাজসাক্ষী নৃত্যগোপাল ভৌমিক মুক্তি পাইয়াছে।

আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ক ধারা অনুসারে অভিযোগ ছিল। আসামীরা বলপ্রয়োগে গবর্ণমেণ্টকে উৎখাত করিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যে ডাকাতির দ্বারা টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারা সুবলপুরে, শ্রীকান্তপুরে, আমচুয়া এবং ভবরাজপুরে ডাকাতি করিয়াছে। দুই জায়গা হইতে রিভলভার চুরি করিয়াছে, আর এক জায়গায় রিভলভার চুরির চেষ্টা করিয়াছে এবং অন্যান্য স্থানে ডাকাতির চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে খানাতল্লাস করিয়া বোমা, রিভলভার, ছোরা, কার্তুজ, তরবারি, বৈপ্লবিক পত্রিকা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল।

১৯৩০ সালের জুন মাসে সিউড়ী জেলে এই ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়া ১৯৩৪ সালের মে মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

শিবপুর বোমার মামলার রায়

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর হাওড়ার স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি কে দাস শিবপুর বোমার মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে বোমা তৈয়ারীর ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে বিস্ফোরক আইনের ৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযোগ ছিল। আসামী ভোলানাথ এবং মোহনলাল অপরাধ স্বীকার করে। অবনী ও সুকুমার অপরাধ অস্বীকার করে। ভোলানাথ এবং মোহনলাল বোমা বিস্ফোরণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা অপরাধ স্বীকার করে। ভোলানাথ বোমা দ্বারা একজন কনেষ্টবলকে আহত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল এরূপ আরও অন্যান্য অভিযোগ আসামীদের বিরুদ্ধে ছিল।

শিবপুর থানায় বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে এই মামলার উদ্ভব হয়। অবনীর বয়স ২১ বৎসর, ভোলানাথ এবং মোহনলালের বয়স ১৯ বৎসর। ভোলানাথ বলে যে, সে বিপদে পড়িয়া এই কার্য্য করিয়াছে। সে শোধরাইবার সুযোগ প্রার্থনা করে। আসামীদের পক্ষের উকীল আসামীদিগকে সংশোধনাগারে পাঠাইতে বলেন। তাহারা সমস্ত খোলাখুলিভাবে স্বীকার করিয়াছে। তাহারা অবনীর প্রভাবে পড়িয়াছিল, সুতরাং অবনী অপেক্ষা তাহাদের শাস্তি কম হওয়া দরকার।

ম্যাজিষ্ট্রেট ভোলানাথ ও মোহনলালকে ১৯০৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা অনুসারে পাঁচ বৎসর করিয়া এবং ৪ (ক) ধারা অনুসারে পাঁচ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারা অনুসারে ভোলানাথের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। মোহনের প্রতি ৩২৪ ধারানুসারে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ভোলানাথ ও মোহনের তিনটি শাস্তিই একসঙ্গে চলিবে। অবনীর প্রতি বিস্ফোরক আইনের ৪ (ক ও খ) ধারা অনুসারে ছয় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে। সুকুমারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

গত [illegible] সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশে ৩০টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তন্মধ্যে বীরভূম, নদীয়া, দিনাজপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং রংপুরে ২টী করিয়া এবং বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, [illegible], মেদিনীপুর, যশোহর, জলপাইগুড়ি এবং রাজসাহীতে ২টী করিয়া ও মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং ত্রিপুরায় ১টি করিয়া ডাকাতি হয়। মাত্র দুইটী স্থানে ডাকাতগণ বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৪১

নদীয়া কংগ্রেস রিলিফ সেণ্টারের ভারপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায়ের সংবাদে প্রকাশ, তাঁহারা ভেডামারা কংগ্রেস রিলিফ কেন্দ্র হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর বাহাদুরপুর ইউনিয়নে রিলিফ কার্য্যের নিমিত্ত যান। অনেকগুলি গ্রাম লইয়া প্রায় ৪০০০ ব্যক্তি সমেত সমগ্র ইউনিয়নটি বন্যার প্রকোপে পীড়িত। রিলিফ কার্য্য আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় খাদ্য বস্ত্রাদি ফুরাইয়া যায়। বহু স্ত্রী ও পুরুষ ক্ষুধার তাড়নায় ক্রন্দন করিতে করিতে ফিরিয়া যায়। বহু শত ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ী হানা দেয় এবং বলে যে, তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় মরা অপেক্ষা জেলে যাইতে প্রস্তুত আছে।

* * *

পদ্মা অঞ্চলে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক আছেন যাঁহাদের হয় স্বামী বর্ত্তমান নাই অথবা স্বামী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল স্ত্রীলোকদিগের নিম্নতম ৩ হইতে ৯ জন পর্য্যন্ত পরিবারভুক্ত বালক বালিকা আছে। অন্য সময়ে ইহারা ধানভানা ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অধুনা বন্যার জন্য তাহাদের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়াছে। অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থদিগের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। আউস ধান্য একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। একটি ধানও কেহ পায় নাই। আমনের ত কথাই নাই।

* * *

অধিকাংশ অধিবাসী এই অঞ্চলে পানের বরজ করে, জল লাগিয়া সমস্ত বরজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহারা কলাই বুনিয়াছিল, জল উঠিয়া তাহা ডুবিয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থা এক ইউনিয়নে সীমাবদ্ধ নহে শত শত ইউনিয়নে এই অবস্থা লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি জলের নিম্নে অবস্থান। করিতেছে। গৃহাদি কোথাও জলমগ্ন কোথাও ভগ্ন অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, কত গ্রাম শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের অধিবাসিগণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া রেলের লাইনে বসবাস করিতেছে। ক্ষতির হিসাব করিলে তাহা কোটীর [illegible] যায়। জনসাধারণের এই সময় [illegible] থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা [illegible] সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন।

জানিয়া আনন্দিত হইলাম, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মেহেরপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গণে, মেহেরপুর মহকুমা বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীর সাহায্যকল্পে জনসাধারণের এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় একটী কার্য্যকরী সমিতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার সভাপতি মিঃ এস, পি, সরকার এস, ডি ও, সহঃ সভাপতি মিঃ আর সি ভট্টাচার্য্য মুনসিফ, মিঃ এল, এম্ মল্লিক, যুক্ত সম্পাদক মিঃ পি সি, রায় (শিক্ষক) মিঃ এন, এন, বসু, (উকিল) মিঃ এ হান্নান (উকিল) মিঃ এ, টি, বিশ্বাস, (উকিল) কোষাধ্যক্ষ এন, ভট্টাচার্য্য (উকিল) নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করি, সরকার পক্ষ ও কংগ্রেস পক্ষ অতি সত্বর দুঃস্থগণের [illegible] ভূত উপকার সাধন করিতে পারিবেন।

শান্তির জন্য ইউরোপ ভারতের মুখাপেক্ষী

মানপত্রের উত্তরে ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার

গত রবিবার হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার জনসাধারণ ডাঃ মহেন্দ্র নাথ সরকার এম-এ, পি এইচ-ডি মহোদয়কে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। এই উৎসবে স্যার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রাচ্য প্রথায় ডাঃ সরকারকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন হাওড়া-বাসীদের পক্ষ হইতে ডাঃ সরকারকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। ডাঃ সরকারের দুইজন প্রাক্তন ছাত্র তাঁহাদের অধ্যাপকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া দুইখানি মানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মানপত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে ডাঃ সরকার বলেন, "ইউরোপের বিদ্বজ্জনসমাজ ভারতে সংস্কৃত, দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ যত্নের সহিত অনুশীলন করিতেছেন। মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সক্লান্ত দৃষ্টিতে শান্তির জন্য ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। পাশ্চাত্যের সভ্যতা ইউরোপে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। আজ উহার কবল হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য ইউরোপীয়গণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই একটি জীবনের লক্ষণ দেখিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও আজ আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া শান্তির জন্য তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ তাহার পূর্ব্ব সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে যে এক গৌরবান্বিত আসন পাইবে শুধু তাহা নহে, সে সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিক-নেতৃত্ব করিবে।"

চলতি পথে

২১শে সেপ্টেম্বর জাপানে যে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, এত বড় প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পের পর জাপানে আর হয় নাই। হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে জাপান সরকার যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নিহতের সংখ্যা ১৬৬২, আহতের সংখ্যা ৫৪১৪, এবং নিখোঁজের সংখ্যা ৫৬৯ জন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ওসাকার কারখানা অঞ্চল ধ্বংস হইয়াছে, ধানের ফসল নষ্ট হইয়াছে। ৪০ লক্ষ বুসেল মজুদ চাউল বিনষ্ট হইয়াছে। ভুক্তভোগীদের নিকট হইতে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শোনা যাইতেছে। যথা—সটোদ্বীপের সরকারী স্বাস্থ্যনিবাসে জল প্রবেশ করিলে রোগীরা গাছে এবং স্তম্ভের উপরে উঠিয়া [illegible]। কিন্তু লোকের ভারে গাছ ও স্তম্ভগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফলে ২৬০ জন সমুদ্রের ফেনিল গ্রাসে পতিত হইয়া মারা যায়। ওসাকার একটী পাঠশালায় দুইজন শিক্ষয়িত্রী পাঁচটী শিশুকে রক্ষার্থ বুক করিয়া রাখেন। স্কুল-গৃহটি পতনের ফলে শিক্ষয়িত্রীদ্বয় মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বুক দিয়া শিশু কয়টীকে রক্ষা করিয়াছেন। শিশু পাঁচটীকে ভগ্নস্তূপ অপসারণ করিয়া অনাহত অবস্থায় উদ্ধার করা হইয়াছে। ওসাকা প্রিফেকচারে ৩ কোটি ১০ লক্ষ ষ্টার্লিং ক্ষতি হইয়াছে।

ময়মনসিংহ বারের উকিল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন গোস্বামী পত্রান্তরে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, উক্ত বারের উকিল শ্রীযুক্ত শিশির কুমার চন্দ্র মহাশয় দেশীয় গাছ গাছড়া দ্বারা সর্পদংশনের কয়েকটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। একটি ঔষধ পাউডার, তাহা শরীরে মালিশ করিতে হয়। অপরগুলি আরক জাতীয় এবং তাহা খাইতে দিতে হয়। সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন, কয়েকটী ঔষধের ফল তাঁহারা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বিষধর সর্পের কামড়ে মৃতপ্রায় অনুমান পঞ্চাশটী লোককে শিশিরবাবু এই ঔষধ দিয়া ভাল করিয়াছেন। সাপের কামড়ের সংবাদ পাইলেই শিশিরবাবু তৎক্ষণাৎ রোগীর নিকট যান এবং বিনা পয়সায় তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকেন। আশা করি, শিশিরবাবুর চিকিৎসায় দরিদ্রদের বিশেষ উপকার হইবে।

পেশোয়ারের এক সংবাদে প্রকাশ, এক দল বরযাত্রী চর সাদ্দায় এক বিবাহানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া লরীতে করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, এমন সময় একটী পুলের নিকটে তিনজন ডাকাত প্রকাশ্য দিবালোকে তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকাতের গুলীতে ড্রাইভার দক্ষিণ বাহুতে আঘাত পায়: ফলে গতি নিয়ামকযন্ত্র তাহার হাতছাড়া হওয়ায় লরীখানা একটি গাছের উপর গিয়া পড়ে ও আরোহীরা গুরুতর আঘাত পায়। অতঃপর ডাকাতদের আর একটি গুলী আজব সিংহ নামক আর এক ব্যক্তির বাম গণ্ডে আসিয়া লাগে ও আজব সিং তৎক্ষণাৎ মারা যায়। মোট তের জন আহত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনজন স্ত্রীলোক। প্রকাশ, ডাকাতদল ২৭ তোলা সোণা লইয়া গিয়াছে। সামান্য অর্থের জন্য দ্বিপদ পশুগুলি কি প্রকার জঘন্য ও নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে পারে!

সেদিন নোয়াখালির দায়রা জজ মিঃ জে দে, আই-সি-এস মহোদয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুযায়ী জানবক্স নামে এক মুসলমানকে দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী উত্তেজনাবশে একটি তিন বৎসর বয়স্কা বালিকাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। নিহত বালিকাটির সহিত আসামীর চার বৎসর বয়স্ক এক পৌত্রের ঝগড়া হইলে, ছেলেটি যাইয়া আসামীর নিকট বালিকার বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। আসামী তৎক্ষণাৎ একটী ছেনী সহ দৌড়াইয়া যাইয়া বালিকাটির দেহে উপর্য্যুপরি আঘাত করে। আহত অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিয়া আসামীকে বিচারার্থ চালান দিলে দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উক্ত দণ্ড দিয়াছেন। এই হঠকারিতার পরিণাম দেখিয়া সাধারণের জ্ঞানোদয় হইবে কি?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র শ্রীযুত দেবপ্রসাদ বসু গত আগষ্ট মাসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বি-এস সি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছেন। আই-এস-সিতে [illegible] স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং বি-এস সিতে পদার্থবিদ্যায় সসম্মানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া টাটা এডুকেশন বৃত্তি লাভ করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বিক্রমপুরের, রাউৎভোগ নিবাসী পরলোকগত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺সুরেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ শিল্প বিজ্ঞানে ক্রমশঃ উন্নতি প্রদর্শন করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৮শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ১৮০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৯ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত এবং সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অপরাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব রবিবারের ন্যায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হন। এই দিবস আকাশের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। মঠ রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বয়ং আদ্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন। গত ১৯৩২ অক্টোবরে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সময় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যে হৃৎকর্ণ-রসায়ন বিপ্রলম্ভ-ভাবাত্মক মধুর সুরে ব্রজের পথে পথে মহামন্ত্র কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের আনন্দবিধান করিয়াছিলেন, শোভাযাত্রা মঠাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ প্রমুখ কীর্ত্তনীয়াগণ সেই সুরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে আচার্য্যত্রিক প্রভু অত্যন্ত প্রীতিভরে সেই কীর্ত্তনে যোগদান করেন। শোভাযাত্রা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরও অনেকক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন হইবার পর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ আরম্ভ হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযদুবর দাসাধিকারী এম-এ, বি-এল মহোদয় আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। রামজীবনপুরের নিকট-বর্ত্তী পাইকমাজিটা গ্রামের শ্রীযুক্ত মাণিক-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই দিবস প্রাতে কিছুক্ষণের জন্য মঠে আসেন। শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হয়।

[illegible] দিবস শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার [illegible] বাসস্থানে শ্রীযুক্ত শিবেন বাবু, শ্রীযুক্ত যদুবর দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী নন্দগোপাল প্রভু প্রভৃতি শ্রদ্ধালু শ্রোতৃবৃন্দ-সমীপে যে হরিকথা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

"অনাদি বহির্ম্মুখ জীব সকলেই ন্যূনাধিক অনর্থগ্রস্ত। অনর্থ থাকা কালীন তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব-হৃদয়েই তিনি প্রকাশিত। দেবকী শিষ্যস্থানীয়া। একান্তভাবে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে জীবহৃদয়ে কৃষ্ণ-শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই শক্তি সেবা-দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে ক্রমশঃ অনর্থরাজি ধ্বংস করিতে থাকেন। কিন্তু সেবা ছাড়িয়া দিলে আবার অনর্থরাজি প্রবল হওয়ায় কৃষ্ণ-শক্তি ক্রমশঃ অপহৃত হন। কোন বীজ উপ্ত হইলে যেমন তাহাতে যত্নের সহিত জল-সেচনাদি করিলে উহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় এবং অঙ্কুর উদ্গত হইলে উহা সবল হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেই প্রকার শ্রীগুরু-দেব-প্রদত্ত কৃষ্ণ-শক্তি ভজন-দ্বারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন।

'শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ বালক অবস্থায় থাকিয়া 'আমাদের হৃদয়ের অনর্থরূপ অঘ, বক, পূতনা, শকটাদি বধ করেন। তিনি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া কৈশোরে উপনীত হইলে গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন; পরে আবার—পূর্ণ প্রকাশিত হইয়া 'অহং ভোক্তা' এই কুসিদ্ধান্ত-রূপ অরিষ্টাসুরকে বধ করিলে প্রৌঢ়া গোপী মদনিকা উপহার-স্বরূপ শ্রীরাধাকে তাঁহার করে সমর্পণ করেন, তখন রাধাগোবিন্দের মিলন হয়।"

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ইষ্টগোষ্ঠী-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে যে, যে-প্রকার কোনও মনুষ্য অভিনয়-কার্য্যে নটপদবী স্বীকার করিয়া অভিনয়ের নায়ক-সজ্জা ও তত্তৎ ভাবাদি প্রদর্শন করেন এবং অভিনয়ের পরিসমাপ্তিতে তাঁহার নটবেশ ভাবাদি ছাড়িয়া দেন, সেই প্রকার প্রকৃতিজনের মঙ্গল-বিধানার্থ ভগবান্ নৈমিত্তিক অবতারের প্রপঞ্চে প্রাকট্য বিধান করিয়া পুনরায় নিজ নিজ বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবৃত্ত হ'ন। প্রাপঞ্চিক কালাধীনে যুগাবতার প্রপঞ্চে পরিদৃষ্ট হইয়াও স্বয়ং জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন হন না। অজ্ঞ দর্শকের নিকট অজ্ঞ দৃশ্যের অন্যতম হইয়া যে স্থিতিভঙ্গের লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা পুরুষের নটনক্রিয়ার ন্যায়; উহা প্রাপঞ্চিক দর্শনের উদ্দেশে তাহাদিগের তুল্য দৃষ্টির লীলাভিনয় মাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষ্ণু নিজ নিজ বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল তাদৃশ লীলা করিয়া থাকেন, অজ্ঞজ্ঞানবাদী প্রপঞ্চাবরণে সেই নিত্যলীলাকে নশ্বর দেশকাল-পাত্রজ্ঞ জ্ঞান করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে চিদ্দেশ, চিৎকাল ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ প্রপঞ্চে দেশ-কাল-পাত্রাধীনতা স্বীকার করিয়া প্রকৃতি-জনের কল্যাণ বিধান করেন। বিষ্ণুর অনন্তকোটী নিত্যলীলা অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। উহা প্রপঞ্চের সৌভাগ্য-ক্রমে দৃগ্গোচর হয় এবং কোথাও আরোহ-বাদীর আসুরিক প্রবৃত্তি প্রবল হয় ও তাহা বিনষ্ট হয়।

গ্রাম্যকথা ও কৃষ্ণকথার মধ্যে ভেদ আছে। বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডীয় সমাজে নিজ নিজ ভোগের কথা অপরের নিকট অপ্রয়োজনীয়, প্রত্যেকেরই স্বার্থ অপরের স্বার্থ হইতে ভিন্ন ও বিরোধী, সেজন্য কর্ম্মকাণ্ড-নিরত ব্যক্তির প্রয়াস নিরর্থক ও আয়ুঃক্ষয়কর। বিষ্ণুমায়া-রচিত জগতে জীবগণ কৃষ্ণকথা-রহিত হইয়া নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথাতে ব্যস্ত। ভগবান্ নিত্য, তাঁহার কথাও নিত্য, তাঁহার গোষ্ঠীও নিত্য। তজ্জন্য বিষ্ণুকথাশ্রিতজনগণের পরস্পর আলাপ আয়ুঃক্ষয়কর ও নিরর্থক নহে। ভগবানের পাদপদ্ম-সেবা আশ্রয় করিয়াই সাধুগণ বাস করেন। সাধুদিগের আলোচনা ব্যতীত অসাধুগণের প্রসঙ্গ কোনওক্রমেই শ্রেয়স্কাম ব্যক্তির আলাপের বিষয় হইতে পারে না, উহা প্রজল্প মাত্র ও অসৎসঙ্গ-জ্ঞাপক।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ বর্ত্তমানে এলাহাবাদ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মঠরক্ষকরূপে তথায় অবস্থান করিয়া যুক্তপ্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদের বিশিষ্ট জনগণের নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্বামীজী শ্রীমঠে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তদ্ব্যতীত সজ্জনগণের আহ্বানে তাঁহাদের গৃহে যাইয়াও সময় সময় শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত পরশ্বঃ বুধবার কতিপয় পার্ষদ সহ শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ পদ্মনাভ [illegible] ৪৪৮

সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়াধিপতি। সেজন্য তাঁহার অপর একটী নাম হৃষীকেশ। ইন্দ্রিয়ের অপর নাম হৃষীক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হৃষীকেশ বলা হয়। আমরা চক্ষু কর্ণাদি যে সকল ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছি সেগুলি ভগবানের নিত্য সেবক আমাদের ভোগের উপকরণ-স্বরূপ নয়; এগুলি আমাদের নিত্য সেব্য একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণেরই সেবোপকরণ মাত্র। এই ইন্দ্রিয়সকল সতত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না থাকিলে তাহারা ভোগ-বিলাস দিকে আকর্ষণ করিয়া আমায় নরকে [illegible] ফেলিবে। সুতরাং সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করাই মঙ্গলকামী ব্যক্তি-মাত্রের একান্ত কর্ত্তব্য।

জীবমাত্রেই নিত্য কৃষ্ণদাস। দাস— প্রভুর অধীন - বিক্রীত পশু; দাসের দেহ, মন, ধন, প্রাণ, আত্মা, যৌবন সবই প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে। ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান। শ্রীভগবানের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের ন্যায় কৃষ্ণবিমুখ ভোগোন্মত্ত জীবকুলকে এই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ যখন আমরা স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করিয়া নিজের সুখের জন্য নিযুক্ত করি, অজ্ঞান— [illegible]-কাম মোহাদি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের অধীনতা বা তাঁহার নিত্যদাস্যরূপ আমাদের নিত্য স্বভাব বা স্বরূপের বৃত্তিটীকে লুপ্ত করে। সেই [illegible] মায়িক [illegible] করিয়া নিজ দেহ ও দেহসম্বন্ধী স্বজন স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, জাতি, দেশ, সমাজ প্রভৃতির আনুকূল্যে মনোনিবেশ, কিন্তু সংসারে জন্মজন্মান্তরের [illegible] [illegible] কৃষ্ণের [illegible] [illegible] ইন্দ্রিয় [illegible] তাহাদের সেবায় নিযুক্ত করিবার [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] পথে ধাবিত হয় [illegible]।

এ আমাদের [illegible] হইবে।

[illegible] কৃষ্ণসেবা [illegible] হইতে [illegible] [illegible] অথবা অপর কোনও পার্থিব ব্যক্তির পরামর্শে নিস্তার লাভ করিতে পারে না। প্রপঞ্চবাসী বদ্ধজীবকুল সকলেই অজ্ঞানান্ধ বলিয়া একে অপরের ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করা ব্যতীত কাহাকেও সেবা সম্পদের সন্ধান দিতে পারে না। তাই কৃষ্ণের প্রতিনিধি-স্বরূপ, কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম এবং জীবদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের ইচ্ছায় এ জগতে অবতরণ করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগপর নিজ দেহ বা স্বজন-সেবার ইচ্ছা দিব্যজ্ঞান-প্রদানমুখে বিদূরিত করেন। ইন্দ্রিয়ের অপলাপ না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহারের কথা আমরা এই গুরুপাদপদ্মের নিকটেই শুনিতে পাই। ইন্দ্রিয়চালনা করা জীবমাত্রেরই কার্য্য, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়চালনা-নিরোধের যে চেষ্টা তাহা কপটতা বা সেবা বিরোধী ভাণ মাত্র। কিন্তু নিজ সুখের জন্য ইন্দ্রিয়চালনা করিলে সুখের পরিবর্তে পরম অশুভ বা মহাদুঃখই আমাদের ভাগ্যফল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের যিনি মালিক, সেই মহাপ্রভুর সেবায় ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করাই শাস্ত্র ও মহাজনোপদেশ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের স্বভাব বা অভ্যাস অনন্তকাল হইতে ভোগোন্মুখী বা স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় সেবার কথা অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের কথা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু আমরা যদি ভগবানের উক্তিতে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে গুরু বৈষ্ণবের আদেশক্রমে পরিচালিত করি তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের এতদিনের কদভ্যাস যাহা বর্তমানে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা সেবা প্রভাবে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় বিদূরিত হইবে এবং তখনই আমরা স্বরূপের দ্বারা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হৃষীকেশের অনুকূল সেবা করিতে [illegible]। সেবার [illegible] মাহাত্ম্য বা [illegible] গুরুকৃপায় সেবাধিকার জন্মিয়া [illegible] তাঁহার সেবাকাঙ্ক্ষা আর [illegible] না, [illegible] নবনবভাবে বিচিত্র সেবায় মনোনিবেশ করিবার প্রবলাকাঙ্ক্ষা হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে এবং তখন [illegible] [illegible] নিকট [illegible] প্রার্থনা করিতে থাকেন। কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপভাবে সেবা করিতে হইবে তাহা শিক্ষাদানকল্পে বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের চরিত্রে আমরা—

> [illegible] কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
> [illegible] বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
> [illegible] হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
> শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
> মুকুন্দ-লিঙ্গালয়-দর্শনে দৃশৌ
> তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
> ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
> শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
> পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
> শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
> কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
> যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
>
> (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

— মহারাজ অম্বরীষ মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধ্যানে, বাক্য-সকলকে বৈকুণ্ঠ বস্তুর গুণানু বর্ণনে, করযুগলকে হরিমন্দির-মার্জ্জনাদি সেবাকার্য্যে, শ্রবণেন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণে, নয়নযুগলকে মথুরাদি ধাম ও বৈষ্ণব-দর্শনে, স্পর্শেন্দ্রিয়কে ভগবদ্ভক্তগণের গাত্র-স্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎ পাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর সৌরভ গ্রহণে, রসনাকে ভগবৎ-নিবেদিত অন্নাদি রসাস্বাদনে, চরণযুগলকে মথুরাদি বিষ্ণুস্থান পর্য্যটনে, মস্তককে শ্রীহরিচরণ-প্রণামে, কামনাকে ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিষয়ভোগের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন নাই। এই প্রকারে ইন্দ্রিয় যথাস্থানে নিযুক্ত করিলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের ভক্ত প্রহ্লাদাদিতে রতি অথবা ভক্তের ন্যায় ভগবদ্রতি হইয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবকাভিমানী শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণস্মৃতি বশতঃ সতত কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া লৌকিক রূপ রস-গন্ধাদি তাঁহাদের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়কে বিপথে চালিত করিতে পারে না। কিন্তু বদ্ধজীব আমরা সেবায় অনাদর করি বলিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ সতত ভোগেই প্রমত্ত থাকে— কৃষ্ণসেবা না করায় ইতরেতর বস্তুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে। তজ্জন্যই জীবের বিপদ ভোগ হয়। কিন্তু যাঁহারা মুক্তপুরুষের পূর্ণানুগত্যে যাবতীয় ইন্দ্রিয়চালনা বা তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্যকলাপ সম্পাদন করেন, তাঁহারাই সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা-অধিকার-যোগ্যতা লাভ করেন।

কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতা

[গত ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভাববাসরে শ্রীচৈতন্য-মঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে প্রদত্ত

"অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অদ্য আমরা সকলে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুপাদের আবির্ভাবতিথি-উপলক্ষে সমবেত হইয়াছি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব মহাশয় আপনাদিগকে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে সরল ভাষায় গভীর ভাবের কথা জানাইয়াছেন ও তদন্তে তিনি আমাকে অপ্রাকৃত শব্দ তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিবার আদেশ করিয়াছেন। আমার সে-প্রকার ভাষার সারল্য ও ভাবের গাম্ভীর্য্য নাই যে আমি আপনাদের সন্তোষ বিধান করিতে পারি। সে যাহা হউক, আমি আমার ক্ষুদ্র যোগ্যতা অনুসারে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃ মহোদয়ের আদেশপালনে যত্নবান হইব।

বৈষ্ণবের আদেশ পালন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। যদিও শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু আপনাদিগকে তাঁহার বিষয় অনেক কথাই জানাইয়াছেন, তৎসঙ্গে আবির্ভাব-তিরোভাবের কথাও জ্ঞাপন করিয়াছেন তথাপি মঙ্গলাচরণে ঠাকুরের আবির্ভাব-তিরোভাব সম্বন্ধে দুই একটি কথা নিবেদন করিতেছি।

আমরা ভাষার সাহায্যে জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা জানি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য নহে। বৈষ্ণবগণ উক্ত শব্দদ্বয়ের পরিবর্ত্তে আবির্ভাব ও তিরোভাব, প্রকট ও অপ্রকট প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'জন্ম ও মৃত্যু' বলিলে আমাদের যে প্রকার হেয়, ঘৃণিত ও অনুপাদেয় এবং শোক ও দুঃখের ভাব চিত্তে প্রকাশ পায়, প্রকট ও অপ্রকট এবং আবির্ভাব ও তিরোভাব শব্দের দ্বারা আমাদের সে প্রকার হেয় ও অনুপাদেয় ভাবের উদ্রেক হয় না। বস্তুতঃ বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাবে জন্ম মৃত্যুর ন্যায় কোন ক্লেশকর ব্যাপার নাই। এইজন্যই বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ জন্মের পরিবর্ত্তে আবির্ভাব ও প্রকট মৃত্যুর পরিবর্ত্তে তিরোভাব ও অপ্রকট শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমি অদ্য কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিবার সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে বহু-ভক্ত-সমাবেশ দর্শন করিয়া মনে মনে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। গোদ্রুম-দ্বীপে স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব বা অপ্রকট-ক্ষেত্র। ঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসবের জন্য [illegible] ও নিরপেক্ষ সেবক শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বহু ভক্ত-সমাভিব্যাহারে প্রকট-তিথির সেবার জন্য অপ্রকট-ক্ষেত্র শ্রীকুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন, বৈষ্ণবগণের এইরূপ বিরুদ্ধভাবের উদ্দীপক ব্যাপারে ঐপ্রকার বিরক্তভাব প্রকাশ না করিয়া তাহার সমাদরণে প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহা আমাকে সর্ব্বদাই বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া থাকে।

আমরা ইহজগতে কোন বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুর যুগপৎ সামঞ্জস্য করিতে পারি না, কিন্তু বৈষ্ণবগণের এক প্রকার আচরণ ও অনুশীলন দর্শন করিয়া আমাদের মনে হইতে পারে যে ইহা তাঁহাদের অযৌক্তিক ব্যাপার। কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় প্রাকৃত জগতেও এই কথার কথঞ্চিৎ সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি এবং অপ্রাকৃত জগতেও যে উহার সামঞ্জস্য আছে তাহাও যুক্তিসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সর্ব্বসিদ্ধান্ত সারস্বতস্বরূপ 'তত্ত্বসূত্র' হইতে সূত্র উদ্ধার করিয়া অপ্রকটক্ষেত্রে প্রকটোৎসবের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিব। সূত্রটী এইরূপ যথা,—

"বিরুদ্ধধর্ম্মঃ তস্মিন ন চিত্রম্।"

উক্ত সূত্রের মধ্যে 'তস্মিন্' শব্দের দ্বারা অপ্রাকৃত ব্যাপার ও ভগবৎ-তত্ত্বকে লক্ষ্য করে। সুতরাং ঠাকুরের উপদেশানুসারেই এবং ঠাকুরের অভিমতবাণীর সার্থকতা-সম্পাদনের জন্যই তাঁহার অনুগত সেবক ভক্তগণ তিরোভাবক্ষেত্রে আবির্ভাব-তিথির সম্মান করিয়া ঠাকুরের আদর, যত্ন ও স্নেহ আকর্ষণ করিতেছেন। এতৎসম্পর্কে একটি উদাহরণ দিলে দুইটী বিরুদ্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য কিরূপে হয় তাহার উপলব্ধি হইবে।

একটী বৃত্তের পরিধির যে কোন বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রসর হইলে, উক্ত বৃত্তের পরিধির শেষ বিন্দুটী উক্ত আদি-বিন্দুর সংশ্লিষ্ট স্থানেই শেষ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় বৃত্তের আদি ও অবসান একই। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাবক্ষেত্রে আবির্ভাব-উৎসব আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও অসঙ্গ ও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।

আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি,—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

—এই কথা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য সেবকগণ নিত্যকালই অবস্থান করিতেছেন। যদিও আমরা কেহ কেহ কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহাকে না দেখিতে পাওয়া, তাঁহার নিত্য অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারি, তথাপি ইহাই বুঝিতে হইবে যে তিনি চন্দ্রসূর্য্যের অন্তরালে থাকিলেও আজও তিনি বর্ত্তমান আছেন। আপনারা ইহাতে বিস্মিত হইবেন না, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি তিনি আজও বর্ত্তমান আছেন। এই প্রসঙ্গে একটী উদাহরণ দিয়া আমি আপনাদের সংশয় কথঞ্চিৎ নিরসন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

আমরা কোন এক রাজপথের নিকট-বর্ত্তী কোন অট্টালিকাস্থ গবাক্ষ-দ্বারে বসিয়া-থাকাকালীন উক্ত রাজপথ ধরিয়া যাইতেছে এমন একটি ব্যক্তি আমাদের নয়নগোচর হইল। গবাক্ষদ্বার হইতে আমার দৃষ্টি যতদূর চলিল ততদূর ঐ ব্যক্তিকে আমি দেখিতে পাইলাম, পরে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই উদাহরণটী আপনারা একটু অনুধাবন করিয়া দেখুন; যে ব্যক্তিকে আমরা গবাক্ষদ্বার হইতে দেখিয়াছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হওয়া-মাত্রই তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলাম বা দৃষ্টির বহির্ভূত হইবামাত্রই তিনি অস্তিত্বহীন হইলেন বা তাঁহার সত্তা লোপ হইল এরূপ বিবেচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। ঐ ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টিভূক্ত হইবার পূর্ব্বেও ছিলেন, দৃষ্টির বাহিরে গেলেও তিনি আছেন, ইহাই মনে করিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব-তিরোভাব-ব্যাপারটী উক্ত উদাহরণের সঙ্গে মিলাইয়া লইলে আমাদের কিয়ৎ পরিমাণ সংশয় দূর হইতে পারে। আমাদের প্রাকৃত চক্ষুর বহির্ভূত হইলেও তিনি আজ বর্ত্তমান নেই, একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। বৈষ্ণবগণ নিত্য; তাঁহাদের শরীর অপ্রাকৃত ও নিত্য, তাঁহাতে জন্ম মরণের ন্যায় পরিবর্ত্তন-শীল অনুপাদেয় ধর্ম্ম নাই বা থাকিতে পারে না।

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত দেহের কথা বলায় আপনাদের মনে হইতে পারে যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে দেহ লইয়া জগতে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অপ্রকটের সময় তিনি সেই দেহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই স্থূলকায় দেহ অপ্রকট-কালে স্পর্শ করিয়াছি এবং তাঁহার সেই দেহের সমাধি দিয়াছি। সুতরাং তিনি নিত্যধামে প্রয়াণকালে আমরা যে দেহে তাঁহাকে দেখিয়াছি সেই দেহ তিনি নিত্য ধামে লইয়া যান নাই। আমাদের বদ্ধজীবের দেহ ও দেহীতে যে প্রকার ভেদ আছে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরও দেহ ও দেহীতে সেইরূপ ভেদ থাকায় তিনি দেহ রাখিয়া দেহীরূপে নিত্যধাম অঙ্গীকার করিয়াছেন'। আপনাদের এ প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে এইরূপ সন্দেহ করিলে আমাদের পরম অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। একথা আমরা বহুবার শ্রবণ করিয়া থাকিলেও আমাদের চিত্তের সন্দেহ-মল কোনক্রমেই অপসারিত হইতেছে না।

কেবলমাত্র বৈষ্ণবের আদেশ ও শাস্ত্রীয় বাণীর মর্য্যাদার জন্য আমরা মুখে কোন কথা না বলিলেও চিত্তে বৈষ্ণব-গণের দেহের গৌণতত্ত্ব সর্ব্বদা জাগরুক রহিয়াছে। মঠাশ্রিত বৈষ্ণবগণ ও সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার এ কথায় কেহ অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া কথাটীর সত্যতা উপলব্ধি করুন। এ প্রকার চিত্তের ভাব মাদৃশ ভেদবুদ্ধিগ্রস্ত জীবের পক্ষে অসম্ভব না হওয়ায় আমি বহুদিন যাবৎ তাহার ভুক্তভোগী বলিয়াই আজ এই শুভ আবির্ভাব-বাসরেও তিরোভাব-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি। এই সম্পর্কে আমি একটী উদাহরণের দ্বারা আমাদের বৈষ্ণবের দেহ-দেহী সম্বন্ধে ভেদ না থাকার সন্দেহের নিরসন করিব, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই দেহ লইয়াই যে লীলাময় নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন তাহা বুঝাইবার যত্ন করিব।

আপনারা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন, এই জগৎ পরজগতের ছায়া, সুতরাং ছায়া হইতে, যাহার ছায়া তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ-রূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে জানা যায় না। অথচ ছায়াদ্বারা আমরা কোন্ বস্তুর ছায়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। যেমন বৃক্ষের ছায়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারি এটী একটী গাছের ছায়া; কি গাছের ছায়া 'আম' কি 'লিচু' তাহা ছায়া দেখিয়াই বুঝিতে পারি না। তবে ছায়াটী হস্তীর ছায়া নহে বা পাহাড় পর্ব্বতের ছায়া নহে উহা বৃক্ষের, ইহা উপলব্ধি করিতে পারি। মানুষের ছায়া দেখিয়া উহা মানুষের ছায়া, অন্য কোন পশুর ছায়া নহে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তবে উহা 'রামে'র কি 'যদু'র ছায়া তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। সে-প্রকার এই জগৎ অপ্রাকৃত জগতের ছায়া বিধায় অপ্রাকৃত জগতের সম্পূর্ণ না হইলেও কথঞ্চিৎ ধারণা আমরা করিতে পারি। এইজন্য আমি অপ্রাকৃত জগতের ছায়া-স্বরূপ প্রাকৃত জগতের একটী উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে বলিতেছি। এই উদাহরণটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমার স্মৃতিপথে না থাকায় এবং ইহাই আপনাদের সন্দেহ নিরসনের সংযুক্তি হইবে বিবেচনায় এইরূপ উদাহরণ আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিতেছি।

আপনারা সর্প দর্শন করিয়াছেন শীতঋতুতে তাহারা 'খোলস' ছাড়িয়া স্ব-স্বরূপে বিচরণ করে। 'খোলসটি' দেখিয়া আমরা অনেক সময়েই বুঝিতে পারি যে ইহা কোন সাপের 'খোলস' এবং সেই খোলসটির আকৃতি অর্থাৎ খোলসধারী সর্পের পূর্ণ আকারেরই সমান অথচ ঐ খোলসটীকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া সাপ তাহার নিজের ষোলআনা দেহ লইয়াই অন্যত্র চলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে গীতার একটী কথা আমার মনে পড়িতেছে। আপনারা জানিয়া থাকিবেন যে,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

(গীতা ২।২২)

[জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বসন পরিধান করেন, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন]

এই শ্লোকের সঙ্গে আমার বক্তব্য বিষয় এক করিবেন না, কারণ উক্ত শ্লোক বদ্ধজীবের পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহাদের দেহ-দেহী ভেদ না থাকায় তাঁহাদের প্রতি গীতার উক্ত বচন 'Apply' করিলে আমাদের অপরাধ হইবে। কারণ, ঐ শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য যে বস্ত্র ও পোষাক পরিচ্ছদ পুরাতন হইলে উহা ত্যাগ করিয়া মানুষ যেমন নূতন পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে সে প্রকার দেহী জীব দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইলে উহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে—এ প্রকার উক্তি কেবল বদ্ধজীবের পক্ষে 'Applicable,' কারণ, বস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য আছে। বস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ যে ধাতায় বস্ত্র এবং যে উপাদানে তৈয়ারী আমরা সেই ধাতায় বস্ত্র নহি বা আমাদের গঠনের উপাদানও সম্পূর্ণ পৃথক। এইজন্যই আমাদের পক্ষে গীতার উক্ত শ্লোক উপযুক্ত হইয়াছে নিত্যমুক্ত বৈষ্ণবগণের পক্ষে উহা প্রযুক্ত নহে; কারণ, বৈষ্ণবগণের দেহের উপাদান ও দেহীর উপাদান বস্তুতঃ একই। সুতরাং এক দেহ ত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেহধারণরূপ পরিবর্ত্তন-শীল ধর্ম্ম নিত্য ও অপ্রাকৃত ব্যাপারে নাই। এখন আপনারা সর্পের উদাহরণ ও গীতার জীর্ণবস্ত্র-পরিত্যাগের উদাহরণ দুইটি বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করুন।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৹
কাটারিভোগ	৫৷৹—৫৸৵৹
পাটনাই (সরেশ)	৪৵৹
মাজা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵৹
বালাম	৫।৹
কলম	৪৷৹
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵৹—৫।৹
সুপারফাইন	৪৸৵৹—৫৲
৪নং ময়দা	৪।৹—৪।৵৹
আটা 'বি'	৪৷৵৹—৪৸৹
২নং আটা	৪৵৹—৪।৹
আটা এসমার্কা	৪৵৹—৪।৹
আটা ৩নং	৩৵৹—৩।৹
সুজি	৪৸৵৹—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০৷৹
খুচরা	৬০৸৹

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৪৸৵১৹
বড়াল	৩৪৸৵১৹

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কাড (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	১৸৵৹—৫৸৵
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৵
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵৹—৬৷৵৹
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵৹—৫।৵৹
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷৹
২৬ গেজ „ „	১৩৲
৪ গেজ „ „	১১৵৹
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৴১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৵৹
২৬ গেজ „ „	১২৷৹
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১০৸৵৹—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷৹
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷৹
৪ ফুট চওড়া	৮৷৹
টীল পাটী	৬।৹—৬।৵৹
„ বোলটু (গোল)	৬।৹—৬।৵৹
„ গরাদে (চৌকা)	৬।৹—৬৸৹
„ গোল বড ৵৹—।৵৹ সূতা	৫৵৹—৬৷৵
„ টানা বড-	
চৌকা ৵৹—।৵৹ ঐ	৫৷৵৹—৭।৹
„ বাণ্ডিল হাল	৬।৵৹—৮।৹

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-কাব্যব্যাকরণতীর্থ ও
শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজয় ভক্তিশাস্ত্রী এম. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে			পরবর্ত্তি সময়ে
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদে	
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চ	২৲	১।০	১।০	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।।০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৩	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ ÷	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১.	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৯	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১ .	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ ÷	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৫০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। ÷ চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

টিকানা—প্রেস: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. C1544

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪১, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ [১৮১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

ময়মনসিংহে প্রফুল্ল ঘোষ

ময়মনসিংহের বিখ্যাত সাতারু প্রফুল্ল ঘোষ গত ২৩শে, কলেজ ট্যাঙ্কে হাতকড়া আবদ্ধ অবস্থায় ২৫ ঘণ্টা সন্তরণ শেষ করেন। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র ঘোষের হাতকড়া খুলিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর তিনি সহরের দ্বাদশ জন প্রতিযোগীর সহিত দ্রুত সাঁতার দেওয়ায় রত হন। প্রতিযোগিরা অর্দ্ধপথে তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন। তিনি যেমন জল হইতে উঠিলেন, প্রায় চার হাজার দর্শক সমস্বরে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয় ও ছবি তোলা হয়। তিনি এখন বেশ সুস্থ আছেন।

রাজসাহী জেলে মারামারি

রাজসাহী জেলে মারামারি সম্পর্কে তিন জন কয়েদী অভিযুক্ত হইয়াছেন। জেলের মধ্যে আদালত বসাইয়া এই মামলার বিচার করা হইতেছিল। ২৪শে সেপ্টেম্বর মহকুমার হাকিম তাঁহার আদালতেই এই মামলার শুনানীর ব্যবস্থা করেন। উক্ত জেলের ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্রাউনকে সরকার পক্ষ হইতে সাক্ষিরূপে হাজির করা হইয়াছিল। আসামী পক্ষের উকীল মিঃ এন চৌধুরী উক্ত দিনে তাঁহাকে জেরা করেন।

পাঁচ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া সরকার পক্ষ তাঁহাদের বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা ও ৩০২ ধারা অনুসারে চার্জ গঠন করা হয়। ইহা পড়িয়া শুনাইবার পর আসামী বিধুভূষণ রায়, হিমাংশু সেন গুপ্ত এবং বীরেশ্বর গাঙ্গুলী এই তিন জনেই অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, তাঁহারা নির্দ্দোষ।

ছোরাসহ ভূতপূর্ব্ব লস্কর

"মুলতানী ষ্টীমারের ভূতপূর্ব্ব লস্কর নোয়াখালী জেলার নুরুজ্জামন গত বৃহস্পতিবার ছোরা সহ বরিশাল ষ্টীমার ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার দেহ খানাতল্লাস করিয়া একখানি পত্র পাওয়া যায় উহাতে নাকি লেখা আছে, চাকুরীতে থাকাকালে উক্ত ষ্টীমারের সারেঙ্গ তাহার ৭মাসের মাহিনা আটক করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে তাড়াইয়া দেয়। পুনঃ পুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও সে সারেঙ্গের নিকট হইতে তাহার মাহিনা আদায় করিতে পারে নাই। তখন সে হয় প্রাপ্য টাকা আদায় করিবে, নতুবা ছোরা দ্বারা তাহার জীবন নাশ করিবে—এই সঙ্কল্প করিয়া বরিশালে আসে।

মুন্সেফের প্রাণদণ্ড

চিঙ্গলেপুট জেলার সালুরের ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ রামানুজমকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। উক্ত দণ্ড সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য রামানুজমের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আবেদন করা হইয়াছে। প্রধান বিচারপতিসহ হাইকোর্টের সাতজন বিচারপতিকে লইয়া গঠিত বেঞ্চে তৎসম্বন্ধে শুনানী হয়।

লেটার্স পেটেন্টের ২৬ ধারানুযায়ী সার্টিফিকেটের জন্য য়্যাডভোকেট জেনারেলের নিকট আবেদন করা হইলে য়্যাডভোকেট জেনারেল উক্ত আবেদন মঞ্জুর করেন।

গত জানুয়ারী মাসে কারুনগাজী রেলওয়ে ষ্টেশনে একটা পার্শেলের মধ্যে একটা স্ত্রীলোকের দেহ আবিষ্কৃত হয়। এই সম্পর্কেই এই মামলার উৎপত্তি। আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হয় এবং গত এপ্রিল মাসে হাইকোর্টের দায়রায় প্রধান বিচারপতি আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আদালতে বসিলেই ক্রাউন প্রসিকিউটার একটা আপত্তি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, লেটার্স পেটেন্টের ২৬ ধারানুসারে মামলা চলিতে পারে না, তবে লেটার্স পেটেন্টের ৪১ ধারানুসারে উক্ত বন্দী প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার সুবিধা করিতে পারে।

সৈনিক চোর ধৃত

ব্যাঙ্গালোর হইতে প্রকাশ, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ভোরবেলা একটি ঘড়ির দোকানের বারান্দায় দুইজন সৈনিককে দেখিতে পাওয়া যায়, দুইজন কনেষ্টবল তাহাদিগকে ঐস্থানে ঐ সময়ে দেখিতে পাইয়া কৈফিয়ৎ তলব করায়, উহারা জবাব দেয় যে, উহারা স্পেশাল ডিউটিতে ঐস্থানে নিযুক্ত আছে। ঐ অঞ্চলে কিছুদিন হয় বহুল পরিমাণে সিঁদ চুরি হইতেছিল। এই জন্য ঐ স্থান দিয়া উক্ত কনেষ্টবলটী টহল দিয়া বেড়াইতেছিল।

কনেষ্টবলটী একটু সরিয়া গেলে সৈনিকদ্বয় দোকান ঘরখানার সামনের দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিতেছিল, ঠিক এই সময় কনেষ্টবল ফিরিয়া আসিয়া উহাদিগকে পেছন দিক হইতে ধরিয়া ফেলে, ফলে উভয় পক্ষে বিষম সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকে এবং বেপরোয়া ভাবে লাঠি, বেত, ঘুষি চলিতে থাকে। পরে সৈনিকদ্বয় তাহাদের বেত ও রক্তাক্ত কুর্ত্তা রাখিয়া সরিয়া পড়ে। তদন্ত করিয়া সৈনিকদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হইয়াছে। সামরিক আদালতে বিচার হইবে।

লরীতে আগুন

সামরিক বিভাগের একখানা লরী কোয়েটা হইতে ফিরিবার পথে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। একজন ভারতীয় অসামরিক কর্ম্মচারী আগুন নিবাইতে যাইয়া জখম হইয়াছেন। তাঁহাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে। সেনাবিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী অপর একখানি মোটরকার উল্টাইয়া যাওয়ায় গুরুতর আহত হইয়াছেন। অপর তিন জন অল্প আহত হইয়াছে।

লণ্ডন-কলিকাতায় টেলিফোন

গত পূর্ব্ব মঙ্গলবার রাত্রিতে কলিকাতার সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কক্ষে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এবং কয়েকজন সংবাদপত্র-প্রতিনিধি লণ্ডনে ইণ্টার ন্যাশনাল কমিউনিকেশন লিমিটেডের (লণ্ডন) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতায় আর কখনও এরূপ ব্যাপার ঘটে নাই। ঐ কোম্পানীর জোহান্সবার্গ বোম্বাই ও সিডনী শাখা লণ্ডনে কোম্পানীর হেড অফিসের বৈঠকের আলোচনায় যোগদান করে। তাহারা টেলিফোনে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জর্জ সি অ্যাসারের বক্তৃতার উত্তর প্রদান করে। কলিকাতা হইতে কেবল ঐ সমস্ত বক্তৃতা শুনা হয়। কিরকীস্থিত বেতার ষ্টেশন হইতে ঐ সমস্ত বক্তৃতা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। কলিকাতা হইতে সমস্ত স্থানের কথাবার্ত্তাই স্পষ্ট শুনা গিয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই আশ্বিন, শনিবার ১৩৪১

বিশ্বমাঝে মানব শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করে। সে বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে নিত্য নূতন নূতন কলকব্জার আবিষ্কার করিয়া জনসাধারণের 'তাক্' লাগাইয়া দিতেছে। কিন্তু এহেন শ্রেষ্ঠ প্রাণীটির তাহার নিজের দেহের কলকব্জার উপর কোন আধিপত্য নাই। কোন্ মুহূর্তে তাহার শেষ হইবে অথাৎ কোন্ মুহূর্তে যে বুদ্ধিমান্ মানবকে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? জগতের বহু ঘটনা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, প্রাণিমাত্রেরই নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই। গত মঙ্গলবার আলিপুরের দ্বিতীয় সাবজজ শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন পাল মহাশয় আদালতে বসিয়া বিচার করিতে করিতে অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়েন এবং প্রাণপণে চিকিৎসকগণের আপ্রাণ চিকিৎসা সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইহলীলা সম্বরণ করেন। অবশ্য দুর্গাবাবু রক্তচাপ ব্যাধিতে পূর্ব হইতেই ভুগিতেছিলেন, কিন্তু এমনও অনেক অবস্থা দৃষ্ট হয়, যেখানে বাহিরে কোনও প্রকার রোগ লক্ষণ না থাকিলেও মৃত্যু কোন্ মুহূর্তে আসিয়া জানি তাহার চিরবিশ্রাম-প্রদায়ক হস্তদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বসে। দৈবদুর্বিপাকের ত' কথাই নাই। তাই বুদ্ধিমান্ মানবগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের 'লব্ধা সুদুর্লভমিদং' শ্লোকটী আলোচনা করিয়া ভগবৎসেবা বরণপূর্বক ইহধামে থাকিতে থাকিতেই জীবন সার্থকতা মণ্ডিত করিতে চেষ্টান্বিত হউন্। সম্মুখে সহস্র সহস্র ব্যক্তির মৃত্যু দেখিয়াও 'আমাদের মৃত্যু হইবে না' এই প্রকার আশ্চর্যজনক ধারণা লইয়া বসিয়া থাকা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে একদিকে যেমন বহুলোকের নানা প্রকারে উপকার হইতেছে, অপরদিকে তেমনি আকস্মিক বিপদসমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়া সংহার-লীলা সাধক শত্রুর ভূমিকা প্রদর্শন করিতেছে। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আজ প্রসঙ্গতঃ যেসকল দৈবদুর্বিপাক প্রত্যহ দেখা যায়, তাহারই একটা উল্লেখ করিতেছি মাত্র। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর পূর্বাহ্ন ৯॥ ঘটিকায় কাঁচড়া মদন বাজারের সম্মুখে একটী মালগাড়ী একজন বৃদ্ধকে, দুইজন বালককে, [illegible] জন মধ্যবয়স্ক লোককে, এবং দুইটী গরুকে চাপা দেয়। ফলে বৃদ্ধলোকটীর ও একটী বালকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। অবশিষ্ট জনগণ প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

আমরা আজ আনন্দের সহিত পুলিশ কর্মচারিগণের একটী প্রশংসনীয় কার্য্যের উল্লেখ করিতেছি। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কোন একস্থানে ডাকাতি করিবার জন্য একদল লোক টাঙ্গাবাড়ী থানার অন্তর্গত ধাইদা গ্রামে সমবেত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া পেট্রল পুলিশপোষ্টের হাবিলদার রাজেন্দ্রচন্দ্র দাস পুলিশদল সহ উক্ত স্থানে গমন করেন এবং দেখিতে পান, মাঠের মধ্যে একখানি নৌকায় ঐ ডাকাতদল নিদ্রা যাইতেছে। হাবিলদার বাবু তৎক্ষণাৎ কয়েকজন কনেষ্টবল সহ ডাকাতগণের উপর লাফাইয়া পড়েন। তথায় উভয় দলে অর্থাৎ ডাকাতে ও পুলিশে ধস্তাধস্তি হইতে থাকে, ডাকাতদল নৌকার মধ্যস্থিত রামদা দিয়া পুলিশগণকে আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। পুলিশকর্মচারিগণ অতিকষ্টে উক্ত দলকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতদলে ৫জন লোক ছিল তন্মধ্যে ১জন বহুকাল যাবৎ ফেরার ছিল, উহাকে গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। অপর ৪জনও নাকি সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক। পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া দুই খানি রামদা, সিন্দুক ভাঙ্গিবার যন্ত্রপাতি, নানা আকারের চাবি এবং মুখে মাখিবার পাউডার ও রং পাইয়াছে। উপযুক্ত পাহারায় দুর্বৃত্ত লোকদিগকে টাঙ্গাবাড়ী থানায় পাঠান হইয়াছে। আমরা আশা করি, বিচারে অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবার ঢাকার কার্জন হলে 'ঢাকা ষ্টুডেন্টস্ লিটারারী এসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে 'জ্ঞানেন্দ্র মোহন মেমোরিয়াল' উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতার একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিতায় ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, ঢাকা ইন্টার কলেজ, জগন্নাথ ইন্টার কলেজ, ইসলামিকয়া ইন্টার কলেজ প্রভৃতি ৫টী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিযোগিগণ যোগদান করিয়াছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিসেস সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের বিচারে জগন্নাথ ইন্টার কলেজের শ্রীঅরুণকিরণ চক্রবর্ত্তী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি সুদৃশ্য রৌপ্যাধার (cup) পুরস্কার পাইয়াছেন। উক্ত কলেজের [illegible] সরকার এবং [illegible] হলের শ্রীঅনিলকুমার দত্ত বিচারকগণ কর্তৃক প্রশংসিত হন। বক্তৃতার বিষয় ছিল "ধনে মানুষের বাড়ে নাক' মন"। স্থানে স্থানে এই প্রকার পুরস্কারের ব্যবস্থা হইলে বক্তাগণের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

যশোহরের এক সংবাদে প্রকাশ, ভৈরবনদে যশোহর টাউনের নিম্ন পর্য্যন্ত বানের জল আসিয়াছে। স্থানীয় লোকগণ বলেন, এইরূপ উজান জল ৩০বৎসর মধ্যে যশোহরে দৃষ্ট হয় নাই। এই জল যখন নামিয়া যাইবে তখন কচুরী পানা কাটিয়া ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ভৈরবে নৌকা চলাচল করিতে পারিবে ও জল সুপেয় হইবে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, সরকার হইতে কচুরী অপসারণের চেষ্টা চলিতেছে। জনসাধারণেরও এদিকে মনোযোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

* * *

যশোহর সদর মহকুমার অন্তর্গত বাঘারপাড়া গ্রামের ধলগ্রাম প্রভৃতি পল্লী বন্যার প্রবল জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। পাকা ও কাঁচা সকল ধানই নষ্ট হইয়াছে। গবাদি পশুর আশ্রয় ও খাদ্য নাই লোকে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে। আশ্রয় ও আহার্য্য উভয়েরই আশু প্রয়োজন।

* * *

বরিশাল একস্‌প্রেসটী যশোহর ষ্টেশনে মাত্র ৩ মিনিট অপেক্ষা করে, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে সকল যাত্রীর উঠা ও নামা বড়ই কষ্টকর; কারণ, এই একটী মাত্র ট্রেণে কলিকাতা হইতে বহু যাত্রী আসিয়া থাকে, আর ২ মিনিট বাড়াইয়া ৫ মিনিট সময় দেওয়া বিশেষ দরকার। আলোকের ব্যবস্থা এখনো হয় নাই; সেজন্য যাত্রিবৃন্দের বড় কষ্ট হয়। এদিকে রেলকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে।

পাট-চাষ সম্বন্ধে

ডাঃ এইচ্ এল্ দে

(১)

গত ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমিতির এক সভায় বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ডের অন্যতম সভ্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ এইচ্ এল্ দে ডি-এস্ সি, ইকন (লণ্ডন) মহাশয় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাটের মূল্য বৃদ্ধির উপর যে, বাঙ্গলা দেশের শিল্প, বাণিজ্য, সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্যার সমাধান ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গীণ আর্থিক তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে, তাহা বিশদরূপে দেখাইয়া তিনি পাট চাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনা প্রদান করেন। সংক্ষেপে তাহা এইরূপ:—প্রথম বৎসর—যে পঞ্চাশ হাজার গ্রামে পাট চাষ হয়, সেই গ্রামগুলিতে দশ হাজার পাট চাষ সমিতি স্থাপিত হইবে। দশটী সমিতির উপদেশক, পরামর্শদাতা ও পরিচালকরূপে প্রাদেশিক পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ-কমিটীর অধীনে ৫০৲-৫৲-৭৫৲ টাকা বেতনে এক একজন কর্ম্মচারী থাকিবেন। প্রত্যেক কৃষক প্রতি বৎসর কত জমিতে পাট বুনিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বাৎসরিক লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং উক্ত নির্দ্দেশ অবহেলা করিলে দোষী কৃষককে সামান্য পরিমাণে জরিমানা করা হইবে। পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া লাইসেন্স দিবার এবং জরিমানা করিবার ক্ষমতা পাট-চাষ-সমিতির হস্তে অর্পণ করা হইবে। প্রত্যেক বিভাগ, জিলা, থানা, গ্রাম এবং কৃষক কোন্ বৎসর কি-পরিমাণ জমিতে পাট বপন করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে—প্রাদেশিক পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ কমিটি। দ্বিতীয় বৎসর নানাস্থানে বহুসংখ্যক সমবায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাটগোলা স্থাপন করা হইবে। তৃতীয় বৎসর উপরিউক্ত দুই প্রণালীতে সম্পূর্ণ সুফল না ফলিলে প্রাদেশিক কমিটি পাট ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিবে। বলা বাহুল্য, ডাঃ দের প্রস্তাবের মূলসূত্র হইতেছে আইনগত বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ। উক্ত ব্যবস্থার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য চটকল মালিক এবং রপ্তানিকারীদের নিকট হইতে প্রতি মণে এক আনা করিয়া ট্যাক্স আদায়, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাঁচলাখ টাকা সাহায্য আদায় এবং প্রত্যেক পাট চাষী হইতে বাৎসরিক ॥০ আট আনা করিয়া লাইসেন্স ফিস—এই তিন প্রণালীতে বার্ষিক প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা উঠাইতে পারা যাইবে, অনুমান করা যায়। পাটের পরিবর্ত্তে কি ফসল জন্মান যায়, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যদি বর্ত্তমানে আমরা পাটের জমি শতকরা ২০ ভাগ কমাই, তাহাতে মোট ৩৫০০০০ একর জমি পাট মুক্ত হইবে। ১০০,০০০ একর জমিতে অন্য চাষ করা যায়। ৭০০,০০০ একর পরিমাণ পাটের জমিতে প্রতি বৎসর পাট না জন্মাইয়া যদি এক বৎসর পাট এবং অন্য বৎসর ধান্য জন্মান যায়, তাহাতে পাটের জমির পরিমাণ কমিবে ৩৫০,০০০ একর এবং ধান্যের জমি বাড়িবে ৩৫০,০০০ একর। বর্ত্তমানে ধান্য ও পাটের মূল্য যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, পাটের পরিবর্ত্তে ধান্যের চাষ করিলে তাহাতে কৃষকদের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু প্রতি বৎসর একই জমিতে পাট জন্মানের ফলে জমির উর্ব্বরতা হ্রাসের দরুণ যে নিকৃষ্টতর পাট হয়, তাহা হইবে না। অন্যদিকে, উক্ত ৩৫০,০০০ একর জমিতে উৎকৃষ্ট ধান্যবীজ বপন করিয়া ধান্যচাষের খরচ কমাইতে পারিলে ব্রহ্মদেশীয় চাউলের আমদানী বন্ধ করিতে পারা যাইবে এবং তদ্বারা বাঙ্গালীর আবশ্যক ধান্য বাঙ্গলাদেশ হইতে সরবরাহ করা যাইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ ৬ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮. ১২ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ২৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৪ শনিবার } ১৮১শ সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, বর্ত্তমান সময়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশমালা প্রচারার্থ অবতীর্ণ শুদ্ধভক্তগণের মুকুটমণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ৯ই আশ্বিন শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'ও, এন্, মুখার্জ্জি' ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনী-মোহন মুখার্জ্জি প্রমুখ কতিপয় অনুগত জন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটের যোগবাণী প্যাসেঞ্জার ট্রেণে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে পৌছেন। তথায় শ্রীমায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং তাঁহাদিগকে মোটর গাড়ীতে গোদ্রুমস্থ (স্বরূপগঞ্জস্থ) 'স্বানন্দসুখদ'-কুঞ্জে লইয়া আসেন। আসিবার সময়, শ্রীচৈতন্যমঠ কৃষ্ণনগরে যে জায়গা ক্রয় করিয়া মঠগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাহার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব বি-এল্, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ অধিকারানন্দজী, ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, 'ভক্তিকুসুম, শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমান্ সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন-সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিকুসুম শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে সুদৃশ্য পুষ্পমালিকা অর্পণ করেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় সেবক শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের ঘাটে শ্রীমঠের 'সুরধুনী' নামক মোটরলঞ্চ সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীবিগ্রহ-দর্শনান্তে প্রণাম করিলে ভক্তবৃন্দ তাঁহার অনুগমনে প্রণাম করেন। তৎপর তাঁহারা প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া মোটরলঞ্চে আসিলেন। শ্রীযুক্ত অদ্বৈতা-নন্দজী সকলের জন্যই অপরাহ্ণের মিষ্টান্ন প্রসাদ রাখিয়াছিলেন। তাহা সঙ্গে আনা হইল।

— —

এদিকে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী কৃষ্ণনগর হইতে লাইট রেলওয়ে যোগে নবদ্বীপ ঘাট-ষ্টেশনে পৌছিলেন। শ্রীকুঞ্জ হইতে শ্রীধাম মায়াপুর আসিবার সময় উক্ত স্থানে তাঁহাদিগকে লঞ্চে উঠাইয়া লওয়া হইল। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া 'সুরধুনী' সুরধুনীর তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীধামাভিমুখে আনন্দভরে গমন করিতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে যথাক্রমে শ্রীপাদ অধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সুমধুর-স্বরে ভজন গীতি গাহিতে লাগিলেন। শ্রীকুঞ্জ হইতেই শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখা যাইতেছিল। মোটরলঞ্চ যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আলোকমালার দৃশ্য ততই সুন্দর দেখাইতে লাগিল, মনে হইল শ্রীচৈতন্যমঠ যেন একটী আলোকমালার ঝাড়। গঙ্গাদেবী বর্ত্তমানে তাঁহার সুপ্রাচীন খাতে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রান্তদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিতা। উপরে শত শত আলো এক চমৎকার দৃশ্য বিস্তার করিয়া আছে। আবার নীচে তাহাদের প্রতিবিম্বমালা তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া নব-নবায়মান সৌন্দর্য্যের উৎস সৃষ্টি করত শ্রীধাম-সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক কৌতূহলী দর্শক-বৃন্দের চিত্ত বিস্ময়ানন্দে আপ্লুত করিতে লাগিল। এই মনোরম দৃশ্য বর্ণন করে, কাহার সাধ্য? সৌন্দর্য্য আঁকিতে কবির কল্পনা এই প্রাঙ্গণের নিকট নিশ্চয়ই পরাভব স্বীকার করিবে। শুধু কি এই দৃশ্য? শ্রীধামের ভক্তবৃন্দ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবর্গ সকলে সমবেত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের সম্বৰ্দ্ধনার্থ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, এদিকে 'সুরধুনী'র ভক্তবৃন্দও সমবেত-স্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লঞ্চ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের উল্লাস ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহারা ততই অধিকতর উদ্যমের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শত শত কণ্ঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ মোটরলঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন। ভক্তবৃন্দ মহোল্লাসে আচার্য্যবর্য্যের শ্রীচরণকমলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে মালিকা অর্পণ করেন। শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় নানাভাবে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন; বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় তাঁহাকে শ্রীভগবানের প্রসাদী মালিকায় ভূষিত করেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব

গত ৫ঠা আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবস নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটবাসরে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে উৎসব ও হরিকথা প্রচারের জন্য একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর রচিত শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থাবলী হইতে মঠসেবক-বৃন্দ শ্রীপাদ গবঃর গদাধর দাসাধিকারী প্রভুর সুসগায়কত্বে বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন।

— —

তৎপরে সমবেত আমন্ত্রিত মঠের অনুগত গৃহস্থ ও সাধারণ সুকৃতিমান্ জন-গণের নিকট শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টাকাল একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পাপপঙ্ক-নিমজ্জিত ত্রিতাপক্লিষ্ট কলিহত জীববৃন্দের উদ্ধার-কল্পে, তথা সকল বিশ্ববাসীর একমাত্র পরমমঙ্গল পথপ্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ ভগবৎ-পার্ষদপ্রবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্ত্য লীলা ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা করেন।

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ পদ্মনাভ অব্দ ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

প্রভুপাদের উপদেশ

"সরস্বতী-জয়শ্রী" পরমার্থ সম্পত্তির এক অফুরন্তপূর্ণ খনি। ইহাতে গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রচার-বৈচিত্র্যতে একদিকে যেমন গৌর-পার্ষদগণের আবির্ভাব ও ভজন-স্থানাদির বিবরণ দেখা যাইতেছে, অপরদিকে তৎসঙ্গে উক্ত সিদ্ধ মহাত্মগণের উপদেশ ও শিক্ষা সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পরমার্থ তথ্য সংগ্রহের মহামূল্য ভাণ্ডার উদঘাটিত হইয়াছে। তাই এই গ্রন্থরাজ যতই পাঠ করা যায়, তখন পাঠের পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকবার পাঠেই পূর্ব্ববারের পাঠ অপেক্ষা অধিকতর মধুর আস্বাদ লব্ধ হয়; বর্ত্তমান যুগে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিমল উপদেশ আচার-হীন ভক্তাঙ্কগণের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছাদিত হইয়াছে, অপর কথায় ভক্তাঙ্কগণ মহাপ্রভুর উপদেশ এমন বিকৃতভাবে জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে যে, "জয়শ্রী"র পাঠক তাহা লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবেন। "জয়শ্রী"র 'শ্রী' সকলের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া বদ্ধজীবকুলের যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার বিদূরণ পূর্ব্বক স্বীয় শোভা বিস্তার করুন, ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের নিবেদন।

শ্রীল প্রভুপাদ পরমার্থ-শিক্ষামন্দিরের ছাত্র গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণকে সর্ব্বদা সেবায় নিযুক্ত থাকিবার জন্য যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা ১৭৬ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। আলস্য-পরায়ণ মন মানবগণকে কুক্রিয়ায় আসক্ত করে। এতদ্ব্যতীত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী—এই চতুষ্টয়ের অভিমান তাহাদিগকে পরমার্থের বিপরীত দিকে টানিয়া লইয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ এই বিপরীত স্রোত হইতে আত্মরক্ষার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকরূপ অবলম্বন প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ হরিসেবার চিন্তাস্রোতে সংরক্ষণ করিয়া মনশত্রুকে পরাজয়ের অতি সুন্দর কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি নিত্য নূতন নূতন সেবার তালিকা প্রস্তুত করিয়া পূর্ণোদ্যমে সেবায় নিযুক্ত থাকিবার যে প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিতেছেন তাহা উপরিউক্ত সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশে স্থান পাইয়াছে। এই সকল উপদেশ সর্ব্বক্ষণ হৃদয়পটে সংরক্ষণ করা সেবক-মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য-জ্ঞানে আমরা তাহা প্রকাশ করিয়াছি। নিম্নে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ-ভাণ্ডারের আরও কিছু রত্ন আমার নিজের মনকে এবং আমার বন্ধুবান্ধবগণকে উপহার দিতেছি।

"আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ-রূপে দর্শন করুন, এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণসেবার সামগ্রী। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণকান্তা-রূপে দর্শন এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন; তাঁহাদের উপর কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণ-ভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতা-মাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন করুন, আপনারা পুত্রকে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া বালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন-সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন; আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক-দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে তখন আর মায়িক গৃহ-বুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রতধর্ম্ম হইতে ছুটী পাইবেন।

"আমাদের বহুস্থানে মঠ হইতেছে এবং তাহাতে বহু সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী অনুক্ষণ বাস করিয়া সদাচার শিক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছেন। কিন্তু মাতৃগণকেও হরিভজনের সুযোগ প্রদানের জন্য আমরা বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছি। অবশ্য যাঁহারা গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারেন, সেই মাতৃগণের পৃথক্ আবাসের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা অনেক সময় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অসৎ-সঙ্গহেতু হরিভজনে ব্যাঘাতের কথা শুনিতে পাই। তাঁহাদের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহের নিকট শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পল্লী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিলে তাঁহারা সেইস্থানে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে অবস্থান করিয়া যদি হরিভজন করেন, তবে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইতে পারে। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গণ, সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করাই তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন। সেখানে কোনও প্রকার অজ্ঞ পুরুষাদি বা অসৎ লোকের সম্বন্ধ থাকিবে না, কেবল কএকজন ঈশানতুল্য (যেমন বৃদ্ধ শ্রীঈশান শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলার পর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন) দূরে থাকিয়া উক্ত বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গণের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

"মাতৃগণ পরস্পর কলহাদি না করিয়া যাহাতে হরিভজন করিবার জন্য অবস্থান করেন, যাহাতে প্রত্যহ শ্রীগ্রন্থপাঠ, পরস্পর সর্ব্বক্ষণ সদালাপ ও সদালোচনা করেন, প্রজল্পাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তিবিষয়িণী ইষ্টগোষ্ঠী করেন এবং সর্ব্বতোভাবে যাহাতে বিলাসাদি বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র হরিভজন করিবার উদ্দেশ্যেই জীবন-ধারণার্থ মহাপ্রসাদের সম্মান তথা আদর্শ-সাধু-জীবনযাপন, নিরন্তর শ্রীনাম-গ্রহণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিয়া কালযাপন করেন, তজ্জন্য এইরূপ একটী আদর্শ বিষ্ণুপ্রিয়া-নিবাস হওয়া আবশ্যক। কুলিয়া-সহরে ধর্ম্মের আবরণে যে-প্রকার ঘৃণ্য ব্যভিচার চলিতেছে, মাতৃগণকে হরিভজনে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া যেরূপ সামাজ নীতিবিগর্হিত কার্য্যে পরিচালনা করিতেছে, তাহা নিতান্তই শোচ্য, এইজন্য সুনীতিপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই কুলিয়া সহরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন।

"শ্রীচৈতন্যদেব ষোলকলা-বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু; সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিক-ভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পাদপদ্মে নিজকে আংশিকভাবে প্রদান করিতেছেন। অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কখনও কীর্ত্তিত হন না। কোটী জন্ম কীর্ত্তন করিলেও অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কৃষ্ণপদে প্রেমদান করে না। কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌরনিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু গৌরনিত্যানন্দে ভোগবুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ গৌরনিত্যানন্দ আমার উদর-ভরণ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের যন্ত্র বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে-গড়া আমার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য কোন বস্তু—এইরূপ জ্ঞানে যদি মুখে 'গৌর', 'গৌর' করি, তাহা হইলে আমাদের 'গৌর'-নামের কীর্ত্তন হইবে না; ভোগের ইন্ধন-স্বরূপ মায়ার কীর্ত্তন হইবে মাত্র। হাওড়া কলিকাতার দুই মাইল পশ্চিমে; কিন্তু কেহ যদি কলিকাতা হইতে দুই মাইল পূর্ব্বদিকে হাঁটিয়া গিয়া বলেন যে যখন আমি কলিকাতার দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়া আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার থাকিলেও তিনি তাঁহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া ট্রেণ ধরিতে পারিবেন না, সুতরাং তাঁহার গন্তব্যস্থলে যাওয়া হইল না। সেইরূপ কেহ নামাপরাধ কীর্ত্তন করিয়াও কল্পনাবশে 'শুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতেছি' মনে করিলে, তাহার মনে করা ব্যাপারটা কখনও বাস্তবতায় পর্য্যবসিত হইয়া তাহাকে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিবে না। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, একসময়ে বরিশালে কোন সম্প্রদায় 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ', 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের উচ্চারিত গৌর-নিত্যানন্দ-নামাক্ষর কিছু গৌর-নিত্যানন্দের নাম নহে। 'গৌর'-নাম কীর্ত্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব-অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

"পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াই 'পুত্র'-নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্য্যে ব্যস্ত, সেই পুত্র—'পুত্র' নামের কলঙ্ক। পিতাও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাঁহার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটী জীবহিংসাপূর্ণ একটী পাপকার্য্য-মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটীও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণবপুত্র ও অবৈষ্ণবপুত্রে, বৈষ্ণব-পিতার ও অবৈষ্ণব-পিতায় এই ভেদ।"

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকটোৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরিশেষে মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর প্রভু অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের অপ্রাকৃত প্রাকট্য, তদীয় আচার-প্রচারের বৈশিষ্ট্য, তদীয় অপরিশোধ্য দানের কথা এবং তাঁহার প্রকটকালের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন। আনুকরণিক অজ্ঞ-সমাজ তদীয় গার্হস্থ্য-লীলার তাৎপর্য্যময়ী বৈশিষ্ট্য না বুঝিতে পারিয়া তাঁহাতে মানবত্ব আরোপ পূর্ব্বক মহারৌরবের সরণি পরিষ্কার করতঃ অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত না হন, তাই সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। এতদ্বিষয়ে তিনি আরও বহু মূল্যবান্ শিক্ষা প্রদান করেন। বক্তৃতা ও কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতা

(২)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অপ্রকটকালে তাঁহার পূর্ণ চিদানন্দময় দেহ লইয়াই অপ্রাকৃত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। সর্প যেমন তাহার ষোল-আনা দেহ লইয়াই 'খোলস' ছাড়িয়া চলিয়া যায়, ছিন্নবস্ত্র মাত্র ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিয়া যায় না, সে-প্রকার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাঁহার ঔদার্যময় মহাবদান্য দেহ লইয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতেই অবস্থান করিতেছেন। তিনি ছিন্নবস্ত্র-পরিত্যাগের ন্যায় তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করেন নাই। আমরা এই অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীল ঠাকুরের প্রকট ও অপ্রকট লীলার বিগ্রহের আলেখ্য অর্চ্চারূপে সুসজ্জিত দর্শন করিতেছি। যে আলেখ্য-মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে অর্চ্চারূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই শ্রীমূর্ত্তিই অপ্রাকৃত মূর্ত্তি—অপরিবর্ত্তনশীল মূর্ত্তি—নিত্য মূর্ত্তি—প্রকটলীলার মূর্ত্তি ও অপ্রকটলীলার মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি নিত্য না হইলে আমরা তাঁহার নিত্যমূর্ত্তির অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারই অর্চ্চন করিতাম। ঠাকুরের সমাধিক্ষেত্রে এই শ্রীমূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রীমূর্ত্তি কখনও অনিত্য বা প্রাকৃত নহেন। মদীয় শ্রীল আচার্য্যদেবের এরূপ কোন আদেশ আজও আমরা শ্রবণ করি নাই যে অনিত্য প্রাকৃত বস্তুর উপাসনা করিতে হইবে বা প্রাকৃত বস্তুতে অপ্রাকৃতের আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিতে হইবে। সুতরাং আপনারা নিঃসন্দেহে অবিচলিত-চিত্তে আমার উদাহরণটীর উদ্দেশ্য-মাত্র লক্ষ্য করিয়া সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখুন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই ও তাহা নিত্য—অপ্রাকৃত ও সনাতন।

আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ আমরা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে না পারিলেও আমরা যেন তাঁহার সঙ্গ হইতে বিচ্যুত না হই। আমি ছেলেবেলায় আমার পাঠাবস্থায় প্রসিদ্ধ সমালোচক যোগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের লিখিত একখানা গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম যে "গ্রন্থই গ্রন্থকারের জীবনী।" সুতরাং আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালে শ্রীল ঠাকুরের অবস্থান হইলেও আমরা তাঁহার গ্রন্থরাজি হইতে তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবন্ত জীবনের সঙ্গ-লাভের যত্ন করিব।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয়ের আদেশ-পালনার্থে শ্রীল ঠাকুরের গ্রন্থরাজিই আমার সঙ্গী হউক, শ্রীল ঠাকুর অপ্রাকৃত শব্দতত্ত্ব-সম্বন্ধে যে 'হরিনাম-চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন সে-গ্রন্থ আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন, পাঠ করিয়াছেন ও তল্লিখিত উপদেশ-পালনে যত্ন করিয়াছেন কেহ বা উহা পালনে সমর্থও হইয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর অপ্রকট-লীলা প্রদর্শন করিবার কিছু পূর্ব্বে কতিপয় উপনিষদের ভাষ্য ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বেদান্তসূত্রেরও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের অযোগ্যতা দর্শন করিয়া শ্রীল ঠাকুর বেদান্তের সম্পূর্ণ অংশের ভাষ্য অক্ষর আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। উহার অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ অংশ তিনি একমাত্র মদীয় শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকটে কীর্ত্তন করিয়া তাহার সমাপ্তি করিয়াছেন। ঠাকুরের স্বকীর্ত্তিত বাণী স্বলিখিত ভাষ্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইবে এরূপ ইঙ্গিতও আমরা পাইতেছি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বেদান্তে যে অপ্রাকৃত-শব্দ-তত্ত্বের কথা পাইয়াছিলেন তাহা 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থে কবিতাচ্ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি সেই 'হরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থেরই আদর্শ ও উপদেশ লক্ষ্য করিয়া আপনাদিগকে শব্দতত্ত্ব-সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিয়া বৈষ্ণবের আদেশ পালন করিব।

গত শুক্রবার দিবসে আপনাদের কাহারও কাহারও নিকটে আমি এই সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করিয়াছি। অদ্য এখন সে সমস্ত কথার অবতারণা না করিয়া তৎ-সম্বন্ধে বৈদান্তিক যুক্তি প্রদান করিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

বেদান্তের সঙ্গতি-অধ্যায় অর্থাৎ বিরুদ্ধভাবোদ্দীপক শ্রুতিবাক্য সমূহের মীমাংসা ও অবিরোধ স্থাপনকল্পে যে সূত্রসমূহ শ্রীল ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে তিনি উক্ত বিরোধ-সমাধানের মূল অস্ত্ররূপে শব্দকেই অঙ্গীকার করিতে উপদেশ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের ২৭ সূত্র অর্থাৎ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" সূত্র গৃহীত হইতে পারে। শ্রুতিও শব্দকেই মূল-প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন বিরুদ্ধবস্তু সামঞ্জস্য করিতে একমাত্র শব্দই শক্তিমান্। শ্রুতি, সূত্র ও মন্ত্রাদি হইতে আমরা ইহাই শিক্ষা পাই। এই শব্দ-বিষয়ক আলোচনা করিতে হইলে আমরা শব্দের দ্বারাই শব্দের আলোচনা করিব।

আলোচ্য, আলোচক ও আলোচনায় ভেদ থাকিলে আলোচ্য বিষয়ে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইবে। সমজাতীয় বস্তুতেই সম্বন্ধ হয়। বিসম-জাতিতে সম্বন্ধ হয় না। সেইজন্যই শাস্ত্রকার "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" সূত্র করিয়া আমাদের বিচার-পথে অগ্রসর হইবার সরল পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। উপনিষদ্ বলেন—

"আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো দ্রষ্টব্যো
মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"

—অর্থাৎ আত্মবস্তুর শ্রবণ করিতে হইবে। আমরাও শব্দ ব্যতীত কোন বস্তু শ্রবণ করিতে পারি না। এখানে আত্মাকেই শ্রবণ করিতে হইবে বলায় আত্ম-শব্দকেই 'আত্মা' বলা হইয়াছে এবং আমাদের শ্রবণ-বিবরে আত্মা প্রবিষ্ট হয় বলিয়াই আত্মার মুখ্যত্বের অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্বের হানি হইবে এরূপ মনে করা উচিত নহে। শব্দই আত্মার স্বরূপ। শব্দস্বরূপ আত্মা কখনও গৌণ নহেন। বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ষষ্ঠ সূত্রে দেখিতে পাই—"গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ" সুতরাং বেদান্তসূত্রকার বলেন, আত্মশব্দ গৌণ নহে অর্থাৎ ত্রিগুণের অন্তর্গত বা সত্ত্ব, রজঃ, তমের অন্তর্ভুক্ত নহে। আপনাদের প্রশ্ন হইতে পারে, আত্মা স্বরূপতঃ যদি শব্দরূপই হয় তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবচনানুসারে শব্দের শ্রবণ অঙ্গীকার স্বীকার করিলেও 'দ্রষ্টব্যঃ' অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্যতা বিশেষ যুক্তিবিরুদ্ধ হইতেছে। এ ক্ষেত্রে আমি বলিতে চাই যে, প্রাকৃত জগতে উহার যুক্তি-বিরুদ্ধতা হইলেও অপ্রাকৃত জগতে উহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। শব্দ চক্ষু-ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য তাহা এ জগৎ হইতেও প্রমাণ করা কঠিন নহে। সর্পের কর্ণ-ইন্দ্রিয় নাই আপনারা তাহা জানেন, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সে শ্রবণ ও দর্শন উভয় কার্য্যই করিয়া থাকে সুতরাং "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" কথার অসামঞ্জস্য কিছু লক্ষিত হয় না। এতদ্ব্যতীত বেদান্ত সূত্রকার বলেন,—"ঈক্ষতের্নাশব্দম্" (১।১।৫) অর্থাৎ 'ঈক্ষতেঃ ন অশব্দম্'। 'ন অশব্দম্' অর্থে শব্দকেই বুঝায়। 'ঈক্ষতেঃ' শব্দে যে বিভক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় বুঝিতে হইবে ঈক্ষণ-ধর্ম্ম থাকা-হেতু অর্থাৎ দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা-হেতু শব্দের গৌণত্ব আরোপিত হইবে না। "ন অশব্দম্" অর্থাৎ 'অশব্দ' নহে অর্থাৎ 'শব্দ'ই বুঝিতে হইবে। দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা-হেতু পাছে কেহ আত্মশব্দকে গৌণ মনে করে, তাহার নিরসনকল্পে পূর্ব্বোল্লিখিত (১।১।৬) পর সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

যাহার রূপ আছে তাহাকেই দেখা যায় কিন্তু রূপহীন, অরূপ বা নিরাকার বস্তুর দর্শন হয় না 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' বলিলেও আত্মা বা অপ্রাকৃত শব্দ রূপহীন বা নিরাকার নহেন ইহাই বুঝিতে হবে। শব্দের রূপই নাম। অপ্রাকৃত আত্ম শব্দের যে আকারের কথা আমরা 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, তাহাই শ্রীভগবন্নামে অভিহিত।

জীব শব্দরূপ নামকে আশ্রয় করিয়াই মুক্ত হইতে পারে। জীব স্বরূপতঃ শ্রীভগবন্নামেরই দাস ও অংশ; সুতরাং জীবস্বরূপও অণু-শব্দ-স্বরূপ এই শব্দস্বরূপ জীব বিভুশব্দ-স্বরূপ নামের নিত্যদাস বিধায় নামগ্রহণ ব্যতীত জীবের মুক্তি হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। এই স্থানে বিবেচনা করিয়া দেখুন, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা একজাতীয় অর্থাৎ নিত্য না হইলে আমাদের বিচারে ভ্রম উপস্থিত হইত। উপাস্য আমাদের বিভু-শব্দ শ্রীনাম, উপাসক আমরা অণু-শব্দ জীব, উপাসনা আমাদের শব্দগ্রহণরূপ শ্রীনামের শ্রবণ কীর্ত্তন। এই তিনটি তত্ত্বই নিত্য, অপ্রাকৃত ও মুখ্য অর্থাৎ গৌণ নহে। বেদান্তের সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিচারের অধ্যায় হইতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি।

চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলেও শ্রীনামাশ্রয়েই উহা করা কর্ত্তব্য, ইহা আমরা গোস্বামি-পাদগণের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। শ্রীনামাশ্রয়রূপ ভক্তিসাধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহা যে জীবের পরমোৎকর্ষপ্রদ ও মঙ্গলদায়ক তাহা আমরা শ্রীল ঠাকুরের 'হরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থ জানিতে পারি। তিনি জানাইয়াছেন যে,—

"সর্ব্ব বেদ সম্মত প্রণব কৃষ্ণনাম।
সেই নামে জীব সব পায় নিত্যধাম॥
প্রণব সে মহাবাক্য হয় কৃষ্ণনাম।
তাহাতে শ্রীভক্তের সতত বিশ্রাম॥

সর্ব্ববেদ বলে, গাও হরিনাম সার॥"

—ইত্যাদি ঠাকুরের বচনগুলি আমাদিগকে সর্ব্বদাই শ্রীশব্দরূপী নামের আশ্রয় ব্যতীত সাধনান্তর গ্রহণ হইতে বিরত করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫৷০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫৷০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪৷০—৪৷৵০
আটা 'বি'	৪৷৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪৷০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	৩৵০—৩৷০
সুজি	৪৸৵০ ৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬০৷৷০
খুচরা	৬০৸০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৪৸৵১০
বন্ধাল	৩৪৸৵১০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মাকা	১৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-মাকা হাল্কা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৷৵০—৬৷৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫৷৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১৷৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৷০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৷৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১৷ ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷৷০
ষ্টীল পাটি	৬৷০—৬৷৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬৷০—৬৷৵০
,, পয়াদে (চৌকা)	৬৷০—৬৸০
,,গোল রড ৵০—৷৵০ সুতা	৫৵০—৬৷৷০
,, টানা রড-	
চৌকা ৵০—৷৵০ ঐ	৫৷৷৵০—৭৷০
,, বাণ্ডিল তার	৬৷৵০—৮৷০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।।০	।৵০		
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১।।০		১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
,,	,, অদ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৯৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।।০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সত্ত্ব ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার রামবাণ। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেক্‌সন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ।।০ আনা, ৩ প্যাক ১।০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়
ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কালকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কালকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ০-২২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৪১, ১লা অক্টোবর ১৯৩৪ [১৮২শ সংখ্যা

'কাফেরের রক্তপাতের জন্য পয়গম্বরের স্বপ্নাদেশ'

—:•:—

মহারাজ নাথুরামের হত্যাকারীর উক্তি

মহারাজ নাথুরামকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত আবদুল কায়েমকে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর করাচীর জেলের মধ্যে এডিশন্যাল সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইয়াছে। প্রকাশ সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। তাহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, মহারাজ নাথুরামের আততায়ী আবদুল কায়েম পাঠান নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি করিয়াছে :—

'আমার নাম আবদুল কায়েম পাঠান। পাঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা জিলায় আমার বাড়ী। ১২ দিন পূর্ব্বে আমি করাচীতে আসিয়াছি। ১৮ই সেপ্টেম্বর আমি যেমন মসজিদে গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিতে পাই যে, নাথুরাম 'ইসলামের ইতিহাস' নামক পুস্তকে পয়গম্বরের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে। ঘটনার পূর্ব্বে একদিন রাত্রিতে আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি যে, পয়গম্বর আমাকে এই কাফেরের রক্তপাত করিতে বলিতেছেন। পরদিন আমি ১৬ ইঞ্চি লম্বা একখানি ছুরি ক্রয় করি। শুধু মহারাজ নাথুরামকে হত্যা করিয়া নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি শুনিয়াছিলাম যে, দুইখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকদ্বয়ও পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদিগকে হত্যা করাও আমার ইচ্ছা ছিল।

"ঘটনার দিন আদালতে একব্যক্তি আমাকে নাথুরামকে দেখাইয়া দেয়। আমি তাহার নিকট যাইয়া বসি এবং দীর্ঘ ছুরিখানা বাহির করিয়া অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে বসাইয়া দেই। সে চীৎকার দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, তখন আমি ছুরিখানা আবার তাহার পেটে বসাইয়া দেই।"

নারায়ণগঞ্জে চাঞ্চল্যকর খুন

দেওভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত মুরারি মোহন গুহের পুত্র হীরেন্দ্রনাথ গুহ গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যার পর অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছে। রবিবার বৈকালে হীরেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হয়; তৎপর আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। ২৫শে সেপ্টেম্বর বৈকালে ৪ঘটিকার সময় তাহার মৃতদেহ চাষাড়া হইতে গোদনাইলে যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার উপর পাওয়া যায়। কোমর হইতে গলা পর্যন্ত তাহার দেহে ২৪টী ছোরার আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। হীরেন্দ্রের বয়স ২১।২২ বৎসর হইবে; সে গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিল। ঢাকা হইতে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রাসবী কতিপয় সাব, নি ইন্সপেক্টার লইয়া এখানে আসিয়া তদন্ত করিয়াছেন। এপর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। সহরে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

টাটা কোম্পানীর লাভ

১৯৩৩-৩৪ সালে টাটা কোম্পানীর ১,১৯,০৯,৭৭৯৶৯ টাকা লাভ হইয়াছে। কোম্পানী তাহাদের কর্ম্মচারীদিগকে এ বৎসর ১০লক্ষ টাকা বোনাস মঞ্জুর করিয়াছেন। ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারদিগকে ৫৲ ও ১৫৲ টাকা হিসাবে ডিভিডেণ্ট দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

কড়কড়িয়া খুনের তদন্ত

ধর্ম্মদার (নদীয়া), সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে আগষ্ট বেলা ৫ঘটিকার সময়ে বাড়ী যাইবার পথে কড়কড়িয়া গ্রামের বাবুরায় বড় কাঁদোয়ার নিকটবর্ত্তী পাটের ক্ষেতে আততায়ী কর্ত্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত হন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। নাকাশীপাড়া থানার পুলিশ এতদিন কড়কড়িয়ায় তদন্ত করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট একজন স্পেশাল পুলিশ সাবইনস্পেক্টারকে তথায় তদন্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন।

রেলে মাথা দিয়া জীবন বিসর্জ্জন

গোমোর নিকটবর্ত্তী ই, আই, রেলওয়ের চন্দ্রপুরা ষ্টেশন হইতে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ২নং ডাউন মালগাড়ী যখন চন্দ্রপুরা ষ্টেশন হইতে সবেমাত্র চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং গার্ড তখনও প্ল্যাটফরমে রহিয়াছেন, তখন গার্ড লক্ষ্য করেন যে, এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ওয়াগণসমূহের নীচে ঢুকিয়া যাইতেছে, এবং লাইনের উপর মাথা দিবার চেষ্টা করিতেছে। গার্ড তৎক্ষণাৎ ব্রেক ভ্যানে উঠিয়া ভ্যাকুয়াম ব্রেক কসিয়া ট্রেণ থামান, কিন্তু ট্রেণখানি সম্পূর্ণরূপে থামিবার পূর্ব্বে একখানা চাকা ঐ হতভাগ্য লোকটির গলার উপর দিয়া চলিয়া যায়। ইহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মৃত্যু হয়। লোকটির পরিচয় এবং কি জন্য সে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

একসঙ্গে ১৫০ জন গ্রেপ্তার

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, রিচি রোডে আমেরিকার বস্ত্র লইয়া ক্যানভেসা করিবার অভিযোগে পুলিশ একসঙ্গে ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ যে, ইহারা প্রকাশ্য রাজপথে বে-আইনী বস্ত্র বিক্রয় করিতেছিল। ইহাতে বহু লোক তথায় সমবেত হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ তথায় আসিয়া তদন্ত করে এবং ১৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে।

পোষ্ট অফিসের পিয়নের দণ্ড

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়পুর থানার অধীন ময়নাপুর পোষ্ট অফিসের পিয়ন আবদুল মোহিত খাঁ আশুরালি গ্রামের কোন একটী লোকের দশ টাকা মনিঅর্ডার আত্মসাৎ করার জন্য বিষ্ণুপুর সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় আই সি এস কর্ত্তৃক ৪০৯ ধারায় দায়রা সোপর্দ্দ হয়। ৫ জন জুরীর সাহায্যে উক্ত দায়রার বিচার হইয়া গিয়াছে। জুরীগণ সকলে একমত হইয়া পিয়ন আবদুল মোহিত খাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বাঁকুড়ার জেলা জজ মিঃ এস কে গাঙ্গুলী জুরিগণের গ্রহণ করিয়া আসামীর মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন। অর্থদণ্ড না দিলে তাহাকে আরও ৩মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৪ই আশ্বিন, সোমবার ১৩৪১

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, ঢাকা জেলার কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত অঞ্চলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিবার জন্য একটী কেন্দ্র খোলা হইবে। এতৎসম্পর্কে একজন মেডিক্যাল অফিসার পাঠাইবার জন্য জেলা বোর্ড সরকারকে অনুরোধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি এইচ্‌. ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ডাঃ ভট্টশালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন রীডার। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে এম এ পাশ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী তিনি তাঃ ১৯২৩ পি এইচ্‌. ডি, পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান নাই।

আর্গাওয়াই এবং দোকালিমের পার্শ্বদেশে ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্থানের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ সম্পর্কে ১৯৩২ সালের ১২ই জুলাই একটী চুক্তি হইয়াছিল এবং গত ৩রা ফেব্রুয়ারী কাবুলে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও আফগান গবর্ণমেণ্ট ঐ চুক্তি অনুমোদন করিয়াছিলেন। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নোট একখানা হোয়াইট পেপারে প্রকাশিত হইয়াছে।

জামসেদপুর ওয়ার্কাস ফেডারেশন অর্গানাইজার শ্রীযুক্ত মঙ্গল সিংহ ও শ্রীযুক্ত ফণী দত্তের উপর বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্ট পাব্লিক সেফটি অ্যাক্টের (১৯৩৩) ২ ধারা অনুযায়ী বিহার ও উড়িষ্যা ছাড়িয়া যাইবার আদেশ জারী করিয়াছেন। এই সম্পর্কে প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে আর একজন শ্রমিক নেতা শ্রীযুত বরনবীর সিংহের প্রতিও জামসেদপুরে ঠিক অনুরূপ স্থান ত্যাগের আদেশই দেওয়া হইয়াছে এবং এই আদেশ উক্ত আইনের   দিন বহাল থাকিবে।

বোল্টনে ম্যাঞ্চেষ্টারের মাষ্টার কটন স্পিনার্স এসোসিয়েসনের মিশরীয় শাখায় এক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় সূতার মূল্য সম্পর্কে বর্ত্তমানে যে চুক্তি প্রচলিত আছে, তাহার নানাদিক আলোচনা করা হয়। অতঃপর স্থির হয় যে, উৎপাদনের ব্যয় কুলাইয়া একটু লাভ থাকে, এরূপ মূল্যে সূতা বিক্রয় করা হইবে। এই নীতিকে ভিত্তি করিয়া একটী পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির উপর ভার দেওয়া হইবে। প্রকাশ যে, শীঘ্রই এই পরিকল্পনা তৈয়ারী হইবে। ইহাতে মিল পরিদর্শন এবং চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থাও সংযুক্ত হইবে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে মিঃ উমাপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি এক নাবালকের বিরুদ্ধে দেরাদুনের সাবজজের এজলাসে এক দেওয়ানী মামলা রুজু করেন। মিঃ উমাপ্রসাদের এডভোকেট ছিলেন লক্ষ্ণৌর ডাঃ মিশ্র। নাবালকের   ঐ মামলায় একটি লিখিত বিবৃতি দিলে, মিঃ উমাপ্রসাদের উপদেশক্রমে ডাঃ   উক্ত নাবালকের 'অছি'র উপর এই নোটিশ জারি করেন যে, লিখিত বিবৃতির কোনও কোনও অংশ প্রত্যাহার না করিলে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

ডাঃ মিশ্র ঐ নোটিশ দেওয়ায় তিনি এবং তাঁহার মক্কেল দেরাদুনের উক্ত সাবজজ আদালতকে অবমাননা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি এবং মাননীয় বিচারপতি মিঃ হ্যারিস এই মামলার রায় দিয়াছেন। উক্ত রায়ে দেখা যায়, মিঃ উমাপ্রসাদ ক্ষমা প্রার্থনা করায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

* * *

এডভোকেট ডাঃ মিশ্রও ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে মাননীয় বিচারপতিদ্বয় মন্তব্য করিয়াছেন, "নাবালকের 'অছি' যে বিবৃতি দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ প্রত্যাহার করিবার জন্য ভয় দেখাইয়া ডাঃ মিশ্র অন্যায় করিয়াছেন। উহাতে সুবিচারে বাধা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যাহা হউক, ডাঃ মিশ্র তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি কোনও অন্যায় করিতে যাইতেছেন।" মাননীয় বিচারপতিদ্বয় ডাঃ মিশ্রকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে দণ্ডিত করেন নাই, কেবল দরখাস্তকারীর মামলার খরচা ডাঃ মিশ্রের বহন করিতে হইবে। এই উদাহরণটী দেখিয়া অন্যায় ভাবে 'হুমকী' দেখাইবার পেশা যাহাদের আছে, তাহাদের কিছু শিক্ষা হইবে কি?

উদরাময়

বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত—এই তিন কালেই উদরাময়ের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে বর্ষাকালেই মানবগণ অজীর্ণাদিতে বিশেষরূপে ভুগিয়া থাকে। বঙ্গের অনেক স্থানেই বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে শরৎ ও হেমন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ষার বিস্তৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে উদরাময় আক্রান্তির সংবাদ পাইতেছি। তাই নিম্নে এতদ্বিষয়ে কয়েকটী প্রতিকার উপায় প্রদত্ত হইতেছে। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও অতিসার—এই তিন প্রকারেই উদরাময়ের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। অদ্য অগ্নিমান্দ্য সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "গৃহ চিকিৎসা" হইতে কয়েকটী বিষয় উদ্ধৃত হইতেছে।

অগ্নিমান্দ্য

(১) হরীতকী, সৈন্ধব, শুঁট সমভাগে জলের সহিত একত্র মর্দ্দন করিয়া পান করিলে অজীর্ণ দূর হইয়া থাকে।

(২) সমভাগে হরীতকী ও শুঠ লইয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে বিরেচন হইয়া মন্দাগ্নি ও অজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) জাতিফুলের মূল অথবা বিছুটীর মূল মর্দ্দন করিয়া ঘোলসহ পান করিলে অজীর্ণ নিবারণ হয়।

(৪) হরীতকী, সৈন্ধব, পিপুলচূর্ণ ও চিতা এই সকল দ্রব্য একত্র উষ্ণজলের সহিত পান করিলে মন্দাগ্নি দূরীভূত হইয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

(৫) কৃষ্ণতিল, মাখন, যবক্ষার, শুঠীচূর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করত উহাদিগের সহিত সম পরিমাণে ঘৃত মিশাইয়া উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিলে মন্দাগ্নি বিনষ্ট হয়।

(৬) দুই তোলা শুঠী লইয়া অর্দ্ধসের জলের সহিত সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া বাকী থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

(৭) সকালে সামান্য পরিমাণ লবণ ও আদা খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

(৮) হরিতকী ও মৌরি প্রত্যেকটী এক আনা আন্দাজ কাশীর চিনির সহিত চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ সকালে খাইলে পেটের গোলমাল ভাল করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

(৯) এক আনা পরিমাণ হিং ঘিয়ে ভাজিয়া এক আনা পরিমাণ সৈন্ধক লবণ সহ মিশাইয়া ভাত খাওয়ার ঠিক পূর্ব্বে খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পাট-চাষ-সম্বন্ধে

ডাঃ এইচ্‌ এল্‌ দে

(২)

এই সম্বন্ধে ডাঃ দে আরও বলেন যে, তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য হইলে তাহাতে অন্ততঃ একসহস্র শিক্ষিত যুবকের কর্ম্মসংস্থান হইবে। এইরূপ প্রণালীতে কৃষক ও কারিকরদের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টার ব্যবস্থার সঙ্গেই তাহাদের পরিচালক ও পরামর্শদাতারূপে শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্মসংস্থাপন ব্যবস্থার সংযোগ করিলেই দেশের ভীষণ বেকার সমস্যার যথোপযোগী সমাধান হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। ইহাতে একদিকে যেমন যুবকদের দেশ সেবার অদম্য উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, অন্যদিকে কৃষক ও কারিকর প্রভৃতি শ্রমজীবীদের কার্য্যক্ষেত্রও প্রসারিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হইবে। বর্ত্তমানে সরকারী শিল্পবিভাগ যে ছুরিকাঁচি, সাবান, ছাতা নির্ম্মাণ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকার্য্যে শিক্ষিত যুবকদের নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা মন্দের ভাল হইলেও, কোদালি, খন্তা, ছুরি, কাঁচি নির্ম্মাণে লৌহ-ইস্পাতের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবহারের মতনই অনেকটা বিসদৃশ ব্যবস্থা বলিয়া তিনি মতপ্রকাশ করেন। তাহাতে একদিকে যেমন শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষা, দীক্ষা, উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষার অপব্যবহার হয়, অন্যদিকে শ্রমজীবী বেকারদের কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সাফল্যলাভের পথে নিম্নলিখিত বিঘ্নগুলি আছে বলিয়া ডাঃ দে নির্দ্দেশ করেন। প্রথমতঃ—উক্ত পরিকল্পনার কোন সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট আকৃতি বা অবয়ব নাই। দ্বিতীয়তঃ পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার সরকারী বে সরকারী বহুবিধ কর্ম্মচারী এবং সঙ্ঘের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে শতধা বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং নিষ্ফলতার জন্য কাহাকেও দায়ী করা যাইবে না। তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক পাট-চাষীরই মনে যে ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং বৃহত্তর স্বার্থের দ্বন্দ্বের কথা সরকারী বিবৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, কেবলমাত্র আর্থিক ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি বা আইন গত বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা দ্বারাই তাহা মিটাইতে পারা যায়। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনাতে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। চতুর্থতঃ—কেবলমাত্র উপদেশ ও পরামর্শমূলক কার্য্যপ্রণালীর বিফলতা গত দুই তিন বৎসরে বাঙ্গলাদেশে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। অন্যান্য দেশেও ইহা কার্য্যকরী হয় নাই। এই সব দোষ থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান সরকারী পরিকল্পনাকে গন্তব্য পথে প্রথম পাদবিক্ষেপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তবে এই সঙ্গে সরকার যদি ক্রমবর্দ্ধমান বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও গ্রহণ করেন এবং আবশ্যকানুযায়ী তাহা ব্যবহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সরকারের বর্ত্তমান পরিকল্পনায় সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে, আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ } ৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৪ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১লা অক্টোবর ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১৮২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩০শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মহোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উষঃকালে শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত-জীউর মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন, অতঃপর অর্চ্চন, ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন প্রভৃতি দৈনন্দিন ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পমালিকা ও বহুমূল্য সুবর্ণরজত-নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি দ্বারা ভক্তগণ ঠাকুরের নয়নমনোমুগ্ধকর শৃঙ্গার-কার্য্য করেন। ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের আসন-গৃহে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ হরিকথা-শ্রবণার্থ সমবেত হইলে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীমুখে কীর্ত্তিত শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনীর অসীম মহিমা ও সেবাপরাকাষ্ঠার কথা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অতঃপর সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

৪ঠা আশ্বিন, ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার গৌরত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান সময়ে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল-পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শতবর্ষতম আবির্ভাব-মহোৎসব কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

অন্যান্য দিনের ন্যায় শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠের দৈনন্দিন ভক্ত্যনুষ্ঠান—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউর মঙ্গলারাত্রিক, উষঃ-কীর্ত্তন, তৎপরে যথাসময়ে ঠাকুরের অর্চ্চন, ভোগরাগ, প্রসাদসেবা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণে ভক্তগণের দ্বারা আসন-গৃহে একটি কাষ্ঠাসনের উপর ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আলেখ্যার্চ্চা পুষ্পমালিকা-দ্বারা পরিশোভিত এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউর শৃঙ্গার-কার্য্য নয়ন-মনোমুগ্ধকররূপে রচিত হইয়া দর্শকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছিলেন।

———

অতঃপর শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউর সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর আসনঘরে একটি বিবুধজন-মণ্ডিত সভায় ভক্তগণ শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও গৌর-বিহিত কীর্ত্তন করিলে বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভুবনমঙ্গল চরিত্র ও মহিমা সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় মহাজন-গীতি কীর্ত্তিত হইলে সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

বিগত ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবস বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব উপলক্ষে গৌতমী গঙ্গা-তটস্থিত শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি চলিয়াছিল, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সান্ধ্য-নীরাজনান্তে মঠ-প্রাঙ্গণে সমাগত বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সমক্ষে মঠরক্ষক প্রভু হিন্দি-ভাষায় প্রায় একঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমন্দোদয়দয়ার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমাগত সজ্জনগণের মধ্যে ম্যাডভোকেট বালকৃষ্ণ রাও, ম্যাডভোকেট ভি সত্যাধীরাও, ম্যাডভোকেট কেরামাচ্চাচারী ম্যাডভোকেট গোপীনাথ শেষ্কারাও জমিদার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

———

বিগত ৩০শে ভাদ্র রবিবার দিবস শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে উষঃকাল হইতেই সংকীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাবির্ভাবের সময় অভিষেক, অর্চ্চন, নীরাজনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ সমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবার পর মঠরক্ষক প্রভু সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। স্থানীয় বহু উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

গত ৪ঠা আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটতিথি উপলক্ষে মহামহোৎসব যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যথারীতি সন্ধ্যারাত্রিকের পর সহকারী মঠরক্ষক শ্রীপাদ গদাধর প্রভু সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। কীর্ত্তনান্তে মঠরক্ষক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি এ মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ ও তাঁহার মহাবদান্যতার কথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শনিবার ৫ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অপ্রকট বা নির্য্যান-তিথিতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। বেলা অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে মঠরক্ষক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে ঠাকুর হরিদাসের অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত্র পাঠ করেন এবং সন্ধ্যা-আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে তাঁহার সমাধিপ্রদান ইত্যাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে বহু অভ্যাগত ও আমন্ত্রিত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

পাটনা মিঠাপুরস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহই যথারীতি শাস্ত্রাদি আলোচিত হইতেছে। বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহোদয় পাঠে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। গত ৬ই আশ্বিন শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠকালে সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা ও তদবহেলায় জীবের অমঙ্গল, অভক্তের শাস্ত্রপাঠাদির নিরর্থকতা প্রভৃতি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন। পাঠ শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

———

শ্রীল প্রভুপাদ দিবসদ্বয় শ্রীধামের ভক্ত-বৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া এবং শ্রীধামের যাবতীয় সেবা-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গত ১১ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর বহু-ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীচৈতন্যমঠের 'সুরধুনী' মোটর-লঞ্চযোগে কৃষ্ণনগরে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। তথা হইতে হাঁসখালি হইয়া ২।৪ দিনের মধ্যেই তাঁহার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌছিবার কথা। শ্রীল প্রভুপাদ বোধ হয় অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই মথুরা যাত্রা করিবেন।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ পদ্মনাভ সর্বজিৎ সম্বৎ ৪৩৮

চাকরী

কাহারও অধীনে ভৃত্যগিরি বা দাস্য স্বীকার করার নামই চাকরী। চাকরী করে না এমন জীব এ জগতে বা পরজগতে নাই। যক্ষ, রক্ষ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ত' দূরের কথা, দেবগণ এমন কি ভগবদবতারগণও চাকরী না করিয়া পারেন না। সকলেই চাকরী করেন বটে, কিন্তু একজন কাহারও চাকরী করেন না। তিনি লক্ষপ্রভুস্বত্বে সকলকে স্বেচ্ছানুযায়ী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যিনি সেব্যের এই একচ্ছত্রাসন অধিকার করিয়া সর্বমস্তকোপরি বিরাজমান ও সকলের শিরোভূষণ, সেই দীনদয়াল প্রেমের ঠাকুর আমাদের গোসাই—আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই সেই বস্তু। "ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বম্ পরমিহ" এই শ্লোকই তাঁহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণই যে একমাত্র প্রভু এবং সকলেই তাঁহার ভৃত্য বা চাকর, এ বিষয়টী অতি সহজ ও সরল ভাষায় আমাদের পূর্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে জানাইয়াছেন,—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"
'গঙ্গা দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।''
(মহাপ্রভুর বাক্য)

———

চাকরী করাই যে জীবের নিত্যধর্ম একথা শ্রীমন্মহাপ্রভু "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস" প্রভৃতি কথা শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। চাকরী করাই জীবের স্বরূপের ধর্ম বলিয়া, রাজাই বলুন আর প্রজাই বলুন, ব্যবসায়ী বলুন আর কর্মচারীই বলুন, পিতাই বলুন আর পুত্রই বলুন, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতিই বলুন বা বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুকই বলুন, সকলেই কোন না কোন চাকরী করিতেছেন—কাহারও না কাহারও অধীনতা স্বীকার করিয়া জীবনটা কাটাইতেছেন। তবে কৃষ্ণের চাকরী করাই যে আমাদের একমাত্র কর্তব্য—এই বেদবাণী বা মহাজন বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে না বলিয়া আমরা কৃষ্ণ নহে যাহা এমন অনিত্য বস্তুর চাকরী করিতে গিয়া অসুবিধাই পতিত হইতেছি, ইহাই দুঃখ। আমরা যাঁহার নিত্য সেবক সেই নিত্য সেব্য ভগবানের চাকরী স্বীকার না করায় আমাদের চাকরী স্থায়ী হইতেছে না এবং একমাত্র মালিক অমর কৃষ্ণের আসনে অজ্ঞাত নর-বস্তুকে আসন প্রদান করায় আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ অটুট থাকিতেছে না। তদ্ধেতুই অভাবজনিত দুঃখাদি আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করিতেছে।

যাঁহাকে পিতা বলিলে আর কোনকালে আমাদের পিতা বলা ঘুচে না, এমন জগৎ পিতা বা নিত্য পিতাকেই পিতা বলিয়া বরণ করা যেমন সুযোগ্য পুত্রের কর্তব্য, সেইরূপ যে প্রভু বা মালিক কোনও দিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হন না সেই অমর অজর, অশোক, অভয় শ্রীভগবানের দাস্য স্বীকার করা বা কুকুর হওয়া উচিত, না যাঁহাদের অস্তিত্ব পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অস্থির সেই স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, রাজা, বন্ধু, শাসনকর্তা প্রভৃতি গায়ের জোরে ভৃত্যসম্প্রদায়কে প্রভু সাজাইয়া তাহাদের চাকর বা গোলাম হওয়া উচিত, এই নিখুঁত সত্য কথাটী আমার বন্ধুবর্গ বিচার করিবেন কি?

চাকরী দ্বিবিধা—মায়ার চাকরী ও কৃষ্ণের চাকরী। আমরা যদি আমাদের প্রেমের ঠাকুরটীর চাকুরী স্বীকার না করি তৎপ্রেরিত ভক্তিজনের আনুগত্যে গৌর-সংসারের সংসারী বা গৌরমনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী না হই, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য আকুলতা যদি আমাদের হৃদয়ে না জাগে তাহা হইলে আমরা যে মায়ার সেবা বা জগতের সেবা করিতে বাধ্য হইব তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমরা যে মায়ার দাসত্ব স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত হই সেই মহামায়া পর্যন্ত যে স্বতন্ত্রা নহেন, অধীনা ও আজ্ঞাবহা—এ কথাটী আমাদের সতত স্মরণ রাখা উচিত। তাহা হইলে অধীনের অধীনতা স্বীকার বা গোলামের গোলামী করিবার বাসনা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে না। ব্রহ্মসংহিতা বলেন—

"সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—স্বরূপশক্তি বা চিৎ-শক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি।

আমরা সকলেই চাকর, সকলকেই চাকরী করিতে হইতেছে, চাকরী না করিয়া উপায় নাই,—এ কথা গুলি ঠিক হইলেও কৃষ্ণের চাকরী আর মায়ার চাকরী, কৃষ্ণের গোলামী ও মায়ার গোলামীতে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। মায়ার চাকরী করিয়াও শান্তি নাই আবার মায়ার চাকরী না থাকিলে বা গেলে অর্থাৎ অর্থোপার্জনের উপায়টী বন্ধ হইলে জীবের যে কি অবস্থা হয় তাহা পরম-অর্থহীন চাকুরে বাবু আমরা প্রায় সকলেই মর্মে মর্মে অবগত আছি। কিন্তু কৃষ্ণের চাকুরীর ন্যায় আনন্দ কোথাও নাই বলিয়াই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমেশ্বর হইয়াও জীবাভিমানে বা সেবকাভিমানে চাকরীর অভিনয় করিয়া ভগবদ্দাস্যে যে নিত্য বর্দ্ধমান আনন্দ আছে তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

———

কৃষ্ণের চাকরী করিবার সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। "কোটি-মুক্ত মধ্যে হয় দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত" ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাস্তব সত্যের গ্রাহক বা কৃষ্ণের দাসত্ব করিবার লোক জগতে অতি বিরল। কৃষ্ণের চাকরী করিবার অধিকার সকলেরই আছে এবং এই চাকরী দিবার জন্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুবৈষ্ণবগণ পারমার্থিক পত্রে চাকরী-খালির advertiseও যথেষ্ট করিতেছেন, আবার তৎসঙ্গে পাল্লা দিবার জন্য ধর্মধ্বজী মায়ার চেলা ও জগতে সাজা-প্রভুগণের চাকরী-খালির advertisementএর অভাবও নাই। বৈকুণ্ঠজনগণ বলিতেছেন—"সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ নিত্যা শান্তি লাভ হইবে—অভাব-মুক্ত হইয়া স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে—সেবানন্দে মগ্ন হইয়া নিত্যকাল বৈকুণ্ঠবাসের যোগ্যতা লাভ করিবে।' আর একজন বলিতেছেন, "একজন Graduate চাই, বেতন ৫০৲ টাকা।" এতদুভয়ের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে একজনের চাকরীর ফল পরমার্থ বা নিত্যানন্দ-লাভ আর অপর ব্যক্তির চাকরীর ফল অশান্তির আকরস্বরূপ কণ্ডুয়ন-চুলকানির ন্যায় ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-তর্পণ। তাই বলিতেছিলাম, সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিশীল ব্যক্তিই কৃষ্ণের চাকরী করেন আর মাদৃশ দুর্ভাগা কুবুদ্ধি জন মায়ার চাকরী করিতে ধাবিত হয়। সমস্ত ধনের অধিপতি লক্ষ্মীপতি নারায়ণের চাকরী করিলে যে আর অর্থ ও পরমার্থ কোন কিছুরই অভাব থাকে না—এই সহজ ও সরল কথাটী বুঝিতে না পারিলে অর্থোপার্জনোপায় মায়ার চাকরী করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারি না। কৃষ্ণের চাকরী না করিলে মায়ার চাকরী করিতেই হইবে—মুহূর্ত্তকাল কৃষ্ণের চাকরীতে অন্তমনস্ক হইলেই অপাশ্রিতা মায়া ঘাড়ে ধরিয়া তাহার নিজের চাকরীতে নিযুক্ত করিবেই করিবে। মায়ার চাকরী বা কৃষ্ণের চাকরীর ফল যথাক্রমে বিষয়বিষ্ঠা ও প্রেমানন্দামৃত লাভ হইলেও মাদৃশ ব্যক্তিগণ বরাহের ন্যায় নিজ প্রিয় বস্তুগ্রহণেই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা যে যাহাই করি না কেন, আমাদের সতত মনে রাখা উচিত যে, কৃষ্ণের চাকরীই আমাদের নিত্যধর্ম এবং উহা অমৃত, অশোক ও অভয়প্রদ, আর মায়ার চাকরী ভূতের বেগার খাটা, তাহাতে মৃত্যু এবং উত্তরোত্তর ক্লেশ, শোক, ভয় ও অভাব।

———

আমরা অভাব-নিবারণ বা অর্থপ্রাপ্তির জন্য মায়ার চাকরী করি বটে—রাজার চাকরী, স্কুলের চাকরী, গবর্ণমেণ্টের চাকরী, পিতার চাকরী, মাতার চাকরী, পুত্রের চাকরী বা স্ত্রীর চাকরী করি বটে কিন্তু সেই সব চাকরীতে আমাদের অভাব বা আশা মিটে না; বরং শত শত অভাব ও অতৃপ্ত বাসনা আসিয়া আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ ক্লেশ দেয় এবং জন্মজন্মান্তরে ত্রিতাপ-ক্লেশ ভোগ করিবার জন্য পূর্ব্ব বন্দোবস্ত করিতে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণের চাকরীতে অনায়াসেই অভাবাদি দূরীভূত হয়। কৃষ্ণের চাকরী এত লোভনীয় ও আনন্দপ্রদ যে, কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব প্রভুও মহাসঙ্কর্ষণ, কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও শেষ—এই পঞ্চরূপ ধরিয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

আমরা অনেক সময় মনে করি, যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন বা স্বাধীন দেশে বাস করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনাদি করেন তাঁহারা পরাধীন বা কাহারও চাকর নহেন। কিন্তু একটু স্থির হইয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমরা কৃষ্ণের চাকরী না করিয়া অবৈতনিক-ভাবে, স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষি-অবলম্বনে বা মহারাজাধিরাজ হইয়া যে কোন কার্য্যই করি না কেন, আমরা মায়ার চাকর বা সংসার-ঘানিঘরের কলুর বলদ ব্যতীত আর কিছুই নই। মায়ার চাকরীতে কেবলই কষ্ট এবং উহা অনন্তক্লেশের জনক, আর কৃষ্ণের চাকরীতে প্রথমতঃ কিছু ক্লেশ থাকিলেও সেগুলি অনন্ত ক্লেশ-নাশেরই হেতু। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥"

———

চাকরী ছাড়া, অধীনতা স্বীকার করা ছাড়া জীবের আর গতি নাই। তবে যিনি ভূতের বেগার খাটিতে চান, তিনি

মায়ায় চাকরী করিবেন, আর যিনি অমৃত পান করিতে চাহেন, মায়া বা মৃত্যুর হস্ত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-জনের চাকরী করিবেন। কৃষ্ণের নিজজন পরদুঃখদুঃখী মদীয় আচার্য্যদেব চাকরীর কাঙ্গাল দরিদ্র আমাদিগকে আজ কৃষ্ণের চাকরী প্রদান করিবার জন্য আসিয়াছেন। যদি কাহারও এই দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-চাকরী-গ্রহণের মহতী পিপাসা বলবতী হয় তাহা হইলে তিনি যেন কৃষ্ণের চাকরী করিবার জন্য কৃষ্ণের এজেণ্ট এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ জগতে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার নিকট দরখাস্ত পেশ করিয়া Eternal Service গ্রহণমুখে Eternal জীবনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক Eternal Masterএর Eternal servant হইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতা

(৩)

এই সম্পর্কে বেদান্তের ফলাধ্যায়ের শেষ সূত্রটি উল্লেখ করিয়া ঠাকুরের বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সম্মত 'হরিনাম চিন্তামণি' গ্রন্থের সত্যতা জানাইতে চেষ্টা করিব। সূত্রটি এইরূপ,—

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।"

অর্থাৎ শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি হইয়া থাকে। শব্দ অর্থাৎ শ্রীনাম হইতেই 'অনাবৃত্তি' অর্থাৎ জন্মমরণমালা শুব্ধীভূত হইয়া মুক্তি-লাভ ঘটে। এই কথাটি ব্যাসদেব দুইবার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে পুনঃপুনঃ শব্দের অর্থাৎ শ্রীনামের আশ্রয়গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। এখানে অনেক পণ্ডিত মহাশয়গণ উপস্থিত আছেন। তাঁহারা হয় ত' মনে করিবেন যে, উক্ত কথাটি দুইবার লিখিবার উদ্দেশ্য অন্য প্রকার; কারণ, প্রাচীনকালে যে কোন অধ্যায় সমাপ্তিকালে শেষচরণের দ্বিরুক্তির দ্বারা তাহা সমাপ্ত করিবার পদ্ধতি ছিল। উহাতে বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও চলিত প্রথামাত্র। এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, কারণ-হীন কার্য্য যেমন অসম্ভব সে-প্রকার উদ্দেশ্যহীন প্রথা-প্রচলনেরও যুক্তি অসম্ভব। এ কথা বাদ দিলেও এই ফলাধ্যায়েরই প্রথমপাদের প্রথমসূত্র আলোচনা করিলে আমাদের এ বিচার আরও বিশদরূপ আলোচিত হইবে।

'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' (৪।১।১) এই সূত্রটী আলোচনা করিলে শ্রীনামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার কথাই উপদিষ্ট হইয়াছে জানা যায়। সূত্রটী বিশ্লেষণ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় 'আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ' অর্থাৎ বেদাদি উপনিষদ প্রভৃতির উপদেশ হইতে ইহাই জানা যায় যে, অসকৃৎ অর্থাৎ একাধিকবার বা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি অর্থাৎ উচ্চারণ বা কীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। আরও একটি কথা আমরা শুনিতে পাই যে, "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।" অবশ্য এই মতের সর্ব্বত্র আদর না হইলেও বেদান্তের উক্ত সূত্রের কথঞ্চিৎ অনুকূল বলিয়াই মনে হয়। পুনঃ পুনঃ নামগ্রহণই জীবমাত্রেরই কৃত্য ইহা বেদান্ত-সূত্রকার ফলাধ্যায়ের আদি ও অন্তসূত্রদ্বয়ে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিচার-জগতে উপক্রম উপসংহার একই ভাবোদ্দীপক না হইলে দোষ পরিলক্ষিত হয়। ফলাধ্যায় বিচার করিয়া দেখুন, উপক্রমে যে কথা প্রকাশ করিয়াছেন উপসংহারেও তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

এ স্থলে বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, বেদান্তের শেষ চতুর্থাংশ ধরিয়া উপক্রম উপসংহারের সিদ্ধান্ত দেখাইলে আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ঐরূপ সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লিখিত হইলে আমরা তাহা অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইব। এরূপ পূর্ব্বপক্ষের বিশদরূপ উত্তর প্রদান করিতে গেলে সময় অধিক লাগিবে এবং আপনাদেরও একস্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকা ক্লেশকর হইবে। সুতরাং সংক্ষেপে আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে উক্ত প্রথম পাদের প্রথম হইতেই কতিপয় সূত্র কটক 'র‍্যাভেন্সা' কলেজে 'বেদান্তে-শব্দবাদ'-মূলক বক্তৃতায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। শ্রোতৃমণ্ডলীর কৌতুহল হইলে পৃথগ্ভাবে তাহার পুনরালোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। পাঠক মহোদয়গণ অবগত আছেন উক্ত বক্তৃতা নদীয়া-প্রকাশের ৮ম বর্ষে ২০৭, ২০৮, ২০৯ ও ২১৫ তম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্র ইতঃপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেও আপনাদের এবম্প্রকার পূর্ব্বপক্ষের কথঞ্চিৎ নিরসন হইতে পারে।

আর একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে আপনারা আরও মনে করিতে পারেন যে ফলাধ্যায়ে অভিধেয়-ভাবোদ্দীপক সূত্রের সমাবেশ হওয়া উচিত নহে। সুতরাং বেদান্তের ৪র্থ অধ্যায়ের আদ্যন্ত সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বকথিতরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইবে। ফলপাদের কথাদ্বারা জীবের যাহা প্রয়োজন তাহাই ব্যক্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত আপনার অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত সূত্রদ্বয়ের বিষয় সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে একটা Contradiction (বিরুদ্ধভাব) লক্ষ্য করা যায়। শব্দের দ্বারা যদি অনাবৃত্তিই হইল তবে আবৃত্তি অসকৃৎ কি প্রকারে হয়? অর্থাৎ শব্দের আশ্রয়ে আমার মুক্তি হইলে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির আবশ্যকতা কোথায়? আবৃত্তি কেই বা করিবে? আপনাদের এবম্প্রকার সন্দেহ ও পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধ্য ও সাধন বা আলোচ্য ও আলোচনা উভয়েই নিত্যশুদ্ধ ও সনাতন। সুতরাং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিরূপ শ্রীনামগ্রহণ নিত্যশুদ্ধ ও সনাতন ব্যাপার। আমাদের বদ্ধাবস্থাতেই অনাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তির জন্য পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির প্রয়োজন এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির নিত্যতা-হেতু মুক্তির পরেও শ্রীনামই আমাদের কীর্ত্তিতব্য ফল বলিয়া গৃহীত হয়, কিন্তু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশানুসারে জানিতে পারি যে মুক্তজীবের পক্ষেও শ্রীনামভজনের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে;

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

এই প্রমাণের দ্বারা মুক্ত-পুরুষগণ 'লীলয়া' অর্থাৎ ভগবৎ-লীলার সহিত নিজরূপগুণের সমাবেশ করিয়া শ্রীনামী-স্বরূপ নামরূপ ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। কোন কোন সম্প্রদায় 'লীলয়া' শব্দের হেলয়া অথবা অপ্রয়োজন-হেতুনা অর্থ করিয়া মুক্তি পর্য্যন্তকেই প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা পাইলেও 'ভগবন্তং ভজন্তে' কথার দ্বারা ও 'বিগ্রহং কৃত্বা' কথা দ্বারা তাঁহাদিগের উক্ত মতের খণ্ডন করিতেছেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন মুক্তপুরুষগণের পক্ষেও শ্রীনাম-গ্রহণই ফলস্বরূপ। শ্রীনামগ্রহণই আমাদের অভিধেয় এবং শ্রীনামগ্রহণরূপ প্রেমাস্বাদনই আমাদের প্রয়োজন। নামেতেই প্রেমের পূর্ণাবস্থা। সুতরাং ফলাধ্যায় এই সূত্রদ্বয়ের উল্লেখে বুঝিতে হইবে যে নামগ্রহণের দ্বারাই বিশুদ্ধ নামগ্রহণরূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে। গীতাতে আমরা দেখিতে পাই,—'সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাম্' ইত্যাদি (গীতা ৯।১৪) ও 'তেষাং সততযুক্তানাম্' (গীতা ১০।১০) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিত্যকাল ভগবন্নাম-কীর্ত্তনের কথা বেদান্তসূত্রের অনুরূপ বলিয়া জানিতে পারি। শ্রীচৈতন্যদেব 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' কথাদ্বারা 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' সূত্রের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীনামগ্রহণরূপ অভিধেয় দ্বারাই শ্রীনামগ্রহণরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্ব-পাপ-নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি হইতেও আমরা বেদান্ত-সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুরূপে অনুধাবন করিতে পারি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বেদান্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত প্রচারকল্পে 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীনাম-সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন,—

"পৃথক্ উপায় ধরি উপেয় সাধনে।
বিঘ্ন বহুতর হইল জীবের জীবনে॥
নামের স্মরণ আর নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
এইমাত্র ধর্ম্মজীব করিতে পালন।
যেই ত' সাধন সেই সাধ্য যবে হইল।
উপায়-উপেয় মধ্যে ভেদ না রহিল॥
সাধ্যের সাধনে আর নাহি অন্তরায়।
অনায়াসে তরে জীব নামের কৃপায়॥"

তখন আপনারা শ্রীল ঠাকুরের জীবনী হইতে অর্থাৎ তাঁহার গ্রন্থ হইতে যে শব্দ-তত্ত্বের বিষয় জানিতে পারিতেছেন তাহাই আমাদের শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। ঠাকুরের উক্ত বচনগুলি দ্বারা বেদান্তে নিষ্কপট সিদ্ধান্ত-সমূহ জানিতে পারিতেছি।

শ্রীল ঠাকুরের উল্লিখিত বচনের প্রথম ছত্রদ্বয়ে দেখিতে পাই পৃথক্ উপায় অর্থাৎ শ্রীনামগ্রহণ ব্যতীত অন্য উপায় অর্থাৎ কর্ম্মাদিকে সাধনরূপে গ্রহণ করিলে জীবাত্মার অর্থাৎ অণুশক্তিরূপ জীবের জীবনে বহুতর বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অর্থাৎ জন্মমরণ-মালার হাত হইতে জীব নিষ্কৃতি পায় না। এই সম্পর্কে বেদান্ত-সূত্রকার ব্যাসদেব সাধনাধ্যায়ে "কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্" রূপ একটী সূত্র করিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি শ্রীনাম ব্যতীত কর্ম্মকে আশ্রয় করিলে জীব কখনই মুক্ত হইতে পারিবে না। জগতে বহু বহু সৎকর্ম্মী বিচরণ করিতেছে তাহাদের কর্ম্ম-কুশলতায় অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মফলপ্রদ প্রয়োজনকে বহুমানন করিয়া আমরা অনেকেই তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। আমি খুব স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি তাঁহাদের কখনই মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

(ক্রমশঃ)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট ঐ
৬। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৭। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। ভোতশা কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
১১। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বৰ্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা।
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, হাওড়া,
১৭। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা।
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৬। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৮। শ্রীব্রজ-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবরকুণ্ডা, পোঃ ঝিকরহাটী, মানভূম।
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কারেদপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পঞ্জীর রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7, লণ্ডন।
৩৯। অনাদি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। বিষ্ণুকুটীর—বিষ্ণুলের চট্ট, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীৰ্ত্তন**—মহোপদেশক পাণ্ডত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গৌড়ীয় অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সৰ্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষান্ত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষা-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ।৪
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
৬। চৈতন্যোপনিষদ্
৭। দ্বাদশ-আলুবর
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
১১। ভজন-রহস্য ৷৷০
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৭। বেদান্তরত্নমালার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১৮। বৈষ্ণবদশ্ম ২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২২। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৭। গীতমালা ৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৯। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৩২। শরণাগতি /০
৩৩। গীতাবলী /০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩৫। সাধনকণ /০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৭। নবদ্বীপশতক /০
৩৮। অর্থপঞ্চক /০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৪১। অর্চনকণ ১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম পরিখণ্ড) ৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৫। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬১। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ ।০
৬৩। নামভজন ।০
৬৪। বিদেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬৫। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৬৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৭। কোর্ট গৌড়ীয়মঠ হৈজ ডুইং /০
৬৮। দি ভাগবত ।০
৬৯। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আবেন্ডেড ডিভোশন ।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৩। সাধন-পথ ।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭৫। গীতাবলী /০
৭৬। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৴০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৬১৵০
খুচরা	৬১।৵০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৫/১০
বড়াল	৩৫৲১০
গিনি	২২৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	১৸৴০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৴০—৫।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৴১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ-	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চ ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
ঢাল পাটী	৬।০—৬।৵০
,, বোলটু (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, সরাদে (চৌকা)	৬০—৬৸০
,,গোল বড় ৴০—।৴০ সূতা	৫৴০—৬॥০
,, টানা বড়-	
ঢাকা ৴০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, গাউল কাল	৬।৵০—৮।০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৫,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০	+ ১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০	+ * ১৮-৩৬	* ২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈ নি ক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ২রা অক্টোবর ১৯৩৪ [১৮৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ষ্টেশন মাষ্টারের দণ্ড

ই বি রেলওয়ের যাদবপুর ষ্টেশন মাষ্টার প্রকাশচন্দ্র গাঙ্গুলী ও তাহার সহকারী কিরণচন্দ্র দত্ত আবগারী বিভাগের জনৈক পিয়নকে অবৈধভাবে আটক রাখার ও তাহার উপর বল প্রয়োগ করার অভিযোগে শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এফ এম মামুদের আদালতে অভিযুক্ত হয়। উক্ত পিয়ন ঘটনার সময় তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মোতায়েন ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের প্রত্যেককে একশত টাকা অর্থদণ্ড, অন্যথায় ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

হাওড়ায় ডাকাতি

হাওড়ার অন্তর্গত জগৎবল্লভপুর গ্রাম নিবাসী বাবু গোষ্ঠবিহারী দের বাড়ীতে এক ডাকাতি হয়। এই সময় অনুমান ২৫০০০ টাকার অলঙ্কারপত্র লুণ্ঠিত হয়। জগৎবল্লভপুর পুলিশ এই সম্পর্কে চারিজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের নিকট হইতে পুলিশ একটি বন্দুক পায়। উক্ত বন্দুকটি ডাকাতির সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ডাকাতির সময় লুণ্ঠিত অধিকাংশ মালপত্র উদ্ধার করা হইয়াছে।

সশস্ত্র ডাকাতির চেষ্টা

ময়মনসিংহের প্রথম অতিরিক্ত দায়রা জজ অধিক সংখ্যক জুরীর সহিত একমত হইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০২ ধারা অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারানুসারে আলম সেখ, আবদুল হামিদ সেখ, কোকারাম নমঃ দাস, সিরাজুল হক, গৌরচাঁদ নমঃ দাস ও সমির সেখকে পাঁচ হইতে সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ১৪ই বৈশাখ এই সকল আসামী এবং আরও পনরজন লোক বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া টাঙ্গাইল থানার ইলাসিন গ্রামে সমবেত হয়। আর, সিন জুটকোম্পানীর দারওয়ানগণ টাঙ্গাইল লাব ট্রেজারী হইতে উক্ত কোম্পানীর ১০,০০০৲ টাকা লইয়া ইলাসিন যাইতেছিল। ঐ সকল ব্যক্তি উক্ত টাকা লুঠ করিবার জন্য মতলব করিয়াছিল। ইলাসিনের বাবু জিতেন্দ্র নাথ রায় এই সকল লোককে ডাকাত বলিয়া সন্দেহ করে এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে খবর দেন। তৎপর গ্রামের চৌকিদার, দফাদার উক্ত ডাকাতদলকে ঘেরাও করে এবং একটি দোনালা বন্দুক সহ গৌরচাঁদ নমঃ দাস, সিরাজুল-হক ও সমির সেখকে তথায় গ্রেপ্তার করে। আলম সেখকে জামালপুরে গ্রেপ্তার করা হয়। কোকারাম নমঃদাস আত্মসমর্পণ করে। আসামী দুর্গা রাউৎ রাজসাক্ষী হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে।

সামান্য কারণে শোচনীয় কাণ্ড

৩।৪ দিন পূর্ব্বে বড়বড়ি গ্রামের জনৈক গোয়ালা লালকুঠী নামক স্থানে তাহার এক ভাগিনেয়কে চড় মারায় সে শোচনীয়ভাবে মারা গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত গোয়ালা তাহার ভাগিনেয়কে জল আনিতে পাঠায় কিন্তু সে জল আনিতে বিলম্ব করায় তাহার মাতুল তাহাকে এক চপেটাঘাত করে, ফলে সে বালক তৎক্ষণাৎ মারা যায়। জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ, সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং প্রকাশ, মৃতদেহ তদন্তের জন্য চালান দিয়া উক্ত গোয়ালকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া আসে। পরে বিচারার্থ তাহাকে লালবাগে প্রেরণ করা হইয়াছে।

রোয়াইলে খানাতল্লাস

রোয়াইল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কংগ্রেস কর্ম্মী, ও বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশমোহন চক্রবর্ত্তীর গৃহে কিছুদিন পূর্ব্বে যে খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে, সেই সম্পর্কে প্রাপ্ত কোনও চিঠির ধামরাই থানার পুলিশ গত ৮ই আশ্বিন রোয়াইলের জমিদার ও প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়াছে ও ধীরেন্দ্র বাবুর হাতের লেখার নমুনা লইয়া গিয়াছে। আপত্তিজনক কোনও কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

এ সম্পর্কেই ঐ দিনই স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন রায় ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত মহীন্দ্রমোহন রায়, বি, এ, মহাশয়দ্বয়ের নিকট হইতেও হাতের লেখার নমুনা লইয়া গিয়াছে। প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বেও ধামরাই থানার পুলিশ একটি চিঠি ও একটী টেলিগ্রাম সম্বন্ধে উক্ত শৈলেন্দ্রবাবু ও মহীন্দ্রবাবুকে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া গিয়াছিল। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত লাবণ্যমোহন রায় বি, এল, ও শ্রীযুত কামদামোহন রায় মহাশয়দ্বয়কেও ঐ সম্পর্কে বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া গিয়াছিল।

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান

কাটাখালি-লালবাজার রেলওয়ে লাইনে ১৩বৎসর বয়স্কা একটী মুসলমান বালিকা অতি শোচনীয়ভাবে মারা গিয়াছে। বালিকাটী বিনা টিকিটে এই গাড়ীতে যাইতেছিল। একজন ট্রাভেলিং টিকেট ইন্সপেক্টার গাড়ীতে উঠিলে বালিকাটি চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং ভীষণ আঘাত পায়। ঐ গাড়ীতে একজন এসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিঃ ই খান ছিলেন। তিনি বালিকাটিকে প্রাথমিক শুশ্রূষা করিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। এজন্য গাড়ী কয়েক মিনিট থামাইয়া রাখা হইয়াছিল। পরদিন বালিকার মৃত্যু হইয়াছে।

আমেরিকার রপ্তানি-বাণিজ্য

আগষ্ট মাসের আমদানী রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়, আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যে বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে; রপ্তানীর পরিমাণ জুলাই মাস অপেক্ষা ৫ কোটী ৪৫ লক্ষ ডলার বেশী। ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসের পর আর কোনও মাসে রপ্তানীর পরিমাণ এত অধিক হয় নাই। বাণিজ্যবিভাগের মন্ত্রী মিঃ রোপার বলেন, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক বাণিজ্য সন্ধির আলোচনার ফলে আমেরিকার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছে. এই জন্যই রপ্তানী বাণিজ্যের এই উন্নতি হইয়াছে: যদিও এখন পর্য্যন্ত একমাত্র কিউবা ব্যতীত অন্য কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্যসন্ধি স্বাক্ষরিত হয় নাই। আমদানীর পরিমাণ ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার হ্রাস পাইয়াছে।

নোটিশ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য ১৯৩৪ সালের ৯ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মনোনয়ন পত্র গ্রহণ করা হইবে এবং ১২ই অক্টোবর বিভাগীয় কমিশনার দ্বারা মনোনয়ন পত্রগুলি বিবেচিত হইবে। নদীয়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের মুসলমান, বঙ্গীয় ইউরোপীয়ান ও বঙ্গীয় জমীদার কেন্দ্রের পত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন।

স্বাক্ষর—এইচ বোস্
ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা অক্টোবর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১৮৩শ সংখ্যা

ল প্রভুপাদ

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর হইতে 'সুরধুনী' মোটর সঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আশা করা যায়, অন্ততঃ সপ্তাহকাল তিনি এস্থানে অবস্থান করিবেন।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণ গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়া মঠগৃহ মুখরিত করেন এবং ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও গুণাবলী আলোচনা করেন। সমাগত ব্যক্তিগণ ঠাকুরের মহিমা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন। তাঁহাদের প্রায় সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৪ঠা আশ্বিন ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখামঠ আমলাযোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রকটোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবোপলক্ষে ঠাকুরের আলেখ্যার্চ্চা সুগন্ধি-পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুর্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীল ঠাকুরের গুণ-মহিমা বক্তৃতামুখে আলোচিত হয়। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক ঠাকুরের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। বক্তৃতান্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর প্রায় চতুঃশত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকটোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে ও বিচিত্র আলোক মালায় সুশোভিত করিয়া একটি সুসজ্জিত উচ্চ বেদীতে সংরক্ষণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে বৈষ্ণবজগতের অবস্থা, শতাধিক বৈষ্ণবগ্রন্থ-প্রণয়ন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীধাম মায়াপুর লোকলোচনে প্রকাশ, ঠাকুরের মহাদান প্রভৃতি বহু বিষয় ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। বক্তৃতান্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে আকণ্ঠ পূরিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৯ই আশ্বিন পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতভূষণ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসাক্ষিগোপালের ভক্তবাৎসল্যময়ী অপূর্ব্ব লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি ভগবানের অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব, ভক্তবৎসলত্ব ও স্বেচ্ছাময়ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ও মায়াবাদিগণের মতবাদ নিরাস করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রমীমাংসা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ

লণ্ডন হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

সম্প্রতি বোম্বাই গৌড়ীয়মঠে অবস্থান

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ইংলণ্ডে দেড় বৎসর কাল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা প্রচার করিয়া গত ১০ই আশ্বিন ২৭শে সেপ্টেম্বর 'মল্‌ডেভিয়া' নামক জাহাজে লণ্ডন হইতে বোম্বে গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বোম্বে-বাসী জনসাধারণ জাতি নির্ব্বিশেষে ব্যালার্ড-পায়ারে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ "বোম্বে ক্রনিকল"-পত্রের প্রতিনিধি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশার্থ ইংলণ্ডে প্রচার সাফল্যের বিষয় আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ বর্ত্তমানে ৩ জন সহকারিসহ ইংলণ্ডে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

মন্ত্র

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

ও সৎসাম্প্রদায়িক। নাস্তিকগণের কুমতবাদ-সমূহ ও গলদ শ্রীমদ্ভাগবত ধরাইয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা এই পরম মঙ্গলময় শাস্ত্রের আদর করিতে না পারিয়া বিরোধিত করিয়া থাকেন। তজ্জন্যই তাহাদের মঙ্গলের পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহাদের বিচার-ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। সাবিত্র-সংস্কার কেবল শৌক্র-বিধানে আবদ্ধ নহে—ভারতীয় ইতিহাস-সমূহ সে-সকল কথা উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতসম্প্রদায় ভাগবত-দীক্ষাপ্রভাবে জাতির পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন। যাহারা এই মতের বিরোধী তাহাদিগকে ভুজঙ্গ-স্থানে পরিহার করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে আমাদের যে জাতি ছিল দীক্ষা-গ্রহণের পরবর্ত্তি কালেও যদি উহা পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের দিব্য-জ্ঞান বা দীক্ষা-লাভ ঘটে নাই জানিতে হইবে। অগ্নি-সংযোগে যেমন লৌহের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় সদ্‌গুরুর নিকট কৃষ্ণাভিন্ন নামাবলী মন্ত্রগ্রহণেও জীবের সেইরূপ বর্ণ-ভেদ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই অভিমান দূরীভূত হইয়া ভগবদ্দাস্যাভিমান প্রবল হয়। ক্ষেত্রের চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ না হওয়া পর্য্যন্ত মন্ত্রসিদ্ধি হয় নাই বুঝিতে হইবে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও শ্রেয়ঃকামী তাঁহারা "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সোৎসাহে নিত্যোন্নতি-বিধানে তৎপর থাকিবেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎ-
কর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ
প্রসিধ্যতি॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ পদ্মনাভ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

গৌরনারায়ণের শক্তিত্রয়

যাঁহার শত টাকা আছে, তাঁহার যে দশ টাকা আছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তদ্রূপ অবতারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যাবতীয় অবতারের প্রত্যেকেরই সমাবেশ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিভিন্ন অধিকারের ভক্তবৃন্দ অবতারী কৃষ্ণচন্দ্রের যে স্বরূপ দেখিতে পান, সেইরূপেই তাঁহাকে বর্ণন করিয়া থাকেন—

কেহো বলে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হন সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয়।
সর্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে॥
—চৈঃ চঃ আদি ৫।১২৯-১৩২

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরও অবতারী। অবতারীর ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য—ত্রিবিধ প্রকাশ। ঔদার্য্য-লীলা-প্রকাশক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া জগদ্গুরুর লীলাভিনয়ে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-তত্ত্বমালা প্রকাশ করেন, আবার আশ্রয়জাতীয় ভগবানের ভাবে বিভাবিত হইয়া 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' প্রদর্শন করেন। অবতারীর পক্ষে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য—তিন লীলা প্রকাশই সম্ভব। ঐশ্বর্য্য-লীলা-প্রকাশকালে তিনি 'নারায়ণ'-রূপে, মাধুর্য্য-লীলা-প্রকাশ-কালে 'কৃষ্ণ'-রূপে এবং ঔদার্য্য-লীলা-প্রকাশ-কালে 'গৌর'-রূপে দৃষ্ট হন। তিন রূপই নিত্য। তিনই—এক, একেই—তিন।

সাধারণতঃ অবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-লীলার প্রথমেই ঐশ্বর্য্য, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঐশ্বর্য্য ও ঔদার্য্য-লীলার সংমিশ্রণ এবং সন্ন্যাসান্তে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-রূপে ঔদার্য্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। কোন কোন ভাগ্যবান্ তাঁহার 'রসরাজ মহাভাব' বিগ্রহও দর্শন করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-কালে আমরা শ্রীগৌরনারায়ণের তিনটী শক্তি লক্ষ্য করি, তাঁহারা—'শ্রী', 'ভূ' ও 'নীলা' বা 'লীলা'। নারায়ণে এই শক্তিত্রয় নিত্য বিরাজিত। রমলা বা লক্ষ্মী—'শ্রী'-শক্তি, বিষ্ণুভক্তি—'ভূ'-শক্তি, আর শ্রীধাম বা নারায়ণের পদালিঙ্গিতা আধারভূতা বিচরণ-ভূমিই—'নীলা' বা 'লীলা'-শক্তি। 'লীলা'-শক্তি 'দুর্গা'-নামেও অভিহিতা; ইনি জগতের আধার-স্বরূপা।

লক্ষ্মীদেবী শ্রীগৌর-নারায়ণের 'শ্রী'-শক্তি, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার 'ভূ'-শক্তি এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর তাঁহার 'নীলা', 'লীলা' বা 'দুর্গা'-শক্তি। লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গৌরসুন্দরের গার্হস্থ্য-লীলাকে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণের লীলা বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীল কবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ৪৩ সংখ্যায় বলিয়াছেন যে, যিনি পূর্বে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক ছিলেন তিনিই গৌরাবতারে লক্ষ্মীদেবীর জনক বল্লভাচার্য্য; জানকী ও রুক্মিণী দুই তত্ত্ব একত্র মিলিয়াই শ্রীলক্ষ্মীদেবীরূপে আবির্ভূত।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—ভূশক্তি বা বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় দেখা যায়, দ্বাপরে যিনি সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জনক 'সনাতন রাজপণ্ডিত'। 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়'-নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পৃথিবীর অংশরূপা বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু, সুতরাং ভক্তবাৎসল্য-বিধায়িনী জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রদানকার্য্যে সহায়কারিণী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবিকা বা বৃষভানুনন্দিনীর একজন সহচরী ভক্তা 'পরমেশ্বরী'-নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বয়োবৃদ্ধিকালে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীগৌরনারায়ণের সেবা করেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় প্রেমভক্তিস্বরূপ প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে শ্রীলক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হন। যখন তিনি প্রেমভক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন তখন প্রেমভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে আমরা তাঁহার সেবায় নিযুক্তা দেখিতে পাই। তবে আমাদিগকে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীগৌরসুন্দর আদিলীলায় অর্থাৎ তাঁহার নারায়ণ-স্বরূপের লীলায় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বৈধ-পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'গৌরনাগরী' গৌরভোগ-বাসনায় শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যে চিত্র অঙ্কনে ব্যস্ততা দেখায়, তাহা তত্ত্ব-বিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট। শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হইতে ব্যস্ত হন নাই; তিনি গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক কঠোর বৈরাগ্যের সহিত নিরন্তর নাম-কীর্ত্তনে রত থাকিয়া সাধ্বী মহিলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকারে স্বয়ং আচরণদ্বারা নাম-সাধন-প্রণালী শিক্ষা-প্রদান-পূর্ব্বক তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমপ্রদান-প্রচার-কার্য্যে সহায়কারিণী।

এক্ষণে শ্রীগৌরনারায়ণের লীলা-শক্তি শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দেবদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। শ্রীমহাদেব সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন, প্রেমভক্তিপ্রদ নবদ্বীপধাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"যথা বৃন্দাবনং ধাম শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপানিধেঃ।
নবদ্বীপস্তথা কান্তে সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥
যদ্বদ্ বৃন্দাবনে রম্যে শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সহ।
রেমে ভক্তানন্দকরস্তদ্বদ্ দ্বীপে নবে সদা॥
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে দ্বীপঃ পরমশোভনঃ।
যস্য স্মরণ মাত্রেণ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ রতিঃ॥
যদি তীর্থ-সহস্রাণি পর্য্যটন্তি নরাঃ ক্ষিতৌ।
নবদ্বীপং বিনা দেবি না রাধাং
কৃষ্ণমাপ্নুয়াৎ॥
দ্বীপস্যাস্যৈকদেশে চ তীর্থানি সকলানি চ
ঋষয়ো মুনয়ো দেবাস্তথা সিদ্ধাশ্রমাণি চ
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি মন্ত্রাদীনি মহেশ্বরি।
বসন্তি সততং দুর্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণতুষ্টয়ে
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়াদিকানি চ।
নানাবিধানি কর্ম্মাণি কৃত্বা ভক্ত্যা
মুহুর্মুহুঃ॥
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো যোগাভ্যাসেন
যৎ ফলম্।
নবদ্বীপস্য স্মরণাৎ তেষাং কোটীগুণং লভেৎ।
কিং পুনঃ দর্শনস্যাস্য ফলং বক্ষ্যামি
পার্ব্বতি॥
সকৃদ্ যদি নবদ্বীপং সংস্মরেয়ুর্নরাধমাঃ॥
সাধবস্তে তদৈব স্যুঃ সত্যং সত্যং
হি পার্ব্বতি।
তেষাং দিনে দিনে ভক্তির্বর্দ্ধতে
নাত্র সংশয়ঃ।
তেষাং পাদরজঃপূতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥
যে বসন্তি নবদ্বীপে মানবা গৌরদেবতাঃ।
ন চ তে মানবা জ্ঞেয়া শ্রীগৌরস্য
চ পার্ষদাঃ॥
তেষাং স্মরণমাত্রেণ মহাপাতকিনোঽপি চ।
সন্ত্যং শুদ্ধন্তি বৈ দুর্গে কিং
পুনর্দর্শনাদিভিঃ॥
নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং পঞ্চভির্বদনৈরহম্।
কিং বর্ণয়ামি নানন্তঃ সহস্রৈর্বদনৈরলম্॥
—অনন্তসংহিতা

কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-ধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ-ধামেরও মাহাত্ম্য জানিবে, ইহা আমি নিশ্চিত বলিতেছি। ভক্ত-মনোরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত রমণীয় বৃন্দাবন ধামের ন্যায় এই নবদ্বীপ ধামেও নিরন্তর লীলা প্রকাশ করিতেছেন।

গঙ্গা এবং যমুনার মধ্যভাগে পরম-শোভাময় নবদ্বীপ ধাম বিরাজমান রহিয়াছে। উক্ত ধামের স্মরণমাত্রেই মানবের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে আসক্তি জন্মিয়া থাকে। মানবগণ যদি পৃথিবীতে সহস্র তীর্থও পর্য্যটন করে, তথাপি নবদ্বীপ দর্শন না করিলে রাধাকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না। অয়ি দুর্গে, এই দ্বীপের একদেশে সমস্ত তীর্থ, ঋষিগণ, মুনিগণ, সিদ্ধাশ্রমসকল, বেদ, শাস্ত্র এবং মন্ত্রাদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। মানবগণ নিরন্তর ভক্তিসহকারে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ, নানাবিধ কর্ম্ম এবং যোগাভ্যাস দ্বারা যে ফল লাভ করেন, নবদ্বীপ-ধামের স্মরণ দ্বারা তাহার কোটীগুণ লাভ হইয়া থাকে। হে পার্ব্বতি, ইহার দর্শনে যে-ফল উহার কথা আর কি বলিব? হে পার্ব্বতি, নিতান্ত পাষণ্ড জনও যদি একবার মাত্র নবদ্বীপ-ধামের স্মরণ করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সাধুত্ব লাভ করে; ইহা অতিশয় সত্য বলিয়া জানিবে। দিন দিন তাহাদের ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহাদের পদরজে সপ্তদ্বীপ-যুক্তা পৃথিবী পবিত্র হইয়া থাকেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া যাঁহারা নবদ্বীপ ধামে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যজ্ঞান করা উচিত নহে—তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গেরই পার্ষদ। হে দুর্গে, তাঁহাদের স্মরণমাত্রেই মহাপাতকিগণও শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে, দর্শনাদির কথা আর কি বলিব? অনন্তদেব সহস্র মুখেও যে নবদ্বীপ ধামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, আমি পঞ্চমুখে তাঁহার মহিমা কিরূপে বর্ণন করিব?

কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতা

(৪)

বেদকে যদি সত্য বলিয়া মানি, উপনিষদকে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করি, বেদান্তকে যদি নিত্য মঙ্গলপথ-প্রদর্শক বলিয়া অঙ্গীকার করি, তাহা হইলে কর্ম্মিকুলের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী, ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। এ সম্পর্কে গীতাও বলেন—

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

অর্থাৎ পুণ্য বা সৎকর্ম্মের ক্ষয় নিশ্চিত। সুতরাং ঐ সৎকর্ম্ম ক্ষীণ-ভাবাপন্ন হইলেই জীব পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হয়। বেদান্তের উক্ত সূত্র হইতেও জানিতে [illegible] 'কৃত' অর্থাৎ কর্ম্ম বা পুণ্য 'অত্যয়ে' অর্থাৎ গত হইলে, 'অনুশয়বান্' অর্থাৎ কর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া বা কর্ম্ম শেষ হইয়াছে দেখিয়া জীব অনুশোচনা বা শোক প্রকাশ

করিয়া থাকে। এই শোক-প্রকাশের ফলে তাহাদের পুনরায় জন্ম-মরণমালা-ভোগার্থে আশু আনন্দদায়ক ফললাভের জন্ম নির্ব্বোধের ন্যায় এই মর্ত্তভূমি উচ্চজগতে আসিতে হয়। এই সম্পর্কে বেদান্তসূত্রকার এই অধ্যায়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সেই সূত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরপেক্ষভাবে কর্ম্মকাণ্ডের নিরাস করিয়া বৈজ্ঞানিকভাবে দেখাইয়াছেন—কর্ম্মীর পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাদের মুক্তি নাই।

কেহ কেহ বিচার করেন 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' অর্থাৎ যতদিন এই দেহ লইয়া জীবিত থাকা যায় ততদিন সুখে অর্থাৎ আশু সুখে জীবিত থাকাই প্রয়োজন। তাঁহারা বলেন, মৃত্যুর পর আর জন্ম নাই। এই মতবাদীদের বিরুদ্ধে বহু শাস্ত্রযুক্তি থাকিলেও বিষয় বিস্তারের ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ত হইতেছি। তবে কর্ম্মিগণ এই মতেরই কথঞ্চিৎ পরিপোষণ করিতেছেন বলিয়া প্রসঙ্গক্রমে পুনর্জ্জন্মের কারণ-সম্বন্ধে কয়েকটী দার্শনিক যুক্তির উল্লেখ করিতেছি। আপনারা মরণশীল মানবের মৃত্যুবস্থার কথা স্মরণ করিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন অমুকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। ইহা কেবল কথার কথা নহে, ইহা বেদান্তসিদ্ধান্ত ও যুক্তিযুক্ত। আমার পূর্ব্বকথিত গীতার শ্লোকের জীর্ণবস্ত্র-পরিত্যাগরূপ যে ক্রিয়া তাহার কর্ত্তা জীবাত্মা। জীবাত্মাকে প্রাণ-স্বরূপ, প্রাণকে বায়ুস্বরূপ কোথাও কোথাও বর্ণন করিতে দেখা যায়। এইজন্যই জীবাত্মাকে শব্দস্বরূপ বলা হইয়াছে। প্রাকৃতশব্দ বায়ুর আলোড়নে উৎপত্তি লাভ করে, ইহা আমাদের জানা আছে। জীবাত্মা অপ্রাকৃত অণুশব্দ। অপ্রাকৃত বিভুশব্দ শ্রীনাম হইতে তাঁহার আবির্ভাব বা শ্রীনামেতেই তাঁহার প্রকাশ। সুতরাং অপ্রাকৃত শব্দ জীবাত্মা প্রাকৃত স্থূলদেহ হইতে প্রাণরূপে বায়ুর সহিত বহির্গত হইয়া যায়। এই প্রাণ সৎকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গলোকে গেলেও বায়ুর সংস্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। জীব যখন কর্ম্মক্ষয়ে শোকগ্রস্ত হয় তখনই সে পুনরায় পাঞ্চভৌতিক দেহ লাভ করে। এখানে প্রশ্ন করিতে পারেন, পঞ্চভূতের মধ্যে একটী মাত্র ভৌতিক পদার্থ বায়ু মাত্র প্রাণরূপী জীবের সঙ্গে থাকায় অন্য ভূত-চতুষ্টয়ের অভাব থাকায় দরুণ পাঞ্চভৌতিক দেহলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার উত্তরে [illegible] বলিতে চাই বেদান্তে কাহারও কাহারও মতে ত্রিবৃত্তকরণ বা কাহারও কাহারও মতে পঞ্চীকরণ বলিয়া ভূতসমূহের একটা ব্যাপার স্বীকৃত হইয়াছে। উভয় মতের প্রণালী একই এবং সিদ্ধান্তও একই। কেহ চারিটী ভূত অঙ্গীকার করিয়া ত্রিবৃৎকরণ করিয়াছেন আবার কেহ পঞ্চভূত স্বীকার করিয়া পঞ্চীকরণ করিয়াছেন। বেদান্তের গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ পঞ্চীকরণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আমি তাহাই আপনাদিগকে বলিতেছি

পঞ্চীকরণ বলিতে তিনি এইরূপ বুঝাইয়াছেন। প্রত্যেক ভূতের পরমাণু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতি একভাগ পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত হইয়া এই অর্দ্ধাংশের একচতুর্থাংশ গুলি অন্য ভূতের অর্দ্ধাংশের ভিতরে অবস্থিত আছে বলিয়া জানিতে হইবে। পরস্পর ভূতসমূহের ঐরূপ অবস্থান থাকায় একটী ভূত অর্থাৎ বায়ুতে বায়ু অর্দ্ধ পরিমাণ ও তাহার বাকী বা অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশে তেজ ৵০ এক-অষ্টাংশ, অপ ৵০ এক-অষ্টাংশ, ক্ষিতি ৵০ এক-অষ্টাংশ, ব্যোম এক-অষ্টাংশ আছে। মোট ষোল আনাতে ভৌতিক বায়ু বলিলে কেবলমাত্র বায়ুকেই বুঝায় না, তাহাতে অন্য ভূত-চতুষ্টয়েরও অল্প পরিমাণ অধিষ্ঠান আছে বুঝা যায়। এরূপ সমস্ত ভূতগুলিই বুঝিতে হইবে। ইহা শুধু কথার কথা নহে ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও বিজ্ঞানাচার্য্যগণেরও স্বীকৃত। ইহাতে কোন আচার্য্যগণেরই মতভেদ নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্ম্মিগণ বা বদ্ধজীব মৃত হইলে পর বায়ু-সমভিব্যাহারে প্রাকৃত দেহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বর্গ, নরক বা যেখানেই যা'ক না কেন তাহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহলাভরূপ পুনরাবর্ত্তনের সম্ভাবনা যথেষ্টই থাকে। বায়ু আশ্রয় করিয়া প্রাণ বহির্গত হইলেও উহা কেবল বায়ু নহে। তাহাতে অন্য ভূত-চতুষ্টয়ের সমাবেশ স্বরূপতঃ স্বভাবতঃ আছে বলিয়াই জানিতে হইবে। সুতরাং কর্ম্মক্ষয়ের পর অনুশোচনা হইলেই পুনরায় পাঞ্চভৌতিক দেহলাভ অবশ্যম্ভাবী এই প্রসঙ্গে আরও বহু যুক্তি বিচার প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আপনারা বেদান্ত-শাস্ত্র সুষ্ঠুরূপে আলোচনা করুন ইহার সুমীমাংসা জানিতে পারিবেন।

এইজন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি' গ্রন্থে শ্রীনামগ্রহণ ব্যতীত বা শ্রীনামগ্রহণের অনুকূলাচরণ ব্যতীত কর্ম্মাদির ন্যায় সাধনান্তর গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া জানাইয়াছেন সাধনান্তর-গ্রহণে আমাদের বিঘ্নবিনাশের বা মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

অতএব আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা—আপনারা শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিতে তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া ও তাঁহার উপদেশাদি মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। তিনি যে অপ্রাকৃত শব্দতত্ত্বের কথা 'হরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই 'হরিনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থ আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হউক। আমি শ্রীল ঠাকুরের প্রণাম-মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া আমার অনাবৃত্তির পথ পরিষ্কার করতঃ অদ্য আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে ॥"

মন্ত্র

যিনি মনন-ধর্ম্ম হইতে বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতকে সংযত করিতে সমর্থ তিনিই মন্ত্র। মন একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম একটী প্রবল ইন্দ্রিয়। এই চঞ্চল মনই অপর দশটী ইন্দ্রিয়ের চালক। দেহ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেবা-নৈরন্তর্য্য-লাভের পূর্ব্বপর্য্যন্ত অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি না হইলে এই প্রাকৃত ভোগী মনের ক্রিয়া লুপ্ত হয় না মনন বা চিন্তনই এই মনের ক্রিয়া। কৃষ্ণেতর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই মনের যাবতীয় চেষ্টা। জ্ঞানেন্দ্রিয়-সমূহ স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে এই বহির্জ্জগতে যাহা গ্রহণ করে সেই বস্তুর অধিকারি-সূত্রে মনের বৃত্তি। মনোবৃত্তি-প্রভাবেই ইন্দ্রিয়-সমূহ পরিচালিত হইয়া থাকে। এই মনরূপ প্রবল দস্যু বা শত্রুর কবলে কবলিত হইয়া দুর্ব্বল জীবের আর দুর্গতির শেষ নাই। সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ ব্যতীত, সদ্‌গুরুর কৃপাবলে বলীয়ান্ না হওয়া ব্যতীত দুর্ব্বলচিত্ত, পঙ্গু, মন্দমতি জীবগণের মঙ্গলের আর কোন উপায় নাই।

নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারে অসম্প্রসারিত নামরূপ প্রণবের উচ্চারণ-প্রভাবে মন সংযত হয়; ভক্তগণ ওঁকারই আকর-মন্ত্র-নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। এই ওঁকার হইতে কীর্ত্তনমুখে সব্যাহৃতি গায়ত্রী উদ্ভূত হ'ন। গায়ত্রী মন্ত্রবিশেষ হইলেও মন্ত্রের সাধনপ্রণালীতে ইহা অপরিহার্য্য বিষয়। গায়ত্রী-কীর্ত্তন দ্বারা মননধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ ঘটে। এইজন্য মন্ত্রের আনুষঙ্গিক বিধিরূপে গায়ত্রীর প্রকাশ। গায়ত্রী—শক্তি আর নামাত্মক মন্ত্র—শক্তিমান। যাঁহারা শক্তি ও শক্তিমানের অদ্বয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বিচার-রাজ্যে উহার ঐকান্ত্য-সাধনে তৎপর না হইয়া পরস্পর ভেদ স্বীকার করেন তাঁহারা অনুসন্ধান-বিষয়ে জ্ঞানলাভে সমর্থ হ'ন না। সুতরাং মন্ত্র ও গায়ত্রীর বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধন কর্ত্তব্য নহে।

মনোধর্ম্মী স্মার্ত্ত মায়াবাদিগণ বহির্জ্জগৎকে সত্য মনে করেন বলিয়া তাঁহারা তুরীয় বস্তুর কোন সন্ধান পান না। ত্রিগুণাতীত তুরীয় জ্ঞানের অভাব বশতঃ তাঁহারা ত্রৈগুণ্য-বিচারে আবদ্ধ থাকেন এবং মন্ত্র-সংস্কার দ্বারা জাতির পরিবর্ত্তন হয় না এইরূপ অশাস্ত্রীয় মনঃকল্পিত কথা প্রচার করিয়া লোকের অমঙ্গল বিধান করেন। ভক্তিপথের পথিকগণ কিন্তু এরূপ বিচার সমর্থন করেন না। মন্ত্র-সংস্কার-প্রভাবেই জাতির পরিবর্ত্তন—ইহা শাস্ত্রোদিষ্ট বিষয়। শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং
রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং
জায়তে নৃণাম্ ॥"

শ্রীমহাভারত অনুশাসনপর্ব্বে লিখিত আছে,—

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি
সংস্কৃতঃ।"

'জন' ধাতু ভাবে 'ক্তি' প্রত্যয় করিয়া জাতি শব্দের উৎপত্তি। ভার্গবীয় মনুসংহিতায় আমরা ত্রিবিধ জন্মের কথা দেখিতে পাই। এই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা তিন প্রকারে জাতি নির্ণীত হয়। মনু-স্মৃতি-বিরোধী মূঢ় ব্যক্তিগণ শৌক্রপন্থায় যে জাতি নির্ণয় করেন তাহা স্থূলশরীর সম্পর্কিত। কিন্তু মনু বলেন—জীবের ত্রিবিধ জন্মে শৌক্রজাতি, সাবিত্রজাতি ও দৈক্ষজাতির অবস্থান আছে।

শৌক্রজাতি, সাবিত্রজাতি ও দৈক্ষজাতি—সংস্কারোত্থ। শৌক্রজন্মে পিতামাতার আবশ্যকতা আছে। সাবিত্রজন্মে আচার্য্য ও গায়ত্রীর অবস্থান এবং দৈক্ষজন্মে শ্রীগুরুদেব ও মন্ত্রের অবস্থানের আবশ্যকতা আছে। যাঁহারা বলেন—শুক্র ও শোণিতের সম্মেলনে জীবসর্গ, তাঁহাদের বিচার-প্রণালী কখনও বেদানুগ হইতে পারে না উহা মায়াবদ্ধ-জীবগণের প্রলাপ বাক্যমাত্র বাদরায়ণ সূত্রের "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" অধিকরণে এ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং [illegible] জন্ম ও আত্মাবির্ভাব—ত্রিবিধ জন্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে। এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র—নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যের প্রচারক

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৶০
পাটনাই (সরেশ)	৪৶০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৶০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৶০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৶০
আটা 'বি'	৪৷৶০—৪৸০
২নং আটা	৪৶০—৪।০
আটা এগমাকা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	৩৶০—৩।০
সুজি	৪৸৶০—৫৲

রূপা-পাইকারা ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬১৶০
খুচরা	৬১।৶০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৫/১০
বড়াল	৩৫৲১০
গিনি	২২৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড় (জয়েষ্ট বা বীম	
মাকা	৩৸৶০—৫৸৶০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৶০
নরম্যাল (টী আয়রণ)	৬।৶০—৬৷৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৫।০০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১২৷০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
১৩৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৶০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টীন পাটি	৬।০—৬৶০
,, গোলদু (গোল)	৬,০—৬।৶০
,, গড়াদে (চৌকা)	৬।০—৬৸০
,,গোল রড ৴০—।৶০ সূতা	৫৶০—৬৷০
,, চ্যাপ্টা রড-	
চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৷৶০—৭।
,, বাণ্ডিল তার	৬।৶০—৮,০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ,

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	✻ ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ ✢	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	✻ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪১, ৩রা অক্টোবর ১৯৩৪ [১৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর একটী স্ত্রীলোক আদমপোতা গ্রাম হইতে এক ঝাকা হাঁড়ী লইয়া বিক্রয়ের জন্য আসিতেছিল। ধর্ম্মদার ব্রীজের নিকট একখানি গরুর গাড়ী ঐ স্ত্রীলোকটীকে পিছন দিক হইতে আসিয়া জোরে ধাক্কা মারে। ফলে তাহার কাণের উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া যায় এবং সে খুব আহত হয়। গাড়োয়ান ঐ স্ত্রীলোকটীকে এক সপ্তাহের খোরাকী ও ১০টা হাঁড়ীর মূল্য খেসারত বাবদ দিতে রাজী হওয়ায় ব্যাপারটী মিটিয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মদার দিকে এবৎসর কিছুই জন্মায় নাই। সময় মত বৃষ্টি না হওয়ার জন্য আমন ধান্য সব পুড়িয়া গিয়াছে; আউশ বৃষ্টির অভাবে হয় নাই। অন্য ফসলের ও দর নাই। কৃষকদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়াছে। চাউলের দর পাঁচ টাকার উপরেও উঠিয়াছিল। এখন সাড়ে চার টাকা দরে এখানে বিক্রয় হইতেছে। প্রকাশ, সকলে পাঁচ পোয়া, দেড় সের দুধ দেওয়া গরু বিক্রয় হইতেছে, মাত্র তিন টাকা চা৹ টাকায় বাছুর সমেত।

ধর্ম্মদা পোষ্ট অফিসটীর জন্য গ্রাম হইতে গৃহ না পাইলে অফিস উঠিয়া যাইত, সুখের বিষয় গ্রামের উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় পোঃ অফিসের জন্য একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে।

ফটোগ্রাফ ও ছাড়পত্র ব্যতীত শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ির মহকুমা হাকিম জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে (২৫ বৎসর) বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইন অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আদালত না উঠা পর্য্যন্ত আটক রাখিয়াছিলেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামীর বাড়ী ভেড়ামারা। সে দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ের শিলিগুড়ি কিশোণগঞ্জ শাখা লাইনের গাড়ীতে শিলিগুড়ি আসিয়াছিল। চাকুরীর অন্বেষণে বৈকুণ্ঠপুর যাওয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে ফটোগ্রাফ বা ছাড়পত্র ছিল না।

উক্ত মহকুমা হাকিম ঐ অপরাধে হরিশচন্দ্র প্রামাণিক ও জয়হরি মহান্তকে উক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রকাশ, হরিশ প্রামাণিক সান্তাহারের নিকটে বাস করে। সে ঔষধ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি আসিয়াছিল। জয়হরি মহান্তের বাড়ী জলপাইগুড়ি জেলায়। সে এখানে তাহার ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গেও ফটোগ্রাফ এবং ছাড়পত্র ছিল না। তিন জনকেই পরবর্ত্তী ট্রেণে শিলিগুড়ি ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করা হইয়াছে।

ঝড় প্রলয়ে জাপানের দুর্দ্দশা

জাপানের স্বরাষ্ট্র সচিবের সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে যে সম্প্রতি প্রবল ঝটিকার ফলে জাপানের যতটা ক্ষতি আশঙ্কা করা গিয়াছিল, প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। জাপানের সর্ব্বপ্রকার শিল্প ও ব্যবসায়—বিশেষতঃ বস্ত্র শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; তিন লক্ষ গাঁইট ভারতীয় ও মার্কিণ কাঁচা তুলা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। কাপাস, বস্ত্র, নকল রেশম এবং রেশমী সূতা বাবদ ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা।

জাপানী কাপাস শিল্পের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ওসাকা বন্দরের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার ফলে ইন্দোজাপানী বাণিজ্য-চুক্তি অনুযায়ী জাপান সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভারতের বাজারে যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রেরণ করিতে পারিত, তাহা রপ্তানি করা বর্ত্তমানে অসম্ভব। ওসাকা হইতে বাণিজ্য-পোত চলাচলের ব্যবস্থা করিতে এখনও অন্যূন তিন সপ্তাহ সময় লাগিবে। ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন, দৈবদুর্য্যোগবশতঃ উপযুক্ত পরিমাণ জাপানী পণ্য ভারতে প্রেরণ বর্ত্তমান অবস্থায় অসম্ভব হওয়ায় যে সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে সিমলা-স্থিত জাপানী কন্সাল জেনারেল ভারত সরকারের বাণিজ্য সদস্য স্যার জোসেফ-ভোরের সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ করিবেন। ইন্দো জাপানী বাণিজ্য চুক্তিতে দৈব দুর্ঘটনায় চুক্তির ব্যত্যয় ঘটিলে কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও নিয়মের উল্লেখ নাই।

নিহত, আহত ও অন্যবিধ ক্ষতি সম্বন্ধে সর্ব্বশেষে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, মোট নিহতের সংখ্যা ২ হাজার ৩ শত ৫, আহত ৭ হাজার ৮শত ৩৯, ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা ২৮ হাজার ২ শত ২১, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ ৩৪ হাজার ৫ শত ৭৬।

ওসাকা, কিয়োটো ও হিয়োগো জিলার ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ—

নিহত—১৪৫৩ ২২০ এবং ১৯৮। আহত—৩৮৪২; ১৬০৩ ও ৫৫০। ধ্বংস-প্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা—১৯৩৭; ২৩৫৯ ও ২১৬১ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ—২২৫৮০; ৪০৮৯ ও ১৮৬৮।

বর্ত্তমান ঝটিকায় ক্ষতির পরিমাণ ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বলিয়া পূর্ব্বে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা অতিরঞ্জিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় বর্ত্তমান ক্ষতি এক দশমাংশের অধিক নহে।

বৈদ্যুতিক মৃত্যুকল খাটান

ধানবাদের এডিশন্যাল ডেপুটী কমিশনার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারা (হত্যার সমতুল অপরাধ) অনুসারে এম এ স্যাম্পসন, নরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী ও রামনারায়ণ রায়কে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাহারা আপীল করিয়াছিল; মানভূমের সেসন জজ তাহাদের আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মামলায় প্রকাশ, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল-ওয়ের পাথরদি ষ্টেশনের ইলিকট্রিক সাবষ্টেশনের সম্মুখে একটি জলের কল আছে। নিকটবর্ত্তী লোকেরা ঐ কল হইতে জল লইত। আসামী স্যাম্পসন উক্ত ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিল, সে বাহিরের লোক দিগকে ঐ কল হইতে জল নিতে নিষেধ করে; কিন্তু তথাপি লোকেরা জল লইতে থাকিলে স্যাম্পসন ঐ কলটির সঙ্গে একটি ইলেকট্রিক তার জড়াইয়া রাখিতে আদেশ করে। গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে মহাবীর সিং নামক একটি স্কুলের ছেলে ঐ কলে জল খাইতে গেলে বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

স্যাম্পসন একবৎসর এবং বাকি দুই জন আসামী ৪ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ　১০ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩রা অক্টোবর ইং ১৯৩৪　বুধবার　১৮৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার দিবস গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ কৃষ্ণনগরে আগমন করতঃ তৎপর-দিবস শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মটর-যোগে কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূদেব ব্রহ্ম ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি এ প্রমুখ ভক্তবৃন্দও ঐ দিবস শ্রীধামে আগমন করেন এবং রবিবার অপরাহ্নে তাঁহারা সকলেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

—

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কয়েক দিবস শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলেরই মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। মঠবাসী ও ধামবাসী ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

—

২৪শে ভাদ্র, ১০ই সেপ্টেম্বর সোমবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ২৬নং রিচি রোড্ ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এই দিবস হইতে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত তথায় স্বামীজী মহারাজের ভাগবত পাঠ হয়। স্বামীজী শাঁখারী-টোলায় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর বাড়ীতেও সন্ধ্যার পর নিয়মিতভাবে ভাগবত পাঠ করেন। পাঠ-শ্রবণে গৃহের সকলেই আকৃষ্ট হইয়া ভগবদ্ভক্তগণের বিচার গ্রহণ করিতেছেন, ইহা আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয়।

—

২৫শে ভাদ্র, ১১ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার ও ২৬শে ভাদ্র, ১২ই সেপ্টেম্বর বুধবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ সাগর মহারাজ মঠে এবং সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পূর্ব্বদিবসের ন্যায় ভবানীপুর ও শাঁখারীটোলায় পাঠ কীর্ত্তন করেন। মঙ্গলবার রাত্রিতে শিবেন বাবু ও যতবর প্রভু ঢাকা ও ময়মনসিংহ যাত্রা করেন।

—

২৭শে ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি-বার প্রাতে মঠে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ও সন্ধ্যার পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শাঁখারীটোলায় শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। বেলা প্রায় ২ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার ভক্তিমতী মাতৃদেবী শ্রীল প্রভুপাদের থিয়েটার রোডস্থ বাসস্থানে আসিয়া হরি-কথা-শ্রবণেচ্ছু হইলে প্রথমে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু এবং পরে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া দীক্ষাতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, কৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তিতত্ত্বাদি বহু বিষয় আলোচনা করেন।

—

'যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতম্', 'গুরোরপ্য-বলিপ্তস্য', 'গুরুর্ন স স্যাৎ', 'ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি পারমার্থিকগুর্ব্বাশ্রয়ঃ কর্ত্তব্যঃ' ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যা-মুখে সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা, প্রসঙ্গক্রমে ভীষ্মদেবের কথা, বৈষ্ণবই যথার্থ শাক্ত, যেহেতু তাঁহারা সংহারকারী রুদ্রের তমো-গুণাঙ্গীকারের পরিবর্ত্তে বৃন্দাবনাবনীপাত সোমমৌলি সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য গোপেশ্বর সদাশিবের আনুগত্যে ব্রজ-বিলাসি-যুগলকিশোরের সেবাভিলাষী মহা-মায়ার বঞ্চনাপ্রাপ্তির পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি যোগমায়ার আনুগত্যে কৃষ্ণ-সেবাপ্রার্থী, কৃষ্ণই পরমোপাস্য, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে অভিলাষী হওয়াই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-শ্রীর অভিলাষে মত্ত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-বিচার-বর্জনের পরিবর্ত্তে সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বিচারই সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাব প্রভৃতি বিষয়ের নানাশাস্ত্রযুক্তিমূলক বিচার-শ্রবণে যামিনী বাবু এবং তাঁহার মাতা পরম প্রীত হন।

—

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ভোগী কর্ম্মিগণের স্ত্রীপুত্রের রক্ষা করা একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহাদের সংরক্ষণে অন্য কারণে ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধাও হইয়া পড়ে। ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবে অবস্থিত স্ত্রী-পুরুষ, পিতা-পুত্র পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে অন্য আসিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করে। ভোগপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইলে এক পক্ষ অন্য পক্ষের প্রতি অতিরিক্ত কপটতার প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করে। তাদৃশ আত্মপর ভোগ-প্রবণ কর্ম্মকাণ্ডরত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াও পরস্পর হিংসায় নিযুক্ত হয়।

—

ভগবদাবরণী অবিদ্যা বিদ্যারূপে আদৃত হইয়া ব্রাহ্মণকুলগণের মধ্যে অহঙ্কাররূপে কলিকালে প্রবল হইয়াছে। আবার তদ্রূপ অবস্থাগ্রস্ত আভিজাত্য ব্রাহ্মণোচিত অসম্মান-কারী শক্তিপ্রিয় রাজকুলের ভৃত্যত্ব অঙ্গীকারে ব্যস্ত। ব্রহ্মকুলের ধর্ম্ম ভোক্তৃ রাজকুলের ধর্ম্মের সহিত এক নহে। যেকালে ব্রহ্মকুল অবৈধ সম্মান-লাভের আশায় রাজকুলের ভূত্যবৃত্তি এবং রাজকুলের স্বাবলম্বন প্রাপ্তির লোভে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হন সেই কালেই ব্রাহ্মণ্যের গৌরব ন্যূনাধিক ক্ষীণতা লাভ করে।

—

ব্রহ্মকুলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম-বিষয়ক আত্মজ্ঞানই বৃত্তি। পোষক রাজকুলের ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতীতিময় ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য ও রক্ষা প্রভৃতি চেষ্টাই বৃত্তি। একে অপরের বৃত্তিতে অবৈধভাবে লুব্ধ হইলে স্ব-স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাক্ত হয় মাত্র। এই সকল অবৈধ আচরণ রজস্তমো-গুণোদ্ভূত, সুতরাং 'অনর্থ'-শব্দবাচ্য। রজস্তমো-গুণদ্বয়ের অপেক্ষা সত্ত্বগুণেই পুণ্যাদি ও শ্রেষ্ঠতা অবস্থিত। কর্ম্মিগণের এই কর্ম্মবিচার অপেক্ষা নিষ্কাম জ্ঞান-বিচার শ্রেষ্ঠ। নির্গুণজ্ঞানপর বিচার অপেক্ষা নির্ভেদ-জ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা থাকিলেও নিরুদ্ধ-সম্বন্ধক হরিসেবাই শ্রেষ্ঠ। যেখানে কর্ম্মফলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রাধান্যই লক্ষিত হয় সেখানেই জানিতে হইবে যে, ভগ-বদ্বিমুখতা প্রবল হওয়ায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের তাদৃশ বিচার উপস্থিত হইয়াছে।

শিশুগণের সঙ্গে মেশামিশি করিলে যেমন পুতুল-খেলা লইয়া থাকিতে হয়, বিষয়ী লোকের সহিত মিশিলে যেমন বিষয়-কথা লইয়া থাকিতে হয়, সেইরূপ তোমরা যখন শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণের সংস্পর্শে কোন সুকৃতিবশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তখন সেখানে বিষ্ণু বৈষ্ণবের আলোচনা ব্যতীত আর অন্য কি প্রসঙ্গের আশা করিতে পার? তাই তোমাদের ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না; কারণ, তোমাদের মত বয়সে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায়ই হউক, বৈষ্ণবগণের সঙ্গে বিষ্ণু বৈষ্ণবের গুণগাথা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবার সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?

শুদ্ধবৈষ্ণবের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আজ আমি যে মহাত্মার কথা আলোচনা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি, আজ তাঁহারই আবির্ভাব তিথি। তাঁহার গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহার আবির্ভাব-তিথি-পূজা করিবার জন্য আমরা এ স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি সম্মুখে সুসজ্জিত ও সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে শোভিত উচ্চ মঞ্চোপরি আলেখ্য দেখিতেছেন, উহাই সেই মহাত্মার আলেখ্য; এই মহাত্মার পূজাই আমাদের অদ্যকার কৃত্য। মহাজনের উপদেশে আমরা জানিতে পারি যে "মাধব-তিথি ভক্তিজননী" অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিপ্রয়াসী তাঁহারাই মাধব-তিথি অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি-সকল পালন করিবেন। তিথি-পালন বলিতে তাঁহাদের পূজা ও গুণগাথা শ্রবণ-কীর্ত্তনই বুঝায়।

এখানে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আমরা 'জন্ম', 'মৃত্যু' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' শব্দগুলি প্রয়োগ করিতেছি কেন? এই শেষোক্ত শব্দগুলি কি বৈষ্ণবগণের এক চেটিয়া সম্পত্তি যে, উঁহারা কেবল নিজেদের বেলায় ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিবেন, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে 'জন্ম' ও 'মৃত্যু' শব্দদ্বয়ই ব্যবহৃত হইতে থাকিবে? নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বাস্তবিকই ঐ সৃষ্টিছাড়া শব্দগুলি সৃষ্টিছাড়া বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য। কারণ, বৈষ্ণবগণ এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্গত নহেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সৃষ্ট জীব যেমন কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া, জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া এখানে আসা যাওয়া করিতে বাধ্য হয়েন, বৈষ্ণবগণের এখানে আসা-যাওয়া ঠিক সেরূপ নহে। তাঁহারা কর্ম্মফলের বা জন্মমৃত্যুর অধীন বদ্ধ নহেন।

সাধারণ বদ্ধজীবের সম্বন্ধে "মোর কর্ম্ম, মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া। কু-বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥"—এই বিচার। বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে ইহা আদৌ প্রযোজ্য নহে। কারণ, বৈষ্ণবগণের এমন কোন কর্ম্ম নাই, যাহা তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হইতে পারে। নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-মূলে যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হয় তাহাই জীবের বন্ধনের কারণ হয়। বৈষ্ণবগণের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলে কোন কর্ম্ম নাই; তাঁহাদের সমস্ত কার্য্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিমূলে সম্পাদিত হওয়ায়, উঁহারা বন্ধনগ্রস্ত হন না। অতএব যাঁহাদের কর্ম্মফল-ভোগ নাই, তাঁহাদের এই পৃথিবীতে আসা যাওয়া কর্ম্মফলের প্রেরণায় নহে। তাঁহারা কৃষ্ণেচ্ছায় এই সংসারে আসেন, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় এখান হইতে চলিয়া যান। আমরা পরাধীন হইয়া এখানে আসি, পরাধীন হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করি, আবার পরাধীন অবস্থায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হই। বৈষ্ণবগণ কিন্তু আমাদের মত ঐরূপ অস্বতন্ত্র নহেন। তাঁহারা ভগবল্লীলা পুষ্টির জন্য আসেন, আবার লীলাবসানে চলিয়া যান।

বৈষ্ণবগণ ইহধাম হইতে চলিয়া গেলে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন; তাই বলিয়া এমন বুঝিতে হইবে না যে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে বা এখনও জন্ম হয় নাই। যেমন সূর্য্যদেব আমাদের চক্ষুর গোচরে আসিয়াছেন বা আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার 'জন্ম' বা 'মৃত্যু' হইয়াছে এরূপ বলি না, সেইরূপ ব্যাপার বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। তাঁহারা নিত্যকালই আছেন; তবে যখন তাঁহারা আমাদের চক্ষুর গোচরী-ভূত হন তখন আমরা তাহাকে আবির্ভাব বলি এবং যখন চক্ষুর অন্তরালে থাকেন, তখন আমরা তাহাকে তিরোভাব বলিয়া থাকি। তাই আমরা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষায় দেখিতে পাই, "অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই। সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥"

প্রায় এক শতাব্দীর পূর্ব্বে এই রকম দিনে এই শুক্লাত্রয়োদশী তিথিকে পবিত্র করিয়া জীবোদ্ধার-কল্পে মাদৃশ কোটী কোটী বদ্ধজীবের ভাগ্যে সেই মহাপুরুষ এই নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর সহরের সন্নিকট বীরনগর উলা গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। এই তিথিটী শুক্লা ত্রয়োদশী হইলেও, যে যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইটী ধর্ম্মজগতের একটী ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারময় যুগ। পরমার্থ-জগতের তমসাচ্ছন্ন অমানিশার অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য কৃষ্ণেচ্ছায় বৈষ্ণবগগনে এই তেজোময় পুরুষের আবির্ভাব হইল। যে সংসারে তিনি আবির্ভূত হইলেন, সেই সংসারে অন্যান্য সন্তানগণের মত তিনিও লালিত-পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; কয়জন চিনিল বলিতে পারি না।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের ভাষায় দেখিতে পাই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে, "উথলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলি ডুবায়॥" এই মহাত্মার আবির্ভাব-কালের বহু পূর্ব্ব হইতেই সেই বন্যা লোপ পাইয়া গিয়াছে। যে খাতে সেই প্রেমবন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই খাত তখন কেবল যে শুষ্ক হইয়াছে তাহাই নহে, অধিকন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ মধ্যে আবির্ভূত হইলেও, ঐ খাতের মধ্যে তখন বহু আগাছারূপ অপসম্প্রদায়ের প্রসার লাভ করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে যথেচ্ছাচারের তাণ্ডবলীলা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং জীবকুল মহাপ্রভুর অনুগমনকারীর অভিনয় পূর্ব্বক নরকপথের যাত্রী হইয়া ছুটিতেছে। সমাজে তের প্রকার অপসম্প্রদায় কেন, আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মকে জগদ্বাসীর চক্ষে একটী অশিক্ষিত নীচ লোকের ব্যবহার্য্য ঘৃণিত ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত করাইয়া দিয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শুষ্ক আগাছাপূর্ণ খাতে শুদ্ধভক্তির মন্দাকিনী-ধারা পুনঃ প্রবাহিত করিবার মূলপুরুষ। যদি এই শুভক্ষণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ না আসিতেন, তবে জীবের ভাগ্যে শুদ্ধভক্তির কথা বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা জানিবার সৌভাগ্য হইত কিনা জানি না। তৎকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম শুনিলে লোকে নাসিকা কুঞ্চন করিত। গীতোল্লিখিত ভগবদ্-মুখনিঃসৃত বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন কখনও ভগবান্ স্বয়ং এবং কখনও বা তাঁহার প্রেষ্ঠ জনগণ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের হস্ত হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভগবদ্বাণী ব্যর্থ যায় না: তাই এই অধর্ম্মের যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-লীলা।

হর-পার্ব্বতী-সংবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত আরাধনা হইতে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণু আরাধনা হইতে তদীয় জন যে বৈষ্ণব তাঁহার আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" তাই গত কল্য আমরা বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীবামনদেবের আরাধনা করিয়া থাকিলেও, অদ্য আবার তদীয় জন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরাধনায় রত হইয়াছি। ঠাকুর বৃন্দাবনের ভাষাতেও আমরা এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই,—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। এই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দড়॥" আমরা যদি কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে চাই, তবে আমাদের বৈষ্ণবের শরণাগত হইতে হইবে; কারণ, বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমরা শুনিতে পাই যে "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে।" বৈষ্ণবকৃপাই কৃষ্ণকৃপা-লাভের জননী। তাই মহাজন-বাণীতে দেখিতে পাই যে, "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো' হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥" অতএব বৈষ্ণব সেবা বাদ দিয়া যদি আমরা বিষ্ণুপূজার অভিনয় করিতে যাই, তবে তাহাতে আমাদের দাম্ভিকতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিথি-পূজোপলক্ষে তদীয় অনুগত জনগণের এত বিরাট আয়োজন।

সেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সচ্চিদা-নন্দ-নামধারী সচ্চিদানন্দময়-শ্রীবিগ্রহ শ্রীরূপানুগবর ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শক্তিরূপে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই মনোহভীষ্ট পূরণ করিতে আসিয়াছিলেন। "কলিকালের ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তা'র প্রবর্ত্তন॥" এই বাণী শ্রীল ঠাকুরে প্রতিফলিত হইয়াছিল ... শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণশক্তিরূপে তিনি শ্রীনাম প্রচারে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, বর্ত্তমানযুগে সেইরূপ আর কেহ করেন নাই। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কেই বা জানিত, নামাপরাধ, নামাভাসের কথা কেহ বা জানিত, শ্রীনামের ফল ও নামাভাসের ফল কেহ বা জানিত যদি শ্রীল ঠাকুর আবির্ভূত না হইতেন।

(ক্রমশঃ)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রতিবার	প্রতি লাইন	॥০	।৵০	।৶	।০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১।০	
,,	,, সিকিকলম	৫৲			
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲		

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

১ শতাব্দ বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেক্‌সন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ॥০ আনা, ৩ প্যাক ১।০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়
ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)
বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪৫, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— -'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪ [১৮৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

নৌকায় ডাকাতদলের হানা

আগরতলা হইতে ১২মাইল দূরবর্ত্তী কৈতলা হইতে পাটের নৌকায় এক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, কয়েকজন পাট ব্যবসায়ী একখানা মালবাহী নৌকায় নগদ তিন শত টাকা ও অপরাপর মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ যাইতেছিলেন। কসবা ও কৈতলার মধ্যবর্ত্তী একটি বিলের নিকট আসিলে একখানা নৌকা করিয়া ১০।১২ জন লোক আসিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করে। কিছুকাল সঙ্ঘর্ষের পর উহারা নৌকার লোকদিগকে জলে ফেলিয়া দেয় ও নগদ ৩শত টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে।

———

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

রঙ্গপুর হইতে প্রকাশ, কাঁন্দীর জমিদার রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র মল্লিককে (৫০ বৎসর) ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

সদর মহকুমা হাকিম তাঁহাকে জামীনে মুক্তি দিতে আদেশ করেন। তিনি জামিন দিয়া কোর্টের বাহিরে আসা মাত্র তাঁহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কিশোরীমোহন দাসের নিকট (২০ বৎসর) কয়েকটি তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে দাশগুপ্ত তাহাকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

———

সৈন্যদের সহিত গ্রামবাসীদের সঙ্ঘর্ষ

সেখপুরা হইতে ১৫ মাইল দূরে রায়চাঁদ গ্রামে একটী সামরিক উষ্ট্রবাহিনী শিবির স্থাপন করিয়াছিল। উক্ত গ্রামের অধিবাসীদের সহিত ঐ সৈন্যদলের ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে অনেক গ্রামবাসী ও প্রায় ১২ জন সৈন্য আহত হইয়াছে। কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া প্রকাশ। আহত ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

প্রকাশ উক্ত বাহিনীর উষ্ট্রসমূহ এক ব্যক্তির কতকগুলি গাছ ও গবাদি পশুর খাদ্য নষ্ট করিয়া দেয়। উক্ত ব্যক্তির পুত্র ইহা দেখিয়া সৈন্যগণকে তিরস্কার করে। ইহাতে নাকি সৈন্যগণ বালককে প্রহার করে। তখন বালকের পিতা ও আত্মীয়গণ কুঠার ও লাঠি লইয়া সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। ডেপুটী কমিশনার, সিভিল সার্জ্জন ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে চলিয়া গিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

———

ইংলণ্ডে ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ওয়ারিংটন হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত উইনউইক জংসনে এক ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে ১২ জন নিহত এবং প্রায় ৪০জন আহত হইয়াছে।

এল-এম এস কোম্পানীর ইষ্টন হইতে ব্লাকপুল যাত্রী এক্সপ্রেস ট্রেণখানি অতি বেগে অগ্রসর হইয়া গিয়া একখানি লোকাল ট্রেণের উপর চড়াও হইয়াছিল। ইহাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

এক্সপ্রেস ট্রেণখানি অপরাহ্ণ ৫টা ২০ মিনিটের সময় ইষ্টন হইতে যাত্রা করে এবং রাত্রি ঠিক ৯টার সময় এই সঙ্ঘর্ষ ঘটে। লোকাল ট্রেণখানি ওয়ারিংটন হইতে উইগান যাত্রা করিয়াছিল। ইহা উইনউইক ষ্টেশন হইতে ছাড়িবার অল্প সময় পরেই এক্সপ্রেস ট্রেণখানি আসিয়া ইহার উপর চড়াও হয়।

এক্সপ্রেস ট্রেণের প্রথম দুইখানি বগী একেবারে লাইন হইতে উল্টাইয়া পড়ে। এই কামরাগুলির যাত্রীরাই বেশীর ভাগ হতাহত হইয়াছিল। অপর দুইখানি বগীও লাইনচ্যুত হইয়াছিল।

লোকাল ট্রেণের ড্রাইভার আহত হইয়াছে. তাহার কাঁধের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন লোকাল ট্রেণের লোকদের মধ্যে আর কাহারও কিছু হয় নাই।

লোকাল ট্রেণখানি ছিল মোটর ট্রেণ। ইহার পশ্চাৎ দিকে একটা ইঞ্জিন ছিল। গার্ড ইহাকে অনেকটা সামলাইয়া লইয়াছিল তখনি এক্সপ্রেস ট্রেণের বেগবান ইঞ্জিন আগাইয়া আসিয়া লোকালের ইঞ্জিনের উপর পড়ে। প্রথমতঃ সঙ্ঘর্ষ হয়। তথাপি এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন খানি লাফাইয়া উঠে এবং লোকাল ট্রেণের ইঞ্জিনের ঠিক মাথার উপর চলিয়া যায়। ইহাতে লোকালের ইঞ্জিন খানি লাইন হইতে গড়াইয়া পড়ে। সঙ্ঘর্ষের সময় লোকাল ট্রেণের বগীগুলি ইঞ্জিন ইহাতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। তবুও ধাক্কা লাগিয়া এই বগীগুলি প্রায় ১০০ গজ পর্য্যন্ত আগাইয়া যায়।

লোকাল ট্রেণের একটি কামরায় আগুন ধরিয়াছিল। গার্ড আসিয়া তাড়াতাড়ি ইহা নির্ব্বাপিত করে। অতঃপর যাত্রীরা নিরাপদে নামিয়া যান।

এল এম-এস কোম্পানীর পক্ষ হইতে এক বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, চারিজন মারা গিয়াছে এবং এখনও অনেকে ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া আছে।

———

প্রায় দুই লক্ষ টাকা গোলমাল

ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ১৮০০০০৲ টাকার গোলমাল সম্পর্কে ছয়জন উকিল, দুইজন মোক্তার ও অপর চারিজন লোক বিশ্বাসভঙ্গ পূর্ব্বক টাকা আত্মসাৎ করা, তাহা করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির অন্যান্য কয়েকটি ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া অপর কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ঘাটালে একমাত্র মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটই প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিন্তু তিনি ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট সুতরাং মামলাটি সদরের কোনও ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে স্থানান্তরের জন্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হইয়াছে।

আলীপুরের এসিষ্টেণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ পি, কে, গাঙ্গুলী সরকার পক্ষ এবং স্থানীয় কয়েকজন উকিল আসামী পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

প্রকাশ, সরকার পক্ষে প্রায় ১০০জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মামলার শুনানী শেষ হইতে অনেক দিন লাগিবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ১৩৪১

নিয়োগ ও বদলী

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, ২৪ পরগণার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ টি এইচ এলিস আই সি এস আগামী পূজাবকাশের জন্য নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও খুলনার অতিরিক্ত দায়রা জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কাজ তাঁহাকে অতিরিক্তভাবে করিতে হইবে।

হাওড়ার অতিরিক্ত জিলা দায়রা জজ মিঃ সত্যেন্দ্র নাথ মোদক আই সি এস আগামী পূজাবকাশের জন্য বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং হুগলীর অতিরিক্ত দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কাজ তাঁহাকে অতিরিক্ত ভাবে করিতে হইবে।

ফরিদপুরের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ ফণীভূষণ ব্যানার্জি আগামী পূজাবকাশের জন্য ঢাকা ময়মনসিংহ এবং বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কাজ তাঁহাকে অতিরিক্তভাবে করিতে হইবে।

ত্রিপুরার অস্থায়ী জিলা ও দায়রা জজ মিঃ শৈলেন্দ্র নাথ গুহ রায় আই সি এস আগামী পূজাবকাশের জন্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর অতিরিক্ত দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কাজ তাঁহাকে অতিরিক্তভাবে করিতে হইবে।

পাবনা ও বগুড়ার জিলা ও দায়রা জজ মিঃ বীরেন্দ্রকুমার বসু আই সি এস আগামী পূজাবকাশের জন্য জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং, রংপুর এবং রাজসাহী-মালদহের অতিরিক্ত দায়রা জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কাজ তাঁহাকে অতিরিক্ত ভাবে করিতে হইবে।

জলপাইগুড়ির ডেপুটী ম্যাজি [illegible] ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] অস্থায়ীভাবে ঐ জিলার সদরের ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

২৪ পরগণা বারাসতের ভূতপূর্ব মুন্সেফ বাবু [illegible] মুখার্জ্জি অস্থায়ীভাবে হুগলী জিলায় মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণতঃ হাওড়ায় থাকিবেন।

চট্টগ্রাম জিলার পটিয়ার ভূতপূর্ব মুন্সেফ বাবু [illegible] কুমার রায় ঐ জিলায় পুনরায় পটিয়ার মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

রংপুরের ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ বসু সাময়িকভাবে ঐ জিলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করা হইয়াছে।

বিদায়ভোগী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এফ ডবলিউ কিড আই পি ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন

ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে মিঃ সি জি গ্রাসবি আই পি ঢাকা গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদায়ভোগী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডবলিউ এ বি প্রাইস পি নোয়াখালীর পুলিশ [illegible] ণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] য় ভোগী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পি ডি এল কেলি আই পি চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদায় ভোগী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি ই এস ফাগান ওয়েদার সি আই ই, আই পি কে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী ইনসপেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হইল। অস্থায়ী ডেপুটী ইনসপেক্টর জেনারেল মিঃ আর ই এ রে [illegible] পি গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

অস্থায়ী স্পেশাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ই টি ফিলি আই পি অস্থায়ীভাবে গোয়েন্দা বিভাগের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদায় ভোগী সহকারী পুলিশ সুপাঃ মিঃ পি ই এস ফিনে আই পি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদায় ভোগী ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর জেনারেল মি. ই বি জোনসকে বর্দ্ধমান বিভাগের [illegible] ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করা হইল।

বর্দ্ধমানের অস্থায়ী ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর জেনারেল মিঃ এইচ পি হার্ট ই [illegible] ও বি রেলওয়ের সৈদপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাকাতির অভিযোগে দণ্ড

হাওড়ার সহকারী দায়রা জজ মিঃ আর এল চক্রবর্ত্তী জুরীদের সর্ব্ববাদিসম্মত মত [illegible] পূর্ব্বক মতি [illegible] ও অপর চুই জনকে ডাকাতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং অপর তিনজন আসামীকে উক্ত অভিযোগে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়াছেন। মতিকে ৭ বৎসর এবং অপর দুইজনের প্রত্যেকে ৬ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপর তিনজন আসামী মুক্তি পাইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৬ই মার্চ্চ তারিখে আসামীগণ হাওড়ার উকীল শ্রীযুত রমণীমোহন পাইনের পাতিহালস্থিত বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং নগদ ও গহনাপত্রে অনুমান ১২০০০৲ টাকা লুট করে। কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া মতিবরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরিশেষে সে অন্যান্য আসামীদিগকে সংশ্লিষ্ট করিয়া এক স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

মালদহে বন্দুক চুরির মোকদ্দমা

মালদহের পুলিশের হেডক্লার্ক বাবুর বন্দুক চুরি সম্পর্কে সহরের যে সাতজন বালক ও কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল প্রমাণাভাবে পুলিশ তাহাদের সম্বন্ধে ফাইনাল রিপোর্ট দেয়। মাসাধিক কাল হাজত ভোগের পর এস-ডি-ও সাহেব তাহাদের মুক্তি দিয়াছেন। মুক্তির অব্যবহিত পরেই পুলিশ তাহাদের কয়েকজনের উপর সতর্ক নোটীশ জারী করিয়াছে এবং কয়েকজনের চলাফেরার সময় ও সীমা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন। চুরির সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে শুনিয়া আমরা দুঃখিত।

ভক্তের ভগবান্

(শ্রীপ্রতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি টি)

অবোধ মানব যত
ঘুরে মরে ইতস্ততঃ।
তোমারে জানিতে করে কত তত্বজ্ঞান।
না বুঝিয়া প্রভু, তুমি ভক্তের ভগবান্॥

হেটমুণ্ড উর্দ্ধপদে
কত লোক কত ছাঁদে
যোগ তপ ক'রে শুধু হয় হয়রান্।
তুমিতো তাহার নহ ভক্তের ভগবান্॥

মুখে হাঁসি মনে ভয়
কত লোকে কত কয়
শাস্ত্রের দোহাই শুধু দেয় ঘনেঘন।
তার্কিকের তর্ক শুধু ভক্তের ভগবান্॥

আমিতো অবোধ নর
তাহে জ্বালা জর জর
কতরূপে জলি প্রভু জ্বালা অগণন।
বুঝিয়াছি স্থির তুমি ভক্তের ভগবান্॥

নহ তুমি নিরাকার
ভক্তাধীন নির্ব্বিকার
না শুনে পার না তুমি করুণ আহ্বান্।
তুমি যে হে দয়াময় ভক্তের ভগবান্॥

নাহি ভাষা নাই জ্ঞান
তবু আকাঙ্খিত প্রাণ
জানিনা শাস্ত্রের কথা অধম অজ্ঞান॥
তবু জানি দিবে দেখা ভক্তের ভগবান্

যুগে যুগে ভক্তগণ
পাইয়াছে শ্রীচরণ
আমিও পাইব স্থির কহে মম প্রাণ।
যুক্তি তর্ক মিথ্যা শুধু ভক্তের ভগবান্॥

সাধিতে ভক্তের কাজে
প্রবেশিলা স্তম্ভ মাঝে
অপরূপ রূপে তুমি হৈলা অধিষ্ঠান।
প্রকাশিলা মহাসত্য ভক্তের ভগবান্॥

দানবের রাজা বলি
তোমা ধনে হ'য়ে বলী
হৃদয় পাতালে তোমা করে দ্বারবান্।
কি করিবে বল তুমি ভক্তের ভগবান্॥

ভক্তবীর হনুমান
তব হৃদে দিল টান
পায়ে হেঁটে গেলে তুমি গহন কাননে।
বুঝাইলা জানে ভক্ত পেতে ভগবানে॥

অঙ্গঅঙ্গ বিসর্জ্জিয়া
খুঁজিবারে ভার দিয়া
ভক্তবীরে দিলা তুমি সেবার সন্ধান।
ঘোষিলা অমোঘ সত্য ভক্তের ভগবান্॥

গোচারণ মাঠে সুখে
ভুক্ত-ফল দিত মুখে
জানিত রাখাল, কৃষ্ণ তাহাদের প্রাণ।
উচ্ছিষ্ট খাইতে সুখে ভক্তের ভগবান্॥

সত্যভামা দ্বারকায়
বিকাইলা কৃষ্ণরায়
অগস্ত্য এর চেয়ে আছে কিবা আন।
সেই এক কথা শুধু ভক্তের ভগবান॥

কুরুযুদ্ধে অস্ত্র ধরি'
প্রতিজ্ঞায় পরিহরি'
ছোট হ'য়ে ভক্ত ভীষ্মে করিলা প্রধান।
ভক্ত কাছে ক্ষুদ্র তুমি ভক্তের ভগবান্॥

ধনৈশ্বর্য্য অকারণ
বুঝেছিলা দুর্য্যোধন
বাঁধিতে নারিলা তোমা দড়ির বাঁধনে।
সাধ্য কি অপরে বাঁধে ভক্তের ভগবান্॥

দুষ্টের দুর্ভাগ্য হেরে
অদ্বৈত শ্রীমায়াপুরে
বলেছিলা কৃষ্ণ 'আনি' করাব দর্শন।
অলক্ষ্যে শুনিলা তাহা ভক্তের ভগবান্।

গৌররূপে অবতরি
নদীয়ারে ধন্য করি'
দেখাইলা ভক্ত তরে কাঁদে তব প্রাণ।
ভক্তের সম্বল তুমি ভক্তের ভগবান্॥

জানি আমি ভক্ত নই
তবুও তোমারে চাই
এ দেহ-প্রকোষ্ঠে আছে হৃদয় আসন।
বোস হে আপন গুণে না জানি অর্চ্চন॥

চঞ্চল যদিও মন
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন
ভাব মত দেহ মোরে সেবা-প্রেম-ধন।
সুস্থির ধারণা মম, ভক্তের ভগবান॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ১৮৫শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার বেলা সওয়া সাত ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের মটরশকটযোগে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠাভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন. মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সহকারী সম্পাদক ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে শ্রীভাগবত-আসন নামে শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখামঠ বহু পূর্ব্বেই স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তথায় ‘কুঞ্জকুটীর’ নামে আরও একটী নূতন মঠ স্থাপিত হইতেছে। শ্রীমঠের কার্য্যাদি দ্রুতবেগে চলিতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীপাদ অমৃতলাল দাসাধিকারী মহোদয় পরম যত্ন ও উৎসাহের সহিত কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

গত ২৮শে ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব-দিবস প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ নেমি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পূর্ব্ববৎ বাসমন্দরে শাঁখারীটোলায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। সন্ধ্যায় ঢাকা-জেলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এম্-এল সি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমনপূর্ব্বক মঠ-মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। কার্য্যান্তরে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় তিনি ঐ দিবস অধিককাল অপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে আসনঘরে উপস্থিত শ্রীযুক্ত মতিলাল পাল বি-এ, হেড্ মাষ্টার ভরকীবন্দর হাইস্কুল, বরিশাল; ময়মনসিংহ জেলার জজকোর্টের নাজির শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসন্ন সেন, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত বিজলী ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ প্রমুখ মঠসেবকগণ সমীপে “Opaque ও transparent গুরু, প্রহ্লাদোক্ত অধ্যয়ন সার, মায়া ও ভক্তি, প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্ম, বাস্তব বস্তু, অবস্তু ও বস্তু-বিচার, কৃষ্ণ—রূপক বা কাল্পনিক বস্তু নহেন, তিনি নিখিলচিদ্বিলাস-বৈভবযুক্ত স্বরাট্ বস্তু, ‘অনয়া নীয়তে’ এবং ‘অনয়ারাধিতঃ’ বা মাপা ও সেবার বিচার-বৈশিষ্ট্য, হরিকথা-শ্রবণেই জাড্যাপনোদন ও চেতনের অভিব্যক্তি, ভোগ, ত্যাগ ও ভক্তির বিচার-বৈশিষ্ট্য, ‘তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো’ বিচার, Theistic education এর আবশ্যকতা, ভক্তি ও স্মৃতি, ‘হারমণির’ পাক্ষিক সংস্করণের ২য় সংখ্যার জন্য লিখিত ‘Forgetfulness of the humanists’ প্রবন্ধের সমালোচনা, ‘দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র’-বিচারে ভ্রান্তি, Conditioned soul এর অবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয় কীর্ত্তন করেন। কৃষ্ণসেবা-বিরোধী Apotheotic চিন্তাস্রোতের (মানুষকে ঈশ্বর কল্পনা করা) প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধেও অনেক কথা হইয়াছিল। এই দিবস রাত্রি প্রায় ঘটিকায় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হইতে ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদক মহাশয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন।

———

গত ২৯শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীললিতাসপ্তমী, শ্রীরাধাষ্টমীর অধিবাস-মহোৎসব। প্রাতে ‘গৌড়ীয়’-সম্পাদক মহাশয় থিয়েটার রোডে শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কিকে গমন করেন। অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র এম-এ, ডি-এল মহোদয় তথায় আগমন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, শ্রীপাদ গুণ্ডবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই দিবস অপরাহ্ণে গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ ও সন্ধ্যায় শ্রীপাদ নেমি মহারাজ মঠে পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ যথানিয়মে শাঁখারীটোলায় ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত কোনিষ্ঠ ভক্ত বিহার-উড়িষ্যার গভর্ণমেণ্ট অডিটর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এল এম-এফ্ মহোদয় এই দিবস মঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যায় আসিয়া পরদিবস রাত্রি ১০টায় থিয়েটাররোডে গমন করেন। সন্ধ্যায় বেহালা হইতে শ্রীযুক্ত প্রভু[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সহিত গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসার সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য-শ্রবণে আনন্দ, একদা শ্রীভক্তিভবন হইতে শ্রীগোদ্রুম-যাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুরের কথিত “অপ্রাভিধমনুষ্ঠৈয়ং গন্ধকৈরস্তদনুষ্ঠিতম্” এই ভাষায় বাণীর তাৎপর্য্য, গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুরের দর্শনলাভ ও কৃপাপ্রাপ্তি কি প্রকার এবং তাহার পরিণাম কি, এতৎপ্রসঙ্গে ১৮৯১ সালে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের শ্রীল ঠাকুরের নিকট গীতা-পাঠ ব্যাপারে ‘ফল দর্শনে কারণের অনুমান’ বিচার প্রভৃতি বহু কথা হয়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়-গ্রন্থাগার হইতে কএকখানি দুষ্প্রাপ্য বেদান্তগ্রন্থ কএক দিনের জন্য চাহিয়া লন।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর ডি, জি, পি, টি অফিসের সুযোগ্য কর্ম্মচারী দিল্লীপ্রবাসী মিঃ সি, সি চাটার্জ্জি মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ তাঁহার বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীদাম ও হংসধ্বজধার্ম্মিকীর বিমল চরিত্র ও ভক্তিময় জীবনযাপনের কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবিধান করেন। প্রসঙ্গে স্বামীজী ভগবানের ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তের অচলা শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর সহজ ও সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

বিধি ও রাগ

আমরা শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধ বলিয়া দুইটী কথা দেখিতে পাই। যাঁহারা শাস্ত্র বিধি পালন করিয়া চলেন, তাঁহারা শ্রেয়ঃপন্থী সাধু, আর যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতাবশতঃ শাস্ত্রবাক্যে বা ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাচারী, তাঁহারা শাস্ত্রবিরোধী পাষণ্ড ও পাপী। পদ্মপুরাণ বলেন,—

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো
ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব
কিঙ্করাঃ॥"

———

কি ভোজনে, কি শয়নে, কি স্বপনে, কি জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করা উচিত—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধি এবং বিষ্ণুকে কখনও ভুলিও না—ইহাই নিষেধ বাক্য। আমরা শাস্ত্রে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধের কথা শুনিতে ও দেখিতে পাই সেগুলি এই মূল বিধি-নিষেধেরই অনুগত অর্থাৎ এই দুইটী কথাকে অবলম্বন করিয়াই সেগুলি হইয়াছে। সুতরাং যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান্ স্মরণ-পথে আসেন, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি, আর যে কার্য্যের দ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয় সেই কার্য্যই নিষেধ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

———

সাধ্য ভাবভক্তি যখন ইন্দ্রিয়-সাধ্য হয় তখন তাহাকে সাধন ভক্তি বলে। ভক্তি জীবের নিত্য সিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই সাধ্যতা। মায়াবদ্ধ হওয়া বশতঃ জীবের এই কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে লুপ্তপ্রায়। এই নিত্যসিদ্ধ ভাব যখন বদ্ধজীবের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া থাকে তখনই তাহার নাম সাধন। কৃষ্ণপ্রেম—নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তাহা কখনও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে লভ্য নয়; কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তে তাহার উদয় হইবে। অতএব শুদ্ধ-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রিয়াই প্রধানতঃ সাধনভক্তি।

———

সাধনভক্তি দ্বিবিধা বৈধী ও রাগানুগা। হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রীত্যুদয় হয় নাই অথচ শাস্ত্রের আজ্ঞায় কর্ত্তব্য বুদ্ধিক্রমে যে ভজনপথ ও তাহাই বৈধী ভক্তি, কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে যে নিয়ম স্বীকৃত তাহার বিধি এবং স্বাভাবিক রুচি হইতে কৃষ্ণভজন করিবার যে প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহার নাম রাগ। এতৎ-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা
ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র
রাগাত্মিকোদিতা॥"

ভগবান্ কৃষ্ণে গাঢ় তৃষ্ণা বা সেই ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি তাহাই রাগ। ব্রজবাসিগণের মধ্যেই রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা; আর সেই নিত্যব্রজবাসী গুরুবর্গের আনুগত্যে যে শুদ্ধা ভক্তি তাহাই রাগানুগা ভক্তি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। রাগাত্মিকা ব্রজবাসিগণের সেবা-বৈশিষ্ট্য বা কৃষ্ণাখিল চেষ্টা-দর্শনে যাঁহাদের লোভ হয় তাঁহারাই রাগমার্গে কৃষ্ণভজন করিতে সমর্থ হন। সাধুসঙ্গে সতত বাস করিয়া তাঁহাদের আদর্শ দর্শন ও তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে বীর্য্যবতী সেবা-কথা-শ্রবণ দ্বারা এই লোভোৎপত্তির সম্ভাবনা। সাধুর পূর্ণানুগত্য ছাড়িয়া শাস্ত্র বা যুক্তি এই লোভের উৎপত্তি-লক্ষণ নয়। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

'রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা'
'ব্রজবাসি-জনে'।
তার অনুগত
ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা'-নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুই ত' সাধন।
বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥"

———

সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের পূর্ব্বে বিধি বা রাগের কোন কথাই নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নামমন্ত্র প্রদান-মুখে জীবহৃদয়ে কৃষ্ণশক্তি সঞ্চারিত না করিলে ভগবদ্ভজনের কোন সন্ধানই জীব পায় না। সদ্গুরু-কৃপা ব্যতীত বদ্ধ জীবের একমাত্র মূলধন স্ব বা পরসঙ্গ দ্বারা নিত্য মঙ্গলের কোনও কথা জানিতে পারা যায় না বলিয়াই বা সদ্গুরু-চরণাশ্রয় না করিয়া হরিভজনের ছলনায় জীবের কোন মঙ্গল হইবে না জানিয়াই শাস্ত্র কৃপাপূর্ব্বক ভজনারম্ভের প্রারম্ভেই সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের কথা ও তৎপরে দীক্ষা-শিক্ষাদ্যে বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা প্রভৃতির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। কৃষ্ণ-বিস্মৃত স্বেচ্ছাচারী জীবগণকে Regulate করিয়া মঙ্গলের পথে আনয়নার্থে শাস্ত্রে নানাবিধ শাসন-বাক্য ও বিধি-নিষেধের অবতারণা। আমরা শাস্ত্রে যে চতুঃষষ্টি অঙ্গের কথা শুনিতে পাই তন্মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাঁচটী অঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

———

বিষয়ে প্রীতিই রাগ। এই প্রীতি বা রাগের বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ-বিষয়ে প্রীতিই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু জীব যখন ভোক্তাভিমান বশতঃ মায়ার কবলে কবলিত হয় তখনই সে ইন্দ্রিয়ার্থকে—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শকে বিষয় বলিয়া বরণ করতঃ তাহাতেই রাগবিশিষ্ট হয়। তখনই জীব কখনও খাদ্যে, কখনও পুষ্পে, কখনও পেয়বস্তুতে, কখনও মাদক দ্রব্যে, কখনও পুত্রে, কখনও পিতায়, কখনও ভ্রাতায়, কখনও বন্ধে, কখনও অট্টালিকায়, আবার কখনও কামিনীর প্রতি ধাবিত হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইয়া নিজেকে ও নিজ প্রভু ভগবান্‌কে বিস্মৃত হয়। জগতের কামিনীকুল যে কৃষ্ণের কাম্য বা ভোগ্য এবং এই জগৎ যে কৃষ্ণের ভোগোপকরণ—সে কথা বদ্ধজীবের মনে থাকে না। ভোগ-প্রবৃত্তির প্রাবল্যবশতঃই বদ্ধ জীবের ব্যবহারে রাগাভাব পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়াই রাগভক্তি জীবের পক্ষে অতি বিরল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এ জগতে হিতাহিত বিচার পূর্ব্বক ভগবদুপাসনায় রত হওয়া জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এই হিতাহিত-বিবেকই বিধির জনক। এই বিধি ও রাগ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হইলেও বিশুদ্ধাবস্থায় এক তাৎপর্য্যপর। নির্ম্মল বিধি রাগের সহায়। নির্ম্মল রাগ ভগবদিচ্ছারূপ বিধির অনুগত।

অনেকে ইতর-বিষয়রাগ হইতে অব্যাহতি-লাভাশায় ভক্তিপথ ছাড়িয়া অন্যোপায়ে ইন্দ্রিয়গণকে সংযমিত করিবার চেষ্টা করিলেও তাহাতে তাহাদের বিষয়-তৃষ্ণা অপগত হয় না। সেইজন্য স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ পরম-বিষয় কৃষ্ণের সেবা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ইতর বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। রাগমার্গ ব্যতীত জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্তিমুখে রাগোদয় হইলে নিকৃষ্ট বিষয়াদি তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়। তাই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"
(গীতা ২।৫৯)

অসম্বন্ধ-গত রাগ যেরূপ নিকৃষ্ট, সম্বন্ধগত রাগ সেইরূপ উৎকৃষ্ট। ঔষধের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, বিধির সহিত রাগেরও সেই সম্বন্ধ। রাগের কার্য্য অনন্ত কিন্তু বিধির কার্য্য রাগের রক্ষণ ও পোষণ পুষ্টরাগ বিধিকে অপেক্ষা করে না। আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গ, অথ ভজন-ক্রিয়া, ততোঽনর্থনিবৃত্তি—এই পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তির কথা। সুতরাং গুরুসেবা-প্রভাবে অনর্থ বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ শুদ্ধজীব ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদ্রাগের আশ্রয় নাই।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন তাঁহারা সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্যরূপ মুক্তি চতুষ্টয় লাভ পূর্ব্বক নারায়ণ ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন—মাধুর্য্যময় কৃষ্ণসেবালাভ বৈধী ভক্তের ভাগ্যে ঘটে না নারায়ণ-সেবাই তাঁহাদের প্রাপ্য ফল হয়। রাগমার্গেই কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয় এবং যখন জীবের কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতি হয় তখন সেই শুদ্ধ জীব উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা সুখে মগ্ন হ'ন। বৈধী ভক্তিতে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই

"ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি—
এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালনপালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক,—তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

———

অনর্থনিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে রাগসেবায় লোভ জন্মিলে সাধক আপনাকে তাঁহার অনুচর স্থির করিয়া সেই নিত্য ব্রজবাসী গুরুদেবের আনুগত্যে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত প্রেমের প্রাগবস্থারূপ ভাবোদয় না হয় সে পর্য্যন্ত সাধক নিজ ভজনের অনুকূল বৈধী ভক্তির অঙ্গসমূহ বহিরঙ্গ সাধনরূপে স্বীকার করেন। শাস্ত্রযুক্তি তাঁহার ভাবের অনুকূল হইলে তাহাদিগের অনুশীলন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের সশ্রদ্ধ সেবা, তাঁহাদের কথার আলোচনা, গুর্ব্বাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া শ্রীধামাদিতে বাস অথবা

মানসে ব্রজবাস করার কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে। বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তিগত বিধিই একমাত্র কারণ; কিন্তু রাগানুগা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব এবং গুরুশ্রেষ্ঠ স্নিগ্ধ ভক্তগণের করুণাই একমাত্র সম্বল।

ঠাকুরের আবির্ভাব

(২)

ভক্ত ও ভগবান্ মনুষ্যের মত শরীর ধারণ পূর্ব্বক এই জগতে আসিলেও তাঁহাদের লীলা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত জীব-কোটীর নিকট ভগবৎকৃপা ব্যতিরেকে প্রকাশ পায় না। তাঁহাদের লীলাপুষ্টির জন্য তাঁহারা প্রচ্ছন্নভাবেই এই প্রপঞ্চে কালাতিপাত করেন; মাত্র ভাগ্যবান্ জীবগণ তাঁহাদের সঙ্গলাভে নিজ নিজ জীবন ধন্য করিয়া কৃতার্থ হ'ন। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ সাধারণ মানবের ন্যায় সরকারের অধীনে চাকুরী করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন; বিবাহ করিয়া সংসারী জীবের মত গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালনের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাই দেখিয়া আমরা যদি তাঁহাকে আমাদিগেরই মত একজন মায়াবদ্ধ জীব বলিয়া বিচার করি, তাহা হইলে আমরাই বঞ্চিত হইয়া আচার্য্য-পাদপদ্ম হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইলাম। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই ত ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥" —এই বিচারে ভগবৎকৃপালেশ ব্যতীত ভগবৎপ্রেষ্ঠ আচার্য্যতত্ত্ব জানিবারও সৌভাগ্য হয় না।

———

মাদৃশ গৃহমেধিগণ গৃহকে কেন্দ্র করিয়া কৃষ্ণকে পিছনে রাখিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে নরকের দিকে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু আচার্য্যগণ সংসারধর্ম্ম-পালনের অভিনয় করিয়া কি প্রকারে কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা নিজ আচরণের দ্বারা [illegible] শিক্ষা দেন। রাজর্ষি জনকের [illegible] সমস্ত বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া, সংসারের সমস্ত দায় শিরে বহনের অভিনয় পূর্ব্বক, সমস্ত বিষয়ের উপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'বিষয়' বা সর্ব্ববিষয়ের একমাত্র মালিক শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া বা সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে নির্ব্বন্ধ করিয়া কি প্রকারে প্রকৃত গৃহস্থ হইতে হয় তাহাই তাঁহারা শিক্ষা দিয়া থাকেন। "আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব" ইহাই তাঁহাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু আমরা বিষয়সমূহেই একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণকে না জানিয়া কৃষ্ণের আসন কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই ভোক্তা সাজিয়া বসিয়াছি। ফলে, মূল মালিকের বস্তু তাঁহাকে না দিয়া আত্মসাৎ করিতে গিয়া এই সংসার-কারাগারে দণ্ড ভোগ করিতেছি।

———

দ্বাপরযুগের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণ নিজ লীলা সংগোপন করিলে পর তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড প্রভৃতি লোক-লোচনের নিকট অপ্রকট হইয়াছিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহারই অন্তরঙ্গ পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুগণের দ্বারা তিনি ঐ শ্রীধাম-বৃন্দাবন প্রকট করাইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন প্রকট করা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ-সনাতনের দ্বারা বহু শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-প্রচার, লুপ্ততীর্থসমূহ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং ভক্তিসদাচার প্রচার করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অচৈতন্য জীবের চৈতন্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিবার জন্য শেষ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অপ্রকটের পর আবার সেই অচৈতন্যের যুগ আসিয়া জীবকে গ্রাস করিল। জীবকুল কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাকে বরণ করিয়া আবার জড়পিণ্ড মধ্যে গণ্য হইয়া গেল।

———

বিশ্ববাসীর এইরূপ দুর্দ্দিনে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-প্রচারোদ্দেশ্যে শুদ্ধভক্তি-প্রণয়ন, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং ভক্ত্যাচার-প্রচার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কলির অল্পায়ুঃ মানবের পক্ষে সমস্ত শাস্ত্র-সমুদ্র আলোচনা পূর্ব্বক শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া তাহাতে দৃঢ়শ্রদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত বাহ্যিকভাবে সমস্ত বিবদমান শাস্ত্র হইতে তথ্য সংগ্রহ করা মানুষের জীবনে সম্ভব হয় না। বিভিন্ন রুচির মূলে বিভিন্ন শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের ফলে, কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী, কেহ তাপস, কেহ বা অন্যাভিলাষী হইয়া ভগবত্তত্ত্ব হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং প্রকৃত বাঞ্ছনীয় পথের সন্ধান না পাওয়ায় তাহারা 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ' ন্যায়ানুসারে কেহ বা স্থূল কেহ বা সূক্ষ্ম বিষয়-বিভাগর্ত্তে পতিত হইতেছিল। এরূপ সন্ধিক্ষণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন এবং প্রচলিত অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম ও অপসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতসমূহ নিরসনপূর্ব্বক জীবের নিঃশ্রেয়স্ একমাত্র কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি-বিষয়ে শুদ্ধভক্তির কথা জগতে প্রচার করিলেন। শুধু প্রচার নয়, নিজ জীবনে স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক দেখাইলেন। তাৎকালিক অজ্ঞানান্ধকার যুগ শুদ্ধ-ভক্ত্যালোকের বিজলী-সঞ্চারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ-প্রচারে তিনি যে কিরণ বিকীর্ণ করিলেন, তাহা শরণাগত জীবের কোটী কোটী যুগের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া ভক্ত্যালোকের সাহায্যে তাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়া কোটীচন্দ্র-সুশীতল নিতাই-পদকমলের সুশীতল ছায়ালাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছে। তিনি যদি কৃপা করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাকে আমাদের নিকট প্রচার না করিতেন, অথবা যদি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থের ভাষ্য লিখিয়া তাঁহাকে আমাদের নিকট সুগম করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে হয় ত' ঐ অমৃতের পুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বটতলার ছাপাখানায় আত্মগোপন করিয়াই থাকিতেন।

———

কেবল গ্রন্থ প্রণয়নে নয়, তিনি শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে ছোট ছোট গানের মধ্যে শাস্ত্রসমূহের যে সার নবনীত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বাল্যজীবনে ছোট ছোট বালকগণ পর্য্যন্ত আস্বাদনপূর্ব্বক [illegible] হইতেছে। আবার বয়োবৃদ্ধগণ সেই সমস্ত গীতের মধ্যে শাস্ত্রসমূহের সার প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়নের পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি পাইতেছেন। বাল্য-জীবনে বালকগণ ঐ সমস্ত তত্ত্বোপদেশপূর্ণ গান সকল কণ্ঠস্থ করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিত্য মঙ্গলের পথে চালিত করিবার যে একটী মহাসুবর্ণ সুযোগ লাভ করিতেছে, তাহা ভাষার দ্বারা বর্ণন করা যায় না।

———

দ্বাপরে কৃষ্ণাবতারে কৃষ্ণকে কয়জন চিনিতে পারিয়াছিলেন? যদি গৌর না আসিত, তবে কৃষ্ণকে কে চিনাইত, কৃষ্ণের মহিমা বা কৃষ্ণপ্রেমের কথা জগতে কে জানাইত? সেইরূপ যদি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ না আসিতেন তবে গৌরকে কে চিনাইত বা গৌরশিক্ষাকে এরূপভাবে বিশ্ববাসীর নিকটে কে জানাইত? ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে চিনিতে হইলে বা তাঁহার পরিচয় পাইতে হইলে, তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। তিনি নিজকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন, আর প্রকট করিয়াছেন তাঁহারই অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দ্বারা।

———

সূর্য্যালোকের সাহায্যেই সূর্য্যদর্শন সম্ভব; ইতর বস্তুর সাহায্যে সূর্য্যদর্শন সম্ভব হয় না। যিনি স্বতঃপ্রকাশ বস্তু তাঁহাকে অন্য কোন বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না; পরন্তু সেই স্বতঃপ্রকাশ বস্তুরই সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। তাই স্বয়ংরূপ মাধুর্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণকে প্রকাশ করিবার জন্য ছন্নাবতাররূপে কলিকালে ঔদার্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধামও বৈকুণ্ঠ জগৎ হইতে শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঔদার্য্য-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ না হইলে মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণের মহিমা বা কৃষ্ণপ্রেমের মাহাত্ম্য এই জগদ্বাসীকে কেই বা জানাইত? "কৃষ্ণনাম ধরে কত বল। কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" —এই কথাই বা কে জানাইত? যে কৃষ্ণপ্রেম নরলোকে দুর্ল্লভ সেই কৃষ্ণপ্রেমের পসরা লইয়া প্রভু নিত্যানন্দ সকলের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবার আদেশ তিনিই দিয়াছিলেন। "অতএব প্রেম ফল দেহ যারে তারে। খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥"

এমন যে মহাপ্রভুর লীলার নিকেতন শ্রীধাম-মায়াপুর, তাঁহার লীলা-সংগোপনের পর সে শ্রীধামও মনুষ্যচক্ষুর নিকট আত্মগোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই কৃপাময় ধাম আবার জীবের প্রতি অহৈতুক-করুণা-পরবশ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে প্রেরণা দিয়া তাঁহার দ্বারা আবার এই শ্রীধাম মায়াপুর প্রকট করাইয়াছেন। শ্রীধাম প্রকট হইলেন বটে, কিন্তু "দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যথা সূর্য্যের কিরণ॥" এই বিচারে অভক্তগণ জ্ঞানচক্ষু মুদ্রিত রাখিয়া নিজ-লিপ্সার বশে, শ্রীধাম সেবকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। তদ্দ্বারা আত্মবঞ্চিত হইতেছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধামের প্রামাণ্য সম্বন্ধে জাগতিক ও পারমার্থিক-প্রমাণাবলী উপস্থিত করিয়া শ্রীধাম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যেমন দুর্ভাগা জনগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে, "সূর্য্য নাই, সূর্য্য নাই", সেইরূপ এ সম্বন্ধেও বলিতেছে— শ্রীমায়াপুর মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান নহে, উহা কাল্পনিক ইত্যাদি। উঁহাদিগের ঐরূপ চীৎকারে ধামের বা ধামে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কেবল-মাত্র উঁহারা নিজেই বঞ্চিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট্, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা, প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পাট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

JBD
BLUE BLACK
J.B.D FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & Co
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন, রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬১৵০
খুচরা	৬১।৵০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৫/১০
গড়াণ	৩৫৲১০
গিনি	২২৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কাড় ভেয়ের বা নীম	
যাকা	১৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-মাকা চালকা ওজন	৫৵
করগা (টী আয়রণ)	৬।৵০—৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৶০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ		১১৷০
২৬ গেজ ,,	,,	১৩৲
২৪ গেজ ,,	,,	১১৵০
আর, পি, জি,		১৩৲

সেসেসডস সিমেণ্ট, করগেট টীন—

১৷ ইঞ্চ প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—		১১।৵০
২৬ গেজ ,,	,,	১২৷০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ-	১৩৷৵০	১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড	৮৷০

গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
ইস্পাত	৬।০—৬।৵০
,, বোলটু (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, পরাদে (চৌকা)	৬ ০—৬৸০
,,গোল বড় ৶০—।৶০ সূতা	৫৶০—৬৷০
,, টানা বড়-	
চাকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৷৵০—৭।০
,, বাণ্ডিল চাল	৬।৵০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লি,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৩	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৩.	১১—৪০ +	১৩—৩৯.	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৮—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৫
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীমায়া' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG.

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

[illegible] খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪১, ৫ই অক্টোবর ১৯৩৪ [১৮৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ

লক্ষৌয়ের সুপ্রসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব স্বর্গীয় হাকিম সুন্দরলালের কন্যা মুসাম্মৎ সুন্দর দেবী তাঁহার লক্ষাধিক মুদ্রা প্রতারণাপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে দরজী শিউনারায়ণ, মুসাম্মৎ কৃষ্ণা দেবী ও কৃষ্ণাদেবীর স্বামী আত্মা সিংয়ের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে চাঞ্চল্যকর এক মামলা আনয়ন করিয়াছেন! প্রকাশ, আসামী কৃষ্ণা দেবী বাদিনীর কোনও পরিচারকের কন্যা। বাদিনী কৃষ্ণা দেবীকে রাণী কাটরা মহল্লায় একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন, তথায় কৃষ্ণা তাহার স্বামীসহ বাস করিত। একদিন কৃষ্ণা ও আত্মা সিং সুন্দর দেবীর বাড়ীতে আসিয়া বলে, তাহারা সংবাদ পাইয়াছে যে, সুন্দর দেবীর আত্মীয় স্বজনগণ তাহার মূল্যবান গহনাপত্র ইত্যাদি লুণ্ঠন করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে, এ অবস্থায় যাবতীয় দ্রব্যাদি সহ সুন্দর দেবীর অবিলম্বে কৃষ্ণা ও আত্মা সিংহের নিকট যাইয়া বাস করা শ্রেয়ঃ। তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া বাদিনী ৬০টী বাক্সপূর্ণ মূল্যবান গহনা ও পরিচ্ছদে দুইগাড়ী বোঝাই তৈজসপত্র ও নগদ অর্থ লইয়া রাণী কাটরা মহল্লায় আসামীদের বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে থাকে। আসামীরা দরজী শিউনারায়ণের সহায়তায় পক্ষকালের মধ্যে কৌশলে বাদিনীর লক্ষাধিক মুদ্রার সম্পত্তি হস্তগত করিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা মতে মামলা দায়ের হইয়াছে। পুলিশ এ বিষয়ে জোর তদন্ত করিতেছে।

২৪পরগণায় ডাকাতি

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ ২॥টার সময় ২৪পরগণা জেলার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত চইকাবেরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। আনুমানিক ১০।১২ জন লোক লাঠি ও অস্ত্রশস্ত্রসহ আসিয়া গৃহস্বামী পুত্র ও তাঁহার স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিয়া নানারূপ ভয় প্রদর্শন ও নির্য্যাতন করিয়া তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘটনার সময় পলকধারী রাউত নামক জনৈক ব্যক্তি উহাদের চীৎকারে ঘটনাস্থলে আসে এবং দস্যুগণের সহিত বাগবিতণ্ডা হওয়ায় তাহারা উহাকে আক্রমণ করে এবং গুরুতরভাবে প্রহার করে। ফলে, সে বিশেষরূপে আহত হয়। পুলিশ তাহাকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছে। গৃহস্বামীর ও পলকধারীর চীৎকারে গ্রামবাসিগণের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় ও তাহাদের ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া দস্যুগণ পলায়ন করে। পুলিশ কর্ত্তৃক দুইজন ধৃত হইয়াছে উপস্থিত তদন্ত চলিতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডাকাতি ষড়যন্ত্রের মামলা

কুমিল্লার দায়রা ও জিলা জজ মাননীয় এস এন গুহ রায় আই-সি-এসের এজলাসে জুরীসহ ১২জন আসামীর বিরুদ্ধে ডাকাতি ষড়যন্ত্রের মামলা এবং অন্যান্য অভিযোগ অনুসারে ৩৯৭, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০২ ধারানুযায়ী বিচার কার্য্য শেষ হইয়াছে। বিচারপতি ও জুরীগণ একমত হইয়া ৭জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ও ৬ জন আসামীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। আসামী হরিচরণ কৈবর্ত্ত দাস ওরফে কয়জদ্দি ১০ বৎসর, ইউনস ৫ বৎসর ও চাঁদ আলী সাহেব (মামুদের পুত্র) আবদুল গফুর, ওয়াহেদ আলী, ইয়াকুব আলী প্রত্যেকে ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবে।

মামলার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—বাঞ্ছারামপুর থানার রাধানগর গ্রামের শ্রীযুত রামকান্ত কৈবর্ত্ত দাসের বাড়ীতে গত ৫ই এপ্রিল দুপুর রাত্রিতে একদল ডাকাত (সংখ্যায় ২৫।৩০) আগ্নেয়াস্ত্র, রামদাও, কুড়াল, লোহার ডাণ্ডা, লাঠি ও দেশী বাঁশের মশাল নিয়া বাড়ী আক্রমণ করে, কিন্তু বাঞ্ছারামপুর থানার দারোগা পূর্ব্বেই খবর জানিতে পারিয়া নবীনগর ও বাঞ্ছারামপুর থানার প্রায় ৩০ জন পুলিশ সহ ঐ বাড়ীতে লুক্কায়িত থাকেন। ডাকাতদল পুলিশের উপস্থিতি বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে পলায়নপর হয় এবং পুলিশ গুলী ছোড়ে। গুলীর আঘাতে জহর আলী ও সোণা মিঞা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সোণা মিঞার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী অনুসারে আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এস ডিও আসামীদের সেসনে সোপর্দ্দ করেন।

ত্রিশ হাজার টাকা লুট

গোয়ালিয়র রাজ্যের সরদারপুর হইতে এক অতি চাঞ্চল্যকর ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ষাট জন ডাকাত দলবদ্ধ হইয়া পাঁচঘেবী গ্রামের ধনী বাজোরার গৃহে চড়াও হয়। তাহারা বন্দুকের গুলীতে একজনকে নিহত ও কতিপয় ব্যক্তিকে আহত করিয়া নগদ ও গহনায় ত্রিশ হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। ডাকাতরা গৃহস্বামীর আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতিও লইয়া গিয়াছে।

মাওয়াই গ্রামের হুকুম সিং ও ছোটে সিং জাঘোলীর গৃহেও প্রায় ত্রিশজন ডাকাত হানা দিয়াছিল। গ্রামবাসীদের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ডাকাতদের লড়াই চলে। উভয় পক্ষে কয়েকজন আহত হওয়ার পর ডাকাতেরা প্রস্থান করে।

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামী উধাও

রিচমণ্ড (ভার্জিনিয়া) হইতে প্রকাশ, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একখানা মোটর গাড়ী থামাইয়া উহার ড্রাইভারকে হত্যা করিবার অপরাধে দুই ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসাইয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধানের কথা ছিল, কিন্তু তাহারা একজন কারারক্ষীকে ও দুইজন পুলিশকে গুলী করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে।

সামরিক কর্ম্মচারীর বন্দুক চুরি

মোহনলালগঞ্জ তহশীলের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীর গৃহে কতিপয় সিঁদেল চোর প্রবেশ করিয়া একটি বন্দুক ও নগদ কিছু টাকা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। এই চুরি বিপ্লবীদের কার্য্য বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতেছে। প্রকাশ ঘটনার দিন হইতে গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র ফেরার আছে। পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেছে।

বিলোনীয়া জেল হইতে পলায়ন

গভীর রাত্রিতে স্বাধীন ত্রিপুরার বিলোনীয়া জেল হইতে ২ জন ডাকাতি আসামী পলায়ন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময় হাজতে আর কোনও আসামী ছিল না। দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৫ই অক্টোবর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ১৮৬শ সংখ্যা

চয়ন

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

['অমৃতবাজার পত্রিকা' ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ বুধবার]

Extensive Propaganda Throughout Germany

The Gaudiya Mission

London (By Air Mail)

Swami B. H. Bon of the London Gaudiya Math has received highly encouraging letters of invitation from many learned societies and from all the Universities of the Southern and Eastern Germany. Considering the nature of learning and culture of the Germans, they are fairly expected, in spite of the unusual political situation, to be in a position to understand Indian religious culture to some extent. So the amount of interest and enthusiasm so clearly evinced in their attempt to understand religious views of India through the Gaudiya Mission is quite natural.

A tentative programme of 24 lectures in different Universities of Germany and about a dozen lectures in prominent places all over the Huns country has already been arranged from the first week of November 1934 to the 3rd of February, 1935 The prominent places covered by the programme are, among others, the following — Berlin, Leipzig, Halle, Dresden, Prague, Vienna, Regensburg, Munich, Ludwigshafen Scaffansen-Rheinfall, Freiburgi, Br., Beuron, Tubingen, Heidelberg, Frankfurt, Mainz, Giessen, Marborg, Jena, Weimar, Hamburg, Kiel, Rostock, Griefswald, Stettin, Dazig, Koningsberg, Wanlacken, Heiligenstein, Warshaw and Brelau.

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাপ্রভুর বাণী প্রচার

[দি ইণ্ডিয়ান্ নেশন পত্রিকায় ২৮।৯।৩৪ তারিখে প্রকাশিতাংশের বঙ্গানুবাদ]

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা পাটনা গৌড়ীয়মঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, রাগভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রত্যহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মঠবাসী ভক্তগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় পাঠ আরম্ভ হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা প্রত্যহ পাঠে যোগদান করিয়া থাকেন। স্থানীয় হিন্দুগণ এই সুযোগ পাইয়া পরমানন্দিত হইবেন।

গত ৩১শে ভাদ্র, ১৭ই সেপ্টেম্বর সোমবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রাতে শ্রীপাদ সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ পূর্ব্ববৎ সন্ধ্যার পর শাঁখারীটোলায় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ রাত্রিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে তাঁহার থিয়েটাররোডস্থ বাসস্থানে গমনপথে শ্রীযুক্ত যামিনী বাবুর শাঁখারীটোলার ভবন হইয়া যান। প্রভুপাদ উপস্থিত হইবামাত্র যামিনীবাবু ও অবনীবাবু তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পূর্ব্বক সাদর অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিতলের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে লইয়া যান এবং পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা আচার্য্যোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। গৃহের সকলেই সানন্দে প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া উপবিষ্ট হইলে প্রভুপাদ তাঁহাদিগের নিকট নামমাহাত্ম্যকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' শ্লোকব্যাখ্যা-মুখে সপ্তশিখ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি-প্রদানে সপ্ত প্রকারে জীবের শ্রেয়োলাভ, চিত্তে বহির্জ্জগতের ছবি উঠিয়া স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ দর্শনে যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহার অপনোদন; সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বিচারমুখে 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' প্রভৃতি শ্লোক-ব্যাখ্যা মুখে কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব এবং পরমোপাস্যত্ব প্রদর্শন করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনই যে জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্ম ও তাহাই যে সর্ব্বশাস্ত্র-মর্ম্ম এবং ভোগ বা ত্যাগ বিচারে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধানের পরিবর্ত্তে যুক্তবৈরাগ্য বিচার-মূলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-বিধিই যে একমাত্র পরম প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে অনেক উপদেশ করেন।

গত ২রা অক্টোবর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, ধর্ম্মরূপ বৃষের চারটী পদ। ঐ পদগুলি তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য নামে খ্যাত। সত্য বা কৃতযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের অধিষ্ঠান; কলিযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের বিপাদ অর্থাৎ তপস্যা, শৌচ ও দয়া নষ্ট হওয়ায় একমাত্র সত্যরূপ পদ বর্ত্তমান। ঐ পদত্রয় ভগ্ন হইবার কারণ—গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গ ও মাদক-দ্রব্য-সেবা। এই তিনটীই অধর্ম্মাংশ। গর্ব্বের দ্বারা তপস্যা নষ্ট হয়, স্ত্রীসঙ্গাদি ইন্দ্রিয়-তর্পণ দ্বারা শুচি নষ্ট হয় এবং মাদকদ্রব্য-সেবাদ্বারা জীব নির্দ্দয় হয় অর্থাৎ পরোপকার-প্রবৃত্তি ধ্বংস হইয়া যায়।

সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ ও দয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিত। সেইকালে ধ্যান যোগাদি তপস্যা সম্ভবপর ছিল। তপস্যার অভাবে জীবের অহঙ্কার সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। ত্রেতাযুগে তপোহীন হইলেও জীবগণ শৌচ, দয়া ও সত্যবিশিষ্ট ছিলেন। সেজন্য যাগযোগের পালনক্রমে যজ্ঞাদি সাধনে তাঁহারা যুগধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। পরবর্ত্তী দ্বাপরযুগে তপস্যা, শৌচ গর্ব্ব ও স্ত্রীসঙ্গ [illegible] নষ্ট হইলে ভগবদর্চ্চায় পরিচর্য্যাক্রমে দয়া ও সত্য যুগধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। পরে কালক্রমে অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ ও মাদকদ্রব্য তপস্যা, পবিত্রতা ও দয়া নষ্ট করায় একমাত্র সত্যরূপ হরিনামই জীবগণকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতেছেন। এখানে হরিনামকারী অনেক সময় অসত্যপথ অবলম্বন করিলেও হরিনামের সত্যপরত্ব গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গ ও মাদকদ্রব্যের দ্বারা আবৃত হয় না। ভগবদ্বিমুখ অবস্থাতে গর্ব্বের প্রাধান্য বর্ত্তমান। হরিজন-সঙ্গাভাবে জীব অপরাধী ও পাপাসক্ত হইয়া দয়া ও সত্যকে কিয়ৎ পরিমাণে বিপন্ন করে। মাদক-দ্রব্যের প্রবণতায় জীব দয়া-ভ্রষ্ট হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া অধর্ম্মের আবাহন করে।

জীবন সেই নিত্য নবীনের সেবক বলিয়া নূতনের জন্য তাঁহাদের এ অদম্য আকাঙ্ক্ষা কিন্তু তাঁহাদের লাগ চেতনা, ভ্রমায় তাঁহারা নিত্য নবীনের সেবায় বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত ক্লিষ্ট। জগতের সমস্ত বস্তুই নশ্বর বলিয়া প্রাপঞ্চিক নূতন বা পুরাতনত্বের স্থায়ীত্ব নাই; আমরা এ জগৎকে সম্বল করিয়া যাহা কিছু করি না কেন, তাহা প্রথমে আপাত-সুখদায়ক হইলেও পরিণামে নীরস কষ্টপদ সুতরাং "একটা নূতন কিছু কর" এই জগদ্গত ভাবটী পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নবীনের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া সকলেরই উচিত কিনা এ কথা আমার বন্ধুবর্গ বিচার করিবেন।

এ জগতের সৃষ্ট মনোমুগ্ধকর বস্তুগুলি আমাদের নিকট নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তাহা নশ্বর, পরিণামশীল। এই জগৎ নিত্যধামের হেয় প্রতিফলন-স্বরূপ। এখানে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকাল অবস্থিত বলিয়া এখানে নূতন ও পুরাতনের কথা শুনা যায়। কিন্তু যেখানে ভূত-ভবিষ্যতের কোন কথা নাই নিত্যকাল যেখানে সতত বিরাজিত, জড়তপন, জড়চন্দ্র-তারকার পরিশোধকার যেখানে নাই, ভোগ বা ত্যাগের বিচিত্রতা আদৌ যেখানে পরিলক্ষিত হয় না, যেখানে মায়া সৃষ্টিকারিণী পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি বিরাজ করেন না, সেই নিত্য-নবীনের রাজ্যে সবই যে নিত্য নূতন, পুরাতনত্বের কোন কথাও যে সেখানে নাই তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাই বলিতেছিলাম, নূতন কিছু করার দরকার নাই, অনিত্য নূতনের স্পৃহা ত্যাগ করতঃ নিত্য নূতনের সন্ধানে উৎসুক হইয়া নিত্যধামে গমনপূর্ব্বক নিত্য-নবীন বস্তু-লাভে অতৃপ্ত বাসনা মিটাইবার যত্ন করাই প্রয়োজন।

আমি এ জগতের বস্তু নই। আমি সেই অপরিবর্ত্তনশীল নিত্যধামের অধিবাসী. আমি নিত্য, শাশ্বত, ধ্রুব, অচল ও চির-নূতন। আমার প্রভু, আমার সখা, আমার মাতা-পিতা, আমার প্রিয়জন সকলেই চির-নূতন। কিন্তু এ দেশে যাহাকে 'আমি' মনে করিতেছি সেই 'আমি' বা সেই 'আমি'র প্রভু, বন্ধু, মাতা, পিতা সকলই পুরাতন হইয়া যায়। সকলেই আমাকে ছাড়িয়া যায়, সকলেই আমাকে বিভিন্নভাবে ভোগের জন্য লালায়িত এবং আমিও সকলকে ভোগের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু সেই নিত্য-নূতনের দেশে এক নিত্য-নবীনই সকলের ভোক্তা এবং সকলেই সেই নিত্য-নবীনের সেবায় নিত্য ব্যস্ত থাকিয়া এ অনিত্য নূতনের খেলায় উদাসীন

এই অনিত্য জগতে 'একটা নূতন কিছু কর' 'একটা নূতন কিছু বল', 'একটা নূতন কিছু দেখাও' বলিয়া সমস্রোত ভীষণ চিৎকারে জীবচিত্ত বিকল করিতে বসিয়াছে। নিত্যনবীনের অনুসন্ধান করা ব্যতীত—সাধুর নিকট সেই পরানন্দময় রূপের কথা শ্রবণ না করিলে এ অনিত্য নূতন-বস্তু-ভোগের স্পৃহা যাইবে না এবং আমাদের এই একঘেয়ে সুর আর পরিবর্ত্তিত হইবে না। পূর্ব্বাকৃত সুকৃতি না থাকিলে বা সাধুসঙ্গ না করিলে এসব বিষয়ে মতি হয় না। তাই বলিতেছিলাম, তোমরা গাও আমরা শুনি, বা তোমরা নূতন একটা কিছু কর—এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা কথা ছাড়িয়া দাও, যাহার বিস্মৃতিতে এইরূপ প্রলাপ-বাক্য আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে সেই অতি পুরাতন অথচ নিত্যনবীন পুরুষের সন্ধান কর। যাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য কোনকালেই আমাদের হয় নাই, ভোগময় ঘৃণ্য জীবনযাপন পরিহার করিয়া সেবাময় নবীন জীবনযাপনে, এবং সেই নবীনমদনের নিত্য নব নব সেবাবৈচিত্র্যে উদ্বুদ্ধ হও—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ঠাকুরের আবির্ভাব

(৩)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরদেশে শ্রীধাম প্রকাশ করিয়া জীবগণের যে উপকার করিয়াছেন তাহা আমার তুচ্ছ জিহ্বার সাহায্যে ব্যক্ত হইবার যোগ্য নহে। এই শ্রীধাম-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আর একটী কৃত্য হইয়াছিল,—শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা।

কনিষ্ঠাধিকারী ভক্তগণের জন্য শ্রীবিগ্রহ-সেবার একান্ত আবশ্যকতা শ্রীমদ্ভাগবতে "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে" প্রভৃতি শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ যে অর্চ্চা-মূর্ত্তি ও ভাগবত-মূর্ত্তিতে কলিযুগে প্রকটিত হইবেন, ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ মধ্যে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। আজ এই শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। সমস্ত পৃথিবী হইতে মানবগণ শ্রীমন মহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখিবার জন্য কত না উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, সাধুসঙ্গ ও তীর্থবাসের ফল লাভ করিয়া নিজ জীবন ধন্য করিতেছেন। জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য একত্রীভূত করিলেও যে ধামের একটী রেণু-কণার মূল্য হয় না সেই শ্রীধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারি এমন সামর্থ্য আমার নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "নবদ্বীপ-ভা[illegible] "নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য" নামক গ্র[illegible] মাহাত্ম্য [illegible] করিয়া [illegible] অনেক [illegible] করিয়াছেন [illegible] হইয়াছেন তাঁহাদের [illegible] হইবে।

তারপর তাঁহার চতুর্থ কার্য্য 'ভক্তিসদাচার-প্রচার'। মহাপ্রভুর বাক্যে আমরা জানিতে পারি—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

"নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম রক্ষণ না যায়" প্রভৃতি বিচার তিনি নিজ জীবনে আচরণ করিয়া নিরপেক্ষভাবে সকলকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ভক্তিসদাচারের ব্যত্যয় কিম্বা নিরপেক্ষতার অভাব তাঁহার জীবনে কেহই কোনদিন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ভক্তিসদাচার প্রচার করিতে গিয়া তিনি কোনদিন প্রচ্ছন্ন অভক্তির প্রশ্রয় দেন নাই। এতদ্বিষয়ে তিনি যে নিরপেক্ষতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনের ঘটনায় উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার বন্ধু প্রসিদ্ধ নাট্যকার পরলোকগত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার লিখিত "শ্রীচৈতন্য লীলা" দর্শন করাইবার জন্য ঠাকুরকে কোন সময়ে আহ্বান করিলে, উহা নিরপেক্ষতা ও ভক্তিসদাচারের বিরুদ্ধ-কার্য্য বলিয়া ঠাকুর ঐরূপ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ঐরূপ আহ্বান প্রত্যাখ্যান দ্বারা তিনি জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, যেখানে কপটতার অন্যাভিলাষিতার তাণ্ডব-নৃত্য বর্ত্তমান, সেখান হইতে ভক্তি-সদাচার বহুদূরে অবস্থিত।

ঠাকুরের প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্য দিয়া যদি আমরা তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, গৌরশক্তি-স্বরূপে তিনি আবির্ভূত হইয়া বিশ্ববাসীকে কি অমূল্য রত্ন না দিয়া গিয়াছেন।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

মহাপ্রভুর এই বাণীর সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ কার্য্যে পরিণত হইতেছে; আজ পাশ্চাত্যদেশবাসিগণও সেই মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীল ঠাকুর আমাদের অলক্ষ্যে থাকিয়া ইহা দর্শনে কত আনন্দই না লাভ করিতেছেন!

তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার সমস্ত মনোহভীষ্ট তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে না পারিলেও, তিনি যাঁহার উপর তাঁহার অবশিষ্ট কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই আচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেব সেই মহাপুরুষের সকল প্রকার মনোহভীষ্ট যথাবিহিত সম্পাদন করিতেছেন।

তাই বলি, হে সজ্জনবৃন্দ, আজিকার এই আবির্ভাব তিথি বাসরে, আসুন আমরা সকলে মিলিত হইয়া সেই মহাপুরুষের পাদপদ্মে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে প্রার্থনা করিয়া বলি—

"হে মহাত্মন, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আপনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আমরা আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই কৃপা বরণ করিতে পারিতেছি না; অতএব কাতর প্রার্থনা করি, আপনি [illegible] আপনার কৃপা-গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করুন। আপনার নাম-সম্বলিত বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া আপনার কৃপায় যেন আমাদের বহির্ম্মুখতা বিদূরিত হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি জাগিয়া উঠে এবং আমরা যেন ভাগবতের "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদার-বিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি" শ্লোকের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃষ্ণপাদ-পদ্মমকরন্দ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারি। আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত

"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।"
"দুর্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে
'সংসার' 'সংসার' করি মিছে
গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥"
"সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥"

প্রভৃতি অমৃতময়ী বাণী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি পূর্ব্বক তদনুসরণে জীবন ধন্য করিতে পারি। তোমার এই আবির্ভাব-তিথি-পূজার দিনে আমরা যেন তোমার স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়া তোমার প্রদর্শিত আমাদের নিত্যকল্যাণের পথে ধাবিত হইতে পারি, তাহা হইলেই তোমার আবির্ভাব-তিথিপূজার সার্থকতা লাভ হইবে। সর্ব্বশেষে আমাদের এই প্রার্থনা, আমরা যখন অত্যন্ত দীন ও ও বদ্ধজীব এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বিষয়-বিষ্ঠাকূপে পতিত হইবার যোগ্য, তখন আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের বলাধান করুন, যাহাতে আমরা এই স্কুলের সংস্পর্শে থাকিয়া চরমকল্যাণপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যোগদানপূর্ব্বক আত্মাহুতি দিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।"

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ শান্তিঃ।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০ ৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
১নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬১৵০
খুচরা	৬১।৵০

সোণার দর

পাকা সোণা	[illegible]
গড়ান	
গিনি	২৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার)	
মাকা	১৸৵০—৫৸৵০
ঐ বেমাকা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

৬ হইতে ১০ ফুট

২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲

এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—

৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০

গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর

১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭।০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
রড পাটী	৬।০—৬।৵০
,, বোলটু (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, পরাদে (চোকা)	৬।০—৬৸০
,, গোল রড ৵০—।৵০ সুতা	৫৵০—৬॥০
,, টানা রড-	
চাকা ৵০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, বাওল তার	৬।৵০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌স লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ও দ্বিতীয়			পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেক	প্রতি লাইন			
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	৯৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲, অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲ এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা /৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আর ও ইনজেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ॥০ আনা, ৩ প্যাক ১।০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৩	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৩	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫০,	৯—৪৬,	১১—৪০	১৩—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—[illegible]	[illegible]	১৭—২০	১৯—১৬
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৫ ২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীমায়াপুর' নদীয়া

REG. C. 544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

চৈতন্যোপনিষদ্
বহু বৎসরের মূল ও মহদ্বাক্য প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র।
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪১, ৬ই অক্টোবর ১৯৩৪ [১৮৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

কৃষকের অপূর্ব্ব বীরত্ব

জব্বলপুরের জনৈক কৃষক কি করিয়া কেবল মাত্র একটী [illegible] সাহায্যে একটি চিতাবাঘকে হত্যা করিল শিহোরা হইতে এখানে তাহার সংবাদ আসিয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে, জনৈক কাঠুরিয়া জঙ্গলে কাঠ কাটিতে গিয়াছিল। এই সময় একটী চিতাবাঘ তাহাকে সহসা আক্রমণ করে। অতঃপর ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়। তাহার চীৎকারে তাহার ভ্রাতার দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সে একটি মাত্র লাঠি লইয়া তথায় উপস্থিত হয় এবং চিতাবাঘটীকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে থাকে।

অতঃপর সে বাঘটিকে মারিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। স্থানীয় সরকার তাহাকে এই বীরত্বের পুরস্কার দিবেন বলিয়া অনুমিত হয়।

ভাগলপুর খেলার মাঠে অত্যাচার

গত ১লা অক্টোবর করোনেশন চ্যালেঞ্জ শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা লাজপৎ পার্ক মাঠে গঙ্গাবামিয়ালী ও বড়গাঁও টীমের মধ্যে আরম্ভ হয়। বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী [illegible] মাঠে উপস্থিত ছিলেন। দর্শকও অনেক হয়। কুড়ি মিনিট খেলা চলিবার পর এক বিরাট জনতা মাঠের বেষ্টনী আক্রমণ করে ও ঢিল ছুড়িতে থাকে। কিছুক্ষণ বচসা ও হাতাহাতির পর জনতা বেষ্টনীর চাটাই ইত্যাদি পোড়াইয়া দেয়, চেয়ার ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং টাকা পয়সা লুঠ করিয়া লয়। মাঠের মধ্যস্থিত দর্শকগণকেও তাহারা মারপিট করিয়াছে। অনেকেই আহত হইয়াছেন। আগুন এক ঘণ্টার উপর স্থায়ী হয়। মাঠের খেলা গোলমালের সূচনায় বন্ধ হইয়া যায়।

বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার

হাভানা হইতে প্রকাশ, কমিউনিষ্টগণ বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সহরের নানা স্থানে ২৮টি বোমা ফাটিয়াছিল। ইহার ফলে উপরোক্ত ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ হাভানা ও শান্তিয়াগো প্রদেশে সামরিক আইন জারী করিয়াছেন।

৩০ জন ভূতপূর্ব্ব সৈনিক কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কেমার্গো নামক স্থানে শ্রমিকেরা এক বিরাট মিছিল বাহির করিয়াছিল। এই উপলক্ষে একজন নিহত এবং বহু লোক আহত হইয়াছে। সরকারপক্ষ বলিতেছেন যে, বিপ্লবমূলক আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে ট্রেণ চাপা

২রা অক্টোবর রেঙ্গুণ ডাউন ট্রোম মেলের তলায় চাপা পড়িয়া একজন বর্ম্মী আহত হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এই ট্রেণেরই তলায় পড়িয়া একজন স্ত্রীলোক আহত হইয়াছিল। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহারও বাঁচিবার আশা কম।

লণ্ডনে ভারতের ট্রেড কমিশনার

সিমলা হইতে এইরূপ প্রকাশ হইয়াছে যে, [illegible] লিণ্ডসের স্থলে মিঃ ইউ এন সুক্তানকারকে অস্থায়ীভাবে লণ্ডনে ভারতের ট্রেড কমিশনার নিয়োগ করা হইয়াছে। [illegible] কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টার জেনারেল ডাঃ মিকই উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইণ্ডো ইটালিয়ান বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার উপরই ডাঃ মিকের ভারতে অবস্থানের সময় নির্ভর করে। ডাঃ মিকের স্থলে কে ভারতের কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টার জেনারেল হইবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। হামবার্গে ভারতের ট্রেড কমিশনার মিঃ এস এন গুপ্ত আই সি এসের নামই এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ হইয়াছে।

কাঁথীতে কৃষকদের দাঙ্গা

কানামুরী নদীর বাঁধ কাটা লইয়া এক গুরুতর দাঙ্গা হইয়াছে। সালকিয়া ও অন্যান্য কয়েকটী গ্রামের লোক উক্ত বাঁধ তৈরী করিয়াছিল।

নদীর নীচের দিকের লোকগণ উক্ত বাঁধের দরুণ জমিতে দেওয়ার জন্য জল পাইতেছিল না, তজ্জন্য তাহারা সালকিয়ার অধিবাসীদিগকে উক্ত বাঁধ কাটিয়া দেওয়ার জন্য বলে। উক্ত অধিবাসিগণ উক্ত প্রস্তাবে রাজী হয় না, ফলে কৃষকদের মধ্যে একটা দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার ফলে উভয় দলের লোকই জখম হইয়াছে। তিনজন বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে রঞ্জন রশ্মির দ্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য বহরমপুর সদর হাসপাতালে [illegible] করা হইয়াছে।

বাঙ্গলার লাট স্যার জন এণ্ডার্সন

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, স্থানীয় দেশীয় ভাষার দৈনিকপত্র 'জন্মভূমি'র নিকট লণ্ডন হইতে যে বিশেষ তার আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন তাঁহার ছুটী উত্তীর্ণ হইবার পর ভারতবর্ষে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না।

ভীষণ বিমানপোত দুর্ঘটনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ইংলিশ চ্যানেল পারাপারকারী একখানি ষ্টীমারে করিয়া ৫ জনের মৃতদেহ ফোকষ্টোনে আনীত হইয়াছে। উক্ত ষ্টীমার হইতে দেখা যায় যে, তীর হইতে তিন মাইল দূরে একখানি বিমানপোত পড়িয়া গিয়াছে। বিমানপোত হইতে বেতারে ক্রয়ডনে জরুরী বার্ত্তা প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু ঘটনাস্থল জানাইবার সময় ছিল না।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে বিধ্বস্ত বিমানপোতখানি একখানি বৃটিশ বিমানপোত; উহা হিলম্যানস এয়ারওয়েজের ছিল। পাইলট সহ ৬ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ২রা কুজ্ঝটিকার সময় ফোকষ্টোন হইতে ৩ মাইল দূরে ইংলিশ চ্যানেলের উপর বিমানপোতখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। উহাতে ৩ জন বৃটিশ, ৩জন ফরাসী ও একজন আমেরিকান ছিল মৃতদেহগুলি এমনভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, চেনা যায় না। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৮ বৎসর বয়স্কা এক ইংরাজ বালিকা আছে। বিমানপোতখানি রমফোর্ড হইতে প্যারিস যাইতেছিল।

দুই এক্সপ্রেস ট্রেণে সংঘর্ষ

ক্রাজেসকোইসের বাহিরে কুজ্ঝটিকার মধ্যে দুইখানি এক্সপ্রেস ট্রেণে সঙ্ঘর্ষের ফলে ১০ জন নিহত ও ২০ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] আশ্বিন, শনিবার ১৩৪১

ঠিক হইয়াছে—গান্ধীজী কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিবেন এবং বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে সাধারণভাবে তাঁহার বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। সুতাকাটা সম্পর্কে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে না। এতৎসম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যগণের ভোট গ্রহণ করা হইবে না। আমাদের বিশ্বাস এ সংবাদে অনেক কংগ্রেসপন্থী আশ্বস্ত হইবেন।

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর একটীও ভাল যক্ষ্মানিবাস নাই। যক্ষ্মারোগীদের অন্য প্রদেশের এবং স্থানে বিশনারীদের দয়ার উপর বাঙ্গালীদিগকে নির্ভর করিতে হয়। এক যাদবপুর যক্ষ্মানিবাস কোনওরূপে জ্বলিতেছে মাত্র। বোম্বাইয়ে পারসী দাতারা যে সকল উৎকৃষ্ট যক্ষ্মানিবাস করিয়াছেন, যাদবপুর তাহাদের তুলনায় কিছুই নহে; এদিকে বঙ্গে যক্ষ্মা রোগ করাল বদনে বাঙ্গালীকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। বাঙ্গলার ধনাঢ্যগণ কি করেন?

পোলাণ্ডের একজন ধনীর নাম কাউণ্ট জেকব পোটোকা; তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা (৪০ লক্ষ পাউণ্ড) তিনি উক্ত বিপুল সম্পত্তি সমস্তই যে সকল ক্যান্সার ও যক্ষ্মারোগের প্রতিকারার্থ দান করিয়াছেন। সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বিলাস-সাগরে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের অন্ততঃ এ প্রকার পুণ্য কর্ম্মের দিকেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া বাঞ্ছনীয়।

গত ২রা অক্টোবর অপরাহ্ণে বোম্বাই স্থিত রয়েল ইণ্ডিয়ান মেরিণ ডক ইয়ার্ডের হেড কোয়ার্টারে বহু সামরিক ও নৌবিভাগীয় কর্ম্মচারী, বে-সরকারী ভদ্রলোক ও বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ভাইস্ এডমিরাল স্যার এইচ টি ওয়ালউইন ভারতীয় নৌবহরের উদ্বোধন করিয়াছেন। সেই [illegible] প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "আমি আনন্দের সহিত আপনাদিগকে জানাইতেছি যে মহামান্য সম্রাট [illegible] ইণ্ডিয়ান মেরিণটিকে ভারতীয় নৌবহরে পরিণত করিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।"

*

অতঃপর ভাইস এডমিরাল ওয়ালউইন রয়েল ইণ্ডিয়ান মেরিণের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "১৬১২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মেরিণ ও বোম্বে মেরিণ গঠিত হয়। কিন্তু ১৮৬৩ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে উহা উঠিয়া যায় ও রয়েল ইণ্ডিয়ান মেরিণ গঠিত হয়। তদবধি ৭১ বৎসর যাবৎ রয়েল ইণ্ডিয়ান মেরিণ ভারতীয় উপকূল রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমি যে ভারতীয় নৌবহরের প্রথম অধ্যক্ষ হইব ইহাতে আমি গৌরবান্বিত।"

* * *

এতদুপলক্ষে বড়লাট, বিলাতের নৌ বিভাগ, ভারত গবর্ণমেণ্টের নৌ-বিভাগ, বোম্বাইয়ের গবর্ণর, অষ্ট্রেলিয়ার নেভী বোর্ড, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নৌ বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ প্রভৃতি শুভেচ্ছা কামনা করিয়া যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ বাণীগুলি পাঠ করা হয়। ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসার কমাণ্ডিং ভাইস-এডমিরাল স্যার এইচ টি ওয়ালউইন প্রত্যেককেই উত্তর দিয়াছেন। নৌ-বাহিনীর প্রধান জাহাজ হইতে ৩১ বার তোপধ্বনি করিলে পর অনুষ্ঠানের উপসংহার হইয়াছে।

সেদিন ম্যাট্রিকুলেশনের নূতন নিয়মাবলী সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাঙ্গলা সরকারের প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে তাহাতে প্রধান প্রধান বিষয়ে মতের মিল হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কয়েকটি সর্ত্তে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা এবং পাঠ্যতালিকার পরিবর্ত্তন করার যৌক্তিকতা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এই হইবে যে, সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং উহার জন্য একটি প্রশ্নপত্র হইবে। নূতন নিয়মাবলী কার্য্যকরী হইবার তিন বৎসর পরে উহা বাধ্যতামূলক করা হইবে। ইংরাজী ভাষার শিক্ষকগণকে শিক্ষা প্রদান সম্পর্কে মতের একটা সামঞ্জস্য হইয়াছে এবং বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণের শিক্ষার জন্যও ব্যবস্থা করা হইবে।

* * *

যে সকল বিষয়ে মতের মিল হইয়াছে, সেই সকল বিষয় বিবৃত করিয়া গবর্ণমেণ্ট যথারীতি একটি পত্র পাঠাইবেন এবং আবশ্যকীয় অনুমোদন জন্য উহা সিনেটে উপস্থাপিত হইবে। নূতন নিয়মাবলী সম্ভবতঃ ১৯৩৬ সালে হইতে কার্য্যকরী হইবে এবং তদনুসারে প্রথম পরীক্ষা সম্ভবতঃ এখন হইতে দুই বৎসর পরে হইবে।

* *

ভক্তের মান রাখে ভগবান্

(শ্রীপ্রতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ. বি-টি)

সুস্বরে বীণা ধ'রেছিল তান
মধুরকণ্ঠে করি' হরিনাম
ভাসিলা ভকত আঁখির নীরে
পূত-সলিলা কাবেরীর তীরে॥
ভুবনমোহনে হৃদয়ে ধরি'
ধরণীর মায়া গিয়া পাসরি
বিভোর হইয়া চলিতে চায়
ধরণী-বক্ষে ধরিলা তায়॥
রহিল দেহ নাহিক স্পন্দন,
রহিল চক্ষু না করে দর্শন
হরিনাম শুধু হইছে গুঞ্জন
ব্যাকুল কর্ণ করিছে শ্রবণ॥
রঙ্গনাথের পূজারী ব্রাহ্মণ
কাবেরীর তীরে করিতে গমন
নীচজাতি দেখে 'পেরিয়া' যেমন
পথ আগলিয়া করেছে শয়ন॥
সক্রোধে পূজারী ডাকিলা তায়
অভিষেক-কাল চলিয়া যায়
ঘুমাবার আর স্থান নাহি, তোর
ধরায় ছেড়ে দে পথটী মোর॥
নির্ব্বাক, দেহ রহিল অচল
পূজারী মনেতে রুষিল প্রবল
ভাবিলা মনেতে ঠেলিবে পায়
চণ্ডাল ছুঁলে জাতি বা যায়॥
উঠাবার আর না দেখি উপায়
লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে তা'র গায়
মৃতদেহ যেন লভিলা প্রাণ
সু-স্বরে বীণা ধরিলা তান॥
চাহিয়া দেখিল পূজারী ব্রাহ্মণ
রোষ ভাব তা'রে করিছে ভর্ৎসন
কপটি ভণ্ড নাহিরে ভয়
পূজার সময় চলিয়া যায়॥
কহিল পেরিয়া বিনম্র স্বরে
ক্ষম আজি মোরে হে দ্বিজবর
অজ্ঞাতসারে করিনু পাপ
মনেতে বিষম পাইনু তাপ॥
অভিষেক-বারি লইয়া ত্বরিতে
উপনীত দ্বিজ মন্দির-দ্বারেতে
দেখে অপরূপ বদ্ধ দুয়ার
ভিতর হইতে একি ব্যবহার॥
ডাকে জনে জনে পূজারী তখন
বদ্ধ দুয়ার কি হবে এখন
কে আছ ভিতরে খোলরে দুয়ার
সময় অতীত হয় যে পূজার॥
দুয়ারের গায় করে করাঘাত
বিফল সকলি বাথে শুধু হাত
ভাবিলা দ্বিজ অতীত সময়
রঙ্গনাথ তাই হইলা নির্দ্দয়॥
মনোদুঃখে তবে পূজারী তখন
রঙ্গনাথ-পদে করে নিবেদন
ক্ষম ভগবান্ আমার দোষ
অন্তর্যামী তুমি কোরনা রোষ॥
মনেতে ভাবিলা অধম চণ্ডাল
আজিকার মত ঘটাল জঞ্জাল
কলুষিলা পথ করিয়া ছল
অপবিত্র বুঝি হইলা জল॥
বিপদ গণিয়া অতীব-কাতরে
হতাশ সে দিন মন্দির দ্বারে
ক্ষমহ কেবল কহে ঘনেঘন
দ্বার খোল তোমা করিব পূজন॥
মন্দির মাঝে কে যেন তখন
কহিতে লাগিল কাতরে বচন
কোথায় শিখিলা এহেন পূজন
লোষ্ট্রাঘাতে পাই ভীষণ যাতন॥
কহিলা বিপ্র কাতরে তখন
দেবতা তোমার অদ্ভুত কথন
শকতি-আধার কে মারে তোমায়
কিমতে বা দেহ ব্যথিত হয়॥
ভিতর হইতে কহিলা স্বর
সভয়ে দ্বিজের কাঁপে অন্তর
ভকত জনারে প্রহার করিলা
কিমতে তাহা এখনি ভুলিলা?
পূজহ আমারে ভকত না চেন
গঙ্গার হৃদয় শুধু জল আন
ভকতি কুসুম কোথায় তোমার
কিমতে করিবে অর্চ্চন আমার?
মোর নাম করি ভকত প্রহারি,
মোরেই আঘাত করিল পূজারী
ক্ষমে যদি তোরে ভকত জন
অপরাধ তবে হইবে মোচন॥
স্কন্ধে করিয়া ভকতে আমার
প্রদক্ষিণ কর মন্দির দ্বার
ঘুচাও দ্বিজত্ব অহঙ্কার তার
তবে তো প্রসাদ লভিবে আমার॥
আকুল পরাণে পূজারী তখন
কাবেরীর তীরে করিলা গমন
প্রণত হইল শবর পায়
নিজগুণে আজ ক্ষমহ আমায়॥
কি কর কি কর ব্রাহ্মণ তুমি
অধম কাঙ্গাল চণ্ডাল আমি
অধমের পদে কেন প্রণাম
নরকের পথ খুলিলে হে তুমি?
কহিলা দ্বিজ বাণহ কথা
ভক্তের কাছে হেঁট মম মাথা
মনে প্রাণে আজ ইহাই কহি
তোমার মতন চণ্ডাল নহি॥
উঠহ স্কন্ধে শুনিব না কথা
ঘুচাও সখা হৃদয়ের ব্যথা
অজ্ঞতার ঘোর অমানিশায়
আঘাত করিনু তোমার গায়॥
ধরণী সাজিল অপরূপ বেশে
দ্বিজের স্কন্ধে চণ্ডাল বসে
কোথায় রহিল শাস্ত্রের স্থান,
ভগবদ্ দ্বারে ভক্তের মান॥
হৃদয়-দ্বার খুলেছিল ব'লে
মন্দির দ্বার তাই খুলে দিলে
করুণা করিয়া হে ভগবান্
দেখালে জগতে ভক্তের মান॥

আমরা আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের কার্য্যকালেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য শিক্ষার বাহন-স্বরূপে বঙ্গভাষাকে দেখিতে পাইব। এই ব্যবস্থায় আমাদের নূতন ভাইস্ চ্যান্সেলারের গৌরব-স্মৃতি থাকিবে এবং কার্য্যতঃ বাঙ্গালা ভাষার ক্রমোন্নতি হইবে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ } ১৩ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮. ১৯শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ৬ই অক্টোবর ইং ১৯৩৪ শনিবার { ১৮৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনা মিঠাপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ১৪ই আশ্বিন রবিবার শ্রীশ্রীবিনোদ-গোবিন্দানন্দ-জীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি যোগদান করেন। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিয়া সভামণ্ডপ মুখরিত করেন। অনন্তর রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত গৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গীতার নিগূঢ় তাৎপর্য্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটী গবেষণাময়ী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মচারীজী গীতায় ভক্তির প্রাধান্য শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়া গীতা সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা পরিবর্ত্তন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী গীতার তাৎপর্য্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হ'ন। অনন্তর শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে সব্জীবাগ-নিবাসী প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় হিন্দি ভাষায় বক্তৃমহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বক্তৃতার কিয়দংশ বাংলা-ভাষানভিজ্ঞ শ্রীপুরুষকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী ভক্তিগৌরব মহোদয় উকিল বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনন্তর মিলিতকণ্ঠে মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয় ও সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে কিছু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৩রা আশ্বিন, ২০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, শ্রীবামনদ্বাদশী ও শ্রবণাদ্বাদশী বা বিজয়া মহাদ্বাদশীর উপবাস এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাকট্যোৎসবের অধিবাস-মহোৎসবে পাঠ কীর্ত্তনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ সন্ধ্যা হইতে দুই রাত্রি মঠে অবস্থান করেন। মঠসেবকগণ দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে পরদিবসের উৎসবের আয়োজন করিতে থাকেন।

গত ৪ঠা আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসর, বিনোদাব্দ ৯৬ আরম্ভ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাধারণ-মহামহোৎসব হয়। প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ আসনঘরে বসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবন-ভাগবত কীর্ত্তন করিতে থাকেন। মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ, গিরি মহারাজ, নেমি মহারাজ, জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভু-প্রমুখ বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-কাল ১২৪৫ সালের ১৮ই ভাদ্র, ইং ১৮৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ; তিরোভাব—১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ়, ইং ১৯১৪ সালের ২৩ জুন প্রায় মধ্যাহ্ন। দিনাজপুরে অবস্থান-কাল হইতে ঠাকুর প্রকৃত বৈষ্ণব-জীবনের আদর্শ স্বয়ং আচরণ-মুখে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। দিবারাত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি কৃষ্ণতত্ত্বশাস্ত্র আলোচনা করিয়া ঠাকুর সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিতেন। ঐ সময়ে তথায় হিন্দু ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটী কলহ উপস্থিত হয়। তৎকালে ঠাকুর হিন্দুসভায় 'ভাগবত-স্পীচ্'-নামক একটী ইংরাজী বক্তৃতা-প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ বিরোধী অপরাধী জৈমিষ্যা-ব্রত-শ্রীমদমত্ত অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত, শুষ্কজ্ঞানমার্গাবলম্বী মায়াবাদী কুতার্কিকগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের বাহ্য-বেশধারীও যে শতগুণে ভাল, ইহাদের শুদ্ধভক্তসঙ্গক্রমে বরং কোন কালে মঙ্গল হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দক মায়াবাদীর মঙ্গল সুদূর-পরাহত ; লোকে বৈষ্ণবকে আদর করিতে শিখুক, বৈষ্ণবনামধারিগণও তাঁহাদিগের নিজ নিজ ত্রুটি সংশোধনে যত্নবান্ হইয়া আদর্শ-স্বরূপ হউন, ইহা তিনি স্বয়ং আচরণ-মুখে নানাভাবে শিক্ষা দিতেন। আবার ঠাকুর তাঁহার অমানি মানদস্বভাব-ক্রমে লঘু ব্যক্তিকেও গুরুর আসন প্রদান করিয়া 'তৃণাদপি'-শ্লোকের মর্ম্ম নিজ আচার-মুখে শিক্ষা-প্রদানের সঙ্গ করিলেও ভাগ্যহীন লঘুব্যক্তি যখন তাঁহার অধিকার না বুঝিয়া শিষ্য হওয়ার পরিবর্ত্তে গুর্ব্বভিমানে মত্ত হয় এবং গুরুর সম্মান দাবী করে, তখন ঠাকুরের দাসানুদাসগণের "ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ......একান্তেকো বিশিষ্যতে", "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥" প্রভৃতি বিচার প্রদর্শন করিয়া সেই লঘুকে বলিতে হয়—বৈষ্ণবের গুরু অভিমান করিয়া নরকবরণের পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবসদ্গুরুচরণাশ্রয়ে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবদাসানুদাসাভিমানেই বাস্তব মঙ্গল বর্ত্তমান, "আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥" বৈষ্ণবের অনুগত হইলেই তিনি আমাদের সম্মানার্হ। বৈষ্ণবকে জাতিসামান্য-বুদ্ধিতে হীনজ্ঞানকারী দাম্ভিকের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

ভক্তিবিনোদ-কেতন চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় তাঁহার পুস্তক প্রচারিত হইতেছে। বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ তিনি। রায় রামানন্দ-মুখে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া খ্যাতিই কীর্ত্তিমধ্যে প্রধান বলিয়াছেন। রামানন্দের আখ্যান আলোচিত হইলেই আমাদের যাবতীয় বিচার সব topsyturvy হইয়া যাইবে। ঠাকুর এই জন্যোদর্শাদিনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা যাঁহারা take up করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। কুঞ্জবাবুর ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁহার কথা জগতে প্রচারিত হউক। আমরা নিতান্ত অকিঞ্চন, আভিজাত্য—জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী আমাদের কিছুই নাই ; এমতাবস্থায় হরিকথা উচ্চারণেই আমাদের শক্তি হওয়া উচিত—ভগবানের নামে অধিকার হওয়া আবশ্যক ; চীৎকার করিয়া সকলের নিকট ইহাই বলিতে হইবে। গৌড়মণ্ডলের কার্য্য কুঞ্জবাবুর চেষ্টায় কিছু অগ্রসর হইয়াছে, Greater Bengal ক্ষেত্রমণ্ডলের কার্য্যও কিছু কিছু হইতেছে, তবে কি মাথুরমণ্ডলের কার্য্য, তাহা কি কিছুই হইবে না ? মহাপ্রভু রূপসনাতন দুই ভ্রাতাকে মথুরায় ভক্তিসদাচার-প্রবর্ত্তনের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, সেই দুই সেনাপতির অনুগত হইয়া আমাদেরও কি কিছু কার্য্য করা উচিত নহে কি ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ পদ্মনাভ অনাদি গৌরাব্দ ৪৪৮

একেশ্বরবাদ ও দেবপূজা

ঈশ্বর - একজন। তিনি এক বই দুই নহেন। তিনি বা তৎ-সম্বন্ধীয় বস্তু ব্যতীত যে কোন বস্তুই আমরা দর্শন করি না কেন, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা মায়ার বিমুখ-মোহিনী বৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ জগৎ বা পরজগতের সমস্ত বস্তুই ভগবৎ-সেবার উপকরণ বা ভগবৎ স্মৃত্যুদ্দীপক। কৃষ্ণই সেই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু পরমেশ্বর এবং আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার সেবক-সম্প্রদায়। পূর্ব্বে যে একমাত্র ভগবানই ছিলেন তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥"

—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

যে ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন তিনি যে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই নহেন তাহা শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি
যুগে যুগে॥"
(ভাঃ ১।৩।২৮)

———

একেশ্বরবাদ, শ্রৌতবাদ ও অবরোহবাদ প্রভৃতি শব্দ প্রায় একই তাৎপর্য্যপর এবং ইহাই মহাজনানুমোদিত মঙ্গলপথ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। বৈষ্ণবগণই মহাজনানুগত্যে একেশ্বরবাদী বা শ্রৌতপন্থী; আর বৈষ্ণব ব্যতীত সকলেই বহ্বীশ্বরবাদী বা আরোহ-পন্থী। 'বৈষ্ণব' বলিলে কোন বস্তুরই স্বরূপগত সত্তা বাদ যায় না, ইহা নিখিল বস্তুর বাস্তব স্বরূপকে লক্ষ্য করে। অর্থাৎ 'বৈষ্ণব' বলিলে কেহই বাদ পড়েন না—

"কেহ মানে, কেহ না মানে
সব তাঁ'র দাস।"

বৈষ্ণব-ধর্ম্মই নিখিল চেতনের ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম জৈবধর্ম্ম—ভক্তিধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্ম ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত যেসব ধর্ম্ম বর্ত্তমানে জগতে প্রচলিত আছে সেইগুলির মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মরূপ মূল বিম্বের বিকৃত প্রতিফলন বা ছায়া-প্রতিবিম্ব, আর কতকগুলি অসম্যক্, আংশিক ও খণ্ড পরিচয়-প্রদানকারী সোপান-বিশেষ। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে গোলোকে, ভূলোকে নিত্যকাল প্রকাশিত আছে, এবং ইহা আদি ও অনাদি। এই শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মই একমাত্র একপরমেশ্বরবাদী আর যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্ম মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিলেও কার্য্যতঃ বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, কল্পিত ঈশ্বর বা পুতুলবাদী, মায়াবাদী, ভগবদ্ বস্তুতে জড়ারোপবাদী, মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনাবাদী প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় বলেন যে, তাঁহাদের বিষ্ণু, (?) শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্য,—এই পঞ্চদেবতা বা অন্যান্য দেবতাগণ এক ঈশ্বরেরই প্রতীক। কিন্তু তাঁহারা পঞ্চদেবতা, বহুদেবতা বা কল্পিত এক দেবতাকে চরমে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোন নির্ব্বিশেষ-ভাব-বিশেষে পরিণত করিয়া থাকেন। ঈশ্বর, ঈশিতব্য ও ঐশ্বর্য্য—এই ত্রিবিধ বস্তুর যেখানে যুগপৎ নিত্য অবস্থান সেইখানেই 'ঈশ্বর' কথার সার্থকতা, কিন্তু পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ে আবাহন বিসর্জ্জনের কথা থাকায় পারমার্থিক-গণ সুযুক্তিদ্বারা বিচারপূর্ব্বক তাহাতে আস্তিকতা বা সেবার নিত্যত্বের অভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে এবং মায়াবাদিগণকে প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক বা বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, একমাত্র শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মেই এক-পরমেশ্বরবাদ স্বীকৃত।

———

বৈষ্ণবধর্ম্মে সেব্য, সেবা ও সেবক বা ঈশ্বর, ঈশিতব্য ও ঐশ্বর্য্যের নিত্যত্ব স্বীকৃত। বৈষ্ণবগণ কল্পিত ঈশ্বর, মানব-রুচির সৃষ্ট ঈশ্বর বা পুতুল স্বীকার করেন না, কিম্বা মুখে আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া কার্য্যতঃ বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়েন না। পরমেশ্বর কৃষ্ণ—স্বরাট্, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বতঃস্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়, লীলাপুরুষোত্তম, স্বয়ংরূপ। তাই বৈষ্ণবগণ বলেন,—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
প্রভু কহে, আমা পূজ, আমি দিব বর।
গঙ্গা, দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥"

———

ইহাই এক পরমেশ্বর-সিদ্ধান্ত। মহাপ্রভু বা পরমেশ্বর—একজন, আর সকলেই তাঁহার বস্তুতত্ত্ব এবং তাঁহাদের বস্তুভাবও নিত্য। একমাত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণের স্থলে কোন প্রতিনিধি পরমেশ্বররূপে কল্পিত বা স্থাপিত হইতে পারে না। কারণ, পরমেশ্বর কৃষ্ণ নিত্য, বাস্তবসত্য ও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। সেইজন্যই পঞ্চোপাসকের কল্পিত উপাসনার ন্যায় বৈষ্ণবধর্ম্মে বহুদেবতাবাদ বা বহ্বীশ্বর-বাদ স্বীকৃত হয় নাই। শিব, শক্তি, গণেশাদি যাবতীয় দেবতা সেই একলা ঈশ্বর কৃষ্ণেরই ভৃত্যস্বরূপে কৃষ্ণেরই নিত্য সেবক, কৃষ্ণের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতায় তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও বল। তাঁহাদের স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ বল বা ঐশ্বর্য্য নাই সুতরাং কৃষ্ণভক্ত ও বৈষ্ণবগণ ব্যতীত একেশ্বরবাদ-সিদ্ধান্তে অন্য কেহ পারঙ্গত কিনা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন।

বহ্বীশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, স্মার্ত্ত, মায়াবাদী প্রভৃতি পৌত্তলিকগণ যেরূপ প্রতিবিম্বিত বা কল্পিত শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি পূজা করেন, সেইরূপ অবৈধ-পূজা বা পৌত্তলিকতা বৈষ্ণবধর্ম্মে নাই। কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মেই স্বরূপগত শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণের নিত্য পূজা রহিয়াছে। অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া যে শিব-দুর্গাদির পূজার ছলনা করেন তাহাতে তত্তৎ দেবতার বা স্বরূপশক্তির পূজা হয় না, উহা ছায়াশক্তি বা বিকৃত প্রতিফলনের অবৈধ পূজা হইয়া থাকে। তাঁহারা পূজার নামে দেবতাগণের চরণে অপরাধ করেন, দেবতাগণের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া লন তাঁহাদিগকে মুখে সেব্য স্বীকার করিয়া অন্তরে সেবকের আসন প্রদান করেন—পূজার বিপরীত পূজা-বিনাশ-কার্য্য করিয়া ফেলেন। যাঁহাকে পূজা করা যায় তাঁহাকে বিসর্জ্জন করা যায় না, তাঁহাকে বরং সর্ব্বদা সংরক্ষণ করিবার যত্নই পূজকের বৃত্তি। কিন্তু বৈষ্ণব ব্যতীত কল্পিত বস্তুর পূজক সম্প্রদায় তাঁহাদের মনের ছাঁচে গড়া অবাস্তব-বস্তুকে বিসর্জ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

———

বৈষ্ণবগণের শিব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি বাস্তব বস্তু স্বরূপগত—শিব-দুর্গাদি নিত্য-কাল অপ্রাকৃত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতারূপে গোলোক-বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। তাঁহারা বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণব। শিব—বৈষ্ণবোত্তম, দুর্গাদেবী—মহা-বৈষ্ণবী। শিব ও দুর্গা-দেবীর প্রসাদে কত শত লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে বৈষ্ণবগণের পূজিত বিষ্ণুর পীঠাবরণ দেবতাগণ বা কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবস্বরূপ জগতের অন্যাভিলাষী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আরাধ্য ছায়া-শিব বা ছায়াশক্তি নহেন। বৈষ্ণবগণ সেই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তি শিব ও দুর্গার আরাধনা করিয়া তাঁহাদের এক-পরমেশ্বর-সিদ্ধান্তেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন।

———

বহ্বীশ্বরবাদী দেবযাজীর স্বতন্ত্র অবৈধ পূজা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"
(গীতা ৯।২৩)

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমি এক-মাত্র পরমেশ্বর। আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। সূর্য্যাদি দেবতাকেও অনেকে উপাসনা করেন। আমি স্বস্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। প্রপঞ্চমধ্যে মায়ার গুণদ্বারা আমার প্রতিভাত স্বরূপগুলিকে মায়াবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহারা আমার গৌণাবতার। তাঁহাদের তত্ত্ব এবং আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার গুণাবতার বলিয়া সেই সেই দেবতাকে ভজন করেন তাঁহাদের ভজন বৈধ অর্থাৎ উন্নতি-সোপান-সম্মত। যাঁহারা ঐ দেবতাসকলকে নিত্য জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধি পূর্ব্বক যজন করেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্যফল লাভ হয় না, অর্থাৎ তাঁহারা আমাকে (কৃষ্ণকে) পায় না।

———

একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর শ্রীনারায়ণের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্র-শক্তি প্রভৃতিকে পরমেশ্বর বিষ্ণুর ন্যায় স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করা পাষণ্ডতার পরিচয় মাত্র। তাই একেশ্বর-বাদী বৈষ্ণবগণ একমাত্র ভগবান্ কৃষ্ণেরই পরমেশ্বরত্ব এবং শিবদুর্গাদির তদধীনত্ব এবং পরমেশ্বরের আজ্ঞাকারী দাস-সূত্রে শিব-দুর্গাদির নিজস্বরূপের নিত্যারাধনাও স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মার্থ-কামবাঞ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে জগতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে দেবপূজার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই গণ-গড্ডলিকা-স্রোতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একেশ্বরবাদ বা শ্রৌতপথানুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা সত্য সত্যই বৈকুণ্ঠপথের সন্ধান-লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ একেশ্বরবাদ ও বহ্বীশ্বরবাদ, কৃষ্ণপূজা ও দেব-পূজার পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া নিত্য মঙ্গলের পথ বরণ করিবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শব্দপ্রমাণই প্রমাণ-শিরোমণি

(আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ. ভক্তিশাস্ত্রী)

পরতত্ত্বনির্ণয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, আর্ষ. উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা এই দশবিধ প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে শব্দপ্রমাণ কাহারও অপেক্ষাধীন নহে বলিয়া মূলপ্রমাণ। অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে প্রমাণ-দাতার ভ্রমাদি-দোষে দুষ্ট থাকার সম্ভাবনা নিবন্ধন মিথ্যা-প্রতীতির উদয় হইতে পারে। এইজন্য উহারা প্রমাণ কি প্রমাণাভাস, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু শব্দপ্রমাণ কাহারও অপেক্ষাধীন নহে। স্থল-বিশেষে অন্যান্য প্রমাণ শব্দপ্রমাণেরই যথাশক্তি সহায়করূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শব্দপ্রমাণ স্বাধীন; উহা অন্যান্য প্রমাণদিগকে উপমর্দ্দিত করিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। শব্দপ্রমাণ-প্রতিপাদিত বস্তুর বিপক্ষে অন্য কোন প্রমাণবিরোধ আনয়ন করা সম্ভব নহে। বরং অন্যান্য প্রমাণ যে বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না শব্দপ্রমাণ সেখানে যথাসম্ভব ক্রিয়াবান্। "যদ্যপি প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ষোপ-মানার্থপত্ত্যভাব-সম্ভবৈতিহ্যচেষ্টাখ্যানি দশ-প্রমাণানি বিদিতানি, তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষ-রহিত বচনা-ত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্যেষাং প্রায়ঃপুরুষ-ভ্রমাদি-দোষময়-তয়াঽন্যথা প্রতীতি-দর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসং বেতি পুরুষৈর্নির্ণেতুমশক্যত্বাৎ। তস্য স্বভাবাৎ। অতো রাজ্ঞা ভৃত্যানামিব তৈরেবান্যেষাং বহুমূলত্বাৎ। তস্য তু নিরপেক্ষত্বাৎ। যথাশক্তি কচিদেব তস্য তৈঃ সাচিব্যকরণাৎ, স্বাধীনস্য তস্য তু প্রত্যুপমর্দ্যাপি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। তেন প্রতিপাদিতে বস্তুনি তৈর্বিরোধুমশক্যত্বাৎ। অতাং শক্তিভিরস্পৃষ্টে বস্তুনি তস্যৈব তু অধিকতমত্বাৎ"।

—শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু

প্রত্যক্ষ—মন ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়জাত জ্ঞান-বিশেষ। ইহা চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, স্পার্শন ও মানসভেদে এই ছয় প্রকার। প্রত্যক্ষ আবার দ্বাদশ প্রকার। তার আবার বৈদুষ ও অবৈদুষভেদে দুই প্রকার বিভাগ আছে। শব্দপ্রমাণের হেতু বৈদুষ-প্রত্যক্ষ ভ্রমাদি-দোষমুক্ত অতএব উহাতে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু অবৈদুষ প্রত্যক্ষে সংশয় বর্ত্তমান এবং উহাতে ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন ঐন্দ্রজালিক-প্রদর্শিত ছিন্ন মায়ামুণ্ড-দর্শনে পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের মুণ্ড বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেও এই প্রকার ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু প্রামাণিক শব্দজ্ঞান ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষনির্ম্মুক্ত হওয়াতে উহাতে সে আশঙ্কা নাই।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পঞ্চাঙ্গ অনুমানেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়—যেমন ধূম-দর্শনে পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান হয়। কিন্তু বারিবর্ষণে পর্ব্বতের আগুন সদ্য নির্ব্বাপিত হইলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পর্ব্বতে অধিক পরিমাণ ধূম দৃষ্ট হয়। সেই ধূম-দর্শনে পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিলে সে অনুমান প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ফলতঃ এ স্থলে অনুমান-প্রামাণ্যের ব্যভিচারই ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার পার্থিব দ্রব্য-বিশেষের গুণ-নিরূপণেও অনুমান-প্রামাণ্যের অকৃতকার্য্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—বহু দ্রব্য লৌহদ্বারা ছিন্ন হয় বলিয়া হীরকখণ্ডও লৌহদ্বারা ছেদনযোগ্য বিচার করিলে প্রমাণের হানিত্ব বা অভাব ঘটিয়া থাকে।

শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণই প্রধান। এই দুই মুখ্য প্রমাণ শব্দপ্রমাণের আংশিক মাত্র। অন্যান্য প্রমাণ সম্বন্ধে শব্দপ্রমাণ কোন অপেক্ষা রাখে না, কেন না, অন্যান্য প্রমাণ শব্দপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষ-অনুমান-প্রমাণের অনুগত।

পূর্ব্বোক্ত বিচারের দ্বারা বস্তু-নির্ণয়ে একমাত্র শব্দপ্রমাণই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া মীমাংসিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য 'শব্দপ্রমাণ' কাহাকে বলা যায়। উত্তরে যদি বলা যায়, ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-নির্ম্মুক্ত শব্দই শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আংশিক বিচার হইয়া পড়ে, পূর্ণ বিচার হয় না; কেন না, যাহা এক-জনের নিকট দোষমুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা অন্যের প্রতীতির নিকট দোষযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে। শব্দপ্রমাণ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, উহা অপরের মুখের কথা। যাহা নিজের প্রত্যক্ষানুগত নহে, অপরের প্রত্যক্ষানুগত তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং 'শব্দ'-মাত্রই প্রমাণ নয়।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলেন—"তস্মাদ্ যো নিজ নিজ বিদ্যায়াং সর্ব্বৈরেবা-ভ্যস্যতে, যজ্জ্ঞানাধিগমেন সর্ব্বেষামপি সর্ব্বৈব বিদ্বত্তা ভবতি, যৎকৃতয়ৈব পরমবিশুদ্ধয়া প্রত্যক্ষাদিকমপি শুদ্ধং স্যাৎ, যশ্চানাদিত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ, স এব নিখিলৈতিহ্যমূলরূপো মহাবাক্যসমুদায়ঃ শব্দোঽত্র গৃহ্যতে—স চ শাস্ত্রমেব, তচ্চ বেদ এব স বেদসিদ্ধঃ. য এব —সর্ব্বকারণস্য ভগবতোঽনাদিসিদ্ধঃ, পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মাদেবাবির্ভূতমপৌরুষেয়ং বাক্যম্—তদেব ভ্রমাদি-রহিতং সম্ভাবিতং তচ্চ সর্ব্বজনকস্য তস্য চ সদোপদেশায়া-বশ্যকং মন্তব্যং, তদেব চাব্যভিচারি-প্রমাণম্। তচ্চ তৎকৃপয়া কোঽপি কোঽপি গৃহ্লাতি। কুতর্ক-কর্কশা মূঢ়া বা তন্ন গৃহ্লন্তু নাম, তেষামপ্রমাণদং কথমুপযাতু ? ন চেশ্বর বিহিতং বৈষ্ণকাদিশাস্ত্রমপ্যতং প্রমাণাভাবাদিতরবৎ যাতীতি চেন্ন,—তদনুগতত্বাদেব শাস্ত্রত্বব্যবহারঃ। ন চ বুদ্ধস্যাপীশ্বরত্বে সতি তদ্বাক্যং চ প্রমাণং স্যাদিতি বাচ্যং, যেন শাস্ত্রেণ তস্যেশ্বরত্বং মন্যামহে, তেনৈব তস্য দৈত্যমোহন-শাস্ত্র-কারিত্বে নোক্তত্বাৎ। অর্থাৎ "যে শব্দ নিজ নিজ বিদ্যাদ্বারা সকলে অভ্যাস করে, যাহা অধিগত হইলে সর্ব্ববিদ্যার স্ফূরণ হয়, যে শব্দ-জ্ঞান লাভ হইলে প্রত্যক্ষাদি-জ্ঞান বিশুদ্ধ হয়, অনাদিহেতু যাহা 'স্বতঃ-সিদ্ধ' বলিয়া বিবেচিত, নিখিল ঐতিহ্য প্রমাণের মূলস্বরূপ সেই মহাবাক্যসমূহ 'শব্দ' বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এই শব্দই শাস্ত্র বলিয়া পরিচিত এবং উহাই শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ। যে বেদ অনাদিসিদ্ধ, যাহা সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত, যাহা অপৌরুষেয় ঈশ্বরীয় বাক্য তাহা যে ভ্রমাদি-দোষরহিত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই বাক্যই প্রমাণ-শিরোমণি। ভগবৎকৃপালব্ধ ব্যক্তিবর্গ এই শব্দ-প্রমাণ গ্রহণ করেন। কুতর্কজনিত কর্কশহৃদয়বিশিষ্ট মূঢ়গণ দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা গ্রহণ করিতে পারে না—

"প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই, শঙ্খ গোময়।
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
লক্ষণা করিতে স্বতঃ-প্রামাণ্য হানি হয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৩৫।১৩৭)

এই শব্দ বা শ্রুতিপ্রমাণের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে মহাভাগবতের আনুগত্যে 'শ্রীনাম' আশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, অন্যথা কোটী কোটী জন্ম কল্পিত ঈশ্বর বা অবতারসমূহের আরাধনা (?) এবং 'ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম' ইত্যাদি সাধারণ মনুষ্যরচিত ছড়াগান শ্রবণ-কীর্ত্তনে কোনই সুবিধা হইবে না; অধিকন্তু সময়ের অপব্যবহার ও পিত্তবৃদ্ধি প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি এবং নানা অসুবিধাই লভ্য হইবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠ

বহে যথা হরিগাথা-প্রবাহের বান।
গাহে যথা স্থাবরেও গুরু-কৃষ্ণগান॥

মাতে যথা ভক্ত, সেবি' গৌরগিরিধরে।
গাথে যথা মালা সবে কানুপূজা তরে॥

দেখে যথা ভক্তে নিতি গৌরকৃষ্ণলীলা।
শেখে যথা গৌরচন্দ্র যাহা শিক্ষা দিলা॥

ধায় যথা সকলেই আনুগত্য-পথে।
চায় যথা সবে সদা বৈষ্ণবে সেবিতে॥

কায় যথা রক্ষে সবে গুরুসেবা তরে।
ভায় যথা প্রতি অণু শুদ্ধচিদাকারে॥

নাই যথা মৃত্যু, শোক ত্রিতাপের ভয়।
তাই যথা তিরোভাবও পরশান্তিময়॥

কাম যথা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের তরে।
বাম যথা কৃষ্ণভক্তিবিহীন পামরে॥

নিত্য যথা নিত্যানন্দ নিত্যলীলামত্ত।
কৃত্য যথা ভৃত্যরূপে গুরুসেবা মাত্র॥

সেব্য যথা একমাত্র গুরুগৌরচন্দ্র।
লভ্য যথা একমাত্র প্রভু-সেবানন্দ॥

সুপ্ত যথা নহে কভু শুষ্ক তৃণাবধি।
দীপ্ত যথা ভক্তচিত্ত লভি' ভক্তিজ্যোতিঃ॥

নিদ্রা যথা নাহি সবে আস্থিত চেতনে।
তৃষা যথা চিরাতৃপ্ত নাম-সুধাপানে॥

গুণে যথা সর্ব্বাধিক রূপে সর্ব্বোত্তম।
ধনে যথা কুবেরেও করে তুচ্ছতম॥

শ্রীব্রজপত্তন যাহা ভুবনে বিদিত।
আকর্ষেণ যিনি সদা ত্রিভুবন-চিত॥

যথা হ'তে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীযুত।
'নদীয়া-প্রকাশ' প্রভু বিশ্বে প্রকটিত॥

সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান 'শ্রীচৈতন্যমঠ'।
গোরা যেথা আচরিলা আত্মরসনাট॥

পুনঃ পুনঃ আমি তাঁয় করি প্রণিপাত।
হে চৈতন্যমঠ! মোরে কর আত্মসাৎ॥

নও তুমি অচৈতন্য হে চৈতন্যাকর!
তব পদে মাগে তাই এ দুষ্ট পামর॥

তোমার হৃদয়েশ্বর শ্রীচৈতন্যবাণী।
দাও পূজিবারে তাঁ'র চরণ দু'খানি॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর,
২। শ্রীযোগপীঠ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন
৪। অদ্বৈত ভবন
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট
৬। কাজীর সমাধি-পাট
৭। মোদদ্রুম-ছত্র-জগন্নাথ মন্দির পোঃ মহৎপুর।
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। ভোজনী কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, ঢাকাখালী।
১১। রামগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, কাকড়া,
১৭। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৬। শ্রীগিরিধারী গৌড়ীয় মঠ এবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতট, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভদ্রবকুণ্ড, পোঃ চিবকুণ্ড, মানভূম
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কারিনপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মধুকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রিন্সেস্ট্রীট রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। অমর গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। বিশ্বকুটীর—বিজনোর হাউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট পেজ ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ৬১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৵০
২। ভাষ্যসহ। ৫টি শ্রীচৈতন্যভাগবত	৭৲
৩। ভাষ্য ও সূচীসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪। ব্রহ্মসংহিতা শ্রবণী	৪৲
৫। [illegible]	৸০
৬। চৈতন্য[illegible]	।০
৭। হরিনাম-ভজন	
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	২৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
১১। ভজন-রহস্য	॥০
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৭। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৮। জৈবধর্ম্ম	২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	॥৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
২২। দীপ-দিগ্দর্শন	
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৵০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৵
২৫। নবদ্বীপ ধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৭। গীতমালা	৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
২৯। ঐ প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩২। শরণাগতি	৴০
৩৩। গীতাবলী	৴০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩৫। সাধনকণ	৴০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৩৭। নবদ্বীপশতক	৴০
৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি	৴০
৩৯। সদাচার স্মৃতিঃ	৴০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ)	৴১০
৪১। অর্চ্চনকণ	৴১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	॥০
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম ভাগ)	৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	৷০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫৫। সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দাশকঃ	।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ	৴০
৬১। সারাঙ্গবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ	।০
৬৩। নামভজন	।০
৬৪। ভিলেটিক ওয়ার্ড্স্	।৵০
৬৫। লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	৷০
৬৬। বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৭। লোটাস্ গৌড়ীয়মঠ উপ্ ক্লুইং	৴০
৬৮। দি ভাগবত	
৬৯। হয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্ এণ্ড অ্যাবেলেন্ট ডিভোশন	।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভলুম)	১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	১
৭৩। সাধন-পথ	
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১
৭৫। গীতাবলী	৴
৭৬। শরণাগতি	

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি	

প্রাপ্তিস্থান - শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারিপক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আকরীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবৃহৎ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পাট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৴০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।
জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০ ৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৬১৵০
খুচরা	৬১।৵০

সোণার দর

পাকা সোণা	৩৫/১০
গিনি	২২৲
নতাল	৩৫৲১০

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	১৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা চালকা ওজন	৫৲—৫৵
নরম (টী-আয়রণ)	৩৷৵০—৩॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন— ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১॥ ইঞ্চি গ্রস ৬—১০ ফুট লম্বা ৶১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮॥০
ষ্টীল পাটি	৩।০—৩।৵০
,, বোল্টু (গোল)	৩।০—৩।৵০
,, গরাদে (চৌকা)	৩।০—৩৸০
,, গোল রড ৶০—।৵০ সূতা	৫৵০—৬।০
,, টানা রড-	
চাকা ৶০—।৵০ ঐ	৫॥৵০—৭।০
,, বাণ্ডিল জাল	৩।৵০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	।৵৹	।৶	।৹
,,	,, ইঞ্চ	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ত চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সন্থ ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেক্সন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ৷৹ আনা, ৩ প্যাক ১৷৹ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়
ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ডাঃ	৫—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ডাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ডাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ডাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

২য় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে আশ্বিন, সোমবার, ১৩৪১, ৮ই অক্টোবর ১৯৩৪ [১৮৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

নদীয়ায় অতিবর্ষণ

আজ কয়েকদিন ধরিয়া নদীয়া জেলার অনেকস্থলে খুব অতিবর্ষণ হইতেছে। ফলে বহুলোকের নানারূপ অসুবিধা ঘটিতেছে। গত ১৭ই আশ্বিন রাত্রিতে ও ১৮ই আশ্বিন দিবাভাগে মুষলধারে বারিপাত হইয়াছিল; তাহার ফলে অনেক নিম্নভূমি সরোবররূপে পরিণত হইয়াছে শস্যাদিরও খুবই অসুবিধা হইয়াছে। প্রকৃতির যাহা সামান্য আলোড়ন, মানুষের পক্ষে তাহা ভীষণ দুর্য্যোগ।

———

বর্দ্ধমানে ডাকাতি

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশ, গত ১লা অক্টোবর মধ্য রাত্রিতে রায়না থানার অন্তর্গত আরুই গ্রামের হেমচন্দ্র গোস্বামী নামক এক দোকানদারের গৃহে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে ৮।১০ জন লোক লাঠি সোটা টর্চ্চ লইয়া হেমচন্দ্রের দোকানে ও বাসাঘরে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর লোকজনকে প্রহার করিয়া তাহাদের নিকট হইতে চাবি কাড়িয়া লয়। দুর্বৃত্তগণ বহু মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া চম্পট দিয়াছে।

———

নাসিকা কর্ত্তন

টুনিয়া বিবি তাহার স্বামী মাণিকতলার সেখ মিথু মিঞা একখানা ছুরি দ্বারা তাহার নাক কাটিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করায় শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশকে এই মামলা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সেখ মিথু মিঞার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। টুনিয়া বিবি বলে যে, তাহার স্বামী তাহার ভরণপোষণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সে একটা পঞ্চায়েৎ ডাকিতে চায় আরো প্রকাশ যে, ইহাতে তাহার স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নাক কাটিয়া ফেলে।

ডাকাতে ডাকাতে তুমুল কাণ্ড

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর সাকরাইল থানার অন্তর্গত পানিয়ারা গ্রামে বাবু ব্রজ কোলের বাড়ীতে একটী ডাকাতি হয়। ঐ ডাকাতি সম্পর্কে সন্দেহক্রমে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে এক জবানবন্দী করে যে, ডাকাতির সময় একজন ডাকাত ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই জন্য অন্যান্য ডাকাতগণ তাহার গলা কাটিয়া রাখিয়া যায়। পুলিশ কোনও এক মাঠে মাটীর নীচ হইতে ছিন্নমস্তক উদ্ধার করে।

এই সম্পর্কে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রকাশ, ডাকাতি করিবার সময় বাড়ীর লোকজন চীৎকার করিয়া উঠিলে, গ্রামরক্ষী দল ডাকাতদিগকে তাড়া করে। ফলে একজন ডাকাতের মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগে। পরদিন একটী মাঠের নিকট খালের মধ্যে তাহার মস্তকবিহীন দেহ ভাসিতে দেখা যায়।

———

শ্রমিকগণের দণ্ড

দাঙ্গার অপরাধে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল কে সেন, বাদল গাঙ্গুলী, প্রমোদ সেন, মনোরঞ্জন গুহ, সুরেন্দ্রনাথ সরকার, কমলকৃষ্ণ সরকার, ডাঃ রণেন্দ্রনাথ সেন, আবদুল হালিম, বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী, সরোজ মুখার্জ্জি এবং সোমনাথ লাহিড়ী এই দশজন শ্রমিক নেতাকে ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১১ই মে সন্ধ্যাকালে হাজরা পার্কে গান্ধীর অভ্যর্থনা সম্পর্কে এক সভা হয়। সভায় প্রায় ৩০০ লোক ছিল। পুলিশ সংবাদ পায় যে, গান্ধীবিরোধী দল অভ্যর্থনায় বাধা জন্মাইবে এবং গোলমাল সৃষ্টি করিবে। আসামিগণ সভায় বক্তৃতা দিবে বলিয়া জানাইলে সভাপতি ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় তাহাদের দুইজনকে বক্তৃতা দিবার অনুমতি দেন।

গান্ধী-অভ্যর্থনা সমিতির দুইজন লোক বক্তৃতা দিতে উঠিলে, আসামীগণ গোলমাল সৃষ্টি করে। উভয় দলের মধ্যে ভীষণ লড়াই বাধে। ইহাতে পুলিশ গান্ধীবিরোধী দলকে ছত্রভঙ্গ হইতে বলে। তাহারা ছত্রভঙ্গ না হওয়ায় পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট দুঃখ করিয়া বলেন, আসামীগণ সকলেই বেশ শিক্ষিত। কিন্তু অপর দলকে স্বমতে দীক্ষিত করিবার জন্য বল প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করা বড়ই দুঃখের বিষয়।

আসামী ননীগোপাল মুখার্জ্জিকে সন্দেহের ফল প্রদান করা হয় এবং তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

পিতাপুত্রের ৮বৎসর কারাদণ্ড

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস কে গুপ্ত জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া নরহত্যার সমতুল অপরাধে মফিজুদ্দি গোলদার ও তাহার পুত্র বেলাতালিকে ৮ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। গুরুতর পীড়নের অপরাধে বেলাতালিকে আরও এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উভয় দণ্ড একত্র চলিবে।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামীদের ভূম্যধিকারী আবুল খয়ের খাজনার ডিক্রী-সূত্রে তাহাদের কয়েকটী গরু ক্রোকবদ্ধ করে। পরদিন আসামীগণ খয়েরকে রাস্তায় পাইয়া দা দিয়া ২১টী আঘাত করে। সাতদিন পর হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

মিঃ বিনোদগোপাল রায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন।

শ্রমিক নেতা ও ৩ জন নাবিক গ্রেপ্তার

বোম্বাইএর শ্রমিক নেতা ও ডক শ্রমিক সমিতির সম্পাদক এ এন শেঠি এবং 'ক্যারেনথিয়া' জাহাজ যোগে বিদেশ হইতে আগত ৩জন নাবিক নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট পুস্তক রাখা সম্পর্কে গত ৩রা অক্টোবর সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ নাবিকদের নিকট একখানি চিঠি পায়, উহাতে শেঠি তাহাদিগকে ঐ পুস্তক পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন।

জঙ্গলে দস্যু ধৃত

একটা খবরের উপর নির্ভর করিয়া লক্ষ্ণৌএর আলমবাগ থানার দারোগা তোসিফুল্লা একটা জঙ্গল ঘেরাও করে এবং হীরালাল নামক দস্যুদলের একজন লোককে গ্রেপ্তার করে। এই দস্যুদলের লোকগণ বহু স্থানে বহু ডাকাতি করিয়াছে। হীরালালের নিকট হইতে খবর লইয়া লক্ষ্ণৌ ও উনাও জেলায় আরও কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীর কতকাংশ পাওয়া গিয়াছে।

বরিশালে রাজবন্দীদ্বয়

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও নিহাররঞ্জন লাহিড়ীকে যথাক্রমে বরিশাল জেলার বেতাকী ও বামনা গ্রামে অন্তরীণ করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সেইখানে লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে এখানে লইয়া আসা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গুপ্তকে, এম এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বেতাকী হইতে কলিকাতা নেওয়া হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত লাহিড়ীকে চক্ষুর চিকিৎসার জন্য বামনা হইতে কলিকাতা নেওয়া হইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে আশ্বিন, সোমবার ১৩৭১

সেদিন 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' দেখা গেল, বিলাতের 'সানডে ডেসপ্যাচ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ভারতবাসীদের কুৎসা-পূর্ণ জনৈক ইংরাজ লেখকের একটী প্রবন্ধ। লেখকটী নাকি একজন প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড়; কিন্তু তাহার প্রবন্ধ প্রমাণ করে—তাহার মনোবৃত্তি মিস মেয়ো বা প্যাট্রিসিয়া কেণ্ডালের অপেক্ষা কোন অংশেই ভাল নহে। ভদ্রতা ও সৌজন্যের কথা দূরে থাকুক, একটা জাতির কলঙ্ক প্রচার করিবার জন্য ঘোর মিথ্যাকথা লিখিতেও এই ব্যক্তি কুণ্ঠিত হয় নাই। উক্ত লেখক মহাশয় যে দেশীয় রাজাদের আতিথ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও বিশেষ ভাবে লেখনী সঞ্চালনে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই প্রকার সভ্য লেখক পাশ্চাত্য দেশে আর কয়জন আছেন?

*　　　*　　　*

উক্ত স্বনামধন্য লেখক লিখিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বিশ্রী; ভারতের ধর্ম বড় বড় বিচারক, মন্ত্রীরাও ঘুষখোর। হিন্দুরা অসভ্য বর্ব্বর জাতি, সাধুতা বা সততা বলিয়া তাহাদের কিছু নাই। এদেশের জনসাধারণ অত্যন্ত নোংরা, তাহারা হাসিতে জানে না; সৌন্দর্য্য বোধ তাহাদের নাই,—গান গাহিতে জানে না। এদেশের ফুলে গন্ধ নাই, পাখীর কণ্ঠে গান নাই, স্ত্রীলোকেরা দেখিতে কুৎসিত, দেশীয় রাজাদের মধ্যেও অধিকাংশই অত্যন্ত খারাপ লোক, তাহাদের কর্ম্মচারী বা ভৃত্যেরাও তাহাদিগকে ভালবাসে না,—ইত্যাদি! গোপাল ঠাকুর বেশ সালুক চিনেছেন! গবেষণার বলিহারী যাই! বাল লেখক মহাশয় কয় পুরুষ যাবৎ সভ্যতা শিখিয়াছেন? যে সভ্যতা শিখিয়াছেন তাহা ত' প্রবন্ধেই প্রকাশ। ভারতের পরমার্থ সম্পদের জ্যোতির আভাসও যদি উক্ত লেখকের দেখিবার সৌভাগ্য হইত, তাহা হইলে ভারত সম্বন্ধে তিনি যে সমুদায় উক্তি করিয়াছেন, তাহা মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য দেশেই দেখিতে পাইতেন।

'শিলং মেল' এ প্রকাশ, প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ধুড়া শ্মশানঘাটে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। কিছু দিন যাবৎ একজন সাধুবেশধারী ব্যক্তি সেখানে বাস করিতে ছিলেন। এক দিন অপরাহ্ণে উক্ত ব্যক্তি জনৈক হিন্দু ধোপার মৃত শিশুর শব মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে তুলিয়া ফেলিয়া তাহার নাড়ীভুড়ি খুলিয়া ফেলে এবং হৃৎপিণ্ড সহিত শিশুটীর শরীর চর্ব্বণ করিতে থাকে। অন্যান্য লোকজন আসিয়া উহা দেখিতে পায় এবং তাহাকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে থাকে। দর্শকগণ বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন লোকটা সাধু, না রাক্ষস!

ডাঃ প্রেণী 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে'র জুলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে পুষা কৃষি-গবেষণাগারে ইম্পিরিয়াল এণ্টমোলজিষ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে তাঁহার পদ শূন্য হইয়াছে। এই পদের জন্য নাকি বাঙ্গলার বাহির হইতে ভিন্ন প্রদেশীয় লোক আমদানী করার চেষ্টা হইতেছে। কেন, বাঙ্গলাদেশে কি ঐ পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তির অভাব?

প্রকাশ, সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ৩০টী ডাকাতি হইয়াছে। এই সব ডাকাতির মধ্যে ঢাকায় ৫টী, মেদিনীপুরে ৪টী, ২৪ পরগণা ও নদীয়া—প্রত্যেক জিলায় ৩টী, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হাওড়া প্রত্যেক জিলায় ২টী এবং বাঁকুড়া, হুগলী, যশোহর, দার্জ্জিলিং দিনাজপুর, মালদহ, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা প্রত্যেক জিলায় ১টী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। দুইটী ডাকাতিতে বোমা ব্যবহৃত হয়, একটা ডাকাতিতে ডাকাতেরা একটা নকল কাঠের বন্দুক লইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর লোকেরা ও গ্রামবাসিগণ যখন ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে চেষ্টা করে, তখন উক্ত বন্দুক দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করা হয়। তৃতীয় ডাকাতিতে আক্রমণকারী দলের কতিপয় ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয়। অপর একটা ডাকাতিতে নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১লা অক্টোবর হইতে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের যে নূতন 'টাইম্ টেবল' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ৪০০ নং ডাউন 'কৃষ্ণনগর সিটি রাণাঘাট প্যাসেঞ্জারটী ১২-৪৬ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর হইতে ছাড়ে। ৬০ এন্ ডাউন ট্রেণটী ১২-১০ মিনিটে নবদ্বীপঘাট হইতে ছাড়িয়া ১২-৫১ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটিতে পৌছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মাত্র ৫মিনিট সময়ের জন্য ৬০ এন্ ডাউনট্রেণের যাত্রিগণ ৪০০নং ডাউন ট্রেণটী ধরিতে পারে না। ইহাতে শ্রীধাম মায়াপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের আরোহিগণের বিশেষ অসুবিধা হয়। ৬০ এন্ ডাউন ট্রেণটী নবদ্বীপ ঘাট হইতে ১২ টায় ছাড়িয়া ১২-৫১ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটিতে পৌছিলে তাহাদের উক্ত অসুবিধা দূর হয় অথচ কোন দিকের কোনও প্রকার অসুবিধা ইহাতে নাই। আমরা আশা করি, এবিষয়টী বিবেচনা করিয়া ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অতি সত্বর উক্ত ট্রেণটীর উক্ত সময় পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিবেন।

শুনিতে পাইলাম, কার্য্যানটো মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রদর্শন করিবার অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার পূর্ব্বক জনৈক অস্পৃশ্য মাকাল ফল কয়েকটী সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে একটী কিম্ভূত কিমাকার লেজ-বিশিষ্ট নূতন ধূমকেতুর সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে; হইবারই ত' কথা, কারণ "চোরে চোরে চিরদিনই মাসতুত ভাই।" এই দুই কুৎসিৎ গ্রহ একত্র মিলিত হইয়া নাকি শারদ শশীর উজ্জ্বল প্রভাকে মলিন করিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। কারণ যাহার প্রজ্ঞান প্রভা সর্ব্বসাধারণের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, অজ্ঞ ও অসংকুল কপটতার যে আবরণেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করুক না কেন, বিজ্ঞগণ অতি সহজেই তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কোন্ স্থানকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ত' অজ্ঞকুলের অজ্ঞতা ঘুচিতে পারে। কিন্তু অভিসন্ধিমূলে কাপট্যজাল বিস্তারই যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা সে পথে যাইবে কেন?

নিয়োগ ও বদলী

শাসন বিভাগ

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, বীরভূমের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য খুলনার সদরে বদলী হইলেন। খুলনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বরিশাল জেলার পটুয়াখালীতে বদলী হইলেন। দিনাজপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ভূপেন্দ্রকুমার অধিকারী ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে বদলী হইলেন। ঢাকার সাব ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী খোরসেদ আবম চৌধুরী অস্থায়ীভাবে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি আপাততঃ ঐ জেলার সদরে কাজ করিবেন।

জলপাইগুড়ী জেলার আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সুবোধচন্দ্র বসু রাজসাহী জেলার সদরে বদলী হইলেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর যে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল, বগুড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু গৌরচন্দ্র মণ্ডল রাজসাহী জেলার সদরে বদলী হইবেন সেই হুকুম নাকচ করা হইল।

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু সুকুমার চাটার্জ্জি এম বি ই অস্থায়ীভাবে ঐ জেলার সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

পূজা উপলক্ষে কোর্টের ছুটীর সময় ২৪ পরগণার সেসন জজ মিঃ টি এইচ এলিস আই সি এস তাঁহার নিজের কাজ ব্যতীতও নদীয়া, খুলনা ও যশোহরের এডিশন্যাল সেসন জজের কাজ করিবেন।

পুলিশ বিভাগ

মেজর সি জি ও ব্রেনান ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। তিনি বর্ত্তমানে ঢাকায় এডিশন্যাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করিবেন।

নোয়াখালীর অস্থায়ী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ও বি ই নদীয়া জেলার সদর ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

ময়মনসিংহের অস্থায়ী এডিশন্যাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র মজুমদার ২৪ পরগণার সদরে ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মুর্শিদাবাদের অস্থায়ী ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব প্রভাতচন্দ্র দত্ত ত্রিপুরা জেলার সদরে বদলী হইলেন।

দেউলী বন্দীশালার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু মুরারীলাল অধিকারী যশোহর জেলার সদরে অস্থায়ী ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

বিদায়ভোগী ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত মুর্শিদাবাদের সদরে বদলী হইলেন।

চিকিৎসা বিভাগ

অস্থায়ী সিভিল সার্জ্জন ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার মজুমদার এবং ডাঃ নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সিভিল সার্জ্জনের পদে পাকা হইলেন।

শিক্ষা বিভাগ

ময়মনসিংহের জামালপুর হাই স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু নিবারণচন্দ্র দে রংপুর জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

বালীগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার বাবু জ্যোতির্ম্ময় লাহিড়ী অস্থায়ীভাবে বারাকপুর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার বাবু কুমুদবন্ধু সেনগুপ্ত জামালপুর গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৮ই অক্টোবর ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১৮৮শ সংখ্যা

জার্ম্মাণীতে স্বামী বন

প্রস্তাবিত বক্তৃতাসমূহের তালিকা

(১)

লণ্ডন হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আগামী ২১শে অক্টোবর (১৯৩৪) অপরাহ্ণ ৮-১৫ মিনিটের সময় লণ্ডন লিভারপুর ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া হলেণ্ডের হুক নামক স্থানে অবতরণ করিবেন। তথা হইতে নিদারল্যাণ্ডের ডুর্ণ নামক স্থানে ভূতপূর্ব্ব কাইজার (জার্ম্মাণ-রাজ) দ্বিতীয় উইলহেম্ (Wilhelm II)এর সহিত ২২শে অক্টোবর সাক্ষাৎ করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। এই তারিখেই স্বামীজী রাত্রির গাড়ীতে ডুর্ণ হইতে যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস অর্থাৎ ২৩শে অক্টোবর বেলা ৯১ ঘটিকার সময় বার্লিনে উপস্থিত হইবেন।

২রা নভেম্বর তারিখে স্বামীজীর Herrn Reichsfuhrer Adolf Hitler (বর্ত্তমান জার্ম্মাণাধিপতি) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ৬ই নভেম্বর স্বামীজী "Werbeausschuss fur Deutsch Indische Verstandigung" নামক স্থানে বক্তৃতা করিবেন। এই বক্তৃতায় হার্ণ হিটলার মহোদয়ের প্রতিনিধিবর্গ এবং External Politicsএর রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ বিশিষ্ট অতিথিরূপে (Guests of Honour) বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ Dr. Edward Spranger এবং ধর্ম্মের তুলনামূলক ইতিহাসের অধ্যাপক Dr. Witte আগামী ৬ই নভেম্বর তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অন্যান্য বক্তৃতাসমূহের তালিকা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৫ই অক্টোবর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মাথুর-মণ্ডলে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বোধ হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দসহ মথুরায় শুভবিজয় করিবেন। সুতরাং আমরা মথুরাবাসী ও প্রবাসী সজ্জনবৃন্দের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছি। আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখে মথুরার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইবেন। যে মথুরা নাথের উদ্দেশে কৃষ্ণপ্রেম-বৃক্ষের অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বিপ্রলম্ভভরে প্রার্থনা করিয়াছেন,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্॥"

সেই মথুরা-নাথের বার্ত্তা বিঘোষণের জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে উর্জ্জাব্রত বা কার্ত্তিকব্রত-সময়ে মথুরায় অবস্থান করিবেন

গত ১২ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত চপলাকুমার রায়, অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অনুকম্পিত মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ যতবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়-মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীযুক্ত বিমলা প্রসাদ সেন নাজির মহোদয় প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট সজ্জন ও মহিলাগণ পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের প্রারম্ভে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর অধ্যাপক মহোদয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত ও মধুরকণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায় হইতে ব্রহ্মা-স্তুতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে লোকপিতামহ ব্রহ্মা গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইলে পর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং শ্রীনারায়ণের নাভিসরোরুহস্থ পদ্ম, আত্মা, বায়ু, জল ও আকাশ দেখিতে পাইলেন। কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করিবার জন্য ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া ভগবানে চিত্তাবেশ-পূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্রহ্মার স্তুতি হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করিতে পারি যে, জীব যাবৎকাল ভগবানের অভয় পাদপদ্ম বরণ না করিয়া স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে থাকে তাবৎকাল দেহ-সম্পর্কীয় বস্তুতে মমত্ব বুদ্ধি করিয়া দুঃখ, শোক, ভয়, কামনা, আসক্তি প্রভৃতিতে অভিভূত হইতে থাকে এবং আনন্দের সন্ধানপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। শ্রীভগবান্‌কে বরণ অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই জীব পূর্ণ আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকে। তখন সংসারের তথাকথিত সুখ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। ভগবান্‌কে বরণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিজজন পরমহংস মহাভাগবতের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করা একান্ত প্রয়োজন। এইরূপ সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণফলে এবং সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিলেই ভগবানের প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ অনর্থমুক্ত হওয়ায় শুদ্ধচিত্তে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুপাদপদ্ম বরণ করা ব্যতীত জীবের নিজ সামর্থ্যে ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিবার আর দ্বিতীয় পথ নাই। লোকপিতামহ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার জন্য ভগবানে শরণাগত হইয়াছিলেন এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনই যে ভগবৎকৃপা লাভ করিবার একমাত্র পথ তাহা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীযুক্ত চপলাবাবু তাঁহার পরিবারবর্গসহ হরিকথা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহখানি সহরের ঝঞ্ঝাট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত থাকায় আশ্রমোপযোগী এবং হরিভজনের অনুকূল। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি বড়বাজারস্থ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে গিয়া আরাত্রিক দর্শন এবং হরিকথা শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি মঠের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তাঁহার এই অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই সদ্‌গুরুর চরণ-আশ্রয় পূর্ব্বক হরিভজনে প্রবৃত্তি দান করুক ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ পদ্মনাভ সর্ব্বশিব গৌরাব্দ ৪৪৮

গায়ত্রী-জপ

দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বদ্ধজীবগণ শোক-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী বলিয়া শোচ্য। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি কুলে আবির্ভূত হইলেও শাস্ত্র-বিচারে তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় গায়ত্রী-জপের অধিকার তাঁহাদের নাই। সৌভাগ্য-ক্রমে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিয়া সংস্কৃত হইলে তাঁহাদের গায়ত্রী-জপ বা বিষ্ণু-পূজাদির অধিকার লাভ হয়। সেইজন্য ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি-গণ সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে থাকিয়া সাধুগুরু-আনুগত্যে হরিভজন করেন। ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারা বিষ্ণু-পাসনা করেন বলিয়া বিষ্ণুদীক্ষার চিহ্নাদি তুলসীমালা-উপবীত প্রভৃতিও তাঁহাদিগকে অবশ্যই ধারণ করিতে হয়।

যাঁহারা সাধক—যাঁহারা বিধিমার্গে ভগবদ্ভজন আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে সংস্কারাদি বিধি পালনীয়; অন্যথায় প্রত্যবায় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাঁহারা বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণব, তাঁহাদের অর্চ্চনাদির অপেক্ষা কিম্বা বর্ণাশ্রমের অপেক্ষা না থাকায় তাঁহাদের উপবীত-ধারণাদিরও অপেক্ষা নাই। অতত্ত্বজ্ঞ অক্ষজ সম্প্রদায় অনেক সময় পরমহংস-বৈষ্ণবের বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া বৈষ্ণবকে শূদ্র বা বর্ণাশ্রমী মনে করতঃ বঞ্চিত হয় ও তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসে। এই অপরাধের হস্ত হইতে কুবুদ্ধি জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য পরমহংসদাসগণ দৈববর্ণাশ্রমের যাবতীয় লিঙ্গ স্বীকার পূর্ব্বক গুরুবর্গের জগদারাধ্যত্ব প্রচার করেন। দৈববর্ণাশ্রমাতীত গুরুবৈষ্ণবগণের দৈববর্ণাশ্রম-স্বীকার বা উপবীতাদি গ্রহণ একদিকে যেমন তৃণাদপি-সুনীচতার আদর্শ, অপরদিকে তেমনই অতত্ত্বজ্ঞের প্রতি কৃপার পরাকাষ্ঠা।

প্রণবের অর্থ—সৃষ্টিশক্তি, পালনীশক্তি ও নাশিনী-শক্তিত্রয়ের শক্তিমান্ অর্থাৎ যে শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, পালিত হইতেছে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহাই প্রণববাচ্য পরমেশ্বর। ভগবান্ বিষ্ণুই জগতের জন্মস্থিতি-প্রলয়ের কারণ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু—এই কথা অগ্নিপুরাণে গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিনটী আধারকে ব্যাহৃতি' বলে। আধেয় প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র-মূর্ত্তিতে পরিচিত। অপরের সাহায্যে সবিতার প্রকাশ নহে। তিনি স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু, সকলেরই হইতে বরেণ্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সবিতৃদেবের বরেণ্যদেব—তুরীয় বস্তু। সেই পরমেশ্বর বস্তু সূর্য্যমণ্ডলের ধ্যান দ্বারা দ্রষ্টব্য। ধ্যান-কালে জীব ও সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা তেজোবিশিষ্ট, তাহাতে কর্ম্ম-মায়ীয় পাপসমূহ নাই। তিনি অনাদি-কর্ম্মবদ্ধ জীব নহেন অথবা কর্ম্ম-পরবশ দেবতাও নহেন। তিনি আত্মবস্তু মূর্ত্তি-বিশিষ্ট ধ্যেয় বস্তু। সেই 'ভর্গ'-শব্দ ব্রহ্মপর এবং বিষ্ণু ভগবচ্ছব্দে অভিন্ন বর্ণিত হওয়ায় ভর্গদেব-শব্দ ভগবৎপ্রতিপাদক। তিনি পরমজ্যোতির্ম্ময় ও জগতের জন্ম স্থিতি-ভঙ্গের কারণ, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর বরণীয় পদই সেবোন্মুখ মনের দ্বারা ধ্যেয়। তাঁহার কৃপায় সেই পরম সত্য বস্তু আমাদের ধ্যানের বস্তু হওয়ায় বুদ্ধি-বৃত্তির প্রেরণা সাধিত হয়।

স্বয়ং ভগবান্ অবয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের মহিমা-প্রতিপাদক, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য বৈষ্ণবগণের একমাত্র পরম প্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত বেদমাতা গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং গায়ত্রী বিষ্ণুরই মহিমা-গানকারীর গুণকারিণী বেদ-সরস্বতী। শ্রীপদ্ম পুরাণাদি শাস্ত্র বলেন—অনাদি গায়ত্রী প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রকট ছিলেন। পরে অন্যান্য উপনিষদ্‌গণের সৌভাগ্য আলোচনা পূর্ব্বক সাধন-বলে গোপালোপনিষদের সহিত ব্রজে প্রকটিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম লাভ করেন। কাম-গায়ত্রীরূপে নিত্য হইয়াও তিনি বেদমাতা গায়ত্রীরূপে নিত্য পৃথক্ অবস্থান করেন।

যেসকল বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসকুল ঐকান্তিকভাবে একমাত্র শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-স্মরণকেই সার করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্ধ্যাবন্দনাদি বা বর্ণাশ্রমের কৃত্য গায়ত্রীজপাদির অপেক্ষা নাই। কারণ, শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রেই ব্রহ্মগায়ত্রী ও কাম-গায়ত্রী অনুস্যূত রহিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের মুখে শুদ্ধ হরিনাম প্রকাশিত হইতেছেন না—যাঁহারা বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া হরিভজন করেন, তাঁহারা শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেও তাঁহাদের পক্ষে পৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্মগায়ত্রী ও মন্ত্রজপাদির কথা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা বা সংস্কারাদি গ্রহণে উপেক্ষা প্রদর্শন করা বদ্ধ জীবের পক্ষে অমঙ্গলজনক। যাহা গান করিলে জীব ত্রাণ লাভ করে সেই গায়ত্রী এবং যে মন্ত্র দ্বারা মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে ত্রাণ লাভ করা যায় সেই মন্ত্র সদ্‌গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তদানুগত্যে জপাদি না করিলে দীক্ষাগ্রহণ-মুখে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে সেবাধিকার প্রাপ্ত না হইলে জীবগণ সেবাপথে উন্নতি লাভ করিতে পারেন না বা তাঁহাদের মঙ্গল কোন কালেই হয় না—একথা আমাদের বন্ধুবর্গ স্মরণ রাখিবেন।

কপিল

কপিল-পিতা কর্দ্দম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ছায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা কর্দ্দমকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে তিনি সরস্বতী-তীরবর্ত্তী বিজন প্রদেশে গমন করিয়া সুদীর্ঘকাল ভক্তিযোগে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদ শ্রীহরির আরাধনা করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। গরুড়-বাহনে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহার দিব্য-চক্ষুর গোচর হইলেন।

পাদবন্দনা এবং স্তবস্তুতি করিয়া কহিলেন,—"প্রভো, আমি সকাম; পিতার প্রজা-সৃষ্টির আদেশপালনে সুযোগ লাভ কামনা করিয়াই তোমার শরণ লইয়াছি। সকাম উপাসনা নিন্দনীয় হইলেও আমি তোমারই সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি। আমি জানি, সকাম বা নিষ্কাম যে কোনও ভাবে তোমার চরণ আশ্রয় করিলেই তুমি আশ্রিতজনের সকল গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে শ্রীপাদ-সেবাই দাও।"

শ্রীহরি কর্দ্দম-বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্মিতমুখে কহিলেন "বৎস, আমার কাছে কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় না; আমি স্বয়ংই আমার প্রাণাধিক ভক্তগণের যোগ ক্ষেম বহন করি। তোমারও যাহা আবশ্যক তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। প্রজাপতি-প্রধান মনু ও তৎপত্নী শতরূপা শীঘ্রই তাঁহাদের পরমা সুন্দরী কন্যা দেবহূতি সহ তোমার আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। ঐ সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবে। তাহা হইতেই তুমি পিতৃবাক্য পালন করিয়া পূর্ণকাম হইতে পারিবে। আর আমার এক বিশেষাংশ তোমাকে অবলম্বন করিয়া ঐ দেবহূতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি আবির্ভূত হইয়া তত্ত্ব-সংহিতা প্রণয়ন করিবেন। তুমি আদেশ পালন করিয়া আমাতে সর্ব্বকর্ম্মফল সমর্পণ কর। তাহা হইলেই কলুষমুক্ত হইয়া সময়ে আমাকেই পাইবে।" এই বলিয়া শ্রীহরি লক্ষ্মীসহ অন্তর্হিত হইলেন।

অতঃপর মনু ও শতরূপা কন্যা দেবহূতি সহ উপস্থিত হইয়া সর্ব্বগুণান্বিত সুপাত্র কর্দ্দম-ঋষিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কর্দ্দমঋষি দিব্যরূপা পত্নী সহ মিলিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। সাধ্বী দেবহূতি অনেকগুলি কন্যা এবং একটী পুত্রের জননী হইলেন। পুত্রটী জন্মগ্রহণ করিলে অলক্ষ্যে অমরবৃন্দের দিব্য বাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব্বগণের গীত শ্রুতিগোচর হইল। মরীচি আদি ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন। তিনি সানন্দে স্বীয় পুত্র কর্দ্দমকে কহিলেন,—"বৎস, তুমি আমার আদেশ পালন করিয়া আমার সম্যক্ পূজা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছ। পিতার প্রতি পুত্রের ইহাই কর্ত্তব্য। তোমার সুন্দরী কন্যাগণ যোগ্যপতি লাভ করিয়া পতিব্রতা হইবে। আর তোমার এই পুত্রটী ভগবদংশে অবতীর্ণ; তিনি জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার নাম হইবে কপিল।" তারপর তিনি দেবহূতিকে কহিলেন,—"মা, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, তুমি শ্রীহরির জননী হইয়াছ। এই পুত্র হইতেই তুমি কৃতার্থা হইবে।"

ব্রহ্মা স্বজনসহ প্রস্থান করিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম যথাসময়ে কন্যাদিগকে সুপাত্রে সমর্পণ করিয়া সংসার-কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে দেখিয়া আবার পূর্ব্ববৎ বিজন বন-বাসে গিয়া হরিসাধনায় জীবন সফল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পতিব্রতা দেবহূতি করযোড়ে সকাতরে কহিলেন—"ব্রহ্মণ, আপনি ত' হরিসাধনায় চলিলেন। কিন্তু, আমার গতি কি হইবে?"

কর্দ্দম কহিলেন—"রাজতনয়ে, তুমি কেন দুঃখিতা হইতেছ? স্বয়ং গতি-পতি তোমাকে 'মা' বলিয়া গৃহে আসিয়াছেন; তোমার আর দুঃখ কি? তুমি ভক্তি-ভাবে তাঁহাকেই আশ্রয় কর। তিনি তোমাকে তত্ত্বোপদেশ দিয়া সংসার-পাশ হইতে মুক্ত করিবেন।"

মহাভাগ কর্দ্দম মহাসত্ত্ব কপিলসমীপে গমন করিলেন এবং সেই স্বতঃসিদ্ধ পুরুষ-বরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্, বহু জন্ম ভক্তিযোগে তোমার আরাধনা করিয়া ভক্তগণ তোমার পরম স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। তুমি স্বীয় ভক্ত-গণেরই সদা শ্রীবৃদ্ধি সাধন কর। সেই ভক্তগণের সম্যক্ সমৃদ্ধি-সাধন জন্যই তোমার শুভাগমন। তুমি ভক্তদের মান বৃদ্ধি কর। তাই নিজবাক্য রক্ষা করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ। তত্ত্বজ্ঞান

বিতরণ করাই তোমার আগমনের উদ্দেশ্য. এক্ষণে আমি তোমার সর্ব্বসম্পদময় শ্রীপদে শরণ লইলাম. তুমি আমার হিতার্থ কিঞ্চিৎ উপদেশ দাও। গৃহমেধীয় ধর্ম্মে আর আমার প্রবৃত্তি নাই।"

তখন ভগবান্ কপিল কহিলেন,—"লোকে আমার বাক্যই সত্য এবং তাহাই প্রমাণরূপে গ্রহণ করে; তাই আমি আমার অঙ্গীকার মত তোমার গৃহে আসিয়াছি। আত্ম-তত্ত্ব উপদেশ দিবার জন্যই আমার আগমন। বিশুদ্ধ অধ্যাত্মজ্ঞানের যে অতি নিগূঢ় মহাপথ কালপ্রভাবে অসুর-ভাবের আবর্জ্জনায় রুদ্ধপ্রায় হয়, তাহাই পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে আমি এইরূপে আগমন করি। যেখানেই থাক, সতত আমার (অর্থাৎ শ্রীহরির) ভজনা কর। তাহা হইতেই জীব কালের অধিকার অতিক্রম করিয়া নিত্যানন্দের অধিকারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অশোক অভয়পদ প্রাপ্ত হয়। আমি মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া কালভয়-নিবারণের অমোঘ ঔষধ-স্বরূপ পরবিদ্যা কালকবলিত জীবগণকে বিতরণ করিব। তাহাতেই আমার জননীও অভয়পদ লাভ করিয়া কৃত-কৃত্যা হইবেন।"

কর্দ্দম ঋষি পুত্ররূপী শ্রীভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, তাঁহারই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। পুত্র কপিলসহ দেবহূতি সেই বিন্দুসরোবর-তীরস্থ আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা দেবহূতি ব্রহ্মার বাক্য স্মরণ করিয়া পুত্র-সকাশে গিয়া কহিলেন,—"হে প্রভো, আমার বিষয়াসক্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ যোগাইয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি, তথাপি আমার বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই। তাহাই আমাকে দুঃখের ঘোর অন্ধকারে লইয়া যাইতেছে। ত্রাণ পাইবার জন্য পরম সৌভাগ্যে তোমাকেই এখন অবলম্বনরূপে পাইয়াছি। এবার যে রক্ষা পাইব তাহাতে আমি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছি। তুমি আদ্য ভগবান্, সকলের ঈশ্বর; তুমি অজ্ঞান-অন্ধকার-মগ্ন লোক-সমূহের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্যের ন্যায় উদিত হইয়াছ। আমি তোমারই মায়ায় আত্মহারা হইয়া মোহকূপে মজিতেছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর; আত্মজ্ঞান দিয়া আমার মোহ দূর কর। আমি তোমার চরণে প্রণত, শরণাগত।"

মাতার অদোষ অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কপিলদেব প্রফুল্লমুখে পরমসুখে কহিতে লাগিলেন,—"মাতঃ, চিত্তই জীবের বন্ধন ও মোচনের হেতু। চিত্ত বিষয়ে মগ্ন হইলেই জীব বদ্ধ হয়; তাহার গতিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়; আবার সেই চিত্ত ভগবানে রত হইলেই, জীব মোহমুক্ত হইয়া পরম-পদে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়। গুণময়ী প্রকৃতিই জীবকে নানারঙ্গে নাচাইয়া বিষয়ে লইয়া যায়। ভক্তিযোগে—সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ক্রমে শ্রীহরির সেবা হইতেই জীবের সকল শুভযোগ উপস্থিত হয়; প্রবলা প্রকৃতিও হীনবলা হয়। স্বয়ং ভগবানে এই অনন্যভক্তিযোগ ব্যতীত জীবের পরমমঙ্গল-জনক পথ আর দ্বিতীয় নাই।

হরিপরায়ণ সাধুদের মহিমা অসীম। যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি অপরের অক্ষয় পাশ-স্বরূপ, সেই প্রসঙ্গই হরিজনে নিযুক্ত হইলে পরা গতি-লাভের কারণ হয়। সাধুগণ আমার সুখতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া সকল কার্য্য করেন। আমার সেবার প্রতিকূল হইলে তাঁহারা দুস্ত্যাজ্য আত্মীয়বন্ধুবান্ধবকেও পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা আমার প্রসঙ্গেই অবিচ্ছেদে কাল-হরণ করেন, আমার নাম আমার কথা আলোচনা করিয়াই পরমানন্দে থাকেন। ত্রিতাপ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতেও পারে না। এইরূপ সাধুসঙ্গই অসাধু-জনের যাবতীয় কুসঙ্গ-দোষ নষ্ট করিয়া তাহাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয়। কারণ, সাধুসমাগমে সতত হৃৎকর্ণরসায়ন হরিকথাই হয়; শ্রীহরির মহিমাই সহস্র প্রকারে অভিব্যক্ত হয়; তাহাতে চিত্ত বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাতেই রত হইয়া থাকে। এইরূপ অভ্যাস অব্যাহত হইলেই অচিরে অতি-বহির্ম্মুখ চিত্তও ভক্তিরস-সিক্ত হইয়া মলমুক্ত ও পবিত্র হয়। তখন এই অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি ভক্তি-প্রবাহিনী ক্রমশঃ প্রবলা হইয়া কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে সেই প্রবল বেগেই সদাযুক্ত জীব আমাকে এই জন্মেই প্রাপ্ত হয়।"

দেবহূতি বলিলেন—"আমি স্ত্রী-জাতি; আমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণা নহে। আমি যাহাতে বেশ বুঝিতে পারি, আয়ত্ত করিতে পারি এমন সরলভাবে আমাকে এই ভক্তিযোগ বল। আমার কর্ত্তব্য কি তাহাও উপদেশ দাও।"

কপিল-দেবের হৃদয় স্নেহ-রসে অভিষিক্ত হইল। মাতার অভিপ্রায়মত তিনি আবার বলিতে লাগিলেন;—"মাতঃ, আনন্দমূর্ত্তি সর্ব্বাকর্ষক শ্রীভগবানেই শুদ্ধ-জীবাত্মা-স্বরূপের লৌল্য স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু, তাঁহারই গুণময়ী মায়াশক্তি তাঁহাকে অন্তরাল করিয়া সম্মুখে প্রাকৃত রূপরসাদি ধরিয়া জীবকে ঐ প্রাকৃত বিষয়েই বদ্ধ করিতেছে। সাধুসঙ্গে, ইন্দ্রিয়বর্গের ঐ স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তি বিষয় হইতে আবার তাঁহাতেই উন্মুখ হয়। ইহাই অভি-সন্ধিশূন্যা শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তি। এই ভক্তি মুক্তি হইতেও মহীয়সী। আমার অকিঞ্চন ভক্তগণ মুক্তিবাঞ্ছা কখনও করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা আমার সেবাতেই অনুরক্ত। আমার আনন্দ-চিন্ময় মদন-মোহনরূপেই তাঁহারা একান্ত আসক্ত। তাঁহারা ঐ মুক্তির প্রতি ফিরিয়া না চাহিলেও, ঐ ভক্তিকিঙ্করী মুক্তি দাসী-রূপে তাঁহাদের সেবা করে। তাঁহারা মুক্তলোক বা সিদ্ধলোক অতিক্রম করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন। মুমুক্ষুর সদাবাঞ্ছিত ঐ সাযুজ্যমুক্তি বা মোক্ষপদও কালবিপ্লুত। কিন্তু, আমার অমল ভক্তিপথের প্রিয়তম ভক্তগণ আমার নিত্যধামে প্রবেশ লাভ করিয়া কালের সম্পূর্ণ অতীত অভয়পদ অধিকার করেন। আমার অনিমেষ কাল-চক্র কদাচ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবানে সুদৃঢ় ও সুনির্ম্মল ভক্তিযোগই জীবের পরম-মঙ্গলের অদ্বিতীয় মহাপথ। মাতঃ, তুমিও সর্ব্বপ্রযত্নে এই পথ আশ্রয় কর।"

শ্রীহরিই সর্ব্বকারণ-কারণ। কেহ স্থূলবুদ্ধি-বশে জড়া প্রকৃতিকেই জগতের মূল-কারণ বলে। কিন্তু, তাহা ভুল। প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষই মূলকারণ। তাঁহারই বীর্য্য ধারণ করিয়া প্রকৃতি সত্ত্ববতী হয় এবং প্রসবাদি কার্য্য করে। তাহা হইতে প্রথম এই অখিল জগতের অঙ্কুর-স্বরূপ মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। পরে তাহা হইতে এই জগতে সমস্ত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ,—এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্,—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ,—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ঐ প্রকৃতি—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। পুরুষ—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন প্রকৃতির গুণ,—একত্রে অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব। তন্মধ্যে ঈশ্বর ও জীব-ভেদে পুরুষ দ্বিবিধ। প্রকৃতি সগুণ, পরমপুরুষ ঈশ্বর নির্গুণ; তিনি পরমাত্ম-স্বরূপে অচিন্ত্যশক্তি-বলে প্রকৃতিজাত জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হ'ন না। জলাশয়-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের মত নির্লিপ্ত থাকেন। তাঁহাকেই পরমাত্মা—পরমপুরুষ বলে। তাঁহারই অণুরূপ একাঙ্গ বা অদ্যাতার প্রকৃতির গুণে অহঙ্কারযুক্ত হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই জীব নির্গুণ হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অভিমান করিয়া সুখদুঃখাদি দেহ-ধর্ম্মে লিপ্ত হ'ন। আবার সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া নির্গুণ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। আমাতে তীব্র ভক্তিযোগ হইতেই বদ্ধজীব গুণাতীত অবস্থায় আমার নিত্য-সেবায় স্বরূপে অবস্থান করে।

"মাতঃ! অতঃপর এই গুণ-বন্ধন বা মায়াপাশ হইতে সম্যক্ মুক্তি পাইবার জন্য কিরূপে আমার ভজনা করিতে হয়, তাহাই বলিতেছি, শুন। ভক্তিযোগিরা ধ্যানযোগে অন্তরে পরমাত্মার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর শ্যামলসুন্দর শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হ'ন। শুদ্ধ-ভক্তিযোগে ভক্তগণ যে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন তাহা অতিসুন্দর নবকিশোর-মূর্ত্তি। সেই চরণ হইতে উদ্ভূতা গঙ্গাকে মস্তকে ধরিয়াই শিবও 'শিব'নামের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন।"

(ক্রমশঃ)

সারকথা

এক নহে

১। গুরু ও গুরুব্রুব।
২। শ্রীনাম ও নামাপরাধ।
৩। ভোগ ও যুক্তবৈরাগ্য।
৪। বৈষ্ণবী ভিক্ষা ও ভোগীর উদরান্নের চেষ্টা।
৫। কৃষ্ণার্থে চেষ্টা ও কর্ম্ম (সু ও কু)
৬। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ ও মর্কট-বৈরাগ্য।
৭। বৈষ্ণবের একাদশী পালন ও স্মার্ত্তের একাদশী।
৮। দেহের সেবা ও আত্মার সেবা।
৯। দেহ ও জীব (আত্মা)।
১০। মূল উৎপাটন ও শাখা-কর্ত্তন।
১১। অরুচি ও আসক্তিহীনতা।
১২। পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ।
১৩। পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহ-সেবা।
১৪। মনঃকল্পনা ও যথার্থ অনুভূতি।
১৫। কাম ও প্রেম।
১৬। মন ও আত্মা।
১৭। বণিগ্‌বৃত্তি ও প্রীতিসেবা।
১৮। জড়রাগ ও চিদ্রাগ।
১৯। মাতার স্নেহ ও ধাত্রীর পরিচর্য্যা।
২০। পূতনা ও যশোদা।

হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দ্রব্য	দর
দাদখানি	৬॥০
টাকিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাজা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

দ্রব্য	দর
পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০ ৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

দ্রব্য	দর
১০০ তোলা	৬১৵০
খুচরা	৬১।৵০

সোনার দর

দ্রব্য	দর
পাকা সোণা	৩৫/১০
গণ্ডাল	৩৫৲১০
গিনি	২২৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

দ্রব্য	দর
টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড় জয়েষ্ট বা বীম	
মার্কা	১৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
সরপা (টি-আয়রণ)	৬।৵০—৬॥৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১।০
২৬ গেজ ,, ,,	১০৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১০৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন—	
৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮।০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭॥০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
সীল পাতি	৬।০—৬।৵০
,, বোল্টু (গোল)	৬।৫—৬।৵০
,, পয়াদে (চোকা)	৬।০—৬৸০
,, গোল ছড় ৵০—।৵০ সূতা	৫৵০—৬॥০
,, টানা ছড়-	
চোকা ৵০—।৵০ ঐ	৫।৵০—৭।০
,, বাঁওল দাল	৬।৵০—৮।০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৷০	৷৵০	৷৵	৷০
,,	ইঞ্চি	২৲	১৷৷০		১৲
,,	সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	অৰ্দ্ধকলম		৬৲	৬৲	
,,	১ কলম	১২৲	১০৲		

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৩	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৪
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১১-৪০, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— শ্রীধাম নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

“গৌড়ীয়”
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৭ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ৯ই অক্টোবর ১৯৩৪ [১৮৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সর্পাঘাতে মৃত্যু

৩০শে অক্টোবর আত্রাইর বাড়ইপাড়া গ্রামের একটি অল্পবয়স্ক ছেলেকে রাত্রিতে শয়ন অবস্থায় সর্পে দংশন করে। ছেলেটি তখনই তাহার মা ও বাবাকে জানায় যে, তাহাকে কিসে যেন কামড়াইয়া দিয়াছে। ইন্দুরে কামড়াইয়াছে বলিয়া ছেলেটীকে তখন তাহারা নিরস্ত করে। পর দিবস সকালে ছেলেটী মারা যায়।

অন্তরীণাবস্থায় দণ্ডিত

বীরভূম জেলায় ইলামবাজার থানায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় অন্তরীণ ছিলেন। জেলার পুলিশ সাহেব ইলামবাজার পরিদর্শন করিতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় বরদাবাবু বাসায় আছেন কি না অনুসন্ধান করেন; কিন্তু সে সময় তিনি বাসায় ছিলেন না। এই অভিযোগে তাঁহাকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হয়। প্রকাশ যে, সে সময় বরদাবাবু স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার প্রভৃতির নিকট স্থানীয় জমিদারীর কাছারীতে ছিলেন। গত ১০।৯।৩৪ তারিখ তাঁহার বিচারের দিন ছিল। বিচারে বরদাবাবুর ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১৫৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও একমাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। বরদাবাবু আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

'নিবৃত্তি কেন বাধ্যতে'

উত্তর ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত গোরাবাধুরে একটি সাম্প্রদায়িক কাণ্ড ঘটিয়াছে। এক শাশুড়ীর নিষ্ঠুরতার ফলে সমগ্র একটি মুসলমান পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

এক মুসলমান যুবক ধানের ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে নববিবাহিতা স্ত্রীকে বীজ আনিবার জন্য বাড়ীতে পাঠায়। সে বাড়ী যাইতে যাইতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়ে এবং বাড়ী যাইয়াই তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলপান করে। শাশুড়ীর অনুমতি না লইয়া জলপান করায় শাশুড়ী রাগিয়া যায় এবং বধূর প্রতি একটি বাণ নিক্ষেপ করে। বধূ আহতা হইয়া অল্পকাল মধ্যে মারা যায়। স্ত্রী ফিরিতেছে না দেখিয়া যুবক বাড়ী যায় এবং বাড়ীতে যাইয়া পত্নীকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পায়। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে মাতাকে এবং একটি শিশু পুত্রকে মুগুর পেটা করিয়া মারিয়া ফেলে। অতঃপর যুবকটি রাস্তার কাছে একটি গাছে ফাঁসি লটকাইয়া আত্মহত্যা করে।

শ্বাসরোধের ফলে মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের এক সংবাদে প্রকাশ, গোপীনাথপুরের গোলাপ উদ্দিন সর্দ্দারকে কয়েকদিন যাবৎ পাওয়া যাইতেছিল না। প্রায় ছয়দিন অনুসন্ধানের পর পুলিশ নদী হইতে তাহার মৃতদেহ উদ্ধার করে। তাহার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয়, তাহাকে গামছা দ্বারা শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ শত্রুতার ফলেই তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

অন্তরীণদের অনশন সত্যাগ্রহ

বরিশাল হইতে প্রকাশ, নদীয়া জেলার পাঁচুগোপাল মুখার্জ্জি, ময়মনসিংহের অবনীমোহন দে এবং ঢাকার নৃপতি মোহন দে'কে বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমায় পৃথক পৃথক গ্রামে অন্তরীণ করা হইয়াছিল। প্রকাশ, তাঁহাদের মাসোহারা হ্রাস করায় ১৯শে সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহারা অনশন সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। এই তিনজনের মধ্যে নৃপতি দে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে বরিশাল জেল হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড

অনন্ত চক্রবর্ত্তীকে বরিশালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ঢাকার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত তারানাথ গুপ্ত বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ (৩) ধারা অনুসারে তাহাকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, পুলিশ বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে অনন্ত চক্রবর্ত্তীর খোঁজ করিতেছিল; কিন্তু তাহাকে পায় নাই। গত ২৫শে জুলাই তারিখে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১৫ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ করিয়া এক ঘোষণা করেন। উক্ত মেয়াদান্তে গত ৯ই আগষ্ট তাহাকে বরিশালে গ্রেপ্তার করা হয়।

খানাতল্লাসী

গত ৩রা অক্টোবর অতি প্রত্যুষে পুলিশ, আই বি পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষসহ বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের বহরমপুরস্থ বাসভবন ঘেরাও করে। উক্ত বাসভবনে পাবনা জিলাবাসী বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র শ্রীমান নৃপেন্দ্রনাথ সান্যাল থাকিয়া অধ্যয়ন করে। পুলিশ তাহার গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করে। আপত্তিকর কোন দ্রব্যাদি পাওয়া যায় নাই। তল্লাসীর কারণ অজ্ঞাত। খানাতল্লাসীর পর শ্রীমান নৃপেনকে থানায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া বাধ্যতামূলক বিবৃতি গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, খানাতল্লাসীর সময় গিরিজাবাবু কিম্বা বাটীর মালিক কেহই বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন না।

বেনারসে মোটর দুর্ঘটনা

জামপুর হইতে কোরকায় যাইবার কালে যাত্রীবাহী একখানি দ্রুতগামী মোটরলরী অকস্মাৎ উল্টাইয়া যাইবার ফলে কতিপয় ব্যক্তি আহত হইয়াছে। প্রকাশ, পথে একখানি গরুর গাড়ীর সহিত সঙ্ঘর্ষ এড়াইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে একজন দারোগা ও একজন কনেষ্টবল আছে।

আত্মহত্যার প্রাচুর্য্য

আত্রাই থানার বিভিন্ন গ্রামে এবৎসর খুবই আত্মহত্যা ও অপমৃত্যুর হিড়িক দেখা যাইতেছে। এরূপ ঘটনা এপর্য্যন্ত ১৪।১৫টা হইয়াছে। ৩রা অক্টোবর ভেঁথের গ্রামের একজন মুসলমানরমণী শ্বশুর ও শাশুড়ীর অত্যাচারে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পৈশাড়া গ্রামের ছমির মণ্ডল নামক একজন বৃদ্ধ মুসলমান রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৪১

ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় গত ৫ই অক্টোবর শুক্রবার প্রাতঃকালে মোটরযোগে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাকে (প্রাতঃ ৬টা ৪০ মিনিটের সময়) অকস্মাৎ করালকাল গ্রাস করিতে হইয়াছে। প্রাতঃ ৭টা ৩০ মিনিটের সময় তাঁহার ... একটি মোটরযোগে ... অভিমুখে যাত্রা করিবার ... ছিলেন; অপর ... ও ... ডা. মিত্রের যাত্রা করিবার কথা ছিল। যাত্রার ঠিক পূর্বে তিনি প্রস্তুত হইয়া আফিস ঘরে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার কাশির বেগ হয় এবং তাহা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকা হয়। তিনি আসিয়া নাড়ী পান না এবং একটা ইনজেকসন করেন। ডাঃ মিত্র তখন সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। তিনি নিজের নাড়ী পরীক্ষা করেন এবং ডাক্তারকে ইনজেকসনের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইনজেকসনে কোন ফল না হওয়ায় অতঃপর ডা. হরিহর গাঙ্গুলীকে ডাকা হয়। তিনি আসিয়াই একটী ইনজেকসন দেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। ৬-৪০ মিনিটের সময় ডা. মিত্রের শেষ-নিঃশ্বাস বাহির হয়।

ডাঃ মিত্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাহীর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে 'এণ্ট্রান্স' পাশ করিয়া তিনি লাহোরে গমন করেন এবং লাহোর মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ছাত্রাবস্থাতেই ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি লাহোর মেডিকেল কলেজ হইতে 'ডিগ্রী' লইয়া সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হন এবং কিছুদিনের জন্য মধ্য প্রদেশে য্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেনের কার্য্য করেন। সেই সময় কাণপুরে লেডী উডবার্ণের পায়ে একটী অস্ত্রোপচার করিয়া তিনি উডবার্ণ পরিবারের সহিত বিশেষ পরিচিত হন। তৎপর স্যার জন উডবার্ণ যখন বাঙ্গলা দেশের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর নিযুক্ত হন, সেই সময় তাঁহার এবং ... ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ ... তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষে ... কাতায় বদলী হন এবং এজরা হাসপাতালে হাউস সার্জ্জেন নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি বহরমপুরে বদলী হন; তথায় কিছুদিন কার্য্য করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে সার্জ্জারীর অধ্যাপক হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ছুটী লইয়া উচ্চ শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। এডিনবরা হইতে এফ-আর-সি-এস এবং ক্রসেল্‌স হইতে এম-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন এবং ক্যাম্বেলে কিছুদিন কার্য্য করিয়া ... বদলী হন। অতঃপর তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার, স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন। এবং সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া 'কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জ্জেন্স অব বেঙ্গল এণ্ড ক্যালকাটা 'মেডিকেল স্কুলে' সার্জ্জারীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে যখন উক্ত বিদ্যালয় নামান্তর গ্রহণ করিয়া "কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ" হয়, তখন তিনি সার্জ্জারীর অন্যতম অধ্যাপক এবং সার্জ্জেন হন। পরে তিনি উক্ত বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারী হন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে ডাঃ মিত্রই প্রথম বীজাণুনাশক ঔষধাদি, এণ্টিসেপটিক কটন, সার্জ্জিক্যাল কটন, ... প্রভৃতি প্রস্তুত করেন এবং "বিজ্ঞার এণ্টিসেপটীক ড্রেসিং কোং" নামক একটী কোম্পানী নিজনামে স্থাপন করেন। পরে সেই কোম্পানীকে লিমিটেড কোম্পানী করা হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনেক ঔষধাদি সরবরাহ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উপরিউক্ত সার্জ্জিক্যাল দ্রব্য সমূহের প্রস্তুত প্রণালী উত্তমরূপে শিক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার বিলাতে গমন করেন।

তিনি বহুদিবস ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ফাইন্যাল এম-বি পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। তিনি বেঙ্গল কাউন্সিল অব মেডিকেল রেজিষ্ট্রেসনের এবং ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত মেডিকেল কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে সেক্রেটারী ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট মাড়োয়ারী হাসপাতালের ফার্ষ্ট সার্জ্জেন এবং কাশীপুরের নব সুবারবন হাসপাতালের ভিজিটিং সার্জ্জেন ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নম্র ... লোক ছিলেন। ছাত্রগণ তাঁহাকে ... দেখিত। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তিনি মাড়োয়ারী হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলা এবং ইংরাজী ভাষায় দুইখানি সার্জ্জারির বই লিখিয়াছিলেন। অবসর সময়ে তিনি "মুক্তি পথ" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ মিত্রের মৃত্যুতে কলিকাতা নগরী একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে হারাইল।

বিমান প্রতিযোগিতা

মেলবোর্ণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ২০শে অক্টোবর লণ্ডন হইতে মেলবোর্ণ পর্য্যন্ত যে বিমান প্রতিযোগিতা হইবে, সেই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশীয় প্রতিযোগিগণের সাফল্য সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারতীয় বৈমানিক মিঃ পি এম কাবাড়ী বলেন, বৈমানিকগণের অভিজ্ঞতা এবং তাঁহাদের নির্ব্বাচিত বিমানের ধরণ হইতে মনে হয়, প্রথম স্থানের জন্য হল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হইবে এবং তৎপর আয়র্লণ্ড, ইটালী, আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইডেন ও ইংলণ্ড পর পর যাইবে।

"হ্যাণ্ডিক্যাপ রেস্" সম্পর্কে মিঃ কাবাড়ী বলেন, আয়র্লণ্ড জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ডের প্রথম স্থান অধিকার করিবার সমান সম্ভাবনা আছে এবং তৎপর অন্যান্য দেশের সাফল্য সম্ভাবনাও সমান সমান। কিন্তু ভারতবর্ষের সাফল্যের তেমন বিশেষ সম্ভাবনা নাই; কারণ ভারতীয় বৈমানিক একখানি মালবাহী বিমান নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

অতঃপর বিভিন্ন দেশের বিমানের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত ১৮ই আগষ্ট জগতের বৃহত্তম বিমান "ম্যাক্সিম গোর্কী"র কৃতিত্বে জগতে বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ঐ তারিখে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে যে বিমান কৌশল প্রদর্শনী হয়, তাহাতে 'ম্যাক্সিম গোর্কী' ২৩জন আরোহী ও ৪৩ জন যাত্রীসহ ঘণ্টায় ১৪১ মাইল বেগে উড়িয়াছিল; এবং ঐ যাত্রায় "ম্যাক্সিম গোর্কী" ৭টন ওজন বহন করিয়াছিল।

একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

লুধিয়ানার সেসন জজ লালা দেবীদয়াল ধাওয়ান গত ২রা অক্টোবর যশপাল ধাক্কার হত্যাকাণ্ডের মামলার রায় দিয়াছেন।

আসামী মঙ্গল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং তাহার আটজন সঙ্গী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামী মঙ্গল সিং আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিয়াছিল, সে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না—সে একজন উকিলের মুহুরী। তাহার মনিবের সাক্ষ্য দ্বারা তাহার কৈফিয়ৎ যথার্থ প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। দুইজন নাবালক আসামীও মুক্তি লাভ করিয়াছে।

বাচনা নামক এক ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে উক্ত বারজন আসামীকে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়। বাচনার শরীরে ১৭টি আঘাতের চিহ্ন ছিল। সিনিয়র সবজজের এজলাসে বাচনার পক্ষ ও আসামীপক্ষের মধ্যে একটি দেওয়ানী মামলা চলিতেছিল; ঐ মামলা উপলক্ষে উভয়দলে মারামারি হয়। বাচনার পিতা চানান সিংও ৩৬।৩৭টী আঘাত পাইয়াছিল; কিন্তু চানান সিং আরোগ্য লাভ করিয়াছে। বাচনার আর এক ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃবধূও আহত হইয়াছিল।

মাতালের কীর্ত্তি

গত ১৪ই সোমবার ডায়মণ্ডহারবার রোডের পার্শ্বস্থ আমতলীর নিকটে একটা ট্যাক্সীর ধাক্কায় একজন বৃদ্ধ ও একজন হিন্দু স্ত্রীলোক ও একটী মুসলমান বালক নিহত হইয়াছে। এবং কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, দুইজন স্ত্রীলোক, ড্রাইভার, তিনজন পুরুষ ও ট্যাক্সির মালিক একখানি ট্যাক্সীতে চাপিয়া বজবজ হইতে ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে যাইতেছিল। প্রকাশ, তাহারা সকলেই মদ্য পান করিয়াছিল এবং অত্যন্ত জোরে গাড়ীখানি চালাইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে একজন স্ত্রীলোক রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল, গাড়ীখানির ধাক্কায় উক্ত স্থানে সে গুরুতরভাবে আহত হয়।

অতঃপর গাড়ীখানি চলিতে থাকে, এবং বিষ্ণুপুরের তিনমাইল দূরে একটা কাঠের গুদামের সহিত ধাক্কা খায়, ফলে গাড়ীখানির কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং রাস্তার একপার্শ্বে পড়িয়া যায়, তৎপর গাড়ীখানি রাস্তায় উঠিয়া আবার চলিতে থাকে, তখন আবার কয়েকজন লোককে চাপা দেয়, ফলে তিনজন লোক তৎক্ষণাৎ মারা যায়। অপর পাঁচজন লোকও গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। এই সকল লোক আমতলী বাজারে যাতায়াত করিতেছিল।

গাড়ীর দুইজন স্ত্রীলোক আরোহী পলাইয়া গিয়াছে কিন্তু স্থানীয় লোক অপর তিনজন পুরুষ আরোহীকে ধরিয়া বেদম প্রহার করিয়াছে এবং পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়াছে।

এই ঘটনার খবর পাইয়া জেলার পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ঘটনাস্থলে গিয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে, আহত লোকদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ { ১৬ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৯ই অক্টোবর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১৮৯শ সংখ্যা

জার্ম্মাণীতে স্বামী বন

প্রস্তাবিত বক্তৃতাসমূহের তালিকা

(১)

৯ই নভেম্বর পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের যে-সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার তালিকা গতকল্য প্রকাশিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে অবশিষ্ট বক্তৃতাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

আগামী ১২ই নভেম্বর অপরাহ্নে লিপ্‌-জিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা হইবে। তিনি পূর্ব্বাহ্নে বার্লিন পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নে লিপ্‌জিগ্‌ পৌঁছিবেন এবং তথায় অধ্যাপক Dr. Joachim Wach মহোদয়ের অতিথি হইবেন।

— —

১৩ই নভেম্বর অপরাহ্নে হ্যালি (Halle) বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা হইবে। প্রাতঃকালে লিপ্‌জিগ্‌ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজী দ্বিপ্রহরে হ্যালি সহরে উপস্থিত হইবেন এবং রাত্রিকালে অধ্যাপক Dr. H. W. Schomerus মহোদয়ের গৃহে অবস্থান করিবেন।

১৪ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে স্বামীজী হ্যালি সহর পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় লিপ্‌জিগে উপস্থিত হইবেন এবং অপরাহ্নে তথাকার বিদ্বজ্জনগণের সহিত আলাপ করিবেন।

১৫ই নভেম্বর স্বামীজী দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক Dr. Kruger মহোদয়ের অতিথি হইবেন এবং Philosophische Gesell-schaft হলে বক্তৃতা করিবেন।

১৬ই নভেম্বর স্বামীজী লিপ্‌জিগ্‌ পরিত্যাগ করিয়া ড্রেস্‌ডেন সহরে উপস্থিত হইবেন। তথায় অপরাহ্নে Vereinshaus এ বক্তৃতা করিবেন।

১৭ই নভেম্বর স্বামীজী ড্রেস্‌ডেনের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং অপরাহ্নে বিশিষ্টব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবেন।

—

১৮ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে স্বামীজী দর্শন-প্রার্থিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া ড্রেস্‌ডেন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাত্রির ট্রেণে 'প্রাগ্‌', অভিমুখে যাত্রা করিবেন। প্রাগ্‌ চেকোশ্লোভেকিয়া নামক প্রদেশে অবস্থিত।

—

১৯শে নভেম্বর প্রাতে 'প্রাগ্‌'এ উপস্থিত হইয়া অপরাহ্নে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন।

—

২০শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী 'প্রাগ্‌'-এর প্রসিদ্ধ স্থানগুলি পরিদর্শন করিবেন, অপরাহ্নে চেকোশ্লোভেকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবেন এবং অধ্যাপক Dr. Winternitz-এর সহিত অবস্থান করিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১লা অক্টোবর বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কাৎপথ্য ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচারোদ্দেশ্যে বিহার-উড়িষ্যার অন্তর্গত পালামৌ জেলায় ডাল্‌টনগঞ্জ নগরে শুভবিজয় করিয়াছেন। তৎপর-দিবস প্রত্যূষে স্বামীজী মহারাজ ডাল্‌টন্‌গঞ্জ ষ্টেশনে উপনীত হইলে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত একনিষ্ঠ সেবক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, ভক্তিবিলাস মহোদয় স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে স্বামীজী মহারাজকে সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং মোটর-যোগে নিজ বাসায় আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা করিয়া গৃহস্থের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

—

গত ২রা অক্টোবর সন্ধ্যা ৬া ঘটিকার পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবুর যত্নে ও স্থানীয় ভদ্রলোকগণের অত্যাগ্রহে ডাল্‌টন্‌গঞ্জ সহরে অভ্যুদয় হিন্দি-সাহিত্য-সমাজে একটী পারমার্থিক সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহোদয়কে বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী মহোদয় তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ২ ঘণ্টার অধিককাল একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

— —

প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী মহারাজ ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ, সনাতনধর্ম্মের সিদ্ধান্ত, শ্রৌত-পথ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণসেবা প্রভৃতি বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের পরস্পর বৈশিষ্ট্য ও ষড়্‌দর্শনের কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যানুগ গৌড়ীয়গণের অচিন্ত্যভেদাভেদ এবং সেবা-ধর্ম্মেই বাস্তববস্তুর পূর্ণ-দর্শনের বিচার বর্ণন করেন। যেথানে শ্রীভগবানের পূর্ণ দর্শনের কথা তাহাই সনাতন ধর্ম্ম, তাহাই নিখিল চেতনের একমাত্র শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, স্মরণীয়, বন্দনীয় ও কায়মনোবাক্যে সেবনীয়। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করাই সনাতন-ধর্ম্মের অনুসরণ—ইহাই জীবের একমাত্র মৃগ্য—ইত্যাদি বিষয় স্বামীজী মহারাজ সরল ও সহজ ভাষায় অতি সুন্দর-ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী মহারাজের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা-শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন এবং পুনরায় তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী সুললিতকণ্ঠে মহাজনগীতি কীর্ত্তন করেন।

—

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

বিগত ৪ঠা আশ্বিন (১৩৪১), ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৪) শুক্রবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার পরলোকগত পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বত-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ঐদিবস রাত্রিতে শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

— —

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ পদ্মনাভ শুক্র গৌরাব্দ ৪৪৮

রামচন্দ্রপুরী

গুরুর উপর 'গুরুগিরি' করিবার ধৃষ্টতা

শিষ্য হইয়া গুরুর উপর 'গুরুগিরি' করিতে গেলে এবং ছিদ্রান্বেষণ-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে মানবের কি-প্রকার অধোগতি ঘটে, রামচন্দ্রপুরী তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী অপ্রকট লীলা আবিষ্কারের কিছুকাল পূর্ব্বে বিপ্রলম্ভ-ভরে "মথুরা না পাইনু" বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। সেই সময় রামচন্দ্রপুরী নিকটে ছিলেন। এই রামচন্দ্র শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী পাদের শিষ্যত্ব-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও কখনও শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ করেন নাই, সর্ব্বদাই মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। কাজেই শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব কি, কৃষ্ণপ্রেম কি, মহাভাগবতগণের বিপ্রলম্ভভাবের চমৎকারিতাই বা কি প্রভৃতি কিছুমাত্র তাঁহার বোধগম্য হয় নাই। মায়াবাদীর সঙ্গফলে স্বাভাবিক বিনয়-নম্র ব্যবহার পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয় হইতে এমনভাবে লুপ্ত হইয়াছিল যে, তিনি শিষ্য হইয়াও গুরুকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন,—

"তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন॥"

রামচন্দ্র পুরীর উক্ত ব্যবহারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তিনি স্বীয় গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে কৃষ্ণবিরহকাতর দেখিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ স্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক বিচারক্রমে অজ্ঞানে তাঁহাকে প্রাকৃত অভাব জন্য শোক-কাতর মনে করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি করাইতে ব্যস্ত হয়েন।

ধৃষ্টতার ফলে গুরুদেব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

মায়াবাদীর চিদ্বিলাস-বিরোধ-বিচার শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে। তাই রামচন্দ্রের ঐ প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অতিশয় ক্রোধ হইল। রামচন্দ্রপুরী বস্তুতঃপক্ষে ভক্তদ্বেষী। এই ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বলিতে লাগিলেন,—"রে পাপিষ্ঠ, তুই আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যা, কখনও আমার দৃষ্টির মধ্যে আসিস্ না। আরও বলিলেন,—

"কৃষ্ণ কৃপা না পাইনু, না পাইনু মথুরা।
আপন-দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু, মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে॥"

মহদনুগ্রহ ও নিগ্রহের সাক্ষিদ্বয়

গুর্ব্ববজ্ঞার ফলে রামচন্দ্রপুরীর কপাল পুড়িল, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইলেন। শুষ্ক-জ্ঞান বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল আসন গ্রহণ করিল। তিনি ছিদ্রান্বেষণ ও ভক্তগণের নিন্দাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিলেন। পক্ষান্তরে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অপর শিষ্য শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ সর্ব্বক্ষণ গুরুপাদপদ্মের সেবা করিয়া স্বহস্তে তাঁহার মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া শ্রীগুরুদেবের আদেশে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মকে তাহা শ্রবণ করাইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ লাভ করিলেন। তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ বর দিলেন,—কৃষ্ণে তোমার প্রেমধন লাভ হউক।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আশীর্ব্বাদে—

সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী, প্রেমের সাগর।
আর গুরুত্যাগের ফলে,—
রামচন্দ্র পুরী হৈল সর্ব্ব-নিন্দাকর॥

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ—

মহদনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুই জনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইল জগজনে॥

ছিদ্রান্বেষণ ও মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ

রামচন্দ্রপুরী ছিদ্রান্বেষণে ক্রমশঃ এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, তিনি বৈষ্ণববৃন্দকে স্বয়ং খুব বেশী করিয়া আহার্য্য পরিবেশন করিতেন, বিশেষ অনুরোধে খাওয়াইতেন আবার খাওয়া শেষ হইলে তাঁহাদের নিন্দা করিতেন। একবার শ্রীল জগদানন্দের প্রতি তিনি ঐ প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, একদিন মহাপ্রভুর বাসস্থানে প্রাতঃকালে পিপীলিকা দর্শন করিয়া মৎসর-হৃদয় রামচন্দ্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"যখন পিপীলিকা দেখা যাইতেছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ইহারা রাত্রিকালে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করেন, অহো,—বিরক্ত সন্ন্যাসিগণের এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা!"

রামচন্দ্রপুরীর ব্যবহারে ভক্তগণের অন্নত্যাগ

লোকশিক্ষক মহাপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ সম্বন্ধে রামচন্দ্র পুরীকে গুরুবুদ্ধি করিতেন, তাই তিনি পুরীর উক্ত মন্তব্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় সেবক গোবিন্দকে আদেশ করিলেন,—

"আজি হইতে ভিক্ষা আমার এইত নিয়ম।
পিণ্ডা ভোগের এক চৌঠী, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥"

মহাপ্রভুর যে কথা, সেই কার্য্য। তাঁহার সঙ্কল্পের অন্যথা করে কাহার সাধ্য? গোবিন্দ অনন্যোপায় হইয়া সকল বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর আদেশ নিবেদন করিলেন। শ্রবণে সকলের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। সকলেই অতি দুঃখভরে বলিতে লাগিলেন,—"পাপিষ্ঠ রামচন্দ্রপুরী সকল বৈষ্ণবের প্রাণ লইতে বসিয়াছে। কারণ, মহাপ্রভুকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইবে না। তিনি সঙ্কুচিত আহারেরও যখন পুনরায় সঙ্কোচ করিয়াছেন তখন ভক্তগণেরও অর্দ্ধাশনে অবস্থান ব্যতীত গত্যন্তর নাই।" ফলেও তাহাই হইল—

"অর্দ্ধাশন করেন প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥"

রামচন্দ্রপুরীর দুর্ভাগ্য

এইরূপে গুর্ব্ববজ্ঞা ও মায়াবাদি সঙ্গ-ফলে রামচন্দ্রপুরীর স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর চরণে পর্য্যন্ত অপরাধ হইল। মহাপ্রভু বাহিরে তাহাকে সম্মান দিলেও মায়াবাদ আশ্রয়ের ফলে রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর অন্তঃকরণ হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত।

রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব

রামচন্দ্রপুরীর কথায় মহাপ্রভু আহার সঙ্কোচ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া শ্রীল পরমানন্দপুরী ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়নম্রবচনে পরিমিতাহারগ্রহণের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্রপুরীর চরিত্রসম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন,

"রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব।
তা'র বোলে অন্ন ছাড়' কিবা হবে লাভ।
পুরীর স্বভাব, যথেষ্ট আহার করাঞা।
যে না খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥
খাওয়াঞা পুনঃ তারে করয় নিন্দন।
এত অন্ন খাও, তোমার কত আছে ধন?
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াঞা কর ধর্ম্মনাশ।
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ভাস।
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহ করয় সদায়॥
শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ॥"

মহাপ্রভুর চরণে ভক্তগণের প্রার্থনা

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৮।১) বলেন—

"পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥"

ন্যায়ের বচনে দেখা যায়—

"পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্ব্বলবান্" অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পর-বিধিই বলবান্। উক্ত 'পরস্বভাব' শ্লোকে পূর্ব্ববিধি "প্রশংসা করিবে না" এবং পরবিধি "নিন্দা করিবে না" দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে; পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিবে না। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী পূর্ব্ববিধি "অপরের প্রশংসা করিবে না" পালন করিয়াছেন, পরবিধি 'অন্যের নিন্দা করিবে না' পালন করেন নাই। সুতরাং ন্যায় বিচারেও তিনি অন্যায় কার্য্যের আবাহন-কারী। এই রামচন্দ্রপুরীর পরনিন্দা-স্পৃহা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, যে ব্যক্তির শত গুণ আছে তিনি তাহা লক্ষ্য না করিয়া মক্ষিকার ব্রণান্বেষণের ন্যায় ঐ শত-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিতে দোষ আরোপণে সচেষ্ট। সুতরাং ইঁহার বচনে অন্ন ত্যাগ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। মহাপ্রভু, আপনি আমাদের প্রতি কৃপালু। অনুগ্রহ পূর্ব্বক কৃপাপরবশ হইয়া পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আপনি অর্দ্ধাহারে অবস্থান করিলে ভক্তগণ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন।

যতিধর্ম্ম-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ

মহাপ্রভু ভক্তবৎসল। তাই তিনি পরমানন্দপুরী প্রমুখ ভক্তগণের প্রার্থনা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না "সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিলা॥" কিন্তু তথাপি যতিধর্ম্মের প্রতি যতিগণ যাহাতে উদাসীন না হন, তৎপ্রদর্শনকল্পে অর্দ্ধেকও স্বীকারের পূর্ব্বে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"সবে কেনে রামচন্দ্র পুরীরে কর রোষ।
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো তাঁর কিবা দোষ?
যতি হঞা জিহ্বা-লম্পট, অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে
আহার মাত্র খায়॥"

রামচন্দ্রপুরীর পুরী ত্যাগে ভক্তগণের আনন্দ

কিছুদিন ছিদ্রান্বেষণ-বৃত্তিসহ নীলাচলে অবস্থান করিয়া রামচন্দ্র পুরী তীর্থ করিবার জন্য বাহির হইলেন। তচ্ছ্রবণে ভক্তগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহাদের মস্তক হইতে যেন একটা দশমণ ওজনের পাথর নামিয়া গেল। ঐপ্রকার স্বেচ্ছাচারী মায়াবাদী আর তাঁহাদের সেবায় বাধা প্রদান করিতে পারিবে না জানিয়া মহাপ্রভুগত-প্রাণ বৈষ্ণববৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

কপিল

(২)

দেবহূতি কহিলেন,—"হে ভগবন্, ভক্তিযোগ-কথা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি বল। তোমাকে ভুলিয়া সংসার ঘোর মোহনিদ্রায় নিমগ্ন রহিয়াছে; তুমি তাহাকে জাগরিত করিবার জন্য পরম-যোগ-প্রকাশক সূর্যরূপে উদিত হইয়াছ।"

মাতার এই সুভাষিত সুন্দর বাক্যে আনন্দিত হইয়া কপিলদেব আবার কহিতে লাগিলেন,—'মাতঃ, ভক্তি দুই প্রকার; সগুণ ও নির্গুণ; ফল-কামিগণের ভক্তি সগুণ, আর সকলের হৃদয়-বিহারী শ্রীহরির গুণগাথা-শ্রবণমাত্রেই যাহাদের মনোগতি সাগরগামিনী গঙ্গাজল-ধারার মত অক্ষুণ্ণ-লক্ষ্যহীনা হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে সেই পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীহরি-পাদপদ্মেই ধাবিতা হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের যে অহৈতুকী অপ্রতিহতা, নিরবচ্ছিন্না ও নির্মলা আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাই নির্গুণ-ভক্তি। নির্গুণ ভক্তগণ মুক্তিকে 'পিশাচী' নামে অভিহিতা এবং ভুক্তিরূপ প্রকার ভেদমাত্র জ্ঞান করিয়া ত্যাগ করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিরন্তর সেবা ভিন্ন অন্য কিছু চাহেন না। এই অকৈতব ভক্তিযোগকেই 'আত্যন্তিক' বা শুদ্ধভক্তিযোগ বলা হয়। আমার এই ভক্তগণ আমার নাম-সঙ্কীর্তন, সাধুসেবা, সরলাচরণ, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ইন্দ্রিয়দমন, হরিকথা শ্রবণ, মহতের সম্মান, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল আচরণ দ্বারা অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হ'ন।

"যাহারা দ্বেষ-হিংসাদির বশে ইন্দ্রিয়তোষণ জন্য জীবগণের প্রতি নির্দ্দয় আচরণ করে, অথচ আমার অর্চ্চনের ছলনা করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ অর্চ্চন বিড়ম্বনা মাত্র। তাই যতদিন পর্য্যন্ত না স্বীয় হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমার ভগবৎ-স্বরূপের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ উত্তমাধিকার লাভ হয়, তাবৎকাল সাধুপথে শ্রীঅর্চ্চাতে আমার পূজা-বিধান কর্ত্তব্য।

"[illegible] এই জগতে অনন্ত কোটী জীব আছে তন্মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য সকলের মধ্যে চতুর্ব্বর্গাত্মক ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ জন শ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মধ্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতেও, যিনি সর্ব্বকর্ম্মফল অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা হরি-সাধনায় রত, তিনি শ্রেষ্ঠ। হরি-পরায়ণ ভাগবতজন হইতে শ্রেষ্ঠ জীব আর নাই। সকলের উপর হরিভক্তের অক্ষয় আসন

"হরিভক্তিহীন হৃদয় নানা দুঃখ, অভাব ও অশান্তির আলয়। তাহা কদাচিৎ কোন অনিত্য সুখের আশ্রয় হইলেও পরিণামে দুঃসহ সন্তাপে দগ্ধ হয়। হরিবিমুখ বিষয়ীরা মায়ার কবলে ত্রিতাপময় সংসারে এবং যমদণ্ডে যন্ত্রণাময় নরকেই পুনঃ যাতায়াত করে। গর্ভবাস-কালে তাহার আপন দুঃখ দুর্গতির কথা মনে হয়, তখন সে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া বলে,-"হরি হে আমার দুঃখ দূর কর! আমাকে রক্ষা কর আর আমি তোমার সেবা ভুলিয়া বিষয়-সেবা করিব না। আমাকে এইবার ক্ষমা কর।" কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়াই সে আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়; আবার সেই বিষয়-কূপেই মগ্ন হয়, হরিভজন করে না; হরিভক্তের নিকট যায় না; পরন্তু তাঁহার (ঐ হরিভক্তের) দ্বেষ করে। সুতরাং তাহাকে (সেই হরি-বিমুখ হরিভক্তদ্বেষী জীবকে) আবার সেই ভীষণ নরকেই যাইতে হয়। জন্মমৃত্যু-পথেই বৃথা যাতায়াত করিয়া কত কাল কঠোর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। পুণ্যফলে কেহ অনিত্য স্বর্গাদি উন্নত পদবী লাভ করিলেও, পুণ্যক্ষয়ে আবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ ও নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাই, চতুর ব্যক্তি সাধুসঙ্গে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করেন, এবং সাধুসেবায় শুদ্ধ হইয়া পরমভক্তিযোগে হরিভজনে রত হ'ন। হরিভক্তই সকলকে অতিক্রম করিয়া আমার নিত্যানন্দপুরে প্রবেশ করিলে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন।'

ভগবান কপিলদেব নীরব হইলেন ভাগ্যবতী দেবহূতি তাঁহার শ্রীমুখে এই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মোহপাশ-মুক্ত হইলেন। তিনি পুত্রকে সাক্ষাৎ নারায়ণ-রূপে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন।

দেবহূতি বলিলেন,—"হে ভগবন্, তোমার ভক্তগণই ধন্য! চণ্ডালও তোমার শরণ গ্রহণ করিয়া, তোমার একটীবার নাম গান করিবামাত্র ধন্য ও পবিত্র হয়। তোমার নাম যাঁহার রসনায় সদা বর্ত্তমান, তাঁহার কথা আর কি বলিব? অতি নীচকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনিই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বোত্তম। হে কপিলরূপধারী হরি, আমি তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম করি।"

কপিলদেব কহিলেন,—"মা, [illegible] তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, সেই উপদেশ মত তুমি এইবার সাধনা কর। এইরূপ সাধনা অর্থাৎ অকৈতব-ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের আরাধনা হইতেই জীব আপন নিত্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়।"

এই বলিয়া কপিলদেব জননীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। তি[illegible] মুখে গিয়া প্রাকৃত লোকলোচনের অ[illegible] অদৃশ্য হইলেন। যিনি এই কপিল-[illegible] শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কৃষ্ণে মতি দৃঢ়া হয়।

বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের বা অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্মের উপদেশ দাতা কপিলদেব শ্রীবিষ্ণুর আবেশ অবতার। [illegible]কের প্রত্যেক বাক্য ভগবদ্ভাব-[illegible] পূর্ণ। তিনি নিরীশ্বর সাংখ্য-শাস্ত্রকর্ত্তা কপিলদেব হইতে ভিন্ন। নিরীশ্বর সাংখ্য-প্রণেতা কপিল অন্য একজন মহর্ষি। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—

"কপিলং পরমর্ষিঞ্চ যং প্রাহুর্যতয়ঃ সদা।
অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগ-
প্রবর্ত্তকঃ॥"
(বনঃপর্ব্বঃ ২২০।২১)

অত্র নীলকণ্ঠ-টীকায়াম্,—"অতএব কপিলঃ সাং[illegible] নিরীশ্বর-শাস্ত্রং তদ্রূপা যোগস্থস্য প্রবর্ত্তকঃ।" অনেকে ভ্রমবশে এই নিরীশ্বর জীবতত্ত্ব কপিলের সহিত আমাদের আলোচ্য ভগবদবতার কপিলের নামের ঐক্য দর্শন করিয়া গোলযোগ করেন।

"তথা চ নামমাত্রেণ ন ভ্রমিতব্যমিতি।"
শ্রীভগবানের আবেশ দ্বিবিধ—

(১) "ভগবদাবেশ",—যথা, কপিল ও ঋষভদেব।

(২) "শক্ত্যাবেশ"—যথা নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা, সনকাদি।

যাঁহাতে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের কোনও এক শক্তির বিশেষ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাকেই "শক্ত্যাবেশ" বলে। যেমন নারদে ভক্তি-শক্তি; পৃথুতে পালনী-শক্তি; চতুঃসনে জ্ঞানশক্তি; ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, ইত্যাদি। তাঁহাদের আপনা-দিগকে 'ভগবদ্দাস' বলিয়া অভিমান হয়। নরোত্তম জীবমাত্রেই শক্ত্যাবেশ ও অভিমান এইরূপ হইয়া থাকে।

ভগবদাদিষ্ট জীবে এই শক্তি অধিকতর ভাবে প্রকট হয়। [illegible] তিনি আপনাকে 'ভগবান্' বলিয়াই অভিমান করেন। কপিলদেব ও ঋষভদেব আপনাদিগকে 'ভগবান্' বলিয়াই অভিমান করিতেন।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবের মত ও নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা কপিল-দেবের মত ভিন্ন। শ্রীভাগবত-পাঠে জানা যায় যে, [illegible] কপিলের বাক্য [illegible] কীর্ত্তন করেন তাঁহার গরুড়-ধ্বজ ভগবান শ্রীহরিতে মতি দৃঢ়া হয় এবং [illegible] ভগবৎপাদপদ্ম সেবা [illegible] কিন্তু নিরীশ্বর কপিল [illegible] সাংখ্যদর্শন (১।৯২), অর্থাৎ কোনও প্রকারেই ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না, ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তাঁহাকে 'মুক্ত' বলিবে, নয় 'বদ্ধ' বলিবে, তদিতর আর কি বলিতে পার? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই, বদ্ধ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। (সাংখ্য-[illegible] হয়, তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক শাস্ত্রের কি গতি হইবে? তদুত্তর আশঙ্কা করিয়া সাংখ্যকার বলিতে-ছেন,—ঈশ্বর বিষয়ক শাস্ত্রবাক্য সকল মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাত্মক অথবা অণিমাদি-সিদ্ধযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদির উপাসনা-পর। ইহা ব্যতীতও নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনে ভাগবতীয় কপিলের মতের অনেক বিরোধী মতসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্য দর্শন-প্রণেতা নিরীশ্বর কপিলের মতে জড়া প্রকৃতিই জগৎকারণ; ভাগবতোক্ত সেশ্বর কপিলদেবের মত না [illegible] মত তাহা নহে। এইজন্য পদ্ম-পুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের কথা উল্লেখ আছে যথা —

"কপিলো বাসুদেবাংশঃ সাংখ্যং
তত্ত্বং জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্য-
স্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরূপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো
জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্ক-
পরিবৃংহিতম্॥"

সুতরাং কপিল দুইজন—একজন ঈশ্বরাবতার আর একজন নিরীশ্বর। ভগবান্ কপিল ভগবদাবেশাবতার কার্দ্দমি ও বাসুদেবাংশ; [illegible] ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, ভৃগু [illegible] ও ঋষিবর্গ, 'আসুরি' নামক ব্রাহ্মণ ও স্বীয় জননীকে সর্ব্ব-বেদার্থ-সম্বলিত সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। আর নিরীশ্বর কপিল অগ্নিবংশজ; ইনিই নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী 'আসুরি' নামক অপর ব্রাহ্মণকে সর্ব্ববেদবিরুদ্ধ কুতর্ক-পরিপূর্ণ সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। কার্দ্দম কপিল সত্যযুগে আবির্ভূত হন। আর অগ্নিবংশজ কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৶০
পাটনাই (সরেশ)	৪৶০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৶০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৮৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৶০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৶০
আটা 'বি'	৪॥৶০—৪৸০
২নং আটা	৪৶০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	৩৶০—৩।০
সুজি	৪৸৶০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা

১০০ তোলা	৬১৶০
খুচরা	৬১।৶০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৫/১০
গডাল	৩৫৲১০
গিনি	২২

লৌহ ও হার্ডওয়ার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	১৸৶০—৫৸৶০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬।৶০—৬॥৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৫।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন— ৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১॥০
২৬ গেজ ,, ,,	১০৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৶০
আর, পি, ডি,	১০৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টিন ৪১॥ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩॥৶০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড	৮॥০
গ্যাঃ তারের জাল ১। ইঞ্চি ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮।০
টিন পাতি	৬।০—৬।৶০
,, বোলটু (গোল)	৬।০—৬।৶০
,, গরাদে (চোকা)	৬।০—৬৸০
,,গোল রড ৵০—।৶০ সুতা	৫৶০—৬॥০
,, চানা রড-	
চোকা ৵০---।৶০ ঐ	৫॥৶০—৭।০
,, বাকিল কাল	৬।৶০—৮।০

সন্তোষ কুমার মল্লিক এণ্ড সন্‌ লিঃ,
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
নীমতলা ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	॥০	।৶০	।৶	
,,	ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	
,,	সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	১ কলম	১২৲		১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲. সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲,এক কলম ৩৬৲ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০; সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲. এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম", নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ার সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও বালক গ্রহণী প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ।০ আনা, ৩ প্যাক ১।০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী কৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৫—৩	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৩	১৬—৫৪,
রানাঘাট	ছাঃ ৩	৫-৫৭, ৩	৯—১৬,	১১—৪০ ৫	১৬—৩২	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	৩ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৯—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪১
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—[illegible]	১৮—১৩,	২০—৫৫

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রের—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পারমার্থিক গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও জনসমাদৃত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৪১, ১০ই অক্টোবর ১৯৩৪ [১৯০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

প্রতিশোধ গ্রহণ

ত্রিপুরার এক সংবাদে প্রকাশ, ২রা অক্টোবর ১৬নং ডাউন ট্রেণ গুণবতী ষ্টেশন ত্যাগ করার কয়েক মিনিট পর বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী নবাব মোসারফ হোসেনের ভ্রাতার পুত্র মিঃ কহিরুল কাইয়ুম গুণবতী ষ্টেশনের বিশ্রামকক্ষে একজন যুবক কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়ায় এখানে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকাশ, মিঃ কাইয়ুম যখন কয়েকজন মহিলাসহ বিশ্রামকক্ষে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন একজন মুসলমান যুবক তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। এই সময় মিঃ কাইয়ুমের সঙ্গীয় মহিলাগণ চীৎকার করিয়া উঠেন। চীৎকার শুনিয়া ষ্টেশনের কর্ম্মচারীবৃন্দের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহারা ঘটনাস্থলে অগ্রসর হন। কিন্তু ইতোমধ্যেই আক্রমণকারী ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়।

পরবর্ত্তি সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ কাইয়ুমের আক্রমণকারীকে গুণবতীর পূর্ব্বদিকে ঐ দিনের বেলা ১-টার সময় স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার নাম সাথায়াত উল্লা, বাড়ী চৌদ্দগ্রাম থানার সাহেবাড়িয়া গ্রামে অবস্থিত। সে নাকি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিয়াছে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে চিয়ড়া হাইস্কুলের খেলার মাঠের মধ্যে যে গোলমাল হইয়াছে, তাহার সহিত মিঃ কাইয়ুমের সংশ্রব আছে বলিয়া সে মনে করে, এবং সে প্রতিশোধ লওয়ার জন্য এখানে আসিয়াছিল। উক্ত খেলার মাঠের গোলমালের সময় সাথায়াত উল্লা আহত হইয়াছিল।

সাতজন অভিযুক্ত

করাচী হইতে প্রকাশ, ৫ই অক্টোবর ছয়জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে বিচারার্থ এডিশন্যাল সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। প্রকাশ, তাহারা নানাস্থানে চুরি, রাহাজানি করিয়াছে, এবং গত দুই মাসে করাচীতে যে সকল চুরি, রাহাজানি হইয়াছে, তাহার অনেক গুলিই নাকি তাহাদের কীর্ত্তি। তাহাদের মধ্যে একজনের নাম ইয়াকু; এই ব্যক্তি নাকি ইতঃপূর্ব্বে ১৫ বার দণ্ডিত হইয়াছে। ইয়াকু নাকি বোম্বের নামজাদা বদমায়েস। মাস্তবর আগা খাঁর বাঙ্গলো হইতে সে ৬০০০০ টাকা চুরি করিয়াছিল।

আর এক ব্যক্তির নাম ভেক্তালাব পাঠান। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে ১২ বার দণ্ডিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে বোম্বাই হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। বাকি চারিটি পুরুষ ও স্ত্রীলোকটি ও নাকি ইতঃপূর্ব্বে চারি হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত জেল খাটিয়াছে।

আসামীদের অনেকেই শ্মশ্রু গুম্ফ মণ্ডিত ও ফিটফাট সাহেবী পোষাক পরা।

তাহাদের নেতাটি নাকি এখনও গ্রেপ্তারই হয় নাই। এই মামলায় সহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্টের অব্যাহতি

রঙ্গপুরের থানার হাট ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট বসিরুদ্দিন সরকারকে কুড়িগ্রামের মহকুমা হাকিম বিশ্বাস ভঙ্গের দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল যে, তিনি ১৫০ টাকা জল সরবরাহের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া উহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আসামী বলেন ঐ অভিযোগ মিথ্যা।

সাঙ্কেতিক লিপি বাহক ধৃত

ভিয়েনার সংবাদে প্রকাশ, ফ্লারিসডর্ফের উপকণ্ঠে একজন সাঙ্কেতিক আদেশপত্রবাহক ধৃত হইয়াছে। তাহার নিকট প্রাপ্ত এক পত্রের সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করিয়া জানা গিয়াছে, অষ্ট্রিয়ার সর্ব্বত্র সোসিয়ালিষ্ট বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। এই পত্রের মধ্যে বিদ্রোহ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। কোথায় মেসিন গান বসাইতে হইবে, বিদ্রোহদলের সদস্যগণ কোথায় আড্ডা করিবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় পত্রের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন নূতন "রেড ফ্রণ্ট" দলের সদস্যগণের এক তালিকাও ইহাতে ছিল। পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কেবল ভিয়েনায় নহে ইন্সব্রাক, গ্রাজ, লিঞ্জ, এবং অন্যান্য স্থানেও বিদ্রোহ উত্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই সম্পর্কে কতিপয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ আরও বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইবে।

আবগারী কর্ম্মচারীকে মারপিট

আবদুল গণি নামক আবগারী বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনকালে মারপিট করার অভিযোগে চিৎপুর ঘোষবাগানের সীতারাম ও অপর দুইজন লোক শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এফ মামুদের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ১৬ই আশ্বিন বুধবার ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন।

এরূপ প্রকাশ যে, গত ১৫ই জুলাই তারিখে আবদুল গণি আবগারী গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক ইন্সপেক্টার ও অন্যান্য আবগারী কর্ম্মচারী সহ আসামীদের বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা কয়েকটা ঘরে খানাতল্লাসী করার পর আসামী সীতারাম আবগারী বিভাগের লোকজনেরা যাহাতে উক্ত বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিতে না পারে তজ্জন্য বাড়ীর লোকদিগকে উত্তেজিত করে, ইহারা অনুমান ১২জন আবগারী বিভাগের লোকজনদিগকে ঘেরাও করে। আবদুল গণি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সংবাদ দিবার জন্য বাহিরে যাইবার সময় ফটকে প্রহৃত হয়। উক্ত দলের অন্যান্য লোকদিগকে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না। আবগারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল কনেষ্টবলসহ শীঘ্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করেন।

গাঁজা প্রাপ্তি

গত ১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার বনিয়াচঙ্গের (শ্রীহট্ট) কালীবাড়ী চুরির সন্দেহে পুলিশ কালীবাড়ীর নিকটবর্ত্তী শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দেবের বাড়ীতে খানাতল্লাসী করে

প্রকাশ তাহার গো চালার মাটির নীচে প্রোথিত অবস্থায় একটী মাটীর ঘটিতে প্রায় ১০ তোলা পাহাড়ী গাঁজা ও মায়ের বাড়ার একটী ধূপদানি পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ উপেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় নিয়া যায়। পরদিবস শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন তাহাকে ২০০ জামিনে খালাস করেন।

ঐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible] আশ্বিন, বুধবার ১৩৬১

"[illegible] ক্যাবিনেট পেপার" [illegible] একটি [illegible] "[illegible] নিবন্ধ" [illegible] কোনও বিশেষ সংবাদদাতা এই [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।— "কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক [illegible] শাসনতন্ত্র [illegible] না [illegible] প্রস্তাব যে ক্যাবিনেট পেপারের পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত সম্ভবপর হইবে না ইহা সুস্পষ্ট।" ইহার কারণ সম্বন্ধে লেখক বলেন, ভারতীয় রাজ্যের যে সর্ববশেষে হিসাব দাখিল হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে [illegible] হইবে [illegible] এক বৎসরের [illegible] আন্তর্জাতিক [illegible] [illegible] সম্ভবপর নহে।

* * *

[illegible] লেখক বলেন ১৯৪৬-এর সালে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে মাত্র কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের বাজেটে মোট ৪৬ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। সঙ্ঘ শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিতে আনুমানিক ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে। [illegible] সমূহকে স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভরশীল করিতে [illegible] অতিরিক্ত দুই কোটি টাকা এবং [illegible] বিচ্ছিন্ন করার দরুণ লাগিবে আরও [illegible] কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কিছু অতিরিক্ত টাকা থাকা দরকার, বর্ত্তমান রাজস্বের উপর শতকরা [illegible] টাকা ধরিয়া ধরিলা সেই বাবদে লাগিবে আরও ছয় কোটি টাকা। লেখকের মতে এই মোট ১০কোটি টাকা উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে, [illegible] সিদ্ধান্ত এই যে, হয় বর্ত্তমানে [illegible] কার্য্যে পরিণত করিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইবে অথবা স্কীমটিকে কোন কোন দিক দিয়া পরিবর্ত্তন করা অপরিহার্য্য হইবে।

* * *

ক্যাবিনেট পেপারের প্রস্তাবগুলি কবে প্রবর্ত্তন করা হইবে তাহা সরকারীভাবে বলা হয় নাই। সেই সময় আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক না থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক পরিকল্পনার [illegible] আছে ক্যাবিনেট [illegible] বলিয়াই বলা হইয়াছে। [illegible] শীঘ্রদিকে কমেন্ট [illegible] রিপোর্ট বাহির হইবে

[illegible] নূতন শাসন তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন। কাজেই লেখক বলেন, প্রকৃত অবস্থা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত না করা হইলে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনে বিলম্বের ফলে পরবর্ত্তী ও অন্তত হয় ত' অন্যায় [illegible] সৃষ্টি হইবে। আশা করি সরকারী রিপোর্টে সকল কথা স্পষ্টভাবে পাওয়া যাইবে।

গত ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে শ্রীমতী [illegible] সিংহের উদ্যোগে একটি নারী শিল্প প্রদর্শনী হয়। প্রদর্শনীতে নানাপ্রকার [illegible], কার্পেটের ছবি ও আসন জাতীয় কাজ, কাগজ কাটা ছবি, পেন্টিং টেবিলক্লথ, ব্লাউস, পুঁতির কাজ, খেলনা, ঝিনুকের ফুল তুলার ছবি ইত্যাদি ছিল। এই প্রকার প্রদর্শনী দ্বারা মহিলাগণ শিল্পোন্নতিতে মনোযোগ করিলে দেশে দারিদ্র্য নাশ হইতে পারে। উপস্থাপের অভাব যেন [illegible] না থাকিয়া পরিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উক্ত গভর্ণর বাহাদুর ঐ দিবস চন্দননগরের 'কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দির'ও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই শিক্ষা মন্দিরের সাধারণ শিক্ষার সহিত এই বিষয়ের শিক্ষার শ্রেণীগুলি এবং মেয়েদের নানা প্রকার শিল্প কার্য্য দেখিয়া ও সঙ্গীত ও বাদ্য সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি এই শিক্ষা মন্দিরের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশা দিয়া যান।

গত ২রা অক্টোবর, সন্ধ্যা ৭টার সময় বাংলা সরকারের গভর্ণর বাহাদুর মাননীয় [illegible] তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী, চন্দননগরের এডমিনিষ্ট্রেটর, পুলিশ কমিশনার এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সহ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ পরিদর্শন করিয়াছেন। প্রবর্ত্তক মন্দিরে সহরের মেয়র ও বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তথায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ গভর্ণর বাহাদুরকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। উত্তরে তিনি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের গঠনমূলক জনহিতকর কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৎপরে তাঁহাকে সদলবলে সঙ্ঘের নানাবিধ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মকেন্দ্র প্রদর্শন করা হয়। গভর্ণর বাহাদুর সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অতি আগ্রহের সহিত পরিদর্শন করিয়া সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়কে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ৮টার পর বিদায় গ্রহণ করেন।

পয়গম্বরের প্রত্যাদেশ

আবদুল মালেক (সভাপতি)
দারুল আমান)

পাঞ্জাবের হাসারা জিলার অধিবাসী আবদুল রহিম পাঠান নামক এক ব্যক্তি করাচীর মহারাজ নাথুরাম নামক জনৈক ইতিহাস লেখককে "পয়গম্বরের প্রত্যাদেশের" অনুবর্ত্তী হইয়া ছুরিকাঘাতে আদালত কক্ষে হত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ।

নানা দর্শ্মের পরিচিতিখানা এক বিশাল [illegible] নিন্দা [illegible] খুন এই প্রকার কয়েকটা হইয়া গেল, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

এই খুন খারাবীগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট ভাবিবার বিষয় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দুনিয়াতে এমন কোন মহাপুরুষ জন্মান নাই, যাহার চরিত্রে প্রতিপক্ষ কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই। ইছলামের মহাগুরু মহামানব হজরত মোহাম্মদও এই সাধারণ পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হন নাই। ইছলামের প্রতিপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে হীন প্রচারকার্য্য করিয়াছে, ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক তাঁহাকে দেশত্যাগী করিয়াছে, এমন কি তাহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করিতে বহুবার নানা চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কোন দিনই তিনি ঐ সমস্ত নিরুদ্ধবাদীদের শঠতা, নীচতা ও কাপুরুষতার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করেন নাই; বিশেষ করিয়া যখন ঐ সব তাঁহার নিজের বেলায় কৃত হইয়া থাকিত। তিনি শত্রু প্রতি চির ক্ষমাশীল ছিলেন ও তাহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনার্থ বিশ্বপতি জ্ঞানময় আল্লার নিকট দোয়া প্রার্থনা করিতেন।

কেবলমাত্র মুসলিম মণ্ডলীর উপর বিপক্ষদল আক্রমণ করিয়া উহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা করিলে ঐ মহামানব আত্মরক্ষার সাধারণ নিয়মের অধিকারে কয়েকবার অস্ত্রধারণ ও শক্তিপ্রয়োগ করিয়াছেন ও ইছলামের অনুবর্ত্তী দিগকে অনুরূপ অবস্থায় উহা করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন দিনই হীনতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই ও কাহাকেও ইহা করিতে আদেশ দিয়া যান নাই।

আমরা দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিতেছি যে, এই ঘৃণ্য ও হীনতাত্মক মনোবৃত্তি যাহা পয়গম্বরের জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহা কখনও তাঁহার "প্রত্যাদেশ" হইতে পারে না।

আমরা অত্যন্ত বিনয় ও পরিতাপের সহিত আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতাগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, সত্যের আকর মহাসমুদ্রসদৃশ ইছলামের জ্ঞানভাণ্ডার সমালোচনার দুই দশটা ঢিল নিক্ষিপ্ত হইলে কি ইহা বিশুদ্ধ হইয়া যাইবে? "মসী সমালোচনার জওয়াব মসীতেই দিতে হয়, অসিতে নয়", এই সাধারণ [illegible] কি মুসলিম সমাজ ভুলিয়া গেল? যদি ইছলামের জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা এত অল্পই হয়, তবে ইহা কি একপ্রকার হীনতামূলক হত্যাকাণ্ডের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিবে? কখনই নহে।

আমরা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের এই মহামিলনের দিনে, হিন্দু দর্শনের "সত্য বল, প্রিয় বল, অপ্রিয় সত্য বলিও না" এই নীতি-কথা মনে রাখিয়া, বিশেষ করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও মহাজনদের কথা সুরুচিসঙ্গতভাবে সাবধানে সমালোচনা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে কি আশা করি পারি না? ইঁহাদের দায়িত্ব বেশী।

মহারাজ নাথুরাম ও পাঠান আবদুল রহিমের মসী ও অসির পশ্চাতে যদি হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন "নাটাগের গুরু" থাকিয়া থাকে, তবে ইহা প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে নিঃসন্দেহরূপে ও নিশ্চিতভাবে ঘৃণার্হ। হয়ত বা কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে।

আমরা মুসলিম সমাজের আলেম ও নেতৃবৃন্দ, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে এই প্রকার ইসলামের কলঙ্ক ও নিন্দাত্মক মনোবৃত্তি অচিরে যাহাতে আমাদের মুসলিম সমাজ হইতে বিদূরিত হয়, তৎপ্রতি সকলে যেন যত্নবান হন।

পরিশেষে আমরা মৃত মহারাজ নাথুরামের পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার আত্মার সুশান্তি ও সদ্গতি কামনা করিতেছি এবং আবদুল রহিম শ্রেণীর ভ্রান্ত ও বিপথগামী লোকের হেদায়েত (হৃদয় আলোকিত হওয়া) আল্লার সমীপে প্রার্থনা করিয়া উপসংহার করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৩শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১০ই অক্টোবর ইং ১৯৩৪ বুধবার { ১৯০শ সংখ্যা

অষ্ট্রিয়ায় প্রচারে স্বামী বন

প্রস্তাবিত বক্তৃতাসমূহের তালিকা

(১)

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ জার্ম্মাণী ও জেকোশ্লোভেকিয়ায় (Czechoslovakia) যে-সকল বক্তৃতা দিবেন, তাহার তালিকা গত ১৮৮ ও ১৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে অষ্ট্রিয়ায় প্রস্তাবিত বক্তৃতা সমূহের তালিকা আংশিকভাবে প্রদত্ত হইতেছে।

— —

আগামী ২১শে নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে জেকোশ্লোভেকিয়ার 'প্রাগ্' পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপাদ বন মহারাজ অষ্ট্রিয়ার ইয়েন (Wien) নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন এবং অপরাহ্নে এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন।

—— •

২২শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী Wienএ অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবেন। সায়ংকালে তথাকার বিদ্বদ্গুলীর সহিত স্বামীজীর আলাপ হইবে।

২৩শে নভেম্বর স্বামীজী Wien পরিত্যাগ করিয়া Munchenএ উপস্থিত হইবেন। সন্ধ্যাকালে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা হইবে। এই স্থানে স্বামীজী Dr. Thierfelderএর অতিথি হইবেন।

২৪শে নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে স্বামীজী Munchenএর প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিবেন এবং অপরাহ্নে বিদ্বদ্গুলীর সহিত আলাপ এবং দর্শকমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩রা অক্টোবর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিবর শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ পালামৌ জেলায় ডাল্টনগঞ্জ সহরে স্থানীয় "দুর্গাবাড়ী"তে হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজী মহারাজের পাঠ শ্রবণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ চিত্তাকর্ষিণী ভাষায় বর্ণন করেন যে—পুরাণসমূহের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র নির্ম্মল। ইনি বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্য জ্ঞান বর্ণিত আছে। বিরাগ-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। জগতে অনন্ত শাস্ত্র বিরাজিত। কোন শাস্ত্র কর্ম্ম কোন শাস্ত্র জ্ঞান, কোন শাস্ত্র যোগ, কোন শাস্ত্র মিশ্রিতভাবে ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মানবের পরমায়ুঃ অল্প, তাহাতে আবার মানবগণ কলিহত, ত্রিতাপক্লিষ্ট। এই সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাহাদের পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নিখিল শাস্ত্রের নির্য্যাস। সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিলে জীবের মঙ্গলোদয় হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্ববেদান্তের সার, ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, মহাভারতের যথার্থ তাৎপর্য্য নির্ণয়কারী, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সমৃদ্ধিত। যাঁহারা একবার শ্রীমদ্ভাগবতের রসামৃতলাভে লুব্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের আর কখনও অন্য শাস্ত্রে আসক্তি থাকে না।

— —

শ্রীগোলোক বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চগত লীলা অপ্রকট করিলেন তখন জীবের মঙ্গলসাধনের জন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন এই পুরাণ-প্রভাকর কলিকালে নষ্ট-দৃষ্টি পুরুষদিগের প্রয়োজন-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কৃপা পূর্ব্বক উদিত হইলেন। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-ক্লেশ নিবৃত্ত হয়। সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস জগতের অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ বিশেষ প্রকাশ করিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

— —

হে অপ্রাকৃত-রসরসিক ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া শিষ্য-প্রশিষ্যাদি পরম্পরাক্রমে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে অবতীর্ণ পরমানন্দময়, ত্বক্ অস্থি প্রভৃতি হেয়াংশ-রহিত, তরল পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্পতরুর প্রপক্ক ফল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন—ইত্যাদি বিষয় স্বামীজী মহারাজ অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে অপূর্ব্ব শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

তৎপর দিবস স্বামীজী মহারাজ ডাল্টনগঞ্জ সহরে মাড়োয়ারী পুস্তকাগারে হিন্দি ভাষায় মাড়োয়ারী মহলে শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে নন্দ যশোদা-দুলাল শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় "নামাপরাধ" সম্বন্ধে প্রায় ১॥ দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন। পূর্ব্বসপ্তাহের অধিবেশনেই এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। এই সপ্তাহে তাহারই কতক পুনরাবৃত্তি করিয়া বক্তৃমহোদয় আরও কিছু নূতন কথা বলেন। শুদ্ধনামগ্রহণেই জীবের চরম মঙ্গল-লাভ হয়, কিন্তু শুদ্ধ নাম করিতে হইলে নামাপরাধ ও নামাভাসের বিচার জানা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে বক্তৃমহোদয় প্রথমাপরাধ 'সাধুনিন্দা' সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। 'সাধুনিন্দা' বলিলেই সাধু ও অসাধুর পার্থক্যের বিষয় আনুষঙ্গিকভাবেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং তিনি সাধুর লক্ষণ কি, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া সাধুকে অসাধু-জ্ঞান এবং অসাধুকে সাধুজ্ঞান উভয়ই যে অপরাধজনক তাহা সকলকে জানাইয়া দেন। বিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরম প্রীত হন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী ১৫ই অক্টোবর সোমবার হইতে ২৩শে অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ পদ্মনাভ বৃহস্পতি অনিরুদ্ধ ৪৪৮

পূজাবকাশ

পূজাবকাশ আগতপ্রায়। তাই আমাদের আর আনন্দ ধরে না। কেহ চাকরীতে, কেহ পাঠাভ্যাসে, কেহবা ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্বৎসর সুখে বা দুঃখে অতিবাহিত করিয়া আজ প্রায় সকলেই পূজাবকাশ পাইয়াছেন। সকলে এই সুবর্ণসুযোগ-লাভে আত্মহারা হইয়া সানন্দে পূজোপকরণ-সংগ্রহে ব্যস্ত; দীন দুঃখী ধনী দরিদ্র-নির্বিশেষে জগদ্ব্যাপী পূজার কথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত! পূজাতে যে আনন্দ আছে একথা বোধ হয় এখন সকলেই অল্পবিস্তর উপলব্ধি করিতেছেন। আমরা অনিত্য বস্তুর সেবায়, মায়ার সেবায় অর্থোপার্জ্জনে, পাঠাভ্যাসে, পরিবার-পোষণে সর্ব্বদাই উদগ্রীব; অনিত্য-বিষয়াভি-নিবেশবশতঃ নিত্য বস্তুর সন্ধানে উদাসীন হইয়া আমরা প্রায় সকলেই আমাদের নিত্য-সেবা, নিত্য-পূজা, নিত্য প্রভুর পূজায় বা সেবায় অন্যমনস্ক এবং তজ্জন্যই আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অশান্তি!

কৃষ্ণ পরম দয়ালু। তাই আজ তিনি আমাদিগকে সম্বৎসরের পর পূজাবকাশ দিয়া তাঁহার পূজায় অবকাশ বা অবসর দিয়া আমাদের মঙ্গলবিধানের উপায় সৃজন করিয়াছেন। মায়ার চাকরী বা ভূতের বেগার খাটিয়া এবং তদ্দ্বারা নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া আমরা ত্রিতাপজননী বা মৃত্যুসর্পকে আহ্বান করিতেছি দেখিয়া বিষ্ণু ভগবান্ সেই মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছেন। পূজা অর্থে—সেব্যের সেবা বা সেব্যের সুখবিধান বুঝায়। এই সেবাসুযোগ বা পূজা-সুযোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বটে কিন্তু এই সৌভাগ্য-বরণে কয়জন প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহার সংবাদ কি কেহই আমাদিগকে দিবেন না? আমরা যদি পূজাবকাশ পাইয়া বা সেবার সুযোগ পাইয়া তাহাকে ভোগাবকাশ মনে করত স্বেন্দ্রিয়তর্পণে এই সুবর্ণ-সুযোগের অপব্যবহার করি তাহা হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না।

কৃষ্ণের দয়ার আর শেষ নাই। তিনি আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ দয়া করিতেছেন, আমাদিগকে নিত্য আনন্দ বা চিদানন্দের অধিকারী করিবার জন্য নিত্যানন্দলাভের একমাত্র উপায় পূজাবকাশ বা সেবাবকাশ প্রতি বৎসরে, প্রতি মাসে, প্রতি দিনে, প্রতিক্ষণে দিতেছেন কিন্তু আমরা আনন্দের কাঙ্গাল হইয়াও সেই পূজানন্দ বা সেবানন্দ-গ্রহণের জন্য উৎসুক কয়জন? পূজাবকাশ পাইয়া আমরা পূজাসুখে নিত্যানন্দ-লাভের জন্য, নিত্যকাল নিত্য সুখে কাটাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি কয়জন? তাই বলি, আমরা কি আনন্দ চাই! আমরা কি সেবা চাই!! আমরা কি পূজাবকাশে পূজ্যের বা সেব্যের আসন ছাড়িয়া—ভোক্তাভিমান ছাড়িয়া পূজক বা সেবকের আসন গ্রহণ করিতে চাই!!!

আমাদের পূজাবকাশ আসিতেছে বটে, কিন্তু পূজা, পূজক ও পূজ্যের স্বরূপ-জ্ঞান বা নিত্যত্ব জ্ঞান আমাদের না থাকায় আমরা পূজাবকাশে ভগবানের দয়ার পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না. আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য, ইহ-পরকালের একমাত্র কৃত্য পূজায় অবসর পাইয়াও তাহাতে উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছি। তজ্জন্যই মায়াদেবী আমাদিগকে নিত্যকাল পূজাবকাশ না দিয়া পুনরায় মায়ার কারাগারে বা পশুবৃত্তি ভোগে প্রমত্ত করাইতেছে, গোলামের গোলামী করাইবার জন্য আকুল করিয়া তুলিতেছে। তাই বলি, আমার বন্ধুবর্গ কি কেউ পূজাবকাশের গূঢ় অর্থ বুঝিবে না?. কেউ কি ভগবানের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজক বা সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবলিদান দিয়া পূজাবকাশের সার্থকতা-প্রদর্শন-মুখে নিত্য পূজায় অধিষ্ঠিত হইবেন না?

পূজা দ্বিবিধা—মায়াপূজা ও কৃষ্ণপূজা। মায়ার পূজা পূজা নহে, তাহা পূজার নামে ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণ আর কৃষ্ণ-পূজাই পূজা এবং তাহাতেই জীবের নিত্যানন্দ-লাভ। কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান্ এবং নিত্য সেব্য বস্তু। আর আব্রহ্মস্তম্ব আমরা সকলেই সেই কৃষ্ণের সেবক এবং কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সেবাই আমাদের—পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গ, রক্ষ, যক্ষ, মানব, ব্রহ্মা, শিব-দুর্গাদি দেবতা সকলেরই একমাত্র কৃত্য। সেব্য কৃষ্ণ নিত্য, কৃষ্ণের সেবা নিত্য এবং কৃষ্ণের সেবক আমরাও নিত্য। সেইহেতু জীবের স্বরূপে সেবাবকাশ নিত্যই বিরাজিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভোগোন্মুখ আমরা সেবাবিমুখ হওয়ায় ভগবৎসেবায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে পারি না বা ভগবৎসেবায় আমাদের সময় নাই। তজ্জন্যই ভগবান্ আজ কৃপা করিয়া আমাদিগকে পূজাবকাশ দিয়াছেন। আমরা মায়ার পূজা সম্বৎসরই করি এবং সেই মায়ার পূজা নামক ভোগকেই আমরা বহুমানন করি বলিয়া পূজাবকাশে ভগবৎসেবার কথা চিন্তা না করিয়া এই পূজাবকাশকে ভোগাবকাশেই পরিণত করি। ভগবান্ আমাদিগকে সেবাধনে ধনী করিতে চাহিলেও ঐ সেবা-সুযোগকেও ভোগের প্রকার-ভেদ মনে করিয়া আমরা কেবল বঞ্চিত হই, এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য!

পূজাবকাশ পাইয়া আমাদের আনন্দ হইতেছে বটে, কিন্তু এই আনন্দ কতদিন! আমরা যাহাকে পূজানন্দ বলিয়া মনে করিতেছি তাহা যে ক্ষণিক আনন্দ বা দুঃখেরই সুখরূপী চর তাহা কি আমাদের বন্ধুবর্গ কেহই আলোচনা করিবেন না? তাই বলি হে আমার বন্ধুবর্গ! এই পূজাবকাশের সুযোগ পাইয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য, ধামবাসী হইয়া নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেরিত ভগবদবতার শ্রীগুরুদেবের নিত্যসেবক হইবার আশায় মায়াকর্ত্তৃক বিশেষরূপে পরাস্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে বিশেষরূপে জয় করিবার জন্য অর্থাৎ মায়ার সেবা-পূজা হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ বিজয়ার পূর্ব্বেই আত্মবলি দিবার জন্য আমরা কি কেউ প্রস্তুত হইব না? আমরা যদি মায়াকে জয় করিতে না পারি—বিজয়ার দিনে যদি ভগবদবতার রাম বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণানুগত্য স্বীকার না করি বা তাঁহার গৃহে না যাই তাহা হইলে ভোগের মূর্ত্তবিগ্রহ রাবণরূপী দেহ-মনের হস্ত হইতে, স্বজনাখ্য দস্যু বা রাবণ-বংশধর আমার আত্মীয়বর্গের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে কে? পূজাবকাশের পর মায়ার চাকুরীতে যোগদান না করিবার ক্ষমতা বা প্রেরণা আমার হৃদয়ে আনিয়া দিবে কে?

পূজাবকাশ অর্থে—পূজার ছুটী বা পূজা হইতে ছুটীই বদ্ধজীবের লক্ষিতব্য বিষয়। পুতুল পূজকের পুতুল-পূজায় বা পুতুল-খেলায় নিত্যত্ব না থাকায় সেই পৌত্তলিক-গণ এইরূপ মনঃকল্পিত পূজা ও পূজার আবাহন করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা ভগবানের ভক্ত এবং শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসী তাঁহারা জানেন যে, পূজা ও পূজকের নিত্যত্ব চিরকালই আছে, সুতরাং পূজা হইতে অবসর হইতেই পারে না। কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তিগণেরই এরূপ ধরণের অসম্ভব কথার ছায়া হৃদয়ে স্থান পায়। তাই বলিতে-ছিলাম, পূজাবকাশ—পূজা হইতে অবকাশ বা ভোগাবকাশ নহে, ইহা পূজার অবকাশ বা সুবর্ণ-সুযোগ।

পূজা বা সেবা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই একথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া ভোগাগার গৃহে বসিয়া থাকা উচিত নয়। আমাদিগকে যাঁহারা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা এসব কথায় কর্ণপাত করুন বা নাই-ই করুন্ তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই কিন্তু যাঁহারা আমাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে কেউ কি এই ভগবৎ-প্রদত্ত পূজাবকাশ গ্রহণ করিয়া ভগবান্ গুরুদেবের নিকটে সেবা-ভিখারী হইবেন না?.. সকলেই কি এই সুযোগকে ভোগাবকাশ মনে করিয়া মায়ার পদানত থাকিবার জন্য তাঁহার চাকরীতেই যোগদান করিবেন? ভগবান্ গুরুরূপে কৃষ্ণের চাকরীতে নিযুক্ত করিবার জন্য চাকুরী-খালির বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও আমরা কি কেউ মায়ার চাকরীকে চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার চাকরীতে চিরকালের জন্য নিযুক্ত হইব না? আমরা গুরুর কুকুর; তাই ঘেউ ঘেউ করিয়া আমাদের বন্ধুবর্গকে বিরক্ত করিতেছি। আমাদের কাজ আমরা করিলাম। সকলেই যেন নিজের নিজের কাজ করেন, অবহেলা পূর্ব্বক পূজাবকাশ বা সেবাসুযোগ যেন কেউ পায়ে ঠেলিয়া না দেন—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

নবদ্বীপ-পঞ্জিকা

বার মাসের নাম

১। মধুসূদন (বৈশাখ)
২। ত্রিবিক্রম।
৩। বামন।
৪। শ্রীধর।
৫। হৃষীকেশ।
৬। পদ্মনাভ।
৭। দামোদর (কার্ত্তিক
৮। কেশব।
৯। নারায়ণ।
১০। মাধব।
১১। গোবিন্দ।
১২। বিষ্ণু (চৈত্র)

সাত বারের নাম

১। বাসুদেব (রবিবার)
২। সঙ্কর্ষণ।
৩। প্রদ্যুম্ন।
৪। অনিরুদ্ধ।
৫। কারণোদশায়ী।
৬। গর্ভোদশায়ী।
৭। ক্ষীরোদশায়ী। (শনিবার)

মথুরা

ঊর্জ্জাব্রতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান

ঊর্জ্জা বা কার্ত্তিকব্রত নিকটবর্ত্তী। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই হৃদয় এই ব্রত-পালনের জন্য উদ্বেলিত হইতেছে। হইবারই কথা, কারণ এই ব্রতের মাহাত্ম্য সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। ঊর্জ্জাব্রতের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে অনেক পুরাণে অনেক শ্লোক আছে, তন্মধ্যে নিম্নে স্কন্দ-পুরাণ ও পদ্মপুরাণ হইতে কয়েকটী শ্লোক সানুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে।

কার্ত্তিকমাস-মাহাত্ম্য

কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য কোট্যংশেনাপি
নার্হতি।
সর্ব্বতীর্থেষু যৎস্নানং সর্ব্বদানেষু যৎ ফলম্॥
একতঃ সর্ব্বতীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ
সদক্ষিণাঃ।
একতঃ পুষ্করে বাসঃ কুরুক্ষেত্রে হিমাচলে॥
মেরুতুল্যা সুবর্ণানি সর্ব্বদানানি চৈকতঃ।
একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা
কেশবপ্রিয়ঃ॥
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য
কার্ত্তিকে।
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদ
কার্ত্তিকং খলু বৈ মাসং সর্ব্বমাসেষু
চোত্তমম্।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনম্॥

মর্ম্মানুবাদ

সর্ব্বতীর্থে স্নানে যে ফল হয়, সর্ব্ব-প্রকার দানে যে ফল হয়, সেই সকল ফল কার্ত্তিক মাসের ফলের কোট্যংশের একাংশেরও সমান নহে। একদিকে সকল তীর্থ, দক্ষিণার সহিত সমুদয় যজ্ঞ, পুষ্কর-কুরুক্ষেত্র-হিমালয়াদিতে বাস, মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার দান, আর অপর দিকে কেশবপ্রিয় কার্ত্তিক মাস। বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া কার্ত্তিকমাসে যে কিছু পুণ্যকর্ম্ম করা হয়, তৎসমুদয়ের ফল অক্ষয়, অর্থাৎ তাহার ফল বিনাশ হয় না। কার্ত্তিকমাস সকল মাসের মধ্যে উত্তম, কার্ত্তিকের পুণ্য সকল পুণ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুণ্য এবং এই মাস পবিত্র সকলের মধ্যে পরম পবিত্র।

কার্ত্তিক-মাসের সাধারণ কৃত্য

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কার্ত্তিকের তুল্য মাস নাই। এই মাসের পুণ্য যেমন অক্ষয়, অপর দিকে পাপ-কর্ম্ম করিলে তাহার ফলও অক্ষয়, অর্থাৎ এই মাসে পাপকর্ম্ম করিলে অনন্তকাল কষ্টভোগ করিতে হইবে। এই মাসের এত মাহাত্ম্য কেন?—দামোদরপূজার জন্য। তাই এই মাসের কৃত্যসম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

"কার্ত্তিকেঽস্মিন্ বিশেষেণ নিত্যং কুর্ব্বীত
বৈষ্ণবঃ।
দামোদরার্চ্চনং প্রাতঃস্নানদানব্রতাদিকম্।
তথা দিন-বিশেষে যদ্-ভগবৎপূজনাদিকম্
কুর্য্যাদ্-বিধিবিশেষেণ লেখামগ্রে
বিবিচ্য তৎ॥"

বৈষ্ণব বিশেষ করিয়া এই কার্ত্তিক মাসে দামোদরের নিত্য অর্চ্চন, প্রাতঃস্নান, দান ও ব্রতাদি কার্য্য করিবেন। তথা দিন-বিশেষে যে ভগবৎপূজনাদি করিতে হইবে, প্রথমেই তাহা লেখ্যবিশেষদ্বারা ঠিক করিয়া নিয়মানুসারে করিতে হইবে।

কার্ত্তিকব্রত না করিবার ভীষণ পরিণাম

কার্ত্তিকব্রত না করিলে যে ভীষণ শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে মাত্র কয়েকটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি—

"দুষ্প্রাপং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্ত্তিকোক্তং
চরেন্ন হি।
ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ স মাতৃপিতৃঘাতকঃ॥"

যে ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকোক্ত ধর্ম্ম আচরণ না করে, সে ব্যক্তি পিতৃ-মাতৃ-হত্যার পাপে পতিত হয়।

"কৃতং যদি ন বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং
ব্রতম্।
জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং বিধিবৎ
সমুপার্জ্জিতম্।
ভস্মীভবতি তৎসর্ব্বমকৃত্বা কার্ত্তিকব্রতম্॥
যদ্দত্তঞ্চ পরং জপ্তং কৃতঞ্চ সুমহত্তপঃ।
সর্ব্বং বিফলতামিতি অকৃত্বা কার্ত্তিকে
ব্রতম্॥"

কোন ব্যক্তি জন্মাবধি যথাবিধি যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, সে যদি কার্ত্তিক-ব্রত না করে, তাহা হইলে তাহার সেই পুণ্য ভস্মীভূত হয়। কার্ত্তিকব্রত না করিলে যাবতীয় দান, জপ ও সুবৃহৎ তপস্যার ফল বিফলতা প্রাপ্ত হয়।

কার্ত্তিকব্রত না করিলে শুধু একজন্মের নহে, সাত জন্মের পুণ্য বিনষ্ট হয়। যথা—

'সপ্তজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং বৃথা ভবতি নারদ।
অকৃত্বা কার্ত্তিকে মাসি বৈষ্ণবং ব্রতমুত্তমম্॥

মথুরায় ঊর্জ্জাব্রত

উপরে ঊর্জ্জাব্রতের সাধারণ মাহাত্ম্য যৎসামান্য বর্ণিত হইয়াছে। ব্রতকারীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হয়, মথুরায় ব্রত করিতে পারিলে। শ্রী... পুরাণে দেখিতে পাই,—কুরুক্ষেত্রে কার্ত্তিক-ব্রত করিলে সাধারণ স্থান অপেক্ষা কোটি-গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে; গঙ্গাতেও কুরুক্ষেত্রের ন্যায় কোটিগুণ ফল; আবার পুষ্কর ও দ্বারকায় তাহা অপেক্ষাও অধিক ফল। কিন্তু মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল দিয়া থাকেন, কারণ এই মথুরায়ই শ্রীকৃষ্ণের দামোদরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। কার্ত্তিকে মথুরায় পূজা ও স্নানাদিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বৃদ্ধি হয়; সুতরাং মথুরা কার্ত্তিকব্রত পালনে ফলের পরাকাষ্ঠা হইয়া থাকে। যেমন মাঘ মাসে প্রয়াগ ও বৈশাখমাসে জাহ্নবী সেবনীয় হন, তদ্রূপ কার্ত্তিক মাসে মথুরা সেবনীয়া; কার্ত্তিক মাসের পক্ষে মথুরার ন্যায় উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই। এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ও প্রমাণ আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

আনন্দ-সন্দেশ

অদ্য উপসংহারে সর্ব্বসাধারণকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অন্তরঙ্গ-পার্ষদ-বৃন্দসহ এবার ঊর্জ্জাব্রতের সময় মথুরায় অবস্থান করিয়া শুশ্রূষু জন-গণের নিকট ঊর্জ্জাব্রতের মাহাত্ম্য, মথুরা-মাহাত্ম্য, মথুরেশ দামোদরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন। মথুরায় ঊর্জ্জাব্রতের এরূপ সুবর্ণসুযোগ আর কখনও হইবে কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য, মথুরায়ও নিজে নিজে ঊর্জ্জাব্রত করিলে যে ফল হইবে, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণ অধিক ফল হইবে, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের—নিত্যমুক্ত ভগবৎ-পার্ষদের শ্রীমুখে চেতনময়ী বাণী শ্রবণ-পূর্ব্বক নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া ঊর্জ্জাব্রত করিলে। সুতরাং আত্ম-কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—কালবিলম্ব না করিয়া কার্ত্তিকব্রত করিবার জন্য সেবার উপকরণসহ অবিলম্বে মথুরায় গমন করা এবং তথায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করা। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্॥
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।

—এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী

এবার মথুরায় ঊর্জ্জাব্রতকালে সদ্-গুরু-কর্ণধার ও কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ু পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং নৃদেহরূপ নৌকাখানি দ্বারা সংসার-সমুদ্র পার হইবার ইহাই মহেন্দ্রক্ষণ। এই মহেন্দ্রক্ষণ যিনি ছাড়িবেন, তিনি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী।

সারকথা

বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের সার কি?

চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ)

মুক্তজীবের কৃত্য কি?

আগে হয় মুক্ত, তবে কর্ম্মবন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলাতনু করি' কৃষ্ণ ভজে॥
(চৈঃ ভাঃ)

বিষয়ীর স্বভাব কি?

যদ্যপি বৈষ্ণব্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥
(চৈঃ চঃ)

ভক্ত কি বিধির বাধ্য?

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥
(চৈঃ ভাঃ)

কৃপা কি শাস্ত্র-শাসনাধীন?

প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র॥
ঈশ্বরের কৃপায় জাতিকুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে॥
(চৈঃ চঃ)

ফেলামৃত কি?

প্রভু কহে, এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি দুর্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তা'র 'ফেলা' নাম।
তা'র এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥
(চৈঃ চঃ)

সংসারোত্তরণের উপায় কি?

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ॥
তাঁ'র সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার'
(চৈঃ চঃ)

হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] মায়াপুর, নদী[illegible]

শ্রী[illegible]

শ্রী[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বাগবাজার [illegible]—পোঃ [illegible]

শ্রীগৌর-[illegible] [illegible],

পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান

শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান

শ্রী[illegible], বর্দ্ধমান

শ্রী[illegible]মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রী[illegible] [illegible],

শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

শ্রী[illegible] মঠ [illegible], ঢাকা

১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,

২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।

২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ [illegible],

পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম

২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।

২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর,

পোঃ [illegible] গোদাবরী

২৫। শ্রী[illegible] মঠ [illegible],

কটক

২৬। শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।

২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ জগন্নাথ, পুরী।

২৮। শ্রী[illegible]-গৌড়ীয় মঠ [illegible]

পোঃ [illegible], পুরী

২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible],

পোঃ [illegible], মানভূম।

৩০। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ—

৪১ নং [illegible], বারাণসী সিটি।

৩১। শ্রী[illegible]গৌড়ীয় মঠ—[illegible]।

৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার

[illegible] ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন

৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,

৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার

৩৬। শ্রী[illegible]গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব

৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible] রোড, চৌপাটী [illegible], [illegible] বাংলো, বোম্বে—৭,

৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।

৩৯। অমর গৌড়ীয়মঠ—কোহিনীপুর

৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম

৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

৪৩। বিষ্ণুকুটীর—বিজনোর চউ, পি

শুদ্ধভক্তি পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্যন্ত প্রাপ্তি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

গৌড়ীয় [illegible] পাক্ষিক পণ্ডিত [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সান্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাওয়া যায় ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৬। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৭। দ্বাদশ আল্বার ।০
৮। শান্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
১১। ভজন-রহস্য ॥০
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
১৭। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২২। [illegible]-দিগ দর্শন [illegible]
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৭। গীতমালা ৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩২। শরণাগতি ৴৫
৩৩। গীতাবলী ৴০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৫। সাধনকণ ৴০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৭। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৮। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪১। অর্চনকণ ৴১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম পরিখণ্ড) ৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৫। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬১। সারাৎসারবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ
৬৩। নামভজন
৬৪। থিয়েটিষ্ট ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬৫। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৬৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৭। টেম্পল্ গৌড়ীয়মঠ ইন্ ডুইং ৴০
৬৮। দি ভাগবত ।০
৬৯। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৩। সাধন-পথ ।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৫। গীতাবলী ৴০
৭৬। শরণাগতি ৴০

তামিল্ ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৮৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৭।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

রূপা-পাইকারী ও খুচরা।

১০০ তোলা	৬১৵০
খুচরা	৬১।৵০

সোনার দর

পাকা সোনা	৩৫/১০
গিনি	২২৲

লৌহ ও হার্ডওয়্যার

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	১৸৵০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০

রং (টী-আয়রণ)	৬৷৵০—৭৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৫৸০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
৬ হইতে ১০ ফুট	
২২ গেজ	১১৷০
২৬ গেজ ,, ,,	১৩৲
২৪ গেজ ,, ,,	১১৵০
আর, পি, ডি,	১৩৲
এসবেসটস সিমেণ্ট, করগেট টীন—	
৪১৷ ইঞ্চি প্রস্থ ৬—১০ ফুট লম্বা ৵১৫ বর্গফুট	
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৷৵০—১৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড	৮৷০
গ্যাঃ তারের জাল ১ ইঞ্চ ঘর	
১৫ ফুট লম্বা ৩ ফুট চওড়া	৭৷০
৪ ফুট চওড়া	৮৷০
টিন পাটি	৬।০—৬৵০
,, গোলড় (গোল)	৬।০—৬।৵০
,, চৌকা (চোকা)	৬০—৬৸০
,, গোল বড় ৵০—।৵০ সুতা	৫৵০—৬৷০
,, টানা রড	
,, চাকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৷৵০—৭।০
,, বাতিল তার	৬।৵০—৮।০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন	।০	।৶০	।৶	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
" " সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
" " অদ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" " ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ত চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অদ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অদ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত—

গ্রহণী বজ্র

রোগে ধন্বন্তরী, প্রয়োগে সহজ অথচ মূল্য সুলভ; ইহার মত একাধারে সকল প্রকার পেটের পীড়ায় সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ আর এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা **আমাশয়, রক্তামাশয়, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, দমকাভেদ, সুতিকা ও বালক গ্রহণী** প্রভৃতি নূতন পুরাতন সকল প্রকার পেটের পীড়ার ব্রহ্মাস্ত্র। যাহারা নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন ব্যবহারেও ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা এই ঔষধ ব্যবহার করুন, ফলে পরিচয়, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য এক প্যাক ৷০ আনা, ৩ প্যাক ১৷০ সিকা, ডজন ৫৲ টাকা, ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়

ময়মনসিংহ (গাঙ্গিনারপাড়)

বড় বড় ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীত, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ১১ই অক্টোবর ১৯৩৪ [১৯১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

রেঙ্গুণে বাঙ্গালী ছাত্র দণ্ডিত

রেঙ্গুণ বেঙ্গল একাডেমীর ছাত্র ডি এম চৌধুরীকে চতুর্থ অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট একটি ৬ ঘরা রিভলভার ও গোলাবারুদাদি রাখিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। ছাত্রটির বয়স ১৫ বৎসর বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ১৮ বৎসর বয়সে পদার্পণ করা পর্য্যন্ত আ এটসিও বোর্ষ্টাল স্কুলে আটক রাখিবার আদেশ দেন। প্রকাশ যে, ছাত্রটি পূর্ব্বে চট্টগ্রামের কোনও স্কুলে পড়িত।

বাঙ্গলার বিপ্লবীদল ব্রহ্মদেশে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করিতেছে, গোয়েন্দা পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া আসামীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। গত ২৪শে আগষ্ট আসামী যখন ইষ্ট রেঙ্গুণে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, পুলিশ তখন তাহার শরীর তল্লাস করিয়া তাহার নিকট ঐ সকল আগ্নেয়াস্ত্র প্রাপ্ত হয়। আসামী বলে, তাহাকে ভয় দেখাইয়া পাজাবডং ডিস্‌পেনসারীতে বি চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির নিকট ইহা লইয়া যাইতে বলা হয়।

আসামী পলায়নের কথা

হোমনা থানায় জনৈক ধৃত অল্পবয়স্ক আসামী পুলিশ হেফাজত হইতে চান্দিনা থানার নিকট ঘোড়ার গাড়ী হইতে পলায়ন করে। পরে হোমনা থানায় আত্মসমর্পণ করে।

আসামীকে কোর্টে হাজির করিলে সে এক বর্ণনা দেয়। তাহাতে জানা যায় হোমনা হইতে হাড়িখোলা পর্য্যন্ত একজন কনেষ্টবল ও দুইজন চৌকিদার এবং একজন কোর্ট কনেষ্টবল তাহাকে নৌকায় করিয়া আনে এবং সেখানে একটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া কুমিল্লা রওনা হয়। থানার কনেষ্টবলটী গাড়ীর উপরে এবং আসামীসহ চৌকিদারদ্বয় ও কোর্ট কনেষ্টবল গাড়ীর ভিতরে থাকে এবং তাহারা একটু নিদ্রা গেলে আসামী গাড়ীর জানালা দিয়া উধাও হয়।

কনেষ্টবল ও চৌকিদারদের বিরুদ্ধে কার্য্যে অমনোযোগিতার জন্য নাকি শাস্তি প্রদান করা হইবে।

এম্প্রেস মিলে ছোরা-মারা কাণ্ড

নাগপুর হইতে প্রকাশ, গত ৫ই অক্টোবর প্রাতে এম্প্রেস মিলে জনৈক শ্রমিক সহকারী স্পিনিং মাষ্টার মিঃ হরমুসজি রাবাদির বুকে সাংঘাতিকভাবে ছোরা মারে। মিঃ হরমুসজি সে সময় ডেস্কের উপর লিখিতেছিলেন। তিনি আক্রমণকারীকে ধরিয়া ফেলায় ছোরার দ্বিতীয় আঘাত রোধ হয়। ধস্তাধস্তির সময় আক্রমণকারীও সামান্য আহত হয়। উভয়কেই হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চালিতেছে।

অপার চিৎপুর রোডে হত্যার কেস

গত শনিবার জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অপার চিৎপুর রোডের এক বাড়ীতে নাগারিয়া নামক এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে উমরাও ব্রাহ্মণ, বেনারসী ব্রাহ্মণী, গোরা পার্ব্বতী এবং প্রাণকুমারকে অভিযুক্ত করা হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগও আনা হয়। প্রকাশ যে, আসামীগণ মৃত নাগারিয়ার কাপড় ইত্যাদি সহ দুইটী বাক্স চুরি করে। তাহাদিগকে ডাকাতির ও চোরাই মাল রাখিবার ষড়যন্ত্রের অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত আসামীদিগকে হাজতে রাখিতে আদেশ প্রদান করেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নাগারিয়া তাহার ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় কয়েকজন লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ছোরা মারিয়া হত্যা করে। নাগারিয়ার [illegible] অন্যান্য লোকজন আসিয়া দেখে যে, সে রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া আছে এবং আততায়ীগণ পলায়ন করিয়াছে।

পুলিশ তদন্তক্রমে আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে।

গুর্খা সৈন্যের মৃতদেহ

গত ৪ঠা অক্টোবর রবিবার (বরিশাল) সন্ধ্যায় ঘোষকাঠির নিকট নৌকাডুবির ফলে একজন গুর্খা সৈন্য জলমগ্ন হয়। ৫রা অক্টোবর কাকরাধরি নদী হইতে তাহার মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়া যাইতেছিল। ময়না তদন্তের জন্য শবটী বরিশালে আনা হইয়াছে। ঐ গুর্খার নাম অমর বাহাদুর সিং বলিয়া প্রকাশ।

দুই দলে দাঙ্গা

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার মুসাপুর গ্রাম হইতে দুই দল মুসলমানের মাছ ধরা লইয়া এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এক দল মুসলমান সেই গ্রামনিবাসী জনৈক মুসলমানের জমির পার্শ্ববর্তী ডোবা হইতে মাছ ধরিবার জন্য জল সেচিয়া উক্ত মুসলমানটির জমির উপর ফেলিতে থাকে। ঐ জমিতে শালিধান্যের ফসল থাকায় এবং জলের বেগে উহা নষ্ট হইতেছে বলিয়া ক্ষেত্রস্বামীর পুত্র তখন উহাদিগকে বাধা দেয়। কিন্তু উক্ত মুসলমান দল উহা অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্ব্বক জল সেচিতে থাকে। তখন উভয় পক্ষে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হয় এবং ঐ সময়ে স্বয়ং গৃহস্বামী ও তাহার ভ্রাতাগণ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ঝগড়া, দাঙ্গায় পরিণত হয়; দা, ছেনী ও লাঠি বেপরোয়াভাবে চলিতে থাকে, ফলে উভয় পক্ষে প্রায় দশ বারজন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। আহতদের মধ্যে অধিকাংশকেই স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে আনা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ দাঙ্গাকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

---

৩৩ জনের সলিল সমাধি

ইস্তাম্বুল হইতে প্রকাশ, একখানা তুর্কী মোটর বোট আর একখানা নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় প্রাকিপো দ্বীপের নিকট উক্ত মোটর বোটের সঙ্গে একখানা মালবাহী জাহাজের সঙ্ঘর্ষ হয়। এই সঙ্ঘর্ষের ফলে ৩৩ জন লোক মারা গিয়াছে ও ২৩ জনের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

উরগাঁও সোণার খনিতে দুর্ঘটনা

উরগাঁও সোণার খনির গর্ত্তের মুখে একখণ্ড পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িয়া তিনজন লোক মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে একজন কাঠমিস্ত্রি।

আকাশের অবস্থা

কয়েকদিন বৃষ্টির পর আকাশ যেন নির্ম্মল হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে শারদীয়া শোভা বিস্তৃত হইয়া আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ — ১৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১১ই অক্টোবর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার — ১৯১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মথুরার তার

মথুরা হইতে প্রেরিত মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের তারের সংবাদে প্রকাশ, তিনি সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য মথুরায় সুপ্রসিদ্ধ ডাম্পিয়ার পার্কে 'গঙ্গাভবন' নামক সুপ্রশস্ত অট্টালিকাটী ঠিক করিয়াছেন। 'গঙ্গাভবন' ৩ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহাতে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত আছে। প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্ত এই ভবনে অবস্থান করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের আজ মথুরায় শুভবিজয়ের কথা।

পরমহংস-বেশ
শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস বাবাজী

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন কামারখাড়া নামক একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ বসু-বংশীয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু মহাশয় প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষার বিধানানুসারে শ্রীগুরু-দেবের নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী নাম প্রাপ্ত হন। কিছুকাল যাবৎ ইনি বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গত ১২ই পদ্মনাভ (৪৪৮ গৌরাব্দ), ১৮ই কার্ত্তিক (১৩৪১ বঙ্গাব্দ), ৫ই অক্টোবর (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ), শুক্রবার তিনি কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট পরমহংস-বেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; বর্ত্তমানে তাঁহার নাম হইয়াছে—শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী। যাঁহারা পরমহংস বেশের অধিকারী, তাঁহারা গুণজাত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোপী-কৈঙ্কর্য্যে আত্মপরিচয় লক্ষ্য করেন। এই পরিচয়-শিক্ষাপ্রদানোদ্দেশ্যেই মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিয়াছেন—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো, নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ।"

সম্প্রতি শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ প্রভুর বয়স ৮২ বৎসর। এই বৃদ্ধ বয়সেও সেবা-কার্য্যে তাঁহার, যুবকের ন্যায় উৎসাহ। শ্রীশ্রীগৌর-রাধাগোবিন্দের আরাত্রিকের সময় তিনি যে প্রকার নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহা দর্শকমাত্রকেই স্তম্ভিত করিয়া থাকে। এই ভাগ্যবান্ মহোদয়ের দুই তনয় সর্ব্বস্ব পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে সর্ব্বান্তঃকরণে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ প্রভু তাঁহাদিগকে 'পুত্র' বুদ্ধি করেন না, গুরুবুদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমরা বহুবার বলিতে শুনিয়াছি,—উঁহারা অহৈতুক-দয়াপরবশ হইয়া আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমার গৃহে আসিয়া ছিলেন। সুতরাং উঁহারা আমার পুত্র নহেন 'গুরু'। আমার বংশ পবিত্র করিয়াছেন।" শুধু [illegible] কথা বলা নহে, বৈষ্ণবপুত্রদ্বয় মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া চলিয়া গেলে তিনি অনেক সময় সেই অবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহা-রাজের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি।

নির্য্যাণ

জে, এন্, পাল

গত ১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর শ্রীহরিবাসর-দিবস শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল মহোদয় পায়চারী করিতে করিতে অকস্মাৎ অস্বস্তি বোধ করেন এবং আও অল্পকাল মধ্যে কলিকাতাস্থ বাসভবনে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এই নির্য্যাণ অঙ্গুলি-নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাদের দৃষ্টি শ্রীমদ্ভাগবতের "লব্ধ্বা সুদুর্লভং"-শ্লোকটীর প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ করিয়া অনেক প্রকারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া-ছেন। তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী ভগবৎ-সেবা পরায়ণা; সুতরাং আমরা আশা করি, তিনি শোকে অধীরা না হইয়া সর্ব্বকালেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ী ইচ্ছাই লক্ষ্য করিবেন এবং কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন।

রাজেন্দ্রলাল পালচৌধুরী

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত লৌহজঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী গত ১৮ই আশ্বিন ৫ই অক্টোবর শুক্রবার দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাঠকগণ নদীয়া-প্রকাশ জন্মাষ্টমী সংখ্যায় ইঁহার পরিচয় পাইয়াছেন। ইঁহারই পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীগুরুতত্ত্ব ও দীক্ষা-রহস্য"-সম্বন্ধে অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নির্য্যাণের প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সৌভাগ্যবান্।

উক্ত মহোদয়দ্বয়ের নির্য্যাণে আমাদের হৃদয়-ব্যথা আমাদিগকে স্মরণ করাইতেছে—"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।"

অষ্ট্রিয়ায় প্রচারে স্বামী বন

প্রস্তাবিত বক্তৃতাসমূহের তালিকা

(২)

গত কল্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের অষ্ট্রিয়া দেশের অন্তর্গত Wien ও Munchen বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে [illegible]

আগামী ২৫শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী Munchen এর দর্শকবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং অপরাহ্নে তথাকার "জার্ম্মাণ একাডেমী"তে বক্তৃতা দিবেন।

২৬শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী দর্শনার্থিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং অপরাহ্নে দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবেন। সায়ংকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর সহিত আলাপ করিবেন।

২৭শে নভেম্বর স্বামীজী মুঁচেন হইতে ফ্রাইবার্গে (Freiburg) উপস্থিত হইয়া সায়ংকালে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন। এই স্থানে স্বামীজী অধ্যাপক Dr. Heidegger এর অতিথি হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ পদ্মনাভ আদি কাশ্যোপদশমী ৪৪৮

সেবাগতি অপ্রতিহতা

আমরা পরজগতে কেবল চেতনের কথাই শুনিতে পাই। কিন্তু এ জগতে জড় ও চেতন এই দুইটী বস্তুই আমাদের নয়নগোচর হয়। চেতনের স্বভাব—গতিশীলতা আর জড়ের স্বভাব—গতিহীনতা। জড়ের স্বতন্ত্র কোন শক্তি বা গতি নাই; চেতনের সংযোগেই জড়বস্তু অগ্নিস্পৃষ্ট লৌহের ন্যায় ক্রিয়াশীল হয়। আমরা আজ যে গতির কথা আলোচনা করিতেছি তাহা জড়গতি বা ভোগগতি নহে, পরন্তু চেতনের গতি সেবা-গতি। সেবা—চেতন আত্মার বৃত্তি। আত্মার গতি বা সেবাগতি গঙ্গার জলধারার ন্যায় প্রবহমানা, অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী। সেবাগতি কখনও রুদ্ধ হয় না; কারণ, চেতনের মধ্যে রুদ্ধভাব নাই, এই রুদ্ধভাব জড় বা অচেতনেরই ধর্ম।

আত্মার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেহ, মন ও আত্মা এই তিনটী বস্তুর লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই তিনটীর মধ্যে শেষোক্তটী চেতন, নিত্য আর অপর দুইটী আগন্তুক, অচেতন বা জড়। কর্ম বা ভোগই এই দেহ মনের বৃত্তি। এই কর্ম গতিহীন হইয়াও চেতন-সংস্পর্শে সাময়িক-ভাবে গতিশীল হয়। তাই কর্ম বা ভোগ করিতে করিতে তাহাতে মানুষের বিরক্তি আসিয়া পড়ে। মানুষ একপ্রকার কর্ম লইয়া বহুদিন জীবনযাপন করিতে পারে না বা তাহাতে শান্তি পা[illegible] মনোধর্ম্মের উত্তেজনায় বা ইহ-পরকালে সুখ-ভোগের এষণা হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলে অনেক সময় কর্ম্মে তৎক্ষণাৎ বিরক্তি উপস্থিত না হইলেও কোন দিন না কোন দিন প্রত্যেকেরই তাহাতে বিরক্তি উপস্থিত হইবেই হইবে।

যদি ভাগ্যক্রমে জীবের গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গ হয় তাহা হইলে সেই জীবের কর্ম্ম-স্পৃহা গুরু বৈষ্ণব-কৃপা-বলে দূরীভূত হয়, এবং ঐ দেহ মনের বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়তর্পণ মূলা কর্ম্মগতি রুদ্ধ হইয়া আত্মার বৃত্তি বা সেবা-গতি প্রকাশ পায়। যাঁহার আত্মা জাগ্রত হইয়াছে, গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া যে জীবাত্মা অপ্রতিহত গতিতে আকুলপ্রাণে প্রাণনাথের দিকে ছুটিতেছে, সেই ধাবের কোন প্রতিবন্ধকের পাহাড় তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সেই শুদ্ধাত্মার সেবনা গতিকে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেও গুরুানুগত প্রবল সেবাস্রোতে সেই পাহাড়ও ভাসিয়া যায়। কিন্তু যেখানে সেবাসিদ্ধি হয় নাই, সেবার অভ্যাস মাত্র আরম্ভ হইয়াছে সেইস্থানে আত্মবৃত্তি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হওয়ায় ঐ অস্ফুট সেবাগতি দেহমনের আবরণের দ্বারা রুদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং সাধক-অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক সতত গুরুবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া থাকিবার কথাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। আনুগত্যই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের জীবন, যেখানে এই আনুগত্যের অভাব সেখানে সেবাগতির রুদ্ধতা অর্থাৎ ভোগ-স্পৃহার প্রাবল্য অবশ্যম্ভাবী।

আমরা অনেক সময় প্রবল উৎসাহে সেবার প্রাচুর্য্য বা গতিশীলতা প্রদর্শন করি, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার সেই সেবা-প্রবৃত্তির অভাব বা সেবায় নিরুৎসাহও অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া থাকি। যেখানে এইরূপ সাময়িক উত্তেজনা বা গতিশীলতা পরিদৃষ্ট হয়, সেখানে আত্মার সহজ বৃত্তি জাগ্রত হয় নাই জানিতে হইবে। এ সব স্থলে সাংসারিক তাপ এবং ভোগে অরুচি বশতঃ বিরক্তিই সেই ক্ষণিক সেবোচ্ছ্বাসকে প্ররোচিত করিয়াছে মাত্র। শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায় এই ক্ষণিক গতিশীলতা দেহমনোধর্ম্মের বৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়; সুতরাং হুজুগে না মাতিয়া স্থিরচিত্তে মঙ্গলের পথে ধাবিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ পতনাশঙ্কাই বেশী।

কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা এ সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করি, সুখ-দুঃখের বশবর্ত্তী হইয়া এই দুঃখময় সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন ভাগ্যবান্ জীবের কর্ম্ম বা ভোগের প্রতি [illegible] উপস্থিত হয় তখন সেই জীব সেবানন্দের সন্ধান করিতে করিতে ভগবৎ-কৃপায় কৃষ্ণ-প্রেরিত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে উপনীত হন। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদেই সেই সেবাবীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে তিনি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেকের দ্বারা সেবালতার সংবৃদ্ধি করিতে থাকেন। গতিশীলতা-প্রযুক্ত সেই সেবা-লতা গুরুবৈষ্ণবের অনুগমনমুখে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্ম-লোকে উপনীত হয়। কিন্তু তথায় আশ্রয় না থাকায় সেবালতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া পরব্যোমে প্রবেশ করে এবং পরব্যোমের ঊর্দ্ধে গোলোকস্থ কৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া নিত্য-সেবায় নিযুক্ত হয়।

সেবালতা যখন শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন গুরুবৈষ্ণব-চরণে অপরাধরূপ হস্তী আসিয়া লতাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। এতদ্ব্যতীত সেবালতার বৃদ্ধিকালে লতার সহিত ভোগকামনা, মোক্ষকামনা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীব-হিংসা, আত্ম-ভোগের জন্য ধনাদি-প্রাপ্তি বা তৎসংগ্রহের বাসনা, লোকের নিকট হইতে পূজা পাইবার আশা বা জড়যশঃপ্রিয়তা প্রভৃতি উপশাখা-সমূহ উদিত হইয়া এই মূল লতাটীকে বাড়িতে দেয় না। আমরা যদি গুরু-পাদপদ্ম হইতে সেবালতার বীজ প্রাপ্ত হইয়া সতত সাবধান না থাকি, অনুক্ষণ নিষ্কপট গুরুবৈষ্ণব-সেবায় অভিনিবিষ্ট না থাকি, নিরন্তর হৃদয়ে সেবা প্রাণ তাঁহাকে প্রজ্বলিত করিয়া না রাখি তাহা হইলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি আসিয়া আমাদের সেবাগতিকে রুদ্ধ করিয়া দিবে। সেইজন্য প্রত্যেক কল্যাণ-কামী সাধকের কর্ত্তব্য—প্রত্যহ আত্ম পরীক্ষা করা সেবাবৃত্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, না হ্রাস পাইতেছে তাহা লক্ষ্য করা। যদি সেবা-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে ঐ সেবা হইতে বিরতি ক্রমশঃ জীবকে সেবাবিমুখতা বা ভোগের দিকে লইয়া যাইবেই যাইবে। কাজেই সেবা হইতে বিরত থাকা বা শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' এই বাণীর অনুগমন না করা সাধকের পক্ষে বড়ই আশঙ্কাজনক। প্রতিমুহূর্ত্তে এই সেবালতাকে গুরুকৃষ্ণ-কৃপায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-জলে সমৃদ্ধ, পল্লবিত ও পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত করিতে না পারিলে সাধকের আর পরিত্রাণ নাই। এমতাবস্থায় সর্ব্বদা আপনার উপর তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখা ও গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে সতত বাস করা বিশেষ আবশ্যক।

সেবাগতি নিত্যা, অনন্তমুখিনী ও ও অপ্রতিহতা। কিন্তু ভোগ বা ত্যাগগতি দেহমনোধর্ম্মপর হওয়ায় অনিত্যা ও রুদ্ধাবস্থা এবং সেবাগতির প্রতিপক্ষ-স্বরূপা। জগৎ মায়ার কবলে কবলিত হইয়া সেবাগতি ছাড়িয়া কর্ম্ম বা জ্ঞানগতিকেই অবলম্বন করতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ধাবিত হইতেছে। একমাত্র গৌড়ীয়মঠই বর্ত্তমানে ভোগ-ত্যাগ গতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া সেবাগতির কথা কীর্ত্তন করিতে বসিয়াছেন এবং জগদ্বাসীকে এই সেবাপথের পথিক হইবার জন্য বা তাঁহাদিগকে নিরন্তর সেবায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের এই সুমহতী চেষ্টা ও সেবা-সন্ধান-প্রদানের অপূর্ব্ব কৌশল বিশ্ববাসী আলোচনা করুন—ইহাই নিবেদন।

ত্যাগ

ত্যাগ ভোগেরই অপর একটা দিক বা স্বল্পভোগমাত্র, ভোগিকুল ভোগে অতৃপ্ত-স্পৃহ হইয়া বাসনা-পূরণার্থে পুনঃ পুনঃ বহুবিধ ভোগের আবাহন করিয়া থাকে কিন্তু ভোগের দ্বারা ভোগবাসনা নিবৃত্ত হয় না বলিয়া তাহারা কেবল কষ্টই পায়। আর ত্যাগিকুল ভোগে সুখ নাই দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশায় ভোগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানালোচনা-মুখে ভগবানের আসন অধিকার করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করে। ইতর বিষয় ত্যাগ করিতে করিতে তাহারা জীবের একমাত্র বরণীয় ও আকাঙ্ক্ষণীয় ভগবৎ-সেবা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেয় এবং ভগবৎসেবায় অনাদর করা হেতু তাহারা মায়া কবলে কবলিত হইয়া জন্ম মরণ-মালা পরিধান করিতে বাধ্য হয়। এই ত্যাগিকুলের ধারণা নিরাশ করিয়া ফল্গু-বৈরাগ্যের স্বরূপবর্ণনে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে॥"

'শ্রীহরি-সেবায় যাহা অনুকূল
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥'

জাগতিক সমস্ত বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ। এই কৃষ্ণসেবার উপকরণ-গুলিকে ভোক্তা বা ছোটখাট কৃষ্ণ সাজিয়া ভোগ করিতে গেলেই জীবের সর্ব্বনাশ অর্থাৎ ত্রিতাপ-ভোগ। আবার এই গুলিকে কৃষ্ণসেবায় না লাগাইয়া স্বসুখের আশায় ত্যাগ করিলেও অমঙ্গল হয়। ভোগ করিতে করিতে কর্ম্মক্ষয় হইলে সাধুসঙ্গ-ক্রমে ভোগীর মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সাধু-অভিমানী এই ফল্গুত্যাগীর মঙ্গলের আশা সুদূর-পরাহত। সুতরাং জীবকুল যে ভোগ বা ত্যাগে ব্যস্ত, সেই ভক্তিকণ্টক পথদ্বয়ে আকৃষ্ট হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রজবাসী আমরা ভোগ ও ত্যাগের কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা না জানিলেও, যাঁহারা ভোগ-ত্যাগাতীত পরম মঙ্গলময় ভক্তিযোগের কথা কীর্ত্তন করেন সেই পরম করুণাময় ভগবান্ ও ভগবৎ-পার্ষদগণের উপদেশ কায়মনোবাক্যে শ্রবণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

যাঁহারা ভগবানের ভক্ত সেই বৈষ্ণবগণ পরম চতুর। তাঁহারা কৃষ্ণ সাজিয়া কৃষ্ণভোগ্য এ জগৎকে ভোগ করিতে কিম্বা সেগুলিকে ত্যাগ করিতে ধাবিত হননা। তাঁহারা সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণ জানিয়া

অনাসক্তভাবে সেগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবৎ-সেবা করা এবং ত্রিভুবনের সকলকেই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কোন কৃত্য নাই। বৈষ্ণবগণের একমাত্র আশ্রয় সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেব স্বয়ং নিরন্তর কৃষ্ণের সর্ব্বতোমুখী সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আব্রহ্মস্তম্ব সকলকেই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন আর বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের হৃদয়সর্ব্বস্ব, কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মকে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা-তত্ত্ব ও সকলেরই একমাত্র আশ্রয়স্থল জানিয়া এই চতুর্দ্দশ-ভুবনান্তর্গত সমস্ত বস্তুকেই গুরু-সেবোপকরণ-জ্ঞানে সেগুলিকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিতে সিদ্ধহস্ত। এই বৈষ্ণবগণ ভোগী বা ত্যাগী নন। ইহাঁরা ভগবানের ভক্ত, ভগবানের হৃদয়ের ধন, পরম প্রিয় ও মস্তকের বস্তু। ইহাঁরা ফল্গুবৈরাগী বা বিষয়ী না হইয়া যুক্তবৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
'আসক্তিরহিত সম্বন্ধ সহিত
বিষয়-সমূহ সকলি মাধব।'

———

স্ব-সুখের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেকে দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অনেকেই ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি না তাকাইয়া সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহ পারে না। কর্ম্মিগুরু, জ্ঞানিগুরু বা তথাকথিত গুরুর আনুগত্যে এই আত্মকল্যাণকর মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু গৌরজনানুগত্যেই ইহা সম্ভব।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণভক্তি-প্রতিকূল সংসারাদি অনেক সময় ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যে ত্যাগ তাহা ত্যাগ নহে—সদাচার মাত্র। তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ আত্মীয়স্বজন বা জগদ্বাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিহার করিয়া সৎসঙ্গে শুদ্ধ সেবারই আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের যে এই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের দৃঢ়তা, তাহা বরণ করিতে না পারিলে সৎসঙ্গ-লাভ বা হরিভজন হইবার আর আশা নাই। সুতরাং দুর্ব্বলতা পরিহার পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে হরিভজন করিতে হইলে তদ্বিরোধী বা তাহাতে বাধাপ্রদানকারী সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হওয়া যে জীবমাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য্য। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সদাচার-প্রবর্ত্তনার্থ উপদেশ দিয়াছেন,—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

———

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তিপ্রতিকূল অসৎসঙ্গ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া লিখিয়াছেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

———

আমরা যে সঙ্গ-ত্যাগের কথা আলোচনা করিতে বসিয়াছি সেই সঙ্গ দুইপ্রকার—সংসর্গ ও আসক্তি। এই সংসর্গ আবার দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও দ্বিবিধা—সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করেন, নিষ্কপটে যাঁহারা স্ব-স্ব মঙ্গল প্রার্থনা করেন তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গকে বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবেন। কারণ, এই দুঃসঙ্গে বাস করিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
প্রণশ্যতি॥"

ভগবান্ অসৎ-সঙ্গ-পরিহারের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সতত স্মরণ না রাখিয়া আমরা যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করি তাহা হইলে অতি অল্পে অল্পে অনাসঙ্গ আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইতরাসক্তি বা বহির্ম্মুখ স্বজনাসক্তি যতই বৃদ্ধি হইবে পরমার্থ-নিষ্ঠাও ততই খর্ব্ব হইতে থাকিবে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের যে নিত্য হরিগুরুবৈষ্ণব-সঙ্গ তাহা চিন্ময় ও নিত্য হওয়ায় সতত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মায়াবদ্ধাবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয় তাহা দূষিত। সেই দূষিত অভক্ত-সংসর্গ, যোষিৎসংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি—সমস্তই জীবের মঙ্গলপথের প্রতিকূল বা কণ্টক-স্বরূপ। চিৎসঙ্গই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই বিজাতীয় সঙ্গ। সুতরাং এই বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়া বা নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক।

যাঁহারা ভগবানের অনুগত নহেন, গুরুবৈষ্ণবে যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাঁহারা ভোগ বা ত্যাগরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণপর পথে আছেন তাঁহারাই অভক্ত। ভোগিকুল ত' অভক্ত বটেই; জ্ঞানিগণ ভগবানের অনুগত নহেন বলিয়া তাঁহারাও অভক্ত। তাঁহারা জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইবার চেষ্টা করে এবং জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ভগবৎকৃপার জন্য যত্নপর হন না। কোন কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করিয়া সিদ্ধকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। সুতরাং ভক্ত্যভাব-বশতঃ কর্ম্মী বা জ্ঞানী উভয়েই যে অভক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা মঙ্গলকামী তাঁহারা এই ভোগী বা ত্যাগীর সঙ্গ ত্যাগ না করিলে তাঁহাদের মঙ্গলের আশা কম।

অভক্ত সঙ্গ ব্যতীত যোষিৎ-সংসর্গও জীবের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর; এমন কি বিষভক্ষণাপেক্ষাও অসাধু। এরূপ দুঃসঙ্গ বা ভজনের প্রধান প্রতিবন্ধক জগতে আর নাই। তজ্জন্য যাঁহারা গৃহত্যাগী তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীমাত্রই অসম্ভাষণীয়। তাই 'যোষিৎ-সঙ্গ ত্যাগ' বলিলে তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথনও নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর যাঁহারা গৃহস্থবৈষ্ণব তাঁহারা পরস্ত্রী বা বেশ্যা সংসর্গ করিবেন না; এমন কি নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সংসর্গ ব্যতীত স্ত্রৈণ ভাবাপন্ন হইয়া স্বেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ অন্য প্রকার সংসর্গ করিলে বৈষ্ণবতার হানি হইবে—ভোগাসক্তি বা বহির্ম্মুখতা বর্দ্ধিত হইবেই হইবে। বৈধ-স্ত্রী-সংসর্গের ভাণ করিয়া যদি আমরা স্ত্রীসঙ্গী হইয়া পড়ি এবং তাহাকে ভোগের উপকরণ মনে করিয়া তৎসঙ্গে বাস করি তাহা হইলে আমাদের সদাচার রক্ষা হইবে না, অসৎ সঙ্গ-ত্যাগ করাও হইবে না। সুতরাং কি গৃহস্থ কি ত্যাগী—দুর্ব্বল ও কোমল-শ্রদ্ধ সকল প্রকার সাধকের পক্ষে যোষিৎ-সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর অনুসরণে অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গের আদর্শ গ্রহণ করা বিধেয়।

———

আসক্তি দুই প্রকার—সংস্কারাসক্তি ও জড়দ্রব্যাসক্তি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলানুসারে জীবের সংস্কার বা স্বভাব গঠিত হয়। সেই প্রাক্তন সংস্কার হইতে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ হয়—ভোগত্যাগের স্পৃহা জীবহৃদয়ে উদিত হয়। এ জন্মেও দুঃসঙ্গ-ক্রমে আমাদের আধুনিক সংস্কার লাভ হয়। এই প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার-সঙ্গ ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। এমন কি আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও এই সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না। সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তি ছেদন করিতে সমর্থ এবং এই রোগের একমাত্র মহৌষধ। সংস্কার-সঙ্গ ছেদন করিতে না পারিলে ভক্তিলাভ হয় না। অসৎ ব্যক্তিতে যদি সঙ্গ করা যায় তাহাতে জীবের সংসার-লাভ অর্থাৎ গৃহাসক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানে অসৎসঙ্গ করিলেও তাহার কুফল অবশ্যই হইবে, সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও কৃত হয় তদ্দ্বারা সংসার ক্ষয় হইয়া থাকে।

কিছুদিন বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে করিতে যে সংস্কারাসক্তি দূর হয় তাহা নারদ-ব্যাধ-সংবাদে বা শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর চরিত্রে প্রকৃষ্টভাবে দেখা যায়। শ্রীরামানুজাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"যদি তুমি আপনাকে কোন প্রকারে শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক।" বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত পূত চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয় ও সেবাপ্রবৃত্তি বৰ্দ্ধিত হয়। সুতরাং বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত সংসারাসক্তি-ছেদনের উপায়ান্তর নাই।

এই সংস্কারাসক্তি ব্যতীত দ্রব্যাসক্তিও ভজনের প্রতিকূল। ইহাও বিশেষ যত্ন-সহকারে পরিত্যাগ করা উচিত। গৃহে, ব্যবহার্য্যদ্রব্যে, অর্থে, স্ত্রীপুত্রাদির শরীরে, নিজ দেহে এবং অন্যান্য বহু অনিত্য বস্তুতে জীবের আসক্তি আছে। এসব আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনসুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ চেষ্টাদ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করা চাই। হরিবাসর-ব্রত ও জয়ন্তী-ব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি যায়। সেইজন্য মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণ একাদশী, জন্মাষ্টমী, চাতুর্ম্মাস্যব্রত ও উর্জ্জাব্রতাদি পালন দ্বারা ক্রমশঃ দ্রব্যাসক্তিকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে নিষ্কৃতি-লাভের চেষ্টা করেন।

———

আশা করি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ত্যাগের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া নিজার্থে ত্যাগী না হইয়া কৃষ্ণার্থে ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়গুলি ত্যাগ ও অনুকূল বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক আদর্শজীবন-যাপনে নিজ ও পরের মঙ্গলবিধান করিবেন।

হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵ ৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা '৫'	৪৷৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এগমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তসম্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ [illegible] কান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চি		১॥০	১॥০	
	,, সিকিকলম	৫	৪	৪	
	,, অর্দ্ধকলম		৬	৬	
	,, ১ কলম	১২	১০	১০	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩, সিকি কলম ১৫, অর্দ্ধ কলম ২৪,এক কলম ৩৬
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২॥০, সিকি কলম ১২, অর্দ্ধ কলম ১৮, এক কলম ৩০ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ,৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫০,	৯—৪৬,	১১—৪০	১৬—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৫,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭,
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩০,	১৪—১	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-পরায়ণ দৈনিকের একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৪১, ১২ই অক্টোবর ১৯৩৪ [১৯২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মাঝি কর্ত্তৃক মহাজন হত্যা

কিছুদিন হইল মাদারীপুরে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। শিবচর থানার ভদ্রাসন গ্রামনিবাসী নিত্যানন্দ সাহাকে নৌকার মাঝিগণ হত্যা করিয়া তাহার অর্থ লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নিত্যানন্দ সাহা একজন পাট ব্যবসায়ী। সে চর-মুগুরিয়া বন্দরে পাট ক্রয় করিয়া ৮০০৲ টাকা সঙ্গে লইয়া পাট ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে এক বড় নৌকা ভাড়া করিয়া ভাঙ্গাহাটে যাইতেছিল। পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় তথায় নৌকা রাখে। ঐ রাত্রিতে মাঝিগণ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা নিত্যানন্দকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। নিত্যানন্দের চীৎকারে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের লোকজন দৌড়াইয়া আসিয়া ৫ জন মাঝিকেই ধরিয়া ফেলে। আঘাতের ফলে নিত্যানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মৃতদেহ সনাক্ত করাও জন্য এবং ময়না তদন্তের জন্য ভাঙ্গা থানার পুলিশকে প্রেরণ করা হইয়াছে।

২০জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পাটনা হইতে প্রকাশ, দানাপুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে তিনজন মুসলমানকে হত্যা করার অপরাধে ২২ জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২রা মার্চ্চ ৫ জন মুসলমান জবাই করিবার উদ্দেশ্যে একটি মহিষকে বেতুরা গ্রামে লইয়া আসে। হিন্দুগণ ইহা জানিতে পারিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ফলে, তিনজন মুসলমান হত ও ২ জন আহত হয়। মহিষটি কোনও প্রকারে পলায়ন করে। কিন্তু দাঙ্গা চলিবার সময়ই মহিষটিকে ধরিয়া মুসলমানগণ জবাই করে। ঘটনার অল্পক্ষণের মধ্যেই সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রাসেল তথায় আসিয়া তিনটী মৃতদেহ ও মৃত মহিষটিকে দেখিতে পায়। আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ঐ মহিষটীকে হত্যা করিয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য হিন্দুদিগের বাড়ী আক্রমণ করে। হিন্দুগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য ঐ তিনজন মুসলমানকে হত্যা করে।

দায়রা জজ তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। বাকী ১৯ জন সম্পর্কে হাইকোর্টের মতামত চাহিয়া পাঠান হইলে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ তাহাদিগকেও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

২বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবার অপরাধে লক্ষ্ণৌয়ের সহকারী কমিশনার মিঃ এ টি নাকভী মহেশ নামক একজন দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোককে অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী তাহার একজন সঙ্গীসহ সুখলাল ও তাহার স্ত্রীর নিকট যাইয়া পুলিশ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেয় এবং দুইদিন পূর্ব্বে তাহারা কোনও স্ত্রীলোকের সম্পত্তি লুঠ করিয়া এইরূপ মিথ্যা অভিযোগে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী থানায় যাইতে বলে।

আসামী ও তাহার সঙ্গী সুখলালকে একটি বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার স্ত্রীর শরীর হইতে অলঙ্কার চুরি করিতে থাকে। সুখলাল কোনও প্রকারে মুক্তি পায় এবং স্ত্রীর ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া লোকজনকে সাহায্য করিতে বলে। তাহারা আসিয়া দুইজন লোককে পলায়ন করিতে দেখে।

মহেশের সঙ্গীটি পলায়ন করে এবং মহেশ পিস্তল বাহির করিয়া অনুসরণকারীদিগকে লক্ষ করিয়া তিনটী গুলী নিক্ষেপ করে। ফলে দুইজন আহত হয়। মহেশকে ধৃত করিয়া তাহার নিকট একটী পিস্তল, গোলা বারুদ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড়লক্ষ টাকা দান

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ডিরেক্টর ডাঃ এস্ এস্ ভাটনগর কেরোসিন এবং আটক অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্সের অনুরোধে পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্স তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ ভাটনগর নিজে তাহা না লইয়া পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহা দিতে অনুরোধ করিলে মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্স সম্মত হন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ও ধন্যবাদ সহকারে ঐ দান গ্রহণ করেন।

ডাঃ ভটনগরের নিঃস্বার্থ শিক্ষানুরাগের ফলে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্সের নিকট হইতে আপাততঃ ৫ বৎসরের জন্য বার্ষিক ৩০০০০ টাকা করিয়া পাইবেন। এই টাকায় একটি রাসায়নিক গবেষণা বিভাগ স্থাপিত হইবে এবং ছয়টি রিসার্চ্চ ষ্টুডেণ্টশিপের ব্যবস্থা করা হইবে।

বাঁকুড়ায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাজা

বাঁকুড়া হইতে প্রকাশ, একখণ্ড জমির দখল লইয়া গোলমালের ফলে গণেশ মণ্ডল ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অপর তিনজনকে হত্যা করিবার অভিযোগে দায়রা জজ মিঃ এস কে গাঙ্গুলী নেকড়গড়িয়া গ্রামের পাণ্ডু মণ্ডল, কালা মণ্ডল ও রজনী মণ্ডল এবং রজনীর পুত্র মোহনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রথম তিনজন আসামীর মাতা সরকার পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গে বলে যে, মৃত ব্যক্তিদের দল তাহাকে সাংঘাতিক ভাবে প্রহার করে এবং তারপর তাহার পুত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পরে কি ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে পারে না। জুরীগণ একমত হইয়া রায় দেন।

অমৃতসরে বোমা বিস্ফোরণ

অমৃতসরের সারালা থানার রমনীওয়ালা গ্রামে এক বোমা বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, জীবন সিং নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী একটি মাটীর হাঁড়ী এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন লইয়া যাইতেছিল, তখন একটী দেশে প্রস্তুত বোমা বিস্ফোরণ হয়, ফলে স্ত্রীলোকটি গুরুতর ভাবে আহত হয়।

পুলিশ এই সম্পর্কে মেজর সিং, তেজ সিং ও অর্জ্জুন সিংকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ { ১৯শে পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৫শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১২ই অক্টোবর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ১৯২শ সংখ্যা

অষ্ট্রিয়ায় প্রচারে স্বামী বন

প্রস্তাবিত বক্তৃতাসমূহের তালিকা

(৩)

২৮শে নভেম্বর প্রাতে স্বামীজী ফ্রীবার্গের দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবেন। তিনি অপরাহ্ণে দর্শনপ্রার্থিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং সায়ংকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার আলাপ হইবে।

২৯শে নভেম্বর প্রাতে ফ্রীবার্গ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজী আর্লেঙ্গেন (Erlangen) নামক নগরে উপস্থিত হইবেন এবং অধ্যাপক ডাঃ ডি আল্থুস্ (Dr. D. Althauss) মহোদয়ের আলয়ে অবস্থান করিবেন। অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করিবেন।

৩০শে নভেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে দর্শনার্থিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং সন্ধ্যাকালে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবেন।

১লা ডিসেম্বর স্বামীজী উক্ত স্থান হইতে বুরোঁ (Beuron) নামক নগরীর গীর্জ্জায় উপস্থিত হইয়া ড্যাঃ ফুলিং (Dr. Feuling)এর অতিথি হইবেন। তথায় অপরাহ্ণে ক্যাথলিক ফাদারগণের সহিত স্বামীজীর আলাপ হইবে। ২রা ডিসেম্বর স্বামীজী Beuron Monasteryতে বক্তৃতা করিবেন।

৩রা ডিসে[illegible] প্রাতে বুরোঁ পরিত্যাগ করিয়া স্বামী[illegible] টুবিঙ্গেন (Tubingen) নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন। এই স্থানে তিনি অধ্যাপক Dr. J. W, Hauer এর গৃহে অবস্থান করিবেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা হইবে। ৪ঠা ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে স্বামীজী দর্শনযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দর্শন করিবেন। অপরাহ্ণে অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের সহিত স্বামীজীর আলাপ হইবে।

৫ই ডিসেম্বর প্রাতে টুবিঙ্গেন পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজী হিডেলবার্গ (Heidelberg) নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন এবং অপরাহ্ণে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন। ৬ই ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে তিনি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহ দর্শন এবং অপরাহ্ণে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবেন।

৭ই ডিসেম্বর স্বামীজী হিডেলবার্গ হইতে ফ্রাঙ্কফার্ট (Frankfurt) নগরীতে উপস্থিত হইবেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাহ্ণে স্বামীজীর বক্তৃতা হইবে। ৮ই ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে দর্শনযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করিয়া অপরাহ্ণে দর্শকবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিবেন। এই দিবসই রাত্রির গাড়ীতে স্বামীজী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যাত্রা করিবেন।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ

লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বোম্বে-বাসিগণের আগ্রহে বোম্বে নগরীতে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বামীজী বোম্বে পদার্পণ করিলে বোম্বে গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ যে-প্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন তাহার একটী ফটো সুপ্রসিদ্ধ "বোম্বে ক্রণিকল্" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মথুরায় রওনা হইবার কথা।

ফ্রান্সে গৌরবাণী প্রচার

প্রস্তাবিত বক্তৃতাসমূহের তালিকা

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ও লণ্ডনগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ জার্ম্মেণী, জেকোশ্লোভেকিয়া ও অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', তথা শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য ও ভজনমার্গে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনার্থ বিভিন্ন বিষয়ে ১৭টী বক্তৃতা প্রদান করিয়া ৯ই ডিসেম্বর প্রাতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শুভ পদার্পণ করিবেন; এই স্থানে তিনি অধ্যাপক Dr. Sylvain levi মহোদয়ের অতিথি হইবেন। এই দিবস অপরাহ্ণে স্বামীজী প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবেন।

১০ই ডিসেম্বর প্রাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎকার হইবে। অপরাহ্ণে তিনি প্যারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন।

১১ই ডিসেম্বর প্রাতে দর্শকবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিবেন। অপরাহ্ণে Musee Guimetএ বক্তৃতা দিয়া স্বামীজী রাত্রির ট্রেণে Bonn নামক স্থানে যাত্রা করিবেন।

১২ই ডিসেম্বর প্রাতে Bonnএ উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক Dr. Kahle মহোদয়ের গৃহে অবস্থান করিবেন এবং প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয়ান্ থিওলজিয়ান্ ডাঃ কাল বার্থ'এর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ১৩ই ডিসেম্বর প্রাতে দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শনান্তর অপরাহ্ণে দর্শকগণকে অভ্যর্থনা করিবেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা হইবে।

১৪ই ডিসেম্বর স্বামীজী Bonn পরিত্যাগ করিয়া Marburg নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন। এই স্থানে অধ্যাপক Dr Heilerএর গৃহে অবস্থান করিবেন। অপরাহ্ণে বিভিন্ন দর্শনযোগ্য স্থান পরিদর্শন করিবেন। ১৫ই ডিসেম্বর প্রাতে স্বামীজী দর্শন-প্রার্থিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহ দর্শন করিয়া সন্ধ্যাকালে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবেন।

১৬ই ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীপাদ বন মহারাজ মারবার্গ পরিত্যাগ করিয়া জেনা (Jena) নামক নগরে উপস্থিত হইবেন এবং অপরাহ্ণে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। এই স্থানে অধ্যাপক Dr. Bauch মহোদয়ের গৃহে স্বামীজীর অবস্থান হইবে।

১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে স্বামীজী 'জেনা'র দর্শনপ্রার্থিগণকে অভ্যর্থনা করিবেন। অপরাহ্ণে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার আলাপ হইবে।

১৮ই ডিসেম্বর প্রাতে স্বামীজী জেনা পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাকালে Weimar নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন। ১৯শে ডিসেম্বর স্বামীজী এই নগরটী ও নগরের প্রসিদ্ধ দর্শনযোগ্য স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া রাত্রির ট্রেণে বার্লিন যাত্রা করিবেন এবং ২০শে ডিসেম্বর প্রাতে বার্লিনে উপস্থিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ পদ্মনাভ নিধি গৌরাব্দশাখী ৪৪৮

মথুরায় উর্জ্জাব্রত

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গৌরব শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ 'উপদেশামৃতে' লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী।" যেস্থানে গুণজাত জগতের গুণত্রয়ের প্রবেশ অধিকার না থাকায় কুণ্ঠাদম স্থান পায় না এবং যে-স্থানে অজ ভগবান্ ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর শ্রীনারায়ণরূপে অবস্থান করিয়া দাস্যরস রসের সেবকগণের সেবা গ্রহণ করেন, সেই অপ্রাকৃত স্থান 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত। এহেন বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরার শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ, শ্রীভগবান্ 'অজ', যাঁহার জন্ম নাই, অর্থাৎ যিনি সকলের আকর হইয়াও ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ জন্মগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; অপ্রাকৃত জগতে যে পরব্যোমরূপ রসপঞ্চকের আশ্রয় মুকুন্দগণ শ্রীভগবানের সেবা করেন, বৈকুণ্ঠে তাহার অর্দ্ধাংশের অর্থাৎ শান্ত, দাস্য ও গৌরব সখ্য এই আড়াই প্রকার রসের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরায় চতুর্থরস 'বাৎসল্য' পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়। ধীর ব্যক্তিগণ ইহা হইতেই বিশুদ্ধ সত্ত্বের লীলাস্থল শ্রীমথুরার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। শ্রীমথুরার এবম্বিধ মাহাত্ম্য বলিয়াই পঞ্চাঙ্গসেবার মধ্যে মথুরামণ্ডলে বাসের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যখন মথুরা ভ্রমণ করিয়া আসি তখন ত' মথুরার অপ্রাকৃত মাহাত্ম্য কিছুই আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে না; ইহার কারণ কি? ইহার কারণ, প্রকৃত মথুরায় চেতন মথুরায় আমাদের ভ্রমণ হয় না। আমাদের জড়ধারণার মথুরাকে ভগবজ্জন্মস্থলী মথুরা বলিয়া ভ্রান্ত হই। মথুরার কৃপা লাভ করিতে হইলে—মথুরার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, যাঁহাদের হৃদয়ে মথুরেশ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে যাঁহাদের শ্রবণে মথুরা, নয়নে মথুরা, বদনে মথুরা, হৃদয়ে মথুরা, অন্তরে মথুরা, বাহিরে মথুরা এবং সর্ব্বক্ষণ মথুরার মাহাত্ম্য স্ফূর্ত্তির জন্য যাঁহারা নিরন্তর প্রেম-বিহ্বল চিত্তে কীর্ত্তন করেন—"মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা", সেই মুকুন্দগণের—সেই কৃষ্ণপাদপদ্ম-মধুপগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে হইবে, তাঁহাদের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিতে হইবে; তাঁহাদের চেতনময়ী বাণীর ফলে আমাদের হৃদয়ের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইবে, নয়নের অবিদ্যাপঙ্ক বা শোক ছানি বিদূরিত হইবে, আমরা শুদ্ধান্তঃকরণে দিব্য-নয়নে শ্রীভগবানের জন্মস্থলী মথুরার দিব্য সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনের অধিকারী হইব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে তীর্থসমূহে প্রকৃত তীর্থ-গুরুর—তীর্থের তীর্থত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন এই প্রকার গুরুর বড়ই অভাব। তীর্থগুরুর নামে ভজনহীন ভোগিকুল যাত্রিগণকে প্রতারিত করিতেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে জনসাধারণ ভ্রান্তি অপনোদনের সুযোগ পাইতেছে। মথুরার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে—মথুরার দিব্যরূপ প্রদর্শন করিতে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য সপার্ষদে মথুরায় শুভবিজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। উর্জ্জাব্রতের পক্ষে মথুরার ন্যায় শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই; সুতরাং সৌভাগ্যবন্ত জনগণ উর্জ্জাব্রত-পালনের জন্য মথুরায় গমন করিতেছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাঁহাদের উর্জ্জাব্রত ঠিক ঠিক পালিত হইবে যদি তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ বরণ করেন।

যাবতীয় জপ, তপ, ব্রত তপস্যার চরম ফল—কৃষ্ণভক্তি লাভ; কৃষ্ণভক্তির উদ্দেশ না করিয়া যত কৃচ্ছ্রসাধ্য-সাধনই করা যাউক না কেন, তাহার ফল—শ্রম প্রতীতি। পক্ষান্তরে হরিভক্তিকে—শ্রীহরির প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া যাহা কিছু করা যাইবে, তাহাতেই পরম লাভ। কর্ম্মিকুল ভুক্তির জন্য শুষ্কজ্ঞানিগণ মুক্তির জন্য যে প্রয়াস করেন ভক্তের বিচারদর্শনে তাহার মূল্য কাণাকড়ি-সম। শুদ্ধভক্তের দ্বারে মুক্তি মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা প্রার্থনা করে—আর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত' কৃষ্ণভক্তকর্তৃক সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করেই। কিন্তু বর্ত্তমানে পণ্ডা (বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি) হারাইয়া যাহারা পাণ্ডার কার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা এই সকল ভজন-রহস্য কিছুই অবগত নহে; তাহারা নিজেরা অজ্ঞ, তাই দুই পয়সা উপার্জ্জনের জন্য সরলপ্রাণ যাত্রিগণকে বাজে কথায় ভুলাইয়া থাকে, কাজের কথা—ভজনের কথা কিছুই বলিতে পারে না। সুতরাং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের দর্শন না পাইলে তীর্থ-দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মথুরায় উর্জ্জাব্রতের চরম ফল ভুক্তি বা মুক্তিলাভ নহে কৃষ্ণভক্তি-লাভ। তাই মথুরায় উর্জ্জাব্রতের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

"ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোহন্যত্র-
সেবিনাম্।
ভক্তিন্তু ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরেঃ।
সা ত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে
কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরসেবনাৎ॥"

—ভগবান্ শ্রীহরি অন্যত্র অর্চ্চিত হইলে অর্চ্চকগণকে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আত্মবশ্যকর ভক্তি প্রদান করেন না; কিন্তু কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে একবার মাত্র শ্রীদামোদরের সেবা করিলে ঐপ্রকার সুদুর্ল্লভা হরিভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদ উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥" সুতরাং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদের বাক্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি,—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়; এবম্বিধ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের অধিক প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণের মধ্যে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়া। গোপীগণ মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়া। যেরূপ রাধিকা প্রিয়া, সেই প্রকার শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সুকৃতিমান্ ব্যক্তির সিদ্ধির চরম ফল—রাধাকুণ্ডে বাস করিয়া গোপীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। রাধাকুণ্ড, গোপী, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসেবা—ইঁহারা কেহই প্রাকৃত বস্তু নহেন। ইঁহারা সকলেই অপ্রাকৃত বস্তু। এই সকল "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" সুতরাং প্রাকৃত ভূমিকায়—প্রাকৃত ভোগপর বা ত্যাগপর বিচারে অবস্থিত থাকা কাল পর্য্যন্ত রাধাকুণ্ডে বাসের অধিকার হয় না। রাধাকুণ্ডে বাসের মূল—শুদ্ধভক্তি; সেই শুদ্ধভক্তির সন্ধান মথুরায় উর্জ্জাব্রত-কালে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা এই সুযোগে এই অমূল্য নিধি লাভ করিবেন, তাঁহাদের ন্যায় সৌভাগ্যবান্ আর কে?

আচারবান্ পুরুষই একমাত্র আচার্য্য

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন]

যিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া শিষ্যকে শিক্ষা দেন তিনিই আচার্য্য। ব্যবহারিক জগতে ষোড়শ প্রকার বিদ্যাশিক্ষাদাতা শিক্ষকগণকেও আচার্য্য বলা হয়। শিল্পাচার্য্য, নাট্যাচার্য্য, সঙ্গীতাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যের কথা ব্যবহারিক জগতে প্রচলিত আছে। মহাভারতে অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্যের কথা আছে। এই সমস্ত আচার্য্য স্বয়ং যে বিদ্যায় পারদর্শী, তিনি সেই বিদ্যা-প্রার্থী শিষ্যকে স্বীয় আচরণ দ্বারা তাহাই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি যে-বিদ্যায় পারদর্শী নহেন, তিনি কখনও সে বিদ্যার্থীর শিক্ষাদাতা হইতে পারেন না। সুতরাং তিনি সেই বিদ্যার আচার্য্য হইতে পারেন না। শিল্পাচার্য্যের নিকট নৃত্য-গীত শিক্ষা লাভ করিতে গেলে কোন ফল হইবে না।

ব্যবহারিক আচার্য্যের কথা লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পারমার্থিক-শাস্ত্রবিচারে আচার্য্য-লক্ষণ যাহা প্রাপ্ত হইবার সুযোগ হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা আচার্য্য-মহিমা কীর্ত্তনে স্ব-সৌভাগ্য প্রক্ষালনই চিরাকাঙ্ক্ষিত বিষয়

— ——

আ+চর্ ধাতুর উত্তর 'ণ্যৎ'-প্রত্যয়-যোগে 'আচার্য্য' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। চর্ ধাতুর অর্থ গমন করা। যিনি শিষ্য-সহ নিত্যগৃহ কৃষ্ণপাদপদ্মে গমন করেন, যাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অপর ব্যক্তি-সকল জীবন সার্থক করিতে পারেন, তিনিই আচার্য্য-পদ বাচ্য। অতএব আচার্য্যের গমন যদি নিত্য-গৃহাভিমুখে না হয় তবে তদনুগামী জনেরও তাহা হইবে না। আচার্য্য যদি অসৎপথের পথিক হন তদনুগত জনগণও তাহাই হইবে। কারণ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, তদিতর ব্যক্তি সকল তাহাই করিয়া থাকে। গীতার "যদ্যদাচরতি" শ্লোকই ইহার প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

বর্ত্তমানকালে ব্যবহারিক আচার্য্যগণ "বাপ্ কা বেটা সিপ্ হী কা ঘোড়া" নীতির দোহাই দিয়াও আর কোন স্থানেই সম্মান পাইতেছেন না। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, "পেটকা ওয়াস্তে" "দামড়ী কা ওয়াস্তে" সেই ধর্ম্মগুরু নির্ব্বাচন পাকাপাকি বন্দোবস্তটীর অনুকরণে ব্যবহারিক নীতির সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, আর ধর্ম্মাচার্য্য যেমন তেমন একটি থাকিলেই হয়, অধিকন্তু না হইলেই বা দোষ কি? এই কি উচ্চ শিক্ষার ফল? ইহা বোকামী না ন্যাকামী?

যিনি আমার অনন্তকালের কল্যাণ-প্রদাতা, তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে বিলাইয়া দিতে হয় তিনি কি বস্তু, আমি কি বস্তু না জানিয়া কে কাহাকে

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

বিদায় ? অবশ্য যাঁহার প্রসাদে আমাকে ও তাঁহাকে জানিব তিনিই আমার সেই জন্ম-জন্মান্তরের পারমার্থিক প্রভু বা অহৈতুক-কৃপাবান্ নিত্যবান্ধব সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত অন্য কেহই আমার ধর্ম্মগুরু বা আচার্য্য হইতে পারেন না। আচার্য্য-সন্তান যদি নিত্যসিদ্ধভাব বা সাধনসিদ্ধভাব লাভে আচারবান্ হন তবে তিনিই আমার ধর্ম্ম-গুরু আচার্য্য, তাহাতে দ্বিধা করিবার কারণ থাকিতে পারে না। নতুবা আচার্য্য-সন্তান-পরিচয়-প্রদানকারী স্বেচ্ছাচারী ব্যভিচারী হইয়া অধার্ম্মিক বা অসাধু শ্রেণীর অপাংক্তেয় হইয়া পড়িলে তিনি অসৎসঙ্গ বলিয়া সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়; শাস্ত্রে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আচার্য্য-লক্ষণে বায়ুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

মনুসংহিতায়—

"উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥"

অর্থাৎ যিনি সদ্গুরুর নিকট উপসন্ন হইয়া যথারীতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সংগ্রহ করেন অপরকে আচারে স্থাপিত করেন এবং স্বয়ং আচারের অনুষ্ঠান করেন তিনিই আচার্য্য।

যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দান পূর্ব্বক শিষ্যকে যজ্ঞবিদ্যা ও উপনিষৎ সহ বেদ অধ্যয়ন করান তিনিও আচার্য্য।

অতএব উক্তবিধ প্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইল যে—যিনি সদ্গুরুর নিকট অভিগমন করিয়া প্রথমতঃ শাস্ত্র-তত্ত্ববিৎ ও সিদ্ধান্তবিৎ হন নাই তিনি কখনও 'আচার্য্য' পদবাচ্য নহেন।

যিনি স্বয়ং ব্রহ্মবিৎ সদ্গুরু আচার্য্যের চরণে প্রপন্ন হন না ও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন না, শুধু কুলগুরু দাবিতে শিষ্যের বিত্ত অপহরণ করিবার জন্য মন্ত্র-ব্যবসায় খুলিয়া শিষ্যের বাড়ী বাড়ী অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তিনি শাস্ত্রবিচারে আচার্য্য-পদবী লাভ না করিয়া "বণিক্" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারেন। অহো কি ধৃষ্টতা! নিজে ব্রহ্মবিদ্যায় পারঙ্গত না হইয়া শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে যাওয়া কতখানি দাম্ভিকতা বা অর্ব্বাচীনতা তাহা প্রত্যেকের প্রণিধান-যোগ্য। এ সকল ব্যক্তি শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার নাম করিয়া জড়বিদ্যা, মায়ার বৈভব, যে বিদ্যা-লাভে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জীব গর্দ্দভ-খ্যাতি লাভ করে তাহারই জন্য লালায়িত করিয়া দেয়।

আচার্য্য যুগপৎ আচার ও প্রচার করেন। আচারবিহীন প্রচার ফলপ্রসূ নহে। আচারবিহীন আচার্য্যের কথার কোন তাৎপর্য্য বা অর্থ নাই। যেমন অন্ধ ছেলের নাম,—"পদ্মপলাশলোচন"। অজ্ঞ, বিচারহীন, ভাষাবিজ্ঞানে সুদরিদ্র, পণ্ডিত-ব্রুবগণের নিকট আচারবিহীন "আচার্য্য" বা অন্ধ ছেলের নাম "পদ্মপলাশলোচন" শব্দগুলির অসামঞ্জস্য বোধ নাও থাকিতে পারে। কোন সময় জনৈক ছাত্র আমার ন্যায় মূর্খ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, -"পদ্মপলাশলোচন" অর্থ কি গুরু মহাশয়? তিনি উত্তর করিলেন—"পদ্ম যাহা জলে জন্মে—কমল; পলাশ বৃক্ষ নামক এক প্রকার বৃক্ষে পলাশ ফুল হয় যাহা সরস্বতী পূজায় তোমরা ব্যবহার কর; আর লোচন ত' তোমার খুড়া মহাশয়ের নাম জানাই আছে।" এবম্বিধ পণ্ডিত-সমাজই অন্ধ ছেলের নাম পদ্মপলাশলোচন রাখেন ও আচারবিহীনকে আচার্য্য আখ্যা দান করিয়া নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন।

তিনিই আচার্য্য যিনি শাস্ত্রের সৎসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। যুগে যুগে সত্যধর্ম্ম লোক-লোচনের আড়ালে পড়িতে পারে। তাই স্বয়ং ভগবান্ কখনও স্বয়ং কখন অংশাব-তার কখনও বা শক্ত্যাবিষ্ট আচার্য্যগণ দ্বারা ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া থাকেন। চোর-দস্যুর স্থানে পুলিশ আসিলে, অরাজক দেশে রাজশক্তি উপস্থিত হইলে যেরূপ চোর দস্যু রাজদ্রোহী প্রভৃতির গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়, আচার্য্য কর্ত্তৃক সদাচার স্থাপিত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর হইবার সময়েও অনাচারী আচার্য্যাভিমানী পাষণ্ডী হিন্দুদিগের বড় চেঁচামেচি আরম্ভ হয়। তাহারা চিত্তের ক্ষোভ দূর করিবার জন্য বহু প্রকারের অসৎ-পথাবলম্বন করিয়া সজ্জন-বিদ্বেষ আরম্ভ করে। আনন্দের বিষয় এই যে ভগবদিচ্ছায় তাহা-দিগের অসচ্চেষ্টার ফলে আচার্য্যবান্ পুরুষ আচার্য্যের গৌরব আরও সহস্রগুণে ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে।

আচার্য্যদেবের আচারময় প্রচারের ইহাই বৈশিষ্ট্য - তিনি শাস্ত্রীয় বিধিটী মূলতঃ ঠিক রাখিয়া প্রয়োজনানুসারে কোন একটী বিশেষ বিধি প্রচলন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে পারেন। এই স্বাধীনতা আচার্য্যগণ ভগবানের আদেশেই প্রাপ্ত হন।

আচার্য্য শঙ্কর স্বয়ং শঙ্করাভিন্ন হইয়াও অসুর-মোহনের জন্য নির্ব্বিশেষ-বাদ কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া-ছিলেন। উহা তাঁহার নিজের অভিপ্রেত মত নহে।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ বৈদিক একদণ্ড-সন্ন্যাস না লইয়া বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিত্তির উপর বিষ্ণুর উপাসনা সংস্থাপনের জন্য পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে শূদ্রকুলোদ্ভূত বালকগণকে পঞ্চসংস্কার ধারণ করাইয়া দ্বিজত্ব উৎপন্ন করত যাজ্ঞবল্ক্যাদি-কৃত পদ্ধতি অনুসারে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করাইয়া বেদমাতা সাবিত্রী-দীক্ষাবিধানান্তর বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতার অভাব নাই, ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীযামুনাচার্য্য প্রচার করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুচর শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সংস্কার দীপিকাগ্রন্থে উহাই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দীক্ষাকালে উহাই অনুমোদন করিয়াছেন। এই সকল বিধি আচার্য্যগণ লোকহিতকর [illegible] প্রচার করেন। আগপর ব্যবসায়ী ও মৎসরগণ নিষ্কৎসর আচার্য্যবান্ আচার্য্যের আচার প্রচার-মহিমাবধারণে অপটু থাকিয়া কেবল হিংসাই করে। তাহাতে জন্মজন্মান্তরের জন্য আসুরিকভাবেই থাকিতে হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের মন্ত্রপ্রভাবে শিষ্যগণ পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। সুতরাং শিষ্য আচার্য্যের পুত্রস্বরূপ। "স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেবহি মন্ত্রতঃ।"—নারদ পঞ্চরাত্রে (ভরদ্বাজ-সংহিতা)। সুতরাং যেখানে গুরু-শিষ্যে পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ সেখানে শিষ্যকে অস্পৃশ্য বা পতিত বলিয়া কিপ্রকারে গুরুদেব বিচার করিতে পারেন? যিনি এই প্রকারে শিষ্যে পাতিত্য দোষ দর্শন করেন তিনি পতিত-স্পর্শে অর্থাৎ পতিতকে মন্ত্র দিয়া স্বয়ং পতিত হইয়া যান। যথা পাদ্মে স্বর্গখণ্ডে শ্রাদ্ধ পাত্র-নির্ণয়ে দেখা যায় "এতান বিদ্ধি মহাবাহো অপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্। শূদ্রানামুপদেশঞ্চ যে কুর্ব্বন্ত্যল্প-বুদ্ধয়ঃ॥" অর্থাৎ যে-সকল অল্পবুদ্ধি দ্বিজাধম শূদ্রদিগকে উপদেশ করেন তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় বলিয়া জানিতে হইবে।

ইহাতে দেখা যায়, অযোগ্য অনাচারী-গণ, মন্ত্রব্যবসায়ী [illegible] স্মার্ত্তশাসন-ভয়ে ভীত থাকিয়া শূদ্রাদি নীচ-বর্ণোদ্ভূতগণকে শিষ্য করিয়া বাহ্যতঃ অস্পৃশ্যবোধে তফাৎ থাকিলেও শিষ্যের সহিত পূর্ণ কপটতা চালাইয়াও সকলে পতিত। উপরিউক্ত "অপাঙ্‌ক্তেয় দ্বিজাধমান্" শব্দগুলি দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে। তাহারা গায়ের জোরে দুর্ব্বল লোকের নিকট পতিতপাবন বলিয়া খুব আস্ফালন করিয়া ধরণী প্রকম্পিত করিতেছেন ততই আচার্য্যবান্ আচার্য্যের নিকট "অপাঙ্‌ক্তেয় দ্বিজাধম" তাহারা কখনও শাস্ত্রের বিচারে ধর্ম্মাচার্য্য নহেন। আচার্য্যবান্ পুরুষই একমাত্র আচার্য্য।

শ্রীগুরু-তত্ত্ব

১। শ্রীগুরুদেব শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-তত্ত্ব।

২। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণু-বিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী।

৩। শ্রীগুরুদেব ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণু-বিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাপঞ্চে সর্ব্ব প্রাণীতে অধিষ্ঠিত।

৪। শ্রীগুরুদেব প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু।

৫। শ্রীগুরুদেব নরোত্তমরূপে বৈষ্ণব-গণের পরম বরণীয় বস্তুর সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব।

৬। শ্রীগুরুদেব অভেদ বিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা তত্ত্ব।

৭। শ্রীগুরুদেবের সেবায় পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত।

৮। নরোত্তম শ্রীগুরুদেবের ভক্ত নরগণ—বৈষ্ণব; সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান।

৯। শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয়-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-তত্ত্ব।

১০। শ্রীগুরুদেব—সেবক ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।

১১। শ্রীগুরুদেব—স্বয়ং-প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ।

১২। শ্রীগুরুদেব - বলদেব নিত্যানন্দা-ভিন্ন স্বরূপ, শ্রীগৌরসুন্দর—অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

১৩। শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণের নিত্য সেবক, শ্রীবলদেব—নিত্যকাল সর্ব্ববিধভাবে কৃষ্ণ-সেবক।

১৪। শ্রীগুরুদেব—মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ, রাগ-মার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবী।

হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট ঐ
৬। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৭। শ্যামানন্দ-প্রভুর-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। গৌড়ীয় কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহ পল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
১১। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৭। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৬। শ্রীব্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কারিদপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নন্দকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রষ্টার রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। অমাধ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। নিত্যকুটীর—বিজয়ের ইউ, পি

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পাণ্ডত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা, সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আন্ত সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২, বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৵০
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
৭। দ্বাদশ-আলবার	।০
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য	৷৵০
১১। ভজন-রহস্য	॥০
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৭। বেদান্তস্যমন্তক সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
১৮। জৈবধর্ম্ম	২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	১৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	॥৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
২২। দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৵০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৵
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
২৭। গীতমালা	⁄১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	⅃০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	⅃০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩২। শরণাগতি	⁄০
৩৩। গীতাবলী	⁄০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩৫। সাধনকণা	⁄০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄০
৩৭। নবদ্বীপশতক	⁄০
৩৮। অর্থপঞ্চক	⁄০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	⁄১০
৪১। অর্চ্চনকণ	৫১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম পরিখণ্ড)	৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা	৪০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।	
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	⁄০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর	⅃০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ	⅃০
৫৫। সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬১। সারাংশবর্ণনম্	⅃০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ	
৬৩। নামভজন	।০
৬৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্	।৵০
৬৫। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৬৬। বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৭। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	⁄০
৬৮। দি ভাগবত	।০
৬৯। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আন্অ্যালয়েড ডিভোশন	।০
৭০। ব্রহ্ম সংহিতা	২॥০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৩। সাধন-পথ	।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭৫। গীতাবলী	⁄০
৭৬। শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	
কাটারিভোগ	৫৷০
পাটনাই (সরেস)	৪৵
মাতা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৷৵
বালাম	৫
কলম	৬৷
সীতাশাল (সরু)	৫

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫৷
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫
৪নং ময়দা	৪।০—৪৷৵০
আটা ‘বি’	৪৷৵০—৪৷০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা গমমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ২নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তার শ্রী এ, এম, এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১ -৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম- 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

বেদান্তোপনিষৎ
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৪১, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩৪ [১৯৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সর্পাঘাতে মৃত্যু

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলার কোটাপাড়া গ্রামের অক্ষয়কুমার রুদ্রপাল নামক এক ব্যক্তি নিদ্রিত অবস্থায় সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, উক্ত ব্যক্তি নিদ্রা যাইতেছিল। প্রাতঃকালে উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া অনেক ডাকাডাকিতেও নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না দেখিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখা যায়, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার কপালের দক্ষিণপার্শ্বে দাঁতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়ায় সকলেই সিদ্ধান্ত করে যে, তাহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

———

নাথুরামের হত্যাকারীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ

গত ৯ই অক্টোবর তারিখে চাঞ্চল্যকর নাথুরাম হত্যা মামলার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। জুরীগণ হত্যার অভিযোগে আসামী আবদুল কোয়ামকে অপরাধী বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে অভিমত প্রকাশ করেন। দায়রা জজ মিঃ দাদিবা মেটা জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই দণ্ডাদেশ হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। ৮ জন খৃষ্টান ও একজন পার্শী লইয়া জুরী গঠিত হইয়াছিল।

আসামীকে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করিবার জন্য ৭ দিনের সময় দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া আসামী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে "আমি আমার প্রাণের জন্য মায়া করি না। আমার পয়গম্বরের সম্মান রক্ষার্থ আমি সহস্রবার জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি।" এই মামলার বিচার বিষয়ে সহরে নগরের আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছিল এবং বহু লোক দলে দলে আদালতে সমবেত হইয়াছিল। সশস্ত্র পুলিশ ও অশ্বারোহী ফৌজ জনতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া টহল দিতেছিল।

———

ছয়জনের প্রাণদণ্ড

পঞ্জাব সেসন জজ মিঃ ডি কে রিউবেন এক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নরহত্যার মামলার রায় দান করিয়াছেন। ছয়জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, এবং দুইজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ লাভ করিয়াছে। বাকী তেরজন আসামী মুক্তিলাভ করিয়াছে।

কমালাওয়ান নামক গ্রামে উক্ত দাঙ্গা হইয়াছিল। তথায় একটি গরু কোরবানি লইয়া হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়, দাঙ্গায় একজন মুসলমান জমিদার, একটি মুসলমান ভৃত্য এবং একটা মুসলমান দাসী নিহত হয়।

———

নারায়ণগঞ্জে খানাতল্লাস

গত ৭ই অক্টোবর অতি প্রত্যুষে পুলিশ নারায়ণগঞ্জের বহু বাড়ী খানাতল্লাসী করে এবং একজন মহিলা, একটি বালিকা এবং বহু যুবককে গ্রেপ্তার করে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রেল লাইনের নিকট কোনও ডোবার মধ্যে দেওভোগের শ্রীযুত মুরারিমোহন গুহের পুত্র হীরেন্দ্রনাথ গুহের যে, মৃতদেহ পাওয়া যায়, তৎসম্পর্কেই খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অসহায় স্ত্রীলোক হত্যা

পাটনা সেসন জজ একটি হত্যা ও ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ছয়টি খুন সম্পর্কে ছয় জনকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামীরা কৌশলক্রমে অসহায় স্ত্রীলোকদিগকে ভুলাইয়া কোনও নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইত এবং নৃশংসভাবে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহা কিছু তাহাদের সঙ্গে পাইত তাহাই আত্মসাৎ করিত।

বিচারের সময় জুরীগণ বলেন যে, আসামীদের মধ্যে চারিজন অপরাধী এবং দুইজন নিরপরাধী।

জুরীদের সহিত একমত হইয়া জজ সাহেব, তিনজন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ড এবং একজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য আসামীরা খালাস পাইয়াছে।

———

বেলজিয়ামে ফ্রাঙ্ক ঘাটতি

ব্রুসেলস্ হইতে প্রকাশ, ১৯৩৫ সালের বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষার জন্য অর্থসচিব সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে সৈন্য-বিভাগের বরাদ্দ ৮০০০০০০০ ফ্রাঙ্ক হ্রাস করা হয়। অন্যান্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকেও ব্যয় সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে; নতুবা বহু ঘাটতি পড়িবে। অর্থসচিব আশঙ্কা করেন যে, ব্যয় হ্রাস না করা হইলে ১০০০০০০০০ ফ্রাঙ্ক ঘাটতি পড়িবে।

চড়ায় আবদ্ধ ব্রিটিশ জাহাজ

হংকং হইতে প্রকাশ, "সিটী অব কেম্ব্রিজ" নামক যে ব্রিটিশ জাহাজ চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে, যুদ্ধ-জাহাজ সাফোক উহার সাহায্যার্থ গিয়াছে; কিন্তু সাফোক হইতে লাইফ বোট "সিটি অব কেমব্রিজের" নিকট অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সুতরাং জন্য "সিটি অব কেমব্রিজের" নাবিকগণ এখনও ঐ জাহাজেই রহিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ৮০ জন। এই দিকে তুমুল ঢেউয়ে জাহাজখানা আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহাদের অবস্থা শোচনীয়।

———

মিথ্যা উক্তিতে দরখাস্ত দাখিল

শ্রীযুত পবিত্রনাথ চক্রবর্ত্তী করিমগঞ্জ ফৌজদারী আদালতের মোক্তারের মোহরার। কোন মামলায় দুই ব্যক্তি অভিযুক্ত হয় এবং ৩রা অক্টোবর তাহাদিগকে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হয়। উহাদের মধ্যে একজন ঐ তারিখে উপস্থিত হয় এবং অন্য আসামী উপস্থিত হইতে না পারায় এই বলিয়া দরখাস্ত দেওয়া হয় যে, সে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পীড়িত সুতরাং তাহাকে উপস্থিত হইবার জন্য সময় দেওয়া হউক। দরখাস্তখানা উপরোক্ত পবিত্রনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়া দিয়াছিলেন, দরখাস্ত দাখিলের অব্যবহিত পরেই অন্য আসামী হাজির হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে বলে, বৃষ্টির দরুণ তাহার আসিতে [illegible] সে পীড়িত ছিল না। প্রথম আসামীকে তখনই ডাকা হয়। দরখাস্তে লিখিত বিবরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে সে বলে, "মোক্তার বাবু কি লিখিয়াছেন সে তাহা জানে না। সে কেবল দরখাস্তের খরচ মোক্তার বাবুকে দিয়াছে।" মোক্তার পাত্র চক্রবর্ত্তী দরখাস্ত তাঁহার লিখিত বলিয়া স্বীকার করেন, ফলে বিষয়টি সব ডিভিশনাল অফিসারের নিকট রিপোর্ট করা হয়। তাঁহার বিচারে পবিত্র চক্রবর্ত্তীর ২৫ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪১

অনেক সময় অনেক সংবাদদাতা এমন সব সংবাদ প্রদান করেন যে, অনুসন্ধানে তাহার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ঐরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাহাতে দেশবাসীর উপকার হওয়া ত দূরের কথা, অপকার ভিন্ন উপকার কখনও হয় না। যাহারা নিজেরা নাকদার হইবার জন্য, অপর কখনও স্ব স্ব অপস্বার্থ লাভের জন্য ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিতে অনুরাগ হয় ... এই শ্রেণীর ... থাকে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের সংবাদদাতাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যে সকল সংবাদ পাঠাইবেন, তাহা যেন সত্য ঘটনা হইতে বিচ্যুত না হয়।

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে বাণিজ্যের যে মন্দা লক্ষিত হইতেছে, তাহার ফলে নানা দেশে দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষ, খরা ও অজন্মা, জলপ্লাবন, আগ্নেয় উৎপাত, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি পৃথিবীর স্থানে স্থানে মানবগণের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় করিতেছে, একথা সত্য! কিন্তু অনেক সময় কোন কোন স্থানের দুর্ভিক্ষাদির সংবাদ এমনভাবে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয় যে পরে তদন্তের ফলে সংবাদ দাতার কথায় বিশ্বাস স্থাপনের আর প্রবৃত্তি হয় না। গবর্ণমেণ্টের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, বঙ্গের খুলনার মহকুমাতে কোন একটী স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে ১৪৮৪ জন লোকের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এই সংবাদটী ঠিক নহে। জোর নদীর অধীন পিরুলকাঠী নামক স্থান হইতে যে আত্মহত্যার সংবাদ আসিয়াছে, তাহা দুর্ভিক্ষের দরুণ নহে, দীর্ঘকাল কঠিন পীড়া ভোগের ফলে। ... থানার অন্তর্গত চর কৃষ্ণপ্রসাদ নামক স্থান হইতে যে দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যুর সংবাদ শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্টের সংবাদে প্রকাশ ... নিকট ঐপ্রকার কোনই সংবাদ পৌঁছে নাই।

৮ই সেপ্টেম্বরের "টাইমস অব্ ইণ্ডিয়া" মহারাষ্ট্র প্রদেশে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটী আবেদন প্রকাশ ... একটি ঐ স্থানের ... জেলা আফিস কর্তৃক ... প্রকাশ করা হইয়াছে। ... উক্ত ... বলেন যে তিনি ঐ আবেদন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, আর ঐস্থানে ঐপ্রকার দুর্ভিক্ষের বিষয়ও জানিতে পাওয়া যাইতেছে না।

বঙ্গ গবর্ণমেণ্টের মতে বাখরগঞ্জ জেলার শস্যের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক এবং পূর্ব দুই বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের ফসল অধিকতর ভাল। আমন শস্য পোকার কোনও প্রকার নষ্ট করে নাই। ইহার অবস্থা সন্তোষজনক কিন্তু ... জেলার কোন কোন স্থানে আউস শস্য পোকার উৎপাতে নষ্ট হইয়াছে। তবে আশা করা যায়, পোকায় নষ্ট হইলেও দশ আনা পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইবে।

উক্ত জেলার সাধারণ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ২৩০০০ একর খাস জমি বন্দোবস্ত দিবার জন্য সাধারণের আবেদন চাহিয়াছিলেন। তাহাতে ২০০০০০ দরখাস্ত আসিয়াছে। এই দরখাস্তকারী সকলেই বিশ্বস্ত প্রজা এবং পূর্ণ খাজনা ও সেলামী দিয়া বন্দোবস্ত লইতে প্রস্তুত হইয়াছে। দেশের অবস্থা যদি ক্রমশঃ ভালর দিকে যায় তাহা হইলে সুখের কথা। কিন্তু বেকার সমস্যা যে-প্রকার ক্রমশঃই জটিলতর হইতেছে তাহাতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভারতের রাজন্যবৃন্দ, বড়লাট লর্ড উইলিংডনের প্রতি যে ভক্তিমান, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য, তাঁহারা দিল্লীতে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছেন। ভূপালের নবাব বাহাদুর এই প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া মাত্র, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় প্রায় ৭১ জন ভারতীয় রাজন্য প্রত্যেকে ৫ হাজার টাকা করিয়া চাঁদা দিয়াছেন। এ ছাড়া পুরস্কার ... আছে প্রকাশ, মূর্ত্তি তৈয়ার করিতে ও প্রতিষ্ঠা করিতে যত টাকার দরকার, তাহার অনেক অধিক টাকা আসিয়াছে। রাজন্যবর্গ যে রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ... পরীক্ষাগারে ... ডাঃ এস এস্ ভাট নগর, পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে গবেষণা করিয়া বিখ্যাত তৈলব্যবসায়ী কোম্পানী মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্সকে সন্তুষ্ট করেন। কোম্পানী তাঁহার গবেষণার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, তাঁহাকে পুরস্কার লইতে চাহিলে ... পুরস্কার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে ... দেন। তদনুসারে ... কোম্পানী ... গবেষণার জন্য বাৎসরিক ... টাকার ... করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ... হইতে একটী রসায়নাগার প্রতিষ্ঠা হইবে এবং ছয়জন ছাত্র গবেষণার জন্য বৃত্তি পাইবেন। অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত ভাটনাগর দেশবাসিগণের উন্নতির জন্য যে আদর্শ প্রদর্শন করিলেন কৃতজ্ঞ দেশবাসী ... তাহার প্রশংসা করিবেন।

সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের মধ্যবর্তী ষ্টিমার সার্ভিস বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে, কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে যাইতে সান্তাহার হইয়া যাইতে হইবে বলিয়া অকস্মাৎ রেল কোম্পানী ঘোষণা করায় কলিকাতা প্রবাসী ময়মনসিংহবাসীদের মনে বিষম উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, আগামী বৃহস্পতিবার ও শনিবার কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত একখানা করিয়া স্পেশ্যাল ট্রেন যাইবে।

ফ্রান্সে ভীষণ কাণ্ড

যুগোশ্লোভিয়ার রাজা নিহত

—:•:—

যুগোশ্লোভিয়ার রাজা আলেকজেণ্ডার ফ্রান্সের মার্সাই অবতরণ করিবার পর রাজকীয় শোভাযাত্রা যখন তাঁদের প্রাসাদে পৌঁছে, তখন জনতার মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তি গুলীবর্ষণ করে। কয়েকটী গুলী রাজার উপর নিপতিত হয়। তাঁহাকে পুলিশের কার্য্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তিনি মারা যান।

প্রকাশ, একটি গুলী রাজা আলেকজেণ্ডারের হৃদয়ের অগ্রস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বক্ষ ও মুখ দিয়া সবেগে রক্তস্রোত নির্গত হইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে রাজা আলেকজেণ্ডার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

এই অবস্থায় তাঁহাকে পুলিশের বড় কর্ত্তার কার্য্যালয়ে লইয়া যাওয়া হয়। মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। অল্প সময় মধ্যেই রাজা আলেকজেণ্ডারের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

মঁসিয়ে বার্থের মৃত্যু

অপরাহ্ণ ৪ ১০ মিনিটের সময় ঐ ঘটনা ঘটে। গুলী লাগিয়া মঃ বার্থোর বাম হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ৫-৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। আততায়ীর গুলী তাঁহার পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই গুলী বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। এই সময় তাঁহার শরীরকে অবশ করা হইয়াছিল। গুলী বাহির করায় বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, এই সময় মিঃ বার্থের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।"

আততায়ী গ্রেপ্তার

প্রকাশ, একজন আততায়ী ধরা পড়িয়াছে। আততায়ীর সংখ্যা একজন কিম্বা দুইজন তাহা স্থির হয় নাই। কারণ, পরস্পর বিরোধী রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে।

যে লোকটি ধরা পড়িয়াছে, সে জাতিতে ক্রোটস। তাহার নাম পেট্রাস কেলিমান। তাহার জন্মস্থান জাগ্রেব। সে একজন ব্যবসায়ী। তাহার বয়স ৩৪ বৎসর। এই লোকটি নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু পুলিশ তাহাকে বাধা দেয়।

উন্মত্ত জনতা তখন তাহাকে "লিঞ্চ" করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু পুলিশ অতিকষ্টে তাহাকে উদ্ধার করে। এই সময় ঘটনাস্থলে ভীষণ হৈ চৈ হইয়াছিল।

বেরিবেরি ও তাহার চিকিৎসা

(কবিরাজ শ্রীপ্রাণেশচন্দ্র রায় চৌধুরী আয়ুর্বেদাচার্য্য)

আজকাল কেবল কলিকাতা নগরেই যে বেরিবেরি সংক্রামণ করিতেছে তাহা নয়, ভারতবর্ষের প্রায় সকল নগরেই হইতেছে। তাহার উপর আবার অর্থসমস্যা পড়িয়াছে, ইহা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া, মকরধ্বজ বিশারদ মহাশয় "মানমণ্ডের" ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই যুক্তিটি অতি সুন্দর, —ঔষধ ও পথ্য একাধারে, কিন্তু অনেক রোগীর উহা সহ্য হয় না। তাহার পক্ষে এই যুক্তিটি সমীচীন হইবে না ও অনেক দেশে 'মান' পাওয়া যায় না। সে স্থানে এই ব্যবস্থা চালানও কঠিন; সেই জন্য অতি সহজ সাধ্য দ্রব্য "পুনর্নবা"। পুনর্নবা "এলোপ্যাথি" "হোমিওপ্যাথি" ও "হাকিমাদি" চিকিৎসকগণের সর্ববাদি-সম্মত, সকল রকম চিকিৎসকই ইহা ব্যবহার করেন বা বেরিবেরি রোগে ইহা ব্যবহার করিতে অনুমোদন করেন।

আয়ুর্বেদে "শ্বেত পুনর্নবা সোষ্ণাতিক্তা কফ-বিষাপহা। কাস-হৃদ্রোগ-শূলাস্র-পাণ্ডু শোফা নিল প্রিয়ৎ।" বেরিবেরিতে হৃদ্রোগ ও শোথ উভয়ই থাকে, তাহার উপর যথা তথা পাওয়াও যায়। শ্বেত পুনর্নবা না পাইলে রক্ত পুনর্নবাও চলিতে পারে। "রক্ত পুনর্নবা তিক্তাসারিণী ও শোথনাশিনী" কিন্তু শ্বেত পুনর্নবারই গুণ বেশী, তাহা ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। লবণ, জল বন্ধ করিয়া কেহ যদি পুনর্নবার আরক, পাচন ও পুনর্নবার ব্যঞ্জনাদি সেবন করেন, তবে তাহা হইলে অচিরে রোগমুক্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

৬ষ্ঠ বর্ষ ২০শে পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৫ই অক্টোবর ইং ১৯৩৪ [illegible] ৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২রা অক্টোবর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারার্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা যেলে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা ঢাকাবাসীর সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া গত ২০শে আশ্বিন, ৭ই অক্টোবর, রবিবার 'শ্রীনাম-অপরাধ'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

মহোপদেশক ভক্তিশাস্ত্রীজী মহারাজ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রথমে বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছেন—হরিনাম করা বলিলে শ্রীনাম প্রভুর সেবাই বুঝায়। সেবার উদ্দেশ্যই—সেব্যের প্রীতি উৎপাদন করা। যদি প্রভুর প্রীতি উৎপাদন না করিয়া তাঁহার অপ্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেবা না হইয়া সেবাপরাধ হইয়া যায়। কিসে প্রভুর প্রীতি এবং কিসে তাঁহার অপ্রীতি, তাহা আমি কি করিয়া বুঝিব? আমি না বুঝিলেও যিনি প্রভুর মনোগত ভাব সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন এবং যিনি প্রতিনিয়ত সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূরণ করিতেছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক নিষ্কপট বিশ্রম্ভ সেবককে তাহা জানাইয়া দেন। তিনিই ভগবদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। তিনি জগদ্‌গুরু শ্রীব্যাসদেব। তিনি স্বরচিত পদ্মপুরাণে যে দশবিধ নামাপরাধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া দেন এবং তাহা হইতে সাবধান হইতে বলেন। সেই দশবিধ অপরাধের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অপরাধ—সাধুনিন্দা এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক—দেহাত্মবুদ্ধি। অপরাধ দূর হয় না বলিয়াই আমার নামে রুচি হয় না এবং তাহার ফলে আমার চরম প্রয়োজন লাভ হয় না। সুতরাং আমার উচিত, আন্তরিক সহিত নাম প্রভুর নিকট দৈন্য জ্ঞাপন করা এবং যাহাতে তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারি, সেইজন্য প্রার্থনা করা।

———

উপসংহারে তিনি বলেন যে,—শ্রীনাম-প্রভুর সাক্ষাৎ-সেবাদ্বারা তাঁহার প্রীতি-উৎপাদনে একমাত্র অনর্থ নিম্মুক্তকুলই সমর্থ। মধুর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরম উদাররূপে শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যই অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব। শ্রীগৌরাঙ্গগণাশ্রয়াই সর্ব্বানর্থ নির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বা শ্রীনাম প্রভুর সাক্ষাৎ সেবার যোগ্যতা লাভ হয়। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। গৌর-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার॥" এই সূত্র অনুসারে আমরা কেবল গৌর ভজনই করিব, কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই, এইরূপ বিচারমূলে কেবল গৌরবাদী হইয়া ভীষণতম অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত না হই। দ্বিতীয়তঃ গৌরভজনে যখন কোন অপরাধের বিচার নাই, তখন সর্ব্বপ্রকার কুৎসিৎ কার্য্য করিয়াও গৌরের দোহাই দিয়া বেড়াইতে পাইব, এরূপ কপটতা-যুক্ত গৌরানুরাগ না হয়। গৌরভজনের ফলে কৃষ্ণ-ভজন লাভ হয়; সেই গৌরভজনের তাৎপর্য্য—স্বরূপ রূপ প্রভুদের আনুগত্যে তাঁহাদের আচার ও বিচার সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করা।

অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক সরল, অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাষায় প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভগবান্ জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং আমার অন্তরেও তিনি আছেন, কিন্তু তাঁহাকে ত' দেখিতে পাই না। তিনি কৃপা পূর্ব্বক আমার নিকট ধরা দিবার জন্য শ্রীঅর্চ্চা ও শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার কপাল মন্দ বলিয়া আমি তাঁহার শ্রীঅর্চ্চাবতার দর্শন করিতে যাইয়া কাঠ পাথর দর্শন করি এবং তাঁহার শ্রীনামকে শব্দসামান্য জ্ঞান করি। শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ যে চিন্ময় বস্তু এবং শ্রীনাম যে নামী হইতে অভিন্ন, চিন্তামণি, কৃষ্ণ, চৈতন্য-রস বিগ্রহ, এই কথা আমার উপলব্ধি হয় না। তাহার কারণ মায়ার ব্যবধান। পঞ্চভূতে গঠিত আমার দেহ এবং জড়ে অভিনিবিষ্ট মন—এই উভয় বস্তু স্থূল ও সূক্ষ্মাকারে আমার চেতনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে; ইহাই মায়ার কার্য্য। আমি দেহ বা মন নহি, আমি শুদ্ধ চেতন—এই বুদ্ধি না হওয়া আমার প্রথম অপরাধ। ইহা ব্যতীত আরও নয়টী অপরাধ আছে। তাহা থাকার দরুণই আমি নাম গ্রহণ করিয়াও তাহার ফল-লাভে বঞ্চিত। আহার করিলে যেরূপ জীবের পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি এক সঙ্গেই হয়, সেইরূপ শুদ্ধভাবে নাম গ্রহণ করিলেও নিজেই তাহার ফল উপলব্ধি করা যাইবে। এই সকল অপরাধের হাত হইতে মুক্ত হইতে হইলে সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়া দৈন্যভরে নামপ্রভুর নিকট ক্রন্দন করিয়া তাঁহার কৃপা বাঞ্ছা করা আবশ্যক।

বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ., বি-এল্ অধ্যাপক মহোদয়ের সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———

গত ৩০শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার আসামপ্রদেশের অন্যতম শুদ্ধভক্তি-কেন্দ্র শ্রীশ্রীসরভোগ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবে অন্যান্য স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, পরে আরাত্রিক এবং বহু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

গত ১২ই আশ্বিন মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য বি-এজি, বি টি 'কীর্ত্তন'-সম্পাদক মহোদয় কতিপয় ভক্তসহ খুরডী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দে মহাশয়ের বাড়ীতে শুভবিজয় করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত হইতে বলি মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পাঠকতীর জনসাধারণী নানা উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চাটার্জ্জি, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মণ্ডল, মার্চ্চেন্ট শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাল, শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী বি-এ, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

———

গত ৭ঠা অক্টোবর শুক্রবার ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ সদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তশাস্ত্রী, শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে ভদ্রক, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তির প্রচারোদ্দেশে বহির্গত হইয়াছেন।

গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ পদ্মনাভ অব্দ ৪৪৮ ক্ষীরোদশায়ী

ঊর্জ্জ-বিধি

কি গৃহী, কি যতি, কি বিধবা সকলের পক্ষেই উর্জ্জব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমাদি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ যদি এই ব্রত পালন না করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবেন। তাই শ্রীহরিভক্তি বিলাস বলিতেছেন—

গৃহস্থ বিধবা চৈব বিশেষেণ বর্ণাশ্রমী।
কার্ত্তিকে নরকং যান্তি অকৃত্বা
বৈষ্ণবং ব্রতম্॥

———

কার্ত্তিক ব্রত না করিলে যে পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, এমনকি ব্রহ্মহত্যার পাপেও পতিত হইতে হয় তদ্বিষয় আমরা গত ১৯০ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে দেখিতে পাইয়াছি; পক্ষান্তরে কার্ত্তিকমাসে উর্জ্জব্রত করিলে যে সর্ব্বপ্রকার তীর্থে স্নান-দানাদির কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। আশা করি এই সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া নিতান্ত নাস্তিক ব্যতীত আর সকলেই কার্ত্তিক-ব্রতে মনোনিবেশ করিবেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে বিবিধ গ্রন্থ হইতে উর্জ্জব্রতের মাহাত্ম্যসূচক অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। স্থানাভাবে আমরা তৎসমুদয় উদ্ধার করিতে পারি নাই। কেবল তাহাদের সারকথা লিখিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত ব্রতের কৃত্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

———

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেখিতে পাই, কার্ত্তিক ব্রত বর্ণনারম্ভে গ্রন্থকার বন্দনা করিয়াছেন,—

দামোদরং প্রপদ্যেঽহং ... প্রভুম্।
প্রভাবাদ্ যস্য তৎপ্রেষ্ঠঃ কার্ত্তিকঃ
সেবিতো ভবেৎ॥

এই শ্লোকটীতে আমরা দেখিতে পাইতেছি—কার্ত্তিকমাস শ্রীদামোদরের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। এই শ্লোকে, কার্ত্তিক-কৃত্যের মূল নীতি যে শ্রীদামোদরের চরণে প্রপত্তি তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীদামোদরের চরণে শরণাপন্ন না হইলে কার্ত্তিক ব্রত সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। তাঁহাতে শরণাপন্ন হইলে তাঁহার প্রভাবে তদীয় প্রিয়তম কার্ত্তিক সেবিত হইবেন।

শরণাগত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও তৎকীর্ত্তনই কার্ত্তিক ব্রতের মুখ্যাঙ্গ। শরণাগতি, শ্রবণ ও কীর্ত্তন এই তিনের সহযোগেই অপরাপর কৃত্যাদি করিতে হইবে। এই তিনটীকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা ... করা যাইবে তাহাতে বিষ্ণুর প্রীতি হইবে না সুতরাং কার্ত্তিক ব্রত যে উদ্দেশে কৃত হয় তাহাও সিদ্ধ হইবে না।

— —

কার্ত্তিকে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফল-সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

নিমেষেন কথাং বিষ্ণোর্যে শৃণ্বন্তি
চ কার্ত্তিকে।
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা কার্ত্তিকে
গোশতং ফলম্॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে
কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে॥
শ্রেয়সা লোভবুদ্ধ্যা বা যঃ করোতি
হরেঃ কথাম্।
কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল কুলানাং
তারয়েচ্ছতম্॥
নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন কার্ত্তিকং যঃ
ক্ষিপেন্নরঃ।
নির্দ্দহেৎ সর্ব্বপাপানি যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ॥

—যে-সকল ব্যক্তি ভক্তি সহকারে কার্ত্তিক মাসে নিয়ম করিয়া শ্রবণ করে, তাহা যদি শ্লোকের অর্দ্ধ বা এক পাদও হয় তাহাতেই শত গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিক মাসে কেশবের অগ্রে পুণ্যস্বরূপ সাত্বত শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে। কল্যাণ বুদ্ধিতে হউক, আর লোভবশতঃই হউক, যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার শতকুল উদ্ধার হয়। যে ব্যক্তি নিত্য শাস্ত্র বিনোদন দ্বারা কার্ত্তিক মাস যাপন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ দহন করিয়া অযুত যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়েন।

সাত্বত-শাস্ত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তন বৈষ্ণবগণের সঙ্গ ব্যতীত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই স্কন্দপুরাণ বলেন—

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা
বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ।

মনুষ্য ইষ্টাপূর্ত্ত ... যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে পরম ভক্তি সহকারে বৈষ্ণবের সহিত বাস করিবেন

— —

কার্ত্তিকব্রত পালনকালীন কৃত্য—ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচারী ও হবিষ্যাশী হইয়া পলাশ-পত্রে ভোজন এবং দামোদরের অর্চ্চন। ইহাতে সকল ... বিনষ্ট হয় এবং ভজনানন্দে নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির আনন্দ বিধান করা যায়। তাই পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী
হবিষ্যভুক্।
পলাশপত্রে ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ॥
স সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ।
মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দ নির্বৃতঃ॥

কার্ত্তিকমাসে ভূমিতে শয়ন, ব্রহ্মচারী থাকা, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, পলাশপত্রে ভোজন ও দামোদরের অর্চ্চন সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রে শত শত মাহাত্ম্যসূচক শ্লোক পাওয়া যায়। সকলের সার,—শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান। ইহা হইতে অধিক মাহাত্ম্য আর কিছুই হইতে পারে না। তাই আমরা অন্যান্য শ্লোক উদ্ধার করিলাম না।

স্কন্দপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদে দেখা যায়,—

স্নানং জাগরণং দীপং তুলসীবনপালনম্॥
কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বন্তি তে নরা
বিষ্ণুমূর্ত্তয়ঃ॥
ইত্থং দিনত্রয়মপি কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বতে।
দেবানামপি তে বন্দ্যাঃ কিং যৈরাজন্ম
তৎকৃতম্॥"

—যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে স্নান, জাগরণ, দীপপ্রদান ও তুলসীবনপালন করেন, সেই সকল ব্যক্তি বিষ্ণুর মূর্ত্তি অর্থাৎ তাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুলোকে অবস্থান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর সেবার অধিকারী হন। যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে তিনদিন মাত্রও ঐ নিয়ম পালন করেন, তাঁহারা দেবগণের বন্দনীয় হন। যাঁহারা যাবজ্জীবন এই নিয়ম পালন করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

———

জাগরণের উদ্দেশ্য—শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সময়াতিবাহিত করা। হরি-জাগরণ, প্রাতঃস্নান, তুলসীসেবন, উদ্‌যাপন ও দীপদান—পঞ্চব্রতের প্রত্যেকটির প্রভূত মাহাত্ম্য রহিয়াছে। বিষ্ণুমন্দিরে বা বৈষ্ণবপ্রবর সদাশিবের মন্দিরে কিম্বা অশ্বত্থমূলে অথবা তুলসী-কাননে অবস্থান পূর্ব্বক হরিজাগরণ করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া স্নানের নিমিত্ত জল প্রাপ্ত না হয়, অথবা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে তাহা হইলে তাহাকে বিষ্ণুনাম স্মরণপূর্ব্বক অপমার্জ্জন অর্থাৎ জলস্পর্শ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ব্রতস্থ হইয়া ব্রতোদ্‌যাপন করিতে ... ব্রত সম্পূর্ণ করিবার জন্য যথা-শক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ভগবন্মন্দিরে দীপ-দানে অসমর্থ, সে অপরের দীপকে প্রবোধিত করিবে অথবা বায়ু প্রভৃতি হইতে সেই দীপগুলিকে রক্ষা করিবে। অভাবে তুলসী ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের পূজা করিবে।

সাহিত্যরত্নের কালজ্ঞান

(শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী, প্রত্নবিদ্যালঙ্কার)

শ্রীব্রজমোহন দাসের জনৈক ভাবক সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৩৪১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় 'ভারতবর্ষে' এক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ-রচনামুখে স্বীয় কাল-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কুলিয়া বা কোলদ্বীপের প্রাচীন সংস্থান বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ১৭৭০।১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের তীর্থ-মঙ্গলের বিবরণকে ৮৯৩ বঙ্গাব্দের সহিত এক মনে করিয়াছেন। ৮৯৩ বঙ্গাব্দ কিছু ১১৭৭ সাল নহে। মধ্যে ২৮৪ বৎসরের ব্যবধান আছে। ১১৭৭ সালে ঘোষাল মহাশয়ের অনুগত বিজয়রামের বর্ণিত নবদ্বীপের অধিবাসিগণ যে-স্থানে বাস করিয়া নবদ্বীপ বলিতেছে, তাহাই মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ—এরূপ বিচার কে বিশ্বাস করিবে? প্রতিবাদ করিতে গিয়া কালবিষয়ক বিচার গুলাইয়া ফেলা ঠিক নহে। সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের লিখিত তীর্থমঙ্গল প্রতিপাদ্য বিষয়টি রায়বাহাদুর কি খণ্ডন করিয়াছেন যে ঐ কথার অবতারণা করিয়া তিনি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণ-দোষে স্বীয় প্রবন্ধের বিচার দুষ্ট করিয়াছেন? তীর্থ-মঙ্গলের তাৎকালিক ভৌগোলিক সংস্থান-বিষয়ে রায়বাহাদুর চন্দমহাশয়ের খণ্ডন তাঁহার প্রবন্ধে কোথায় হইল?

সাহিত্যরত্ন মহাশয় কি বলিতে চান যে, Surveyor রেণেল সাহেব জরিপে ও চিত্রাঙ্কনে ভুল করিয়াছেন, আর তীর্থ-মঙ্গলের লেখক চেন লইয়া মানচিত্র করিয়াছেন, সুতরাং রেণেলের ম্যাপ পাশ্চাত্ত্য পরিমাপকের হস্তে নিষ্পন্ন হওয়ায় প্রতীচ্য-ভ্রমণকারীর কথায় অধিক আস্থা স্থাপন করা যাইবে? সুধীগণ বলেন, দুই ব্যক্তির বর্ণন বিষয় আকাশ পাতাল ভেদ আছে। রেণেল সাহেব তীর্থযাত্রী নহেন, তিনি Surveyor; বিজয়রাম সেন—আমিন নহেন, তিনি বর্ণনকারী কবি। বিজয়রাম সেন ১১৭৭ সালের ভাদ্রমাসের ভ্রমণের কথা কোন্ সময়ে লিপিবদ্ধ করিলেন এবং রেণেল সাহেবের ম্যাপ কোন্ সনের জরিপ?—ইহাদের মধ্যে ব্যবধান কত বৎসরের?

প্রাচীন নদীয়া বা শ্রীমায়াপুরের অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভস্থ হইয়াছিল, সুতরাং অধিবাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় নবদ্বীপ হইতে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ বর্ষে নদীর ভাঙ্গনে তাঁহাদের বাস স্থানান্তরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—ইত্যাদি বিষয় একেবারে চাপা দিলে চলিবে কেন? রেণেলের সহিত তীর্থমঙ্গল-

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা একত্রে নিষ্ফল॥

লেখকের-বিচারভেদ কোথায় হইয়াছে, তাহা সাহিত্যরত্ন মহাশয় কি যথাযথভাবে দেখাইবেন? উভয়কেই সমীচীন বিবেচনা করিলে উভয়ের বিবদমান বর্ণন সামঞ্জস্য করিতে পারে না কি?

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপ গঙ্গার কোন্ পারে ছিল, এই বিতর্ক লইয়া সাহিত্যরত্ন মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা প্রাসঙ্গিক কি না, ন্যায়-বিচারকের নিকট উহার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। গঙ্গার পশ্চিমপারে কুলিয়া বা বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ এবং গঙ্গার পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ ছিল—এই কথায় যদি সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত এবং ভক্তিরত্নাকর আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, রায়বাহাদুরের প্রমাণগুলি অখণ্ডনীয়, আর ব্রজমোহনদাস-প্রদত্ত যুক্তি ও প্রবন্ধগুলি প্রকৃত-প্রমাণে প্রসিদ্ধ এবং ভিত্তিহীন।

— —

শ্রীচৈতন্যের অপ্রাকটের অধিকাংশ পরবর্ত্তিসময়ে বিধর্ম্মীর বাসস্থান হওয়ায় এবং তাহারা খরোষ্টি ভাষায় উচ্চারণে অভ্যস্ত হওয়ায় প্রাচীনদিগের প্রমাণে কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত হইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় নবদ্বীপ ৪ মাইল দূরে গঙ্গার পশ্চিমপারে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না।

———

প্রতিবাদের লেখক মহাশয় তাঁহার কৃতিত্ব জ্ঞাপনের জন্য যে খরোষ্টি লিপি-প্রণালী ও তত্ত্বজ্ঞানে অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভৌগোলিক সংস্থান কিরূপে বিপর্য্যস্ত করিবেন, আমরা সেই বিচারের প্রশ্ন মাপিয়া লইতে অক্ষম। ব্রজমোহনদাসের মুখে যে সকল যুক্তি প্রমাণ বলিয়া স্থাপিত হইয়াছে, ঐগুলির কোনই ভিত্তি নাই এবং উহারা যে প্রমাণই নহে ও অযৌক্তিক—এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ নিবন্ধাদি আছে। সুতরাং মাত্র অনভিজ্ঞ জনগণ সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের কল্পিত কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু অভিজ্ঞগণ জানেন,—ঐগুলি অভিসন্ধিমূলে কল্পিত মাত্র।

———

সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের বিচার-প্রণালীতে যে-সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, উহা দেখাইয়া দিলে তাঁহার বাহ্যসম্মানের ক্ষতি হইবে আশঙ্কা করিয়া গৌড়ীয়মঠের নিষ্কিঞ্চন সেবকগণ ও গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ তাহা দেখাইয়া দেন্ নাই। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—এই বিধি পালন করিতে গিয়া দেখাইয়া না দিলেও হরেকৃষ্ণ বাবুর যে-সকল প্রবন্ধ রচনা, তাহার যুক্তি ও কালজ্ঞানের অভাব স্বতঃই লক্ষিত হয়।

ব্রজমোহন দাস রামচন্দ্রপুরকে শ্রীমায়াপুর বলিয়া প্রতিপাদন করিতে গিয়া যে-সকল যুক্তিহীন বিচার অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা শত শতবার চূর্ণ-বিচূর্ণ ও উন্মূলিত হইয়াছে। তথাপি হরেকৃষ্ণ বাবুর অসকৃৎ আবৃত্তি দেখিয়া আমরা প্রহ্লাদের উক্তি উদ্ধার করিতেছি,—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥"

সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের উক্তি এই যে, গৌড়ীয়মঠ শ্রীমায়াপুরকে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া সুধীমণ্ডলীর নিকট প্রচার করায় "বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও ঐতিহাসিকগণ" ক্ষুব্ধ হইয়া উহার প্রতিপাদ করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত স্থানকে প্রচ্ছন্ন ও অযৌক্তিক কুযুক্তির দ্বারা স্থানান্তরিত করিবার প্রয়াস করেন, তাঁহাদের বিচার-দৌর্ব্বল্য কখনও বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বিশুদ্ধ ঐতিহাসিকগণ আদর করেন না। সুতরাং বাঙ্গালার যে বৈষ্ণব ও ঐতিহাসিকগণ শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান অকাট্যভাবে নির্দ্ধারিত হওয়ায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণব ও ঐতিহাসিকগণের ক্ষোভের কারণ বুঝা যায় না।

—— -

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—নির্ম্মৎসর সাধুগণের পদানুসরণে বাস্তব বেদ্যবস্তু জানা যায়, আর হিংসা-পূর্ণ কামাদি ষড়্‌রিপুর বশীভূত মৎসরগণকে "বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়" ও "ঐতিহাসিক" বলার পরিবর্ত্তে তদ্বিপরীত বলিলেই সত্যের মর্য্যাদা স্থাপিত হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐতিহাসিকব্রুব মৎসর ও বিষ্ণুভক্তি-বিদ্বেষী সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলেন না, অথবা ইতিহাস-বিদ্বেষীকে ঐতিহাসিক বলেন না। সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ও গৌড়ীয়মঠের বিরোধী বলিলেই যে তিনি বৈষ্ণব ও ঐতিহাসিক হইবেন,—আমরা এরূপ মনে করি না। প্রাকৃত-সাহজিক সম্প্রদায়—যাহারা ১৩ প্রকারে বিভক্ত, তাহাদিগকে শুদ্ধভক্তগণ বৈষ্ণব-বিরোধী বলিয়াই জানেন। যাঁহারা হরিভক্তিবিলাস মানেন না, দৈববর্ণাশ্রম-বিধি ধ্বংস করিবার জন্য বৈষ্ণব-নামগ্রহণ করিয়াছেন, আর যাঁহারা অবৈধভাবে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করেন,—এরূপ কাল্পনিক ঐতিহাসিক পদপ্রার্থী জনগণ নিত্যসত্যের সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে চর্ব্বিতচর্ব্বণমুখে যতই প্রমত্ত হইবার যত্ন করেন, তাহাদের সেই রস ভাবনাবস্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অচমৎকার-ভারভূ এবং অসত্ত্বের দ্বারা অনুজ্জ্বল হৃদয়ের ভাবমাত্র।

———

কোন্ কোন্ ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের অধিষ্ঠান-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন? কোন্ কোন্ নিবন্ধে, কোন্ কোন্ প্রবন্ধে, কোন কোন্ সভায় তাহা প্রচারিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেইগুলি যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিরোধী ও কাল্পনিক ঐতিহাসিকব্রুবগণের দ্বারা সম্পাদিত না হইয়াছে, উহার প্রমাণ কোথায়? ব্রজমোহন দাস শুদ্ধভক্তগণকে বহু নির্য্যাতন করিয়াছেন এবং এমন একটিও প্রমাণ দিতে পারেন নাই—যাহা প্রতিবাদ-শব্দবাচ্য হইতে পারে। শুদ্ধভক্তিকে উৎসাদন করিয়া অভক্তিকে ভক্তির নামে প্রচার করা এবং মথুরাভিন্ন শ্রীধাম-মায়াপুরকে খরোষ্টি লিপি প্রণালীগত কদুচ্চারণমুখে অনভিজ্ঞ জনগণের নিকট প্রচার করাই কি প্রমাণ?

———

যদি খণ্ডিত ও প্রণষ্ট বলিয়া কোন শব্দ বাঙ্গালাভাষায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রজমোহনদাস ও তাঁহার স্তাবকগণের বিচার সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত ও অপ্রমাণিত হইয়াছে। রামচন্দ্রপুর যে কখনও শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান হইতে পারে না, উহা সুবিজ্ঞান-সম্মত সুষ্ঠু ঐতিহাসিক প্রণালীর দ্বারা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যাঁহারা উহা প্রমাণিত হয় নাই বলেন, তাঁহাদের দুরভিসন্ধি বিনাশ করিবার মানসে নিরপেক্ষ প্রমাণের দ্বারা রায়বাহাদুর যাহা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ হইতে পারে,—এরূপ বিশ্বাস বাঙ্গালার কোন বৈষ্ণবের বা কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের নাই।

রায়বাহাদুর রামচন্দ্রপুর বা ব্রজমোহন দাসের কল্পিত বা মোক্তার কাছিরাটী মহাশয়ের পদানুস্মৃতি প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী কার্য্যে সম্মতি দেন নাই—ইহাই তাঁহার দোষ বলিয়া যাঁহারা বলেন, তাঁহারা সতানিষ্ঠ হউন—ইহাই বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় তারস্বরে বলিতেছেন; ঐতিহাসিকগণেরও ঐ কথাই

আধ্যক্ষিকগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠের বিচার আধ্যক্ষিকগণই স্বীকার করেন। অধোক্ষজ-সেবকগণের বিচার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক অনুসৃত। আধ্যক্ষিকগণকে ভ্রম-প্রমাদাদির দ্বারা বিপথগামী করিতে দেখিলে পারমার্থিক শিক্ষক-সম্প্রদায় ঐ কার্য্য হইতে তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করাইবার যত্ন করাইয়া থাকেন। রজস্তমোগুণ-তাড়িত হইয়া গুণজাত জগতে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রতি আক্রমণ প্রণালী, তাহা ঐতিহাসিকগণও আদর করেন না।

সাহিত্যরত্ন মহাশয় অচিৎসাহিত্য-রচনে রত্নবিশেষ, সুতরাং চিন্ময়-সাহিত্যের বিরোধ করিতে গিয়া তাঁহার অজ্ঞানের চৈতন্য মঙ্গলাদির প্রমাণগ্রন্থ এবং নিমতলাঘাট-ষ্ট্রীটের ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর পূজাসেবক কুমারটুলীর জনৈক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জনৈক সেবকের রচিত আধুনিক ও নিবন্ধমূলে কল্পিত পদগুলি লেখকের মুখ্য হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণাবলী উড়াইয়া দিবার ও ধ্বংস করিবার পর আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলাইয়া বিষ্ণুভক্তির হানিকর কার্য্যের অনুমোদনকারী সম্প্রদায় যাহা বলিবেন, তাহাতে তাঁহাদের জ্ঞান ও কাল-জ্ঞানের অভাবই ভাসিয়া উঠিবে

যে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সাহিত্যরত্ন মহাশয় গৌড়ীয়মঠের বিদ্বেষ করেন এবং বাঙ্গালার বৈষ্ণব ও ঐতিহাসিকগণের বিরুদ্ধে সাহিত্য-রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তদ্দ্বারা সত্য ধ্বংস হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় সেনাপতি শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা ভক্তিসদাচার প্রচার করিয়াছিলেন। উক্ত সেনাপতিদ্বয়ের অধীনতায় শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণ যে বৈষ্ণব-সমাজ-নামধারীর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, উহার বিরুদ্ধ চেষ্টা অপস্বার্থপরতামাত্র। সাহিত্যরত্ন মহাশয় বৈষ্ণব-সদাচারের কথা জানেন, তথাপি আমাদের উহা পুনরুল্লেখের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

হরিভক্তিবিলাস ১০ম বিলাসে অসৎসঙ্গের দোষ বর্ণনমুখে লিখিয়াছেন—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

এবং—

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ অসতাং শিশ্নোদরতৃপাং
কচিৎ॥

"দুষ্মৎ প্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি"—ভাগবতোক্ত এই শ্লোকটী বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র আলোচ্য।

বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্যিকগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করুন, ভৌগোলিক সংস্থান আলোচনা করুন, তখন তাঁহারা ঐতিহাসিক ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইতে পারিবেন। নতুবা গুণজাত জগতে প্রাকৃতজনগণ কাহাকে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলে, কাহাকে বা ঐতিহাসিক বলে, তাহা বুঝিতে ভুল হইবে এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারকে তিক্ত বলিয়া বোধ হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

প্রথম ৩ দিনে				পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	।৶৹	।৶	।৹
,,	,, ইঞ্চ	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ম চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲ **বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়** —প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—০	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ + *	১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হার্মনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

উদ্বোধনাধিক্য—
বড় অক্ষরে মুদ্রণ ও
অল্পব্যয়ে প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৪১, ২৪শে অক্টোবর ১৯৩৪ [১৯৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

আইনে ৫ বৎসর জেল

কৃষ্ণনগরের সংবাদে প্রকাশ, স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নরেন্দ্রনাথ সেন স্থানীয় জিলা বোর্ডের কর্ম্মচারী অমৃতেন্দু মুখার্জ্জি ওরফে গদাকে অস্ত্র আইনের ১৯ (এ) ও ২০ ধারা অনুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রকাশ, আসামী দোষ স্বীকার করিয়াছে।

আসামী অমৃতেন্দু উকীল শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র মুখার্জ্জির বাড়ীতে বাস করিত পুলিশ উক্ত উকীলের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া আসামীর সুটকেসে একটি রিভলভার প্রাপ্ত হয়।

এই সম্পর্কে শ্রীযুত সীতেশচন্দ্র মুখার্জ্জি ক্ষিতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি ও অমৃতেন্দুর খুড়া সুধীশচন্দ্র মুখার্জ্জিকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

দাঙ্গাহাঙ্গামায় ১২ জনের ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড

শিলচরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, দত্ত এক চাঞ্চল্যকর দাঙ্গাহাঙ্গামায় অভিযুক্ত ১২ জন মুসলমানকে ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন। আসামীগণ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আর কার্ণ সাব ইনস্পেক্টার মিঃ এন এন হাজারিকা, হাবিলদার মঙ্গল সিং, ও কনেষ্টবল আব্দুল আজিজকে প্রহার করায় এবং উক্ত পুলিশ বাহিনীর একটী কোর্ট, একটি থলিয়া, একটি রেগুলেশন লাঠি ও একটি টর্চ লাইট অপহরণ করিবার অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭।১৫৩।৩৭৯ ও ৩২৩ ধারায় অভিযুক্ত হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ৫ই মার্চ্চ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নেতৃত্বে এক পুলিশবাহিনী একটি ডাকাতি মামলা সম্পর্কে সিরাজ আলি নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট সহ খানাতল্লাসির জন্য জিরিঘাট যায়। সিরাজ পুলিশ বাহিনীকে কোনরূপ গ্রাহ্য না করিয়া গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকে। ফলে ১২ জন আসামী তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লাঠিদ্বারা প্রহার করে ও দাঙ্গাকালে আসামীরা হাবিলদারের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক তাহার রেগুলেশন লাঠি থলিয়া ও কোর্ট অপহরণ করে।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে বলেন, আসামিগণ আইন ও শৃঙ্খলার আক্রমণ করিয়াছিল ও পুলিশের কার্য্যকরী ক্ষমতাকে অচল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তিনি ঘটনাস্থলে পুলিশবাহিনীর ধৈর্য্য ও উদারতার প্রশংসা করেন।

---

৬ জন জীবন্ত দগ্ধ

দিনাজপুরের সংবাদে প্রকাশ, ১৭ই অক্টোবর রাত্রি প্রায় একটার সময় দিনাজপুর সহরস্থ রেলবাজার হাটের সন্নিকটে সদর রাস্তার উপর একটী মোটরবাসের পেট্রোলের ট্যাঙ্কে হঠাৎ আগুন লাগিয়া একটি পুরুষ, তিনটি স্ত্রীলোক, একটি বালক এবং একটি শিশু জীবন্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়াছে।

শারদীয়া পূজায় কয়েকদিন এই স্থান হইতে দিনাজপুরের রাজবাড়ী পর্য্যন্ত কয়েকখানি মোটরবাস প্রতি বৎসর প্রতিমা ও অন্যান্য উৎসব দর্শনার্থী দিনাজপুরের মফঃস্বল হইতে আগত বহু স্ত্রী, পুরুষ যাত্রী লইয়া যাতায়াত করিয়া থাকে।

প্রকাশ, ঘটনার রাত্রিতে হিলিবালুরঘাট সার্ভিসের একখানি মোটর বাস রেলবাজারের হাটের নিকট বহু যাত্রী বোঝাই করিয়া লয় এবং বাসের ড্রাইভার তাহার আসনের ঠিক পশ্চাদ্‌ভাগে শিক দিয়া ঘেরা একটী রিজার্ভ আসনে উপরোক্ত যাত্রীগুলিকে বসাইয়া দরজায় তালাচাবি লাগাইয়া দেয়। মোটর চালাইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ হঠাৎ পেট্রোলের ট্যাঙ্কে আগুন জ্বলিয়া উঠে। রিজার্ভ আসনের পশ্চাতে যে সমস্ত যাত্রী ছিল তাহারা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে, কিন্তু এই রিজার্ভ আসনের দরজা খুলিয়া না দিয়াই নাকি ড্রাইভার পলায়ন করে। সেখানে শত শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল কিন্তু দরজায় তালাচাবি দেওয়া থাকায় এবং পেট্রোলের আগুন ভীষণভাবে প্রজ্জলিত হওয়ায় কেহ দরজা খুলিয়া দিবার কোন উপায় করিতে পারে নাই। ফলে, সকলের চোখের সম্মুখে তাহারা করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে জীবন্ত দগ্ধ হয়। বাসখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

দগ্ধ দেহগুলি এ পর্য্যন্ত সনাক্ত হয় নাই। প্রকাশ, মোটরের ড্রাইভার থানায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

রাজসাহী জেল হাঙ্গামার মামলা

রাজসাহীর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রাজসাহী জেল হাঙ্গামার মামলার সওয়াল জবাব শেষ হইয়া গিয়াছে। উক্ত মামলায় জেলের ২ জন ডেপুটী জেলারকে মারপিট করিবার অভিযোগে ডাঃ মিঃ ওয়র ৩২৩ ধারা অনুসারে হিমাংশু সেনগুপ্ত, বিধুভূষণ রায় এবং বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলীকে অভিযুক্ত করা হয়।

২ দিনে ৯০০ মামলা নিষ্পত্তি

জোড়াবাগানের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই সি মেডানের এজলাসে দুইদিনে ৯০০টী ছোট ছোট মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে গত ১৩ই অক্টোবর ৩৫০টী এবং অপর দিন ৫৫০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। আট আনা হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত আসামীদিগকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

বিক্রমপুরে ডাকাতি

বিগত ৬ই অক্টোবর শনিবার রাত্রিতে ঢাকা জেলার বানারী গ্রামের শ্রীহরিরাম নাথের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকাতেরা গৃহের অনেক স্ত্রীলোককে প্রহার করিয়াছে। ডাকাতদলের সাড়া পাইয়া নিকটবর্ত্তী বাড়ীর অনেক লোক ডাকাতদের তাড়া করিতে আসে কিন্তু ডাকাতেরা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। ইহার কিছুক্ষণ পরে উক্ত লোক বাড়ী হইতে "লেজা" নামক এক প্রকার অস্ত্র নিয়া আসায় ডাকাতদল পলায়ন করে। ডাকাতেরা গৃহের অনেক স্ত্রীলোকের গহনা ছিনাইয়া লয় এবং গৃহস্বামীর ২৫।৩০৲ টাকা লইয়া উধাও হয়। প্রকাশ যে, ডাকাতদের সঙ্গে "রাম দা" "লাঠি" ইত্যাদি ছিল। ডাকাতেরা ১০।১২ জন আসিয়াছিল। তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৭ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৪১

পাঠকগণ অবগত আছেন, করাচীতে মহারাজ নাথুরামকে হত্যা করিবার অপরাধে আবদুল কোয়াম নামক জনৈক মুসলমান সেসন জজ কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। জুরীরাও একবাক্যে ঐরূপ রায় দিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে,—জুরীদের মধ্যে ১ জন খৃষ্টান ও একজন পার্শী ছিলেন, কোন হিন্দু বা মুসলমান জুরী ছিলেন না; সুতরাং জুরীদের ঘাড়ে পক্ষপাত আরোপের সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মের নামে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমরা আমাদের মত পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এপর্য্যন্ত কয়জন শিক্ষিত মুসলমান নেতা এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়াছেন, আমরা জানি না। তবে 'বোম্বে ক্রনিকেল'-এর মুসলমান সম্পাদক মিঃ ব্রেলভী এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করিয়া সৎসাহসেরই পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

• • •

উক্ত হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে মিঃ ব্রেলভী 'বোম্বে ক্রনিকেল'-এ লিখিয়াছেন,—"অভিপ্রায় যাহাই হউক, এই হত্যাকাণ্ড নিশ্চয়ই পয়গম্বরের শিক্ষা ও উপদেশের বিরোধী; পয়গম্বরের নিকট এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর কিছুতেই হইতে পারে না। আর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এরূপ হত্যাকাণ্ড ইসলাম ধর্ম্ম সমর্থন করে বলিয়া প্রচার করা অপেক্ষা ইসলামের পক্ষে কুৎসার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না, তাহা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ হত্যাকাণ্ডের যিনি তীব্র নিন্দা না করেন, তিনি মুসলমান নামের অযোগ্য। এই শ্রেণীর হত্যাকারীকে 'সহিদ' বলিয়া মনে করার চেয়ে ইসলাম ধর্ম্মের পক্ষে অনিষ্টকর আর বেশী কিছু হইতে পারে না।" মিঃ ব্রেলভীর এই সুস্পষ্ট উক্তির জন্ম আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছি। আশা করি অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দ মিঃ ব্রেলভীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যাহাতে এই প্রকার নৃশংসকাণ্ড আর না ঘটিতে পারে তজ্জন্য চেষ্টান্বিত হইবেন।

আগামী মার্চমাসে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ সহরে বিশ্ব-সাংবাদিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ঐ অধিবেশনে পৃথিবীর সকল দেশের একজন করিয়া সাংবাদিক সহকারী সভাপতিরূপে প্রতিনিধিত্ব করিবেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় ভারতের পক্ষ হইতে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশা করি, তিনি উক্ত অধিবেশনে নিরপেক্ষ মত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া ভারতের গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন।

ভারত সরকারের দপ্তর হইতে সম্প্রতি ভারতে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ১৯৩১-৩২ সালের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বৃটিশ ভারতে মোট স্থলভাগের পরিমাণ ৬৬ কোটী ৭০ লক্ষ ৫৮ হাজার একর। এই জমির মধ্যে ৮ কোটী ৮৫ লক্ষ ৬৬ হাজার একর অরণ্যানীতে আচ্ছন্ন; ১৪ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৪ হাজার একর জমির কতকাংশ অনুর্ব্বরতা হেতুক চাষবাসের অনুপযুক্ত এবং কতকাংশ বাড়ীঘর, জল বা রাস্তাঘাটে আবদ্ধ। বাকী ৪৩ কোটী ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমি চাষের উপযুক্ত।

গত ১৯৩১-৩২ সালে এই জমির মধ্যে ১৫ কোটী ৫০ লক্ষ একর পতিত ছিল, ৪ কোটী ৯০ লক্ষ ৪২ হাজার একর সাময়িকভাবে পতিত ছিল এবং বাকী ২২কোটি ৮৮ লক্ষ ৩৬ হাজার একর জমিতে চাষ আবাদ হইয়াছিল। তবে একই জমিতে অনেক সময়ে বৎসরে দুইবার চাষ হয়। সেরূপ জমিকে যদি ডবল হিসাবে ধরা হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, এই বৎসরে বৃটিশ ভারতে মোট ২৬ কোটি ২৯ লক্ষ ১ হাজার একর জমিতে চাষ হইয়াছে।

• •

ভারতের সকল প্রদেশে চাষের জমির পরিমাণ সমান নহে। কোন প্রদেশ পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ; কোন প্রদেশ মরুভূমিতে আচ্ছন্ন; আবার কোন প্রদেশে জলভূমিই অধিকাংশ। তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মোট জমির তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ বিভিন্নরূপ।

• • •

বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশে মোট জমির শতকরা কত ভাগে ফসলের চাষ হয়, তাহার হিসাবে দেখা যায় দিল্লীতে ৫৯, সংযুক্ত প্রদেশে ৫৩, বাঙ্গলায় ৪৯, বিহার ও উড়িষ্যায় ৪৭, পাঞ্জাবে ৪০ বোম্বাই প্রদেশে ৪১, মধ্য প্রদেশে ও বেরারে ৩৯, মাদ্রাজ প্রদেশে ৩৭, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ২৭ আজমীঢ় মাড়োয়ারে ২০, আসামে ১৬, কুর্গে ১৪ ও ব্রহ্মদেশে ১১ অংশ জমিতে আবাদ হয়। দিল্লী একটী অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ। কাজেই উহার কথা বাদ দিলে ভারতের বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে দেখা যায় যে, সংযুক্ত প্রদেশেই আবাদী জমির ভাগ সব চেয়ে বেশী; উহার পরেই বাঙ্গলা এবং তৎপর ক্রমশঃ বিহার ও উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের স্থান।

গত ১৬ই অক্টোবর জার্ম্মাণীর স্বরাষ্ট্র সচিব হার ফ্র্যাঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন যে, হার হিটলার চিরজীবনের জন্ম প্রেসিডেণ্ট ও চান্সেলার হইয়াছেন। এই দুইটি পদ আর পৃথক করা চলিবে না এবং যে "উইমার শাসনতন্ত্র" অনুসারে মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী বিপ্লবের পর জার্ম্মাণ সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল, তাহাও আর রাষ্ট্রের মৌলিক আইন রহিল না। হার হিটলার পার্লামেণ্টের নিকটও দায়ী নহেন; ইহার কারণ সম্বন্ধে হার ফ্র্যাঙ্ক বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক হিসাবে তিনি উহাকে এমন স্বাভাবিকভাবে চালিত করিয়াছেন যে, উহার নিকট তাঁহার আর কোন দায়িত্বই নাই। যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য আসন লাভ হইবে বৈকি?

চিতাবাঘের আক্রমণে মৃত্যু

নারায়ণ গঞ্জের একটা সংবাদে প্রকাশ যে, একটা বৃহদাকার চিতাবাঘ ঐ অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। কতিপয় গ্রামবাসী উহাকে মারিবার জন্ম লুকাইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই সময় চিতাবাঘটি তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের মধ্যে একজনকে লইয়া কিছুদূর চলিয়া যায়। তাহারা বাঘটীকে আক্রমণ করে। ইহাতে বাঘটী তাহাদের মধ্যে অনেককে ক্ষতবিক্ষত করিয়া পলাইয়া যায়। ঐ অঞ্চলের জনৈক শিকারী বাঘটীকে গুলী করিয়া হত্যা করে। প্রথমোক্ত লোকটী আহত হওয়ায় ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জুট প্রেসে আগুন

গত শনিবার সকাল ৮।২৭ মিনিটের সময় কাশীপুর ও নবাব দিলাবরজঙ্গ রোডে ইউনিয়ন জুট প্রেসে ভীষণ আগুন লাগে। দ্বিতল গুদামটী দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফিট এবং প্রস্থে ৫০ ফিট। গুদামের নিম্নতলে ১৩,০০০ পাকা গাঁইট এবং দ্বিতলে ৫০০ কাঁচা গাঁইট ছিল বলিয়া প্রকাশ। ৮টী দমকল আগুনের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এবং আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। একঘণ্টা পরে আগুনকে বশে আনা হয়। আগুন এখনও জ্বলিতেছে। দ্বিতল গুদামের চারিদিকের দেয়াল ফাটিয়া গিয়াছে। এখনও কয়েকদিন ধরিয়া আগুন থাকিবে বলিয়া মনে হয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

ঢাকায় খানাতল্লাসী

কিছুদিন হইল ঢাকা জেলার বালিয়াও নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিনোদ পাল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। আরও প্রকাশ, পুলিশ কৃষ্ণবিনোদ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র সত্যবিনোদ পাল কর্ত্তৃক অঙ্কিত কয়েকখানা ছবি নিতে চেষ্টা করিয়াছিল। উক্ত ছবিগুলি ব্যায়ামবীর ক্ষীরোদকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঘোষ, সত্যপাল প্রভৃতির ছিল। এই ছবিগুলি কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র পাইয়াছিল। সত্যবিনোদকে থানায় লইয়া যাইয়া কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

---

১ জনের প্রাণদণ্ড ও ১ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পূর্ণিয়ার সেসন জজ মিঃ এ এন ব্যানার্জ্জি নরহত্যা সহ ডাকাতি করিবার অপরাধে কয়েক ব্যক্তিকে দণ্ড দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন প্রাণদণ্ডে, একজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে এবং অন্যান্য কয়েকজন দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ গুহ নামক একব্যক্তি রাজসাক্ষী হইয়া ডাকাতি সম্পর্কে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। এই ব্যক্তি এক গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক।

প্রকাশ, কচ ডাকাতের দল পূর্ণিয়া, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ী জেলায় প্রান্তে ডাকাতি করিত। এক ডাকাতিতে তাহারা বন্দুক ছুড়িয়া একটি লোককে হত্যা করে।

স্থানীয় আবহাওয়া

হেমন্ত পড়িতে না পড়িতেই বেশ শীতের আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। আকাশ নির্ম্মল। চাষিগণ রবিশস্য-বপনে ব্যস্ত। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় বলিয়া অনেকেরই সর্দ্দি কাশি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং প্রত্যেকেরই সতর্ক থাকা উচিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১ম বর্ষ } ২রা দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৪শে অক্টোবর ইং ১৯৩৪ বুধবার { ১৯৭শ সংখ্যা

মথুরার পত্র

হাওড়া ষ্টেশনে

গত ১১ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটের সময় 'ক্যাল্‌কাটা-দিল্লী কালকা' মেলে জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর আদর্শ প্রদর্শন ও প্রচারোদ্দেশে বহু আশ্রিত ও অনাশ্রিত ভক্তসহ মথুরায় শুভবিজয় করেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত হইয়া রাত্রি ৭৷৷৮টার সময় হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর সহিত রাত্রি ৯-১৫ মিনিটের সময় হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথায় শত শত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি সমবেত-কণ্ঠে আচার্য্যবর্য্যের জয়ধ্বনি প্রদান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'জে, এন্‌, মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী'র অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়—এই ভ্রাতৃত্রয় বহু সুগন্ধি পুষ্পস্তবক ও মাল্যাদি-সহ ষ্টেশনে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পূজা বিধান করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় প্রমুখ ভক্তবৃন্দও পুষ্পমালা দ্বারা প্রভুপাদের গলদেশ বিভূষিত করিয়াছিলেন। যামিনী বাবু স্বহস্তে প্রভুপাদের প্রকোষ্ঠটী বিবিধ সুগন্ধি-পুষ্পগুচ্ছদ্বারা সুশোভিত করিয়া প্রভুপাদপদ্মে তাঁহার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা

হাওড়া হইতে মথুরার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনার বিপুল আয়োজন

নির্দ্ধারিত ঠিক ১০ ঘটিকায় গাড়ী ছাড়িবার সময় সমবেত ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে প্রভুপাদের জয়ধ্বনি করত বিষণ্ণ-বদনে ষ্টেশন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। ট্রেণখানি আচার্য্য-চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া যেন অতি পক্ষুল্লচিত্তে 'হিস্' 'হিস্' শব্দ করিতে করিতে দ্রুতগতিতে রাত্রির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া নির্ভয়ে ছুটিতে লাগিল এবং প্রসঙ্গক্রমে জানাইতে লাগিল "হে জীববৃন্দ, তোমরা মত্ত কেন অজ্ঞানতমে বাস কর না, যদি আচার্য্যচরণ আশ্রয় কর তাহা হইলে তোমরাও অনায়াসে অজ্ঞান-রাজ্যের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠালোকে পৌঁছিতে পারিবে।"

ধানবাদে

ট্রেণখানি অধিক রাত্রিতে ধানবাদ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে ষ্টেশনের কতিপয় কর্ম্মচারী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। এই স্থানে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ উপস্থিত থাকিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

গয়ায়

পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে গভীর রাত্রিতে গয়া ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া ট্রেণ পৌঁছিলে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। এই স্থানে নারায়ণ ঘোষ প্রমুখ আরও অনেক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন।

মোগলসরাই ষ্টেশনে

পরদিন প্রাতে ৮টার সময় ট্রেণখানি মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথায় কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মঠস্থ কতিপয় ব্রহ্মচারী এবং কাশীর বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত কয়েক মূর্ত্তির সহিত আচার্য্যচরণে পুষ্পমালা প্রদানোদ্দেশে উপস্থিত হয়েন। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করেন। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজের সহিত আগত ব্রহ্মচারিগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনকারী ভক্তগণের গলদেশে প্রসাদী পুষ্পমালা প্রদান করেন। শ্রৌতী মহারাজ শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর, আতা, কমলালেবু, কলা প্রভৃতি বিভিন্ন ফল এবং বহুপ্রকারের মিষ্টান্ন প্রসাদ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের জন্য আনিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সমস্ত প্রসাদ অনুগমনকারী ভক্তগণকে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন।

এলাহাবাদে

পূর্ব্ব হইতেই এলাহাবাদ ষ্টেসনে শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠের সহকারী রক্ষক শ্রীপাদ গৌরসুন্দর ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং স্বীয়-পুত্র-কন্যাদি-সহ প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। বেলা ১১টার সময় ট্রেণ এলাহাবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিলে শ্রীল প্রভুপাদ গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া প্লাটফর্ম্মে দণ্ডায়মান হন। সগোষ্ঠী শ্রীপাদ গৌরসুন্দর প্রভু ব্রহ্মচারিবৃন্দ সহ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করেন এবং তাঁহার গলদেশে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া আচার্য্য-সম্মান জ্ঞাপন করেন। এলাহাবাদের দৃশ্য অতি অদ্ভুত ও মনোরম। প্রভুপাদ ভাব-গদ্গদচিত্তে দণ্ডায়মান; পাদপদ্মে সুগন্ধি পুষ্পরাশি স্তূপাকার হইয়া দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে। গলদেশের প্রচুর পুষ্পমালা সমস্ত বক্ষঃস্থলটী আবৃত করিয়া দিয়াছে। তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য সমস্ত প্লাটফর্ম্মে জনসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, সকলেই স্তম্ভিত ও আনন্দে আপ্লুত। তাঁহারা আচার্য্যের পরিচয় লইবার জন্য পরস্পর কাণাঘুষা করিতেছেন এবং বলিতেছেন,—"ইনি কে? —এমন তেজোবিশিষ্ট মহাপুরুষ ইনি কে?" ষ্টেসনের ইংরাজপুরুষগণও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নির্নিমেষ-নেত্রে শ্রীল প্রভুপাদকে দর্শন করিতেছেন। এই সকল দর্শকবৃন্দের

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ দামোদর [illegible] ৪৪৮

বিজয়ার অভিনন্দন

কয়েকদিন পর আবার পাঠকগণের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকার হওয়ায় আমরা সর্বপ্রথম তাঁহাদিগকে আমাদের বিজয়ার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। দেশের জনসাধারণের বিজয়া অভিনন্দনের সহিত 'নদীয়া প্রকাশ'-সেবকগণের বিজয়ার অভিনন্দনের কিছু পার্থক্য আছে। বিজয়া দশমীতে জনসাধারণ শত্রু মিত্র ভুলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন-প্রদানের আদর্শ প্রদর্শন করেন। কিন্তু এই আলিঙ্গন যে পরস্পরের মধ্যে পুনরায় শত্রুতা উৎপাদনের নিরোধ করিবে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। লৌকিক নিয়মে বাহ্যিক হাসির সহিত শত্রু মিত্রের যে কৃত্রিম আলিঙ্গন, তাহাতে শত্রু-মিত্র-ভেদবুদ্ধি অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হয় না। যে-সম্বন্ধে শত্রুতা ভাব বিদূরিত হইবে, সেই সম্বন্ধ জাগরিত না হওয়ায় বিদ্বেষ-বহ্নি অন্তঃকরণে অবস্থান করিয়া সময়মত তাহার সংহারক মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। মহামায়ার পাশে আবদ্ধ থাকিবার জন্যই মানবের এই প্রকার দুর্গতি। দুর্গত জীব দুরতিক্রম্য দুর্ভাগ্যের দুর্গে অবস্থান করিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের আন্তরিক বাসনা পোষণের চেষ্টা-রহিত হইয়া 'দুর্গতিনাশিনি দুর্গে' বলিয়া যে অশ্রু বিসর্জন করে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে তাহার কপটতার দুর্গে অবস্থিতির পরিচয়। ভোগপর ও ত্যাগপর চিন্তাস্রোতে অবগাহিত সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্গতির লক্ষণ। যাঁহারা বলেন, তাঁহারা দুর্গতির হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের জন্য মহামায়ার পূজা করেন, তাঁহাদিগকে দুর্গতির স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় বলিলে যদি তাঁহারা সেই উপায় অবলম্বনে বিমুখ হন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহারা মহামায়ার কারাগারে অবস্থান করিয়া অবিদ্যার আবরণে আবৃত থাকিতেই আনন্দ বোধ করেন।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের একনিষ্ঠ সেবকগণ শ্রীগুরুদেবের অভয় পাদপদ্মে মহামায়ার দুরতিক্রম্য দুর্গের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহারই কৃপায় ঐ দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরবিদ্যার আশ্রয়ে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। পরবিদ্যার জ্যোতিতে তাঁহাদের অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত বলিয়া তাঁহারা কাহাকেও শত্রুরূপে দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে জগদ্বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা দুরত্যয়া মায়ার কবলে কবলিত হইয়া ত্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য নদীয়া-প্রকাশের সেবকগণের হৃদয় আকুল হয়। মায়াপাশ-বদ্ধ দুর্গত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই তাঁহাদের প্রয়াস। সুতরাং তাঁহারা বিজয়ার যে অভিনন্দন বা আলিঙ্গন প্রদান করিবেন, সেই অভিনন্দন বা আলিঙ্গনের মধ্যে কপটতার কোনও স্থান নাই।

ভগবান্ সকলের পিতা; সেই সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেরই ভাই। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে এই ভ্রাতৃভাব বিকশিত হইলে শত্রুতার শিখা প্রজ্বলিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? শুদ্ধভক্তগণের বিচার — "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার।" এই বিচারটী যাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, সেই গুরুগণ পরস্পর পরস্পরকে সম্মানের পাত্ররূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। একে অন্যের সেবা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ একটী শাকের আটি হাতে করিতে অপমানবোধ করিলেও আমরা শুনিয়াছি এবং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোডে যখন সর্বপ্রথম ভক্তিবিনোদ-আসনে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ স্থাপিত হয় সেই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত সেবকগণের প্রত্যেকেই—তিনি উপাধিধারীই হউন, সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশীয়ই হউন আর যাহাই হউন, আগ্রহের সহিত হাবড়া ষ্টেশনে যাইয়া মালগাড়ী হইতে চাউল, ডাল, আর লাইন দিয়া লোক ভক্তগৃহীসমূহের ঝুড়ি মস্তকে বহন করিয়া মঠে লইয়া আসিতেন। আসিবার জন্য কাহাকেও বলিতে হইত না, স্বেচ্ছায়ই সকলে আসিতেন এবং প্রত্যেকেই সর্বাপেক্ষা বেশী ভারী বোঝাটী মস্তকে বহনের জন্য ব্যস্ত হইতেন। শুধু তরকারীর বেলায় নহে, প্রেসে ভক্তিগ্রন্থাদি ছাপা হইবে, উহার প্রত্যেকেই কাগজের দোকান হইতে মস্তকে করিয়া কাগজ লইয়া আসিতেন, প্রেসে কাজ দিতেন; এই সকল কার্য্য তাঁহারা অসঙ্কোচে করিতেন। এখনও যে একান্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণের মধ্যে এই প্রকার সেবাপ্রবৃত্তি নাই, তাহা নহে। শ্রীমঠসেবকগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমবেত হইয়াছেন; বঙ্গের টান ত' দূরের কথা, প্রদেশগত সম্পর্কেরও অভাব যেখানে লক্ষিত হয়, সেই স্থানে এই যে প্রীতির আকর্ষণ, এই যে অকৈতবিক ভাবে সেবার বাসনা, ইহা কোথা হইতে আসিল? —শ্রী ভগবৎ সম্বন্ধ হইতেই ইহার উদ্ভব।

ভগবৎ-সম্বন্ধ-রহিত অবস্থায় পরস্পর ভোগের সুবিধার জন্য ভ্রাতৃভাব স্থাপনের যে কপট চেষ্টা বিশ্বমাঝে দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সহিত ভগবৎসেবকগণের ঐপ্রকার পরস্পর মিত্রতা ও সেবা-প্রচারের কোনও সম্পর্ক নাই। কৃত্রিম উপায়ে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের যত প্রয়াস এ পর্যন্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিই ব্যর্থতার গর্ভে স্থানলাভ করিয়াছে। ভগবদ্-বিমুখ কর্ম্মিগণের ঐ প্রকার যত চেষ্টা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। তাই আজ আমরা আমাদের বিশ্ববাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে বিজয়ার অভিনন্দন বিজ্ঞাপন করিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় ও ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য পুনঃপুনঃ নিবেদন করিতেছি।

জগল্লক্ষ্মীকে ভোগ করিবার দুষ্প্রবৃত্তিগ্রস্ত রাবণকে সবংশে নিধ্বংস করিয়া ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবায় উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য যে শিক্ষা শ্রীরামচন্দ্র দিয়াছেন, সেই স্মৃতিই বিজয়া-তিথিতে সৌভাগ্যবন্ত জনগণের হৃদয় প্রদেশ অধিকার করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়া সর্ব্বসময়েই লজ্জিতভাবে শ্রীভগবানের পশ্চাদ্দেশে অবস্থান করে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ কুবিরামের কপটতায় জনসাধারণের মস্তিষ্কে এই ধারণা প্রবেশ করিয়াছে যে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিবার জন্য অকালে বোধন করিয়া আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ অলীক সংবাদ এবং জড়-শাক্তেয় মতবাদীর অসচ্চেষ্টার বিষময় কুফল। বস্তুতঃপক্ষে মূল রামায়ণে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা করিবার নামগন্ধও নাই। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখেই যে আসিতে পারে না, সেই মহামায়াকে তিনি পূজা করিবেন, ইহা নিতান্ত বাল-হাস্যকর কথা। কিন্তু দেশের জনসাধারণ বিষয়কার্য্যে প্রমত্ত থাকিয়া মূল গ্রন্থের সন্ধানে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়া ঐ প্রকার একটা মস্ত বড় মিথ্যা কথা সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা আশা করি, নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ জনসাধারণের উপকারার্থ প্রকৃত বিষয়টী তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণকে জানাইয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। সকলেই বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্যানন্দ লাভ করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সৃষ্টি কি প্রকারে হইল, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বলেন, প্রাচীন শারদ-উৎসবের সহিত বাঙ্গালী ভূ-স্বামীরা, ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপের আড়ম্বর দেখাইবার জন্য দুর্গোৎসবের প্রচলন করিয়াছেন। ইহা প্রধানতঃ ছিল বাংলার প্রতাপশালী জমিদারদিগের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পূজা—অপরকে আড়ম্বরে হারাইয়া দিবার জিদ্। এই জিদের বশে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের দিন উভয় পক্ষের পদাতিক লাঠিয়ালেরা মারামারি করিত। মাথা কাটিয়া রক্তে নদীবক্ষ রঞ্জিত হইত। কিন্তু সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া প্রতাপশালী জমিদার তাঁহার প্রতিপক্ষকে আলিঙ্গন করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে লাঠিয়াল পদাতিকেরাও আলিঙ্গন করিত। আনন্দবাজার পূজা-সংখ্যায় এ বিষয়টী উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসবে আনন্দ প্রকাশের দিনে আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে মূল রামায়ণ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি। শুধু রামায়ণ কেন, যাবতীয় গ্রন্থেরই মূলটী অধ্যয়নের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আবার কোথাও কোথাও দেখা যায়, অনেক মূল গ্রন্থেও ষড়যন্ত্রকারিগণের অভিসন্ধিমূলে পরবর্ত্তি সময়ে 'খাদ' প্রবিষ্ট হইয়াছে। একেই ত' বুদ্ধি বা টীকার সাহায্যে গ্রন্থার্থ বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, তাহাতে আবার যদি 'খাদ' প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সুধা-ভ্রমে হলাহলপানই হয়ত' পাঠকের ভাগ্যে ঘটিবে। তাই আমাদের নিবেদন, আমাদের বন্ধুবর্গ ভগবচ্চরণে শরণাগত হইয়া নিত্যমুক্ত ভক্তভাগবতগণের মুখে চেতনময়ী সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করুন। তাহা হইলে কপটতা ধরিয়া ফেলিতে আর কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না এবং ভ্রান্তির পথে চালিত হইবারও সম্ভাবনা বিদূরিত হইবে।

পাঠকগণ অবগত আছেন, 'শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ'-প্রচারক শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি মায়াবাদ ধ্বংস করিবার জন্য বিজয়াদশমীতেই জগতে প্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রীপাদ মধ্বমুনির বিচার গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট মায়াবাদীর কপটতা ধরা পড়িবেই। কালক্রমে আনন্দতীর্থপাদের সেবক বলিয়া আত্মপরিচয়-প্রদানকারিগণের মধ্যে অনেকে তৎপ্রদর্শিত বিচার-সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান না রাখিলেও শ্রীমধ্বপাদের ভাষার গাম্ভীর্য্য কোনও প্রকার 'খাদ' তাঁহার গ্রন্থে প্রবেশ করিতে দেয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

উপসংহারে আমাদের নিবেদন, শ্রীল প্রভুপাদ ঊর্জ্জাব্রত উপলক্ষ করিয়া মাথুর-মণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক যে-সকল সিদ্ধান্ত রত্ন বিতরণ করিতেছেন, তাহা আমরা তদীয়-প্রেষ্ঠ সেবকগণের দ্বারা সংগ্রহ করিয়া বিজয়ার উপহার-রূপেই আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গকে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীরামচন্দ্রের বিজয় আমাদিগকে মায়াজয়ের শক্তি প্রদান করুন।

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল

মথুরার পত্র

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অব্যক্ত মনোভাব দেখিয়া আমাদের সেই গৌড়ের বাদসাহের —বৃন্দাবন-পথের যাত্রী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি মন্তব্যের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিল —

"বিনা দানে এত লোক যাঁর পিছু ধায়।
সেই ত গোসাঞি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"

যে দৃশ্য আমি দেখিলাম, তাহা বর্ণন করিতে পারি এমন ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। দৃশ্যটা ত' বৈকুণ্ঠের, আমি আমার জড় ভাষাদ্বারা উহা কিরূপে বর্ণন করিতে পারি? তাই মনের খেদ মনেই চাপিয়া রাখা হইল।

তার পর প্রসাদের কথা। গৌরসুন্দর প্রভু অনেক রকমের মিষ্টান্ন এবং দধি, ক্ষীর, রাবড়ি প্রভৃতি 'বিচিত্র প্রসাদ—প্রায় ৫০জন আকণ্ঠ পূরণ করিয়া ভোজন করিতে পারেন, এইরূপ পরিমাণে দিয়া গেলেন। আমাদের গাড়ীতে মেদিনীপুরের মুন্সেফ বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ নাগ মহাশয় তাঁহার পরিবারবর্গ সমেত প্রায় ১০ জন ছিলেন। তাঁহারাও ঐ মহাপ্রসাদ আনন্দ সম্মান করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যান্বিত মনে করিলেন। ইঁহারা বৃন্দাবন যাইতেছিলেন। বৃন্দাবন হইতে 'গঙ্গাভবন' বাড়ীতে (শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থানে) আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বৃন্দাবন রওনা হইলেন।

কানপুরে

লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী সেবাকোবিদ মহোদয় পূর্ব্ব হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষী হইয়া কানপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত ছিলেন। ট্রেন কানপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলে অধোক্ষজ প্রভু কতিপয় শ্রদ্ধাবান্ ভদ্রলোক সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

হাথ্রাস জংশনে

সন্ধ্যা আটার সময় ট্রেনখানি হাথ্রাস্ জংশন ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। তথায় মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু মথুরার বিশিষ্ট ভদ্রলোকসহ উপস্থিত থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম বন্দনা করেন। পূর্ব্ব হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আগত নূতন সেভ্রলেট্ মোটর গাড়ীখানি সহ শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ও ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত মোটরে অল্প সময়ের মধ্যে মথুরার ড্যাম্পিয়ার পার্কস্থিত 'গঙ্গা-ভবন' নামক নিবাসে উপস্থিত হন।

মথুরায়

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক গৌড়ীয়-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ গুণবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ বি-এল্, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী বি-এস্‌সি, শ্রীমান্ অমৃতাক্ষি সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত গৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রমুখ বহু ভক্ত প্রভুপাদের পদাঙ্ক-অনুসরণে মথুরায় গমন করিয়াছেন।

—ভক্তিবান্ধব

গুপ্তধন কোন্ স্থানে ?

"ভক্তিমার্গাৎ পরঃ শ্রেষ্ঠো কৃষ্ণপ্রাপ্তৌ ন বিদ্যতে"

সুপ্ত-সর্ব্বধন, 　　হ'য়ে যেই জন,
　মায়ার কারায় বন্দী চির।
বিকায় যে-মন, 　　প্রেমাদি রতন,
　বর্ব্বর রাজার করে শির॥
জনম যাহার, 　　কাটে অনিবার
　যাতনা-নিষ্পিষ্ট নিন্দা-গেহে।
সংসার বরিয়া, 　　যেই অভাগিয়া
　ত্রিতাপ-অনলে নিত্য দহে॥
পদে পদে হয়, 　　বিশ্বব্যস্ত বিলয়,
　তবু না লভয় শুদ্ধ-জ্ঞান।
তবু হায় হায়, 　　সতত ভিখায়,
　প্রাকৃতের করে নিধান॥
ত্যজি' জীবে সার, 　　প্রয়াসী যোষার,
　তৃষা প্রশমন মরু-ধারে।
করিতে উল্লাসী, 　　কিবা পাপীয়সী,
　মায়ার প্রভাব বিশ্বোপরে॥
ত্রিগুণ-কেতন, 　　জড়ে সুশোভন,
　মনে করে হায় নিত্য তাহা।
জড়-প্রণয়িনী, 　　বাধিনা ভামিনী,
　মানে মূঢ় তারে দুঃখাপহা॥
জেনেও মানে না, 　　দেখেও বুঝে না,
　করাল কালের ধ্বংসলীলা।
কল্পনার তুলে, 　　আঁকেনা'ক ভুলে,
　প্রণয়িনী তার মৃত্যুশীলা॥
আশপাশে নর, 　　বদ্ধ-পদ-কর,
　তবু নাহি ঘুচে চিদ-ধ্বান্ত।
অনর্থে ব'রিয়ে 　　স্ব-অর্থে হারিয়ে,
　সাজে ত অন্তিমে সর্ব্বস্বান্ত॥
(কেন) দারিদ্র্যে পীড়িত, নিরাশা-পেষিত
　হেরি' জীবে হ'য়ে আর্দ্রচিত।
বেদ পুরাণাদি, 　　সৃজি' নীতি, বিধি,
　হ'ল হরি নিজে অভিব্যক্ত॥
সরবজ্ঞ সাজি', 　　ভক্তিশাস্ত্ররাজি,
　বারতা জ্ঞাপয়ে সর্ব্বজনে।

"ওহে জীব শোন, 　　আছে পিতৃধন,
　জেনো তোমাদের গুপ্তস্থানে॥
নানাবিধোপায়, 　　বেদ-শাস্ত্রে কয়,
　বঞ্চিতে সে ধনে অজ্ঞ জীবে।
কিন্তু জেনো সত্য, 　　মম নির্দ্দেশিত,
　উপায় অব্যর্থ সে অর্থলাভে॥
যদি কে দক্ষিণে, 　　খুদিবে যতনে,
　লভিতে সে ধনে, হে অজ্ঞ নর!
ভীমরুল-বরুলী, 　　হ'য়ে কুতূহলী,
　দংশিবে তোমায় বারম্বার॥
মিটিবে না আশা, 　　জেনো সত্য ভাষা,
　হ'বে লভ্য শুধু দুঃখ চণ্ড।
তাই নাম তার, 　　জগতে প্রচার,
　দু'দিনের ভাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড॥
পশ্চিমে যদিহে, 　　খুদিবে উৎসাহে,
　শোন তবে যাহা ভাগ্যফল।
তথা অর্থ-রক্ষ, 　　হ'য়ে সুদক্ষ
　আছে আগুলিয়া যক্ষ খল॥
নামে তাহা অর্থ, 　　নহে ত বস্তুতঃ,
　অনর্থের তাহা ব্যক্তমূর্ত্তি॥
মা'ছে মুগ্ধ ক'রে, 　　শেষে প্রাণ হরে,
　(তার) সিদ্ধিকাণ্ড বলি' বিশ্বে খ্যাতি॥
যদি হে অথবা 　　উত্তরে খুদিবা,
　লভিতে সে ধন হর্ষভরে।
হয়সে বিষাদ, 　　বিষম প্রমাদ,
　ঘটিবে তবে হে ভাগ্যফেরে॥
কৃষ্ণ-অজগর, 　　মহা ভয়ঙ্কর,
　গিলিবে তোমারে অতর্কিতে।
র'বে চিরতরে, 　　তাহার উদরে,
　নাশিবে নিজেরে স্বহস্তেতে॥
সাযুজ্য-মুক্তি, 　　যাহার খেয়াতি,
　বরি' সুখে যাহা 'সোঽহংবাদী'।
চিরতরে হায়, 　　প্রবঞ্চিত হয়,
　হ'য়ে সাধে সাধে আত্মঘাতী॥
যদি ভাগ্যফলে, 　　পূবে কোনকালে,
　খুদিবে হইয়ে শুদ্ধমনা।
পূর্ণ ধন ভাড়, 　　তব হাতে পড়ি',
　করিবে তবে হে ধন্য তোমা॥
ধন পাইবারে, 　　জীব তোমাদেরে,
　প্রকাশিনু এই গুহ্যবার্ত্তা।
শুদ্ধভক্তি মার্গ, 　　বলি' যারে বিজ্ঞ,
　ভক্ত্যাশ্রয়ে লভে কৃষ্ণপিত্তা।
ভক্তিমার্গে বই, 　　গুপ্তধন পাই,
　কেনোপায় আন 'ন বিদ্যতে'।
ভক্তি-মার্গে মাত্র, 　　সুলভ সর্ব্বত্র,
　ধন-শিরোমণি নন্দসুতে॥
তাই হরিজনে, 　　সতত বাখানে,
　সর্ব্বোপায়-সার 'ভক্তিমার্গ'।
সেবাসুখে মজি', 　　কর্ম্ম জ্ঞান ত্যজি',
　সুচতুরে বরে সে সৌভাগ্য॥
ভক্তিই ভূষণ, 　　ভক্তি প্রাপ্যধন,
　তাই ভকতের সম্প্রদায়।
সর্ব্বথা যত্নেতে, 　　করে শুদ্ধভক্তে,
　তাই শুদ্ধভক্তি, সমাশ্রয়॥
ভক্তি-সুধাকর- 　　ভবনে বিহার,
　তাই করে সদা শুদ্ধভক্ত।
ধন-লোভী জন, 　　তাই সর্ব্বক্ষণ,
　সে ভজন-রাসে অত্যাসক্ত॥"
ভকতিসিদ্ধান্ত- 　　বাণী-আবিষ্কৃত,
　'অনুভাষ্য'-দ্বারে বিশ্বে পুনঃ।
অনর্পিত মণি, 　　গুপ্তধন-খনি,
　নিঃস্ব জীব তরে ব্যক্ত পুণ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

দামোদর-ব্রত

বিধি ও নিষেধ

দামোদর বা কার্ত্তিক-ব্রতের আরম্ভ-সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য প্রারভ্যে হরিবাসরে।
অথবা পৌর্ণমাস্যাং সংক্রান্তৌ বা
　　　　তুলাগমে॥
দীপদানমখণ্ডঞ্চ দদ্যাদ্বৈ বিষ্ণুসন্নিধৌ।
দেবালয়ে তুলস্যাম্বা আকাশে বা
　　　　তদুত্তমম্॥

—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে অথবা পৌর্ণমাসীতে কিম্বা তুলা সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক ব্রত আরম্ভ করিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুসান্নিধ্যে বা দেবালয়ে অথবা তুলসী-সমীপে, কিম্বা আকাশে উত্তম-দীপ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ কার্ত্তিকমাসের রাত্রির শেষ প্রহরের প্রথমেই শয্যাত্যাগ করিয়া শুচি-পূর্ব্বক ভগবন্মাহাত্ম্য-সূচক স্তোত্র পাঠ-সহকারে ভগবানকে জাগরিত করিয়া নীরাজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মসমূহ শ্রবণপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণসহ সহর্ষে সংকীর্ত্তন করিয়া ভগবানের নীরাজন করা কর্ত্তব্য। তৎপর নদ্যাদিতে গমন করিয়া আচমনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতে হইবে—

কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

—হে জনার্দ্দন! হে দেবেশ! হে দামোদর! শ্রীরাধার সহিত তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করিব।

সঙ্কল্পান্তে প্রার্থনা সহকারে শ্রীভগবানকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রার্থনা মন্ত্র যথা—

তব ধ্যানেন দেবেশ জলেঽস্মিন্
　　　　স্নাতুমুদ্যতঃ।
ত্বৎপ্রসাদাচ্চ মে পাপং দামোদর
　　　　বিনশ্যতু॥

—হে দেবেশ, তোমার ধ্যান-সহকারে এই জলে স্নান করিতে উদ্যত হইয়াছি। হে দামোদর, তোমার প্রসন্নতা-হেতু আমার পাপ বিনষ্ট হউক। 　　(ক্রমশঃ)

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		।৵০	।৴	
,,	,, ইঞ্চি		১৷০	১৷৷০	
,,	,, সিকিকলম		৪৲	৪৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম			৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲		১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ত চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

EASTERN BENGAL RAILWAY

SALE NOTICE

Whereas a consigment of 2 bags said to contain Biri leaves and 1 bag said to contain tobacco booked from Calcutta to Munshiganj by Messrs. N. T. & Co. to selves under Invoice No. 50 R/R. No. 022061 of 4. 7. 34 has been lying undelivered, it is hereby notified that the same shall be sold by public auction under Section 55 of the Indian Railways' Act with reserve to meet the Railway dues on expiration of 15 days from the date hereof at Munshigang Railway Station.

No. T/266/34. L. W. Van Someren,
Calcutta.
The 24th October 1934. TRAFFIC MANAGER

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	[illegible]	৭—১৩,	৯—৪৩	১৫—৬	২৩—৫৫,
রাণাঘাট	ছাঃ	• ৫-৫০,	• ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	২৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	• ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১
স্বরূপগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩৭,	১৪—[illegible]	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৪ [১৯৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

পূজাবকাশে জুয়ার প্রাচুর্য্য

শ্যামপুকুর থানার ইনস্পেক্টর প্রথম শারদীয়া পূজার দিন কয়েকটী বাড়ীতে হানা দিয়া চণ্ডীদাস মুখার্জ্জি ও অপর ১২ জনকে ধৃত করে। তাহাদিগকে জোড়াবাগানের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর ডাঃ এস্ পি সর্ব্বাধিকারীর এজলাসে হাজির করা হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট বালক বলিয়া ৪ জনকে মুক্তি দেন; অপর ৮ জনকে ২০৲ করিয়া জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে তাহাদিগকে ১৫দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে একজনকে জুয়ার আড্ডার মাতব্বর বলিয়া ৪০৲ জরিমানা করা হয়। জরিমানা আদায় না হইলে তাহাকে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

গত সোমবার রাত্রি ৯টায় কিছুপর কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের নিকটে একটি ভীষণ বাস দুর্ঘটনা হইয়াছে। ৬৯৯ নং দোতলা বাসখানি দক্ষিণ দিক হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিল। সেই সময় একখানি ট্রামও সেই দিকে যাইতে থাকে। ট্রামখানিকে অতিক্রম করিতে যাইয়া বাসখানি ঐ ট্রামের দক্ষিণ দিক দিয়া বিপরীতদিকের ট্রাম লাইনের উপর দিয়া ট্রামখানির পাশ ঘেঁসিয়া দ্রুত যাইতে থাকে। সে সময় বিপরীত দিক হইতে আর একখানি ট্রাম আসিয়া পড়ে। ফলে বাসখানির সম্মুখ ভাগ দুইখানি ট্রামের মধ্যে পড়িয়া পিষিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে আরোহিগণ এবং বাসের ড্রাইভার একটা ঝাকুনি খাইয়াই রক্ষা পাইয়া গিয়াছে। বাসখানির বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ দিকগামী ট্রামখানিরও সম্মুখ ভাগের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। বাসখানির মালিক মিঃ কাইদকা।

কয়লার খনিতে অনশন সত্যাগ্রহ

কিছুদিন হইল পেক্‌স্ নামক স্থানে কয়লার খনির প্রায় ৫০০ শ্রমিক খনিতে প্রবেশ করিয়া চারিদিন অনশন সত্যাগ্রহ করিয়াছিল; তাহারা বলিয়াছিল যে, তাহাদের মজুরী হ্রাসের প্রস্তাব পরিত্যক্ত না হইলে তাহারা খনি হইতে উঠিবে না, এবং বায়ু চলাচল পথ বন্ধ করিয়া দিবে। তাহাদের দৃঢ়তায় বাধ্য হইয়া খনির মালিকগণ তাহাদের সঙ্গে আপোষ করিয়াছেন। শরৎকালে ও শীতকালে তাহাদিগকে অতিরিক্ত মজুরী দেওয়া হইবে, এবং ধর্ম্মঘটকারীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া শ্রমিকদল খনির উপরে আসিতে সম্মত হইয়াছে।

অতর্কিতে আক্রমণ

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ভৈরব থানার অন্তঃপাতী চুড়িপাই পরগণার গজারিয়া গ্রামের মুন্সি গোলাম হোসেন ভূঞা ও মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা আততায়ী কর্ত্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছেন। তাহাদিগকে রামদাও দিয়া কোপ দেওয়া ও টেঁটা দ্বারা বিদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহারা নিরস্ত্র থাকিলেও আত্মরক্ষার্থ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া ভূপতিত হন। তাঁহাদের চীৎকার শুনিয়া লোকজন সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বৃত্তগণ পলায়ন করে। তাঁহাদিগকে প্রথমে ভৈরব থানায় পরে হাসপাতালে নেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, তাঁহারা আততায়িগণকে চিনিতে পারিয়াছেন।

মাদ্রাজের নূতন লাট

মাদ্রাজের নূতন লাট লর্ড আরস্কিন ২৭শে অক্টোবর তারিখে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" জাহাজে চড়িয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ১২শে অক্টোবর মিঃ এস শর্ম্মা তাঁহাকে এক জলযোগ সভায় অভ্যর্থনা করেন। নিমন্ত্রিত হইয়া স্যার জন এণ্ডারসন, স্যার অসবোর্ণ স্মিথ ও স্যার ল্যান্সলট গ্রেহাম প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মাদ্রাজের গবর্ণররূপে তাঁহার কার্য্যকাল সাফল্য মণ্ডিত হউক, এই বলিয়া মিঃ আর এস শর্ম্মা নব নিযুক্ত লাটের কল্যাণ কামনা করেন। উত্তরে লর্ড আরস্কিন বলেন,—ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণরের কাজ যে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ, তাহা আমি উপলব্ধি করিতেছি। তবে আমি এই আশা করিতেছি যে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক শান্তি আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। মিঃ আর এস শর্ম্মা বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই হিংসার নীতি কোনও দেশেই ফলপ্রসূ হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে এই মারাত্মক ব্যাধি নির্ম্মূল করিতে হইবে।

মোটর দুর্ঘটনা

কয়েকদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট প্লেস ওয়েষ্টে দুইখানি প্রাইভেট মোটর গাড়ীর ভীষণ সংঘর্ষের ফলে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের রেলিংএর একাংশ এবং রাস্তার একটি গ্যাসপোষ্ট ভাঙ্গিয়া যায়। দুইখানি গাড়ীই জখম হইয়াছে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কেহই আহত হয় নাই। একখানি গাড়ীর চালক লক্ষ্মীনাথ মিশিরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বালকের উপর নোটীশ

কুড়িগ্রাম হইতে প্রকাশ, বাবু মধুসূদন চৌধুরীর দৌহিত্র কৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তীর উপর একটী নোটিশ জারী করিয়া তাহার মাতামহের বাড়ীতে অন্তরীণ করা হইয়াছে এবং সপ্তাহে একবার করিয়া থানায় হাজিরা দেওয়া ব্যতীত তাহাকে বাড়ীর বাহির হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

পিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ

চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত হাজিগঞ্জের পিয়ন শ্রীক্ষেত্রমোহন নাথ নানারূপ জাল জুয়াচুরি করিয়া মং ৭০০৲ টাকার ৪৭ খানা মণিঅর্ডারের টাকা প্রকৃত প্রাপকগণকে না দিয়া ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করায় অবিলম্বে পুলিশ কর্ত্তৃক দঃ বিঃ ৪০৯।৪০৩। ৪৬৭ ধারা মতে গ্রেপ্তার হইয়া শ্রীযুক্ত মৌলবী আজিজুর রহমান ডিপুটিম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের এজলাসে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে। আসামী হাজতে আছে।

দুর্গার দুর্গতি

দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলওয়েস কিষেণগঞ্জ ষ্টেশনের ঠাকুরগঞ্জে দুর্গাপূজার প্রথম দুইদিন তুমুল ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে পূজা মণ্ডপের টীনের চাল উড়িয়া যায় এবং দুর্গা প্রতিমাখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। স্থানীয় পূজা কমিটী দুর্গার একখানি ছবি বেদীতে রাখিয়া যথারীতি পূজার্চ্চনান্তে বিসর্জ্জন দেন।

হইল, তাহা হইলে বস্তু থাকা না থাকা সমান কথা। এই যে আমার দেহ, ইহা আমার একটী গৃহ, এই গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন আত্মা ও আত্মার স্বামী পরমাত্মা। সেই পরমাত্মা আত্মা রূপ গৃহস্থের সেব্যবস্তু। অতএব এই দেহ-গৃহের বস্তু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা পরমাত্মার সেবা করাই হ'চ্ছে 'আত্মার একমাত্র ধর্ম।'' 'হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা'' 'হৃষীক'-শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, হৃষীকেশ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবান। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবানের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। এই ইন্দ্রিয়রূপ সেবোপকরণ দ্বারা যে গৃহস্থ (আত্মা) ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের সেবা করেন না, তিনি গৃহস্থ নহেন।

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে। সেবোন্মুখ চক্ষুদ্বারা শ্রীভগবানের রূপদর্শন, সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা শ্রীভগবানের নামশ্রবণ, সেবোন্মুখ নাসিকাদ্বারা ভগবৎপাদপদ্মের সচন্দনতুলসী পুষ্প আঘ্রাণ, সেবোন্মুখ জিহ্বাদ্বারা ভগবানের অধরামৃত আস্বাদন ও সেবোন্মুখ ত্বকের দ্বারা ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের চরণ স্পর্শ, সেবোন্মুখ হস্তদ্বারা তাঁহার সেবা সেবোন্মুখ পাদদ্বারা যেখানে শ্রীহরির বিগ্রহ ও শ্রীহরির গুণগান হয় সেখানে গমন—গৃহস্থের এই প্রকার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবানের সেবা করা উচিত। এখানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, তাহা হইলে যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বাস করেন তাঁহারা কি গৃহস্থ নন? এখানে বিচার্য্য এই যে—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
　　　ন তু কাম চরিতার্থায়"

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

আমাদের প্রত্যেকেরই এই বুদ্ধি থাকা দরকার যে, আমার স্ত্রীর অন্তরে যিনি বিরাজিত, তিনি আমার হৃদয়ে, আমার পুত্রের হৃদয়ে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের হৃদয়েই অবস্থিত। অতএব স্বামী স্ত্রী উভয়ের কর্ত্তব্য সেই অন্তর্য্যামীর সেবা করা। এই প্রকার বিচারের সহিত সংসার করিলে গৃহে কৃষ্ণভক্তের আবির্ভাব হয়।

"দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদ্ যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোঽপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা॥"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মনুষ্য-দেহই গৃহ। এই দেহেতে অবস্থিত হইয়া যিনি জানেন যে তিনি অগৃহস্থ, তিনি আত্মবিৎ ও বুদ্ধিমান্। তিনি হরিসেবায় কায়মনোবাক্য আর যিনি ইহা জানেন না, তিনি আত্মবিৎ নহেন—প্রকৃত গৃহস্থ নহেন; শাস্ত্র তাঁহাকে 'গৃহমেধী' বা 'গৃহব্রত' সংজ্ঞা দিয়াছেন; তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ বলা যায় না।

যে পুত্র হরিভজন করে, সেই পুত্র 'পুৎ'-নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ। হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া যে পুত্র এই চামড়ার থলিটীকে 'আমি' বুদ্ধি করে, তাহার বিচার এইটী আমার ভোগ্য এবং আমি ইহার ভোক্তা। সে 'পুত্র' নামের অযোগ্য—'মূত্র'-সংজ্ঞাই তাহার একমাত্র প্রাপ্য। পুত্র ও মূত্র একদ্বার দিয়াই বর্হির্গত হয়। সাধু তুলসীদাস এই বিচারটী অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।

ভোগে পরস্ত ব্যক্তি কখনও 'সাধু', অসাধু চিনিতে পারে না। কখন সাধুকে অসাধু, কখন বা অসাধুকে সাধু বলিয়া ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ প্রকৃত সাধুর চরণে অপরাধ করে নিরয়গামী হয়। অতএব হে ভাই, সকল! আপনাদিগকে আমি করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, অসাধুর কাছে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সঁপিয়া দিবেন না। বাজারে যেমন একটী হাঁড়ী ক্রয় করিতে হইলে বাজাইয়া লন এবং একটী আধ-পয়সা লইতে হইলে আসল কি মেকী, পরখ্ করিয়া লন, সেইপ্রকার গুরুগৃহে বাস ক'রেই গুরুর সঙ্গপ্রভাবে গুরুর গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। সেই সদ্গুরুতে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি আমাদের হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানরূপ কষ্টিপাথর দিয়া দেন। সেই সদ্গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥"

তখন সেই দিব্যজ্ঞানের দ্বারা দর্শন করিয়া প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন—কে সাধু, কে অসাধু। সদ্গুরু লাভ করিতে হইলে ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সরল হইলে অন্তরস্থিত অন্তর্যামী ভগবান্ আমাদিগকে ঠিক সদ্গুরুর নিকটে লইয়া যাইবেন? কিন্তু আমরা আত্মার বিচার পরিত্যাগ ক'রে অনাত্মায় ধর্মে অবস্থান করত এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীভগবানের সেবা পরিত্যাগ ক'রে ভোক্তাভিমান নিয়ে ভোগ করার দরুণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছি।

"কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনা হতাঃ
　　　পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে
　　　পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥''

কুরঙ্গ অর্থাৎ হরিণ বংশীধ্বনি কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করত ব্যাধের শরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, মাতঙ্গ স্পর্শ-সুখের নিমিত্ত কুণকী হস্তীর সঙ্গ করিতে গিয়া খানায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, পতঙ্গ চক্ষুদ্বারা রূপভোগের জন্য আলোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে। মৌমাছি রসাস্বাদনের জন্য মধুভাণ্ডে পাখা আটকাইয়া প্রাণত্যাগ করে। মৎস্য রসনা তৃপ্তির জন্য বড়'শির টোপ খাইতে গিয়া প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু হায়, আমরা এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া পাঁচটী দ্বারাই ভোগ করিতে গিয়া চিরতরে জীবন বিসর্জ্জন করি। দেহ ও মনেতে আমি বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে আত্মধর্ম্মেতে প্রতিষ্ঠিত হইলে আর এই প্রকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় না।

ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করিতে হইলে ইন্দ্রিয়গণের রাজা যে মন, তাহাকে নিগ্রহ করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। সেই মনকে নিগ্রহ করিতে হইলে সদ্গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র-লাভ পূর্ব্বক সদ্গুরুর আনুগত্যে হরিভজন করিতে হইবে। হরিভজন ক'রলে মন নিগৃহীত হয়। মন বড়ই দুষ্ট। আপনারা সকলে নারিকেল দেখেছেন, কিন্তু যিনি নারিকেল দেখেন নি, তিনি যদি ছোবড়া খা'ন বা তাহার অভ্যন্তরস্থ মালাটী খা'ন তাহা হ'লে নারিকেল ও মিষ্টি জলের আস্বাদ পাইবেন কি? কখনই পাইবেন না।

[বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ আগামী 'কল্য প্রকাশিত হইবে।]

দামোদর-ব্রত

— :: —

বিধি ও নিষেধ

[১৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

অর্ঘ্যের মন্ত্র যথা

ব্রতিনঃ কার্ত্তিকে মাসি স্নাতস্য বিধিবন্মম।
দামোদর গৃহাণার্ঘ্যং দনুজেন্দ্রনিসূদন॥
নিত্যে নৈমিত্তিকে কৃত্যে কার্ত্তিকে
　　　পাপশোষণে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ত্বং রাধা সহিতো হরে॥

—হে দামোদর, আমি কার্ত্তিকমাসে যথাবিধি ব্রত ধারণ করিয়া স্নান করিতেছি; হে অসুরনাশন, আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্। কার্ত্তিকমাসে নিত্য নৈমিত্তিক যে-সমুদয় কার্য্য করা যায়, তাহাতে পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে হরে, আপনাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিলাম। আপনি শ্রীরাধার সহিত তাহা গ্রহণ করুন।

অতঃপর তিলদ্বারা অঙ্গ লেপন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ' 'শ্রীনারায়ণ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান ও সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া গৃহে আগমন করিতে হইবে

অনন্তর দেবাগ্রে উপলেপনপূর্ব্বক স্বস্তিক নির্ম্মাণ করিয়া তুলসী, মালতী, পদ্ম ও অগস্ত্য পুষ্পাদিদ্বারা শ্রীদামোদরের পূজা করিতে হইবে। প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত ভগবৎকথা সেবন অবশ্য কর্ত্তব্য। দিবা-রাত্রি ঘৃত বা তিলতৈলদ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চ্চন করিতে হইবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্ত্তিক মাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও বিশেষরূপে প্রণামাদি করিয়া যথাশক্তি 'এক ভক্তাদিক'-ব্রত পালন করিতে হইবে। এক ভক্তাদিক'-ব্রত পালনে একবারমাত্র ভোজনকেই বুঝায়। কার্ত্তিকব্রত পালনকারিগণ ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন আলাপ কিছুতেই করিবেন না। ব্রতধারিগণ দামোদরের প্রীতির নিমিত্ত রজত, স্বর্ণ, দীপ মালা, মণি, মুক্তা ও ফলাদি প্রদান করিবেন।

কার্ত্তিকব্রতের স্থান সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন—

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু
　　　কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন
　　　ভাবিনি॥"

—সুতরাং দেখা যাইতেছে, গৃহস্থগণ কার্ত্তিকমাসে কার্ত্তিকব্রত গৃহে করিবেন না। সর্ব্বপ্রকার যত্ন সহকারে তীর্থে কার্ত্তিকব্রত পালন করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিয়াছি, সর্ব্বতীর্থের মধ্যে কার্ত্তিকব্রতের পক্ষে মথুরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান, মথুরার ন্যায় অভিন্ন মথুরা শ্রীধাম মায়াপুরও কার্ত্তিক-ব্রতের অতি প্রশস্ত স্থান, সন্দেহ নাই। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ভূমি, আর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকট-স্থান।

কার্ত্তিকব্রত-পালনকারিগণ কার্ত্তিক-মাসে রাজমাষ (বরবটী কলাই), নিষ্পাব (শিম্বী), কলিঙ্গ (কলমীর শাক), পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকী বা বেগুন), সন্ধিত (আমবাদি), তৈল, মধু, কাংস্য, শুক্ত (কাঞ্জিকাদি-পর্য্যুষিত অম্ল দ্রব্য) সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে যাহারা এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করে, স্কন্দ পুরাণ বলেন তাহাদিগকে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী থাকিতে হইবে। যে-সকল অবৈষ্ণব মৎস্য-মাংসাদি গ্রহণ করে, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের পক্ষেও ঐসকল দ্রব্য (মৎস্য মাংস) সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে মৎস্য-মাংস ভক্ষণ করিলে চণ্ডাল হইতে হয়, বিশেষ করিয়া কার্ত্তিক-মাসে পরান্ন, পরশয্যা ও পরস্ত্রীর প্রতি কোনও প্রকার ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে হইবে না, ঐসকল সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জনীয়।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শুদ্ধ আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর কৃষ্ণপাদ্মা সম্প্রদায়-বৈচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতপন্থেষণা এবং পারদর্শক লেখনীর অমৃতফল গ্রহণ করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম প্রসঙ্গ-দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণক্রমে সজ্জিত শব্দজ্ঞাপক সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। মূল্য—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪-পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেক্সন ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৷৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাণা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিদ্ধাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ ;

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা "হ"	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এলমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৵০	।৵	
" " ইঞ্চি		১৷০	১৷০	
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	
" ১ কলম	১২৲	৯৲	৭৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় —প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ,৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০, *	৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—১	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৫	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ + *	১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেন বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৲০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪১, ২৬শে অক্টোবর ১৯৩৪ [১৯৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

পল্লীমঙ্গল পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব

বহিরগাছির সংবাদে প্রকাশ, ২০শে অক্টোবর ১লা কার্ত্তিক বৈকাল ৪ ঘটিকার সময় বহিরগাছি পল্লী মঙ্গল পাঠাগারের ৫ম বার্ষিক অধিবেশন ও তৎসহ প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও চিত্র প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত মাখনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-ই, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি, ও শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ পাঠাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সম্পাদক মহাশয় পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে জানা যায় যে, পাঠাগারের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে।

দুর্দ্দান্ত দস্যু গ্রেপ্তার

পেশোয়ারের কাটসং পুলিশ একজন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই ব্যক্তি নাকি পেশোয়ার জেলার মর্দ্দান মহকুমার তিন ব্যক্তিকে হত্যার জন্য দায়ী। লোকটা পার্ব্বত্য জাতীয় বলিয়া প্রকাশ।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ৪১জনের মৃত্যু ও ৫৫ হাজার গৃহহীন

ম্যানিলার সংবাদে প্রকাশ, গত ১৬ই অক্টোবর তারিখে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা সহরের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রচণ্ড ঝড় আর হয় নাই। বাত্যাবেগে বিতাড়িত হইয়া বহু জাহাজ নিমজ্জমান পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিয়াছিল সহরের পথের উপর প্লাবনের জল দাঁড়াইয়াছিল। সমস্ত ওলটপালট হইয়াছিল। এই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবার জন্য গবর্ণর এক দিনের ছুটি ঘোষণা করিয়াছিলেন। বহু ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৃক্ষাদি উন্মুলিত হইয়াছে। সাময়িকভাবে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়াছিল। মোটের উপর ৪১ জন নিহত হইয়াছে এবং ৫৫হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ২০০,০০ ডলারের কম হইবে না।

পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেলের উইল

গত বৎসর এই দিনে ইউরোপে শ্রীযুত বিঠলভাই প্যাটেল পরলোকগমন করিয়াছেন। বোম্বাইএ সংবাদে প্রকাশ, তিনি যে উইল রাখিয়া গিয়াছেন, বোম্বাই হাইকোর্ট সম্প্রতি তাহার প্রবেট দিয়াছেন। শ্রীযুত প্যাটেল ১৩,৩১,৬৬৫ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে অর্থ দিয়া গিয়াছেন, উহা বাদ দিলে যে ১,১৫০০০ টাকা থাকে। তাহা পরলোকগত প্যাটেলের উইল অনুসারে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে আসে। শ্রীযুত সুভাষ বাবু বা তাঁহার মনোনীত অপর কেহ শ্রীযুত বসুর নির্দ্দেশানুযায়ী ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতি বিধানকল্পে উহা ব্যয় করিবেন। ভারতের রাজনীতিক অগ্রগতি বিধান সম্পর্কে বিদেশে থাকিয়া ভারতের পক্ষে প্রচারকার্য্যের জন্য ঐ অর্থ ব্যয়িত হয়—ইহাই দাতার অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল।

দস্যুসর্দ্দারের পাল ছলিয়া বাহির

নরসিংদীর সংবাদে প্রকাশ, আবদুল সাত্তার নামে যে ব্যক্তি গত বৎসর জুয়া বোমার মামলার ন্যায়জাদা হইয়া উঠিয়াছিল, সম্প্রতি সে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার গ্রেপ্তারের জন্য আবার হুলিয়া করা হইয়াছে। ৫ বৎসর পূর্ব্বে রায়প্রতাপ নামক জনৈক ব্যক্তি নিহত হয়। তাহার হত্যা সম্পর্কে আবদুল সাত্তারের দলের কয়েক ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। তাহাদিগকে পুলিশ হাজতে রাখিয়া দিয়াছে। এই ঘটনা সম্পর্কেই উক্ত আবদুল সাত্তারের গ্রেপ্তারের জন্য হুলিয়া বাহির হইয়াছে।

প্রকাশ, কয়েকমাস পূর্ব্বে পুলিশ যখন স্থানীয় এডভোকেট গোলকচাঁদের হত্যা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছিল, তখন রায়প্রতাপের হত্যা সম্পর্কে কিছু সন্ধান পায়।

পুনঃপ্লাবন

ময়মনসিংহে কিছুদিনপূর্ব্বে যে গুরুতর বারিপাত হইয়াছে, তাহার ফলে গারো পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী থানা হালুয়াঘাট অঞ্চলে পুনরায় বিষম প্লাবন দেখা দিয়াছে। দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা, ডাকবাংলো ও হালুয়াঘাটের নিকটবর্ত্তী বাজার সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত খবরে মনে হয়, অনুমান ৮০ বর্গমাইল স্থান বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে। হালুয়াঘাট হইতে ময়নাকান্দি পর্য্যন্ত স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। গোচবাসী, সামন্ত খিলা, চারিয়াকান্দা, মুন্সীর হাট, খড়াড়িয়া কান্দা, ঝিথা কান্দা, কাড়িয়াবাদা, কাউলীকাথা প্রভৃতি গ্রাম এই অঞ্চলের মধ্যে পড়িয়াছে। খবর পাইয়া মহকুমা-হাকিম জেলা-সাহায্য-সমিতির সেক্রেটারী উকীল হরণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত ঐ অঞ্চলে গমন করেন এবং সাধ্যানুযায়ী বস্ত্র ও অন্নাদি বিতরণ করেন। এই অঞ্চলে তিনটি ধান ভানাই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের সমস্ত ধান ডুবিয়া গিয়াছে। "থল" অঞ্চলের ১৪ আনা ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলেও শত অধ্যাবধি বিনষ্ট হইয়াছে।

---

১০৪ বৎসরের বৃদ্ধার মৃত্যু

সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এক বৃদ্ধা বাঙ্গালী মহিলার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স নাকি ১০৪ বৎসর হইয়াছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি শিলিগুড়িতেই বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার জীবিত জ্যেষ্ঠপুত্রের বয়স ৭৩ বৎসর এবং দ্বিতীয় পুত্র বাবু কার্ত্তিক চন্দ্রের বয়স ৬৭ বৎসর। কার্ত্তিক বাবু একজন আইন ব্যবসায়ী। বৃদ্ধা তাঁহার ৭০টী নাতি নাতনী প্রভৃতিকে রাখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বেও তাঁহার স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। বার্দ্ধক্য বশতঃই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রতিমা-বিসর্জ্জনে দুর্ঘটনা

হরিনারায়ণপুর ও কুষ্টিয়া হইতে প্রকাশ, বিগত পয়লা কার্ত্তিক বিজয়া দশমীর দিবস মেলা উপলক্ষে আগত একখানি নৌকা ৫০। ৬০ জন আরোহিসহ ডুবিয়া যায়। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে বহু চেষ্টায় নৌকাটিকে ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিলে তাহার মধ্যে একটী ৭ বৎসর বয়সের বালকের দেহ পাওয়া যায়। বালকটির নিঃশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয় কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪১

কৃষ্ণনগরের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন না বলিয়া স্থির করায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, এম্-এ, বি-এল মহোদয় প্রেসিডেন্সী বিভাগ হইতে কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রার্থী মনোনীত হইয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীযুক্ত মৈত্র ও তাঁহার লোকজন প্রেসিডেন্সী বিভাগের সমস্ত জেলায় তাঁহার পক্ষ হইতে জোর প্রচারকার্য চালাইতেছেন এবং সকলেই সমর্থনলাভ করিতেছেন। তিনি তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর সহরে নবদ্বীপ গিয়াছিলেন। তথায় সন্ধ্যাবেলা এক জনসভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় লক্ষ্মী বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গলায় আধঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। প্রকাশ, সহর নবদ্বীপের সকলেই তাঁহাকে সমর্থন করিতে সম্মতি দিয়াছেন।

বিগত ১৯শে অক্টোবর পাঁচ ঘটিকার সময় হাওড়া-সঙ্ঘের বিজয়া-সম্মেলন উৎসব আরম্ভ হয়। সভায় কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান নাগরিক শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সঙ্ঘের চারুশিল্প-প্রদর্শনী-দর্শনে বিশেষ প্রীত হইয়া মেয়র মহাশয় অভিভাষণে বলেন—"আমরা বাঙ্গালী এই বিজয়ার দিন প্রত্যেকে প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পরের প্রীতি সম্বন্ধ জাগাইয়া তুলি। আমাদের, বিশেষতঃ বাঙ্গালার এক কঠিন আত্মপরীক্ষার দিন আজ উপস্থিত হইয়েছে। আর্থিক হিসাবে বাঙ্গালীর অবস্থা ভারতের সব প্রদেশের অপেক্ষায় অতীব শোচনীয়। বোম্বাই, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিদেশীর প্রাবল্য তত দেখা যায় নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় সর্ব্বাগ্রে ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ, তৎপরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্যে আমাদের দাবিয়ে রেখেছে। বাঙ্গালীকে যদি প্রতিযোগিতার দিনে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি তাহার ভীষণ দারিদ্র্য ও অন্নকষ্ট দূর করিতে হয় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমেই চাই সংহতি—ঐক্য। আমাদের মধ্যে সেই সংহত চেষ্টার অভাব খুব বেশী। দলবদ্ধ মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিয়া আমাদের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। একদল শক্তি সঞ্চয় করিলেই অপর দলকে তাহার নিকটে মাথা নীচু করিয়া স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়। পুনরধিকার করিতে হইবে।" মেয়র মহোদয়ের এই কথাগুলি বঙ্গের কর্ম্মিগণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

স্যার আবদার রহিম 'হোয়াইট পেপার' সম্পর্কে মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, চার্চ্চিল পেজক্রপ্ট দলের বিরোধিতা এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে দায়িত্ব অর্পণের ভাণ করিয়া কোন ক্ষমতা অর্পণ না করার ষড়যন্ত্র লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে পণ্ডিত মালব্যের উপর ভীষণ কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত মালব্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহা অনিবার্য্যরূপে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অধিকতর ভেদ সৃষ্টি করিবে এবং ইংলণ্ডের চার্চ্চিলদল তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সম্ভবতঃ পণ্ডিত মালব্যের এই প্রকার অভিযানের উপরই নির্ভর করিতেছেন। স্যার আব্দার রহিমের এই কথার অর্থ আমরা বুঝিলাম না। যোগ্যতাকে যোগ্যস্থান অধিকারে কি তাঁহারও আপত্তি? তিনি কি বলিতে চাহেন, মাননীয় আগা খাঁ ও জিন্নার দাবী ও দফার দ্বারা হিন্দুমুসলমানের বিরোধ বাড়ে নাই, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা সেই বিরোধ-ক্ষেত্রে কিছুমাত্র ইন্ধনও যোগান হয় নাই,—আর বিরোধ বাড়াইয়া তুলিতেছেন পণ্ডিত মালব্য!

গত ২০শে অক্টোবর ভোর সাড়ে ৬টায় সময় লণ্ডন হইতে মেলবোর্ণ পর্য্যন্ত বিমান প্রতিযোগিতার জন্য ২১ জন প্রতিযোগী যাত্রা করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতা আন্তর্জ্জাতিক এবং বিমান জগতের ইতিহাসে অত্যন্ত অভিনব। ইউরোপ, এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া—প্রতিযোগীদিগকে এই তিনটী মহাদেশ পাড়ি দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। ১১ হাজার মাইল পথের এই দুরত্ব মাত্র তিন দিনে অতিক্রম করিবার চেষ্টা! ইহা একদিকে যেমন চমকপ্রদ, অপরদিকে তেমনই আধুনিক মানুষের দুঃসাহসের পরিচায়ক।

গত ২২শে অক্টোবর কাশ্মীর রাজ্যের অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ঠাকুর কর্ত্তার সিং ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট পেশ করিয়াছেন। ঐ সময় তিনি বলিয়াছেন—ব্যবসাবাণিজ্যের মন্দা অবস্থা বশতঃ বাজেটে ঘাটতি বাড়িয়াছে, কিন্তু সরকারের অবলম্বিত ব্যয়হ্রাস ব্যবস্থার সাফল্য হেতু এই ঘাটতি কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমান বৎসরে ঘাটতি প্রায় ১২ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে উহা আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা হইবে।

প্রীতির বাঁধন

(শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি টি

প্রতিবেশী তবু জলে আর স্থলে
বিরোধ লাগিয়া আছে।
যে যাহারে পারে গরাসি অপরে
রাখয় কুক্ষি মাঝে॥
কত জনপদ জলের পরশে
সলিল সমাধি পায়।
স্থলভাগ পুনঃ জলবিন্দুগুলি
চুষিয়া চুষিয়া খায়॥
জল ভাবে—আমি গিলিয়া খাইনু
মরিয়া গেলগো স্থল।
স্থল ভাবে—নীচ, চেন না আমায়
দেখহ আমার বল॥
গিলিয়াছ ব'লে মরিয়া যাইব
এই বুঝি মনে ভাব।
বাতাপীর মত বাহির হইব
উদর বিদারি তব॥
এ বিরোধ কথা যায় তা'রা দোঁহে
কোন কোন স্থানে ভুলে।
সবলে সরলে কোলাকুলি মত
করে তা'রা কুতূহলে॥
চির পরিচিত বান্ধবের মত
খোঁজে দোঁহে দুজনারে।
একের বিহনে আর জন যে
গুমরি গুমরি মরে॥
প্রখর তপন দহয়ে যখন
খরতর বেশ ধরি'।
আহ্বানে ধরণী স্বচ্ছন্দে তাহার
আসিবারে ত্বরা করি॥
প্রীতির বাঁধনে পড়িয়াছে বাঁধা
বছর বছর আসে।
দুজন কাতর দুজনে না হেরে
দোঁহে দোঁহা ভালবাসে॥
বিলম্ব হইলে ধরণীর বুক
বিরহে ফাটিয়া যায়।
পাদপ সকল কাতর হইয়ে
ধরণীর পানে চায়॥
বধুর বিরহে কাতর সলিল
উছলি উছলি ধায়।
মানে না সে বাধা পথ করি লয়
বধুকে নজর যায়
কুলকুল রবে আসিতেছি ব'লে
হৃদয়ে আসিয়া বসে
বিদীর্ণ সে বুক স্নিগ্ধ করয়ে
ভিজায়ে আপন রসে॥
নিদাঘ-ক্লিষ্ট কাতর ধরায়
আলিঙ্গন করে সুখে।
ধরণী সলিলে গগনের ছবিয়ে
চেয়ে দেখে নিজ বুকে॥
সলিল-সঙ্গী অনিল আসিয়া
খেলা করে কুতূহলে।
চাঁদের মাধুরী কাড়িয়ে আনিয়ে
উপরে চাঁদিনী বক্ষে সলিল
ধরণী দেখয়ে সুখে।
কাতর মিনতি করে অহরহ
থাকহ বঁধুয়া (সুখে) বুকে॥

নির্ব্বিরোধে ডাকাতি

সাতকানিয়া থানায় লোহাগড়া গ্রাম নিবাসী জগচ্চন্দ্র মহাজনের বাড়ীতে গত ১০ই অক্টোবর রাত্রিতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গভীর রাত্রিতে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন ডাকাত হঠাৎ বাড়ী আক্রমণ করে এবং বলপূর্ব্বক কপাট দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ডাকাতগণ সবাই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। কাজেই তাহাদের এই অতর্কিত আক্রমণে গৃহস্বামী বা প্রতিবেশী অপর কেহ তাহাদের বাধাদানে বা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। ডাকাতের দল নির্ব্বিরোধে তাহাদের লুণ্ঠনকার্য্য শেষ করে এবং নগদ টাকা ও স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার সমেত বহু সহস্র টাকা লইয়া রাত্রির মধ্যে অন্তর্হিত হয়। এই ভীষণ ডাকাতির খবর তার পরদিন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সাতকানিয়া থানার সুযোগ্য সাব ইনস্পেক্টর মৌলবী আরকান আলী সাহেব সংবাদ পাইয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন এবং বহু চেষ্টায় ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় উপস্থিত করেন। প্রকাশ, ধৃতদের মধ্যে অনেকেই স্বীকারোক্তি করিয়াছে এবং সেই স্বীকারোক্তির ফলে লুণ্ঠিত জিনিষপত্রের কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত আসামীকে এখনও গ্রেপ্তার করিতে পারা যায় নাই। ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ইনস্পেক্টর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়াছেন। এখনও জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

শার্দ্দুলের অত্যাচার

আসামের কামরূপ জেলার অন্তর্গত বেহুলা মৌজার গৌহাটী নামগাঁও রাস্তার নিকটস্থ রামগাঁও, মুকুন্দপুর, রামছাঝারগাঁ ইত্যাদি গ্রামসমূহে দীর্ঘ দিন যাবৎ ব্যাঘ্রের উপদ্রবে লোকের মনে অত্যন্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। এমন কি, তিন ব্যক্তি দিনের বেলায় ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। অপর এক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। বিশেষ চিকিৎসায় এবারকার মত সে প্রাণে বাঁচিয়াছে। ব্যাঘ্রের কবলে পড়িবার আশঙ্কায় লোকে বাজারে পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেছে না। দুপুর বেলা পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া থাকিতে হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ১০।১৫ জন লোক একসঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া বাহিরে যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ | ৪ঠা দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৯ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৬শে অক্টোবর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার | ১৯৬শ সংখ্যা

চৈনপুর রাজবাড়ীতে গৌড়ীয়মঠের প্রচার

প্রচারকের প্রতি বিপুল সম্বর্দ্ধনা

পালামৌ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্-এ বি-এল্ মহোদয়ের উদ্যোগে পালামৌ জেলায় চৈনপুর রাজবাড়ীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ কর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তিবাণী কীর্ত্তনের বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছিল।

চৈনপুর রাজষ্টেটের ঠাকুরাই শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দয়াল সিংহ মহোদয় গত ২২শে আশ্বিন তারিখ মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য মনোরম শিবিকা, সুসজ্জিত হস্তী ও পদাতিকগণাদি ডাল্টনগঞ্জ সহরে প্রেরণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ সুসজ্জিত শিবিকারোহণে সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় চৈনপুর রাজধানী অভিমুখে শুভবিজয় করেন। পদাতিকগণ স্বামীজীর অগ্রে ও পশ্চাতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-নিশান ধারণ করিয়া গমন করিতে থাকে। সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব, শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, শ্রীভুবন মোহন দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পর্ব্বত-কাননাদি প্রতিধ্বনিত করিয়া গমন করেন।

সংকীর্ত্তন বাহিনী রাজধানীতে সমাগত হইবা মাত্র তুরী, ভেরী, দামামা, শিঙ্গা প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র যুগপৎ নিনাদিত হয়। ঠাকুরাই শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দয়াল সিংহ মহোদয় ও রাজকুমার শ্রীমান্ ব্রজদেও নারায়ণ সিংহ মহোদয় স্বামিজী মহারাজের পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণামান্তর পদধূলি শিরে ধারণ পূর্ব্বক স্বামীজী মহারাজের অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে স্বামীজী মহারাজকে যথোপযুক্ত পাদ্য-অর্ঘ্য ও আসন প্রদান পূর্ব্বক মঠের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক সমগ্র বিশ্বে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত নিরপেক্ষ বাস্তবসত্যের বাণী প্রচারিত হইতেছে শুনিয়া রাজপরিবার অত্যন্ত আনন্দিত হ'ন

ঠাকুরাই সাহেব নিয়মিত ভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত আলোচনা করেন। শুদ্ধবৈষ্ণবের সন্নিকটে ভাগবত পঠন একান্ত প্রয়োজন, ইহা অবগত হইয়া যাহাতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় তজ্জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। তৎপর স্বামীজী রাজবাটীতে দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পাঠ করেন প্রেমেই ভগবান্ বশীভূত হন, ইহা স্বামীজী মহারাজ সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের যুক্তপ্রদেশে শুভাগমন

মথুরা-জংশন ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

মথুরা হইতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তি-সুধাকর মহোদয় তারযোগে জানাইতেছেন যে, ইংলণ্ডে গৌড়ীয়মিশনের প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ঊর্জ্জাব্রতকালে ব্রজমণ্ডলে প্রচারার্থ গত ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে মথুরা-জংশন-ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। উক্ত মিশনের সাধারণ সম্পাদক ও সদস্যগণ এবং মথুরার জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি-গণ স্বামীজীকে তথায় সম্বর্দ্ধনা করিয়া একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজী মথুরার সুপ্রসিদ্ধ ডাম্পিয়ার পার্কস্থিত গজাভবন নামক প্রাসাদোপম অট্টালিকার সুবৃহৎ হলে বহু সংখ্যক শ্রোতৃবৃন্দের নিকট ইংলণ্ডে তাঁহার প্রচারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বোম্বে শুভবিজয় করিয়াছেন। তথাকার বিশিষ্ট জনগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বামীজী সুদীর্ঘ তিন সপ্তাহ কাল বোম্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষিত ব্যক্তির আলয়ে সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

মথুরায় পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন

ভক্তিসুধাকর প্রভুর তারে আরও প্রকাশ যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সাধারণ সম্পাদক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতভূষণ, আচার্য্যত্রিক প্রভু গত ২৩শে অক্টোবর প্রাতে কাল্‌কা মেলে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। উক্ত রাজসভার পাত্র-রাজ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গজাভবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামৃত সম্বন্ধে প্রাতে ও সন্ধ্যায় হরিকথামৃত কীর্ত্তন করিতেছেন। অশ্রুতপূর্ব্ব প্রচার কেন্দ্র-স্থাপনের জন্য রাধাকুণ্ডে একটী জমি সংগৃহীত হইয়াছে।

কংগ্রেস-নেতার শ্রাদ্ধ

শ্রীধাম-মায়াপুরে সাত্বত বিধানে অনুষ্ঠিত

পরলোকগত গোকুলচন্দ্র দাস মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া গত ২৯শে আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পৌরহিত্যে সাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসানুসারে ভগবদ্বৈষ্ণব দ্বারা তাঁহার স্বধামগত স্বামীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া-ছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীধামের কতিপয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

গোকুলচন্দ্র দাস মহাশয়ের আদি নিবাস ছিল ঢাকা সহরে। তিনি কোনও সময় ঢাকা জেলায় কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ছিলেন। তৎপর ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাসভবন নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে গত ৩০শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ দামোদর নিধি গৌরাব্দ ৪৪৮

"সমঝ্‌দারের উক্তি"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—
"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর।"

কঠোপনিষৎ বলেন,—
"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥
ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্ল্প্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

* * *

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—
"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

প্রাকৃত জগতের সাহিত্যিকগণ কাব্য-কানন রচনা করিতে যাইয়া অনেক সময় অপ্রাকৃত বিষয় ও আশ্রয়কে তাঁহাদের জড় জ্ঞানের নায়ক-নায়িকারূপে বর্ণনপূর্ব্বক শুদ্ধ ভক্তগণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেন। তদ্ব্যতীত পরতত্ত্বের কোনও সন্ধান না রাখিয়া কোনও কোনও ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের উৎস প্রদর্শনের জন্য সমঝ্‌দারের আসন গ্রহণ করিতে বড়ই ব্যস্ত। গত ১২৫ সংখ্যা (১৬শ বর্ষ, 'আনন্দবাজার-পত্রিকায়' শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'দেবী দুর্গা'-নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" চাপাইয়াছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের বাহাদুরী প্রদর্শন করিতে যাইয়া প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম 'প্যারা'তে স্পষ্টই দেখা যায়, তিনি জড়-দেশ-কাল-পাত্রকে বিশেষরূপে বহুমানন করেন। সুতরাং তাঁহার লেখনীতে যে পরতত্ত্বের প্রকাশ হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় জড়বিদ্যার গরিমা দেখাইয়া খুড়ি-মিশ্রি-সমন্বয়কারী দলের আনন্দ বর্দ্ধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের প্রায় সকল অংশই প্রতিবাদযোগ্য হইলেও আমরা দুইটী বিশেষ মারাত্মক-বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব মাত্র। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক ঠাকুরের পূজা করে; কেবল মন্দির লইয়াই বিবাদ। কাহারও মন্দির কালো, কাহারও সাদা, কাহারও নীল। * * বলিতেন—'এক লণ্ঠনে পাঁচরঙের 'পরকলা', তার ভিতর বাতি জ্বলছে। বার থেকে যে, যে 'পরকলা' দিয়ে দেখছে তা'র কাছে আলো সেই রঙের দেখাচ্ছে। আলো কিন্তু এক। সাম্প্রদায়িক বিবাদও ঠিক এই রকম।'" কথাগুলি শুনিতে বেশ! আমাদের জিজ্ঞাস্য, মনের খেয়ালে যে যাহাই 'ভগবান' বলিয়া ধারণা করে, তাহাই কি 'ভগবান'? অপর কথায় অধোক্ষজ বস্তু কি প্রাকৃত জ্ঞানের ক্রীড়নক? যদি না হ'ন তাহা হইলে জগতের যাবতীয় উপসম্প্রদায় ও অপসম্প্রদায় এক ঠাকুরেরই পূজা করে কি প্রকারে? পঞ্চোপাসক কপটনামে যে-কোনও বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ-সাগরে তাহা বিসর্জ্জনের প্রয়াসী হইয়া যে কুবিচার প্রদর্শন করে, তাহা দর্শন করিয়া প্রবুদ্ধ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ হাস্য-সম্বরণ করিতে পারেন না। বাহিরের 'পরকলা'য় যাহার দৃষ্টি আবদ্ধ সে ব্যক্তি প্রকৃত স্বরূপ কিপ্রকারে জানিতে পারে? বিভিন্ন 'পরকলা'র দৃষ্ট লাল, কাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রঙগুলি কি এক? তাহাত' নহে, তবে যে যে রঙ দেখছে সবই এক, এই প্রকার কপটতামূলক উক্তির তাৎপর্য্য কি? আর বাহিরের বিভিন্ন রঙে আবদ্ধ-নয়ন ব্যক্তির কি আলোর প্রকৃত জ্যোতিঃ বোধগম্য হয়? যদি না হয় তাহা হইলে যে যাহা দেখছে, সেইটীই প্রকৃত আলোর স্বরূপ, এইরূপ সিদ্ধান্ত কি কখনও সমীচীন? 'যত মত তত পথ' বিচারবাদিগণ ইহাতে কি বলেন? যাহাদের দৃষ্টি বাহিরের 'পরকলা' দ্বারা রুদ্ধ, তাহারা ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারেন কি প্রকারে? বর্ত্তমানে জগতে সম্প্রদায় ও সমন্বয়ের নামে যে ভ্রান্ত ও বিকৃত চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় তাঁহার 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধে। আমরা পাঠকবর্গকে 'শ্রীগৌড়ীয়' হইতে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কারণ উহা পাঠে সুধী পাঠকবৃন্দ পরতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত আলোক পাইবেন। 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বিশ্ববাসী জনগণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—"সমঝ্‌দার যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে কোন গোল নাই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বৈষ্ণব হইয়াও স্পষ্টকে বলিয়াছেন,—'যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।' কৃষ্ণ ও দুর্গাতে কোনও ভেদ নাই—যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ।" বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্ধৃত কথা যে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের, তাহা তিনি কোথায় পাইলেন? উক্ত উদ্ধৃত শ্লোকাংশটী যে গৌতমীয়কল্পের, তাহা কি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জানা নাই? আর এই উদ্ধৃতাংশোক্ত 'দুর্গা' শব্দে যে সংসার-কারাকর্ত্রী মহামায়াকে বুঝায় নাই, ইহাই যে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার কোনও সন্ধান বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাখেন কি? শ্রীল জীবপাদের প্রতিপাদ্য বিষয় কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যাহা তিনি খণ্ডন করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তটী তাহার মত লোকের বলা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক অমূল্য বাবু স্বীয় মূল্য নির্ণয় করিবেন কি?

শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িগত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া বিদ্বদ্রূঢ়িগত অর্থকে অজ্ঞরূঢ়িগত অর্থের সহিত এক করিবার চেষ্টা করিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"কৃচিদ্দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বন্তু শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া; অতএবোক্তং গৌতমীয়কল্পে—'যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥' ইত্যাদি। অতঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণস্য স্বরূপ-শক্তিরূপেণ দুর্গা-নাম; তস্যামেবং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। নিরুক্তিশ্চাত্র "কৃচ্ছ্রেণ ভজনারাধনাদি বহুপ্রয়াসেন গম্যতে জ্ঞায়তে" ইতি। তথা চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে—"জানাত্যেকা পরাকাষ্ঠা সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী॥ যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেবদেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা॥ একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ॥ ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ। দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা। অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥" ইতি। তথা চ সম্মোহন তন্ত্রে—"যন্নাম্না নাম্নি দুর্গাহং গুণৈর্গুণবতী হ্যহম্। যদ্বৈভবান্মহালক্ষ্মী রাধা নিত্যা পরাবরা॥" ইতি দুর্গা-বাক্যম্।

[শাস্ত্রে কোনও স্থলে শ্রীদুর্গাকেই যে অধিষ্ঠাত্রী বলা হইয়াছে, তাহা শক্তি ও শক্তিমৎ-তত্ত্বের অভেদ-বিবক্ষায়ই জানিতে হইবে। অতএব গৌতমীয়-কল্পে বলিয়াছেন—"যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা এবং যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ; যে-ব্যক্তি এই উভয়ের ভেদ দর্শন করে, তাহার সংসার-মোচন ঘটে না" ইত্যাদি।

অতএব উক্তস্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই স্বরূপ-শক্তিরূপে 'দুর্গা'নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং এই দুর্গা যে মায়াংশভূতা নহেন, ইহা জানা যাইতেছে। এস্থলে 'দুর্গা'-নামের নিরুক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত ব্যাখ্যাও এইরূপ—'দুঃখে' অর্থাৎ কষ্টসহকৃত আরাধনাদি বহু প্রয়াসে গতা অর্থাৎ জ্ঞাতা হ'ন যিনি তিনি দুর্গা (দুঃখবাচক 'দুর' উপসর্গের পশ্চাৎ 'গম্' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ড' প্রত্যয়যোগে 'দুর্গা' এই পদ সাধিত হইয়াছে)।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যা সংবাদেও বলিয়াছেন যে—"একমাত্র পরমকাষ্ঠা তদেকাত্মিকা দুর্গাই পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব অবগত আছেন। তিনি পরম-শক্তি ও মহাবিষ্ণু স্বরূপিণী। এই পরম শক্তি দুর্গাদেবীর জ্ঞানমাত্রদ্বারাই জীবগণ মুহূর্ত্তমধ্যে সেই পরমাত্ম বস্তুকে লাভ করিতে পারেন, অন্য কোন উপায়ে তাঁহা লাভ হয় না। প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বরূপিণী এই দুর্গাদেবীই শ্রীগোকুলের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী এবং তাঁহার আনুগত্যেই জীবের পক্ষে অখিলেশ্বর আদিদেব শ্রীকৃষ্ণ সুলভ ও সুজ্ঞেয়। 'ভক্তি' শব্দের অর্থ ভজনসম্পত্তি। প্রকৃতি সর্ব্বদা নিজপ্রিয় সেই পরমপুরুষের ভজন করিতেছেন। পরমাত্মার সেই প্রকৃতি অত্যন্ত দুঃখে জ্ঞাতা হন বলিয়া সজ্জনগণ কর্ত্তৃক তিনি 'দুর্গা' নামে অভিহিতা। অখিলেশ্বরী মহামায়া এই দুর্গারই আবরণী শক্তি। তাঁহা কর্ত্তৃক এই সমগ্র জীবজগৎ মুগ্ধ হইয়া থাকে।"

সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীদুর্গাবাক্যও এইরূপ—"আমিই তাঁহার নিত্যা অদ্বিতীয়া পরা-শক্তি শ্রীরাধা। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নামানুসারেই আমার নাম 'দুর্গা', তাঁহার গুণদ্বারাই আমি গুণবতী এবং তাঁহার বৈভবদ্বারায় আমি মহালক্ষ্মী"।]

পাঠকগণ শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের উপরিউক্ত বিচার অনুসরণ করিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন, 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ" এই বিচারে শক্তিমানে তাঁহার পরা শক্তি বিদ্যমানা। এই শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বই অদ্বয়জ্ঞান বস্তু। তিনি লীলারস-আস্বাদনের নিমিত্ত বিষয় ও আশ্রয় বিগ্রহরূপে আত্ম-

প্রকাশ করেন। শক্তি ও শক্তিমানে যে পরস্পর অভেদ ও ভেদ-সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শ করিয়াছেন। তৎপ্রদর্শিত 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-সম্বন্ধ সাত্বত সম্প্রদায়ের বিচার চতুষ্টয়ের পূর্ণতা সাধন করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি শ্রীমতী রাধারাণী কোন কোন স্থলে 'দুর্গা' বলিয়া কীর্ত্তিতা হ'ন। তিনি কিছু চতুর্ব্বর্গবাসনাযুক্তে উপাসিতা সংসার-কারাকর্ত্রী দুর্গা বা মহামায়া নহেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীল জীবপাদ সম্মোহন-তন্ত্রের প্রমাণও দিয়াছেন সুতরাং শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরাশক্তির ছায়া, যাহা সর্ব্বদা বিলজ্জমানাভাবে শ্রীভগবানের পশ্চাতে অবস্থান করে, তাহাকে একাসনে বসান, বা সংসার-কারাকর্ত্রী মহামায়াকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক মনে করা কি প্রকার অপরাধজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই বলি, পরতত্ত্বালোচনার সমঝদার সাজিতে হইলে সংসার-বাসনা ক্ষীণ করিয়া একটু ভজন সাধন করিতে হয়, সত্ত্বযুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, নতুবা ভগবদ্রাজ্য হইতে বুদ্ধিযোগ আসিবে না। সেই বুদ্ধিযোগ লাভের অধিকারী না হইয়া যাহারা পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে সমঝদার সাজিবেন, তাহাদের উক্তিতে সর্ব্বসাধারণের অপকার ব্যতীত উপকার কখনও হইবে না। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, 'দুর্গা' বলিতে শ্রীভগবানের পরাশক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধের পূর্ব্বাপর বিচার তাঁহার এই উক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে "যোগে ভবানী" প্রভৃতি বাক্য পরাশক্তি-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

মথুরায় প্রচারের—সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১)

আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১১ই অক্টোবর শুক্রবার রাত্রিতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এবং ড্যাম্পিয়ার পার্কের অন্তর্গত 'গঙ্গাভবন' নামক নিবাসে বহু ভক্ত লইয়া সপার্ষদ অবস্থান করিতেছেন। আচার্য্যবর্য্যের মথুরায় শুভবিজয়ের সংবাদ ক্রমশঃ মথুরাবাসীর নিকট ঘোষিত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা বিজয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রত্যহ পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিবার চেষ্টা করিব। যে-সমস্ত ভক্ত ও সজ্জনগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, আশা করি তাঁহারা এই সংবাদ লাভে আনন্দিত হইবেন।

গত ১২ই অক্টোবর শনিবার মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা এম্ এন্ ব্যাণ্ডো কোম্পানীর প্রোপাইটর শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ২৪ পরগণা আলিপুর জজকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ট্রান্স্লেটার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম মহোদয়দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের চরণ-দর্শনাভিলাষী হইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে কার্ত্তিকমাসে মথুরাবাস ও উর্জ্জাব্রত-পালনের সংকল্পের কথা বলেন। শ্রীযুত শম্ভুবাবু তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ "সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ-সঙ্গঃ স্বতোবরে। শ্রীমদ্ভাগবতার্থাস্বাদনং রসিকৈঃ সহ॥" এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে কলিকাতার "তারাচাঁদ ঘনেশ্যাম" নামীয় ফার্মের ম্যানেজার শ্রীযুত লালা দামোদর মহাশয় পুষ্পমাল্যাদি উপায়ন হস্তে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদানোদ্দেশ্যে আসিয়া উপস্থিত হ'ন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে থাকেন—সমষ্টিও বিশিষ্ট সগোষ্ঠীর সহিত নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিয়া মাথুরমণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে এবং সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্টের বাণী প্রচার করিতে হইবে।

সন্ধ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ মাথুরমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতার কথা যাহাতে "গৌড়ীয়ে" সংরক্ষিত হয়, তৎসম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন গৌরসুন্দরের "কৃষ্ণে মতিরস্তু' এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে মথুরাবাসই আমাদের একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে এই মথুরাবাসে যাঁহারা যে কোন ভাবেই হউক আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, করিতেছেন বা করিবেন, তাঁহারা আমাদের বান্ধব। এ জগতের বন্ধুবান্ধবগণ আমাদের যে উপকার করেন তদ্দ্বারা আমাদের স্বর্গবাস বা কখনও নরকবাস ঘটে; কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের জন্মমরণমালার হাত থেকে ছুটী ঘটে না এবং অমঙ্গলের হাত থেকে অব্যাহতি পাই না। আবার যাঁহারা আমাদের ঐরূপ সাহায্য করেন, তাঁহারা যে কিছু মঙ্গল লাভ করেন, তাহাও নহে, তাঁদেরও অশুভ লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রি-সেবন এই পঞ্চাঙ্গের অল্প সঙ্গ দ্বারা আমাদের ভক্তি লভ্য হয়। মথুরাবাস আমাদের আরাধ্য বটে, কিন্তু একটা পূর্ব্বপক্ষ উঠিতে পারে যে, কংসও ত' মথুরাবাস করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণ প্রতিকূলভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল কেন? কংস কৃষ্ণসুখ কামনা না করিয়া কৃষ্ণের সুখ নিজে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাই "সিদ্ধাঃ ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ" এই উক্তি অনুযায়ী গতিলাভ করিয়াছিল। মথুরাকে ভোগবুদ্ধি করিয়া মথুরাবাস করিলে সুবিধা হইবে না। মথুরাকে ভোক্তৃবুদ্ধি করিলে তবে সুফল ফলিবে।

মথুরা শুদ্ধজ্ঞানের ভূমিকা; শুদ্ধ সত্ত্ব স্বতঃকর্ত্তৃত্ব-বিশিষ্ট। মথুরা ধামকে যদি অচেতন দেশমাত্র মনে করিয়া তাহাতে ভোগ-বুদ্ধিতে মথুরাবাসের চেষ্টা করি, তবে মথুরাবাস করা হইবে না। প্রপঞ্চের অতীত স্থানের নাম বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ যাহা হইতে কুণ্ঠা-ধর্ম্ম বিগত হইয়াছে। অতএব এই প্রপঞ্চ হইতে বৈকুণ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব, আবার 'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী' শ্রীরূপপাদের এই বিচারে বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরায় শ্রেষ্ঠতা শুনা যায় কেন?

বৈকুণ্ঠ এ জগতে আসে না। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ সে জগৎ হইতে এ জগতে আসেন তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাতে স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম অধিকতরভাবে বিদ্যমান। মথুরা এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ পরমকরুণাময় ধাম এবং বৈকুণ্ঠ হইতে অধিকতর উদার, কারণ বৈকুণ্ঠে অজ কৃষ্ণের জন্ম নাই, কিন্তু মথুরাতে সেই অজ কৃষ্ণের জন্মলীলা আবিষ্কৃত হইয়া জৈবজগতে পরমকরুণা প্রকাশিত হইয়াছে। মথুরা প্রাপঞ্চিক জীবকুলের নিকট তাঁহার স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া, এ জগতে আসিলেও তিনি জীবভোক্তৃত্বের অধীন হ'ন না। মথুরার সেবাকারিগণ সারগ্রাহী—ভারবাহী নহেন। তাঁহারা মথুরায় নিত্যকাল হৃদয়-মথুরায় কৃষ্ণের আবির্ভাব দর্শন করিতে পারেন। ইহা শুদ্ধসত্ত্বময় ভূমিকা। তাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ গাহিয়াছেন :—

শ্রবণে মথুরা বদনে মথুরা
হৃদয়ে মথুরা নয়নে মথুরা;
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা,
মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা॥

গৃহস্থের কর্ত্তব্য

(২)

উপরন্তু দগ্ধ নষ্ট হইয়া যাইবে"। যিনি এই দেহরূপ ছোবড়া এবং মন বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ মালাকে শুদ্ধজ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন ক'রে শাব ও প্রেম-রূপ নারিকেল ও সুস্বাদু জল পান করেন, তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ। সেই দিব্যজ্ঞান দান করিতে পারেন একমাত্র শ্রীগুরুদেব।

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অতএব গুরুদেব যখন জ্ঞানরূপ দিব্যচক্ষু উন্মীলিত ক'রে দেন, তখন আর এই অনিত্য দেহেতে আত্মবুদ্ধি থাকে না। তখন ভগবদ্ভাব ও ভগবৎপ্রেম লাভ হয়। অতএব হে ভাইসকল!, আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন যে, নিজেরা প্রতারিত না হইয়া আমাদের মূল রোগ যে ভোগপ্রবৃত্তি, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবানের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত থাকুন। তাহা হইলে প্রকৃত গৃহস্থ-ধর্ম্ম যাপন হইবে। এবং ইহাই প্রকৃত গৃহস্থের কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি তা' না ক'রে, আমরা পশুর মতন আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনে আয়ু-ক্ষয় করি তাহা হইলে পশুতে ও আমাদের সহিত পার্থক্য রহিল কোথায়? তাহা হইলে কোন দিন আমাদের মঙ্গললাভ হইবে না। অতএব স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু বান্ধব সকলকে ভগবৎ সম্বন্ধে নিবদ্ধ ক'রে তাহাদিগকে এবং নিজে সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকাই হ'চ্ছে গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে স্বামীজী সমাগত সকল গুজরাটী ও মারাঠিগণকে হিন্দিভাষায় ঐ সমস্ত বিষয়গুলি এক ঘণ্টাকাল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। বসন্তবাবুর চেষ্টায় অনেক ব্যক্তি প্রকৃত গৃহস্থের কর্ত্তব্য স্বামীজীর শ্রীমুখে জানিতে পারিলেন। এই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অনেকভাবে বোম্বে গৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়া থাকেন। উক্ত দিবস স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণে প্রীত হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্তিবশতঃ মঠের সেবার জন্য তিনি একটী বহুমূল্য বৃহৎ ঘড়ি প্রদান করিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতাটী যথাযথ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ততটুকুই প্রকাশার্থ দিলাম। ক্রমভঙ্গ দোষ লক্ষ্য করিলে পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অযোগ্য-সংবাদদাতাকে ক্ষমা করিবেন।

—শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী]

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

পণ্য	দর
দাদখানি	৬৷৹
কাটারিভোগ	৫৷৹—৫৸৶৹
পাটনাই (সরেস)	৪৶৹
মাকা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৶৹
বালাম	৫।৹
কলম	৪৷৹
সিতাশাল (মক)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পণ্য	দর
পেটেণ্ট ময়দা	৫৶৹—৫।৹
সুপারফাইন	৪৸৶৹—৫৲
৪নং ময়দা	৪।৹—৪।৶৹
আটা 'বি'	৪৷৶৹—৪৸৹
২নং আটা	৪৶৹—৪।৹
আটা এসমার্কা	৪৶৹—৪।৹
আটা ৩নং	৩৶৹—৩।৹
সুজি	৪৸৶৹—৫৲

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও তিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রতিবার	প্রতি লাইন	‖০	।৶০	।৶	
,,	,, ইঞ্চি		১‖০	১‖০	
,,	,, সিকিকলম		৪,	৬,	
,,	,, অর্দ্ধকলম		৯,	৯,	
,,	,, ১ কলম	১২,	৬,	১০,	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৯, সিকি কলম ১৫, অর্দ্ধ কলম ২৪, এক কলম ৩৬,
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪‖০, সিকি কলম ১২, অর্দ্ধ কলম ১৮, এক কলম ৩০, টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯, নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫, পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১, এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ গ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৩	১৫—৬	[illegible],
রাণাঘাট	ছাঃ	[illegible]	৯—৪৩,	১১—৪০	১৩—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৩৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩০,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৩,	২০—৪৫

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৪১

গত বৎসর লাহোরে যে নিখিল ভারত প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে সরকারী শ্রমশিল্প বিভাগ যোগদান করিয়াছিলেন। পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্ট যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়, এ বৎসর যে প্রদর্শনী হইবে, তাহাতেও সরকারী শ্রমশিল্প-বিভাগ যোগদান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।

* * *

অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে প্রকাশ, "প্রদেশের শিল্পোন্নতির প্রসারে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৩ সালে একটী শিল্পপ্রদর্শনীর আয়োজন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। পরে ১৯৩৩ সালে বড়দিনের সময় লাহোরে একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান একটী বড় প্রদর্শনী করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। গবর্ণমেণ্ট তখন নিজেদের প্রদর্শনী করিবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করেন এবং উক্ত বে সরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঐ বিষয়ে উৎসাহদান ও সাহায্য করেন।

* * *

"গবর্ণমেণ্ট শ্রমশিল্প-বিভাগকে উক্ত প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে আদেশ দেন এবং প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষকে বলেন যে, প্রদর্শনীর হিসাব যদি সতর্কতার সহিত রাখা হয় এবং প্রদর্শনীতে যদি ক্ষতি হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন।"

'গত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, প্রদর্শনীতে সরকারী বিভাগ যোগদান করায় বিশেষ ফললাভ হইয়াছে। শিল্পোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন, জনসাধারণ তাহা জানিতে পারিয়াছে। প্রদর্শনীর পর হইতে বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে শ্রমশিল্প বিভাগে জনসাধারণের অনুসন্ধান যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। সেই হেতু এবৎসর শীতকালে লাহোরে যে নিখিল ভারত প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে যোগদান করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে শ্রমশিল্প বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আনুমানিক ৪০০০৲ টাকার প্রয়োজন।"

প্রকাশ, গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিকালে সিংহলের পদ্মাগলাতে উদ্‌বোধন বিহারে ভারতীয় স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত শ্রীবুদ্ধদেবের একটী বিগ্রহ দেখান হইয়াছে। বুদ্ধদেবের পবিত্র চিহ্নসমূহের মধ্যে উহা অন্যতম। বিগ্রহটীর বর্ত্তমান ওজন ২২ পাউণ্ড এবং উহার মূল্য সাড়ে চার লক্ষ টাকা। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, সাতশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ কানতিসার রাজত্বেরও পূর্ব্বে উক্ত বিগ্রহকে ভারত হইতে সিংহলে আনা হইয়াছিল।

দিল্লীর চাঁদনিচকের টাওয়ারের ঘড়ি এবং নয়াদিল্লীর পার্লামেণ্টারি ষ্ট্রীটের ঘড়ি এখন হইতে এক সঙ্গে বাজিবে। ১৫ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত যে সময়ের পার্থক্য ছিল, তাহা ২০শে অক্টোবর রবিবার মধ্যরাত্রি হইতে রহিত হইয়াছে। ঐ সময় হইতে সমগ্র দিল্লী প্রদেশে রেলপথে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস ব্যতীত সর্ব্বত্র ঘড়িসমূহের সময় আধঘণ্টা আগাইয়া দেওয়া হইবে। সর্ব্বত্র গ্রীষ্মকালীন সময় অর্থাৎ বড়লাটের সময় কিংবা উইলিংডন সময় প্রচলিত হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী কংগ্রেসের গঠনবিধি-সংস্কারের প্রস্তাব আলোচনার জন্য সাব কমিটি গঠন করিয়াছিলেন; গত ২১শে অক্টোবর সাব কমিটির কার্য্য শেষ হইয়াছে। ছোট খাট দুই একটি সংশোধনান্তে শ্রীযুক্ত গান্ধীর সমুদয় প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে গান্ধীজীর সংস্কার প্রস্তাবের ফলে দেশের প্রধানতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের গুরুত্ব লোপ পাইবে। কিন্তু শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রস্তাবগুলির সারবত্তা বিস্তারিত বুঝাইয়া বলার পর অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার মতে মত দেন, সুতরাং আপত্তিকারীদের আপত্তি সমর্থিত হয় নাই।

সাব কমিটি গত ২২শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ণে মিঃ ভুলাভাই দেশাইর বাসভবনে সমবেত হইয়া ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট দাখিল করিবার জন্য রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন।

বাংলার কৃষির অবস্থা

বাংলা দেশ—কৃষি প্রধান দেশ। ফলাইতে পারিলে এ দেশের মাটীতে সোনা ফলে। বাংলার কৃষিই জীবন, কৃষিই বাংলার প্রাণ। কারণ, এ দেশের শতকরা প্রায় নব্বই জন লোককে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়। কোন বৎসর অজন্মা হইলে বা শস্য না জন্মিলে দেশে দুর্ভিক্ষ, হাহাকার পড়িয়া যায়। যে কৃষির উপর আমাদের এতখানি নির্ভর করে বাস্তবপক্ষে সেই কৃষিকার্য্যে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কৃষি প্রধান দেশের অধিবাসী হইয়াও এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অন্যান্য পাশ্চাত্য সভ্য দেশের তুলনায় একপ্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এহেন কৃষিকার্য্য ও এরূপ আবশ্যকীয় শিক্ষার বিষয়ের ভার ন্যস্ত করা আছে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর অশিক্ষিত. অকর্ম্মণ্য, দরিদ্র লোকের উপর। আমাদের দেশে কৃষক বা চাষী বলিতে ইহাদেরই বুঝি যাহারা বাহিরের বা জগতের কোন সংবাদই অবগত নহে। পাশ্চাত্য দেশের কৃষক যাহারা—তাহারা সকলেই সুশিক্ষিত, অধ্যবসায়ী ও কর্ম্মঠ। এদেশের কৃষকগণ অধিকাংশই কুসংস্কার ভাবাপন্ন, রক্ষণশীল ও নূতনত্বের বিরোধী। সেই পুরাতন মান্ধাতার আমল হইতে আবহমান কাল ধরিয়া যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহা আজিও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহে। এত সুদীর্ঘ কাল মধ্যে জগতের যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল, কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল তাহা তাহারা আজিও অবগত নহে। সুফলের জন্য এদেশের কৃষককে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়. কিন্তু এমন দেশ আছে যেখানকার অধিবাসীরা পাহাড় গুড়াইয়া চূর্ণ করিয়া পরিশ্রম সহকারে তাহাতে চাষ দিয়া বিভিন্ন কৌশলে অনাবৃষ্টি ও অতি বৃষ্টির হাত হইতে ফসল রক্ষা করিয়া অল্প জমিতে অধিক ও উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইতেছেন। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু, গবেষণা বা আলোচনা আমাদের দেশের কৃষকের মধ্যে দেখা যায় না। এই সমস্ত বিষয় তাহাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে স্থানও পায় না। যে সময় হইতে এই কৃষিকার্য্য অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই সময় হইতে বাংলার তথা ভারতের দৈন্য ও দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হস্তে না আসিলে ইহার পুনরুন্নতি সম্ভবপর নহে

কৃষির উন্নতির উপর দেশের ও জাতির উন্নতি নির্ভর করে, কারণ কৃষিই শিল্প ও বাণিজ্যের সোপান। কৃষির উপর অনাস্থা ও অবহেলা বশতঃ দেশ হইতে শিল্প ও বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়। ফলে বিদেশীয়া সুযোগ বুঝিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষির অবনতি ঘটায় খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। কালের ও যুগধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পদ্ধতির কিছু কিছু সংস্কার করিয়া পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুকরণে চাষ আবাদে যত্নবান্ হইলে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুদৃষ্টি ইহাতে আকর্ষিত হইলে দেশ আবার সুজলা সুফলা হইয়া ধন-সম্ভারে পূর্ণ হয়।

উপনিষদের 'অন্নং বহু কুর্ব্বীত তদ্‌ব্রতম্' এই বাণী বক্ষে ধারণ করিয়া পল্লীগ্রামে থাকিয়া যাহারা এখনও 'কৃষিলক্ষ্মীর' সেবা করেন বা 'কৃষিলক্ষ্মীর' উপর যাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি আছে, বৎসরব্যাপী কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া আমাদের যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের গোচরীভূত করিতে প্রয়াস পাইলাম।

যে কোন চাষে সুফল পাইতে হইলে উপযুক্ত জমি ও উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন, সার প্রয়োগ ও সুচাষের প্রয়োজন। প্রথমে মাটীর প্রকৃতি বা স্বভাব সম্বন্ধে জানা দরকার। মাটীকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—যথা বেলে, এঁটেল ও দোয়াশ। যে মাটীতে শতকরা ৮০ ভাগ বালি থাকে তাহাকে বেলে মাটী বলা হয়। বেলে মাটী সহজেই উত্তপ্ত হয় এবং জল পড়িলে সহজেই টানিয়া লয়। এই জমিতে সার প্রদান করিলে তাহা সহজেই জলে ধৌত হইয়া বালির নিম্নস্তরে চলিয়া যায়। এরূপ জমি সাধারণতঃ সব্জী চাষের পক্ষে অনুপযোগী। যে জমিতে শতকরা ৭০ ভাগ কর্দ্দম মিশ্রিত থাকে তাহাকে সাধারণতঃ এঁটেল মাটী বলা হয়। ইহার স্বভাব বেলে মাটীর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটেল মাটীর ধারকত্ব অর্থাৎ জল ধারণের শক্তি অধিক, ইহা সহজে উত্তপ্ত হয় না। এটেল মাটীর কণাগুলি অতি সূক্ষ্ম; তাহা দিয়া বৃষ্টির জল সহজে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। বৃষ্টি হইলে মাটী জলসিক্ত থাকায় এবং মাটীর আঁটালতা ও ঘনতা নিবন্ধন ছিদ্র পথ বন্ধন হইয়া যায়; এজন্য এসময় জমিতে কোন ফসল ভাল হয় না। শুষ্ক অবস্থায় এঁটেল মাটী এত শক্ত হয় যে, চূর্ণ করা বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়ে। যে জমিতে বেলে ও এঁটেল মৃত্তিকার ভাগ সমভাবে থাকে তাহাকে দোয়াশ মাটী বলা হয়। সাধারণতঃ চাষের পক্ষে এই জমি বিশেষ উপযোগী। চাষের জমি নির্ব্বাচিত হইলে তাহাতে সুচাষ দ্বারা জমির পাট সমাধা করিয়া লইতে হয়। ফসলের স্বভাব ও জাতি ভেদে গভীর ভাবে কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকা চূর্ণ করিয়া জমি হইতে আগাছা ও ঢেলা বাছিয়া ফেলা আবশ্যক।

জমি প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। মানুষও জন্তুর ন্যায় উদ্ভিদগণও আহার করিয়া থাকে।

(অতঃপর ২য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

(চতুর্থ কলমের পর)

উদ্ভিদগণ মাটী হইতে আহারোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্টিলাভ করে। কোন জমিতে অফুরন্ত খাদ্য থাকে না। এক একবার ফসল উঠাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে জমি হইতে উদ্ভিদের খাদ্যাংশ কমিয়া যাইতে থাকে। উদ্ভিদের খাদ্যের পূরণের জন্য জমিতে সার প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। উদ্ভিদগণ সাধারণতঃ পটাস, ফস্ফরাস ও নাইট্রোজেন এই তিনটী প্রধান জিনিষ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। নাইট্রোজেন গাছের বর্দ্ধনের সহায়তা করে। পটাস আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করাইয়া উদ্ভিদকে সবল রাখে এবং ফস্ফরাস গাছের ফুল ও ফলের অংশ বাড়াইয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোলে।

কৃষিলক্ষ্মী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১ম বর্ষ ৫ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৭শে অক্টোবর ইং ১৯৩৪ শনিবার { ১৯৭শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

উড়িষ্যা প্রদেশে

গত ৫ই অক্টোবর শনিবার প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ভক্তবৃন্দ সহ উড়িষ্যা-প্রদেশের ভদ্রক-নিবাসী শ্রীযুত গদাধর মহান্তি মহোদয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইলে পর গদাধর বাবু শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হন এবং শ্রদ্ধাসহকারে যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করেন। ভদ্রকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শুভাগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে সহরের বহু লোক মহারাজের নিকট উপস্থিত হন।

বৈকাল বেলা স্বামীজী শ্রীহরিকথা আরম্ভ করিলে পর ভদ্রকের জমিদার শ্রীযুত রাধাকান্ত পাড়ী মহোদয়ের সুযোগ্য নায়েব শ্রীযুত লালমোহন মহাপাত্র মহোদয় স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম, সাধুর মাহাত্ম্য, সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রীহরির উপাসনা ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত যে শ্রীভগবানের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না ইত্যাদি বহু বিষয় অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রদ্ধাসহকারে মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন।

সন্ধ্যা হইলে পর পুনরায় কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে মোক্তার শ্রীযুত গণেশ প্রসাদ পট্টনায়ক, মোক্তার শ্রীযুত বংশীধর মহাপাত্র মহাশয়দ্বয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী তাঁহাদের নিকট গৃহস্থের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসের "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে" শ্লোকটী উল্লেখপূর্ব্বক বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। কিছুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের পর শ্রীযুত গণেশ প্রসাদ পট্টনায়ক মহোদয় শ্রীল সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন করিলে উত্তরে স্বামীজী মহারাজ নির্ব্বিশেষবাদ ও সবিশেষবাদ উভয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার উপাদেয়ত্ব বুঝাইয়া দেন।

বারাকপুরে

শুদ্ধভক্তির আচার্য্য জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আদেশে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ও তদীয় শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ-উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১২শে আশ্বিন শনিবার দিবস কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া বারাকপুর শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মল্লিক মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন; তথায় বহু শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী কীর্ত্তন করেন।

উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল হালদার বি-এ মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় তদীয় গৃহপ্রাঙ্গণে গত ২১শে আশ্বিন সোমবার সন্ধ্যায় বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত একটী সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহারাজের আদেশে উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী "সনাতনধর্ম্ম"-সম্বন্ধে একঘণ্টা বক্তৃতা করেন। তৎপরে স্বামীজী উক্ত বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করেন।

উক্ত সভায় যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, হেড পণ্ডিত বারাকপুর উচ্চইংরাজী স্কুল, শ্রীযুক্ত নৃত্যকালী হালদার বি-এ, হেড মাষ্টার, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সাধুচরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী মল্লিক, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন হালদার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বক্তৃতার মর্ম্ম

স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্ম,—যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার পিপাসা না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত জীব কর্ম্মমার্গে নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যফলে হরিকথা-শ্রবণে জীবের রুচি দেখা যায়। এই কলিযুগে পরমার্থ চেষ্টায় উদাসীন হইয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়াও মানুষ কেবল আহার, নিদ্রা ও মৈথুন-পরায়ণ হইয়া পশুর ন্যায় কাল যাপন করিতেছে। বর্ত্তমানে মানুষের চিত্ত নানাদিকে ধাবিত হওয়ায় তাহাদের এতদূর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহারা কোনটী মঙ্গলের পথ, কোন্‌টী অমঙ্গলের পথ, কোন্‌টী প্রকৃত পথ, কোন্‌টী বিপথ ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পায় না। তাই তাহারা একমাত্র মঙ্গলের পথ যে ভগবদ্ভজন তাহা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই যে পরমার্থ লাভ হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না।

সনাতন ধর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য ধর্ম্ম। যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব তাহাই তাহার নিত্য ধর্ম্ম। আমাদের নিত্য ধর্ম্ম শ্রীভগবানের সেবা করা। আমরা যে দিন থেকে ভোক্তৃ-অভিমানে আমাদের নিত্য-স্বভাব যে ভগবৎ-সেবা, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই দিন হইতে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে মায়াকর্ত্তৃক দণ্ডভোগ করিতেছি। প্রকৃতি-সম্ভোগ-চেষ্টা জীবের পক্ষে দণ্ডভোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে, কারণ ঐসমস্ত বস্তু অনিত্য; উহা নিত্য-সুখ দানে অসমর্থ। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই অসনাতন বা অনিত্য অর্থাৎ এই সমস্ত বস্তু কিছুদিন পূর্ব্বে ছিল না, কিছু দিনের জন্য মিলিত হইয়াছে, আবার কিছুদিন পরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমরা কোথা হইতে আসিলাম, তদ্দিন পরে কোথায় চলিয়া যাইব এবং কি জন্য আসিলাম —এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয় কি? বর্ত্তমানে মানবজাতি শাস্ত্র ও মহাজনের পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল নানা খেয়ালের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নানা প্রকার কাল্পনিক মতবাদ জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছে কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায় যে ধর্ম্ম মানুষের কল্পিত বস্তু নহে। উহা বাস্তব সত্য বস্তু। ঐ বাস্তবসত্য গুরুপরম্পরায় শ্রৌতপথে উপলব্ধির বিষয় হয়, তর্কপথে উহা কখনও জানা যায় না। যদি আমরা শরণাগত হইতে [illegible], তবেই তাঁহার কৃপাপ্রভাবে আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিব।

পুরীতে

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ বর্ত্তমানে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান করিয়া শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। অতি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ দামোদর অথবা শ্রীবোদশায়ী ৪৪৮

মাতৃভক্ত শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গদেব

"বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং
মাতৃভক্তশিরোমণিম্।"
—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী

কি গার্হস্থ্যলীলা, কি সন্ন্যাসলীলা, উভয় লীলাতেই আমরা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মাতৃভক্তি বিশেষরূপে লক্ষ্য করি। মাতা কোন কারণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে মহাপ্রভুর হৃদয় ফাটিয়া যাইত। তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানের বা শান্তিতে রাখিবার যথাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার প্রয়াস পাইতেন। এই প্রকার আদর্শ মাতৃভক্তি-প্রদর্শনকারী মহাপ্রভু যখন নবযৌবনসম্পন্না পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে বৃদ্ধা শচীমাতাকে রাখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন জাগতিক লোকগণ হয়ত ইহাতে মাতৃভক্তির অভাব লক্ষ্য করিবেন, কিন্তু নিত্যমুক্ত ভাগবতগণের বিচারে মহাপ্রভুর ঐ সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলায় মাতৃভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। শচীমাতা যখন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া বিমর্ষ হইয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি তোমায় এনে দিব কৃষ্ণপ্রেম ধন॥"

মহাপ্রভুর এই উক্তিতে জননীর প্রতি সন্তানগণের সুষ্ঠু কর্ত্তব্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। জগতের জীবগণ স্ব-স্ব-কর্ম্মের ফলভোগ করিতে বাধ্য। মানুষ যাবতীয় চেষ্টায়ও কাহাকেও তাহার কর্ম্মফল ভোগ হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারে না একমাত্র কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত। সুতরাং কিছু অর্থাদি উপার্জ্জন করিয়া জননীকে ভোগসুখে রাখিবার চেষ্টাতে মাতৃভক্তির সুষ্ঠু পরিচয় প্রদর্শিত হয় না। যাহাতে জননীকে আর কখনও মর্ত্ত্যভূমিতে আগমন করিয়া দুঃখার্ণবে পতিত না হইতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই জননীর প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। এই কর্ত্তব্য-সম্পাদনে কৃষ্ণপ্রেমধনই সমর্থ। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জননী শচীদেবী মায়াবদ্ধ জীব না হইলেও লৌকিক মহাপ্রভু আদর্শ মাতৃভক্তি শিক্ষা প্রদানের জন্য ঐপ্রকার উক্তি এবং নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিবার আদর্শ-প্রদর্শনকল্পে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে শচীদেবী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেরই বাৎসল্য-রসের সেবিকা; সুতরাং ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়াই তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই পুত্রের সন্ন্যাসে বাৎসল্য-রসোচিত শোকপ্রদর্শনের লীলা শচীমাতায় লক্ষিত হইলেও তিনি কখনও মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের অন্তরায় হন নাই। এমন কি, সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে মহাপ্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে উপস্থিত হইয়া শোকাকুলা জননীকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ যখন বলিয়াছিলেন—"মাতঃ আমি তোমার অবোধ সন্তান, না বুঝিয়া হয়ত সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি; এখন তোমার চরণে আমি প্রণত তুমি আমাকে যাহা করিতে আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব।" জগতের জনগণ পুত্রের সন্ন্যাস-রূপ দেখিতে প্রস্তুত নহেন। পুত্র সন্ন্যাসী হইলে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া পুত্রকে বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে বা পুনর্ব্বিবাহ দিয়া গৃহমোহ মধ্যে নিযুক্ত করিতে কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না। আর পুত্র যদি মহাপ্রভুর ন্যায় ঐপ্রকার সরলোক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে ত' আর কথাই নাই, অতি সহজেই তাহাকে সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া মনের সাধ মিটাইয়া থাকেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জননী শচীমাতায় আমরা ঐপ্রকার আত্মসুখ-বাঞ্ছামূলক পুত্রস্নেহময় কামের লেশ মাত্রও দেখিতে পাই না। জগজ্জননী শচীমাতা শ্রীভগবান্কে পুত্ররূপে লাভ করিয়া যে তাঁহারই সেবা করিতেছিলেন তাহা শচীমাতার উক্তিতেই আমরা জানিতে পারিব। শচীমাতা মহাপ্রভুর পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"আমার নিমাই সন্ন্যাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলে আমার সুখ হইবে বটে কিন্তু লোকে বলিবে—নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহা রক্ষা করিতে না পারিয়া বাড়ীতে গৃহে ফিরিল আমার অকলঙ্কচাঁদ নিমাইর প্রতি এমন ভাবে যে এই প্রকার কলঙ্ক কালিমা আরোপ করিবে আমি কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারিব না। নিমাইকে সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না, সে নীলাচলে অবস্থান করুক; আমি যেন মাঝে মাঝে এই সংবাদ পাই যে সে ভাল আছে। তাহা হইলে আমি সুখে থাকিব।" সেবোন্মুখী বুদ্ধিতে এইপ্রকার উক্তি নিতে না হইতে পারিলে কি আর তিনি জগন্মাতা জননী হইতে পারিয়াছেন?

কি গৃহস্থলীলায়, কি সন্ন্যাস লীলায়—উভয় লীলাতেই আমরা মহাপ্রভুর দ্বিবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করি একটী আশ্রয়জাতীয় ভগবানের বা জগদ্গুরুর লীলাভিনয়, দ্বিতীয়টী—বিষয়জাতীয় ভগবানের লীলা। যখন তিনি বিষয়জাতীয়-ভগবদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তিনি, ভক্তের চরণে কেহ অপরাধ করিলে তাহার সেই অপরাধ ভগবান্ যে কিছুতেই ক্ষমা করেন না তাহা শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রকাশ লীলার সময় শ্রীশচীমাতাকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। সেই মহাপ্রকাশের সময় মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ ভক্তবৃন্দকে প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শচীমাতাকে তদ্গ্রহণার্থ আহ্বান না করায় জনৈক ভক্ত তৎপ্রতি মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি বলিয়াছেন "ইঁহার অদ্বৈতের চরণে অপরাধ রহিয়াছে, সেই অপরাধ মুক্ত না হইলে ইনি আমার প্রেমলাভের অধিকারিণী হইতে পারিবেন না।" মহাপ্রভু মুখে যাহা বলিলেন কার্য্যেও তাহাই করিলেন। দৃঢ়তার সহিত নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভক্তগণ কৌশলক্রমে অদ্বৈতপ্রভুর নিকট শচীমাতার অপরাধ খণ্ডাইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন। এই লীলায় জননীও যে ভগবানের সেবিকা এবং তাঁহার শাসনাধীন, এইটী উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তবে শ্রীভগবানের নিজমুখের বাণীতে আমরা দেখিতে পাই, তিনি গীতায় বলিয়াছেন,—"যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যিনি বাৎসল্যরসে ভগবানের উপাসনা করেন ভগবান্ তাঁহার নিকট পুত্ররূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে আমরা দেখিতে পাই, মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থানকালেও যখন শচীমাতা শ্রীধাম মায়াপুরে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবার বাসনা করিতেন তখনই মহাপ্রভু তাঁহার অন্তর্যামিত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা-পূর্ব্বক তিনি শচীমাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা খাইতেন। ভোজনান্তে আবার অদৃশ্য হইলে তখন শচীমাতা ঐ প্রত্যক্ষ ঘটনাকে স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান করিতেন। মহাপ্রভু যে সত্যসত্যই আসিয়া ভোজন করিতেন তাহা তিনি জগদানন্দকে পাঠাইয়া মাতার বিশ্বাসের জন্য সেই সংবাদ প্রদান করিতেন। আশ্রয় বিগ্রহরূপে অর্থাৎ জগদ্গুরুরূপে মহাপ্রভু মাতৃভক্তির যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অনেকটা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। নীলাচলে সন্ন্যাসিরূপে অবস্থানকালেও তিনি জননীর জন্য জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ও বস্ত্র পাঠাইয়াছেন। রঘুনাথভট্ট গোস্বামীকে তিনি নীলাচল হইতে তাঁহার পিতা পরম বৈষ্ণব তপন-মিশ্রের ও মাতার সেবার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। তবে দারপরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তপন মিশ্রও রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে ঐই কার্য্যের জন্য অনুরোধ করেন নাই। মহাপ্রভুর এই সকল লীলায় দেখা যায়, যে মাতা পিতা একনিষ্ঠভাবে ভগবানের সেবা করেন তাঁহাদের সেবা করা হরিভক্ত পুত্রের কর্ত্তব্য। তবে ভগবৎসেবাপরায়ণ পিতামাতা কখনও আত্মসুখের জন্য পুত্রকে সংসার-জালে আবদ্ধ করেন না। শচীদেবী যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে দুইবার বিবাহ দিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীভগবানেরই তাঁহার শ্রী ও ভূ শক্তিদ্বয়ের সেবাগ্রহণ ও তৎসঙ্গে বাৎসল্যরসের সেবিকা শচীদেবীর বাঞ্ছা-পূরণ এই দুইটী কার্য্য রহিয়াছে সুতরাং ভগবান্ বা তজ্জননীর সহিত জগতের জন-সাধারণের এই কার্য্যের তুলনা হয় না। জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিয়াও পত্নী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ-দ্বারা ষড়্বিধা শরণাগতির ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি-প্রদর্শনলীলায় আমরা মাতার আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য কৃষ্ণভক্তির আশ্রয়ই লক্ষ্য করিতেছি। তাই উপসংহারেও আমাদের প্রার্থনা—

"বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং
মাতৃভক্তশিরোমণিম্"

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

—:০:—

মথুরা-প্রচারের—সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(২)

'মথুরা', 'মথুরা' এই যে পুনরুক্তি, ইহার দ্বারা চেতনস্বরূপই গ্রহণ করিতে হইবে, হৃদয়কে মথুরা বিচার করিতে হইবে। কোন্ হৃদয় মথুরার কথা বিচার করিবে? যে-হৃদয় জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের অধীন নহে। মথুরাকে গুরুজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে। যে-স্থানে নিত্যধাম প্রকটিত হইয়াছেন, যে-স্থানে নিত্যধাম তাঁহার পরিপূর্ণতা ও স্বতঃকর্ত্তৃত্ব সংরক্ষণ করিয়া প্রকটিত, তাহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ, যথা

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

মাথুরসকল কৃষ্ণের সেবক, এখানে কৃষ্ণ বা তদীয় ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অনুভূতি নাই। এইরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে এবং জানিতে হইবে—মথুরার প্রত্যেক তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি সকলেই আমার গুরু, আমি সকলের নিম্নে অবস্থিত। তবেই যদি মথুরা-বাস সম্ভব হয়।

নিত্যমুক্ত মথুরাবাসিগণ সংসারতপ্ত জন-গণের আশ্রয়দাতা ও শীতলতা-প্রদানকারী। গোপীসকল নিত্যসিদ্ধ। মাথুরমণ্ডলের বৃক্ষসকল সংরক্ষণ সেই গোপীকুল ও গোপী-

নাথের সেবা করিতেছেন। গোবিন্দ, মদনমোহন ও গোপীনাথের সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কৃত্য নাই। 'মথুরাবাস' বলিতে যাঁহারা কৃষ্ণের জন্মস্থানের সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন। এখানে বৈকুণ্ঠবস্তু জীব-কল্যাণের জন্য অবতরণ ক'রেছেন। শ্রীগুরুদেব জীবের সেবা বৃত্তি জাগাইবার জন্য ধামরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তাঁ'র সেবা না করিয়া যদি ভোগবুদ্ধিতে তাঁ'র দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার বুদ্ধি পোষণ করি, তাহা হ'লে মথুরাবাস হইল না, মঙ্গল হইল না, কংসের রাজ্যের অধিবাসী হইয়া গেলাম এবং পরিশেষে কৃষ্ণের প্রাপ্য সমস্ত সুখ নিজে আত্মসাৎ করিবার জন্য দ্বিপ্রণোদিত হইয়া কৃষ্ণকে সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে নির্ব্বিশেষবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক নিজেই সমস্ত সুখের মালিক হইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে থাকিব।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ কংসেরই প্রতীক। কংসের পিতা উগ্রসেন রাজা ছিলেন। দেবকী—উগ্রসেন-ভ্রাতৃজা। কংস সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া বিচার করিল যে, রাজা উগ্রসেন তাঁহার কিয়দংশ সম্পদ ও দৌহিত্রকে অর্পণ করিয়া দিতে পারেন। সেইরূপ আশঙ্কায় কংস পিতা উগ্রসেনের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইল, যাহাতে দেবকী পুত্র কৃষ্ণ রাজ্যের কিয়দংশ না পান। অর্থাৎ কৃষ্ণকে ফাঁকি দেওয়াই ভোগী ও নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগীর মূল উদ্দেশ্য।

রজঃ গুণের দ্বারা তমোগুণ নিরস্ত হয়, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ নিরস্ত হয়। আবার নির্গুণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা সত্ত্বগুণ নিরস্ত হয়। নির্গুণতা ও শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। নির্গুণে গুণজাত Reference আছে কিন্তু যেখানে উহা নিরস্ত ও সম্পূর্ণ সুস্থিলাভ করিয়াছে, যেখানে সাত্বতী শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত, তাহাই শুদ্ধসত্ত্ব। সেই শুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব। "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ"; সেই নির্গুণ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব একই বস্তু। কিন্তু মায়াবাদিগণ যে নির্গুণের কথা বলেন, তাহা জড় ত্রিগুণের ব্যতিরেক—অজড় ত্রিগুণ, সেখানে ভাগবতীয় "সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ" বিচারে বাসুদেবের জন্ম প্রসঙ্গ নাই। যে বৈকুণ্ঠ প্রপঞ্চাতীত স্থান হইয়াও আমাদের নিকট আসেন, সে বৈকুণ্ঠ আমাদের প্রতি যতটা সদয়, মথুরা প্রপঞ্চগত বৈকুণ্ঠ বলিয়া আমাদের নিকট তাহা অপেক্ষা আরও অধিক সদয় এবং অধিকতর উদার।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ যামুনতটে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহারের কথা, দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টি সহস্র ঋষিগণের গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ ও কৃষ্ণের বংশীধ্বনিকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ার কথা, তাহাতে বৃষভানুনন্দিনীর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ হ'তে না পা'বার কথা, তাহ রাধিকাকে লইয়া রাধাকুণ্ডতটে মাধ্যাহ্নিক লীলার কথা, শ্রুতিমন্ত্রসমূহের সাধন ফলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণের কথা কীর্ত্তন করেন। এই সমস্ত অপ্রাকৃত বিচার আমরা ভবিষ্যতে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক-মহোদয়ের লেখনীতে সুষ্ঠুভাবে দেখিতে পাইব।

আমরা ভোগ বা ত্যাগের সেবক নহি, আমরা শ্রীরূপের ভৃত্য, তাঁহার নিকট "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" প্রভৃতি কথা আমরা শুনিয়াছি। ... এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীল প্রভুপাদ প্রসঙ্গক্রমে "শ্রুত্যপূর্ব্বার্থকরণা", "প্রায়েণ বেদ তদিদং", "যমাদিভির্যোগপথৈঃ" "শ্রেয়ঃসৃতিং" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছিলেন।

দু' নৌকায় পা দিলে বিপদ আছে; সেইরূপ ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ-রূপ চারিটী নৌকায় যদি পা দিই, তবে অধিকতর বিপদেরই সম্ভাবনা এবং তাহা আমাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। তাই আপনারা "লক্ষ্ম সুদুর্লভমিদং" শ্লোকের সুষ্ঠু বিচার করুন।

গত ১৪ই অক্টোবর রবিবার বেলা প্রায় ১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ও মুর্শিদাবাদ জজানির জমিদার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ সমভিব্যাহারে গৌড়ীয়মঠের মোটরযানে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডদর্শনে গমন করেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে শ্রীল প্রভুপাদ বহুদিন হইতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীচৈতন্যমঠের একটা শাখামঠ স্থাপনের ইচ্ছা করিতেছেন। শ্রীরূপ প্রভুর উপদেশামৃতে যে "রাধাকুণ্ডমহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ" কথা দেখা যায়, শ্রীগৌড়ীয়গণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম সেই শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে সত্বর একটী শাখামঠ স্থাপনোদ্দেশে শ্রীল প্রভুপাদ এস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক, সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, কটক হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, লক্ষ্ণৌ হইতে সেবাকোবিদ্ শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী, শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য (সেক্রেটারিয়েট সার্ভেন্ট), লক্ষ্ণৌ'এর পরলোকগত ডিষ্ট্রিক্ট জজ জে, এন, বসুর সহধর্ম্মিণী গঙ্গাজননী আসিয়া উপস্থিত হন। এই দিবস রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতা হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী ভক্তিবান্ধব শ্রীপাদ যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ, মহাশয় এখানে আসিয়া পৌছেন।

সন্ধ্যাকালে মথুরার হেড পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিত্র মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের মথুরায় শুভবিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শুভাশ্রয় হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হন। গতবারে শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার সময় শ্রীল প্রভুপাদ যখন মথুরায় অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন তিনি ঐ সংবাদ অবগত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনে একবার আগমন করিলেও সময়াভাবে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

পোষ্টমাষ্টার মহাশয় একজন বয়স্ক, শিক্ষিত, সজ্জন ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি আসিলে পর সভার অব্যবহিত পরেই ভক্তগণ প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় মৃদঙ্গ-করতালসংযোগে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা ও গুর্ব্বষ্টক, সমবেতকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। তথায় প্রায় ৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

আত্মার স্বাস্থ্য-লাভের উপায়

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে আরম্ভ করিলেন:—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রচুর অমঙ্গল এসে উপস্থিত হ'য়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘোর দুঃখার্ণবে পতিত হ'য়েছি। ভগবানের নিকট আর্ত্তি সহকারে আমাদের জানান দরকার হ'য়ে প'ড়েছে, কি ক'রে আমাদের এই সমস্ত দুঃখ দূর হবে? এই জটিল প্রশ্নের সমাধানকল্পে আমরা শ্রীল ব্যাসদেব-কৃত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের—"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥" শ্লোকের শরণ গ্রহণ করব।

কৃষ্ণস্মৃতির ছাপটা একবার আমাদের হৃদয়ে প'ড়েছিল, কিন্তু সেই ছাপটা এখন উঠে গিয়েছে। সেই স্মরণটা যদি পুনরায় আসে, তবে সব অমঙ্গলগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে যাবে।

'শং' শব্দে মঙ্গল এবং 'তনোতি' শব্দে বিস্তার করা বুঝায়। অবিস্মৃতির ফল-স্বরূপ অমঙ্গলের অবাহন এবং কৃষ্ণস্মৃতির ফল-স্বরূপ মঙ্গলের আবাহন হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণের স্মৃতি যদি হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরিত থাকে, তবে আমাদের নিত্যধর্ম্মের প্রাপ্তি অর্থাৎ আত্মার স্বাস্থ্য প্রাপ্ত ঘটে।

কি ক'রে পুনরায় সেই স্মরণটা ফিরে পাব? যে দিন থেকে কৃষ্ণের কথা ভুলেছি, সেই দিন হ'তে কৃষ্ণ যে একমাত্র সেব্য, তিনিই যে একমাত্র ভোক্তা তাহা ভু'লে গিয়ে, তাঁ'র অসমোর্দ্ধত্ব ভু'লে গিয়ে, আমরা কৃষ্ণের সমান ভোক্তা সেজে ব'সেছি। সেটা ভুলে যাওয়া গিয়েছে সেইটা যদি আবার ফিরে পাওয়া যায়, তবেই আমাদের সত্ত্বের শুদ্ধি হ'তে পারে। আমাদের স্বভাবে বর্ত্তমানে প্রকৃতির জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ—এই তিনটা গুণ এসে প'ড়েছে। এই তিনটি গুণ আমাদের অমঙ্গল আনিয়েছে। সেইজন্য রজঃপ্রবৃত্তিকে প্রবল করিয়া তমোগুণকে বিনাশ করা দরকার, আবার সত্ত্ব-দ্বারা রজঃকে বিনাশ করা দরকার।

কারণটা গুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে কার্য্য হ'চ্ছে। কেউ হয়ত পূর্ব্বপক্ষ ক'রে বলবেন, গুণগুলি চলে গেলে থাকবে কি? বিশুদ্ধ সত্ত্ব পূর্ণমাত্রায় হ'য়ে যাওয়ার নাম নির্গুণ। সত্ত্বের শুদ্ধি দরকার; তা' হ'লে সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মবস্তুতে ভক্তি লাভ হ'বে, ভজনীয় বস্তুর সেবা করতে পারবো।

'জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তং'। বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভজনীয় বস্তু ব'লে জানতে পারি। আমরা অনেকেই নিজ নিজ খেয়াল মত সেবার (?) কথা ব'লে থাকি এবং সেই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া ভজনীয় বস্তুর সেবা চালাইবার পক্ষপাতী হই। কিন্তু 'সেবা' কাহাকে বলে, তাহা সুষ্ঠুরূপে জানা দরকার। মানুষ নিজ নিজ খেয়ালমত ভগবানের সেবা করিতে যাইয়া বিপথগামী হ'য়ে যায়; শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উৎপথগামী হইয়া নরকগমনের যাত্রী হইয়া পড়ে। সেইরূপ কার্য্য 'সেবা'-পদ-বাচ্য নহে। সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে আমরা জানিতে পারিব যে সেব্যবস্তু তাঁহার নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য যাহা চান সেই সকল যোগান দেওয়ার নামই সেবা। নচেৎ আমার ইচ্ছামত আমি যদি তাঁহার সেবা করিবার অভিনয় করিতে চাই, তাহা কেবল দাম্ভিকতা ও ধৃষ্টতা-মধ্যে পরিগণিত হইয়া যায়। সেই সেবাটা আমাদের ভুল হ'য়ে গিয়েছে, তা'তেই এই সব অভদ্র এসে আক্রমণ ক'রেছে। (ক্রমশঃ)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাতা বাকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
১নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৪১, ২৯শে অক্টোবর ১৯৩৪ [১৯৮-শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

কংগ্রেস সংবাদ

(১) কংগ্রেসের মূলনীতি পরিবর্ত্তন জন্য কংগ্রেস-ওয়ার্কিং-কমিটির যে প্রস্তাব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গত ২৫শে অক্টোবর উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে ৯৩-৭১ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ইহাই প্রথম পরাজয়।

(২) ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রদর্শনী সংক্রান্ত প্রস্তাব বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে ১০০-৫৭ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

(৩) নির্ব্বাচিত কংগ্রেস প্রতিনিধি ও কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নিয়মিতভাবে খদ্দর পরিধান সংক্রান্ত প্রস্তাব বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে গৃহীত হইয়াছে।

(৪) প্রতি মাসে ৫০০ গজ হিসাবে সূতা কাটা বা তৎপরিবর্ত্তে কংগ্রেসের পক্ষে অন্য কোন শ্রম না করিলে কোন ব্যক্তি কোন কংগ্রেস কমিটির সদস্য পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না; এই মর্ম্মে শ্রমের দ্বারা ভোটাধিকার অর্জ্জন সংক্রান্ত প্রস্তাব বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে ৮৮-৭৬ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

জাতীয় দল

গত ২০শে অক্টোবর প্রাতঃকালে গিরগাঁওতে ব্রাহ্মণ সভা-হলে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নিখিল-ভারত-সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা-বিরোধী-সম্মেলনের বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী শ্রীযুত আণে, স্যার গোবিন্দ রাও প্রধান ও মিঃ যমুনা দাস মেটা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে।

১। যেহেতু বিলাতী গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত জাতীয়তার বিরোধী, গণতন্ত্রের বিরোধী, যেহেতু উহা কোনও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এবং যেহেতু পরস্পরের উহার ফলে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন কতকগুলি সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে, বৈদেশিক পরাধীনতা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বর্ত্তমান থাকিবে এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপন অসম্ভব হইবে, যেহেতু উহা দায়িত্ব-পূর্ণ শাসন ব্যবস্থার মূল নীতির বিরোধী এবং উহাতে এক সম্প্রদায়ের প্রতি নিগ্রহ ও অপর সম্প্রদায়ের প্রতি অতিরিক্ত অনুগ্রহ করা হইয়াছে ও কোনও কোনও সম্প্রদায়কে ন্যায্য প্রাপ্য বঞ্চিত করিয়া অপর সম্প্রদায়কে তাহা দেওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগকে আইনবলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্থান দেওয়া হইয়াছে, সেই হেতু এই সম্প্রদায় উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং ঘোষণা করিতেছে যে উহা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, এই সম্মেলন তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, কারণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটি বস্তুতঃ ঐ বাঁটোয়ারা সমর্থন করিয়াছেন; যে জাতীয়তার আদর্শের জন্য কংগ্রেস জাতির সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন বাঁটোয়ারা সমর্থন করিয়া কংগ্রেস সেই আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অগ্রাহ্য করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে এই সম্মেলন কংগ্রেসকে অনুরোধ করিতেছেন।"

২। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে উপায়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই উপায়েই ভারতবর্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা মীমাংসার ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একরূপ ভোটাধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৩। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট এবং স্যার গোবিন্দ রাও প্রধান মিঃ কেলকার এবং শ্রীযুত আণে এই সঙ্ঘের সদস্য হইবেন।

৪। পরিষদের নির্ব্বাচন ভোটদাতাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে, তাঁহারা যেন জাতীয় দলের সদস্যদিগকে ভোটদান করেন।

প্রেস টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব

"ইউনাইটেড প্রেস" জানিতে পারিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট প্রেস টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করিবার জন্য যেসব প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং এই মর্ম্মে শীঘ্রই একটা ঘোষণা পত্র জারী করা হইবে। এরূপ অনুমিত হয় যে, গবর্ণমেণ্ট গত বৎসর প্রথমতঃ মাশুল বৃদ্ধি সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা সংবাদপত্র ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে প্রেস টেলিগ্রামের সংখ্যা হ্রাসের যে অভিপ্রায় করিয়াছেন তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। বর্ত্তমানে যে কেহ প্রেস টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত সংবাদদাতাদিগের জন্য বিশেষ ছাড়পত্র দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। মাত্র এই সব ছাড়পত্র ব্যতীত কোন প্রেস টেলিগ্রাম গৃহীত হইবে না। কিন্তু এই ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস লাইন চ্যুত করিবার চেষ্টা

প্রকাশ গত ২৫শে অক্টোবর বৈকালে নাগপুরের নিকটে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক এক্সপ্রেস ট্রেণখানা লাইন চ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, আপ এক্সপ্রেস ট্রেণখানা যখন ইতরাসি নাগপুর শাখায় ভারতওয়ারা ও নাগপুরের মধ্যে ছিল ঐ সময় ড্রাইভার লাইনের উপর এক খণ্ড লৌহ স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পায় সে গাড়ী থামাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তথাপি ইঞ্জিনখানা উক্ত লৌহখণ্ডের উপর যাইয়া পড়ে এবং সামান্য ক্ষতি গ্রস্ত হয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা

গত ২৪শে অক্টোবর মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় জনৈক বে-সরকারী সদস্য উত্থাপিত প্রসূতি-কল্যাণ বিল গৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য বিল অনুযায়ী কোনও প্রসূতিকে সন্তানপ্রসবের পর চারি সপ্তাহের মধ্যে কোনও কারখানায় মজুর খাটান চলিবে না। অধিকন্তু এই সকল স্ত্রী মজুরেরা প্রসবের তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে পরবর্ত্তী চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত দৈনিক আট আনা হারে কারখানার মালিকদের নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইবে। ঐ বৈঠকে অধমর্ণ রক্ষা বিলও গৃহীত হইয়াছে। সাধারণতঃ অল্প পরিমাণ ঋণের নিমিত্ত ও দায়িক লোকদের রক্ষা করিয়া এবং মহাজনদের হিসাব রাখিবার পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বিল পরিকল্পিত হইয়াছিল।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে সংবাদের পৃষ্ঠা	প্রথম ৩ দিনে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি সময়ে সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি সময়ে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৶০	।৶	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪	৬৲	৬৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৮৲, এক কলম ৭৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিস্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৯—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮.	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৩৮.	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১.	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৭ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১২ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৯শে অক্টোবর ইং ১৯৩৪ সোমবার { ১৯৮শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদামোদরায় নমঃ

। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা॥ ১॥

—যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যাঁহার গণ্ড-যুগলে কুণ্ডলযুগল চঞ্চলরূপে বিরাজমান, যিনি গোকুলে শোভমান রহিয়াছেন, যিনি নবনীত অপহরণ পূর্ব্বক মাতা যশোদার ভয়ে উদূখলের উপর হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া পলায়ন করিতেছেন এবং যশোদাও অত্যন্ত ধাবমানা হইয়া পশ্চাৎ হইতে যাঁহাকে ধারণ করিয়াছেন, সেই জগদেকনাথ নিজপ্রভুকে নমস্কার করি॥ ১॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥ ২॥

—যিনি মাতৃহস্তে যষ্টি দর্শন করিয়া রোদন ও পুনঃ পুনঃ কর-কমলযুগলদ্বারা নেত্রদ্বয় পরিমার্জ্জন এবং ভয়চকিত-নয়নে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার রেখাত্রয়চিহ্নিত কণ্ঠদেশে মুহুর্মুহুঃ শ্বাসনিবন্ধন মুক্তাহারাদি ভূষণসমূহ কম্পিত হইতেছে, সেই ভক্তিবদ্ধ দামোদরকে নমস্কার করি॥ ২॥

ইতীদৃক্-স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥ ৩॥

—যিনি এবম্বিধ বাল্যলীলাসমূহ-দ্বারা ব্রজবাসি-জনগণকে আনন্দসরোবরে নিমজ্জিত করিতেছেন এবং যিনি তদীয় ঐশ্বর্য্যাভিজ্ঞ ভক্তগণের নিকট নিজকে ভক্তকর্ত্তৃক পরাজিতরূপে প্রকাশ করিতেছেন, আমি প্রেমবশতঃ পুনরায় সেই ঈশ্বরকে শতবার নমস্কার করি॥ ৩॥

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥ ৪॥

—হে দেব! আপনি সকল বরপ্রদানে সমর্থ হইলেও আমি আপনার নিকট মোক্ষ, মোক্ষাবধি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক বা অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। হে প্রভো! আপনার এই বাল গোপাল-মূর্ত্তি সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। অন্য বরসমূহে আমার কোন প্রয়োজন নাই॥ ৪॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥ ৫॥

—হে দেব! অতি শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ কেশরাশিদ্বারা পরিবৃত, যশোদা-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ চুম্বিত এবং বিম্বফলতুল্য রক্তাধরসমন্বিত আপনার এই মুখকমল আমার হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত হউক, অপর লক্ষলাভেও আমার প্রয়োজন নাই॥ ৫

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো! দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ॥ ৬

—হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! আপনি প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! হে ঈশ! দুঃখপ্রবাহরূপ সমুদ্রনিমগ্ন এই অতিদীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। হে দেব! অদ্য আমার নয়নগোচর হউন॥ ৬॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥ ৭॥

—হে দামোদর! আপনি যেরূপ স্বয়ং উদূখলে বদ্ধ থাকিয়াই কুবেরপুত্রদ্বয়কে মুক্ত ও ভক্তিভাগী করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকেও স্বকীয়-প্রেমভক্তি প্রদান করুন। হে দেব! মোক্ষবিষয়ে আমার আগ্রহ নাই॥ ৭

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥ ৮॥

—হে দেব! আপনার প্রদীপ্ত তেজোময় উদরবন্ধন-রজ্জু, নিখিল জগতের আশ্রয় ভবদীয় উদর, আপনার পরমপ্রিয়া শ্রীরাধিকা এবং অনন্তলীলাময় আপনাকে নমস্কার।

যশোহর জেলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ সদলবলে গত ২২শে আশ্বিন মঙ্গলবার বারাকপুর হইতে ঢাকা মেলে রওনা হইয়া যশোহরের অন্তর্গত বন্ধাট গ্রামে শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের গৃহে তৎপর দিবস অর্থাৎ ২৩শে আশ্বিন বুধবার উপস্থিত হন এবং সন্ধ্যায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ২৪শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উক্ত রাধাচরণ বাবুর বাটীতে সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহারাজ সংসার-আসক্তি হইতে মুক্ত হইবার উপায় সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। পরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-প্রদর্শনমুখে আচার্য্য পত্রিকার শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন।

স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্ম

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম—

"গোস্বামি-শাস্ত্রে আমরা 'অন্যাভিলাষ' বলিয়া একটী কথা শুনতে পাই; ভগবান্‌কে বাদ দিয়া অন্য কিছু প্রার্থনীয় হইলে ঐ প্রার্থনা অন্যাভিলাষের পরিচয়। অন্যাভিলাষশূন্য হ'লে শ্রীভগবান্‌ই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় হন। আমরা যেদিন থেকে ভগবান্‌কে বাদ দিয়াছি, সেদিন থেকে ভগবানের মায়াকর্ত্তৃক চালিত হইতেছি। যাহা কিছু আমরা মাপিয়া লইতে পারি, তাহাই মায়া। বস্তুর স্বরূপ-দর্শনে অসমর্থ হইয়া আমরা যে বস্তু দর্শন করি, উহা বাস্তবদর্শন নহে—অবাস্তব দর্শন মাত্র। আমরা তখন যে বস্তু আমাকে সুখ দিবে মনে করি, উহা যে পরিণামে দুঃখদায়ক, তাহা বুঝিতে সমর্থ হই না। এইরূপ মায়ার সঙ্গপ্রভাবে আমরা জন্মজন্মান্তরে পরিচালিত হই। এইরূপ ভাবে আমাদের বহু জন্ম অতিবাহিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে যেদিন আমাদের চেতনের বৃত্তি দেখা দেয়, সেদিন আমরা জানিতে পারি—মায়ার কাছে আমাদের কিছু প্রাপ্য নাই। তখন আমরা মায়াধীশ বস্তু ভগবানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হই। ভগবানের অধীনতা স্বীকার করিলে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি, নতুবা আমরা স্বতন্ত্র-ভাবে সুখের আশায় কেবল দুঃখকেই আবাহন করিব। ত্রিতাপ হইতে কোন দিন ছুটী লাভ করিতে পারিব না।"

করিতে গেলে নিজের ও অপরের প্রকৃত অমঙ্গল করা হয়। রায় বাহাদুরের প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে তত্ত্ব বিরোধ ও সিদ্ধান্তাবরোধ স্থান পাইয়া সাধারণের চিত্তবৃত্তিতে অপসিদ্ধান্ত প্রবেশ করাইবে, এই আশঙ্কায় আমরা কয়েকটী বিষয়ের প্রতিবাদ করিলাম। 'সাধু সাবধান!' রায় বাহাদুরের প্রবন্ধে আরও অনেক স্থানে তত্ত্ববিরোধ রহিয়াছে। আমরা যে কয়টী বিষয়ের আলোচনা করিলাম, তাহাদের আলোকেই সেইসকল বিষয় ধরা পড়িবে বলিয়া আমরা আর অধিক আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিলাম না। শুদ্ধ-শৃঙ্গার-রস-সমন্বিত ভক্তি-ধর্ম্মের সন্ধান মহাপ্রভু বঙ্গদেশবাসিগণকে দিয়াছেন, ইহা সত্য; শুধু বঙ্গদেশবাসিগণকে নহে —সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি উক্ত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। স্বভক্তিশ্রী বা এই প্রেমধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা আমরা "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি। রায় বাহাদুর প্রমাণরূপে ঐ শ্লোকটী পাদ-টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'অনর্পিতচরীং' শব্দে যাহা পূর্ব্বে অর্পিত হয় নাই। এ অর্পণ শুধু বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নহে সমগ্র বিশ্ব-সম্বন্ধে। সুতরাং মহাপ্রভুর নিকট ব্যতীত অপর ব্যক্তির নিকট হইতে তাহা লাভ করা দাক্ষিণাত্য-বাসিগণের পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর? মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে উহা পাইয়াছেন, এই ধারণা কি [illegible] হাস্যাস্পদ নহে? দাক্ষিণাত্যে শ্রী-সম্প্রদায় ও মধ্ব-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ লক্ষ্মী নারায়ণের উপাসনা করেন; সুতরাং তাঁহাদের উপাসনা[illegible] গোপীর আনুগত্যে ভজনের [illegible] নাই। আর মাধ্ব-সম্প্রদায়ের [illegible] বালগোপালের উপাসক [illegible]। সুতরাং তাঁহাদের [illegible] গোপীভাবের লেশমাত্র [illegible] মহাপ্রভু [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] চিত্ত অপ্রাকৃত [illegible] গোপীর আনুগত্যে ভজনের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। রায় রামানন্দ [illegible] নিজজন তাই তিনি তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া নিজে প্রশ্নকর্ত্তারূপে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে রাধা-গোবিন্দের লীলামৃত-মাধুরী প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকেই রায় বাহাদুর প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি

এই শ্লোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সিদ্ধান্তামৃত সমুদ্ররূপ শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দ নামক ভক্তমেঘে স্বকীয় সিদ্ধান্তামৃত সঞ্চারণ করিয়াছেন।

আশা করি রায় বাহাদুর উপরউক্ত বিচারসমূহ বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া স্বীয় ভ্রম অপনোদনে যত্ন করিবেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

মথুরা প্রসাদের—সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(৩)

ভগবানের সেবা ভু'লে গিয়ে যদি সংসারে উন্মত্ত হ'য়ে মায়ার সেবা করতে করতে বাস করতে থাকি, তবে দিন দিন দুঃখ-সাগরেই নিমজ্জিত হ'তে থাকব। জগতে যে সুখের আলেয়া আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে, পদে পদে কেবল সুখের আশা দিয়ে সংসার-মরুতে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে এবং অবশেষে তৃষ্ণার্ত্ত-পথিকের ন্যায় প্রাণ নষ্ট করছে, সেই জগতে প্রকৃত সুখ কোথায়? কেউ কোন দিন এই সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দেখেছি কি? জগতের তথাকথিত এই সমস্ত সুখ বা সুখের ছায়াগুলা কি আকাশ কুসুমের মত অলীক নহে? জগতের ইতিহাস কি ইহার পরিচয় প্রদান করে না?

— —

কিন্তু হ'লে কি হ'য়! চৈতন্যও আমাদের হয় না। কৃষ্ণের স্মরণও হয় না। কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণ বললে কি বুঝব? মাটীর ঠাকুর কি কৃষ্ণ? রূপকভাবে যে কৃষ্ণের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেই রূপক কৃষ্ণ কি আমাদের সেব্য বা ভজনীয় কৃষ্ণ? অথবা ইতিহাসের কৃষ্ণই কি আমাদের সেই ভজনীয় কৃষ্ণ? কার কথা শোনা যা'বে? এখন উপায় কি, কি করা যাব? মানুষের এই সমস্ত বিপদের ঝঞ্ঝাবাতে দেখে পথ প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ জানিয়েছেন—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা! ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"

— —

এই রকম অবস্থায় যদি শ্রীচৈতন্যচন্দ্র আমাদের কৃপা না করেন, তবে উপায় নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও ভক্তের লীলাভিনয়কারী. তাই তাঁ'র প্রদর্শিত পথই প্রকৃষ্ট পথ। যে-রকম কাল পড়েছে, তাতে যে-সকল কথাই বলা যাইবে, তা'তেই প্রতিবাদ উপস্থিত হ'বে। একে কলিকাল, তা'তে আবার ইন্দ্রিয়গণ শত্রুতাচরণ করতে বসেছে, আবার ভক্তিমার্গ কোটী-কণ্টক-রুদ্ধ।

— —

অভক্তিমার্গ বলতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বুঝায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এই দু'টোই মানুষের চিত্তস্রোতকে গ্রাস করে বসেছে। হয় বুভুক্ষা, না হয় মুমুক্ষা—এই দু'টোর একটা না একটা আমাদের আরাধ্য বিষয় হ'য়ে প'ড়েছে। তা'তে ভক্তিকাণ্ডটা নির্ব্বাসিত হ'য়ে র'য়েছে। এই দু'টো রাস্তা কেন আমাদের ভাল লাগছে? কর্ম্মকাণ্ডগুলো চায় কি? কর্ম্মকাণ্ডে কেবল আমার সুখ। কিসে হ'বে, তারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ও অনুসন্ধান চলছে; সমস্ত চেষ্টার কেন্দ্রস্থলটী অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে "আমার সুখই" ঐ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

— —

জ্ঞানকাণ্ড অনুসরণ করি কেন? ইহাতেও মূলে আমার নিত্যসুখৈষণা বর্ত্তমান। বদ্ধাবস্থায় থেকে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা ও ত্রিতাপ ভোগ কর্‌ছি তাই বদ্ধদশা হ'তে আমি মুক্ত হ'য়ে গিয়ে নিত্যসুখ লাভ করব, এই চেষ্টা। এই দু'টোতেই কেবল আমার সুখ কিন্তু এইরূপ সুখ সুবিধার আয়োজন চেষ্টা করতে গিয়ে "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।"—রূপ দুর্ভাগ্য এসে উপস্থিত হচ্ছে।

— —

তাই কৃষ্ণভক্তগণ ঐরূপ আবর্ত্তে পতিত না হয়ে ভক্তিমার্গ অবলম্বন ক'রে শ্রীচৈতন্যচরণে অনুরাগ প্রদর্শন ক'রে থাকেন। ভক্তগণ কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীগণের ন্যায় নির্ব্বোধ বা আত্মপর নহেন। ভক্তগণ যখন নিজ নিজ স্বার্থান্বেষী নহেন, তখন সেই ভক্তের নিকটই আমরা প্রকৃত দয়া-লাভ করতে পারি।

— —

"বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

ভক্তের শিক্ষা কি ক'রে হ'বে, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়ে ভক্তের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই একমাত্র পুরাণ-পুরুষ এবং কৃপার সমুদ্র। প্রকৃত কৃপা তাঁহা হ'তেই লাভ হওয়া যাইতে পারে, তাঁ'র কৃপার অন্ত নাই। তিনি নিজেই নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। এখনও যে তিনি নাই, এমন কথাটা নয়। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" অতএব সেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে শরণ হ'তে হ'বে, তা হ'লেই মঙ্গললাভ ঘটবে।

— —

আমাদের ঘুম ঘোর কে ভাঙ্গিয়ে দেবেন? আমাদিগকে মৃত্যুর কবল থেকে কে রক্ষা করবেন? একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব—তিনি শ্রীরূপ ও সনাতনকে এই মথুরাতে পাঠিয়েছিলেন দুই সেনাপতিরূপে।

"মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥"

কৃষ্ণকথা প্রচার করবার জন্য তিনি ঐ সেনাপতিদ্বয়কে এই পশ্চিমদেশে পাঠিয়েছিলেন। সেই কৃষ্ণকথা আবার প্রচার করতে হ'বে এবং যা'তে ঐ কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণস্মরণ নিত্যকাল প্রচারিত ও জাগরিত থাকে, তা'র জন্য প্রাণপণ যত্ন করতে হ'বে। সেই মথুরায় আমরা এসে প'ড়েছি। এর ছাড়া অন্য দেশ হ'তে আমরা এখানে এসে পড়েছি। প্রার্থনা—কৃষ্ণস্মৃতি আমাদের উদ্দীপিত হউক।

— —

বৈরাগ্যযুগ্‌ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্
মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসের কথা জগতে জানিয়েছেন এবং সনাতন গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধতত্ত্বের কথা জানিয়েছেন। নানা পন্থার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করতে হ'বে, আবার তৎসঙ্গক্রমে কোন্‌টা পরিত্যাগ করতে হ'বে, সেটা জেনে নিতে হ'বে, তবে মঙ্গল হ'বে।

"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো
ভবেৎ॥"

অন্য সমস্ত পন্থাই অনিত্য, কারণ সেই সমস্ত পন্থায় সেব্য, সেবা ও সেবকের নিত্যত্ব নাই। কিন্তু ভক্তিধর্ম্মই নিত্যকালের ধর্ম্ম। ইহাতে ঐ তিনটীরই নিত্যত্ব বর্ত্তমান। অন্যান্য তাৎকালিক বিদ্যুতের ন্যায় একবার চমকিয়ে আবার নিবে যায়, স্থায়ী হয় না।

— —

শ্রীধামে যাত্রি সমাগম

উৎকলপ্রদেশ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ তাঁহাদের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

নীলাম ইস্তাহার

প্রথম মুন্সেফ আদালত

মোকাম কৃষ্ণনগর

নীলামের দিন ১০ই নবেম্বর

(১)

১১৯৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ৯১৸৵০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ ক্ষীরোদনাথ মুখার্জ্জী সাং মুড়াগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

থানা কৃষ্ণনগর রাধালগাছি মৌজার ৭৮।৭১০ নং খতিয়ানে ও বাগনপাড়া মৌঃ ১১ ১২।১৪ খতিয়ানের পত্তনীসত্ব জমা ১০৪৶৴ পাই, উক্ত সত্ব মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

৫৭৬ খাংজারী ৩৪ দাবী ৩০৭৸৶০

ডিঃ শান্তিমতি দাসী দিং সাং পলাশী

দেঃ আতাম্মদী সেখ দিং সাং জানকীনগর পোঃ পলাশী

থানা কালীগঞ্জের পলাশী গ্রামে ৬২৮। ১০৫ খতিয়ানে ১-৬৬শঃ জমী উটবন্দী মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

৭০৪ খাংজারী ৩৪ দাবী ৩৪৸০

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী সাং নবদ্বীপ

দেঃ উমেশচন্দ্র গোস্বামী সাং নবদ্বীপ

থানা ও মৌজা নবদ্বীপ ২৬৭৫ খতিয়ানে ৭শঃ জমী ৩/১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

১০৩৮ দেঃজারী ৩৪ দাবী ১৩৫০।/৯

ডিঃ বৈজনাথ আগরওয়ালা সাং চুয়াডাঙ্গা

দেঃ আপতাপহোসেন জোয়ার্দ্দার সাং চুয়াডাঙ্গা

১। চুয়াডাঙ্গা মৌজায় ১৫৯৯ খতিয়ানের দেঃ ।০ আনা অংশে ৩০॥শঃ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৭২২।১ খতিয়ানের দেঃ ।০ অংশে ৩।শঃ জমী মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ মৌজায় ২০৮ খতিয়ানের দেঃ ।০ অংশে ১-০১শঃ জমী মূল্য আঃ ২৫৲

(৫)

১০৫ দেঃজারী ৩৪ দাবী ২২৭১৸৶৬

ডিঃ প্রিয়নাথ দাস সাং মজারপোতা

দেঃ ইরু মণ্ডল দিং সাং বিষ্ণুপুর পোঃ দামুরহুদা

১। থানা দামুরহুদার বিষ্ণুপুর গ্রামে ৪৬৩ খতিয়ানে ৫-৫০শঃ জমী ১৯॥০ জমা মূল্য আঃ ১০০০৲

২। ঐ থানায় পুরাণপুর গ্রামে ২৬-২৬শঃ জমী মেদিনীপুর জমীদার কোং অধীন ৫৯॥৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০০

(৬)

৬৯৫ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৯৭/৬

ডিঃ রামকুমার মণ্ডল সাং নবদ্বীপ

দেঃ গোবধালা দাসী সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ মৌজায় ২১৮৮ খতিয়ানে /৩ কাঠা জমী ১।/২ জমা ও তদুপরিস্থিত পাকাকোঠা মায় সাজসরঞ্জাম মূল্য ২০০৲

(৭)

১২৭৬ দেঃজারী ৩৪ দাবী ১৫৫৬৲

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ দাস জায়দার সাং নবদ্বীপ

দেঃ কালীপদ দাস বৈরাগ্য সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ নজপাড়া ১৩৬১ খতিয়ানে -১৮শঃ জমী ৸৶০ জমা মায় পাকা ছয় কুঠারী, রোয়াক, দালান, কুয়া, পায়খানা সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ১২০০৲

(৮)

৯২৪ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৬০॥৶৯

ডিঃ সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং নবদ্বীপ

দেঃ শক্তিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং রাণাঘাট নেওলাপাড়া, পোঃ রাণাঘাট

নবদ্বীপ মৌজায় ৩৮৮৬ খতিয়ানে -০২ শঃ জমী নিষ্কর ব্রহ্মত্তর মূল্য আঃ ৪০৲

(৯)

১১৪৫ দেঃজারী ৩৪ দাবী ২৩৯॥৶৬

ডিঃ যতীন্দ্রমোহন সরকার সাং ঘূর্ণি

দেঃ মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণি পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর ঘূর্ণি গ্রামে চৌধুরী রাস্তার উত্তর ও মেহেরপুরের রাস্তার পূর্ব্বে ব্রহ্মোত্তর জমি ২৮ বিঘা, তিন ঘর প্রজা আছে, মূল্য আঃ ১৫০৲

(১০)

১৮০৩ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৫৭৯।০

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ

দেঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর গোবিন্দসড়ক মৌজায় ৫৪৯ খতিয়ানে -৭শঃ জমী ৪৸০ জমা, ৫৪৮ খতিয়ানে ২শঃ জমী ১৲ জমা মায় তদুপরিস্থিত বাড়ীর উত্তরাংশে পাকা ঘর, দঃ দুয়ারী ২ কুঠারী পাকা বৈঠকখানা ঘর, পাকা পায়খানা, সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ২০০৲

(১১)

১০৪৬ দেঃজারী ৩৪ দাবী ২৬২৶৬

ডিঃ হেমাঙ্গিনী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ উপেন কপালী দিং সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপের গঙ্গাপ্রসাদ মৌজায় ২৬ খতিয়ানে ৩ ১৬শঃ জমী ১২॥৶১০ জমা মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ১০০৲

(১২)

৯৪৪ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৭১৪৸০

ডিঃ কুমারখালী ব্যাংকিং করপোরেশন লিঃ

দেঃ লালবিহারী দত্ত সাং কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর আমিনবাজার ৬৫৯৮ খতিয়ানে /৩ কাঠা জমী ১॥০ জমা মায় তদুপরিস্থিত ৩ কুঠরী পাকাবাড়ী, টীনের চালা, রান্নাঘর, চিলে কোঠা, রোয়াক সাজসরঞ্জাম মূল্য আঃ ৩০০৲

২। উক্ত মৌজায় ৬৫৯ খতিয়ানে /৪ কাঠা জমী ২৲ জমা মায় ৩০ হাত পাচীর মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

১১১৮ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৭২৫।৶৩

ডিঃ পূর্ণচন্দ্র দত্ত সাং নবদ্বীপ

দেঃ তারাপদ গড়াই সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ দণ্ডপানীতলা পাড়ায় ৩৬৪৮ খতিয়ানে ১২ শঃ জমা ব্রহ্মোত্তর মায় ৩ কুঠরী পাকা ও খাপিঘর, টীনের ঘর, কুয়া, পায়খানা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৩০০৲

(১৪)

১১৫৯ দেঃজারী ৩৪ [দা]বী ৪৯২।/৯

ডিঃ বিনয়কৃষ্ণ গড়াই সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ জলধর কুণ্ড দিং সাং কৃষ্ণনগর নূতন বাজার

কৃষ্ণনগর মল্লিকপাড়ায় ৫৫৬৫।৫৫৬৬ খতিয়ানে ১১শঃ জমী ২৶০ জমা মায় ৫ আড়ার ঘর ১টী, দালান, বারান্দা, পরদারী ১ কুঠরী কোঠাঘর পঃদারী ঘর ১টী টীনের ঘর, বৈঠকখানা, কড়িবড়গা, সাজসরঞ্জাম কুয়া, পায়খানা ইত্যাদি মূল্য ২৫০৲

(১৫)

৯৮৬ দেঃজারী ৩৪ দাবী ২১৯৬/৩

ডিঃ কুমারখালী ব্যাঙ্কিং করপরেশন লিঃ

দেঃ সেখ মহম্মদ আকবর উদ্দিন সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক

১। থানা কোতোয়ালী চাঁদসড়ক মৌজায় ১৩৬৩ খতিয়ানে ।৩ কাঠা মায় পাকা ৩ কুঠারী দালান রোয়াক ২টী রান্নাঘর ২টী পাকাপায়খানা ১টী, প্রাচীর ৩৫ হাত কাঠালগাছ ১টী দেঃ ॥০ অংশের জমা ১৩৸১২॥০ অধীন মূল্য ১০০০৲

২। ঐ খতিয়ানে ২৬৪৯ দাগে জমী ৪/০ বিঘার ॥৶০ অংশে ২॥৴০ বিঘা জমী -৫৸১২॥০ জমা মায় আম, কাঠালগাছ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

৯৮৮ দেঃজারী ৩৪ দাবী ২০৩৭৸৶৯

ডিঃ ললিতমোহন কুণ্ড সাং ভেড়ামারা

দেঃ হারকামিনী দাসী দিং সাং বহুরপুর পোঃ নারায়ণপুর জিঃ রাজসাহী

১। থানা কুষ্টিয়ার চক ভেড়ামারা মৌজায় ১৭৪।২৩৭ খতিয়ানে ২৪-০১ শঃ ও ভেড়ামারা মৌজায় ৪৭৩ খতিয়ানে ৫-৮৩ শঃ নওদাপাড়া মৌজায় ১১২ খতিয়ানে ১ ২২ শঃ জমী ১৮॥০ জমা মূল্য আঃ ৩০০৲

২। ভেড়ামারা মৌজায় ২৩৪ খতিয়ানে ৪-২ শঃ ভেড়ামারা মৌজায় ৪২৭ খতিয়ানে ৩-৪৮ শঃ জমী ৩॥৶০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় দমুকদিয়া মৌজায় ৩৭ খতিয়ানে ৮ ৯ শঃ জমী ৫॥০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৪। ঐ মৌজায় ৮০৫ ৪১৪।৪১১।৪১৬ খতিয়ানে ৪২ শঃ জমী ৫৸০ জমা মূল্য ৫০৲

৫। ভেড়ামারা মৌজায় ৪৬৫ খতিয়ানে ১৮-২৯ শঃ ও চক ভেড়ামারা মৌজায় ১৭১ খতিয়ানে ২ ৫ঃ জমী ৩২৸৶৪ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

৬। দামুকদিয়া মৌজায় ৩৭৭.৭৭৪ খতিয়ানে ৮-৯৯ শঃ জমী ২৫৶১ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৭। ঐ মৌজায় ৩৬৭ খতিয়ানে ২-১৮ শঃ জমী ৩॥/৯ জমা মূল্য আঃ ৫৲

৮। ঐ মৌজায় ৩৫৭।৭২৬ খতিয়ানে ১১-২৩ শঃ জমী ৩১৸৶০ জমা মূল্য ৩০৲

৯। ঐ মৌজায় ও চক ভেড়ামারা মৌজায় ৮ ৭ শঃ জমী ৮৲ জমা মূল্য ৫০৲

১০। দামুকদিয়া গ্রামে ৫১২ খতিয়ানে ১-৩৮ শঃ চক, ভেড়ামারা গ্রামে ৪৩ খতিয়ানে ৩৬ শঃ জমী ৪,৶ জমা মূল্য আঃ ১০৲

১১। দামুকদিয়া মৌজায় ৯১ খতিয়ানে ৮০ শঃ জমী ১৲ জমা মূল্য ৫৲

১২। ঐ মৌজায় ৪৬৪ খতিয়ানে ২০ শঃ জমী ১৶০ জমা মূল্য ৫৲

১৩। নগাদাপারা মৌজায় ৬৭৮ খতিয়ানে ১-৬৫ শঃ জমী ২৲ জমা মূল্য ৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ১০ই নভেম্বর

(১)

৩৪১ খাংজারী ৩৪ দাবী ৯৪।৶৬

ডিঃ যতীশচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ আবেদা খাতুন বিবি সাং শিকড়া পোঃ বাজাসাহ

থানা চাপড়ার শিকড়া গ্রামে ৫৪৬ খতিয়ানে ৯/২ ৴০ জমী ছটবন্দী মায় পুব্দ্বারী টিনের ছন চালাঘর সামান্য মূল্য ২০৲

(২)

৩৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ১৩৬।৶৬

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং মাটুরদহ

দেঃ সুধর কালদার দিং সাং মাটুরদহ পোঃ ঐ

১। থানা চাপড়া অধীন বাদলাঙ্গী, পদ্মমালা মৌজায় ৭৯৪।৫৬৯।৬৫৮।৫৬৮ খতিয়ানে ৫-১৩ শঃ জমী ১৪।৶৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ মৌজায় ৭৯১ খতিয়ানে ৭৩ শঃ জমী ১॥/১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

৩। ঐ থানায় শিকড়া মৌজায় ২৪:।৩৯ খতিয়ানে ৩/৪। জমী উটবন্দী মূল্য আ: ৫৲

(৩)

২১৪৪ খাংজারী ৩৪ দাবী ১০১৶/৭

ডি: ঐ

দে: কেয়াতুল্লা মোল্লা সাং তাতগাছি পো: বাজালঝি

১। থানা চাপড়ায় তাতগাছি গ্রামে ২৫৯ খতিয়ানে ৩.৩৫শ: জমী উটবন্দী মূল্য আ: ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৪৭ খতিয়ানে ১০.৪১ শ: জমী ২২৶/১১ জমা দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ২৫৲

(৪)

১৩৪২ খাংজারী ৩৪ দাবী ৪৮॥/৬

ডি: বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দে: কালীপদ বড়াল দিং সাং ও পো: দেবুগাড়ডাঙ্গার

থানা নাকাশীপাড়া গজীপুর মৌজায় ৪০ খতিয়ানে ১০-৪৯শ: জমী ১৯/০ জমা মূল্য আ: ১৫৲

(৫)

১৪৬১ খাংজারী ৩৪ দাবী ৬৩৸/৩

ডি: ঐ

দে: শরতসুন্দরী দেবী সাং কালীবাস পো: নাকা

থানা নাকাশীপাড়ায় চোদা মৌজায় ২৮৪ খতিয়ানে ৮-৮৬শ: জমী উটবন্দী মূল্য আ: ১০৲

(৬)

১৫২৭ খাংজারী ৩৪ দাবী ৩১৸৶০

ডি: সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা

দে: দিদার সেখ চাং সাং নূতন ভগবানপুর পো: বাজালঝি

থানা চাপড়ায় কল্যাণদহ মৌজায় ৯৩ খতিয়ানে ১-৬৫শ: জমী উটবন্দী মূল্য ১০৲

(৭)

৯১৩ দে:জারী ৩৪ দাবী ২০০৸/০

ডি: ননীগোপাল বকসী সাং মাধবপুর

দে: কালুসেখ মণ্ডল সাং মাধবপুর পো: নাকাশীপাড়া

১। থানা চাপড়ায় কাটপাড়া মৌজায় ১৭।৫২ খতিয়ানে ২-২৭শ: জমী ৩৸৶০ জমা ও ক্ষীরপুলী মৌজায় ৮৪৩.৮৪৪।৮৫৮ খতিয়ানে -৭৭শ: জমী ১৸০ জমা মূল্য ৬০৲

(৮)

৭৫৭ দে:জারী ৩৪ দাবী ৬৫৶/৬

ডি: আশুতোষ মোদক সাং নবদ্বীপ

দে: পুলীনবিহারী মোদক সাং নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ ষষ্ঠীতলা ওয়ার্ডে ১৯৪৬ খাতয়ানে ১৯৫০।১৯৬৪ দাগের জমী ও তদুপরিস্থিত পাকাবাড়ী, ড্রেনের অর্দ্ধাংশ মূল্য আ: ৩০০৲

২। ঐ দাগের জমী উপরিস্থিত পায়খানা বৃক্ষাদি গলিরাস্তা, কূপ ইত্যাদি মূল্য ১০৲ জমা ।৶/১০ দে: অংশে ৶/১০

(৯)

৬১৪ দে:জারী ৩৪ দাবী ৫০৸৯

ডি: রণজিৎপাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দে: ধর্ম্মদাসী ঘোষানী সাং মায়াকোল পো: কৃষ্ণনগর

থানা কোতোয়ালীর মায়াকোল মৌ: ৩৩৮ খতিয়ানে -০৮শ: জমী ১৲ জমা মায় টিনের ঘর ইত্যাদি মূল্য আ: ২৫৲

(১০)

৫৯৯ মনিজারী ৩৪ দাবী ১২৪৶০

ডি: দেবেন্দ্রনাথ সিংহ সাং বেথুয়াডহরী

দে: ফটীক সেখ দিং সাং কালোরা পো: নাকাশীপাড়া

২নং লাট। থানা নাকাশীপাড়ায় রামচন্দ্রপুর মৌজায় ১০৪ খতিয়ানে ৫৩দাগে ২৫শ: জমা।

(১১)

৬৫৯ মনিজারী ৩৪ দাবী ২০৫৲

ডি: গোলাম মণ্ডল সাং ফুলতলা

দে: ওছমান বিবি সাং ফুলতলা পো: বাজালঝি

১। থানা চাপড়ায় ফুলতলা গ্রামে ৫১ খতিয়ানে ৬-৭১শ: জমী ২৸/১০ জমা মূল্য আ: ৫৲

২। ঐ গ্রামের ১১।৩নং খতিয়ানে ২৮শ: জমী ৪॥৶২ জমা মূল্য আ: ৫/

(১২)

৮৪৬ মনিজারী ৩৪ দাবী ২৯২৸০

ডি: রমণীমোহন চন্দ্র সাং মুড়াগাছা

দে: কালীদাস বৈরাগ্য সাং মুড়াগাছা পো: ঐ

থানা নাকাশীপাড়া মুড়াগাছা গ্রামে ১০৭২ খতিয়ানে ২শ: জমী ১॥ জমা তদুপরিস্থিত পাকা দোকানঘর সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আ: ১৫০৲

(১৩)

৫৭৪ মনিজারী ৩৪ দাবী ২৮০॥৶০

ডি: গোমানালী বিশ্বাস সাং ভুমরিয়া

দে: কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস হাল সাং কাকুরহুদা পো: বাজালঝি

থানা চাপড়ায় ভুমরিয়া গ্রামে ১৮৮ খতিয়ানে ১৮৫: ১৪৯ খাতয়ানে ৫-৭৯শং জমী ৮১৶০ জমা দে: ৸০ অংশ মূল্য ১০০৲

(১৪)

৫৭৯ মনিজারী ৩৪ দাবী ১০১।/০

ডি: জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং কুড়াবিগাছি

দে: পাচু মোল্লা দিং সাং বেতবেড়িয়া পো: বাজালঝি

থানা চাপড়ায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ৪৫০ খতিয়ানে ৯-৮৬শ: জমী ১৫৸৬ জমা মূল্য আ: ২৫৲

(১৫)

৮৪৮ মণিজারী ৩৪ দাবী ৮২৸৶০

ডি: ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং চাপড়া

দে: সন্তোষমণ্ডল সাং চাপড়া

১। থানা ও মৌজা ৪১৮ খতিয়ানে ১৩শ: জমী ১৲৬ জমা মায় তদুপরিস্থিত খড়ুয়াঘর মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানার মালমগাছা গ্রামে ৯৭।১০০ খতিয়ানে ৩-১৮শ: জমী ৭।/৩ জমা মূল্য আ: ২৫৲

৩। ঐ থানার মাজদীয়া গ্রামে ১৪৫ খতিয়ানে -৮৩শ: জমী ১॥৶০ জমা মূল্য আ: ৫৲

(১৬)

৬১৫ মণিজারী ৩৪ দাবী ১৪১৸৶০

ডি: আব্বাছ আলী বিশ্বাস সাং মহিষপুর

দে: আলিবক্স মণ্ডল দিং সাং ভীমপুর পো: বাজালঝি

১। থানা চাপড়ায় মহিষপুর গ্রামে ৬২ খতিয়ানে ১৪-৬৫শ: জমী ১২॥/২ জমা ইহার ॥৴১০ অংশের ৶/১০ অংশে জমী ২-৩২ শ: জমী মূল্য আ: ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৩১৩ খতিয়ানে ১-৩৮শ: জমী ১৸৶/১০ জমা দে: ।৫ অংশ মূল্য আ: ৫৲

(১৭)

৯৫ মণিজারী ৩৪ দাবী ২২৮॥০

ডি: দাহুপুর কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্ক

দে: নিপত্তিশ ঘোষ সাং দাহুপুর পো: নাকাশীপাড়া

১। থানা নাকাশীপাড়ায় উদয়চন্দ্রপুর গ্রামে ৩৯৪ খতিয়ানে ১২-৩৭শ: জমী ৫৮৲ জমা দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ৮০৲

২। ঐ থানার দাহুপুর গ্রামে ৪১৭ খতিয়ানে ২৯শ: জমীর কাত ১৲৬ জমা মায় বসতবাটী সাজসরঞ্জাম ডোবা ইত্যাদি দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ১০৲

(১৮)

৭৮২ মণিজারী ৩৪ দাবী ২১৪৶০

ডি: বনলাল কুণ্ডু সাং কাপাসডাঙ্গা

দে: ধনপতি বিশ্বাস সাং হাটখোলা পো: বাজালঝি

১। থানা চাপড়ার হাটখোলা মৌজায় ২০৩।৪৮।৪৬৩ নং খতিয়ানে ২০০-৩২শ: জমী ৬৫॥৶০ জমা দে: একের তিন অংশ মূল্য আ:

ঐ গ্রামে ২০৩।৪৬৩ খতিয়ানে ২-২২শ: জমী উটবন্দী দে: একের তিন অংশ মূল্য আ: ১০৲

(১৯)

৫৭৩ মণিজারী ৩৪ দাবী ৪১০॥/০

ডি: কাজারী মণিমালী সাং মুড়াগাছা

দে: কহো সেখ সাং মুড়াগাছা পো: মুড়াগাছা

থানা নাকাশীপাড়ার মুড়াগাছা গ্রামে ২০৭ খতিয়ানে ২২শ: জমী ১৸০ জমা মূল্য আ: ২৫৲

(২০)

৬৩১ মণিজারী ৩৪ দাবী ১৮॥০

ডি: ওমিরুদ্দিন বিশ্বাস সাং ফুলবাড়ী

দে: দিদার মণ্ডল সাং ফুলবাড়ী পো: বাজালঝি

থানা চাপড়ায় অধীন ফুলবাড়ী গ্রামে ৮১ খতিয়ানে ৩৯-৩৭শ: জমী থানা কৃষ্ণগঞ্জে চকফুলবাড়ী গ্রামে ৭৭ খতিয়ানে ১২-০২শ: জমী ও শাকদহ গ্রামে ২০২ খতিয়ানে ৩-৮২শত: জমী ৩৮/৮ পাই জমা দে: /৫।//০ তিন অংশ মূল্য আ: ৫০৲

নৌ-চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা

নৌ চুক্তির আলোচনা করিবার জন্য গত ২৪শে অক্টোবর প্রাতে জাপ-প্রতিনিধিগণ ও আমেরিকান প্রতিনিধিগণ সর্ব্ব প্রথম এক বৈঠকে সমবেত হইয়াছিলেন। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মি: নর্ম্মান, ডেভিস ও এডমিরাল ষ্টানলি আলোচনায় যোগদান করেন। জাপানী প্রতিনিধিরা লিখিতভাবে কোন প্রস্তাব পেশ করেন নাই। তাঁহারা মৌখিকভাবে বড় বড় নীতির কথাগুলি বিবৃত করেন। অতঃপর সমস্ত বিষয়গুলি পরিষ্কার করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে মার্কিন প্রতিনিধিগণ কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তবে এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে বিস্ময় উৎপাদনকারী কোন কথা ছিল না।

জাপানী প্রতিনিধিগণের ২৬শে অক্টোবর তারিখে বৃটিশ প্রতিনিধিদের সহিত দেখা করিবার কথা। তখন জাপ ও মার্কিণ প্রতিনিধিগণের মধ্যে আলোচনা হইবে।

আমেরিকার দূতাবাস হইতে প্রকাশ, নৌচুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিনিধিগণ যেরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে আমেরিকার প্রতিনিধিগণ বিস্মিত হইয়াছেন। জাপ-প্রতিনিধিগণের দাবীর পরিমাণ খুব বেশী দেখা যাইতেছে।

মি: নর্ম্মান ডেভিস্ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলেন যে, উক্ত দিবসের আলোচনার সময় যে-সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গোপন রাখা আবশ্যক। কারণ জাপানীরা যে-সকল দাবী উপস্থিত করিয়াছে, তাহা যদি এখনই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শেষে হয়ত তাহারা এগুলি ছাড়িয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে।

জাপান নাকি ওয়াশিংটনের নৌ-সন্ধি বাতিল করিবার পক্ষপাতী। ঐ দিবস অপরাহ্ণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীকার্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর [illegible]

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

উপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

১৯৯শ সংখ্যা।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গবেষণায় নোবেল প্রাইজ

তিনজন আমেরিকার ডাক্তার গবেষণাকারী ১৯৩৪ সালের জন্য নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন। এই তিনজন ডাক্তার একযোগে রক্ত সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম (১) জি আর মাইনট, ইনি হার্ভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক, (২) জর্জ্জ হোয়েট হুইপল, ইনি নিউ-ইয়র্কের রেচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথলজির অধ্যাপক এবং (৩) মিঃ উইলিয়াম মারফি।

এই বৎসর লইয়া আমেরিকা ক্রমান্বয়ে দুইবার চিকিৎসা বিজ্ঞানের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হইল।

পৃথিবীর বিশিষ্ট জনগণ কর্ত্তৃক কংগ্রেসের সাফল্য কামনা

৪৮তম ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার সাফল্য কামনা করিয়া মহাসভার সভাপতির বরাবরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বাণী আসিয়াছে। লণ্ডন হইতে ফেনার ব্রকওয়ে জানাইয়াছেন—বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠাইবার ঐকান্তিক আগ্রহ বৃটিশ শ্রমিক কংগ্রেসের ছিল। আশা করি ভারতীয় জনগণের সহিত বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের মিলন-প্রতিষ্ঠায় উপর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা বিশেষভাবে মনোযোগ দান করিবে এবং রাজনীতিগত ও সমাজতন্ত্রগত-ভাবে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবে।

টোকিও হইতে জাপ পার্লামেন্টের সদস্যগণ, আইন ব্যবসায়িগণ, সাংবাদিক ব্যবসায়িগণ ও অধ্যাপকগণ লইয়া গঠিত বৃহত্তর এসিয়া স্বাধীনতা সঙ্ঘের নিকট হইতে বাণী আসিয়াছে—'জাপানের ঐকান্তিক সম্বর্দ্ধনা ও সাফল্য কামনা গ্রহণ করুন।'

এতদ্ব্যতীত রাসবিহারী বসু, কোবের (জাপান) ইণ্ডোজাপ সমিতি, মাদ্রাজের সত্যমূর্ত্তি ও মুন্সী ঈশ্বরশরণ প্রভৃতির নিকট হইতেও মহাসভার অধিবেশনের সাফল্য-কামনা সূচক বাণী আসিয়াছে।

লোকান্তরে সুরেন্দ্রভূষণ সেন

বেঙ্গল কেমিক্যাল ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রভূষণ সেন গিরিডিতে অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগ আক্রান্ত হইয়া গত ২৫শে অক্টোবর পরলোক-গমন করিয়াছেন। গত শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর তাঁহার মৃতদেহ গিরিডি হইতে মোটরযোগে কলিকাতায় আনা হইয়াছে। শুক্রবার দিন বেলা অনুমান ১০টায় মৃতদেহ বেঙ্গল কেমিক্যাল (মাণিকতলা) ফ্যাক্টরীতে পৌছে। তথায় সমস্ত কর্ম্মচারী শবদেহটিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালক শ্রীযুত রাজশেখর বসু, সত্যানন্দ বসু এবং হেমেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি পরলোকগতের প্রতি তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর মৃতদেহ শোভাযাত্রা সহকারে নিমতলা শ্মশান ঘাটে আনীত হয়। পথি-মধ্যে সুহৃদ্‌সজ্ঞ ও মৃতদেহটিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। বেলা ১ঘটিকার সময় দাহকার্য্য আরম্ভ হয়। শ্মশানে বেঙ্গল কেমিক্যালের বহু কর্ম্মচারী, ও স্বর্গীয় সেন মহাশয়ের বন্ধু-বান্ধব উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকগত সুরেন্দ্রভূষণ সেন তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও পাঁচটি কন্যা রাখিয়া মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। পরলোকগত সেন মহাশয়ের সম্মানার্থ বেঙ্গল কেমিক্যালের ফ্যাক্টরী ও অফিস গত শুক্রবারে ছুটী ছিল।

পুলিশকে আক্রমণের ফলে জনতার উপর গুলি

মাদারীপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২২শে অক্টোবর রামরায়ের কান্দি থানার অন্তর্গত শিবেহার গ্রামে পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে আট জন লোক আহত হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐ গ্রামের আবদুল ওয়াহেদ কাজি নামক এক ব্যক্তি পুলিশকে এই মর্ম্মে সংবাদ দেয় যে,—তাহার বাড়ী স্থানান্তর সম্পর্কে শান্তিভঙ্গ হইবার আশঙ্কা আছে। এই সংবাদ পাইয়া ঐ স্থানে শান্তিরক্ষার্থ একজন সহকারী দারোগা এবং দুইজন কনেষ্টবল পাঠান হয়। প্রকাশ, প্রায় ১০০ লোক লাঠি ও সড়কি লইয়া পুলিশকে আক্রমণ করে এবং চণ্ডু ও মধুকে পুলিশের হেফাজত হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়। ঐ সব লোক চণ্ডু মাতব্বর ও মধু মাতব্বরের দলের বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে সহকারী দারোগা গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হয় এবং ফলে অনেক আহত হয়। কানাই মুন্সীকে গ্রেপ্তার করিয়া মাদারীপুর লইয়া আসা হয় এবং আহত ৮ ব্যক্তিকে মাদারীপুর হাস-পাতালে লইয়া আসা হয়।

সিংহল সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় মালের উপর শুল্ক

সিংহল সরকার কোন কোন ভারতীয় মালের উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করায় মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় গত ২৫শে অক্টোবরের অধিবেশনে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে মাদ্রাজ সরকারের অর্থসচিব বলেন যে, সিংহল সরকার ভারত হইতে সিংহলে রপ্তানীকৃত ভেজিটেবল ঘি ও ডিমের উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অবগত আছেন। মাদ্রাজ সরকারের প্রতিক্রিয়ামূলক নীতি অবলম্বনের কোন ক্ষমতা নাই।

মাদ্রাজে বিদেশাগত চাউল সম্বন্ধে অপর একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া অর্থসচিব বলেন যে, ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বরের শেষভাগ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দেশসমূহ হইতে মাদ্রাজে মোট ১৮৩, ৯৮২ টন চাউল আসিয়াছে:—শ্যাম হইতে ১৫৭, ৩৫০টন, ইন্দোচীন ২৭, ৮৭২টন, জাপান ৭৫০ টন, ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেন্ট ৭টন এবং সিংহল হইতে ১টন। মাদ্রাজ সরকার এই বিষয়ে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট সন্তরণের রেকর্ড অতিক্রমের ব্যর্থচেষ্টা

শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষের অবিরাম সন্তরণের রেকর্ড (৭৯ ঘঃ ২৪ মিঃ) অতিক্রম করিবার জন্য শ্রীযুত নারায়ণ স্বামীর চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ২৫শে অক্টোবর রাত্রি ২টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহাকে অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় জল হইতে তুলিয়া ক্যাম্বেল জেনারেল হাসপাতালে পাঠান হয়। মধ্যরাত্রে তাঁহার ঘুম পাইতে থাকে কিন্তু পটকা ও বন্দুকের আওয়াজ এবং সঙ্গীতের সাহায্যে তাঁহাকে রাত্রি ২টা ২০ মিনিট পর্য্যন্ত সজাগ রাখা হয়। কিন্তু তৎপর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং তিনি ডুবিয়া যাইতেছেন দেখা যায়। নারায়ণ স্বামী ২৩শে অক্টোবর বেলা ২টা ৪৫ মিনিটের সময় সন্তরণ করিতে আরম্ভ করেন। ২৫শে অক্টোবর রাত্রি ২টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার ৭২ ঘণ্টা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৮ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩০শে অক্টোবর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার { ১৯৯শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

ঢাকায়

গত ৩০শে আশ্বিন, ইংরাজী ১৭ই অক্টোবর বুধবার শ্রীমধ্বাবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। নানাস্থানে প্রচার করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ এই দিবসই কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ উক্ত মঠে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে প্রথমতঃ শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ কিছু বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিচারের বৈশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচারিত ছিল, তাহাতে ভগবানের সচ্চিদানন্দ কলেবর স্বীকৃত হয় নাই এবং জীবের নিত্য অস্তিত্বও প্রদর্শিত হয় নাই, সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ভক্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য আমাদিগকে জানাইয়া দেন যে, জীবে এবং ঈশ্বরে নিত্যকাল ভেদ বর্ত্তমান, এবং ঈশ্বরের আরাধনাই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে এবং জীবে নিত্য ভেদ এবং নিত্য অভেদ। ইহার কোন কথাই আমরা বুঝি না, শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক হৃদয়ে উদিত হইয়া বুঝাইয়া দিলে তখনই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু 'অচিন্ত্য' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, জীবের সহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ তাহা নিত্যভেদযুক্ত হইয়াও নিত্য অভেদযুক্ত, ইহা অচিন্ত্য অর্থাৎ মায়াবশ জীববুদ্ধির গোচরীভূত নহে। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে বিরত হইলে অচিন্ত্য বিষয় উপলব্ধির সুযোগ হয় না। অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিক্ষা ও জীবনী সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ডাল্টনগঞ্জে

গত ১৯শে আশ্বিন শনিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ পালামৌ জেলায় ডাল্টনগঞ্জ সহরে 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্'ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম-এ, বি-এল, মহোদয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ হইতে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি "তৎ সাধু মন্যেঽসুর-বর্য্য" শ্লোকটী সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যার মর্ম্ম, জগতের কনক-কামিনী ভোগ-লোলুপ ব্যক্তিই হিরণ্যকশিপুর প্রতীক, আর ভগবানের সেবানন্দে মগ্ন ব্যক্তিগণ প্রহ্লাদের অনুগ। বহির্ম্মুখ জগতের ভোগিগণের প্রেয়ঃ-বিচার আর আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সেবানন্দি-ভক্তগণের শ্রেয়ঃ-বিচার সম্পূর্ণ বিপরীত। বহির্ম্মুখ জনগণ প্রেয়ঃকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিচার করিয়া আত্মার বিনাশকর গৃহান্ধকূপে নিপতিত হইয়া চির অমঙ্গল বরণ করে। ভক্তগণ সেই ভোগাগার গৃহান্ধ-কূপের আসক্তি ছিন্ন করিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই জীবনের চরম শ্রেয়ঃ বলিয়া জানেন। যাহাতে আমরা গৃহাসক্ত না হই, তাহার একমাত্র উপায় সাধুর চরণাশ্রয়। স্বামীজী মহারাজের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরম-আনন্দিত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ ডাল্টনগঞ্জ, ধানবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কামারপাড়া গ্রামে হরিকথা প্রচারার্থ শুভবিজয় করেন। তথাকার জমিদার শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় মহোদয় স্বামীজী মহারাজের বিপুল সম্বর্দ্ধনা করেন।

গত ২৯শে আশ্বিন মঙ্গলবার মহামায়া দেবীর অষ্টমী পূজার দিবস স্থানীয় ভদ্রলোক-গণের আগ্রহে কামারপাড়া গ্রামের বুড়া-শিবমন্দিরের সুবিস্তৃত নাটমন্দিরে সন্ধ্যা ৬॥ টায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী অতি সুললিত কণ্ঠে উক্ত সভার উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে স্বামীজীমহারাজের আদেশানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'শক্তি-পূজা'-সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জনগণ গড্ডলিকা-প্রবাহে কৃত্রিম শক্তি-পূজার অভিনয়ে পূজার নামে ভোগের আবাহনকরত অনন্ত'নরকের রাজকীয়বর্ত্মে নিপতিত হইতেছেন। 'পূজা' শব্দের অর্থ পূজ্যের প্রীতিবিধান। পূজ্যের প্রীতি বিধানের পরিবর্ত্তে পূজ্যের দ্বারা পূজকের ইন্দ্রিয়তর্পণ পূজার উদ্দেশ্য নয়। জগতের দেবদেবীগণের পূজার উদ্দেশ্য শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি-কামনা। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি-কামনা-রহিত হইয়া কোন দেবতা পূজা গ্রহণ করেন না। বিষ্ণুকে বাদ দিয়া যে পূজার অভিনয়, তাহা পূজার নামে ভোগ মাত্র। তাহাতে নিজের মঙ্গলসাধনের পরিবর্ত্তে অসুবিধাই হইয়া থাকে।

দুর্গাদেবী অনন্ত শক্তিমানের একটী শক্তি। তিনি এই ত্রিতাপজ্বালাপূর্ণ সংসার-কারার রক্ষয়িত্রী। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবকে এই ব্রহ্মাণ্ড মায়ারে সংশোধন করাই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়ার একমাত্র কার্য্য। দুরত্যয়া মায়াদেবীর কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইলে সেই সর্ব্ব-শক্তিমানের শরণা-পন্ন হওয়াই একমাত্র প্রয়োজন।

তদনন্তর স্বামীজী মহারাজ শক্তিপূজা সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব-সুলভ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় দার্শনিক বিচারমূলে শাস্ত্র-যুক্তি অনুসারে প্রায় ২ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপন্ন করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্ম সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে।

আসামে

গত ১৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীসরভোগগৌড়ীয় মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী মঠবাসী কতিপয় ভক্তসহ চক্চকায় হরিকথা প্রচার করেন। চক্চকানিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ ব্রহ্মচারীজীকে বিশেষভাবে আদর অভ্যর্থনা করেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হন।

শ্রীধামে

পাটনার য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় গত ২৬শে অক্টোবর সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। দিনত্রয় শ্রীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সরলতা ও সৌজন্য প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ দামোদর স্বাং প্রাতঃ ৪৪৮

উত্তম অধিকারে বিচার

'দ্বা সুপর্ণা' শ্রুতিবাক্যে আমরা জানি, যেরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবস্থান। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জলচর, স্থলচর, খেচর, স্থাবর, জঙ্গম, সকল প্রাণিগণমধ্যেই ঐ বিচার। মহাভাগবত শ্রুতিবাক্যে পারদর্শী বলিয়া নিখিল-প্রাণিগণের মধ্যে নিজের ও ভগবানের সত্তা এবং নিজের ও ভগবানের মধ্যে নিখিল ভূতগণের সত্তা অনুভব করিয়া থাকেন। সূর্য্যরশ্মিমালার আশ্রয় যে প্রকার সূর্য্য, অপর কথায় সূর্য্য ব্যতীত যে-প্রকার রশ্মিসমূহের অবস্থান সম্ভব নহে, সেই প্রকার যাবতীয় জীবগণের আশ্রয় শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ ব্যতীত তাহাদের অবস্থান সম্ভবপর নহে।

মহাভাগবতের দর্শনে সকল প্রাণীই ভগবানের সেবকোপকরণ-রূপে প্রতীত হয়, অদ্বয়জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতীতি হয় না। তাঁহার দর্শনে পৃথগ্ভাবে জীবভোগ্য পদার্থ বিশেষের অবস্থান নাই। তাঁহাতে ভক্তির প্রতিকূল আশ্রয়-বিবেকের ধারণা কখনও লক্ষিত হইতে পারে না। এককথায় মহাভাগবত ভগবদিতর বস্তুর প্রতিকূল ভাব কোথাও দর্শন করেন না; সকল বস্তুই একাধারে অন্বয় ব্যতিরেকভাবে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবায় সাহচর্য্য করিতেছে বলিয়াই তিনি জানেন।

মহাভাগবত নির্মুক্তাভিলাষ হইয়া শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবেশপূর্ব্বক মায়িক আচ্ছাদন ও বিক্ষেপ-দশা অতিক্রমান্তে নিজ স্বাধিকার বাস্তব উদয়ে সর্ব্বদাই উল্লসিত থাকেন; এই অবস্থায় তিনি চিদচিৎ সকল বস্তুতেই নিত্যকাল ভগবৎপ্রাকট্য-দর্শন করেন। তখন তাঁহার বহির্দর্শনে সাধারণোচিত ভূতবুদ্ধি অপসারিত হওয়া আত্মাবকাশ হইতে থাকে। তাঁহার সেব্য বস্তুটী চিদ্-উপকরণের আধারে সমাগত—এরূপ বোধ হয়। নিত্যভাবের বিক্রমে বিষয়াশ্রয়ের ভাবসমূহ তাঁহার চিত্তকে প্লাবিত করিতে থাকে। সেই অবস্থায় বন, লতা, তরু প্রভৃতিতে ভোগবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবোপকরণরূপেই দর্শন করেন। নিত্যসেবকের স্বীয় সিদ্ধভাবের উদয়ে ভগবৎপ্রেমা বহির্দর্শনে দৃষ্ট চিদচিৎ বিচারকে প্লাবিত করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ আপ্লুত করায়।

বদ্ধজীব অজ্ঞজ্ঞানের বহুমানন করিয়া এই সংসারের ভগবদিতরানুভূতিতে আবদ্ধ হইয়া প্রণয় বা বিদ্বেষের সেবক হয়। জড়াসুরক্তির কবলে কবলিত হইয়া যে প্রণয় বা বিদ্বেষ প্রদর্শিত হয়, তাহা বৈকুণ্ঠ-ধামে অবস্থিত নহে, একথা তাহার ধারণার মধ্যে আসে না। বাস্তব অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুর স্বরূপশক্তির ছায়া মহামায়া দেবী তটস্থশক্তি-পরিণত জীবকে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বিমুগ্ধ করিয়া বিষ্ণুসেবারহিত করে; তখন জীব বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া অচ্যুত-সেবা হইতে চ্যুত হয়। এই চ্যুতি হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক তাহাকে অচ্যুতচরণে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের জগতে আগমন। সৌভাগ্যবান্ জীব সেই মুক্তপুরুষগণের উপদেশক্রমে উৎক্রান্তি-বিবেকবশে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হয়। এই সেবন-প্রভাবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নিষ্ফলতা ও ও অসম্পূর্ণতা তাহার বিশেষরূপে লক্ষ্যের বিষয় হয়। সে চিন্ময় সেবাধিকারের বৈচিত্র্য সন্দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থানপূর্ব্বক ভজনের পরিপক্কাবস্থায় উত্তম ভাগবত হইয়া থাকে। মহাভাগবতের অধিকারে জীব অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় সংগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই শ্রীভগবানের ভাবসেবায় নিযুক্ত থাকেন। এই অবস্থায় ধনরত্নাদির আধিক্যে তিনি হৃষ্ট হন না, আর কাহারও কোনও ব্যবহারেই দ্বেষ প্রকাশ করেন না। প্রাকৃত-বস্তু সম্বন্ধে হর্ষ বা দ্বেষ চিন্ময়ানুভূতির অভাবেই সূচিত করিয়া থাকে। উত্তম ভাগবত সর্ব্বক্ষণই চিন্ময়ানুভূতিতে অবস্থিত বলিয়া ঐ হর্ষ বা দ্বেষ তাহাতে স্থান পায় না।

মায়ার দ্বারা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব যখন মর্ত্ত্যভূমিতে বিচরণ করে, তখন স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়নিচয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি মিত্রের বেশে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সংসার-মঞ্চে নিয়োজিত করে। এই প্রকারে বিমূঢ়তার কবলে কবলিত হওয়ায় জন্ম, মরণ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাহাকে অভিভূত করিয়া অশেষ ক্লেশ দিয়া থাকে। বৈষ্ণবের কৃপায় যখন ঐসকল শত্রুগণের আচরণ বুঝিতে পারিয়া জীব মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত হয়, তখন তাহার উপলব্ধি হয় যে, বৈকুণ্ঠ প্রতীতি ব্যতীত মায়িক-বিচারে অবস্থান করিলে কখনই মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা নাই। তখন সে ভালরূপ বুঝিতে পারে যে, দেহারাম, ইন্দ্রিয়তর্পণ, প্রাণারাম, মনোভিরাম ও জড়ভোগবুদ্ধি তাহাকে নানা প্রকারে ও অমঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া সংসার-ধর্ম্মের রোচমানা প্রবৃত্তির বশে অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে বরণ করাইয়াছে।

বৈষ্ণবগণের নিকট দুর্গত জীব স্বীয় দুর্গতির কারণ উপলব্ধি করিয়া যখন 'কামাদীনাং' শ্লোক-উপায়ন কৃষ্ণকাঙ্ক্ষিগণের চরণে প্রপত্তি স্বীকার করে তখন বৈষ্ণব-পদধূলি, বৈষ্ণব-পদজল ও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টই অবিদ্যারোগ-নিবৃত্তির প্রধান ঔষধরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবের কৃপায় ভজন-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় সৌভাগ্যশালী জীব তখন আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উৎপত্তি, বিনাশ বা সুখ দুঃখাদি সংসার ধর্ম্মের দ্বারা কখনও মুগ্ধ হয় না। ঐসকল বিষয়ের উদাসীনতা প্রমাণ করে যে, সাধক উত্তম ভাগবতের অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। তখন প্রাকৃত বিষয়ের তৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে বিদায় গ্রহণ করে। আর ঐ শূন্যস্থান পূরণ করে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত 'উপাস্য' শ্লোক—

> "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
> ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
> সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
> জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥"

তখন তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন পূর্ব্বক এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন যে—

> "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
> অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥"

এই অবস্থায় প্রাকৃত জগতে অবস্থিত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াও তিনি কৃষ্ণের জন্য নিখিলচেষ্টাবিশিষ্ট। সুতরাং সেবা, সেব্য ও সেবকের প্রলয়-সাধনকারী কৃত্রিম মায়াবাদ বিচার-স্রোত আর তাঁহাকে ভাসাইতে পারে না। যে যতপ্রকার চিন্তা-স্রোত লইয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হউক না কেন, সিদ্ধান্ত পারদর্শিতার জন্য উত্তম ভাগবতের দর্শনে তাহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইবেই। উত্তমাধিকারে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম বা জাতি নিবন্ধন অহঙ্কার কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ও দেহাদিবিষয়ে আত্মীয় বা পরকীয় এক প্রকার ভেদদৃষ্টিও তাঁহাতে অবস্থান করে না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া সকলকে কৃষ্ণাধিষ্ঠান-জ্ঞানে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন। ত্রৈলোক্য-রাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি তৎপ্রতি থুৎকার করিয়া শ্রীহরির চরণকমলই একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন। কারণ, তিনি জানেন—সংসারে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত আর কোনও সার বস্তু নাই।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

—:০:—

মথুরা-প্রচারের—সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্তির সবই ব'লেছেন। কৃষ্ণকে যে সেবা করতে হ'বে, শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু তাহা জানিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণস্মৃতিতে অবহেলা করিতে হইবে না। কারণ কৃষ্ণ যদি আরাধিত হয়েন, তবে আর কোন আরাধনারই আবশ্যক হয় না।

> "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
> নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
> অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
> নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

যে মুহূর্ত্তে আমাদের কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘট্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের মায়ার কবলে প'ড়ে মায়ার দাস হ'য়ে যেতে হ'বে। অতএব কৃষ্ণস্মৃতি যা'তে আসে তার চেষ্টা করতে হ'বে।

চৈতন্যচরণে অনুরাগ হ'লে সমস্ত মঙ্গল আপনা হ'তেই এসে যা'বে। তাই মহাজনগণ "দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।" শ্লোকে চৈতন্যচরণে অনুরাগ করতে ব'লেছেন। প্রশ্ন হ'বে—চৈতন্যচরণ কি করে লাভ হ'বে? নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় তাহা লাভ হয়। শ্রীবাস-গদাধরাদি প্রকাশ-বিগ্রহগণের কৃপার দ্বারাই চৈতন্যচরণ লাভ হয়। সুতরাং যাহাতে ভক্তিবৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য প্রাগুক্ত পঞ্চাঙ্গ যাজন যত্ন ক'রে করতে হ'বে। [এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবতের "নৈষাং মতিস্তাবৎ", "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" "কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করেন।]

শ্রীগৌরসুন্দর প্রথম মথুরাতে এসে ২৪ ঘাটে স্নান ক'রেছিলেন। তা'রপর তিনি আরিট্‌ গ্রামে গিয়েছিলেন। আরিটগ্রামে শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। "রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ। কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥" কুণ্ডতীরে বাস ক'রে কৃষ্ণের ভজন যাহারা না করিবে, তাহাদের অদৃষ্ট মন্দ—তাহাদের কপাল পুড়িয়াছে বুঝিতে হইবে। আরিটগ্রাম অরিষ্টাসুরের স্থান—অরিষ্ট বা Aristotle যেখানে কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অরিষ্টাসুর বধ'বা Aristotolism বা মনোধর্ম্মীর সমস্ত যুক্তিতর্ক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কুণ্ডস্নান করতে পারলে সমস্ত মঙ্গল হ'তে পারে। কুণ্ডস্নানটা কি জিনিষ?

সেই শেওলাপূর্ণ জলে সাধারণভাবে অবগাহন ক'রে স্নান করলেই কি কুণ্ডস্নান করা হ'য়ে যায়? তা'হ'লে দৈনিক লক্ষ লক্ষ লোক ত' সেই কুণ্ডে স্নান করতে আস্‌ছে, আবার কুণ্ডস্নান ক'রে ঘরে ফিরে গিয়ে যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান কর্‌ছে। কই, তা'দের তা'তে কতটুকু মঙ্গল ঘটছে। কুঞ্জর-শৌচবৎ তাদের ঐরকম ঐ স্নানের কতটুকু মূল্য আছে, যা তদ্দ্বারা তাঁহারা কতটুকু উপকৃত হ'তে পার্‌ছেন। কুণ্ডতীর কি প্রাকৃত সাধারণ পুষ্করিণীর মত যে, তথায় গিয়া একটা দুইটা ডুব দিয়া আসিলেই কুণ্ডস্নানের ফললাভ হইবে? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের মধ্যে, সাধারণ কুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যে, সাধারণ কুণ্ডে স্নান আর শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানের মধ্যে কোন পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইত না।

শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান ত দূরের কথা, শ্রীরাধাকুণ্ড চিনতে পারে কয়জন? রাধাকুণ্ডকে শ্রীরাধার কুণ্ড ব'লে জ্ঞান হয় কয়জনের? শ্রীরাধাকুণ্ডের পরিচয় করাইয়া দিবে কে? শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী তথাকথিত পাণ্ডারা আমাদিগকে সাধারণতঃ পথপ্রদর্শন পূর্ব্বক কুণ্ডতীরে লইয়া গিয়া থাকে। কিন্তু এক অন্ধ কি আর এক অন্ধকে পথ প্রদর্শন করাইতে পারে। ঐসমস্ত পাণ্ডাগণের কুহকে পড়িয়া আমরা তাহাদিগের কথামত কুণ্ডস্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাই। যাহারা নিজেরাই গৃহব্রত ধর্ম্ম যাজন করিতে করিতে গৃহান্ধকূপে পতিত হইয়া বদ্ধাবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে, তাহারা নিজেই অন্ধ থাকিয়া কি-প্রকারে আমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিতে পারে? ফলে কি হয়? প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে উত্তর দিয়া যে শ্লোক বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥"

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

অতএব কুণ্ডস্নানটা কি জিনিষ, তাহা বিশেষরূপে জান্‌তে হ'বে। কুণ্ডস্নানের পূর্ব্বে সংস্কার আবশ্যক। সেই সংস্কারটা কে করাইবেন? অসংস্কৃত ব্যক্তিকে সংস্কার দিবার ক্ষমতা এবং সংস্কার দিয়া কুণ্ডস্নানের যোগ্যতা অর্পণ করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? 'কুণ্ড' বস্তুটী যখন প্রাকৃত না হইয়া অপ্রাকৃত বস্তু, তখন সেই অপ্রাকৃত বস্তুতে সেবার অধিকার দিবার ক্ষমতা কাহার আছে? প্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ব্যক্তির প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন-স্পর্শন-যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর" বিচারে অপ্রাকৃত কুণ্ড দর্শন, স্পর্শন বা তাহাতে মজ্জন প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। অতএব প্রাকৃত অবস্থা অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত অবস্থা লাভ করিতে হইলে অপ্রাকৃত বস্তুর শরণ গ্রহণ না করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

অতএব সেই সংস্কারটা কে দিতে পারেন, তাহাই বিচার্য্য। শ্রীমতী রাধিকার অত্যন্ত প্রিয়তম জন যাঁ'রা, তাঁ'রাই সেই সংস্কারটা দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেব অভিন্ন-বার্ষভানবী; অতএব শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা প্রাপ্ত হ'লে সেই সংস্কারটা পাওয়া যাইতে পারে। তিনিই এই সংস্কার দিতে পারেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অনর্থ নিবৃত্ত হইলে আত্মা নির্ম্মলতা লাভ করে এবং আত্মা পরম নির্ম্মল হইলে কুণ্ডতীরে বাসের যোগ্যতা লাভ হয়। নতুবা উদ্ধবাদির এবং সাধারণ গোস্বামীদিগেরও পক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীর অতি দুর্লভ স্থান।

কতকগুলি লোক রাধাকুণ্ডতীরে বাসের অভিনয় ক'রে সেখানে অবস্থান করিতেছে এবং মনে করিতেছে যে তাহারা বাস্তবিক রাধাকুণ্ডতীরবাসী হইয়া কুণ্ডতীরবাসের ফলভোগ করিতেছে। কাচভাণ্ডের অভ্যন্তরে মধু আছে। সেই কাচভাণ্ডের উপরে মৌমাছি বসিয়া যদি মনে করে যে সে মধু আস্বাদন করিতেছে, তবে সে যেমন ভ্রান্ত হয়, সেইরূপ রাধাকুণ্ডতীরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া যাহারা ঐভাবে বাস করিতেছে, তাহারাও মধুমক্ষিকার ন্যায় ভ্রান্ত। এই স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের : : গীতটী আবৃত্তি করেন,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
রূপ-রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস।"

বাস্তবিক নরোত্তম দাস হইতে পারিলে জীবন সফল হ'য়ে যাবে। সেই নরোত্তমের দাস হইতে হইলে নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত হইতে হইবে। ঐরূপ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে পার্‌লে নরকভীতি প্রভৃতি কিছুই থাকে না—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং
ন বৃণীত যাবৎ॥"

অতএব স্থিরসিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করিতে হইবে;—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম আশ্রয় করা ব্যতীত আমাদের কিছুতেই উপায় হ'বে না, কারণ তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়ে ভক্তভাব অঙ্গীকারে আমাদের কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিয়েছেন। সেই চৈতন্যচন্দ্রের দয়া আমাদের বিচার করা দরকার।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

ঐ ১৫।১০।৩৪ তারিখের সন্ধ্যার পর মথুরা সহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার মিঃ শিবদাস সুরী এম-বি, বি-এস্ মহাশয় আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের মথুরায় শুভবিজয় বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক শুশ্রূষু হইয়া তৎপাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইলে গুর্ব্বষ্টক ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ 'মানবের পরমধর্ম্ম কি', তাহা জানাইবার জন্য যাহা বলিয়াছিলেন, সংক্ষেপতঃ তাহার মর্ম্ম নিম্নে বর্ণিত হইল। ডাক্তার বাবু ধর্ম্মের গুহ্য-রহস্য জানিবার জন্য শুশ্রূষু হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

এই প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের বশে বহু প্রকারের কার্য্য করিয়া থাকি। ঐ কার্য্যসকলের মধ্যে কোন কার্য্যদ্বারা শুভ, আবার কোন কার্য্যদ্বারা অশুভ লাভ ঘটিয়া থাকে। আমরা আমাদের ধারণানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে যে-সমস্ত ধারণা বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মোটামুটী ভাবে বিচার করিলে তাহারা কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ ও ভক্তি এই চারি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। এই কয়েকটী ধারণার মধ্যে ভক্তির ধারণাই শ্রেষ্ঠ। আবার সর্ব্বোপরি উৎকৃষ্ট ধারণা হচ্ছে অধোক্ষজে ভক্তি।

অধোক্ষজে যে ভক্তি, তাহা কোন হেতুমূলে জাত নহে বা কোন প্রকার হেতু বা কারণ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। আবার সে ভক্তিদ্বারা আমার আত্মা প্রসন্নতা লাভ করেন। আত্মার বিরূপাবস্থায় যাহা কিছু লাভ বলিয়া মনে হয়, তদ্দ্বারা আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে না। বিরূপে যাহা জ্ঞাত হয়, তাহা আমি নহি। আমার শরীরটা বা আমার ঘরটা বা আমার মনটা আমি নহি। আমি শরীরী; আমার শরীরটা গৃহজাতীয় জিনিষ। এই গৃহরূপ শরীরকে যাহাতে বেশ করিয়া ভোগ করিতে পারি তজ্জন্য অনেকগুলি করণ (ইন্দ্রিয়) পাইয়াছি।

এই শরীরের ধর্ম্ম চিন্তা করতে কর্‌তে ক্রমশঃ সেই শরীরে আসক্তি, শুধু আসক্তিই বা বলি কেন, ঐ শরীরেই আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত এসে উপস্থিত হ'য়েছে। আমার ঐ শারীর-ধর্ম্মে আসক্তি হইতে ক্রমশঃ তথাকথিত স্বজনপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশ-প্রীতি এসে উপস্থিত হ'য়েছে এবং তদ্দ্বারা চালিত হ'য়ে আমরা আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম থেকে বহু যোজন দূরে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছি। তৎফলে লক্ষ লক্ষ জন্মমরণমালার চক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়া কভু স্বর্গে কভু নরকে গতায়াত করিতে থাকিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইতেছি॥

এই শরীরীর ধর্ম্ম কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীরের ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শরীরের ধর্ম্ম—অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, কিন্তু শরীরীর ধর্ম্ম-নিত্য ও অবিনাশী। শরীর নষ্ট বা ধ্বংস হ'য়ে গেলেও শরীরীর কোন দিন বা কোন কালে মৃত্যু বা জন্ম নাই। শরীরী নিত্য ও সনাতন বস্তু।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত এই শ্রীগীতা-বাণীই তাহার প্রমাণ।

জগতের ভোগ্য সমস্ত বস্তু আমাদের সম্মুখে এসে পড়েছে; আমরা নিজকে দ্রষ্টা, ভোক্তা-বিচারে সেই সমস্ত বস্তু ভোগ করিতে ব্যস্ত আছি। তাহার ফলে আমরা আত্মার ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার পাইতে হবে। সেই উদ্ধার লাভ করিতে হইলে আমাদের অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি করিতে হবে। কৃষ্ণ অক্ষজ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বস্তু নহেন।

উর্জ্জাব্রত

শ্রীহরির প্রীত্যর্থে প্রিয় দ্রব্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুক্ষণ পাঠ-কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীপ্রসঙ্গে হরিকথা আলোচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ উর্জ্জাব্রত পালন করিতেছেন।

হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। শ্রী[illegible] পাট ঐ
৬। কাজী সমাধি-পাট ঐ
৭। [illegible] কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। [illegible] কুঞ্জকানন—শ্রীগৌরাঙ্গপল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, [illegible]।
১১। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, [illegible],
১৭। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—কটক।
২৬। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ [illegible], পোঃ [illegible], মানভূম।
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং [illegible], বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ [illegible], সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রক্টার রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। অমর গৌড়ীয়মঠ—[illegible]
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খগোলরোড মিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। বিদুরকুটীর মঠ—বিজনোর ষ্টেট, পি
৪৪। কুঞ্জকুটীর মঠ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ ।০
৭। দ্বাদশ-আলবার ।০
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
১১। ভজন-রহস্য
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৭। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৮। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২২। দীপ-দিগ দর্শন
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৭। গীতমালা ⁄১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩২। শরণাগতি ⁄০
৩৩। গীতাবলী ⁄০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৫। সাধনকণা ⁄০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৭। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৮। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৪১। অর্চ্চনকণ ৶১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৫। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৬১। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ ।০
৬৩। নামভজন ।০
৬৪। বিলেটিভ ওয়ার্ডস্ ।৶০
৬৫। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৬৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৭। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৮। দি ভাগবত ।০
৬৯। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৩। সাধন-পথ ।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭৫। গীতাবলী ⁄০
৭৬। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

		প্রতিমণ।	
দাদখানি	৬৷৷০	পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৷৵০	সুপারফাইন	৪৷৵০ ৫৲
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০	৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
বাঁকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৷৵০	আটা 'বি'	৪৷৵০—৭৷০
বালাম	৫।০	২নং আটা	৪৵০—৪।০
কলম	৪৷৷০	আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
সিতাশাল (সরু)	৫৲	আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
		সুজি	৪৷৵০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৶	।
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১।০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲		৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲. সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲.এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬.	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৫.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫৭,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯.	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮.	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৫	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-৬	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে না পারিলে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-০২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫. ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের দ্রব্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C1544

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৪১, ৩১শে অক্টোবর ১৯৩৪ [২০০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

অনাহারের তাড়নায় চুরি

লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কয়েক সের কয়লা চুরি করার অপরাধে পাহাড়িয়া নামক কাঙ্গরা পার্ব্বত্যাঞ্চলের এক যুবক ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামী আদালতে বলে যে, সে সম্পূর্ণ তিন দিন অনাহারে কাটাইয়াছিল এবং রুটি কিনিবার পয়সা সংগ্রহ করিবার জন্য বাধ্য হইয়াই রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কয়লা চুরি করিয়াছিল।

দণ্ডাদেশের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া সে বলে যে, জেলে সে যথেষ্ট খাইতে পাইবে।

চলন্ত ট্রেণে চুরি

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ একদল সেলে অপরাধীর সন্ধান করিতেছে। ই, আই, রেলওয়ে ও বি, এন, রেলওয়েতে কয়েকটী চলন্ত ট্রেণে চুরির জন্য তাহারা দায়ী বলিয়া পুলিশ মনে করে।

পুলিশের বিশ্বাস যে, কোনও অভিজ্ঞ অপরাধী এই দলের সর্দ্দার।

বার্জ্জ হত্যা মামলায় তিনজনের ফাঁসি

মেদিনীপুরের সংবাদে প্রকাশ, বার্জ্জ হত্যা মামলায় তিনজন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রজকিশোর চক্রবর্ত্তী এবং রামকৃষ্ণ রায় নামক দুইজনের ফাঁসি গত ২৫শে অক্টোবর অতি প্রত্যূষে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে হইয়া গিয়াছে। জেলের সীমার ভিতরেই হিন্দু রীতি অনুসারে ইহাদের মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে এবং ২৬শে অক্টোবর অপর এক জনের ফাঁসি হইয়াছে।

বামরৌলিতে বিমান-দুর্ঘটনা

বামরৌলির সংবাদে প্রকাশ, 'প্যাগুয়ার এস-৫' নামক একখানি বিমানপোত ২৭শে অক্টোবর রাত্রি ১০-২২ মিনিটের সময় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হইয়াছে। মিঃ ডি এল অষ্টিস ও মিঃ গেসেন ভরকার এই পোতখানি চালনা করিতেছিলেন। প্রকাশ যে, বিমানপোতখানি যখন উপরে উঠিতেছিল, তখন আলোকস্তম্ভের একটির মোটরের সহিত ইহার সঙ্ঘর্ষ হয়। ইহাতে পেট্রোলের ট্যাঙ্ক ফাটিয়া গিয়া মেসিনে আগুন ধরে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেসিনখানি ভস্মীভূত হয়।

'প্যাগুয়ারের' পরিচালক ও খালাসীগণ রক্ষা পাইয়াছেন, তবে আলোকস্তম্ভের কার্য্যে নিযুক্ত একব্যক্তি অত্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করার সময় মিঃ গেসেন ভরকারের এক হাত পুড়িয়া গিয়াছে।

লক্ষাধিক টাকার তহবিল তছরূপ

ওল্ড কোর্টহাউস ষ্ট্রীটস্থিত মেসার্স সেন্ট্রাল এজেন্সী লিমিটেডের ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার তহবিল তছরূপ করিবার অভিযোগে উক্ত ফার্ম্মের ক্যাশিয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করা হইয়াছে। গত শুক্রবার পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ঘোষ আমেদের এজলাসে মামলায় এক দফা শুনানী হয়।

মজঃফরপুর বন্যার জের

মজঃফরপুর জিলায় হাজিপুর মহকুমায় যে বন্যা হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে রঘুপুর ও দিয়ারা গ্রামসমূহের ভিতর দিয়া ২।৩টা বেগবতী স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। লিঠাউ পূর্ব্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। হাজিপুর মহকুমার অন্যতম বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম সুকুমারপুর গ্রামের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বিষ্ণুপুর ও গোকুলপুরের ভাঙ্গনও দ্রুত চলিতেছে।

বীরপুর গঙ্গার স্রোতের মুখে পড়িয়াছে। হরবংশপুর, মানিকপুর, দিনাপুর, রামভদ্রপুর ও হাজিপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশের বহু স্থান নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে।

কার্পাস কমিশনারের ভারত যাত্রা

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, ল্যাঙ্কাশায়ার ভারতীয় কমিটীর কার্পাস কমিশনার মিঃ এইচ সি শর্ট কর্ম্মভার গ্রহণ করিবার জন্য ভারতবর্ষ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি রয়টারের প্রতিনিধিকে বলেন, ভারতীয় হ্রস্বআঁশযুক্ত কার্পাসের ব্যবহার বাড়াইবার জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারে যে বিপুল চেষ্টা হইতেছে, প্রাথমিক অনুসন্ধানের সময় তাহা দেখিয়া তিনি সন্তোষলাভ করিয়াছেন। কাটুনীগণ অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছে এবং বস্ত্র রপ্তানিকারকগণ তাহাদের বিভিন্ন বাজারে ভারতীয় কার্পাস হইতে প্রস্তুত বস্ত্র পাঠাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অধিকতর সম্মতি জানাইতেছে।

মাদ্রাজ রাজনীতি শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, রাজনীতি ও শাসন কার্য্য ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটী বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য সিণ্ডিকেটকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

অস্ত্র প্রাপ্তিতে যুবক গ্রেপ্তার

বরিশাল হইতে প্রকাশ, নন্দলাল দাশগুপ্ত, হরিকান্ত দাশ ও নিতাই রায়কে ঝালকাঠি অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া সদর মহকুমা হাকিম রায় সাহেব পি, বি, মিত্রের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। হাকিম যুবক তিনটীকে ৩০। নবেম্বর পর্য্যন্ত জেল হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। পুলিস তাহাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯ ধারা ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুযায়ী চার্জ্জসীট দাখিল করিয়াছে। প্রকাশ, জনৈক স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলার বিচার করিবেন। এই সম্পর্কে সরকারের অনুমতির অপেক্ষা করা হইতেছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

বামরৌলীর সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে আলমোড়া জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তিনি ২৭শে প্রাতে মেলে তথায় যাত্রা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ } ৯ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৪ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩১শে অক্টোবর ইং ১৯৩৪ বুধবার } ২০০শ সংখ্যা

আচার্য্য শ্রীপাদ মধ্বমুনি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক ঢাকা ৯০নং নবাবপুরস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গত ৩০শে আশ্বিন শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-বাসরে প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

বাল্যে মেধার পরিচয়

"আজ সকলেরই আনন্দের দিন। সাধারণের আনন্দের কারণ—আজ বিজয়া দশমী। কিন্তু ইষ্ট বস্তুকে বিসর্জ্জন দিলে কি বাস্তবিক আনন্দ হয়? আমাদের বাস্তবিক আনন্দের কারণ যিনি—যিনি নিত্য আনন্দময়—যাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলে আর কোন নিরানন্দ থাকে না, সেই নিত্য বস্তুর সন্ধান-প্রদাতা, ভবসমুদ্রে পতিত ও ত্রিতাপে জর্জ্জরিত জীবকুলের উদ্ধারকর্ত্তা, আনন্দতীর্থনামা, সুখময়ধামা শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদের অদ্য আবির্ভাব বাসর। অদ্য হইতে ৬৯৮ বৎসর পূর্ব্বে বুধবার বিজয়াদশমী তিথিতে দাক্ষিণাত্য দেশে শ্রীমধ্বমুনির আবির্ভাব হয়। 'জন্ম' না বলিয়া 'আবির্ভাব' বলিবার কারণ, তিনি সাধারণ জীবের ন্যায় কর্ম্মফল-বাধ্য হইয়া এই প্রপঞ্চে উদিত হন নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে সাধারণ জীবের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাঁহার কার্য্যদ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি ঐরূপ নহেন। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই ভগবান্ স্বয়ং অথবা তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তাঁহারই কোন নিজজন প্রকটিত হইয়া জীবের কল্যাণ সাধন করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য সেই প্রকার ভগবৎপ্রেরিত ভগবজ্জন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীবাসুদেব। তাঁহার অষ্টম বর্ষ বয়সে বিদ্যাশিক্ষার্থ তাঁহার পিতা তাঁহাকে আচার্য্য-গৃহে প্রেরণ করেন। শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রের আদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন—"আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥" আচার্য্য-গৃহে যাইয়া শিষ্য শাস্ত্রে যাহা পাঠ করেন তাহা আচার্য্যের আচরণে দর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা করিয়া নিজেও আচারবান্ হন। শাস্ত্রে যাহা পাঠ করিলাম অথবা যাহা অন্যের নিকট হইতে উপদেশ পাইলাম তাহা যদি কাহাকেও পালন করিতে না দেখি অথবা যিনি উপদেশ দিতেছেন তাঁহাকেই অমান্য করিতে দেখি তাহা হইলে শাস্ত্রোপদেশে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা হয় না। এই নিমিত্ত আচারবান্ পুরুষের নিকট যাইয়া বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে ইহাই রীতি ছিল। ভাগবতে পাঠ করিয়াছি যে, মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট হইতে কলি তাহার বাসের নিমিত্ত মাদক-দ্রব্য-সেবনাদি পাঁচটী স্থান চাহিয়া লইয়াছিলেন; সুতরাং কল্যাণেচ্ছু জীবের ঐসকল বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া হরিভজন করা উচিত। ভাগবতে ইহা পাঠ করিয়াও যদি আমি কার্য্যকালে ইহার বিপরীত ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অপরাধ করা হইল। প্রকৃত আচারবান্ হইবার জন্যই বাসুদেবের পিতা তাঁহাকে আচার্য্যগৃহে প্রেরণ করিলেন। তথায় গমনের পর তাঁহার সহাধ্যায়িগণ লক্ষ্য করিলেন যে, তিনি তাঁহার পাঠে উদাসীন থাকিয়া ক্রীড়াদিতে ব্যস্ত থাকেন। গুরুদেব ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একদিন ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু বালক ধীরভাবে বলিলেন যে, তিনি সকল বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে যে যে প্রশ্ন করা হইল, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার অপরিসীম মেধা ও জ্ঞানের পরিচয় দিলেন।

একটী অলৌকিক ঘটনা

তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সংসারে রাখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি জীবের কল্যাণের নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মায়াবাদ নিরাস-পূর্ব্বক সত্যের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। বালকের পক্ষে এই প্রকার কার্য্যের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র মনে করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন যে বাসুদেবের হাতে তৎকালে যে একখানা কঞ্চি ছিল তাহা রোপণ করিলে যদি উহা বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয় তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টাও ফলবতী হইতে পারে। ইহা শ্রবণ করিয়া বালক বাসুদেব বলিলেন যে, যাঁহার কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়, তিনি ইচ্ছা করিলে শুষ্কযষ্টি যে মহামহীরুহে পরিণত হইবে ইহা অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহা বলিয়াই তিনি ঐ যষ্টিখানা মৃত্তিকাতে রোপণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইল। ইহা দেখিয়া পিতা আর তাঁহার সঙ্কল্পে কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন না। অদ্যাপিও ঐ বৃক্ষ উড়ুপীতে বর্ত্তমান।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের শিক্ষা

শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিকট হইতে আমরা যাহা শিক্ষা পাই তাহা একটী শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ আছে। শ্লোকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়-
বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তার-
তম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং
তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ং চেত্যুপদিশতি হরিঃ
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥
(প্রমেয়রত্নাবলী)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতে সকল বেদাবেদ্য বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব, বিশ্ব সত্য এবং ভেদও সত্য; জীবগণ শ্রীহরির পাদপদ্মসেবক, তাহাদের মধ্যেও তারতম্য বর্ত্তমান, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই মোক্ষ, তাঁহার বিশুদ্ধ ভজনই মোক্ষের উপায় এবং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটীই প্রমাণ।

শ্রীমধ্বমুনির পরিচয়

যিনি ত্রেতাতে বজ্রাঙ্গজী-রূপে এবং দ্বাপরে ভীমসেনরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের সেবা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তিনিই কলিতে ভবসমুদ্রে পতিত জীবকুলের উদ্ধারকল্পে শ্রীমধ্বাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীধামে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুর জজকোর্টের প্রবীণ এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, মহোদয় সপরিবারে গত ২৬শে অক্টোবর শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া পাঁচ দিবস শ্রীধামে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকট-কালে তিনি দুইবার শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিয়াছেন। এখন শ্রীধামের শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া এবং বৈষ্ণবগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা পাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ দামোদর ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

নিরপেক্ষতার প্রয়োজন

শ্রীভগবানের বিচারে নিরপেক্ষতা থাকিলেই। কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে বহু দৈত্য-প্রকৃতির ব্যক্তি ধরাপৃষ্ঠ হইতে অপসারিত হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভগবদ্বিমুখ যাদবগণের অত্যাচারে ধরণী আক্রান্তা ও ক্লান্তা লক্ষ্য করিয়া উঁহাদের নিধন-ব্যবস্থা করিয়াছেন। পুত্র পৌত্রাদির মায়া কখনও ভগবান্‌কে মুগ্ধ করিতে পারে না। শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণ যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহারাও সর্ব্বত্র নিরপেক্ষ বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 'নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে'; সুতরাং যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ না হইয়া পারেন না। মায়ার কবলে পতিত হইয়া গোস্বামিক্রুবগণ অপেক্ষাযুক্ত ধর্ম্মের আশ্রয়ে ব্যভিচারপঙ্কে নিমগ্ন সন্তানগণের দোষ উপেক্ষা করিয়া শৌক্র-জন্মের বহুমানন পূর্ব্বক আচার্য্যত্বের যে দাবী করেন, তাহা কোন সুধী ব্যক্তিই অনুমোদন করিবেন না।

শ্রদ্ধা কি ?

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে করিয়া নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বদ্ধজীবের ভোগপর অনুষ্ঠান 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত। সুকর্ম্ম ও দুষ্কর্ম্ম ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। সুকামিগণ পিতৃ-ভূত-দেব-ঋণ-শোধনাদি কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের সেবা করিলে পিতৃপুরুষগণের, ভূতগণের, দেবগণের ও অপরাপর সকলের ঋণই পরিশোধ হইয়া যায়, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥" এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে 'শ্রদ্ধা'র অধিকারী হওয়া যায়। বস্তুতঃপক্ষে ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে কর্ম্মফল-জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। কর্ম্মফলের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম লভ্য বস্তু বৈরাগ্যও সর্ব্বদাই ভক্তে আনুষঙ্গিক ভাবে অবস্থিত। কনিষ্ঠাধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যমাধিকারে আরোহণ না করা পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বোধগম্য হয় না। তাই মধ্যম অধিকার হইতেই প্রকৃত 'শ্রদ্ধা'র উদয় হইয়া থাকে।

ভাবশুদ্ধিতে কাম্য কি ?

স্নান, যথাকালে সন্ধ্যা, ফল-পত্রাদি ভোজন, ধ্যান, গুহায় বা বৃক্ষতলে বাস, বনে বনে বিচরণ, প্রভৃতি তাপসের ধর্ম্ম। কিন্তু কৃষ্ণভজন ব্যতীত ঐসকল কৃচ্ছ্রসাধনের কোনও মূল্য নাই। কারণ, মৎস্যগণ স্নান-পরায়ণ, সর্পজাতি পবনভুক্, মেষ পত্রভোজী, তৈলিকের বলীবর্দ্দ ভ্রমণশীল, বক সততই ধ্যানমগ্ন এবং শ্বাপদকুল অরণ্যবাসী হইয়াও কি তপস্যার কোন ফল পায়! না পাইবার কারণ—ভাবশুদ্ধির অভাব। ভাবশুদ্ধিতে কৃষ্ণসেবাই একমাত্র কাম্য। সুতরাং তাপস-মাত্রেরই নারদ-পঞ্চরাত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

রাগের স্বরূপ

বিষয়-নিবৃত্ত ভেদেকচিত্ত যোগিগণ দুর্ব্বোধ কৈবল্য-পদ্ধতিকে যেরূপ ধ্যানের দ্বারা অনুশীলন করেন, অথবা বিষয়-প্রবৃত্ত জনগণ বিষয়-সমৃদ্ধির জন্য নিজ দেহ ও পুত্র-কলত্রাদির ঐহিক মঙ্গল বা নিজের ভবসংসার হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে যেরূপ হরিপদাশ্রয়ের অভিনয় প্রদর্শন করেন, রাগমার্গে অবস্থিত জনগণের তাদৃশ ধ্যানপরা-চেষ্টা বা সংসার-নিপুণতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শুদ্ধ সেবায় নিরত। নিরস শুষ্ক তর্কোত্থ চিন্তার কিম্বা প্রাকৃত রসের রাহিত্য বা সাহিত্য উভয়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাগমার্গোপাসনানিরতা ব্রজললনা-গণ তাঁহাদের নিকট বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অন্যের কার্য্যে ব্যস্ত বা মর্য্যাদাবান্ হইয়া অবস্থিত হউন, ইহা তাঁহারা চান না। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনকে শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপন পূর্ব্বক কায়-মনোবাক্যে অনন্য প্রকারে তাঁহার প্রীতি সাধনই তাঁহাদের মুখ্য। কৃষ্ণ-প্রীতি-সাধনেই তাঁহাদের সুখ পর্য্যবসিত। বিশুদ্ধ-কৃষ্ণসেবাপরা গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বা দূর অন্য কোন মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেবায় নিযুক্তা নহেন। কৃষ্ণসেবা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি কৃষ্ণসেবা ব্যতীত তাঁহারা মুহূর্ত্তকালও অবস্থান করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা সর্ব্বদাই সেবাপরা। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য-গ্রহণের ছল করিয়া যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তখন হাতী, ঘোড়া ও রাজবেশাদিতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও রুচি পোষণ হয় নাই। যেরূপ গোপীজনবল্লভ গোপীদিগের নির্ম্মল প্রেম-পাশেই আবদ্ধ, সেই প্রকার গোপীগণও গোপীজনবল্লভেরই নিত্য সেবিকা। তাই কুরুক্ষেত্রে গোপীগণের প্রার্থনা—

"তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে॥"

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

—:০:—

মথুরা-প্রচারের—সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(৫)

আমরা ভগবানের শক্তিজাতীয় বস্তু, শক্তিমৎজাতীয় বস্তু নহি।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ
সনাতনঃ।"

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্॥"

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং
যথাভাসো যথা তমঃ॥"

—এইসকল শ্লোক আলোচিত হওয়া দরকার। মায়ার রচিত জগতের অভিমানী ব্যক্তি আমরা যখন অভিমান ছাড়িয়া শক্তিমানের সেবা করি, তখনই আমাদের মঙ্গল ঘটে। আর যখন নিজেকে শক্তিমজ্জাতীয় বলে মনে করি, তখনই অমঙ্গল ডাকিয়া আনি। হেতুমূলে বিষয়ের সেবা আমরা করিতে পারি বা বিভিন্ন বস্তুর সেবা আমরা করিতে পারি। কুকুরের সেবা, ঘোড়ার সেবা, মানুষের সেবা, পিতা-মাতা-আত্মীয়-বন্ধুগণের সেবা, দেশের সেবা প্রভৃতি আমরা করিতে পারি। কিন্তু সেই সমস্ত সেবাই হেতুমূলে জাত, তদ্দ্বারা আমাদের তাৎকালিক কিছু ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইলেও তাহাতে আত্মার কোন প্রসাদ লাভ হয় না।

তাই কেবলা অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা বলা হ'য়েছে। অদ্বয়জ্ঞানের বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে আমাদিগকে বহু বস্তুর সেবক করিয়া ফেলে। তাহাতে বিশ্বের প্রভু হ'বার ইচ্ছাই বলবতী হ'য়ে থাকে। প্রভু হ'বার ইচ্ছা ও চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু কার্য্যগতিকে দেখা যায়, আমরা ইন্দ্রিয়-পরিচালনা করিতে গিয়া তাহাদের দাসই হইয়া যাই। নেশাখোর প্রথমে নেশার দ্রব্যকে নিজ অধীনে মনে ক'রে নেশা করতে গিয়ে ক্রমশঃ নেশারই বশীভূত বা দাস হ'য়ে পড়ে। এ থেকেই বুঝ্‌তে হ'বে যে, স্বরূপে আমাদের প্রভুত্ব নাই, ঘুরে ফিরে আমাদের সেই দাসভাবই প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, যতই কর্ত্তা সাজ্‌তে যাই না কেন।

তাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধারণার কথা চিন্তা করতে গিয়ে দেখতে পাই যে অধোক্ষজের সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নির্ব্বোধ ব্যক্তি যা'রা তা'রা অজ্ঞ হ'য়ে দিন কাটানটাই সবচেয়ে বড় কাজ বলে মনে করে। অজ্ঞ কা'রা? কর্ম্মী, জ্ঞানী ও কৃষ্ণেতর ইতরাভিলাষী যা'রা তা'রাই অজ্ঞ। এইসকল অজ্ঞ অধোক্ষজের সেবা বাদ দিয়ে জগতে নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছে। অধোক্ষজের সেবা ছেড়ে দিলেই মানুষের জগতে অসংখ্য প্রকারের কাজ ঘাড়ে চেপে বসে। যে বস্তুর ছায়া এই জগতে পড়েছে, তিনিই হচ্ছেন, অধোক্ষজ বস্তু। আমরা মূল বস্তু ছেড়ে দিয়ে ছায়া নিয়েই ব্যস্ত হ'য়েছি।

অনর্থনিবৃত্তি আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অনর্থ বল্‌তে যে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার আমাদিগকে আচ্ছন্ন ক'রে রে'খেছে, তাহাই বুঝায়। এইসকল অনর্থের হাত থেকে আমরা ছাড়ান পাই কি ক'রে? অধোক্ষজের সেবা করলেই সেই সমস্ত অনর্থ ছুটে যাবে। এই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তির পথে প্রথম কথাই হ'বে—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অর্থাৎ ব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুর জিজ্ঞাসা বা পরিপ্রশ্ন ব্যতীত আমাদের মঙ্গললাভ হয় না। আবার এই 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' কে করবে? ব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তু হচ্ছেন বিভু-চিন্ময়-বস্তু। অচিৎ বস্তু কি চিন্ময় বস্তুর সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারবে? না, তা হ'তে পারে না। তজ্জাতীয় অর্থাৎ চিন্ময়জাতীয় বস্তু না হ'লে ঐপ্রকার জিজ্ঞাসা কি ক'রে হ'তে পারে?

আমাদের সেই চিদাত্মা প্রকৃতির গুণে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা স্বরূপবিস্মৃত হ'য়ে প'ড়েছি; তাতে আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান এসে উপস্থিত হ'য়েছে এবং অহঙ্কারী হ'য়েছি। মন্ত্রের মধ্যে 'নমঃ'-শব্দের যোগ দেখা যায়। 'ন' শব্দে নিষেধ এবং 'ম' শব্দে অহঙ্কার। 'নমঃ'-শব্দে নিরহঙ্কারী হ'তে হ'বে এইরূপ বুঝায়; মন্ত্র-গ্রহণের ইহাই ফল। আমি মেপে নেব, এই বিচার যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ মঙ্গল হ'বে না। জড়াভিনিবেশ থাকা পর্য্যন্ত ভয় ঘুচ্‌বে না। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥" মায়া ভগবানের জড়া শক্তি বা ছায়াশক্তি। মায়াকে মায়ার অধীশ্বর মনে করলে বিকৃত ভাব এসে পড়ে।

কৃষ্ণ বস্তুকে কেহ যেন অজ্ঞ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব'লে মনে না করেন। কারণ 'অধোক্ষজ' বল্‌তে—অধঃকৃতং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। জীবের ইন্দ্রিয় জ্ঞান তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না। যে-সকল বস্তু জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'বে, তা'রা জীবের ভোগ্য বস্তু, কিন্তু অধোক্ষজ বস্তু জীবের সেবাবস্তু ভোগ্য বস্তু নহেন। তাই মেপে নেওয়া ধর্ম্ম পরিচালনা করিয়া যতক্ষণ আমরা বিচার করতে থাকব,

ততক্ষণ তত্ত্বস্তুকে জানতে পারব না। তা হ'লে উপায় কি? সেই উপায়ের কথা এইরূপ বর্ণিত হ'য়েছে, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" অর্থাৎ সেই পূর্ণ চেতন বস্তু যখন আমাদের চেতন ইন্দ্রিয়ের নিকট (জড়েন্দ্রিয়ের নিকট নহে) এসে উপস্থিত হন এবং কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দেন, তখন তাঁকে জানতে পারি।

কৃষ্ণ বস্তুটীকে কেহ যেন অজ্ঞ বস্তু ব'লে মনে না করেন। কৃষ্ণ বস্তুটী কি? কাকে বলে? উনি কি আধ্যাত্মিক কাল্পনিক রূপক বা ঐতিহাসিক কিছু? এসমস্ত কথা সদ্গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ করতে হ'বে, নচেৎ পুঁথি পড়ে আরোহচেষ্টায় কৃষ্ণের কথা জানা যা'বে না। সে রকম চেষ্টাদ্বারা 'কৃষ্ণ' জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের আসামী হ'য়ে যাবেন। 'বৃণুতে' বলতে বরণ করা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচার করতে হ'বে। কৃষ্ণ স্বপ্রকাশ বস্তু, তিনি নিজের তত্ত্ব নিজে প্রকাশ ক'রে থাকেন। 'কর্ত্তাহং' বিচার যেখানে, সেখানে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত হন না। যখন অহঙ্কার ছেড়ে যায়, তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। অদীক্ষিত থাকা পর্য্যন্ত জীবের বরণদশা লাভ হয় না। আমরা কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়দমন করবার চেষ্টা করে থাকি, তা'তে সুফল হয় না। ইন্দ্রিয়গণকে কৃত্রিমভাবে দমন করবার চেষ্টা না করে, ইন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের সেবায় লাগাইয়া দিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা; তখন ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

গত ১৫।১০।৩৪ তারিখে সোমবার অপরাহ্ণে ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুত রেবতী-মোহন দাস শ্রীল প্রভুপাদ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হন।

শ্রীল প্রভুপাদের মথুরায় আগমনাবধি ভোর ৫টা হইতে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও কীর্ত্তন পাঠ এবং সন্ধ্যায় ঐরূপ বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন মৃদঙ্গ করতাল সংযোগে উচ্চৈঃস্বরে সমবেত ভক্তগণ মিলিত-কণ্ঠে প্রত্যহ করিয়া আসিতেছেন। উর্জ্জ-ব্রতোপলক্ষে এখানে শীঘ্রই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ অর্চ্চাবিগ্রহ স্থাপিত হইয়া ব্রত-কাল এখানে অবস্থান করিবেন এবং অর্চ্চিত হইবেন। (শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন।)

ঐ তারিখে অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ আসনঘরে উপবিষ্ট হইয়া সমবেত ভক্তগণ সমক্ষে শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতে শ্রীং উর্জ্জব্রতের মাহাত্ম্য কিছু পাঠ কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, কার্ত্তিক ব্রতোপলক্ষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চন যাঁহারা না করেন, তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। যত কিছু যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি ৭ জন্মের পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। কেহ যদি চাতুর্ম্মাস্য পালন না করেন, তথাচ তাঁহার উর্জ্জব্রত পালন অতি অবশ্য করা উচিত। ইহা একটী বৈষ্ণবব্রত। কার্ত্তিক মাসে এই বৈষ্ণব-ব্রত পালন না করিলে, পাপভাগী হইতে হয়। অতএব নিয়ম মত কার্ত্তিক-ব্রত সকলেরই পক্ষে পালন করা উচিত। চৈত্র মাসে দোলযাত্রা, মাঘ মাসে গঙ্গাস্নান, প্রভৃতি পালন করিয়া, পুষ্যা, শ্রবণা, রোহিণী প্রকৃতিতে এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কার্ত্তিকব্রত পালন না করিলে চিন্তামণি লাভ করিয়া তাহা হারাইয়া ফেলিবার মত দুর্ভাগ্য লাভ ঘটে।

এতদ্ব্যতীত কার্ত্তিকব্রত পালন না করিলে কৃষ্ণবিমুখ হইতে হয়, নরাধম হইতে হয়, যমদূতকর্ত্তৃক পীড়িত হইতে হয় ও যম-পুরীতে বাস হয়। কার্ত্তিক মাসে সকলেরই পক্ষে বৈষ্ণব-দর্শন ও বিষ্ণুপূজা করা অত্যাবশ্যক।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস পাঠকালে শ্রীল প্রভুপাদ "গবাং গ্রাসঃ" বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেন যে 'গো' শব্দে বিদ্যা অর্থাৎ পরমার্থ বিদ্যা অতএব 'গবাং গ্রাসঃ' বলিতে পরমার্থ বিদ্যাদানই বুঝাইয়া থাকে। অন্যত্র 'বিমুক্তি' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, 'মুক্তি' বলিতে সাধারণতঃ 'সালোক্য', 'সার্ষ্টি', সামীপ্য, সারূপ্য, প্রভৃতি মুক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু 'বিমুক্তি' এই শব্দের দ্বারা স্বরূপে কৃষ্ণভজন ও বৈষ্ণব সেবাই লক্ষ্য করিয়া থাকে।

কার্ত্তিকে বৈষ্ণবের কৃত্য

বৈষ্ণবের কৃত্যবর্ণনে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, বৈষ্ণব নিত্যকাল বিষ্ণুর সেবা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুবস্তু যিনি, তিনি আবার বৈষ্ণবের সেবা করিয়া থাকেন। বিষ্ণু তাঁহার ভক্তগণের সেবা করিয়া থাকেন, এ কথাটা কিছু আশ্চর্য্যজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শ্রীরামচন্দ্র তদীয় বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শম্ভুর পূজা করিয়াছিলেন।

অখণ্ড দীপদান

পুনশ্চ ব্যাখ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "অখণ্ড দীপদান" বলিতে সমস্ত রাত্রিদীপ জ্বালিয়া রাখাকে বুঝায়। কৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশে কার্ত্তিক মাসে সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণের অর্চ্চা-মূর্ত্তির সম্মুখে দীপ জ্বালিয়া রাখা কৃষ্ণ-সেবারই অঙ্গের মধ্যে অন্যতম। তবে সাধারণতঃ লোকসকল দেওয়ালী উপলক্ষে বা কার্ত্তিক মাসে আকাশে যে দীপ দান করিয়া থাকেন, তাহার মূলে কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়প্রীতি বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে কৃষ্ণসেবার বা কৃষ্ণপ্রীতির কোন গন্ধ নাই। সে-কারণ কার্ত্তিক মাসে ঐরূপ দীপ দানে জীবের কোন মঙ্গল লাভ হয় না। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে কৃষ্ণ-প্রীতির উদ্দেশে ঐরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়া থাকিলেও বর্ত্তমানকালে উহা কেবল-নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিতেই পূর্ণমাত্রায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ-মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে দীপ প্রজ্বলিত রাখা আবশ্যক।

পরদীপ-প্রবোধন

"পরদীপ প্রবোধন" কথাটী ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে 'পর' বলিতে সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুঝায়। মহাপ্রভু যেমন ব'লেছেন, "ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" এখানে 'পর-উপকার' বলিতে সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার বুঝায়। সেই পর-উপকার হ'চ্ছে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়া, যে দয়া প্রাপ্ত হইলে আর জীবের কোন দিন অমন্দ বা অমঙ্গল উদয় হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 'পরদীপ প্রবোধন' বলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে পর-উপকারের কথা ব'লেছেন, সেই 'চেতোদর্পণমার্জ্জন' প্রভৃতি সপ্তাঙ্গিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-প্রচার ও তাহার বিস্তার-কেই লক্ষ্য করিতেছে।

এই দীপদান-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ উপদেশপূর্ণ ইঁদুরের একটী উপাখ্যান বলি-লেন। কোন একটী বিষ্ণুমন্দিরে বিগ্রহ-সম্মুখে রাত্রিতে ঘৃত প্রদীপ জ্বলিতেছিল। প্রদীপের শলিতা পুড়িয়া আসিয়া প্রায় নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। ইত্যবসরে একটী ইঁদুর ঘৃত খাইবার লোভে দীপস্থ শলিতাটী টানিয়া ফেলায়, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপটী প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এইরূপ ব্যতিরেক-কার্য্য করিতে গিয়া ইঁদুরের সুকৃতি লাভ হইয়াছিল। অসৎ কার্য্য করিতে আসিয়া অর্থাৎ প্রদীপস্থ ঘৃত চুরি করিতে আসিয়াও সৎসঙ্গের ফলে অজ্ঞাতসারে তাহার প্রচুর সুকৃতি সঞ্চার হইয়া গেল। অভক্ত হ'য়ে এসেও যদি ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ-লাভ হ'য়ে যায় তা'হলেও সুকৃতি লাভ বা আত্যন্তিক মঙ্গল হ'য়ে যেতে পারে। পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুবের চরিত্রে এই বাক্যের সম্যক্ সাফল্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। শিশু ধ্রুব রাজ্যলোভে তপস্যারত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনারদের কৃপায় ও তাঁহার সৎসঙ্গে পড়িয়া তিনি রাজ্যলোভ ছাড়িয়া কৃষ্ণের পরম-পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাই ধ্রুব বলেছিলেন,—

> স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
> ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
> কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
> স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

অতএব হরিকথারূপ যে দীপালোক, তাহা সম্যগ্‌রূপে প্রজ্বলিত হউক। হরি-কথা, হরিকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি বিজয় লাভ করুক। তাই মহাপ্রভু বলিলেন,—"সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।" তাই শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর প্রণামে "নমো মহাবদান্যায়" কথা ব্যবহার ক'রেছেন। তাঁ'র চেয়ে অধিক পরোপকারী বা মহাবদান্য আর কে হ'তে পারেন। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন তাহা প্রচার ক'রেছেন। তা'তে কি হ'বে?—কৃষ্ণপ্রেমলাভ হবে, যে লাভের চেয়ে আর অধিক লাভ কেউ কখন দিতে পারেন নি এবং যাহা পূর্ব্বে কখন কোন দিন অর্পিত হয় নাই, সেই অনর্পিতচর-প্রেম-লাভের উপায় তিনি দেখিয়েছেন।

অর্চ্চা-বিগ্রহের নিষ্কপটে সেবা করতে করতে 'শ্রীনাম সেবা' হ'বে, আবার শ্রীনামের সেবা করতে করতে প্রেমলাভ হ'বে। 'দীপ জ্বালতে হ'বে'—এই কথার বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে হৃদয়ে কৃষ্ণনামের স্ফূর্ত্তি করান বুঝাইয়া থাকে। বিষ্ণু কি বস্তু তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানা ও জানান দরকার। চুপ্‌চাপ হরিভজন করার চেয়ে হরিকথার আলোক প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিয়া অমন্দোদয় দয়া প্রচার করাটাই বিশেষ দরকার।

> "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
> সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই বাক্যে শ্রীমহাপ্রভু কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-নাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকামের বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক, ইহাই প্রচার ক'রেছেন এবং প্রচার করতে আদেশ দিয়েছেন।

কুরুক্ষেত্র, দ্বারকা, পুষ্কর, গঙ্গাতীর প্রভৃতি সর্ব্বত্রই কার্ত্তিকব্রত পালন করা যাইতে পারে, কিন্তু মথুরায়—যে মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী—কার্ত্তিকব্রত-পালনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ এ স্থানে ইহা অধিক পরিমাণে কৃষ্ণপ্রীতি-বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট ঐ
৬। জগন্নাথ মিশ্রের পাট ঐ
৭। শ্যামকুণ্ড শ্রীগোদ্রুমকুঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীগৌড়ীয় আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। গৌড়ীয় কৃষ্ণকানন—শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কালনা।
১১। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, হাওড়া,
১৭। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—কটক।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সমুদ্রতীর, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভদ্রকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
৩০। ৪২ নং কালিদপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার নরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ- কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রস্পার রোড, চোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে— ৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্ল্যাডার কাউন, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। অমাব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খগোলরোড মিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। বিদুরকুটীর মঠ – বিজনোর ইউ, পি
৪৪। কুঞ্জকুটীর মঠ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্যান্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট পেপারে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সর্ব্বাঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান – শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত	২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী	৬৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
৭। দ্বাদশ-আলবার	।০
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
১১। ভজন রহস্য	৷৷০
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	
ঐ (বাঁধা)	২৲
ঐ (আবাঁধা)	১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য	৷৷০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
১৭। বেদান্তত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	৷৷০
১৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৷৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
২২। দ্বীপ-দিগ্দর্শন	৵০
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷৷০
ঐ (আবাঁধা)	।৶
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
২৭। গীতমালা	৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩২। শরণাগতি	৴০
৩৩। গীতাবলী	৴০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ	১৷৷০
৩৫। সাধনকণা	
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴৪
৩৭। নবদ্বীপশতক	৴০
৩৮। অর্থপঞ্চক	৴০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	৴১০
৪১। অর্চ্চনকণ	১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)	৷৷০
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা	৷৷০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
ঐ (আবাঁধা)	৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?	৴০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর	৵০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৫৫। সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্	।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৬১। সারাংশবর্ণনম	৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৬২। রায় রামানন্দ	।০
৬৩। নাম ভজন	।০
৬৪। বেদেটিক ওয়ার্ড্স্	।৶০
৬৫। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৬৬। বৈষ্ণবীজম্	।০
৬৭। রোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৬৮। দি ভাগবত	।০
৬৯। রেয়েটিক্ প্রিন্সিপল্স য্যাণ্ড আবেলধেড ডিভোসন	।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা	২৷৷০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৩। সাধন-পথ	।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭৫। গীতাবলী	৴০
৭৬। শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৭৭। শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কত্ত্ব বেথুন কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রোতপথবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও নিরুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বদীয় মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রয়োজনীয় সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় অহিফেন ও ইনজেকসন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৸০
কাটারিভোগ	৫।।০ — ৫৸৵
পাটনাই (সরেস)	
মাকা বাঁকতুলসী (সরেস)	
বালাম	৫।০
কলম	৪।০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা "ধ"	৪৸৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এমমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৶০	।৶	
„ „ ইঞ্চি	২৲	১৸০	১৷০	
„ „ সিকিকলম		৪৲	৬৲	[illegible]
„ „ অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	
„ „ ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্ম্মগণ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭	৬—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৭—৫৫,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫০, ৩	৯—৪৬,	১১—৫০ +	১৭—৩১,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৮
	ছাঃ	৬—৫৫,	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬;	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

'ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার -নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র'

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ১লা নবেম্বর ১৯৩৪ [২০১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বাণিজ্য সম্পর্কে জাপান ও ইংলণ্ড

টোকিওর ২৪শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ লর্ড ব্যার্ণবীর অধীনে ব্রিটিশ পণ্য-শিল্পিগণের যে প্রতিনিধি দল জাপান ভ্রমণ করিয়াছেন, ব্রিটিশ ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্যোন্নতির জন্য সেই প্রতিনিধি দলের চেষ্টায় উভয় দেশের প্রতিনিধি লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইবে। প্রকাশ, এই কমিটি অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইতোমধ্যেই ইংলণ্ড হইতে রেল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য পণ্য আমদানীর জন্য চুক্তি হইয়াছে।

তহবিল তছরুপ ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

রেঙ্গুণ গবর্ণমেন্টের ৪৭৫৲ টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে মিয়াউঙ্গমিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট টাউনসিপ অফিসার হউ বা পেকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভিযোগে প্রকাশ, ১৯৩১ সালের নবেম্বর মাসে বেসিন জিলার থাবাঙ্গ টাউনসিপ অফিসারের কার্য্য করিবার কালে কৃষি ঋণ বিতরণ সম্পর্কে আসামী উক্ত টাকা উঠায়। অতঃপর তাহাকে ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরের পর অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, আসামী ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

বগুড়ায় পটকা দুর্ঘটনা

লছো প্রামানিক নামক একজন মুসলমান যুবক পটকা বানাইতে যাইয়া হঠাৎ মসলায় আগুন ধরিয়া যাওয়ায় নিহত ও আর তিনজন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিত্রয় হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে।

শোচনীয় দুর্ঘটনা

সদাদপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, স্থানীয় মিউনিসিপালিটী একখানি জীর্ণ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দেন। কিন্তু সহসা ঐ গৃহখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ফলে সমগ্র পরিবার ঐ স্তূপের নীচে চাপা পড়ে। বহু চেষ্টায় ঐ বাড়ীর সকলকেই ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ধার করা হয় এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। কন্যাসহ মাতা কিছুদিন পর মারা যায়; পিতা পুত্র ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ কলিকাতার মেয়র মন্ত্রীর আমন্ত্রণ রক্ষা

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় বোম্বাই কংগ্রেসে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া হিন্দুস্থানের অন্যতম কর্ম্মচারী ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্যালকে প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সভাপতির বিশেষ অনুমতিক্রমে উহা অনুমোদিত হইয়াছে এবং ডাক্তার সান্যাল নলিনীবাবুর স্থলে বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে যোগ দিয়াছেন।

প্রাণদণ্ডাদেশ

লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি রঞ্জিলালের এজলাসে ৪ জন পাঠান কি করিয়া রাওলপিণ্ডির প্রান্তদেশে কোনও এক গ্রামের এক হিন্দু সাহুকারের টাকা পয়সা লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করে তাহার কাহিনী বর্ণিত হয়

প্রকাশ, ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই নাকি পাঠানগণ ঐ কার্য্য করে। বিচারপতিগণ রাজসাক্ষী গোপাল সিংহের উক্তি অবিশ্বাস করিয়া মহম্মদ ইউসুফের মৃত্যুদণ্ড এবং অপর তিন জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ নাকচ করিয়া দেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী মহম্মদ ইউসুফ রাজসাক্ষী গোপাল সিংকে ফতিমা নাম্নী একটী সুন্দরী পাঠানবালিকার সহিত বিবাহ দিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে রাজসাক্ষী গোপাল সিং ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে রাজী হয়।

অতঃপর আসামী ঋণের দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কর্ত্তার সিং নামক একজন ধনী সাহুকারের টাকা পয়সা লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার জন্য রাজসাক্ষী গোপাল সিংহের সহিত ষড়যন্ত্র করে প্রকাশ, কর্ত্তার সিং পাঠানদিগের নিকট টাকা পাইত। রাজসাক্ষী সাহুকারের বাড়ীতেই শয়ন করিত। সে পাঠানদিগকে সাহুকারের বাড়ীতে প্রবেশের সুযোগ দেয় এবং তাহারা তাহাকে পিস্তলের গুলীতে হত্যা করে। উভয় আসামীকেই জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের জামিন নাকচ হইয়া যাওয়ায় তাহারা ভেকেসন জজের নিকট দরখাস্ত করে।

জাল টিকিট ব্যবহারের অভিযোগ

বর্দ্ধমান রেলওয়ে টিকিট প্রতারণার মামলা সম্পর্কে ধৃত ভাবা সিং এবং অপর এক ব্যক্তিকে জজ মিঃ এস এন মোদক ১০০০৲ জামিনে মুক্তি দেন।

অভিযোগে প্রকাশ, একখানি জাল টিকিট লইয়া ভ্রমণ করায় দেও নারায়ণ পাঠক নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার শরীর তল্লাসী করিয়া তাহার নিকট এরূপ আরও ১০ খানি জাল টিকিট পাওয়া যায়। অতঃপর বহু বাড়ী খানা তল্লাসী করা হয় এবং ভাবা সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপর আসামী আদালতে আত্মসমর্পণ করে।

আইন অমান্য সম্পর্কে বন্দীদের সংখ্যা

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ভারতের জেলসমূহে আইন অমান্য সম্পর্কে দণ্ডিত ২৯৪ জন বন্দী ছিল। গত আগষ্ট মাসে তাহাদের সংখ্যা ৩৩০ এবং গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ৪২৯৯ ছিল। উক্ত ২৯৪ জন বন্দীর মধ্যে বোম্বাইয়ে ১১৩ জন, বাঙ্গালায় ২৭ জন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ২৬ জন এবং যুক্ত প্রদেশে ১২ জন ছিল। বর্ত্তমানে কোনও নারী বন্দী নাই।

বিদেশে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, বিদেশে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি করা বাঞ্ছনীয় কিনা, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন। বলিভিয়া ও পেরাগুয়েতে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে অযথা বিলম্ব হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা এই বিষয়ে অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন। বর্ত্তমানে একমাত্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই বিদেশে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন

মহেশগঞ্জে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম মহেশগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের এক কন্যার দুইটী বালিকা-কন্যা গত ৩০শে অক্টোবর খড়ে নদীতে স্নান করিতে যাইয়া জলের আবর্ত্তে পতিত হয়। তাহাতে উভয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

দুর্গাপূজার সময় যদিও বৃষ্টির আধিক্যে গৃহের বাহিরে আসা যায় নাই, তথাপি আজ সপ্তাহাধিক কাল যেন আকাশ নির্মল থাকায় কৃষকগণ হৃষ্টচিত্তে রবিশস্য বপন করিতে পারিতেছে। সময় সময় দুই খণ্ড মেঘ আকাশের গায়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া কৃষিজীবীগণের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া সময়মত কার্য্য করিতে পারিলে সুফলের আশা করা যায়।

হেমন্তের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শীতের আমেজ দেখা দিয়াছে। উত্তরে হাওয়া তাহার স্বাভাবিক শৈত্যসহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মধ্যে দখিন দামাল হাওয়া তাহার স্থান অধিকার করায় শীত যেন রণে ভঙ্গ দিয়াছিল। কিন্তু সে পুনরায় অধিক জোরের সহিত তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। শীতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের স্থানে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে। ডোবা, খাল, বিল, প্রভৃতিতে যে পচাজল রহিয়াছে উহাই মশকের বিহার স্থলরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ম্যালেরিয়া প্রসারের সহায়তা করিতেছে। কেরোসিন প্রভৃতির প্রয়োগ-দ্বারা মশার উৎপাত হইতে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত

ভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কর্ম্মিবৃন্দের অন্যতম পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত লীডার পত্রের বয়ঃক্রম গত বিজয়া দশমী তিথিতে পঞ্চবিংশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। পাঠকগণ জানেন ইহা যুক্ত প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়।

এই পত্রের সহিত অনেক কীর্ত্তিমান্ লোকের গাঢ়তর সম্বন্ধ রহিয়াছে। পরলোক-গত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখনও ইহার ডিরেক্টার বোর্ডে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু রহিয়াছেন। পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত সি ওয়াই চিন্তামণিও খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি। বলা বাহুল্য এই সমস্ত প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পরিচালনাধীনে আসিয়া "লীডার" পত্রিকা সহজেই কাম্য ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্ররূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া পত্রিকাটি যেরূপ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত ও পরিচালিত হইতেছে এবং ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে আপনার মত নৈপুণ্যের সহিত ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়

দেখা যাইতেছে, জাপান মাঞ্চুরিয়াতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য এই আত্মপ্রকাশের কার্য্যটি যথারীতি মাঞ্চুক গবর্নমেণ্টের নামে এবং মারফতে দিতেছে। মাঞ্চুক সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এবং অর্থ ও নৈতিক উন্নতির জন্য তাঁহারা আগামী বৎসর হইতে মাঞ্চুরিয়ার সমগ্র তৈল ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার গ্রহণ করিবেন এবং এই কারণে বৃটিশ ও মার্কিণ কোম্পানীগুলির যে ক্ষতি হইবে, তজ্জন্য তাঁহারা চিন্তিত। এই ঘোষণায় ইংরাজ ও মার্কিণের উদ্বিগ্ন হইবার কথা।

* * *

নবগঠিত সন্ধির তিনধারা অনুসারে মাঞ্চুরিয়াতে কোন বৈদেশিক শক্তিই একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী নহে। এই দেশের দ্বার সকল ব্যবসায়ীর জন্য খোলা রাখিতে হইবে। সুতরাং নবগঠিত মাঞ্চুরিয়া পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর প্রধান অংশীদার-রূপে জাপান যখন একচেটিয়া অধিকার লাভে উদ্যত হইয়াছে, তখন স্বার্থের সংঘাতে চিত্তদাহ ঘটা একান্ত স্বাভাবিক। ভাবিবার বিষয় এই, কাহার রাজ্য কাহারা ভাগাভাগি করিয়া লইতেছে এবং কাহার খনিজ সম্পদ শোষণ লইয়া আজ বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ অধিকারের দাবী জানাইতেছেন! মাঞ্চুরিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া অসহায় চীন নিজের দেশে আরও কত করুণ দৃশ্য দেখিবে কে জানে?

দক্ষিণ আফ্রিকার পিটারমরিজবার্গ সহর হইতে ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী একটী গ্রামে আমেদমোল্লা ও (তাহার পুত্র) ইয়ুসুফ নামে দুইজন ভারতীয় ব্যবসায়ীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। হত্যাকারিগণ তাহাদের দেহ এমনভাবে পোড়াইয়া ফেলিয়াছে যে, চিনিবার উপায় নাই এবং তাহাদের তরকারী দোকানটিকেও লুঠ ও অগ্নিদগ্ধ করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আর একটি গ্রামেও দুইজন ভারতীয়ের অনুরূপভাবে জীবনান্ত ঘটিয়াছে। বহু কিছুকাল ধরিয়া ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রাম্য অঞ্চলে ছোটখাটো ব্যবসায় করিতেছেন এবং বিশেষ কোন দুর্ঘটনাও তাহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া ঘটে নাই। পিটার মরিজ-বার্গের পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্বাস দিয়াছে যে, ভারতীয় সম্প্রদায়ের [illegible] প্রচার-কার্য্যের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই এবং পূর্ব্ববর্ত্তী হত্যার সহিত পরবর্ত্তী হত্যারও কোন যোগ নাই, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ অবস্থা হইতে অনেকে অল্প কিছু আশঙ্কা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারত গবর্ণমেণ্ট ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া হত্যাকারীগণের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার বীভৎস ব্যাপারের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ সম্বন্ধে ম্যাডভান্স বলিতেছেন—একটা দৃঢ়তার সুর, শুভেচ্ছামূলক মনোভাব, আশার বাণী এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস, এই সমস্ত দ্বারা পরিপূর্ণ সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়া কেবল বোম্বাইয়ে সমবেত নরনারীবৃন্দ নয় দেশের সর্ব্বত্র সকল স্থানের অধিবাসীবৃন্দ অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন। কিন্তু উপসংহারে ম্যাডভান্স বলিয়াছেন যে, সভাপতির বক্তৃতায় অন্ততঃ দুইটী বিষয়ে সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে। প্রথম কথা, শ্রীযুক্ত গান্ধীজির কংগ্রেসত্যাগ দ্বারা যে কংগ্রেসের কল্যাণ হইবে, ইহা "ম্যাডভান্স" স্বীকার করেন না। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ম্যাডভান্সের এই দ্বিতীয় প্রস্তাব-সম্বন্ধে আমরা একমত।

কংগ্রেসের গঠন বিধি সংস্কারের প্রস্তাব

কংগ্রেসের গঠন বিধি সংস্কার সম্পর্কে "গঠন-বিধি-সংস্কার-সাব-কমিটি" যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার কয়েকটা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে;

১। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অথবা ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটির অভিপ্রায় অবগত হইয়া ওয়ার্কিং কমিটী কোনও নূতন কংগ্রেস প্রদেশ গঠন করিতে, এক প্রদেশের কোনও জেলা অপর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিতে অথবা কোনও দেশীয় রাজ্যকে কোনও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীও উক্ত দেশীয় রাজ্যকে নিজের এলাকাধীন কোনও জেলা কংগ্রেস কমিটীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

২। নির্ব্বাচনের ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে যাহার নাম কোনও কংগ্রেসে রেজিষ্ট্রী থাকিবে না, তিনি কোনও নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না।

৩। উপরিলিখিত নিয়ম অনুসারে যিনি যোগ্যতাসম্পন্ন তিনি যদি স্বভাবতঃ হাতে কাটা সূতার, হাতে বোনা খদ্দর পরিধান করেন, তবে তিনি কোনও কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন কিন্তু কেহ একবারে সমপর্য্যায়ভুক্ত দুইটী কংগ্রেস কমিটীর সদস্য হইতে পারিবেন না।

৪। প্রতিনিধি সংখ্যা এক হাজার নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং এক হাজার সদস্য একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ও গ্রাম্য অঞ্চলের জন্য ৭৫০ জন প্রতিনিধি এবং সহর অঞ্চলের জন্য ২৫০ জন প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই অনুপাত যাহাতে বজায় থাকে তজ্জন্য ওয়ার্কিং কমিটী "এক হাজার সদস্যের জন্য একজন প্রতিনিধি"—এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন।

৫। সদস্য সংখ্যা যতই হউক, প্রত্যেক প্রদেশ অন্ততঃ দশজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবে।

৬। প্রত্যেক প্রদেশের লোক সংখ্যা, প্রতিনিধি সংখ্যা ও আর্থিক যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রত্যেক প্রদেশের জন্য যে ফি নির্দ্দেশ করিবেন প্রত্যেক প্রদেশ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে ঐ পরিমাণ ফি দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৭। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ্চ মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর যে স্থানে অধিবেশন করা সাব্যস্ত হয় অথবা ওয়ার্কিং কমিটি যে স্থানে অধিবেশন করা স্থির করেন, ঐ স্থানে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

৮। যদি হিন্দু অথবা মুসলমান প্রতিনিধিগণের তিন চতুর্থাংশ কোনও প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, তবে ঐ প্রস্তাব বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে আলোচিত হইতে পারিবে না এবং কংগ্রেসের পূর্ণাধিবেশনেও প্রেসিডেণ্ট ঐ প্রস্তাব আলোচনার অনুমতি দিবেন না।

৯। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের ঐ অধিবেশনের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠিত হইবে।

[illegible] নির্ব্বাচন সম্পর্কিত যে কোনও ঝগড়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট নিষ্পত্তির জন্য আসিবে ঐ সম্পর্কে তদন্তের জন্য প্রথম অধিবেশনেই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি বারজন সদস্য ঠিক করিবেন। এই বারজনের মধ্য হইতে লোক লইয়া উক্ত ঝগড়া সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা হইবে।

১১। তদন্তের জন্য বিবদমান দুই পক্ষ উক্ত বারজনের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া লোক মনোনীত করিবেন, এবং প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের মধ্য হইতে আর একজনকে বিচারক নিযুক্ত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১০ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১লা নবেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ২০১শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

আসাম প্রদেশে

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, আসামে শ্রীগৌরবাণীর প্রতি আগ্রহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। নানা স্থান হইতে আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ দাসাধিকারী বি-এজি,বি-টি সেবাতীর্থ মহাশয়ের প্রচারার্থ আহ্বান আসিতেছে। কিন্তু শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এবার পূজার উপলক্ষে স্কুল মাত্র ১২ দিন বন্ধ ছিল। এই বারটি দিনই তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রচার-কার্য্যের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

গত ১১ই অক্টোবর তিনি কয়েকজন ভক্তসহ ধুবড়ী হইতে গোয়ালপাড়ায় শুভ-বিজয় করেন। তৎপর দিবস আগিয়া-গ্রামে শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হওয়া যায় মহাশয়ের স্বধাম-প্রাপ্ত পিতৃদেব শ্রীপাদ বীরনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয়ের শ্রাদ্ধ বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা সাত্বত-বিধানে অনুষ্ঠান করেন।

গত ১৩ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নারায়ণ দাস ও শ্রীযুক্ত রতীরাম দাস প্রমুখ পাণ্ডত মহাশয়গণের আগ্রহে পদব্রজে ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় গত ১৪ই অক্টোবর একটী সভা আহূত হয়। উক্ত সভায় সেই অঞ্চলের বহু লোক সমুপস্থিত ছিলেন। সভায় শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র গাঙ্গুলী বি-এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সেবাতীর্থ প্রভু বক্তৃতা করেন। উক্ত সভাতে আচার-বিচার-বিবর্জ্জিত নাম ও ধর্ম্মের নামে মন্ত্রহীন উপসম্প্রদায়গুলি যে শুদ্ধভক্তির যাজন হইতে বহু দূরে অবস্থিত ইহা শাস্ত্র ও ঐতিহ্যমূলে আলোচিত হয়।

গত ১৫ই অক্টোবর ১০ দশ মাইল হাঁটিয়া ঝড় বৃষ্টির জন্য কদালধুয়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ সরকার ভক্ত মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেবা-তীর্থ প্রভুর আগমনের কথা শুনিয়া সেখানে দলে দলে লোক তাঁহার দর্শনে আসিতে থাকেন। বহু রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও হরি-প্রসঙ্গ চলিয়াছিল।

তৎপর দিবস ২২মাইল হাঁটিয়া সেবা তীর্থ মহোদয় বিষ্ণুপুর গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে তৎপরদিন অর্থাৎ ১৭ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র দাস ভক্ত মহাশয়ের বাটীতে তদীয় ভাগিনেয় গৌড়ীয়মঠাশ্রিত স্বধামগত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস মহাশয়ের বিষ্ণু নৈবেদ্যের দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন।

গত ১৮ই অক্টোবর সেবাতীর্থ প্রভু সদলবলে ৮ মাইল হাঁটিয়া বৈঠামারী-নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দাস ভক্ত মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন এবং গ্রামবাসিগণের আগ্রহে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট স্কুলগৃহে অব-স্থান করেন। তথায় স্কুলপ্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক সমুপস্থিত হন। সকলেই সেবাতীর্থ প্রভুর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণপূর্ব্বক বহুলোক শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহু প্রশংসা করেন এবং ক্ষত্রিয়সমাজের নেতা শ্রীযুক্ত নরেশ্বর টনকরনবীশ বাবু ও অন্যান্য ৪।৫ জন লোক শ্রীনামপ্রার্থী হইয়া শ্রীনাম গ্রহণ করেন।

১৯শে অক্টোবর তারিখে তিনি রঘুনন্দা-পুরীতে একটী বক্তৃতা করেন। এই সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেই বাস্তবসত্যের কথা সেবাতীর্থ প্রভুর মুখে শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।

গত ২০শে অক্টোবর ২০ মাইল হাঁটিয়া ভক্তসহ তিনি কাঁঠালবাড়ী নামক গ্রামে শুভবিজয় করেন। সেখানে শোনা গেল যে, সেবাতীর্থ প্রভুকে দেখিবার জন্য ২।৩ দিন হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঝড়বৃষ্টির জন্য তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় অনেক লোক স্ব-স্ব-স্থানে চলিয়া যান। তৎপর দিবস কেন্দুকুচিগ্রামে ৫ মাইল হেঁটে ২টার সময় বক্তৃতা দেন। সেখানকার অধিবাসিগণের এত আগ্রহ যে, সেবাতীর্থ প্রভুকে পাইয়া তাঁহারা অতিশয় ধুমধামে উৎসব করেন।

২১শে অক্টোবর তিনি ৭মাইল দূরবর্ত্তী টকনকাটা গ্রামে উপস্থিত হন এবং সরল আসামী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাহা শ্রবণে সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পরে শ্রীগোপেশ্বর শর্ম্মা শ্রীঘনকান্ত পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী অনেক পরি-প্রশ্নের পর গৌড়ীয়সিদ্ধান্তই জগতে এক-মাত্র সত্য ব'লে তাঁহারা সেবাতীর্থ প্রভুর নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করেন।

যে সেবাতীর্থ প্রভুকে আসাম-বাসিগণ কিছুদিন পূর্ব্বে 'শত্রু' জ্ঞান করিত আজ সেই সেবাতীর্থ প্রভুকে তাঁহারা একমাত্র বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। আজ এই যে সত্যের প্রতি আদর, তাহা দেখিয়া আমরা কেন, সত্যসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

কাশীতে

বিগত ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর সোমবার হইতে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে পূর্ণিমাপক্ষে উর্জ্জাব্রত আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আদেশ ও নির্দ্দেশক্রমে মঠবাসিগণ এই দামোদর মাসে তৈল, লাউ, সিম, বরবটী, কলমী, পটোল, বেগুন প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বর্জ্জন-পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক সদাচারশিক্ষা, হরিকথা-আলোচনা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠান-দ্বারা নিয়ম-সেবার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪॥টা হইতে ৫॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধের নিমিরাজ ও নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য ও শুদ্ধ ভক্তগণের মুখে শ্রীহরিকথামৃতপানে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের কথা সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। প্রত্যহই প্রায় দেড়শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে স্বামীজীর পাঠ শ্রবণ করিতেছেন। শ্রোতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে। আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পর-বিদ্যালঙ্কার প্রভু বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমঠসেবকগণকে ও শুশ্রূষু জন-সাধারণকে সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবানুগত্যে ভগবদ্ভজনের বিষয় উপদেশ করিতেছেন।

বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হ'য়ে যাই। তখন এই জগতের কাজগুলোই সব চেয়ে বড় ব'লে মনে হয়, ভগবদ্ভক্তির আর কোন আদর তখন থাকে না, উহা গৌণস্থান অধিকার করেন। ভক্তির পথ ছেড়ে দিয়ে অভক্তির পথ গ্রহণের ফল শ্রীমদ্ভাগবতে "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ···পতন্ত্যধঃ অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে। অর্থাৎ তখন আমাদের পতন হ'য়ে যায়। ভক্তি—সাধন ও সাধ্য উভয়ই। অভক্তিমার্গে যাহা সাধনা, সিদ্ধিকালে তাহা পরিত্যাজ্য হয়; তা'ছাড়া অভক্তিমার্গে সেবা, সেবক ও সেব্য—এই তিন বস্তুর নিত্যত্ব নাই, সেইজন্য অভক্তিমার্গের প্রাপ্য ফল তাৎকালিক, কিন্তু ভক্তিমার্গে সেবা, সেবক ও সেব্য—এই তিন বস্তুই নিত্য। তাই ভক্তির সংজ্ঞা-বর্ণনে ব'লেছেন, সমস্ত-উপাধি-নির্ম্মুক্ত অবস্থায় ভগবানে পূর্ণ-প্রপত্তি-দ্বারা নির্ম্মলাত্মা হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশের (ইন্দ্রিয়াধিপতির) সেবাই হচ্ছে ভক্তি।

গত মঙ্গলবার ২৯শে আশ্বিন, ১৩৪১, ইংরাজী ১৬।১০।৩৪ তারিখে সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তন হওয়ার পর আসন ঘরে বহু ভক্তগণ সমক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত হরিকথা বলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া যে ভক্তিযোগের কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দেখিতে পাই—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালি হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

ব্রহ্মাণ্ড বলিতে সাতটী ঊর্দ্ধলোক—ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য এবং ৭টী অধোলোক তল, অতল, বিতল প্রভৃতি। এই চতুর্দ্দশ ভুবনকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়—৭টী ঊর্দ্ধ ও ৭টী অধঃ এই চৌদ্দটী স্তরে ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মের অণ্ড। ব্রহ্মার মনোময় চক্র অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবের মনোধর্ম্ম (mental speculation) এই চতুর্দ্দশভুবন বা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই গতিবিধি করিতে সমর্থ, তাহার বাহিরে যাইবার সামর্থ্য নাই।

মনোধর্ম্মী সেবাবিমুখ জীব যাহারা—এই ব্রহ্মাণ্ডই তাহাদের ভ্রমণের ভূমিকা হইয়াছে। ঘুরে ফিরে পুণ্য কর্ম্ম ও পাপ কর্ম্মের ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরই তাহাদের থাকিতে হয়; "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥" এই কালকোঠা রাজ্যে পুণ্যের বলে কোথাও স্বর্গ-সুখের কথা আছে এবং পাপকর্ম্মের ফলে কোথাও দুঃখের কথা আছে। ৭টি অধস্তলে সেই দুঃখের বোঝা বইতে হয়। গার্হস্থ্য জীবন যাঁ'রা যাপন করেন, তাঁ'দের ভ্রমণের ভূমিকা হচ্ছে—ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ। তাপসগণের ভ্রমণের ভূমিকা হচ্ছে—সত্য, মহঃ, জন, তপঃ। সত্য, মহঃ, জন, তপঃ লোকে স্ত্রীর সহিত যাইবার ব্যবস্থা নাই। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বিরজা। বিরজা জলময়-স্থান। প্রকৃতির সত্ত্ব,রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের অস্তিত্ব এখানে নাই; এখানে জন্ম স্থিতি,ভঙ্গের কোন অস্তিত্ব নাই। এই তিনটি গুণ এখানে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছে।

জ্ঞান-কর্ম্মেরও বীজ আছে, আবার ভক্তিরও বীজ আছে। যা'র ভাগ্যে যেটা উদয় হয়। জীব যে কোন লোকেই থাকুন না কেন, সৌভাগ্যগুণে গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণের নিকট হইতে অথবা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের (আশ্রয় জাতীয়-বস্তুর) নিকট হইতে ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। এখানে একটা প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, জ্ঞানী গুরু কি গুরু হ'তে পারেন না? বিধিপথে অগ্রসর হ'লে সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি লাভ হইতে পারে। ভক্তিপ্রভাবে তাহা লাভ হ'তে পারে। পরব্যোমে যে মুক্তি লাভ হয়, তাহাতে চতুর্ভুজ বিষ্ণুত্ব লাভ হয়। মুক্তি-বর্ণনে এইরূপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

পাঁচ প্রকার মুক্তির কথা আমরা পেয়ে থাকি—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। সালোক্য বল্‌তে বিষ্ণুর সহিত সমান-লোক-প্রাপ্তি, সার্ষ্টি বল্‌তে বিষ্ণুর সঙ্গে সমান ঐশ্বর্য্য, সামীপ্য বিষ্ণুর সমীপে বাস, সারূপ্য বিষ্ণুর সহিত একরকমের রূপ লাভ করা; আর সাযুজ্য মুক্তিতে বিষ্ণুর সঙ্গে একীভূত হ'তে পারা যায়। কিন্তু সাযুজ্য মুক্তিটা অত্যন্ত গর্হিত এবং ভক্তিবিগর্হিত। ব্রহ্ম-সাযুজ্য থেকেও আবার ভগবৎ-সাযুজ্য অধিকতর ঘৃণিত।

ভগবদ্ভক্তগণ দিলেও কোন প্রকারের মুক্তি গ্রহণ করেন না। প্রভু হ'য়ে যাওয়া (স্বয়ং বিষ্ণু হ'য়ে যাওয়া) অপেক্ষা প্রভুর দাস হ'য়ে থাকাটা খুবই ভাল ও মঙ্গলজনক। সাধারণ বিচারে একটা কথা বলা যেতে পারে, যেমন নিজে চিনি হ'য়ে যাওয়া অপেক্ষা চিনির আস্বাদন করাটা ভাল ও সুখকর, সেইরূপ স্বয়ং প্রভু হ'য়ে যাওয়া অপেক্ষা প্রভুসেবায় নিত্যানন্দ লাভ করা অধিকতর সুখকর।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী গুরু (?) প্রকৃত গুরু হ'তে পারেন না। বৈষ্ণব না হ'লে গুরু কেউ হ'তে পারেন না, অবৈষ্ণব কখনও গুরু হ'তে পারেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতে জান্‌তে পারি, "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ অভক্ত এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হ'তে পারেন না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির চিত্ত অসদ্-বিষয়ে ধাবিত, সেকারণ তাহাদের চিত্ত তদ্বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত নহে। একমাত্র কৃষ্ণভক্তগণই নিষ্কাম ও সদ্বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকায় গুরু হ'বার যোগ্য। নচেৎ যাহাদের 'মনোরথেনাসতো ধাবতো বহিঃ' অবস্থা, তাহারা লঘু বস্তু, গুরু হ'তে পারে না। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥" বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু—উভয়ই অসদ্-বিষয়ে নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিষয়ে ধাবিত। অতএব কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি গুরু হ'তে পারে না। নির্ব্বিশেষবাদী সৌর, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতিকে কখনও গুরু করতে হ'বে না, কারণ এ'রা সবই অবৈষ্ণব।

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" তাই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকেই গুরু করতে হ'বে; অবৈষ্ণবকে গুরু করলে, নরকে চলে যেতে হ'বে। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। তস্মাদ্ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥ অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥ যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" ঐ রকম অবৈষ্ণবকে গুরু করলে গুরু ও শিষ্য উভয়কে নরকে চলে যেতে হবে।

যে সকল গুরু-নামধারী ব্যক্তির "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" কিংবা "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" প্রভৃতি বুদ্ধি আছে, সে-রকম গোখর-বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গুরু হ'তে পারে না। পণ্ডিত-নামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি ঐরূপ নির্ব্বোধ হয়, তবে তা'দের গুরু করতে হ'বে না। বিষ্ণুই সকলের সকল দেবতার ঈশ্বর, বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে সমান মনে করতে হ'বে না। যা'রা ঐরূপ সমান মনে করে তা'রা নারকী, তা'দের গুরু করতে হবে না। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের স্বতন্ত্রভাবে কোন সামর্থ্যই নাই; তাঁ'রা সকলেই বিষ্ণুশক্তিতে শক্তিমান্। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রমুখ দেবতাগণ এক সময়ে নিজ নিজ স্বতন্ত্রশক্তির গর্ব্ব ক'রেছিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের পরীক্ষার জন্য একগাছি শুষ্ক তৃণ দিয়ে ইন্দ্রকে ব'লেছিলেন উহা জলে সিক্ত করিতে, বায়ুকে উহা উড়াইয়া দিতে এবং অগ্নিকে উহা দগ্ধ করিতে। উঁহারা নিজ নিজ শক্তিপ্রয়োগ করিয়াও ঐ ঐ কার্য্যে সমর্থ হন নাই। বিষ্ণুশক্তিতেই উঁহারা পরস্পর শক্তিমান্। তাই বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জান্‌তে হ'বে। যা'দের সে রকম বুদ্ধি নাই, তা'রা গুরু-সেবার যোগ্য নয়।

গুরুর প্রসাদ ও কৃষ্ণের প্রসাদ একই বস্তু। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। ভগবান্ স্বয়ং ব'লেছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

গুরুর প্রসাদ লাভ হ'লে আমাদের সেবোন্মুখতা লাভ ঘটে; আর সেবোন্মুখ হৃদয়েই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

নিজে মালী হ'য়ে সেই ভক্তিলতার বীজ আরোপণ করতে হ'বে। আবার বীজ কেবল রোপণ করে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। তা'তে শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ জল সেচন করতে হবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম থেকে অথবা সাধুগণের মুখ হ'তে যাহা শ্রবণ করব, সেইগুলি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিসকলের নিকট কীর্ত্তন করাটাই ভক্তিলতাবীজে জল-সেচনরূপ কার্য্য।

একটা সন্দেহ হ'তে পারে যে, এই ভক্তিলতা এই ব্রহ্মাণ্ডে আবদ্ধ থাকে না কেন? কারণ হচ্ছে, এই ভক্তিলতা সেবা করবার জন্য সেব্য বস্তুর এখানে আশ্রয় পায় না। তা'র পর সেই লতা ব্রহ্মলোকে যায়। সেটী নির্ব্বিশেষধাম, সেখানেও লতা সেবা করবার কোন বস্তু না পাইয়া পরব্যোমে যায়। সেখানে শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্য—এই আড়াই প্রকার রসে সেব্যবস্তু শ্রীনারায়ণের সেবা লাভ করে। সেখানেও আড়াই প্রকার রসে পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়ায় ক্রমশঃ গোলোকে কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে গিয়া আশ্রয় লাভ করে এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচপ্রকার রসে সেব্য বস্তুর সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। কৃষ্ণ হচ্ছেন অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি পূর্ণ প্রকার রসে সেবা একমাত্র কৃষ্ণেই সম্ভব, অন্যত্র নহে।

কলিকাতার বাজার দর।

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেস	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৪।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'দ'	৪৷৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—১৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৩	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৩-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪৭ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C1544

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া-জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪১, ২রা নবেম্বর ১৯৩৪ [২০২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

দাঁত ভাঙ্গিবার অভিযোগ

প্রেসিডেন্সী কোর্টের উত্তর বিভাগের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলীর এজলাসে কর্ত্তার সিং ও চমন সিং নামক দুইজন শিখ উত্তর কলিকাতার গুণ্ডা-দমন বিভাগের হৃদয়ানন্দ মিশির নামক জনৈক কনেষ্টবলকে মারপিট করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

প্রথম আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে স্বেচ্ছায় উক্ত কনেষ্টবলকে জুতা, ঘুষি ইত্যাদি দ্বারা প্রহার করিয়াছিল। ফলে তাহার একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। দ্বিতীয় আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে প্রথম আসামীকে উক্ত অপরাধের অনুষ্ঠানে প্ররোচনা ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। অভিযোগের বিবরণে আরও প্রকাশ যে, রাত্রি অনুমান ১০টা ১৫ মিনিটের সময় অভিযোগকারী একটি বাসে উঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা চলিবার সময় অভিযোগকারী উক্তরূপে প্রহৃত হয়।

মোটর গাড়ী চুরির অভিযোগ

প্রেসিডেন্সী কোর্টের উত্তর বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে গ্যাসিরুদ্দীন নামক জনৈক লোক ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের মিঃ হবিবর রহমানের বেবী অষ্টিন মোটরকার চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, মোটরখানি অভিযোগকারীর বাড়ীর সম্মুখে ছিল এবং আসামী উহা চালাইয়া লইয়া যায়। পরে জনৈক কনেষ্টবল আসামীকে লেক রোডে গ্রেপ্তার করে।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে মারপিটের জের

কাচিয়ের ২৬শে অক্টোবর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নীলকণ্ঠ আয়ার যখন আদালতে প্রবেশ করিতে ছিলেন, তখন যোশেপ নামক একজন খৃষ্টান যুবক আসিয়া তাঁহাকে মারপিট করে। প্রথমবার আঘাত করিবা মাত্রই মোতায়েন পুলিশ আসিয়া যোশেপকে ধরিয়া ফেলে। অতঃপর তাঁহাকে পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। তিনি আসামীকে তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রতারণার মামলা

বহরমপুর সৈদাবাদে ব্যবসায়ী বর্ণিত হনুমান দাস, জহরলাল, শোভনলাল, ফুলকুমারী দাসী, চপলা দেবী প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র অভিযোগের এক মামলা আনয়ন করিয়াছিল। তাহার বিচারের দিন গত ২৫শে অক্টোবর ধার্য্য ছিল। পুনরায় ৮ই নবেম্বর তারিখ পড়িল। উক্ত মামলার আসামী নরেন কুণ্ড (মাতুল) ও আরও তিনজন ব্যক্তি হাজত বাস করিতেছিল। নরেন কুণ্ড জামীনে মুক্তিলাভ করিয়াছে। অন্যান্য তিনজন এখনও হাজতে আছে।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে গত ২০শে অক্টোবর রাত্রিতে আগুন লাগিয়াছিল। এই মন্দিরটী ভারতের সর্ব্বত্র খ্যাত। পাঁচঘণ্টা পর্য্যন্ত আগুন জ্বলিয়াছে। গর্ভগৃহে বিরাট বিগ্রহ অবস্থিতি করেন। এক সময় আশঙ্কা হইয়াছিল যে, গর্ভগৃহ পর্য্যন্ত অগ্নি বিস্তার লাভ করিবে। কিন্তু সে পর্য্যন্ত অগ্নিদেব পৌঁছাইতে পারেন নাই। আগুন লাগা মাত্র বিগ্রহ রক্ষা করার চেষ্টা হয়।

অগ্নির কারণ জানা যায় নাই। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক একলক্ষ টাকা হইবে। রাত্রি ১১টার সময় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং ভেরীনিনাদ ও কামান দাগিয়া বিপদসূচক বার্ত্তা প্রচার করা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমগ্র সহর হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া ঘটনাস্থলে সমবেত হয়। সৈন্যদল, ফায়ার ব্রিগেড ও পুলিশ অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ফায়ার ব্রিগেডের ইঞ্জিন মন্দিরের দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে না পারায় ফায়ার ব্রিগেডকে কাজে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মন্দিরের কাঠের কাজগুলি ধাতুনির্ম্মিত ফলকে আচ্ছাদিত থাকায় আরও অসুবিধা হইতেছিল। মহারাজা সংবাদ পাইবা মাত্র মন্দিরে গমন করেন এবং অগ্নি নির্ব্বাপনে সকলকে উৎসাহিত করেন।

দেওয়ান স্যার সি পি রামস্বামী আয়ার ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রায় সারারাত্রি মন্দিরে ছিলেন এবং অগ্নি আয়ত্তের মধ্যে আসিলে পর প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গান্ধীজীর বোম্বাই ত্যাগ

খাঁ আবদুল, গফুর খাঁ সমভিব্যাহারে গান্ধী ২৭শে সন্ধ্যায় কলিকাতা মেলে ওয়ার্দ্ধা যাত্রা করেন। গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ষ্টেশনে বহু লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

উক্ত ট্রেণে যাহারা গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মিঃ কে, সি, গুপ্ত অন্যতম।

বহু প্রতিনিধি নিজ নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ

জগৎ বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার ঘোষ ৪ঠা নবেম্বর রেঙ্গুণ যাত্রা করিবেন। শ্রীযুত ছনুলাল মুখার্জ্জী পি কে ঘোষের জীবনরক্ষী হিসাবে যাইবেন। তথায় শ্রীযুত ঘোষ রয়াল লেকে হস্তবদ্ধ অবস্থায় ৬২ ঘণ্টা সাঁতার দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। বিশেষভাবে জানা গেল যে, শ্রীযুত ঘোষ রেঙ্গুণে নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়া তৎপর শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার ঘোষ (তাঁহার ভ্রাতা) ও ছনুলাল মুখার্জ্জীর সহিত জাপান যাত্রা করিবেন।

তক্তপোষের নীচে বোমা

ঝালকাঠির (বরিশাল) সংবাদে প্রকাশ, গত ২৫-১০-৩৪ তারিখে সি আই ডি ইন্সপেক্টর মাখন বাবু স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় ঝালকাঠি থানার অন্তর্গত গড়ঙ্গল গ্রাম নিবাসী হেমলাল চন্দের ঘরে হানা দিয়া উক্ত হেমলাল চন্দ যে তক্তপোষের উপর রাত্রে শয়ন করিয়াছিল, সেই তক্তপোষের নীচ হইতে একটী বোমা বাহির করিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিপ্লব দমন আইনে নোটিশ জারি

শ্রীমান্ জ্যোতিশচন্দ্র বেদজ্ঞ, গোপাল চ্যাটার্জ্জী ও ভোমনীপদ দাস—এই তিনজন যুবকের উপর পুলিশ বিপ্লব দমন আইনের নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছে। তাহাদের কাহাকেও দৈনিক, কাহাকেও বা সাপ্তাহিক থানায় হাজিরা প্রদানের আদেশ হইয়াছে। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে অবস্থান করিবার আদেশ ও পুলিশের বিনা অনুমতিতে স্থান পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিতে হইবে প্রভৃতি নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪১

দেখা যাক [illegible] প্রধানেশের প[illegible] শ্রী ক্লামবাজো [illegible] পাবপুর্ণ দাবী ১৯৩১-৩৯ সালের [illegible] [illegible] বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়াছে [illegible] হচ্ছে না, বুঝি রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়! লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, ইউরোপ ও এসিয়ার মুকুট [illegible] রাজাহীন রাজন্যবর্গের [illegible]লিকায় তাঁহারও নাম সংযোজিত হইবে এবং ইতোমধ্যে ইউরোপের যে "[illegible]"এ তিনি কয়েক মাস ধরিয়া চক্ষুপীড়ার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ভবিষ্যতের দুঃখ সমস্ত আড্ডাই তাঁহার চিরস্থায়ী আশ্রয়স্থল হয়। [illegible] দুর্ভাগাকে [illegible] কখন কি অবস্থা হয় কে বলিতে পারে।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়াছে। আমাদের মনে হয় বাটোয়ারা বিষয়ে কংগ্রেস যে ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা জাতীয়তার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং দেশের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর। ওয়ার্কিং কমিটি এবং বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পরও কেহ কেহ আশা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে পণ্ডিতজীর যুক্তিপূর্ণ অভিমত সমর্থিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের সে মনোবাসনা পূর্ণ হয় নাই।

*　　*　　*

আমাদের মনে হয় শ্রীযুক্ত গান্ধীজী লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে গিয়া সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস বরং অরণ্যে গমন করিবে, তবু সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ারার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবে না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় গণতন্ত্র বিরোধী ভাগ বাটোয়ারা [illegible] অগ্রাহ্য করিবার মত সাহস ও শক্তি আজ কংগ্রেসের নাই!

কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে [illegible] হইয়াছে যে, যেহেতু দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রবল মতভেদ বর্ত্তমান এবং কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করে, [illegible] অতএব কংগ্রেস এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, বর্জ্জনও করিতে পারে না। [illegible] কংগ্রেসের ইতিহাসে একটী নূতন তথ্য আবিষ্কার করিল।

*　　*　　*

কংগ্রেসের সম্মুখে যে পূর্ব্ববঙ্গ [illegible] দেশে সকলেই এক মত! [illegible] যে ছোয়াছুত পেশার বর্জ্জন করিবার জন্য কংগ্রেস দৃঢ়-সঙ্কল্প, তাহাও কোন কোন সম্প্রদায় ব্রিটিশ-রাজের আশীর্ব্বাদ স্বরূপে মাথায় করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত। তাহা হইলে ত' ঐ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে কংগ্রেসের 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' নীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল!

শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, যশোহর সহরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। যশোহর বনগ্রাম নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এন সি গাঙ্গুলী এম-এ মহোদয় বাকুড়া হইতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যশোহর কলেজে একহাজার খণ্ড ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের মূল্যবান্ পুস্তক দান করিবেন।

কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন

ভারতীয় জাতীয় মহাসভার তৃতীয় দিবসের অধিবেশন গত ২৮শে অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বসে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পর প্রথমেই ডাঃ পট্টভি সীতারামায়া নিখিল ভারত পল্লী-শিল্প-সঙ্ঘ সম্পর্কিত প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন, খাঁ আবদুল গফুর খাঁ উহা সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার উক্ত সঙ্ঘকে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব ও পরিচালনাধীনে আনিবার জন্য একটা সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পাটনার সমাজতন্ত্রনেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ মূল প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। শেঠ গোবিন্দদাস মূল প্রস্তাব সমর্থন করেন. শ্রীযুক্ত জে, বি কৃপালনী সংশোধন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া এক বক্তৃতা দান করেন, তৎপর শ্রীযুক্ত মজুমদারের সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। অতঃপর শ্রীযুক্ত গান্ধীর গঠনতন্ত্র সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন হইলে উহা উহা ভোটাধিক্যে গৃহীত হয় কিন্তু সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ হইতে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হয়।

মিঃ আর কে সিধ্ব প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, গান্ধীজীর প্রতি কংগ্রেসের আস্থা অবিচলিত আছে। অতএব কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগের জন্য তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যেন তিনি পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখেন। রাত্রি ঠিক ১১-৩৫ মিনিটের সময় এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ইহার পর সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং ও স্বামী গোবিন্দানন্দ সমবেত প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন [illegible] তৎপর চেয়ারম্যান মিঃ নরীম্যান এবং প্রেসিডেণ্ট [illegible] রাজেন্দ্রপ্রসাদ শেষ বক্তৃতা করেন। তখন রাত্রি ঠিক ২টা। এই সময় কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

একটী ভীষণ দৃশ্য

দারিদ্র্যের প্রাণান্ত দংশন

পত্রান্তরে প্রকাশ, প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে হাওড়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে অন্নাভাবের কারণ একটি ভীষণ খুন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। একটি দরিদ্র পরিবারের দুই ভ্রাতা পৃথক অন্নে বাস করে। ঘটনার দিন জ্যেষ্ঠের পুত্রকন্যাগণ ক্ষুধায় কাঁদিতেছিল। কনিষ্ঠ উহাদের কিছু চাউল দেয়। রান্না প্রায় শেষ, এমন সময় কনিষ্ঠা বধূ বাড়ী ফিরিয়া (তাহার চাউল খরচ হইয়াছে, ইহা দেখিয়া রান্না হাঁড়ি সমেত তুলিয়া লইয়া নিজেদের ঘরে রাখায় জ্যেষ্ঠাবধূ কাঁদিতে থাকে ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা গ্রামে চাউলের চেষ্টায় যায়। বহু চেষ্টায় চাউল না পাইয়া ভীষণ দুঃখে গোয়ালঘরে গিয়া গলায় দড়ি দেয়। পরে জ্যেষ্ঠা বধূ তাঁহাকে মৃত দেখিয়া নিজেও উক্ত গোয়ালে গিয়া [illegible] দেয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা এমন সময় ইহাদের খুঁজিতে গিয়া এতদবস্থায় উভয়কে দেখিয়া দড়ি কাটিয়া নিয়া নামায়। জ্যেষ্ঠা বধূর তখনও শ্বাস ছিল। কনিষ্ঠ তখন ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কনিষ্ঠা বধূকে একটি ঘটির আঘাতে খুন করে। কনিষ্ঠা বধূ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত। জ্যেষ্ঠা বধূ বাঁচিয়া আছেন।

ব্যবহৃত টিকিট বিক্রয়ের অভিযোগ

হাওড়া ষ্টেশনের নিকটে কালেক্টর সুধীরকুমার ঘোষ ব্যবহৃত প্ল্যাটফরম টিকেট বিক্রয় করিবার অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া আপীল করিয়াছিল। হাওড়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস এন মোদক তাহাকে খালাস দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে গত ২৫শে জুন রাম নারায়ণ এবং প্ল্যাটফরমে প্রবেশের জন্য আসামীর নিকট হইতে একটি টিকেট ক্রয় করে। আসামীকে একটী চিহ্নিত মুদ্রা প্রদান করা হয়। পরে তাহার গাত্র তল্লাসীর সময়ে উহা পাওয়া যায়। সে নাকি রেলের কয়েকজন ইউরোপিয়ান কর্ম্মচারীর নিকট এক জবানবন্দী প্রদান করে। হাওড়ার জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি ২০ টাকা অর্থদণ্ডের এবং ঐ দিন আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বন্দী থাকিবার আদেশ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শৈলেন্দ্রনাথ বসুর সহিত আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ব্যবহৃত প্ল্যাটফরম টিকেটের কোন মূল্য নাই এবং আইন অনুসারে উহা কাহারও সম্পত্তি নহে। আসামী টিকেট বিক্রয় করিয়াছিল ইহার সন্তোষজনক প্রমাণ নাই।

মাদ্রাজে নূতনলাট

মাদ্রাজের নব নিযুক্ত লাট লর্ড আরস্কিনের লেডী মার্জ্জরী আরস্কিন ও তাঁহাদের কনিষ্ঠ সন্তানসহ ২৮শে অক্টোবর ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া জাহাজে ভারতবর্ষ যাত্রা করিবার কথা।

কংগ্রেসের গঠন বিধি সংস্কারের প্রস্তাব

১২। প্রেসিডেণ্ট তাঁহার কার্য্যকালের নিমিত্ত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে চৌদ্দ জনকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত করিবেন। ঐ চৌদ্দ জনের তিন জনকে তিনি জেনারেল সেক্রেটারী ও অনধিক দুই জনকে ট্রেজারার নিযুক্ত করিবেন।

১৩। কংগ্রেস নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে কার্য্যকর্ম্ম সাধারণতঃ হিন্দী ভাষায় হইবে, কিন্তু বক্তা হিন্দী না জানিলে এবং প্রেসিডেণ্ট অনুমতি না দিলে ইংরাজী অথবা কোনও প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার করা যাইবে।

১৪। যখন এই সকল সংস্কার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে, তখন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে অনধিক ১০৫০ জন সদস্য থাকিবেন এবং এতদ্রূপে ঐ সদস্য গৃহীত হইবে:—(১) চলতি বৎসরের জন্য যাহারা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, (২) পূর্ব্বের গঠন বিধির ৬৪ ধারা অনুসারে (উহার ১০ সি পরিশিষ্ট প্রচলিত) বিভিন্ন প্রদেশের জন্য যে সদস্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার দ্বিগুণ সংখ্যা, (৩) ৪৮তম কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ ১৯৩৪ সালের ২০শে নবেম্বরের মধ্যে দ্বিতীয় দফার বর্ণিত সদস্যদিগকে নির্ব্বাচিত করিবেন অন্যথা ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদিগকে মনোনীত করিবেন। [illegible] কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গলার সমস্ত ১৬৪ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিতে হইবে।

১৫। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যদিগকে (নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির) লইয়া উক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইবে, এবং এই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নিজ নিজ প্রদেশের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

১৬। উপরিউক্ত ভাবে গঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ কর্ম্মকর্ত্তৃমণ্ডলী নির্ব্বাচন করিবেন। কোনও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই সংস্কৃত গঠন বিধি অনুসারে কাজ না করিলে ওয়ার্কিং কমিটী সেই প্রদেশের কাজ কর্ম্ম চালাইবার জন্য নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী ঐ প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১১ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৬ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা নবেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ২০২শ সংখ্যা

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ

—:০:—

বার্ষিক উৎসবে আহ্বান

গত ৩০শে আশ্বিন (১৩৪১), ১৭ই অক্টোবর বুধবার হইতে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীর শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। এই উৎসব আগামী ৫ই অগ্রহায়ণ ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত মাসাধিককাল অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পাদকগণ সর্ব্বসাধারণকে এই উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত সাদর আহ্বান করিতেছেন শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাজপথ নবাবপুর-রোডের উপর অবস্থিত। ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৮।১০ মিনিটের পথ অতিক্রম করিলেই ৯০ নং নবাবপুর রোডে শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠের নামাঙ্কিত সাইনবোর্ড যাত্রি-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। শ্রীমঠে এই উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, নগরে শ্রীনাম-প্রচার এবং সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পাঠ করিতেছেন। ঢাকা-বাসিগণকে স্বামীজীর পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। উৎসবের বিশেষ-পঞ্জী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উৎসবের বিশেষ পঞ্জী

৩০শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর বুধবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের আবির্ভাব; ২রা কার্ত্তিক ১৯শে অক্টোবর শুক্রবার শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবি-রাজ গোস্বামীর তিরোভাব; ৫ই কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর সোমবার শ্রীমুরারিগুপ্তের তিরোভাব; ১০ই কার্ত্তিক; ২৭শে অক্টোবর শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব; ১৮ই কার্ত্তিক, ৪ঠা নভেম্বর রবিবার শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব; ২২শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা; অন্নকূট মহোৎসব ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব; ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর শুক্রবার শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরো-ভাব; ২৮শে কার্ত্তিক, ১৪ই নভেম্বর বুধবার গোষ্ঠাষ্টমী গোপাষ্টমী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরো ভাব; ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর শনিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব; ২রা অগ্র হায়ণ, ১৮ই নভেম্বর রবিবার সাধারণ মহা-মহোৎসব; ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরো-ভাব; ৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর বুধবার শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব। মহোৎসব সমাপ্তি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়মসেবা

গত ১৯শে অক্টোবর একাদশী দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জব্রতোপলক্ষে নিয়মসেবা আরম্ভ হইয়াছে। মহামহোপ-দেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু গত ২৪শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নে মথুরা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মঠবাসিগণকে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন-মুখে নিয়মসেবার জন্য নানা-প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু স্বয়ং ২৫শে অক্টোবর হইতে প্রাতে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার অতি মধুর ও অপূর্ব্ব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে এক নববলের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা নবনবায়মান উৎসাহের সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন।

ভদ্রকের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহা-রাজ কয়েকদিন যাবৎ ভদ্রক সহরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিয়া এই স্থানের, সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত মাধবানন্দ মহাপাত্র মহোদয়ের আগ্রহে তথা হইতে নিকটবর্ত্তী কোরণ্ট নামক গ্রামে ২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্টোবর দিবস পূর্ব্বাহ্নে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযুত উকীলবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের আগ্রহে স্বামীজী গত ১লা কার্ত্তিক ১৮ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ খুব প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

১। শ্রীচৈতন্যের দাসগণের আনুগত্য বিনা শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন হয় না ও বুঝা যায় না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুপাদের 'আচৈতন্য ধর্ম্মং পরিচর্য্যা বিষ্ণুং' শ্লোক তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

২। ভগবদ্ভজন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা বিশেষ আবশ্যক; সম্বন্ধ জ্ঞান না হইলে অভিধেয় বা সাধন সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না, সুষ্ঠুভাবে সাধন না হইলে অনাদিকালের অনর্থ নিবৃত্তি হয় না, অনর্থ-নিবৃত্তি না হইলে পরম প্রয়োজন যে কৃষ্ণপ্রেমা, তাহা লাভ হইতে পারে না।

৩। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী শ্রীরূপ-শিক্ষা হইতে "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥" প্রভৃতি পয়ার উল্লেখ করিয়া সাধনের ক্রম ও তাহাতে পরিপক্বতা-লাভের বা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পরম-প্রয়োজন-লাভের উপায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

৪। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও তৎপরিকর সকলেই কৃষ্ণ হইতে পরস্পর অভিন্ন ও চিদানন্দরূপ। তাহা যে-সকল ব্যক্তি স্বীকার করে না, তাহারাই মায়াবাদী ও কৃষ্ণাপরাধী। সেই মায়াবাদী কৃষ্ণাপরাধী ব্যক্তিগণ বাহ্যিক কৃষ্ণনাম করিলেও তাহা কৃষ্ণ নাম নহে—নামাপরাধ। জড়জ্ঞানে ব্রহ্মের রূপ-কল্পনাকারী পঞ্চোপাসকগণ সকলেই মায়াবাদী। সুতরাং তাঁহাদের মুখে অপ্রাকৃত চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণনাম উদিত হইতে পারেন না, ইহা কাশীবাসী মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাসন ও উপদেশ হইতে বেশ স্পষ্টরূপে জানা যায়। এতৎ প্রসঙ্গে "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীযুত উকীল বাবু ও তাঁহার পিতামাতা আত্মীয় স্বজনগণের 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে'র প্রচারকগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও যত্ন বিশেষ প্রশংসার্হ। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের সাধু-চেষ্টা ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করুন ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

ভদ্রক সহরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকালে তৎসংলগ্ন কুয়াস-গ্রাম-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গদাধর মহান্তি মহোদয় তাঁহার পরিবার বর্গের সহিত খুব যত্ন-সহকারে প্রচারকগণের সেবা করিয়াছেন। গদাধর বাবু সাময়িক শারীরিক ব্যাধিতে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে অযাচিত ভাবে তাঁহার গৃহে অতিথিরূপে পাইয়া শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিশিষ্টভাবে সেবা করিয়াছেন। ভগবান্ গদাধর বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর শুভ-দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে কৃপা করুন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ দামোদর তিথি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাবৈশিষ্ট্য

নৈতিক-জীবন যাপন সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও কলির প্রভাবে অনৈতিকের সংখ্যা জগতে এত অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সাধারণের দর্শনে 'নৈতিক-জীবন' একটী উচ্চ ও বড় বলিয়া পরিগণিত হয়। নৈতিকজীবন যাপন পূর্ব্বক যাঁহারা ভোগরাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁহারা জনসাধারণ কর্ত্তৃক 'মহান্' বলিয়া বিবেচিত হন। দেশে অজ্ঞতার মাত্রা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, কেহ মস্তকে জটা ধারণপূর্ব্বক গাত্র ভস্মে আচ্ছাদন করিয়া একটী যষ্টি বা চিমটা সহ ভ্রমণ করিলেই সে ব্যক্তি সাধু বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য কামিনী সেবাপক্ষের কোনও না কোনটী উহাদের সঙ্গে থাকে। বলা বাহুল্য, সাধু বলিয়া যাঁহারা জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—তাঁহাদের অধিকাংশই অন্যাভিলাষের দাস। অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মরাজ্যের উপরে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায়—সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তিই তথায় সাধকের লক্ষ্যস্থলে অবস্থান করিতেছে। কর্ম্মজগতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই বর্গত্রয়ের অবস্থান। আর জ্ঞানরাজ্যে মোক্ষের রাজত্ব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটীই 'কৈতব'-সংজ্ঞায় অভিহিত। 'কৈতব'-শব্দের অর্থ—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বিচারে দেখা যায়, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের মধ্যে যাঁহারা 'সাধু' বলিয়া অভিহিত, তাঁহারা অজ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন।—একথাটী শুনিতে কেমন যেন বোধ হয়; কিন্তু মায়াবাদ-আশ্রয়ে যাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত, তাঁহারা স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পান নাই। এই অজ্ঞগণই কোন কোন দর্শনে 'জ্ঞানী' বলিয়া বিবেচিত। শুদ্ধজ্ঞানের সহিত এই কৈতবযুক্ত জ্ঞানের পার্থক্য রহিয়াছে। কৈতবময় জ্ঞানীই অজ্ঞানরাজ্যের অধিকারী। 'অজ্ঞান'-শব্দের বিদ্বৎপ্রতীতিগত অর্থ—স্বরূপভ্রান্তি। যাঁহারা স্বরূপে অবস্থিত, তাঁহারা ভগবৎ-প্রীতিসাধনকেই আত্মার একমাত্র কাম্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। আত্মবিকাশের বা স্বরূপ-সেবার যে আদর্শ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা আর কখনও জগতের ভাগ্যে জানিবার অবসর হয় নাই। তাঁহার কৃপায় আমরা জানিতে পারি যোগিজনসাধ্য কৈবল্য বা ঈশ্বরসাযুজ্য নরক তুল্য, সকাম স্বধর্ম্মানুষ্ঠ-জনগণের বাঞ্ছিত বা লক্ষ্যফল অমরাপুরী আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। শ্রীগৌরসুন্দরের করুণালব্ধ জনগণের নিকট কাল-সর্পরূপ উদ্দাম ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপাটিত-বিষদন্ত সর্পের ন্যায় অবস্থান করে। আর এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব কৃষ্ণসেবানন্দ-জনিত সুখে পূর্ণ সুখময় ধাম বলিয়া প্রতীত হয়। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মা-সুরেশাদির পদবীও কীট পদবী বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই আমরা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদের অনুগমনে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্তব করিতেছি—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়-কালসর্প-পটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎ-কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ ॥"

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

—:০:—

(৭)

কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ফল—ত্রিতাপভোগ

কৃষ্ণবিমুখ হওয়া কা'রও উচিত নয়। কৃষ্ণপ্রসঙ্গ বিমুখ হ'লে ক্রমাগতই এই সংসারে ত্রিতাপক্লিষ্ট হ'য়ে সংসারভোগ করতে হয়। ভাগবতের (৩।৯।১০) এই শ্লোকটী পুনঃ পুনঃ বিচার করতে হ'বে

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥"

ব্রহ্মার স্তব

এখানে ব্রহ্মা ভগবানকে স্তব করিয়া বলিতেছেন, হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। যে-সকল ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভগবৎপ্রসঙ্গ হইতে বিমুখ, তাঁহারা সংসারে পতিত হয়। অধিক কি, ঐ সকল অভক্ত মার্গসিদ্ধ মুনিগণ পর্য্যন্ত ভগবানের কথায় বিমুখ হইলে সংসার-প্রপঞ্চে অবিবেকী ব্যক্তিগণের ন্যায় ক্লেশপ্রাপ্ত হন। 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ' শ্লোকেও ঐ কথাই স্পষ্টীকৃতভাবে বলা হইয়াছে। অতএব কাহারও নিষ্কপটভাবে হরিকথা-শ্রবণ হইতে বিরত হওয়া উচিত নয়।

মহাপ্রভুর আদেশ

গত ১০ই অক্টোবর ৩০শে আশ্বিন বুধবার প্রাতে মথুরায় গঙ্গাভবনে আনন্দগরে প্রায় ৭৫জন ভক্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সমবেত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মথুরায় আসিয়া অবধি অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন পূর্ব্বক হরিকথা-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিতেছেন এবং সকলকে বলিতেছেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ ॥

হরি-কথার আকর্ষণী শক্তি

হরিরস মদিরার কি মোহিনী শক্তি! বিষয় কার্য্যে বিবিধভাবে ব্যস্ত এবং জড়ীয় বিষয়-রসে মত্ত থাকিলেও আজ সহস্র সহস্র জীব জগদ্গুরুর আকর্ষণে হরিকথা কীর্ত্তনে গা ঢালিয়া দিবার জন্য আচার্য্যপাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। মথুরার অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম হইতে বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন ও নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন।

প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম

অদ্য প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোক "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।" শ্লোকটী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আমাদের অবাস্তব বস্তুর জ্ঞানটা প্রবল হ'য়ে আছে, কিন্তু তা'তেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে জীবনটা বৃথায় কাটিয়ে দিলে সুদুর্লভ মনুষ্য জন্মটা বৃথায় চলে যাবে। অতএব বাস্তব বস্তুটী কি, তাহা জানিতে হইবে। সেই বাস্তব বস্তুর কথা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন ক'রেছেন। এই পরম গ্রন্থ অনুশীলনের ফলে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপ এবং তাহার মূল কারণ অবিদ্যাধ্বংসকারী, পরমানন্দদায়ক ভাবকে নিত্যকাল অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞান বাস্তব বস্তুর অনুভূত হয়। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিত ব্যক্তিগণ মাৎসর্য্যপরায়ণ। এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডাশ্রিত মাৎসর্য্যবিহীন সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছেন।

দীপদানের তাৎপর্য্য

দীপদানের কথা একটা আপনারা শুনে থাকেন। সেই দীপদান বল্তে ঘৃত বা কর্পূর দিয়ে আলোক দান নয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে কার্য্যটা করতে ব'সেছেন অর্থাৎ কৃষ্ণের বীর্য্যবতী কথা বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চেতনময়ী বাণী যাহা প্রচার করতে ব'সেছেন, জীবকুলকে কৃষ্ণবিমুখতা থেকে উদ্ধার ক'রে কৃষ্ণোন্মুখ ক'রে কৃষ্ণ পাদপদ্মে পৌঁছে দেবার জন্য যে কার্য্যটা কর্‌ছেন, সেইটাকেই বাস্তবিক দীপদান বলা যেতে পারে। জীবের স্বরূপের বিভ্রান্তি বশতঃ কৃষ্ণবিস্মৃতি বশতঃ সব উল্‌টো পাল্‌টা হ'য়ে গেছে। স্বরূপে পুনরায় ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কৃষ্ণের কথা বুঝ্‌তে পারা যাবে না, কৃষ্ণে রতি হবে না, ইতর বিষয়েই মজে' থাক্‌তে হ'বে। কৃষ্ণকে বুঝ্‌তে না পেরে তাঁর লীলাগুলিকেও উল্টো বিচার কর্‌ছি, তা'তে বিপদ ঘট্‌ছে। রুগ্ন ব্যক্তি যদি গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করে, তবে তাহার বিপদ ঘটে। কৃষ্ণ গোপীগণের বসন চুরি ক'রেছিলেন। এটা আমাদের বিচারে ঘৃণিত কাজ ব'লে মনে হচ্ছে। গোপীর বসন চুরি ক'রে কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধন হচ্ছে, একথাটা আমরা বুঝ্‌তে পারি না। কিন্তু সেই ব্যাপারটা যদি আমরা করতে যাই, তবে আমাদের নরকবাস হ'য়ে যা'বে। শিব কালকূট খেয়ে হজম করলেন, কিন্তু সেই অনুকরণ যদি আমি করতে যাই, তবেই সমূহ বিপদ!

দুরবস্থা আঁকড়ে থাকা উচিত নয়

শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতার্থ আস্বাদন প্রভৃতির অঙ্গ সঙ্গটা কি, তাহা ক্রমশঃ বুঝ্‌তে থাকুন। আমি ভোক্তা, আর ভগবান্ ভোগ্য—এই রকম বুদ্ধি নিয়ে যদি মনুষ্যজন্মটা কাটিয়ে দিই, তবে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। সাধুর সঙ্গ না থাকার দরুণ আমাদের যে অবস্থা বা দুরবস্থা ঘ'টেছে, সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে বা সেই অবস্থাটাকে আঁকড়ে ধ'রে যদি জীবনটা কাটিয়ে দিই, তবে আর কি সুবিধা হয়?

ভজনের অনুকূল গ্রহণ ও প্রাতিকূল্য বর্জ্জন

যে শক্তির ক্রিয়া হ'তে ছায়াশক্তির ক্রিয়ার মধ্যে এসে পড়েছি, সেই মূল শক্তির উপাসনা করা দরকার। সে কাজটা করতে হ'লে তা'র জন্য একটা ক্রমপন্থা অবলম্বন করা দরকার। সেই ক্রমপন্থা হচ্ছে, "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ" প্রভৃতি। শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রথম চারিটী সাধন ভক্তির প্রথম অবস্থা। তার পরে নিষ্ঠা রুচি প্রভৃতি চারিটী উচ্চতর অবস্থা। সাধুসঙ্গ, শ্রীনাম কীর্ত্তন, ভাগবতার্থ আস্বাদন, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রি সেবন, এই যে পাঁচ প্রকারের অঙ্গসঙ্গ, তদ্দ্বারা প্রকৃত উপকার হ'তে পারে। আবার অপরদিকে ভক্তিবিনাশক যে সমস্ত ব্যাপারগুলি আছে, সেগুলিও বিচার করা দরকার। যেগুলি যা'তে না আস্‌তে পারে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল
গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল ॥

—এই ছয়টীকে ভক্তিবিনাশক ব'লে বর্ণন ক'রেছেন। অতএব এবিষয়েও সাবধান হ'তে হ'বে।

"কৃষ্ণে মতিরস্তু"

"কৃষ্ণে মতিরস্তু"—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই যে আশীর্ব্বাদ, তাহার অর্থ সম্যাগ্ উপলব্ধি ক'রে গ্রহণ করতে হ'বে। দারী সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ করার অভিনয় যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ক'রেছিলেন, তখন সেই সন্ন্যাসী তাঁহাকে "ধন, পুত্র, সুবিবাহ হউক তোমার" বলিয়া আশীর্ব্বাদ ক'রে-ছিলেন। মহাপ্রভু তাহার প্রতিবাদ ক'রে ব'লেছিলেন যে, সন্ন্যাসীর পক্ষে "কৃষ্ণে মতিরস্তু"—এই প্রকার আশীর্ব্বাদ যোগ্য-আশীর্ব্বাদ। দারী সন্ন্যাসীর সহিত এই লীলার উপলক্ষ্যে জগজ্জীবকে "কৃষ্ণে মতিরস্তু"—এই আশীর্ব্বাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ এবং ইহাই জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া জানাইয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সেই আশীর্ব্বাদ আমাদের গ্রহণ করতে হ'বে। কৃষ্ণসেবাতে যে বস্তু লেগেছে, আমাদের সেই বস্তুর সেবা করতে হ'বে, তবে মঙ্গল হ'বে। সেবা ভুলে গিয়ে যখন নিজে প্রভু হ'বার বিচার এসে যায়, তখন নিজেরা চালক বা নিয়ামক হ'য়ে যেতে চাই এবং কৃষ্ণকে নিয়মিত করবার জন্য দৌড়াই। ফলে তাঁর ছায়াশক্তি মহামায়ার কারাগারের আসামী হ'য়ে পড়ি।

ভগবৎসেবার আর্ত্তিতে মঙ্গল লাভ

মথুরাবাস করবার জন্য সকলকে আহ্বান করা হ'য়েছে। কি করলে সেই মথুরাবাস শুদ্ধ হ'বে, সেটা শুনতে বুঝতে হবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করতে হ'বে। যে রোগ নিয়ে মথুরাবাস করতে এসেছিলাম, আবার সেই রোগ বজায় রেখে, সেই রোগ নিয়ে যদি ঘরে ফিরে যাই, তবে আর মথুরাবাস করা হ'ল না। রোগী নিজের রোগ ধরতে পারে না, আবার নিজের চিকিৎসাও নিজে করতে পারে না। সদ্বৈদ্য সাধুগণ আমাদের সেই রোগ ধরে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। সদ্বৈদ্যগণের উপদেশানুযায়ী আদেশ পালন করতে হ'বে, তবে রোগ সারবে। কিন্তু আমাদের অনেকেরই বিচার হ'য়েছে, আমার কোন রোগই নাই, আমি ঠিক আছি। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শরণাগত হ'তে পারলে, তাঁ'র কৃপায় এই অজ্ঞানটা কেটে যা'বে। রিটার্ণ-টিকিট ক'রে এখানে এসেছি, টিকিটের মেয়াদ ফুরালেই ঘরে ফিরে যেতে হবে, এই চিন্তা নিয়ে মথুরাবাসের সার্থকতা নাই। ঘরে ফিরে যাবার জন্য আমরা যেমন ব্যস্ত, সেই রকম যদি আমাদের স্বদেশে অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মে ফিরে যাবার জন্য আর্ত্তি হ'ত, তবে মঙ্গললাভ করতাম॥

মথুরাবাসের সার্থকতা

মথুরা জিনিষটী অতি মধুর জিনিষ, ইহা কানে শুনুন, চোখে দেখুন, হৃদয়ে আস্বাদন করুন। যে মথুরা "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" বলে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বর্ণন ক'রেছেন, সেবার শুদ্ধতা যখন হ'বে, তখন সেই মথুরায় বা বৃন্দাবনে বাস করবার যোগ্যতা হ'বে। মথুরা কেবল শুদ্ধজ্ঞানের ভূমিকা। কেবল শুদ্ধজ্ঞান বলতে শুষ্ক নির্ব্বিশেষ জ্ঞান তিরস্কৃত করা হ'য়েছে। শুষ্ক নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে চিদ্রসাস্বাদনের কোন কথাই নাই। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনীতে আমরা দেখতে পাই,—

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্।"

অতএব সবিশেষ শুদ্ধজ্ঞানলাভেই মথুরাবাসের সার্থকতা।

শ্রীনাম কি বস্তু

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা বলা হ'য়েছে। শ্রীনামটী কি বস্তু, তাহা জানা দরকার।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥"

এই একটী শ্লোকে সুন্দর ও পরিস্ফুট-ভাবে মহাজনগণ শ্রীনামের স্বরূপ বর্ণন ক'রেছেন। শ্রীনাম এবং নামী অভিন্ন বস্তু। সেই শ্রীনাম সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করতে হ'বে। শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভু "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" একথাও ব'লেছেন। যে সকল বস্তু নিকটে অবস্থিত অথবা যাহা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তাহা চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই চারিটী ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল বস্তু অতিদূরে অবস্থিত অথবা যাহা অতি সূক্ষ্ম, তাহা কর্ণ অর্থাৎ শব্দ সাহায্যে অবগত হইতে হয় বা গ্রহণ করিতে হয়।

বৈকুণ্ঠ-শব্দের প্রভাব

চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ দ্বারা বস্তু বিষয় গ্রহণ করিতে আমরা যে পন্থা অবলম্বন করে থাকি, সেইটা হচ্ছে, তর্কপন্থা। আর কর্ণের দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যা'বে, তাহা শ্রৌতপন্থা। ইতর লোকের যাবতীয় জাগতিক শব্দ পাঁচটী ইন্দ্রিয় দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। জড়জগতের প্রত্যেক শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই তাহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়-গণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ-শব্দ কিন্তু সে রকমের নয়। বৈকুণ্ঠ-শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলে, তাহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়-সকলকে নিয়মিত ক'রে দেয়। বৈকুণ্ঠ-শব্দকে অতিক্রম করতে, ভোগ করতে বা মেপে নিতে পারা যায় না। বৈকুণ্ঠ শব্দ-দ্বারা এই নিয়মনই সাধনভক্তি। বর্ত্তমানে আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বিকৃত বা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থিত; তাহারা এই জগৎ ভোগ করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছে। বৈকুণ্ঠ শব্দ বা বৈকুণ্ঠ শ্রীনাম কর্ণে প্রবেশ করলে হৃদয়ের সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হ'য়ে যাবে এবং ইন্দ্রিয়সকল তাহাদের বিকৃত বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে অর্থাৎ জগদ্-ভোগের স্পৃহা পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা লাভ করবে।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ
সতাম্॥
(ভাঃ ১।২।১৭)

প্রাকৃত-শব্দ ও অপ্রাকৃত শব্দে পার্থক্য

এই জড়জগৎটা চিন্ময় বাস্তব জগতের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। বস্তুর ছায়াটা মায়িক সত্তাবিশিষ্ট, উহাতে বাস্তবতা কিছু নাই।

জাগতিক শব্দ হইতে শব্দীর বিশেষ ভেদ আছে, শব্দটা কিছু শব্দী নয়। বস্তুর নামটা কিছু বস্তু নয়। শব্দটাকে আমরা দেখতে পাই না। কাণ দিয়ে জাগতিক কথা শুনতে হয়, কিন্তু উহা দেখা যায় না। কিন্তু বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত জাগতিক শব্দকে confuse (গোলমাল) করতে হ'বে না। জাগতিক শব্দকে আমরা যেরূপভাবে manipulate (ব্যবহার) করি, বৈকুণ্ঠ-শব্দকে সেইরূপভাবে ব্যবহার করিতে পারি না; অর্থাৎ জাগতিক শব্দকে আমরা যেরূপ-ভাবে মেপে নিতে পারি বা ভোগ করিতে পারি, বৈকুণ্ঠ-শব্দকে সেরূপ করিতে পারি না। অধিকন্তু বৈকুণ্ঠ শব্দের নিকট আমাদের প্রপন্ন করিতে হইবে, তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইবে না। জাগতিক শব্দের উপর কর্ত্তৃত্ব করা চলে। জাগতিক শব্দ ও বৈকুণ্ঠ-শব্দের পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান।

চোখ খুল্‌তে হ'বে

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।"

বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণ হইতে মায়িক নামগ্রহণ সম্পূর্ণ পৃথক্। এ জগতের শব্দকে তাড়াতাড়ি বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে হ'বে না (anthropomorphise করতে হবে না); জাগতিক কোন শব্দকে বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত সমান ব'লে মনে করতে হবে না। কৃষ্ণসেবার অভাব হওয়ায় আমরা এই ত্রিতাপপূর্ণ সংসার-সাগরে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছি। বাস্তব সত্তা অদ্বিতীয়। মর্কট-বৈরাগ্য আমাদের আবশ্যকীয় নহে; যুক্তবৈরাগ্যই দরকার। সর্ব্বভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করাটাই আমাদের আবশ্যক হ'য়েছে। মূলবস্তু যদি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আসিয়া দর্শন দেন, তাহা হইলে এই জগতের কোন কিছুই আমাদিগকে বাধা দিতে বা বিরক্ত করিতে পারে না। কৃষ্ণ-সূর্য্য থেকে কৃপারশ্মি আসছে। কিন্তু সেই রশ্মি গ্রহণ করতে হ'লে আমাদিগকে চোখ খুলে থাকতে হ'বে, চোখ বুঁজে থাকলে আলোক গ্রহণ করা হ'বে না। সূর্য্য উদিত হ'লেও উলুকের ভাগ্যে সূর্য্যালোক-দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে না। সেইরূপ কৃষ্ণকৃপা আসতে থাকলেও যদি অভক্ত থাকি, তবে সেই কৃপালাভ ভাগ্যে ঘটবে না।

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলুকে না দেখে যথা সূর্য্যের কিরণ॥"
(চৈঃ চঃ)

মথুরাবাস মধ্যে কৃষ্ণপ্রীতি-সম্পত্তিস্থলে বাস

বৈকুণ্ঠ নাম আমাদের নিষ্কপটে শ্রবণ করতে হ'বে। কা'র কাছ থেকে সেই শ্রীনাম-শ্রবণ করতে হ'বে? কা'র মুখ দিয়ে সেই বৈকুণ্ঠ নাম এ জগতে অবতরণ করেন?

"সাধুমুখে আইসে নাম গোলোক হইতে।
আত্মা হইতে দেহে ব্যাপি
নাচে জিহ্বাদিতে॥"

অতএব বৈকুণ্ঠনাম সাধুমুখে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে গোলোক হইতে এ জগতে অবতরণ করিয়া থাকেন। সেই বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ ক'রে তাহার পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করতে হ'বে। বৈকুণ্ঠ নাম যখন নামী হইতে অভিন্ন, তখন "বৈকুণ্ঠনাম কীর্ত্তন" বলিতে শ্রীনামেরই সেবা বুঝাইয়া থাকে। মহাজনগণও সেই কথাই কীর্ত্তন ক'রেছেন—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

শ্রীনাম-কীর্ত্তনের কেবল উদ্দেশ্যই হবে শ্রীনামের সেবা। অতএব বৈকুণ্ঠনাম কীর্ত্তন দ্বারা নিজের কোন স্বার্থসাধন বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া লইতে হইবে না। করিলে শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গার মত অপরাধ হইয়া যাইবে। আর এই জগতের কোন বস্তুর জন্য আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত নয়। তজ্জন্য প্রথমেই আমাদের দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করা উচিত। "কান্তিরব্যর্থকালত্বং" শ্লোকে "প্রীতিস্তদ্-বসতিস্থলে" যে কথাটী আছে তাহাতে "বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" রূপ এই মথুরাধামে বাসই কৃষ্ণপ্রীতি-বসতিস্থলে বাস বুঝাইতেছেন। আমাদের যেরূপ দুঃসময় এসে পড়েছে, তা'তে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথায় নিযুক্ত থাকা দরকার হ'য়েছে।

———

হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।	
দাদখানি	৯৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৮৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাণা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৮৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।	
পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
পুণারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'ব'	৪।৵০—৮৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		।৵০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চি		১৷০	১৷৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম		৪৲		৩৲
,,	,, অর্দ্ধকলম		৬৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

-০:০:০-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্ম্মগ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টা পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেনের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৩	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—৫৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার পরায়ণ [illegible] একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৪১, ৩রা নবেম্বর ১৯৩৪ [২০৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

ভূতের ভয়ে অন্তরীণ বিধিভঙ্গ

মেদিনীপুর হইতে বহিষ্কৃত সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাস মহাশয়ের ১৭ বৎসর বয়স্ক ভাগিনের নির্ম্মল অধিকারীকে বিগত বৃহস্পতিবার ঢাকার উত্তর সদর মহকুমা হাকিম মিঃ এস. এন, মুখার্জ্জীর আদালতে উপস্থিত করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আনীত সর্ত্ত ভঙ্গের অভিযোগ সরকার পক্ষ কর্ত্তৃক প্রত্যাহৃত হওয়ায় হাকিম তাহাকে ছাড়িয়া দেন; কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজবন্দীরূপে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আসামী নির্ম্মল তৎপর আদালতে জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, ঢাকা জিলার কালীগঞ্জ থানার দুই মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে এক নির্জ্জন কুটিরে তাহাকে অন্তরীণ করা হয়; সেই কুটিরে তাহাকে একাকী বাস করিতে হইত; সেখানে সে শুনিতে পায় যে, তাহাকে যেখানে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে, সেটা ভূতের বাড়ী। ভূতের উপদ্রবের ভয়ে সে তিন রাত্র অনিদ্রায় কাটায় এবং পরে কালীগঞ্জ থানায় চলিয়া যায়; সে থানা ছাড়িয়া তাহার অন্তরীণের যায়গায় ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করে। তখন তাহাকে অন্তরীণ সর্ত্ত ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ ঢাকায় চালান দেওয়া হয়।

প্ররোচনা দানে অভিযুক্ত

কানপুর জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী মেহোত্রা এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত গঙ্গাসহায় চৌবেকে যুক্ত প্রদেশের বিশেষ ক্ষমতা বিষয়ক আইনের ২নং ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, গত শুক্রবার দিন তাঁহারা নির্ব্বাচন সংক্রান্ত এক সভার বক্তৃতা করিবার সময় লোককে এই বলিয়া প্ররোচনা দান করিয়াছেন যে, তাহারা যে, গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য প্রদান না করে। আসামীদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন।

সংজ্ঞা লোপ করিয়া স্বর্ণচুল! অপহরণ

কোনও এক ভিক্ষুকের ২টি স্বর্ণচুল অপহরণ করিবার অপরাধে আলীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস এন ব্যানার্জ্জি ছট্টু দোসাদকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রকাশ, হাওড়া ষ্টেশনের বাহিরে আসামীর সহিত চরণ লোধি নামক একজন পঙ্গু ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ হয়। সে ঐ ভিক্ষুককে বলে যে, বেহালা ঠাকুর বাড়ীতে ভিক্ষুকদিগকে খাওয়ান হইতেছে। এই কথা বলিয়া আসামী ভিক্ষুককে টালীগঞ্জ ব্রীজের নিকট লইয়া যায়। তথায় ভিক্ষুককে কিছু খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হয়। তাহা গ্রহণ করিয়াই ভিক্ষুক অজ্ঞান হইয়া যায় এবং এইরূপ অবস্থায় আসামী তাহার সোনার চুল ছিনাইয়া লইয়া যায়। সমস্ত রাত্রি ভিক্ষুক অজ্ঞান অবস্থায় থাকে পরদিন প্রাতে সে পুলিশে সংবাদ দেয়। কয়েকদিন পর আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাঙ্গলায় ৫ দিনে ১৩টী ডাকাতি

৭ই অক্টোবর হইতে ১১ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই ৫ দিনে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ১৩টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ বর্দ্ধমান এবং বাঁকুড়ায় ২টী করিয়া এবং বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ি, ঢাকা এবং ফরিদপুরে ১টী করিয়া ডাকাতি হয়। একটি ডাকাতির সময় হত্যাও হইয়াছে।

রেলের নীচে পড়িয়া ৮টি গরুর মৃত্যু

সম্প্রতি ই আই রেল লাইনের খাগড়া রোড ষ্টেশনের ২॥ মাইল উত্তরে নওদাপাশীশ্বর গ্রামের নিকট কয়েকটী গরু ঘাস খাইতেছিল। হঠাৎ ট্রেণ আসিয়া পড়ায় ৮টী গরু কাটা পড়িয়াছে। গোচারণকারীদের মধ্যে একজনের নাম রমজান। রমজানের বৃদ্ধা মাতা পুত্রের বাড়ীতে ফিরিতে দেরী দেখিয়া এবং গরু কাটার সংবাদে রমজানও কাটা পড়িয়াছে মনে করিয়া শোকে অধীর হইয়া 'খেটে' দিয়া নিজ মাথায় আঘাত করে ও অতিশয় রক্তপাতের ফলে মূর্চ্ছা যায়। রমজান বাড়ীতে পৌছিলে তাহার ও প্রতিবেশীদের সেবা শুশ্রূষায় বৃদ্ধা সুস্থ হইয়াছে।

মেল ট্রেণ লাইনচ্যুত

শিলিগুড়ির এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৮শে অক্টোবর ১০-৩৫ মিনিটের সময় ৫১ নং আপ কিষাণগঞ্জ মেল ট্রেণখানি শিলিগুড়ি হইতে ৩৭ মাইল দূরে ডিগিখান ষ্টেশনের নিকট লাইন হইতে পড়িয়া যায়। ইহার ফলে ট্রেণখানির বিলম্ব হয়। কেহ হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই দুর্ঘটনার কারণ জানা যায় নাই। ডি এইচ রেলের বিভাগীয় এস ডি ওজ এবিষয়ে তদন্ত করিতেছেন।

বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারী

বাঙ্গলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী মিঃ জি পি হগ নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ছুটিতে যাইতেছেন। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ই এন ব্লাণ্ডি তাঁহার স্থলে কাজ করিবেন।

মিঃ এস হ্যাণ্টস্ অস্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের কাজ করিবেন।

হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা

বালাঘাট জেলার বাইহার তহশিলে একটি নরখাদক ব্যাঘ্র ভয়ানক উপদ্রব করিতেছে। ছত্রিশগড়ের কমিশনার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঐ ব্যাঘ্রটি হত্যা করিতে পারিলে ১৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

যে কেহ ঐ অঞ্চলের কোনও পূর্ণ বয়স্ক ব্যাঘ্র হত্যা করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ ৫০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং ছয় মাসের মধ্যে যদি কোনও মানুষ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত কিংবা আক্রান্ত না হয়, তাহা হইলে ছয় মাস পর বাকী ১০০৲ টাকা দেওয়া হইবে।

অগ্নিকাণ্ডে দুইলক্ষ টাকা ক্ষতি

রাজবাড়ীর সন্নিকটে খানখানাপুর গ্রামে পাটের গুদামে আগুন লাগিয়া দুইলক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। ২৮শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টার সময় আগুন লাগে। কি করিয়া আগুন লাগিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। খানখানাপুরের ব্যাঙ্ক, তৎসংলগ্ন গুদাম প্রভৃতি ভস্মসাৎ হইয়াছে।

রাজসাহী বিভাগ প্রজা সম্মেলন

আগামী ২৪শে ও ২৫শে নবেম্বর তারিখে বগুড়ায় রাজসাহী বিভাগ প্রজা সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। বগুড়া জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ মফিজ উদ্দিন আহম্মদকে সভাপতি এবং মিঃ রজিব উদ্দীন তরফদারকে সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ দামোদর অব্দায় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

শ্রীল বীরভদ্র প্রভু

শ্রীশ্রীবীরভদ্র প্রভুর তত্ত্ব-সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা বলেন,—

"সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥"

তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—

"ঈশ্বর হঞা কহায় মহা-ভাগবত।
বেদ-ধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্র গোসাঞির চরণ-শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ॥"

সুতরাং মহাজন-বাক্যে দেখা যাইতেছে, শ্রীশ্রীল বীরভদ্র প্রভু শ্রীসঙ্কর্ষণের পয়োব্ধিশায়িব্যূহ অর্থাৎ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ইহজগতে তিনি অভিন্ন মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আত্মজরূপে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিষ্ণু বস্তু হইয়াও আপনাকে বৈষ্ণব অভিমান করিয়া, বৈষ্ণবের কৃত্য পালন-পূর্ব্বক জনসাধারণকে বিশেষরূপে যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের আকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-চরণে ভক্তি-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাই তিনি চৈতন্য-ভক্তি-মণ্ডপে মূলস্তম্ভ। চৈতন্যভক্তিমণ্ডপ শুদ্ধভক্তি-বেদীর উপর অবস্থিত; তাহার অলঙ্কারকর্ত্তা শ্রীবীরভদ্র প্রভু। ভদ্রতা বস্তুতঃপক্ষে বিষ্ণুভক্তিতেই অবস্থিত। বিষ্ণুভক্তিহীন অবস্থায় বাহিরে যে ভদ্রতা প্রদর্শনের কপটতা অনেকে লক্ষিত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভদ্রতা-সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য। জাগতিক কৃত্রিম ভদ্রতা বা ভদ্রতার ছায়া হইতে উদ্ধার করিয়া জীবগণকে ভদ্র (কৃষ্ণভক্ত) করিতে একমাত্র বলদেবের বলই সমর্থ। সেই চিদ্‌বল বা বীরত্ব দ্বারা জগদ্বাসীর অভদ্ররাশি বিনাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভদ্র করেন বলিয়াই শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ 'বীরভদ্র' নামে অভিহিত। যাঁহারা ভদ্র হইতে চাহেন, তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বীরভদ্র প্রভুর চরণে শরণ-গ্রহণ করা।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণ যে-প্রকার তাঁহার পুত্র-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, সেই প্রকার গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র— বীরভদ্র [illegible] তিনজন শিষ্যই তাঁহার পুত্র বলি [illegible] লাভ করিয়াছেন। এই তিনজন [illegible] গোত্রের নহেন, সুতরাং ইঁহাদিগ [illegible] ভদ্র প্রভুর ঔরস-জাত পুত্র বলা যাই [illegible] বে না। বীরভদ্র প্রভুর উক্ত শিষ্যত্রয়ের জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ মানকরের নিকট 'লতা'-গ্রামে, মধ্যম রামকৃষ্ণ মালদহের নিকট গয়েসপুরে এবং কনিষ্ঠ রামচন্দ্র খড়দহে বাস করেন।

শ্রীবীরভদ্র প্রভু সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যভক্তি শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপের এই মূল স্তম্ভের প্রতি ভক্তি আমাদের সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হইবে যদি আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করি। আমাদের অভীষ্ট কৃষ্ণভক্তি লাভ শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী প্রভুর চরণ স্মরণে অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণ-স্মরণই আমাদের নিত্য কৃত্য হউক

শ্রীভগবান্ কখনও জীবের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। যখন জীবগণ তাঁহার করুণালাভের জন্য অগ্রসর হয় তখন তিনি সাদরে তাহাদিগকে আকর্ষণ করেন, আবার যখন ভোগ বা ত্যাগ-পথে বিচরণ করিতে ব্যস্ত হয় তখন আর আপত্তি করেন না। কিন্তু যদি সাধুগণের প্রতি তাহারা অত্যাচার করে, তাহা হইলে তাহাদের ধ্বংস-সাধনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত বিদেশে—মহামায়ার কুণ্ঠাযুক্ত দেশে অবস্থান না করিয়া যাহাতে অতি সত্বর স্বদেশে—বৈকুণ্ঠরাজ্যে ফিরিয়া আসে, তজ্জন্য তিনি কুণ্ঠারাজ্যে ত্রিতাপ-ভোগের ব্যবস্থা দ্বারা কৃপাসমুদ্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন। অন্বয়ভাবে সাধুসঙ্গ, ব্যতিরেকভাবে ত্রিতাপভোগ—জীবোদ্ধারকল্পে ভগবানের এই দুইপ্রকার করুণা লক্ষিত হয়। শুনা যায় ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ী শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর অন্বয়মুখ-করুণা উপেক্ষা করিয়া ভোগপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে। তাহাদের দুর্ভাগ্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ বীরভদ্র প্রভু তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন। এইসকল নেড়ানেড়ী যতই কেন বীরভদ্র প্রভুর দোহাই দিক্ না, তাহারা বা তাহাদের বংশ শুদ্ধভক্তির কণ্টক, সুতরাং বীরভদ্র প্রভুর চক্ষুঃশূল। তাহারা অন্ধকাররূপে অবস্থান করিয়া ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধ-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তভাস্করের ঔজ্জ্বল্য-বিস্তারের সহায়তা ক'রতেছে। তাহারা অনাচার ও কদাচার পরিত্যাগ করিয়া বীরভদ্র প্রভুর শিক্ষা বরণ পূর্ব্বক বীরভদ্রপ্রভুর 'অনুগ' বলিয়া পরিচিত হইবার সৌভাগ্য বরণ করুক, তাহা হইলে তাহাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। নতুবা—তিলক ফোটা কাটিয়াও যে তিমিরে, সেই তিমিরেই অবস্থিতি। সুতরাং সাধু সাবধান! বীরভদ্রপ্রভুর অনুগ-ব্রুবগণকে তাঁহার প্রকৃত-অনুগের সহিত এক বিচার করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না, ইহাই উপসংহারে আমাদের সবিনয় নিবেদন

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

—:০:—

(৮)

মথুরা ও শ্রীধাম মায়াপুর একই বস্তু

শ্রীধাম মায়াপুরও মথুরা হইতে অভিন্ন। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরও কৃষ্ণজন্মস্থলী বলিয়া তাহাও মথুরাধাম। মথুরায় মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে ঔদার্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। ব্রজমণ্ডলান্তর্গত মথুরা হ'চ্ছেন সম্ভোগ মথুরা, আর গৌড়মণ্ডলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর হ'চ্ছেন বিপ্রলম্ভ মথুরা। দুইটীই মথুরা বটে, তবে লীলা-বৈশিষ্ট্য-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ ক'রেছেন মাত্র। অতএব কৃষ্ণপ্রীতি-বসতিস্থল মথুরাতে যেন আমাদের নিত্য বসতিস্থল হয়। যখন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না, আমরা যেন মথুরা বাস করিতে পারি। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বঞ্চিত হ'য়ে যেন আমরা নিরাশ না হই। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন,—

"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ— তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥"

শ্রীনাম—চিন্তামণি

তা'র পর শ্রীনাম—চিন্তামণি অর্থাৎ তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যা'বে, শ্রীনাম তাহাই দিতে পারেন। শ্রীনাম আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিতে সমর্থ। শ্রীনাম-চিন্তামণি কৃষ্ণই আমাদের প্রার্থনানুযায়ী বস্তু দিতে পারেন, অন্য কোন দেবতাই আমাদের প্রার্থনানুযায়ী বস্তু দিতে সমর্থ হন না। কিন্তু চিন্তামণি কৃষ্ণের ভজনে বা সেবায় একটু বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু সে কথাটী ভাল ক'রে আমাদের জানিয়েছেন—

কৃষ্ণ কহে, আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ছাড়াইব॥

শ্রীনামী কৃষ্ণের সেবা করিয়া ইতর বস্তু প্রার্থনা করিলেও কৃষ্ণ তাহা না দিয়া যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়, এমন বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঞ্ছিত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু দিবার ক্ষমতা অন্য কোন দেবতার নাই।

রসো বৈ সঃ

শ্রীনামী হ'চ্ছেন চৈতন্যরসবিগ্রহ; সমস্ত চিদ্রসের পূর্ণ আধার তিনি। তিনি অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিঃ। রসো বৈ সঃ। রস-বিগ্রহ বলতে তিনি তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ নন্। 'বিগ্রহ' কিনা, বিশেষরূপে শ্রীনামের সহিত পার্থক্য নষ্ট করেছেন যিনি, তিনিই বিগ্রহ। জড় বস্তুটা চোখে দেখা যায়, কিন্তু তাহার নামটা চোখে দেখা যায় না। নাম ও নামী এক, এটা বুঝতে পারা যা'বে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের মনোমল বা মনোধর্ম্মরূপ মলিনতা বিদূরিত হ'বে।

গুরু-তত্ত্ব

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ", "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্" প্রভৃতি শ্লোক আমাদের আলোচনা করা দরকার। সূর্য্যালোকেই সূর্য্যদর্শন সম্ভব। সেইরূপ একমাত্র কৃষ্ণই তাঁহাকে আমাদের জানাইতে পারেন, অন্য কেহ পারেন না। সেই কৃষ্ণই গুরুরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। এবং শ্রীগুরুদেবই আমাদিগকে কৃষ্ণ দিতে পারেন; শ্রীগুরুকৃপাতেই কৃষ্ণলাভ, আবার শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাতেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম লাভ, জানিতে হইবে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

যাঁ'কে গুরু করা হ'বে তিনি কি রকম হবেন? আমরা গুরু চিনিয়া লইতে পারি না। শ্রীগুরুদেবই কৃষ্ণপ্রসাদে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হন। গুরু যদি অস্বচ্ছ হ'ন, তবে তাঁহার ভিতর দিয়া অর্থাৎ তাঁহার সাহায্যে কৃষ্ণদর্শনে বাধা হয়; সেইরূপ গুরু আমাদের ও কৃষ্ণের মধ্যে একটা ব্যবধান বা বাধা স্থাপন করেন। Transparent quarter স্বচ্ছ জগৎ হ'তে গুরু-লাভ করতে হ'বে, নচেৎ কৃষ্ণদর্শন সুদূরপরাহত। একমাত্র বিষ্ণুভক্তই গুরু হ'তে পারেন; যিনি নিষ্কাম ও সমস্ত কৃষ্ণে dedicate (উৎসর্গ) করতে পেরেছেন, তিনিই গুরু হ'তে পারেন। যে গুরু কৃষ্ণের জিনিষ আত্মসাৎ করেন, তিনি স্বচ্ছগুরু নহেন, সে-রকম গুরু পরিত্যাজ্য।

নিরন্তর সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য
সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি
মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ ক'রে, সৎসঙ্গ করতে হ'বে। এমন সঙ্গ করতে হ'বে যা'তে কৃষ্ণসেবায় সর্ব্ববিষয়ে facility (সুযোগ) হয়। সঙ্গটা কা'কে বলে, সেটাও বুঝতে হ'বে। সঙ্গ কা'কে বলে তাহ শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীউপদেশামৃতে—

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং
প্রীতিলক্ষণম্॥"

—শ্লোকে বর্ণন ক'রেছেন। আবার সৎসঙ্গটা Continued (নিরন্তর) হওয়া দরকার, নইলে Relapse হ'তে হয় অর্থাৎ আবার দুঃসঙ্গ এসে জুটে গিয়ে দুর্দ্দশায় উপস্থিত হয়।

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল   গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

অসৎসঙ্গে বাস অপেক্ষা অগ্নিকুণ্ডে অবস্থান বরণীয়

জগতে হাজার হাজার অসদ্‌গুরু (?) ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐরকম অবৈষ্ণব গুরুর সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে। যা'রা নামভজনকারী নয়, যা'রা রজস্তমোগুণ-তাড়িত, যা'রা অস্মিতাভিভুতের আসামী সে-রকম ব্যক্তির সঙ্গ অসৎসঙ্গ। অবৈষ্ণব যা'রা, জগতে তা'দের অনেক রকমের ইতর কাজ আছে এবং তা'রা কৃষ্ণেতর বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; কিন্তু যাঁ'রা বৈষ্ণব, তাঁ'দের এই জগতে কৃষ্ণকার্য-সেবা, কৃষ্ণধাম-সেবা ও কৃষ্ণনাম-সেবা ছাড়া অন্য কাজ নাই। অবৈষ্ণব সঙ্গ কেন ত্যাগ করতে হ'বে? কারণ অবৈষ্ণব-সঙ্গে সর্ব্বার্থহানি ও অধঃপাত অবশ্যম্ভাবী "বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ" শ্লোকে জানতে পারা যায় যে ঐরূপ যন্ত্রণা বরং ভাল, তবুও অসৎসঙ্গ ভাল নহে।

অসাধুদের কৃত উপকারে অপকারই হইয়া থাকে

অসাধুদের সঙ্গে আমাদের লাভ ত' কিছুই হয় না, অধিকন্তু লোকসান্ এই যে, অসাধুগণ আমাদিগকে এই জগৎ ভোগের সুযোগ প্রদান ক'রে থাকে, যে ভোগটা ভাবিকালে আমাদের বন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায়। তা'রা আমাদের এই জগতের বস্তুতে সর্ব্বদা প্রলুব্ধ ক'রে থাকে। অতএব অসাধুগণ সর্ব্বদাই শোচ্য ব্যক্তি। অবৈষ্ণব বা অভক্ত যা'রা, তা'রা নিজের জন্ম আমাদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ ক'রে থাকে এবং নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ পূরণ ক'রে থাকে। কিন্তু ভক্ত যাঁ'রা, তাঁ'রা আমাদের কাছ থেকে যে সেবা বা যে কিছু গ্রহণ করেন, তাহা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য গ্রহণ না ক'রে, সব কৃষ্ণ-পাদপদ্মে পৌঁছিয়ে দেন। অতএব যে-সকল ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র এবং জাগতিক বস্তুকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তা'দের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। শিশ্নোদর-পরায়ণ অথবা জিহ্বা-লম্পট যা'রা তা'রাও অসাধু, তা'দের অসম্মান না ক'রে, তা'দের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই দরকার।

কর্ম্মিগণের দৃষ্টি ভোগের দিকে

গত ১৭ই অক্টোবর ৩০শে আশ্বিন বুধবার সন্ধ্যার পর মথুরার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেল্‌থ আফসার শ্রীযুত শিবদাস আগরওয়ালা, ডাঃ শ্রীযুত শিবপ্রিয় সুর, এম্‌-বি, বি-এস্ প্রভৃতি অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যা আটা হইতে মিলিত-কণ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন শেষ হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ ক[illegible]।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

সাধারণ কর্ম্মিগণের যে বিচার-প্রণালী তাহা ভক্তিপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কর্ম্মিগণের বিচারপ্রণালী অনুসন্ধান করলে দেখ্‌তে পাওয়া যা'বে যে, ইহজগতে ভোগ এবং সৎকার্য্যাদির ফলে পর জগতে ভোগই তাহাদের লক্ষীভব্য বিষয়। এই ইহামুত্র ভোগই তা'দের চরম কথা।

স্বর্গসুখও অনিত্য

এই যে ভোগের জন্য কর্ম্মিগণ লালায়িত আছেন, এই ভোগটা তাঁ'রা কতদিন চালাতে পারবেন? যে-যে-বস্তুর আশ্রয়ে আমরা ভোগ করতে চাই, সেই সেই বস্তু-গুলি ত' আমাদের নিত্যকালের সামগ্রী নয়। আবার যে ভক্তি লাভ করি তাহাও ত' নিত্যকাল থাকে না। এজগতে সুখ ভোগ—এটা প্রথম কথা, কিন্তু সেই সুখটা কতক্ষণ ধ'রে রাখ্‌বার ক্ষমতা আমাদের আছে? এই যে মনুষ্যজন্ম, ইহা সুদুর্ল্লভ হইলেও অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর। এই শরীরেরই যখন নিশ্চয়তা নাই, কোন্ মুহূর্ত্তে ইহা ধ্বংস হইয়া যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই, তখন এই অনিত্য সুখের জন্য লালায়িত হ'য়ে লাভ কি? তারপর স্বর্গসুখ বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু স্বর্গসুখই কি নিত্যকাল ধ'রে রাখ্‌তে পারা যায়? যাঁ'রা গীতাশাস্ত্র আলোচনা ক'রেছেন, তাঁ'রা বিশেষভাবে জানেন যে—'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি' অর্থাৎ স্বর্গসুখ কিছুকাল ভোগ হইবার পর পুণ্যক্ষয়ে আবার এই মর্ত্ত্য-লোকে আসিতে হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এই জন্ম-মরণ মালার হাত থেকে অব্যাহতি নাই। এই নাগরদোলায় ঘোরা-ফেরা আর ছুটবে না। আর ঘোরাফেরা বন্ধ না হ'লে সংসারদাবানল থেকে মুক্ত হ'বারও কোন আশা নাই।

জ্ঞানীদের বিচার—আত্মহত্যা

আবার জ্ঞানীদের বিচারে তাঁ'রা ত্রিতাপক্লেশ থেকে মুক্ত হ'বার চেষ্টা করতে গিয়ে আত্মহত্যারূপ নিজ সত্তারই লোপ করতে ব্যস্ত। রোগের হাত থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাস্থ্যলাভে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করাই প্রত্যেক জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু রোগের জ্বালা নিবারণ করতে গিয়ে রোগীটাকে হত্যা ক'রে রোগ ও রোগী দুই বিনাশ করাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? রোগীই যদি ম'রে গেল তবে আনন্দ ভোগ কে করবে? অতএব জ্ঞানিগণের আত্মহত্যা-বরণটা যে কতদূর বুদ্ধিমানের কার্য্য, সেটাও আপনারা বিচার করবেন।

যুক্তবৈরাগ্যের প্রয়োজন

লৌকিকী বৈদিকী প্রভৃতি যে কার্য্যই করা হউক না কেন, হরিভজনের অনুকূল ক'রে করতে হ'বে, প্রতিকূল কার্য্য করতে হ'বে না। এইখানেই ভক্তের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মীদিগের উদ্দেশ্যে আকাশ পাতাল ভেদ। কর্ম্মী নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি করতে গিয়ে কৃষ্ণের সংসার করতে না পেরে, এই জগতের বস্তু-সমূহকে গ্রহণ ক'রে নরকে চ'লে যাচ্ছে, আবার ভক্ত সেই সব জিনিষই গ্রহণ ক'রছেন বটে কিন্তু তিনি ঐসব কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিচারে গ্রহণ ক'রে আত্মমঙ্গল বরণ করছেন। যে সব বস্তু গ্রহণ করা হ'চ্ছে, বা যে সব ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা গ্রহণ করা হ'চ্ছে তা'দের কোন দোষ নাই, কেবল ব্যবহার বা প্রয়োগের গুণদোষে একটা অমঙ্গল ঘটাচ্ছে আর একটা নিত্যমঙ্গল আনয়ন করছে। তাই "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" প্রভৃতি বিচার আমরা দেখ্‌তে পাই। নিজের জন্য যাহা করিলাম তাহাতেই আমার বন্ধন ঘ'টে গেল আর কৃষ্ণসেবার জন্য যদি সেই কাজটাই করি তবে তা'তে বন্ধন মুক্ত হ'য়ে গেল। ঘুড়ীর লাটাইএর এক দিকের পাকে সূতা জড়াইতেছে, আবার উল্টোপাকে সূতা খুলিয়া যাইতেছে। দুইটাই লাটাইএর পাক বটে, কিন্তু খেলোয়াড় হ'তে পারলেই মঙ্গল। কৃষ্ণভক্ত সংসারের সব জিনিষগুলো ব্যবহার ক'রেও ভোগী না হ'য়ে আত্মমঙ্গল বরণ করেন। আর আমরা সেই জিনিষগুলো এমনভাবে ব্যবহার করি যে, তা'তেই আমাদের পায়ে বেড়ী প'ড়ে যায়। একই বিষ কখনও প্রাণরক্ষা করছে, আবার কখন প্রাণ বিনাশ করছে। প্রয়োগ-বিধিটা জানা দরকার।

সাময়িক উপকার নিত্য উপকার নহে

কৃষ্ণের জন্য কার্য্যই সব চেয়ে বড় জিনিষ। Altruist (পরহিতকারী) যাঁ'রা, তাঁ'রা কর্ম্মকাণ্ডের পথিক। তথাকথিত Altruist দের বিচার আর মহাপ্রভুর কথিত

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

—এই পয়ারের লিখিত 'পর-উপকার'—এই দুইটীতে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান। ভগবান্ নিত্যবস্তু এবং তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব, তাঁ'র সমান বা তাঁ'র চেয়ে বড় আর কেহই নাই; তাঁ'র বিজ্ঞতা সব চেয়ে বেশী। মনুষ্য অনিত্য এবং অজ্ঞ, বিজ্ঞ নয়। Altruism বিচারে আমরা মানুষের যে উপকার করতে যাই, তা'তে মানুষের অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের উপকারই করবার চেষ্টা দেখা যায়। ঐরকম উপকার ত' স্থায়ী নয়।

নিত্যমঙ্গলের উপায়

মানুষ পূর্ব্বজন্ম বা পরজন্মের কথা চিন্তা করতে পারে না। সেইজন্য মানুষ বিজ্ঞ না হ'য়ে অজ্ঞ থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়-সকলকে নিযুক্ত করার নাম কার্য্য। আমরা তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের জন্য যে সেবার অভিনয় ক'রে থাকি, তা'তে ভগবান্‌কে বঞ্চিত করা হয়। আমরা আমাদের অজ্ঞতা-বশতঃ সংসারের কার্য্যে দিন রাত ব্যস্ত আছি, বুঝ্‌তে পারছি না,—তা'তে আমরা কোথায় ভেসে যাচ্ছি, কি অমঙ্গলটা বরণ ক'রে নিজের পায়ে নিজেই কুঠার আঘাত করছি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পৃষ্ঠায় এই কথাটী অতিসুন্দর পয়ারে ব্যক্ত ক'রেছেন।

''মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কু-বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ডারিয়া॥''

সংসারের সেবা না ক'রে যদি ভগবানের সেবা করি, তবে নিত্যমঙ্গল লাভ করতে পারি। আমরা পরের সেবা করবার জন্য যে ছুটাছুটি করি, তা'র মূলে উদ্দেশ্যটা কি?

কৃষ্ণসেবায় শত্রুরও মঙ্গল

অন্তরের অন্তরতম স্থলটা যদি অনু-সন্ধান ক'রে দেখি, তবে দেখ্‌তে পাব যে ঐরকম পরহিত-ব্রতের মধ্যে আমাদের নিজেদের সুদসমেত আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি আদায় করার চেষ্টা নিহিত আছে। তাই মহা-প্রভু ব'লেছেন,—''কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥'' আমাদের কৃষ্ণের হ'য়ে যেতে হ'বে এবং কৃষ্ণের জন্য সব কর্ম্ম করতে হ'বে। জগতের সকল জিনিষ আমরা মেপে নিচ্ছি। ভগবান্ সকলের মালিক, তাঁ'কে কেউ মেপে নিতে পারে না। মেপে নেওয়া মানে ভোগ করা। ভগবান্‌কে কেউ ভোগ করতে পারে না। তাঁ'র সেবা করতে হয়। তাঁ'র সেবা করলে আমাদের শত্রুরও মঙ্গল হ'য়ে যা'বে।

মহাদেবের উপদেশ

হরিসেবার অনুকূলে আমাদের সব কার্য্য করতে হ'বে। ভোগেচ্ছার বশ হ'য়ে যে জিনিষ গ্রহণ করতে যা'ব, সেইটার গোলাম হ'য়ে যেতে হ'বে। আমরা কিন্তু অন্য কিছুরই সেবক নহি, কেবল ভগবানের সেবকমাত্র। দক্ষযজ্ঞের সময়ে পার্ব্বতী দেবী মহাদেবকে ব'লেছিলেন—"আপনি আমার পিতা দক্ষকে সম্মানপ্রদর্শন করেন নাই কেন?" মহাদেব উত্তর ক'রেছিলেন,—''আমি একমাত্র সেই স্বরাট্ পুরুষোত্তম অধোক্ষজ বস্তুকে নমস্কার ক'রেছি। বাহিরের কোন বস্তুকে যদি নমস্কার করি, তা'তে আমার কিছু প্রভুত্বের আশা থাকে। শ্বশুর মহাশয় যখন শ্রীভগবানেরই অন্তর্গত, তখন ভগবান্‌কে নমস্কার করাতেই সকলেরই নমস্কার সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গিয়েছে।"

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট ঐ
৬। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৭। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। ভেতিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
১১। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, চাওড়া,
১৭। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—কটক।
২৬। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কালিদপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রক্টার রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। অমার গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খগোলরোড দিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। বিদুরকুটীর মঠ—বিজনোর ইষ্ট, পি
৪৪। কুঞ্জকুটীর মঠ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সত্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষাসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ্
৭। দ্বাদশ-আলবর
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
১১। ভজন-রহস্য ॥০
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৭। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৮। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২২। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৭। গীতমালা ৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩২। শরণাগতি ৴০
৩৩। গীতাবলী ৴০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৫। সাধনকণ ৴০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৭। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪১। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৫। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬১। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ ।০
৬৩। নামভজন ।০
৬৪। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬৫। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৬৬। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৭। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৮। দি ভাগবত ।০
৬৯। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৩। সাধন-পথ ।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৫। গীতাবলী ৴০
৭৬। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬||০
কাটারিভোগ	৫||০—৫৸৶০
পাটনাই (সরেশ)	৪৶০
মাকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৶০
বালাম	৫।০
কলম	৪||০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶০—৫।
সুপারফাইন	৪৸৶০—৫
১নং ময়দা	৪।০—৪।৶
আটা 'বি'	৪||৶০—৪৸
২নং আটা	৪৶০—৪।
আটা এসমাকা	৪৶০—৪।
আটা ৩নং	৩৶০—৩।
সুজি	৪৸৶০—৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		।৵	।৵	
,,	,, ইঞ্চি		১৷৷৹	১৷৷৹	
,,	,, সিকিকলম		৪৲	৬৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲			

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷৹, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২৫	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-৫৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যগ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ | ১৪ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৯শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৫ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ সোমবার ২০৪শ সংখ্যা

মথুরায় লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ প্রচারকের অভিনন্দন

মথুরার সংবাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, পরমহংস প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাদেশে পরমার্থ-গগনের পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপারশ্মি-সমূহে পাশ্চাত্যদেশ উদ্ভাসিত করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২২শে অক্টোবর পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী মথুরায় উপস্থিত হইয়াছেন। পাঠকগণ আরও অবগত আছেন যে মথুরার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সময় স্বামীজীকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ সংকীর্ত্তনসহ স্বামিপাদকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় দুইটী অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, মথুরার নাগরিকগণ স্বামীজীকে গত ২৮শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মথুরায় গান্ধীপার্কস্থ সুপ্রসিদ্ধ "লছমী দাস হলে" একটী অভিনন্দন পত্র প্রদানপূর্ব্বক স্বামীজীর প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। মথুরা-বাসিগণের পক্ষ হইতে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া পূর্ব্বেই এতদ্বিষয়ে তাঁহার অনুমতি লইয়াছিলেন।

উক্ত অভিনন্দন-প্রদান-সভার সভাপতি হইয়াছিলেন মথুরার স্বনামপ্রসিদ্ধ য্যাড্‌-ভোকেট বাবু বসন্তলাল এম্‌, এ, এল্‌-এল্‌-বি মহোদয়। রায় বাহাদুর রাধারমণ, রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র, রায় সাহেব গোবিন্দ দাস, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মনোমোহন, রায় সাহেব রূপকিশোর, অধিকারী লজ্জাশঙ্কর, মথুরা ডিষ্ট্রিক্ট্‌বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যমুনা-

পরিব্রাজক স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থের প্রতি মথুরার নাগরিকগণের শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রসাদ, পণ্ডিত রাধেশ্যাম ত্রিবেদী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বেশ্বর নাথ ভার্গব, শেঠ রাম-নিবাস পোদ্দার প্রমুখ মথুরার বিশিষ্টজনগণ এই শুভসংবাদ মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা সকলকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন। সভা-গৃহটী অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই হলটী দর্শক ও শ্রোতৃ-বৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ৭।৮ মাইল দূর হইতেও অনেক ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যা ঠিক ৬টার সময় সভা আরম্ভ হইয়াছিল, স্বামীজীকে ও সভাপতি মহোদয়কে মাল্য প্রদানান্তর অভিনন্দন পত্র পাঠ হয়। মথুরা জেলাবোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান মিঃ যমুনা প্রসাদজী উক্ত অভিভাষণ পাঠ করিয়া-ছিলেন। অভিভাষণে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা-প্রভুর প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বামীজী যে-প্রকারে ইংলণ্ডে প্রচার করিয়াছেন, তাহা সুন্দররূপে ও অতি চমৎকার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে স্বামীজী সভাপতি মহোদয়কে ও মথুরার নাগরিকগণকে তৎপ্রতি প্রদর্শিত সম্মানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই সম্মান-প্রাপ্তির অধিকারী তিনি নহেন — তাঁহার গুরুপাদপদ্ম। স্বামীজীর প্রত্যভিভাষণে আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ধাম মথুরা সম্বন্ধে বিশুদ্ধ আলোক প্রাপ্ত হইব। অভিভাষণ ও প্রত্যভিভাষণে শিখিবার অনেক বিষয় আছে বলিয়া আমরা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ নিম্নে উভয়েরই মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিতেছি।

স্বামীজীর বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয়ের ইচ্ছাক্রমে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামি-প্রভু হিন্দি ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্ম সকলকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহোদয় হিন্দি ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক স্বামীজী ইংলণ্ডে যে-সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহার প্রশংসা করেন, এবং ঐ প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে মৃদঙ্গ-করতাল-যোগে সুমধুর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

অভিনন্দন পত্র

ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

শ্রদ্ধাস্পদেষু —

মহাত্মন্,

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি এই মথুরার অধিবাসী আমরা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত আপনাকে এই শুভ-মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক অভ্যর্থনা প্রদান করিবার সুযোগ লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি।

বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় এই শুদ্ধ জ্ঞানভূমিকায় আবির্ভাবলীলা-প্রকাশকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলা এই মথুরাপুরীকে পবিত্র করিয়াছে; তাঁহারই অপ্রাকৃতলীলার সহিত শ্রীব্রজমণ্ডলভূমি নিত্যকাল জড়িত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনের অভাবনিবন্ধন এই কলিযুগে সাধারণতঃ মানুষসকল এক বুঝিতে আর বুঝিয়াছে এবং উক্তধর্ম্মের বিকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছে। যদিও জনসাধারণ কিছু কালের জন্য ঐ স্থানসমূহ ও তৎ তৎ স্মৃতি সকল বিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীচৈতন্যলীলায় প্রাকট্য বিধান করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল-মাহাত্ম্য আবিষ্কার ও লোকলোচনের গোচরীভূত করেন এবং তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ ষড়্‌গোস্বামি দ্বারা উক্ত মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তাঁহারা শ্রীব্রজমণ্ডলে বহুকাল অবস্থানপূর্ব্বক বিশ্ব-জীবের চরম কল্যাণের জন্য সনাতন ধর্ম্মের আচার ও প্রচার সম্বন্ধে বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গত শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজকে প্রায় একশত ধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই যুগে তিনিই শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারের মূল মহাপুরুষ। আপনি যে সেই মহাপুরুষের একজন অনুগত শিষ্য, ইহা আমরা অবগত হইয়াছি। প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ বিশ্বব্যাপী শুদ্ধভক্তিপ্রচারের ভার (শাস্ত্র ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পন্থানু-সারে) গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও আমরা অবগত হইয়াছি যে, তিনি প্রচারকার্য্যের জন্য আপনাকে গত ১৯২০ সালে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইয়াছি যে, আপনি ঐ ১৯২০ সাল হইতে পরমহংস মহারাজের আনুগত্যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারকার্য্যে বিশেষ-ভাবে নিযুক্ত আছেন। ভারতের সর্ব্বত্র,

বিশেষতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবন ও সীতাপুর জেলায় নৈমিষারণ্য স্থানদ্বয়ে শিক্ষিত জনগণের নিকট [illegible] ত-ধর্ম-প্রচার-বিষয়ে আপনার প্রচুর [illegible] সুখ্যাতি আছে। যাঁহাদের নিকট [illegible] প্রচার-কার্য্য সম্বন্ধে বিষয় বলি।

[illegible] আপনার শক্তিমত্তা লক্ষ্য করিয়া [illegible] আপনাকে পাশ্চাত্য দেশে (বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে) প্রচার কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভারতের চিন্তাবিদ্‌গণের ইংলণ্ডবাসিগণের নিকট উক্ত প্রচারকার্য্য চালান যে কিপ্রকার কষ্টসাধ্য তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু আপনি সেখানে বৈষ্ণবোচিত আহার, বিহার ও আচারাদি পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া আদর্শজীবন যাপন পূর্ব্বক [illegible] অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

[illegible] বৎসর সময়ের মধ্যে আপনারা যে ভারতের সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে ইংলণ্ডবাসীর মনের ধারণা পরিবর্ত্তন করিয়া বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে রেখাপাত করিতে পারিয়াছেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষিত সমাজেও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতাদ্বারা বিভিন্ন সামাজিক সমিতিতে যোগদানপূর্ব্বক [illegible] প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাদিগকে চিন্তার বিষয় বা খাদ্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের চেষ্টায় সুফল প্রসব করিয়াছে—"শ্রীগৌড়ীয়মঠ মিশন সোসাইটী"-স্থাপনে, যাহার অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছেন। পরমার্থ প্রচার, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-বিজ্ঞানবৈশিষ্ট্যের প্রচারই ঐ মিশনসোসাইটীর উদ্দেশ্য, ইহা খুব আনন্দের বিষয়।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রথমেই এই মথুরায় আপনার শুভবিজয় শ্রীব্রজমণ্ডল, [illegible] ও শ্রীমথুরার প্রতি আপনার অকৃত্রিম প্রীতির স্পষ্ট পরিচয়প্রদান করিতেছে এবং ঐ তিন বস্তুর মাহাত্ম্য-প্রচারে আপনাদের সাফল্যের জন্য আমরা আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার শ্রীগুরুদেব প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের শুভক্ষণে এই মথুরাধামে শুভবিজয় আমাদিগকে অধিকতর উৎসাহিত করিয়াছে। যাহাতে আপনাদের শিক্ষা-প্রচার-ফলে শ্রীরাধাকৃষ্ণসেবা পুনঃস্থাপন ও শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেমসেবার বাস্তবতা উপলব্ধি হয় [illegible], যাহাতে আমরা অপ্রাকৃত [illegible] মথুরার প্রকৃত-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তজ্জন্য আমরা আন্তরিকভাবে আশান্বিত আছি।

সশ্রদ্ধ-নিবেদক—

মথুরার জনসাধারণ

কেন বা এমন কর ?

প্রভো!

কেন হে আমারে অভিমানোপরে বসা'য়ে অদূরে থাক।
কেন নানাকারে সাজায়ে স্বকরে নিতি নব ঢঙ্ দেখ॥
কেন কভু মোরে গড়িয়া স্বভুজে স্বীয় মনোমত করি'।
কেন ভাঙ ওগো পুনঃ পরক্ষণে সব স্নেহ পরিহরি'॥
হৃদয়মরুতে ফুটাও কখনো ভকতি-কুসুম পূত।
কুটিলতা কাঁটা রোপিয়া কেনহে কর পুনঃ কলুষিত॥
কখনো তোমার করুণা ধারায় ডুবিয়া আমার মন।
পূজয়ে তোমারে আপনা পাসরে সব করে অরপণ॥
ভব-অটবীর গহন আঁধারে নিজেরে হারাই কভু।
কত বা গোপনে করি পাপাচার ভাবি না তুমি যে বিভু॥
সাধুর সাজেতে সজিয়া লোকেতে পরিয়া কৈতব-পাশ।
অকালে এ ভালে সুখে লিখে রাখি মোর নাম 'কামদাস'॥
বুঝিতে নারি হে এ অবধে নিয়ে কেন বা এমন কর।
চাঁদের আলোয় শীতলিয়ে পুনঃ প্রখর-আতপে ধর॥
তব প্রেরণায় তোমার কৃপায় তব প্রিয়তম যত।
ঘুচায়ে কালিমা মোহ-ঘুম হ'তে করে মোরে জাগরিত॥
সাদরে কহয়ে 'উঠ, জাগ ত্বরা' লহ যাচি' পরধন।
হের যায় ধেয়ে গৌরবাণী গেয়ে নিত্যানন্দ মহাজন॥
ছুটিতে তখন কৃপা বল গায়ে তুমি ত' সঞ্চার কর।
কেন পরক্ষণে বিমুখ করিয়ে তমঃকূপে পরিহর॥
অনন্ত অসীম লীলাময় প্রভো কেন বা এমন কর।
ভাঙ, গড়, রাখ, হাসাও, কাঁদাও ক'রে দাও, ক'রো হর॥
দিতে নিতে নাথ শকতি তোমার শুনিয়া এ গূঢ় বাণী।
মাগিতে কণিকা এষণা-তাড়িত যদিও হ'য়েছি আমি॥
কিন্তু তাতে হায়, আছে অন্তরায় নহি যে সুদীন আমি।
গৌরব প্রাসাদে মোর বাস সদা প্রতিষ্ঠা-কুধনে ধনী॥
দীনে দান করা বিহিত সতত তাই তব পদে যাচি।
দীন কর মোরে, দান কর পরে দীনে নাম-ধনে রুচি॥
কেড়ে লও ধন, ভাঙহে প্রাসাদ, কাঁদাও দিবা শর্ব্বরী।
পাগল করিয়ে ছুটাও কাঁদায়ে ভকতেরে অনুসরি'॥
দীনার্ত্তিহরণ নারদ-বরণ সর্ব্বকারণ কারণ।
ভক্তি-বাণী পতি ক্ষয়িত জয়তি কর হে প্রণতি গ্রহণ॥

— শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

স্বামীজীর প্রত্যভিভাষণ

বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের শুদ্ধভক্তিস্রোত আনয়ন ক'রেছেন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। আমি সেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এক অধম দাসানুদাস। আমরা সেই শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছিলাম। বিলাতের কাগজওয়ালারা সাধারণ সন্ন্যাসীদিগকে লইয়া একটা কৌতুক [illegible] করিয়া থাকে [illegible] কিন্তু ঐসকল কাগজ- [illegible] দিয়াছিলাম। সেদেশের অধিবাসিগণ [illegible] সম্বন্ধে ধারণায় যে একটী [illegible] প্রাচীর দিয়াছে, সেই প্রাচীর ভগ্ন করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা তথাকার বহু মনীষীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, প্রত্যেকের দ্বারে ঘা দিয়াছি। তাঁহারা রাজার জাতি। তাঁহারা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে আমাদের নূতন কিছু দিবার আছে কিনা। কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু ধর্ম্ম-জগতের কথা শুনিবার জন্য ত্রিশ মিনিট সময়টা কিছুই নয়। তাঁহারা এমন কথাও আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, আমরা নিউক্যাসেলের কয়লার খনিতে কয়লা বহন লইয়া যাইতেছি কিনা।

অনেক বাহ্যিক লোক যাহা মুখে প্রচার করে, নিজের জীবনে তাহা আচরণ করে না। কিন্তু আচারমুখেই আমাদের প্রচার; আমরা জানি, আচারবর্জ্জিত প্রচারের কোনও মূল্য নাই। এবিষয়ে আমরা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং তৎকর্ত্তৃক উদ্দীপিত হইয়াছি ও তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছি।

আমি এখন মথুরায় আসিয়া পড়িয়াছি। শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি এই মথুরাকে জড় বুদ্ধি করা উচিত নয়; এই মথুরা বৈকুণ্ঠ বস্তু, কৃপাপূর্ব্বক এই জগতে অবতীর্ণ। "শ্রবণে মথুরা, নয়নে মথুরা, বদনে মথুরা, হৃদয়ে মথুরা। পুরতো মথুরা, পরতো মথুরা, মথুরা মথুরা, মথুরা মথুরা॥" মথুরা অপ্রাকৃত প্রীতির ধাম।

পাশ্চাত্য দেশের লোকসকল আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সত্য ভিত্তি হইতে গৃহীত না হওয়ায় অসুবিধা ঘটাইয়াছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সেদেশের লাইব্রেরীতে এক গীতার বহু অনুবাদ রহিয়াছে; কিন্তু সেই অনুবাদসমূহের মধ্যে কোন একটীও প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ব্যাখ্যানুযায়ী রচিত হয় নাই। উহাদের কোনটীই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কিম্বা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতাভাষ্যের অনুসরণকারী নহে। সেখানে বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি অতি বিরল।

তথাকার ধর্ম্মযাজক 'আর্কবিশপ অব্ ক্যান্টারবেরী'ও আমাদের এই প্রচারের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। বিলাতে ইংরাজের গির্জ্জাতে কোন হিন্দু সন্ন্যাসী এপর্য্যন্ত হিন্দু-ধর্ম্মের বক্তৃতা দিবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ কৃপায় সে সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। বিলাতে কোন বক্তা কিছু বক্তৃতা দিবার পরেই বহু শ্রোতা সেই-বক্তৃতা-সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া থাকেন। ঐ কার্য্যকে তাঁহাদের ভাষায় 'হেকলিং' বলা হয়। আমাদের বক্তৃতান্তে বিশপ শ্রোতৃবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁদের কোন প্রশ্ন আছে কিনা। কিন্তু কেহই কোন প্রশ্ন করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট—
"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—

অনুসারে তাঁহার নাম, ধাম ও কাম প্রচার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণ আমাদিগকে আন্তরিক ভাবে অভ্যর্থনা প্রদান করিয়াছিলেন। নির্ম্মৎসর সাধুগণের কৈতববর্জ্জিত ভাগবতধর্ম্ম একণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে চলিয়াছে।

বিভুচিদ্ ভগবানের অণু বিভিন্নাংশ জীব আমরা নিত্যকালই তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছি। অংশ কখনও অংশীর সহিত সমান হইতে পারে না বা অংশী হইতে পারে না; তবে চেতনতার দিক্ দিয়া অংশ অংশীর সহিত অভেদ বলা যাইতে পারে; শুদ্ধভক্তিমার্গই ভগবৎ সকাশে পৌঁছিবার একমাত্র রাজকীয় পথ। সূর্য্য-দর্শন করিতে হইলে সূর্য্য কিরণের সাহায্যেই করিতে হয়। সেইরূপ ভগবানের কৃপার দ্বারাই ভগবানকে জানিতে হইবে। অন্তরের সমস্ত মলিনতা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। জাগতিক সমুদয় আচরণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" প্রভৃতি শ্লোকগুলি প্রচার মুখে অনুসরণ করিতে হইবে।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূটের বিরাট্ আয়োজন

গোবর্দ্ধনপূজায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকের আহ্বান

আগামী ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪১ (ইং ৮ নভেম্বর, ১৯৩৪) বৃহস্পতিবার প্রতি-বর্ষের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূটমহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী পরবিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীমঠের আশ্রিত ভক্তগণকে, তথা শ্রীগিরিরাজগোবর্দ্ধন-সেবায় শ্রদ্ধাবান সজ্জনগণকেই গোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূটোৎসবে যোগদানের নিমিত্ত বিবিধ উপচার ও উপায়নসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইবার সুযোগ না পাইবেন, তাঁহারা তাঁহাদের সংগৃহীত পূজোপকরণ যথাসময়ে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিলে তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবায় নিয়োজিত হইতে পারিবে। শ্রীমঠসম্পাদক মহোদয় আরও জানাইতেছেন যে, স্থানবিশেষের ভগবৎসেবোপযোগী কোন নৈবেদ্য-বৈচিত্র্য থাকিলে তাহা বিশেষ আদরে ও ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

মথুরা নিত্য, মাথুর মণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলা-সকলও নিত্য, কিন্তু আমাদের ভ্রমাদি দোষ-চতুষ্টয়ের নিমিত্ত আমরা শ্রীকৃষ্ণের ঐসকল লীলা দর্শন করিতে পারি না। মুক্ত পুরুষগণ ঐ নিত্যলীলা নিত্যকাল দর্শন করিয়া থাকেন। কেন্দ্র যদি ঠিক না থাকে, তবে বৃত্তও ঠিক হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যদি আমরা কার্য্য করি, তবে আমাদের কর্ম্মচক্রে আর ভ্রমণ করিতে হয় না। কিন্তু যখন ঐ কেন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাই, তখন সংসার-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া নানারূপ কষ্ট পাইয়া থাকি। কৃষ্ণ কামদেব, তিনি সমস্ত চেতনের একমাত্র আকর্ষক; তাঁহাতে হ্লাদিনী শক্তি বিরাজিতা।

আমরা কিন্তু মায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সংসারে কষ্ট পাইতেছি। সেই মায়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে গীতায় ভগবানের উপদেশ—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" গ্রহণ করিতে হইবে। শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকায় অবস্থিত হইতে না পারিলে গীতার তত্ত্ব বোধগম্য হয় না। দক্ষযজ্ঞে মহাদেব দক্ষকে অভিবাদন না করায় পার্ব্বতী তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেব "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন,—"বাসুদেব সমস্ত শুদ্ধসত্ত্বেই আছেন, আমি অপ্রাকৃতনেত্রে দক্ষের মধ্যেও সেই বাসুদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহাকেই নমস্কার করিয়াছি। পৃথগ্ভাবে দক্ষকে নমস্কার-বিধানের আবশ্যক নাই।"

এই মথুরাধাম শুদ্ধজ্ঞানের ভূমি· অপ্রাকৃত কৃষ্ণের জন্মভূমি—বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ; এখানে তিনি তাঁহার রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাসমেত অবস্থিত আছেন। বৈকুণ্ঠশব্দ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। শ্রীনাম বৈকুণ্ঠশব্দ। শ্রীনামকে জগতের প্রাকৃত শব্দের সঙ্গে কেহ যেন একাকার করিয়া না ফেলেন।

ভগবানের অনেক শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—চিৎ-শক্তি, অচিৎ (মায়া)-শক্তি ও জীব-শক্তি। আমরা জীব-শক্তি। আমরা এই স্থূল বা সূক্ষ্মশরীর নহি। আমরা কে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না কেন? এমন একটা আবরণ আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে আমরা আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করিতেছি। এ বিপদ হইতে শ্রীগুরুদেবই আমাদের উদ্ধার করিতে সমর্থ। শ্রীগুরুদেব মানুষ নহেন; তিনি শ্রীভগবানেরই অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর যুগাচার্য্যরূপে জগতে পুনঃ প্রকটিত হইয়াছেন,—বিশ্ববাসীকে মোহনিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। তাঁহার চরণে আমাদের প্রপন্ন হইতে হইবে। তিনি বর্ত্তমানে এই মথুরাধামে উর্জ্জাব্রত পালন করিতেছেন এবং শ্রীরাধাদামোদরের সেবা-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে এসেছিলেন। কীর্ত্তনবিরোধী চাঁদ কাজিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীনামের সেবা করিলেই আমাদের সমস্ত মঙ্গল হইবে। সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিক হইতে উদিত হইয়া সমস্ত জগতে কিরণ বিতরণ করেন, সেইরূপ এই প্রাচ্যদেশ হইতে নিত্যসত্যের বাস্তবধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইয়া বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করিবে, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের পদানুসরণকারী আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। আমরাও শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইয়া দিয়া যেন এই শ্রীনাম-প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তজ্জন্য সকলের কৃপা প্রার্থনা করি।

আমি অযোগ্য হইলেও আপনারা আমাকে অদ্য যে সম্মান প্রদান করিলেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা

অতঃপর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় সভাপতি মহোদয় ও শ্রোতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদানমুখে বলেন যে, তাঁহারা মথুরাবাসী হইয়া মথুরার দেবতা শ্রীকৃষ্ণের নাম-প্রেম-প্রচারকারী ও সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য-রক্ষণকারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে যে সম্মানসূচক অভিনন্দন প্রদান করিলেন, ইহা মথুরাবাসিগণের যোগ্যই হইয়াছে। স্বামীজী মহারাজের পাশ্চাত্য দেশে সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারের সাফল্য শ্রবণে তাঁহারাও যে গভীর আনন্দ অনুভব করিয়াছেন এবং ভক্তি-ধর্ম্ম যাহাতে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়, এইরূপ ভাবান্বিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের অভিনন্দন-পত্রে যে-সকল মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে হৃদয়ের ভাব স্বচ্ছভাবে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।" ভক্তগণের সঙ্গের ফলেই ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হয়। সেই ভক্ত-সঙ্গে আমাদের সকলের ভক্তিলাভ হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সভাপতির অভিভাষণ

সভাপতি মহোদয় বলেন যে, চেতন-ধর্ম্মের কথা একমাত্র হিন্দুস্থানেই আছে। স্বামীজী মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রেরণা লইয়া সেই চেতনের বার্ত্তা পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া খুব সুখী হইলাম এবং নিজকে গৌরবান্বিতও মনে করিতেছি যে, স্বামীজী মহারাজ যে-কার্য্যে ব্রতী হইয়া সে দেশে গিয়াছিলেন, সেই কার্য্যে কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছেন। বিলাতের সহিত আমাদের চিন্তা ও ভাবিবার অনেক পার্থক্য এবং সে দেশবাসী যেরূপ জড়াভিনিবিষ্ট তাহাতে আমাদের এদেশের চিদ্ধর্ম্মের কথা সেখানে প্রচার করা যে কত দুরূহ, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে অনুভূতির বিষয় হয় না। ধর্ম্মকথা-শ্রবণের জন্য সে দেশের লোক অর্দ্ধ ঘণ্টার বেশী ব্যয় করিতে প্রস্তুত নয়; কিন্তু অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল শ্রবণের ফলে যদি স্বামীজীর কথিত মত সাফল্য লাভ হইয়া থাকে, তাহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তা'ছাড়া সেখানে ধর্ম্মকথা-প্রচারের বহুবিধ বিঘ্ন আছে। স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রচারের বার্ত্তা আমরাও সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া খুব গৌরব অনুভব করিয়াছি। স্বামীজী বিলাত হইতে একবারে আমাদের এই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আমাদের অন্তরের ভাব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য এই সভা আহ্বান করিয়াছি এবং তাঁহাকে এই অভিনন্দনপত্র প্রদান করিতেছি। আমি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য নিবেদন করিলাম।

— —

ভদ্রকের নিকট প্রচার

[২০৩ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার শ্রীরূপ-সনাতনাদি পার্ষদগণকে লক্ষ্য করিয়া মায়াবদ্ধ জীবোদ্ধারার্থ বিভিন্নস্থানে যে-সমস্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত—শিক্ষা-স্থানীয় বদ্ধজীবের একমাত্র অবলম্বনীয় প্রাকৃত-সিদ্ধির পথ। সেই পথের যাঁহারা পথিক হইলেন, তাঁহারাই গৌড়ীয়। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকারের সম্প্রদায়গত বিভেদ থাকিতে পারে না। গৌড়ীয়গণের রূপানুগ ভজনপথ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত মতের অধীন হইয়া অন্যপথে ধাবিত হইলেন, তাঁহারাই অপসম্প্রদায় বা অগৌড়ীয়! সেই অপসম্প্রদায়ের বিচারাবলম্বনে—

"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

পাঠ কীর্ত্তনান্তে ডাক্তার শ্রীযুত অন্নদা বাবু উপস্থিত প্রায় একশত লোককে বহু প্রকারের বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে ভদ্রক হাঁসপাতালের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত দয়ানিধি মিশ্র এম-বি বি-এস্, সুপ্রসিদ্ধ উকীল নরেন্দ্রপ্রসাদ দাস, উকীল হেমেন্দ্রনাথ চন্দ, উকীল জীবনানন্দ দাস, উকীল অতুলচন্দ্র দে, মোক্তার মহেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত, ডাক্তার যদুনাথ দে প্রমুখ মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ৪ঠা ও ৫ই কার্ত্তিক পর পর দুই দিবস বাড়িদপুরস্থ ঠাকুরবাটীতে বহু ভদ্রলোকের সমক্ষে স্বামীজী মহারাজ প্রসঙ্গক্রমে বহুকথা আলোচনা করেন। ভদ্রকের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া প্রচারকগণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রচারোদ্দেশে সম্প্রতি কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

— —

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ দামোদর মঙ্গলবার সম্বৎ ৪৪৮

সরকার ঠাকুর

"প্রেমের আলয় বন্দো নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁ'র চিত্তে গৌরাঙ্গ বিলাস॥"

কার্ত্তিক কৃষ্ণাদর্শী তিথিতে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। একাদশীতে হরিবাসর-তিথি পালন করিয়া দ্বাদশীতে বস্তুসিদ্ধি রাজ্যে প্রবেশদ্বারা তিনি আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে, যিনি শ্রদ্ধাসহকারে হরিবাসর পালন করেন, তিনি কৃষ্ণলোকে গমনের অধিকারী। হরিবাসর-পালন-অর্থে কেহ যেন মনে না করেন যে, কোনও প্রকারে কিছু না খাইয়া দিনটী কাটাইয়া দিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল। কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ করিয়া অহর্নিশ ভগবৎ-প্রসঙ্গ আলোচনাদ্বারা কৃষ্ণসেবা করিলে হরিবাসর পালিত হন। যদিও শ্রীএকাদশী-তিথি পক্ষকালমধ্যে মাত্র একবার উপস্থিত হন, তথাপি যাঁহারা ঐ নিত্যমঙ্গলপ্রদা তিথিকে সম্মান করিতে জানেন, তাঁহারা প্রত্যহ প্রতি মুহূর্ত্তেই ভগবানের সেবা ছাড়া অবস্থান করিতে পারেন না। কারণ ঐ মাধবতিথি ভক্তির জননী, তাঁহার অনুসন্ধানফলে শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে। নিরন্তর—২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই শ্রীভগবানের সেবা করা শুদ্ধভক্তের লক্ষণ। শুদ্ধভক্ত নিরন্তর রাধাগোবিন্দের সেবা করিয়া স্বরূপ-সিদ্ধির স্বরূপ-লক্ষণ প্রদর্শন করেন, তৎপরে কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধিতে প্রবেশ। গৌড়ীয়গণ বস্তুসিদ্ধি-লাভান্তে কৃষ্ণলোকে গমন করিয়া থাকেন, ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য বোধ হয় সরকার ঠাকুর কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীল সরকার ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি এবার গতকল্য বিশ্বমাঝে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের ও মঠরাজের শাখা-মঠসমূহের সেবকগণ কীর্ত্তনমুখে এই তিথির পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে এই সময় বার্ষিক মহা-মহোৎসব চলিতেছে বলিয়া তথায় সরকার ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বৃন্দাবনে সরকার-ঠাকুরের কুঞ্জে বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠ অবস্থিত। তথায়ও ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার কথা।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান শ্রীখণ্ড নামক স্থানে। মহাপ্রভু যে-স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজন-সুবিদিত কাটোয়া নগরী হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় চারি মাইল। সরকার ঠাকুরের বংশের প্রায় সকলেই মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুকুন্দ দাস এবং মধ্যম ভ্রাতার নাম মাধব দাস। এই মাধবদাসের পুত্র শ্রীরঘুনন্দন দাস। মুকুন্দ দাস, রঘুনন্দন ও নরহরি দাস সরকার ঠাকুর প্রতি বৎসরই রথযাত্রা উপলক্ষ করিয়া শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দরের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ নীলাচলে গমন করিতেন। তখনকার দিনে রেলওয়ে স্থাপিত হয় নাই, সুতরাং পদব্রজেই যাইতে হইত। প্রতি বৎসর ৩৫০।৪০০ মাইল পথ ভ্রমণান্তে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইবার যে উদ্যম ও হৃদয়োল্লাস তাঁহাদের ছিল, তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের হৃদয়-সিংহাসনে সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর আসন ছিল। তাই তাঁহারা পথশ্রম কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া ব্যাকুল হইয়া নীলাচলাভিমুখে ছুটিতেন। সেব্যের সেবাপ্রাপ্তির জন্য সেবকের এই যে ব্যাকুলতা, তাহা সেব্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব পরানন্দ লহরী সৃষ্টি করে। এই আনন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ খাতোদক-সম বলিয়া মহাজনগণ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানিতে পারি, খণ্ডবাসী উক্ত বৈষ্ণবত্রয় মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র শতমুখে ইঁহাদের সেবানিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমুকুন্দের 'উদ্দীপন' বস্তু দর্শনমাত্রেই 'আলম্বন' সেবায় যে অদ্ভুত কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হইত, তাহা মহাপ্রভু স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন। জাগতিক সম্পর্কে যদিও রঘুনন্দন শ্রীমুকুন্দদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র, তথাপি তিনি তাঁহাকে স্বীয় পূজ্যব্যক্তি বলিয়াই বিচার করিতেন। তাই 'কে পুত্র' মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমুকুন্দ বলিয়াছিলেন—

* * "রঘুনন্দন আমার পিতা হয়।
আমি তাঁ'র পুত্র—এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার
নিশ্চিতে॥"

মহাপ্রভু উক্ত তিনজনের সেবা বিভাগ করিয়াছিলেন। যথা—

"মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার কার্য্য—ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্যে নাহি মন॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিনজনে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সরকার ঠাকুরকে স্বীয় পার্ষদবৃন্দের মধ্যে গণিলেন, ইহা হইতে বেশ জানা যাইতেছে—তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কত প্রিয়। সরকার ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য মহাকবি শ্রীলোচনদাস তৎকৃত শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে বর্ণন করিয়াছেন যে, শ্রীগদাধর ও শ্রীসরকার ঠাকুর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। মহাপ্রভু যখন সপ্ত সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীরথযাত্রার সময় কীর্ত্তন করিতেন, তখন শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণ রথের পশ্চাতে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের দলে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন নর্ত্তক ছিলেন। ঠাকুরের সিদ্ধ পরিচয়ে দেখিতে পাই,—

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

—:০:—

(৯)

কৃষ্ণভজন-রহস্য

অকজ বস্তুকে ভক্তি করা যায় না। 'ভক্তি'-শব্দটা অকজ বস্তুর সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় নাই। শ্রীল রূপপাদ ভক্তির সংজ্ঞা-বর্ণনে স্পষ্ট ক'রে ব'লেছেন,—অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-শীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" কৃষ্ণেতর অভিলাষ বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্ম-জ্ঞানাদিদ্বারা আবৃত না হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মী ও জ্ঞানী না হইয়া আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করার নামই ভক্তি। কৃষ্ণের অনুশীলন বা কৃষ্ণভজন করাকেই ভক্তি বলে। অনুকূল বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিকূলভাবেও এক রকম কৃষ্ণভজন আছে; যেমন কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন ক'রেছিল, কিন্তু তা'দের সেই কৃষ্ণানুশীলনটা 'ভক্তি'-পদবাচ্য নহে।

পূর্ণসেবা কৃষ্ণেরই সম্ভব

কৃষ্ণেরই বৈভবপ্রকাশ বৈকুণ্ঠস্থিত শ্রীনারায়ণকে ভজন করিলেও কৃষ্ণানুশীলন হ'য় না। কেবলমাত্র শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ গৌরব সখ্য—এই আড়াই প্রকার রসে নারায়ণে ভক্তি করা যে'তে পারে; কিন্তু পূর্ণ পাঁচ প্রকার রসেই অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসেই কৃষ্ণানুশীলন হয়। শতকরা শত ভাগ চেষ্টা কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত কর্‌তে হ'বে। মস্তক থেকে নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গদ্বারা ভগবানকে সেবা করা উচিত। আমাদের এই জড় অর্থাৎ স্থূল বা অজড় সূক্ষ্ম-শরীর-দ্বারা ভগবানের সেবা করা যা'বে না। একমাত্র চিদাত্মার দ্বারাই ভগবানের সেবা করা যে'তে পারে। আত্মার অর্দ্ধেকটা হরিসেবা করবে, আর বাকী অর্দ্ধেকটা সংসার ভোগ করবে, এ রকম জিনিষটা সেবা নয়।

ভক্তের বিচার

ভগবান্—পুরুষোত্তম। সকল পুরুষই তাঁহার সেবা করেন। যাঁ'রা ভগবানের সেবা করেন, সেই সব ভক্তের সেবা করলে ভগবানেরও সেবা করা হয়। ভগবান্ ভক্তের দ্বারে জীবের সেবা গ্রহণ করেন। কর্ম্মকাণ্ড ব্যাপারে কর্ম্মীর নিজের initiation (কর্তৃত্ব) আছে; ভক্তিতে কিন্তু সে রকমের কিছু নাই। কারণ ভক্তিতে ভক্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে সব স'পে দিয়েছেন। ভক্ত তাঁর নিজকৃত কার্য্যের কোন ফল প্রার্থী ন'ন—

"রাখবি মারবি যো ইচ্ছা তুহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥"

ভক্তের বিচার এইরূপ। ভগবদিতর বস্তু ভোগের বস্তু। সেই সব ভোগের বস্তুর সেবা, সেবার ছলনামাত্র।

কর্ম্ম ও ভক্তিতে পার্থক্য

জ্ঞানকাণ্ডীদের বিচারে ভোগ করা উচিত নয়। তা'রা মানুষকে কর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত হ'বার পরামর্শ দিয়ে থাকে। গীতার বিচারে কর্ম্ম থেকে একবারে ছুটী হয় না,—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু
তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম
সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

তাই যে কোন রকমের কর্ম্ম কর্‌তে হ'বে, সেটা বিচার করা দরকার। যে কর্ম্ম মানুষ নিজের জন্য করে, সেটাই কর্ম্ম-শব্দবাচ্য, আর যে কর্ম্ম ভগবানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তা'তে আর কর্ম্মের হেয়তা থাকে না, সেই কর্ম্মকেই ভক্তি বলা হ'য়ে থাকে।

প্রকৃত মথুরাবাস কি?

কর্ম্মভূমি হ'চ্ছে এই গুণজাত জগৎ, কিন্তু উহা ভক্তির ভূমিকা নহে। ভগবানের উপাসনা করলে সর্ব্বজীবকেই দয়া করা হয়। ত্রিগুণের বশীভূত হওয়াটাই অবৈষ্ণবতা। বিষ্ণু-ভক্তব্যতীত সকলেতেই মৎসরতা থাক্‌বেই থাক্‌বে। একমাত্র বিষ্ণুভক্তগণই নির্ম্মৎসর। পরমমুক্ত জ্ঞানিগণই বাস্তবিক মথুরাবাসী; কারণ মথুরা শুদ্ধজ্ঞানভূমি। অতএব প্রকৃত মথুরা-বাস কা'কে বলে, সেটা শেখা দরকার।

গুণত্রয় ও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব

রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক ব্যক্তি—এই তিন জনেই গুণজাত জগতের (অংশীদার)। তমোগুণকে রজোগুণের দ্বারা ধ্বংস করতে হ'বে; রজোগুণকে সত্ত্বগুণের দ্বারা ধ্বংস করতে হ'বে এবং প্রাকৃত সত্ত্বগুণকে বিশুদ্ধ-সত্ত্বের দ্বারা ধ্বংস করতে হ'বে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটীই প্রাকৃত জগতের ভূমিকা। এই তিনটী ভূমিকাকে অতিক্রম ক'রে বিশুদ্ধ-সত্ত্বের ভূমিকায় পৌঁছিতে হ'বে অর্থাৎ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের ভূমিকা অতিক্রান্ত হ'তে হ'বে। তবে কৃষ্ণভজনের কথা বুঝতে পারা

যাবে। মথুরা প্রাকৃত জনকাদামর ভূমি নহে। এরকম স্থূল শরীর নিয়ে মথুরাবাস হয় না।

চেতন অচেতন এক নহে

নাম সঙ্কীর্ত্তন, সাধু সঙ্গ প্রভৃতির অভাবে মথুরাবাস হয় না। যেখানে কৃষ্ণের জন্ম হয়, সেস্থান বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠের সাধ্য নাই যে, এই কুণ্ঠ জগতে নেমে আস্তে পারেন; তাই মথুরা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যদি এই রকম শুদ্ধজ্ঞানভূমিকা প্রাপ্ত হই, তবেই মথুরাবাস হ'বে। জগতে আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় যে-সমস্ত ধর্ম্ম সৃষ্টি ক'রেছেন, তাহা সমস্তই পার্থিব ধর্ম্ম; সেখানে সমস্তই Discordant (গরমিল) অর্থাৎ harmony (মিল নাই) একমাত্র প্রেমধর্ম্মেই harmony আছে। অচেতনের সহিত চেতনের কোন harmony থাকতে পারে না। একমাত্র চেতনের সহিত চেতনের harmony (মিল) থাকতে পারে।

বিশ্বের মালিক—ভগবান্, আমরা রক্ষকমাত্র

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

এই জগৎ একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণেরই ভোগ্য বস্তু; ইহাকে আমাদের ভোগের বস্তু ব'লে মনে করা বা ইহাকে ভোগ করতে যাওয়া ভুল। ইহাকে ভগবানের ভোগের বস্তু মনে ক'রে তাঁহারই উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে তাঁহার প্রদত্ত বস্তু প্রসাদ বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ সম্মান বা গ্রহণ করাই উচিত। আমরা ভগবদ্ভোগ্যবস্তুর রক্ষক ব্যতীত আর কিছুই নহি। রক্ষক ব্যতীত উহার মালিক আমরা নহি। যদি উহার মালিক হইতাম, তাহা হইলে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঐসমস্ত বস্তু হইতে আমরা বঞ্চিত হইতাম না।

বাস্তব জ্ঞানের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবতই বাস্তব-জ্ঞানের একমাত্র Emporium (আকর)। অপ্রাকৃত জ্ঞানের কথা একমাত্র ভাগবতেই জানতে পারা যায়। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে মনোজ্ঞানের কথা আছে। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতই আত্মার নিত্যবৃত্তি যে ভক্তি, সেই ভক্তির কথা কীর্ত্তন ক'রেছেন। হরিকথা কীর্ত্তন কেবল ভাগবতেই দেখতে পাওয়া যায়। আর সেই হরিকথায় বিমুখ থাকবেন যাঁ'রা—তাঁরাই ভাগবতের "কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি" বিচারে এই সংসারে গতায়াত করতে থাকবে ও ত্রিতাপ ভোগ করবে।

শ্রীহরিদেবের মন্দিরে

গত ১৮ই অক্টোবর ১লা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীহরিদেবের মন্দির ও শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সমাধিস্থান দর্শন করিতে যা'ন। উক্ত সমাধি-মন্দিরটী খদির বন বা পয়রাতে অবস্থিত। সঙ্গে গিয়াছিলেন, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর এম এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ সরস্বতীবিদ্যাবিনোদ বি-এ এবং সেবাকোবিদ শ্রীপাদ অধোক্ষজ দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী। অপরাহ্ণে খুল্‌না হইতে শ্রীপাদ জনার্দ্দন দাসাধিকারী ও যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী মথুরায় পৌছেন।

সন্ধ্যার পরে আসন ঘরে ভক্ত ও সজ্জনগণ উপস্থিত হইলেন। এই দিন মথুরা সহরের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাবু চিরঞ্জিলাল (মথুরা কোর্টের মোক্তার), বাবু প্রয়াগ নারায়ণ (ঐ), বাবু শীতল প্রসাদ (ঐ), পণ্ডিত চুণীলাল, অবসর-প্রাপ্ত সিগ্‌নালার পণ্ডিত হুকুমচাঁদ, চোবে জগন্নাথ, বাবু হরিহর প্রসাদ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উর্জ্জাব্রত ও শ্রীহরির শয়ন

প্রায় একঘণ্টাকাল শ্রীনাম কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত হরিকথা বলেন।

"আগামী কল্য হইতে উর্জ্জাব্রত আরম্ভ হইবে। শুক্লা একাদশী হইতে একমাস কাল এই উর্জ্জাব্রত পালনের কাল, উত্থান একাদশীতে উহা সমাপ্ত। এই সময়টাকে হরিশয়ন-কাল বলা হয়। হরিশয়ন বলিতে শ্রীহরির অমনোযোগিতা বুঝায় অর্থাৎ মনুষ্যগণ যখন নিজেন্দ্রিয় প্রীতিলাভে থাকে তখন নিজলাভে পরিপূর্ণ হইয়া যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন। হরিশয়ন বলিতে পুরুষাবতারের শয়ন—তখন সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে কোন ঈক্ষণ তাঁহার থাকে না।

উর্জ্জাব্রতের মুখ্য ও গৌণবিধি

উর্জ্জাব্রতের মুখ্যবিধি হচ্ছে একমাত্র ভগবৎ-সেবা, আর গৌণবিধিতে বেগুন, বরবটী, লাউ, পটল, কলমী প্রভৃতি পরিত্যাগ। মোটকথা, আত্মধর্ম্ম-বিষয়েই সমস্ত মনোযোগ দিতে হ'বে, মনোধর্ম্ম বিষয়ে মনোযোগ না দিলেও চল্‌বে। নাম-সঙ্কীর্ত্তন কি ব্যাপার, তাহা বুঝ্‌তে হ'বে। নামকে যদি রূপের উদ্দেশক, রূপকে গুণের উদ্দেশক—এই ধারায় বিচার করি, তবে নাম সঙ্কীর্ত্তন হ'বে না। "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণ-চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥" বৈকুণ্ঠনাম সাক্ষাৎ ভগবান্; তাঁহার নিকট যাহা চাওয়া যাবে, তাহাই পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের প্রার্থনায় যেন সংকীর্ণতা না থাকে। অপ্রয়োজনীয় প্রার্থনা যেন আমরা না ক'রে ফেলি; তা'তে আমরাই ঠ'কে যা'ব। পূর্ণবস্তু ভগবানের নিকট প্রয়োজনীয় সর্ব্বসাধ্যসার বস্তুর প্রার্থনা না ক'রে যদি জগতের সামান্য ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য প্রার্থনা করি, তবে আমাদেরই ঠকা হ'য়ে গেল। কোটিপতির নিকট যদি এক পয়সার জন্য ভিক্ষা করতে যাই, তবে সেটা কিছু বুদ্ধিমানের মত কাজ করা হ'ল না। এক পয়সা ভিক্ষা দেবার ক্ষমতা অনেকেরই আছে। পূর্ণ ভগবানের কাছে এমন জিনিষ চাওয়া দরকার, যাহা পাইলে আর কোন কালে কোন অভাব থাকবে না। মহাজনের বাণীতেও আমরা দেখ্‌তে পাই যে, ভগবানের পাদপদ্মে যদি অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ হুকুম তামিল করবার জন্য প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকে:—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

বৈকুণ্ঠ বস্তুর বৈশিষ্ট্য

বৈকুণ্ঠ বস্তুর সকলই বৈকুণ্ঠ, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা, এ সমস্তই পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য এবং অভিন্ন। কুণ্ঠ-বস্তুতে নাম নামীতে পার্থক্য আছে। আমরা বৈকুণ্ঠ নামকে মায়িক নামের সঙ্গে সমান মনে ক'রে ভুল করি। কিন্তু বৈকুণ্ঠনামের দ্বারা সেবা সংগ্রহ করা হয়। পিত্ত যখন মানুষের বৃদ্ধি হয়, তখন সুমিষ্ট খাবারে রুচি থাকে না, তিক্ত বোধ হয়; কিন্তু সুমিষ্ট দ্রব্য ত' তিক্ত নয়, তবে ঐ জিনিষটা তিক্ত লাগে কেন? দোষ কাহার? জিনিষের দোষ নাই। জিহ্বার দোষে জিনিষটা তিক্ত বোধ হয়। কৃষ্ণনাম আমাদের ভোগের বস্তু নয়; ভোগের বস্তুগুলি আমাদের প্রিয় হয়। কৃষ্ণনাম সেবাবস্তু বলিয়া উহা আমাদের শ্রেয়ঃবস্তু। শ্রীনাম আমাদের শ্রেয়ঃ হ'লে কি হ'বে, সাধারণতঃ উহাতে আমাদের অরুচিই বর্ত্তমান। এখন সেই অরুচি কাটে কি ক'রে? অরুচি না কাটলেও শ্রীনামরস আস্বাদন হ'বে না। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র যেমন মানুষের পিত্তোপতপ্ত-জিহ্বায় সুস্বাদু মিছ্‌রি তিক্ত বোধ হইলেও সেই পিত্তরোগীকে নিরাময় করিবার জন্য ঐ মিছরি ক্রমাগত আস্বাদন করিয়া পিত্ত নষ্ট করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, সেইরূপ ভবরোগরূপ পিত্ত নষ্ট করিবার জন্য জিহ্বার শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমতঃ শ্রীনামে অরুচি থাকিলেও শ্রীনাম অহরহঃ কীর্ত্তনের ফলেই ঐ অরুচি কাটিয়া গিয়া শ্রীনামে রুচি আনয়ন করিবে এবং জীবের যে-সমস্ত গলদ্ থাকে, তাহাও নষ্ট করিয়া দিবে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীউপদেশামৃতে এই কথাই বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

ভগবদিতর প্রতীতিকারী শব্দ অমঙ্গলোৎপাদক

সমস্ত কথা বা শব্দ ভগবন্নামে সমাপ্তি বা শেষ হ'য়েছে। একটা প্রশ্ন হ'তে পারে যে, এই 'নামশব্দ' পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ক'রে কি হ'বে? যদি কেউ মনে করেন যে, তাঁহার রোগ হ'য়েছে, তিনি ভবরোগে আক্রান্ত হ'য়ে কষ্ট পাচ্ছেন, তা'হলে তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতের উপ'রউক্ত শ্লোকটীর আলোচনা ক'রলেই ঐ প্রশ্নের উত্তর পা'বেন। ঐ শ্রীনাম-সেবা ছাড়া আর যতকিছু শব্দ আছে, সেই সমুদয় জগতে ভোগ বা ত্যাগরূপ অমঙ্গল বৃদ্ধি ক'রে থাকে। তাই একমাত্র ভগবন্নাম-গ্রহণই আবশ্যক।

শ্রীনামের মধুরিমা

'মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎ-স্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

—এই শ্লোকে দেখ্‌তে পাই, কৃষ্ণ-নাম—'চিৎস্বরূপম্' অর্থাৎ চেতন-স্বরূপ-বিশিষ্ট, জড়স্বরূপবিশিষ্ট নহেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার ক'রে নাস্তিক, জড় হ'য়ে প'ড়েছি। শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করলে, তিনিই আমাদের উদ্ধার ক'রে দেবেন। 'নরমাত্রং তারয়েৎ' এই কথা ব'লেছেন, অর্থাৎ মানুষ মাত্রকেই—ভাল হোক, মন্দ হোক, পুরুষ হোক, স্ত্রী হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, যে রকম মানুষই হোক্ না কেন, তা'কেই উদ্ধার করবেন। এই শ্রীনাম সমস্ত বেদ-শাস্ত্ররূপ লতিকার নিত্য ফল। 'সকৃদপি পরিগীতম্' একবারমাত্র যদি সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তিত হন, শ্রদ্ধায় হউক বা হেলায় হউক, মানুষ-মাত্রকেই উদ্ধার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা উপরিউক্ত শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক দেখ্‌তে পাই—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং
হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
বালাম বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
১নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা অমরাবতী	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৵০	।৵	
" " ইঞ্চি		১৷০	১৷০	১৲
" সিকিকলম		৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম		৬৲	৬৲	৪৲
" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৯৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, উভয়ের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্র-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৯—৪৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৩.৫-৫০, ৩	৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৩—৩১,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২২,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৬,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৫

১। থানা মেহেরপুরের আমঝুপি মৌজায় ৩৪০ খতিয়ানে -৯৬ শ: জমি ৩৮০ জমা দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ২০৲

২। ঐ মৌজায় ৩০৯ খতিয়ানে ১-২৬শ: জমি ৩।/০ জমা দে: ।০ অংশমূল্য ১০৲

৩। ঐ মৌজায় ১৯৫ খতিয়ানে -৩১শ: জমি ২৮৶৯ জমা দে: ।০ অংশ মূল্য আ ১০৲

(১৩)

১০৬৫ মণিজারী ৩৪ দাবী ১১৬৷/৯

ডি: দামিনীদেবী সাং আনন্দনগর

দে: মধুমণ্ডল সাং বাঁশবাড়ীয়া পো: কৃষ্ণনগর থানা কোতয়ালীর বাঁশবাড়ীয়া মৌজায় ৮৬ খতিয়ানে ১-৪৪শ: জমি ৭৶৪ জমা দে: /৯॥= অংশ মূল্য আ: ১০৲

২। ঐ মৌজায় ১০১ খতিয়ানে দেনদারের ৷৬॥= অংশে -১১শ: জমি ।৶৬ জমা মূল্য আ: ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৩৯ খতিয়ানে দেনদারের ৷১৭০৭ তিন অংশে ১-৪৮শ: জমি ৩।৶৭ পাই জমা মূল্য আ: ৫৲

৪। ঐ গ্রামে ১৬৮ খতিয়ানে ৬৲ জমায় দেনদারের ৶১১/৭ অংশে ১-১৩শ: জমি মূল্য আ: ৫৲

(১৪)

১০৭৫ মণিজারী ৩৪ দাবী ৬৯।৯

ডি: রাজেন্দ্র নাথ সরকার সাং কৃষ্ণনগর

দে: পাচুগোপাল দত্ত সাং কৃষ্ণনগর

থানা কৃষ্ণনগর বাগাডাঙ্গা গ্রামে ১৪০৮ খতিয়ানে -৩শ: জমী ৷১০ জমা মায় দোচালা দোকান ঘরসহ মূল্য আ: ২৫৲

(১৫)

৯৯৪ মণিজারী ৩৪ দাবী ৫৪৫।৬

ডি: সিন্ধুবালা দেবী সাং পরশুরামপুর

দে: সৌরীন্দ্র মোহন ঘোষ সাং হরিনাথ পুর পো: কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জ মৌজায় ৫৭৯ খতিয়ানে ৪-২১শ: জমি ৯॥১০ জমা মূল্য আ: ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ৫৮৩ খতিয়ানে -৯৯ শ: জমি ৩৸০ জমা মূল্য আ: ১০৲

৩। ঐ মৌজায় ১৪০০ খতিয়ানে -৩২শ: জমি ১।০ জমা মূল্য আ: ৫৲

৪। ঐ মৌজায় ১২৮৬ খতিয়ানে -৪১ শ: জমি ৸০ আনা জমা মূল্য আ: ৫৲

৫। ঐ মৌজায় ৪১০৭ খতিয়ানে -৭১শ: জমি ৸৶০ আনা জমা মূল্য আ: ১০৲

(১৬)

৯৭১ মণিজারী ৩৪ দাবী ১১৮৪৲৬

ডি: রাসবিহারী দেবনাথ সাং কাশাডোগ

দে: সুরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ হাল সাং নবদ্বীপ

থানা নবদ্বীপ মৌজায় ১১০৩ খতিয়ানে -৩শ: জমি ২॥০ জমা মায় ইটের দেওয়াল দেওয়া দোচালা টিনের ঘর ও খানা পাকা দরজা প্রাচিরাদি সমেত মূল্য আ: ৫০০৲

(১৭)

৯৫৫ মণিজারী ৩৪ দাবী ৩৩৭।৬

ডি: সরোজিনী বসু সাং গোয়াড়ী

দে: নৃসিংহানন্দ পালচৌধুরী সাং গোয়াড়ী থানা কোতয়ালীর গোয়াড়ীগোবিন্দসড়ক মৌজায় ৩১৭ খতিয়ানে -১৩শ: জমি ৩।/৪ জমা মায় পাকা দোতালা বাড়ী প্রাচীর সাজ সরঞ্জাম আদিসহ মূল্য আ: ৩২০৲

(১৮)

৯৫৪ মণিজারী ৩৪ দাবী ১৯০॥০

ডি: হরি নারায়ণ ঘোষ সাং মাটিয়ারী

দে: ধর্ম্মদাস দাস সাং মাটিয়ারী

থানা কালিগঞ্জের মাটিয়ারী গ্রামে ৫২নং খতিয়ানে দে: ॥০ অংশে -৬শ: জমী ১।৶৮ জমা মূল্য আ: ১৫৲

২। ঐ মৌজায় ৯৮৫ খতিয়ানে -১১শ: জমি ১৸/৩ জমা মূল্য আ: ৫০৲

(১৯)

১১২৮ মণিজারী ৩৪ দাবী ৩৬৬৸৬

ডি: নবীবালা দেবী সাং দেওয়ানগঞ্জ

দে: কালীঘোষ দিং সাং মথুরাপুর পো: কালিগঞ্জ

থানা কালিগঞ্জের রাজারামপুর মৌজায় ৪৯ খতিয়ানে ৪-৭৪শ: জমি ৭৷৯ জমা দে: ॥০ অংশ মূল্য আ: ১৫৲

২। ঐ মৌজায় ৫৪ খতিয়ানে ১১-৪৯শ: জমী নিষ্কর দে: ॥০ আনা অংশ মূল্য আ: ২০৲

৩। ঐ মৌজায় ৬৭ খতিয়ানে ১-৮১শ: জমি দে: ॥০ অংশ মূল্য আ: ৫৲

৪। ঐ মৌজায় ১৪৮ খতিয়ানে ১-১২শ: জমি ১৲ জমা দে: ॥০ আনা মূল্য আ: ৫৲

৫। ঐ মৌজায় ১৬৬খং -৬৮শ: জমি ৩॥০ জমা দে: ॥০ অংশ মূল্য আ: ৫৲

৬। ঐ মৌজায় ৬০ খতিয়ানে -৪৪শ: জমি মূল্য আ: ৫৲

৭। ঐ মৌজায় ২৮৪ খতিয়ানে ৪৩শ: জমি ১৶০ জমা দে: ॥০ অংশ মূল্য আ: ৫৲

৮। ঐ মৌজায় ১৯০ খতিয়ানে -২৪শ: জমি ।০ জমা দে: ॥০ অংশ মূল্য আ: ২৲

৯। ঐ মৌজায় ২০৩।১ খতিয়ানে -৯৫শ: জমি ॥০ আনা জমা দে: ॥০ অংশ মূল্য আ: ১০৲

১০। ঐ মৌজায় ১১৪ খতিয়ানে -১১ শ: জমি ১৶০ জমা মায় ঘরবাড়ীসহ দে: ॥০ অংশ মূল্য আ: ১৫৲

১১। ঐ মৌজায় ৩০ খতিয়ানে ৪-৬৩ শ: জমি উটবন্দী দে: ॥০ অংশ মূল্য আ: ১০৲

১২। চকবেগে মৌজায় ৩৪ খতিয়ানে ৫-৪৭ শ: জমি ৯৲ জমা মূল্য আ: ৫০৲

। ঐ মৌজায় ৩৫ খতিয়ানে ১৫-৮৮ শ: জমি ওটবন্দি মূল্য আ: ৩০৲

১৪। ঐ মৌজায় ১৩৯ খতিয়ানে -৩৭শ: জমি ১৶০ জমা মূল্য আ: ৭৲

)

৭৪১ মণিজারী ৩৪ দাবী ৯৭৫॥৶৬

ডি: সত্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

দে: পাচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী

থানা কোতয়ালীর গোয়াড়ী মৌজায় ১২৩ খতিয়ানে ২-৩৫শ: জমি ১৬৶৬ জমা মায় পাকা ইমারত আদি সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আ: ৫০০০৲

(২১)

১০২১ মণিজারী ৩৩ দাবী ১৮৪৫।৶৬

ডি: পাঁচুলাল নন্দী সাং কৃষ্ণনগর

দে: পাঁচুগোপাল দাস সাং কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালীর মৌজা গোয়াড়ী ১৫৬ খতিয়ানে ৬৪শ: জমি মায় পাকা ইমারত বসতবাটী সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আ: ৫০০০৲

(২২)

১২৭৬ মণিজারী ৩৪ দাবী ৮৪৸৶৬

ডি: বছিরুদ্দিন মল্লিক সাং গোয়াড়ী

দে: হাসেন বানু দেবী সাং গোয়াড়ী

থানা কোতয়ালীর গোয়াড়ী মৌজায় ৩৬১ খতিয়ানে ৩শ: জমি ।৶ জমা মায় ইটের দেওয়াল যুক্ত ঘর সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য ২৫৲

(২৩)

১৬৯৫ মণিজারী ৩৩ দাবী ১২৮৩৸৶৯

ডি: শ্রীরামবেড়ী সাং কলিকাতা

দে: কুমুদ ভূষণ মুখোপাধ্যায় সাং সাধনপাড়া

থানা কোতয়ালী সাধনপাড়া গ্রামে ৩৩১ খতিয়ানে ৭০শ: জমি মায় পাকা কুঠরী ৪টা ও কুয়া দুইটী দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ৬০০৲

(২৪)

৮৪৫ মণিজারী ৩৪ দাবী ৪১৬৸/০

ডি: অশ্বিনী কুমার ভট্টাচার্য্য সাং ঘূর্ণি

দে: মনিতারা দেবী সাং খাঁপুর পো: কৃষ্ণনগর

থানা কোতয়ালী নলদহ গ্রামে ৩৭০ খতিয়ানে ১-৪৩শ: জমি মূল্য আ: ১০৲

(২৫)

১১৩১ মণিজারী ৩৪ দাবী ৪০০॥/৯

ডি: নবীবালা দেবী সাং কাটোয়া

দে: রাখাল ঘোষ দিং সাং গৌরীপুর পো: কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জের ঘোড়াইক্ষেত্র মৌজায় ৪৪৭ খং ৬০শ: জমি ১॥৶৭ জমা মূল্য আ: ১০৲

২। ঐ মৌজায় ৪ খং-২৫শ: জমি ১॥ জমা ঘরবাড়ী সহ মূল্য আ: ২০৲

৩। রাজারামপুর মৌজায় ৩০১ খং ৫শ: জমি ২॥০ জমা মায় বাড়ীঘর সহ মূল্য আ: ২৫৲

৪। ঐ মৌজায় ৪০৩ খং ৬-৯৫শ: জমি উটবন্দি দে: একের তিন অংশ মূল্য আ: ২৫৲

৫। ঐ মৌজায় ৪০৫ খং ৪৯শ: জমি ১॥৶ জমা দে: একের তিন অংশ মূল্য আ: ১৫৲

৬। ঐ মৌজায় ৫৪৭ খং ১-৪০শ: জমি দে: একের তিন অংশ মূল্য আ: ১৫৲

৭। ঐ মৌজায় ১১১ খং ১-৭৬শ: জমি ৪॥৶৬ জমা দে: একের তিনঅংশ মূল্য আ:

৮। ঐ মৌজায় ১১৪ খং ৩-০১শ: জমি ৮॥৶৬ জমা দে: একের তিন অংশ মূল্য আ: ৩০৲

৯। ঐ মৌজায় ১১৬ খং ৯শ: জমি ৩/৬ জমা দে: একের তিন অংশ মূল্য আ: ২৲

১০। ঐ মৌজায় ১৪৩ খং ৬৩শ: জমি ১৲ জমা দে: একের তিন অংশ মূল্য আ: ১০৲

১১। ঐ মৌজায় ৯৭ খং ৯৬শ: জমি ১৸০ জমা দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ২৫৲

১২। ঐ মৌজায় ১০১ খং ৪-৩৪শ: জমি ওটবন্দি মূল্য আ: ২০৲

১৩। ঐ মৌজায় ২২৩ খং ২-৪৮শ: জমি ৩॥০ জমা দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ৫৲

১৪। ঐ মৌজায় ৩৭৫ খং ৩-৪৩শ: জমি ওটবন্দি দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ১০৲

১৫। ঐ মৌজায় ৩৭৬খং ৬শ: জমি ৸৶৬ জমা দে: ।০ আনা অংশ মূল্য আ: ১০৲

১৬। ঐ মৌজায় ৪৫৭ খং ১-২৩শ: জমি দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ৫৲

১৭। ঐ মৌজায় ৩৪৭ খং -২শ: জমি ১৲ জমা দে: ।০ অংশ মায় ঘরবাড়ী সহ মূল্য আ: ১০৲

১৮। ঐ মৌজায় ৪০৮ খং ৩২শ: জমি ১৲ জমা দে: ।০ অংশ মূল্য আ: ৫৲

১৯। ঐ মৌজায় ৪৮৭ খং -৮শ: জমি ৸০ জমা দে: ।০ অংশ মায় ঘরবাড়ী সহ মূল্য আ: ১০৲

২০। ঐ মৌজায় ৫৫৬ খতিয়ানে ৬শ: জমি ১॥/৯ জমা দে: ৶০ অংশ মূল্যআ: ৪৲

(২৬)

৬০৭ মণিজারী ৩৪ দাবী ৮.৯.৶৩

ডি: জাফিরন্নেসা বিবি সাং কালিগঞ্জ

দে: মুকুন্দ আইচ দিং সাং কালিগঞ্জ

১। থানা কালিগঞ্জের সাবতলা গ্রামে ১৬ খং ২৯ ৬০শ: জমি ৩৭।৶৬ জমা দে: ৸/৬॥ = অংশ মূল্য আ: ২০০৲

২। ঐ মৌজায় ১৭ খং ১৮-৩০শ: জমি উটবন্দি দে: ৸/৬॥ = মূল্য আ: ৫০৲

৩। ঐ মৌজায় ১৯ খং ১-৯২শ: জমি দে: ঐ অংশ মূল্য ৫০৲

৪। ঐ মৌজায় ২০ খতিয়ানে ১০শ: জমি ৶৯ পাই জমা দে: ঐ অংশ মূল্য আ: ৪৲

৫। ঐ মৌজায় ১৬১ খং ১-২৫শ: জমি ৸০ জমা দে: ঐ অংশ মূল্য আ: ৪৲

৬। ঐ মৌজায় ১৬৬ খতিয়ানে ৪-২২শ: জমী দে: ঐ অংশ মূল্য আ: ৫০৲

৭। ঐ মৌজায় ২১৫ খং ১-০৯শ: জমি ২॥৶০ জমা দে: ঐ অংশ মূল্য আ: ১০৲

৮। ঐ মৌজায় ১১৬ খং ১-৫৬শ: জমি ১৸৫/ জমা দেনদারগণের ঐ অংশ মূল্য আ: ১০৲

৯। ঐ মৌজায় ১৪ খং ৬ ৪৭শ: জমি ৪/৯ পাই জমা দেনদারগণের ঐ অংশ মূল্য আ: ৫০৲

১০। ঐ মৌজায় ১৮ খং ৬-৬৯ শ: জমি দেনদারের ঐ অংশ মূল্য আ: ২০৲

১১। সীতারামপুর গ্রামে ৯১ খং -৮১শ: জমি নিষ্কর দেনদারগণের ঐ অংশ মূল্য আ: ৩০৲

১২। ঐ মৌজায় ১১৬ খং৩-০৮শ: জমি নিষ্কর দেনদারের ঐ অংশ মূল্য আ: ৩০৲

১৩। ঐ মৌজায় ১১৭।২ খং ১-৩১শ: জমি ১।০ জমা দে: ঐ অংশ মূল্য আ: ১০৲

১৪। ঐ মৌজায় ১২২ খং ২-২৫শ: জমি ওটবন্দী দে: ঐ অংশ মূল্য আ: ১০৲

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-
বিশ্বে একমাত্র দৈ
—পারমার্থিক
শ্রীধাম-মায়াপুর-

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ

৯ম বর্ষ } ১৫ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮. ২০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ৬ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ২০৫শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

বর্দ্ধমানে

বর্দ্ধমান ২।১১ ৩৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারিসহ গত ২৮শে অক্টোবর বর্দ্ধমান সহরে উপস্থিত হইয়া নিরন্তর হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ৩০শে অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। জগতের কর্ম্মী ও জ্ঞানীর অন্যাভিলাষ ও কৈতব-পূর্ণ মতবাদ নিরসন করিয়া ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন-সভায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আগমন ও পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন-সম্বন্ধে স্বামীজী প্রায় ২॥ ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন। সকলেই এই প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। বর্দ্ধমান সহরের গণ্যমান্য বহু ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করেন বৈদ্যনাথ বাবু সগণ স্বামীজীর প্রচারার্থ অবস্থানের জন্য তাঁহার মিঠাপুকুর-স্থিত একটী দ্বিতল অট্টালিকা কিছুদিনের জন্য প্রদান করিয়াছেন। যাহাতে সহরে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারিত হইতে পারে তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বৈদ্যনাথ বাবুর এই সাধুচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

গত ৩০শে অক্টোবর স্বামীজী বর্দ্ধমান সহরের স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল্ মহাশয়ের বাড়ীতে একটী বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত সভায় শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও ব্যাখ্যাকালে বাস্তবসত্তা ও জনমতসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। সকলেই স্বামীজী মহারাজের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। উপস্থিত শিক্ষিত জনমণ্ডলীর মধ্যে যে কয়জনের নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র বি-এল, চেয়ারম্যান, বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটী; হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় বি-এল, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়ার ম্যানেজার, বর্দ্ধমান রাজষ্টেট; শ্রীপতি দত্ত দেওয়ান, বর্দ্ধমান রাজষ্টেট; যশোদর ভট্টাচার্য্য কবিরাজ; আশুতোষ গুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট অফিসার; প্রমথনাথ দে; ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, বর্দ্ধমান; রায়বাহাদুর হৃষীকেশ বিশ্বাস, এ্যাসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ক্যানালডিভিসন; লক্ষ্মণকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি-এল, সেক্রেটারী, বর্দ্ধমান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক; ভবানীদাস মজুমদার মোক্তার; বৈদ্যনাথ রায় মোক্তার; মতিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তার; ডাঃ ক্যাপ্টেন খগেন্দ্রনাথ বসু এম্-বি; রোনাল্ডসে মেডিকেলস্কুলের শিক্ষকদ্বয় ডাঃ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-বি ও ডাঃ রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-বি; ডাঃ সত্যচরণ মৈত্র এম্-বি, বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান; হরিসভার সম্পাদক বাবু দীনবন্ধু তেওয়ারী জমিদার; মুকুন্দ মাড়োয়ারী, মার্চ্চেণ্ট নূতনগঞ্জ; রাধাগোবিন্দ হাটি বি-এল, ভাইস চেয়ারম্যান ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড; দাশরথি কর এ্যাডভোকেট; মৃগেন্দ্রনাথ সরকার উকিল বি-এল্; পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বি-এল্; অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ট্যাক্সদারোগা মিউনিসিপালিটী; ত্রিদশেশ্বর মিত্র, জমিদার শ্রীকৃষ্ণপুর; সত্যপ্রিয় সেন, অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসার; বলাই দেবশর্ম্মা, সাময়িক পত্রের লেখক; ভুজঙ্গভূষণ মিত্র এম্-এ; প্রফেসার বর্দ্ধমানরাজ কলেজ।

গত ১লা নভেম্বর বর্দ্ধমান হরিসভায় স্বামীজী ছায়াচিত্র-সংযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলার বিষয় কীর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর পূর্ব্বে ভারতের ধর্ম্মালোচনায় অবস্থা এবং মহাপ্রভুর পরে ধর্ম্মজগতের অবস্থা ও গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্করের পুনরায় ধর্ম্ম-সংস্থাপন ইত্যাদি বিষয় স্বামীজী মহারাজ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। বহু শিক্ষিত লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাটনায়

বিগত ৬ই দামোদর ১১ই কার্ত্তিক মারুফগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ মিল-মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের মিঠাপুরস্থ ভবনে পাটনা গৌড়ীয়মঠের প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকা হইতে ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত হিন্দি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীদামা বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠের মর্ম্ম—বিষয়াসক্তি-শূন্য, জিতেন্দ্রিয় ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর শ্রীদামা, সাধ্বী পতিব্রতা পত্নীর বিশেষ অনুরোধে অপুনর্ভব শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শনই একমাত্র পরম লাভজনক জানিয়া দ্বারকা-গমনে অভিলাষ প্রকাশপূর্ব্বক সখায় উপায়ন যোগ্য কিছু সামগ্রী প্রার্থনা করিলে, সাধ্বীপত্নী একটী তণ্ডুল-কণাও স্বীয় ঘরে না পাওয়া পড়াদেশে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের ঘর হইতে চার মুষ্টি তণ্ডুলপ্রায় চিপিটক ভিক্ষা করিয়া জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডে বন্ধনপূর্ব্বক তদীয় স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। বিপ্রবর তাহাই লইয়া "কিরূপে আমার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন ঘটিবে? মাদৃশ দরিদ্র ব্রাহ্মণাধম পাপী জনই বা কোথায়, আর চিদ্রাজ্যের সম্রাট্ শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? তিনি কি দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দিবেন?"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মচারীজী গৃহিজীবনের কর্ত্তব্য, শ্রীভগবানের ভক্ত-বাৎসল্য প্রভৃতি বর্ণন করেন। বিহার নিবাসী প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম লাভবান্ হন এবং পাঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাঠের আদ্যন্তে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রণয় ব্রহ্মচারী মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মিল-মার্চ্চেণ্ট মারুফগঞ্জ; রায়বাহাদুর বংশীধর পাণ্ডে ডি-এস,পি; (সি, আই, ডি); রামজী সাহায় বাপ্পা এস-আই, (সি-আই-ডি); হরিহরপ্রসাদ; সখীলাল প্রসিদ্ধ জুয়েলার; গোপীরাম জমীদার; পণ্ডিত রামচন্দ্র সাহিত্যাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, বাবু নারায়ণলাল চৌধুরী, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর ভ্রাতা; দেবনারায়ণ সিং, জমীদার; কৃষ্ণনারায়ণ সিংহ, রমেশপ্রসাদ বি-এস-সি, আর্য্যসমাজের রামওয়ারীলাল; ভাগবত-প্রসাদ; পণ্ডিত রামব্রিক্ষ শর্ম্মা উপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শর্ম্মা উপদেশক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্রষ্টব্য আগামী ২২শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার গোবর্দ্ধন-পূজা-বাসরে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গোবর্দ্ধনধারীর লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে সর্ব্বসাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ দামোদর শুক্ল গৌরাব্দ ৪৪৮

মথুরায় প্রচার

অজের জন্মরহস্য অধোক্ষজের সেবাবিজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশিত নহে। যদিও কোনও সময়ে পরমার্থ-আলোচনা জীবনের একান্ত বলিয়া সুধী-সমাজ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইত, বর্ত্তমানে কলির কালকূট সেই পরম মঙ্গলকর ধর্ম্ম হইতে জনসাধারণকে ভোগভূমিকায় আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় তীক্ষ্ণ বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত করিতেছে। কিন্তু মোহিনীর মোহন-নেশার এমনই আশ্চর্য্য প্রভাব যে, তুষাগ্নিবৎ প্রতি মুহূর্ত্তে ত্রিতাপদহনে দগ্ধ হইয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের কিছুতেই মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে না, কিন্তু অভিমান করিয়াও কিছুতেই তাহারা অভিজ্ঞের পথে চালিত হইতেছে না। তাঁহাদের ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শন করিয়া গৌরবাণী জগতে করুণা-বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাদের ভ্রম ভাঙ্গিয়া মথুরেশের—শুদ্ধজ্ঞান-ভূমিকা মথুরানাথের অজ হইয়াও জন্মলীলা-রহস্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠে অজের জন্মরহস্য নাই কিন্তু প্রপঞ্চান্তর্গত মথুরা ধামে সেই বৈচিত্র্যময় লীলা প্রকাশিতা। তাই বৈকুণ্ঠ হইতেও মথুরার শ্রেষ্ঠতা। মথুরায় বাস করিলে মথুরার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে—মথুরেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে মানববৃন্দের পরম মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যদিও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ যাত্রী মথুরা-দর্শনে গমন করিয়া থাকেন তাঁহাদের অতি অল্প-সংখ্যকই এইসকল বিষয়ের কোনও সন্ধান পান। অন্যান্য স্থান যে-প্রকার জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্যরূপে দর্শন করিয়া থাকেন শ্রীমথুরা ধামকেও যাত্রী সাধারণ সেই প্রকারই দর্শন করেন। এই প্রকার দর্শনের নিষ্ফলতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

তীর্থ-যাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ চরণ।

তীর্থ-যাত্রার উদ্দেশ্য—তীর্থের কৃপালাভ; কিন্তু তীর্থগুরু ব্যতীত তীর্থের কৃপালাভ কখনও সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণবগণই প্রকৃত প্রস্তাবে তীর্থের গুরু হইবার অধিকারী। তাঁহাদের পদস্পর্শে তীর্থের মলিনতা বিদূরিত হয় এবং অতীর্থস্থানসমূহ তীর্থে পরিণত হইয়া থাকে। তীর্থ গুরুব্রুব বা বৈষ্ণবব্রুবগণ কখনও কাহারও কোনও প্রকার মঙ্গল করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের নিজেদেরই মঙ্গল লাভ হয় নাই।

করুণাবতার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বর্ত্তমানে মথুরায় অবস্থান করিয়া নিরন্তর মথুরা ও মথুরেশের কৃপালাভের উপায়সমূহ কীর্ত্তন করিতেছেন। পাঠকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশে সেইসকল কীর্ত্তনের মর্ম্ম প্রত্যহ লাভ করিতেছেন। জগদ্বাসীকে বন্ধুজ্ঞানে শুদ্ধভক্তি-প্রদানের নিমিত্ত যিনি অতি যত্ন সহকারে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত তাঁহার লেখনী-কুম্ভে সংগ্রহ করিয়া বিতরণার্থ আমাদের নিকট প্রদান করিতেছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাঁহার কিছু মহিমা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। নদীয়া প্রকাশে যাঁহারা বর্ত্তমানে প্রত্যহ 'আচার্য্য-প্রসঙ্গে' পাঠ করিতেছেন, তাঁহারা ঐ মহাত্মার মহাদানের মূল্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইঁহার নাম ও প্রভুপাদ-প্রদত্ত ইঁহার 'আশীর্ব্বাদ-উপাধি' ইঁহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইঁহার নাম কিশোরীমোহন দাস অধিকারী। কিশোরীমোহন শ্রীকৃষ্ণের দাস্যলাভের সম্পূর্ণ ভাবে অধিকারী বলিয়াই তিনি আমাদিগকে কিশোরীমোহনের সেবার বার্ত্তা প্রভুপাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিতেছেন। ইঁহার উপাধি 'ভক্তিবান্ধব'। শুদ্ধভক্তির সহিত ইঁহার বান্ধবতা আছে, ঐ বান্ধবতা আছে বলিয়াই তিনি ভক্তির আলোকে পরস্পরের সহিত বান্ধবতা-স্থাপনে যত্নপর। ভক্তির আলোকে ইঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত বলিয়া তিনি বর্ত্তমানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকের পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন।

মথুরা-মাহাত্ম্য সমগ্র-বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধন ক'রলে কিন্তু বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের যান্ত্রিক যুগে সেই কথা সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়িয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রকটলীলাকালে একবার ঐ প্রকারে মথুরা মাহাত্ম্য ও মাথুরমণ্ডলের বিষয় সাধারণের জ্ঞানের বহির্ভাগ ছিল। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তিপ্রচার সেনাপতিদ্বয়—শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী দ্বারা তাহা জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করিয়া মথুরার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহা বিশ্ববাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই আশার কথা। শুধু ভারতে নয়, সুদূর পাশ্চাত্য দেশ-সমূহেও মথুরেশ সেবা চরিত্র-প্রদর্শনের জন্য প্রচারক প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ মথুরেশের বার্ত্তা বিলাতে প্রচার করিয়া মথুরায় উপস্থিত হইলে তথাকার জনসাধারণকে তাঁহাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়। মথুরাবাসীদের কর্ত্তা—যাঁহারা মথুরা-মাহাত্ম্য প্রচার করেন, মথুরেশের সেবায় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, সর্ব্বাগ্রে করণে তাঁহাদের অভিনন্দন। শুধু মথুরাবাসিগণের নহে, সমগ্র ভারতভূমিরই তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। মথুরাবাসিগণ তাঁহাদের এই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়াছেন জানিয়া আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি।

উপসংহারে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার একটী অংশে পাঠকগণের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি। তাহা শ্রীমথুরা ও শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সম্পর্কে। এতদ্বিষয়ে পাঠকগণ ২০৩ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে "আচার্য্য-প্রসঙ্গে" পাঠ করিয়াছেন। তথাপি ঐ অংশ পুনরালোচনায় তাঁহারা মথুরার স্বরূপ-সম্বন্ধে সুষ্ঠুজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

"শ্রীধাম মায়াপুরও মথুরা হইতে অভিন্ন। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরও কৃষ্ণজন্মস্থলী বলিয়া তাহাও মথুরাধাম। মথুরায় মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ এবং শ্রীধাম-মায়াপুরে ঔদার্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ ক'রেছেন। ব্রজমণ্ডলান্তর্গত মথুরা হ'চ্ছেন সম্ভোগ মথুরা, আর গৌড়মণ্ডলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর হ'চ্ছেন বিপ্রলম্ভ মথুরা। দুইটীই মথুরা বটে, তবে লীলাবৈশিষ্ট্য-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ ক'রেছেন মাত্র।"

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

—:০:—

(১০)

প্রণব ও শ্রীনামতত্ত্ব

'প্রণব' হচ্ছেন্ অসম্প্রসারিত নাম। শ্রীনাম প্রথমে অসম্প্রসারিত অবস্থায় বীজ-স্বরূপে থাকেন; তৎপর তাঁ'র রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা পরিস্ফুট হইয়া থাকেন। সেই শ্রীনাম আশ্রয় করা দরকার। শ্রীনামকে আশ্রয় করবে? বদ্ধজীব শ্রীনাম আশ্রয় করতে পারে না।

মুক্তজীবকুলই শ্রীনামাশ্রয় করতে পারেন। তাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর লেখনীতে আমরা দেখতে পাই,—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

—হে নাম! নিখিল বেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভারাজিকরণদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইতেছে এবং নিরন্তর মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন; অতএব, হে নাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হ'বে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হইতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীনামই সম্বন্ধ, শ্রীনামই প্রয়োজন; শ্রীনাম—উপায় ও উপেয় দুই-ই। শ্রীনামে ভগবানের সমস্ত শক্তিই অর্পিত হ'য়েছে। মহাপ্রভু নিজকৃত শিক্ষাষ্টকে একথা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন, যথা:—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

শ্রীনাম যখন চেতনময়, তখন জড়জিহ্বা দ্বারা তাহা উচ্চারণযোগ্য বস্তু নন্। "কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর তাঁ'র সেবক-সম্প্রদায় তাঁ'র আশ্রয়। চিন্ময় অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এক জিনিষ দেখতে অন্য আর এক জিনিষ দেখে বসি। সামগ্রীর সংযোগে রতি মিলিত হ'লে রসের উদয় হইয়া থাকে।

অতঃপর রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় গৌড়ীয় ১৩শ খণ্ড ১১শ সংখ্যা হইতে "মথুরায় দামোদরব্রত" প্রবন্ধটী উচ্চৈঃস্বরে সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট পাঠ করেন। কিছুক্ষণ মৃদঙ্গকরতাল সংযোগে কীর্ত্তন হইবার পর ঐ রাত্রির মত সভা ভঙ্গ হয়।

২রা কার্ত্তিকের হরিকথা

গত ১৯শে অক্টোবর ২রা কার্ত্তিক প্রাতঃ ৮টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ—এই কয়জন অন্তরঙ্গভক্ত সমভিব্যাহারে গৌড়ীয়মঠের মোটরযানে 'শেষশায়ী'-দর্শনে গেলেন।

"শেষশায়ী"র সেবার জন্য একটী ভোগমন্দির নির্ম্মাণ ও শেষশায়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভ্যবিজয়ের স্মৃতি ও সেবা জাগরিত রাখিবার জন্য শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তথান হইতে কোশী হইয়া খয়রাতে (খদির বন) গমন করেন। সেখানে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভুর সমাধিমন্দিরের অতি জীর্ণদশা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন এবং উক্ত মন্দির সংস্কার করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন। আশা করা যায়, সত্বরই উপরিউক্ত কার্য্যসমূহ আরম্ভ করা হইবে। বেলা প্রায় ৩টার সময় শ্রীল

প্রভুপাদ মথুরায় গজ্জাভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদ এখানে শ্রীশ্রীরাধা দামোদর বিগ্রহ-সেবা প্রতিষ্ঠিত করেন। ভবিষ্যতে এই মথুরাতেও শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখামঠ স্থাপন হইবার প্রস্তাবনা আছে।

ঐদিন হইতে মথুরায় কার্ত্তিকব্রত, দামোদরব্রত, উর্জ্জাব্রত বা নিয়মসেবা আরম্ভ হইল। শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় এই নিয়মসেবা অহোরাত্র কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ও হরি-কথা-কীর্ত্তনমুখে আরম্ভ করিতে হইবে।

এই নিয়মসেবা উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ শেষরাত্রি হইতে পরাহ অষ্ট যামে 'শ্রীভজন-রহস্যের' বিধানমত প্রত্যেক যামে ভজন কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিলেন। সেই অষ্টযামে অষ্টপ্রকার কীর্ত্তন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-সঙ্কলিত "শ্রীভজন-রহস্য" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যাকালে আসনঘরে বহুভক্ত ও সজ্জন সমবেত হয়েছেন। তন্মধ্যে মথুরা-বাসী এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্লাডভোকেট পণ্ডিত অভয় সিংহ, মথুরা ক্যান্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত হরিদাস রায়, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ব্রজবিহারী লাল—এই কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

সন্ধ্যাকালে শ্রীধাম-মায়াপুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্ত্যালোক, মায়াপুর হইতে শ্রীপাদ হারকেশ দাসাধি-কারী ও পাটুলী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র নন্দী এখানে পৌছেন।

ঐদিন শ্রীল প্রভুপাদ প্রথমে ইংরাজীতে অনেকক্ষণ হরিকথা বলিতে লাগিলেন। সেই উপদেশের সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

ভগবত্তত্ত্ব জানবার জন্য কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড—এই তিনটী পথের কথা লোকে বলে থাকে। কর্ম্মকাণ্ডী যাঁ'রা অর্থাৎ সৎকর্ম্মী যাঁরা—কর্ম্মের দ্বারা তত্ত্ব-বস্তুকে লাভ করতে পারা যায়, এইরূপ বিচারপরায়ণগণ কর্ম্মেরই আদর করে থাকেন। Altruism (পরার্থিতাই) তাঁদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য (summum bonum) কর্ম্মিগণ নিম্নস্তরের জীবগণকে, এমন কি ভগবানকেও বঞ্চিত ক'রেও নিজের সুখা-ন্বেষণের জন্য ব্যস্ত। তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকলকে উপদেশক এবং সহায়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাস্তববস্তু যিনি, তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতে লুকায়িত থাকেন। তাই অমলপুরাণ শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য 'অধোক্ষজ' শব্দটী ব্যবহার ক'রেছেন। অধোক্ষজ বল্‌তে এই বুঝায় "Godhead is He who has reserved the right of not being exposed to the human senses" অর্থাৎ যিনি জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, তিনিই অধোক্ষজ—যিনি জড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভূমিকা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। কর্ম্মিগণ জড়েন্দ্রিয় সম্বল করিয়া সেই অধোক্ষজ বস্তুকে কোন দিন জানিতে পারিবে না। অধোক্ষজ বস্তু আমাদের পরমসেব্য বস্তু। যেসকল বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অর্থাৎ যাহা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সকলদ্বারা মেপে নিতে পারি, তাহাই আমাদের ভোগ্যবস্তু। মিয়তে অনয়া ইতি মায়া, যাকে মেপে নিতে পারি তাহাই মায়া, তাহা মায়ার অধিপতি অধোক্ষজ বস্তু নহেন।

জ্ঞানিসম্প্রদায় জ্ঞানকে সম্বল করিয়া অচিন্ত্য অধোক্ষজ বস্তুকে জানিতে চান। বাস্তব সত্যের বাহ্য দৃশ্যটী বাস্তব সত্য ব'লে ধারণা করতে হ'বে না। ভগবৎস্বরূপ এই বিশ্বকে ভগবান্ ব'লে মনে করতে হ'বে না। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল সীমাবিশিষ্ট। সেই সীমাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্য জড়ীয় বস্তুকেই গ্রহণ করতে সমর্থ। চিঠির উপর যে খাম খানা আছে, সেই খামটাকে চিঠি মনে করতে হ'বে না। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল কিছুকালের জন্য কার্য্যকরী থাকে। তাঁহারা দেখুন, ঐ ইন্দ্রিয়সকল কত অকর্ম্মণ্য, একজন যাদুকরের যষ্টিটা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে কিরূপ প্রতারিত করতে পারে।

অতএব বাস্তববস্তুর প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করা দরকার। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও মনীষিগণ নানারকমে Positivism (প্রকৃত সত্যের) এর কথা ব'লেছেন এবং তৎসম্বন্ধে বহু গবেষণা করেছেন। তাঁ'রা মনোধর্ম্মে চালিত হ'য়ে জ্ঞানের দিক দিয়ে অনেকেই অনেক রকমের মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু শ্রীল ব্যাসদেব শ্রীমদ্-ভাগবতে যে Positivism (বাস্তবতার) কথা বলেছেন, তাহা পাশ্চাত্য মনীষিগণের বিচার হ'তে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। এমন কি, ভারতীয় অনেক দার্শনিক ও ঋষিগণের ঐ বাস্তবতার কথা বল্‌তে গিয়ে জৈমীর মধু-পুষ্পিতবাক্যে বিমোহিত হ'য়ে ভ্রান্ত হ'য়ে গি'য়েছেন। তাঁ'রা পর্য্যন্ত বাস্তববস্তুর সন্ধান পান নাই।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

শ্রীল বেদব্যাস ভক্তিযোগলব্ধ সমাধি-যোগে সেই বাস্তববস্তু দর্শন ক'রেছিলেন তাই তিনি সেই বাস্তববস্তুর কথা শ্রীমদ্-ভাগবতে কীর্ত্তন ক'রেছেন—"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং"। অবাস্তব ইন্দ্রিয়সকলের নিকট বাস্তববস্তু গ্রাহ্য হ'ন না। আমরা অবাস্তব জগতে অবস্থিত এবং অবাস্তববস্তুর সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। এই রকম অবস্থায় আমরা কোন স্বতঃকর্তৃত্ব চালাইতে পারি না। আমরা চেতন হ'লেও অণু বিধায় স্বরাট্ পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষের অনুগত।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন
বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

আমরা আমাদের স্বতন্ত্রতার বলে সেই বাস্তববস্তুকে জানতে পারি না। তাঁ'কে জানতে হ'লে, তিনি যাঁ'কে কৃপা করবেন, তাঁ'রই ভাগ্যে ভগবদ্বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হ'তে পারে। সমস্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই পরীক্ষা করা উচিত যে, যে বস্তুকে বাস্তববস্তু বলা হ'বে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বাস্তববস্তু কিনা। নির্ব্বিশেষবাদিগণ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য—এই তিনটি ধ্বংসের পক্ষ-পাতী। আমরা অণুচিৎ বিধায় বিভুচিৎএর অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারি না। স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর আত্মার জনক নহে। বাহ্য-জগৎটা মনের দ্বারা চালিত হ'য়ে থাকে। মন আত্মার প্রতিনিধি (agent) হ'য়ে কাজ ক'রে থাকে। মন যদি তাহার প্রভু আত্মার জন্য কার্য্য না ক'রে, নিজের জন্য ব্যস্ত করে, তবে তাহাকে শাসন (chastise) করা দরকার। মন অবাধ্য হ'লে তা'কে শাসনই করতে হবে, একেবারে ধ্বংস করতে হবে না। মায়াবাদিগণ (Pantheists) মনকে বিনাশ করতে ব্যস্ত।

ইতরব্যোমের জাগতিক শব্দ কর্ণে প্রবেশ যখন করে, তখন আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা সেই কর্ণে প্রবিষ্ট শব্দকে নিয়মিত (raglate) করবার চেষ্টা ক'রে থাকে। কিন্তু পরব্যোমের বৈকুণ্ঠ শব্দকে ঐসকল ইন্দ্রিয়গুলি নিয়মিত করতে পারে না। অধিকন্তু বৈকুণ্ঠ শব্দের এরকম একটা শক্তি আছে যে, তাহা কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করলে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করতে পারেন। আমরা জড়শব্দ ও বৈকুণ্ঠ শব্দকে এক মনে করিয়া ভুল করিয়া থাকি। বাহিরে ঐ দুই শব্দকে এক রকমের দেখাইলেও, ঐ দুইটী শব্দে আকাশ পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। জাগতিক শব্দগুলি আমাদের ভোগের বস্তু; বৈকুণ্ঠ শব্দ কিন্তু আমাদের ভোগের জিনিষ নয়। বৈকুণ্ঠ শব্দে আমাদের মেপে নেওয়া ধর্ম্মটা প্রযুক্ত হয় না। বৈকুণ্ঠ শব্দে এমন একটা শক্তি আছে, যে সেই শব্দ দ্বারা আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যায়। আমাদের কর্ত্তব্য সেই বৈকুণ্ঠ শব্দের নিকট Submit (বশ্যতা স্বীকার) করা অর্থাৎ প্রণত হ'য়ে তাঁ'র সেবা করা। (challenging mood) নিজে বুঝে নেব—এই রকম প্রবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে বাস্তব বস্তুর নিকট প্রণিপাত-সহকারে ক্রমশঃ অগ্রসর (Slowly approach) করিতে হইবে।

আমাদের আত্মানুশীলনের পক্ষে বৈকুণ্ঠ শব্দই একমাত্র উপায়। ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই দরকার। জাগতিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আত্মানুশীলনের বাধক। যদি আমরা নিজকে সবজান্তা ব'লে মনে করি, তা'হ'লে আর ব্যাসদেবের কথা শোন্‌বার প্রবৃত্তি হ'বে না শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হ'বে না। ভাগবতের কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুন্‌তে হ'বে। এই ভাগবতে ব্যাসদেব বাস্তব বস্তুর কথা কীর্ত্তন ক'রেছেন। তবে একটা কথা আছে। ভাগবতের ভৃতক পাঠক যারা, যারা পেশাদার হ'য়ে ভাগবত পাঠ করছে, তাদের কাছ থেকে ভাগবত শুন্‌তে হ'বে না; তা'রা ভাগবতের অনুস্বার বিসর্গ নিয়ে নাড়া চাড়া করতে পারে, কিন্তু ভাগবতের কথা কিছু বোঝে না। যিনি স্বয়ং ভাগবত না হ'য়েছেন, তিনি ভাগবত বুঝিয়ে দিতে পারবেন না। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"। তাই শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু ব'লেছেন,—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, কৃষ্ণের কাছে পৌছিতে হইলে বা তাঁহার তত্ত্ব জানিতে হইলে ভগবদ্-ভক্ত হওয়া দরকার অর্থাৎ ভক্তির দ্বারাই তিনি প্রাপ্য হন। ভক্তি বল্‌তে ভগবানে শরণাগতি। স্বয়ং ভগবান্ নিজমুখে একথা ব'লেছেন, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ আমাদের একটা সন্দেহ উঠতে পারে যে, কেবল ভগবানে যদি শরণাগত হই, তা'হলে এই জগতে যেসকল ব্যাপার আমাদিগকে তাপ দিচ্ছে, সেই সব তাপ হইতে আমরা কি-প্রকারে রক্ষা পাইব? ভগবদ্বাক্যে যদি বিশ্বাস করি, তা'হ'লে ঐরূপ ভীতির কোন কারণ নাই, কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আদেশ ক'রেছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৶০
পাটনাই (সরেশ)	৪৶০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৶০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
মিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৶০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৶০
আটা 'বি'	৪।৶০—৪৸০
২নং আটা	৪৶০—৪।০
আটা গমমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	৩৶০—৩।০
সুজি	৪৸৶০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৪১. ৭ই নভেম্বর ১৯৩৪ [২০৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

স্বীয় জীবন বিনিময়ে ভ্রাতার জীবন রক্ষা

গত ২০শে অক্টোবর কাণপুরের কল্লি নামে এক খৃষ্টান ধীবর তাহার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় মাছ ধরিতে গিয়াছিল। কল্লীর ভ্রাতা অকস্মাৎ স্রোত-প্রবাহে গভীর জলে ভাসিয়া যায়। ভ্রাতাকে বিপন্ন দেখিয়া কল্লি সাঁতারাইয়া বহু কষ্টে ভ্রাতাকে কূলে ঠেলিয়া দেয় এবং নিজে অত্যধিকশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার স্রোতে তলাইয়া যায়। ঘটনার তিন ঘণ্টা পরে সেতুর নিকটে কল্লির মৃতদেহ পাওয়া যায়।

নদীতটে রিভলভার

কয়েকদিন হইল দিল্লীর পুলিশ দুইদিন অনুসন্ধানের পর যমুনা নদীর তীরে একটী রিভলভার প্রাপ্ত হয়। পুলিশ ইহার উপর অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিতেছে।

প্রকাশ, তিনমাস পূর্ব্বে স্থানীয় য়্যাডভোকেট মিঃ গুলাল চাঁদকে তাহার মোটর গাড়ীতে গুলীতে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঐ রিভলভার উক্ত য়্যাডভোকেটের নিকট ছিল বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে।

জামাতা শ্বশুরে কোন্দল

পাবনা জিলার আটঘরিয়া থানার একদন্ত গ্রাম নিবাসী জানকী প্রামাণিক সদর মহকুমা হাকিমের নিকট ৩০শে অক্টোবর সকাল বেলা লাঠির আঘাতে তাহাকে জখম করিয়া তাহার বাড়ী হইতে তাহার কন্যাকে জোর-পূর্ব্বক লইয়া যাইবার অভিযোগে জামাতা বাদল সরকার প্রভৃতি কয়েকজনের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শ্বশুরবাড়ীতে নানাপ্রকার জ্বালাযন্ত্রণা দেওয়ায় কন্যাটী সেখানে যাইতে অস্বীকৃত হইয়া কিছুদিন বাপের বাড়ীতেই বসবাস করিতেছিল। জামাতা দশ বারজন লোক সমভিব্যাহারে শ্বশুর শাশুড়ীকে মারধর করিয়া তাহাকে তথা হইতে জোরপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। হাকিম, বাদল সরকার, জ্যোতিষ ও পূর্ণ নামক তিন ব্যক্তিকে তলব করিয়াছেন।

নিঃশব্দে ট্রেন চালাইবার উদ্যম

জার্ম্মাণীর বার্লিন বিসেল লাইনের ষ্ট্যানডাল ও সলেজ ওয়েডেন ষ্টেশনের মধ্যে শব্দহীন রেললাইন পাতা হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারগণ মনে করেন, এই লাইনের উপর দিয়া ট্রেণ যাতায়াত করিলে বিশেষ শব্দ হইবে না। শীঘ্রই একখানি দ্রুতগামী ট্রেণ চালাইয়া এই নূতন লাইনের বিশেষত্ব পরীক্ষা করা হইবে। ট্রেণখানি এই পরীক্ষা কার্য্যে ৬ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিবে; কিন্তু ট্রেণে কোনও যাত্রী লওয়া হইবে না।

জহরত চুরি

১লা নবেম্বর অমৃতসরের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ধনপতি রায়ের বাড়ী হইতে শ্যামলাল নামক জনৈক গাড়োয়ালী দশহাজার টাকা মূল্যের জহরত চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। আসামীকে হরিদ্বারে গ্রেপ্তার করিয়া অমৃতসরে আনয়ন করা হইয়াছে।

জাল মুদ্রা রাখিবার অভিযোগ

গত বুধবার মাণিকতলা পুলিশ মাণিকতলা মেন রোডের সেখ তায়েবকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার শরীর তল্লাসী করিয়া ৩টী জালমুদ্রা পায়।

উক্ত আসামীর জবানবন্দী অনুসারে পুলিশ বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের এক জুতার দোকানে খানাতল্লাসী করিয়া আরও কয়েকটী জালমুদ্রা এবং মুদ্রা তৈরী করিবার যন্ত্রপাতী পায়। এইস্থানে পুলিশ আরও ২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

গত বৃহস্পতিবার তিনজন আসামীকেই উত্তর কলিকাতা ডেপুটি পুলিস কমিশনারের এজলাসে হাজির করা হয়। তদন্ত সাপেক্ষে আসামীদিগকে হাজতে রাখা হয়।

দেবতার অলঙ্কার চুরি

অল্পদিন হইল জিয়াগঞ্জের কতকগুলি জৈনমন্দির হইতে পূজার জিনিষপত্র ও দেবতার অলঙ্কারাদি চুরি করিবার অভিযোগে চোরাই মাল সমেত একজন যুবক ধৃত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, যুবকটী পূজার্চ্চনা করিবার অজুহাতে পর পর দুইটী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপরি উক্ত জিনিষগুলি চুরি করে এবং অপর একটী মন্দিরে যায়। ইতোমধ্যে চুরির সংবাদ প্রচার হইয়া পড়িলে সন্দেহক্রমে যুবকটির খোঁজ করা হয় এবং শেষোক্ত মন্দিরে সে ধরা পড়ে। তথায় তাহার দেহ তল্লাসী করিয়া অপহৃত জিনিষগুলি পাওয়া গেলে তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পন করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে আজিমগঞ্জের মন্দিরগুলি হইতে যে সকল জিনিষপত্র চুরি গিয়াছে, উহাও তাহারই কার্য্য বলিয়া সে নাকি এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে। সে নাকি রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরের অধিবাসী, তবে বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে তথায় আসিয়াছে।

সমুদ্রে স্নানে বিপত্তি

৩০শে অক্টোবর পুরীতে, কলিকাতা তালতলা উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের ছাত্র শ্রীপতি পাল স্বারগাদবের সমুদ্রে স্নান করিবার সময় স্রোতের বেগে বহুদূর ভাসিয়া যায়। তাহাকে উদ্ধার করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করা সত্ত্বেও হাসপাতালে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়।

লুণ্ঠনের জের

মীরাট হইতে প্রকাশ, ৩০শে অক্টোবর বাগপাটের মহকুমা হাকিম ১৫ জন লোককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারা অনুসারে ; নরহত্যার চেষ্টা সহ অথবা গুরুতর আঘাত সহ ডাকাতি । মীরাটের দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিসানা গ্রামের পদম সিং মহাজনের বাড়ীতে ডাকাতি হয় ও ডাকাতেরা প্রায় ১৬।১৭ হাজার টাকা লইয়া যায়। তাহারা সংখ্যায় প্রায় ৩০।৪০ জন ছিল এবং লাঠি, শড়কী ও বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল। যাইবার সময় তাহারা পদম সিংহের বন্দুকটী লইয়া যায়। পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু ডাকাতদের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তারপর নাথিয়া নামক অন্যতম আসামী দিল্লীতে কোনও অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইলে সে এই ডাকাতি মামলার আসামীদের সন্ধান দেয় এবং ছাজু সিং নামক অপর আসামীর বাগান খুঁড়িয়া পদম সিংহের বন্দুকটিও পুলিশকে দেয়। তারপর অন্যান্য আসামী গ্রেপ্তার হয়

শ্রী নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে কার্তিক, বুধবার, ১৩৬১

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে কাশীধামে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যু সময়ে তিনি শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়েকে কাশীধামে তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া দিবার আদেশ দিয়া যান। পিতার উপযুক্ত পুত্র দানবীর শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ ৫০০ লোকের বাসোপযোগী একটি সুবৃহৎ ধর্মশালা নির্মাণ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় গত রবিবার এই ধর্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। দাতার দান প্রশংসনীয়।

গত ৩রা নভেম্বর প্রাতঃকালে কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনায় উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ এবং অন্যান্য বহু কংগ্রেসনেতা স্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, কংগ্রেসের অধিবেশন সফল হইয়াছে। কংগ্রেস যে নূতন গঠনবিধি গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কেবল যে কংগ্রেসের কাজ উত্তমরূপে চলিবে তাহা নয়, কংগ্রেস সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হইবে। কংগ্রেস কমিটিগুলির সদস্যগণের এবং কর্মকর্তাগণের কর্তব্যসম্পর্কে যে নূতন বিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহার ফলে কংগ্রেসে কেবল কর্মিগণ স্থান পাইবেন। কিন্তু ইহাপূর্বে কংগ্রেস সম্পর্কে এমন কথা বলা যাইত না। গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করায় অনেকে নিরাশ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পল্লীশিল্প-সঙ্ঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দ্বারা গঠন মূলক কার্য্য করিবেন। সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার অবসর গ্রহণে কংগ্রেস কর্মিগণের ভীত হইবার কারণ নাই; তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য কংগ্রেসের নূতন কর্মপন্থা অনুসরণ করা।"

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজী কংগ্রেসের মূলমন্ত্র হইতে নূতন নিয়মতন্ত্র প্রণয়ন করেন। আজ প্রায় ১৪ বৎসর পর, তিনি পুনরায় কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব লইয়া কংগ্রেসের সম্মুখে দণ্ডায়মান। কংগ্রেসকে অধিকতর কার্য্যকরী করিবার জন্য তিনি এই পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন। পুরাতনের প্রতি মমতাপ্রযুক্ত অনেকেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, সংশোধিত প্রস্তাবের কোন কোন অংশের বিরোধিতা করিয়াছেন। কেহ কেহ প্রতিনিধি-সংখ্যা ৬ হাজার হইতে ১ হাজার করার কথা এবং প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়-সমিতি হইতে কার্য্যকরী সমিতি পর্য্যন্ত শাখা-প্রশাখা গঠন প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে গান্ধীজীর অনুগামী বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দের অভিসন্ধি অনুমান করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন কংগ্রেসকে খাদি ওয়ালাদের কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে এবং উদীয়মান সোস্যালিষ্ট দলের কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাকে বাধা দিবার জন্যই নূতন সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে, প্রত্যেক বিচারেরই ভাল মন্দ দুইটা দিকই আছে। উপায় ও অপায় চিন্তা করিয়া কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর কমন্স সভাকে জানাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের অবস্থা সন্তোষজনক,—আইন অমান্য নাই, বিপ্লব দমনের বিশেষ ব্যবস্থা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত রক্ষিত হইতেছে, কমিউনিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে দমন করা হইয়াছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হইয়াছে। আশা করি ভারতবাসী এই শান্তির বাণী শ্রবণে আশ্বস্ত

পার্লামেন্ট-সম্মত স্বরাজ-সম্বন্ধে তর্ক-প্রতিযোগিতা

আগামী ১লা ডিসেম্বর তারিখে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক তর্ক প্রতিযোগিতার দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। তর্কের বিষয়:—"এই সভার মতে পার্লামেন্ট সম্মত স্বরাজ দ্বারা ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।" প্রত্যেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইজন করিয়া ছাত্রকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একজন উক্ত বিষয়ের পক্ষে এবং অপরে ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইবেন। ২০শে নভেম্বরের মধ্যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পার্লামেন্টের প্রধান সচিবের নিকট প্রতিযোগিগণের নাম প্রেরণ করিতে হইবে।

যশোহরে টেকনিক্যাল স্কুল

পাঠকগণ অবগত আছেন কিছুদিন পূর্ব্বে 'যশোহর বি সরকার মেমোরিয়াল হলে' যশোহর সহরের অধিবাসিবৃন্দ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে আহূত একটী সভায় সম্মিলিত হইয়া যশোহর সহরে একটী টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল স্থাপিত হউক, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার সেন ও পুলিশ সাহেব আর বাঁড়ুয্যের চেষ্টায় এবং সদাশয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহায়তায় বর্ত্তমান নভেম্বর মাসেই উক্ত স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। খুব সম্ভব মাননীয় মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। উক্ত স্কুলে নিম্নলিখিত কার্য্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(১) কাঠের কাজ (২) কর্ম্মকারের কাজ (৩) ফিটার সপ (৪) ফাউণ্ড্রি ও টীনের বাক্সাদি নির্ম্মাণ (৫) মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য যে কার্য্যকরী বোর্ড গঠিত হইয়াছে, যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সভাপতি। তাঁহার স্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী এবং অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরীর স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র সাধারণ্যে প্রচার করিয়া এতদুদ্দেশ্যে অর্থদানের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

বাংলার সাপ্তাহিক নিকাশ

গত ২৭শে অক্টোবর যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলেরায় ৮১৫, বসন্তে ১০, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১৪, ম্যানিঞ্জাইটিস রোগে ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পরবর্ত্তী সপ্তাহে কলেরায় ২৩, বসন্তে ১৭, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১০ ও ম্যানিঞ্জাইটিস রোগে ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। গত বৎসর আলোচ্য সময়ে কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও মেনিঞ্জাইটিসে মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে ২৩, ১৩, ১১ ও ৫ ছিল। বিভিন্ন জিলার হিসাবে মৃত্যু সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল।

কলেরায়:—নদীয়া ৫৫, বর্দ্ধমান ২১, বীরভূম ৮, মেদিনীপুর ১৬, হুগলী ২, হাওড়া ৩, চব্বিশ পরগণা ৭, কলিকাতা ১০, মুর্শিদাবাদ ৭৯, যশোহর ৩, খুলনা ৪৮, রাজসাহী ১, রংপুর ১৭, পাবনা ১৬, মালদহ ৯৮, ঢাকা ২৬, ময়মনসিংহ ৪৪, ফরিদপুর ২০, ও ত্রিপুরা ৯৫।

বসন্তে:—নদীয়া ১, মেদিনীপুর ১, রংপুর ২, বগুড়া ১, কুচবিহার ৪, ও ঢাকা ১০।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতা ১৪

ম্যানিঞ্জাইটিসে—কলিকাতা ১৪

নিখিল-ভারত-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

নিউদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, বর্ত্তমানে সভ্য সমাজের বিশেষ ভাবে ভারতের সম্মুখে যে সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে আলোচিত হয় তজ্জন্য একটী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের সকশ্রেণীর লোক এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারিবেন। একটি কমিটি দ্বারা এই প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে।

নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ে ইংরাজী, উর্দ্দু অথবা হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধটী লিখিতে হইবে:—(১) সমাজতন্ত্রবাদ ভারতের পক্ষে উপযোগী কিনা, (২) ধর্ম্ম ও ধনতন্ত্রবাদ — বৈষম্যমূলক কিনা (৩) অর্থনীতি সমতা আদৌ সম্ভবপর কিনা? (৪) রুশিয়ার সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যর্থতা; (৫) সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের অধীনে আসিয়া উক্ত রাষ্ট্রের মুসলমান অধিবাসীদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে (৬) সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা ভারতের কোন প্রকার চিরস্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে কিনা (৭) ট্রেড ইউনিয়নবাদের শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে শ্রমিকের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। পরন্তু সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে নহে (৮) সন্ত্রাসবাদ ভারতের, বিশেষভাবে বাঙ্গলার কি ক্ষতি করিয়াছে (৯) সন্ত্রাসবাদদ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কি ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়?

ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধের জন্য ২০০ টাকা পুরস্কার এবং উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় লিখিত প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য ১০০ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে।

প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে কমিটির সিদ্ধান্ত চরম হইবে। প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া হইবে না। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে এবং ডেপুটী ডিরেক্টরের অব পাব্লিক ইনফর্মেশন হাম্পরায়েল সেক্রেটারিয়েট এই ঠিকানায় প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে প্রবন্ধের সহিত লেখকের নাম ও ঠিকানা দিতে হইবে। ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পরে প্রাপ্ত প্রবন্ধের বিষয় বিবেচিত হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৬ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ | বুধবার | ২০৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিভিন্নমঠে উর্জ্জাব্রত

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার অন্যান্য শাখামঠের সেবকগণ শ্রীহরির প্রীত্যর্থে নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তনমুখে উর্জ্জাব্রত পালন করিতেছেন। এতদুপলক্ষে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। মানভূম জেলার অন্তর্গত ডুমরকুণ্ডার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠে উষাকীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। মঠরক্ষক শ্রীপাদ রামনাথ দাস অধিকারী মহোদয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

কটকে প্রচার

কটক ২।১১।৩৪

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে উর্জ্জাব্রতোপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত, প্রাতঃকালে আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও দ্বিপ্রহরে শ্রীপাদ গৌরহরগদাধর দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, আজ প্রায় দুই সপ্তাহ হইল উড়িষ্যা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ অনুগুল ও তন্নিকট-বর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপনোদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শুভাগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমঠে প্রত্যহ শাস্ত্রালোচনা ও ইষ্ট-গোষ্ঠী প্রসঙ্গে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন তদ্ব্যতীত মঠবাসী সেবকগণের ও আগন্তুকগণের পরিপ্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী শাস্ত্রযুক্তি-সহকারে প্রদান করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে যাইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিত্যমঙ্গলের বিধান করিতেছেন।

গত সোমবার প্রাতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় মথুরা হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া মঠস্থ ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত কটক-সহরস্থ প্রভুত শচীন্দ্রলাল দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবা-সৌষ্ঠব-বর্দ্ধনের নিমিত্ত এবং আচার্য্যগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছিতে পারে, তাহার জন্য তিনি একনিষ্ঠভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল বাবুর সহধর্ম্মিণীরও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহাদের উভয়েরই সেবাবৃত্তি আদর্শস্থানীয়।

পুরীতে

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান করিয়া এই ৮২ বৎসর বয়সেও প্রত্যহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনে গমন করেন। তথায় শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া বহু স্তবস্তুতির সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সমক্ষে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া থাকেন।

তে দামোদর-বন্দনা

(১)

কর্ণেতে কুণ্ডল, গোকুলশোভিত
সচ্চিদানন্দ রূপ।
উদূখলে উঠি' নবনীত খায়
দেখিতে কি অপরূপ!
যশোদার ভয়ে লম্ফ দিয়া যায়
দেবদেব জনার্দ্দন!
যা'র পৃষ্ঠদেশ ধরিল যশোদা
বন্দি তাঁহার চরণ॥

(২)

যশোদার যষ্টি হেরিয়া শ্রীহরি
ভয়ে কাঁদিতে লাগিলা।
সুকোমল করে চক্ষুজল মুছে
কণ্ঠে দোলে মুক্তামালা॥
শ্রীযশোদা দেবী অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে
দামে করিল বন্ধন।
ভক্তি-রসে বদ্ধ সেই দামোদর
বন্দি তাঁহার চরণ॥

(৩)

এইরূপে কৃষ্ণ গোকুল-নগরে
গোকুলবাসীর সনে।
বাল্যলীলা করি' আনন্দে ডুবায়
রসের সেবকগণে।
কিন্তু হায়! হায়! বিধি-রত জন
বঞ্চিত (সে) সুখ-আস্বাদনে।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল সেবিত গোপাল
বন্দি তাঁহার চরণে॥

(৪)

হে রসিকশেখর, যশোদা-দুলাল!
নাহি চাই মোক্ষ-সুখ।
তব অপরূপ গোপাল-বিগ্রহ
(মম হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লভুক॥
দেখিতে তোমার শ্রীবৃন্দাবনের
সুলম্পট শ্রীচরণ।
বহু আশা করি' ওহে দীননাথ
বন্দি তোমার চরণ॥

ওহে দামোদর,—
শ্যামল বরণ, স্নিগ্ধ অলকা
(তব) মুখে করিছে বেষ্টন।
যশোদা-'আই'-এ গোপীগণ সনে
(করেন) প্রাণ ভ'রে চুম্বন॥
আমার হৃদয়ে প্রকাশ হউক
তব সেই শ্রীবদন।
নাহি মাগি আর অন্য কোন লাভ
বন্দি তোমার চরণ॥

(৬)

হে দেব, হে কৃষ্ণ, হে জগন্নাথ,
কৃপা কর এ অধমে।
অতএব হওয়া অজ্ঞান পামরি'
পাইলে, দুঃখ মরমে॥
তুমি যদি প্রভু কৃপাকর দাসে
ঘুচিবে সব বন্ধন।
তখন (সে) তোমার দরশন পা'ব
বন্দি তোমার চরণ॥

(৭)

মণিগ্রীব আর নলকুবর নামে
কুবেরের পুত্রদ্বয়।
শাপ-পাশে বদ্ধ ছিল বহু যুগ
তব স্পর্শে মুক্তি পায়॥
পাপাচারী বটি, মুক্তি নাহি মাগি
ভক্তি করহে প্রদান।
যেন তব সুখে আমি সুখী হই
বন্দি তোমার চরণ॥

(৮)

ওহে দামোদর—
ব্রহ্মের আশ্রয় বিশ্বের আধার
তোমার উদরখানি।
যশোদার স্নেহে বাঁধল তোমায়
নহে যায় গুণমণি॥
তব প্রিয়তমা শ্রীরাধারাণী
বন্দি তাঁহার চরণ।
তোমার লীলায় অন্ত নাহি পাই
বন্দি তোমার চরণ॥

—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ দামোদর কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ ৪৪৮

নরতনু ভজনের মূল

অনন্তলীলাময় ভগবানের বিবিধ প্রকাশ মূর্ত্তি নিত্য বিরাজমান। সেই গোলোক বৈকুণ্ঠের নিকট প্রাকৃত জগৎ দেবীধাম। প্রপঞ্চাতীত বিচিত্রতা গোলোক বৈকুণ্ঠের অনুরূপ হইলেও তাহাতে পরিচ্ছেদ, অবরতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তা ও কালক্ষোভ্যতা অবস্থিত। বিষয়বিগ্রহের বিবিধ-প্রকাশ-সমূহ আশ্রিত জীবকুলের সুখোপযোগী সেবা-সেবনমধ্যে নিত্য অবস্থিত। বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধসত্ত্ব এবং প্রপঞ্চে মিশ্র ও গুণময় সত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। বিষয় ও আশ্রয়ে নিত্যপ্রবৃত্তিতে বিবিধ-লীলা-বৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান থাকায় আশ্রয়ের উপযোগিতা-বিচারে 'নরতনু ভজনের মূল' এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। প্রপঞ্চের সৃষ্টি-পর্য্যায়ে মানবজাতি উচ্চস্তরে অবস্থিত। আশ্রয়-জাতীয় জীবকুল প্রপঞ্চে অবস্থান কালে তাঁহার উপযোগী বিষয় বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করে। শ্রীভগবানের মনুষ্যরূপ-ব্যতীত অমানুষিক বিবিধ রূপ আছে। জীবের স্বরূপ বৃত্তির উন্মেষণে ভজনীয় বস্তুর প্রকাশভেদে লীলার বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয়। সেই লীলা বৈচিত্র্যের উপযোগিতা-বিচারে তারতম্য-কথনে মনুষ্য-দেহেই নিত্যলীলা-শ্রিত ভক্তগণে অধিক কৃপা বিতরিত হয়। সেইরূপ লীলা প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে সর্ব্বোত্তম মানবগণ সেবাবস্তুর তত্ত্ব-সেবায় উৎসাহিত হন। ভজন পরাকাষ্ঠায় ভজনীয় বস্তুর অনুকৃতি বর্ণন শ্রবণ করিয়া স্বরূপ উন্মেষের বিপুল সহায়তা করে। পঞ্চবিধ-স্থায়িভাব-রতির মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট মধুর রতি সামগ্রী যোগে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের প্রকাশ করে, তাহাতে লক্ষরুচি ভক্তেরই একমাত্র অধিকার। রুচিমানের সুবিধার জন্য ভগবান্ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি লীলার বিনিময়ে রামাদি লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন। আবার রামাদির মানবলীলায় যে রসচমৎকারিতা প্রবলা নহে, তাহা উন্নতাধিকারলাভের পূর্ব্বে জীববুদ্ধির বোধগম্য না হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-বিচার-তারতম্যে পারকীয় মধুর-রতি অতুলনীয়-নবনবায়মানা চমৎকারিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যথা (ভাঃ ৩।২।১২)—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং
দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং
ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ

লাভ ও লোকসানের বিচারটা আমরা অনেকেই করিয়া থাকি। ভারতের মাটী সুবর্ণমিশ্রিত, ভারতের নদীসমূহের তট-ভূমিতে সুবর্ণ-বালুকা অবস্থিত—এই জনশ্রুতিতে লোভবিশিষ্ট হইয়া পাশ্চাত্যের বণিক্‌কুল জীবন বিপন্ন করিয়াও অপরিচিত পথে সমুদ্রে তরী ভাসাইয়াছিলেন। ভারতের অনুসন্ধানেই কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার। যে অর্থ দু'দিনের জন্য জীবনের সঙ্গী—যে অর্থ উপার্জ্জনে পরিশ্রম, রক্ষণে উদ্বেগ ও ব্যয়ে কষ্ট—যে অর্থ কালস্বরূপে জীবনান্ত করিতে পারে, সেই অর্থের জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া বুদ্ধিমান্ মানব পরমার্থ-লাভে উদাসীন থাকে, ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? পরদুঃখদুঃখী গৌরনিজজন তাহাদিগকে বিষয় বিষের দংশন হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসসিন্ধুর সন্ধান প্রদানার্থ কত প্রকার যত্ন করিতেছেন। দ্বারে দ্বারে প্রচারক প্রেরণ পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে হরিলীলা-প্রদর্শন, বিভিন্ন স্থানে পরমার্থ ভক্তিশিক্ষামন্দির শুদ্ধমঠস্থাপন পূর্ব্বক সাধারণের ভজনের সুবিধা, প্রদর্শনীর দ্বারা পরমার্থ-শিক্ষার ব্যবস্থা, সাময়িকপত্রের সাহায্যে পরমার্থবার্ত্তা প্রত্যহ দেশদেশান্তরে বিতরণ, শ্রীধামাদি পরিক্রমার ব্যবস্থাদ্বারা সাধারণের হৃদয়ে পরমার্থ শক্তিসঞ্চারের কৌশল, বার্ষিকোৎসবোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে হরিকথা-মন্দাকিনী প্রবাহের সুব্যবস্থা প্রভৃতির মণি কাঞ্চন-সংযোগ আর কোনকালে আজ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয় নাই। পদ্যাবলীতে দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

—কোটিজন্মকৃত সুকৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটী মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি যাহা হইতে পাওয়া যায়, ক্রয় করিয়া ফেল।

কৃষ্ণরস-ভাবিতা মতি-রূপা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সম্পত্তির সন্ধান যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন তৎপ্রতি লক্ষ্য না করা কি, লোভের আশায় যাহারা ইতস্ততঃ [illegible] করিতেছেন, তাহাদের, কর্ত্তব্য? এই বিশ্বান্ত সকলের চরণে আমাদের নিবেদন—কাকুবাদের সহিত নিবেদন—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ, হে আমাদের নিত্যকালের বান্ধবগণ, আপনারা শ্রীচৈতন্যবাণীর চরণে প্রপন্ন হউন; জাগতিক মায়িক বস্তু বিসর্জ্জন করিয়া—অচৈতন্য-রাজ্যের অন্ধকার হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণের সন্ধান লউন, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ আর কিছুতেই হইতে পারে না।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

—:০:—

(১০)

অতএব আমরা বাস্তববস্তুতে শরণাগত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁ'র নিকট অগ্রসর হইব। আমাদের যে সংসারে ভীতি উপস্থিত হ'য়েছে, তাহার মূল কোথায়?

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, মানবজাতিকে রক্ষা করবার জন্য সমস্ত তর্কপথ ও তর্কজাল পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাগবতের বাস্তব-শিক্ষার দিকে অগ্রসর করান। নাস্তিকগণের ধারণা হচ্ছে, ভগবান্ প্রকৃতিরই অন্তর্গত কোন একটী বস্তু। জড়জগৎ ভগবানের সম্বন্ধে ঐরকম একটা ধারণা ক'রে রেখেছে। প্রাকৃত জগৎ ভগবান্‌কে তাহাদের একজন খিদমদ্‌গার বা বাগানের মালী বা তাহাদের ভোগের ইন্ধন সরবরাহকারী বলে মনে করে রেখেছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা' নয়। ভগবান্ হচ্ছেন হৃষীকেশ; তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রামের একমাত্র অধিপতি—ইন্দ্রিয়-সকলের মূল। আমাদের সকল ইন্দ্রিয় সেই ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্। ইন্দ্রিয় সকল যে শক্তি পেয়ে লাফালাফি করছে, তিনি ইচ্ছা করলে এক নিমেষে সেই শক্তি অপহরণ Withdraw ক'রে নিতে পারেন, বৈকুণ্ঠ-শব্দে যাহা শ্রীল ব্যাসদেব ভাগবতে লিখে রেখেছেন। কিন্তু সেইগুলি অসৎ লোকের দ্বারা বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হ'তে পারে

যিনি 'অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম' জগদ্‌বাসীকে বিতরণ করবার জন্য এজগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব (যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ) সকল জীবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। কি ক'রে ভগবানকে সেবা করতে হ'বে, তা আমরা জানি না। কিন্তু যদি আমাদের সেবার জন্য প্রাণের আর্ত্তি হয়, তবে তিনিই চৈত্তগুরুরূপে আমাদিগকে সেবার প্রণালী জানিয়ে দিবেন। যে-সকল জীব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাদের জন্য তিনি এজগতে এসেছিলেন। কালক্রমে সেই বদ্ধ জীবের হৃদয়ে প্রকটিত হ'য়েছিলেন। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ কৃষ্ণেতর বিষয়ে ধাবিত হয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাচ্ছে। কিন্তু যদি তাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা না ক'রে কৃষ্ণসেবায় লাগিয়ে দিতে পারা যায়, তবেই সব মঙ্গল হ'য়ে যায়।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকার ভাব ও কান্তি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীমতী বার্ষভানবী এত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়েছেন যে, কৃষ্ণের অঙ্গটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে, আবার রাধিকার চিত্তবৃত্তিটাও কৃষ্ণের চিত্তবৃত্তিকে আচ্ছাদিত করেছে। কৃষ্ণের কথা যদি অন্য কেহ বলতে বসে, তবে তা'তে ভুল হ'তে পারে। কিন্তু কৃষ্ণ নিজের কথা বলতে এসেছিলেন, তা'তে আর কোন ভুল হ'বার ছিল না। দয়ানন্দ প্রভৃতি অপধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতৃগণ যদি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা শ্রদ্ধা-সহকারে শুনতেন, তা'হলে তাঁ'দের আর বিভিন্ন মত প্রকাশ করবার দরকার হতো না।

কৃষ্ণ উপদেশকরূপে এখানে এসেছিলেন। শ্রীমতী রাধিকা কখনও উপদেশকরূপে এখানে আসেন না। বার্ষভানবীকে অনেকে হয়ত স্বৈরিণী মনে ক'রে অপরাধী হ'তে পারে। কিন্তু তিনি একমাত্র কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রীত হ'লে স্বীকার করেন না; অতএব তিনি স্বৈরিণী নন্। বল্লভ-আচার্য্য সম্প্রদায় ও গাঙ্গল্য ভট্ট প্রভৃতি—এঁরা বার্ষভানবীর আনুগত্য স্বীকার না করায় শ্রীচৈতন্যদেবকে বুঝ্‌তে পারেন নি, তিনি যে স্বয়ং কৃষ্ণ,এ কথাটা তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারেন নি, যদিও তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যদেবের মতটা গ্রহণ ক'রেছেন। সেই জন্য তাঁ'রা অসুবিধার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছেন, তাঁ'দের ভজনটা বা তাঁ'দের আচরণ কৃষ্ণ-সেবা না হ'য়ে অন্য কিছু হ'য়ে গিয়েছে।

পূর্ব্বে কৃষ্ণ নিজ ভজনের সৌভাগ্য কাহাকেও দেন নাই। পূর্ব্বে কেহ কৃষ্ণকে জানতে পারেন নি। পূর্ব্বে তিনি যখন ব'লেছিলেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইত্যাদি, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" ইত্যাদি, তখন লোকে তাঁহাকে একজন দাম্ভিক ব'লে মনে ক'রেছিল। তখন কৃষ্ণকে কেউ চিনতে পারে নি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যাবতারে তিনি স্বয়ং স্বভক্তশ্রী জীবকে জানিয়ে দিয়েছেন, নিজকে নিজে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই কৃষ্ণ যে কি বস্তু, তাহা শ্রীরূপপাদ "ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু"তে প্রথম শ্লোকে জানিয়ে দিয়েছেন—

"অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধ-
তারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্
বিধুর্জয়তি॥"

কৃষ্ণকে যে লোকে জানতে পারে না, তা' তিনি নিজেই নিজমুখে জানিয়েছিলেন। গীতাপাঠে সে কথাটা জানতে পারি—
"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

কুটিনাটি ছাড়, মন করহ সরল   গৌরভক্তা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

আমার যে চিন্ময় স্বরূপ, আমি যে চিন্ময় বস্তু, তাহা লোকে বুঝ্তে পারে না। লোকে আমাকে কালের অধীন মনে করে, কিন্তু আমা হ'তে যে কাল সৃষ্ট হ'য়েছে, তা' লোকে বুঝতে পারে না। দেখুন, এখানে আমরা অনিত্য পুত্রের সেবা করি। যা'র সেবা করি সে দিন কতক পরে ম'রে যায়। কিন্তু কৃষ্ণ নিত্য বস্তু। সেই কৃষ্ণকে যাঁ'রা পুত্ররূপে সেবা করেন, তাঁ'রাই মঙ্গল লাভ করেন। নন্দ-যশোদা ও তাঁ'দের প্রতিবেশিগণ সকলেই কৃষ্ণের দাস ও সেবক; তাঁ'রা সকলেই কৃষ্ণকে পুত্ররূপে নিত্যকাল সেবা করেন।

কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন অবতারসকল, সবই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ থেকে অবতারগণ পৃথক্ নন্; কেবল ভিন্ন ভিন্ন রসের ব্যাপার মাত্র। কৃষ্ণে পাঁচটী রস পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, কিন্তু অন্যান্য অবতারসকলে ঐরূপ রসের পারপূর্ণতার প্রকাশ নাই, একমাত্র। যেমন এক আলোক অন্য আলোক হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ কৃষ্ণের অবতার সকল কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নন্ প্রত্যেকেরই অবস্থান বৈকুণ্ঠে; রাম-বৈকুণ্ঠ, নৃসিংহ-বৈকুণ্ঠ—এই প্রকার বিভিন্ন অবতারের বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ।

কৃষ্ণকে জান্‌তে হ'লে কৃষ্ণদর্শন করতে হ'লে, শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে শরণগ্রহণ করতে হ'বে। আবার শ্রীচৈতন্যদেবকে বুঝ্‌তে হ'লে নিত্যানন্দপ্রভুর চরণ আশ্রয় করতে হ'বে। শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ। অতএব সদ্‌গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। সদ্‌গুরুই আমাদের অজ্ঞানান্ধ চক্ষু উন্মীলিত ক'রে দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণ-দর্শনে যোগ্যতা প্রদান করতে পারেন:—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মথুরা ২০।১০।৩৪

গতকল্য হইতে উর্জ্জাব্রত আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ গঙ্গাভবনে হরিকথা-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ সেই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে সদাস্নাত হইয়া আত্যন্তিক মঙ্গল বরণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। মথুরাকে ভোগের বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া মানবগণ নরকের পথে ছুটিতেছে। কিন্তু সেই মথুরা যে কি বস্তু, তাহা বুঝাইয়া সংস্কারবদ্ধ জীবের অন্তঃকরণে ভগবৎসেবা-প্রেরণার উদয় করাইবার জন্য যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ আবেগভরে হরিকথাকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিরন্তর কীর্ত্তন দোলনে "বিদগ্ধমাধবের" নিম্নলিখিত শ্লোকটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য আপনিই অন্তরদেশ অধিকার করে—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণ-ক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; —দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার করে অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্ত-প্রাঙ্গণে (সঙ্গিনী-রূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

তাই সেই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনে শ্রীল প্রভুপাদ যেন কোটিতুণ্ড হইয়া কীর্ত্তন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতেছেন না। হে বিশ্ববাসিগণ, হে সংসারকূপে পতিত ত্রিতাপাক্রান্ত জীবকুল, হে কি এই কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে তোমাদের ইন্দ্রিয়গণকে নিযুক্ত করিবে না? ভাইসকল, তোমাদের চরণে নিবেদন, আচার্য্যপ্রকট-কালের এই শুভক্ষণের এক মুহূর্ত্ত হেলায় হারাইও না, যে মুহূর্ত্ত একবার চলিয়া যাইবে, তাহা আর ফিরিবে না। আমাদের জীবন অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর কখন যে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে ও মনুষ্যজন্ম হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই। অতএব শ্রীল ব্যাসদেবের হিতবাণী বরণ করিয়া "তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ" বিচারে নিজের আত্যন্তিক-মঙ্গল-লাভের জন্য সচেষ্ট হও। বিষয় ভোগ করিবার সুযোগ নিত্যকাল পাওয়া যাইবে, যে-কোন যোনিতেই জন্ম গ্রহণ হউক না কেন। কিন্তু ঠিক যুগাচার্য্য-প্রকট-কালে এই সন্ধিক্ষণে সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম আবার কোনদিন আমাদের ভাগ্যে আসিবে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অতএব সাধু সাবধান!

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই এবং উষঃকীর্ত্তন ও আবাহিক সমাপন হইতে না হইতেই শ্রীল প্রভুপাদ আসনঘরে আসিয়া বসিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলেই তিনি বলিতে লাগিলেন,—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়-
শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য
আসীদ্রসঃ॥

—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ এই শ্লোকটী রচনা ক'রে ব'লেছেন যে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যখন ভক্তিযোগ আবিষ্কার করলেন, তখন বিষয়িগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ ক'রেছিল; পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিবাদ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, যাঁ'রা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, সেইসকল যোগিগণ তাঁ'দের সেই যম-নিয়মাদির ক্লেশ বর্জ্জন ক'রেছিলেন, তাপসগণ তপস্যার ক্লেশ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, সন্ন্যাসিগণ জ্ঞানাভ্যাসবিধি ত্যাগ ক'রেছিলেন, কারণ ভক্তিযোগে যে রস লাভ হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঐ শ্লোকে 'বিষয়ী' ব'লে একটা শব্দ আছে। 'বিষয়' কে এবং 'বিষয়ী' কা'কে বলে? কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হ'য়ে আমরা জড়-জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকেই 'বিষয়' ব'লে গ্রহণ ক'রে তা'তেই প্রমত্ত হ'য়ে প'ড়েছি এবং নিজেরা বিষয়ী ব'লে অভিমান করছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কি, তাহা জানা দরকার। এই রকম বিষয়ীর অমঙ্গল চিন্তা ক'রে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

"বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয়॥

(চৈঃ ভাঃ অ ১৬।৫৯

শ্রীল ঠাকুরের উপরিউক্ত বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমরা যে-বিষয় লইয়া প্রমত্ত হইয়া আছি, সেটা প্রকৃত বিষয় নহে এবং আমরাও প্রকৃত বিষয়ী নহি। যদি প্রকৃত বিষয়ী আমরা হ'তে পারতাম, তা'হলে হরিদাস ঠাকুরের উক্তমত আত্যন্তিক মঙ্গলরূপ কৃষ্ণপ্রেম আমাদের লাভ হইত। যদি ভাগ্যগুণে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম লাভ হয়, তবেই মানুষ তথাকথিত-বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত বিষয়ের একমাত্র মালিক বা একমাত্র বিষয় যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে থাকেন। অতএব ঐরকম কৃষ্ণবিষয়ে বিষয়ী হ'তে হ'বে। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিযোগ আবিষ্কার করলে, মনুষ্যগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যপুত্র বা নিত্যপিতা বা নিত্যস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মনোনিবেশ ক'রেছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উক্তিতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন ও ভগবদ্ভজনোন্মুখ হ'য়ে ভবসাগর উত্তীর্ণ হ'বার প্রয়াসী যাঁ'রা, তাঁ'রা উক্ত বিষয়িগণের সঙ্গ করা দূরে থাকুক, দর্শন পর্য্যন্ত করিবেন না, কারণ উহা বিষ-ভক্ষণ হইতেও অসাধু। অন্যত্র একস্থানে মহাপ্রভু ব'লেছিলেন,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥"

ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভের উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র ব'লেছেন,—"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" কৃষ্ণ হ'বার জন্য কেউ যত্ন করবেন না, অথবা কংসের মত চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণকে ধ্বংস করবার জন্যও যত্ন করবেন না। ভগবান্ যে ছুরি-কাটী-রূপ বিষয়সমূহ আমাদের দি'য়েছেন, সময়ে সেগুলো কেড়ে নেবেন; সেগুলোকে আমরা ইচ্ছামত ধ'রে রাখ্‌তে পারব না। কিঞ্চন হওয়া মানে এই জগতে আমাদের ভোগের বস্তু কিছু আছে বলিয়া ধারণা করা। অতএব যদি ভবসাগর পার হওয়া কারও দরকার ব'লে মনে হয়, তাহা হইলে তাহার নিষ্কিঞ্চন হওয়াই দরকার।

পুত্রের পিতা, পতির স্ত্রী, পত্নীর স্বামী, চাকরের মনিব, প্রজার রাজা হ'য়ে ব'সে আছে। 'যোষিৎ' বল্‌তে ভোগ্য বস্তুকেই লক্ষ্য করে; অতএব কেউ যেন যোষিৎসঙ্গী বা স্ত্রীসঙ্গী না হ'ন। সকলকেই আচার-পরায়ণ হ'তে হ'বে। বৈষ্ণব-আচার-বর্ণনে মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছিলেন, মনুষ্যজাতিকে ভোগী বা ত্যাগী হ'তে হ'বে না; ভুক্তি-মুক্তির জন্য ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। ভুক্তি ও মুক্তি থেকে পূর্ণমুক্তি দিবার জন্য তিনি প্রকৃত মুক্তির কথা যে ভক্তিযোগ, তাহা ব'লেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার মূল কথা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার ঐ "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ" শ্লোকে ব্যক্ত ক'রেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ কুলশেখর-কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করেন;—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্যদ্ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাসা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫৷০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫৷০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪৷০—৪৷৵০
আটা 'বি'	৪৷৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪৷০
আটা এলমাকা	৪৵০—৪৷০
আটা	৩৵০—৩৷০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮.	১০—৩১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৬
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৭,	১১—৩০,	১৪—২	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ + *	১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	[illegible]	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-৭, ৯-৪৬, ১৬-৪৯, ১৮-৩১ প্রভৃতি ৮০-৯২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪৮ ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ৮ই নভেম্বর ১৯৩৪ [২০৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:o:—

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে চুরি

কার্ত্তিকপুর হইতে প্রকাশ, গত ২০শে অক্টোবর বগুড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ শ্রীমন্ত কুমার দাশগুপ্তের বাড়ীতে এক চুরি হইয়া গিয়াছে। চোর পরিষ্কার জ্যোৎস্নার মধ্যে বাহির হইতে কৌশলে দরজা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া লেলেন, দাশের স্ত্রীর অঙ্গ হইতে প্রায় ৭৷৮ ভরি ওজনের সোনার অলঙ্কার চুরি করিয়া নিয়াছে। এরূপ দুঃসাহসিক চুরি অতি বিরল।

ভোটরঙ্গে মারামারি

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, গত একমাস কাল যাবৎ পাঞ্জাবের ও মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন সম্পর্কে তথায় বক্তাদের বক্তৃতায়, রাস্তার পোষ্টারে ও বিভিন্ন পক্ষের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় হিংসা প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তিন দফা গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে। সেদিন শেরানওয়ালা কটকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটী দলের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে, ফলে একই পক্ষের দুইজন লোক আহত হইয়াছে। দুই জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সেদিনের ঐ সংঘর্ষে ছোরা, লাঠি ও ইট পাটকেল নাকি নির্ব্বিচারে চলিয়াছিল। পুলিশ আসিয়া পড়ায় উভয় পক্ষই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে—পুলিশ কোতোয়ালী থানা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গতমাসে অনেকগুলি মারামারি হইয়া গিয়াছে, অনেকে আহত হইয়াছে। অনুমান ৫০ জন লোককে একটী ক্ষেত্রে এবং নির্ব্বাচন প্রার্থীকেও জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে—অপর একটী ক্ষেত্রে একজন নির্ব্বাচন প্রার্থী ও তাহার সমর্থকগণকে অপর পক্ষের নির্ব্বাচন প্রার্থীকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ৩০৭ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

দফাদারের অপূর্ব্ব বীরত্ব

যোগার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ফিরোজপুর জেলায় আর একটি ডাকাতিতে গুলী চলিয়াছে এবং প্রাণহানি ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকাতদল মোগা তহশীলের রাউখা গ্রামের এক সাহুকারের বাড়ী ভ্রমে অপর একটি বাড়ীতে হানা দেয়। উহারা ঐ বাড়ীর সমস্ত লোকজনকে মারপিট করে, কতিপয় পল্লীবাসী ইট পাটকেল লইয়া ডাকাতদলকে আক্রমণ করে। সন্ত সিং দফাদার ডাকাতদলের সহিত লড়াই করিয়া অপূর্ব্ব সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করে ও ডাকাতদের সহিত লড়াই করিতে করিতে সে প্রাণত্যাগ করে, সে পাথর ছুড়িয়া একজন ডাকাতকে আহত করে ও তাহার রাইফেলটি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে, পরে উক্ত দফাদার কৃপাণ লইয়া আর একজন ডাকাতকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। এই সময় অপর একজন ডাকাতের গুলীতে সে নিহত হয়। ডাকাতেরা তৎপর সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করে, কিন্তু অপর একজন দফাদারের সম্মুখে পড়ে উক্ত দফাদারকে লক্ষ করিয়া উহারা গুলী চালায়। ঐ গুলী একটী স্ত্রীলোকের গায়ে বিদ্ধ হইয়া সে মারা যায়। ডাকাতেরা তখন অনুসরণকারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িতে ছুড়িতে সরিয়া পড়ে।

দুর্দ্ধর্ষ অহির বিক্রম

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, ২০শে অক্টোবর ৯ ফুট দীর্ঘ বৃহদাকার একটী গোক্ষুর সর্প টঙ্গু হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে পানডং নামক স্থানে একখানি বাস আটক করিয়াছিল।

প্রকাশ, বাসখানি সর্পের নিকট আসিলে সর্পটি ফণা বিস্তার করিয়া ৩ ফুট খাড়া হইয়া উঠে এবং ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে থাকে। বাসখানি থামিয়া যায়। বাসের কয়েকজন যাত্রী শঙ্কিত হইয়া ছুটাছুটী করিতে থাকে। পরে কয়েকব্যক্তি লাঠি ও ইটপাটকেল লইয়া সর্পটিকে আঘাত করিয়া মারিয়া ফেলে

পলাতক আসামীকে আশ্রয় দানের জের

ঢাকা হইতে প্রকাশ পলাতক রাজবন্দী ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে আশ্রয়দানের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১২ ধারায় ধৃত রায়ের বাজারের রুদ্রনারায়ণ দত্ত, ১০নং শিখ সাহেবের বাজারের প্রবোধচন্দ্র দাস, একরামপুরের রাজানাথ রায় কর্ম্মকার এবং আর একটি যুবককে ৩০শে অক্টোবর কোর্টে হাজির করা হয়। তাহাদিগকে ৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, রাজবন্দী ধনেশ ভট্টাচার্য্য বাঁকুড়া কুষ্ঠনিবাস হইতে পলায়ন করেন ও পরে তিনি শাকতায় একটী রিভলবার ও বহু টাকাসহ গ্রেপ্তার হন।

—————

ঢাকা জেলা হইতে বহিষ্কার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, শিক্ষানবীশ উকীল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শাস্ত্রের রিসার্চ্চ স্কলার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন সেনকে কিছুকাল পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ২৯শে অক্টোবর তাঁহাকে সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বঙ্গীয় দমন আইন অনুসারে তাঁহার উপর নোটীশ জারী হইয়াছে যে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে ঢাকা জেলার এলাকা ছাড়িয়া যাইতে হইবে ও বিনা অনুমতিতে তিনি ছয় মাসের মধ্যে ঢাকা জেলায় প্রবেশ করিতে ও বাস করিতে পারিবেন না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিভিন্ন প্রদেশের সদস্য সংখ্যা

কংগ্রেসের নূতন গঠন বিধিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য সংখ্যা কমাইয়া ১৬৬ করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

প্রদেশ	সংখ্যা
আজমীঢ়	৩
অন্ধ্র	১১
আসাম	২
বিহার	১৬
বাঙ্গলা	২৩
বেরার	৩
ব্রহ্মদেশ	৬
মধ্যপ্রদেশ (মারাঠি)	৩
বোম্বাই	৩
দিল্লী	৩
গুজরাট	৬
কর্ণাটক	৭
কেরল	৪
যুক্তপ্রদেশ (হিন্দুস্থান)	৮
মহাকোশল	৬
সারহাদ (সীমান্ত প্রদেশ)	২
পাঞ্জাব	১৬
সিন্ধু	৪
তামিলনাড়ু	১২
যুক্তপ্রদেশ	২২
উৎকল	৬
মোট	১৬৬

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

গত ১৮৮২ সালে পাঞ্জাবের আটক জেলার কোনও গ্রামের এক মুসলমান কোনও মহাজনের নিকট হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা সুদে ৫০০৲ টাকা ঋণ করিয়াছিল। ঐ ঋণ বর্ত্তমানে সুদে আসলে ৬৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এবং মহাজন নিম্নতর আদালতে মামলা করিয়া ১,৯৬,২০০ টাকা ডিক্রি পাইয়াছে। এই সুদখোর উত্তমর্ণের পন্থা কাবুলীওয়ালাকেও বোধ হয় হার মানাইয়াছে। এইপ্রকার নিদর্শন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশেও দুর্লভ ছিল না। কিন্তু সুদ আসলের পরিমাণ ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না, এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় সেই পাপ বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম পাঞ্জাবের কাউন্সিলেও তদনুরূপ আইনের প্রস্তাব পেশ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই প্রকার সুদের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া পাঞ্জাব কাউন্সিলে "পাঞ্জাব ঋণ নিয়ন্ত্রণ বিল" নিশ্চয়ই পাশ হইবে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রব্যবসায়িগণ বৃটেনের বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক আব্দার জানাইয়াছেন। অটোয়া চুক্তি অনুসারে বৃটিশ পোস ও কাপড় রেশম প্রভৃতিকে কেন ভারতের বাজারে সুবিধা দেওয়া হইবে না এবং কেনই বা সেই ভিত্তিতে বিলাত ও ভারতের মধ্যে নূতন "সন্ধি" হইবে না, সেই দাবী তাঁহারা মিঃ ওয়াল্টার রান্সিম্যানকে বিশেষ জোরের সহিত নিবেদন করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদের গত সিমলা অধিবেশনে স্যার জোসেফ ভোর যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তাহা পাঠে মনে হয় মোদী-ক্লেয়াবলীজ চুক্তি গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় বাজারে বিলাতী বণিকদিগকে স্বেচ্ছায় যে সুবিধা ইতঃপূর্ব্বে দিয়াছেন, তদপেক্ষাও অধিকতর সুবিধাদানের জন্য তাঁহারা অগ্রসর হইবেন। এক্ষণে ল্যাঙ্কাশায়ারী বণিককুলের ডেলিগেশন এবং বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতির প্রতিশ্রুতি দান ঐ পরোপকারসূচক প্রস্তাব সত্যে পরিণত করিবে বলিয়াই আশা করা যায় না কি?

প্রকাশ, ডাঃ ডবলিউ এ জেঙ্কিন্স বাঙ্গলার শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অস্থায়ী ডাইরেক্টার মিঃ এ. সি. চন্দের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের স্থায়ী [illegible] মিঃ [illegible] সেক্রেটারীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। মিঃ আর উইলিয়ামসন বিদায় হইতে ফিরিয়া আসিলে এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তখন মিঃ বটমলি আবার ডাইরেক্টার হইয়া আসিবেন। প্রকাশ যে, অতঃপর ডাঃ জেঙ্কিন্সকে কোনও গবর্ণমেণ্ট-কলেজের প্রিন্সিপাল নিয়োগ করা হইবে।

কংগ্রেসের "না গ্রহণ, না বর্জ্জন" নীতির সমর্থনে ডাঃ আন্সারীর প্রধান যুক্তি এই যে,—সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পক্ষপাতী; অতএব কংগ্রেস সরাসরি উহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না, সমর্থনও করিতে পারে না। বাঙ্গলার জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা মৌলবী আবদুস সামাদ ডাঃ আন্সারীর এই যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন যে, শিক্ষিত মুসলমানদের অভিমত যাহারা প্রকাশ করেন বলিয়া দাবী করেন, সেই জাতীয় মুসলমানদল ডাঃ আন্সারী ও মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে বরাবর পৃথক নির্ব্বাচন প্রথার বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন যে, ইহা বস্তুতঃ হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের পক্ষেই বেশী অনিষ্টকর। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, যেসকল তথাকথিত মুসলমান নেতা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সমর্থন করেন, তাঁহারা মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি নহেন। এখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভারূপে ডাক্তার আন্সারী ও আজাদ সাহেব কেন বলিতেছেন যে, সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ই বাঁটোয়ারার পক্ষপাতী?

মৌলবী আবদুস সামাদ আরও বলিয়াছেন যে, জাতীয় মুসলমান দল সমগ্র শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়, আহমদী খাদিম সমাজ, সমাজ, জামিয়ত উল-উলেমা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মোসলেম লীগ—ইহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পৃথক নির্ব্বাচনের বিরোধী। তিনি পরিশেষে বলিয়াছেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়া ওয়ার্কিং কমিটি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, [illegible] ভিত্তিহীন। প্রকাশ, আন্সারী মৌলবী আবদুস সামাদের এই সকল কথার কোনটীরই প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই।

সমস্ত ভারতীয় কোম্পানীগুলির মোট স্থিতির পরিমাণ ৩১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে অধিকাংশই কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে খাটিতেছে; এই দফায় মোট ২১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা [illegible] করা হইয়াছে। বন্ধক, বীমাকারীদিগকে ঋণ এবং লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতিতে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খাটিতেছে, ব্যক্তিগত জামিনে ৮০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, জমি ও বাড়ীতে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা জমা আছে; ব্যাঙ্কে জমা, হাতে নগদ ও ষ্ট্যাম্প ইত্যাদিতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দেখান হইয়াছে, এবং এজেণ্টদের নিকট বাকী পাওনা ইত্যাদিতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দেখান হইয়াছে।

* * *

ভারতবর্ষে যে-সকল বিদেশী কোম্পানী কাজ করে ভারতবর্ষে উহাদের স্থিতির পরিমাণ ৩৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ৩২ কোটি ২০ লক্ষ টাকাই ইউনাইটেড কিংডমের কোম্পানীগুলির এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ইংলণ্ডের উপনিবেশে গঠিত কোম্পানীগুলির।

মাদ্রাজে কুষ্ঠরোগ প্রতীকার প্রচেষ্টা

মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড ষ্ট্যানলী ও লেডী বিয়াট্রিস মাদ্রাজ সহরের কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য বিধানের অনুষ্ঠানে উৎসাহপ্রদান ও যথোপযুক্ত অর্থসাহায্যও করিয়াছেন। গত ৩রা নভেম্বর কুষ্ঠ রোগীদের সাহায্য-দিবস অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উৎসবের প্রচারকার্য্যের ফলে ৮০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল; তন্মধ্যে নাট্যাভিনয় দ্বারা ২৩০০ টাকা পাওয়া যায়। এই অর্থভাণ্ডার হইতে বৎসরের প্রথমভাগে পেরাম্বুরে একটি চিকিৎসালয় খোলা হয়। মাদ্রাজ সহরে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা খুব কম করিয়া ধরিলেও ১০০০০ হইবে। ২৫,০০০ কুষ্ঠ রোগীরও অধিক অথবা প্রত্যেক পাঁচটা পরিবারে একটি করিয়া কুষ্ঠরোগী আছে বলিয়া অনুমিত হয় এবং এই রোগ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে—এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। রিলিফ কাউন্সিল যে সব চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন তদ্ব্যতীত মাদ্রাজ কর্পোরেশনও তাঁহাদের নিজেদের চিকিৎসালয়সমূহে কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্বারা ২০০০ রোগী অর্থাৎ মোট সংখ্যার শতকরা ১০ জনের চিকিৎসা কার্য্য চলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মাদ্রাজ সহর হইতে কুষ্ঠব্যাধি দূর করিবার জন্য সহরে বিশেষভাবে যেসব অঞ্চলে উক্ত ব্যাধি সংক্রামক আকার ধারণ করিয়াছে সেই সব অঞ্চলে আরো কয়েকটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন হইবে।

কর্পোরেশন হইতে একশত টাকা সাহায্য বা কাউন্সিল গবর্ণমেণ্ট, অন্য কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থ সাহায্য পান না। কাউন্সিলকে সম্পূর্ণ ভাবে জনসাধারণের অর্থ-সাহায্য ও চাঁদার উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং কাউন্সিল জনসাধারণের নিকট কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য কল্পে মুক্ত হস্তে অর্থদানের নিমিত্ত সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছেন।

ত্রিবাঙ্কুররাজের জন্মতিথি উৎসব

ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার জন্মতিথি উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল, উহার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা বলেন,—ভারতের ও ভারতের বাহিরের অনেক বড় বড় লোকের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। আমি যদি বলি যে আমাদের মহারাজাও ঐসকল মনীষীদের মধ্যে উচ্চ স্থানের অধিকারী তাহা হইলে সত্যের কিছু মাত্র অপলাপ করা হইবে না। তিনি বলেন,—ত্রিবাঙ্কুরের এই তরুণ নরেশের প্রাণে প্রজা সাধারণের কল্যাণ কামনা সর্ব্বদা জাগরূক; আমার অবস্থানকালের মধ্যে মহারাজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ হইয়াছে। ঐ সময়ে আমি তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও মনোবৃত্তির প্রভূত প্রমাণ পাইয়াছি। বয়সে তরুণ হইলেও জ্ঞানে তিনি প্রবীণ—সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি গণতন্ত্রের আদর্শের অনুরাগী। প্রদর্শনী সম্পর্কে কুটীর শিল্পের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই শ্রেণীর শিল্পের পুনরুজ্জীবনে দারিদ্রের অনেক সমাধান হইবে এবং বেকার সমস্যার একটী সমাধান হইয়া যাইবে। মহারাজার জন্মতিথিতে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ও সশ্রদ্ধ অনুরাগ জানাইয়া একটী প্রস্তাব সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন ও ভগবৎসমীপে তাঁহার কল্যাণ কামনা জানান।

নকল মহিষাসুর মর্দ্দন

সদাশিব ও সুদামা নামে দুই প্রতারক নাগপুরের দায়রা জজ কর্ত্তৃক এক বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ, আসামীদের মধ্যে সুদামা কাল পোষাকে অঙ্গ আবৃত করিয়া দৈব ক্ষমতা-সম্পন্ন মহিষাসুর বেশ ধারণ করিত এবং সদাশিব তাহার সঙ্গী হইয়া দূর পল্লী অঞ্চলে সরল গ্রামবাসীদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। একদিন কোনও গ্রামে এক অন্ধ স্ত্রীলোকের দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দিবার আশ্বাস দিয়া সদাশিব নকল মহিষাসুরের তৃপ্তি সাধনের খরচ বাবদ দশটাকা আদায় করে। নর্ম্মদী পাওয়ার পর মহিষাসুর তাহার দৈবশক্তির পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায়, ঘটনাস্থলে পুলিশের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আসামী দুইজনই পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দিয়াছিল।

আমাদের বিচারটা হ'য়েছে 'সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত' হ'তে হ'বে না অর্থাৎ আমাদের দেহাত্মবুদ্ধিটা টনটনে বজায় থাকবে, আমার দাড়ে ছোলা চিরকাল বজায় থাকবে! 'তৎপরত্ব' কিনা 'ভগবৎপর' অর্থাৎ ভগবানে পূর্ণ শরণাগত হ'তেও হ'বে না! 'হৃষীক' কিনা সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ ভগবানের সেবাও করতে হ'বে না, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের স্বেন্দ্রিয়-প্রীতি কার্য্যেই নিযুক্ত থাকবে, জগতের যত কিছু ভোগের বস্তু আছে, সমস্তই আমাদের ভোগের জন্য রেখে দেব, আর ভগবানের সেবার বেলা যেখানে যত সস্তায় খারাপ জিনিষ পাওয়া যায়, তাই সংগ্রহ ক'রে ভগবৎসেবার অভিনয় করব, অর্থাৎ মারপথে ভগবদ্‌ভোগ্য সমস্ত বস্তুকে আমরা আত্মসাৎ করব, আর মাঝখান থেকে আমরা হরিভক্ত হ'য়ে যা'ব!

হরিভজনের নামে এই রকম ধূর্ত্ততা আমাদের খুব প্রবল হ'য়ে উঠেছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় করলাম কেন? না, হরিভজন করবার জন্য। শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণ করতে হয়, তবে শ্রীগুরুদেব সেব্যতত্ত্ব-বস্তুকে জানিয়ে দেন, তবে আমাদের হরিভজন সম্ভব হয়। নইলে,—

"কোটী জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

কিন্তু শাস্ত্র আবার বলেছেন,—

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ-নাশ।
নামের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥"

এখানে আমরা প্রত্যেকেই কৃষ্ণভজন ছাড়া আর আর বহুপ্রকার কার্য্যে ব্যস্ত আছি, কৃষ্ণভজনের জন্য কেহই ব্যস্ত নহি। কৃষ্ণভজন-কার্য্যটা ছেড়ে জগতে মায়ার কৃপায় বহুপ্রকারের কার্য্য আমাদের এসে পড়ে। তখন এখানকার কাজগুলিই আমাদের অত্যাবশ্যক ও করণীয় ব'লে বিচার হয়। অনেকে আবার মনে করেন যে, তপস্যা টপস্যা ক'রে কিছু সুবিধা ক'রে নেব, কিন্তু বেশী তপস্যার দ্বারা কিছু মঙ্গল হ'বে না, আবার তপস্যা না ক'রেও কিছু সুবিধা হ'বে না। মূলে হরিভজনটা যদি ঠিক থাকে, তবে সব দিকে সুবিধা হ'য়ে যায়,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

মথুরা ২১।১০।৩৪

অদ্য প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ ও ভক্ত শ্রীযজ্ঞেশ্বর দিল্লী হইতে এবং সন্ধ্যার পর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও. এন. মুখার্জ্জির পুত্র শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় সপরিবারে প্রভুপাদপদ্মে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বৈকালে ৩টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্ত সহ গোকুল মহাবন-দর্শনে গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত-বহু-ভক্ত-সমক্ষে হরিকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে মথুরার অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত শম্ভু সিং এবং মথুরার সিভিলসার্জ্জেনের ভ্রাতা মিঃ জে. সি. রায় চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত মর্ম্মে হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি—এই দু'টা কথা আপনারা শু'নেছেন। যখন সূক্ষ্মশরীর বা বাসনাময় শরীর ধ্বংস হ'য়ে যায় এবং আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না, সেই অবস্থাটাকে স্বরূপসিদ্ধি বলে। আর স্বরূপসিদ্ধি হ'বার পর জীবের পুরুষাভিমান নষ্ট হয় এবং জীব তখন নিজেকে প্রকৃতি-অভিমানে কৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন, সেই অবস্থাকে বস্তুসিদ্ধির অবস্থা বলা হয়। একমাত্র পুরুষ ও ভোক্তা হ'চ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু জীব অহঙ্কারবিমূঢ় হ'য়ে আপনাকে পুরুষ ও ভোক্তা ব'লে অভিমান করত এই ভোগের রাজ্য সংসারে বিচরণ করে। এই জড় অভিমান যখন ছুটে যায় এবং জীব কৃষ্ণকেই একমাত্র পুরুষ ও ভোক্তা এবং আপনাকে কৃষ্ণের ভোগ্য-প্রকৃতি-বোধে কৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন, তখনই তাঁহার বস্তুসিদ্ধি হয়।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।১০) একটী শ্লোক দেখিতে পাই—

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥"

ব্রহ্মা স্তবমুখে শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—"হে দেব, ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতর বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে; রাত্রিকালেও তাঁহাদের নিদ্রাসুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হ'ন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্নদর্শন দ্বারা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্য উদ্যম করিতে পারেন না, যেহেতু উহাও তাঁহাদের জন্য দৈবকর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে।"

এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা ছাড়া আমাদের অন্য বক্তব্য বা কর্ত্তব্য নাই এই কথা বলিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত শ্লোকের অবতারণা করেন—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

ভবসাগর পার হ'বার যাঁদের ইচ্ছা, তাঁ'রা যেন বিষয়ী বা যোষিতের সঙ্গ না করেন; কোন রকমে যা'তে আমাদের স্বরূপসিদ্ধি হ'য়ে যায়, তা'র জন্য যত্ন করতে হ'বে।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥"

নিবৃত্ততৃষ্ণ (বাসনা-বর্জ্জিত) মুক্তকুল সতত শ্রীকৃষ্ণ-গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুগণের পক্ষে তাহা ভবরোগের ঔষধস্বরূপ; তাহা অখিলভুবনে শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। এমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে আত্মঘাতী (ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল-অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার অধঃপাত সাধনকারী) বা পশুঘাতী (পশুহননকারী ব্যাধ) ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি বিরত হইতে পারে? কৃষ্ণসেবা বল্‌লেই পাঁচ প্রকার রসে অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে সেবাই বুঝায়। কৃষ্ণলীলা কথা যত আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। আমরা যখন সকলেই মঙ্গলকামী, তখন যাহাতে মঙ্গল হয়, তা'র জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। কৃষ্ণের কথা নিষ্কপটচিত্তে শ্রবণ করলেই মঙ্গল হ'বে। ভাগবত বলেন,—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ
সতাম্॥"

পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন হরিকথা হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকিলে হৃদয়ের সমস্ত অমঙ্গল ধ্বংস হ'য়ে যায়। শ্রীচৈতন্যদেব যে কথাটা ব'লেছেন, তা'তে মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতি সকলেরই পক্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তন করা দরকার; তা ক'রলেই সকলের মঙ্গল হ'বে। কৃষ্ণ কে? আমরাই বা কে? কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা যেখানে বর্ত্তমানে বাস করছি এবং যে সব আত্মীয়স্বজন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি, সেই জগৎই বা আত্মীয়স্বজনের (?) সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?—এ সব কথা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন,—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

তিনি দাঁতে তৃণ ধারণ ক'রে সকলের পায়ে ধ'রে ব'লেছেন যে 'আপনারা সকলে একটু সময় ক'রে মহাপ্রভু কি ব'লেছেন, সেইটা শ্রবণ করুন। জগদ্বাসীর নিকট আমার একটা ভিক্ষা আছে। আপনারা অনেকে অনেক কথাই শুন্‌ছেন ও শু'নেছেন, কিন্তু এই কথাটা সকলে একবার শুনুন। অনেকে হয়ত বল্‌বেন, 'অত শোনবার সময় নেই' সংক্ষেপে বলুন। তা'তে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত এই শ্লোকটী বল্‌তে হয়,—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং" ইত্যাদি। জগতের সর্ব্ববিষয়ে আমাদের উদাসীন হ'লেও চল্‌তে পারে, কিন্তু চৈতন্যদেবের কথাটাতে উদাসীন হ'লে একেবারেই চল্‌তে পারে না। ব্রজেন্দ্রনন্দনের আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আমরা কা'র উপাসনা করব?

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তের পোষাকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য এসেছিলেন। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" বিচারে মহাজনগণের পথই আমাদের অবলম্বনীয়। শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষা বড় মহাজন আর কেহই নাই। যা'কে পাইলে সব পাওয়া হ'য়ে যায়, তিনিই সেই বস্তু। "যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" আমাদের হৃদয়ের সমস্ত affinity (আসক্তি) ভোগ্যবস্তুর দিকে, সেব্যবস্তুর দিকে আদৌ নাই; কিন্তু তাঁ'কে দেখতে পেলে আমাদের সমস্ত সংশয়গুলি ছিন্ন হ'য়ে যায়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মনুষ্যজাতি অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হ'য়ে নিজকে খুব সর্ব্বজ্ঞ মনে ক'রে ব'সে আছেন; নিজের নিজের ক্ষমতাটাকে এত বড় ক'রেছেন যে, তাঁ'রা আর কিছু শুন্‌তে বা জান্‌তে হ'বে না, মনে করেন। কিন্তু আমাদের প্রার্থনা—তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা কিছু শুনুন, তা'তে সকল সঙ্কীর্ণ চিন্তাস্রোত থেকে অব্যাহতি হ'বে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৭ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৮ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার { ২০৭শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

— —:•:—

বৃন্দাবনে

আমাদের বৃন্দাবনের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, শ্রীধাম বৃন্দাবনের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনহরি দাস মহাশয়ের ভবনে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব এটর্ণি শ্রীযুক্ত সত্যচরণ গুহ মহাশয় গত ২০শে অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন—"শ্রীগৌড়ীয়মঠে যেরূপ বহু সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সুনিপুণ ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছে এবং তাঁহারা যেরূপ মহাপুরুষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক সাধু ব্যক্তিই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বৈষ্ণব-জগতের অনেক কার্য্য করিতেছেন।" উক্ত ভূতপূর্ব্ব এটর্ণি সত্য বাবু বর্ত্তমানে শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করিতেছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বাস্তবসত্য-বাণী-শ্রবণে এত মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আচারহীনতা লক্ষ্য করিয়া এত ব্যথিত হইয়াছেন যে, ব্রজমণ্ডলে যাহাতে প্রভুপাদের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের নিরস্তকুহকবাণী পুনরায় বিপুল ভাবে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, যদি এখন ব্রজমণ্ডলে ঐসকল কথার পুনঃ প্রচার না হয়, তাহা হইলে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে ভজনের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং এই স্থানের অধিবাসী ও প্রবাসিগণ অপ্রাকৃত-ব্রজ-সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিবেন। রাধাগোবিন্দের প্রকৃত লীলা-রহস্য কি, তাহা সাধারণের দুর্ব্বোধগম্য হইয়া পড়িবে; এমন কি, সেই পরম উপাদেয় ভজনের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। ব্রজভজনের নাম করিয়া যেসকল প্রাকৃতসহজিয়া স্রোত বর্ত্তমানে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই শ্রীযুক্ত সত্য বাবুর উক্ত অনুমোদন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

মথুরায়

মথুরার গঙ্গাভবনে শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ যে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহার মর্ম্ম পাঠকগণ প্রত্যহ কিছু কিছু শ্রীনদীয়া-প্রকাশে পাঠ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, ঐ বস্তুই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আভরণ। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিবান্ধব মহোদয় মথুরার বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিক ভাবে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

মথুরার ২রা নবেম্বরের পত্রে প্রকাশ, ঐ দিবস প্রাতে শ্রীল দামোদর প্রভুর বিষয় ও শোক-নাশন' প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় তিন ঘণ্টাকাল ভজনের অনেক কথাই বলিয়াছেন। উক্ত পত্রে আরও প্রকাশ যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইং এন্ মুখার্জ্জি এণ্ড কোং এর প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, মহাশয় গত ১লা নবেম্বর মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন।

— —

ঢাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরিচালিত হইতেছে। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা সুপ্রসিদ্ধ ঢাকা নগরীর বিশিষ্ট জনগণকে বিশেষরূপে শ্রীমঠে আকর্ষণ করিতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজও গত ২৪শে অক্টোবর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া ঢাকায় প্রচারকার্য্য করিতেছেন। কার্ত্তিক মাসে ঢাকায় নিয়মসেবায় খুব আড়ম্বর দৃষ্ট হয়। তাই এই সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ঢাকাবাসিগণের নিত্যকল্যাণ লাভের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

———

কলিকাতায়

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর অধ্যক্ষতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিয়মিত-ভাবে কার্ত্তিক ব্রত পালিত হইতেছেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু প্রতিদিন প্রাতে শ্রীমঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে 'উপদেশামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য, সরলতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যাখ্যা সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রকেই আকৃষ্ট করিতেছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বেলঘরিয়া প্রভৃতি স্থানে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান পূর্ব্বক ভাগবত-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

ডুমুরকুণ্ডায়

গত ৫ই কার্ত্তিক পৌর্ণমাসী তিথিতে মানভূম জিলার অন্তর্গত ডুমুরকুণ্ডাস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে একটী নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। উক্ত সংকীর্ত্তনে শ্রীআশুতোষ রায়, শ্রীরামরঞ্জন রায়, শ্রীকেনারাম রায়, শ্রীহৃষীকেশ রায়, শ্রীঅমল্য কান্ত, শ্রীবামদেব দাস অধিকারী প্রমুখ গ্রামের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রামের আবালবৃদ্ধ-জনগণসহ যোগদান করিয়া "রাধা-কৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই" এই গানটী বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বৈষ্ণবপ্রবর শিবের মন্দিরে গমন করিয়া মন্দির পরিক্রমা পূর্ব্বক শ্রীমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীমন্দিরে শ্রীযুত শম্ভুনাথ পাণ্ডা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে ঠাকুর হরিদাসের প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া সকলকে আপদ্ বিপদ্ সর্ব্ব-অবস্থায়ই শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের জন্য উপদেশ করেন। ঠাকুর হরিদাসের প্রতিজ্ঞা—

"খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

শুধু মুখে নয়, বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতে প্রহৃত হইয়াও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীনাম-কীর্ত্তন হইতে বিরত হন নাই।

আত্মমঙ্গল-প্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই ঐ প্রকারে দেহ-মনোধর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে হইবে। জগতের যাবতীয় অত্যাচার ও উৎপীড়ন দেহের বা মনের উপর হইতে পারে, কিন্তু তাহা আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারেনা; সুতরাং আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ দামোদর আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

গোবর্দ্ধন ও গিরিধারী

আজ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা। শ্রীগোবর্দ্ধন গোকুলপতির সেবানুকূল প্রাচীন-ক্ষেত্র রাধাকুণ্ডের নিকটে অবস্থিত। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের কৃপায় আমরা জানিতে পারি, বৈকুণ্ঠ হইতে অধিক জন্মরহস্য-প্রদর্শনকারী শুদ্ধজ্ঞানভূমিকা মধুপুরীর শ্রেষ্ঠতা, আবার শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত-রাস লীলার স্থান বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনের উৎকৃষ্টতা আরও অধিক। উদারপাণি অপ্রাকৃত কামদেবের রমণ-ভূমিকা বলিয়া বৃন্দাবন হইতেও গোবর্দ্ধনের শ্রেষ্ঠতা। যে ব্যক্তি বাস্তবিকই বিবেকী, তিনি এই গিরিরাজের পদপ্রান্তে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবেন। এই গোবর্দ্ধন গিরিবরের মাহাত্ম্য বর্ণন-পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার মূর্ত্তবিগ্রহ ব্রজললনাগণ কীর্ত্তন করিতেছেন—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥

—এই গোবর্দ্ধন গিরিরাজ হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইনি রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে আনন্দিত হইয়া পানীয়, উত্তম তৃণ, কন্দর, কন্দ মূল প্রভৃতি-দ্বারা গো এবং গোপালগণের সহিত কৃষ্ণ বলরামের পূজা করিতেছেন।

মহাদেব-বাক্যে আমরা জানিতে পারি, সকলের আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও বিষ্ণুর ঐকান্তিক ভক্ত বৈষ্ণবগণের পূজা আরও শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসী গোপদিগকে আধিকারিক দেববৃন্দের উপাসনা হইতে বিরত করিয়া হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের পূজায় নিয়োগ-পূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমাদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। ব্রজবাসিগণের কৃষি-কার্য্যাদির সুবিধার জন্য ইন্দ্র বারি প্রদান করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে ইন্দ্রের পূজা করাই শ্রেয়ঃ, গোপগণ এই যুক্তি প্রদর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, জীবগণ কর্ম্মবশতঃই ইহলোকে জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ভয় এবং মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি আধিকারিক দেববৃন্দ জীবগণকে তাঁহাদের কর্ম্মানুসারে ফলপ্রদান করিতে বাধ্য। জীবগণের প্রাক্তন সংস্কারের জন্য কর্ম্মের অন্যথা করিতে ইন্দ্র বা অন্য কোন আধিকারিক দেবতা কিছুমাত্র সমর্থ নহেন। অসতী নারী স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া গোপনে পরপুরুষের সেবা করিলে যে-প্রকার মঙ্গলভাগিনী হয় না, সেইরূপ মানবগণও যদি তাহাদের পরমাশ্রয়ের সেবা না করিয়া অপর কাহারও সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সুবিধা হইবে না। ব্রজবাসিগণ গোবর্দ্ধন গিরিরাজের নিকট নানা বিষয়ে ঋণী। সুতরাং তাঁহার পূজা করাই ব্রজগোপগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিবিধ ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি যত প্রকারে সম্ভব প্রস্তুত করিয়া গোবর্দ্ধনের সেবা করিতে হইবে। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ সমূহ দ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি এবং ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া সাদরে গো সকলকে তৃণ প্রদান পূর্ব্বক গোধন অগ্রবর্ত্তী করিয়া গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করেন এবং মনের উল্লাসে কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের বিশ্বাসজনক বৃহৎ [illegible] বিশিষ্ট অন্য প্রকার রূপ ধারণ-পূর্ব্বক "আমি গোবর্দ্ধন" এইরূপ বলিতে বলিতে পূজা গ্রহণ করিলেন। অপরদিকে ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজেই নিজেকে প্রণাম করিলেন এবং গোপগণকে বলিতে লাগিলেন, "ঐ দেখ, মূর্ত্তিমান্ গোবর্দ্ধন গিরি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন।"

আমরা গিরিরাজকে হরিদাসবর্য্যরূপে দেখিতে পাইয়াছি। আরও দেখিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজ বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক ব্রজবাসিগণের নিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন; ইহা হইতে কেহ যেন 'জীবই ভগবান', এই প্রকার সর্ব্বনাশকর মায়াবাদ স্রোতে পতিত না হন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-রূপে দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, হরিদাসবর্য্য মহাভাগবতগণকে যাহা পূজোপহার প্রদান করা হয় তাহা মহাভাগবতগণ নিজেরা ভোগ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই নিবেদন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক সেই সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব ব্যতীত অপর কাহারও নিবেদিত কোনও দ্রব্যই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। একমাত্র বৈষ্ণবকে অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণকেই অর্পণ করা হয়।

সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি যখন পাপপুণ্য সর্ব্ববিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন ইহ জগতের স্বল্পায়ু দস্যুগণ ত' বাধা প্রদান করেনই, এমন-কি দেবগুরুপর্য্যন্ত বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। [illegible]স্থানে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের গোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গেও আমরা দেখিতে পাই, গোপগণ ইন্দ্রের পূজা না করিয়া গোবর্দ্ধনের পূজা করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বারি ও ভীষণ-বাত্যা-সহযোগে ব্রজভূমির ধ্বংস-সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহাদের সহায়, তাঁহাদের অনিষ্ট করে কাহার সাধ্য? সাময়িকভাবে তাঁহাদিগকে উৎপীড়নের ভয় দেখাইলেও কৃষ্ণরক্ষিত জনগণ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিপদে কৃষ্ণপাদপদ্ম আরও সুদৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরেন। ব্রজবাসিগণকে ইন্দ্রের কোপে আক্রান্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক হস্ত দ্বারা গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রকারে সাতদিন গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোপগণকে সংরক্ষণ করিলে দেবরাজ তাঁহার ক্ষীণ শক্তির বিষয় অনুভব করিয়া নিরস্ত হন এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে থাকেন—"হে দেব, তোমার স্বরূপ অপরিবর্ত্তনশীল, প্রচুর জ্ঞানময়, রজঃ ও তমো গুণসম্পর্ক শূন্য বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়। অজ্ঞানাত্মকজনিত মায়াময় এই গুণপ্রবাহ অর্থাৎ সংসার তোমার নাই। হে ঈশ, তোমার যখন অজ্ঞান এবং তৎকৃত দেহ-সম্বন্ধ নাই, তখন তোমার দেহ-সম্বন্ধ-ভূত এবং অন্য দেহোৎপত্তির মূল কারণ-স্বরূপ অজ্ঞানের চিহ্ন লোভাদি দোষেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি তুমি ধর্ম্মরক্ষা ও দুষ্টদমনের জন্য দণ্ডধারণ করিয়া থাক, জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা, কালরূপী তুমি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ব্ব বিনাশ এবং তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবতারসমূহের প্রকট কর। আমার ন্যায় যে-সকল মূঢ়জন নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে, তাহারা ভয়কালেও তোমাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান ত্যাগ-পূর্ব্বক নিরহঙ্কার ভাবে ভক্তভাব অবলম্বন করে। অতএব তোমার এই গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলা খল ব্যক্তিদিগের শিক্ষাস্বরূপ। হে প্রভো, আমি তোমার প্রভাব অবগত নহি, সেই জন্য ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে নিমগ্ন হইয়া অপরাধ করিয়াছি। তুমি এই অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করিতে সমর্থ। হে ঈশ, আমার যেন পুনরায় এরূপ দুর্ম্মতি না হয়। হে দেব, অধোক্ষজ, গুরুভারজনক এই পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যসেনাপতিগণের বিনাশ এবং দাসগণের মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত এই সময়ে তোমার কৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছে। অতএব এই সেবকের অপরাধ ক্ষমা কর; তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তোমায় নমস্কার। তুমি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বব্যাপক, জগদীশ্বর, বসুদেবসত্ত্বাদিগের অধিপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি আপনার ভক্তদিগের ইচ্ছায় স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছ তথাপি তোমার শ্রীমূর্ত্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। [illegible] তুমি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ সর্ব্বরূপ ও সকলের মূল কারণ এবং সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্, তুমি আমার যজ্ঞ নিবারণ করিলে আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠবিনাশের জন্য তীব্র বৃষ্টি ও বায়ুদ্বারা এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম। হে ঈশ, আমার প্রয়াস ব্যর্থ এবং গর্ব্ব নষ্ট করিয়া তুমি আমাকে অনুগ্রহই করিয়াছ। সম্প্রতি আমি—ঈশ্বর, গুরু ও আত্মরূপী তোমার শরণাগত হইলাম।"

আজ গোবর্দ্ধনপূজা-বাসরে গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে আমাদের বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এই, আমরা যেন তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদেরই নির্দ্দেশানুসারে গিরিধারীকে সকলের রক্ষক ও পালক-জ্ঞানে তাঁহার পাদপদ্ম-সেবাই জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া বরণ করি, ইন্দ্রের আদর্শ যেন আমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-মূলে জাত জড়-জগতের যাবতীয় অহঙ্কার হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতত সতর্ক রাখে, আর 'যথা তরোর্মূলনিষেচনেন' শ্লোক যেন আমাদের কণ্ঠহাররূপে বিরাজ করে।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(১১)

২০শে অক্টোবরের হরিকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

যা' কিছু করতে হ'বে, কৃষ্ণের প্রীতির জন্য করতে হ'বে। তখন নিষ্কপটে বলতে পারব "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥" তখনই শ্লোকের কথা বুঝতে পারব। তোতা পাখী বা ফনোগ্রাফের মত বলতে শিখলে কোন মঙ্গল হ'বে না, শ্লোকের অর্থও বুঝতে পারা যা'বে না। হরিভজনটা যদি সর্ব্বক্ষণ হয়, তবে মঙ্গলোদয় হ'বে। হরিভজনটা কি কেবল মুখে 'হরি' 'হরি' আওড়াইলেই হ'য়ে যা'বে? না, শ্রীগুরুদেব আজ্ঞা দি'য়েছেন ব'লে, দিন রাত ধ'রে মালা টানলেই হ'য়ে যা'বে? হরিভজনটা এত সোজা জিনিষ নয় যে, ব'সে ব'সে অন্য তার প্রশ্রয় দিয়ে মালা টানতে থাক্‌ব, বাহিরে দেখাব আমি একজন হরিভক্ত, আর মনে মনে কৃষ্ণেতর বিষয় চিন্তা করতে থাক্‌ব। "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমি অনাত্ম-বিষয় স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পূর্ণ মাত্রায় চিন্তা করতে থাকব, আর মুখে 'হরি' 'হরি' বলতে থাকব, তাতে আমার হরিভজন হ'য়ে যাবে, হরিভজনটা এ রকম জিনিষ নয়। 'অহং মম' ইতি ভাবঃ যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে নাম-ভজন হয় না, নামাপরাধ হ'য়ে যায়।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০ ৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাতা বাকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৸৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রকা

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	
,,	,, ইঞ্চি	২	১৷০	১৷০	১
,,	,, সিকিকলম	৫	৪	৪	৩
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮	৭	৬	৪
,,	,, ১ কলম	১২	১০	১০	৮

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬, সিকি কলম ১৫, অৰ্দ্ধ কলম ২৪, এক কলম ৩৬
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২, অৰ্দ্ধ কলম ১৮, এক কলম ৩০ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯ নয়-টাকা, ষাণ্মাসিক ৫ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৫	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১১	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৪-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬, ১৩-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-০২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৪-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৫-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধৰ্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্য্যগণ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নিৰ্দ্দিষ্ট পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সৰ্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধৰ্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়-সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪১. ৯ই নভেম্বর ১৯৩৪ [২০৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

নদীয়ার নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট

মিঃ এল্ এম্ বানার্জি আই, সি, এস. মহোদয় গত ৫ই নভেম্বর নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হুর্জ্জদার শুয়োপোকায় উৎপাচার

এবার শুয়াপোকা এদিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। বর্ষাকালে উহাদের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশী ছিল। বর্ষা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহারা কিছু দিনের জন্য অদৃশ্য থাকে পুনরায় শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উহারা গাছ ছাইয়া ফেলিয়াছে। পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের বহু লোকের প্রত্যেক কলায়ের ভুঁই একেবারে খাইয়া ফেলিয়াছে ইহাতে চাষীদের বড় ক্ষতি হইয়া গেল।

রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় ধনদার একজনের চোখের ভিতর ও আর এক জনের নাকের মধ্যে শুয়াপোকা ঢুকিয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয় এবং চোখ ফুলিয়া যায়। প্রায় এক সপ্তাহ ঐ ব্যক্তি কানা হইয়া থাকে—এখন একটু ভাল। অপর ব্যক্তির নাকের মধ্যে প্রবেশ করায় তাহার সমস্ত মুখ ভয়ানকভাবে ফুলিয়া উঠে; দুই দিন ঐ ব্যক্তি যন্ত্রণায় তাহার নিদ্রা ত্যাগ করে। ঘরে দুয়ারে প্রবেশ করায় সকলের মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে

সর্পাঘাতে সাপুড়িয়ার মৃত্যু

গত ২রা নভেম্বর প্রাতে অনুমান ৮ ঘটিকার সময় কুষ্টিয়া মহকুমার জুজলী গ্রামের জাহের সেখ নামক জনৈক সাপুড়িয়া সাপের খেলা দেখাইতেছিল। সে দুইটী গোখুরা সাপ লইয়া খেলিতেছিল। হঠাৎ ১টী সাপ তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলীতে দংশন করে। ফলে এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। স্থানীয় ওঝা অনেক ঝাড় ফুক করে, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। সাপটীকে মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে ধরা হইয়াছিল।

বিমান প্রতিযোগীতার ফল

ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া বিমানপ্রতিযোগিতার (ম্যাক্রবার্টসন) উদ্যোক্তাগণ উহার নিম্নলিখিত ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন:—

প্রথম— মিঃ সি ডবলিউ এ স্কট এবং মিঃ টী ক্যাম্বেল ব্ল্যাক

দ্বিতীয়— হের কে ডি পারমান্টীর ও হের জে জে মল।

তৃতীয়— মিঃ সি কে মেলরোজ।

সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভা

১লা নভেম্বর হইতে সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রশ্ন-উত্তরের সময় রাজস্ব সচিব সমস্ত সদস্যগণের নিকট একটি মুদ্রিত বিবরণ প্রদান করেন। তাহাতে জানা যায় যে, কোন সরকারী কর্ম্মচারী যদি তাহার অভাব অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া কাউন্সিলের নিকট গিয়া থাকেন অথবা কাউন্সিলের সদস্যগণকে কোন তথ্য প্রদান করিয়া থাকেন, —তাহা হইলে তাহাকে অভিযুক্ত করা হইবে। এবিষয় যথোচিত বিভাগীয় তদন্তের জন্য গবর্ণমেণ্ট এক সারকুলার জারী করিয়াছেন।

ভারতীয় পশম শিল্প

১২ই নভেম্বর তারিখে বোম্বাইয়ে ভারতীয় পশম কারখানাসমূহের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসিবে। নবগঠিত ভারতীয় টেরিফ বোর্ড ভারতীয় পশমশিল্পের অনুকূলে সংরক্ষণ শুল্ক প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন। রেশম শুল্কের পক্ষ হইতে রক্ষণ শুল্কের দাবী টেরিফ বোর্ডে উপস্থাপিত করিবার প্রকৃত পন্থা নির্দ্ধারণ আলোচ্য বৈঠকের উদ্দেশ্য।

—

২১ জনের জরিমানা

গত সোমবার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কড়ি ও টাকা পয়সা দ্বারা জুয়া খেলিবার অপরাধে সুন্দর ও অন্যান্য ১৪ জনকে ৭৲ করিয়া জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে তাহাদিগকে এক সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জোড়াবাগান ষ্ট্রীটের কোন এক বাড়ীতে হানা দিয়া সার্জ্জেণ্ট বেনসন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে।

উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট তাস লইয়া জুয়া খেলিবার অপরাধে ফরিদ, রামরূপ ও অপর ৫ জনকে ৫৲ টাকা অর্থদণ্ড করেন। তাহারা কানাই শীল লেনে জুয়া খেলিতেছিল।

মোটর গাড়ী চুরি

ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের মিঃ হবিবর রহমানের 'বেবী অষ্টিন' নামক একখানা মোটর গাড়ী চুরি করিবার অপরাধে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ নাসিরুদ্দিন নামক একজন দাগী চোরকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ঐ গাড়ীখানা ফরিয়াদীর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু ঐ গাড়ীতে কেহ ছিল না। আসামী ঐ গাড়ী চালাইয়া লইয়া যাইবার সময় একজন কনেষ্টবল তাহাকে লেক রোডে গ্রেপ্তার করে।

—

এটর্ণির বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

গত সোমবার ৫ম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে আমেদের এজলাসে মেসার্স বি এন বসু এণ্ড সন্স কোম্পানীর এটর্ণি বিজয়চন্দ্র দত্তের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। অপর আসামী শৈলেন্দ্রনাথ বসু পলায়ন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান মামলার ফরিয়াদী একজন পান ব্যবসায়ী তাহার অভিযোগ এই যে, আসামীগণ তাহাকে জানায় যে, সে ৫০০০৲ টাকায় সিকদার বাগান ষ্ট্রীট ও বিনয় বসু লেনের দুইখানা বাড়ী রেহানাবদ্ধ রাখিতে পারে। সে ঐ পরিমাণ টাকা দেয় এবং পরে অন্য একখানি বাড়ীর জন্য আরও ৩০০০৲ দেয়। অবশেষে সে জানিতে পারে যে, ঐ টাকা আত্মসাৎ করা হইয়াছে এবং কোনও রেহানী দলিল লেখা হয় নাই।

হঠাৎ ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তন

ব্রহ্মপুত্র নদ ডিব্রুগড় সহরের উত্তর দিক দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইত। অকস্মাৎ ইহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নদের স্রোত এখন দক্ষিণ অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া তীরদেশে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে। ইহার ফলে ইতিমধ্যেই হরিশ বাবুর ঘাট হইতে নন্দ বাবুর ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ মূল্যবান ঘরবাড়ী সহ নদের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নদের তীরদেশ আরও ভাঙ্গিতেছে। ইহার ফলে ডিব্রুগড় সহরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তার কারণ দেখা দিয়াছে। এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের এক জরুরী সভা হইয়াছিল। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

—

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪১

ডিব্রুগড়ের এক সংবাদে প্রকাশ, লখিমপুর জেলার এক চা-বাগানের কুলীকে বাগানের সহকারী ম্যানেজার মিঃ বেল মারপিট করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ আনা হইয়াছিল। আসামীপক্ষ জবাব দিয়াছেন যে, কুলিদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার জন্যই মিঃ বেল মাত্র ছয়বার বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহা মারপিট নহে। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া মিঃ বেলকে ২৫৲ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন এবং ইহা হইতে ১০৲ টাকা কুলীকে দিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কুলীর মনে অন্ততঃ এই সান্ত্বনা হইবে যে, শ্বেতাঙ্গ প্রভুর প্রহারেরও একটা মূল্য আছে—তাহা কেবল ডিসিপ্লিনের নহে, অর্থাগমেরও পথ! কথায় বলে পেটে খাইলে পিঠে সয়।

মাদ্রাজের গবর্ণর স্যার জর্জ ষ্টানলির কার্য্যকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি কোনও এক বিদায় সম্বর্দ্ধনা-সভায় বলিয়াছেন, 'ভারতের ভবিষ্যৎ, বিশেষভাবে মাদ্রাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি উন্নতির আলোক দেখিতেছি। এই প্রদেশে এমন সব ক্ষমতাসম্পন্ন লোক আছেন, যাঁহারা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি হইতে যেরূপ শাসন সংস্কারই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, তাহাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিবেন।' আশা করি রাজভক্ত মাদ্রাজবাসিগণ এই উক্তির জন্য চিরকাল গবর্ণর বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

মাদ্রাজ সহরে কুষ্ঠরোগ গুরুতররূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রকাশ, মাদ্রাজ সহরে ২৫ হাজারের অধিক কুষ্ঠরোগী আছে এবং প্রত্যেক পাঁচটি পরিবারে একটী লোক এই বিষম ব্যাধিতে আক্রান্ত। সুখের বিষয়, ইদানীং এই সমস্যার প্রতি মাদ্রাজের সরকারী, বে-সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। গত ৩রা তারিখ উক্ত সহরে "কুষ্ঠ দিবস" পালিত ও ৮ হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible]

'[illegible]' নামক এক প্রকার জানোয়ার চট্টগ্রামের [illegible] মত স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত [illegible] হ্রদের কচিৎ দেখা দিয়া থাকে। এক বৎসর যাবৎ আধুনিক জগৎ এই অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কারের জন্য তোলপাড় করিতেছে। জানোয়ারটি খুব কদাচিৎ দেখা দিয়া থাকে বলিয়া তাহার পরিচয় লইয়া বিষম সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে গবেষণা ও গুজব নানা আকারে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এমন সময় পৃথিবীর নানা সমুদ্রে অতিকায় মৎস্য নাবিকদের চক্ষে দেখা দিতেছিল। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত হইল যে, স্কটল্যাণ্ডের সেই হ্রদের অদ্ভুত সমুদ্র পরিক্রমায় বাহির হইয়াছে। এক্ষণে সেই সমস্ত গুজবের অবসান হইতে চলিল, কারণ পৃথিবীখ্যাত ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকগণ নাকি এক বিশেষ সভায় মিলিত হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, উহা কোন বিকট বা অদ্ভুত জানোয়ার নহে, উহা একটি দৃষ্টান্তের বড় পরিচিত "সীল মৎস্য" মাত্র। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে গৃহীত হ্রদের একটি ছায়াচিত্র দর্শনেই তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এমন উদ্বেগের ও ঔৎসুক্য বর্দ্ধনকারী জন্তুটী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ সীল মৎস্য বলিয়া নিদ্ধারণ করিলেন, সুতরাং তাঁহাদের যে কেরামতি নাই, ইহা তাহার একটা প্রমাণ বটে।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিবরণ

১৯৩২-৩৩ সালে কি কি কার্য্য হইয়াছে

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানী উক্ত বিভাগের ১৯৩২-৩৩ সালের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বৎসরের খনন কার্য্যের ব্যয় সঙ্কোচ হওয়ায় ঐজন্য মাত্র ১০০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল। অর্থাভাববশতঃ এবং খনন কার্য্যের স্পেশ্যাল অফিসার ডাঃ ই, জে, এইচ, ম্যাকে অবসর গ্রহণ করায় মহেঞ্জোদাড়োতে এই বৎসর আর খনন করা হয় নাই। হরপ্পায়ও খনন কার্য্য বিশেষ কিছু করা হয় নাই।

সিন্ধু উপত্যকার বর্ণমালার এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই। তবে বৃটিশ মিউজিয়মের মিঃ সি জে, গুড় এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, [illegible] বিষয়ে নূতন আলোকসম্পাত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ এস সি ডি হাণ্টার বলেন, [illegible] [illegible] [illegible] লিপির সহিত [illegible] বর্ণমালার বিশেষ সাদৃশ্য [illegible]

আলোচ্য বৎসরে তক্ষশিলায় স্যার জন মার্শাল হলের নেতৃত্বে খনন করিয়া আর একটি বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উত্তর পশ্চিম ভারতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই বৃহত্তম বিহার। গত বৎসর এই অঞ্চলে খরোষ্ঠি নামক যে বর্ণমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই নূতন বিহারে সেই বর্ণমালায় লিখিত একখানা তাম্রফলকে লেখা আছে, এই বিহারের নাম চান্দলীল বিহার এবং ইহা ১৩৪ অব্দে স্থাপিত। কিন্তু ইহা কোন অব্দ, তাহা বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ ইহা ৭৮ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক কোন অব্দ।

নালন্দায় ইতিপূর্ব্বে ৮টী বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে তথায় আর একটি বিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর ৭৫টি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের মূর্ত্তিগুলি সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা দেবপালের অনুরোধে বাঙ্গালার পালবংশীয় কোনও রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি বিহারে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ধারণা হইয়াছিল যে, সুমাত্রাবাসী শিল্পিগণ কর্ত্তৃক এই গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, অথবা সুমাত্রা হইতে এই গুলি আমদানী করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন ঐ মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এখন জানা গিয়াছে যে এইগুলি স্থানীয় শিল্পিগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত। নূতন বিহারে কাঁচা মাটীর নির্ম্মিত ১০০০ জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি [illegible] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মডেল।

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের খনন কার্য্য আলোচ্য বৎসরে শেষ হইয়াছে। এখানে যে স্তূপ মন্দির পাওয়া গিয়াছে, তাহা মিশরের সাক্কারার পিরামিড অপেক্ষা সামান্য ছোট। ইহার ন্যায় বৃহৎ স্তূপ মন্দির পূর্ব্ব ভারতে আর পাওয়া যায় নাই।

রাজগীর (প্রাচীন রাজগৃহ) নিশ্চয়ই বুদ্ধ জন্মের বহুপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখানে স্তূপের ন্যায় যে বিরাট গাঁথনী পাওয়া গিয়াছে, এতদিন ধারণা ছিল যে, উহা বৌদ্ধ স্তূপের অনুকরণে নির্ম্মিত শিব; কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে, উহাতে একটি গাঁথনী নহে, দুইটি গাঁথনী। নীচেরটি গোলাকৃতি শিবমন্দির এবং উপরেরটি ৮ম কি ৯ম শতাব্দীর বৌদ্ধ স্তূপ; এখানে একটি প্রস্তর ফলকে বিপুল পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। ইহা রাজগৃহের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী শৈল পঞ্চকের অন্যতম এবং মহাভারতেও এই বিপুল পাহাড়ের উল্লেখ আছে।

পুরাতন দিল্লীতে জাহান পানায় "বিজয় মণ্ডল" নামক একটি গাঁথনী পাওয়া গিয়াছিল। স্যার সৈয়দ আহম্মদ উহাকে বুরুজ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এখন সাব্যস্ত হইয়াছে যে, উহা তোগলক বংশের দ্বিতীয় সুলতান মহম্মদ বিন তোগলকের (১৩২৫-৫১) প্রাসাদ ছিল। অনুমান হয়, এই প্রাসাদে ৬০০টি স্তম্ভ ছিল। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ী মন্দির গুলির, যথা শ্রীরঙ্গম ও ত্রিচিনপল্লীর মন্দির এবং মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরের সহস্র স্তম্ভের অনুকরণেই বোধ হয় মুসলমান রাজারা বহু স্তম্ভ বিশিষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এবং বাহিরের পণ্ডিত গণ যে সকল লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, তন্মধ্যে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের লিপিই সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই সকল লিপির পাঠোদ্ধার করিবার ফলে নিশ্চিত বুঝা গিয়াছে যে, মহাস্থানগড়ই উত্তর বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রসমুদ্র।

মথুরায় একটি পুরাতন লিপিও পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মী ভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম ম্যাসিডোনিয়ার প্রচলিত একটি মাসের নাম [illegible] গেল। পূর্ব্বে ধারণা ছিল, কনিষ্ক ও হুবিষ্কের রাজত্বের মধ্যে চারি বৎসর ব্যবধান; কিন্তু এই লিপি হইতে জানা যায়, তাঁহাদের রাজত্বের মধ্যে মাত্র দুই মাস ব্যবধান।

স্ত্রীর মৃত্যুতে মস্তিষ্ক বিকৃতি

ডিব্রুগড়ের এক সংবাদে প্রকাশ যে, জয়পুর পুলিশ ষ্টেশনের অন্তর্গত নিজাম বস্তীর অধিবাসী লক্ষ্মা নামক একজন শ্রমিকের পত্নী নাগি বিগত কয়েক মাস যাবৎ নানা রোগে কষ্ট পাইতেছিল। বিশেষ ডাক্তার দ্বারা তাহার চিকিৎসা করান হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও রোগ সারে না দেখিয়া লক্ষ্মার মনে। সন্দেহ জন্মে তাহার এই ধারণা হয় যে, তাহাদের প্রতিবেশী ডুনী ও ডুঙ্গী নাম্নী দুইটি স্ত্রীলোকই তাহার অনিষ্ট করিয়াছে। কারণ ইহারা ডাকিনী বিদ্যা জানে এবং এই যাদুবিদ্যার সাহায্যে তাহারা তাহার পত্নীকে মারিবার আয়োজন করিয়াছে। এরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, উক্ত দুইটি স্ত্রীলোকের সাহত লক্ষ্মার ঝগড়া ছিল। অধিকন্তু তাহার নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে অধুনা একটি অল্প বয়স্কা কুলী বালিকা এই দুই জনের অধীনে থাকিয়া ডাকিনী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

কয়েক দিন পরে লক্ষ্মার পত্নী নাগির মৃত্যু হয়। লক্ষ্মা একখানি চাদর গায়ে দিয়া শ্মশান ঘাটে যায়। ডুনী ও ডুঙ্গী সহ্তিতও শ্মশান ঘাটে গিয়া শব দাহের সাহায্য করিতেছিল। অগ্নি প্রদান করিবার পর লক্ষ্মী অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং তাহার গায়ের চাদরের তলা হইতে এক "দাও" বাহির করিয়া ডুঙ্গীর উপর আঘাত করে। ইহাতে ডুঙ্গীর মস্তক একেবারে দেহচ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়। লক্ষ্মা আর একটু অগ্রসর হইয়া ডুনীকেও আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে ডুনীও তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্ম্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম { ১৮ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৩শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৯ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার { ২০৮শ সংখ্যা

প্রহ্লাদের শিক্ষা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১০ই অক্টোবর বুধবার বোম্বাই নগরীর কাম্বাদেবী রোডস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দাস মহাশয়ের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল হিন্দি ভাষায় প্রহ্লাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই মনুষ্যজন্ম অনিত্য ও দুর্লভ; সুতরাং ইহা হেলায় হারিয়ে দেওয়া উচিত নহে। সমগ্র পৃথিবীর একাধিপতি সম্রাট্ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে প্রশ্ন করিলেন—"হে প্রহ্লাদ, তুমি এতাবৎকাল গুরুগৃহে অধ্যয়ন করত কি শিক্ষা করিয়াছ, তাহা আমাকে বল।" তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

—এই নবধা ভক্তি আমি গুরুগৃহে শিক্ষা করিয়াছি। এই নবধা ভক্তির যাজন ব্যতীত পশুর ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনে এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম কাটিয়ে দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়। ভগবান্ হইতে অভিন্ন জেনে সাধুগুরুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরু-গোবিন্দের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাই আমি অধ্যয়ন করিয়াছি।

হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদের উক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"হরি আমার পরম শত্রু, কারণ সে আমার ভ্রাতৃহন্তা; তাহার নাম করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। তুমি রাজার ছেলে ওসব পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি শিক্ষা কর।"

পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন "আপনি ত' এই জমিদার রাজা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি মালিক, আমি তাঁহারই ভজন করি। আমি ভক্তিমার্গ ছেড়ে অভক্তি-মার্গ গ্রহণ করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহি। সেই পরমেশ্বর হরি আপনার হৃদয়ে আছেন, আমার হৃদয়ে আছেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলের হৃদয়েই যুগপৎ সমান-ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্ আমার হৃদয় সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন। আপনিও দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভজন করুন, আপনারও নিত্যমঙ্গল হইবে।" এই সকল বাস্তবসত্যের বাণী হিরণ্যকশিপুর বিন্দুমাত্রও প্রীতিপ্রদ হইল না। পক্ষান্তরে অপ্রিয় সত্য জানিতে অনভ্যস্ত বলিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি প্রহ্লাদকে বিনাশের নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনটীতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কি-প্রকারে হইবেন? স্বয়ং ভগবানের প্রতিজ্ঞা—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" তাই ভগবদ্ভক্তকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না।

তখন প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু প্রশ্ন করিলেন,—"তোমাকে এই প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করে কে, তাহা আমায় বল?" তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন—আমার গুরু শ্রীল নারদ গোস্বামীর নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, বহু বহু জন্মের সুকৃতিবলে ভগবানেতে মতি হয়।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩০-৩১)

হে পিতঃ, গৃহব্রতগণের চিত্ত গুরু হইতে, অথবা আপনা হইতে কিম্বা পরস্পর হইতে কোন প্রকারে কৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়। সুতরাং বারংবার এই ক্লেশময় সংসারে প্রবেশ করিয়া চর্ব্বিত বিষয় চর্ব্বণ করিয়া থাকে। যাহারা ইন্দ্রিয়-গণের শব্দস্পর্শাদি বাহ্য বিষয় সমূহকেই বহু-মানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি যে শ্রীবিষ্ণু, তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দামরজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নানারূপ দীর্ঘ দাম-সমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

যে-কাল-পর্য্যন্ত গৃহব্রতগণের মতি নিষ্কিঞ্চন পরমহংস ব্যক্তিগণের পাদপদ্মের ধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তিগণ অনর্থনাশক ভগ-বানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

অতএব মায়াবদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গ হইলে হরিভজন হয় না। যে ব্যক্তি তনু, মন ও ধন ভগবানেতে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গ করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ॥
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি"

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যপ্রকাশক, হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তি কারক কথাসকল শ্রবণের সুযোগ হয়, সেই কথা-শ্রবণ-প্রভাবে অবিদ্যা দূর হয় এবং শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উদিত হইয়া থাকে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এত কষ্ট পাইয়াও গৃহব্রতগণের জ্ঞান হয় না। উষ্ট্র যেমন কাঁটা ঘাস ভক্ষণ করে, আমরাও বিষয়ে বিপদ আমায় ভক্ষণ করিয়াও আবার তাহাতে পুনরায় মত্ত থাকি। কুকুরের সমস্ত শুণ থাকা সত্ত্বেও জাত-ভাই দেখিলে তাহার সহিত ঝগড়া করে এবং কুকুরীর অনুগমন করে। সেই প্রকার আমরাও এই জগতে ভোগের স্রোতে ভাসিয়া কুকুরের ন্যায় আচরণ করি। গাধা অনেক বোঝা বহন করে বটে, কিন্তু তিনি আস্বাদন পায় না। সেইরূপ আমরাও সংসারের বোঝা বহন করিয়া 'গৃহ' নিয়ে মত্ত থাকি, 'সার'-বস্তু যে কৃষ্ণসেবা, তাহা বরণ করি না। গ্রাম্য শূকরের নিকট এক থালা পরমান্ন ও একখানা পুরীষ দিলে সে পুরীষ গ্রহণ করে। সেই প্রকার আমরা হরিকথা বাদ দিয়ে বিষয়-কথায় কাটিবিশিষ্ট। তাই বলি, হে ভক্তসকল, এই চারিপ্রকার পশুর ন্যায় আপনা উৎপাত করা উচিত নহে। অতএব সার গ্রহণ করত সাধুসঙ্গে ভগবানের নাম করাই উচিত। প্রহ্লাদ মহারাজের উক্ত উপদেশগুলি সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করত সতত ভগবানের ভজন করা উচিত।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ দামোদর তিথি গৌরাব্দ ৪৪৮

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ

মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে যাঁহারা সুর তাল মান-লয়াদি-সংযোগে সুমধুর স্বরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীল মাধব ঘোষ, শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ও শ্রীল বাসুদেব ঘোষ এই ভ্রাতৃত্রয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাদের কীর্ত্তনে অতিশয় মুগ্ধ। কারণ, প্রাকৃত কীর্ত্তনীয়াগণ যে প্রকার ভক্তিবিচারশূন্য হইয়া থাকেন, ইঁহাদের সেরূপ বিচার ছিল না। ইঁহারা "বৃন্দাবনের গায়ক" বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই তিন ভ্রাতা বড়ই মধুর রসের কীর্ত্তনকারী আশ্রয়বিগ্রহগণের কায়ব্যূহ।

আজ শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। এই তিথির বন্দনা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে যদি আমরা প্রাকৃত বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক হরিসেবাপ্রবৃত্তি-লাভে সতত যত্নশীল থাকি।

রথযাত্রাকালে মহাপ্রভু যখন সপ্ত সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব—ইঁহারা চতুর্থ দলে রথের অগ্রে থাকিতেন। এই দলের প্রধান কীর্ত্তনীয়া বা মূলগায়ক ছিলেন—গোবিন্দ ঘোষ। আর নর্ত্তক ছিলেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। গোবিন্দের দোহার ছিলেন—হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুদেব। মহাপ্রভু যখন গৌড়দেশ উদ্ধারের জন্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে তথায় প্রেরণ করেন, তখন শ্রীরামদাস, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলেই অবস্থান করিলেন। গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব—এই ভ্রাতৃত্রয়ের কীর্ত্তনে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু এত আনন্দ পাইতেন যে, তাঁহারা কীর্ত্তনের তালে তালে নৃত্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যথা—

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব—তিন ভাই।
যাঁ' সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥

অন্যত্র

শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে [illegible] অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন বর্ণনকালে প্রসঙ্গক্রমে মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের কীর্ত্তনের বিষয়ে বিশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন—

সুকৃতি মাধব ঘোষ—কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাপ্রিয়তম॥
মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর নিতাই॥

গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের প্রিয়তম বিগ্রহ শ্রীগোপীনাথ অদ্যাপি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দাঁইহাট পাটুলী নিকটস্থ অগ্রদ্বীপে বর্ত্তমান। সন্তান যে প্রকার পিতৃশ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করেন, সেই প্রকার এই শ্রীগোপীনাথ ঠাকুর অপ্রকট তিথিতে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন।

আজ যাঁহার অপ্রকট তিথি, সেই বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের পদাবলী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কাহারও নিকট অনাদৃত নহে। তাঁহার পদাবলী ভজন-পরায়ণ জনগণের পরম উপাদেয় সামগ্রী, সন্দেহ নাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে কালের প্রভাবে প্রাকৃতসহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর নদে গৌরনাগরীপদ সেই পদাবলীর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐগুলি কখনই নিত্যশুদ্ধরসবাহিক গৌরভক্ত বাসুঘোষের পদ নহে বা হইতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা ভজনমার্গে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা ঐ প্রক্ষিপ্তাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঠাকুরের পদাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন। ঠাকুরের কৃপা আমাদিগকে এই কার্য্যে সহায়তা করুন।

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তথাপি কেহ যদি তাঁহাকে কায়স্থ বুদ্ধি করেন, তাহা হইলে তিনি নিরয়গামী হইবেন। কারণ, মহাভাগবত কোনও বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বর্ণিত "নাহং [illegible] গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ" শ্লোকেই তাঁহারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যে কোন কুলেই প্রকট লীলা প্রকাশ করিলেও তিনি বিপ্রকুল হইতে অধিক বলিয়া ব্রাহ্মণের পূজ্য। ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবকে কোনও ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তি যদি অশৌচাদির পাত্র মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিরয়গমন অবশ্যম্ভাবী। মহাভাগবতের কথা কি, যে-সকল কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চনকার্য্যে নিযুক্ত, পঞ্চরাত্রবিধানানুসারে তাঁহাদের দ্বিজত্ব সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিবিধ অধিকারের যে কোনও অধিকারেই অবস্থিত হউন না কেন, বৈষ্ণবের সম্মান কখনও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ন্যূন হইতে পারে না। কুল-[illegible]

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(১১)

২১শে অক্টোবরের হরিকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

নিজ নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ ক'রে, 'আমি নিজে কিছু জানি না, আমার অমঙ্গল আমি বুঝ'তে পারছি না, বা মঙ্গল কিসে হ'বে তা' ঠিক করতে পারছি না, তুমি আমার সুবিধা বা মঙ্গল ক'রে দাও' কাতরভাবে এই রকম প্রার্থনা করলে ভগবান্ চৈতন্য প্রদান করবেন। কর্ত্তৃত্ব অভিমান থাকা কাল পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি আর্ত্তি হয় না। কৃষ্ণভজন করতে হ'লে আমাদের আর্ত্তি দরকার। ভগবান্ একথা নিজমুখে গীতায় ব্যক্ত ক'রেছেন,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ
সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ
ভরতর্ষভ॥

ভগবদ্ভজনটা যখন ছেড়ে দিই, তখন আমরা মেপে নেওয়া পথের মধ্যে এসে পড়ি, অর্থাৎ ত্রিগুণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমের বশীভূত হয়ে পড়ি। কিন্তু মায়ার রাজ্যে চলতে চলতে খানিক দূর গিয়ে দেখ্‌তে পাই যে আমরা ঠকে যাচ্ছি, রাস্তা ভুলে গিয়ে আর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। সামাজিক বা সান্ত জিনিষ সম্বন্ধে মেপে নেওয়া চলতে পারে, কিন্তু অনন্তের সম্বন্ধে মেপে নেওয়া পন্থা চলে না। যাকে মাপছি, তার সঙ্গে Relativity কোন্‌টা আছে জানতে পারলে মাপটা আমার ঠিক হ'বে। ছেলেবেলায় শব্দদ্বারা বস্তুর স্বরূপটা আমাদের ব'লে দিয়েছে জড় অভিজ্ঞানের দ্বারা সব কথা জানতে পারছি। শব্দ দ্বারা বাহ্যজগতের বস্তুর পরিচয় জানছি। শব্দকে আমরা Standard ক'রে নিয়েছি। বস্তুর নাম শব্দাত্মক ও কর্ণ-শ্রুতি-গ্রাহ্য। নামের দ্বারা জিনিষটার সঙ্গে প্রথমে পরিচয় করি, তৎপরে তা'র রূপ, গুণ প্রভৃতি পর পর আমাদের গ্রাহ্য হয়।

চাপা পড়িয়া যাওয়ায় উচ্চকুলে জাতজনগণ বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিয়া যে অমঙ্গল আবাহন করিতেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রাপকে প্রকটিত হইয়া পঞ্চরাত্রীয় দীক্ষাবিধান স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঐ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বুঝুন আর নাই বুঝুন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ তাঁহাদের পরম বান্ধব। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের সকলেরই পূজার পাত্র।

বেদের সারাংশ হচ্ছে ভাগবত, যাতে ভগবানের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হ'য়েছে। কিন্তু সেই শ্রীমদ্ভাগবত খুব কম লোকেই আলোচনা ক'রে থাকে। অনেকে ভাগবত আলোচনা করেও ভাগবতের অর্থ বুঝতে পারেন না। অনেক লোক আছেন, যাঁ'রা মনে করেন যে, তাঁদের যখন পাণ্ডিত্য আছে, তখন তাঁ'রা নিজেই ভাগবত বুঝে নিতে পারবেন। কিন্তু ভাগবত আর ভগবানে তফাৎ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবত্তত্ত্ব। ভগবানকে যদি নিজ বিদ্যা বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুঝতে পারা না যায়, তবে ঐ চেষ্টায় ভাগবত কি-প্রকারে বুঝতে পারা যাবে? শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

"মুই, মোর দাস, আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে॥"

অতএব ভাগবত বুঝতে হ'লে নিজে ভাগবত হতে হবে এবং ভাগবতের নিকট ভাগবত প'ড়ে বুঝতে হ'বে।

"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা
ন চ টীকয়া।"

এ আলোচনা বাদ দিয়ে কৃষ্ণেতর অন্যাভি[illegible] কাজ ক'রে যখন মানুষ [illegible], তখন বুঝবে যে, তাহারা একটা [illegible] মধ্যে অবস্থিত। যতক্ষণ বাস্তব বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কটা আমরা বুঝতে না পারব, ততক্ষণ আমাদের মঙ্গল হ'বে না। জগৎ, জীব কোথা থেকে কি রকমে হচ্ছে, এ বিষয়টা জানবার যদি চেষ্টা করা যায়, তবে বাস্তব বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কটা বুঝতে পারা যায়। ভাগবতের প্রথম শ্লোকে [illegible] সব কথার আলোচনা হচ্ছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু সোজা রাস্তা ব'লে দিয়েছেন,

"কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥"

তিনি তারক ও পারক; একমাত্র তিনিই উদ্ধার ক'রে দিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, ইহাতে যে লোক দোষ দেখবে, তা'র চোখে ছানি পড়েছে বলতে হ'বে।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

(ভাঃ ২।৯।৩০-৩১)

ভগবান্ ব'লেছেন, আমি—যে কি বস্তু, বা আমার রূপ, গুণ প্রভৃতি কিরূপ, তাহা একমাত্র আমার অনুগ্রহব্যতীত কেউ জানতে পারে না। জীবসকল ইন্দ্রিয়গুলো পেয়ে মনে করে যে, তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ঐ ইন্দ্রিয় চালনা করতে পারে, তারাই বুঝি উহাদের কর্ত্তা। আমি ঐ ইন্দ্রিয়সকলকে

[illegible] ক্রমে নিক্ষ

যে ক্ষমতা অর্পণ করেছি, সেগুলো যদি গুটিয়ে লই, তবে উহাদের আর কিছুই কার্যাক্ষমতা থাকে না। যে-সকল বস্তু কালের অধীন, যাহা সীমাবিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন, জীবের ইন্দ্রিয়সকল সেইসকল বস্তু গ্রহণ করতে পারে। জগতের সমস্ত জিনিষ অবাস্তব জাতীয়। কৃষ্ণই একমাত্র বাস্তববস্তু।

নানা লোকে ভগবত্তত্ত্বকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁ'র একটা Partial aspect (আংশিক দিগ্‌-দর্শন) মাত্র ব'লেছে। একটা ইন্দ্রিয় ধরা যাক্। চক্ষু একটা ইন্দ্রিয়, কিন্তু এই চক্ষু-দ্বারা যদি কোন জিনিষ দেখা যায়, তবে সেই জিনিষের ষোল আনা অংশ দেখা যায় না; মাত্র তা'র এক চতুর্থাংশ দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকগণ এই রকম আংশিকদর্শনে বাস্তববস্তুকে বুঝতে গিয়ে যে সব কথা ব'লেছেন, সেগুলো দলো কথার মত হ'য়েছে। আর তাঁ'রা এই রকম দলো কথা নিয়ে অনেক ঝগড়া করছেন। তাঁ'দের আংশিক দর্শনে সর্ব্বজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব। ঐরূপ দলো কথায় যদি আবদ্ধ থাকা যায়, তবে ঝগড়া থামবে না। ঢাকের বাদ্য থামিলেই ভাল লাগে; সেই রকম ঐসব দলো কথা থামলেই আমাদের সুবিধা হ'বে

আবার একদল আছে, তাঁ'রা কিছু বলেন না। কথা কইলে পাছে তর্ক বা গোলমাল উঠে, তা'র জন্যে তাঁ'রা চুপ চাপ ক'রে ধ্যান করাটাই ভাল বলে থাকেন। সম্পর্কটা যে দেখাবো, তা'র মাপকাটী কি? মাপকাটী হচ্ছেন, পূর্ণ বস্তু কৃষ্ণচন্দ্র, যাঁতে পাঁচ প্রকার রস পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। চেতনের ধর্ম্ম হচ্ছে, বাস্তব জ্ঞানলিপ্সা। শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটী মুখ্যরস এবং সাতটী গৌণ-রস—একুনে মোট বারটী রস পূর্ণমাত্রায় আছে। অন্যত্র কোথাও এই বারটী রস পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যা'বে না।

'কাগজ' এই শব্দটা কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু কাগজ জিনিষটা চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা গ্রাহ্য। লৌকিক শব্দ ইন্দ্রিয়গণ মেপে নিতে, পরীক্ষা ক'রে নিতে পারে। কিন্তু বৈদিক শব্দ—বৈকুণ্ঠশব্দ ইন্দ্রিয়গণ পরীক্ষা করতে পারে না। বৈকুণ্ঠনাম আরাধনার জিনিষ, তাহা মেপে নেওয়ার জিনিষ নয়। এ কথাটা আমরা উপলব্ধি করতে না পারলেও বস্তুর ধর্ম্ম যায় না। মাতা যশোদা কৃষ্ণকে ঐ রকম মেপে নেওয়া চেষ্টার অভিনয় ক'রে দেখিয়েছিলেন যে, তিনি কৃষ্ণকে দাড় দিয়ে বাঁধতে গিয়ে সফলকাম হন নাই। যত দাড় বাড়িয়েছেন, ততই দাড় ছোট পড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যত প্রকারের আধ্যক্ষিক-জ্ঞান লাভ করুক না কেন, তাঁকে মেপে নিতে পারবে না। তবে কৃষ্ণ যখন স্বেচ্ছায় মাতার নিকট বন্ধন স্বীকার ক'রেছিলেন, তখন মাতা সফল-কাম হ'য়েছিলেন। অতএব সান্ত বস্তু দিয়ে অনন্ত বস্তুকে মাপা যায় না।

রাসস্থলীতে যখন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী বেজেছিল, তখন গোপীসকল লোকধর্ম্ম, আর্য্যপথ, লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণের কাছে ছুটে ছিল। কোন বস্তু সম্বন্ধে যেখানে আমাদের ভোগের জ্ঞান, সেখানে ঐ বস্তুকে আমরা আমাদের অধীন জ্ঞানে মাপিয়া থাকি। কিন্তু কৃষ্ণ ত আমাদের অধীন বস্তু নন, তিনি আমাদের সেব্য বস্তু। ভক্তি ক'রে সেব্যের সেবা করতে হবে। God (ভগবানেরই) এরই সেবা করতে হবে, dog (কুকুরের) এর সেবা করতে হবে না। নিজে কর্ত্তা হিসাবে যদি কাহারও নিকট সেবা গ্রহণ করি, তবে ঋণী হ'য়ে যাব; আবার ঐ ঋণ শোধ করতে হ'বে। প্রকৃতিজাত দ্রব্য আমাদের সেবা ক'রছে, এই সেবা গ্রহণটা অলীক। এগুলো একশত বছরের মধ্যেই কেড়ে নেবে। পিতামাতার কাছ থেকে যে শরীরটা পেয়েছি, তাহা কিছুদিন রাখা যাবে, তারপর ছেড়ে দিতে বা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হব। এই দুর্ল্লভ মনুষ্য-শরীরটা পেয়েও অজ্ঞান চালিত হ'য়ে অসুবিধার মধ্যেই পড়ে রহিলাম। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক যদি হতাম, তবে আমাদের একটা সুযোগ আসত। কিন্তু অন্য রকম জ্ঞান সঞ্চয় করতে গিয়ে গোলমাল হ'চ্ছে আত্মার ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে অনাত্মা'র ধর্ম্ম নিয়েই দিন কাটিয়ে দি'চ্ছি। বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক হ'তে পারলে ঐ আত্মার ধর্ম্মে মন দিতাম। অনাত্মার ধর্ম্ম মেপে নেওয়া, আর আত্মার ধর্ম্ম আরাধনা বা সেবা। প্রাকৃত-সহজিয়া হওয়াটা অর্থাৎ জড়ে চেতন আরোপ করাটা উচিৎ নয়।

আরাধ্য বস্তু অনুগত হ'লে আরাধনা জিনিষটা পাওয়া যায়। আনুগত্য বলতে পূর্ণশরণাগতিকে লক্ষ্য করা যায়। একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন আমাদের আরাধ্য, আর কেহ নয়। আমি কে, আমার কি কর্ত্তব্য আছে, জানতে হবে। আরাধনাটী আত্মারই মজ্জাগত ধর্ম্ম। আত্মার সঙ্গে অনাত্মাকে এক মনে ক'রে আমরা মেপে নেওয়া ধর্ম্মে এসে পড়েছি। আমাদের ঠিক যেন এক চাকার গাড়ীতে বসে থাকবার মত হ'য়েছে। এক চাকার গাড়ীতে চেপে দাঁড়িয়ে থাকবার উপায় নাই, তা'হলেই পড়ে যেতে হ'বে। ক্রমাগতই গাড়ী চালিয়ে রাখতে হ'বে। সেই রকম আমরা আত্মবস্তু হ'য়ে যদি সর্ব্বক্ষণ আত্মধর্ম্ম যাজন না করি, তবে অনাত্মধর্ম্মে এসে পড়তে হবে এবং জগতের ত্রিতাপ-আকারে যে সব দুঃখ আসছে, ক্রমাগতই সেগুলোকে দূর করা দরকার হ'বে।

সেইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বললেন,— "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" যদি কৃষ্ণসেবাতে নিযুক্ত না থাকি তবে এই জগতের অসুবিধা সারাবার জন্য ক্রমাগত ব্যস্ত থাকতে হবে। কিন্তু তাই বলে আত্মতত্ত্বের বিচার গ্রহণ করা উচিত নয়; আরাধনার বিচারটাই গ্রহণীয়। কোথায় তাঁকে পাওয়া যা'বে? বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। জল কাদামাটী-সম্বলিত জড়স্থানটা বৃন্দাবন নয়। মহাপ্রভু ব'লেছেন, "আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি মানি। তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥" সমস্ত হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাই আরাধনা। বৈষ্ণবগণের বিচারটা আরাধনা নয়। যে জিনিষ ভগবৎ সেবায় লাগে, তাতে অচিৎ চিন্তা আরোপ করা দোষ। পুতুলের পূজা পাষণ্ডতা বা নাস্তিকতা। তাই ব'লে শ্রীমূর্ত্তিপূজা পৌত্তলিকতা নহে। শ্রীমূর্ত্তি অষ্টপ্রকারের হ'তে পারেন, "শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী। মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥" শ্রীবিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ব'লে যে স্মার্ত্তের বিচারে একটা বিধি আছে, সেটা শুদ্ধি মাত্র।

আত্মা ভোগ করে না, আত্মা পর-মাত্মাকে ভোগ করতে পারে না, সেবাই তার ধর্ম্ম। যখন ব্রহ্মকে আমার অধীন করতে যাই, তখন 'মন' ব'লে একটা জিনিষ এসে পড়ে এবং এই জগতে ভোগে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি। ভগবৎ-সেবা বৃত্তির ধ্বংসকারী অনেক অসুর আছে, তা'দের সঙ্গ পরিত্যাগ করাও দরকার, নচেৎ অসুবিধা।

বৈকুণ্ঠজগতে সমস্ত প্রকাশ পূর্ণমাত্রায় আছে। এখানকার অপূর্ণ হেয় জিনিষ সেখানে নিয়ে যেতে হ'বে না। পাঁচ প্রকার রসে কৃষ্ণসেবা আছে, সেখানে কোন বিকৃত বা হেয় রস নাই। নল দময়ন্তী প্রভৃতির যে রস, তাহা ঘৃণার জিনিষ। ঐ রকম জড়ায় রসটা তাড়ি হ'য়ে গিয়েছে, পচে গিয়েছে। ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রে গেলে অর্থাৎ মনোধর্ম্ম অতিক্রম ক'রে গেলে তবে কৃষ্ণরসের সন্ধান পাওয়া যাবে। শ্রীল রূপপাদের 'ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম' শ্লোকে ঐ রসের সঙ্কেত প্রদত্ত হ'য়েছে।

একমাত্র ভাগবতেই নিরপেক্ষ হ'য়ে কথা বলা হ'য়েছে। "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে" যাহা হইতে অনর্থ উপশম হ'য়ে অধোক্ষজে ভক্তি উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ All love "রসো বৈ সঃ"। All-loving temperament। প্রেমময়-স্বভাববিশিষ্ট। না থাকলে কৃষ্ণভজন হয় না। শতকরা শত ভাগ জগৎপ্রীতি আমাদের প্রার্থনীয়।

জড় ছাড়া আত্মা ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, সেটা কেন আমরা বাদ দিচ্ছি, তাহা বুঝতে পারি না।

গত ২২।১০।২৪ তারিখ সোমবার ৫টার সময় আসন-ঘরে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, শ্রীল প্রভুপাদ তথায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। জীবোদ্ধার কল্পে প্রপঞ্চাবতীর্ণ আচার্য্যবর্য্যের তাৎকালিক মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইল যেন, বদ্ধজীবের দুঃখ দেখিয়া তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন; তাই তাঁহার বিরাম নাই, জীব নিঃশ্রেয়স লাভ না করা পর্য্যন্ত তিনি যেন একটুও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। গত রাত্রি শেষ না হইতেই হরিকথামৃত বিতরণ করিবার জন্য আবেগভরে আসন ঘরে উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু একটী মায়ার কথা ও অপরটী ভক্তির কথা—এই দুইটী কথা বলিয়াছেন। মায়ার কথা বলিতে গিয়া তিনি "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥" এই শ্লোকটী ব'লিয়াছেন। আর ভক্তির কথা বলিতে গিয়ে তিনি "শ্রীরাধাপাদপঙ্কোজরেণু কমলয়োঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়াছেন

প্রহ্লাদের শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

—এই মনুষ্যজন্ম অতি মূল্যবান। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে ভগবানের ভজনা করিবেন। অতএব আপনারা অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া পরাবিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত হউন প্রহ্লাদ মহারাজের আচরণ গ্রহণ করত নিষ্কপটে হরিভজন করুন, ইহাই আপনাদের নিকট সকাতর প্রার্থনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও শ্রীঅন্নকূটোৎসব উপলক্ষে একদিন প্রেস বন্ধ থাকিবে বলিয়া আগামী কল্য নদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (ক), (খ) বা (গ) ধারার প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৬১৬ N. R. ৩১।৩২ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত	(খ)	কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	ভুবন ফকির দিং	২৭৮৶০	২১।১১।৩৪ বেলা ১২টা	জমা	শিবনগর থানা, উমাপুর মৌজা	খং ৫৯১, দাগ ৪০৩৪-৪০৩৫	১-৪৮	২৮১	জমিদার কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৮৪৩ N. R. ৩১।৩২ ঐ	ঐ	ঐ	কানাই নন্দী	১১।৩	ঐ		কৃষ্ণনগর মৌজা দিগনগর	খং ৫৯৩ দাগ ৮৮৭	-৬৭	নিষ্কর	
৯৫ N. R. ৩২।৩৩			শৈলেন্দ্র কুমার চট্টো দিং সাং সাধুহাটী, থানা ঝিনাইদহ	২।১০	২০।১১।৩৪ বেলা ১২টা	২২।২ ধারা	মহম্মদ সা	৯৯৪,৯৯৫-১০০৯, ৯৯৮,১২১০,১৩-৫৮, ১৮৫১,১৮৯৩ ৯৯৭,১০২৩,২৪০২ ৯৫৫,	৮-৩৮		
৯৬ N. R. ৩২।৩৩ ঐ			ঐ	১০৮০	ঐ	ঐ	থানা চুয়াডাঙ্গা মহাম্মদজসা	৯৯২নং ও ৩৮০ অধীনস্থ	-৮৫		ঐ দিং
৯৭ N. R. ৩২।৩৩ ঐ				১০৮১	ঐ	ঐ	ঐ	৯৮৫।৯৮৬-৯৮৯।৯ ৯১ খতিয়ান দাগ নং ১০৭৭।১০০৪	৩ ২২	৮৸	ঐ
১৪৪ N. R. ৩৩।৩৪ ঐ		ঐ	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং	১৮০		জমা	থানা চুয়াডাঙ্গা জলসুখা ২৯৪ নং খতিয়ান	২৯৪-২৯৫-২৯৬। ৩০২।৩০৪।৩০৫। ৩০৬।৩১৪ ৩২৬, ৩২৯-৩৩৪।৩৩৭। ৩৩৮ প্লট নং ০৮। ৫০।৮৬-।৮৭৭।১৮ ১০-৫।-২০৯	৯০ ৭৭		

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৪১, ১২ই নভেম্বর ১৯৩৪ [২০৯শ সংখ্যা

কৃষ্ণনগরে ডাঃ বি, সি, রায়
উদ্দেশ্য সিদ্ধ নহে

তুলসীচন্দ্র গোস্বামী সহ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় গত ৪ঠা নভেম্বর ৭॥ টার সময় কৃষ্ণনগর উপস্থিত হইয়া টাউন হলে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। ডাঃ রায় বক্তৃতা দিতে উঠিলে স্থানীয় বার লাইব্রেরীর সম্পাদক এবং প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতির ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী উক্ত সভায় ডাঃ রায়কে প্রতিবাদ করিবার অনুমতি চাহেন। ডাঃ রায়ের বিশেষ সময় না থাকায় তিনি তাঁহার বক্তৃতার পরে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে বলেন। তদনুসারে ডাঃ রায়ের বক্তৃতা শেষে শ্রীযুত বিমলেন্দু ধর, এম-এ, বি-এল জিজ্ঞাসা করেন যে ব্যবস্থা-পরিষদের কোনও সদস্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে তাঁহাদের দলের সদস্যগণ কি করিবেন? ইহাতে ডাঃ রায় উত্তর দেন, 'আমাদের দল ভোট দিবেন না' ইহাতে সকলেই পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ডের স্বরূপ বুঝিয়া লন। বিশেষ আশা ভরসা না পাইয়া বিধান বাবু ও তাঁহার সঙ্গী উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর জ্ঞানেন্দ্র বাবু সমবেত লোকদিগকে জাতীয় দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন এবং সুভাষ বাবুর অভিমত জ্ঞাপন করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রতিরোধকল্পে বদ্ধপরিকর হইতে বলেন।

বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা

কৃষ্ণনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাপ্রসাদ পাঁড়ের ভাগিনেয় শ্রীশম্ভুচরণ দত্ত, (বয়স ২২ বৎসর) গত ৬ই নভেম্বর বেলা ১১ টার সময় বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। সে তাহার মাতার একমাত্র পুত্র। প্রকাশ, কিছুদিন যাবৎ ছেলেটীর উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। পুলিশ এসম্বন্ধে তদন্ত করিতেছে।

আসামের জেল সমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল

আসাম গেজেটে প্রকাশ,—আসামের হাসপাতাল ও জেল বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্ণেল জী, পী, ক্যামেরণ অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে আগামী ৭ই জানুয়ারী হইতে ১ মাস ৭ দিনের বিদায় পাইলেন। তাঁহার স্থলে যুক্ত প্রদেশের জেল সমূহের ইন্সপেক্টর কর্ণেল সি ই পামার এম বি বিসি এইচ, (ক্যাণ্টাব) এম আর সি এস আই-এম এস আসামের হাসপাতাল ও জেল সমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইলেন।

ডাকাতি ও অগ্নিকাণ্ড

ডিমলা থানার অন্তর্গত খুনাগাছা চাপানি গ্রামে হৈরাম বর্ম্মণের বাড়ীতে ১৫ই কার্ত্তিক রাত্রি দ্বিপ্রহরে একদল ডাকাত প্রবেশ করে। তাহারা বাড়ীর লোকজনদের উপর যথেচ্ছা অত্যাচার করিয়া বহু টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করে। তাহাদের প্রহারের ফলে বাড়ীর তিনজন লোক গুরুতররূপে আহত হয়। বর্ত্তমানে তাহারা ডিমলায় হাসপাতালে চিকিৎসার্থ অবস্থান করিতেছে। ডাকাতেরা পলাইবার সময় উক্ত বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। ফলে, সমস্ত বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। পলাইবার পথে তাহারা মহেন চৌকিদারকে গুরুতর জখম করে। চৌকিদারটিও ডিমলায় হাসপাতালে অবস্থান করিতেছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

লাহোরের প্রধান বিচারপতি

৫ই নবেম্বর বেলা ১০ ঘটিকার সময় লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ ডগলাস দায়রা আদালত পরিদর্শন করেন। ছোট আদালত, জিলা আদালত এবং সিটিবেঞ্চ প্রভৃতি পরিদর্শনান্তে তিনি বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রধান বিচারপতি বার এসোসিয়েশনের সদস্যদের সহিত গোপনীয় ভাবে আলোচনা করেন। প্রকাশ, আদালতসমূহকে কেন্দ্রীভূত করা, টাউট প্রথা দূর করা, কোর্ট ফী হ্রাস করা এবং আদালতের দুর্নীতি-দমন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ভুটানাধিপতির কলিকাতা পরিদর্শন

আগামী ডিসেম্বর মাসের ১১ই তারিখে ভুটানাধিপতি কলিকাতা পরিদর্শনে আসিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কলিকাতায় অবস্থানকালীন প্রথম ১০ দিন তিনি বাঙ্গলার গবর্ণরের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। ঐ সময়ে বড়লাট বাহাদুরের সহিত তিনি বে সরকারীভাবে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

চলন্ত ট্রেণে গার্ড আক্রান্ত

বাঘাউলি ও বালামৌ ষ্টেশনের মধ্যে একটী চলন্ত মালগাড়ীতে ই আই রেলের গার্ড ওয়াহিদ ও জনৈক অজ্ঞাত যুবকের মধ্যে ভীষণ ধস্তাধস্তি হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে ওয়াহিদ গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। প্রকাশ, মালগাড়ীখানি বাঘাউলি ছাড়িয়া সামান্য অগ্রসর হইলে আততায়ী গার্ডের কামরায় উঠে এবং গার্ডকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া কাবু করিয়া দেয়। ফলে গার্ড ব্রেক করিয়া গাড়ী থামাইতে পারে নাই। তাহার পর বালামৌয়ের নিকট মালগাড়ীর গতি মন্দীভূত হইলে আততায়ী নামিয়া পড়ে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি লেভেল ক্রসিংয়ে গ্রেপ্তার হয়। গার্ডকে পরে লক্ষ্ণৌয়ে আনয়ন করা হয়। তাহাকে কিং জর্জ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে, তথায় সে সারিয়া উঠিতেছে।

জেলের মধ্যে সুড়ঙ্গ খনন

সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ মালিক খোদা বক্সের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, ডেরা ইসমাইল খাঁ সেনট্রাল জেলের ফ্যাক্টরী গুদামে কয়েদীরা ২৬ ফুট দীর্ঘ একটা সুড়ঙ্গ খনন করিয়াছে; ইহা গত জুলাই মাসে ধরা হইয়াছে। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছেন।

শিশুর কণ্ঠ হইতে হারচুরি

বহরমপুরের সংবাদে প্রকাশ, ঘাট বন্দরের লক্ষ্মীকান্ত সাহা নামক এক ব্যক্তি সৈদাবাদের কাষ্ঠব্যবসায়ী শ্রীযুত দ্বারিকানাথ পোদ্দার মহাশয়ের শিশুপৌত্রীর গলা হইতে স্বর্ণহার ছিঁড়িয়া লইয়া পলায়নকালে ও পথে ধৃত হয়। দোষ স্বীকার করায় বিচারে আসামীর প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বন্যার ফলে ৯৪ খানি খেয়ানৌকা নিখোঁজ

পান্ধারপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১লা নবেম্বর শোলাপুর জেলার চন্দ্রভাগা নদীতে বন্যার ফলে ৯৪ খানি খেয়ানৌকা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কাহারও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ঐ দিন প্রবল বারিপাত হইয়াছিল

[illegible] বৃহস্পতিবার

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণর স্যার [illegible] কেন যে [illegible] লোক সম্বন্ধনায় বলিয়াছেন—"আমাদের এই ভারতবর্ষে অটোক্রেসি বা রাজতন্ত্র চলে; এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে উহার মূল দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। এই রাজতন্ত্র যদি বুদ্ধিমত্তার সহিত প্রযুক্ত হয়, ন্যায়ের সহিত চালিত হয় এবং প্রজার প্রতি সেবা-বুদ্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তবে ইহা গণতান্ত্রিক ও [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলির অনুরূপ [illegible] সফল কাজ করিতে পারে।" স্যার [illegible] এই কথাগুলি বিশেষ মূল্যবান বলিয়াই আমরা মনে করি। রাজন্যবর্গের কতক, বিলাসিতায় গা ঢালিয়া না দিয়া [illegible] হয়। যদি গুণীকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া যদি সাম দামাদি নীতি অবলম্বিত হয় তাহা হইলে প্রজাগণ বাধ্যবদ্ধ না হইয়া পারে না; সুতরাং রাজ্যে কোনও প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু রাজতন্ত্রে থাকিলে কয়জনের মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে?

দক্ষিণ আফ্রিকার জাঞ্জিবার গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে-সকল নূতন আইন জারী করিয়াছেন, তাহাতে সেই স্থানের ভারতীয়দের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে. তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের ঘোর ক্ষতি হইতেছে এবং যে-সমস্ত জমি তাহারা বহুকাল ধরিয়া দখল করিয়া আসিতেছে, তাহাও নাকি ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। জাঞ্জিবারের লবঙ্গের ব্যবসায় ভারতীয়েরাই গড়িয়া তুলিয়াছে, ইহাতে তাহারা প্রায় এক কোটি টাকার মূলধন নিয়োজিত করিয়াছে। নূতন আইনের ফলে এই লবঙ্গের ব্যবসায়ও নাকি তাহাদের হস্তচ্যুত হইবে।

জাঞ্জিবারপ্রবাসী ভারতীয়েরা এই সমস্ত আইনের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু জাঞ্জিবার গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। ভারতীয়েরা নিরুপায় হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিকারের জন্য আবেদন করে। তদনুযায়ী ভারত গবর্ণমেণ্ট মিঃ মেনন নামক একজন সরকারী কর্মচারীকে জাঞ্জিবারের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মিঃ মেনন রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া জাঞ্জিবারের অবস্থা তদন্ত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গানিকা, উগাণ্ডা, কেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রবাসী ভারতীয়দের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া সম্প্রতি মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

* * *

মিঃ মেনন তাঁহার তদন্তের ফলস্বরূপ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য গবর্ণমেণ্ট আগামী ১৭ই নবেম্বর ব্যবস্থা পরিষদের 'স্ট্যাণ্ডিং এমিগ্রেসন কমিটি'র একটি সভা আহ্বান করিবেন। মিঃ মেনন ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইলে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। আফ্রিকায় গিয়া কয়েকটি স্থানে যে-সব বক্তৃতা করেন, তাহার বিবরণে মনে হয়, প্রবাসী ভারতীয়দের শোচনীয় অবস্থা এবং তাহাদের প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের দুর্ব্যবহার ও অন্যায় অত্যাচার তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

* * *

উগাণ্ডায় ভ্রমণকালে মিঃ মেনন কাম্পালা সহরে একটি বক্তৃতা দেন। প্রবাসী ভারতীয়েরা উগাণ্ডার উন্নতিকল্পে কিরূপ পরিশ্রম, ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, তাঁহার বক্তৃতায় সেই সব কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয়েরা কেবল উগাণ্ডার দুর্গম অঞ্চল আবিষ্কারে সাহায্য করে নাই, ভারতীয়দের সাহায্যেই উগাণ্ডায় শান্তি স্থাপন করা সম্ভবপর হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুদানীরা যখন উগাণ্ডায় বিদ্রোহ করে, তখন ভারতীয় সৈনিকেরাই সেই বিদ্রোহ দমন করে।

* * *

মিঃ মেনন আরও বলিয়াছেন, ভারতীয়েরা এই দেশে কেবল বেতনভোগী সৈন্যহিসাবে যায় নাই, তাহারা উগাণ্ডায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা সেখানকার অতি-দুর্গম-অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত এবং শ্বাপদসঙ্কুল স্থানসমূহেও প্রবেশ করিয়া সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। সুতরাং উগাণ্ডাতে ভারতীয়দের স্বাভাবিক দাবী আছে এবং তাহা উপেক্ষা করিলে অজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে।

গত ৫ই নবেম্বর কমন্স সভার অধিবেশনে শ্রমিক-দলভুক্ত সদস্য মিঃ টমাস উইলিয়ামস্ ভারতের রাজবন্দী শরচ্চন্দ্র বসুর বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসুকে বিনা বিচারে ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাস হইতে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা খণ্ডন করিবার সুযোগ চাহিয়া তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়।

* * *

মিঃ উইলিয়ামসের 'শরচ্চন্দ্র বসুর বিচার করা হউক অথবা তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হউক, এই মর্ম্মে ভারত-সচিব কি ভারত-গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিতে পারেন না?'—এই প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন—"এ স্থলে বর্ণিত প্রকারের একটি আবেদন সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন। শরৎ বসু একজন রাজবন্দী। তাঁহাকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে তাঁহাকে জেল হাজত হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর হইতে তিনি কার্সিয়াংএ নিজের বাড়ীতে বাস করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছেন। মিঃ উইলিয়ামস্ যে পরামর্শ দিয়াছেন, তদনুসারে কাজ করিতে আমি বর্ত্তমানে প্রস্তুত নহি।

* *

ঐ কথা শ্রবণ করিয়া শ্রমিক সদস্য মিঃ উইলিয়ামস্ বলেন,—গত ১৮ মাস যাবৎ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু পুলিশের নজরবন্দী হইয়া আছেন। এখন তাঁহার বিরুদ্ধে একটা সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করা উচিত অথবা তাঁহাকে মুক্তিদান করা উচিত। উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন, "আপনার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ শরৎ বসুকে বাঙ্গলা দেশে মারাত্মক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে করা হয়। অতএব বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিবার কোন কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না। ছয়জন জজ শরৎ বসুর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়া তাঁহাকে আটক রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া তাঁহারা মত দিয়াছেন।"

কৃষ্ণনগরের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, স্বর্গীয় [illegible] বাবু হেমচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের চারি পুত্র গত ১লা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছে। হেম বাবু গত ৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার ৭৬ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি ভূতপূর্ব জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পরলোকগত পূর্ণচন্দ্র মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যৌবনে ব্যায়ামে তিনি অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং একজন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। ছাত্রগণকে তিনি অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারা বিশেষরূপে তাঁহার গুণে মুগ্ধ।

কান্দীতে খুন

গত কয়েক দিন পূর্ব্বে কে বা কাহারা কান্দী থানার অন্তর্গত রামপুরের রজনী মণ্ডলকে খুন করিয়া তাহার লাস ঐ গ্রামের মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। লাস দেখিয়া মনে হয়, কেহ কোনও ধারাল অস্ত্র-দ্বারা তাহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রকাশ, রজনী খুব মামলাবাজ লোক ছিল বলিয়া কতিপয় লোকের তাহার প্রতি আক্রোশ ছিল। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ

সেদিন পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের স্পেশাল অফিসার রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, আমি সবে মাত্র কাজ আরম্ভ করিয়াছি, সুতরাং পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত পরিকল্পনা ঠিক করিয়া বলা এখন আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন জেলার বিভিন্নরূপ অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন জেলায় নানা ধরণে প্রচার কার্য্য করা হইবে। ৩রা তারিখে গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আপনারা দেখিয়া থাকিবেন যে অবিলম্বে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট জেলার কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ দিয়াছেন এবং যেখানে রবি শস্যের বীজ পাওয়া দুষ্কর, তথায় কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর ইতোমধ্যে রবি-শস্যের বীজ সরবরাহ করিতেছেন। যে-সকল রবিশস্য আবাদ করিয়া কৃষকেরা উপকৃত হইতে পারে, ঐসকল রবিশস্য সম্পর্কে পুস্তিকা প্রণীত হইতেছে। এই গুলি কৃষকগণের মধ্যে বিতরিত হইবে।"

নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা সফল হইবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে স্পেশাল অফিসার মহোদয় বলিয়াছেন—"যাহারা সরকারী ঘোষণা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পনা সফল করিয়া তুলিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আশা করা যায়, জনসাধারণও এই আন্দোলনে যোগদান করিবে।"

বিস্তৃত-কার্য্যক্রম-সম্পর্কে স্পেশাল অফিসার বলেন, "পুস্তিকা ইত্যাদি দ্বারা প্রচার করিতে হইবে, অধিকন্তু হাটে, বাজারে ও কাছারীতে কৃষকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াও তাহাদিগকে পাট চাষ-নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা বুঝাইতে হইবে। পাটের পরিবর্ত্তে কোন ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় কোন্ কোন্ শস্য আবাদ করা যাইতে পারে, তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত হইতেছে।"

সর্ব্বশেষে স্পেশাল অফিসার বলিয়াছেন, "কৃষি মন্ত্রী 'কৃষক-সম্প্রদায়ের নামে সর্ব্বসাধারণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছেন, আশা করি, তাঁহার আবেদন উপেক্ষিত হইবে না।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১১শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৬শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১২ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ | সোমবার | ২১৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে ও মঠরাজের অন্যান্য শাখামঠসমূহে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বত্রই পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে এই মহোৎসব বিরাট্ আয়োজনে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূটের মত এমন বিপুল আয়োজন আর কখনও কোথাও দেখা বা শুনা যায় নাই। জনসাধারণ বেলা ১১ ঘটিকা হইতে সমস্ত দিন শ্রীমঠে সমবেত হইয়া এই মহোৎসব দর্শন করিয়াছেন। মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার অর্চ্চনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীপাদ ঈশান দাস ভক্তিবিগ্রহ মহোদয় সমস্ত দিন সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। একদিকে অন্নকূটের অপূর্ব্ব দৃশ্য, অপর দিকে ভক্তিবিগ্রহ প্রভুর সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন দর্শকবৃন্দের অন্তঃকরণে বিমল আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভুর উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া মঠ-সেবকগণ তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে বিশেষ-যত্ন-সহকারে হাজার হাজার যাত্রীকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কতিপয় দিবস মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া গত বুধবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন

নিজস্ব সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, জনৈক "অনুস্বার বিসর্গের" অভিমানকারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি স্বামিজীর সহিত তর্ক করিতে আসিয়াছিল। যদিও বৈষ্ণবগণ কুতার্কিকের সহিত কোনও প্রকার আলাপ করেন না, তথাপি ঐ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিটী শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে উদ্যত হওয়ায় স্বামীজী সাত্বত-শাস্ত্রের বিচারদ্বারা তাঁহার মুখ বন্ধ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে স্বামীজী একদিকে যেমন গুরুবৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি ঐসকল বিচার শ্রবণের সুযোগ প্রদান করিয়া বিচার-সভায় আগত জন সাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ বর্দ্ধমানের প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া ৭।৮ দিন হয় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। তিনি মহানগরীর বিশিষ্ট সজ্জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীমঠের প্রচার্য্যবিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। মাড়োয়ারিগণের সহিত তিনি হিন্দি ভাষায় আলাপ করেন ; এতদ্ব্যতীত যাঁহারা বাংলা বা হিন্দি ভাষায় অনভিজ্ঞ, স্বামীজী তাঁহাদের নিকট ইংরেজী ভাষায় মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া যে-সকল শ্রদ্ধালু ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণার্থ শ্রীমঠে উপস্থিত হন, তাঁহাদের নিকট ভগবৎপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ময়মনসিংহের সংবাদে প্রকাশ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী এম্-এ, বি-এল্, ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক মহোদয় কলেজ ছুটির সময় ময়মনসিংহেই অবস্থান করিয়া সহরের বিশিষ্ট জনগণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর মহোদয়গণ উড়িষ্যার রাজধানী কটক নগরীতে শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজের অধ্যক্ষতায় কতিপয় যাত্রী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন। স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে যাত্রিগণের কোনও প্রকার অসুবিধা হয় নাই। তাঁহারা নির্বিঘ্নে পরিক্রমা সমাপন করিয়াছেন। স্বামীজী বর্ত্তমানে মথুরায় অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে হরিকথা-শ্রবণার্থ সমাগত ভক্তবৃন্দের বাস-স্থানাদি প্রদান ও তাঁহাদের তত্ত্বাবধান-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

বন মহারাজের পত্র

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাচ্যদেশে ধর্ম্ম-বিষয়ে বিশেষ কিছু সাফল্য-লাভ করিতে পারেন।

ইঁহার মত এই যে, প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে পরস্পর শিক্ষা ও জ্ঞানের আদান প্রদান হওয়া উচিত। ইনি বলেন যে, ইউরোপের বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্ম গ্রীস দেশীয় দর্শন শাস্ত্রের সহিত মিশ্রিত এবং ভারতে যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, তবে খাঁটী খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সহিত হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রের মিশ্রণ আবশ্যক। ইনি বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ Faith Movement এর নেতা ও Tabingen বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Hauer এর বিরুদ্ধে বিচার-যুদ্ধ চালাইতেছেন। কিন্তু বাইবেলের বচন উদ্ধার করিয়া ডক্টর উইট্ আরও বলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের দাবী—"আমার সাহায্য ব্যতীত পিতার রাজ্যে (Kingdom of Father) কেহই আসিতে পারিবে না ইনি নিজেও যীশুখ্রীষ্টের ঐবিষয়ের দাবী বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

ঐবিষয়ে আমি তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আপনারা সকলে বিচার করিয়া দেখুন যে, এতদ্বিষয়ে যীশুখৃষ্টের দাবী একচ্ছত্র বলিয়া তর্কস্থলে ধরিয়া লইলেও, তিনি "পিতা ভগবানের" যে ধারণা জৈব জগৎকে দিয়াছেন, তাহাতে অনুসন্ধিৎসু জীব কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে ? অতএব যীশুর প্রদত্ত ঈশ্বরের ধারণায় উচ্চস্তরে যদি কিছু উচ্চতর ধারণা থাকে, তাহা কি আমাদের আন্তরিকভাবে শ্রবণ করা উচিত নয় ?

আমার এই মত গ্রহণ করিতে তিনি ইচ্ছুক। বর্ত্তমানে তিনি আমাকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার ছাত্রগণের নিকট বক্তৃতা দিতে আহ্বান করিয়াছেন।

যদি আপনি জার্ম্মাণীতে আসেন, এই সকল মনীষার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে খুব আকৃষ্ট হইবেন। আমাদের এই সকল কথা শুনিবার জন্য ইঁহারা অনেক সময় দিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের অবস্থা কিন্তু এরকম নহে। * * *

পর পত্রে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

আপনার প্রিয়-
বন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ দামোদর সন্ধ্যাশন সঙ্কলন ৪৪৮

জননীর প্রতি কর্ত্তব্য

জননী নয় মাস দশদিন (প্রচলিত কথায় দশমাস দশদিন, তাহার অর্থ দশম মাসের দশমদিন পর্য্যন্ত) সন্তানকে জঠরে ধারণ এবং নানাভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়া সন্তানের পরিচর্য্যা করেন। নীতিশাস্ত্রে আমরা পাঠ করি, জননীর এক ধার স্তন্যের ঋণ শোধ করিতে পারে, এই প্রকার যোগ্যতা সন্তানের নাই। মাতৃভক্ত সন্তানের সর্ব্বতোভাবে মায়ের সেবা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মায়ের সেবা সুষ্ঠুভাবে কি প্রকারে হইতে পারে তাহাই বিচার্য্য। আমরা যত পরিশ্রমই করি না কেন, যত অর্থই উপার্জ্জন করি, যত বড় বৈজ্ঞানিকই হই, আর চিকিৎসাশাস্ত্রে যত অভিজ্ঞতাই লাভ করি না কেন, তাহাতে জননীকে যে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বপ্রকার আরামে রাখিতে পারিব তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। আমাদের সমগ্র বিশ্ববাসীর সকল চেষ্টা পুঞ্জীকৃত করিলেও আমরা একটী প্রাণীকেও রোগ, শোক, জড়া বা মৃত্যুর কবল হইতে অব্যাহতি দিতে পারি না। প্রত্যেকেরই কর্ম্মফল ফলিবেই। সুতরাং কর্ম্মমার্গে বিচরণ করিয়া আমরা জননীর ঋণ শোধ করিতে পারি না। তদ্ব্যতীত শুধু যে জননীর নিকটেই আমরা ঋণী তাহা নহে, আমাদের প্রতিবেশিগণও আমাদের লালন-পালনে সহায়তা করিয়াছেন, শিক্ষকবর্গ শিক্ষা দিতেছেন, তদ্ব্যতীত মাটি আমাদের অবলম্বন, বায়ু আমাদের প্রাণ, জল আমাদের অপরিহার্য্য পানীয়, খাদ্য আমাদের জীবন রক্ষার উপায় সুতরাং ইহাদের সকলের নিকটেই আমরা বিশেষরূপে ঋণী। সবচেয়ে বেশী ঋণী শ্রীভগবানের পাদপদ্মে, যিনি আমার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই জননীর বক্ষে স্তন্যের ও তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের ধারা সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাণ-ধারণোপযোগী পূর্ব্বোক্ত জল, বায়ু ও আহার্য্য সামগ্রীতে বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

সকলের ঋণই পরিশোধ করিতে হইবে, এখন উপায় কি? আমি যে নিঃসম্বল ও নিঃসহায়। বড়ই আশার ভরসা এই যে, ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই সমুদয় ঋণ পরিশোধের অতি সহজ পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, ঋণভারে প্রপীড়িত অধীন অধমর্ণের উত্তমর্ণের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র রাজকীয়পথ—দেউলিয়া হওয়া। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই দেউলিয়া হওয়ার কথা বলেন নাই। অধমর্ণ দেউলিয়া হইলে উত্তমর্ণের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পায় বটে, কিন্তু তাহার ঋণ শোধ হয় না। মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত ঋণসমূহ শোধের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আধ্যাত্মিকের চক্ষে Insolvency গ্রহণের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃপক্ষে তাহাতে সকলেরই ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ হইয়া থাকে।

আমরা যে অর্থাদি সংগ্রহ দ্বারা জননী প্রভৃতির ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করি, তাহাতে কিছুমাত্র ঋণ পরিশোধ হয় না। বরং উহা অনেক সময় উদ্বেগের বিশেষ কারণ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহা ব্যয় করিলে বিনষ্ট হয়। যাহাতে জননীকে আর কোনও প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে না হয়, তাহার কোন উপায় উহাতে নাই। সুতরাং ঐ উপায় 'পর' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নহে। তাই সুষ্ঠু ঋণ শোধরূপ পরধর্ম্ম উহাদ্বারা লাভ হয় না। এই জন্যই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণকালে শোকাতুরা লীলাভিনয়কারিণী জননী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

> আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
> খাইলে বিনাশ পায় - নহে পরধর্ম্ম॥
> ধন উপার্জ্জন করে আনে বড় দুঃখ।
> ধনই থাউক কিবা আপন সম্মুখ॥
>
> —শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাপ্রভুর ঐ বাণীতে আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, কর্ম্মের আবাহনে জননীর ঋণশোধ হইতে পারে না। কি-প্রকারে জননীর ঋণ শোধ হইতে পারে তাহার উপায় মহাপ্রভু জননীকে সান্ত্বনা প্রদানোদ্দেশ্যে আরও যে-সকল মহামূল্য বাণী বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষরূপে দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন—

> "আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
> সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ।
> ইহলোকে, পরলোকে অবিনাশী ক্ষেমা।
> আজ্ঞা দেহ বেদনী মা - চিত্তে দেহ ক্ষমা
> সকল জনমে পিতা মাতা সবে পায়।
> কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝহ হিয়ায়॥
> মনুষ্য জনমে কৃষ্ণ গুরু সবে জানি।
> দেহ শুধু নাহি করে, পশু পক্ষী মানি॥
>
> —শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

মহাপ্রভু জননীদেবীকে যে, অমূল্যরত্ন আনিয়া দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, সেই কৃষ্ণপ্রেমধন জননীর শুধু জননীর নহে সকলেরই ঋণ-পরিশোধের একমাত্র সম্পত্তি। কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিলে আর জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের তাণ্ডব ক্ষেত্র এই ত্রিতাপপ্রদ জগতে সন্তানের বা তাঁহার জনক-জননীর কাহাকেও আসিতে হয় না। ঊর্দ্ধতন বহু পুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। আর যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সকলের আকর, তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিলে কাহারও সুষ্ঠু সেবার আর অবশিষ্ট থাকে না। কারণ তিনি সকলের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং এই উপায়ে ভূতঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ, মাতৃঋণ—সকল ঋণেরই পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ হইয়া থাকে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩১।১৪) আমাদিগকে তারস্বরে বলিতেছেন—

> যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
> তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
> প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
> তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা পত্র-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয়, স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা প্রভৃতিতে পৃথগ্‌ভাবে জল সেচন করিতে হয় না এবং যেরূপ প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে সকল ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে অন্ন লেপন করিতে হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে, আর পৃথগ্‌ভাবে তাঁহাদের পূজার প্রয়োজন হয় না।

মনুষ্যজীবন ব্যতীত অন্য জীবনে কৃষ্ণভজনের সুযোগ হয় না বলিয়া এই মনুষ্য জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবনে পূর্ব্বোক্ত ঋণসমূহ পরিশোধ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য—মনুষ্য জীবন হরিসেবায় নিয়োজিত করা। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর গৃহে বৃদ্ধা জননী শচী মাতাকে ও যুবতী ভার্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে রাখিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের নিমিত্ত সন্ন্যাস গ্রহণের লীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক জগতের যাবতীয় স্নেহ, মান, প্রণয়, ধন জন, সুখ্যাতি অধ্যাতি প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হইয়া একান্তভাবে যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবায় আত্মনিয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাই জগদ্বাসীকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলির বিক্রমে দেখা যায়, সন্তান মূর্খ বা দুশ্চরিত্র হইলেও স্বজনাধ্য অভাগ পর বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয় না কিন্তু যদি স্নেহের পুত্তলিকা ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে চিন্তা ও উদ্বেগের আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া তাহাদের ঘাড়ে পতিত হয়। আমরা বাল্যকালে লক্ষ্য করি, পড়াশুনা না করিলে অভিভাবকগণ তাড়ন-ভৎসনাদ্বারা বিদ্যাশিক্ষা প্রদানে যত্নবান্ হন। উদ্দেশ্য—আমরা যাহাতে দু'পয়সা করিয়া খাইতে পারি, যেন দারিদ্র্যে পীড়িত হইতে না হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল। আমরা যখন জানিতে পারি যে, কৃষ্ণভজনেই সকলের সকল প্রকার সুবিধা নিহিত রহিয়াছে, তখন যদি কাহারও মাতা পিতা তাঁহাদের সন্তানকে হরিভজন করিতে অনুমতি না দেন এবং ভজন করিতে গেলে নানা প্রকারে বাধাও জন্মাইয়া থাকেন, তথাপি অজ্ঞ পিতামাতার মনোবৃত্তির প্রতি উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদেরও যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তজ্জন্য হরিভজনে আত্মনিয়োগ করাই সন্তানের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহারা যেমন আমাদের মঙ্গলাশায় বাল্যকালে কেবল ধূলা-খেলায় সময় অতিবাহিত করিতে দেন নাই, সেইপ্রকার তাঁহাদের সেই সদিচ্ছার ঋণ পরিশোধের জন্য আমাদেরও কর্ত্তব্য, তাঁহারা মায়া-বিমোহিত-চিত্তে ভগবদ্ভজনের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য না করিলেও আমরা একান্তভাবে ভগবদ্ভজনেই নিযুক্ত হইব। ঋণ শোধের উপযুক্ত মনুষ্যদেহ পাইয়াছি, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটির শিক্ষা আমাদিগকে অন্তরে গ্রথিত করিয়া রাখিতে হইবেই।

> নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
> প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
> ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
> পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

—নৃদেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্লভ, ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

জননীর ঋণশোধেই তাঁহার প্রতি সুষ্ঠু কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং যিনি একান্তমনে ভগবদ্ভজন করেন তিনিই জননীর প্রতি কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে করিয়া থাকেন; অপরের দ্বারা ঐ কর্ত্তব্য ঠিক ঠিক ভাবে করা হয় না বা হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন,—

> কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
> বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
> স্বর্গে স্থিতাস্তত্র পিতরোঽপি ধন্যা
> যস্যাঃ সুতো বৈষ্ণবনাম লোকে॥
> যস্যাস্তু বৈষ্ণবঃ পুত্রঃ
> পুত্রিণী সা নিগদ্যতে।
> অবৈষ্ণবশতপুত্রজননী শূকরী-সমা॥

—ইহলোকে যাঁহার পুত্র বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই জননী ধন্যা, তাঁহার কুল পবিত্র, পৃথিবী ও তাঁহার বসতিস্থল ধন্য। স্বর্গে স্থিত দেবলোক ও পিতৃলোকও ধন্য। যাঁহার পুত্র বৈষ্ণব তিনিই যথার্থ পুত্রবতী, শত অবৈষ্ণব পুত্রের জননী শূকরী তুল্যা।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(১৪)

২২শে অক্টোবরের হরিকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জগৎ দুইটী—একটী মায়ার জগৎ, অন্যটী বৈকুণ্ঠ জগৎ। যে জগৎটাকে মাপিয়া লইতে পারা যায় অর্থাৎ যে জগৎ আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রাহ্য, তাহাই মায়ার জগৎ। আর যে জগৎকে আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা মাপিয়া লইতে পারি না, যাহাকে আমরা ভোগ করিতে পারি না, যাহাতে কুণ্ঠা-ধর্ম্ম নাই, যাহা আমাদের নিত্যকালের সেবা বস্তু, তাহাই বৈকুণ্ঠ জগৎ। যাঁহাদের মাপিয়া লইবার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকে হয়ত এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, ক্রমাগত মাপিতে মাপিতে তাঁহারা বৈকুণ্ঠ পাইতে পারিবেন, কিন্তু সেইরকম ধারণা যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ বৈকুণ্ঠে মাপিয়া লইবার বৃত্তি নিরস্ত হইয়াছে। ভক্তিরাজ্যের প্রথম দুইটী স্তর—(১) সাধন ভক্তি ও (২) ভাবভক্তি। উপরে যে দুইটী শ্লোক বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমটী অভক্তের উপর উপদেশ এবং শেষেরটী ভক্তের উপর উপদেশ।

চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগের সম্পত্তি। কিন্তু তাহাতে অনেক প্রকারের বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই বিপদেই আমাদিগের দিনরাত্রি কাটিয়া যাইতেছে। মানুষ বিপদে পড়িলেই তাহা হইতে উদ্ধারের একটা না একটা চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐরকম চেষ্টার ফলে মুক্তি বলিয়া একটী কথা উঠিয়াছে অর্থাৎ এজগতের কথায় অনর্থ-নিবৃত্তি করিবার জন্য মুক্তিরূপ একটী উপায় আসিয়া পড়িয়াছে।

মানুষ ভগবদ্‌বিস্মৃত হওয়ায় ভোগ ও ত্যাগ এই দুই প্রকার অভাব তাহাদের জুটিয়াছে। ইহার ফলে কেহ কেহ আপাত সুখের লালসায় ভোগের দিকে ছুটিতেছে, আবার তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমন্ত জনগণ ভোগে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখলাভ বিচার করিয়া ত্যাগের পথে ছুটিয়াছে। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-রূপ এই দুইটী পথই কিন্তু মঙ্গলজনক নহে। অতএব এই বিপদ হইতে কি-প্রকারে উদ্ধার হইতে পারা যাইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়, তাহাই আমাদের প্রশ্ন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু জীবের মঙ্গলের জন্য এই শ্লোকটী বলিয়াছেন,—“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ” ইত্যাদি। বার্ষভানবীর আনুগত্যের অভাবে মানুষের যে বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, হে জীব, সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য কি চেষ্টা করিতেছ?

শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু-রচিত উপদেশামৃতের প্রথম চারিটী শ্লোক ‘সাধন’-পর্য্যায়, তার পর চারিটী শ্লোক ‘ভাবভক্তি’-পর্য্যায়, শেষের ৩টী ‘প্রেমভক্তি’-পর্য্যায়। প্রেমভক্তি রাজ্যের এগারটী ষ্টেশন। ২।১টী ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া পড়িব আর অগ্রসর হইব না, এরকম বিচার হওয়া উচিত নয়। নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য আমাদের ব্রজধামে যাইতে হইবে। ‘ব্রজ’ অর্থে চলা অর্থাৎ অনর্থ-রাজ্যকে transcend (অতিক্রম) করা।

এখানে আমরা কি করিতেছি? যে অনর্থে পড়িয়াছি, সেই অনর্থ হইতে ছুটী পাইবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। কিন্তু কেবল অনর্থনিবৃত্তি হইলেই আমাদের ছুটী হইল না। সেবার দিকে কতটুকু অগ্রসর হইতেছি, সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। সেবাসুখ যদি লাভ না হইল, তবে কেবল অনর্থনিবৃত্তি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যাইবে না। ভগবৎসেবা যে মুহূর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই মায়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে এবং আবার অনর্থের রাজ্যেই ফেলিয়া দিবে।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু “দুর্গমসঙ্গমনী” লিখিয়াছেন। দুর্গম বস্তু যে প্রেম তাহার সঙ্গ যাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম “দুর্গমসঙ্গমনী”। শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসেবার কথা শুনিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে কর্ণের অনেক কালের অনেক পটল বাহির করিতে হইবে। মনটীকে যদি বৃন্দাবনে পরিণত করিতে পারি, তবেই মানসী সেবা হইতে পারে। সারা জীবন ধরিয়া মালা টানিতেছি, পুঁথিপত্র পড়িতেছি, কিন্তু তাহাতে কতদূর যে অগ্রসর হইতেছি, সেদিকে লক্ষ্য করিতেছি না। নৌকার নোঙ্গর ফেলিয়া দাঁড় খুব জোরে টানিতেছি, কিন্তু নৌকা অগ্রসর হইতেছে কি না সেদিকে দৃষ্টি নাই। জড়ভরত হইয়া থাকিব, খাওয়া দাওয়া লইয়া জীবন কাটাইয়া দিব, কাঠ-পাথর-পূজা করিতে থাকিব, এই রকম করিয়া জন্ম জন্ম কাটাইয়া দিতেছি। তাই বলিতেছি, এই মথুরায় কার্ত্তিক-কৃত্য করিতে আসিয়া আমাদের কর্ত্তব্যটী কি, তাহা শ্রবণ করা আবশ্যক।

তাই ভাগবতের “অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি” ইতি...

তাই ভাগবতের “অক্ষ্যাপৃষ্ঠাস্তকরণাঃ” শ্লোকটী কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছি। “দুর্ল্লভ মানবজন্ম লভিয়া সংসারে। কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥”—এই পয়ারটী আমাদের চিন্তার বিষয় হইতেছে না। শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া যিনি এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ’য়েছিলেন, তাঁ’র কথাগুলি যদি না শ্রবণ করি, তবে আমাদের কি উপকার হইবে? যে-পর্য্যন্ত নিত্যানিত্য-বিচার উদিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত মঙ্গল হইবে না। কেবল অনিত্যের বিচার করিলে মঙ্গল হইবে না। সাধুর সঙ্গাতে থাকিলেও কিছু সুবিধা হইবে না, আবার অসাধুর সঙ্গাতে ঘর-সংসার করিতে থাকিলেও সুবিধা হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করুন, রাধা-গোবিন্দের সেবা করুন, নিত্যলীলা স্মরণ করুন, চিন্তা করুন এবং মনুষ্যজীবনের সদ্‌-ব্যবহার করুন। বৃষভানু রাজার পত্নী কীর্ত্তিদার গর্ভে শ্রীমতী রাধিকার জন্ম, তাই তাঁহার নাম বার্ষভানবী। বিষয়টা কি, তাহা আপনারা ধরিতে পারিতেছেন না। বার্ষভানবীর আনুগত্য যখন করিতে পারিবেন, তখন রাগাত্মিকা ভক্তির কথা জানিতে পারিবেন।

জার্ম্মাণী হইতে বাসুদেব প্রভুর নিকট বন মহারাজের পত্র

——::•:: ——

খ্রীষ্ট ও বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচারের কথা

My dear Vasudev Prabhu,

Kindly accept my humble dandabats. Your few sentences encourage me very much. Your blessing strengthens me to convey to the people of Germany the Divine Message of Sreela Prabhupad. If Prabhupad will so attract we may have sincere souls in this new Germany where circumstances are rather unusual now-a-days. Last evening (25-10-34) I talked long with Prof. Dr. Witte, Professor of Comparative History of Religions, who has been invited by the Calcutta University to deliver a lecture in the winter of 1935. He is a fine gentleman with wide views. He agrees with me that the standard of Christianity in the west is far below the religious ideas of India, and that there is not a single true Christian Missionary who can do anything in India and the Far East. His view is that there can be cultural and intellectual exchanges between the East and West. He holds that the present Christianity of Europe is Christisnity plus Greek Philosophy; so also he holds that if Christianity should be preached in India, it should be Christianity (true) plus Hindu Philosophy. He is now fighting against Prof. Hauer of the Tabingen University, the leader of the German Faith Movement. But Dr. Witte further quotes that the claim of Christianity is "Nobody can come to the kingdom of the Father except through me" as in the Bible, and says that he himself much believes this claim of Christ. On this I gave my reply, requesting him and his present generation to consider that even supposing the claim of Christ could be regarded as autocratic, whether the seeking soul can be finally satisfied with the canception of God as Father given by Christ. Should we not sincerely listen to higher and the highest call where the conception and realisation of God far excel the God of Christ? He is much inclined to accept this view. He has now invited me to speak to his students in the University of Berlin. If you will come to Germany, you will be much interested to talk with these scholars here. They allow much time to visitors unlike in England. * * More in my next.

Yours affectionately,

Sd/—BON.

বঙ্গানুবাদ

পূজনীয় বাসুদেব প্রভু,

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আপনার দুই-এক-লাইনযুক্ত পত্র আমাকে খুব উৎসাহিত করিয়াছে। আপনার আশীর্ব্বাদ আমাকে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত চৈতন্যবাণী জার্ম্মাণীতে প্রচারকার্য্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর আবহাওয়া অস্বাভাবিক হইলেও, শ্রীল প্রভুপাদ যদি আকর্ষণ করেন, তবে সেই নূতন জার্ম্মাণীতে সরল-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে পাইতে পারি।

এখানে ডক্টর উইট (Witte) ধর্ম্মের বিবর্ত্তের ইতিহাসের তুলনামূলক বিচারের একজন অধ্যাপক। ইনি ১৯৩৫ সালের শীতকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য উক্ত-বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন উঁহার সহিত গতকল্য (২৫।১০।৩৪) সন্ধ্যাকালে আমার কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইনি একজন সজ্জন ব্যক্তি এবং ইঁহার বিচার-ধারাও উদার। পাশ্চাত্যদেশের খৃষ্টধর্ম্মের আদর্শ যে ভারতের ধর্ম্মাদর্শের অপেক্ষা অনেক নীচু, তৎসম্বন্ধে তিনি আমার সহিত একমত এবং ইহাও স্বীকার করেন যে এমন একজন খাঁটী খৃষ্টিয়ান মিশনারীও নাই, যিনি ভারতে কিম্বা

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের প্রোজ্জ্বলগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক যুগ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় ভক্তী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ : শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

প্রথম সংস্করণের আবিষ্কৃত

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ার গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেক্‌সন্‌ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বালাম	৬॥০
কাটারিভোগ	৫৪০—৫৮৵০
পাটনাই (নবেল)	৪৵০
মাজা বাঁকতুলসী (নবেল)	৮৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
কুপারকাটন	৪৸৵০—৫৲
১নং ময়দা	৪।০—৪৸৵০
আটা 'দি'	৪৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এলমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শ্রমণশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		।৶০	।৶	
,,	,, ইঞ্চ		১৷০	১৷০	
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যাগণ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবায় আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৩,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫৭,	৯—৪৬,	১১—৪০	১৬—৩১,	১৮—৩২,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৩,	২০—৪৭,
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—১৩,	১১—৩০,	১৪-	১৮—১৩,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C. 544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ১৩ই নভেম্বর ১৯৩৪ [২১০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

পশ্বধমদ্বয় অভিযুক্ত

মাদারীপুর, হইতে প্রকাশ, স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নিরঞ্জনমোহন বর্দ্ধন এম এ মহাশয় আবদুল হামিদ ও মহম্মদ নামক দুইটী ধৃষ্ট যুবককে দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারানুযায়ী দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৮ই আশ্বিন মাদারীপুর থানার অন্তর্গত হাউসদি গ্রামের সোভানগাজি বাজারহাটে যায়। অনুমান রাত্রি, একপ্রহরের সময় বাড়ী ফিরিয়া সে তাহার বাড়ীতে তাহার মাতা কিংবা স্ত্রীকে দেখিতে পায় না। কিছুক্ষণ পরে সোভানের মাতা বাড়ীতে আসলে সে বলে যে, সোভানের স্ত্রীকে সে বাড়ীতে রাখিয়াই তাহার কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছিল। অতঃপর গ্রামা লোকজনসহ সোভান তাহার স্ত্রীর খোঁজ করিতে করিতে ঐ রাত্রিতেই এক বিলের মধ্যে একখানা নৌকায় লোকজন দেখিতে পায়। উহারা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলে মহম্মদ সেখ সোভানের স্ত্রীকে লইয়া জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করে। অতঃপর লোকজন আবদুল হামিদকে গ্রেপ্তার করিলে সে সমস্ত কথা প্রকাশ করে। এবম্বিধ পশ্বধম-গুলির দণ্ড যে কত কঠোর হওয়া উচিত তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

চোরে গৃহস্থে ধস্তাধস্তি

বিগত ৯ই অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রে আখালিয়ার (শ্রীহট্ট) বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ দাস বি এ মহাশয়ের বাটীতে এক ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, চোরেরা ১০।১২ জন লাঠি, কাঠা ইত্যাদি সহ রাত্রি প্রায় ২ টার সময় দল বাঁধিয়া বীরেন্দ্র বাবুর বাটীতে প্রবেশ করে এবং একসঙ্গে পশ্চিমের ঘর ও উত্তরের ঘরে সিঁদ কাটিয়া ট্রাঙ্ক ইত্যাদি বাহির করিয়া নেয়। উত্তরের ঘরে বীরেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার মাসী মা ঘুমাইতেছিলেন। সর্ব্বশেষে একটী ট্রাঙ্ক নেওয়ার সময় তাঁহার মাসী মা জাগিয়া উঠেন এবং চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠায় সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্র বাবুও জাগিয়া উঠেন। বীরেন্দ্র বাবু ঘর হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য একটা চোর তাঁহার মাথায় লাঠিদ্বারা আঘাত করে। সেই আঘাত খুব গুরুতর না হওয়ায় তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চোরদের অনুসরণ করিতে থাকেন। কিছু-দূর অগ্রসর হইলে পর ট্রাঙ্ক নিতে অসমর্থ হইয়া আগের চোরটী ট্রাঙ্ক ফেলিয়া দৌড়া-ইতে থাকে; পিছনের চোরও তখন তাড়াতাড়ি দৌড়াইতে গিয়া একটা খালের সম্মুখে আসিয়া পড়ায় বাধা পায়। ইত্য-বসরে বীরেন্দ্র বাবু পিছনের চোরটিকে ধরিতে সমর্থ হন। কিন্তু সে ধস্তাধস্তি করিয়া পলায়ন করে। প্রায় ১২০০৲ টাকার সোণার জিনিষ ও নগদ টাকা চুরি গিয়াছে। শ্রীহট্টের সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও এ এস্ আই, এ পর্য্যন্ত ১২ জনকে ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

হুতাসনের চণ্ড

জামনগর হইতে প্রকাশ, ৬ই নবেম্বর দুপুরে বেদী বন্দরের খাঁড়িতে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। 'রেখনতেল' ষ্টীমার হইতে ৫ খানি নৌকাতে পেট্রোল ও কেরোসিন বোঝাই করিয়া বেদী বন্দরে আনা হইতেছিল। নৌকাগুলি যখন তীর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ছিল, তখন ৩ খানি নৌকায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। এই ৩ খানি নৌকায় ৯৮৫ ব্যারেল পেট্রোল ও ২০৮ কেস কেরোসিন ছিল। নৌকার ভিতর যাহারা কাজ করিতেছিল, বিস্ফো-রণের ফলে তাহারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। তিনজন ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। পোর্টকমিশনার কমাণ্ডার ডবলিউ জি এ বোণ অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে যান। অপর দুইখানি নৌকাকে পৃথক করিয়া নিরাপদে তীরে আনা হয়। প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত সহর হইতে ধূমরাশি দেখা গিয়াছিল। বেদী বন্দরে এইরূপ গুরুতর অগ্নিকাণ্ড এই প্রথম।

কারাবন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কারা-বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বরি-শালের শচীশেখর সেন, বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী ও হিমাংশু সেনগুপ্তকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা আহার্য্য গ্রহণে অসম্মত হওয়া নিজদিগকে কার্য্যের অনুপযোগী করিয়া ফেলিয়াছে।

সরকার পক্ষে জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং একজন ওয়ার্ডারের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। আসামীদের পক্ষে কোন ব্যবহারজীবী নাই। তাহারা অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে। একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের মধ্যে তাঁহাদের বিচার করেন। এই জেলে ইতোপূর্ব্বে এই ধরণের কোনও মামলা হয় নাই।

আসামী শচীশেখর সেনের অর্ব্বাচীন বিধি ভঙ্গের অভিযোগে এবং অপর দুই আসামী "রাজসাহী জেলে [illegible] মামলা"য় দণ্ডিত হইয়াছিল।

বিধ্বস্ত জাহাজ

কোয়ানটাং প্রদেশের হারবার অফিসের 'হেইয়াং' নামক রণতরীখানির উপর অজস্র কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া তাহাকে জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্যাণ্টনের ২০০ মাইল দক্ষিণে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, “হেইয়াং” জাহাজ নাকি বে আইনীভাবে চিনি এবং অন্যান্য সমুদ্রজাত দ্রব্যাদি কোয়ানটাং প্রদেশে আমদানী করিতেছিল।

চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলে 'হেইয়াং' জাহাজ প্রথমতঃ অসম্মতি জ্ঞাপন করে। অতঃপর গোলাবর্ষণ এবং চলন্ত জাহাজের সহিত লড়াই সুরু হয়। ইহাতে জাহাজের খালাসীদের মধ্যে অনেকেই জলমগ্ন অথবা গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

জাহাজের কাপ্তেনকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে।

বিপ্লবদমন আইনে দণ্ডিত

বহরমপুরের সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এন মিত্র বে আইনী পুস্তিকা রাখিবার অপরাধে বঙ্গীয় বিপ্লবদমন আইন অনুসারে গোরাবাজারের কৃষ্ণলাল সাহাকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কৃষ্ণলাল স্থানীয় কলেজের আই এস-সি ক্লাসের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

কারাবদল

রাজবন্দী বীরেন্দ্রনাথ সরকার ওরফে ভোলা, বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী ওরফে বলা, সুশীলকুমার সেন এবং অপর একজন রাজবন্দীকে রাজসাহী জেল হইতে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২০শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৭শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৩ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ | মঙ্গলবার | ২১০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বামী বনের প্রচার-সম্বন্ধে 'দি লণ্ডন টাইমস'

গত ২০শে অক্টোবরের 'দি লণ্ডন টাইমস্' পত্রিকা বলিতেছেন -

"Swami B. H. Bon, who established the Gaudiya (Hindu) Mission in London early in 1933, has left for a six week's lecture tour on the Continent at Universities and before learned Societies."

—স্বামী বি, এইচ, বন, যিনি ১৯৩৩ সালের প্রথমে লণ্ডন নগরীতে "গৌড়ীয় (হিন্দু) মিশন সোসাইটি" স্থাপন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বক্তৃতা-প্রদানের নিমিত্ত ছয়-সপ্তাহের জন্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। উর্জ্জাব্রত-আরম্ভে প্রাতঃকালে মহাকবি শ্রীল লোচন দাসকৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-পারায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। গত ২৫শে কার্ত্তিক ১১ই নভেম্বর তাহা শেষ হইয়াছে। তৎপর দিবস হইতে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে; দ্বিপ্রহরে বিরক্ত-ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ [illegible] তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত স্বরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া থাকেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। প্রত্যেকবারের পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

তেলেগু ভাষায় শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, পাস্তুলাক ভ্যাট জগন্নাথম বি-এ ভক্তিতিলকের উদ্যমে ও চেষ্টায় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি,ভি, বেঙ্কটরমণ আয়েঙ্গার বি এ, বি এল, মহোদয় ঐ গ্রন্থরত্নের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

তীর্থ মহারাজকর্ত্তৃক ভক্তি-গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ

বিশেষ আনন্দের সংবাদ, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত [illegible] আমরা হারমনিষ্টে ধারাবাহিকভাবে দেখিতে পাইব। স্বামীজী লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্য-ভাণ্ডারের কতিপয় অমূল্য গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক', শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর বিরচিত 'নামাষ্টক', 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক' ও 'উপদেশামৃত' শ্রীল দাস-গোস্বামী প্রভুর 'মনঃশিক্ষা', শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'গুর্ব্বষ্টক' প্রভৃতি স্বামীজী কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত তিনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর টীকার আলোকে শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদও সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গুম্ফিত 'ভাগবতার্কমরীচিমালা'রও অনেকাংশের অনুবাদ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ ইংরেজীতে প্রকাশিত হইলে বঙ্গ-ভাষা-অনভিজ্ঞ ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ জনগণের বিশেষ সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীবাস অঙ্গনের মন্দির

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীবাস অঙ্গনের শ্রীমন্দিরের বারান্দার কার্য্য হইতেছে। তৎসম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরের কার্য্যও অগ্রসর হইতেছে। সুকৃতিশালী জনগণ শ্রীঅঙ্গনের সেবানুকূল্য করিয়া ধন্য হইতেছেন। শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন বিহারস্থলী —অভিন্ন শ্রীরাসস্থলী বা গোকুলমণ্ডলের রাসস্থলী। মহাপ্রভু নিত্যকাল এই শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তি-রাজ্যে অবস্থিত মহাভাগবতগণ তাহা সর্ব্বদাই দর্শন করেন।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

ভক্তিবিজয় প্রভুর সেবা

রায় শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয়ের নাম পাঠকগণের নিকট অবিদিত নহে। তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি, ধনদ্বারা কি-প্রকারে ভগবৎসেবা করিতে হয় তাহার আদর্শ প্রায়ই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে যে সুবৃহৎ মন্দিরটী প্রস্তুত হইতেছে, তাহা ভক্তিবিজয় মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে; সুতরাং উহা তাঁহার সেবাবিজয়েরই পরিচয়। ধনাঢ্য বলিয়া তিনি যে ধনদ্বারা সেবা করিয়াই নিশ্চিন্ত, তাহা নহে। তিনি কায়িক-পরিশ্রম-দ্বারাও প্রভূত সেবা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে মথুরায় অবস্থান করিয়া ভক্তিবিজয় মহাশয় মহাপ্রসাদের সুবন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যহই বিভিন্ন দেশ হইতে মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ভক্তগণ সমবেত হইতেছেন। ভক্তিবিজয় মহোদয়ের সুবন্দোবস্তে তাঁহাদের মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির কোনও প্রকার অসুবিধা হয় না। [illegible] যে তিনি হরিসেবা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার ঐ দুই প্রকারের সেবাই প্রমাণ করিতেছে।

ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় গত ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করিয়া হিন্দি-ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বদিবস ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ১৭শে অক্টোবর ভরতপুর যাইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ

[illegible] ধর্ম্মযাজক রাজেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের [illegible] গত ২১শে কার্ত্তিক ৭ই নভেম্বর বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাত্বত-বিধানানুসারে স্বীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ দামোদর ৪৪৮ গৌরাব্দ

গৌড়ীয়মঠে অন্নকূট

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ বিশেষ সমারোহে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলিতে শুনা গিয়াছে,—"পূর্ব্বে কাশীর অন্নকূটের সর্ব্বত্র নামডাকের ছিল। কিন্তু আজ কয়েক বৎসর যাবৎ দেখা যাইতেছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মত অন্নকূটের এরূপ বিপুল আয়োজন আর কোথাও দেখা যায় না। শুধু একক্ষেত্রের বা এক প্রদেশের উৎপন্ন বিবিধ সামগ্রী যে এখানে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নহে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জেলার গ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূটোৎসবের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতেছে। যত স্থানের ভাল ভাল জিনিষ, সকলই ভগবানকে নিবেদন করিতে হইবে,—এই কথা গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেবকে অনেক সময় বলিতে শুনা যায়। গৌড়ীয়মঠের এই অন্নকূটোৎসবের সময় মঠ-সম্পাদক মহোদয় বিশেষ যত্নের সহিত বিভিন্ন স্থানের সামগ্র্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক ভগবন্নৈবেদ্য-সম্ভার প্রদর্শন করিয়া স্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-বিষয়ের আদর্শ সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। হাজার হাজার রকমের জিনিষ দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পুনরায় বিশ্রাম না করিয়া দর্শনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারা যায় না, কিন্তু মন যত দেখে, ততই বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া আরও দেখিতে চায়। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ অন্নের পাহাড়টীর চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন সামগ্রী সজ্জিত হইয়াছে। গৌড়ীয়মঠের প্রকাণ্ড সারস্বত-শ্রবণ-সদনটীর কোথাও আর স্থান অবশিষ্ট নাই। বস্তুতঃপক্ষে এ দৃশ্য যিনি কখনও দেখেন নাই, তাঁহার এমন শক্তি নাই—যাহাদ্বারা তাঁহাকে ঐ বিষয়ের পূর্ণ আলোক দেওয়া যাইতে পারে। কত রকমের ভাজা, কত রকমের শাক, কত রকমের সিদ্ধ, কত রকমের সুক্তা, কত রকমের চচ্চড়ি, কত রকমের বড়া, কত শত শত রকমের বিভিন্ন ব্যঞ্জন, কত রকমের ডাল, কত রকমের চাটনী, তাহা কে নির্ণয় করিবে? এ যে গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। অন্নের পাহাড় ব্যতীত পুষ্পান্ন, পরমান্ন, খেচরান্ন, কালিকা প্রভৃতি অন্ন বা কত রকমের! অথচ প্রত্যেকটি পদ প্রকাণ্ড পাত্রে পরিপূর্ণ মাত্রায় সজ্জিত রহিয়াছে। সংখ্য রকমের মিষ্টান্নের কথা ত' প্রথমেই বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিবিধ ফলের সংখ্যা করা দায়। লুচির ও মালপুয়ের পাহাড় প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। কুটিকার স্তূপও পার্শ্বেই রহিয়াছে। শ্রবণ-সদনটির উর্দ্ধভাগ যেমন বিভিন্ন-বর্ণের সুরম্য বস্ত্রদ্বারা অলঙ্কৃত, সেই প্রকার নীচদিক বিবিধ ভগবন্নৈবেদ্যে সুসজ্জিত হইয়া যে কি অপরূপ দৃশ্যই ধারণ করিয়াছে, তাহার সাধ্যমত ব্যক্ত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই বলিবেন, 'ফরোয়ার্ড', 'আনন্দবাজার', 'বাতায়ন', 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রসমূহ গৌড়ীয়মঠের বিপুল আয়োজনের অন্নকূটের সংবাদ জনসাধারণে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের পরম বান্ধবের কার্য্যই করিয়াছেন। জনসাধারণ বলিতেছেন, কলিকাতা যে প্রকার ভারতের রাজধানী নগর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূটও সেই প্রকার মহানগরীর বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিয়া ভারতের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করিতেছেন। এই প্রকার একটা প্রকাণ্ড দৃশ্য দর্শনের জন্য মঠে যে জনস্রোতের প্লাবন চক্ষে দেখা যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীমঠের নিকটবর্ত্তী দুই তিনটী রাজপথ মোটরগাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে আকীর্ণ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম অনুসরণ করিয়া আপামর সাধারণে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান প্রদানের জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অর্থ থাকিলে কৃষ্ণভজন হইবে, ধনবানেরা প্রসন্ন হইবেন, নতুবা কৃষ্ণভজন হইবে না বা গুরুদেব রুষ্ট হইবেন, "কড়ি কোন না থাকিলে হরি কেহ মিলে না"—এই প্রকার সঙ্কীর্ণতাবাদকর চিন্তাস্রোত কখনও গৌড়ীয়মঠে স্থান পায় না। মহাপ্রভুর পাদপদ্ম অনুসরণক্রমে তাঁহারা বলেন,—কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি উচ্চকুলজাত, কি নিম্নকুলজাত—সকলেরই কৃষ্ণভজনের অধিকার আছে। মহাপ্রভুর বাণী—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

আমরা মহাপ্রসাদ-সম্মানের সময় একটী সংস্কৃত শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া থাকি—
"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দের শ্রীগোবিন্দের মহাপ্রসাদ এবং বৈষ্ণবে অল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তিসকল বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠ বস্তু। কুণ্ঠধর্ম্মের প্রাণিবৃন্দের মানসিক শক্তি লক্ষণের উপর তাঁহাদের স্বরূপ নির্ভর করে না। শ্রীনামের ন্যায় শ্রীমহাপ্রসাদও অতিশয় দয়াময়। কারণ "মহাপ্রসাদ সেবন করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়"। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সকলকেই বৈকুণ্ঠবস্তু প্রদান করিয়াছেন এবং করিতে আদেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠও মহাপ্রভুর এই আদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেছেন। কাশী প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়, দরিদ্রের পক্ষে অন্নকূটের অন্ন সংগ্রহ বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। ধনী লোকগণ প্রচুর টাকা দিয়া উহার সত্তা ক্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ পয়সার বিনিময়ে মহাপ্রসাদ দেন না। মহাপ্রসাদ অমূল্য দ্রব্য। জগতের যাবতীয় সম্পত্তি এক স্থানে স্তূপাকারে সজ্জিত হইলেও তাহা মহাপ্রসাদের এক কণার সমমূল্যও হইবার অধিকারী নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই অমূল্যরত্ন গোবর্দ্ধন-পূজা-বাসরে সর্ব্বসাধারণে বিতরণ করিয়া বর্ত্তমানযুগে নিশ্চয়ই এক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিতেছেন।

গোবর্দ্ধন পূজা আমাদিগকে অপ্রাকৃত সেবা-রহস্য শিক্ষা দেন। গিরিধারীর গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি-বিধানই সেবার ধর্ম্ম। ভক্ত যখন ভগবানের সেবায় নিমজ্জিত হন, তখন তিনি অনন্ত করণের অভিলাষ করিয়া থাকেন। কারণ সীমাবদ্ধ গুটিকয়েক ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণসেবার তৃপ্তি কখনও হয় না। "কোটি নেত্র নাহি দিল" "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী-রতিং" প্রভৃতি মহাবাক্য সমূহ সেবার পরমোৎকর্ষ জ্ঞাপন করে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-দর্শনকারিগণ এই সেবাবৃত্তি-পরিপোষিত হইয়া ভগবন্নৈবেদ্য-সম্ভার-দর্শনে আনন্দিত হইলে তাঁহাদের মঙ্গল। নতুবা বিশ্বের একটী ইন্দ্রিয়তোষকর বস্তুমাত্র-জ্ঞানে অন্নকূট দর্শন বিশেষ কোনও সুবিধা হইবে না; প্রত্যেক বিষয়েরই ভিতরে প্রবেশ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিতান্ত কর্ত্তব্য। মঠসেবকগণ যেরূপ অসীম উৎসাহ ও অক্লান্তপরিশ্রমের সহিত গোবর্দ্ধন পূজার নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলের হৃদয়ে গিরিধারীর সেবার লৌল্য প্রদান করুক। মঠ-সেবক আচার্য্যত্রিক প্রভু আহার-নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি নৈবেদ্য প্রস্তুত ও সাজান বিষয়ে যে-প্রকারে সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁহার হাস্যমাখা মুখের উৎসাহপূর্ণ বাণী সকলের হৃদয়ে নব বল সঞ্চার করিয়া থাকে। দর্শকবৃন্দের যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার যে-প্রকার সর্ব্বতোমুখ-দৃষ্টি তাহা আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

একদিকে দর্শকবৃন্দের ভিড় নিয়ন্ত্রণ, অপরদিকে হাজার হাজার ব্যক্তিকে বসাইয়া মহাপ্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা, অন্যদিকে যে-সকল ভদ্রলোক দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহে সকলকেই বাটীর জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলি কি-প্রকার কষ্টকর তাহা সহজেই অনুমেয়; কিন্তু মঠরক্ষক মহোদয়ের সুবন্দোবস্তে সকল কার্য্যই মঙ্গলালিঙ্গবস্ত্রের ন্যায় সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(১৫)

২২শে অক্টোবরের হরিকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

মন্ত্যবুদ্ধিতে বৈষ্ণবকে দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন। নক্ষত্র আছে কিন্তু মূল নক্ষত্র হইতেছেন কৃষ্ণপাদপদ্ম। এই জগৎটী মূল বিশ্বের বিকৃত প্রতিফলন। Perversion (বিকৃতি) হওয়ায় এজগতে একরকম বিচার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভগবৎ-সেবা-বিস্মৃত হইয়া এজগতে ভোগ করিতে আসিয়াছি। কর্ম্মফল-ভোগের জন্য আমরা কেহ পুরুষ দেহ, কেহ বা স্ত্রী-দেহ পাইয়াছি। কৃষ্ণের কথা শুনিতে শুনিতে এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে এই সব ভোগের ব্যাপার ছাড়িয়া যাইবে।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"

অনর্থনিবৃত্তি হউক, এই রকম চেষ্টা যদি আপনাদের হয়, তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "ভজনরহস্য" যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করুন। প্রকৃত মথুরাবাস যে কি জিনিষ, তাহা ভাল করিয়া বোঝা দরকার, নচেৎ জল, কাদা, মাটী প্রভৃতি খাওয়া দাওয়া পেট-পূজা মাত্র হইয়া যাইবে। কেবল বাহ্যিক ব্যাপার, বাহ্যিক নিয়ম বা আড়ম্বরেতে যদি আবৃত হইয়া যাই, তবে ভক্তিলাভ হইল না। রিটার্ণ টিকেট করিয়া মথুরায় আসিয়াছি, নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে না হইতেই আবার ফিরিয়া যাইব, এরূপ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ ঐরকম রিটার্ণ টিকিটে ফিরিয়া যাইবার বাসনা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া মথুরা-বাস করা যায় না বা মথুরা-বাস হয় না। পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিলাম, বরাবরই সেই রকমভাবেই বলদের মত ঘুরিতে থাকব, একপদও ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইব না, এই রকম বিচারযুক্ত হইয়া চলিলে কোন মঙ্গল হইবে না। ভজনে সিদ্ধিলাভ যাহাতে হয়, সেই রকম চেষ্টা করিতে থাকুন।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার দুই দিক্ পঞ্চাশ্রয়গ্রন্থের ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চারি বৎসরকাল ঐরকম লীলার অভিনয় করেন। সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজও ঐরকম একটা অভিনয় করিয়াছিলেন। অনেক বিহারী দাস বাবাজী তাঁহাকে ঝুড়ির উপর বসাইয়া মাথায় করিয়া বহিয়া বেড়াইতেন। তিনি একসময় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে একস্থানে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেইস্থানে সম্প্রতি মাটীর ১০ হইতে 'অধোক্ষজ'।

শ্রীমূর্ত্তি (পদ্ম-গদা-শঙ্খ চক্রধারী) পাওয়া গিয়াছে। ঐস্থান হইতেই ভক্তির বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইবে।

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্' শ্লোকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সে কথাগুলি আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না। রজোগুণ নষ্ট হইয়া যাঁহার ভক্তিতে রুচি হইয়াছে, ভক্তিতেই যাঁহার আনন্দ, তিনিই কার্ত্তিক-কৃত্য করিতে পারিবেন। মথুরাবাস অর্থে সাধুসঙ্গে শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন।

প্রাতঃকালে ৭॥টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে গেলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে মঠ স্থাপনজন্য অত্র শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ৴৬ কাঠা জমি সংগৃহীত হইয়াছে।

গত ২২।১০।৩৪ তারিখে সন্ধ্যার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বোম্বাই হইতে মথুরা সংশন ষ্টেসনে পৌঁছিলেন। ষ্টেসন প্লাটফর্ম্মে তাঁহাকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

অতঃপর তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পাদ-পদ্মে 'গঙ্গা-ভবনে' আসিয়া উপস্থিত হইলে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপার ফলে পাশ্চাত্য দেশে ভিন্ন চিন্তাস্রোত-বিশিষ্ট বিদেশীয়গণের চৈতন্যবাণী-প্রচারের সাফল্যের কথা এবং তদ্দেশে তাঁহার ২॥ বৎসরের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। যে-দেশের লোকের ধারণা যে প্রভু যিনি, তিনি একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন আর দ্বিতীয়বার আসেন না, সেই দেশে প্রচার করিতে তাঁহাদের খুব পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া পাশ্চাত্যদেশবাসীর নিকট অধোক্ষজের কথা প্রচার করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তাহাও সম্ভব হইয়াছে। সে-দেশের লোক ধর্ম্মকথা-শ্রবণের জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করিতে প্রস্তুত ন'ন। তবে আশা করা যায়, তাঁহারা সত্যবাণীর আদর নিশ্চয়ই একদিন না একদিন করিতে প্রস্তুত হইবেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী যখন তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, তখন ভবিষ্যতে তাঁহারা কৃষ্ণভজনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গতকল্য বলিতেছিলাম যে অল্প কথার মধ্যে মহাপ্রভুর কথায় অনেক পাওয়া যায়। "আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোকটী বলিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাতেই আমাদের আদর হওয়া উচিত। তিনি বলেন, অন্য লোকের নিকট হইতে সেবা বা আরাধনা গ্রহণ করা অপেক্ষা ভগবানের সেবা করাই শ্রেয়ঃ। লোকের নিকট হইতে সেবা চাহিলে অনেক দায়িত্ব আছে; কিন্তু ভগবানের সেবা যদি করা যায়, তবে কোন দায়িত্ব নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় এই কথাটী বেশ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছে—

দারা পুত্র নিজ দেহ কুটুম্ব পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পা'ব।
পুত্র কন্যা বিবাহ কেমনে সম্পাদিব॥
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজ দাস জানি'।
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি

সেবা গ্রহণ করিতে যাইলে দায়িত্বও আছে; কিন্তু সেই দায়িত্ব-গ্রহণের শক্তিই বা আমাদের কোথায়? স্বতন্ত্র হইয়া দায়িত্ব কিরূপে গ্রহণ করিব? যিনি সুখদুঃখের দাতা ও সকলের আশ্রয়স্থল, একমাত্র তিনিই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা এই যে, আমাদের যতটুকু দরকার সেইটুকু পাইলেই আমাদের যথেষ্ট হয়।

ব্রজেন্দ্রনন্দনের আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন স্তাবক। ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজনা করিবার জন্যই অনুরোধ করা হইতেছে। তিনি দ্বারকার রাজা ন'ন, কিন্তু ব্রজবাসীদিগের আশ্রয়স্থল।

ভগবান বলিতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য তাঁহাতে বর্ত্তমান, বুঝায়। কিন্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে সাধারণ প্রাথমিক দৃষ্টিতে কিছু দেখা যায় না। ব্রজ-গোপীগণ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে এমন কি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে ভগবান্ না জানিয়াও আর্য্যপথ, ধর্ম্ম, সদ্ধ-আভিজাত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যবিহীন, যশোবিহীন, পরাক্রম-বিহীন, সৌন্দর্য্যবিহীন, জ্ঞানবিহীন, বৈরাগ্য-বিহীন তাঁহার জন্য লুব্ধ হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন? ঐরকম ষড়্‌গুণবিশিষ্ট ভগবান্‌কে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজেন্দ্রনন্দনকে কেন তাঁহারা ভজনা করিয়াছিলেন?

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের জন্য গোপীগণ রাসস্থলীতে কি রকম ব্যাকুলতা প্রদর্শন ক'রেছিলেন! কেহ তাঁহাকে দেখিতে না পায়, এই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত হ'য়ে রহিলেন এবং গোপীগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। সেখানে গিয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হইয়া বসিয়া রহিলেন, চারি হস্তে চারিটী অস্ত্র। গোপীগণ কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে যখন তাঁ'র সন্ধান পাইলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, কৃষ্ণের সমস্ত শরীরটী পূর্ব্বেকারই মত, কিন্তু দুই হস্তের পরিবর্ত্তে চারিটী হস্ত হইয়াছে এবং চারি হস্তে চারিটী অস্ত্রও আছে। গোপীগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, ইনি ত' সেই আকর্ষক কৃষ্ণ নহেন। এই বলিয়া তাঁহারা সেস্থান হইতে কৃষ্ণের অনুসন্ধানে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। গোপীগণের তাৎকালিক মনোভাব কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগ-কালে দ্বারকা হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের এই শ্লোক হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ

কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা যখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর তাঁহার চারিহস্ত ও ঐশ্বর্য্য বজায় রাখিতে পারিলেন না; দ্বিভুজ হইতে বাধ্য হইলেন। গোপীগণের অনুগত যাঁহারা নহেন, তাঁহাদের মাধুর্য্যের উপলব্ধি নাই। জীবের জন্য কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। উদার-মূর্ত্তির প্রকাশ কোথায়? যাঁহারা মনটাকে নরম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট উদার-মূর্ত্তির প্রকাশ, আর যাঁহাদের মন গরম, তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকেশ।

মহাপ্রভু যাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরু শ্রীমন্ মাধবেন্দ্র পুরী এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন:—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্॥

—ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমার দর্শন পাইব? তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে; হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ এই অপূর্ব্ব শ্লোক রচনা দ্বারা শৃঙ্গার-রসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে তাঁহার শিক্ষা এই যে, মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীনদয়ার্দ্রনাথকে ডাকিবেন। জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ শ্রীগোপাল-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অন্নকূট-উৎসব করিয়াছিলেন। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন:—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

অর্থাৎ অদ্বৈতমার্গের পথিকগণ দ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ সিংহাসন হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শঠকর্ত্তৃক দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি। ইহাই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিচার।

ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইলেই তৎক্ষণাৎ জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

অতএব ভক্তিলাভের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং শ্রুত বিষয় আবার কীর্ত্তন করিতে হইবে। তাই মহাপ্রভু আদেশ দিয়াছেন,

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার'
এই দেশ॥"

শ্রীকৃষ্ণনামই প্রেমময় চণ্ডীদাসের গীতিতে আমরা দেখিতে পাই—

(সখি) কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে দয়া বিতরণ করিয়াছেন, তাহা অমন্দোদয়-দয়া। সেই দয়ার যে কতগুণ তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে;—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাদা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমেকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন	৷০	।৵০	।৵	
" " ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
" " সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" " অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
" " ১ কলম	১২৲	[illegible]	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ২৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌণে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

·মুদ্রাযন্ত্রত্রয়·

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্য্যাগণ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৫৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮.	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৩	১৫-২৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেসন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-৪৬, ৯-৫৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ৩-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেসনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৪১, ১৪ই নভেম্বর ১৯৩৪ [২১১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ডাঃ রায়

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শুক্রবার কুমিল্লা হইতে আগামী এসেম্বলী নির্ব্বাচন সম্পর্কে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের পক্ষে এখানে আগমন করেন এবং অপরাহ্ণে এক সভায় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সভায় তাঁহাকে পার্লামেণ্টারী বোর্ড সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করা হয়। তিনি তাহা কোন প্রকারে ধামাচাপা দেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শ্রীযুত দত্তকে বিপুলভাবে সমর্থন করিতেছে, এবং মহকুমায় কসবা, শ্যামগ্রাম, চুণ্টা কুঠি ইত্যাদি সকলস্থান হইতেই জাতীয়দলের প্রার্থী শ্রীযুত দত্তকে সমর্থন করিতেছে। পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রার্থী বিশেষ কোন ভোট পাইবেন বলিয়া মনে হয় না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বনামধন্য জমীদার শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি জাতীয়দলের পক্ষে ভোটসংগ্রহে ব্যস্ত আছেন।

আত্মহত্যার চেষ্টা

৩ই নবেম্বর দীপালীর দিন লাহোরের এক হিন্দু মহল্লায় এক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একটী হিন্দু যুবতী তাহার কাপড়ে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল, ফলে তাহার শরীর আগুনে পুড়িয়া ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন প্রতিবেশী বলিতেছে যে, কাপড়ে দৈবাৎ আগুন লাগিয়াছিল, আবার অন্যেরা বলিতেছে যে, যুবতী নিজেই তাহার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। ঘটনার বিবরণ যে, যুবতী তাহার স্বামীকে দীপালীর দিন জুয়াখেলা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তৎপর সে তাহার স্বামীর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া একটি কোঠায় ঢুকিয়া কাপড়ে আগুন লাগাইয়া দেয়।

শোক ও রোগের যন্ত্রনায় আত্মহত্যা

৭ই নবেম্বর প্রাতে স্থানীয় সদরবাজারের একজন ৪০ বৎসর বয়স্কা মুসলমান স্ত্রীলোক এক কূয়াতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ যে, সামসুদ্দিনের স্ত্রী সামসেন বিবি কয়েক মাস যাবৎ হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিল। বহু চেষ্টাতেও রোগের উপশম না হওয়ায় এবং সম্প্রতি তাহার পুত্রবধূর অকাল মৃত্যুতে উক্ত স্ত্রীলোকটি কিছুদিন যাবৎ বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া পড়ে। ঘটনার দিন সে স্বামীর অনুপস্থিতে তাহার সন্তানদিগকে লুকাইয়া কূয়াতে ঝাপাইয়া পড়ে। পুত্রকন্যাগণ অনেকক্ষণ মাতার অদর্শনে তাহাদের পিতাকে সংবাদ দেয়। ইতোমধ্যে জল তুলিতে যাইয়া একব্যক্তি মৃতদেহ আবিষ্কার করে। পরে পুলিশে সংবাদ দিয়া মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

মোটর দুর্ঘটনায় আহত

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, বড়লাট এবং তাঁহার পত্নী মীরাটে যাইতেছিলেন। মিঃ নিবেট নামক এক পুলিশ সার্জ্জেণ্ট একখানি মোটর সাইকেলে বড়লাটের মোটরের আগে আগে যাইতেছিলেন। যমুনার পুলের নিকট সাহদারার দিকে একটি দেয়ালের সহিত মিঃ নিবেটের সাইকেলের ধাক্কা লাগে। ফলে মিঃ নিবেট গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে

ডাকাতি মামলার জের

বৈঁচবাটী চুঁচুড়া ডাকাতি মামলা সম্পর্কে যে ৩১ জনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়, তন্মধ্যে ৯ই নবেম্বর শশধর চ্যাটার্জ্জি অশোক গাঙ্গুলী, হরিপদ মুখার্জ্জি, দুর্গাদাস মুখার্জ্জি, মনোরঞ্জন হাজরা, সুধাসিন্ধু দে, রাধারমণ অধিকারী, বীরেন রায়চৌধুরী এবং জলধর ব্যানার্জ্জিকে চুচুড়ার সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বর্ত্তমানে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কাজ করিতেছেন। তিনি আসামী-দিগকে ২৩শে নবেম্বর পর্য্যন্ত হাজতে থাকিবার আদেশ দেন। চিন্তামণি আঢাকে শ্রীরামপুর হইতে গ্রেপ্তার করিয়া চুচুড়ায় আনা হয়। তাহাকেও হাজতে প্রেরণ করা হয়। ৫ জন যুবককে ১০০০৲ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। পূর্ব্বে যে ১৫ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল তন্মধ্যে প্রমথ দত্ত, দয়াল-কুমার ও অপর এক ব্যক্তিকে সং ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ডাকলুটের জের

শিলচরের সুরমা উপত্যকায় কয়েকটি ডাক লুঠ সম্পর্কে সঃ ফৌ আইন অনুসারে ১৭ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, ছয় মাস হাজতে রাখার পর নয় জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের গতিবিধির সংবাদ পুলিশকে জানাইতে হইবে। অবশিষ্ট আট জনকে আটক রাখা হইয়াছে।

সিপাহী বিদ্রোহের আমলের লোক

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, ৯ই নবেম্বর প্রাতে কালটন হোটেলে মিঃ এফ জি ডি লিঙ্কনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় লক্ষ্ণৌ অবরোধের পর যে সমস্ত ইংরাজ বাঁচিয়াছিলেন, ইনিই তাঁহাদের মধ্যে শেষ। সামরিক সম্মান সহকারে তাঁহার মৃতদেহ লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে সমাহিত করা হইয়াছে।

চিকন্দীর কংগ্রেসকর্ম্মী ধৃত

তেজগঞ্জের পুলিশ চিকন্দী মহকুমার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার গুহের সন্ধানে বিগত ৩১শে অক্টোবর এড়িকাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার গুহের বাড়ীতে হানা দেয়। উক্ত দিবস বীরেন বাবু বাড়ীতে ছিলেন না বলিয়া পুলিস বাড়ী তল্লাসী করিয়া চলিয়া যায় কিন্তু পুনরায় ২রা নবেম্বর তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। বীরেন বাবুকে ফরিদপুর পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

পোষ্টাফিসে চুরি

গত ২৩শে আশ্বিন বুধবার বিয়ানী-বাজারের বৈরাগীবাজার পোষ্টাফিসে চুরি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ৫।৬ জন লোক লাঠি ইত্যাদি লইয়া গভীর রাত্রিতে অফিস গৃহে সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করতঃ লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সর্ব্বসমেত মোট ২৫০৲ টাকা চুরি করিয়া গিয়াছে। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

তল্লাসীর হিড়িক

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ৮ই নবেম্বর সকালে সহরের কয়েকটী বাড়ী তল্লাসী করিয়াছে এবং কয়েকজন যুবককে তাহাদের বিবৃতি লইবার জন্য থানায় লইয়া যাওয়া হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ৩শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ বুধবার { ২১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—:০:—

যোগপীঠের শ্রীমন্দির

আজ কয়েকদিন হয়, শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ সুবৃহৎ মন্দিরটীর দ্বিতলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতল বা নীচতল উচ্চতায় ৩৫ ফুট হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। দ্বিতীয়তলটিও ৩৫ ফুট উচ্চ হইবে। তদুপরি প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ চূড়া হইবে। তদুপরি সুদর্শন চক্র শোভা পাইবেন। আগামী দোলপূর্ণিমার বা মহাপ্রভুর প্রকট পূর্ণিমার মধ্যে যাহাতে মন্দিরটীর কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্ন হইতেছে। ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ ভক্তিনিশ্চয় মহোদয়ের তত্ত্বাবধান সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানি মহাশয় মধ্যে মধ্যে শ্রীধামে আসিয়া মন্দিরের কার্য্য-পরিদর্শন ও নির্ম্মাণাদি-বিষয়ে তাঁহার মূল্যবান্ নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া সজ্জনগণের ধন্যবাদার্হ হইতেছেন।

———

গৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জাব্রত

কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে ঊর্জ্জাব্রত-উপলক্ষে অষ্টযামে যে পাঠ ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে, তাহার অনুক্রমণিকা বর্ত্তমান ত্রয়োদশ বর্ষের ত্রয়োদশ-সংখ্যা গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। দিবা ও রাত্রির ২৪ ঘণ্টাকালকে ৮ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগের নাম এক এক যাম। প্রথম যাম—রাত্রির শেষ ছয় দণ্ড, দ্বিতীয়যাম—প্রাতঃকালের প্রথম ছয় দণ্ড, তৃতীয় যাম—ছয় দণ্ডবেলা হইতে দ্বিপ্রহর কাল পর্য্যন্ত, চতুর্থ যাম—বেলা দ্বিপ্রহর হইতে ৩॥ প্রহর পর্য্যন্ত, পঞ্চম যাম—৩॥ প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। ষষ্ঠ যাম—সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড, সপ্তম যাম—৬ দণ্ড রাত্রি হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত, এবং অষ্টম যাম—মধ্যরাত্রি হইতে রাত্রি ৩॥ প্রহর পর্য্যন্ত। এই অষ্টযামে স্বরূপসিদ্ধ মহাজনগণ শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দের বিভিন্ন-যামোচিত লীলাদি কীর্ত্তনমুখে স্মরণ করিয়া থাকেন। সাধন-ভক্তি রাজ্যের জনগণের এই অষ্টযামে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ের উপদেশ আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিয়মসেবার ঐ উপক্রমণিকায় দেখিতে পাইতেছি। তাহাতে যে-সকল কীর্ত্তন ও পাঠাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, ভক্তিরাজ্যের জনগণ তাহা শুধু ঊর্জ্জাব্রত কালে নহে, নির্ব্বন্ধ-সহকারে সর্ব্বকালেই পালন করিবেন।

———

ঢাকা জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৮ই কার্ত্তিক ঢাকা শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া ঐ দিবস রাত্রিতে ঐ জেলার অন্তর্গত কোলা নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করিয়া তথায় গত ১৯শে কার্ত্তিক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

স্বামীজীর পাঠের মর্ম্ম—আমরা মানব জীবনে দ্বিবিধ পরিচয় পাইয়া থাকি। পিতা-মাতা হইতে জাত হইবার পর আমরা যে যে-প্রকার স্থূলদেহ লাভ করি, সে সেই প্রকার পরিচয়ে পরিচিত হই। স্ত্রী-আকৃতি-বিশিষ্ট দেহ লাভ করিলে স্ত্রী এবং পুরুষ-আকৃতি-বিশিষ্ট দেহ লাভ করিলে পুরুষ আখ্যায় অভিহিত হই। দেহ থাকা কাল পর্য্যন্ত আমাদের এই প্রকার পরিচয়; চেতনের অভাব হইলে দেহ মৃত বলিয়া পরিচিত হয়। এই প্রকার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের যত প্রকার পরিচয়, উহা আমাদের তাৎ-কালিক পরিচয় মাত্র, কিন্তু আমাদের স্বরূপের নিত্য পরিচয়ে আমরা আত্মবস্তু। আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই—ইহা নিত্য। আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই এই দেহের পরিচয়। যখন আমাদের অনাত্ম-দেহেতে আমি বুদ্ধি হয়, তখনই আমরা বিরূপগত অভিমানে দেহের পরিচয়ে পরিচিত হই। আমি দেহ বা মন নই; আমি দেহী বা আত্মা—এইটী জানাই মনুষ্য জন্মের সার্থকতা।

পিতামাতা থেকে দেহ লাভ করিয়া যে পরিচয় হয়, সেই প্রকার কোন পরিচয় আত্মার নাই। সংসারে আমরা আশ্রম বা বর্ণগত অনেক প্রকার পরিচয় দেখিতে পাই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম থেকে বা জাগতিক অভিমান থেকে ছুটী লাভ না করিলে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিবার অধিকার হয় না। ভগবদ্-বিমুখতা-বশতঃ প্রকৃতিজাত অভিমান আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। শ্রীমদ্ভাগবত কোন অসাম্প্রদায়িক কথা বলেন না বা অসৎ-সম্প্রদায়ের প্রশ্রয় দেন না। উহা চিৎসমন্বয়বাদ স্থাপন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা প্রচুরভাবে আলোচিত হইয়াছে। তিনি যাবতীয় চেতনের মালিক। তিনি যাবতীয় চেতনকে আকর্ষণ করেন এবং আনন্দ দান করেন। কৃষ্ণদাস্যসূত্রে আমরা সকলেই গ্রথিত। যখন আমরা কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হই, তখনই আমরা পতিত হই। কৃষ্ণসেবাবিমুখতাবশতঃই আমরা জন্ম গ্রহণ করি, কিছুদিন থাকি, আবার মৃত্যুমুখে পতিত হই, কিন্তু স্বরূপ-পরিচয়ে আমি আত্মা—আমি জন্মমৃত্যুরহিত। আমি অণু-আত্মা, আর ভগবান্ বিভু আত্মা। তাঁহার সহিত আমার নিত্য-সম্বন্ধ। তিনি আমার নিত্য প্রভু এবং আমি তাঁহার নিত্যদাস। তিনি মায়াধীশ, আর আমি মায়াবশ।

সংস্কার-বিশিষ্ট না হ'লে বেদশাস্ত্র বুঝতে পারা যায় না। তাই ব'লে ভগবানের কথা যে সংস্কার প্রদান ক'রে দিতে পারে না, তাহা নহে, কারণ উহা শব্দব্রহ্ম—শব্দসামান্য নহেন। বেদের অপর নাম শ্রুতি। যাহারা শব্দ শ্রবণ করিয়া লক্ষিতব্য বস্তুর পরিণাম-দর্শনে অসমর্থ, তাহারা শাস্ত্র-বিচারে অন্ধ এবং 'কাণা' নামে অভিহিত হয়। যিনি এই অন্ধত্ব এবং কাণাত্ব দূর করেন, তিনি শ্রীগুরুদেব। আমাদের যৌনগত অনুভূতিতে জাগতিক চিন্তাস্রোত প্রবল হওয়ায় ভগবানের কথায় আমাদের রুচি হয় না।

আমাদের ভোগকামনা মূলে যত প্রকার ব্রত, সকল কুব্রত। আমরা যখন কুব্রতে দীক্ষিত হই, তখন দেবতাদের নিকট ভোগ্য বস্তু প্রার্থনা করি, কিন্তু ঐগুলি আমাদিগকে ছাড়িয়া যায় বা আমাদিগকে ঐগুলি ছাড়িতে হয়। আমাদের ভোগবুদ্ধি দেখিয়া দেবতারাও উহা দিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। যখন আমরা বুদ্ধিমান্ হই, তখন ভগবানের সেবা-ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা হয় না।

শ্রীচৈতন্যমঠে সভা

আজ গোপাষ্টমী বাসরে শ্রীচৈতন্যমঠের এক সভায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় এই তিথির মাহাত্ম্য এবং শ্রীল দাস গদাধর, শ্রীল ধনঞ্জয় ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের অপ্রকট-লীলা-সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ দামোদর ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

নিয়মসেবা ও নিয়মাগ্রহ

উর্জ্জব্রতকে চলিত কথায় 'নিয়ম সেবা' বলা হয়, কারণ এই সময় ব্রতপালনকারীকে কৃষ্ণের প্রীতি-বিধান নিমিত্ত কতিপয় নিয়ম বিশেষভাবে পালন করিতে হয়। বিধি-ভক্তিমার্গে যাঁহারা বিচরণ করেন, প্রতিপদে তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধি পালন করা কর্ত্তব্য। না করিলে নানা প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হয়। অবশ্য এইসকল বিধির উদ্দেশ্য—আত্মার স্বাভাবিক রাগাত্মিক ভাব উন্মেষ করা। শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি ও নিষেধের গতি—কৃষ্ণেন্দ্রিয় তোষণ। তাহা বিস্মৃত হইয়া কেবল বাহ্যিক-আচার-ব্যবহারে প্রমত্ত থাকিলে কৃচ্ছ্রসাধনই সার হয়, তুষাবঘাতের ন্যায় তাহাতে কোনও ফল লাভ হয় না। সেইপ্রকার উর্জ্জব্রতকারিগণ যদি শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের সেবার প্রতি উদাসীন হইয়া শুধু জলে নিমজ্জন ও দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন গ্রহণকেই সার-বস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রতের তাৎপর্য্য হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইলেন। আবার শ্রীচারির প্রিয় দামোদর-মাসে দামোদর-ব্রতের প্রতি উদাসীন হইয়া যদি কোনও বৈধ-ভক্তিমার্গের লোক রাগাত্মিকভক্তের লক্ষণ গ্রহণপূর্ব্বক অকালপক্কতা প্রদর্শন করে, তাহা হইতে তাহার কোনও প্রকার মঙ্গল ত' হয়ই না, পরন্তু সে ভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া অনন্ত রৌরবে পতিত হয়।

নিয়মাগ্রহ বলিতে 'নিয়মে অগ্রহ' ও 'নিয়মে আগ্রহ' উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে। 'নিয়মে অগ্রহ' বলিতে বৈধপথের সাধনের যে-সকল নিয়মে চলিতে হইবে, তৎপ্রতি ঔদাসীন্য। আর 'নিয়মে আগ্রহ' বলিতে শুধু বাহ্যিক আচারের প্রতি দৃষ্টি, যে নিমিত্ত ঐসকল আচারাদির প্রয়োজন, তৎপ্রতি উদাসীন থাকা। ভজনকারীর পক্ষে দুইটিই সর্ব্বনাশকর। সেইজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিবিনাশকর অত্যাহারাদি যে ছয়টী বিষয়ের প্রতি সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'নিয়মাগ্রহ' একটী। নিয়মাগ্রহ-বর্জ্জনে কেহ যেন মনে না করেন যে, শাস্ত্রের শাসনের প্রতি উদাসীন হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইবার নিমিত্ত শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ নিয়মাগ্রহ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এক নিয়মাগ্রহ পদে বৈধভক্ত ও রাগাত্মিক ভক্ত উভয়েরই কর্ত্তব্য বিষয় নিহিত রহিয়াছে। বৈধভক্তির অধিকারী জনগণ রাগানুগের ভাণে অসুবিধায় পতিত না হন, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। যাঁহারা বিধিরাজ্য অতিক্রমণের অধিকারী হন নাই, তাঁহারা শারীরিক অপটুতার ভাণে অথবা সেবার অসুবিধা হইবার কাল্পনিক যুক্তিতে যদি শাস্ত্রের শাসন বাণীর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ অসুবিধায় পতিত হন, পক্ষান্তরে যাঁহারা বিধি পালনে তৎপর হইয়া রাগানুগ-ভজন-পরায়ণ জনগণের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, তাঁহাদের অসুবিধা আরও অধিক হইবে। কারণ তাহাতে বৈষ্ণবাপরাধ-ক্রমে সেবা-ভূমিকা হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। তাই সাধককে 'নিয়মে অগ্রহ' ও 'নিয়মে আগ্রহ' দুইটী বিচারের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নিয়মসেবা পালন করিতে হইবে। এই শ্লোকটী আমাদের লক্ষীভূত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য —

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

গ্রন্থ পরিচয়

সাধন-নির্ণয়— প্রেমভক্তোক-রক্ষক জগদ্গুরু প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ প্রণীত ও শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক-ভূক প্রকাশিত। ভিক্ষা ।০ আনা মাত্র। কলিকাতা বাগবাজারস্থ ১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রী-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত শ্লোকাষ্টক (যাহা শিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত) মূল, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের করুণা, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ, জীবতত্ত্ব, সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ব নামাপরাধ-বিচার, নামাভাস-বিচার প্রভৃতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া নাম-সূর্য্যের উজ্জ্বলালোক প্রদর্শন করিয়াছেন। কাম ও প্রেমের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া স্বামীজী রাগাত্মিকা প্রেম-ভক্তির সৌন্দর্য্য সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রথমেই প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লিখিত একটি উপোদ্ঘাত রহিয়াছে। তাহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সাধনের সহিত সাধক ও সাধ্য বস্তুর যে সম্বন্ধ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ এই তত্ত্ব-গ্রন্থের বিচার-প্রসঙ্গে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে মায়াবাদীর বিচারভ্রান্তির বিষয় অর্থাৎ মায়াবাদী যে নিত্যসাধ্যের সেবালাভের সম্পূর্ণ অনুপযোগী তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ-রূপ কৈতবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ পূর্ব্বক পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম-লাভে যাঁহারা ইচ্ছুক, শ্রীপাদ নেমি মহারাজ-প্রণীত সাধন-নির্ণয় যে তাঁহাদের বিশেষ আদরের বিষয় হইবে, শ্রীল প্রভুপাদ তাহা বলিয়াছেন। উপোদ্ঘাতে "ব্রাতাত্রা ভাবনবর্ত্ম" ও "শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা" শ্লোকদ্বয় উল্লেখ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত রস ও ভাবের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্তা স্বামীজী গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন,—"ইতর প্রাণীর কথা দূরে থাক, ইহজগতে সুসভ্য মানবও সুখে-শান্তিতে থাকিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও অশান্তির নিলয় ত্রিতাপের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন না। ত্রিতাপ-দহন অনেক সময় তাঁহার হৃদয়ে পরতত্ত্ব সন্ধানের জন্য প্রেরণা দেয়। সেই প্রেরণার বলে মানব শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত হন, কিন্তু বিভিন্ন বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের আপাত-দর্শনে পরস্পর ভিন্ন মতাবলী তাঁহার চিত্তকে জটিলতা-জালে আবদ্ধ করিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় করে। তাঁহাকে এই অবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ মহাজন প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভাগবত-পারম্পর্য্যে আগত বাণীর আশ্রয়েই তাহা সম্ভবপর। এই বাণী—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথের অকিঞ্চিৎকরতা ও কণ্টকাকীর্ণ অবস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক ছং-তং-পথের মৃগ্য ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষরূপ কৈতব-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবন হইতে জীবগণকে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় মহামন্ত্র স্বরূপের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন।" স্বামীজীর এই উক্তি পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি শ্রৌত-প্রণালী অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ নিত্যমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বামীজী ভূমিকায় আরও বলিয়াছেন যে, যিনি বর্ত্তমানে প্রপঞ্চে গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কররূপে বিরাজিত, সেই শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদ কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠকগণ এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ লাভবান্ হইবেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটী ত্রিবর্ণ চিত্র দিয়া তিনি গুরুভক্তির মহিমা গ্রন্থের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(১৬)

২২শে অক্টোবরের হরিকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউন। শ্রীদামোদর স্বরূপপ্রভু ঐ শ্লোকে মহাপ্রভুর স্তব করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনাম-ভজনে যাহাদের অরুচি আছে, বিচারদ্বারা তাহাদের রুচি উৎপন্ন করিতে হইবে। ঐশ্বর্য্যকে ছোট বিচার করিয়া যাঁহারা মাধুর্য্যকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণভজনে অধিকারী। শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকেই অমল-পুরাণ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীল ব্যাসদেবের সমাধি-যোগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্মৃতিতে কৃষ্ণনামের স্ফূর্ত্তি কিরূপে হইবে? শ্রবণমুখে কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনমুখে স্মরণই সম্ভব। অতএব আপনারা শ্রীগৌরসুন্দরের কথাগুলি আলোচনা করুন। তাঁহার কথা আলোচনা করিলে জগতের সমস্ত অমঙ্গল থামিয়া যাইবে।

কৃষ্ণনাম ভজনের এমনই গুণ যে, তাহার ফলে তাঁহার রূপ গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে উদিত হইবে। জড়নামে কিন্তু এরকমটী হয় না, একটার পর আর একটা ক্রমশঃ উদিত হইতে থাকে। চিরদিন যদি আধ্যক্ষিক জ্ঞানে আবদ্ধ থাকেন, তবে কোন দিন কৃষ্ণের অনুশীলনের সুযোগ হইবে না।

২৩।১০।৩৪ তারিখ মঙ্গলবার সকালে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

মানুষ প্রত্যহ যমালয়ে চলিয়া যাইতেছে, আমাদিগকেও যমালয়ে যাইতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে-বিষয়ে আমাদিগের আদৌ চৈতন্য হয় না। ঐ মৃত্যুর হস্ত হইতে কি করিয়া ছুটি পাওয়া যাইতে পারে? জগতের মানুষগুলি কি বিচারে এখানে বাস করিতেছে? ইহা বিচার করিলে

দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধারণতঃ 'ভোগ' বা 'ত্যাগ' এই চক্র প্রকার কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে ইহাতে কিছু কিছু সুবিধা দেখা যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ও ধীরভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে সমস্তই অসুবিধা।

ভোগ ও ত্যাগ ব্যতীত আর একটী জিনিষ যে কৃষ্ণভক্তি আছে, তাহার সন্ধান লওয়া দরকার, নচেৎ জাগতিক অসুবিধা ঘুচিবে না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান কে করিবে? ভক্তি জিনিষটি স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তুর ধর্ম্ম নহে। যিনি ভক্তির অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহার স্বরূপের সন্ধান লওয়া দরকার। কৃষ্ণভজনে পাঁচ প্রকার রসের কথা আছে। ঐ পাঁচ প্রকার রসের কোন এক রসে এক এক ব্যক্তি কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন। আমাদের নিজেদের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। যে-জিনিষের উপর নির্ভর করা যায় না, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কি দশা হইয়াছে? জগতের যে-জিনিষকে আঁকড়িয়া ধরিতেছে, তাহাকেই আবার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে। যেখানে আনন্দ লাভ করিব বলিয়া ছুটিতেছে, সেখানে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ জুটিতেছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় আছে,—

গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর ক'বে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর ক'বে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া ক'বে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরিব সে শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
ক'বে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি॥

সকলকেই আমরা আনন্দের কাঙ্গাল। আনন্দ পাইবার আশায় আমরা "কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র শূদ্র। কভু দাস, কভু প্রভু, কভু কীট ক্ষুদ্র" হইয়া জন্মজন্মান্তর এই সংসারচক্রে নাগর দোলার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধানন্দ কোথাও পাইতেছি না। বিরূপের অবস্থায় সংসারচক্রে যে জড়ানন্দ মিলিতেছে, তাহা অনিত্য এবং ক্ষণিক, পরে আবার দুঃখ আনিয়া দিতেছে। নিত্যানন্দ পাইতে হইলে জীবের নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত হইতে হইবে।

সংসারটা কি? আমি ভোগী, এই জগৎ আমার ভোগ্য বস্তু, এই বুদ্ধিই সংসার। কৃষ্ণই আমার পাত্র, কৃষ্ণই আমার পুত্র— এই রকম বিচার যদি গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলেই এ সংসার বা সংসার-বন্ধন ছুটিয়া যাইবে। কৃষ্ণই পূর্ণ-জ্ঞানময়-বিগ্রহ। আমি কে? আমি কার্ষ্ণ; সংসাররূপ যে স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা হইতে অবসর পাওয়া দরকার। ভগবান নিত্য বস্তু, আমিও নিত্য বস্তু, আমি অনিত্য বস্তুতে এত গাঢ় প্রীতি কেন করিতেছি? মঙ্গলপ্রাপ্ত ব্যক্তিসকলই নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করিতেছেন। আমরা কেন সেই সেবা হইতে বঞ্চিত হইব? এই রকম চিন্তা যদি হয়, তাহা হইলেই মনোধর্ম্ম ও বহির্জগতের সম্পর্ক হইতে ছুটী পাইবার সুযোগ হইবে

সংসারে আমাদের অনেক কাজ পড়িয়া গিয়াছে; তাহাতে আমরা খুবই ব্যস্ত। কিন্তু সংসারের ঐরূপ কার্য্য করিতে করিতে কোথায় যাইতেছি, আলোকের রাজ্যে যাইতেছি—কি অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি, সেদিকে আদৌ লক্ষ্য নাই। এই সংসার অন্ধকারের রাজ্য, ক্রমশঃ অন্ধকার বাড়িতেছে, গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। এইরূপ অন্ধকারের মধ্য দিয়া আর কতকাল চলিতে থাকিব? মহাজন-ব্যতীত জগতের সব লোকই অন্ধ। মহাজনের পথ অনুসরণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। আপনারা অবন্তীনগরের সেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতিটী চিন্তা করুন। তিনি গাহিতেছেন—

এতাং সমাস্থায় পরমাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

পরমাত্মনিষ্ঠারূপ ভগবানের লীলাচরিতে মুগ্ধ হইয়া জড়জগতের বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবানের সেবা ছাড়া অন্য যাহা কিছু করা যাইবে, তাহাতেই সেবাবিমুখতা হইবে এবং জগতে প্রভু হইবার চেষ্টা বলবতী হইবে। আমরা সংসারে পূর্ণমাত্রায় আসক্ত থাকাকালে যে ভগবৎসেবার ছলনা করি, তাহা কপটতা-মাত্র। আমাদের কিন্তু এমন একটা দুর্ব্বুদ্ধি আছে যে, যাঁহারা ভগবৎসেবা করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের সেবা করাইয়া লইব। এই রকম দুর্ব্বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে 'অভিধেয়টী' কি, তাহা বুঝিতে হইবে।

আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥

প্রথমেই আমাদের সদ্গুরুপাদাশ্রয় করা দরকার। তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে কৃষ্ণ কি বস্তু, তিনি আমাদের জানাইয়া দিবেন। মহাজনবাণীতেও আমরা এই কথাই লক্ষ্য করিয়া থাকি,—"কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।" শ্রীভগবান্ কামদেব, আমি তাঁ'র কামের ইন্ধন—এই বিচার গ্রহণ করিতে হইবে; তিনি আমার কামের ইন্ধন যোগাইবেন, এইরূপ বিচার গ্রহণ করিতে হইবে না। সংসাররূপ গ্রন্থি না খোলায় দল যাঁহারা, তাঁহারা ব্রজধামে আসিতে চাহেন না এবং সেবার জন্যও ব্যস্ত নহেন। সেবা-বঞ্চিত হইয়া বদ্ধ হইয়া থাকিবে, এইরূপ বিচার তাঁহাদের। অনেককে দেখিলাম, তাঁহারা প্রথমতঃ সদ্বুদ্ধি লইয়া হরিভক্তি লাভ করিতে আসিয়া শেষে বিষ্ণুদাস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। মহাপ্রভু স্বয়ং এবং অনেক মহাজন এই সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহির হইবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। মায়ার বন্ধন যদি কাটাইতে হয়, তবে শ্রীমতী রাধিকার দাস্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

মহাপ্রভু সংসার-উদ্ধারের অভিনয় করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সেবার অভিনয় করিয়াছিলেন—নবদ্বীপে বিষ্ণুভক্তির কথা বলিতে বসিয়াছিলেন। তখন সকল লোক মহাপ্রভুকে নিমাই পণ্ডিত বলিয়াই জানিয়াছিল, চৈতন্যদেব বলিয়া কেহ তাঁ'কে জানিতে পারে নাই।

শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥

কৃষ্ণকে জানাইয়া দেওয়ায় তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছিল। সাধারণ লোক সংসারসুখটাকে খুব বড় বলিয়া মনে করিয়াছে। তাহাদের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভু সংসার-ত্যাগের লীলা করিয়াছিলেন। মনুষ্য-জাতি যে-সমস্ত কার্য্যে দিন কাটাইয়া দিতেছে, তাহাতে তাহাদের সময়টা বৃথায় কাটিয়া যাইতেছে। কেবল জাগতিক-নীতি-গুলি মাত্র পালন করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইব, ইহা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। গৌড়মণ্ডল প্রবর্ত্তকের ভূমিকা, ক্ষেত্রমণ্ডল সাধনের ভূমিকা এবং ব্রজমণ্ডল সাধ্যের ভূমিকা।

এখানকার লোকের ধারণা—কেবল ভোগ; আমি ভোগী আর জগতের সমস্ত বস্তু আমার ভোগের বস্তু! কিন্তু বৈকুণ্ঠের ধারণা—আমি শ্রীভগবানের সেবক, সেবা-ব্যতীত আমার অন্য কৃত্য নাই। কৃষ্ণই কামদেব, তিনিই একমাত্র উপাস্য বস্তু, তাঁহার উপাসনা করুন

শ্রীগৌরসুন্দরের "কৃষ্ণে মতিরস্তু" ব্যতীত অন্য আশীর্ব্বাদ নাই। কারণ কৃষ্ণে মতি হইলেই সমস্ত সুবিধা হইয়া যাইবে। মহাপ্রভু সকলকে বলিয়াছেন, "তোমরা একটু লঘু হও, গুরু হইও না, লঘু হইতে পারিলেই গুরু হইতে পারিবে।" এইরূপ আশাবন্ধ লইয়া চলিতে থাকুন। "আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নাম-গানে সদা রুচিঃ" চতুর্ব্বর্গ লাভে যে সমস্ত চেষ্টা সেগুলি ঠিক আলেয়ার জানিবেন; তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবেন না।

হরিভক্ত হইবার যদি বাসনা থাকে বা হরিভজন করিবার ইচ্ছা হয়, তবে মহাপ্রভুর উপদিষ্টভাবে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" হরিভজন করিতে হইবে। সংসারে যে দৃষ্টিতে অন্য লোক দেখিতেছে, সেই দৃষ্টিটা আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে। সংসারে আমরা যাহা কিছু দৃষ্টি করি, সকলই ভোগনেত্রে দর্শন করি। সেই ভোগ-চক্ষু পরিত্যাগ করিয়া সেবার চক্ষুতে সমস্ত বস্তু দর্শন করিতে হইবে—সকলকেই হরিসম্বন্ধি-বস্তু বলিয়া দর্শন করিতে হইবে। নিরন্তর ব্রজ-বাস করা দরকার; অন্তঃকরণই ব্রজ। যাহাতে ভোগ-পিপাসা বৃদ্ধি করে, জানিবেন তাহাতেই আমাদের ক্লেশবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য জগৎ ভোগের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে। আমাদের তীর্থ-মহারাজ সেই ভোগের রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভোগের রাজ্যে ভোগিকুলের কার্য্যাবলী তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন। এসব বিষয়ে তিনি আমাদিগকে আলোকিত করুন। তিনি আমাদের সতীর্থ; সতীর্থ বলিতে সমতীর্থ বুঝায়, সমতীর্থ অর্থাৎ আমাদের যাহা উদ্দেশ্য, তাঁহারও সেই উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের এই চোখের দেখাটা কি করিয়া ছুটিবে? গুরুর নিকট বাস করিতে পারিলে এই চোখের দেখাটা ছুটিয়া যাইবে।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অজ্ঞানচক্ষু দূরীভূত হইয়া জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া যায়। রাধিকার আনুগত্যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করুন। গৌরসুন্দরের সেবা করা বলিতে তাঁহার উপদেশ মত—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥"

—জীবের মঙ্গল করা। জীবের মঙ্গল বলিতে, তাহার মধ্যে আমার নিজের মঙ্গল অন্তর্নিহিত। নিজে কখনও গুরু হইতে চাহিবেন না। যাঁহারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা নিশ্চয়ভাবে ইহা জানিয়া রাখুন যে, হরিসেবা-ব্যতীত মঙ্গললাভের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকে যৌগিক সুখ বলিয়া মনে করিবেন না। "সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম," সেই শ্রীনামই সংসার মোচনের জন্য চতুর্থ্যন্তপদের সহিত নমঃ-শব্দ-সংযোগে মন্ত্ররূপে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৹
কাটারিভোগ	৫৷৹—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৩৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।৹	।৵৹	।৵	।৹
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷৹	১৷৹	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	৩৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲,এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲, অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৫৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যাগক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্যনিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫৭,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-পরায়ণ দৈনিকের একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৪ ২১২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সীতাকুণ্ডে রাসপূর্ণিমা মেলা

চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনসাধারণের অবগতির জন্য এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে হিন্দুদের তীর্থস্থান সীতাকুণ্ডে আগামী ২০শে ও ২১শে নবেম্বর রাসপূর্ণিমা মেলা উপলক্ষে যাহাতে জনসাধারণ মেলায় যোগদান করিবার সুযোগ পায়, তজ্জন্য ১৯শে নবেম্বর সূর্য্যাস্ত হইতে ২৩শে নবেম্বর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সীতাকুণ্ড থানার সমগ্র এলাকার মধ্যে হিন্দু ভদ্রলোক যুবকদের উপর সান্ধ্য আইন স্থগিত থাকিবে।

শূকর বধে বিপত্তি

গত ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার সকালে শ্রীহট্ট মুন্সীবাজার উবাহাটা মৌজায় একটি বৃহৎ শূকর দেখিতে পাইয়া) উহা রাত্রিকালে পাহাড় হইতে গ্রামে আসিয়াছিল) উহাকে বধ করার জন্য গ্রামবাসীরা তাড়া করে। শূকরটা দৌড়িয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরপুর মৌজার হারান খাঁর দীঘিতে পড়িয়া গেলে, নলিনীমোহন পাল নামক একব্যক্তি একাই প্রথমে উহাকে আঘাত করে, কিন্তু শূকরটি আঘাত খাইয়া ঐ লোকটিকে আক্রমণ করিয়া হাত, পা, মাথা প্রভৃতি স্থান ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছে। মুন্সীবাজারের ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছেন, বাঁচিবার আশা আছে।

রাজবন্দীকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ

রাজবন্দী ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি ২১২ ধারানুসারে ঢাকার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বাঁড়ুয্যে, শ্যামাপ্রসন্ন বাঁড়ুয্যে, রুদ্রনারায়ণ দত্ত, রমানাথ রায়, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, সুধাংশু ভূষণ চৌধুরী, সুশীলরঞ্জন বসু, সুবোধচন্দ্র দাস, হীরালাল চক্রবর্ত্তী, পরেশ মুখুজ্যে ও পবিত্র বাঁড়ুয্যেকে বিভিন্ন তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে আদালতে হাজির করা হইলে ২৬শে তারিখ পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

রাজবন্দী ধনেশ ভট্টাচার্য্যকে আদালতে হাজির করা হইলে ২১শে তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি হাজতবাসের আদেশ হয়।

দেওভোগ গুলী মারার জের

দেওভোগের হীরেন্দ্রমোহন শুক্রের হত্যাসম্পর্কে গত ৭ই অক্টোবরে ধৃত ৫ জন যুবককে ঢাকা সেনট্রাল জেলে আটক রাখা ৯ই নবেম্বর হইয়াছিল ঢাকার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের প্রত্যেককে ৫০০৲ টাকা করিয়া ২টী জামীনে মুক্তিপ্রদান করিতে আদেশ দিয়াছেন। তদনুযায়ী ঐদিনে বারীন্দ্রকুমার দত্ত, সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত ও পয়েন্টসম্যান ঘোষ জামীনে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অধীর চন্দ্র ঘোষ ও পয়েন্টসম্যান বশিষ্ঠের জন্য কেহ জামীন না হওয়ায় তাহাদিগকে পুনরায় ঢাকা জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

স্বভাব দুর্ব্বৃত্তের ছাপ মারা

কালু ডোমের নাম স্বভাবদুর্বৃত্ত আইনানুসারে ২৪ পরগণা জেলায় মহকুমা বারাসতে রেজিষ্ট্রী করা আছে। কালু কিছুকাল পূর্ব্বে অন্তর্দ্ধান হয়।

গোয়েন্দা পুলিশ তাহাকে খড়দহে গ্রেপ্তার করিয়াছে; গ্রেপ্তারের সময় তাহার সঙ্গে সিঁদ কাটিবার অস্ত্র ছিল।

যুক্ত প্রদেশের বস্তীতে স্বভাবদুর্বৃত্ত আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী করা পাঁচজন লোক তথা হইতে উধাও হয়। খবর পাওয়া যায় যে, তাহারা কলিকাতা ও হাওড়ায় লুকাইয়া আছে। গোয়েন্দা পুলিশ তাহাদের মধ্যে লোকাই খাতিক ও গঙ্গাদীনকে কলিকাতায় এবং বুদ্ধুকে হাওড়ায় গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গঙ্গাপ্রাপ্তি

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পি এন রায়ের ভ্রাতা ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাসের ছাত্র পূর্ণেন্দু প্রকাশ রায় বারানসীর শিবালয় ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। প্রবল স্রোতে তিনি ভাসিয়া যান। তাঁহার উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। পরদিন মণিকর্ণিকঘাটে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

সিরাজগঞ্জ-মহাদেবপুর রেলপথ

১০ই নবেম্বর প্রাতঃকালে সিরাজগঞ্জ মহাদেবপুর লাইন খোলা হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ জগন্নাথগঞ্জ মেল ষ্টীমার আবার ঐ দিন হইতে চলাচল আরম্ভ করিয়াছে। উক্ত ষ্টীমারের সহিত কলিকাতা হইতে যে ২৭নং আপ ট্রেণ আসে, তাহার যোগাযোগ রহিয়াছে।

এই ব্যবস্থায় কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে সরাসরি যাইবার পথে যে সকল অসুবিধা ছিল, তাহা দূরীভূত হইয়াছে।

সীতাবলদি রোডে বোমা বিস্ফোরণের জের

সীতাবলদি মেন রোডে সম্প্রতি যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে। তৎসম্পর্কে এপপাস্ত নরদেও, রাজলিঙ্গম, রেড্ডি, নাগ নানা মারাঠি, বালকৃষ্ণ রাজানী তেলেঙ্গা ও রামকান্ত কেণোত্ত—এই ৪ব্যক্তি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ ধারার সহিত গঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৮৬ ও ১২০ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

১০ই নবেম্বর সমস্ত আসামীকেই সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বিজবীর এজলাসে হাজির করা হয় আরও তদন্ত সাপেক্ষ তিনি তাহাদিগকে পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

নওযোয়ান ভারতসভার দণ্ডিত কর্ম্মীবৃন্দ

অমৃতসরে নওযোয়ান ভারতসভার যে ৭ জন কর্ম্মীকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহারা দায়রা জজের আদালতে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে, দায়রা জজ তাহাদের দণ্ডকাল হ্রাস করিয়া ৯ মাসের স্থলে ৩ মাস করেন এবং জামিনের আদেশ নাকচ করিয়া দেন।

ব্রহ্মবিদ্রোহীর দণ্ড মকুব

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, সপারিষদ ব্রহ্মলাট যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দী নাগা থাৎ হতোয়ার দণ্ড মকুব করিয়া দিয়াছেন।

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিযোগে থারওয়াডির স্পেশ্যাল জজ ১৯৩২ সালের মার্চ্চ মাসে উক্ত বন্দীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। নাগা থাৎকে বর্ত্তমানে ইনসিন জেলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটি

বিশ্বস্তসূত্রে জানা যাইতেছে যে, সাউথ নির্ব্বাচন মিউনিসিপ্যালিটির (বেহালা) ট্যাক্স আদায় বিভাগের ক্ষমতা, মিউনিসিপ্যাল আইনের ৫৫০ (২) ধারা মতে কেন রদ করা হইবে না, দুই মাসের মধ্যে জানাইবার জন্য উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের নিকট বাঙ্গলা সরকার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

'জন্মভূমি' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা নাকি তার করিয়াছেন যে, জয়েণ্ট পালিয়ামেণ্টারি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরই কংগ্রেস এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আপোষের কথা আরম্ভ হইবে। রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরই গান্ধীজী এবং লর্ড উইলিংডনের মধ্যে সাক্ষাৎকার হইবে। এজন্য বিশিষ্ট মধ্যস্থগণের মারফতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

দেওভোগ গুলীর মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শ্রীমতিলাল মল্লিকের পিতা শ্রীযুক্ত রাজকুমার মল্লিক সম্প্রতি তাঁহার পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিয়া সম্রাটের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা বড়লাটের মারফতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, বড়লাটের পক্ষ হইতে এই আবেদন খানি রাজেন্দ্রবাবুর নিকট ফেরত পাঠান হইয়াছে এবং জানান হইয়াছে যে, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টই এরূপ দরখাস্ত পাঠাইবার অধিকারী, বড়লাট নহেন। ইতোমধ্যে রাজেন্দ্রবাবু বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের জুডিসিয়াল সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি যেন মতিলালের ফাঁসি স্থগিত রাখেন। কারণ মতিলালের পক্ষ হইতে প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করার চেষ্টা হইতেছে।

টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, জাপানী বিপ্লবীদের জনসাধারণের উপর বিপুল প্রভাব তাহাদের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাহারা কয়েকজন মন্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে। কোনও ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে কয়েকজন বিপ্লবীর বিচার চলিতেছে। তাহাদিগকে যাহাতে লঘু দণ্ড দেওয়া হয় সেজন্য সমগ্র দেশ হইতে নাকি দাবি করা হইয়াছে, যুক্তি—আসামীগণ "স্বদেশপ্রেম দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল।" হাজার হাজার লোক এই মর্ম্মে আদালতে লিখিত আবেদন উপস্থাপিত করিয়াছে। তরুণ জাপান সঙ্ঘের প্রায় ৩০০ জন সদস্যের একটি রক্ত স্বাক্ষরিত আবেদন সঙ্ঘের প্রতিনিধি মিঃ গীচি ইজি চি গত ১৭ই অক্টোবর প্রভাতে বিচার সচিব মিঃ নাওকি ওকাদার নিকট উপস্থাপিত করেন। আবেদনে বলা হইয়াছে যে, ১৫ই মে ও রক্ত-রাত্রি সঙ্ঘ-ষড়যন্ত্র-মামলার আসামীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক। মিঃ গীচি ইজি চি বলেন, তরুণ জাপান সঙ্ঘের এক সাধারণ সভায় আবেদনটি গৃহীত হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার সংবাদ এই যে মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনিশ্চিত, কারণ নাসিম পাশা যে সকল সর্ত্তে প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াছিলেন রাজা ফুয়াদ ঐসকল সর্ত্তে সম্মত হন নাই। নাসিম পাশা দাবী করিয়াছিলেন, পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলে এবং শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের অনুমতি দিলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণে সম্মত আছেন। জনসাধারণ নাসিম পাশার এই সকল দাবী সমর্থন করে।

ফ্রান্সের গত ৯ই নবেম্বর ফ্লাদাঁ মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশন হয় এবং এই অধিবেশনে মন্ত্রিসভার প্রাথমিক কার্য্য, অর্থাৎ অর্থসঙ্কট নিবারণের উপায় আলোচিত হয়। মন্ত্রিসভা একটি সাব কমিটি গঠন করিয়াছেন। অর্থসঙ্কট নিবারণের জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন আবশ্যক, এই সাব কমিটি তৎসম্পর্কে নির্দ্দেশ দিবেন।

প্রকাশ, ফ্রান্সে বিদেশী শ্রমিকের আগমন বন্ধ করিবার দিকেই বিশেষ জোর দেওয়া হইবে। ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডুমার্গের নীতি অনুমোদন করিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাও স্থির করিয়াছেন যে, কোনও বে-সরকারী সদস্য বাজেটে ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে পারিবেন না। ফরাসী পার্লিয়ামেণ্টের উভয় পরিষদই বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার প্রস্তাব সমর্থন করেন

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের এক সংবাদে জানা যায় বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিযুক্ত তিনজন সদস্য লইয়া গঠিত সার কমিটি এখন রোম নগরে আছেন। সার কমিশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ নক্স কমিটিকে সার অঞ্চলে আন্তর্জ্জাতিক পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সার সম্বন্ধে জনমত নির্দ্ধারণের সুবিধার্থ এই ব্যবস্থার প্রস্তাব হইয়াছে।

চিত্তবিশ্লেষণে স্বাস্থ্যলাভ

(শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল)

মানুষ সংস্কারমুক্ত, open-minded, উদার ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হ'লে শুদ্ধদৃষ্টি হ'তে পারে না, আর দৃষ্টিশুদ্ধি না হ'লে, কোনও জিনিষ ভাল ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে তলিয়ে দেখার শক্তিলাভ হয় না। আর এই দর্শন নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত power of observation ঠিকমত বিকাশ লাভ করে না। দৃষ্টিশুদ্ধি না হ'লে চিত্তশুদ্ধি কি ক'রে হ'তে পারে?

কোনও ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে তার ওপর নিজের ভাল-মন্দ সকল বিষয়ে নির্ভর ক'রতে না পারলে, ব্যাধিমুক্ত মানুষের প্রকৃত দৃষ্টিলাভ ও স্বাস্থ্যলাভ হয় না। আর স্বাস্থ্যলাভ না হ'লে স্ব-এ দৃঢ়-স্থিতি বা আত্ম প্রতিষ্ঠা হয় না।

তাই রোগবিমুক্ত হ'তে হ'লে, আমাদের কর্ত্তব্য চিকিৎসকের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থাপন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রাণপণ যত্ন করিয়া রোগীকে আরোগ্য করেন, কিন্তু ব্যাধির কারণ, বা বীজ তাঁহারা দেহ মন হইতে সমূলে ধ্বংস করিতে পারেন না।

রোগীকে আসক্তি ও অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা করিয়া, তাহাকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় দেওয়াইয়া, লোভনীয় পদার্থ হইতে আত্মরক্ষার উপায় শিখাইয়া, চিত্তবিশ্লেষণ দ্বারা তা'র ব্যাধি সম্যক্ নিরাকরণ ও বিমোচন ঘটান যাইতে পারে।

চিত্ত বিশ্লেষক চিকিৎসক কর্ত্তৃক রোগীর চিত্ত-বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক দুরারোগ্য ও জটিল ব্যাধির উপশম করা যাইতে পারে। চিত্ত-বিশ্লেষণ সম্মোহন-বিদ্যা বা Hypnotism নহে। সম্মোহন বিদ্যায় একের ইচ্ছাশক্তি অপরের অভিভূত মনে ক্রিয়াশীল হয়। এই বিদ্যায় বহুবিধ ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ইহার প্রয়োগে মনের অসুস্থতার সাময়িক নিবৃত্তি ঘটে মাত্র, রোগ একেবারে নির্ম্মূল হইতে পারে না। অধিকন্তু রোগীর অব্যক্ত মন দূষিত হইয়া পড়ে। চিকিৎসকের মনের প্রভাবে রোগীর অব্যক্ত মন উদ্ঘাটিত হইতে পারে না, মনের আবর্জ্জনাগুলি মনের তলদেশে থাকিয়া যায়, জাগিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না।

চিত্ত-বিশ্লেষণে রোগীর মনের অবাধ স্বাধীনতা থাকা চাই, রোগীর আরোগ্য হইবার দৃঢ় ও ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা চাই। এই প্রণালী কোনও অলৌকিক যাদুবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রোগীর ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া ও ঐ শক্তির সাথে সাথে তাল রাখিয়া চলিতে হয় বলিয়া ইহাতে বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। স্বাধীন ইচ্ছা লইয়া বাধা-নির্ম্মুক্ত মন সহজ সরল বিশ্বাসে চিকিৎসকের নিকট গোপন কথা প্রকাশ করে। এমনি করিয়া মনের নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি জাগিয়া উঠে। অন্তরের রুদ্ধ বেদনাগুলিকে আবার নূতন করিয়া তাহার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়া, রোগী যখনই অনুভব করে, তখনই তাহার মন সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে।

রোগীর ভাল হইবার, সারিয়া উঠিবার দৃঢ় ইচ্ছা ও আকুলতাই রোগ নির্ম্মূল হইবার প্রধান সহায়ক; অনেক সময় বিরুদ্ধ ইচ্ছা বাধা দিয়া আরোগ্যের যে বিঘ্ন উৎপাদন করে। নীরোগ হইবার একটা গুপ্ত অনিচ্ছা আছে বলিয়াই আমাদের রোগ সারিয়াও সারিতে চাহে না।

মানসিক ব্যাধি ভিন্ন শারীরিক ব্যাধিতেও এই চিত্তবিশ্লেষণ-পদ্ধতির বিশেষ কার্য্যকারিতা দেখা যায়। আমাদের সর্ব্বপ্রকার পুরাতন ব্যাধির মূলে মানসিক অসুস্থতা থাকেই। ব্যাধি, মন হইতে শরীরে নামিয়া আসে। প্রথম অসুস্থ হয় মন, আর মনের অসুস্থতা ধীরে ধীরে শরীরের কোন বিশেষ অংশে সঞ্চারিত হয়। মনের গ্রন্থিগুলি স্নায়ু, মণ্ডলীর মধ্য দিয়া নানারূপে শরীরের নানা যন্ত্র আক্রমণ করিয়া রোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়। ক্ষয়রোগ, বাতব্যাধি, হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ প্রভৃতি রোগগুলি নিরুদ্ধ গ্রন্থিরই পরিণতি। অনেক সময় ব্যাধি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে, মনের গোপন গ্রন্থি ধরা পড়ে, কারণ নিরুদ্ধ গ্রন্থি নিয়ত মস্তিষ্কের উপর ক্রিয়া করিয়া শরীর ও মনের ও ব্যাধি আনিয়া দেয়।.. (মনের পথে)

বহুদিনের পুরাতন ব্যাধিতে রোগীর শারীরিক অসুস্থতা অপেক্ষা মানসিক দুশ্চিন্তাই অধিক। গোপন গ্রন্থিই মনের উপর ঐরূপ অবস্থার কারণ, একারণ পুরাতন রোগীর রোগ সারিয়াও সারে না।

এ অবস্থায় চিত্ত বিশ্লেষণ-প্রণালীর সাহায্যে রোগীকে রোগমুক্ত হইতে দেখা যায়। আদর্শ চিত্ত বিশ্লেষকের প্রতি শুধু প্রাণের একটা নিবিড় যোগ, আকর্ষণ বা গভীর টান্ থাকা চাই। চিত্ত বিশ্লেষণে রোগীর সমস্ত প্রবৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য হয়, এই গুলির মধ্যেই তাহার মন অসুস্থ ও বিকৃত হইয়া পড়ে।

রোগীই তাহার রোগ প্রতীকারের প্রধান অন্তরায় হয় যখন সে তাহার মনের ভাব-প্রকাশে বাধা দেয়। তাই রোগী ও চিকিৎসক—এই উভয়ের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। চিত্তবিশ্লেষকের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের উপরই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ নির্ভর করে।

রোগের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া চিত্ত-বিশ্লেষকের প্রতি অনুরাগে বিভোর হ'লে

(অতঃপর দ্বিতীয় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

(৪র্থ কলমের পর)

থাকলে, রোগীর রোগ অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

মানবের শরীর ও মনের যত কিছু ব্যাধি আছে, তাহা সারাইতে হইলে, তাহাকে আপনার ও আপনার ব্যাধির বিষয় ভুলিয়া, আদর্শ চিত্ত বিশ্লেষকের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগে আপ্লুত থাকিতে হইবে। এই প্রেমশক্তিই সমস্ত ব্যাধির বীজ দেহ মন হইতে ধ্বংস করিয়া তাহাকে চিরসুস্থতা ও সৌন্দর্য্যের বুকে শাশ্বতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। —বিবর্দ্ধন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ২৪শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৫ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ২১২শ সংখ্যা

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের জয়-জয়-কার

সাময়িক প্রসঙ্গ

—— :•: ——

মথুরায় গোবর্দ্ধন পূজা

গত ৭ই নভেম্বর তারিখ বুধবার শ্রীমথুরা ধামে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার উপলক্ষে অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পাঠকগণ অবগত আছেন, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা মেসার্স ও এন্ মুখার্জ্জি এণ্ড কোংর সত্ত্বাধিকারিগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন ও শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ তাঁহাদের পরিবারবর্গসহ ঊর্জ্জাব্রতকালে মথুরা-বাস করিবার জন্য এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিবার জন্য "গঙ্গা-ভবনের" অতি সান্নিকটেই বাস করিতেছেন। হরিকথামৃত পানে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, মানুষ মাত্রেরই বৈষ্ণবসেবা করা একান্ত প্রয়োজন। বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবায় দ্বারাই জীব নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। তাই তাঁহারা অন্নকূট-মহোৎসবোপলক্ষে "গঙ্গা ভবনে" বহু বৈষ্ণব সেবার জন্য একটী উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণবে তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। মথুরায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

ভরতপুর রাজ্যে প্রচার

গত ৯ই নভেম্বর শুক্রবার বেলা ১০টার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ৫।৬ জন ব্রহ্মচারি-সমভিব্যাহারে ভরতপুর রাজ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চেতনবাণী প্রচারের উদ্দেশে তথায় যাত্রা করিয়াছেন। গত ৩০।১০।৩৪ তারিখে অপরাহ্ণে ভরতপুর রাজষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রাও শ্রীযুক্ত রঘুবীর সিং বাহাদুর ভরতপুর (মথুরা হইতে ২৫।২৬ মাইল) হইতে শ্রীল প্রভুপাদের চরণ দর্শন এবং হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য "গঙ্গা-ভবনে" আসিয়াছিলেন।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাপ্রভুর দর্শন সম্বন্ধে শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রচার সাফল্য

— ::•:: —

সর্ব্বত্র সহানুভূতি—আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ

নিম্নলিখিত মর্ম্মে জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিন হইতে গত ১১ই নভেম্বর একটী তার প্রেরিত হইয়াছে :—

BY HIS DIVINE GRACE LECTURE ON MAHAPRABHU'S PHILOSOPHY IN THE BERLIN UNIVERSITY OF GERMANY BY SWAMI BON OF GAUDIYA MATH HAS BEEN SUCCESSFUL. SWAMIJI IS GETTING SYMPATHY FROM ALL QUARTERS WITH HOPEFUL FUTURE. SWAMIJI IS STARTING MONDAY MORNING TO LECTURE IN LEIPZIG UNIVERSITY IN THE EVENING.

—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের করুণায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক স্বামী বন কর্ত্তৃক জার্ম্মাণীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাপ্রভুর দর্শন-সম্বন্ধে বক্তৃতা সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। স্বামীজী সর্ব্বত্র সহানুভূতি লাভ করিতেছেন। স্বামীজী অপরাহ্ণে লিপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য সোমবার প্রাতে রওনা হইতেছেন।

সেবাবিগ্রহ প্রভুর পত্র

[শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবায় উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু মথুরা হইতে গত ৯ই নভেম্বর শ্রীমঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুসুম ব্রহ্মচারীকে যে পত্রখানা লিখিয়াছেন, তৎপাঠে সেবা-লালসা-যুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ উপকার হইবে বিবেচনায় তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। নঃ সঃ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মথুরা ৯।১১।৩৪

বৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক নিবেদন—

প্রভাতকুসুম,

অদ্য তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীল [illegible] আমরা একরূপ ভাল আছি। আশা করি কুশলে আছ। গুরুসেবাদ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের জন্য কষ্ট স্বীকার করিলে আমাদের ত্রিতাপকষ্ট দূরীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং নিষ্কপটে গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহ-বিশিষ্ট হইলেই আমাদের সুবিধা হয়। শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলময় ও পরমকরুণাময়। তাঁহার পাদপদ্মে কাঁদিয়া আর্ত্তি জানাইলে তাঁহার কৃপা সহজলভ্য হয়। তোমার দৈন্য ও সরলতা দেখিয়া বাসুদেব প্রভু ও আমরা আনন্দিত হইলাম। তোমার সেবা-প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ আনন্দিত হইলেন। তোমার নিষ্কপট সেবাবৃত্তি দেখিয়া আমাদেরও বিশেষ আনন্দ হয়। দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত সেবা করিতে করিতেই আমরা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা-সুখ দুঃখ পরম-সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ"—এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। গুরু-সেবা ব্যতীত জীবের আর গত্যন্তর নাই। আশা করি, তোমরা ঊর্জ্জাব্রত পালন করিয়া আনন্দানুভব করিতেছ।

হরিজনকিঙ্কর—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ দামোদর আদি কারণোদশায়ী ৪৩৮

গোপাষ্টমী ও গো সেবা

গতকল্য গোষ্ঠাষ্টমী বা গোপাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইয়াছিল। কার্ত্তিক মাসের গৌর বা শুক্লাষ্টমী গোপাষ্টমী নামে অভিহিতা। বাসুদেব পূর্ব্বে বৎসপ ছিলেন, ঐ দিবস গোপ হয়েন। যথা পাদ্মে—

শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা
গোপাষ্টমী বুধৈঃ।
তদ্দিনে বাসুদেবোঽভূদগোপঃ
পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ॥

এই দিনের কৃত্য সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

তত্র কুর্য্যাদ্ গবাং পূজাং
গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণম্।
গবানুগমনং কার্য্যং সর্ব্বান্ কামানভীপ্সতা॥

—সর্ব্বপ্রকার কামাভিলাষী জনগণ এই তিথিতে গোপূজা, গোগ্রাস-প্রদান, গো-প্রদক্ষিণ ও গবানুগমন করিবেন।

ঐসকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, গোপাষ্টমী তিথি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ে গোপাল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের গোষ্ঠলীলার উদ্দীপন করিয়া দেন। ব্রজের গো-সকলের কি ভাগ্য! স্বয়ং ভগবান্ গোপাল-মূর্ত্তিতে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা আমাদের গুরুবর্গ, তাঁহাদের সেবা লাভ করিতে পারিলে আমাদের জীবন ধন্য হইবে। ব্রজের গাভীগণ গবাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা অনুসরণক্রমে গোচারণ ও গো-সেবা করিলে, গবাদি নিজের ভোগে নিযুক্ত না করিয়া শ্রীগোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করিলে নিত্য আত্মকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। যাবতীয় জিনিষেরই শুদ্ধ সেবা হয়, যদি তাহা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অর্পিত হইয়া থাকে। গো-শব্দের এক অর্থ ইন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়গণদ্বারা সর্ব্বইন্দ্রিয়াধিপতি গোবিন্দের সেবা করিলে গো-সেবা হইয়া থাকে। সুধা, বাণী, গায়ত্রী প্রভৃতি অর্থেও গো-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুধা-অর্থে কৃষ্ণপ্রেম সুধাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। কৃষ্ণপ্রেম-সুধার সেবার অধিকারী হইতে পারিলে গো-সেবার চরমাবস্থা লাভ হয়। বাণী অর্থে নিরন্তর বৈকুণ্ঠবাণী বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিলে শুদ্ধ গোপূজা হইয়া থাকে। গায়ত্রীতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাধিদেবতার উপাসনা বিদ্যমান। সর্ব্বোপরি মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ও গোপীনাথের সেবায় গোপূজার চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয়। গোপাষ্টমী আমাদিগকে কৃষ্ণ-কার্য্য-সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক আদেশ করিতেছেন। তাঁহার করুণার এই মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

দাস গদাধর

গোপাষ্টমীর উদ্দীপনা লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গো-সেবা করিলে বস্তুসিদ্ধি-লাভের অধিকারী হওয়া যায়, এই শিক্ষা প্রদর্শন-কল্পে এই তিথিতে তিনজন মহাভাগবত বস্তুসিদ্ধিতে প্রবেশের লীলাভিনয় করিয়াছেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ—শ্রীল গদাধর দাস ঠাকুর, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীনিবাস আচার্য্য। শ্রীল গদাধর দাস সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

"শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজিগণের মুখে যেঁহ বোলাইল হরি॥"

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী যে-প্রকার শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ভাবকান্তি বা ভাব-বিগ্রহ, সেই প্রকার শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গকান্তি। শ্রীল দাস গদাধর 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' গৌরসুন্দরের দ্যুতিস্বরূপ। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে তিনি বৃষভানুনন্দিনীর বিভূতিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি গৌর ও নিত্যানন্দ উভয়ের গণেই গণিত হন। গৌরগণ প্রায়শঃ মধুররসের রসিক, আর নিত্যানন্দগণ শুদ্ধসখ্য-প্রধান সখ্যাদিরসের রসিক। শ্রীল দাস গদাধর প্রভু নিত্যানন্দগণে গণিত হইলেও সখ্যভাবময় গোপাল নহেন; তিনি মধুররসের রসিক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৩৪ শকাব্দায় যখন গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তিবাণী প্রচারের জন্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে নীলাচল হইতে তথায় পাঠান, তখন দাস গদাধর প্রভুকে ঐ প্রচারের একজন প্রধান সহায়রূপে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন।

শ্রীল দাস গদাধর সকলকেই হরিনাম করিতে উপদেশ করিতেন; কিন্তু গ্রামের কাজী কীর্ত্তন-বিরোধী ছিলেন। শ্রীল দাস গদাধর প্রভু তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য একদিন রাত্রিকালে সংকীর্ত্তনসহ তদীয় গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। উত্তরে কাজী বলিলেন—"আগামী কল্য 'হরি' বলিব।" তাহা শ্রবণে শ্রীল গদাধর প্রভু প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া বলিলেন—

* * " আর কালি কেনে।
এই ত' বলিলা 'হরি' আপন বদনে॥"

নীলাচল হইতে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী পথিমধ্যে শ্রীরাধার ভাবে মহা-অট্ট-অট্ট-হাস্য-সহ দধি বিক্রেত্রীর অভিনয়ে বাহ্য বিস্মৃত হইতেন; শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু তাহা দেখিয়াছেন। কখনও বা তিনি গোপীভাবে বিভোর হইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ কুম্ভসহ 'দুধ লইবে, দুধ লইবে' বলিয়া হাঁকিতেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখিতে পাই, মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যাইবার বাসনায় পাণিহাটীতে রাঘবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন, সেই সময় সংবাদ পাইয়া শ্রীল দাস গদাধর অতি সত্বর তথায় গমন করেন। মহাপ্রভুও অন্তরঙ্গ পার্ষদকে পাইয়া তাঁহার শিরে স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কৃপাদেশদ্বারা চিড়া দধি মহোৎসব করিয়াছিলেন, সেই সময়েও নিত্যানন্দ-সঙ্গী শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী তথায় ছিলেন।

শ্রীল দাস গদাধর প্রভু প্রথমতঃ নবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে দেখিতে পাই, মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার পর তিনি নবদ্বীপ হইতে কাটোয়ায় যাইয়া বাস করেন। তৎপরে কাটোয়া হইতে কলিকাতার ৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী-তীরে 'এড়িয়াদহে' আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এই গ্রামে তাঁহার ভবনে বালগোপালবিগ্রহ ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীদাস গদাধর প্রভুর সাহায্যে শ্রীমাধব ঘোষ এই গোপালের সম্মুখে দানখণ্ড' অভিনয়ের দ্বারা নৃত্যগীত করিয়াছিলেন। এড়িয়াদহে দাস গদাধর প্রভুর সমাধি বিদ্যমান

পণ্ডিত ধনঞ্জয়

পণ্ডিত শ্রীল ধনঞ্জয় নিত্যানন্দ গণে গণিত। তিনি ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'বসুদাম'-সখা। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

"ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥"

আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিতেছেন—

"নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥"

শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট শীতল-গ্রামে। এই স্থানটী বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানায় অবস্থিত। ইহার ডাক-ঘরের নাম কৈচর। বৰ্দ্ধমান হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যে রেল লাইন গিয়াছে, তাহাতে কাটোয়া হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী কৈচর ষ্টেশন অবস্থিত। এই ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরত্বের মধ্যেই শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শ্রীপাট।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, শ্রীপাটের দেবালয়টী খড়ের ঘরের; চারি-দিকে মাটির প্রাচীর। প্রবেশ-পথের বামদিকে একটী তুলসী-বেদী বিদ্যমান; প্রকাশ, ইহাই শ্রীল পণ্ডিতের সমাধি-বেদি। পশ্চিমদ্বারী গৃহের মধ্যে তাঁহার সেবিত শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগৌর-নিতাই ও শ্রীদামোদর বিগ্রহ আছেন।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের আবির্ভাব স্থান চট্টগ্রাম জেলার জাড়গ্রামে। তথা হইতে আসিয়া ইনি শীতলগ্রামে ও সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামে শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি কিছুদিন মহাপ্রভুর সহিত নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন করিয়া শীতলগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তথা হইতে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-দর্শনে গমন করেন। বৃন্দাবন যাইবার পূর্ব্বে বৰ্দ্ধমান মেমারি ষ্টেশন হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করিয়া স্বীয় প্রিয় শিষ্য দ্বারা তথায় শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন। এজন্য সাঁচড়াপাঁচড়া গ্রামকেও লোকে ধনঞ্জয়ের পাট বলিয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে এই গ্রামে শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কোন নিদর্শন নাই। শীতলগ্রামেই তাঁহার প্রধান শ্রীপাট। এই গ্রামে এক্ষণে যাঁহারা শ্রীপাটের সেবায়েত আছেন, তাঁহারা ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্যের বংশধর

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(১৭)

২২শে অক্টোবরের হরিকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

আপনারা রসযুক্ত—ভাবযুক্ত হউন; বেদসাররূপ প্রপক্বফল, আপনাদের জন্য আছে। চোখ দিয়া, নাক দিয়া, কাণ দিয়া রসগোল্লা খাইবেন না; জিহ্বা দিয়া আস্বাদন করুন। মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ শরীরের আলোচনা করুন্। মনুষ্য-শরীরের আলোচনায় ভোগ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলে কখনও 'স্ত্রী' হইয়া, কখনও বা পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করুন্, আপনাদের মঙ্গল হইবে। এইসকল কথা প্রচার করিবার জন্য মহাপ্রভু রূপ সনাতনকে এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। মূর্খ হইয়া যদি কুকুর, মানুষ প্রভৃতির সেবা করিতে থাকি, তবে মনুষ্য-জন্মটা বৃথায় চলিয়া গেল।

মহাপ্রভুর এই শ্লোকটী আলোচনা করুন্—"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ-কর্ম্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥" অর্থাৎ পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্মসকলে

ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নূতন-সজ-রস আস্বাদন করিতে থাকে। দেবতা, মনুষ্য, বৃক্ষ, প্রস্তর—যাহাই হইয়া থাকুন না কেন, যদি চিত্তচোর কৃষ্ণ কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তিনি বাহিরে যাহাই থাকুন না কেন, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তবে দেখুন মূলটা ভুলিবেন না।

ঐ শ্লোকটী বিস্তার করিয়া মহাপ্রভু আর একটী শ্লোক রচনা করিয়াছেন। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ" ইত্যাদি। আমরা বহির্জ্জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ প্রভৃতিতে বদ্ধ হইয়া আছি। কিন্তু বহির্জ্জগতের এই সমস্ত রসাদি হেয় ও অবর, এই বিষয় গুলিকে গ্রহণে আমরা এখানে বদ্ধ হইয়া গিয়াছি। কিন্তু যেখান হইতে মূল রস আসিতেছে, তাহা বুঝিতে হইবে। শ্রীমূর্ত্তি আমরা নিজে দেখিতে পাই না। নিজের যাহা স্বরূপ, সেই মূর্ত্তিতে যদি শ্রীমূর্ত্তির নিকট যাই, তবে তিনি আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন; নচেৎ রাবণের বেশে —র নিকট যাওয়া উচিত নয়। শ্রীমূর্ত্তিতে যদি আমাদের স্থূল বুদ্ধি হয়, তবে তাহা ভোগ হইয়া যাইবে, সেবা হইবে না। গোবিন্দকে নিজেরা দেখিবার চেষ্টা না করিয়া, তিনি যাহাতে আমাদের দেখেন, সেই রকম চেষ্টা করাই ভাল।

ভগবানের ভক্তের সেবা বাদ দিয়া যাঁহারা ভগবানের সেবা করিতে ব্যস্ততা দেখায়, তাহাদের সেইরূপ কার্য্য উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। বেগুণ গাছে জল দেওয়া, চাষ করা প্রভৃতি যদি ভক্তের আদেশ হয়, তাহাই ভগবানের সেবা বুঝিতে হইবে। ভক্তের সেবা করিতে পারিলেই ভগবানের সেবা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে মালী হইয়া বৃক্ষে জল সেচন করিবার আদেশ দিয়াছেন। হরিভজন করিতে করিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর দু'টাই পড়িয়া যায়। স্থূল শরীর পড়িয়া যাওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি, আর সূক্ষ্ম শরীর পড়িয়া যাওয়ার নাম স্বরূপসিদ্ধি। স্বরূপসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত বস্তুসিদ্ধির কোন আশা নাই। ভোগবুদ্ধি যদি না থাকে, তবে আর সংসারে আসিতে হয় না। বিপ্রলম্ভ বিষয়টা এমন নয় যে, বাহিরে বিপ্রলম্ভ দেখাইতেছি, কিন্তু ভিতরে ভোগটা পূর্ণ মাত্রায় আছে।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥"

— •—

কৃষ্ণপাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়া বাহিরের অর্থাৎ এই জগতের কথাতে বড় ব্যস্ত থাকিবেন না, ভিতরের কথাতেই ব্যস্ত থাকুন। রাধিকার চিত্তবৃত্তি কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। নিজে খাইব, নিজে ভোগ করিব—এই রকম বিচার নয়। কৃষ্ণ খাইবেন, কৃষ্ণের সুখ কিসে হইবে, সর্ব্বদা এই রকম বিচার। যাহাদের হৃদয় কৃষ্ণ-সেবা করিবে না, তাহারা এই সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিবে; সেই কৃষ্ণসেবা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করাই আমাদের দরকার। আমাদের ভালবাসাটা যদি ছেলে পিলেতে পড়িয়া থাকে, তবে কৃষ্ণ-ভালবাসাটা হয় না। মাতা যশোদা বা ব্রজের সকলের ভালবাসা কৃষ্ণের উপর পড়িয়াছে।

——

স্মার্ত্তগণের বিচারে—
"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন
সন্নিধিং কুরু॥"

অর্থাৎ গঙ্গা প্রভৃতির জল আমাদের পাপরাশি রাখিবার জিনিষ! বৈষ্ণবের বিচার সেইরূপ নহে; যমুনার জল, কদম্ব বৃক্ষ প্রভৃতি কৃষ্ণের ভোগ্য জিনিষ। পরম মুক্তকুল ভজনপ্রভাবে যমুনার জল, বালি, কদম্ব-বৃক্ষ প্রভৃতি হইয়া শান্ত-রসে কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। যমুনাতে অবগাহন করাটা আবশ্যকীয় ব্যাপার। এসব কথা চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ড হইতে আলোচনা করিবেন। তৃতীয় ব্যক্তির অভিনয় পূর্ব্বক মহাপ্রভু এসব কথা শিক্ষা দিয়াছেন। যদি গৌরসুন্দরের পাদপদ্মাশ্রয় ছাড়িয়া দেন, তবে সমস্ত গুলাইয়া যাইবে। বার্ষভানবীর দৃষ্টিপথে যদি চিরকাল থাকিতে পারেন, তবে কোনদিন কোন অসুবিধা হইবে না। বার্ষভানবীর অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাদৃষ্টি হইতে যাহাতে বঞ্চিত হইতে না হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ থাকিবেন।

গীতার শিক্ষা

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম

[ডাকযোগে বিলম্বে প্রাপ্ত]

(১)

বোম্বে থিওসফিক্যাল সোসাইটীর উদ্যোগে গত ৮ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ 'গীতার শিক্ষা'-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাপতি ছিলেন মিঃ ভি, ই, ডিপেরিয়া। বক্তৃতাটী বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ Balavatsky Lodge নামক সুপ্রশস্ত ও সুবিস্তৃত হলে হইয়াছিল। গৃহটী বক্তৃতা আরম্ভের বহু পূর্ব্বেই বিশিষ্ট শ্রোতায় পরিপূর্ণ হয়। স্বামীজী সদলে ঠিক ৬টা ৩০ মিনিটের সময় তথায় উপস্থিত হ'ন এবং তাঁহারা সুললিতস্বরে শুর্ব্বষ্টক ও নাম-সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রোতৃবৃন্দ গভীরমনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করেন।

— ——

কীর্ত্তনান্তে সভাপতি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে বলেন— "গৌড়ীয়মঠ বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। ভারতে ইহার ৪২টী কেন্দ্র ব্যতীত লণ্ডনেও একটী শাখা আছে। যে স্বামীজী আমাদের নিকট আজ কৃপাপূর্ব্বক 'গীতার শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবেন, তিনি গত ১॥ বৎসর-কাল লণ্ডনে অবস্থান করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শিক্ষাসমূহ কৃতিত্বের সহিত প্রচারপূর্ব্বক তথায় **'গৌড়ীয় মিশন'** প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মাননীয় মার্কু্ইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড মহোদয় উহার সভাপতি এবং লণ্ডনের অভিজাত-সম্প্রদায়ের শিক্ষিত জনগণ উহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ইহা নিশ্চয়ই ভারতের পক্ষে একটী মহা গৌরবের বিষয়। আরও গৌরবের বিষয় এই যে, যিনি বর্ত্তমানে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের রক্ষক, সেই বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ জার্ম্মাণীর প্রেসিডেন্ট চ্যান্সেলার ও রিচ্ ফ্রায়ার হার হিট্লার কর্ত্তৃক সরকারীভাবে (Officially) নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। মাননীয় হার হিট্লারের স্বামীজীকে নিমন্ত্রণের কারণ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য স্বামীজীর নিকট হইতে জানা। স্বামীজী শীঘ্রই জার্ম্মাণীতে যাইবেন। তথায় বহু সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। তাঁহারা ভারতীয় দর্শন আলোচনায় বড়ই উৎসুক। স্বামীজী তাঁহাদের নিকট ও অন্যান্য শিক্ষিত-জনগণের নিকট গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের বিষয় বর্ণন করিবেন।"

——

সভাপতি মহোদয় শ্রীপাদ তীর্থ মহা-রাজের পরিচয় প্রদানান্তর আসন গ্রহণ করিলে বক্তা শ্রোতৃবৃন্দের হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হন। তাঁহার তেজঃ-পুঞ্জ-বিভাসিত বিগ্রহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার হাসিমাখা বদনমণ্ডল সকলের চিত্তে এক অমল আনন্দের উৎস প্রবাহিত করে। স্বামীজী শ্রোতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্ম— "হে শ্রোতৃবৃন্দ! আমি আমার নিজের আধ্যক্ষিক চেষ্টায় গীতার প্রকৃত শিক্ষালাভে সমর্থ হই নাই। আমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপস্থিত হইলে তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট ঐ বিষয় ক্রমাগত বহু বৎসর কীর্ত্তন করিয়াছেন। নিত্যমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় যাহা জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট আজ কীর্ত্তন করিব।

"গীতা যাবতীয় বেদের নির্য্যাস এবং উপনিষদ্গণের মুকুটমণি। (স্বামীজী এতদ্বিষয়ে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলেন) সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত অপ্রাকৃত বাণীই গীতা। আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভগবান্ ও জড় জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইবার জন্যই আমরা শ্রীশ্রী-ভগবদ্গীতা আলোচনা করিব, কিন্তু কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আমরা এই অপ্রাকৃত-গীতার শিক্ষামালা শ্রবণের অধি-কারী হইতে পারি? বিভিন্ন টীকাকারগণ গীতার বহু ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। নিজে চেষ্টা করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলে ঐসকল টীকাটিপ্পনী পাঠে কি আমরা গীতার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারিব? নিশ্চয়ই নহে। গীতার মর্ম্ম জানিবার উপায় স্বয়ং গীতাই কীর্ত্তন করিয়াছেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণি-পাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" যদি আমরা গীতা জানিতে চাই, যদি আমরা গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারেই তাহা জানিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত গীতার অর্থ হৃদয়ে বোধগম্য হইতে পারে না। প্রণিপাত বলিতে লৌকিক শিষ্টাচার প্রদর্শন নহে—আত্মসমর্পণ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের কেনা গোলাম হওয়া যাওয়া। তিনি যাহা আদেশ করেন, নিজের প্রাকৃত-চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া তাহাই অনুসরণ করা। আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত গীতার শিক্ষা বা ভগবানের উপদেশামৃত জানিবার উপায় নাই বলিয়াই ভগবচ্চরণে নিত্য-প্রণত শ্রীঅর্জ্জুন আমা-দিগকে প্রপত্তি-স্বীকারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—"**শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।**"

"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম অর্জ্জুনের হৃদয়ে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্বস্বরূপোপলব্ধি। এই স্বস্বরূপোপলব্ধির বিচারে আমরা দেখিতে পাই, আমরা কিছু পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ বা মনবুদ্ধি-অহঙ্কার-রূপ সূক্ষ্ম-দেহ নহি। আমরা আত্মবস্তু, যে আত্মবস্তু ছেদন করা যায় না বা বিনাশ করা যায় না—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য
এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥"

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট ঐ
৬। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৭। শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। তেঘরিয়া কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কাঁথালী।
১১। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদক্রমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৭। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—কটক।
২৬। শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্গদ্বার, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কারিগপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নবকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রেক্টার রোড, ছোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। অমাব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খগোলরোড মিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। কুঞ্জকুটীর মঠ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। ঢাকা গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। ভাষাসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষা-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৭। দ্বাদশ-আলবর ।০
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
১১। ভজন-রহস্য
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ৷৷০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৭। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১৮। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২২। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৭। গীতমালা ৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩২। শরণাগতি ৴০
৩৩। গীতাবলী ৴০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩৫। সাধনকণ ৴০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৭। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪১। অর্চ্চনকণ ৵১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫৫। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬১। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ ।০
৬৩। নামভজন ।০
৬৪। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৶০
৬৫। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৬৬। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৭। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উদ্বোধন ৴০
৬৮। দি ভাগবত ।০
৬৯। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৩। সাধন-পথ ।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৫। গীতাবলী ৴০
৭৬। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে দক্ষ হউন। এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ, মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রভৃতি গ্রন্থের অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেক্‌সন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুণ, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

সুপ্রসিদ্ধ কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

বাদশাভোগ	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সফেদ)	৪৵০
মোটা বাঁকতুলসী (সফেদ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৮৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪।৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷০	৷৵০	৷৵	৷০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ১৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৯	৭—১৬,	৯—৫৬	১৫—৬	১৭—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	● ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	● ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	● ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	● ১১-৩৬	১৫-৩০ +	● ১৮-৩৬ ●	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

● চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৩৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৮০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কবাগক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট্য পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1554

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া-জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪১, ১৬ই নভেম্বর ১৯৩৪ [২১৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মাতাহাতীর দুর্দ্দশতা

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এল্লেপির এক সংবাদে প্রকাশ যে, ৪জন কুলী (তন্মধ্যে ৩জন স্ত্রীলোক) এক উন্মত্ত হস্তী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। হাতীটী গত রবিবার রাত্রে গ্রামে প্রবেশ করে। আরও তিন জন গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে।

এইরূপ দুঃসংবাদে আমাদের অনেকেরই গাত্রকম্প উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু ইহা হইতেও গুরুতর সংবাদ এই যে, আমরা মানবমাত্রেই প্রায় এইরূপে প্রত্যহ মন-মাতাহাতীর সুদুর্দ্দম অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত—হতবিধ্বস্ত হইতেছি। অথচ সে সংবাদে আমরা মোটেই বিচলিত নহি; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!

শেঠজী ও পণ্ডিতজীর কুকীর্ত্তি

হাওড়ার রেলওয়ে পুলিশের ইন্স্পেক্টর হেমচন্দ্র মুখুয্যে কাশীতে জগন্নাথ আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। উক্ত লোকটিকে কতকগুলি প্রতারণার মামলা সম্পর্কে খোঁজ করা হইতেছিল।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, দুইজন পশ্চিমা বহু তীর্থযাত্রীকে প্রতারিত করিয়াছে। তাহারা তীর্থযাত্রীদের নিকট শেঠজী ও পণ্ডিতজী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং তাহারা ভারতের বিভিন্ন তীর্থ দর্শনে বাহির হইয়াছে বলিয়া তীর্থযাত্রীদের নিকট বলে। শেঠজী ও পণ্ডিতজী সাধারণতঃ গয়া, কাশী, প্রয়াগ ও অন্যান্য স্থানের তীর্থযাত্রীদের সহিত পরিচয় করিত। প্রকাশ, পণ্ডিতজী তাহার সঙ্গে কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রাখিত এবং তীর্থযাত্রীদের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইত এবং বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য তীর্থযাত্রীদের নিকট পৌরাণিক গল্প বলিত। তৎপর হাওড়া পৌঁছিয়া বি এন রেলওয়ে পুরীর গাড়ীতে চাপিবার পূর্ব্বে তাহারা তাহাদের জিনিষপত্র তীর্থযাত্রীদের নিকট রাখিয়া গিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত। তৎপর স্নান করিয়া আসিয়া তীর্থযাত্রীদিগকে শেঠজী ও পণ্ডিতজীর হেফাজতে তাহাদের জিনিষপত্র রাখিয়া গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতে বলিত। তীর্থযাত্রিগণ স্নান করিয়া আসিয়া পণ্ডিতজীকে এবং শেঠজীকে আর দেখিত না। প্রকাশ তাহারা এইভাবে তীর্থযাত্রীদের ৭০০০৲ টাকা মূল্যের জিনিষপত্র প্রতারণা করিয়া লইয়া গিয়াছে।

বিশ্বাস ভঙ্গের মামলা

গত শনিবারে গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস সেনের এজলাসে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল ইম্মিউনিটী লিমিটেডের করওয়ার্ডিং ক্লার্ক হরিদাস বাঁড়ুয্যে এবং অডিটর সুরেশচন্দ্র বাড়ুয্যের বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল করিয়াছে। আসামীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ৪৭,৮৬০ টাকা সম্বন্ধে বিশ্বাসভঙ্গের, জালিয়াতী, জাল দলিলপত্র ঠিক বলিয়া ব্যবহার করা এবং ঐ সব অপরাধের অনুষ্ঠান পরস্পরকে সাহায্য ও প্ররোচনা প্রদানের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

উক্ত কোম্পানীর একাউন্টেন্ট মনোমোহন মুখুয্যেও উক্ত মামলার আসামী ছিল। গ্রেপ্তারের পর সে মারা যায়।

প্রথম আসামীকে হাজতে রাখিবার এবং দ্বিতীয় আসামীকে ১০,০০০ টাকা জামিনে মুক্তি প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়।

তুলার কলে ধর্ম্মঘট

আমেদাবাদ জিনিং মিলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করায় কর্ত্তৃপক্ষ মিলটি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নোটিশ প্রত্যাহার করিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া এক নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। নূতন ও পুরাতন শ্রমিকদের মধ্যে যাহাতে কোনও হাঙ্গামা না বাধিতে পারে তজ্জন্য পুলিশ ব্যবস্থা করিতেছে।

শোচনীয় মৃত্যু

বাঙ্গালোরের অনন্ত আয়েঙ্গার নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক এক ভারতীয় যুবক খেলোয়াড় ব্যাভেরিয়ার অন্তর্গত ক্রোটেন কোপের স্কী খেলার মাঠে ঝড়ে প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গত ৮ঠা নবেম্বর অপরাহ্ণ কালে তথায় তাহাকে দেখা যায়। তারপর তাহার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। তাহার অনুসন্ধানের জন্য একটী দল গঠন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

মিঃ আয়েঙ্গার মিউনিক টেকনিক্যাল ইউনিভারসিটীর ছাত্র ছিলেন। জার্ম্মানীতে তিনি দুই বৎসর ছিলেন, কিন্তু ভাল স্কী খেলিতে জানিতেন না।

সাতশত ধীবরের ঝটিকাবর্ত্তে জীবনোৎসর্গ

৩০শে নবেম্বর কোরিয়ার উপকূল ভাগ হইতে কিছু দূরে সমুদ্র মধ্যে বহু ধীবর মাছ ধরিতেছিল। এমন সময় প্রবল ঝড় উঠে। ধীবরগণের নৌকাগুলি ইহাতে বিপন্ন হয়। সাত শত ধীবরের কোনই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

ভারতীয় বৈমানিকের বিপদ

গত ১১ই নবেম্বর দিল্লী বিমানঘাট ত্যাগ করার সময় এক দুর্ঘটনার ফলে ফ্লাইট লেফ্টেনান্ট বয়েল এবং ভারতীয় সেনা-বিভাগের লেফ্টেনান্ট মিশ্রীচাঁদ সাংঘাতিক আহত হইয়া উইলিংডন নার্সিং হোমে আছেন। তাঁহাদের শরীরের নানা স্থানে কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিমানখানি উড়িবার মুখে ইঞ্জিন বিকল হইয়া যাওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বিমানখানি বিনষ্ট হইয়াছে।

লেঃ মিশ্রীচাঁদ ইণ্ডিয়ান সিভিলসার্ভিসের পরলোকগত দেওয়ান টেকচাঁদের পুত্র। তিনি গতবার বড়লাটের কাপের জন্য বিমান প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

দণ্ডান্তে মুক্তিলাভ

আরামবাগের বিশিষ্টকংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিত্র দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া গত ২রা নবেম্বর মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, শ্রীযুক্ত মিত্র ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম-ভাগে অস্ত্র আইন অমান্য করিবেন বলিয়া আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়াছিলেন, তৎপর তাঁহাকে অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) এবং বঙ্গীয় জনরক্ষা আইনের ২৩ ধারা অনুসারে উক্ত সালের ১৩ই ডিসেম্বর উপরিউক্তরূপ দণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল।

জেলে থাকাকালীন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁহার ৩০ পাউণ্ড ওজন হ্রাস হইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৪১

"ডেলী হেরাল্ড" পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতার বিমানডাকে প্রেরিত সংবাদ প্রকাশ, ১৮ মাস আলোচনার পর ভারতীয় শাসন সংস্কার সম্পর্কে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির কাজ শেষ হইয়াছে। রক্ষণশীল দলকে খুসী করিতে যাইয়া তাঁহারা নাকি গোঁড়াদের এমন কতকগুলি দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যাহার প্রতিক্রিয়া ভারতের পক্ষে অত্যন্তই প্রতিকূল হইবে।

*　　*　　*

প্রকাশ যে, রিপোর্টে যে সমস্ত অতিরিক্ত রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে হোয়াইট পেপারের আইন ও শৃঙ্খলাসম্পর্কিত ধারাগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে এবং "বিপ্লববাদ" ও রাজনৈতিক অপরাধের প্রতিবিধান করিবার জন্য পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ক্ষমতা সংরক্ষিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে পরোক্ষ নির্ব্বাচন হইবে। পেন্সন ইত্যাদির জন্য আভ্যন্তরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বড়লাটকে আরও অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

*　　*　　*

প্রকাশ, রিপোর্টের প্রধান প্রস্তাবগুলি হোয়াইট পেপারকে ভিত্তি করিয়াই করা হইয়াছে। তাহার প্রধান বিশেষত্বগুলি এই—

বিভিন্ন প্রদেশ ও যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য যোগদান করিবে তাহাদিগকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হইবে।

পুলিশ ও সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ পাঁচ বৎসরের জন্য ভারত সচিবের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। তারপর ভবিষ্যৎ নিয়োগ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি অনুসন্ধান হইবে।

সরকারী কর্ম্মচারী, সংখ্যালঘিষ্ঠগণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য বড়লাটের উপর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের মারফতে [illegible] অর্পণ করা হইবে। [illegible] কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং শেষ ক্ষমতা বড়লাটের হাতে থাকিবে

[illegible] পড়িলে গোলমাল দ্বারা শাসন করিবার জন্য বড়লাটকে শেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে।

বোম্বাইএর "জন্মভূমির" লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা নাকি তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ জেনারেল স্মাটসকে বে-সরকারী ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে গান্ধীজী স্মাটস সাক্ষাৎকার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা হইতেছে। রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে গান্ধীজীর অবসর গ্রহণের ফলে এই পথ অধিকতর সুগম হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়।

গত ১১ই নবেম্বর যুদ্ধ বিরতির স্মৃতি উপলক্ষে লণ্ডনে মৃত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের উপর মাল্যদান করা হইয়াছে। আবহাওয়া বেশ ভাল ছিল বলিয়া স্বয়ং রাজা পঞ্চম জর্জ্জ, যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস এবং ডিউক অব ইয়র্ককে সঙ্গে লইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু লোক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

*　　*　　*

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ফিল্ড মার্শালের পোষাক পরিয়াছিলেন। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস এবং ডিউক অব ইয়র্ক নৌসৈনিকের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাগ্রে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ, মৃত সৈনিকবর্গের সমাধিস্তম্ভের উপর মাল্যদান করেন। অতঃপর প্রধান মন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণও স্তম্ভের উপর মাল্যপ্রদান করেন।

উপনিবেশের সদস্যগণও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। রাণী এবং ডিউক অব ইয়র্কের পত্নী হোম অফিসের জানালা দিয়া এই অনুষ্ঠান দর্শন করিয়াছিলেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারতের হাই কমিশনার স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতি সৌধের উপর একগাছি মালা প্রদান করিয়াছিলেন।

রবিবার কলিকাতায় যুদ্ধবিরতি দিবসের উৎসব যথারীতি প্রতিপালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ময়দানের স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে সৈন্যদের কুচ কাওয়াজ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মাননীয় বাঙ্গলার গবর্ণর এবং মেজর জেনারেল হাডেলষ্টন (আসাম ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমাণ্ডার) ময়দানের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সামরিক কায়দায় তথায় অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

*　　*　　*

ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ হইতে বেলা ১১টার সময় একটি ও ২ মিনিট পরে আর একটি তোপ দাগিয়া যুদ্ধবিরতি দিবস যথাসময় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। এই দুই মিনিট কাল কাজকর্ম্ম ও যানবাহনে চলাচল স্থগিত রাখিয়া যুদ্ধ বিরতি দিবস পালন করা হয়, তারপর বাঙ্গলার গবর্ণর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের আগামী রাসযাত্রা মেলা উপলক্ষে মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ রিটার্ণ টিকেটের ফিরিবার অর্দ্ধাংশের ব্যবহারের সময় বৃদ্ধি।

—— ::o:: ——

আগামী রাসযাত্রা মেলা উপলক্ষে ১৯শে নবেম্বর হইতে ২২শে নবেম্বর ১৯৩৪ পর্য্যন্ত (উভয় দিন ধরিয়া) যে কোনও দিন নবদ্বীপঘাট ও শান্তিপুর হইতে ২০০ এক-শত মাইল দূরবর্ত্তী যে কোনও ষ্টেশন হইতে নবদ্বীপঘাট ও শান্তিপুরের সাধারণ রিটার্ণ টিকেটের ফিরিবার অর্দ্ধাংশের ব্যবহারের সময় ৬দিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে।

নং টি ২৯।৩৪　　　　এন্, ভি, ক্যাল্‌ডার

কলিকাতা ৯ই নবেম্বর, ১৯৩৪　　　　ট্রাফিক ম্যানেজার

গত মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য গত রবিবার দিন বহু নরনারী এবং ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালী সৈনিকগণ কলেজ স্কোয়ার স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত জে. এন, বসু পরলোকগত সৈনিকগণের আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি গত যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈনিকদল কিরূপ অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল তাহা বর্ণনা করেন। তিনি বীরপূজার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন; তাঁহার আশা এই যে, ভবিষ্যতে বাঙ্গালী এইরূপে বীরপূজায় ব্রতী থাকিবে। শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত বলেন, গত যুদ্ধের বাঙ্গালী সৈনিকদল বাঙ্গলাকে জগতের নিকট সম্মানিত করিয়াছে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালী একটা সামরিক জাতি ছিল; বাঙ্গলার কোন কোন জেলায় অদ্যাপি যে ভগ্নাবশিষ্ট কীর্ত্তিকলাপ রহিয়াছে তাহাই উহার প্রমাণ।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরের সেকেণ্ড বেটেলিয়ন সামরিক কায়দায় অভিবাদন জ্ঞাপন করে। তারপর, দুই মিনিটের জন্য যথাসময়ে মৌনতা পালন করা হয়।

দীর্ঘাবকাশের পর সোমবার কলিকাতা হাইকোর্ট খুলিয়াছে। নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি স্যার হারল্ড ডার্ব্বিশায়ার সমস্ত বিচারপতি এবং দর্শকগণের সমক্ষে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

*　　*　　*

ব্যারিষ্টারগণের পক্ষ হইতে য়্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এ কে রায় নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। মিঃ এন কে বসুও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, "আপনি বড় দুঃসময়ে এই গুরুভারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; কর্ত্তৃপক্ষ এই হাইকোর্ট ও জনসাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান সম্পর্ক যে অনিশ্চিত, তাহা না বলিলে আমার কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য করা হইবে। অধিকন্তু, জনসাধারণ এই হাইকোর্টকে চিরদিন যে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতে হয়ত তাহারা ইহাকে সেইরূপ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিবে না।" এটর্ণীদের পক্ষ হইতে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী নূতন প্রধান বিচারপতিকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

*　　*　　*

অতঃপর স্যার হারল্ড উত্তর দান প্রসঙ্গে ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার জর্জ্জ রেঙ্কিনের অসুস্থতা উল্লেখ করেন ও ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "দেশে শীঘ্রই শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সময়ও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। দৈনন্দিন জীবনে তাহাদের কেহ কেহ অপরাধ অনুষ্ঠান করিলেই, এবং আইন অনুসারে অপরাধীদের যথাযোগ্য শাস্তিবিধানও করিতে হইবে। আমি আশা করি কৌন্সুলী, য়্যাডভোকেট ও সলিসিটরগণের সাহায্যে এবং জনসাধারণের শুভেচ্ছায় আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হইব।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | ২৫শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮. ৩০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ১৬ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ | শুক্রবার | ২১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

— :০: —

প্রভুপাদ-সকাশে ভরতপুরের দেওয়ান বাহাদুর

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ৩০শে অক্টোবর অপরাহ্নে ভরতপুর রাজষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রাও শ্রীযুক্ত রঘুবীর সিং বাহাদুর ভরতপুর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের চরণ দর্শন এবং হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য "গঙ্গাভবনে" আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রের বিচার সম্বন্ধে তিনি তাঁহার সন্দেহ নিরসন-জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন ও তাহার শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্মত উত্তর প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সমস্ত প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা "আচার্য্য-প্রসঙ্গে" যথাকালে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করি। প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করিলে দেওয়ান বাহাদুরের বিশেষ বৈষ্ণবতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তিনি যে একজন বৈষ্ণবাপসিদ্ধান্ত-নিরাসক, তাহাও বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। তাঁহারই আগ্রহে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি ভরতপুর-রাজ্যে প্রচারে গিয়াছেন।

———

বিভিন্নমঠে গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকুটোৎসব

— :০: —

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

বিগত ২২শে কার্ত্তিক, ৮ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব বিশেষ সাফল্য ও গৌরবের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ অলিন্দে ভক্তশ্রেষ্ঠ গিরিরাজ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের বৃহৎ চিত্রপট প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ ও গিরিবরের সম্মুখে অন্নকূটসহ বিচিত্রতাপূর্ণ ভোগসামগ্রী সজ্জিত হইয়াছিল।

———

অন্যান্য দিনের ন্যায় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তন হয়। তৎপরে যথাবিধি ঠাকুরের অর্চ্চনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে বেলা ১০টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভক্তগণ ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। যদিও পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার সময় হইতে অন্নকূট-দর্শনের সময় পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তথাপি দর্শকগণ ঐ দিবস প্রাতঃ ৭টা হইতেই মঠ-প্রাঙ্গণে আসিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে অন্নকূট-দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর ভোগারাত্রিকের মধ্যে নির্দ্ধারিত সময়ে দর্শনদ্বার খুলিয়া দেওয়া হইলে বহু পুরুষ ও মহিলা অনবরত দলে দলে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ ও সুসজ্জিত ভোগ-সামগ্রী দর্শন করিতে থাকেন।

———

শ্রীমন্দিরে সিংহাসনোপরিস্থ শ্রীবিগ্রহের নয়নমনোমুগ্ধকর শৃঙ্গারকার্য্য, তন্নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সুশোভিত বিচিত্র লতাপাতা ও বিবিধ বর্ণের পুষ্পাদি, অলিন্দে সুসজ্জিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, তৎপার্শ্বে অন্নকূট, সম্মুখে অলিন্দ হইতে জগমোহনে নামিবার সিঁড়িসমূহে স্তরে স্তরে সাজান প্রায় পাঁচশত প্রকারের বিচিত্রতাপূর্ণ ভোগসামগ্রী দর্শন করিয়া দর্শকগণ বিস্ময়ে অভিভূত হন। তখন সকলে এক দৃষ্টে দর্শন করিতে করিতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর শতমুখে শ্রীভগবান্ ও ভক্তরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দর্শকের সংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীমঠের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত আঙ্গিনায় একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এই সভাতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূটের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। সভায় পুরুষ ও মহিলায় প্রায় ছয়শত লোকের সমাগম হইয়াছিল; বিস্তৃত আঙ্গিনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত বারান্দাসমূহ এমনভাবে লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, কোথাও তিল-ধারণের স্থান ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত লোকসমাগমেও কিছুমাত্র গোলযোগ হয় নাই, সকলেই নীরবে নিবিষ্টচিত্তে স্বামীজী মহারাজের পাঠ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি প্রকাশ করেন।

———

অনন্তর ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হইলে অন্নকূটের বিচিত্র মহাপ্রসাদ উপস্থিত প্রায় চারি হাজার লোককে অকাতরে বিতরণ করা হয়। সমবেত জনমণ্ডলী দেবদুর্ল্লভ ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ এবং শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজাসহ অন্নকূট দর্শন, তথা তদ্বিষয়ক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের অহর্নিশ অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণপণ যত্নের ফলে এই মহোৎসবের যাবতীয় সেবাকার্য্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার আনুগত্যে অন্যান্য মঠসেবকগণের সেবাকার্য্যও প্রশংসনীয়। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপদাশ্রিত ও মঠের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ বহু পুরুষ ও মহিলা এই উৎসবের সেবাকার্য্যে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় তাঁহাদের স্বাভাবিক নিষ্কপট অনুরাগ ও চেষ্টা যথার্থই আদর্শস্থানীয়।

———

তালচের রাজ্যে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

বিগত ২রা নবেম্বর শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরিব্রাজক প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত ও শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ তালচের রাজ্যে মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারার্থ শুভবিজয় করেন।

———

রাজা বাহাদুর ব্রহ্মণী নদীর তীরে ভিক্টোরিয়া হলে প্রচারকগণকে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি মিশনের মহদুদ্দেশ্য অবগত হইয়া গত ৩রা নবেম্বর শনিবার অপরাহ্ণে স্থানীয় হাইস্কুলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। রাজা বাহাদুর নিজেও সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করেন। শ্রীপাদ পর্ব্বত মহারাজ ১ঘণ্টা কাল "জীবের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। রাজা বাহাদুর, রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ এবং স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দিত ও উপকৃত হন।

———

রাজা বাহাদুর মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা সর্ব্বসাধারণকে শ্রবণ করাইবার জন্য তৎপর দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় সহরের মধ্যে জগন্নাথমন্দিরে স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ-আচরণের দ্বারা কিরূপে কৃষ্ণানুসন্ধান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, স্বামীজী তাহা আলোচনা করেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, স্থানীয় স্কুলের হেড মাষ্টার মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট ঐ
৬। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পাট ঐ
৭। শ্রীনন্দন-আচার্য-গৃহ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। শ্রীভক্তিকুটী কুঞ্জকানন—শ্রীনৃসিংহ পল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
১১। বালগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ —চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৭। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, পোঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—কটক।
২৬। শ্রীভক্তিকুটী-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ গুণ্ডিচার, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ জগন্নাথপুর, পোঃ চিত্রকূটা, মানভূম।
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৩২ নং কালভৈরব, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নরহরি ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, দিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পেটীর রোড, চোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খগোলরোড মিঠাপুর পাটনা।
৪২। নাগেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। কুঞ্জকুটীর মঠ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকের ২৫শ বর্ষ হইতে ৩০ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ ৩৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পত্রিকা। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পত্রিকা। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা ...।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোটা অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ১১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচীপত্র। সকাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ স্থলে— ৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ।
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাঁচখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ৪৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৭। দ্বাদশ-আলবার ।০
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
১১। ভজন-রহস্য ।
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১৬। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৭। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
১৮। কৈবধর্ম্ম ১৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২২। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৭। গীতমালা ৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩১। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৩২। শরণাগতি /০
৩৩। গীতাবলী /০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৫। সাধনকণা /০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৭। নবদ্বীপশতক /০
৩৮। অর্থপঞ্চক /০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪১। অর্চ্চনকণ ৶১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা)
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম পরিখণ্ড) ৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৫। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দাশ্যম্বয়ঃ ।০
৫৭। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৮। তত্ত্বসূত্রম ।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৬১। সারার্থদর্শনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ ।০
৬৩। নামভজন ।০
৬৪। বেদেন্টিক ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬৫। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৬৬। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৭। দোটাচি গৌড়ীয়মঠ উক্ত ভুইং /০
৬৮। দি ভাগবত ।০
৬৯। ইরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জনুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৩। সাধন-পথ ।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৫। গীতাবলী /০
৭৬। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।		আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।	
দাদখানি	৬৷৷০	পেটেণ্ট ময়দা।	৫৵০—৫।০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৸৵০	সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০	৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
মাকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০	আটা 'বি'	৪৷৷৵০—৪৸০
বালাম	৫।০	২নং আটা	৪৵০—৪।০
কলম	৪৷৷০	আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
সিতাশাল (সরু)	৫৲	আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
		সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন			।৵	
,, ,, ইঞ্চি	২৲			
,, সিকিকলম	৫৲	৲	৲	
,, ,, অর্দ্ধকলম	৭৲	৬৲	৬৲	৫৲
,, ,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্ত চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲ এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিস্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্য্যাগণ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থে যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৬—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫০,	৯—৪৬,	১১—৪০	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 15

চৈতন্যোপনিষদ্
[illegible]
[illegible] প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪১, ১৭ই নভেম্বর ১৯৩৪ [২১৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার বেলা আন্দাজ ১১॥ টার সময় কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড় হইতে একটু উত্তরে কলেজ ষ্ট্রীটের উপর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কলা বাগানের অধিবাসী শ্রীজিলানী কাহার নামক এক ব্যক্তি একখানি বাসের ধাক্কায় ভূপতিত হইয়া প্রায় অচেতন হইয়া যায়। তাহার কপালে ৮ ইঞ্চি পরিমিত ক্ষত হয়। এই ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তপাত হইতে থাকে। এই সময় তাহাকে হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে অবস্থিত সেণ্টজন এম্বুলেন্স কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় শ্রীযুত কিশোরীমোহন পাল এই আহত লোকটির প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। অতঃপর তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

মাঝিকে প্রহারের জের

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, সেখ বাজিদ নামক জনৈক মাঝিকে প্রহার করার অভিযোগে শ্রীহট্ট সহরের সুপানীঘাট গারদের হাওলদার জগদীশ পাঁড়ে ও তিন-জন কনেষ্টবল অভিযুক্ত হইয়াছে। ই, এ, সি মৌলবী মশররফউল্লার আদালতে মোকদ্দমার শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। রায় প্রকাশিত হয় নাই।

মেল ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত

শ্রীহট্ট সহরের নিকটবর্তী চাঁদপুর মেল ডাকাতি মামলায় ধৃত গিরিজাকুমার দত্ত বি এ, ও অচিন্ত্যকুমার ভট্টাচার্য্যকে ৩রা নবেম্বর রাত্রে শ্রীহট্ট জেল হইতে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে, এ সম্পর্কে ধৃত সুকুমার নন্দী, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য, শচীন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য, অনাদিমোহন দত্ত ও মতিলাল দেব রায়কে ঐ মামলা হইতে মুক্তি দিয়া জেল গেটে আবার সংশোধিত আসাম ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে নেওয়া হইয়াছে।

মাদ্রাজের নূতন গবর্ণর

মাদ্রাজের নূতন গবর্ণর লর্ড আরস্কিন তদীয় সহধর্ম্মিণীসহ ১২ই নবেম্বর অপরাহ্নে ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া নামক জাহাজযোগে বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হাউসে যান। মাদ্রাজ যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিতেছেন।

ভাগ্যকুলে কলেরা

বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভাগ্যকুল, মান্দ্রা কামারগাঁও, বাঘা, কাটিয়াপাড়া এবং ভাগ্যকুলের চর অঞ্চলে গত দুই সপ্তাহ যাবৎ মহামারীরূপে কলেরা ব্যারাম দেখা দিয়াছে। বহু দরিদ্র গ্রামবাসী, ডাক্তার এবং ঔষধ অভাবে প্রাণ হারাইয়াছে এবং হারাইতেছে। রোগের বৃদ্ধি দেখিয়া লোকের মনে একটা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। ইদানীং ভাগ্যকুলের স্থানীয় জমিদার "রাজা ব্রাদার্স ষ্টেট" গরীব রোগীদের এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তার পাঠাইয়া বিনামূল্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তবে রোগীর সংখ্যার অনুপাতে আরও ডাক্তারের সাহায্য আবশ্যক।

মৃত্যুর সংখ্যা ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নাই, তবে একশতের উপর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

পুকুরে ভাসমান মৃতদেহ

গত শুক্রবার দিন সকালে কালীঘাটের মনোহর পুকুর রোডের একটি পুকুরে একটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ জলে ভাসিতে দেখা যায়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং মৃতদেহটিকে জল হইতে তুলিয়া পরীক্ষার্থ প্রেরণ করে।

প্রকাশ যে, স্বামীর অত্যাচারে এবং অনাচারে বিশেষভাবে উৎপীড়িত হইয়াই এই স্ত্রীলোকটী আত্মহত্যা করিয়াছে।

শিববিগ্রহ চুরি

শোলক হইতে প্রকাশ, গত ১১ই কার্ত্তিক বুধবার রাত্রে মজুমদার বাড়ীর বহির্ব্বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ১২টি শিব-বিগ্রহ হইতে ৩টী চুরি গিয়াছে। ইহাতে স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের মনে বিক্ষোভ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়ে নাই। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, এক বৎসর পূর্ব্বেও উহার দুইটি বিগ্রহ চুরি গিয়াছিল। প্রায় ২৫ মাইল দূর হইতে পুলিশের সাহায্যে উক্ত বিগ্রহদ্বয় উদ্ধার করা হইয়াছিল।

গুহাবাসী গ্রেপ্তার

কালীচরণ নামক জনৈক বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে চিঙ্গলিপেট পুলিশ জয়েণ্ট ম্যাজি-ষ্ট্রেটের আদালতে জামীন মুচলেকার এক মামলা রুজু করে। অন্যান্য অভিযোগের সহিত তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও আনা হয় যে, যদিও তাহার জীবিকা অর্জ্জনের কোন প্রত্যক্ষ উপায় ছিল না, তথাপি সে মুক্তহস্তে দানকরিত এবং কোন সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে পারিত না ও তাহার কোন কাজ ছিল না। কালীচরণ গুহ বানচেরীর নিকটে নেতল গুল্লাম পর্ব্বতের কোন এক গুহায় বাস করিত। গত ২০শে অক্টোবর তারিখে তাহাকে সন্দেহজনক অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়।

গোয়েন্দা কনেষ্টবলকে প্রহারের অভিযোগ

ঢাকা সহরের রায় সাহেবের বাজারে গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক কনেষ্টবলের সহিত কতিপয় মুসলমান দোকানদারের হাঙ্গামা হয়; ফলে উক্ত কনেষ্টবল জখম হইয়াছে। এই সম্পর্কে কোতোয়ালী পুলিশ দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং উক্ত কনেষ্টবলের রিভলবার ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করার অভিযোগে দুইজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত কনেষ্ট-বল ও মুসলমানদের মধ্যে বচসা হওয়ায় কনেষ্টবলটি মুসলমান কর্ত্তৃক প্রহৃত হয়। ফলে সে জখম হয়। নিকটবর্ত্তী পুলিশ-ফাঁড়ী হইতে জন কয়েক পুলিশ আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে এবং পরে উক্ত লোক দুইটিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৪০ হাজার টাকা দান

করাচী হইতে প্রকাশ, জাপান প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে গান্ধীজ তহবিলে ৪০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইবে। সিন্ধি ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রতাপদয়াল দাসের উদ্যোগে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে এই টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার

অমূল্যকান্ত সাহা উত্তর বঙ্গ ষড়যন্ত্র মামলায় ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। পূর্ণদণ্ড ভোগান্তে ১০ই নবেম্বর তিনি স্থানীয় জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু জেলের দরজায়ই তাঁহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে পুনঃ গ্রেপ্তার করা হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪৪

বোম্বাইএর ভারতীয়-বণিক-সমিতির সভাপতি শেঠ মথুরাদাস বিষণজী গত ২রা নবেম্বর, উক্ত সমিতির ত্রৈমাসিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতের ব্যবসায় ও শিল্পের বাজারে যে সকল সমস্যা ও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

* * *

সর্ব্বপ্রথম তিনি ভারতীয় লৌহশিল্প সংরক্ষণ বিলের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, গত ২০শে আগষ্ট ভারতীয় লৌহ শিল্পের অনুকূলে পুনরায় কয়েক বৎসরের জন্য রক্ষাশুল্ক স্থায়ী করিয়া ভারতে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সম্পর্কে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আলোচ্য-শিল্প-সম্পর্কে টেরিফ বোর্ডের তদন্ত রিপোর্ট এদেশে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং ভারত সরকার রিপোর্ট সম্বন্ধে কোনও অভিমত জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বে বিলাতের স্বার্থ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের হাতে রিপোর্টের অনুলিপি পৌঁছিয়াছিল। কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স' পত্রিকার ৮ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়।

* * *

প্রধানতঃ বৃটিশ স্বার্থ বজায় রাখিয়া ভারতে কি পরিমাণ রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তন করা উচিত, সে-সম্বন্ধে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মতামত অবগত হইবার উদ্দেশ্যেই যে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দলিলের মর্ম্ম ভারতীয় শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিকট পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কোনও ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিষয়ে ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে ভারত সরকার এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া যে জবাব দিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

* * *

ভারতে শাসন সংস্কার-প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব হইবার সঙ্গে সঙ্গে গত চার বৎসর যাবৎ ভারতে বিদেশী বণিকদের স্বার্থ রক্ষার ধুয়া উঠিয়াছে। 'ইণ্ডিয়ান ফাইনান্সে' প্রকাশিত উপরোক্ত বিসদৃশ ঘটনা তথাকথিত হোয়াইট পেপারে বর্ণিত শাসন সংস্কারের অমল শিল্প ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভারতের অবাধ পূর্ণাধীন মাত্র। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিত্য যাহা ঘটিতেছে তাহাতে মনে হয়, সরকার ভারতে সকল বিষয়ে বিশেষ শিল্প ও আর্থিক ব্যাপারে বজ্রমুষ্টি দৃঢ়তর করিতে কৃতসঙ্কল্প। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার অ-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ইম্পিরিয়াল কেমিকেলস্ কোম্পানীকে ৫০ বৎসরের জন্য ভারতীয় কাঁচা মাল সম্পর্কে যে সকল সুবিধা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* * *

"ইম্পিরিয়াল কেমিকেলস্ এ দেশে সমিতি বদ্ধ হইলেও উহা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী এবং ইহার অংশীদার বা পরিচালকদের মধ্যে একজনও ভারতবাসী নহে। সর্ব্ব প্রথমে বিদেশী এই প্রতিষ্ঠানটিকে দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরকাল ভারতের লবণ ও চূণ সম্পদ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূলে একচেটিয়া ভাবে ব্যবহার করিবার সুবিধা দিতে ভারত সরকার আগ্রহশীল। এইরূপ গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোনও মতামত গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা সরকার মনে করেন না।"

গত ১১ই নবেম্বর ডাবলিনে ফিনিক্স পার্কে মৃত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের নিকটে ভূতপূর্ব্ব সৈনিকবৃন্দ যখন যুদ্ধবিরতি স্মৃতি দিবসের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন কয়েকজন আইরিশ যুবক কলেজ গ্রীনে যাইয়া প্রকাশ্যে বৃটিশ পতাকা দগ্ধ করে। সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা পলাইয়া যায়। ইহার পরও উপদ্রব হইয়াছিল। তখন পুলিশ ব্যাটন ব্যবহার করে; এই ব্যাপারে ১২ জনের অধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

স্বনাম প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মল্লিক কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্য তীর্থ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ১৭ই কার্ত্তিক শনিবার সন্ধ্যা ৬ঘটিকার সময় মহারাজা কাশিমবাজার গোবিন্দ সুন্দরী অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজে আয়ুর্ব্বেদীয় বিশ্লেষণ এসোসিয়েশনের নবম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। "পারদভস্ম ও হরিতালভস্ম" করিতে সমর্থ জনৈক সন্ন্যাসীকে আহারাদি দিয়া উক্ত কলেজে রাখিয়া কার্য্যারম্ভ করা হইয়াছে। সফলকাম হইলে সর্ব্বসমক্ষে উহা প্রকাশ করা হইবে। আধুনিক খাদ্যদ্রব্যাদি (যথা কফি, গোলআলু প্রভৃতি) দ্বারা আমাদের শরীরের রস, রক্ত, মাংস মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রভৃতি সপ্তধাতুর কাহার কিরূপ পুষ্টিসাধন হয়, তাহা আলোচনা করিবার ভার শ্রীযুত সুধীরকুমার ব্যানার্জি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীর উপর দিয়া পৃথক বিভাগ খোলা হইয়াছে। চূণের জলের রক্ত রোধকতা ও অন্যান্য দ্রব্যাদির বিষয়েও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। তৎপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হইয়াছে।

আগামী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের বর্ত্তমান বড়লাটের প্রথম রেওয়া ষ্টেট পরিদর্শনের কথা। তাই রাজ্যে বিশেষ জাকজমকের আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে ষ্টেট গবর্ণমেন্ট ১,০০,০০০ ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সস্ত্রীক উইলিংডন তিনদিন ষ্টেটের অতিথি স্বরূপে থাকিবেন। পূর্ব্বে তাঁহার বিমানযোগে রেওয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু বাতিল হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি সাতনা পর্য্যন্ত স্পেশাল ট্রেণে যাইবেন এবং তথা হইতে মোটরে করিয়া রাজধানী রেওয়াতে যাইবেন।

গত মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ এম সি, ঘোষের এজলাসে কোনও মামলা সম্পর্কে সওয়াল করিবার সময়, এ্যাডভোকেট রমেশচন্দ্র সেন অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে আদালতের কার্য্য বন্ধ হয় এবং ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ডাক্তারগণ তাঁহার চিকিৎসায় রত হন। ডাক্তারগণ সন্ন্যাসরোগ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। মিঃ সেনকে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার ভবানীপুরের বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় অপরাহ্ণ ১ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মিঃ সেনের বয়স মাত্র ৫৫ বৎসর ছিল। তিনি কিছুদিন যাবৎ রক্তের চাপে ভুগিতেছিলেন। তিনি বিচারপতি মিঃ ঘোষের সহপাঠি ছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি হাইকোর্টের ওকালতি আরম্ভ করে।

* * *

তিনি ত্রিপুরার মহারাজার স্থায়ী উকীল ছিলেন। ঝড়িয়া রাজ মামলা ও বিজনী রাজ মামলা প্রভৃতি বড় বড় মোকদ্দমায় তিনি কাজ করিয়াছেন। ঝরিয়া রাজ মামলায় প্রিভিকাউন্সিল আপীল সম্পর্কে তিনি লণ্ডন গিয়াছিলেন।

মিস্ শ্লেড গত ৩১শে অক্টোবর বুধবার যুক্তরাষ্ট্র হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি দুই সপ্তাহ কাল ভারতবর্ষ ও গান্ধীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, আমেরিকায় তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভায় বহু জনসমাগম হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকানদের জ্ঞান ইংরাজদেরই ন্যায়। তিনি পাঁচটি বেতার বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে তাঁহার দুইটি বক্তৃতা দেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। সংবাদপত্রসমূহের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একটি ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়। তিনি নিউইয়র্ক, বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া এবং ওয়াশিংটনের হাওয়ের্ড নিগ্রো ইউনিভারসিটিতে বক্তৃতা করেন। প্রধানতঃ তিনি ভারতবর্ষ ও তথাকার অবস্থা, বিশ্বশান্তি সম্পর্কে ভারতবর্ষ, শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর নৈতিক শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য সভ্যজগতের উন্নত জীবনধারার সহিত ভারতের দারিদ্র্যের তুলনামূলক বক্তৃতা করেন।

* * *

মিসেস রুজভেল্ট মিস শ্লেডকে হোয়াইট হাউসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে বিমান যোগে ওয়াশিংটন গমন করিতে হয়। মিসেস রুজভেল্ট সম্পর্কে মিসশ্লেড বলেন "মিসেস রুজভেল্ট অত্যন্ত কর্ম্মব্যস্ত নারী। সকলেই তাঁহার কার্য্য ও মাধুর্য্যের প্রশংসা করে। তাঁহাকে আমার খুবই ভাল লাগে—তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত শান্ত ও নম্র। তিনি কোনও ব্যস্ততার ভাব দেখান না। যে অর্দ্ধঘণ্টা সময় তিনি আমাকে দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি আমাকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং আগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।"

সম্প্রতি লণ্ডনে আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের যে প্রদর্শনী হইবে, উহাতে দর্শনোপযোগী চিত্রাদি প্রেরণ করা সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। লণ্ডনে পাঠাইবার জন্য বাছাই চিত্রগুলি কয়েকদিন পূর্ব্বে সমবায় ম্যানসনের প্রাচ্য সমিতির হলে দেখানো হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি হলের উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডনে প্রেরণ করিবার জন্য সংগৃহীত চিত্রাদির মধ্যে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, কলিকাতা গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এম, সি, দে এবং বাঙ্গলার অন্যান্য বহু শিল্পীর চিত্রাদি আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও মিঃ পি এন ঠাকুর আধুনিক চিত্রশিল্পীদের অঙ্কিত বহু চিত্রাদিও লণ্ডনে প্রেরণের জন্য দিয়াছেন। সংগৃহীত চিত্রাদির সংখ্যা প্রায় ১৫০ খানা। পরবর্ত্তী ডাকযোগেই ঐগুলি প্রেরিত হইবে।

ঝিন্দের মহারাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা কুনওয়ার রাণী গুরবচন সিং লাহোর ফেডারেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের হেড বোর্ডের ডিরেক্টার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনিই ভারতের মধ্যে প্রথম মহিলা ডিরেক্টার হইলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ২৬শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮. ১লা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১. ১৭ই নবেম্বর ইং ১৯৩৪ শনিবার { ১৪শ সংখ্যা

পরমগুর্ব্বষ্টকম্

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং
রূপানুগাগ্র্যং নিরবদ্য-রূপম্।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল বিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্। ১

যিনি গৌড়ধামাশ্রিত শুদ্ধভক্ত, যিনি রূপানুগপ্রবর, যিনি বৈরাগ্যধর্ম্মের সমুজ্জ্বল-বিগ্রহ ও অপ্রাকৃতস্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি॥ ১॥

অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং
গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম্।
গৌড়-ব্রজাভেদ-বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ২

যিনি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গসেবায় নিমগ্নচিত্ত এবং গৌড় ও ব্রজধামে অভেদদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি॥ ২॥

শ্রীধামমায়াপুরদিব্য-গূঢ়-
মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্।
ভক্তং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর সংজ্ঞম্॥

যিনি শ্রীধামমায়াপুরের দিব্য রহস্যতত্ত্ব-কীর্ত্তনে মুখর এবং মহাভাগবতপ্রবর, সেই পরম-বরেণ্য শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৩॥

পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-নিগূঢ়-ভক্তম্।
সদাব্রজাবেশ সরাগ-চেষ্টং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর সংজ্ঞম্॥

যিনি পরমপূতচরিত্র অবধূতকুলের শিরোরত্ন, যিনি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের নিগূঢ় ভক্ত এবং নিরন্তর ব্রজভাবের আবেশে যাঁহার চেষ্টাসমূহ অনুরাগময়, সেই শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৪॥

শোকাস্পদাতীত-প্রভাব রম্যং
মূঢ়ৈরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্।
নিত্যানুভূতাচ্যুত সদ্ বিলাসং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর সংজ্ঞম্॥ ৫

যিনি বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন প্রভাবসমূহদ্বারা সুরম্য, যিনি মূঢ়গণের দুরধিগম্য ও প্রণত ভক্তগণের সুলভ এবং যিনি নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের পরম বিলাসসমূহের অনুভবকারী, সেই শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৫॥

কাপট্যধর্ম্মান্বিত চণ্ড দণ্ড-
বিধায়কং সজ্জন-সঙ্গ-রঙ্গম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জ ভৃঙ্গং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৬

যিনি কপট-জনগণের প্রচণ্ডদণ্ডবিধাতা এবং সজ্জনসংসর্গে আনন্দযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পদকমলমধুকর সেই শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৬॥

দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর সংজ্ঞম্॥

যিনি দামোদর মাসের উত্থান-একাদশী-তিথিতে পরম পবিত্র কুলিয়াক্ষেত্রে প্রপঞ্চ-লীলা পরিহারপূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি॥ ৭॥

তব হি 'দয়িতদাসে' সত্যসূর্য্য-প্রকাশে
জগতি দুরিতনাশে প্রোত্থিতে চিদ্‌বিলাসে।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ॥

হে দেব! আপনার দয়িতদাস সম্প্রতি চিদ্‌বিলাসময় অপ্রাকৃত সত্যসূর্য্যরূপে জগতের পাপান্ধকারবিনাশে সমুদিত আমরা তদীয় পাদপদ্মাশ্রিত অনুগতভৃত্যরূপে চিরদিন আপনার অনুকম্পা প্রার্থনা করি॥ ৮॥

পরমগুরুদেবের বিরহ-স্মৃতি-বিজড়িত

উত্থানৈকাদশীর বন্দন।

অয়ি তিথিবরা আজি তব শুভ আগমনে।
জাগিতেছে কত আশা শূন্য ছিন্ন হৃদি-কোণে।

(১)

বিশোধিতে আপামরে,
অহৈতুকী কৃপা ক'রে,
এসেছ হে পুণ্যভরে,
পরম শুভ লগনে।

(২)

অবসান ঊর্জ্জাব্রত,
মার্গশীর্ষ সমাগত,
আবির্ভূতা আজি মাতঃ,
তুমি গৌরস্মৃতি সনে।

(৩)

শ্রীগৌর-কিশোরবর,
কৃষ্ণ-সেবা-ব্রতধর,
জীবের কল্যাণাকর,
যিনি গহন ভূ-বনে।

(৪)

শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী,
শ্রীগৌর করুণা-খনি,
দানিলা কৃপাতে যিনি
নিঃস্ব বিশ্ববাসিগণে।

(৫)

ভাবাবেশে নিরন্তর,
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাঁর,
যাঁর বক্ষে প্রেমধার,
গৌর-নাম-উচ্চারণে।

(৬)

পূজীত, পরশমণি,
কুল-কুহুম, অশনি,
বিজ্ঞ, মূর্খ, দীন, ধনী,
সম যাঁর সুদর্শনে।

(৭)

অবধূত-চূড়ামণি,
যুক্তবৈরাগ্য খনি,
নিত্য-নবোল্লাসে যিনি,
সেবে আছে ব্রজবনে।

(৮)

কেন দিনে হে সত্তমা,
সম্মানিত করে তোমা,
হত সেই মহামনা,
নিত্যলীলা-আস্বাদনে।

(৯)

তোমার মাহাত্ম্য গূঢ়,
মাতঃ হয় আমি মূঢ়,
না বুঝিনু হ'য়ে জড়,
জড়াসক্তি-নিবন্ধনে।

(১০)

শ্রীগৌর-কিশোর স্মৃতি
হীন মন দুরমতি,
পাপের অবাধগতি,
বারম্বারে কু-কাননে।

(১১)

তঃসহ দহনে এবে,
জ্বলে হৃদি পাপ পাবে,
কভু হায় না মিটিবে,
শ্রীগৌর-করুণা বিনে।

(১[illegible])

শঠ, দুষ্ট, এ বঞ্চক,
আমিত কাপে বঞ্চক,
মাগে গৌর পাদোদক,
সেবক নির্বাপণে।

— [illegible] ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ দামোদর অবধান কিরোদশাব্দী ৪৪৮

পরমগুরুদেব পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর

আজ বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও তাহার বিভিন্ন শাখামঠ সমূহে আমাদের পরমগুরুদেব নিত্যমুক্ত-শিরোমণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি-পূজা নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখে সম্পাদিত হইতেছেন। আমাদের পরম গুরুদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে "পরমহংস বাবাজী" নামে সুপরিচিত। তিনি প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত থাকিতেন। অঙ্গে আভরণ থাকিত কি না থাকিত, পরিধানে বস্ত্র আছে কি না আছে, তৎপ্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি নাই; সর্ব্বদাই প্রেমের মহাভাবে বিভাবিত। আজ কাল হাটে বাজারে সর্ব্বত্রই পরমহংস-শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। বাবাজী মহারাজকে ঐ শ্রেণীর পরমহংস মনে করিলে তাঁহার শ্রীচরণে ভীষণ অপরাধ করা যাইবে। যিনি জড়-বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিশূন্য হইয়া জগদ্গুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শিক্ষা অনুসরণ পূর্ব্বক বিপ্রলম্ভভরে পরতত্ত্ব-প্রেম-রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর, মাধুর্য্য-লীলাময়বিগ্রহ, গোপবেশধারী বেণুকর, কিশোর, গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবান্বেষণে সতত চেষ্টাযুক্ত, তিনিই প্রকৃত পরমহংস। যাঁহারা আমাদের পরমগুরুদেবকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে ঐ অবস্থায়ই দেখিয়াছেন; তাই তাঁহারা তাঁহাকে "পরমহংস বাবাজী" আখ্যায় আখ্যাপিত করিতেন।

আজ উত্থানৈকাদশী তিথি। শ্রীহরির এই উত্থান-বাসরেই আমাদের পরম গুরুদেব নিত্যসিদ্ধিলাভের লীলাভিনয় করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসিগণের সেবাবিমুখতা দর্শন করিয়া আনন্দময় শ্রীহরি নিদ্রানন্দে মগ্ন থাকিয়া চারিমাস শায়িত থাকেন। ইহাই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ এই সময়ে বিবিধ পুণ্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণ শ্রীহরির শয়নের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-পালনের ব্যবস্থাদ্বারা শ্রীহরির প্রীতি-বিধান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে আর জীবগণের প্রতি উদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীহরি শয়ন করিয়া থাকিতে পারেন না। ঐ দেখুন, শ্রীহরি বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া উত্থিত হইলেন, আর পরমগুরুদেব তাঁহার সেবার জন্য নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিলেন। যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে তিনি শ্রীহরির উত্থান-দিবসে লীলা-প্রবেশ করিবেন কেন?

কেহ কেহ বলেন, শ্রীহরির শয়ন-সময়ে কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা অপেক্ষা সুখে শায়িত থাকিতে দেওয়াই কি উচিত নহে? তাঁহারা শ্রীহরির শয়নের তাৎপর্য্য জানেন না। তাঁহারা জানেন না যে, নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণেই শ্রীহরির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ। সঙ্কীর্ত্তন—মায়ার জীবন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া সম্যগ্‌রূপে কৃষ্ণের কীর্ত্তন। কৃষ্ণের রাজ্যে সেবা-বিলাসের বিচিত্রতা নিত্য নব-নবভাবে প্রস্ফুটিত। তথায় জড়-জগতের ক্লান্তির কোনও নাই। তথায় অবসাদ বলিয়া কোন জিনিষ নাই। নিরন্তর পূর্ণাশ্রমে সেবা বিরাজিতা। সেবোর নিরন্তর সেবা-গ্রহণে ক্লান্তি নাই। সেবা—নিত্য, সেব্য নিত্য, সেবক—নিত্য। তাহা নিত্য-সেবার নিত্যানন্দের ধাম। জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য পরমহংস বাবাজী মহারাজ গৌরবাণীসহ জগতে আগমন করিয়াছিলেন। বিশ্ববাসী জনগণ গৌরবাণীর সন্ধান লইয়া যাহাতে নিত্যকল্যাণ-লাভে সমর্থ হয়, তজ্জন্য তিনি গৌরবাণীকে বিগ্রহরূপে রাখিয়া শ্রীহরির এই উত্থান-দিবসে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যানন্দ-ধামে নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং পরমহংস বাবাজী মহারাজের সঙ্গের তুলনা হয় না।

আমরা শুনিতে পাইয়াছি, বাবাজী মহারাজকে বাহ্যদর্শনে পাগল মনে করিয়া অনেক দুষ্ট ছেলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিত। তাহাতে বাবাজী মহারাজ বলিতেন—"কৃষ্ণ, তুমি আমার গায়ে ধূলি দিতেছ, আমি এক্ষণই যাইয়া মা যশোদাকে বলিয়া দিব, তখন টের পাবে। সুতরাং সাবধান হও।" আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা সম্বল করিয়া এই প্রসঙ্গে মহাভাগবতের দর্শন-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। মহাভাগবতগণের দর্শনে সপারিকর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-লীলাস্থলী ব্যতীত অন্য কিছু স্থান পায় না প্রাকৃত বিচারের, প্রাকৃত ধারণার বা প্রাকৃত দর্শনের কৃষ্ণ (?), অপ্রাকৃত শ্যাম-সুন্দর যশোদানন্দন কৃষ্ণ নহেন। শ্যামসুন্দর ভক্তগণের প্রেমময়-দর্শন ব্যতীত অপর কাহারো কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন না। মূর্খ লোক-সকল কালিয়দহের নীরদকে কৃষ্ণ মনে করিয়াছিল; দুই এক দিন পরে তাহাদের ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়াছিল। এসকল ভ্রান্ত জনগণের কথায় কর্ণপাত করা যে বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়, তাহা মহাপ্রভু বৃন্দ-ভক্তকে চপেটাঘাতদ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই ভ্রান্ত জনগণের উক্তি, আর মহাভাগবতগণের বনদর্শন-মাত্রেই বৃন্দাবন-স্মৃতি, গিরি-দর্শন-মাত্রই গোবর্দ্ধন-স্মৃতি ও নদী দেখিলেই কালিন্দীর স্ফূর্ত্তি এক নহে। প্রাকৃত-চিন্তাস্রোতযুক্ত লোকের দর্শন মায়ার পর্দ্দায় আবদ্ধ থাকিয়া অপ্রাকৃত বস্তু-বিষয়ক কোন ধারণাই তাহাদের থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের দ্বারা সেই বস্তুর দর্শন কিপ্রকারে সম্ভব? মহাভাগবতগণের দর্শনে মায়ার আবরণ নাই; সুতরাং তাঁহাদের দর্শনে সর্ব্বত্র বৈকুণ্ঠের প্রতীতি। মায়ার আবরণে জগদ্দর্শন, আর তদপগমে বৈকুণ্ঠ-দর্শন। কেহ অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিলে পরমহংস বাবাজী মহারাজ যে বলিতেন "কৃষ্ণ, তুমি আমার গায়ে ধূলি দিতেছ, যশোদাকে বলিয়া তোমাকে শাস্তি দেয়াব" তাহাতে কেহ যেন মায়াবাদ-চিন্তাস্রোতের আবাহন না করেন, ইহাই বিশেষ নিবেদন।

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥"

—এই বিচারটী প্রদর্শন করিবার জন্যই আমাদের পরম গুরুদেব কোন অবর কুলে প্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবস্থান—ফরিদপুর জেলার 'বাগ্‌যান' নামক স্থানে। শুনা যায়, তিনি কিছুকাল সাংসারিক-জীবন-যাপনের লীলার অভিনয়ও করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকিয়া বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকিঞ্চন হইয়া একমাত্র কৃষ্ণে শরণ গ্রহণ করাই যে জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন

বাবাজী মহারাজের ভক্তিসদাচারময় জীবন সৌভাগ্যবন্ত জনগণকে তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন; তৎপর গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। এই স্থানে তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গ পাইয়া পরম প্রীত হন। অনেক সময় ঠাকুরের নিকট গোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে বাস করিতেন। কখনও বা শ্রীধাম মায়াপুরে, কোনও সময় কোলদ্বীপের চড়ায় এবং নবদ্বীপের অন্যান্য স্থানে অবস্থান করিতেন। তিনি যেখানেই থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিতেন। কিন্তু ব্রজমণ্ডল বা নবদ্বীপে বাসের অভিমানকারী অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন। মহাভাগবত না হইলে বা মহাভাগবতের কৃপা না হইলে মহাভাগবতকে কেহই জানিতে পারে না। কোনও সময় কোনও গোস্বামিপুরুষ (?) নাকি বাবাজী মহারাজকে তাঁহাদের ভাবেদারকারী বোষ্টম-শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়া শিষ্য (?) বাড়ী লইয়া যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া শিষ্যবিত্তাপহারীকে তাঁহার ভ্রম-সংশোধনের সুযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিজকে গুরু-জ্ঞানে গর্ব্বিত মদান্ধ ব্যক্তির মহাভাগবতের কৌশলময়-শিক্ষা-গ্রহণের সৌভাগ্য কোথায়?

শুনা যায়, কাশিম বাজারের পরলোক-গত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় কোনও সময় পরমহংস বাবাজী মহারাজকে কাশিম-বাজারের বৈষ্ণব(?)সম্মিলনীতে লইয়া যাইবার জন্য কুলিয়ার চড়ায় বাবাজী মহারাজের ভজন-স্থলীতে আসিয়াছিলেন। কাশিম-বাজার মহারাজের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি হাস্যভরে বলিয়াছিলেন "মহারাজ, আমি আপনার রাজপ্রাসাদে গেলে হয় ত' অর্থাদির লোভ হইবে, তাহাতে আপনার সহিত আমার কলহ সৃষ্টি হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা ভাল যুক্তি—আপনি কর্ম্মচারি-দিগকে অর্থাদি সব দান করিয়া আমার এখানে আসুন। আমি আপনাকে আমার ন্যায় একটী ছৈ করিয়া দিব। আপনি তাতে থাকিয়া ভজন করিবেন। আমি ভিক্ষা করিয়া আপনাকে খাওয়াইব। তাহাতে উভয়েরই ভজন হইবে। সুতরাং কলহের পরিবর্ত্তে আপনাতে আমাতে প্রীতির বন্ধনই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।" বাবাজী মহা-রাজের এই কথাগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুসরণ করিলে আমাদের সকলেরই আত্যন্তিক কল্যাণ হইবে। জগতের যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ—ভোগপর অর্থ; পক্ষান্তরে সেবাপর পরমার্থের আকর্ষণে প্রীতির উৎস বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শ্রীল দাস গোস্বামীর ন্যায় বাবাজী মহা-রাজের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা। তিনি কখনও কখনও শুধু চাউল চিবাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন; কখনও বা গঙ্গামৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেন। স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া মহা-ভাগবতই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচ'। বাবাজী মহারাজ অশ্ব, গো, খর, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেরই ভিতর অন্তর্যামীর অবস্থান লক্ষ করিয়া সকলকেই সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতেন। গীতার—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

—শ্লোকের পাণ্ডিত্য বাবাজী মহারাজে দেদীপ্যমান। "কোনও সময়ে তিনি কুলিয়ার কোনও প্রকাণ্ড পায়খানার যেখানে মল-মূত্রাদি পড়ে, সেই স্থানে ছয়মাস কাল অব-স্থান করিয়া ভজন করিয়াছেন। অন্যত্র

বাবাজী মহারাজ সেই স্থানে প্রবেশ করিলে জনসাধারণ উহা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাকৃত-ধারণাগত শুচি-অশুচির বিচার মহাভাগবতে নাই, তিনিই বাস্তবিক পক্ষে শুচি। যাহার কৃষ্ণৈকশরণতা নাই, তাহার বাহ্যিক বেশ ভূষা যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই হউক না কেন, সে নদীতে যতবারই স্নান করুক না কেন, সে ব্যক্তি কখনও শুচি নহে। ইহাই কৃষ্ণভক্তগণের বিচার।

কোনও সময়ে কুলিয়ার কোনও ভাগবত-ব্যবসায়ী তাঁহার নিকট ভাগবত পাঠ করিতে গিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া তিনি যে-স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহা গোময়-দ্বারা পরিষ্কার করিয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী মহারাজ বলিয়াছিলেন—উহারা ভাগবত পড়ে না, 'টাকা' 'টাকা' পড়ে। ভাগবত-ব্যবসায়িগণের মুখে কখনও শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তিত হইতে পারেন না।

বাবাজী মহারাজ লীলা-সংগোপনের কয়েকবৎসর পূর্ব্ব হইতেই ছানিতে (cataract) আক্রান্ত হইবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সুহৃদ্‌গণকর্ত্তৃক তাহা অস্ত্রোপচারার্থ বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার এই লীলায় আমরা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি—যাঁহাদের অপ্রাকৃত প্রেমনেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহারা বাহ্যদর্শনে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপ্রাকৃত-দর্শন লাভই সকলের মৃগ্য হওয়া উচিত।

তিনি কাহাকেও কখনও পদস্পর্শ করিতে দিতেন না—কেহ স্পর্শ করিলে ভয়ঙ্কর চটিয়া যাইতেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন—"আমরা দূর হইতেই তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতাম। কারণ গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত কলেবর স্পর্শ করিবার অধিকার আমাদের নাই, এই বিচার আমাদের আছে। কিন্তু বাবাজী মহারাজ কৃপা করিয়া একদিন আমাকে তাঁহার পাদপদ্ম-সমীপে আহ্বান করিয়া তাঁহার শ্রীচরণের যাবতীয় ধূলি আমার মস্তকে স্বয়ং প্রদান করিয়া বলিলেন,—আমি আমার যাবতীয় শক্তি আপনাকে অর্পণ করিলাম। জগৎ সহজিয়া প্রভৃতি ১৩টা অপসম্প্রদায়ে আচ্ছন্ন হইয়াছে, আপনি এসকল নিরাস পূর্ব্বক মহাপ্রভুর-বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার করুন।"

বাবাজী মহারাজ কোলদ্বীপে ভজন-সময়ে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে কুলিয়ার যাবতীয় সংযোগী বাবাজীর দল তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর সমাধি প্রদান করিবার নাম করিয়া অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। আচার্য্যভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদের বিচারালোকে তাহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহারা একরাত্রির জন্যও যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত অবস্থান করিতে পারে না, তাহা প্রমাণিত হয়। সংযোগী বাবাজীদের দুশ্চরিত্র লক্ষ্য করিয়া পরমগুরুদেব একদিন বাবুয়ানার বেশে ভাল কাপড় পরিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন—"পরমহংসের বেষ লইয়া সংযোগীর দল ভীষণ অন্যায় আচরণ করিতেছে; তাহাদের অপেক্ষা সাধারণ ভদ্রলোকগণ অনেকাংশে ভাল।" বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত কলেবর স্পর্শ করিবার অধিকার সংযোগীদের বিন্দুমাত্রও নাই। শ্রীল প্রভুপাদ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া পরমহংস বাবাজী মহারাজের শ্রীকলেবর কোলদ্বীপেই সমাহিত করেন। পরে গঙ্গাদেবী সমাধির পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলে তাহা শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী সম্বন্ধ-তত্ত্বের সন্ধান দিয়া অভিধেয়-তত্ত্বের আচার্য্যরূপে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজকে প্রপঞ্চে রাখিয়া গিয়াছেন। প্রয়োজন-তত্ত্বের সন্ধান আমাদের পরাৎপর গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষায় আমরা বিশেষরূপে পাইয়া থাকি। এই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের আচার্য্যত্রয় একসূত্রে গ্রথিত। তাঁহাদের যে কোনও একজনের চরণে অপরাধ করিলে অপর দুই জনের করুণালাভের কোনও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত ইত্যভিখ্যস্তঃ
সংস্থাপিতো যেন কৃপার্ণবেন।
সবিগ্রহঃ সজ্জনবৃন্দসেব্যং
নমামি তং গৌরকিশোরদেবম্ ॥

গীতার শিক্ষা

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম

(৩)

কিন্তু পরিপূর্ণ আলোক অর্থাৎ বিভুচিৎ ভগবান্, অণুচিৎ জীবাত্মা ও মায়ার স্বরূপের অনুভূতি-লাভের জন্য আমাদিগকে বিশ্বস্তভাবে আলোকের দিকে চক্ষু উন্মীলিত করিতে হইবে। প্রাতঃকালে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য উদিত হইলে আমরা যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি কিংবা ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া অবস্থান করি, তাহা হইলে স্বতঃ-প্রকাশ সূর্য্য কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আলো-প্রদানের জন্য যত্নপর হইলেও আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইব। সেই প্রকার যিনি আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার করুণা-রশ্মি বিকিরণ করিতেছেন এবং যিনি আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা যদি সেই করুণা-রশ্মির প্রতি দৃষ্টিপাত না করি, যদি তাঁহার প্রকাশ-বিগ্রহের শরণাপন্ন না হই, তাহা হইলে প্রাকৃত রাজ্যের কোটি সূর্য্য ও কোটি চন্দ্রের রশ্মি-ধিক্কারকারী অপ্রাকৃত সেবা-রশ্মি হইতে যে বঞ্চিত হইব, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

অতঃপর স্বামীজী "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" গীতার এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিয়া 'স্বধর্ম্ম' শব্দে যে আত্মধর্ম্মকেই বুঝাইতেছে—দেহ বা মনোধর্ম্মকে বুঝায় নাই, তাহা অতি-সুন্দররূপে প্রদর্শন করেন; আত্মধর্ম্মেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিত্যমঙ্গল নিহিত। ভোগী ও ত্যাগীর দৃষ্টিতে তাহা বিগুণ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃপক্ষে আত্মধর্ম্ম পরধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ দেহ-মনোধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ কর্ম্মাঙ্গ পালনের যত প্রকার শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করুন না কেন তাহা রাগমার্গের আত্মধর্ম্মের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয়। এই প্রকার স্বনুষ্ঠিত পরধর্ম্মকে মহাপ্রভু একেবারেই 'বাহ্য' বলিয়াছেন। 'স্বধর্ম্ম' বা আত্মধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির যদি সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ হয়, তথাপি তাহা কখনও অকল্যাণজনক নহে। আর 'পরধর্ম্ম' বা মনোধর্ম্ম জীবকে অসুবিধায় ফেলিবেই, সুতরাং তাহা ভয়াবহ। আত্মধর্ম্মপরায়ণ জনগণ কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত শৌক্র-সম্বন্ধীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ধন-মিত্রাদি বিসর্জ্জন দিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে অতি দরিদ্র বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃপক্ষে তিনিই ধনী। তিনি যে ধন পাইয়াছেন বা লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছে, তাহার তুলনায় জাগতিক মণিমাণিক্যাদি অতিতুচ্ছ বলিয়াই তিনি তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন।

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দ সুখ॥"

—এই তত্ত্ব অনবগতির জন্যই জগতের সাধারণ জনগণ তাহাতে দারিদ্র্য ও দুঃখের আরোপ করিয়া থাকে।

স্বামীজী অতঃপর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং বর্ত্তমানে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া আসুর-বর্ণাশ্রম-বিধি দৈববর্ণাশ্রমের স্থান অধিকার পূর্ব্বক জগতে যে-প্রকার ভীষণ অমঙ্গল ও অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে, তাহা অতি সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করেন। বর্ণ ও আশ্রম গুণানুসারে প্রযুক্ত, শৌক্র-জন্মানুসারে নহে। ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না জানিলেও ডাক্তার হইবে, এই বিচার সুধী-সমাজ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না। সেই প্রকার ব্রাহ্মণের পুত্র শূদ্র-বৃত্তিতে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়াও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না, বিশেষতঃ সকলেই 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ।' যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি ব্রহ্মের সন্ধান রাখেন না তিনি কৃপণ। কৃপণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিলে বস্তুতঃপক্ষে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। অসৎ-কর্ম্মাদির হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু এই দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-যাজনই চরম কথা নহে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপসংহারে বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ভগবানের ঐ উক্তি-অনুসারে আমরা জানিতে পারি—বর্ণ ও আশ্রমাদির ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইলে তিনি আশ্রিতজনগণকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে আত্মধর্ম্ম-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্য

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্য দফায় সজ্জিত করিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

১। শ্রীল প্রভুপাদ দশবিধ অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনমুখে শ্রীনামের প্রচারকারী; যেহেতু শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনে যুগপৎ নবধা ভক্তি সাধিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্" এই মহাবাক্যের মহান্ প্রচারক এবং বিদ্বদ্বধূ জীবনের সম্যক্ প্রতিষ্ঠাতা।

২। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভাগবত সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্যের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক।

৩। তিনি পাঞ্চরাত্রিক মতের শুদ্ধ-বিষ্ণুভক্তির পরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শক; যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তি-যাজন-ব্যতীত কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির প্রশ্রয় দেন না। পাঞ্চরাত্রিকগণ অর্চ্চন-মার্গে রুচিবিশিষ্ট, শ্রীমদ্ভাগবতগণ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনপর; যদিও ভাগবত বৈষ্ণবগণের পাঞ্চরাত্রিকমন্ত্র-দীক্ষাদির অপেক্ষা স্বরূপতঃ নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদি সম্বন্ধহেতু প্রায়শঃ কদর্য্য-চরিত্র চঞ্চল-মতি জনগণের তাদৃশ স্বভাব সঙ্কোচ করিবার জন্য শ্রীনারদাদি পাঞ্চরাত্রিক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চনমার্গে কোথাও কোথাও কিছু কিছু মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি ॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

		আটা-ময়দা	
দাদখানি	৬॥০	পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০	সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
পাটনাই (সরেশ)	৪৶০	৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
মাকা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৩৸৵০	আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
বালাম	৫।০	২নং আটা	৪৵০—৪।০
কলম	৪॥০	আটা এলমাকা	৩৵০—৪।০
সিতাশাল (সরু)	৫৲	আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
		সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩১,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮.	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬.	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৬	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০.৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫ ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C. 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪১, ১৯শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২১৫শ সংখ্যা.

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

নদীয়া ও যশোহর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ম্যালেরিয়া প্রকোপের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এদিকে সরকারের ও জেলা-বোর্ডের দৃষ্টি অবিলম্বে আকর্ষিত হওয়া উচিত।

নৃশংস হত্যা

কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীনাথপুরের অমূল্য ঘোষকে রাত্রিকালে শায়িত অবস্থায় কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। তাহার মাতাও তাহার পার্শ্বেই শয়ন করিয়াছিল। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

রেঙ্গুনে রহস্যজনক চুরি

রেঙ্গুনস্থ থাজি সর্টিং আফিস হইতে ৩০০০৲ টাকার অধিক ইনসিওর করা দ্রব্যাদি রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়। মিকটিলা পুলিশ উক্ত ব্যাপারের অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছে। ইনসিওর করা দ্রব্যাদির আবরণ উন্মোচন করিলে চুরি ধরা পড়ে।

হাতুড়ে ডাক্তারের দুর্দ্দশা

নোয়াখালীর এক সংবাদে প্রকাশ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে রায়, মহব্বত আলী নামে এক গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তারকে পনর মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ, আসামী একখানি ব্যবহৃত ডাক টিকেট দ্বিতীয় বার নূতন করিয়া চালাইতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছিল।

নারায়ণগঞ্জে সান্ধ্য-আইন

গত ১৫ই নবেম্বর ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট, ১২ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক সকলকেই সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জের নিম্নলিখিত স্থানসমূহে চলাফিরা করিতে কিংবা তথায় বসিতে নিষেধ করিয়া নারায়ণগঞ্জে এক সান্ধ্য আইন জারী করিয়াছেন :—(১) রামকৃষ্ণ মিশন রোড (২) চাষাঢ়া রেল. (৩) গোদনাইল সাইডিং (৪) বার একাডেমীর খেলার মাঠ (৫) জয়গোবিন্দ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ (৬) বন্দর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ (৭) চিটাগং ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ হইতে হাজিগঞ্জ ফেরী ঘাটের মধ্যবর্ত্তী নদীর পার (৮) শ্মশান ঘাট (৯) জিমখানা (পুরাতন রেল ষ্টেশন ও বাইসখানা সহ) (১০) বন্দরের মিঃ সুধীর সেনের সম্মুখস্থ মাঠ (১১) ট্যাগরা ফ্ল্যাট এবং রেহাবারি ফ্ল্যাট যাইবার গ্যাঙ্গওয়ে (১২) মৃত বৃন্দাবন পালের বাড়ীর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকস্থ মাঠ সমূহ (১৩) ফটোগ্রাফার মিঃ বিনয় দে'র বাড়ীর উত্তর পূর্ব্ব দিকে যে পুকুর আছে, তাহার উত্তর পূর্ব্ব পারের সম্মুখস্থ মাঠ সমূহ। (১৪) চাষাঢ়া ষ্টেশন হইতে ডিষ্টেণ্ট সিগন্যাল পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন। (১৫) লক্ষ্মীনারায়ণজীর আখড়ার সম্মুখস্থ খেলার মাঠ। যাহারা এই আদেশ ভঙ্গ করিবে তাহাদিগকে জরিমানা অথবা ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ১৯৩৫ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত এই আদেশ বহাল থাকিবে। উপরিউক্ত বয়সের কাহাকেও যদি কোনও জরুরী কার্য্যে ঐ সমস্ত স্থানে যাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঢাকা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

বঙ্গের বাহিরে নির্ব্বাচন ফল

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন-সম্পর্কে বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভোট গ্রহণের যে-সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, বোম্বাইয়ে শতকরা প্রায় ৭৩ জন ভোটার ভোট দিয়াছেন। রুগ্ন ও অবসন্ন ভোটারগণকে ষ্ট্রেচারে করিয়া ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আনয়ন করা হইয়াছিল। হুড়াহুড়িতে সেখানে দুইটী শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গাড়ীর ধাক্কায় একজন এবং ভিড়ের চাপে সংজ্ঞাহীন হইয়া আর একজন মারা গিয়াছে।

● ● ●

পাঞ্জাবের বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট গণনার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। জলন্ধর অমুসলমান কেন্দ্র হইতে জাতীয়দলের প্রার্থী লালা ফকিরচাঁদ অগ্রবাল পার্লামেণ্টিদলের প্রার্থী লালা দুনীচাঁদকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পশ্চিম পাঞ্জাব অমুসলমান কেন্দ্রে পার্লামেণ্টি বোর্ডের প্রার্থী দেওয়ান চমনলালকে পরাজিত করিয়া হিন্দু সভার প্রার্থী ভাই পরমানন্দ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অম্বালা অমুসলমান কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন লালা শ্যামলাল। লাহোর ইষ্ট শিখ কেন্দ্র হইতে সর্দ্দার হরবংশ সিং ব্রারকে পরাজিত করিয়া সর্দ্দার মঙ্গল সিং এবং মধ্য পাঞ্জাব মুসলমান কেন্দ্র হইতে মিঃ কানাইয়ালাল গৌবা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আজমীঢ় অমুসলমান কেন্দ্র হইতে মিঃ ভাগচাঁদ শোনী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত কেন্দ্রের অন্যতম প্রার্থী দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সারদা পরাজিত হইয়াছেন। মাদ্রাজ রামনাদ-তিনেভেলী মুসলমান কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্ত কুমারস্বামী রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নিখিল-ভারত নারী-সম্মেলন

নিখিল-ভারত-নারী-সম্মেলনের কলিকাতাস্থ শাখার দ্বিতীয় এবং শেষ দিনের অধিবেশন গত ১৫ই নবেম্বর অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় ১৩৪নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে হইয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষে করাচীতে যে নিখিলভারত-নারী সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন হইবে, সেই অধিবেশনে প্রস্তাব পাঠাইবার জন্য সভায় শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়ে কতকগুলি সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত মহিলাগণ কার্য্যকরী সমিতির সদস্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন :—সভানেত্রী—মিসেস ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী—মিসেস মোমিন ; সেক্রেটারী মিসেস মণিকা গুপ্তা, সহঃ সেক্রেটারী—মিসেস বি এন্ বানার্জ্জি, মিসেস পি সি দাসগুপ্তা ; কোষাধ্যক্ষ—মিসেস এ সি দত্ত।

বিমান দুর্ঘটনা

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, একটী নূতন যাত্রীবাহী বিমান কুইন্সল্যাণ্ডে লংরীচের নিকট এক হাজার ফুট উপর হইতে ভূপতিত হইয়া চুরমার হইয়া যাওয়ায় তিনজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ও একজন অষ্ট্রেলিয়ান যাত্রী নিহত হইয়াছে। নূতন ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া বিমান ব্যবস্থায় সিঙ্গাপুর ব্রিসবেন বিভাগে ব্যবহারের জন্য বিমানটী লণ্ডন হইতে ব্রিসবেন যাইতেছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ হাসেম আলী খাঁ

মিঃ এ কে ফজলুল হক পদত্যাগ করায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সদস্যপদ খালি হইয়াছিল, ঐ সদস্যপদের জন্য প্রার্থী চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল খাঁ নির্ব্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বরিশালের বিশিষ্ট উকিল ও জেলা সমিতির সভাপতি মিঃ হাসেম আলী খাঁ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
	অদ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
	১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অদ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪।০, সিকি কলম ১২৲ অদ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বাৰ্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৩,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯.	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮.	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৩৮.	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬.	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৬	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

"বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৬ ১৬-৪৯, ১৮-৩১ এবং ০-০২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যগণ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টটা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়-সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

৯ম বর্ষ } ২৮শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৯শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ সোমবার { ২১৪শ সংখ্যা

বিভিন্নমঠে গোবর্দ্ধনপূজা

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীযুক্ত গদাধর দাসাধিকারীর মূলগায়কত্বে উষঃকাল হইতে ভোগারাত্রিক পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন হইয়াছে। তাহার পর ভোগস্থলীর আবরণ উন্মোচন করা হয়। শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর ভক্তজন-নয়নরঞ্জন অপূর্ব্ব-শৃঙ্গার এবং শতপ্রকার বিচিত্রতাযুক্ত শোভাদর্শনে দর্শকমণ্ডলী তৃপ্তিলাভ করেন। তৎপরে শ্রীপাদ ফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরী প্রভুর অন্নকূটোৎসব বিষয় পাঠ করেন। পাঠ-সমাপনান্তে উপস্থিত শতাধিক ব্যক্তিকে বহু বিচিত্রতাযুক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় সংকীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত ফেনপানন্দ ব্রহ্মচারী উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীভাগবতবর্ণিত গোবর্দ্ধনপূজা বিষয় কীর্ত্তন করেন এবং গোবর্দ্ধনপূজা কাহাকে বলে, কিরূপে এই পূজা হয়, তাহা বুঝাইয়া দেন। শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ-দাস বাবাজী মহারাজ সমস্ত দিন আগত হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিদিগের নিকট ওজস্বিনী ভাষায় অনর্গল হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। মেদিনীপুর জেলা-নিবাসী ভূম্যধিকারী মঠাশ্রিতভক্ত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয় উৎসবের ব্যয়-ভার বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠে

মেদিনীপুর জেলার অমর্ষি গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব-উপলক্ষে বিগত, ২১শে কার্ত্তিক বুধবার অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম-মহারাজের অধিনায়কত্বে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাসাধিকারী মহোদয়ের মূলগায়কত্বে একটী নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। বাজারে উপস্থিত হইলে প্রায় ৫০০ ব্যক্তি যোগদান করিয়া বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর অধিবাস-কীর্ত্তন-মুখে মহারাজজী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীশ্রীগোপাল-দেবের অন্নকূট-নৈবেদ্য-প্রসঙ্গ পাঠ করেন।

পরদিবস শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে কয়েক ঘণ্টা মহাজনপদাবলী সংকীর্ত্তন হইয়াছে। কীর্ত্তন-সদন চন্দ্রাতপ ও বিবিধ পুষ্পমাল্যাদিতে পরিশোভিত হইয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহরে ঘৃতান্ন, পুষ্পান্ন, খেচরান্ন, পরমান্ন, ৮ প্রকার ডাল, প্রায় বিংশ-প্রকার ভাজা, দশবিধ শাক, নানাবিধ তরকারী, চাটনী, মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদিতে প্রায় ১৭০ প্রকার উপায়ন-সহকারে অন্নকূট-নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া শ্রীপাদ মহারাজজী স্বয়ং শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ প্রদানপূর্ব্বক আরাত্রিক করিয়াছেন। তদনন্তর উপস্থিত শত শত ব্যক্তি বিচিত্র অন্নকূট দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে

চিরকুণ্ডা ১৫।১১।৩৪

মানভূমজেলার অন্তর্গত ডুমুরকোণ্ডা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে মহা-সমারোহে অন্নকূট মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীরাধারমণ জিউর শৃঙ্গার অতি সুন্দর হইয়াছিল। শ্রীমন্দির ও শ্রীতুলসীমন্দির বনমালা, পূর্ণ-কুম্ভ ও কদলীবৃক্ষ এবং পতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। দুইটী ফটক হইয়াছিল—একটি রাস্তার সম্মুখে, অপরটী শ্রীমন্দিরের সম্মুখে। শ্রীপাদ সুজনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে অন্নকূট-বিবরণ পাঠ করিয়া সকলকে অতি-সরল-ভাবে বুঝাইয়া দেন এবং যুগধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু বলেন। সমবেত প্রায় ২০০ শত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবে গ্রামবাসিগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

চট্টগ্রামে প্রচার

চট্টগ্রাম ১৩।১১।৩৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস-গভস্তি-নেমি-মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী, শ্রীভক্তি-সৌরভ-দাসাধিকারী ভক্তিমৈত্রেয়, শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণ-পদ-দাসাধিকারী প্রভৃতি সেবক-বৃন্দ-সমভিব্যাহারে গত ১১ই নভেম্বর হরিকথা-প্রচারার্থ 'চিটাগং' মেলে শুভ-বিজয় করেন। গোয়ালন্দঘাটে ট্রেণ পরিবর্ত্তন করিয়া গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ যখন জাহাজে আরোহণ করিলেন' তখন ঐ বাষ্পীয় পোতের যাত্রিবৃন্দ নির্নিমেষ-নয়নে তাঁহা-দিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনেকে স্বামীজী-মহারাজের আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। সুবিস্তৃত পদ্মার নির্ম্মল-সলিলোপরি বাষ্পীয়-পোতখানি যখন দ্রুত গতিতে প্রধাবিত হইতে লাগিল, তখন স্বামীজী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে মঠ-সেবকগণ সুললিতস্বরে মৃদঙ্গ-করতাল-সহযোগে মহাজন-গীতি ও ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত জীবগণের কাম-ক্রোধাদিরূপ নক্র-তিমি-তিমিঙ্গিলাদির কবল হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনেকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া মঠ-সেবকগণের নিকট সুসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন। চাঁদপুর ষ্টেশনে রাত্রি ৮॥ টার সময় বাষ্পীয় পোত পরিবর্ত্তন করিয়া 'চিটাগং' মেলে পরদিন প্রাতে ৭ টার সময় চট্টগ্রাম ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর-দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ রসানন্দ ব্রহ্মচারী, দৈনিক 'পাঞ্চজন্য' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস মহোদয় কতিপয় অনুচরবর্গসহ মোটরযান লইয়া স্বামিজী মহোদয়ের অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা নানাভাবে গৌড়ীয়মঠের প্রচারের সাহায্য করিতে থাকেন।

গত ১২ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ টার সময় স্বামীজী-মহারাজ চট্টগ্রাম-সহরের অন্তর্গত ব্যাণ্ডেল নামক স্থানে প্রাণকৃষ্ণবল মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে স্বামীজী-মহারাজ বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজী-মহারাজের পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে ও রাধাকুণ্ডে মহোৎসব

পরমগুরুদেব পরমহংস বাবাজী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি-পালনোপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ৩০শে কার্ত্তিক শ্রীবৃন্দাবনে এবং ২রা অগ্রহায়ণ শ্রীরাধাকুণ্ডে বিপুল আয়োজনের সহিত মহোৎসব করিয়াছেন। বিস্তৃত সংবাদ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ দামোদর সর্ব্বাব্দির সংস্করণ ৪৪৮

দাম্ভিকতা

মহাভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার আচরণ সর্ব্বথা পবিত্র। জগতের ভাল মন্দ-বিচার দ্বারা মহাভাগবতের আচরণ বুঝিতে পারা যায় না। শ্রীগীতোক্ত 'অপি চেৎ' শ্লোকের অর্থ এই যে, মহাভাগবতের আচরণ বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত কদর্য্য বিবেচিত হইলেও তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রদর্শন ভীষণ-অপরাধজনক। যিনি মহাভাগবতের আপাত প্রতীয়মান কদর্য্য আচরণে উৎকৃষ্ট সাধুত্ব দর্শন করেন, তিনিও আর সেরূপ সাধুত্ব লাভের অধিকারী হয়েন। মহাভাগবত ব্যক্তির অত্যন্ত কদর্য্য আচরণ প্রদর্শন করিয়াও কৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হয়েন না; ইহা কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

অনধিকার চর্চ্চা-দ্বারা ভক্তিমার্গ হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। মহাভাগবতের আচরণ একমাত্র মহাভাগবতই প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। মহাভাগবত-লীলা প্রদর্শনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে কোনও প্রকার অবরতার সংস্পর্শ সম্ভব নহে। শ্রীগুরুদেবের কৃপালেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিই শ্রীগুরুসেবার সম্যক্ অধিকারী। এতাদৃশ ব্যক্তির অধিকারোচিত সেবার প্রতি অসূয়া-প্রদর্শনদ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অপরাধের আবাহন হয়। "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার," এই অমূল্য উপদেশ স্মরণ রাখা গুরুসেবকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুসেবকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনই তীব্র বৈষ্ণবাপরাধ। একমাত্র শ্রীগুরুসেবকের মর্য্যাদা-পালন-দ্বারাই শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান সম্ভব। **শ্রীগুরুদেবের সেবককে উপেক্ষা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তোষবিধানের চেষ্টার অভিনয় গুরুদ্রোহ।** গুরুদ্রোহীর অবৈধ-সম্বন্ধদ্বারা গুরুপাদপদ্মের সেবাধিকার বিনষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু কে প্রকৃত গুরুদ্রোহী এবং কেই বা যথার্থ গুরুসেবক, তাহা বুঝিতে পারা সহজ নহে। "যেইজন কৃষ্ণভজে, সে বড় চতুর।" তিনি সহজে ধরা দেন না। শ্রীগুরুসেবকের অহৈতুকী কৃপাদ্বারাই প্রকৃত সেবককে চিনিতে পারা যায়। বাহিরে 'গুরুদাস' অভিমান লক্ষিত হইলেও একমাত্র ঐকান্তিক গুরুভক্তই পতিতপাবন। বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী না হইয়া নিজের যোগ্যতাদ্বারা বৈষ্ণব চিনিয়া লইবার ধৃষ্টতা সযত্নে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

গুরুদ্রোহীর সঙ্গ করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীগুরুদেব স্বয়ং এবং তাঁহার ঐকান্তিক সেবকসম্প্রদায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাঁহার প্রিয় সেবকগণের কৃপালাভ হয়। শ্রীগুরুদেবের প্রিয় সেবকগণের কৃপাদ্বারাই শ্রীগুরুদেবের সেবকের প্রতি অসূয়া প্রদর্শনরূপ ভীষণ অপরাধের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারা যায়।

উত্তম অধিকারীর আচরণের অবৈধ অনুকরণ অপরাধজনক। অনর্থযুক্ত অবস্থায় এই প্রকার অনুকরণের স্পৃহা বলবতী থাকে। দাম্ভিক অনর্থযুক্ত জীব নিজেকে মহাভাগবত বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রকার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সনাতন দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়াছেন। বহু অনর্থযুক্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন-দ্বারা ভগবৎসেবা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। বর্ণ ও আশ্রমের অধিকারোচিত পালন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণব নহেন। বৈষ্ণবের আনুগত্যের অভাব হইলে বর্ণাশ্রমীর বৈষ্ণবাপরাধ সংঘটিত হয়। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার নিষ্কপট সেবকগণের আনুগত্যে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে দৈব-বর্ণাশ্রম বলা যায় এবং তদ্দ্বারাই সেবাধর্ম্মের উদয়ে বদ্ধজীবের সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃত অভিমান সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়।

আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসআশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বিধিদ্বারা সন্ন্যাস-আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব অভিমান বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবৎসেবার অনুকূল হয়। বৈষ্ণবের আনুগত্যহীন সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠত্ব-অভিমান প্রেতলোকের পাথেয়। অন্যান্য আশ্রমসম্বন্ধেও একরূপ বিচার সঙ্গত। ফলকথা, একমাত্র বৈষ্ণবের আনুগত্যেই দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। নিষ্কপট বৈষ্ণবের আনুগত্যহীন বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম আসুর বর্ণাশ্রম-নামে অভিহিত হয়। সেরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অভিনয়দ্বারা জগজ্জঞ্জাল বৃদ্ধি হয়।

বৈষ্ণবের দাম্ভিকতা-প্রদর্শন দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিবর্দ্ধন হয় এবং উহা কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমেই সৌভাগ্যবান্ অনর্থযুক্ত জীবের প্রতি তাঁহার অমন্দোদয়-দয়া-প্রদর্শনের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণবের দণ্ডরূপ কৃপা দ্বারা অপরাধীর মঙ্গলবিধান হয়। বৈষ্ণবের শাসন সম্পূর্ণ উপাদেয় এবং মঙ্গলপ্রদ; কিন্তু গুরুদ্রোহীর দাম্ভিকতা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অপরাধময়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাদ্বারাই অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া জীব কৃষ্ণ-সেবালাভের অধিকারী হয়েন। কৃষ্ণেচ্ছায় জীব স্বতন্ত্র। কৃষ্ণ জীবের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না। জীব সেবোন্মুখ হইলে মৎসরতা-ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়েন। অনর্থযুক্ত অবস্থায় 'কৃষ্ণদাস' অভিমান বিস্মৃত হইয়া জীব মায়ার প্রভু সাজিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়। তাহার কামের তৃপ্তির বাধা হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধদ্বারা জীবের চিত্তবৃত্তি বিবেক সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কপটি জীব কপটতাপূর্ব্বক গুরুসেবার ছলনায় গুরুদ্রোহ আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

অমানী মানদ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, জীবের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই। বৈষ্ণব কখনও জীবের স্বতন্ত্রতার প্রতি আক্রমণ করেন না। জীবের স্বতন্ত্রতার প্রতি আক্রমণ মৎসরতা এবং অবৈধ দাম্ভিকতা। গুরু-অভিমান সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজের দাসের দাসের দাস অভিমান প্রদর্শনপূর্ব্বক জগজ্জীবকে গুর্ব্বভিমানরূপ অপরাধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের কর্ত্তব্যতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(১৯)

২৩শে অক্টোবরের হরিকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ঐ পাঁচপ্রকার সেবার যে কোনটাই করি না কেন, সকলেরই খুঁটী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সাধুসঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি পাঁচটী ব্যাপারই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া। ভগবৎ-শব্দে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু যেখানে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা লিখিয়াছেন, সেখানে "ভগবৎ সন্দর্ভের" স্থানে "কৃষ্ণ সন্দর্ভ" লিখিয়াছেন।

রাধিকার ভজন করিতে যাইলে কৃষ্ণভজন হইবে না। কিন্তু রাধিকা যখন কৃষ্ণ ভজন করেন, তখন তাঁহাকে যদি ভজন করা যায়, তাহা হইলে কৃষ্ণভজন হইবে। ভাগবতে রাধিকার নাম নাই কেন, এইরূপ প্রশ্ন অনেকে করেন। ভাগবত যখন কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথায় পূর্ণ, তখন তাহাতে রাধিকার কথা থাকিবে কেন? ভাগবতে ভগবতীর কথা বর্ণিত হয় নাই। তবে ভাগবতে ভগবানের কথা বলিতে গিয়া রাধিকার কথা যে একবারে বলা হয় নাই, এমন নয়; কারণ "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" শ্লোকে তাহার ইঙ্গিত আছে।

সেবা ও সেবকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জিনিষ ঠিক হইতেছে। সেবার প্রতি উদাসীন থাকিবেন না। বৈকুণ্ঠাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এক মথুরাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; বৈকুণ্ঠ-নাম কীর্ত্তন করুন। বৈকুণ্ঠ হইতে অবর-স্থানে অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকিলে নাম-কীর্ত্তন হইবে না। এই পাঁচের অল্প-সঙ্গও যদি করেন, তাহাতে মঙ্গল লাভ করিবেন। লক্ষ্য রাখিবেন, যেন বিষ্ণুপূজা করিতে গিয়া অপরাধ করিয়া না ফেলেন। নামাভাস যদি করেন, তাহাতে মুক্তি হইতে পারিবে, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে দেখা হইবে না।

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

আপনাদের অনেকেই পয়সা খরচ করিয়া রাধাকুণ্ডে যাইয়া কুণ্ডস্নান করিয়া আসিতেছেন এবং কুণ্ডে অবগাহন করিয়া স্নান করিয়া মনে করিতেছেন, রাধাকুণ্ড-স্নান হইয়া গেল। কিন্তু রাধাকুণ্ড-স্নান ঐরকম একটী ব্যাপার নহে। রাধাকুণ্ড স্নান বলিতে সেবাসমুদ্রে অবগাহন। এই রকম স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর লইয়া রাধাকুণ্ড-স্নান হয় না। সেখানে কেবল রাধিকাদেবীর অনুগত জন-ব্যতীত অন্য কাহারও যাইবার সামর্থ্য নাই। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা"

চেতন রাজ্যের শেষ সীমায় রাধাকুণ্ড-সেবা অবস্থিত। প্রাকৃত বস্তুর প্রতি ভক্তি-শব্দ প্রয়োগ হয় না। রাধিকা মহাভাব-স্বরূপিণী। সেব্যের মধ্যে মূল সেব্য বস্তু কৃষ্ণ। পরা ভক্তি বলিলে কি বুঝায়, তাহা আলোচনা করিবেন। কার্ত্তিকব্রত না করিলে রাধিকার আনুগত্য লাভ করিতে পারিবেন না। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে থাকুন, তাহা হইলে কৃষ্ণস্মরণ আপনা হইতেই হইবে। আর যদি তাহা না করে তবে অসৎ হইয়া যাইবেন; অসৎ বলে যাহা চিরদিন থাকে না। পৃথিবীতে থাককালে আমাদের যত অসুবিধা ঘটে, তত জানিবেন যে, সেগুলি আমাদের কৃষ্ণস্মরণে সুযোগ। তাই কুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন,—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের নাম সেবা—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

রামনামে সংসার-ভূত নামিয়া যায়। তিনবার রামনাম করিলেই রাধারমণ রামকেই ভজন করা যাইবে। প্রথম রাম-নামটী তারক অর্থাৎ সংসার-অনর্থ হইতে উদ্ধার করেন এবং শেষোক্ত নামটী পারক অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম-দানে সমর্থ। মুক্তি ইচ্ছা করার নাম জ্ঞানাচরণ এবং ভোগ ইচ্ছা করার নাম কর্ম্মাচরণ। ঐ দুইটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তি ইচ্ছা করাই

দরকার। হঠযোগ প্রভৃতিতে কৃত্রিমভাবে যে সংযম, তাহা বৃথা।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভ-
হতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি ॥

মোক্ষদায়িকা পুরীর মধ্যে মথুরা শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃত অঙ্ঘ্রি-পূজা প্রাকৃত দ্রব্য, প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা করা হয়, তাহার মূল্য কিছুই নাই। বর্ত্তমান কালে আমরা বহির্জগতের বস্তুতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছি। দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে জানিতে পারি যে একমাত্র কৃষ্ণকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সেবোন্মুখতা দ্বারাই সেই শ্রদ্ধা আসিবে এবং তাহাতেই মঙ্গল হইবে। মথুরা ভূমি অধোক্ষজ-ভূমিকা, ভোগবুদ্ধি থাকা কাল পর্য্যন্ত ঠিক মথুরা ভূমিতে বাস হয় না।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ ॥

———

এই জড়েন্দ্রিয় দ্বারা ভগবান্ গ্রাহ্য হন না। আমাদের চেতনময় যে দেহ আছে ও সেই দেহে যে চেতনময় ইন্দ্রিয় আছে, তদ্দ্বারা ভগবান্ গ্রাহ্য হন। সেই চেতনময় ইন্দ্রিয়-সকলেরই সমান অধিকার। চিন্ময় চোখ দিয়া শুনা যায়, কাণ দিয়া দেখা যায় ইত্যাদি। যেটী সেবোন্মুখতা, সেইটাই ভক্তি। হইলে পূজা হয় না নির্ম্মল আত্মায় পূজা হয় ও ভক্তি হইলে পূজা হয়। ভক্তিতে যদি উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে ভুক্তি-মুক্তি আসিয়া আপনাদের গ্রাস করিবে। এবং আপনাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

———

কামক্রোধাদির সেবা করবেন না, জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই রকম সেবা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীল-মাধবেন্দ্র-পুরীপাদ বলেছেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্ম-
দাস্যে ॥

পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব

গত শনিবার উত্থানৈকাদশী-বাসরে শ্রীচৈতন্যমঠে সমস্ত দিন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, ভজনরহস্য-পারায়ণ, বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ ও ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামি পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

গীতার শিক্ষা

-:০:-

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম

(৪)

ভগবান্ এক—দুই বা বহু নহেন। তাঁহার প্রাপ্তির উপায়ও এক—দুই বা বহু নহে। প্রাপ্তির এই এক উপায়ই আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। জগতে যে-সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহার কোন কোনটী বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান, আর অধিকাংশই বিকৃত প্রতিফলন। ভগবানের বহিরঙ্গা ত্রিগুণময়ী মায়ার প্রভাবেই অসংখ্য অনাত্ম-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। এই বহিরঙ্গা মায়া কখনও ভগবানের সম্মুখে আসিতে পারে না—বিলজ্জভাবে তাঁহার পশ্চাতে অবস্থান করে। আমাদের মন এই মায়া হইতে জাত এবং তাহার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। আমাদিগকে বিপথগামী করিবার প্রধান শত্রু এই মন। মনের প্রভাবে আমরা 'কেন্দ্র' শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া জড়বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী শ্রীভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥"

শ্রীঅর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন,—"হে কৃষ্ণ! তুমি বলিয়াছ যে, বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়; কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিবার সামর্থ্য মনের আছে। অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে।"

শ্রীঅর্জ্জুনের ঐ উক্তি হইতে মনের স্বরূপ ও তাহাকে বশ করা যে অতিশয় কষ্টকর, তাহা সহজেই বোধগম্য। মনকে কি-প্রকারে বশ করিতে পারা যায়, তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য। অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যযোগে মন বশীভূত হইতে পারে। অভ্যাসযোগ বলিতে যে-সকল নিত্যমুক্ত ভগবৎপার্ষদগণ জগতে বিচরণ করেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে যাঁহারা ভজনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের প্রকৃষ্ট সঙ্গ করা—মনোধর্ম্মের সঙ্গ করা নহে। মনোধর্ম্মের ধারণাজাত বিষয়ের অভ্যাসে মনোবেগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র—মনকে জয় করা যাইবে না বা তাহাকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা যাইবে না। বৈরাগ্য বলিতে জাগতিক বিষয় আসক্তিরাহিত্য বা ঔদাসীন্যকেই বুঝায়। এই জড়বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বক্ষণ হৃষীকেশের সেবা-ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে।

এই প্রসঙ্গে স্বামীজী কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ ও মীন—এই পাঁচটীর উদাহরণ প্রদর্শন করেন। কুরঙ্গ শ্রবণেন্দ্রিয়ের তর্পণলালসায়, মাতঙ্গ স্পর্শসুখ-লাভ-আশে, ভৃঙ্গ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তর্পণাকাঙ্ক্ষায় পতঙ্গ রূপ-দর্শন-সুখকামনায় এবং মীন রসনেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়া থাকে। আর বুদ্ধিমান্ মানব আমরা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভোগলালসায় প্রমত্ত। সুতরাং আমরা জীবিত নহি—মৃতেরও অধম। এই যে মৃত্যুর শাণিত খড়্গ আমাদের মস্তকের উপর ঝুলিতেছে, উহার কবল হইতে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? আমরা ত' শূলে বসিতে চলিয়াছি! একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইলে—কেন্দ্রের সহিত দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইলেই আমরা ঐ আসন্ন ভীষণ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইলে, তাঁহার নিজজনের শ্রীচরণাশ্রয় করিলে তিনি ক্রমে আমাদিগকে ব্রজের সর্ব্বকল্যাণকর অন্তরঙ্গ সেবায় স্থান প্রদান করিবেন।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের ঐ সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হন। সভাপতি মহোদয় স্বামীজীর বক্তৃতাটীর মর্ম্ম বর্ণন করেন। বক্তৃতান্তে স্বামীজী উপস্থিত নাগরিকগণকে বক্তৃতার যে অংশ বুঝিতে পারেন নাই, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিবার জন্য আহ্বান করেন। স্বামীজীর উত্তর শ্রবণে প্রশ্নকারিগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক নাম প্রেমধর্ম্মপ্রচার

[চট্টগ্রামের দৈনিক পাঞ্চজন্য (১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৪) হইতে উদ্ধৃত—পাঞ্চজন্য সম্পাদক এই সংবাদ-প্রকাশের প্রারম্ভেই আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥"

—এই শ্রীচৈতন্যবাণী সমগ্রবিশ্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমানে নানা-প্রকার সমস্যার যুগে জীবের যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে বিশ্বব্যাপী নাম প্রেম-বন্যা আনয়ন করিয়াছেন। কলিযুগের পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত শুদ্ধ আত্মধর্ম্মে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু চেতন (জীব) দীক্ষিত হইয়া পরা শান্তি লাভ করিতে সমর্থ। কিন্তু আজ শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের নামে ভারতে অপচৈতন্য, কুচৈতন্য, অচৈতন্যে লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রত জনগণ যে ব্যভিচারের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে, এই সমস্ত পাপের হস্ত হইতে সরল প্রাণিগণকে উদ্ধারের জন্যই আজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সহস্রমুখীচেষ্টা। ভারতের বিভিন্ন-স্থানে এবং তীর্থস্থানসমূহে প্রচারকেন্দ্র ও সেবা-মন্দির স্থাপন করিয়া বিভিন্নপ্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় পারমার্থিক পত্র প্রকাশ ও প্রচার-দ্বারা এবং লুপ্তপ্রায় ভক্তিগ্রন্থাদির পুনঃ-প্রচার দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশ-অনুসারে তদীয় অনুকম্পিত জনগণ সদাচার পালন পূর্ব্বক প্রতিজীবের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকথিত নিরস্তকুহক বাস্তব-সত্যের বাণীর প্রচার করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশে নানাবিধ সেবার শিক্ষামন্দির স্থাপন করিয়া সুকুমার কোমলমতি বালকগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বিনাব্যয়ে সুশিক্ষা প্রদান, জীবের বিশ্বগ্রাস-ক্ষুধা নিবারণের জন্য অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ, লুপ্তধাম ও লুপ্তসেবা উদ্ধার, গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল প্রভৃতি ধাম পরিভ্রমণ,নানাবিধ পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটনে শাস্ত্রের শিক্ষা-প্রচার প্রভৃতি জনহিত কার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে।

সুদূর পাশ্চাত্য প্রদেশে—ইংলণ্ড,জার্ম্মাণ ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভারতীয় সর্ব্বোচ্চ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের কথা ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ নির্ভীক-ভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও বিভিন্ন স্থানে গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিহৃদয়-বন-মহারাজ ১৬টী বক্তৃতা বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে প্রদান করিতেছেন। এই বক্তৃতা বর্ত্তমান নবেম্বর মাস হইতে আগামী ফেব্রুয়ারী (১৯৩৫) মাস পর্য্যন্ত হইবে।

বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিতপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ চট্টগ্রামে শুভাগমন করিয়া নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী গত ১২ই নবেম্বর সন্ধ্যায় এ্যাডভোকেট শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বল মহাশয়ের বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামিজী মহারাজ বর্ণনা করেন। বহুশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজীর প্রচার-বিবরণী ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি ॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
১নং ময়দা	৪।০—৪৸৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৭৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A), (B) বা (C) দ্বারা প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
২৯৬ R. P. ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মিঃ আর, পাল চৌধুরী	গোলাচাঁদ সেখ দিং	৮৲৬৯/০	২৪।১১।৩৪	জমা	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা সুবর্ণবিহার	৪০৩ নং খতিয়ান	৯.৬২	১৲০/২ খাজনা	মিঃ আর পাল চৌধুরী
৩১০ R. P. ৩৩।৩৪			ফকির বিশ্বাস	১৫৭৮১০	২৪।১১।৩৪	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজা সরুনা	২১৯ খতিয়ান	১৩.৪১	৩১/৩ খাজনা	ঐ
৫৫৭ R. P. ৩৩।৩৪			জগৎমোহিনী দেবী	১৭৮/৯	২৪।১১।৩৪	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা আমঘাটা	৩৪৭ খতিয়ান	৮.৫৫	১৬৯/৯	
১০৭১ N. R. ৩৩।৩৪	এ	কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	হেমবরণী দেবী সাং দেপাড়া	১২১৸৩	২৪।১১।৩৪	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর ডুংরিয়া	৫৯ খতিয়ান	৫.১০	সেস ১৲৩	কুমার সৌরীশচন্দ্র রায়বাহাদুর
৩৫ N. R. ৩৩।৩৪	বি		সতীনাথ মৈত্র দিং সাং ঘূর্ণী	৮৸৯	২৪।১১।৩৪	নিষ্কর জমি	থানা কৃষ্ণনগর পানিনগর	১৬৬ খতিয়ান	১.২	সেস ।৶০	
৫৬৩ R. p. ৩৩।৩৪		মিঃ আর, পাল চৌধুরী	বেলাত সেখ সাং কেওরখালি	২৬/০	২৪।১১।৩৪	জমা	থানা নবদ্বীপ মৌজে তিওরখালী	১৮২ খতিয়ান	৯.৫৬	খাজনা ১৯৲	আর পাল চৌধুরী
২১৮ এন, আর ৩৪-৩৫	বি	সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	ময়ান ঢালে	২৮৷৶	২৪।১১।৩৪	রায়তি স্থিতিবান্	কৃষ্ণনগর	খং ৪৯০৭।১		৪৸০	সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C. 144

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ২০শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২১৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সর্প কর্ত্তৃক হরিণ গ্রাস

ডিব্রুগড়ের বিখ্যাত শিকারী শ্রীযুক্ত বি এম সেন দলবলসহ আসাম সীমান্তে জঙ্গলের মধ্যে মুক্তিয়াছাপড়ীর পাঁচ মাইল দূরে কানিয়াছাপড়ীতে ব্যাঘ্রশিকারে যাইয়া এক বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জঙ্গলের মধ্যে হস্তীপৃষ্ঠে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ তাঁহার হস্তীটী বাধিয়া দাঁড়ায়। তিনি সম্মুখে চাহিয়া দেখেন আনুমানিক পনর হাত লম্বা একটী পাহাড়িয়া সাপ একটি হরিণের দেহের অর্দ্ধাংশ গলাধঃকরণ করিয়া পড়িয়া আছে। শ্রীযুক্ত সেন সাপটির মাথায় ও গলদেশে আঘাতের চিহ্ন লক্ষ্য করেন। কিছুক্ষণ পরে একদল সশস্ত্র বুনো আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তাহাদের কথায় জানা যায়, সাপটি হরিণকে গ্রাস করিবার সময় তাহারা সেটিকে হত্যা করিয়াছে।

বিহার পুনর্গঠনে মিঃ সেরেসোল

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সভাপতি সুইজারল্যাণ্ডের ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পেরী সেরেসোল বিহার পুনর্গঠন কার্য্যভার গ্রহণার্থে কয়েকদিন পূর্ব্বে পাটনায় আগমন করিয়াছেন। বিহার কেন্দ্রীয়-সাহায্য-সমিতি ভূকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের যে পুনর্গঠন কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, মিঃ সেরেসোল সেই কার্য্যে উক্ত সমিতিকে সাহায্য করিবার মানসে বর্ত্তমানে তথায় অবস্থান করিতেছেন। গত ১৫ই নবেম্বর বহু প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় স্থির হইয়াছে যে, ডাঃ পেরী সেরেসোল আগামীকল্য মজঃফরপুরে ত্রিহুত বিভাগের কমিশনারের সহিত দেখা করিবেন এবং তৎপর মজঃফরপুর হইতে সাত মাইল দূরে সোনাথি গ্রামে যাইবেন। তথায় তিনি ড্রেণ ও গ্রাম স্থানান্তরিত করা সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন। অতঃপর সোনাথি হইতে বক্সী নামক স্থানে একটি কেন্দ্র খুলিবার উদ্দেশ্যে চম্পারণ জিলায় গমন করিবেন। এখান হইতেই তিনি বর্ত্তমানে তাঁহার খাল পরিষ্কার কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

লোহার গরাদ ভাঙ্গিয়া, কয়েদীর পলায়ন

দাউদ নামক এক দুর্দ্দান্ত কয়েদী ১৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হায়দরাবাদ রাজ্যের গুলবর্গা সেন্ট্রাল জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। কয়েক-দিন পূর্ব্বে সে জেল হইতে পলাইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, রাত্রিতে জেলের শৌচাগারে যায় এবং লোহার গরাদ ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে; এপর্য্যন্ত তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাহার পলায়ন সংবাদ হায়দরাবাদে পৌঁছিলে তথাকার পুলিশও তাহার জন্য কড়া নজর রাখিয়াছে।

বোম্বাই কংগ্রেসের মিউনিসিপ্যাল দল গঠন

প্রকাশ, বোম্বাই-প্রাদেশিক-কংগ্রেস কমিটি একটী মিউনিসিপাল দল গঠন করিতেছেন এবং আগামী জানুয়ারী মাসে বোম্বাই কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হইবেন। ১১০টী আসনের মধ্যে ৭৬টী আসন নির্ব্বাচন দ্বারা পূর্ণ হইবে। কংগ্রেসী প্রার্থীগণই অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবেন বলিয়া কংগ্রেস আশা করেন; সুতরাং এক জন কংগ্রেস কর্ম্মীরই মেয়র হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কে এফ নরী-ম্যানের নাম উল্লিখিত হইতেছে।

মেয়রের দণ্ড

ষ্টকহোম হইতে প্রকাশ, নিরপেক্ষ থাকিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই মেয়রের কর্ত্তব্য। নানা ব্যাপারে ইহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া হোমবার্গের মেয়র হার ক্রুপারসবার্গ অভিযুক্ত হন। সারের সুপ্রিম-কোর্টের বিচারে তাঁহার প্রতি ৪৬ দিন কারাদণ্ড এবং ২০০০ ফ্রাঙ্ক অর্থদণ্ডের আদেশ হয়। এই সংবাদ পাইবামাত্র হার ক্রুপারসবার্গ তাঁহার মোটরে চড়িয়া জার্ম্মাণীতে যাত্রা করিয়াছেন।

মাদ্রাজের নূতন গবর্ণর

গত ১৫ই নবেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মাদ্রাজের নূতন গবর্ণর লর্ড আরস্কিন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হাউসের বড় হলে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

একখানি অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ, স্যার জর্জ ষ্ট্যানলি অতিশয় যোগ্যতা সহকারে গবর্ণরের কার্য্য পরিচালন করিয়া-ছেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল যে, তিনি বোম্বাই পৌঁছিয়া জাহাজে আরোহণ করা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে গবর্ণরের সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।

স্যার জর্জ ষ্ট্যানলি এবং তাঁহার পত্নী লেডি বিয়েট্রিস ষ্ট্যানলি ঐ দিবস বৈকাল ৫-৩০ মিনিটের সময় একখানি স্পেশাল ট্রেণে চড়িয়া মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

জয়েণ্টকমিটি সম্পর্কে সম্রাট

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখার সময় সম্রাট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান অধিবেশনে যে সকল আইন পাশ হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার পর্য্যালোচনা করেন। তিনি রাজা আলেকজাণ্ডার ও মিঃ বার্থের হত্যার বিষয় সমবেদনার সহিত উল্লেখ করেন এবং নৌ-চুক্তি আলোচনার সাফল্যের কামনা করেন।

সম্রাট বলেন, "জয়েণ্ট কমিটী ভারতের ভাবী শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের কার্য্য শেষ করিয়াছেন এবং কমিটির প্রস্তাব সমূহ শীঘ্রই আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে।

তদন্তের এত বড় ব্যাপক ক্ষেত্র কদাচিৎ দেখা যায়। আপনাদের কমিটী আপনাদের উপর অর্পিত কর্ত্তব্য যে উপ-যুক্তভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

আগামী ২০শে নবেম্বর পার্লামেণ্টের নূতন অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনে ভারতীয় শাসনসংস্কার বিল উপস্থাপিত হইবে

নোবেল প্রাইজ

ষ্টকহোমের সংবাদে প্রকাশ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারল্ড ক্লেটন উরে রসায়নশাস্ত্রের ১৯৩৪ সালের নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪১
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১ ৭০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৭-৫৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১৯শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৪ঠা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২০শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ২১৬শ সংখ্যা

পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠে

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে গত ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর শনিবার উত্থানৈকাদশী-বাসরে পরমগুরুদেব অবধূত-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথি-পূজা ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে সমস্ত দিন নিরন্তর সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্পন্ন করিয়াছেন। রাত্রি ৫॥ ঘটিকা হইতে প্রাতঃ ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সাধিকানন্দজী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীরাসবিহারী প্রভৃতি সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়াগণ পরমগুর্ব্বষ্টক ও অন্যান্য ভজনগীতিসমূহ কীর্ত্তন করেন।

তৎপর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ গৌর-ভক্তগণের করুণার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যে-সকল অমৃতপ্রস্রবণ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহার কয়েকটী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শ্রীল সরস্বতী-পাদ কর্ম্মি-জ্ঞানি-তপস্বি-যোগিগণের বৃথা চেষ্টার প্রতি ধিক্কার দিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, সাধরণ শ্রীগৌর-কৃপা-ব্যতীত সর্ব্বসাধনসম্পন্ন পুরুষগণের পক্ষেও নিগূঢ় প্রেমলাভ কখনও সম্ভবপর নহে। অনাশ্রিত-গৌরপাদপদ্ম জনগণ জাগতিক ধনে যতই ধনী হউক না কেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দরিদ্র ও পোঁচা; পক্ষান্তরে যে-সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি গৌরপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা বাহ্য-দর্শনে দরিদ্র প্রতীয়মান হইলেও কৃষ্ণপ্রেমলাভের অধিকারী হইয়া তাঁহারাই প্রকৃত ধনী।

পাঠের পর পুনরায় সংকীর্ত্তন হইতে থাকে; তৎপর পূর্ব্বোক্ত কাব্যতীর্থ, ভক্তি-শাস্ত্রীজী গৌড়ীয় ৯ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা হইতে "শ্রীশ্রীগৌরকিশোর বিরহ-মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক" পাঠ করেন। তৎপর পুনরায় সংকীর্ত্তন হয়, সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, শ্রীপাদ সাধিকানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভজন-রহস্য পারায়ণ করেন। পারায়ণান্তে পুনরায় সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। এই সকল কীর্ত্তন ও পাঠ বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে হইয়াছে।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় সময় অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-সদনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রায় এক ঘণ্টাকাল বাবাজী মহারাজের দান-সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বাবাজী মহারাজ যে ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান "বাক্‌যান" বা "বাক্‌জান" বলিতে জানাইতেছেন। 'বাক্' শব্দের অর্থ—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী; 'যান' শব্দের অর্থ পোত—যাহার সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপ পোত আশ্রয় করিলে মানবকুল অনায়াসে ভব-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন। 'জান' শব্দের- অর্থ প্রাণ, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীই মুক্ত জীবাত্মার প্রাণ। এই বাণী হইতে যাঁহারা বঞ্চিত, তাঁহারা বস্তুতঃ মৃত। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিগ্রহরূপে প্রদান করিয়া আমাদিগকে প্রাণ দান করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতার অন্যান্য অংশ গত ২১৪ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি; তাই তাহা পৃথগ্‌রূপে লিপিবদ্ধ হইল না।

উক্ত বক্তৃতায় শ্রীধামের বৈষ্ণববৃন্দ এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সচ্ছাত্র-শিক্ষকবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণসহ নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের, শ্রীঅদ্বৈতভবনের, শ্রীবাস-অঙ্গনের ও শ্রীযোগ-পীঠের মন্দিরসমূহ পরিক্রমণ করেন। এই সময় শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরু-গম্ভীরনাদের কীর্ত্তন সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর প্রভুর করুণস্বরের সুমধুর-কীর্ত্তন সকলের অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে স্পর্শ করিয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ হয়। অতঃপর পুনরায় কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; এই সময় কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য্য শ্রীভূদেব ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হন। পাঠের পর পুনরায় সংকীর্ত্তন হয়, এই সকল পাঠ-কীর্ত্তন ব্যতীত নিত্য-অর্চ্চন ও ভোগরাগাদি যথা-সময়ে সম্পন্ন হইয়াছে। দ্বাদশী-বাসরে নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে

চট্টগ্রামে প্রচার

চট্টগ্রাম ১৪।১১।৩৪

গত ১৪ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬॥০ টার সময় চট্টগ্রাম-নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন মহাশয়ের কৃষ্ণপ্রসাদ ঔষধালয়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" শ্লোকটী অতি সুন্দর-রূপে ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহোদয়ের ব্যাখ্যায় মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সতত কৈতব-রহিত ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি ভাগবত-গ্রন্থ আদৌ মহামুনি নারায়ণকর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকী আকারে প্রচারিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য পরম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মৎসর ব্যক্তিগণ ভাগবতের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যাঁহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার ফলাভিসন্ধিরূপ কপটতা বিরাজিত, তাঁহারা ভাগবতের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কৈতব-শব্দের অর্থ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি-পাদ্য ধর্ম্ম চতুর্ব্বর্গকেও ধূৎকার প্রদান করে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তববস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রদ। ইহাতে শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

কৃষ্ণভক্তি রস-স্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদ শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥

চৈঃ চঃ ২।২৫।১৪৭

জগতে টেলিফোন রেডিও প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে যেমন শত সহস্র দূরের শব্দকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ এই ভাগবত কথিত বিজ্ঞানের দ্বারা পরজগতের শব্দব্রহ্মকে আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ দামোদর শ্রাম্ব প্রত্যায় ৪৪৮

হরিকথা-প্রচারের অধিকারী কে?

আমরা অনেকেই জগতে হরিকথা-প্রচার বা কীর্ত্তন করিবার জন্য অধিকাংশ সময়ই আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকি। ইহা আমাদের পরম মঙ্গলের কথা সন্দেহ নাই; কারণ, অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্যরূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু হরিকথা-কীর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে "এই কীর্ত্তনের অধিকারী কে?" ইহাও আমাদের স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক। সঙ্কীর্ত্তনপিতা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীমুখে এই হরিকথা কীর্ত্তনকারীর পরিচয় আমাদিগকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরু হইতেও সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরি-কীর্ত্তনের অধিকারী।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয় অন্তরঙ্গ-জন শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিতেছেন,—
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু হইতে পারেন না। সেবোন্মুখ-অবস্থায় ভগবান্-নাম,রূপ,গুণ,পরিকর ও লীলা ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় মনোঽভীষ্টপরিপূরণকারী শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপরিউক্ত বাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই শ্রীকৃষ্ণনামাদি-কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ হয়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ও তদভিন্নবিগ্রহ সদ্গুরু, আচার্য্য, বৈষ্ণব বা সাধুগণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তু; আর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহও অপ্রাকৃত বস্তু। এইরূপ সেবোন্মুখে অপ্রাকৃত মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবান্ ও ভক্তগণের অপ্রাকৃত নাম রূপ-গুণ-লীলাদির কথা চিন্তা, তাঁহাদের রূপ দর্শন, তাঁহাদের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তাঁহাদের যাবতীয় সেবা-কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এখানে কেহ যদি পূর্ব্বপক্ষ মনে করেন যে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব পদাশ্রিত না হইয়া, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার না করিয়াও বেদ-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বা এই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক বক্তৃতা দ্বারা সকলোকের নিকট ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করা যাইতে পারে, কিন্তু তদুত্তরে উপনিষদ্ কি বলিতেছেন, শুনুন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
— শ্বেতাশ্বতর

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥
— কঠ

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
— গীতা

তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে শুদ্ধভক্তি বর্ত্তমান—যিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা বৃত্তির দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু বৈষ্ণবের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন, তিনিই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহার নিকটই শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবের ভুবনমঙ্গলময় নাম রূপ গুণাদির কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্য দ্বারা ভগবান্ ও ভক্তগণের তত্ত্ব জানা যায় না।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করিলে—সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ সেবানিরত না থাকিলে আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের প্রাকৃতত্ব দূর হয় না, তজ্জন্য আমরা সেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীভগবান্ ও তদীয় নিজজনগণের চরিত্র ও শিক্ষার কথা শাস্ত্রাদি-পাঠের বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মুখে শ্রবণের অভিনয় করিয়াও উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ি। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" এইজন্য শাস্ত্রে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিযাজনের উপদেশও আমরা বৈষ্ণব-মহাজনগণের শ্রীমুখে প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভু শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আচার-প্রচারময় আদর্শজীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার' 'প্রচার'—নামের করহ
দুই কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥
(চৈঃ চঃ অ ১০২-১০৩)

শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভুর এই বাক্যগুলি বিচার করিলে আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে, যিনি বৈষ্ণবের আচার বা ভক্ত্যঙ্গসমূহ কেবল নিজে পালন করেন, কিন্তু অন্যের নিকট প্রচার করেন না, আর যিনি কেবল হরিকথা অন্যের নিকট প্রচার করেন, কিন্তু প্রচার্য্য বিষয়সমূহ নিজে পালন করেন না—এই দুই জনেরই আচার ও প্রচার অসুষ্ঠু বা অসম্পূর্ণ। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিচেষ্টাময়, শুদ্ধনামভক্তি প্রচারনিষ্ঠ ঠাকুর হরিদাসই যথার্থ আচার্য্য—চারিবর্ণাশ্রমী ও জগতের গুরু; কারণ, তিনি শ্রীনামের যুগপৎ আচার ও প্রচার করিতেছেন বলিয়া তাঁহার আচার-প্রচারই সুষ্ঠু বা সম্পূর্ণ তাঁহার জীবনই সকলের আদর্শ।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে কূর্ম্মনামক এক বিপ্র তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব সেবাই জীবনের একমাত্র কৃত্যরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কূর্ম্মবিপ্রের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে একান্ত শরণাগতি ও সেবা-প্রাণতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন,—

যারে দেখ, তারে কহ, কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ ম ৭।১২৮-১২৯)

এস্থলে শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে জানাইলেন,—জগতের জীবকে হরিভজনোপদেশ করা—আচার্য্য বা পারমার্থিক গুরুর কার্য্য। শ্রীভগবান্ বা তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আদেশে—তাঁহাদের আনুগত্যেই তাঁহাদের দাসগণ এই ভুবনমঙ্গলকার্য্য করিতে সমর্থ হন। শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সেবাপ্রাণতার সহিত হরিকথা প্রচার করিলে ত্রিগুণময়ী মায়া প্রচারককে কখনও সংসার-বন্ধন-গ্রস্ত করিতে পারে না; কারণ, তাহাতে প্রচারকের সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গলাভ হইয়া থাকে। "যাহা—কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।"
— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সদাচার অবলম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিভজনে নিযুক্ত না থাকিলে অন্যকে হরিভজন শিক্ষা দেওয়া যায় না—আচার্য্যের কার্য্য করা যায় না।

"আপনি আচরি ভক্তি শিখায় সবারে।"
"আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সমস্ত বাক্যেই আমরা ইহার যথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি।

যাঁহারা সদ্গুরু পদাশ্রিত হইয়া তাঁহার আনুগত্যে হরিভজন-শিক্ষা করেন নাই,—জীবনে কখনও প্রকৃত সাধুসঙ্গ-লাভের সৌভাগ্য পান নাই, তাঁহারা মনে করেন, কেহ সদ্গুরু পদাশ্রিত না হইলেও, নিজে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিরত না থাকিলেও যদি অন্যকে হরিভজন করিতে উপদেশ দেন, তাহা হইলে তাহাতে অপরের মঙ্গল হইবে না কেন?—ইহা কি জীবের মঙ্গলের চেষ্টা নয়? তদুত্তরে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, শুনুন,—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্
গুরোঃ॥
—হরিভক্তিবিলাস

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥
পদ্মপুরাণ—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
—হরিভক্তিবিলাস

———

পাঠকগণ! আপনারা একটুকু স্থিরচিত্তে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া এই শাস্ত্র-বাক্যগুলি আলোচনা করুন।

সাত্বত-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন,—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তদানুগত্যে যিনি সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুপূজা-নিরত থাকেন, অভিজ্ঞগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলেন; তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব।

———

তাহা হইলে দেখুন,—যিনি বৈষ্ণব-সদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রীনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সদাচার-অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন নাই,—এরূপ কোন অবৈষ্ণব ব্যক্তির নিকট হইতে যদি মন্ত্র গ্রহণ করা যায়, কিম্বা তাঁহার মুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠ,ব্যাখ্যা বা হরি-

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল

ভক্তির কথা শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে অচিরেই শ্রোতৃবর্গকে নরকগামী হইতে হয়; ইহা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধপানের ন্যায় জীবের ভীষণ অমঙ্গল উৎপাদন করে।

সদ্গুরুপাদাশ্রয়-পূর্ব্বক তাঁহার সম্পূর্ণ আনুগত্যে কায়মনোবাক্যকে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-ভজনে নিযুক্ত না করিয়া অনর্থযুক্ত ব্যক্তির শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার বা হরিকথা-কীর্ত্তনের যে ছলনা, তাহাতে প্রতিপদে নামাপরাধ, গুর্ব্বপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ, ধামাপরাধ প্রভৃতি ভীষণ অপরাধ-সমূহের দ্বারা তাহাকে অনুক্ষণ আক্রান্ত হইতে হয়। এরূপ নামাপরাধী, গুর্ব্বপরাধী, বৈষ্ণবাপরাধী, সেবাপরাধী, ধামাপরাধী ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ হরি-ভজন উপদেশাদি বাহ্য আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। ইহা শ্রবণে জীব শ্রীনামকীর্ত্তনের বা শুদ্ধভক্তির ফল লাভ না করিয়া নামাপরাধের ফলই প্রাপ্ত হইবে। জীবের পক্ষে নামাপরাধের ফল ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অপ্রাপ্তি লাভ, এই উভয়ই ভীষণ অমঙ্গলদায়ক বলিয়া এরূপ অমঙ্গল বরণ করিতে শাস্ত্র নিষেধ করিয়াছেন। শুধু শ্রোতার অমঙ্গল নয়, শাস্ত্র বলিতেছেন,—এরূপ পাঠক, বক্তা বা উপদেশকের জীবন বৈষ্ণব-সদ্গুরু বা শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্যে নিয়মিত না হওয়ায় তিনি উত্তম বা শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তনে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্তবিরোধ, রসবিরোধ, রসাভাসদোষ করিয়া বসিবেন—শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হওয়ায় অচার্য্যবোধে নাহংকারে বহুবাক্য কথা কীর্ত্তন করিবেন। এইজন্য এরূপ অন্যায় কীর্ত্তনকারী ও তাঁহার মুখ হইতে অন্যায় ভাবে শ্রবণকারী এই উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করিবার কথা শাস্ত্র জানাইলেন। এইরূপ বক্তা ও শ্রোতাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন,—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ)

সুধী পাঠকগণ এস্থলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত বঙ্গদেশী বিপ্র কবির শ্রীভগবানের লীলা ও চরিত্র বিষয়ক নাটক-রচনা, তত্ত্বানভিজ্ঞ সর্ব্বসাধারণের প্রচুরগণে সেই কবিকে বিশেষ প্রশংসা এবং পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি অন্তরঙ্গ-পার্ষদ মূর্ত্তিমান্ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহ শ্রীস্বরূপগোস্বামী উক্ত প্রাকৃত কবির কবিত্বে অশেষ সিদ্ধান্তবিরোধ, তত্ত্ববিরোধ, ও রসাভাস-দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে তিরস্কার করিয়া যে সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছেন,

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২০)

২৩শে অক্টোবরের হরিকথা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

কামাদির রিপুবর্গের অনেক দাস্য করিলাম, তাহাদের অনেক রকমের অন্যায় আদেশও পালন করিলাম, কিন্তু তাহাতে তাহাদের দয়া বা লজ্জা হইল না; অতএব সেই সকল মনিবের চাকরী আর করিব না। হে ভগবন্, এখন আমাকে আপনার দাস্যে নিযুক্ত করুন। যে ব্যক্তি ভগবানের কথা হইতে দূরে চলিয়া যাইবেন, তিনিই বিপদে পড়িবেন। "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্"

তাহা আলোচনা করিলেও আমাদের আলোচ্য-বিষয়ের যাথার্থ্য আরও বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যাঁহারা সদ্গুরু-পদাশ্রিত হওয়ার অভিনয় করিয়া শ্রীগুরুদেব বা তদীয় একান্ত অনুগত জনগণের সম্পূর্ণ আনুগত্যে বৈষ্ণব-সদাচার অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন না, যাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অননুমোদিত, অপ্রীতিকর, শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করেন, তাঁহাদের বৈষ্ণবতা তিরোহিত হওয়ায় তাঁহারাও অবৈষ্ণব-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন; কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভই তখন তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া পড়ে। এরূপ ব্যক্তিগণের মুখে পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি শ্রবণ ও অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণ নামাপরাধ শ্রবণ-মাত্র জীবের অমঙ্গল উৎপাদক।

উপরি উক্ত ভগবদ্বাক্য, শাস্ত্রবাক্য ও মহাজনবাক্যসমূহ নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সদ্গুরুচরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার আনুগত্যে অনুক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকাই শ্রীগুরু-সেবকের, হরিকথা-কীর্ত্তনকারীর বা হরিকথা প্রচারের প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ আনুগত্য বা শরণাগতিই শুদ্ধভক্তের বা হরিকথা প্রচারকের প্রাণ। এই আনুগত্য বা শরণাগতিরূপ প্রাণ না থাকিলে হরিকথা-প্রচারে অধিকার হয় না। মহাজনগণ এই কথাই পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন,—

অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥
ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার সে-হেতু প্রচার
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণগাথা সব॥

বিচারটী গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করাই আমাদের দরকার। যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া দিব, সেই মুহূর্ত্তেই অসুবিধা ও অমঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া যাইব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণসেবা করিবার নামই মথুরাবাস। সুতরাং কামাদির বশীভূত হইয়া থাকিলে হরিনাম হইবে না। "নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।" কাচভাণ্ডের উপরিস্থিত মধুমক্ষিকা যেমন ভাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ মধুর আস্বাদন পায় না, সেইরূপ মথুরাতে আসিয়াও আমাদের প্রকৃত মথুরাবাস হইবে না, যদি আমরা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াই এবং নিজ নিজ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে ব্যস্ত হই। কংসের অধীনে চানুর ও মুষ্টিক দুই মল্ল ছিল। ইহারা কৃষ্ণসেবা-বিরোধী ছিল। কৃষ্ণ তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন। অতএব আমাদেরও সেবাবিরোধী বৃত্তিগুলি বিনাশ করা দরকার এবং সেবোন্মুখ হৃদয়ে মথুরা বাস করা দরকার।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ 'কল্যাণ কল্পতরু' হইতে নিম্নলিখিত গীতটী কীর্ত্তন করিতে বলেন এবং কীর্ত্তনান্তে উহার ভাবার্থ বুঝাইয়া দেন।

শুনহে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভবপারাবারে॥
হৃদয় পীড়িত যার, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার,
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনে, প্রেমামৃত-বিতরণে
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর॥
কর্ম্মবন্ধ, জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর॥
বিধিমার্গ রত জনে, স্বাধীনতা রত্ন দানে
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ বশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ
প্রেমামৃত বারিধারা, সদা পানরত তাঁ'রা
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি।
সেই সব ব্রজজন, সুকল্যাণ নিকেতন,
দীন হীন বিনোদের গতি॥

২৪শে অক্টোবর—প্রাতঃকাল

২৪শে অক্টোবর—প্রাতঃকাল।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৪।১০।৩৪ তারিখে প্রাতঃকালে ভক্তগণ সমক্ষে বলিতে লাগিলেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

বিষ্ণু মায়ার আরাধনা করিতে হইবে না। বিষ্ণুরই উপাসনা করিতে হইবে। বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর উপাসনায় কোন ভয় নাই, কিন্তু মায়ার উপাসনায় ভয় আছে।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
-- (ভাঃ ১১।২।৩৭)

অনন্যভাবে ভগবানের উপাসনা করা দরকার। ভগবদভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি ভগবদিতর অভিনিবেশ করি, তবেই ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঈশাদপেতস্য—ভগবান্ হইতে অপেত হইয়া যদি অন্য একটা বস্তুর কল্পনা করি। মেপে নেওয়া ধর্ম্মের মধ্যে থাকিলে, মাপের চোটে অন্য বস্তুর কল্পনা আসে এবং ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ভগবৎস্মৃতিরহিত হওয়াটাই বিপর্য্যয়। কৃষ্ণের প্রতিফলিত বিশ্বের যাহা প্রতিবিম্ব, তাহা মায়া মাত্র। বিপর্য্যয়কে ইংরেজী ভাষায় perversion এবং অস্মৃতিকে forgetfulness বলা হয়। বিপর্য্যয় বলিতে বাস্তব বস্তু ছাড়িয়া দিয়া ছায়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, বলা যাইতে পারে। বস্তুতে প্রচুর পরিমাণে রস আছে, কিন্তু মেপে নেওয়া ধর্ম্মে বিপর্য্যয় আছে; মেপে নেওয়া ধর্ম্মে যে রস দেখা যায়, তাহা তাড়ী হইয়া গিয়াছে; তাহা রসের হেয় বিকার মাত্র।

হরি গুরুবৈষ্ণব হইতে আমাদের পৃথগ্ বুদ্ধি হইলেই জানিতে হইবে যে আমরা অমঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। বস্তুর প্রতীতির যেখানে অভাব, সেখানেই ভয়ের কারণ; ভগবানের সেবা—অব্যভিচারিণী ভক্তি। সেবা না করিয়া যেখানে সেবা লইবার বুদ্ধি প্রবল হইয়াছে, সেখানেই বিপর্য্যয়, অনিত্য দম্ভ, মায়ার খেলা। মনে মনে যদি এই রকম বিচার করি যে প্রতিবিম্বে এখন বস্তুটী প্রতিফলিত হইতেছে, তখন এই প্রতিবিম্ব লইয়াই থাকা যাউক, তবেই জানিবেন যে আমাদের ভুক্তি-মুক্তি আসিয়া গেল। যদি বিচার করিয়া দেখেন, তবে বুঝিবেন যে দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকলেই এই বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। অতএব একমাত্র ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে হইবে, তদীয়ের (যেমন তুলসী) সমর্চ্চন করা আবশ্যক। তুলসী ব্যতীত কোন দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয়। মায়ার দ্বারাই বিপর্য্যয় ও বিস্মৃতি আসিয়া থাকে। মায়ার দুইটী বৃত্তি আছে—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। কিন্তু বাস্তবজ্ঞানবীর আনুগত্য যদি করা যায়, তবে আর এ রকম বিপদে পড়িতে হয় না।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি

শ্রীধাম—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C. 44

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪১, ২১শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২১৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

৬২টী সন্তানের জননী

সম্প্রতি অণ্টারিওর কবেকে পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া এক ফরাসী কৃষকরমণী একসঙ্গে ৫টী সন্তান প্রসব করে। ইতোপূর্ব্বে পৃথিবীতে আর কোন মানবী একসঙ্গে পাঁচটী সন্তান প্রসব করে নাই বলিয়া তাহার প্রতি সম্মানার্থে বিশেষভাবে সেবাযত্নের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ রমণীও একসঙ্গে বহু সন্তান প্রসবের প্রতিযোগিতায় জগতে রেকর্ড স্থাপন করিতে পারে নাই। একটী তাসকান কৃষকযুবতী প্রথম বৎসরে তাহার স্বামীকে একসঙ্গে ৬টি ও পর বৎসরে একসঙ্গে ৫টি সন্তান উপহার দিয়া একসঙ্গে বহু সন্তান প্রসবের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এই কৃষকরমণী তাহার মাতার যমজ সন্তানের মধ্যে একটি। তাহার দিদিমাও নাকি এইরূপ রত্নগর্ভা ছিলেন, তিনি একসঙ্গে তিনটি সন্তান প্রসব করেন, তন্মধ্যে কৃষকরমণীর জননী অন্যতমা।

অতঃপর সে কয়েকবার এক সঙ্গে তিনটী ও পরে এক সঙ্গে ৪টি করিয়া সন্তান প্রসব করে। এই ভাবে এই তাস্কান কৃষক-রমণী সুজসমেত ৬২টি সন্তান প্রসব করিয়া জগতে মাতৃত্বের ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে।

একজন স্কটিশ তন্তুবায়ের পত্নী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে বলা যাইতে পারে। তাহার পুত্র কন্যার সংখ্যা মোট ৬২ তন্মধ্যে ৪৬টি পুত্র এবং ৪টি কন্যা এখনও জীবিত আছে। বাকীগুলি মারা গিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওয়াশিলেট নামে এক রুশীয়া কৃষক মোট ৮৭টী সন্তানের পিতৃত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার প্রথমা পত্নী ৪ বার একসঙ্গে ৪টী ৭ বার একসঙ্গে ৩টি এবং ১৬ বার একসঙ্গে যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিল। তাহার দ্বিতীয়া পত্নী দুইবার একসঙ্গে তিনটি ও ৬ বার একসঙ্গে দুইটী সন্তান প্রসব করে।

দুর্ব্বৃত্তদলের হস্তে শিরশ্ছেদ

মঙ্গলকোটের নিকটে ফুলশান গ্রামে দুর্ব্বৃত্তদলের হস্তে ঐ গ্রামে এক বাড়ীর কর্ত্তা খুন হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তদল লুণ্ঠন কার্য্যে বিফল মনোরথ হইয়া নৃশংসভাবে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

ঘটনার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, চারি কি পাঁচজন লোক মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে লইয়া ঘটনার দিন রাত্রে ঐ গ্রামের শশী হালদারের বাড়ীতে প্রবেশ করে। সেই শশী হালদার তাহার পুত্রের সহিত নিদ্রায় মগ্ন ছিল। আক্রমণকারীদিগের আগমনে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। দুর্ব্বৃত্তগণ তাহাদিগকে মূল্যবান্ জিনিষপত্র ও টাকা পয়সা বাহির করিয়া দিতে বলে কিন্তু শশী ও তাহার পুত্র দুর্ব্বৃত্তগণের দাবী পূর্ণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা শাণিত অস্ত্রের আঘাতে শশী হালদারের মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধন করিবার পর দুর্ব্বৃত্তদল তথা হইতে দৌড়াইয়া পলায়ন করে।

—————

সাপের কবলে হাতী

দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুর হইতে একটী জঙ্গলের ভিতর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটী ছোট হাতী একটি বৃহৎ সর্পের পাল্লায় পড়িয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অবশেষে ঐ জঙ্গলের কয়েকজন অধিবাসী আসিয়া তাহাকে সাপের কবল হইতে উদ্ধার করে। শুঁড় মুখের সহিত লাগাইয়া হাতী একটী গাছের শীতল ছায়ায় নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় একটী ১০ ফিট পরিমিত বৃহৎ সাপ নিকটবর্ত্তী ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং সমস্ত হাতীটীর সম্মুখস্থ পা ও উহার শুঁড় জড়াইয়া ধরে।

বাচ্চা হাতিটী তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠে এবং নিজেকে সাপের কবলে দেখিয়া নিরুপায় হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। মালাবারের জঙ্গলের কয়েকজন অধিবাসী তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হয়। হাতিটি সাপের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা অতিকষ্টে হাতীটিকে উদ্ধার করে।

একই দিনে ৩টী মন্দিরে চুরি

গৌহাটী হইতে প্রকাশ, গত ১০ই নবেম্বর রাত্রিতে একই সময়ে অগ্নিযাত্রী ছত্রের (আশ্রম, হিন্দুদিগের মঠ) স্থায় অন্যতম প্রাচীন ধর্ম্মক্ষেত্র) উত্তর গৌহাটি শাখার মন্দির হইতে গোবিন্দ দেও বিগ্রহের বেদী ও আসন হইতে এবং অশ্বক্রান্ত মন্দির ও শিলাসাঁকো নামক স্থানে অবস্থিত নামঘর (প্রার্থনার স্থান) হইতে ২০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের সোণার গহনা অপহৃত হইয়াছে। এই সকল স্থান ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে অবস্থিত। চুরির পরদিনই গৌহাটী থানায় সংবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অপহরণকারীদিগের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ঐ সকল স্থানের অধিবাসীবৃন্দ একই দিনে এইভাবে ৩টী স্থান হইতে গহনাপত্র অদৃশ্য হওয়ায় ব্যাপারটিকে একটি ভাবী দুর্ঘটনার লক্ষণ বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে।

আভিজাত্যের কুপ্রভাব

কুলাউড়া হইতে প্রকাশ, কিছুদিন হইল ছকাপন গ্রামের এক আখড়ায় 'কৃষ্ণলীলা' (?) গান অভিনীত হইতেছিল। গ্রামের ইতরভদ্র নির্ব্বিশেষে প্রবীণ নবীন সকলেই উপস্থিত। ছাত্রগণ আসরের একদিকে উপবিষ্ট। তাহাদের মধ্যে একজন 'ধোপা' জাতীয় ছাত্রও ছিল। ইহা দেখিয়া গ্রামের আভিজাত্য সম্পন্ন ভদ্রলোকগণ আপন আপন পুত্রদের সঙ্গে 'ধোপার' ছেলেকে উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত অপমান বোধ করেন এবং ধোপা ছাত্রটিকে গালাগালি করিয়া সেখান হইতে উঠাইয়া দেন।

সহপাঠীর প্রতি অভিভাবকদের অপমানে ছাত্রগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয় এবং সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের ধোপা ভাইটি সহ অন্যত্র যাইয়া বসে।

উক্ত 'ধোপা' ছাত্রটী কুলাউড়া হাইস্কুলে নবমমান শ্রেণীর একজন কৃতী ছাত্র। তাহার ব্যবহার ও আচরণ প্রশংসনীয়।

দুইশত অতিকায় মৃতমৎস্য

কলম্বো হইতে প্রকাশ, সমুদ্রের ঢেউএর সঙ্গে ২০০টি অতিকায় জন্তুর মৃতদেহ মাধুর সাগরের উপকূলে পৌঁছিয়াছে। জন্তুগুলি দেখিতে মৃত মনে হইলেও কোন কোনটির মধ্যে এখনও প্রাণ রহিয়াছে। এই জন্তুগুলির মধ্যে এক একটি ১৫ হইতে ১৮ ফুট লম্বা এবং তাহাদের দেহের বেড় ছয় ফুটের কম নহে। এগুলি বোধ হয় তিমি মাছ হইবে। শত শত গ্রামবাসী আসিয়া এগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার	প্রতি লাইন	।০	।৶		
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১৷০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪	৬৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম				
,,	,, ১ কলম	১২৲	৲		

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক-বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ,৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছা:	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছা:	• ৫-৫০,	• ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌ:	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	• ছা:	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছা:	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌ:	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬.	২০—৫৭

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছা:	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১৭	১৫-৯	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছা:	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৭	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌ:	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫
	• ছা:	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছা:	৭-৫৬	• ১১-৩৬	১৪-৩০	• ১৮-৩৬ •	২১-৫০
কলিকাতা	পৌ:	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	[illegible]	০৩-৪০

• চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধৰ্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধৰ্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যাধ্যক্ষ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধৰ্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বিষয়সূচী ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

১ম বর্ষ } ৩০শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৮, ৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২১শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ বুধবার { ২১৭শ সংখ্যা

গড়জাতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

-:০:-

তালচের রাজপ্রাসাদে

গত ৫ই নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় তালচের রাজপ্রাসাদে রাজাসাহেব কিশোর-চন্দ্র হরিচন্দন বাহাদুর, যুবরাজ, প্রাইভেট সেক্রেটারী, দেওয়ান বাহাদুর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং রাজপরিবারবর্গের সকলেই হরিকথা-শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ একঘণ্টাকাল মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যানের যমদূতগণের প্রতি যমরাজের উক্তি পাঠ করেন ও সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

তৎপর উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে স্বামীজী তাহার শাস্ত্রসঙ্গত উত্তর প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হওয়ার পর ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহোদয় প্রচারকবর্গকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন মুখে দৈন্য সহকারে বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামীপাদের যেরূপ পরম মাধুর্য্যময়ী ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া থাকি, সেইরূপ অদ্যকার পাঠে বক্তৃমহোদয়ের চমৎকারিতাপূর্ণ পরম সত্যকথার সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক আমরা সকলেই কৃতকৃতার্থ হইলাম।

হিন্দোল-রাজপ্রাসাদে

গত ৭ই নবেম্বর বুধবার তালচের রাজা-বাহাদুর তাঁহার মোটরযানে প্রচারকবর্গকে স্বাধীন করপ্রদ হিন্দোল রাজাসাহেবের রাজপ্রাসাদে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। উক্ত দিবস প্রচারকবর্গ বেলা তিনঘটিকার সময় নির্ব্বিঘ্নে হিন্দোল রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হন। ইহা তালচের হইতে ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী।

তথায় পৌঁছিয়া আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়দ্বয় রাজাবাহাদুর ও প্রাইভেট সেক্রেটারী মহো-দয়ের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক প্রচারকবর্গের আগমনের উদ্দেশ্য, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কার্য্যপ্রণালী, তথা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। রাজাসাহেব প্রচারকবর্গের সদুদ্দেশ্য ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে রাজকীয়-অতিথি-রূপে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন এবং প্রচারের সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করেন। পর দিবস অর্থাৎ ৮ই নবেম্বর রাজা সাহেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার প'র-চালিত মধ্যইংরেজী স্কুলে অপরাহ্নে একটী সভার অধিবেশন হয়। রাজাসাহেব, দেওয়ান বাহাদুর, প্রাইভেট সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দ, তথা স্কুলের শিক্ষক-বর্গ ও ছাত্রবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন।

সর্ব্ব প্রথমে প্রচারকবর্গ কিছুকাল মিলিত-কণ্ঠে সংকীর্ত্তন করেন। তৎপর রাজা সাহেবের ইচ্ছানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ "বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান জগৎ" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণপূর্ব্বক সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। তৎপর-দিবস অর্থাৎ ৯ই নবেম্বর বেলা দশ ঘটিকার সময় আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী—রাজাসাহেব, দেওয়ান বাহাদুর ও প্রাইভেট সেক্রেটারী মহোদয়গণের নিকট কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কিছুক্ষণ হরিকথা বলিলে শ্রোতৃবৃন্দের কতক গুলি প্রশ্নের উদয় হয়। ব্রহ্মচারীজী উক্ত প্রশ্নসমূহের সদুত্তর শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদান করেন। উত্তরে আনন্দিত হইয়া রাজা সাহেব রাজপ্রাসাদে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টা পাঠ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে খোল-করতালযোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। প্রচারক-বর্গের সুমধুর পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ-বৃন্দ তৎপর দিবস পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-শ্রবণের জন্য প্রার্থনা জানান।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে উৎসব

ঢাকা হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদ-দাতার ১৯শে নবেম্বরের তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগ্রহে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাধারণ মহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিপ্রহর হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। দাক্ষিণ মৈশণ্ডি ও কমলা-পুরের স্বেচ্ছাসেবকগণ বেশ সন্তোষজনক ভাবে কার্য্যাদি করিয়াছেন। পরমহংস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব যথাযথ-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কার্য্য-কুশলতা-দর্শনে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

চট্টগ্রামে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামীর আগমন

বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্য এবং উহার দেশবিদেশে শাখাদি সম্বন্ধে পাঠকবর্গ অবগত আছেন। উক্ত মঠের শিষ্যবর্গ মঠের উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা স্থানে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি বিশ্ববিশ্রুত কলিকাতাস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্থাপক আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহোদয়ের অনুকম্পিত শিষ্য বাগ্মিপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ চট্টগ্রামে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা চট্টগ্রামে কয়েকদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত নাম-প্রেমধর্ম্ম ও ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিবেন ও পরে রেঙ্গুন অভিমুখে যাত্রা করিবেন। আমরা স্বামীজীর প্রচার বিবরণী যথাসময়ে প্রকাশ করিব। —পাঞ্চজন্য (১৩।১১।৩৪)

শ্রীধামে যাত্রি-সমাগম

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে আজ কয়েকদিন যাবৎ বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে। শ্রীধামের বৈষ্ণববৃন্দ তাঁহাদের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। যাত্রিগণ ঐসকল হরিকথা শ্রবণ করিয়া বুঝিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রায় সেবা-লাভ জীবমাত্রেরই কাম্য হওয়া উচিত; তবে ভোগবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক মুক্ত ভূমিকায় পৌঁছিলে তৎসেবার অধিকার হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ দামোদর কৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

রাস-পূর্ণিমা

[রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে লিখিত]

আজ রাস-পূর্ণিমা। রাসপূর্ণিমা গৌড়ীয়-ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে যে বিমলানন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে, তাহা আর কোথাও দৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ ব্রজবাসিগণের হৃদয়ের ধন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই পূর্ণিমা তিথির রজনীতে বংশী-নিনাদ দ্বারা শৃঙ্গার রসের আশ্রয়-বিগ্রহগণকে স্বীয় সমীপে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথেচ্ছভাবে সেবা করিবার সুযোগ দিয়া যে কারুণ্য-বারিধি প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে অবগাহনের সৌভাগ্য হইলে জীবগণ শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-বাসনা শুদ্ধরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। গৌড়ীয়-ব্রজবাসী বলিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজে পঞ্চবিধ রসের ব্রজবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর-রসের আশ্রয়-বিগ্রহগণই গৌড়ীয়। শৃঙ্গার রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় বিগ্রহ শ্রীমতী বার্ষভানবীর অধীনেই গৌড়ীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা রাধা-বিহীন কৃষ্ণকে স্বীকার করেন না। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণের যে-প্রকার আনন্দ-বিধান করিতে পারেন, তাহা আর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর নহে। তাঁহার আশ্রিত গৌড়ীয়গণ-ব্যতীত রাসলীলার চমৎকারিতা-দর্শন অপরের পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে।

গৌড়ীয় কাহারা? যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ কামকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা বরণ পূর্ব্বক সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবায় নিরত, তাঁহারাই গৌড়ীয়। তাহা একমাত্র গৌরকৃপা-কটাক্ষলব্ধ জনগণের সম্ভব। গৌর ভক্ত-ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিক সেবার সন্ধান জানেন না। তাই অপর কাহারও পক্ষে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন সম্ভবপর নহে। শ্রীগৌরহরির স্তবে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্ত্তন করিতেছেন—

> যন্নাপ্তং কর্ম্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং
>
> যত্তপোধ্যানযোগৈ-
>
> র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন
>
> যত্তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।
>
> গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং
>
> যদ্রহস্যং স্বয়ং ত-
>
> ন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র
>
> তং নৌমি গৌরম্।

কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে পারেন না, তপস্যা, ধ্যান ও অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রভাবে যাহা কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন না—বৈরাগ্য, কর্ম্মত্যাগ, তত্ত্বজ্ঞান ও স্তবপাঠ প্রভৃতি দ্বারাও যাহা কেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে, অধিক কি গোবিন্দ-প্রেমসেবা-পরায়ণ ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য (অর্থাৎ পারকীয়-রস বিচার-চাতুর্য্যহীন, স্বকীয়-প্রেমসেবারত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ভক্তগণেরও যাহা অলভ্য), সেই গূঢ় প্রেম যাঁহার আবির্ভাবে নামকীর্ত্তনদ্বারাই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই গৌরসুন্দরকে আমি স্তব করি।

স্বরূপসিদ্ধাবস্থা ব্যতীত রাসলীলা-দর্শনের অধিকার কাহারো নাই; ছোট-খাট কৃষ্ণ সাজিবার অভিপ্রায়ে ভোগপর হৃদয় লইয়া যাহারা রাসপঞ্চাধ্যায় আলোচনা করিবার বা রাসলীলা-দর্শনের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়, তাহাদিগকে সাবধান করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরস্বরে বলিতেছেন—

> নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
>
> বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং
>
> বিষম্॥

—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ (রাসলীলায়) আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা-দর্শনের জন্য প্রতি বৎসরই নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে; এবারও হইয়াছে। আমরা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও তাঁহাদিগকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বোক্ত সাবধান বাণীটী স্মরণ করাইয়া দিয়া রাসলীলায় যোগদানের পূর্ব্বে তদ্‌যোগ্যতার চিহ্নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-শ্রবণের অধিকারী হইতে নিবেদন করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়াই ব্রজরামাগণ রাসক্ষেত্রে উপস্থিত হন। যাঁহার কর্ণে ঐ ধ্বনি প্রবিষ্ট হয়, জগতের এমন কোনও বন্ধন নাই, যাহা তাঁহাকে রাসস্থলীতে যোগদান হইতে বিরত করিতে পারে। ঐ ধ্বনির শক্তির নিকট জাগতিক যাবতীয় শক্তি পরাভূত। এই তিন-অঙ্গুলী-পরিমিত, ইন্দ্রনীলমণি খচিত, উভয় পার্শ্বে অরুণমণি-দ্বারা তৎপরিমিত-স্থূল-শোভিত, তাহার মধ্যে হীরকোজ্জ্বলিত, বিমল-স্বর্ণময়ী এই কল্যাণী কৃষ্ণকেলিমুরলীর ধ্বনি কি-প্রকার শক্তিশালী তাহা বিদগ্ধমাধবের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রকাশ করিতেছে—

> রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরুং
>
> ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্
>
> বেধসম্।
>
> ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্
>
> ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
>
> ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম
>
> বংশীধ্বনিঃ।

—মেঘের গতি রোধ করিয়া, তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বকে চমৎকৃত করিয়া, সনন্দনাদি ঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, ধীরস্থির বলিরাজকে ঔৎসুক্যসমূহের দ্বারা চটুল-চঞ্চল করিয়া, পৃথ্বীধারী সর্পরাজ অনন্তকে ঘূর্ণন করিয়া এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-ভিত্তি ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল।

এহেন শক্তিশালী বংশীধ্বনি আমাদের কর্ণে পৌঁছিয়াছে কি? যদি না করিয়া থাকে, তাহা হইলে রাসে যোগদান করিব কি-প্রকারে? যদি প্রশ্ন হয়—বিনা আহ্বানেই যাইব? উত্তর—সে ক্ষমতা আমাদের নাই। কৃষ্ণমুরলীনিঃস্বন-ব্যতীত অপর কিছুই সে-স্থানের সন্ধান দিতে পারিবে না। প্রাকৃত-চিন্তাস্রোত যে স্থানে লইয়া যাইবে, তাহা অপ্রাকৃত-কামদেবের বিহারস্থলী নহে—প্রাকৃত-ভোগের পূতিগন্ধময় স্থান। অপ্রাকৃত মুরলীনিঃস্বনের জয় ঘোষণা করিয়া গাথী গাহিতেছেন—

> হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায়
>
> যা নিপুণা।
>
> সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী॥

যাহাতে আমরা রাসদর্শনের যোগ্যতার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অধর চুম্বিত মুরলীর নিঃস্বন-শ্রবণের অধিকারী হইতে পারি, তজ্জন্য সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে গোপীনাথের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিব—

"শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥"

—রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবটতটস্থিত শ্রীমদ্‌গোপীনাথ বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন; তিনি আমাদের মঙ্গল-বিধান করুন।

মনঃশিক্ষা

মনরে কেন ভজিছ অসার।
ভূতময় এ সংসার জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল সমুদ্র অপার॥
ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদাশিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধসত্ত্বা তাই, ছেড় জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার॥
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।
তুমি আত্মরূপী হয়ে, শ্রীচৈতন্য সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবনে থাক অনিবার॥
নিত্যকাল সখী-সঙ্গে, পরানন্দে সেবারঙ্গে,
যুগল ভজন কর সার।
এহেন যুগল ধন, ছাড়ে যেই মূর্খ জন,
তার গতি নাহি দেখি আর॥

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২১)

২৪শে অক্টোবর—প্রাতঃকাল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্"—বাস্তব বস্তু কি, আর মায়া কি, তাহা জানিতে হইবে। ভগবানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া যদি মায়ার দিকে দৃষ্টি করি, তবেই বিপদ্‌। কৃষ্ণবিমুখ ব্যক্তি মায়ার প্রভু হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখ যাঁহারা, তাঁহারা যোগমায়ার সেবা করিয়া থাকেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

যে প্রভু হইতে তফাৎ হইয়া গেলে আমাদের সমস্ত অমঙ্গল ঘটে, সেই প্রভুকেই ভজন করা দরকার। সেই প্রভু হইতে তফাৎ হইয়া আমরা 'নানামনোরথধ্বান্ত-ভ্রান্তচিত্তাঃ' হইয়া পড়িয়াছি। এ বিচার কে করিতে পারেন? যাহারা পণ্ডিত, তাঁহারাই এই প্রকার বিচার গ্রহণ করিবেন। পণ্ডিত কাহাকে বলিব? "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ" যিনি জীবের বন্ধ ও মোক্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ। মহাপ্রভু অতি সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন, যে পথ গ্রহণ করিলে মানুষ মায়ার বন্ধন হইতে ছুটী পাইতে পারে।

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

'কৃষ্ণ তোমার হঙ' এই কথার ভিতর অনেক গুহ্য ব্যাপার নিহিত আছে। কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যিনি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারেন, 'কৃষ্ণ তোমার হঙ' তিনিই এই কথা বলিতে পারেন। নচেৎ তোতা পাখীর মত কেবল মাত্র আবৃত্তি দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি,—"বহির্ভাগো দাস নাহি করেন ভগবান্‌।"

যদি আমরা কৃষ্ণের আরাধনা করিবার ইচ্ছা করি, তবে আমাদের উপায় কি? আমরা ত' কৃষ্ণ-আরাধনা জানি না। অতএব কৃষ্ণের আরাধনা যিনি করিতেছেন, তাঁহার আরাধনা করিলেই আমাদের কৃষ্ণ-আরাধনা হইয়া যাইবে। কিন্তু একথাটী আমরা বুঝিতে পারিতেছি না; তাই এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছি। আবার কৃষ্ণভজন-কারীর সেবা করিতে গিয়া যেন তাঁহার দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া না লই। তাই অস্বচ্ছ গুরু পরিত্যাজ্য, কারণ অস্বচ্ছ গুরু আমাদিগকে অন্য হেতুর কার্য্যে লাগাইয়া দিয়া থাকেন।

হরিগুরুবৈষ্ণব অর্থাৎ গুরুপ্রমুখ-বৈষ্ণবগণ, যাঁহারা ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন,

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজ ভোগবাঞ্ছা একত্রে নিষ্ফল॥

তাঁহারা ভগবানের অঙ্গ বিশেষ। অতএব অদ্বৈতকবকে বাদ দিয়া—অঙ্গ বাদ দিয়া হরির (অঙ্গীর) সেবা কি করিয়া হইতে পারে? আমাদের কামনা যদি ভোগ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলেই নরকের পথ পরিষ্কার করা হইল। আর যদি সেই কামনাকে ভগবৎতাৎপর্য্যবিশিষ্ট করিতে পারি, তবেই সেবায় দ্বারা আত্মমঙ্গল লাভ করিলাম।

অঙ্গীর সহিত অঙ্গকে বিচ্ছেদ করিয়া উত্তর-পক্ষ-বাচ্য যে কাম এবং কৃষ্ণপ্রীতি-শব্দ-বাচ্য যে প্রেম, এই দুইটীর বাহ্যিক চেহারা দেখিতে এক রকম। একটী দগ্ধ শক্তির নিম্মল অধিষ্ঠান, আর অপরটী মলিনজাতীয়। কৃষ্ণ সকলের আকর। কামদেব কৃষ্ণের কামনা পরিপূরণের নাম প্রেম। নিজ-কামনা-পূরণের নাম কাম। মায়াশক্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাই সেখানে কাম বলিয়া একটী জিনিষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মহাপ্রভু এই দুইএর সংজ্ঞা নির্দ্দেশে বলিয়াছেন

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।" ভক্তি জিনিষটা কাম নহে। 'প্রেমভক্তি' অর্থে প্রেমই ভক্তি (কর্ম্মধারয় সমাস)। উপায় এবং উপেয় যখন এক, তখন কর্ম্মধারয় সমাস ব্যতীত আর কি হইতে পারে? স্বরূপ-বিস্মৃত আত্মা যখন কৃষ্ণপ্রীতি-কামনা করে তখনই প্রেম, আর যখন নিজ প্রীতি কামনা করে তখনই কাম। ভাগবত বলিয়াছেন,—

যয়া সম্মোহিতো জীব
আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

'যয়া' কিনা মায়য়া। কোন কোন স্থানে দেহকেও আত্মা বলা হয়। ভাগবতের একটী শ্লোক আছে,—

"নিবৃত্ত-তর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

কামগায়ত্রীর আলোচনা না করিলে, পশুঘ্ন হইয়া যাইতে হয়। যাহাদের জাগতিক-বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদেরই কৃষ্ণ-ভজন হইয়া থাকে। আর যাহাদের জগতের কোন কিছুর প্রার্থনা আছে, তাহারা নিষ্কিঞ্চন হইতে না পারায় তাহাদের কৃষ্ণভজন হয় না।

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান সাধুসঙ্গ পায়।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয়॥

চৈঃ ভাঃ

GAUDIYA MATH MISSIONARY

—:o:—

Interesting Lectures at German Universities

(By cablegram)

Berlin, Nov 10

Tridandi Swami B. H, Bon of Sree Gaudiya Math Calcutta, Preacher-in-Charge for propaganda works in the West is on preaching tour in the Continent. He is invited by the leading Universities Germany and France to deliver lectures there. Swamiji on arrival in Berlin on the 21st. October, was received at the station by W Hassenstein, Counsellor of the Government, Mis Von Petersdorf office of the Ministry for Economics and several other leading citizens. Dr Martin Weigert, Ph D , L L D , Ministry of Labour of the last Government received Swamiji at his residence in Berlin Cladow. He had discoures with Swamiji on the activities and messages of the Mission.

Regierungsrat Hassenstein called at the residence of Swamiji and had religious discourses with him for some time. On the 23rd, October Swamiji met Prof. Tara Chand Roy of Lahore, Professor of Indian languages at the Berlin University and Dr. Th. Wilhem of Deantscher Akademischer Austans dienst in the Scholoss (Castle), Dr Wilhem tried to bring Swamiji in touch with several schools in Berlin and arranged for interview with the Minister of the Kultur Board, Dr Rosenberg, one of the leading Nazi-leaders He is taking much interest for the propagation of the messages of Gaudiya Math in Germany.

Swami Bon was taken to the Grunewald Gymnaium, one of the biggest schools in Berlin for boys of rich class only. The director of the school took him round the premises and delevered a nice little speach in German. The authorities paid much attention,

Afterwards Swamiji met many leading citizens of whom are Prof. Witte, Professor of Comparative „ is at the University, and Prof, Luaers who is a great Sanskrit scholar,

Tridandi Swami B H Bon Preacher in-charge of the London Gaudiya Math, delivered a most erudite and interesting lecture on Mahaprabhu's Philosophy in German at the Berlin University in the presence of a large gathering of scholars and men of learning. It is appreciated by the audience. Swamiji is receiving sympathisers, from all quarters. British ambassador in Berlin is much impressed and has arranged for interview of Swamiji with high officials on his return from lecture tour on December 20, He started on Monday the 12th November to Leipzig for the delivery of a lecture at the Leipzig University.

—*The Indian Nation*.

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম।
নিষ্কিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

উপাধি নির্ম্মুক্ত এবং স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া অধোক্ষজের দ্বারা কৃষ্ণকেশের সেবা করিতে হইবে। আপনারা কেহ বাউল হইয়া যাইবেন না। বাউলগণ নিজেরাই কৃষ্ণ সাজিয়া বসে, আর সহজিয়ারা নিজেরা রাধিকা অভিমান করিয়া থাকে। আউল বাউল প্রভৃতি যে-সমস্ত অপসম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা সকলেই বৈষ্ণবব্রুব; ইঁহাদের নিকট হইতে তফাৎ থাকা দরকার। যদি স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় কথায় প্রমত্ত থাকি, তবে কৃষ্ণভক্তির কথা জানিতে পারিব না। আউল বাউল প্রভৃতি লোকসকল কুব্জা, চতুর, ঋত্বিক প্রভৃতি লোকের ন্যায়। আমি যোগবলে কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছি, আমি সাধুর মতলব গ্রহণ করিব না, সদ্গুরু আশ্রয় করিব না, অসাধুকে সাধু বলিয়া চালাইব প্রভৃতি যে সকল বিচার, তাহা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মবিচার।

ইউরোপে গৌড়ীয়-মঠের প্রচারক

—:o:—

জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতেছেন। জার্ম্মাণ ও ফরাসি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বামীজীকে বক্তৃতা করিবার জন্ম নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

বিগত ২১শে অক্টোবর স্বামীজী বার্লিন ষ্টেসনে পদার্পণ করিলে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের কাউন্সেলর W. Hassenstein, Miss Von petersdrop Ministry of economics এবং নগরীর বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি মহারাজজীকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থিত করেন।

বার্লিন ক্লাডো সহরের গভর্ণমেণ্টের শ্রমিক বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডাঃ মার্টিন উইগার্ট পি-এইচ ডি, এল্ এল্-ডি মহাশয় স্বামীজীকে তাঁহার নিজ বাসস্থানে অভ্যর্থনা করেন এবং স্বামীজীর নিকট গৌড়ীয়মিশনের প্রচার, প্রসার ও বাণী শ্রবণ করেন।

Mr, Regierungsraf Hassenstein স্বামীজীর আবাস-স্থানে আসিয়া ধর্ম্ম-সম্পর্কে বহু আলোচনা করেন।

২৩শে অক্টোবর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক লাহোরের শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ রায় ও Deantscher Akademicher Austans denst রাজপ্রাসাদের Dr, Th Wilhelm মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

Dr, Wilhelm বার্লিনের কতিপয় স্কুলের সহিত এবং কুলটুর বোর্ডের মন্ত্রী নাজীদলের বিশিষ্ট নেতা Dr, Rossenberge এর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ আলোচনা করিবার সুযোগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া দিয়াছেন। ইনি মহাশয় নিজেও জার্ম্মাণীতে গৌড়ীয়মিশনের উদ্দেশ্য প্রচারিত হইবার বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

জার্ম্মাণীর অভিজাত-সম্প্রদায়ের ছেলেদের Grunewald Gymnaium নামক বৃহৎ স্কুলে স্বামীজীকে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় স্কুলের অধ্যক্ষ স্বামীজীকে স্কুলের যাবতীয় বিভাগ পরিদর্শন করান এবং জার্ম্মাণ ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন। কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই স্বামীজীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামীজী স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন, তন্মধ্যে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইট্ এবং সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক লুডার্স অন্যতম।

জার্ম্মাণ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজী মহাপ্রভুর দর্শন- (অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ) বিষয়ে জার্ম্মাণস্থ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের সমক্ষে জার্ম্মাণ ভাষায় একটী মূল্যবান সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী উপস্থিত সমস্ত দার্শনিক লোকদের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়, এমন কি, স্বামীজী উক্ত প্রদেশস্থ সমস্ত সহর হইতেই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন।

জার্ম্মাণস্থ বৃটিশ রাজদূত স্বামীজীর বক্তৃতার প্রেরণায় জার্ম্মাণীর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তথাকার বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারিদের সহিত স্বামীজীর দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করিবার সুবিধা করিয়া দিবেন।

স্বামীজী ১২ই নভেম্বর সোমবার লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী বক্তৃতা করিবার জন্য রওনা হইয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৶০
মাঝারী বাকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
১নং ময়দা	৪।০—৪৸৵০
আটা ‘বি’	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা ভূসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৫৸৵০—৬৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	॥০	।৶০	।৶	।০
"	" ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
"	" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
"	" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲, অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম - 'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০	+ ১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৮
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৩	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৯	১৫-৩০	+ * ১৮-৩৬ *	২১ ৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-৩০	২০-০	২৩-৫০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীগণকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধৰ্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৮৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধৰ্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাহাদের নির্দ্দিষ্টা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সৰ্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধৰ্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বৰ্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে, কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ বা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | ১লা কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২২শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার | ২১৮শ সংখ্যা

ভরতপুর রাজ্যে প্রচার

পাঠকগণ অবগত আছেন, লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-পাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহামহোপদেশক পণ্ডিত মহাদয় গত ৯ই নবেম্বর মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া দ্বিপ্রহর সময়ে ভরতপুরে পৌঁছিয়াছেন। ভরতপুর রাজ্যের থাউজী রঘুবীর সিংজীর আগ্রহেই তাঁহারা মহাপ্রভুর বিমল-প্রেম-ধর্ম্মের কথা প্রচারার্থ তথায় গমন করিয়াছেন।

থাউজী রঘুবীর সিংজী অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ ও সজ্জন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনের নিমিত্ত মথুরা গমনকালে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন না পাওয়ায় ১০টি প্রশ্ন লিখিয়া উত্তর প্রার্থী হইয়া সময়াভাব-বশতঃ ভরতপুরে চলিয়া যান। তিনি প্রশ্ন কয়টীর উত্তর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতেই প্রাপ্তির ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। করুণাময় শ্রীল প্রভুপাদ সেই-সকল প্রশ্নের উত্তর পূর্ব্বোক্ত প্রচারকগণের সহিত পাঠাইয়াছিলেন। উত্তর শ্রবণ করিয়া রঘুবীর সিংজী অতিশয় আনন্দিত হন।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ইংরেজী ভাষায় এবং শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু হিন্দিভাষায় থাউজী রঘুবীর সিংজীর নিকট বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যপ্রবরের প্রচারবিষয় শ্রবণে তিনি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, স্বগৃহের সকলেই যাহাতে উক্ত প্রচারকগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন তন্নিমিত্ত গৃহাভ্যন্তরে হরিকথা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন। পূজ্যপাদ শ্রীল তীর্থ মহারাজ প্রাঞ্জল হিন্দিভাষায় গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং সাধু ও অসাধুর পার্থক্য দৃষ্টান্তসহ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে কিপ্রকারে সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করিতে পারা যায় তাহাও স্বামীজী কীর্ত্তন করিয়াছেন। স্বামীজীর পর শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু হিন্দীভাষায় অন্ধপ-টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, থাউজী রঘুবীর সিংজী প্রচারকগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, শ্রীবৃন্দাবনে ও শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রচারক-গণের স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্ ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম মহোদয়দ্বয় গত ১০ই নবেম্বর ভরতপুরে পূর্ব্বোক্ত প্রচারকগণের দর্শনার্থ গমন করেন। সেইদিনই প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ আচনেড়ায় গমন করেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু—সেবাকোবিদ্ ও ভক্ত্যাশ্রম মহোদয়দ্বয় সহ রাত্রিকালে মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আচনেড়ায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ অপরাহ্ণে স্বগণসহ ভরতপুর হইতে যাত্রা করিয়া ৭টার সময় আচনেড়া ষ্টেশনে পৌছেন। আচনেড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ রেইন, স্থানীয় ষ্টেশন মাষ্টার এবং আরও বহু বিশিষ্টব্যক্তিসহ শ্রীপাদ যাচক মহারাজ শ্রীমৎ তীর্থ মহা-রাজকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া তদীয় গলদেশে সুদৃশ্য পুষ্পমালিকা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ রেইন্ মহাশয় সাগ্রহে স্বামীজীকে নিজভবনে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহার অবস্থানের সুবন্দোবস্ত করেন। উক্তদিবস রাত্রি ৮টার সময় স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রেইন মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন। প্রচারকগণ প্রথমতঃ কিছুকাল সমবেতস্বরে সংকীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ রাত্রি ১০॥ টিকা পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতাশ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হন।

আচনেড়া হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের প্রার্থনায় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গত ১৪ই নবেম্বর বেলা ১০ ঘটিকার সময় উক্ত স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের এবং আরও অনেক শ্রোতার সমক্ষে "ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য ও ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় ২ ঘণ্টাকাল একটি মর্ম্মস্পর্শি-বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে যেসকল লোক ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদের জন্য উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহা হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর মঠ-রাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ বালিঘাটীস্থ শ্রীশ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে গত ২৮শে কার্ত্তিক বুধবার দিবস শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীগদাধর দাস ঠাকুর ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা উপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১০ম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায় হইতে শ্রীকৃষ্ণের গোপ-বালকগণসহ বনমধ্যে প্রাতঃকালীন ভোজন বিষয় পাঠ হইয়াছে।

কুচবিহারে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন নিয়মিত-ভাবে হইতেছে। তথায় আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সেবকগণের সেবাগ্রহ প্রশংসনীয়।

ভক্ত কমলাকান্তের নির্য্যাণ

রংপুর জেলার জলঢাকা একলাবাসী ভক্ত শ্রীকমলাকান্ত ২২শে কার্ত্তিক নির্য্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ কুল-গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে বৈষ্ণব-সদাচারের প্রতি উদাসীন দেখিয়া মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বের "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে" এবং ভক্তিসন্দর্ভের "পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-পরি-ত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ" বিচার গ্রহণপূর্ব্বক আচারহীন কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিগত উৎসব-সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডবাসরে বৃদ্ধ ভক্ত কমলাকান্তকে শ্রীমহামন্ত্র প্রদান করিয়া-ছিলেন। এই ভক্তের ভাগ্য প্রশংসনীয়; কারণ, তিনি স্বলীলা সাঙ্গ করিবার পূর্ব্বেই (মুমূর্ষু অবস্থায়) শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুক-করুণায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ কেশব আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

ভূগর্ভ গোস্বামী

রাসপূর্ণিমা-বাসরে দুইজন গোস্বামী নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী। ইনি শ্রীল পণ্ডিত গদাধর গোস্বামীর শিষ্য। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই॥

শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, সতীর্থ শ্রীপাদ ভাগবতদাস-সহ বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। বৃন্দাবনে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃপাদাতা শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভুর অভিন্ন সুহৃদ্ ছিলেন। তাঁহার ব্রজপরিচয়-সম্বন্ধে গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন—

"ভূগর্ভ ঠকুরস্তু আসীৎ
পুরাখ্যা প্রেমমঞ্জরী"

শ্রীপাদ ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভুর বন্দনামুখে তাঁহার সেবা সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়—
"গোস্বামিনঞ্চ ভূগর্ভং ভূগর্ভোথং সুবিগ্রহম্।
সদা মহাশয়ং বন্দে কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্॥
শ্রীল-গোবিন্দদেবস্য সেবাসুখবিলাসিনম্।
দয়ালুং প্রমদং স্বচ্ছং নিত্যানন্দবিগ্রহম্॥"

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু যখন বৃদ্ধ বয়সে গোপাল দর্শনের নিমিত্ত মথুরায় বিঠ্ঠলগৃহে গমন করিয়াছিলেন, তখন ভূগর্ভগোস্বামী প্রভু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস ভাগবতগণ ভূগর্ভ গোস্বামীর কৃপাপাত্র।

কাশীশ্বর গোস্বামী

শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামী প্রভুও রাস-পূর্ণিমা-বাসরে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তিন কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী এবং কাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীল কাশীশ্বর শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য। ঈশ্বরপুরীপাদ অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিলে ইনি ও ইহাঁর সতীর্থ গোবিন্দ ঈশ্বরপুরীপাদের আদেশক্রমে মহাপ্রভুর নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সেবা লাভ করেন, যথা—

"ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ-নাম তাঁ'র প্রিয় অনুচর॥
তাঁ'র সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁ'র
আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিল আসিয়া॥"
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁ'র আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে॥

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২১)

২৪শে অক্টোবর—প্রাতঃকাল

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছাকারী কামপ্রবৃত্ত জনগণ রাবণের মত সীতাদেবীর (মহালক্ষ্মী) হরণ-চেষ্টায় এবং দন্তবক্র-শিশুপাল প্রভৃতি কৃষ্ণপত্নী-বিবাহ-চেষ্টায় দৌড়াইয়াছিল। এইসব লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবুঝ অভিমন্যু মন্ত্র তন্ত্র পড়িয়া রাধিকাকে বিবাহ করিবার মতলব করিয়াছিল। তাই অভিমন্যুকেও আর একটী জরাসন্ধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি, তিনি সমস্ত কামিনীকে গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ হয় না। "তেজীয়সাং ন দোষায়" বিচারে কৃষ্ণের সমস্ত কামিনী গ্রহণে কি আপত্তি হইতে পারে?

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ ভজনরহস্য হইতে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে, তিনি বলিলেন যে

অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর॥
অ-পরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য 'ঠেলি' পথ করে কাশী বলবানে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

উক্ত বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীল কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী বেশ বলশালী ছিলেন। মহাপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন-গমন কালে যাহাতে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অন্য কোনও যাত্রীর স্পর্শ না হইতে পারে তজ্জন্য কাশীশ্বর অগ্রে গমন করিয়া যাত্রীর ভিড় ঠেলিয়া পথ সুগম করিয়া দিতেন। শ্রীপুরুষোত্তম ধামে ভক্তগণের কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ সম্মান-সময়ে ইঁনি পরিবেশন করিতেন। পরমানন্দ পুরী গোস্বামী, জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর, দামোদর পণ্ডিত, গোবিন্দ ও কাশীশ্বর এই ছয়জন ভক্তসহ মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে আমরা নীলাচলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সহিত মিলন-প্রসঙ্গে এবং ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-মহোৎসব-প্রসঙ্গে শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিতকে দেখিতে পাই।

শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী চাতরা গ্রামে শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছেন। তিনি কাঞ্জিলাল কাম্বংশোদ্ভব বাৎস্যগোত্রীয় বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন, যিনি কৃষ্ণভৃত্য 'ভৃঙ্গার' অথবা যিনি 'শশিরেখা' তিনিই গৌরাবতারে কাশীশ্বর।

কীর্ত্তনের ফলটা স্মরণ হওয়া দরকার কিন্তু তাহা ঘটিতেছে না; মধ্যে জড়াহঙ্কার বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে অমঙ্গল ও আত্মবিস্মৃতি হইতেছে, উপকার কিছু হইতেছে না।

আজ একবার রাধাকুণ্ডতীরে যাইতে হইবে, কিন্তু এখনও সকাল মাত্র; ৭॥টা বাজিয়াছে। এখন কুণ্ডতীরে যাইবার সময় নয়। কুণ্ডতীরে যাইবার সময় মধ্যাহ্নে আপনারা কে কে যাইবেন?

অপরাহ্ণ

গত ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন—

"আম্নায় প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং
শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

জগতে অনেক রকমের লোক অনেক রকমের কথা লইয়া ব্যস্ত আছে। কিন্তু তাহাদের সেই সমস্ত কথার সঙ্গে মহাপ্রভুর কথায় প্রচুর ভেদ আছে। 'আম্নায়'-শব্দে গুরু-পারম্পর্য্যের ধারা; উহা একটী-ধারাতে প্রবাহিত হয় বলিয়া এক বচনে (বহুবচনে নয়) ব্যবহৃত হইয়াছে। আম্নায় বলিতে শ্রুতিমন্ত্রকে বুঝায়। তত্ত্বশব্দকে কি-প্রকারে জানিতে পারা যায়, আম্নায় তাহা জানাইয়া দিয়া থাকে। নিজেরা যদি ঐ শ্রুতিমন্ত্রসকল বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। তাই গুরুপারম্পর্য্যে উহার বিচার করা দরকার। আমরা যদি মনে করি যে—আমরা লেখা পড়া জানি, আমাদের প্রচুর সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান আছে, আমরা নিজেরা চেষ্টাপূর্ব্বক শ্রুতিমন্ত্রসকল অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আমরা সম্পূর্ণ ভ্রমে পতিত হইয়াছি।

আমরা অনর্থযুক্ত জীব এবং দোষচতুষ্টয়-যুক্ত। তাই অপ্রাকৃত শ্রুতিমন্ত্রসকল গুরু-পারম্পর্য্যের বিচার ধারায় বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, নচেৎ আমরা এক বুঝিতে অন্যরকম বুঝিয়া বসিব। অনেকে বৈকুণ্ঠশব্দকে জড়ীয় শব্দের মত মনে করেন এবং বৈকুণ্ঠ শব্দ চেতন জাতীয় নহেন, ইহা বিচার করেন। আবার এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, অচেতন জিনিষটাকে আমরা চেতন করিয়া দিব। চেতন কাহাকে বলি? যিনি নিজ হইতে কার্য্য করিবার চেষ্টাবিশিষ্ট (অর্থাৎ initiative নিতে পারেন) হন, তিনিই চেতন। অচিৎ কখনও চেতন হয় না। চেতনের উপর যে বাধা আসিয়া পড়িয়াছে, সেই বাধাটী সরাইয়া দিলেই চেতনটী ফুটিয়া উঠে। নিদ্রাকালে অপর কর্ত্তৃক বশীভূত থাকার দরুণ চেতনটা প্রকাশিত দেখা যায় না। আমি যখন নিদ্রা গিয়াছিলাম, সেই সময়ে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম—এ কথাটী বলিতে পারিতেছি, কিন্তু ঘুমানোর অবস্থাটী বলিতে পারিতেছি না।

আমাদের যে নিত্য স্বভাব আছে, তাহা স্থান বিশেষে প্রকাশিত হয়। রঙ্গীণ কাচের ভিতর দিয়া জিনিষ দর্শন করিলে সেই কাচের রংএর দ্বারা ঐ জিনিষের রূপটা আবৃত দেখা যায়। ভগবদ্বস্তু সেব্য, কিন্তু যদি তাঁহাকে ভোগ্য মনে করি, তবে তাঁহাকে অন্যরূপ দেখায়।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা
নারকী সঃ॥"

—পদ্মপুরাণ

অর্চ্চ্য বিষ্ণুতে শিলা-বুদ্ধি, শ্রীগুরুদেবে সামান্য-মানুষ-বুদ্ধি প্রভৃতি দর্শনকারী আমার বিচারে ঠিক রঙ্গীণ কাচের ভিতর দিয়া জিনিষ দেখার মত, কামলাগ্রস্ত রোগী যেমন সমস্ত জিনিষই পীত বর্ণ দেখিয়া থাকে; বস্তুতঃ তাঁ'র চক্ষুই দোষযুক্ত, জিনিষের দোষ নাই। ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

ভগবানের অনুগ্রহ যেরূপভাবে সমাগত হয়, সেইরূপভাবে তাঁহাকে জানিতে পারি। ভগবদ্বস্তুকে যদি ভোগ্য মনে করি তবে তাঁহাকে পুতুল মাত্র বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু এইরূপ বিরূপ দর্শন বা অনর্থযুক্ত দর্শন থামিয়া যাওয়া দরকার। দুষ্ট দর্শন কেন থামিয়া যাইবে? ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে তাৎকালিকতা বলিয়া একটা জিনিষ দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ—দৃষ্ট হয়। সীমা-বিশিষ্ট বস্তুসমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে দৃষ্ট হয়। প্রাপঞ্চিক বস্তুতে (পাঁচশটী তত্ত্বে) যদি আবদ্ধ হইয়া যাই, অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। যেহেতু এই বিশ্ব আমাদিগকে অমঙ্গল প্রদান করিতেছে এবং আত্মাভি-

লাভের রাস্তায় লইয়া যাইতেছে। অতএব উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।

এই জগৎ আমাদের ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এই রকম বিচার হওয়ায় ভক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছে। বাস্তববস্তুর সঙ্গে এই এজগতের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা জানি না বলিয়া আমাদের অমঙ্গল হইতেছে; সেই সম্বন্ধটী স্পষ্টভাবে জানিতে পারিলেই আর অমঙ্গল হইবে না। ইন্দ্রিয় পরিচালনা করার নাম বিলাস আর তৎতদ্বিষয়ে উহা পরিচালনা না করার নাম বিরাগ। মনুষ্যজাতির অভিজ্ঞতার বিচার একতরফা বিচার, যেহেতু অচেতন পদার্থ কিছু আপত্তি করিতে পারিতেছে না। গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সে যেন বলিতেছে—আমার গন্ধ গ্রহণ কর। চেতন তাহার কর্তৃত্ব দ্বারা অচেতনের উপর আধিপত্য করিবার জন্য ব্যস্ত।

শ্রীহরির সম্বন্ধযুক্ত যত বস্তু, সব চেতনময়; তাহাদিগকে অচেতন বলিয়া মনে করিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণ চেতনময় বস্তু। জড়জগতের ভোগী সম্প্রদায় শ্রীহরির-বিচিত্র বিলাসের কথাটা ধরিতেছেন না। চিদ্বিলাস পরিত্যাগ করিয়া যদি তাহার প্রতিবিম্বটাকে ধরিতে যান, তবে অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া যাইবেন। কুকুর তাহার মুখের মাংস জলে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া যদি সেই প্রতিবিম্বিত মাংসখণ্ড ধরিতে যায়, তাহা হইলে সে যেমন অসুবিধায় পড়িয়া যায়, প্রতিবিম্বটাকে ধরিতে যাইয়া মানুষেরও সেই অবস্থা ঘটে।

ভগবদ্ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা নিজে সেবা চাহেন না, তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া হরি-গুরুবৈষ্ণবকে সেবা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। বাহ্যপঞ্চা চালিত হইয়া আমরা যেভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তাহাতে অমঙ্গল ঘটাইতেছে। ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিতে গিয়া আমাদের পদে পদে অসুবিধা হইতেছে এবং ভ্রান্তি ঘটিতেছে। যদি বাস্তব বিচার গ্রহণ না করিয়া অবাস্তব বিচার গ্রহণ করি, তাহাতে বিরক্ত উপস্থিত হয়। 'ভয়' জিনিষটা বিবর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়। কৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশের জন্যই ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" প্রভৃতি ভাগবদ্বচনই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হরি হইতেই সমস্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদের চিদ্বৃত্তিসমূহ আবৃত অবস্থায় আছে। প্রকাশিত জগৎ যে জিনিষটাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, সেই জিনিষটীর স্বরূপ জানা আবশ্যক। শ্রীহরি—অর্চ্চা বৈভব, নাম, অন্তর্যামী প্রভৃতি মূর্ত্তিতে আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। হরিসম্বন্ধি-বস্তুতে যদি তৎসম্বন্ধ বিচার না করিয়া ত্যাগের বস্তু বলিয়া মনে করি, তবে অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া গেলাম।

হরিমন্দির হরির সহিত অভিন্ন ও নিত্য; উহা আমাদের ভোগের বস্তু নহেন। গোবিন্দের মন্দিরের উচ্চাংশ ভাঙ্গা পড়িয়া গিয়াছে, এরকম বিচার গ্রহণ করিতে হইবে না। হরিমন্দির যখন নিত্য, তখন হরিমন্দিরকে কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। বস্তুকে বস্তুর প্রতীক মাত্র জ্ঞান নরকের হেতু। মূর্খতাবশে যে আধ্যক্ষিক-দর্শন উপস্থিত হইয়াছে তাহা দূরীভূত হউক।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

—ভাগবত (৭।৫।৩২)

পৃথিবীতে যাহাদের কিছু আছে বলিয়া (কিঞ্চন বলিয়া) জ্ঞান আছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। যিনি উপদেশক হইবেন, তিনি যদি জগজ্জঞ্জাল আনিয়া ফেলেন, তবেই বিপদ্। বহির্দর্শনটা আমাদিগকে অধিক সময়ই বঞ্চিত করিয়া থাকে। ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করা দরকার। যাঁহারা প্রকৃত ভাগবত, অপ্রাকৃত-রসে রসিক, সেইরকম রসিক ব্যক্তির নিকট হইতে ভাগবতার্থ আস্বাদন করিতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন ভাগবতের নিকট হইতে যদি ভাগবতার্থ আস্বাদন না করি তাহা হইলে আমাদিগকে গৃহব্রত করিয়া ফেলিবে এবং দুঃসঙ্গের মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইবে। কিন্তু দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এখানকার অবস্থাগুলি যে কোন্ বস্তুর ছায়া, তাহা জানা দরকার।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

এখানে বহু পুরুষের দর্শন হইতেছে। ইহজগতে যে-প্রকাশ আমরা দেখিতেছি, তাহা তাৎকালিক প্রকাশ মাত্র; তাহা সমস্ত কালক্ষোভ্য ধর্ম্মে অবস্থিত। এই কালক্ষোভ্য ধর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। নিরহঙ্কারী হইয়া সেই তত্ত্ববস্তুর আলোচনা করা দরকার। কৃষ্ণই ভগবত্তার মূল বস্তু, অবতারসমূহ কৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত। ব্রহ্মশব্দে বিষ্ণুকেই বুঝায়; সূর্য্যরশ্মি হইতে সূর্য্য পৃথক্ নহে বটে, কিন্তু রশ্মি সূর্য্যও নহে।

পাশ্চাত্য জগতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী

ভারতীয় শুদ্ধ সনাতন আত্মধর্ম্মের প্রচারক, বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ইউরোপের নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বিমল প্রেমধর্ম্মের ভাগবতীবাণী নিরন্তর প্রচার করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তথায় আত্মধর্ম্মের কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজী মহারাজ জৈবধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মনীষিবৃন্দ বিশেষ মনোযোগের সহিত স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর স্যার ডেনিসন রস ও তাঁহার পত্নী লেডি রস মহোদয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণার্থ উৎসুক হইয়া লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দকে "ভিক্টোরিয়া হলে" আহ্বান করিয়াছিলেন এবং জগতের সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন।

ভারতসচিব কর্ণেল স্যার স্যামুয়েল হোর বার্ট ও তাঁহার পত্নী মহোদয়া শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে ইণ্ডিয়া অফিসে ইকনমিক কনফারেন্সের ডেলিগেটগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিপুল প্রচার হইতেছে।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইনের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্ম" "বর্ত্তমান সমস্যা" এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলাপ হইয়াছে।

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ক্যাক্সটন হলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে একটি বিশেষ অধিবেশনে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

পার্লামেন্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী ফর ইণ্ডিয়া মিঃ আর, এ, বাটলার শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, এডিনবার্গ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পার্লামেন্টে প্রচারের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে যে মুক্তের কথা আছে, তাহাতে "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" বিচার দেখা যায়।

গ্রেট হোটেল সেণ্টার এবং সলওয়ে স্ট্রীটস্থ খৃষ্টীগান সাইন্স চার্চ্চে একটী ধর্ম্ম-মণ্ডলী ও আলোচনা-সভায় শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারককর্ত্তৃক সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে।

'ইউনিয়ন অব্ হোপ্' তাঁহাদের যে বাৎসরিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক বিশেষ আগ্রহের সহিত আহূত এবং সভাপতি লর্ড ডেপুটী মেয়রের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছেন। সভাস্থ বহু ব্যক্তি লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের আলোচনা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

ভারতসচিব স্যার স্যামুয়েল হোর, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত "ব্রহ্মসংহিতা" পঞ্চম-অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ এবং অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত স্যান্যাল এম-এ মহোদয়ের ইংরাজী ভাষায় রচিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক মহাপ্রভুর জীবনচরিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া লণ্ডনগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকের নিকট বিশেষ আনন্দসূচক পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে লণ্ডনের বিদ্বদ্গোষ্ঠীর সমাদর বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসনের সহিত লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের প্রচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ আলাপ হইয়াছে। এবং নানা ভাবে তিনি প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

মহামান্য মার্কুইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-প্রণালী-সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে তথাকার জনসাধারণ ভারতীয় ধর্ম্মজীবন-সম্বন্ধে মৌলিক কথাসমূহ শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতীয় ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃত প্রচার তথায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অভূতপূর্ব্ব সার্ব্বজনীন অমন্দোদয়দয়ার প্রচার সম্পূর্ণ নূতন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায় এবং সুশিক্ষিত জনসাধারণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে ঐসকল কথা শ্রবণ করিয়া উত্তরোত্তর শ্রবণাগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

মহীশূরের মহারাজ, তাঁহার প্রধানমন্ত্রী, বরদা, বিজয় ও বিকানীর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিগণ নানাভাবে পৃথিবীতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিতেছেন।

—পাঞ্চজন্য (২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪১)

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০ -৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
বাঁশ বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০ ৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেস্ নং এবং কোর্টেরনাম	[illegible] (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
৪৮৩ R. P. ৩৩।৩৪ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত	এ	মিঃ আর, পাল চৌধুরী	কালু সেখ	২০৸০	১০।১২।৩৪	জমা	থানা জীবননগর মৌজা নারায়ণপুর	১৭৫ নং খতিয়ান	৩-৪৪	১০॥/৬ ১/৪ সেস	মিঃ আর পাল চৌধুরী
১০৪৭ N. R. ৩৩।৩৪	এ	কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	চরণদাসী দেবী	৬॥/৩	১১।১২।৩৪	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজা ঘোড়ালিয়া	৯৬ খতিয়ান অধীন ৯৭	১-৬	সেস /০	কুমার সৌরীশ রায়বাহাদুর
২২৬ N. R. ৩২।৩৩	বি	ঐ	খুদী নিকারী	৪৭।৶০	১৯।১২।৩৪	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী খাজনা বৃদ্ধির অযোগ্য	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা চক চাপড়া দিগনগর	৮৮ খং নং ৮৯।৯০ অধীন	·৮০	৮॥৶৩	ঐ
১০৫৫ N. R. ৩৩।৩৪	বি	ঐ	হীরালাল মুখোপাধ্যায়	৬।/০	২০।১২।৩৪	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে ঘোড়ালিয়া	২০০নং খতিয়ান অধীন ২০১ নং	·৪২	সেস ৶৩	ঐ
৬৮ N. R. ৩২।৩৩	বি	ঐ	পাচু কলু	১৩৬৶৩	২০।১২।৩৪	রায়তি মোকররী	থানা হরিণঘাটা মৌজে সোণাখালী	৫৬৫ ৷ খং অধীন ৫৬৬ খং	·৪৭	১।০	ঐ
১৮৯ N. R. ৩৩।৩৪	বি	ঐ	ঐ	২৩।৶৯	২১।১২।৩৪	রায়তি স্থিতিবান	থানা হরিণঘাটা মৌজে সোণাখালী	৬৩৪নং খতিয়ান ৬২৫।৬৩৯ দাগ	১·১০	৩৸৬	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C1444

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪১, ২৩শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২১৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

শিল্প-বিভাগে আহ্বান

যে-সকল মধ্যশ্রেণীর বঙ্গীয় শিক্ষিত বেকার যুবক এযাবৎ প্লেকড় পটারি ওয়ার ম্যানুফ্যাক্চার-শিল্প-বিভাগে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া স্বাধীন ফলবতী করিবার জন্য ছোট খাট কারখানা খুলিয়াছেন এবং কেহ কেহ পূর্ব হইতেই যে-সকল কারখানা ছিল, তাহাতে কার্য্য পাইয়াছেন। উক্ত বিভাগ প্লেকড় পটারি ওয়ার ম্যানুফ্যাক্চার শিক্ষা দিবার জন্য আবার নূতন শিক্ষার্থী লইতে মনস্থ করিয়াছেন। শিক্ষার সময় ৬ হইতে ৮ মাস এবং স্থান ইনডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ লেবরেটরী, ক্যানাল সাউথ রোড, এন্টালি, কলিকাতা যে সকল বেকার বঙ্গীয় যুবক এই শিক্ষা পরিসমাপ্তির পরে তাঁহাদের উপজীব্য রূপে ইহার অনুশীলন করিতে প্রস্তুত এবং সেই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই উক্ত শিল্পবিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। প্রবেশার্থী যুবকগণ আগামী ২৮শে নভেম্বর ১৯৩৪ তারিখের পূর্ব্বেই নিম্নোক্ত ঠিকানায় আবেদন করিবেন :—ডিরেক্টর অব ইনডাষ্ট্রিজ বেঙ্গল, ৪০-১-এ, ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাজকীয় পতাকা অর্পণ উপলক্ষে বড়লাটের বক্তৃতা

দেরাদুন সামরিক কলেজে চিরতরে রক্ষা করিবার জন্য মহামান্য সম্রাট একটি রাজকীয় পতাকা এবং অপর দুইটী নিশান দান করিয়াছেন। গত ১৮ই নবেম্বর বড়লাট লর্ড উইলিংডন উক্ত সামরিক কলেজে অর্পণ করেন। এতদুপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে সপত্নীক বড়লাট ব্যতীত প্রধান সেনাপতি স্যার ফিলিপ চেটউড, স্যার জোসেফ ভোর, সৈন্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জি আর এফ টটেনহাম, মারাট বিভাগের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল কলিনস এবং অন্যান্য বহু সামরিক কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা দান প্রসঙ্গে বড়লাট বলেন, 'খাটি ভারতীয় সৈন্যদল গঠন কার্য্য আরম্ভ করিবার পর ভারতবাসী অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের একটি সামরিক কলেজ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গত কয়েক বৎসরের অর্থ কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও যে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যোগ্যতা সহকারে এই কলেজ পরিচালনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, বাড়ী এবং আসবাবপত্র হিসাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সামরিক কলেজের সহিত এই কলেজের তুলনা চলিতে পারে।'

উপসংহারে তিনি বলেন, 'সম্রাট যে পতাকা দিয়াছেন, এই কলেজের ক্যাডেটগণ চিরতরে তাহা শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষা করিবেন।'

স্যার ফিলিপ চেটউড এবং সামরিক কলেজের কম্যাণ্ডাণ্ট ব্রিগেডিয়ার এল পি কলিনসও বক্তৃতা করেন।

এক টাকা তের পয়সার জন্য ডাকাতি

সাঁওতাল পরগণায় কিরূপ সামান্য লাভের জন্য ডাকাতি হইয়া থাকে, দেওঘর হইতে তাহার একটি দৃষ্টান্ত আসিয়াছে। এই ডাকাতিতে ডাকাতেরা মাত্র এক টাকা তের পয়সা মূল্যের জিনিষ লইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গত ১২ই নবেম্বর রাত্রিতে পাঁচ ছয় জন ডাকাত একজন 'পূজাহরের' বাড়ী চড়াও করে। বাড়ীর কর্ত্তা চীৎকার করিয়া উঠে এবং বাড়ীর লোকজন ও ডাকাতদের মধ্যে দস্তুর মত দাঙ্গা বাধিয়া যায়। দাঙ্গায় ডাকাতেরা পরাজিত হইয়া প্রস্থান করে।

ডাকাতেরা মাত্র ছয় আনা মূল্যের একখানা গামছা, বার আনা দামের একখানা হাতুড়ী এবং পাঁচ পয়সা মূল্যের একসের পাট লইয়া গিয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, বাগডহচক ডাকাতি মামলার এক আসামী স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিল যে, লুণ্ঠিত মাল ভাগ করা হইলে তাহার অংশে মাত্র পনর আনা পড়িয়াছিল। এই ডাকাতিতে একজন লোক খুন হয় এবং একজন আসামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে ও আর একজন আসামী ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

প্রতারণার অভিযোগ

সম্প্রতি শিলচরে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর মিঃ এন এন হাজারিকা কর্ত্তৃক একজন জাল ইন্সিওরেন্স এজেন্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় (প্রতারণা) অভিযুক্ত হইয়া এক হোটেলে ধৃত হইয়াছে।

উক্ত ধৃত ব্যক্তির নাম যোগেন্দ্রচন্দ্র সাহা। সে ধীরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, নীরেন্দ্র কুমার রায়, নির্ম্মলচন্দ্র সাহা ইত্যাদি বিভিন্ন ছদ্মনামে আত্মপরিচয় দিত। প্রকাশ, কয়েকমাস পূর্ব্বে সে নিজেকে কুমিল্লা প্রভিন্সিয়েল বেনাভলেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একেন্ট বলিয়া পরিচয় দেয় ও শ্রীহট্ট জেলার মাধবপুর নামক এক চা বাগানের ডাঃ গিরিশচন্দ্র দেব ও কালীপদ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে প্রতারণা পূর্ব্বক উক্ত কোম্পানীর পক্ষে প্রিমিয়াম আদায় করে। তাহার পর হইতেই সে নিরুদ্দেশ হয়। সে নাকি কুমিল্লা আদর্শ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধি সাজিয়া বহু লোককে প্রতারিত করিয়াছে।

প্রকাশ, অনুরূপ অভিযোগে অন্যান্য স্থানের পুলিশও তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে।

টাকা আদায়ের জন্য শিশুচুরি

আগ্রা জিলার কুরো গ্রামে একদল দস্যু রিভলবার দেখাইয়া দুইটি শিশুকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শিশুদের আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে টাকা আদায় করাই ডাকাতদের উদ্দেশ্য। দুর্বৃত্তদিগের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ফিলিপাইনে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা

দিবসপ্রাহরিককাল যাবৎ ফিলিপাইন দ্বীপের নানা স্থানের উপর দিয়া ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হওয়ায় নানা দিকে ক্ষতি করিতেছে। গত ১৭ই নবেম্বর উপকূল ভাগে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ২শত জন লোক মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, লুজন দ্বীপের নানাস্থানে মোট ৩০ জন লোক মারা গিয়াছে এবং মোরান নামক গ্রামে ২০০ জন মারা গিয়াছে। এই গ্রামখানি অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানে অবস্থিত। খুব সম্ভব প্লাবনের জলে এই গ্রামখানি ভাসিয়া গিয়াছে।

দিল্লীতে ধৃত কলিকাতার ছাত্র

গত ৮ই নবেম্বর দিল্লীতে বড়লাটপ্রাসাদের নিকট কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বিনায়ক প্রসাদ তিক্ষ্ণবিদিকো নামক যে যুবককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, গত বৃহস্পতিবার তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। বিনায়ক প্রসাদ শনিবার কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যহার	প্রতি লাইন	॥০	।৵০	।৶	
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
,,	,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
,,	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি টাকা ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম- 'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৭	৭—১৬,	৯—৪৩	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৩,	১১—৫০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৫
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫২	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ + *	১৮-৩৬ *	২১ ৫০
কালকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-০, ৯-৪৩, ১১-৫৯, ১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধৰ্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্ম্মাধ্যক্ষ গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টতা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধৰ্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানি পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | ২রা কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৩শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার | ২১৯শ সংখ্যা

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ চট্টগ্রাম সহরে পৌছিলে তথায় বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, অনেক সজ্জন ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন, সর্ব্বসাধারণ যাহাতে ঐ পরমার্থপ্রদ বাণীতে সমৃদ্ধ হইতে পারেন, তজ্জন্য 'টাউন হল' বা 'যাত্রা-মোহন-সেন হল' নামক সুপ্রসিদ্ধ স্থানে তাঁহার কয়েকটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেছেন। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে ঐবিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারেন, তজ্জন্য স্থানীয় দৈনিক 'পাঞ্চজন্য' প্রত্যহ স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় প্রকাশ করিতেছেন।

বিষ্ণুর শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য। এই পাঞ্চজন্য-নিনাদ বা ভগবৎ-কথা-কীর্ত্তন সাধুমুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকেন। সেই জগন্মঙ্গলকর পাঞ্চজন্য-নিনাদ প্রচারের সাহায্য করিয়া চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' বস্তুতঃ পক্ষে স্বীয়-নামের সার্থকতা-সম্পাদন করিতেছেন। পাঞ্চজন্যে স্বামিজীর প্রচারের যে সকল বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

জগন্মঙ্গলকর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ শাস্ত্রাধিকারী, ভক্তিমৈত্রেয়, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারি প্রমুখ ভক্তগণ চট্টগ্রামের নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১৩ই নবেম্বর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ [illegible] চন্দ্র-ঘোষ কবিরত্ন মহাশয়ের শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঔষধালয়ে সন্ধ্যা ৭টার সময় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অপ্রাকৃত-শব্দ বিজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করিয়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজী মহোদয়ের পাঠ-শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে সুমধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

টাউনহলে সভা

গত ১৪ই নবেম্বর বুধবার হইতে স্থানীয় ভদ্রলোকগণের উদ্যোগে চট্টগ্রাম যাত্রামোহন সেন হলে (টাউনহলে) পারমার্থিক আলোচনার জন্য কয়েকদিন ব্যাপী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইতেছে।

ঐদিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় উক্ত সভার প্রথম অধিবেশন হয়। সর্ব্বাগ্রে ডাক্তার শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত নলিনীকান্ত দাস মহোদয়ের সমর্থনে চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল (বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক) শ্রীযুক্ত করুণাময় খাস্তগীর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত করুণাময় বাবু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাধু উদ্দেশ্যের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়া স্বামীজী মহোদয় এবং মঠসেবকগণের প্রতি সাদর অভ্যর্থনাজ্ঞাপন করেন। কিছুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর স্বামীজী মহোদয় সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে তারকব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্ত্তনের পর সেদিনের মত সভাভঙ্গ হয়।

তৎপর-দিবস ১৫ই নবেম্বর চট্টগ্রাম কংগ্রেস-কমিটীর প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দাস মহোদয়, ডাক্তার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত জমিদার মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেন। সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত বি-এ বি-এল মহাশয় এ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন।

ডাক্তার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বামীজী মহোদয়ের পূর্ব্বদিনের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক পণ্ডিত শ্রীযুত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীচৈতন্যদেবের দান" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী মহাশয় বিভিন্ন শাস্ত্রের বিবাদ-ভঞ্জনদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন।

সকলেই স্বামীজী মহাশয়কে কিছুদিন এতদঞ্চলে ভক্তিবাণী কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করায় স্বামীজী মহোদয় স্বীকৃত হইয়াছেন। কিছুক্ষণ হরিনাম-সংকীর্ত্তনের পর সেদিনের মত সভাভঙ্গ হয়। বহুশিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গড়জাতে প্রচার

হিন্দোল-রাজপ্রাসাদে

গত ১০ই নবেম্বর হিন্দোলের স্বাধীন-নৃপতির রাজপ্রাসাদে শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদোপাখ্যানের কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর দিবস শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ উক্ত উপাখ্যানের অবশিষ্টাংশ পাঠ করিয়া উৎকল-ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। উক্ত পাঠ শ্রবণ করিয়া রাজপরিবারবর্গ সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

১২ই নবেম্বর সোমবার দিন প্রচারকগণ তথা হইতে নরসিংহপুর যাত্রা করেন। হিন্দোল হইতে নরসিংহপুর যাইবার পথ ভয়ানক দুর্গম এবং পাহাড়পর্ব্বতে ও হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ বনজঙ্গলে পরিবৃত। এই দুর্গম পথে প্রচারকবর্গের নরসিংহপুর রাজবাড়ীতে যাইবার রাস্তায় যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা বা বিপদ্ না ঘটে, তজ্জন্য হিন্দোলরাজ প্রচারকবর্গের জন্য ২টী হাতীর ও মালপত্র বহনের জন্য একখানি গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। রাজাবাহাদুরের সৌজন্যে প্রচারকগণ ১৮।১৯মাইল অতি দুর্গমপথ অতিক্রমপূর্ব্বক সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় নরসিংহপুর রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন।

নরসিংহপুর রাজপ্রাসাদে

প্রচারকগণ যখন নরসিংহপুর রাজপ্রাসাদে পৌছিলেন, তখন রাজাসাহেব পীড়িত ছিলেন; কিন্তু প্রচারকগণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজাসাহেব অসুস্থ অবস্থায়ও যাহাতে প্রচারকবর্গের থাকিবার ও প্রসাদ পাইবার কোনও রূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গকে সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করেন। রাজাবাহাদুরের আদেশানুসারে তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ প্রচারকগণের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধান করেন।

তৎপর-দিবস অর্থাৎ ১৩ই নবেম্বর রাজমাতা ও রাজকর্ম্মচারিগণের ইচ্ছানুসারে রাজপ্রাসাদের ভিতর একটী বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা হয়। উক্ত-ব্যবস্থা-অনুসারে ১৪ই নবেম্বর বুধবার দিন সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ "মানবজীবনে হরিভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য" ও "শ্রীচৈতন্যবাণীই চরম কল্যাণের উপায়" সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাধিক কাল গভীর-গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ কেশব নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

গৌর-করুণা-বৈশিষ্ট্য

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা-কীর্ত্তনের নিমিত্ত, তাঁহার অমন্দোদয় দয়ার বৈশিষ্ট্যে বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করিবার নিমিত্তই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ তদীয় প্রেষ্ঠজনের ইচ্ছায় পৃথকে প্রকটিত। যাঁহারা গৌরসুন্দরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিশেষ জ্ঞান করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই গৌরতত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ থাকেন। ইহজগতেও আমরা দেখিতে পাই যে, কোনও বিষয়-সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তির কি-প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা জানিতে হইলে জ্ঞাতার ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যিনি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি কখনও কি ঐতিহাসিকে কাহার কি-প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা জানিতে পারেন ? ইহজগতের দৃষ্টান্তে যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সীমাবদ্ধ জ্ঞান ইহজগতেরই সকল বিষয়ের অভিজ্ঞানে অসমর্থ, তখন সেই তুচ্ছ, জ্ঞান-সাহায্যে মানবকুল কি-প্রকারে পরতত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে জানিতে পারেন। রসায়ন-শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইলে যে-প্রকার রসায়নাগারে কার্য্য করিতে হয়, সেই প্রকার পরতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইলে পরতত্ত্বাগার শুদ্ধভক্তিতে প্রবেশ নিতান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করিয়া আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-সম্বলসহ পরতত্ত্ব বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিলে মুখবদ্ধ মধুর শিশির বাহিরের দেশে অবস্থিত মক্ষিকার দশা লাভ হইবে মাত্র।

শুদ্ধ-ভক্তির আচার্য্যগণের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় এমন দয়ার অবতার আর কখনও হয় নাই। গোপাল চাপাল প্রভৃতির ন্যায় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অতিশয় পাপী ব্যক্তি, দাক্ষ যবন-প্রভৃতি নীচ জাতি, কদর্য্য-স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি, ঔদ্ধত্যের চরম সীমায় উপনীত জগাই-মাধাই-প্রমুখ অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম-পরায়ণ লোক, কুক্কুর-ভোজী চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম জীব, সতত দুর্ব্বাসনারত ব্যক্তি গঙ্গা ও পাণ্ডব-বর্জ্জিত উদ্দেশ্যে ও দুর্দ্দেশে বাসকারী এবং অসৎসঙ্গে নষ্ট-ব্যক্তিও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের করুণায় উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দয়া পাত্রাপাত্র, কালাকাল-প্রভৃতি কিছুই বিচার করে নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের দয়া অপেক্ষাও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের করুণা অধিকতর উজ্জ্বল। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণ-চন্দ্রের ন্যায় প্রাণে কাহাকেও বিনষ্ট না করিয়া শাসন ও উপদেশ-বাণীতে অতি পাষণ্ডেরও অন্তঃকরণ সংশোধন করিয়াছেন। সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু গৌরসুধাকরের করুণাংশু জীবগণের চিত্তগুহার তমঃপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও জীবের কল্যাণ-প্রদানার্থ যে-প্রকারে ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক করুণার পারাবারত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা অদ্য 'আচার্য্য প্রসঙ্গে' শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃতে স্ফূর্ত্তরূপে দেখিতে পাইব।

প্রাকৃত কন্দর্প চিত্তের উদ্বেগ ও মোহ উৎপাদন করে; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য উদ্বেগ ও মোহ বিনষ্ট করিয়া পরম-প্রেমানন্দের উদয় করায়। সুরসরিৎ ভাগীরথী পাপসমূহ বিনাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাপহৃদয়কে শোধন করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে গৌরহরির করুণা অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে শোধিত করিয়া তাহাতে পরমপ্রেম-প্রবাহের উদয় করায়। এইজন্য গঙ্গা হইতেও তাঁহার পাবকত্ব অনন্তগুণে অধিক। প্রকৃত-প্রস্তাবে গঙ্গা তাঁহার পাদস্পর্শেই পবিত্রতাগুণ লাভ করিয়াছেন। দেববৃন্দ অমৃত-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া প্রাকৃত গর্ব্ব ও মাৎসর্য্যের দাস হয়। কিন্তু গৌরকরুণামাধুর্য্য দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ, তাহার আস্বাদনের ফলে প্রাকৃত-গর্ব্ব-মৎসরাদি সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া প্রেমানন্দের আবির্ভাব হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কল্পবৃক্ষ হইতেও অধিক দয়াশীল। কারণ, কল্পতরু প্রার্থিত ব্যক্তিকেই ফল প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু গৌরহরি এতদূর মহাবদান্য যে, তিনি অযোগ্য ও অযাচক ব্যক্তিকেও যাচিয়া যাচিয়া প্রেম-সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর জননী হইতেও অনন্ত-কোটি-গুণ স্নেহ-পরায়ণ। কারণ, জননীর স্নেহ নশ্বর দেহাদির প্রতি প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহাতে নিত্যকল্যাণ নিহিত নাই। বরং ঐ প্রাকৃত স্নেহ অধিকাংশ সময় নিত্যকল্যাণের পথকে অবরুদ্ধ করিয়া বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহ আত্মায় বর্ষিত হয় বলিয়া জীব সেই স্নেহে সম্বর্দ্ধিত হইয়া প্রেমানন্দলাভের অধিকারী হন। আরও জননী কেবল নিজ অপত্যের প্রতিই স্নেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু গৌরহরি প্রাণি-মাত্রকেই স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। এহেন দয়াময় গৌরহরিকে সর্ব্বক্ষণ অন্তঃকরণে সংরক্ষিত করিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক আমরা প্রার্থনা করিতেছি—

কন্দর্পাদপি সুন্দরঃ সুরসরিৎ-
পূরাদহো পাবনঃ
শীতাংশোরপি শীতলঃ সুমধুরো মাধ্বীক-
সারাদপি।
দাতা কল্পমহীরুহাদপি মহাস্নিগ্ধো
জনন্যা অপি
প্রেম্ণা গৌরহরিঃ কদা নু হৃদি মে
ধ্যাতঃ পদং ধাস্যতি॥

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী

গত ২৬শে দামোদর (৪৪৮ গৌরাব্দ), ১লা অগ্রহায়ণ (১৩৪১ বঙ্গাব্দ), ১৭ই নবেম্বর (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ), পবিত্র উত্থানৈকাদশী-বাসরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থলী সুপবিত্র মথুরাধামে উর্জ্জাব্রত-পালন-কালে শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইয়াছে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী

আমাদের এই নব-সন্ন্যাসী মহারাজের বিষয় পাঠকগণ বোধ হয়, সকলেই কিছু কিছু জানেন। ইনি ব্রহ্মচারি-অবস্থায় ইতঃপূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের রক্ষক ছিলেন। দর্শন-শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও ইঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার, ইঁহার সৌজন্য, মৃদু মধুর-হাস্যের সহিত সকলকেই স্নেহে আকর্ষণ ও অতি স্নিগ্ধভাবে হরিকথা কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই সত্যের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা; এই জন্য ইঁহার বন্ধু বান্ধবগণ ইঁহাকে 'যুধিষ্ঠির' বা ঐরূপ আখ্যা দিতেন। ইনি প্রায় দুইযুগ পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার [illegible] প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবা বরণ করেন।

পিতৃহীন অবস্থায় অপ্রাপ্ত অনুজগণের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যের জন্য তিনি কিছুকাল উক্ত ভাগ্যবান্ অনুজের সর্ব্বতোভাবে মঠ-সেবার অনুসরণ করিতে না পারিয়া নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেন এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন ও তাঁহাকে গুরু-বুদ্ধিতে দেখিতেন; এখনও দেখিয়া থাকেন। গৃহে অবস্থানকালে তিনি কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র গুণ, অধ্যাপনা-কৌশল ও ছাত্রশাসন-প্রণালী লক্ষ্য করিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেন না।

কায়, বাক্য ও মনকে দণ্ডদ্বারা সংসার হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করাই প্রকৃত ত্রিদণ্ড ধারণ, জীবাত্মা বদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইলে তাহার ঐ অন্তঃকরণত্রয় সংসার-ভোগে প্রমত্ত হয়। ত্রিদণ্ডিপাদগণ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া জীবাত্মার অধীনে তাহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবার সহচর করেন। ত্রিদণ্ডীর কীর্ত্তন—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥
—ভাগবত (১১।২৩।৫৭)

—"আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণ-দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।"

আমাদের উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ঔড়ুলোমী মহারাজের বর্ত্তমানে দিল্লীগৌড়ীয়-মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক ঐ অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করিবার কথা। হরিকথা-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবা, শ্রেষ্ঠ প্রচার এবং জীবের প্রতি প্রদর্শিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া। আশা করি, আমরা তাঁহার দয়া হইতে বঞ্চিত হইব না।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২২)

২০শে অক্টোবর

গত ২৫।১০।৩৪ বৃহস্পতিবার ভোর ঠিক ৬টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ আসন ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সমবেত বহু ভক্ত মিলিত হইয়া তখনও সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত হরিকথা বলেন।

কৃষ্ণ ভবরোগের চিকিৎসক। রোগীর চিকিৎসা করাইতে হইলে যেমন চিকিৎসককে ফিস্ দিতে হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকেও ফিস্ দিতে হয়, তাঁহার পূজা করিতে হয়। যে-ব্যক্তি অন্যের নিকট হইতে সুবিধা পায়, তাহার পক্ষে অন্যকে 'দক্ষিণা' দেওয়া উচিত। 'দক্ষিণা' কি জিনিষ, তাহা বুঝিয়া লইবেন। আমি যদি মায়ার জিনিষ হই অর্থাৎ মেপে নেওয়া ধর্ম্মে অবস্থিত থাকি, তাহা হইলে আমার কি সুবিধা হইবে? আমি যদি ভগবানের হইতে পারি, তবে ত' কাজ হইবে? যে-মুহূর্ত্তে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম, তখন হইতেই কৃষ্ণসেবা আমার ধর্ম্ম হইয়া গেল। কৃষ্ণ যখন আত্মসাৎ করিলেন, তখন তাঁহার সেবা ছাড়া আমার আর কোন কাজ থাকিল না।

পূর্ব্বে আমরা ভগবানেরই ছিলাম, তাহার পর সংসার-সুখ ভোগ করিতে গিয়া দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তর পর্য্যন্ত হইয়া যাইলাম, ক্রমে অভাবের রাজ্যে পড়িয়া যাইলাম। রোগটা যখন সারিয়া গেল, তখন ঔষধটা কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মানব-জাতিকে সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নিজেই ভগবানের সেবা কি করিয়া করিতে হয়, তাহাও দেখাইলেন। [illegible]

তিনি নিজে কৃষ্ণ হইয়াও ভক্তের সজ্জায় নিজের সেবাশিক্ষা দিলেন—উপদেশক সূত্রে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলেন। রোগটা আমাদের কোথায় হইয়াছিল? আমাদের যে নিত্যধর্ম্ম, তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই ভবরোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমি অপরের নিকট হইতে সেবা-গ্রহণ করিব, এইরূপ বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভগবানের সেবা করিবার বিচার গ্রহণ করিলেই, মঙ্গল হয়। কোন সেবক যদি আদর্শ দেখান, তবে সেই আদর্শ দেখিয়া আমরাও তাঁহার অনুগমন করিতে পারি।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
—গীতা

শ্রীগৌরসুন্দর বাল্যলীলার পর সুষ্ঠুভাবে সংসার করিবার আদর্শ দেখাইলেন। দারপরিগ্রহ করিলেন। সাংসারিক অর্থের অভাবের অভিনয় করিলেন। এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্ম বিদেশ গমন করিলেন। কিন্তু যাঁহার জন্ম অর্থ, বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পাল্য লক্ষ্মীদেবী ইহজগতে আর নাই।

তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, পণ্ডিত হইয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্ম বাহির হইয়াছিলেন। কেন?—পাল্য-পোষণের জন্ম। আমরা পাল্য পোষণ করি কেন? ভবিষ্যতে পাল্যগণ আমাদিগকে পালন করিবে। অতএব সূক্ষ্মভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সংসারে আমরা পরস্পর বণিগ্‌বৃত্তিতে অবস্থিত। আমরা "ফেল কড়ি মাখ তেল" নীতির দাস। পুত্রকে পালন করিতে ব্যস্ত হই কেন? আখেরে তাহারা আমাদিগকে পালন করিবে মূলে এই বিচার। মানুষ যেমন টাকা ধার দেয়, ইচ্ছা ভাবিকালে সুদসমেত ঐ টাকা আদায় হইবে। এইটাই হইতেছে ভবরোগ।

———

শ্রীচৈতন্যদেব নিজে রোগীর অভিনয় করিয়া সংসারলীলা দেখাইয়াছিলেন। তিনি ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং ভক্তির প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন। পুত্রের মঙ্গল হইবে বিচারে তাঁহার জননী তাঁহার দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শচীদেবীর উদ্দেশ্য ছিল—বংশরক্ষার জন্ম পুত্রের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করা দরকার। শ্রীগৌরসুন্দর জননীর আদেশ অমান্য না করিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পরে কৃতজ্ঞতাহেতু পিতার শ্রাদ্ধের জন্ম গয়াতে পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। পিতার নিকট হইতে শরীরটা পাওয়া গিয়াছে, তাই তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা। কিন্তু মনুষ্য আর কি করিয়া পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করিবে? সেখানে আর একটী অভিনয় করিলেন।

তথায় ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নবদ্বীপে যখন মহাপ্রভু বিদ্যার প্রভাব দেখাইয়াছিলেন, তখন সেই ঈশ্বরপুরী একবার সেখানে আসিয়াছিলেন। সেখানে ঈশ্বরপুরীর যে একটা ভুল হইয়াছিল, তাহা তিনি সংশোধন পূর্ব্বক তাঁহার (ঈশ্বরপুরীর) অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। গয়াতে ঈশ্বরপুরীকে গুরুত্বে বরণের অভিনয় দেখাইলেন। গয়াতে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। 'শ্রাদ্ধ' কাহাকে বলা যায়? শ্রদ্ধায় যাহা দেওয়া যায়, তাহাই শ্রাদ্ধ। কৃষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধাতেই সব পরিপূর্ণ। 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা' হইলে 'কর্ত্তাহম্' বুদ্ধিতে পিতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিবার বিচারে—তাঁহাকে প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার করিয়া দিব, পিতার মঙ্গল-সাধন করিব, কৃতজ্ঞতাবলে পিতাকে বক্ষে ফিরাইয়া লইয়া যাইব' প্রভৃতি কার্য্যে মানুষ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

———

মহাপ্রভু ঐ রকম মূঢ় ব্যক্তির ভাণ করিয়া কর্ম্মনাশা নদীতে স্নান করিবার জন্ম গয়াতে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর গয়াযাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য—পিতৃশ্রাদ্ধ নহে; গুরুপাদপদ্ম লাভই মূল উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মী, খরোষ্টি, সান্‌কী, পুষ্করসাদী প্রভৃতি যত ভাষা আছে, সেই সমস্ত ভাষায় শব্দসমূহের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে বিষ্ণুপাদপদ্মই একমাত্র পরিণতি। মাধবের পাদপদ্মে সমস্ত শব্দই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

———

মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে দীক্ষা লইবার অভিনয় করেন। তখন হইতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সেবকের (শ্রীচৈতন্যদেবের) সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভক্তেরই ভগবান্—আবার ভগবানেরই ভক্ত; এই দুইটী ব্যাপার Reciprocal (পরস্পর-সম্বন্ধবিশিষ্ট) অতএব যাহারা, তাহারা পৃথিবী ভোগ করিতে ব্যস্ত এবং সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ প্রভৃতি লোকের প্রয়াসী। ক্রমশঃ তাহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিলে ভোগের বিচার ছুটিয়া যায়।

———

লক্ষণদেশিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে-সকল বিচার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কৃষ্ণভজনে আড়াই প্রকার রস বাদ পড়িয়া গিয়াছে। যাঁহারা ঐরূপ বিচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা বাকী আড়াই প্রকার রসটা নিজেদের জন্ম রাখিয়া দেন। তাঁহারা বিচার করিয়াছেন যে—নিয়মদ্বারা সেবা করা দোষাই। কিন্তু তাহাতে দোষ কি-প্রকারে হইতে পারে? স্বরূপের বিচার গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাকী আড়াইপ্রকার রস ছাড়িয়া দিবার নয়। জীবের চিন্ময় দেহে স্বরূপ অবস্থিত হইলে পাঁচপ্রকার রসে কৃষ্ণভজনই সুষ্ঠু-ভজন, এই বিচার হইয়া থাকে।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়াতে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে সেইরূপ শিক্ষা গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে ভগবদ্ভজন করিবার উপদেশ দিলেন। অতিবাড়ী ও গৌরাঙ্গনাগরীদের বিচার ধ্বংস করিবার জন্ম এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ম বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পত্নী-বোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিবার শিক্ষা দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বোকা লোকগুলি অন্য রকম বিচার করিয়া বসিল অর্থাৎ ভোগিকুল ত্যাগিকুলকে আক্রমণ করিলে যে অসুবিধা হয়, সেই অবস্থা দাঁড়াইল। ভক্তগণ ভোগী বা ত্যাগী কাহাকেও প্রশ্রয় দেন না। ভক্ত যিনি, তাঁহার আসক্তি বা বিরক্তি কোনটাই নাই; তিনি প্রকৃতির অতীত রাজ্যের কথায় ব্যস্ত। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই প্রকৃতির ত্রিগুণ-তাড়িত—উভয়েই মনোধর্ম্মী। কৃষ্ণ ভক্তগণকে ঐরূপ ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

———

(গত রাত্রিতে শ্রীল প্রভুপাদ ৩ ঘণ্টারও অধিক সময় হরিকথা কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ ভক্তিবান্ধব মহোদয় প্রভুপাদের স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া সেই দিনের জন্ম ক্ষান্ত হইবার জন্ম বিশেষ আর্ত্তিপূর্ণ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—)

গত রাত্রিতে যতীন বাবু আমাকে বাক্যের বেগ প্রশমন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বুঝিলাম যে, শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ আছে,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। অতএব আমার ঐরূপ বাক্যবেগে কি অহঙ্কার থাকিতে পারে? "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই কথার মধ্যে এই যে 'সদা' শব্দটী আছে, সেই শব্দ দ্বারা অনেকের মাথা গুলাইয়া গিয়াছে। তাহারা 'সদা হরিকীর্ত্তন' অর্থে এই বুঝিয়াছেন যে, অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র 'নাম' করিতে হইবে। 'সদা' বলিতে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি বাদ দিয়া বাদ কেবল নাম করি, তাহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। শ্রীনাম কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি সমস্ত স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত না হয়, ঐসকল বাদ দিয়া যদি হরিনাম করা হয়, তবে সেইরূপ হরিনাম আংশিক হইয়া যাইবে ও কুণ্ঠনাম হইয়া যাইবে। তাহার ফলে মায়াবাদী হইয়া যাইতে হইবে। কৃষ্ণপ্রসঙ্গ যদি বাদ দেওয়া যায় তবে মানুষ আধ্যক্ষিক হইয়া পড়ে।

———

কর্ম্মনিপুণা ব্রাহ্মণভাটা ভক্তির নিকট অতি ক্ষুদ্র। কর্ম্মের আদর কতক্ষণ?—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং
কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্
যুক্তঃ সমাচরন্॥

ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইবার যে কামনা, তাহা দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয়। সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইতে উদ্ধার লাভ করিবার যাঁহাদের বাসনা, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার গ্রহণ করুন্ 'নিত্যোনিত্যানাং', 'চেতনশ্চেতনানাম্', 'একো বহূনাম্', ইত্যাদি।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

আপনারা সকলে বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করুন্; বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিতে করিতে আমরাও বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইব। এখন 'ভজনরহস্য' কীর্ত্তন করা হউক। (অতঃপর 'ভজনরহস্য' কীর্ত্তিত হইবার পর প্রভুপাদ বলিলেন) এখন বুঝিলেন যে, কীর্ত্তন হইতে স্মরণ হয়।

———

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় কল্যাণকল্পতরু হইতে নিম্নলিখিত গীতটী মিলিত কণ্ঠে কীর্ত্তিত হয়।

কলি-কুক্কুর কদন যদি চাও (হে)।
কলিযুগ-পাবন কলিভয়-নাশন
শ্রীশচীনন্দন গাও (হে)॥
গদাধর-মাদন, নিতাইর প্রাণধন
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞি বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ-চিত চোরা॥
নদীয়া-শশধর, মায়াপুর ঈশ্বর,
নাম-প্রবর্ত্তন সুর।
গৃহিজন শিক্ষক ন্যাসিকুল নায়ক,
মাধব রাধাভাব-পুর॥
সার্ব্বভৌম-শোধন, গজপতি-তারণ,
রামানন্দ-পোষণ বীর।
রূপানন্দ-বর্দ্ধন, সনাতন-পালন,
হরিদাস-মোদন ধীর
ব্রজরস-ভাবন, দুষ্টমত-শাতন,
কপটী-বিঘাতন কাম
শুদ্ধভক্ত-পালন শুষ্ক-জ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি-দূষণ রাম॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাণা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪॥০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর অনুগমনে বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৭ A. ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য	আজিরণ বিবি	৭৷৶৯	৩১।১২।৩৪	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজা মীরপুর	৩২ নং খতিয়ান			মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য জমিদার
৩৯ A. ৩৪।৩৫			চিনী সেখ	২০৷৶১১	৩,১২,৩৪	রায়তি দখলি স্বত্ব	থানা দৌলতপুর গ্রাম কাপড়পোড়া	৪০৭ খতিয়ান			
৭ N. R. ৩২।৩৩	ঐ	কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী দী.	১৫০০৷৶	১৫।১২।৩৪	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা সোনাডাঙ্গা	২।৩৭৭ খং নং ও তদধীন	১৭২১-৩৩	১৩৬৬৮০	কুমার সৌরীশ রায়বাহাদুর
৬ N. R. ৩২।৩৩		ঐ	ঐ	২৭১।৷৶৩	১৫।১২।৩৪	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সোনাডাঙ্গা	২।৩৭৭ নং খতিয়ান ও তদধীন	১৭২১-৩৩	১৩৬৬৮০	
২১ N. R. ৩৬।৩৫	বি		পাচু সেখ	২৷৶৯	১৯।১২।৩৪	রায়তি	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে তেঘরি	৭৪ নং খং ও অধীন ৭৫ খং	৩-২	৮৲	ঐ
১৮৫. N. R, ৩৪।৩৫	বি	ঐ	রাখালদাসী দেবী	২০০৷৶৫	১৯।১২।৩৪	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী খাজনা বৃদ্ধির যোগ্য	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	১১৩৪নং খং অধীন ১১৩৫।১১৩৬	৩.১১	৩৯৷৶৮	
১৩ P. N. ৩৪-৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	একাব্বার মল্লিক	৬৷৶৯	৩।১২।৩৪	রায়তি স্থিতিবান	থানা চাকদহ মৌজে উচিতপুর ও নরজাতপাড়া	১৪০ খং নবজাতিপাড়া ও ৫৩নং উচিতপুর	৩৭৪	॥৶০	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

REG C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪১, ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২২০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

শান্তিপুর সংবাদ

শান্তিপুরের সংবাদে প্রকাশ, সূত্রাগড়, হরিপুর ও বাগআঁচড়া প্রভৃতি স্থানে বাঘের উৎপাত বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে; বাঘে প্রায়ই গরু বাছুর মারিয়া ফেলিতেছে। শান্তিপুর ও সূত্রাগড়ে এত শিকারী থাকিতে ইহার কোন প্রতীকার হইতেছে না; ইহাই আশ্চর্য্য।

সূত্রাগড় ও শান্তিপুরে কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে সূত্রাগড়ের 'অবৈতনিক কন্যা-পাঠশালা'টি সূত্রাগড়-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন ও শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯১১ সালে স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার বালিকা-সংখ্যা ১২৫ জন। ইহার পরিচালকগণ কলিকাতার মহাকালী পাঠশালার অনুকরণে পড়ান ও অন্যান্য কার্য্য করাইয়া থাকেন। শান্তিপুর সূক্ষ্ম-বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত; এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ শ্রীযুক্ত গান্ধীর প্রদর্শিত চরকায় অতি উৎকৃষ্ট সূতা কাটিয়া ও অন্যান্য শিল্প কার্য্যের জন্য অনেকে মেডেল পুরস্কার পাইয়াছে। বিদ্যালয়টি অবৈতনিক বলিয়া স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের চাঁদা ও শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির উপর নির্ভর করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি এ দিকে পড়িলে ইহার পরিচালকগণ অধিক উৎসাহের সহিত ইহার উন্নতি বিধান করিতে পারেন।

দুঃসাহসিক সশস্ত্র ডাকাতি

লক্ষ্ণৌয়ের সংবাদে প্রকাশ, প্রায় ২০ জন ডাকাত বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গভীর রাত্রে ব্রিজনন্দন নামক একজন ধনী মহাজনের বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাতদের মধ্যে কয়েকজন ঘরের ছাদে উঠে, তৎপর তাহারা ঘরে ঢুকিয়া দরজা খুলিয়া দিলে অবশিষ্ট ডাকাতগণ ঘরে প্রবেশ করে। ডাকাতি করিয়া যাওয়ার পরে তাহারা বাড়ীর লোকজন ও গ্রামবাসীদিগের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজ করে।

ডাকাতগণ ব্রিজনন্দনের পুত্রবধূর গায়ের সকল অলঙ্কারপত্র খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ব্রিজনন্দন পলাইতেছিল ডাকাতগণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া বেদমভাবে প্রহার করে।

ট্রেণের মধ্যে চুরি

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, প্রকাশ্য দিবালোকে একখানি লোক্যাল ট্রেণের মধ্যে অপ্রত্যাশিত রকমের চুরি হইয়া গিয়াছে। মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্রী ভিলে পার্লে হইতে ট্রেণে চড়িয়া বোম্বাই আসিতেছিলেন; বান্দ্রাতে আসিয়া তিনি গাড়ী বদল করেন। তাঁহার ট্রেণ যখন মাহিম ষ্টেশন ছাড়িতেছিল, তখন একটি হিন্দুযুবক তাঁহার কামরায় আরোহণ করে।

ছাত্রীটী কোনও প্রকার প্রতিবাদ কিম্বা চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই আগন্তুক হিন্দু যুবক তাঁহার চক্ষে এক প্রকার সাদা গুড়া নিক্ষেপ করে। ইহাতে সাময়িক ভাবে তাঁহার দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট হয়। তিনি চক্ষু মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া চাহিয়া দেখেন যে, তাঁহার হাতের চারিগাছি বালা অপহৃত হইয়াছে। এই গহনার দাম ১৫০০৲ টাকা। ভীত হইয়া ছাত্রীটী তখন শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইয়া দেন কিন্তু যুবকটি তৎপূর্ব্বেই ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ক্ষিপ্তহস্তীর কাণ্ড

'রেঙ্গুণ গেজেট'এর বাকস্থ সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, যে, থিবাচা নামক স্থানে একটী মদ্দাহাতী একটন ওজনের এক খানা রেলওয়ে ইঞ্জিন আক্রমণ করিয়া উহাকে উল্টাইয়া ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে ইঞ্জিনের ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান ইঞ্জিন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করে। অতঃপর হাতীটী মাহুতকে ফেলিয়া দেয় এবং তাহাকে পদতলে দলিত করিয়া হত্যা করে।

পার্লামেণ্ট-উদ্বোধন-দিবসে সম্রাটের আশার বাণী

চতুর্দ্দিক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হওয়ায় পার্লামেণ্টের উদ্বোধন দিবস উপলক্ষে যে রাজকীয় শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহা স্থগিত থাকে। সম্রাট মোটরযোগে বাকিংহাম রাজপ্রসাদ হইতে পার্লামেণ্টে গমন করেন। পার্লামেণ্টের উদ্বোধন উপলক্ষে সম্রাট বলেন, "আমার গবর্ণমেণ্ট এখনও জগতে শান্তি রক্ষার বিষয় গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ত্তৃত্ব সম্প্রসারণ কার্য্যে আমার গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবেন। নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের সাধারণ কার্য্যকলাপ পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে বলিয়া আমার গবর্ণমেণ্ট ঐকান্তিক ভাবে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুনির্দ্দিষ্ট ফললাভের পক্ষে রাজনৈতিক আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত অনুকূল বলিয়া আমার মনে হয়।"

অতঃপর সম্রাট ভারতের ভাবী শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া বলেন [illegible] রিপোর্ট পার্লামেণ্টে পেশ করা হইবে [illegible] তাহারা যেন সাম্রাজ্যের হিত সাধনের লক্ষ্য লইয়া উক্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন"। উপসংহারে সম্রাট বলেন যে, "আগামী বৎসর ব্রিটেন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যকে পুনরায় শ্রীবৃদ্ধির পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। পরিশেষে সম্রাট আগামী বৎসরে ইংলণ্ডে যে সব আইন প্রবর্ত্তিত হইবে তাহার পূর্ব্বাভাষ প্রদান করেন।

জেলে আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রকাশ, নাটোরের সাব জেলে এক বিচারাধীন আসামী গত ১৬ই নবেম্বর তারিখে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার নাম নিয়ামতুল্লা। সে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারা (অসতর্কতায় মৃত্যু ঘটান) অনুসারে এক মামলার আসামী। প্রকাশ, ঐ দিন পূর্ব্বাহ্নে জেলের কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। শব্দ শুনিয়া অন্যান্য আসামী তথায় দৌড়াইয়া যায় ও কূপের মধ্যে একটা দড়ি নিক্ষেপ করে। অতঃপর তাহারা নিয়ামতুল্লাকে বুঝাইয়া শুনাইয়া দড়ি ধরিতে সম্মত করে এবং ঐ হারা দড়ি টানিয়া তাহাকে তুলিয়া ফেলে।

২০ ফুট দীর্ঘ সর্প ধৃত

তেজপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ডি এম লাহিড়ী এক জঙ্গল হইতে ২০ ফুট লম্বা একটি সর্প জীবন্ত ধরিয়াছেন। প্রায় একমাস হইল সর্পটি ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন খাদ্য স্পর্শ করে না [illegible] হইবার সময় উহা যেরূপ [illegible] ছিল, এখনও সেইরূপ আছে।

লাহোরে ভূমিকম্প

গত ১৮ই নবেম্বর ভূমিকম্পের ফলে লাহোরের মনকোড়াস্থ মহারাণীর সমাধি মন্দির উপরস্থ গম্বুজের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানাস্থানেও সামান্য কম্পন অনুভূত হইয়াছিল এরূপ সংবাদ জানা গিয়াছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৪৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৩,	১১—৪০	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৬
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১ ২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৪-২০ +	* ১৮-৩৬ *	২০-৫০
কালকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়: তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৩, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-৫৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৩রা কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ৮ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ | ২৪শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ | শনিবার | ২২০শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে মহোৎসব

বৃন্দাবন ২০।১১।৩৪

গত ১৬।১১।৩৪ তারিখে বৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে পরমহংস বাবাজী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাসগোস্বামী মহারাজের বিরহস্মৃতি উপলক্ষে বিরাট মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দসহ উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ ভাগবতভূষণ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুকণ্ঠকীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শুদ্ধাষ্টক ও গুরুবন্দনা কীর্ত্তনের পর 'যে আনিল প্রেমধন' এই বিপ্রলম্ভ রসময় গীতিটী কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। উৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে যেসকল ভক্ত মথুরায় উর্জ্জাব্রত করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ও, এন, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ভক্তিমতী জননীদেবী এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। এই ভক্তিমতী মহিলা বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবায় বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। আমরা আশা করি, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আশীর্ব্বাদে তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইবে।

শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি উত্থানৈকাদশী-বাসরে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে মথুরায় গঙ্গাভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবতামৃত পারায়ণ হইয়াছে। তৎপর-দিবস অর্থাৎ ১৮ই নবেম্বর রবিবার শ্রীরাধাকুণ্ডে বিপুল আয়োজনের সহিত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রাসযাত্রায় যাত্রি-সমাগম

রাস-যাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে এক-সপ্তাহ-কাল প্রচুর যাত্রীর সমাগম হইতেছে। শুনা যায়, কাকড়ার মাঠের কনৈক সংযোগী বাবাজীর প্ররোচনায় কতকগুলি ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি, যাত্রিগণ যাহাতে শ্রীধামে আসিতে না পারেন, তজ্জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মাৎসর্য্যতাড়িত যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহারা যাত্রিগণকে এই বলিয়া প্রতারিত করিত যে, শ্রীধাম মায়াপুর সহর নবদ্বীপ (কোলদ্বীপ) হইতে বহুদূরে—পথ অত্যন্ত দুর্গম, দূরত্ব ১০ ক্রোশের কম হইবে না, ইত্যাদি; কিন্তু তাহাদের সেই মিথ্যাকথা বর্ত্তমানে বিশেষরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীধাম মায়াপুর মহাপ্রভুর বাড়ীতে যে প্রকাণ্ড মন্দির হইতেছে, তদুপরিস্থ আলোক সহর-নবদ্বীপের চড়া হইতেই যাত্রিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ ঘাট লাইট রেলওয়ে হইতে ও শ্রীধাম মায়াপুরের সুরম্য মন্দির-সমূহ যাত্রিগণের আকর্ষণ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে বৈদ্যুতিক আলোকমালা স্বভাবতঃই যাত্রিগণকে শ্রীধামাভিমুখে আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষদর্শিগণ দেখিয়া যাইতেছেন,—নবদ্বীপের পারঘাট হইতে মায়াপুরের মহাপ্রভুর বাড়ীর দূরত্ব এক ক্রোশেরও অনেক কম।

অতএব যাত্রিগণকে ষড়যন্ত্রকারিগণ শত চেষ্টায়ও শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন হইতে বিরত করিতে পারিতেছে না। মাৎসর্য্যপরায়ণগণের প্রতি আমাদের নিবেদন—শত শত মৎসরতায় কোন লাভ নাই। উহাতে নিজের পায়েই নিজে কুঠারাঘাত করা মাত্র। অনেক ত করিলে, আর কেন? একবার চিন্তা করিয়া দেখ—জীবন অনিত্য। কখন শেষ নিশ্বাস বাহির হইবে, তাহার ঠিক নাই, সুতরাং মৎসরতা, কপটতা ও দুশ্চরিত্রতা পরিহার পূর্ব্বক সরল-অন্তঃকরণে মহাপ্রভুর সেবা করাই কি কর্ত্তব্য নহে? শ্রীধাম-বিরোধ দ্বারা নরকের যাত্রী হইয়া লাভ কি? এখনও সময় আছে, সুতরাং আত্মমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করা ভাল।

বারঙ্গা-রাজ্যে গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও আচার্য্য শ্রীপাদ কৃপানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ কয়েক জন গৌড়ীয়মঠপ্রচারক নরসিংহপুর রাজ্যে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া গত ১৬ই নবেম্বর শুক্রবার তথা হইতে বারঙ্গা রাজ্যে শুভবিজয় করিয়াছেন। পথ দুর্গম বলিয়া হিন্দোলের রাজাসাহেবের ন্যায় নরসিংহপুরের রাজাসাহেবও দুইটী হস্তী ও একখানা গো-যানদ্বারা সাহায্য করিয়া প্রচারকগণের নির্ব্বিঘ্নে বারঙ্গায় পৌঁছিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দেশীয়-রাজ্যের রাজাসাহেবগণ শুদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণের প্রচারের সাহায্য করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের এই মহৎ-কার্য্যের প্রশংসা করিতেছি। প্রচারকগণ উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময় বারঙ্গা রাজবাটীতে পৌঁছিয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

বার্লিন, ১০ই নবেম্বর

গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজ পাশ্চাত্য দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও গৌড়ীয়মঠের বিষয় প্রচারার্থ লণ্ডন সহরে একটী প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তৎপরে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশস্থ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আহূত হইয়া বার্লিন সহরের বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাপ্রভুর দর্শন-সম্বন্ধে জার্ম্মাণ-ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতা-স্থলে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী পরমপ্রীতি লাভ করিয়াছেন। স্বামীজী সর্ব্বত্র সহানুভূতি লাভ করিতেছেন। লিপ্‌জিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজী সোমবার প্রাতে রওনা হইতেছেন।—আনন্দবাজার (২রা অগ্রহায়ণ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ কেশব, রবিবার, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

রাস-বাসরে বিপ্রলম্ভ

প্রধান নিবন্ধ

রাস রজনী। আনন্দময় নভোমণ্ডল সুবিস্তৃত-নক্ষত্র-বেষ্টিত সুধাংশুর অমৃতরাশিতে অদ্ভুত-পূর্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া শ্যামসুন্দরের রাসমণ্ডলীর সমুজ্জ্বল চন্দ্রাতপরূপে বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ-প্রদা ইচ্ছা অবলম্বন করিয়াই যেন ব্রজের অপ্রাকৃত-পরাতি-শালী উদ্যানতরু পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ রশ্মিতে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ব্যাকুল চিত্তে রাসলীলা দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। নানা-বর্ণ-বিরাজিত কুসুম কুঞ্জে চন্দ্রিকা রাসলীলাস্থল দর্শন করিতেছে। যমুনার কূলে পরিপূর্ণ স্মিত বদনে কালিন্দী-নন্দিনী কুল কুলু-নাদে কীর্ত্তিত শ্যামসুন্দর গাথা শ্রবণ করিতেছে। এমন সময় যমুনাতটে শ্যামের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সেইখানে যাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আকুল করিল, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মুখ্য-অঙ্গ। ইঁহারা ব্রজরামা বলিয়া পরিচিতা। যে সময়ে তাঁহাদের কেহ কেহ দুগ্ধদোহন করিতেছিলেন, কেহ দুগ্ধ জ্বাল দিতেছিলেন, কেহ গোধূমচূর্ণ-অন্ন পাক করিতেছিলেন, কেহ কেহ পরিবেশন করিতেছিলেন, কেহবা শিশুকে স্তন্য প্রদান করিতেছিলেন, কেহবা ভোজন করিতেছিলেন, আবার কেহ বা পতির শুশ্রূষা করিতেছিলেন, এমন সময় বংশীধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে পৌঁছিল। শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনির এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে তিনি কৃপা করিবার জন্য যাঁহার কর্ণদ্বয়ে আঘাত হন, তাঁহার যাবতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে শ্যামসুন্দরের পাদপদ্মে আকর্ষণ না করিয়া নিবৃত্ত হন না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায়ই রাখিয়া ধ্বনির উদ্দেশে ছুটিলেন। কেহই তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। যে সকল গোপ বাধা প্রদানের জন্য বিশেষ যত্নপর হইয়াছিল, কৃষ্ণশক্তি গোপাঙ্গনাগণ, সীতাদেবী যেমন তাঁহার ছায়াদ্বারা রাবণকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে পতি-অভিমানী জনগণকে ছায়া-দ্বারা বঞ্চিত করিয়া চিন্ময়-দেহে শ্রীকৃষ্ণসকাশে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীবৃন্দের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাতে কোনও সন্ধান না রাখিয়া, একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যকায়ে যাহারা ভোগারোপ করিতে উদ্যত হয়, তাহারা জড়াধারগণের মলমূত্র-পরিষ্কারের বা পাক-জন্য ভৌতিক শরীরের উপকারের ছলনা দেখাইয়া যতই নৈতিক সাধক না কেন, তাহারা যে মহাপাষণ্ড তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণকে একমাত্র ভোক্তা না জানিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণ-মানসে যে সকল সহজিয়া কৃষ্ণ সাজিবার জন্য রাসলীলার আলোচনা করে, তাহারাও ঐ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

—

শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-নিনাদ যে-পর্য্যন্ত আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তমল বিধৌত হইতে পারে না। সুতরাং সে-পর্য্যন্ত আমরা রাসলীলার চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব না। সংসারে পতি-পুত্রের বন্ধন ছিন্ন করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। "পতি ত্যাগ করিলে ইহলোকে 'কুলটা' নামের কলঙ্কের বোঝা বহন করিতে হইবে এবং পরলোকে অধর্ম্মাচরণজনিত পাপের ফলে কষ্টভোগ করিতে হইবে।" একটী নয়, শত শত গোপাঙ্গনাগণকে ঐ সকল কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলাইয়া যে বংশী-ধ্বনি অনন্তভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, সেই বংশীধ্বনি শ্রবণের জন্য ব্যস্ত হওয়া কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? জগতে শব্দ বিজ্ঞানের আলোচনা যথেষ্ট চলিতেছে, কিন্তু জগৎ অপ্রাকৃত শব্দবিজ্ঞানের সেবায় সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই জগদ্বাসী শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি শ্রবণ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

—

অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী যে সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ জগতের ভাগ্যে প্রপঞ্চে বিচরণ করেন, তাঁহাদের ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি আমাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে পারে। সুতরাং আমরা যদি বস্তুতঃপক্ষে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের "সতাং প্রসঙ্গাৎ" শ্লোক আলোচনা-পূর্ব্বক আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সাধুগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বংশীগানের উন্মাদনায় গোপীগণ ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় বিস্মৃত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ অবস্থায় যদি কেহ তাঁহাদিগকে ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের কথা বুঝাইয়া দিত, তাহা হইলে তাঁহারা গৃহত্যাগ করিতেন না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, "হে রমণীগণ, তোমরা যমুনার জলস্পর্শী শীতল বায়ুর হিল্লোলে আন্দোলিত এবং পূর্ণ-চন্দ্রের কিরণমালায় সুরঞ্জিত এই কুসুমিত বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছ, অতএব হে সতীগণ, সম্প্রতি সত্বর ব্রজে গমন কর। তথায় যাইয়া নিজ নিজ পতির শুশ্রূষা কর। গোবৎস এবং তোমাদের পুত্রগণ ক্রন্দন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও, গোসকলকে দোহন কর। অথবা যদি মদীয় অনুরাগে বশীভূতচিত্তা হইয়া আসিয়া থাক, তা হইলে তাহা যুক্তই হইয়াছে। কারণ, সমস্ত প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতিভাবযুক্ত হইয়া থাকে। হে কল্যাণীগণ, নিষ্কপটভাবে পতি এবং তদীয় বান্ধবগণের শুশ্রূষা ও সন্তানপালনই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। স্বামী দুঃশীল, দুর্ভাগা, বৃদ্ধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, মহা-রোগগ্রস্ত কিম্বা নির্দ্ধন—যাহাই হউক না কেন, তিনি পতিত না হইলে ইহলোক এবং পরলোকাকাঙ্ক্ষি-নারীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। উপপতির সেবারূপ কুলনারীগণের পক্ষে স্বর্গবিরোধী, যশোনাশক, তুচ্ছ দুঃখহেতু, ভয়জনক এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মদীয় কথা শ্রবণ, মূর্ত্তিদর্শন, ধ্যান এবং অনুক্ষণ নামকীর্ত্তন হইতে আমার প্রতি যাদৃশ প্রেম উদিত হয়, নিকটে অবস্থান দ্বারা সেইরূপ প্রেম হয় না. অতএব তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" ব্রজাঙ্গনাগণের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত, সুতরাং তাঁহারা তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা কি কখনও সম্ভবপর? বেদের মধুপুষ্পিত বাক্য জগতের মূর্খদিগকে মোহিত করিলেও সেবাপ্রাণ গোপীগণকে তাঁহাদের সেবা হইতে কিছুতেই বিচ্যুত করিতে পারে না।

"না বাঞ্ছি আপন-সুখ, সবে বাঞ্ছি তাঁ'র সুখ,
তাঁ'র সুখ মোর সুখবন্ধ।"

—এই প্রকার সেবালোকে যাঁহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত শ্রুতিস্মৃতি তাঁহাদের সেবা করিয়া ধন্য হইবেন, তাঁহারা কেন উহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে যাইবেন?

—

শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের হৃদয় পরীক্ষার নিমিত্ত উপরিউক্ত যেসকল বাক্য বলিলেন, তচ্ছ্রবণে গোপীগণ চতুর্দ্দিকে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুঃখাতিশয্যে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। "যে কৃষ্ণের সেবা করিতে আসিলাম, তিনি আমাদিগকে সেবা হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন! হায় বিধাতঃ, তুমি কি সত্যই আমাদের প্রতি এতদূর বিরূপ হইয়াছ যে, কৃষ্ণসেবা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে?" এই প্রকার কত চিন্তাস্রোত যে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে রোদনবেগ কিছু সঙ্কুচিত করিয়া গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হে বিভো, এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতে আসিয়াছি, অতএব আমাদিগকে গ্রহণ কর। হে কৃপাপরাঙ্মুখ, আমাদিগকে বিমুখ করিও না। হে ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি আমাদিগকে বলিয়াছ যে, পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। তুমিই আমাদের পতি ও বন্ধু। তুমি-ব্যতীত আমাদের আর কোন আত্মীয় নাই. সুতরাং হে উপদেষ্টা, তোমার সেবাতেই আমাদের চিত্ত নিয়োজিত হউক। তুমি শুধু আমাদের নও, প্রাণি-মাত্রেরই প্রিয়তম আত্মা ও বন্ধুস্বরূপ। সুতরাং তোমার সেবা করিলেই সকলের সেবা হইয়া যাইবে। ইহজগতে পতি পুত্র প্রভৃতিদ্বারা ফল কি? তাহারা নিরন্তর বিবিধ পীড়া-প্রদান-ব্যতীত ত' আর কিছুই করে না। আমাদের যে-চিত্ত এতদিন গৃহসুখে মগ্ন ছিল, তাহা বর্ত্তমানে তুমি হরণ করিয়াছ। তাই আমাদের হস্তযুগল তোমার পাদপদ্ম সেবাব্যতীত আর কিছু করিতে প্রস্তুত নহে। আমাদের পদদ্বয় তোমার পাদমূল হইতে পদমাত্রও চলিত হইতেছে না, সুতরাং আমরা কিরূপে ব্রজে যাইব? এবং তথায় যাইয়াই বা কি করিব? তুমি আমাদের চিত্ত হরণ করিয়া আবার এই প্রকার চাতুরী করিতেছ কেন? যদি তুমি তোমার সেবার অধিকার না দাও, তাহা হইলে আমরা বিরহানলে দগ্ধীভূত হইব মাত্র। ব্রহ্মাদি-দেবগণও যাঁহার কৃপাদৃষ্টি-লাভের প্রয়াসী, সেই লক্ষ্মী দেবী তোমার বক্ষোদেশে স্থানলাভ করিয়াও তুলসী দেবীর সহিত ভক্তজন-সেবিত তদীয় পদযুগলের রেণু প্রার্থনা করেন। হে দেব! আমরা লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় তোমার সেই চরণরেণু আশ্রয় করিয়াছি। হে দুঃখহারিন্, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা গৃহ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমার সেবা করিবার জন্যই তোমার অভয় পাদপদ্ম সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। অতএব হে ভক্তবাঞ্ছাপূরণকারী, আমাদিগকে তোমার দাস্য প্রদান কর। আদিপুরুষ বিষ্ণু যে-প্রকার সুরলোকের রক্ষক সেই প্রকার তুমিও নিশ্চয়ই ব্রজের ভয় ও দুঃখ-বিনাশন-রূপেই আবির্ভূত হইয়াছ; সুতরাং হে আর্ত্তজনশরণ, এই আর্ত্তা রমণীগণকে সেবা প্রদান কর।" কৃষ্ণের সেবাভিলাষিণী ব্রজরামাগণের এই যে হৃদয়ের আর্ত্তি, ইহা আমাদিগকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের "কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করুক। আমরা যেন জড়ভোগের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি প্রদান না করিয়া আত্মারামগণেরও চিত্তহারী অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২০)

২৪শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ণ

গত ২৬।১০।৩৪ তারিখ শুক্রবার প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ আসনঘরে আসন গ্রহণ-পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলি বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানাযোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-নামে দুইটী পথ আছে। সাধারণ লোক ঐ দুইপথের পথিক। ঐ দুইটী পথের অসারতা ও হেয়তা-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উপরিউক্ত পদাবলী রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ ঐ পথের অনুগমনকারী ব্যক্তিগণের পরিণামে কিরূপ দুর্দ্দশা লাভ ঘটিয়া থাকে। ভক্তির পথ একটী পৃথক্ আছে। কাহারও কাহারও ধারণা যে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারাই ভক্তি লাভ হইবে; আবার কাহারও কাহারও ধারণা যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি তিনটিই এক এবং ঐ তিনের যে কোনটীর আশ্রয় করা যাউক না কেন, অবশেষে চরম ফল লাভ হইবে। মনুষ্য সকল এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চিরবিভ্রান্ত অবস্থায় জীবন কাটাইয়া দিতেছে।

কিন্তু সুকৃতিমান্ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এক বস্তু নহে, অথবা কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির পথ নহে। কর্ম্মীর জীবনের গতি ও চেষ্টাসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সে কেবল ভোগের দিকেই ছুটিতেছে, ভোগ-ব্যতীত তাঁ'র অন্য কোন লক্ষ্য নাই। সে জীব-সেবা, গ্রাম-সেবা, দেশ-সেবা, জাতির সেবা, দয়া, পরার্থপরতা প্রভৃতি যে কোন রকমের সেবা-কর্ম্ম জগতে করুক না কেন, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, হয় ইহজগতে ভোগ, না হয় পরজগতে ভোগই তাহার লক্ষ্য বস্তু। তাহার সমস্ত কার্য্যের অন্তর্দেশে ভোগানুসন্ধিৎসা বর্ত্তমান। অতএব বুঝা গেল যে, কর্ম্মী কেবল ভোগের জন্য ছুটিতেছে।

জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা কর্ম্মীর কর্ম্মফল ও তত্তৎ-প্রাপ্যফলাদি-বিচারপূর্ব্বক ধারণা করিয়াছেন যে, কর্ম্মকাণ্ডে ভোগের ফলে মানুষকে কখনও স্বর্গসুখ ভোগ, আবার পুণ্য-ক্ষয়ে মর্ত্ত্যধামে আসিয়া অথবা নরকে গমন পূর্ব্বক নানাবিধ দুঃখভোগ করিতে হয়। অতএব এরূপ কর্ম্মরাজ্যে বিচরণপূর্ব্বক সুখ-দুঃখের নাগরদোলায় ঘূর্ণায়মান না হইয়া ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্যাগের পথ গ্রহণ করাই ভাল। কিন্তু এই সকল জ্ঞানিকুলের প্রচেষ্টার মূল যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য সর্ব্ব-শেষে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মসুখ। ইঁহারা ভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৈরাগ্য দেখাইয়া আর এক ভোগের দিকে ছুটিতেছে। ত্যাগের আবরণে যে-সূক্ষ্ম ভোগের প্রচ্ছন্ন পিপাসা, তাহা সাধারণ মানুষ ধরিতে পারে না বলিয়া কর্ম্মী ভোগিগণের নিকট জ্ঞানী ত্যাগিকুলের আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সংসারের লাইন ও হরি-ভজনের লাইন এক নহে। সৎসঙ্গ অর্থাৎ সাধুদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি অসৎ বা অসাধুর সঙ্গ গ্রহণ করি, তাহা হইলে ভক্তির পথ বা হরিভজনের পথ ত্যাগ করা হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত শিক্ষাষ্টক বোধগম্য করিতে হইলে শ্রীল রূপগোস্বামী-উপদেশামৃতের পর্য্যালোচনা করা দরকার; আবার উপদেশামৃতের অর্থ বুঝিতে হইলে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি রচিত 'মনঃশিক্ষা' পাঠ করা কর্ত্তব্য।

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"
"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

এইসব শ্লোক আলোচনা করিলে ভাগবত বুঝা যাইবে। নচেৎ সদরসে বঞ্চিত হইয়া পচা রস লাভ হইবে। অতএব সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয় করা বিশেষ দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক পার্থিব-বিচারের হেয়তা—অসারতা দর্শন করিয়া অপার্থিব পারমার্থিক বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। জীব জগতে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণার বশবর্ত্তী হইয়া ভোগে আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, পরমার্থের দিকে অগ্রসর হইবার এষণা হইতেছে না। জীবের মূঢ়তা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগ না হওয়ার দরুণ অনর্থ উপশম হইতেছে না।

"ভারতবর্ষ" প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকা সকল অভক্তির সঙ্গে ভক্তিকে মিশাইবার চেষ্টায় ভক্তিনাশ করিতে বসিয়াছে। আবার জনৈক-ব্যক্তি শ্রীরূপসনাতনের জাতি-বিচার করিতে বসিয়াছে। আবার বৈষ্ণব কাহাকে বলে, বৈষ্ণবের স্বরূপ কি, তাহা না বুঝিয়াই তাহারা 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ' অপরাধ সঞ্চয় পূর্ব্বক "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকের নির্দ্দিষ্ট নরকের পথে ধাবিত হইতেছে। মানুষের নিতান্ত কপাল পোড়া, তাই যত অসুবিধার কথাতে ব্যস্ত হয়েছে—তাহার কেবল খাওয়া, পরা, ভোগ, ইন্দ্রিয়-তর্পণ ছাড়া আর অন্য কথা নাই; তাহাতে যদি নরকে যাইতে হয়, সেও স্বীকার!

তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভাষায় আমরা বলি—

"কালঃ কলিব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা! হা! ক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥"
"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাদ্
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

আপনারা সকলে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের উক্ত বিচার গ্রহণ করুন। আমরা শাস্ত্রের, মহাজনগণের মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকমতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছি। যে-দিকে দলভারি, যে-দিকে বহুলোক ছুটিতেছে, সেইদিকেই গা ভাসাইয়া দিতেছি। যে-দিকে বেশী ভোট দিতেছে, আমরাও সেইদিকে ভোট দিতেছি এবং গণ-ভণ্ডলিকার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। এ মস্ত বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কথা শ্রবণ ও শ্রবণপূর্ব্বক সেইভ শিক্ষানুসরণ। ইহা বুঝিতে হইবে যে, Vox Populi অর্থাৎ জনমত Vox Dei, অর্থাৎ ভগবানের মত নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিলে আর Vox Populi বিচার আসিবে না।

কোন লোকেরই মায়াবাদ গ্রহণ করা উচিত নয়। অভক্তগণ বিষ্ণুমূর্ত্তিকে প্রাকৃত বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ ধারণা মহা অপরাধজনক।

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

অজ্ঞানী কর্ম্মীর সঙ্গ বরং ভাল, তথাচ মায়াবাদীর সঙ্গ আদৌ গ্রহণীয় নহে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
—গীতা

তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
—ভাগবত

অজ্ঞানী কর্ম্মিগণের বরং কোন সময় নিজের উপস্থিত হইয়া হরিকথায় শ্রদ্ধোদয় হইলে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া নিত্য-মঙ্গল-লাভ হইতে পারে; কিন্তু মায়াবাদিগণের কোন কালে নিস্তার নাই। কারণ মায়াবাদিগণ কৃষ্ণপাদপদ্মে অপরাধী।

মায়াবাদিগণের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতে মহাপ্রভুর বাক্য দেখা যায়,—

প্রভু কহে—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ' দুইত সমান॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ' তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দ-রূপ॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা'-বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ সম সব চিদানন্দ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

মায়াবাদী কাহাদের বলা যায়? সমস্ত সবিষয়ে যাহারা 'মায়া' লইয়া বাদ উঠায়। 'ব্রহ্মকে' মায়ার অতীত বলিয়া 'ঈশ্বর'কে 'মায়াসঙ্গী' মনে করে এবং ঈশ্বরের অবতার-সকলের দেহকে 'মায়িক' বলিয়া থাকে। উহাদের বিচারে জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি—মায়ানির্ম্মিত, এরূপ বলিয়া থাকে; সুতরাং জীব মুক্ত হইলে 'শুদ্ধজীব' বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে; অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়, এরূপ শিক্ষা দেয়।

তাই মহাপ্রভু বলিলেন,—মায়াবাদী জীবতত্ত্বকে 'অপ্রাকৃত' না মানিয়া মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্মখণ্ডকে 'জীব' বলিয়া স্থির করে এবং ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিশেষ' জানিয়া সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহকেও 'মায়াময়বিগ্রহ' বলে। ইহাতেই মায়াবাদী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে 'অনিত্য' জানিয়া মহা-অপরাধী হইয়াছে। কৃষ্ণের 'মুখ্যনাম' পরিত্যাগ করিয়া 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' ইত্যাদি 'গৌণনাম' সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে; যদিও বা কখনও 'গোবিন্দ', 'মাধব', 'কৃষ্ণ' এই 'মুখ্যনাম' সকল তাহার মুখে বাহির হয়, তথাপি তাহার জ্ঞানদোষে কৃষ্ণনামকে অবিশ্বাস-বশতঃ অন্যান্য প্রাকৃত বা জাগতিক শব্দবিশেষ বলিয়া জানে; তাহার মুখে চিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের 'নাম' কখনই বাহির হয় না। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড়-সম্বন্ধ না থাকায় 'দেহ-দেহী' বা 'নাম নামীর' মধ্যে ভেদ অসম্ভব, বদ্ধজীবের পক্ষেই দেহ-দেহী বা নাম-নামীর মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান অর্থাৎ জীবের 'নাম' 'দেহ' ও 'স্বরূপের' পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম বিদ্যমান।

ব্রহ্মানন্দ হইতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মালা বাকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (মক)	৮৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০ ৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪।৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এলমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৯ N. R ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	হাজা'র শেখ	৭৯৷৹	৩।১২।৩৪	রায়তি	থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৫৮৫।০৫১,৬৭৩ নং খতিয়ান		১৪৸৶৩	কুমার সৌরীশ রায়বাহাদুর
১৭১ N R ৩৩।৩৪			পদ্ম নিকারী	৩৬৸৶০	২০।১২।৩৪	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে দিগনগর	৬,৭।৮।৯৫ খতিয়ান	২-৪১	৫।০	
১২১ N. R. ৩৩।৩২	বি	ম্যানেজার নদীয়া রাজ ওয়ার্ড এষ্টেট	রাখাল দফাদার	১৫।৯	২০।১২।৩৪	দখলকার	থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৮৭০ খং নং ৮৩৪৪ দাগ	১১	৩৲	
১০৫৭ N. R. ৩৩।৩৪		কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	৭।৶১	২০।১২।৩৪	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে ছোট রাণাঘাট	২৮।১ নং খতিয়ান অধীন ২৮।২	-৬৮	৵০ সেস	
১২ P. N. ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	ননীগোপাল নন্দী	১৭৪৶৮	২০।১২।৩৪	চিরস্থায়ী মোকররী	থানা চাকদহ মৌজে উচিতপুর	৭৪ নং খং	৩-২০	২৭৲	প্রথমনা মুখোপাধ্যা
৭০৪ A. P. ৩৩।৩৪		মিঃ এ, পাল চৌধুরী	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৭৸৶৩	৩।১২।৩৪	জমা	থানা হাঁসখালী মৌজে দক্ষিণপাড়া	৩৯০নং খং	১.৬০	৩/৬	মিস্টার এ, চৌধুরী
২০১ N. R. ৩২-৩৩	বি	কুমার সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	যুগল পাল	১৫।৬	২০।১২।৩৪	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সিংজরডাঙ্গা	১৩৭ নং খং ৭৪৩ দাগ	১.২৮	৩৸৶৩	কুমার সৌরী রায় বাহা

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার-[illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪১, ২৬শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২২১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

টাঙ্গাইলে নিষেধাজ্ঞা জারী

ময়মনসিংহের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ২১শে নভেম্বর বিপ্লব দমন আইন অনুযায়ী স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত দাশরথী চৌধুরী প্রমুখ টাঙ্গাইল মহকুমার ৪০ জন হিন্দু ভদ্রলোকের উপর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ মূলক নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। অতঃপর নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত প্রত্যেককে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিজেদের বাড়ীতে আটক থাকিতে হইবে। কেহ এই আদেশ বিরুদ্ধ কার্য্য কারণে তাঁহাকে ৬ মাস কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রত্যহ থানায় হাজিরা দিতে আদেশ করা হইয়াছে।

বুলেট প্রাপ্তিতে স্বামী-স্ত্রী অভিযুক্ত

বগুড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত (৮৫) এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা কালাসুন্দরী দত্তকে অস্ত্র আইনের ১৯ এফ এবং শ্রীমান শৈলেন্দ্র চন্দ্র আচার্য্যকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি ধারানুসারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমদাদ আলীর আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, শ্রীযুক্ত দত্তের বাড়ী তল্লাসী করিয়া রিভলভারের কয়েকটী বুলেট এবং সিগারেটের টিনে [illegible] এসিড ও [illegible] জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, কয়েকখানি আপত্তিজনক পুস্তক রাখিবার অভিযোগে শ্রীযুক্তা কালীসুন্দরী দত্তকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমানে উক্ত দণ্ড ভোগ করিতেছেন।

কি ভাবে আপত্তিজনক জিনিষগুলি পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে ফরিয়াদী পক্ষের কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

ডাকাতে পুলিশে লড়াই

ঘাটিমপুর থানার (কানপুর) দারিয়া গ্রামে ডাকাতি হইবে সংবাদ পাইয়া ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা একদল কনেষ্টবল সহ ডাকাতদের অপেক্ষায় উক্ত গ্রামে লুকাইয়া থাকেন। কিছুক্ষণ পর প্রায় ২৫ জন ডাকাত ডাকাতি করিতে আসে। পুলিস ও অন্যান্য লোকজন চীৎকার করিয়া উঠিয়া ডাকাতদিগকে ঘিরিয়া ফেলে ডাকাতেরা গুলীবর্ষণ করে এবং পুলিশও শূন্যে গুলী ছোড়ে। অতঃপর ডাকাতেরা অস্ত্রশস্ত্র মাটিতে ফেলিয়া পলাইতে থাকে মাত্র ৩ জন ধরা পড়িয়াছে; অন্যান্য সকলেই পলাইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতেরা একটী বন্দুক, কিছু বারুদ, তিনটি সড়কী ও দশ বারোখানা লাঠি ফেলিয়া গিয়াছে। কেহই আহত হয় নাই।

কলিকাতা-ডিব্রুগড় বিমান পথ

গত ১৯শে নবেম্বর সর্ব্ব প্রথম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর একখানি বিমান পোত ডিব্রুগড় সহর পরিভ্রমণ করিয়া পানিতলায় অবতরণ করিয়াছে। কলিকাতা হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যে বিমান পথ খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বিমানপোতখানি তথায় গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ১০ই ডিসেম্বর হইতে এক সপ্তাহের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে। প্রথম দিবসে বেসরকারী প্রস্তাবসমূহের আলোচনা হইবে। ১১ই, ১২ই ও ১৩ই তারিখে সরকারী কার্য্য হইবে। ১৪ই ডিসেম্বর বেসরকারী বিল-সমূহ পেশ করা হইবে। অবশিষ্ট দিবস সমূহে সরকারী কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ১৯শে ডিসেম্বর অধিবেশন শেষ হইবে।

প্রকাশ যে, সরকারী কাজের মধ্যে পূর্ত্ত বিভাগের হিসাব সম্পর্কীয় রিপোর্ট পেশ করা এবং ব্যয় সম্পর্কে কয়েকটী অতিরিক্ত দাবী উত্থাপন উল্লেখযোগ্য। বিল সমূহের মধ্যে শ্রমজীবী রক্ষা বিল (সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইবে) বঙ্গীয় মুসলমান বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজেষ্ট্রেশন বিল (পাশ হইবে), বঙ্গীয় চর জমী সম্পর্কীয় বিল (পাশ হইবে) এবং বঙ্গীয় দেওয়ানী আদালত সংশোধন বিল (সিলেক্ট কমিটীতে পাঠান হইবে) উল্লেখযোগ্য।

ডাকাতির অভিযোগে লালা প্রশান্তকুমার

সুনামগঞ্জের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী লালা প্রশান্তকুমার দে (পাপিয়া)কে গত ১২ই নবেম্বর সুনামগঞ্জের পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, সন্ধাবাজ ডাকাতি মামলা সম্পর্কেই নাকি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জেলের ভিতরে প্রশান্তকুমার অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ২ দিন অনাহারে থাকার পর তাঁহার মাতা ও আত্মীয়দের অনুরোধে তিনি অনশন ত্যাগ করিয়াছেন

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষ টাকা দান

কোহ্লাপুরের মহারাজা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মারফত এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে উপস্থিত হওয়ার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ২৮শে নবেম্বর কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করিবেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য কৃপালনি প্রচার করিয়াছেন:—কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। ৫ই ডিসেম্বর হইতে এই অধিবেশন আরম্ভ হইবে। পরবর্ত্তী কয়েক দিনও ওয়ার্কিং কমিটির কাজ চলিবে।

আরও প্রকাশ যে, এই সময়েই পাটনাতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের এক অধিবেশন হইবে।

৫টী স্ত্রীলোকের জীবন্ত সমাধি

বহরমপুরের (গঞ্জাম) এক সংবাদে প্রকাশ যে, বহরমপুর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী লাঙ্গিয়া গ্রামের নিকটে ৫টি স্ত্রীলোক মাটি খুঁড়িতেছিল, ঐ সময় উহারা অকস্মাৎ কাদের মধ্যে প্রোথিত হইয়া পড়ে। ৫টী স্ত্রীলোকের মৃত দেহই উদ্ধার করা হয়।

ইঞ্জিনের নীচে ষ্টেশনমাষ্টার

কোয়েটার এক সংবাদে প্রকাশ যে শৈলাবাগের ষ্টেশন মাষ্টার মিঃ লাধারাম গত ২০শে নবেম্বর সন্ধ্যায় ইঞ্জিনের নীচে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে চামন প্রেরণ করা হইলে, তথায় মারা গিয়াছেন।

ওঁ একো জনবান্ধ বান্ধবাং

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪১

গত ২০শে নবেম্বর পার্লামেণ্টের নূতন অধিবেশনের উদ্বোধন-প্রসঙ্গে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ এক বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতার এক স্থলে তিনি ভারতীয় জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের কথা উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, যে, এই রিপোর্ট যথারীতি পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থিত করা হইবে। তখন সদস্যগণ সকলেই সাম্রাজ্যের কল্যাণের কথা মনে রাখিয়া সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবেন বলিয়াই তিনি আশা করেন।

•

কমন্স সভার সম্রাটের অভিভাষণের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলেন,—"ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আজ আমি বিশেষ কিছুই বলিতে চাহি না। তবে এই সভার সদস্যগণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে, ভারতীয় সমস্যাগুলি ক্রমেই পরিণতি লাভ করিতেছে। আমরা তাহাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান এবং তাহাদের সম্মুখে যে সকল রাজনৈতিক আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার ফলেই ভারতবাসীরা বিশেষ দাবী উপস্থিত করিতেছে।

অতঃপর মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলেন,—"ভারতের সহিত আমাদের যে সম্পর্ক তাহা কখনও পরিপক্ক হইবে না এবং আমরা যে-সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহা প্রতিপালনের সময় আসিবে না, এরূপ মনে করিলে একান্ত বাতুলতার পরিচয় হইবে এবং অন্ধের মত কার্য্য করা হইবে। এই সমস্ত নীতি ও প্রতিশ্রুতি এখনই প্রতিপালনযোগ্য হইয়াছে। এত দিন ধরিয়া গ্রেটবৃটেন যে নীতিতে ভারতের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলেই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত সমাগত হইয়াছে। এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইবে। তবে আমি আশা করি যে, এই আলোচনাকে অপরিমিত দীর্ঘ হইতে দেওয়া হইবে না। যথাসম্ভব শীঘ্র অথচ বিচক্ষণতার সহিত এই প্রসঙ্গের মীমাংসা হউক, ইহাই আমি কামনা করি।

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক অধিবেশন আহ্বান করিতেছেন। উক্ত অধিবেশনে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি এবং কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা হইবে। খুব সম্ভব ডিসেম্বর মাসের ৭ই এবং ৮ই তারিখে কমিটির অধিবেশনের তারিখ নির্দ্ধারিত হইবে।

ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার আগামী অধিবেশন কোথায় হইবে, তাহা লইয়া যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে খুবই আলোচনা হইতেছে। আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশে পরবর্ত্তী কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। লক্ষ্ণৌতে আগামী কংগ্রেস হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এখন আগ্রা ও কাশীর কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ঐ সকল স্থানে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। লক্ষ্ণৌতে ১৮৯৯ ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ও কাশীতে (১৯০৫) কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসের জন্মাবধি আগ্রাতে কখনও কংগ্রেসের অধিবেশন হয় নাই বলিয়া এখন আগ্রার দাবীই অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কাশীতে প্রচুর অর্থ ও বহু কর্ম্মী আছে বলিয়া কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন করা সম্পর্কেও একটা দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে কাশী রাষ্ট্রীয় সমিতি আলোচনা করিয়াছেন এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

অন্তরীণের আদেশ ভঙ্গে কারাদণ্ড

অন্তরীণের আদেশ ভঙ্গ করিবার অপরাধে লাহোরের এডিশন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব লালা ইন্দ্র রায় বাবা সোহন সিংকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বাবা সোহন সিং ১৯১৪-১৫ সালের লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১)

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি পার্লিয়ামেণ্টের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল কালে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা ফলে যে সাহায্য লাভ করিয়াছেন তাহা ধন্যবাদ সহকারে স্বীকার করিতেছেন।

ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিদের সকলের স্বাক্ষরযুক্ত যে সম্মিলিত স্মারকলিপি দাখিল করা হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, উহা কমিটির বিশেষ কাজে লাগিয়াছে, কারণ উহাতে ব্রিটিশ ভারতের অভিমত কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছিল।

রিপোর্টের ভূমিকায় রাষ্ট্রতন্ত্রবিষয়ক আপোষ নিষ্পত্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। কমিটী বলেন যে শিক্ষার প্রসার, মহাযুদ্ধের ঘাতপ্রতিঘাত এবং রাষ্ট্রবোধের জাগরণ ইত্যাদির সমবায়ে ভারতে এরূপ একটা জনমতের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা পার্লিয়ামেণ্টের পক্ষে উপেক্ষা করা অতিশয় ভ্রমাত্মক হইবে। একথা ঠিক যে, যাহারা এই সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, ভারতের বিপুল জন সংখ্যার তুলনায় তাহাদের সংখ্যা খুবই কম; এ কথাও ঠিক যে এই তথাকথিত জনমতের অভিব্যক্তি অনেক সময়েই সন্দেহজনক। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একটা জনমতের অস্তিত্ব আছে। বহুকাল যাবৎ ভারত সরকারের প্রধান অবলম্বন ছিল সরকারের প্রতি ভারতের জনসাধারণের স্বাভাবিক অনুরক্তি। এই অবলম্বনকে বর্ত্তমান ভারতের জনমত কতকটা আঘাত করিয়াছে। একটা জাতির রাজনৈতিক বুদ্ধির বিচার করিতে হইলে সেই জাতির সর্ব্বাপেক্ষা কম শিক্ষিত লোকের মাপ কাঠিতে বিচার করা যে বিজ্ঞোচিত নহে ইতিহাস তাহা বারংবার প্রমাণ করিয়াছে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলি বুঝিতে হইলে প্রথমেই ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব আছে একথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে বটে, কিন্তু সমস্যাগুলির সমাধান করিবার পক্ষে ঐ আশা আকাঙ্ক্ষা উপযুক্ত পথপ্রদর্শক নহে। বর্ত্তমান ভারতের লক্ষ্য প্রধানতঃ স্বায়ত্তশাসন। এই স্বায়ত্তশাসন এমন একটা বস্তু নহে যাহা কর্ম্মাংস মাফিক তৈরী হইতে পারে। উহা এরূপ একটা কলও নহে যে, নিজ শক্তিবলে চলিবে। রাষ্ট্রতন্ত্র যাহারা লিখিতভাবে রচনা করেন তাঁহারা অনেক সময় অবস্থা ও ব্যবস্থার তুলনা করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অনুকরণ করিয়া কেহ যদি বলেন যে, বিলাতের রাষ্ট্রীয় আইনের বিধানগুলি লইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সোজাসুজি একটি আইন করিয়া দিলেই ভারতে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি মহা ভ্রম করিবেন। এই নিমিত্তই কমিটি মনে করেন যে, পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন পদ্ধতি যাহাতে যথাযথভাবে চলিতে পারে তজ্জন্য ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি 'রক্ষা কবচ' সন্নিবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। গ্রেটব্রিটেনে এই সমস্ত 'রক্ষা কবচ' সম্বন্ধে কোনও আইন নাই, কিন্তু প্রথা দ্বারা কায়েম আছে। ভারতবর্ষে এই সমস্ত 'রক্ষা কবচ' আইনবদ্ধ করিলে তথায় পার্লিয়ামেণ্টারী শাসন পদ্ধতি বিলাতের পদ্ধতি অপেক্ষা পৃথক্‌ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

কমিটি বলেন যে, রাষ্ট্রপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিবে। হঠাৎ একটা নূতন কিছুর সৃষ্টি না করিয়া অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রপদ্ধতি গড়িয়া উঠিবে, তাহাই হইবে উত্তম। ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাই হইয়াছে।

কমিটি প্রস্তাব করেন যে, এ দিক দিয়া বিচার করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উপর ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

রাষ্ট্র পদ্ধতির এই পরিবর্ত্তন খুব সুদূর প্রসারী হইবে বটে, কিন্তু উহা অতীতের সহিত সম্বন্ধ বিহীন হইবে না। ১৯১৯ সালের আইনে বহুল পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ঐ আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা দশ বৎসরের অধিক কাল চলিয়া আসিতেছে। কমিটি এবিষয়ে সাইমন কমিশনের সহিত একমত যে, লোককে যদি স্বীয় কার্য্যের জন্য দায়ী হইতে হয়, তাহা হইলেই লোকের দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হয়। যদি রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারে গবর্ণমেণ্টকে পরস্পর সম্পর্ক বিহীন বিভাগে ভাগ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রচালকদের দায়িত্ব বোধও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং সকল প্রদেশে দ্বৈত শাসন বিলোপ করিয়া প্রাদেশিক ব্যাপারে সাধারণভাবে সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রীদের হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব কমিটি সমর্থন করেন।

আইন ও শৃঙ্খলতা রক্ষা এবং ন্যায়পরতা সহকারে, শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা গবর্ণমেণ্টের প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাদেশিক মন্ত্রীদিগকে যে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে দায়িত্ববিশিষ্ট করা কর্ত্তব্য তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কমিটি বলিয়াছেন, ব্রিটিশ প্রথা অনুসারে "দায়িত্ব" বলিতে কি বুঝায় তাহা স্মরণ রাখা উচিত; কর্ত্তব্য সম্পাদনে শাসন বিভাগ আইন সভার নিকট জবাবদিহি করিতে যতই বাধ্য থাকুন না কেন, শাসন বিভাগের দায়িত্বে আইন সভার কোনও অংশ থাকিতে পারে না। অতীত ভারত গবর্ণমেণ্ট ও পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে ঐরূপ সম্পর্কই বর্ত্তমান ছিল। ভবিষ্যতেও প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ এবং প্রাদেশিক আইন সভার মধ্যে ঐরূপ সম্পর্কই বর্ত্তমান থাকিবে। ভারতের বিশিষ্ট অবস্থায় প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা স্বরূপ গবর্ণরের হস্তে বিশেষ ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ পূর্ব্বক শাসন বিভাগের এই স্বাধীনতার নীতি শাসনতন্ত্রে সুরক্ষিত করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ কেশব সম্বৎসর সংখ্যা ৪৪৮

ব্যক্তিত্ব

'ব্যক্তিত্ব' শব্দটী শ্রবণ করিয়া ইংরেজী নবীশগণ হয় ত' ধাঁধাঁয় পতিত হইবেন। Personality বলিলে বোধ হয় তাঁহাদের বুঝিবার কোনও অসুবিধা হইবে না। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষার প্রবল স্রোতে আজ বাঙ্গালীগণ বাঙ্গলা-ভাষার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া ইংরেজী ভাষায়ই পাণ্ডিত্য লাভিতে বড় পটিয়ার। আর সংস্কৃত ভাষা ত' Dead Language (অপ্রচলিত ভাষা)! এই বিষয়ের সহিত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আলোচ্য বিষয়-সমূহ বুঝিতে অনেকে ভুল করিবেন বলিয়াই আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে দুই একটি কথা বলিতেছি। ইংরেজী ভাষায় এই প্রকার অনেক শব্দের অভাব, যদ্দ্বারা সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ পাইতে পারে। বর্তমানে স্বাধীনতা-লাভের স্রোত দেশে প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু স্বাধীনতার মূল স্কন্ধ যে সাহিত্য বা অপ্রাকৃত শব্দ-বিজ্ঞান, তৎপ্রতি স্বাধীনতা-কামিগণ সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। সাহিত্য-সম্ভারে দেবভাষা চিরকালই বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে বিরাজমান। শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত ব্যক্তি স্বরাট্‌ পুরুষোত্তমের রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়া সেবাময় চিত্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সুখ লাভ করিতেছেন। কিন্তু বর্তমানে মায়ার অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম করিয়া স্বাধীনতার নামে স্বাধীনতার ছায়ার উদ্দাম-স্রোতে সমগ্র বিশ্ব ভীষণ অশান্তির ঝড় সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের জাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট করযোড়ে বিশেষ নিবেদন—আপনারা পাশ্চাত্যের অনুকরণ না করিয়া স্বদেশের সম্পত্তি দেবভাষাকে আদর করিতে শিখুন, অবশ্য অনুস্বার বিসর্গের জ্ঞান হইলেই বা তৎসংযোগে দুইটী কথা বলিতে শিখিলেই দেবভাষার প্রতি আদর প্রদর্শিত হয় না। দেব-দেব মহাদেব পঞ্চমুখে যাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে যাঁহার মহিমা গাহিতেছেন, নারদ-মুনি বীণায় ঐ যাঁহার গুণ-গানে মত্ত, সেই স্বরাট্‌ পুরুষোত্তমের পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার শ্রেষ্ঠ সেবকগণ তাঁহার বন্দনা-মুখে দেবভাষায় যে অপ্রাকৃত কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই কবিত্বের অনুসরণেই বস্তুতঃপক্ষে দেবভাষার প্রতি শুদ্ধ সম্মান প্রদর্শিত হয় এবং এই সম্মান প্রদর্শনেই প্রকৃত-স্বাধীনতা লব্ধ হইয়া থাকে। তখন সংস্কৃত ভাষাকে Dead Language বলিয়া মনে হইবে না; তখন এই ভাষাকে জীবন্ত ভাষা এবং জীবনদানকারী ভাষা বলিয়াই বোধগম্য হইবে। এই ভাষায় যে পদালঙ্কারশ্রী নিত্য নব নব-উৎসের সহিত নৃত্য করিতেছে তাহা শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীল দাস গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, রায় রামানন্দ, ঠাকুর বিল্বমঙ্গল ও জয়দেব প্রমুখ অপ্রাকৃত কবিকুলের কবিত্ব মহাবারিধিতে প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি এই অপ্রাকৃত কাব্য-কাননে যে-প্রকার প্রস্ফুটিত, তাহা অন্য কোথাও দৃষ্ট হইতে পারে না

সুতরাং ব্যক্তিগত অংশে প্রকাশ বা প্রকাশিত বস্তু 'ব্যক্তি'-সংজ্ঞায় অভিহিত। বি-অন্‌জ্‌ (ভাবে) ক্তি – ব্যক্তি। 'অন্‌জ্‌' ধাতুর অর্থ প্রকাশিত হওয়া। ব্যক্তিত্ব-শব্দে প্রকাশের ভাবকে বুঝায়। 'ব্যক্তি' বলিতে আমরা সাধারণতঃ মানবকে বুঝিয়া থাকি। আরও একটু অগ্রসর হইলে প্রাণিমাত্রেই ব্যক্তিত্ব শব্দের লাক্ষণিক বস্তু হইবে। মায়াবাদিগণ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে শ্রীভগবান্‌ স্বপ্রকাশ-বস্তু, সুতরাং বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে 'ব্যক্তি' শব্দের অর্থ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌। গীতায় ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো
মামজমব্যয়ম্‌॥

—যাহারা নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি (শ্রীভগবান্‌) অব্যক্ত-নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তি লাভ করি, তাহারা যদিও বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম, অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্য-সবিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই। আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্যামসুন্দররূপে ব্যক্তি লাভ করিয়াছি,—এরূপ মনে করিবে না। আমার শ্যামসুন্দর স্বরূপ নিত্য। ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ স্বয়ং ভাস্বমান হইয়াও যোগমায়ারূপ ছায়াদ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ়লোকেরা অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না। —'বিদ্বদ্‌-রঞ্জন' ভাষ্য।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের এবং তাহাদের সংমিশ্রণজাত ভাবের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র প্রভাব আছে। ঐ প্রভাব মায়া-বিমোহিত মানববৃন্দে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ব্যক্তি মানবে প্রকাশিত ঐ প্রভাব তাহার 'ব্যক্তিত্ব' বলিয়া সাধারণতঃ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তিত্ব কাহারও কাহারও মধ্যে অধিক মাত্রায়, কাহারও কাহারও মধ্যে অল্প মাত্রায় লক্ষিত হয়। অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জনগণ অল্প ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন জনগণকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া স্ব স্ব ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতিতে ত্রিগুণাত্মক মায়িক বিভূতিই পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া ঐসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট জনগণের ভাগ্যের প্রশংসা করা যায় না। ঐ ব্যক্তিত্বে আকর্ষণ সচ্চিদা-নন্দের নিত্যরাজ্যে গমনের পথে ভয়ঙ্কর প্রাচীর বলিয়া উহাতে নিত্যকল্যাণ লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই।

ঐসকল শিক্ষকগণের কবলে পতিত না হইবার ব্যক্তিত্ব যিনি প্রদর্শন করিতে পারেন, তিনিই বৈকুণ্ঠ রাজ্যে গমনের সুযোগ পাইবার অধিকারী। সুতরাং এই ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণ মঙ্গলজনক। এই ব্যক্তিত্ব আমা-দিগকে অকুতোভয় ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাজনের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবে। তাঁহার পাদপদ্মে এই ব্যক্তিত্ব সমর্পণেই নিত্যমঙ্গল নিহিত এবং এই সমর্পণ কার্য্যই শরণাপত্তি নামে অভিহিত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলে শরণাগত জনের চিদ্‌ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম-প্রকাশ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেষ্ঠজনগণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য হইবে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কিছুতে বিন্দুমাত্রও লিপ্ত নহেন বলিয়া তাঁহার অন্তর-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান ও যাবতীয় লীলাদি হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যক্তিত্ব-শব্দ তাঁহার সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত না হইয়া যে-মানব স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে তাহার দুর্ভাগ্যের পরিসীমা নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানবের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব কখনও মঙ্গল, কখনও বা অমঙ্গল প্রসব করিয়া থাকে। কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অনেক দুর্ভাগা ব্যক্তি ভোগ-বাসনাদি হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক স্বীয় দলপুষ্টির জন্য স্বীয় ব্যক্তিত্বে অপরকে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করে। তাহাদের কবলে কবলিত হইলে ব্যক্তিত্বের অপব্যবহার দ্বারা নিজের অমঙ্গল করা হইবে মাত্র। নিত্যমুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষালোকে আলোকিত হইয়া তাঁহা হইতে লব্ধ ব্যক্তিত্ব সংরক্ষণই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই কার্য্যে দক্ষ জনগণ শ্রীভগবদ্গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকটীর সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে সমর্থ—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

—

দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহারদ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, সে অত্যন্ত মূঢ়লোক সম্বন্ধীয় বিধান। অষ্টাঙ্গযোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার-দ্বারা বিষয় নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐপ্রকারের লোক সম্বন্ধীয় বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ-সম্বন্ধে সে বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরম-তত্ত্বের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয়-বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতি মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহার দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের পরমাত্ম-রাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয়প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৮)

২৪শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ণ

মায়াবাদিগণের 'অহমিহ ব্রহ্ম'-এই যে বুদ্ধি, তদ্দ্বারা তাহাদের মায়াচিন্তা দূরীকৃত হইলে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিতিরূপ কিছু সুখোদয় হইলেও কৃষ্ণনাম কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা-রূপ চিন্ময়-রস-বিলাস হৃদয়ে ধারণকারিগণের যে পূর্ণানন্দ-লীলারস আস্বাদন তাহা 'ব্রহ্মানন্দ' হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব পূর্ণানন্দ-লীলা-রস স্বরূপ কৃষ্ণলীলা সহসা ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া ফেলে।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্‌।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে যাহাদের মতি বিমোহিত হইয়াছে, তাহারা হরিভক্তির কথাটী সহজে বুঝিতে পারে না, তাই তাহারা পুণ্য-কর্ম্মেরই আদর করিয়া থাকে। তাই কতকগুলি লোকের বিচার হইয়াছিল যে কর্ম্মনিপুণ ব্রাহ্মণতা ধর্ম্মটাই বুঝি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। কেহ বা খোসা লইয়া টানাটানি করিয়া, বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি করিয়া তাঁহাকে কোন একটা গণ্ডীর মধ্যে তাহাদের নিজ অজ্ঞ বিচারের আসামী খাড়া করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহারা মুক্তকচ্ছ হইয়া বিচার করিল যে, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর যখন সুবর্ণ বণিক (?) এবং আমরাও সুবর্ণবণিক, তখন আমরাও বৈষ্ণব হব না কেন? কিন্তু বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-কারিগণের সর্ব্বনাশ হয়। পদ্মপুরাণের "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

পশ্চিমপ্রদেশের লোক সব যবন-সংসর্গে অধিক অনাচারী হইয়াছিলেন, তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তি সদাচার প্রচারোদ্দেশ্যে শ্রীরূপ সনাতনকে এই দেশে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত-প্লাবন-ক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডের সংস্থান তখন কেহই জানিত না। মহাপ্রভু সেই রাধাকুণ্ডের সংস্থান জানাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ, তাহা সাধারণ লোক বুঝিতে পারিতেছে না। তাই বারবার বলিতেছি যে, হরিভজনে বিমুখ হইবেন না। সংসারে যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে সেই সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া সংসার ছাড়িতে বলিতেছি না। মহাপ্রভুর এই গুহ্য বিচারটী গ্রহণ করুন, তাহাতে মঙ্গল হইবে।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥

অর্থাৎ পরপুরুষানুরক্তা রমণী যেমন গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নূতন-সঙ্গ-রস আস্বাদন করিতে থাকে সেইরূপ আপনারাও অসদ্বিষয় এই সংসারে ব্যাপৃত থাকিয়াও সদ্বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের নিত্য পতি, তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া নিত্যনবনবায়মান চিদানন্দরস আস্বাদন করিবার জন্য ব্যস্ত হউন।

হরিভজন যদি না করেন, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। হরিভজনের অভাবরূপ ছিদ্র পাইয়া অসুরগণ আপনাকে আক্রমণ করিবে এবং উৎপীড়ন করিতে থাকিবে। "ন যে ভক্তাঃ প্রণশ্যন্তি" রূপ শ্রীকৃষ্ণের যে অভয়বাণী আছে, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিক্ষা করিতে ও দৃঢ়ভাবে সেই পাদপদ্ম আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করুন, সকল দুর্বিপাক হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন। সেই শিক্ষার মূলে হরিভক্তিই নিহিত। যাহার যাহা জড়ীয়-বৈভব সম্পদ্ আছে, তদ্দ্বারা বিমোহিত হইবেন না; তাহাতে হরিভক্তির সন্ধান পাইবেন না।

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ... শ্রেয়ঃ ... পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ... গোচরম্ ॥
— ভাগবত (১।৮।২৬)

———

আমরা বিষম ভবরোগে আক্রান্ত। সেই ভবরোগ হইতে শান্তি লাভ করা দরকার। রোগ নিরাময় করিতে হইলে যেমন আদৌ রোগের মূল নিরাকরণপূর্ব্বক চিকিৎসা করা দরকার হয়, সেইরূপ ভবরোগের মূল বা জড় যাহা, তাহা দূরীভূত করা দরকার। মূল নষ্ট করিতে না পারিলে ত্রিতাপ নষ্ট হইবে না। কেন যে ত্রিতাপ ভোগ করিতেছি, তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া ভগবানের উপর দোষারোপ করিতেছি। আমরা ঐরূপ বিচারে বিভ্রান্ত হইলেও আমাদের আদি গুরু ব্রহ্মা কিন্তু ঐরূপ উপদেশ দেন নাই অর্থাৎ ভগবানকে দোষারোপ করেন নাই। অধিকন্তু তিনি নিম্নলিখিত ভাগবতের শ্লোকে আমাদের যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা আবশ্যক। এই শ্লোকটীতে তাঁহার শিক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্ নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

ইহা জানিবেন যে, পৃথিবীর কোন কিছুর দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না ও পারিবে না। এক হরিনাম ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা ॥"

মহাপ্রভু এই 'হরের্নাম' শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এসব কথা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হইলেও ইহাতে কোন দোষ হয় না। অধিকন্তু আমাদের মঙ্গলই লাভ হয়।

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্ত তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুন 'এব' কার ॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'কার

———

আবার ঐ শ্রীনাম-গ্রহণের যে প্রণালী আছে, তাহাও জানা দরকার; নতুবা নামাভাস ও 'নামাপরাধ' হইলে কৃষ্ণনামের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা লাভ হয় না। সেই নাম-গ্রহণের প্রণালী এইরূপ—

'তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা তাড়নে কা'কে কিছু না বলিবে ॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক ফল খাবে ॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥

ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি ভাষায় যে-সকল শব্দ আছে, সেইসকল শব্দ কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতেছে। জাগতিক ইতর বোমের যত কিছু শব্দ আমরা শ্রবণ করিতেছি, তদ্দ্বারা আমাদের ভোগ বাড়িতেছে এবং তৎফলে আমরা নরকের দিকে ছুটিতেছি। বৈকুণ্ঠ শব্দ যে শ্রীনাম—যিনি আমাদের সেব্য বস্তু, সেই নাম আশ্রয় করা দরকার।

———

অর্থী আর পরমার্থী এই দুই রকমের মানুষ আছে। যাহারা অর্থী তাঁহাদের প্রার্থনা আছে অর্থাৎ তাঁহার ইতর কামনা আছে, কিন্তু পরমার্থীর একমাত্র ভগবান্ ব্যতীত আর কোন প্রার্থনা নাই। যেখানে পূর্ণ কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন, আপনারা সেই মথুরায় এখন বাস করিতেছেন। এই মথুরা পূর্ণ ও শুদ্ধ-জ্ঞানের ভূমিকা, যে শুদ্ধ জ্ঞানে পূর্ণ কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

———

উৎসব-প্রসঙ্গ

—:০:—

হাওড়া জেলায় প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৮শে কার্ত্তিক ১৪ই নবেম্বর হাওড়া জেলার অন্তর্গত খলা নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের গৃহে পদার্পণ করেন। তথায় স্বামীজী মহারাজ ২৯শে ও ৩০শে কার্ত্তিক এবং ১লা অগ্রহায়ণ দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে প্রায় ৩।৪ শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের সরল, প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

১লা অগ্রহায়ণ পরমহংস শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহতিথি কীর্ত্তন-মুখে পালন করা হইয়াছিল। ২রা অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের আন্তরিক সেবা-চেষ্টা ও উদ্যোগে বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে বহু ব্যক্তি প্রসাদ পাইয়াছেন। রাত্রিতে ছায়াচিত্র-যোগে স্বামীজী মহারাজ গুরু-পরম্পরা, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা, মহাপ্রভুর লীলা, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বক্তৃতা-মুখে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই দিবস লোক-সংখ্যা প্রায় ৫।৬ শত হইয়াছিল।

শ্রীরাধাকুণ্ডে মহোৎসব

মথুরা ২১।১১।৩৪

গত ২রা অগ্রহায়ণ ১৮ই নবেম্বর রবিবার রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই মথুরা গজাভবনে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অবস্থিত শতাধিক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই দিন উত্থান একাদশীর পারণ ও উর্জ্জাব্রত বা শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর-ব্রত উদ্‌যাপনের দিন। শ্রীরাধাকুণ্ডে উৎসব-আয়োজনের জন্য শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজ ও শ্রীযুত ভক্তিবিজয় প্রভু কয়েকজন ব্রহ্মচারিসহ পূর্ব্ব দিন রাধাকুণ্ডে গমন করেন। উৎসব দিবস বেলা ৯।১০ টার মধ্যে সকলে শ্রীরাধাকুণ্ডে সমবেত হয়েন।

———

ভক্তগণ প্রভুপাদপদ্মে উপনীত হইবার পর তিনি শ্রীল দাসগোস্বামি-কৃত শ্রীব্রজবিলাসস্তব পাঠ করিতে থাকেন। তৎপরে সংকীর্ত্তন-সহযোগে সকলে মিলিত হইয়া আচার্য্যানুগমনে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করেন এবং কুণ্ডজল শিরে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর সমাধিমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া তথায় উপবেশন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু শ্রীল দাসগোস্বামি কৃত শ্রীশ্রীকুণ্ডাষ্টক উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন।

———

তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি" হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠকালে শ্রীল প্রভুপাদের আত্মমত্ত ভাব, প্রেমগদগদ বচন ও প্রেমাশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় দর্শন করিয়া পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। আজ শ্রীমতী বার্ষভানবীর আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমতীর প্রিয় কুণ্ডতীরে উপবেশন পূর্ব্বক যে লীলা প্রকাশ করিলেন, তাহা দর্শন করিবার যাঁহাদের সৌভাগ্য হইল, তাঁহারা যথার্থই ভাগ্যবান্। শ্রীল প্রভুপাদের তাৎকালিক ভাব বর্ণন করিবার ভাষা সংবাদ-প্রেরণকারীর নাই, তাই অস্ফুট ও অব্যক্ত-ভাবে উক্ত দৃশ্য বর্ণন করিবার চেষ্টামাত্র করিয়া নিরস্ত হইতে হইল।

উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় শত শত ব্যক্তিকে ও কাঙ্গালীদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। আগ্রা জেলার আছিনবা সহর হইতে ৭।৮ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান এবং মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাইস এবং জমীদার শ্রীযুত হরপ্রসাদ ও শিবপ্রসাদ আগরওয়ালার নাম বিশেষ

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (মধ্যম)	৪৵০
মোটা বালামুসরী (মধ্যম)	৪৸৵০
বালাম	৫৷০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (মধ্য.)	৬৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫৷০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৩নং ময়দা	৪৷০—৪৸৵০
আটা 'বি'	৪৸৵০—[illegible]
২নং আটা	৪৵০—৪৷০
আটা এগমার্কা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	৩৵০—৩৷০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্নপতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত—

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৫৮০ R. P. ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত	বি	মিঃ আর, পাল চৌধুরী	ফরাজউদ্দিন বিশ্বাস	৭৬৮৬	২০।১২।৩৪	জমা	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা শ্যামনগর	১২৬ নং খতিয়ান	১৩-৩৫	২৭।৵৯	মিঃ আর পাল চৌধুরী
৭২৯ ৩৪।৩৫	বি	মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য	নিশাজান বিবি	৭৸৵০	২০।১২।৩৪	রায়তি দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট	থানা দৌলতপুর মৌজে আমদহ	৮৯৬ খতিয়ান			মণীন্দ্রমোহন আচার্য্য
৮৬২ P. N. ৩৩।৩৪	..	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	আভরণ বিবি	১০।৬	২১।১২।৩৪	নিষ্কর চিরস্থায়ী	থানা হরিণঘাটা মৌজা উত্তর দত্তপাড়া	১৭ক ১৮ খং নং ৩৪৪।৩৪৮	১-০৮		প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়
৮৪৪ P. N. ৩৩।৩৪		ঐ	সাধুচরণ বৈরাগী	৬৵৯	২১।১২।৩৪	জমা	থানা হরিণঘাটা মৌজে আয়েনপুর	৫ নং খতিয়ান		২৸০	ঐ
৪১ N. R. ৩৪।৩৫	এ	কুমার গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়	৬।৬	৫।১।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে হিজুলী	১৪০।১৪১ নং খং	২-৭১	/৯ সেস	কুমার গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২৬৩ N. R, ৩২।৩৩	এ	ঐ	রেহাজদ্দি মণ্ডল দীং	১৪৭৸৭	৫।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সিঙ্গেরডাঙ্গা	৪৭নং খং দিগনগর ১৫৯।১খং	দিগনগর ১০-১৩ সিঙ্গেডাঙ্গা ১১-৫১	৩৫॥৵৩	ঐ
১৩৩ B. ৩৪-৩৫		বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী	চণ্ডীচরণ বড়াল	৩৬৵৩	৮।১।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা নাকাশীপাড়া মৌজে বেথুয়াডহরি	৮১৪ নং খং	·৩৫	৯৪	বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২২২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

পরলোকে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

মেদিনীপুর জেলার প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বার-এ্যাট-ল রাত্রি ৩-১৫ মিনিটের সময় সন্ন্যাস রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কলিকাতায় খানাতল্লাসী

গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসারগণ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ একটা বাড়ীতে হানা দিয়া অনৈক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করেন। সে অর্দ্ধেন্দু শেখর ভট্টাচার্য্য বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করে। সে চট্টগ্রাম জিলার অধিবাসী বলিয়া প্রকাশ।

এরূপ প্রকাশ যে, কিছুকাল যাবৎ এই স্থানে খানাতল্লাসী চলে এবং পুলিশ কতকগুলি কাগজ পত্র হস্তগত করিয়া ধৃত যুবকটীকে প্রথমে স্থানীয় থানায় ও তৎপরে পুলিসিয়াম রোডস্থিত হেড কোয়ার্টারে লইয়া যায়। বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে উক্ত স্থানে খানাতল্লাসী চলিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

—— ——

পুনরায় হাজতবাসের আদেশ

রাজবন্দী ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ২১শে নবেম্বর ঢাকার আদালতের হাজতে হাজির করা হইয়াছিল। ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহার প্রতি পুনরায় হাজত বাসের আদেশ হইয়াছে। ধনেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁকুড়া কুষ্ঠাশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছিল; পরে সাকৃতাব তাহাকে একটি কার্ত্তুজপূর্ণ পিস্তলকার সহ গ্রেপ্তার করা হয়। ধনেশ ভট্টাচার্য্যকে আশ্রয়দানের অভিযোগে কাঙ্গালাল চক্রবর্ত্তী অনিলকুমার দেব, অমূল্যকুমার ঘোষ, পবিত্র ভট্টাচার্য্য, রুদ্রনারায়ণ দত্ত, সুশীল বসু, সুবোধ দাস, রমানাথ রায় কর্ম্মকার, সুধাংশু চৌধুরী, রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১২ ধারা অনুসারে বিভিন্ন তারিখে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকেও আদালতে হাজির করা হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পুনরায় হাজতবাসের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যতম আসামী শ্রীমতী লীলা গাঙ্গুলীকে জামীনে মুক্তিপ্রদান করা হইয়াছে।

সিমলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাড়ী ভস্মসাৎ

রাজা স্যার দলজিৎ সিংএর প্রাসাদোপম বাসভবন 'ট্রুবেরী হিল' গত ২১শে নবেম্বর অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাজা সাহেব ও তাহার পরিজনবর্গ বর্ত্তমানে সিমলায় নাই। 'ট্রুবেরী হিল' সিমলার অন্যতম সুপ্রাচীন বাড়ী। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্বও যথেষ্ট আছে। ইহা প্রথম বড়লাট-প্রাসাদ ছিল এবং ইহাতে অনেক বড়লাট বাস করিয়া গিয়াছেন। রাজা দলজিৎ সিং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বাড়ীটি ক্রয় করিয়া বহু মূল্যবান শিল্প ও চিত্রে সজ্জিত করিয়াছিলেন। অগ্নির কারণ এখনও জানা যায় নাই।

কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ে কমিশনারের দান

গত ৫ই নবেম্বর বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ বারোজ বাঁকুড়া জেলার সদর থানার অন্তর্গত নড়রা কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে নড়রা গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরাও ছিলেন। মিঃ বারোজ নড়রা কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ে ১০০৲ টাকা এবং নড়রা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ৫০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামানুযায়ী এই চিকিৎসালয়ের নাম 'বারোজ কুষ্ঠ চিকিৎসালয়' রাখা হইয়াছে।

—— ——

স্কুলের ছাত্রের উপর নোটিশ

গত ২১শে নবেম্বর সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের দশম মানের ছাত্র বিষ্ণুপদ নাথকে ৭ দিনের মধ্যে এই মহকুমার এলাকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিয়া তাহার উপর এক নোটিশ জারী হইয়াছে। তাহার বাড়ী যশোহর জিলায়; সে স্কুলের বোর্ডিংএ থাকিত। এই মহকুমায় ইতোপূর্ব্বে আর কাহারও উপর বহিষ্কারের আদেশ জারি করা হয় নাই।

তথাকার বি এল হাইস্কুলের দশম মানের ছাত্র সুরেন্দ্রনাথ সরকার এবং কৃষ্ণগোপাল দেবের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাদের উপরও নোটিশ জারী করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে প্রত্যহ সিরাজগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কর্ম্মচারীর নিকট এত্তেলা দিতে আদেশ করা হইয়াছে।

————

পেটের জ্বালায় আত্মহত্যা

নোয়াখালী জেলার সেনবাগ হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, কয়েকদিন আগে উক্ত সেনবাগ থানার এলাকাধীন একটী গ্রামে একজন মুসলমান কৃষক ৪।৫ দিন অনাহারে ছিল। তৎপর ক্ষুধার জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়া পেটের জ্বালা জুড়াইয়াছে।

ইন্সপেক্টারের রহস্যজনক মৃত্যু

কাশ্মীর সংবাদে প্রকাশ, গত ২০শে নবেম্বর প্রাতে কাশ্মীর ষ্টেট ব্যাঙ্ক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজের চীফ ইন্সপেক্টার শ্রীঅমরনাথের বাড়ীতে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশ যে, গুলীর আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গুলীটি তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটি এখনও রহস্যময় রহিয়াছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার শেষ সৎকারে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে জাতীয়দলের জয়

শুক্রবার অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের অফিসে পরিষদের নির্ব্বাচনে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভোট গণনার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বাধিক ভোট পাইয়া শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। ভোটফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (জাতীয় দল) ৫০০৫
শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকার (পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ড) ২৩৫৬,
শ্রীযুত সত্যেন্দ্র সেন (সনাতনী) ১১৭৯,
জয়কুমার সিং, ধুধুরিয়া ৪৯,
৮৭টী ভোট বাতিল হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ধুধুরিয়ার জমার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

রাজবন্দী ভূপেশচন্দ্র দত্ত অন্তরীণ আইন ভঙ্গের জন্য গ্রেপ্তার

নোয়াখালীর রাজবন্দী ভূপেশচন্দ্র দত্তকে ফরিদপুর জেলার ভুষণা থানায় অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করিবার অভিযোগে গত ১৫ই তারিখ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফরিদপুর আনা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১

জয়েণ্ট সেলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট

—:::০:::—

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(২)

রক্ষাকবচ

ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে রক্ষা-কবচ-সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্পর্কে কমিটি বলিয়াছেন, অনেক ব্যক্তির মতে যে সুবিধাজনক স্থান কায়েম করিয়া আসা হইতেছে, রক্ষাকবচগুলি তাহা ছদ্ম আবরণে আবৃত করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চাদ্বর্তী সৈন্য দলের ব্যর্থ চেষ্টার পরিচায়ক মাত্র। আবার অনেক ভারতবাসীর মতে, রক্ষাকবচগুলি ক্ষমতা বজায় রাখিবার ঘৃণ্য ব্যবস্থা মাত্র, রক্ষাকবচ প্রকৃত দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার বিরোধী। আজ রক্ষাকবচে কোনও নূতন পারিভাষা সৃষ্টি করিবার সময় নাই, কিন্তু কমিটি সুস্পষ্ট বলিতেছেন যে, তাঁহারা আরও স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থে তাঁহারা এই শব্দটি ব্যবহার করিতেছেন। কখন কখন শাসনতন্ত্রে যে গণতান্ত্রিক ঘোষণা করা হইয়া থাকে, যাহাদের হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা অর্পিত হইয়া থাকে তাঁহাদের সৌহার্দ্য অথবা নীতির উপর যে ঘোষণার কার্য্যতা নির্ভরশীল, সেইরূপ ঘোষণার সহিত কমিটির প্রস্তাবিত রক্ষাকবচের কোনও সাদৃশ্য নাই বরং আইন দ্বারা সুরক্ষিত কর্ত্তার ব্যবস্থায় রক্ষাকবচ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা যে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, শুধু তাহাই নয়, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এই ব্যবস্থা যে শাসনতন্ত্রের পরিপূরক এবং এই ব্যবস্থা ব্যতীত কোনও শাসনতন্ত্রই যে সফল হইতে পারে না, তাহা বলাও অযৌক্তিক বিরোধী নহে। ভারতবাসীরা যে অনুপাতে দায়িত্ব সম্পাদনে সাফল্য প্রদর্শন করিবে এবং ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবনের যে অন্তরায়গুলি বিদূরিত হইবে, সেই অনুপাতেই রক্ষাকবচের প্রয়োজনও তিরোহিত হইবে। সংস্কৃত শাসনতন্ত্রকে যে বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এই সব রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে স্থিতিস্থাপকতা ও শক্তিশালী শাসন বিভাগ এবং বিরুদ্ধ স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায় বিচার। কেবল সংস্কার প্রস্তাবের উপরই কোনও শাসন তন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে না, যে ভাবে ঐ সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হইয়া থাকে, তাহার উপরই শাসনতন্ত্রের সাফল্য নির্ভরশীল। শেষ পর্য্যন্ত শাসনসংস্কারের ধারা কোন পথে অগ্রসর হইবে, সেই সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। সুতরাং যাঁহাদের হস্তে দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে তাঁহারা যাহাতে ভার লইয়া কবিয়াও পরীক্ষামূলকভাবে আপনাদের যুক্তি প্রচেষ্টার সুযোগ লাভ করেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য। অন্যভাবে বলা যায়, ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ভবিষ্যৎ দায়িত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার বীজ নিহিত থাকা কর্ত্তব্য।

প্রাদেশিক দায়িত্ব

কমিটী দৃঢ়তাসহকারে মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক দায়িত্ব অর্পণ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেও কিছুটা অদল বদল করা আবশ্যক। কমিটির মতে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া প্রদেশগুলিকে দায়িত্বশীল করিতে গেলে দায়িত্বশীল প্রদেশগুলি কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িবে এবং ভারতের ঐক্যারক্ষা কল্পে প্রদেশগুলির এ প্রকৃতির কোনও সফল প্রতিক্রিয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কমিটী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, করদরাজ্যগুলিকে এবং ব্রিটিশ ভারতকে শাসনতন্ত্রগত সম্পর্কে আবদ্ধ না করিলেও ভারতের ঐক্য বিপন্ন হইয়া পড়িবে। অসম্পূর্ণ হইলেও নিখিল ভারত যুক্ত রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষের ঐক্য যতদূর রক্ষা করা সম্ভব, তদ্বারা সমগ্র ভারতের অর্থাৎ দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতের শক্তি, স্থায়িত্ব ও সম্পদ বৃদ্ধি হইবে কিনা তাহাই বিচার্য্য। কমিটির মতে এই প্রশ্নের উত্তরে একটি মাত্র উত্তর আছে এবং উহা সম্মতিসূচক উত্তর। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আজকাল বরং সর্বাই যখন নীতি সাম্যের আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে, তখন ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের সময় পার্লিয়ামেণ্ট যদি সমগ্র ভারতের জন্য একটী নূতন রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপনের এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করেন, তবে তাহা বিজ্ঞতার কার্য্য হইবে না।

যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র ও রাজন্যবর্গ

কমিটি বলিয়াছেন, মাত্র একসর্ত্তে রাজন্যবর্গ যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। তাহা এই যে, তাঁহারা যদি যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্রে যোগদান করেন, তবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদিগকেও অধিকার দিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের যে সকল মন্ত্রী কেবল বৃটিশ ভারতের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্ব বিশিষ্ট সেই সকল মন্ত্রী যদি বিরুদ্ধ হইবেন, এমন অবস্থায় বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া কমিটিও বলিয়াছেন, কেবল ব্রিটিশ ভারতের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর নিকট দায়িত্ব বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ সৃষ্টি করিলেই ভারতীয় শাসন সংস্কারের সমস্যা মীমাংসিত হইবে না। কমিটির মতে নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্রের অন্যতম প্রধান সুবিধা এই যে, উহা প্রতিষ্ঠিত হইলে পার্লিয়ামেণ্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতা সংরক্ষণের মধ্যে সীমারেখা অঙ্কিত করিতে পারিবেন ও তাহার ফলে শাসন সংস্কার সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারিবে।

মুখবন্ধের উপসংহারে কমিটী বলিয়াছেন যে, ভারতের নেতৃবর্গ ভারতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে দাবী উত্থাপন করিয়া থাকেন, সেই দাবী ইংলণ্ডের নিকট শিক্ষালব্ধ নীতি অনুকরণের সুযোগ দাবী করা মাত্র। নীতি হিসাবে ইংলণ্ডের সমস্ত শ্রেণীর অধিবাসীই স্বীকার করিয়া থাকে যে, ভারতীয় নেতৃবর্গের এই দাবী মানিয়া লওয়া উচিত। কেহই বলে নাই যে, প্রগতিবিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য এবং যাঁহারা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থাই অক্ষুণ্ণ রাখা কর্ত্তব্য; তাঁহাদের সংখ্যাও নগণ্য। সর্ব্বসাধারণের অভিমত এই যে, পার্লিয়ামেণ্ট পুরুষ পরম্পরাক্রমে যাহাদিগকে রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাদের সঙ্গে ক্ষমতা বাঁটোয়ারা করিবার সময় আসিয়াছে।

প্রাদেশিক দায়িত্ব ও নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্রের মূল নীতি অনুমোদন করিয়া কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টে কোনও পরিবর্ত্তন সাধনের পূর্ব্বে প্রাদেশিক দায়িত্ব অর্পিত হইবে বটে, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে একই আইনে কেন্দ্রীয় শাসন সংস্কার ও প্রাদেশিক শাসন সংস্কারের বিধান থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখা হয় নাই। কমিটী উপদেশ দিয়াছেন যে শাসনতন্ত্রের অদলবদল করিতে যেটুকু সময় আবশ্যক প্রাদেশিক দায়িত্ব অর্পণ ও যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেন তদপেক্ষা অধিক না হয়। প্রাদেশিক দায়িত্ব অর্পণ এবং যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের কাল সম্পর্কে কমিটী বলিয়াছেন, ঐ সময় বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হইবে না, কিন্তু তথাপি সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রণা পরিষদের ক্ষমতায় কিঞ্চিৎ ইতর বৈষম্য ঘটিতে বাধ্য; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে, এই সাময়িক পরিবর্ত্তন তাহার তুলনায় নগণ্য।

দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাহার ফলে রাজন্যবর্গ

প্রাদেশিক দায়িত্ব

সাধারণ পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এলাকাধীন এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের এলাকাধীন বিষয়গুলি সম্পর্কে হোয়াইট পেপারে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কমিটি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন বিষয়গুলির যত সূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ করা হউক না কেন, তাহার পরও কতকগুলি বিষয় অবশিষ্ট থাকিতে বাধ্য। হোয়াইট পেপারের সিদ্ধান্ত অনুমোদনক্রমে জয়েণ্ট কমিটিও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই সকল অবশিষ্ট বিষয় গবর্ণর জেনারেলের ক্ষমতাধীন করা কর্ত্তব্য।

সিন্ধু ও উড়িষ্যা

হোয়াইট পেপারে সিন্ধু ও উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, কমিটি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। স্বতন্ত্রীকৃত উড়িষ্যা প্রদেশ সম্পর্কে কমিটী নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ১৯৩২ সালের উড়িষ্যা কমিশন জয়পুর এষ্টেটের যে অংশ উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে মত দিয়াছেন, জয়পুর এষ্টেটের ঐ অংশ এবং পার্লাকিমেডী ও জালান্তামালিয়া এবং পার্লাকিমেডী সহরসহ ঐ এষ্টেটের একটি ক্ষুদ্র অংশ উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বেরার অঞ্চল মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে সংযুক্তভাবে শাসন সংরক্ষণের প্রস্তাবে মহামান্য নিজাম বাহাদুর সম্মতিদান করায় কমিটি তাঁহার সুবিবেচনা ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছেন। গবর্ণর যাহাতে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের রাজস্ব হইতে উপযুক্ত অংশ বেরারের জন্য ব্যয় করিতে পারেন, তৎকল্পে গবর্ণরের হস্তে ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

জাল কনেষ্টবলের শাস্তি

নাগপুরে বড়েলাল বনছোড় নামক এক ব্যক্তি জাল কনেষ্টবল সাজিয়া মাধ্যলায় এক ব্যবসায়ীকে থানায় লইয়া যাইবার ভয় দেখাইয়া চারি টাকা আদায় করে। এই অপরাধে তাহার চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। লোকটা ইতোপূর্ব্বে আরও চারিবার জেলে গিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ ৬ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৭শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার } ১১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ

১লা ডিসেম্বর কলিকাতায় ফিরিবেন

মথুরা হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আগামী ১৪ই অগ্রহায়ণ, ৩০শে নবেম্বর শুক্রবার শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া তৎপর দিবস অর্থাৎ ১লা ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

প্রভুপাদসকাশে ভরতপুরের দেওয়ান

গত ১৯শে নবেম্বর সন্ধ্যাকালে ভরতপুর ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায়বাহাদুর ধাউজী রঘুবীর সিং মহোদয় 'গঙ্গাস্নানে' শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে সমবেত হইয়া প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণপূর্ব্বক অতিশয় হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ গত ২০শে নবেম্বর একবার শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিয়াছিলেন।

একায়নমঠে পরমগুরু-দেবের তিরোভাবোৎসব

গত শনিবার উত্থানৈকাদশী-বাসরে শ্রীএকায়নমঠে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ হইয়াছিল। পরদিবস দ্বাদশী তিথিতে প্রাতঃকালে উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ এবং রাত্রিতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। পাঠান্তে শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়াছিল। ঐ দিবস অপরাহ্নে গ্রামবাসীদিগের শ্রীযুত গদাধর মল্লিক মহাশয় প্রামস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে একটী নগরসংকীর্ত্তন সহ শ্রীমঠে আগমন করিয়া মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী মহাশয় এই উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রামের সম্ভ্রান্ত অনেক লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কীর্ত্তনান্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

বল্লভতনয় বিট্ঠলেশ্বরের গৃহ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বৃদ্ধ বয়সে গোপাল দর্শনের বাসনা করিলে ভক্তবৎসল শ্রীগোপালদেব মথুরায় বল্লভতনয় বিট্ঠলেশ্বরের গৃহে আগমন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে দর্শন দিয়াছিলেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ, গোপাল ভট্ট গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, লোকনাথ গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি অনুগ জনসহ বৃন্দাবন হইতে মথুরায় যাইয়া বিট্ঠলেশ্বরের গৃহে একমাস অবস্থান পূর্ব্বক গোপাল দর্শন করেন। এই বিট্ঠলেশ্বরের গৃহ মথুরায় কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা বোধ হয় অধিকাংশ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবই বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী ঠাকুর বহু চেষ্টায় সেই স্থানের সন্ধান প্রাপ্ত হন। গত ২২শে কার্ত্তিক (১৩৪১) ২৯শে অক্টোবর (১৯৩৪) সোমবার প্রাতঃকালে উক্ত স্থান দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। মথুরার সুপ্রসিদ্ধ হোলী দরজা বা হার্ডিঞ্জ গেট হইতে বিশ্রাম ঘাটের দিকে যাইতে উত্তর দিকে 'তুলসী-চবুতারা' নামক একটি মহল্লা আছে। তুলসী-চবুতারা দিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিলে 'সাতঘরা' নামক একটী পল্লী পাওয়া যায়। বিট্ঠলেশ্বরের ৭ পুত্রের নাম হইতে ঐ মহল্লার নাম 'সাতঘরা' হইয়াছে। সাতঘরা শব্দের অর্থ সপ্তভ্রাতার গৃহ। এই সপ্তভ্রাতার নাম—গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলেশ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। প্রকাশ, ইহাঁদের মধ্যে যদুনাথই শ্রীবল্লভাচার্য্যের জীবনচরিত 'বল্লভ-দিগ্বিজয়' লিখিয়াছেন।

উক্ত সাতঘরা মহল্লায় যেস্থানে বিট্ঠলেশ্বরের গৃহ ছিল ও যেস্থানে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহার অনুগমণ্ডলীর সহিত অবস্থান করিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে বিট্ঠলেশ্বরের সপ্ত পুত্রের যে-সকল সেবা ও গৃহ ছিল, তাহা সকলই বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারে তথা হইতে লুপ্ত হইয়া অন্যত্র বিরাজিত আছেন। এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ গৌড়ীয়ের ত্রয়োদশ খণ্ডের সংখ্যা (ত্রয়োদশ খণ্ড) গৌড়ীয়ে দ্রষ্টব্য।

শ্রীধামে আচার্য্যত্রিক প্রভু

মঠসেবকগণের প্রতি উপদেশ

(১)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবত-রত্ন, আচার্য্যত্রিক প্রভু গত ২৪শে নবেম্বর শনিবার হরিনিবাস শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র শ্রীমানি ও শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকেতন মহোদয়দ্বয়সহ যোগবাণী প্যাসেঞ্জার ট্রেণে কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। প্রসাদ-সম্মান-সময়ে তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণকে ভক্তি সদাচার পালন ও নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ করেন।

তিনি রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য-মঠের অবিজ্ঞাতরণ শ্রবণ সদনে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া অন্যান্য ভক্তগণও শ্রবণ-সদনে সমবেত হন। ৪ ঘটিকা হইতে ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারের মঙ্গলারাত্রিক হয়। তৎপর গুরুপরম্পরা ও "জীব জাগ" কীর্ত্তন হইবার পর আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ বিরচিত উপদেশামৃতের কয়েকটী শ্লোক শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি' ও শ্রীল প্রভুপাদের 'অনুবৃত্তি'র আলোকে ব্যাখ্যা করেন।

তাঁহার পাঠের মর্ম্ম—শ্রীশ্রীল শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিরন্তর হরিভজনের জন্য মঠে স্থান প্রদান করিয়াছেন। বহুজন্মের ভক্ত্যানুখী সুকৃতির ফলে শুদ্ধভক্তি-মঠে অবস্থানের সৌভাগ্য হয়। এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াও যদি আমরা একান্ত মনে হরিভজন না করি, তাহা হইলে আমরা আত্মঘাতী ব্যতীত আর কিছুই নহি।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া নিরপরাধে নিরন্তর শ্রীনাম-কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণেতর কথা—প্রজল্প; এই প্রজল্পে সময়াতিবাহিত-কারী ব্যক্তি বাগ্‌বেগী। কৃপাম্বুধির শ্রীল প্রভুপাদ বাগ্‌-বেগ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের উপদেশ করিয়াছেন। 'বাগ্‌-বেগ' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন—"কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তার নাম"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ কেশব স্তাগ্র পড়ায় ৪৪৮

অসূয়ায় ক্ষতি কাহার ?

অপরের গুণে দোষারোপণ কার্য্যটি 'অসূয়া' নামে অভিহিত। পরশ্রীকাতরতা হইতেই ইহার জন্ম হইয়া থাকে। বদ্ধভূমিকার বিশেষ লক্ষণ এই যে, মানব জড়প্রতিষ্ঠার দিকে প্রধাবিত হইয়া যখন হিতৈষী বান্ধবগণকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন সে পরশ্রীকাতরতা ও অসূয়া নাম্নী পুতনাদ্বয়কে স্নেহময়ী জননী জ্ঞানে তাহাদের বিষ-লিপ্ত স্তন পান করিয়া সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হয়। অসূয়ার একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিতেছি। অংগাবস্তপুরে আনন্দ রায় নামে একজন পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। শত্রু হউক, আর মিত্র হউক—যে কোনও ব্যক্তির অন্যায় দেখিলে তিনি "মা ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" বাক্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া তাহার ঐ অন্যায় সংশোধনের প্রয়াস পাইতেন। তাহাতে তিনি যাহাদিগের উপকার করিতেন, এই প্রকার বহু ব্যক্তি তাঁহাকে শত্রুরূপেই দেখিত। চক্রান্তগ্রামের কীচকদাস তাহাদের অন্যতম। কালক্রমে আনন্দবাবুর সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন পুত্র শ্রীমান্ সদানন্দ জেলাজজের পদে নিযুক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, কীচক আনন্দ বাবুর যাবতীয় গুণে দোষ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইত না। কেহ আনন্দ বাবুর প্রশংসা করিলে কীচক ক্রোধে অন্ধ হইত। শ্রীমান্ সদানন্দের জজ-পদ-প্রাপ্তির সংবাদ কোন ব্যক্তি গিয়া তাহাকে দিলে কীচকদাস বলিল—"রেখে দে তোর ও কথা। আনন্দ একটা লোক, তা'র আবার ছেলে, সে আবার জজ হইবে ? জজের পিয়নের কার্য্য হয়ত পাইয়া থাকিবে।" আগন্তুক ব্যক্তি যখন গেজেট দেখাইল, তখন কীচকদাস মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিতে লাগিল—"সদানন্দ জজের পদ পাইতে পারে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাকে মাইনে দিবে না। জজ হইলেই বা উহাকে মানিবে কে ?"

আমাদের চট্টগ্রামের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, উক্ত কীচকদাসের অনুগ কোনও একব্যক্তি গত ২রা অগ্রহায়ণের 'পাঞ্চজন্যে' একটি সংবাদ প্রকাশ করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণস্থ অসূয়ানলের লেলিহান-জিহ্বা প্রদর্শন করিয়াছে। উক্ত অসূয়াদাসের কথাগুলি শ্রবণ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের পাঠকগণ মর্ম্মাহত হইবেন বলিয়া আমরা এস্থানে তাহা প্রকাশ করিলাম না। তাহার মৎসরতা পাঞ্চজন্য-সম্পাদকেরও ধরিয়া ফেলিতে কষ্ট হয় নাই; তাই তিনি উক্ত সংবাদের শেষে লিখিয়াছেন—"মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।" বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় এই ভাবিয়া সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ সংবাদ প্রকাশিত হইলে সজ্জনকর্ত্তৃক নিশ্চয়ই উহার প্রতিবাদ হইবে; তখন সর্ব্বসাধারণ মৎসরতার বিষময় ফল অবগত হইয়া সাবধান হইতে পারিবেন। কার্য্যতঃ আমরা তাহাই দেখিতেছি। উক্ত অসূয়াপর লেখকের অসূয়ানল যে কিপ্রকার দুর্গন্ধ প্রকৃতির, তাহা চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র রায় মহোদয় উহার প্রতিবাদরূপে উক্ত 'পাঞ্চজন্যে' গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠেই পাঠকগণ কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায় মহাশয়ের মাত্র জমিদার হিসাবেই যে বিশেষ খ্যাতি, তাহা নহে, সাধুব্যক্তি বলিয়াও চট্টগ্রামের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমরা রায় মহাশয়ের প্রতিবাদটী 'পাঞ্চজন্য' হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। এই প্রতিবাদ পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অসূয়াদাসের কার্য্যের প্রতি সকলেই ঘৃণায় থুৎকার নিক্ষেপ করিবেন সন্দেহ নাই। একে ত' বেচারির অসূয়ানলে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে তদুপরি জনসাধারণের শ্লেষোক্তি তাহার মর্ম্ম বেদনা ভীষণ রূপে বর্দ্ধিত করিবে জানিয়াও, জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে তিরস্কৃত হইয়াও যদি লোকটি অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়, যদি নিৰ্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল হইতে পারিবে এবং সে বুঝিতে পারিবে যে, অসূয়া প্রকাশে নিজের অমঙ্গল-ব্যতীত কখনও মঙ্গল হয় না, তাই আমরা বিষয়টী এস্থলে আলোচনা করিলাম।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার

তীব্র সমালোচনার প্রতিবাদ

[পাঞ্চজন্য, ৪ঠা অগ্রহায়ণ]

গত ২রা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮ই নবেম্বর পাঞ্চজন্যের ৪র্থ পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলমে "গৌড়ীয়মঠের প্রচার" শীর্ষক গবেষণা ও একটি সুদীর্ঘ মন্তব্য দেখিয়া ও পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। লেখক তাঁহার নিজের নাম দিতে সাহস পান নাই; ইহার কারণ বুঝিলাম না। তিনি কয়েকটা কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই; যে কয়টা কথা তিনি নিতান্ত সন্দেহের চক্ষে ও বিভীষিকার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং যাহা লেখকের অসূয়া ও হিংসার উদ্রেক করিয়াছে, তাহার দূরীকরণ করিতে গিয়া তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, গৌড়ীয় মঠের প্রচারক ও ব্রহ্মচারিগণ—এখানে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা একটা নিছক মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের দোহাই দিয়া এখান হইতে কয়েকজন শিষ্য সংগ্রহ ও অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য এই পত্রিকায় প্রচার করিতেছেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অসূয়াসম্পন্ন লেখক মহাশয় এতবড় মিথ্যাবাদী যে, প্রচারকদের সমীপে সাধারণের সমক্ষ উপস্থিত হইয়া জার্ম্মাণ ও ইংলণ্ডে প্রচারের বার্ত্তাগুলি না দেখিয়াই নিজের অন্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাদের যেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এইরূপ বিদেশে প্রচার ও প্রভাব হইতে পারে বা হইয়াছে, তাহা ধারণা করাও লেখকের পক্ষে সুকঠিন; বস্তুতঃ তাহা নয়, আমি বন্ধুত্বসূত্রে নিবেদন করিতেছি যে, যদি লেখক অসূয়াসম্পন্ন না হইয়া সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া থাকেন, তবে আমার মত তিনিও আমার সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার-বার্ত্তা গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের নিকট আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন। এতদ্দেশীয় "আনন্দবাজার" "অমৃতবাজার" "য়্যাড্‌ভান্স" "ষ্টেটস্‌ম্যান" "লিডার" "পাইওনীয়ার" "সার্চ্চলাইট" 'মাদ্রাজ মেল' 'বোম্বে ক্রনিকল' 'আন্ধ্র' প্রভৃতি ও বৈদেশিক রয়টার, ফ্রি প্রেস প্রভৃতি সাময়িক পত্রের শত শত কাটিং দেখিয়া এবং নানাবিধ প্রশ্নের দ্বারা চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া লইতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ও অচিন্ত্য শক্তিতে যে আলোক ও প্রেরণা এই বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশ লাভ করিয়াছে, তাহা বিভিন্ন পত্রিকার কাটিং ও গবেষণামূলক বিচার এবং জর্ম্মেণীয়গণের বৈষ্ণববেশী আলেখ্য দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্য বাণী এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যকে অভিনন্দন 'কীর্ত্তনীয় সদা হরি'র মূর্ত্ত বিগ্রহ চিরকুমার বংশধারী এই কয়েকটী বিশেষণে যদি লেখকের ধাঁধা লাগিয়া থাকে, তবে তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে এই সমস্ত শব্দের অর্থ ও বিশেষণের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করাইয়া দিতে পারিব। শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামীজী এই স্থানে কয়েকদিন যাবৎ সারগর্ভ ও গবেষণাপূর্ণ দার্শনিক সুমধুর প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের মহাদান ও বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে শত শত লোকের চিত্ত বিমুগ্ধ ও চমৎকারিতা উৎপাদন করিলেও লেখকের অসূয়াপূর্ণ ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিল না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

লেখকের শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়
সদরঘাট, চট্টগ্রাম। ১৮।১১।৩৪ইং

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৫)

২৪শে অক্টোবরের পূর্ব্বাহ্ণ

গত ২৬।১০।৩৪ তারিখে মথুরার দুই জন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—শ্রীযুত রাধেশ্যাম ঘোষ ও শ্রীযুত বৃন্দাবন দাস বি-এ, "গঙ্গাভবনে" শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে আসেন। মথুরার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য লছমীদাস হলে যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত দুই ব্যক্তির বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছিল।

রাত্রিকালে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কিছু পাঠ করিবার পর শ্রীমদ্ভাগবতের (২।৭।৪২)—

'যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥'

শ্লোকটী আবৃত্তি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারাই এই দুষ্পার দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল-কুক্কুর-ভোগ্য এই প্রাকৃত শরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি আছে, তাহাদিগকে ভগবান্ দয়া করেন না।

আমাদের শরীর হইতে যখন প্রাণ বাহির হইয়া যায়, তখন এই শরীরটা কুক্কুর-শৃগালে খাইয়া ফেলে, ইহাকে রক্ষা করিতে না পারিলেই ইহা তাহাদেরই খাদ্য। যাহাদের বিচার হইয়াছে—কপটতা শূন্য হইবে না, তাহাদের নিকট ঈশ্বর থাকে থাকুক, না থাকে থাকুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিকট একদিন মহাপ্রভু ভাগবতের উপরিউক্ত শ্লোকটি আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পণ্ডিত কাহাকে বলা যায় ? "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ" যিনি বন্ধন ও মুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনিই বাস্তবিক পণ্ডিত।

পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের বিচার ছিল যে, ভোগের পথেই মানুষের অমঙ্গল আনয়ন করে; অতএব ভোগের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্যাগের পথ গ্রহণ করিতে পারিলেই মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে। তর্ক উঠিয়াছিল যে, 'ভুক্তি' না হয় ছলনা হইতে পারে, কিন্তু 'মুক্তি' কিরূপে ছলনা হইতে পারে ? শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে ঐ কথার আলোচনা

হইয়াছে। 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র' বাক্যে যে 'প্র'-শব্দের উক্তি আছে, ঐ 'প্র'-শব্দের উক্তিদ্বারা শ্রীধরস্বামিপাদ মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত নিরস্ত করিয়াছেন।

ফলকামী যাঁহারা, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ কাম-পূরণের জন্য ভগবানের দ্বারা সেবা করাইয়া লয়। ইঁহাদের বিচার—ঠিক শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার চেষ্টা অথবা পূজার অভিনয় করিতে গিয়া শালগ্রামের পৈতা চুরি করার মত। মুমুক্ষুগণ বলেন যে, তাঁহারা ভোগ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগ চাহেন না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে মুক্তিটা লাভ কে করিবে? ভগবান্ কি মুক্তিলাভ করিবেন? বস্তুতঃ যাহারা তাহারাই কিছু চায়, নিজের সুবিধা করিয়া লইবে বলিয়া ভোগ'টা ছাড়িয়া দিয়াছে। মুমুক্ষার ফলটা কে পাইবে?

মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তর অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে ব্যক্তি কর্ম্মীর মত অত অল্প সুখ চাহে না। কর্ম্মিগণকে পৃথিবীর অনেক হাঙ্গামার মধ্যে থাকিতে হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি পৃথিবীর ঐরূপ কোন হাঙ্গামার মধ্যে থাকিতে চায় না। বুভুক্ষু ব্যক্তির আশা আর কতদূর পর্য্যন্ত? না হয়, স্বর্গসুখ পর্য্যন্ত। কিন্তু সেই স্বর্গসুখ-ভোগী ও ত্যাগী "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" বিধানে পুণ্যক্ষয়ে আবার এই জগতে আসিতে বাধ্য হয়। অতএব কর্ম্মী যে ফল চাহে, তাহা অতি সামান্য, সেই ফলভোগটা ত' নিত্যকাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু মুমুক্ষু কি চায়? মুমুক্ষু ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইতে চায়। তাহা হইলে দুইটি 'চাওয়া'র মধ্যে কোন্ 'চাওয়া'টা বেশী? মুমুক্ষুর দাবীটা কি বেশী নয় ইহা কি ছলনা বা কৈতব নয়?

'অহং-মম-ছত্রিধীঃ' অর্থাৎ যাহারা নিজ দেহে অহং-মম এই ভাব পোষণ করিয়া থাকে। মুমুক্ষুদিগের প্রার্থনা বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা ক্ষুদ্র কামী নহেন। কিন্তু বৃহৎ কামী অর্থাৎ তাঁহাদের ছলনাটা খুব বেশী। অর্থাৎ আমি আর মায়াবশ থাকিব না, মায়াধীশ হইয়া যাইব, যাঁহারা এইরূপ কপটতা বা কৈতব রহিত হইয়াছেন, তাঁহারাই 'দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াম্'।

'নির্ব্যলীক' বলিতে যাহারা কপটতা-রহিত, আর 'সব্যলীক' বলিতে যাহারা Hypocrite (কপট) বাহিরে মুখে এক রকম বলে এবং কার্য্যকালে অন্য রকম করিয়া থাকে। কপটতা যদি না থাকে অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা যদি না থাকে, তবেই ভগবানের কৃপালাভ হইতে পারে।

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ
পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র
কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

'দয়য়েৎ অনন্ত' অর্থাৎ অনন্ত-স্বরূপ ভগবান্ কৃপা করেন। 'অনন্ত' কথাটী কেন ব্যবহার করিলেন? অর্থাৎ ভগবান্কে যদি কেহ সসীম বস্তু বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবানের কৃপা পান না। মুমুক্ষুদিগের আর একটী বিচার দেখুন, তাঁহারা নিজে মুক্তিলাভ করিবেন, অপরে বদ্ধ থাকে থাকুক্। আবার আর একটা কথা বলিয়াছেন; "সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ" হইতে হইবে। ভগবান্কে সম্পূর্ণটা দিতে হইবে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচপ্রকার রসের দ্বারাই ভগবানের সেবা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। অতএব শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্যার্দ্ধ এই আড়াই প্রকার রস দিয়া যদি ভগবানের সেবা করা হয়, এবং বাকী আড়াই প্রকার নিজেদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভগবানের পূর্ণ সেবা হইবে না। দেহের নিম্নার্দ্ধ দিয়া যে বাকী আড়াই প্রকারের সেবা অর্থাৎ বিশ্রম্ভ সখ্যার্দ্ধ, বাৎসল্য ও মধুর রতিতে যে সেবা, তাহা বাদ দিলে চলিবে না। উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার রসে ভগবানের সেবা যিনি করিতে পারিবেন, তিনিই 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদঃ' হইতে পারিবেন।

শিক্ষাষ্টকের "চেতোদর্পণমার্জ্জনম্" শ্লোকে যে "সর্ব্বাত্মস্নপনম্" কথা আছে, তাহাতে এমন বোঝায় না যে, মাথাটা কেবল স্নান করিবে, আর বাকী দেহটা স্নান করিবে না। সমস্ত চিন্ময় শরীরটা স্নান না করিলে "সর্ব্বাত্মস্নপন হইল না। বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে সকল শব্দই কৃষ্ণপাদপদ্মকে উদ্দেশ করিয়া থাকে। যত শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, সেগুলিকে যদি মনোধর্ম্মের দ্বারা যাচাই করিয়া লওয়া হয়, তবে বুঝিতে পারা যায় যে, সেই শব্দগুলি বহির্জ্জগতের স্থূল বিষয় হইতে জাত। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহাকে যাহারা নিঃশক্তিক বলিয়া থাকেন, তাঁহারাই কপট। মুমুক্ষুগণও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি সভা

আগামী ২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে মহাত্মা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের চতুর্থ-বার্ষিক-স্মৃতি সভা হইবে। সভাপতি হইবেন—নশীপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্-এল্-সি বাহাদুর। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্য

[২১৪ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

পাঞ্চরাত্রিক মতে কনিষ্ঠ অধিকারীর লক্ষণ

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—এই বিষ্ণুচিহ্ন চতুষ্টয় নিজের বলিয়া নিজ শরীরে ধারণ পূর্ব্বক তাদৃশ অপর বৈষ্ণবকে নমস্কার করিলে কনিষ্ঠতা সিদ্ধ হয়।

ঐ মতে মধ্যম অধিকারী

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো
যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটীকে পঞ্চসংস্কার বলে; এই পঞ্চ সংস্কার অর্চ্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক-বিশ্বাসে মধ্যম ভাগবতত্বের হেতু।

ঐ মতে মহাভাগবত

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থ-পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

তাপাদি-পঞ্চসংস্কার-বিশিষ্ট, নবেজ্যা-কর্ম্মকারক এবং অর্থপঞ্চক-বোধযুক্ত ব্রাহ্মণই মহাভাগবত।

নবেজ্যা যথা—১। অর্চ্চন, ২। মন্ত্র-পঠন, ৩। যোগ, ৪। যাগ, ৫। বন্দন, ৬। নাম-সংকীর্ত্তন, ৭। সেবা, ৮। বৈষ্ণব চিহ্নদ্বারা শরীর অঙ্কন, ৯। বৈষ্ণব-আরাধন।

অর্থপঞ্চক যথা—১। উপাস্য শ্রীভগবান্, ২। তাঁহার পরম পদ—বৈকুণ্ঠ, ৩। তাঁহার সেবার উপকরণ বা তদীয় ভাগবত-গণ, ৪। তাঁহার মন্ত্র, এবং ৫। জীবাত্মা—এই পাঁচটী তত্ত্বের জ্ঞানই অর্থপঞ্চক জ্ঞান।

শ্রীভাগবত-মতে কনিষ্ঠ অধিকারীর লক্ষণ

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ
প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিয়া থাকেন, কিন্তু ভগবৎপ্রেমের অভাববশতঃ ভক্তমাহাত্ম্যে অজ্ঞানতা-জন্য শুদ্ধবৈষ্ণবকে অথবা অন্যব্যক্তিকে তাদৃশ শ্রদ্ধা করেন না বা পূজা অর্চ্চনা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া কথিত হন।

ঐ মতে মধ্যম অধিকারী

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি
স মধ্যমঃ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদীয় ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা এবং বিদ্বেষীকে উপেক্ষা রূপ কৃপা প্রদর্শন করেন, তিনিই মধ্যম ভাগবত।

ঐ মতে মহাভাগবত

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি চেতন অচেতন সর্ব্বজীবে স্বীয় উপাস্য ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—চেতন ও অচেতন সকলভূতকে পরমাত্মায় অবস্থিত দেখেন, তিনিই মহাভাগবত।

"স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

৪। শ্রীল প্রভুপাদ ভেক প্রকার অসৎ-সম্প্রদায়কে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগের প্রচারক।

৫। শ্রীল প্রভুপাদ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে নির্জ্জন-ভজনের বিরোধী। যেহেতু তিনি—

"আচার প্রচার নামের এই দুই কার্য্য।"
"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র সর্ব্বদেশ॥"
"অতএব মালী আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহা তাহা প্রেমফল দেহ যা'রে তা'রে॥"
"ব্রজবাসী জন, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তা'রা নহে শব।
রাধা নিত্য জন, তাহা ছাড়ি মন,
কেন বা নির্জ্জন ভজন কৈতব॥"

—এই সকল মহাবাক্যের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক।

৬। শ্রীল প্রভুপাদ কৃত্রিমাসিদ্ধ প্রণালী মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা-স্মরণ-প্রণালীর বিরোধী। তাঁহার বাণী—

"শ্রীদয়িত দাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥"

শ্রীল প্রভুপাদ জীবে ঈশ্বর বুদ্ধি ও ঈশ্বরে জীব-বুদ্ধি আরোপের সম্পূর্ণ বিরোধী। যেহেতু,—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"
"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর॥
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥"

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

হামথানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
আতপ বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫৷০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (সরু)	৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫৷০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
১নং ময়দা	৪।০—৪৸৵০
আটা 'বি'	৪৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪৷০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	৩৵০—৩৷০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—কার্য্যালয়: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

[illegible]

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪১. ২৮শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২২৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

ভালুকে মানুষে ধস্তাধস্তি

ডিব্রুগড়ের হাসপাতালে একটী লোককে এক্ষণে চিকিৎসার জন্য আনীত হইয়াছে। একটী ভালুকের সহিত গুরুতর সঙ্ঘর্ষে লোকটী সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, লোকটী বেগজান চা বাগিচার কুলীদের সর্দ্দার। সে যখন একদিন বেলা অনুমান ৩ টার সময় নিজ গৃহে ফিরিতেছিল, ঐ সময় একটি ভালুক নিকটবর্ত্তী ঝোপ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া তাহার গলা কামড়াইয়া ধরে এবং উভয়ের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ চলে। জমাদারের হাতে কোন অস্ত্র না থাকিলেও সে ভালুকটীর মুখের মধ্যে সজোরে হাত ঢুকাইয়া দেয়। ভালুকটী পরে লোকটিকে আহত করিয়া পিছাইয়া পড়ে। লোকটির হাতের আঙ্গুলের সবগুলি হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

শিল্প বিভাগের ডিরেক্টারের উপদেশ

গত শুক্রবার বিকালে বাঙ্গলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ ওয়েষ্টন যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং ও টেকনোলজি কলেজ পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক সভায় বাঙ্গলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ওয়েষ্টন ছাত্রদিগকে ইংরেজদের ন্যায় পোষাকে পরিচ্ছদে আচারে ব্যবহারে খাঁটি স্বদেশী হইতে বলেন এবং স্বদেশের শিল্পকলার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হইতে উপদেশ দেন। তৎপর তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন জনকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঙ্গলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে বলেন, মিঃ ওয়েষ্টন পাট, কার্পাস, চা, চিনি ও অন্যান্য পল্লী শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, যদি এইদিকে মনোযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বেকার সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে।

উত্তর কলিকাতায় ভীষণ দাঙ্গা

মাণিকতলা ষ্ট্রীট ও অপার সারকুলার রোডের মোড়ে এক ভীষণ দাঙ্গা সম্পর্কে বরতলা পুলিশ অর্জ্জুন সিং, চন্নন সিং, মোহন সিং, এবং অপর ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে মোহন সিং ও চন্নন সিংহের সহিত ঝগড়া হয় এবং উভয়কেই উভয়ে ভয়প্রদর্শন করিয়া যায়। গত মঙ্গলবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় মোহন সিং ভবানীপুর হইতে ৪ জন শিখ সঙ্গে লইয়া আসিয়া চন্নন সিংকে মাণিকতলা বাজারের নিকট আক্রমণ করে। ঐ সময় সে একাকী ছিল বলিয়া চন্নন সিং দৌড়াইয়া পলায়ন করে। কিছুক্ষণ পর চন্নন মোটরগাড়ী করিয়া আরও ৪।৫ জন শিখকে করিয়া তাহাদিগকে লোহার ডাণ্ডা ও লাঠি দ্বারা সজ্জিত করিয়া তথায় উপস্থিত হয়।

ইতোমধ্যে অপর দলও ঐভাবে সজ্জিত হইয়া তথায় উপস্থিত হয়। দুইদলে শীঘ্রই ভীষণ লড়াই আরম্ভ হয়, এবং উভয় দলই যথেচ্ছভাবে লাঠি ও লোহার ডাণ্ডা ব্যবহার করে। ফলে উভয় দলের লোকই আহত হয়।

এই ঘটনায় ঐ অঞ্চলে একটা আতঙ্কের হয়। দোকানদারগণ দোকান বন্ধ করিয়া দিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে ঘটনাস্থলে আসে এবং দাঙ্গাকারীদের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। অপরাপর লোক আনীত মোটর ফেলিয়াই পলায়ন করে। দাঙ্গাকারীদের মধ্যে অর্জ্জুন সিং গুরুতর রূপে আহত হয় এবং তাহাকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

পুলিশ তদন্ত করিয়া জানিতে পারে যে, অর্জ্জুন সিংকে মোটর ডাকাতি সম্পর্কে আরও অনেকবার গ্রেপ্তার করা হয়।

অতঃপর আরও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মোটর গাড়ী আটক করা হয়। সমস্ত ধৃত আসামীকেই জোড়াবাগানের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করা হয়। কমিশনার তদন্ত সাপেক্ষে তাহাদিগকে হাজতে প্রেরণ করেন।

ফেরারী আসামীদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

হাকিমের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ

গত ২৪শে নবেম্বর ঢাকায় সিনিয়ার সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট খান সাহেব আহাম্মদ আলির এজলাসে কোনও মামলার শুনানীর সময় এক মুসলমান আসামী হঠাৎ খান সাহেবের প্রতি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করায় আদালতে চাঞ্চল্যের এক সৃষ্টি হয়। প্রস্তরখণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের মাথায় লাগায় রক্তপাত হয় ও উহার ফলে তাঁহাকে হাসপাতালে গমন করিতে হয়। আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া কোর্ট হাজতে পাঠান হইয়াছে। সে নাকি একজন পুরাতন অপরাধী।

বন্দুক নাড়াচাড়া করিতে যাইয়া কন্যার প্রাণনাশ

সরকারপুর তহশীলের মাটী গ্রামে এক নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি তাহার নিজ কন্যার হত্যার কারণ হইয়াছে। প্রকাশ যে, লোকটি তাহার নিজ শ্যালকের সহিত দেখা করিবার জন্য জলন্ধর হইতে ঐ গ্রামে আসে। উহার শ্যালক একজন ড্রিলমাষ্টার। ড্রিলমাষ্টারের একটি লাইসেন্স করা বন্দুক ছিল, উহা গুলী বোঝাই অবস্থায় দেওয়ালের সঙ্গে একটি পেরেকে ঝুলান ছিল। বন্দুকের মালিকের অনুপস্থিতিকালে উক্ত লোকটী বন্দুকটা নামাইয়া লইয়া কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য নাড়াচাড়া করিতে থাকে; নাড়াচাড়া করিতে করিতে বন্দুকের ঘোড়াটি সরিয়া যায় ও প্রচণ্ড বেগে গুলী বাহির হইয়া হাত দুই দূরে দণ্ডায়মান তাহারই ৯ বৎসর বয়স্কা নিজ কন্যার দেহে বিদ্ধ হয়। ফলে সে তখন তখনই মারা যায়। লোকটিকে পুলিশ হাজতে লইয়া গিয়াছিল, পরে তাহাকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

তদন্ত করিতে যাইয়া দারোগা আক্রান্ত

চট্টগ্রামের সংবাদে প্রকাশ, আনোয়ারা থানার দারোগা আবুল হোসেন কোন গ্রামে তদন্তকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা কালে কোন অজ্ঞাত পরিবার ব্যক্তি কর্ত্তৃক গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছেন। তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে; এতৎ সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

পরলোকে রায় সাহেব উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শিয়ালদহ ছোট আদালতের অবসরপ্রাপ্ত জজ, রায়বাহাদুর উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৭০ বৎসর বয়সে ডাগাকুলের নিকটবর্ত্তী তাঁহার স্বগ্রাম বাগরাতে গত ২১শে নবেম্বর বুধবার পরলোকগমন করিয়াছেন। আইনজ্ঞ হিসাবে এবং চরিত্রের মাধুর্য্যে তিনি সর্ব্বত্রই খ্যাত ছিলেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪১

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

মেদিনীপুর নিবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল কাঁথি মহকুমার চণ্ডীভেটি গ্রামে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর শাসমল। শ্রীযুত বীরেন্দ্র শাসমল এফ-এ ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ১৯০২ সালে তাঁহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও পিতা মাতার অসম্মতিতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন।

১৯০৪ সালে বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর পর তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অচিরেই ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও যশঃ অর্জ্জন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ধনাগম হইতে থাকে। এই সময়ই তিনি মেদিনীপুরে জনসাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালের বিখ্যাত দামোদর বন্যায় তমলুক ও কাঁথি প্রভৃতি অঞ্চল প্লাবিত হইলে, তিনি দুঃস্থ পল্লীবাসীদের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি যে সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯১৪-১৫ সনের মধ্যে তিনি দুইবার মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। তিনি চেয়ারম্যান থাকাকালে স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলেন। প্রকাশ তাঁহার আমলে বহু কংগ্রেস কর্ম্মী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে চাকুরীলাভ করিয়াছিল।

১৯২০ সালে কলিকাতায় যখন ভারত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন চলিতেছিল, সেই সময় দেশের কাজেই আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হয়। এই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে তিনি নাগপুর কংগ্রেসে অধিবেশনে যোগদান করেন এবং পরলোকগত দেশবন্ধুর সহকর্ম্মিরূপে অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দান করেন এবং মেদিনীপুরে গিয়া তমলুক, কাঁথি এবং ঘাটাল প্রভৃতি মহকুমায় কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। কাঁথি মহকুমায় একাদিক্রমে পদব্রজে তিনি ছই মাসকাল প্রচারকার্য্য করেন। স্বরাজ, অসহযোগ ইত্যাদি কংগ্রেসনীতিই ছিল প্রচারকার্য্যের বিষয় বস্তু।

এই বৎসরই (১৯২১) তিনি জুলাই মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং এই বৎসরই ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সহিত তিনি কারারুদ্ধ হন। তাঁহার ছয়মাস কারাদণ্ড হয়। ১৯২২ সালে মুক্তিলাভ করিয়াও তিনি কংগ্রেসের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৩ সালে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন পাশ হইলে দেশবন্ধু কলিকাতা কর্পোরেশন দখল করেন; স্বরাজ্যদলও গঠিত হয়। দেশবন্ধুর সহিত শ্রীযুত শাসমল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন।

১৯২৬ সালে মে মাসে তিনি কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সম্মেলনে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অভিভাষণের বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধে তাঁহার অপ্রীতিকর উক্তিতে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়ায় সম্মেলন পণ্ড হইয়া যায়। সেইবারই তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের সঙ্গে যে প্যাক্ট করিয়াছিলেন শ্রীযুত শাসমল তাহার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯২৭ সাল হইতে তিনি কংগ্রেসের কোন বিশেষ কার্য্যে যোগদান করেন নাই; তবে কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য ছিলেন।

গৌহাটী কংগ্রেসের (১৯২৭) পর শ্রীযুত শাসমলের বিরুদ্ধবাদী দল পুষ্টিলাভ করায় তিনি সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিরুদ্ধবাদীদল কর্তৃক তাঁহার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের ফলে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তখন তিনি কংগ্রেসের কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৩৩ সালে তিনি পুনরায় শ্রীযুক্ত রামতারণ বাড়ুয্যেকে পরাজিত করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নিযুক্ত হন।

গত ১৯শে নবেম্বর তিনি বর্দ্ধমান অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রার্থী হিসাবে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা একজন প্রসিদ্ধ কর্ম্মীকে হারাইল।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট

—::•:: —

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(৩)

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা

প্রদেশগুলিতে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিলোপের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রদেশগুলির প্রায় সমস্ত বিষয়েই গবর্ণর ব্যবস্থাপক সভা হইতে মনোনীত মন্ত্রিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। হোয়াইট পেপারের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়া কমিটিও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শাসন সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল এবং গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব বিষয় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারে মন্ত্রীরা গবর্ণরকে পরামর্শ দান করিবেন. দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, আইন প্রণয়নের অনুমতি দানে অসম্মতি প্রভৃতি ব্যাপারে গবর্ণরকে কোনও পরামর্শ দিবার অধিকার মন্ত্রীদের থাকিবে না।

ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র; তথায় ব্রিটিশ প্রথানুযায়ী সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসন চালবার পথে বিঘ্ন আছে; সুতরাং গ্রেট ব্রিটেনে যে সকল ক্ষেত্রে (রাজা) মন্ত্রীদের পরামর্শক্রমে নির্দ্দেশ দেন, এমন অনেক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে হয়ত স্বয়ং গবর্ণরের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে হইবে। হোয়াইট পেপারে গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতার অধীন বলা। যে সকল বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, জয়েণ্ট কমিটি মোটামুটি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন. কিন্তু উহাদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ সম্পর্কে কমিটি কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন।

কমিটি স্বীকার করিয়াছেন যে, স্বীয় বিশেষ দায়িত্ব পরিচালনা করিতে হইলে অর্থ-সংগ্রহের এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও গবর্ণরের হস্তে থাকা আবশ্যক। ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণের যুক্ত বিবৃতি পত্রে ব্যক্ত অভিমত অনুমোদন করিয়া কমিটি বলিয়াছেন, "গবর্ণরের আইন" ও "ব্যবস্থাপক সভার আইনের" মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক

আইন ও শৃঙ্খলা

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে আইন ও শৃঙ্খলা সহ সমস্ত বিভাগের কর্তৃত্ব মন্ত্রীদের হস্তে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক মতামতের চাপে যাহাতে পুলিশ বিভাগের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিনষ্ট না হয় তজ্জন্য কমিটির মত এই যে, গবর্ণরের অনুমতি ব্যতীত পুলিশ আইন ও ঐ আইনের অনুসারে বিধিবদ্ধ কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। গোয়েন্দা বিভাগের গোপন রিপোর্টের গোপনীয়তা রক্ষাকল্পেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিপ্লববাদ

বিপ্লববাদের ফলে বিশেষ বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে, সুতরাং কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিপ্লববাদ দমনে গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টায় যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক হইতে পারে, ঐসকল বিষয়ে গবর্ণর স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন। কমিটীর মতে প্রাদেশিক দায়িত্ব বিশিষ্ট শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সময় পর্য্যন্ত যদি বাংলার অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন না হয়, তবে বাংলা দেশে গবর্ণর শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন।

প্রাদেশিক ভোটাধিকার

ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া হোয়াইট পেপারে প্রাদেশিক ভোটাধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভোটাধিকার সম্বন্ধে মোটামুটি প্রস্তাব এই যে, বর্ত্তমানে যে ৭০ লক্ষ (৩১৫০০০ নারী ভোটার সহ) ভোটার আছে, তৎস্থলে ছই কোটী ৯০ লক্ষ পুরুষ এবং ৬০ লক্ষ নারী ভোটাধিকার লাভ করিবেন। অর্থাৎ অধিবাসীদের শতকরা ৩ জনের স্থলে শতকরা ১৪ জন ভোটাধিকার লাভ করিবে। কমিটীর বিশ্বাস এই যে, নূতন ভোটাধিকারের ফলে প্রতিনিধি মূলক নির্ব্বাচক মণ্ডলী গঠিত হইবে কিন্তু স্ত্রী জাতির মধ্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য কয়েকটী বিশেষ প্রস্তাব করা হইয়াছে। আদালত. কমিটি স্থানীয় জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে পরোক্ষ নির্ব্বাচনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা পার্লিয়ামেণ্টের অনুমোদনের জন্য ঐরূপ প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

প্রাদেশিক আইন সভা

প্রাদেশিক আইন সভার গঠন সম্পর্কে কমিটি হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু অবস্থা প্রায় একরূপ বলিয়া বাংলা, যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের ন্যায় মাদ্রাজ ও বোম্বাইতেও উচ্চতর পরিষদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক উচ্চতর পরিষদগুলি কখনও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে না নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে উহাদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুণা-চুক্তি

কমিটির দৃঢ় অভিমত এই যে, বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা অনিবার্য্য। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে সদস্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কমিটির মতে তাহা সুচিন্তিত, ও ন্যায়ানুমোদিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৭ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১২ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৮শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ বুধবার { ২১৩শ সংখ্যা

শ্রীধামে আচার্য্যত্রিক প্রভু

:-:

মঠসেবক-গণের প্রতি উপদেশ

)

বাগ্‌বেগ বা প্রজল্প পরিত্যাগের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ। গুরুদেবের আদেশ অমান্য করিলে "গুর্ব্ববজ্ঞা"-দোষ হয়। গুর্ব্ববজ্ঞা সর্ব্বপ্রথম নামাপরাধ। সুতরাং যাঁহারা কৃষ্ণেতর-কথায় কাণ দিবেন, তাঁহারা শ্রীনামের চরণে অপরাধী বলিয়া তাঁহাদের মুখে শুদ্ধ নাম কখনও উদিত হইবেন না, সুতরাং কৃষ্ণভজনও হইবে না। কৃষ্ণভজন না হইলে মঠে থাকিবার সার্থকতা কি হইল? কেহ কখনও স্বপ্নেও প্রজল্পের প্রশ্রয় দিবেন না। যে স্থানে কৃষ্ণেতর কথা হয়, তাহা বন্ধ করা সম্ভবপর না হইলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবেন।

——

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যিনি স্বীয় আচার ও প্রচার দ্বারা মূঢ় ও অনাচার জনগণকে ভক্তিসদাচার শিক্ষা দিয়াছেন, সেই পতিতপাবন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া ভক্তি-সদাচার-শিক্ষার জন্য একাদশটী শ্লোক লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 'উপদেশামৃত' নামে প্রসিদ্ধ। উপদেশামৃতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ভক্তির প্রতিকূল বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ, অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ১২টী জিনিষ পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন।

——

বাক্যবেগ বা প্রজল্প পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অপর ১১টী পরিত্যাগের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। নতুবা বাক্যবেগ দমিত হইবে না। প্রজল্প পরিত্যাগ করিয়া তৎপর অপরগুলি ত্যাগ করিব—তাহা নহে। সকল-গুলি একসঙ্গে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধের উদয় হয়। সময়মত প্রসাদ পাইলাম না, পক্ক-দ্রব্যাদি আমার সুপরুচিকর হয় নাই, আর অমনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলাম—ইহা কখনও মঠবাসি-গণের লক্ষণ নহে। মঠবাসিগণ জানেন—মহাপ্রসাদ ভগবানের অনুগ্রহ-দ্রব্য। তিনি বা তাঁহার শ্রেষ্ঠসেবক বৈষ্ণববৃন্দ যখন দয়া করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই সন্তুষ্ট-চিত্তে গ্রহণ করিব। মহাপ্রসাদ ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু। এহেন শ্রেষ্ঠ-সম্পদ্ বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে দিলেন, সুতরাং তাঁহাদের শ্রীচরণে চির-কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে।

——

হরিভজনের জন্য শরীর-রক্ষার প্রয়ো-জনীয়তা আছে। যতটুকু গ্রহণ করিলে সুষ্ঠুভাবে হরিভজন করা হইবে, ততটুকু মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। বেশী বা কম-গ্রহণে অসুবিধা হইবে। বেশী আহার করিলে আলস্য আসিয়া ভজন পণ্ড করিয়া দিবে। নিতান্ত কম খাইলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য ভজনে বাধা দিবে। এই জন্য মহাপ্রভু 'যুক্ত-বৈরাগ্যে'র উপদেশ দিয়াছেন। মহাপ্রসাদ-সম্মানের নামে ভাল ভাল জিনিষ খাইবার লালসা বিন্দুমাত্রও করিতে হইবে না। তাহাতে জিহ্বাবেগ ও উদরবেগ বৃদ্ধি পাইবে। তৎফলে উপস্থবেগ আসিয়া উপস্থিত হইবে। মঠসেবকগণ স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিবেন না। অতিশয় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া হরিভজন করি-বেন। মনের বেগ মানবকে কৃষ্ণেতর-বিষয়ে প্রধাবিত করে। নিরন্তর হরিভজনের ফলে তাহা দমিত হইবে।

অধিক সঞ্চয় বা আহরণ, ভক্তির প্রতি-কূল-চেষ্টা, অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, স্বাধিকার-গত নিয়মবর্জ্জন এবং অন্য অধিকারগত নিয়ম-গ্রহণ, বিষয়ি-স্ত্রীসঙ্গি-স্ত্রৈণসঙ্গি-মায়াবাদি-প্রভৃতির সঙ্গ, অসৎ-তৃষ্ণাময়-মত-গ্রহণে চাঞ্চল্য—এইগুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

——

ভক্তির অনুশীলনে উৎসাহ, দৃঢ়নিশ্চয়, অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গপালন এবং কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে ভোগবর্জ্জন, অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ, সাধুমহাজনগণের পাদপদ্ম অনুসরণ, বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্ব্বক দান, বৈষ্ণবপ্রদত্ত বস্তু প্রসাদ-জ্ঞানে প্রতিগ্রহণ, স্বীয় গুহ্যকথা বৈষ্ণবের নিকট ব্যক্ত করা, বৈষ্ণবের নিকট গূঢ় ভজন-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা, বৈষ্ণবপ্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান—ভজনের এই দ্বাদশটী অনুকূল-বিষয় গ্রহণের জন্য শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ "উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ", ও "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি" শ্লোকদ্বয়ে উপদেশ করিয়াছেন।

একদিন সব শ্লোক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। আপনারা ক্রমশঃ তাহা আলোচনা করিবেন।

পাঠের পর বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ প্রভু "মানস দেহ গেহ" গানটী কীর্ত্তন করেন। তৎপর মহামন্ত্রসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমণ হয়। অতঃপর শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ প্রভুর মূল-গায়কত্বে গোপী-নাথের সম্মুখে "গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন" এই আর্ত্তিমূলা গীতিটী কীর্ত্তন হয়। তৎপর মহামন্ত্রযোগে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী পরমগুরুদেবের মন্দির ও তুলসীমঞ্চ পরিক্রমণ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যহ প্রাতঃ ৪-৭ ঘটিকা পর্যান্ত এই প্রকারে কীর্ত্তন ও পাঠ হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠেও ইহা পালিত হয়। অপরাপর মঠের সেবকগণও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া উক্ত বিধানে পাঠ-কীর্ত্তন করিবেন।

চট্টগ্রামে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ

ষ্টেশনে বিপুল সম্বর্দ্ধনা

গত ৫ই অগ্রহায়ণ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে বাগ্মিবর শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব-গিরি-মহারাজ চিটাগং মেলে চট্টগ্রামে শুভবিজয় করিয়া-ছেন। ষ্টেশনে শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র রায় প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোক পুষ্পমাল্যাদি-সহকারে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস-গভস্তিনেমি মহারাজ ১৪।১৫ জন ভক্ত সমভি-ব্যাহারে পুষ্পমাল্যাদি সহ নবাগত স্বামীজীকে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করেন। পরমভাগবত শ্রীযুত নবদ্বীপচন্দ্র রায় মহাশয় সুসজ্জিত মোটর-যোগে স্বামিজী মহোদয়গণকে ব্যাণ্ডেল রোডস্থিত গৌড়ীয় মঠ ক্যাম্পে আনয়ন করেন। শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব-গিরি মহারাজ অধিকাংশ প্রাদেশিক গভর্ণর প্রমুখ বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট সুপরিচিত। তিনি বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী—ত্রিবিধ ভাষায় সুবক্তা। স্বামীজীদ্বয় চট্টগ্রামে "এটিটের রিষ্ট অর্গেনিজেশনে" সদর সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের বাসায় ২৫শে নবেম্বর একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। গত ২৩শে নবেম্বর শুক্রবার কমার্সিয়াল এসোসিয়েসনে বাঙ্গলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় 'সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম'-সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তৃতা হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ কেশব ভৃগু অনিরুদ্ধ ৪৪৮

হাতে কলমে ধরা

জগতে শাক্ত থাকিতে শৈব ও সভায় বৈষ্ণব নাম পোষণ ও প্রকাশ করে, এতদ্রূপ ব্যক্তির সংখ্যা বঙ্গে বিরল নহে। "স্লেট্কা ওয়াস্তে" মানা না করিতে পারে, এমন কাহা নাই। পরমার্থ ত্রিতাপ-নাশনে সমর্থ, এই কথা মুখে স্বীকার করিয়াও কাহারা: যাঁহারা জাগতিক অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া ধাম্মিকের সজ্জায় পরমার্থ (?)-ব্যবসায় আরম্ভ করে, তাহাদের চরিত্র সজ্জনগণের বুঝিবার বিন্দুমাত্রও বাকী থাকে না। গোস্বামিব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সামাজিক বন্ধনে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের সনাতন পূর্ব্বক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কলঙ্ক-কালিমা লেপনে ব্যস্ত থাকেন, তাহা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' 'শ্রীগৌড়ীয়', 'শ্রীনদীয়া প্রকাশ' প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রসমূহ বহু প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাগ্যবন্ত জনগণ ঐসকল সন্দর্ভ পাঠ করিয়া পরমোপকৃত হইয়াছেন। কিন্তু তৎপ্রতি দৃষ্টি না দিয়া "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"—এই শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় অন্ধ বিশ্বাসে নরকের যাত্রী হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

আমাদের বিশ্বাস, প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়, অন্ততঃ মুখেও মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকের পাণ্ডা, সহর নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন না, ইহা আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ১০ই চৈত্র তারিখে কোলদ্বীপ বা সহর নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গনে যে সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে পাঁচটী প্রশ্নের উত্থাপন হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২টী প্রশ্নের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, পাঠক শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় নিত্যানন্দ-বংশোদ্ভব কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে এবং তিনি নাকি মহাপ্রভুর মহত্ত্বাদিও স্বীকার করেন না।

একবার বৃন্দাবনের বাবাজীগণ নাকি নবদ্বীপ-নিবাসী জনৈক প্রাণগোপাল গোস্বামীর বিরুদ্ধে একটী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ সভায় মহাপ্রভুকে প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন না, এতদ্বিষয়ে কোন কথা উঠিয়াছিল কিনা, আমরা জানি না। তিনি বাবাজীগণকে আক্রমণ করায়ই নাকি ঐ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া গোস্বামীজী নাকি সভার প্রারম্ভে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দোষ স্বীকার ও ক্ষমাদি প্রার্থনার দ্বারা নিস্তার লাভ করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ-নিবাসী এক প্রাণগোপাল গোস্বামী তর্কতীর্থ যে গৌরসুন্দরকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহা কোনও মামলায় তাঁহার জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে। কথায় বলে—"মুখং বদ, মা লিখ" অর্থাৎ মুখে যাহা ইচ্ছা তাহা বলিও, লিখিয়া পড়িয়া হাতে কলমে ধরা পড়িতে যাইও না। শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন (?) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ৩০টী প্রশ্নের লিখিত উত্তর প্রদান করিয়া ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত-জ্ঞানের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ 'আচার ও আচার্য্য' নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্তবাক্যের একটু নমুনা এতৎ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি। আচার্য্য সন্তানগণের মৎস্য খাওয়া বিধেয় কিনা, তৎসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"ভগবৎপার্ষদ গরুড়ের মৎস্যাদি ভোজন যেমন দোষ। আভুক্তিত বলিয়া সংসর্গাত্ত, সেইরূপ আচার্য্য সন্তানগণেরও মৎস্যাদি ভক্ষণ গুণাতীত বলিয়া তাঁহাদের সম্মান করা ভক্তিলক্ষণ হবে!" পাঠকগণ বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন সন্তান-সম্প্রদায় মৎস্যাদির লোভ ত্যাগ করিতে পারিবে না, আর 'গুরুগিরি' ব্যবসায় ব্যতীত তাঁহাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের দ্বিতীয় পথ নাই। সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে॥

জবানবন্দী দেওয়ার সময় তর্কতীর্থ গোস্বামীজী বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, হাতে কলমে ত' আর কিছু লিখিয়া দিতেছি না, মুখের কথামাত্র বলিয়া যাইতেছি। ইহা কেহবা জানিবে, আর কেহই না শুনিবে, কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়াইয়া যাহা বলা যায়, তাহা যে হাকিম কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা বোধ হয় গোস্বামীজীর জানা ছিল না। থাকিলে, যে কথা বলিলে অনুগত জনগণেরও চটিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তাহা বোধহয় বলিতেন না। অথবা ভাবিয়াছিলেন—"আমার শিষ্যমণ্ডলী ত' সকলেই অন্ধ-বিশ্বাসেরই অনুগমন করে, যাহা খুশী বলিলে আর অসুবিধা কি হইতে পারে?" এক্ষণে পাঠকগণের নিকট শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী তর্কতীর্থের জবানবন্দীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The Idols of Panchatattwa Thakur were human beings. I revere Gauranga so far as he has divinity as a great man. He is not revered as a God. I perform his worship and such as the condition with the other idols of Panchatattwa. Gauranga is the Das (Servant) of Sri Krishna (God)."

"There is nothing clear in any Puran describing Gauranga as a Deity".

"I do not accept Srimat Bhagabat except so far as my conscience approves of it after a close personal study"

"I do not understand the slokas 14 of Chaitanya Charitamrita."

"পঞ্চতত্ত্ব ঠাকুরের মূর্ত্তিসমূহ (শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস) মনুষ্য মাত্র। আমি গৌরাঙ্গকে একজন মহাপুরুষরূপেই সম্মান করিয়া থাকে। তিনি ঈশ্বররূপে সম্মানিত হন না। আমি তাঁহাকে মহাপুরুষরূপে পূজা করি এবং পঞ্চতত্ত্বের অন্যান্য মূর্ত্তিকেও আমি সেইরূপে পূজা করি। গৌরাঙ্গ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একজন দাস বা সেবক মাত্র।"

"গৌরাঙ্গ যে ঈশ্বর বা দেবতা, তদ্বিষয়ে কোন পুরাণেই কোন প্রকার স্পষ্ট উল্লেখ নাই।"

"ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত গভীর অধ্যয়নের পর আমি যে-পর্য্যন্ত তাহার সিদ্ধান্ত বিবেকসম্মত বলিয়া মনে করি, সেই পর্য্যন্তই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি।"

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি লীলা প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ১৪টি শ্লোক (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তত্ত্ব এবং পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা) আমি বুঝি না।"

শুনিয়াছি, গোস্বামীজী সময় সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, প্রথম শ্লোক চৌদ্দটীই যাঁহার বোধগম্য হয় না, তিনি কি ব্যাখ্যা করেন, তাহা সুধী সমাজই বিচার করিবেন। অথবা "চৌদ্দটী শ্লোক বুঝি" বলিলে মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ঐ উত্তর প্রদান করিয়াছেন কি না, তাহাও বিবেচ্য। যে উদ্দেশ্যেই ঐ উক্তি করিয়া থাকুন, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যিনি স্বীকার করেন না, তাঁহার পক্ষে উহা আলোচনা শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধতার প্রয়াস ব্যতীত আর কি হইতে পারে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুদ্ধভক্তিসুধায় পরিপূর্ণ।

"অভক্ত উষ্ট্রের তথে না হয় প্রবেশ।"

'বঙ্গবাসী'র গত জন্মাষ্টমী-সংখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া এক প্রাণগোপাল গোস্বামী বলিয়াছেন যে, সিদ্ধান্ত ও লীলা পৃথক্ জিনিষ। যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে মায়িক কামের সম-জ্ঞান করেন, তাঁহাদের লেখনীতে ঐ কথা ব্যতীত আর কি প্রকাশিত হইতে পারে? ভক্তিসিদ্ধান্তের পূর্ণ বিকাশই যে ভগবল্লীলা, তাহা পরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ জনগণ কি-প্রকারে জানিবেন?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত যাহারা স্বীকার করে না, এই প্রকার ব্যক্তির জড়পাণ্ডিত্য ও স্বরকণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের কনিষ্ঠাধিকারিগণ অসুবিধায় পতিত না হন, তন্নিমিত্ত উপরিলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইল। আশা করি, জনসাধারণ প্রকৃত বিচার গ্রহণ করিয়া সাবধান হইবেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৫)

৭শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ণ

গত ২৭।১০।৩৪ তারিখ শনিবার প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রীল প্রভুপাদ আসন ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে সমবেত-কণ্ঠে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর যে শিক্ষা "জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম এই মাত্র সার" সেই শিক্ষা প্রচারই বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র কার্য্য। জীববৃন্দকে দয়া করিবার জন্য এবং বৈকুণ্ঠ-নাম প্রচার করিবার জন্য তিনি নিজ স্বাস্থ্যের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়াও যেরূপভাবে হরিকথা-প্রচারে প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা একটু চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই এখানে (মথুরায়) অনুভব করিতে পারিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আকারে ইঙ্গিতে, হাবভাবে, বাক্য ও কার্য্য দ্বারা যেন স্পষ্ট বলিয়া দিতেছেন এবং সাবধান করিয়া দিতেছেন,—"হে বিশ্ববাসী জীব, তোমরা কি করিতেছ? কি করিতে এখানে আসিয়াছিলে, কি করিতেছ এবং কি করিয়া চলিয়া যাইবে? ভগবানের নিকট কি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলে?

"জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম-বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি মায়াজালে,
না হইল জ্ঞান লব॥"

মায়াজালে পড়িয়া এখন সে সব কথা কি ভুলিয়া গেলে? কৃষ্ণ-ভজন না করিয়া হেলায় জীবনটা কাটাইয়া দিলে? তাই বলিতে বাধ্য হইতেছি, ভাইসকল! বন্ধুসকল! যে যেখানে আছ, এই সব কথা গভীর ভাবে চিন্তা কর, মনন কর এবং ধৈর্য্যের

কুটিনাটী ছাড়, মন হও সরল। গৌরভজা লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল॥

প্রকাশিত থাকিতে থাকিতে সূর্য্যালোকে নিজ নিজ কার্য্য গুছাইয়া লও। কারণ আলোকের পশ্চাতে নিশ্চয়ই অন্ধকার আছে। দিনের পর রাত্রি আসিবেই আসিবে। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর এক অন্ধকারময় যুগ আসিয়াছিল। এ সুযোগ যদি আমরা হেলায়, অবজ্ঞায় হারাইয়া দিই, এ মনুষ্য জীবনে যদি আচার্য্যবর্য্যের কৃপা বরণ করিয়া লইতে না পারি, তবে আমাদের নিশ্চয়ই কপাল পুড়িয়াছে, বুঝিতে হইবে।

অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়া আমরা নিশ্চিন্তমনে এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম কাটাইয়া দিতেছি, মনে করিতেছি চিরকাল আমাদের এইরূপ হাসিয়া খেলিয়াই কাটিয়া যাইবে; কিন্তু বুঝিতেছি না যে, এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণযজ্ঞে আহুতি দিবার ফলে কোন অন্ধতামিস্র-নরকে নীত হইতেছি। কিন্তু যদি গৃহান্ধকূপে আবদ্ধ থাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকি, তবে সূর্য্যালোক কিরূপে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে? আচার্য্যসূর্য্য প্রচুররূপে আলোক বিতরণ করিতেছেন, জীবোদ্ধারের জন্য কৃপা বিতরণ করিতেছেন, আমাদের কর্ত্তব্য, আমাদের হৃদয়ের দ্বার নিষ্কপটে উন্মুক্ত করিয়া রাখা অর্থাৎ আচার্য্যের কৃপালোক গ্রহণ করিবার যোগ্যতা প্রকাশ। এতটুকু কার্য্য করিতেও যদি আমরা পশ্চাৎপদ হইয়া থাকি, তাহাতে আচার্য্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আচার্য্যকৃপা প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে করাঘাত করিয়া ফিরিয়া যাইবেন, কেবল কপালপোড়া ব্যক্তিগণই তাহাতে সাড়া না দিয়া বঞ্চিত থাকিবে। কিন্তু যদি কোন দিন আমাদের সৌভাগ্যোদয় হয়, তখন বুঝিতে পারিব—হায়! হায়! অবহেলা, আলস্য প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া কি সুবর্ণ-সুযোগই হারাইলাম! তখন নিশ্চয়ই বলিতে বাধ্য হইব—

"দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু, দুঃখ কহিব কাহারে॥"

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—পাকস্থলীতে যদি অধিক খাদ্য দেওয়া যায়, তবে অসুবিধা হয়; আবার যদি একেবারে খাদ্য না দেওয়া যায়, তাহা হইলেও অসুবিধা ঘটে। সুতরাং পরিমিত আহার গ্রহণ পূর্ব্বক যাহাতে স্বাস্থ্যের কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়, সেইরূপ কার্য্য করাই যুক্তিযুক্ত। চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিলে অসুবিধা আসিয়া পড়ে।

বিধি আর নিষেধ—দুইটা ব্যাপার আছে। উপদেশক নানা রকমের আছে। কেহ স্বাস্থ্যের জন্য, কেহ গ্রাম-সেবা, কেহ দেশসেবা, কেহ জাতির সেবা, কেহ মনোরাজ্যের উন্নতি, সংযম প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। আবার কতক উপদেশক আছেন, যাঁ'রা দেহ ও মনকে অনিত্য বিচারে তাঁহাদের উন্নতি বা সংযমাদির চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস্তবিক নিত্যবস্তু যে আত্মা, সেই আত্মার যাহাতে মঙ্গল হয়, তজ্জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন।

আত্মার ধর্ম্ম হইতেছে—নিষ্কলভাবে পরমাত্মার সেবা করা। আর মনের ধর্ম্ম হইতেছে—ঠিকভাবে থাকিয়া স্থূলশরীরকে নিয়মিত করা। আবার স্থূল শরীরের কার্য্য হইতেছে—স্বাস্থ্যের নিত্যকর্ম্ম যাহা না করিলে, সংসার চলে না। যাহা কোন নিমিত্তের জন্য করিতে হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম। অতএব সদসৎ বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করা দরকার। মোটের উপর, আত্মবৃত্তির মঙ্গল যাহাতে হয়, সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টা করা দরকার। কারণ আত্মাই নিত্য, আর অপর দু'টী অর্থাৎ দেহ ও মন অনিত্য। তাহাদের জন্য যত্ন করিয়াও কোন লাভ নাই। অবশ্য তাৎকালিক যত্ন কিছু করা দরকার।

ভক্তিই আত্মার ধর্ম্ম। মনোধর্ম্মের বিকার যাহা আছে, তাহাকে শুদ্ধ করা দরকার। আমরা দুষ্কৃতি-বশে স্থূল শরীর পাইয়াছি। শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে—মনোধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য, আবার মনোধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইবে—আত্মধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য, যাহাতে আত্মধর্ম্ম বিপন্ন না হয়।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

মানুষের যে কর্ম্ম ধর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, আবার যে ধর্ম্ম বিরাগের জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, আবার যে বৈরাগ্য তীর্থপাদ ভগবানের সেবার জন্য অনুষ্ঠিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবন্মৃত। আমরা জীবন, প্রাণ বলিয়া একটা কথা বলিয়া থাকি। জীবন বিগত হইলে কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম আর থাকে না। জীবন থাকিতে থাকিতে যাহা করিয়া থাকি, সেগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না, তাহা দেখা দরকার।

মানুষের কর্ম্ম দুই প্রকার—মানস ও স্থূল। এই দুই কর্ম্ম কেন করা যায়? —ধর্ম্মের জন্য, নিজ সুবিধার জন্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধিত হউক—বৈরাগ্যের উদ্দেশে। আমরা মেপে নেওয়া ধর্ম্মে অবস্থিত; কিন্তু সেই ধারণাটা চিরস্থায়ী নয়। অতএব এই সব ধারণা হইতে অবসর গ্রহণ করা দরকার।

প্রবৃত্তির পর নিবৃত্তি বলিয়া একটা জিনিষ আসিতেছে। জগতের কার্য্য সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণের দ্বারা চালিত হইতেছে। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণের, সত্ত্বের দ্বারা রজোগুণের এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা সত্ত্বগুণের নাশ করা দরকার। বিশুদ্ধসত্ত্বে আমরা সাধারণতঃ অবস্থিত থাকিতে পারি না।

ধর্ম্মসিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে ত্যাগ বলিয়া একটা জিনিষ আসিয়া থাকে। নিবৃত্তি-জীবনেরও একটা কার্য্য আছে। চুপচাপ বসিয়া থাকিলে আবার কুকর্ম্মে পতিত হইতে হয়। সেইজন্য বৈরাগ্য। বৈরাগ্যলাভ করিবার পর ভগবানের সেবা করা দরকার। ভক্তি যদি শেষ কথা না হইল, তবে কি সুবিধা হইল? প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—উভয়ই যদি ভগবৎসেবায় নিয়োজিত না হয়, তবে বাঁচিয়া থাকাই বৃথা। ভক্তিপথে ভগবৎসেবায় কোন কালে বিরাম নাই, ভগবৎসেবা নিত্যকাল চলিতে থাকিবে। মানুষের জীবদ্দশায় একমাত্র কৃত্য—তীর্থপাদের সেবায় ব্যস্ত হওয়া। সেবাই ভক্তি বা ভজন। যে আত্মধর্ম্ম উপাধিধর্ম্মাবৃত হইয়া নিদ্রিত অবস্থায় আছে, তাহাকে জাগরিত করা দরকার। মনোধর্ম্মে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু আত্মবৃত্তিতে কোন পরিবর্ত্তন নাই। "নারায়ণপরা বেদাঃ" প্রভৃতি শ্লোকে নারায়ণই পরাগতি—এই কথাই জানাইয়াছেন। তাহা যদি না বুঝি বা তদনুযায়ী কার্য্য না করি, তবে ইতর কার্য্যে বৃথা সময় নষ্ট হইবে।

হরিভজন হয় না কেন? হরিভজনের অন্তরায় কি? সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবই হরিভজনের অন্তরায়। কামক্রোধাদি রিপু সকল আমাদিগকে হরিভজনে বাধা দিতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা—এই তিনটী জিনিষও আমাদের হরিভজনের পথে অন্তরায়। মানুষ কনক-কামিনী ছাড়িতে পারিলেও প্রতিষ্ঠাশা সহজে ছাড়িতে পারে না। প্রতিষ্ঠাশা ফল্গুনদীর ন্যায় মানুষের হৃদয়ে অন্তঃসলিলা বহিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাশা দড়ীর বাঁধনের মত। বর্ণধর্ম্মে থাকারও একটা প্রতিষ্ঠা আছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আমাদের বাঁধন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে থাকিলেই যে সুবিধা বা মঙ্গল হইবে, এমন কথা কিছু নয়। মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে
স্বকর্ম্ম করিতেও রৌরবে পড়ি মজে

তাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যবস্থা দিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্য

[২২২ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু
নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং
কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে
সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে
তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

৮। শ্রীল প্রভুপাদ যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া জীবের দিব্যচক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দিতেছেন। যেহেতু তিনি শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ের প্রচারক—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে।
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

৯। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের অসমোর্দ্ধ প্রচার করিতেছেন। সেব্য, সেবক ও সেবা—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইত্যাদি ত্রিপুটিবর্গ অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য।

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ।"

"স্বরূপে সবার হয়, গোলোকেতে স্থিতি।"

"অপ্রাকৃত দেহে তাঁ'র চরণ ভজয়।"

অর্থাৎ ভগবান্ জড়বদ্ধজীবের ধারণার অতীত।

১০। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"
"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হ'তে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

—এই মহাবাক্য সকল শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য।

১১। শ্রীল প্রভুপাদ অনর্থযুক্ত অবস্থায় চতুর্ব্বিধ সাধনের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শক। যথা—আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গঃ, অথ ভজনক্রিয়া, ততঃ অনর্থনিবৃত্তিঃ। এই চারি প্রকার সাধনক্রম অনর্থযুক্ত অবস্থায় প্রত্যেকের সাধন কর্ত্তব্য।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে ভক্তি করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

সাধুসঙ্গ শব্দের অর্থ—

সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় ও বৈষ্ণবসঙ্গেতে কৃষ্ণ-শিক্ষা-দা

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৶০
পাটনাই (সরেস)	৪৶০
মাধা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৶০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল ([illegible])	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৶০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৶০
আটা 'বি'	৪॥৶০—৪৸০
২নং আটা	৪৶০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	৩৶০—৩।০
সুজি	৪৸৶০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত
ডাঃ [illegible] কান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) দ্বারার প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৫৫০ R. P. ৩৩-৩৪ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত	৫	মিঃ আর, পাল চৌধুরী	পাঁচুসদ্দার	২৪।৶৬	৮।১।৩৫	জমা	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে মায়াকোল	১৮১ খতিয়ান	১-৩৩		আর পাল চৌধুরী
৪১৫ R. P. ৩৩।৩৪		ঐ	এনাত দফাদার	১৭৮/৩	ঐ	জমা	থানা হাসখালী মৌজে গোবিন্দপুর	৪৫১ খতিয়ান	৪-৪৬	৩১৮/৬	
৪৫১ R. P. ৩২-৩৪	এ	ঐ	উকীল সেখ	১০২।০	ঐ	জমা	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা বাহাদুরপুর	১০৫ খতিয়ান	১৩-৪১	২৩৶১০	
১০১২ N. R. ৩৩।৩৪	এ	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	ভুলুঘোষ	১১।০	ঐ	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে এমপাশন	৩০৬ খতিয়ান	২-৪	।/৯ সেস	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর
২৯ A. P. ৩৪।৩৫	এ	মিঃ এ, পাল চৌধুরী	এমানমণ্ডল	৪২০৶৯	৯।১।৩৫	জমা	থানা হাসখালী মৌজে দারুণপাড়া	৫৫৭ খতিয়ান	২০-১০	৮২।০	এ, পালচৌ
২৮ A. P. ৩৩।৩৪			সাধু বিবি	৯।/০		জমা	থানা হাসখালী মৌজে রুকিণপাড়া	১০৯৩ খতিয়ান	-২০	১৶৯	
২১৪. N. R, ৩৩-৩৪	এ	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	ভণি মণ্ডল	১৯৶০		রায়তি স্থিতিবান	থানা জীবননগর মৌজা বিলকান্দিয়া	২০২১৩ খতিয়ান	১-৬৮	৪।৶০	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-পরায়ণ নদীয়া-জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ২৯শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২২৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

ব্যাঙ্কের একলক্ষ ৮২ হাজার টাকা উধাও

গত ২০শে নভেম্বর মেদিনীপুর সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বনমালী বাগচীর এজলাসে ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক তহবিল তছরূপ মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। এই মামলায় ১২ জন আসামী ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক উক্ত ব্যাঙ্কের ১৮২০০০৲ টাকা তছরূপ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। (ভারতীয়দণ্ডবিধির ৪০৮।১২০ ধারা); আসামীদের মধ্যে ছয়জন উকীল, দুইজন মোক্তার ও একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। কয়েকজন আসামীর বিরুদ্ধে হিসাবে গোলমালের (৪৭৭ ধারা) অভিযোগও আছে।

অভিযোগে প্রকাশ, ১৯২৫ হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত কয় বৎসরে ঐ টাকা তছরূপ করা হয়। আসামীদের ষড়যন্ত্রবশতঃ সরকারী হিসাব পরিদর্শকগণ তছরূপ ধরিতে পারেন নাই। কয়েকজন লোকের নামে ঋণ বাবদ খরচ লিখিয়া ৫৫০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করা হয়, ঐ সকল লোক কদাপি ঋণের জন্য দরখাস্তও করে নাই এবং তাহারা ঋণ গ্রহণও করে নাই, ব্যাঙ্কের কোনও কোনও সিকিউরিটি বিক্রয় করা হয়, কিন্তু বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ব্যাঙ্কে জমা করা হয় নাই। আমানতকারীদের টাকা হইতে অবশিষ্ট অর্থ আত্মসাৎ করা হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ঘাটালের উকীল গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী ১৯৩২ সালে ব্যাঙ্কে আত্মহত্যা করেন। উহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তছরূপ ধরা পড়ে নাই।

সরকার পক্ষে আলীপুরের শ্রীযুত পঙ্কজকুমার গাঙ্গুলী এবং আসামীপক্ষে শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও অন্যান্য কয়েকজন স্থানীয় উকীল উপস্থিত ছিলেন।

সরকার পক্ষ হইতে ঘাটাল সার্কেলের কো-অপারেটিভ সোসাইটী সমূহের ইন্স্পেক্টর বাবু পরেশনাথ বসুর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাঙ্কের গঠনবিধি পরিচালনা পদ্ধতি এবং উহাদের হিসাব পরীক্ষার রীতি প্রভৃতি বর্ণনা করেন।

কলিকাতায় ভীষণ রাহাজানি

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে গৌরি সেনের মোড়ে উল্টাডাঙ্গা রোডে ভীষণ রাহাজানি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, স্থানীয় কোনও ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী বৈষ্ণব সিং উক্ত ফার্ম্মের টাকা আদায় করিয়া ফার্ম্মে ফিরিতেছিল এমন সময় ৪।৫ জন গুণ্ডা তাহাকে ঘেরিয়া ফেলে এবং তাহার নিকট টাকা দাবী করে। প্রথমতঃ সে ইতস্ততঃ করে। কিন্তু ইতোমধ্যে দুর্বৃত্তগণ তাহাকে লাঠিদ্বারা আঘাত করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়।

সে চিৎকার করিতে চেষ্টা করিলে তাহাকে পুনরায় মস্তকে লাঠির আঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। কেহ আসিবার পূর্ব্বেই দুর্বৃত্তগণ টাকা পয়সা লইয়া চম্পট দেয়।

পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনা স্থলে আসে এবং আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। বড়তলা থানার দারোগা জমাদার ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন আহত ব্যক্তিরা আরোগ্য লাভ করিতেছে। এই পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

মহিলাকে ছোরার আঘাত

জব্বলপুরের বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মেডিকেল অফিসার মিঃ ইভান্সের পত্নী মিসেস ইভান্স গত কয়েক দিন পূর্ব্বে সদর বাজারে বড়দিনের সওদা করিবার সময় জনৈক মাদ্রাজী খৃষ্টান কর্ত্তৃক ছোরার আঘাতে আহতা হইয়াছেন। লোকটি মিসেস ইভান্সের ঘাড়ে গুরুতর জখম করিয়া সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করে, কিন্তু জনতা কর্ত্তৃক ধৃত হয়। মিসেস ইভান্সকে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। আততায়ীকে পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছে। আততায়ী এযাবৎ এই আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই বলে নাই; সে এই মাত্র বলিয়াছে যে, সে বেকার আছে।

— ——

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সং কোঃ আইনে গ্রেপ্তার

গোবিন্দপুর বোমার মামলার আসামী জীবন মোল্লার পিতার নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, উক্ত মোকদ্দমায় জীবনের আড়াই বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। ২২শে নভেম্বর জীবনের খালাস হইবার কথা ছিল বলিয়া, তাহার পিতা তাহাকে আনিবার জন্য জেল গেটে উপস্থিত ছিল। কিন্তু পরে জানিতে পারে যে, জীবনকে খালাস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় বঙ্গীয় সং কোঃ আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

— ——

মধ্যপ্রদেশে তাঁত শিল্প

মধ্যপ্রদেশের শিল্প বিভাগ শীঘ্রই নাগপুরের তাঁতীদের লইয়া একটী সমিতি গঠন করিতেছেন। তাঁত শিল্পের উন্নতিই এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য। নাগপুরে যদি এই প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে মধ্য প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও এরূপ সমিতি গঠিত হইবে।

ভারত সরকার এজন্য ১৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ভারত সরকারের মঞ্জুরের জন্য দাখিল করিয়াছেন।

নাগপুর জিলা তাঁতী সমিতি ১০০ জন তাঁতী লইয়া গঠিত হইবে এবং ১লা ডিসেম্বর হইতে কাজ আরম্ভ হইবে।

সোণা বলিয়া পিত্তল চালাইবার চেষ্টা

গণপৎ গোয়ালা নামক জনৈক ব্যক্তিকে ৭টী সোণার তাবিজ সম্পর্কে প্রতারণা করায় ভৈরবপ্রসাদ সোণার, রাখাল মণ্ডল, আবদুর সাত্তার ও বেনারসী খান গত শনিবার ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা গণপৎকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা এবং উহাতে সাহায্য করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ভৈরব সোণার ও রাখাল মণ্ডল একটি পিত্তলের বালাকে সোণা বলিয়া পরিচয় দিয়া গণপতের নিকট হইতে উহার বদলে ৭টী সোণার তাবিজ লইয়া সরিয়া পড়ে। পরে গণপৎ উক্ত বালাটি পরীক্ষা করিয়া দেখে যে, উহা পিত্তল নির্ম্মিত। টিটাগড়ের কোন এক জুট মিলের দরজার সম্মুখে আসামীগণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দি

প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগের পল্লী মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দি ৪১৯৮ ভোট পাইয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খাঁ বাহাদুর একরামুল হক ১০৫৩ ভোট পাইয়াছেন ৬৫টি ভোট বাতিল হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

রাণাঘাটের জনৈক সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, তথাকার মিউনিসিপ্যালিটীর আয় ন্যূনাধিক ২৫০০০ টাকা। ট্যাক্সের চতুর্থাংশ বাকি পড়িলেই নোটিশ জারী হইয়া থাকে। কিন্তু ধূলির অত্যাচারে পথে বাহির হইবার উপায় নাই। পথে নাক ঢাকিয়া ভ্রমণ করিতে হয়। গত বাজেটে মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তায় জল দিবার একখানি লরী কিনিবার জন্য ৮০০০৲ টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু সে বিষয়ে আর কিছু উচ্চবাচ্য হইল না। তবে করদাতৃগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্যই কি এই টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল? রাস্তায় জল দিবার জন্য অন্যূন ৩০০৲ টাকা বরাদ্দ আছে। তাহার পর সমুদয় মুড়াগাছা ষ্টেশন হইতে যে সুদূর রাস্তাটি গিয়াছে তাহাতেই নাকি বর্ষিত হইয়া থাকে। এই অভিযোগ কি সত্য? করদাতৃগণের অর্থে সমস্ত রাস্তায় জল দেওয়ার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ আছে, তাহা দ্বারা কি শুধু একটি রাস্তায় জল দেওয়া হয়? মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষগণ কি বলেন?

* * *

রাস্তায় আলোকের নাকি কোন উন্নতি দেখা যায় না। মাসের মধ্যে মাত্র কয়েক দিন রাস্তায় আলো দেওয়া হইয়া থাকে। চৌমাথা অথবা তেমাথা রাস্তাগুলিতে একটী করিয়া বড় লাইট দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য। পথিকগণের যাহাতে অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি নগর-কর্ত্তৃপক্ষ গণের সুদৃঢ় দৃষ্টি থাকা উচিত।

হিন্দু স্ত্রীলোকগণের আইনগত অনধিকার ও অসুবিধা আলোচনা করিবার জন্য গত শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় এলবার্ট হলে এক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন লেডী সরকার। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, হিন্দু-নারীর আইনতঃ যে-সকল অনধিকার ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার প্রতিবিধানার্থ উক্ত মহিলা-সভা সরকারকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন যেন অনতিবিলম্বে তাঁহারা একটি নিখিল ভারতীয় কমিশন বা তদন্ত সভা নিযুক্ত করেন। ঐ কমিশন হিন্দু নারীর আইনসংক্রান্ত অভাব-অভিযোগের যথাযোগ্য তদন্তপূর্ব্বক উক্ত আইনগুলির ন্যায্য সংশোধনের প্রস্তাব করিবেন।

* * *

লেডী সরকার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন,—"আইন ও সামাজিক প্রথা ঘটিত যে গভীর সমস্যার আলোচনা অদ্যকার এই সভার উদ্দেশ্য। সে সকল বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করা আমার ক্ষমতার অতীত। তাহা হইলেও যে সকল ক্ষেত্রে সমাজ অন্যায় ও অবিচারকে রীতির দোহাই দিয়া প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চান ও তদ্দ্বারা দেশের কল্যাণের স্বার্থ ও জাতীয় কল্যাণ ক্ষুণ্ণ করেন, সে ক্ষেত্রে আমার মত আইনজ্ঞান বর্জ্জিত লোকেও সাধারণ বুদ্ধি ও ন্যায় বিচারের সাহায্যে, সে কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারে।

* * *

"নারী জাতির অবস্থা ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে কি প্রকার ছিল ও তাহাতে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হয় কি না তাহার আলোচনা অদ্যকার সভায় আমার মতে নিষ্প্রয়োজন। কারণ প্রাচীনের নজীর দেখাইয়া বর্ত্তমানে শ্রেয়ঃ কি, তাহা ঠিক করা চলে না। বর্ত্তমানে ন্যায় ও উচিত কি, তাহাই দেখা দরকার। আমরা (নারীরা) যাহা আমাদের ন্যায্য অধিকার ও মনুষ্যত্বের দাবী বলিয়া সমাজের নিকট চাহিতেছি, তাহা শাস্ত্র অনুমোদিত হোক বা না হোক তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভারতের নারী অন্যায় অত্যাচার ও অপমানের বিরুদ্ধে কার্য্যতঃ কোন প্রতিবাদ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। যে-সমস্ত নৈতিক অপরাধের জন্য ভারতে স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেইরূপ অপরাধে শতদোষী স্বামীকেও স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই প্রকার স্বামীদের আশ্রয়ে বাস না করিয়া স্ত্রীদের পিত্রালয়ে অথবা পৃথক্ স্থানে বাস করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। ইহার জন্য একটি আইন হওয়া বিশেষ দরকার যাহাতে স্ত্রীদের ভরণপোষণের জন্য স্বামীদের প্রতি উপযুক্ত মাসহারা দিতে বাধ্য করা হয়।

* * *

"আমার বক্তব্য এই যে, ভারতের নারীদিগের এখন হইতে বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন, যাহাতে ভবিষ্যৎকালে আমাদের কন্যা বা তাঁহাদিগের কন্যারা আমরা যে সকল অন্যায় ও অবিচার সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছি, সে-সকল হইতে যেন মুক্তি-লাভ করিতে পারেন।"

* * *

হিন্দুর পারিবারিক জীবনে গৃহলক্ষ্মীগণ স্বামীর পার্শ্বে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবৎসেবার সহায়করূপে যে-সকল কার্য্য করিয়া 'সহধর্ম্মিণী'-নামে আখ্যাত হইতেন, অপর কথায় ভগবৎসেবোদ্দেশে স্বামিস্ত্রীতে যে প্রণয় বিদ্যমান ছিল, বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে তাহা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। হিন্দু ললনাগণের গৃহে বিক্ষোভের অশনি সঞ্চারিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের নিকট কমিশন নিযুক্তের জন্য প্রস্তাব করিয়া স্বামি-স্ত্রীর প্রণয় লাভ হইবে না। তাহাতে পাশ্চাত্যদেশের মত বিচ্ছেদাগ্নিই প্রজ্বলিত হইবে মাত্র। বলা বাহুল্য পুরুষগণের অত্যাচারের ভয়ে নারীগণ সেই বিচ্ছেদানল বরণ করিতেই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই আগ্রহে শান্তি চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইবে। ঐ কার্য্যের জন্য শক্তি প্রয়োগ না করিয়া প্রকৃত পতি ও প্রকৃত সহধর্ম্মিণী যাহাতে গৃহে গৃহে বিরাজিত থাকিতে পারে, তজ্জন্য সৎশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(৪)

পুণা চুক্তি সম্পর্কে কমিটির মত যে, বিলাতী মন্ত্রী-সভা পূর্ব্বে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার উহাই উৎকৃষ্টতর মীমাংসা ছিল এবং অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের বর্ত্তমান অবস্থায় উহাই তাহাদের পক্ষে অধিকতর লাভজনক ছিল। কিন্তু পুনা-চুক্তি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং কমিটীর মতে উহার কোনও পরিবর্ত্তন অসম্ভব। কিন্তু তথাপি কমিটির মত এই যে, বাঙ্গলা দেশে যদি অনুন্নতগণের জন্য রক্ষিত সদস্য সংখ্যা হইতে কয়েকটি বর্ণহিন্দুদিগকে দান করা যায় এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যদি অন্যান্য প্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহকে আরও কয়েকটি সদস্যপদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশে নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যে পরিণত করা আরও সুবিধাজনক হইত।

যুক্তরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য

নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের বিশিষ্ট অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজন্যগণ নিজেদের মনোভাব সম্বন্ধে যে সকল বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতেও কমিটি দেখিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রবেশ করিলে শুধু বৃটিশ ভারতের নহে, তাঁহাদেরও যে প্রকৃতপক্ষে অনেক সুবিধা হইবে, একথা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। নৃপতি স্বেচ্ছায় যোগদান না করিলে কোন রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, এ বিষয়টির উপর কমিটি গুরুত্ব অর্পণ করিতেছেন। শাসনতন্ত্র আইনের একটা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, তদনুসারে দেশীয় রাজারা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে এবং তদনুসারে আইনের বাধ্যবাধকতা বলবৎ হইবে। রিপোর্টের ভাষায় "দেশীয় রাজা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে বাধ্য করার কোন প্রশ্ন হইতে পারে না"।

নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের যোগদান একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া কমিটি মনে করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ব্ব সর্ত্তরূপে যথেষ্ট সংখ্যক দেশীয় রাজ্যের উহাতে যোগদান করা আবশ্যক, হোয়াইট পেপারে প্রস্তাবিত এই নীতিকে কমিটি গ্রহণ করিতেছেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের মোট জন সংখ্যা যত তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধেক জন সংখ্যার প্রতিনিধি হিসাবে এবং যুক্তরাষ্ট্র উচ্চ পরিষদে দেশীয় রাজ্যকে প্রদত্ত আসন সংখ্যার অন্ততঃ অর্দ্ধেক আসনের অধিকারী হিসাবে যতদিন না রাজন্যবর্গ উপযুক্ত সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত হন, ততদিন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে না, হোয়াইট পেপারের এই প্রস্তাবকে কমিটি গ্রহণ করিতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণকে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ নিযুক্ত করিবেন। কমিটিরও ইহাই অভিমত। দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি সংখ্যার যে অনুপাত হোয়াইট পেপারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কমিটি তাহা সমর্থন করিতেছেন। দেশীয় রাজ্য সমূহের আসন সংখ্যা কিভাবে বণ্টন করা হইবে সে সম্বন্ধে কিছুদিন যাবৎ বড়লাট ও রাজন্যবর্গের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল, কমিটী এই আসনবণ্টনের একটা পরিকল্পনা দিয়াছেন এবং এই পরিকল্পনায় অল্প বল্প পরিবর্ত্তন কেহ কেহ চাহিলেও দেশীয় রাজ্যসমূহ উহাকে বেশ সমর্থন করিয়াছেন। কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন যে, এতদনুযায়ী কোন পরিকল্পনা করিলে উহা যুক্তিযুক্ত এবং আবশ্যকতার উপযোগী হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে যে-সকল রাজা যোগদান করিবে না, তাহাদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সংখ্যানুপাতে দেশীয় রাজ্যসমূহকে অধিক আসন অস্থায়ীভাবে দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কমিটী স্বীকার করিতেছেন যে, নৃপতিবর্গ যে সকল বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বলিয়া মানিয়া লইবেন, তাহার তালিকা প্রত্যেক ক্ষেত্রে একইরূপ না হইতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় নিজেদের হাতে রাখা উচিত বলিয়া কতিপয় রাজ্য প্রমাণও করিতে পারিবেন; তথাপি কমিটী মনে করেন যে, সাধারণ তালিকার লঙ্ঘনকে ব্যতিক্রম বলিয়াই ধরিতে হইবে, স্বাভাবিক বলিয়া উহাকে মানিয়া লওয়া হইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৭ম বর্ষ ৮ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৯শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ২২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকায় সন্দেশ

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব ও কমলাপুরস্থ শ্রীগোপালজীর মঠের বার্ষিক মহোৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন করিয়া গত ২৭শে নভেম্বর শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারি-সহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন। গত ২১শে নভেম্বর শ্রীগোপালজীর মঠের সাধারণ মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিপাদগণ মঠের অন্যান্য সেবকগণসহ পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভোগরাগের পর গ্রামের শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

বিশিষ্ট সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসব এবার খুবই সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের পাঠে মুগ্ধ হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যহ বহু শত শ্রোতা এবং তাঁহার দক্ষিণ বৈলণ্ডির পাঠে প্রত্যহ ৭০০।৮০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন। অন্নকূট-উৎসব এবার এখানে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষাও অধিক সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। আর শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথির দিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও অহোরাত্র হরিকথা কীর্ত্তন এবং অপরাহ্নে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের পাঠ হইয়াছিল। গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় শ্রীল বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের জ্বালাময়ী, হৃদয়স্পর্শিনী, প্রাণস্পর্শিনী, কলিকল্মষ-বিনাশিনী বক্তৃতায় পরদিবস শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণস্থিত মণ্ডপ মুখরিত হইয়াছিল। মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীর বক্তৃতাতেও বহুলোক আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক আরও কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে হরিকথা শুনাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করিবেন। স্বামীজী কতিপয়-ব্রহ্মচারি-সহ গত ২৪শে নভেম্বর ঢাকা হইতে রওনা হইয়া ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কাওরাইদ গ্রামে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী ভৈরব-অঞ্চলে হরিকথা প্রচারার্থ গিয়াছেন।

চট্টগ্রামে প্রচার

চট্টগ্রাম ১৮।১১।৩৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস-গভস্তি নেমি মহারাজ গত ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর যথাক্রমে 'সনাতন ধর্ম্ম' ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে যাত্রামোহন সেন-হলে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। গত ১৬ই ও ১৭ই নভেম্বর দিবসদ্বয় স্বামীজী 'ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

এই দুই দিবসই চট্টগ্রামের স্বনামধন্য জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজী মহোদয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। যে-সমস্ত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল্, প্রেসিডেণ্ট, চিটাগং কংগ্রেস কমিটি; শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত বি-এ বি-এল্; শ্রীনবীন চন্দ্র দেব, জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট; শ্রীগৌরচন্দ্র দেব, জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট; রায় বাহাদুর রাজকমল ঘোষ, এম্-এস্-সি; শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দত্ত, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীবীরেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী, এম্-এ; শ্রীধীরেন্দ্রলাল দত্ত বি-এল্; শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এল্; শ্রীপ্রমথনাথচরণ দত্ত, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার; শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, এম্-এ, বি-এল্; শ্রীচিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত, বি-এল্; শ্রীদুর্গামোহন গুহ, হেড্ মাষ্টার মিউনিসিপ্যাল স্কুল; শ্রীআদিত্য চন্দ্র হেড্ মাষ্টার কলেজিয়েট স্কুল; শ্রীগোষ্ঠবিহারী রায়, ম্যানেজার, এণ্ড কোং; শ্রীমাখনলাল গোস্বামী; ডাক্তার দুর্গাপ্রসাদ লালা, জমিদার; শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ; শ্রীনলিনীরঞ্জন দাস, এম্-এ; লালা সারদা-কৃপা রায় জমিদার এম্-এল্-সি; শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সবডেপুটী; ডাঃ নীরদলাল দত্ত এম্-বি, ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম ২৩।১১।৩৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস-গভস্তি-নেমি-মহারাজ গত রবিবার হইতে দিবসত্রয় চট্টগ্রাম সদরঘাটে প্রসিদ্ধ জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহোদয়ের বিচারপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হন এবং পাঠ শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত সোমবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পূর্ব্বে স্থানীয় ভদ্রলোকগণের আকাঙ্ক্ষানুসারে এবং স্বামীজী মহারাজের নির্দ্দেশমত শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক শ্রীপাদ ভক্তগৌরাঙ্গ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "হরিকথা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা কি?" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী-প্রমুখ ভক্তগণ পাঠের আদি ও অন্তে সুললিত মহাজনগীতি ও হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বাস্তবসত্যের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায় এবং তদীয় সুযোগ্য ম্যানেজার, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্যপ্রচারে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন। নবদ্বীপবাবু সমস্ত বিষয়কর্ম্ম পরিহার করিয়া প্রচারকগণের শ্রীমুখে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন এবং নানাভাবে প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। নবদ্বীপ বাবু এবং গোষ্ঠবাবুর সত্যগ্রহণের আগ্রহ প্রশংসনীয়।

বৃন্দাবনের সংবাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৩শে নভেম্বর মথুরা হইতে বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে ভক্তগণসহ শুভবিজয় করিয়াছেন। তৎপর দিবস শেষশায়ী বা ক্ষীর-সমুদ্রে যাইবার কথা। তৎপর দিল্লী হইয়া ১লা ডিসেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পদার্পণ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ কেশব আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের প্রচার

ঢাকা নগরীর পরলোকগত লালমোহন সাহ শঙ্খনিধি মহোদয়ের জনৈক আত্মীয় সেদিন রাস উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি নদীয়া-প্রকাশের জনৈক সদস্যের নিকট বলিয়াছিলেন, এবার উর্জ্জাব্রতকালে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব-সময়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ যে পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে ঢাকাবাসী সজ্জন ব্যক্তিগণ বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। ঢাকায় উক্ত স্বামী গোস্বামীর বিশেষ প্রভাব ছিল। স্বর্গীয় একজন লালমোহন সাহ শঙ্খনিধি মহোদয়ের কারবার হইতে ১০০০০্ টাকা তহবিল তছরূপ করিয়া গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ঢাকা যাইতে সাহসী হইতেছেন না। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের প্রচার-প্রভাবে অপর গোস্বামীদ্বয়ও প্রমাদ গণিতেছেন। তিনি এবার অগ্রহায়ণ-কাল মধ্যে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আগামী বৎসর ঢাকাভিমুখে গমনের উৎসাহ পাইবেন কিনা বলিতে পারি না। উক্ত গোস্বামিদ্বয়ের (?) দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত। শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দিয়াছেন, বিদ্যাবুদ্ধিও দিয়াছেন। এই সকল যদি তাঁহারা সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োগ না করিয়া ভগবৎ-সেবার উদ্দেশে নিযুক্ত করিতেন, যদি ভুক্তিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সত্য সত্যই শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করিতেন, যদি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া তাহা কীর্ত্তনে প্রয়াসী হইতেন, এককথায় যদি আচার-পরায়ণ হইয়া শুদ্ধভক্তির প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত' আজ তাঁহারা বিশ্ববরেণ্য হইতে পারিতেন। কিন্তু সংসারের কি বিচিত্র আসক্তি, মোহিনী মায়ার কি মোহন আকর্ষণ, যে-আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সুবুদ্ধি মানব শুভবিবেক দূরে পরিহার পূর্ব্বক স্ত্রী-পুত্রাদির মোহে মুগ্ধ হইয়া পরতত্ত্বকেও পণ্যদ্রব্যরূপে প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। দু'দিন পরে যে-সংসার পশ্চাতে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে হইবে, অথচ যে দিব্য-নয়ন অবশ্য কখনও প্রাপ্ত হয় না, তল্লাভের জন্য আমরা বিন্দুমাত্রও প্রয়াস-বিশিষ্ট নহি!

ঢাকা বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত। কিন্তু এই সুপ্রসিদ্ধ নগরীতে প্রাকৃত সহজিয়া চিন্তাস্রোত এত প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, এক যুগেরও কিছু পূর্ব্বে যখন কয়েকজন শুদ্ধভক্তি-প্রচারক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক ধন্য হইবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন নাই। এমন কি, পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিদ্বয়ের একজন নাকি তাঁহার অনুগত জনগণকে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন যে, শুদ্ধভক্তির প্রচারকগণকে ভিক্ষা না দিয়া ঢাকা হইতে বিতাড়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহারই চেলা—বর্ত্তমানে বৃন্দাবনের পাদ্রী সাহেব অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেবার ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘের নিকট উক্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। প্রথমযুগে ঢাকাবাসীর সহানুভূতি বিশেষরূপে না পাওয়া সত্ত্বেও অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের অহৈতুকী করুণায় বিগত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ প্রকটিত হইয়াছেন। চতুর্দ্দশ বৎসর প্রচারের পর ঢাকাবাসীর বিশেষ সাড়া পাওয়া যাইতেছে জানিয়া আমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। করুণাময় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া চিন্তাস্রোত হইতে উদ্ধার করিয়া অপ্রাকৃত প্রেম-ধর্ম্মের আলোকে আকৃষ্ট করুন, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছি। ঢাকা নগরী যেন সত্য-সত্যই আদর্শ শুদ্ধভক্তির স্থানে পরিণত হইতে পারে।

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি.এ. মহোদয় বর্ত্তমানে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের মঠ-রক্ষকরূপে তথায় অবস্থান করিয়া পাঠ ও বক্তৃতার দ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন। জনসাধারণ তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণে নিশ্চয়ই পরমোপকৃত হইবেন। এবার ঢাকাতে স্থায়িমঠ-সংস্থাপনের জন্য দুই বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছে জানিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আশা করি, অতি সত্বরই তথায় সুবৃহৎ মন্দির ও শ্রবণ সদন (নাট্যমন্দির) নির্ম্মিত হইবে; তাহাতে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান স্থানাভাব বিদূরিত হইবে এবং বহুলোকের একসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণের বিশেষ সুবিধা হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তগণ এতদ্বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী হইতেছেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পূর্ব্ববঙ্গ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় অন্যান্য স্থান হইতে ন্যূন নহেন। শুদ্ধভক্তির কেন্দ্র শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সৌধ যাহাতে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টান্বিত হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৬)

২৭শে অক্টোবর—পূর্ব্বাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
শরণ লইয়া করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ॥
শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

কামক্রোধাদি এবং প্রতিষ্ঠাশা—এ সবই সংসারের জিনিষ। কামাদির সেবা করিতে করিতে আমরা তাহাদিগের দাস হইয়া গিয়াছি। জড়জগতে ভোগ ও ত্যাগের বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছি। এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি যে সেই অবস্থা হইতে নিজে মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই। ভগবানের সেবক সম্প্রদায় যদি আমাদের উদ্ধার না করেন, তবে অন্য কোন উপায় নাই। কর্ম্মের পথ বা জ্ঞানের পথ কোনটিই আমাদের মঙ্গলের পথ নহে। ইহাতে কেবল চাকচিক্য-চক্কণ করিতেছি, নিঃশ্রেয়স লাভ হইতেছে না। কর্ম্ম ও জ্ঞানের কথা ভূয়োভূয়ঃ আলোচনা করা যাইতেছে কেন? মানুষ ঘুরিয়া ফিরিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া হরিকথা শ্রবণের পরও আবার হয় কর্ম্ম, না হয় জ্ঞানের পথে আসিয়া পড়িতেছে ও মঙ্গল হারাইতেছে। মূলে দেখা যায়—প্রতিষ্ঠাশা। যদি প্রতিষ্ঠাশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে কেহ চাহেন, তবে ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। অবৈষ্ণব বা অভক্তের নিকট যাইলে সুবিধা হইবে না।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্
বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উপদেশক সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে ছুটী পাওয়া দরকার। ভগবদ্ভক্তের চরণ আশ্রয়েই ইহার সুবিধা হইতে পারে। কর্ম্ম বা নৈষ্কর্ম্য কোনটীতেই মঙ্গল নাই। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা করেন, তাঁহাদের সঙ্গ করাই দরকার। ঐরূপ সঙ্গ করিতে থাকিলে আমরা তৃণাদপি সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইতে এবং সদা হরিকীর্ত্তনে যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব।

সাংসারিক লোকের একটী না একটী দুষ্টবুদ্ধি আছে; আমি—ভোগী বা আমি ত্যাগী—এই রকম সাংসারিক দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িতে হইবে। একমাত্র বৈষ্ণবের সঙ্গ-দ্বারা ঐরকম দুর্ব্বুদ্ধি হইতে পরিত্রাণ হইতে পারে। বৈষ্ণব-সঙ্গ কি-প্রকারে হইবে? শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ইহার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন—

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

বৈষ্ণবের সহিত দান, প্রতিদান, গুহ্য কথার আলাপন, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ এবং বৈষ্ণবকে ভোজন করান—প্রভৃতির দ্বারা বৈষ্ণব-সঙ্গ হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য কি? সকল প্রাণীর মঙ্গল হউক, ইহাই বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য। অন্য লোকে যাহাকে মঙ্গল বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলি আদৌ মঙ্গলের বিষয় নহে। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জড়বুদ্ধি থাকাকাল পর্য্যন্ত 'বৈষ্ণব' অভিমান ভাল নয়। অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের সেবক-রূপে প্রকৃত বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা ভাল। 'আমি' ছোট হইয়া যাওয়াটাতে বৈষ্ণবের কৃপা পাইবার যোগ্যতা হয়।

দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব।
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে
তব হরিনাম কেবল কৈতব॥

—এই গানটী আপনারা গান করিতে থাকুন এবং ইহার আলোচনাপূর্ব্বক আত্ম-শোধন করিবার চেষ্টা করুন। তাহাতে জড়-প্রতিষ্ঠাশা ছুটিয়া যাইবে এবং প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে পারিবেন।

(শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে এই গানটী গীত হইলে পর) আপনারা কীর্ত্তন করিলেন,—

"কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।"

এখন বোধ হয় আপনারা বুঝিতে পারিলেন যে, কীর্ত্তন যখন সুষ্ঠু হয়, তখনই ঠিক স্মরণ হয়। তাহা না হইলে অন্য সময় কেবল ইতর বিষয় চিন্তায় ভরপুর থাকিতে হয়। প্রথমে সাধুমুখে শ্রবণ, তারপর কীর্ত্তন, তারপর স্মরণ। মনে মনে স্মরণ করিলেও হইতে পারে।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
(ভা ২।৮।৪)

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধুমুখ-বিগলিত হরি-কথা শ্রবণ করেন, তারপর সেই শ্রুতকথা কীর্ত্তন করেন, অল্প সময়ের মধ্যেই ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তাঁ'র্ই ভগবান্ লভ্য হ'ন। 'শ্রদ্ধা'-শব্দে সুদৃঢ় বিশ্বাস বুঝায়। বাল্যকাল হইতে সঙ্গের প্রভাবে জগতের কথায় খুব বিশ্বাস করিয়া থাকি; কিন্তু ভগবৎকথায় আমাদের আদৌ শ্রদ্ধা নাই। সংসারে জন্মাইবার পূর্ব্ব হইতে অনেক রকম সংস্কারাদি ক্রিয়া আমাদের আছে।

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য
শ্রুতিচোদনাৎ॥

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত-কর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ (সূর্য্যালোক দর্শন), চৌড়

(শিখা রক্ষা করা), কর্ণবেধ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার আমাদের আছে। উপনয়ন বলিতে 'উপ' অর্থাৎ সমীপে আনয়ন। আচার্য্য তখন বলেন যে, আর পিতামাতার নিকট থাকিও না, আমার গৃহে আইস, বেদ পাঠ কর, মঠবাস কর। এইরূপ ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়, তারপর কেহ বা সমাবর্ত্তন করেন, কেহ বা সমাবর্ত্তন করেন না।

———

যাঁহারা সমাবর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের জন্য ভবিষ্যতে বানপ্রস্থের ব্যবস্থা আছে। সময় উপস্থিত হইলে স্ত্রীকে পুত্রদিগের জিম্মায় দিয়া বনে বাস করিতে হইবে। 'বন' বলিতে বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনকেই বুঝায়। যাঁহাদের এই সব স্থানে বাস করা সুবিধা হইবে না, তাঁহারা মনে মনে বনবাস করিতে থাকিবেন — "বনং তু সাত্ত্বিকো বাসঃ" বিচারে যদি দ্বীপান্তর হইতে কেহ চাহেন তবে তিনি নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের যে কোন একটী দ্বীপে বাস করিতে পারেন। নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ নবধা ভক্তির অঙ্গ—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন ক্ষেত্র।

(কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মেসার্স ও, এন, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং নামীয় ফারমের প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত বাবু অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় এইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন —)

অবনী বাবু, আপনার একটী বিশেষ কাজ পড়িয়া গিয়াছে। আপনার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীও এখানে উপস্থিত আছেন। মাতাকে সুখী করান আপনার কর্ত্তব্য। মাতাকে বনে বাস করান। পিতা পত্নীকে যত্ন করিবার জন্য রাখিয়া যান। পুত্রের কর্ত্তব্য জননীর সেবা করা। জননীর সেবা-স্বচ্ছন্দের ব্যাঘাত হয়, পুত্রের এইরূপ ইচ্ছা হওয়া উচিত নহে। জননীর উপকার করিবার জন্য পুত্র সমাবর্ত্তন করিয়া থাকে অর্থাৎ বিবাহ করিয়া থাকে। পুত্র যখন বিবাহ করিবার জন্য যাত্রা করে, তখন মাকে বলিয়া যায় যে, তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি, অর্থাৎ তোমার যাহাতে সেবা হয়, তাহার সুবিধা করিবার জন্য বিবাহ করিতে যাইতেছি। জননীর কিসে সেবা হয়? তাঁ'র কোন উদ্বেগ না হয়, তাঁ'র যাহাতে হরিভজনের সুযোগ হয়, সেই সকলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেই জননীর সেবা করা হইবে। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁ'র ত' সমস্ত ইন্দ্রিয়-শিথিল হইয়া গিয়াছে, এখন তাঁ'র অন্য কি অভাব থাকিতে পারে? তাঁ'র হরিভজনের সুযোগ করাইয়া দিয়া তাঁ'র যদি সেবা করেন, তবে আপনারও মঙ্গল হইবে এবং তাঁরও ইহলোকে ও পরলোকে সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে। "বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ"। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা যাহাতে চিন্তামগ্ন না হন, তজ্জন্য পুত্রের ব্যবস্থা করা দরকার। যখন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সকল সবল ছিল, তখন তাঁহারা আমাদের জন্য অনেক চিন্তা করিয়াছেন।

আমিও বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমারও একটা বিষম চিন্তা আসিয়া পড়িয়াছে — সকলের মঙ্গল হউক, সকলে হরিভজন করিয়া চরম কল্যাণ লাভ করুক, আমার চেষ্টা সফল হউক, আমার এই সমস্ত চিন্তা আসিয়া পড়িয়াছে।

২৭শে অক্টোবর — অপরাহ্ণ

গত ২৭।১০।৩৪ তারিখের সন্ধ্যার পর রাত্রি ৭টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে বলিতে লাগিলেন — আমরা ভোগী; কিন্তু সৌভাগ্যবশে কৃষ্ণলীলাস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং কৃষ্ণলীলা-কথা-আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়াছি। দ্বারকা —কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভূমিকা। দ্বারকা হইতে মথুরার মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্য। ভগবানের কৃপায় ঐসমস্ত লীলা-শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে। এই কার্ত্তিক মাসে দামোদর-ব্রত উপলক্ষে আপনারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উক্তব্রত-উপলক্ষে ভাগবত পাঠ হইতে দেখা যায় এবং তথায় অনেক শ্রোতারও সমাবেশ হয়। কিন্তু সেইসকল স্থানে ভাগবতের পাঠক বা শ্রোতা — কেহই ভাগবত আলোচনার উদ্দেশ্য যে কি, তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন না।

ভাগবতের আস্বাদ্য-বিষয় — শ্রীভগবান। সেই ভাগবত-প্রতিপাদ্য বিষয় লাভ হইতে পারে না যদি আমরা ভাবনাপথে ভোগের ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া থাকি অর্থাৎ যদি সেবা-বিচার-রহিত হইয়া অন্য বিচারে অবস্থিত হইয়া থাকি। জাগতিক বিষয়-কথাগুলি আমাদের বড় আদরের জিনিষ, উহা আমাদের বড়ই প্রেয়, কারণ সেই সব কথায় আমাদের বেশ ভোগের সুযোগ আছে। বিষয়-কথার মধ্যে যত বেশী পরিমাণে থাকিব ততই ভোগপিপাসার বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব আত্মার সেবা-বৃত্তি ভক্তিতে যদি অবস্থিত হইতে পারি, তবে মঙ্গল হইতে পারে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব যাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের এই আশীর্ব্বাদ যদি বুঝিতে পারি, তবেই মঙ্গল লাভ হইবে।

বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা বোঝা যাইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বুঝিতে হইলে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। সাধু কে? যাঁহার কায়-মন-বাক্য কৃষ্ণে ও কৃষ্ণবিষয়ে আবদ্ধ, তিনিই সাধু। যাহা কৃষ্ণেতর পদার্থ, তাহা দেবতাগণেরই ..... র বিষয় হউক — আর মানুষেরই চিন্তার বিষয় হউক, সবই ভোগের দ্রব্য। কৃষ্ণ অঘদমন, পাপকে দমন করিতে পারেন। অঘারির ভট (সৈন্য) সকল বিষ্ণুদূত বা বৈষ্ণব; তাঁহাদের অন্য কার্য্য নাই। তাঁহারা যে জগতে আসেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের কোন কার্য্য নাই, তাঁহারা কেবল জীবের মঙ্গলের জন্য এ জগতে আসিয়া থাকেন। কৃষ্ণের সেবা যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা করাটা যদি আমাদের বিচার হয়, তবে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে। আমাদের ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কৃষ্ণ নহে যে জিনিষ, তাহা আমাদের ভোগের বস্তু। সেই জন্য মহাপ্রভু বলিলেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালি হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় সেই লতা গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

———

যাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা করেন, তাঁহাদের কখনও অমঙ্গল হয় না। গোলোকে পাঁচ প্রকারে খুব বিশ্রম্ভসহকারে সেবা হইতে পারে। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যে যাইতে হইলে সেখানকার রাস্তা চেনেন যাঁহারা, তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। সাধুগণই সেখানকার রাস্তা চেনেন। অতএব এই Non-Absolute Region (অবাস্তব দেশ) হইতে ফিরিয়া যাইতে হইলে ঐরূপ সাধুগণের অনুগমন করা দরকার।

যেখানে যত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ আছে, সে সকলই আমাদের ভোগের সহায়। জগতে আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছি। এই সব অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ হইতে পারি — একমাত্র সাধুসঙ্গ-দ্বারা; তাঁহারাই একমাত্র মালিক। তাই শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই —

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য
সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি
মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

———

সাধুর সঙ্গ, নন্দের সঙ্গ, যশোদার সঙ্গ, শ্রীদাম-সুদামের সঙ্গ, বলদেবের সঙ্গ দ্বারা আমাদের চরম কল্যাণ লাভ হইবে। সেই সঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া থাকা কষ্টকর; অথচ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য

[২২৩ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

ভজনক্রিয়া

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তনই ভজনক্রিয়া।

অনর্থ

অনর্থ চারি প্রকার যথা—

১। স্বরূপভ্রম, ২। অপরাধ, ৩। অসৎ-তৃষ্ণা, ৪। হৃদয়দৌর্ব্বল্য। ইহাদের প্রত্যেকটী আবার চারি প্রকার।

স্বরূপভ্রম চারি প্রকার, যথা—

১। স্ব-স্বরূপ-ভ্রম, ২। পর-স্বরূপ-ভ্রম, ৩। সাধ্য-সাধন-স্বরূপ-ভ্রম, ৪। বিরুদ্ধ-স্বরূপ-ভ্রম, (রূপানুগ-বিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে)।

অপরাধ চারি প্রকার—

১। নামাপরাধ, ২। ধামাপরাধ, ৩। বৈষ্ণব-অপরাধ, ৪। সেবাপরাধ।

নামাপরাধ দশ প্রকার, ধামাপরাধ দশ প্রকার, বৈষ্ণব-অপরাধ দশপ্রকার, সেবাপরাধ বত্রিশ প্রকার, (কোন কোন মতে) বিয়াল্লিশ প্রকার।

দশবিধ নামাপরাধ — "সতাং নিন্দা" প্রভৃতি শ্লোকে দ্রষ্টব্য। নামাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ অভিন্ন। শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধীয় বস্তুকে বৈষ্ণব বলা হয়। শ্রীনামী হইতে অভিন্ন শ্রীনাম অক্ষর নহেন বা মর্ত্ত্য নহেন, তিনি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তু। বৈষ্ণবচরণে যিনি অপরাধ করেন, তিনিও নামাপরাধী। ("সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে" শ্লোকে আলোচ্য)।

———

আমরা এই অসুবিধার রাজ্যে দিন কাটাইতেছি। তথাপিও সাধুসঙ্গ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেছি না। তাই ভাগবত বলিয়াছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

———

অসাধু যাহারা, তাহাদের সঙ্গ যদি করি, তবে তাহারা আমাদের ভোগ বৃদ্ধি করাইয়া দেয়। কৃষ্ণের গোপগণ, উদ্ধব, নন্দ, যশোদা, বলদেব প্রভৃতি—ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তাঁহার প্রিয়গণের সঙ্গ করিতে পারিলেই আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে।

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য পর্যোজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩০ A. P. ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত	এ	এ, পালচৌধুরী	আলিজান মণ্ডল	১৫২১/০	৯।১।৩৫	জমা	থানা হাসখালী মৌজে দাক্ষণপাড়া	৪৩৮ খতিয়ান	৯-৫৯	২৪/৩	ও, পাল-চৌধুরী
৪০০ R. P. ৩৭।৩৪		মিঃ আর, পাল চৌধুরী	কসিমদ্দিন তরফদার	২০/৩	১০।১।৩৫	জমা	থানা হাসখালী মৌজে গোবিন্দপুর	১২৪০ খতিয়ান	-২৬	২।৬	আর পালচৌ
৩৮০ R. P. ৩৫,৩৪		ঐ	কাদু সেখ	১৭।৶৩	ঐ	জমা	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভাতুকা	১১৪ খতিয়ান	-৩১	২৶৯	ঐ
৫০৭ R. P. ৩৩।৩৪	এ	ঐ	দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৮।৶৩	ঐ	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে পোরানিয়া	২২৬ খতিয়ান	৫ ৩৫	১/০ সেস	ঐ
১২৪ N. R. ৩৪।৩৫	এ	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	হেমচন্দ্র বাগচী	২৬৶৯	ঐ	পত্তনিদার	থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৭৫১ খতিয়ান	-১২	৪/৮	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১০১১ N. R. ৩৩।৩৪	এ	ঐ	সতীশচন্দ্র সেন	৭৷৵৪	১১।১।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	২৯৬ খতিয়ান দাগ ২৯৭-৩০০ ৩০৪,৩০৫	২-৫৭	৶৯ সেস	ঐ
২৩২. N. R. ৩৩-৩৪	এ	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	গরীব সেখ	৫৭৷৶৩	১১।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে [illegible]	১৯২১ খতিয়ান	১-২৮	৮৶০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া-জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪১, ৩০শে নভেম্বর ১৯৩৪ [২২৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সংস্কৃত শিক্ষায় গবর্ণর বাহাদুরের সহানুভূতি

আসামের গবর্ণর স্যার মাইকেল কীন ২৩শে নবেম্বর আসাম উপত্যকার সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র নলবাড়ী পরিদর্শন করেন। জনসাধারণ এবং পাণ্ডিতদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কয়েকখানি মানপত্র প্রদান করা হয়।

গবর্ণর স্বীয় বক্তৃতায় বলেন যে, সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কামরূপের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পণ্ডিতদিগের প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে, কিন্তু অর্থের অভাববশতঃ তেমন কিছু করা সম্ভব হয় নাই। তবে তিনি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যতে আসাম সংস্কৃত বোর্ডে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং উক্ত বোর্ডে অধিকতর সংখ্যক পণ্ডিত-দিগের প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের অনুরোধ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

কামরূপস্থ কোনও পণ্ডিতকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করিবার জন্য পণ্ডিতগণ যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে স্যার মাইকেল কীন বলেন যে, উক্ত সমাধি-প্রদান সম্পর্কে একমাত্র গুণ ও বিদ্যাভিন্ন অপর কোনও বিবেচনা অনুসারে কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

অন্যান্য মানপত্রে নলবাড়ীকে একটি মহকুমা সহরে উন্নতি করিবার জন্য যে অনুরোধ করা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে গবর্ণর বাহাদুর বলেন যে, শাসন সম্পর্কীয় বিবেচনায় নলবাড়ী সর্ব্বতোভাবেই মহকুমা সহর হইবার উপযুক্ত এবং তাঁহার মতে পূর্ব্বেই এ কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য ছিল। তবে তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইবে না।

ভূমি-কর কমাইবার জন্য জনসাধারণের অনুরোধের উত্তরে স্যার মাইকেল বলেন যে, ইতোপূর্ব্বেই টাকায় তিন আনা কর মাপ করা হইয়াছে এবং অতিরিক্ত আরও কম করিতে গেলে শিক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অর্থের অভাব হইবে বিদেশাগতদিগের জন্য আসামের অধিবাসীদের স্বার্থের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আসামবাসী কৃষকের প্রয়োজনীয় ভূমি কাড়িয়া লইয়া কোনও বিদেশাগতকেই এ পর্য্যন্ত প্রদান করা হয় নাই।

উপসংহারে তিনি কয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সমর্থন করেন এবং রক্ষাকবচগুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন।

কবুতর ধরিতে যাইয়া বিপদ

দিনাজপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, জনৈকা মুসলমান বিধবার তিনটী সন্তানের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত মুসলমান বিধবার গৃহের চালের উপরস্থ কবুতরের বাসায় কয়েকটী শাবক হইয়াছিল। উক্ত বাসার মধ্যে যে সাপ থাকিতে পারে তাহা কাহারও সন্দেহ হয় নাই। শাবক হইয়াছে জানিতে পারিয়াই, বিধবার পুত্রগণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উহাদিগকে মারিয়া মাংস খাইবার অভিলাষ করায় তাহাদের জননী তাহাদিগকে আরও দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে বলেন, কিন্তু বাধা পাইয়া বালকদের বাসনা-বহ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে এবং বিধবা তাহার শিশুকন্যাসহ নিকটবর্ত্তী একটী পুকুরে গৃহকর্ম্ম করিতে গমন করিলে, প্রথমতঃ একটী বালক মই বাহিয়া চালের উপর যায় ও শাবকটী ধরিবার উদ্দেশ্যে বাসার অভ্যন্তরে হাত প্রবেশ করাইয়া দেয় ঐ সময়েই ভিতরের সর্পটী তাহাকে দংশন করে। কিন্তু উহাকে কবুতর শাবকের দংশন মনে করিয়া পুনরায় সে অপর হাতও উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং পুনরায় দষ্ট হয়। তখন সে নামিয়া আসে এবং অপর বালকের অজ্ঞাতসারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় ইতোমধ্যে অপর বালকটীও উপরে উঠে এবং পূর্ব্বোক্ত বালকের মতই শাবক ধরিবার প্রয়াস পাইতে যাইয়া তাহারই মত সর্প কর্ত্তৃক দংশিত হয়। আঘাত পাইয়া সে চিৎকার করিয়া উঠে এবং তাহার চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের জননী শিশুকন্যাটিকে পুকুর পারে ফেলিয়া রাখিয়াই বাড়ীতে ছুটিয়া আসে বালক দুইটীকে অবশ্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে বালিকাটী কাহারও নিকট হইতে কোনও বাধা না পাইয়া পুকুরে নামিয়া যায় এবং সেও জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করে।

প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা স্থগিত

২৬শে নবেম্বর হইতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টার ১৯৩৫ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের নির্ব্বাচন পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। উহা স্থগিত রাখা হইয়াছে। আগামী ৩রা ডিসেম্বর হইতে সিনেট হলে ঐ পরীক্ষা হইবে।

ডাকপিয়ন কর্ত্তৃক চিঠি গোপন

জুরীদিগের সম্মতিক্রমে আলীপুরের এ্যাসিষ্টান্ট দায়রা জজ মিঃ বি কে রায় টাকুরিয়া ডাক-ঘরের পিয়ন অমরেন্দ্রনাথ দত্তকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তিপ্রদান করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী হইতে জুনমাস পর্য্যন্ত ১২৭৪ খানা চিঠি বিলি না করিয়া গোপন করার অভিযোগ আনীত হইয়াছিল।

আসামী দোষ অস্বীকার করিয়া বলে যে, তাহার কোন শত্রু অথবা এক্সপ্রভাবে তাহার সহিত শত্রুতা করিয়াছে। মিঃ এ দায়ুদ ও মিঃ জে নাথ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

আপত্তিকর পুস্তকাদি প্রাপ্তির জের

সন্ত্রাসমূলক কার্য্যে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাজেয়াপ্ত পুস্তক এবং অন্যান্য কাগজ পত্রাদি রাখার দায়ে প্রতাপাদিত্য রোডের সুধীর দাসগুপ্ত আলীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস পি ঘোষের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনানুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে।

গত ২রা আগষ্ট সুধীরের বাটী খানাতল্লাসকালে পুলিশ উক্ত পুস্তক ও কাগজপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সরকার পক্ষের অনেক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

খনি-দুর্ঘটনায় ৫৩ জনের মৃত্যু

নাগাসাকির সংবাদে প্রকাশ, সমুদ্রতীরে কয়লার খনির ভিতরে হঠাৎ সমুদ্রের জল আসিয়া বেগে প্রবেশ করায় ৫৩ জন শ্রমিক ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

ওঁ ধ্রুবো জগদকে বাধুরেবাহ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৪ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪১

ভারতের বড়লাট বাহাদুর প্রতি বৎসরই বড়দিনের উৎসবের সময় কলিকাতায় আসেন ; এবারও এ উদ্দেশ্যে ১লা ডিসেম্বর তাঁহার কলিকাতা পৌঁছিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি শাসন পরিষদের সঙ্গে সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট লইয়া গভীর আলোচনা ও পরামর্শে ব্যস্ত আছেন, ভারত শাসন আইনের খসড়া রচনা সম্বন্ধেও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে তাঁহার পরামর্শ চলিবে ; সুতরাং ঐসময় বড়লাট বাহাদুরের কলিকাতায় আসিবার সময় হইবে না।

উলুবেড়িয়ার খোদনবালা হরণের মামলায় হাওড়ার সেসন জজ মিঃ এস্ এন মোদক যে রায় দিয়াছেন, তাহা অপরাধের অনুপাতে ঠিকই হইয়াছে। এই মামলার বিবরণে এমনই বীভৎস পাশবিকতা প্রকাশ পাইয়াছে যে, পড়িলে ক্ষোভে, ঘৃণায় ও লজ্জায় চিত্ত মর্ম্মাহত না হইয়া পারেনা। দল বাঁধিয়া নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারের কলঙ্কময় কাহিনী বাঙ্গলা দেশে যেন নিত্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেসন জজ মিঃ মোদক প্রধান অপরাধীকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে এবং অন্যান্য আসামীকে নয় বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন বাঙ্গলা দেশে নারীহরণ যেরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অপরাধীদের এইরূপ কঠোরতম দণ্ড দেওয়া যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। অন্যান্য বিচারকগণ নারীহরণের মামলায় মিঃ মোদকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে এ পাপ যদি কিছু দমন হয়।

বোম্বাইএর এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২৬শে নভেম্বর প্রাতে টাটা কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার মিঃ এন্ এম, মজুমদার তথাকার যে হোটেলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই হোটেলের ৫ তলা হইতে হঠাৎ দোতালায় পড়িয়া যান এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীযুত মজুমদার প্রথমে দোরাব টাটার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন, পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তিনি উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টার পদে বৃত হন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালীগণ একজন বিশেষ কর্ম্মীকে হারাইলেন।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(৫)

যদি কোন নৃপতি যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্তরূপে কতকগুলি বিষয় এমনভাবে খাস করিয়া লইতে চান, যাহার ফলে যোগদানের কোন অর্থ থাকে না, তাহা হইলে উক্ত রাজাকে যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করার কোন বাধ্যবাধকতা সম্রাটের থাকিবে না।

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার বর্ত্তমানে সম্রাটের পক্ষে সপরিষদ গবর্ণর জেনারেলের হস্তে ন্যস্ত ঐ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা স্পষ্টতঃই কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে থাকিতে পারে না। কমিটী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সীমার বাহিরে দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্পর্ক শুধু সম্রাটেরই সহিত থাকিলে এবং এ বিষয়ে সম্রাটকে উপদেশ দানের অধিকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার সীমা আলোচনা প্রসঙ্গে কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে এডেনের শাসনভার যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ব্বেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হউক।

কেন্দ্রীয় দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদের যে প্রস্তাব হোয়াইট পেপারে করা হইয়াছে, কমিটি তাহা অনুমোদন করিতেছেন সে প্রস্তাব এই :—গবর্ণর জেনারেল তিনজন বা তন্ন্যূন পরামর্শদাতার সাহায্যে দেশরক্ষা বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের শাসন পরিচালনা করিবেন এবং অন্যান্য সমস্ত বিভাগে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা হইতে মনোনীত মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে চলিবেন। তবে এ সব বিষয়ে বড়লাটের 'বিশেষ দায়িত্বের' বিধান অনুসারে অর্পিত ক্ষমতা বলবৎ থাকিবে। প্রাদেশিক গবর্ণরগণের যে বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে, বড়লাটের এই ক্ষমতাও তদনুরূপ হইবে। পার্থক্য থাকিবে এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বনিয়াদ ও সুনাম রক্ষার জন্য বড়লাটের একটি শর্ত্তে বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে। এই বিশেষ দায়িত্ব পূরণে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একজন অর্থনীতিক পরামর্শদাতা থাকিবেন, যিনি প্রয়োজন হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকেও সাহায্য করিবেন। কমিটি পরিষ্কারভাবে বলিতেছেন যে, অর্থনৈতিক পরামর্শদাতাগণ মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন না ; কিন্তু কমিটি স্বীকার করিতেছেন যে, পরামর্শদাতা ও মন্ত্রিগণের মধ্যে একসঙ্গে আলোচনাদি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেশ রক্ষা বিষয়ে শাসনতন্ত্রগত কমিটি গঠনের প্রস্তাবে কমিটি রাজী নহেন, কিন্তু তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাম্রাজ্য রক্ষা কমিটির অনুরূপ একটি পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান থাকিলে সুবিধা হয়। আইন সভায় একটি শাসনতন্ত্রগত দেশ রক্ষা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তাও জয়েণ্ট কমিটি স্বীকার করেন না তবে যদি আইন সভার সহিত পরামর্শের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি নির্দ্ধারণের ভার গবর্ণর জেনারেলের হাতে থাকে, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও আইন সভা প্রয়োজন মনে করিলে দেশরক্ষা কমিটী গঠন করিতে পারেন তাঁহাদের আপত্তি নাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিদের পরোক্ষ নির্ব্বাচন

উভয় পরিষদের আকার, প্রত্যেক পরিষদের ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি সংখ্যার অনুপাত এবং নিম্ন পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও "বিশেষ স্বার্থের' জন্য নির্দ্ধারিত আসন সংখ্যা সম্পর্কে হোয়াইট পেপার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কমিটি গ্রহণ করিতেছেন। ব্রিটিশ ভারতের আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মুসলমান সম্প্রদায় পাইবে. হোয়াইট পেপারের এই প্রস্তাব কমিটি সমর্থন করিতেছেন, কমিটি ইহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন।

উভয় পরিষদে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিগণের নির্ব্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে কমিটি হোয়াইট পেপার হইতে পৃথক প্রস্তাব করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় নিম্ন পরিষদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্ব্বাচন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাদেশিক নিম্ন পরিষদ কর্ত্তৃক পরোক্ষ নির্ব্বাচনের পক্ষে কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় এই নির্ব্বাচনে নিজেদের প্রতিনিধিদের জন্য পৃথকভাবে ভোট দান করিবে কালক্রমে ভোটদাতার সংখ্যা যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পরিণত বয়স্কদের ভোটাধিকারে পর্য্যবসিত হইতে চলিবে, তখন প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন প্রথাকে বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িবে, ইহা কমিটির পরোক্ষ নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করার একটি কারণ।

পক্ষান্তরে কমিটি দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা গঠনের একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি বেশী দিনের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া পার্লামেণ্টের পক্ষে আজ সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পরোক্ষ নির্ব্বাচনের উপযোগিতা ভবিষ্যতে পুনরায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা চলিবে। কমিটি আশা করেন যে, যদি কার্য্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা লাভের পর ভারতীয় জনমত পরোক্ষ নির্ব্বাচনের কোন সংশোধন আবশ্যক বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে প্রস্তাবাবলী পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করিবেন। ঐরূপ প্রস্তাব পেশ করিবার কার্য্যক্রমে রিপোর্টে ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যৌথভাবে পরোক্ষ ভোটদান প্রথায় সমস্যার শেষ সমাধান হইতে পারে, এইরূপ মন্তব্য কমিটী করিয়াছেন।

রাষ্ট্র পরিষদে পরোক্ষ নির্ব্বাচনের নীতি হোয়াইট পেপারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; কমিটি এই নীতি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার সদস্যগণ প্রাদেশিক আইন সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলে বিভিন্ন নির্ব্বাচক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন, এই মত কমিটি প্রকাশ করিয়াছেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যে প্রদেশে আইন সভার দুইটি পরিষদ, সেখানে উচ্চ পরিষদই নির্ব্বাচক প্রতিষ্ঠান হইবে এবং যে প্রদেশে আইন সভার একটী পরিষদ সেখানে একটী নির্ব্বাচক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে, দুইটী পরিষদ বিশিষ্ট প্রদেশের উচ্চ পরিষদের যে নির্ব্বাচক মণ্ডলী থাকে তদনুরূপ নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণকে লইয়াই উক্ত নির্ব্বাচক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। হোয়াইট পেপারে প্রস্তাবিত "সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট" দ্বারাই নির্ব্বাচন হইবে। রাষ্ট্র পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিবে না, ইহাই কমিটির মত। উহার সদস্যগণ ৯ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং প্রতি ৩ বৎসর অন্তর সদস্যগণের এক তৃতীয়াংশের স্থানে নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবে।

সরকারী চাকুরী

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস ছাড়া অন্য সমস্ত সরকারী চাকুরী বিভাগে ভারত সচিবের লোক সংগ্রহ করার প্রথা আর থাকিবে না, কমিটী ইহাই প্রস্তাব করেন। শাসন পদ্ধতির গুরুতর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত দুইটি বিভাগে নিয়োগ পদ্ধতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন করার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেই কমিটী রাজী নহেন। তবে ভারতবর্ষে ঐ দুইটী বিভাগের ভারতীয় নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে বলিয়া কমিটী মনে করেন। কমিটী বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রস্তাবই শেষ সমাধান হইবে এমন কথা তাঁহারা বলেন না ; কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাবে নূতন শাসনতন্ত্র ব্যবস্থার কর্ম্মদক্ষতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে. এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের প্রস্তাব পরিকল্পিত হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটি পরে বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় হইবে, এবিষয়ে কমিটির কোন মত পার্থক্য নাই। শাসনতন্ত্র আইনে এজন্য কোন তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছেন, তবে তাঁহারা আশা করেন যে, ৫ বৎসর পরে অনুসন্ধান করিয়া দেখা সুবিধাজনক হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ৯ই কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৪ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩০শে নবেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার { ২২৫শ সংখ্যা

গড়জাতে প্রচার

বারাম্বা রাজপ্রাসাদে বক্তৃতা

— :০: —

প্রথম দিনের বিবরণ

বারাম্বা ১৮।১১।৩৪

গত ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ নরসিংহপুর রাজপ্রাসাদে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া বারাম্বা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। তথাকার রাজাবাহাদুর তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। গত ১৭ই নভেম্বর প্রাতে আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী রাজাসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশাবলী কিছু কীর্ত্তন করেন। রাজাসাহেব আরও অধিক শ্রবণপিপাসু হইয়া সায়ংকালে রাজপ্রাসাদে একটী বক্তৃতার আয়োজন করেন। প্রথমতঃ আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবানন্দ-ব্রহ্মচারী-ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সুললিত কণ্ঠে প্রচারকগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ-পর্ব্বত মহারাজ ২ঘণ্টা যাবৎ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া "হরিভজন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, শুদ্ধ হরিভজন করিতে হইলে শুদ্ধবৈষ্ণব গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয়, শুদ্ধবৈষ্ণব গুরুর পাদাশ্রয়ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হইতে পারে না" প্রভৃতি বিষয় সমূহ বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। স্বামীজী-মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রাজাবাহাদুর, রাজপরিবারবর্গ, রাজকর্ম্মচারিগণ এবং অন্যান্য সজ্জনবর্গ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পরদিনও একটী বক্তৃতা-প্রদানের জন্য রাজাসাহেব স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

ময়মনসিংহ-সংবাদ

ময়মনসিংহ ২২।১১।৩৪

ময়মনসিংহ বড়বাজারস্থ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের রক্ষক মহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর-ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহোদয় যথাশাস্ত্র উর্জ্জাব্রত পালন-পূর্ব্বক ময়মনসিংহ সহরে ও মফঃস্বলের সজ্জনগণের বাড়ীতে বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বহু ব্যক্তি আকৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীমঠে গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব ভক্ত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ শর্ম্মার অর্থানুকূল্যে সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপাদ উরুক্রমভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় উৎসব-বাসরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের উপাখ্যান শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ করিয়া শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

প্রয়াগে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব

গত ১৮ই নভেম্বর রবিবার দ্বাদশীর দিনে এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব মহোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। যাহাতে সকলেরই সুবিধা হয়, তজ্জন্য উৎসবের ব্যবস্থা দিনের বেলায়ই হইয়াছিল। মঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজী অপূর্ব্ব শৃঙ্গারে ভূষিত হইয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজের আলেখ্য নানাবিধ-পুষ্পাভরণাদিদ্বারা মনোরম সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। ভোগারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্বাত্মক কীর্ত্তন হইবার পর সমবেত প্রায় ২০০ শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীপরানন্দ ব্রহ্মচারী ও বোম্বে গৌড়ীয়মঠ হইতে আগত শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দাসাধিকারী শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের পরমার্থপ্রদ জীবনী বক্তৃতাদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পাটনায় প্রচার

পাটনা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, রাগভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের ভাগবত-ব্যাখ্যামুখে বক্তৃতা-সম্বন্ধে স্থানীয় দৈনিক "দি ইণ্ডিয়ান্ নেশন" নিম্নের সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছেন।

A LECTURE ON BHAGBAT

Nov. 23

A lecture on Sreemad Bhagbat was delivered by Pandit Sreepad Sibananda Brahmachary, Ragbhusan, Bhaktisastri, at the house of Babu Lakshmi Narayan, mill merchant, Mithapur, Patna. The lecture was on the basis of "Sudama Bipra" and was in Hindi language. There was a huge gathering and Swamiji's lecture was highly appreciated by all present there.

— পাটনা-মিঠাপুরস্থিত মিল-মার্চেন্ট বাবু লক্ষ্মীনারায়ণের গৃহে পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, রাগভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত "সুদামা বিপ্র"-সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সভাটী প্রকাণ্ড হইয়াছিল। উপস্থিত সকলেই ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সাত্ত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ

নারমা ২১।১১।৩৪

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত গৃহস্থভক্ত—মেদিনীপুর জুলগেড্যানিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনন্দন দাসাধিকারী মহাশয়ের স্বধামগত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আচার্য্য দাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য, ভক্তিশাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে গত ৩রা অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নামকীর্ত্তনমুখে অতিসমারোহে বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। শ্রাদ্ধবাসরে তদ্দেশীয় গৃহস্থভক্তগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন।

উক্তদিবস সন্ধ্যা ৭টায় সময় স্থানীয় শিক্ষিত সজ্জনগণের চেষ্টায় একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভাতে বহু ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহোদয় শ্রীশ্রীবৈষ্ণবস্মৃতির বিধানের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের প্রেত-শ্রাদ্ধের হেয়তা প্রদর্শনমুখে অতি সুন্দরভাবে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় জনৈক পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী কুতর্ক আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহাশয় শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়া হরিভক্তিবিলাসানুসারে যাহা ব্যবস্থা আছে, তাহা বুঝাইয়া দেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সন্দেশ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ হইতে প্রেরিত শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ-পত্রে প্রকাশ, তিনি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছিতে চেষ্টা করিবেন।

গৌর বিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ কেশব, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

বিরক্তের ধর্ম্ম

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পারমহংস্য ধর্ম্মের প্রচার-মুখে বলিতেছেন,—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হৈয়া লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পালনে অপ্রাকৃত কৃষ্ণচন্দ্রের সেবার কোনও কথা নাই। উহাতে জাগতিক অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। বিরক্ত ভগবদ্ভক্তগণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়জগতের যাবতীয় অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া অকিঞ্চন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন। বিরক্তের ধর্ম্ম—বিলাসরহিত হওয়া। সসীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়তর্পণে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হয়। ভোগ্যবস্তুর অপেক্ষারহিত ভগবৎ-প্রীতিকামী ভগবৎ-সেবক ভোগ্য জগতের কোনও বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ভোগকুল সর্ব্বদাই ভোগাভাবে বিরক্তি ও স্বরূপজ্ঞানে বিমূঢ়তাপ্রযুক্ত জড়-ভোগ-লাভের আশায় নানাবিধ বিধানের অনুগত হয়। ঐগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎ-সেবাপর হইলেই পারমহংস্য-ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়

আত্মধর্ম্মে হিংসাবৃত্তি নাই

বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত বস্তুর সাদৃশ্য-দর্শনে বস্তুর সহিত প্রতিবিম্বের সম-জ্ঞান অথবা আকর বস্তুকে অবজ্ঞা করা বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম নহে। পরমাত্মায় চিন্ময় ধর্ম্ম অবস্থিত। বিভিন্ন আধারে জীবগণের মধ্যেও সেই চৈতন্যধর্ম্মের অবস্থিতি। জীব-চৈতন্য লোপ করিয়া অনুভূতি-রহিত হইবার চেষ্টা পশুর ন্যায় অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ চেতন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিপর্য্যয় হইয়া জীব-হিংসাদি পাপ হইতে বিরত হইবেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৮।৩২) বলিতেছেন—

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ॥

—এক চন্দ্রই যেরূপ বিভিন্ন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ এক পরমাত্মাই বিভিন্ন দেহে ও আত্মমধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে বহুরূপে বর্ত্তমান হইয়াছেন। এবং দেহসকলও এক আত্মার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত রহিয়াছে।

ঐকান্তিক হরিভক্তের কৃত্য

যাঁহারা কায়, বাক্য ও মনকে শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়প্রীতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন শ্রীহরির স্মৃতি তাঁহাদের হৃদ্দেশ সর্ব্বদাই অলঙ্কৃত করিয়া আছেন বলিয়া জাগতিক লাভ-ক্ষতির বিচার তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। আহার্য্য-দ্রব্যের প্রতি বা ভাল থাকিবার ও ভাল পরিবার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টিও নাই, এমন কি খাদ্যদ্রব্য যথাসময়ে না পাইলেও তাঁহাদের চিত্ত বিচলিত হয় না। আর প্রচুর পরিমাণে আসিলেও তাঁহারা হৃষ্ট হন না। শ্রীমদ্-ভাগবত (১।১৮।৩৩) বলেন—

অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্॥

—ধৈর্য্যশীল মুনি কোন সময়ে অন্নাদি প্রাপ্ত না হইলে সেই অলাভকালে বিষণ্ণ অথবা কোন সময়ে তাহা প্রাপ্ত হইলে সেই লাভকালে হৃষ্ট হইবেন না; যেহেতু লাভ ও অলাভ—এই উভয়ই দৈবাধীন জানিবেন।

শ্রীপদ্মপুরাণ বলে—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥

—হরিভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভোজন ও আচ্ছাদন-সংগ্রহের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও যদি তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা লব্ধসামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে হরিকেই স্মরণ করিবেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৭)

২৭শে অক্টোবর—অপরাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

'ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু॥
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

বেদবাসম্পৃক্ত বার্ষভানবীর আনুগত্যে

যদি পিতা-পুত্র আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতির মোহ কাটাইবার দরকার হয়, তবে বালগোপালের উপাসনা করিলেই মঙ্গল হইবে। যদি কাহারও বন্ধুর সহিত প্রীতি করিবার দরকার হয়, তবে সেই বন্ধুর স্থানে কৃষ্ণকে বসাইলেই মঙ্গল হইবে। Non-Absolute-এর (অবাস্তব বস্তুর) প্রভু হওয়া যায়; কিন্তু Absolute-এর (বাস্তব বস্তুর) সেবা করা দরকার। এ দুই-এর গতি ঠিক উল্টা দিকে। দৈবী-দারুময়ী প্রভৃতি মূর্ত্তিতে ভগবানের প্রকট দেখা যায়। তিনি আমাদের সম্মুখে অর্চ্চা মূর্ত্তিতে আছেন। আমরা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিব, এই বিচারে সেবা হয় না; কিন্তু শ্রীমূর্ত্তির নিকট নিজেকে দেখানটাই সেবা। ভগবানের নিত্যলীলার কথা শ্রবণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। কৃষ্ণকথার সূত্ররূপে নৈমিত্তিক লীলা। দশ অবতারের কথা আপনারা আলোচনা করিতে পারেন। তাঁহাদের আশ্রয়-জাতীয় ব্যাপারগুলি আলোচনা করিতে পারেন।

মৎস্য-অবতারে বেদ-পাঠ, কূর্ম্ম-অবতারে জগৎকে জলমগ্ন অবস্থা হইতে উদ্ধার প্রভৃতি লীলা। যদি কৃষ্ণভজনে যোগ্যতা না হয়, তবে অবতারসমূহের ভজনে যোগ্যতা হইতে পারে। প্রহ্লাদের অনুগত হইয়া নৃসিংহ-দেবের উপাসনা করিলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হইতে পারে। ভাগবতের "ন তে বিদুঃ স্বার্থ-গতিং হি বিষ্ণুং" "মামেকং কৃষ্ণো পরতঃ স্বতো বা" প্রভৃতি শ্লোক পাঠ করিয়া আলোচনা করুন। সেবা বস্তুকে নিত্যামছি খাড়া করিয়া রাখিবেন না; পরন্তু সম্ভাবে কৃষ্ণের সেবা করুন। চিত্তটা দর্পণ সদৃশ, তাহার উপর কতকগুলি ময়লা পড়িয়াছে, সেগুলি সরাইয়া দেওয়া দরকার। আশ্রয়ের আনুগত্যে ভজন করা দরকার। নিজে আশ্রয় হইয়া যাওয়াটা সুবিধা নয়।

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

কৃষ্ণসেবা না করিলে কোন সুবিধা হইবে না, অতএব অলস হইবেন না। "এবে কেন অলস হইয়া না ভজ হৃদয়রাজে" এই গানটী হয়। মনুষ্যের চিত্তস্রোত কৃষ্ণভজন হওয়া চাই। ইতর কথার কীর্ত্তন ছুঁচোর কীর্ত্তন। এই পক্ষে উদাসীন হইবেন না।

২৮শে অক্টোবর—পূর্ব্বাহ্ণ

২৮।১০।৩৪ তারিখ রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ যে-সমস্ত হরিকথামৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম সংক্ষিপ্ত-ভাবে প্রদত্ত হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, মানুষের বাক্যের বেগ দুই রকম আছে—ব্যক্ত বাক্যবেগ ও অব্যক্ত বাক্য-বেগ। ব্যক্ত বাগ্‌বেগ দ্বারা অপরকে কষ্ট দেওয়া হয় এবং অব্যক্ত বাগ্‌বেগ দ্বারা নিজেকে কষ্ট দেওয়া হয়, অথবা অসুবিধায় ফেলা হয়। অতএব এই উভয় বেগ হইতেই অব্যাহতি পাওয়া উচিত। অধোক্ষজ বস্তু বাহিরের দৃষ্টিতে প্রকাশিত নহেন; ইহার দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহার রূপ নাই। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যা-নন্দকে সূর্য্যচন্দ্রের ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন। জীবের যে ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি, তাহা নিত্য-কালই তাহার ভিতরে আছে। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ জীবের সেই আচ্ছন্ন সেবা প্রবৃত্তি প্রকাশিত করিয়া দেন। কলিযুগে তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীবের ঐ সেবা প্রবৃত্তি সুপ্ত অবস্থায় ছিল। তাঁহারা যখন এ জগতে উদিত হইয়াছিলেন, তখন জীবের ঐ সেবা প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইয়া-ছিল। পূর্ব্বে ঐ প্রবৃত্তিটী যে ছিল না, এমন নয়; উহা latent form এ (প্রচ্ছন্ন আকারে) ছিল। ভগবৎ-সেবা যাঁহারা করেন, তাঁহা-দের সঙ্গ করা উচিত, তাহাতে ঐ সুপ্ত প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে।

আমি যে দেখিয়া থাকি, তাহা এই জড়চক্ষুর কাজ মাত্র। করণাপাটব-দোষ-যুক্ত আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা যে দর্শন, তাহা আদৌ সুষ্ঠু হয় না। সেবার ব্যাপারেও ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বর্ত্তমান। আমার সেবাটা অনেক সময় ভুল হইয়া যায়। সাধুমুখনিঃসৃত হরিকথা আমরা শ্রবণ করিব। যদি আমরা active বা passive resistance না দিই (অর্থাৎ নিষিরোধ প্রতিক্রিয়া না করি), তাহা হইলে সাধুমুখের কথাগুলি কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। শ্রবণের দ্বারা বস্তুর পরিচয় গ্রহণই দরকার। শ্রৌতপথই সোজা, দর্শনের পথ সোজা নহে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চে-ন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র কর্ণেরই যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। চক্ষুর দ্বারা একপাদ বিভূতি মাত্র দর্শন হইতে পারে, কিন্তু কর্ণ দ্বারা ত্রিপাদ বিভূতি দর্শন হইতে পারে। আমরা Active part লইয়া যদি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করি, তাহাতে অসুবিধা হইবে। সুষ্ঠু শ্রবণ না হইলে দর্শনও সুষ্ঠু হয় না। শ্রবণ সুষ্ঠু হইলে তবে কীর্ত্তন হইবে, আবার কীর্ত্তনের ফলে স্মরণ হইবে। অনধমের যে দর্শন, তাহার প্রয়োজনীয়তা খুবই অল্প। দর্শনে আমাদের বিবর্ত্ত উপ-স্থিত হইয়াছে। ভোগময়ী দৃষ্টিতে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভগবান্ সাক্ষী ও নির্গুণ; তিনি—দ্রষ্টা, আমি—দৃশ্য। আমি—দ্রষ্টা, আর ভগবান্ যদি দৃশ্য বস্তু হন, তাহা হইলে ভগবান্ আমার সেবক হইয়া যান। ইহা ভক্তির পথ নহে। অতএব শ্রবণের পর দর্শনই সুষ্ঠু দর্শন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

ভগবান্ তাঁহাকেই দর্শন দিয়া থাকেন, যিনি সেই ভগবানে পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন।

অনাত্মবৃত্তিতে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইলে আমাদের অসুবিধা হইয়া থাকে। ইহা অভক্তির পথ। জাতীয় অভিমানও ভক্তির পথ নহে। এই কথা ছাড়িতে না পারিলে ভক্তি হইবে না। নিরহঙ্কারী হইলে তবে ভক্তিলাভে যোগ্যতা হয়। প্রকৃষ্ট-বচন-বিন্যাস-দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না;

বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যিনি ভগবানে পূর্ণভাবে submission বা আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার নিকট ভগবান্ প্রকাশিত হন। আমরা তাঁহাকে পাইব বা তাঁহাকে বুঝিয়া লইব, বিচারটা এই রকমের নয়। এই রকম বিচার লইয়া মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না।

অন্যান্য দর্শন-শাস্ত্রসমূহে যে-সকল অসুবিধা আছে, "বেদান্তদর্শনে" তাহা সুষ্ঠুভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। "বেদান্ত-দর্শনে" "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। এখানে আমাদের কর্তৃত্ব কোথায় অবস্থিত? আমরা কেবল শুনিব। অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রে "আমি দর্শন করিব"—অর্থাৎ সেখানে আমাদের কর্তৃত্ব দর্শনযোগ্যতায়। বেদান্ত-দর্শন শাস্ত্রে আমি জিজ্ঞাসা করিব। অন্যান্য শাস্ত্রে আমাদের কর্তৃত্বদম্ভ আছে। কিন্তু বেদান্ত দর্শন শাস্ত্রে সে-রকম কর্তৃত্ব কিছু রাখেন নাই. উহাতে কেবল submission অর্থাৎ আত্মসমর্পণের কথা এবং তদবস্থায় শ্রবণের কথা বলা হইয়াছে। সেইজন্য "নাম্নঃ শ্রবণং" ইত্যাদি ক্রমপথ ধরিতে হইবে। যদি নিজেরাই বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতে যান. তবে ভুল হইয়া গেল।

অতএব আত্মসমর্পণপূর্বক ভগবানের শরণ গ্রহণ করিলেই সমস্ত সুবিধা হইয়া যাইবে।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২-৩৩)

এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা" এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতে বলেন।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন, ভগবদ্ভক্তগণের চরিত্র আমাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে, অনুকরণ করিতে হইবে না। কপটতা করিয়া ভক্তির যে ছলনা, তাহা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন কালা কৃষ্ণদাস ও ছোট হরিদাস মর্কট বৈরাগ্য দেখাইয়াছিল। বাহিরের দিকে ভক্তি দেখাইতেছে বটে, কিন্তু অন্তরে প্রকৃত ভক্তির অভাব। ইহাকে অন্যাভিলাষ বলা যাইতে পারে। এই রকম অন্যাভিলাষীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত। তাই মহাপ্রভু উঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন।

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

আমরা বাহিরে ভক্তি দেখাই, কিন্তু অন্তরে ভক্তির লেশ মাত্র নাই। মর্কট বৈরাগ্য অর্থাৎ বাহিরে বিরাগ, কিন্তু অন্তরে আসক্তি। ফল্গু বৈরাগ্য ত্যাগ এবং যুক্ত বৈরাগ্য গ্রহণ করা উচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় ঐ শিক্ষাই দিয়াছেন.—

যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়-
য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥
—বিলাপকুসুমাঞ্জলি

আমরা অনিচ্ছুক হইলেও যিনি কৃপাপূর্ব্বক অন্ধ আমাদিগকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়া থাকেন, পরদুঃখদুঃখী সেই সনাতন প্রভুকে আমরা আশ্রয় করিব। হরিদাস ঠাকুর ও চণ্ডীবিপ্রের উপাখ্যান আপনারা জানেন। চণ্ডীবিপ্রের মত মর্কট চেষ্টা দেখাইতে হইবে না। চণ্ডীবিপ্র-অনুকরণকারী, অনুসরণকারী নহে চণ্ডীবিপ্র মাত্র বহিঃপ্রজ্ঞাচালনকারী। তাই কালীয়দমনের গান শুনিয়া হরিদাস ঠাকুর প্রেমে বিভোর হইয়া যখন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, দর্শকবৃন্দ তাঁহার পাদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু চণ্ডীবিপ্রের বেলায় তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। অনুসরণ ও অনুকরণের তারতম্য বিচার করিয়া লইবেন। দুগ্ধ ও চূণ গোলা, ধাক ও শ্যামাঘাস, সোনা ও পিতল দেখিতে এক রকমের হইলেও পরস্পর অনেক তফাৎ। দুগ্ধের দ্বারা মানুষের তুষ্টি, পুষ্টি প্রভৃতি হয়, কিন্তু চূণ-গোলা খাইলে প্রাণ-নাশ ঘটে

অতএব মহাজনের পথ অনুসরণ করা দরকার। শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গান আলোচনা করুন।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

আমাদের মত কপট যদি ভক্তির ভাণ ক'রে থাকে, তবে মঙ্গল হইবে না। ভক্তির স্বরূপ-জ্ঞানে (যাহা "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে) ভক্তি করিতে হইবে। ভোগময় জগতে প্রভু হইতে হইবে না।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য

[২২৪ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

১। শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা, ২। শ্রীধামকে গ্রাম ও অনিত্যবুদ্ধি করা, ৩। শ্রীধামবাসিগণকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা, ৪। শ্রীধামবাসচ্ছলে বিষয়কার্য্য করা বা ব্যবসা করা, ৫। শ্রীধামবাসচ্ছলে শ্রীনাম, মন্ত্র ও শ্রীবিগ্রহের ব্যবসা করা, ৬। শ্রীধামকে অন্যতীর্থ বা অন্যস্থানের সহিত সমবুদ্ধি করা, ৭। শ্রীধামবাস-বলে পাপ ও অপরাধ করা, (পাপ ও অপরাধে পার্থক্য—শারীরিক ও মানসিক নীতি-লঙ্ঘন পাপ, আর বিষ্ণুবৈষ্ণবচরণে অবজ্ঞা—অপরাধ) ৮। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ও শ্রীধাম নবদ্বীপে ভেদবুদ্ধি করা ("গৌরব্রজবনে ভেদ না করিব, হইব বরজবাসী।" "বৃন্দাবন-অভেদে নবদ্বীপধামে বাঁধিব কুটীরখানি") ৯। শ্রীধামমাহাত্ম্যসূচক শাস্ত্রের নিন্দা, ১০। শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ ও কল্পনা। সুতরাং আত্মমঙ্গলেচ্ছুক ভক্তমাত্রেরই নাম, ধাম, কামকে অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হরিভজন করা উচিত। (যে দিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলোক ভায়)

অসৎতৃষ্ণা চারি প্রকার—১। পুত্রৈষণা, ২। বিত্তৈষণা, ৩। প্রতিষ্ঠৈষণা, ৪। মোক্ষৈষণা ("ন ধনং ন জনং" শ্লোক আলোচ্য।

হৃদয় দৌর্ব্বল্য চারিপ্রকার—১। নিষিদ্ধাচার, ২। কুটিনাটি, ৩। জীবহিংসা, ৪। লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাশা। ভজন-ক্রিয়াবলে এই চারিপ্রকার অনর্থ নিবৃত্ত না হইলে অনর্থ-মুক্তাবস্থা লাভ করা যায় না। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী।

নিষিদ্ধাচার দশবিধ—বহির্ম্মুখ-সঙ্গ, ২। অনুবন্ধ, ৩। মহারম্ভাদির উদ্যম, ৪। বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ, ৫। কার্পণ্য, ৬। শোকাদিদ্বারা বশীভূত হওয়া, ৭। অন্যদেবতার প্রতি অবজ্ঞা, ৮। ভূত-সকলকে উদ্বেগ দান, ৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ, ১০। ভগবন্নিন্দা বা বৈষ্ণব-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করা।

বহির্ম্মুখজন ছয় প্রকার—১। নীতি-রহিত ও ঈশ্বরবিশ্বাসহীন নাস্তিক ব্যক্তি, ২। নৈতিক অথচ নাস্তিক, সেশ্বর নাস্তিক অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জ্ঞান করেন, ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা নাই, তিনি কর্ম্মের অধীন—এই প্রকার মনে করেন ৪। যিনি মিথ্যাচারী, কপটাচারী, মর্কট-বৈরাগী, বৈড়ালব্রতী, বকধার্ম্মিক বা দাম্ভিক এবং যাঁহারা এই সমস্ত লোকের দ্বারা বঞ্চিত, তাঁহারা বহির্ম্মুখ, ৫। নির্ব্বিশেষবাদী বা অহংগ্রহোপাসক বা চিন্মাত্রবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী, ৬। বহ্বীশ্বরবাদী। এই ছয় বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

অনুবন্ধ চারিপ্রকার—১। শিষ্যদ্বারা অনুবন্ধ, ২। সাঙ্গদ্বারা অনুবন্ধ, ৩। ভৃত্যদ্বারা অনুবন্ধ, ৪। বান্ধব (স্ত্রীপুত্র) দ্বারা অনুবন্ধ।

কার্পণ্য তিন প্রকার—১। ব্যবহার-কার্পণ্য, ২। অর্থকার্পণ্য, ৩। পরিশ্রম বা সেবায় কার্পণ্য।

শোকাদি শব্দে—শোক, দুরভ্যাস, মাদকদ্রব্য, কুসংস্কার প্রভৃতি দ্বারা বশীভূত হওয়া।

১২। শ্রীল প্রভুপাদ অনর্থমুক্ত অবস্থায় চারিপ্রকার সাধন-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। যথা—১। নিষ্ঠার সহিত নাম-ভজন, ২। রুচির সহিত নামভজন, ৩। আসক্তির সহিত নামভজন ও গুরুবৈষ্ণবসেবা, ৪। ভাবোদিত নাম ভজন।

১৩। শ্রীল প্রভুপাদ চতুর্ব্বিধ কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-বিচারের অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন—১। সন্দেহবাদ, ২। নাস্তিক্যবাদ, ৩। নির্ব্বিশেষবাদ ও ৪। বহ্বীশ্বরবাদ (ইহাদের অন্তর্গত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী, নির্ব্বিশেষবাদী প্রভৃতি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ বলিয়া প্রখ্যাত। (ভক্তি-প্রতীপজনারে আসিতে না দিব রাখিব গড়ের পারে।)

১৪। শ্রীল প্রভুপাদ চতুর্ব্বিধ ভগবদ্-বিশ্বাসিগণের উপাস্য ও উপাসনা-তারতম্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন—১। পরাৎপরতত্ত্ব একল বাসুদেবের উপাসনা অপেক্ষা—২। বৈকুণ্ঠে অধিষ্ঠিত লক্ষ্মী নারায়ণের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব; ৩। তদপেক্ষা শ্রীঅযোধ্যায় শ্রীসীতারামের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব (বৈকুণ্ঠাজ্জনিতবরা মধুপুরী), ৪। তদপেক্ষা দ্বারকায় রুক্মিণীনাথ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব (যেহেতু পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব দ্বারকালীলায় ব্যক্ত হইয়াছে।) সর্ব্বোপরি গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীগোপীজনবল্লভের স্বকীয় ও পারকীয়রসে-উপাসনাভেদে পারকীয় রসোপাসনার সর্ব্বোত্তমত্ব, পরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ প্রমাণ ও প্রচার করিতেছেন।

১৫। শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তনমুখে ভাগবত প্রদর্শনী ও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট (বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণান্বেষণ লীলা) প্রতি জীবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

১৬। শ্রীল প্রভুপাদ অর্চ্চন ও ভজনের পার্থক্যমুখে (শ্রীনামভজনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। (শ্রীনামভজনকারী প্রথম অবস্থাতেই মধ্যম অধিকারী)।

হয় গোরা ভজ, নয়-লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। শ্রীমুরারিগুপ্তের পাট ঐ
৬। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৭। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ পোঃ স্বরূপগঞ্জ।
৮। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৯। তেঘরিয়া কৃষ্ণকানন—শ্রীনৃসিংহপল্লীর নিকট, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
১০। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
১১। বামনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১২। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, বৰ্দ্ধমান
১৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা।
১৬। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, ঢাকা,
১৭। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর ঢাকা
১৮। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৯। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
২০। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
২১। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২৪। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ—কটক।
২৬। শ্রীত্রিদণ্ড-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৭। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সত্যাসন, পুরী।
২৮। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৯। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ অম্বুয়াকুণ্ড, পোঃ দেবকুণ্ড, মানভূম
৩০। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কাবিরপুরা, বারাণসী সিটি।
৩১। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, নবকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩৪। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৫। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—চাহাবাদ
৩৬। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৭। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, প্রষ্টার রোড, চোটানী বিল্ডিং, ১নং বাংলো, বোম্বে—৭,
৩৮। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৯। অমাৰ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৪০। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৪১। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং খগোলরোড মিঠাপুর পাটনা।
৪২। বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
৪৩। কুঞ্জকুটীর মঠ—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪॥ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আট ফর্মা ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, শাস্ত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষাসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-সংসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৬। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৭। দ্বাদশ-আলবার ।০
৮। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৯। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১০। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
১১। ভজন-রহস্য ৷৷০
১২। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
১৩। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১৫। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ৷৷০
১৬। মুক্তিসন্দর্ভিকা অপসোরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৭। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১৮। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
২০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
২১। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২২। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ০০
২৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৭। গীতমালা ৴১০
২৮। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৯। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩০। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩১। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩২। শরণাগতি ৴০
৩৩। গীতাবলী ৴০
৩৪। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩৫। সাধনকণ ৴০
৩৬। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৭। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৮। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৯। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪০। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪১। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪২। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
৪৩। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৪। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৬। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৪৭। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৮। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৯। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশত ।০
৫০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৫১। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶০
৫২। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৩। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৪। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৫
৫৫। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৬। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৫৭। সটীক-নিম্বাদশমূলম্ ।০
৫৮। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৫৯। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬১। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬২। রায় রামানন্দ ।০
৬৩। নামভজন ।০
৬৪। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স্ ।৶০
৬৫। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৬৬। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৭। দোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৮। দি ভাগবত ।০
৬৯। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোশন ।০
৭০। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৭১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭২। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৩। সাধন-পথ ।০
৭৪। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৫। গীতাবলী ৴০
৭৬। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৭। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাজা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪।০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৩৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন		।৵০	।৵	।০
,,	,, ইঞ্চি	২৲	১॥০	১॥০	১৲
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
	,, অর্দ্ধকলম	৭৲	৬৲	৬৲	৪৲
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠার—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্ম্মগ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৩	৭—১৭,	৯—৪৭	১৫—৬	১৬—৫৫,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫৫,	৯—৪৩.	১১—৪০ +	১৬—৩২,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৯
	ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	পৌঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪১, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২২৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

কৃষ্ণনগরে শোকসভা

গত শনিবার রাত্রিতে দেশনেতা শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অকালমৃত্যুর সংবাদে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস মহলে গভীর শোকের ছায়াপাত করে। নদীয়াতে হট্টগুলি চালনার মামলায় তিনি নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন এখনও সকলেই কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্মরণ করেন। রবিবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর কংগ্রেস কমিটীর উদ্যোগে অনুষ্ঠ টাউন হল প্রাঙ্গণে এক জনসভায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ মিলিত হইয়াছিলেন। এই সভায় আজীবন যোদ্ধা অক্লান্ত কর্ম্মী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশক এক প্রস্তাব সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করেন।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

ধর্ম্মদার (নদীয়া) সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯শে নভেম্বর দেবগ্রাম—সোণাডাঙ্গা ষ্টেশনের মধ্যস্থলে একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ১৮ ডাউন ট্রেণখানি, দেবগ্রাম—সোণাডাঙ্গার মধ্যস্থলে পৌঁছাইলে আট নয় বৎসরের একটি বালিকা গাড়ীর নীচে পড়িয়া যায়। গাড়ীর লোক এই ঘটনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং শিকল টানিতেও ভুলিয়া যায়। গাড়ীখানি সোণাডাঙ্গা ষ্টেশনে আসিলে, পতিত মেয়েটির মায়ের উচ্চ চীৎকারে লোকজন সেই দিকে দৌড়াইয়া যায় এবং গার্ডসাহেব সমস্ত ব্যাপার শুনি। তৎক্ষণাৎ ট্রেণখানি পিছাইয়া যাইতে আদেশ দেন। প্রায় দুই মাইল দূরে, লাইনের ধারেই মেয়েটাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটি হাতে খুব বেশী আঘাত লাগিয়াছে। বোধ হয়, ঐ হাতখানি তাহার কাটিয়া দিতে হইবে। মাথায়ও জোর আঘাত লাগিয়াছে, পরদিনও তাহার জ্ঞান হয় নাই। গার্ডসাহেব ও অন্যান্য ভদ্রলোকের চেষ্টায় মেয়েটিকে গাড়ীতে তুলিয়া সেই ট্রেণেই পাঠাইয়া রাণাঘাট হাসপাতালে ভর্ত্তি করান হয়। মেয়েটীর মাতা খুবই দরিদ্র। তাহার বাড়ী নদীয়ার অন্তর্গত মোজিনপুর গ্রামে।

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি সভা

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

আগামী ২৩শে অগ্রহায়ণ, ৯ই ডিসেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে মহাত্মা শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের চতুর্থ বার্ষিক-স্মৃতি সভা হইবে। সভাপতি হইবেন—নশীপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্-এল্-সি বাহাদুর। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

দা'য়ের কোপে প্রতিশোধ গ্রহণ

দোয়ারবন্দ চা বাগানের টিলাবাবু শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র চৌধুরী মারাত্মক ভাবে আহত হইয়া শিলচর হাসপাতালে আনীত হইয়াছেন।

গোপেশবাবু বিকালে সাইকেল চড়িয়া ছোট জালিঙ্গা নামক চা বাগানে যাইতেছিলেন। প্রকাশ যে, পথে সারা ঠাকুর নামক এক ব্রাহ্মণ দলবলসহ হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া দা' দিয়া কোপাইতে আরম্ভ করে—তাহাতে গোপেশবাবু সাইকেল হইতে পড়িয়া যান কয়েক জন পথিক তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য আসিলে তাহারাও প্রহৃত হয়। প্রকাশ, জমি সংক্রান্ত বিষয়ে নাকি তাঁহার প্রতি প্রহারকারীর আক্রোশ ছিল।

শ্রীযুত চৌধুরীর বাম বাহু দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে এবং মাথায় ও শরীরের নানাস্থলে গুরুতর জখম হইয়াছে।

জেনারেলদের সম্মেলনে বড়লাটের বক্তৃতা

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ ২রা নবেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে বড়লাট তাঁহার প্রাসাদে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলদের সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি নূতন শাসন প্রণালীতে পুলিশের সমস্যার সমস্ত দিক বিশেষ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট হইতে ইহা বুঝিতে পারিয়া আপনারা আনন্দিত হইয়াছেন, এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কমিটী ঐ সমস্যার জটিলতা এবং আইন ও শৃঙ্খলা হস্তান্তরিত করিবার বিপদ উপলব্ধি করিয়াছেন।

আমি এই সুযোগে বাঙ্গলা ও কলিকাতা পুলিশের বিশেষ সুখ্যাতি করিতেছি। আশা করি, আপনারা সকলেই এবিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন। যদিও আপনাদের সকলকে বিপজ্জনক অবস্থা নিবারণ করিতে হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গলার ন্যায় অপর কোনও প্রদেশে পুলিশ বাহিনীকে দুর্দ্দান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুর সহিত এত দীর্ঘকাল সংগ্রাম করিতে হয় নাই। আমি এবং আমার গবর্ণমেণ্ট ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, সম্প্রতি অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বাঙ্গলার পুলিশের অবিচলিত রাজভক্তি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর ক্রমাগত চাপ প্রদান এবং স্যার জন এণ্ডার্সন ও তাঁহার গবর্ণমেণ্টের নীতি দক্ষতার সহিত কার্য্যে পরিণত করিবার ফল।"

বড়লাটের ভূমিকম্প সাহায্য-ভাণ্ডার

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, বড়লাটের সাহায্য-ভাণ্ডারে গত ২৮শে নবেম্বর অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত মোট ৮০২৪০০৬৷ সংগ্রহ হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ কেশব [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

গোপীদেহ কি প্রাকৃত ?

নিত্যলীলাবিলাসী সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস সম্বন্ধে অনেকে অজ্ঞতা প্রযুক্ত অবৈধ [illegible] গোপবালিকাগণকে [illegible] তাঁহাদের দেহকে পঞ্চভূতাত্মক প্রাকৃত দেহ মনে করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের প্রাকৃত তাঁহাদের মায়াবাদি-গণের [illegible]। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" মায়াবাদিগণের দর্শন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকায় তাঁহারা [illegible] দৃষ্টি [illegible] করেন। সেই [illegible] আর কিছুই [illegible] শ্রীকৃষ্ণের মহা-ভাগবতের অপ্রাকৃত চিন্ময় এই আবরণ [illegible] "স্থাবর জঙ্গম দেখেন, না দেখেন স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি; সর্ব্বত্র হয় [illegible] স্ফূর্ত্তি।" তিনি যে-দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সেই দিকেই রূপ সৌন্দর্য্যের [illegible] শ্রীশ্যামসুন্দরের লীলাক্ষেত্র [illegible] দর্শন করেন। প্রাকৃত বস্তু-সমূহে [illegible] লীলাময় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। মহা-ভাগবতের অন্তর বৃন্দাবন। তাঁহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই যশোদানন্দন বিরাজমান। যখন ভক্তের সহিত ভগবান্ লুকোচুরি খেলবার জন্য ভক্তের ভাব-নেত্রের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার বিরহ দর্শনকালে "হন আঁখি অগোচর" তখন ভক্তের "পুনঃ নাহি দেখি, কাঁদয়ে পরাণ, দুঃখের না থাকে ওর॥"—এই অবস্থায়ও দয়াময় স্ফূর্ত্তিরূপে তাঁহার অন্তঃকরণে বিরাজিত থাকিয়া ভক্তের বিপ্রলম্ভ চমৎকারিতা প্রদর্শন করেন। এতন্নিদর্শন বিশিষ্ট মহাভাগবতের কৃপা ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত কাহারো হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করেন না। দশম স্কন্ধ পড়িতে যাইয়া অনেকেই বিষম গোলে পতিত হন। কেহ কেহ বা মায়াবাদীর চিন্তাস্রোতেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ের এক স্থানে বর্ণিত আছে—

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

রাস পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণের মোহন-মুরলীধ্বনি শ্রবণ-বিবরে উপস্থিত হইলে অধিকাংশ গোপাঙ্গনাই যাবতীয় কার্য্য বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। কিন্তু পতিগণ আসিয়া দ্বারদেশ বন্ধ করিয়া অবস্থান করায় গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিতা কোন কোন গোপাঙ্গনা গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত ছিল বলিয়া সম্প্রতি তাঁহারা নয়ন মুদ্রিত করিয়া তদীয় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তৎকালে সেই গৃহাবদ্ধা গোপাঙ্গনাগণের দুঃসহ-প্রেষ্ঠ-বিরহজনিত তীব্রতাপদ্বারা সমুদয় অশুভ বিনষ্ট এবং ধ্যান প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে আনন্দলাভের ফলে মঙ্গল বন্ধন ক্ষীণ হইল। অতএব প্রাক্তন শুভাশুভ বন্ধন নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা উপপতি-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিয়াও তৎক্ষণাৎ ত্রিগুণময় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্ময়-শরীরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন।

রাস পঞ্চাধ্যায়ের উপরিউক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া অনভিজ্ঞগণের অন্তরে যে তিনটী সন্দেহের উদয় [illegible] ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে মঙ্গল বিনষ্ট হইল হইল কি প্রকার ? (২) গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরম পতিরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহাদের চিত্ত গুণময় বিষয়ে আসক্ত ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা কি-প্রকারে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন ? (৩) ভগবৎপার্ষদগণের দেহ যদি অপ্রাকৃত হয়, তাহা হইলে এস্থলে গোপীগণের দেহ ত্রিগুণময় বলিয়া বর্ণিত হইল কেন ?

ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির ফলস্বরূপে যে অমঙ্গল ও মঙ্গল বিনষ্ট হইল, তৎসম্বন্ধে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ক্রমসন্দর্ভে বলিয়াছেন, "অশুভং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যন্তরায়রূপং গুরুজনাদিভয়ম্; মঙ্গলং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যৌ সাধনং, সখ্যাদি-সাহায্যচিহ্নম্।" কৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায়রূপ গুরুজনগণের যে ভয়, তাহাকে অমঙ্গল বা অশুভ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ সখ্যাদির সাহায্যচিহ্নকে মঙ্গল-শব্দে উক্ত। ধ্যানে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন লাভ করায় সখ্যাদির সাহায্যচিহ্নের প্রয়োজন হয় নাই। 'মঙ্গল নষ্ট' বলিতে ইহাই বুঝাইতেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন—

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং
যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি
তন্ময়তাং হি তে॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥"

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুরূপে দর্শন করিয়াও পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিভাবযুক্ত গোপীগণ যে সিদ্ধি লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত-গুণ-রহিত; তাঁহাতে যে ষড়ৈশ্বর্য্যগুণ আছে, সে সমুদয় তাঁহার স্বরূপভূত। তিনি অব্যয়, অপ্রমেয় ভগবৎস্বরূপ। মনুষ্যগণের মঙ্গলের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। অতএব যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরন্তর কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহৃদ্য ও ভক্তি ইহাদের মধ্যে যে কোনও একটী ভাব অবলম্বন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তন্ময় অর্থাৎ কৃষ্ণময়ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহাযোগিবর ষড়ৈশ্বর্য্যশালী অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এরূপ কার্য্য আশ্চর্য্যজনক কিছুই নহে। মনুষ্য ত' দূরের কথা, তিনি স্থাবরাদি পদার্থকেও মুক্তি প্রদান করিতে পারেন।

এক্ষণে গোপীগণ মুক্ত, কি অমুক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের দেহ প্রাকৃত-গুণত্রয় যুক্ত, কি অপ্রাকৃত নিস্ত্রৈগুণ্যময়, তাহাই আলোচ্য। গোপরামাগণ দ্বিবিধা—নিত্যসিদ্ধা ও সাধন-চরী। নিত্যসিদ্ধ গোপীগণ শ্রীভগবানের পরিকর। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ লীলা-বিলাসের জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন ও রাধিকা-নন্দী—এই দুই বিগ্রহ ধারণ করেন। নিরন্তর সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দনের আনন্দ বিধানই বৃষভানুনন্দিনীর কার্য্য। তিনি এই কার্য্যে সর্ব্বদাই নিযুক্তা। কিন্তু 'কৃষ্ণের একা সর্ব্বতোভাবে আনন্দবিধান হইল না', এই প্রকার অভাববোধে কায়ব্যূহের বাঞ্ছা করেন। তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার কায়ব্যূহ-রূপে যে ব্রজাঙ্গনাগণের প্রকট, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধা। শ্রুতিগণ ও দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ—যাঁহারা সাধনদ্বারা গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধকচরী গোপী। এই সাধকচরী গোপীগণ-সম্বন্ধেই শ্রীমদ্ভাগবত গুণময় দেহত্যাগের কথা বলিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ-গোপীগণ-সম্বন্ধে বলা হয় নাই। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ উক্তিতে মায়াবাদের নামগন্ধও নাই।

অন্য অর্থে—কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের মোহাচ্ছন্ন হওয়া কখনও সম্ভবপর না হইলেও তিনি সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থ যে প্রকার মোহগ্রস্ত হইবার অভিনয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে লব্ধ উপদেশামৃত জগদ্বাসীকে প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রকার গোপীগণের গুণজাত কর্ম্ম বা ত্রিগুণজাত দেহ থাকা সম্ভবপর না হইলেও, প্রাকৃত-গুণ-সম্পর্ক-রহিত না হইলে অপ্রাকৃত ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করা যায় না, এই শিক্ষাপ্রদানোদ্দেশ্যে ঐসকল ত্যাগের একটা অভিনয় করিয়াছিলেন মাত্র। এই সকল স্পষ্ট শিক্ষাতেও সখীভেকীদের প্রাকৃত পুরুষ-দেহকে অপ্রাকৃত সখীর সজ্জায় সজ্জিত করিবার উন্মাদনা যায় না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৮)

২৮শে অক্টোবর—অপরাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

গত ২৮।১০।৩৪ তারিখে সন্ধ্যায় পর মথুরা ক্যান্টনমেন্টের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ ঘোষ সস্ত্রীক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া আসেন এবং আসনঘরে বসিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ আসিয়া আসনগ্রহণপূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে হরিকথা বলেন।

মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল দামোদর স্বরূপপ্রভু মহাপ্রভুকে এই শ্লোকে নমস্কার বিধান করিয়াছেন—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

অর্থাৎ হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

ধূলা যেমন সহজে উড়িয়া যায়; সেইরূপ মনুষ্য জাতি এই জগতে যে-ত্রিবিধ ত্রিতাপ-ক্লেশ ভোগ করিতেছে, শ্রীচৈতন্য-দেবের দয়া প্রাপ্ত হইতে পারিলে সেই সমস্ত-ক্লেশ ধূলার মত উড়িয়া যায়।

জগতে যে সমস্ত দয়ার কার্য্য চলিতেছে, সেই সব দয়া লাভ করিলেও, আবার ভবিষ্যতে অমঙ্গল বা অমঙ্গল উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া সে-রকম ধরণের নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া কোন মন্দ উদয় করায় না অর্থাৎ বর্ত্তমানে মানুষ যে-প্রকার ত্রিতাপভোগ করিতেছে, সেই প্রকার ত্রিতাপ আর ফিরিয়া আইসে না। "প্রোন্মীলদামোদয়া" অর্থাৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সৌগন্ধ বিস্তার করিয়া দেয়।

মহাপ্রভু সকল শাস্ত্রের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে যদিও শাস্ত্র-সকলের মধ্যে পরস্পর একটা বিবাদ দৃষ্ট হয়, তথাপি মহাপ্রভু বিচারদ্বারা সেইসকল

বিষয়ের সামঞ্জস্য দেখাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মবাদীসকল নিরস শুষ্ক তর্ক উত্থাপিত করিয়াছিল, মহাপ্রভু সকল শুষ্কতর্ক নিরাস-পূর্ব্বক শাস্ত্রের বিচারে রস সঞ্চারপূর্ব্বক শাস্ত্রকে স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্র-বিচার—যাহা ছাতুর মত লোকের মনে হইত, সেই ছাতুতে জল দিলে তাহা সহজে গলাধঃকরণ হয়। তিনি যে কেবল শাস্ত্রবিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন এমন নয়, শাস্ত্রসিদ্ধ রসে রসদান করিয়াছিলেন।

আস্বাদনের অনুকূল ব্যাপার যদি আসিয়া যায় তাহা হইলেই সুবিধা হইল। তৎকালে ব্রহ্মকে নীরস, বিরস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এ জগতে পতি-পত্নীতে, পিতা-পুত্রে, বন্ধু বন্ধুতে, প্রভু ভৃত্যেতে যে-সকল রস দেখা যায় তাহা অপ্রাকৃত রসের বিকৃতি। আবার এমন নিরপেক্ষ ব্যক্তিও আছেন, যাঁহারা কাহাকেও রসপ্রদান করেন না। কেহ কেহ বিচার করিয়াছিলেন যে, একবারে রসরহিত (অর্থাৎ ব্রহ্ম) হইয়া যাইতে পারিলে আর রসবিরোধ হইবে না। কিন্তু বেদ বলিয়াছেন,—'রসো বৈ সঃ'

যাহারা শাসিত হইতে চাহে না, তাহাদের জন্য শাস্ত্র লগুড়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন —

নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং
নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং
লগুড়ো যথা॥

যাঁহারা শান্তপ্রভৃতি রসের পক্ষপাতী নহে, সেই সকল অশান্তি-প্রিয় জনগণের জন্য লগুড়ই ব্যবস্থা। রসের অভাবে অশান্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। রস পাইলে শুষ্কভাব আর থাকে না। 'চিত্তাপিতত্ত্বাদয়া' অর্থাৎ চিত্তে উন্মাদ অর্পিত হয়। 'শশ্বদ্ভক্তিবিনোদনা' অর্থাৎ ভগবানের সেবাই ভাল লাগে।

'মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া' অর্থাৎ সেই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়াতে এমন মধুরিমা আছে, যাহাতে সকলকে আকৃষ্ট হইতে হয় তাহাতে ঐশ্বর্য্য নাই ঐশ্ব॥ যেখানে থাকে, সেখানে অন্তরঙ্গ-সেবা করা যায় না। যেখানে মধুরিমা আছে, সেখানে (অন্তরঙ্গ বা বিস্রম্ভ সেবা) হইতে পারে। তখন, ভগবান্ একটা বিরাট বা প্রকাণ্ড ব্যাপার-এই রকম ভাবটা থাকে না। পত্নীর স্বামীর প্রতি তখন আর আদরের জিনিষ হয়; নিজের অন্ধ ছেলেকেও প্রীতির চক্ষে দেখা যায়, সেখানে সব বস্তুর মাপ্। কৃষ্ণ নিত্য কান্ত, আনন্দের আধার, রসের পূর্ণবিকাশ সেখানে আছে। অতএব সেই 'রসো বৈ সঃ'' বিগ্রহের চিন্তা করা দরকার।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

ঔদার্য্যময় প্রেমবিগ্রহ ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্র তিন প্রকারে স্বীয় কারুণ্য সুকৃতিসম্পন্ন জীবকে বিতরণ করেন। জীব প্রাকৃত-অভাবে বিমর্ষ হইয়া নানা-উপায়-দ্বারা ক্লেশ অপনোদন করিবার প্রয়াস করিয়া কৃতকার্য্য হয় না। ভগবানের দয়া জীবনের আয়াস দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবৎকৃপায় জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধের বিকাশ হয়, তাহা হইলেই চিত্তখেদরূপ ধূলি অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দজনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা ভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ প্রতিবাদ করে। ভগবৎকৃপা লাভ করিলেই রসরূপ হৃদয়টী ভগবদ্রসে স্নিগ্ধ হয়, আবার কৃষ্ণরসপ্রদা মত্ততাও ভগবৎকৃপাবলেই উদিত হয়; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। মাধুর্য্য মর্য্যাদা জীবকে নিরন্তর কৃষ্ণচরণে অবস্থিত করায় এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তৎকালে কেবল প্রেমভক্তিতেই প্রীতিলাভ করেন। কৃষ্ণকৃপা – নির্ম্মলা, রসদা ও সমদা।

কৃষ্ণকৃপাক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইলে অভাব জনিত কোন খেদমল থাকে না। কৃষ্ণকৃপাবশতঃ রসলাভ করিলে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হয় সুতরাং চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হয়। কৃষ্ণকৃপাক্রমে শম লাভ করিয়া মাধুর্য্য-গৌরবে নিরন্তর ভক্তিতে বিনোদ লাভ ঘটে।

জীব – প্রথমতঃ, ঈশ্বরবিমুখ বিষয়খিন্ন; দ্বিতীয়তঃ, ঈশানুসন্ধানপর ও অবশেষে ভগবৎসেবারত। ভগবানের দয়ায় প্রথমতঃ তাঁহার অনর্থনিবৃত্তি, তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা এবং হৃদয়-নির্ম্মলতার পরিণামে কৃষ্ণামোদের বিকাশ। ভগবানের দয়ায় জীবের মধ্যমতঃ ভক্তিসিদ্ধান্তলাভ ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা প্রাপ্তি ঘটে। ভগবানের দয়ায় শেষতঃ ভক্তিতে আসক্তি ও তজ্জনিত সর্ব্বদা ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি লাভ এবং স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। জীব কৃষ্ণকৃপায় নিবৃত্ততৃষ্ণ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবা-বশতঃ কৃষ্ণব্যতীত অন্যত্র বিরাগ, মুমুক্ষু হইলেও ভগবৎকৌতুক লাভ করিলে মুমুক্ষা-ত্যাগ ও পরেশানুবৃত্তি এবং বিষয়ী হইলেও কৃষ্ণকৃপাবলে শ্রবণমনোভিরাম-হরিগুণানুবাদ ফলে বিষয়-ভোগ-ত্যাগান্তে শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। অতএব সকল সময়েই ভগবানের দয়াই আশ্রয়িতব্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া অসীমা এবং অমন্দোদয়া। তাঁহার অনুগ্রহ সকলের প্রতি বিতরিত হউক এবং আমাদের জীবাতু হউক। তিনি নিজে বলিয়াছেন, —

"কৃষ্ণের মতিরস্তু"।

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

তিনি ভক্তি—প্রেমদাতা। কর্ম্মীদিগের ইচ্ছা প্রশমনের জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত
ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।

ফল কামনী-দ্বারা মনুষ্য চঞ্চল হইয়া পড়ে; চৈতন্যচন্দ্রের দয়া পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হউন। জগতের অন্যান্য লোকের নিকট হইতে কোন রকমের দান পাইলে তাহা আপনাদের অমঙ্গল উৎপাদন করিবে, কিন্তু চৈতন্যদেবের দয়ায় সে রকমের কিছু অসুবিধা নাই, অধিকন্তু নিঃশ্রেয়স বা চরম-কল্যাণলাভ অবশ্যম্ভাবী।

আবার কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আচ্ছা, কর্ম্মকাণ্ডটা না হয় দোষের, তাই উহা পরিত্যাজ্য; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডটা (মুক্তিবাদটা) গ্রহণ করিতে দোষ কি? মায়াবাদ বা মুক্তিবাদ হইতে মুক্তি দিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অতএব মুক্তিবাদের আশ্রয়ে সুবিধা হয় না, আবার গড্ডলগতে পড়িয়া যাইতে হয়, অধঃপাত হয়। কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া কোনদিন বিপদে পতিত হন না। যাঁহারা ভগবান্‌কে সুহৃৎ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্যেক বিপদে তিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

যেমন প্রহ্লাদের অবস্থা হইয়াছিল। প্রহ্লাদ যত রকমের বিপদে পড়িয়াছিলেন, কখনও ভগবানের পাদপদ্মাশ্রয় ছাড়েন নাই। ভগবান্ তাঁহাকে সমস্ত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্য

২২৬ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

১৭। শ্রীল প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্রে, শ্রীজগন্নাথে ও শ্রীআলালনাথে বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলার প্রদর্শনকারী। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদের গৌরভজনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য।

১৮। শ্রীল প্রভুপাদ রূপানুগ ভজনরহস্য কীর্ত্তনমুখে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গান্তর্গত শ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর পাদপদ্মসেবারূপে বিপ্রলম্ভ সেবার উৎকর্ষ প্রদর্শনকারী।

১৯। শ্রীল প্রভুপাদ মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণ ও ইতিহাস, তথা গীতা-উপনিষদ্ প্রভৃতির নিত্যপাঠাদি, তদুপরে শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠাদি, এবং সর্ব্বোপরি শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গুরুগৌরাঙ্গানুগত্যে কৃষ্ণান্বেষণ লীলার সর্ব্বোত্তম প্রদর্শনকল্পে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরবিদ্যাপীঠ, কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমার্থশিক্ষালয় এবং নৈমিষারণ্যে ভাগবত পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

২০। শ্রীল প্রভুপাদ কর্ম্মীর চিত্তাপবাদ অপেক্ষা নৈয়ায়িকের চিদ্বিলাসবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদপেক্ষা গৌড়ীয়ের শ্রীরূপশিক্ষাপ্রণালীর অনুসরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

২১। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীলার অন্তর্গত নৈশলীলা অপেক্ষা শ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

২২। শ্রীল প্রভুপাদ স্বরূপসংরোধ নির্ব্বিশেষবাদমূলক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পরমেশ্বরের পিতৃত্ব বা বন্ধুত্ব তদপেক্ষা বিষ্ণুলোকস্থ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব, তদপেক্ষা যমুনাতটে শ্রীনন্দ-যশোদার আনন্দে শ্রীভগবানের পুত্রত্বের শ্রেষ্ঠত্ব (শ্রুতিপরে স্তুতিমিত্রের ভারতমো দণ্ড সর্ব্বলোকাঃ। অতমিত্রনন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম), এবং তদপেক্ষা গোবর্দ্ধনপার্শ্বে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের কান্তত্ব বা পারকীয় রসে ঔপপত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন।

২৩। শ্রীল প্রভুপাদ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (কল্মষরাশি হইতে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ফলে নিবৃত্তি লাভ করা যায়) ব্যাসদেব রচিত এই অন্তিম বেদান্তসূত্রের শ্রীনাম-পর ব্যাখ্যাদ্বারা বেদ ও শ্রীনাম-ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাজা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—২৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪১, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২২৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

বাঙ্গলার গবর্ণরের প্রত্যাবর্ত্তন

বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন ও যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর স্যার হ্যারি হেগ লেডী হেগ সহ 'রাচি' জাহাজযোগে ২৯শে নবেম্বর নেপাল পৌঁছিয়াছেন। মেজর জন্ম তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হাউসে অবস্থান করিতেছিলেন।

স্যার জন এণ্ডারসনের গত শনিবার কলিকাতা রওনা হইবার কথা এবং স্যার হ্যারি হেগের ৩০শে নবেম্বর রওনা হইবার কথা।

ছাত্র ও ডাক্তার গ্রেপ্তার

বরিশাল হিজলা থানার অন্তর্গত কাউরিয়া গ্রামের ডাক্তার কুঞ্জলাল ঘোষকে সং ফৌ আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি বরিশাল সহরে ডাক্তারী করিতেন।

বানারিপাড়া গ্রামের ফণীভূষণ চাটার্জ্জিকেও সং ফৌ আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ফণীভূষণ ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র। তাঁহাদিগকে স্থানীয় জেলে আটক রাখা হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট বন্দী

ভা প্যাকএর (বলিভিয়া) সংবাদে প্রকাশ যে, বলিভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মিঃ সালামাঙ্কা, তাঁহার দুই কন্যা, মনোনীত প্রেসিডেণ্ট মিঃ চায়াইও এবং সমর-সচিব মিঃ হ্যাজ্জগ চাকো বোরিয়াল অঞ্চলে বিদ্রোহী সৈন্যদের দ্বারা বন্দী হইয়াছেন। প্যারাগুয়ের সৈন্যবাহিনীর সহিত সংগ্রামে অকৃতকার্য্যতার জন্য সৈন্যদলের অধিনায়কগণ অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট ঐ স্থানে গিয়াছিলেন।

ওয়ার্দ্ধা জিলা কাউন্সিলের সভায় পাদুকা নিক্ষেপ

নাগপুরের ২৪শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ওয়ার্দ্ধা জিলা কাউন্সিলের এক সভায় তুমুল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় এবং দুই বিরুদ্ধদলের সভ্যগণ পরস্পরের প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ ও পরস্পরকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া স্ব-স্ব যুক্তির সারবত্তা প্রদর্শন করিবার প্রয়াস পান। বাহিরের লোককে দর্শক হিসাবে কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে কি না, এই প্রশ্ন উপলক্ষেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়।

বর্ত্তমান অবৈতনিক সেক্রেটারীকে অপসারিত করিয়া তৎস্থানে বেতনভোগী একজন সেক্রেটারী নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ঐ তারিখে উক্ত সভা আহূত হইয়াছিল। জনৈক সভ্য স্বীয় কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া সভায় উপস্থিত থাকিতে চাহেন; প্রতিপক্ষের লোক ইহাতে আপত্তি জানায় এবং এই সম্বন্ধে বচসা হইতেই পরে তুমুল কলহের সৃষ্টি হয়।

দিল্লীতে দুর্ঘটনা

গত ২৪শে নবেম্বর বৈকালে দিল্লী জংসনের নিকটে মানভারী নামক একজন স্ত্রীলোক অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, গঙ্গাস্নান করিবার জন্য স্ত্রীলোকটী তাহার সন্তানাদি এবং অপরাপর আত্মীয়সহ মীরাট জিলায় গড়মুক্তেশ্বর তীর্থে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে দিল্লীতে যমুনা স্নান সমাধা করিয়া রোহতক জিলায় নিজবাড়ী যাওয়ার জন্য ষ্টেশন অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং রাস্তা অতিক্রম করিবার সময় একখানা অতি দ্রুতগামী মিলিটারী লরীর নীচে চাপা পড়ে। স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তাহার দুটী শিশুসন্তান ছিল, তাহারা দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছে। লরীর ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেম পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

মধ্যপ্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা

নাগপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী ২১শে জানুয়ারী হইতে মধ্যপ্রান্তীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনে হাইকোর্ট বিল, নাগপুর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট বিল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া সম্বন্ধে বিচার করা হইবে।

অনুমান করা যাইতেছে যে, এই সমস্ত আইন-কানুন সম্বন্ধে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতে পারে

বিচারাধীন বন্দীর অনশন

চট্টগ্রাম জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অভিযোগক্রমে বিচারাধীন বন্দী নীরদবরণ বিশ্বাস, মনোরঞ্জন চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেন ও স্নেহময় দত্তের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কারাগার আইনের ৫২ ধারা অনুসারে যে মামলা রুজু হইয়াছে ২৭শে নবেম্বর সেই মামলার শুনানীতে চারিজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা ১লা হইতে ৪ঠা নবেম্বর পর্য্যন্ত অনশন ধর্ম্মঘট করিয়া তাহাদের জীবন বিপন্ন করিয়াছিল।

বন্দীর মস্তিষ্ক বিকৃতি

অজিতকুমার গুহকে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গৌরনদী থানার অধীন গৈলায় তাহার স্বগ্রামে অন্তরীণ করা হইয়াছিল। অন্তরীণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগে তাহাকে উজিরপুর থানার অধীন শোলক গ্রামে গ্রেপ্তার করিয়া বরিশালে আনা হইয়াছে। কোর্টে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

বহরমপুর বন্দীনিবাসে থাকাকালে অজিতের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে ও তাহাকে রাঁচীতে মানসিক চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরে তাহাকে স্বগ্রামে অন্তরীণ করা হয়।

অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ

নয়াদিল্লীর হিন্দুকলেজের ম্যানেজিং কমিটী একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ আনয়ন করায়, উক্ত কলেজের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। সেইদিন ছাত্রগণ ক্লাসে যোগ দেয় নাই, অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠাইয়া না লওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ক্লাস করিতে অস্বীকার করিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত অধ্যাপকের কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছে।

চিকটির রাজাসাহেবের মৃত্যু

২৭শে নবেম্বর প্রাতে গঞ্জাম জিলান্তর্গত চিকটির রাজাসাহেব মাত্র ১৫ দিন রোগভোগের পর অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি উড়িষ্যায় একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন এবং উড়িষ্যাকে একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ করিবার জন্য প্রথম হইতেই তিনি যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৩৩ সালে যে উড়িষ্যা শাসন কমিটী গঠিত হইয়াছিল, তিনি উহারও অন্যতম সদস্য ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ } ১২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩রা ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ সোমবার } ২১৭শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদ

—:০:—

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন

কলিকাতা হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বীয় অনুকম্পিত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিময়ূখ শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীরাধাকুণ্ডের উৎসবের পর 'সেবশালী'তে প্রকটিত শ্রীগোষ্ঠবিহারী মঠের উৎসব সম্পন্ন করিয়া দিল্লী হইয়া গত পরশ্ব ১লা ডিসেম্বর ২নং ডাউন "কালকা দিল্লী-ক্যালকাটা মেইল" ট্রেণে পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ মিনিটের সময় হাওড়া ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শম্ভু কলিকাতাবাসী ভক্তবৃন্দ ও শ্রীধাম মায়াপুরের কতিপয় সেবকসহ আচার্য্য পাদপদ্ম পূজা করিয়াছেন তৎপর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া আচার্য্যচরণসহ মোটরযোগে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। দিল্লীর ভক্তবৃন্দ নিউদিল্লীর ৫ নং কার্জ্জন রোডস্থ "রাজেন্দ্র ভবন" নামক প্রাসাদোপম গৃহ শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক মহোদয় ঐ দিবসই শ্রীধামের অপরাপর সেবকগণসহ রাত্রি ৮টার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিয়াছেন।

———

নারাঙ্গা রাজপ্রাসাদে দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা

১ম দিবস রাজাসাহেব শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া যাহাতে উক্ত শ্রীচৈতন্য বাণী তাঁহার রাজ্যস্থ প্রজাবর্গ ও সর্ব্বসাধারণে শ্রবণ করিতে পারে, তাহার জন্য স্থানীয় হাইস্কুলে একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। উক্ত ব্যবস্থানুসারে পরদিন অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় প্রচারকগণ তথায় গমন করেন। গুর্ব্বষ্টক, মঙ্গল পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ উপস্থিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে ২ ঘণ্টাকাল একটী প্রাণস্পর্শি-বক্তৃতা দ্বারা "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরম উদ্দেশ্য কি; গীতার কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অন্যান্য শ্রুতিশাস্ত্র কি মত প্রকাশ করিয়াছেন, সদ্গুরুর আনুগত্যে সাত্বত শাস্ত্র অধ্যয়নের আবশ্যকতা; কর্ম্মী, জ্ঞানী, ও ভক্তিযাজিগণের গতি কোথায়; মুক্ত ও বদ্ধজীবের পরস্পর-পার্থক্য এবং প্রকৃত জীবন্মুক্ত হইলে জীবের কর্ত্তব্য" প্রভৃতি জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান করেন। অবশেষে "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্" শ্লোকটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন।

———

লাহোরে প্রচার

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু লাহোরের কালীবাড়ীতে গত ২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর "শ্রীচৈতন্য ও ভক্তি" সম্বন্ধে যথাক্রমে হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

গৌড়ীয়মঠে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব

(২)

"আমার প্রভুর কথা" পাঠ ও ব্যাখ্যার পর অন্যান্য দিবসের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত এক অধ্যায় পারায়ণ, কীর্ত্তন, শ্রীমন্দিরপরিক্রমা, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ, চতুঃষষ্টি এবং পর্ব্বোপযোগি কীর্ত্তনাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। নাটমন্দিরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চা একটী সুসজ্জিত সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক সচন্দনগন্ধপুষ্প, মালা, ধূপ ও দীপাদিদ্বারা অর্চ্চন করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীসারস্বত শ্রবণ-সদনে একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু গুর্ব্বষ্টক গুরুপারম্পর্য্য ও শরণাগতিমূলক বিবিধ গীত কীর্ত্তন করিবার পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'পরমগুর্ব্বষ্টক' (যাহা শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ রবিবার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ডতটে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিকুঞ্জ-প্রতিষ্ঠাকালে স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন) কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ যতনন্দন দাসাধিকারী বি-এ, মহোদয় উৎসবের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া মহোপদেশক প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদের "আমার প্রভুর কথা" পাঠের জন্য প্রস্তাব করিলে তিনি শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদের স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এই বিরহোৎসব সম্পাদন করিবার এবং তাঁহার আনুগত্যে তদাশ্রিত জনগণের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দিরে ও ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিশেষ সমারোহে উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার সুযোগে শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার নিজজনগণের কৃপাযাচ্ঞা-মুখে 'আমার প্রভুর কথা' প্রবন্ধ পাঠ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল প্রভুপাদের স্বলিখিত "গৌরকিশোরাষ্টক" শ্লোকসপ্তক পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যাম্নায় কীর্ত্তনমুখে শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনের অপ্রকটতিথিকে "সুমেধতিথি" বলিয়া নামকরণের তাৎপর্য্য, সংকীর্ত্তনযজ্ঞে এই তিথির আবাহনা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া এই উৎসবে সহানুভূতি প্রদর্শনকারী সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বৈরাগ্যযুগ, তীব্রভজনপাত্র ভাগবতবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ পুরী মহারাজ "অপ্রকট তিথিমাহাত্ম্য, বদ্ধজীবের জন্মমৃত্যুর সহিত ভগবান্ ও ভগবদীয় জনের আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলার পার্থক্য, শোকদুঃখাতীত বৈষ্ণবের বিরহ কেন, বিরহ ও মহোৎসব—এই দুইটি বিপরীত কথার সামঞ্জস্য কোথায়, আরোহ ও অবরোহপথের পার্থক্য, অবরোহপথানুসরণব্যতীত বাস্তব সত্যে উপনীত হওয়া—ভগবান্ বা ভগবজ্জনের জন্মকর্ম্মের দিব্যত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব, অধোক্ষজতত্ত্ব নির্ণয়ে অক্ষজ জ্ঞানাশ্রয়ের নিরর্থকতা প্রতিপাদনকল্পে চতুর্ম্মুখাভিমানী ব্রহ্মার দ্বারকায় শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রণত কোটিকোটিমুণ্ড ব্রহ্মদর্শনে বিস্ময় ও নিজাধিকারের আকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন-দ্বারা আরোহপথ পরিত্যাগের শিক্ষা, অক্ষজজ্ঞানে অপ্রাকৃতবস্তুতে জড়বুদ্ধ্যারোপ, শ্রীবিগ্রহের মৌনমুদ্রাদর্শনে তাঁহাকে জড়াবস্থাসাম্যে ইট, কাঠ, মাটী, পাথর-মানুষ, মূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩২ কেশব সম্বিৎ সম্বৎ ৪৪৮

'কাহিনী'-প্রসঙ্গে

শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ মহাশয়ের "তিন দিনের ভ্রমণ কাহিনী" 'উদ্বোধন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যে কয়টি চিত্র আছে, তন্মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরের অজ্ঞাত চাঁদ কাজীর সমাধি ও বল্লালের ঢিবির চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কাহিনীর মধ্যে তিনি শ্রীমায়াপুরের বিবরণও কিছু দিয়াছেন, তন্মধ্যে কিছু তাঁহার প্রত্যক্ষদর্শনজাত এবং কিছু তাঁহাদের সুযোগ্য Guide (পথপ্রদর্শক) শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন বাবুর নিকট হইতে শ্রুত বলিয়াই মনে হইল। এই সুযোগ্য পথপ্রদর্শক-মহাশয় পথ ভুলিয়াছেন কি না, অথবা নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম নগরপালকহিসাবে সহর নবদ্বীপের প্রাধান্য খর্ব হইবার আশঙ্কায় ভীত হইয়া উক্তি করিয়াছেন কি না, তদ্দ্বারা স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে আবরণ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তারাপদ বাবুর নিম্নলিখিত বিবরণটীতেই বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

"মন খারাপ হ'য়ে গেল, আস্তে আস্তে বল্লাল ঢিপ থেকে নামলাম। এবার ফেরার পালা। জনবাবু গল্প করতে করতে চৈতন্যমঠকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, আমরা বেঁকে বসলুম "গৌড়ীয়মঠ দেখবো" তিনি বলিলেন—"এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই।" আমরা দেখালুম—পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতির অজুহাত। আর বলা-কওয়া নেই—একেবারে সোজাসুজি ঢুকে পড়লাম চৈতন্যমঠের মধ্যে।"

— উদ্বোধন (অগ্রহায়ণ) ১০৬৬ পৃষ্ঠা

পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বিচার করিবেন—জনরঞ্জন বাবুর "এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই" উক্তি স্বতঃপ্রকাশ সূর্য্যকে পক্ষপাত-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত করিবার চেষ্টা কিনা। যাঁহারা দর্শন করেন নাই, তাঁহাদের বিচারের সুবিধার জন্য তারাপদ বাবুর বর্ণনার আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—"দেখলাম চৈতন্যমঠ এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। বেশ পয়সা খরচ ক'রে মার্ব্বেল পাথর দিয়ে মন্দির ও দালান তৈরী করা হ'য়েছে। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি ও গৌরাঙ্গমূর্ত্তি এবং ছয় দিকে ছয়জন গোস্বামীমূর্ত্তি স্থাপিত। ছয় দিকে ছয় মূর্ত্তি রয়েছে, চতুর্দ্দিকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি, রুদ্র-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী, সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিরাজিত। (নঃ সঃ) 'ডায়নামো' বসিয়ে চারিপাশে বৈদ্যুতিক আলোর সুব্যবস্থা করা হ'য়েছে। মঠের একটী নিজস্ব ছাপাখানাও রয়েছে। মঠের গোস্বামী মহারাজ (শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ) আমাদের সঙ্গে আলাপন করলেন এবং ঠাকুরের প্রসাদ আমাদের জলযোগের জন্য দিলেন।"

জনরঞ্জন বাবু চান, শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি যাহাতে না হয়; বা, হইলেও অপরে যাহাতে না জানিতে পারে। সুতরাং তারাপদ বাবুর উক্ত বর্ণনা জনরঞ্জন বাবুর কতটা শ্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা বলিতে পারি না। তারাপদ বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাপর ছাত্র ও অধ্যাপকগণসহ এক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধামের যে দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছেন, তৎপরে শ্রীধামের আরও অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কয়েকটী সুদৃশ্য মন্দিরও হইয়াছে। মহাপ্রভুর জন্মভিটায় একটী সু-উচ্চ-শীর্ষ মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে, যাহার চূড়ার আলো শুধু নবদ্বীপ সহর হইতে কেন, কৃষ্ণনগর হইতেও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তখন জনরঞ্জন বাবু পাশ কাটাইয়া কি-প্রকারে সর্ব্বসাধারণকে শ্রীচৈতন্যমঠ দর্শনে বঞ্চিত করিবেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সকল শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন, জনরঞ্জন বাবু তাঁহাদের মনোরঞ্জনের অন্তরায় হওয়া স্বীয় নামের কতটা সার্থকতা সম্পাদন করিলেন, তিনি একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? যিনি শ্রীচৈতন্যমঠকে দর্শকবৃন্দের অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর-সম্বন্ধে কি-প্রকার নিরপেক্ষ বর্ণন প্রদান করিয়াছেন, তাহা সুধীসমাজ বিচার করিবেন।

তারাপদ বাবু তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীর প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—"এক বছর আগেকার কথা—সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা, হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলে আমরা চলেছি নবদ্বীপের পথে। তীর্থযাত্রা নয়, নবদ্বীপ তীর্থভূমি হইলেও আমরা সে উদ্দেশ্য নিয়ে বের হই নি। তবে শুধু যে ভ্রমণের সাধ মেটাবার জন্যেই চলেছি, তাও নয়। বইএর শুকনো পাতায় যেসব নীরব ঐতিহাসিক কথা প্রাণহীন হ'য়ে প'ড়ে থাকে, তাদের প্রাণবন্ত-ভাবে দেখিব, এই উদ্দেশ্যই হ'ল প্রধান।" সুতরাং তাঁহার বর্ণনে আমরা ভক্তের চিন্ময়নে দৃষ্ট নবদ্বীপের বিবরণ যে পাইব না, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি যে শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি লইয়াই ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার প্রবন্ধ পাঠে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, প্রাকৃত কবির উপভোগকর নয়ন তাঁহার সঙ্গী ছিল। সেই হিসাবে তিনি যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের স্বরূপ-শক্তি, বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে হেয় জড়কাব্যের নায়িকাগণের সহিত তুলনা করিয়া যে বর্ণন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভক্তমাত্রেরই প্রাণে বিশেষরূপে আঘাত প্রদান করিবে। যাঁহারা ভোগপরনেত্রে বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা কঠোর বৈরাগ্যশালিনী, ভগবৎ-সেবায় নিমগ্না, বিষ্ণুপ্রিয়ামাতার চরিত্রের উৎকর্ষ কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ামাতার সেবানন্দ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাকে জগতের মায়ামুগ্ধ, শোককাতরা, রমণীর সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখাশ্রু অশ্রুপাতের যে চেষ্টা, তদ্দ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার ও তাঁহার একান্ত সেবকগণের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করা হয় মাত্র। যে যুগে ভোগের রঙীন নেশায় জগজ্জন্তুকে আনন্দাসনে নির্ব্বাসিত করিয়া বিধবাগণকে পুনরায় বিবাহ দিয়া দুঃখে নিক্ষেপ করাই শান্তির আগার বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই যুগে আমাদের শুদ্ধভক্তিপর যুক্তবৈরাগ্যের বিচার সাধারণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে না, তাহা আমরা জানি, তথাপি দুই চারিজন ভাগ্যবান্ যদি তাহা গ্রহণে সমর্থ হন, তাঁহাদেরই দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তির উপকার হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। নারী-প্রগতির দিনে নারীগণকে পুরুষগণের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য নানাপ্রকার যত্ন হইতেছে। শ্রীভগবান্ যখন তাঁহাদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া আনন্দপূর্ণ সেবাময় জীবন-যাপনের সুযোগ করিয়া দেন, তখন তাঁহাকে নিষ্ঠুর-জ্ঞানে বৈধব্যের অবসানকল্পে যে-চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, তাহা মহামায়ার বিচিত্র খেলার অন্যতম বটে। যাঁহারা নিরন্তর ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত, তাঁহারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। কি-সুখে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সমস্ত দিন অনাহারে হরিনাম করিতেন এবং যতবার শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেন, তত কটী চাউল দিনান্তে রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে নিবেদন পূর্ব্বক সামান্যমাত্রায় মহাপ্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত থাকিতেন, তাহা ভোগপর চিন্তাস্রোতে হৃদয়ঙ্গম হইবার বিষয় নহে। জাগতিক ভোগপর চিন্তাস্রোত লইয়া সেবানন্দে মগ্না শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সম্বন্ধে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

তারাপদবাবু তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে সহর নবদ্বীপের কিছু বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। 'পোড়ামা' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি।

"এইখানে 'পোড়া-মা'র কথা একটু বলা দরকার। এই জ্ঞান-দেবী আজিও নবদ্বীপের প্রাচীন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিচ্ছেন। জনরঞ্জনবাবুর মতে 'পোড়া-মা' কথাটীর উৎপত্তি 'পড়ুয়ার মা' এই কথা থেকে। পণ্ডিতেরা এঁকে 'বিদগ্ধ-জননী' বলেন। নামের ভাষাতত্ত্ব যাই হোক, এঁর ঐতিহাসিক তত্ত্বটি সুন্দর। এইখানে ব'লে রাখা উচিত যে, পোড়ামা-মন্দিরে কোনো দেবীমূর্ত্তি নেই, একটি পাথরে তন্ত্র-শাস্ত্রের একটী 'যন্ত্র' ক্ষোদিত আছে, সেই পাথরের উপর ঘট-স্থাপনা ক'রে পূজা করা হ'চ্ছে। এই পাথরটী প্রথম পেয়েছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের 'দীধিতি গ্রন্থে'র টীকাকার পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার। গল্পে আছে, জগদীশ প্রথম বয়সে একজন ভয়ানক দুষ্ট প্রকৃতির বালক ছিলেন এবং এঁকে লেখা-পড়া শিখাতে পিতার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু লেখা-পড়া না জানলেও এঁর বুদ্ধি ছিল খুব ধারাল। একদিন পাখীর ছানা ধরবার জন্যে তালগাছে উঠেছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে একটী প্রকাণ্ড সাপও ওই পক্ষিশাবক ভক্ষণের অভিপ্রায়ে পাখীর বাসার মধ্যে ঢুকে পড়ে। বালককে দেখে সাপ তখন দংশন করিতে আসে, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন বালক জগদীশ দংশন করবার সুযোগ না দিয়ে অপূর্ব্ব কৌশলে সাপের মাথাটিকে মুঠো ক'রে ধ'রে ফেলেন। সাপটী লে[illegible] দিয়ে জগদীশের হাত বেষ্টন ক'রে মা[illegible] মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো, তা দেখে বালক তখনই তালপাতার গোড়াকা[illegible] ধারালো অংশে সাপের মাথাটীকে ঘ'[illegible] ঘ'সে কেটে ফেললেন। তারপর পাখী ছানা নিয়ে গাছ থেকে নামবার সম[illegible] জগদীশ দেখেন যে, একটী সন্ন্যাসী তাঁ[illegible] সমস্ত কাজ লক্ষ্য করছে। সন্ন্যাসী বালককে ডেকে তাঁর ধী-শক্তির প্রশংসা ক'রে তাঁকে একটী জপ করবার যন্ত্রাঙ্কিত পাথর দে[illegible] এবং মন্ত্র-শিষ্য করেন। এই পাথরে উপ[illegible] বেশন ক'রে জগদীশ মন্ত্রজপ ক'রে সি[illegible] হ'ন এবং বিনা চেষ্টায় কেবল তপঃপ্রভাবে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হ'ন। এই পাথরটী হ'চ্ছেন আমাদের পোড়ামা এবং এ[illegible] বিদ্যা-দানের জন্যই ইনি সকল বিদ্যার্থী নমস্যা।"

আমাদের মনে হয়, 'প্রৌঢ়া-মায়া' অপভ্রংশে 'পোড়ামা'-শব্দ। প্রৌঢ়া-মায় ভগবদিচ্ছা-পূর্ত্তি-কারিণী যোগ-মায়া। সম্ভব 'পোড়া মা'র পাণ্ডিত্য সংস্কৃত বিদগ্ধজননী কিন্তু এরূপ সংস্করণ হইবার কারণ কি জননীর বিদগ্ধত্ব কি-প্রকারে হয়?

নবদ্বীপের স্টেটের অত্যাচার, চণ্ডীদাস বাবাজীর কাণ্ড, মাড়োয়ারি-ভজনাশ্রম ও ললিতা সখী (?) সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু বলিয়াছেন। স্টেটের অত্যাচার-কাহিনী আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। স্থানীয় জনগণের বিশেষচেষ্টাব্যতীত তাহা নিবৃত্ত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"হাস্যরস ও বীভৎসরসের মূর্ত্তিমান্ অবতার শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস বাবাজী। এই চণ্ডীদাস বাবাজী নাকি কবি চণ্ডীদাসের অনুকরণে সাধন ভজন করেছেন, এতাবৎকাল। আর সে সাধন নাকি অচল সাধন।" এই বীভৎসরসের রসিককে আমাদের দেখিবার দুর্ভাগ্য হয় নাই, তাই তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে পারিলাম না। তবে শুনিতে পাইতেছি- মহাজনগণের দোহাই দিয়া অনেক কামুক ব্যক্তি ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। এই চণ্ডীদাস তাহাদেরই অন্যতম কিনা, প্রত্যক্ষদর্শিগণই জানেন।

ললিতাসখীর (?) গুণবর্ণনে তারাপদ বাবু পঞ্চমুখ হইয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহার মেয়েলী-স্বরের মুগ্ধমষ্ট আলাপ জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। ঐ ব্যবহার তারাপদ বাবুকেও এতটা মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি যে কয়টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোনটী এড়ান এবং কোন কোনটীর উত্তরে Logical fallacy লক্ষ্য করিলে তিনি বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ললিতা সখীর বর্ণনে তারাপদ বাবু বলিতেছেন,—"অজ্ঞ-মনস্ক পাঠক কেউ যেন—'ললিতাসখী' বলতে মন্দিরের প্রতিমা বিশেষকে বুঝবেন না। ইনি একজন পুরুষ মানুষ, কিন্তু থাকেন নারী বেশে, নাকে নোলক, নথ টানা—হিন্দুস্থানী মেয়েদের মতো কোঁচা ক'রে কাপড় পরা, ডড়নায় বাঁধা চাবির রিং। মাথাটী নেড়ে মেয়েলী সুরে কথা ক'ন এবং কথায় কথায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসেন। বয়স পঞ্চাশের উপর - মাথায় খোঁপা, সাদা-কালোতে গঙ্গা-যমুনা ব'য়ে গিয়েছে। এক-জন প্রৌঢ় পুরুষ মানুষের পক্ষে এত মেয়েলী-ঢং দেখে অনেকের পক্ষে হেসে ফেলা স্বাভাবিক। কেন না, মনস্তত্ত্ব-অনুযায়ী আকস্মিক অসঙ্গতি মাত্রই হাস্যজনক।" জড়পুরুষ শরীরকে প্রত্যহ ক্ষৌর-কর্ম্ম ও ও বস্ত্রালঙ্কারাদির সাহায্যে স্ত্রীলোকের সজ্জায় ভূষিত করা শুধু যে সাধারণের হাস্যকর ব্যাপার, তাহা নহে, ভজন-পরায়ণ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের দর্শনেও উহা হাস্যকর ব্যাপার। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, সাধকচরী গোপী-গণ পর্য্যন্ত ত্রিগুণময় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবার্থ রাসস্থলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর একটা পাঞ্চভৌতিক দেহকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণশক্তি শ্রীললিতা দেবীর সজ্জায় ভূষিত করা অহংগ্রহোপাসকের অপরাধময় কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রকার কার্য্য অদ্ভুত-রসের দৃষ্টান্ত বটে; বিকৃত-মধুররসের উদাহরণও হইতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত-মধুর-রস সখীভেকীবাদের অহংগ্রহোপাসনা হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত।

উপসংহারে বক্তব্য—আমি তারাপদ বাবুর 'কাহিনী'র প্রতিবাদ করিতে বসি নাই, এতৎসম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যাহা জানা দরকার, তাহাই আলোচনা করিয়াছি মাত্র।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৮)

২৮শে অক্টোবর—অপরাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

আমাদের বিচারে ভালমন্দ হইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ যাহা করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলকর। অনেকে হয়ত সন্দেহ করিবেন, তবে জগতে এত অমঙ্গল ঘটে কেন? যে-কর্ম্মের দ্বারা আমাদের সুবিধা হয়, তাহাকে আমরা পুণ্য বলিয়া থাকি, আর যাহার দ্বারা অসুবিধা হয়, তাহাকেই পাপ বলিয়া মনে করি। যখন ভগবানের সেবাবঞ্চিত হইয়াছি, তখন পাপ করাটাই স্বাভাবিক। পাপের হস্ত হইতে সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। পুণ্যও করিতে নাই। পাপ ও পুণ্য দুইটাই পরি-ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎসেবা করিতে হইবে। পুণ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে, একথা বলিলে অনেকের কিছু সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু মহাজনের বাণীতেও দেখিতে পাই—

পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
পাপ পুণ্য দুই পরিহার'।

পুণ্যকর্ম্ম করিতে গিয়া তৎসঙ্গে অশুভ কর্ম্মেরও আবাহন হইয়া যায়। শুভ ও অশুভ উভয় কর্ম্মেরই ফলভোগ করিতে হয়। স্মার্ত্তবিগর্হিত কার্য্য করা উচিত নয়। ফলভোগ যাহাতে আমাকে করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। জ্ঞানিগণের বিচারে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন কিছুই থাকিবে না। তাহাতে সুবিধা কি হইল? অতএব ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ভগবৎসেবাই সকলের জীবাতু হউক।

২৯শে অক্টোবর—পূর্ব্বাহ্ণ

গত ২৯।১০।৩৪ তারিখ সোমবার প্রাতঃ-কালে শ্রীল প্রভুপাদ যে-সমস্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কতকগুলি লোকের বুদ্ধি আছে যে, কৃষ্ণই বিশ্ব, অতএব বিশ্বকে ভোগ করা যাউক। এই রকম দুর্ব্বুদ্ধি কি-প্রকারে যাইবে? ভাগবত বলিয়াছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

ধাম জিনিষটী ভোগের স্থান নয়। ধাম-পরিক্রমার দ্বারা ধামে ভোগবুদ্ধি নষ্ট হয়। ধামদর্শন কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ। কৃষ্ণ যখন আমাকে দেখাইবেন, তখন দেখিতে পাইব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। ধামের বা নামের কৃপালাভ করিবার ইচ্ছা থাকা দরকার। ধামকে বা নামকে আমি কৃপা করিব, এই উল্টা বুদ্ধি।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া
ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

কেবল চক্ষুর পরিতৃপ্তি করিবার জন্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য যদি ধাম-পরিক্রমা করা হয়, তাহাতে কিছু মঙ্গল হয় না।

কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।

জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই ভোগ্যবস্তু। কিন্তু সেব্যবস্তু কিছু ভোগের বস্তু নন, অতএব সেব্যবস্তু জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। ধাম কে দেখাইবেন?

"কবে গৌর-বনে সুরধুনী-তটে
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহ-সুখ ছাড়ি',
নানা-লতা-তরুতলে॥

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ গীতটী গাহিতে বলিলেন। তৎপরে বলিতে লাগিলেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

গোবিন্দ, তিনি সর্ব্বকারণকারণ। তিনি কৃষ্ণ; তিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—গুণত্রয়ের দ্বারা তাড়িত বস্তু নহেন (তিনি হ্লাদিনী-প্রভৃতি ত্রিশক্তিধর। শক্তিবিচারে কুণ্ড-সলিল; কুণ্ডে স্নান বলিতে রাধিকার দ্রবগ্রাহ্য ভাব বুঝায়। বৃষভাসুর বা অরিষ্টাসুর—রাধিকার কৃষ্ণের সেবাবিচারের শত্রু। অরিষ্টাসুরনিহত হইবার পর অর্থাৎ অনর্থ-নিবৃত্তি হইবার পর বোধগম্য হয় যে—

রাধাদাস্যে রহি, ছাড়ি ভোগ অহি
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন গৌরব।"

ভোগ-বুদ্ধিতে কর্ত্তৃত্বাভিমান বর্ত্তমান। গৌরসুন্দরের উপদেশে বিপ্রলম্ভ বলিয়া যে-বিচার, তাহা কেবল ত্যাগ-বিচার নহে, যাহা ত্যাগি-সম্প্রদায় বলিয়া থাকে।

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্
মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥

বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগেই বিপ্রলম্ভ। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে সেবাবৃত্তির উদয় হয়। আমি ইন্দ্রিয়দ্বারা নিজের সুবিধা করিয়া লইব এই যে বুদ্ধি, ইহা ভোগবুদ্ধি। ভোগী যাঁহারা, তাঁহারা সংসার ভোগ করিয়া থাকেন। সংসারকে কৃষ্ণজ্ঞান করা ঠিক নয়। কৃষ্ণবিস্মৃতিতে কৃষ্ণের প্রতিকূল বিচার আসিয়া থাকে। কৃষ্ণানুশীলনের প্রতিকূল-বিচার যাহা, তাহাই মায়াবাদ বা অহংগ্রহোপাসনা। শ্রীচৈতন্যদেবের সময় সমস্ত জগৎ চৈতন্যদেবের কথা গ্রহণ করিয়াছিল; কেবল নিন্দক, পাষণ্ডী, মায়াবাদী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ চৈতন্যদেবের কথা গ্রহণ করে নাই। ঐসকল ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে একজন উপদেশক মাত্র মনে করিয়াছিল।

যে সকল লোকের ধৈর্য্য নাই, তাহারা সম্ভোগবাদের পথিক; বিপ্রলম্ভ-বিচারটা তাহাদের হয় না। কেন শ্রীচৈতন্যদেব বিপ্রলম্ভবাদ গ্রহণ করিলেন? অনন্ত-কোটি গোপী ভোগ করিয়া কি তাঁহার আশা মিটিল না? তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করিলেন কেন? গৌরনাগরীবাদীরা এই সব কথা বুঝিতে পারে না। ভোগবাদে অন্য লোক সেবা করিয়া দিবে, আর আমি ভোগ করিব। বিষয়-আশ্রয়-বিচারে উচ্চাবচ ভাব করিতে নাই। সেবা করিতে যাইলেই যে ছোট হইতে হয়, এমন কথা নয়। পিতা-মাতা দাস-দাসীর অপেক্ষা বেশী সেবা সন্তানের করিয়া থাকেন। তবে তাঁহারা কি ছোট হ'ন? কৃষ্ণ-সম্ভোগ-বাদীর বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি প্রমত্ত হইয়া অবিচার করিতে দৌড়ান নাই। মনুষ্যজাতিকে বিপথগামী করিবার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না। 'আমি কৃষ্ণ', এইরূপ বিচার তিনি দেখান নাই। ঈশ্বর-সাযুজ্য অপেক্ষা ব্রহ্মসাযুজ্য ভাল।

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিক্কার।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"কৃষ্ণচৈতন্য

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

ঢাকা জেলা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীল আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ড গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় গ্রন্থ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দার্থ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নির্ধনী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৷০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাস কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ

দাদখানি	৬৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
বালাম বাঁকতুলসী (সরেস	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'এ'	৪৷৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা গমমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৴৹	।৵	
,, ,, ইঞ্চি	২৲	১॥০		১৲
,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৩৲	
,, অৰ্দ্ধকলম		৯৲	৬৲	
,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৯৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সভাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম - 'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রী নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

১২৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যগ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬,	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫০,	৯—৪৩,	১১—৪০	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮,	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৪,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৫

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২২৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

ভিক্টোরিয়ার আমলের টাকা

বর্ত্তমান সময় ভারতবর্ষ হইতে প্রতি সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, আর এই সময়ে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলের সহস্র সহস্র রৌপ্য ও মুদ্রা ভারতের পল্লী অঞ্চলে মাটীর নীচে থাকিয়া যায়। লাহোরের পুলিশ একটা চুরি সম্পর্কে তদন্ত করিতে যাইয়া এই প্রকার একটা ঘটনার আবিষ্কার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, কয়েক দিন আগে এই জেলার একটা গ্রামে এক বড় জমিদারের বাড়ীতে কয়েক সহস্র টাকা চুরি হয়। এই সম্পর্কে পুলিশ একজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং উক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উক্ত জমিদারের বাড়ী হইতে অপহৃত এক হাজার টাকা পাওয়া যায়। প্রকাশ, এ লোকটী জমিদারের বাড়ীতে যে চুরি করিয়াছে সেই লোকটির নাম পুলিশের নিকট বলিয়া দেয়, তদনুযায়ী পুলিস উক্ত লোকটীর বাড়ী তল্লাসী করিয়া সাতহাজার টাকা উদ্ধার করে, উক্ত মুদ্রাগুলি ১৮৪৫ সালে রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে তৈরী হইয়াছে। উক্ত টাকাগুলি মাটীর নীচে রাখা হইয়াছিল। পুলিশ এই সম্পর্কে জোর তদন্ত করিতেছে। লোকটীর সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

সাধুর বেশে আত্মগোপন

গত মার্চ্চ মাসে বিহারীলাল নামক লুধিয়ানার একজন হিন্দু দালাল হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়; উক্ত দালালের চম্পট দেওয়ার ফলে জনৈক বারজন ব্যবসায়ীর পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতি হয়, এই ব্যাপারে সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সহসা তাহার গ্রেপ্তারেরও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৫১২ ধারানুসারে একটা অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ দায়ের করা হইলে আসামী বিহারীলালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া রেলওয়ে পুলিশের নিকট হইতে এক তার আসে।

আসামীর গ্রেপ্তারের মধ্যে একটা রহস্য আছে। আসামীর এক পুত্র ষ্টেশন-মাষ্টার, ক্যাস ব্যাগে জাল নোট রাখিবার অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৮৮৯এ ধারানুসারে একটি তদন্ত চলিতেছে। তদন্তের সময় আসামীর পুত্র তাহার পিতার খবর দেয়। তৎপর, বহু কষ্টে আসামীকে নাজনরাজ্যের সীমা হইতে গ্রেপ্তার করা হয়, তথায় আসামী সাধুর বেশে বাস করিতেছিল। আসামীকে বিশ্বাসভঙ্গ ও দলিল জাল করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ৪৭৭ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরে ডাকাতি

বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া) হইতে প্রকাশ, গত ৯ই অগ্রহায়ণ রাত্রিতে শাঁখারীবাজারের শ্রীযুগলকিশোর ভদ্রের বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা স্বর্ণ অলঙ্কার ও নগদ টাকায় প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

কঠোর কারাদণ্ড

পাবনা জেলার বেলকুচি থানার বিলমৌসা গ্রামের পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে জুড়ান, কাছেন, একাব্বর, বাবুরালী, ফজর ও রফাতুল্যা এ সেসন জজ বাহাদুরের কোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারপতি পাঁচজন জুরীর সাহায্যে বিচার করিয়া জুড়ান ও কাছেমকে ৭ বৎসর, একাব্বরকে ৬ বৎসর, বাবুরালী ও ফজরকে ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন রফাতুল্যা খালাস পাইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯শে মে রাত্রি অনুমান ১১ঘটিকার সময় পূর্ণবাবুর বাড়ীতে ডাকাত পড়ে এবং মারধর করিয়া ডাকাতেরা যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। প্রহারের ফলে পূর্ণবাবু পরে মারা যান। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিয়া আসামীগণকে চালান দেন।

ইংলণ্ডের রাজপুত্রের বিবাহ

গত ২৯শে নবেম্বর প্রাতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবীতে রাজা পঞ্চম জর্জের কনিষ্ঠ পুত্র ডিউক অব কেণ্ট (প্রিন্স জর্জ) এবং গ্রীসের রাজকুমারী প্রিন্সেস মারিনার শুভবিবাহ মহাড়ম্বরে সমাধা হইয়াছে। সকাল ১০॥টার সময় বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে রাজকীয় শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাগেই ছিলেন শকটারোহণে রাজা এবং রাণী। পথের দুইধারে উদ্গ্রীব জনতা দাঁড়াইয়াছিল, মুহুমুহু তাহাদের হর্ষধ্বনিতে চারিদিক সচকিত হইতেছিল। দ্বিতীয় শোভাযাত্রায় ছিলেন ডিউক অব কেণ্ট, প্রিন্স অব ওয়েলস এবং ডিউক অব ইয়র্ক। তৃতীয় শোভাযাত্রার প্রথমেই ছিলেন, প্রিন্সেস মারিনা ও প্রিন্স নিকোলাস। বিবিধ পোষাকধারী সৈন্যদল সমস্ত গন্তব্য পথে মোতায়েন ছিল।

নানাস্থান হইতে নবদম্পতি উপহার পাইয়াছেন মোট ১০০০টি। উপহারদাতাগণের মধ্যে নেপালের মহারাজা ও যোধপুরের মহারাজার নাম উল্লেখযোগ্য।

পর্ব্বতারোহণে বিপত্তি

বিস্তবিয়াস পর্ব্বতে উঠিবার জন্য এক প্রকার লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রেলপথ দিয়া বাষ্পীয় শকটসমূহকে ধাতব রজ্জুদ্বারা উপরে টানিয়া তোলা হয়। এই প্রকার শকটশ্রেণীর মধ্যে একখানি কোনরূপে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় এবং নীচের দিকে ধাবিত হইয়া একটী বৈদ্যুতিক খামের উপর যাইয়া পড়ে। ইহাতে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ৪ জন লোক তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে। অপর তিনজন আহত হইয়া হাসপাতালে নীত হইয়াছিল। তথায় তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৯ জন লোক আহত হইয়াছে।

ছাত্র গ্রেপ্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি ক্লাশের ছাত্র মণীন্দ্র প্রসন্ন সেনকে ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোরের ক্যাম্পে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি ট্রেণিং কোরের মেম্বার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রপ্রসন্ন সেন একজন রাজবন্দী।

শিব ও নারায়ণশিলা অপহৃত

লক্ষ্ণৌ চীফকোর্টের গবর্ণমেণ্ট এ্যাডভোকেট মিঃ হেমন্তকুমার ঘোষ বার য়্যাট-ল'এর পল্লীগ্রামস্থ বাড়ী হইতে দুইটী বিগ্রহ চুরি হইয়াছে, ঘটনার বিবরণ এই যে, গভীর রাত্রে মিঃ ঘোষের বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঘোগ গ্রামস্থ বাড়ীর ঠাকুরঘর হইতে 'শিব' ও 'নারায়ণ শিলা' অপহৃত হইয়াছে। পুলিশে এজাহার দেওয়া হইয়াছে কিন্তু অদ্যাপি বিগ্রহ বা অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ কেশব শুক্র গৌরাব্দ ৪৪৮

ব্রজের প্রচার-সন্দেশ

শুদ্ধভক্তের আচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শরণাগতিতে সিদ্ধি লালসাত্মক-কীর্ত্তনে আমরা দেখিতে পাই—

"গৌড়ব্রজবনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী॥"

ঠাকুর তৎপরে গাহিয়াছেন—

"দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দময়॥
বৃষভানুপুরে জনম লভিব
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপীভাব, হইবে স্বভাব,
আন-ভাব না রহিবে॥
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ স্ববসন।
রাধাকৃপাবলে লভিব বা কবে,
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ॥
যামুন-সলিল আহরণে গিয়া
বুঝিব যুগল-রস।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে পাগলিনী-প্রায়
গাহিব রাধার যশ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলে সম্ভোগ লীলাময়-বিগ্রহরূপে নিত্যলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। ব্রজের রেণু, পরমাণু, বৃক্ষ, লতা ধেনু, বৎস রাখাল, সকলেই শ্রীকৃষ্ণসেবায় ধন্য হইয়া আমাদের সেব্য-বিগ্রহ। তাঁহারা কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সংগোপনের পর এমন সময় আসিল, যখন মাদৃশ দুর্ভাগাব্যক্তি ব্রজের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। এমন অন্ধকার যুগও আসিয়াছিল, যখন জনসাধারণ শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডের সন্ধান পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগলীলাকালে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণ ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'' এই যে অভয় বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, মাদৃশ বঞ্চনেচ্ছু ব্যক্তি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে দাম্ভিক জ্ঞান করিয়া তৎপালনে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছিল। করুণাময় ভগবান্ তাহা লক্ষ্য করিয়া জীব-উদ্ধার-কল্পে স্বীয় ঔদার্য্যলীলাময় বিগ্রহ গৌড়মণ্ডলে প্রকাশ করিলেন। এই করুণা-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজেই নিজের উপাসনা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ভক্তের সজ্জায় স্বীয় সেবাবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সেব্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র; আর সেব্য হইয়াও স্ব-সেবকরূপে লীলা-প্রকাশক রাধা ঔদার্য্য-মহাবারিধি প্রকট-কারি-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রথমতঃ শুক্লপৃষ্ঠে, তৎপর নদীয়ায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীনামই যে ঔদার্য্য-লীলাময়বিগ্রহের মাধুর্য্যলীলার পূর্ণ প্রকাশ তাহা অবগত হইয়া গৌরনাগরীর ঘৃণিত-চেষ্টা কখনও হৃদয়ে স্থান প্রদান না করিয়া গৌরানুগত্যে রাধাগোবিন্দের উপাসনা করিয়াছেন। আমরা ভক্তিবিনোদঠাকুরের শিক্ষায় দেখিতে পাই, গৌড়বন ও ব্রজবনে কোন ভেদ নাই। গৌরজন ও ব্রজজনে কোন ভেদ নাই। গৌরজনগণই শুদ্ধ-ব্রজবাসী। তাঁহাদের কৃপায় ব্রজের কৃপালাভ ও ব্রজের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। তাই আমরা গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়া ভক্তিবিনোদ দয়া আশীর্ব্বাদ-রূপে বরণপূর্ব্বক সিদ্ধিলালসায় গাহিব—

"কবে গৌরবনে সুরধুনী-তটে
হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহসুখ ছাড়ি'
নানা-লতা-তরুতলে॥
শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে গড়াগড়ি দিব
করি' কৃষ্ণ কোলাহল॥
ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ রেণু গায় মাখি'
ধরি' অবধূত বেশ॥

শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়মণ্ডল সংকীর্ত্তন-বন্যায় প্লাবিত করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার পর নীলাচলে মহাবারিধিকূলে প্রেমবন্যার মহাপ্লাবন প্রকাশ করেন। তৎপর ব্রজে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং স্বীয় মাধুর্য্যবিগ্রহ গোকুল-পতির প্রেমামৃত প্লাবনক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ড আবিষ্কার করেন। শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডব্যতীত ব্রজের অন্যান্য স্থান স্বীয় পার্ষদ শ্রীরূপসনাতন দ্বারা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছেন। গৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ মহাপ্রেমের বিপ্রলম্ভভরভূষণ শ্রীনীলাচলে প্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া গৌরধামে গৌরমহিমা—গৌর নাম, ধাম ও কাম প্রচার করেন। তৎপর ক্ষেত্রমণ্ডলে ও ব্রজমণ্ডলে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে—শুধু ভারতে কেন—সমগ্র ভূ-লোকে প্রচারের অভিযান যে চলিতেছে, তাহা পাঠকগণ বিভিন্ন সাময়িকপত্রে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রচারের উদ্দেশ্য, সর্ব্বসাধারণকে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের অহৈতুকী করুণায় আকৃষ্ট করিয়া ব্রজভজন-চমৎকারিতা সুষ্ঠুরূপে শিক্ষা প্রদান। ইহার সহিত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক রসকীর্ত্তনের কোন সম্পর্ক নাই। জড়বস্তুকে ব্রজবস্তু-জ্ঞানকারী বা ব্রজমণ্ডলকে জড়ীয় পদার্থ-বিশেষজ্ঞানকারী দলসমূহের সহিতও ব্রজ-ভজনের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রজেন্দ্রনন্দন—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তাঁহার সেবকগণ অণু-সচ্চিদানন্দ এবং তাঁহার ধাম শ্রীব্রজমণ্ডল চিন্ময়শোভাবিশিষ্ট। সেই অপ্রাকৃতশোভায় জনসাধারণকে আকৃষ্ট করাই গৌরজনের কার্য্য। গৌরনিজজন শ্রীল প্রভুপাদ এবার উর্জ্জব্রতকালে মাথুরমণ্ডলে অবস্থান করিয়া চিন্ময়ধাম ব্রজমণ্ডলের মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রজের বিভিন্নস্থানে উৎসবাদি করিয়া ব্রজবাসের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ব্রজ-স্বানন্দসুখদকুঞ্জ প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীবৃষভানুসুতার অতুলনীয়া সখী শ্রীললিতাদেবীর কুণ্ডতীরে সেবা প্রকাশ করিতেছেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্মাভিষিক্ত শেষশায়ীতে "গৌষ্ঠবিহারিমঠ" প্রকটিত করিয়াছেন। তথায় শ্রীপাদ গোষ্ঠবিহারী সম্প্রতি মঠরক্ষকের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এযাত্রায় কয়েক-বারই শেষশায়ীতে শুভবিজয় করিয়াছেন। শেষশায়ীর সুরম্যদৃশ্যের বিষয় তদীয় নিজজন বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। স্থানটী বেশ নির্জ্জন গোচারণের প্রশস্ত ময়দান। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার স্ফূর্ত্তিবশতঃই শ্রীল প্রভুপাদ গোষ্ঠবিহারি মঠ প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গোচারণ করিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এবার ব্রজমণ্ডলে অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের নিকট অষ্টযাম-ভজনের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। দিবারাত্রিকে ৮ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে এক একযাম বলা হয়। নিশান্ত, প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ, রাত্রি—এই আট যাম। কোন্ যামে শ্রীকৃষ্ণ কি লীলা করেন, তাহা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'গোবিন্দ-লীলামৃত'-গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন

"কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি
কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি
সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি
বিপিনে রাধয়াদ্ধা পরাহ্ণে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি
সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোহবতান্নঃ॥"

—যিনি নিশান্তে (রাত্রিশেষে) প্রেয়সী-গণসহ কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দগ্রামস্থ নিজগৃহে প্রবেশ করেন, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গোদোহন ও ভোজনাদিলীলা করেন, পূর্ব্বাহ্নে গোচারণ ও সখাগণের সহিত বিহার করেন, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিকালে শ্রীরাধিকার সহিত বিলাস করেন এবং অপ-রাহ্নে ও প্রদোষে (রজনীমুখে) সুহৃদ্গণের সহিত ক্রীড়া করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমা-দিগকে রক্ষা করুন।

মহামন্ত্রে অষ্ট-যুগ নাম বিরাজমান। এই অষ্ট যুগ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টক প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর ভজনরহস্যে অষ্টকাল-লীলা-সেবায় অষ্ট শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কান্ত-মধুররতি স্বরূপসিদ্ধ মহাজনগণ শুদ্ধনাম-সংকীর্ত্তনমুখে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-সেবা করিয়া থাকেন। নাম-সঙ্কীর্ত্তন পরি-ত্যাগ করিয়া স্মরণ স্ফূর্ত্ত হয় না, সুতরাং নামীর সাক্ষাৎকার ও সেবা পাওয়া যায় না। বস্তুতঃপক্ষে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত নামই অষ্ট-কালীয় নিত্যলীলা। নামরূপ কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই কৃষ্ণাদি চিন্ময় রূপ বিকশিত হন। কুসুমের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণসৌরভ অনুভূত হয়। নাম-পুষ্প পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকালীয়া চিন্ময়ী নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিতা হন। বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনের অনুশীলন হয় না, আবার কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া স্মরণের অনুশীলন হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। যিনি বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করেন, তিনি তাহা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। আবার যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সহজেই কীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এই সকল কথা এবার ব্রজ-মণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে বলিয়াছেন। কখনও কখনও বা কীর্ত্তন করিতে করিতে লীলানু-সরণক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সেই সময়ের লীলার স্থানে ছুটিয়া গিয়াছেন। একদিন প্রাতঃ-কালে কীর্ত্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন,—এখন কৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন, চলুন আমরাও বনে যাই। ইহা বলিয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। বহু ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া-ছিলেন। কোন কোন সময়ে মধ্যাহ্ন-কালে শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের মাধ্যাহ্নিক-সেবার চমৎকারিতা প্রদর্শন-মুখে কীর্ত্তন করিতেন—

"মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিত-
বিবিধবিকারাদিভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ
স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।

গোলাগণ্যাপুরংশীপ্রভৃতিগতি-
মধুপানার্ক পুণ্ডাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সখ্যকৌ পরিজনঘটয়া
সেব্যমানৌ স্মরামি ॥"

মধুর-রতির আশ্রয়-বিগ্রহগণ 'সখী' ও 'মঞ্জরী' দুই পর্য্যায়ে অবস্থিতা। মঞ্জরীগণ সখীর দাসী বা অনুগতা অভিমান করিয়া থাকেন। সখীও বলেন না যে, আমি সখী। রাধার দাস্যই তাঁহার প্রার্থনা। সখীত্ব অপেক্ষা শ্রীরাধিকার দাস্যই অধিকতর শ্লাঘ্য বিবেচনা করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি'তে বার্ষভানবী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ॥"

—হে দেবি রাধিকে, তোমার পাদপদ্মের দাস্য ব্যতীত আমি কখনও সখীত্ব দি প্রার্থনা করি না। তোমার সখীত্বের প্রতি আমার নিত্য নমস্কার থাকুক, নমস্কার থাকুক। আর তোমার দাস্যের প্রতি আমার অনুরাগ হউক, অনুরাগ হউক।

শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ ভাবগদগদকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া বলিতেন **সখীর আনুগত্যে বার্ষভানবীর সেবাই কৃষ্ণসেবার প্রকৃষ্ট প্রকার।** নিজেকে 'সখী' বলিয়া পরিচয় দেওয়া অহংগ্রহোপাসনা মাত্র।

শেষশায়ীতে পরিক্রমণ-কালে শ্রীল প্রভুপাদ একদিন ধেনুচরাণ-রত গোপ-বালকগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত বিশ্রম্ভভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। ইহার রহস্য পাঠকগণ শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর 'স্বনিয়ম-দশকম্'এর নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে দেখিতে পাইবেন—

ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেম্ণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন এব প্রতিভবম্ ॥

—অন্য কোন ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত হইলেও আমি শ্রীবৈষ্ণব মহাপুরুষের নিকট হইতে সপ্রেমে রসাস্বাদন করিয়া ক্ষণকালও তথায় বাস করিব না, পরন্তু এই ব্রজভূমিতেই ইতরজনগণের সহিত গ্রাম্যজনোচিত বাক্যালাপ করিয়াও প্রতি জন্মে বাস করিব।

"ভ্রমিব দ্বাদশ-বনে, রসকেলি যে-যে-স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
নিবেদিব চরণে ধরিয়া ॥"

—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই গীতির অনুসরণ শিক্ষা দিয়া শ্রীল প্রভুপাদ চন্দ্রসরোবর, পয়রাসোলি, গৌরীতীর্থ, পৈঠ-গ্রাম প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়াছেন। চন্দ্রসরোবর নাম দেখিয়া কেহ যেন চন্দ্রাবলীর সরোবর মনে না করেন। ইহা শ্রীরাধিকার স্থান। ঐতিহ্যালোচনায় দেখা যায়, ভরতপুর রাজবংশের চন্দ্রশেখর নামক কোন নৃপতি এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এই কুণ্ডের নাম চন্দ্র-সরোবর হইয়াছে।

বনে বনে ভ্রমণকালে শ্রীল প্রভুপাদ কখন কখন কীর্ত্তন করিতেন—

"অহো অমী আলো
গোবিন্দাঙ্ঘ্রিসরোজরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥"

কৃষ্ণানুসন্ধানরতা কোন গোপী অপর গোপীগণকে বলিতেছেন—হে সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণের এই পাদপদ্মরেণু অতিশয় পবিত্র, যেহেতু ব্রহ্মা, মহাদেব এবং লক্ষ্মীগণও পাপবিনাশের জন্য ঐসকল রেণু মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।

বনের পাদপবৃন্দের প্রতি পাত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ প্রেম-গদগদ-ভাবে গাহিতেন—

চূত প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্ব্বর্ক বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥

—হে চূত, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ এবং অন্যান্য পরহিতরত যমুনাতটস্থ বৃক্ষবৃন্দ, আপনারা আমাদের নিকট কৃষ্ণের গমনমার্গ বর্ণন করুন। কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীলদাসগোস্বামীপ্রভুর গ্রন্থাবলী, গোবিন্দ-লীলামৃত প্রভৃতি আলোচনামুখে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট প্রয়োজন তত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেমার স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। আমরা যেন শরণাগতচিত্তে আচার্য্যচরণ বরণ করিয়া যুক্তবৈরাগ্যের আশ্রয়ে আচার্য্যবর্য্যের কৃপা গ্রহণের অধিকারী হইতে পারি।

"শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি,
যে-প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষু দান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্য-জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥

শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্য

[২২৬ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

২৪। শ্রীল প্রভুপাদ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অধোক্ষজতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি প্রাকৃত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ইহা সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। (অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি)

২৫। শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত শব্দ-বিজ্ঞানের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীরূপে জগদ্গুরুলীলার অভিনয়কারী।

২৬। তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥

শ্রীল প্রভুপাদ এই বাক্যত্রয়দ্বারা কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—এই পদার্থত্রয়কে অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ দিয়া জীবগণের নিঃশ্রেয়সের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহাও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য।

২৭। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বজীবে অহৈতুক-করুণাবশতঃ নিত্যমঙ্গলপ্রদ শ্রীনাম প্রেম ও মহাপ্রসাদ-বিতরণকারী, গৌরকরুণাশক্তি ও অদ্বিতীয় জগদ্গুরু (এই নাম ও মহাপ্রসাদ ভবরোগের ঔষধ ও পথ্য)।

২৮। শ্রীল প্রভুপাদ, মদনমোহন কৃষ্ণ—সম্বন্ধতত্ত্ব, গোবিন্দ—অভিধেয়তত্ত্ব, গোপীনাথ গোপীজনবল্লভ—প্রয়োজনতত্ত্বের শিক্ষাদাতা।

২৯। শ্রীল প্রভুপাদ দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বের প্রচারক এবং পারমহংস্যধর্ম্মের মর্য্যাদা-সংস্থাপক। পারমহংস্যধর্ম্মের অর্থ—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ ॥"

৩০। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে তারতম্য প্রদর্শনকল্পে যে কোন কুলোদ্ভূত জীবমাত্রেই পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-বিধানানুসারে উপনয়ন-সংস্কারে ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবক বৃত্ত-ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হন। যেহেতু শ্রীভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব অনুস্যূত আছে। যেমন ১০০৲ টাকার ভিতরে ২৫৲ ও ৫০৲ টাকা অনুস্যূত আছে; তদ্রূপ ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব, বৈষ্ণবত্বে অনুস্যূত আছে। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রাহ্মণ; যিনি পরমাত্মাকে জানেন, তিনি যোগী; যিনি ভগবানকে জানেন তিনি ভাগবত বা বৈষ্ণব। সুতরাং বৈষ্ণব কখনও অযোগী বা কুযোগী নহেন।

৩১। শ্রীল প্রভুপাদ যোগ্যব্যক্তিকে চতুর্থাশ্রমে স্থান প্রদানপূর্ব্বক কায়-মনোবাক্যে হরিভজন করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধোক্ত অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর অনুসরণে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস দিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণ স্ব-স্ব কায়, বাক্য ও মনকে দণ্ডিত করিয়া নিজেরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তনমুখে অপরের কায়, মন, বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিবার যোগ্যতা ধারণ করেন। এইজন্য তাঁহারা ত্রিদণ্ডি গোস্বামী নামে অভিহিত হন। ('বাচোবেগং' ইত্যাদি আলোচ্য) যিনি ষড়্বেগদমনকারী, তিনিই ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী।

৩২। যিনি বেদকে জানেন; তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁহার চিদংশে ব্রহ্মপ্রতীতি; সৎ ও চিৎ অংশে পরমাত্মপ্রতীতি। তিনি প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু; এবং প্রকৃতির অন্তর্যামী কারণোদকশায়ী বিষ্ণু—এই ত্রিবিধ পুরুষাবতার কৃষ্ণের অংশ। (কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্)।

৩৩। "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" অর্থাৎ যাঁহার শ্রীগুরুদেবে এবং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গে ঐকান্তিকী ভক্তি আছে, অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরে যেরূপ অচলাভক্তি; তৎপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবে সেইরূপ নিশ্চলাভক্তি বিরাজমান, সেই মহাত্মার হৃদয়ে উপরিউক্ত শ্রীগুরুদেবের লীলাসমূহ স্ফূর্ত্তি পাইবে।

আচার্য্য প্রসঙ্গ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আপনারা বিচারটা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে শিখুন। কুণ্ডের জলে, যমুনার জলে স্নান করিতেছ, কিন্তু কুস্নান হইয়া না যায়। বাহ্যিক স্নানাদি কর্ম্মকাণ্ডের প্রচেষ্টায় ভক্তের প্রয়োজন নাই। অপরাধশূন্য হইয়া ভগবান্‌কে ডাকুন, নচেৎ কি সুবিধা? যাহাতে ভক্তির বীজ জীবহৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করুন। কর্ম্মকাণ্ডব্যাপারে আবদ্ধ হইবেন না।

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে
ভো স্নান তুভ্যং নমঃ
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ
নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য
কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে
কিমন্যেন মে ॥
(পদ্যাবলী)

হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলে আর কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি থাকিবে না।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷৷০ -৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাজা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪৷৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন	৷৹	।৶৹	।৶	।৹
" ইঞ্চি	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
" ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যাহা অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৩৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৸৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸৹ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ‌/৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৮৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০০০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে 'রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যগ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪১, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২২৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবল ঝটিকা

মেলবোর্ণ অঞ্চলে ৩০ ঘণ্টা কাল যাবৎ প্রবল বারিপাত ও ঝটিকার ফলে বন্যা হওয়ায় পাঁচজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং ১৫০০ লোক গৃহহীন হইয়াছে। শত বার্ষিকী উপলক্ষে সজ্জিত বহু স্থানের সাজসজ্জা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বহু স্থানের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ১০ লক্ষ পাউণ্ড হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। জিপসল্যাণ্ড অঞ্চলে সহস্র সহস্র গবাদি পশু ও অশ্ব সলিলসমাধি লাভ করিয়াছে। ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। মেলবোর্ণে এরূপ বন্যা কখন হয় নাই।

জাল রসিদে মণিঅর্ডারের টাকা আত্মসাৎ

ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ সচ্চিদানন্দ মুখার্জ্জি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা মতে কমলা ডাকঘরের পিয়ন উপেন্দ্রচন্দ্র জয়কে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, অনন্তকুমার দাশগুপ্ত ঢাকা হইতে কমলাতে তাহার ভগিনী নলিনীবালা সেনগুপ্তার নামে ২৫৲ পাঁচিশ টাকার এক মনিঅর্ডার পাঠাইয়াছিল। আসামী নলিনীবালাকে মাত্র ১৫৲ টাকা দিয়া মনিঅর্ডার ফরমে নলিনীবালাকে স্বাক্ষর করিতে বলে; নলিনীবালাও আসামীর কথায় বিশ্বাস করিয়া মনিঅর্ডার ফরমের লিখা না পড়িয়াই স্বাক্ষর করে; পরন্তু আসামী নলিনীবালার প্রতিবেশী ইন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর স্বাক্ষরও সাক্ষীরূপে মনিঅর্ডার ফরমে গ্রহণ করে এবং বাকী দশ টাকা আত্মসাৎ করে। প্রেরক অনন্ত ২৫৲ টাকার রসিদই ডাকঘর হইতে পায়, কিন্তু নলিনীবালার নিকট হইতে পত্র পাইয়া জানে যে, তাহার ভগিনীকে মাত্র ১৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ডাকঘরের ইন্সপেক্টর বাবু ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত অভিযোগের তদন্ত করিয়াছিলেন। আসামী তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ঐ দশ টাকা ফেরত দেয়। তদনন্তর উহাকে অভিযুক্ত করা হইলে মুন্সীগঞ্জের হাকিম উহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। আসামী আদালতে নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিল।

স্পেনের রাজপুত্র

স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা আলফান্সোর-পুত্র কাউণ্ট কোভাডোঙ্গার পত্নী ২৯শে নবেম্বর নিউ-ইয়র্ক যাত্রা করিয়াছেন। ইতোমধ্যে এক সংবাদ রটিয়াছিল যে, রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছে। তিনি ইহার প্রতিবাদ করেন।

কাউণ্ট কোভাডোঙ্গা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের নিকট বলেন,—ব্যক্তিগত কারণে আমার পত্নী আমেরিকা পরিভ্রমণে গিয়াছেন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন।

অলঙ্কার অপহরণ

মাদক দ্রব্য দ্বারা অচেতন করিয়া দুর্গা কাহার নামক জনৈক যুবকের নিকট হইতে [illegible] অলঙ্কারাদি ছিনাইয়া লওয়ার দায়ে শ্যামপুকুর পুলিশ তারাপ্রসন্ন নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া উত্তর কলিকাতা ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করে। ব্যাপারটী তদন্ত সাপেক্ষ বলিয়া ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আসামীর প্রতি হাজতবাসের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, প্রতারিত ব্যক্তি আর্ম্মেনিয়ান ষ্ট্রীটের একজন পান-ওয়ালা। আসামী তাহার সহিত কোন প্রকারে পরিচিত হয় এবং ছবি দেখাইবার ছলে তাহাকে ক্রাউন সিনেমায় লইয়া যায়।

সিনেমায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আসামী গোপনে এক প্রকার মাদকদ্রব্য মিশাইয়া প্রতারিত ব্যক্তিকে সরবৎ খাইতে দেয়।

প্রতারিত ব্যক্তি উহা পান করিয়া অসুস্থ বোধ করে এবং আসামীকে তাহার বাটীতে পৌছাইয়া দিতে বলে। প্রকাশ, আসামী তাহাকে বাটীতে না লইয়া গিয়া দেশবন্ধু পার্কে লইয়া যায়। তথায় সে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, আসামী তাহার নিকট হইতে সোনার হার, আংটী ও বালা ছিনাইয়া অন্ধকারের মধ্যে সরিয়া পড়ে।

কিয়ৎকাল পরে উক্ত অচৈতন্য ব্যক্তিকে লইয়া পার্কে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে এবং চিকিৎসার পর তাহার জ্ঞানসঞ্চার হয়।

বহু অনুসন্ধানের পর পুলিশ আসামীকে গ্রেপ্তার পূর্ব্বক থানায় লইয়া যায়।

যোধপুর-রাজের শিকার অভিযান

যোধপুরের মহারাজা ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শিকার করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবেন।

পশ্চিম রাজপুতনা রাজ্যগুলির রেসিডেণ্ট মহারাজার অনুপস্থিতিতে ষ্টেট কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে রাজকার্য্য চালাইবেন।

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক-সম্মেলন

গত ১৮ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জ ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে মৌলবী আমির হোসেন বি এল সাহেবের সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিক এবং প্রাথমিক শিক্ষকগণের এক বিরাট সভায় পাবনা জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলভী আব্দুর রসিদ মাহমুদ বি এল এবং পাবনা জিলার প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সম্পাদক মৌলভী আহমদ হোসেন বি, টি সাহেব যথাক্রমে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির স্থায়ী সভাপতি এবং সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গণ্যমান্য কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সহকারী সভাপতি, সহকারী সম্পাদক হিসাব-পরীক্ষক এবং 'পাবলিকসিটি অফিসার' নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কয়েকজন জ্ঞানবৃদ্ধ বিশিষ্ট লোককে পৃষ্ঠপোষক করা হইয়াছে। আশা করা যায় তাঁহারা সম্মেলন তহবিলে কিছু মোটা টাকা দিবেন।

আমরা আশা করি প্রত্যেক জিলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ জিলা সমিতি গঠন করিয়া উক্ত সমিতি হইতে এই সম্মেলনে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবেন। প্রতিনিধি ফি ১॥০ টাকা। প্রতিনিধিগণের জন্য আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত থাকিবে। সম্মেলনের তারিখ ৯ই এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

আহ্মদ হোসেন বি টি
সম্পাদক
নিখিল বঙ্গ প্রাঃ স্কুল শিক্ষক-সম্মেলন
সিরাজগঞ্জ পোঃ, পাবনা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪১

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ১৯৩১-৩৪ সালের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, প্রধানতঃ আর্থিক দুর্দশা এবং অংশতঃ ১৯৩৩ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়ায় এবার আর্টস এবং সায়েন্স কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা ৩১৩১ হইতে কমিয়া ৩০৭৯ হইয়াছে। পাটনা ল' কলেজের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া ২৫২ হইতে ২৪২ হইয়াছে।

বালকদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে ১৩টি এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর এ প্রদেশে ১৮৭টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৯১৫৩১ হইতে ৮৯৫১৩৪ হইয়াছে।

উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৯২২ হইতে ৩০৬০ হইয়াছে এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৫৬৯ হইতে ১৯৩১৭ হইয়াছে।

সংস্কৃত টোল এবং পাঠশালাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৩১৬ হইতে ৩৩৯ এবং ৭৭০ হইতে ৭৯৪ হইয়াছে।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মাদ্রাসার সংখ্যা কমিয়া ৫০ হইতে ৪৯ হইয়াছে এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যাও কমিয়া ৩৪৪৯ হইতে ৩৪২৪ হইয়াছে।

মুসলমান শিক্ষার্থীদিগের সংখ্যা কমিয়া ১৫ ৩১ হইতে ১৫১১৯৫ হইয়াছে। মক্তবের সংখ্যাও কমিয়া ৩৩০৬ হইতে ৩১০৪ হইয়াছে। মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য আলোচ্য বর্ষে সরকারী দান ৫১০৫৮০৲ হইতে বাড়াইয়া ৫২১৫৯৭৲ টাকা করা হইয়াছিল।

পরলোকগত জননায়ক বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনার্থ [illegible] শাসমলের কলিকাতা এলবার্ট হলে এক সভা জনসভার অধিবেশন হইয়াছে। [illegible] আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন [illegible] সি, রায়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে :—

"বীর যোদ্ধা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের আকস্মিক মৃত্যুতে এই সন্ধিক্ষণে দেশের পক্ষে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তজ্জন্য কলিকাতা নাগরিকগণের এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। বীরেন্দ্রনাথ তাঁহার অদম্য স্বদেশ-প্রীতিদ্বারা জনসাধারণের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন এবং অবশেষে দেশের জন্যই আত্মদান করিয়া গেলেন। এই সভা পরলোকগত বীরের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। দেশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, যাহাকে পাইয়া বাঙ্গলা ধন্য হইয়াছিল, বঙ্গজননীর সেই বীর পুত্র স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথের পবিত্র স্মৃতিবাসরে তাঁহাকে "স্বদেশপ্রাণ" নামে শ্রদ্ধা নিবেদন জানাইবার জন্য এই সভা প্রস্তাব করিতেছে।" কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধাঞ্জলি কলিকাতা নাগরিকগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের সারাংশ

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

সাধারণ পরিকল্পনা

(৩)

কোন কোন বিষয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ও কোন কোন বিষয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন থাকিবে তাহা বিধিবদ্ধভাবে নির্দ্ধারিত হইবার নিমিত্ত শ্বেতপত্রে যে সাধারণ পরিকল্পনা রহিয়াছে কমিটি তাহা অনুমোদন করেন। কোন্ কোন্ বিষয় যুগপৎ উভয় গভর্ণমেণ্টেরই অধীন থাকিবে তাহার তালিকাসহ, যে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন করা হইবে তাহার তালিকা যত সতর্কতার সহিতই প্রস্তুত করা হউক না কেন, কোন কোন বিষয় অবশিষ্ট থাকা অনিবার্য্য। শ্বেতপত্রের প্রস্তাব মানিয়া লইয়া কমিটি মত দিয়াছেন যে ঐরূপ অবশিষ্ট বিষয় কাহার ভাগে পড়িবে তাহা স্থির করা গভর্ণরজেনারেল বাহাদুরের হাতে থাকিবে।

সিন্ধুদেশ ও উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র নূতন প্রদেশে পরিণত করিবার জন্য শ্বেতপত্রে যে প্রস্তাব আছে তাহা অনুমোদিত হইয়াছে; কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের উড়িষ্যা কমিটি জয়পুর ষ্টেটের যে অংশ গ্রহণ করিতে সুপারিশ করেন সেই অংশ, ও তৎসঙ্গে পার্লাকিমেডী ও জলন্তর মালিয়া, এবং পার্লাকিমেডী সহর সমেত পার্লাকিমেডী ষ্টেটের একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়া উড়িষ্যা প্রদেশের সীমানা বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুর মধ্য প্রদেশের সহিত মিলিতভাবে বেরারের শাসনকার্য্য পরিচালনে স্বীকৃত হওয়াতে কমিটি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার বিশেষ প্রশংসা করেন। কমিটি বলেন যে, যুক্ত রাজ্যের একটি উপযুক্ত অংশ যাহাতে বেরারের ব্যয় হয়, তজ্জন্য গভর্ণর বাহাদুরের বিশেষ দায়িত্ব থাকা উচিত।

প্রাদেশিক শাসন বিভাগ

কমিটি প্রদেশসমূহে দ্বৈতশাসন রহিত করিতে মত দিয়াছেন এবং ব্যবস্থাপক সভা হইতে নির্ব্বাচিত বে-সরকারী মন্ত্রীদিগের পরামর্শ গভর্ণর বাহাদুর প্রদেশের কার্য্যতঃ সকল ব্যাপারেই গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা অনুমোদন করেন। শাসন সংস্কার বহির্ভূত এলাকাগুলির শাসন সম্বন্ধে ও যে সকল বিষয় গভর্ণরের নিজমতের উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা কোন আইন প্রণয়নে সম্মতি না দেওয়া, সেগুলি ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রীরা গভর্ণরকে পরামর্শ দিবেন, শ্বেতপত্রের এই প্রস্তাব কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃটেনে যাহা নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বুঝায় তাহার পক্ষে ভারতে কতকগুলি বিশেষ অন্তরায় থাকাতে, গভর্ণরকে সময় সময় তাঁহার নিজ দায়িত্বে এমন কতকগুলি ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হইতে পারে যাহা বৃটেনে মন্ত্রীদিগের পরামর্শে করা হয়। শ্বেতপত্রে যে সকল বিশেষ দায়িত্বের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কমিটি মোটামুটিভাবে তাহা অনুমোদন করেন, কিন্তু উহাদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন।

গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বগুলি বহনের নিমিত্ত অর্থ ও আইনের ব্যবস্থা করার জন্য গভর্ণরের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, কমিটি ইহা স্বীকার করেন। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিদিগের জয়েণ্ট মেমোরেণ্ডামে বা সম্মিলিত স্মারকলিপিতে যে মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার মোটামুটিভাবে অনুসরণক্রমে কমিটী, গভর্ণরের আইনগুলির মধ্যে প্রভেদ বিশেষরূপে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, একটী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়াছেন।

শাসন ও শৃঙ্খলা

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণের দায়িত্ব বলিলে, শাসন ও শৃঙ্খলার বিভাগ সমেত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগ মন্ত্রীদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া বুঝায়। কিন্তু পুলিশবাহিনীর আভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে যাহাতে কোনরূপ রাজনৈতিক মতামতের চাপ আসিয়া না পড়ে, সেজন্য কমিটি বিবেচনা করেন যে পুলিশবিষয়ক আইনসমূহ ও তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর কোনরূপ সংশোধন করিতে হইলে গভর্ণরের সম্মতি আবশ্যক হইবে। গোপনীয় সংবাদের রিপোর্টাদির বিশেষভাবে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করাও তাঁহারা সঙ্গত মনে করেন।

সন্ত্রাসবাদের দরুণ যে বিশেষ সমস্যা উদ্ভব হইতে পারে, উহা বিবেচনায় কমিটী মনে করেন যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের নিমিত্ত গভর্ণর নিজে যে পরিমাণ ভার লওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা লইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকা সঙ্গত। কমিটির মতে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের সময় পর্য্যন্ত অবস্থার বিশেষরূপ উন্নতি না হইলে বঙ্গদেশে এই ক্ষমতা অবিলম্বে পরিচালনের আবশ্যক হইবে।

প্রাদেশিক ভোটাধিকার

ভারতীয় ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়া শ্বেতপত্রে প্রাদেশিক ভোটাধিকারের প্রস্তাব হইয়াছে। উহার ফলে মোটামুটি, ৩,১৫,০০০ স্ত্রীলোক সহ, ৭০ লক্ষ ভোটদাতার স্থলে, ২৯০ লক্ষ পুরুষ ও ৬০ লক্ষ স্ত্রীলোক ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩ জনের স্থলে শতকরা ১৪ জন ভোটদাতা হইয়াছে। কমিটির বিশ্বাস এই সকল প্রস্তাবের ফলে প্রতিনিধিমূলক নির্ব্বাচন হইবে কিন্তু স্ত্রী ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কমিটি কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন। স্থানীয় গ্রুপ কর্ত্তৃক পরোক্ষ নির্ব্বাচনের প্রস্তাব নামঞ্জুর করিয়াছেন কিন্তু ভবিষ্যতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক ঐরূপ কোন পরিবর্ত্তন পার্লামেণ্টের অনুমোদনার্থ সুপারিশ করিবার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয় নাই।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ গঠন সম্বন্ধে শ্বেতপত্রে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। তবে বঙ্গদেশ যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের ন্যায় অবস্থা বাস্তবিক একই প্রকারের এই হেতুতে মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয় জন্যও এক একটি দ্বিতীয় সভার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কমিটীর মত এই যে প্রাদেশিক উচ্চ সভা কখনও একেবারে ভঙ্গ করা হইবে না। তবে নির্দ্দিষ্ট সময় পরে পরে এক তৃতীয়াংশ সভ্য সভাপদ ত্যাগ করিবেন।

সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ ও পুণা চুক্তি

কমিটীর নিশ্চিত মত এই যে বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন অনিবার্য্য। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি গঠন করিতে যেরূপ ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক রোয়দাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা অতি সুচিন্তিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া কমিটি বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম মায়াপুর

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৪ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ | বুধবার | ২২৯শ সংখ্যা

পাশ্চাত্যদেশসমূহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে মুগ্ধ

জার্ম্মাণের সর্ব্বত্র শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা

বার্লিনে

অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা হইতে গত ২১শে নভেম্বর নিজস্ব সংবাদদাতা বিমান ডাকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিনে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম ডিজ্ ম্যাগনিফিসেন্স দি আর্, এস্ উবারফুয়ার অধ্যাপক আরণিম (Uberfuhrer Prof. Arnim) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন। গত ৮ই নবেম্বর অপরাহ্ণে বার্লিনের Lessing Hochshuleতে স্বামীজী সর্ব্বপ্রথম জার্ম্মাণ-ভাষায় গৌড়ীয়মঠের বাণী সম্বন্ধে (The Message of the Gaudiya Mission) বক্তৃতা প্রদান করেন। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রফেসার স্প্রাঙ্গার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

৯ই নবেম্বর বার্লিনস্থ ভারতীয় ছাত্র-সমিতিতে ইংরেজী ভাষায় "হিন্দুর জীবন-যাপন-প্রণালী" (The Hindu View of life) সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজীর উভয় বক্তৃতাই শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

গত ১০ই নবেম্বর শ্রীপাদ বন মহারাজ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রীচৈতন্যের দর্শন" সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই দিন শ্রোতার সংখ্যা অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। তাঁহারা সকলেই স্বামীজীর অভিভাষণের উচ্চ প্রশংসা করেন। ফলে স্বামীজী আগামী ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারীতে বার্লিনে আরও দুইটী বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি গত ২১শে অক্টোবর হইতে ১১ই নবেম্বর পর্য্যন্ত বার্লিনে ছিলেন। এই সময়ে তিনি উক্ত বক্তৃতা-সমূহ ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু ব্যক্তিকে আলোকিত করিয়াছেন।

লিপজিগে

গত ১২ই নবেম্বর স্বামীজী তাঁহার সহকারী হার সুলজ্ মহোদয় সহ লিপজিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। ষ্টেশনে ইউনিভারসিটি ফিলোজফিক্যাল ফ্যাকালটির সদস্যগণ এবং ছাত্রসমিতির নেতা তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীজী "ভারতীয় দর্শনে মায়া" সম্বন্ধে জার্ম্মাণ ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে ছিল। বক্তৃতাটী বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া সকলেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার পর ফিলোজফিক্যাল ফ্যাকালটী রুমে একটী আলোচনা-সভা বসে। তাহাতে স্বামীজী বিষয়টি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন। ঐ স্থানের সকল পত্রিকাই স্বামীজীর ঐ বক্তৃতা ও গৌড়ীয়মিশন সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়া সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে পত্রিকাসঙ্ঘের সদস্যগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। নাজী গভর্ণমেণ্টের মুখপত্র অতিশয় সহৃদয়তার সহিত সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩ই ও ১৪ই নবেম্বর স্বামীজী বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আলাপাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ড্রেসডেনে

গত ১৫ই নবেম্বর স্বামীজী ড্রেসডেনে গমন করেন। ড্রেসডেন জার্ম্মাণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর নগর। সংস্কৃতের অধ্যাপক ও সাক্সনির ছাত্রসমিতির নেতা ষ্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। একটী পাহাড়ের উপরে সুন্দররূপে সজ্জিত একটী নূতন গৃহে স্বামীজীর অবস্থানের স্থান হইয়াছিল।

এইস্থানে স্বামীজীর বক্তৃতার বিরাট্ আয়োজন হইয়াছিল। ৭০০ শতেরও ঊর্দ্ধ-সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন। হর্ষধ্বনির মধ্যে স্বামীজী 'ভগবান্ ও জীবাত্মা" সম্বন্ধে ভারতীয় আর্য্যগণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত অভিভাষণটী পাঠ করেন। শ্রোতৃবৃন্দ ঘন ঘন করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দিনের বক্তৃতা পাশ্চাত্যদেশ সমূহের মধ্যে ঐ তারিখের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। এই দিনও বক্তৃতার পূর্ব্বে সংবাদপত্র-সঙ্ঘের সদস্যগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

পরদিন স্বামীজীকে উক্ত নগরীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখান হয়। স্যাক্সনির সঙ্গীতবিদ্যার গবর্ণমেণ্ট রিপ্রেজেণ্টেটিভ ডিরেক্টর ও কৃষ্টির মিনিষ্টার লর্ড মেয়র স্বামীজীকে জার্ম্মাণের সঙ্গীতবিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা বড় লেখকের সঙ্গীত শ্রবণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ অতিশয় সম্মানের বিষয়। মন্ত্রী মহোদয় নিজের শ্রদ্ধা এবং স্যাক্সনবাসী জনসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের গৌড়ীয়মিশনের সাফল্য সম্বন্ধে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীপাদ বন মহারাজ ড্রেসডেনে সংস্কৃত ক্লাসে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া বোর্ডে মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক লিখিয়া দেন। তাহা সমগ্র ছাত্র ও অধ্যাপক আগ্রহের সহিত লিখিয়া লন।

গড়জাতে প্রচার

গত ১৮ই নবেম্বর বারাম্বা হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে গীতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতায় গীতাশাস্ত্রের শুদ্ধভক্তিপর ব্যাখ্যা ও অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত তাহার সামঞ্জস্য শ্রবণ করিয়া রাজকর্ম্মচারিবর্গ, স্কুলের শিক্ষকগণ ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ কয়েকটী প্রশ্ন করিলে স্বামীজী মহারাজ শাস্ত্রযুক্তিমূলে তাহার সুমীমাংসা করিয়া দেন।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

আমরা এই জগতে Non-Absolute (অবাস্তব) বস্তু লইয়াই ব্যস্ত। বাস্তব বস্তুটী যে কি, তাহা জানিবার জন্য আমাদের কোন কৌতূহল পর্য্যন্ত নাই। বাস্তব বস্তু পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় এই চিন্তায় অনেকের মাথা গুলাইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণই Predominating Agent। বাস্তব বস্তু যিনি, তিনি আমাদের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। তিনি আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলেরও অনুসন্ধানের বস্তু নহেন। তিনি পূর্ণজ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দময়

আমাদের নিজের ইচ্ছামত আকারে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সেই বাস্তব বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি প্রকৃতিজাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁ'র সম্বন্ধে নানালোকে নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বাস্তব বস্তু কোনপ্রকার সীমার অন্তর্গত হইবার বস্তু নহেন। সীমাবিশিষ্ট বস্তু সকল আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের আয়ত্বে আসিবার যোগ্য। তাই বলিয়া সেই পুরুষোত্তমতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে পরিণত করিতে হইবে না, আমাদের সম্মুখস্থিত এই টেবিলের উপর যে-সকল জিনিষ আছে, তাহা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। বাস্তব বস্তুটী অতীন্দ্রিয় বস্তু। ধারণাযোগ্য বস্তুগুলিই আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের অধীনে আসিতেবাধ্য। কিন্তু বাস্তব-বস্তুকে প্রাকৃত-বস্তু হইতে পৃথক্ জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে সেই বাস্তব বস্তুকে 'অধোক্ষজ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 'অধোক্ষজঃ' অর্থাৎ অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। যিনি জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানসকলকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান, তিনি অধোক্ষজ বস্তু। সেই পুরুষোত্তম বস্তু সম্বন্ধে অনেক বাদ-বিতণ্ডা বা তর্ক উপস্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন লোক তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি ক্লীব নহেন, ইহাতে তাঁহার সবিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে। জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধিগম্য না হওয়ার বন্দোবস্ত তিনি পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন।

সেই বাস্তববস্তু প্রতিমা নহেন। বাস্তব-বস্তুর (Absoluteএর) সহিত আমরা জড়-পদার্থকে সমান মনে করিয়া যেন গোলমাল না করি। যে কোন উপায়েই হউক, সেই বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান আমাদের করা উচিত। আমরা যখন চেতন যুক্ত জীব, তখন সেই পূর্ণচেতনময় বাস্তব বস্তুর নিকট পৌঁছিবার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের অধিরোহপন্থে ঐরূপ অনুসন্ধান লইতে গেলে তিনি প্রচুর পরিমাণে দূরে অবস্থান করেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সমস্ত শক্তি তাঁহাতে অন্তর্নিহিত আছে। যে-সকল জিনিষ আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের গোচরে আসিয়া পড়িতেছে, তাহারা তাঁহারই শক্তিজাত পদার্থ।

বর্ত্তমানে আমরা নানাবিধ ক্লেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সকল ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমরা অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। ঐরূপ উপায়ের দ্বারা ঐসকল ক্লেশের কথঞ্চিৎ নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইতেছি। কিন্তু পূর্ণ সমাধান কিছুতেই হইতেছে না। আমাদের নিজেদের চেষ্টা-দ্বারা ত্রিতাপ নষ্ট হইবার নহে। মায়া হইতেই আমাদের সমস্ত কষ্ট।

ভগবানই শক্তিসমূহের মূল প্রস্রবণ। তাঁহা হইতে সমস্ত শক্তি নিঃসৃত। তাঁহাকে কোন শক্তি কেহ অর্পণ করেন নাই। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। আমাদের এইরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, সমস্ত শক্তিই জড় হইতে উদ্ভূত। বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষার দ্বারা কেহ কেহ বিচার করিয়া বলিবেন যে Spirit (চেতন) টা জড় হইতেই উদ্ভূত। নাস্তিকগণই এরূপ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ঐ রকম ধরণের বিচার-প্রণালীকে lolhetic exploits (মল্লক্রীড়ায় বোধ বা তর্ক) বলা যাইতে পারে।

দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টা—এই তিনটী বস্তু নিত্য। আমরা ভগবানের বিভিন্নাংশ অণুচেতন জীব। আমরা আমাদের সত্তাকে মূল অংশী হইতে পৃথক্ (isolate) করিতে পারি না। আমাদের সত্তা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা trace (অনুসন্ধান) করা দরকার। যিনি বাস্তব-বস্তু সচ্চিদানন্দময়, তিনি ক্লীব বা নির্ব্বিশেষ নহেন। সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, চিৎসূর্য্য ভগবানের সহিত অণুচিৎ জীবেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চ
আনন্ত্যায় কল্পতে॥

জীবের চেতনটা বাস্তব বস্তু পূর্ণ চেতন হইতে জাত। বাস্তব বস্তুর Phase (অঙ্গ বা প্রকাশটা) phenomena (স্থূল) pneumena (সূক্ষ্ম) কোন কিছু নহে। আধ্যক্ষিক চেষ্টাসমূহ সেই বস্তুকে ধারণা করিতে বিফলমনোরথ হইয়াছে। আমরা পরমায়ু পাইয়াছি তাহা অতি অল্প। আমাদের আদিগুরু পিতামহ ব্রহ্মা যিনি, তিনিও তাঁহার জ্ঞান ও পরমায়ুর দ্বারা ভগবানকে ধারণা করিতে পারেন নাই। আমাদের আধ্যক্ষিক চেষ্টাসমূহ জাগতিক উদ্দেশ্যে কার্য্যকরী হইলেও, বাস্তববস্তু সম্বন্ধে একেবারে নিষ্ফল।

সেই বাস্তব বস্তুর অভিজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ-বিশিষ্ট হওয়া। জগতের ভৌতিক ব্যোমের যে সকল শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহারা সর্ব্বদাই আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা পরীক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, এবং কোন সময়ে গৃহীত এবং কোন সময়ে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবৎকথা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠশব্দ, যাহাকে পরব্যোমের শব্দ বলা হয়, তাহা ঐরূপ ভৌত ব্যোমের শব্দজাতীয় নহে বা তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আহৃত বা পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য নহে। অতএব বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত ইহলোকের শব্দকে একজাতীয় মনে করিতে হইবে না। এই দুই বস্তু আকারে এক রকম দেখাইলেও ইহারা একজাতীয় বস্তু নহে।

বাস্তব বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য যদি আমাদের বাস্তবিক আর্ত্তি থাকে, তবে আমরা ঐ বৈকুণ্ঠশব্দ উন্মুখতার সহিত শ্রবণ করিতে পারিব। বর্ত্তমানকালে আমাদের ইন্দ্রিয়সকল আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকিলে, আমরা যদি সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া না রাখি, ঐ শব্দ দ্বারাই আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইবে। দার্শনিকগণের নিকট হইতে দর্শনশাস্ত্রের অনেক যুক্তি আমাদের নিকট আসিয়া পড়ে। অধিকাংশ সময় সেই সকল যুক্তি আমাদের মঙ্গলসাধনে বাধাপ্রদান করিয়া থাকে। তাহারা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে কিন্তু ঐরূপ জ্ঞানসঞ্চয়ের দ্বারা বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। বৈকুণ্ঠ শব্দদ্বারা ইন্দ্রিয়সকল overpowered (অভিভূত) হইয়া যায়। ঐ বৈকুণ্ঠ-শব্দকে আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করিব (welcome) এবং তাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন হইব।

গীতা গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণের কথিত বৈকুণ্ঠবাণী। Theism (পরমধর্ম) কি বস্তু তাহা জানিতে হইলে আমাদের ভগবানে প্রপত্তি দরকার। গীতায় চরম শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই কথা জানাইয়াছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

জাগতিক শব্দ যখন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে বাজাইয়া লইয়া থাকি। কিন্তু বাস্তব জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমরা যদি সেইরূপ মনোভাব লইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তবে ভ্রান্ত হইলাম। কারণ ঐরূপ challenging mood (নিজে মাপিয়া লইব বিচারে) লইয়া বৈকুণ্ঠ বস্তুর নিকট অগ্রসর হইলে সুবিধা হয় না।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। আমাদিগের দিক্ হইতে কর্ত্তব্য এই যে যখন ঐ শব্দ অবতরণ করেন, তখন আমরা যেন নিষ্কপটভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত রাখি।

গড়জাতে প্রচার

বামড়া রাজপ্রাসাদে ৩য় দিনের বক্তৃতা

(৩[illegible] পৃষ্ঠার পর)

গত ১৯শে নভেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীল পণ্ডিত মহারাজ রাজপ্রাসাদে রাজাসাহেবের নিকট বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। রাজাসাহেবের বয়স অল্প হইলেও তিনি পারমার্থিক বিষয়ে বিশেষ রুচিবিশিষ্ট, তিনি পণ্ডিতমহারাজের কীর্ত্তিত হরিকথা সতৃষ্ণ হইয়া বহুক্ষণ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন এবং রাজপ্রাসাদে আরও একদিন বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিবেদন করেন। স্বামীজী স্বীকৃত হইয়া ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় স্বগণসহ রাজপ্রাসাদে গমন করিয়া মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর উপস্থিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তির অবস্থা, তৎসম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রের বিচার, নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য, তথায় শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব এবং তাঁহার বাল্য, পৌগণ্ড ও যৌবনে সর্ব্বাঙ্গলীলা-সাধন, সন্ন্যাসের পর শ্রীক্ষেত্রে গমন প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। তৎপরে পুনরায় মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

রাজাসাহেব, রাজপরিবারবর্গ, রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও অন্যান্য স্থানীয় প্রজাবৃন্দ সকলেই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উক্ত বক্তৃতা চিত্রার্পিতের ন্যায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজা সাহেব পরদিন উৎকল ভাষায় পুনরায় আরও একটী বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রচারকগণকে তাঁহার রাজপ্রাসাদে অবস্থানের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

আমরা এই জগতে Non-Absolute (অবাস্তব) বস্তু লইয়াই ব্যস্ত। বাস্তব বস্তুটী যে কি, তাহা জানিবার জন্য আমাদের কোন কৌতূহল পর্য্যন্ত নাই। বাস্তব বস্তু পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় এই চিন্তায় অনেকের মাথা গুলাইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণই Predominating Agent। বাস্তব বস্তু যিনি, তিনি আমাদের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। তিনি আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলেরও অনুসন্ধানের বস্তু নহেন। তিনি পূর্ণজ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দময় ও সনাতন। যদি আমরা তাঁহাকে আমাদের নিজের ইচ্ছামত আকারে পরিণত করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সেই বাস্তব বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি প্রকৃতিজাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর সম্বন্ধে নানালোকে নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বাস্তব বস্তু কোনপ্রকার সীমার অন্তর্গত হইবার বস্তু নহেন। সীমাবিশিষ্ট বস্তু সকল আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের আয়ত্তে আসিবার যোগ্য। তাই বলিয়া সেই পুরুষোত্তমতত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে পরিণত করিতে হইবে না, আমাদের সম্মুখস্থিত এই টেবিলের উপর যে-সকল বিষয় আছে, তাহা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। বাস্তব বস্তুটী অতীন্দ্রিয় বস্তু। ধারণাযোগ্য বস্তুনিচয় আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের অধীনে আসিতেবাধ্য। কিন্তু বাস্তব-বস্তুকে প্রাকৃত-বস্তু হইতে পৃথক্ রাখিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বাস্তব বস্তুকে 'অধোক্ষজ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 'অধোক্ষজঃ' অর্থাৎ অধঃকৃতং অতিক্রান্তং জ্ঞানাৎ ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ। যিনি জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানসকলকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান, তিনি অধোক্ষজ বস্তু। সেই পুরুষোত্তম বস্তু সম্বন্ধে অনেক বাদ-বিতণ্ডা বা তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন লোক তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি ক্লীব নহেন, তাহা হইতে তাঁহার সবিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে। জীবের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের আয়ত্তাধীন না হওয়ার জন্যই তিনি পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেন।

সেই বাস্তববস্তু প্রতিমা নহেন। বাস্তব-বস্তুর (Absoluteএর) সহিত আমরা জড় পদার্থকে সমান মনে করিয়া যেন গোলমাল না করি। যে কোন উপায়েই হউক, সেই বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান আমাদের করা উচিত। আমরা যখন চেতনযুক্ত জীব, তখন সেই পূর্ণচেতনময় বাস্তব বস্তুর নিকট পৌঁছিবার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের আরোহপন্থায় ঐরূপ অনুসন্ধান লইতে গেলে তিনি বহুদূর পরিমাণে দূরে অবস্থান করেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সমস্ত শক্তি তাঁহাতে অন্তর্নিহিত আছে। যে-সকল জিনিষ আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের গোচরে আসিয়া পড়িতেছে, তাহারা তাঁহারই শক্তিজাত পদার্থ।

বর্ত্তমানে আমরা নানাবিধ ক্লেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সকল ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমরা অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। ঐরূপ উপায়ের দ্বারা ঐসকল ক্লেশের কথঞ্চিৎ নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইতেছি। কিন্তু পূর্ণ সমাধান কিছুতেই হইতেছে না। আমাদের নিজেদের চেষ্টা-দ্বারা ত্রিতাপ নষ্ট হইবার নহে। মায়া হইতেই আমাদের সমস্ত কষ্ট।

ভগবানই শক্তিসমূহের মূল প্রস্রবণ। তাঁহা হইতে সমস্ত শক্তি নিঃসৃত। তাঁহাতে কোন শক্তি কেহ অর্পণ করেন নাই।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। আমাদের এইরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, সমস্ত শক্তিই জড় হইতে উদ্ভূত। বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষার দ্বারা কেহ হয়ত বিচার করিয়া বসিবেন যে Spirit (চেতন) টা জড় হইতেই উদ্ভূত। নাস্তিকগণই ঐরূপ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ঐ রকম ধরণের বিচার-প্রণালীকে quidlobetic exploits (ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবাদ বা তর্ক) বলা যাইতে পারে।

দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টা—এই তিনটী বস্তু নিত্য। আমরা ভগবানের বিভিন্নাংশ অণুচেতন জীব। আমরা আমাদের সত্তাকে মূল অংশী হইতে পৃথক্ (isolate) করিতে পারি না। আমাদের সত্তা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা trace (অনুসন্ধান) করা দরকার। যিনি বাস্তব-বস্তু সচ্চিদানন্দময়, তিনি ক্লীব বা নির্ব্বিশেষ নহেন। সূর্য্যের সহিত সূর্য্যরশ্মির যেরূপ সম্বন্ধ, চিৎসূর্য্য ভগবানের সহিত অণুচিৎ জীবেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চ
অনন্ত্যায় কল্পতে॥

জীবের চেতনটা বাস্তব-বস্তু পূর্ণচেতন হইতে জাত। বাস্তব বস্তুর Phase (অংশ বা প্রকাশটা) phenomena (স্থূল) pneumena (সূক্ষ্ম) কোন কিছু নহে। আধ্যক্ষিক চেষ্টাসমূহ সেই বস্তুকে ধারণা করিতে বিফলমনোরথ হইয়াছে। আমরা যে পরমায়ু পাইয়াছি তাহা অতি অল্প। আমাদের আদিগুরু পিতামহ ব্রহ্মা যিনি, তিনিও তাঁহার জ্ঞান ও পরমায়ুর দ্বারা ভগবান্‌কে ধারণা করিতে পারেন নাই। আমাদের আধ্যক্ষিক চেষ্টাসমূহ জাগতিক উদ্দেশ্যে কার্য্যকরী হইলেও, বাস্তববস্তু সম্বন্ধে একবারে নিষ্ফল।

সেই বাস্তব বস্তুর অভিজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হওয়া। জগতের ইতর বোধের যে-সকল শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তাহারা সর্ব্বদাই আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা পরীক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, এবং কোন সময়ে গৃহীত এবং কোন সময়ে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবৎকথা অর্থাৎ বৈকুণ্ঠশব্দ, যাহাকে পরব্যোমের শব্দ বলা হয়, তাহা ঐরূপ ইতর বোধের শব্দশ্রেণীর নহে বা তাহা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ আবৃত বা পরীক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। অতএব বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত ইতরবোধজাত শব্দকে একজাতীয় মনে করিতে হইবে না। এই দুই বস্তু আমাদের এক রকম দেখাইলেও ইহারা একজাতীয় বস্তু নহে।

বাস্তব বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য যদি আমাদের বাসনা জাগে, তবে আমরা ঐ বৈকুণ্ঠশব্দ ঐকান্তিকভাবে শ্রবণ করিতে থাকিব। বর্ত্তমানকালে আমাদের ইন্দ্রিয়সকল আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিয়া আমাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিতেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকিলে, আমরা যদি সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া না রাখি, ঐ শব্দ দ্বারাই আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়মিত হইয়া যাইবে। দার্শনিকগণের নিকট হইতে দর্শনশাস্ত্রের অনেক যুক্তি আমাদের নিকট আসিয়া পড়ে। অধিকাংশ সময় সেই সকল যুক্তি আমাদের মঙ্গলসাধনে বাধাপ্রদান করিয়া থাকে। তাহারা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে কিন্তু ঐরূপ জ্ঞানসঞ্চয়ের দ্বারা বাস্তব বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না। বৈকুণ্ঠশব্দদ্বারা ইন্দ্রিয়সকল overpowered (অভিভূত) হইয়া যায়। ঐ বৈকুণ্ঠশব্দকে আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করিব (welcome) এবং তাঁহার নিকট সম্যক্‌ভাবে প্রণত হইব।

গীতা গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণের কথিত বৈকুণ্ঠজ্ঞান। Theism (পরমধর্ম্ম) কি বস্তু তাহা জানিতে হইলে আমাদের ভগবানে প্রপত্তি দরকার। গীতার চরম শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই কথা জানাইয়াছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ"

জাগতিক শব্দ যখন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে যাচাইয়া লইয়া থাকি। কিন্তু বাস্তব জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমরা যদি সেইরূপ মনোভাব লইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি, তবে ভ্রান্ত হইলাম। কারণ ঐরূপ challenging mood (তেজে মাপিয়া লইব বিচারে) লইয়া বৈকুণ্ঠ-বস্তুর নিকট অগ্রসর হইলে সুবিধা হয় না।

বৈকুণ্ঠ-শব্দ স্বেচ্ছায় কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। আমাদিগের দিক্ হইতে কর্ত্তব্য এই যে যখন ঐ শব্দ অবতরণ করেন, তখন আমরা যেন নিষ্কপটভাবে সরলান্তঃকরণে আমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত রাখি।

গড়জাতে প্রচার

বাম্‌ড়া রাজপ্রাসাদে ৩য় দিনের বক্তৃতা

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

গত ১৯শে নভেম্বর পাওয়াকোষ্ঠে শ্রীল পরমহংস মহারাজ রাজপ্রাসাদে রাজাসাহেবের নিকট বক্তৃতা ভগবৎকথা কীর্ত্তন করেন। রাজাসাহেবের বয়স অল্প হইলেও তিনি পারমার্থিক বিষয়ে বিশেষ রুচিবিশিষ্ট, তিনি পরমহংসমহারাজের কীর্ত্তিত হরিকথা সবিস্ময় হৃদয়ে বহুক্ষণ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন এবং রাজপ্রাসাদে আরও একদিন বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিবেদন করেন। স্বামীজী স্বীকৃত হইয়া ২০শে নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় স্বগণসহ রাজপ্রাসাদে গমন করিয়া মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর উপস্থিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তির অবস্থা, তৎসম্বন্ধে অন্যান্য শাস্ত্রের বিচার, নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য, তথায় শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব এবং তাঁহার বাল্য, পৌগণ্ড ও যৌবনে গয়া গমনাদি, সন্ন্যাসের পর শ্রীক্ষেত্রে গমন প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। তৎপরে পুনরায় মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

রাজাসাহেব, রাজপরিবারবর্গ, রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও অন্যান্য স্থানীয় প্রজাবৃন্দ সকলেই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উক্ত বক্তৃতা চিত্রার্পিতের ন্যায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজা সাহেব পরদিন উৎকল ভাষায় পুনরায় আরও একটী বক্তৃতা শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রচারকগণকে তাঁহার রাজপ্রাসাদে অবস্থানের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।	
দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেশ)	৪৵০
মাতা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৶০
বালাম	৫৷০
কলম	৪৸০
সিতাশাল (নরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।	
পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪।৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৸৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্রট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১২৯ N. R ৩৩.৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত	×	সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	কালীদাসী দাসী	৩৭৮৩	৮।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজে কৃষ্ণনগর	১২৫ খতিয়ান	৪ ৬২	৮৸৵৯	সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২২৫ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	কালীদাসী দাসী	১২৲৩	৯।১।৩৫	দখলকার		৪৬২৩ খতিয়ান		১৸৬	
১৯৫ N. R. ৩৪ ৩৫			শরৎকুমার ভট্টাচার্য্য	১৩৷৴৩	১৩।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান		৭৬০ খতিয়ান	৩-৩০	৪৸৬	
২০৪ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	হেমচন্দ্র বাকচি	১৩৮৯	১৪।১।৩৫	দখলকার	ঐ	৫৭ ৯ খতিয়ান	-৪১	২৶৬	
২২৭ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	দ্বিজেন্দ্রনাথ বাকচি	১৩।৯	১৪।১।৩৫		ঐ	৪৯২০ খতিয়ান		২৶২	
২৪২ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৭৶৯	১৫।১।৩৫		ঐ	৪৬২৮ খতিয়ান	-১৯		
৫৭৬ R. P. ৩৩-৩৪		মিঃ আর, পাল চৌধুরী	প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী	৬৮৵৬	১৪।১।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে আমঘাটা	৩৮২ খতিয়ান	·৩০	সেস ৵৯	আয় পাঁচটে

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1514

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার পত্র: দেশের একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

তিনলক্ষ টাকার দাবীতে মামলা

জিয়াগঞ্জ কালীস্থানের বাবু শ্রীচাঁদ নাহাটার স্ত্রী আজিমগঞ্জের স্বর্গীয় রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়ার এষ্টেটের বিরুদ্ধে তিন লক্ষ টাকার দাবী দিয়া এক দেওয়ানী মামলা আনয়ন করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, বাদিনী স্বর্গীয় রাজার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা তিনি তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর মাতার সমস্ত অলঙ্কার পত্র ও অন্যান্য সম্পত্তির আইনতঃ একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, কিন্তু বাদিনীর মাতার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। প্রকাশ উক্ত সম্পত্তির মূল্যাদি তিন লক্ষ টাকা।

শ্রমিক নেতার মুক্তি

বোম্বাই ডক্ ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সেক্রেটারী এবং শ্রমিক নেতা মিঃ এ এন শেঠি বিদেশের কাহারও কাহারও সঙ্গে চিঠিপত্র চালাইবার জন্য এবং ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট সাহিত্য আমদানী করার জন্য দুইমাস পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইয়া এতদিন বাইকুল্লা সংশোধনাগারে আবদ্ধ ছিলেন। গত ৩০শে নবেম্বর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ২৪ ঘটার মধ্যে বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য তাহার উপর আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

চা রপ্তানীর পরিমাণ

ভারতবর্ষ, সিংহল ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে গড়পড়তা যে ৮০৭৭১৪৩৯৬ পাউণ্ড চা রপ্তানী হয়, তাহার পরিমাণ ১৯৩৫ সালে (১লা এপ্রিল হইতে যে বর্ষ আরম্ভ হইবে) শতকরা ৮২॥ ভাগ করিতে হইবে—ইহাই আন্তর্জ্জাতিক চা কমিটী স্থির করিয়াছেন।

রাজবন্দীর প্রতি ৬ বৎসর দণ্ড

রংপুর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে রাজবন্দী সান্ত্বনা গুহকে অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে গত ৩০শে নবেম্বর উক্ত মামলার রায় দিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, প্রথমতঃ তিনি অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ইলিপুর থানার প্রাঙ্গণে থাকাকালীন আসামী উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগাকে প্রহার করিয়াছিল এবং তৃতীয়তঃ কুড়িগ্রাম সাবজেলে হাজতী আসামী স্বরূপ থাকাকালীন আসামী উক্ত জেলের শান্ত্রী মনোমোহনকে প্রহার করিয়াছিল।

স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে তিনটি অভিযোগেই দণ্ড দিয়াছেন। প্রথম অভিযোগে চার বৎসর, দ্বিতীয় অভিযোগে দেড় বৎসর এবং তৃতীয় অভিযোগে ছয় মাস ও মোট ছয় বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ড পর পর ভোগ করিতে হইবে।

ইন্‌স্পেক্টরের সতর্কতার ফল

দিনাজপুর জিলান্তর্গত ঠাকুরগাঁওয়ের সার্কেল ইনস্পেক্টর মৌলবী আবদুর রহমান খাঁ একদল প্রকাণ্ড ডাকাত গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, স্থানীয় দারোগার সঙ্গে তিনি পত্তানপুর গ্রামে পরিদর্শন উপলক্ষে গমন করিয়া সন্দেহজনক কয়েকজন লোককে গ্রাম হইতে অনুপস্থিত দেখিতে পান। উঁহাদের মধ্যে একজনের বন্দুকের লাইসেন্সও ছিল ইহাতে তাঁহার সন্দেহের উদ্রেক হয় তিনি সমস্ত রাত্রি গ্রামের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন সকালে দেখা যায় যে, সন্দেহজনক ব্যক্তিগণ সকলেই একটি গরুর গাড়ীতে চড়িয়া গ্রামে আসিতেছে। উঁহাদের সঙ্গে বন্দুকটীও দেখিতে পাওয়া যায়।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তৎক্ষণাৎ উঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। পরে জানা যায় যে, রানাসাকুল থানার অন্তর্গত কোনও গ্রামে তাহারা ডাকাতি করিয়াছে।

বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে ৬ মাস

প্রতারণাপূর্ব্বক রেমিংটন মেসিন কোম্পানীর একটি রেমিংটন কল আত্মসাতের অপরাধে শিয়ালদহের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায়বাহাদুর আই এস মুখার্জ্জি হুকুম সিংকে ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রকাশ, আসামী কিস্তি মতে টাকা পরিশোধ করিবার সর্ত্তে উক্ত কোম্পানী হইতে ঐ কল ক্রয় করে। আসামী মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা পরিশোধ করিবার পর টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং পরন্তু কোম্পানীর এজেণ্টকে ঐ কল দেখাইতে সমর্থ হয় না। তল্লাসী পরোয়ানা বাহির করা সত্ত্বেও ঐ কলের কোনও সন্ধান হয় নাই। আসামীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী হওয়ার পর তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কনেষ্টবলকে প্রতারণার অভিযোগ

ব্যাঙ্কশাল আদালতের কোনও কনেষ্টবলকে প্রতারিত করিবার অভিযোগে গত শনিবার মধু লাল নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। আসামী ১০০ টাকা জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ হয়।

প্রকাশ, মধুলাল ঘটক সাজিয়া ঐ কনেষ্টবলের নিকট হইতে কন্যার পিতার নাম করিয়া বিবাহের প্রাথমিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২১৩৲ টাকা আদায় করে। বিবাহের সময় কন্যার বয়স অতিশয় কম বলিয়া সে তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে। টাকা ফেরৎ চাহিলে আসামীর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না সম্প্রতি আজমগঞ্জ হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা আনা হয়।

যাত্রীর হার চুরি

গত ২ শে সেপ্টেম্বর কাকিনারা ষ্টেশনে, গাড়ীতে উঠিবার সময় গৌরীবালা দেবী নাম্নী জনৈক মহিলার স্বর্ণহার চুরি করিবার অপরাধে গত শনিবার শিয়ালদহের কোনও পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট আবদুল সত্তার নামক একজন দাগী চোরকে ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জেল হইতে বাহির হওয়ার পর তাহাকে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ হেপাজতে থাকিতে হইবে।

লক্ষ্মণ ভীল আসামীকে ঐ কার্য্যে সাহায্য করে। তাহাকে বৎসর কাল সদ্ভাবে জীবন যাপন করিবার সর্ত্তে জামিনাবদ্ধ করা হয়।

গুলী করিয়া হত্যা

কাণপুর হইতে প্রকাশ, কড়া রেল ষ্টেশনের নিকট মঙ্গল আলী নামক এক ব্যক্তিকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। এখনও কেহ ধরা পড়ে নাই, তবে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২০শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের সারাংশ

(৪)

পুণার চুক্তি সম্বন্ধে কমিটির মত এই যে মহামান্য সম্রাটের গবর্ণমেন্ট যখন যে সকল মীমাংসা করিয়াছিলেন তাহা সাধারণ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পক্ষে অধিকতর স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল এবং অন্যান্য উভয় সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু এই চুক্তিটি সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সংশোধনরূপে সকল কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কমিটির স্পষ্ট অভিমত যে ইহা এক্ষণে আর পরিত্যক্ত হইতে পারে না। যাহা হউক, তাঁহারা মনে করেন যে যদি কোন চুক্তিমূলে বঙ্গদেশে অনুন্নত জাতিদিগের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির সংখ্যা, কিছুটা হ্রাস করা যায় ও সম্ভব হইলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অন্য দেশে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তবে বঙ্গদেশে নূতন শাসনতন্ত্রের কার্য্য চালাবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং সামন্ত রাজ্যবর্গ

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের ভিতর সামন্ত রাজ্যবর্গের বিশিষ্ট স্থান পূর্ব্বাবধি স্বীকৃত হইয়াছে। রাজন্যগণ তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন কালে যে সকল বিবৃতি দিয়াছেন তদনুযায়ী কমিটি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজন্যগণ স্বীকার করেন যে সামন্ত রাজ্যসমূহ রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করিলে কেবল ব্রিটিশ ভারতেরই নহে, সামন্ত রাজ্যসমূহেরও বিশেষ লাভ হইবে। কমিটি এ কথার উপর জোর দিয়াছেন যে কোন রাজন্য স্বেচ্ছায় না করিলে তাঁহার রাজ্যের পক্ষে রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করা হইতে পারে না। কি প্রণালী অনুসারে কোন সামন্ত রাজা রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করিতে পারিবে এবং আনুষঙ্গিক তাহার যোগদানের কি ফলাফল হইবে তজ্জন্য শাসনতন্ত্রবিষয়ক আইনে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইবে। রিপোর্টের কথায় বলিতে গেলে "সামন্ত রাজ্যসমূহ স্বেচ্ছায় না আসিলে চুক্তিমূলক ব্যবস্থার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।"

নিখিল ভারতীয় কোন রাষ্ট্রসংঘ গড়িতে হইলে, সামন্ত রাজ্যের এরূপ রাষ্ট্রসংঘের একটী অপরিহার্য্য অংশ হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। রাষ্ট্রসংঘ গঠন করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে এই সর্ত্ত পালিত হওয়া উচিত যে যথেষ্টসংখ্যক সামন্ত রাজ্যের এই সংঘে যোগদান করিতে হইবে এইরূপ একটি নীতি শ্বেতপত্রে প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কমিটি এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্বেতপত্রে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, সামন্ত রাজ্যসমূহের মোট লোক সংখ্যার কম পক্ষে অর্দ্ধেক লোক যাহাদের রাজ্যে আছে এবং রাষ্ট্রসংঘের উপরিতন ব্যবস্থাপক সভার সামন্তরাজ্য সমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনসমূহের কম পক্ষে অর্দ্ধেক আসনের যাহারা দাবী করিতে পারেন, এরূপ সংখ্যক রাজন্য যে পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্ট হওয়া উচিত নহে। কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

দেশীয় রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রাজ্য হইতে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভার জন্য, সামন্তরাজ্যসমূহের প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন এ বিষয়ে কমিটি মত দিয়াছেন। কি অনুপাতে সামন্ত রাজ্যসমূহ এবং ব্রিটিশভারত হইতে প্রতিনিধি নির্দ্দিষ্ট হইবে, সে বিষয়ে শ্বেতপত্রে যে প্রস্তাব ছিল, তাহা কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন। সামন্তরাজ্যসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনগুলি কিরূপে বিভাগ করা হইবে, তাহার একটি পরিকল্পনা এই রিপোর্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কিছু দিন যাবৎ এই পরিকল্পনা চলিতেছে। ছোটখাট বিষয়ে ইহার সংশোধন বা পরিবর্তন সম্ভব হইলেও সামন্তরাজ্যসমূহ কর্তৃক এ পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে সমর্থিত হইয়াছে। কমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই ধরণের একটি পরিকল্পনাই যুক্তিযুক্ত এবং উপযোগী হইবে। যে সকল সামন্তরাজ্য সংঘে যোগদান করিবেন না, তাহাদের কাজের ফলে যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য সাময়িকভাবে অতিরিক্ত সুবন্দোবস্ত করিবার কথাও প্রস্তাবিত হইয়াছে।

কমিটি স্বীকার করেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গ যে সকল বিষয়কে রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাহা সকল ক্ষেত্রে একরূপ নাও হইতে পারে, এবং কোন কোন সামন্তরাজা কোন বিষয় হাতে রাখিয়া দেওয়ার উপযুক্ত বিষয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে সুযুক্তি প্রদর্শন করিতেও পারেন। ইহা স্বীকার করিয়াও কমিটি বিবেচনা করেন যে রাষ্ট্রসংঘের অধীন বিষয়সমূহের আদর্শ তালিকার ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রমকে ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে করা উচিত হইবে, উহাকে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা উচিত হইবে না। কমিটি একথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে চাহেন যে, যে স্থলে কোন দেশীয় রাজন্য এমন সকল বিষয় হাতে রাখিয়া দিতে চাহেন যে উহার ফলে তাঁহার রাষ্ট্রসংঘে যোগদান অসার হইয়া উঠে সে স্থলে তাঁহার রাষ্ট্রসংঘে যোগদান স্বীকার করিয়া লইতে মহামান্য সম্রাট বাহাদুর প্রস্তুত থাকিবেন না।

সপরিষদ মহামান্য বড়লাট বাহাদুর, মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের পক্ষে, বর্ত্তমান সময়ে সামন্ত রাজ্যসমূহের উপর যে সার্ব্বভৌমত্বের অধিকার পরিচালনা করিয়া থাকে, সে অধিকার নিশ্চয়ই কোন রাষ্ট্রসংঘীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারে না। কমিটি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতেছেন যে রাষ্ট্রসংঘের ক্ষেত্রের বহির্ভূত বিষয়ে, দেশীয় রাজন্যবর্গের কেবল মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের সহিত সম্পর্ক থাকিবে, এবং এই সকল বিষয়ে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরকে পরামর্শ দিবার অধিকার মহামান্য সম্রাটের গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিবে।

রাষ্ট্রসংঘের এলাকা নির্দ্দেশবিষয়ক আলোচনা সম্পর্কে, কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে রাষ্ট্রসংঘ সৃষ্টি হইবে। তৎপূর্ব্বে, এডেনের শাসনভার মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের গবর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া উচিত।

কেন্দ্রীয় দায়িত্ব
রাষ্ট্রসংঘের শাসন বিভাগ

রাষ্ট্রসংঘের শাসন বিভাগ সম্পর্কে শ্বেতপত্রে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে তিন জনের অধিক কাউন্সিলার না লইয়া তাঁহাদের সাহায্যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর দেশ রক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার, খৃষ্টধর্ম্মযাজক সম্বন্ধীয় ব্যাপার এবং বৃটিশ বেলুচিস্থান সম্পর্কিত ব্যাপার বিষয়ক বিভাগগুলির শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং অন্যান্য সমস্ত বিভাগে বিশেষ দায়িত্বপালনের নিমিত্ত তাঁহার যে সকল ক্ষমতা থাকিবে সেই ক্ষমতা ব্যতীত তিনি, রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভা হইতে মনোনীত মন্ত্রী সমূহের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইবেন। এই প্রস্তাব কমিটি অনুমোদন করেন। বিশেষ দায়িত্ব বহনের নিমিত্ত মহামান্য বড় লাট বাহাদুরের যে সকল ক্ষমতা থাকিবে তাহা মোটামুটি ভাবে প্রাদেশিক গবর্ণরদের এরূপ ক্ষমতার অনুরূপ হইবে, অধিকন্তু রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সুনাম রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ দায়িত্বও তাঁহার থাকিবে। এই দায়িত্ব বহনে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য, একজন ফিনান্স্যাল এডভাইজার বা আর্থিক পরামর্শদাতা থাকিবেন। রাষ্ট্রসংঘের মন্ত্রীমণ্ডলও এই পরামর্শদাতার সাহায্যলাভ করিতে পারিবেন। কমিটী ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেন যে কাউন্সিলারগণ মন্ত্রীমণ্ডলের সভ্য হইতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাদের সহিত মন্ত্রীগণের মিলিত আলোচনা সমর্থন যোগ্য।

ভারতরক্ষার নিমিত্ত একটি ষ্টেটুটারী কমিটি স্থাপন করিবার প্রস্তাবে কমিটি সম্মত নহেন। তাঁহাদের মতে, সাম্রাজ্য-রক্ষা-বিষয়ক কমিটির অনুরূপ একটী পরামর্শদাতৃ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে সুবিধা হইতে পারে। ব্যবস্থাপক সভার একটী ষ্টেটুটারী রক্ষা কমিটী স্থাপন করাও তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। তবে, রাষ্ট্রসংঘীয় গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যবস্থাপক সভা যদি কোন রক্ষা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন মনে করেন, এরূপ কমিটি গঠনে কোন আপত্তির কারণ আছে বলিয়া কমিটি বিবেচনা করেন না, কিন্তু কি প্রণালীতে এবং কতদূর পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার পরামর্শ লইতে হইবে তাহা স্থির করিবার ভার মহামান্য বড় লাট বাহাদুরের হাতে থাকা চাই।

রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভা
ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের পরোক্ষ নির্ব্বাচন

উভয় সভার প্রতিনিধিসংখ্যা, উহাতে ভারতীয় এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যার অনুপাত এবং নিম্ন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিশেষ বিশেষ স্বার্থবিশিষ্ট নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে যে পরিমাণ আসন দেওয়া হইয়াছে তৎসম্বন্ধে শ্বেতপত্রে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে এই কমিটী তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায়কে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতীয় আসনগুলির এক তৃতীয়াংশ দিবার যে প্রস্তাব শ্বেতপত্রে করা হইয়াছে, কমিটী তাহা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন।

উভয় সভায় ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রণালীসম্বন্ধে এই কমিটি যে প্রস্তাবগুলি করিয়াছে তাহা শ্বেতপত্রের প্রস্তাব হইতে বিশেষরূপে পৃথক। রাষ্ট্রসংঘের নিম্ন সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্ব্বাচন প্রণালীর মধ্যে প্রত্যেকটির যে সুবিধা ও অসুবিধা আছে তাহা আলোচিত হইয়াছে। প্রাদেশিক নিম্ন সভাসমূহ হইতে পরোক্ষ নির্ব্বাচনের সপক্ষেই কমিটী মত প্রকাশ করিতেছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় পৃথকভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য ভোট দিবেন। এরূপ নির্ব্বাচনের পক্ষে যে যুক্তিগুলি আছে তাহাদের মধ্যে একটী এই যে কালক্রমে যখন ভোটাধিকারের সীমা পরিণতবয়স্ক সকল ব্যক্তির মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হইবে তখন প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন প্রণালী বজায় রাখা আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ { ১৫ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ২৩০শ সংখ্যা

কৃষ্ণনগরে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৩রা ডিসেম্বর সোমবার লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক, রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাস অধিকারী ও বাঙ্গালোর নিবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ ৫-৩০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, সেবাবিগ্রহ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীপাদ রসকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী শ্রীরুদ্রপতি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তনসহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ দাস অধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণনগর সহর হইতে এবং শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত গোলাপ সিং বেতিয়া কুঞ্জকানন হইতে আসিয়া আচার্য্যচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভুর সহিত মিলিত হন। ট্রেণ পৌঁছিলে ভক্তবৃন্দ মহোল্লাসে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীপাদ সেবাবিগ্রহ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে মালিকা অর্পণ করেন।

শ্রীপাদ সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিজয় মহোদয় বাঙ্গালোরের ভদ্রলোকগণসহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করেন।

সন্ধ্যা ৬-৩০টায় প্রভুপাদের অনুগমনে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে গমন করেন। তথায় শ্রীপাদ রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম এ, মহোদয় ও শ্রীপাদ দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই সময় ব্রজের বিষয় কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্ ।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি ॥

—সেইরূপ শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি যাঁহার বিশেষ কৃপায় আমরা নামশ্রেষ্ঠ, মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর, স্বরূপ গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, তদগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামী, সপ্তশ্রেষ্ঠ মোক্ষদায়িকা পুরী মথুরা, গোষ্ঠালয়, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মাশা পাইয়াছি।

গড়জাতে প্রচার

—:০:—

বারাম্বা রাজপ্রাসাদে

৪র্থ দিনের বক্তৃতা

রাজাসাহেবের রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন অনেকগুলি বড় বড় শ্রীমন্দির বিরাজমান। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীগোপীনাথের মন্দির, শ্রীশ্রীরাসবিহারীর মন্দির, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ও শ্রীশিবের মন্দির সর্ব্বপ্রধান। গোপীনাথ, শ্রীশ্রীরাসবিহারী ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ অতি বিশাল ও মনোমুগ্ধকর। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর পার্শ্বে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীরাসবিহারীজীর মন্দিরের সম্মুখে প্রতি বৎসর 'রাসপূর্ণিমা' উপলক্ষে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ তথায় গমন করেন। গত ২১শে নবেম্বর রাসপূর্ণিমা-বাসরে গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ রাজাসাহেবের সাদর আহ্বানে মহাপ্রভুর ও শ্রীরাসবিহারীর দর্শনে গমন করেন।

শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য, নববস্ত্র ও বহু পুষ্পমাল্যের সহিত তৎশৃঙ্গার এবং শ্রীমন্দিরের সৌন্দর্য্য-দর্শনে প্রচারকগণের হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবনের ভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। রাজাসাহেবের পূর্ব্বপুরুষগণ যে বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা ঐ সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিলেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ও দর্শনের পর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রয়োজনাধিদেব শ্রীশ্রীগোপীনাথের সম্মুখে আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারীর মূল-গায়কত্বে মধুর মৃদঙ্গ ও করতালসহ প্রচারকগণ মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের ইচ্ছানুসারে শ্রীল ভক্তি-গৌরব বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় "জীবের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন।

—— —

৫ম দিনের বক্তৃতা

রাজাসাহেব কয়েকদিন প্রচারকগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক পরদিন পুনরায় রাজপ্রাসাদে বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। উক্ত ব্যবস্থানুসারে প্রচারকগণ ২২শে নবেম্বর সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। রাজাসাহেব সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাদিগকে "জগতে প্রকৃত যোগী কাহাকে বলে?, বলিদান কার্য্যটী শাস্ত্রযুক্তি-সঙ্গত কিনা?, জাতি-সম্বন্ধে শাস্ত্রের যুক্তি কি? প্রভৃতি বিষয় পরিপ্রশ্ন করেন। রাজাসাহেবের উক্ত কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদান করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া রাজাসাহেব, রাজপরিবার-বর্গ ও রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই বিশেষ প্রীত হন।

তৎপরে শ্রোতৃবৃন্দ উৎকল ভাষায় কিছুক্ষণ ভাগবতকথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সুদামা বিপ্রের উপাখ্যান পাঠ করেন। পাঠান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপরদিন অর্থাৎ ২৩শে নবেম্বর প্রচারক-গণ বারাম্বা পরিত্যাগ করেন। প্রচারক-গণের পথিমধ্যে যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় তজ্জন্য রাজাসাহেব বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ২টি হাতীতে তাঁহাদের মালপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করেন এবং সুদৃশ্য বড় মোটরে করিয়া তাঁহাদিগকে বারাম্বা হইতে ৪।৫ মাইল দূরে বন্দীশ্বর নামক একটি

(অতঃপর ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

(৪র্থ কলমের পর)

গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবার সুবন্দোবস্ত করেন। রাজাসাহেবের আদর ও যত্নে প্রচারকগণ নির্ব্বিঘ্নে উক্ত দিবস বন্দীশ্বর নামক গ্রামে পৌঁছিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা গঞ্জাম-জেলায় গমন করিবেন।

গৌরবিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ কেশব আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

গৌড়ীয়গগনে ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগদ্বন্ধু

চতুর্থ বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি

এই পৃথিবীতে প্রাথমিক জীবনে অতি দীনহীন অবস্থা হইতে কাহার বা কর্ম্ম-প্রতিভারূপ পুরস্কার, কাহার বা দৈবকৃপায় শেষ জীবনে ধনকুবের হইবার, আবার কাহার বা ধনকুবের হইতে শেষে দৈব দুর্বিপাক বশতঃ পথের ভিখারী হইবার দৃষ্টান্ত মানবজাতির পক্ষে বিরল নহে। আমাদের বর্ত্তমানে আলোচ্য শ্রীল জগদ্বন্ধু ঐরূপ ব্যক্তিদের অন্যতম। ভাবী জীবনে অর্থার্থ বহুপুত্র হইয়া থাকিলেও সেই সমস্ত ঘটনা-বলীর চিত্র অঙ্কিত করা আমাদের অভিপ্রায় উদ্দেশ্য নহে। জগতের বিভিন্ন লোকে তাঁহাদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়া জগদ্বাসীর নিকট তাঁহাকে চিত্রিত করিতে পারেন। কিন্তু সেই সমস্ত বিচারে আমরা ব্যস্ত নই। আমাদের বিচার তাঁহাদের বিচার হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্
জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

আমরা হরিদাসগণের পাদত্রাণ বহন-কারিসূত্রে শ্রীল জগদ্বন্ধুকে একজন কর্ম্মী বা পরার্থী বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পূরণকারী শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণকারী একজন শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়াই অবগত আছি।

শ্রীল জগদ্বন্ধু বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরিপাড়া গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া সন ১৩৩৭ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে মহাপ্রয়াণ করেন। তাঁহার এই ৫৮ বৎসর পরিমিত মনুষ্য-জীবনের মধ্যে অনেকানেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমস্ত পরি-বর্ত্তনের মধ্যে যাহা তাঁহাকে গৌড়ীয়গগনে একটী উজ্জ্বল তারকারূপে বিরাজিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি আমরা আলোচনা না করি, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্তকে চিনিতে পারিলেও ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগদ্বন্ধুর সহিত আদৌ পরিচিত হইলাম না বা তাঁহাকে আদৌ চিনিতে পারিলাম না।

আমাদের আলোচ্য এই উজ্জ্বল নক্ষত্রটীর ঔজ্জ্বল্য কোথায়? বাল্যজীবনে দুঃখের পসরা বহন করিতে করিতে স্বাবলম্বন চেষ্টা দ্বারা মানুষ যখন ভাবিকালে লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়া থাকে, তখন সাধারণতঃই দেখা যায় যে তাহারা ঐ সম্পদের অভিমানে অভিমানী হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্যদ্বারা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা পরিপূর্ত্তি করিতে ধাবিত হয়। "সোনার কনক, লোভের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"—এইরূপ বিচার কোনদিন তাহাদের স্মরণপথে উদিত হয় না। জড়া সরস্বতীর এমনই আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি যে মানুষ তাহার সকলের মূল মালিক ও দাতা শ্রীভগবানের কথাটি একেবারেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু শ্রীল জগবন্ধুতে ঠিক ইহার বিপরীত বিচার আসিয়াছিল। জড়া সরস্বতীর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন বা মোহিত হইয়া পড়েন নাই। "কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" বিচার তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। এই জড়া সরস্বতীর কৃপাই তাঁহাকে পশ্চাৎ শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বাস্তব কৃপা-লাভে যোগ্যতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ করিয়াছিল। এত বড় সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটে তাহা জানি না। এই স্থানেই তাঁহার ঔজ্জ্বল্য বা বৈশিষ্ট্য।

জীবনের কোন এক শুভসময়ে কোন কারণে তাঁহার পদদেশ বিষাক্ত হইয়া পড়ায় উক্ত পদদেশ ছেদন পূর্ব্বক উহা শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থোপার্জ্জনের সহায়কারী পদদেশ ছেদন করিয়া ফেলিতে হইবে, মানুষের জীবনে ইহা কি বিষম চিন্তার কথা। চিকিৎসকগণের বিচারে যখন ঐরূপ স্থিরীকৃত হইল, তখন তিনি সদ্বৈদ্যের অনু-সন্ধানে আর্ত্ত হইয়া পড়িলেন। গীতা-পাঠে আমরা শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী হইতে জানিতে পারি যে চারি প্রকারের লোক ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন, যথা আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। আজ শ্রীল জগবন্ধুর জীবন-সঙ্কটে সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎ-প্রেরণায় সেই আর্ত্তির সুযোগ, শুভক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী হইবার জন্য আলোক প্রদান করিল।

এইরূপ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের দুইজন দূত আচার্য্যবর্য্যের প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার দ্বারে ভিখারীর বেশে মৃতসঞ্জীবনী-সুধার বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তথা-কথিত বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা থাকিলেও সমাগত দুইজন হরিদাসের নিকট কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহারা যে আচার্য্যবর্য্যের আদেশে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পসরা লইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে নিত্যমঙ্গল বিতরণ করিবার জন্যই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলেন। ক্রমশঃ সাধুমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে করিতে হরিকথায় তাঁহার শ্রদ্ধা আসিতে লাগিল। তাঁহার তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনগণ প্রমাদ গণিয়া শুক্রাচার্য্যের মত অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাকে কোন প্রকারে বিচলিত করিতে পারিলেন না। সাধু সঙ্গের ফলে ক্রমশঃ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই সংসারে মানুষের যাবতীয় বিপদ ভগবানের কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে; যাঁহারা সেই সকল বিপদকে শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহারা ভাগ্যবান্। তিনি বিশেষরূপে আরও বুঝিলেন যে—

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

এইরূপে সাধুসঙ্গের ফলে তিনি সদ্গুরু-পাদপদ্মের সন্ধান পাইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতিই মনুষ্যজীবনের সর্ব্বার্থসিদ্ধি বলিয়া স্থির করিলেন।

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ
সতাম্॥"

এই বিচারে হরিকথা-শ্রবণ করিয়া যখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অমঙ্গলরাশি বিদূরিত হইতে থাকিল তখন তিনি যুগাচার্য্য শ্রীশ্রী-গুরুপাদপদ্মের বাণীর মধ্যে, ঐ সদ্বৈদ্যের বাণীর মধ্যে, হরিকীর্ত্তনের মধ্যে মৃতসঞ্জীবনীর বার্ত্তার সন্ধান পাইতে লাগিলেন এবং এই ত্রিতাপদগ্ধ বিষময় জীবন কি-প্রকারে সুধাময় ও অমৃতময় হইতে পারে, এই ভূলোক কিসে গোলোক হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারি-লেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা তাঁহার হৃদয়ে এমন একটী পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল যে, তিনি সেই কৃপালোকে মনুষ্যের সাধারণ তথাকথিত মঙ্গল ও আত্যন্তিক মঙ্গলের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাইলেন এবং ইহাই উপলব্ধি করিলেন যে সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ভগবন্নাম-কীর্ত্তন-প্রচারে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করাটাই জীবন এবং তদ্দ্বারাই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে দেখিতে পাই—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

অতএব শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পূরণকারী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণ করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—এই বিচারে তিনি প্রাণপণ করিয়া তাঁহার অতি কষ্টে অর্জ্জিত অর্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নবমন্দির ও কীর্ত্তন-নাট্য-মন্দির নির্ম্মাণের দ্বারা তাঁহার অর্থের সার্থকতা সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। অর্থশালী ধনবান্ ব্যক্তিগণ প্রায়শঃই জড়-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল হইয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের জগবন্ধু জড়প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠার মত জ্ঞান করিয়া "বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা, তাহা না করিলে লভিবে রৌরব।" এই সুষ্ঠু বিচারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। জগতে কত কত অর্থশালী ব্যক্তি মানুষের আপাতমঙ্গল সাধন করিবার কত শত কীর্ত্তি-স্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন ও যাইতেছেন, কিন্তু ঐরূপ অনিত্য মঙ্গলের দ্বারা নিত্য জীবের কতটুকু সুবিধা হইবে? কীর্ত্তন-নাট্যমন্দির হইতে যে চেতনবাণী বিশ্বে প্রচারিত হইতেছে তদ্দ্বারা সমস্ত জীব অনু-প্রাণিত হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর কোন্ কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ হইতে পারে?

শ্রীল জগবন্ধু প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন এবং বিশ্বসংসারের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মানুষ যদি চির-শান্তি লাভ করিতে চায় তবে তাহা আরোহ-পথে কদাচ সম্ভব হইবে না। এই যে সংসার-দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া আছে, এই যে ইউরোপে মহাসমরের শেষে বিশ্ব-শান্তির জন্য জাতিসমূহের মিলিত চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, মানুষের এই সমস্ত চেষ্টায় কোনদিন বিশ্বশান্তি জগতে স্থাপিত হইতে পারে না। মানুষের ঐ সমস্ত কৃত্রিম চেষ্টা মরীচিকা মাত্র এবং উহা কুক্কুরের কুঞ্চিত লেজ সোজা করিবার চেষ্টার মত। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জৈব জগৎকে যদি অচেতনের ভূমিকা হইতে টানিয়া আনিয়া চেতনের ভূমিকায় স্থাপিত করিতে পারা যায় তবেই কোনদিন বিশ্ব-শান্তি স্থাপিত হইতে পারিবে। আর সেই রকম চেষ্টাই অকৃত্রিম চেষ্টা বলিয়া গণ্য হইবে; নচেৎ ঐরূপ কৃত্রিম চেষ্টাসমূহ আলেয়ার মত মানব মেধাকে কেবল বঞ্চিত করিতে থাকিবে। চেতনের বাণী যদি জগতে প্রসারিত হইতে থাকে তবে জীবকুল চেতনবাণীর দ্বারা শাসিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীর অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যদ্বাণীতেও আমরা এই কথাই লক্ষ্য করিয়া থাকি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই চেতনবাণী প্রচারের দ্বারা যে বিশ্বশান্তি আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, শ্রীল জগবন্ধুর চেষ্টা সেই কার্য্যে নিয়োজিত হওয়ায় আজ তিনিও জগতের সন্ধু। জগতে আমরা দেখিতে পাই যে ধনী ব্যক্তি যদি কৃষ্ণের ইচ্ছায় অপুত্রক হয়েন, তবে তিনি কৃষ্ণেচ্ছা বুঝিতে না পারিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া ধনের সদ্ব্যবহার (?) করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল জগবন্ধু অপুত্রক হইয়াও ঐরূপ জাগতিক বিচার গ্রহণ করিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ জন্য দৌড়ান নাই। সমস্ত অর্থ পরমপুরুষের সেবায় নিয়োজিত করাটাই যে অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও সার্থকতা ইহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, আচার্য্যপাদপদ্মের রজে নিজকে অভিষিক্ত করাটাই যে শাস্ত্রের চরম কথা ইহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও শাস্ত্রসমূহের সারমর্ম্ম যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাফলে তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয়। সেই গুরুকৃপালোকে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে—

"আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং
বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥"

তাই তিনি সেই গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর পাদপদ্মে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ইতিহাসের সহিত যেমন আচার্য্যাভিক প্রভুর নাম বিজড়িত, সেইরূপ ইহার সহিত শ্রীল জগবন্ধুর নামও উজ্জ্বল অক্ষরে নিত্যকাল লিখিত থাকিবে। আজ শ্রীল জগবন্ধুর চতুর্থ বার্ষিকী বিরহস্মৃতি-তিথি। তিনি বৈকুণ্ঠের সেবক, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুমন্দিরের পূজকরূপে নিত্যকাল বাস করিতেছেন। তাঁহার এই বিরহস্মৃতি-তিথিতে বিরহস্মৃতি-উৎসবের আয়োজন দেখিয়া আমাদের একটী কথা মনে পড়িতেছে। সাধারণতঃ আমরা দেখিয়া থাকি যে শিষ্যবর্গই তাঁহাদের শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণববর্গের অপ্রকটতিথি উপলক্ষে বিরহমহোৎসব করিয়া থাকেন এবং সেইরূপভাবে তিথিপূজা করিয়া নিজদিগকে ধন্য করেন। ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবসেবক-সম্প্রদায়ের পরম-সৌভাগ্য।

তাই আজ দেখিতেছি যে দয়াময় বৈকুণ্ঠনাথের নিজজন অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব তাঁহারই প্রিয় শিষ্যের বিরহস্মৃতিপূজার আয়োজন করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া বৈকুণ্ঠ বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবের এই আচার্য্যোচিত আচরণ আমাদিগকে আজ যে কি আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিতেছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। হে হৃদয়বান্ পাঠকবৃন্দ! যদি হৃদয় থাকে গুরুপাদপদ্মের এই আচরণ ও মহিমা উপলব্ধি করুন ও জীবনকে ধন্য করুন। তাই বলি হে জগবন্ধো! তুমিই ধন্য, তোমার অর্থ, তোমার মনুষ্যজন্ম, তোমার সাধনা, তোমার গুরুপূজাই সার্থক, যাহার ফলে শ্রীচৈতন্যসরস্বতী তোমাকে আত্মসাৎ করিয়া "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্ব-শাস্ত্রেষু সম্মতিঃ"—এই শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছেন। আবার বলি যে তোমার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ও ধন্যা, যাঁহারা তোমারই পদাঙ্ক-অনুসরণে তোমারই ত্যক্ত বিত্তের দ্বারা সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও তাঁহার গৌর-বিহিত প্রচারকার্য্যের সেবাই জীবনের সারব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং সহ-ধর্ম্মিণী-নামের সার্থকতা ও পতিব্রতা-ধর্ম্মের চরম আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক পতির মনোহভীষ্ট তথা নিত্যপতির ইন্দ্রিয়প্রীতির বাঞ্ছা-পরিপূরণে নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

উপসংহারে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা, হে শ্রীল জগবন্ধো, তুমি বৈকুণ্ঠ হইতে মাদৃশ পতিত সংসারী জীবের প্রতি কৃপাকটাক্ষ কর, যাহাতে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম রজে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট-পূরণে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি।

হে শ্রেষ্ঠার্য্য, আজ আমরা তোমার তিথিপূজার্থ সমবেত হইয়াছি। আগামী রবিবার শ্রী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক-গণের আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে যে মহতী সভা হইবে, তাহাতেও বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির মুখে তোমার গুণাবলী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইব।

ক্ষুদ্রাঞ্জলি

শ্রেষ্ঠার্য্য শিক্ষা দিলেন শ্রেষ্ঠিকুলে
সাধনা।
শ্রী-গৌরবে গৌরে ভুলি' রৌরবে
রহিও না ॥
'জনং দেহি' যশো দেহি, দেহি দেহি
ক'রো না।
গড্ডলিকা-কুপ্রবাহে তরণী ডুবা'ও না ॥
স্বজনরূপে জগবন্ধু বিনে আনে বরো না।
ভক্তি বিনে কর্ম্ম-জ্ঞানে কভু তাঁ'রে
পূজো না ॥
রঞ্জন চিত্তের চির জড়ে কভু হয় না।
বিরক্ত যাঁরা লভে তাঁরা ভক্তিযোগে সান্ত্বনা
রচিলা ভক্তিতে বিশ্ব পূজিলা "গৌরবাণী"।
হে ভক্তিরঞ্জন! নমি বিশুদ্ধ মহামনা ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

মহাত্মা শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন-মহোদয়স্য চতুর্থ-বার্ষিক-তিরোভাব-উৎসব-বাসরে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বৈকুণ্ঠলোকাজগদীশ্বরেণ
যঃ প্রেষিতস্তৎপ্রিয়ভক্তভক্তঃ।
প্রকাশ্য তস্যায়তনং মনোজ্ঞং
লোকে জগবন্ধুরিতি প্রসিদ্ধঃ ॥ ১ ॥

অনন্তসামান্ত-পরেশভক্ত্যা
সংরঞ্জয়ন্ বৈষ্ণববৃন্দচিত্তম্।
যো 'ভক্তি'-পাগ 'রঞ্জন'-ইত্যুপাহ্বাং
শ্রীগৌরবাণ্যাশিষমাপ সাক্ষাৎ ॥ ২ ॥

শ্রেষ্ঠং স্বয়ং কৃষ্ণধনং হি যেষাং
তে শ্রেষ্ঠিনঃ স্যুর্হরিভক্তিযুক্তাঃ।
প্রাপ্তশ্চ তদ্বংশজাতেয়োপনাম
'শ্রেষ্ঠার্য্য' ইত্যগ্রযুতং সুধীশঃ ॥ ৩ ॥

বৈকুণ্ঠসেবার্থকমর্থমাত্ম-
স্যাং কুর্ব্বতঃ স্যাৎ খলু বিষ্ণুপাঠাম্।
বিচিন্ত্য চৈতৎ পরমাত্মনীন
আত্মার্থমর্থব্যয়কুণ্ঠ আসীৎ ॥ ৪ ॥

ন ভোগহেতুঃ কনকং নরাণাং
ন কামিনী বেতি বিচার্য্য তাভ্যাম্।
আদর্শতাং মাধব-সেবকানা-
মদর্শয়দ্ যঃ পরমার্থনিষ্ঠঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণসেবাশ্রয়কৃষ্ণলোকে
শ্রীবাসুদেবাশ্রয়সংশ্রয়েঽস্মিন্।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তগিরাং প্রচারঃ
শ্রীসুন্দরানন্দমুদে যতোঽস্তি ॥ ৬ ॥

বাচা ধিয়াথৈঃ সকলৈর্বিধায়
যঃ কৃষ্ণসেবামবিতৃপ্তচিত্তঃ।
সেবাপ্রবীরো ভগবৎপদাব্জে
প্রাণাংশ্চ শেষান্ স্বয়মুৎসসর্জ্জ ॥ ৭ ॥

যেনাত্মবাদর্শতয়া স্থিতেন
সংপ্রেরিতং শ্রীহরিভক্তবৃন্দম্।
সেবাবিলাসাংশ্চ তদীয়-কায়-
ব্যূহো যথাস্মিন্ বিদধদ্ বিভাতি ॥ ৮ ॥

যস্তেন সর্ব্বৈঃ স্মরণেন চিত্তে
দিনং তিরোধানপদং ধরায়াম্।
ভূয়োঽপি তদৈব শুভ-প্রকাশ-
সাংবৎসরসংমণ্ডিতবচ্চকাস্তি ॥ ৯ ॥

বয়ং সমেতাশ্চ সমর্প্য তস্মৈ
শ্রদ্ধাঞ্জলিং তদ্বিরহার্দ্দিতপ্তাঃ।
যাচামহে তৎকৃপয়া প্রশান্তিং
সেবাসুধাসেক-মহৌষধেন ॥ ১০ ॥

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৩২)

৩০শে অক্টোবর—অপরাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

আমরা তাঁহাকে মাপিয়া লইব, এই বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু; তাঁহাকে ভজন করিতে হইলে তাঁহার নিকট আমাদের শরণাপত্তি দরকার। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের "সর্ব্বধর্ম্মান্...ব্রজ" এই শেষ উপদেশটী যেন আমরা ignore (অগ্রাহ্য) না করি।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তিনি সমস্ত রসের আধার। সেই অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের গান আমাদের একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করা উচিত। প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি বাল্যকাল হইতে বাস্তব বস্তু বিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের জড়েন্দ্রিয়-সকলের কার্য্য ভূতাকাশমধ্যেই নিবদ্ধ, তাহার বাহিরে যাইবার ক্ষমতা নাই। জড়ব্যোমের শব্দ আমাদিগকে জড়ব্যোম হইতে ঊর্দ্ধে পরব্যোমে লইয়া যাইতে অক্ষম। অতএব তাহাদের কার্য্য জড়ব্যোমেতেই ক্ষান্ত। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-শব্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়া যায়েন না। বৈকুণ্ঠ-শব্দ আশ্রয় করিতে পারিলে তিনি আমাদিগকে বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে লইয়া যান। আমাদিগকে আর এই সৌর-জগতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না।

আমরা চেতনধর্ম্ম-বিশিষ্ট। এই পার্থিব জগতের মন দ্বারা আচ্ছন্ন বা আবৃত হইয়া থাকা আমাদের উচিত নয়। বৈকুণ্ঠ-শব্দ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ অপ্রাকৃত চেতন কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। এই চেতন কর্ণটী জড় কর্ণেরই অভ্যন্তরে অবস্থিত। অনেকে হয় ত' বলিবেন যে আমরা জড় চিন্তাস্রোত হইতে অব্যাহতি কি করিয়া পাইব? উত্তরে বলি যে, মুক্তজনের যদি বৈকুণ্ঠ-শব্দ গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে ঐ জড় চিন্তা-সকল দূরীভূত হইয়া যাইবে। ঐ অপ্রাকৃত-শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতে থাকুন। কীর্ত্তন করিলে শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফল লাভ হইবে। কীর্ত্তনের বিধি শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্লোকে জানাইয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" ॥

অতএব আপনারা ঐ নিয়মে কীর্ত্তন করিতে থাকুন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কলিকাতা বেথুন কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর একরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণশীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেক্‌সন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷৹ আনা, ৩ শিশি ১.০ সিকা ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৹
কাটারিভোগ	৫৷৹—৫৸৵
পাটনাই (সরেশ)	৪৵৹
মাতা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৵৹
বালাম	৫।৹
কলম	৪৷৹
সিতাশাল (নয়)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵৹—৫।৹
সুপারফাইন	৪৸৵৹—৫৲
৪নং ময়দা	৪।৹—৪।৵৹
আটা 'ব'	৪৷৵৹—৪৸৹
২নং আটা	৪৵৹—৭।৹
আটা এসমাকা	৪৵৹—৪।৹
আটা ৩নং	৩৵৹—৩।৹
সুজি	৪৸৵৹—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪.
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬.	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫.	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬ ৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬ *	১১-৩৬	১৫-৩০ + *	১৮-৩৭ *	২১-৫০
কলিকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬. ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫. ১৬-৮ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪১, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:○:—

স্বগ্রামে অন্তরীণ

নদীয়ার বিখ্যাত কর্ম্মী বেথুয়াডহরি নিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন সিংহ রায় মহাশয় প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে ধৃত হইয়া বহরমপুর বন্দী-শিবিরে আবদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট পঞ্চানন বাবুকে নিজ গ্রামে পরিবারবর্গের সহিত বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন। পঞ্চানন বাবু গত ২৬শে নবেম্বর বেথুয়াডহরি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

অদ্ভুত মানুষ

বিলাসপুরের এক খবরে প্রকাশ যে, একজনের পঁচিশ বৎসর বয়স হইতে কপালে শিং উঠিতে থাকে। বর্ত্তমানে উহা ছয় ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি পরিধি হইয়াছে। উহাকে অস্ত্র করা হইয়াছে। চিকিৎসকগণ বলেন যে, এই প্রকার ঘটনা তাঁহারা এই প্রথম দেখিলেন ও শুনিলেন। সিভিল সার্জ্জন ডাঃ রিচার্ডসন ও ডাঃ কাশ্যপ উহা অস্ত্র করিয়াছিলেন।

ভারতে সুভাষ বসু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ডাকবাহী ওলন্দাজ বিমানযোগে গত ৩রা ডিসেম্বর রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় করাচী পৌঁছিয়াছেন। বিমান হইতে অবতরণ করিয়াই তিনি তাঁহার পিতার অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করা হইলে তিনি অতীব মুহ্যমান হইলেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিলে শ্রীযুক্ত বসু বলেন,—"আপনি আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থা কল্পনা করিতে পারিতেছেন" তিনি আর কিছু বলিতে চাহেন না।

করাচীর ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত জামসেট মেটা বিমানঘাঁটীতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার কয়েক মিনিট কথাবার্ত্তা হয়।

শ্রীযুত বসু গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪-১৫ মিনিটের সময় উক্ত বিমানপোতে দমদম বিমানঘাঁটীতে পৌঁছিয়াছেন। তিনি অবতরণ করামাত্র পুলিশের মোটর গাড়ীতে করিয়া তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ সুনীল বাবুর বাটীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

পরলোকে জানকীনাথ বসু

গত ২রা ডিসেম্বর রবিবার রাত্রি ১২টা ৩০ মিনিটের সময় ভবানীপুরে জানকীনাথ বসুর মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি বৎসরাধিককাল রোগে ভুগিতেছিলেন। মাস দুই হইল তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। গত পূর্ব্ব সোমবার হইতে সকলেই তাঁহার জীবনের আশা একপ্রকার ত্যাগ করেন।

তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে শ্রীযুত সুভাষ চন্দ্র বসু ব্যতীত সকলেই মৃত্যু সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

জানকীবাবু অন্তিম সময়ে পুত্র সুভাষকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইল না।

মকুবের চেষ্টা

অমৃতসর হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, আঞ্জুমান ইসলামিয়ার প্রেসিডেণ্ট সাদিক হোসেন নাথুরামকে হত্যা করার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাচীর আবদুল কোয়ামের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব সম্পর্কে বিশিষ্ট ভারতীয় মুসলমানদের এক ডেপুটেশনের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত টেলিগ্রামে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মুসলমানেরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে।

জেরায় গ্লানিকর উক্তির জের

মুরিদকি থানার এলাকাধীন কটপিণ্ডিদ্রাস গ্রাম হইতে এক ২৪ বৎসর বয়স্কা সম্ভ্রান্ত মহিলার শোকাবহ মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মহিলাটী জনৈক লম্বরদারের পুত্রবধূ। কোনও নারীহরণ ঘটনা মামলার সাক্ষী হিসাবে তাঁহাকে আদালতে হাজির হইতে হইয়াছিল। আদালতে জেরার সময় তাঁহাকে কতকগুলি গ্লানিকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, ইহাতে মহিলাটি নিজেকে অত্যন্ত অবমানিত মনে করেন। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে আদালত হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। ঘটনা যখন ধরা পড়ে তখন দেখা যায় মহিলাটীর শিশুপুত্র মাতার মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে।

ময়না তদন্তের নিমিত্ত মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হয়। 'চিত্তের অস্থিরতার দরুণ মহিলাটী আত্মহত্যা করিয়াছেন' বলিয়া রায় দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্র ধর্ম্মঘট

হিন্দু কলেজের ছাত্র ধর্ম্মঘট ৩রা ডিসেম্বর শেষ হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে কয়েকটী ছাত্রের কলেজ হইতে বহিষ্কারের আদেশ হওয়াতে আবার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে যে অধ্যাপককে সাময়িকভাবে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছিল, গতদিন তাঁহাকেই ছাত্রগণ শোভাযাত্রার পুরোভাগে করিয়া কলেজে লইয়া আসে এবং সেখানে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হয়। অতঃপর অনেক ছাত্র অধ্যাপকের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিয়া বক্তৃতা করে।

কলেজের অধ্যক্ষ এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া নেতৃস্থানীয় ছাত্র কয়জনকে শাস্তি দেওয়ার আদেশ দেন এবং তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ সকল ছাত্রই কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসে।

লক্ষ্ণৌতে দারুণ দুর্ঘটনা

সংযুক্ত প্রদেশের হিসাব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কনট্রোলার পরলোকগত মিঃ এইচ ডি ঘোষের বিধবা পত্নীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকাশ যে, গত ২রা ডিসেম্বর প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌ সহরস্থ তাঁহার বাসগৃহের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই বাহিরে গিয়াছিলেন। এমন সময় দ্বিতলের একটী গৃহ হইতে প্রচুর ধূম উদ্গীরণ হইতে দেখা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই পথিকগণ একটী তীব্র আর্ত্ত চীৎকার শুনিতে পায়। গৃহের প্রত্যেকটী দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ দেখিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ ফায়ার ব্রিগেডকে সংবাদ দেয়। ফায়ার ব্রিগেড ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করিলে উক্ত মহিলার কেরোসিন-সিক্ত দগ্ধ মৃতদেহ লক্ষিত হয় এবং উহা ময়না তদন্তের জন্য প্রেরিত হয়।

সাধারণের সন্দেহ এই যে, কোনও কারণে জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া মহিলাটী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪১

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের সারাংশ

(৫)

পক্ষান্তরে কোন দীর্ঘকালের জন্য রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভা গঠন করিবার যথাযথ প্রণালী এখন নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া পার্লামেণ্ট মহাসভার পক্ষে এ সম্ভবপর নহে কমিটি তাহা দৃঢ়ভাবে স্বীকার করেন। অতএব কমিটি সুপারিশ করিতেছেন যে ভবিষ্যতে পরোক্ষ নির্ব্বাচন প্রণালীর পুনরালোচনা করা চলিবে এবং তাঁহারা এই আশা করেন যে পরোক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিবার পর ভারতীয় জনমত যদি উহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করে তাহা হইলে এই রিপোর্টে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভা এ সম্বন্ধে স্বীয় প্রস্তাবগুলি পার্লামেণ্ট মহাসভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন। কমিটি মনে করেন যে গ্রুপ বা এক এক দল হইতে নির্ব্বাচন প্রণালীর ভিত্তিতে কোনও প্রকার পরোক্ষ নির্ব্বাচনের দ্বারাই এই সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে।

কাউন্সিল অব ষ্টেট প্রতিনিধিগণের পরোক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্বেতপত্রের যে মত তাহা এই কমিটি স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ যদি প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলী বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন তাহা হইলে বিভিন্ন প্রকারের নির্ব্বাচক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক হইবে। কমিটী এই সুপারিশ করেন যে দুই কামরার ব্যবস্থাপক সভাগুলির বেলায় প্রাদেশিক উচ্চ সভাই নির্ব্বাচক প্রতিষ্ঠান পরিগণিত হইবে এবং যে সকল প্রদেশে এক কামরার ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে সে সকল প্রদেশে দুই কামরার ব্যবস্থাপক সভাসম্বলিত প্রদেশগুলির উচ্চ সভার অনুরূপ নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন করিতে হইবে। শ্বেত [illegible] হস্তান্তরযোগ্য একটি মাত্র [illegible] নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কমিটি কাউন্সিল অব ষ্টেট একেবারে ভাঙ্গিয়া না দেওয়াই ভাল মনে করেন। ইহার সদস্যগণ নয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে ঐ সদস্যগণের একতৃতীয়াংশের জায়গায় নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন।

পাব্লিক সার্ভিস সমূহ

এই কমিটি সুপারিশ করিতেছেন যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এবং ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস ব্যতীত অন্যান্য নিখিল ভারতীয় চাকরীগুলিতে লোক নিয়োগ অতঃপর ভারত সচিব কর্ত্তৃক করা হইবে না। শাসনপ্রণালীর মৌলিক পরিবর্ত্তন সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় সিভিল সার্ভিস এবং পুলিশ সার্ভিসে লোক নিয়োগের প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা বিষয়ে কোন প্রস্তাব কমিটি গ্রহণ করিতে পারেন না। যাহা-হউক, কমিটি মনে করেন যে ঐ উভয় প্রকারের চাকুরীতে ভারতবর্ষেই নিয়োগ করার পক্ষে অনেক কিছু বলিবার আছে। কমিটি একথা বলেন যে তাঁহাদের সুপারিশ চূড়ান্ত সমাধানরূপে গ্রাহ্য হইবার জন্য অভিপ্রেত নহে। উহার উদ্দেশ্য এই যে নূতন শাসনতন্ত্র যাহাতে সম্যকরূপে কার্য্যকরী হয়। কমিটি মানিয়া লইতেছেন যে এই সমগ্র বিষয়টিই পরবর্ত্তীকালে বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় হইবে। শাসনতন্ত্র বিষয়ক আইনে এ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ, তাঁহাদের উল্লেখ করা কমিটি সমীচীন মনে করেন না। কিন্তু তাঁহারা আশা করেন যে পাঁচ বৎসর পরে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা সুবিধাজনক হইবে।

কমিটি সম্মতি দিতেছেন যে সেচ বিভাগে এবং সেচ বিভাগে লোক নিয়োগ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই করিবেন। সেচ বিভাগের বেলায় কমিটি প্রস্তাব করিতেছেন যে যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যাহাদের কাজ সন্তোষজনক এরূপ লোক যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োগ করিতে সমর্থ না হন, তবে ভারতসচিব যাহাতে পুনরায় লোক নিয়োগ করিতে পারেন সে ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনগুলির সম্বন্ধে প্রস্তাবসমূহ মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক হইয়াছে বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে। কমিটির সুপারিশ এই যে গবর্ণর-জেনারেল এবং গভর্ণরদিগকে যে ইন্স্‌ট্রুমেণ্ট-অব ইন্সট্রাক্সনস্ বা নির্দ্দেশপত্র দেওয়া হইবে তাহাতে একথা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে যে "সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলির ন্যায্য স্বার্থসমূহ" বলিতে তাহাদের সরকারী চাকুরীতে পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় নিয়োগও বুঝাইবে।

আদালত সমূহ

রাষ্ট্রসংঘের আদালত সম্বন্ধে শ্বেতপত্রের প্রস্তাবসমূহের কমিটি মোটামুটিভাবে অনুমোদন করেন।

শ্বেতপত্রে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে প্রাদেশিক হাইকোর্ট সমূহে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার ও প্রাণদণ্ডের আদেশসংযুক্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাদের বিরুদ্ধে আপীল সমূহের শুনানীর জন্য একটি সুপ্রিমকোর্ট স্থাপন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়া হউক। ইহার ফলে রাষ্ট্রসংঘের আদালতের এলাকায় অংশ বিশেষ অপর আদালতের এলাকার সমস্থানীয় হইবে, ইহা অনিবার্য্য। দেওয়ানী মোকদ্দমার আপীলের বিচারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের আদালতের ক্ষমতা যাহাতে প্রসারিত করা যায় সেইরূপ অধিকার রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভাকে দেওয়াই কমিটি ভাল মনে করেন। তাহা হইলে রাষ্ট্রসংঘের আদালত দুইটি পৃথক কামরায় বিভক্ত হইবে, যদিও বিচারকদিগকে কতক পরিমাণে অদল বদল করা চলিবে। ফৌজদারী মোকদ্দমার বেলায় কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে বর্ত্তমানে যে বিধানসমূহ আছে তদতিরিক্ত অন্য কোনও আপীলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক নহে

বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রকারের বৈষম্য

এই প্রশ্ন কমিটী দুই পৃথক বিষয়ে বিভক্ত করিয়াছে (১) বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থসমূহের ও ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ভারতে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং (২) বৃটেন হইতে আমদানী করা পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। এই দুইটী বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টীর বেলায় কমিটী নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, এ বিষয়ে দুইটী দেশের সম্পর্ক যে সুগণীতসমূহ দ্বারা এখনই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, শাসনতন্ত্রবিষয়ক আইনে সেগুলি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে খুবই সুবিধা হইবে। বৃটেন হইতে আমদানি পণ্যের বিরুদ্ধতা করার প্রচেষ্টা স্বরূপ "রাজস্ব বিষয়ক স্বায়ত্তশাসন প্রথার" দোহাই দেওয়া কখনও উচিত হয় নাই, এই বিষয়ের প্রতি কমিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। এবং কমিটি একথা উল্লেখ করিতেছেন যে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ তাঁহাদিগকে নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন যে ভবিষ্যতে এরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা যুক্তরাজ্যের সহিত অংশীত্বের ধারণার বিলোপ সাধন করিবার ইচ্ছা ভারতের হইবে না।

কমিটী সুপারিশ করিতেছেন যে শ্বেতপত্রে বর্ণিত গভর্ণর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব সমূহের সহিত নিম্নলিখিতরূপ ভাষা দ্বারা সূচীত আরও একটি বিশেষ দায়িত্ব যোগ দিতে হইবে:—"যুক্তরাজ্য হইতে ভারতে আমদানি করা বৃটিশ পণ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে যাহাতে বৈষম্যমূলক বা দণ্ডদায়ক আচরণ করা যা[illegible] পারে এরূপ শাসন-সংক্রান্ত বা ব্যবস্থাপক সভায় গঠিত বিধানের প্রতিরোধ ক[illegible]" তাঁহারা আরও সুপারিশ করেন যে গভর্ণর-জেনারেলের ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট-অব্-ইন্সট্রাকসনে ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে যে এই দায়িত্বটি স্থাপন দ্বারা নিজ নিজ রাজস্ব অথবা আর্থিক নীতি গঠন করিবার যে ক্ষমতা তাঁহার গভর্ণমেণ্টের অথবা ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার আছে তাহার কোনও ক্ষতি করা অভিপ্রেত নহে। পরস্পর বাণিজ্যিক সম্বন্ধীয় সুবিধালাভের জন্য যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশের সহিত চুক্তির কথাবার্ত্তা কহিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে; এবং যদি এমন কোন বাণিজ্যশুল্ক বিষয়ক নীতি গঠিত হয়, যাহা গভর্ণরের মতে যুক্তরাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য পথে এরূপ প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে যে ভারতের আর্থিক স্বার্থের আনুকূল্য নহে কিন্তু যুক্তরাজ্যের স্বার্থের হানি ঘটানই তাহার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে উহাতে হস্তক্ষেপ করা গভর্ণরের কর্ত্তব্য হইবে

ভারতে বৃটিশ ব্যবসায়ের বেলায়ও ভরসা প্রদানের জন্য আইনের বিধান থাকা আবশ্যক।

বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিরোধের জন্য গভর্ণর-জেনারেল এবং গভর্ণরদিগের যে বিশেষ দায়িত্ব থাকিবার প্রস্তাব শ্বেতপত্রে করা হইয়াছে, তাহা কমিটি মানিয়া লইতেছেন; কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে শাসনতন্ত্রবিষয়ক আইনে ইহা স্পষ্ট করিয়া দিতে হইবে যে, যে বিষয়গুলির সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার গঠিত আইনে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বিধান করা হইয়াছে, তাহাদের যে কোনটীর সম্বন্ধে শাসনঘটিত বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধের নিমিত্ত এই বিশেষ দায়িত্ব প্রসারিত হইবে।

অতঃপর কমিটি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এবং বিস্তারিত প্রস্তাব করিয়াছেন, যাহার ফলে কতিপয় সর্ত্ত ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী ভারতীয় আইন সকল যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা বৃটিশ প্রজা, যুক্তরাজ্যে বর্ত্তমানে অথবা ভবিষ্যতে যে সকল কোম্পানি গঠিত হইবে, অথবা যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা বৃটীশ প্রজা যাহারা বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে ভারতে গঠিত কোম্পানির সহিত সম্পর্কিত তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না। কমিটী মনে করেন যে যুক্তরাজ্যের আইনে ভারতের বাসিন্দা বৃটীশ প্রজার বিরুদ্ধে যে পরিমাণে একই প্রকার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইল, সেই পরিমাণে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহের স্বাধীনতার সঙ্কোচক এই সকল প্রতিবন্ধকগুলি শিথিল করা যাইতে পারিবে। জাহাজে মাল চালান দেওয়া ব্যাপারে আইনের বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া জাহাজে মাল চালান দেওয়া বিষয়ে একই প্রকার অথচ পৃথক বিধান হওয়া উচিত।

স্যার জন এণ্ডার্সন

বাঙ্গলার স্থায়ী লাট স্যার জন এণ্ডার্সন [illegible] ডিসেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ ১৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার } ২৩১শ সংখ্যা

জেকোস্‌লোভেকিয়া ও অষ্ট্রীয়ায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩॥ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীর হইতে মোটর-যোগে রওনা হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। সঙ্গে তদীয় অনুকম্পিত মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশ্লোক, ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ আগমন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা বেলা প্রায় ৭ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে পৌঁছে। সংবাদ পাইয়াই ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান-শিক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল্ সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-টি, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার বি-এ, শ্রীযুক্ত শ্রীদাম চন্দ্র মণ্ডল বি-এ, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর মহান্তি প্রমুখ শিক্ষকবর্গ বোর্ডিং-এর ছাত্রবৃন্দসহ শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণের সহিত মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনায় গমন করিতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বরূপগঞ্জের খেয়াঘাট পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি শ্রীল প্রভু-পাদের চরণসমীপে উপস্থিত হইয়া ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অতিমর্ত্ত্য বাণী শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত

প্রাগে স্বামী বন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ১৭ই নভেম্বর জার্ম্মাণীর ড্রেসডেন নামক নগর হইতে জেকোস্লোভেকিয়ার (Czecho-slovakia) রাজধানী প্রাগে গমন করিয়া অপরাহ্নে একটী বৃহতী সভায় জার্ম্মাণ ভাষায় "ভারতদর্শন মতে ভগবত্তত্ত্ব" সম্বন্ধে একটী অভিভাষণ পাঠ করেন। সভার সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত অধ্যাপক উইণ্টারনিজ্ (Winternitz)। এই স্থানে প্রায় ৮০ জন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর অভিভাষণ সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

প্রাগে একসা (Axa) নামক হোটেলে স্বামীজীর অবস্থান-স্থান নিরূপিত হইয়াছিল। বক্তৃতার পর অনেকেই স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ৬ জন সরলান্তঃকরণে বাস্তব-সত্যের প্রকৃত-প্রচারক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিয়মন-কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে নাম প্রার্থী। শ্রীপাদ বন মহারাজ অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়া যাহাতে পুনরায় অতি সত্বর প্রাগে গমন করেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষভাবে নিবেদন বিজ্ঞাপন করিয়াছেন।

১৮ই নভেম্বর স্বামীজীকে নগরীর বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন করান হয়।

ভিয়েনায়

গত ১৯শে নভেম্বর শ্রীপাদ বন মহারাজ ও তাঁহার সহকারী মিঃ আর্ণষ্ট সুল্জ প্রাগ হইতে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় শুভবিজয় করেন। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান এবং "Hotel Imperial Wien"-এ স্থান প্রদান করেন। এইস্থানে অপরাহ্নে সংবাদপত্রের সদস্যগণ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন।

গত ২০শে নভেম্বর বৃটিশ-মন্ত্রী হিজ্ এক্সেলেন্সি স্যার ওয়ালফোর্ড সেল্‌ব (H. E. Sir Walford Selb) ঐ সুপ্রসিদ্ধ হোটেলে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। এই দিবস অপরাহ্নে ভিয়েনায় একটী সুমহতী সভায় শ্রীপাদ বন মহারাজ ইংরেজী ভাষায় "ভারতের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি" (India: her Religion and culture) সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ অফ্রেট-অধ্যাপক ডাঃ ইউগেন ওবারহুমার (Aufret Prof. Dr. Eugen Ober

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

যোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তন-দলকর্ত্তৃক অনু-সৃত হইতে হইতে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ মহা-প্রভুর আবির্ভাব-স্থান শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন এবং তথায় গৌরকুণ্ডের পশ্চিমতীরে বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরটী পর্য্যবেক্ষণ করেন। মন্দিরটীর দ্বিতলের ছাদ পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৬৪ ফুট উচ্চ হইয়াছে। ইহার উপরে আরও ৫০ ফুট হইবে। মন্দিরের কার্য্য অতিশয় দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠ হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যমঠে পদার্পণ করেন। তথায় ভক্তিবিজয় ভবনের দ্বিতলে ভক্তগণ আগমন করিয়া তাঁহার পাদপদ্মসমীপে উপ-বেশন করিলে তিনি রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ব্রজমণ্ডল সম্বন্ধে প্রভুপাদ অনেক কথা বলিয়াছেন। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর 'গুরু-প্রণাম'-শ্লোক ও মনঃশিক্ষার অনেকাংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাধাদাস্যে অবস্থিত জনগণের লক্ষণ কি, রাসপঞ্চাধ্যায়-পাঠের অধিকার কাহার, শ্রবণ ও কীর্ত্তন ব্যতীত স্মরণ হইতে পারে না প্রভৃতি বিষয়সমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে মঠসেবকগণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের পূর্ব্বোক্ত শিক্ষকবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

১৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের বিভিন্ন স্থান পরি-দর্শন করিয়াছেন এবং ঐ দিবস অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ কেশব বিধি গৌরাব্দ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

বেদান্তদর্শন ও শৈবমতবাদ

শঙ্করের পূর্ব্বেও শৈবমতবাদ অল্প বিস্তর প্রচারিত ছিল। সম্ভবতঃ খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শৈবমতবাদ প্রচারিত হয়; তৎপূর্ব্বে শৈবমতবাদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সাত্বত ভাগবত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। ব্রহ্ম ও রুদ্র সম্প্রদায়ের আদি গুরু শ্রীব্রহ্মা ও রুদ্র যথাক্রমে অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণু হইতে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেন। গুরুতত্ত্ব ঈশ প্রকাশ বিগ্রহ; সুতরাং শ্রীরুদ্রদেব স্বয়ং বিষ্ণু বিগ্রহ নহেন পরন্তু আশ্রয়জাতীয় প্রকাশ-বিগ্রহ। রুদ্রসম্প্রদায়ের চতুর্দ্দশ অধস্তন প্রথম বিষ্ণুস্বামিপাদ। তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর অন্তর্দ্ধানকালে তদীয় প্রতিবেশিরূপে এক ব্যক্তি উক্ত সম্প্রদায়ে আপনাকে শিবস্বামী নামে পরিচিত করত ন্যূনাধিক মায়াবাদ আশ্রয় পূর্ব্বক ঈশ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীরুদ্রদেবকে ঈশ-বস্তু বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন এবং এইরূপে আপনাকে রুদ্রসম্প্রদায়ের বিচার হইতে পার্থক্য স্থাপন করেন। দ্বিতীয় শিবস্বামীর সময় হইতেই ইঁহারা আপনাদিগকে স্বতন্ত্ররূপে শৈবমতবাদী বলিয়া প্রচার করেন। ইঁহাদিগের শিষ্যপারম্পর্য্যে আমরা নীলকণ্ঠাচার্য্যের নাম পাই, যিনি মহাভারতের টীকাকার। ইঁহার পরবর্ত্তিকালে শিবস্বামি সম্প্রদায়ের অধস্তন-রূপে বেদান্তদর্শন-ভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠের পরিচয়ও পাওয়া যায়। শ্রীকণ্ঠ সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার বিদ্যারণ্য ভারতী স্বীয় গ্রন্থে নকুলীশ পাশুপতমত প্রকাশিত করিয়াছেন; কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র "ভামতী"-টীকায় শঙ্করোক্ত "মাহেশ্বর"গণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা:— পাশুপত, কারুণিক, সিদ্ধান্তী ও কাপালিক। শৈবমত ও পাশুপত মতবাদ ঠিক এক নহে; পাশুপত-মতে পঞ্চ পদার্থ স্বীকৃত এবং দুঃখান্তই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শৈব সম্প্রদায় পাশুপত মতবাদীর 'নিরপেক্ষ-নিমিত্ত কারণতা-বাদ' 'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য-দোষদুষ্ট' বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শৈবসম্প্রদায়ে মাত্র পদার্থত্রয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে— পতি, পশু ও পাশ।

শ্রীকণ্ঠের মতে অবিদ্যাক্রমে পশু (জীব) পাশবদ্ধ হয় এবং পতির বৈদিক বিধি-উক্ত উপাসনাক্রমে এই পাশ বিমোচন হয়। নিত্য নিরতিশয় জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ঈশ্বরের সমান-গুণ প্রাপ্তিরূপ কৈবল্যই প্রয়োজন। পশুর উপাসনায় প্রীত হইয়া পতি (শিব বা ব্রহ্ম) মুক্তি প্রদান করেন। জগৎ ও জীব ব্রহ্মের পরিণাম, কারণ চিদচিৎ সকল বস্তুরই ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম সত্য হওয়ায় এবং সত্যস্বরূপব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ হেতু জগৎ মিথ্যা নহে নিত্য। শঙ্কর জ্ঞানকে নিরপেক্ষ অখণ্ড ও অপরিচ্ছিন্ন বলেন, কিন্তু শ্রীকণ্ঠ জ্ঞানের আপেক্ষিকত্ব স্বীকার করেন; তিনি বলেন— ইতরব্যাবৃত্তি জ্ঞানোদয়ের কারণ এবং উহাই জ্ঞানের আপেক্ষিকতার নিদর্শন অর্থাৎ সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্তু হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি আপেক্ষিক জ্ঞান।

— —

আত্মসম্বন্ধে শ্রীকণ্ঠ জীবকে ব্রহ্মের কার্য্য বলেন কিন্তু আবার আত্মাকে বিভু বলেন। কার্য্য ও কারণের সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত হইলেও স্বগত-ভেদ বর্ত্তমান। শঙ্কর আত্মা ও ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ ভাব স্বীকার না করিয়া বলেন—জীব ও ব্রহ্মের সজাতীয়-বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই, ভেদ কেবল অবিদ্যাকল্পিত। জীব ও ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ-রূপ-বৈশিষ্ট্য অঙ্গীকার করায় শ্রীকণ্ঠকেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলা হয় কিন্তু তাহা হইলেও আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ স্বামীর প্রপঞ্চিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে তাঁহার মতবাদ স্বতন্ত্র। শ্রীরামানুজপাদ জীব স্বরূপ নির্ণয় তাঁহাকে অণুস্বরূপ বলিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ মুক্তাবস্থায় জীবের স্বতন্ত্রাধীন অঙ্গীকার করিলেও তদবস্থায় তাঁহার ঈশনাশক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু আচার্য্য শ্রীরামানুজ আত্মার মুক্তাবস্থায়ও জগদ্ব্যাপার অঙ্গীকার করেন।

শ্রীকণ্ঠের মতবাদকে কতকটা Pantheism বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-দার্শনিক Spinozaর মতবাদের সহিত শ্রীকণ্ঠের মতবাদের অনেকাংশে সাদৃশ্য বর্ত্তমান। Spinozaর "am or intellectualisoci" যাহাকে "intellectual love of God" বলা হয়, শ্রীকণ্ঠের 'ভক্তি জ্ঞান'ও তাহাই। শ্রীকণ্ঠ ও Spinoza উভয়েই বলেন যে ভগবান্ জগদ্রূপে পরিণত। Spinoza ঈশ্বরের সগুণত্ব ও সক্রিয়ত্ব স্বীকার করেন, শ্রীকণ্ঠের মতও তাহাই। পুরুষার্থ-সম্বন্ধে শ্রীকণ্ঠ শিবতাপ্রাপ্তিকেই মুক্তি বলেন; Spinozaও 'To be one with God'-কেই মুক্তি বলেন। তবে Spinozaর Substance বা পদার্থ নির্বিশেষ কিন্তু তিনি নির্ব্বিশেষের পরিণামও স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তিসম্বন্ধে Spinozaর ঐপ্রকার ধারণা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার the God intoxicated Philosopher বলিয়া খ্যাতি আছে। শ্রীকণ্ঠ আত্মাকে বিভু এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন বলিয়াছেন; ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক, কারণ তাহাতে প্রতি শরীরে যাবৎ আত্মার সমাবেশ হয় তাহাতে পরস্পর ভোগাপবর্গ ব্যবস্থারও ব্যতিক্রম হয়। ব্রহ্ম কার্য্যরূপে জীবোৎপত্তিকালে আত্মা যখন শিবস্বরূপ ও মুক্ত ছিল, তখন তাহার বদ্ধতা কি-প্রকারে ঘটিল এবং মুক্তির জন্য নৈমিত্তিক উপাসনার প্রয়োজনই বা কেন?—ইহার যথাযথ মীমাংসা শ্রীকণ্ঠের বেদান্তভাষ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৩১)

৩০শে অক্টোবর—অপরাহ্ন

গত ৩০।১০।৩৪ তারিখে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর শ্রীল প্রভুপাদের মথুরায় হরিকথার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বেদশাস্ত্র পাঠ করিয়া কি জানিতে হইবে, বেদের উদ্দেশ্য কি? বেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন ধারণা করিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন না, তাহাতে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন সেই কথাই আমাদের শিরোধার্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই,—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়'
'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ 'ভক্তি' প্রাপ্যের
সাধন॥
অভিধেয়-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম'—
প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥

সর্ব্ববেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ জ্ঞান, অভিধেয়-জ্ঞান, ও প্রয়োজন জ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য কৃষ্ণ যে কি বস্তু, তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সাধনের নাম 'ভক্তি'; তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। কৃষ্ণপাদপদ্মে 'প্রেম' নামে বিচিত্র ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'প্রয়োজন'।

সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে বস্তু বিষয়ে জ্ঞান হওয়া চাই। বিশ্ব আছে। আবার [illegible]র লাভ প্রতীতিও আছে। বস্তুর প্রতীতি না হইয়া যদি আমাদের তাহাতে লাভ প্রতীতি হয়, তবে ঠিক সম্বন্ধ হয় না। পরমার্থ জগতের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ কি, তাহা জানিতে হইবে। সকলের অপেক্ষা বড় সম্বন্ধ—কৃষ্ণ, ইহা জানা দরকার। আবার তা' ছাড়া কৃষ্ণের প্রকাশ, বিভিন্ন প্রকাশ ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে যে সকল বাধা আছে, সেগুলিও জানিতে হয়।

— —

শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে অতি সুন্দরভাবে গ্রথিত হইয়াছে—

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ
পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-
কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি
হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি
জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব ঐ তিনটী বিষয় অর্থাৎ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সর্ব্বশক্তিমান্ হরিই জীবের সম্বন্ধ, শুদ্ধভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রীতি-সম্পাদনই সাধ্য বা প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ঐ তিনটী বিষয় না জানিলেই সকল বিষয়ে গোলমাল বাধিয়া যাইবে। কৃষ্ণই একমাত্র বস্তু। এই সম্বন্ধটী না জানার দরুণ আমাদের ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। তাই এখন আমরা জড়চিন্তায় মগ্ন অর্থাৎ ভোগে লিপ্ত। জড় শব্দের অর্থ ভোগ।

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া
ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ভক্তিই প্রেমে হয়। এইটা খুব বড় কথা; কিন্তু মনুষ্যসমাজ এই কথাটা ধরিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণোন্মুখতা'র বিধান যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ, তাহা মানুষ ধরিতে পারিতেছে না। ভোগ ও ভক্তির বাহিরের চেহারা দেখিতে একই প্রকার। কিন্তু ভোগে আমার সেবা অপরে করুক, আর ভক্তিতে ভগবানের সেবা আমি করি—এই বিচার।

'ত্যাগ' বলিতে ভোগত্যাগই বুঝায়। কিন্তু ফল্গুবৈরাগ্য মহাপ্রভু নিষেধ করিয়াছেন। প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তিতে দৃষ্ট—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"
"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

প্রভৃতি শ্লোকগুলি ভাল করিয়া বিচার করা দরকার।

পিপীলিকাসকল গুড় খাইতে গিয়া গুড়েতে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে। জগতের যে-সকল লোভী ব্যক্তি আছেন, তাঁহারাও ঐরূপ পিপীলিকার মত দশাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'অতি ভক্তি' বর্জন করিতে হইবে। অধিরূঢ় মহাভাবে গোপীর কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি এবং 'আমি কৃষ্ণ'—এই ভাব হয়।
"বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

জড়জগতে জিনিষের অভাব হইলে কষ্ট হয়। লোভী ব্যক্তিসকল একেকে ভুলিয়া যায়। কম্‌তে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের Positivism (বাস্তবতা) নামে যে-সকল চিন্তাস্রোত আছে তাহা জড়চিন্তা মাত্র, উহা কৃষ্ণচিন্তা নয়। ভাগবতের চিন্তা সেরকম নয়, সেখানে সমস্তটাই কৃষ্ণচিন্তা। কেহ কেহ বিচার করেন, স্বর্গভোগী হওয়া ভাল, স্বর্গে বাস করিয়া অপ্সরাগণের নৃত্য দর্শন করা ভাল। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। আমাদের বিচার কিন্তু অন্য রকমের।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

এইখানে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবার ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বাবাজী মহারাজ "আমি বিষয়ী, গৌর-নিত্যানন্দের নামে কলঙ্ক হইবে" ইত্যাদি বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছামত আমি বাবাজী মহারাজের নিকট আমার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিবেন। পরে একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তিনি মহাপ্রভুকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"তোমার মত পাষণ্ডের সঙ্গ না করাই ভাল।"

পাণ্ডিত্যের দিক্ দিয়া ও শাস্ত্রজ্ঞানের দিক দিয়া আমার একটা খুব অভিমান ছিল। শাস্ত্রবিচারে আমার সহিত জুঝিতে পারে এমন কেহ নাই বলিয়া আমার একটা অভিমান ছিল। বাবাজী মহারাজের ঐরূপ কথায় আমি বুঝিলাম, যিনি আমার মত লোককে ঘৃণা করিতে পারেন, তিনি তাহা হইলে না জানি আমাপেক্ষা কত বড়! আমি তৎকালে চারি সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলাম।

(শ্রীল প্রভুপাদ আবেগভরে ও গদ্‌গদ বচনে এই ঘটনাটি বর্ণন করিতে লাগিলেন)।

আমি ভাল লোক সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলাম। বড় ইচ্ছা ছিল যে, বাস্তবিক হরিভক্তি যাহাকে বলে, সেই সব কথা জগতে প্রচুর পরিমাণে প্রচার করা যাউক। ইহাঁরা সব আমাকে ভাল খাইতে দেন, ভাল যায়গায় বাস করিতে দেন, মোটর গাড়ী চড়ান, বেশী কথা কহিতে নিষেধ করেন, বেশী হরিকথা-কীর্ত্তন করিতে নিষেধ করেন—আমার যাহাতে স্বাস্থ্যহানি না হয়। আমি বলি—**হরিকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া স্বাস্থ্য বজায় রাখিয়া লাভ কি?**

আমাদের প্রচার-প্রণালী, মহাপ্রভু বা পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রচার-প্রণালী হইতে পৃথক্ নয়। মহাপ্রভু বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের প্রচার্য্য বিষয়টা কি, তাহা শোনা হউক। মথুরার কথা কি, বর্ত্তমানে তাহা জানা দরকার।

বিধুভূষণ শাস্ত্রী নামে এক ব্যক্তি আছেন; তাঁহাকে আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি মথুরাতে না আসিবার কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ যখন ব্রজবধূদিকে ক্লেশ দিয়াছেন, তখন মথুরায় থাকা উচিত নয়।

গোবিন্দকুণ্ডেতে মনোহর দাস নামে একজন বাবাজী (?) আছেন। শুনিলাম কোন ব্যক্তি নাকি তাঁহাকে মাসিক ৩৫৲ টাকা সাহায্য করেন। যাঁহারা আমার নিকট আইসেন, আমি তাঁহাদের সমস্ত নষ্ট করিয়া দিই অর্থাৎ তাঁহাদের যবতীয় কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাশা নষ্ট করিয়া দিই। সত্যকথা বলিতে হইবে ও প্রচার করিতে হইবে, তাহাতে ভয় করিতে হইবে না। যখন অভয় পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, তখন কিছুতেই ভীত হইলে চলিবে না। যাঁ'রা কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন, তাঁহারা আর কিছুতেই ভীত হইবেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম "শোকমোহভয়াপহ"। মনুষ্যজাতির উপকারের জন্য ছইটী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। বৈষ্ণবমঞ্জুষা তাহার মধ্যে অন্যতম। জানিবেন, শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িতে সমস্ত শব্দই একমাত্র কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করিয়া থাকে। জানি না, কৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই সমস্ত কার্য্য কতদূর সম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

এক দিবস অপরাহ্ণে ভরতপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুত ধাওজী রঘুবীর সিং রাও বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয় ভরতপুর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের চরণ-দর্শনমানসে এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীমুখ-বিগলিত-হরিকথা-পিপাসু হইয়া মথুরায় 'গঙ্গা-ভবনে' আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি আসিবার অর্দ্ধঘণ্টাপূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ বৃন্দাবনের দিকে বাহির হইয়া যান। দেওয়ান বাহাদুর প্রায় ২॥ ঘণ্টাকাল তথায় অবস্থান করিয়াও প্রভুপাদের দর্শন না পাইয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পুনরায় ভরতপুর চলিয়া যান। (ভরতপুর মথুরা হইতে প্রায় ২০ মাইলের মধ্যে।) বৈষ্ণব-বিচারসম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল। প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার না পাওয়ায় তিনি সেই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর-প্রার্থী হইয়া প্রশ্ন কয়েকটী একটী কাগজে লিখিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইবার জন্য শ্রীপাদ যাচক মহারাজকে বলিয়া যান এবং পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনকামী হইয়া এখানে আসিবেন বলিয়া যান। (সেই প্রশ্ন কয়েকটীর যে সমস্ত সদুত্তর শ্রীল প্রভুপাদ দিয়াছিলেন, তাহা আগামী তারিখ হইতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে)।

গৌড়ীয়মঠে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব

গত ২২৭ সংখ্যায় শ্রীপাদ পুরী মহারাজের বক্তৃতার বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণ কার্ষ্ণ-বস্তুটীকে চিদচিন্মিশ্র জৈবপ্রতীতে মাপিয়া লইবার বিচার প্রভৃতি, প্রমাদি দোষদুষ্ট দর্শন ও ভক্তের নির্দ্দোষ চিন্ময় দর্শনের পার্থক্য, গীতার "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" বিচারের তাৎপর্য্য, মাদৃশ অধম পতিত দুর্গত জীবের উদ্ধার-নিমিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের নরোত্তমরূপে ভগবদিচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চাবতরণ কল্পকলবাধ্য জীবের জন্মগ্রহণের সহিত এক নহে, শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে বিদ্বৎপ্রতীতি বা দিব্যজ্ঞানলাভের নাম দীক্ষা, সেই দীক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে অভিগমন ও অবরোহপথ-স্বীকারে গুরুকৃপায় স্ব ও পরতত্ত্বাভিজ্ঞান—সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনবিজ্ঞান-লাভে জীবের সার্থকতা, অবিদ্বৎপ্রতীতির ভূমিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করিয়াছি মনে করা দাম্ভিকতা ও আত্মবিনাশবরণ, বদ্ধাবস্থায় অধোক্ষজ-বস্তুকে মাপিয়া লইবার দুর্বুদ্ধির উদয়, জীবের স্বরূপাবস্থায় কৃষ্ণ অপ্রমেয় হইয়াও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়াও অখণ্ডের ন্যায় তাঁহার নিকট পরিমিত হন—মধ্যমাকার ধারণ করেন—ভক্তপরাধীনত্ব স্বীকার করেন, আমরা শোক দুঃখাদিতে অভিভূত হই, কিন্তু বৈষ্ণব তদতীত—"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। সেও ত' জানিও তাঁর পরানন্দ সুখ॥" ভগবদ্ভজন সর্ব্বাবস্থায়ই সম্ভব; ভক্তের বাহ্যের-দুঃখতা অনুষ্ঠাভিনয়, দারিদ্র্যের অভিনয়ে প্রাকৃত-বিচারপর হইয়া দর্শন করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ; মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত নিজজন শ্রীধরাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন; ভক্তের কোন অশান্তি নাই; অশান্তি মনোধর্ম্ম; ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত, ভক্তের কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা ব্যতীত অন্য কামনা নাই—'ন ধনং ন জনং' ইত্যাদি; যতক্ষণ কামনা, ততক্ষণ অশান্তি; ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে ধনী বা নির্ধন উভয়াবস্থাতেই রাখিয়া দেখান যে হরিভজন সর্ব্বাবস্থায়ই হইতে পারে; দয়ার্দ্রচিত্ত আমাদের মঙ্গলের জন্য পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব, আমাদের স্বভাবে আনন্দ প্রার্থনা থাকিলেও আমরা যে আনন্দ পাই না দেখিয়া পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব আসেন সেই আনন্দ বিতরণ করিতে; আমরা জলহীন মরুপ্রদেশে জলাম্বেষণে ছুটাছুটি করি, কামকামী হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনে গতায়াত করি, বারম্বার জেলখানার কয়েদী হইতে যাই দেখিয়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াদেবী আমাদিগকে কামনানুরূপ বস্তু না দিয়া বা দিয়াও কাড়িয়া লইয়া প্রকৃত বাস্তববস্তু অনুসন্ধানের ইঙ্গিত করেন, ইহা ভগবানের বাহিরেকী কৃপা, "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি" ইহা অন্বয়মুখী কৃপা, শ্রীগুরুদেব এই কৃপার বার্ত্তা লইয়া আমাদের সকলকেই আমাদের নিত্যবাসস্থানে লইয়া যাইবার জন্য আসেন, তিনি আমাদের স্বরূপের পরিচয় দিয়া বলেন, তোমরা কোন বনী বা আশ্রমী নও, "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—ইহাই তোমাদের স্বরূপের পরিচয়—প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

ভিয়েনায় স্বামী বন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

hummer)। ভিয়েনার উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয় বহু শ্রোতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশমন্ত্রী হিজ্ এক্সেলেন্সি সার ডেলাফোর্ড সেলব মহোদয়ও ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই এক বাক্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে ভিয়েনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে-কটী বক্তৃতা হইয়াছে, তন্মধ্যে গৌড়ীয় মঠের প্রচারক স্বামী বনের বক্তৃতা অন্যতম। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুক-কৃপায় পাশ্চাত্য-মনীষিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারিত শ্রীচৈতন্যবাণী ও ভাগবত ধর্ম্মের চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আদর করিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই অতিশয় আনন্দের সংবাদ। ইহা যে সমগ্র ভারতেরই বিশেষ গৌরব, তাহা সজ্জনমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৸৶০
পাটনাই (সরেশ)	৪৶০
মাতা বাঁকতুলসী (সরেশ)	৪৸৶০
বালাম	৫৷০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶০—৫৷০
সুপারফাইন	৪৸৶০—৫৲
৪নং ময়দা	৪৷০—৪৷৶০
আটা 'বি'	৪৷৷৶০—৪৸০
২নং আটা	৪৶০—৪৷০
আটা এসমাকা	৪৶০—৪৷০
আটা ৩নং	৩৶০—৩৷০
সুজি	৪৸৶০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৶	
”	” ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
”	” সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
”	” অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
”	” ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲. এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্ত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যাদি গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্টা পাইয়া থাকেন।

ভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	✽ ৫-৫০,	✽ ৯—৪৬,	১১—৫৭ +	১৬—৫১,	১৮—৫১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—২৩
	✽ ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৫৫,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীকার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার--নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪১, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

পাঁচ লক্ষ টাকা দান

ঢাকা জিলার বলধার স্বনামধন্য জমিদার বিবিধ কলাবিদ্যাবিশারদ, যশস্বী সাহিত্যিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় তদীয় কাওয়াল পরগণার প্রজাবর্গের শিক্ষার উন্নতি এবং দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট, মারীভয়, ভূমিকম্প, ঝটিকা ইত্যাদির প্রতীকার ও জনহিতকর কার্য্যে পাঁচলক্ষ টাকা দানে এক তহবিল সংগঠনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা বর্ত্তমানে করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে এ উদ্দেশ্যে আরও পাঁচলক্ষ টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

চারিজনের কারাদণ্ড

সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্প্রতি হামানকুদি গ্রামে গুলীর মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অভিযুক্ত আসামীদের মধ্যে শ্রীহরিকুমার রায়চৌধুরী, শ্রীচন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীরাজকুমার রায়চৌধুরী এবং ডাঃ সরোজকুমার রায়চৌধুরী—এই চারিজনের প্রতি তিনটি অভিযোগের প্রত্যেকটিতে ছয় মাস করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১২ ধারা এবং ২১৬ ধারা (অপরাধীকে আশ্রয় দান) অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযোগ এবং বঙ্গীয় বিপ্লব-দমন আইনের ৩(১), ৪(১) এবং ৪(২) বিধান অনুসারে তৃতীয় অভিযোগ ধার্য্য হইয়াছিল। প্রথম দুইটী অভিযোগের দণ্ড একই সঙ্গে চলিবে। তৃতীয় অভিযোগের দণ্ড পৃথক্‌ভাবে ভোগ করিতে হইবে। অর্থাৎ উপরিউক্ত চারিজন আসামীকে মোট এক বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আসামী ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী এবং দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৬২ ধারা অনুসারে ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ আসামী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং শ্রীযদু শীলকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের বর্ণনা এই যে, শ্রীহরিকুমার রায়চৌধুরী নামক একজন ফেরারী আসামীর সহিত অন্যান্য আসামিগণ হামানকুদি গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া পুলিশ এবং কাপ্তেন টিটলের নেতৃত্বে কয়েকজন সৈন্য ঐ গ্রামে যায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর বাড়ী ঘেরাও করে। ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী কোন প্রকারে পুলিশকে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিল। এই সময় সে জনৈক পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের রিভলভারের গুলীতে আহত হয়। তাহার শরীরে গুলী বিদ্ধ হইয়াছিল। কুমিল্লা হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার গুলী বাহির করা হয়। চিকিৎসার ফলে সে আরোগ্য লাভ করে।

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফপ্রদান

জি আই পি রেলের নাগপুর ইতার সি সেক্‌শনের কৌলখেরা ও মুলতাপি ষ্টেশনের মধ্যে একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফ দিয়া পড়ায় মস্তক ও বাহুতে গুরুতর আহত হইয়াছে। প্রকাশ, বৃদ্ধা তাহার অল্পবয়স্ক পুত্রসহ ট্রেণে ভ্রমণ করিতেছিল। কিন্তু ষ্টেশন হইতে ট্রেণ ছাড়িলে বৃদ্ধা দেখিতে পায়, তাহার পুত্র পার্শ্বে নাই। পুত্র ষ্টেশনে পড়িয়া আছে মনে করিয়া বৃদ্ধা চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে। প্রকাশ, বালকটি মাতার অলক্ষিতে ট্রেণের শৌচাগারে প্রবেশ করিয়াছিল, এই সময় তাহাকে না দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধা এই অসমসাহসিক কাণ্ড করিয়া আহত হইয়াছে।

কিং জর্জ্জেস ডকে বিস্ফোরণ

গত মঙ্গলবার প্রাতে কিং জর্জ্জেস ডকের কুলী লাইনের ঘরের একটি বারান্দায় অকস্মাৎ বিস্ফোরণ হইয়াছিল। ইহার ফলে চারিজন শ্রমিক আহত হইয়াছে। তাহাদিগকে শম্ভুনাথ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, কতিপয় শ্রমিক ভোর পাঁচটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া কাজে যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। একটুক বেশী ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল বলিয়া তাহারা কুলী লাইনের কাঁচা বারান্দার এক অংশে অগ্নি প্রজ্জলিত করে। ইহা দেখিয়া বহু শ্রমিক আসিয়া আগুনের চতুর্দ্দিকে বসিয়া হাত পা গরম করিতেছিল। এমন সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় এবং বারান্দার মেঝের কাঁচা অংশ ফাটিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নানা জিনিষ উৎক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে কয়েক জন শ্রমিক আহত হয়। তন্মধ্যে চারিজনের জখম গুরুতর। তাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

এইরূপ সন্দেহ করা হইতেছে যে, কোন দুষ্টলোক পোর্ট কমিশনারের শ্রমিকদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য মেঝের মধ্যে বোমা পুতিয়া রাখিয়াছিল। সকাল বেলায় শ্রমিকেরা অগ্নি প্রজ্জলিত করিবার ফলে উত্তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এই বোমাটি ফাটিয়া যায়।

পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে। তবে এপর্য্যন্ত কেহই ধরা পড়ে নাই।

পাগলামি বন্ধের চেষ্টা

রাচির এক সংবাদে প্রকাশ পরিবারের বংশগত পাগলামি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এরিসিরেঙ্গ গ্রামের লালমুন্দা তাহার ঠাকুরমাকে হত্যা করিয়াছিল। তাহাকে হত্যার অভিযোগে রাচির জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালতে অভিযুক্ত করা হইলে কমিশনার তাহাকে পাগল বলিয়া খালাস দেন।

আসামী আদালতে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে তাহার অপরাধ স্বীকার করে এবং বলে যে, তাহার ঠাকুরমাকে হত্যা করিবার কারণ সে মনে করে যে, ইহার দ্বারা তাহার পরিবারের বংশগত পাগলামী বন্ধ হইবে।

আসামীকে পরীক্ষার জন্য চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে "পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। জুডিশিয়াল কমিশনার আসামীকে খালাস দিয়া পাগলা গারদে পাঠাইয়াছেন

———

কর্ম্মচারীর বদান্যতা

আসামের লিগ্যাল রিমেম্‌ব্রান্সার মিঃ বি এন রাও আই সি এসকে কাউন্সিল গৃহে এক চায়ের মজলিশে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। মিঃ রাও ভারতসরকারের আইন বিভাগের সংযুক্ত সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

মিঃ রাও গত বৎসর শিলংএর নারী হাসপাতালের সাহায্যকল্পে ১০০০০৲ টাকা দান করেন। ইহার পূর্ব্বেও সিলেটের জিলা জজ থাকাকালীন কালাজ্বরাক্রান্ত রোগীদিগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন বে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য প্রায় ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪১

জানকীনাথ বসু

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় গত ১৭ই অগ্রহায়ণ ৩রা ডিসেম্বর সোমবার মধ্যাহ্নে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার ৭ পুত্র ও ৪ কন্যার মধ্যে এক সুভাষচন্দ্র ব্যতীত আর সকলেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের সময় তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু কৃতী পুরুষ ছিলেন। আইনব্যবসায়িরূপে কটকে তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের পিতারূপে ভারতের শিক্ষিত জনগণ তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি সুভাষচন্দ্রের সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং রায়বাহাদুর উপাধিও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

তিনি একবার সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীধামের সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়কে বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার সাধারণ সমিতির বর্ত্তমান সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের পূর্ব্বে তিনি উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় অবস্থান কালে মধ্যে মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনে আগমন করিতেন। পুরীতে অবস্থান কালে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে যাইয়া অনেক সময় পাঠ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সহিত জানকী বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। স্বামীজী অনেক সময় তাঁহার বাসায় যাইয়া তাঁহার ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন, ইহাই মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

ছাপরা জেলার মাঝী থানার এমধা গ্রামে এক কূপ হইতে জল লইবার অধিকার লইয়া একদল হিন্দু ও একদল মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হয়। দাঙ্গায় উভয় পক্ষে তিনজন করিয়া আহত হয়। একজন মুসলমানের আঘাত গুরুতর। সুখের বিষয় সময় মত পুলিশ আসিয়া পড়ায় দাঙ্গা গুরুতর হইতে পারে নাই। উভয় পক্ষের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও তদন্ত চলিতেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার কসবা থানার গোপীনাথপুর গ্রামের শ্রীমতী সরলাবালা কাপালীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার ও জোরপূর্ব্বক অপহরণ মামলার শুনানী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এস এন মিত্রের এজলাসে সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি অভিযুক্ত দুইজন মুসলমানকে সেশনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন। আসামীদ্বয়ের নাম রোসমত আলী ও করিম।

আগামী ১৯৩৫ সালের ২১শে জানুয়ারী কুমিল্লা সেসন জজের আদালতে এই মামলার বিচার হইবে বলিয়া দিন ধার্য্য হইয়াছে। শ্রীমতী সরলা ও তাহার স্বামী নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় গোপীনাথপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত অঘোরচন্দ্র দেবের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে।

মজঃফরপুর এবং দ্বারভাঙ্গা সহরের পুনঃগঠন উপলক্ষে যে উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে, তৎসম্পর্কে উক্ত দুইটি সহরে জমি অধিকার কার্য্য উপলক্ষে পাটনার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর মথুরাপ্রসাদ শীঘ্রই বদলী হইয়া মজঃফরপুর যাত্রা করিবেন।

বিক্রমপুরান্তর্গত দেওভোগের হীরেন্দ্রনাথ গুহের হত্যা সম্পর্কে ১২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ৩রা ডিসেম্বর তাহাদিগকে মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হয়। তাহাদের সকলকেই আহ্বান মাত্র আদালতে হাজির হইতে বলা হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন হীরেন্দ্র গুহের মৃতদেহ টাসারা রেল ষ্টেশনের সাইডিংএ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ৭ই অক্টোবর তারিখে ১২জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হয়। তাহাদের অধিকাংশই ছাত্র। প্রকাশ পুলিশ এই সম্পর্কে চার্জ্জ শীট দাখিল করিবে না, বলিয়া যুবকদিগকে উক্তরূপ আদেশ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

এলাহাবাদ নগর হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত দয়রা রাজ্যে প্রাগৈতিহাসিক-যুগের একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হইয়াছে। দয়রার রাজা শিকারে বহির্গত হইয়াছিলেন। সেই সময় কতিপয় গ্রামবাসী তাঁহাকে এক ক্ষুদ্র নদীর নিকট একটী স্থান দেখায়। ঐ স্থান খনন করা হইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক স্তন্যপায়ী প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া যায়। কঙ্কালটি প্রায় ৩১ ফুট লম্বা; উহার পায়ের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট। উহা রাজপ্রাসাদে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; তথায় বিশেষজ্ঞগণ উহা পরীক্ষা করিবেন।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের সারাংশ

(৬)

যুক্তরাজ্য এবং ভারতের মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত যে সকল উপাধি রেজিষ্ট্রী করার উদ্দেশ্যে গ্রাহ্য করা হইবে সে সম্বন্ধে কমিটি রিপোর্ট করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে ১৯৩৩ সালের ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল বিষয়ক আইনে চারি বৎসর কালের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বৃটিশ উপাধিগুলির ভারতে গ্রাহ্য হইবার বিধান আছে এবং তাঁহারা প্রস্তাব করিতেছেন যে ঐ সময় উত্তীর্ণ হইলে যদি ভারতীয় অথবা যুক্তরাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ একের প্রদত্ত উপাধি অপরে গ্রাহ্য না করেন তবে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করা চলিবে।

মৌলিক অধিকার

শাসনতন্ত্রে প্রজার মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে মোটামুটী একটী ঘোষণা থাকিবে, এই প্রস্তাব কমিটী গ্রহণ করেন নাই। তবে তাঁহারা মনে করেন যে, আইনে এরূপ একটি ঘোষণা থাকিতে পারে যাহারা বিধানে ভারতের বাসিন্দা কোন ব্রিটিশ প্রজাই, সে ভারতীয়ই হউক বা অন্য কোন লোকই হউক, কেবল তাহার ধর্ম্ম, বংশ, জাতি, বর্ণ বা জন্মস্থানের দরুণ কোন সরকারী পদধারণে বা কোন বাণিজ্য, পেশা বা বৃত্তি চালাইতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে না এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের গভর্ণমেণ্টের অধীনে কোন চাকুরীর বেলা এই বিধান সামন্ত রাজ্যসমূহের প্রজাদিগের পক্ষেও খাটিবে। কমিটি আরও মনে করেন যে জনসাধারণের কার্য্যের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কারণে কোন সম্পত্তি হইতে অধিকারচ্যুত করা যাইবে না এই মর্ম্মে বিধান থাকাও সঙ্গত।

শাসনতন্ত্র গঠন ও সংশোধনের ক্ষমতা

বিভিন্ন বিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য সম্পাদনের বিধানের উপর এই শাসনতন্ত্রের সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া অসম্ভব। অথচ পার্লামেণ্টে সংশোধক আইন প্রণয়ন ব্যতীতও যাহাতে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইতে পারে সেরূপ উপায়ের ব্যবস্থা করাও একান্ত আবশ্যক। অতএব কমিটীর মত এই যে, যাহাতে পার্লামেণ্ট সম্মতি দিয়াছেন এরূপ কোন কোন বিষয়ে অর্ডার ইন্‌কাউন্সিল বা কাউন্সিলের আদেশ দ্বারা সংশোধন হইতে পারিবে, এরূপ অনুমতি থাকা সঙ্গত।

কমিটি আরও মনে করেন যে কতকগুলি সঙ্কোচ ও সর্ত্তের অধীনে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি শাসনতন্ত্রে পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়া যে সকল নির্দ্ধারণ করেন মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট ঐ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতে প্রস্তাব করেন, তাহার বর্ণনাসহ, এই নির্দ্ধারণগুলি পার্লামেণ্টের উভয় সভার নিকট পেশ করা সঙ্গত হইবে।

ভারতসচিব ও ইণ্ডিয়া কাউন্সিল

ভারতীয় মন্ত্রীদিগের অর্থসম্বন্ধীয় দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়ায় বর্ত্তমানে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে আইনের বিধি অনুসারে ভারতসচিবের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত বিলাতে যে কর্ত্তৃপক্ষ আছেন, তাঁহাদের আর থাকা আবশ্যক হইবে না। ভারতীয় মন্ত্রীদিগের পরামর্শ মত কোন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থাপিত কোন বাজেটে প্রস্তাব সম্বন্ধেও ভারতসচিবের কর্ত্তৃত্ব থাকা আর আবশ্যক হইবে না। তবে ইহা বাঞ্ছনীয় যে ভারতসচিবের কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ করা আবশ্যক হইলে যাহাতে তিনি তাহা করিতে পারেন, সে জন্য একটী ক্ষুদ্র পরামর্শ সমিতি থাকা উচিত।

ভারতসচিব যখন ইচ্ছা উহাদের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন, কিন্তু কেবল পাবলিক সার্ভিস সংক্রান্ত কতকগুলি বিষয়েই তিনি উহাদিগের সহিত পরামর্শ করিতে ও উহাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে বিভাগের শাসন পরিচালন

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে কমিটি তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ভারতের স্বীয় আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সুনাম বজায় রাখিবার ক্ষমতা আর অনিশ্চিত থাকিবে না। তাঁহারা সুপারিশ করেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিষয়ক আইনের কোনরূপ সংশোধন, কিম্বা এই ব্যাঙ্কের গঠন বা কার্য্যের ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে এরূপ কোন ব্যবস্থা অথবা রাষ্ট্রসংঘের মুদ্রা প্রস্তুত বা প্রচলন বিষয়ক কোন আইনের ব্যবস্থা করিতে হইলে বড়লাট বাহাদুরের মঞ্জুরী পূর্ব্বে গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে।

রেলওয়ে-বিভাগের শাসন উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, নীতি বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপক সভা এবং গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়া ব্যবসায় হিসাবে কার্য্য করিবে এরূপ একটি ষ্টেটুটারী রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের হাতে এই কর্ত্তৃত্ব দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ ১৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২২শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ শনিবার ২৩২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের ব্রহ্মদেশে যাত্রা

চট্টগ্রাম ৭।১২।৩৪

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি ও ত্রিদণ্ডি-পাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ কতিপয় মঠসেবক সহ অদ্য 'পদ্মাস্থান' নামক জাহাজে রেঙ্গুন যাত্রা করিতেছেন। তাঁহারা প্রায় ১ মাস কাল মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের শুদ্ধভক্তির বাণী চট্টগ্রামে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আশা করা যায়, তাঁহারা ব্রহ্মদেশেও শুদ্ধভক্তির বাণী-প্রচারে বিশেষ সফলকাম হইবেন। মহাপ্রভুর প্রচারিত অপ্রাকৃত প্রেমের বাণী লইয়া গৌড়ীয়মঠের সেবকগণই সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মদেশে গমন করিতেছেন।

ঢাকায় প্রচার

গত ৯ই অগ্রহায়ণ ২৫শে নভেম্বর গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় ঢাকা ৯০ নং নবাবপুর রোডস্থ শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে "ধর্ম্ম কি বাধ্যতা-মূলক?" বিষয়ে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছেন।

পাটনায় প্রচার

পাটনায় সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক "দি ইণ্ডিয়ান নেশান"এর ২৯শে নভেম্বরের সংখ্যায় "গৌরাঙ্গের জীবনী ও শিক্ষামালা" শীর্ষক সংবাদে প্রকাশ, পাটনায় মিঠাপুরস্থ গৌড়ীয়-মঠের পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণজী ২৮শে নভেম্বর বুধবার হইতে এক সপ্তাহকাল হিন্দিভাষায় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণ ছয়টায় উক্ত গ্রন্থ-ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সুললিত সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে।

কাওরাইদ গ্রামে প্রচার

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ঢাকা জেলার অন্তর্গত কাও-রাইদ-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বনমালী দাসাধি-কারী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া তথায় গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। উক্ত বনমালী বাবুর বিশেষ আগ্রহে উক্ত গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত ব্রজদাস অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে গত ৯ই ও ১০ই অগ্রহায়ণ দুই দিবস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছে। দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশুদ্ধ আচার ও প্রচার-প্রণালীর বিষয় অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করেন এবং প্রচারকবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গৌড়ীয়মঠে পরমগুরু দেবের বিরহোৎসব

(৪)

গুরুদেবের বাণী—কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবাবিমুখ হইয়াই তোমাদের অসুবিধা, কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে তোমাদের সব অসুবিধা কাটিয়া যাইবে, সম্বন্ধ শ্রীমদনমোহন, অভিধেয় শ্রীগোবিন্দ এবং প্রয়োজন শ্রীগোপী-নাথ-পাদপদ্মসেবা উপলব্ধির বিষয় হইবে; ভবরোগের ঔষধ—শ্রীনাম, পথ্য—মহা-প্রসাদ, গোবিন্দ,নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে অল্পপুণ্য অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানোন্মুখী সুকৃতিসম্পন্ন জনগণের বিশ্বাস হয় না; যাঁদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি নাই, তাঁহাদিগকে সেই সুকৃতি দান করিয়া—তাঁহাদের দুর্লভ সঙ্গ দান করিয়া সৃষ্ঠু ভজন-সৌভাগ্য প্রদানার্থ শ্রীগুরুবর্গের আগমন; তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই; শাস্ত্রে মহাজনের কথায় ভুল নাই, শাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী, মহাজনেরা সেই বাণী কীর্ত্তন করেন, মনো-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন না।

শাস্ত্র ও মহাজন-সিদ্ধান্ত—অপরিবর্ত্তনীয়; তাঁহারা নিরস্তকুহকসত্য-কীর্ত্তনকারী, প্রণি-পাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা লইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে হইবে পাণ্ডিত্যাভিমান সর্ব্ব-নাশকর,জাগতিক পাণ্ডিত্য সর্ব্বদাই অপরের আক্রমণ ও পরিবর্ত্তনযোগ্য," আমি খুব বেশী বুঝি"—এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি—অক্ষজজ্ঞান-প্রতারণা হইতে মুক্ত ব্যক্তিই বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলাবোধে সমর্থ; বৈষ্ণব ভগবানের নিজশক্তি নিজজন—বাঞ্ছাকল্পতরু—পতিতপাবন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীবের কল্যাণার্থ ভগবান্ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং আসেন বা তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ বা তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ বৈষ্ণবগণকে প্রেরণ করেন, তাঁহারা আসিয়া জগজ্জীবকে নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের বিশেষত্ব জানান, জগতের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের অবতরণ, জগতের ভাগ্য যতদিন থাকে, ততদিন তাঁহারা জগতে অবস্থান পূর্ব্বক জীবোদ্ধারলীলা করিয়া কৃষ্ণেচ্ছায় অন্তর্দ্ধানান্তে কৃষ্ণের নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন; কেবল শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া এই ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তের লীলাবৈশিষ্ট্য মাপিয়া উঠা যায় না—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' একথা শরণাগতই বুঝিতে সমর্থ, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ সর্ব্বজীবকে এই শরণা-গতির উপদেশ করেন,, শরণাগত হইলেই আমরা অপ্রাকৃত বিরহমহোৎসব ও প্রাকৃত শোকসভার পার্থক্য বুঝি, প্রাকৃত শোক-সভায় ভগবৎস্মৃতির অনুকূল কোন কথা নাই কেবল স্বস্ব ইন্দ্রিয়তর্পণের অভাব-বিচার-মূলে জাগতিক গুণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু নাই, মূলে আত্মারই অনুশীলন প্রাবল্য, জাগতিক অনুষ্ঠানমাত্রই পাপ ও পুণ্যবিচারে বিষয়-ভোগ, অভক্তের যজ্ঞেও পাপ, যেখানে সেখানে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ বর্ত্তমান, ভক্তের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিচারে পাপপুণ্যবিচারময় সংসার-প্রবেশের অবকাশ নাই; 'সেখানে সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং প্রভৃতি বিচারই প্রবল; মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞান লইয়া যে কার্য্য তাহা ভক্তের কার্য্য, ভক্ত নিত্যকাল বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত, তিনি স্বর্গসুখাদির প্রার্থী নহেন, ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নিকট খাতোদকসম, বিধিমহেন্দ্রাদির পদবীও তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয় নহে, সুখ বা দুঃখ কৃষ্ণসেবার অনুকূল হইলে চাহেন, নতুবা নহে, সমুদ্রের সঙ্গে গোষ্পদের যেমন তুলনা হয় না ভক্তের সেবানন্দের নিকট জড়ানন্দ, এমন কি ব্রহ্মানন্দও সেরূপ, কিন্তু জগতের লোকের বিচার স্বপরীত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়া ভক্তের বিরহমহোৎ-সবের অনুষ্ঠান নহে,ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্বরূপদর্শনই ইহার তাৎপর্য্য; একদিকে যেমন উৎসবের কথা আর একদিকে তেমন 'কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর' এই দুইটী কথা আপাতবিরোধী বলিয়া দৃষ্ট হইলেও দুইটির অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বর্ত্তমান, তিনি তিরোহিত হইয়াও ভক্তের হৃদয়ে নিত্য আবির্ভূত—এই লীলার গূঢ় রহস্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণা-গতির অভাব হইলে দুর্ব্বোধ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ কেশব অবাম ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

—:০:—

বেদান্তদর্শন ও ভাস্করীয় ভেদাভেদমতবাদ

খৃষ্টীয় নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে আচার্য্য ভাস্করের আবির্ভাব-কাল বলিয়া অনুমিত হয়। ভাস্করাচার্য্যকে ভেদাভেদবাদের প্রবর্ত্তক বলা যায় না, পরন্তু তিনি উহার বিস্তারক। ভাস্করের বহু বহু পূর্ব্বে আচার্য্য ঔড়ুলোমীকে ভেদাভেদবাদী বলিয়া জানা যায়। আচার্য্য শ্রীরামানুজপাদ যেমন বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের প্রবর্ত্তক নহেন, পরন্তু তাঁহার বহু পূর্ব্বে আচার্য্য আত্রেয়, টঙ্ক, দ্রামিড়, গুহদেব, ভারুচি ও যামুনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিয়া অবগত হওয়া যায়, আচার্য্য রামানুজ তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মতবাদকেই বিস্তৃত করেন, ভাস্করও তদ্রূপ করেন। আচার্য্য-ভাস্কর ও শ্রীরামানুজ উভয়েই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের পক্ষপাতী। ভাস্কর তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে, "স্মৃতৌ চ মননাদৌ ত্রিদণ্ডগ্রহোপ-বীতাদিনিয়মাদুত্তমাশ্রমঃ স্বরূপতো ধর্ম্মশ্চ নির্জ্ঞাত ইতি নাস্তি প্রসঙ্গঃ।" বলিয়াছেন। শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠের সহিত মুক্তি-বিষয়ে ভাস্কর একমত অর্থাৎ মুক্তিকালে ব্রহ্মের সহিত জীবের অভিন্নতা অস্বীকার করেন।

আচার্য্য ভাস্কর শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ, জ্ঞান ও কর্ম্মক্রমবাদ, নিত্য-মুক্তবাদ, বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ, অভেদবাদ, ও উপাধিবাদ সুন্দররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্কর স্বীয় ভাষ্যে শাঙ্করমতবাদকে মাধ্যমিক বৌদ্ধবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন—"যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়া-বাদিনস্তেঽপি অনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ।" অন্যত্র—"তথা চ বাক্যং পারিণামস্যপাদ দধ্যাদিবাদিভিঃ বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মাহাযানিকবৌদ্ধগাথায়িতং মায়া-বাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Smith সাহেব তাঁহার গ্রন্থে মাহাযানিক বৌদ্ধমতবাদকে শাঙ্কর-মতবাদে প্রভাবিত বলেন ; কিন্তু ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক, কারণ মাহাযানিক বৌদ্ধমতবাদ শঙ্করের পূর্ব্বেই বিস্তৃত হইয়াছিল। ভাস্কর জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত হন বলিয়াছেন। চেতনতাকেই [illegible] শক্তি বলেন এবং সেই ভোক্তৃশক্তি জীব। কারণাত্মক ব্রহ্মের অনুধ্যানফলে অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' দ্বারা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিবিনাশক্রমে দেহপাতে জীব ব্রহ্মে লয় হয়। মুক্তিবিষয়ে ভাস্করের সহিত শ্রীকণ্ঠের একতা দৃষ্ট হয়। ইনি কার্য্যরূপে জীবকে ব্রহ্মের সহিত ভিন্ন বলেন এবং কারণরূপে অভিন্ন বলেন এবং এই কার্য্য-কারণভাব অবলম্বনেই তাঁহার ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। কারণাবস্থায় জীবের ব্রহ্মভিন্নত্ব নিতান্ত অযৌক্তিক, তবে ব্রহ্ম-পরিণামবাদ অঙ্গীকারে এ প্রকার উক্তি সঙ্গত হইলেও ব্রহ্ম-পরিণামবাদ কখনই স্বীকার্য্য নহে। ব্রহ্ম অদ্বয়-জ্ঞানবস্তু, তাঁহার স্বরূপ কখনই খণ্ডিত হইতে পারে না।

শাঙ্করিকগণের অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত উপাধিও বিভু ব্রহ্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক জীবরূপে মায়িক ভেদ উৎপন্ন করিতে পারে না। ব্রহ্মে অবিদ্যার ক্রিয়া অঙ্গীকার করিলেই তাঁহার বিভুত্ব বা অখণ্ডত্বের হানি হইবেই অপরদিকে ভাস্করীয়গণের কার্য্য-কারণ-বাদ স্বীকার করিলে কার্য্যকে কারণের স্বরূপাংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপাংশ বলিলেই তাঁহার স্বরূপের ব্যতিক্রম হয়। অতএব ভাস্করীয় মতবাদ সম্পূর্ণ বেদান্তগ নহে। অতএব জীব ব্রহ্মের শক্তিপরিণাম ও বিভিন্নাংশ—স্বরূপাংশ নহে। গীতাশাস্ত্রেও জীবকে প্রকৃতিস্থানীয় বলা হইয়াছে। ভাস্করীয় মতবাদ শ্রীকণ্ঠ ও শঙ্করের সহিত বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও ভাস্কর ন্যূনাধিক শঙ্করমতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। Plato, Aristotle, Kant প্রভৃতি প্রতীচ্য দার্শনিকগণের মতবাদ Neo platonists, Neo Aristothans এবং Neo Kanteansগণ যেমন বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ আক্রমণও করিয়াছেন (তন্মধ্যে Jacobiর আক্রমণ সুপ্রসিদ্ধ), শঙ্করানুগ ব্যক্তিগণও তদ্রূপ শাঙ্করমতবাদ সুবিস্তৃতরূপে প্রপঞ্চিত করিতে যাইয়া আক্রমণ না করিলেও তাঁহারা বিচার-ধারা হইতে ন্যূনাধিক পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমরা পরে আরও অধিক আলোচনা করিবার বাসনা পোষণ করি।

সাম্বত স্মৃতি বিধানে শ্রাদ্ধ

বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত আরা-প্রবাসী শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর পৌরহিত্যে সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে মহাপ্রসাদ দ্বারা পতির বৈকুণ্ঠগতা মাতার শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও মহিলাগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৩৪)

৩০শে অক্টোবর—অপরাহ্ণ

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত ৩০।১০।৩৪ তারিখে জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান খাউজী শ্রীযুক্ত রঘুবীর সিং বাহাদুর, সি, আই, ই "গঙ্গা-ভবনে" শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কয়েকটী বৈষ্ণবোচিত প্রশ্ন করিয়া যান। গত ৩১।১০।৩৪ তারিখ প্রাতঃকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর প্রসঙ্গক্রমে যাহা দিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

— —

প্রঃ—পরমেশ্বরের স্বরূপ কি ?

উঃ। 'স্ব'-শব্দে 'নিজ' বুঝায়। পরমেশ্বর—স্বয়ংরূপ ; স্বয়ংরূপই তাঁহার স্বরূপ। স্বয়ংরূপ-শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়। তজ্জন্য কৃষ্ণ পরমেশ্বর। পরমেশ্বর ব্যতীত অপর সকল তাঁহার বশ্য, অধীন ও তাঁবেদার। তাঁহার রূপের অংশ ও বিভিন্নাংশ হইতে অন্যত্র রূপসমূহ (আকারসমূহ) উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ আকার নিত্য নহে, কালক্ষোভ্য। ভগবৎ-স্বরূপ-বিলাসদ্বারা অর্থাৎ স্বয়ংরূপের বিলাস বিগ্রহাকারে প্রকাশিত হইলে উহাকে স্বয়ংরূপের স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়। তদধিষ্ঠিত মূর্ত্তি বলদেব। তিনি সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর। পরমেশ্বর—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ; তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, সকলের আদি, অনাদি, অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে যে মুক্তি হয়, সেই মুক্তদর্শনের দৃশ্য স্বরূপে অবস্থিত। দৃশ্যরূপ স্বয়ংরূপ ; তজ্জন্যই ভাগবত বলেন,—"মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই মুক্তিশব্দবাচ্য। ভগবৎ-চিৎ-স্বরূপে নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য অবান্তরভেদরহিত হইয়া অভেদরূপে বর্ত্তমান।

— —

প্রঃ। পরমেশ্বরের স্থান কোথায় ?

উঃ। পরমেশ্বরের স্থান পরব্যোমে। জড়জগতের বৈচিত্র্য সেই স্থানের ছায়ামাত্র, অসম্পূর্ণ ছায়ামাত্র ; সেই স্থান ভূতাকাশ হইতে পৃথক্। ভোগময় জড়শব্দসমূহ যেরূপ আকাশ আকারে প্রকটিত হয়, ভেদোময় শব্দের যে ভূতাকাশে বিরাম ঘটে, পরব্যোমের শব্দ সেরূপ নহে। উহা ভাববর্দ্ধির, নিত্য, কালাতীত। পরব্যোম হইতে ভেদাবস্থিত স্থানসমূহ সেই শক্তির পূর্ণাভিব্যক্তি নহে। পরব্যোমে যে বিচিত্রতাগত স্থানভেদ আছে, সেই বিচিত্রতা অবরভেদ-জগতে অভেদের সহিত ভিন্ন হওয়ায় পৃথক্। তাহা স্বাংশ-পর্য্যায়ে কথিত না হইয়া বিভিন্নাংশ পর্য্যায়ে বৈশিষ্ট্য সাধন করে। পরব্যোম পরিবর্ত্তনশীল আধার নহে।

— —

প্রঃ। পরমেশ্বরকে পাইবার কি যত্ন আছে ?

উঃ। বিভিন্নাংশ জীব বর্ত্তমান সময়ে অন্যথারূপে অবস্থিত হওয়ায় স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ও পরব্যোম হইতে ভূতাকাশে নীত হইয়াছে। সুতরাং স্বরূপের উপলব্ধিতে উহার পুনঃপ্রাপ্তির আবশ্যকতা আছে। তজ্জন্য স্বতঃকর্তৃত্ব Initiative লইবার শক্তি অর্থাৎ অণুচিচ্ছক্তি বর্ত্তমান থাকায় স্বরূপপ্রাপ্তি ও স্বরূপাবস্থানপ্রাপ্তি তাহাতে অনুস্যূত (Inherent) আছে। কেবল চেতনের ধর্ম্ম পরব্যোমের বৈচিত্র্য-সন্দর্শন ও তথায় নিত্যাবস্থিতি। নিত্যাবস্থিতিতে জড়-জগতের ন্যায় শান্তি বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা নহে ; কিন্তু পরমা শান্তি—যাহাতে পূর্ণ-বিচিত্রতায় অবস্থিতি, তৎপ্রাপ্তি-চেষ্টাই চেতনের ধর্ম্ম। তজ্জন্য প্রাপ্ত্যুপায় স্বরূপলাভ।

> "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
> স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
> মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
> নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"

প্রাপ্ত্যুপায় এবং প্রাপ্ত্যুপেয় ভিন্ন নহে। এই প্রসঙ্গে বেদান্তের 'আবৃত্তিরসকৃদুপ-দেশাৎ' সূত্রটী বিচার করা দরকার। এই সব বিষয়ে যে ক্রমপন্থা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া" প্রভৃতি বিচার করা আবশ্যক। প্রথমে সাধনভক্তি, তারপর ভাবভক্তি, তারপর প্রেমভক্তি।

বৈষ্ণবক্রব ও বৈষ্ণবের সেব্য বিষ্ণু এক নয়। খড়িগোলা আর দুধ, পাঁক আর ক্ষীর, গিল্টি আর খাঁটী সোনা এক নয়।

প্রঃ—জ্ঞান কি বস্তু ?

উঃ—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম এই তিন প্রকার দর্শনে ভোগময় ভেদদর্শনে অচিৎ বা অজ্ঞানসমষ্টি। তদ্-বিপরীত বাস্তববস্তু। অবাস্তব অজ্ঞানবেদ্য বস্তু বিবর্ত্তের স্থান হইলেও বিবর্ত্তাপগমে মুক্ত হইলে বদ্ধ অণুচেতন স্বীয় অণুচিদ্ ধর্ম্মে স্বাস্থ্যলাভ করে অর্থাৎ রোগমুক্ত হয়। স্বরূপে নিজ নিত্যরূপে অনুভূতিই জ্ঞান। উহা করণ বা করণ-গ্রাহ্য কারণ হইতে পৃথক্কৃত ব্যাপার-বিশেষ নহে। আধ্যাত্মিকতা বা ঔপাধিক মিশ্র চেতনের কোন বিচারকে অবিমিশ্র চেতন বলা যায় না। বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু যে জ্ঞানকে উপায়কালে উদ্দেশ করে, তাহা উপেয় হইতে পৃথক্ হওয়ায় অজ্ঞান জাতীয় জ্ঞানবিশেষ।

জ্ঞানাভাব অর্থাৎ অবাস্তববস্তু মধ্যপথে অবান্তরভাব প্রদর্শন করিলে জীবের অর্ধোচিৎ জ্ঞান খর্ব্ব হইয়া মিশ্রজ্ঞান বা অজ্ঞান লাভ ঘটে। মেঘাবৃত সূর্য্য ইহার উদাহরণ।

অভিজ্ঞতাবাদীর নিকট যে জ্ঞানটা আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে ভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে; তখন Misunderstanding আসিয়া আবার অর্ধোচিৎকে আবরণ করিতেছে।

প্রঃ—ভক্তি কি বস্তু?

উঃ—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্", "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্", "অহৈতুক্যপ্রতিহতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে" প্রভৃতি শ্লোকে ভক্তির Positive সংজ্ঞা এবং "সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত" শ্লোকে ভক্তির negative সংজ্ঞা শাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন। মোট কথা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তু লাভের চেষ্টাই অভক্তি। ভক্তি ছাড়া কর্ম্ম ও জ্ঞান দুটো জিনিষ আছে। জ্ঞানীর প্রাপ্য নির্ব্বিশেষগতি—যেখানে দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টা এই তিনেরই অস্তিত্ব নাই। কর্ম্মের প্রাপ্য—আমি ইহ জগতে ও পরজগতে সুখ ভোগ করিব। নির্ব্বিশেষশান্তি যেমন জ্ঞানীর আবরণ, সেই রকম 'আমার-সুখ'—একটা কর্ম্মের আবরণ। আবার কর্ম্ম ও জ্ঞান মিশ্রিত হইয়া 'যোগ' বলিয়া একটা কথা হইয়াছে। যোগীরা সেই পথের পথিক। যোগীরা ঈশ্বর-সাযুজ্যাকাঙ্ক্ষী। কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞান কিম্বা কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিশ্র ভাবের আবরণ যেখানে আছে অর্থাৎ যেখানে ভগবানের পায়ে এক হাত এবং গলায় আর এক হাত দেওয়া আছে অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনাও আছে, আবার আবশ্যকমত তাঁহার গলা টিপিয়া মারিবারও প্রচেষ্টা আছে (যখন যেটা সুবিধা হয়) সেখানে ভক্তির অস্তিত্ব নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি, প্রতিকূল অনুশীলনকে ভক্তি বলা যাইবে না।

উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুবের চেষ্টাটা লক্ষ্য করুন। ধ্রুব যখন ভগবানকে ডাকিতেছিলেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্যটা অন্যরূপ ছিল—রাজ্যলাভ উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার কিছু রাজ্যের অভাব হইয়াছিল, সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। কিন্তু যখন ভগবানের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন তাঁহার পূর্ব্বেকার প্রার্থনা ঘুরিয়া গেল। পূর্ব্বে তাঁহার অন্য জিনিষের জন্য প্রার্থনা ছিল, কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ বস্তুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বিচারটা অন্যরূপ হইয়া গেল। তখন তাঁহার অন্যাভিলাষটা ছুটিয়া গিয়া ভক্তির উদয় হইল। তাই তখন তিনি আর রাজ্যের জন্য প্রার্থনা না জানাইয়া ভগবানকে বলিলেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

এই সকল বস্তু যাঁহার তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেই সমস্ত সুবিধা হইয়া যাইবে।

চারি প্রকার লোকের ভজনের প্রবৃত্তি উদয় হয়—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। গজেন্দ্র-মোক্ষণ বৃত্তান্তে গজেন্দ্র জলধিতে জল খাইতে গিয়া কচ্ছপ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় আর্ত্তি-সহকারে রক্ষালাভের জন্য ভগবানকে ডাকিয়া মুক্তি পাইয়াছিল। এই সংসার-জলধি হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ভগবানের জন্য ঐরূপ আর্ত্তি দরকার। ধ্রুব অর্থার্থী হইয়া ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন, শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ ভগবজ্জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। সনক, সনন্দন প্রভৃতি জ্ঞানী হইয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন। এই চারিপ্রকার লোকের সুকৃতি হয়, সুকৃতি হইলে সেবাকাঙ্ক্ষা হয়, তা'র আগে হয় না।

গোপীর বসনচুরি বলিয়া একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গোপী কাহারা? যাহারা কৃষ্ণের দ্বারা পালিত ও রক্ষিত। মহামুক্তপুরুষ সকল গোপী (সর্ব্বোত্তম)। বসনটা কি জিনিষ? বসন হচ্ছে আবরণ। কর্ম্ম ও জ্ঞান-চেষ্টার আবরণ হরণের নাম বসনচুরি। কৃষ্ণে শরণাগত জনের ঐরূপ আবরণ কৃষ্ণ হরণ করিয়া থাকেন

৩১শে অক্টোবর—অপরাহ্ণ

প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ—"ভক্তি কা'র চিজ, কা'র?" এই প্রশ্নের উত্তর বলিতে বলিতে হরিকথা বন্ধ করিয়াছিলেন। তাই অপরাহ্ণে আবার সেই প্রসঙ্গ অবলম্বনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—কৃষ্ণের অনুশীলন দুই প্রকারে হইতে পারে। অনুকূলভাবে একপ্রকার অনুশীলন ও প্রতিকূলভাবে অন্যপ্রকার অনুশীলন আছে। দুইটাই অনুশীলন বটে কিন্তু দুইএর প্রাপ্য ফল বিভিন্ন। অনুকূলভাবে কৃষ্ণের যে অনুশীলন তাহাই ভক্তি নামে খ্যাত। প্রতিকূলভাবে অনুশীলন ভক্তি নয় বা তদ্দ্বারা ভক্তির ফল লাভ হয় না। অনুকূল অনুশীলন দ্বারা কৃষ্ণের প্রীতিলাভ করা যায়, কিন্তু প্রতিকূল অনুশীলন দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না। কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত না হইয়া জীবের আত্মহত্যারূপ নির্ব্বিশেষ গতি বা মুক্তিলাভ করিয়াছিল; অর্থাৎ নিজের নিজত্ব বা অস্তিত্ব চিরতরে হারাইয়া ফেলিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" অর্থাৎ জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অধিষ্ঠিত স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন।

আত্মা প্রসন্ন হইলে অনুকূলভাবে অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে বুঝিবে; তখন স্বাধীনভাবে অনুশীলন হইতে থাকে। তখন লোকের কথা কিছু নাই, পৃথিবীর কোন জিনিষের জন্য আবশ্যকতাও নাই। অথচ ভগবানের সেবা করিবার জন্য খুবই ব্যস্ততা দেখা যায়। আবার ঐ শ্লোকের পরের শ্লোকেই বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্
যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্॥"

অর্থাৎ আমার স্বরূপ ও আমার স্বভাব যদি বিশেষরূপে জানিবার আবশ্যক হয় তবে নির্গুণভক্তি উদিত হইলেই জীব তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারে। আবার আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে। অতএব আমাকে জানিতে হইলে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির কোনটীর দ্বারাই সুবিধা হয় না, কেবলা ভক্তিই একমাত্র উপায়। ইহাই মৎসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান। ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা বর্ণীদিগের সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলে। ইহারও চরমফল নির্গুণ-ভক্তি বা প্রেম। 'বিশতে মাং' এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কেহ যেন নির্ব্বিশেষবাদীর শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুষ্ট মুক্তিকে না বুঝেন। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিত্তত্ত্বরূপ আমার স্বরূপলাভকেই "বিশতে মাং" শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপলাভকে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমও বলা যাইতে পারে, ইহাই ভক্তির ফল।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥"

ভক্তির উদয় হইলে তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়সকল আর স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নিযুক্ত না হইয়া, ভগবৎ সেবার উদ্দেশে নিযুক্ত হইয়া থাকে। Challenging mood অর্থাৎ মেপে নেওয়া প্রবৃত্তিটা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ভক্তির উদয় হয় না। ইন্দ্রিয়সকলের সেবোন্মুখ-বৃত্তি উদিত হইলে তখন স্বয়ং ভগবানকে ডাকা চলিবে, কোন প্রকার বাধা বা প্রতিহত ভাব আসিবে না। চক্ষুর সম্মুখে মেঘ আসিয়া পড়িলে সূর্য্যদর্শনে যেমন বাধা হয়, আবার যেই মেঘ সরিয়া যাইলে দর্শনে আর বাধা থাকে না।

মানুষের যখন রোগ হয়, তখন আহারে রুচি থাকে না, জিনিষ খাইতে ভাল লাগে না, অরুচি হয়। আবার তদবস্থায় যদি জোরপূর্ব্বক খাবার খাওয়া যায়, তাহাতেও দেহের পুষ্টি হয় না, বরং দেহের অপকার হয়। কিন্তু ব্যারাম কাটিয়া যাইলে খাবারে রুচি হয় এবং খাইলেও পুষ্টি সাধিত হয়। সেইরূপ বহির্ম্মুখতা কাটিয়া গিয়া ভগবৎসেবায় রুচি উদিত হইলে, তখনকার হরিনাম উপকার দেয়। কর্ম্মগ্রহীতা থাকাকাল পর্যন্ত হরিনামে কোন মঙ্গল হয় না বা সেইরূপ কার্য্যের দ্বারা ভক্তিও হয় না। শ্রীনামের উচ্চারণের নাম ভজন। পূজায় মন্ত্রে চতুর্থী বিভক্তি আছে। তাহার দ্বারা এই বুঝাইতেছে যে সেই বস্তুর কাছে নিজকে unconditionally অর্থাৎ অহৈতুকী ও অব্যবহিতভাবে সমর্পণ করিতে হইবে। এই আত্মসমর্পণটা কোন প্রকার বিনিময়ের ব্যাপার নহে বা কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত ব্যাপার নহে। অন্যাভিলাষিতা-বশে আত্মার ধর্ম্ম যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা ভক্তি নয়। মনের যে ধর্ম্ম—বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা তাহা ভক্তি নয়। ভক্তি কেবল আত্মার ধর্ম্ম।

ভজনকারী ও ভজনীয় বা সেব্য-বস্তুর মধ্যবর্ত্তী যে ব্যাপারটা বা ক্রিয়াটা তাহারই নাম ভক্তি। "সমশীলা ভজন্তি বৈ" বিচারে ভজনীয় বস্তু ও ভজনকারী ব্যক্তি যদি সমশীল না হন, তবে ভজন সম্ভব হয় না। ভজনীয় বস্তু চিৎ-চেতন, আর ভজনকারী যদি চেতন না হইয়া জড় বস্তু হন, তাহা হইলে ভজন বা ভক্তি আদৌ সম্ভব হয় না। তাই ভজনকারী যদি জীবচৈতন্য অর্থাৎ জীবাত্মা হন, তবেই ভক্তি বা ভজন হইতে পারে। সেই জন্যই বলা হয় যে ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম, জড়দেহ-মনের ধর্ম্ম নহে।

'ভোগ' বলিয়া যে কথাটা চলিতেছে তাহা এই জগতের কথা, আর ঐ ভোগটা খাওয়াইয়া দিব, তাহাতে আমার সুখ হইবে, ইহা ত্যাগের কথা। কিন্তু এই দুইটাই পার্থিব ব্যাপার। সূর্য্য আর তাঁহার রশ্মি। সূর্য্যের চেয়ে তাঁহার রশ্মিটা ফিকে। 'প্রেম' সূর্য্যসদৃশ, আর 'ভাব' রশ্মিসদৃশ। প্রেম ঘনীভূত জিনিষ; বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক devotional aptitude; সেবাবৃত্তি, যেটা খুব তীব্রবেগে যেন গড়ানের (ঢালের) মুখে ছুটেছে, সেইটাই ভাব। সাধনের index শ্রদ্ধা, ভাবের index রতি। ভক্তির তিনটা stage (স্তর)—সাধন, ভাব ও প্রেম। ভক্তি আবার সাধনাভিনিবেশজ ও কৃষ্ণপ্রসাদজ ভেদে দুই প্রকার।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে. প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দযুক্ত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শ্রীধাম মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেক্‌সন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬।০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৶০
পাটনাই (সরেস)	৪৶০
মাতা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৶০
বালাম	৫।০
কলম	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৶০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৶০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৶০
আটা 'বি'	৪॥৶০—৪৸০
২নং আটা	৪৶০—৪।০
আটা এসমার্কা	৪৶০—৪।০
আটা ৩নং	৩৶০—৩।০
সুজি	৪৸৶০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২১২ B. নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	অবিনাশচন্দ্র দাস	৪০৮/৮	১৪।১২।৩৪	স্থিতিবান	থানা তেহট্ট মৌজে পাঁচদাড়	১০২৭, ১১৪৯ খতিয়ান	২·০৬	৬৸৴০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
৯৬ B. ৩১।৩৫		ঐ	সচু শেখ	২৬৲	২১।১২।৩৪	রায়তি মোকররী জমা	থানা নাকাশীপাড়া মৌজা নগরপোতা	১৫৪ খতিয়ান	·৮৭	—	ঐ
২১৫ B. ৩১।৩৫			রজব আলি মণ্ডল হালসানা	৪৯৲	১৪।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা তেহট্ট মৌজা খড়রপুর	২৪২ খতিয়ান	৬৭শতক	৭৸৶	ঐ
২১০ N. R. ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৭৸৶	১৯।১।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে ফুলবাড়ী	২৭০।২৭১ খতিয়ান	১·৯৫	নিষ্কর	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর
৭৫৬ A. P. ৩৩।৩৪	এ	মিঃ এ, পাল চৌধুরী	আবদুলমণ্ডল দি	১০৩৶৬	২১।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে জালালখালী	৩৩ খতিয়ান	৯·০৭	২৭৸৶	এ, পালচৌ
১২৮ B. ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	অবিনাশচন্দ্র দাস দিং	২০৶৬	২৩।১।৩৫	চাকরী জমা	থানা তেহট্ট পাচদাড়,মেহেরপুর	৪৭ খতিয়ান	·২৫	৩।০	বিভূতিভূ পালচৌ
১২৭ B. ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	৩৯॥৴২	২৩।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	ঐ	১৫৩৬।১ খতিয়ান	২·১১	৫।৵৪	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

'ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র'

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪১, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

জলপ্রপাতের প্রান্তভাগ অবরুদ্ধ

নায়েগ্রার সংবাদে প্রকাশ, কানাডার দিক হইতে দুইলক্ষ টন ওজনের একটী পর্ব্বত-চূড়া ধ্বসিয়া পড়ায় নায়েগ্রা জলপ্রপাতের প্রান্তভাগ অবরুদ্ধ হইয়াছে।

———

কলিকাতায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত বুধবার বেলা ১১৫০ মিনিটের সময় ২৪৩ নং অপার চিৎপুর রোডে সেন্ট্রাল হাইড্রলিক প্রেসের ২নং বিল্ডিং এর নীচের তলায় ভীষণ আগুন লাগে। হাইড্রলিক প্রেসের দক্ষিণ পার্শ্বে গঙ্গার তীরে গুদামটী অবস্থিত। গুদামটি খুব বড় এবং তাহার নীচের তলায় কাঁচা এবং পাকা গাঁইট বোঝাই আছে। দ্বিতলের উপর যাচাই করা হয়।

আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ৬টা দমকল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। দ্বিতলের গুদামে সামান্য পাট ছিল; তাহা সরাইয়া ফেলা হয়। গুদামের নীচের তলায় পাট খুব জ্বলিতেছিল। গুদামের পাটাতনটা কাষ্ঠ নির্ম্মিত থাকায় আশঙ্কা হইতেছিল যে, তাহাতে আগুন ধরিয়া যাইতে পারে। এক ঘণ্টা অবিরাম চেষ্টার পর আগুনকে বশে আনা হইয়াছিল। আগুনের সহিত খুব ধোঁয়া হইয়াছিল। ফায়ারব্রিগেড অফিসার সেই ধোঁয়ার গ্যাসে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সে সুস্থ হয়। বেলা ৩ টার সময় আগুন প্রায় নিভিয়া আসে।

সংবাদ পাইবা মাত্র শ্যামপুকুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং চিৎপুর রোডের ট্রাম এবং যানবাহনাদি বন্ধ করিয়া দেয়। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

———

সরকারী প্রধান শিক্ষকের অর্থদণ্ড

শান্তিপুরনিবাসী রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র নীহাররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এক ডিক্রীজারীর মালক্রোকী পরোয়ানা লইয়া যখন মাল ক্রোক করিতেছিল, সেই সময় তাহাকে ও পিয়াদাকে মারপিট করার অভিযোগে শান্তিপুর সূত্রাগড় হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক নিতাইচাঁদ সাহা বি·এ রাণাঘাট সাবডেপুটীর কোর্টে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত মামলার বিচারে আসামীর ১৫৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। রায় নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বাহাদুর ও শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ সাহা বি-এল বাদীর পক্ষে উকিল ছিলেন। —আনন্দবাজার

মিউনিসিপ্যালিটির মোটর গাড়ী ক্রয়

গত সপ্তাহে রাণাঘাট মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট বিবেচনার জন্ত এক সভা হইয়াছিল। তাহাতে রাস্তায় জল দিবার জন্ত একখানি মোটর গাড়ী কিনিবার ব্যয় বরাদ্দ হয়। বৎসরের প্রথমে যে বাজেট হইয়াছিল, তাহাতেও মটর গাড়ী কিনিবার ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল। কিন্তু মটরকার ক্রয় করা হয় নাই। অধিক প্রস্তাব পুনরায় গৃহীত হইয়াছে। রাণাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান গাড়ীর বায়না দিবার জন্ত ৪৯৯৲ টাকার একখান চেক ভাঙ্গাইবার আদেশ দেন। কিন্তু চেয়ারম্যান এই চেক ভাঙ্গানো স্থগিত রাখিবার জন্য আর এক আদেশ দিয়াছেন। কমিশনারগণের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিবার আইন অনুযায়ী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের আছে কিনা ইহাই এখন বিচার্য্য।

দিনাজপুরের সংবাদে প্রকাশ স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে. ডউনি আই, সি এস ৪ঠা ডিসেম্বর হিলী ডাকাতির অতিরিক্ত মামলায় রায় দিয়াছেন। ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ থানার অন্তর্গত দীঘালির বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীকে দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারানুসারে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ট্রাইবিউন্যাল আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

———

ডাকাতে ও গ্রামবাসীতে লড়াই

হরিণঘাটা (নদীয়া) থানার অন্তর্গত চণ্ডীরামপুর গ্রাম হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে একদল ডাকাতের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষের ফলে একজন ডাকাত গুরুতররূপে আহত হইয়াছে

প্রকাশ যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে রাত্রি প্রায় ১ টার সময় ১২।১৩ জন ডাকাত বহু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শিবনারায়ণ শেঠের বাড়ী আক্রমণ করে। বাড়ীর লোকজন চীৎকার করিয়া উঠিলে প্রতিবাসিগণ লাঠি ও বর্শা লইয়া তাহাদের সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসে ইতোমধ্যে ডাকাতগণ গৃহের অধিবাসীদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে এবং শিবনারায়ণের স্ত্রী গুরুতররূপে আহত হন।

এই সময়েই ডাকাতদিগের সঙ্গে গ্রামবাসীদের লড়াই সুরু হয় এবং ডাকাতদের একজন বর্শাবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। উহা দেখিয়া অন্যান্য ডাকাতগণ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। আহত ব্যক্তিকে রাণাঘাট হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পরে তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গৃহীত হয়।

———

বঙ্গদেশে ডাকাতি

নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩২টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে মেদিনীপুরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ডাকাতি হইয়াছে।

জিলা প্রতি ডাকাতির সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ:—মেদিনীপুরে ৬টী, হুগলীতে ৫টি, বীরভূমে ৩টি, দিনাজপুরে ৩টী, বর্দ্ধমানে ২টী, জলপাইগুড়িতে ২টী, রংপুরে ২টি, চট্টগ্রামে দুইটী এবং বাঁকুড়া হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, মালদহ ও বাখরগঞ্জ জিলায় ১টী করিয়া।

একস্থানে ডাকাতির সময়েই দলের কয়েকজন লোক ধরা পড়ে এবং অন্য এক স্থানে ডাকাতগণ অন্য কোনও লুণ্ঠনযোগ্য সামগ্রী না পাইয়া কেবলই ২০০০ বিড়ি লইয়া পলায়ন করে।

———

অগ্নিকাণ্ডে ৩০০০০ টাকা ক্ষতি

টাবদেও অঞ্চলের সূর্য্যোদয় মিলে গত ৫ই ডিসেম্বর আগুন লাগিয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার মাল নষ্ট হইয়াছে।

প্রকাশ যে, কোনও একটী কল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া অব্যবহার্য্য তুলার স্তূপে পতিত হইবার দরুণই অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। ফায়ারব্রিগেড অন্ধকারে প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা করিবার পর অবশেষে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৪শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪১

পার্লামেন্টের কমন্স সভায় জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন সম্পর্কে যে প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম এই যে, উক্ত সভা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির সুপারিশগুলিকে ভারতীয়-শাসনতন্ত্র-সংশোধনের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিতেছেন। সভা মনে করেন যে, এই রিপোর্টে প্রদর্শিত সাধারণ পন্থা অনুসরণে রচিত একটি বিল পার্লামেন্টে উপস্থিত করা কর্তব্য। নোটিশের মধ্যে বলা হইয়াছে যে, মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ড, মিঃ ষ্ট্যানলি বলডুইন, স্যার স্যামুয়েল হোর, স্যার জন সাইমন এবং মিঃ আর এ বাটলার উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন।

ব্রহ্ম ইউরোপীয়ানের কেন্দ্র হইতে ব্যারিষ্টার ইউ খিন মং, ডাঃ খিন মং এবং ইউ বা সি ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হইয়াছেন। ইউ খিন মং ১০০৪৭ ভোট, ডাঃ খিন মং ৯৮৮৪ ভোট ও ইউ বা সি ৯৫১৯ ভোট পাইয়াছেন। পরাজিত প্রার্থী ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য খাঁ বাহাদুর আমেদ চান্দ ৫২৫ ভোট পাইয়াছেন। তিনজন বর্ম্মী প্রার্থীই পিপলস পার্টির সদস্য। তাঁহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচন প্রচারকার্য্য সম্পর্কে ভারতীয় ভোটারগণের প্রতি আবেদন করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যদি নির্ব্বাচিত হন তাহা হইলে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মের স্বার্থে যেখানে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, সেরূপ ক্ষেত্রে ছাড়া সকল সময়েই তাঁহাদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন না, এই আবেদনের ফলে অধিকাংশ ভারতীয় ভোটারই তাঁহাদের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই ডিসেম্বর এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক আইনের আয়ুষ্কাল আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। জরুরী আইনের আয়ুঃ বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত আইনের খসড়া সম্বন্ধে আলোচনার সময় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন সন্ত্রাসবাদ এবং কমিউনিষ্ট মত প্রচার—এই তিনটি ধ্বংসমূলক আন্দোলনের গতিরোধ করিবার জন্যই উক্ত আইন প্রয়োগ করা হইবে। বস্তুতঃ এ প্রদেশে ধ্বংসমূলক আন্দোলনের এখনও অবসান হয় নাই। বর্ত্তমানে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ একাধিকবার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে উহা এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই।

* * *

বিশেষতঃ অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে এই আইনের ৪ ধারা কয়েকজন চরমপন্থী কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানেও এই আইন অনুসারে ৩৩টি আদেশ এ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বলবৎ আছে। তন্মধ্যে বিপ্লবী ও কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে ১৮টি আদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এ প্রদেশে এখনও এই আইনের প্রয়োজন রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থা যতদিন বিদ্যমান থাকে এবং এ প্রদেশের কোনও অংশে এই আইনের কোনও ধারা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা দূরীভূত না হয়, ততদিন সমগ্রভাবে এই আইনটিকে অবশ্যই বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে।

* * *

এ কথা সত্য যে বর্ত্তমানে খুব অধিক সংখ্যক লোকের বিরুদ্ধে এই আইনের প্রয়োগ হইতেছে না। কিন্তু সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুর মনে করেন যে, উক্ত কয়জনের বিরুদ্ধে এই আইন আরও অনেকদিন ধরিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ কম্যুনিষ্টদিগের বিরুদ্ধে ইহার প্রয়োগ খুবই অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই আইনটি বর্ত্তমানে কিছুতেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। সপরিষদ গবর্ণর বাহাদুর সেইজন্য আদেশ করিতেছেন যে, ১৯৩৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আরও একবৎসর এই আইন বলবৎ থাকিবে।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের সারাংশ

রাষ্ট্রসংঘের আর্থিক ব্যবস্থা

(৭)

শ্বেতপত্রে যে আর্থিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা আছে, একটী বিশেষ অধ্যায়ে তাহা পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুই চারিটি খুটিনাটি প্রস্তাব করা হইয়াছে। পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রঘটিত পরিবর্ত্তনের ফলে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। কমিটী এই অতিরিক্ত ব্যয় সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন এবং এই মত প্রকাশ করেন যে, যদিও প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ কোন নূতন ভয়ঙ্কর আর্থিক ভার ভারতীয় করদাতা সকলের উপর পড়িবে না, তথাপি প্রদেশের অর্থ সমাগমের উপায়গুলিকে অধিকতর স্থিতিস্থাপক করিয়া তোলা, ঘাটতির প্রদেশগুলিকে সাহায্য দেওয়া এবং ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলে টান পড়িবে। কমিটির মত এই যে এই পরিবর্ত্তনের জন্য অতিরিক্ত অসুবিধাগুলি (এই সকল অসুবিধা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যই, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নহে) একটি বিশেষ আর্থিক সমস্যার অংশ মাত্র। এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতেই হইবে এবং কমিটি আশা ও বিশ্বাস করেন যে এই সমাধান ইতোমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। কমিটি বলেন যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রকৃতভাবে পরিচালিত হইবার পূর্ব্বে, মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই আর্থিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং অবস্থা কিরূপ তাহা পার্লামেণ্ট সকাশে জ্ঞাপন করিবেন। শ্বেতপত্রে প্রস্তাব করা হইয়াছে যথাসম্ভব বিলম্বে এই আর্থিক বিষয়ে একটী অনুসন্ধান হওয়া উচিত। কমিটী এই কার্য্যক্রম যুক্তিসঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মনে করেন না বা ইহা বুঝিতেছেন না যে আর্থিক অসুবিধাগুলি ভীষণভাবে না বাড়াইয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা যায় কি না ইহা স্থির করিবার ভার কোন বিশেষজ্ঞগণের উপর দেওয়ার অভিপ্রায় আছে। এই প্রশ্ন সম্পর্কে পার্লামেণ্ট যথাসময়ে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অবশ্যই একটা প্রত্যক্ষ ভরসা প্রাপ্ত হইবেন।

ব্রহ্মদেশ

ভারতীয় শ্বেতপত্র প্রকাশিত হইবার পরে ভারতসচিব ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্কারের একটী পরিকল্পনা জয়েণ্ট কমিটির নিকট পেস করিয়াছেন। সুবিধার জন্য উহাকে ব্রহ্মদেশের শ্বেতপত্র বলিতে পারা যাইবে। ব্রহ্মদেশ হইতে কতকগুলি প্রতিনিধির সহিত কমিটি ঐ বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন ও তাঁহাদের নিকট হইতে স্মারকলিপিও পাইয়াছেন।

কমিটি ব্রহ্মদেশের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেশবাসীদের এবং দেশের ভৌগোলিক ও আর্থিক বিশেষত্ব দিয়া তাঁহাদের রিপোর্টের এই অংশটি আরম্ভ করিয়াছেন. " দেশের বিচ্ছিন্নতা তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। ঐ বিচ্ছিন্নতার জন্যই ঐ দেশের অভাব, অভিযোগ ভারতে ঠিকমত অনুভব করা অথবা ঐ দেশের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর কোন অনুভবযোগ্য প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব হইয়াছে। যে সময়ে ব্রহ্মবাসীরা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অভিলাষী বলিয়া স্পষ্টই বোধ হইয়াছিল তখন হইতে, যে সময়ে কোন কোন রাষ্ট্রীয়দল তাহাদের আপন সর্ত্তে ব্রহ্ম বিচ্ছেদ না হইলে তাহারা বিচ্ছেদ বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিয়া ব্যাপারটি জটিল করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময় পর্য্যন্ত ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্রহ্মদেশবাসীদিগের মতামত জানিবার জন্য সম্প্রতি যে সকল চেষ্টা হইয়াছে, কমিটি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। বিচ্ছেদ বিরোধী প্রতিনিধিগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া কমিটি বুঝিতে পারিয়াছেন যে ব্রহ্মদেশ ভারতের রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত হউক ইহা তাহাদের অভিলাষ নহে এবং যদিওবা তাঁহারা ইহাতে সম্মত হন, তাহা হইলে এই সর্ত্তে সম্মত হইতে পারেন। রাষ্ট্রসংঘের মূল ধারণার বিরোধী আর্থিক ও রাজস্ববিষয়ক বিশেষ সুবিধা এবং স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রসংঘ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অধিকার ব্রহ্মদেশকে দিতে হইবে। এইরূপ দাবী গ্রাহ্য করা যায় না এবং ভারতের যে সকল প্রতিনিধি কমিটীর সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহারাও উহা স্বীকার করিবেন না। কমিটির চরম সিদ্ধান্ত ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের সিদ্ধান্তের সহিত অভিন্ন এবং তাহা এই যে "দেশে যে জনমত আছে তাহা বিচ্ছেদেরই প্রবলভাবে পক্ষপাতী।"

ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে কমিটি ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মকে অহিতকর অর্থনৈতিক ও আর্থিক কুফল হইতে রক্ষা করাও যে আবশ্যক কমিটি তাহার প্রতিও সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টদ্বয়ের মধ্যে বাণিজ্যসম্বন্ধীয় একটি চুক্তি করিয়া আইনের বিধানে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করার উপরেই তাঁহাদের সুপারিশ নির্ভর করিতেছে। এই চুক্তি যতদূর সম্ভব কম ম্যাদে করা হইবে যাহাতে উভয় গভর্ণমেণ্টই নূতন অবস্থার মধ্যে আপনাদিগকে ঠিকঠাক করিয়া লইতে পারেন এবং উহাতে এই সর্ত্ত থাকিবে যে উভয়ে সম্মত হইলে ম্যাদের ভিতরও অদল বদল হইতে পারিবে। এই চুক্তির সর্ব্বনিম্ন ম্যাদ এক বৎসর বলিয়া কমিটি প্রস্তাব করেন। তৎপরে যে কোন পক্ষ এক বৎসরের নোটিশ দিয়া উহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু এই সর্ব্বনিম্ন ম্যাদ বহাল রাখিয়া ভারত ও ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট একমতে যেরূপ ম্যাদ নির্দ্ধারণ করেন তাহার জন্য কমিটী প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে ঐ চুক্তির সঙ্গে ভারতীয় শ্রমজীবীদিগের ব্রহ্মদেশে গমন সম্বন্ধে একটি ব্যবস্থা করা হইবে এবং উহাও আইনের বিধানমতে বলবৎ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ { ১৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৪শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১০ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ সোমবার } ২৩৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২১শে অগ্রহায়ণ ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীর হইতে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ভক্তিকুমুদ, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ স্বগণসহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয় করিয়াছেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক ভাগবতরত্ন প্রভু গত ৫ই ডিসেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ কুঞ্জকুটীরে আগমন করিয়া তৎপর-দিবস প্রাতঃকালে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

নিত্যধামে ভক্ত রাসবিহারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীমান্ রাসবিহারী দাস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে গত ১৩ই অগ্রহায়ণ (১৩৪১), ২৯শে নভেম্বর (১৯৩৪) বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় 'কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ' হাসপাতাল হইতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। শ্রীমান্ রাসবিহারী যদিও বয়সে বালক এবং মাত্র ৪ মাস যাবৎ শ্রীমঠ আশ্রয় করিয়াছেন তথাপি এত অল্পকাল সময়ের মধ্যেই তিনি প্রবীণের সেবাপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গত ভাদ্রমাসে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে শ্রীমঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবাতৎপর হইয়া বালক রাসবিহারী শ্রীনাম-গ্রহণে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার সেবাদর্শ বৈষ্ণবগণের প্রীতি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার নির্য্যাণকালে বৈষ্ণবগণ অশ্রুসিক্ত হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম অনুসরণপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—

"কৃপা করি' কৃষ্ণ তাঁর দিয়াছিলেন সঙ্গ ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ ॥"

সাত্বত স্মৃতিশ্রাদ্ধ

মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর ডাকঘরের অধীন বকুলপুর গ্রামনিবাসী যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মহাপাত্র মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে গত ১৮ই নভেম্বর (১৯৩৪) রবিবার মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদ-দ্বারা তাঁহার পরলোকগতা মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

কলিকাতায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বালিয়াটীর অন্যতম জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ের কলিকাতা শোভাবাজারস্থ ভবনে গত ২৬শে নভেম্বর হইতে ২৮শে নভেম্বর পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবতের পৃথু উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায়চৌধুরী ভক্তিপ্রতাপ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী বি-এস্‌সি প্রমুখ শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর ব্যাখ্যা শ্রবণে পরমোপকৃত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠে পরমগুরু-দেবের বিরহোৎসব

(৫)

জগতের লোক যেপ্রকার শোকপ্রকাশক সভাসমিতি করেন বা আনন্দোৎসবাদি করেন, তাহার অর্থ অন্য প্রকার ভক্তের সভা হরিভজনময়, ইহাতে কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি বর্ত্তমান, এই সভায় যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহারা সকলেই সুকৃতি অর্জ্জন করেন; প্রসঙ্গক্রমে হরিদাস-নির্য্যাণোৎসবের কথা—মহাপ্রভুর স্বয়ং হরিদাস-বিরহোৎসবের অনুষ্ঠান; ভগবান্ ব ভক্তের বিরহমহোৎসব কৃষ্ণকীর্ত্তনময়, তাহাতে যোগদানে মঙ্গলোদয়, যাঁহারা সেই মহোৎসবে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাহা কিছু দিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাঁহারা সকলেই নিত্যমঙ্গল লাভ করেন, ইহাতে মঙ্গল ছাড়া অন্য কথা নাই, জাগতিক কোন ব্যাপারে নিত্যমঙ্গলের কথা নাই, আমরা সদ্গুরুপাদপদ্মে প্রণত হইলেই ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিব, যত আলোচনা করিব ততই মাধুর্য্য আস্বাদন করিব" ইত্যাদি বহু সারগর্ভ কথা কীর্ত্তন করিয়া দৈন্যমুখে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত লীলার দুরাধিগম্যতা জানাইয়া পরবর্ত্তী বক্তা শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ, মহোদয়কে বাবাজী মহারাজের অভিমর্ত্ত্য চরিতামৃত কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন এবং বলেন—বক্তৃমহোদয় আমাদের যোগ্যতানুরূপ যে সুগভীর বিষয়ের আলোচনা করিবেন, তাহা একান্ত আত্মিমূলে শ্রবণ ব্যতীত আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে না।

অতঃপর শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ, মহোদয় নানাভাবে নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলেন—ভক্তজীবনী বুঝা বড়ই কঠিন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিজজনের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা-রহস্য কিছুতেই বোধগম্য হইবার নহে। জাগতিক বিচার দিয়া তাঁহাদিগকে বুঝিতে গেলে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, ক্ষমতাশালী, অলৌকিক প্রভাববিশিষ্ট, এরূপ ধারণা বা তাহার বিপরীত ধারণারও উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। ভগবানের লীলায় অলৌকিকত্ব আছে বলিয়া মানুষ অন্ততঃ সেদিক্ দিয়াও কিছু বুঝিবার অভিনয় করিতে পারে, কিন্তু ভক্তের লীলা বড়ই দুরবগাহ। আবার ভক্তের লীলা না বুঝিতে পারিলে ভগবল্লীলা সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকিবে—ইহা এক ভীষণ সমস্যা—সম্ভবতঃ dilemma। গৌড়ীয়মঠের কৃপায় তাঁহাদের চরণতলে আসিবার অভিনয় করিলেও তাঁহাদের ধরিতে পারা বড়ই কঠিন, আবার না করিলেও উপায় নাই। প্রত্যেকিত পর্য্যায় ভক্তের জীবনী, ভক্তের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলা না বুঝিতে পারিলে লক্ষ লক্ষ বৎসরের চেষ্টাও ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে পারিব না। সেবার বিগ্রহ—সেবাবৈচিত্র্যের পূর্ণবিগ্রহ—ভক্ত। সাধারণ মানুষের জীবনের বিচিত্রতা তাহার জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া প্রকাশিত কিন্তু ভগবানের লীলাবৈচিত্র্য তাঁহার ভক্তের আবির্ভাব, লীলা ও তিরোভাব-রহস্যের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে পরিস্ফুট। ভক্তের আবির্ভাব না হইলে—ভক্তের কৃপা না পাইলে আমরা ভগবত্তত্ত্বের কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। সুতরাং ভক্ত-কৃপা লাভের জন্য যত্নপর হওয়া জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ কেশব সর্ব্বাংশ সম্বৎ ৪৪৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের স্থূল পরিচয়

—:০:—

দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ

আচার্য্য নিম্বার্ক এই মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হন। ভারতের পারমার্থিক রাজ্যে বেদান্তসূত্রভাষ্য-প্রবর্ত্তকগণের সকলেরই অক-পারম্পর্য্যে সম্প্রদায়াচার্য্যগণ নানাবিধ টীকাটিপ্পনী দ্বারা বিস্তৃত করিয়াছেন কিন্তু নিম্বার্কের গুরুপরম্পরা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নিম্বভাস্কর বা ভাস্করাচার্য্য বলিয়া এক বেদান্তাচার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার 'নিম্বভাস্কর' নাম হইতে তাঁহাকেই নিম্বার্কাচার্য্য বলিয়াও অনুমান হয়। ভাস্করাচার্য্য যে ভেদাভেদবাদী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ'-প্রণেতা বাস্তবিক নিম্বার্ক কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব কালে নিম্বভাস্করের সম্প্রদায়াধস্তন কেশব কাশ্মীরী বা কেশবভট্ট বলিয়া এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তিনি কাব্যবিচারে তাঁহার সহিত পরাজয় লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার প্রবর্ত্তিত বাস্তব-সত্যের বা বেদান্ত বিচারও তিনি শ্রবণ করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকথিত বিচারই যে একমাত্র পরম সত্য, তাহাও বুঝিতে পারেন। নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বেদান্তসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আংশিকভাবে গ্রহণ করত স্বীয় সম্প্রদায়ের গৌরব-বৃদ্ধি-করণোদ্দেশ্যে নিম্বার্কের নামে স্বয়ং 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামে বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন এবং নিজেই তাহার উপর বহুবিধ টীকা টিপ্পনী করিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের নামে প্রচলন করেন। এই প্রকারে বর্ত্তমানে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার বহু নিদর্শন আমরা প্রদর্শন করিতে পারি। নিম্বভাস্কর বা ভাস্করাচার্য্যই প্রকৃত নিম্বার্কাচার্য্য এবং তাঁহার বেদান্তভাষ্য 'ভাস্করভাষ্য'-নামে সুপ্রসিদ্ধ। যাহা হউক, আমরা অতঃপর বর্ত্তমানে প্রচলিত নিম্বার্ক-মতবাদ সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

———

জড়জগৎ ও চেতন জীব—এতদুভয় হইতে পরব্রহ্ম ভেদাভেদ-সম্বন্ধে অবস্থিত। জীব ও জগৎ উভয়ই ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ এবং স্বয়ং জগতের অংশী। জগতের অতীত বিধায় জগৎ ও ব্রহ্ম ভেদ কিন্তু জগৎ আবার ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং ব্রহ্ম ব্যতীত ইহার অপর কোন উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ না থাকায় জগৎ-ব্রহ্মের অভিন্নতাও সিদ্ধ। জগৎ গুণাত্মক এবং ব্রহ্ম গুণী। গুণ ও গুণী পরস্পর বিষয়-আশ্রয়-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—এই উভয় রূপতাই সত্য; কারণ, বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্যের পরিচয় হইলেও তিরোহিত-বিশেষণ-রূপে পরব্রহ্মের পরিচয় নাই; উহা মায়াবাদীর কল্পনামাত্র, চিন্মাত্র সত্তা বলিলেও নির্বিশেষ বুঝায় না, মায়াবাদী যখন চিন্মাত্র সত্তা আত্ম-সত্তার দ্বারা উপলব্ধি করেন, তখন উহাও বিশেষ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। ব্রহ্ম—চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ; নিজস্বরূপগত আনন্দকে নির্ব্বিশেষে নিত্য অনুভব করেন। ইহাতে কোনরূপ বিশেষ ক্রিয়া নাই; নিত্যানন্দে নিমগ্ন। ব্রহ্মের এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে 'অক্ষর ব্রহ্ম', নির্গুণ ব্রহ্ম' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। ভেদাভেদ সম্বন্ধে বস্তুতঃ কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। অংশ সর্ব্বাবয়বে অংশীর অন্তর্ভুক্ত—অতএব অভিন্ন; কিন্তু অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও বর্ত্তমান আছেন সুতরাং অংশীর অংশ হইতে ভিন্নাবস্থানও সত্য।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৬৫)

৩০শে অক্টোবর—অপরাহ্ণ

প্রঃ। ভক্তি কি প্রকারে পাওয়া যায়?

উঃ। ভক্তি, দুই প্রকার (১) সাধনা-সাপেক্ষ ও (২) কৃপাসাপেক্ষ। মর্কটন্যায় ও মার্জ্জারন্যায় লইয়া দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিবাদ ছিল। একশ্রেণীর লোকসকল সাধনের পক্ষপাতী হইয়া "মর্কটন্যায়" গ্রহণ করিলেন, আর অন্য শ্রেণীর লোকসকল কৃষ্ণকৃপার পক্ষপাতী হইয়া "মার্জ্জার ন্যায়" গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া বলিলেন যে সাধন ও কৃপা দুইটীই দরকার। যেমন একজন কূপে পতিত হইয়া উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছে। যদি উপর হইতে কেহ তাহাকে কৃপা-রজ্জু নামাইয়া দেয়, তবে কি সে কূপ হইতে উঠিয়া আসিতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেমন ঐ রজ্জু ধরিবার জন্য হাত বাড়ান প্রভৃতি চেষ্টা বা সাধন আবশ্যক হয়, সেইরূপ পরমার্থ জগতেও ঐরূপ সাধন ও ভগবৎকৃপা উভয়ই আবশ্যক।

নারদের মাতা সাধুদিগের নিকট দাসীর কাজ করিতেন এবং সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। তাহাতে নারদেরও সেই উচ্ছিষ্ট মহামহাপ্রসাদ-সেবনের সুযোগ হইয়াছিল। তাহাতে নারদের ভক্তিলাভ হইয়াছিল।

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি
গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৩৮)

অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাব্রত পুরুষ অবশচিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনে জাতানুরাগ বশতঃ দ্রবহৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান নৃত্যাদি করেন। এটা কার্ষ্ণপ্রসাদজ ভক্তি। সাধুদিগের বাক্যে যদি শ্রদ্ধা হয়, তবে ভক্তির উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত তাহার প্রমাণ।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ-রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

———

সেইজন্য সাধুদিগের নিকট যাইতে হইবে। সাধু আপনার নিকট আসিবেন না, আপনাকে তাঁদের নিকট যাইতে হইবে। তাই বলিয়াছেন,

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি
শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ
ইত্যাদি"

———

"অভিগচ্ছেৎ" কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন; অর্থাৎ এমনভাবে যাইতে হইবে যাহাতে আর ফিরিয়া আসিতে না হয়। সাধুগুরুর নিকট যাইতে হইলে রিটার্ণ-টিকিট করিয়া যাইতে হইবে না, যাহাতে একবার গিয়া আবার ফিরিয়া আসিব। অর্থাৎ রিটার্ণ-টিকিট করিয়া সাধুগুরুর নিকট যাইব আবার ফিরিয়া আসিয়া অন্য জিনিষের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিব এরূপ করিতে থাকিলে আর গুরুর নিকট যাওয়া হইল না।

———

প্রঃ। ভজন, পাঠ, পূজা, ধ্যান ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী মুখ্য?

উঃ। ধ্যান বলিতে কোন ধ্যেয় বস্তুর ধ্যান, কোন পূর্ব্ব-গৃহীত বস্তুর চিন্তা বুঝায়। সেটা জড়ের ধর্ম্ম, অতএব তাহা ভোগ। ভাগবতের প্রথম শ্লোকটী "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্" ইত্যাদি শ্লোকটী বিশেষভাবে আলোচনা আবশ্যক। আগে সদ্‌গুরুমুখে শ্রবণ, তারপর সদ্‌গুরু-উপদেশানুযায়ী শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন যদি সম্যক্‌প্রকারে হয়, তাহা হইলে কীর্ত্তিত বিষয়ের যে ধ্যান হইবে তাহাই সুষ্ঠু ধ্যান। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং" শ্লোকে কলিকালে সত্যযুগের মত ধ্যানের প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সত্যযুগে মানুষের নিজভোগের বুদ্ধিটা প্রবেশ করে নাই; তাই তখন বাস্তব বস্তুর ধ্যান করিতে পারিত। সত্যযুগে চারি পোয়া পুণ্য ছিল।

পূজা অর্থাৎ অর্চ্চন, ইহা নিম্নস্তরের কথা। শ্রবণটাও নিম্নস্তরে অবস্থিত। ইহার উপরে কীর্ত্তন বা পাঠ। পাঠক বা কীর্ত্তনীয়া হইলেই ভজন আরম্ভ। বণিকের পাঠ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নয়, সেটা ঘৃণিত কার্য্য। ভজন বলিতে অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা। "জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" ভাগবত-রসাস্বাদনের নাম ভজন। হরিনাম-ভজন আরম্ভ হইলে, পূজাদির আবশ্যকতা হয় না। অতএব ভজনই (শ্রীনাম-ভজনই) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

প্রঃ। কর্ম্ম, প্রারব্ধ, কৃপা, ভগবান্—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী মুখ্য?

উঃ। কর্ম্ম—নিজ ফলকামনা। প্রারব্ধ—পূর্ব্বে যে কর্ম্মটা করা গিয়াছে, তাহারই ফল। কৃপা ও ভগবান্‌ই মুখ্য।

প্রঃ। কৃষ্ণের মাখনচুরি, চীরহরণ, রাসলীলার উদ্দেশ্য কি?

উঃ। কৃষ্ণ যদি পৃথিবীর মনুষ্য বা কর্ম্মফলবাধ্য জীব হন, তবে ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা তাঁহার পাপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণ যদি কোন অক্ষজ বস্তু হন, তবে চুরির কার্য্য, চীরহরণ-কার্য্য প্রভৃতি করিয়া তিনি নরকে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু কৃষ্ণ ত' পৃথিবীর মনুষ্য নহেন। তাঁহার পরিচয় যে তিনি নিজেই দিয়াছেন, "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"। মাখন প্রভৃতি জগতের যতকিছু বস্তু সবই যে কৃষ্ণের। যাঁহার জিনিষ তিনি পাইবেন না, এটা কি রকম বিচার? কৃষ্ণকে সেবা করিতে হইলে সেইজন্য ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিতে হয়। সমজাতীয় না হইলে সেবা হয় না। হরি সমস্ত জীবের অমঙ্গল (চীর—বসন—আবরণ) সরাইয়া দেন। কৃষ্ণ হইতে সমস্ত উদ্ভূত, তাঁহাতেই অবস্থিত, আবার তাঁহাতেই শেষ। কৃষ্ণকে এই জগতের লোক মনে করিলেই মাখনচুরি, চীরহরণ, রাসলীলার কথা আসিয়া পড়িবে। যে সকল লোক কৃষ্ণকে এই জগতের লোকবিচারে তাঁহাকে মাখন-চোর প্রভৃতি মনে করিবে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদেরই নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য কাড়িয়া লইতে হইবে

কৃষ্ণ বাস্তব বস্তু, এখানকার জিনিষগুলো বাস্তববস্তুর বিকৃত প্রতিফলন। রাসলীলায় একই কৃষ্ণ একই সময়ে অনন্ত গোপীর সঙ্গে অনন্ত কৃষ্ণ হ'য়ে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণ মানুষ হ'লে সেইটা সম্ভব হয় কি? ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ সকলের হৃদয়ে আছেন।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে কামনায় আবাহন করাটা দোষের। গৃহস্থের পক্ষে বৈধস্ত্রীর সহিত বাস করা দোষযুক্ত নহে। গৃহস্থের ধর্ম্মটা ব্রহ্মচারীর উপর লাগাইয়া দেওয়াটা দোষের। নিজের উপার্জ্জিত শুক্রচিত্তের দ্বারা হরিভজন হয়, অশুক্রচিত্তের দ্বারা হরিভজন হয় না।

জলপথে কলিকাতা

—:০:—

প্রথম তরঙ্গ

গত ১৫ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অনুসরণ পূর্ব্বক জলপথে কীর্ত্তন-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে কলিকাতা উপস্থিত হবার জন্য বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে আমারও রওনা হবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। নদী-মাতৃক দেশসমূহে সুষ্ঠুরূপে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত সুরধুনী ও লালা নামক মোটরলঞ্চ-দ্বয়ের প্রথমটীতে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম। বন্যার জল কিছু কমিয়া যাওয়ায় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে উক্ত জলযানে আরোহণ করা যায় নাই। একটী নৌকায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া যেখানে 'মহাপ্রভু'র ঘাট ছিল সেই ঘাটের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই আমরা লঞ্চে আরোহণ করিলাম। শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু তাঁহার অন্যতম সহকারী শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুব এবং শ্রীচৈতন্যমঠের অনেক সেবক শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-বন্দনার্থ লঞ্চ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। লঞ্চ ছাড়িবার যখন 'ষ্টার্ট (Start) দিল তখন যেসকল বৈষ্ণব সঙ্গে যাইবেন না তাঁহাদের বদনমণ্ডল রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইল। তাঁহাদের সেই বাষ্পভারাক্রান্ত নয়নযুগল শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের দিকে সংযুক্ত হইল। আবার সাক্ষাদ্ভাবে কখন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিবার সুযোগ পাইবেন এই চিন্তায়ই বোধ হয় তাঁহারা অতিশয় আপ্লুত হইলেন। বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমান্ সম্বিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ যখন বোম্বে উপকূলে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে অর্থাৎ ইউরোপ মহাদেশে হরিকথা-কীর্ত্তনার্থ বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তখনকার দৃশ্য আমার দেখিবার সৌভাগ্য না হইলেও মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয়ের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম তখন শ্রীল প্রভুপাদ ও সেবকগণ সকলেই অশ্রুতে বক্ষ না ভাসাইয়া থাকিতে পারেন নাই। সেই সময়ের আংশিক দৃশ্য এই সময় মোটরলঞ্চ-যোগে কলিকাতা যাত্রা করিবার সময় পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। অবশ্য শ্রীধাম মায়াপুর হইতে বাষ্পীয়যানে কলিকাতায় যাইতে হইলে তিন ঘণ্টার অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। তাই সংখেই কলিকাতায় যাইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনের সুযোগ হইবে বলিয়া এই সময়ের বিচ্ছেদভাবে তত গভীরতা লক্ষিত হয় নাই।

আট ঘটিকার সময় লঞ্চ ছাড়িল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা কুলিয়া সহরের অর্থাৎ সহর নবদ্বীপের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে কয়েকটিন কেরোসিন তৈল সংগৃহীত হইল। এই সময়ে বন্যার জল নামিয়া এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ১ মাইল রাস্তা না ঘুরিয়া নৌকাযোগে সহর নবদ্বীপে উপস্থিত হইবার সুযোগ ছিল না। তাই তৈল সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে পয়তাল্লিশ মিনিট সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত্যালোক, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ও এই অযোগ্য সংবাদদাতা ছিলেন। মোটরলঞ্চ সবেগে চলিতে লাগিল। বাতাসের সহিত অধিকাংশ স্থানে যুদ্ধ করিতে হইলেও স্রোত অনুকূলেই ছিল। তাই সুরধুনী বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই অবস্থায় আমরা একটী বিষয় লক্ষ্য করিলাম।

যখন আমরা শরণাগতি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নির্দ্দিষ্ট আনুকূল্যের সহিত ভজন-ইঞ্জিনটী চালাই তখন বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোতরূপ প্রতিকূল বাতাস বা দুষ্ট জনগণের ভজনে বিঘ্ন উৎপাদনার্থ প্রতিকূল আচরণ যত প্রবলই হউক না কেন আমাদের ভজনতরী প্রবলবেগে চলিয়া আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে আশু সত্বর পৌঁছাইয়া দিবেই।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে সেবাকার্য্যবিষয়ে উপদেশ করিতে লাগিলেন। কোথায়ও কোথায়ও নদীতীরে আমরা অতি প্রকাণ্ড কলার বাগান দেখিতে পাইলাম। তদ্দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌর-নারায়ণের সেবার জন্য যদি এই প্রকার প্রকাণ্ড কলা-বাগিচা করা যায় তবে বড়ই ভাল হয়।

কোথায়ও কোথায়ও আমরা দেখিলাম গঙ্গাদেবী অনেক স্থান স্বীয় বক্ষে আত্মসাৎ করিতেছেন। একস্থানে দেখিলাম একটী অট্টালিকা গঙ্গাগর্ভে পতনোন্মুখ। এই সকল দেখিয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর এক সময় বহু অট্টালিকাশোভিত সমৃদ্ধশালী নগর থাকিলেও তাহা কি প্রকারে গঙ্গাগর্ভে স্থান লাভ করিয়াছে এই চিন্তা হৃদ্দেশে উদিত হইয়া হৃদয়কে ভীষণ তরঙ্গে আলোড়িত করিল। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের বিষয়সমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করিল। ভাবিলাম মানুষ কত অহঙ্কার করে, নিজের বাহাদুরী বজায় রাখিবার জন্য কত প্রকারে অসচ্চেষ্টার প্রয়াস পায়, নিজের অপস্বার্থ-পোষণকল্পে অপরকে কি প্রকার নির্ম্মমভাবে আঘাত করে কিন্তু সে এত বোকা যে, তাহার নিঃসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে না। সম্মুখে দেখিতে পাইতেছে কত ব্যক্তি আশার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ক্ষণমধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে, কত ব্যক্তি মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া সূর্য্যালোক-দর্শনের পূর্ব্বেই অন্ধকার হইতে অন্ধতমঃ রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে, কত ব্যক্তি শৈশবেই মাতাপিতাকে আকুল ক্রন্দনে কাঁদাইয়া ইহ জগৎ ত্যাগ করিতেছে, কত ব্যক্তি যৌবনের গর্ব্বে স্ফীত হইয়াও পত্নীকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় রাখিয়া দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, আর কত ব্যক্তি জরাগ্রস্ত হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে, যাঁহারা ধরণীবক্ষে জীবিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে কত ব্যক্তি কোটিপতি হইতে দীন দরিদ্র হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছে। ভূমিকম্প, আগ্নেয় উৎপাত, প্রবল ঝটিকা জলপ্লাবন প্রভৃতি কত ব্যক্তিকে কিপ্রকারে মুহূর্ত্তমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্দ্দশার চরমাবস্থায় লইয়া যাইতেছে, এত সব দেখিয়া শুনিয়াও বুদ্ধিমান্ মানব—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব নিজের বিষয় একটুকুও চিন্তা না করিয়া কি প্রকারে অবস্থান করিতে পারে তাহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ জানিবার জন্য লালায়িত হই কিন্তু আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি আবার কয়েকদিন পর কোথায় চলিয়া যাইব এই সাধারণ বিষয়টুকু জানিবার কৌতূহল আমাদের হৃদয়ে একবারও জাগে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই

ধরায় গৌরবাণী

(শ্রীগোপালচন্দ্র দাস)

সংসার মরুর মাঝে,
দগ্ধীভূত জীবগণ।
পথভ্রষ্ট হ'য়ে সবে,
চলে ভবে অনুক্ষণ ॥ ১ ॥

চতুর্দ্দিকে ধূধূ করে,
ঘন ঘোর অন্ধকার।
হেন মরু মধ্যে পড়ি'
করে সবে হাহাকার ॥ ২ ॥

জলভ্রমে মরীচিকা,
হেরিয়া কুরঙ্গ ধায়।
তেমতি এ দগ্ধ কলি,
ঘুরে সারা বিশ্বময় ॥ ৩ ॥

স্বরূপ ভুলিয়া যবে,
বিরূপে মজিল হায়।
দুর্ল্লভ মানবজন্ম,
ক্ষয় করি' অবেলায় ॥ ৪ ॥

আপাত-মধুর লোভে
পথহারা কলি যত।
মায়ামৃগরূপ হেরি'
ধায় সবে অবিরত ॥ ৫ ॥

জড়ানন্দে মত্ত হায়
পড়িল বিষয়ানলে।
জীবনের ধ্রুবতারা
ফেলিল অতল জলে ॥ ৬ ॥

ভগবদ্-দাস্য ভুলি'
যতেক দুষ্ট কাল।
সাজিল মায়ার দাস
হ'য়ে মহাকুতূহলী ॥ ৭ ॥

শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব
ছাড়ি' যত দুর্ম্মতি।
মনোদম্ভে বলী হ'য়ে
সাজিল জগৎপতি ॥ ৮ ॥

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামে
কলির পাষণ্ডগণ
শমদম-ধ্যানাদিতে
হ'লো সবে নিমগন ॥ ৯ ॥

জ্ঞান-গরিমার ভরে
পণ্ডিত হইয়া কভু
মাপকাঠি 'দিয়া মাপে
পালয়িতা বিশ্ব প্রভু ॥ ১০ ॥

দিকে দিকে ভ্রমে যত
স্ব-হারা মানবগণ
মণিহারা ফণিসম
করে সবে উচাটন ॥ ১১ ॥

(ক্রমশঃ)

প্রসঙ্গে মনে পড়ে যুধিষ্ঠির মহারাজের 'কিমাশ্চর্য্যম্' প্রশ্নের উত্তর—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে বাচার্যাবর্ত্ত শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতচতুষ্কনগরী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থল; এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-

নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীমাধবদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক সুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিঙ্গালিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুদেই গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজ।

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ।

(৩৪) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৫) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখশায়ী, পোঃ হাডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৩৮) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ।

(৩৯) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তি-বিকাশ।

(৪০) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪১) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪২) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী সেবা-সুহৃৎ।

(৪৪) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর।

(৪৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কণ্ওয়াল গার্ডেন্স, এস্, ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৬) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29I.

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাদা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৶০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (নব)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'খি'	৪৸৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

ঐ, ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তব্যাকরণতীর্থ-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

চোরের প্রাদুর্ভাব

সরাইলে (কালিকচ্ছ ত্রিপুরা) প্রায় প্রতি রাত্রেই চুরি হয়। ২রা ডিসেম্বর রাত্রে কালিকচ্ছ দত্তপাড়া নিবাসী কামিনীকুমার শীলের ঘরে চোর ঢুকিয়া নগদ ও অলঙ্কার আদিতে প্রায় ১৫০০৲ টাকার সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে, ৩রা ডিসেম্বর প্রাতে পুলিশ আসিয়া সেই বাড়ীর অপর হিস্যার একজনকে ধরিয়া নিয়াছে। প্রায় ২৫।২৬ দিন হইল সরাইল স্কুলের শিক্ষক কালিকচ্ছ নিবাসী বাবু সত্যেন্দ্র কুমার দাসের গৃহেও চোর ঢুকিয়া নগদ ও কাগজ প্রভৃতিতে ৬০।৭০৲ টাকার জিনিষ-পত্র নিয়া গিয়াছিল সত্যেন্দ্র বাবুর বাসায় চুরির কয়েকদিন পরেই তাঁহার বাসার সমীপবর্ত্তী কবিরাজ অবনীমোহন চৌধুরীর ঘরে চোর ঢুকিয়া তাঁহার স্ত্রীর শরীর হইতে প্রায় ২০০।৩০০৲ টাকার স্বর্ণালঙ্কার লইয়া গিয়াছে। এরূপে প্রত্যহ এখানে চুরি হইতেছে। কোন চুরিরই কিনারা হয় নাই। কৃষকদের কাহারও কোন শস্যক্ষেত্রে দুএক ছড়া ধান থাকিলেও তাহা একটু লাল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কে বা কাহারা লইয়া যাইতেছে। জনসাধারণ চোরের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রকাশ, চাঁদপুরের অন্তর্গত মতলব থানার অধীন ১২নং নারায়ণপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলবী সৈয়দ মোসারফ হোসেন তাঁহার তত্ত্বাবধানে স্থিত ইউনিয়ন ফাণ্ড ও কৃষি ফাণ্ড হইতে অন্যায় মতে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ৫৩০৲ টাকার তহবিল তছরূপ করায় দঃ বিঃ ৪০৯ ধারা মতে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইয়া তত্রত্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী অজিজুর রহমান মহোদয়ের এজলাসে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছেন। ফরিয়াদী পক্ষের কতক সাক্ষীর জবানবন্দী হওয়ার পর আরও প্রমাণ জন্য ১২ই ডিসেম্বর শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে আসামী জামিনে মুক্ত আছেন।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এন হায়দর, কেদারনাথ শর্ম্মা ও কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক নামে দুই ব্যক্তিকে [illegible] দেছলা গ্রামের হরিপ্রসন্ন নাথের বাড়ীতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারা অনুসারে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

তাহারা প্রায় ৪০০০৲ টাকা মূল্যের জিনিষ নিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তদন্তের ফলে উক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ও বিচারার্থ প্রেরণ করে।

প্রকাশ, গভীর নিশিথে প্রায় ১৫ জন লোক উক্ত হরিপ্রসন্ন নাথের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহাদের সঙ্গে বন্দুক, লোহার ডাণ্ডা ও লাঠি প্রভৃতি ছিল। তাহার খুড়া শম্ভুর চীৎকারে সে জাগে এবং বাড়ীতে অনেক লোক, মশাল ও লাঠিসহ দেখে দুইজনের হাতে বন্দুক ছিল। ডাকাতদের মধ্যে কয়েকজন তাহার খুড়াকে প্রহার করে এবং চাবি সংগ্রহ করিয়া সিন্দুক, বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া টাকা পয়সা ইত্যাদি আত্মসাৎ করে। ডাকাতেরা হরিপ্রসন্ন, শম্ভু ও বাড়ীর আরও কয়েকজনকে গুরুতররূপে জখম করিয়া মেয়েদের নিকট হইতে অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়। গ্রামবাসী অনেকেই তথায় জমায়েৎ হইয়াছিল, কিন্তু ডাকাতদের গুলী ছোড়ার ভয়ে কেহই আগাইতে সাহস করে নাই।

৪০ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার

দেরাদুন জেলায় নাহনের প্রিন্স নরেন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর রাণার বাড়ী হইতে চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, গতমাসের শেষভাগে এই চুরি হইয়াছিল। দুর্ব্বৃত্তগণ হীরার গহনা, মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কার মূল্যবান পাথর বসান বালা, টীকা, সোণার বোতল, রৌপ্য নির্ম্মিত বাক্স, সোণার [illegible] লইয়া গিয়াছে।

সাইকেলে পুরী যাত্রা

হাওড়া শিবপুর সমাজের দুইজন সভ্য শ্রীমান্ বিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ পঞ্চানন দে সাইকেলযোগে পুরী যাত্রা করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে। তাহারা ২৭শে অগ্রহায়ণ বেলা ৯ ঘটীকার সময় ১৭০নং শিবপুর রোড হইতে রওনা হইয়া গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া, বরাকর, পুরুলিয়া, রাঁচি এবং ছোটনাগপুরের সারন্দায় গঞ্জাম জেলা ও চিল্কা হ্রদ হইয়া পুরী পৌঁছিবে।

নামজাদা অস্ত্র আমদানীকারী

পুলিশ কর্ত্তৃক "নামজাদা অস্ত্র আমদানীকারী" বলিয়া বর্ণিত রুস্তমজী নাওরোজীয়ালিয়াস বোমাজী ওরফে রুস্তম পার্শীকে বঙ্গীয় অস্ত্র আমদানী আইনানুসারে ৯ই ডিসেম্বর হইতে ২০ বৎসরের জন্য বাঙ্গলা হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমদানীকারীদের মধ্যে এই লোকটাই ১৯২৫ সালে কলিকাতাতে প্রথম ধৃত হইয়াছিল। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯২৫ সালে গোয়েন্দা পুলিশ ডালহৌসী স্কোয়ারে এই লোকটাকে ও একজন এ্যাংলোইণ্ডিয়ানকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। গ্রেপ্তার করিবার সময় তাহাদের নিকট কিছু অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। তখন তাহাদিগকে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত ২৬জন বে-আইনী অস্ত্র আমদানীকারীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান হইবার কথা

ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান মিঃ পি কে সেন বার য়্যাট-ল অবসর গ্রহণ করিতেছেন। [illegible] তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইবেন। মণ্টফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এতকাল পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা বিভাগ অ-মুসলমান নির্ব্বাচক মণ্ডলীর পক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এবার তিনি নির্ব্বাচন প্রার্থী হন নাই।

শ্বেতাঙ্গের মৃত্যুদণ্ড

কিছুদিন পূর্ব্বে হাইকোর্টের দায়রা আদালতের বিচারে এইচ ডব্লিউ স্কট নামক যে শ্বেতাঙ্গের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল, ৬ঠা ডিসেম্বর তাহার পক্ষ হইতে মিঃ জে এফ আর ম্যাকডোনেল হাইকোর্টে এক আপীল দায়ের করিয়াছিলেন।

প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট তাহার মৃত্যুদণ্ড অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় বড়লাট

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, বড়লাট অদ্য নয়াদিল্লী হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। তিনি জানুয়ারীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৪১

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, আকমীড়ের মুসলমান কংগ্রেস সদস্যেরা সঙ্কল্প করিয়াছেন যে, তাঁহারা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটা 'কংগ্রেস মোসলেম দল' গঠন করিবেন এবং যাহাতে মুসলমানেরা অধিক সংখ্যায় কংগ্রেস সদস্য হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য এবং জাতীয়তাবাদ প্রচার করিবেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ দেশকে যেমন জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে এরূপ প্রচারকার্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে চতুর্দ্দিকে আবহাওয়া যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাহারা কতদূর সফলকাম হইবেন, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। তথাপি যত্ন করিয়া দেখা ভাল। শাস্ত্র বলেন—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ।"

বাঙ্গলাদেশের [illegible] প্রদেশের দাদনী টাকার সুদ নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটি আইনের খসড়া ব্যবস্থাপক সভাতে পাশ হইয়া গেল জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। যতদিন পর্য্যন্ত কৃষকগণকে তাহাদের প্রয়োজনমত স্বল্প সময়ের ও দীর্ঘ কালের মেয়াদে ঋণ দিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়া না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মাত্র সুদের হার নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের দ্বারা কৃষকের বিশেষ কোন হিত হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাবে ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে একটি আইন জারী হইয়াছিল। এই আইনের মূল কথা এই যে, কৃষক ভিন্ন অন্য কেহ জোত জমি ক্রয় করিতে পারিবে না। এই আইনের ফলে তালুকদার ও জমিদারের পরিবর্ত্তে বড় বড় জোতদারের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ কৃষকের অবস্থা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। সুদ নিয়ন্ত্রণমূলক আইন দ্বারাও সাধারণ কৃষকের অবস্থা ঐ প্রকার পূর্ব্ববৎ থাকিবে। এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

আগ্রার সেসন জজ আগ্রা ষড়যন্ত্র মামলায় কয়েকজন আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড এবং একজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। যাহার উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাহার প্রতি ৭ বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন এবং অন্য সমস্ত আসামীকেই বেকসুর খালাস দিয়াছেন। আসামীদের বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি, বোমা নিক্ষেপ, অস্ত্রচুরি প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ ছিল এবং তিনজন রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই সেসন জজ আসামীদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। বিচারপতিরা বলেন এই সব রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। এরূপস্থলে কেবলমাত্র ঐ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা অনুচিত। তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে এমন আইন নাই যাহার দ্বারা কেবলমাত্র রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যের বলে আদালত আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন না। কিন্তু ব্রিটিশ আইনে সেরূপ ব্যবস্থা আছে এবং আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বিচারপতিরা এক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইন অনুসরণ করিয়াছেন।

পরলোকে বিশিষ্ট কবি গিরিজানাথ

বঙ্গ সাহিত্যে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত [illegible] করিয়া বাণী জননীর ভাণ্ডার গরিমাময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম, পল্লীকবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, গত ১৬ই অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রি ১০টার সময় ৬৮ বৎসর বয়সে তাঁহার রাণাঘাটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১২৭৩ সালের ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কবি গিরিজা নাথ রাণাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। ধাত্রীবিদ্যা, সরল শরীর পালন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা, সেকালের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। অতি শৈশবেই গিরিজা নাথের কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়।

তিনি রাণাঘাট উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স এবং মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত "সমাজ ও সাহিত্য" নামক সাপ্তাহিকের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। 'কবিতা-লহরী' 'বেলা' 'পরিমল' 'পত্র পুষ্প' এবং 'অর্পণ' এই কয়খানি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন।

গিরিজানাথের দেহত্যাগে, বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে একটি [illegible]কার কবিপ্রতিভা অন্তর্হিত হইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের সারাংশ

ব্রহ্মদেশের জন্য শ্বেতপত্র

(৮)

কমিটি বলেন যে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ব্রহ্মদেশ একটি অবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, উহার গঠন ভারতের প্রদেশসমূহের জন্য যে শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা হইতে বহু বিষয়ে পৃথক হইবে। যথা, আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বণ্টনের কোন কথা উঠিতেই পারে না। তাঁহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশকে "উপনিবেশ" এই শব্দের আইন সম্মত সংজ্ঞা হইতে বাদ দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

শাসন বিভাগ

কমিটি তাঁহাদের মন্তব্যে ভূমিকা স্বরূপে এই বিবৃতিটি দিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা ভারতীয় শ্বেতপত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা আবশ্যকমত পরিবর্ত্তনসহ হইলে ব্রহ্মদেশের শ্বেতপত্রেও সেই সেই অনুরূপ প্রস্তাব সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে সুতরাং তাঁহারা রিপোর্টের এই অংশে, দুইখানি শ্বেতপত্রের ভিতর কি কি আবশ্যক পার্থক্য আছে তাহা এবং কেবল ব্রহ্মদেশ সম্পর্কীয় কতকগুলি প্রশ্ন সংক্ষেপে আলোচনা করিবেন।

কেবল অতিরিক্ত একটি বিষয় ছাড়া, ভারতের গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের হাতে যে সকল বিভাগ রাখা হইবে, গভর্ণর বাহাদুরের হাতেও সেই গুলি রাখার প্রস্তাব করা হইতেছে। এই অতিরিক্ত বিষয়টি মুদ্রা সম্বন্ধীয় নীতি, মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রা প্রস্তুত করণ—সংযোজন করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে না এবং গভর্ণরের হাতে রাখা বিভাগসমূহের তালিকায় এই অতিরিক্ত বিষয়টি যোগ করিতে কমিটি সম্মত আছেন।

কমিটি এই প্রস্তাবে রাজি হইতেছেন যে গভর্ণর বাহাদুর তিনজন কাউন্সিলার ও একজন ফিনান্সিয়াল এ্যাডভাইসর নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু ফিনান্সিয়াল এ্যাডভাইসরের কর্ত্তব্য তাঁহার ভারতীয় প্রতিরূপের কর্ত্তব্য অপেক্ষা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া শ্বেতপত্রে গভর্ণর বাহাদুরকে তাঁহার একজন কাউন্সিলারের ভিতর হইতে ফিনান্সিয়াল এ্যাডভাইসর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দিবার যে প্রস্তাব আছে, কমিটি তাহা মানিয়া লইবেন না। হাতে রাখা বিভাগগুলির নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে এবং মন্ত্রীগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বিবেচনা করেন যে ফিনান্সিয়াল এ্যাডভাইসরের পদ স্বাধীনভাবের হওয়াই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ব্যবস্থাপক সভা

শ্বেতপত্রে দুইটি সভার প্রস্তাব করা হইয়াছে—প্রথমটি সেনেট। তাহাতে ৩৬টি মেম্বর থাকিবেন, তন্মধ্যে ১৮ জন নিম্ন সভা হইতে নির্ব্বাচিত এবং ১৮ জন বে-সরকারী ভদ্রলোকদিগের ভিতর হইতে গভর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। দ্বিতীয় সভাটি ১৩৩ জন মেম্বর লইয়া একটি প্রতিনিধি সভা। সেনেট কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বসিবে না, কিন্তু উহার মেম্বরগণের এক-চতুর্থাংশ দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিবেন। নিম্ন সভা পূর্ব্বেই ভঙ্গ করিয়া না দেওয়া হইলে, পাঁচ বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে।

ভারতসচিব কর্ত্তৃক ঐ দুই সভার গঠন ও ভোটাধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রস্তাব এই কমিটির নিকট পেশ করা হইয়াছে (১৯৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দের রেকর্ড, এ, আই, পৃষ্ঠা ১০), এবং নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন বাদে ঐগুলি সাধারণ ভাবে কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

কমিটি মনে করেন যে পর পর কতক সভা চালাইয়া যাইবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি পাইবার অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, এবং গভর্ণরের নিজ বিবেচনা মতে যদি পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া না দেওয়া হয় তবে সিনেট সাত বৎসর কাল স্থায়ী হইবে।

নিম্ন সভার গঠনে ভারতসচিবের প্রস্তাব ১১৯টি সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী থাকিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২৫টি সাম্প্রদায়িক হইবে ও উহাতে পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী থাকিবে। আর ১৪টি বাণিজ্য ও শ্রমিকদিগের প্রতিনিধিত্ব বিশেষ নির্ব্বাচকমণ্ডলী থাকিবে। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা আছে, এবং দুঃখের বিষয় জাতিগত বিরোধের জন্য উহার আবশ্যকতা রহিয়াছে। যে ৯টী সাধারণ আসন সাম্প্রদায়িক নহে তন্মধ্যে ৩টি স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু যে হেতু ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোকগণ পৃথক আসন চাহেন না বলিয়া বোধ হয়, সেহেতু কমিটি এই আসন কয়টি উঠাইয়া দিতে এবং উচ্চ সভার মোট সদস্য সংখ্যা কমাইয়া ১৩০ জন করিতে প্রস্তাব করিতে চাহেন।

নিম্ন সভার জন্য যে ভোটাধিকারের প্রস্তাব করা হইয়াছে কমিটি মোটামুটিভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে ভোটদাতাদিগের সংখ্যা ১,৯৫৬,০০০ পুরুষ ও ১২৪,০০০ স্ত্রীলোক স্থলে ২,৩০০,০০০ পুরুষ ও ৭০০,০০০ স্ত্রীলোক হইবে। অর্থাৎ মোট হিসাবে জন সংখ্যার শতকরা ১৬ জনের স্থলে শতকরা ২৬ জন হইবে। কমিটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা, পত্নীত্বের যোগ্যতা মূলে ভোটাধিকারের প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করিলেন। কারণ ইহাতে স্ত্রী ভোটারের সংখ্যা বাড়িয়া ৯,০০০,০০০ হইবে এবং তাহার ফলে শাসনসংক্রান্ত নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | কেশব গৌরাব্দ ৭৪৮, ২৫শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১১ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার | ২৩৪শ সংখ্যা

সামযিক প্রসঙ্গ

—:০:—

নিউ দিল্লীতে প্রচার

একমাত্র পরমার্থ-পথ-প্রদর্শক জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ২৯শে নভেম্বর নিউ দিল্লীস্থ 'রাজেন্দ্র ভবনে' সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া ও উপদেশ, ভুক্তি, মুক্তি ও ভক্তির তারতম্য, গৌরানুগত্য-স্বীকারেই জীবের মঙ্গলোদয় প্রভৃতি বিষয় বহুক্ষণ যাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। ডি, জি, পি, টি, অফিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত টি, এন্, চাটার্জ্জি, চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শী ও সত্যানুসন্ধিৎসু ডাক্তার জে, কে, সেন প্রমুখ বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিরস্তকুহক বাস্তব-সত্যের কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত ও আনন্দিত হন এবং এই সব মঙ্গলময়ী কথা শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই 'রাজেন্দ্র-ভবনে' ৩,৪ দিন অবস্থানকালে নিউ দিল্লীস্থ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ তথায় আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন।

শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচার-কেন্দ্র শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সান্ধ্য-নীরাজনের পর যথারীতি মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে। তৎপরে মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নিমাইচরণ ভক্তিলোচন "শ্রীচৈতন্যভাগবত" পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। স্থানীয় শ্রদ্ধালু ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ পাঠ ও সংকীর্ত্তনে যোগদান করত নিত্যসুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করিতেছেন।

তিনি বিগত ১লা ডিসেম্বর অপরাহ্নে কতিপয় বিশিষ্ট শ্রোতার নিকট "জন্মান্তর-রহস্য"-উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অণুচিৎ জীব, বিভুচিৎ ভগবানের তটস্থা শক্তি মাত্র। তন্নিবন্ধন জীবের চিদচিৎ জগতে ভ্রমণ করিবার যোগ্যতা আছে। মায়াধীশ বিভুচৈতন্য ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-ইচ্ছাময়। তাঁহার এই স্বতন্ত্রেচ্ছা নিত্যকাল অপরিমিতা, অপ্রতিহতা ও অবিরুদ্ধা। অণুচৈতন্য জীবে উক্ত স্বতন্ত্রতা অণুপরিমাণে অনুস্যূত আছে। অণুস্বতন্ত্রেচ্ছার অপব্যবহার ও সদ্ব্যবহারই জীবের বন্ধ-মোক্ষের হেতু। জড়ীয় মহাভূত-পঞ্চকের যথাবিধি সংমিশ্রণে বা জড়ীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ানুসারে চেতন বস্তুর উদ্ভব একান্ত অসম্ভব; জড় কখনও চেতনের জন্মদাতা নহে।

মাংসদৃক্ দেহধর্ম্মিগণ চার্ব্বাকের অনুগত। তাহারা পঞ্চভূতাত্মক নশ্বর দেহকে আত্মা বা জীব বলিয়া নির্ণয় করিবার পক্ষপাতী। কেহ কেহ প্রাণবায়ুকেই আত্মা বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। আবার বৌদ্ধগণের নিরীশ্বর নৈতিক গবেষণা উপরি-উক্ত চার্ব্বাকগণের ধারণা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বৌদ্ধমতে বুদ্ধিই আত্মা, কিন্তু সর্ব্ববিরোধ-ভঞ্জিনী শ্রুতিমাতা বলেন—আত্মা কিছু স্থূল বা লিঙ্গদেহ নহেন। পরন্তু জীবাত্মা স্থূল-সূক্ষ্ম দেহাদির ন্যায় অনিত্য বা জন্ম, মৃত্যু ও হ্রাস বা বৃদ্ধির কিঙ্কর নহেন। এতৎপ্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গীতোক্ত ভগবদ্বাণী আলোচ্য—

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং
নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং
যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ।"
(গীঃ ২।১২-১৩)

হে অর্জ্জুন! আমি পরমাত্মা। তুমি ও এই সমুদয় রাজন্যবর্গ জীবাত্মা। আমার এবং তোমাদের অস্তিত্ব ভূতকালে ছিল না বা এবম্বিধ অস্তিত্ব ভবিষ্যৎকালে থাকিবে না এমনও নহে। কারণ [illegible] তত্ত্ব আমি যেরূপ নিত্য, অন্যান্য অণুচেতন-সমূহও সেইরূপ নিত্য। স্থূল দেহে যেরূপ যথাক্রমে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রভৃতি অবস্থা লক্ষিত হয়, তদ্রূপ জীবের দেহান্তর-প্রাপ্তিও উহার একটী অবস্থা-বিশেষ। ধীর ব্যক্তি তাহাতে মোহিত হন না। ফলতঃ দেহান্তর-প্রাপ্তির নামই জন্মান্তর। অর্থাৎ কর্ম্মেচ্ছায় জীবাত্মা বাধ্য হইয়া জরাগ্রস্ত দেহকে পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্মদেহসহ কর্ম্ম-ফলানুসারে অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাই জন্মান্তর-রহস্য।

বিগত ২রা ডিসেম্বর একাদশী-বাসরে স্থানীয় এ্যাডভোকেট পি, সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি পান্তলু গারু সবান্ধবে শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠে আগমন করত শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নিমাইচরণ ভক্তিলোচন মহোদয়ের নিকট জগদ্‌গুরু গৌড়ীয়মঠাচার্য্য-প্রবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিশ্বব্যাপী অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ-লীলা শ্রবণ পূর্ব্বক বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। উক্ত সজ্জনবর বিবিধভাবে শ্রীমঠের সেবা করিতেছেন। সম্প্রতি উঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী মহোদয়া শ্রীবার্ষভানবীদেবীর প্রীতিসাধনোদ্দেশে সুবর্ণ-নির্ম্মিত "কর্ণাভরণদ্বয়" এবং ভোগরাগোপ-যোগী একটী "রজতপাত্র" প্রদান করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় ক্রমশঃ উঁহাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

পাটনা গৌড়ীয়মঠের প্রচার

পাটনার দৈনিকপত্র "ইণ্ডিয়ান নেশন"-এর গত ৫ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশ, পাটনা মিঠাপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর বাবু ষষ্ঠীদাস পালিত মহোদয়ের গৃহে গত রবিবার (২রা ডিসেম্বর) শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট নাগরিক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। বক্তৃতাটীতে যুগ-যুগান্তরের যন্ত্রণা-নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বিশেষরূপে বলা হইয়াছিল। উহা সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা চলিয়াছিল পাঠের আদি ও অন্তে সুমধুর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

উক্ত পত্রিকার ৬ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশ, উক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ শিবানন্দজী ৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে পাটনা গর্দ্দানিবাগস্থ সহকারী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বলরাম দাস ধাওয়ান মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায়ের শ্লোকসমূহ প্রাঞ্জল হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণবপ্রবর মহারাজ অম্বরীষের চরিত্র বর্ণন সুন্দররূপে করিয়াছেন। বক্তৃতা প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী হইয়াছিল। বক্তৃতার পর সুমধুর কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের পর সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ কেশব ৪৩৮ শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

অনুকূল ও প্রতিকূল

অনুকূল-বিষয়-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বিষয়-বর্জ্জন—শরণাগতির ছয়টি লক্ষণের মধ্যে এই দুইটী লক্ষণ। কৃষ্ণসেবার অনুকূল বলিলে কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুযায়ী বুঝায়। কৃষ্ণ ইচ্ছাময়; তাঁহার ইচ্ছানুসারে সমুদয় ঘটনা হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথাটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। জীবন-ধারণের চেষ্টা করা কৃষ্ণসেবার অনুকূল কিনা? কৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে আমি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। সুতরাং আমার পক্ষে জীবন-ধারণের চেষ্টা করা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুযায়ী এবং ভক্তির অনুকূল কার্য্য ইহা বলা যাইতে পারে কি না?

কৃষ্ণ আমাকে কেন মানুষ করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। কৃষ্ণের সেবাবিমুখ হওয়ায় আমাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই জগতে আসিতে হইয়াছে। এই কথিত ভালমন্দ কর্ম্মের দ্বারা উচ্চাবচ-যোনি-ভ্রমণ ও উচ্চাবচ-লোক-প্রাপ্তি ঘটে। এই সমুদয় বহির্ম্মুখ জন্মের মধ্যে মনুষ্যজন্মই ভগবৎ-সেবা লাভের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল। কৃষ্ণসেবা-বিমুখতাই আমার সর্ব্বপ্রকার অসুবিধার মূল কারণ। কৃষ্ণ-বিমুখতা আমার স্বীয় প্রকৃত স্বভাবেরও বিরুদ্ধাচরণ, সুতরাং উহা বস্তুতঃ নিজেকে নিজেই কষ্ট দেওয়া। কৃষ্ণ কৃপাময়। তিনি আমার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের উপরে হস্তক্ষেপ না করিয়া কৌশলে আমার দুর্ব্বুদ্ধি অপনোদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যবস্থা আর কিছুই নয়—আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আমাকে ভুলাইয়া তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত রাখেন। কৃষ্ণের এই অজ্ঞাতসেবা-দ্বারা ক্রমে আমার সুপ্ত কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি আমার অনিচ্ছাক্রমেও পুনরায় আমার স্বরূপে উদিত হইতে পারে। আমি পরম কারুণিক মঙ্গলময় কৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইবার পরেও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারি। এরূপ বিরুদ্ধাচরণের ইচ্ছাবিশিষ্ট হইয়া যে কামনা করা যায়, উহা ভক্তির প্রতিকূল। মানুষ হইয়াছি, জগতে মানুষের অনেক কর্ত্তব্য আছে। কৃষ্ণের ইচ্ছা অবগত হইয়া তাঁহার ইচ্ছার অনুকূলে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ আমার একমাত্র কর্ত্তব্য—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প শরণাগতির সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। কৃষ্ণের ইচ্ছা সাধুদিগের নিকট হইতে অবগত হইতে পারা যায়। সুতরাং কৃষ্ণের সেবার অনুকূল-বিষয়-গ্রহণ ও সাধুদিগের একান্ত অনুগত হইয়া চলা এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

সাধুর অনুগত হইয়া জীবনধারণের চেষ্টা করাই ভক্তির অনুকূল। সাধু যদি আমাকে জীবনধারণের চেষ্টা করিতে নিষেধ করেন, তাহা হইলে তদ্রূপ জীবনধারণের চেষ্টাও আমার পক্ষে ভক্তির প্রতিকূল। সেরূপ চেষ্টা করিতে হইবে না।

জীবনধারণের জন্য পর্য্যাপ্ত আহার-গ্রহণ আবশ্যক। কিন্তু ইহ জগতের চিকিৎসকের বিচারে যেরূপ আহার পর্য্যাপ্ত তাহা গ্রহণ করা ভক্তির অনুকূল নাও হইতে পারে। তদ্দ্বারা জীবনধারণও প্রকৃত সম্ভব কিনা, তাহাও অনিশ্চিত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানানুসারে উহা একপ্রকার নিশ্চিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইলেও চিকিৎসকের বিচারে একান্ত আবশ্যকীয় আহারের গ্রহণও যদি সাধু নিষেধ করেন, তাহা হইলে শ্রেয়ঃ-আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে নিশ্চয়ই উহা গ্রহণীয় নহে অর্থাৎ জাগতিক ভালমন্দ বিচার-দ্বারা ভক্তির অনুকূল জীবনলাভ হইতে পারে না। ঐরূপ আচরণকে শাস্ত্রকারগণ কল্প বলেন।

সাধুর সম্পূর্ণ আনুগত্য দ্বারাই ভক্তির অনুকূল-বিষয়গ্রহণ ও প্রতিকূল-বিষয় বর্জ্জন প্রকৃতই সম্ভব হইতে পারে। যদি সাধু চিনিতে ভুল হয়, তাহা হইলে অসাধুকে সাধু মনে করিয়া অসাধুর আনুগত্য দ্বারা অভক্তিই অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণের কৃপা দ্বারাই প্রকৃত সাধু চিনিতে পারা যায় সুতরাং আহার্য্য সম্বন্ধেও জাগতিক ভালমন্দ বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎপ্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহই একমাত্র উপায়, এইরূপ বিচার অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহার ভক্তি-অনুকূল জীবন-ধারণের জন্য সাধুর নিবেদিত স্বপ্রসাদ 'অন্ন' পাঠাইয়া দেন। সাধুর আনুগত্যে জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্ময় কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন-গ্রহণই ভক্তির অনুকূল জীবনধারণের মুখ্য উপায়।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ মূল, অন্বয়, অনুবাদ, চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী, টীকা শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের তাৎপর্য্য এবং শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর কৃত তথ্য ও বিবৃতিসহ ৮ম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৯মখণ্ড ছাপা হইতেছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই সম্পূর্ণ গ্রন্থ ছাপা শেষ হইবে।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৩৬)

১লা নভেম্বর অপরাহ্ণ

অদ্য সন্ধ্যার পর কলিকাতা হইতে তথাকার সুপ্রসিদ্ধ মেসার্স ও, এন্, মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে মধুরা "গঙ্গাভবনে" আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তখন সমবেত বহু ভক্তগণ-সমক্ষে হরিকথা-মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত করিতেছিলেন; ভক্তগণও শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া কর্ণদ্বারে সেই হরিকথামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছিলেন।

অদ্য প্রথমেই শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

'আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং
শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥'

শ্রীগৌরসুন্দর অমন কার্য্য করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। যে সব কথা বলা হইতেছে, সমস্তই গুরুপারম্পর্য্যে বলা হইতেছে। গুরুপারম্পর্য্য যে বস্তু বলিয়াছেন, তাহাতে হরিই পর-তত্ত্ব। সেই হরি নির্ব্বিশেষ বস্তু নহেন, তিনি জ্ঞেয় বস্তু। স্বরূপে অবস্থিত হইলে তাঁহাকে জানা যায়। বিকৃত-চেতনের ধর্ম্মে অবস্থিত থাকাকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে জানা যাইবে না। চেতনের ধর্ম্ম বিকৃত না হইয়া যদি ঠিক স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে জানিতে পারা যায়।

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। কেহ কেহ তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শক্তির ধারণাটা অন্য রকম। তাঁহারা বলেন যে, শক্তি কেবল মাত্র এই জগতেই আছে। তাঁহাদের বিচারে মনুষ্য-জ্ঞানের অতীত আর কোন শক্তি নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণের বিচারে ভগবান্ নিঃশক্তিক। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদ পরিহার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়, এ-কথাটা ঐ ব্রহ্মবাদীরা জানে না। শ্রীগৌর-সুন্দর বলিয়াছেন যে, বেদশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়—শ্রীহরি সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার শক্তি নিত্য, তিনি পূর্ণজ্ঞানময় ও আনন্দময়। এখানে অভাব ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার আমরা অনুভব করিয়া থাকি এবং কেহ কেহ হয়ত বলিয়া থাকি, শক্তি যদি তাঁহার থাকিত, তবে তিনি আমাদের এত কষ্ট দিবেন কেন?

শ্রীহরি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তিনি পূর্ণ রসময়। Personality of Godhead (পুরুষোত্তমবাদই) বেদের প্রতিপাদ্য। মনুষ্য যখন তাহার মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশু হইয়া যায়, তখন তিনি তাহাকে এই সংসার-কারাগারে পাঠাইয়া দেন। নির্ব্বিশেষ-বাদীদের বিচারে ভগবানের শরীর নাই, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই। "তদ্ভিন্নাংশ" অর্থাৎ তাঁহারই বিভিন্নাংশ বলিতে শক্তি-জাতীয় জীবসকল। জীবের মধ্যে আবার বদ্ধ ও মুক্তভেদে দুইটা অবস্থা। মুক্তজীব-সকল নিত্যসিদ্ধ, শ্রীভগবানের নিত্যকাল সেবা করা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কোন কার্য্য নাই। বদ্ধজীবসকল নিজ নিজ ইন্দ্রিয়চরিতার্থরূপ ভোগে নিযুক্ত হওয়ায় তত্তৎ ফলে আবদ্ধ।

জগৎটা ভোক্তৃভোগ্য-স্বরূপে পৃথগ্‌ভাবাপন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতভাব-গ্রহণের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হইতে পারিলে মুক্ত হইয়া যায়। মুক্ত-অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রবাহ আছে। "তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ" অর্থাৎ ভগবদ্ভাব-প্রাপ্তিতে মুক্তি হয়, নচেৎ এই জড়রসে আবদ্ধ হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশে এই কথাটি বেশ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে;—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবিষয় সমূহকেই বহুমানন করে, তাহারা সেই সকল বিষয়ে আসক্ত হইয়া স্বার্থের একমাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘরজ্জুতে ব্রাহ্মণাদিরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

ভগবানের সেবা করিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, নচেৎ জড়রসে যদি ডুবিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বাধীনতা হারাইতে হয়। এই জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকিয়া যে বিচ্ছেদ বা বিয়োগ ঘটে তাহা দুঃখকর। কিন্তু ভগবানের বিচ্ছেদটা যাহাকে দার্শনিক ভাষায় বিপ্রলম্ভ বলা যায় তাহা সুখকর। "ভেদাভেদ-প্রকাশম্", ভেদপ্রকাশে যাহারা

বিমুখ অর্থাৎ আমি সকল বুঝিয়া লইব বিচার যাঁহাদের, তাঁহারা বঞ্চিত। অভেদ বুদ্ধিতে তিনিই সব। যোগিসকল এখন বিযুক্ত আছেন মনে করিয়া পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভেদ প্রকাশে জগৎ হইয়াছে এবং অভেদ-প্রকাশে গোলোক বৈকুণ্ঠ হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ এ রকম বর্ণের জড় বস্তু নয়। অভেদ-প্রকাশ বলিতে চিন্ময় জগৎ বুঝায়।

সাধন—শুদ্ধভক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে ভজন। মিশ্রভাবে ভজনটা শুদ্ধভক্তি হইতে পৃথক্। সাধনের ভিতর সাধনাধম, সাধন মধ্যম ও সাধনোত্তম বিচার আছে। ভজনকে সাধনোত্তম বলা হইয়াছে। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, সাধন করিয়া পাইব কি? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, সাধনদ্বারা ভগবান্ যদি সন্তুষ্ট হয়েন, তবে সবই পাওয়া গেল। বিষয়টা যদি কৃষ্ণ হইয়া যান, তবে পূর্ণ-চেতন, পূর্ণ-আনন্দের মধ্যে আসিয়া পড়িব।

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তা'রে ক'রে পার॥

আমরা যদি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, তবে বুঝিতে পারিব যে মনুষ্যজাতি অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া আছে। এই সকল অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কতপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও সুবিধা হইতেছে না সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। কিন্তু যদি একবার কৃষ্ণোন্মুখতা হয়, তবেই সব সুবিধা হইয়া যায়।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

—ভাঃ ৩।২৫।২৫

অর্থাৎ সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে-সকল শুদ্ধ-হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে। এই সুযোগটা না হইলে মানুষ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইয়া অন্যাভিলাষী হইয়া যায়।

যে-সমস্ত মানুষ হরিকথা শ্রবণ করিবে না, তাহাদের জন্য এই সংসার সৃষ্টি হইয়াছে সেই সব লোক এই সংসারে গতাগতি করিতে থাকিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের "অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা" শ্লোকে এই কথাই স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। বিষয়-কথা শ্রবণে আমাদের অত্যাগ্রহ আছে, কিন্তু হরিকথায় প্রবৃত্তি নাই। শ্রীনাম-ভজনের প্রথম অঙ্গ শ্রবণ, তারপর কীর্ত্তন, তারপর স্মরণ। শিক্ষাষ্টকের "নাম্নামকারি বহুধা" শ্লোকে তাই খেদ করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন, সমস্ত কাগে আমার খুব উৎসাহ কিন্তু বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে আমার আদৌ রুচি হইল না।

প্রঃ। সাকার, নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ ইহাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উঃ। কৃষ্ণের উপাসনা যদি বড় হয়, তবে রামোপাসনা, সাকার-নিরাকার উপাসনা তাহার অন্তর্গত হইয়া পড়ে। সাকার উপাসনার অন্তর্গত গণেশ, দুর্গা প্রভৃতির উপাসনা বা পঞ্চোপাসনা। নিরাকার উপাসনায় বস্তুর কোন আকার নাই। কিন্তু ভগবানের উপাসনাটা ঠিক ঐ রকম সাকার বা নিরাকার উপাসনা নহে। ভগবানের স্বরূপ কি রকম, সেটা তিনি আমাদিগকে জানিয়ে দেন।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥"

শ্রীভগবানের কৃপাতেই সেই তত্ত্বটি জানিতে পারা যায়; নচেৎ মানুষের বিচারে সাকার-নিরাকারের কোনটাই তিনি নন্।

শ্রীরামচন্দ্রে সমস্ত জাগতিক নীতি পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ঐসকল জাগতিক নীতির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের বাহ্যিক দিকটা বাস্তব কৃষ্ণকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি দুইটা বিভাগে এইরূপ ভাগ করিয়াছি। (১) নাস্তিক-সম্প্রদায় (২) আস্তিক-সম্প্রদায়।

(১) নাস্তিক বিভাগে—(ক) নাস্তিক্যবাদ, (খ) সগুণবাদ (জড়াকারবাদ) (গ) নির্গুণবাদ (নিরাকারবাদ), (ঘ) ব্রহ্মবাদ।

(২) আস্তিক বিভাগে—(ক) বাসুদেব, (খ) রামসীতা, (গ) লক্ষ্মীনারায়ণ ও (ঘ) রামকৃষ্ণ।

জেলা জজ ও গৌড়ীয় মঠের প্রচারক

—:০:—

বৈষ্ণব-দর্শনে জজ বাহাদুরের প্রীতি

['পাঞ্চজন্য' (১৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার ২রা ডিসেম্বর) হইতে উদ্ধৃত]

গত ৩০শে নবেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ চট্টগ্রামের ডিঃ জজ মিঃ সিম্‌সন মহোদয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাসভবনে উপনীত হন। স্বামীজী মহোদয়ের আগমন-সংবাদে জজ সাহেব বাহাদুর অভ্যর্থনা সহকারে স্বামীজী মহোদয়কে ভিতরের উপবেশনকক্ষে লইয়া যান। তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বার্ত্তা-শ্রবণের জন্য আহূত ডিরেক্টার অব্ পাবলিক্ ইনষ্ট্রাকসন মিঃ বটম্‌লি, বর্ম্মা অয়েল কোংর ম্যানেজার মিঃ ক্রস্‌ফিল্ড, এ, বি, রেলের ডেপুটী এজেণ্ট মিঃ নোলেন এবং এসিষ্টেণ্ট সেসন জজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী রায় প্রভৃতি কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত জজ সাহেব বাহাদুর স্বামীজী মহোদয়ের পরিচয় করাইয়া দেন।

স্বামীজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দিলে জজ সাহেব শাঙ্কর-দর্শন ও বৈষ্ণবদর্শনের পার্থক্য কি, তাহা জানিতে চাহেন। স্বামীজী মহারাজ কেবলাদ্বৈতবাদের চিন্তাস্রোতার ত্রুটি, জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতার দোষ প্রভৃতি শঙ্করোদিত দর্শনের অসম্পূর্ণতার কথা এবং চৈতন্য-চরণ-চারণ গোস্বামিগণের প্রবর্ত্তিত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের সমীচীনতা ও মাধুর্য্যময় জীব-কল্যাণ-নিলয়তা বিশদভাবে দুই ঘণ্টাকাল বুঝাইয়া দিলে পণ্ডিতপ্রবর ডিঃ জজ মিঃ সিম্‌সন নিজ সত্যাগ্রাহিতা-গুণে স্বামীজী মহারাজের কথিত বৈষ্ণব-দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া বৈষ্ণব-দর্শন-পাঠে লুব্ধ হন এবং স্বামীজী মহারাজের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তাঁহার আগামী অবকাশকালে বৈষ্ণবদর্শনের অনুশীলন করিবেন। ডিরেক্টার অব্ পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্‌সন মিঃ বটম্‌লি ও মিঃ সিমসনের বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে বহু প্রকার প্রশ্ন সহকারে শ্রবণের আগ্রহ দেখিয়া স্বামীজী মহোদয় পরমানন্দিত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের মনীষিগণের বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে শ্রবণ-পিপাসা প্রচারকগণের নিকট বিশেষ আনন্দের বিষয়। স্থানীয় কৃতবিদ্য ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র রায় মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া বহুপ্রকারে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে চেষ্টা করিতেছেন। তিনিও আহূত হইয়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বৈষ্ণব-দর্শনে এইরূপে আকৃষ্ট হইতেছেন দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইয়াছেন।

ধরায় গৌরবাণী

(২)

সত্য পাসরিয়া যবে
অসত্যে মজিল ধরা;
দিগ্ দিগন্তর ব্যাপি'
উঠে এক মহাসাড়া॥ ১২।

পাপাচারে পূর্ণ হ'ল,
যবে এই বিশ্বখানি;
অসুরের অত্যাচারে
লুপ্ত হ'লো গৌরবাণী॥ ১৩॥

হেনকালে ভাগ্যরবি,
জীবের কল্যাণ তরে;
অন্ধকার নাশিবারে
উদিলেন ধরা 'পরে॥ ১৪॥

সেই ত মোদের গুরু
পতিতপাবন হরি,
মানবের রূপ ধরি'
অবতীর্ণ নন্দাপুরী॥ ১৫॥

নামের তরণী বাঁধি'
রহিলেন ধরোপরি;
অনাথ পথিক জনে
ডাকেন করুণা করি'॥ ১৬॥

হরিনামামৃতদানে
তাপিতত্র বসুন্ধরা;
শীতল করিলা প্রভু
বরষি' নামের ধারা॥ ১৭॥

নামের মহিমা-বলে
বিনাশি' অসুরগণে;
কৃষ্ণনামপ্রেম-ধনে,
তুষিলেন নিজজনে॥ ১৮॥

মায়ার কবলে পড়ি'
ছিল যত পাপিগণ;
মৃতসঞ্জীবনী পেয়ে
লভিল নবজীবন॥ ১৯॥

দেশকাল-পাত্রাপাত্র,
বিচার না করি' এবে;
বিতরিলা হরিনাম,
মায়াহত কলিজীবে॥ ২০॥

দেশ-দেশান্তর হ'তে,
শ্রান্ত পথিক যত,
কৃষ্ণনাম আস্বাদনে,
আসিলেন শতশত॥ ২১॥

চিরতরে সুপ্ত ছিল,
সুদূর পাশ্চাত্যবাসী,
শ্রীনামের মহিমায়
জাগিল হৃদয়শশী॥ ২২॥

তাদের নামের বানে,
সমগ্র জগৎখান;
পাপী তাপী সুস্থ হ'ল
পেয়ে নামচিন্তামণি॥ ২৩॥

দেব! শ্রান্ত পথিক এ জন,
পড়িয়া রহিল ভবে,
কহ মোরে কৃপা করি'
কি গতি হইবে এবে॥ ২৪॥

জন্মাবধি পথভ্রান্ত
রয়েছি মায়ার ঘরে;
অহৈতুকী কৃপা ক'রে
তার প্রভু এ দাসেরে॥ ২৫॥

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যদেব শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত-ভজনস্থলী। এই মঠাভ্যন্তরে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীর কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনস্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার বাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিতুহিন।

(১১) তেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কৃষ্ণকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩ ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবান্‌দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম-এ।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং করিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ।

(৩৪) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৫) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখশাহী, পোঃ ভাডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক— শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৬) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৩৮) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ।

(৩৯) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মান্দ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তি-বিকাশ।

৪০) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোষ্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪১) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪২) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৩) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী সেবা-সুহৃৎ।

(৪৪) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর।

(৪৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৬) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 291.

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্‌শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভাক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও প্রামাণ্য গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থ-কর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবৃহত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সান্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইন্‌জেকসন্‌ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷০
কাটারিভোগ	৫৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাঝা বাঁকতুলসী (সরেস	৪৸৵০
বালাম	৫৷০
কলম	৪৷০
সিতাশাল (এক)	৫৲

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫৷০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪৷০—৪৷৵০
আটা 'বি'	৪৷৵০—৪৸০
২নং আটা	৪৵০—৪৷০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪৷০
আটা ৩নং	৩৵০—৩৷০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তসুধাচম্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	• ৫-৫০,	• ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	• ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	• ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	• ১১-৩৬	১৫-৩০ +	• ১৮-৩৬ •	২১-৫০
কালকাতা	পৌঃ	৯-২১	১২-৫১	১৭-২০	২০-০	২৩-৪০

• চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইতে আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-৭, ৯-৪৬, ১৬-৩৯, ১৮-৩১ এবং ৭-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৮ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

শ্রীকার্য্যালয়—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ চারি
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র.

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪১. ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মুসলমান ও খৃষ্টানদের সঙ্ঘর্ষ

নাগেরকয়েলের (মাদ্রাজ) সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী কাদিয়াপট্টনম নামক এক গ্রামে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে ৪ জন খৃষ্টান আহত হইয়াছে। ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ মুসলমানদের এক মসজিদের সম্মুখ দিয়া সঙ্গীতসহ এক মিছিল লইয়া যাওয়ায় এই গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানি

৮ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে 'নরকুণ্ডা' নামক জাহাজযোগে বোম্বাই হইতে ৬১৭২৩৭৩ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ইউরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হইয়াছে। গ্রেটবৃটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর হইতে বোম্বাই হইতে মোট ২০৬৮০৭৯২৪৫৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে গিয়াছে।

শ্রমিক ধর্ম্মঘট

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, জি আই পি রেলওয়ের ওয়াদি বন্দরস্থিত মালগুদামের পাঁচশত শ্রমিকে ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ঠিকাদারেরা তাহাদিগকে যে হারে পারিশ্রমিক দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তদপেক্ষা কম পারিশ্রমিক দেওয়ার দাবি এই ধর্ম্মঘটের সূত্রপাত হইয়াছে। রেলওয়ে ও সিটি পুলিশ ধর্ম্মঘটী-অধ্যুষিত অঞ্চল পাহারা দিতেছে।

লোমহর্ষণ কাণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, পশ্চিম ঝুনের সিবলী গ্রামে একজন অজ্ঞাত লোক কর্তৃক একটা গুর্খাপরিবারের পিতামাতা নিহত হইয়াছে এবং সন্তানগণ গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণ এই যে, যখন বাড়ীর সকলে নিদ্রা যাইতেছে, তখন চীৎকার শুনিয়া একটী ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকা জাগরিত হয়। বালিকাটি ভীতিবিহ্বলা হইয়া এই নৃশংস ঘটনা দেখিতেছিল, মাতাপিতার গলা প্রায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

মিলে দুর্ঘটনা

গত ২৮শে নবেম্বর 'হাওড়া জুট মিলের' ২নং মিলে একজন সর্দ্দার কাজ করিবার সময় হঠাৎ তাহার ডান হাতের একটি আঙ্গুল মিলের চাকার মধ্যে চলিয়া যায়। ফলে তাহার ঐ আঙ্গুলটি সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া যায় ও আরও তিনটি আঙ্গুল এমন ভীষণভাবে চাপিয়া যায় যে, ডাক্তারেরা সে তিনটীও কাটিয়া বাদ দিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে বেচারার ডান হাতে বুড়া আঙ্গুলটী ছাড়া আর কোন আঙ্গুলই নাই। সে এখন হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের 'আউট ডোরপেসেণ্ট'।

রামনাদ জেলায় দাঙ্গা

মাদ্রাজের রামনাদ জেলার অন্তর্গত সাতুর থানার তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মাতুপট্টি গ্রামে মারাভার ও নাইকারদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে, একজন মারাভা নিহত ও আর তিন জন আহত হইয়াছে। নাইকারদের এক পতিত জায়গায় জনৈক বালক কর্ত্তৃক ভেড়া চরান ব্যাপার লইয়া এই বিরোধের সৃষ্টি হয়।

কিষণগঞ্জ মেল লাইনচ্যুত

গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলের ৫২নং ডাউন কিষণগঞ্জ মেল ট্রেণখানি পাঞ্জিপাড়ার নিকটে এবং অপর ছইটী স্থানে লাইনচ্যুত হইয়াছিল। ইহার ফলে কলিকাতা গামী ডাকগাড়ীর যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া যায় এই ট্রেণখানি শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের ডাউন দার্জ্জিলিং মেল ধরিতে অসমর্থ হয়। ফলে কলিকাতাগামী মেল ও যাত্রিগণ শিলিগুড়িতে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হন।

আকস্মিক বিপত্তি

অধীর জানা নামক জনৈক লোক হাওড়ার শ্যামপুর থানার এলাকায় বাস করে। তাহাকে বন্দুকের গুলীতে আহতাবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে, অধীর জানা যখন ধানক্ষেতে কাজ করিতেছিল, সেই সময় বন্দুকের ছর্‌রার আঘাতে নাকি সে আহত হয়। আরও প্রকাশ যে ঐ সময় উক্ত অঞ্চলের জনৈক মুসলমান উক্ত ধানক্ষেতের নিকট পাখী শিকার করিতেছিল। স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

নরহত্যার অভিযোগে ফাঁসি ও দ্বীপান্তর

যশোহরের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ কে সি দাশগুপ্ত আই-সি-এস জুরীদের সহিত একমত হইয়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ধারার সহিত পঠিত ৩০২ ধারানুসারে গোবিন্দপদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং মধুসূদন রায়, বলরাম মণ্ডল, অতুল দালাল, যোগেন্দ্র মণ্ডলের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন ও ইমান্‌আলীকে খালাস দিয়াছেন।

গত ৬ই এপ্রিল মণিরামপুর থানায় নীরোদমোহন রায়কে খুন করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আসামীদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল অভিযোগের বিবরণ এই যে, মৃত ব্যক্তির সহিত আসামীদের শত্রুতা ও বিরোধ ছিল।

সামান্য ঘটনার শোচনীয় পরিণাম

করাচী হইতে প্রকাশ, দাদু জিলায় গরিলা গ্রামে একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, প্রকাশ যে সেখানে প্রথমে ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে কলহ আরম্ভ হয় এবং কিছুক্ষণ পরেই উহাদের বয়স্ক অভিভাবকগণ উহাতে যোগদান করিয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রীতিমত দাঙ্গা আরম্ভ করে।

ফলে, ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয় এবং সাতজন আহত হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সস্ত্রীক বিদ্রোহীনেতা নিহত

রেঙ্গুণের বিদ্রোহী নেতা লা ইয়ং ও তাঁহার পত্নী প্রোমজেলার পুলিশদলের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। লা ইয়ং ও তাঁহার পত্নী ভিক্ষুর বেশে একটা বিহারে বাস করিতেছেন বলিয়া পুলিশ দেখিতে পায়। তখন তাহারা তাঁহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলে, কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া পাল্টা গুলী চালনা করেন, উহার ফলে একজন বর্ম্মীয় গ্রামবাসী আহত হয়। তৎপর পুলিশ গুলী চালাইয়া স্বামী স্ত্রীকে নিহত করে ও বন্দুকটি হস্তগত করে। এই বিদ্রোহী নেতার গ্রেপ্তারের জন্য বহু টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৬শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪১

ডাকাতির ন্যায় নারী-হরণ ও নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারসংক্রান্ত অপরাধও বাঙ্গলাদেশে খুব বাড়িয়া গিয়াছে, দেশবাসীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এবিষয়ে বহু আবেদন নিবেদন করিয়াছেন। এই অপরাধ দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কি বিধান করিতেছেন তাহা দেশবাসী জানিতে চাহেন। নারীহরণসংক্রান্ত প্রাণিকর অপরাধ দমনের একটি প্রধান উপায়, বিচারে অপরাধীদের প্রতি কঠোরতম দণ্ড প্রদান। সুখের বিষয় আজকাল কোন কোন বিচারক এই পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। সেদিন উলুবাড়িয়া নারীহরণের মামলায় হাওড়ার সেসন জজ মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মোদক যে রায় দিয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, বীরভূম কালিদাসী হরণের মামলাতেও বীরভূমের সেসন জজ আসামী মহম্মদ হোসেনকে দশ বৎসর এবং তাহার সহকারী ও কারপরদাজ ভুজু খাঁকে আট বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী মহম্মদ হোসেন খাঁনপুরের জমিদার। তাহার পক্ষের উকীল আদালতে বলিয়াছেন যে, আসামী ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক অতএব তাহার প্রতি দণ্ড দানকালে দয়া করা উচিত। কিন্তু সেসন জজ বলিয়াছেন, ঠিক ঐ কারণেই আসামীকে আরও কঠোর দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য; কেননা অশিক্ষিত, দরিদ্র, অজ্ঞ, গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা তুলনায় তাহার দায়িত্ব এবং অপরাধের গুরুত্ব বেশী। আমরা সেসন জজের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সমর্থন করি। অন্যান্য বিচারকগণও যদি নারীহরণের মামলায় দণ্ডদানকালে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন তবে নারীহরণের পাপ হয় ত' অনেক কমিয়া যাইবে।

শুনা যায়, প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হিসাবে বাঙ্গলা দেশের পক্ষ হইতে স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল ও স্যার বদরিদাস গোয়েঙ্কা মনোনীত হইয়াছেন তাহারা উভয়েই বাঙ্গলাদেশে ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত আছেন এবং তাঁহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও কিছু নাই। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কতটা আছে এবং জিলার স্বার্থের সঙ্গে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধ রহিয়াছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা দরকার। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটি কৃষিঋণ বিভাগও খোলা হইবে। বাঙ্গলাদেশে কৃষিঋণ সমস্যা যে প্রকার জটিল, তাহাতে এই সম্পর্কে বাঙ্গলাদেশ যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে উপযুক্তমত সাহায্য পায় তজ্জন্য বোর্ডে একজন বাঙ্গালী ডিরেক্টার রাখা অত্যাবশ্যক বলিয়া আমাদের মনে হয়।

গত নবেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশে মোট ৩২টি ডাকাতি হইয়াছে, তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলাতেই ডাকাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশে ডাকাতির সংখ্যা এইভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। যতদূর দেখা যায়, সহর অপেক্ষা গ্রাম অঞ্চলেই বেশী ডাকাতি হইতেছে। কারণ গ্রামের লোকেরা অধিকতর অসহায়। আত্মরক্ষার কোন উপায়ও তাহাদের নাই। লোকে যদি ধনপ্রাণ লইয়া নিরাপদে গ্রামে বাস না করিতে পারে, তবে শীঘ্রই গ্রামগুলি শ্মশানে পরিণত হইবে। শান্তিরক্ষকগণের দৃষ্টি আমরা বিশেষভাবে এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

কলিকাতায় মৃত্যু-সংখ্যা

গত ২৭শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় মৃত্যু সংখ্যার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য সপ্তাহে সহর ও সহরতলীর মোট মৃত্যু সংখ্যা ৬৬৭; গত দুই সপ্তাহে ছিল ৬৪৩ ও ৬৩৯। গত বৎসর এই সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ২৯টী বেশী। আলোচ্য সপ্তাহে মোট মৃত্যু সংখ্যা ৫১২, গত দুই সপ্তাহে ছিল ৫৩৩ ও ৫২৮। তন্মধ্যে কলেরায় ৮, গত দুই সপ্তাহে ছিল ৩ ও ৫। আলোচ্য সপ্তাহে বসন্তে কাহারও মৃত্যু হয় নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জায় মৃত্যু ১৩। গত সপ্তাহে ছিল ১০। জ্বর ও পেটের পীড়ায়, মৃত্যু যথাক্রমে ৪৩ ও ৫৮, গত সপ্তাহে ছিল যথাক্রমে ৫৫ ও ৬২।

শ্বাসযন্ত্রের রোগে মৃত্যু ৯৪। গত সপ্তাহে ছিল ১০১। যক্ষ্মারোগে মৃত্যু ৪১, গত সপ্তাহে ছিল ৩১।

এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ১০০।

সহরতলী

আলোচ্য সপ্তাহে মোট মৃত্যু সংখ্যা ১২৫ গত দুই সপ্তাহে ছিল ১১০ ও ১১১; তন্মধ্যে কলেরায় ২, বসন্তে নাই, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১, জ্বরে ২০, পেটের পীড়ায় ১৩, শ্বাসযন্ত্রের রোগে ৩৭। ভিন্ন স্থান হইতে আগত মৃত্যুর সংখ্যা ও যক্ষ্মারোগে মৃত্যু ১১, গত সপ্তাহে ছিল ১১।

এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ৯৮।

গৃহপতনে অপমৃত্যু

৭ই ডিসেম্বর অমৃতসর সহরে গৃহপতনে ৪ বৎসর বয়স্ক একজন মুসলমান যুবকের মৃত্যু হইয়াছে এবং স্বেচ্ছাসেবক ও মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারীগণ ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া চারিজনকে উদ্ধার করিয়াছে।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের সারাংশ

বিশেষ বিশেষ বিষয়

(৯)

শাসন সংস্কার হইতে পরিত্যক্ত এবং আংশিকভাবে পরিত্যক্ত এলাকাসম্বন্ধে কমিটির মত এই যে ব্রহ্মদেশে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যে প্রভেদ করা হইয়াছে তাহা অনেকাংশে খামখেয়ালিভাবে করা হইয়াছে এবং তাহারা বিবেচনা করেন যে ব্রহ্মদেশের গভর্ণমেণ্টের এই বিষয় নূতন করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন এবং যে যে এলাকা আংশিকভাবে পরিত্যক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহার কোনটি, বিশেষতঃ শালউইন জেলা, প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত বলিয়া গণ্য হইবে কি না, তাহা নির্ণয় করিবেন।

শ্বেতপত্রে পাবলিক সার্ভিস ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা প্রায় ভারতের অনুরূপই। তবে অতিরিক্ত এই সুপারিশ করা হইয়াছে যে, নিখিল ভারতের ও কেন্দ্রীয় সার্ভিসের যে সকল কর্ম্মচারী এক্ষণে ব্রহ্মদেশে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। কমিটী এই সকল সুপারিশ সমর্থন করেন। ব্রহ্ম সীমান্ত প্রদেশের সার্ভিস সম্পূর্ণরূপে গভর্ণরের বিবেচনাধীনে তাঁহার কর্তৃত্বে থাকিবার প্রস্তাবটিও তাঁহারা অনুমোদন করিয়াছেন। ভারতের ন্যায় রেলওয়ে চাকুরীতেও, নূতন ভারতীয় রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অনুরূপ যে ষ্ট্যাটুটারী রেলওয়ে বোর্ড ব্রহ্মদেশে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই বোর্ড কর্ত্তৃক লোক নিযুক্ত করা হইবে, এবং কমিটি মনে করেন যে ভারতসচিব কর্ত্তৃক নৌবিভাগ সার্ভিসে সাময়িকভাবে কয়েকজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক হইবে।

কমিটি মনে করেন যে এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের শিক্ষা ও চাকুরীতে নিয়োগ গভর্ণরের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক এবং রেলওয়ে, কাষ্টম, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে এই সম্প্রদায়ের জন্য শত করা কি হারে চাকুরী রিজার্ভ করিয়া রাখা সঙ্গত তদ্বিষয়ে নিয়ম করাও সঙ্গত।

ব্রহ্মদেশে একটি রেলওয়ে বোর্ড স্থাপনের জন্য সেক্রেটারী অফ ষ্টেটের স্মারকলিপিতে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে কমিটি সম্মতি দিয়াছেন, তবে ফিনান্স্যাল এডভাইসারকে বোর্ডের সভ্য না করিবার জন্য বলিয়াছেন। বোর্ডের সভ্যপদের পক্ষে যে সকল অযোগ্যতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন কোন প্রস্তাব করিয়াছেন।

সেক্রেটারী অফ ষ্টেট সম্বন্ধে কমিটি মনে করেন যে ভারত ও ব্রহ্মদেশের জন্য পৃথক পৃথক দপ্তর থাকিবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা ইহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন যে উভয় দপ্তরের ভারই একজন মন্ত্রীর হস্তে থাকে।

ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে আর্থিক দেনা ও পাওনার বণ্টনের জন্য কমিটী মনে করেন যে বণ্টনের নীতি সমূহ কোন নিরপেক্ষ ট্রাইবুনাল বা আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হওয়া সঙ্গত এবং উহার রোয়েদাদকে শাসনতন্ত্র বিষয়ক আইনে লিপিবদ্ধ করা হইবে। তাঁহাদের মতে এইরূপ ট্রাইবুনাল যত শীঘ্র সম্ভব নিযুক্ত হওয়া উচিত।

বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রকারের বৈষম্য

এই বিষয়টি ব্রহ্মদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে স্থির কারবার ব্যাপার। এই সম্বন্ধে কমিটি ভারত ও যুক্তরাজ্য সম্পর্কে যে প্রস্তাবসমূহ করিয়াছেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করেন।

ব্রহ্মদেশে ও ভারতের সম্বন্ধ বিষয়ে কমিটির মত এই যে ভারতবর্ষে যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ প্রজাদিগকে যে পরিমাণ সংরক্ষণনীতির আশ্রয় দেওয়া হয় ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দিগকে সাধারণতঃ সেই পরিমাণ আশ্রয় দেওয়া সঙ্গত হইবে কিন্তু তাহারা মনে করেন যে ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করা জিনিষের সম্পর্কে যাহাতে কোন দণ্ডমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয় সে বিষয়ে গভর্ণর বাহাদুরের উপর যে অতিরিক্ত বিশেষ দায়িত্ব চাপান হইবে তাহা পারস্পরিক হইবে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানী করা জিনিষ সম্পর্কেও ভারতে গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের উপর অনুরূপ দায়িত্ব চাপান থাকা উচিত।

ভারতীয় শ্রমিকের ব্রহ্মদেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে যাহাতে ব্রহ্মদেশের ব্যবস্থাপক সভা সমর্থ হয়, তজ্জন্য বিশেষ বিধান করা কর্ত্তব্য বলিয়া কমিটি মনে করেন। কিন্তু এইরূপ আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে গভর্ণর বাহাদুরের মঞ্জুরী আবশ্যক হইবে। যুক্তরাজ্যের এবং ভারতীয় ডাক্তারী উপাধিধারীদের অবস্থা সংরক্ষণ করিবার জন্য বন্দোবস্ত করাও আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে আরও ভাল বুঝিয়া ভবিষ্যতে না হওয়া পর্য্যন্ত কমিটী কোন নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব করিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | ২১ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৬শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১২ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ | বুধবার | ১৬৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বরমীবাজার নামক স্থানে শ্রীশ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী মহারাজ উক্ত বাজারস্থ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর সাহা মহাশয়ের গদিতে ক্রমাগত কয়েকদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন।

———

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ স্বামীজী মহারাজ উক্ত গোপেশ্বর বাবুর বাসায় শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন এবং তৎপর-দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠকালে স্বামীজী বাস্তববস্তু ভগবানকে জানিবার উপায়, সুদর্শন ও কুদর্শন, সংসারনিবৃত্তির উপায় প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ উক্ত গোপেশ্বর বাবুর বাসায় স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠে অর্থ ও পরমার্থ, কাম ও প্রেমের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃত সুখলাভের উপায়, শ্রীবিগ্রহের নিত্যত্ব, মায়া ও কৃষ্ণ প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হয়।

———

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ ২রা ডিসেম্বর রবিবার হরিবাসর-দিবসে স্বামীজী মহারাজ উক্ত গোপেশ্বর বাবুর বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং হরিবাসর অর্থাৎ একাদশী-তিথি পালন করা যে সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী মহারাজের পাঠ শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ গৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন।

———

গত ৯ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বধামগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বিরহ মহা-মহোৎসব পাঠ বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু দেশ হইতে ভক্তগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটীকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন। আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর প্রমুখ কতিপয় মঠসেবক সহ উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মথুরামণ্ডলের স্থানে স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া আগ্রায় গমন পূর্ব্বক স্থানীয় শিক্ষিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী আলোচনা ও বক্তৃতামুখে প্রচার করিয়াছেন। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ স্বামীজী মহারাজের নিকট পরমার্থ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠে পরমগুরু-দেবের বিরহোৎসব

( )

সেবা—আত্মার নিত্যবৃত্তি, তাহাতে সেব্যের সুখানুসন্ধান ব্যতীত কোন ইতর চেষ্টা নাই। সেবার বৈচিত্র্য-প্রকাশের একমাত্র পন্থা বিপ্রলম্ভ। ইহার মধ্য দিয়াই ভগবৎসেবার অপ্রাকৃতত্ত্ব উপলব্ধি। সম্ভোগ-বাদে সেবার নাম নাই। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ - ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। ইঁহারা অনুষ্ঠিত হইলে ইঁহাদের বৈরাগ্যের কথা আমাদের স্মৃতিপথারূঢ় হয়। "শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু পচা অন্ন মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু আমরা কেন উদরের চেষ্টায় ঘুরিয়া মরি, জিহ্বার লালসায় ভাল খাইয়া ভাল পরায় দিন কাটাই? তিনি বৈষ্ণবপ্রায় শিক্ষার অর্থ দিয়া পর্য্যন্ত মহা-প্রভুর সেবা করেন নাই" ইত্যাদি দিক্ দিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া ভোগাসক্ত আমাদের ভোগদমনের চেষ্টাই তাঁহার বৈরাগ্যোপলব্ধি নহে, ভোগধারণা হইতে জন্মপ্রাপ্ত বৈরাগ্য-চিন্তার দিক্ দিয়া শ্রীল দাস গোস্বামী বা শ্রীল বাবাজী মহা-রাজের বৈরাগ্য বিচার পূর্ব্বক প্রপঞ্চত্যাগের চেষ্টাই আমাদের সর্ব্বশেষ কথা নহে। শ্রীল দাসগোস্বামী যে পচা অন্ন গ্রহণ করিতেন, কৃষ্ণের অধরামৃতগন্ধে তাঁহার মনোভৃঙ্গ তাহাতে উড়িয়া পড়িত। ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবাই বৈরাগ্যের মূল কথা, যেখানে সেবা সেখানেই বিপ্রলম্ভ, সেবা করিয়াও কিছু করিতে পারিলাম না, এইরূপ অতৃপ্তি-জ্ঞানেতেই সেব্যস্মৃতি-শূন্যতা। প্রপঞ্চ-ত্যাগোদ্দেশ্যমাত্রে ভাবিয়া চিন্তিয়া বিষয়দর্শনে বিষয়ত্যাগের সঙ্কল্প এক, আর কেবলমাত্র অপ্রাকৃত বিষয়-দর্শনে অপ্রাকৃত বিষয় কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া যে স্বাভাবিক বৈরাগ্য, তাহা আর এক বস্তু। দাস-গোস্বামীর পচা-অন্ন-গ্রহণ আর বাবাজী মহারাজের গৌরলীলার প্রদেশ গৌরধাম নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষারূপ বৈরাগ্য একই তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। সেবাই বৈরাগ্যের প্রাণ।

গৌরধামের সেবা ব্যতীত কৃষ্ণধামের সেবা হইতে পারে না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য বাবাজী মহারাজের মাধুর্য্যপ্রকোষ্ঠ ব্রজধাম হইতে ঔদার্য্যপ্রকোষ্ঠ গৌরধামে আগমন। প্রভুপাদ যে গৌরপদাঙ্কপূত তীর্থসমূহে গৌরপাদপীঠ স্থাপন, স্থানে স্থানে মঠ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিত করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার গৌরকাম, গৌরধাম ও গৌরনামপ্রীতিই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত।

বৌদ্ধযুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় বৌদ্ধযুগে মঠজীবন কত কলুষিত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, আজকাল মহান্ত বাবাজীরা মঠাদির নামে—বিগ্রহ-সেবার নামে কি ঘৃণিত চিত্তবৃত্তির প্রশ্রয় দিতেছেন। তাঁহাদের কুৎসিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া রাজাকেও পর্য্যন্ত আইন জারী করিয়া তাঁহাদের হাস্রয়ত্তর্পণের বিচার প্রণয়িত করিতে হয়। প্রভুপাদের মঠাদি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রত্যেক জীবহৃদয়ে গৌর-পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা। ভক্তপন্থাবলম্বনে ইহা বুঝিবার বিষয় হইবে না। প্রভুপাদের মঠ-প্রকাশদ্বারা গৌরপাদপীঠ-প্রতিষ্ঠায় লীলার উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ভজনপথে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ কেশব কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ ৪৪৮

সুমঙ্গল-চরিত-কথা

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পূর্বকালে অনেক ধর্মপ্রাণ সাধু মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া নানাভাবে সাধন-ভজন প্রভাব করিয়া স্বদেশ পবিত্র ও ধন্য করিয়াছেন। সেই সকল স্বনামধন্য মহাত্মাগণের অধিকাংশ নামই বঙ্গদেশে একরূপ অজ্ঞাত। গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্মে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইলেও তামিল ও তেলেগু ভাষা সেই সকল মহাজন ব্যক্তির রচিত সুষ্ঠু ভক্তি-সাহিত্য দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। আমরা অদ্য আন্ধ্র-ভাগবতের রচয়িতা ভক্তপ্রবর পোথানের সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা ভক্তগণের সমীপে নিবেদন করিব।

মদ্রদেশের কুড্ডপা জেলার অন্তর্গত ওন্টিমিট্ট বা একশিলানগরম্ গ্রামে পোথান আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবকাল এতদিন পরে সঠিকভাবে অবধারণ করা দুঃসাধ্য। তবে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে তিনি ১৩০০শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কেশন। তিনি সামান্য কৃষক ছিলেন; ভৃত্য নিযুক্ত করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না, নিজের কায়িক পরিশ্রমে কয়েক বিঘা জমি হইতে যৎসামান্য যাহা ফসল পাইতেন তাহাতেই কায়ক্লেশে কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। পোথান এই দরিদ্র কৃষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশব হইতেই পিতার কৃষিকর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তাঁহার শৈশব বা বাল্যকালের কোন সংবাদ জানিবার উপায় নাই। এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, তিনি তৎকালে বিদ্যাশিক্ষা বা ধর্মচর্চার কোন সুযোগ পান নাই।

একদিন তিনি পার্ব্বত্য প্রদেশে গোচারণ করিতে করিতে একটী গুহার মধ্যে একজন ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন। মহাত্মার দর্শনমাত্র তাঁহার মানস কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবরাশি উদিত হইল। তিনি যুক্তকরে মহাপুরুষের পদতলে পতিত হইয়া দীক্ষা যাচ্ঞা করিলেন। যোগিবর তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মুনিজনবাঞ্ছিত অপরূপ ভক্তির উৎস নিহিত আছে। তাঁহাকে উত্তম অধিকারী জ্ঞান করিয়া তিনি তাঁহাকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

এইরূপে তাঁহার ধর্মজীবন আরম্ভ হইল। এখন হইতে সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার নিরতিশয় বিতৃষ্ণা জাগিল, সদা সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে সাধন-ভজনাদিতে ব্যাপৃত হইয়া তিনি ধর্মানুশীলনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ভক্তিমন্দাকিনীর পূত প্রবাহে তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত অনর্থ-কালিমা মুছিয়া গেল। একদিন পূততোয়া তুঙ্গভদ্রাস্রোতে অবগাহন করিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার আন্তরিকী ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার উপর করুণা প্রদর্শন করিতে স্বয়ং ভগবান তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

সেই লোকললামভূত দূর্ব্বাদলশ্যাম-মূর্ত্তি-সন্দর্শনে তাঁহার হৃদয় অপরিমেয় লীলানন্দে নাচিয়া উঠিল। এতদিনের অশেষ সাধনা সফল হইল, তাঁহার জীবন চরিতার্থ হইল, 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা'। কথিত আছে যে, সে সময় শ্রীভগবান তাঁহাকে

উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে আদেশ করেন। স্বয়ং ভগবানের নিকট প্রত্যাদেশ পাইয়া পোথান তেলেগু ভাষায় আন্ধ্র-ভাগবত প্রণয়ন করেন। অদ্যাবধি তিনি সেই দেশে 'অন্ধ্র-ব্যাস' এবং 'সহজপাণ্ডিত' নামে বিখ্যাত।

তৎকালে মদ্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দেশের কবিগণ তাঁহাদের প্রণীত যাবতীয় গ্রন্থ কোন না কোন নৃপতির নামে উৎসর্গ করিয়া রাজপ্রসাদ লাভ করিতেন। কিন্তু উক্ত প্রত্যাদেশ অনুসারে পোথান স্বীয় গ্রন্থ কোন নরপতির উদ্দেশে উৎসর্গ না করিয়া তাহা ভগবচ্চরণে ভক্ত্যুপহার স্বরূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ যে উপহার গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা কি অন্য কাহারও নামে উৎসর্গ করা যায়? আন্ধ্র-ভাগবতের প্রথম শ্লোকে লিখিত আছে যে, "পার্থিব রাজগণের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া প্রাকৃত ধনসম্পদ প্রভৃতি লাভের আশা উপেক্ষা করিয়া বামেরা পোথা রাজু (পোথানের পূর্ণ নাম) সংসারের মঙ্গলহেতু এই গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক তাহা শ্রীহরির রাতুলচরণে ভক্তি-সহকারে উৎসর্গ করিলেন। পোথান নৃপতির নামে গ্রন্থোৎসর্গ করিবেন না এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে তৎকালীন কবিসম্প্রদায় নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। স্বয়ং নৃপতি সে সংবাদে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইলেন। পোথান দর্পভরে ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন ভাবিয়া রাজা পোথানকে সমুচিত দণ্ড দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আন্ধ্র-ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বরাহ-অবতারের বিষয় রচনাকালে যখন পোথান দিবারাত্র বরাহলীলা-প্রসঙ্গে তন্ময় হইয়া ভক্তিভাবিত হইয়া রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একদিন রাজা পোথানকে দণ্ড দিবার মানসে সশস্ত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার পর্ণকুটীর অবরোধ করিলেন। পোথান তখন বরাহলীলার ভাবে বিভোর, বাহিরের কোন কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। ইতোমধ্যে কোথা হইতে এক ভীষণ-দংষ্ট্র অতিকায় বন্যবরাহ সেখানে আসিয়া রাজসৈন্যগণের প্রাণে বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া গগনভেদী স্বরে হুঙ্কার করিতে লাগিল। মহাভয়ে প্রাণভয়ে রাজবাহিনী লণ্ডভণ্ড হইয়া ইতস্ততঃ বিপর্য্যস্ত হইল, যে যেদিকে পারিল পলাইল। পোথান নিরাপদ হইলেন। শ্রীভগবান্ ভক্ত-উদ্ধার-কল্পে ধরাতলে দ্বিতীয়বার বরাহ-লীলা প্রকটিত করিলেন।

এই ঘটনায় দেশের উচ্চাবচ সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, পোথান একজন মহা-সিদ্ধপুরুষ, শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ-পাত্র। তাঁহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজকবি শ্রীনাথ তাঁহার ঈদৃশ প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন পোথান ভাগবত রচনা করিতেছিলেন, সম্মুখস্থ কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার পুত্র মল্লন হলচালনা করিতেছিল, এমন সময় সেই পথ দিয়া শ্রীনাথ এক অপূর্ব্ব অলঙ্কারমণ্ডিত মহার্ঘ্য শিবিকায় আরোহণ করিয়া রাজসভায় যাইতেছিলেন। শ্রীনাথ যোগসাধনায় কয়েকটী বিভূতির অধিকারী ছিলেন। পোথানকে ঐরূপ সামান্য অবস্থায় দেখিয়া স্বীয় অসাধারণ শক্তি তাঁহাকে প্রদর্শন করিবার মানসে শিবিকার সম্মুখভাগের বাহকদ্বয়কে তিনি সরিয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার বিভূতিবলে বাহকদ্বয় শিবিকাভার পরিত্যাগ করিলেও তাহা পূর্ব্বের মত অগ্রসর হইতে লাগিল। গর্ব্বিতের আত্মাভিমান চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পোথান পুত্রকে হাল হইতে একটী গরু খুলিয়া দিবার আদেশ করিলেন। একদিকের গরু খুলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও হাল পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শ্রীনাথ পশ্চাদ্ভাগের বাহকদ্বয়কেও শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইতে বলিলেন, বাহকশূন্য শিবিকা শূন্যমার্গে পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল। পোথানের আদেশে মল্লনও হাল হইতে অপর গরুটী খুলিয়া দিল, বাহকশূন্য হালও পূর্ব্ববৎ যথারীতি কার্য্য করিতে লাগিল। সামান্য কৃষক পোথানের নিকট রাজকবি শ্রীনাথের বিভূতি গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

কিন্তু ইহাতেও শ্রীনাথ নিরস্ত হইলেন না। আন্ধ্র-ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্র-মোক্ষণ-পর্ব্বে লিখিত আছে যে গজেন্দ্রের আর্ত্তস্তুতি শ্রবণ করিয়া শরণাপন্ন ভক্তকে মহাসঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীবিষ্ণু ত্বরায় বৈকুণ্ঠধাম পরিত্যাগ করিলেন। "লক্ষ্মীদেবীকে কোন কথা না বলিয়া গদা চক্র না লইয়া স্বীয় বসনভূষণের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া তড়িদ্গতিতে গজেন্দ্রের নিকট অবতীর্ণ হইলেন।" এই বর্ণনা পাঠ করিয়া শ্রীনাথ বিশেষ বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। ভক্তের আর্ত্তিতে ভগবানের কিরূপ চাঞ্চল্য হইতে পারে তাহা প্রাকৃতবুদ্ধি শ্রীনাথ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ ভাবিয়া পোথান তাঁহার সমালোচনার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন-না। কিন্তু একদিন শ্রীনাথ যখন মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেছিলেন তখন পোথান তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার পুত্র নিকটস্থ কূপে পতিত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আহার পরিত্যাগ করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই শ্রীনাথ পুত্রের উদ্ধারের জন্য নির্দ্দিষ্ট কূপের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। তাহা দেখিয়া পোথান বলিলেন তুমি যেমন পুত্র কূপে পতিত হওয়ার সংবাদ শুনিবামাত্র উদ্ধার করিবার জন্য রজ্জু প্রভৃতি আবশ্যকীয় বস্তু সংগ্রহ না করিয়াই ছুটিয়া আসিয়াছ, শরণাগত-বৎসল ভগবানও সেইরূপ ভক্তের মহাবিপদে ব্যস্ত-ভাবে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? তোমার পুত্রস্নেহ তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের কোটি অংশেরও একাংশ নহে। শ্রীনাথ নিজ ভুল বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার কবিত্ব গর্ব্ব ও খর্ব্ব হইল। তদবধি তিনি পোথানের প্রতি আর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

বলা বাহুল্য আন্ধ্র-ভাগবত শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তেলেগু ভাষায় লিখিত। কিন্তু ইহা শুধু ভাষানুবাদমাত্র নহে। ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিমান্ পোথানের কবিত্ব-প্রতিভা সর্ব্বস্থানেই আত্মপ্রকাশ করিয়া ভাবে ভাষায় গ্রন্থখানিকে ধর্ম্মসাহিত্যের মধ্যে এক অতুলনীয় সম্পদ্ করিয়া তুলিয়াছে। কথিত আছে যে গজেন্দ্র-মোক্ষণাধ্যায় লিখিবার কালে পোথানের কবিত্বপ্রবাহ একদিন সহসা বাধা-প্রাপ্ত হয়, একটী পদ কিছুতেই তিনি মনোমত-ভাবে পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। পদটী অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি অন্য স্থানে গমন করেন। ইত্যবসরে শ্রীভগবান্ পোথানের রূপ অবলম্বন করিয়া পোথানের গৃহে আসিয়া পদটী পূরণ করিয়া দিয়া যান। পোথান প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত শুনিয়া ভগবানের অপার করুণার পদটী স্বচক্ষে

পূর্ব হইয়াছে বুঝিতে পারেন। জয়দেবের প্রসিদ্ধ পদ "দেহি পদপল্লবমুদারম্"সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। কিংবদন্তীর মূলে কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা সঠিক অবধারণ করিবার কোন উপায় নাই। তবে লীলাময়ের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে; এই সকল কাহিনী অসম্ভব বলিয়া অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকের পাটোয়ারী বুদ্ধি লইয়া তাঁহার লীলার সীমা-নির্দেশ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

গোস্বামী 'শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী'' এবং 'তোগিনী লক্ষণ' নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৩৫৭ শকাব্দে অপ্রকট হন। মূল ভাগবতের ন্যায় গোস্বামীর আক-ভাগবতও মল্লদেশে গৃহে গৃহে পূজিত হইয়া থাকেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৩৭)

১লা নভেম্বর অপরাহ্ণ

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইঁহারা বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের উপাসনাতেই আস্তিক্যবাদের চরম অভিব্যক্তি। কারণ, তিনি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ প্রকার রসের আধারই সেব্য। ভগবানের উপর যদি কোন প্রকারের একটু সীমা নির্দ্দেশ বা গণ্ডী টানিয়া দিবার চেষ্টা হয়,তাহা হইলে তাঁহার ভগবত্তার হানি করা হইবে। অতএব তিনি Spiritual Autocrat (চেতনময় স্বরাট্‌পুরুষ) বা Spiritual Despot (চেতনময় যথেচ্ছাচারী) হইবেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ণভগবত্তাই বজায় থাকিবে। রাধাকৃষ্ণের উপাসনাই সর্ব্বোপরি; আর সগুণ, নির্গুণ,বাসুদেব প্রভৃতির উপাসনা রাধাকৃষ্ণ-উপাসনার নিকট কুণ্ঠিত উপাসনা (crippled form of worship)। অতএব রাধাকৃষ্ণোপাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

(ভাঃ ১।৩।২৮)

২রা নভেম্বর—পূর্ব্বাহ্ণ

প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন, শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনানন্তর শ্রীল প্রভুপাদ আসনগ্রহণপূর্ব্বক ভক্তগণ সমক্ষে বলিতে লাগিলেন—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু এইখানে (মথুরায়) অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে খুব ধনী লোকের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা জ্যেঠা খুব বিষয়ী লোক ছিলেন। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মে আস্থাবিশিষ্ট ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই সংসারে প্রবিষ্ট হইলেও, ঐ সংসারজীবন তাঁহার ভাল লাগিল না। ইহার কারণ কি? তিনি দেখিলেন যে, সংসারে নানাপ্রকার দুঃখের আবর্ত্ত আছে, অতএব সেই সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া দরকার।

পৃথিবীর মানুষসকল একরকম মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছে এবং অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা বুঝিয়াছে যে, সংসারে এই রকম বিপদ চিরকালই থাকিবে। অতএব যখন যে বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া দরকার এবং সেই উদ্ধারলাভের জন্য মানুষের যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তি পরিচালনা করাই মানবমেধার সফলতা। বর্ত্তমানে আমাদের কি কি বিপদ আসিতেছে? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় মানুষের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকারের বিপদ প্রসব করিয়াছে। এই ত্রিবিধ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টায় মানুষের জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া যাইতেছে; কিন্তু মানুষ এক বিপদ এড়াইতে যাইয়া আবার অন্য এক নূতন রকমের বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। তারপর ফলকালে কি সুবিধা করিয়া লইতে পারা যায়, তাহার জন্য মানুষের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে, কিন্তু মানুষ কোন কূল পাইতেছে না।

বদ্ধ হইয়া মরিয়া যাওয়ার চেয়ে যদি পলাইয়া যাইতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করা দরকার। মানুষ তাহার বদ্ধ দ্রব্যসকল লইয়া কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকিবে এইরূপ বিচার তাহার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীল রঘুনাথ দাসের বিচার হইল যে, এই রকম বিপদ ক্রমাগত সবাইকে মরাইতে যখন আবার নূতন করিয়া বিপদ মানুষকে আক্রমণ করিতে থাকে, তখন ঐ রকম বিপদ সরাইয়া দিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় তাহার উপায় কি এতৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা দরকার। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—তোমার বাপ জেঠা বিষয়-বিষ্ঠা গর্ত্তের কীড়া। সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥" পূর্ণ-বস্তুর জন্য যত্ন না করিয়া অপূর্ণবস্তুর জন্য যত্ন করাটাই বিষয়-বিষ।

শ্রীরঘুনাথের বিচার হইল যে, অভাব দূর করিতে করিতেই যদি মানুষের জীবনটা সমস্তই কাটিয়া গেল, তাহা হইলে সুবিধাটা কি হইল? যাহারা সমস্ত দিন খাটিয়া থাকে, তাহাদের আর মঙ্গলচিন্তা করিবার সময় কুলায় না। কিন্তু তাঁহার সেরূপ কোন প্রকার রোজগারের আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার এই বিচার হইল যে, সব সময় কিসে সুবিধা হইতে পারে? তাৎকালিক বিপদ হইতে মানুষ না হয় মুক্ত হইল, কিন্তু তাহাতে নিত্য বিপদ হইতে মুক্ত হইবার কি ব্যবস্থা হইল? তাঁহার ত কোন অর্থের অভাব ছিল না। ঐ অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ পাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহার পিতা-মাতা সম্মত ছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপভাবে কয়েকবারের চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। মাতা রঘুনাথকে বাড়ীতে বাঁধিয়া রাখিবার পরামর্শ দিলেন, তাহাতে পিতা কি বলিয়াছিলেন, শুনুন—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বাঁধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের দয়া হঞাছে যাহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কি রাখিতে পারে॥"

তারপর তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া অদ্বৈতপ্রভুর নিকট শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরের (অশান্তিপুর নয়) অধিবাসী। বদ্ধজীবের বুদ্ধিটা পশুবুদ্ধির মত। সেই পশুবুদ্ধির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। মানুষের সেই পশুবুদ্ধি ছাড়াইতে হইলে শাস্ত্রকারগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, আবশ্যক হইলে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করা দরকার।

"নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং
লগুড়ো যথা॥"

মহাপ্রভু যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন, শ্রীল রঘুনাথ তখন সেইখানে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তখন বদ্ধভাব-লীলাভিনয়কারী রঘুনাথকে যুক্তবৈরাগ্যগ্রহণ ও ফল্গুবৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিয়াছিলেন।

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সে-ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে তাঁরে কে রাখিতে পারে॥
এত কহি' মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল॥"

বৈরাগ্য অর্থাৎ হৃদয়ে বিষয়চিন্তা এবং গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, কিন্তু বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্নগুলি ধারণ—এই সকলই 'মর্কট-বৈরাগী'র লক্ষণ। এগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর-নিষ্ঠা কর অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণভজন করা দরকার।

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা—দুটো জিনিষ আছে। আত্যন্তিক মঙ্গলকামীর পক্ষে এ দুটোই পরিত্যাগ করা দরকার। যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করা উচিত। বৈরাগীর কর্ত্তব্যবর্ণনে মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন-রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা
না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"

সকলের পক্ষে অবশ্য ইহা সম্ভব হয় না। বাহিরের সেবা সকলের সম্ভব নয়। তাই বলিলেন, "অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।"

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরি-সম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং
ফল্গু কথ্যতে॥

গোপীসকল গৃহের সমস্ত কাজ করিতেন, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। অন্যকে তাঁহারা বিরক্ত করিতেন না। মহাজনগণের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ভজনোন্নতির চিহ্ন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনঞ্চ॥

অর্থাৎ যেদিন হইতে আমার মন নব-নবরসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে নারী-সঙ্গম স্মরণ হইলে আমার অত্যন্ত মুখবিকার হয় এবং ঘৃণায় নিষ্ঠীবন-(থুৎকার) ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারি না।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

প্রকাশ, জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের সিদ্ধান্তক্রমে পার্লামেন্টে যে ভারত-শাসন সংস্কার বিল উত্থাপিত হইবে, তাহার কয়েক খণ্ড খসড়া ইতোমধ্যেই ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং ভারত গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগ তাহা পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের মতামত অনুসারে ভারত গবর্ণমেন্টের ডেসপ্যাচ লিখিত হইবে এবং ইতোমধ্যেই এক ডেসপ্যাচ রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজ প্রদেশে কৃষকের ঋণ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য মাদ্রাজ সরকার একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি সুপারিশ অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঋণ মোচনের নীতি গ্রহণই তাহার উদ্দেশ্য। সরকার মিঃ [illegible] চেট্টির স্থানীয় আইন সভায় উত্থাপিত ঋণ মোচন বিল যত্নসহকারে বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু আরও প্রকৃষ্ট কারণ না থাকায়, ঋণ মোচনের পক্ষে আইন করাই যে উপযুক্ত এবং একমাত্র উপায় এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া, এই প্রদেশের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, যেমন মধ্যপ্রদেশের ঋণগ্রস্তগণ এই প্রদেশ হইতে অনেক বেশী খামখেয়ালী মহাজনের দয়ার উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণীর আইনের জন্য জনসাধারণের একটা শক্তিশালী দাবী জানিতে না পারা পর্য্যন্ত সরকার ব্যক্তিগত চুক্তিতে হস্তক্ষেপকারী কিম্বা দেওয়ানী আদালতের অধিকার উপেক্ষাকারী কোন আইন তৈয়ার কিংবা সমর্থন করিবেন না। কিন্তু তাহারা একথা স্বীকার করেন যে, সমস্যাটির সমাধান দরকার এবং ইহার সম্ভবপর ও সন্তোষজনক সমাধানের উপায় উদ্ভাবন কিম্বা সমর্থন করিতেও তাহারা প্রস্তুত আছেন। মিঃ সত্যনাথম আই, সি, এস্‌কে বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে তাঁহার কার্য্যের মেয়াদ ছয়মাস। এই বিশেষ কর্মচারীর অন্যতম কার্য্য কৃষকের ঋণ কি পরিমাণ, বর্ত্তমান জমির মূল্য হ্রাস এবং দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসে কৃষকের কতখানি দুরবস্থা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকের সাহায্যকল্পে ঋণ মোচন বিল অনুযায়ী ঋণ মোচন বোর্ড গঠন সম্পর্কে কোন আইনের প্রয়োজন আছে কি না সে বিষয়ে রিপোর্ট করা। মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের ন্যায় প্রত্যেক প্রদেশের গবর্ণমেন্টেরই কৃষকদের দুরবস্থা দূরীকরণের চেষ্টা করা সমূহ দরকার।

বর্দ্ধমানের সুযোগ্য সিভিল সার্জ্জেন লেঃ কর্ণেল মি এইচ সিং সাহেব দেখিতেছি তাঁহারই উদ্যোগে নির্ম্মিত ধর্ম্মশালা বাঙ্গালী হিন্দুদের নিকট একটি সমস্যা করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, এই সহরে আগত বিদেশী ভদ্রলোকদিগকে বাস করিবার সুবিধাদান করিয়া বর্দ্ধমানের একটি অভাব দূর করিবেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া "গুরু নানক ধর্ম্মশালা" তৈয়ারী করান। কিন্তু এখন কোনও বাঙ্গালী হিন্দুকেই উক্ত ধর্ম্মশালায় আশ্রয় দিতেছেন না। ইহা দেখিয়া বর্দ্ধমান বাসীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মশালা লইয়া এইরূপ সংকীর্ণতার পরিচয় দেওয়া কতটা প্রশংসনীয় তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। বলি, 'যার জন্তে বাবের মা! তাকেই যে চেন না।' ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা! দুঃখ লাগে আউর হাসি॥ আমাদের এক্ষেত্রে বর্দ্ধমানবাসীদের প্রতি এই নিবেদন, যেন তাহারা শুধু আশ্চর্য্য হইয়াই বিরত না থাকেন; এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্প্রসারণ-প্রাচুর্য্য আর অধিক লক্ষিত না হয় তজ্জন্য তাহারা চেষ্টাবিশিষ্ট হউন।

জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের সারাংশ

পরিশিষ্ট

(১০)

কমিটির কার্য্যবিবরণীতে কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায়। ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে কমিটির কতিপয় সদস্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু তাহা কমিটী কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। কমিটি সমগ্রভাবে যে পরিকল্পনাটির প্রস্তাব করেন, তাহা হইতে মূলতঃ অন্যরূপ হওয়ায় উহাদের মধ্যে দুইটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উহাদের মধ্যে প্রথমটি মিষ্টার এটলী কর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং কমিটির অপর তিনজন শ্রমিক সদস্যকর্ত্তৃক সমর্থিত। ইহা আর একটি পৃথক রিপোর্ট। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে তাঁহাদের নীতির চরম লক্ষ্যরূপে স্বীকার করিয়া তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে একবারেই ঐ চরম লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভবপর নহে। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, শাসনতন্ত্রবিষয়ক আইনটি এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যেন স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে হইলে ঐ আইনটিকেই বর্দ্ধিত এবং বিস্তৃতরূপে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় এবং সেজন্য যেন অতিরিক্ত কোন পার্লামেণ্টারী আইনের আবশ্যক না হয়। তাঁহারা চাহেন যে, এই আইনে এরূপ ব্যবস্থা যেন থাকে যাহাতে জনসাধারণ শোষণ হইতে রক্ষা পায়। তাঁহাদের মতে প্রধানতঃ এই দিক হইতেই আইনের রক্ষাকবচগুলি রাখিবার প্রয়োজন হইবে। তাঁহারা আরও উপলব্ধি করেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োজন এবং বলেন যে আপাততঃ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকমণ্ডলী পরিহার করা অসম্ভব। অতএব তাঁহারা বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক মীমাংসা অথবা পুণা চুক্তির অন্যথা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। তাঁহারা কেন্দ্রে বা প্রদেশসমূহে দ্বিতীয় কামরা স্থাপনের বিরোধী।

তাঁহারা নিখিল ভারত রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষকে একটি সমগ্রজাতিরূপে পরিণত হইতে হইলে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির একত্র সংযুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করেন। কতকগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সামন্ত রাজ্য রাষ্ট্রসংঘে যোগদান না করিলে রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হইতে পারিবে না এরূপ না করিয়া রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠার্থ আইনটির মধ্যে একটি বিশেষ তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, রাষ্ট্রসংঘ গঠনের অনুকূল শক্তিগুলি এত প্রবল যে অনতিবিলম্বে অধিকসংখ্যক সামন্ত রাজাই তাঁহাদের প্রচুর লোকসংখ্যা লইয়া রাষ্ট্রসংঘে প্রবেশ করিবে। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, দেশীয় রাজন্যগণ কিরূপ শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিবেন সে সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট কোন আদেশ দিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে, যেসব সামন্ত রাজ্যে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান আছে অন্ততঃ সেরূপ রাজ্যগুলি হইতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক মুখ্য অথবা গৌণরূপে রাষ্ট্রসংঘ-পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে।

তাঁহারা স্বীকার করেন যে, গবর্ণর-জেনারেল এবং গবর্ণরগণের উপরই বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত, কিন্তু বলেন যে, শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলি খুব স্পষ্টভাবে লিখিত হয় নাই। তাঁহাদের মতে এই সব ক্ষমতাগুলি, যখন শাসনতন্ত্র অচল হইবার উপক্রম হয় এবং তদ্দরুণ সঙ্কটকাল উপস্থিত হয় কেবল তখনই ব্যবহার করা যাইতে পারিবে এবং ঐগুলি সরকারের সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও সুনাম রক্ষা সম্পর্কে গভর্ণর-জেনারেলের যে বিশেষ দায়িত্ব আছে কোন অবস্থায় উহার অবসান হইবে তাহা স্পষ্ট নির্দ্ধারিত থাকা সঙ্গত।

তাঁহাদের মতে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যাহাতে ভারতীয়গণ ব্রিটিশ প্রণালীর অনুরূপ দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন তজ্জন্য তাহাদিগকে পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা উচিত। তাঁহারা মনে করেন যে, কেন্দ্রে যে দায়িত্ব গড়িয়া উঠিবে তাহা ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারের হইবে। তাঁহারা মনে করেন যে, সিংহলের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ব্যবস্থাপক সভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। তাঁহাদের মতে কেন্দ্রে একটিমাত্র ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে এবং সদস্যগণ সাক্ষাদ্ভাবে নির্ব্বাচিত হইবে। উহাতে শ্রমিকদিগকে ১০টির পরিবর্ত্তে ২৬টি আসন দেওয়া উচিত।

তাঁহাদের মতে মহামান্য সম্রাটের সহিত সামন্ত রাজ্যগুলির সম্পর্ক বিষয়ে অন্য সমস্ত বৈদেশিক ব্যাপারে ভারতবর্ষের পূর্ণ অধিকার থাকা সঙ্গত এবং খৃষ্টধর্ম্মযাজক সম্বন্ধীয় বিভাগ বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, যতদিন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সৈন্য নিযুক্ত থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর আজ্ঞাধীন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু এইরূপ অবস্থা বৈষম্যমূলক বিবেচনা করিয়া বিভাগটি যাহাতে ৩০ বৎসরের মধ্যেই ভারতীয়গণের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে সে উদ্দেশ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি এবং শাসনতন্ত্রে একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখ যাহার পর দেশরক্ষার ভার দায়িত্বশীল মন্ত্রীবর্গের হস্তে অর্পিত হয় তাহা নির্দ্ধারণের জন্য তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় একটি স্থায়ী ডিফেন্স কমিটী থাকা তাঁহারা অনুমোদন করেন।

প্রদেশগুলিতে নির্ব্বাচিত মন্ত্রীবর্গের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে ক্ষমতার কোন সঙ্কোচ হয় তাঁহারা তাহার বিরোধী। জনমতের সাহায্য লইয়া ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞগণকে সন্ত্রাসবাদ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শাসনকার্য্যে যাহাতে তাঁহারা এই জনমতের সমর্থন লাভ করিতে পারেন তাহাও তাঁহাদের করা উচিত হইবে।

জমিদারদের জন্য বিশেষ আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবার বিধান কেন করা হইয়াছে, তাহারা ইহার কোন কারণ দেখিতে পান না। বিশ্ববিদ্যালয়, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থারও ইহারা বিরুদ্ধতা করেন। পূর্ণবয়স্কগণের ভোটাধিকার প্রথার প্রবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত মোট আসন সংখ্যার অন্ততঃ শতকরা ১০টি আসন শ্রমিক সদস্যগণকে প্রদান করিতে হইবে এবং উহার জন্য শাসনসংস্কারবিষয়ক আইনে ব্যবস্থা থাকিবে। স্ত্রীলোকগণের ভোটাধিকার প্রসারের জন্যও কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৭শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৩ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার { ২৩৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৭ই অগ্রহায়ণ ৩রা ডিসেম্বর সোমবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বরমীবাজার নামক স্থান হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ রওনা হইয়া তৎপরদিবস ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাকচইর নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত মথুরামোহন সাহা রায় মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন এবং তথায় গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে স্বামীজী মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, জীবের স্বরূপ, দীক্ষার স্বরূপ, সংসার-দুঃখের কারণ প্রভৃতি বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

গত ১৯শে অগ্রহায়ণ ৫ই ডিসেম্বর বুধবার স্বামীজী উক্ত মথুরা-বাবুর বাটীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যামুখে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাবির্ভাব ও অমন্দোদয়-কৃপা-বিতরণের কথা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন। পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও উপকৃত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক গুরুসেবৈকপ্রাণ মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম-এ মহোদয় গত ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে, মঠসেবকগণের নিকট "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম সকলকে অতি সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। অসৎসঙ্গ বর্জ্জনে কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উৎসাহ, নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যসহকারে একমাত্র সৎ বা মহদ্বস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিলে আমাদের সুবিধা বা নিত্যমঙ্গল অবশ্যই হইবে। সুতরাং সাধুসঙ্গে থাকিয়া দৃঢ়তার সহিত গুর্ব্বাজ্ঞা-পালনমুখে জীবনযাপন করাই প্রত্যেকের উচিত প্রভৃতি বহু বিষয় তিনি উপদেশমুখে কীর্ত্তন করেন। ভক্তিসুধাকর প্রভুর মঙ্গলময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া মঠসেবকগণ পরমোপকৃত ও আনন্দিত হন।

গত ১০ই ডিসেম্বর সোমবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ অঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবার অসমোর্দ্ধত্ব শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করেন। মঠবাসী শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী পাঠ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

বিগত ২২শে অগ্রহায়ণ-সন্ধ্যায় পাটনা নিউ ক্যাপিট্যালস্থিত ঠাকুরবাড়ীর সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। উদ্বোধনগীতির পর পাটনা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রীজী 'শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ' সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে দশাবতার স্তোত্র, 'ভজহুঁ রে মন' ও মহামন্ত্রাদি মিলিত-কণ্ঠে কীর্ত্তন করা হয়। শ্রোতৃবৃন্দ অশ্রুতপূর্ব্ব নামতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

গৌড়ীয়মঠে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব

(৭)

পরস্পর কৃষ্ণ-সেবা সম্বন্ধ জাগরিত হইলেই মানবজীবনের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়। বদ্ধজীব কেহ পাতঞ্জলের যোগপন্থা, কেহ শঙ্করের 'নেতি নেতি' পন্থা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধী বিচার বহুমানন করিতে গিয়া নানা অসুবিধা বরণ করিতেছে। গৌরপাদপীঠই আমাদের নিত্য ভজনস্থলী মঠ, ইহা না জানিলে কাহারও ভগবৎসেবা-লাভ সম্ভব হইবে না—অসুবিধা যাইবে না। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রত্যেক মঠই শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবৎসেবাকে বিশেষরূপে গ্রহণ করায় 'বিগ্রহ', এই সেবাবিগ্রহের অনাদর করিলে আমরা চিরকাল গৃহান্ধকূপে পতিত থাকিব, ইহা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

শ্রীগুরুদেবের সেবা-মন্দির, ভগবদ্ধাম, ইহা বাস্তবরাজ্য, এখানে কোন কল্পনার স্থান নাই। পূর্ব্বে Science এর laboratory ছিল না, প্রফেসার মহোদয়েরা ছাত্রদিগকে কলম হাতে করিয়া বলিতেন, 'Suppose this is a thermometer'. বাস্তবসত্তা যেখানে পূর্ণরূপে প্রকাশিত, সেখানে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি ব্যতীত—অভিধা-বৃত্তি ব্যতীত কোন অবিদ্বদ্রূঢ়ি বা লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলে বাস্তবসত্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

বাবাজী মহারাজের ধামপ্রীতি—ভগবদ্ধামে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার আদর্শ অপূর্ব্ব। ধামের স্থাবর জঙ্গম, তাঁহার দর্শনে সকলই চিন্ময়। ধামের কর্দ্দমকে তিনি মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছেন। ধামের কুক্কুরটীও তাঁহার পরম আদরের বস্তু ছিল। কেবল বহির্দ্দর্শনে তাঁহার বৈরাগ্যবিচার নহে, তাঁহার ধামপ্রীতি না বুঝিতে পারিলে, সেবাকৌশল প্রত্যক্ষিত-পন্থায় কি ভাবে প্রকাশিত হয় বুঝা যাইবে না। তাঁহার ধামপ্রীতি বুঝিলে বুঝিব পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব প্রতি গৃহে গৃহে গৌরপাদপীঠ-স্থাপন-কৌশলে ভজনপথে অগ্রসর হওয়ায় কি প্রকার সুযোগ দিতেছেন। গৌরপাদস্পৃষ্ট ধূলিকণার সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেবের কত চেষ্টা!

বাবাজী মহারাজের নিজ আদর্শদ্বারা লোকশিক্ষা, অসৎসঙ্গ ত্যাগের প্রতি দৃঢ় সঙ্কল্পের আদর্শ সর্ব্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিলে আর অনর্থ-প্রবেশের অবসর থাকে না। বাবাজী মহারাজের বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপের বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ, গোদ্রুমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট ভাগবত-শ্রবণ, সময়ে সময়ে শ্রীধাম মায়াপুরে গমন, প্রভুপাদের সঙ্গলাভে আনন্দ, ধামে বাস করিয়াও ধাম বিরহ-বৈচিত্র্য প্রভৃতি তাঁহার অলৌকিক লীলা-বিলাস তাঁহার নিজজনের কৃপা ব্যতীত কখনই উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না।

কতকগুলি লোক শ্রীধাম-মায়াপুর-বিরোধমূলে বাবাজী মহারাজের মায়াপুরের পরিবর্ত্তে কুলিয়া বা গোদ্রুমে অবস্থানের বিচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার কাল্পনিক কূট তর্কের আবাহন করেন। বাবাজী মহারাজ মধ্যে মধ্যে মায়াপুরে গিয়াছেন, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরুদ্ধ মত তাঁহার নাই, তাঁহার উপর · ভার

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ কেশব আদি কাবণোদশায়ী ৪৪৮

এ জগৎ জীবভোগ্য কি না ?

মায়ারচিত বিশ্ব সকলের একমাত্র মালিক কৃষ্ণের সেবোপকরণ বা ভোগ্য। সুতরাং কৃষ্ণভোগ্য এই জগৎ জীবের ভোগ্য হইতে পারে না—জীবের কোন ভোগ্য বস্তুই এ বিশ্বে নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ, জীবের স্বরূপেই ভোক্তৃধর্ম্ম নাই। জীব স্বয়ংই ভোগ্য—ভোক্তা নহেন। ভোক্তা একমাত্র ভগবান্ আর যাবতীয় সমস্ত বস্তুই ভগবানের ভোগ্য—জীবও ভগবানের ভোগ্য। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যাঁরে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥" —প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায়ও বলিয়াছেন, "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ভগবানই যে একমাত্র প্রভু ও ভোক্তা এতৎ-সম্বন্ধে বেদেও আমরা দেখিতে পাই—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এ বিশ্বে যাহা কিছু আমাদের নিকট ভোগ্য বলিয়া প্রতীত হয় সে সমস্তই লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর (ঈশ—ঈ - লক্ষ্মী, তাঁহার শাসনকর্ত্তা, পালক বা পতি) আবাসযোগ্য অর্থাৎ তাঁহারই ভোগ্য। অতএব কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে ভোক্তাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুর পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াই বিষ্ণুসেবার্থে অর্থাৎ বিষ্ণুর ভোগ্যপদার্থরূপে যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত জীবনধারণ করাই উচিত। যখন এই জগতে জীবের কোন বস্তুই ভোগ্য নহে, তখন দুর্ব্বুদ্ধিবশে ভোগান্ধ হইয়া বিষ্ণুর ধনে কাহারও ভোগবুদ্ধি সহকারে আকাঙ্ক্ষা বা ভোক্তাভিমান করা শাস্ত্রবিগর্হিত ও অপরাধবাচক।

এই বিশ্বে জীবের ভোগ্য পদার্থ কিছুই না থাকিলেও যদিও ভোগান্ধ অজ্ঞানী জীব তাহার স্বতন্ত্র ভোক্তৃধর্ম্মের অভাবানবগনেও এই বিশ্বে কিছু ভোগ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ভোগ করিতে না পারিয়া স্বয়ংই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর ভোগ্য হইয়া পড়েন। সেবক জীব নিজকে ভোক্তা মনে করিয়া জাগতিক যে কোন বস্তুকে ভোগ করিতে যাউক না কেন, তদ্বস্তু ভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিতেই পারে না। নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ জীব ভোক্তা সাজিতে যায় বলিয়া কৃষ্ণসেবানন্দ-লাভের পরিবর্ত্তে তাহার ভাগ্যে কৃষ্ণেতর-সেবা-দুঃখই স্বকৃত-কর্ম্মফলে আসিয়া উপস্থিত হয়—নিজদোষে নিজেই কষ্ট পায়।

জগতে মাতাপিতা পুত্রকে ভোগ অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা সেবা করাইয়া লইবার আশা পোষণ করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা স্বয়ংই পুত্রকন্যার ভোগ্য হইয়া পড়েন অর্থাৎ পুত্রকন্যার লালনপালনাদি সেবা ও তাহাদের সুখ-দুঃখাদির চিন্তায় ব্যস্ত হন। পুত্রকন্যাও আবার পিতামাতার দ্বারা সুখশান্তি পাইবার আশা পোষণ করিয়া তাঁহাদের ভোগ্য হইয়া পড়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেও তাহাই। নৃপতি রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার আশা করিয়া রাজা ঐ ঐশ্বর্য্যের গোলাম হইয়া পড়েন। বিলাসী বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার করিবার অভিলাষ করিয়া এবং নেশাখোর ব্যক্তি মদ্যাদি নেশা ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অবশেষে উহাদের ক্রীতদাস বা গোলাম হইতে বাধ্য হন।

অপ্রাকৃত-বিশ্বে যাহা, বিকৃত-প্রতিফলনেও তাহাই থাকে। জীব স্বরূপতঃ গোলাম বা চাকর, সে কখনও প্রভু নহে, তবে অবিকৃত রাজ্যে অনাবৃত স্বরূপে অখণ্ড পূর্ণবস্তুর চাকর আর এই বিকৃত হেয় প্রতিফলিত বিশ্বে ভোগবুদ্ধি-নিবন্ধন খণ্ড বস্তুর চাকর। "আমি কৃষ্ণদাস, আমি ভগবানের ভোগ্য পদার্থ, আমি ভোক্তা নহি সকলেরই ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ"—জীবের এই স্বরূপজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হইলেই এজগতে নিজ-ভোগ্য কোন পদার্থই তিনি তখন দেখিতে পান না; বিশ্রম্ভ গুরুসেবার ফলে ভোগ্যাভিমানী বা গোলামাভিমানী জীব তখন সর্ব্বত্রই কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তু দর্শন করেন—নিজে সর্ব্বক্ষণ ভোগ্যরূপে ভোক্তা কৃষ্ণের সেবা করেন এবং সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণ-সেবোপকরণ-জ্ঞানে কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিবার কৌশল শ্রীগুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া ভগবদ্ভাববিভাবিতচিত্তে বিশ্বকে কৃষ্ণ-সেবানন্দময় দর্শন করেন। কুদর্শন বা ভোগ-দর্শন ঘুচিয়া তখন জীবের সুদর্শন লাভ হয়।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ জীবের ভোগ্য পদার্থ নহে বলিয়াই মায়া জীবকুলকে মরীচিকাদ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত করে। ধীবর যেরূপ টোপ ফেলিয়া মৎস্যকে প্রলুব্ধ এবং তৎপরে বড়শীবিদ্ধ করিয়া থাকে এবং কিছুকাল জলমধ্যে খেলিতে দিয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলে, মৎস্য অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া অনন্যোপায়হেতু উক্ত ধীবরের নিকট অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবও নানাবিধ অভিমানে আবৃত হইয়া যখন কিছুতেই ভগবানের শরণাগত হইতে চাহে না, তখন বদ্ধ জীবের কারারক্ষয়িত্রী মহামায়াদেবী বিমুখ জীবকুলকে জাগতিক নানাবিধ প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া এবং এই প্রপঞ্চমধ্যে কিছুকাল যথেচ্ছ খেলিতে দিয়া জীবকুলকে পরিশ্রান্ত করে বা ভোগ্য দেয়; অনন্যগতি হইয়া অবশেষে জীব ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ করে। ভগবানের সেবক জীব ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত—কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া নিজসুখভোগের জন্য ভোক্তা সাজিয়া ভোগ বা ত্যাগে স্ব-সুখান্বেষণে ব্যস্ত থাকা পর্য্যন্ত কখনও কণ্ডুয়ন-চুলকানির ন্যায় ক্ষণিক সুখ এবং জীবনের অধিকাংশ সময়ই দুঃখের পর দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং সকলের একমাত্র সহায় কৃষ্ণকে ছাড়িয়া অসহায় অবস্থায় জীবন-যাপন করা বা আনন্দের আকর বস্তু কৃষ্ণের সুখবিধানে তৎপর না হইয়া ভোগে আনন্দ পাওয়া যাইবে মনে করতঃ কৃষ্ণেতর নিরানন্দময় বস্তুতে আনন্দপ্রাপ্তির আশা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়।

গ্রন্থ-পরিচয়

সাধক-কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ):—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক, ভাগবতরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ। ভিক্ষা ॥০ আট আনা মাত্র।

সাধক-কণ্ঠমালা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণ হইতে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫৪ পৃষ্ঠায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। Inner Title page-এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গৌড়ীয়গণ আম্নায় পারম্পর্য্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা লাভ করেন, তদ্বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু যে শ্লোকে গুরুপ্রণাম করিয়াছেন, সেই শ্লোকটি শোভা পাইতেছেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদের, আমাদের পরম-গুরুদেব অবধূত-কুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর দাস-গোস্বামী মহারাজের তৎপরে পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য শোভা পাইতেছেন। তৎপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক 'আরাধ্যো ভগবান্' শ্লোকটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা অতি সুন্দর এবং ইহাতে বিষয়-সূচী, গীত-সূচী ও সংস্কৃতশ্লোক-সূচী প্রদান করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থপাঠে পাঠকগণ—মঙ্গলাচরণ, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা, বৈষ্ণব-বন্দনা, বৈষ্ণবশরণ, শ্রীনামহট্ট, লালসের গীত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনাম, অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, প্রেমধ্বনি, বাউল-সঙ্গীত, শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-মহিমা, শ্রীমায়াপুর-মহিমা, শ্রীশ্রীনরোত্তমপ্রভোরষ্টকম্, আচার্য্য-বন্দনা, শ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", শ্রীষড়্‌গোস্বামীর শোচক, শ্রীমনঃশিক্ষা (শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর) ও অন্যান্য মহাজনকৃত), গৌরভজন-নিষ্ঠা, জীবগতি, সাধুসঙ্গে নিস্তার, নামভজন-প্রণালী, গৃহস্থ ও বৈরাগীর প্রতি আদেশ, বৈরাগীর কর্ত্তব্য, ফল্গু ও যুক্তবৈরাগ্য, গৌরভজন-প্রণালী, গৌরভজন-প্রণালীতে রাধাভজন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই শ্রীগুরুদেব, মহাপ্রভুর আস্বাদ্য গ্রন্থপঞ্চক প্রাকৃত কামগন্ধশূন্য, কৃষ্ণপ্রেম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্লোক ব্রজগোপী ব্যতীত প্রীতি বুঝে না, সর্ব্বজয়ার প্রীতি, রায় রামানন্দের প্রীতি, প্রীতিশিক্ষায় অধিকার কাহার?, প্রীতিসাধন সম্ভব কখন?, জড়ে চিদারোপ কল্পিত ভজনা, শ্রীরঘুনাথ-প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা, মর্কটবৈরাগী, বিশুদ্ধবৈরাগী, সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ ও যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয়, গৃহী ও গৃহত্যাগী বৈষ্ণবাচার, গৃহস্থবৈষ্ণবের কৃত্য, গৃহত্যাগী বা বৈরাগী বৈষ্ণবের কৃত্য, বৈষ্ণবের কুটিনাটী নাই, ভাগবত-শ্লোক, শুদ্ধভক্তের রাধাকৃষ্ণ-সেবা, অহৈতুকী ভক্তি, কৃষ্ণই পুরুষ আর সব প্রকৃতি, গৃহস্থ ও স্বধর্ম্ম, বিধি ও নিষেধ, ত্রিবিধা বৈষ্ণবী ভক্তি, কৃষ্ণার্চ্চন, তত্ত্ববোধে শ্রীমূর্ত্তিপূজা, আরোপসিদ্ধার মূল তত্ত্ব, সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি, ত্রিবিধা ভক্তির ত্রিবিধা ক্রিয়া, শ্রীহরিবাসরে প্রসাদ-সম্মান বিচার, শ্রীনামভজন ও একাদশী এক, বৈষ্ণবলক্ষণ, নামের স্বরূপ, চিদ্বস্তুর নামরূপাদি বস্তু হইতে অভিন্নত্ব, নামের সর্ব্বমূলত্ব, বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবপ্রায়, জগতে দুইটি চিন্ত্যাপার, মুখ্য ও গৌণনাম, নাম ও নামাভাস, ব্যবধানে দোষ, ব্যবধান দুই প্রকার, শুদ্ধনাম, প্রভাবানুই নামে অধিকারী এবং প্রকৃত আচারী, নাম-গ্রহণ-বিচার, নামাভাস-বিচার, অনর্থচতুষ্টয়, নামাভাসের অবাধ, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধজ্ঞান, নামাভাসের ফল, নামাভাসের

বৈকুণ্ঠাদি-প্রাপকত্ব, সঙ্কেতাদি চতুর্বিধ নামাভাস, অনর্থনাশে নামাভাস 'নাম' হইয়া প্রেমদাতা, নামাভাস ও নামাপরাধে ভেদ, আভাস দ্বিবিধ—ছায়া ও প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্ব নামাভাসে মায়াবাদ, কপট প্রতিবিম্ব-নামাভাসত নামাপরাধ, ছায়া ও প্রতিবিম্ব নামাভাসের ভেদ, মায়াবাদ ও ভক্তি পরস্পর বিপরীত, মায়াবাদ—নামাপরাধ, মায়াবাদীর নামাভাসে মুক্ত্যাভাসরূপ সাযুজ্য, ছায়ানামাভাসীর গুরুকৃপায় ক্রমে শুদ্ধনামোদয়, ভক্তের মায়াবাদিসঙ্গ অবশ্য পরিত্যাজ্য, দশবিধ নামাপরাধ, দশাপরাধশূন্য ব্যক্তির লক্ষণ, নিরপরাধে নামগ্রহণে অল্প দিনে ভাবোদয়, উর্দ্ধক্রম, ভজননৈপুণ্য, নামাপরাধের গুরুত্ব, নামাপরাধ পরিত্যাগের উপায়, প্রার্থনা, নিষ্কিঞ্চন রসিকভক্তের নামাস্বাদন, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীনবদ্বীপের স্বরূপ, ধামবাসের প্রার্থনা, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায়রামানন্দ, নিত্যানন্দ গুণ-বর্ণন, গৌরনিত্যানন্দের দয়া, দৈন্য ও প্রপত্তি, নির্বেদ ও কৃপা প্রার্থনা, দশাবতার স্তোত্র, শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনা প্রভৃতি বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৩৮)

২রা নভেম্বর—পূর্ব্বাহ্ন

মহাপ্রভু সঙ্কেতে উপদেশ দিয়াছেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

অর্থাৎ পরপুরুষানুরক্ত রমণী গৃহকর্ম্ম সকলে ব্যস্ত থাকিয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গ-রস আস্বাদন করিতে থাকে। ইহার সার মর্ম্ম—

"অন্তর-নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার"

এই সংসারে নূতন নূতন রসভোগেচ্ছা আছে বলিয়া পুণ্যবান্ ও পাপীসকল এখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই কৃষ্ণে যে নব নব রস আছে, তাহাতে তাহাদের রুচি হয় না। মহাপ্রভুর আর একটী উপদেশ—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদায় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে। অতএব সেই মূঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায়। ভক্তক পাঠকগণ কি করিতেছে? এই কথায় অনেক বিচার আসিয়া পড়িতেছে। এতৎপ্রসঙ্গে—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

অর্থাৎ হে মন, বেদে যাহা ধর্ম্ম অর্থাৎ পুণ্য, অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই করিও না। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিয়া ও গুরুদেবকে মুকুন্দ-প্রিয়তম জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর। আরও "গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু" শ্লোক আলোচনা করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীল দাস গোস্বামীপ্রভু "ব্রজবিলাস স্তব" লিখিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রজের লোকদিগের সহিত কি করিয়া পরিচয় করিতে হয় তাহা জানাইয়াছেন। শ্রীরূপানুগ শ্রীল রঘুনাথের আনুগত্য না করিলে মহাপ্রভুর কথা বোঝা যাইবে না। ব্রজজনের সহিত পরিচয় করিতে হইলে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর আনুগত্য করা দরকার। তিনি প্রতিষ্ঠাশা বর্জ্জনপূর্ব্বক কুণ্ডকে বার্ষভানবী জ্ঞান করিয়া এবং গিরিগোবর্দ্ধনকে কৃষ্ণজ্ঞান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন।

মানুষের প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয় হইয়া ইন্দ্রিয় যজ্ঞ আরম্ভ করাটা গোপগণের ইন্দ্রের যজ্ঞের মত। আপনারা "কেশব তুয়া জগত বিচিত্র"—এই গীতটী গান করুন। অতঃপর প্রভুপাদ "ব্রজবিলাস স্তব" হইতে কয়েকটী শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। অতঃপর ব্যক্তিগতভাবে কোন শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুপাদ বলিলেন—যখন আমি চেতন এই বুদ্ধি হয়, তখন শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি বুঝিতে পারি। যে শব্দ জগতের মায়াবশিষ্ট বস্তুকে দেখিয়ে দেয়, সেটার কথা বলা হইতেছে না। বিদ্বৎ-শব্দে জ্ঞান; বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে আমরা সমস্ত জগৎ বাসুদেবময় জ্ঞান করি। তখন শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিটা আলোচনা করি না। শব্দ ও শব্দীতে যেখানে ভেদ হইতেছে, সেখানে অবিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি। ভবঘুরে হইয়া আমরা কেবল সর্ব্বক্ষণ পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি। কিন্তু আমি যে কে? তাহা জানা দরকার। শব্দমাত্রকেই কৃষ্ণসেবাপর করিবার দরকার হইতেছে। আমি কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইব—এটা ভাল নয়। ভগবান্‌কে আশ্রয় না করিলে যম আমাকে কষ্ট দিবে। অতএব মা (লক্ষ্মী) ধব (পতি) অর্থাৎ মাধব (লক্ষ্মীপতি) বিনা গতি নাহি আর। ভগবদ্ভক্তকে দিয়া তিনি সকলকে বলাইতেছেন যে, তিনি সকলের পালক ও রক্ষাকর্ত্তা। অজামিলের "নারায়ণ" শব্দ উচ্চারণ অজ্ঞরূঢ়িতে পুত্র নারায়ণ এবং বিজ্ঞরূঢ়িতে ভগবান্‌কে বুঝায়। আপনার আত্মীয়বিয়োগ হইয়াছে, তাই দুঃখ হইয়াছে ব্রহ্মার কথিত এই শ্লোকটী শুনুন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

এই রকম বিপদগুলো ভগবানেরই কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিলে আর দুঃখ থাকে না। আত্মীয় বন্ধু হারাইলে, তাঁর জিনিষ তিনিই নিলেন এই বিচারটা গ্রহণ করিলে আর কষ্ট হবে না। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। "আত্মকৃতং বিপাকম্" নিজের কর্ম্মফলে যাহা আসিয়া পড়িতেছে, তাহা অবশ্য ভুগিতে হইবে। ভগবান্ যাহা করিতেছেন সবই মঙ্গলের জন্য, এটা বুঝিতে পারিলে আর কষ্ট হইবে না।

কালীঘাটে পাঁঠা বধ হইতেছে। ভগবান্ সবই দেখিতেছেন। এ জন্মে যাহারা বধ করিতেছে, পরজন্মে উহারা আবার পশু হইয়া জন্মিবে এবং উহাদিগকেও ঐরূপভাবে হত হইতে হইবে। স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহার করিয়া যে কার্য্য করিতেছি তাহার ফল অবশ্য ভুগিতে হইবে। তবে ইহা এড়ান যায় কি করিয়া? তাই "হৃদ্বাগ্বপুর্ভিঃ" কথা বলিয়াছেন। তিনি সমস্তই দেখিতে পান। তিনি কখনও অবিচার করেন না। মহাপ্রভুর লীলার "শোকশাতন" আপনি শ্রবণ করুন, আপনার দুঃখ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

২রা নভেম্বর অপরাহ্ন

গত ২রা নভেম্বর সন্ধ্যার পর আবার শ্রীল প্রভুপাদ "গঙ্গা-ভবনের" আসনঘরে আসিয়া উপবেশনানন্তর হরিকথা-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন; উপস্থিত ভক্তগণও উৎকর্ণ হইয়া কর্ণদ্বারে আচার্য্যমুখ-বিগলিত কৃষ্ণকথামৃত নিঃশেষে পান করিতে করিতে জীবন ধন্য করিতে লাগিলেন। হরিকথায় একদণ্ড বিরাম নাই, অবিরাম গতিতে হরিকীর্ত্তন চলিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক পাঠে জানা যায় যে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" অর্থাৎ—

কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

প্রভুর উপদেশ সতত পালন করা। কিন্তু মাদৃশ গৃহমেধী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না যে, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। তাই তাহারা সন্দিগ্ধহৃদয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিয়া থাকে যে, আহারসংস্থান করিবার জন্যও ত সময়ক্ষেপণ আবশ্যক; কিন্তু তাহা হইলে সেই সময়টা ত' হরিকীর্ত্তন বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে আজ আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ জগদ্বাসীকে চাক্ষুষভাবে দেখাইতেছেন যে, যিনি একবার "কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার" এই কথা সরলান্তঃকরণে বলিতে পারিতেছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সমস্ত কাল্পনিক অসুবিধা দূরীভূত করিয়া তাঁহাকে হরিভজনের সুযোগ দিতেছেন। তাই বলি, হে বিশ্ববাসি বান্ধবগণ! তোমরা কি একবার চাহিয়া দেখিবে না? আচার্য্যের বাণী তোমরা কি একবার শুনিবে না? দুর্লভ মনুষ্যজন্মের কর্ত্তব্যের কথায় তোমরা কি একবারও কাণ দিবে না? যুগাচার্য্যের লীলা-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে তোমরা কি একবার অনুসন্ধিৎসু হইবে না?

গৌড়ীয়মঠে পরমগুরুদেবের বিরহোৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ভগবদ্ধামে প্রাকৃতবুদ্ধি আরোপের দোষ উপস্থাপিত করিবার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির নরকেও স্থান আছে কিনা, উহা সুধীগণই বিচার করুন। ধামের ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, তাঁহার কৃপা ব্যতীত ধামদর্শন—ধামের মায়াবরণ কি প্রকারে নষ্ট হইতে পারে? মায়াপুরধামের প্রকটকর্ত্তা যাঁহার হৃদয় তাঁহার কৃপায়ই মায়াপুরসেবা সম্ভব হয়। বিরহের মধ্য দিয়াই ধাম-সেবা, আচার্য্যানুগত্যেই ধামসেবা—একথা বুঝিবে কে? গৌরানুগজন প্রভুদের কৃপায়ই গৌরজন বাবাজী মহারাজের লীলা উপলব্ধির বিষয় হয়। নতুবা সর্ব্বত্রই বৈষম্যদর্শন অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের মহোপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় "যে আনিল প্রেমধন" ও "এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি" এবং শ্রীপাদ দিবাস্থির দাসাধিকারী "বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর" গীতগুলি কীর্ত্তন করিয়া নামমন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যের শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজ প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমণোৎসব ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারময় ও মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৪

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত নির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তাশ্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানত্রয়-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মেলা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক - মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে প্রভুপাদ শ্রীরূপমায়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধামদনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ কাষ্ঠশাল, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিকুসুম।

(১১) শ্রীজীয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনরহরানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(১৩) ভাগবত-আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশেখর।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

২০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ

—কমলাপুর, (ঢাকা)। গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীশ্বর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাসু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগৌরেন্দ্র দাসাধিকারী।

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোন্দা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমদনজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিগ্রহসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৪) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৫) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপারা, পোঃ ভোডোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক- শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৭) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক - ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৮) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৩৯) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ।

(৪০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ।

(৪১) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

পোদ্দার রোড, ভোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪২) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৩) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৪) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী সেবাসুহৃৎ।

(৪৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর।

(৪৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্‌স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৭) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 291.

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬৷৷০
কাটারিভোগ	৫৷৷০—৫৸৵০
পাটনাই (সরেস)	৪৵০
মাতা বাঁকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলম	৪৷৷০
সিতাশাল (সরু)	৫৲

আটা ময়দা-সুজি- প্রতিমণ।

পেটেন্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
কুপারকোইন	৭৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৪।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪৸৵০—৭৸০
২নং আটা	৪৵০—৪।০
আটা এসমাকা	৪৵০—৪।০
আটা ৩নং	৩৵০—৩।০
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৩—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	* ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১.
কৃষ্ণনগরসিটি	পোঃ	৬—২৮,	১০—৩১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫
	* ছাঃ	৭-১৮	১০-৪১	১৩-২০	১৬-৫৬	২০-৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৭-৫৬	* ১১-৩৬	১৫-৩০ +	* ১৮-৩৬ *	২১-৫০
কলিকাতা	পোঃ	৯-২১	১২-৫২	১৭-২০	২০-০	২৩-৫০

* চিহ্নিত স্থানে গাড়ী বদল। + চিহ্নিত স্থানে শান্তিপুর হইয়া আসিতে বা যাইতে হয়; তখন শান্তিপুরে রেল বদল করিতে হয়, কৃষ্ণনগরে আর বদল করিতে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-০, ৯-৪৬, ১৬-৪৯,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫, ১৩-৮ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার [illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪১, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ব্যাঘ্রের সহিত ভীষণ লড়াই

গোপাল চন্দ্র শর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি একটী 'রয়েল বেঙ্গল' ব্যাঘ্র হত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ব্যাঘ্রটী ঐ লোকটীর গোয়াল হইতে একটি বলদকে লইয়া যাইতেছিল এমন সময় সে তাহার মুখে বর্শা প্রবেশ করাইয়া দেয়। ব্যাঘ্রটী ভীষণ উপদ্রব করিতেছিল এবং লোকের মনে ত্রাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। ব্যাঘ্রটির সহিত শর্ম্মার ভীষণ লড়াই হয়। ফলে তাহার শরীরের নানাস্থানে জখম হয়। ব্যাঘ্রটী দৈর্ঘ্যে ১৩ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা।

পাঁচজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ

সিরাজগঞ্জ মহকুমার কামারখন্দ থানার কর্ণহাত গ্রামের মজিবর রহমান চৌধুরী (৩৬) নামক জনৈক মুসলমান জমিদারকে হত্যা করার অপরাধে ফৌঃ দঃ ৩০২ ধারা মতে হাতেম মণ্ডল, আবেদ মণ্ডল, মহিরুদ্দি মণ্ডল, কাদের মণ্ডল ও জাবেদ মণ্ডল পাবনা ও বগুড়ার জিলা জজ মিঃ বি কে বসু, আই-সি-এস, মহাশয়ের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ২ জন জুরীই আসামীগণকে দোষী বলিয়া মত প্রকাশ করেন। জজ জুরীদের মত গ্রহণ করিয়া পাঁচজন আসামীকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মজিবর রহমান লম্পট প্রকৃতির লোক ছিল। আসামী মহিরুদ্দি মণ্ডল সন্ধ্যার পর মজিবরকে ডাকিতে তাহার বাড়ীতে যায়। মজিবর আহারাদির পর অনুমান ৮ ঘটিকার সময় লণ্ঠনসহ তাহার সহিত বাড়ী ত্যাগ করে। তৎপর মজিবরকে শ্বাস রোধ করিয়া মহিরুদ্দিনের বাড়ীতে হত্যা করা হয় এবং মৃতদেহে পাথর বাঁধিয়া রেল লাইনের পুলের নীচে 'ছাগলা পাগলাদ' নামক স্থানে জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে ৩৪ হাত জলের নীচ হইতে জালের সাহায্যে লাশ উত্তোলন করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করিয়া আসামীগণকে চালান দিলে সিরাজগঞ্জে প্রাথমিক বিচার শেষ হইয়া তাহাদিগকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিলে জজ সাহেব বিচার করিয়া উল্লিখিত রায় দিয়াছেন।

ষ্টেশনমাষ্টারের বাড়ীতে ডাকাতি

গত ৭ই ডিসেম্বর রাত্রে নানকুণে ষ্টেশনমাষ্টারের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হয়। এইপ্রকার জানা গিয়াছে যে, ডাকাতগণ জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গে ও ষ্টেশনমাষ্টারের স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার এবং সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা সহ বহু মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী লইয়া চম্পট দেয়।

রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করিয়াছে, এ পর্য্যন্ত দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দিবালোকে নির্ম্মম অত্যাচার

গত ৬ঠা ডিসেম্বর চোনাবীপুড়ার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর-জোতুলপুর রাস্তার মধ্যে কামারপুকুর হইতে ১মাইল দূরে প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা ৩টার সময় এক ভীষণ রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। শালদা গ্রামের সুবলচন্দ্র দত্ত তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী শ্রীমতী বিভূষণা দাসী এবং তাঁহার মামা শ্বশুর নারায়ণচন্দ্র দের সহিত বিষ্ণুপুরের গোপালগঞ্জে শ্বশুর বাড়ীতে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে ২০।২৫ জন লোক তাঁহাদের গরুর গাড়ী আটক করে ও গাড়োয়ান শালদার কালীপদ গরাইকে মারপিট করিয়া সরাইয়া দিয়া বর ও কনেকে ছোরা দেখাইয়া খুন করিবার ভয় দেখাইয়া যাবতীয় অলঙ্কার খুলিয়া লয়। কনের কাণের মাকড়ী খুলিতে না পারায় কাণ ছিঁড়িয়া মাকড়ি টানিয়া লইয়াছে। বরের গলায় হার ও হাতে আংটী ছিল, তাহাও ছিনাইয়া লইয়াছে। ইহা ছাড়া যে সমস্ত ভাল কাপড় ইত্যাদি এবং মিষ্টান্নের হাঁড়ি গাড়ীতে ছিল, তাহাও লইয়া গিয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে এবং সন্দেহক্রমে বিষ্ণু লোহারকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছে। এপর্য্যন্ত লুটতরাজের দ্রব্যাদির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ছোরাঘাতে নরহত্যা

গত শনিবার ইণ্ডিয়া জুট মিলের মহারাজ ওঝা নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্দ্দার শ্রীরামপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ডাক বাঙ্গলার নিকটে নদীতে স্নান করিতে যায়। এমন সময় একজন হিন্দুস্থানী তাহাকে ছোরা মারিয়া পলায়ন করে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যায়। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

প্রকাশ, কোনও স্ত্রীলোক সম্পর্কে ঐ হিন্দুস্থানীর সহিত সর্দ্দারের ঝগড়া ছিল। দুইজন লোক এই সম্পর্কে জড়িত বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ সন্দেহক্রমে একজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আর একজন আই সি এস্

আগষ্ট মাসে লণ্ডনে গৃহীত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে ২৬ জন পরীক্ষার্থীর নাম ২৪শে অক্টোবর স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, মিঃ এস, এ আয়েঙ্গারও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে গৃহীত হইয়াছেন।

বেকার সমস্যায় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ছুরি, কাঁচি এবং ডাক্তারী অস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী অবৈতনিক ভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গীয় সরকারী শিল্পবিভাগ আবার ছাত্র লইতেছেন। উক্ত বিষয় সকল ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটারী ক্যানাল সাউথ রোড (পাগলাডাঙ্গা) কলিকাতায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাতা প্রস্তুতের জন্য ৪ হইতে ৬ মাস ও ছুরি, কাঁচি প্রস্তুত শিক্ষার জন্য ৮-৯ মাস সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ছাতা তৈয়ারী বিভাগে এ যাবৎ সুন্দর ফল হইয়াছে। ছাত্রেরা উত্তীর্ণ হইয়া কেহ কেহ নিজে নিজেই ছোট খাট কারখানা খুলিয়াছে এবং অন্যান্য সকলে শিল্প-বিভাগে কার্য্য পাইয়াছে।

যে সকল বঙ্গীয় যুবক এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবেন যে এই সকল বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা এই সকল বিষয়েরই অনুশীলন ও অনুধাবন করিবেন, তাঁহাদের আবেদনই গ্রাহ্য হইবে। ইং ১৯৩৪ সনের ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে এবং উহা ৮০।২এ ক্রি স্কুল ষ্ট্রীট কলিকাতায় ডিরেক্টর অব ইনডাষ্ট্রিজ (বেঙ্গল) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদন পত্রে আবেদনকারীর বয়স, এবং সামান্য কারবার খুলিবার আর্থিক সঙ্গতি কিরূপ তদ্বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং",
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | ২৩ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ শুক্রবার | ২৩৭শ সংখ্যা

ভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি

—:০:—

গৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু

সভাপতি - নসিপুররাজ ভূপেন্দ্রনারায়ণ

গত ৯ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে বদান্যবর শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের চতুর্থ বার্ষিকী-স্মৃতি-সভা মাননীয় নসীপুররাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম্ এল্ সি বাহাদুরের সভাপতিত্বে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভামণ্ডপের দৃশ্য

উক্ত সভা উপলক্ষে সারস্বত-শ্রবণ-সদনটী বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাদি দ্বারা মণ্ডিত, বিচিত্র বিজলী আলোকমালায় সুশোভিত এবং বিচিত্র বর্ণের তরুলতাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়াছিল। নাটমন্দিরের একধারে শ্রীল প্রভুপাদ ও সভাপতি মহোদয়ের জন্য একটি উচ্চ আসন অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। উক্ত আসনের বামপার্শ্বে শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বৃহৎ একখানি আলেখ্য-মূর্ত্তি পুষ্পমাল্য ও নানাবিধ লতা-পল্লব দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। নাটমন্দিরের পার্শ্বদেশে যে উন্মুক্ত ময়দানে শ্রীল জগবন্ধু মহোদয়ের সমাধি সংরক্ষিত হইয়াছে, সেই স্থানটী বি[illegible] তাকা ও তরু লতা-পল্লবাদি দ্বারা সুসজ্জিত এবং নানাবর্ণের বস্ত্রাদি দ্বারা চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়া সমাধিস্থানটী আচ্ছাদন করা হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের ও সভাপতির উপস্থিতি

সন্ধ্যা ঠিক ৬টার সময় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত হইলে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভু তাঁহাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারদেশে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক সভাস্থলে লইয়া যান। তৎসঙ্গে সঙ্গেই শ্রীল প্রভুপাদ সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে আচার্য্য-সম্মান প্রদান করেন। যথাসময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

কার্য্য বিবরণী

শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহোদয় প্রথমে উদ্বোধন-সঙ্গীত মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম্-আর-এ-এস্ মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি-নির্ব্বাচন-প্রস্তাব-মুখে "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥" বন্দনা পূর্ব্বক বলেন যে, যিনি বিদেশবাসী হইয়া এই বাগবাজারে একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিরূপে গণ্য হইয়াছেন, আজ তাঁহারই চতুর্থ-বার্ষিকী-স্মৃতি-তর্পণের দিন। তাঁহার স্মৃতিতে তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। আমি এই মঠের এবং সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর পক্ষ হইতে আদিষ্ট হইয়াছি, এই সভার সভাপতি-নির্ব্বাচন প্রস্তাব করিবার জন্য। আমি যাঁহার নাম করিব, আমার বিশ্বাস তাহাতে আপনাদের সকলেরই অনুমোদন হইবে। সর্ব্বজনবন্দিত, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, জনপ্রিয় নসীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ এম্ এল্-সি মহোদয়ের নাম আপনাদের অবিদিত নাই। আমি তাঁহাকে এই সভার সভাপতি হইবার জন্য প্রস্তাব করিতেছি। স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহোদয় প্রস্তাবিত সভাপতি মহোদয়ের গুণাবলী অল্প কথায় বর্ণনপূর্ব্বক উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলেন, আশা করি সকলে ইহার অনুমোদন করিবেন। শ্রোতৃবর্গ সকলেই করতালি-সংযোগে তাঁহাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ ও সভাপতি মহোদয় বেদীর উপর আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন, আপনারা আমাকে যে আদেশ করিলেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমি উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় নিম্নলিখিতভাবে কার্য্যাদি সম্পন্ন হয়।

আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল (অধ্যাপক ময়মনসিংহ কলেজ) গৌড়ীয়-প্রকাশিত ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-সংখ্যায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ" এবং শ্রীপাদ যদুনন্দন দাস অধিকারী বি-এ, "স্মৃতি তর্পণ" যথাক্রমে পাঠ করেন। তারপর "গৌড়ীয়"-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পর-বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় তাঁহার লিখিত "শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের চতুর্থ-বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি" প্রবন্ধটী পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধটীতে গৌড়ীয় সম্পাদক মহোদয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিন বর্ষে এইরূপ স্মৃতি-সভার সভাপতি হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, সন্তোষের রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে টি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কে টি, বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগের মন্ত্রী-মহোদয়গণের বক্তৃতার মর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন।

সভাপতির অভিভাষণ-মর্ম্ম

অতঃপর সভাপতি মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, এই সভায় কোন কিছু বলিতে হইলে তাহা বাঙ্গালা ভাষাতেই হওয়া উচিত। কিন্তু যখন দেখিতেছি আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভাপতি মহোদয়গণ ইংরাজী ভাষাতে তাঁহাদের বক্তব্য বলিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই অনুগমনে অদ্য ইংরাজী ভাষাতেই আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য বলিতে ইচ্ছা করি, তজ্জন্য আপনারা আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

(অতঃপর ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯৩ কেশব নিধি গৌরাব্দশায়ী ৪৪৮

জলপথে কলিকাতা

দ্বিতীয় প্রস্তাব

নদীপথে কলিকাতা যাইতে কি কি দেখিয়াছি, অথবা ভৌগোলিক সংস্থান-সমূহ বর্ণন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু আশা করেন বলিয়া তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা আমরা লিখিতেছি। আমাদের এই বর্ণন মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবর্গের পাদরজোভিষিক্ত স্থানসমূহ সম্বন্ধেই লিখিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে নবদ্বীপের অষ্টম সীমন্তদ্বীপ দৃষ্ট হয়। নৌকায় দক্ষিণাভিমুখে গমন-কালে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর ও সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়াকে) উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিলাম। লঞ্চে উঠিবার সময় মহাপ্রভুর ঘাট, বারকোণা ঘাট ও মাধাইর ঘাট দর্শন করিলাম। তখন মহাপ্রভুর জল-ক্রীড়া, দিগ্বিজয়ি-বিজয় লীলা, গঙ্গাতীরবাসী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিকট বলপূর্ব্বক ক্ষুদকণা-গ্রহণ ও [illegible] করিয়া কাজী-উদ্ধার-লীলার কথা মনে পড়িল। অদূরে গঙ্গানগর—যে স্থানে মহাপ্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই সকল স্থানের প্রত্যেকটী ধূলিকণা মহাপ্রভুর লীলার উদ্দীপন-রূপে বিরাজমান। এই সকল স্থানের এমনই মাহাত্ম্য যে আমার ন্যায় একটী নিতান্ত পাষণ্ডের চিত্তে পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর লীলাভাস উদিত হইয়া থাকে। যে-স্থানে লঞ্চে উঠিলাম, তাহার পশ্চিমে মোদদ্রুম দ্বীপ ও উত্তর-পশ্চিম কোণে রুদ্র-দ্বীপ অবস্থিত। তাঁহাদের উদ্দেশেও প্রণাম করিলাম। মোদদ্রুমদ্বীপে চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম-ভিটায় শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মঠ মোদদ্রুম-ছত্র বিরাজিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে "সবে মাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়।" গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী শ্রীধাম-মায়াপুর পরিত্যাগ করিয়া যখন কোলদ্বীপের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলাম তখন মনে পড়িল দেবানন্দ পণ্ডিতের মহাভাগবত শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত মহোদয়ের চরণে অপরাধের কথা। বাহ্য-দৃষ্টিতে দেবানন্দ একজন বড় পণ্ডিত, নিষ্ঠা-বান্ ব্রাহ্মণ ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি। তিনি ভাগবত অধ্যাপনা করিতেন এবং বহু শ্রোতা তাহা শুনিতেন। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত মহোদয় পাঠ-শ্রবণার্থ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহ শ্রীবাস পণ্ডিতের হৃদয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিলেন

পণ্ডিত মহাশয় প্রেমে আপ্লুত হইলেন তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক বিকার তাঁহার অঙ্গে প্রকাশিত হইল তিনি অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না কিন্তু দেবানন্দের অন্যান্য শ্রোতারা সেই বিশুদ্ধ প্রেমের অবস্থা ত কিছু বুঝিলেন না, দেবানন্দ নিজেও উহার তাৎপর্য্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। পাঠের বিঘ্ন হইতেছে মনে করিয়া তাহার শ্রোতাগণ শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়কে অবজ্ঞাভরে অন্যত্র অপসারিত করিলেন, দেবানন্দ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া উক্ত কার্য্যের অনুমোদনই করিলেন। ইহাতে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট তাঁহার ভীষণ অপরাধ হইয়াছিল; সেই অপরাধের ফলে তিনি মহাপ্রভুর কৃপা-লাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলেন। পরে মহাপ্রভুর চরণে বিশেষরূপে আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া তাঁহাকে শোধন করিয়াছিলেন। ইহাতে আমরা বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে বিশেষরূপে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ পাইতেছি।

লঞ্চে অগ্রসর হইতে হইতে গঙ্গার পূর্ব্বদিকে গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপের কতকটা অংশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সুতরাং গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপের কিছু কিছু অংশ আমাদের দর্শনের সৌভাগ্য হইল। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া পশ্চিমতীরে কিছু দূরে সমুদ্রগড় ষ্টেশন দেখিতে পাইলাম। সমুদ্রগড় ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত। সমুদ্রগড় ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ উত্তরে চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটী নামক স্থান। ইহাও ঋতুদ্বীপেরই অন্তর্গত। এইস্থানে গৌর-পার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ-স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীগৌরগদাধর-মঠে পূজিত হইতেছেন। ঋতুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থানে জহ্নুদ্বীপ অবস্থিত। এই জহ্নুদ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগরে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আদি বাসস্থান রহিয়াছে। গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ মোদদ্রুম ও রুদ্রদ্বীপ এই দ্বীপপঞ্চকের বিষয় ও পূর্ব্বপারের দ্বীপচতুষ্টয়ের বিষয় অর্থাৎ নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের বিষয় বিশেষ-রূপে অবগত হওয়া যায় শ্রীচৈতন্যমঠের উদ্যোগে মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের নয় দিন পূর্ব্ব হইতে যে নবদ্বীপ পরিক্রমা হয় সেই পরিক্রমার সময়।

আরও কিছু অগ্রসর হইয়া আমরা গঙ্গার পশ্চিম-তীরবর্ত্তী কালনার প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলাম। পাঠকগণ অবগত আছেন, এই স্থানেই গৌরপার্ষদ শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাট। লঞ্চ হইতে কালনার ঠাকুরবাড়ীসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। আরও অগ্রসর হইলে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর স্থান শান্তিপুর দেখিতে পাইলাম। মহাপ্রভু অনেকবার এইস্থানে গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসগ্রহণান্তে নীলাচল-যাত্রাপথে যখন এইস্থানে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন, তখন প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ তথায় সমবেত হইয়া-ছিলেন। এই শান্তিপুরেই ঠাকুর শ্রীল হরিদাস অনেকদিন নাম-সংকীর্ত্তন করিয়া-ছেন। প্রাচীন নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মধ্য-বর্ত্তী স্থানে গঙ্গার কূলে মহাপ্রভুর প্রকট লীলার সময় ললিতপুর বা নোলেপুর নামক একটী গ্রাম ছিল। এখন তাহার অস্তিত্ব নাই, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমায়াপুর হইতে শান্তিপুরে যাইবার সময় এই ললিত-পুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কোনও দাবী সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

'সুরধুনী' শান্তিপুর অতিক্রম করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে গঙ্গার পূর্ব্বকূলে প্রায় এক ক্রোশ দূরে চাকদহ দেখা গেল। ইহার সংলগ্ন গ্রামটীর নাম যশড়া। পূর্ব্বে যশড়া ও চাকদহ গঙ্গার তীরেই ছিল। পরে গঙ্গা সরিয়া গিয়াছেন। চাকদহে দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের সমাধি-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টম শাখামঠ "শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাট" বিরাজিত। (২) পূর্ব্বে জিরাটের পূর্ব্বপারে মসীপুর বা যশীপুর (?) নামক স্থানে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের বাস ছিল। কিন্তু মসীপুর গঙ্গাগর্ভগত হওয়ায় তথা হইতে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী বেলডাঙ্গায় শ্রীল পণ্ডিত মহা-শয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দবিগ্রহ কিছুকাল ছিলেন। পরে বেলডাঙ্গাও গঙ্গা গর্ভগত হইলে উক্ত শ্রীবিগ্রহ পালপাড়ায় নীত হন। পালপাড়া হইতে শ্রীল পণ্ডিত-মহাশয়ের শ্রীপাট চাকদহের কায়ালপুলি নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

যশড়ায় শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট অবস্থিত যেস্থানে ভক্তের অবস্থান, তথায় ভগবানের আগমন হইয়া থাকে। তাই শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত মহাশয়ের বাস-সৌভাগ্য লাভ করিয়া যশড়া দুইবার সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণের সৌভাগ্য পাইয়াছে। তাঁহারা তথায় সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীহরি-নাম প্রচার ও মহোৎসব করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। যশড়া-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দেব, শ্রীরাধাবল্লভজীউ ও জগদীশ পণ্ডিতের পত্নী দুঃখিনী দেবী স্থাপিত গৌরগোপাল বিগ্রহ বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্দিরে একটী যষ্টি আছে যাহাকে যশড়ার সেবকগণ "জগন্নাথ-বিগ্রহ-আনা যষ্টি" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। প্রবাদ, জগদীশ পণ্ডিত মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে এই যষ্টিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথমূর্ত্তি বহন করিয়া আনিয়া-ছিলেন। গঙ্গার পশ্চিমকূলে শ্রীল মাধবা-চার্য্যের বাসস্থান 'জিরাট' অবস্থিত। মাধবা-চার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গা-দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লঞ্চ আরও কিছু অগ্রসর হইলে গঙ্গার পশ্চিম কূলে বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। পূর্ব্বে বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়ে, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিব-পুর, শঙ্খনগর ও সপ্তগ্রাম এই সাতটী গ্রামকে একত্রে সপ্তগ্রাম বলা হইত। সপ্ত-গ্রাম যে পূর্ব্বে বঙ্গের একটী সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর ছিল তাহা বোধ হয় পাঠকগণের অবিদিত নহে। এই সপ্তগ্রামেই ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পিতৃভবন ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য ও পিতা গোবর্দ্ধন উক্ত প্রসিদ্ধ নগরের বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদের বাৎসরিক আয় ছিল ২০লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে বারলক্ষ টাকা নবাব-সরকারে দিতে হইত। এই স্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বাসস্থান ছিল। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার গৃহে কিছুকাল অব-স্থান করিয়াছিলেন। শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাটে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু বিগ্রহ আছেন। এই শ্রীবিগ্রহের দক্ষিণে নিত্যানন্দ প্রভু ও বামে শ্রীগদাধর প্রভু বিরাজিত। তথায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি এবং শ্রীশালগ্রামও আছেন। তদ্ব্যতীত সিংহাসন বেদীর নিম্নে শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছেন। ত্রিবেণীতে আমরা 'চিত্রে নবদ্বীপ'-সম্পাদক স্বনাম প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ প্রাজ্ঞ বিদ্যাভূষণ মহো-দয়ের গঙ্গার তীরবর্ত্তী বাসভবন দেখিতে পাইলাম। রাজর্ষি মহোদয় মহোদয় বোধ হয় তখন অন্যত্র ছিলেন তাই আমরা লঞ্চ হইতে দেখিতে পাইলাম ইহার দরজা জানালা সব বন্ধ। লঞ্চে যাইতে যাইতে আমরা গঙ্গার পূর্ব্বকূলে কাঁচড়াপাড়া, হালিসহর, খড়দহ, পাণিহাটী, এঁড়েদহ ও বরাহনগর দর্শন করিয়াছিলাম।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাসের এই প্রসিদ্ধ স্থানসমূহেও দর্শন পাইয়াছিলাম। কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীল শিবানন্দ সেনের বাসভূমি। ইহার নিকটে শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের বাসভূমি ছিল। শ্রীল ঠাকুর মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সময় নবদ্বীপের সহিত সম্মিলিত মোদদ্রুম দ্বীপে বা মামগাছি গ্রামে সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর উহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের জন্মস্থান চট্টগ্রামে। তাঁহার অনুগৃহীত শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু। হালিসহর বা কুমারহট্টে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের আবির্ভাবস্থান। খড়দহে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পাট। পানিহাটিতে শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের আলয়। এঁড়েদহে শ্রীল দাস গদাধরের স্থান এবং বরাহনগর মালিপাড়ায় শ্রীল ভাগবতাচার্য্যের শ্রীপাট অবস্থিত।

হালিসহরের পরে নৈহাটীতে শ্রীল প্রভুপাদ লঞ্চ হইতে অবতরণ করেন। এই স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমঠের একখানা সুদৃশ্য মোটর সহ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদ শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারীসহ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় মোটরে আরোহণ করেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছেন। নৈহাটীতে আমরা কিছু কেরোসিন তৈল ক্রয় করিলাম, দেখিলাম এই স্থানের দর নবদ্বীপ হইতে অনেক কম। নবদ্বীপে প্রতি টিনের মূল্য ১৸৶০ আনা আর নৈহাটীতে ১৸ আনা। নৈহাটী হইতে শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও শ্রীপাদ কৃত্তিরত্ন প্রভুর সহিত আমি লঞ্চেই কলিকাতায় গিয়াছিলাম। লঞ্চ ৫॥ টার সময় নৈহাটীঘাট ছাড়িয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় কলিকাতায় বাগবাজার ঘাটে পৌঁছিল।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৩৯)

২রা নভেম্বর অপরাহ্ণ

আত্মমঙ্গল বরণ করিবার জন্য তোমাদের হৃদয়ে কি কোন প্রেরণা আসিবে না? "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—উপনিষদের এই ঝঙ্কার কি তোমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দন বা প্রেরণা আনিয়া দিবে না? তোমরা কি মহাপ্রভুর আদেশ "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" পালনে জীবনে যত্নবান্ হইবে না? ঘোরতমসাবৃত ত্রিতাপপূর্ণ ও হিংস্র-মকরাদি-জন্তু-সমাকুল এই সংসারসাগরে পড়িয়া ক্লেশভোগ করাটাই কি তোমরা জীবনের সার বুঝিয়া মজিয়া থাকিবে? অন্ধকার হইতে আলোকের জন্য কি তোমরা ব্যস্ত হইবে না? আচার্য্যপ্রবরের প্রাণস্পর্শিনী চেতন-বাণী কি তোমাদের হৃদয়ে স্থান না পাইয়া ভূতাকাশেই বিলীন হইয়া যাইবে? আচার্য্যের জীবোদ্ধার-লীলায় কি তোমরাই বাদ পড়িয়া যাইবে? এরূপ সুবর্ণ-সুযোগ মনুষ্যের জীবনে দুইবার আসিবে না। এখনও সময় আছে—ত্বরায় হরিকথা শ্রবণের সুযোগ গ্রহণ কর।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন,—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকতমাঝ,
যেঁহ কৈল 'চৈতন্যচরিত'।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিত-কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথাটা কি, তাহা জানিতে না পারিলে, আমাদের কৃষ্ণভজন হইবে না। "মহাজনো যেন গতঃ" বিচারে মহাজনগণ যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথ ধরিয়া আমাদেরও যাইতে হইবে, তবে যদি আমরা গন্তব্যস্থানে এক সময় পৌঁছিতে পারি। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে প্রথমে বলিয়াছিলেন,—

"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥"

কিন্তু কিছুকাল পরে যখন দাস-গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন,—

"বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।"

বাহিরে লৌকিক বা বাহ্যিক অন্য কার্য্য, কিন্তু ভিতরে (অন্তরে) রাধাগোবিন্দসেবা যদি থাকে, তাহাতেই সুবিধা হইবে। দাসগোস্বামী প্রভুর বিচার ছিল—ধামোৎপন্ন দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন কিছু গ্রহণ করা হবে না। মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে যে-সমস্ত কৃষ্ণেতর কথার বিচার চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার আদর ছিল না। প্রথমেই যদি আমরা কৃষ্ণের কথা বুঝিতে যাই, তাহা হইলে "উল্টা বুঝলি রাম" হইয়া যায় অর্থাৎ কৃষ্ণকে আমাদের সীমাবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সকলের গণ্ডীর একজন আসামী বলিয়া ধারণা করিয়া ফেলি। তাহাতে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই যদি মহাপ্রভুর কথা বুঝিতে না পারি, তবে কৃষ্ণের কথা আলোচনার যোগ্যতা আমাদের হয় না।

অনেকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য এত সেবা করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে রাসস্থলী হইতে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন কেন? তাঁহাদের সেবাটা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না কেন? দেখুন, নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী সেবা করিলে চলিবে না, মহাজনগণের যে পথ সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে। রাসস্থলীতে গোপীগণ শ্রীমতী রাধিকার সেবা করেন নাই অর্থাৎ রাধিকার আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণের সেবাচেষ্টা করেন নাই। তাহার ফলে তাঁহাদের সেবা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই।

আমরাও যদি নিজ নিজ খেয়াল অনুযায়ী কৃষ্ণসেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তবে আমাদেরও সেই সেবা অধিকক্ষণ স্থায়ী হবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতেছেন সেই শ্রীমতী বার্ষভানবীর অভিন্নবিগ্রহ। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা বা ভজনের অভিনয় আমাদের দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

সিদ্ধান্ত জানিতে দোষ নাই; বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত, সঙ্গতি এই পাঁচপ্রকার বিচারধারা, এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায় দরকার। নচেৎ আমরা অন্যায় করিয়া বসি। বিষয় যদি কৃষ্ণ হন, তবে সংশয় উঠিবে—কেন কৃষ্ণসেবা করিব?

কৃষ্ণ মহাপ্রভু কেন হইলেন? দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ নিজেকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকেই ভজনা করিবার জন্য সকলকে উপদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকসমূহ কৃষ্ণের কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে উল্টা ধারণা করিল, তাঁহাকে একজন দাম্ভিক বলিয়া বিচার করিল। তাহাতে কৃষ্ণের কিছু ক্ষতি হইল না বটে কিন্তু যাহাদের উদ্ধার জন্য তাঁহার আবির্ভাব, তাহারা বঞ্চিত হইয়া গেল। কৃষ্ণ কিন্তু এতই কৃপাময় যে, জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও এই ঘোর কলিযুগে ভক্তবেশ অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণভজন শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেন। তাই তাঁহার নামকরণ-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"শেষ-লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

এতদ্ব্যতীত মহাপ্রভুর শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি স্বীকারপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইবার অন্য গূঢ় উদ্দেশ্যও আছে। শ্রীস্বরূপগোস্বামী প্রভু স্বরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

কৃষ্ণ অখণ্ড বস্তু, তাঁহাকে কেহ মাপিয়া লইতে পারে না। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকে মাপিতে পারেন, আর কেহই তাহা পারেন না। তাই কৃষ্ণ চৈতন্যদেবরূপে রাধিকার আনুগত্য জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন—আমরা কলিহত হইয়া সংসারকূপে পড়িয়াছিলাম। শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগের মঙ্গলের পথ দেখাইয়াছেন। সেবোর ইচ্ছামত সেবা করাটাই দোষ, নিজেদের খেয়াল মত সেবা করাটা সেবা নহে।

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

কবে আমাকে তাঁর পাদপদ্মে স্থান দিবেন? শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এই কথা বলিয়াছেন।

মহাপ্রভু তাঁহার সংসার লীলায় যখন 'গোপী', 'গোপী' জপ করিতে লাগিলেন, সংসারের লোক সব তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর চটিয়া গেল। মহাপ্রভু ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের দল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। আবার তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। দুর্ভাগাগণ তাহাতেও বঞ্চিত রহিল, আর ভাগ্যবান জনগণ শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল বরণ করিয়া লইল।

ভক্তিরঞ্জন বিরহস্মৃতি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

ব্যবহারিক জীবনে অনেক স্থলেই আমাকে সভাসমিতিতে সভাপতির দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য গ্রহণ করিতে হয় এবং সেই সেই সভায় দায়িত্বের কতকাংশ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেও এইরূপ একটী পারমার্থিক সভায় যেখানে ভক্তের ভক্তিই আলোচ্য বিষয়, সেই সভায় সভাপতির কার্য্য করিতে আমি নিজকে নিতান্ত অযোগ্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু যখন পরমহংস মহারাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি তখন এই কর্ত্তব্য আমাকে অবশ্য পালন করিতে হইবে এবং ঐ কর্ত্তব্যপালন করাকে আমি খুব গৌরবের কার্য্য বলিয়াই অনুভব করি।

সভাপতি মহোদয়ের বিস্তৃত বক্তৃতা পশ্চাৎ প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় বর্ত্তমানে আর অধিক কিছু প্রকাশিত হইল না।

(ক্রমশঃ)

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক ভক্ত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্ত্রোতগবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট”

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্চর্য্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

FOUNTAIN PEN INK
BLUE BLACK
J. B. DUTT & Co.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও কলোরোডাইন ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতার বাজার দর

পুরাতন চাউল—প্রতিমণ।

দাদখানি	৬॥০
কাটারিভোগ	৫॥০—৫৸৵০
পাটনাই (মোটা)	৪৵০
ঢাকা বাকতুলসী (সরেস)	৪৸৵০
বালাম	৫।০
কলমা	৪॥০
সিতাশাল (সরু)	

আটা-ময়দা-সুজি-প্রতিমণ।

পেটেণ্ট ময়দা	৫৵০—৫।০
সুপারফাইন	৪৸৵০—৫৲
৪নং ময়দা	৭।০—৪।৵০
আটা 'বি'	৪॥৵০—৪৸০
২নং আটা	৭৵০—৪।০
আটা এসমাকা	
আটা ৩নং	৩৵০—৩।
সুজি	৪৸৵০—৫৲

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার	প্রতি লাইন	।০	।৶০	।৶	।০
"	" ইঞ্চি	২৲		১॥০	১৲
"	" সিকিকলম	৫৲		৬৲	৩৲
"	" অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৪৲
"	" ১ কলম	১২৲		১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	৫—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	৫-৫০,	৯—৪৬,	১১—৪০	১৬—৩২,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	ছাঃ	৬—৫৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	যাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২১—৫৪

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

-মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপা কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্যাগক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট্য পাইয়া থাকেন।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণে লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীবাস' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

[illegible]

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪১. ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

কলিকাতা অভিমুখে বড়লাট

বিগত ১১ই ডিসেম্বর রাতে বিমানপোতে চড়িয়া বড়লাট লর্ড উইলিংডন কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ মেভিল, সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ডিউক এবং এডিকং কাপ্তেন স্মিথবিংহাম তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। পথিমধ্যে বড়লাট বাহাদুর এলাহাবাদ ও গয়ায় বিশ্রাম করিবেন। কলিকাতায় যাইয়া তাঁহার বিমানপোত আলীপুরের নূতন বিমান ঘাটিতে অবতরণ করিবে।

ছাত্রের আত্মহত্যা

মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের শেষ বার্ষিক শ্রেণীর নারায়ণ প্রভু নামক জনৈক ছাত্রের মৃতদেহ ১৩ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে হাসপাতালের প্রাঙ্গণে ঝুলিতে দেখা যায়। সে ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

প্রকাশ যে, গত কয়েকদিন যাবৎই তাহাকে নিরতিশয় বিমর্ষ দেখা যাইতেছিল।

মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

ফেরারকে আশ্রয়দানের অভিযোগ

ঢাকা জিলার শাক্তা গ্রামে রিভলভার সহ ধৃত রাজবন্দী ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে আশ্রয়দানের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২১২ ধারা মতে ১৩ জন যুবক ও একজন যুবতী অভিযুক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে রমানাথ রায় কর্ম্মকারের পক্ষে তাহার উকীল বাবু মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ই ডিসেম্বর সেসন জজ মিঃ এ এন্ সেন, বার-য়াট-ল মহাশয়ের আদালতে উহাকে জামীনে মুক্তি প্রদানের প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন; উক্ত আসামী রমানাথ রায় কর্ম্মকারকে কেন জামিনে মুক্ত করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য সেসন জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জমিদখল লইয়া দাঙ্গা

গত ১লা ডিসেম্বর শনিবার বেলা আন্দাজ ৮ টার সময় হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অধীন বেনের মাঠে জমি দখল লইয়া দুইটি বিবদমানদলের মধ্যে দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার ফলে সুরেন্দ্রনাথ মাইতি নামক জনৈক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে নিহত হইয়াছে। মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য উলুবেড়িয়া চালান দেওয়া হয়। পুলিশ এ পর্য্যন্ত উক্ত গ্রামনিবাসী বৈদ্যনাথ ঘোষ ও তদীয় পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

অপরাধীকে সাহায্য প্রদানের ফল

পেশোয়ারের একজন বিখ্যাত দুর্দ্দান্ত অপরাধী ও তাহার দলবলকে সাহায্য দেওয়ার অভিযোগে চরসাদ্দা তহশীলের ৪০০ জন লোককে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১১০ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া চরসাদ্দার এসিষ্টাণ্ট কমিশনার কাপ্তেন লিপারের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। তিনি প্রত্যেককে ৫০০্ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়ার হুকুম দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ধৃত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের উপর এই মর্ম্মে নোটিশ জারী করা হইয়াছে যে, সদ্ভাবে থাকার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ কেন প্রত্যেকে ২০০০্ টাকার জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে।

পার্লামেণ্টে হেলস সাহেবের প্রশ্ন

পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় রক্ষণশীল দলের সদস্য মিঃ এইচ কে হেলস বলেন—পণ্ডিত জওহরলালের পত্নীর গুরুতর পীড়ার কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এখন মুক্তি দেওয়া উচিত নহে কি?

উত্তরে সহকারী ভারতসচিব মিঃ আর এ বাটলার বলেন,—পত্নীর সহিত দেখা করিবার জন্য গত গ্রীষ্মকালে পণ্ডিত জওহরলালকে একবার মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার পত্নী এক স্বাস্থ্যাবাসে আছেন। ডাক্তারগণের পরামর্শ অনুসারে পণ্ডিত জওহরলাল যাহাতে তাঁহার পত্নীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে এখন সেই স্বাস্থ্যাবাসের নিকটবর্ত্তী এক জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আমি মনে করি, এই সম্পর্ক যথেষ্ট সুবিধা। ইহার অতিরিক্ত কিছু করা হউক, এই মর্ম্মে আমি ভারতসরকারের নিকট অনুরোধ করিতে প্রস্তুত নহি।

অতঃপর মিঃ হেলস জিজ্ঞাসা করেন,—ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে। এই সময় যদি পণ্ডিত জওহরলালকে মুক্তি দিয়া একটু উদারতা দেখান হয়, তাহা হইলে ভারতের সকলেই সন্তুষ্ট হইবে, একথা কি মিঃ বাটলার উপলব্ধি করেন?

মিঃ বাটলার বলেন,—আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার বেশী আর কিছুই বলিতে চাই না।

ব্যবস্থাপরিষদের অধিবেশন

আগামী ২১শে জানুয়ারী তারিখে নব নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপরিষদের যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে, সেই সম্বন্ধে দুই একদিনের মধ্যেই সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইবে। প্রকাশ, প্রথম দিন সদস্যগণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন। দ্বিতীয় দিন (২২শে জানুয়ারী) পরিষদের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে এবং ২৩শে জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবে।

ঐ নির্ব্বাচন বড়লাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলেই ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইবে। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত পরিষদের কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত পরিষদের একজন পুরাতন সদস্যকে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করা হইবে। বড়লাট বোধ হয় জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পরিষদে বক্তৃতা করিবেন কিন্তু এখনও তারিখ ধার্য্য হয় নাই।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে রাষ্ট্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

শ্রীযুক্ত গোস্বামীর দরখাস্ত

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত তুলসী চন্দ্র গোস্বামীর মনোনয়ন পত্র বাতিল হওয়ায় তিনি যে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিবার জন্য শীঘ্রই তিনজন কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে।

কমিশনারগণ যদি বর্ত্তমান নির্ব্বাচন (ডাঃ প্রমথনাথ বানার্জ্জির) বাতিল করিবার সুপারিশ করেন তাহা হইলে বর্ত্তমান নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দেওয়া হইবে। কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব্বে কিছু করা সম্ভব হইবে না।

বর্দ্ধমান বিভাগে অ-মুসলমান কেন্দ্র

বর্দ্ধমান বিভাগ অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদের যে উপনির্ব্বাচন হইবে, তাহার জন্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪১

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

দুর্ভিক্ষ-সাহায্যকল্পে ২লক্ষ টাকা মঞ্জুর

বিগত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং আরও অন্যান্য দেশের জনহিতকর বিল পাশ হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিল কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

দেওয়ানী আদালত সম্পর্কীয় বিল

স্যার বি. এল মিত্র ১৯৩৪ সালের বাঙ্গলা আগ্রা ও আসাম দেওয়ানী আদালত (সংশোধিত) বিল উত্থাপন করেন। বিলের উদ্দেশ্য-দেওয়ানী আদালত আইন এরূপভাবে সংশোধন করা যেন হাইকোর্টের সুপারিশে অতিরিক্ত মুন্সেফদিগকে ৫ হাজার টাকা এবং ছোট আদালতের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মুন্সেফ ও সবজজকে যথাক্রমে ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

ইমপ্রুভমেণ্ট (সংশোধন) বিল

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় ১৯৩৪ সালের কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট (সংশোধিত) বিল পেশ করেন। ১৯১১ সালের আইনের ৭৮ ধারা সংশোধন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে নোটিশ দ্বারা সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার ক্ষমতা প্রদান করাই এই বিলের উদ্দেশ্য।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল

অতঃপর স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় ১৯৩৪ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধিত বিল পেশ করেন। ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে কর্পোরেশন কর্তৃক টোল, মক্তব, শ্রমজীবীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাহায্যদানের বিধান নাই। আইনের এই ত্রুটি দূর করাই বর্ত্তমান বিলের উদ্দেশ্য।

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় মুসলমানবিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ রেজিষ্ট্রেশন (সংশোধিত) বিল বিগত অধিবেশনে উত্থাপিত ও সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। উহা পাশ হইয়াছে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

নবাব কে, জি, এম ফারোকী খান বাহাদুরের প্রস্তাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে প্রচারকার্য্যের ব্যয়ের জন্য "কৃষি" বাবদ নাম মাত্র এক টাকা মঞ্জুর করা হয়। এই সম্পর্কে নবাব বলেন যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কৃষকদের দুর্দ্দশা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বলেন যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ব্যবস্থা দ্বারা প্রায়কদের সাহায্য হইবে না, কেবল ফাটকা বাজারের জুয়াড়ীদের সাহায্য হইবে। সাধারণের বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্টের এই নীতি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই সমস্যার সমাধানের জন্য আইন প্রণয়ণ করা উচিত।

মৌলবী কমিরুদ্দিন খাঁ বলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন-প্রণয়ন সম্ভবপর নহে। অবশেষে দাবী মঞ্জুর হয়।

দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ দুই লক্ষ টাকা

স্যার জন উডহেডের প্রস্তাবে ব্যবস্থাপক-সভা ১৯৩৪-৩৫ সালে "দুর্ভিক্ষ সাহায্য" বাবদ দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন।

মৌলবী হাকিম শাহ ও মিঃ পি ব্যানার্জ্জি ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, দরিদ্র কৃষকদের দুর্দ্দশা লাঘব করিবার পক্ষে ঐ পরিমাণ অর্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা সমুদ্রে শিশির-বিন্দুর ন্যায়।

ছাটাই প্রস্তাব বিনা ডিভিসনেই অগ্রাহ্য হওয়ায় মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়।

স্যার জন উডহেডের প্রস্তাবে জমির উন্নতি ও কৃষকদের ঋণ সম্পর্কীয় আইন অনুযায়ী "ঋণ ও দাদন" বাবদ ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

স্যার জন উডহেডের অপর এক প্রস্তাবে সুসঙ্গের মহারাজাকে চলিত অর্থনৈতিক বৎসরে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ঋণ-প্রদানের জন্য ঐ পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

অতঃপর ঐ দিনের জন্য ব্যবস্থাপক-সভার কাজ শেষ হয়। বুধবার অপরাহ্ণ ২টার সময়ে পুনরায় অধিবেশন হইবে।

আত্মহত্যার খতিয়ান

মঙ্গলবার দিন বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দীর প্রশ্নের উত্তরে হোম মেম্বার মিঃ আর এন্ রীড বলেন, বাঙ্গলায় কত লোক আত্মহত্যা করে, তাহার হিসাব গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করেন। গত ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত কোন্ বৎসরে কত জন আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার হিসাব দিতেছি :—

সাল	বিভিন্ন জেলা	কলিকাতা
১৯২৮	৩৩৭২	৯৮
১৯২৯	২৬১৬	১১৩
১৯৩০	৩১৭৮	৮২
১৯৩১	৩৭৮৬	১০৪
১৯৩২	৩৪৪৩	১২৩
১৯৩৩	৩২২৯	১০৯

মহারাজা নন্দী আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কতলোক বেকার হইয়া আত্মহত্যা করে, কতজন পেটের জ্বালায় আত্মহত্যা করে এবং কতজন অপর কারণে আত্মহত্যা করে?

উত্তরে হোম মেম্বার বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না।

আবগারী পিয়নকে মারপিট

দুই জন আবগারী পিয়নকে মারপিট ও অন্যায়ভাবে আটক রাখিবার অপরাধে জয়দেবপুর রেলষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার প্রকাশচন্দ্র গাঙ্গুলী ও সহকারী ষ্টেশনমাষ্টার কিরণচন্দ্র নন্দকে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ বি এন মিত্র আসামীদিগকে মুক্তি দেন। নিম্ন আদালত আসামীদিগকে ১০০০৲ জরিমানা অথবা ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, পিয়ন দুইজন ষ্টেশনে দুইজন কয়েদী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল; এমন সময় আসামীগণ আসিয়া ধাক্কা মারে এবং আটক রাখিয়া সোণাপুর ষ্টেশনে পাঠাইয়া দেয়।

ষ্টেশনমাষ্টার বলে যে, সে ঘটনার সময় ষ্টেশনে ছিল না। সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার বলে, পিয়নগণ ষ্টেশনে গোলমাল করিতেছিল, যদি সে ধাক্কা মারিয়াও থাকে, তাহা হইলে গোলমাল থামাইবার জন্যই সে তাহা করিয়াছে।

গাইবান্ধায় ধরপাকড়

গাইবান্ধা সহরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল উকীল, শশিভূষণ সরকার, মৌলবী আবু হোসেন, স্বর্গীয় কিশোরী বল্লভচৌধুরী প্রভৃতির বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি ধোপা, প্রামাণিক এবং মজুরের বাড়ীতেও পুলিশ হানা দিয়াছিল। প্রকাশ যে, মাধাপাড়ার কোনও পুকুর হইতে কয়েকখানি আপত্তিজনক পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীঅমূল্যভূষণ রায়, পরেশ চন্দ্র চৌধুরী এবং সন্তোষ কিশোর ধরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জার্ম্মানীতে নূতন প্রচেষ্টা

বার্লিনের নিকট অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য একটি সাঁতার দিবার স্থান করা হইতেছে। আগামী মে মাসে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইবে। টেগেল হ্রদের কতকাংশ রেলিং দিয়া পৃথক করা হইয়াছে এবং জল পরিষ্কার করা হইয়াছে। জলে কতকাংশ বেড়া দেওয়া হইয়াছে। স্নানার্থীরা দূরে সরিয়া যাইতে পারিবে না। জার্ম্মানীতে এরূপ পরিকল্পনা ইহাই প্রথম। ইহা কার্য্যকরী হইলে জার্ম্মাণীর অন্যান্য সহর বার্লিনের আদর্শ গ্রহণ করিবে।

ছাত্র কর্ত্তৃক ছাত্রকে ছোরার আঘাত

১১ই ডিসেম্বর লায়ালপুর (লাহোর) হইতে স্কুলের এক ছাত্রের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, নপৎমল হাই স্কুলেরছাত্র মনোহর লালের সহিত আর একটি হাইস্কুলের ছাত্র ইজ্জা হোসেনের বচসা হয়। ক্রমে উহা গুরুতর আকার ধারণ করে এবং প্রকাশ, হোসেন এক ছোরা দ্বারা মনোহরলালকে আঘাত করে। ইহার ফলে ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় হাসপাতালে মনোহরলালের মৃত্যু হইয়াছে পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।

অষ্ট্রিয়ান কয়েদী গ্রেপ্তার

জোসেফ রাটনার নামক পলাতক কয়েদীকে তিনদিন পর ১১ই ডিসেম্বর খান্দালাঘাট নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

রাটনার অষ্ট্রিয়াদেশীয় এবং সে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী। গত শনিবার তাহাকে পুলিশ পাহারায় বোম্বাই হইতে যারবেদা জেলে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এমন সময় সে চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করে।

১১ই ডিসেম্বর তাহাকে এক খড়ের গাদার অন্তরালে আহত ও অনাহারে অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থায় লুক্কায়িত দেখা যায়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া তাহাকে ধরিতে আসিলে সে সহজেই আত্মসমর্পণ করে। তখন তাহাকে সেসুন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে তাহার প্রাথমিক চিকিৎসা হয়।

অতঃপর তাহাকে যারবেদা জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

রেলশ্রমিকের ধর্ম্মঘট

বোম্বাই জি আই পি রেলওয়ের মাল-গুদামের কুলীদের ধর্ম্মঘট চলিতেছে।

প্রকাশ যে, যাহারা এতদিন ধর্ম্মঘটে যোগ না দিয়া কাজ করিতেছিল তাহাদেরও ১৫০ জন ১১ই ডিসেম্বর কাজ বন্ধ করিয়াছে। তাহাদিগকে নাকি দৈনিক দুই টাকা করিয়া মজুরী দিবার কথা ছিল ১০ই ডিসেম্বর ঐ হিসাবে তাহাদিগকে নাকি টাকা দেওয়াও হইয়াছিল। কিন্তু ১১ই ডিসেম্বর উহা কমাইয়া দেড় টাকা করা হয় বলিয়া প্রতিবাদে তাহারাও ধর্ম্মঘটে যোগদান করিয়াছে। কোথাও কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ২৪ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ শনিবার ২৩৮শ সংখ্যা

কুঞ্জকুটীরে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩ই ডিসেম্বর বুধবার প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া বেলা প্রায় ১১ঘটিকার সময় সপার্ষদে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ

রেঙ্গুণ হইতে প্রাপ্ত তারের সংবাদে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যাহ্নে সদলে চট্টগ্রাম হইতে এস্ এস্ বান্দিস্থান নামক জাহাজে রওনা হইয়া গত ১০ই ডিসেম্বর ২৪শে অগ্রহায়ণ সোমবার প্রাতঃ ৭॥ ঘটিকার সময় রেঙ্গুণে পদার্পণ করিয়াছেন। তথায় রায় মদনমোহন বাগলা বাহাদুরের কার্য্যাধ্যক্ষ মহোদয় স্বামীজীদ্বয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অতিথিরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক ৭০১নং মার্চ্চেন্ট ষ্ট্রীটস্থ "বাগলা বিল্ডিং"এ স্থান প্রদান করিয়াছেন।

প্রয়াগে প্রচার

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় এলাহাবাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মাত্র তিন-দিনে রূপশিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভবপর না হইলেও তিনি যে অংশটুকু ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর কথাশ্রবণে বিশিষ্ট জার্ম্মাণ-মনীষি-গণের আগ্রহ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অনেক প্রতিষ্ঠানে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা জার্ম্মাণ-মনীষিগণের হৃদয়ে এক নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে। স্বামীজীর মুখে দার্শনিক তত্ত্বসমূহ শ্রবণ করিয়া অনেক দার্শনিক পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, পরমার্থ-সম্পদে ভারত বিশ্বের মুকুট-মণি; তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, স্বামীজীর নিকট তাঁহারা যে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন, ঐ প্রকার উচ্চ তত্ত্ব জানিবার সুযোগ তাঁহাদের আর কখনও হয় নাই। উক্ত মনীষিগণের অন্যতম ডাঃ উইগার্ট (Dr. Weigert) তিনি জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী। সুতরাং তিনি যে জার্ম্মাণীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই মনীষী শ্রীপাদ বন মহারাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তিনি স্বামীজীকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সকলগুলিরই উত্তর এত সুন্দর হইয়াছিল যে ডাঃ উইগার্ট বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়া স্বামীজীর কৃপাদাতা গৌড়ীয়মঠাচার্য্য-প্রবরের নিয়ামকত্বে পারমার্থিক জীবন যাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্কপট সরলান্তঃকরণ বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, যেকোস্লোভেকিয়ার রাজধানী প্রাগেও দুইজন সজ্জন পরমার্থ গ্রহণের ঐপ্রকার অভিপ্রায় স্বামীজীর নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, ইউরোপের বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে তথায় স্বাধীন দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেকো-স্লোভেকিয়া তন্মধ্যে অন্যতম। ইহা পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত ছিল।

রাজপুতনায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু রাজপুতনার বিভিন্ন করদ রাজ্যে প্রচার করিতেছেন। গত ৮ই ডিসেম্বর ঢোলপুররাজ্যের মাননীয় মহারাজ রাণা মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহাদিগকে রাজকীয় অতিথি-রূপে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। মহারাজ রাণার পূর্ণ সংজ্ঞা—লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল হিজ্ হাইনেস্ রাইচাঁদ বৌলা সিপাহ্দার উল্-মুল্ক শ্রীমৎ রাজাই হিন্দ মহারাজাধিরাজ শ্রীসওয়াই মহারাজ রাণা শ্রীউদয়ভান সিং লোকেন্দ্র বাহাদুর ডিলার জং জয়দেব জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, কে-সি-ভি-ও। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এতস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গোয়ালিয়রে গমন করিবেন। মহামহোপদেশক ভক্তিসারঙ্গজী রাণাসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জয়পুর রাজ্যে প্রচারে যাইবেন।

কলিকাতায় প্রচার

গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে অগ্রহায়ণ দিবসত্রয় বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পরলোকগত এ, এন, মুখার্জ্জি মহোদয়ের শাখারীটোলাস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে হিরণ্যকশিপু শোক সন্তপ্ত পরিজনগণকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, স্বামীজী সেই সকল বিষয় উক্ত দিবসত্রয় বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ ৭ই ডিসেম্বর শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ দি ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্স ফার্ড রোড ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ-গণকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় ছায়াচিত্র-যোগে "শ্রীচৈতন্যলীলা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গত ২২শে অগ্রহায়ণ ৮ই ডিসেম্বর শনিবার স্বামীজী শ্রীযুক্ত এন্, জি, ঘোষ মহোদয়ের আহিরীটোলাস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ হইতে 'মায়া জয় করিবার উপায়' সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ গত ২৪শে অগ্রহায়ণ সোমবার সন্ধ্যারতিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক পাঠ-সদনে ছায়াচিত্রযোগে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধারণের শিক্ষাপূর্ণ একটী চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজীর বক্তৃতাসমূহ শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ডজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

আমি কৃষ্ণের নিত্যদাস এই কথা ভুলিয়াই জীবের মায়াবন্ধন। তটস্থশক্তিরূপ জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্ধি-স্থলে অবস্থিতিকালে ভোগবাসনা উদিত হইলে তাঁহার মায়িকরাজ্যে প্রবেশ হয়। মায়িকরাজ্যে প্রবেশ হওয়া অবধিই মায়িক কালের গণনা। সেই কালগণনার পূর্ব্বেই বহির্ম্মুখতা হৃদয়ে স্থান পাওয়ায় তাহাকে 'অনাদি' বলা যায়; এককথায় তাহা মায়িক-কালের পূর্ব্বে হইয়াছে।

মন ও ইন্দ্রিয় এ সবই জড়বস্তু। কিন্তু এই জড়মন ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত জীবের চিন্ময় মন ও ইন্দ্রিয় আছে, যাহা কৃষ্ণসেবার উপকরণ। তদ্দ্বারাই হরিসেবা হয়। জীবের সেবোন্মুখতার উদয় হইলেই ভজন সম্ভব হয়, নতুবা ভোগপর জাড্য প্রবল হইয়া থাকে। জড়ভোগপর মন ও ইন্দ্রিয় শোধন-যোগ্য। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় ইন্দ্রিয় ও মনের গতি ভগবৎসেবাপর হয়। ভগবৎসেবাপর না হইলে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা বিষয়-ভোগ হইয়া পড়ে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অনুকূল অনুশীলন অর্থাৎ সেবাপরতাই সেবা সমৃদ্ধির কারণ; অন্যথায় জড় মন জীবকে বিষয়ভোগে প্রমত্ত করায়। ভোগ—তামপ্রজাতীয়, উহা কামান্ধতা। একমাত্র সৎসঙ্গ প্রভাবে হৃদয়মল শোধিত হয়। চেতনের ভোগবুদ্ধিই জড়তা, সেবাবুদ্ধিই স্বভাব।

প্রঃ। সংসার যখন অনিত্য তখন সব পদার্থ অনিত্য?

উঃ। সংসার আত্মস্ফূর্ত্তির অনুপযোগী। অনাত্মবুদ্ধি-বিপাকবশে যে বিশ্বদর্শন, উহা আকাঙ্ক্ষিকর, সুতরাং নশ্বরতা-হেতু আত্ম-ধর্ম্মের উপযোগী নহে। নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া বিবেকী ব্যক্তি ইহাকে অনিত্য বিচার করেন। বস্তুর বাহ্যপ্রতীতি আমাদের বদ্ধাবস্থায় ভোগানুকূল হইলেও, কৃষ্ণ-ভোগানুকূলতা দর্শন করিতে পারিলে, ঐগুলি আমাদের পূজ্য ও সেবারূপে দৃষ্ট হয়। নতুবা বিশ্বের মূল্য আত্মধর্ম্মজীবীর নিকট মূল্যহীন।

ভোগপ্রবণ রস আত্মার অমঙ্গল বিধান করে। আবার অন্যদিকে রসত্যাগও আত্মার অমঙ্গলকারী। চিন্ময় রস-সেবাই জীবাত্মার ধর্ম্ম এবং উহাতেই তাহার পরমমঙ্গল লাভ ঘটে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
(গীতা ৪।১১)

যে ব্যক্তি আমার প্রতি যেভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে সেইভাবেই ভজনা করি। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা পরম ধামে আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নিত্য-কাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁহাদের আত্ম-বিনাশদ্বারা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপ আমি তাঁহা-দিগকে নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করি। আমার সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকার না করায় তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের লোপ হয়। যাহারা শূন্যবাদী, আমি শূন্যস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি। যাহারা জড়কর্ম্ম বা জড়বিধিবাদী, তাহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত-চেতনরূপে জড় প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাহাদের প্রাপ্য হই। যাহারা কর্ম্মী, তাহাদিগের পক্ষে কর্ম্মফল-দাতা ঈশ্বররূপে প্রাপ্য হই। যাহারা যোগী, তাহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বররূপে বিভূতি প্রদান করি অর্থাৎ কৈবল্য দান করি। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমি সকলেরই চরম-প্রাপ্য। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ ভক্তপালনাকে উপায় করিয়া স্বস্বরূপ উদ্দেশ্য লাভ করে। যাহারা সেই তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া উন্নত না করে তাহাদের লাভ অসম্পূর্ণ, ইহাই এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

ভগবান্ নিত্য চিন্ময় রসানন্দস্বরূপ সুতরাং রসের দ্বারাই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা বিহিত। রসপুষ্টির জন্য আত্মবুদ্ধিতে সেবোপকরণ-জ্ঞান। আত্মানুকূল বিষয়ই গ্রহণীয়; সেবা-বিরোধী বিষয় দুষ্য। ভোগপর কর্ম্ম সকল তাৎকালিক মাত্র, উহা স্থায়ী নহে। কৃষ্ণোদ্দিষ্ট সেবাকর্ম্ম আত্মধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট থাকায় উহাই নিত্য। লৌকিক ও বৈদিক যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন, ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত আত্মা ঐ গুলিকে সেবানুকূল করিয়া লইবে। ভোগবুদ্ধিতে সেবা করিলে সুখ দুঃখ প্রভৃতি বৈষম্য অমঙ্গল সাধন করায়। নিত্যবস্তু চিন্ময় ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। সেই বস্তুর সেবাই সত্য, নতুবা সকলই অপ্রয়োজনীয়, আকাঙ্ক্ষিকর ও ব্যর্থ।

প্রঃ। মোক্ষের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? উহা লাভের উপায় কি?

উঃ। চারি প্রকার মোক্ষ যদি কৃষ্ণ-সেবানুকূল না হয়, তবে তাহার কোনটীই গ্রহণীয় নহে। মোক্ষে যদি আশ্রয়জাতীয় বিচিত্রতা না থাকে তবে সেই মোক্ষ সর্ব্বতো-ভাবে ত্যাজ্য। ভোগ ও নির্ব্বিশেষ-সাযুজ্য উভয়ই ত্যাগ করা দরকার নতুবা চতুর্ব্বিধ মোক্ষের কোন প্রকার দ্বারা মঙ্গল সম্ভব হইবে না। ভোগী ও ত্যাগী হইয়া সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিলে আর চারি প্রকার মুক্তি হইবে না।

ভক্তিরঞ্জন বিরহস্মৃতি

ধন্যবাদ-জ্ঞাপন

(২)

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতা শেষ হইবার পর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহোদয় তাঁহাকে এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্য-বাদ-প্রদানমুখে বলেন, আমার উপর একটী গুরুভার অর্পিত হইয়াছে। তবে সেই ভার গুরু হইলেও তাহাতে কোন প্রকার কঠোরতা নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব-মাত্র, গুরুবৈষ্ণবের অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি। সভায় যেসকল ভদ্র মহোদয় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়কে নানারূপে অবগত আছেন। আমি আজ তাঁহার এই স্মৃতি-সভায় উপস্থিত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তাঁ'র সঙ্গে যে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারিলে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া জানিব; কারণ, পরমার্থপথে মহাপুরুষের সঙ্গলাভ মহা ভাগ্যের কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে সেভাবে দেখিবার আমার সুযোগ হয় নাই। যিনি যে ভাবেই আসুন্ না কেন মহাপুরুষের গুণাবলী যখন কীর্ত্তন করা হয়, তাহার যে একটা স্বাভাবিকী শক্তি আছে তাহাতে মানুষ ক্রমশঃই আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার সদ্‌গুণাবলী-শ্রবণে ও তাঁ'র পদাম্বুজস্মরণে আমাদেরও হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইবে সন্দেহ নাই।

আজ আমাদিগের সভাপতি মহোদয় সেই জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের গুণাবলী কীর্ত্তন পূর্ব্বক আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং নানাবিধ কার্য্য ও ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও যে এতটা সময় শ্রীল জগবন্ধুর গুণকীর্ত্তনে ব্যয়িত করিতে পারিলেন ইহাতে তাঁহাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

সভাপতি মহোদয় যেভাবে গৌড়ীয়মঠের ইতিবৃত্তের কথা, তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রচার-প্রগতির কথা, শ্রীল জগবন্ধুর সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা, শ্রীধাম-মায়াপুর-ঐতিহ্যের কথা, রায় শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ চন্দ বাহাদুরের উক্ত ঐতিহ্য-বিষয়ে নিরপেক্ষ গবেষণার কথা প্রভৃতি বলিলেন, তাহাতে তিনি সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল প্রস্রবণ-স্থান সম্বন্ধে যে অনেক সংবাদ রাখেন তাহা জানিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

যাঁহারা এই সভার সাফল্যের মূলে আছেন, যাঁহারা এই মহাপুরুষের আদর্শ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন, যাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন তাঁহারা সকলেই আমার প্রণম্য এবং তাঁহারা আমাকে অনু-গৃহীত করিবেন।

অতঃপর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যা-লঙ্কার মহোদয় "শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল" এই গীতিটী কীর্ত্তন করিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

মহাপ্রসাদ-বিতরণ

সভা ভঙ্গে সমাগত প্রায় ৩০০০ হাজার ব্যক্তিকে আকণ্ঠ পুরিয়া মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। তৎপর-দিবস অপরাহ্ণে সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

সভাস্থলটী শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নাম প্রদত্ত হইল।

উপস্থিত জনগণ

ত্রিপুররাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্-এল্-সি (সভাপতি); রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বি-এ আর্কিওলজিষ্ট; শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু, এম-এ, বি-এল্; ম্যাজিষ্ট্রেট; কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ; কবিরাজ যদুনাথ সেন; রেজিষ্ট্রার অব্ এসিওরেন্স; শ্রীযুক্ত অনাদিরঞ্জন বসু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট; শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দত্ত এম-আর-এ-এস; শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী জমিদার; শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী জমিদার; শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী জমিদার; ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী বি-এস্‌সি, এম্-বি, এম-আর-সি-পি (লণ্ডন); ডাঃ বি, রায় এম্-বি; ডাঃ আর এল্ এইচ্ ঠাকুরতা, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, এম্-এ, বি-এল্ কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট; শ্রীযুক্ত জে, এন্ বসু ধানবন্দরোডের কাউন্সিলার সেক্রেটারী; ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন এম্-বি; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (ও, এন্, মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স্‌এর); শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাহা জমিদার, ডাঃ অতুলচন্দ্র রক্ষিত বি-এস্‌সি এম-বি; শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন (আর্টিষ্ট কটক কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর, তর্কশাস্ত্রী; ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল্, তর্কশাস্ত্রী।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্বিকাগিরিধারী বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত তীর্থ, মহাযোগপীঠ বা [illegible]। এই মঠে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠ হইতে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও [illegible] প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] হেন [illegible] শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও আগত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-শোভাযুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তভবনে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রশ্নোত্তর-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি নানা ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সম্মিলন মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক - মহামহোপদেশক আচার্য্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও রাধারমণের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

[illegible] দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা [illegible] রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভাগবতাচার্য্য।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদহ, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলী, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী।

(১৯) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসুন্দর [illegible]শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাড়ু, (কাছাড়)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক - শ্রীগৌরকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরঞ্জীবা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশপাড়া, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্ এ।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

কাশীপুরী, পোঃ পুরী সাড়ঙ্গা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কারিগপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রী[illegible] পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৪) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৫) কুঞ্জবিহারী মঠ,—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ গোপাল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৭) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৮) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৩৯) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার নারায়ণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ।

(৪০) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিনিবাস।

(৪১) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রান্টার রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪২) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৩) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৪) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী সেবা-সুহৃৎ।

(৪৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর।

(৪৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৭) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 1.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। অন্বয়সহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-অন্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষৎ
১৪। বাদশ-আলবর
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
১৮। ভজন-রহস্য ॥০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৩। মুক্তিফলিকা অণগৌরকঃ সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
২৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীপ-দিগ্‌দর্শন
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩১। গীতমালা ৵১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা বর্ণন ।০
৩৬। শরণাগতি ৵০
৩৭। গীতাবলী ৵০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৯। সাধনকণ ৵০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৪১। নবদ্বীপশতক ৵০
৪২। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৲১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৫৪। ঈশোপনিষদ্‌ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶
৫৭। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৩। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্‌ অন্‌ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজি য্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্‌ ।৶০
৬৯। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭১। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। হয়োটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্‌) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭৯। গীতাবলী ৵০
৮০। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৵

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-[illegible] ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যবার	প্রতি লাইন	।৹	।৶৹	।৶	।৹
,,	ইঞ্চ	২৲	১॥৹	১॥৹	১৲
,,	সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
,,	অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৪৲
,,	১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪॥৹, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

রেলওয়ে সময়

কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬	৭—১৬,	৯—৪৬	১৫—৬	১৬—৫৪,
রাণাঘাট	ছাঃ	* ৫-৫০,	● ৯—৪৬,	১১—৪০ +	১৬—৩৯,	১৮—৩১,
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৩—৬	১৭—২৮	১৯—১৪
	* ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৩৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কার্য্যগ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট্য পাইয়া থাকেন।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 154

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা পৌষ, সোমবার, ১৩৪১, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৩৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের জন্য প্রকাশ্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসস্থানে চোর

কুমিল্লার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিতে সার্কিট হাউস হইতে কুমিল্লার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আবদুল্লা হাইর একটী স্যুটকেস হইতে একটী সাতঘরা রিভলবার, ৫৯টি কার্তুজ ও ১০০ টাকা চুরি গিয়াছে। স্যুটকেসটি ভগ্নাবস্থায় ঐ বাড়ীতেই পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে একটা চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

পরলোকে জজ রাখালচন্দ্র সেন

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ আর সি সেন পরলোকগমন করিয়াছেন। মিঃ সেন আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালের অন্যতম কমিশনার ছিলেন।

গত বুধবার রাত্রিতে নিউমোনিয়া রোগে মিঃ সেনের মৃত্যু হয়। গত বৃহস্পতিবার প্রাতে কেওড়াতলায় তাঁহার শবসংকার করা হইয়াছে। আলীপুরের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ টি এচ এলিস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বৃহস্পতিবার দিন আলীপুরের ফৌজদারী ও দেওয়ানী সমস্ত আদালত বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তাই ঐ দিবস পাকুড় মামলার শুনানীও হয় নাই।

* * *

হাওড়ার পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ প্রবোধগোপাল মুখার্জি ও বারের অপর কয়েকজন সদস্য অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস এন মোদকের এজলাসে আবেগময়ী ভাষায় হাওড়ার ভূতপূর্ব্ব অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ আর সি সেনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিলে জজ পরলোকগত সেনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ অবশিষ্ট দিনের জন্য দেওয়ানী আদালতসমূহ বন্ধ রাখিবার আদেশ প্রদান করেন।

উক্ত প্রকারে মিঃ মুখার্জী হাওড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল জি ডুর্ণোর এজলাসেও মিঃ সেনের মৃত্যুর কথার উল্লেখ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মৃতের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে বাকী দিনের জন্য ফৌজদারী আদালত সমূহ বন্ধ রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

বিহার প্রদেশে অনুষ্ঠিত অপরাধ

বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে কতটী অপরাধমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের একটী ত্রৈমাসিক বিবরণে জানা যায় যে, হত্যার অপরাধে অপরাধীর সংখ্যা ৮৭; পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসের সংখ্যা ছিল ৯৪। তন্মধ্যে লাভের আশায় হত্যা করা হয় ৮ জনকে, শিশু হত্যার সংখ্যা ৮৭, ডাইনী সন্দেহে হত্যা করা হয় ৬ জনকে, ১০ জনকে হত্যা করা হয় শত্রুতাবশতঃ। মাতাল হইয়া একজনকে হত্যা করা হয়। তিনটী হত্যার কোন উদ্দেশ্য স্থির করা যায় নাই। একটি হত্যাকাণ্ড এখনও তদন্তাধীন আছে।

ডাকাতির সংখ্যা ৭৮, পূর্ব্বের তিন মাসে ছিল ৯১টী। সারণে ৪টী, ভাগলপুরে ৬টী, পূর্ণিয়ার ৮টি, এবং চাম্পারণে ৬টী ডাকাতি হইয়াছে। রাহাজানির সংখ্যা ৫২টী, পূর্ব্বের তিন মাসে ছিল ৪৮টী।

সিঁদ চুরির সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ৪৫৯৬ টি। এই তিন মাসের মধ্যে হইয়াছে ৪৬৮৪টী চুরির সংখ্যা ২১৩৯ হইতে ২২৯২তে পৌঁছিয়াছে।

পূর্ব্বের তিন মাসে দাঙ্গার সংখ্যা ছিল ১৯১টি, এখন হইয়াছে ১৬৭টী। তন্মধ্যে ২৯টি সাংঘাতিক প্রকৃতির ইহার মধ্যে দুইটি মুঙ্গের ও কটকের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

রাত্রিতে মদগাঁজার খোঁজে হানা দেওয়ার সময় একজন জিলা সাব ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন কনষ্টেবল গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সম্পর্কে সাতজন এখনও বিচারাধীন আছে।

স্বামী স্ত্রীর কঠোর দণ্ড

পাবনার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী এমদাদ আলি ভারতীয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের অভিযোগ সম্পর্কে বগুড়ার শৈলেশচন্দ্র আচার্য্য, বসন্তকুমার দত্ত ও বসন্তবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী কালীসুন্দরী দেবীকে আড়াই বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে দায়রা জজ আচার্য্যকে ৫০০ টাকার জামীনে মুক্তি দিয়াছেন।

ভীষণ বাস দুর্ঘটনা

গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯৷৩০ মিনিটের সময় গারকুলার গার্ডেন রীচ রোডে খিদিরপুর সিনেমার নিকট ভীষণ বাস দুর্ঘটনা হইয়াছে। এম বি ১৮নংএর একখানি বাগবাজার লাইনের বাস কুলী বোঝাই করিয়া ডকের দিকে যাইতেছিল, বাসখানি রিজার্ভ করা ছিল। খুব জোরে বাস চালাইবার ফলে হঠাৎ বাসখানি উল্টাইয়া যায়। ১০ জন কুলী আহত হয়। তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গের জেল ও জরিমানা

ছোটনাগপুর অটোমবাইল ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার সি ই এইচ ব্রাউন বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে রাঁচী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪০৮ ধারা মতে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফজল হক, তাঁহাকে দুই বৎসর কঠোর কারাদণ্ড এবং ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও এক বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

হুগলীতে ডাকাতি

হুগলী জেলার সদর মহকুমার অধীন পালবা থানার নিকটবর্ত্তী দুর্গাদাসপুর গ্রামের লক্ষ্মীদাসের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ ২৪ ২৫ জন ডাকাত মশাল লাঠি, তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সহ দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে। লক্ষ্মীদাস ব্যাপার কি দেখিতে বাহিরে আসিলে, কয়েকজন ডাকাত তাঁহাকে ধরিয়া রাখে ও অন্যান্য ডাকাতেরা বাড়ীর অন্যান্য লোকদিগকে প্রহার করে ও সিন্দুক, আলমারীর দেরাজ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া বহু নগদ টাকা ও অলঙ্কারপত্র লইয়া প্রস্থান করে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা পৌষ, সোমবার, ১৩৪১

কলিকাতা কর্পোরেশন ধাঙ্গড় ধর্মঘটের গুরুত্ব এবং শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়া এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্টের অবিলম্বে ধর্ম্মঘটের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের নিকট কর্পোরেশনের এই দাবী করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন না। গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা এই ধর্ম্মঘটের ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাহা হইলে ডকের মালিকগণ তাহাদের জিদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রমিকদের সঙ্গে মীমাংসা করিবার জন্য হয়ত ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন।

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন ধাঙ্গড় ও শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ বিবেচনা করিবার জন্য কর্পোরেশন যে স্পেশ্যাল কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, উক্ত কমিটির প্রস্তাবসমূহ কর্পোরেশন গ্রহণ করিয়াছেন। কমিটির প্রস্তাব অনুসারে কর্পোরেশন স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৩৪-৩৫ সালে শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য কর্পোরেশন একলক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন এবং আগামী ৫ বৎসরকাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর 'লোন ফণ্ড' হইতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত ধাঙ্গড় ও শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব কর্পোরেশন বিবেচনা করিতে পারিবেন না বটে, তবে তাহাদের চাকুরীর নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্বের জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর উপর আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ৭ দিনের মধ্যে ইউরোপ যাত্রা করিতে হইবে। তদুত্তরে শ্রীযুত বসু গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করেন যে, তাঁহাকে অন্ততঃ তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় পর্য্যন্ত থাকিতে দেওয়া হউক। ঐ সময়ের মধ্যে তিন কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের দ্বারা তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইবেন, এরূপ ইচ্ছাও সুভাষবাবু জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সুভাষবাবুর পত্রের কোন উত্তর গবর্ণমেণ্ট না দিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড তাঁহারা নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত বোর্ড গত ১৪ই ডিসেম্বর সুভাষবাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সুভাষবাবুকে কলিকাতায় তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে অনুমতি দিবেন।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে তিন দিনস ব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনায় পর গত ১২ই ডিসেম্বর তাহার যবনিকা পতন হইয়াছে। শ্রমিকদলের পক্ষ হইতে মিঃ এফ সেমুর কক্স প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ভারতের জন্য কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে হইলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকার করিয়া দায়িত্বমূলক শাসনপদ্ধতির ক্রমবিকাশ ও ক্রমপ্রসার দ্বারা এই অধিকার লাভের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন এবং প্রচলিত আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার দুঃখ-দুর্গতির হাত হইতে সর্ব্বসাধারণ যাহাতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে শ্রমিকদল মনে করেন যে, জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির অল্পসংখ্যক শ্রমিক সদস্য যে স্বতন্ত্র সুপারিশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই ভারতের শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করা উচিত। কিন্তু আলোচনার পর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার পক্ষে মাত্র ৪৯ ভোট এবং বিপক্ষে ৪৯১ ভোট হইয়াছিল।

বলডুইনী দলের পক্ষ হইতে ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সদস্যগণকর্ত্তৃক লিখিত সুপারিশগুলি ভিত্তি করিয়াই ভারতশাসনআইনের পাণ্ডুলিপি রচনা করা হউক। তিন দিবস ধরিয়া প্রবল বাকবিতণ্ডার পর বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাবটিও গৃহীত হইয়াছে। ইহার পক্ষে ৪১০ ভোট এবং বিপক্ষে ১২৭ ভোট হইয়াছিল

হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ড
হাইকোর্ট কর্ত্তৃক দণ্ডাদেশ বহাল

হত্যার অপরাধে ময়মনসিংহের দায়রা জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া সদয় সেখকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ মুখার্জ্জি, মিঃ কষ্টেলো প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী ও মৃত ব্যক্তি পরস্পর প্রতিবেশী। প্রকাশ মৃত ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিত। তাহার স্ত্রীর সহিত আসামীর অবৈধ প্রণয় ছিল। এই জন্য আসামী ইসমতের খাদ্য দ্রব্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে হত্যা করে।

মুসলমান ছাত্র কর্ত্তৃক হিন্দু ছাত্র হত্যা

লাহোরের মনোহরলাল নামে জনৈক হিন্দু ছাত্র ইজ্জত হোসেন নামে আর এক মুসলমান ছাত্রের সহিত কলহের সময় ছোরার আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে গত সোমবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে মনোহর লালের মৃত্যু হয়। মনোহর লালের শবযাত্রায় প্রায় ৪ হাজার লোক যোগদান করে।

মনোহরলালের হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত ইজ্জত হোসেনের জামীনের আবেদন সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট অগ্রাহ্য করেন এবং তাহার প্রতি হাজতবাসের আদেশ দেন। এই সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নির্দ্দেশ আসে যে, আসামীকে ৫ হাজার টাকার জামীনে মুক্তি প্রদান করা হউক এবং মামলা তাহার এজলাসে স্থানান্তরিত করা হউক।

মুসলমান যুবক দণ্ডিত

আপত্তিজনক কতকগুলি লেখা রাখার জন্য নোয়াখালীর আবদুল বারিক নামক জনৈক মুসলমান যুবক অভিযুক্ত হয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী সাহেব অভিযুক্তের বিচারে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে তাহার প্রতি এক বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, আসামীর নিকট প্রাপ্ত লেখাগুলিতে নরহত্যা ও রক্তপাতের প্ররোচনা আছে। আসামী ইহা অস্বীকার করে নাই। সে বলে যে, কাগজগুলি সে ইচ্ছা করিয়া রাখে নাই। কোন ব্যক্তি শত্রুতাবশতঃ ঐগুলি তাহার বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছিল।

কানপুর কটন মিলে ধর্ম্মঘট

কানপুর কটন মিলের প্রায় ৯ শত শ্রমিক অধিক বেতন দাবী করিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় এক মাস পূর্ব্বে তাহাদের বেতন কমাইয়া দেওয়া হয়াছে। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে নোটীশ জারি করিয়াছেন যে, ধর্ম্মঘটীরা যদি কাজে যোগদান না করে, তাহা হইলে তাহাদের স্থানে নূতন লোক লওয়া হইবে। কোনরূপ হাঙ্গামা হয় নাই।

হাতকড়ি সহ আসামীর পলায়ন

লাহোর জিলার পাট্টোকি গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, দুইজন বিচারাধীন আসামী হাতের হাতকড়ি সহই পুলিশের হেফাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে।

প্রকাশ যে আসামী দুইজনকে চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের হাজতবাসের আদেশ দেন। অতঃপর দুইজন কনেষ্টবল তাহাদিগকে হাজতে লইয়া যাইবার সময় তাহারা অকস্মাৎ কনেষ্টবল দুইজনকে আক্রমণ করিয়া আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া লয় এবং হাতের হাতকড়ি লইয়াই দ্রুতবেগে পলায়ন করে।

পুলিশ তাহাদের অনুসন্ধান করিতেছে, তবে এখনও তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

গৃহশিক্ষকের কাণ্ড

নদীয়ার দায়রা জজ দরখাস্তকারী রমেশচন্দ্র বিশ্বাসকে প্রতারণামূলক বিবাহের অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। দরখাস্তকারী দায়রা জজের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলে বিচারপতি মিঃ এস কে ঘোষ ও মিঃ হেণ্ডারসন রুল জারি করেন। গত বুধবার বিচারপতিগণ উক্ত রুল সম্পর্কে রায় দান করিয়াছেন। রায় দান প্রসঙ্গে বিচারপতিগণ মন্তব্য করেন যে, জুরীদিগের বিচার্য্য সাক্ষ্য প্রমাণ রহিয়াছে এবং দায়রা জজের আদেশ নাকচ করিবার মত কারণ দর্শিত হয় নাই। সুতরাং দায়রা জজের আদেশ বহাল রহিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রমেশ দাশরথি চাটার্জ্জির কন্যার গৃহশিক্ষক ছিল। ১৯৩২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সে দাশরথির কন্যাকে লইয়া পলায়ন করে। পরে নবদ্বীপে বালিকার সহিত রমেশের বিবাহ হয়। বালিকা অপহরণের অভিযোগে রমেশের হাইকোর্ট দায়রায় বিচার হইলে, রমেশ উক্ত অভিযোগ হইতে মুক্তি পায়। পরে কৃষ্ণনগরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রতারণাপূর্ব্বক বিবাহ এবং বালিকার মনে বৈধবিবাহের বিশ্বাস জন্মাইবার অভিযোগে রমেশকে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত প্রমাণাভাবে আসামীকে মুক্তি দিলে, উক্ত মামলা পুনর্বিচারের জন্য দায়রা জজ মুক্তির আদেশ নাকচ করিয়া আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিবার নির্দ্দেশ দেন।

আসামী পক্ষে বলা হয় যে, হিন্দু আইন অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ। প্রতারণার কোনও প্রমাণ না থাকায় কোনও অপরাধ সাব্যস্ত হয় নাই। অধিকন্তু বালিকার এই বিবাহে সম্মতি ছিল। সুতরাং কোনও প্রতারণা করা হয় নাই।

মিঃ ফজলুল হক, মিঃ জে সি দাশগুপ্ত ও সামসুদ্দিন আমেদ দরখাস্তকারীর পক্ষ সমর্থন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ কেশব সোমবার গৌরাব্দ ৪৪৮

বিশ্বাস হয় না কেন ?

বস্তু জ্ঞানাভাবই বস্তুতে অবিশ্বাস উৎপাদনের জনক—প্রকৃত বস্তুকে বস্তু বলিয়া গ্রহণের প্রধান ও একমাত্র প্রতিবন্ধক। এই বস্তুজ্ঞানাভাবরূপ অজ্ঞান বস্তুজ্ঞ ব্যক্তির কৃপা ব্যতীত অপসারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"
(মুণ্ডক ১।২।১২)

নিত্য অস্তিত্ব যাঁহার আছে তিনিই বস্তু-পদবাচ্য। সুতরাং সেই বস্তুটী অক্ষয়, অমর ও অমৃতস্বরূপ। নিত্য চিন্ময় বস্তু—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নিত্য পার্ষদ বা সেবকগণ। চেতনেরই নিত্যত্ব বর্ত্তমান। যাহা চেতন নহে কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অপটুতাবশতঃ চেতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহাকে বস্তু মনে করা উচিত নয়। অবস্তুকে বস্তু মনে করিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইলে বস্তুকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবার বিশেষ অন্তরায় হয়। কারণ, যিনি বা যাঁহারা অবস্তুকে বস্তু বলিয়া ভ্রান্ত হইতে পারেন, পরের বস্তুকে ভুলক্রমে নিজের মনে করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত বস্তুকে অবস্তু মনে করা বা নিজের আত্মীয় বা বন্ধুকে অনাত্মীয় বা অপরের বস্তু মনে করা স্বাভাবিক। এই ভ্রান্ত ধারণার হস্ত হইতে মুক্তি না পাইলে বস্তু বা অবস্তু, চোর বা সাধু, ভগবান্ বা মায়া, নিত্য বা অনিত্য, শত্রু বা মিত্র নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। কৃষ্ণবিস্মৃত জীবমাত্রেই ভ্রান্ত। সুতরাং আমাদের ন্যায় কোন অজ্ঞ জীব আমাদের এই ভ্রান্তি বা অজ্ঞান দূর করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

এ জগৎ অসতের আবাসস্থল। যাঁহারা জীবের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণকে ভুলিয়া মনোরথে—মনঃ-রূপ রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে স্ব-সুখান্বেষণে তৎপর, সেই স্বার্থপর পরদ্রব্যলোভী ব্যক্তিগণই এ জগতের অধিবাসী হওয়ায় সকলেই ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও জ্ঞানহীন। প্রকৃত জ্ঞান বা সদ্বুদ্ধি একমাত্র সাধুরই আছে। সেই সদ্ব্যক্তিগণ নিত্যকাল সদ্রাজ্য গোলোক বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া পূর্ণ বস্তুর সেবাপর ও বিবর্ত্তবুদ্ধিহীন। বৈকুণ্ঠ জগৎ বা নিত্য জগৎ সৎ বা নিত্যের আবাসস্থলী। আর এই কুণ্ঠজগৎ তদ্বিপরীত অনিত্যভাবযুক্ত ও সেবাহীন ভুক্তজগণের রঙ্গস্থল। সুতরাং জলময় স্থানে মৃত্তিকা বা স্থলাশ্রয় অন্বেষণের ন্যায় অসৎপরিপূর্ণ জীব-কারাগার এই সংসারে সাধু অন্বেষণ করা বৃথা চেষ্টা মাত্র। কিন্তু সাধুসঙ্গ না করিলেও জীবের জ্ঞানলাভ বা মঙ্গলের আর উপায় নাই। তাই পরমকরুণাময় কৃষ্ণ আমাদের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ জীবকে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্য কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্ররূপে - গ্রন্থ-ভাগবতরূপে গুরুরূপে নিত্য জগৎ হইতে এই অনিত্য জগতে অবতীর্ণ হন। কখনও তিনি স্বয়ং আসেন, আবার কখনও তিনি তাঁহার কোন প্রিয়পার্ষদকে আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করেন। সেই বৈকুণ্ঠাগত সাধু হরিকথালোকদ্বারা বস্তুর জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি বা অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া জীবমঙ্গল কার্য্যে ব্রতী হন। শ্রীকৃষ্ণচরণে অনাদরহেতু অপরাধ-ফলে এ জগতে পতিত অসাধু ভোগাভিমানী আমাদের সেবকাভিমান জাগাইয়া দিয়া স্বদেশে—আমাদের নিত্য আবাসস্থলী আনন্দময়ভূমি চেতনময় অকুণ্ঠরাজ্যে লইয়া যান। সুতরাং যখন কোন সাধু পরজগৎ হইতে আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদের উদ্ধারার্থ এই জগতে আসেন—গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে এ কুণ্ঠরাজ্যে অবতরণ করেন, তখন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই তাঁহার পূর্ণাধীনতা স্বীকার করা বা তাঁহাকে হৃদয়ের বন্ধু জানিয়া হৃদয়-সিংহাসনে স্থান দেওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। এইজন্যই শাস্ত্র "গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। গুরু অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাগত কপটমানব বা কপট-সন্ন্যাসী। এই শ্রীগুরুদেব মুক্তকুলশিরোমণি ও সাধুশ্রেষ্ঠ, তাই শাস্ত্র সাধুর নিকট শুধু গমন করিতে বলেন নাই, পরন্তু অভিগমন করিতে বলিয়াছেন। সাধুর নিকট গমন করিয়াও পাছে নির্বুদ্ধি লোক আবার অসাধুগণের নিকট—এ জগদ্বাসিগণের নিকট ফিরিয়া আসে বা তাহাদের কোন কথা শোনে সেইজন্য শাস্ত্র অভিগমন করিতে অর্থাৎ আনন্দালয় সাধুর নিকট হইতে প্রত্যাগমনের স্পৃহা চিরতরে পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট থাকিবার জন্যই বলিয়াছেন অর্থাৎ সাধুসঙ্গে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত ভজন করিতে করিতে স্ব গৃহে—কৃষ্ণ-গৃহে বা কুঞ্জে প্রত্যাগমনের জন্যই নিত্য কুঞ্জকুটীরবাসী শ্রীগুরু বা সাধুর নিকট যাইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

'আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণই আমার প্রভু' এই স্বরূপজ্ঞান যখন আমাদের আচ্ছাদিত হয় অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ যখন আমরা বস্তুজ্ঞানের অভাববশতঃ হরিবিমুখতা বরণ করি তখনই মায়া ছিদ্র পাইয়া বঞ্চনাকামী আমাদিগকে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণে শৃঙ্খলিত করে। তখন জীবের সেবকাভিমান দূরীভূত হয় এবং 'আমি স্থূল-দেহ ও সূক্ষ্ম মন,' এইরূপ নিজে অনুভব করিয়া জীবগণ সংসার-দুঃখ ভোগ করে। এই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় একমাত্র সাধুসঙ্গ—একাগ্র-চিত্তে সাধুর পশ্চাদ্গমন। সাধু-কৃপা ব্যতীত আর যে মঙ্গলের কোন উপায় নাই একথা জানাইবার জন্য দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩২)

কৃষ্ণে মতি অর্থাৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবানুরাগই অনর্থ বা অজ্ঞানাপগমের একমাত্র কারণ। জড়বিষয়াভিমান-নির্ম্মুক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের পদরজে অভিষিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত—কৃষ্ণপ্রেরিত মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা পর্য্যন্ত অর্থাৎ মহদ্গণকে জীবের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও একমাত্র আশ্রয়স্থল জানিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাঁহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না।

আত্মবস্তু জীব পূর্ণচেতন ভগবানের বিভিন্নাংশ হওয়ায় সর্ব্বতোভাবে চিন্ময়। আত্মজ্ঞানের অভাব হইলেই বিবর্ত্তবুদ্ধি জীবকে গ্রাস করে। সতের সঙ্গ—কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সঙ্গ ছাড়িয়া অসতের অর্থাৎ এজগতের সঙ্গ করিলে অনাত্মবস্তু দেহ ও মনে আত্মভ্রম উদিত হয় এবং সেবকাভিমান ভুলিয়া জীব তখন দ্রষ্টাভিমানে প্রত্যক্ষজ্ঞানকে সহচর করিয়া অধোক্ষজ আত্মার দর্শন না পাইয়া নিজের অস্তিত্বের প্রতি সন্দিগ্ধ হন, আত্মা আছে বা নাই—এইরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হ'ন এবং তৎফলে আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন। মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না করিলে স্ব বা পর-বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পায় না। নিজে নিজে শাস্ত্র পড়িতে গেলে বা অসাধুর নিকট শাস্ত্র কথা শুনিতে গেলে জীবের তাহাতে বিশ্বাস আসে না। সেইজন্য শাস্ত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুর নিকট বা শাস্ত্রে দৃঢ়শ্রদ্ধ ও গুরুকৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠ সাধুর মুখে এই সব আত্মজ্ঞান, বস্তুজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের কথা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে শুনিয়া কায়মনোবাক্যে তাহা পালন পূর্ব্বক জীবন-ধারণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যে-সকল জীব জন্ম-জন্মান্তর-লাভে পরেশানুভব-সংস্কার-বিশিষ্ট অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে নিত্য সুকৃতি অর্জ্জনের পরম সুযোগ বরণ করিয়াছেন তাঁহারাই এবং কেহ যদি মহতের অতিশয় কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া থাকেন তিনি শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিবামাত্রই তাহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'ন। এতাদৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে কখনও অন্য-উপদেশ-লাভের অপেক্ষা নাই। শ্রীপ্রহ্লাদাদির চরিত্রে তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহাদের এতাদৃশ সুযোগ ঘটে নাই, তাদৃশ অল্প সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণ সাধুমুখে হরিকথা শুনিয়া বৈরাগ্যাভাস-বিশিষ্ট বা ভক্ত্যানুরাগ-বিশিষ্ট হইলেও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃতি দোষ তাঁহাদের সেই কোমল শ্রদ্ধা প্রতিহত করিতে পারে। সুতরাং সতর্ক থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

মায়াবদ্ধ জীবের মায়িক বস্তুতেই রুচি তাই মঙ্গলময় বিষ্ণুবস্তু শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীনামব্রহ্ম ও সাধুতে অল্পসুকৃতিমান্ ও পাপিজীবের বিশ্বাস হয় না। পিত্তদুষ্ট রসনার মিশ্রি যেরূপ ভাল লাগে না, সেবাবিমুখ আত্মসুখকামী ভোগিজীবেরও সেবাবিষয়ে সেই অবস্থা। তাই শাস্ত্র বলেন—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধি সদ্গুরৌ তথা॥
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

যেকালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকালে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতির ফলে সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্রশ্রবণ হইতে প্রেমলাভ হয়। সুতরাং এমতাবস্থায় অসৎসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণান্যাভিলাষী ও স্ত্রীসঙ্গী জগদ্বাসীর সঙ্গ—ভোগী, ত্যাগী, যোগী, তপস্বী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেরিত মহাজনের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক সেই নিত্যতীর্থ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের পাছে থাকিয়া আনুগত্য সহকারে সেবা করা উচিত। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাস লাভ মহাভাগ্য ব্যতীত হয় না—একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু এতদ্ব্যতীত যখন জীবের আর মঙ্গলের কোন রাস্তা নাই, তখন নৈরাশ্য পরিহার পূর্ব্বক এবং যে মনঃকল্পিত অভক্তি-পথে বর্ত্তমানে আমরা চলিতেছি বা নিজমঙ্গলের জন্য যে উপায় আমরা অবলম্বন করিতেছি, তাহা সর্ব্বতোভাবে জলাঞ্জলি দিয়া পরমোৎসাহ, নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কৃষ্ণ-কৃপালব্ধ সাধুগুরুর অনুগত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখে মনোব্যাসঙ্গ-নাশিনী বীর্য্যবতী হরিকথা আন্তরিকতার সহিত প্রণতাঞ্জলিভাবে শ্রবণ করিলে দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্ সাধুর শ্রীমুখবিগলিত ঐ বীর্য্যবতী হরিকথাই হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদের সন্দেহাদি কৃপাপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া আস্তিক্যবাদ বা বিশ্বাসবাদের আসন রচনা করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে-সকল হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

ভাঃ ১০।১৪।৩)

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু-লাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌত-পথ; জ্ঞানলাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থান-পূর্ব্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিল লোকে অজিত হইয়াও জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৪১)

৩রা নভেম্বর—পূর্ব্বাহ্ন

যিনি সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্নবিগ্রহ, যিনি হরিকথামৃতের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, সেই জগদ্‌গুরু আচার্য্যবর্য্য প্রভু কি একদণ্ড হরি-কথা-কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া থাকিতে পারেন? স্বয়ং অহোরাত্র হরিকথা-মদিরায় মত্ত থাকিলেও সেই প্রেমরস-নির্য্যাস যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পতিত জীবের পক্ষে সুগম করিয়া দিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার যেন স্বস্তি নাই। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনরত ভক্ত-গোষ্ঠী-মধ্যে আসিয়া আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো
ভবেৎ॥

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, ভক্ত-দিগের অনুগ্রহের জন্য তিনি নরদেহ প্রকাশপূর্ব্বক যে রাসলীলা প্রকট করিয়া-ছেন, তাহা শ্রবণ করত তদধিকারী ভক্তজন সেই লীলাপর হইয়া সেই ক্রীড়া ভজন করিবেন। উক্ত শ্লোকে "ভবেৎ" পদরূপ ক্রিয়ায় "বিধিলিঙ্" ব্যবহার করা হইয়াছে, অতএব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত, ইহার অন্যথা করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ দোষ আছে।

প্রপঞ্চে মানবজাতি সৃষ্টিপর্য্যায়ে উন্নতস্তরে অবস্থিত। আশ্রয়জাতীয় জীবরূপ প্রপঞ্চে অবস্থানকালে তাঁহার উপযোগী বিষয়-বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করেন। ভগ-বানের মানুষরূপ ব্যতীত অমানুষিক বিবিধ রূপ আছে। জীবের স্বরূপবৃত্তির উন্মেষণে ভজনীয় বস্তুর প্রকাশভেদে লীলার বৈচিত্র্য। সেই লীলা-বৈচিত্র্যের উপযোগিতা-বিচারে তারতম্য করিলে মানুষ-দেহেই নিত্যলীলা-প্রাপ্ত ভক্তগণের অধিক কৃপা বিতরিত হয়। সেইরূপ লীলা প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে সর্ব্বোত্তম মানবগণ সেব্যবস্তুর তত্তৎ-সেবায় উৎসাহিত হন। ভজন-পরাকাষ্ঠায় ভজনীয় বস্তুর অনুকৃতি-দর্শন-শ্রবণ স্বরূপোন্মেষের বিপুল সহায়তা করে।

অপ্রাকৃত লীলায় অধোক্ষজ-সেবা বর্ত্তমান। প্রাকৃত-সাহজিকগণ সেই কথা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণসেবাকে ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-জ্ঞানে ভ্রান্ত হন। প্রপঞ্চাগত ভগবল্লীলা কিছু প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচরণ-ভূমিকা নহে। যোগমায়া-নির্ম্মিত কৃষ্ণরাসাদি প্রাকৃত বিচারে সুষ্ঠুভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সহজিয়া-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলাকে নশ্বর ভোগান্তর্গত মনে করে। তাহারা "তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্" ও "তৎপরো ভবেৎ" পদের বিকৃতার্থ করিয়া অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রাকৃততত্ত্বের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে মাত্র। "তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ" শব্দের অর্থভ্রমে ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিমগ্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অপ্রাকৃত-রতিই "তাদৃশী" শব্দের মুখ্যার্থ। অবিদ্যাগ্রস্ত হরিবিমুখ জীব অপ্রাকৃত ক্রীড়া পরিহার করিয়া অক্ষজজ্ঞানে জড়ভোগোন্মত্ত হইয়া এই শ্লোকের কদর্থ করে। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীব প্রাকৃতসহজিয়া হইয়া পড়ে।

বিধিলিঙের "ভবেৎ" পদ দেখিয়া কেহ যেন এই রুচিলভ্য রাগানুগ পথকে অধিকার নির্ব্বিশেষে অনর্থযুক্ত ভোগীরও বৈধপথ মনে না করেন। এই প্রপঞ্চে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার আছে। গোলোক বৃন্দাবনে তাদৃশ অবরতাময় বিধি অবস্থিত হইতে পারে না। সেখানে অনুরাগের পথেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সকল আশ্রিত তত্ত্ব কৃষ্ণপ্রীতিরূপ উপাদেয়তার অনুসন্ধান করে

জীবাত্মার নিত্য ও অবশ্য সেব্য পদপদ্মা-গত পরমশ্রেষ্ঠ মধুরভাবে উদাসীন হইলে ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নশ্বর দৈহিক লাম্পট্যে অধঃপতিত হইতে হইবে। মধুর রতিতে তৎপর না হইলে জীবের মধুর রতির বিপরীত হেয় ভোগবাদ প্রবল হইয়া যাইবে। এইরূপভাবে কৃষ্ণকে এক-মাত্র সেব্যবস্তু বলিয়া গ্রহণ না করিলে জীব কৃষ্ণসেবায় উদাসীন ও ভোগপর ইন্দ্রিয়-সেবী হইয়া নশ্বর দেহের প্রভুতাবুদ্ধি করিতে করিতে স্বরূপ-বিভ্রান্ত এবং চরম কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা ভক্তি লাভ করত হৃদ্রোগরূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময় গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক (অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যত্নের সহিত) আলোচনা করিতে করিতে অপ্রাকৃত প্রেমের উদয় এবং পরিমাণানু-সার জড়শক্তি এবং জড়কথাদি দূর হইতে থাকে; সম্পূর্ণ চিন্ময়লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

———

মানুষ যখন বিচার করেন— পৃথিবীতে কি কি কথা আছে এবং কি কি উপায়ে তাহা বুঝিতে পারা যায়, তখন একটা সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা নিজ নিজ চেষ্টাদ্বারা তাহা সমাধান করিতে যত্নবান্ হই। কিন্তু নিজ-চেষ্টা-দ্বারা তাহার সমাধান হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধিতে যে বিচারটা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হই, ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন, তবে তাঁহার অনুগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতে পারি। যতক্ষণ আমরা নিজেদের সম্পত্তির বলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি, ততক্ষণ ভক্তি হয় না। যখন তাহা না পারি, তখন ভক্তিতে অবস্থিত হই। ইন্দ্রিয়-পরিচালনা দ্বারা ভক্তি ছুটিয়া যায়। যখন সকল জিনিষ অপেক্ষাযুক্ত, তখন অনুগ্রহ-প্রার্থনা-ব্যতীত উপায় নাই। "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্" অর্থাৎ কেবলমাত্র যিনি ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া-ছেন, তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য ভগবান্ মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করেন। যদি কেহ অনুগ্রহ প্রার্থী হন, তবে তিনি সেই সেবকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার অপ্রাকৃত নরতনু প্রকাশ করেন এবং নানাপ্রকার লীলা করেন, যাহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যের সেই বস্তুর প্রতি তৎপরতা আসে ও সেইবস্তুর গ্রহণ-প্রবৃত্তি উদিত হইয়া থাকে।

নিবেদন

অকূল-জলধি-মাঝে বাহিয়া তরণী
চলিতেছে অবিরত মানবের গণ।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লভিবার তরে
ছাড়িয়া প্রাণের আশা অর্ব্বাচীন জন॥১॥

দুঃখের সাগর এই অপার সংসৃতি
পতিত হইয়া জীব অতি কষ্ট পায়।
কাম-আদি রিপুগণ কুম্ভীর-সদৃশ
ব্যাদান করিয়া মুখ রহিয়াছে তায়॥

এমত সময় জড় অভিমান ত্যজি'
পরম ঈশ্বর প্রভু জীবন জীবন।
রক্ষ মোরে বলি' তবে কোন কৃতিমান
গৌরপদাশ্রয় করি' হয় ভাগ্যবান্॥ ৩॥

অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেম পুরুষার্থ সার
নিত্যশুদ্ধ জীবের একমাত্র মৃগ্য।
যে অর্থ লভিলে জীব হয় অকিঞ্চন
সে ধন নহে ত কভু দেহ-মন-ভোগ্য॥ ৪॥

নিত্যসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যপার্ষদ-প্রবর
হ'য়েছেন অবতীর্ণ দাস্যশিরোমণি
জাগাইতে অচৈতন্য-মগ্নজীবকুলে
পৃথিবীতে প্রচারিয়া সুসিদ্ধান্ত-বাণী॥ ৫॥

স্বীয় অনুগত প্রিয় সেবকের গণে
আশীর্ব্বাদ-বৈজয়ন্তী প্রদানি' স্নেহেতে।
শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট স্থাপিবার তরে
করিতেছে প্রেরণ সমগ্র জগতে॥ ৬॥

শৈল-সমুদ্র-আদি করিয়া লঙ্ঘন
কায়মনোবাক্যে সদা পরহিতে রত।
ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিলাইয়া ভবে
অমৃত-সন্ধান জীবে দিতেছে সতত॥ ৭॥

কর্ম্মিগণ কর্ম্মে সদা মত্ত-জড়-ভোগে
জ্ঞানিগণ অবিরত ব্রহ্মানুসন্ধানে।
উভয়েই প্রাকৃতধর্ম্মী স্বসুখভোগী
কৃষ্ণচিন্তা নাহি হয় কভু সেই মনে॥ ৮॥

তাই নিজপ্রিয় অনুগত জনগণে
প্রেরণ করিলা সুদূর প্রদেশে।
জানাইয়া মানবের নিত্য সম্বন্ধ
কৃষ্ণভক্তি শিখাইতে বিদেশীর দেশে॥ ৯॥

ওহে! বদান্যবর কৃপাদাতা ভক্ত
তব শ্রীচরণে মম এই নিবেদন।
জন্মে জন্মে যেন তব চরণের রেণু
হইয়া সেবিতে পারি তব শ্রীচরণ॥ ১০॥

শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী

বেঙ্গলের পথে
বঙ্গিস্তান জাহাজে
৮-১২-৩৪

শুদ্ধভক্ত গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্ — সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। অনুভাষ্য-সম্বলিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৪। বামন-আলয় ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
১৮। ভজন-রহস্য ॥০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
২২। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৩। সূক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
২৪। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ১০
৩৭। গীতাবলী ১০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৯। সাধনকণ ১০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ১০
৪১। নবদ্বীপশতক ১০
৪২। অর্থপঞ্চক ১০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ১০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ১১০
৪৬। অর্চনকণ ৷১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম পরিখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-নির্ণয় ০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ১০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৫৭। নাম-বাদ ১০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ১০
৬৩। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭১। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস ১০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। এরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ১১০
৭৯। গীতাবলী ১০
৮০। শরণাগতি ০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ১০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, অম্লরোগ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাঁহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশা ভরসা শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন, ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্বর্ণ সুযোগ ! স্বর্ণ সুযোগ !

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন ঃ—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা (বাঁধাই) মাত্র ৭৲ সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৭৫ N. R., ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	দিলিপকুমার রায়	৯১৷৵০	১৬।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা কৃষ্ণনগর	৫৬০৮ খতিয়ান	২-১১	১৫৲	গৌরীশচন্দ্র রা বাহাদুর
৪৬৬ R. P. ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	সাতকড়ি বিশ্বাস	১৮৷৵৯	২৩।১।৩৫		থানা চাকদহ মৌজা দুর্গাপুর	১০৪ খতিয়ান	৪-৭৭	২০৷৵৬	আর পালচৌ
২৩ N., ৩৪।৩৫		রায় নলিনাক্ষদত্ত বাহাদুর	তেঁতুল ঘোষ	১২৫৷৵৬	২৪।১।৩৫	ঐ	থানা কোতয়ালী ১৯নং কাবরকুলা মৌজা	৭৯ খতিয়ান	৮-৯৯	১৯৷৵৭	রায় নলিনাক্ষ বাহাদুর
২৬ A. P. ৩৪।৩৫		এ. পালচৌধুরী	সুরুজালম গুল	১৯৬৯৬	২৫।১।৩৫		থানা হাসখালী মৌজা দক্ষিণপাড়া	৪৭২ খতিয়ান	১৩-৭৫	৩০৷৵৯	এ. পালচৌধু
৫০৪ R. P. ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,০	২৫।১।৩৫	নিষ্কর	থানা নবদ্বীপ মৌজা পানশিলা	৫৬৮	১-৫৯	৵৯	আর পালচৌ
১০ N. ৩৪।৩৫		রায় নলিনাক্ষদত্ত বাহাদুর	গোপীনাথ ঘোষ	১১২৷৵৬	২৬।১।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কোতয়ালী মৌজা রূপদহ ও চুয়াখালী	১৫৫ ও ১৭৯ খতিয়ান	১২-৯১	২৬৷৵৯	রায় নলিনাক্ষ বাহাদুর
৬৫৫ R. P. ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	গুপে ঢালী	২৮৬৷৵৭	২৮।১।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা জালুকা	২৪০ খতিয়ান			আর পালচৌ

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৷৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সর্ব্বাঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অতুল বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৩—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৬—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৫৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-০৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রত্যেকবার প্রতি লাইন	৷০	৷৵০	।৴	।০
" " ইঞ্চি		১৷০	১৷০	
" " সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	
" " অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৯৲	
" " ১ কলম	১২৲	[illegible]	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়-টাকা, ষান্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩১ কেশব [illegible] ৪৪৮

অনুসন্ধান

বস্তু বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জীবমাত্রেরই অন্তর্নিহিত আছে। জড়প্রয়োজনবশতঃ অনিত্য বস্তুর অনুসন্ধানেই জীবের বৃত্তি পরিদৃষ্ট হয়। মরীচিকায় জলান্বেষণ-রত কুরঙ্গের ন্যায় দুঃখাক্রান্ত জীবের দুঃখ-পিপাসা-নিবারণার্থ এই মায়িক জগতে যে সুখানুসন্ধান চেষ্টা, তাহা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র ও উত্তরোত্তর দুঃখদায়ক। এই অনুসন্ধানের কথা বলিতে গিয়া শাস্ত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেমাই প্রয়োজন ইহাই সাত্বত-শাস্ত্রোপদেশ। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র প্রভু, এই সম্বন্ধজ্ঞান উদিত না হইলে ভক্তি বা সেবা সম্ভবপর হয় না—একথা ধ্রুব সত্য; কিন্তু যাঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বর্ত্তমানে বিচ্যুত হইয়াছে, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে তাঁহার সঙ্গ বা সেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ও নাই; যেহেতু পরতত্ত্ব-বিষয়ে অভিধেয় বা ভক্তিই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের কারণ। যাঁহার সেবা ভুলিয়া জীবের অসুবিধা ঘটিয়াছে, পুনরায় তাঁহার সেবা করিবার প্রবৃত্তি হৃদয়ে উদিত হইলেই জীবের নিত্য মঙ্গল বা মনুষ্যজীবনের সাফল্য লাভ হয়। অভক্তি অর্থাৎ ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তি বা কৃষ্ণান্যস্পৃহাই যেমন ভগবৎ-সাম্মুখ্যের প্রতিবন্ধক, সেবা-প্রবৃত্তিও সেইরূপ হরিবৈমুখ্যের বিরোধী।

এই অভিধেয় উপাসনা-লক্ষণাত্মক, যেহেতু উপাসনা-প্রভাবেই সম্বন্ধজ্ঞান আবির্ভূত হয়। সুতরাং সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই তিনটী বিষয় পর পর সংশ্লিষ্ট থাকিলেও অভিধেয় অর্থাৎ ভক্তিই প্রাথমিক ব্যাপার এবং আদি, মধ্য ও অন্ত—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন বিষয়েই ভক্তি অনুস্যূত। গাঢ়তার তারতম্যানুসারে ইহার নামভেদ বা বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়। ভক্তিই সম্বন্ধ, ভক্তিই অভিধেয় এবং ভক্তিই প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপটে সেবা করিতে করিতেই জীবের সেব্যের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। তখন জীব শুদ্ধা সেবা লাভ করিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি ভাব, আসক্তি ও প্রেম লাভ করিয়া থাকেন। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে 'কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রভু'—এই শুদ্ধজ্ঞান হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া থাকে।

জীবের প্রয়োজনীয়-বস্তু-বিচারে আমরা দেখিতে পাই—কৃষ্ণবিস্মৃতি—কৃষ্ণানুভূতির অভাব বা কৃষ্ণেতরানুভূতি জীবের নিষ্প্রয়োজন এবং ভগবদনুভবই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। ভগবদনুভবরূপ প্রয়োজন কৃষ্ণকৃপাবতার গৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় লাভ হইলে জীব ভিতরে ও বাহিরে বস্তু-সাক্ষাৎকারের সুযোগ পান। তখনই কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি জীবহৃদয়ে স্থান পায়।

কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার দুই প্রকারে হয় সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণদর্শন ও নিরন্তর স্ফূর্ত্তিমুখে কৃষ্ণদর্শন। এজন্মে কৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন হয় না সুতরাং কৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনের চেষ্টা আধ্যাত্মিকতা মাত্র। এতাদৃশী দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম বা তাঁহাদের উপদেশাদি স্মরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। গুরুকৃপা হইলে স্মরণমুখে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারই জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে—জীব অন্যথারূপ অর্থাৎ জাগতিক অভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়। তখন সেবকাভিমানরূপ পরমবস্তুলাভে আত্মহারা হইয়া সৌভাগ্যবান্ জীব সেব্যের সেবায় নিমগ্ন হইবার সুযোগ পায়।

আমরা যে দেহে বাস করি, সেই দেহ মন্দিরের মধ্যে আমি ও আমার সেব্য শ্রীগুরু ও শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যকাল অবস্থান করিতেছেন। নীড়ে বাস করার ন্যায় বা সূর্য্যের সহিত সূর্য্যকিরণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ন্যায় নিত্যকাল স্বামী শ্রীগুরু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত আমার নিত্য সম্বন্ধ আছে এবং তাঁহাদের সেবকসূত্রে আমার সেবাবৃত্তিও আমার অন্তরে সুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। এই ভক্তি বা ভজনীয় বস্তুটীকে কোথাও বার করিয়া আনিতে হয় না, গুহাভ্যন্তরস্থিত গুপ্তধনলাভের জন্য শুশ্রূষামুখে যত্ন বা সাধন করিতে হয়—আচার্য্যের গুরু-গম্ভীর-নিনাদে সুপ্তোত্থিত হইয়া জাগ্রত হইতে হয়। জাগ্রত হইলেই অনুসন্ধেয় বস্তু শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ আমার অতি সন্নিকটে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে আছেন এই কথা উপলব্ধির বিষয় হয় বা ভগবদনুভবরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। এই প্রয়োজন হইতেই আপনাআপনি সমগ্র দুঃখ নিবৃত্ত হয়।

যেমন 'তোমার গৃহে নিধি আছে' শুনিয়া কোন দরিদ্র সেই নিধি লাভের জন্য যত্ন করে এবং তাহা লাভ করে, সেইরূপ আমার হৃদয়স্থিত দেবতা—যিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার সম্মুখে নরবপু প্রকট করিয়া আমাকে সেবা-সুযোগ দিতেছেন, সর্ব্বজ্ঞসূত্রে আমার হৃদয়স্থিত গুপ্তধনের কথা আমাকে জ্ঞাপন করিতেছেন, তাঁহার কথা দৃঢ়-বিশ্বাস-সহকারে শ্রবণপূর্ব্বক তদুপদেশানুসারে অভীষ্টবস্তুলাভের যে ঐকান্তিকী চেষ্টা, তাহাই সাধন—অভিধেয় বা ভক্তি এবং তদনুভব বা প্রাপ্তিই প্রয়োজন-শব্দবাচ্য। এই সব কথা আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অতি সহজ ও সরল ভাষায় উপদেশ করিয়াছেন—

"হস্তেতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ—সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তা'র প্রাপ্তির উপায়॥
এই স্থানে ধন আছে, বলি দক্ষিণে খুঁদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুঁদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুঁদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুঁদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুঁদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণবশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
অভিধেয় বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখ-ভোগ ফল পায়।
সুখভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়, প্রেমের ফল নয়।
প্রেম-সুখভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥"

ভক্তিমতী মহিলার ভগবৎ-সেবায় দান

আমরা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, বৰ্দ্ধমান-জেলা-নিবাসী পরম ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী তাঁহার কাশীধামস্থ দ্বিতল অট্টালিকাটী শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার্থ দান করিয়াছেন। ইনি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা-প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কাশীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাই যে মনুষ্য-জীবনের চরম ও পরম কৃত্য তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ইঁহার সেবাদর্শ অনুসরণীয়।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৪২)

৩রা নভেম্বর—পূর্ব্বাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং অভক্তগণের প্রতি নিগ্রহ করেন। অভক্তগণের অন্যাভিলাষ আছে। ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিব, এই চেষ্টা যখন থাকে, তখন ভগবান্ তাঁহারই ন্যায় মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সেবায় যোগ্যতা দেন। মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব। মানবের মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। মায়াবাদী, কর্ম্মী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি সকলেই ভগবদ্ভক্তের নিম্নস্তরে অবস্থিত। দেবতাগণ যদিও কোনও কোনও বিষয়ে মনুষ্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলেও তাঁহারা ভগবদনুগ্রহ-বঞ্চিত। দেবতাদের বুদ্ধি এই যে, সকলে তাঁহাদের সেবা করুক। দেবোপাসকসকলও সেবাভিমান ক'রছেন। ক্ষত্রিয়াভিমানে ক্ষত্রিয়-বিচার। শূদ্রের সেবাধিকার।

পৃথক্‌বিশিষ্ট হইয়া বাস করিবার জন্য মানবের সমাজ সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—মানবের এই চারিটী আশ্রম। সংসার হইতে উন্নত স্তরে যাইতে হইলে বিষ্ণুভক্তি জানা দরকার, গৃহব্রত থাকা উচিত নয়। গৃহব্রত থাকিলে দেবতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি অভিমান থাকিবে এবং তদবস্থায় দিন কাটাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতে অভক্তজীবন-যাপন করিতে হইবে। মহাপ্রভুর উপদেশ—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

কৃষ্ণের শরণটা altruistic (প্রাকৃত-পারমার্থিকতার) বিচার নহে। কৃষ্ণকথার অভাব হওয়ায় ঐ বিচার আসিয়া পড়িয়াছে। যখন পূর্ণজ্ঞান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কথার আলোচনা হইবে, তখন ভক্তির কথা উঠিবে। মানুষের যে ধর্ম্মের ধারণা, তাহা অতিক্রম না করিলে ভক্তির ধারণা হইবে না। সেবা ও সেব্যের অনুসন্ধান হওয়া দরকার। Abstract phase (নির্ব্বিশেষ বিচার)এ ভুলাইয়া রাখাটা ভক্তি নয়। অভক্তদিগের চিন্তা হ'চ্ছে—ভগবান্‌কে চাকর করিয়া রাখা।

মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্। জীব মানুষ হইয়া যদি ভগবানের সেবা না করিল, তবে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? মানুষ কামাদি রিপুষট্‌কের দাসত্ব করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহার যদি চৈতন্যোদয় হয় তবে সে ভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত হয়। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ লোকশিক্ষাকল্পে ব'লেছেন—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

অর্থাৎ চৈতন্যোদয়ে মানব ভগবদ্দাস্য প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিতে থাকে, হে ভগবন্! আমি কামাদি-রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিরও উদয় হইল না। হে যদুপতে! সম্প্রতি আমি বিবেকলাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

এই যে চৈতন্যোদয়ের কথা বলা হইতেছে, এই চৈতন্যোদয় কি-প্রকারে হইতে পারে? অনাদিকাল হইতেই ত জীববৃন্দ "কাম-ক্রোধের দাস হঞা তা'র লাথি খায়", কিন্তু চৈতন্যোদয় হয় কৈ? শ্রীচৈতন্যদেবের পদাশ্রয় না করিতে পারিলে মানুষের চৈতন্যোদয় হইবে না। আবার চৈতন্যোদয় না হইলে কৃষ্ণভজনচেষ্টা হইবে না। মানবজাতি অবুঝ, তাই এই সব কথায় কাণ দেয় না। শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম সন্ন্যাসীর গুরুর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর ভগবানের কৃপা হইয়াছিল। তাই তিনি জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-বিতরণকারী মহাপ্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক

অর্থাৎ বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপধারী একটী সনাতন পুরুষ সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র-রূপে বিরাজিত; তাঁহার পাদপদ্মে আমি প্রপন্ন হই।

বৈরাগ্য দুই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভোগ ও ত্যাগের শিক্ষা দেন নাই। তিনি যুক্তবৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন; তাহাতে ভোগ ও ত্যাগ নাই। ফল্গুবৈরাগিগণ মহাপ্রভুর অনাশ্রিত হওয়ায় তাঁহারা অপরাধী। মহাপ্রভু ফল্গু বা মর্কটবৈরাগ্য নিষেধ করিয়া আদেশ করিতেছেন,—

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

তিনি যুক্ত-বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ" ইত্যাদি এবং "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ" ইত্যাদি শ্লোকসমূহ যুক্তবৈরাগ্যের। যুক্ত-বৈরাগ্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়। অনাসক্তভাবে বিষয়-অঙ্গীকার—ভক্তির অনুকূল; এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"আমার নাম-গুণ-লীলা-কথায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যাঁহার লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে এবং সেই সকল কর্ম্মফলে আসক্তি দূর হইয়াছে, যিনি কামভোগসকলকে দুঃখ-পরিণাম বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই, সেই শ্রদ্ধালু ভক্ত ভক্তিদ্বারাই সমস্ত অভাব দূর হইবে বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া ঐসকল দুঃখ-পরিণাম বিষয়-ভোগ করিতে করিতে এবং তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে প্রীতি-ভরে আমারই ভজনা করেন। এইরূপে ভক্তিযোগে যে মুনি অনুক্ষণ আমার ভজনরত থাকেন, তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া আমি স্বয়ং তাঁহার সমস্ত কাম-মল ধ্বংস করি।"

ইহার ফলে হয় কি?—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥"
(ভা ১।২।২১)

অর্থাৎ আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-ফলে অর্থাৎ আত্ম-দর্শন হইলেই ভগবত্তত্ত্ববেত্তার অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়, অসম্ভাবনাদি সকল সন্দেহরজ্জু ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ ফলসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

অনাত্মায় ঈশ্বরদর্শন বদ্ধজীবের ধর্ম্ম। মায়াবাদিগণ আত্মবস্তুতে ঈশ্বরদর্শনের পরিবর্ত্তে মায়িক বিচিত্রতার অন্তরালে ঈশ্বরত্ব দেখিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদ যদি জীবের শেষ-প্রাপ্য হয়, তবে বৈকুণ্ঠে ঈশ্বরদর্শনের অভাব ঘটে। ভক্তিমান্ জনগণই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। আত্মা স্বীয় নিত্যবৃত্তি ভক্তিবলে শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মকেই নিজের প্রভু বলিয়া অবগত হন। সেই হরিপরিকর-শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা আত্মধর্ম্মে অবস্থিত। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-পারম্পর্য্যে স্বয়ং আশ্রয়-জাতীয় ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও বিষয়-জাতীয় ঈশ্বরের সেবক-অভিমান করেন। এই উপাস্য ও উপাসকের নিত্যত্বে, ঈশ্বরত্বে বৈচিত্র্য-দর্শনকারী পরম শ্রেয়োলাভ করেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরা ভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধভক্তি আছে সেই মহাত্মার সম্বন্ধে শ্রুতির যথার্থ সকল উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত শ্রুতির অর্থ সকল অপরে জানিতে পারে না। তর্কপন্থায় অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ঈশ্বরলাভ কখনই প্রকাশিত হন না। একমাত্র শ্রৌতপন্থায় শ্রীগুরুকৃপা-বলেই তাহা লভ্য হইয়া থাকে। কঠোপনিষদ্ বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

অর্থাৎ এই পরমাত্ম-বস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানা যায় না। যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার কৃপা যাচ্ঞা করেন তখন তাঁহারই নিকট সেই পরমাত্মা স্বয়ং-প্রকাশ-তনু প্রকটিত করেন। পরমাত্মা কখনও বদ্ধজীবের লভ্য হন না। অর্থাৎ তিনি কখনও প্রাকৃতদৃষ্টির মধ্যে আসেন না।

উপনিষদের কয়েকটী মন্ত্রে ঈশ ও বস্তু, পূজনীয় বস্তু ও ভক্ত এবং তাঁহাদের নিত্য ভজনের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই ভক্তির কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে বেদের অর্থ বোধগম্য হওয়া কঠিন। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবানে ভক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মফল ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। গুরু-কৃষ্ণকৃপা হইতে ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যায়। হৃদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হইলে হৃদয়গ্রন্থি-সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়। তখন জীব স্বীয় ঔপাধিক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, অজ্ঞ-জ্ঞান আর তাহাকে প্রতারিত করেন না। তৎকালে তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত হয় এবং কর্ম্ম-ফলভোগ-স্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

বদ্ধজীব স্থূলসূক্ষ্ম-উপাধিরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা কাল পর্য্যন্ত জড়ভোগের অহঙ্কার হইতে মুক্ত হন না, তাঁহার সংশয় ছেদন হয় না এবং কর্ম্মফলভোগের সমাপ্তি হয় না। যতক্ষণ তিনি ভগবান্‌কে নিজ প্রভু এবং আপনাকে হরিদাস বলিয়া জানিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীর ও তাঁহার বৃত্তিসমূহ তাঁহাকে বিপন্ন করিতে থাকে। ভক্তি-চক্ষু উন্মীলিত হইয়া শ্রীভগবদ্দর্শন হইলে জীবের যাবতীয় মনোমালিন্য ও হরিভজনের অযোগ্যতা দূর হয়। হরিসেবা-বঞ্চিত ব্যক্তি নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়েন।

এই ভক্তিলাভের পরে অনুগ্রহ-লাভের ইচ্ছা হয়। কাহার অনুগ্রহ? ভগবানের অনুগ্রহ—অন্য কাহারও নয়। ভজনীয় বস্তুর অনুগ্রহে আমার ভজনের সুবিধা হয়। শ্রীকৃষ্ণের শান্তরসের সেবক—কদম্ব-বৃক্ষ, যমুনার জল, বৃন্দাবনের বনলতা প্রভৃতি; ইঁহারা সব আমাদের শিক্ষক। আমাদের হৃদয়টা যদি ঐরকম করিতে পারি, কৃষ্ণের অনুগ্রহ পাইব। কিন্তু Anthropomorphic (ভগবানে মনুষ্যারোপ) চিন্তাস্রোত হইতে ছুটী পাইতে হইবে। Phytomorphism, zoomorphism গুলো ধর্ম্ম নয়। চেতন উন্মেষিত হইলে ঐ সকলের হাত হইতে ছুটী পাইব।

অর্চ্চাবিগ্রহের বাহির দিকের দর্শন পরিত্যক্ত হইলে অন্তর্য্যামিসূত্রে যে দর্শন, সেইরূপ দর্শন যখন হইবে, তখন বিভূতি বিচার আসিবে। তখন আর অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে কাষ্ঠপাথর দর্শন থাকিবে না। তখন কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের মত সর্ব্বত্র চেতনময়ী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রতীতি-বশে কৃষ্ণ-অন্বেষণ-চেষ্টা জাগিবে। গোপীগণ প্রতি-বৃক্ষকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্ব্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব নীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩০।৯)

যখন বৃক্ষকে, প্রস্তরকে বলি যে কৃষ্ণকে দেখিয়ে দাও, তখন জড়বুদ্ধিতে ঐ বিচার নয়। প্রস্তরটা যদি আক্রমণ করি, তবে অন্যভাব দেখিতে পাই।

লতা প্রভৃতিকে যখন জিজ্ঞাসা করি যে কৃষ্ণকে দেখিয়ে দাও, তখন ঐ গুলিতে যদি আমাদের ভোগ্যবিচার থাকে, তবে ভক্তিবৃদ্ধি হইবে না।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKAS

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া-জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা পৌষ, বুধবার, ১৩৪১, ১৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৪ ; ২৪১শ সংখ্যা।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

নদীয়ায় মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার

গত ৩০শে নবেম্বর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে মাটিয়ারির (নদীয়া) নিকটবর্ত্তী বসন্তপুর গ্রামে স্থানীয় বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে ১৫।১৬ জন ডাকাত লাঠি, মশাল ইত্যাদি লইয়া প্রবেশ করে। গৃহস্বামীকে প্রহার করিয়া লোহার সিন্দুকের চাবি কাড়িয়া লইয়া নগদ ও স্বর্ণ রৌপ্যের জিনিষ সমস্ত লুণ্ঠন করে। গৃহস্বামীর বৃদ্ধা মাতার নিকট টাকা চাহিলে এবং সে তাহার নিকট টাকা নাই বলিলে দুর্ব্বৃত্তগণ বৃদ্ধার মাথায় কেরোসিন ঢালিয়া সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিয়া পাঁজরে আগুন লাগাইয়া ভীষণভাবে পোড়াইয়া দেয়। ফলে ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে উক্ত বৃদ্ধার মৃত্যু হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্তগণ প্রায় ১১০০৲ টাকার জিনিষ লইয়া গিয়াছে। গত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে সুপারিণ্টেনডেণ্ট অব পুলিশ নদীয়া সদর হইতে আসিয়া তদন্ত করিয়া গিয়াছেন। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

বর্দ্ধমান বিভাগ অ-মুসলমান কেন্দ্র

বর্দ্ধমান বিভাগ অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদে উপনির্ব্বাচন জন্য যে সকল মনোনয়ন পত্র দাখিল হইয়াছে, ১৪ই ডিসেম্বর বিভাগীয় কমিশনার মিঃ নাওরোজ তাহা পরীক্ষা করেন। যে ৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজন বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ সিংহের মনোনয়নপত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে।

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, আগামী ১৭ই জানুয়ারী উক্ত কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচন হইবে।

অনধিকার প্রবেশে দণ্ড

গত ৬ই ডিসেম্বর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে অনধিকার প্রবেশের অপরাধে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবার জে সি পার্টান নামক একজন আসামী খৃষ্টানকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামী একটি এটাচী কেস হাতে করিয়া এজলাসে প্রবেশ করে। বেঞ্চের সিঁড়িতে উঠিবার সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার এটাচী কেসে প্রধান বিচারপতির নিকট লিখিত একখানা দরখাস্ত পাওয়া যায়। ভব-ঘুরেদের সম্পর্কে সাহায্যের অভিযোগে গবর্ণমেণ্টকে অভিযুক্ত করিয়া আসামী এলোমেলোভাবে দরখাস্তে অনেক কথা বলে।

বিচারক আসামীকে মানসিক বিকারগ্রস্ত বলিয়া অনুমান করেন।

সে ইংরেজীতে বলে, প্রধান বিচারপতির নিকট উক্ত দরখাস্ত পেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল।

জমিদারের অত্যাচার

লুধিয়ানার অন্তর্গত কুল্লিয়ানওয়ালা গ্রাম হইতে এইরূপ প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগের উপর জমিদারগণ নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছে।

প্রকাশ যে, অপ্রয়োজনীয় জল নিষ্কাশনের ব্যাপার লইয়া কিছুদিন যাবৎ গ্রামের নিম্নশ্রেণীর জনগণের মধ্যে মামলা চলিতেছিল। এই সম্পর্কে জমিদারগণ প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে নিম্ন শ্রেণীস্থ জনগণের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, এমন কি জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় সুবিধা হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পায়। একবার নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণ কোনও নিমন্ত্রণ রক্ষা উপলক্ষে ভিন্ন গ্রামে গমন করিলে স্ত্রীলোকদিগের প্রতিও নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করা হয়।

এই সমস্ত ঘটনায় বিরক্ত ও ভীত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর জনগণ আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া একজন কর্ম্মচারীকে অবিলম্বে ঐ গ্রামে প্রেরণ করেন।

প্রকাশ যে জমীদারগণ নিম্নশ্রেণীকে তাহাদের আবাদী জমি হইতে উৎখাত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। যথাসময়ে ইহার উপযুক্ত প্রতীকার না হইলে গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

বালকের মৃত্যুদণ্ড

গত ১২ই ডিসেম্বর লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ বক্সিলাল সৌকৎ আলী নামক ইসলামিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সপ্তমশ্রেণীর জনৈক ছাত্রের মৃত্যুদণ্ড মকুব করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং এতদাতিরিক্ত আরও সুপারিশ করিয়া দেন যে, তাহাকে বোরষ্টাল স্কুল বা এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠানে রাখা হউক।

সৌকৎ আলী তাহার এক আত্মীয়াকে হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ঐ আত্মীয়াকে সে নাকি একদিন এক অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দেখে এবং উহাতে তাহার নজরে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাকে সে তাহাদের পরিবারের পক্ষে কলঙ্কজনক বলিয়া মনে করে এবং উহারই জন্য একরাত্রে সে তাহার আত্মীয়ার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ছোরার আঘাতে হত্যা করে।

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণে ঢাকা জিলাবোর্ড

ঢাকা জিলাবোর্ড ঢাকা জিলাতে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছে। ঢাকার সদর মহকুমাতে এবং নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমাতে ইতিমধ্যেই ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের প্রেসিডেণ্টবর্গের কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে; জিলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষ ঐসব প্রেসিডেণ্ট সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছিল,—'ইউনিয়নবোর্ড সমূহকে কয়েকটা বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের কর্তৃত্ব একটি বে-সরকারী বিশিষ্ট লোককে দেওয়া হউক; তাঁহারা অন্যান্যের সহযোগিতায় কৃষকবর্গকে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের উপকারীতা বুঝাইবেন এবং যে সকল কৃষক ইচ্ছাপূর্ব্বক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদিগকে একঘরে করিবার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করিবেন। ঢাকা জিলাবোর্ড পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন চালাইবার জন্য প্রত্যেক থানাতে একটী করিয়া কমিটিও গঠন করিয়াছেন।

বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

কাঁথা থানার মুনাজিনা বিশ্বাসকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক ৫০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বরাহনগরের সাধুচরণ রায়কে অভিযুক্ত করা হয়।

প্রকাশ, সাধুচরণ মুনাজিনার ভৃত্য ছিল। কামারহাটি পোষ্টঅফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিবার জন্য সে তাহার ভৃত্যকে ৫০৲ টাকার একখানা নোট দেয়। সাধুচরণ ঐ নোট লইয়া বাহির হইয়া যায়; কিন্তু আর ফিরে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ   ২৮ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪   বুধবার } ২৪১শ সংখ্যা

পাটনায় প্রচার

পাটনা গৌড়ীয়মঠের প্রচার-সম্বন্ধে পাটনার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক "দি ইণ্ডিয়ান নেশন" ১৩ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় বলিতেছেন

THE GAUDIYA MATH IN PATNA

:o: -

Its Origin And High Ideals

The Gaudiya Math first caught the attention of the people in Patna on opening the "Theistic Exhibition" near Golghar on the Dinapur-Patna road. This exhibition was highly appreciated by the pubilc of this place and from thence onward a group of people started taking a keen interest in its work and preachings. On this encouragement the Math started a branch on the Khagaul road, Patna.

It would indeed be interesting to visit the Math, with its extensive colony at Sri Dham Mayapur, on the opposite side of the present town of Nabadwip. The life of the inmates of the Math is simple, regulated and highly systematic. They get up at 4 a. m. and after their usual prayers and kirtans, discourse on religious subjects until they retire at about 11 in the night. Their religious teachings are most impressive and if one wishes to know about the teachings of Lord Chaitanya, he should spend some time in the society of the Vaishnabs of Mayapur Chaitanya Math.

———

পাটনায় গৌড়ীয়মঠ

—:o:

ইঁহার আবির্ভাব ও উচ্চ আদর্শ

—.".

শ্রীগৌড়ীয়মঠ 'দিনাপুর-পাটনা'-রোডে গোলঘরের নিকট সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম পাটনার অধিবাসিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই স্থানের সর্ব্বসাধারণ এই প্রদর্শনীর অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন এবং সেই সময় হইতে বরাবর একদল লোক মঠের কার্য্য ও প্রচারাদিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। এই সহানুভূতিলাভে শ্রীগৌড়ীয়মঠ পাটনার খগোলরোডে একটী শাখা স্থাপন করিয়াছেন।

পাটনা-গৌড়ীয় মঠ ও ইঁহার আকর-স্থান শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শন বাস্তবিকই আনন্দদায়ক। শ্রীধাম মায়াপুর বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের বিপরীত দিকে অবস্থিত মঠবাসিগণের জীবনযাপন সাধাসিধে ও আচার্য্যবাণী-অনুসারে খুবই নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলিত। তাঁহারা প্রাতঃ ৪ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করেন এবং নিয়মিত প্রার্থনা ও কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ১১ ঘটিকায় শয়নের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পরমার্থালোচনায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের পরমার্থ-শিক্ষা খুবই মর্ম্মস্পর্শী এবং যদি কেহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের বৈষ্ণবগণের সঙ্গ অন্ততঃ কিছু করা উচিত।

———

'প্রহ্লাদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা

পাটনা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, রাগভূষণ মহোদয় পাটনা মিঠাপুরের মিল-মার্চ্চেন্ট বাবু লক্ষ্মী-নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে আহূত একটী মহতী সভায় গত ১০ই ডিসেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র" সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হিল; তন্মধ্যে ইনকামট্যাক্সের এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার মিঃ রাধাকান্ত শরণ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অতুলচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত শ্যামলাল চতুর্ব্বেদী শাস্ত্রী, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিপার্টমেণ্টের হেড্ য্যাসিষ্টাণ্ট বাবু মধুমঙ্গল সিংহ, অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার মিঃ আর্ কে গাঙ্গুলী, জুয়েলার বাবু সখিলাল, বাবু কালীপ্রসাদ সরকার প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রোতৃবৃন্দ বক্তৃতা-শ্রবণে পরমোপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২২শে অগ্রহায়ণ ৮ই ডিসেম্বর শনিবার ও তৎপর-দিবস জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত মির্জ্জাপুর নামক গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন সাহা মহোদয়ের বাটীতে দুই দিবস বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতিদিন বহু সংখ্যক শ্রোতা আগমন করিয়া স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালীর বিশেষ প্রশংসা করেন।

———

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ সোমবার স্বামীজী মঠখোলা বাজারস্থিত পাকুটিয়া বাবুদের গদিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন।

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার উক্ত বাবুদের গদিতে স্বামীজী মহারাজ "পরমার্থ-লাভের উপায়" সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন; পরে ছায়াচিত্র-যোগে কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হয়।

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মঠখোলা-গ্রামনিবাসী স্থানীয় মধ্য ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু শ্রীনাথ সাহা বি-এ বি-এল মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাটীস্থ সুবৃহৎ নাটমন্দিরে একটী বিরাট সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহারাজ ঈশ্বর, জীব ও মায়া —এই বিষয় তিনটী বিশেষভাবে শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে স্বামীজী মহারাজের আদেশে জনৈক ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবি-র্ভাবের পূর্ব্বে দেশের দুরবস্থা, অর্থের কিপ্রকার অসদ্ ব্যবহার এবং বিদ্যা, কুল ও ধর্ম্মের কি প্রকার অসদ্ ব্যবহার চলিতেছিল এবং বর্ত্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের নামে কিপ্রকার ব্যভিচার চলিতেছে, শ্রীগৌড়ীয় মঠই যে একমাত্র তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে শাস্ত্রযুক্তি মূলে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর স্বরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। সভায় সহস্রাধিক শ্রোতা স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ কেশব ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

এত বড় কথা আমায় শুনা'ল কে ?

অনেকদিন পর আজ একটী কথা আমার স্মৃতিপটে অকস্মাৎ উদিত হইয়া আমাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করিল। সেই কথাটী পিতামাতার কথা নয়, স্ত্রী-পুত্রের কথা নয়, বন্ধু-বান্ধবের কথা নয়, সহাধ্যায়িগণের কথা নয়, এ জগৎবাসীর কথা নয়, তাহা প্রপঞ্চাতীত কোন এক মহাপুরুষপ্রবর বা কপটিমানবের শ্রীমুখনিঃসৃত রূপ-গুণ-বিশিষ্টা, সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী, কলি-মল-বিধ্বংসিনী, ভোগনাশিনী, আত্মবৃত্তিপ্রকাশিনী চেতনময়ী কথা। একথা কথা নয়, কথারূপী—শব্দরূপী ভগবদ্বস্তু। তাই ইহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ হয় না বা এই অপ্রাকৃত শব্দ কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ না করিয়া সকলকেই নিজেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত করিতে পরম দক্ষ।

এ জগতের চেতন অচেতন কোন বস্তুই আমাদের সেবক বা ভোগের বস্তু নয়, এ সবগুলিই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধনস্বরূপ। এ জগতে আমার বলিতে কেহ নাই। যাহাদিগকে আমার মনে করিয়া স্নেহ বা ভক্তি করিতেছি তাঁহারা আমার মিত্র ত' নহেনই পরন্তু আমার পরম বান্ধবের বা পরমাত্মীয়ের সেবাবিরোধী—আমাকে অমঙ্গলের পথে প্রেরণকারী। কৃষ্ণই আমার একমাত্র পিতা, একমাত্র পতি, একমাত্র বন্ধু, একমাত্র প্রভু; সুতরাং আমার প্রাণের ঠাকুর, আমার হৃদয়ের দেবতা. আমার যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহাদের সুখবিধানই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত আমার আর অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। এই কৃষ্ণসেবা ছাড়া আমি যে কোন কার্য্যই কর্ত্তব্যবোধে করি না কেন, তাহা আমাকে নরকের পথে লইয়া যাইবেই যাইবে—ইত্যাদি বিপ্লবময়ী কথা—নূতন কথা—মৃত্যুঞ্জয়ী কথা আমাকে কি যেন এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত বা নূতন পথে চালাইবার প্রেরণা দিতেছে এবং সতত সেই কথার দিকে নিজবলে আকৃষ্ট করিতেছে, আমি কিন্তু মায়িক চিন্তাস্রোতনাশিনী বা আজন্ম-অর্জ্জিত অজ্ঞান-বিধ্বংসিনী এই অপূর্ব্ব কথার অতিমর্ত্ত্যত্বের বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম এই নিত্য নূতন কথা—নবজীবনপ্রদানের কথা বা এত বড় কথা আমায় শুনা'ল কে ?

যে কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি বা যাহা আজ আলোচনা করিতে বসিয়াছি সেই অশ্রুতপূর্ব্ব কথার রূপ আছে, গুণ আছে, লীলা বা পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি আছে, সেই শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই কিন্তু এ জগতের কথা সেরূপ ধরণের কোন বস্তু নয়। এতাবৎকাল যে সকল কথা শুনিয়া আসিয়াছি, স্কুল কলেজে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, দেশে বিদেশে, গৃহে ও বাহিরে যাহা সর্ব্বক্ষণ শুনিবার সুযোগ হইয়াছে সেই সকল অনিত্য কথার সহিত এ কথার যে আকাশপাতাল ভেদ বর্ত্তমান এবং তাহা যে কেবল অবতরণমুখে—সাধুমুখেই কীর্ত্তিত—সেবাপরা সাধুর সতী জিহ্বায় স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া নর্ত্তনে নিযুক্ত এবং সেই কথা যে কৃষ্ণকথা বা চেতনকথা—কৃষ্ণেতর মায়ার কথা নহে তাহা গুরুকৃপায় কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া আজ মনে হইতেছে যে এত বড় কথা এ জগতে নাই বা এ জগতের কেহই এ সব কথা জানেন না। যদি সৌভাগ্যক্রমে কাহারও এ সব কথা শুনিবার সুযোগ হয় বা কেহ যদি ইহার অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি বিস্মিত, স্তম্ভিত ও এই দিব্যালোকে উদ্ভাসিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না এবং তিনিও বলিতে বাধ্য হইবেন যে, এত বড় কথা আমায় শুনা'ল কে ?

এ জগৎ আমাদের বাসস্থান নয় ইহা কারাগারসদৃশ। কৃষ্ণ-গৃহ গোলোকবৃন্দাবনই আমাদের নিত্য বসতিস্থল। এই আত্মকল্যাণময়ী কথা বা বেদের কথা যে আজানুলম্বিতভুজ দিব্যপুরুষ গুরুগম্ভীর স্বরে আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাকে কোন এক অজানা দেশের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন সেই মহাপুরুষের নিকট নিত্য দেশের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া সেই দেশে প্রত্যাগমনের লোভাভাস হৃদয়ে বিদ্যুতের ন্যায় উদিত হইলেও, এই কথার নিকট সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিবার আকাঙ্ক্ষা মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিলেও দুর্ভাগা আমি তাহাতে লোভপরায়ণ হইতে পারিতেছি না। যদিও আমার দুর্দ্দৈব বর্ত্তমানে আমার গমনের পথকে—আমার সেবাপ্রবৃত্তিকে বাধা প্রদান করিতেছে তথাপি ইহাও নিশ্চিত যে যদি আমি গোলোকাগত আমার প্রভুবরের শ্রীমুখাবতীর্ণ রূপ-গুণ-বিশিষ্ট কথারূপী শব্দব্রহ্মকে সাদরে শ্রবণপুটে অভিনন্দন করি তাহা হইলে এই সর্ব্বশক্তিমতী কথা—এই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কথা আমার চঞ্চল মন বা অশান্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে Regulate করিয়া আমার হৃদয়-সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক তাঁহার নিত্য ভৃত্য আমাকে তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিবেনই করিবেন। আমি আমার অযোগ্যতা, কপটতা ও দুর্ব্বুদ্ধির জন্য এই মঙ্গলময়ী কথা বা বাণীবিগ্রহকে সাদরে অভ্যর্থনা না করিয়া তাঁহাকে অনাদর করিতেছি বলিয়াই আমার এই কথা-শ্রবণের সুষ্ঠু ফল শরণাগতি বা নিরন্তর হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবায় তৃষ্ণা জাগিতেছে না। তাই আজ আমি বৈষ্ণবগণের নিকট যোগ্যতা-লাভের জন্য করযোড়ে কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

যাঁহার কথা আমার ন্যায় পতিত ও পাষণ্ড ব্যক্তিকে কৃপা ভিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণা দিতেছে, যাঁহার কথা এত শক্তিশালিনী ও পাষণ্ডদলনী, যিনি এই বৈকুণ্ঠ কথার পসরা লইয়া এজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষপ্রবর কে ?—একথা কি আমার হৃদয়কে একদিনও আলোড়িত করিবে না ? এই বাণীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি যতই বড়াই করি না কেন, আমার অহঙ্কার থাকিতে, অর্থাৎ নিরহঙ্কার হইয়া এই বাণীর পাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার জন্য অন্য চেষ্টা তুষাবঘাতের ন্যায় বৃথা। আবার এই বাণীর অনুগ হওয়া বা শ্রীনামের শরণাগত হওয়ার যোগ্যতা শ্রীনামদাতা—শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনকারী মহাপুরুষ প্রবরের—গৌরপ্রেষ্ঠজনের পাদপদ্মে ঐকান্তিকতা বা আত্মসমর্পণ ব্যতীত যে হইতেই পারে না, এই অমূল্য উপদেশটী কি আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না ? আমার প্রভু বা আমার প্রভুর কথা—আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করিবেন, লোকের মনঃকল্পিত কৃষ্ণ বা অপর কেহ আমাকে রক্ষা ত' করিবেই না বরং রক্ষাচ্ছলে আমার গলায় ছুরি দিয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে—একথা আমার কবে উপলব্ধি হইবে ? তাই বলিতেছিলাম এসব কথা আমায় শুনাল কে ?

কৃষ্ণই সব চেয়ে বড় বস্তু। তাঁর চেয়ে বড় ত' দূরের কথা তাঁহার সমানও কেহ নাই। সুতরাং সেই কৃষ্ণের কথাই যে সব চেয়ে বড় কথা তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? এত বড় কথা যিনি জানেন, এই হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট সর্ব্বোত্তম কথার রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া, এই কৃষ্ণকথার সহিত সুপরিচিত হইয়া অর্থাৎ কৃষ্ণে অত্যন্ত গাঢ়প্রীতিবশতঃ কৃষ্ণের রূপগুণসূচক জগন্মঙ্গলকারিণী সর্ব্বচিত্তহারিণী কথা আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে না শুনাইয়া থাকিতে না পারিয়া যিনি আমার ন্যায় পতিত জীবের নিকট পতিতপাবনরূপে চেতন-জগদাবতীর্ণ ঐ চেতনময়ী কথা—হৃদয়ে বিপ্লবানয়নী কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই কথাকে সাদরে হৃদয়সিংহাসনে স্থান দিবার যোগ্যতা তিনি আমায় কবে দিবেন ? যিনি গোলোকাকর্ষিণী কথায় আমাকে আকর্ষণ করিয়া আমার ন্যায় পতিতকে প্রথিত-কৃপা দ্বারা উদ্ধার করিয়া নামশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণনাম, মন্ত্ররাজ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, পরমেশ্বর শচীনন্দন গৌরহরি ও তদীয় স্বরূপ-রূপ-সনাতনাদি পার্ষদবৃন্দ, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্ম-কৃপালাভের আশা আমাকে দিয়াছেন সেই জগদুদ্ধারক সাধুশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ-প্রবর আমার হৃদয়ে কবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবেন ? কবে আমি জানিতে পারিব যে, এই মহাপুরুষই আমার হৃদয়দেবতা, এবং ইনিই আমার হৃদয়ে নিত্যকাল অবস্থান করিয়াও আমার বিমুখতা-দর্শনে দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়ে আজ আমার সম্মুখে গুরু বা পরম-দেবতারূপে বিরাজমান থাকিয়া সদুপদেশ-প্রদানমুখে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া আমাকে সংসারদুঃখ হইতে নিস্তার করিবার জন্য কোটী-হস্ত বিস্তার করিতেছেন। যাঁহাকে ভুলিয়া আমার অসৎসঙ্গ প্রবৃত্তি প্রবলা হইয়াছে, যাঁহাকে বিস্মৃত হওয়ার জন্যই আমি আজ স্থলস্থ মৎস্যের ন্যায় আশ্রয়হীন হইয়া সংসারদুঃখে নিষ্পেষিত হইতেছি সেই প্রভুই আজ নিজের কথা নিজে শুনাইবার জন্য আমার নয়নগোচর হইয়াছেন ও আমাকে এত বড় কথা শুনাইয়া অভক্তিপথ হইতে ভক্তির পথে গমনের জন্য প্রেরণা দিতেছেন, স্বয়ং আনন্দময়বিগ্রহ হইয়াও যিনি আমার জন্য কাতর হইয়া সকাতরে তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বা তাহাতে লোভোৎপাদনের জন্য সদাবধে নানা কৌশলজাল বিস্তার করিতেছেন, তিনি কে ? তাঁহার স্বরূপটী কি—একথা কি কৃপা করিয়া এই মহাপুরুষের কোন মহাবদান্য দাসাভিমানী আমাকে জানাইয়া দিবেন না ? গুরুদাসগণ কি আমার ন্যায় অযোগ্যকে যোগ্যতা দান করিয়া আমার দুর্ব্বুদ্ধি-বিনাশের জন্য কৃপা অসি ধরিবেন না ? হতভাগ্য আমি কি মুখেই কেবল কাতরোক্তি জানাইব ? অন্তরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গুরুপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের নিকটে তাঁহাদের হইয়া আমার হৃদয়ব্যথা কি তাঁহাদিগকে জানাইব না ? তাই বলিতেছিলাম এত বড় কথা আমায় শুনাল কে ?

কোন বালক প্রয়োজন হইলে দূরদেশে থাকিয়া তাঁহার পিতার নিকট পত্র লিখিলে পিতা তাঁহার পুত্রের প্রয়োজনানুরূপ বস্তু প্রেরণ করিয়া বালকের অভাব পূরণ করেন, কিন্তু ঐ বালক যদি অন্য কাহাকেও তাহার হৃদয়বেদনা জানায় তাহা হইলে অপরে যেমন তাহাতে কর্ণপাত করে না আমারও অবস্থাও কি সেইরূপই হইবে ? যিনি এত

বড় কথা আমাকে শুনাইয়াছেন,সেই গুরুপিতার পুত্র হইয়া—গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া অর্থাৎ গুরুকে একমাত্র পালনকর্ত্তা ও রক্ষা-কর্ত্তা জানিয়া অকৃতজ্ঞ পুত্র আমি কি কোন দিনই আমার প্রভুর নিকট আমার হৃদয়ের কথা বলিতে পারিব না ? কেবল কি আমার নিত্য-পিতা প্রভুপাদপদ্মকে পর ভাবিয়া অপর কাহারও নিকট অভীষ্ট-বস্তু-লাভের প্রার্থনায় বঞ্চিত হইব ?

———

যিনি সর্ব্বদা পরদুঃখে কাতর ও দয়ার সাগর,মহাকুলজ ও পণ্ডিত,আমি অনিচ্ছুক হইলেও যিনি সংসারদাবাগ্নি হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া—অসৎসঙ্গের প্রবলা-ক্রমণের হস্ত হইতে আমাকে চিরতরে বাঁচাইবার জন্য যত্ন সহকারে অজ্ঞানান্ধ আমাকে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইতে সতত সচেষ্ট—আমার নিকট কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন করিবার জন্য সতত উদ্‌গ্রীব ও অনন্তমুখ,—

"কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ
কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংসৃতি-হেতুভূতয়া
মর্ত্তস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ ॥"

—এই দেহের দ্বারা কি হইবে ?—যাহা অন্তকালে ত্যাগ করে, দায়াদগণকে লইয়াই বা কি হইবে ?—যাঁহারা আত্মীয়-নামে পরিচিত দস্যু—আমাদের আত্ম-ধনের সর্ব্বনাশ করে, আমাদিগকে নিজস্ব পিতৃসম্পত্তি কৃষ্ণপ্রেম-ধন হইতে বঞ্চিত করে ; স্ত্রী লইয়াই বা কি হইবে ? যাহা সংসারের একমাত্র হেতু ; মানুষের গৃহেই বা কি প্রয়োজন ? এখানে বৃথা আয়ুঃ-ক্ষয়েরই বা আবশ্যক কি ?—প্রভৃতি হৃদয়ালোড়নী এত বড় কথা যিনি কৃপা করিয়া আমাকে শ্রবণ করাইয়াছেন, সেই শ্রীসনাতন-রঘুনাথাভিন্ন সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীপ্রভুপাদ-পদ্মে আমি প্রপন্ন হইতেছি। বৈষ্ণবগণ আমায় কৃপা করুন।

———

আজ আমি যে কথা আমার বন্ধু-বর্গের নিকট উপস্থাপিত করিলাম তাহা কথার কথা নয়, পরন্তু ইহা—আমার চক্ষুদান দিয়াছেন যিনি সেই ভগবৎ-কৃপা-বতার গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শ্রীমুখ-বিগলিত অজ্ঞান-বিধ্বংসিনী বাণী। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যদি কেহ নিষ্কপটে এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য আর্ত্তিবিশিষ্ট বা এই বাণীর শরণাগত হন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পরজগতের সন্ধান পাইবেন—ভগবদালোকে উদ্ভাসিত হইয়া সংসারদুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভান্তে সেবানন্দে বিভোর হইবার পরম সুযোগ পাইবেনই পাইবেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৪৩)

৩রা নভেম্বর—পূর্ব্বাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

মনুষ্যের ভোগ্য-দর্শন হইতে ছুটী পাইতে হইবে। Anthropomorphism বিচারটা ছাড়িতে পারিলে, তখন আমরা অবতারসমূহ—বরাহ, মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, রাম প্রভৃতি দর্শন করিতে পারিব। ফরাসীদেশীয় দার্শনিক জড়জগৎ দর্শন করিয়া Evolution Theory বাহির করিয়াছেন ; তাহাতে তিনি Icon wor-shipper হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে কৃষ্ণ-পূজাটা anthropomorphism.

———

যে সব লীলা শ্রবণ করিলে ভগবানের দিকে টান হইবে, যাহাতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে, তাহাই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। কেহ শান্ত, কেহ দাস্য, কেহ সখ্য, কেহ বাৎসল্য-রসে ভগবানের সেবা করিয়া চলিয়া যান। মনুষ্য বেশী দিন থাকিতে পায় না। দেবতারা আরও বেশী দিন থাকিতে পারে, তাঁহাদের রাজ্যটা astrol (সূক্ষ্ম জগৎ) এ রকম জগতের মত নয়। যমুনার জল, বালি, কদম্ব-বৃক্ষ প্রভৃতিতে অচিদ্‌-বুদ্ধি হইলে চলিবে না। ইহাঁরা সকলেই চেতন—আমাদের ভোগের জিনিষ নয় ; এইরূপ চেতনের বুদ্ধি হইলে আমাদের দর্শনটা ঠিক হইবে। তাহাতে নন্দের বাড়ীর চাকর হইয়া যাওয়া, অচেতন-জ্ঞান-রহিত হইয়া যাওয়া, দুগ্ধ কৃষ্ণ-সেবায় লাগাইয়া দেওয়ার বিচার আসিবে। ভক্তের কথা বলিতে গিয়া এই পাঁচটী রসে ভক্তের কথা বলিতে হইতেছে। সর্ব্বশেষে সেই ভাগ-বতের শ্লোক বিচার করুন,—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
ইত্যাদি"

যখন সম্পূর্ণরূপে ধীর হইতে পারিব এবং যখন বহির্জগতের সকল কাম হইতে ছুটী পাইব, তখন রাসলীলা শ্রবণ করিবার কর্ণ হইবে। যদি আমরা কোন প্রকার morphismএর মধ্যে আবদ্ধ থাকি, তা'হলে আর transcend করা চলিল না। ব্রজবধূদিগের ভজনটা সব চেয়ে শ্রেষ্ঠভজন, বাকীগুলো তারতম্য হিসাবে কমা। মাথুর-মণ্ডল সবই বৃন্দাবন—Municipal townটা চিদ্‌-বৃন্দাবন নহে। যেখানে কৃষ্ণলীলা, সেইখানেই বৃন্দাবন।

———

বর্ত্তমানে অনেক বাজে কথা শুনেছি ; এই সব পচা কথা কি করিয়া যাইবে ? কৃষ্ণকথা শুনিতে শুনিতে ঐসব পচা কথা হইতে ছুটী পাওয়া যাইবে। "শ্রদ্ধান্বিতোঽনু-শৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্‌ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্ব-পহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥" এইভাবে যদি দীক্ষিত হই, তখনই অভিধেয় আরম্ভ হয়। ভজনের বিচার transcend করিবার পরবর্ত্তী অবস্থার কথা। যিনি ভজন আরম্ভ করেন, ভক্তিলাভ করেন, তাঁহার হৃদ্‌রোগ কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। ব্রজবধূদিগের যে ক্রীড়া, তাহা যদি জানিতে পারি, তবে সব জানা হ'য়ে গেল।

———

জগতের যে সব সম্বন্ধ সেগুলো ত কিছুদিন পরে নষ্ট হ'য়ে যা'বে। কৃষ্ণ নিত্য-বস্তু, তাঁহার সহিত সম্বন্ধটা নিত্য। ভক্ত যিনি, তিনি কৃষ্ণের সংসার চালাইবার জন্য বুদ্ধিমান্‌। ভব-সংসারে আবদ্ধ থাকা-রূপ আমাদের যে বুদ্ধি, সেটা তখন নাশ হইয়া যায়। অতএব "যেনকেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ"। সংসারে মগ্ন থাকাটা আমাদের খুব বেশী কাজ হ'য়েছে ; যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা করাটা আবশ্যক মনে করিতেছি না। কৃষ্ণভজন করিতে হইলে Anthropomorphicটা ধ্বংস করা দরকার। সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে উপায় হচ্ছে কৃষ্ণের ধামে বাস, কৃষ্ণকথা-শ্রবণ, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি।

———

বিল্বমঙ্গল বেশ্যার সঙ্গ করিতে গিয়া হরিভজন করিয়া গেল। পাপ ও পুণ্য সেইখানে, যেখানে আমরা নিজে তাহার recipient (গ্রহণ বা ভোগকারী) এইরূপ বুদ্ধি। ভক্তিটা কিন্তু সে রকমের জিনিষ নয়। ভক্তিতে সমস্তই কৃষ্ণের প্রীতি এবং sole Recipient হচ্ছেন্ একমাত্র কৃষ্ণ। অতএব যেখানে একমাত্র কৃষ্ণপ্রীতিই উদ্দেশ্য, সেখানে পাপপুণ্যের কোন কথা থাকিতে পারে না।

———

৪ঠা নভেম্বর—অপরাহ্ণ

অদ্য সন্ধ্যাকালে বোম্বাই সহর হইতে লছমন্ দাস গোবিন্দ নত্তর নামক জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শন ও হরিকথা-শ্রবণ-মানসে মথুরা "গঙ্গা-ভবনে" আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তিনি ৩।৪ দিন অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভু-পাদের নিকট অনেক হরিকথা শ্রবণ করেন।

———

সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ আসনঘরে আসিয়া হরি-কথা-কীর্ত্তনমুখে বলিতে লাগিলেন, শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভু ব্রজধামের মালিক। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রার্থনা-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর ক'বে তুচ্ছ হ'বে
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥"

'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥"

কি প্রকারে হরিভজন করিতে হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীল রূপপ্রভু তাঁহার পাদপদ্ম আমাদিগকে দান করিতেছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু তাঁহার রচিত 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' নামক গ্রন্থে ভক্তির কথা (উজ্জ্বল রসের কথা) আলোচনা করিয়া-ছেন। ভক্তি-জিনিষটাই রস, তাহা পান করিবার বিষয়। যত ইচ্ছা পান করা যায়। শ্রীল দাস গোস্বামীপ্রভু তাঁহার রচিত কোন একটী শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যে-অবধি শ্রীরূপ-মঞ্জরীর (অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের) দর্শন পাইয়াছি সেই অবধি চক্ষু দুইটী খুলিয়া গিয়াছে—শ্রীমতী বার্ষভানবীর শ্রীচরণের আল্‌তা দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছেন, অতএব ভৃগুপাতপূর্ব্বক মৃত্যুবরণ করিবার জন্য ব্রজে আসিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীরাধিকার চরণের আল্‌তা অর্থাৎ শ্রীচরণ-দর্শনের ইচ্ছা হই-য়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মনিঃসৃতা অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীমতী বার্ষভা-নবীর শ্রীচরণ-দর্শনে আমার এমন ইচ্ছা হইয়াছে।

রাগানুগভক্তের সর্ব্বক্ষণ ভজনানুগত্যে স্বীয় অভীষ্ট-সেবা-ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য নাই।

"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা ॥"

অর্থাৎ ব্রজবাসী ভক্তগণই শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে যিনি যে ব্রজভক্তের মাধুর্য্যে লোভান্বিত হইয়া তদনুগমনে অভীষ্ট সেবা করিতে ইচ্ছুক তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্ম্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন। স্বরূপের সিদ্ধিলাভ করিলে মানুষের আর অন্য কোন কৃত্য থাকে না। তখন শ্রীগুরু-দেব যেরূপভাবে কৃষ্ণভজন করিতেছেন, সেইরূপভাবে কৃষ্ণভজন করিবার ইচ্ছা হয়। এইরূপ অবস্থা হইলে মানুষ মধুররতিতে গোপীর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ গজ উত্তর-পূর্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থাদি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমাসময়ে অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসঙ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেঁতুলিয়া কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী।

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে মহাভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকানিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ,

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৪) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণদাস ব্রহ্মচারী

(৩৫) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৭) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী।

(৩৮) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৩৯) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ।

(৪০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ গাঢ়াপেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ।

(৪১) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌপাটি বিল্ডিং, ব্লক নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪২) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৩) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৪) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী সেবাসুহৃৎ।

(৪৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর।

(৪৬) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডবলিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৭) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। কর্ম্মগ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাহাদের নিশ্চিন্ততা পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শুদ্ধভক্তির কয়েকটী গ্রন্থ

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

১। রায় রামানন্দ ॥০
২। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৩। নামভজন ।০
৪। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৫। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৮। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস ফর /০
৯। দি ভাগবত ।০
১০। ইরোটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
১১ ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
১২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত

১৩। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
১৪। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
১৫। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
১৬। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
১৭। গীতমালা ১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

১৮। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
১৯। সাধন-পথ ।০
২০। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
২১। গীতাবলী /০
২২। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

২৩। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন প্রকারে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও নেশাসেবন ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করিবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ... জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১. ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ ২৪২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

নদীয়ার গভর্ণর সম্বর্দ্ধনা সমিতি

বাংলার সুযোগ্য গভর্ণর হিজ্ এক্সেলেন্সী সার জন এণ্ডার্সন মহোদয় জানুয়ারীর মধ্যভাগে কৃষ্ণনগর পরিদর্শনে আসিতেছেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম সেই সময়ে তিনি একবার মহাপ্রভুর প্রকট-ভূমি শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিবেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধনার জন্য সেদিন নদীয়ার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ মুখার্জ্জি আই-সি-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড আফিসে এক সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভায় একটি সমিতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই সমিতির সভাপতি—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়, সম্পাদকদ্বয় মৌলভী সামসুদ্দিন ও বাবু এস্ সি মৌলিক, কোষাধ্যক্ষ-রায় সাহেব বি, এন-ব্যানার্জ্জি, সদস্যগণ সদর এস্ ডি, ও, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, নদীয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, নদীয়া জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান্ নদীয়া জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার ও মিঃ আই, সি. দাস্।

বেকার সমস্যায় বঙ্গ-গভর্ণরের সহানুভূতি

বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন্ মহোদয়ের নিকট হইতে অল বেঙ্গল অল্ এমপ্লয়েড ইয়ূথ কন্ফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী মহাশয় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন " স্যার জন উড্হেড সেণ্ট এণ্ড্রুজের ভোজসভায় বাঙ্গালার ভদ্রলোক-বেকার সমস্যাসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্টের তৎসম্বন্ধে যে মতামত তাহা আমি অল বেঙ্গল আন এমপ্লয়েড ইয়ূথ কনফারেন্সকে জ্ঞাপন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি ও উক্ত মন্তব্য পূর্ব্বে সংবাদপত্র সমূহে বিস্তারিত প্রকাশিত হওয়া ও প্রয়োজনবোধে সহজলভ্য বলিয়া পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বেকারসমস্যার সমাধানকল্পে যে কোন গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিলে গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যাইবে। সুতরাং আমি আশা করি এই কনফারেন্স বাঙ্গলার যুবকবৃন্দের নিয়োগসংখ্যা বর্দ্ধিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করিবার জন্য মনোনিবেশ করিবেন। কনফারেন্স আশাপ্রদ মন্তব্য গ্রহণান্তর পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইলে সুখের বিষয় হইবে।

জলপাইগুড়িতে কলিকাতার মেয়র

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গত ১৪ই ডিসেম্বর আপ দার্জ্জিলিং মেলে দার্জ্জিলিঙে পৌঁছিয়াছেন। সহরের নেতৃবৃন্দ ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সেই দিন স্থানীয় লাইব্রেরীর মেম্বরগণের সহিত জেলা কংগ্রেসনেতা ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের গৃহে কংগ্রেসকর্ম্মিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক ঐ দিনই অভিনন্দিত হন। ১৬ই ডিসেম্বর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় জেলা আঞ্জুমান সমিতির মুসলমানগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করাতে তিনি তাহার যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। সহরের মারওয়ারী-সমাজও এক অভিনন্দন প্রদান করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় জলপাইগুড়ি ইনষ্টিটিউটে ভারতীয় চা-ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ সরকার মহোদয়কে বিশেষ আপ্যায়িত করেন।

কলেজের অধ্যক্ষের মুক্তি

হবিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিপিনবিহারী দে মহাশয়ের বিরুদ্ধে আখাউড়া রেলষ্টেশনের মাষ্টার মিঃ আর, ডবলিউ টেলর এক অভিযোগ আনয়ন করাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অধ্যক্ষ মহাশয় নির্দ্দোষ প্রমাণে মুক্তি পাইয়াছেন। মোকদ্দমার মর্ম্ম এই যে, দে মহাশয় বিগত ২১শে জুলাই আখাউড়া হইতে মহিলাগাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরে বিচার প্রসঙ্গে জানা গেল তিনি কলিকাতা হইতে চাঁদপুর যাওয়ার পথে ২০শে জুলাই রাত্রে চাঁদপুরে পুরুষের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকেন এবং গাড়ী আখাউড়া পৌঁছিলে তথাকার ষ্টেশনমাষ্টার মহোদয়ের জন্য রিজার্ভ গাড়ীর লেবেল মারিয়া দেন এবং অধ্যক্ষ মহোদয়কে উক্ত গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে বলেন কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হন।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ. এন্ বসু এজলাসে উক্ত মোকদ্দমার শুনানী হয়। বিবাদী চাঁদপুরে আরোহণকালে মহিলাদের জন্য প্রকোষ্ঠ রিজার্ভ না হওয়াতে পথমধ্যে রিজার্ভ করা সত্ত্বেও ভ্রমণ করাতে কোন অপরাধ হয় নাই বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অবসান

কলিকাতা ডক শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘট বিগত রবিবার সন্ধ্যায় ২১ দিনের পর প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সোমবার হইতে কার্য্যে যোগ দেওয়ার কথা। কলিকাতা পোর্ট ও ডক শ্রমিক ইউনিয়নের ষ্ট্রাইক কমিটির পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে বেঙ্গল লেজীস লেটিভ কাউন্সিলের ফাইনান্স মেম্বর স্যার জন উড্হেড এবং মিঃ হাবার্ট লোকহাট মহোদয় শিপিং এজেণ্টস্ ধর্ম্মঘটিদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া আশা দেওয়াতে রবিবার ময়দানের ধর্ম্মঘটিদিগের প্রকাশ্য সভায় ধর্ম্মঘট প্রত্যাহারের মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

নরহত্যা

মুন্সিগঞ্জ থানার অধীন চুরাইন গ্রামে ভুবনমোহন নাথকে কে বা কাহারা খুন করিয়াছে। তাহারা তাহাকে পুলিশের খবরদাতা বলিয়া সন্দেহ করে। কতকগুলি অপরিচিত লোক তাহাকে গভীর রাত্রিতে ডাকিয়া বাড়ীর বাহিরে নিয়া যায় এবং পরদিন সকালবেলা এক নির্জ্জন স্থানে তাহার মৃতদেহ দেখা যায়, মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং কতগুলি লেজার কোপ তাহার দেহে দেখা যায়।

স্বর্ণকার, পুরোহিত, কবিরাজ ও নাপিতের শাস্তি

টাঙ্গাইল মহকুমার হাকিম নির্দ্দেশানুসারে অমার্জ্জনীয় অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার নামক স্বর্ণকার, সত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তী নামক পুরোহিত, কমলা আচার্য্য নামক কবিরাজ এবং সুরেন্দ্র শীল নামক ক্ষৌরকারকে যথাক্রমে ৭৫ টাকা, ৬০ টাকা, ৪০ টাকা এবং ৩০ টাকা অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে প্রত্যেককে ছয় সপ্তাহ করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৬,	১৩—২২	১৭—৫৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—১৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৮,	২০—৫৬

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২২	১২-১০	১৫-১৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭	৯-৩৫	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-০৫

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	৷৴৹	৷৵	
,,	,, ইঞ্চি	১৲	১৷৹	১৸৹	১৲
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৬৲	৩৲
	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
	১ কলম	১২৲		১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৹, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ কেশব আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

দর্শনে ভুল

এই পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যে আর্য্য-জাতি শ্রেষ্ঠ। আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদিকব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র বৈদিকব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্ত-পারক বিপ্রের শ্রেষ্ঠতা। কোটী বেদান্ত-পারক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা। সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের পরমোচ্চতমতা, শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা গরুড়-পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঐ প্রসঙ্গ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তি সন্দর্ভ নামক প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর নিম্নস্তরে প্রাণীসমূহ জগতে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করেন। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ ভোগ করিলে প্রাণী বিষয়ী শব্দবাচ্য হ'ন। বিষয়ের আকার প্রভৃতি বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইলেও বিষয়গ্রহণের প্রকার-ভেদ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে মানবগণ বিষ্ঠা ত্যাগ করিলেও কুকুট কুক্কুরাদির ঐ বিষয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। তদ্রূপ মানবগণ বিষয়ভোগ করিলেও বৈষ্ণবগণ তাহা ত্যাগ করেন অনেকে ভ্রমবশ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু তাহাতে তাদৃশ দৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবের সহিত অবৈষ্ণবের বিষয় কতৃসত্তায় এক হইলেও বিষয় অনুভবের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে,

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি
তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"

অবৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করেন, কিন্তু বৈষ্ণব প্রত্যেক বস্তুকেই কৃষ্ণসেবোপ-করণ অপ্রাকৃত বিষয় জানিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। কর্ত্তৃত্বাভিমানহেতু বিষয়-ভোগী মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বাউল-সহজিয়াদলে প্রাকৃত-বিষয়-ভোগের আদর আছে। আর শুদ্ধবৈষ্ণবে কৃষ্ণভোগ্য বিষয়ের আদর আছে। প্রাকৃত-বাউল-সহজিয়াগণ সাধনভক্তির নানাপ্রকার অঙ্গ স্বীকার করিয়াও শুদ্ধভক্তের তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের সহিত তুল্য মনে করিতে পারেন না; যেহেতু প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিজেন্দ্রিয়-ভোগপর এবং বৈষ্ণবের কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। তাহা কেবল কৃষ্ণসেবায় উন্মুখিনী চেষ্টা হইতে স্বয়ংই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত। নিজভোগপর প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যে নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা কর্ম্মফলের অঙ্গবিশেষ, তাহা ভক্ত্যঙ্গ-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভ্রম করেন। তাহা তাঁহাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ফলভোগরূপ কর্ম্ম, ফলত্যাগরূপ জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অবৈষ্ণব-গণ যতই কেন সাধারণ মূর্খ লোকদিগকে বঞ্চনা করুন, ভক্তির সত্যতা কখনই লোপ পাইবে না। বৈষ্ণবগণকে অন্য মানবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া শিষ্যশ্রেণীস্থ মনে করিলে তাদৃশ মননকর্ত্তার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। অনেক অর্ব্বাচীন লোক বিষয়ের আকার বা সত্ত্বামাত্রে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়-গুলিকেও নিজভোগ্য বিষয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বিচার বুঝিতে পারেন না। আপনাকে গুরু জানিয়া শুদ্ধভক্তকে শোধন করিবার প্রয়াসে যত্ন করিতে গিয়া নিজের কোমলশ্রদ্ধা-টুকুও হারাইয়া ফেলেন। আর এক শ্রেণীর মিছা কপটীভক্ত মহতের আচরণ-গুলিকে নিজ নিন্দিত বিষয়ের তুল্য করিয়া লইয়া স্বয়ং অধঃপতিত হয়। বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় আদৌ গ্রহণ করেন না, অপরের দৃষ্টিতে উহা প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলেও বৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয়ভোগ হইতে অনন্তযোজন দূরে সর্ব্বদা বাস করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এবং অন্যান্য ভাগবত পরমহংসগণ যে সকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন আকার ও কতৃসত্তায় আমাদের ন্যায় বরাক বিষয়ীর বিষয় সহ তুল্য হইলেও উভয়ের বিষয়দ্বয়ে ভেদ আছে। ভেদটী এই যে, বৈষ্ণবের বিষয় অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃত-ভোগফলরহিত কৃষ্ণসেবাময় আর আমাদের সেই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

বৈষ্ণবগণ এ জগদ্বাসীর ন্যায় ভোগী বা ত্যাগী নন। তাঁহারা কৃষ্ণসেবোপকরণ এই দেহটীকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সুখবিধানে তৎপর। নিজ-সুখার্থে যে চেষ্টা তাহাই ভোগ, ত্যাগ বা কাম শব্দবাচ্য। স্বেন্দ্রিয়তর্পণের লেশমাত্র যেখানে নাই সেই পবিত্র বৈষ্ণবহৃদয়কে ভক্ত্যাগার মনে না করিয়া ভোগাগার মনে করা দর্শনে ভ্রান্তি ব্যতীত যে আর কিছুই নয় একথা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু

[ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বিরহ-তিথিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ-প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি ও পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ,

যে মহাত্মার কথা কীর্ত্তন করবার জন্য আমাকে গুরুবর্গ আদেশ ক'রেছেন তাঁ'র সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। "বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি।" সুতরাং আমার মত একজন মায়াবদ্ধ জীবের ত' কথাই নাই। তবে তিনি আমার নিকট যেরূপ-ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন এবং গুরুবর্গের নিকট হ'তে তাঁ'র সম্বন্ধে যে-টুকু পরিচয় পেয়েছি তাই আপনাদের নিকট কীর্ত্তন ক'রে আত্মশোধন ক'রব।

আপনারা হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন যে, আমরা ভক্তিরঞ্জন প্রভুর কথা শুনতে রাজী নই। কিন্তু আপনাদের যদি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে তবে আপনারা শুনতে পাবেন—

"তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্।
অথবাস্য পদাম্ভোজ মকরন্দলিহাং সতাম্॥"
(ভাঃ ১।১৬।৬)

শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতের নিকট কলি-উপাখ্যান শ্রবণারম্ভে ব'লেছিলেন—হে মহাভাগ! যদি এই বৃত্তান্তের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অথবা তাঁহার চরণকমলের মকরন্দলেহী সাধুগণের কোনরূপ সংস্রব থাকে, তাহা হইলে বর্ণন করুন। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীহরির কথা আমাদের যেরূপ শ্রবণীয়, ভগবদ্ভক্তগণের কথাও তদ্রূপ। বিশেষতঃ ভক্তগণের চরিত্র-কথা শ্রবণ করলে, তাঁ'দের আদর্শ, তাঁ'দের আচার, তাঁ'দের প্রচার-বৈশিষ্ট্য দেখলে বা শুনলে আমরা সত্য সত্যই যথার্থ মঙ্গললাভ করতে পারি।

শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জন প্রভু জগতের নিকট যেভাবে পরিচিত, বৈষ্ণবজগতে তাঁ'র পরিচয় তা' হ'তে বিলক্ষণ এবং সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁ'র জাগতিক পরিচয় আপনা-দের অবিদিত নাই, পারমার্থিক পরিচয়-সম্বন্ধে আমি জানি যে, তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন, তাঁ'র যা কিছু, সে সব কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কাহারও নয়। এইজন্য তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থ থেকে একটী পয়সাও কাহাকেও কোন দিন দান করেন নাই, তাঁ'র প্রথম ও শেষ দান—শ্রীগৌড়ীয়মঠকে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবায় দুই শত টাকা দান করিয়াছিলেন। শ্রীহরির সেবার্থে যথাসর্ব্বস্ব নিযুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এইটীই প্রকৃত স্বার্থ। আর হরিসেবা ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের নামে যে স্বার্থ তা' অপস্বার্থ। ইন্দ্রিয়ারামী ব্যক্তি-গণ বুঝতে পারেন না যে, আমাদের স্বার্থের পরিসীমা—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। বড় বড় পণ্ডিত-গণও এখানে ভগবন্মায়ায় ভ্রান্ত। এই বিষয় একদিন প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার নিকট ব'লেছিলেন—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

যে সকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারের চর্ব্বিত সুখ দুঃখ বারংবার চর্ব্বণ করে তাহাদের বুদ্ধি কখনও পরের অর্থাৎ গুরুদেবের উপদেশে কিম্বা নিজ চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কোনরূপেই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ধাবিত হইতে পারে না।

যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগদুষ্ট এবং বাহ্য অর্থেরই (রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শাদির) বহু-মাননকারী, তাহারা বিষ্ণুকে স্বার্থগতি বলিয়া জানে না; পরন্তু অন্ধচালিত অন্ধ ব্যক্তি যেরূপ প্রকৃত পথের সন্ধান না পাইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ঐসকল ব্যক্তিও বেদরূপ-রজ্জুর সংহিতা-ব্রাহ্মণাদি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

আমরা সকলেই বাহ্য অর্থের প্রয়াসী। পণ্ডিত, মূর্খ, ভারতবাসী বা অপর দেশবাসী, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই রূপ-রসাদি-বিষয়ের ধ্যানে মগ্ন। ভোগী আমা-দের একমাত্র আরাধ্য—এই পঞ্চ বিষয়। কিন্তু ইহার পরিণাম কি, তাহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী হইতে শ্রবণ করুন,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-
বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
প্রণশ্যতি॥"
(গীতা ২।৬২-৬৩)

বিষয়ের ধ্যান করিতে করিতে বিষয়ের সঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহাতে স্পৃহা জন্মে; সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

কুটিনাটী ছাড়, মন করহ সরল। গৌরভক্ত লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল।

বিষয়ের অভিলাষ নিয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্মাদির চেষ্টাও বিড়ম্বনা মাত্র ; তদ্দ্বারা কোন ফল-লাভ হয় না। ভোগী ব্যক্তির দোল-দুর্গোৎসবাদি-ব্যাপার কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-শার জন্ম মাত্র। যেমন আমরা মহামায়ার পূজা ক'রে তাঁর নিকট প্রার্থনা করি—

"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি,
দ্বিষো জহি"

অথবা

"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানু-
সারিণীম্"

ইহাতে মায়ের কি দোষ হ'ল? কোন কিছুর বিনিময়ে কিছু চাওয়া অর্থাৎ পুষ্প-নৈবেদ্য দিয়ে পূজা ক'রে তদ্বিনিময়ে বিষয়-ভোগ প্রার্থনা করা বানিয়ার কার্য্য—একথা প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে ব'লেছেন—

"যস্ত আশিষঃ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ
স বৈ বণিক্।"
(ভাঃ ৭।১০।৪)

আমরা ভক্তিরঞ্জন প্রভুর সেবার মধ্যে দেখ্‌তে পাই সর্ব্বতোমুখিনী সেবাচেষ্টা—কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবা। তিনি যে মন্দির তৈরী ক'রেছেন, তা'র জন্ম কোন ইঞ্জিনীয়ার রাখেন নাই, অথবা ঠিকাদার দিয়ে কার্য্য করান নাই। কিন্তু তাঁ'র প্রাণ, তাঁর মন, তাঁর বুদ্ধি-বাক্য সবই এই মন্দিরের সঙ্গে অনুপ্রাণিত রয়েছে। অনেক সময় দেখেছি কতকটা কাজ হ'য়ে গেছে, হঠাৎ সেটা ভেঙ্গে ফেল্লেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন,—এটাতে আমার প্রভুর প্রীতি হ'বে না। যাঁ'র সন্তোষের জন্মে কাজ কচ্ছি তাঁর প্রীতি না হ'লে কি কল্লাম! এইরূপে হয় ত ৫।৭ হাজার টাকার কাজ ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাঁ'র দিবারাত্র জ্ঞান ছিল না। অধিকাংশ দিন রাত্রিকালে মধ্যাহ্নভোজন ক'রতেন। অনেক দিন তাঁ'কে রাত্রি জেগে মন্দিরের বিষয় চিন্তা কর্‌তে শুনেছি।

আমরা বলিরাজার আত্মসমর্পণের কথা শুন্‌তে পাই ; কিন্তু তাঁ'র প্রাথমিক অবস্থা বিচার কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তিনি ভগবৎসেবার দ্রব্য অযাচিতভাবে বিলিয়ে দিবার জন্ম ব্যস্ত হ'য়েছিলেন ; কিন্তু ভগবান্ কৃপা ক'রে তাঁর সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ ক'রে তাঁকে আত্মসমর্পণ কর্‌তে বাধ্য কর্‌লেন। আর ভক্তিরঞ্জনপ্রভু শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হ'তে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা জেনে—শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিকপ্রভুর সঙ্গক্রমে ভগবৎ-সেবার সুষ্ঠু বিচার অবগত হ'য়ে স্বেচ্ছায় নিজ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বাক্য, অর্থ—সর্ব্বস্ব দিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা বরণ ক'রে নিলেন।

আমি এইমাত্র বুঝেছি যে ভক্তিরঞ্জনপ্রভু কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁর সেবা কর্‌বার জন্ম এসেছিলেন, যেদিন তাঁর সেবাকার্য্য শেষ হ'ল—তাঁহার স্বরচিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে বসালেন সেই উৎসব পূর্ণাহুর দিবস তিনি কৃষ্ণেচ্ছায় নিজপ্রভুর পাদপদ্মে অভিযান কর্‌লেন।

শ্রীপাদ ভক্তিরঞ্জনপ্রভুর সম্বন্ধে আমি অকিঞ্চ জ্ঞান নিয়ে যা কীর্ত্তন ক'র্লাম—এ ছাড়া হয়ত আরও অনেক কথা আছে, যা' আমার আধ্যক্ষিক-জ্ঞানের অজ্ঞাত। কিন্তু আমি তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি যেন তাঁ'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় আত্মনিয়োগ কর্‌তে পারি। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি, অজ্ঞতা-বশতঃ হয় ত অনেক ভ্রম-প্রমাদাদি হ'য়ে থাক্‌বে কিন্তু সুধী আপনারা করুণা ক'রে আমার যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে আমার বাক্যের সারাংশ গ্রহণ কর্‌লে কৃতার্থ হব।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমোনমঃ।"

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৪৪)

৪ঠা নভেম্বর—অপরাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ এক মিনিট অন্যমনা হইলে এই জড়-জগতে ভোগের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। বৎসল-রসে ভজন করিতে হইলে নন্দ-যশোদার আনুগত্যে ভজন করিতে হইবে। গরু (গো-ইন্দ্রিয়) যদি অন্য-দিকে চলিয়া যায়, তবে তাহাকে কৃষ্ণপাদ-পদ্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি ইহাঁরা ঐ গরুচরান কাজ-গুলি করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই। তাঁহাদের গরুচরানোর উদ্দেশ্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

মনটা যদি বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের কথা আর চিন্তা করিবার সৌভাগ্য হয় না। ভল্লুকের মুখস পরিয়া যদি নিজেকে দেখিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের চিত্তবৃত্তিটাও সেই রকম ধরণের হইয়া যায়।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

অর্থাৎ যাহারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য-বিষয়সমূহকে বহুমানন করে, তাহারা সেই বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া স্বার্থের এক-মাত্র গতি শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব জানিতে পারে না। অন্ধ যেরূপ অন্য অন্ধকর্ত্তৃক চালিত হইলে প্রকৃত পথ জানিতে না পারিয়া গর্ত্তে পতিত হয়, সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘরজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি-নামরূপ দাম-সমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্য-কর্ম্মে নিযুক্ত হন। আপনারা এই সমস্ত কথাগুলিকে জড়ের চিন্তা মনে করিবেন না। এ সব জড়াতীত রাজ্যের কথা। নন্দের বাড়ীর চাকরেরা গরুগুলোকে কি প্রকারে নানাভাবে যত্ন করে তাহা যাঁহাদের ভগবানের সেবাতে বিশেষ যোগ্যতা হইয়াছে, তাঁহারাই বুঝিতে সমর্থ। সেবাতে যাহাতে উৎকর্ষ লাভ হয় সেইরূপ শিক্ষালাভ হওয়াই দরকার।

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া-ছেন। বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী একটি সনাতনপুরুষ সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই। তিনি পুরাণপুরুষ, রাধাগোবিন্দমিলিত-

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক। সকলের আদিগুরু আমাদের আদিগুরু ব্রহ্মা। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ম্ বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা……মদাত্মকা

হে ব্রহ্মন্, তুমি ত' সৃষ্টি করিতে যাই-তেছ, অতএব কৃষ্ণভজন কি করিয়া হয় বুঝিয়া লও।

অয়ি নন্দতনুজ, কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে
ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং
বিচিন্তয়॥

ভগবানের নিকট এই রকমের প্রার্থনা করিতে হইবে। আপনার পায়ের ধূলি করিয়া রাখুন। অর্থাৎ একবারে পায়ের সঙ্গে লাগাইয়া রাখুন। আমাদের কর্ত্তব্য কি? যিনি ভগবানের সেবা করিতেছেন সেইরূপ ভগবদ্ভৃত্যের সেবাকার্য্যে আমা-দের সর্ব্বক্ষণ লাগিয়া থাকিতে হইবে। ভগবান্ এরকম ধরণের জিনিষ নন যে, একবার তাঁহার সেবা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব ; এইরূপ বিচার ভগবৎসেবায় থাকিলে চলিবে না। কৃষ্ণপ্রসঙ্গে সর্ব্বদা মগ্ন থাকা দরকার। যখনই কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচনা না করা যাইবে তখনই জানিবেন যে আমাদের ভোগটা বাড়িতেছে। (প্রৌঢ়গণকে লক্ষ্য করিয়া) বিশেষতঃ শেষ-চতুর্থাংশভাগ সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত। শেষ-চতুর্থাংশ-ভাগ ভিক্ষুকের বৃত্তিতে একান্তভাবে কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ৪৮ বৎসর প্রকটলীলার মধ্যে প্রথম ১২ বৎসর পড়াশুনা, তারপর ১২ বৎসর সংসার-লীলা, তারপর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসলীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া-ছেন।

ভৃত্যের কর্ত্তব্য—স্বয়ং ভগবানের সেবা-করা অপেক্ষা কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সহায়তা করা। ইহাই ভৃত্যের চরম মঙ্গলের পথ। মুক্তপুরুষগণের সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের সর্ব্ববিষয়েই সুবিধা আছে। কিন্তু বদ্ধ-লোকের সম্বন্ধে বিচার করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের সবই অসুবিধা। জগতের সব জিনিষ জানিতে গিয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নানাভাবে জড়াইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা এ সব বিষয় অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কেবল হরি-সেবাই জীবনের সার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারাই নিত্যমঙ্গলের অধিকারী হন। একজন চাষা আজ কি বার, কত তারিখ, নিজের বয়স কত—এসব কিছুই খবর রাখে না কেবল নিজের চাষের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। ঐকার্য্য ব্যতীত আর অন্য চিন্তা করিবার ফুরসুৎ তা'র নাই। হরিসেবাতে যদি আমাদের ঐরকম বিচার হয়, তাহা হইলে সুবিধা হইতে পারে।

যাঁরা এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সতত সেবাপর সেই সাধুগণের সঙ্গফলেই এতাদৃশী সদ্বুদ্ধি লাভ হয়। এ সব কথা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যাতে গ্রহণ কর্‌তে পারেন তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ছি। আমাদের কথাগুলো যদি তাঁরা শ্রবণ করেন তা'হলে তাঁ'রা নিশ্চয়ই লাভবান্ হ'তে পার্‌বেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু যদি তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের কথায় কাণ না দিয়ে অন্যান্য কথায় ব্যস্ত হ'য়ে যান তা'হ'লে জীবের চৈতন্যোদয়ের আশা নাই। কারণ শ্রীচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত সুপ্ত চেতনতা ফিরে পাওয়া যায় না, সেবাবুদ্ধি জাগে না।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৬২ B. ৩৪-৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	গোকুল জোতিনী দাসী	১৭/০	৫।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা তেহট্ট মৌঃ বিজয়নগর	১৩৮ খতিয়ান	.৭৩	২৶০	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
১৭৬ B. ৩৪।৩৫		ঐ	কালীকুমার মণ্ডল	২৪।/৩	৫।২।৩৫	ঐ	থানা তেহট্ট মৌঃ সাহেবনগর	২৩৩২ খতিয়ান	.৪৭	৩৵	ঐ
১৬১ N. R, ৩৬-৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	যতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী গং	৫১৶	৫।২।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর কারকপুলী	৯৭ খতিয়ান	১.৫৮	নিষ্কর	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর
৪৮ N. R ৩৪।৩৫		ঐ	ভাগ্যধর গং	১৬/৯	৫।২।৩৫	রায়তি লোকশরী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে মাটিয়ারী	১৪৭৭।১৪৭৮।১৪৭ ১৪৮০।৪৮৩। ৭৮ খতিয়ান	১২.৮৬	১৪৲	
৮১ A. ৩৪।৩৫		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য	হরিশচন্দ্র নাথ	৯॥৵১	৬।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা মীরপুর মীরপুর গ্রাম	৭৯০ খতিয়ান			মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য
২৫ A. ৩৩।৩৪		ঐ	করিম প্রামাণিক	৭।৶০	৬।২।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজা ৫৭ নং দৌলতপুর	৫৬৭ খতিয়ান	১.৭		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য
২০৭ N. R, ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	কানাইলাল সিংহ রায় গং	৫৭৸/৯	৬।২।৩৫	দখলকার বসত	থানা কৃষ্ণনগর গোবিন্দসড়ক	৮১০ খতিয়ান	.৩৬	৯৵৪	গৌরীশচন্দ্র বাহাদুর

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-পর নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই পৌষ, শুক্রবার, ১৩৪১, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৪৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে যাত্রিগণের অসুবিধা

ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন নবদ্বীপঘাটে অবতরণ করিয়া যাত্রিগণ সহর নবদ্বীপে ও প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরে যাইয়া থাকেন। পূর্ব্ববঙ্গের ও উত্তর বঙ্গের যাত্রিগণ সাধারণতঃ এই পথেই নবদ্বীপ দর্শনে আসিয়া থাকেন। যদিও মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম, তথাপি মহেশগঞ্জ হইতে শ্রীধামের রাস্তাটী সুবিধাজনক না হওয়ায় শ্রীধামের যাত্রিগণও অধিকাংশ স্থলেই নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনে কোনও কুলি নাই। ঐ ষ্টেশনে প্ল্যাটফরম্ টিকেট না থাকায় নৌকার মাঝিরা যাত্রিগণের মোট বহন করিয়া লইয়া যাইত। সুতরাং যাত্রিগণকে কুলির অভাব বোধ করিতে হইত না; সেদিন দেখিলাম, নৌকার মাঝিরা ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয়ের কৃপাদেশক্রমে যাত্রিগণকে ঐ প্রকার সাহায্য করার কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এখন আর তাহারা ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশের অধিকার পায়না। মোট বহনকারী ২।৪ জন রেলওয়ে ভৃত্য বহুসংখ্যক যাত্রীর পক্ষে কিছুই নহে। ফলে যাত্রিগণকে স্বয় মোট বহন করিতে হয় অথবা দীর্ঘকাল ষ্টেশনে অবস্থান করিতে হয়। ইহাতে যাত্রিগণের যে কি প্রকার অসুবিধা হয়, তাহা সহজেই বোধগম্য। বহু যাত্রী আমাদের নিকট এতদ্বিষয়ের অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়াছেন। মালোগণকেও অসুবিধায় পড়িয়া অনেক সময় মোট লইয়া যাইতে হয়। যাত্রিগণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করা রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় এই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতেছেন কি? চক্ষুর সম্মুখে যাত্রিগণের অসুবিধা দেখিয়াও তিনি কি-প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নৌকার মাঝিগণ তাঁহার পরিচিত, "ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম্-টিকিট নাই।" এরূপ অবস্থায় নৌকার মাঝিগণকে ষ্টেশনের ভিতরে প্রবেশাধিকার দিলে তাঁহার কি ক্ষতি হয়? যাত্রিগণকে যাহাতে পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা ভোগ না করিতে হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য আমরা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, এম্-এস্সি (লিড্স) মহোদয় অবসর গ্রহণ করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো সামস্ উল্ উলেমা মিঃ কামালুদ্দীন আমেদ এম্-এ, বি এ (ক্যান্টাব) মহোদয় আগামী ২০শে ডিসেম্বর তাঁহার নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

রাস্তার উন্নতি

মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরের কৃষ্ণনগর পরিদর্শনোপলক্ষে কৃষ্ণনগরের রাজপথগুলি সংস্কার হইতেছে। সার্কিট হাউস, ষ্ট্রীট ষ্টেশন রোড ও হাই ষ্ট্রীটে পিচ্ দেওয়া হইবে, প্রকাশ, এই কার্য্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি মিঃ এ, কে, সান্যালকে ৫০০০০৲ টাকার কাণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন।

ভূ-কম্পের তাণ্ডব

তুরস্কে ২৫টি গ্রাম বিধ্বস্ত

গত শনিবার রাত্রিতে কোথাও প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে, এইরূপ এক সংবাদ প্রচারিত হয়। কিন্তু এই কম্পনের প্রধান উৎপত্তিস্থল কোথায় তাহার খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তুরস্কের স্মার্ণা হইতে প্রেরিত "রয়টারের" সংবাদে জানা যায়,—তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চলে কয়েকবার প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। ইহার ফলে ২০ জন নিহত হইয়াছে এবং ১০০ জন আহত হইয়াছে। কম পক্ষে ২৫ খানি গ্রাম বিনষ্ট হইয়াছে এবং হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

চাপাকজুর জেলায় ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার মধ্যে মধ্যে ভূকম্পন হইতেছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ভূকম্পনসমূহের ফলে যে সকল গ্রামের ক্ষতি হইয়াছিল, ঐ দিনে সেগুলি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। ভয়সন্ত্রস্ত হাজার হাজার কৃষক দারুণ শীত সত্ত্বেও উন্মুক্ত মাঠে সারা রাত্রি যাপন করিয়াছিল। তুর্কিদের রেড ক্রশ সোসাইটী ভূকম্প-পীড়িতদের জন্য কম্বল, ঔষধ, তাঁবু প্রভৃতি সহ কয়েকখানি বিমান ভূকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছেন।

শিলংএ

গত ১৬ই ডিসেম্বর রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় এখানে প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। কম্পন অর্দ্ধ মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। কোনও ক্ষতি হয় নাই।

১২৯০ মাইল দূরে সামান্য ভূমিকম্প

বোম্বাইস্থ ভূকম্পজ্ঞাপক যন্ত্রে দেখা যায়, গত ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার ভোর ৫-১০ মিনিটের সময় ১২৯০ মাইল দূরে সামান্য ভূমিকম্প হইয়াছে।

চট্টগ্রামে

১৬ই ডিসেম্বর রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় চট্টগ্রামে কয়েক সেকেণ্ড যাবৎ ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল। কোন গ্রাম হইতে কোন প্রকার ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ওঝার কীর্ত্তি

অনঙ্গবালা নাম্নী পীড়িতা নারীর জনৈক আত্মীয় শিয়ালদহ কোর্টে এইরূপ কাহিনী বর্ণন করে যে, অনঙ্গবালা একটি সন্তান প্রসব করার পর অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার মানসিক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনঙ্গবালার ভ্রাতা অনঙ্গবালাকে ভূতে পাইয়াছে ভাবিয়া ভূত ছাড়াইবার জন্য আসামীকে লইয়া আসে। আসামী মানুষের মাথার খুলি, নানাবিধ প্রাণীর কঙ্কাল ও অন্যান্য বহু অদ্ভুত জিনিষ পত্র লইয়া তথায় আসে। সে আনন্দ পালিত রোডে অনঙ্গবালার ঘরের মধ্যে পূজা আরম্ভ করে এবং ঘরের মেঝেতে 'ঘর' কাটে। অতঃপর আসামী অনঙ্গবালাকে ডাকিয়া তাহাকে (ভূতকে উদ্দেশ্য করিয়া) জিজ্ঞাসা করে, "তুই কি এখন বালিকাকে ছাড়িয়া যাইতেছিস? যদি না যাস, তাহলে তোকে মারপিট কোরব।" তৎপরে আসামী অনঙ্গবালাকে একটি ছড়ি দ্বারা কয়েকবার আঘাত করে। তদুপরি সে মন্ত্র পড়িতে থাকে এবং অনঙ্গবালার দিকে চাউলপড়া নিক্ষেপ করে। কিছুকাল পরে আসামী একটি সলিতা তেলে ডুবাইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। তৎপরে সে একখণ্ড কর্পূর অনঙ্গবালার ডান হাতে রাখে ও উক্ত সলিতা দ্বারা উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। অতঃপর সে অনঙ্গবালাকে জলন্ত কর্পূর খাইয়া যাইতে বলে। অনঙ্গবালা ৪।৫ বার কর্পূর খাইবার চেষ্টা করে কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। আসামী সমস্ত সময়ই অনঙ্গবালার হাত ধরিয়াছিল। এইরূপ ব্যাপারে অনুমান ৪ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত]

ঢাকা মেকেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অদ্ভুতকর অবদান করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বহু কঠিন। এক বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইবা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward,), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাজান সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৷ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে: সংবাদের পৃষ্ঠা	প্রথম ৩ দিনে: বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে: সংবাদের পৃষ্ঠা	পরবর্ত্তি-সময়ে: বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৵০	।৵	
,, ,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
,, ,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
,, ,, অৰ্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
,, ,, ১ কলম	১২৲		১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অৰ্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অৰ্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৩,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ নারায়ণ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৮

দিগ্দর্শন

আমরা বৈষ্ণবসাহিত্যে ও শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে 'অপ্রাকৃত'-শব্দটী শুনিতে পাই। ভক্তি-গ্রন্থাদিতে 'প্রাকৃত'-শব্দেরও অনেক স্থলে উল্লেখ দেখা যায়। ঐ শব্দ দুইটী ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রকার ও বক্তৃগণ কি লক্ষ্য করেন, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

—

প্রকৃতি—অব্যক্ত অর্থাৎ যাহা প্রকাশমান্ না হইয়া সর্ব্বকারণ-কারণরূপে নিজ অস্মিতার অস্তিত্ব সম্পাদন করে। প্রকাশমান্ কোন কার্য্যের কারণ প্রকাশিত হইলে তাদৃশ প্রকাশিত কারণের কারণ জানিতে জ্ঞানবৃত্তির স্বাভাবিক কৌতূহল জন্মে। মানবজ্ঞান যেকালে কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণকে প্রকাশমান দেখিতে না পান তখন তাদৃশ কারণকে 'অপ্রকাশিত' বা 'অব্যক্ত প্রকৃতি' সংজ্ঞা দেন।

—

প্রকৃতি হইতে জাত প্রকাশমান দ্রব্য বা দ্রব্য-সম্বন্ধীয় ভাব—সমস্তই প্রাকৃত। জীব ঐগুলি জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। তাহাতে কোন সময় তাঁহার নিজেন্দ্রিয়ের প্রীতি হয়, কখনও বা অপ্রীতি অথবা দুঃখের উদয় হয়। প্রকৃতির অধীনে তিনটী গুণ প্রকাশমান আছে। তাহাদিগকে 'সত্ত্ব', 'রজঃ' ও 'তমঃ' আখ্যা দেওয়া হয়। রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশিত বস্তু প্রকাশ করা। সত্ত্ব-গুণের ধর্ম্ম প্রকাশিতবস্তুকে রক্ষা করা। তমোগুণের ধর্ম্ম প্রকাশিত বস্তুসত্তার বিলোপ সাধন করা। সত্ত্ব-প্রায়ন্তে রজোগুণ এবং অপর প্রান্তে তমোগুণ; সুতরাং অসদ্গুণদ্বয়ের মধ্যে প্রাকৃত সত্ত্ব আবদ্ধ। এই তিনটী গুণের অধীশ্বর তিনজনকে ভগবানের পুরুষ অবতার বলা হয়। সত্ত্বগুণের ঈশ্বর—ভগবান্ বিষ্ণু; তিনি গুণের অধীশ্বর হইলেও প্রকৃতি বা জড়ফল-ভোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। তবে তাঁহার আশ্রিত রজোগুণাধীশ্বর ব্রহ্মা ও তমোগুণাধীশ্বর রুদ্র প্রকৃতিবাধ্য হওয়ায় পরমেশ্বর বিষ্ণুর সমপদে অধিকারী হন না। বিষ্ণু প্রকৃতির অধীশ্বর। ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রাকৃত ও প্রকৃতিপতি হইয়াও প্রকৃতির অধীন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রাকৃত বিকার স্বীকার করেন না; কিন্তু ব্রহ্মা ও রুদ্র বিকার স্বীকার করিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই কেহ কেহ ব্রহ্মা ও রুদ্রকে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিষ্ণুমায়ার 'পুত্র' বলিয়া অভিহিত করে। বিচারবিহীন অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে অপর দুইটী গুণাধীশ্বরের সহিত সমজ্ঞানে অপরাধ করিয়া বসেন। শাস্ত্র বলেন—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥"

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।" প্রাকৃত রাজ্যে ফল-ভোক্তা—বদ্ধজীব; তিনি কখনও বা ব্রহ্মার দেহ লাভ করিয়া দেবতা, কখনও বা বিবিধ কর্ম্মফলে নানা রূপ গ্রহণ করেন। এই সকল অবস্থায় জীবকে আমরা বদ্ধ ও ভোগকামনায় নিযুক্ত দেখিতে পাই। দেবীধামের অন্তর্গত প্রকাশমান চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্তই—প্রাকৃত। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে জন্মকারী পথিকরূপে অপ্রাকৃতত্বের দাস হইয়া জীব প্রাকৃতাভিমানে বিচরণ করেন। প্রাকৃত, অনিত্য, অল্পপাদেয় ভোগবুদ্ধি হইয়া অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃত ভোগের কঠোর নিগ্রহ ভোগ করিতে থাকেন। উহাই তাঁহার স্বরূপবিস্মৃতি বা মাতৃভ্রংশতা। আপেক্ষিক পুণ্যের লাভ করিতে সমর্থ হইলে অপ্রাকৃত জীব প্রাকৃতাভিমানে আপনাকে 'সুখী' মনে করেন, আবার ভোগলিপ্সার প্রাবল্যে ভোগাদর্শের অপ্রাপ্তিতে দুঃখরহিত পরিমাণে অবস্থিত হইয়া আপনাকে 'দুঃখী' জ্ঞান করেন। প্রাকৃত-বস্তুসত্তার মূলশক্তি—প্রকৃতি। বদ্ধজীবের নিম্নস্থ জড়ভোগরহিত নিজ স্বরূপানুভূতি এতদ্ মধ্যে নাই। গুণপ্রকৃতি ও জীবপ্রকৃতি পরস্পর ভিন্ন। একটী বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তি ও অপরটী—তটস্থা শক্তি। তটস্থাশক্তি-পরিণত জীব বহিরঙ্গা শক্তির গুণসমূহকে আহ্বান করিলেই জীবের বদ্ধাবস্থা বা প্রাকৃতাভিমান আসিয়া উপস্থিত হয়।

বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তি-পরিণামই—অপ্রাকৃত চিজ্জগৎ। সেখানে জীবের প্রাকৃত ভোগবুদ্ধি নাই। ভগবান্ বিষ্ণু তথাকার একমাত্র ভোক্তা, তদ্রূপবৈভবের আনুগত্যে শুদ্ধজীব ভগবানের ভোগারূপে সেবা বিধান করেন। শুদ্ধ জীবগণ অপ্রাকৃত রাজ্যে নিজের সুখভোগাভিলাষে মত্ত নহেন; পরন্তু হরিজনই তথায় নিত্য কর্ত্তা। প্রাকৃত জগতে মায়ার সুখদুঃখ-ভোগের অন্তরালে জীব যেরূপ প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধ হন, অপ্রাকৃত রাজ্যে ভগবদ্ভক্ত তদ্রূপ নিত্যকাল ভগবানের সেবা-কার্য্যে আনন্দবিধান করিয়া থাকেন। নির্ব্বিশেষবাদে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে উত্তরভাবময় নির্গুণতা অবস্থিত। তথায় অপ্রাকৃত বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদের মতে মায়াশক্তিতে বিচিত্রতা আবদ্ধ, সুতরাং তন্মতে 'অপ্রাকৃত' শব্দের অর্থ—নিত্য বিচিত্রতাহীন 'অধ্যাত্ম'-শব্দবাচ্য। কিন্তু 'অধ্যাত্ম'-শব্দে নির্ব্বিশেষবাদী শক্তিরহিত ব্রহ্মকেই বুঝিয়া থাকেন।

প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত শক্তি নানা বিচিত্রতা প্রকাশ করিতে পারেন,—এরূপ তথ্যের কোন সংবাদই তাঁহারা রাখেন না। বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত গুণসমূহ নিষ্ক্রিয় হইলে অপ্রাকৃত পরম চমৎকার চিদ্বৈচিত্র্য-প্রকাশন-সমর্থ অন্তরঙ্গা শক্তি জড়ের চেষ্টা, অসীমতা, কালনাশিতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ রহিত করিতে পারেন। বিশুদ্ধ ভগবৎ-সেবাপরতাই অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব। সেখানে ব্রহ্মাণ্ডের মত জীবের প্রাকৃত ভোগ নাই। ভগবৎসেবাজনিত আনন্দও জীবকে ভোগে নিমগ্ন করাইতে পারে না। জীব বদ্ধ-রাজ্যে অণুত্ববিশিষ্ট হওয়াও তাহা পারতার পৃথক অপ্রাকৃত রাজ্যের বিশেষত্ব বুঝিতে পারেন। কেবল জড় নিষ্ক্রিয়তা ও নিজের বদ্ধভোগাভিমান পোষণ করিয়া হরিসেবা-বিমুখ জ্ঞানীদিগের বাধা হইলে প্রাকৃত অভিমান তাহাকে কখনই ছাড়িয়া দিবে না। বৈকুণ্ঠবস্তুর অনুশীলনে জীবের ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয়। পার্থিব মাটিয়া অনুভূত বা জীবের ভোগপর কর্ম্মফল। অপ্রাকৃত শরীর দ্বারা অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃত সেবাপর হইলে প্রাকৃত জড়বস্তুর ফল্গুতা উপলব্ধ হয় এবং নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের ফল্গু-পরিণাম দূরে দূর হয়। জ্ঞানীর 'অধ্যাত্ম'-শব্দে অপ্রাকৃতত্বের ও চিহ্ন থাকিলেও উহা কখনই অপ্রাকৃত-শব্দোদ্দিষ্ট নির্ম্মল রাজ্য নহে। 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবন' বলিলে প্রাকৃত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ভোগপর নরগণ নিজ বদ্ধভোগপর প্রদেশবিশেষকে বুঝেন। আবার নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বী মুমুক্ষুগণ মায়া-শক্তিরহিত চিদ্বিচিত্রতাহীন আধারকে বুঝিয়া থাকেন। তাহা তাঁহাদের উভয়ের মাটিয়া জ্ঞানের পরিচয় মাত্র। তাদৃশ জ্ঞানগম্য প্রদেশ অপ্রাকৃত নহে। মায়া-শক্তির অনাবৃত চিদ্বৈচিত্র্যযুক্ত কৃষ্ণসেবাময় বিপাদবিভূতি বিশিষ্ট ভূমি—অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচিত্রতার সহিত প্রাকৃত বিশেষের কোন কোন বিষয়ের অন্বয়তা আছে, আবার কোন কোন বিষয়ের ব্যতিরেকত্বও দৃষ্ট হয়। জ্ঞানিসম্প্রদায় মনে করেন যে, অপ্রাকৃত লীলা ও তদ্রূপ-বৈভব তাঁহাদের জড়ভোগ-চিন্তার অন্যতম অথবা মনোময় ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যের পার্থ্যায়িকা বিশেষ, কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ-ভাব প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের সহিত বিরুদ্ধ-ভাববিশিষ্ট। ভগবত্তাকে মায়াশক্তির অন্তর্গত মনে করায় অপরাধফলে তাঁহাদের এতদ্রূপ ধারণা। ভোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় শান্তি, উভয়ই—প্রাকৃত ভোগের প্রকার-ভেদ। অপ্রাকৃত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উহা নিত্য ভগবৎসেবাপর আবদ্ধী সম্বন্ধবিশিষ্ট ও নিত্য অধিষ্ঠিত।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৪৫)

৩ই নভেম্বর—অপরাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ আসন-ঘরে আসিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী আবৃত্তি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়াবশতঃ স্বরূপের বিস্মৃতি এবং তজ্জন্য দেহে আত্মাভিমান হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থাৎ কৃষ্ণেতর অনাত্মবস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইলেই দেহাদি সুহৃদ্বর্গের নিমিত্ত ভয় হয়, অতএব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গুরুকে ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন প্রভু এবং পরম শ্রেষ্ঠ জানিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে ভজনা করিবেন।

—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥

(ভাঃ ৩।৯।৬)

অনাত্মভূত অসদ্বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' অভিমানই ভয়-শোকাদির মূল কারণ। হে ভগবন্, যেকাল পর্য্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, সেইকাল পর্য্যন্তই তাহার অর্থ, দেহ ও আত্মীয়স্বজন কুটুম্বাদি বন্ধুবর্গ পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর তিরস্কার; তথাপি উহাদের জন্য বিপুল তৃষ্ণা, পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইবে 'আমি' ও 'আমার'—এই প্রকার জড়াসক্তি বিদ্যমান থাকে।

—

যাহাদের কর্ণকুহরে হরিকথা প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহারাই কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য ইতর কার্য্যে বৃথা কালাপহরণ করে। ভক্তিতে অবস্থিতিই আত্মার নিত্য বৃত্তি—একথা বুঝিতে পারিয়া যেকাল পর্য্যন্ত না তাহারা হরিসেবায় প্রবৃত্ত হয় তৎকাল-পর্য্যন্ত তাহাদের ভগবদিতর প্রতীতি প্রবল থাকে। ভগবৎ-সেবা-বিমুখেরই স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে 'আমি' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র আত্মীয়—এই বুদ্ধি তাহার বিলুপ্ত হয়। তাই সে কৃষ্ণ-বিমুখকে স্বজনবোধে তাহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করে। ভগবৎসেবার অন্তরায় মায়া জীবকে অভাব জন্য শোক, আকাঙ্ক্ষা,

জয়াশা ও বিপুল লোভে প্রবৃত্ত করায়। ীব তখন ঐ সমস্ত বস্তুকে আমার মনে রিয়া সর্ব্বদা ভীত হয়। ভগবদ্বস্তু ব্যতীত বস্তু-লাভের পিপাসা অসদ্‌গ্রহণের চেষ্টা। ঐরূপ অসচ্চেষ্টা হ'তে আত্ম প্রতীতি হইতে পস্থিত হয়। ঐ ভ্রান্তি সমস্ত ক্লেশের ল। শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় জীবের সগাপ্রবৃত্তি জাগরিত হইলে জীব যাবতীয় মুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। রূপবোধের অভাবই নিত্য-হরিসেবা-বৃত্তির অভাব। একমাত্র সেবোন্মুখ-স্বরূপ-ত্তি সকল অনর্থ নিবাসে সমর্থ। তখন গবৎ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন নশ্বর চেষ্টা র জীবের থাকে না। শ্রীল রূপগোস্বামী ভু তৎকৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে এই ধ্যাত্মটী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। যথা —

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নব-নব-রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

যেদিন হইতে আমার মন নবনব-সের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে রমণ রিতে উদ্যত হইয়াছে, সেইদিন হইতে রীসঙ্গম স্মরণ হওয়ায় আমার অত্যন্ত খবিকার এবং নিষ্ঠীবন (থুৎকার) হই-তেছে।

ভয়ই বা কি করিয়া হয়, আবার অভয়ই কি করিয়া হইতে পারে। অভয় বস্তু কমাত্র কৃষ্ণ। ভগবানের পাদপদ্ম-সেবায় তদিন না আমরা চেষ্টিত হইব ততদিন যন্ত আমাদিগের ভয় থাকিবেই থাকিবে।

প্রোক্ত "তাবদ্ভয়ং" শ্লোকে "প্রবৃণীত" ব্দটী আছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে গবৎ-পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করিলে য় ঘুচিবে না। ভয়ের উপলক্ষণ কি? মামার স্থুল ও সূক্ষ্ম শরীর-সম্বন্ধীয় বা পার্জ্জিত এই জগতের যাবতীয় বস্তু আমার; ই সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে—ইহাই আমার য়ের কারণ। যেমন চক্ষু দিয়া দেখিতেছি, ণ দিয়া শ্রবণ করিতেছি এবং অন্যান্য ন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ গ্রহণ রিতেছি, এই সব জিনিষ যাহা আমি ইতেছি এ সমস্ত চলিয়া যাইবে,—হাতেই আমার ভয়। ইহারা আমার প্রভুত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকুক। জিহ্বা দ্বারা াল ভাল বস্তু আস্বাদন করা যায় এই জহ্বা যদি নষ্ট হইয়া যায়, আমার কি রিয়া চলিবে। এ সমস্ত মানুষের বড় অসুবিধার কথা। তাই ইহাতে মানুষমাত্রেই ভীত।

কিন্তু যিনি একবার অন্তরের সহিত কৃষ্ণপাদপদ্ম আঁকড়াইয়া ধরিয়া সর্ব্বান্তঃ-করণে বলিতে পারেন, "হে কৃষ্ণ, আমি তোমার", শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যথা, চৈতন্য-চরিতামৃতে—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তা'রে করে পার॥"

মায়ার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া আমাদের যে বন্ধন হইয়াছে এবং তাহাতে বর্ত্তমানে আমরা যে ভূমিকায় অবস্থিত সেই ভূমিকায় ভয় থাকিবেই। ভয়ের স্বরূপ কি? দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্মব্যতীত অন্য আরও কিছু জিনিষ আমাদের আছে, এই বিচার। যেচে নেওয়া বাঁধনটা কিসে কাটে? যদি কৃষ্ণকে আশ্রয় করিতে পারি, তবেই ঐ বন্ধন কাটিয়া গিয়া সব সুবিধা হইয়া যায়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখেই "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—গীতার এই বাক্যে তাহা স্পষ্টরূপে জানাইয়াছেন। ঈশ্বরবিমুখ হইলে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। আমাদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছে দেখুন। জগতের যত কিছু কাজ আছে, সকল কাজেই আমাদের সমূহ আদর আছে। কিন্তু কেবল ঈশ্বরের নামে আমাদের অমনোযোগ। তাই শ্রীমন্মহা-প্রভু অতি দুঃখের সহিত শিক্ষাষ্টকে

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

এই শ্লোকটী বলিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ চীৎকার করিয়া নানা-ভাবে আমাদিগকে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার জন্য বলিতেছেন। কিন্তু আমাদের কি বুদ্ধি যে আমরা সদাই চিন্তা করিতেছি—আচ্ছা, গৌড়ীয়মঠে না গিয়া জগতে অন্য বহু প্রকারের কার্য্য আছে, সেগুলি কি করিলে হয় না?

ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিত্যসেবা পরিত্যাগ করিয়া যেদিন থেকে আমরা ভোক্তা অভিমান করিয়াছি সেই-দিন থেকে তাঁহার মায়া আমাদিগকে স্থূল-লিঙ্গদেহে আবদ্ধ করিয়া জন্মমরণমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করাইতেছেন। মায়ার সঙ্গ করিতে যাইয়া আমরা জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপভোগ করি-তেছি। এই সমস্ত স্বামীজী মহারাজ বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজী মহারাজের মুখে সুন্দর পাঠ ও দার্শনিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

বঙ্গ-বারিধিবক্ষে কীর্ত্তন

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

হে বঙ্গবারিধি, তব প্রণমি চরণে,
মহাতীর্থ সর্ব্বতীর্থে আছ বক্ষে ধরি'।
ক্ষম মোরে গৌরভক্ত-কামনা-পূরণে,
আসিয়ু তোমার দ্বারে গুরু-আজ্ঞা বরি'॥১॥

গম্ভীর প্রশান্ত তুমি, উদারহৃদয়,
নিস্তব্ধ করিয়া গ্রাম্য-লোক-কোলাহল।
বিবিধরতনপূর্ণ সদানন্দময়,
প্রচারিছ কৃষ্ণগাথা গর্জ্জনে প্রবল॥২॥

উত্তাল তরঙ্গ তব নাচিয়া নাচিয়া,
ধবল কিরীট চারু শিরোপরি ধরি'।
সমীরণে কলস্বনে অম্বর ভেদিয়া
মহানন্দে নৃত্য করে গাহি' সদা হরি॥৩॥

চক্রবাল অম্বরাগে নভঃ আলিঙ্গিয়া,
মোহিছ স্বরাটে সিন্ধু আপনার মনে।
কমলানন্দিনী হরিপদে সমর্পিয়া,
লভিয়াছ প্রেমরত্ন তুষি' ভগবানে॥৪॥

বিষ্ণুপদাবিনিঃসৃতা দেবী সুরধুনী,
সগর-সন্ততিগণ উদ্ধার-সাধনে।
ভগীরথ-আরাধনে আসিয়া অবনী,
মিলিতা হইলা সুখে তব সন্নিধানে॥৫॥

বিধৌত করিয়া জীব-কল্মষ-সকল,
মহানন্দে ধায় গঙ্গা তরঙ্গ তুলিয়া,
যাঁহার পরশে নাশে ভবভোগ প্রবল
সেই গঙ্গা বুকে তব লহরী খেলিয়া॥৬॥

শুদ্ধভক্ত-পরেশক শ্রীভক্তিবিনোদ,
ভক্তি সিদ্ধান্তবাণী আনি' মন্দাকিনী।
যাহা দিয়ে বিশ্বজন লভিল প্রমোদ,
হরিনাম-প্রেমবন্যা ব্যাপিল অবনী॥৭॥

দশ দিকে ধায় বন্যা লক্ষ লক্ষ ধারে,
বন-উপবন-আদি পর্ব্বত-কন্দর।
শুষ্ক-বিশুষ্ক ব্যাপি' ধায় সিন্ধু-পারে,
প্রেমামৃতপানে জীব হইল অমর॥৮॥

প্রচারিতে গৌরবাণী ভক্তগণসহ
চলিনু তোমার বক্ষে হে বঙ্গবারিধি;
ব্রহ্মদেশে জড়বাদে মত্ত জীব সব
নাহি জানে ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা-মহানিধি॥৯॥

পাঠাইলা গুরুদেব তব সন্নিধানে,
দাও মোরে ব্রহ্মবিদ্যা ওহে রত্নাকর।
যে বিদ্যায় ব্রহ্মবস্তু বাঁধে ভক্তজনে,
সেই বিদ্যা প্রচারিব বিশ্বে নিরন্তর॥১০॥

জড়কর্ম্মী, জড়ভোগ-বাসনা-উদ্দেশে,
ধাইছে নিশান তুলি' তোমার বক্ষেতে।
লভে তা'রা কাঁচখণ্ড আসি' তব পাশে,
ভোগের নয়নে তোমা' না পারে চিনিতে॥

জ্ঞানিগণ হেরি' তোমা ভাবে মনে মনে,
নির্ব্বিশেষ নিরাকার হয় চরমেতে।
নির্ব্বিশেষ সিন্ধুমাঝে শেষে লক্ষ্যহীনে,
কামাদি কবলে পড়ি' মরে অতলেতে॥১২॥

আসিয়া প্রাকৃত কবি তব সন্নিধানে,
চিন্তিয়ে কল্পনারাজ্যে মানসে হরষে।
বর্ণে গো প্রাকৃত রূপ মোহান্ধ দর্শনে,
ভাঙ্গিয়া বকুলরাশি আঘাতে সে ভুগে॥১৩॥

কিন্তু ভক্ত হেরে তব অপরূপ নয়নে,
দিব্যদ্রষ্টা তাঁরা সদা উচ্চকণ্ঠে কয়।
শোন জীব নির্ব্বিশেষ সিন্ধু উল্লঙ্ঘনে,
পাবে সেবাধাম পুরী জগন্নাথালয়॥১৪॥

ভক্তিকুটী মাঝে তথা কর জীব বাস,
অতিক্রমি' জ্ঞান কর্ম্ম মোক্ষ স্বর্গদ্বার।
হও জীব নিত্য ভক্তিসিদ্ধান্তের দাস,
অবহেলে দৈবীমায়াসিন্ধু হ'বে পার॥১৫॥

হে বারিধি! তোমা হেরি' পড়ে আজি মনে,
অতি সুধাধার সেই অতীতের কথা,
নাচিল প্রেমের হাট তব তটস্থানে,
রাধাভাবে বিভাবিত গেয়ে কৃষ্ণগাথা॥১৬॥

হরিভক্ত পাদপদ্ম-পরাগ লভিয়া,
জীবন করিলে ধন্য ওহে রত্নাকর,
দাও দীনে সেই ধন কৃপা বিতরিয়া,
শিরে ধরি' তরিতাম সিন্ধু ভব পার॥১৭॥

আকুল পরাণ মোর পড়ি' ভবার্ণবে,
অকূলেতে ভাসি' সদা হইয়া দুর্ব্বল।
অতি দীন বলি' মোরে ত্যজিয়াছে সবে,
জ্ঞান, যোগ, তপ, ধর্ম্ম না আছে সম্বল॥

বদন ব্যাদান করি' বিষয়-কুম্ভীর,
গ্রাসিতে আসিছে ওহ ভীম-দরশন,
এ ঘোর সঙ্কটে চিত্ত সদায় অস্থির,
কামের তরঙ্গ সদা করে উদ্বেজন॥১৯॥

কর্ম্মফল ঘূর্ণিবায়ু প্রবল ভাবেতে,
ডুবায় আমারে ঘোর ভবসিন্ধু-মাঝে।
এ মহাসঙ্কটে কেহ নাহি কূল দিতে,
বিনা গুরু নিত্যানন্দ এ জগত-মাঝে॥২০॥

অনাদি করমফল বাঁধিয়া আমারে,
ভাসাইল তরঙ্গায় মায়াসিন্ধু-জলে।
উপায় নাহিক হায় সিন্ধু তারবারে,
জ্বলে চিত্ত কুবিষয় বাড়ব-অনলে॥২১॥

শত শত আশাপাশ দেয় সদা ক্লেশ,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির বশে হাবুডুবু খাই।
জ্ঞান, কর্ম্ম নাহি দিল কভু সুখ-লেশ,
বল সিন্ধো! এ সঙ্কটে কিসে ত্রাণ পাই॥

ওই যে গাহিছ সিন্ধো তুমি কলস্বনে,
'মাভৈঃ মাভৈঃ' ওরে কলিহত জীব।
অবতীর্ণ মম তটে গৌরাঙ্গভজনে
নাশিতে জীবের সর্ব্ব আপদ অশিব॥২৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গবাণী পুনঃ গৌরাঙ্গ-নিদেশে,
প্রকটিত পুরীধামে শাস্ত্র আজ্ঞা ধরি'।
প্রচারিছে নামপ্রেম সর্ব্ব দেশে দেশে,
সম্মুখেতে সেই তব শুদ্ধরূপ ধরি'॥২৪॥

বিসর্জ্জিয়া সিন্ধুজলে দেহ-মন সুখ,
সেব তাঁ'রে এক প্রাণে রে অবোধ জন।
নাশিবে সকল দুঃখ হ'লে সেবোন্মুখ,
পাবে পরানন্দ-ধাম নিত্য নিকেতন॥২৫॥

এই ভিক্ষা তব পদে ওহে নীলাম্বুধি,
সর্ব্ববিশ্বে প্রেম-সেতু যে করে বন্ধন।
পাই যেন সে জনের পদ সেবা-নিধি,
নাহি মাগি ভোগসুখ মোক্ষ ধন জন॥২৬॥

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়-

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহক গ্রহণ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানে গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শুদ্ধভক্তির কয়েকটী গ্রন্থ

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

১।	রায় রামানন্দ	॥০
২।	এ কিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	॥০
৩।	নামভজন	।০
৪।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি	॥০
৫।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্	।৵০
৬।	লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭।	বৈষ্ণবীজম্	।০
৮।	হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৵০
৯।	দি ভাগবত	।০
১০।	থিয়েষ্টিক প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড অ্যানেলয়েড ডিকোশন	।০
১১।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
১২।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান)	১৫৲

বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত

১৩।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৵০
১৪।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵
১৫।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
১৬।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
১৭।	গীতমালা	৴১০

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

১৮।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।
১৯।	সাধন-পথ	।০
২০।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
২১।	গীতাবলী	৴০
২২।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

২৩।	শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

BLUE BLACK
FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় **গ্রহণী বজ্র** প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা **গ্রহণী বজ্র** ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেণ্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৬৯ A. ৩৩ ৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য	রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল	২৪৬৮/১	৭।২।৩৫	রায়তি দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট	থানা দৌলতপুর দৌলতপুর গ্রাম	১৫০৬ খতিয়ান			মণিন্দ্রমো[illegible] আচার্য্য
৭০ A. ৩৩।৩৪		ঐ	রণজিৎ বিশ্বাস	১০।৮	৭।২।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর ৫৭ নং দৌলতপুর গ্রাম	১৩৬৭ খতিয়ান	১-৪৮		ঐ
২৯৬ N. R. ৩৪ ৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	শ্রীনাথ অধিকারী গং	১২।৫/৭	৭।২।৩৫	বাস্তু মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা চৌগাছা	৭৪৫ তদধিন ৬৪৬ ৬৫২ খতিয়ান	৫-৩৯	৮৫/৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহা[illegible]
৬২ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	কুমারনাথ ভট্টাচার্য্য গং	৭৸৶০	৮।২।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা ফুলবাড়ী	২৯০ তদধিন ১৯ [illegible] খতিয়ান	২-২০	নিষ্কর	ঐ
৫৯ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ	২০।৶০	৮।২।৩৫	ঐ	কৃষ্ণনগর থানা উমাপুর মৌজা	৭৮৬ অধীন ৭৮৭ ৭৯৬	১৪.৮০	ঐ	ঐ
৭০ A. ৩৩।৩৪		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য	অতুল মণ্ডল গং	২৭৸/৭	১১।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর দৌলতপুর গ্রাম	১৫৮৪ খতিয়ান			মণিন্দ্র[illegible] আচার্য[illegible]
৫১ P. N. ৩৪।৩৫		মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	ভুজঙ্গ গোলদার	১৫৭৵১০	১১।২।৩৫	জমাই জমি	থানা [illegible] মৌজা [illegible]	২০৯ খতিয়ান		২৩০	প্রমথ মুখোপা[illegible]

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASI.

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার [illegible]

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪১, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৪৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

মিলে ধর্ম্মঘট

আমেদাবাদের মধুপাই মিলে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকের স্থানে যে সমস্ত নুতন লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল ১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে তাহারাও কাজ ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের অভিযোগ এই যে, তাহাদিগকে যে মজুরী দেওয়ার কথা বলিয়া কাজে নিয়োগ করা হইয়াছিল তাহা হইতে কম মজুরী দেওয়া হইতেছে। পুরাতন শ্রমিকগণ তখনও মিল ফটকে পিকেটিং করিতেছিল এবং পুলিশ ঐ অঞ্চলে টহল দিতেছিল।

হুগলীতে জোড়া খুন

চুচুড়ার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী চাপদানীতে জোড়া খুন হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে রামদেও নামক এক ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ রামদেওর বাড়ীতে তাহার স্ত্রী নানকী ও দুইটি বালিকা থাকিত। একদিন রামদেও বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি তাহার স্ত্রী নানকী এবং রামলগণ নামক এক ব্যক্তিকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখিতে পায়। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া রামদেও একখানা ধারাল অস্ত্র হাতে নেয় এবং নানকী ও রামলগন দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলে রামদেও তাহাদিগকে ঐ অস্ত্র দিয়া আঘাত করে, নানকী ঐ দিনই মারা যায় এবং রামলগন পরে শ্রীরামপুর হাসপাতালে মারা যায়

রামদেও ঐ ঘটনার পর থানায় গিয়া আত্মসমর্পণ করে।

মাঠের মধ্যে রিভলভার

১৩ই ডিসেম্বর ময়মনসিংহের গোয়েন্দা-বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী মাঠের মধ্যে একটী ছয়ঘরা রিভলভার কুড়াইয়া পায়।

প্রকাশ যে, পূর্ব্বোক্ত দিবসে দুইজন কর্ম্মচারী সন্ধ্যার পর নগরের সীমান্তে অবস্থিত ক্যাথলিক মিশন হাউস হইতে সাইকেলযোগে সহরের দিকে আসিতেছিল। এমন সময় তাহারা পথের পার্শ্বে লুঙ্গীপরা একজন যুবককে দেখিতে পায়। যুবকটী উহাদিগকে দেখিয়াই পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া যায় এবং দৌড়াইতে আরম্ভ করে। পুলিশ কর্ম্মচারী দুইজন তাহাকে অনুসরণ করিতে যাইয়া ঐ রিভলভারটী কুড়াইয়া পায়।

যুবকটি কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করে।

রাইফেলসহ গ্রেপ্তার

১৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে পেশোয়ার জেলাস্থ মাথরার এক দারোগার সহিত মুশাখেল মোমন্দ জাতীয় এক সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোকের ধস্তাধস্তি হয়। প্রকাশ, দারোগা একজন কনেষ্টবল সহ বারসক রোড দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি ঐ রাস্তা দিয়া পূর্ব্বদিকে একজনকে যাইতে দেখেন। লোকটীর হাতে একটী এবং কাঁধের এক-দিকে ২টী ও অন্যদিকে ১টি রাইফেল ঝুলান ছিল। দারোগা লোকটিকে প্রশ্ন করায় সে পলাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহারা অনুসরণ করিয়া লোকটীকে ধরা হয়। সে একটী রাইফেল গুলী ভরিয়াছিল; কিন্তু দারোগা রাইফেল ধরিয়া ফেলেন এবং রিভলভারের বাঁট দিয়া তাহাকে আঘাত করেন। পরে কনেষ্টবলের সাহায্যে তাহাকে ধরা হয়। তাহার নিকট ৪টী রাইফেল ও দুইবার বন্দুক ছোড়ার উপযুক্ত গুলী পাওয়া গিয়াছে।

সুভাষবাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গত মঙ্গলবার সকাল ১০।৩০ মিনিটের সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে রঞ্জন রশ্মি দ্বারা তাঁহার ফুসফুস পরীক্ষা করা হয়।

অপরাহ্ণ ৬ঃ ঘটিকার সময় তাঁহাকে পুলিশ পাহারা বেষ্টিত অবস্থায় ৩৮।২ নং এলগিন রোডের বাড়ীতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

মঙ্গলবার রাত্রে সুভাষবাবু যে কম্বল লইয়া হাসপাতালে গিয়াছিলেন, তাহাতেই শয়ন করেন। হাসপাতালের শয্যার উপর শয়ন করেন নাই। তিনি সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে মঙ্গলবার বেলা ২টা পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করেন নাই। অশৌচাবস্থায় হাসপাতালে খাওয়া দাওয়া এবং আচার বিচারের সুবিধা হওয়া অসম্ভব, সেইজন্য তিনি কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন নাই। পুলিশ বেলা ২ ঘটিকার সময় তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে লইয়া বাড়ীতে রাখিয়া যায়। পুনরায় লইয়া যাওয়া হইবে কি না সেই সম্বন্ধে পুলিশ কিছুই বলে নাই

নানাস্থানে ভূমিকম্প

১৮ই ডিসেম্বর প্রত্যূষে ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় লক্ষ্মীপুরে দুই সেকেণ্ড স্থায়ী কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

১৭ই ডিসেম্বর রাত্রি ১টা ১৫ মিনিটের সময় মাণিকগঞ্জে মৃদু কম্পন অনুভূত হইয়াছিল।

১৭ই ডিসেম্বর ধুবড়ী, তিব্বত ও কাটামণ্ডুতে সম্প্রতি প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

নিঃ ভাঃ শিক্ষা সম্মেলন

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের আগামী দিল্লী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না। স্যার হরিসিং গৌরকে তাঁহার স্থলে উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে আহ্বান করা হইয়াছে।

পেশোয়ারে দস্যুসর্দ্দার নিহত

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ, ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রে পুলিশ পেশোয়ার জেলার চীনা গ্রামের নিকটে নামকরা ডাকাত ফৈজুল্লার মৃতদেহ পাইয়াছে। জানা যায়, প্রথমে চিমনাই ডাকাত এবং মৃত ফৈজুল্লার দলের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হয়। মনে হয়, কোন ব্যক্তি ফৈজুল্লাকে হত্যা করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এই পুরস্কার চিমনাই ডাকাতের দলকেই দেওয়া হইয়াছিল অথবা পুলিশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

পুষ্করিণীতে রিভলবার প্রাপ্তির জের

গাইবান্ধার সুপরিচিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বাবু অমৃতলাল উকিলকে ময়মনসিংহ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে কড়া পুলিশ পাহারায় আনা হইয়াছে। গাইবান্ধায় একটী পুষ্করিণীতে একটি রিভলবার পাওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে তথায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে ৫ শত টাকার জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ } ২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২২শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ শনিবার } ২৪৪শ সংখ্যা

প্রসাদজ কৃপা

শ্রীল প্রভুপাদ গত ৪ঠা পৌষ ২০শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতায় শুভবিজয় করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় শ্রীধাম মায়াপুরের ও কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ প্রায়ই তাঁহার পাদপদ্ম-দর্শনার্থী হইয়া তথায় গমন করিতেন। আলাপ-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন। তিনি যখন যে-স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানই হরিকথা-মন্দাকিনীতে আপ্লুত হইয়া থাকে। গত ১৯শে ডিসেম্বর প্রাতে ভক্তগণ কুঞ্জকুটীরে তাঁহার পাদপদ্ম-সমীপে বসিয়া আছেন, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ ঐ দিবসের নদীয়া-প্রকাশ পাঠ করিয়া তৎপাঠচালনা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন এবং শ্রীপত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘের অন্যতম সদস্য শ্রীপাদ সুন্দরবিলাস দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তি-ময়ূখ মহোদয়ের লিখিত একটী প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, সাধনজ ও প্রসাদজ-ভেদে কৃষ্ণকৃপা দুই প্রকারে লক্ষিত হয়। কৃপা অর্পিত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না অথচ কৃপা বর্ষিত হইতেছে—তাহাই প্রসাদজ কৃপা। যাঁহার ভাগ্য ভাল, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের বা কার্ষ্ণের প্রসাদজ কৃপার অধিকারী হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥"

এই ভক্তিলতাবীজই প্রসাদজ কৃপা। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে এই প্রকার কৃপা অর্পিত হইয়াছিল। প্রসাদজ কৃপার অধিকারী জনগণ অতি সহজেই হরিভক্তির কথা ধরিতে পারেন। অনেকে বহু আয়াসেও বৈচিত্র্যপূর্ণা ভগবৎকথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদজ কৃপার অধিকারী হইয়া ঠাকুর বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকর্ণামৃত নামক চিচ্চমৎকারিতাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব পদাবলী রচনা করিয়াছেন

গ্রন্থের উপলব্ধি

অক্ষজ ভূমিকায় আমরা দেখিতে পাই, ব্যাকরণ ভাল করিয়া না জানিলে সংস্কৃত-ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সাত্বত-শাস্ত্র-সমূহ অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সুতরাং জনসাধারণের ধারণা—সংস্কৃত ব্যাকরণ উত্তমরূপে না জানিলে ঐসকল গ্রন্থ বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অক্ষজজ্ঞানের এই চিরাস্রোত অধোক্ষজ রাজ্যের বিষয়সমূহে প্রযুজ্য নহে। "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং, ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া." অধোক্ষজ-লোক হইতে যে-সকল মহাপুরুষ ইহলোকে জীব-নিস্তার-কল্পে অবতীর্ণ হন, তাঁহারা সাত্বত-সিদ্ধান্তের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। ব্যাকরণের সাহায্যে তাঁহাদিগকে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয় না; পক্ষান্তরে ব্যাকরণ তাঁহাদের সেবা করিলে ব্যাকরণের সদ্ব্যবহার হইবে। জড়পাণ্ডিত্যের বাহাদুরী দেখাইতে গেলে 'পর-তত্ত্ব'-লাভ কখনও সম্ভব হইবে না। অগ্নি দাহ্যপদার্থ পাইলেই জ্বলিয়া উঠে। মহাভাগবতের ভাবাগ্নি উদ্দীপন-দাহ্যবস্তুর সংযোগে সহস্রশীর্ষ হইয়া উঠে। ভাগবতের শ্লোক পাঠমাত্রই স্বতঃস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভাব-ক্রমে তিনি তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। উহা অক্ষজ পণ্ডিতগণের বিচারে বিস্ময়াত্মক বলিয়া মনে হইবে, কারণ তাঁহারা বাসুদেব-ধারণোপযোগী বিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী না হওয়ায় উহা বুঝিবার অনধিকারী।

ব্রহ্মচর্য্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম]

১। ব্রহ্মচর্য্য-শব্দে—যিনি ব্রহ্মে বিচরণ করেন, তাঁহার ব্রতই উদ্দিষ্ট হয়। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ—'বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ ইতি ব্রহ্ম' অর্থাৎ যে সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের সমানও কেহ নাই, বড়ও কেহ নাই, এমন পরম দয়ালু সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরকে ব্রহ্ম বলে। যে ব্যক্তির আত্মা এই পরব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যে নিরন্তর পরব্রহ্মের অনুশীলন করেন তিনি ব্রহ্মচারী।

২। ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে?—ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণ। জাতিগত ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলে না। জজের পুত্র যে জজ হ'বে তাহার প্রমাণ কি? ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার নাও হ'তে পারে। যে উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি অবগত নয়, সে ব্রাহ্মণ হ'তে পারে না।

৩। যিনি গৃহে স্থিত, তিনি গৃহস্থ। মনুষ্য-দেহই গৃহ। সেই মনুষ্য-দেহ-গেহে যিনি অবস্থিত, তিনি গৃহী বা দেহী। তিনি আত্মা—তিনি বিশুদ্ধ, সত্য। মনুষ্য-দেহ বা কৃষ্ণের সংসারে অবস্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বোপকরণের দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন, এইরূপ ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা তুর্য্যাশ্রমী হউন, তিনি সত্য সত্যই ভগবদ্ভজন-পরায়ণ।

ভগবদুপাসকগণই ব্রাহ্মণ; এইরূপ ব্রাহ্মণই ব্রহ্মচারী—যেহেতু তিনি ব্রহ্মকে জানেন ও ব্রহ্মে বিচরণ করেন। শুধু গৈরিক-বাসধারী ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচারী বলা যায় না, তিনি মায়াচারীও হ'তে পারেন। সুতরাং ভগবদ্ভজন করিবার যোগ্যতালাভের মূলে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণদীক্ষা-শিক্ষাদি লাভ করাই প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর মূল উদ্দেশ্য। গৃহস্থ-আশ্রম সকল আশ্রমের পালক। গৃহস্থ-আশ্রম পবিত্র আশ্রম ভগবদ্ভক্তের সমৃদ্ধিই গৃহস্থ-আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহস্থ যদি জিতেন্দ্রিয় না হন তবে ভগবদ্বিদ্বেষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি লাভ? ঐ বনচারী বা তুর্য্যাশ্রমী যদি গৃহস্থের মঙ্গলবিধান না করেন তবে গৃহস্থের ভিক্ষান্ন-গ্রহণ-ফলে তাঁহাদের গৃহে কুক্কুর বিড়ালের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কি প্রয়োজন।

প্রসাদজ কৃপার অধিকারী জনগণের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না

—

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজ ২।৩ দিন হইল উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন মহোদয় সায়ংকালে আকুমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে সমাগত বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পণ্ডিতজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুরুতত্ত্ব, ভক্ত, অবতার ও প্রকাশ প্রভৃতি ছয়রূপে বিলাসের কথা অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সন্দেহ-নিরাসক পাঠ শ্রবণ পূর্ব্বক সকলেই পরমোৎফুল্ল হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

গত ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার কটক কেশবপুরের শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সাগ্রহে আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দের সেবকগণ তাঁহার গৃহে গমন পূর্ব্বক মহাজন-পদাবলী

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ নারায়ণ অনায় ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

মিঃ গ্রাউস্ ও মথুরা

(১)

"মথুরা জেলার মেমরার" 'Mathura : a District Memoir' নামক পুস্তকের ৩য় সংস্করণ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। মিঃ এফ্, এস্, গ্রাউস্ F.S. Growse (বি-সি-এস, এম-এ, অক্সন্) সি-আই ই বুলন্দসহরের ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনৈক ফেলো। এই গ্রন্থের ১৯৭ পৃষ্ঠায় বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবের উল্লেখ প্রভৃতি আছে। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের কিছু কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখনার যে যে অংশ প্রকৃত ঘটনার সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে সেইগুলি আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তাঁহার পাণ্ডিত্য ভাষা বেশ হৃদয়গ্রাহিণী এবং নানা-গবেষণ-পূর্ণা হইলেও বিভিন্ন দেশীয় বিচারে প্রকৃত বিষয় হইতে অনেকটা দূরে পড়িয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রভু ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপর নির্ভর করিয়াই ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর জন্ম স্থির করেন কিন্তু ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুন-পূর্ণিমা ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্দ্দিষ্ট হয়; উহা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ নহে।

তিনি বলেন, মহাপ্রভু মথুরা ও পুরীর অন্তর্নিহিত প্রদেশে ৬ বৎসর কাল ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে অপ্রকট হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানা যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ষ এই ভূমণ্ডলে প্রাকট্য বিস্তার করেন। তাহা হইলে তাঁহার অপ্রকট লীলার কাল ১৫২৭ না হইয়া ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ও মোম্বাই প্রদেশেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কেবল মথুরা ও পুরুষোত্তমের অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশে নহে।

মিঃ গ্রাউস বলেন, শ্রীকৃষ্ণদাস ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন এবং তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক অদ্বৈতানন্দ ও নিত্যানন্দ, তাঁহারও তায় মহাপ্রভু-সংজ্ঞায় কথিত হন। ছয় গোস্বামী বৃন্দাবনে বাস করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীঅদ্বৈতানন্দ নামে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোথাও কথিত হন নাই। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কেহই 'মহাপ্রভু'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন নাই। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গৃহস্থ আশ্রমলীলার অভিনয় করেন এবং ষড়্ গোস্বামী সকলেই ত্যক্তগৃহ। তাঁহারা সকলেই দ্বিতীয়াশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রমে অবস্থিত ছিলেন।

মিঃ গ্রাউস্ বলেন, "বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া কৃষ্ণকে বিশ্বাস করেন। ইঁহাদের বিশ্বাস এই যে অনুক্ষণ নামোচ্চারণ দ্বারাই ভক্তিভাব স্বতঃ অভিব্যক্ত হইবে; তাঁহারা বাসনামূলে কোনও প্রার্থনা অথবা আন্তরিক শুদ্ধভাবসমূহ তাহার সহিত সংযুক্ত করেন না। তাহা হইলেই মোটামুটি বুঝা যায় যে এই প্রকার মতপ্রণালী অসঙ্গত"* কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়া ঐরূপ কথা বলেন না। তিনি বলেন, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে নামভজনের অনন্যত্বের কথাই বলিয়াছেন। অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে অধোক্ষজ নাম গৃহীত হইতে পারে না। অধোক্ষজ নাম ও অধোক্ষজ নামীর মধ্যে ভেদ নাই। অক্ষজ নাম ও অনিত্য পার্থিব নামীর মধ্যে ভেদ আছে। অধোক্ষজ-নামগ্রহণ প্রভাবে ভক্তেন্দ্রিয়ের তর্পণিক্রিয়া অপসারিত হইয়া সেবোন্মুখেন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত নামের বোধ ও তৎপর অপ্রাকৃত রূপের উদয় করায়। অপ্রাকৃত রূপের উদয়ে অপ্রাকৃত গুণসমূহের অধোক্ষজ নামের সহিত ভেদ থাকে না। শ্রীনামে অধোক্ষজ গুণের উদয়ে অধোক্ষজ পরিকরবৈশিষ্ট্যের সাহচর্য্য সম্পন্ন হয়। অপ্রাকৃত সেব্যসেবকভাবের উদয়ে অপ্রাকৃত ভগবল্লীলায় অধিকার লাভ ঘটে। নতুবা আধ্যক্ষিকের উচ্চারিত নাম পার্থিব জগতের শব্দ-বিশেষের সহিত অভিন্ন হইলে রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলায় প্রবেশাধিকার থাকে না। প্রকৃতি হইতে জাত গুণত্রয় সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মের আবাহন করায়। ভড়াকাঙ্ক্ষাযুক্ত ভোগী উহাতে অভিনিবিষ্ট হইয়া কর্ত্তৃত্বারোপণক্রমে অহঙ্কারী হইয়া পড়ে। তখনই জড় নাম, জড় রূপ, জড় গুণ, জড়ানুগ ও জড়-ক্রিয়া অপ্রাকৃত চিন্নাম, চিদ্রূপ, চিদ্গুণ, চিৎপরিকর-বৈশিষ্ট্য ও চিল্লীলাকে সমজাতীয় জ্ঞান করায়; নাম-রূপ গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা-ভেদ সমূহ অভিধেয়াবস্থা হইতে অপ্রাকৃত রাজ্যে ভেদভাবে লইয়া যাওয়া হয়। তখনই অহঙ্কারী জীব বৈকুণ্ঠশব্দ ও মায়িক-শব্দকে সমপর্য্যায়বিশিষ্ট জানিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ঔপাধিক পরিগ্রাহকে মূল বৃক্ষস্থানে জাত্য, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সকলই বহিরঙ্গাশক্তিপ্রসূত বলিয়া অহঙ্কারী জীব মনে করে। তখন জড় ভোগ আসিয়া দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট প্রমত্তগণকে অদ্বিতীয় স্থানে স্থাপন করে অথবা ভোগরহিত মায়াবাদ-চিন্তাস্রোত প্রবল হয়। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্য-বিচার গ্রহণ না করায় গ্রাউস্ সাহেব অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছেন। জড় বাসনা থাকাকাল পর্যন্ত লিপ্সা বা জড়-জ্ঞানে মতিবিশিষ্ট হইয়া কেহই অপ্রাকৃত চিদ্বিচারের কথা ধরিতে পারেন না। বৈকুণ্ঠ নাম ও মায়িক শব্দ উভয়ের মধ্যে প্রচুর ভেদ আছে। যাঁহারা সেই অভিজ্ঞতায় বঞ্চিত, তাঁহাদের পক্ষে নামভজনে সম্যক্ সংশয় হয় তাহা বুঝা বিশেষ কঠিন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বা ষড়্ গোস্বামীর ভাষা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় যেরূপ বিচার করিয়া থাকে সেই বিচার গ্রহণ করিয়া গ্রাউস্ সাহেব শ্রীচৈতন্যদেবের নাম প্রণালী বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

* The special tenet of the Bengali Vaishnavas is the all-sufficiency of faith in the Divine Krishna ; such faith being adequately expressed by the mere repetition of his name without any added prayer or concomitant feeling of genuine devotion. Thus roughly stated the doctrine appears absurd.

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৪৬)

৩ই নভেম্বর—অপরাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য কোন ইতর কার্য্য নাই। নিত্যমঙ্গলের উপায়-নির্দ্দেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মানুষকে অন্য কোন প্রকার উপদেশ দেন না। আমাদের যে দ্বিতীয়াভিনিবেশটা হইয়াছে, সেটা কি রকমের জানেন? ঠিক হাড়িকাঠে মাথাটা দেওয়ার মত। সর্ব্বতোভাবে আমাদের এইটাই ভাল, এরূপ বিচার হইয়াছে। এই হাড়িকাঠ হইতে মাথা উঠাইয়া আমাদের আর বাঁচিবার সাধ নাই। মহাভাগবত যাঁরা তাঁদের দ্বিতীয় অভিনিবেশ নাই, কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোন বস্তুর জন্য তাঁহারা ব্যস্ত নন।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"
(ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি নিখিল বস্তুকে সম্বন্ধের নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা শ্রীহরির 'বিভূতি' বলিয়া দর্শন করেন এবং ভগবান শ্রীহরিতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম-ভাগবত।

যদি নিজেদের সাধু মনে করি, তবে ঠিক অসাধু হইয়া যাইব। যে জগৎ ভগবদ্বহির্ম্মুখতার ফলে আমাদের ভ্রমণের ভূমিকা হইয়াছে, তাহা অসৎ অর্থাৎ নিত্য নয়। শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয় গৌড়ের বাদসাহের মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রথমেই রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মাশ্রয় করেন। বাদসাহ শ্রীসনাতনকে ছাড়িতে চাহেন নাই। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীল সনাতনপ্রভুর নিকট এই মর্ম্মে পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

যদুপতেঃ ক গতা মথুরা-পুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

গচ্ছতি ইতি জগৎ অর্থাৎ যাহা স্থির নহে, যাহা চলিয়া যাইতেছে তাহাই জগৎ। এইরূপ জগতের পিছু পিছু আমরা ছুটিতেছি। জগৎ দেখিতে যাইলেই অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্ক পাতাইতে যাইলেই আমাদের অমঙ্গল। জগৎ আমাদের আস্বাদনীয় বস্তু নহে। যখনই জগৎ ভোগ করিতে চেষ্টা করিব, তখনই মৎসরতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয় অভিনিবেশের ফলে বহু লোকের হিংসা করিতে হইবে।

জগতের যে সকল বস্তুকে আমার বলিয়া ধারণা করিতেছি, সেই জিনিষগুলি আমার হাতছাড়া হইয়া পাছে চলিয়া যায়, এইজন্য আমার ভয়ের উদ্রেক হয়। আবার সেই জিনিষগুলি যদি চলিয়া যায়, তবে আমার শোক উপস্থিত হয়। ঐরূপ শোকের হস্ত হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে? জগৎ আমার ভোগের পদার্থ নহে। আমি ভগবান্‌কে দেখিতেছি ইহা অবিবেচনার কথা; তিনি আমাকে দেখিতেছেন, এইরূপ বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু। বহু শত্রু যথা আমাদিগের জিহ্বা, নাসা, চক্ষু প্রভৃতি আমাদিগকে 'ভেলে ভুলোনো' করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শরণাগতি গ্রন্থে এই গানটী গাহিয়াছেন,—

(প্রভু হে) শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয় হলাহল, সুধা ভানে পিয়নু,
আব্ অবসান দিনমণি॥
খেলারসে শৈশব, পড়াইতে কৈশোর,
গোঁয়াওনু না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি' বসিনু,
সুতমিত বাড়ল অনেক॥
বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর॥

বৃদ্ধকালেও যদি মানুষের ঐরূপ চিন্তার উদয় হয়, তাহা হইলেও ত কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা খুব কম-জনের ভাগ্যে ঘটে।

"ঈশাদপেতস্য"—ঈশাৎ (ভগবতঃ) অপেতস্য (ঈশবিমুখস্য) অর্থাৎ ভগবান্ হইতে উল্টা দিকে যাহারা চলিতেছে, তাহাদের 'তন্মায়য়া' অর্থাৎ ভগবানের মায়া দ্বারা 'অস্মৃতিঃ' কিনা তাহার স্বরূপবিষয়ে বিস্মৃতি এবং 'বিপর্য্যয়' কিনা আমিই দেহ ইত্যাকার-রূপ বিচার হয়। এই বহির্ম্মুখ-ভাব আগমপায়ী মাত্র। ভগবানের মায়ার যে দুইটী বৃত্তি আছে, তাহারা জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়। তৎকালে জীবের সমস্ত মঙ্গল লুপ্ত হয়। ভগবদুন্মুখতা আসিলে রুচিবিশিষ্ট জীব শ্রীগুরুদেবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার সেবাক্রমে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করেন।

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য)

বিষ্ণুকে একমাত্র স্বার্থের গতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছে না যাহারা, তাহারাই ঐরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। বৈষ্ণবগণ কি কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা কি-প্রকারে হরিসেবা করিতেছেন, বৈষ্ণবগণকে সেইভাবে দর্শন করিতে পারিলে আমাদেরও সুবিধা হইতে পারে।

মনুষ্যজাতি স্বয়ং কামদেবের উপাসনা ছাড়িয়া দিয়া নিজেরাই কামুক হইয়া গিয়াছে।

"কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

—এ রকম বিচারটা তাহারা গ্রহণ করিতে চাহে না। তা'তে কি হ'য়েছে? ভয় এ'সে উপস্থিত হ'য়েছে। 'বিপর্য্যয়' ও 'অস্মৃতি' আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সব উল্টো হ'য়ে গিয়েছে। কৃষ্ণ আমার নয়, কিন্তু মায়িক পদার্থগুলি সব আমার, এরূপ বিচার হইয়াছে। আপনারা মথুরা আসিয়াছেন। অনেক দিন হইয়া গেল, এইবার চেষ্টা হইতেছে বাড়ী যাইতে হইবে। এই রকম বুদ্ধি লইয়া থাকিলে হরিসেবা কোনদিন হইবে না।

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলি মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।"

মনে মনে হয় ত' বিচার হইতেছে যে, দ্বিতীয় অভিনিবেশের দ্বারা সময়টা কাটাইয়া দিই।

কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া দিলেই অপরের নিন্দা করার প্রবৃত্তি উদয় হয়। কিন্তু "পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ"—ভাগবতের এই সমস্ত শ্লোক আলোচনা করিলেই, সমস্ত বেদ, বেদান্ত পড়িবার ফল লাভ হইয়া যায়। "গুরুদেবতাত্মা"—যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে আরাধ্যদেবতা জ্ঞান করেন, তিনিই পণ্ডিত। পণ্ডিত কাহাকে বলা যায়? যিনি বন্ধ ও মোক্ষের বিষয় অবগত আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেই সকলের সব সুবিধা হইয়া যাইবে।

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িনঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রাঃ বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়-শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥
—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'কল্যাণ-কল্পতরু'তে গাহিয়াছেন এবং আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—

জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন।
এবে করি গৃহ-সুখ॥
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই॥
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশা-বশে, যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু চরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ॥

এই সব কথা শুনিবার পরও যদি হরি-ভজন না করিয়া ইতরকার্য্যে ব্যস্ত হই, তবে দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইবে।

সদ্গুরু গ্রহণ করিতে হইবে; লঘু বস্তুকে গুরু করিলে মঙ্গল হইবে না। আবার বাস্তবিক গুরুবস্তুকে লঘু মনে করিলেও সুবিধা হইবে না। নিজের পাণ্ডিত্য নিয়ে গুরুকে মাপিয়া লইব, এইরূপ বিচারগ্রহণপূর্ব্বক গুরুর কাছে যাইলেও গুরু-করণ করা হইবে না। আমরা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও শরণাগতি লইয়া যদি তাঁর নিকট উপস্থিত হই, তবেই শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিজস্বরূপ আমাদিগকে দেখাইতে পারেন। সংসারের লোক আমরা যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি, সেটা ঠিক উল্টা পথ।

ভাগবতের শ্লোক মুখস্থ করিয়া কেবল আওড়াইতে শিখিয়া পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-প্রকাশদ্বারা নিজের কোন মঙ্গল হয় না। "নৈষাং মতিস্তাবৎ……মহীয়সাং পাদরজো-ঽভিষেকং" শ্লোকের উপদেশমত মহতের পাদরজে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে কোন মঙ্গল নাই। গুরুদেবতাত্মা যদি না হইতে পারি তবে কিছু বুঝিতে পারা যাইবে না। আত্মাকে যদি কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যাইতে পারি, তবে মঙ্গল হইতে পারে।

"বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র না শুনয়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এই মাত্র জানে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তপনমিশ্রের পুত্র শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, পিতা-মাতার সেবা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দেহান্তে বৃন্দাবনে বাস করিতে বলিয়াছিলেন। সন্তান যদি বৈষ্ণব হয়, তবে তাঁহার পিতৃপিতামহ অনেক পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়।

কৃষ্ণাবিস্মৃত হওয়ায় জগতের জিনিষগুলি আমাদের বেশ ভাল লাগিতেছে। স্বরূপের অভিব্যক্তি না হইলে কান্তিকব্রত করা কৃতিপদ হ'বে না। তত্রাচ সেবাকার্য্য না করিলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হইবে না।

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং তনুমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

এই শ্লোকের বিষয় গতকল্য আপনাদিগকে বলিয়াছি। ভগবান্‌কে যদি প্রভু জানি তবে আমাদের মঙ্গল হয় আর যদি আমি নিজকে প্রভু জানি তাহা হইলেই সংসার হইয়া যায়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

অর্জ্জুন নানা মনোরথে বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছিলেন। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই কথা বলিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মনোরথটাকে লইয়া যাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, কাপুরুষতা দেখানটা ভাল নয়। যাহার যাহা বৃত্তি আছে তাহাতে আটকাইয়া না থাকিয়া সেই সেই বৃত্তি লইয়া কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাতে মঙ্গল হইবে।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণগেহসুহৃন্নিমিত্তং"—দ্রবিণ (ধন), দেহ, সুহৃৎ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের এই দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হইয়াছে। এই সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া আমাদের বন্ধন ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সব সম্পর্ক কতক্ষণের জন্য? যতক্ষণ এই দেহটা আছে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। আর মহতের সঙ্গে যদি সৌহার্দ্দ স্থাপন করা যায় তবে মুক্তিলাভ হইতে পারে।

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গোস্বামিগণ এই সংসারের সহিত বন্ধুত্ব পাতান না; কি করিয়া হরিভজন করিতে হয়, কি করিয়া বিষয় হইতে তফাৎ থাকিয়া হরিভজন করা যায়, তাঁহারা সেই রকমের লীলা দেখাইয়াছেন। বিষয়গ্রহণ করাটা অমঙ্গলের কাজ। বিষয়গ্রহণ দ্বারা মানুষের সংসারবন্ধন ঘটে। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কিরূপভাবে বিষয় হইতে তফাৎ ছিলেন। গোস্বামিগণ ভগবানের সেবা কি করিয়া করিতে হয় তাহা নিজে আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

কৃষ্ণ নিত্যবস্তু আর জগৎটা অনিত্য বস্তু। কৃষ্ণভজন ছাড়িয়া এই জগতের সম্পর্কিত বস্তুর জন্য মারামারি কাটাকাটি বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

মায়া অর্থাৎ মেপে নেওয়া ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া আমাদের অহঙ্কার হইয়াছে; তাহাতেই বিপর্য্যয় ও অস্মৃতি ঘটিয়াছে। মায়ার দ্বারাই দ্বিতীয়াভিনিবেশের বশ হইতে হয়। মায়ার দিকে পশ্চাৎপদ হইলে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারিব। আমরা এই জগৎরূপ physical laboratoryতে বহু জিনিষ দেখিতেছি। বহু জিনিষ হইতে আমাদের এক বস্তুর দিকে যাইতে হইবে।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করেন। অনন্তর মঠ-সেবক শ্রীপাদ গরুড় দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মায়াবদ্ধ জীবের গর্ভযন্ত্রণার বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় মধ্যশ্রেণী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার ও একাউন্ট্যাণ্ট শ্রীযুত হরিসাধন বাবু প্রমুখ সজ্জন ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্বে শ্রীবাসঅঙ্গনের আচার্যবর্গ শ্রীচৈতন্য-দেবের অর্চা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, সারস্বতপীঠ বা সারস্বতজনরঞ্জনী। মঠ মধ্যে শ্রীহরি-নামামৃত ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং উপরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রেসকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎ-সবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত শুদ্ধনির্মল ভক্তি-ধর্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনসদ্মাগারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সঙ্গুদ্বান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চ-তত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস ও শ্রীগৌর-লীলার বেদস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্র [illegible] দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন-মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ জামগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) তেঁতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক— শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী।

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থা-বলী প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসদ্ভবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরি-ধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিবন্ধু।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহা-মহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর এম্-এ।

(২৬) ত্রিদণ্ডি গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

। শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক— শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধি-কারী।

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত-পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী

(৩৪) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ —শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৫) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাটী, পোঃ তোড়োল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৭) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যা-শ্রমী।

(৩৮) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৩৯) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

তাঁরবার সাতারণপুর, ঢউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ।

(৪০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তি বিকাশ।

৪১) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

পোদ্দার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪২) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৩) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৪) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী সেবা-সুহৃৎ।

(৪৫) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর।

(৪৬) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৭) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 I.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
। ঐ প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
। ঐ দশম স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
ভাষ্য-সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬
সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
জৈবধর্ম্ম ২৲
গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ।০
। দ্বাদশ-আলবর ।০
। ভক্তাবলেহ কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
। ভজন-রহস্য ॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ব (বাঁধা) ১৲
গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲
। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৯। সাধনকণা ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ৴০
৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৪৫। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম ভারখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য
এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। নামধারাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচর্য্যঃ ৴০
৬৩। সারাৎসারদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এ্যাণ্ড
অণ্টলজি ॥০
৬৮। বিলেটিভ ওয়ার্ডস্ ।৵০
৬৯। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭০। বৈষ্ণবীজম্
৭১। রোম্যাট গৌড়ীয়মঠ ইন্ লণ্ডন ৴০
৭২। দি ভাগবত
৭৩। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ এ্যাণ্ড
অ্যাপলায়েড ডিভোসন ।০
৭৪। ব্রহ্ম সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই পৌষ, সোমবার, ১৩৪১, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৪৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

— :০: —

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকের কীর্ত্তি

গত মঙ্গলবার অপরাহ্নকালে পুলিশকে সংবাদে দেওয়া হইয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাকে সেই দিন এক ব্যক্তি ফোনে বলে, সে বড়লাটের এ ডি সি এবং মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করিতে পারেন কি না; কারণ বড়লাট তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন। প্রসঙ্গক্রমে বক্তা বলে যে, বড়লাট একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবককে তাঁহার নিকট পাঠাইতেছেন। মহারাজা যেন তাহাকে সাহায্য করেন।

কিছুকাল পরে সেই যুবক ট্যাক্সিতে মহারাজার বাসস্থানে উপস্থিত হয় এবং মহারাজা তাহাকে ৫০০৲ টাকা দিবার জন্য তাঁহার এ ডি সিকে আদেশ দেন।

সংস্কারবশেই হউক বা যে কারণেই হউক মহারাজার এ ডি সি যুবককে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে কোথায় বাস করে। সে বলে যে সে গ্র্যাণ্ড হোটেলে আছে। পূর্ব্বে সে এ ডি সিকে বলিয়াছিল যে, বড়লাটের এ ডি সি তাহাকে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি সামান্য কিছুকাল পূর্ব্বে মহারাজার সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়াছেন।

মহারাজার এ ডি সি যুবককে নিজের মোটরগাড়ীতে লইয়া বলেন, তিনি বড়লাটের এ ডি সির সঙ্গে দেখা করিবেন এবং এ ডি সি যদি বলেন যে, তাহার সম্বন্ধেই তিনি মহারাজার সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়াছিলেন, তবে মহারাজা তাহাকে দেওয়ার জন্য যে ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহাকে তিনি তাহা অর্পণ করিবেন।

বড়লাটের এ ডি সির নিকট যাইবার সময় পথে যুবক বুঝিতে পারে যে সে ফাঁদে পড়িতে যাইতেছে। সে মহারাজার এ ডি সিকে একটা ক্লাবের সম্মুখে গাড়ী থামাইতে অনুরোধ করিয়া বলে যে, সেখানে তাহার সামান্য কিছু কাজ আছে এবং এক দরজা দিয়া ক্লাবে প্রবেশ করিয়া অপর দরজা দিয়া বাহির হইয়া যায়। এদিকে মহারাজার এ ডি সি তাহার জন্য গাড়ীতে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন যে সে আসিতেছে না তখন ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার আর কিছুই বাকী থাকিল না।

ডাক পিয়নের দণ্ড

ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত সেসন জজ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা মতে কমলা ডাকঘরের পিয়ন উপেন্দ্রচন্দ্র জয়কে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ, অনন্তকুমার দাশগুপ্ত ঢাকা হইতে কমলাতে তাহার ভগিনী নলিনীবালা সেনগুপ্তার নামে ২৫৲ পঁচিশ টাকার এক মনি অর্ডার পাঠাইয়াছিল। আসামী নলিনীবালাকে মাত্র ১৫৲ পনর টাকা দিয়া মনি অর্ডার ফরমে নলিনীবালাকে স্বাক্ষর করিতে বলে; নলিনীবালাও আসামীর কথায় বিশ্বাস করিয়া মনিঅর্ডার ফরমের লেখা পড়িয়াই স্বাক্ষর করে; পরন্তু আসামী নলিনীবালার প্রতিবেশী ইন্দুকুমার চক্রবর্ত্তীর স্বাক্ষর ও সাক্ষিরূপে মণিঅর্ডার ফরমে জাল করে এবং বাকী দশ টাকা আত্মসাৎ করে। প্রেরক অনন্ত ২৫৲ টাকার রসিদই ডাকঘর হইতে পায়, কিন্তু নলিনীবালার নিকট হইতে পত্র পাইয়া জানে যে, তাহার ভগিনীকে মাত্র ১৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ডাকঘরের ইন্স্পেক্টর বাবু ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত অভিযোগের তদন্ত করিয়াছিলেন। আসামী তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ঐ দশ টাকা দেয়। তদনন্তর উহাকে অভিযুক্ত করা হইলে মুন্সীগঞ্জের হাকিম উহাকে দায়রা সোপর্দ্দ করেন। আসামী আদালতে নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিল।

দারিদ্র্যের জ্বালায় আত্মহত্যা

স্বামী বেকার থাকায় দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ৩টি সন্তানের মাতা কুলকুণ্ডলিনী দেবী (৩৫) নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণ-মহিলা কিভাবে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, করোনার মিঃ এ সি দত্ত ও জুরিদিগের সম্মুখে তাহার এক মর্ম্মন্তুদ কাহিনী বর্ণিত হয়। করোনার ও জুরীগণ উক্ত হতভাগ্য মহিলার মৃতদেহ পরীক্ষা করেন।

প্রকাশ, জোড়াসাঁকোর ১৫।৩ নং রাজেন্দ্রনাথ সেন ষ্ট্রীটে উক্ত মহিলা তাহার স্বামী যদুপদ মুখার্জ্জী ও তিনটি সন্তানসহ বাস করিতেন। মুখার্জ্জী ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন এবং তাঁহার কোন চাকুরী ছিল না। তাঁহার পত্নীও অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু আর্থিক দরিদ্রতা হেতু তাঁহারা রোগের কোনই চিকিৎসা করাইতে পারেন নাই। গত মঙ্গলবার রাত্রিতে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ছাদের কড়িকাঠের সহিত ঝুলিতে দেখেন তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকজনের সাহায্যে উক্ত মৃতদেহ নামাইয়া শব-ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করেন।

কাটনীতে পুলিশের তৎপরতা

পাটনা হইতে ৬১ মাইল দূরবর্ত্তী কাটনী নামক ষ্টেশনে মানহোলাল নামে একটি ১৮ বৎসর বয়স্ক বালকের নিকট হইতে একটী দেশী রিভলভার, ছোরা, গুলী ও বারুদ পাওয়া যায়। আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বড়লাট বাহাদুরের পাটনা হইয়া যাইবার কথা। এই রিভলভার ইত্যাদি প্রাপ্তির ফলে এখানে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। পুলিশ আসামীকে তৎপরতার সহিত গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রশ্নের উত্তরে সে ন্যাক বলে যে, সে জব্বলপুরের অধিবাসী। সে উমারিয়ায় যাইতেছিল।

জমিদারের প্রতি আদেশ

কাজিয়ার বিশিষ্ট জমিদার বাবু শ্যামাশঙ্কর মৈত্র ও বাবু দুর্গেশচন্দ্র তালুকদার প্রভৃতি সিরাজগঞ্জের বহু ভদ্রলোকের বাড়ীতে পুলিশ এক সঙ্গে খানাতল্লাসী করে, আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। শ্যামশঙ্কর বাবুর বাড়ীর জ্ঞানদ শঙ্কর মৈত্রকে স্থানীয় গোয়েন্দা অফিসে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহার জবানবন্দী গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

প্রকাশ, শ্যামশঙ্করবাবুকে তাঁহার দুইটি বন্দুক থানায় দাখিল করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই পৌষ, সোমবার, ১৩৪১

বড় লাট সেদিন ইউরোপীয়ান বণিক মণ্ডলে এক বক্তৃতা করিয়া পার্লামেণ্টারী সিলেক্ট কমিটিকে এই মর্ম্মে প্রশংসা-পত্র দিয়াছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁহাদের প্রস্তাবিত রক্ষাকবচের ব্যবস্থাগুলি অতীব উদার ও নিরপেক্ষ। ইউরোপীয়দিগকে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁহারা কোন বিশেষ সুবিধা দেন নাই, ভারতবাসীদের সঙ্গে সমানাধিকারের সূত্রে তাঁহারা যাহাতে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারেন, কেবলমাত্র এই ব্যবস্থাই করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থাও তাঁহারা করেন নাই। ভারত, শিল্প ও বাণিজ্যে যে প্রকার পশ্চাদপদ হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে শুধু সমানাধিকারই যথেষ্ট হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহাদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমরা বড়লাট বাহাদুরকে তাঁহার উদারতার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। আশা করি ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের অধিকতর উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট আছেন।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের আখাউড়া ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার কিছুদিন পূর্ব্বে চাঁদপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বি দে'র বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা করে। শ্রীযুত দের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি গত ২১শে জুলাই মহিলাদের জন্য রিজার্ভ করা গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শ্রীযুত দে বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। বিচারক মন্তব্য করিয়াছেন যে, শ্রীযুত দে যখন চাঁদপুর ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠেন, তখন উহা মেয়েদের জন্য রিজার্ভ ছিল না। আখাউড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে, ষ্টেশনমাষ্টার গাড়ীতে লেবেল আঁটিয়া মেয়েদের জন্য রিজার্ভ করিয়া দেন এবং শ্রীযুত দেকে নামিতে বলেন। শ্রীযুত দে নামিতে অস্বীকার করেন। বিচারক বলেন, শ্রীযুত দের ইহাতে আইনতঃ কোনই অপরাধ হয় নাই। বরং ষ্টেশনমাষ্টারের আচরণই অসঙ্গত হইয়াছে। উক্ত ষ্টেশনমাষ্টারের কাণ্ডজ্ঞান এখন ফিরিয়া আসিবে কি?

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টের বিরোধিতা করিয়া লর্ড সভায় গোঁড়া রক্ষণশীলদের পক্ষ হইতে লর্ড স্যালিসবারী যে সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করেন তাহা বহু ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। এই সঙ্গে রিপোর্ট সম্বন্ধে লর্ড সভার তর্কালোচনাও শেষ হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুসারে বিল প্রণয়ন করিবার জন্য পার্লামেণ্ট সম্মতি দান করিয়াছেন। লর্ড স্যালিসবারীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার পূর্ব্বে শেষ দিন লর্ড সভায় যে সমস্ত বক্তৃতা হয় তাহার দুএকটি কথা নিম্নে বর্ণন করিতেছি—

গত ১৮ই ডিসেম্বর লণ্ডনের লর্ডসভায় জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি রিপোর্টের চতুর্থ ও শেষ দিবসের আলোচনা হইয়াছে। এই দিবস প্রথমে বক্তৃতা করেন লর্ড হেষ্টিংস; তৎপরে লর্ড পীল তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারতীয় নেতাদিগকে অন্যায় ও অবিচার করিতে বারণ করা সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ উৎসাহশীল হইয়াছেন; কিন্তু উহার জন্য বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। ব্রাহ্মণগণের নাই ও অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহ নিজেদের বোঝাপড়া করিতে যে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে লর্ড পীল বিশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। আর হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া তাঁহার সব সময়েই এই মনে হইয়াছে যে, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে স্বায়ত্তশাসন না দিবার একটা অজুহাত করা উচিত নহে। তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিরোধের মীমাংসা করিতে পারিবে। পরস্পরবিরোধী বিষয় থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের উপর লর্ড পীল বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের যোগদান না করিবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভাল বলিয়া লর্ড পীল মত প্রকাশ করেন। যদি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে সত্য সত্যই একাবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠিত হইবে।

* * *

অতঃপর লর্ড লেমেল একটি বক্তৃতা দিয়া যাহারা সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছেন তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহাদের ভোটে যে অনর্থ হইবে তাহা যেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন। কিন্তু লর্ড লয়েড বলেন যে, প্রাচ্যে গণতন্ত্রের চাপে স্বেচ্ছাতন্ত্র নানা ভাবে প্রবল হইয়া গিয়াছে, পরে সেই গণতন্ত্রই আবার একনায়কত্বের পীড়নে নিষ্পিষ্ট।

সুতরাং প্রাচ্যে, বিশেষ করিয়া ভারতে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকরী হইবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। উপসংহারে লর্ড লয়েড এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন যে, বৃটেন যদি একবার ক্ষমতা ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে সেই প্রাচীন স্বেচ্ছাতন্ত্র বা অভিজাত তন্ত্র, যাহা চিরকাল ভারতীয় জনসাধারণকে শাসন করিয়াছে এবং যে শাসনতন্ত্র কখনই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবে না সেই শাসনতন্ত্রের হাতেই ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সমর্পণ করা হইবে। সুতরাং এই পরীক্ষা কার্য্যের সময় চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব বৃটেনের হাতে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা ক্লাইবের মত লজ্জানত মস্তকে সর্ব্বনাশের ধ্বংসলীলা দেখিতে হইবে।

* * *

লর্ড রিডিং বক্তৃতা দিতে উঠিয়া এই দুঃখ প্রকাশ করেন যে, লর্ড লয়েড অভিজ্ঞ লোক হওয়াও সিলেক্ট কমিটিকে কোন সাহায্য করেন নাই। তিনি কতকগুলি বিষয়ে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টকে হোয়াইট পেপার অপেক্ষা ভাল মনে করেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ করেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি হোয়াইট পেপারকেই ভাল মনে করেন, বিশেষ করিয়া পরোক্ষ নির্ব্বাচন সম্পর্কে। এই সম্পর্কে তিনি ভারতীয়গণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, যদি প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন চলে তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলেও পরোক্ষ নির্ব্বাচনে উহা পরিবর্ত্তন করা কঠিন হইবে, কিন্তু পরোক্ষকে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনে রূপান্তরিত করা সহজ হইবে।

———

মহাযুদ্ধের সময় মিস মেরী নাম্নী একটি ইংরাজ যুবতী শুশ্রূষাকারিণীর কাজ করিত। যুদ্ধের অবসানে সে এক ফরাসী যুবককে বিবাহ করে; কিন্তু উহাদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয় নাই। স্বামীর কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়; কিন্তু বন্ধক দিবার মত কোন সম্পত্তি তাহার ছিল না। সে নিরুপায় হইয়া তাহার এক বন্ধুর নিকট পত্নী বন্ধক রাখিয়া ঋণ করে। ঋণের সর্ত্ত ছিল ঋণগ্রহীতার পত্নীকে টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ঋণদাতার গৃহে যাইয়া বাস করিতে হইবে। তদনুসারে মেরীকে ঋণ-দাতার গৃহে যাইয়া বাস করিতে হয়। স্বামী বহুদিন ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই। ১৪ বৎসর পরে ঋণ পরিশোধ করিতে যাইয়া সে যখন স্ত্রীকে দাবী করিল তখন উত্তমর্ণ বলিল, যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ না করাতে অন্যান্য সম্পত্তির মত তাহার বন্ধকী স্ত্রীও তামাদি হইয়া গিয়াছে। ক্রুদ্ধ স্বামী পত্নী ফিরিয়া পাওয়ার জন্য আদালতের আশ্রয় লয়। বিচারপতি রায় দিয়াছেন, স্বামী হইয়া যে স্ত্রীর সত্ত্ব ত্যাগ করিতে পারে তাহার আর স্ত্রীর উপর দাবী করিবার কোন অধিকার নাই! এদিকে ১৪ বৎসর একত্র বাসের ফলে উত্তমর্ণ এবং বন্ধকী পত্নীর ভাব হইয়া গিয়াছে, পত্নী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছে। আমাদের প্রগতিবাগীশরা কি বলেন?

———

জুরী ফুসলাইবার ফল

কুমিল্লার সেসন জজের এজলাসের এক জুরীর বিচারের মামলায় বিচারকারী জুরীগণকে বশীভূত করিবার চেষ্টায় স্থানীয় কোতোয়ালী পুলিশ ২ জন আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট দাখিল করিয়াছে। গত ২০শে ডিসেম্বর মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—কসবা থানার একটি মুসলমান মহিলার ধর্ষণ-মামলা সম্পর্কে যখন সেসনে শুনানী চলিতেছিল, সেই তারিখের মধ্যে কোন একদিন কৈখোলা নিবাসী সরোজ মিত্র ও গোপীনাথপুরের আবদুল করিম নামক দুইজন টাউট গোছের লোক উক্ত মামলার অন্যতম জুরী ফোরম্যান কুমিল্লার চর্থা নিবাসী মহম্মদ সোলায়মান আহম্মদকে বাধ্য করিবার জন্য বড় নবাবজাদা সৈয়দ হাতিমাম হায়দর চৌধুরীর শরণাপন্ন হয়। তিনি ঘটনার বিষয় অবিলম্বে পাব্লিক প্রসিকিউটর খান সাহেব সিদ্দিকার রহমানকে জানান। তিনি যথারীতি জিলা জজকে জানাইলে, তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘটনার বিষয় তদন্তের জন্য অনুরোধ করেন। পুলিশ তদন্তের পর দুইজন আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জসীট প্রদান করে।

———

বোম্বাইমেল আকস্মিকরূপে রক্ষা

জব্বলপুরের সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাই মেলের ড্রাইভার মিচেল সময়োচিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না দেখাইলে বোম্বাই মেলে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিত। প্রকাশ, সিগন্যাল পাইয়া বোম্বেমেল ইটারসী ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল এমন সময় মিচেল দেখিতে পায়, তাহার লাইনেই একখানা ইঞ্জিনমেল ট্রেণের দিকে আসিতেছে সে তৎক্ষণাৎ ভ্যাকুয়াম ব্রেক করিয়া ট্রেণ থামাইয়া এক সাংঘাতিক বিপদ নিবারণ করে।

তদন্ত সাপেক্ষে কেবিন-ম্যানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

———

জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট ও বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন

প্রকাশ, জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট, বিশেষ করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পর্কে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আগামী এপ্রিল মাসে সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৪৭)

৩ই নভেম্বর—অপরাহ্ন

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

মনুষ্যজীবন পাইয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে গিয়া যেন মৎসরতা দর্পে আবদ্ধ হইয়া না যাই। যেটা নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদের বিপুল লোভ হয়। চেতনের ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিলেই মঙ্গল; নচেৎ অচিদ্ধর্ম্মে থাকিয়া মহামহা-পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক হইয়া গেলাম, তাহাতে আমার কি লাভ হইল? শুধু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করিলে কি হবে? "মম হতি অসদবগ্রহ" অর্থাৎ যে জিনিষগুলো থাকে না তারজন্য অবৈধ আগ্রহ—আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, পুত্র, আমার টাকা প্রভৃতি আমার আমার করে রাখিয়া লাভ কি? অবগ্রহ অর্থাৎ অবৈধভাবে গ্রহণ—অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ। শরীর, মন ও বিশ্ব আমার নয়। যেটা খাপ খাবে না (dove tailed হ'বে না ; তারজন্য এত চেষ্টা কেন? অতএব সদ্বস্তুর জন্যই চেষ্টা দরকার।

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যাদি

ভগবান্ "শোকমোহভয়াপহ" বস্তু। তাঁহাকে আশ্রয়গ্রহণ না করিলে ভয় আসিয়া পড়িবে। ঠাকুরের কথা যদি গ্রহণ না করি, তবে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতে হইবে।

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হইনু॥

বৈষ্ণবগণই কৃষ্ণভজন করিবেন, কৃষ্ণ তাঁ'দের, আমাদের নয়—এইরূপ বিচার যদি মাথার মধ্যে ঢোকে, তবেই অমঙ্গল ও বিবাদ আসিয়া গেল। জানিবেন, দ্বিতীয় অভিনিবেশটাই সংসার, নচেৎ সংসারটা যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছেন, সেটা সংসার নয়।

———

"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"

অত্যন্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত ও অত্যন্ত আসক্ত-দিগের সঙ্গ করিলে অসুবিধা হইয়া যাইবে। মায়াবাদিগণ ফল্গুবৈরাগী তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাজ্য। কেবল হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। আলো হইলে 'কোথায় কি আছে' তাহার সন্ধান জন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হ'বে না ; নচেৎ অন্ধকার থাকিলে জিনিষ পাইবার জন্য হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় এবং যদি আবার অন্ধলোককেই জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে হয়ত শেষে খানায় পড়িয়া যাইতে হয়। প্রেমনেত্রেই শ্রীভগবান্‌কে দেখা যায়।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণ-স্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রহ্মসংহিতা)

প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তি চক্ষুর্বিশিষ্ট সাধু-গণ সর্ব্বদা যে অচিন্ত্যগুণ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদি-পুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি।

অসাধুকে সাধু মনে করিয়া যদি mirrage (মরীচিকা) দেখিয়া ছুটিয়া যাই, তবে, আবার ফিরিয়া আসিতে হবে। সেদিকে না গিয়া গুরুদেবতাত্মা হইয়া হরিভজন করাটাই দরকার। কথাটা না জানা না হওয়াই ভাল। কৃষ্ণকথার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। মানুষ সব ভাগবত পড়িতেছে, কিন্তু গুরুকরণ না করার দরুণ অসুবিধায় পড়িয়া যাইতেছে।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবেত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র তরঙ্গ॥"

এই রকম বিচার গ্রহণপূর্ব্বক ভাগবত অধ্যয়ন করা দরকার। আমি ভাগবত পড়িয়া গুরুকে শুনাইব, এ রকম বুদ্ধি যদি আমাদের হয়, তবে সর্ব্বনাশ জানিবেন। যাহার কৃষ্ণ পাইবার ইচ্ছা আছে তাহাকে কৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব দান করিতে হইবে। এইজন্য জাতিগোস্বামী, পূজারী সম্প্রদায় পুতুল পূজা করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" অবশ্য কৃষ্ণের স্থান বা রামচন্দ্রের স্থান কোথাও যায় না। কৃষ্ণের স্থান সব চিন্ময়। "বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরম্" অচেতনের ধর্ম্ম থেকে ছুটী নিয়েছেন, চেতনের-ধর্ম্মে আবৃত ব'লে-ছেন। লোকের যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে দৌড়ান্ তবে সর্ব্বনাশ।

———

"সাধক কণ্ঠমালা"

[পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ]

শ্রীগুরুবন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীমন্মহা-প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহা-শয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', শ্রীল দাস গোস্বামীপ্রভুর মনঃশিক্ষা, শ্রীষড়্-গোস্বামীর শোচক, দশাবতার স্তোত্র এবং ভজনোপযোগী অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু মহাজনোপ-দেশ-সম্বলিত অপূর্ব্ব গীত-গ্রন্থ। সাধক-মাত্রেই এই মহাগ্রন্থ কণ্ঠে ধারণ করিয়া ধন্য হউন।

ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বা শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধান লউন।

গুরু-মহিমা

(১)

বামন যেমন বাঞ্ছা করে ধরিবারে,
কর উত্তোলন করি' নক্ষত্র-চন্দ্রমায় ;
সেরূপ বাসনা করি জানাতে সবারে,
লেখনী ধরিয়া গুরু-মহিমা ধরায়।

(২)

তাই আজ লেখনীরে ধরিয়া করেতে,
শ্রীহরি, শ্রীগুরুদেবে প্রণিপাত করি' ;
দেখাইতে চাহি তাহা, এ হৃদি-পটেতে,
লি'খিয়া রেখেছি যাহা, এতদিন ধরি'।

(৩)

লভিয়াছি অল্পদিন তাঁ'র পদাশ্রয়,
তা'তেই যা'কিছু আমি হেরেছি নয়নে ;
মুগ্ধ তায় প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়নিচয়,
নাহি জানি কত শক্তি আছে সে চরণে

(৪)

বৈকুণ্ঠ বলিয়া কথা আছে—এ ধরায়,
দরশন হয় তাহা কেবল শ্রবণে,
নয়নে হেরিতে যদি প্রাণ মন ধায়,
আশ্রয় লউন তবে রাজীব-চরণে।

(৫)

স্থূল চক্ষে হের কিছু গুরুর শকতি,
ভক্ত নাই, তবু মিলে নানা ফুল ফল ;
রাজা, কোষাগার নাই, তবুও অতিথি,
নানা ভক্ষ্য, পেয় লভি' হয় সুশীতল।

(৬)

আজি এই ভারতের ভীষণ দুর্দ্দিনে,
সর্ব্বদ্রব্যে পরিপূর্ণ তাঁহার ভাণ্ডার ;
কেবা দেয়, কেবা আনে, কেহ নাহি চিনে
অদ্ভুত শকতি-বলে কার্য্য চলে তাঁ'র।

(৭)

রাজা হ'লে রাজ্য আর থাকে কোষাগার,
রাজা নন্, রাজ্য কিম্বা কোষাগার নাই ;
পূর্ব্বের সঞ্চিত ধন নাহিক তাঁহার,
তথাপি চলিছে কার্য্য তাঁ'র মহিমায়।

(৮)

পবিত্র ভারতে আছে শত মঠ তাঁ'র,
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় তাঁর জয়গান ;
হয় তাহে, তাহা ছাড়া সাগরের পার,
ত্রিসন্ধ্যায় তাঁ'র পদে করে পুষ্পদান।

(৯)

চিনিবার শক্তি নাই এই মহাজনে,
তথাপি জানি না কেন দয়া প্রকাশিয়া
অভাগায় এনেছেন চরণ-সদনে,
মোহ-জাল ছিন্ন করি' প্রসন্ন হইয়া।

(১০)

বর্ণিতে মহিমা তাঁ'র কি শক্তি আমার
'জয়শ্রী' বর্ণিছে তাঁর জীবন কাহিনী,
ধন, রত্ন, সার্থক তা কর এক বার,
হেরিবে তাহাতে লীলা, শুনিবে সে বাণী।

(১১)

প্রভুপাদ-কোকনদ নদীয়া-তড়াগে
ফুটিয়াছে ঘ্রাণে তাঁর মোহিত সংসার ;
মকরন্দ পিবে বলি' সবে অনুরাগে,
দাঁড়েছে অবিরত সদনে তাঁহার।

(১২)

বিঘোষিত হয় নিত্য যাঁর যশোগান,
দিগন্ত কম্পিত করি' এ ভব-ভবনে ;
ভাব দেখি হন তিনি কতই মহান,
আছেন আরূঢ় তিনি কোন্ সিংহাসনে ?

(১৩)

জয়ী হ'বে এই ভবে তাঁহার কৃপায়,
শ্রীহরি শ্রীপদ দিতে তিনি অধিকারী ;
বৃথা জন্ম যায় ভবে, এসহে ত্বরায়,
ভব-সিন্ধুকূলে হের দয়াল কাণ্ডারী।

(১৪)

তরী ল'য়ে ডাকিছেন সাদরে সম্ভাষি',
এস হে করুণ, প্রার্থী, আর্ত্ত, দীনজন,
এস শান্ত, পথশ্রান্ত, এস গৃহবাসী,
গোলোকে গোলোকপতি করিতে দর্শন।

(১৫)

এস মুগ্ধ, ভীত, লব্ধ, হতভাগ্য জীব,
স্খলিত চরণ মায়া মোহাচ্ছন্নগণ,
এস, আছি অপেক্ষায়, নাশিয়ে অশিব,
আনন্দধামেতে লব এস সর্ব্বজন।

(১৬)

যেইস্থান মুখরিত প্রণব-ঝঙ্কারে,
আলোকিত সদা ভক্তি-জ্যোতির স্ফুরণে,
সেথায় লইয়া আমি যাইব সবারে,
ত্বরা এস প্রণমিয়া শ্রীহরিচরণে।

(১৭)

বেলা নাই, ত্বরা তরী কর আরোহণ,
হের ডোবে অস্তাচলে আয়ুঃ-দিনমণি,
বিনামূল্যে লব পারে ধনী, অকিঞ্চন,
এস সবে বাহু তুলে কর হরিধ্বনি।

(১৮)

হের ভবসিন্ধুপারে গৌড়ীয়-তরণী,
সজ্জিত রহিয়াছে কর আরোহণ।
অকূল বিরজা পারে যাইবে এখনি,
গোলোকে গোলোকপতি করিতে দর্শন।

(১৯)

হৃদয়ে ধরিয়া যতে শুভ্র শ্রদ্ধা-পাল,
নিয়োজিত করি' তায় ভজন পবন ;
দলিয়া ভীষণ পাপ-তরঙ্গ উত্তাল,
গোলোক ধামেতে যা'বে এস সর্ব্বজন।

(২০)

ভক্তিপাশ দিয়ে কর্ণ বাঁধা আছে তার,
অচ্ছেদ্য অভেদ্য এই ভক্তির বন্ধন,
ভয় নাই, ত্বরা এস, যে আছ যথায়,
আসি মোর কাছে করো নাম-সংকীর্ত্তন।

(২১)

হেথা মায়া-নক্র আসে ধরিবার তরে,
মাঝিরা এসহে গাহে নাম-সংকীর্ত্তন,
হরিনাম হেরিলে নক্র পলাইবে ডরে,
পরশিতে পারিবে না কখনও কায়।

(২২)

একমন ল'য়ে সবে এস শীঘ্র করি',
দু-মন লইলে পার করা হ'বে ভার,
বেলা নাই, প্রণমিয়া শ্রীগুরু শ্রীহরি,
তরা-পরে এস, প্রাণে পাবে শান্তিধার।

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইহ গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ছাড়। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। জৈবধর্ম্ম ২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। বাদশ-আল্ বর ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
১৮। ভজন-রহস্য ॥০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৩। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
২৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩১। গীতমালা ৵১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৵০
৩৭। গীতাবলী ৵০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৯। সাধনকণ ৵০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪১। নবদ্বীপশতক ৵০
৪২। অর্থপঞ্চক ৵০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৪৫। অর্চ্চনকণ ৵১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৵০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫৭। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৬৩। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬৯। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭০। বৈষ্ণবীজম্
৭১। শোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। হরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আবেলখেড ডিভোসন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭৯। গীতাবলী ৵০
৮০। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টেরনাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) দ্বারা প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি প্রকার স্বত্ত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
			৪	৫	৬					১১	১২
৬৯ A. ৩৩ ৭৪ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য	রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল	৫৫৮৶/১	৭।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান স্বত্ব বিশিষ্ট	থানা দৌলতপুর দৌলতপুর গ্রাম	১৫০৬ খতিয়ান			মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য গং
৭০ A. ৩৩।৩৪		ঐ	রণজিৎ বিশ্বাস	২০।৮	৭।২।৩৫		থানা দৌলতপুর ৫৭ নং দৌলতপুর	১৩৬৭ খতিয়ান	১-৪৮		
২২৬ N. R, ৩৪ ৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	শ্রীনাথ অধিকারী গং	১২।৫/০	৭।২।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা চৌগাছা	৬৪৫ অন্তর্গত ৬৪৩-৬৫২ খতিয়ান	৫-৩৬	৮৸৶/৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৬২ N. R ৩৪।৩৫			কুমারনাথ ভট্টাচার্য্য গং	৭৮৶/৩	৮।২।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা ফুলবাড়ী	২২০ অন্তর্গত ২৯, ২২০।২২৪ খতিয়ান	২-২০	নিষ্কর	ঐ
৫১ N. R. ৩৪।৩৫			ঐ	২৩।৶০	৮।২।৩৫	ঐ	কিষণনগর থানা উমাপুর মৌজা	৭৮৬ অন্তর্গত ৭৮৭-৭৯৬	১৪-৮০	ঐ	
৭০ A. ৩৩।৩৪		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য	অতুল মণ্ডল গং	২৭॥/৭	১১।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর দৌলতপুর গ্রাম	১৪৮৪ খতিয়ান			মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য গং
৫১ P, N. ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	তুফিরৎ গোলদার	১৫২৩/১০	১১।২।৩৫	কহাই জমি	থানা করিমপুর মৌজা সুবুদ্ধিপুর	২০৯ খতিয়ান		২৩।০	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ ২৪৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সীমগাছের জন্য মানুষ খুন

কৃষ্ণনগরের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীনে মাজদিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী 'খাঁর বাগান' গ্রামে সীম গাছের জন্য একটী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামবাসী তৈতুল মণ্ডলের একটি ছাগল প্রতিবেশী হামিদ মণ্ডলের বাড়ী যাইয়া একটি সীম গাছ খাইয়া ফেলে। তাহাতে হামিদের স্ত্রী ছাগলের মালিকের উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করে। তৈতুল মণ্ডল বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া হামিদকে প্রহার করে। প্রতিবেশী লালু মণ্ডল বাধা দিলে তৈতুল লালুর মাথায় সজোরে লাঠি মারে লাঠির আঘাতে লালুর মাথা কাটিয়া যায় এবং পরদিন তাহার মৃত্যু হয়। তৈতুল ফেরার আছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

সন্ন্যাসীকে খুন

মধুবনি থানার অন্তর্গত সিম্রি গ্রামের কোনও সন্ন্যাসীকে হত্যা করিবার অপরাধে ভাগলপুরের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ সৈয়দ মহিউদ্দিন, এসেসরদিগের সহিত একমত হইতে না পারিয়া কোনও মন্দিরের পূজারী প্রয়াগ দাসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী প্রয়াগ যে মন্দিরের পূজারী, সেই মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক সন্ন্যাসী আসিয়া বাস করে। কিছুদিন পরে উক্ত সন্ন্যাসীকে আর পাওয়া যায় না। গ্রামের চৌকীদার সন্দেহক্রমে প্রয়াগদাসকে ধৃত করে। অতঃপর সে মুঙ্গেরের সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই মর্ম্মে স্বীকারোক্তি করে যে, সে সন্ন্যাসীকে হত্যা করিয়া তাহার শব মন্দিরের মাটি নিম্নে পুতিয়া রাখে কারণ, তাহাকে গাঁজা আনিয়া না দেওয়ায় সন্ন্যাসী তাহাকে চিমটা দ্বারা আঘাত করে। অতঃপর মৃতদেহ মাটির ভিতর হইতে বাহির করা হয়।

অগ্নিকাণ্ডে দুইজন জীবন্ত দগ্ধ

১৭ই ডিসেম্বর রাত্রিতে পাটনা ফুলওয়ারী মহিসের বাড়ীতে আগুন লাগে দুইজন লোক খড়ের বিছানায় ঘুমাইতেছিল, তাহারা জীবন্ত দগ্ধ হয়। একটি বালিকা পলাইয়া যায়; কিন্তু তাহার শরীর ভীষণ ভাবে পুড়িয়া যায়। উক্ত বালিকাকে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিছানার নিকট একটি মাটির হাড়িতে আগুন রাখায় এই শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

চলন্ত গাড়ীতে দুঃসাহসিক ডাকাতি

নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের সোহ্রন ষ্টেশন হইতে একটী দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে; চলন্ত গাড়ীতেই এই ডাকাতি হইয়াছে এবং প্রায় পনর হাজার টাকা লুন্ঠিত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, শাহপুরের জনৈক অধ্যাপকের পত্নী একাকিনী একখানি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক দুর্বৃত্ত গাড়ী চলিবার সময়েই অকস্মাৎ এই কামরায় আরোহণ করে এবং মহিলাটিকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া তাঁহার বাক্সটী বাতায়ন পথে বাহিরে ফেলিয়া দেয়, অতঃপর সে নিজেও লাফাইয়া পড়ে। ঐ বাক্সে নগদ টাকা ও অলঙ্কারে প্রায় ১৫০০০৲ টাকা ছিল।

পুলিশ পরে রেলপথের পার্শ্বে শূন্য বাক্সটী কুড়াইয়া পাইয়াছে।

প্রতারণার অপরাধে উকীলের শাস্তি

ভবানীপুরে পূর্ণচন্দ্র আঢ্যকে প্রতারিত করিয়া তাহার নিকট হইতে ১০১৲ টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে আলীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কানাইলাল নাথকে ৩ মাস কারাদণ্ড ও উকীল নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে ২৫০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জরিমানা অনাদায়ে তাহাকে ৬ সপ্তাহ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভিযোগে প্রকাশ, কানাই ফরিয়াদীকে বলে, তাহার ৬ কাঠা জমি ও বাড়ী আছে। সে তাহা বিক্রয় করিতে চাহে। উকীল বলে যে, তাহার জমির স্বত্ব সম্পর্কে জানা আছে এবং কানাইর স্বত্ব ভালই। এই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া ফরিয়াদী পূর্ণ ১০১৲ বায়না দেয়। কানাই স্বত্ব সম্পর্কে কোনও দলিল দাখিল করিতে পারে না পূর্ণের সন্দেহ হওয়ায় সে অনুসন্ধানে জানিতে পারে যে, সম্পত্তি পূর্ব্বেই অন্যত্র বিক্রয় করা হইয়াছে।

জরিমানার টাকা হইতে ১৫০৲ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ণকে দিবার আদেশ হয়।

৫০ বৎসরের বৃদ্ধের প্রতি অন্তরীণের আদেশ

রঙ্গপুরের সংবাদে প্রকাশ জমিদার রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মৌলিকের বয়স ৫০ বৎসর। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এই অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে বঙ্গীয় সঃ ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করিয়া স্থানীয় জেলে আটক করা হয়। সম্প্রতি তাঁহাকে পল্লীগ্রামে অন্তরীণ করিবার অভিপ্রায়ে ত্রিপুরা জেলার কসবা থানার এলাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

মধুবাণীতে বিচিত্র ঘটনা

মধুবাণীর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে মধুবাণীতে এক অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা যায়। এই সময় বিভিন্ন পুষ্করিণী ও কূপের জল পর্য্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও কমিয়া যাইতে থাকে। কোন কোন কূপের জল একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তৎপরে কমিয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহেও এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হইয়াছিল।

শিখমহিলার শোচনীয় মৃত্যু

সাগর গ্রাম হইতে এক বৃদ্ধা শিখ মহিলার অতি সকরুণ মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মহিলাটি নাকি ঐ মাঠ হইতে ঘোড়ায় আসিতেছিলেন, তিনি সাগর গ্রামের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেই গ্রাম্য কুকুরগুলি তাহাকে দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং চীৎকার করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকে। ইহাতে ঘোড়াটী ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে প্রয়াস পায় এবং অকস্মাৎ উহার চাঞ্চল্য ও গতিবেগ বৃদ্ধি হওয়ায় মহিলাটি টাল সামলাইতে না পারিয়া মাটীতে পড়িয়া যান। কুকুরগুলি তখন একযোগে তাহাকে আক্রমণ করে এবং পুনঃ পুনঃ দংশনে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া তিনি একটু পরেই প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৯ই পৌষ বঙ্গাব্দ .. ২৫শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ মঙ্গলবার | ২৪৬শ সংখ্যা

ব্রহ্মদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী

—:০:—

গৌড়ীয়মঠ-প্রচারকগণকে অভ্যর্থনার্থ রেঙ্গুণে বিরাট্ সভা

গত ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুণের ৩০৭ নং স্পার্কস্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীদুর্গাবাড়ীতে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজকে ও তাঁহাদের সঙ্গিগণকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য রেঙ্গুণের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অধিনায়কত্বে জনসাধারণ একটী মহতী সভার আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজদ্বয় প্রতি-সম্ভাষণে "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

সন্ধ্যা ৬টার সময় রেঙ্গুণ মার্চেন্ট ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ 'বাগলা বিল্ডিং' হইতে সুসজ্জিত মোটরযোগে স্বামীজী মহোদয়গণকে দুর্গাবাড়ীতে আনয়ন করা হয়। স্বামীজী মহোদয়গণ দুর্গাবাড়ীতে উপনীত হইলে সহস্রাধিক সুশিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের প্রতি সশ্রদ্ধ-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। প্রচারকগণ তাঁহাদের নির্ব্বাচিত আসন পরিগ্রহ করিলে রেঙ্গুণপ্রবাসী স্বামী শ্যামানন্দজী উক্ত সভায় সর্ব্বসাধারণের অভিলাষানুসারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু অবগত ছিলেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠকর্ত্তৃক সর্ব্বজীবাত্মার পরমধর্ম্ম-প্রচারে অত্যন্ত আগ্রহ-বিশিষ্ট। তিনি সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—"আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের আগমন সংবাদ সঠিক জানিতে পারি নাই। তবে শীঘ্রই তাঁহারা রেঙ্গুণে শুভাগমন করিবেন, একথা কিছু কিছু শ্রবণ করিয়াছিলাম। জাহাজ হইতে তাঁহাদের অবতরণের সংবাদ জানিতে পারিলে আমরা রেঙ্গুণবাসিগণের পক্ষ হইতে শোভাযাত্রা-সহকারে স্বামীজীমহোদয়গণের সম্বর্দ্ধনা করিতাম। শ্রীচৈতন্যসেবকগণের সে সেবায় রেঙ্গুণবাসী দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়াছেন। আমরা স্বামীজীগণের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতে পারি নাই। তজ্জন্য তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন। ভবিষ্যতে তাঁহারা আমাদের যাহা অনুমতি করিবেন তাহা আমরা সযত্নে প্রতিপালন করিবার যথাযোগ্য চেষ্টা করিব।" তৎপরে নানাবিধ পুষ্পমাল্যাদি সহকারে সভাপতি ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের অভ্যর্থনা করা হয়।

বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের অভিলাষানুসারে হিন্দি ভাষায় ও বাংলা ভাষায় "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী সর্ব্বচিত্তাকর্ষণী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম—কলিযুগপাবনাবতারী অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত আপামর জীবগণকে অমূল্য ধন বিতরণ করিবার জন্য ব্রজের অপ্রাকৃত প্রেমরত্ন-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। যে প্রেম অজভব-কমলারও বাঞ্ছিত, যে প্রেমের বার্ত্তা ঐশ্বর্য্যের ধাম বৈকুণ্ঠে নাই, অযোধ্যায় নাই, নৃসিংহ-বুদ্ধ-কল্কী প্রভৃতি অবতারে নাই, যে প্রেমের কথা দ্বারকায় নাই, মথুরা নগরীতেও যাহার বিকাশ নাই, ব্রজের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রেমের পরিপূর্ণতা ধারণ করিয়া তদুপরি ব্রজদেবীগণের অপ্রাকৃত পারকীয় রসের চমৎকারিতায় যে প্রেম উজ্জ্বল-রস-প্রভায় দেদীপ্যমান, যাহা ব্রহ্মাদি-সুদুর্লভ, শ্রীচৈতন্যদেব প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে ব্রজের সেই অপ্রাকৃত-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেই প্রেমবিতরণে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, নরনারী, পশু-পক্ষী, বাল-বৃদ্ধের বিচার করেন নাই। তৎপ্রচারিত প্রেম সার্ব্বজনীন, সকল জীবাত্মাই তাহা লাভের অধিকারী। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের সেই প্রেমধর্ম্মের বিষয় বহুক্ষণ বর্ণন করিয়া সকলকেই সেই প্রেম-ধনে ধনী হইবার জন্য সশ্রদ্ধ ও সচেষ্ট হইতে বলেন। স্বামীজী মহোদয়গণের বক্তৃতাকালে বিপুল জনমণ্ডলী মধ্যে মধ্যে জয়সূচক হরিধ্বনি ও করতালি প্রদান করিতেছিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহোদয় সভার পক্ষ হইতে স্বামীজী মহোদয়গণকে ধন্যবাদ-প্রদানমুখে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্রতিদিন পাঠ বক্তৃতার দ্বারা রেঙ্গুণবাসীর বহির্ম্মুখতা নিরস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ ভুবনমোহন দাসাধিকারী তাঁহার সুললিতকণ্ঠে পঞ্চতত্ত্ব, 'ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া' এই মহাজন-পদটী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

যে সকল সজ্জনগণের চেষ্টায় বিশ্বজন-পূর্ণ বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রায় বাহাদুর ভগবান দাস বাগলার গদি ম্যানেজার শ্রীকিষণ বাগলা; কে. এন. ডাঙ্গালী, বি. পি. ঘোষ; এ. ভি. রাও; সি. পি. গ্যালিয়ারা; ভৌমজী দয়া; এম্. পি. কে. এ. এ. এন. লক্ষ্মণ চেট্টিয়ার; এম. এ. এন. রমণ চেট্টিয়ার, মাগন লাল প্রাণজীবন; এম. বি. দেশাই; গঙ্গা সিং।

ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১লা পৌষ সোমবার ও ২রা পৌষ মঙ্গলবার ময়মনসিংহের কেন্দুয়ার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়দিগের বাটীতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তাঁহাদের হরিসভায় উপস্থিত হইয়া 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা করেন। ঐ অঞ্চলে অনেক বৈষ্ণবব্রুব ও গুরুব্রুব 'গুরু' শব্দের ও 'বৈষ্ণব' শব্দের বিকৃতার্থ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজী মহারাজ গুরু কাহাকে বলে, বৈষ্ণব শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, বৈষ্ণবধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, বৈষ্ণব বা গুরু কোন বেশের ভিতর আবদ্ধ নহেন, কেবল বেশধারী কোন ব্যক্তি গুরু হইতে পারে না, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। সেইদিন তাঁহাদের হরিসভার অধিবেশনের দিন ছিল। স্বামীজীর কীর্ত্তিত হরিকথার আদি ও অন্তে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-যুগসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। বাদশ-আলবর ।০
১৫। ভাক্তারবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৩। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
২৪। বেদান্তত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দ্বাপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি /০
৩৭। গীতাবলী /০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৯। সাধনকণ /০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৪১। নবদ্বীপশতক /০
৪২। অর্থপঞ্চক /০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৫। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য
এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
৫৯। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্
৬০। তত্ত্বসূত্রম্
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম
৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ প্রবন্ধঃ
৬৩। সারাংশবর্ণনম্ ৫০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ৷০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফোলজি অ্যাণ্ড
অণ্টলজি ৷০
৬৮। ভিদেটিক ওয়ান্ডস ৵০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭০। বৈষ্ণবীজম ।০
৭১। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। থিয়োটিক প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড
অ্যাবেন্ডেড ডিভোশন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী /০
৮০। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অনবাদ্ধ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, জি, দত্তের
অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন সময়ে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, জি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা,—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়
শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাজেল, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, রোগ মুক্ত হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।॰ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধান
ভিক্ষা ৩॥॰ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই পৌষ, বুধবার, ১৩৪১, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৪৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:०:—

ধুতুরা খাইয়া বালকের মৃত্যু

প্রকাশ যে, জননীর অসাবধানতার ফলে দুই বৎসরের একটী বালক ধুতুরার বীজ ভক্ষণ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ছেলেটীর পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণধন দত্ত, নিবাস নাটোরের কাছুয়াকাঠি বালকের মাতা শুষ্ক ধুতুরার গাছ জ্বালানী কাষ্ঠ রূপে ব্যবহার করিতেছিলেন এই গাছের মধ্যে কয়েকটি ধুতুরার ফলও ছিল। জননী যখন অসতর্ক ছিলেন তখন বালক এই ধুতুরার ফল ভক্ষণ করে। ইহার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথায় তিন ঘণ্টার মধ্যেই সে মারা যায়।

চুরির অপরাধে ৯ বৎসর কারাদণ্ড

আলীপুর চিড়িয়াখানায় কোনও শিশুর সোণার বালা ছিনাইয়া লইয়া যাইবার অপরাধে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল কে সেন নারায়ণ পাঠককে ৯ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রকাশ, শিশুটি তাহার মার কোলে ছিল এবং একটী ব্যাঘ্র দেখিতেছিল। ব্যাঘ্রটী গর্জন করিয়া উঠিলে একটী গোলমালের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে আসামী শিশুর হাত হইতে তাহার সোণার বালা ছিনাইয়া লইয়া যায়। ইহা শিশুর ঠাকুরমার দৃষ্টিগোচর হইলে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীর নিকট ঐ বালাটী পাওয়া যায়।

মুক্তির পর আসামীকে ২ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশের নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইবে।

সমগ্র পরিবার নিহত

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত মামোট নামক গ্রাম হইতে এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, একদল ডাকাত কুঠার ও রিভলবার লইয়া রাত্রে এক সঙ্গতিপন্ন মুচির বাড়ীতে হানা দেয় এবং বাড়ীর সমস্ত লোককে (চারি ব্যক্তিকে) টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করে। মৃতদেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য ক্যাম্বেলপুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

নিদ্রিতাবস্থায় কুঠারাঘাতে নিহত

কুসংস্কারের ফলে এক নিরীহ গ্রামবাসীর নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ার সংবাদ বেতুল জেলার অন্তর্গত ভালদেহী গ্রাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ, কাংকুর জাতীয় চারি ব্যক্তি তাহাদের এক প্রতিবেশীকে সন্দেহ করে যে, সে ইচ্ছা করিলেই লোককে মারিয়া ফেলিতে পারে। তাহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইবার জন্য তাহারা বেতুলের সাবডিভিশনাল অফিসারের নিকট যায়। তিনি তাহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন। চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া রাত্রে উক্ত প্রতিবেশীর বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহাকে নিদ্রিত অবস্থায় কুঠারাঘাতে হত্যা করে। তাহার কন্যা ও জামাতা পুলিশে সংবাদ দেয় এবং পুলিশ এই সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত চারি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

সাধুর অদ্ভুত প্রতারণা

৩নং ব্রাহ্মণ পাড়া লেনের বাবু পঞ্চানন মল্লিককে জনৈক হিন্দুস্থানী সাধু সাজিয়া প্রতারণা করে। পুলিশ এই সম্পর্কে জোর তদন্ত করিতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ আসামী উক্ত পঞ্চাননবাবুর বাটিতে প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিবৃন্দের রোগে চিকিৎসা করিত। এই প্রকার কার্য্যের দ্বারা আসামী প্রতারিতব্যক্তির বিশ্বাস উৎপাদন করে। প্রকাশ যে, অভিযোগকারী বেশী বেশী রোগে ভুগিতেছিল। উক্ত সাধু তাহাকে ঐ রোগের ঔষধ দিতে চাহে এবং তজ্জন্য সে ৪০ তোলা সোনা, কিছু রূপা ও তামা চায়। সাধুকে ঐ গুলি দিলে সে উহা একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া অভিযোগকারীর একটি অন্ধকারময় নির্জ্জন গৃহে জ্বাল দিতে থাকে। পাত্রটীর তলা ভাজিয়া পরের দিন আসিয়া সে উহা আবার জ্বাল দিবে বলিয়া চলিয়া যায়। সাধু আর প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে অভিযোগকারীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সে মৃৎপাত্রটি পরীক্ষা করিয়া দেখে যে, উহার মধ্যস্থ দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে। তখন সে উক্ত সাধু কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে পুলিশে সংবাদ দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী ব্যয়

বিগত শনিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রকুমার দাসের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক বলেন, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্য্যন্ত তিন বৎসরে যথাক্রমে ২০৭৮৭৬৲ টাকা, ২৬৪০১৯৪৲ টাকা এবং ২৬২০৪৫৩৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের আত্মহত্যা

রেঙ্গুন মিয়াউঙ্গমিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কায়াব ব্লিগেড পার্টির লিডার ইউ. মঙ মঙ সিন, থানগণে নিজ ইউনিফর্ম পরিধান করিয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহার পকেটে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ইউ বা সিনের নিকট লিখিত একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। ঐ চিঠিতে লিখা হইয়াছে যে, আর্থিক দুরবস্থার জন্য তিনি ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছেন।

প্রাথমিক পল্লী-শিক্ষা আইন

গত শনিবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মৌলবী তমিজুদ্দীন খাঁর প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খান বাহাদুর এম আজিজুল হক বলেন যে, ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় প্রাথমিক পল্লী-শিক্ষা আইন অনুযায়ী পরিকল্পনা ১৯৩৪ সালের এপ্রিল হইতে বীরভূম, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া জিলায় এবং ১৯৩৪ সালের অক্টোবর হইতে ঢাকা জিলায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাস হইতে উক্ত পরিকল্পনা নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রবর্ত্তিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই নোটিশ জারী করা হইয়াছে।

নিখিল বঙ্গ বেকার যুব-সম্মিলনী

নিখিল বঙ্গ বেকার যুব সম্মিলনীর (২য় বার্ষিক) অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চৌধুরীর চিঠির উত্তরে বাঙ্গলার লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিমন সাহেব জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গালার কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় নবাব কে জি এম ফারোকী খাঁ বাহাদুর আগামী ২৬শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকায় এলবার্ট হলে নিখিল বঙ্গ বেকার যুব সম্মিলনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৩৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৭৬	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

-প্রকা[শ]

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	৷৹	৷৵৹	৷৶	
,,	,, ইঞ্চ		১৷৹		
,,	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	[illegible]	[illegible]
,,	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	[illegible]	[illegible]
,,	১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চ ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৸০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৯ম বর্ষ } ৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৬শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ বুধবার } ২৪৭শ সংখ্যা

রেঙ্গুণে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী

গত ১৬ই ডিসেম্বর রেঙ্গুণ সহরস্থিত পৌনাবস্তির অধিবাসী ভদ্রবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে স্থানীয় বিবেকানন্দ ক্লাবে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কে, সি, ঘোষ মহাশয় অ্যাডভোকেট শ্রীযুত কে, সি, সান্যাল এম-এ, বি এল, মহোদয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীযুত কে, সি সান্যাল এম্-এ, বি-এল, মহোদয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামিজীগণের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলেন—বর্ত্তমানে গৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পৃথিবীর একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ইঁহাদের মূলমঠ—কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-ক্ষেত্র নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ। ভারতে ইঁহাদের প্রায় ৫০টী প্রচার-কেন্দ্র ও বহু শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। অন্যূন ৫০০ শত আচারবান্ প্রচারক বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের বাণী নিরন্তর প্রচার করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহারা বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রচার করিয়া এবং নানাস্থানে চৈতন্যশিক্ষাগার স্থাপন করিয়াও বিমল প্রেমের বাণী প্রচার করিতেছেন। আজ আমাদের বড় সৌভাগ্য—বহু দূরে পতিত আমাদের নিকট সেই মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করাইবার জন্য ইঁহারা এত পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন। এই সন্ন্যাসী মহোদয়গণের নিকট আমরা এর জন্য চিরকৃতজ্ঞ। ইঁহারা আজ কৃপা করিয়া আমাদের নিকট শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিবেন। ইঁহাদের সম্যক্ পরিচয় আমি অবগত নহি। ইঁহাদের মুখেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্যক্ পরিচয় পাইবেন। তবে একমাত্র জানি, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে বাণী আছে—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' সেই বাণী আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারাই প্রচারিত হইতেছে।

তৎপরে বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ আত্মধর্ম্মানুশীলনের তপোবন। বিধাতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান দ্বারা এই তপোবন রচনা করিয়াছেন। ভারত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্মগুরু। ভারতের গৌরবের বিষয় যদি ভারতবাসী আমরা অনুশীলন না করি তবে আমাদের মত দুর্ভাগা আর কে আছে? সর্ব্বসমস্যার সমাধানকারী শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণে বঞ্চিত থাকিলে সর্ব্ব-সমস্যার ভীষণ দাবানলে আমাদিগকে দগ্ধীভূত হইতে হইবে—প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়া প্রায় ২ ঘণ্টাকাল স্বামীজী মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য হইতেও মধ্যে মধ্যে আনন্দ-সূচক করতালি-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

অনন্তর সভাপতি মহোদয় স্বামীজী মহোদয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইঁহারা যে আজ ব্রহ্মদেশের শ্রীচৈতন্যনামকে বরণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবার জন্য সচেষ্ট তজ্জন্য এ দেশবাসী ইঁহাদের নিকট চিরঋণী। রেঙ্গুণ করপোরেশনের অ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চেঙ্গানজী মহোদয় দণ্ডায়মান হইয়া সভার পক্ষ হইতে স্বামীজীগণের পাদপদ্মে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রেঙ্গুণের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ীতে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে। বহু সজ্জন ভাগবত শ্রবণ-পিপাসু হইয়া তথায় যোগদান করিতেছেন। স্বামীজী মহোদয়গণ ও অন্যান্য মঠসেবকগণ রেঙ্গুণের বিভিন্ন স্থানে নিরন্তর হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গঞ্জাম জেলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, আচার্য্য শ্রীপাদ যাদব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ গৌড়ীয় মঠের কতিপয় প্রচারক গঞ্জাম জেলা অন্তর্গত প্রধান পল্লীতে পল্লীতে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার করিতেছেন। ইতোমধ্যে প্রচারকগণ ভড়গান, পঞ্চভূতি, জগন্নাথপ্রসাদ, নিমপদর ও পট্টাধর নামক গ্রাম সমূহে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সমাপ্ত করিয়া ১৩ই ডিসেম্বর বুগুড়া গ্রামে পৌঁছিয়াছেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহে ও চেষ্টায় বাজারের মধ্যে একটী সভার আয়োজন হয়। প্রচারকগণ তথায় গমনপূর্ব্বক প্রথমে শ্রীগৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ বৈখানস মহারাজ 'জীবের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ' সম্বন্ধে উৎকল ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে একটী সভার অধিবেশন হয়। কীর্ত্তন-সমাপ্তির পর কয়েকজন ভদ্রলোক কয়েকটী প্রশ্ন করেন। প্রশ্নমালার উত্তর-প্রদানমুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ঘণ্টাধিককাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর পুনরায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। উক্ত সভায় স্কুলের শিক্ষকগণ, পোষ্টমাষ্টার, ফরেষ্টার, সব-রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ইন্স্পেক্টর, ডাক্তার এবং অন্যান্য ব্যবসায়িগণ প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে পরম প্রীত হন।

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট,
চাকদহ
৬ই পৌষ, ১৩৪১

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৭ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী ১৯৩৫ বুধবার শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব-তিথি। এই উপলক্ষে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যগণ চাকদহে (নদীয়া) শ্রীমহেশ পণ্ডিতের পাটবাড়ীতে তদীয় বিরহ-তিথির অধিবাস এবং ১৮ই পৌষ, ৩রা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মহোৎসব করিবেন। বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিশিষ্ট প্রচারকগণ এই উৎসবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ও কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান

আপনি সবান্ধবে উক্ত দুই দিবস উৎসবে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ।

৭ নভেম্বর শুক্র অনন্ত ৪৪৮

মৌনী কে ?

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি অন্তঃস্থ মনের অভাব-অপূর্ণতা কালে নিরুদ্বিগ্ন থাকেন, জড়বস্তুর ভোগ বা ইন্দ্রিয়তর্পণে ইচ্ছাযুক্ত নহেন, যিনি বৈতৃষ্ণ্যক্রমে অভিনিবিষ্ট, তাহা হইতে ভীত এবং বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ নহেন সেই স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন জীবই 'মুনি'-পদবাচ্য। ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থ-জীবনে নানাপ্রকার রাগ, ভয় ও ক্রোধ বিশিষ্ট। জড়সুখ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া জড়ভোগ-পারবারে ব্যস্ত থাকেন। এই অখিল অবস্থা হইতে উন্মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে জীব যখন গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করেন, তখন তাঁহাকে বানপ্রস্থ বনচারী মুনি বলে। যে গৃহস্থ অন্যের অপত্য দর্শন করিয়া পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জড়ের অনিত্যতা উপলব্ধি করতঃ হরিভজনোদ্দেশ্যে বনে গমন করেন, তাঁহার বুদ্ধিই মুনিবৃত্তি। মুনিবৃত্তিধারণই জনক মৌনী।

দেহ ও মন পারবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর উপাধিদ্বয়। বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহই সৎ-শব্দবাচ্য নহেন, এজন্যই সৎসম্প্রদায়ের আচার্য্যবর শ্রীরামানুজস্বামী নিজ সম্প্রদায়কে সৎসম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন। মায়াবাদী ও কর্ম্মফলভোগী অসচ্ছব্দবাচ্য, যেহেতু তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলী স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে আবদ্ধ। বৈষ্ণব নিত্য স্বরূপের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসেবাতৎপর বলিয়া একমাত্র সজ্জন-পদবাচ্য।

সজ্জন বাহ্যজগতের বিক্রান্তি-সমূহ হইতে সুদূরে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবৎসেবা নিরত। বাহ্যজগতের উচ্চধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি উচ্চধ্বনি-সমূহের সহিত যোগদান করেন না; তিনি নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে বা স্বরবর্জ্জিত হইয়া ভগবদ্ভজন করেন; বাহ্য উপাধিদ্বারা আপনাকে ভোক্তা অভিমান করেন না। ভাবনাযের উচ্চরবসমূহ তাঁহার মৌনব্রত ভঙ্গ করে না। প্রজল্প তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; কিন্তু অবৈষ্ণব বাহ্যে মৌনব্রত হইয়াও প্রকৃতপ্রস্তাবে মৌনী হইতে পারেন না। অবাক বাগ্‌বেগ সজ্জনকে কর্ণ আকৃষ্ট করিয়া কপট মৌনী করে। শব্দান্তরে হরিধ্বনিতে দশদিক মুখর করিয়াও তিনি মৌনীরাজ। কল্যাণ—

শুক্র এই গীতটী মৌনীগণের আদর্শ হউক—

"বৈষ্ণব চরিত, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে,
থাকে সদা মৌন ধরি'।"

সজ্জন প্রজল্পী নহেন। যে সকল কথা হরিসেবার তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে, তাদৃশ বাক্য-সমূহই প্রজল্প। ভগবদ্ভক্ত সেবা-তাৎপর্য্যময় সুতরাং বাহ্যিক যাবতীয় কথায় তিনি মৌনী; ইতরাগের আক্রমণ তাঁহার মৌন ভঙ্গ করে না। আত্মারাম মুনিগণ জড়ীয় গ্রন্থিশূন্য হইয়া ভগবানের নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। মুক্তপুরুষগণের জড়াকর্ষণযোগ্যতা নাই। তাঁহারা জড়ের অভিনিবেশরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ধামে হরিসেবা করেন। সজ্জন হরিসেবা করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবাপর বৈষ্ণবগণকে আহ্বান করেন বলিয়া তাঁহার মৌনব্রত বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার মৌন-ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয়, এ ধারণা ভ্রমমূলক। সজ্জন মৌনী হইলেও বৈদিক ও লৌকিকী যাবতীয় ক্রিয়াসমূহ হরিসেবায় অনুকূলভাবে নিযুক্ত করেন। হরিকীর্ত্তন করিতে গেলে সজ্জনের মৌন বাধাপ্রাপ্ত হয় না, পরন্তু মুনির সেবা-প্রবৃত্তি না থাকিলে তিনি নিজের মৌনব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হ'ন না। সর্ব্বগুণগণ বৈষ্ণবশরীরেই আশ্রিত, অবৈষ্ণবে তাৎকালিক গুণ দেখা গেলেও সেই গুণগুলি স্থায়ী নহে। অচ্যুতাশ্রয়তা বা কৃষ্ণৈকশরণতা ছাড়িয়া অন্যান্য গুণের নিত্য অবস্থান সম্ভবপর নহে। যেখানে গুণগুলি নিত্য, সেখানে অবৈষ্ণবতার সম্ভাবনা নাই এবং যেস্থলে হরিসেবার অভাব, তথায় গুণগুলির পরিণাম অনিত্যস্থায়ী। সজ্জনেরই সদ্গুণ এবং সদ্গুণশালীই সজ্জন এই দুইটী অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু সজ্জনতা ও তাৎকালিক গুণের ক্ষণিক অধিষ্ঠান এক তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে। সজ্জনেই প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্যকাল মৌনিত্ব আছে।

"সরস্বতী-জয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৪৯)

৮ই নভেম্বর—পূর্ব্বাহ্ণ

৮ই নভেম্বর প্রাতঃকালে ভোর ৫টার সময় বেরিলী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত শিষ্য রায় বাহাদুর মদনগোপাল সন্দনা, (বেরিলী ৫ম বিভাগের Fifth-Division) সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন লালসায় "গঙ্গা ভবনে" আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি প্রৌঢ় বয়সে স্ত্রী-বিয়োগে ব্যথিত হইলেও শ্রীগুরু পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা তাঁহাকে শোক বা মোহে অভিভূত করিতে পারে নাই। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অন্তরের ভাব লক্ষ্য করিয়া ইংরেজী ভাষায় তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন ও তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করেন।

আত্মতত্ত্বের বিচার হওয়া দরকার। আত্ম-তত্ত্ব বিস্মৃতিক্রমে অনাত্ম প্রতীতি প্রবল হইয়াছে। তৎফলে মন আত্মার ভৃত্য হইয়াও প্রভু সাজিয়া বসিয়াছে। আত্মার কার্য্য কি মনের কার্য্য কি, ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য কি, কর্ণের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-শব্দ-শ্রবণের ফল কি, বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত পার্থিব শব্দের ভেদ কি, পার্থিব-শব্দ ভোগের বস্তু আর বৈকুণ্ঠ-শব্দ সেবা বস্তু, পার্থিব শব্দের উপর ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া আর ইন্দ্রিয়গণের উপর বৈকুণ্ঠ-শব্দের ক্রিয়া, প্রকৃত সদ্গুরু স্বচ্ছ, প্রকৃত সদ্গুরুর সাহায্যে ভগবদ্দর্শনের নিশ্চয়তা অসদ্গুরু অস্বচ্ছ, অসদ্গুরুর অস্বচ্ছতা ভগবদ্দর্শনে বাধা জন্মায়, মন জড়াভিনিবিষ্ট হওয়ার ফল কি, মায়া কি বস্তু, মায়ার কার্য্য কি, সাধুদিগের কার্য্য কি, জাগতিক বিদ্যার মূল্য কতটা, পরমার্থ পথে তাহার সার্থকতা কতদূর, আত্মার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আবদ্ধতা প্রভৃতি অনেক বিষয় শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৮ই নভেম্বর—অপরাহ্ণ

গত ৮ই নভেম্বর অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদ এই মর্ম্মে হরিকথা কীর্ত্তন করেন—কৃষ্ণকে যদি কাহারও জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার সর্ব্বোত্তম ভক্তের কথা জানিতে হইবে। পাঁচ প্রকার রসের কথা আপনারা শুনিয়াছেন। ভাবের উদ্দীপন হইতে বিভাব, অনুভাব আসিয়া পড়ে এবং রসের প্রকাশ হয়। যদি পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি হইবার ইচ্ছা করি, তবে সে জিনিষটা পাওয়া যাইবে না। বিচার হ'চ্ছে, আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু কি? পশুদের মত যদি থাকি, তবে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা কি হইল? কর্ম্ম-প্রবৃত্ত ও জ্ঞানপ্রবৃত্ত মানুষের সিদ্ধান্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণের অনুশীলনের কথা বলিয়াছেন—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতম্।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ করা দরকার। তাহাতে পরাভক্তি লাভ এবং হৃদ্রোগরূপ জড়-কামের বিনাশ হয়।

মানুষের খাওয়া দাওয়া ব্যাপার হইতে কি-প্রকারে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। এ জন্য গোস্বামীগণ কৃষ্ণকথা শুনিবার কর্ণ পাইয়াছি। জগতে কৃষ্ণকথার খুবই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে কেন? কৃষ্ণভক্তের কথা আমরা জানি না বলিয়াই এই অবস্থা। মাথার এমন বন্দোবস্ত আছে, যাহাতে ঐ ভাল কথা অর্থাৎ কৃষ্ণকথা শুনিতে না পাওয়া যায়। শ্রীল দামোদর-স্বরূপ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে আবার শ্রীল রঘুনাথ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে সেই সব কথা বলিয়াছিলেন। কৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় যে বস্তুশক্তি, তাঁদের কথা শুনিলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে। কৃষ্ণের প্রিয়তম বস্তুর দয়ার পরিমাণটা কতদূর আছে সেইটা জানা দরকার। কৃষ্ণের প্রিয়তম বস্তুতে মৎসরতার স্থান নাই।

যে আমাকে যতটা কৃষ্ণভজনে বাধা দেয় তাহার ততটা কৃষ্ণভক্তির অভাব আছে বুঝিতে হইবে। আবার উল্টা বিচারে যাহার কৃষ্ণভক্তির অভাব আছে সেই আমাকে কৃষ্ণভজনে বাধা দিবে। শ্রীমতী রাধিকা পরম মাৎসর্য্যময়ী—যদি এইরূপ বিচার আমাদের হয় তাহা হইলে অনেক দূরে পড়িয়া গেলাম। বৃন্দাবনে "পৈঠা" বলিয়া যে স্থানটা দেখাচ্ছে, কৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে চলিয়া গিয়া সেখানে লুকাইয়াছিলেন। গোপীগণ খুঁজিতে খুঁজিতে যখন সেই স্থানে পৌঁছিলেন তখন সেখানে কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ-রূপে দর্শন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের কৃষ্ণ নয় জানিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকা যখন সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন তখন কৃষ্ণের দুই হাত হইয়া গেল। রাধিকার দুই হাত ও কৃষ্ণের দুই হাত মিলিয়া কৃষ্ণের চার হাত হইয়াছিল। এখন রাধিকা আসাতে সেই দুইটী হাত পৃথক্ হইয়া গেল।

সাধুগণ লোকের মঙ্গলপরায়ণ। তবে এখানে কি রাধিকা মৎসর? গোপীগণের নিজসুখবাঞ্ছা নাই। রাধিকার কাজ হচ্ছে, যে গোপী রাধিকার ষোল আনা অনুগত সেই গোপীর সহিত কৃষ্ণের মিলন করাইয়া দেওয়া। রাধিকা অত্যন্ত করুণাময়ী, গোপীর যাহাতে কৃষ্ণসুখলাভ হয়, এই তাঁহার চেষ্টা। সাধুদিগেরও চেষ্টা যাহাতে দুর্গত জীব কৃষ্ণসঙ্গসুখ লাভ করিতে পারে। শ্রীমতী রাধিকার মত সাধুদিগেরও নিজের কোন সুখবাঞ্ছা নাই।

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

রাধিকা কৃষ্ণসুখে সুখী, সেই সুখ ব্যতীত তাঁহার অন্য সুখ নাই। গোপীর সুখে কি তিনি বাধা দেন? না, তিনি গোপীদের কৃষ্ণসুখ পাইয়ে দিবার চেষ্টা করেন। শৈব্যা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কতক গুলি গোপী বিপক্ষসেবার অভাব-হেতু রাধিকার আনুগত্য ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিয়াছিল। কিন্তু নিজ সুখবাঞ্ছাহেতু রাধিকার আনুগত্য পরিত্যাগ করার দরুণ তাহাদের সুবিধা হয় নাই। এ ক্ষেত্রে রাধিকার মৎসরতা প্রকাশ হয় নাই। তিনি উঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐরূপ অসুবিধার মধ্যে তাহাদিগকে ফেলিয়াছিলেন।

তাঁহার অনুগত ব্যক্তিদিগের উপর শ্রীমতী রাধিকার প্রচুর করুণা আছে। তিনি সন্ধ্যাকালে গোপী ধনিষ্ঠার হাত দিয়ে কৃষ্ণকে মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেছেন, নিজে যাইতেছেন না। ধনিষ্ঠা সেখানে সম্ভোগ-বতী। কৃষ্ণের নিকট রাধিকার নিজের সম্ভোগময়ী বৃত্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। আবার অন্য ব্যক্তিকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাহাদের সম্ভোগ (দর্শন) সুযোগ দিতে-ছেন। তাঁর (রাধিকার) মত দয়াশীলা আর কেহ নহেন।

শ্রীমতী রাধিকা নন্দ-যশোদাকে কৃষ্ণ-সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মধুর রতিতে ভজনের দ্বারা অন্যান্য সেবকগণের অন্যান্য সকল রতিতে ভজনের সুযোগ কাড়িয়া লইতে পারেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন না, কারণ তিনি যে অত্যন্ত দয়াশীলা।

কর্ম্মজ্ঞান-পিপাসা যদি কিছুমাত্র থাকে, তবে এ সব কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারি-বেন না। এ সব কথা এখন শুনিবার যোগ্যতা না হইলেও, শুনিয়া রাখুন, সময় হইলে বুঝিতে পারিবেন। একটা সার ... যে সকল লোক ভক্তি-... করিতেছেন, (যদি মঙ্গল চান্) তবে তাঁহাদিগের সেবা করাটাই দরকার। আর ... যাহারা ... তাহারা হরিসেবা করে না, তাহাদের সেবা করাটা বড় ক্ষতি হইতে পারে যায়, অতএব মঙ্গল। রাধা-দাস্যটি একমাত্র প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে করিতে যদি এই সব কথা বুঝিতে না চান্, তবে মনুষ্য জীবনটাই বিফল। রাধিকার কৃপালাভ করিতে পারিলেই সব সুবিধা হইয়া যাইবে। আবার সেই কৃপালাভ করিতে হলে শ্রীচৈতন্য-দেবের (যিনি রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু) পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেই সব সুবিধা হইবে।

(এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ তীর্থ-মহারাজকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ৪র্থ অধ্যায় পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। তীর্থ মহারাজের পাঠ শেষ হইলে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—)

ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ এই চারিটীর জন্য মানুষ ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া থাকে। ধর্ম্মার্থকামের ফলটা আমার এবং মোক্ষ-প্রাপ্তিতেও ফলটা আমার। এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তিতে যাহারা ইচ্ছুক তাহারাই কামুক।

আমরা ঠাকুর দর্শন করিতে যাই, ঠাকুর দর্শন করিয়া নিজেরা সুখী হইতে চাই। কিন্তু এরকম বিচারটা ঠিক নয়। ঠাকুরদর্শন কি রকম হওয়া দরকার?

"আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥"
(চৈঃ চঃ আঃ ৪,১৯১)

শেষে আমার বক্তব্য, আমার যে নৈবেদ্য ছিল তাহা আপনারা গ্রহণ করিলেন কি না। রাধিকার কৃপা না হইলে কোন রসে কাহারও কৃষ্ণসেবা পাইবার অধিকার হ'বে না।

শ্রীমতী সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবাপরায়ণা, তাঁহার সেবার সহিত তুলনা কাহারও হয় না। কৃষ্ণের যেখানে যত সেবক আছেন, তাঁদের সব চেয়ে বড় হচ্ছেন রাধিকা। তাঁ'র কৃপা ব্যতীত কাহারও কিছুই সুবিধা হবে না। লোক সু'নন্দন আত্মার একমাত্র কর্ত্তব্য তাঁ'র সেবা করা। শ্রীল দাস গোস্বামীপ্রভুর "আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ ইত্যাদি" শ্লোক অনুধাবন করুন। তিনি বলছেন, আমি কৃষ্ণ, ব্রজ প্রভৃতি কিছুই চাই না—যদি রাধিকা আমাকে ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ না করেন, যদি তিনি আমাকে কৃপা না করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের নিম্নলিখিত শ্লোকে অল্পকথায় আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের কথাটা কি তাহা জানিতে পারি।—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

কৃষ্ণপ্রেমের অনুসন্ধান ব্যতীত কৃষ্ণ-সেবার কোন সন্ধান হইবে না। হরিতে যদি কোন প্রকার ঔদাসীন্য হয়, তাহা হইলেই বিষয়-সেবা আসিয়া পড়িবে এবং বিষয়ের প্রভু হইবার ইচ্ছা হইবে। "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" মহাপ্রভু-কথিত এই শ্লোকটী বিচার করিবেন। অসৎ-সঙ্গ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়, কৃষ্ণসেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করা দরকার। আবার সেই কৃষ্ণসেবালাভের জন্য তাঁহারই প্রেষ্ঠের আনুগত্য ও কৃপা দরকার।

যেমন বৎসল-রসের বিচারে নন্দের কথা আছে। নন্দ মহারাজ স্বাভাবিক নিজ-সেবাপ্রবৃত্তি দ্বারা জন্মাবধি কৃষ্ণের সেবা করবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। তাই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ সেই নন্দ মহারাজের আনুগত্যের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

নন্দের নন্দন কৃষ্ণ; গোষ্ঠবিহারী কৃষ্ণ, গোপীবল্লভ কৃষ্ণ - কৃষ্ণের এই তিন লীলায় তিন রকমের লোকের সেবা আছে। তাই মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

কৃষ্ণভজন অপেক্ষা তাঁর আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে ভজনটা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। রূপানু-গত্য করিলেই চৈতন্যদেবের সেবা হ'বে। তদ্বিপরীত হ'লে সেবা হ'বে না। মঙ্গলের নাম ক'রে যাহারা অমঙ্গল বরণ করিবে, তাহারা কৃষ্ণভজন ছাড়া অন্যের ভজন করিবে।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

কিন্তু কৃষ্ণভজন কে করিবে? আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী—এই চার প্রকারের লোক কৃষ্ণভজন করে। "গজেন্দ্র-মোক্ষণ" উপাখ্যানে গজেন্দ্র একজন আর্ত্তের দৃষ্টান্ত, ধ্রুব অর্থার্থীর দৃষ্টান্ত, শৌনকাদি ঋষিসকল জিজ্ঞাসুর দৃষ্টান্ত এবং সনক, সনন্দন প্রভৃতি চতুঃসনগণ জ্ঞানীর দৃষ্টান্ত।

গম্ভীর সমুদ্রবক্ষে

(১)
নীলাম্বুধিবক্ষে কি আনন্দ আজ
অর্ণব তরণী-কক্ষে।
জীবনের মত কি হেরিনু আহা
অপূর্ব্ব কাহিনী চক্ষে॥

(২)
জানিনাকো আহা এরা কি মানব?
কোথা হ'তে কোথা যায়।
দেখি নাই কভু, শুনি নাই কর্ণে
হেথা কি গোলোক ভায়॥

(৩)
হরিনাম-রবে মাতিল তরণী
মৃদঙ্গের ধ্বনি সহ।
হিন্দু কি অহিন্দু সকলি নাচিল
বাকী না রহিল কেহ॥

(৪)
বিস্মিত হইয়া কেহ বা কহয়
এদেরে দেখিলা যেহ।
নিশ্চয় কহিনু সেই মহাজন
মহান্ তাঁ'-সম নেই॥

(৫)
কেহ বা সমক্ষে, কেহ অন্তরীক্ষে
প্রণত হইল মনে।
ধন্য শ্রীচৈতন্য ধন্য ভক্তবৃন্দ,
ভক্তি দেহ ও-চরণে॥

(৬)
ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ, তব নিজজন
অবতরি' এ ভুবনে।
ধরার সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-মঠ
স্থাপিতেছে সর্ব্বস্থানে॥

(৭)
জরামৃত্যু-গ্রস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা-যুক্ত
দীননেত্র ভাগ্যহীন।
সর্ব্বত্র কাঙ্গালী হাহাকার করি'
ধাক্কা ফিরে অতি দীন॥

(৮)
ওহে দাতৃবর, হরিনাম-প্রেম
দানিছ জগত-মাঝে।
নাশি' ভবরোগ ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক
যাচিয়া যাচক-সাজে॥

(৯)
নগরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
স্বজনে প্রেরণ করি'।
সর্ব্বত্র দিতেছ এক্ষার দুর্লভ
হৃদয়-রতন হরি॥

(১০)
নির্ব্বিশেষ বাদে নাস্তিকিই সব
দেখিয়া জগতমাঝে।
তব অনুগত পাঠাইয়া দিলে
প্রিয়, নোম মহারাজে॥

—শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ।০
১৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
১৮। ভজন-রহস্য ॥০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ ও (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৩। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
২৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৯। সাধনকণ ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ৴০
৪২। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৶১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্‌ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৩। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্‌ অন্‌ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৬৮। ভিদেটিভ ওয়ার্ড্‌স্‌ ।৵০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৭১। রোথাট্‌ গৌড়ীয়মঠ উইথ্‌ দেম্‌ ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। হয়োটিক্‌ প্রিন্সিপল্‌ অ্যাণ্ড আবেলরেড ডিভোশন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্‌) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) যাহার প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনাদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
৭৪ P. N. ৩৪।৩৫ সার্টিফিকেট আদালত		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমতী সুনিবালা দেবী	৭৫।৵১১	১১।২।৩৫	জমাই জমি	থানা চাকদহ মৌজা রায়েরপুর	২০৫ খতিয়ান		১০/০	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
১১৪ N. R. ৩৩।৩৪		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মনোরঞ্জন মুখোটি নাবালক	৮৮৵৬	১১।২।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী নিষ্কর	থানা শান্তিপুর ব্রহ্মশাসন মৌজা	১৬ খতিয়ান	-৮৮	নিষ্কর	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৫৪ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	ভিক্ষু ফকির	২২	১২।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা জিবননগর মৌজা উমাপুর	১১৬৩ খতিয়ান	-৮৭	২৸৵৩	ঐ
৩১ P. N. ৩৪।৩৫		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	কেদার মণ্ডল	৮৪/১০	১২।২।৩৫	জমাই জমি	থানা হরিণঘাটা মৌজা কৃষ্ণবেলিয়া	৩১ খতিয়ান		৷৵০	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
২২ R. P. ৩৪।৩৫		আর, পাল চৌধুরী	কাঙ্গালী কপালি	৭৮৷৵৯	১২।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজা রুদ্রপাড়া	৩৩৭ খতিয়ান	১-৯৮	১২৲	আর, পাল চৌধুরী
৫৬ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	সতীশচন্দ্র ঘোষ	২৫৶৬	১২।২।৩৫		থানা জিবননগর মৌজা উমাপুর	৫৬৬ খতিয়ান	১-৯৭	৩৷৶০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৫৭ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	ভুবন ফকির	১৮/৯	১২।২।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা ঐ	৫১২ খতিয়ান	-৪১	৸/৯	

টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার · নদীয়া-জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৪৮-শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

নিখিল ব্রহ্ম ভারতীয় সম্মেলন

রেঙ্গুনে আগামী ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর নিখিল ব্রহ্ম ভারতীয় সম্মেলন হইবে। তৎসম্পর্কে যে সব সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহাদের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 'লোডন পার্কে' ১০,০০০ লোকের স্থান হইতে পারে, এমন একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ হইতেছে। ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্যাণ্ডেলের সমস্ত ব্যবস্থা শেষ হইবে। সাব কমিটি অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য সংগ্রহে খুবই ব্যস্ত আছেন।

জমী লইয়া বিবাদের জের

হায়দ্রাবাদ মহাবুব নগর হইতে সংবাদে প্রকাশ যে, মোসাপেট গ্রামে এক হাঙ্গামায় গুলীর আঘাতে একজন লোক নিহত এবং তিন জন (তন্মধ্যে একজন পুলিশের লোক) আহত হইয়াছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, রেড্ডী সম্প্রদায়ের দুইটী পরিবারের মধ্যে কয়েক খণ্ড জমী লইয়া বিবাদ হয় এবং বর্ত্তমানে উক্ত বিষয় লইয়া আদালতে মামলা চলিতেছে। এরূপ প্রকাশ যে, বিবদমান দল দুইটির মধ্যে একটী পুলিশের রক্ষণাধীনে ফসল কাটিবার জন্য ক্ষেতে যায়। অপর দল তাহাদের সমর্থকদিগকে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নিকট হইতে তাহাদের কার্য্যের কৈফিয়ৎ তলব করে। উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়; পরে উহা হাতাহাতিতে পরিণত হয় এবং একপক্ষ অপর পক্ষের উপর রাইফেলের গুলী চালায়। আরও প্রকাশ যে, আততায়ী বলিয়া বর্ণিত লোকেরা অতঃপর পলায়ন করে, কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তিনজন লোককে গ্রেপ্তার করে। রাইফেলের গুলী চালনার ফলে চার জন লোক আহত হয়। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মহাবুবনগর জিলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তথায় একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অপর একজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ।

রাজবন্দী প্রদ্যোৎ কুমার

গাইবান্ধার রাজবন্দী শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বিশ্বাসকে ইতিপূর্ব্বে রঙ্গপুরের কারমাইকেল কলেজে পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল ইদানীং তাঁহাকে নোয়াখালী জেলার কোন পল্লীতে অন্তরীণ থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে; এই আদেশ পাইয়া তিনি রঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

বগুড়ায় ছাত্র গ্রেপ্তার

বগুড়া থানার এলাকাধীন মাজহিরা গ্রামের অধিবাসী শ্রীযোগিনী কান্ত তরফদারের পুত্র শ্রীবিজয়কান্ত তরফদার গাইবান্ধা হাই স্কুলের ছাত্র। ২০শে ডিসেম্বর তাহার পল্লী গ্রামের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রাম হইতে সহরে আনিয়া তাহাকে স্থানীয় জেলে আটক রাখা হইয়াছে। তাহার গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, ৮০ বৎসর বয়স্ক বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ সম্প্রতি এলষ্ট্রি নামক স্থানে চলচ্চিত্রের জন্য অভিনয় করিয়াছেন। মাইক্রোফোন ও ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি একাদিক্রমে ৭ মিনিট কাল বক্তৃতা করিয়া এক রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন।

ইনষ্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য এই ফিল্ম খানি তৈয়ারী হইতেছে। ইহাতে স্যার অলিভার লজ এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, যাহাতে বৈজ্ঞানিক জগতে বিতর্কের সূচনা হইবে।

সাইকেলে ভারত ভ্রমণ

মিঃ ডি এল নাগ ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গত ২রা ফেব্রুয়ারী সাইকেলযোগে রেঙ্গুণ হইতে যাত্রা করেন। মধ্য ভারত ও উদয়পুর হইয়া তিনি বোম্বাই যাইবেন। তথায় একাদিক্রমে ৭০ ঘণ্টা সাইকেল চালাইতে তিনি ইচ্ছা করেন। মিঃ নাগ ইতিমধ্যে ব্রহ্ম আসাম, বাঙ্গালা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, দিল্লী এবং জয়পুর ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ১৩ হাজার মাইল ভ্রমণ শেষ হইয়াছে।

স্বর্ণ রপ্তানি

২২শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইল সেই সপ্তাহে বোম্বাই হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় ২ কোটী ৫৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫৮১ টাকার স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে। গ্রেট-ব্রিটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ২১২ কোটী ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ১৮৮ টাকার স্বর্ণ রপ্তানি হইল।

মিঃ কে বি দত্তের সম্মান

পাটনার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ কে বি দত্ত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল যাবৎ আইন ব্যবসায় প্রবৃত্ত আছেন।

সম্প্রতি তাঁহার ব্যবসায়ের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে পাটনা হাইকোর্টের বার কাউন্সিল এক জুবিলি উৎসব সম্পন্ন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে এবং আগামী ২২শে জানুয়ারী উক্ত উৎসবের দিন ধার্য্য হইয়াছে।

'চা' কোম্পানীর অর্গেনাইজার গ্রেপ্তার

১৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ অলিম্পিয়া 'চা' কোম্পানীর অর্গেনাইজার রমণী মোহন দে এবং শ্যামাপদ মুখার্জ্জীকে গ্রেপ্তার করিয়া গত শনিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, ঐ ব্যক্তিদ্বয় বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে জামিন স্বরূপ ৩০০০৲ টাকা আদায় করে এবং তাহাদিগকে তাহাদের কোম্পানীতে চাকুরী দেয়। প্রকৃত পক্ষে উহা জাল কোম্পানী। তাহারা ঐ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জাল পুলিশ কর্ম্মচারী অভিযুক্ত

গোয়েন্দা পুলিশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া বিনা ভাড়ায় ট্রামে যাতায়াত করিবার দাবী করায় এবং তাহার নিকট গোয়েন্দা বিভাগের ও আবগারী বিভাগের পরিচয় পত্র রাখার অভিযোগে ক্ষিতীশ বসু নামক একজন বাঙ্গালীকে উত্তর বিভাগের পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করা হয়। ডেপুটী কমিশনার আসামীকে বিচারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন।

কর্পোরেশনের বেলিফ অভিযুক্ত

গত শনিবার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিশ্বাসভঙ্গপূর্ব্বক ৪০০০৲ আত্মসাতের অভিযোগে কর্পোরেশনের বেলিফ ফণীন্দ্রচন্দ্র নাগকে অভিযুক্ত করা হয়।

২৭শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহাকে পুলিশ হাজতে থাকিবার আদেশ দেওয়া হয়।

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৬,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৬,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-১৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৭		১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-০৪

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৭শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ বৃহস্পতিবার } ২৪৮শ সংখ্যা

সামযিক প্রসঙ্গ

ময়মনসিংহ-জেলায় প্রচার

গত ৩রা পৌষ ১৯শে ডিসেম্বর বুধবার কৈঠাদির জমিদার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সাহা রায় বি-এস্‌সি মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বিরাট্ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ "শ্রীনাম মাহাত্ম্য" সম্বন্ধে ঘণ্টাধিককাল একটী সুগবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত অবিদ্যা-বিধ্বংসিনী হরিকথা শ্রবণ করিয়া এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারবার্ত্তা অবগত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও স্বামীজী মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তৎপরে স্বামীজী মহারাজের আদেশে জনৈক ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা সমবেত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৫ই ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যাকালে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেঠাদি বাজারে শুভবিজয় করেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী এবং ভক্তগণ বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তনসহ স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন।

গত ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার প্রাতে স্বামীজীকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয় এবং সমগ্র বাজার ও পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া বেলা ৯ টার সময় স্বামীজীর অবস্থান স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ সাহা মহাশয়ের গদিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ করেন। পাঠকালে স্বামীজী বলেন— মানব জাতির ভিতর 'শাস্ত্র' বলিয়া একটী শব্দ প্রচলিত আছে। আমাদের আদিম শাস্ত্র—বেদ বা শ্রুতি। যাহা আমাদিগকে শাসন করে তাহাকে শাস্ত্র বলে। এই শাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা জীবন-যাপন করেন, তাঁহারা অপরকে শাসন করিতে পারেন। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মুখে বেদ মানিলেও কার্য্যতঃ বেদবিরোধী কার্য্যাদি করিয়া থাকেন।

বেদে সবিশেষবাদের কথাই আছে। নির্ব্বিশেষবাদীদের কোন কথা বস্তুতঃ বেদে নাই। তবে যাহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে বেদ আলোচনায় প্রধাবিত হয়, তাহারা শাস্ত্রার্থ-নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদী হইয়া পড়ে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবানের আদেশে অসুরমোহন জন্য এইরূপ মায়াবাদ-শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন এবং বেদের চারিটী প্রাদেশিক বাক্য গ্রহণ করিয়া ইহ জগতে পঞ্চ উপাসনার কথা প্রচার করিয়াছিলেন। যখন এই নির্ব্বিশেষ-চিন্তাস্রোতে জগৎ প্লাবিত হইতেছিল সেই সময় শ্রীভগবান্ ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক ইহ জগতে শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার যে বিশেষত্ব বা বিলাস আছে, তাহা জগৎকে জানাইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণ-প্রেমে বিভাবিত হইয়া ভাবময় নিত্যধামের সন্ধান জগৎকে দিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি কাশীধামে মায়াবাদীদের সঙ্গে বিচার করিয়া সবিশেষবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। উঁহারা যে মুক্তির জন্য কতই না জ্ঞানচর্চ্চা করিতেছিলেন, তিনি শাস্ত্র-বিচার-দ্বারা ঐরূপ মুক্তি যে অত্যন্ত ঘৃণ্য তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ একমাত্র ভোক্তা এবং জীবমাত্রেই তাঁহার সেবক। তিনি একমাত্র স্বাধীন ও স্বরাট্ পুরুষ এবং আমরা সকলে তাঁহার অধীন। যখন আমরা তাঁহার কথা ভুলিয়া যাই, তখন তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ার অধীন হইয়া ভোক্তার অভিমানে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করি। ভোক্তার অভিমান করিলেও জীব বস্তুতঃ ভোক্তা নহে; কাজেই ভোগ করিতে যাইয়া সে কিছুমাত্র শান্তি পায় না।

শ্রীভগবানকে জানিতে হইলে তাঁহার পূর্ণ আনুগত্য করিতে হইবে। কারণ, তাঁহার শরণাগতি ব্যতীত তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। বৈষ্ণবধর্ম্ম এই আনুগত্যের ধর্ম্ম। সমস্ত ধর্ম্মই এই বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন ধর্ম্ম নাই।

ইহ সংসারে আমাদের যাবতীয় কর্ম্ম যদি হরিসেবার অনুকূল হয়, তবে 'কর্ত্তব্য'-নামে অভিহিত হইতে প নতুবা সেরূপ কার্য্যের কোন মূল্য নাই

৬। শ্রীযুত মধুসূদন শর্ম্মা (কবিরাজ) বহরমপুর (গঞ্জাম) ১৲

৭। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, মহাতেজা (মেদিনীপুর) ।৹

শ্রীযুক্তা গোলবালা দাসী, রতনপুর, নদীয়া ১৲

৯। শ্রীযুক্তা চারুশীলা দাসী, কলিকাতা ১৲

মহাপ্রভুর সেবা

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

গত ৪ঠা আশ্বিন ও তৎপূর্ব্বে নদীয়া-প্রকাশে উল্লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য মাসিক অর্থ-সাহায্যকারিগণের তালিকা ব্যতীত গত অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত যে সকল সজ্জন ও ভদ্রমহিলা শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় মাসিক অর্থানুকূল্য পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। আমি তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সকল বদান্য সজ্জনগণ ও ভদ্রমহিলাগণের আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদিগের নামও ধারাবাহিকভাবে গৌড়ীয় ও নদীয়া-প্রকাশ নামক পত্রিকাদ্বয়ে যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। বলা বাহুল্য মহাপ্রভুর সেবা-দ্বারা মানবজীবন ধন্য করিবার এই মহাসুযোগ উপস্থিত।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রজবাসী, সেবাকোবিদ)
রক্ষক শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির,
শ্রীমায়াপুর পোঃ, জেলা নদীয়া।

মাসিক আনুকূল্যের হার

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ দাসাধিকারী, [illegible] (নদীয়া) ১৲

২। শ্রীযুক্ত [illegible] পাল, বাস স্থান (বরিশাল) ২৲

৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ, বানারীপাড়া (বরিশাল) ২৲

৪। শ্রীযুত দীনেশ রায়, কলিকাতা ১৲

৫। শ্রীযুক্ত কামদেব দাসাধিকারী, [illegible] (বাঁকুড়া) ১৲

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"
—গীতা।

'খং' অর্থে আকাশ বুঝায়। খং বস্তুও ত' জড়ের মধ্যে পড়িয়া গেল। ঐ আট-প্রকার জিনিষ শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত-বাণী অনুযায়ী প্রাকৃত বস্তু। অতএব বিষ্ণুকে চেতন রাখাই ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া বিষ্ণুবস্তু আমাদের হাতের এ রকম গড়া পুতুল নন! আমাদের মতে এরূপ সাকারবাদই বলুন বা নিরাকারবাদই বলুন —দুইজনেই জড়বাদী।

১০ই নভেম্বর—অপরাহ্ণ

যাঁহারা ভগবানের আরাধনা করেন তাঁহাদের সেবা যদি করা যায় তাহা হইলে ভোগবুদ্ধিটা নষ্ট হইয়া যায় এবং মেপে লওয়া বুদ্ধিটাও থামিয়া যায়। যে লোক মাপিয়া লইতে চেষ্টা করে, সে নিজেকে বড় বলিয়া মনে করে। কিন্তু যেখানে ভগবান্ মাপিয়া লইবেন সেখানে তিনি ত' সাক্ষী, অতএব সেখানে মানুষের আর চালাকি চলিবে না।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি উপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধানরহিত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে। উপাধি—'উপ'-অর্থাৎ সমীপে বা নিকটে ব্যাপকভাবে যাহা বর্ত্তমান থাকে। 'বিনির্ম্মুক্ত' অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে মুক্ত হ'বার কথা বলিতেছেন। তৎপর অর্থাৎ শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আশ্রিত হইলে বা নির্ম্মল হইলে মলিনতা আর থাকে না। হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা অর্থাৎ যিনি আমাদের ইন্দ্রিয়সকলকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন সেই হৃষীকেশের আশ্রয়গ্রহণ করিলে সুবিধা হইবে। তলবকার-উপনিষদে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের ক্ষমতার পরিচয় সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। বায়ু ও অগ্নি তাঁহাদের ক্ষমতার বিষয়ে আস্ফালন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্, ভগবানের শক্তি অপহৃত হইলে তাঁহাদের যে কোন যোগ্যতাই নাই একথা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। পবনদেব অভিমান করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার শক্তির দ্বারা পৃথিবীতে প্রলয় উপস্থিত করিতে পারেন। অগ্নিদেবও অভিমান করিয়াছিলেন যে তিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে পৃথিবীকে ভস্মীভূত করিতে পারেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদের শক্তির পরিচয় দিবার জন্য একগাছি শুষ্ক তৃণ দিয়া পবনদেবকে এবং অগ্নিদেবকে যথাক্রমে তাহা উড়াইয়া দিতে ও ভস্মীভূত করিতে আদেশ করেন। কিন্তু অভিমানদৃপ্ত পবনদেব ও অগ্নিদেব ভগবচ্ছক্তি-বিহীন অবস্থায় উক্ত শুষ্ক তৃণটীকে উড়াইয়া দিতে বা ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। অতএব ইন্দ্রিয় সকলের নিজেদের কোন শক্তি নাই। হৃষীকেশের দ্বারাই হৃষীকসমূহে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে।

———

শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু প্রয়াগ ধামে যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শুনিবার মত তাঁহার যেন কাণ ছিল না, তাই তিনি এইরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করিবার লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। তখন শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু হৃষীকসমূহদ্বারা হৃষীকেশের সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীভগবান আমাদিগকে মায়াদ্বারা আবৃত হইবার যোগ্যতা দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যেরূপ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণকে শক্তি দিয়াছেন সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আরোপ করিয়াছেন।

"লৌহ যেছে অগ্নিশক্ত্যে করয়ে জারণ।"

এখানে সাংখ্যের লেখক বলিয়াছেন 'অসতের অকরণ হেতু'। যেমন দুটী স্ত্রীর দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয় না। সব জিনিষ হইতে সব জিনিষ প্রস্তুত করা যায় না। দুধ হইতে দৈ প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু দিয়াসলাই হইতে দৈ প্রস্তুত হইতে পারে না। দেবতাগণের মধ্যে যিনি ভগবানের নিকট হইতে যেভাবে শক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই সেই শক্তিতে সেই সেই ভাবে শক্তিমান। ভগবান যদি তাঁহার প্রদত্ত শক্তি অপহরণ করিয়া লন তাহা হইলে দেবতাগণেরও আর কোন শক্তি থাকে না। সরকার বাহাদুর যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা অপহরণ (withdraw) করেন তবে ম্যাজিষ্ট্রেটেরও আর কোন ক্ষমতা থাকে না।

হৃষীকেশ কে? যিনি সর্ব্বশক্তি হৃষীকসমূহে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে সমর্পণ করিয়াছেন।

"আয়ুঃ প্রাণ ক্রতুং বলিমং পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাকিম্।" ইত্যাদি

শ্রীভগবান্ যাঁহাকে যে শক্তি দিয়াছেন সব শক্তি তিনি ইচ্ছা করিলে হরণ করিতে পারেন। যাহারা ভোগী হইয়া যাইতেছেন তাঁহারা অন্য শ্রেণীর লোকের কথা ধরিতে পারিবেন না। সেই-জন্য আম্নায় পারম্পর্য্যে সেই সব কথা পাওয়া যায়।

Nekenanda অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের উদয়; যেমন দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হয় এখানে দুগ্ধ কারণ এবং দধি কার্য্য। Nebenananda অর্থাৎ কার্য্য-কারণ মত (Cause and Effect Theory) যেখানে প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ যে বিচারে ভগবান হইতে সমস্ত হয়। বস্তু আবদ্ধ হইয়াছিল শক্তির দ্বারা। কিন্তু বস্তু প্রস্তুত হইয়া গেল। তখন আরম্ভবাদীর বিচারটা একপ্রকার ও পরিণামবাদ-বিচারটা আর একপ্রকার। শিব একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর যদি বলা হয় তাহা হইলে অপরাধ হইবে কিন্তু শিব ভগবান হইতে জাত বলিলে কোন দোষ হইবে না দুগ্ধ হইতে যেমন দধির উৎপত্তি দধিকে দুগ্ধ বলিতে হইবে বাস্তব দধি হয় না, কিন্তু দধি দুগ্ধ নহে। রুদ্রকে বিষ্ণুর সহিত সমান বলা যাইবে না। উৎক্রান্ত দশায় মানুষ বিষ্ণুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে রুদ্রকে আর বিষ্ণুর সহিত সম বলিয়া মনে করেন না।

অণুচিৎ ও বিভুচিৎ বলিয়া দুইটী শব্দ আছে। গৌতমের অণু-শব্দ আর ব্যাসদেবের অণুশব্দ—এই দুয়েতে অনেক তফাৎ। শাস্ত্রকে যদি মনোধর্ম্মের মধ্যে ফেলা যায়, তবে বেদ বিকৃত হইয়া যায়।

হার্ম্মোনিষ্ট

৩১ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

——::——

পাঠকগণ অবগত আছেন, 'হার্ম্মোনিষ্ট' নামক বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজের সম্পাদনে প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকাটী ৩১শ বর্ষ হইতে পাক্ষিক পত্ররূপে শ্রীগৌরৈকাদশী ও কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে প্রকাশিত হইতেছেন। এই পত্রিকাটী সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-স্রোতের ভগীরথ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ কর্তৃক 'সজ্জনতোষণী' নামে বঙ্গভাষায় মাসিক পত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎকালে ইহার সম্পাদনের ভার যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীল প্রভুপাদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীসজ্জন-তোষণী শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-প্রবাহ দ্বারা মানবের নিত্যকল্যাণসাধনের জন্যই আবির্ভূত হন। এই শ্রীপত্রের কায়-ব্যূহরূপেই বর্ত্তমান সময়ে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য দৈনিক, মাসিক প্রভৃতি পত্রসমূহ দেখিতে পাইতেছি। এই সকল পত্রিকাই যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী করুণার নিদর্শনরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পত্রসমূহের উদ্দেশ্য সজ্জন-তোষণী বা হার্ম্মোনিষ্টের প্রথমেই নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে দেখিতে পাইতেছি।

"অশেষ-ক্লেশ-বিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥"

সত্য বটে, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অনুগত জনগণ দুর্ভিক্ষ-নিবারণ, মহামারী-বিতাড়ন, বন্যা প্লাবন সাহায্য প্রভৃতি কার্য্যে কর্ম্মিগণের চেষ্টা প্রদর্শন করেন না। কিন্তু যাহাতে শুধু মানবকে নহে, নিখিল প্রাণীকে কখনও এ প্রকার দেহ-দুর্ব্বিপাক বা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ ভোগ করিতে না হয় তাহার উপায়-স্বরূপে নিত্যারাধ্য নিত্যানন্দপ্রদ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পরানন্দপ্রদ সেবা-সন্ধানই তাঁহাদের কার্য্য। এই সেবালোকে যাঁহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত তাঁহারাই ধন্য। বিবেচক জনগণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকই সূত্ররূপে আলোচনা করিলে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পত্রসমূহের মূল্য ও অমূল্যত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পাক্ষিক হার্ম্মোনিষ্ট ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্ম ও দশমূল তত্ত্বের অনুবাদ ও মর্ম্ম, ভগবদ্বাণীর আবির্ভাব, মথুরার বিবরণ, সাক্ষিগোপালের ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি বিশেষরূপে পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করিবে। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ জনগণ এই পত্রিকার গ্রাহক হইয়া নিত্যারাধ্যের সন্ধান লাভপূর্ব্বক ধন্য হউন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতি ও নির্দ্দেশক্রমে কটক র‍্যাভেন্‌সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যত্নবর দাসাধিকারী এম-এ, বি এল, মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্‌সি, বিটী, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অটলবিহারী কপূর এম-এ, আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি এ, শ্রীপাদ নন্দনন্দন দাস অধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ জগজ্জীবন দাসাধিকারী বি-এ, প্রমুখ আচার-পরায়ণ সুপণ্ডিতগণ এই শ্রীপত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

- শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
- ...হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- ...স্কন্ধ হতে প্রতিখণ্ড ।√০
- ...ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ...ভাষ্য-বৃত্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
- ...বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ...ধর্ম ২৲
- ...ড়ীয়-কণ্ঠহার ...৲
- চৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- নামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৴
- ...কণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
- বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।৹
- ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৴৹
- চৈতন্যোপনিষদ্ ।৹
- ...আল্‌বর ।৹
- ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- গৌড়ীয়-গৌরব ।√০
- গৌড়ীয়-সাহিত্য ।√০
- ভজন-রহস্য ৷৹
- চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
- শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
- ...তা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ...তা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ...তার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
- ...ক্রমদীপিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ১৲
- বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
- প্রমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷√০
- ঐ (বাঁধা) ৷৴৹
- ...প-দিগ্‌দর্শন
- ...পথ (তৃতীয়-সংস্করণ)
- গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
- ঐ (আবাঁধা) ।√
- নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৴৹
- ...ক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
- ...মালা ৴১০
- নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
- ...প্রমাণখণ্ড ৵০
- শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
- শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্শন ।৹
- ...রণাগত ৴০
- গীতাবলী ৴০
- ...চক্রে নবদ্বীপ ২৷৹
- সাধনকণা ৴০
- প্রমেয়রত্নচন্দ্রিকা ৴০

- ৪১। নবদ্বীপশতক ৴০
- ৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
- ৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
- ৪৫। অর্চ্চনকণ ৵১০
- ৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹
- ৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৴৹
- ৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
- ৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
- ৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
- ৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
- ৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
- ৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্
- ৬০। ভক্তিশতকম্ ।৹
- ৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
- ৬৩। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ৷৹
- ৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷৹
- ৬৬। নাম-ভজন ।৹
- ৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
- ৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।√০
- ৬৯। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।৹
- ৭০। বৈষ্ণবীজম ।৹
- ৭১। গোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
- ৭২। দি ভাগবত ।৹
- ৭৩। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্‌স য়্যাণ্ড আবেলড্ ডিভোসন ।৹
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
- ৭৭। সাধন-পথ ।৹
- ৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
- ৭৯। গীতাবলী ৴০
- ৮০। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১২ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৮শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ | শুক্রবার | ২৪৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বর্ত্তমানে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ, বি-এ, বি, টি প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শনার্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুদ্বয় কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রভুপাদপদ্ম দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সত্বর কুঞ্জকুটীরে ও শ্রীধামে শুভবিজয়ের কথা আছে।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে বর্ত্তমানে প্রত্যহ মঙ্গলারাত্রিকের পর ভজন-রহস্য এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। গত ২৫শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল দাস অধিকারী বি এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীরূপ-শিক্ষার মুখ্য-রসপঞ্চক ও গৌণ-রসসপ্তক সুললিত ভাষায় সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শনে আসিতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ধাম-মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ধামের সহিত তাঁহার নিত্যমঙ্গলপ্রদ নাম ও কাম রহিয়াছে। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে এই দুই তত্ত্বও কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরটীর কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতেছে। ইহার ত্রয়োত্রিংশটী চূড়া হইবে বলিয়া আমরা অবগত হইলাম। বাল্কনি প্রস্তুত হইতেছে; নীচের দিকে প্লাষ্টারিং কার্য্যাদিও চলিতেছে।

—

শ্রীবাস-অঙ্গনের মন্দিরটীর সম্মুখে একটী সুন্দর বারান্দা হইয়াছে। টোমন্দিরের কার্য্যও চলিতেছে।

গঙ্গাতীর জেলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচার

:০:—

বুগুড়ায়

গত ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বুগুড়ার বাজারের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ রচিত হয়। তথায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় 'হরি-ভজনের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে ঘণ্টাধিক-কাল গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত মূর্খ সকলেই অতিশয় আনন্দিত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহৎ উদ্দেশ্য সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া বুগুড়াবাসী শিক্ষিত লোকমাত্রই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মদর্শন-পিপাসু হইয়াছেন। বুগুড়ায় প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া প্রচারকগণ বালিপদর নামক গ্রামে পৌঁছিয়াছেন।

বালিপদরগ্রামে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজদ্বয় কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ বুগুড়ায় প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া বালিপদর গ্রামে উপস্থিত হন। বালিপদর গ্রামটী বিশেষ বড় গ্রাম নহে। লোকজন যাঁহারা আছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই দরিদ্র। শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ মহাপাত্র ও শ্রীযুক্ত রামাইয়া পাত্র এবং এম, ই স্কুলের হেডমাষ্টার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের সহিত প্রচারকগণের আলাপ হয়। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের পরিচয় তাঁহা-দিগকে অযাচিতভাবে পাইয়া তাঁহারা নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করেন। যদিও প্রচারকগণের ঐ দিবস বেলগুণ্টায় যাইবার কথা ছিল তথাপি তাঁহারা এসকল সজ্জনের বিশেষ আগ্রহে একদিন বালিপদর গ্রামে অবস্থান না করিয়া পারেন নাই। তাঁহাদের সৌজন্য ও আর্ত্তি বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। ১৭ই ডিসেম্বর স্বামীজীদ্বয় বালিপদর গ্রামে বক্তৃতা প্রদান করিয়া তৎপরদিবস বেলগুণ্টায় পৌঁছেন।

সারকথা

সুখে সংসার-পারের উপায় কি ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী—অমৃতের সার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব সার॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবাব্ধি-পার॥

(চৈঃ চঃ)

ভক্তের ভগবান্ কিরূপ ?

ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা-মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপি ভক্তবশ স্বভাব আমার॥

(চৈঃ চঃ

প্রধান সাধনপঞ্চক কি ?

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস- এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি-জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

(চৈঃ চঃ)

বিষয়ীর অন্ন ত্যাজ্য কেন ?

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥

(চৈঃ চঃ)

আত্মেন্দ্রিয়চেষ্টার ফল কি ?

বহু পাছে বহু বাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়॥

মহাপ্রভুর শিক্ষা কি ?

কৃষ্ণ ভজিবার যাঁর আছে অভিলাষ।
সে নিন্দুক বৈষ্ণবের মঙ্গল বিশ্বাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে:
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
মাথে বহু দুঃখ পাইয়া লজ্জা নাহি করে।
সন্ন্যাসে বৈষ্ণবগণ হাতে আনি' ধরে॥

শরণাগতের বিশ্বাস কি ?

ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অমৃত।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিবে সর্ব্বত্র॥

গৌরাঙ্গ কি নাগর ?

যশোদা-নন্দন—হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
মাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গীকার আছে ভালমতে॥
গোপীভাবে যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
তিঁহো শ্যাম—বংশীমুখ গোপীবিলাসী।
ইঁহো গৌর- কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি'।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি'॥

(চৈঃ চঃ)

গৌরবিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার-পর … দেশের একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪১, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৫০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মৃৎশিল্পে বাঙ্গালী যুবক কার্ত্তিকচন্দ্র

কৃষ্ণনগরস্থ ঘূর্ণীর শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র পাল বাল্যকাল হইতেই তাহার পিতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র পালের নিকট মৃৎশিল্প শিক্ষা করিতেছে। তাহার বর্ত্তমান বয়স মাত্র ১৭ বৎসর, কিন্তু যৌবনের এই প্রারম্ভে সে উক্ত শিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। ১৯৩৩ সালে ধানবাদের একজিবিশনে কার্ত্তিক চন্দ্র সার্টিফিকেট পাইয়াছে। ১৯৩৪ সালে বাসরহাটে যে 'হেলথ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এক্‌জিবিশন' হইয়াছিল, তাহাতেও মৃৎশিল্পের জন্য একখানি স্বর্ণখচিত পদক ও সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্র বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরের 'এস সি পাল এণ্ড কে সি পাল' নামক মৃৎশিল্প প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে এই নবীন যুবক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মূর্ত্তি তিন ঘণ্টায় তৈয়ারী করিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। এই তরুণ শিল্পীর ক্রমোন্নতি হউক।

নিরস্ত্র অবস্থায় ব্যাঘ্র নিধন

জব্বলপুর জিলার বাগোদা নামক গ্রামে কোনও নিম্ন রাখাল বালক এক চিতাবাঘ মারিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, রাখাল বালক যখন গভীর জঙ্গলের ভিতরে গরু চরাইতেছিল, তখন এক চিতা বাঘ হঠাৎ তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার পা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। বালক উহাতে হতবুদ্ধি না হইয়া বাঘের উভয় চোয়ালে ধরিয়া উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া

ফেলে। উহার ফলে বাঘ তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। বালককে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

— — —

হাওড়ায় গুদামে দুর্ঘটনা

রামকৃষ্ণপুর গ্রেহাম কোম্পানীর গুদামে কাজ করিবার সময় কতকগুলি মতিহার তামাকের গাঁট উপর হইতে টাল খাইয়া দুইজন হিন্দুস্থানী পুরুষ ও একজন উড়িয়া মেয়েমজুরের উপর পড়িয়া যায়। ফলে তিনজনই সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পুরুষ মজুরদের মধ্য একজনের নাম সিরাজৎ, তাহার কপাল লম্বায় প্রায় [illegible] ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে, খুব চোট লাগায় ডান চক্ষুটী ফুলিয়া উঠিয়াছে ও ডান হাতখানা খুব জখম হইয়াছে। উড়িয়া মেয়েটির নাম জঙ্গালী। তাহার বুকে ও পিঠে খুব চোট লাগিয়াছে, সে এখন হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের ইনডোর পেসেণ্ট। অতঃপর হাওড়া শ্রমিক সঙ্ঘ কার্য্যালয়ে এই সংবাদ পৌঁছিলে সঙ্ঘের কর্ম্মীরা ঘটনাস্থলে যাইয়া সমস্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে অবহিত হন, সিপাহিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ও জঙ্গালীর তত্ত্বাবধানের ভার লন।

———

গুণ্ডার হাত হইতে মুক্তি

শম্ভু নামক একটি ছেলে একদল গুণ্ডা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ২৪শে ডিসেম্বর সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। পুলিশের নিকট বিবৃতিতে সে বলে যে, এক রাত্রিতে সে অপহরণকারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া অন্ধকারে এদিক সেদিক ঘুরিতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত মুসাগাঁও থানার পুলিশ তাহাকে উদ্ধার করে।

স্ত্রী-অপহরণ অপরাধে স্বামীর দণ্ড

মুলতান হইতে প্রকাশ, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি সি ডেভিড, মুসাম্মত সালেহাকে অপর তিন ব্যক্তির সাহায্যে অপহরণ পূর্ব্বক অন্যায়ভাবে আটক রাখিবার অপরাধে সালেহার স্বামী সৈয়দকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তাহার সাহায্যকারীদের মধ্যেও কয়েকজনকে ঐরূপ দণ্ডিত করা হয়।

বিহারী নামক স্থানে ঐ ঘটনা ঘটে। বিহারীর পুলিশ ১০ জনকে এই সম্পর্কে চালান দেয়। তন্মধ্যে আদালত ৬ জনকে বেকসুর খালাস দেন।

———

মেলব্যাগ লুণ্ঠনের জের

গত ১৮ই নবেম্বর বালিয়া জিলায় বি এন ডব্লিউ রেলওয়ের সুরিমানপুর ষ্টেসনে ডাকাতির ফলে যে চারটী মেলব্যাগ অপহৃত হয়, তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও দণ্ডদানের উপযোগী কোন সংবাদ দানের জন্য যুক্তপ্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

———

দুইজন সাধু (?) গ্রেপ্তার

মধ্যপ্রদেশের বৃন্দাবন এলাকার অধিবাসী সাধুবেশধারী গোপাল দাস ও চারনাসকে প্রবঞ্চনার অভিযোগে স্থানীয় পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ইহাদের সঙ্গে বহু জিনিষ পাওয়া গিয়াছে।

জানা গেল, মোগলটুলার সাইকেল ব্যবসায়ী মনোমোহন দাসকে সাধু বেশধারী গোপাল দাস নানারূপ হইয়া নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়। সে যে কোন ধাতুকে সোনা করিতে পারে বলিয়া প্রকাশ করে। মনোমোহন ৭৲ সাতটি টাকা দিলে তাহা মোহর করিয়া দিবে, ভরসা দেয়। কিন্তু মোহর করার পরিবর্ত্তে সাধুটী কি একটা জিনিষ খাওয়াইয়া মনোমোহনকে অজ্ঞান করে। এই সময় স্থানীয় লোকজন সাধুকে পুলিশের নিকট সমর্পণ করে।

বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার নিকট বহু জিনিষ পাওয়া যায় যথা:—ঠাকুরের পিতলমূর্ত্তি, পূজার সাজসরঞ্জাম, ১০।১২ রকমের চূর্ণ এবং পিল প্রভৃতি। সাধুদ্বয়কে তদন্ত সাপেক্ষে জেলহাজতে রাখা হইয়াছে।

———

চলন্ত ট্রেণ হইতে লম্ফ প্রদান

পাটনা-গয়া লাইনে নাদাওয়ানের নিকট ৬নং ডাউন ট্রেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রকাশ, একটি বিশ বছরের যুবক একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে লাফাইয়া পড়িলে একজন সহযাত্রী বিপদ জ্ঞাপক শিকল টানিয়া গাড়ী থামায়। গার্ড তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখে যুবকটি সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া রেলওয়ে লাইনের উপর পড়িয়া আছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ মাসৌঢ়ী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

———

শাড়ীতে আগুন

[illegible] শাড়ীতে আগুন লাগিয়া যায়। উহার ফলে সে অনেকাংশ পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

[illegible], ১৩৮১

আগামী ১৯৬৬-৬৭ সালে আবার মহাসমর

ফরাসী [illegible] মানমন্দিরের [illegible] অধ্যক্ষ মিঃ মরো তাঁহার বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্য ও চন্দ্র পর্যবেক্ষণ করিয়া এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে পৃথিবীব্যাপী মহাসমর বাধিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার আস্থা নাই; তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী [illegible] জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সময় সময় সূর্য্যে কলঙ্ক দেখা যায়, এ সমস্ত কলঙ্ক হইতে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। এ শক্তি মানুষকে এরূপ ভয় [illegible] উত্তেজিত করে যে, সে সামান্য কারণে ক্ষুব্ধ হয়। এরূপ সময়ে আন্তর্জাতিক অতি সামান্য কোন ঘটনা হইতেও মহাসমরের সৃষ্টি হইতে পারে।

মিঃ মরো তাঁহার মতবাদের প্রমাণ স্বরূপ ১৯০০ সালের পরবর্তী ইতিহাসের কালঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সূর্য্য যখন অপেক্ষাকৃত নিস্প্রভ থাকে তখন পৃথিবী শান্তিপূর্ণ থাকে এবং শিক্ষা ও কৃষ্টির উন্নতি হয়; ১৯০০, ১৯১০ ও ১৯২০ সালে এইরূপ সময় আসিয়াছিল। ১১ বৎসর পর পর সূর্য্যে কলঙ্কের আবির্ভাব হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়া থাকে; ১৯০০ সালে মরোক্কোর যুদ্ধ এবং ১৯১৬ সালে মহাসমর ইহার দৃষ্টান্ত।

তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত [illegible] সৌরকলঙ্কসমূহ আরও অনেক দুর্যোগ ও বিপদ আনয়ন করে। আগামী ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে পৃথিবীতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও ভূমিকম্প হইবে এবং মেরু-জ্যোতির বিশুণতর উজ্জ্বল দেখা যাইবে।

মিঃ মরো দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য্যে কলঙ্ক আবির্ভাব হইলে মানুষের মধ্যে বাত ও হৃদযন্ত্রের পীড়ার আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

উপসংহারে মিঃ মরো বলেন যে, গ্রহ নক্ষত্রাদির মধ্যে কেবল সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

বিবাহ-বাসরে উপদ্রব

চট্টগ্রামের "[illegible]" পত্রিকায় প্রকাশ, গত ৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার সদর মহকুমা হাকিম রায় সাহেব এস. এন রায়ের আদালতে রাউজান থানার দুইজন কনেষ্টবল এবং নয়াপাড়া গ্রামের শ্রীরমেশচন্দ্র দে দফাদারের বিরুদ্ধে ঐ গ্রামের শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ৯ই ডিসেম্বর তারিখ রাত্রে উপরিউক্ত তিন ব্যক্তি নয়াপাড়া গ্রামের কতিপয় লোকের সহযোগিতায় ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত নলিনী ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া উমেশবাবুর কন্যার বিবাহ বাসরে নানা উপদ্রবের সৃষ্টি করে। প্রকাশ যে, পুলিশের লোকজন বিবাহের পুষ্পিত এবং যজ্ঞের জিনিসপত্র ছুঁড়িয়া ফেলে এবং পাচককে ও নলিনী বাবুকে নানাপ্রকারে অপদস্থ ও জোর জবরদস্তি করে। এই বিষয় রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জানান হইলে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এক বামন দফাদার ও অন্যান্য লোককে ও নলিনীকে গ্রেফতার করে।

মহকুমা হাকিম পুলিশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করতঃ দরখাস্তের একখণ্ড নকল অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট রিপোর্ট তলব করিয়াছেন। আগামী ২৩শে জানুয়ারী তারিখ উক্ত মোকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে। উকিল শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার সেন ফরিয়াদী পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতেছেন।

ডক শ্রমিকদের দাবী

ডক ধর্ম্মঘট অবসানের প্রস্তাব অনুসারে ডক ধর্ম্মঘট কমিটি আপোষের আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য মজুরদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছেন:—

(১) সের খাঁ (উক্ত বিভাগ), (২) মহাবীরলাল খাঁ (লবণ বিভাগ), (৩) এম মোক্তার (সাধারণ মাল বিভাগ), (৪) আবদুল রসিদ (ধোয়া, রং করা ইত্যাদি বিভাগ) (৫) মহম্মদ ইয়াসুফ খাঁ (যে সভায় ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার করা হয়, সেই সভার সভাপতি)।

আপোষ রফার আলোচনার সময় মজুরদের প্রতিনিধিদিগকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে:—

(১) ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এল সি, (২) মিঃ পি ব্যানার্জ্জী এম-এল সি। ও মিঃ মহম্মদ ফজলুল্লা এম-এল সি।

কমিটি আরও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মজুরী ও কাজের সময় সম্পর্কে যে সাধারণ দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগের বিশেষ বিশেষ অভাব অভিযোগ ইত্যাদিও আছে সেই সম্পর্কেও স্বতন্ত্রভাবে আলাপ আলোচনা করিয়া আপোষ নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

দারোয়ানের নদীতে ডুবিয়া মৃত্যু

শ্রীরামপুর উইভিং কলেজের একজন দারোয়ান কিছুদিন যাবৎ পীড়িত থাকে এবং তাহার মানসিক বিকৃতি ঘটে।

অতঃপর, এক্ষণে সংবাদ পাওয়া যায় যে, একজন লোক নদীতে ডুবিয়া মারিয়াছে। এইরূপ মনে হইতেছে যে, দারোয়ান জলে লম্ফ প্রদান করায়, অগাধ জলে যাইয়া পড়ে এবং আর উঠিতে পারে না। যে লোকটি ডুবিয়া মারা যায়, তাহার দেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

নিশিথে কৃপাণাঘাত

২২শে ডিসেম্বর রাজপুতানা সরকারী বাহিনীর [illegible] মিলিটারী একাউন্টস্ এর ক্যাপ্টেন এ জি এম আলেকজান্ডার জয়পুর ষ্টেশনের নিকট তাঁহার বাংলোয় জনৈক অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। প্রকাশ, আততায়ী আসামীগণের একজন মুসলমান এবং ক্যাপ্টেনের এক [illegible]।

প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ১টার সময় ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার শয়নঘরে গোলমাল শুনিতে পান। তাঁহার পত্নীও নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া আলো জ্বালেন এবং দেখেন যে, একব্যক্তি তাঁহার স্বামীর প্রতি তরবারীর আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি সাহসে ভর করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উপর একটা কম্বল ফেলিয়া দেন এবং তাহার সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়েন। কিন্তু আততায়ী কাবু হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কপালে ও বাম বাহুতে তরবারির আঘাত করে। তাহার পর সে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, ক্যাপ্টেনও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। তাঁহার পত্নীর চীৎকারে ভৃত্যগণ আসিয়া আততায়ীকে বাংলোর সম্মুখস্থ মাঠে ধরিয়া ফেলে।

পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ এফ এস ইয়ংকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরণ করা হয়। তিনি ঘটনাস্থলে আসিয়া ধৃত লোকটিকে নিজ হেফাজতে গ্রহণ করেন। আক্রমণের উদ্দেশ্য এখনও জানা যায় নাই।

ডাকাতের নৃশংস অত্যাচার

দাতিয়া রাজ্যের খেরী কালাল গ্রাম হইতে গৃহস্থের উপর নৃশংস অত্যাচারপূর্ণ এক দুঃসাহসিক ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত গ্রামের ধনী সাহুকার ভূপৎ সিংহের বাড়ীতে গভীর রাত্রিতে একদল ডাকাত প্রবেশ করিয়া ভূপৎ সিং ও তাহার পত্নীকে বাঁধিয়া ফেলে। ডাকাতেরা টাকা পয়সা ও মূল্যবান দ্রব্যাদির সন্ধান জানিতে চাহিলে ভূপৎ সিং তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দেয়। কিন্তু ঐ স্থান খুঁড়িয়া যে পরিমাণ সম্পত্তি ডাকাতদের হস্তগত হয় তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া আরও টাকার জন্য জিদ করিতে থাকে। কিন্তু ভূপৎ সিংহের নিকট হইতে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় দুর্বৃত্তগণ তাহাকে ও তাহার পত্নীকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাদের গায়ে [illegible] বস্ত্রে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং লুণ্ঠিত সম্পত্তি সহ প্রস্থান করে। গ্রামবাসীরা হতভাগ্য দম্পতির বন্ধন মুক্ত করিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাহাদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়াছে। দাতিয়ার রাজসরকার ডাকাতদের অনুসন্ধানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

গোয়ালিয়র রাজ্যে জোড়া খুন

গোয়ালিয়র রাজ্যের মন্দারগড় গ্রাম হইতে ডাকাতদল কর্ত্তৃক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তগণ জনৈক জাঠ ও জনৈক রাজপুতের গৃহে চড়াও হইয়া সুপ্ত অবস্থায় তাহাদিগকে হত্যা করে। অতঃপর ডাকাতেরা নিহত ব্যক্তিদের গৃহের যাবতীয় সম্পত্তি লুট করিয়া পলায়ন করে।

দিগম্বর জৈন মুনিদের উপর নিষেধাজ্ঞা

ইন্দোর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী দিগম্বর জৈন মুনিদের উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় বিচরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এ নিষেধাজ্ঞা রহিত করাইবার জন্য জব্বলপুরের জৈন ব্যাঙ্কার স্বামী সিঙ্গাই শেঠ গুলজারীলালের নেতৃত্বে স্থানীয় দিগম্বর জৈনদের এক ডেপুটেশন জব্বলপুর রেল ষ্টেশনে ইন্দোরের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজা ঐ সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় যাইতেছিলেন।

মহারাজা ডেপুটেশনের বক্তব্য শুনিয়া এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, তাঁহাদের অভিযোগসমূহ ন্যায়সঙ্গত হইলে তিনি উহাদের প্রতীকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

পারিবারিক কলহের জের

মুলতানের দায়রা জজ সর্দ্দার সাহেব সর্দ্দার হুকুম সিং, কুঠার দ্বারা স্ত্রী ও শ্যালিকাকে হত্যা করিবার অপরাধে তেজা নামক এক ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রকাশ, পারিবারিক কলহের ফলে এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | ৯ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৩ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ | শনিবার } ২৫০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের গৃহস্থ-ভক্তগণের অনেকেই তাঁহার পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন। কটক হইতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম এ ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, ঢেঙ্কানাল হইতে শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি এ ভক্তিবিলাস, আসাম গোয়ালপাড়া হইতে আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী কবিকণ্ঠ উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আছেন। আসানসোল হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল রায় বি এ, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাসাগর মহোদয় সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। ঢাকা হইতে গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীরে উপস্থিত হইয়া মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয়ের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তথায় ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তগণ অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহোদয় বর্ত্তমানে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান করিয়া মঠসেবকগণকে যত্নসহকারে কীর্ত্তনের সহিত ভক্ত্যঙ্গযাজন শিক্ষা দিতেছেন। অশীতিপর বয়সেও যুবকের ন্যায় যে প্রকার উদ্যমের সহিত তিনি সেবাকার্য্যাদি করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর সুধানিধি ও ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ ভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমী মহারাজদ্বয় বর্ত্তমানে দিল্লী গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া রাজধানীর বিশিষ্ট জনগণের নিকট মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের প্রচারে ক্রমশঃই জনসাধারণ শ্রীমঠের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। দিল্লী ভারতের রাজধানী। এই স্থানে ভারতের সকল প্রদেশেরই আভিজাত্যসম্পন্ন জনগণ অবস্থান করেন। সুতরাং আমরা আশা করি ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয় এতাঁহাদিগের দ্বারা সকল প্রদেশেই মহাপ্রভুর কথা বিস্তার করিতে বিশেষ সুবিধা পাইবেন। "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" সুতরাং উক্ত প্রদেশের শ্রেষ্ঠজনগণ যদি মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণ করেন তাহা হইলে অপরাপর জনগণ যে সেই দিকে সহজেই আকৃষ্ট হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মান্দ্রাজে শুদ্ধভক্তির বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। মান্দ্রাজগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরের কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি করিতেছেন।

ডুমুরকুন্ডার পত্রে প্রকাশ, তথাকার শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী গত ৫ই অগ্রহায়ণ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে একটী মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তৎপরদিবস শ্রীযুক্ত কৃপাময় কৃষ্ণদাস মহোদয়ও উক্ত মঠে একটী মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। উভয় দিবসই গ্রামের লোকদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

গত ২৭শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-শ্রবণ সদনে 'ভজন রহস্য' হইতে শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোকের—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥" ব্যাখ্যা-মুখে নাম সাধকের অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি বিনা যে অন্য কোন কামনা নাই তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ও ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর কয়েকটী প্রমাণ শ্লোকসহ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করা হইয়াছে।

আচার প্রচার

বিগত ২০শে ডিসেম্বর অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্র মহোদয়ের ভবনে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের সময় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় পাটনা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রীনামতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ প্রকাশ করেন

সাত্বতশ্রাদ্ধ

গত ৫ই পৌষ ২১শে ডিসেম্বর উদংকপুরী নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল অধিকারী মহাশয় তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধ সাত্বত বিধানানুসারে শ্রীপুরুষোত্তমমঠে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পুরীধামস্থ বহু সজ্জন এই সাত্বতশ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত কুষ্ঠাশ্রমের প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল

সংসারি, সাবধান !

"স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং
সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ
কেশীতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে
বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

বন্ধু-সঙ্গে যদি তব রঙ্গ-পরিহাস
থাকে অভিলাষ,
তবে মোর কথা রাখ,
যেয়োনাক, যেয়োনাক,
মথুরায় কেশী-তীর্থঘাটের সকাশ।
গোবিন্দ-বিগ্রহ নাম'
সেথায় আছেন তার,
নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি, মুখে মন্দহাস।
কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
বর্ণ—সমুজ্জ্বল শ্যাম,
নব-কিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ।
অধরে বাঁশীটি তাঁ'র
অনিষ্টের মূলাধার,
শিখি চূড়াকে নাই, করো না বিশ্বাস।
নয়নে হেরে
[illegible]
সংসারী পুত্র[illegible] সর্ব্বনাশ,
—[illegible] বড় ত্রাস।
ঘটিবে বিপদ ভারি
যেয়োনাক, হে সংসারি;
মথুরায় কেশী-তীর্থ ঘাটের সকাশ।
—শ্রী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরবিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ নারায়ণ [illegible] ৪৪৮

মর্য্যাদা

এই জগতের প্রাণিগণের মধ্যে মানবের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে। প্রাণিগণের মধ্যে অখণ্ড চেতনতায় মানবই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়াছে। সাংকালিক প্রতীতিবশে পশুও চেতনবিশিষ্ট বলিয়া তাহার কার্য্যাবলীতে পরিচয় দেয়। ঐহিক ও ব্যবহার বিচার-বিষয়ে পশু ও মানবে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাদি ব্যাপারে মানবের সহিত পশুগণের সাদৃশ্য থাকিলেও মানব পশু হইতে অধিকতর বুদ্ধিমান্। সেই বুদ্ধিটী অন্য কিছুই নহে, কেবল মানব পারলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন। মানবের পারলৌকিক জ্ঞান দ্বিবিধ বিভাগে পরিলক্ষিত হয়। দেহ ও মন-সম্বলিত আত্ম পরিচয়ে ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ ও সুখভোগের যে বৃত্তিবশে মানব চালিত হন, ঐ গমনযোগ্য পথকে কর্ম্মপথ বলে। ইহারই নামান্তর প্রবৃত্তিমার্গ। দেহ ও মন সম্বলিত আত্মপরিচয়ে যেকালে মানব ঐহিক পারত্রিক ভোগ হইতে বিরত হন এবং দেহ-মনের চেষ্টা-সমূহ লুপ্ত হয় শান্তিই যখন আরাধ্য বস্তু হয়, সেইকালে অপ্রবৃত্ত দেহ ও মন জ্ঞানের উদ্দেশে অজ্ঞানপথে চলে এবং তাদৃশ প্রবৃত্ত পথ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করে, উহাই জ্ঞানপথ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দুই প্রকার পথ ব্যতীত অবিমিশ্র আত্মা নিত্যবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত জগতে বৈকুণ্ঠনাথের যে অনুশীলন করেন, তাহাই অবিমিশ্র আত্মার নিত্য অয়নমার্গ বা ভক্তিপথ।

ভক্তিপথ কেবল নিবৃত্তিমার্গ নহে বা ভোগপর প্রবৃত্তিমার্গও নহে পরন্তু কৃষ্ণভোগপর প্রবৃত্তিমার্গ এবং জড়ত্যাগপর নিবৃত্তিমার্গ। আত্মধর্ম্মে চেতনের স্বভাব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গাত্মক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে চিদ্বৈচিত্র্য, তাহা নিত্য এবং শুদ্ধাদ্বৈত নামে পরিচিত। পরমাত্মার নিত্য প্রবৃত্তি হইতে শুদ্ধাদ্বৈত এবং জীবাত্মার প্রবৃত্তি হইতে আশ্রয়ের নিত্য সেবন চেষ্টা। তিনি সেবনচেষ্টায় উদাসীন হইলেই তাঁহার রসবিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য শান্ত হইয়া পড়ে। ষট্‌স্বর্ণক-বর্ণনে তাহার স্বরূপ শান্তদশাময়। বৈকুণ্ঠে এবং তদুপরিভাগে গোলোকে শান্তভাব নিত্য সেবোন্মুখ হইয়া চিদ্বৃত্তির পরিচয় দেন এজন্যই ভক্তিযোগযুক্ত মানবমাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার আছে বলেন। মানব ব্যতীত অন্য চেতনবিশিষ্ট প্রাণীরও কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে তত্ত্বরাজ্যে বিচরণ করা সম্ভবপর। কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাবরণ মুক্ত হইবার সম্ভাবনা পশুতে নাই। হরিবিমুখ জ্ঞানী জড়কে ভোগ করিতে অভিলাষী নহেন, নিত্য সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও সেবা করিতে সম্মত নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও ন্যূনাধিক জড়ের অন্তর্ভুক্ত বস্তু মনে করেন, এজন্য তাঁহার নিবৃত্তিমার্গে এত আদর। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠবৃত্তিবিশিষ্ট। তিনি কর্ম্মী ও জ্ঞানী মানবের ন্যায় মায়িক রাজ্যে বিচরণ করেন না; মায়াবাদ দ্বারা জীব ও জগতের বিচার করেন না বা ভোগ্য ও ভোক্তার বিচার করেন না। বিষ্ণুবৈষ্ণবের অনুগ্রহে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ন্যূনাধিক ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ পান এবং ভক্তিসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণকারী এবং নিজকে ও তাঁহার মিত্রবর্গকে আকৃষ্ট-তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। কর্ম্মজ্ঞানের আবরণ সেকালে বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবরূপে জানিবার পথে বাধক হয় না। যেকালে আত্মাকে কৃষ্ণদাস জানিবার অবসর উপস্থিত হয়, তৎকালেই হরিবিমুখের নিকট জড়জগৎ ভোগময় দৃশ্যরূপে উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীব আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তুবিশেষ অভিমান করেন। এই নশ্বর অভিমানফলে জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের পথিক হইয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গকে আদর করিতে থাকেন।

[illegible] প্রাকৃত জগতে যে সত্ত্বগুণের অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা মিশ্রধর্ম্মক্রমে অপূর্ণ ও হেয়ত্বযুক্ত। প্রাকৃত জগতের সত্ত্বগুণ হেয় ও অপূর্ণ হইলেও চিদানন্দের সহিত সমভাব-বিশিষ্ট। চিদানন্দের সত্তা আংশিকভাবে প্রপঞ্চে আছে বলিয়া পূর্ণমাত্রায় পরম উপাদেয়রূপে নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহার নিত্য পূর্ণ অখণ্ড অবস্থান নাই—এরূপ মায়িক যুক্তিচাতুর্য্য যাঁহারা প্রদর্শন করেন তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে মায়াবাদী বলে। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও বিমুখবৃত্তিবশে মায়াবাদী বা অবৈষ্ণব। এই মায়াবাদ বা অবৈষ্ণবতার হস্ত হইতে শুদ্ধজীবাত্মা যতটা মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরিসেবাপর হন ততটা পরিমাণে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন। বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ভগবন্মর্য্যাদার তুল্য বা অধিক জানিতে পারিলে জীবাত্মার নিত্য স্বরূপগত ধর্ম্ম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃত জগতে উচ্চাবচ বিচারে শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার বিশেষত্ব আছে। জগতে ক্রমোন্নতিক্রমে যে পরমোৎকৃষ্ট আসন আমরা ধারণা করি, তাহাই বরণীয় ও মর্য্যাদা-সম্পন্ন। হেয় অনুপাদের অভাববিশিষ্ট অনুভব সমূহ জীবের আনন্দে বাধা প্রদান করে। আনন্দময় জীব চেতনবৃত্তির দ্বারা সেব্যের সেবাবিধানে তৎপর হইয়া স্বীয় নিত্য স্বভাবের পরিচয় দেন। প্রাকৃত পরিচয়সমূহে উচ্চাবচ ভাব থাকিলেও প্রকৃতির অতীতরাজ্য,—যাহাকে আত্মরাজ্য, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা পরব্যোম প্রভৃতি শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হয়,—সেই নিত্যধামে পরম-উপাদেয়তার জন্য—অকুণ্ঠতার জন্য চিদ্বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য নিত্যাবস্থিত। উহাকে মায়িক রাজ্য মনে করিলে বদ্ধজীব মায়াবাদীর ন্যায় সেখানে যাইতে অসমর্থ হয়। কিন্তু পরম নির্ম্মল শুদ্ধজীবাত্মা মায়াবাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করতঃ তথায় গিয়া সেব্যতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করিতে নিত্যকাল যোগ্য। জড়জগতে মায়ান্তর্গত মায়াবাদী যতই উচ্চস্তরের আদর করুন না কেন, তাঁহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ অপেক্ষা বিষ্ণুর নিত্যদাস বৈষ্ণবের মর্য্যাদা অত্যুন্নত।

জ্ঞানী যখন মায়িক কল্পনাবশে পারমহংস্যধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন মনে করেন, তখনও মায়িক-বিচার-নিবন্ধন অসমর্থতা অস্বাধীনতা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। সুতরাং বৈষ্ণব-মর্য্যাদা সকল জ্ঞানিপরমহংসগণের মর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত সোপানে অবস্থিত। সকল পরমহংসগণ বৈষ্ণবের পদবী সম্বন্ধে বিচারে বহুমানন করেন না বলিয়াই যে তাদৃশ মর্য্যাদা অনিত্য, এরূপ নহে। দেহ ও মন যখন আত্মার নিত্য সেবনবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখনই বদ্ধজগতে থাকিয়াও তাঁহার বিষ্ণুদাসাভিমান হয়। এই অভিমানে কোন প্রাকৃত দম্ভ অহঙ্কার নাই। তাহাতে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু কিছুই নাই। তবে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু থাকা কাল পর্য্যন্ত যে দৈহিক ও মানসিক বৈষ্ণবাভিমান তাহা নরকের হেতু। বৈষ্ণবেরা সেইজন্য উত্তমা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াও আপনাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক আদর্শ শুদ্ধভক্তি স্থাপন করেন। বাস্তবিক অবিমিশ্র শুদ্ধজীবাত্মার কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র অভিমান আদৌ নাই। শুদ্ধজীবাত্মার কেবলা ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি। যেহেতু, কৃষ্ণই সম্বন্ধ কৃষ্ণভজনই অভিধেয়, এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন—এ বিষয়ে বৈষ্ণব পরমহংসের মতভেদ নাই।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী যেকালে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত হইবার সুযোগ পান, সেই সময়ই তিনি কেবলা ভক্তির স্বরূপ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মবৃত্তি দ্বারা কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হইলে জীব হরিসেবার প্রতিকূল জড়ীয় বস্তুসমূহে ভোগবুদ্ধি করেন না এবং যাঁহারা ভোগবুদ্ধি করেন তাঁহাদিগের সহিত একমত হ'ন না। বৈষ্ণবের মর্য্যাদা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী অনেক সময় বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, "মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি সহিতে না পারোঁ।" অর্থাৎ যদ্যপি কেহ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ-যুক্ত হইয়া ভগবানের বিরাগভাজন হইবেন।

প্রাকৃত বিচারে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণবকে উপদেশ দিতে গেলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু, সুতরাং গুরুকে উপদেশ দিতে গেলে মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়; সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদানন্দকে শ্রীমদ্ সনাতন গোস্বামী মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতে লিখিয়াছেন—"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" আমরা শুনিতে পাই অনেক নিত্যানন্দাদ্বৈত-বংশ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী আচার্য্যসন্তানগণ শৌক্রজড়দেহের প্রাকৃতগর্ব্বে মত্ত হইয়া জড় সমাজের সামাজিকগণের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈষ্ণবমর্য্যাদার লঙ্ঘন করিয়া বসেন। এই অপরাধে জড়ীয় শৌক্রসম্বন্ধকে প্রবল করায় অসৎসঙ্গ-হেতু তাঁহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব ও জড়ীয় স্মার্ত্তের দুরবস্থা না হইলেও সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন অবৈষ্ণব। এই সকল মূঢ় কপটাচারী ভাড়াটীয়া আচার্য্য হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও অপরাধবশতঃ নরকপথের পথিক। তাহারা বৈষ্ণবদিগকে তাহাদের জড়চক্ষে জড়ের অন্তর্ভুক্ত দর্শন করে। তাদৃশ মনই সেই নারকিগণকে স্বরূপ-পরিচয় বিস্মৃত করাইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী করাইয়াছে। এই অবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে কেহ যেন পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্র-শাসনের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে আপনাদিগকে কেহই কখন নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা এই বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জড়-শৌক্রাভিমান-দৃপ্ত জনগণকে সম্বন্ধজ্ঞান-হীন জানিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে তাহাদিগকে দূরে অবস্থান করিতে বলি। তাহা হইলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে হরিভক্তির নির্বাধ প্রচার হইতে পারিবে।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৫২)

৯ই নভেম্বর—অপরাহ্ণ

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভু হরিনাম-প্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা জীবের দ্বারে দ্বারে এইভাবে ভিক্ষা মাগিয়াছিলেন,—

"প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
অপরাধ-শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ।
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণ-নাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

ফলে কি হইল? জগাই মাধাই শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি অত্যাচার করিল। এমন কি আঘাত করিতেও পশ্চাৎপদ হইল না। মহাপ্রভু এমনই দয়ালু যে এই অবতারে অনেককে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও প্রাণে মারেন নাই; নামপ্রেমদ্বারা সকলকেই উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণাবতারে তিনি বিদ্বেষিগণকে বিনাশ করিয়াছেন। মায়াবাদিগণও "সিদ্ধাঃ ব্রহ্মসুখে মগ্নাঃ দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ" বিচারে তাঁহা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের বংশের পরিচয় দেন। বৈষ্ণবগণ অচ্যুতগোত্র বিধায় তাঁহারা কোন বংশের পরিচয় দেন না। ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন যাঁহারা, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। চ্যুত ও অচ্যুত বলিয়া দুইটী কথা আছে। অচ্যুতগোত্রীয়গণই বৈষ্ণব।

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"
(ভাঃ ৪।২১।১২)

পৃথু মহারাজ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একজন দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল। কেবলমাত্র ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণবগণের উপরই তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" গীতোক্ত এই বাণী অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্ধারিত আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণই বদ্ধজীবের স্বভাবজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই স্বভাব-জনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বৈষ্ণবগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব-বর্ণগুরু। বৈষ্ণবতার মধ্যেই ব্রাহ্মণতা অনুস্যূত। পৃথুরাজা সপ্তদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন। যে দ্বীপে আমরা বাস করি তাহাকে জম্বুদ্বীপ কহে। তাঁহার আজ্ঞা কেহ অবহেলা করিতে পারিত না। তিনি ব্রাহ্মণকুলের নিকট কিম্বা অচ্যুতগোত্রীয়দিগের নিকট কোন কর আদায় করেন নাই।

ব্রহ্মবন্ধুগণের উপর কোনও প্রকার হিংসা করিতে হইবে না। বর্ত্তমানে বৈষ্ণবগণের উপরও অত্যাচার করাটা অনেকে যেন আবশ্যক মনে করিতেছে। বৈষ্ণবগণ কিন্তু মহাপ্রভুর আদেশ অনুযায়ী "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—এই বিচারে কাহারও উপর কোন অত্যাচার করেন না। যে সকল গৃহস্থ অচ্যুতগোত্রীয়দিগের সেবা করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব গৃহস্থ নামে অভিহিত। যাঁহারা ব্রাহ্মণের সেবা করেন অথচ অচ্যুতগোত্রীয়গণের সেবা করেন না, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-প্রায় বলা হয়।

কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার ভেদ এই যে, কৃষ্ণলীলা—মাধুর্য্যপরা এবং গৌর-লীলা—ঔদার্য্যপরা। শ্রীগৌরসুন্দরকে যাঁহারা আশ্রয় করিবেন তাঁহারা শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পাঁচ প্রকার রসে কৃষ্ণের সেবা লাভ করিবেন। রামলীলায় দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গসঙ্গ সেবার কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রতের লীলা করায় দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের মনোভিলাষ পূরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দর রামলীলাকে আরও ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥"
(ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪)

হে প্রণতপালক, হে মহাপুরুষ (মহাভাগবতের লীলাভিনয়কারী মহাজন) আপনি একমাত্র শুদ্ধজীবের নিত্য ধ্যেয় বস্তু, আপনি জীবের মোহবিনাশক, আপনি বাঞ্ছা-কল্পতরু, নিখিল ভক্তের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চির (সদাশিবস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্মহরিদাস ঠাকুরের) বন্দ্য, আপনি শরণদ, ভক্তার্ত্তিহরণকারী এবং ভবসমুদ্রের একমাত্র ভেলা-স্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণ অপেক্ষাও দুস্ত্যজা স্বরাজলক্ষ্মী, অর্থাৎ আপনার অবিচ্ছেদ্য অভিন্ন-শক্তি, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষ দেবগণেরও বাঞ্ছিত সেই মহালক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্য-রক্ষার্থ সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন, আবার বাহিরে আচার্য্যরূপ মর্য্যাদা বা বৈধী ভক্তি-পালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী (অন্যাভিলাষী, যোগী, ত্যাগী, কুতার্কিক পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি) সংসারাবিষ্ট জনসঙ্ঘের প্রতি মহাকরুণা-প্রদর্শনাভিলাষে নিজ-চরণ স্পর্শ প্রদান দ্বারা ভগবদ্ভক্তি-বিতরণরূপ (উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন; আমি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপ্রভুর বন্দনার এই দুইটী শ্লোক দৃষ্ট হয়।

কৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতার নিত্য। কৃষ্ণের উপাসনা কেবলমাত্র দ্বাপরযুগে ছিল, আর ইতঃপূর্ব্বে কখনও ছিল না,—এরূপ বিচার গ্রহণ করিতে হইবে না। সেদিন এখানে... বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কৃষ্ণোপাসনা কি দ্বাপরযুগের পূর্ব্বে ছিল? অক্ষজজ্ঞান-দৃপ্ত ব্যক্তিগণের মাথায় ঐ রকমের একটা প্যাঁচ থাকিতে পারে; কিন্তু বিচারটা তাহা নয়। নিত্যকালই শ্রীকৃষ্ণ জীবের উপাস্য। পূর্ব্বে তিনি ছিলেন না, দ্বাপরযুগে বর্ত্তমান ছিলেন, ভবিষ্যতে থাকিবেন না, এরূপ বিচার নয়।

"ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥"
(গীতা ২।১২)

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"
(গীঃ ৪।৫)

এই সকল গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যই ইহার প্রমাণ।

কংস কৃষ্ণের সহিত কপটতা করিয়া কি ফল লাভ করিল? কৃষ্ণ যখন তাহাকে বধ করিলেন, তখন কংসের কৃষ্ণস্মৃতি হওয়ায় সে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিল।

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

এখানে কংসের জীবত্বটা লোপ পাইয়া গেল। ভবিষ্যতে কোন দিন আর তাহার কৃষ্ণভজনলাভের সম্ভাবনা রহিল না। নিজের অস্তিত্বটা লোপ পাইয়া গেল। অবশ্য তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। প্রতিকূল কৃষ্ণ-চিন্তাদ্বারাও সে মুক্তিলাভ করিল, মায়াবাদীর মত ফল পাইল। অহংগ্রহোপাসনার ফলে মানুষ যেরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, যেমন চেতনের চেতনটা নষ্ট হইয়া যায়, কংসেরও অবস্থা সেইরূপ হইল। গোলোক নামে স্থানে সে যাইতে পারিল না, কৃষ্ণসেবানন্দ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল।

ধর্ম্ম কি বাধ্যতা-মূলক?

(২)

নিজের বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তাহার পূর্ব্বে বিধির বাধ্যতা। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন 'নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যম্ হৃদি সাধ্যতা'। বস্তুশক্তির অন্তরেই আছে, তাহা কেবল চাবিদ্বারা খুলিতে হইবে। ভক্তি বাহির হইতে ধার করিতে হইবে না। আমরা অনেকসময় বিশেষভাবে নিপীড়িত হইলে, কিম্বা মৃত্যুর পর যমদণ্ডের ভয়ে, কিম্বা কুসংস্কারবশে ভগবানের কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু ঐরূপ ভাব বাহ্যিক আমাদের ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম চেতনের বৃত্তি। অনন্তজীবের যত কিছু প্রীতির আভাস দেখা যাইতেছে তাহা কোথা হইতে আসিল? 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দেখিতে পাই যে এই পৃথিবীতে যাহা কিছু বর্ত্তমান তাহার সকলের মূল সেই পরাৎপর ব্রহ্ম। সেই জগতে প্রেম আছে বলিয়া এ জগতে তাহার একটী বিকৃত প্রতিফলন পড়িয়াছে। আমরা এই জগতে শান্ত, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি পাঁচ প্রকারের সম্বন্ধ দেখিতে পাই। এই পাঁচপ্রকার সম্বন্ধ পরব্যোমে নিত্য বর্ত্তমান। এখানকার সম্বন্ধ অনিত্য। কিন্তু পরব্যোমের সম্বন্ধ নিত্য; এ জগতের সম্বন্ধ হেতুমূলক। এ জগতের সখার সহিত যদি কোন প্রকার স্বার্থের বিরোধ ঘটে তাহা হইলে আর সখ্য থাকে না। এ জগতের পুত্র যদি পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইলে আর বাৎসল্য-ভাব থাকে না। কিন্তু পরব্যোমে এ প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তথায় সকলেরই উদ্দেশ্য—পরব্যোমপতি ভগবানের তুষ্টিবিধান করা। তথায় সখ্য ভগবানের সহিত, বাৎসল্যও ভগবানের প্রতি। সখা যদি আমার প্রতি অত্যাচার করিয়া সুখী হন তাহাতেই আমার সুখ, পুত্র পিতার প্রতি যত প্রকার দৌরাত্ম্য করুন তাহা দ্বারা তাঁহার তুষ্টি-বিধান হইলে ঐ প্রকার দৌরাত্ম্য পিতার চিত্তাকর্ষক। তথায় তৃণ, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, নদ, নদী, সকল জীব ও বস্তু চেতনময়, সেই সকল চেতন একের সেবা করে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সেই ধামে অন্য পতি নাই, একমাত্র পতি সেই লীলা-পুরুষোত্তম স্বরাট্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই বস্তুর যে সেবা তাহা চেতনের বৃত্তি।

হয় গোরা ভজ, নয় লোকছুক্ ছাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৮০ N. R. ৩৪-৩৫ ডিঃ সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য	১২৬৫/০	২৫।২।৩৫	নিষ্কর	থানা দামুরহুদা মৌজা মদনা	২৫২ খতিয়ান	১০ ৮৭ শতাংশ	২৸৶৩	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৮০ N. R. ৩৪।৩২		ঐ	জ্ঞানানন্দ রায়	১৩৭৸৶০	২৫।২।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা [illegible] মৌজা প্রতাপপুর	৩৯১ খতিয়ান	২০-২৭ শতাংশ	২৫৲	ঐ
৪০১ R. P. ৩৩-৩৪		আর পালচৌধুরী	প্রফুল্ল কুমার রায়	১৩৭৸৶	২৬।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা মানিকপোতা	৩ খতিয়ান	৩৯-৯৮	১৬৶৩	আর, পাল চৌধুরী
১০৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	হরিচরণ রায়	১২৭৷৶৩	২৬।২।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজা শিমুলগাছী	৩৯।৩৫১ খতিয়ান	১৩-১০	৫...	ঐ
১৭১ R. P. ২৪।৩৫		ঐ	খাতুন বিবি অংশে ফ্যাক সেখ গং	১৫৷৶৩	২৬।২।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা চটনী	১৭০ খতিয়ান	·৬৩	১৸৶৩	ঐ
৩০১ R. P. ৩৩।৩৪		ঐ	নির্ম্মলা দাসী দেবী	১৫২৸৶৩	২৭।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান ও নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজা সগুনা	৪৬৬ খতিয়ান ৬৩৮ ২৮৬	১২-৭২	২২৸৬	ঐ
৫৮ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	কাছের সেখ	৫৪৸৶৩	২৭।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা হাঁসখালী মৌজা গোবিন্দপুর	১২১৫ খতিয়ান	১-০৮	১০৸৶৩	[illegible]

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্ বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ১ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই পৌষ, সোমবার, ১৩৪১, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ [২৫১শ সংখ্যা

ভারতের প্রতি সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ

স্যাণ্ড্রিংহাম প্রাসাদ হইতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বড়দিন উপলক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের এই বাণী বেতার যন্ত্রের মারফতে সর্বত্র প্রচার করা হইয়াছে। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ আশা করেন, তাঁহার প্রেমভক্তগণ তাঁহার প্রতি এবং একে অন্যের প্রতি ঠিক যেন একটা বিরাট পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ।

ডিউক অব কেণ্টের বিবাহ উপলক্ষে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে যেরূপ স্নেহ, প্রীতি ও সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী উভয়েই মুগ্ধ হইয়াছেন। সম্রাট তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ জোর দিয়া একথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, আমাদের নিজের জাতির এবং পৃথিবীর অপরাপর জাতির উদ্বেগজনক জটিল সমস্যাগুলির কথা আমি অবগত আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকই এক বিরাট মানব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, এইরূপ মনোভাব লইয়া যদি আমরা সমস্যাগুলির সম্মুখীন হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা এই সমস্ত সমস্যাকে জয় করিতে পারিব। কারণ এইরূপ মনোভাব অবলম্বন করিলে আমাদের ব্যক্তিগত এবং দলগত স্বার্থ, তখন সমগ্র সম্প্রদায়ের কল্যাণকামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

বিশেষ করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বলেন, "এই সমস্ত উপনিবেশের সমবায়ে আমার বর্ণিত এই বিরাট পরিবার আজ স্বাধীন জাতি সংঘের একটা যুক্ত প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। উপনিবেশের অধিবাসীরা মূল দেশের (ইংলণ্ডের) গৌরব-গাথা এবং উদ্দীপনাময়ী স্মৃতি-কথা স্ব স্ব দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাই আমি আজ তাঁহাদের সহিত একযোগে দূরে বহু দূরে অবস্থিত আমাদের কলোনিগুলির সঙ্গে একাত্মবোধ করিয়া আনন্দিত হইতেছি।'

ভারতের কথা উল্লেখ করিয়া সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বিশেষ আন্তরিকতার সহিত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, "আমার এই বাণী শুনিয়া ভারতবাসীরা আশ্বস্ত হউন, আমি সর্বদাই তাঁহাদের জন্য চিন্তা করি। আমার আন্তরিক কামনা এই যে, এক পরিবারের মধ্যে যেরূপ একতা বর্তমান থাকা উচিত, সেই একতার মধ্যে তাঁহাদের ও স্থান আছে—একথা তাঁহারাও বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করুন এবং ইহার উপযুক্ত মূল্য দিতে সমর্থ হউন। বিরাট ও বহুধা বিস্তৃত পরিবারের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া যদি সত্যসত্যই আমাকে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রায় ২৫ বৎসর ব্যাপী আমার সুদীর্ঘ সময় উদ্বেগজনক রাজত্বের প্রকৃত পুরস্কার লাভ করিব।"

বড়দিন উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া এবং সকলের জন্য বিধাতার শুভাশীষ প্রার্থনা করিয়া সম্রাট তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন। উক্ত বক্তৃতা কলিকাতায় বেতার যন্ত্রের মারফতে সকলেই পরিষ্কারভাবে শুনিতে পাইয়াছিল।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজার এক লক্ষ টাকা দান

ময়ূরভঞ্জের মহারাজা সম্রাটের রজত জয়ন্তী ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৮০ বৎসর বৃদ্ধের পাণিগ্রহণে বিঘ্ন

বরিশাল হিতৈষীতে প্রকাশ, গৌরনদী থানার অধীন আধুনা গ্রামনিবাসী জনৈক ভট্টাচার্য্য বিপত্নীক হইয়া ৮৫ বৎসর বয়সে দশম বর্ষীয়া এক কন্যার পাণিগ্রহণ-মানসে কন্যার বাড়ী গমন করিয়া গ্রামবাসীদের চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। পাঙ্গাসিয়ার জনৈক মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাকি কন্যার এই অঘোটনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল। আমরা বাধাদানকারী যুবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

দা'য়ের আঘাতে ব্যাঘ্র হত

রেঙ্গুনের এক সংবাদে প্রকাশ, মিটসোনইয়ার শান জাতীয় ইউ আউ মংয়ের বিংশতি বর্ষীয়া কন্যা মাশিন একাকী অদ্ভুত সাহসের সহিত দায়ের আঘাতে ব্যাঘ্রহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, বালিকা তাহাদের গৃহের নিকটবর্ত্তী বাগানে সব্জী সংগ্রহ করিতেছিল; এই সময় একটি হিংস্র বাঘ তাহাকে আক্রমণ করে। মাশিন অসীম সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি সহকারে ব্যাঘ্রটির সম্মুখীন হইয়া তাহার হাতের একমাত্র অস্ত্র দা' দিয়া ব্যাঘ্রটীর মস্তকে উপর্য্যুপরি আঘাত করে। আঘাতের ফলে ঘটনাস্থলেই ব্যাঘ্রটি মারা যায়।

নিজ পুত্রকে প্রতারণা

সদানন্দ কালার নামক এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে ঠকাইবার অপরাধে নাগপুরের জনৈক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ, সদানন্দ তাহার একটি পুত্রকে পোষ্য দিয়াছিল, এই পুত্রটি তাহার পোষ্য পিতার যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, সদানন্দ তাহা তদারক করিত। সদানন্দ পুত্রকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তির মিথ্যা হিসাব দাখিল করে। তাহার ১০০০৲ জরিমানাও হইয়াছে।

স্ত্রী হত্যার দায়ে দ্বীপান্তর

স্ত্রীর হত্যার অপরাধে বেরিলীর জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এ এইচ গানি আই সি এস আবদুল সাকুরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

দায়রা জজ রায় দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে আসামী অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া এই কাজ করিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রায় স্বেচ্ছাকৃত হত্যা বলিয়া মনে হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামীর স্ত্রীর সহিত নাজির আমেদ নামক এক ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা জন্মে, কিন্তু ইহা আসামী পছন্দ করিত না, এবং স্ত্রীকে সে সন্দেহ করিত। কিন্তু তাহার স্ত্রী নাজিরের সহিত ভাব করিতেই থাকে, ফলে আসামী তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে।

১০১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন

বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ হোসেনি ভাই লালজীর পিতা মিঃ আবদুলভাই লালজী ২৫শে ডিসেম্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১০১ হইয়াছিল। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সমাজ সংস্কারব্রতী ছিলেন।

পলো খেলোয়াড়ের বিপদ

ভূপালে একটি দুর্ঘটনার ফলে একজন রুশ পলোখেলোয়াড় সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। প্রকাশ, ভূপালের নবাব একটি রুশদেশীয় দলের সহিত পলো খেলিতেছিলেন এমন সময় রুশদলের একজন খেলোয়াড় তাহার ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া যায়, এবং ভীষণভাবে আহত হয়। অতি সত্বর প্রাথমিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় খেলোয়াড়কে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৫ই পৌষ, সোমবার, ১৩৪১

মায়াপুরের প্রস্তাবিত রেল

নবদ্বীপ দর্শনার্থী যাত্রিবৃন্দের ও স্থানীয় জনগণের সুবিধার জন্য কৃষ্ণনগর হইতে বাহাদুরপুর হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যে রেললাইন নির্মিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সহযোগী ফরওয়ার্ডের ২৩শে ডিসেম্বর সংখ্যার (Town Edition) দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংবাদ ফরওয়ার্ডকে কে দিয়াছে তাহার উল্লেখ নাই। উহাতে যে কয়টি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইব যে মায়াপুর দিয়া রেললাইন হইলেই সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

একথা সত্য যে, বৎসরে অসংখ্য যাত্রী নবদ্বীপ-দর্শনে আসিয়া থাকেন। শ্রীধাম মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ। যাত্রিগণ সেই প্রাচীন নবদ্বীপের স্মৃতি পুনরুদ্ধার দেখিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে লোভ কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারেন না। এরূপ অনেক যাত্রী আছেন যাঁহারা শুধু শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনেই আসেন, কিন্তু বর্ত্তমান নূতন সহর নবদ্বীপে যান না। কোনও রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে শ্রীধামে যাইবার একটিও ভাল রাস্তা না থাকায় যাত্রিগণকে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়। মায়াপুরে রেলওয়ে ষ্টেশন হইলে যাত্রিগণের সেই অসুবিধা দূরীভূত হইবে। মায়াপুর দিয়া রেলওয়ে লাইন হইলেও যাত্রিগণকে সহর নবদ্বীপে যাইতে কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। কারণ বর্ত্তমানে সহর নবদ্বীপের যাত্রিগণকে স্বরূপগঞ্জপার হইতে গঙ্গা পার হইতে হয়, তখন হুলোর ঘাটে গঙ্গা পার হইলেই চলিবে। বর্ত্তমানে শ্রীধাম মায়াপুরের যাত্রিগণকেও গঙ্গা বা খড়িয়া পার হইতে হয় কিন্তু মায়াপুর দিয়া রেললাইন হইলে ঐ অসুবিধা দূর হইবে। বিশেষতঃ মায়াপুর দিয়া ব্রডগেজ লাইন হইবার প্রস্তাবই আছে। তাহাতে যাত্রিগণের কৃষ্ণনগরে গাড়ী বদলের প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং দূরদেশের যাত্রিগণের আর্থিক সুবিধা হইবে এবং তাঁহারা গাড়ী বদলের ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

সহর নবদ্বীপ হইতে যে সকল ছাত্র, উকিল, মোক্তার এবং মামলা মোকদ্দমাকারিগণকে কৃষ্ণনগর যাইতে হয় মায়াপুর দিয়া যাইতে তাঁহাদের কোনও প্রকার অসুবিধা হইবে না। কারণ ব্রডগেজের লাইনে লাইট রেলওয়ে অপেক্ষা ট্রেণের গতি নিশ্চয়ই অধিক হইবে। সুতরাং তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই কৃষ্ণনগরে যাইতে পারিবেন। আরও একটি বিশেষ সুবিধা হইবে এই বর্ত্তমান রোডষ্টেশন হইতে যাত্রিগণকে কোর্টে যাইতে যতটা রাস্তা হাঁটিতে হয় ব্রডগেজ লাইনে যেখানে কোর্ট ষ্টেশন হইবে, তাহা হইতে কোর্টের দূরত্ব প্রায় অর্দ্ধেক হইবে। যাহারা ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করিতে পারে না সেইসকল দরিদ্র লোকদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে।

ফরওয়ার্ডের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত লাইনে কৃষ্ণনগরের দূরত্ব ১২ মাইল হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রস্তাবিত লাইনে নবদ্বীপের গঙ্গাঘাট হইতে কৃষ্ণনগর রোড-ষ্টেশনের দূরত্ব ৭ মাইল ও সিটি ষ্টেশনের দূরত্ব ৯ মাইলের অধিক কিছুতেই হইবে না।

ফরওয়ার্ডের সংবাদদাতা চতুর্থ কারণটী যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। প্রস্তাবিত লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী মায়াপুরের কথা বাদ দিয়া বামুনপুকুর, গোনডাঙ্গা প্রভৃতি [illegible] সমূহের এক একটি গ্রামের লোকসংখ্যা অপর [illegible] গ্রামের লোক[illegible] সমান হইবে। প্রস্তাবিত লাইনের পারে দুইটি উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় আছে, কিন্তু অপর পারে একটিও নাই। ইহাতে পাঠক [illegible] পারিবেন কোন্ পারের মূল্য অধিক। প্রস্তাবিত পারে রেললাইন হইলে এই বিদ্যালয় দুইটি হইতে যেসকল ছাত্র উত্তীর্ণ হয়, তাহারা কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িবার সুবিধা পাইবে। তদ্ব্যতীত বাহাদুরপুর এমন কি কৃষ্ণনগর হইতেও মায়াপুর স্কুলে বহু ছাত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিবে। কৃষ্ণনগরে কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থাকিলেও মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার সুব্যবস্থা থাকায় সজ্জনগণ তাঁহাদের সন্তানগণকে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাঠাইবার বিশেষ পক্ষপাতী।

ফরওয়ার্ডের সংবাদদাতার পঞ্চম যুক্তিটীর কোনও মূল্য নাই। যে সকল রাস্তার পার্শ্ব দিয়া রেললাইন নাই সেই সকল স্থানে বাসসার্ভিসে কি অসুবিধা হয় বুঝিলাম না। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইলে ভাড়া কমিবে সুতরাং যাত্রিগণের সুবিধাই অধিক হইবে এবং তাহারা সমস্ত সময়েই যাতায়াতের জন্য মোটর পাইবেন। ইহা কি যাত্রিগণের পক্ষে অসুবিধার কথা?

উপসংহারে বক্তব্য, মায়াপুরে দুইটি কটন মিলস্ হইতেছে। তাহাতে মায়াপুরের পারেই রেলওয়ে লাইনের যে কত প্রয়োজনীয়তা তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং দূরদেশাগত যাত্রিগণের বা স্থানীয় লোকের—উভয় দিক দিয়াই বিচার করিলে নিরপেক্ষ সজ্জনগণ দেখিতে পাইবেন যে, মায়াপুরের প্রস্তাবিত রেললাইন সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার সাধন করিবে। যদি বলা হয়, এত সুবিধা থাকিতেও ঐপ্রকার বিরুদ্ধ প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কেন তাহার মূল কারণ, প্রাচীন নবদ্বীপের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার দ্বারা শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধিহেতু একশ্রেণীর লোকের মৎসরতার সাফল্যচেষ্টা। কলির চরমবুদ্ধ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ সেবা-প্রণালীর বিরোধাচরণেই নিজস্বভাবের প্রকাশ করিতে থাকিলেও সুবুদ্ধ সজ্জনগণ অবশ্যই তাহাদের কপটতার সমর্থন করেন না।

কিছুকাল পূর্ব্বে ডি, টি, এস্ যখন মায়াপুরের রেল সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানে (Enquiry তে) আসিয়াছিলেন, যখন মহেশগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্রপাল চৌধুরী মহাশয় (নদীয়ার স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বধামগত ভূমাধিকারী নফর চন্দ্র পালচৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ঐ)—তিনি কোন্ পারে রেল চান, অর্থাৎ কোন পারে রেল থাকিলে অধিকাংশ লোকের উপকার হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে নিঃস্বার্থভাবে বলিতে গেলে (To [illegible]eak disinterestedly) মায়াপুর [illegible] রেল হইলেই যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইবে; ঐ পারের রেলেই অধিকাংশ ব্যক্তির সুবিধা হইবে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐ কথা এখনও অস্বীকার করিবেন না।

অভিনব মানব-ভক্ত

মহেশগঞ্জের সাহেব বাবুর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের অভিনব উপায়ে মনিব-ভক্তির যে পরাকাষ্ঠা আনন্দবাজার পত্রিকার (কলিকাতা সংস্করণের) গত ১০ই পৌষ বুধবার তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহাতে তাঁহার বেতন কিছু বৃদ্ধি পাইবে কি না জানি না, তবে বড় দিনের আমোদের সময় ঐপ্রকার সুকৌশল সাহেব মনিবের যে বিশেষ প্রীতিকর হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং উক্ত বুধবারে প্রকাশিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বর্ত্তমান রিট্রেঞ্চমেন্টের সময় সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য অভিনব পন্থা আবিষ্কার না করিতে পারিলে কি চলে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে-সকল উক্তি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উত্তর পাঠকগণ 'মায়াপুরের প্রস্তাবিত রেল' প্রবন্ধেই দেখিতে পাইবেন। কারণ তাহার মূল কথাগুলি 'ফরওয়ার্ডে' প্রকাশিত সংবাদেরই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ। তবে তিনি অহিন্দুগণের সহিত যে ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা 'ফরওয়ার্ডে' স্থান পায় নাই। তাঁহার কল্পনাশক্তিকে ধন্যবাদ! কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়গণ গ্রন্থের সবিশেষত্ব স্বীকার করেন না। মুসলমানগণও নির্বিশেষ ভগবানের উপাসনা করেন। সুতরাং এই হিসাবে তাঁহাদের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বন্ধুত্ব অযৌক্তিক নহে। তিনি সাধনায় এতটা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন যে কল্পনাসমূহকে অহিন্দুভাবায় শব্দরচনায় ঐ ভাষাবিজ্ঞ অনেককেই হতভম্ব লাগাইয়া দিয়াছেন। মনীষা বটে!

যে-সম্বন্ধে তিনি সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহার মনিবের ও মনিবগৃহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পত্রিকায় তিনি সেই পরিচয়ের বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নাই। ইহার কারণ কি? নিজেকে সাহেব বাবুর কর্মচারিরূপে প্রকাশ করিতে কি তিনি লজ্জা বোধ করেন? অথবা মনিবের পরিচয়ে পরিচিত হইলে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়াই তিনি অভিনব কূটকার্য্যে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। তিনি যেভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকুন না কেন, গবর্ণমেণ্টের বা রেলওয়ে বোর্ডের তাঁহার সুচাতুরী ধরিয়া ফেলিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাঁহার মনিব মায়াপুরের উপর দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তাটী করিতে [illegible] বৎসর যে-প্রকারে বাধা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি শ্রীধাম মায়াপুরের কতটা হিতৈষী তাহা সরকার বাহাদুর ও জনসাধারণ বেশ অবগত আছেন। বিশ্বস্ত কার্য্যাধ্যক্ষ হিসাবে ঐ কার্য্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদ্যম যে নিতান্ত কম ছিল তাহা মনে হয় না।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, পরাজয়ের বা অকৃতকার্য্যতার রোষাগ্নি অনন্ত শিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া আত্মবিনাশ করিয়া থাকে। সাহেব বাবুর সুদক্ষ কার্য্যাধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাঁহার মনিবের ও নিজের হিতার্থে সৌহৃদ্যসূত্রে এই কথাটি আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরাক্রমশালি জমিদার-রূপে [illegible] কতকগুলি গাহি সংগ্রহ করিলেই যে তাহার বিশেষ কোন মূল্য হইবে, তাহা বোধ হয় না।

আবহাওয়া—শীতঋতুর প্রারম্ভেই শীতের অত্যধিক আধিক্য অনেক ব্যক্তিকেই মহামারীর দুশ্চিন্তায় অভিভূত করিতেছে। বঙ্গের কোন কোন স্থান হইতে আমরা কলেরা মহামারীর সংবাদও পাইতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৪ সোমবার | ২৫১শ সংখ্যা

রেঙ্গুণে প্রচার

রেঙ্গুণের পত্রে প্রকাশ, তথাকার সুপ্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ী ও কালীবাড়ীতে গৌড়ীয়-মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিলাস গভস্তি নেমি ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্-ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। ম্যাজিক্‌ল্যাম্প ছায়াচিত্র যোগে কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীপাদ ভবদেব চট্টোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবৈভব, শ্রীনরহরি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভুবনমোহন দাস অধিকারী প্রমুখ সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়াগণ পাঠের আরম্ভে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। স্থানীয় 'দি রেঙ্গুণ টাইমস্', 'দি রেঙ্গুণ গেজেট', 'দি রেঙ্গুণ মেইল' 'ধর্ম্ম-সমাচার' প্রভৃতি পত্রিকা-সমূহের সম্পাদকগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের উচ্চপ্রশংসা করিয়া সংবাদ প্রকাশ করিতে-ছেন। গত ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে স্বামিজীগণ যথাক্রমে হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় 'মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে গৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে রেঙ্গুণ মেইলের মন্তব্য যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি।

GAUDIYA MATH IN RANGOON

[From the Rangoon Mail, dated Dec 14, 1934]

Two very able preachers of this Mission Tridandi Swami B. V. Govastinemi Maharaj and Tridandi Swami B. S. Giri Maharaj, disciples of Paramhansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Founder and President of Gaudiya Math organisation with a big party have arrived in Rangoon with the 'Message of Divine Love' per S S Burmestan, on the 10th November on their way to Singapore, Siam and Japan. Swamijis will deliver learned lectures on 'The Philosophy of Lord Chaitanya' in different places of the town. Swamijis with party are staying at Rai Bahadur Bhagwandas Bagla's building, 701 Merchant Street as guests of Seth Madan Gopal Singh.

It may be recalled here that in the course of a decade of years this Mission has established 40 branches in India and 2 in England and the activities of the Mission are manifold. Eulogistic references were made on various occasions by rulers of various provinces in India and several scholars of Europe.

Among the various activities of the Mission, it has established High Schools, Para Vidya Peeths, and Pathashalas in different parts to impart Theistic education to the students where side by side with the University training religious education also is imparted as was the custom in olden days in the Gurukuls and Rishikuls.

To facilitate the work of the Mission in different provinces in India and abroad the Mission is publishing six papers and periodicals in English, Hindi, Bengalee, Assamese and Ooriya languages (daily, weekly and fortnightly), through which the noble message of Lord Chaitanya is propagated in all parts of the Globe.

There is moreover arrangement of medical aid in the parent institution where there are expert medical practitioners to see to the health of the students and of the poor and needy people.

Besides there are about 500 preachers who are very learned and have devoted there lives solely to the cause of religion and who with their practical life before others are moving throughout all parts of the country and delivering lectures with practical examples before the public. This indeed is a rare opportunity now a-days though there is no lack of so-called religionists.

About 450 years back i e. in the middle of the 16th century when the religious firmament of India was badly over-loaded with various kinds of narrow ideas and crooked views about religion Lord Chaitanya came with the 'Message of Divine Love' and brought every body, He came across under the flag with His super-natural influence But unfortunately after His disappearance from the world his sublime Message underwent a good deal of change at the hands of his so-called followers for want of a proper Acharya About 45 years back Srila Thakur Bhakti Vinode established a Math at Shri Mayapur Nadia, the birth place of Lord Chaitanya to propagate His teachings from pen and platform and he wrote many books in different languages to carry out the propaganda. After his departure the lead of the Gaudiya Mission fell in the able hands of Paramahansa Shrimat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the 10th Acharya of the Chaitanya cult and the Founder of the Gaudiya Math organisation, who with his dynamic personality began to spread the Mission in all the important parts of India (Calcutta, Madras, bombay, parts of U. P. and Punjab etc.) and abroad.

সাময়িক প্রসঙ্গ

—:০:—

বালিঘাটী সংবাদ

বালিঘাটী হইতে জনৈক শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিতেছেন, গত ৭ই পৌষ (১৩৪১), ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৩৪), রবিবার বালিঘাটী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ-মঠের সাপ্তাহিক অধি-বেশনে উক্ত মঠের রক্ষক উপদেশক আচার্য্য শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, মঠোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে শ্রীমহাপ্রভুর সমীপে তপন-মিশ্রের 'সাধ্য ও সাধন'-বিষয়ে প্রশ্ন, প্রভুর উত্তর ও [illegible] সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রোতৃবৃন্দ [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে পরম উপকৃত হওয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া-ছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত পরশ্ব অপ-রাহ্ণে সপার্ষদে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম
- ৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
- ৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
- ৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
- ৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
- ১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
- ১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
- ১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
- ১৪। বাদশ-আলবর ।০
- ১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
- ১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
- ১৮। ভজন-রহস্য ৷০
- ১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
- ২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
- ২৩। মুক্তিমল্লিকা তপনৌষধঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
- ২৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
- ২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
- ঐ (বাঁধা) ৸০
- ২৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
- ২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
- ২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
- ঐ (আবাঁধা) ।৵
- ২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
- ৩১। গীতমালা ⁄১০
- ৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৩৬। শরণাগতি ⁄০
- ৩৭। গীতাবলী ⁄০
- ৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
- ৩৯। সাধনকণ ⁄০
- ৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
- ৪১। নবদ্বীপশতক ⁄০
- ৪২। অর্থপঞ্চক ⁄০
- ৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
- ৪৫। অর্চ্চনকণ ৵১০
- ৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ৩৲
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫০। গোবৰ্দ্ধনোদয়ঃ ৸০
- ৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
- ৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
- ৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৫৭। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
- ৬০। ষট্‌পদ্যম্ ।০
- ৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৵০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
- ৬৩। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ৷০
- ৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ৷০
- ৬৬। নামভজন ।০
- ৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
- ৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
- ৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
- ৭০। বৈষ্ণবীজম ।০
- ৭১। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
- ৭২। দি ভাগবত ।০
- ৭৩। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
- ৭৭। সাধন-পথ ।০
- ৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
- ৭৯। গীতাবলী ⁄০
- ৮০। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১০১ R. P. ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		আর,পালচৌধুরী	কেরামদ্দি বিশ্বাস	১৮৫৸৶০	২৭।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজা সগুনা	৩৪১ খতিয়ান	১৮ ৬ঃ শতাংশ	৪১৸৶৩	আর, পালচৌধুরী
৪০১ R. P. ৩৩।৩৪			করিমবক্স তরফদার দিং	৫৮৶৯	২৮।২।৩৫		থানা হাঁসখালী মৌজা গোবিন্দপুর	৮২৫ খতিয়ান	-৭২ শতাংশ		
৪৪ A. P. ৩৬-৩৭		ঐ, পালচৌধুরী	নেচমান কালগানা	১৭।৶০	২৮।২।৩৫		থানা করিমপুর মৌজা রামনগর	২৪৮ খতিয়ান	-১১ শঃ	২/৬	ঐ, পাল চৌধুরী
৪৫৫ R. P. ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	রাজেশ্বর গড়াই	৫৩৸৶০	২৮।৩।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজা ফুলিয়া	৩৩৩ খতিয়ান	১৫-০৭শঃ	৩২৶০	আর পালচৌ
৫০৫ R. P. ২৩।৩৪		ঐ	সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৬৴০	২।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা নবদ্বীপ মৌজা পানশিলা	৫২৯ খতিয়ান	৫-৩৮শঃ	নিষ্কর	ঐ
৪১৮ R. P. ৩৫।৩৪			জগন্নাথ খাঁ	।৩৬৬	৪।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী নিষ্কর	থানা হাঁসখালী মৌজা গোবিন্দপুর	১৩৬১ খতিয়ান	১-২৬ শঃ	ঐ	ঐ
৫৪ R. P. ৩৪।৩৫			খোদাবক্স	৫৭৸৶০	৪।২।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা হাঁসখালী মৌজা গোবিন্দপুর	১৪৪১ খতিয়ান	৪-৮৪শঃ	৮।০	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ১লা জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৫২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত

ছোট নাগপুরের কমিশনার শিকারে বাহির হইলে তাঁহার দলে যে সকল লোক ছিল, তাহার মধ্যে একজন মধ্য বয়স্ক আহীরকে একটী ব্যাঘ্র ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে; ফলে তাহার মৃত্যু হয়। প্রকাশ, সে পশু তাড়াইবার দলের লোক ছিল।

পাঁচ আনার জন্য খুনাখুনি

চট্টগ্রাম সংবাদে প্রকাশ পাঁচ আনা নৌকা ভাড়ার জন্য এক পক্ষে একজন সাম্পানওয়ালা ও তাহার দুইজন আত্মীয় এবং অপর পক্ষে তিন জন যাত্রীর মধ্যে ভীষণ মারামারি হইয়া গিয়াছে। ফলে দুইজন নিহত ও একজন সাংঘাতিক আহত হইয়াছে। আনোয়ারা থানায় পাঁচমহল গ্রামে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

আদালতে অদ্ভুত জুরি

শ্রীহট্ট যুগভেরী পত্রিকায় প্রকাশ সিলেটের এসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজের আদালতে বালাগঞ্জ থানার অধিবাসী আবদুল গফুর নামক একব্যক্তি জুরির সমন পাইয়া উপস্থিত হয়। লোকটিকে দেখিয়া মনে হইল, বিদ্যা বুদ্ধি ত তাহার নাইই, জুরির আসনে বসিবার মত লোকও সে নহে। তাহাকে যেন কেহ বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছে। আদালতের সমন পাইয়া সে এত ভীত হইয়াছিল যে, একাকী সহরে আসিতে তাহার সাহসী হয় নাই, সঙ্গে তাহার বৃদ্ধ পিতাকেও আনিয়াছে। সে যেন অতি কষ্টে কোথা হইতে একখানি ময়লা ও অতি পুরাতন জীর্ণ জামা সংগ্রহ করিয়া কোনও রকমে তাহার শরীরটাকে আবৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে এবং তাহার পিতা দস্তুরমত ভয়ে কাঁপিতেছিল। পিতা কেন সঙ্গে আসিল, জিজ্ঞাসা করায় পিতা বলে যে, পাছে তাহার পুত্রের জরিমানা করা হয়, সেই জন্য আসিয়াছে। পিতা-পুত্র সমনকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মনে করিয়াছিল। কোনও ক্রমে মুক্তি পাইবার জন্য পিতা-পুত্র উভয়েই ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। অবশেষে তাহাকে জুরির আসনে বসিতে না দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয়।

চুরি করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রকাশ, চট্টগ্রাম ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আর্দ্দালী বাদশা মিঞাকে আফিং সেবনে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, কোনও স্ত্রীলোকের ঘরে চুরি করিবার কালে সে এ কাজ করে। তাহার বাড়ী হইতে কয়েকটি কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

সারদা আইনে ক্রোড়পতি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট

রায়সাহেব উপাধিধারী, ক্রোড়পতি, মিলমালিক, বিহারের মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মাঙ্গীলাল জৈন এবং তাঁহার শ্বশুর রামকিষণের বিরুদ্ধে আজমীড়ের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি এইচ গিডনীর এজলাসে সারদা আইন অনুসারে মামলা চলিতেছে।

রায় সাহেবের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। অভিযোগে প্রকাশ, গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয় আসামী রামকিষণের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। রায় সাহেবের শ্বশুর সেখানে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫১২ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

রায় সাহেবের নববিবাহিতা পত্নীর বয়স যে ১৩ বৎসর এবং রায় সাহেব যে গত বৎসর এই নাবালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, জিজ্ঞেস্কা এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ রূপগোপাল গর্গ তৎসম্পর্কে বিশদ দলিলপত্র পেশ করিয়া সাক্ষ্য দেন। আরও চারিজন সাক্ষী তাঁহার উক্তি সমর্থন করেন এবং তৎপর শুনানী স্থগিত থাকে।

রেলষ্টেশনে মৃতদেহ

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর পাটনা জংশন রেলওয়ে ষ্টেশনে, মোটর দাঁড়াইবার স্থানে একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। ইহাতে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিকে হিন্দু বলিয়া মনে হয় এবং তাহার বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইবে, তাহার পকেটে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট পাওয়া গিয়াছে ইহাতে মনে হয় যে, সে হাওড়া হইতে এন রেলওয়ে লাইনে পাটনা জংশন হইয়া মানকপুর যাইতেছিল। ২৭শে ডিসেম্বর টিকেট ক্রয় করা হয়। শবদেহ ময়না তদন্তের জন্য শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠান হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ডাকাতি সম্পর্কে ১০০ জন গ্রেপ্তার

পূর্ণিয়ার ব্যবসায়ী, বাবু গোকুল প্রসাদ সাহুজী ও বাবু জগন্নাথ প্রসাদের বাড়ী তল্লাস বহুস্থানে পুলিশ খানাতল্লাসী করে। বহু লোককে পুলিশ হাজতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি কোরহা থানায় একটি ডাকাতি হয়। তৎসম্পর্কে পুলিশ রূপৌলি ও কোরহা থানার এলাকার প্রায় ১০০ লোককে গ্রেপ্তার করে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন, কিন্তু অনেকের জামীনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে তাহারা দায়রা আদালতে দরখাস্ত করে। দায়রা জজ তাহাদের অনেককেই ৫০০৲ টাকা করিয়া জামিনে মুক্তি দেন।

নোটীশ

সপরিষদ বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর মনে করেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ১৯৩০ সনের বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ২ ধারার অন্তর্গত ১নং উপধারা অনুসারে আটক থাকার আদেশ জারী করা যাইতে পারে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাইয়া পাওয়া যায় নাই। তাই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া উপরি উক্ত আদেশ জারী করাও সম্ভবপর হয় নাই। অতএব সপরিষদ গভর্ণর আদেশ দিয়াছেন যে ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ১৫ দিনের মধ্যেই তাহারা যেন যথা নির্দ্দিষ্ট পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট হাজির হইয়া আত্মসমর্পণ করেন।

(১) চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অধিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী ইহাকে আদেশ করা হইয়াছে যে, চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হাজির হইতে হইবে।

(২) চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা পুলিশ ষ্টেশনের অন্তর্গত আনোয়ারা গ্রামের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমৎ দেবেশ ভট্টাচার্য্য ওরফে বেচা। ইহাকে বলা হইয়াছে যে চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

ওঁ বন্দে জননীং মাতৃদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪১

সামান্য কারণে কলহের সৃষ্টি হইয়া কি প্রকারে সর্ব্বনাশ হয় তাহার বিবরণ আমরা প্রায়ই পাইয়া থাকি। সম্প্রতি ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বিশ্রামপুর থানায় ঐ প্রকার একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। ঐ থানার অন্তর্গত কাদিহরণগঞ্জরোড মেরামত করিবার সময় বুধী পান্দু নামক একব্যক্তি সৌমব আদিব নামক অপর ব্যক্তিকে ঐ রাস্তার ধারে আইল চরাইতে নিষেধ করে, কারণ উক্ত মেরামত হইতেছিল। এই সামান্য কারণেই বাদানুবাদের সৃষ্টি হয় এবং ইহার পাঁচ ঘণ্টা মেয়াদ পরে সৌমব একখানি কুঠার লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তদ্বারা বুধীকে পুনঃপুনঃ প্রহার করিতে থাকে। ফলে বুধীর মৃত্যু ঘটে। ছোটনাগপুরের স্পেশিয়াল কমিশনার মিঃ সম্রাদ সৌমব আদিবকে প্রাণদণ্ডে দাণ্ডিত করিয়াছেন।

সেখপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, পণ্ডিত মলুক চাঁদ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং শাস্তুক আলি নামক জনেক গ্রামের এক অপর ভদ্রলোকের নিকট ছয় আনা চাঁদা চাহিয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি তাহা দিতে অসম্মত হওয়ায় উভয়পক্ষে ঝগড়া হয়, এবং অপর ভদ্রলোককে নাকি এমন ভাবে প্রহার করা হয় যে, তৎফলে তাঁহার মৃত্যু হয়, আসামী যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। চক্ষুর সম্মুখে এত সকল ঘটনা বর্তমান থাকিতেও কয়জন লোক সময়ে সাবধান হয়?

কলিকাতার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গ পণ্ডিত সাহিত্যিকগণ বক্তৃতা করিয়াছেন সহিত শব্দে যথা যুক্ত হইয়া সাহিত্য শব্দ সৃষ্টি হইয়াছে। যে সাহিত্য জগতের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহাই প্রকৃত সাহিত্য। এই সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবাসী প্রবাসী থাকেন [illegible] সুতরাং এই [illegible] অনুশীলনের জন্যই আমরা সর্ব্বসাধারণকে, বিশেষ করিয়া সাহিত্যিকগণকে [illegible]

বিচারাধীন কয়েদীদিগকে হাতকড়া লাগান সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ ইস্তাহার প্রচার করিয়া সংযুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট জেলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, কোনও কয়েদীকে হাতকড়া লাগাইবার পূর্ব্বে প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইবে, তাহার পলাইবার কিংবা উপদ্রব করিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না। কোনও একটা বিশেষ অপরাধের অভিযোগ দ্বারাই ইহার একমাত্র বিচার চলিবে না?

দুইজনের ফাঁসির আদেশ

জব্বলপুরের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ জি, এক, আগরওয়ালা দুইটি পৃথক হত্যা-মামলা সম্পর্কে দুইজন আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রথম মামলার আসামী ছোটা মাঝিয়া-জরি গ্রামের বাসিন্দা। জব্বলপুরের টোডা নামক একটি যুবকের সহিত সে তাহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু টোডা বধূকে সঙ্গে লইয়া আসিতে চাহিলে বধূ পিতার গৃহ ছাড়িয়া যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। ছোটাও কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। জামাতাকে বহু অনুনয় করিয়া যখন জামাতার সঙ্কল্প টলাইতে পারিল না তখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারীর আঘাতে তাহাকে হত্যা করে।

দ্বিতীয় মামলায় দায়রা জজ জুরীদের সর্ব্বসম্মত অভিমত উপেক্ষা করিয়া আসামী গুটানিয়াকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং অপর আসামী সোনার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামীদের গ্রামের মুসম্মৎ দামোদিয়া নাম্নী একটি স্ত্রীলোককে মৃতাবস্থায় একটি নালার মধ্যে পাওয়া যায়। মৃতার দেহে ক্ষতের দাগ ছিল এবং তাহার অঙ্গের মূল্যবান গহনাদি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ঘটনার তদন্ত ব্যপদেশে পুলিশ আসামী দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। আসামীদ্বয়ের নিকট রক্তচিহ্নিত বস্ত্র ও লুণ্ঠিত গহনার কয়দংশও পাওয়া গিয়াছিল

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

সুভাষ দাসীকে হত্যা করার জন্য অভিযুক্ত অমূল্য প্রামাণিকের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অমূল্যকে সাহায্য করার প্ররোচনা দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত মণি প্রামাণিক ও যোগীন প্রামাণিক বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে। হুগলীর জেলা জজ জুরিগণের সহিত একমত হইয়া উপরিউক্ত মর্ম্মে রায় প্রদান করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামী অমূল্য প্রামাণিক চুচুড়ার তোলাফটকের সুভাষ দাসীকে লইয়া প্রমোদ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল. পথিমধ্যে মণি ও যোগীন আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়। সাহেব বাগানের এক খালের জলের উপর সুভাষ দাসীর মৃতদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার গলায় প্রকাণ্ড ক্ষত দেখা গিয়াছিল। তদন্তের পর আসামীদের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল।

সরকারী উকীলের উপর নোটীশ

ডিব্রুগড়ে এক জনসভায় সেখানকার সরকারী উকীল, ডিব্রুগড় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর সদানন্দ দেওড়া এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে নাকি বলিয়াছিলেন যে সমস্ত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আসাম গবর্ণমেণ্টই সব চাইতে বেশী স্বেচ্ছাচারী, সপারিষদ গবর্ণর রায় বাহাদুরের উপর এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারী করিয়াছেন যে, তিনি ইহা বলিয়াছেন কিনা জানাইতে হইবে এবং সত্য হইলে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে

শিকারে দুর্ঘটনা

ভূপালের সংবাদে প্রকাশ, গোন্দা-নৌর জায়গীরদার বন্ধুবান্ধব সহ শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। জায়গীরদার একটি হরিণকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করেন, সে সময় জনৈক কৃষক তার সেই পথে আসিতেছিল। দৈবক্রমে গুলীটি তাহার গায়ে লাগে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

কয়েকদিন পূর্ব্বে বড়শিয়া গ্রামে অনুরূপ দুর্ঘটনায় একটি কুলীবালকের মৃত্যু হইয়াছিল।

ছেলে ধরার উৎপাত

ছেলে ধরার উৎপাতে ভূপাল রাজ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। সেদিন ৩ বৎসর বয়স্ক একটি বালক বাড়ীর সম্মুখে খেলা করিতেছিল, তথা হইতে সে অপহৃত হয়। তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। বহু খোঁজাখুঁজির পর সহর হইতে ৪ মাইল দূরে একটি খালের মধ্যে বালকটিকে পাওয়া যায়। বালকের গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে।

নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার

রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত খিলপাড়া গ্রামের ২১ বৎসর বয়স্ক বিনোদবিহারী দাসের উপর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। প্রকাশ, উক্ত আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে.

প্রকাশ, গত জুলাই মাসে বাঙ্গলার গবর্ণরের নোয়াখালী আগমন উপলক্ষে, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বিনোদবিহারী দাসকে গৃহে আটক থাকিতে হইবে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করা হয়। ঐ আদেশ এখনও বলবৎ আছে। উক্ত আদেশ অমান্য করিয়া সূর্য্যাস্তের পর গৃহে না থাকায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডাকাতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

ফণী বাগ্‌চি, নকু ঘোষ, সত্য মল্লিক, হরি সাহা ও অপর তিন ব্যক্তিকে চুচুড়া জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীরামপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি সি চ্যাটার্জ্জি ধৃত-ব্যক্তিদের বে-আইনী জনতা ও ডাকাতির ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ব্যাঘ্র-শিকার

গত শুক্রবার ৫ই পৌষ তারিখে চুপীর উৎসাহী জমিদার দেওয়ান দেবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় পূর্ব্বস্থলীর জঙ্গলে একটি ৮ ফুট ৫ ইঞ্চ লম্বা ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। ব্যাঘ্রটী নিকটস্থ গ্রামসমূহে গরু ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু হত্যা করিয়াছিল ও বিষম উপদ্রব করিতেছিল। গত বৎসরও এই সময় উক্ত জনপ্রিয় জমিদার মহাশয় পারুলিয়া গ্রামে একটি ব্যাঘ্র-শিকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি আরও অনেক ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর শিকার করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন।

চকোলেট ভ্রমে পটকাচর্ব্বণ

পূর্ব্বপক্ষ তারিখে রাত্রিকালে জব্বলপুর এম্পায়ার থিয়েটারে এক অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনার ফলে কিংস রেজিমেণ্ট প্রথম ব্যাটালিয়নের প্রাইভেট এইচ স্মিথ সাংঘাতিক আহত হইয়াছে। প্রকাশ, স্মিথ চকোলেট চিবাইতে চিবাইতে সিনেমা দেখিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মুখগহ্বরে পটকা বিদারণ হওয়ার শব্দ উত্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখমণ্ডল, জিহ্বা ও গলদেশে ভীষণ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, চকোলেট ভ্রমে স্মিথ একটি দেশীয় পটকা চর্ব্বণ করিয়াছিল। সিনেমা গৃহ হইতে আহত অবস্থায় স্মিথকে অবিলম্বে ব্রিটিশ মিলিটারী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিয়া অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

সাময়িক বিমানপোত ধ্বংস

প্রকাশ, রয়েল এয়ার ফোর্সের দুইখানি বিমানপোত লাহোর হইতে করাচী যাইতেছিল, পথে লাহোর হইতে ২২ মাইল দূরে মুলতান রোডের সন্নিকটে গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে উহার একখানি ইঞ্জিনের গোলযোগ বশতঃ অকস্মাৎ মাটিতে পড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে। চালক বা অন্য কাহারও কোনরূপ দৈহিক ক্ষতি হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, | ১৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, | ১লা জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ | মঙ্গলবার | ২৫২শ সংখ্যা

ম শ্রীল প্রভুপাদ

পার্ষদবৃন্দসহ ২৯শে ডিসেম্বর শুভাগমন

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১৩ই পৌষ ২৯শে ডিসেম্বর শনিবার পার্ষদবৃন্দসহ কলিকাতা হইতে আসাম মেলে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ন প্রায় ৫ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছেন। আসাম মেল বর্ত্তমানে দিবা ১-৩০ মিনিটে ছাড়িয়া ২-৪৪ মিনিটের সময় রাণাঘাটে পৌছে। এই স্থানে ট্রেণ বদল করিয়া সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ রাণাঘাট-কৃষ্ণগঞ্জ-প্যাসেঞ্জার ট্রেণে ৩-৫১ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর-সিটি-ষ্টেশনে পৌছিয়াছেন। তথা হইতে প্রভুপাদ মোটরযোগে শ্রীধামে শুভবিজয় করিয়াছেন। শিয়ালদহে, রাণাঘাটে, কৃষ্ণনগর-সিটি-ষ্টেশনে এবং নবদ্বীপপার-ঘাটে বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীধামের সেবকগণ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ আচার্য্যচরণ অভিনন্দিত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামে পৌছিয়াই শ্রীযোগপীঠের নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দির পরিদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে আসিয়াছেন মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যাধিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর, উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন [illegible] প্রমুখ প্রভু-সেবকগণ। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় কলিকাতা হইতে আরও অনেক ভক্ত শ্রীধামে আগমন

গঞ্জাম জেলায় প্রচার

বেলগুণ্ঠায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বালিপদর গ্রামে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া গত ১৮ই ডিসেম্বর বেলগুণ্ঠা গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় স্থানীয় জনগণ সন্ধ্যার সময় বক্তৃতা-প্রদানের জন্য একটী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রচারকগণ কর্ত্তৃক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর উৎকলবাসী সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যার্থে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ উৎকল ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর স্থানীয় ব্যবসায়িগণ একত্রিত হইয়া একটী সভার আয়োজন করেন এবং সর্ব্বত্র ঢোল-সহযোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শুভাগমনের বার্ত্তা ঘোষণা করেন। বিজ্ঞাপনানুযায়ী সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার সময় সভা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ অভ্যর্থনা করিয়া সভামণ্ডপে লইয়া যান। গুরুবন্দনা ও মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনের

করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক, শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপদেশক শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিপ্রহরে শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ, ভক্তিবিলাস মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

পর সভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুত রঘুনাথ শাস্ত্রী মহোদয়, জগতে বর্ত্তমান সময়ে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে তাহার সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারের কি সামঞ্জস্য আছে এবং জীবমাত্রেরই যে শ্রীহরির উপাসনার অধিকার আছে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করেন।

উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ একঘণ্টারও অধিককাল বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে গভীর-গবেষণাময়ী একটী সারগর্ভা বক্তৃতা প্রদান করেন। সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিকে অস্পৃশ্য এবং সদাচার-রহিত অস্পৃশ্য ব্যক্তিকে স্পৃশ্যরূপে গ্রহণ—এই দুইটী কার্য্যই যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, ভক্তিসদাচার আচার ও প্রচার দ্বারাই যে বস্তুতঃপক্ষে অস্পৃশ্যতা বিদূরিত হইতে পারে, তাহা স্বামীজী অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন।

কলেজের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অদ্যকার সভার বক্তা সুগভীর ও উচ্চ দার্শনিক বিষয়টীকে যেরূপ প্রাঞ্জল ও মধুময়ী করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। বক্তা এই কলেজেরই একজন পুরাতন ছাত্র; শুধু তাহা নহেন তিনি ঢাকাবাসী। কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে যে জগতে বাস করিতেছেন, গুরুকৃপায় যে দিব্যজ্ঞান [illegible] বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ঢাকা, ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ঢাকাবাসী তাঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করেন। বক্তার পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও সুগভীর দার্শনিক-তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ বাস্তবিকই আমাদের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

আজ অপরাহ্ণকালের এই সময়টুকু এইরূপ বক্তৃতাশ্রবণে অতিবাহিত হওয়ায় সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার হইয়াছে। সভাপতি ও বক্তা উভয়ের নিকট এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমি কলেজের পক্ষ হইতে পুনরায় উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সভায় উপস্থিত জনগণ

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ও সজ্জনব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে মাত্র কয়েকটী নাম উদ্ধৃত হইল।

রাজসাহী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল ও ঢাকা কলেজের পূর্ব্বতন সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, ঢাকা গভর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ হাজরা এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু, এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত বিদ্যালঙ্কার; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্-এ, বি-টি, শ্রীযুক্ত [illegible] বি-এস্‌সি; শ্রীযুক্ত [illegible]; বারদীর জমিদার শ্রীযুক্ত [illegible] নাগ; মিঃ [illegible] দাস; শ্রীযুক্ত [illegible] দাস বি-এ; শ্রীযুক্ত বাসেন্দ্রনাথ দাস বি-এ; ঢাকার স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত চারুমণিকা সেন, এম্-এ, বি-এল; জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস চৌধুরী। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ পৌষ শনি গৌরাব্দ ৪৪৮

গলদ

গলদ বা ভ্রান্তি অজ্ঞমাত্র জীবে পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হওয়া নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক মায়াপুরুষশ্রী গোরক্ষেত্রের সেবায় নিত্য সংশ্লিষ্ট থাকায় সেই কৃষ্ণোন্মুখী জীবগণের কোন দোষ নাই বা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণবিস্মৃতিই দোষের মূল বীজ এবং তাহা হইতেই যত গলদের উৎপত্তি। কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ দুষ্টবীজ যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই তাঁহারা যে নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব বদ্ধ জীবগণের হৃদয় যে দোষালয় আর ভক্তহৃদয় যে পরম পবিত্র ও সদ্গুণের আকর এ কথা শ্রীমদ্ভাগবত ভারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

হরিবিমুখী অবস্থা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণাভক্ত বদ্ধজীবকুল মনরূপ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ নহে যে বস্তু সেই বস্তুর দিকে কর্ত্তৃত্বাভিমানে ধাবিত হইতেছে। কৃষ্ণই যে কৃষ্ণদাস জীবের একমাত্র চালক এই সুবুদ্ধির অভাব-হেতু স্বতন্ত্র-চালকত্ব বা কর্ত্তৃত্বাভিমানই জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। কৃষ্ণ-বিমুখ ব্যক্তিগণ বাহ্যতঃ অনেক সময় নৈতিক চরিত্রবান্ ও সদ্গুণাশ্রিতের ভাণ করিলেও মানসে সতত অসৎ চিন্তায় রত থাকাহেতু তাহাদের হৃদয় নানা গলদে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বদোষাকর। আর কৃষ্ণ, ভক্তের মনোরথের চালক হওয়ায় কৃষ্ণানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণসেবারূপে সদ্গুণে গুণী এবং তাঁহারাই গোস্বামী বা সর্ব্বজয়ী।

শাস্ত্রালোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণসেবোন্মুখ মুক্তজীবের কোন দোষই নাই এবং ব্যাধি চারিটী দোষ বা অজ্ঞতা প্রায় সমস্ত লোকই বদ্ধজীবকে আশ্রয় করিয়া আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটী দোষের দ্বারা কৃষ্ণবিমুখ জীবের হৃদয় আক্রান্ত হওয়ায় জীব চেতন ও আনন্দময় বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া বর্ত্তমান—যে বস্তু যাহা নহে, তৎসম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞান; যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম। ভ্রম দুই প্রকার—বিপর্য্যাস ও সংশয়। পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহে এবং সূক্ষ্মদেহ মনে আত্মবুদ্ধিই বিপর্য্যাস, এইটী পুরুষ —না স্থাণু (শাখাপল্লবহীন বৃক্ষ) এইরূপ বুদ্ধি—সংশয়। পিত্ত, দূরত্ব, মোহ এবং ভয় ইত্যাদি কারণে ভ্রম নানাপ্রকার হইয়া থাকে।

শর্করা খাইতে মিষ্ট কিন্তু রসনা পিত্ত-রোগাক্রান্ত হইলে তাহা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা সূর্য্যকে একখানি ক্ষুদ্র থালার মত দেখি বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার আকার তেমন নয়, সে এত বড় যে আমাদের কল্পনায় আসে না। মরুভূমিতে প্রখর সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে মরীচিকাকে জল বলিয়া মনে হয়; সুতরাং দূরত্বই এ ভ্রান্তির কারণ। আত্মা 'অহং' শব্দবাচ্য, অজ, নিত্য এবং পরিণামশূন্য; কিন্তু আমরা "স্থূলোঽহং" 'কৃশোঽহং' আমি স্থূল, আমি কৃশ—এইরূপে স্থূলত্ব-কৃশত্ব-ধর্ম্মযুক্ত দেহে আত্মবোধক 'অহং' শব্দের প্রয়োগ করিয়া দেহই আত্মা এইরূপ মনে করি। সুতরাং মোহই এ ভ্রমের মূল কারণ। কোন গৃহে কখনও সর্প দেখা গিয়াছিল, তাহার পর সে-গৃহে সর্প না থাকিলেও ভ্রান্তিপরেও সর্পের সত্তার অনুভূতি হয়। ভয়ই এতাদৃশ ভ্রমোৎপাদনের একমাত্র কারণ।

অনবধানতা অর্থাৎ অন্যমনা ভাবই প্রমাদ। যেমন নিকটে কোন শব্দ হইতেছে অথচ তাহার উপলব্ধি না হওয়া বা এক কথা অন্যপ্রকারে উপলব্ধি করা, শ্রবণ করা বা বলা। বিপ্রলিপ্সা—চিত্তের বিক্ষেপ বা বঞ্চনেচ্ছা—জ্ঞাতরূপ জানা বিষয় শিষ্য বা বন্ধুবর্গের নিকটে প্রকাশ না করা। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়বর্গের অপটুতা, মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও বস্তুর উত্তমরূপে অনুভব না হওয়া। যথা—চক্ষুর দূরদর্শন-রাহিত্য, সূক্ষ্ম-বস্তুদর্শনরাহিত্য, কামলাদিরোগে বর্ণ (রূপ) জ্ঞানের বিপর্য্যয়। সুদূরস্থিত শব্দ-শ্রবণে অক্ষমতা।

এই দোষসমূহে আক্রান্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত বদ্ধজীব সাক্ষাদ্ভাবহেতু মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং এমতাবস্থায় সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের অনুগত হইয়া জীবনযাপন করাই বিধেয়। শাস্ত্রবাক্যের সহিত আমার ধারণার ব্যতিক্রম ঘটিলে মদলসমর্শাস্ত্রে বা সাধুগুরুর বাণীর সত্যতা বা যাথার্থ্য কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিবার কথাই ভগবদ্ভক্তিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণবিস্মৃতিই যখন উপরিউক্ত দোষের মূলীভূত কারণ তখন কৃষ্ণস্মৃতি হৃদয়ে উদিত হইলেই যে আমরা দোষাক্রান্ত কবল হইতে নিস্তার পাইব তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।

গৌড়ীয়-সম্পাদকের পরিচয়ে অধ্যাপক ডাঃ রায়

স্যার দেবপ্রসাদ, গোবিন্দ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ ভাগবত শাস্ত্রীর গৌড়ীয়সম্পাদক-সম্বন্ধে বক্তব্য

——:০:

'গৌড়ীয়-দর্শন' সম্বন্ধে সভাপতির অভিমত—ইহার আলোচনা পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম

——:০:

ঢাকা জগন্নাথ কলেজে গৌড়ীয়সম্পাদকের বক্তৃতা

ঢাকা নগরীর কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষিত ও সত্যপিপাসু ব্যক্তির আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মুখপত্র "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় আচার্য্য-পাদপদ্মের পদাঙ্কানুসরণ ও অনুস্মরণ পূর্ব্বক গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৩৪) শুক্রবার ঢাকা জগন্নাথ ইন্টার-মিডিয়েট কলেজ হলে আচার্য্যমুখ-নিঃসৃত শ্রৌতবাণীর আলোকে "গৌড়ীয়-দর্শন" সম্বন্ধে বিবরজ্ঞানমণ্ডিত একটী মহতী সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজের পক্ষ হইতে ও সংস্কৃত সাহিত্যের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, বি-এল্ ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্র চন্দ্র বসু এম-এ—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে যে বক্তৃতার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য ছাত্র-সম্প্রদায় ও সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করেন। এই সভার সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, অশেষ-গুণালঙ্কৃত, বিনয় ও সৌজন্যের আদর্শমূর্ত্তি ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ রায় এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয়। ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের স্বনামধন্য প্রবীণ প্রিন্সিপ্যাল রায় সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুর, এম-এ, মহোদয় এই পারমার্থিক বক্তৃতার অধিবেশনের জন্য কলেজ-হলটী প্রদান ও সোৎসাহ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পারমার্থিক ও সজ্জন ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

সভাপতি নির্ব্বাচন

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলেজের পক্ষ হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ হাজরা এম্-এ,

সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণস্মরণেই অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানবিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

মহাশয় সভাপতি-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে বলেন, "অদ্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। মঠের কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহে আমরা গৌড়ীয় সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ন্যায় একজন বিশিষ্ট বক্তাকে আমাদের এই কলেজহলে পাইয়াছি। তাঁহার বক্তৃতা যে হৃদয়গ্রাহিণী ও উচ্চাঙ্গের হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি প্রস্তাব করি, এইরূপ অধিবেশনে ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ন্যায় বিদ্বান্ ও মনীষী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করুন।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত অভিভাষণটী প্রদান করেন

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত ভদ্রমণ্ডলি,

আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ, তাঁহারা আমাকে অদ্যকার সভায় সভাপতিত্বের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন। অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "গৌড়ীয়-দর্শন"। কথাটী সকলের নিকট সুস্পষ্ট নাও হইতে পারে। "গৌড়ীয়" শব্দের সাধারণ অর্থ "বঙ্গীয়"। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময় হইতে তাঁহার চরণাশ্রিত বৈষ্ণবগণই "গৌড়ীয়" শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারকারী রামানুজাচার্য্য, শুদ্ধদ্বৈতসিদ্ধান্ত-প্রচারকারী মধ্বাচার্য্য, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ-প্রচারকারী নিম্বাদিত্য এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রচারকারী বিষ্ণুস্বামী দ্রাবিড় দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'সেই চারিজনের ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের তত্ত্ববাদ-শাখাবলম্বী বৈষ্ণবগণের সহিত মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিচার-বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় "গৌড়ীয়" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।'

বৈষ্ণবদর্শন-সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিতাভিমানী অনেকেরই ধারণামাত্র নাই। আমা-

যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনা. এক শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতবাদ ভিন্ন, কোথাও হয় বলিয়া জ্ঞাত নহি। কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শন অতি উচ্চ। ইহার বিচার-প্রণালী, ইহার তত্ত্বাবধারণ পৃথিবীর যে কোন দর্শনের সমকক্ষ ইহা পাশ্চাত্য অনেকেরই অজ্ঞাত। অনেক দার্শনিক বিষয়ে ইহার আলোচনা **পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম।** ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বহুদেবতাবাদ, এক অদ্বিতীয় পর-দেবতাতে সকল দেবতার অবস্থিতি, এক পরদেবতার বহুরূপ গ্রহণ, ভগবানের অদ্বিতীয়ত্ব ও অবতারবাদ—এক আশ্চর্য্য ইতিহাস। সর্ব্বশেষ (১) হরি অদ্বিতীয়। (২) তাঁহার ক্ষমতা অসীম। (৩) তিনি রসসমুদ্র। (৪) আত্মা ভগবানের বিভিন্নাংশ। (৫) কতকগুলি আত্মা প্রকৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন। (৬) কতকগুলি আত্মা-প্রকৃতির গ্রাসমুক্ত। (৭) সমস্ত চেতন এবং জড় সর্ব্বশক্তিমান্ হরিরই ভেদাভেদপ্রকাশ। (৮) পারমার্থিক জীবনের লক্ষ্য একমাত্র ভক্তিদ্বারাই লভ্য। (৯) কৃষ্ণপ্রেমই পারমার্থিক জীবনের শেষ লক্ষ্য। এই কয়েকটী মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Theistic সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আজিকার সভার আলোচনার বিষয় অত্যুচ্চ। অদ্যকার সভার যিনি বক্তা তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সাধনা তাঁহাকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমণ্ডলীতে একটী বিশেষ আসনের অধিকারী করিয়াছে। তাঁহার বিদ্যাবত্তাকে গৌড়ীয়ধর্ম্মের প্রচারে একটী উপকরণ-স্বরূপে ভগবান্ ব্যবহার করিতেছেন। এই বক্তার পরিচয় আমি নিজে না দিয়া তাঁহার কলিকাতায় প্রদত্ত দুইটী বক্তৃতা সম্বন্ধে সেই সভার সভাপতি ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মন্তব্য অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।

স্যার দেবপ্রসাদের উক্তি

সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় এই বক্তার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে বাগ্মিতাস্রোতে নিমজ্জিত হ'য়েছিলাম তারপর সভাপতির অভিভাষণের কোন স্থানই হ'তে পারে না।"

মহারাজা মণীন্দ্রনন্দীর ভাষণ

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বলিয়াছেন—

"আজ এই সভায় এসে গৌড়ীয়মঠের বক্তার নিকট হ'তে যে মধুবর্ষী বক্তৃতা শ্রবণ করা গেল, তা' অতি অপূর্ব্ব। সমস্ত বৈষ্ণবজগতের ইতিবৃত্ত এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রের কিরূপ প্রচার হ'য়েছে, তা'র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এমন গবেষণাপূর্ণ বাগ্মিতায় শ্রবণ ক'রে পরম পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছি। বক্তাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, মহাপ্রভু তাঁ'র দীর্ঘজীবন প্রদান করুন্। তিনি যেন তাঁ'কে যোগ্যতম শুদ্ধ আজ্ঞাবাহী ক'রে মহাপ্রভুর কথা এইরূপ মধুরভাবে সকল দেশে প্রচার করতে পারেন।"

গোবিন্দলাল ব্যানার্জ্জীর প্রশংসা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের পরীক্ষক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল ব্যানার্জ্জী বলিয়াছেন—

"আমার ভাষা নেই, যা'তে সম্যগ্ভাবে গৌড়ীয়মঠের বক্তার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা-প্রণালীর মধুরতার কথা বর্ণন করিতে পারি। আমি কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্যাদির আলোচনা ক'রে থাকি. সমস্ত বঙ্গীয়-সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের নিকট আমার নিবেদন. তাঁ'রা গৌড়ীয়মঠের এই বক্তার সমস্ত কথাগুলি ভালরূপে অনুধাবন করবার চেষ্টা করুন্। সমাজ তাহা হইলে সত্য সত্যই লাভবান হ'তে পারবেন্।"

ভাগবত শাস্ত্রীর উক্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ আসনের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডক্টর ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম্-এ, পি-এইচ-ডি বলিয়াছেন,—

"আজ আপনারা এই ভগবৎপ্রেমিক বক্তার নিকট অপূর্ব্ব কথামাধুরী শ্রবণ করলেন। এ কথাটী স্তুতি ক'রে বল্‌ছি না, সত্য সত্যই প্রাণের কথা প্রাণ হইতে ব্যক্ত করছি। আমি যখন বিজ্ঞাপনে "গৌড়ীয়-সাহিত্য" সম্বন্ধে আজ কিছু বলা হ'বে দেখেছিলাম, তখন মনে ক'রেছিলাম, বক্তা কতকগুলি সাধারণ সাহিত্যগ্রন্থের নাম ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করবেন। কিন্তু আজ যখন গৌড়ীয়মঠের এই প্রেমিক বক্তা 'সাহিত্য'-শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করলেন তখন সাহিত্য জগতে যেন এক নূতন আলোকের প্রভা ছড়িয়ে পড়্‌ল। আজ গৌড়ীয়মঠের বক্তা যা' বল্লেন, তাঁ'র প্রত্যেক কথাটী বিশ্লেষণ, আলোচনা ও ভাববার যোগ্য, তাঁ'র কথার ভিতরে অনেক জিনিষ নিহিত রয়েছে।"

এইরূপ উচ্চ বিষয়ের উচ্চ অধিকারী-দ্বারা আলোচনা-সভায় আমার ন্যায় অজ্ঞের সভানেতৃত্ব গ্রহণ করা কেন?—এ প্রশ্ন সকলেরই মনে উদিত হইবে। আমার মনেও বহুবার এই জিজ্ঞাসা আসিয়াছে, এবং যে সকল কারণে আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা যথেষ্ট না হইলেও, আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে।

প্রথমতঃ কোন কোন সভা এরূপ আছে যাহাতে বক্তা এত বিশেষজ্ঞ থাকেন যে, তাঁহার অভিভাষণের পর আর সকল কথাই অসার ও অনাবশ্যক হইয়া উঠে। আজিকার বক্তার বিদ্যাবত্তাও সেইরূপ অসাধারণ। সুতরাং সভাপতির দায়িত্ব এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে—এই বিশ্বাস আমাকে সাহসী করিয়াছে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এই একমাত্র কারণে যদি আমি এ সভায় আসিতাম তাহা হইলে আমি অসভ্যতার অপরাধে অপরাধী হইতাম। যেহেতু অদ্যকার সভায় সভাপতির কার্য্য অনায়াসে সাধা হইবে সেইজন্য এই সুযোগে আমি কিঞ্চিৎ আত্মপ্রচার করিয়া লই,—এই ভাবনার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে চতুরতা আছে। এই ধারণার নিরসনে আমার সভাসমিতিতে স্বাভাবিক অপ্রীতি উল্লেখ করিতে পারি।

আমার এখানে উপস্থিত হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে আমি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের কার্য্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ইঁহারা গৌড়ীয়ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমারই বাল্যকালে বৈষ্ণবধর্ম্ম কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের শিথিল নৈতিকতার কেন্দ্রমাত্র বলিয়া অবজ্ঞাত হইত। কিন্তু গৌড়ীয়ধর্ম্ম আজ আর সে অবস্থায় নাই ইহা উচ্চ সাধনার ভূমি, উচ্চসাধকগণের জীবনের উৎস, ইহার দর্শন ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও জগতের সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ চিন্তার আধার বলিয়া এই গৌড়ীয়মণ্ডলীর চেষ্টাতেই প্রধানতঃ প্রমাণিত হইয়াছে।

একদিকে এই মণ্ডলীর আর একটী কাজ আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান্ মনে হয়। তাহা হইতেছে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত ধর্ম্মের দেশদেশান্তর-প্রচার। হিন্দুধর্ম্ম Non-proselytising বলিয়া অনেক হিন্দু আত্মশ্লাঘা করেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভুল। কোনও ধর্ম্মই Non proselytising হইতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মও এককালে ছিল না। কিন্তু যখন হইতে ধর্ম্ম নিস্তেজ হইয়াছে তখন হইতেই ইহা একান্ত রক্ষণশীল হইয়া 'কমঠকচ্ছপ'-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব স্বকীয় ধর্ম্মকে শুধু ভারতের মুষ্টিমেয় লোকের পরিত্রাণের জন্য মনে করিতেন না। তিনি সমস্ত পৃথিবীর ও যুগযুগের মানবের কল্যাণ চিন্তা করিয়া আদেশ দিয়াছিলেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই আজ্ঞা শিরে বহন করিয়া গৌড়ীয়-মণ্ডলী কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্য জয়যুক্ত হউক। পৃথিবীতে কাহারও কোনও ভাল জিনিষ পাইয়া তাহা লুকাইয়া স্বার্থপরভাবে ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। প্রত্যেক মোক্ষপথ-প্রাপ্ত লোকের প্রচারক হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু এই সহানুভূতিও যথেষ্ট কারণ হইত না অদ্যকার সভায় আমার ন্যায় অজ্ঞের উপস্থিত হইবার। আমা অপেক্ষা জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে সভার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইত। তিনি অল্প বলিলেও আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে অমূল্য কিছু দান করিতে পারিতেন। তবে বুঝিয়াও কেন আমি এ সভায় উপস্থিত হইলাম?—খুব সংক্ষেপে আমি ইহার উত্তর দিব। আমি যশোলিপ্সু হইয়া এখানে আসি নাই। আমি আসিয়াছি লজ্জার দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে, অপমানের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতে, এতদ্দেশীয় শিক্ষিতাভিমানী সমস্ত আধুনিক শিক্ষিত-লোকের প্রতিভূস্বরূপে এই কলঙ্কের ছাপ লইতে। আমরা আমাদের অতীতের অপারমেয় জ্ঞান ও সাধনা ভাণ্ডারের সন্ধান সম্পূর্ণ হারাইয়াছি। পরমার্থের গন্তব্যস্থ নাই। এই দৃঢ় ধারণার জন্য—আমাদের অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করাইবার জন্য—অজ্ঞতার চরমতা লইয়া আমি লাঞ্ছিত হইবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।

বক্তার বক্তৃতা ও তৎসম্বন্ধে সভাপতি

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বক্তাকে আহ্বান করিলে, বক্তা শ্রীগুরুপ্রণামপূর্ব্বক প্রায় ১॥০ দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতার পর সভাপতি পুনরায় বক্তাকে নানা প্রশংসায় ভূষিত করেন। বিশেষতঃ এরূপ দার্শনিক বিষয় অতি প্রাঞ্জল ও আবেগপূর্ণ মধুরভাষায় ব্যক্ত করিবার যে দক্ষতা তিনি গুরুকৃপায় লাভ করিয়াছেন তজ্জন্য বক্তাকে ধন্যবাদ দেন।

কলেজের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ

সভাপতির অভিভাষণের উপসংহারের পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন,—আমি কলেজের পক্ষ হইতে আজিকার সভার সুযোগ্য সভাপতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টর সতীশচন্দ্র নাথ রায় মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আজ তিনি আমাদের সহিত যেরূপভাবে মিশিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে আমাদের যে বিস্ময়ের ভাব উদিত হয়, আজ সভাপতি মহোদয়ের ব্যবহারে তাহা দূরীভূত হইল। তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহা যদিও শেষাংশ মাত্র শুনিয়াছি, তথাপি বিলম্বে উপস্থিত হইয়া বক্তার মারফতে যতটা শুনিতে পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, সভাপতির অভিভাষণ বিশেষ পাণ্ডিত্য ও রসপূর্ণই হইয়াছিল। বক্তা সভাপতির বিনয়ের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিনয় তাঁহাতে স্বাভাবিকই হইবে। কারণ ফলভারনত তরুর ন্যায়ই জ্ঞানিগণের স্বভাব। আমরা আজ সভাপতি মহোদয়ের নিকট আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রতেছি।

(৩২ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সম্পূর্ণ ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
- ৪। সজ্জনতোষণী-প্রশ্নাবলী ৪৲
- ৫। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
- ১১। বৈষ্ণবসাহিত্য বিরুদ্ধ-তত্ত্ব ।০
- ১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
- ১৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
- ১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
- ১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
- ১৮। ভজন-রহস্য
- ১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৮৲
- ০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ॥০
- ৩। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
- ৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- ৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
- ঐ (বাঁধা) ৸০
- ৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
- ৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
- ৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
- ঐ (আবাঁধা) ।৶
- ৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ১। গীতমালা ৴১০
- ২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৬। শরণাগতি ৴০
- ৭। গীতাবলী ৴০
- ৮। চিত্রে নবদ্বীপ ২॥০
- ৯। সাধনকণা ৴০
- ০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
- ৪১। নবদ্বীপশতক ০
- ৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
- ৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
- ৪৬। অর্চ্চনকণা ৴১০
- ৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
- ৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
- ৫৫। শ্রীকৃষ্ণনেশ্বর ৶০
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
- ৫৭। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
- ৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ।৶০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
- ৬৩। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
- ৬৬। নামভজন ।০
- ৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
- ৬৮। বিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স্ ।৶০
- ৬৯। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
- ৭০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
- ৭১। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
- ৭২। দি ভাগবত ।০
- ৭৩। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেবলেড ডিভোসন ।০
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৭৭। সাধন-পথ ।০
- ৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু
- ৭৯। গীতাবলী
- ৮০। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

BLUE BLACK
J.B. DUTT & CO.
FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় অ্যাসিড ও ইনজেকসন ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ টাকা ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্ বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩৸০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার ... প্রচার মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই পৌষ, বুধবার, ১৩৪১, ২রা জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৫৩শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

---:০:---

ভারত গভর্ণমেণ্টের শুভ প্রচেষ্টা

ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী অধিবেশনে এক আইন প্রণয়ন করিয়া অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করিবেন; আইনের বলে সংবাদ পত্রে কিংবা হ্যাণ্ডবিলে ও পোষ্টারের চলচ্চিত্রের সচিত্র বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের এই শুভ প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। আমরা আশাকরি, সংবাদপত্র, মাসিক পত্র ও পুস্তকে অথবা সিনেমা প্রভৃতিতে যে সকল অশ্লীল ছবি প্রকাশিত ও দেখান হয় তজ্জন্য আইনে কঠোর শারিরীক ও আর্থিক দণ্ডের ব্যবস্থা থাকা দরকার নচেৎ সমাজের এই পাপ ব্যাধি উপদেশের দ্বারা দূরীভূত হইবার নহে।

সন্তানের জন্য মাতার আত্মত্যাগ

পাবনা জিলার অন্তর্গত গোলকাটা গ্রামের এক কৃষকের স্ত্রী সন্তানাদিসহ গৃহে বিশ্রাম করিতে ছিল। ঘরের মেঝের এক গর্ত দিয়া এক ধাড়ি লাফাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিষধর সাপও উক্ত গর্ত দিয়া বাহির হয় ও তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট শিশুকে কামড়াইতে উদ্যত হইলে মাতা হস্ত দিয়া বাধা দেয়। সর্প মাতার হাতেই কামড়ায়, তাহাতেই মাতা অজ্ঞান হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর পীড়া বৃদ্ধি

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, গত কয়েকদিন যাবৎ তাঁহার পীড়া যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। আবার তাঁহার পাকস্থলীতে দারুণ বেদনা অনুভূত হইতেছে এবং এই বেদনা দক্ষিণ ফুসফুস পর্য্যন্ত উঠিতেছে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি এইরূপ বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। প্রকাশ, তিনি বর্ত্তমানে যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী আছেন।

ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে আরও প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর ছুটি ১৯৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে ৫ই জানুয়ারী রাত্রে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ৬ই জানুয়ারী অন্তরীণ স্থানে পৌছিতে হইবে।

আমেদাবাদে শ্রমিক সমস্যা

আমেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের বেতন শতকরা ১০৲ টাকা হ্রাস করার কথা হইতেছে। এই প্রস্তাব সালিসীতে দেওয়ার জন্য শ্রমিকগণ প্রস্তাব করিয়াছিল মিল মালিক সমিতি ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

প্রয়োজন হইলে শ্রমিকগণ ব্যাপক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিতে প্রস্তুত কিনা, এই বিষয়ে মতামত সংগ্রহের জন্য চারিজন সদস্য লইয়া একটী সাব কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ইহাদের রিপোর্ট পাইয়া মিল শ্রমিক সমিতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন

আগামী জুন মাসে জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের এক অধিবেশন হইবে তাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য জেনারেল কাউন্সিল অব অলইণ্ডিয়া ট্রেড্‌স্ ইউনিয়ন ফেডারেশনের এক সভা হইয়াছিল। আলোচনার পর মাদ্রাজের মিঃ ভি এম রামস্বামী মুদালিয়ার, এম এল সিকে ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করার কথা স্থির হইয়াছে। নাগপুরের মিঃ কোলটে এবং অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের সহ সম্পাদক মিঃ এস গুরুস্বামী পরামর্শদাতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনের ফলাফল ভারত সরকারকে জানান হইবে।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

গত ২৪শে ডিসেম্বর সোমবার ফরিদপুর কারাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে রামদিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের রামায়ণ গানের দলের গান হয়। গান শেষে অনুমান রাত্রি ৩ঘটিকার সময় ঐ দলের সুর কণ্ঠ বাইন নামক জনৈক বৃদ্ধ পায়খানা ফিরিতে গিয়া পুকুর হইতে জল তুলিবার সময় হঠাৎ জলে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হয়। সকালে বাড়ীর মেয়েছেলেরা পুকুরের ঘাটে গিয়া ঐ ব্যক্তিকে কম্বলে জড়ান মৃত অবস্থায় পুকুরে ভাসিতে দেখে।

পর্ত্তুগালে ভীষণ ভূমিকম্প

লিসবন হইতে প্রকাশ, ২৮শে ডিসেম্বর আলগ্রেভ প্রদেশে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। বহু বাড়ী ক্ষতি হইয়াছে, তন্মধ্যে সিলভেসের একটি প্রাচীন মুরীয় দুর্গ অন্যতম। এই দুর্গের মধ্যে স্থানীয় কারাগার অবস্থিত ছিল। দুর্গের সমস্ত প্রাচীর পড়িয়া গিয়াছে; এই সুযোগে বহু কয়েদী জেলখানা হইতে পলায়ন করিয়াছে।

অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। পোর্টিমাও এবং ফারো অঞ্চলেও খুব ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু কোথাও কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

এফ-আর-সি-এস পরীক্ষা

গত বৃহস্পতিবার এফ, আর, সি, এসএর প্রাথমিক পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ফিজিয়লজির পরীক্ষক প্রফেসর মেনার্ব্বী এবং ডিরেক্টর অব একজামিনেশনের ক্যাপ্টেন ডিউ 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' প্রতিনিধির নিকট বলেন, সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র যাহাতে পরীক্ষার্থিগণ একরূপ যোগ্যতা বিশিষ্ট হন, এবং প্রাথমিক পরীক্ষার জন্যও যাহাতে পরীক্ষার্থিগণ অর্থব্যয় করিয়া বিলাতে যাইতে বাধ্য না হন, তজ্জন্য লণ্ডনের বাহিরে প্রাথমিক পরীক্ষা লওয়া হইবে। কিন্তু ফাইনেল পরীক্ষা লণ্ডনেই গৃহীত হইবে।

অদ্ভুত অস্ত্রোপচার

বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফের অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ জে এম বসু এবং তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ অরুণকান্তি বসু এডিনবরা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিছুকাল হইতে শ্রীমান অরুণের মস্তিষ্কের ভিতর অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতে থাকে। পরীক্ষায় জানা যায় যে, তাঁহার মস্তিষ্কের ভিতর টিউমার হইয়াছে। এডিনবরার বিখ্যাত রয়েল ইনফার্ম্মারিতে বিশ্ববিশ্রুত ডাক্তার নর্ম্মান ডট অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারা এই টিউমার অপসারিত করেন। ডাক্তার শৈলেশচন্দ্র গুহ এম বি এই কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন ইনি বর্ত্তমানে এফ আর সি এস পরীক্ষার্থী হইয়া এডিনবরা আছেন।

মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচার করিয়া টিউমার অপসারণ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত এই রোগের অন্য কোন প্রতীকারের নাই। মস্তিষ্কের মধ্যে টিউমার হইলে মাথায় অসহ্য বেদনা হয় এবং চক্ষু দুইটী নষ্ট হইয়া যায়। কিছু দিন পরে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | ১৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ বুধবার | ২৫৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ১৪ই পৌষ ৩০শে ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্নে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিকুসুম, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীপাদ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস, শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বীয় অনুকম্পিত জনগণ সহ শ্রীধাম মায়াপুরের বিভিন্ন সেবাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সেবোন্নতির বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ঐ দিবস বেলা আড়াই ঘটিকার সময় আচার্য্যত্রিক প্রভু ও শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আচার্য্যত্রিক প্রভু পুনরায় তৎপর-দিবস কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু রাজপুতনার বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত বুধবার কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় তিনি প্রায় সপ্তাহকাল প্রচার করিয়াছেন।

উক্ত রবিবার সন্ধ্যার পর ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের পাদমূলে উপবেশন করিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গোপন-সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার ১১শ স্কন্ধ সমাপ্ত প্রায়। শ্লোকসূচী প্রকাশিত হইতে কিছু বিলম্ব হইলেও মূল শ্লোকসমূহ অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, মধ্বভাষ্য, চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীল প্রভুপাদ-প্রণীত তথ্য ও প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের বিবৃতি এবং অধ্যায়-সূচী সহ দুই সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। অধ্যায়-শেষে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-লীলা-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের চমৎকার সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ভক্তিকুমার যাচক মহারাজ মথুরা জেলার বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি গত ২১শে ডিসেম্বর মথুরা নগরী হইতে প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

গঞ্জাম জেলার রসুলকুন্দা সহরে প্রচার

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বেলগুণ্ঠায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সমাপ্ত করিয়া গত ২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রসুলকুন্দায় শুভবিজয় করেন। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত চন্দ্রায়া পট্টনায়ক মহোদয় ও স্থানীয় অধিবাসিগণ তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। কন্ট্রাক্টর মহোদয় তাঁহার নবনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকায় প্রচারকগণকে স্থান প্রদান করেন এবং যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর রসুলকুন্দার টাউন হলে একটী সভার অধিবেশন হয়। সভাটী অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় হইয়াছিল। এস্থানের প্রচারকগণকে সঙ্কীর্ত্তন-শোভা-যাত্রাসহ অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তনের পর স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত পরশুরাম বর্ম্মা মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে সভা-স্থলে প্রচারকগণের পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বিলাতে ও জার্ম্মাণে মঠপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাহা বিশদরূপে বর্ণন করেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি আচার্য্য মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অমানুষী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুগত জনগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তদনুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয়, তাঁহার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, অপার দয়া হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার বৈশিষ্ট্য, শ্রীনাম ও নামী অভেদ, নামের মাহাত্ম্য, কলিযুগে শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র ধর্ম্ম, শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শুদ্ধনামকীর্ত্তনকারী শুদ্ধভগবদ্-ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীনামতত্ত্ব শ্রবণের আবশ্যকতা, সাধুগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত কেহ কোনদিন শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকারী হইতে পারেন না; ইত্যাদি বিষয়সমূহ বর্ণন করিয়া ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে পুনরায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীল পর্ব্বত মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত লোকমাত্রেই পরম প্রীত হইয়াছেন এবং সভার পক্ষ হইতে হেড্-মাষ্টার মহোদয় নিজদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে করিয়া সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে বহু-প্রকারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গত ৮ই পৌষ (১৩৪১), ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৪), সোমবার উপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বালিয়াটি গ্রামের শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র সাহা মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে আহূত হইয়া তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গ্রামের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রৌত-রস-সমন্বিত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত জন-মণ্ডলী পরমোপকৃত হইয়াছেন।

পণ্ডিতজী প্রথমতঃ ভাগবতধর্ম্ম যে একমাত্র সকল জীবের গ্রহণীয় ও পালনীয় এবং ভাগবতধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান-কারীও যে অনায়াসে সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে, একথা বহু শাস্ত্রযুক্তি সহ সকলকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর তিনি শ্রীমদ্-ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সত্য-মোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচরণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র ঘোষ বা, শ্রীযুক্ত নীলমাধব খাতাঞ্জী, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সাহা, শ্রীযুক্ত দেবীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখান হইতে বিগ্রহসকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন; কেহ জয়পুরে, কেহ কামপুরে, কেহ কেহ করৌলী প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর তিন ঠাকুর অর্থাৎ গোবিন্দ, মদনমোহন ও গোপীনাথ (গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর) এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, তিনিও এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনের অনেক শ্রীমূর্ত্তি নূতন মূর্ত্তি। বিধর্ম্মীর অত্যাচারে শ্রীবিগ্রহগণের স্থান-ত্যাগের কারণ। মথুরার কেশবদেব রাজধানে চলিয়া গিয়াছেন। বোকা লোকসব বিদ্বেষবশতঃ অর্চ্চা-বিগ্রহকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, নাম-ভজনের বিগ্রহ—অধোক্ষজ-বিগ্রহ। বিধর্ম্মীর দ্বারা এইরূপ অধোক্ষজ-বিগ্রহ আক্রান্ত হন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতেও আমরা এরূপ বাক্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। অধোক্ষজ-বস্তু হরণ চেষ্টার অতীত। রাবণ একদিন সীতাহরণ করিতে গিয়া ঐরূপ চেষ্টা দেখাইয়াছিল।

"ঈশ্বরের প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁ'রে দেখিতে
নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥

শ্রীমন্দির বিষ্ণুর সেবক-মূর্ত্তি। এই সব সেবকগণ তাঁহাদের অভীষ্টদেবের জন্য বিধর্ম্মীর হস্তে প্রাণ দিয়াছেন। যদি কেহ আমাদিগের জিহ্বা ছেদন করিয়া দেয় তাহা হইলেও মনে মনে নামগ্রহণ করিতে পারা যায়, এই জড় চক্ষু দিয়া যে শ্রীমূর্ত্তি দেখা যাইবে, তাহা কৃষ্ণমূর্ত্তি নহেন। যদি তুলসী দেখি, সেটা ঠিক দেখা হয় না। 'অধোক্ষজ' বলিতে—"অধঃকৃতং অতিক্রান্তং জাবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ" এইরূপ বস্তু। যতক্ষণ অধোক্ষজকে জানিতে না পারা যাইবে, ততক্ষণ অনর্থের উপশম হইবে না। বিষ্ণুর অধোক্ষজ-মূর্ত্তি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমিতে বর্ত্তমানে পাওয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া অধোক্ষজের সেবা প্রচারিত হইতেছে, তাই সেই শ্রীমূর্ত্তি এবার শ্রীধাম মায়াপুরে প্রকটিত হইয়াছেন।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভি-
পদ্যতে॥"

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে
সাত্বতসংহিতাম্॥"

যদি এই সব জড়েন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ভগবানকে গ্রহণ করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের অমঙ্গল হইয়া যায়। যিনি অর্চ্চা-বিগ্রহের দয়া পাইয়াছেন, তাঁহার হরিভজনে অধিকার হইতে পারে।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥"

হে ভরতবংশাবতংস, যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শত শত জন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান। নানাবিধ বাধার সহিত নাম করিলে নাম-ভজন শুদ্ধ হইবে না। নামকে অক্ষরাত্মক মনে করিবেন না। তাহাতে "নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়" এই বিচারই বলবান্ হইবে। ভজনাবিচার দুই প্রকার—অর্চ্চন ও নামভজন। বিধিপথটা সাধারণ লোকের জন্য। "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া ইত্যাদি" ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর এই শ্লোকে অনর্থনিবৃত্তি পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি-পর্য্যায় তৎপরে ভাব-ভক্তি-পর্য্যায়। ভাবের উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিধিপথ। ভাবের পথের লোক বিধিকে আক্রমণ করেন না; তাঁহারা নিয়মে আগ্রহও করেন না এবং নিয়ম ত্যাগও করেন না।

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো
নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥"

Morphology ও Ontlogy দুইটী শব্দ আছে। Morphology বলিতে স্থূল বিজ্ঞান এবং Ontology বলিতে তাৎপর্য্য বিজ্ঞানকে বুঝায়। Ontological Aspectটা বাদ দিলে চলিবে না। যাঁহাকে অর্চ্চন করা যায়, তিনি অর্চ্চা আর যাঁহাকে ভজন করা যায় তিনি শ্রীনাম। 'Vedanta its Morphology & Ontology' সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমি একটী বক্তৃতা দিয়াছিলাম। শ্রীমূর্ত্তিকে Morphological Transcendental Representation বলা যাইতে পারে। Ontological Aspectটা আর এক রকমের জিনিষ। Morphological Representationএর বিচারটা যদি জড়ীয় ব্যাপারে লাগান যায় তাহা হইলে পৌত্তলিক হইয়া যাইতে হইবে। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে……স এব গোখরঃ" অর্থাৎ যাহাদের স্থূল শরীরে আত্মবুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি প্রভৃতি আছে তাহারা গরুদিগের মধ্যে গাধা। গরু পবিত্র জন্তু; গাধা মূর্খ রজকের কাপড় বহন করে। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ কংসসভায় যাইবার কালে পথে রজকবধ করিয়াছিলেন। আজ মথুরায় সেই রজক-বধের দিন। রজক (গোখর) কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের প্রতীক। স্মার্ত্ত বিচার করে যা'রা, অর্থাৎ জড় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে যা'রা, আধ্যক্ষিক বিচার করে যারা, তা'রাই স্মার্ত্ত। রজক মাত্র বস্ত্রের মলিনতা সরাইয়া দেয়। যে সব স্মার্ত্ত এদেশে ছিলেন তাহাদের ভক্ত সদাচার শিখাইয়াছিলেন শ্রীল রূপ-সনাতন।

"পাশ্চাত্যের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহা প্রচারিলা দোঁহে ভক্তি-সদাচার॥"

জাত গোস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥" এই শ্লোকটী কি-প্রকারে চাপা দিতে পারেন? জগদ্বন্ধুগণ শ্রীমূর্ত্তিসেবায় ভূতশুদ্ধি করিবেন; বহির্জ্জগতের জ্ঞানটা শ্রীমূর্ত্তির উপর চাপাইয়া দিবেন না। জাতিগোস্বামিগণ বা স্মার্ত্তগণ ভাগবত পড়িয়া অর্থ বুঝিতে পারেন না তাই শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভু ভাগবত পড়িবার জন্য বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥"

১৪ই নভেম্বর অপরাহ্ণ

মথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ধারাবাহিকভাবে হরিকথামৃত পান করিবার সুযোগের আমার (সংবাদ-প্রেরকের) আজ শেষ-দিবস। এই তারিখের পর হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীব্রজমণ্ডলের বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পড়ায়, ধারাবাহিক ও নিয়মিতভাবে হরিকথা শুনিবার সুযোগ আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। ইহার পর শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠে ও শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে উৎসব উপলক্ষে আচার্য্য-প্রসঙ্গের কিছু কিছু বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে নদীয়া-প্রকাশের সাময়িক-স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ সন্ধ্যা-বাহ্নিকের পর শ্রীল প্রভুপাদ মথুরা "গঙ্গা-ভবনে" নিম্নলিখিত হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং'। 'তৎ' বলিতে যাহা 'অতৎ' নহে তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'তৎ' বলিতে ভাগবতে "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" লক্ষ্য করা হইয়াছে। অনর্থযুক্ত ধারণা এক প্রকার এবং অনর্থমুক্ত ধারণা অন্য প্রকার। নানাপ্রকার লোকের নানাপ্রকার ধারণা। বিভিন্ন ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ তিনটা আলাদা হইয়া আছে। যে ধারণায় ধর্ম্মার্থকাম উদ্দিষ্ট এবং ত্যাগীর ধারণায় মোক্ষ উদ্দিষ্ট। ভোগী ও ত্যাগী এই দুইএরই ধারণা—ইতর ধারণা। ভুক্তি ও মুক্তি—এই দুইকেই পিশাচী বলা হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা হয় gratification of senses না হয় refusal of the gratification of senses সাধিত হইয়া থাকে।

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি
বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো
ভবেৎ॥"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের ঐরকম ধারণা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আধ্যক্ষিক, ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে আবদ্ধ, ইহ জগতে ভোগ এবং পরজগতে ভোগই তাহাদের উদ্দেশ্য। 'নির্ম্মৎসর' বলিতে মৎসরের বিপরীত ভাব, কামক্রোধাদি অপরের হিংসা যাহাতে নাই। একরকমের প্রচ্ছন্ন হিংসা আছে, তাহা সাধারণ লোকে ধরিতে পারে না। Altruism বা পরার্থিতার নামে সেই হিংসা করা হয়। ঐরূপ পরার্থিতার দ্বারা জীবের কোন নিত্যমঙ্গল হয় না। উহা বাহিরে দেখিতে ভাল, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে উহা হিংসারই প্রকারভেদ। পরার্থিতার আবরণটা বড়ই প্রতারক।

আমরা বুঝিয়া রাখিয়াছি যে, হয় আমাদের ভোগ, না হয় আত্মবিনাশ। উদ্দেশ্য দুই জনের বিভিন্ন। এই জন্য 'সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে' প্রভৃতি বিচারের অবতারণা। আমারও যাহা উদ্দেশ্য, অপরেরও যদি সেই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার সঙ্গ করিতে হইবে, নচেৎ গোলমাল বাধিয়া যাইবে। কতকগুলি লোক তমোগুণে আবদ্ধ, কতকগুলি পরার্থিতায় ব্যস্ত, কতকগুলি আত্মহত্যা করিতে ব্যস্ত—এঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য। সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চিন্তাস্রোত ঐরকম নয়। সেইজন্য রজোগুণ দ্বারা তমোগুণ, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ এবং বিশুদ্ধ-সত্ত্বদ্বারা সত্ত্বগুণ নাশ করিতে হইবে।

মানুষসব মৎসরতা-দম্ভবিশিষ্ট, পৃথিবীতে বাস করিয়া পরস্পর হিংসা করা মানুষের একটা স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বর্গসুখাদি যে একটা প্রলোভনের কথা আছে, তাহা একটা ভোগ দেশের কথা মাত্র। ভোগীরা বলে, সেখানে আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রচুর পরিমাণে হইতে পারে, ত্যাগিসম্প্রদায় ওরকম বলিছেন না, তাঁরা বলছেন পাপ পুণ্য দুইটাই ছেড়ে দেওয়া যাক্। রজস্তম-তাড়িত ব্যক্তিদিগেরই ভোগ প্রবৃত্তি।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার ..... একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ৩রা জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৫৪শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

জেলে কয়েদীকে ছুরিকাঘাত

গোয়ালিয়র রাজ্যের দুর্গা নামক নাম জাদা দস্যু বর্ত্তমানে গোয়ালিয়র জেলে ২৬ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে গুপ্ত-কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ধৃত ও দণ্ডিত করাইবার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ সে ডাক্তা নামক অপর এক কয়েদীকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। ওয়ার্ডারগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গোয়ালিয়রের দায়রা জজের এজলাসে উপস্থিত করে। তাহার প্রতি আরও ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নির্জ্জন কুঠরীতে রাখিবার জন্য জেল-কর্ত্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মৌলবীর উপর ১০৭ ধারা অনুসারে নোটিশ

নোয়াখালির জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নোয়াখালির কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা মৌলবী ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে কাঃ বিঃর ১০৭ ধারা অনুসারে পার্সিডিং আনিয়াছেন। এ আদেশে বলা হয় যে, সে নোয়াখালী জিলার সর্ব্বত্র কৃষক সমিতি গঠন ও সভা-সমিতি করিয়া জনসাধারণকে অন্যায় কাজ করিতে প্ররোচিত করিয়া শান্তি-ভঙ্গের কারণ ঘটাইতেছে। শান্তি রক্ষার্থ কেন তাহাকে, কাঃ বিঃ ১০৭ ধারা অনুসারে এক বৎসরের জন্য আবদ্ধ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবীর উপর নোটিশ দেন।

ছয় মাস পূর্ব্বে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া মৌলবীকে কৃষক সমিতির কোনও সভায় বক্তৃতা দেওয়া কিংবা তাহাতে যোগদান করিতে নিষেধ করা হয়।

রিভলভার প্রস্তুতের সময় গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, এই সহরের একজন কর্ম্মকার একটি রিভলভার প্রস্তুত করিতেছিল, এমন সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আপত্তিজনক কবিতা রাখিবার জের

আপত্তিজনক কবিতার পাণ্ডুলিপি রাখিবার অভিযোগে নোয়াখালী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র সুকুমার মজুমদারকে বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনে অভিযুক্ত করা হয়। একমাস পূর্ব্বে পুলিশ বালকের বাড়ী খানা-তল্লাসী করিয়া ঐসব কবিতা পায়। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার বিচার হইবে।

গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা

গত শুক্রবার প্রাতে বোম্বাই মেলে গ্রীসের ভূতপূর্ব্ব রাজা ও মেজর সোঁডগ কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ইংরেজ গ্রীসের হাইপ্রিষ্ট ও কন্সাল জেনারেল ষ্টেশনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রকাশ, ৭ই জানুয়ারী তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিবেন।

ডাকাত ও পুলিশে লড়াই

মোরাব এক সংবাদে জানা যায় কলিকাতা তহশিল গ্রামের কোনও এক নির্জ্জন স্থানে একদল ডাকাত লুকাইয়া আছে। সংবাদ পাইয়া ফিরোজপুরের সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সশস্ত্র পুলিশবাহিনীসহ নির্দ্দিষ্ট স্থান ঘেরাও করেন। ডাকাতেরা সংখ্যায় পাঁচজন ও তাহারা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। পুলিশ দেখিবামাত্র তাহারা বেপরোয়া গুলী চালাইতে থাকে। পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে গুলী চালায়। সঙ্ঘর্ষের ফলে ৩জন ডাকাত নিহত এবং ৩জন পলায়ন করে। নিহত ডাকাত তিনজন ফরিদ-কোট জেলের ফেরারী ডাকাত বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে।

বিনা ঔষধে পীড়ার চিকিৎসা

প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ ঔষধের দ্বারাই রোগের উপশম করিয়া আসিতেছেন। কিছুকাল হইল স্বাস্থ্যতত্ত্ব-বিদগণের মধ্যে এসম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত আহার্য্য গ্রহণ করিয়া এবং অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাস্থ্যলাভ ও রোগোপশমের বিবিধ প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতির মূল কথা "প্রকৃতির উপর নির্ভর কর"। সম্প্রতি ডাক্তার পিটার এবেক ডি, সি, এবং ডাক্তার ক্লার্ক হুগুসী ডি, পি, নামক দুইজন ডাক্তার কলিকাতা আসিয়াছেন। ইহারা বিনা ঔষধে রোগের চিকিৎসা করিবেন। ইহাদের পদ্ধতির নাম "ষ্টিও প্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি"। এই পদ্ধতির মূল কথা এই যে, মেরুদণ্ডের কিম্বা মেরুদণ্ডের উপর বিকার বশতঃ স্নায়ু [illegible] সমস্ত শারীরিক শক্তি [illegible] [illegible] হয়। উক্ত শরীরের মধ্যে [illegible] অর্থাৎ রোগের সৃষ্টি [illegible]

[illegible] ডি, পামার [illegible] জনৈক আমেরিকান এই পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন। বিনা ঔষধে রোগ উপশমের জন্য যতগুলি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে আমেরিকার প্র্যাক্টিক পদ্ধতিই নাকি তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে বহুসংখ্যক কলেজ আছে। ঐ সকল কলেজে এপর্য্যন্ত প্রায় ২০০০০ "চিকিৎসক" শিক্ষিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রোগ নিরাময় করিতেছে।

আলুর গোলায় অগ্নিকাণ্ড

২১নং আর জি কর রোডে পলষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটি আলুর গোলায় অগ্নি-কাণ্ড হওয়া ১৭খানি দোকান পুড়িয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে শ্রীমন্ত দাসের আলুর গোলা ছিল এবং সেই গোলা সংলগ্ন আরও ১৬ খানি দোকান ছিল। তন্মধ্যে মশলা, ষ্টেশনারী, সাবান, হোটেল, বিড়ি, পান, জুতা ও চা প্রভৃতির দোকান ছিল। আগুনের সংবাদ পাইবামাত্র ৬টি দমকল তথায় উপস্থিত হয় এবং অনেক চেষ্টার পর প্রায় ৬টার সময় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। কোন দোকানেই কোন জিনিষপত্র উদ্ধার হয় নাই। ফায়ার ব্রিগেডের তৎপরতার ফলে শ্রীমন্ত দাসের গোলা সংলগ্ন গোকুলচন্দ্র সরকারের গোলাটি রক্ষা পাইয়াছে। কি করিয়া আগুন লাগিয়াছে জানা যায় [illegible] ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮ হাজার টাকা।

লাহোরে ভূমিকম্প

[illegible] সাড়টার [illegible] অনুভূত হইয়াছিল।

আবহাওয়া

শ্রীধাম মায়াপুরে ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রে তাপমান যন্ত্র ৬৭ ডিগ্রি দেখা গিয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ | ১৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩রা জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ২৫৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে নব-যোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ

মহোপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বর্ত্তমানে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় পাঠ আরম্ভ হয়। ব্রহ্মচারীজী গত ১০ই পৌষ বুধবার হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত অধ্যায়-চতুষ্টয়ে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রণিপাত সহ কৃতাঞ্জলি-পুটে ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইবার জন্য বসুদেব শ্রীনারদের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে তিনি উক্ত নব-যোগেন্দ্র-সংবাদ বর্ণন করিয়াছিলেন।

———

(১) আত্যন্তিক ক্ষেম কি; (২) ভাগবতধর্ম্ম কি? (৩) ভগবদ্বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া কাহাকে বলে; (৪) ঐ মায়া হইতে কিরূপে নিবৃত্তিলাভ ঘটে (৫) ব্রহ্মের স্বরূপ কি? (৬) ফলভোগমূলক কর্ম্ম, ভগবদ্-অর্পিত কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য কাহাকে বলে; (৭) ভগবদাবতারাবলীর লীলাচেষ্টা-সমূহ কি কি? (৮) ভগবদ্বিমুখ জনগণের গতি কি? (৯) চারিযুগের যুগাবতার-চতুষ্টয়ের কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার, কি কি নাম এবং কিরূপ বিধি?—এই নয়টী প্রশ্নের জবাব নবযোগেন্দ্র প্রদান করিয়াছেন। এই প্রশ্নগুলির উত্তর সম্যগ্রূপে অনুধাবন করিতে পারিলে মানবমাত্রেই যে ত্রিতাপপ্রদ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া একান্তভাবে ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

———

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম ব্রহ্মচারীজীর পাঠে ক্রমশই শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পাইবারই কথা, কারণ বিষয়গুলি জটিল ও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য হইলেও মহোপদেশক ব্রহ্মচারীজী এমন চমৎকাররূপে ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণন করিতেছেন যে, শ্রোতৃবৃন্দের তাহাকে বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইতেছে। অনেক অবসর-প্রাপ্ত উচ্চ-কর্ম্মচারী সিদ্ধস্বরূপ প্রভুর পাঠ শুনিতেছেন। পাঠের ব্যবস্থা অপরাহ্ণে হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের যোগদানের সুবিধা হইয়াছে।

———

পাটনায় প্রচার

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর পাটনা মিঠাপুরস্থ উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটী বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ মহোদয় বাস্তব ও অবাস্তব-তত্ত্ব সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত সভায় প্রায় শতাধিক বিহারী ও বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা সজ্জনমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া গত ২২শে ডিসেম্বর "গজভুঙ্গ আড়া" নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই স্থানটী বি, বি, সি, আই রেলওয়ে লাইনে অবস্থিত। ঐ স্থানে গত ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতঃ ৮টার সময় স্বামীজীর অধিনায়কত্বে একটী নগর-সঙ্কীর্ত্তন হয়। তাহাতে হিন্দু মুসলমান প্রায় ২ শত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় জনগণের বিশেষ আগ্রহে তৎপর-দিবসও নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঐ দিবস অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় স্থানীয় বাজারে একটী বহু লোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীপাদ যাচক মহারাজ ১ঘণ্টা-কাল বক্তৃতা করিয়া 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

———

বিগত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীনৈমিষারণ্য পরমহংসমঠসেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রাণ ব্রহ্মচারী বেরিলি-সহর-প্রবাসী মিলিটারি একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহোদয়ের বাসভবনে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা-কাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথোপকথনের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখার্জ্জি গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার; বাবু সারদাপদ মুখার্জ্জি বি-এ, এল-এল বি, য়্যাড্ভোকেট হাইকোর্ট; মিঃ গোলদয়াল সব্-জজ্, মিঃ দেওয়ান বিহারীলাল এজেণ্ট ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক; শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বানার্জ্জি টেলিগ্রাফ মাষ্টার; মিঃ খুশীরাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পোষ্টাল-ডিপার্টমেণ্ট; মিঃ কে, এল্ বিশ্বাস এম-এস্ সি, মিঃ মুখার্জ্জি সব্ জজ; মিঃ দ্বারকাপ্রসাদ য়্যাড্ভোকেট; মিঃ টি, এস্ দাশগুপ্ত আই-ও-ডব্লিউ, ই-আই-আর; শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মজুমদার; মিঃ মাথুর হেলথ্ অফিসার, শ্রীযুক্ত বামারঞ্জন ঠাকুর এম্-এ প্রফেসার প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ-শ্রবণে সকলেই প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

———

২১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্রহ্মচারীজী উক্ত বেরিলি প্রবাসী শ্রীযুক্ত সারদামোহন মুখার্জ্জি এম-এ, বি-এল য়্যাড্ভোকেট হাইকোর্ট মহোদয়ের ভবনে সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরামানন্দ-রায়-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ঐদিবস প্রায় শতাধিক বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রোতৃরূপে উপস্থিত ছিলেন। পাঠ সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

———

গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে বেরিলি-সহরস্থিত বেঙ্গলি য়্যাসোসিয়েসনে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক-মণ্ডিত একটী সভায় উক্ত ব্রহ্মচারীজী "সনাতনধর্ম্ম" বিষয়ে একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বেরিলি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখার্জ্জি মহোদয় উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দপ্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মঠসেবকগণ সুমধুরস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ নারায়ণ শনিবার গৌরাব্দ ৪৪৮

বিশ্বামিত্র ও বিশ্বমিত্র

বন্ধুহীন হইয়া থাকা যে কিরূপ কষ্টদায়ক তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। সম্পদে-বিপদে, জীবনে মরণে, সুখে-দুঃখে যিনি আমার সাথী তাঁহাকেই আমরা বন্ধু বলি। বন্ধু সর্ব্বক্ষণই তাঁহার প্রিয় মিত্রের মঙ্গলের জন্য তৎপর ও ব্যাকুল। কিন্তু আমার বাস্তবিক মঙ্গল কিসে হয় যিনি জানেন না বা প্রকৃত বন্ধু হরিদাসগণের সঙ্গলাভের অভাববশতঃ যিনি নিজে আত্মমঙ্গললাভে বঞ্চিত তিনি হরিভক্তি লাভ অর্থাৎ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় বা কথায় রুচিবিশিষ্ট হওয়ারূপ পরমমঙ্গল বা পরম উপায়ের কথা আমাকে জানাইতে অসমর্থ। এতাদৃশ বন্ধুবর্গ আমাদের প্রতি প্রীতি বা স্নেহবশতঃ আমাদের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সেই অজ্ঞান-প্রসূত মনঃকল্পিত মঙ্গলানয়নী (?) ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা যে আমাদের এজগতে সুখ সুবিধার জন্য চিন্তা ও সাহায্য করেন বা ইহজগতের দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভোগ ত্যাগ করিয়া ত্যাগ-পন্থানুসরণে যোগ, তপ, আসন-প্রাণায়ামাদির উপদেশ দেন, তাঁহারা বাহ্যতঃ বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলেও বন্ধুরূপী অমিত্র বা শত্রু ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। যাঁহারা দেহ-মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া স্ব-পর-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা অসৎ হওয়ায়—সর্ব্বত্র ভগবানের সেবা-বঞ্চিত হওয়ায় এই বিশ্বের অমিত্র বা শত্রু বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বামিত্র (বিশ্ব + অমিত্র) বলা হয়।

———

বিশ্বামিত্রের স্বরূপের আলোচনা করিলে আমরা যে সকলেই মহাযোগী বিশ্বামিত্রের বংশধর ও অনুগামী তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং সেই সূত্রে তদনুগমনে আমাদের ভবিষ্যৎ ফল যে কি তাহারও যে ধারণা করা যায় না এমন নহে। কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবা পরিহার করিয়া শ্রীহরির সেবা করিলেই নিজের ও পরের মঙ্গল হয়—ইহাই শাস্ত্র-বাণী। এই সেবা-পথে যিনি বা যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করেন এবং ভক্তিপথের সন্ধান যাঁহারা আমাদিগকে প্রদান করেন, এমন কি শুধু সন্ধান না দিয়া তুমিল আমাকে বল প্রদান পূর্ব্বক আমার মঙ্গল করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বমিত্রগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিধান করিয়া হরিদাসগণের সঙ্গ করিবার জন্য যাঁহারা উপদেশ প্রদান করেন তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত মিত্র বা বন্ধু। আমাদের নিত্যমঙ্গল-লাভের উপায় যে একমাত্র হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা তাহাতে যাঁহারা বাধা প্রদান করেন তাঁহারা আমার বন্ধু বা আত্মীয় বলিয়া মুখে যতই পরিচয় প্রদান করুন না কেন, সেই অজ্ঞানান্ধ দস্যু বা দেশবাসী বিশ্বামিত্রগণকে বিশ্বমিত্র বলিয়া গ্রাহ্য হইলে আমাদের যে অমঙ্গল বা পতন অবশ্যম্ভাবী এবং চিত্তে বলীয়ান্ হরিদাসগণের সঙ্গ করিলে আমাদের কৃষ্ণ-অনুরাগ-রূপ পরমমঙ্গল-লাভ যে তাঁহাদের কৃপা প্রভাবে সহজলভ্য ও নিশ্চিত তাহা পারত্রমূলে জানিবার আশায় আজ আমরা তপোমূর্ত্তি মহাযোগী বিশ্বামিত্র এবং জগতের বিশ্বমিত্র শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

———

আমরা অনেকেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নাম শুনিয়াছি এবং তিনি যোগপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আরোহ-পন্থায় মনঃস্থিরের বা মঙ্গললাভের যে উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই মনঃকল্পিত উপায়ের দ্বারা সিদ্ধিলাভের ব্যর্থতাও আমাদের অজ্ঞাত নাই। তিনি কঠোর যমাদি অবলম্বনে তপস্যায় রত হইয়া মনঃস্থিরের প্রয়াস পাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু প্রাণায়ামাদির দ্বারা মন সাময়িকভাবে ভোগত্যাগ-চিন্তা-বিহীন হইলেও সম্পূর্ণরূপ নিগৃহীত হয় না—শ্রীমদ্ভাগবতের এই অমূল্য উপদেশ উপলব্ধি করিতে না পারা হেতু তাঁহার এই অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে যে চেষ্টা তাহা তুষার-ঘাতের ন্যায় পণ্ডশ্রমেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কলসী-স্থিত ময়লা জলকে ফটকিরি-প্রয়োগে পরিষ্কার করিলে সেই ময়লা কলসীর তলে সঞ্চিত থাকে, এবং ঐ জল একটু আলোড়িত হইবামাত্রই যেমন পুনরায় পূর্ব্বোক্ত আকার ধারণ করে সেইরূপ যোগাদির দ্বারা মনঃস্থৈর্য্য আনয়নের যে কৃত্রিম চেষ্টা তাহা স্থায়ী হয় না। বিশ্বামিত্র ত্যাগ-পন্থাবলম্বনে বহু বৎসর তপস্যা করিলেও তিনি যাঁহার সেই ভগবানের সেবা না করায় ভক্ত্যভাববশতঃ তাঁহার আত্মা বা মন শান্ত হয় নাই এবং স্বর্গবেশ্যা মেনকার অনিত্য রূপ তাঁহার মনপ্রাণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছিল। "যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই মঙ্গলময়ী বাণী অগ্রাহ্য করা-রূপ ভগবচ্চরণে অনাদর-হেতুই বিশ্বামিত্রের এই অবস্থা হইয়াছিল। আমরা যতই ভগবৎ-সেবার অভিনয় করি না কেন, কামক্রোধাদি রিপুসকল যদি আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে বা আমাদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যদি আমরা জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গাভাববশতঃ এগুলিকে বশীভূত করিয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। যদি আমি আমার নিজের মঙ্গল না করিতে পারি তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তিহীন অসদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট আমি যে অপরের মঙ্গল করিতে পারিব না, অন্ধ জগৎকে ভগবৎসেবা-লোকে উদ্ভাসিত করিতে বা বিশ্বমিত্র হইতে পারিব না পরন্তু বিশ্বামিত্রগণে গণিত হইব তাহাতে আর সন্দেহ কি?

———

বিশ্বামিত্রের দ্বারা বিশ্বমঙ্গল ত' দূরের কথা, তাঁহার নিজ মঙ্গলও অসম্ভব হওয়াই প্রমাণিত হইল। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, অন্যাভিলাষী সকলেরই ঐ একরূপ অবস্থা। নিজের মঙ্গল না হইলে যে পরের মঙ্গল করা যায় না বা বিশ্বমিত্র হওয়া যায় না, "ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার।" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা বিশ্বামিত্রের দিগ্দর্শন করিয়া এখন বিশ্বমিত্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপা-ভিক্ষার্থ হরিদাসগণের শ্রীচরণে শরণ লইতেছি।

———

হরিই জগতের বন্ধু বা বিশ্বমিত্র। এবং তাঁহার সেবকসূত্রে হরিদাসগণও সেই পথের পথিক। ভগবান্ হরিই সমস্ত মঙ্গলের আলয় বলিয়া তৎপাদপদ্মলুব্ধ মধুপগণই মঙ্গল-লাভের অধিকারী এবং তাঁহারা সেবানন্দে মত্ত হইয়া জগতের সকলকেই সেই সেবাসুখ-ধনে ধনী করিবার জন্য ব্যাকুল। হরি অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ বস্তু। তিনি সমস্ত রসের আলয় ও একমাত্র ভোক্তা ভগবান্। এই ভগবানের মঙ্গলময় নাম, ভুবনমোহনরূপ-গুণাদি শ্রবণ বা দর্শনের সৌভাগ্য হইলে জাগতিক যে অনিত্য-রূপ-রসাদি-লাভের স্পৃহা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বিদূরিত হয় "রসোবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।" প্রভৃতি গীতোক্ত শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভগবদ্রসে যাঁহার মনঃ-প্রাণ নিমগ্ন তিনিই জগতের মঙ্গলবিধানে সমর্থ—কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে হরিনাম-প্রেম দিয়া কৃষ্ণোন্মুখী করিতে একমাত্র দক্ষ। হরিদাসগণের নিকট—গুরু-গৌর-কৃপামাত্র সজ্জনগণের নিকট কালসর্পসদৃশ উদ্দাম ইন্দ্রিয়গুলি যে প্রোৎখাত-দংষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাঁহার অনুগত হইয়া সেবায় সাহায্য করে, স্বর্গসুখ, কৈবল্যপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মা-শিবাদির পদও তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ এবং তাঁহারা সতত সেবাসুখে মগ্ন থাকায় বিশ্বহিতার্থে কৃষ্ণকীর্ত্তনরত ও হরিকথা-সুধা-বিতরণে শবসদৃশ আমাদিগকে অমৃতস্বরূপ করিবার জন্য সতত যত্নশীল তাহার প্রমাণ আমরা শাস্ত্রে অনেক দেখিতে পাই। জগৎকে কৃষ্ণদান বা কৃষ্ণলাভের জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট করাই চরমমঙ্গলের পরমাদর্শ। এই কার্য্যের ভার একমাত্র হরিদাসগণের উপরই ন্যস্ত।

———

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপার্ষদগণই বিশ্বমিত্র। উনি বা ইঁহারা জীবকে এ দুঃখময় জগৎ হইতে জীবের নিত্যাবাসস্থলী পরমানন্দ ধাম গোলোক বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে পারেন। শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা-প্রদানার্থ যে চেষ্টা তাহা যেমন শোকাগ্নি-নির্ব্বাপক না হইয়া উত্তরোত্তর শোকাগ্নি-বর্দ্ধক, এজগতে দুঃখের মধ্যে সুখাশা-প্রদানের যে একটা আলেয়ার চিত্রঅঙ্কিত-কল্পসুখে দুঃখনিবৃত্তি-রূপ মঙ্গলানয়নের ক্ষীণ প্রয়াস তাদৃশ যত্ন হরিদাসগণের নাই। এজগৎ হইতে কলে কৌশলে অযাচিত-কৃপা-বিতরণ-মুখে দরিদ্র নিপীড়িত শোকার্ত্ত জীবগণকে স্বগৃহ গোলোকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই বিশ্ববাসীর প্রতি একমাত্র চরম ও পরম মঙ্গল-প্রদর্শনের কথা এবং এই কার্য্য করিতে একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ এবং তদ্বলে বলীয়ান্, তদ্রূপে রূপবান্, তদ্গুণে গুণবান্ তদ্গৌরবে গৌরবান্বিত, তদনুগত হরিদাসগণই একমাত্র সমর্থ ও দক্ষ বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশ্বমিত্র বলা যায়। আর যাঁহারা যে পরিমাণে এই বিশ্বমিত্র কৃষ্ণপাদপদ্মে অনাদর করেন সেই পরিমাণে তাঁহারা আত্মবঞ্চিত ও পরবঞ্চিত অর্থাৎ হিতের নামে বিশ্বের অহিতকর কার্য্য-সম্পাদনে প্রয়াসী সুতরাং বিশ্বামিত্র বা তদনুগ। হরিদাসই যে একমাত্র বিশ্বমিত্র এবং আর বাদবাকী সকলেই বন্ধুরূপী অমিত্র ইহা আমরা হরিদাস-দাসগণের পূত চরিত্র আলোচনায় জানিতে পারি।

———

আপনারা অনেকেই নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের মহিমা শ্রবণ করিয়াছেন। আলোর স্বরূপ বুঝাইতে হইলে অন্ধকারের স্বরূপ অবগত করান প্রয়োজন-বোধে আজ বিশ্বামিত্র ও বিশ্বমিত্রের প্রসঙ্গোত্থাপন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত ঠাকুর শ্রীল হরিদাস যৌবনে কোন নির্জ্জন বনে যখন কুটীরে থাকিয়া নিরন্তর ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে নিমগ্ন ছিলেন সেই সময়ে কোন অসুর-প্রকৃতির ধনাঢ্যের প্রেরণায় জনৈকা রূপ-লাবণ্যসম্পন্না বারাঙ্গনা তাঁহার ভজন নষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তীব্র ভক্তি-যোগ দ্বারা মন স্থির হইলে অর্থাৎ ভগবৎ-পাদপদ্মের সেবাসৌন্দর্য্যের বা সেবানন্দের কোটাংশের এক অংশও জীব গুরুকৃপায় লাভ করিতে পারিলে যে চতুর্দ্দশ-ভুবনান্তর্গত

স্বর্গাধিপত্যও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, এই বিষয়ে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত দুই ব্যক্তিগণের এইরূপ প্রয়াস দৃষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারী শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে বিচলিত বা মুগ্ধ করা ত' দূরের কথা, ভগবৎপাদপদ্মে দৃঢ়নিশ্চয় ভগবৎপ্রাণ শ্রীহরিদাসকে নিজের দলে আনা ত' দূরের কথা, তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত সম্বন্ধচিন্তাকর্ষণী শ্রীহরিনামমঙ্গলকথা এক পাষাণসদৃশ অসতী-হৃদয়কেও বিগলিত করিয়া তৎপাদপদ্মে মস্তক অবনত করাইয়াছিল। সুতরাং এই নানা বাধাবিঘ্নরূপ কণ্টকপরিপূর্ণ জগতে কৃপাপূর্ব্বক আগত ভক্তিপথ অর্থাৎ গোলোক হইতে এ জগতে যে পথটা অবতরণ-মুখে আসিয়াছে সেই চেতন পথ বা শ্রৌতপন্থা বা গুরুপারম্পর্য্য অবলম্বনীয় বিষয় হইলে জীবের আর কোন অসুবিধার কথা নাই। সেই পথে প্রবিষ্ট হইয়া জীব ক্রমশঃ উন্নতির পথে যাইতে পারে। কিন্তু সেই একমাত্র পথটী ছাড়িয়া অর্থাৎ ভৎপথ-পথিক হরিদাসবৎ হরিসেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণানুগত্য স্বীকার না করিয়া আত্মগত্যের ভাণে অভক্তিপথে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ভবসিন্ধু-পারের যে দুরাশা তাহা অতিভয়ঙ্কর।

আমরা বিশ্বামিত্র ও বিশ্বমিত্র হরিদাসের চরিত্রালোচনার দিগ্‌দর্শনে জানিতে পারিলাম যে, ভক্তিপথ অবলম্বন না করিলে বিশ্বমিত্র হওয়া যায় না বা বিশ্বমিত্র কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছান যায় না। ভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ হইলেও ভগবান্ তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা হওয়ায় ভক্তিপথাবলম্বীর কোনও ভয় নাই। কিন্তু যেখানে এই ভগবৎপাদপদ্মে অনাদররূপ অভক্তি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, সেখানে রক্ষাকর্ত্তা না থাকায় অসহায়ের আবার ভরসা কোথায়? কর্ম্মীর কর্ম্ম, জ্ঞানীর জ্ঞান, যোগীর যোগ বা তপস্বীর তপস্যার মূল্য কোথায়? তাই শাস্ত্র বলেন—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"

— —

"সরস্বতী-জয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৪৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

—

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(৫৫)

১৪ই নভেম্বর অপরাহ্ন

[পূর্ব্বানুবৃত্ত]

ঐরূপ ভোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তিসকল যখন হাঁপাইয়া পড়েন তখন তাঁহারা বিশ্রাম চান। তাই ত্যাগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। যেমন ভাগবত ব'লেছেন—

"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি॥"

যাহারা এই বিচার করে না এবং "সংসার সংসার করি' মিছে গেল কাল। লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥" ইহাও চিন্তা করে না তাহারাই সংসার চক্রে নিষ্পেষিত হয়। 'করণ' বলিতে মানুষের ১১টী ইন্দ্রিয় বুঝায়। এই ইন্দ্রিয়জ বিচারে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগণই আধ্যক্ষিক বা অভিজ্ঞতাবাদী। দিবাভাগে মানুষের করণগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রাত্রিকালেও তাহাদের বিষয়-সুখের লেশমাত্র থাকে না। তাঁহারা অন্যের জন্য উদ্যম করিতে পারে না। ভগবৎপ্রসঙ্গবিমুখ জনগণ মৎসর-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অমঙ্গলকে মঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করে। মানুষ যদি সুবিধা না বুঝিয়া অলস হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে অসুবিধাই ভোগ করিতে হয়। যাহা হইতে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, যাহাতে অবস্থিত আছে ও যাহাতে লীন হইবে সেই ভগবানের কথা বাদ দিয়া মানুষ কিরূপ অন্যাভিলাষী হইয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারে না।

—

জগতের এই সব সুন্দর সুন্দর ভোগ্য বস্তুগুলি মৎস্য ধরিবার টোপের মত। এগুলো আমার ভোগ্য পদার্থ নয়। যদি ইহাদিগকে ভোগ করিতে যাই তবে ইহারাই আমাকে পড়ে খাইয়া ফেলিবে। ভগবদ্ভক্তগণ এ সব কথা ভালরূপ বোঝেন। তাঁহারা কর্ম্মী জ্ঞানীর মত অর্ব্বাচীন নন। তাই ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে 'শিবদ' কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন। 'শিবদ' বলিতে মঙ্গল বুঝায় অর্থাৎ একমাত্র ভাগবতধর্ম্মেই জীবের চরম কল্যাণ অবস্থিত। বাস্তববস্তুটী কি তাহা জানা দরকার। বাস্তববস্তু পরিত্যাগ করিয়া তৎপ্রতিবিম্ব লইয়া টানাটানি করিতে গেলে উপাখ্যান-লিখিত কুকুরের মত বঞ্চিত হইতে হয়। এক কুকুর একখণ্ড মাংস মুখে লইয়া নদীপার হইতেছিল। তা'র মুখস্থিত মাংস জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় কুকুর লোভের বশবর্ত্তী হইয়া মুখস্থিত মাংসের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রতিবিম্বিত মাংসখণ্ড ধরিতে গেল। সেই লোভে সে মুখস্থিত মাংসখণ্ডও হারাইল। জগৎ ভোগ করিতে যাহারা ব্যস্ত তাহারা ঠিক ঐ কুকুরের মত প্রতিফলিত জিনিষের উপর লোভ করিতে গিয়া ঠকিয়া যায়। ভক্তগণ কিন্তু ঐরকম বোকামির মধ্যে যান না। তাঁহারা প্রতিবিম্বিত বস্তু দেখিয়া দৌড়ান না। বাস্তববস্তু দেখিবার চেষ্টা করুন বা তাহার অনুশীলন করুন। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকার তাপে অনাদি-বহির্মুখ জীব জর্জ্জরিত। ভাগবতধর্ম্ম এই ত্রিতাপের মূল বিনাশকারী। নিজের বুদ্ধির ভুলবশতঃ আমাদের যে তাপ আসে, যেমন টোপ খাইতে গিয়া প্রাণ হারান তাহাই আধ্যাত্মিক তাপ। নীলামে জিনিষ বিক্রয় হইতেছে। অনেক লোক জিনিষ ডাকিবার জন্য ব্যস্ত। নীলামকারীর নিজের কতকগুলি পেটোয়া লোক আছে। তাহারা সাধারণ খরিদ্দারের পোষাকে আসিয়া নীলামের ডাক বাড়াইয়া দেয়। কেহ যদি সরল খরিদ্দারকে নীলামকারীর ঐরূপ প্রবঞ্চনার কথা হইতে সাবধান করিয়া দেয় সাধারণ ক্রেতা তাহা শুনিতে চায় না। বলে তোমার কথা শুনব কেন? পরে যখন ঠকিয়া যায় তখন ব্যাপারখানা বুঝিতে পারে। সময়ে সৎপরামর্শ গ্রহণ না করিলে ঠকিয়া গিয়া শেষে বলিতে হইবে I am undone, knave, fool, এই তিনের নিকট হইতে আমরা ঠকি। আমাদের সকলের উদ্দেশ্য এক নহে। যদি পরমধর্ম্মের কথা বুঝিতে পারি তাহা হইলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ আমাদের বাঞ্ছনীয় নয়—ইহা জানিতে পারিব। Comte-এর Positivism ভোগীকুল হইতে হইয়াছে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের Positivism (কৃষ্ণসেবা) অন্য রকমের, যাহা এখন পাশ্চাত্যদেশে পৌঁছায় নাই।

—

যদি জগতের ছোট ছোট কথায় ব্যস্ত থাকেন তা'হ'লে বৈকুণ্ঠলোকের কোন কথাই জানিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে সমস্ত কথার আলোচনা হইতেছে তাহা আধ্যক্ষিকতা মাত্র। অধোক্ষজের কোন কথা আলোচনা হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ভোগের ও ত্যাগের শিক্ষা দিতেছেন। সমস্ত জিনিষের কারণটা কোথায় অবস্থিত তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়জন লোক দৌড়াইতেছেন? মানুষমাত্রেই ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দোষচতুষ্টয়ে আবদ্ধ। মানুষের কাছ থেকে কথা শুনতে গেলেই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হ'বে। মৎসর মানুষ এখানে নিন্দুক হইতে পারে; অসাধুও সাধু হইতে পারে।

—

"পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ।" কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করা উচিত নয়। কাঁচপোকা আরশুলা ধ'রে তা'র চোখ দুটো প্রথমে খেয়ে দেয়। আরশুলা বিপন্ন হইয়া বশীভূত হয়। পৃথিবীতে কতকগুলি জিনিষ মানুষকে বোকা করিয়া দেয়। যথা, কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা—এই তিনেতেই অধিকাংশ লোক মজিয়া আছে কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বড়ই চতুর তাঁহারা সাধারণ মানুষের মত টোপ খাইতে যান না। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"পুণ্য সে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
পাপ-পুণ্য দুই পরিহরি।"

—

পাপী অপেক্ষা পুণ্যবান অবশ্য শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ দুইটীর কোনটী ভক্তের বাঞ্ছনীয় নয়। শ্রীল রূপপাদের "কস্মিংশ্চিৎ পরিতো ভবেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং হরন্তি মিনঃ প্রভৃতি" শ্লোকটী বিচার করিবেন। জ্ঞানীদিগের বিচার ত্রিপুটী-বিনাশ। ইহা বাহ্যতঃ দেখিতে খুব ভাল বটে কারণ এই চিন্তাস্রোতে দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টা তিনটীই এক হইয়া গেল। ইহাই অহংগ্রহোপাসনা বা নাস্তিকতা। ইহাতে Materialism (জড়ভোগবাদটা) ভাল করিয়াই চালাইতে পারা যায়। এই সব চিন্তাস্রোতে যদি আবদ্ধ থাকি তবে বিশেষ অসুবিধা হইয়া গেল। কামলারোগীর মত চক্ষু লইয়া যদি দেখিতে যাই তাহা হইলে ঐ রকম বিপদ ঘটিবে। একটা জিনিষের অনেক রকম প্রকাশ আছে। নানা রকম ছায়া আছে। তাহাতেই যদি আবদ্ধ হইয়া যাই তাহা হইলে আর বাস্তববস্তুর সন্ধান হইল না। চুণ-গোলা আর দুধ দুটী এক রকম দেখাইলেও উহারা এক বস্তু নয়। বাজিকরেরা তাহাদের বাজিতে আমাদের নানা রকম দেখাইয়া দেয়। সেই রকম দর্শনে ভুল হয়। পণ্ডিত সকলেরও ভুল হয় অতএব আমরা এভাবে দৌড়াইব না। তাহাতে তর্কপথ আসিয়া পড়িবে। বাক্সটা খুলিয়া তাহাতে জিনিষ রাখিব আর বাক্সের ভিতর টাকা আছে সেই বাক্সটা খুলিলেই টাকা পাইব ইহা আর এক প্রকার বিচার। Nervous Irritation হইতে শিরার স্পন্দন হয়, যে জ্ঞান তাহা আধ্যক্ষিক। প্রকৃতির অতীত রাজ্য হইতে যে শব্দ আসিতেছে তাহা ঐরূপ শিরার স্পন্দনের মত জিনিষ নহে।

—

পাপ ও পুণ্যের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে বৈকুণ্ঠ-নাম গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহা কি করিয়া হইবে?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৪ঠা জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ শুক্রবার | ২৫৫শ সংখ্যা

শ্রীধাম-প্রসঙ্গ

বঙ্গের মহামান্য গবর্ণর হিজ্ এক্সেলেন্সি দি রাইট অনারেবল স্যর জন এণ্ডারসন পি-সি, জি-সি-বি, জি-সি-আই-ই মহোদয় আগামী ১৪ই জানুয়ারী সোমবার কৃষ্ণনগর পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন। মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর তৎপর-দিবস সহর নবদ্বীপ ও শ্রীধাম মায়াপুর পরিদর্শন করিবেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাইলাম। সর্ব্বত্রই মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিরাট্ আয়োজন হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

নদীয়ার গৌরব প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার চেষ্টায় ও উদ্যোগে ক্রমশঃ অধিকতর শ্রীবৃদ্ধিশালী হইয়া যে বিশ্বের বিশিষ্ট জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। নদীয়ার চাঁদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রচারিত অনর্পিতচরী প্রেমবাণী একবার যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার চিত্ত স্বতঃই গৌর-প্রকট-গিরি শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনের জন্য উদ্গ্রীব না হইয়া পারে না। তাই আমরা দেখিতে পাইয়াছি, গৌড়ীয়-আচার্য্যমুকুটমণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখে মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য-দেশসমূহের অনেক মনীষী পথের দুর্গমত্ব অবগত হইয়াও পদব্রজে বা গোযানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন। তৎপর পথঘাট প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধামদর্শনার্থী শুধু সাধারণ-যাত্রী নহে, বিশিষ্ট যাত্রীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধোক্ষজ-বিগ্রহ-সেবায় সর্ব্বসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য গৌরধামের কৃপা বারিতে সকলকে স্নাত করিবার নিমিত্ত গৌরপ্রেষ্ঠের কৃপা-বালক ভক্তিবিজয়ের সেবা বৈকুণ্ঠশ্রী-রূপে যে অভ্রভেদী শ্রীমন্দির শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীযোগপীঠে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তাহা 'ভক্তিবিনোদ'-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি বিগ্রহরূপে সর্ব্বসাধারণের অন্তরের পূজা গ্রহণ করিয়া প্রতিদানে বিনোদ-বাণীর সৌন্দর্য্য-রশ্মি প্রকৃতরূপে বিতরণ পূর্ব্বক রূপানুগ ভজন-পথের ষড়্বিধ-শরণাগতি-লক্ষণ বাঞ্ছাকল্পতরুর মূল-স্কন্ধদ্বয় রূপে বিরাজিত থাকিতেছেন, ইহা আমাদের অন্তর-প্রদেশকে আনন্দধারায় আপ্লুত করিতেছে।

* * *

মহাপ্রভু শুধু নদীয়া জেলার জন্য—শুধু বঙ্গের জন্য এমন কি শুধু ভারতের জন্য আসেন নাই, তিনি প্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন—সমগ্র বিশ্বের জন্য। তিনি শুধু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্রগণকে উদ্ধার করিতে আসেন নাই, শুধু ব্রহ্মচারী গৃহস্থ-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাসিগণকে চিদালোকে উদ্ভাসিত করিতে আসেন নাই, কিম্বা শুধু হিন্দুগণকে বৈকুণ্ঠলোকে লইয়া যাইতে আসেন নাই, তিনি আসিয়াছিলেন বিশ্বের সর্ব্বজাতির সর্ব্বাবস্থার সকল প্রাণিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবস্থান শুধু জাতিবিশেষের বা আশ্রমবিশেষের ব্যক্তিগণের দর্শনের স্থান নহে, বিশ্বের সমগ্র জাতিরই আদরণীয় স্থান। যে যে-কোন কুলে, যে-কোন দেশে আবির্ভূত হউন না কেন, শুচি সদাচার-সম্পন্ন হইলেই তিনি মহাপ্রভুর ও তাঁহার দাসের সেবার অধিকার লাভ পূর্ব্বক তদীয় আশীর্ব্বাদ-বাণীরূপে বিরাজিত "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন" বৈকুণ্ঠ-সুরধুনীর এই ধারাত্রয়ে স্নাত হইয়া তাঁহার কাম—

"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।"

পরিপূরণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবেন।

* * *

মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

পৃথিবী বলিতে শুধু ভারতবর্ষকেই ধারণা করিবার কূপ-মণ্ডূক ন্যায়ে আবদ্ধ থাকিতে যাঁহারা চাহেন, তাঁহারা থাকুন, আমরা যখন দেখিতে পাইয়াছি— পশু, পক্ষী পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, তখন সমগ্র বিশ্ব যাহাতে মহাপ্রভুর করুণা হইতে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য যত্নপর হওয়াকেই আমাদের প্রকৃষ্ট-সেবা-রূপে বরণ করিয়াছি, ঐ সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতেই আমরা আচার্য্যদেব-কর্ত্তৃক দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়াছি। ঐ সেবায় যাহাতে সাফল্যলাভ করিতে পারি তজ্জন্য সজ্জনগণ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

* * *

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

বিশ্বের বিশিষ্টজনগণ যখন মহাপ্রভুর ধামে আসিয়া তাঁহার প্রেষ্ঠের নিকট তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছেন, তখন মহাপ্রভুর কথা, তাঁহার ধামের কথা অচিরেই সমগ্র বিশ্বের পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। উচ্চরাজ-পুরুষগণও শ্রীধাম দর্শন করিয়া প্রীত হইতেছেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার দুইজন শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিয়াছেন। এবার আমরা বঙ্গেশ্বর গবর্ণর বাহাদুরকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীল মহেশপণ্ডিতের পাটে উৎসব

গত ১৭ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী বুধবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব-বাসরে চাকদহ কাটাল-পুলিস্থ শ্রীপাটে সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তি-মধুর ও শ্রীমান্ সঙ্কর্ষণ ব্রহ্মচারী উৎসবের অধিবাস-বাসরে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদানের সুবিধার জন্য সাধারণ মহোৎসব আগামী পরশ্ব রবিবার (৬ই জানুয়ারী) তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ চাকদহস্থ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে উপস্থিত থাকিয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিবেন। সর্ব্ব-সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নৈমিষারণ্যে প্রচার

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী মহারাজ ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী কয়েকদিন হইল কাশী শ্রীসনাতন-শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস-মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ বিগত ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস-মঠে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত দুই দিবসই বিশিষ্ট কএক জন ভদ্রলোক শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজী মহারাজের পাঠ শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়াছেন।

সবিশেষত্ব স্বীকৃত হইলে আর এরকম ধরণের সংসারটা থাকে না। তখন পিতা-মাতা প্রভৃতির সঙ্গে যে সম্বন্ধ আমাদের আছে,সেই সম্বন্ধটা কৃষ্ণের সঙ্গে হইয়া যায়। Participationটা যখন Absoluteএর সঙ্গে হইবে, তখন তাঁহার সহিত জীব Fully Dovetailed হইয়া যাইবে। বৈকুণ্ঠ-শব্দের কথা আলোচনা করিলে ঐ সব সুবিধা হইয়া যাইবে। নেশাখোরেরা নেশাতে বুঁদ হইয়া যায়। সেরূপ বহির্জ্জগতে অত্যন্ত মত্ত হইয়া যাওয়াটা আমাদের ভাল নহে।

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল-শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্য ফল। শ্রদ্ধায় হউক, কিম্বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণ-নাম একবারও শুদ্ধরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করে তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।

আমাদের নিজরূপটা চেতনময়। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় কোন অসদ্বস্তুদ্বারা বাধা প্রাপ্ত হ'চ্ছে। বাস্তববস্তুর জ্ঞানটা হ'লেই সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। 'পরিগীত' কথাটী ব'লেছেন। অর্থাৎ শ্রীনাম সর্ব্বতোভাবে নিরপরাধে কীর্ত্তন করিতে হবে। শ্রীনামকে যদি আমার কাম্যাদির কোন যন্ত্র বিশেষ-রূপে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আর শ্রীনাম প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইলেন না। সর্ব্বতোভাবে বলাতে আপেক্ষিকতার প্রশ্নটা উঠতে পারে না। বৈকুণ্ঠ শব্দব্যতীত আর অন্য কোন নাম উচ্চারণ করিব না—এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে সকৃৎ পরিগীত হয়। শ্রদ্ধার ফলে শীঘ্র ফললাভ হয়। আর হেলায় কিছু দেরীতে হয়—এই তফাৎ। 'নরমাত্রং' কথাটা ব্যবহার ক'রেছেন; তাহাতে বুঝাইতেছে যে, কেবল পণ্ডিতগণই বা ধনী লোকই উপকৃত হইবেন—এমন নয়। যাঁহার নীচকুলে জন্ম হইয়াছে,তিনি উদ্ধার পাইবেন না—এমন নয়। ভক্তিতে 'নৃমাত্রাধিকারিতা' অর্থাৎ মানুষমাত্রেরই সুবিধা হইবে। মানুষ যদি পশুও হইয়া যায়,তবুও সুবিধা হইবে। মুমুক্ষুদের একটা ছলনা আছে; তাঁহারা বাহিরে দেখায় ভগবানকে সব দিয়া দিলাম কিন্তু ভিতরে ইচ্ছা ফলটা আমরা পাই। বাস্তব বস্তুতে সূর্য্যের মত এত তেজ আছে যে; লণ্ঠন জ্বালিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইবে না। কর্ম্মজ্ঞানের কোনও জাতবা বিষয় তিনি নন। নাম-

প্রসঙ্গ-সমাপ্তিতে নিবেদন

সহৃদয় পাঠকগণ, সজ্জনবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ, আজ আচার্য্য-প্রসঙ্গ-সমাপ্তির পর আপনাদিগের নিকট আমার একটী নিবেদন জানাইতেছি। এইমাত্র আচার্য্য-প্রসঙ্গ সমাপ্তি বলিয়া যে কথাটী বলিয়া ফেলিলাম সেই কথাটী বিচার করিয়া দেখিলে যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ আচার্য্য-প্রসঙ্গের কোনদিন সমাপ্তি নাই। আচার্য্য নিত্য বস্তু, জীবও নিত্য বস্তু। আচার্য্যের সহিত জীবের যে প্রসঙ্গ তাহাও নিত্য। অতএব এরূপ প্রসঙ্গের সমাপ্তি কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু মাদৃশ বহির্ম্মুখ জীবের বিচারে ঐরূপ সমাপ্তির কথাই মনে আসিয়া পড়ে। আশা করি আপনারা এ বিষয়ে আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

হে সহৃদয় পাঠকগণ, পূজার দীর্ঘ অবসরকালে ইচ্ছা ছিল, স্ত্রী-পুত্রপরিবারগণের সহিত মিলিত হইয়া রঙ্গরসে উন্মত্ত থাকিয়া অবসরকাল অতিবাহিত করিব। কিন্তু সাধুসঙ্গের প্রভাবে আমার সে-চেষ্টা ব্যর্থ হইল ও সে-ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। গুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছায় এবং তাঁহাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে মথুরাধামে ঊর্জ্জব্রত পালনে যোগদান করিবার সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার মত বদ্ধ জীবের পক্ষে সাধারণ বিচারে মথুরায় বাস করিবার সুযোগ হইলেও জড়াতীত অপ্রাকৃত মথুরাধামে মথুরাবাসের কোন সুযোগ বা যোগ্যতা হয় না। গুরু-বৈষ্ণবগণ বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে মথুরাধামে দামোদর-ব্রত-পালনের লীলা করিলেন। সেই সঙ্গে যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধভক্তিলাভের উপায়-স্বরূপ সাধুর সঙ্গ, মথুরা-বাস, নাম-সংকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ ও শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির অঙ্ঘ্রি সেবন—এই পঞ্চাঙ্গের কথা প্রচুর পরিমাণে বক্তৃকালে বহু ভক্ত ও জনসাধারণের নিকট তারস্বরে কীর্ত্তন করিলেন। এ যাবৎ যে সকল কার্ত্তিকালীয় ভজনের কথা কাহারও নিকট শ্রীল প্রভুপাদ প্রকাশ করেন নাই, এই ব্রত-পালন উপলক্ষে শুদ্ধ-জ্ঞান-ভূমিকা মথুরায় অবস্থিতিকালে ভক্তগণের নিকট তাহার কিছু কিছু প্রকাশ করিলেন। গুরুবৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মথুরায় অবস্থানকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের শ্রীমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠবাণী

সুধা যদি উদিত হন, তাহা হইলে তাঁহার আভাসেই সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যাইবে। নামাভাসে যদিও বস্তুতত্ত্বজ্ঞান নাই, কিন্তু তাহাতে অসৎকামনাও নাই।

সাধ্যমত অক্ষরাকারে সংরক্ষণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত চেতনময়ী বৈকুণ্ঠবাণী প্রচুর পরিমাণে শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইলেও আমার নিজের মূঢ়তা, অজ্ঞতা ও অক্ষমতাপ্রযুক্ত সেই সমস্ত কথা ঠিকমত সংরক্ষণ করিতে পারি নাই। তবে যাহাতে শ্রীমুখবাণী একেবারে ভূতাকাশে বিলীন হইয়া না যায় তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। যৎকিঞ্চিৎ হরিকথামৃত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম সেই সামান্য অংশই আপনাদিগের নিকট সাধ্যানুযায়ী পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি; কারণ, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সম্যগ্‌রূপে ধারণ করা ও সংগ্রহ করা আমার সাধ্যাতীত।

এই হরিকীর্ত্তন দুর্ভিক্ষের দিনে গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদ দামোদর-ব্রত-পালন লীলা করিয়া যে কীর্ত্তনবন্যা প্রবাহিত করিলেন তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া মনে হয় আবার বুঝি সেই মহাপ্রভুর সময়ের—

"চলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলি ডুবায়॥"

কিন্তু দুর্ভাগা আমি সেই আচার্য্য-পাদপদ্মের সান্নিকটে থাকিয়াও আমার মন-পাষণ্ড সেই কীর্ত্তন-বন্যায় স্পৃষ্ট হইল না। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম। পরিবেশনকারীর অযোগ্যতাবশতঃ যদি আচার্য্যের শ্রীমুখবিগলিত বৈকুণ্ঠবাণী কাহারও কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণকে আকুল না করে, তবে দোষে আমিই সম্পূর্ণ দোষী। শ্রীল প্রভুপাদ কলিহত জীবের দুঃখে মর্ম্মাহত দুঃখিত হইয়া আবেগের সহিত যে সমস্ত হরিকথামৃত অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে করুণাপূর্ব্বক বিতরণ করিয়াছেন তাহা যদি যোগ্য পরিবেশনকারীর দ্বারা পরিবেশিত হয় তাহা চেতনময়ী ও অমৃতময়ী জগতে সমস্ত বিরুদ্ধ চিন্তাস্রোতকে ধ্বংস করিয়া জীব হৃদয়ে শুদ্ধ আনয়ন করিবে। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বৈকুণ্ঠবাণীর যতটা সংরক্ষণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার তেজোময়ী লেখনীর দ্বারে পরিবেশন করিবেন তখন সেই আচার্য্যবরের বাণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীব-হৃদয়কে আকুল করিয়া দিবে।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীসকল সংগ্রহ করিতে আমার যেরূপ ত্রুটী হইয়া তাহা যথাযথ ভাবে আপনাদিগের নিকট পরিবেশন করিতে তদপেক্ষা আরও অধিক ত্রুটী হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমার যোগ্যতার অভাবে সব কথা সংরক্ষণ করিতে পারি নাই এবং যতটুকু সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছি তাহাও ভাষা, ভাব, শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধির অভাববশতঃ শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট অনুযায়ী পরিবেশন করিতে সমর্থ হই নাই। হয়ত এরূপও হইয়া থাকিবে, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের কথা ও তাঁহার মনোভাব সমূহকে বিকৃত করিয়া পরিবেশন করিয়াছি তাহাতে অনেক স্থানে গুরু-বৈষ্ণবগণের চিত্তে উদ্বেগ প্রদান করিয়া বহু অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। তাই গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

যে চেতনময়ী বৈকুণ্ঠবাণী জীবের কর্ণকুহরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার সকল ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাদের বহির্ম্মুখতা অপনোদন পূর্ব্বক অচেতন রাজ্য হইতে চেতনের রাজ্যে লইয়া যায় ও দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেমের আস্বাদন করাইয়া দেয় সেই চেতনময়ী বাণীতে আমার ন্যায় অচেতন জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির কোন সুফল হইল না। ধিক্ আমার জন্মে! ধিক্ আমার বুদ্ধিতে! কিন্তু যাঁহাকে অশেষ-অঘ-হরণকারী বলিয়া ভাগবত বর্ণন করিয়াছেন, যাঁহার শ্রবণে—("শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥") ভগবান্ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, সেই বৈকুণ্ঠবাণী-যাহা আপনারা আচার্য্যপ্রসঙ্গে শ্রবণ করিয়াছেন তদ্দ্বারা যদি আপনাদের কাহারও কিছুমাত্র উপকার হয় তাহা হইলে আপনাদিগের ন্যায় বৈষ্ণবগণের সেবা করিবার ফলে আমারও জন্ম-জন্মান্তরে কিছু সুকৃতির আশা হইতে পারে।

"সাধক কণ্ঠমালা"

[পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ]

শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা', শ্রীল দাস গোস্বামীপ্রভুর মনঃশিক্ষা, শ্রীষড়্-গোস্বামীর শোচক, দশাবতার স্তোত্র এবং ভজনরহস্যের অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু মহাজনোপদেশ-সম্বলিত অপূর্ব্ব গীতি-গ্রন্থ। সাধক-মাত্রেই এই মহাগ্রন্থ কণ্ঠে ধারণ করিয়া ধন্য হউন।

ভিক্ষা—৷৷০ আট আনা মাত্র।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বা শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধান লউন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
- ঐ ভাগবতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- দ্বাদশ স্কন্ধকে পৃথক্ ১৷৵০
- ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- । ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
- । সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- । দৈববর্ণ ২৲
- । গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- । শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- । শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- । হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
- ১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
- ২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
- ৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
- ৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
- ৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
- ৮। ভজন-রহস্য ৷০
- ৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৫ (বাঁধা)
- ০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
- ১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
- ২। গীতার কেবল মাধব-ভাষ্য
- ৩। শ্রীকৃষ্ণমল্লিকা ভগবৌরবঃ সানুবাদ (মাধব)
- ২৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)
- ২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷০
- ঐ (বাঁধা) ৸০
- ২৬। দ্বাপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
- ২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
- ২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
- ঐ (আবাঁধা) ।৶
- ২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)
- ৩১। গীতমালা ৴১০
- ৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৩৬। শরণাগতি ৵০
- ৩৭। গীতাবলী ৵০
- ৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
- ৩৯। সাধনকণা ৴০
- ৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
- ৪১। নবদ্বীপশতক ৵০
- ৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
- ৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
- ৪৬। অর্চনকণ ৵১০
- ৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন?
- ৫৪। ঈশোপনিষদ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
- ৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
- ৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
- ৬৩। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ৷০
- ৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
- ৬৬। নামভজন ।০
- ৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
- ৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
- ৬৯। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
- ৭০। বৈষ্ণবীজম ।০
- ৭১। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ হ্যাজ্ ডান
- ৭২। দি ভাগবত ।০
- ৭৩। এরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলেড ডিভোশন ।০
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৭৭। সাধন-পথ ।০
- ৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
- ৭৯। গীতাবলী ৵০
- ৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ নারায়ণ অবাধ ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

কবি

রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। কাব্য-রচয়িতা ও কাব্য-আস্বাদককে কবি বলে। কাব্য দ্বিবিধ—গ্রাম্য কাব্য ও অপ্রাকৃত কাব্য। রস সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে স্থায়ী পাঁচটী এবং গৌণ সাতটী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী মুখ্য রস। হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক রস আগন্তুক হইয়া মুখ্য রসের পুষ্টি সাধন করে। প্রাকৃত জগতের রসসমূহ জড়কাব্যের উপাদান। তাহাতে প্রাকৃত নশ্বর অনুপাদেয় নায়ক-নায়িকা আলম্বনরূপে জড়ের অচিৎ উদ্দীপনার দ্বারা প্রচালিত হইয়া অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী সামগ্রীর সহিত স্থায়িভাব হরির সংমিশ্রণে রসের উদ্ভাবনা করে। তাহা নিতান্ত বিরস ও কাব্যনামের অযোগ্য। বৈষ্ণব তাদৃশ কুকবি নহেন, তিনি অপ্রাকৃত রসাত্মক বাক্যময় কাব্যে সুপণ্ডিত। তাদৃশ কাব্যের নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আশ্রয় করিয়া যে সকল কাব্য লিখিত হয়, তাহা সজ্জনের আস্বাদনীয় বিষয় এবং ভিন্ন জড়কবি-দিগের নিত্য-সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিক্ষম।

সজ্জনপ্রবর শ্রীদামোদর স্বরূপ বলিয়াছেন,—

গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥

প্রাকৃত মায়াবাদী জড়কবির চিত্র শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী যেরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহা এই—

পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলে জড় নশ্বর প্রাকৃত-কায়॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁ'কে কৈলে ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান।

আবার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর কাব্য সজ্জনের কিরূপ আনন্দপ্রদ তাহাও চরিতামৃতে দৃষ্ট হয়।

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥
কত তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।
রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার॥
রায় কহে রূপের কাব্য অমৃতের পূর।

* * *

রূপের কবিত্ব প্রশংসা সহস্রবদনে।

* * *

মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

গ্রাম্য-কবির কবিতায় আস্বাদকগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে কবিত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাঁহারা গ্রাম্য-কবিতাগুলিকে ও গ্রাম্য কবিকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। রায় রামানন্দ, শ্রীদামোদর স্বরূপ এবং স্বয়ং সৌন্দর্য্যবিগ্রহ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন যে শ্রীরূপের কাব্য ও তাঁহাকে কবি বলিয়া বহু প্রশংসা করিলেন, আজকালকার দিনের জড়রস-প্রচারক প্রাকৃত সহজিয়া সাহিত্যিকগণ সেই সজ্জনের কবিতার আদর করেন না। যদি তাঁহারা সজ্জন হইতেন, তাহা হইলে গ্রাম্য কবির কাব্যের অবজ্ঞা জানিতে সমর্থ হইতেন ও হরিসেবোন্মত্ত কবিগণের বাক্যের উৎকর্ষ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। অসতের রুচির সহিত সজ্জনের রুচিতে ভেদ আছে। মূর্খের সহিত পণ্ডিতের, অজ্ঞের সহিত অভিজ্ঞের ও জড়রস-রসিকের সহিত ভগবদ্রসসেবী ভক্তের নিশ্চয়ই ভেদ আছে।

সজ্জনের কবিত্বের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত; তবে অজ্ঞানগ্রস্ত জড়-কবিগণের কাব্যরসামোদী পাঠক অসৎসঙ্গক্রমে তাহা আস্বাদনে অসমর্থ হন, পরমসজ্জন ভাগবত শ্রীহংসবাহন বিরিঞ্চি, বাল্মীকি ও বেদব্যাস হরিরস বর্ণনা করিয়া ও আস্বাদন করিয়া মহাকবি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগত সজ্জনগণও কবিনামে অনেকেই খ্যাত, আজও বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য নিধিগুলির আদর কম নহে। তাঁহারা সকলেই সজ্জন। বৈষ্ণব-কবিগুলিকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় রিক্ত কবিতা-ভাণ্ডারের আকর্ষণ কতটুকু, তাহা সাহিত্যিক ও কবি-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী গ্রাম্যকবিগণও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

অসৎ-সমাজের মধ্যে এরূপ একটী কুচিন্তা প্রবল আছে যে হরিজন-হরিকথাপানোন্মত্ত ভক্তগণকে কবি না বলিয়া জড়বিষয়াসক্ত হরিবিমুখ প্রতিষ্ঠাভিলাষী নিরীশ্বর দুর্নীতিপরায়ণ-গণকে কবি বলা হউক। সজ্জনগণ তাহা অনুমোদন করেন না। শ্রীজয়দেব-শ্রীবিল্ব-মঙ্গলাদি সজ্জনগণকে অনাদর করিয়া যাঁহারা গ্রাম্য কবিগণের আদর করেন, তাঁহাদের সজ্জনসমাজে প্রবেশের আশা নাই। অনিত্য প্রাকৃত নিরানন্দের ক্লেশ যে গ্রাম্যকবিকে আচ্ছন্ন করে, সে কখনও সজ্জন হইতে পারে না। সজ্জন না হইলে যথার্থ কবি হওয়া যায় না। শ্রীচরিতামৃতের লেখক সজ্জনরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস "কবিরাজ" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সজ্জন নিত্য কবি, চিন্ময় ও আনন্দময়। তাঁহার কাব্যের সহ অন্যের তুলনা [illegible]।

"শক্তিপূজা"

[বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বোনপাস কামারপাড়া নামক স্থানে গত ১৯শে আশ্বিন তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ-প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

অদ্য ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামায়ার পূজার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশের—শুধু বঙ্গদেশের কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও বহু নরনারী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রমত্ত হইয়াছেন। অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহামায়া দেবীর বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছাক্রমেই আমরা 'শক্তিপূজা'-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এখানে আহূত হইয়াছি। এই মহামায়াষ্টমী-বাসরে শক্তিপূজানন্দ-প্রাঙ্গণে মহাশক্তির সেবোন্মুখ-জনে করুণা ও বহির্ম্মুখে বঞ্চনার আংশিক কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

'পূজা' শব্দের অর্থ পূজ্যের প্রীতিবিধান। নিষ্কাম পূজক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পূজ্যের প্রীতিবিধানে সমর্থ হন তাহারই নাম পূজা। পূজা বস্তুর দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতি অন্বেষণ বা একটা ছলনা দেখাইয়া পূজ্যের পূজোপকরণগুলি পূজক নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত করিবার যে চেষ্টা করেন তাহার নাম কাম বা ভোগ। জগতে পূজ্য, পূজক ও পূজা এই ত্রিপুটীর বিনাশসাধন-কামীর যে চেষ্টা তাহার নাম ত্যাগ। ত্যাগ প্রচ্ছন্ন-ভোগের নামান্তর। ত্যাগিগণ চরমে পূজ্যের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হন। উপরিউক্ত 'ভোগ ও ত্যাগ' উভয় শব্দই 'পূজা'-শব্দের বিপরীত। আজ দশগজ্জ্বলিকা অন্ধ নয়নে যে পূজার জন্য উন্মত্ত হইয়াছেন তাহা কখনই পূজা নহে।

পূজ্যের সহিত পূজকের নিত্য সম্বন্ধ, সম্বন্ধজ্ঞান-ব্যতিরেকে পূজা হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হায়! আজ জগদ্বাসী যে পূজায় উন্মত্ত, তাহাতে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কোথায়? ভূতশুদ্ধি না হইলে পূজ্যের সমীপে উপস্থিত হইবার বদ্ধ জীবের অধিকার নাই। যে পূজামন্দিরে ভূতশুদ্ধির কথা নাই—পূজ্যের প্রীতিবিধানের কথা নাই—পূজা, পূজক, পূজার স্বরূপজ্ঞানের কথা নাই, তাহা কোনদিনই পূজামন্দির নহে পরন্তু যথেচ্ছাচারের আবাসস্থল জগতের অমঙ্গল-সংস্থাপনের ক্ষেত্রভূমি—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরত নিঃসহায় দুর্ব্বল-পীড়নপ্রয়াসী পিশাচগণের উদ্দণ্ড-তাণ্ডবলীলার রঙ্গক্ষেত্র।

সংসার-মরুপ্রান্তরে বিভ্রান্ত পথিক সমগ্র বৎসর মায়ামরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিয়া যখন মায়াভোগ-লাভে অসমর্থ হন, তখন নিজে দুর্ব্বল শিশুর অভিনয়ে মাতৃ-ভোগাকাঙ্ক্ষায় মায়াদেবীকে 'মা মা' বলিয়া সম্বোধনে অন্তরের ভোগাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। আজ সেই মরীচিকাপ্রলুব্ধ জীবগণের 'মা মা' সম্বোধনে মহামায়াষ্টমী পূজার অনুষ্ঠান। পূজকগণ "আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি সর্ব্বকল্যাণ-হেতবে। পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥" এই আবাহন-মন্ত্রে দেবীর আগমনপ্রার্থনা করিয়াছেন। দেবীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মভোগবাসনা-পূরণের জন্য ভোগাঙ্গণ ভেদ তুচ্ছ তণ্ডুল, দুগ্ধ ছাগ-মেষ-মহিষাদি উপঢৌকন প্রদান করিয়া নিজের মনোমত "ধনং দেহি জনং দেহি বিদ্যাং দেহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্" এই প্রার্থনামন্ত্রে মহামায়াকে নিজ ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত। প্রার্থনার পর-মুহূর্ত্তেই নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে "গচ্ছ গচ্ছ পরংস্থানং গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া। সম্বৎসরপূর্ণে পুনরাগমনায় চ" এই মন্ত্রেই দেবীর বিসর্জ্জনের সলিলসমাধি-প্রদান।

হায়! হৃদয়ের আরাধ্য বস্তু কি কোনদিন বিসর্জ্জন করা যায়? সেব্যের দ্বারা সেবক কি কোনদিন নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার বাসনা করেন? যেদিন সাধক জীব প্রাণারামের সেবা পরিত্যাগ করিয়া সেব্যের নিকট নিজের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য রাঙা টুকটুকে মায়ামৃগ প্রার্থনা করেন, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তেই সেব্যের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে সেব্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোর কপটাচারী প্রচ্ছন্ন-ভোগী অসাধুর কবলে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তাহা কি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি? গৃহের অন্তঃপুরে অবস্থিত সতীরাণী গৃহলক্ষ্মীর জন্য পট্টবস্ত্র, রত্নাভরণ, নানাবিধ বিলাসসম্ভার, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক-গণেশোপম পুত্র-কন্যাগণকে সুসজ্জিত করিবার জন্য নানাপ্রকার বেশোপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। তাঁহাদের একটুখানি ত্রুটি প্রকাশিত হইলে পাছে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী ভীষণা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন সেই ভয়ে আশঙ্কাপূর্ণ সতীরাণী গৃহলক্ষ্মীর সেবোপচার-সংগ্রহ-জন্য প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বুদ্ধি সমস্ত নিযুক্ত করি। কত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের ভোগের জন্য চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত নৈবেদ্য সুসজ্জিত করি আর বিল্বপত্রকে ভগবতীর পূজায় [illegible] তণ্ডুল, বহু দিনের পুরাতন শাড়ী, রাংতার পোষাক আর সোলার কৃত্রিম

অলঙ্কার! সুধী শ্রোতৃবৃন্দ বিচার করুন, সর্পাধিব রাজপ্রতিনিধি মহোদয়কে যদি স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে চর্ব্ব্যচূষ্য লেহ্যপেয় ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া ভৃত্যের দ্বারা তাঁহাদিগকে 'পাস্তাভাত বেগুন-পোড়া' উপঢৌকন প্রদান করতঃ প্রতিনিধি-সমীপে 'রায়বাহাদুর' উপাধিগ্রহণের জন্য লালায়িত হই তাহা হইলে কি সেই রাজপুরুষ আমার প্রতি প্রসন্ন হন? সেই বিপুল রাজশক্তি রাজসম্মান-অবমাননাকারীর যথোপযুক্ত শাস্তি-প্রদানের জন্য শাসনদণ্ড-সঞ্চালনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। আমাদেরও তদ্রূপ এই সংসারকারাবন্ধবিধাত্রী শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মহামায়া-পূজার অনুষ্ঠান নিজের অমঙ্গলসাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ঐ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণকারিগণের কোলাহল—বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে জীবর্দ্ধের ভীষণ সমস্যার নজির লইয়া বিকট গর্জ্জনে জগৎ মাতাইয়া তুলিতেছে। এখন জগতের ভাব, গতি, প্রগতি, সাহিত্য, কলা, আচার, বিচার, ভাবনা, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা অন্যরূপ। "চাই এখন মহাশক্তির পূজা, এখন আর 'হরিনাম', মৃদঙ্গের মধুর-ধ্বনি, পুরাণ-শাস্ত্রের শ্লোকের দোহাই, বা পরাধীন জাতিকে ভগবদ্ভক্তের শিক্ষায় দীক্ষিত করিলে চলিবে না। এখন চাই সংগ্রাম, চাই সিংহনাদ, রৌদ্রমূর্ত্তি, মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে সহস্র ঢক্কার যুগপৎ ধ্বনি, দাস্যভাবের পরিবর্ত্তে 'সোহহং' মন্ত্রের উচ্চারণ, ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদ-সেবনে চিত্ত-সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে শিরায় শিরায় বীর্য্যসঞ্চারের জন্য ছাগকুলের রুধির-পানে এ মহাদেবিনার দেশে বিষ্ণুপ্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা চলিতে পারে না। এখন প্রত্যেক গৃহে এবম্বিধ শক্তিপূজার অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদের শোণিতপানে আপনার ধমনীশোণিতকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে মাদকদ্রব্যের সেবনে হীনতামূলক ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিবার জন্য যুবগণকে উত্তেজিত করিতে হইবে।

"দুর্ণাম সুনীচতার শিক্ষা-মূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের যে কথা প্রচার করিলে জগতের ভীষণ ক্ষতি উপস্থিত হইবে। এখন তুরী, ভেরী, দামামা গম্ভীরভাবে ধ্বনিতে রুদ্রতালে জাগরণে সকলের ধমনীর রক্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে। নারীজাতিগণের সুবোধ সঞ্চার করিতে হইবে। তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে, তোমরা "শক্তিরূপা"; শক্তিপূজার আনন্দ-উৎসবে তোমাদেরও প্রয়োগ দেখাও, পুরুষদিগকে শিক্ষা দাও, শক্তি ভক্তি করিতে যত শক্তির জাত 'পদার্থ শক্তি-হীনা হইয়া পড়িয়াছে। শক্তিসাধিত না হইলে মুক্তি হইবেনা।" দেহাত্মবাদী মায়াদাসগণের এই গগনভেদী চীৎকারে আজ জগৎ পরিপূর্ণ। 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদ' এই মহাবাক্যের অসম্মান করিয়া অনন্ত শক্তিমত্তত্ত্ব হইতে কোন একটী শক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার পূজার ছলনা—বঞ্চিত হওয়া মাত্র। ইহাও মহামায়ার জীবমোহনের একটি মায়াজাল।

আনন্দময়ী জগজ্জননীর পূজা বলিয়া আজ আমরা দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিতেছি। একজনের আনন্দে অন্যের নিরানন্দ কেন? জগজ্জননী বলিলে কি নিরীহ ছাগ মহিষাদি বিশ্বজননীর সন্তান হইতে বিচ্ছিন্ন? এইরূপ আপেক্ষিক দর্শনের কথা মানবের মস্তিষ্কে কোথা হইতে প্রবিষ্ট হইল? নিরীহ দুর্ব্বল জীবগণকে পীড়ন করাই কি শক্তি-সেবকগণের শক্তিমত্তার পরিচায়ক? মাংস-ভোজী সিংহ-ব্যাঘ্রাদি বলিদানের পরিবর্ত্তে কেন দুর্ব্বলজীবগণের প্রতি এত বিদ্বেষ? সন্তানের রক্তপানে জননী কি কখন প্রীতা হন? রাক্ষসী কোনদিন জননী নহেন। যদি শক্তিবংশধরগণের এই সমস্ত নিরীহ জীবগণকে জননী সম্মুখে মুক্তিপ্রদান করাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে স্বয়ং অথবা প্রাণোপম পুত্রকন্যাদের এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করেন কেন? যাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন না, তাহা ভগবতী গ্রহণ করেন কোন বিধি অনুসারে? হিংসামূলে উৎপন্ন অমেধ্য কোনদিন ভগবানের ভোগ্য নহে। আজও ভারতের আর্য্য-বিধবা-নারীগণের আচরণ বা চতুর্থাশ্রমিগণের আচরণের মধ্যেও আমরা ঐ সকল অমেধ্য-গ্রহণ-চেষ্টা দেখিতে পাই না। পতি-সুখে বঞ্চিতা আর্য্যবিধবা নারীগণ, বিষ্ণুকে যাহা দেওয়া চলে না তাহা কখনও গ্রহণ করেন না, উহা সামাজিক গণের মধ্যেও দেখিতে পাই। বলিরূপে অর্পিত পশুর মাংস যদি 'প্রসাদ' হইত তবে চতুর্থাশ্রমী বা বিধবাদিগকেও উহা দেওয়া যাইতে পারিত। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, "তবে কেন শাস্ত্রবিধিমূলে হিংসা-কার্য্যের অনুমোদন দেখা যায়?" তদুত্তরে সাত্বত-শাস্ত্র বলেন, যাহাদের শুক্র-শোণিতের জন্য অত্যন্ত লোভ রহিয়াছে তাহাদের শুক্র-শোণিতের প্রবল বুভুক্ষা ক্রমশঃ খর্ব্ব করাই ঐসকল বিধির উদ্দেশ্য। সুতরাং যেস্থানে নিরপেক্ষ বিচার সেস্থলে হিংসাকার্য্য কখনও ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না।

'তাতস্য কূপঃ'—এই ন্যায়ানুসারে আমার ঠাকুরদাদা যখন এই কূপের জল পান করিতেন সুতরাং পঙ্কোদ্ধার না করিয়া আমিও বংশানুক্রমে সেই জল পান করিতে থাকিব এবং ঐ জল পান করিয়া মৃত্যুর করাল কবলে আপনাকে উৎসর্গ করতঃ মূর্খতার একনিষ্ঠারূপ বীরত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিব, এরূপ বিচার বুদ্ধিমানের বিচার নহে। ধামাচাপা বিড়ালের গল্প অনেকেই জানেন। কোন এক গৃহস্থের পুত্রের বিবাহবাসরে একটী বিড়াল বিশেষ উৎপাত আরম্ভ করিলে গৃহকর্ত্তা উহার উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটী ধামা দিয়া বিড়ালটীকে চাপা দিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে সেই দেশের গৃহস্থমাত্রেই বিবাহবাসরে একটী করিয়া বিড়াল ধামাচাপা দিবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিলেন। এমন কি যাহার বাড়ীতে বিড়ালের অভাব হইল তিনি অন্য স্থান হইতে বিড়াল ধার করিয়া আনিয়া সেই বিধি-পালনে সচেষ্ট হইলেন। অনভিজ্ঞতা-আকাঙ্ক্ষায় অনভিজ্ঞ সমাজের আচার বা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের বিচার কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির গ্রহণ করা উচিত নয়।

বহির্ম্মুখ মানবের মনঃকল্পিত রুচির বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের সেবার ছলনা তাহাতে ভগবান্ প্রীত ত হনই না বরং রুষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গ-সমাপ্তিতে নিবেদন

(২)

সাধুসঙ্গ, মথুরাবাস প্রভৃতি পঞ্চাঙ্গ-ভক্তির প্রত্যেকটীর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ প্রচুর পরিমাণে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা জড়কালে যাহা এক কর্ণে শুনিয়াছি অন্য কর্ণ দিয়া তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে। যোগ্যতার অভাব বশতঃ সেই সমস্ত কথা হৃদয়ে স্থান পায় নাই। হরিকথা-শ্রবণের জন্য কর্ণ প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত হরিকথার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। আমার মত বদ্ধজীব হরিকথাকেও অচেতন জড়শব্দের মত বিচার করিয়া থাকে। আমি যদি অচেতনই থাকি তাহা হইলে চেতনের বাণী আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমার অনর্থ-নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার চেতন উদ্বুদ্ধ হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনর্থনিবৃত্তি হইতে হইতেই কোটি কোটি জন্ম কাটিয়া যাইতেছে। তবে অর্থ-প্রবৃত্তি বা আর কোন্‌কালে হইবে? তাই আমি দিন দিন হতাশ হইয়া পড়িতেছি। গুরুবৈষ্ণবগণ গৃহান্ধকূপে পতিত আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য কতরকম ভাবেই না উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ দান করিতেছেন। কিন্তু পোড়াকপাল আমার! অচৈতন্য কিছুতেই কাটিতেছে না, চেতনে উদ্বুদ্ধ হইতেছি না এবং চেতনময় বৈকুণ্ঠবাণী-শ্রবণের যোগ্যতা আমার হইতেছে না। বৈকুণ্ঠ-বাণী-শ্রবণের যোগ্যতা না হওয়ায় আমি মঙ্গলের পথ হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ ও কীর্ত্তনের জন্য আপামর সাধারণকেই উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার সেই আদেশ-পালনমুখে তদীয় শ্রীমুখবিগলিত বাণী-শ্রবণের অভিনয় করিয়া 'আচার্য্য'-প্রসঙ্গ অতি অস্পষ্টভাবে ও অযোগ্যতার সহিত কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। এতদ্ব্যতীত আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। গুরু-বৈষ্ণবগণের ইচ্ছা এইরূপ ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে যদি আমি কোনদিন মঙ্গল-পথের পথিক হইতে পারি। অতএব আপনাদিগের সকলের নিকট করযোড়ে আমার এই প্রার্থনা—আপনারা এই কৃপা করুন, যেন আমার অনাদি বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইয়া গুরুবৈষ্ণবের মনোঽভীষ্ট বৈকুণ্ঠবাণী-প্রচারে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারি। কারণ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।" পরিশেষে আপনাদিগের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, আচার্য্য-প্রসঙ্গ প্রকাশ করিতে গিয়া আমার যে-সকল ভুল, ভ্রান্তি, ত্রুটি প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমারই অপরাধ জানিয়া নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনারা সাধু ও গুণগ্রাহী; আচার্য্য-প্রসঙ্গে যে সমস্ত চমৎকার উপদেশামৃত শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সংগৃহীত হইয়াছে, নিজগুণে তাহার সার গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃতার্থ করিবেন—এই প্রার্থনা।

—শ্রীকিশোরীমোহন দাস অধিকারী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩৷০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে পৌষ, সোমবার, ১৩৪১, ৭ই জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৫৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

:•:--

ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলন

ভারতীয় চিকিৎসক সম্মেলনের অধিবেশনে আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল ভোলানাথ ; ভাইস প্রেসিডেণ্ট—ডাঃ এস এন কাউল, ডাঃ কে ডি মিলক ও ক্যাপ্টেন পি ব মুখার্জ্জী ; সেক্রেটারী রায় বাহাদুর ডাঃ কে পি-মোদী, ডাঃ ভূপাল সিং ও ডাঃ কে এল রায়, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী—ডাঃ এস সি সেন (দিল্লী), ডাঃ এ কে চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), ট্রেজারার—ডাঃ আর সি সেন (কলিকাতা) মুখপত্রের সম্পাদক—স্যার নীলরতন সরকার সেটাল কাউন্সিলের জন্য নিম্নলিখিত অতিরিক্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন : ডাঃ এস সি সেনগুপ্ত, ডাঃ এন এম বসু, ডাঃ এ ডি মুখার্জ্জী, ডাঃ এ কে সেন ; ডাঃ কে এন বসু।

পীরের সমাধি লইয়া সমস্যা

প্রকাশ, শেখপুরা শেঠওয়ালার এবং চকের মাইসুধা কাউর নাম্নী জনৈক শিখ তরুণী জনৈক পীরের দেহ সমাধি হইতে উত্তোলন করায় উহা ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য হয় এবং একদল লোক তাহার উপর ক্রুদ্ধ হয়। ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ২৫ জন পুলিশ কনেষ্টবলসহ তথায় আসিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটীকে উত্তেজিত জনতার হাত হইতে রক্ষা করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মাইসুধা কাউর ও তাহার পিতা পীর মহাবুবশা নামক জনৈক পীরের প্রিয় শিষ্য ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে পীরের মৃত্যু হয় পীর মহাবুবশার মৃত্যুর দিন কয়েক পরে মাইসুধা কাউরের পিতারও মৃত্যু হয়। পীর এই মর্ম্মে এক উইল করিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর মাইসুধা কাউর তাহার গদী পরিচালনা করিবেন। পীর মহাবুবশার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বহু লোক উক্ত গদী দর্শনের জন্য আসিত এবং মাইসুধা একটী লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাগত লোকজনদিগকে বিনামূল্যে আহার্য্য সরবরাহ করিত।

মাইসুধা কাউর বলে যে, পীর মহাবুবশাকে সমাধিস্থ করিবার কিছু পূর্ব্বে সে উক্ত পীরের দেহ একটী বাক্সের মধ্যে করিয়া তাহার পিতার মৃতদেহ যে ঘরের মধ্যে রাখা হইয়াছিল, সেই ঘরে রাখিয়া দেয়। প্রত্যেকদিন রাত্রে সে পীরের জন্য একটি হুকা ও তাহার পিতার জন্য একটি দাতনকাঠি রাখিয়া আসিত এবং পরদিন প্রাতঃকালে ঐ ঘরে হুকা ও দাতনকাঠি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাইত। কিন্তু ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরা পীরের দেহ সমাধিস্থ করিয়া উহার উপর একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকায় মাইসুধা কাউর ঐরূপ ভাবে হুকা ও দাতনকাঠি রাখা ত্যাগ করে এবং মুসলমানদের কথানুযায়ী কার্য্য করে। অতঃপর মাইসুধা বলে যে তদবধি সে কখনো শান্তিতে ঘুমাইতে পারে নাই কারণ উক্ত পীর নাকি তাহার নিকট স্বপ্নে দেখা দিয়া তাহাকে শাসাইতেন ও ভৎর্সনা করিতেন। ইহাতে সে অপর তিনজন লোকের সাহায্যে পীরের দেহ কবর হইতে উত্তোলন করে। মাইসুধা কাউর ইহাও বলে যে, পীরের পরলোকগত আত্মার অভিপ্রায় অনুযায়ী সে পীরের মৃতদেহ পূর্ব্বের ন্যায় একটী বাক্সে করিয়া উক্ত ঘরের মধ্যে রাখিয়া দেয়।

মাইসুধা কাউরকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং অপর তিনজনকে (যাহারা প্রকৃতপক্ষে কবর খুঁড়িয়াছিল) হাজতে প্রেরণ করা হয়। মৃতদেহ পুনরায় উক্ত সমাধিস্থানে রাখিবার আদেশ দেওয়া হয়।

গঙ্গায় নৌকা ডুবি

সম্প্রতি উলুবেড়িয়া হীরাপুরের নিকট একটী মাল বোঝাই নৌকা ষ্টীমারের ঢেউ লাগিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। তাহাতে বাগনান থানার বহু দোকানের মাল বোঝাই ছিল। সহস্রাধিক টাকার মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নৌকার মালিক রামাচরণ সাউ। স্থানীয় বহু দোকানদার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

চরম নৃশংসতা

ভগবানগোলা থানার কতিপয় মুসলমান একটী ধর্ম্মের ষাড়কে নৃশংসভাবে হত্যার চেষ্টা করিবার অভিযোগে লালবাগ মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ১১ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে জামীনহীন সমন জারী করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ষাড়টি ক্ষেতে যাইয়া শস্য খাইতেছে দেখিয়া উক্ত মুসলমান ষাড়টীকে ধরিয়া কাবু করিয়া ফেলে অতঃপর তাহার প্রায় একহাত পরিমিত জিব টানিয়া বাহির করিয়া জিবের শেষাংশে একটী প্রকাণ্ড পেরেক জাতীয় জিনিষ বিদ্ধ করে এবং ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া উক্ত পেরেকের দুই অংশে দড়ি বাঁধিয়া দুই শিংএর সহিত আটকাইয়া দেয়। পরে ষাড়টিকে ঐরূপ ভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তথাকার অপরাপর অধিবাসিগণ বাঁধন কাটিয়া পেরেক উঠাইয়া লয় কিন্তু জিব ভিতরে প্রবেশ করে না। তাহারা সেই অবস্থায় ষাড়টিকে লইয়া উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি উপরোক্ত আদেশ দিয়াছেন। ষাড়টীর বাঁচিবার কোনরূপ আশা নাই।

বৃটেনের রাজস্বে ঘাট্‌তি

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডনের আর্থিক বৎসরের নয়মাসের আয়ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, এই নয়মাসে ৪১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব পাওয়া গিয়াছে, গত বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় এবার প্রায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় হইয়াছে। মোট ব্যয় হইয়াছে ৫২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ; গত বৎসরের তুলনায় ব্যয় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং ঘাটতি হইয়াছে ১১ কোটি পাউণ্ড। পূর্ব্ব বৎসর এই সময়ে ঘাট্‌তি পড়িয়াছিল ৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড। ৩১শে মার্চ্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইবে, তাহার ফলাফল বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না, এখনও এমন কতকগুলি ব্যয়ের দফা আছে যাহার বরাদ্দ বাজেটে ছিল না এবং রাজস্বের কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে এখনও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। তথাপি বর্ত্তমানের লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে।

বৃদ্ধের শোচনীয় মৃত্যু

পাটনায় ৬০ বৎসর বয়স্ক একজন হিন্দু ভিক্ষুক পাইলট ইঞ্জিনের তলায় চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। প্রকাশ যে, বৃদ্ধ লোকটি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া গ্রামের দিকে যাইতেছিল। এমন সময় রেল লাইনের উপর পড়িয়া যায়। ঘটনাবশতঃ পাইলট ইঞ্জিন ঠিক এই সময়েই আসিয়া পড়ে ফলে ইঞ্জিনের তলায় চাপা পড়িয়া বৃদ্ধ লোকটি পিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছে।

নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে পৌষ, সোমবার, ১৩৪১

গত ২রা জানুয়ারী বুধবার পূর্বাহ্ন ১০টার সময় কলিকাতার সিনেট হাউসে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২২শবার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে সিনেট হলটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

● ● ●

গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিংডন ও বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন সভায় আগমন করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহাদিগকে যথারীতি অভ্যর্থনা করেন।

● ● ●

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি সমাগত বৈজ্ঞানিকগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। সম্মেলনের উদ্বোধন করিবার জন্য বড়লাট লর্ড বাহাদুরকে অনুরোধ করেন। বড়লাট বাহাদুর তখন উদ্বোধন করিয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক যথারীতি সভার উদ্বোধন সম্পন্ন হইলে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডাঃ জে এইচ হাটন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন। এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক এস কে মিত্র মহোদয় বড়লাট ও বাঙ্গলার লাট বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক এস পি আগরকার উহা সমর্থন করেন অতঃপর প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় তৎপর বড়লাট ও বাঙ্গলার গবর্ণর প্রভৃতি সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।

●

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বড়লাট লর্ড উইলিংডন বাঙ্গলার লাট স্যার জন এণ্ডারসন, কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার, শিক্ষামন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু, অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ এল এল ফারমর, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার নীলরতন সরকার, অধ্যাপক এন আর সেন, দেওয়ান [illegible], ডাঃ এম এস কৃষ্ণন, ডাঃ জি এস গর্বি, অধ্যাপক এ সি সরকার, অধ্যাপক জে এন মিত্র, মেজর কে আর কে আয়েঙ্গার, ডাঃ এস বি মিত্র, লেডি অবলা বসু, লেডী সরকার, অধ্যাপক এস পি মহলানবিশ, অধ্যাপক পি এন ঘোষ, ডাঃ এইচ এন রায়, মিঃ এইচ পি প্রামাণিক, অধ্যাপক জে এন মুখুর্য্যে, ডাঃ এস কে মুখুর্য্যে, মিঃ এ কে চন্দ, মিঃ জে এম সেন, মিঃ এস এন গুপ্ত, মিঃ এ সি সেন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বড়লাট বাহাদুরের অভিভাষণ

বড়লাট বাহাদুরের অভিভাষণের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। "এই চতুর্থবার কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। ১৯১৪ সালে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি হলে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। তৎপর ১৯২১ সালে আবার কলিকাতায় এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কিন্তু তখন কংগ্রেস এতদূর পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে যে, এসিয়াটিক সোসাইটীর কক্ষে উহার স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। অতঃপর ১৯২৮ সালে আবার কলিকাতায় অধিবেশন হয়। সাত বৎসর পর এবার আবার কলিকাতায় অধিবেশন হইল; বিজ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চায় কলিকাতা কিরূপ অগ্রসর, ইহাই তাহার প্রমাণ, কিন্তু বা নানাস্থানে যে আপনাদের সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, ভারতের সমস্ত স্থানের সহিত সংযোগ রক্ষার আবশ্যকতা কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। তাহা উচিতও বটে; কারণ ভারতবর্ষ যে একটি উপমহাদেশ এবং উহার নানা অংশেই যে বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র আছে, তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

যদিও আপনাদের সম্মেলনের প্রচেষ্টা ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত এবং এই সম্মেলন ভারতবর্ষে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত কোনও বড়লাট আপনাদের কোনও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। ১৯২৮ সালে আমার পূর্ব্বসূরী, বড়লাট লর্ড আরউইন দেবাৎ অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই বিষয়ে আমি একটি নজির রাখিতে পারিলাম, এই জন্য আমি আনন্দিত। এই অধিবেশনে আপনাদের সম্মেলন যে "সাবালকত্ব" প্রাপ্ত হইল, ইহাও আমার আনন্দের অন্যতম কারণ।

"অতঃপর বিজ্ঞানচর্চ্চায় গবর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন, আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভারতের বিজ্ঞানসাধনায় গবর্ণমেণ্ট কি সাহায্য করিয়াছেন অথবা করিবেন? এই বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট কি করিতেছেন তাহা এই সম্মেলনের সদস্যদিগকে বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টের তিনটি বৈজ্ঞানিক বিভাগ জগদ্ব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আমি ভূতত্ত্ব, আবহাওয়া-বিদ্যা এবং প্রাণিতত্ত্ব গবেষণা বিভাগের কথা বলিতেছি। ভারত গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসাতত্ত্ব-গবেষণা বিভাগ এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে পরিচালিত ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ড এসোসিয়েশন বহু দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে। কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা সমিতি ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের হিত প্রচেষ্টায় রত। দেরাডুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট আর একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের গবেষণায় জন্য একটি সমিতি গঠিত হইতেছে এবং মাত্র গত মাসে ইঞ্জিনিয়ারগণ ভারতের রাস্তা নির্ম্মাণ ও উহাদের উন্নতি সাধনের উপায় আবিষ্কারের জন্য এক সম্মেলনে সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

"আত্মগরিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে আমি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এই সকল কার্য্যের কথা বর্ণনা করিতেছি না; আমি এবং আমার গবর্ণমেণ্ট যে বিজ্ঞানচর্চ্চার আবশ্যকতা উপলব্ধি করি, তাহা প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন হইবে। এস্থলে আমি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের কোনও কার্য্যের উল্লেখ করিলাম না। তৎকরে সময়ও নাই এবং বিস্তৃত তথ্যও আমার জানা নাই। বিজ্ঞান সাধনা সমগ্র জাতির কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট একাকী কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। ভারতের উন্নতিকামী বে-সরকারী ব্যক্তিগণ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, জমিদার এবং সর্ব্বশেষে বৈজ্ঞানিকগণকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় এই কার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করেন বেসরকারী ভদ্রলোকগণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ তদুপরি আরও অর্থব্যয় করিয়া বিজ্ঞানচর্চ্চায় উৎসাহ দিতে পারেন। পরলোকগত স্যার জামসেদজী টাটা, স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের দৃষ্টান্ত ধনী সম্প্রদায়ের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিও যে বিজ্ঞান চর্চ্চায় আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত। রেঙ্গুনে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনে বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর সাহায্য এবং তৈল সম্পর্কে গবেষণার নিমিত্ত লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেসার্স ষ্টীল ব্রাদার্সের দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজী নববর্ষে উপাধি

(৫৫ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

রায় সাহেব

দেউলী জেলের এসিষ্ট্যাণ্ট মেডিক্যেল অফিসার মিঃ শ্রীশচন্দ্র সরকার, কলিকাতার অস্ত্র আইন বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বাবু নেপাললাল মল্লিক রাণীগঞ্জ, কুষ্টিয়ার মিঃ রঞ্জিমোহন ঘোষ, মাণিকগঞ্জের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু নিশিকান্ত রায়, চট্টগ্রামের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু অপর্ণাচরণ রায় চৌধুরী, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের নিয়োগ বিভাগের হেড এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ির উকীল বাবু সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গলার সরকারী তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের দোভাষী ও অনুবাদক বাবু অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মের শিক্ষা বিভাগের রেজিষ্ট্রার মিঃ প্রমদানন্দ সেন, বিহার ও উড়িষ্যার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু নলিনী কান্ত ঘোষ, বিহার ও উড়িষ্যার অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, পাটনা সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক কুমার কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ত্ত বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু প্রফুল্লকৃষ্ণ মিত্র, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ত্ত বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু জিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, বিহার ও উড়িষ্যার সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টর বাবু নীললোহিত ভট্টাচার্য্য, বিহার ও উড়িষ্যার পুলিশ ইন্সপেক্টার বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বাবু জিতেন্দ্রনাথ অধিকারী, বিহার ও উড়িষ্যার পূর্ত্ত বিভাগের সুপারভাইজার বাবু অক্ষয়কুমার পাল, পুরাতত্ত্ব [illegible] ইনষ্টিটিউশনের হেডমাষ্টার বাবু জহরলাল বসু, আসামের অন্তর্গত চাপরমুখের ব্যবসায়ী বাবু বালবক্স আগরওয়ালা, হাসিরিয়, শ্রীহট্টের পুলিশ ইন্সপেক্টার বাবু অজয় চৌধুরী সিংহ, শিলচরের উকীল বাবু কামিনীকুমার দাস, আসামের লক্ষ্মীপুর জেলার সাইখাবাস মৌজাদার শ্রীযুত দৌলত চন্দ্র গোহাঁই, কমার্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ষ্টাটিস্ এর ডিরেক্টর জেনারেলের ষ্টেনোগ্রাফার বাবু অমিয়নীহার বসু, ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু অমরনাথ পুরী বাঙ্গলার পারম্যানেণ্ট ওয়ে ইনস্পেক্টর বাবু রাম কিষণ সিংহ, ই, আই রেলের এসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (হাওড়া ডিভিসন লোক্যাল ট্রাফিক সার্ভিস) বাবু নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের কলিকাতা স্থিত প্রধান বিস্ফোরকপরিদর্শকের অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু বোল রাম বাজলা ও

(তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য)

(৪র্থ কলমের পর)

আসাম সার্কেলের পোষ্ট অফিস সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আশুতোষ সরকার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ১৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২০শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ সোমবার } ২৫৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠের মোটর-যোগে গত ৪ঠা জানুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর শ্রীকুঞ্জকুটীর হইতে হংসবাহ গোবিন্দপুরস্থ শ্রীএকায়নমঠে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ ও ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীও গিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেবকগণসমভিব্যাহারে অপরাহ্নে শ্রীকুঞ্জকুটীরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি আগামী মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন করিবেন।

— —

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি পূজায় যোগদানের জন্য গত ১লা জানুয়ারী মঙ্গলবার উক্ত বিরহ-তিথির অধিবাস-বাসরে কলিকাতা হইতে চাকদহ কাঠালপুলিস্থ পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীপাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১লা ও ২রা জানুয়ারী দিবসদ্বয় স্বামীজীর পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়াছে। ২রা জানুয়ারী চাকদহের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই দিবস সন্ধ্যাকালে স্বামীজী শ্রীপাটে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দের বেশ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। স্বামীজী গত ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতার পরলোকগত প্রসিদ্ধ ও, এম, মুখার্জ্জি মহোদয়ের শাঁখারীটোলাস্থ ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। গত ৩রা জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে তিনি চাকদহ হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ৬ই জানুয়ারী পুনরায় শ্রীপাটের সাধারণ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সহস্রাধিক নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। উৎসবের জন্য ব্রহ্মচারী শ্রীপরেশানুভব ভক্তিশাস্ত্রী মঠরক্ষক শ্রীপাদ হরিকৃষ্ণদাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সহিত কঠোর পরিশ্রম সহকারে সেবাকার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ সেবাকার্য্যে স্থানীয় বহু ব্যক্তি যোগদান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সেবকগণের এই সেবা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় বড়দিনের ছুটিতে কয়েকদিন শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি গত ২রা জানুয়ারী কটকে উপস্থিত হইয়াছেন। লেখনীর সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি জগৎকে যে অমূল্য-সম্পত্তি প্রদান করিতেছেন তজ্জন্য বিশ্ববাসিগণ চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকিবেন। তাঁহার সেবার তুলনা হয় না। কায়-মনোবাক্যে নিরন্তর হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তিনি যে আদর্শ আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিভিন্ন সেবাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও কোন শুশ্রূষু ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি পরম যত্নের সহিত তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কি লেখনী সাহায্যে, কি বক্তৃতা-দ্বারা —সর্ব্বপ্রকারেই তিনি কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির প্রচার করিতেছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, ইলোর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ওয়াই জগন্নাথম্ বি-এ, ভক্তিতিলক মহোদয়ের যত্নে ও চেষ্টায় শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'-গ্রন্থ তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। মাদ্রাজের পত্রে আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, তাঁহারই যত্নে ঐ অনুবাদ সম্প্রতি ছাপা হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ তেলেগু-ভাষাভিজ্ঞ জনগণকে নিশ্চয়ই শুদ্ধভক্তির চমৎকারপ্রদ বিচারালোকে উদ্ভাসিত করিবে। উক্ত পত্রে আরও একটী আনন্দের সংবাদ এই যে, মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের নির্ম্মাণকার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সরারচর নামক স্থানে কয়েকদিবস শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিয়া গত ১২ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রিতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বামীজী তথায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র লাল রায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন। এই ভাগ্যবানের গৃহে গত ১৩ই পৌষ ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার স্বামীজী মহারাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "রায়-রামানন্দ"-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে জগদ্বাসীকে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থান করুক না কেন, সর্ব্বাবস্থায় বিষ্ণুর অনুশীলন মানবমাত্রেরই যে একমাত্র কর্ত্তব্য ইহা তিনি শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে বর্ণে বা আশ্রমে বিষ্ণুর অনুশীলন হয় না সেরূপ বর্ণাশ্রমের কোন প্রয়োজন নাই, উহা আসুরিক বর্ণাশ্রম। বর্ণাশ্রম গুণকর্ম্মানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে দৈববর্ণাশ্রম বলে। বংশগত বা জাতিগত হইলে তাহাকে আসুরিক-বর্ণাশ্রম বলিতে হইবে। বিষ্ণুর অনুকূলে হইতে চ্যুত হইলেই এইরূপ আসুরিক ভাব প্রবল হয়।

ধর্ম্মজগতে শাসন শিথিল হইলে জগতে অধর্ম্ম-ভাব প্রবল হয়। শাস্ত্রে আমাদের শাসনবাক্য লিপিবদ্ধ থাকিলেও উপযুক্ত আচারবান্ আচার্য্য না থাকায় কেহই আর বর্ত্তমানে শাস্ত্রের শাসন মানিতে চাহেন না বা মুখে শাস্ত্রকে স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ করেন না। তাই আজ আমরা পশুবৎ আহার, নিদ্রা ও মৈথুনাদি ব্যতীত মনুষ্য-জীবনে যে আর কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। দৈব-বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমাদের পুনরায় আত্মানুভূতি-লাভের সুযোগ হইবে না।

স্বামীজী পূর্ব্বোক্ত বিষয়সমূহ সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন; তৎপর ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করেন আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ১৪ই পৌষ, ৩০শে ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভক্তমহোদয়গণের বিশেষ আগ্রহে তথাকার আনন্দময়ী কালীবাড়ীতে একটী বিরাট ধর্ম্মসভা আহূত হয়। ঐ সভায় স্বামীজী মহারাজ 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই ন্যায় ব্যক্তি-গত জড়স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে।

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, কৃষ্ণ-বস্তুটী জড়ের অন্যতম নহেন। কৃষ্ণদাসে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যভিচারিদল দেখিতে পান উহা তাহাদিগের ন্যায় হেয়পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ-পূজকের স্বার্থ অর্থ-প্রাপ্তি। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণৈকশরণের স্বার্থের বিলোপসাধন ও নিজেন্দ্রিয়তর্পণাদি ঘটে। অনন্ত কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা বা অনন্ত কৃষ্ণভক্তের শরীররক্ষাদি ব্যক্তিগত স্বার্থ নহে। গণেশপূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে জগৎ পঞ্চায়েতিশাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিব। জড়-জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ আমারই হৃদয়ের বস্তু, ইহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না। ঐকান্তিক ভক্ত কেবল সেবা-পরায়ণ আবার তাঁহার স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ উদ্দেশ্যের অনুকূল সজ্জনগণকে তিনি নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন।

ভক্তির পরমোচ্চ স্তরের ভজন-প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্ব্বে নানা অনর্থ জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অদ্বয়স্বরূপজ্ঞানে বিপদ্ ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্ত ঐকান্তিক ও শান্ত আর ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত। যেখানে কৃষ্ণেতর অন্য বস্তুতে ভাবের অনুরাগ ও সমানুভূতি দেখা যায় সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহুস্বামর-সেবার পক্ষ করেন না। তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্য, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের কৃষ্ণেতর চেষ্টার আদর করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাঁহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভিচারিদলে আদর পাইতে পারে কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎচেষ্টা ছাড়িয়া দেন তৎকালে তাঁহারাও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা-বিনাশপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে আত্মার কোন মঙ্গল হয় না।

"শক্তিপূজা"

(২)

কিন্তু ভগবান্ যখন বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের দ্বারদেশে করাঘাত করিয়া প্রচার করেন 'মামেকং শরণং ব্রজ' 'জীবে দয়া কৃষ্ণ-নাম সর্ব্ব ধর্ম্মসার।' জয়দেব গোস্বামীর মধুর কাব্যের ঝঙ্কার 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্। কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।' এই বাণীতে জগতে অহিংসার কথাই প্রচার করিয়াছেন। এই সকল সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী অমান্য করিয়া মনোধর্ম্মের উত্তেজনায় চালিত হওয়ার ফল চরমে অনন্ত নিরয়লাভ।

স্মার্ত্তগণের পূজা-পদ্ধতিতেও দেখা যায় যে কোন দেবতার পূজা-পদ্ধতিতে সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণুস্মরণই বিধি, তৎপরে আচমনীয় মন্ত্র 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ 'যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ' প্রভৃতি মন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। স্মার্ত্তগণের বিধি অনুসারেও যে কোন দেবতার পূজায় 'শ্রীবিষ্ণোঃ প্রীতিকামঃ' বলিয়া সংকল্প করিতে হয়। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় সকলেরই প্রয়োজন বিষ্ণুর প্রীতি-লাভ। সকল দেবতা বিষ্ণুর সেবক। যিনি বিষ্ণুর পূজা করেন তিনি সকলেরই পূজা করেন। যাহারা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকামনা-রহিত হইয়া শক্তি-পূজার আবাহন করেন তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য। ত্রিলোক-বিজয়ী দশানন মহামায়ার চরণে এক একটী করিয়া নিজ মুণ্ড বলিদান দিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুভক্তির অভাবে মহামায়ারই মোহে তাহার নয়ন অন্ধ হইয়া-ছিল,—গুরুব গুরুপত্নী ভগবানের লক্ষ্মী অপহরণের দুর্ব্বুদ্ধি জাগিয়াছিল তাই তাহার ধ্বংস। মহীরাবণ ভগবান্কে নির্জ্জনে চামুণ্ডার যূপকাষ্ঠে বলিদানের চেষ্টা করিয়া-ছিল কিন্তু পরিণামে তাহার সেই আরাধ্যা দেবীর হস্তাহত খড়্গেই তাহার নিপাত হইয়াছিল। এবম্বিধ অসংখ্য দৃষ্টান্ত শাস্ত্র-নিচয়ে পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীবিষ্ণুকে নিঃশেষে নিরাকার করিবার বা তাঁহার অস্তিত্ব জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য ভোগাকাঙ্ক্ষী দশাননের বা তদীয় বংশধরগণের যে প্রতিমা-পূজার প্রচেষ্টা তাহা ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। জটাজুট-সমাযুক্তা ঘোরা করালবদনার যূপকাষ্ঠে সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানরহিত অন্ধ মেষ-গণের বলিদানই এই পূজার তাৎপর্য্য। বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দাকারী কামুক লম্পট ছাগ-বৃন্দের ধ্বংসসাধনই এই পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য। খেয়ালের বশবর্ত্তী বিবেকহীন জগতের স্বার্থসম্পন্ন ক্রোধী মহিষগণকে দ্বিখণ্ডিত করাই এই পূজার সার নীতি।

যখন বহির্ম্মুখ জীবগণ ভোগবুদ্ধিতে ভগবানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তখনই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়া তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে খাণ্ডা খর্পর ধারণ করিয়া প্রতিভাত হন, ভোগাকাঙ্ক্ষী অসুরগণের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া কণ্ঠে মুণ্ডমালা পরিধান করতঃ অট্টহাস্যে তাহাদের তপ্ত শোণিত পান করিতে থাকেন। আবার যখন সেই অসুরবৃন্দ ভোগে সুবিধা না পাইয়া ত্যাগের অভিনয়ে 'শিবোঽহং' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'মা' ডাকার পরিবর্ত্তে 'বামা' সম্বোধনের অভিলাষ করে তখন ঐ মহামায়া শবরূপের হৃদয়োপরি সংস্থিত হইয়া মুক্তকেশে দিগম্বরীবেশে ধেই ধেই নৃত্য করিতে থাকেন। ভোগ ও ত্যাগে মহামায়ার হস্ত হইতে কোনরূপেই পরিত্রাণ নাই।

তাই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুসমর-প্রাঙ্গণে ভগ-বানের বাণী—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

যদ্দ্বারা জীব মুগ্ধ হইয়া যায় তাহার নাম শক্তি। যে শক্তির প্রলোভনে জীবের চিন্ময় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্ব-ভোক্তার কামনা-পূরণের জন্য ধাবিত হয় নিত্য সেবা পুরুষোত্তমের পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হয় সেই যোগমায়াশক্তির পূজানুষ্ঠান জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। আর যে শক্তির প্রলোভনে জীবের জড়নয়ন মুগ্ধ ও ভোক্তার অভিমানে স্বরাটের ভোগ্যা লক্ষ্মীদেবীকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি জাগ্রত হয়, ভগবানের অস্তিত্ব ধরা হইতে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা উদিত হয়। যে শক্তির পাদপদ্মে নিজ মুণ্ড বলিদান দিয়া ও নির্জ্জন পাতাল প্রদেশে লক্ষ লক্ষ উপচার প্রদান করিয়াও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয়, শক্তির সিদ্ধ পদ লাভ করিয়াও ছাগমুণ্ড হইতে হয় সেই প্রকারের শক্তিপূজার অমঙ্গল-দায়িনী প্রতিমা ধরাবক্ষ হইতে চিরতরে প্রশান্ত মহাসাগরের অতলতলে বিসর্জ্জিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

'দুর্গ' শব্দে কারা। এই ভবকারাগারের রক্ষয়িত্রী যিনি তিনিই দুর্গা। দুর্গা দেবী চৌদ্দভুবনাত্মক দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি দশকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা, বীর-প্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী, পাপ-দমনীরূপা মহিষাসুরমর্দ্দিনী, জাগতিক শোভা ও সিদ্ধিরূপা সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিকগণেশের জননী, ঐশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যাসাধনীরূপ লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্য-বর্ত্তিনী, পাপদমনে বহুবিধ বেদোক্ত-দণ্ডরূপ বিংশতি-অস্ত্রধারিণী, কালশোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী। কর্ম্মচক্রই এই সংসারচক্রের দণ্ড। গোবিন্দের ইচ্ছানুসারে বহির্ম্মুখ জীবগণকে শোধন করাই তাঁহার কর্ম্ম।

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রঃ সঃ ৪৪)

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপ প্রাপঞ্চিক জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। তিনি দশ মহাবিদ্যার রূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের জন্য জড়ীয় আধ্যাত্মিক লীলা বিস্তার করেন। তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

মহামায়ার রাজ্য—সংসারকারাগারে আনন্দ নাই, চির নিরানন্দই তথাকার সম্পত্তি। যেদিন দশকর্ম্মরূপ দশভুজার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভোগবাসনারূপ দুর্ব্বুদ্ধির দশমুণ্ড দশবদন-রাবণের কৃপায় নিপাতিত হইবে সেই দিনই বিজয়া, সেইদিনই আনন্দের উৎসব। যেদিন বার্ষভানবী দাস্যভাবের পাদপদ্মে বিক্রীত হইয়া কায়মনোবাক্যে নন্দনন্দনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিব, সেই দিনই নিত্য পূর্ণানন্দ হইবে।

অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তিশালিনী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী দেবি! আমি ধনজন কিছুই চাই না মা! তুমি নিয়ত যাঁহার সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত আছ আমি তাঁহারই একজন সেবকের সেবক। তাঁহার কৃপায় আমি তোমায় বেশ জানি শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি! মহিষাসুরমর্দ্দিনি! আমার প্রতি একটু কৃপা কর। তোমার এ অদ্ভুত মায়িনী মূর্ত্তিখানি আর আমায় দেখাইও না। কৃপা করিয়া তোমার প্রকৃত স্বরূপ আমার নয়নে প্রকাশ কর। ইহাই দীনের প্রার্থনা।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ॥"

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগ-বাজার, কলিকাতা।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪১, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৫৮শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

মুর্শিদাবাদের দীপাম্বিতে প্রলয়কাণ্ড

গত মঙ্গলবার রাত্রি পৌনে আটটার সময় বাগবাজার বিচালী ঘাটে ৫৩ খানি খড়ের নৌকা ছিল। মাঝীরা ঐ সময় রন্ধন করিতেছিল না এবং উহাদের কোন পাকশালাতেও আগুন লাগে না। পিতারালী মাঝীর নৌকায় প্রথমে আগুন ধরে। উহাতে খড় পূর্ণ বোঝাই ছিল। জলন্ত প্রদীপ সহ একটি মাটীর পাত্র গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া নৌকার গায়ে লাগে এবং উহা হইতে নৌকায় খড়ের ডগায় আগুন ধরিয়া সমস্ত খড়ে এবং অন্যান্য নৌকায় খড়ে আগুন লাগিয়া যায়। মাঝীরা নৌকার খোলে ছিল, সেই জন্য প্রথমে কিছু টের পায় না এবং প্রতীকার করিতে পারে না। ৯ খানি নৌকার খড় পুড়িয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ২ খানি নৌকা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বাগবাজারের দিকে খড়ের গাদা জ্বলিতে জ্বলিতে গিয়াছিল। গত সোমবার রাত্রিতেও মাটির পাত্রে জলন্ত প্রদীপ ভাসিয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। ইহার প্রতিকার জন্য জলপুলিশকে জানান হইতেছে ক্ষতির পরিমাণ ৩০,০০০৲ কম হইবে না।

—————

পুলিশ লাইনে চুরি

সেখপুরা পুলিশ লাইনে ৩০শে ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে এক দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসের হেড ক্লার্কের বাড়ীর লোকজন কোনও এক আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রাতঃকালে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া কোনও দুর্বৃত্ত হেড ক্লার্ক বাবুর পত্নীর গহনার বাক্স ভাঙ্গিয়া তাঁহার স্বর্ণ হার, কাণের দুল প্রভৃতি প্রায় ২ হাজার টাকার গহনা লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

—————

দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর নৃশংসতা

সমসের আলী সেখ ও অপর দশজন নরহত্যাসহ ডাকাতির অভিযোগে হাওড়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস কে ঘোষের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। তদুপরি সমসের আলী সেখের বিরুদ্ধে নর হত্যার অভিযোগও আনা হইয়াছে।

মামলার শুনানী উঠিলে নিহত পরাণ দাসের পৌত্রী মহামায়া দাসী সাক্ষ্য প্রদান-কালে বলে যে, তাহাদের বাড়ীতে ডাকাতির সময় ডাকাতদের গুলীর আঘাতে তাহাদের ঠাকুর্দ্দা ও দিদিমা নিহত হন। অতঃপর মহামায়া বলে যে, সে তাহার মাতার সহিত ঘুমাইতে ছিল। এই সময়ই দরজায় আঘাতের শব্দে তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে তাহার মাতার সহিত নীচে নামিয়া আসে এবং বাড়ীর বাহির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পায়। সে, তাহার মাতা ও ভ্রাতা অপর একটী ঘরে প্রবেশ করিলে পর ডাকাতেরা উঠানে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে।

এই সময় তাহার ঠাকুর্দ্দা ডাকাতদের মধ্যে একজনকে একটী বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেন। ডাকাতেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ডাকাতেরা তাহার ঠাকুর্দ্দাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের গুলী চালায়। তিনি মারা যান। অতঃপর ডাকাতেরা ট্রাঙ্ক ও বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ফেলে এবং কাপড় চোপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। ডাকাতেরা তাহাদের শরীর হইতে অলঙ্কার পত্র খুলিয়া লয়। চলিয়া যাইবার সময় ডাকাতেরা কয়েকবার গুলী চালায়। পরে সে দেখিতে পায় যে, তাহার দিদিমাও বন্দুকের গুলীতে আহত হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ডাকাতদের নিকট বন্দুক, তরবারি, লাঠি, মশাল এবং বিজলী বাতি ছিল।

জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে, সে যখন উক্ত দিকের ঘরে প্রবেশ করে, তখন তাহার দিদিমা তথায় ছিলেন না। তাহার মাতা তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে শুইয়া থাকিতে বলেন এবং স্বয়ং সাক্ষীর ঠাকুর্দ্দার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এমন কি দরজা ভাঙ্গিয়া খুলিবার সময়ও তাহার মাতা তাহার কিম্বা তাহার ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া আসেন নাই। ডাকাতেরা দরজায় আঘাত করিবার সময় তাহার মাতা তাগা ও গলার হার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে ঐগুলি খুঁজিয়া বাহির করা কিম্বা ঐ গুলির সন্ধান করা হয় নাই।

হাওড়ায় সশস্ত্র ডাকাতি

হাওড়া জেলার অন্তর্গত জুজুরসাহা গ্রামের আনন্দ মাঝিক নামক জনৈক ধনী গ্রামবাসীর বাড়ীতে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ঘটনার যে স্বল্প বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পরে পর পর বিস্ফোরণের শব্দে গ্রামবাসীদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। যে দিক হইতে বিস্ফোরণের শব্দ আসিতে-ছিল, কতিপয় গ্রামবাসী সেইদিকে যাত্রা করে এবং আনন্দবাবুর বাড়ীর নিকট আসিয়া একদল সশস্ত্র লোককে চলিয়া যাইতে দেখে।

আরও প্রকাশ যে, ডাকাতদের নিকট ছুরি, লাঠি ও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত বাড়ীর দুইজন লোক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

স্থানীয় পুলিশ তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

তিব্বতে ভূমিকম্প

গত বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ২২ মিনিটের সময় আলীপুর মানমন্দিরে অবস্থিত ভূকম্প জ্ঞাপক যন্ত্রে সূচিত হইয়াছে যে, ঐ সময় কোনও স্থানে প্রবল ভূকম্প হইয়াছে। এই ভূকম্পের উদ্ভব স্থান সম্ভবতঃ গৌরীপুর হইতে ২০০ মাইল উত্তরে দাক্ষিণ তিব্বত।

ট্যাক্স বৃদ্ধির ব্যবস্থা

"অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশ যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী অধিবেশনে ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট পাঁচটি বিল উপস্থিত করিবেন।

(১) গৃহস্থালির কাজের জন্য যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়িত হয়, তাহার প্রতি ইউনিটের উপর একটা সার চার্জ ধার্য্য করা হইবে এবং এই সার চার্জ গৃহস্থগণের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

(২) থিয়েটার বায়স্কোপ ইত্যাদির যে সকল আসনের প্রবেশ মূল্য এক টাকার কম, সেই সকল আসনের উপর একটা প্রমোদকর ধার্য্য করা হইবে।

(৩) প্রবেট ডিউটি বর্দ্ধিত করা হইবে।

(৪) কোর্টফি আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

(৫) তামাক বিক্রেতাদের নিকট হইতে এক প্রকার লাইসেন্স ফি আদায় করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৯ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৩শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৮ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার } ২৫৮শ সংখ্যা

ফতেগড়ে গৌড়ীয় প্রচারক

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীতে স্বামী যাচকেন্দ্র বক্তৃতা

ফতেগড় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর শ্রীযুক্ত জগৎ নারায়ণ (য়্যাডভোকেট) হ্যাণ্ডবিল-যোগে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজের "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে স্থানীয় 'প্রেমাটী ক্লাব হলে' ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় একটী মহতী সভায় বক্তৃতা-প্রদানের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করিয়াছিলেন যে স্বামীজী যে মিশনের প্রচারক, সেই গৌড়ীয়মিশন ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রশংসনীয় কার্য্যাদি করিতেছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, স্বামীজীর বক্তৃতাসমূহ বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং প্রয়োজন সাধক হইবে। বলা বাহুল্য, শ্রীমৎ যাচক মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত জগৎ নারায়ণের কথার সত্যতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

উক্ত সভায় পণ্ডিত ব্রজনন্দন লাল বার-য়াট্-ল, এম্-এল্-সি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সভা-প্রারম্ভে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"হে আমার বন্ধুবর্গ, যেস্থানে আমরা আজ সকলে সমবেত হইয়াছি, তাহা একটী ক্লাব; এই ক্লাবে হুটু কোর্ট-পরিহিত জনগণ গল্পগুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু আমাদের আজ বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, গৌড়ীয়-মিশনের একজন প্রচারক বহুদূরদেশ হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আপনারা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমি আপনাদের অধিক সময় নষ্ট করিয়া মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা এক্ষণে স্বামীজী মহারাজের নিকট 'গীতার শিক্ষা' শ্রবণ করুন।"

শ্রীপাদ যাচক মহারাজ বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া গুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তে গীতার প্রথম শ্লোকটী এক ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন। "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" পদদ্বয়ের যে চমৎকার ব্যাখ্যা স্বামীজী করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় মুগ্ধ হইয়া আরও শ্রবণের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করেন। স্বামীজী ঐ শ্লোকটী আরও এক ঘণ্টা ব্যাখ্যা করিয়া বিবিধ প্রমাণাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলকে উপসংহারে জানান যে, **শুদ্ধভক্তিই সর্ব্বসাধন-সার।**

স্বামীজীর বক্তৃতান্তে সভাপতি মহাশয় বলেন—আমি যখন বার্লিনে গিয়াছিলাম, তখন গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলাম; কিন্তু স্বামীজীর মুখে গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এক নূতন আলোক পাইয়াছি। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত, তাহা আজ আমি সম্যগ্‌রূপে অনুভব করিয়াছি। এই প্রকার মধুর উপদেশ মাঝে মাঝে পাইলে আমাদের ন্যায় ব্যক্তির কিছু মঙ্গল হইতে পারে। আমি শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে স্বামীজী মহারাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিত পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎপরে শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীকে আর একদিন বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া য়্যাডিসনাল জজ এম, এন, ব্যানার্জ্জি তাঁহাকে বলেন, "আমি অত্যন্ত নাস্তিক ছিলাম, কিন্তু আপনার কথা শ্রবণ করিয়া আমার সে ধারণা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে এমন উপদেশ করুন, যাহাতে আমি সংসারে থাকিয়া ভগবানের সেবা করিতে পারি।" সভায় যে সমস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাবু ব্রজনন্দন লাল (বার-য়াট-ল, এম্-এল্, সি,), পণ্ডিত মূলচাঁদ দোবে (য়্যাডভোকেট ভূতপূর্ব্ব এম্-এল-সি), মিঃ এম্, এন্, ব্যানার্জ্জি (য়্যাডিসনাল জজ), বাবু বঙ্কবিহারী লাল (ইনকাম্ ট্যাক্স অফিসার), বাবু কৈলাসবিহারী লাল মাথুর (য়্যাডভোকেট), পণ্ডিত মুকুন্দলাল (য়্যাডভোকেট), বাবু জগৎনারায়ণ (ইন্সপেক্টর কো-অপারেটিভ সোসাইটী), রামদুলারেলাল (য়্যাডভোকেট, প্রেসিডেণ্ট আর্য্য-সমাজ) রায় বাহাদুর ডাঃ হরিপ্রসাদ (অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন), বাবু কৈলাসনাথ (উকীল,

বিদ্যালয়ের হেড, মিষ্ট্রেস্ ও মিস্ দাস প্রভৃতি।

গোয়ালিয়ররাজ্যে প্রচারে স্বামী তীর্থ

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২২শে ডিসেম্বর বেলা ১-২৫ মিনিটের সময় বোম্বে গোয়ালিয়র নামক সুপ্রসিদ্ধ মিত্র-রাজ্যের মোরেণা ষ্টেশনে পদার্পণ করেন। স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়া স্থানীয় জনগণ সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া যান। তথায় স্বামীজী ভদ্রমণ্ডলীর নিকট ইংরেজী ভাষায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুমহৎ উদ্দেশ্য ও মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অদ্ভুতপূর্ব্ব শক্তি ও কার্য্যসাফল্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীর নিকট পরমার্থ সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় শ্রীবিহারীজীর মন্দিরে স্থানীয় ভক্তগণের চেষ্টায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ উক্ত সভায় "পরমার্থলাভের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ে একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা ইংরেজী ভাষায় প্রদান করিয়াছেন। গোয়ালিয়রের একজন শিক্ষিত উচ্চরাজকর্ম্মচারী স্বামীজীর বক্তৃতা হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়ায় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছে। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ প্রত্যহ পারমার্থিক প্রশ্নসহ স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইতেছেন। স্বামীজী আনন্দের সহিত তাঁহাদের যাবতীয় প্রশ্নের সদুত্তর করিতেছেন।

প্রাজ্ঞ। খুব সত্য; এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণবচরণে॥"

তাহা হইলে আর সব শোনা কথা unlearn করিতে হইবে কিন্তু "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকটি ত' বেশ সোজা মনে হইল।

প্রভুপাদ। তাতেই ত' লেঠা। চৈতন্যচরিতামৃত পড়া না থাকিলে ভাগবতের বিচার বুঝা যায় না।

প্রাজ্ঞ। শ্রীধর-টীকা পড়িলে ত' বুঝা যায়।

প্রভুপাদ। হাঁ বটে. কিন্তু শ্রীধরকে মহাপ্রভুর বিচারে না দেখিয়া অদ্বৈতবাদিবিচারে তাঁহার টীকা পড়িলে কোনই কাজ হইবে না। বেশী ব্যস্তসমস্ত হইয়া শ্রবণে অবহেলা করিলে চলিবে না। একটু স্থির হইয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন। 'ধীমহি' অর্থাৎ 'ধ্যায়েম' বলিতে Soulএর individuality লক্ষিত হয় না, plurality লক্ষিত হইয়াছে। ব্যাস নিজে আচরণ করিয়া অন্যকে আচারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 'আমরা সকলে ধ্যান করি' অর্থাৎ ব্যাস ও ব্যাসের followers অনুগত-সম্প্রদায় সকলেই ধ্যান করেন, একথা বলিতেছেন। কোন্ বস্তু ধ্যেয়? 'পরং' বস্তু, 'অপরং' নহে। ধ্যানকারীর বহুত্ব হইলেও ধ্যেয়বস্তুর একত্ব। 'পরম্'—দ্বিতীয়ার একবচন। বস্তু একটি, অনেক নয়। আমরা সকলেই সেই একবস্তুর ধ্যান করি। ব্যাসানুগত্য-অস্বীকারকারী অসৎ-সম্প্রদায় এই পরম বাস্তব-সত্যের ধ্যান বুঝে না। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।" ব্যাসানুগত সৎসম্প্রদায়ের আনুগত্য ব্যতীত কখনও জীবের বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে না। Writer যিনি, তিনি একাকী নহেন; তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী সকল লোক এই বাস্তব সত্যের ধ্যান করিবে। 'পর' ও 'অপর'—এই দুইটি শব্দ আছে। 'পর' শব্দ একত্ববাচক ও 'অপর' শব্দ বহুত্ববাচক অর্থাৎ পর নহে যাহা তাহার সংখ্যায় বহুত্ব।

প্রাজ্ঞ। 'অপর' বলিতে ত' মিথ্যা।

প্রভুপাদ। এই জন্যই পূর্ব্বদৃষ্ট বা শ্রুতবিষয়ের unlearn করিতে বলা হয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে সাত দিন ধরিয়া বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনাইলে, মহাপ্রভু একটিও কথা বলিলেন না দেখিয়া অভিমানবশে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন, সূত্রের যে যথার্থ ভাষ্য তাহা সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলে, কিন্তু তুমি যে ভাষ্য কহিতেছ তাহা সূত্রের অর্থ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতেছে। "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবতই বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। তিনি যে lineএ বিচার করিতেছেন, তাহা ধরিতে না পারিলে শব্দের মুখ্য-অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া গৌণ-লক্ষণার কল্পনাশ্রয়ে নানা অবান্তর কথা আসিয়া পড়িবে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? —"সেই সত্যস্বরূপলক্ষণময় পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি"—(বস্তুঃ) পরং ধীমহি। 'পর' শব্দটি specified. পরের contradictory 'অপর' শব্দ। সেই জিনিষটির ব্যাখ্যা হইয়াছে—"ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥" শ্লোকে। অর্থং (একবচনান্ত) ঋতে যৎ প্রতীয়েত, 'অর্থ' অর্থাৎ পরমার্থভূত আমি ব্যতীত যাহার প্রতীতি অর্থাৎ মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিঃ—আমার প্রতীতিতে তাহার প্রতীতি না থাকায় আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি। 'জ্ঞেয়' পদার্থের যেখানে numerical value প্রতীত হইতেছে, সেখানেই 'মায়া' আসিয়া পড়িতেছে। স্বরূপতত্ত্বের বাহিরে যাহার প্রতীতি কিন্তু স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, অথচ স্বরূপতত্ত্বের আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার স্বতঃপ্রতীতি হইতে পারে না, তাহাই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব।

সেই মায়ার দুটী face: একটী ভাস, একটী তমঃ। "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে যে 'অহং' শব্দে বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইতে যাহা ব্যতিরেকভাবে অবশিষ্ট থাকে, তাহা 'অহং' নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই 'অনহং' ব্যাপারটি বস্তু নহে, পরন্তু বস্তুশক্তি। যাহা অনহং, তাহার নামই মায়া। মায়ার দ্বিবিধা বৃত্তি,—একটী ভাসময়ী বা আলোকময়ী আর একটী তমোময়ী বা অন্ধকারময়ী। নিমিত্তাংশে আভাসময়ী 'জীবমায়া', উপাদানাংশে অন্ধকারময়ী 'গুণমায়া'। বৈকুণ্ঠবস্তুরই এই শক্তিদ্বয়। বস্তুর অন্তরঙ্গাশক্তিকে 'চিচ্ছক্তি' বলে, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত অণুচিৎ জীব বিষ্ণুর বহিরঙ্গা শক্তিতে বিচরণ করিবার নিত্যস্বভাব-সম্পন্ন। বস্তুর বহিরঙ্গাশক্তি-প্রকটিত জগতে মাপিয়া লইবার ধর্ম্ম নশ্বরভাবে অবস্থিত। অপ্রাকৃতবাচ্যে মুক্তজীবের মায়িক নশ্বর পরিবর্ত্তনীয় প্রতীতি নাই। সেখানে ভক্তিযোগ-মায়াধীনে শক্তিসমূহ ভগবৎসেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। অণুপাদেয় হেয় সীমাভঙ্গ অভাব প্রভৃতি বস্তুধর্ম্ম প্রভাবে কোনপ্রকার অবরণ তথায় স্থান পায় না।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বৈকুণ্ঠবস্তুতে সকুণ্ঠ বা সীমাবিশিষ্ট প্রতীতি নাই। সসীম প্রতীতিতে একের অধিক প্রতীতি হইতেছে, তাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহা হইতে deviated হইতে হইতেছে. wrong conception of the thing হইয়া যাইতেছে। তাই বলিয়া ঘোড়া কিছু হাতী নয়, হাতী কিছু ঘোড়া নয়। একটার সঙ্গে আর একটার পার্থক্য আছে। অদ্বৈতবাদীকে গোঁজামিল দিতে দিব না, তাহাকে বুদ্ধিমান্ মনে করিব না। পর-বিষয়ের ধ্যানই বিধি, অপর বিষয়ের ধ্যান নিষেধ। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণব্যতীত কৃষ্ণেতর বিষয় ধ্যেয় নহে। সসীম স্থূল পদার্থের বিচার লইয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে infinite বা অসীম করিবার বিচার বস্তুজ্ঞানে ভগ্নপত্তার পরিচায়ক।

প্রাজ্ঞ। একই বস্তুকে কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

প্রভুপাদ। অনর্থযুক্ত অবস্থার সহিত, মুক্তানর্থকে বা ব্যারামী রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তিকে সমানজ্ঞান করিবার বিচার বরণীয় নহে। এক ব্যক্তি পরমান্ন খাইতেছেন, কেহ যদি তাহাতে সুরকী চুণ মিশাইয়া বলেন—তাহা খাইবেন না কেন? তাহা হইলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না। চুণের proper use আছে, তাহাকে পরমান্নের সঙ্গে মিশাইতে দেওয়া হইবে না, তাহার improper use করা হইবে না। জগতের লোকের মাথায় analogical difference এত ঢুকিয়া রহিয়াছে যে তাহারা কিছুতেই শ্রৌতপন্থা স্বীকার করিতে চাহিবে না। জীব অবিদ্যাকৃত ঔপাধিক স্থূল ও সূক্ষ্ম-বিচার-বিমুক্ত হইলেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্বের বিচার-বৈশিষ্ট্য ধারণা করিতে সমর্থ হন।

প্রাজ্ঞ। শ্রুতি ত' স্বীকার করি।

প্রভুপাদ। শ্রৌতপন্থা স্বীকার করুন Epistemologyর দুইটি পথ,—একটি শ্রবণ-পথ আর একটি তর্কপথ। শ্রৌতপথেই শাস্ত্র কথা হয়। Pottery শিক্ষা করিতে গিয়া যদি নিজেই handle করিতে বসি, তাহা হইলেই বিপদ্। নিজের বুদ্ধি চালনা করিতে গেলে শিক্ষা হয় না। বিপরীত কথার অবতারণা করিয়া যদি সত্যকে কেবল বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেবল তর্কপথ অবলম্বন করিয়া সত্যকথা শ্রবণে বঞ্চিত হইতে হয়। আপনি দয়া করিয়া বিষয়টি অনুধাবন করুন।

প্রাজ্ঞ। আমি আপনার শিষ্য, আমাকে 'দয়া ক'রে' এরূপ বলিবেন না। আপনি যে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের কথা বলিতেছিলেন, তাহা বলুন।

প্রভুপাদ। 'পর' শব্দের অর্থ কৃষ্ণ, আর কৃষ্ণমায়া। 'অপর'তত্ত্ব বলিতে "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥" কৃষ্ণ Possessor, মায়া possessed. মীয়তে অনয়া ইতি মায়া। আত্মার মায়া, অনাত্মার মায়া নহে। শঙ্কর অনাত্মার মায়া বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের কথা—আত্মার মায়া। Personality of Godheadকে disfigure করিবার জন্য impersonal School বলেন।

অর্থ ব্যতীত যাহার প্রতীতি, যাহা কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয় তাহাকে মাপিয়া লওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণকে মাপিয়া লওয়া যায় না। Infinityকে মাপিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে কেহ যায় না। একটী ভাস বা আলোযুক্ত face, আর একটী তমোযুক্ত অনভিজ্ঞতা বা মূর্খতার face. চেতনের কথা না আসিয়া যদি অচেতনের কথা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই মায়া। Sensuous jurisdiction মধ্যে যত কিছু মাপিয়া লওয়া যায়, তাহা কৃষ্ণ নহে। ঘোড়া 'ব্রহ্ম' নহে, দরিদ্র 'নারায়ণ' নহে, বিষ্ণু বৈষ্ণবের সহিত সমান নহেন, পিতামাতাকে পুত্র মনে করা হয় না, Glowing disk of the sun আর pencil of ray এক নহে, ray cannot claim to be quite isolated from the sun, ray বলিতে পারে না—'I am the sun, Ray is identical with the sun, কিন্তু যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়—"Are you the whole sun? তাহা হইলে তাহাকে উত্তর দিতে হইবে—"No, I am a particular ray." Few rayকে সমস্ত integerএর সঙ্গে এক করিতে হইবে না।

(ক্রমশঃ)

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) দ্বারা প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১ A. ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দীং	হাবানী বিবি	৯৷৴৯	২।৩।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা দৌলতপুর গ্রাম রিফাইতপুর	৬১৭ খতিয়ান	·৪৭ শতাংশ	৷৶৩	মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দী
৩১ A. ৩৪।৩৫		ঐ	আলী মালিত্যা	৯৴০	২।৩।৩৫			২৬৯ খতিয়ান	·৩৬ শতাংশ	৷৶০	
৯২ A. ৩৩.৩৪			সহরদ্দিন বিশ্বাস	৫।০	২।৩।৩৫	ঐ	থানা ঐ গ্রাম সীতলাইচণ্ডীপুর	২১৮ খতিয়ান	·২৫ শঃ	।৶৮	
৬৭৩ A. P ৩৩।৩৪		এ, পালচৌধুরী	বেঙ্গুলমণ্ডল দিং	৮৬৸৶০	৩।৩।৩৫	রায়তি স্বত্ববান	থানা তানথালী মৌজা ফুলবাড়ী	৩০১ খতিয়ান	১৮·৩১শঃ	৪২৸৶৯	এ, পালচৌধুরী
৯ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	অক্ষুলকুমারী দিং	২৪৸৶৫	৪।৩।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজা রুদ্রপাড়া	৩৪১৪ খতিয়ান	·৭১শঃ	৪।৮	আর পালচৌধু
৮ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	মহাদেব ঘোষ	৩৪৸৶৬	৪।৩।৩৫			৩৪১৫৩ খতিয়ান	১·০৭শঃ	৬৴৩	ঐ
১৭৭ A. ৩৪।৩৫		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দীং	মহেশ মালিত্যা	২৬৴৭	৪।৩।৩৫		থানা দৌলতপুর গ্রাম ঐ	১৮০১ খতিয়ান	·৮৪শঃ		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দীং

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রচার [illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে পৌষ, বুধবার, ১৩৪১, ৯ই জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৫৯শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

বড়লাট বাহাদুরের কলিকাতা পরিত্যাগ

বড়লাট ও লেডী উইলিংডন অদ্য ৯ই জানুয়ারী তারিখ সদলবলে কলিকাতা ত্যাগ করিবেন এবং রেঙ্গুণ কোটা ও বুন্দি হইয়া উগণা ১৬ই জানুয়ারী তারিখ নয়াদিল্লীতে পৌছিবেন।

উচ্চ শিক্ষিত লোকের কীর্ত্তি

আলীপুরের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা অনুযায়ী ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামী একজন পি-এইচ ডি, এডিনবারগ্ ইউনিভারসিটীর বি, এস সি উপাধিধারী এবং কৃষি বিভাগের একজন ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর। গত ১১ই এপ্রিল তারিখে এবেষ্টোস সিমেণ্ট কোম্পানীর সেলসম্যান রাখরাম ভট্টাচার্য্য একটী ডিক্রীজারী করিয়া আসামীর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে যায়। এরূপ প্রকাশ যে, রাখরাম গুপ্তকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকে। গুপ্ত নীচে নামিয়া আসেন এবং রাখরামের ঘাড়ে ধরিয়া এরূপ জোরে ধাক্কা দেন যে, ফলে তাহার মাথা প্রবল বেগে দেয়ালে গিয়া লাগে। রাখরামকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ঐদিনই হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

বিহার উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ১৫ই জানুয়ারী বিহার ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন আরম্ভ হইবে তাহাতে অর্থ সচিব মাননীয় নিরসুনারায়ণ সিংহ প্রস্তাব করিবেন যে, সভায় জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করা হউক। বিহার উড়িষ্যার স্বায়ত্তশাসন আইনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলির পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ বৎসর করার জন্য একটী বেসরকারী বিলের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

কর্ম্মচ্যুত কনেষ্টবলের দণ্ড

মনোয়ার খাঁ নামক বাঙ্গলা পুলিশের জনৈক কর্ম্মচ্যুত কনেষ্টবল পুলিশের লোক বলিয়া পরিচয় প্রদানের অভিযোগে, গত শুক্রবারে উত্তর বিভাগ পুলিশ কোর্টের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খানবাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে অভিযুক্ত হয়।

এরূপ প্রকাশ যে, আসামী আলিপুর-চিৎপুর রোড দিয়া ট্রামে ভ্রমণ করিতেছিল। এই সময় কণ্ডাক্টর তাহার নিকট হইতে ভাড়া চাহিলে সে বলে যে, সে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী এবং একখানি পকেট বহি বাহির করে কণ্ডাক্টর সন্দেহপরবশ হইয়া তাহাকে জোড়াবাগান থানায় লইয়া যায়। পরিশেষে তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দশ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় এক সপ্তাহকাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

টাকা আত্মসাতে দণ্ড

হাজারীলাল নামক জনৈক লোক পূর্ব্বে নাজীর ছিল এবং তৎপরে সে ছোট আদালতের কর্ম্মচারী হয়। তাহার বিরুদ্ধে ১১ জন পিওনের জমার টাকা আত্মসাৎ করার ও যথাস্থানে উক্ত টাকা জমা না দেওয়ার অভিযোগে দুইটি মামলা আনা হয়। নয়াদিল্লীর অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ বি পুল হাজারীলালকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩৮৫ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মাণিকতলায় লরী দুর্ঘটনা

গত শুক্রবার উত্তর বিভাগের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের নিকট বৈজনাথ সিং নামক জনৈক লরী চালককে মাণিকতলার হরিশ নিয়োগী রোড দিয়া বেপরোয়া ও অসতর্কভাবে তাহার লরী চালাইবার এবং তদ্দ্বারা সামারু নাম্নী একটি পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাকে চাপা দেওয়ার অভিযোগে হাজির করা হয়। উক্ত বালিকাটী ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত বালিকা ঐ অঞ্চলের একটি সন্দেশের দোকান হইতে সন্দেশ ক্রয় করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল এবং রাস্তা পার হইবার সময় লরী চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্থানীয় পুলিশ ঘটনার সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং লরী চালককে গ্রেপ্তার করে। মৃতদেহ মর্গে স্থানান্তরিত করা হয়। ডেপুটী পুলিশ কমিশনার আসামীকে বিচারার্থ প্রেরণের আদেশ দেন।

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে হরিশ নিয়োগী রোড দিয়া বেপরোয়া ও অসতর্কভাবে লরী চালাইয়া একটি পাঁচ বৎসরের শিশুর মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে গত শুক্রবার লরী চালক বৈজনাথ সিং, শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। আসামীকে হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। শুনানী মুলতুবী আছে।

নোয়াখালী জেলে অনশন

নোয়াখালীর "দেশের বাণী" পত্রিকায় প্রকাশ,—নোয়াখালীর জেলে জেলকর্ম্মচারিগণের দুর্ব্ব্যবহারের ফলে যে কয়জন বিচারাধীন কয়েদী অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছিলেন, জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের চেষ্টায় তাহারা অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ম্মচারিগণের দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় স্বয়ং তদন্ত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

হরিদেবপুরে ডাকাতি

প্রায় ৬জন লোক লাঠি, ছোরা, বর্শা ও মসাল সহ বেহালা থানার অন্তর্গত হরিদেবপুর গ্রামের বদরুদ্দিন সেখের বাড়ীতে ডাকাতি করে বলিয়া প্রকাশ। ডাকাতগণ বাড়ীর লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া নগদ টাকা ও মূল্যবান জিনিসে প্রায় ৫০০৲ টাকা লইয়া প্রস্থান করে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

যশোহরে ভূকম্পন

বিগত ২রা জানুয়ারী বেলা ১টা ১২ মিনিটের সময় যশোহরে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল, কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পুলিশ সাহেবের আততায়ী

মেদিনীপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এ,জে,টার হত্যা [illegible] হইয়াছে, তাহার নাম [illegible]। সে ফৌজদারী বিধির ১৬৪ ধারা অনুসারে একটি বিবৃতি দিয়াছে। তাহার বক্তব্য এই যে, সে পুলিশ সাহেবের হত্যা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সে [illegible] থাকিয়া আত্মীয়ের [illegible] পাইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি

জীবাত্মার স্বরূপে কোনও অনিত্য ক্রিয়া সাধন কোন বা প্রয়োজন নাই। স্বরূপে জড়সম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও যেখানে বহির্ভাবে আত্মবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় অর্থাৎ জীব স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া ইন্দ্রিয় বিলাসার্থ সংসার সমুদ্রের ভোগ বা ত্যাগ-তরঙ্গে আকৃষ্ট, সেইস্থানে জীবাত্ম-স্বরূপ সুপ্ত বা লুপ্ত। যেমন সজ্জিত-কল-বিশিষ্ট একটী এঞ্জিন কোন কারণবশতঃ অচল হইয়া থাকিলে সেই এঞ্জিনের ক্রিয়াশক্তি কিছু নষ্ট হইয়া যায় না, ইঞ্জিনের শক্তি সুপ্ত বা স্তব্ধ থাকে, জীবাত্ম-স্বরূপের অবস্থাও কতকটা তদ্রূপ। যেখানে চেতনের ক্রিয়া জড়-ধর্ম্মাপন্ন চিদাভাস মনই সেখানে অচিতের ক্রিয়ায় ব্যস্ত। জীবাত্ম-স্বরূপের হরিসেবা-বৃত্তি বা চিদ্বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন স্বাভাবিক ক্রিয়া নাই। চিদাভাস মনে আত্মবুদ্ধিরূপ বিবর্ত্ত উপস্থিত হওয়ায় উপাধিগত জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকে আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হয়।

একমাত্র পরমাত্মার অনুশীলন ব্যতীত আত্মার কোনও হেয় বৃত্তি নাই সত্য, কিন্তু চেতনের বৃত্তির বা ধর্ম্মের অপব্যবহার-ফলে পরমাত্মা ব্যতীত অন্যবস্তুকে অনুশীলন-নিবন্ধন আত্মার বৃত্তি লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আবার চেতন আত্মা সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল হওয়ায় আত্মার বৃত্তিকে লুপ্ত মনে করাও সঙ্গত নয়; কারণ চেতনের বৃত্তি কখনও লুপ্ত থাকে না। তবে আত্মার দ্বারা পরমাত্মার অনুশীলন না হইলে তাহার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হইতেছে অর্থাৎ আত্মার বৃত্তি বিপথগামী হইয়াছে বুঝিতে হইবে, তখনও আত্মবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু অনিত্য বস্তুতে ধাবিত হইতেছে—এইমাত্র। কৃষ্ণ-বিস্মৃতিবশতঃ মায়াকর্ত্তৃক মোহিত হওয়াই জীবের এইরূপ আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। তাই সে বর্ত্তমানকালে পরমবস্তুর অনুশীলন না করিয়া অপরম বা অবর বস্তুর সেবা করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে। নিজে অনুক্ষণ আনন্দ বস্তু হইয়াও মায়ামুগ্ধতাবশতঃ জীবের কৃষ্ণাস্মৃতি ও বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে অথবা সে নিজেকে অজ নিত্য ও আনন্দের সন্ধান না বুঝিতে পারিয়া নিজেকে দেহ অথবা মন মনে করিতেছে। এইরূপ বিবর্ত্তের জন্য সে পুনঃ পুনঃ দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে। আমাদের এই দুর্দ্দশার কথা কোন মহাজন যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দেন, এবং এখন যদি আমরা কায়মনোবাক্যে সেই মহাপুরুষের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তদানুগত্যে ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হই তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা; নতুবা এ বিপদ হইতে উদ্ধারের আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই।

চেতন আত্মাই পূর্ণচেতন ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ। জড়ের দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। সুতরাং আত্মার বৃত্তি ভক্তিই যে ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ সেবা-প্রবৃত্তি প্রত্যেক জীবহৃদয়েই আছে। সেই ভক্তিকে প্রকট করিবার যে চেষ্টা তাহাই সাধন। এখন সাধনক্রিয়া কিছু শুদ্ধ-আত্মার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। পরিণামশীলা সাধনক্রিয়া মন প্রভৃতির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে সকল জড়ধর্ম্মের যাজন দ্বারা অনর্থনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা হয় তাহাই সাধনক্রিয়া। যেমন একটা কাচের শিশিতে নির্ম্মল মধু রহিয়াছে; হঠাৎ সেই শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়াছে বটে কিন্তু উহা মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির কাদামাখা মধুকেও জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয় না; পরন্তু মধুর কেবলমাত্র আবরণ পাত্র কাচের শিশিটীর কাদা ধোয়াই আবশ্যক। জীবাত্মার উপরে এইরূপ ধরণের একটা আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে। জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ আসিয়াছে, এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া জীবাত্মার যে বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিয়া দেওয়া তাহাই সাধনক্রিয়া। এই সাধনক্রিয়া শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সুতরাং মুক্ত আত্মার উপর কোন সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না, —বিকারযোগ্য চিদাভাস মনের উপরেই সাধনক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। সাধনাদির যাহা কিছু, সকলই মনকে নিগ্রহ করিবার জন্য স্বীকৃত হইয়াছে। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলে শুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বিকশিত হয়। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে সাধনভক্তির পরিপক্কাবস্থাক্রমে জীব ক্রমশঃ ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন। যেমন একটী আমের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা; তন্মধ্যে পাকাটী কৃষ্ণ-সেবার সম্পূর্ণ উপযোগী। সাধনক্রিয়া সে-জাতীয় অবস্থা নহে। কালাধীন হরিবৈমুখ্য-নাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্যভক্তিতে কিছু পার্থক্য আছে। সাধনভক্তি ও সাধনক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ সম্যক্ বুঝিতে না পারিলে ভজনোন্নতি-পথে নানা দুর্ব্বিধ অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহা সাধকমাত্রেরই আলোচ্য।

যিনি কৃপাপূর্ব্বক এসব কথা আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, আত্মধর্ম্মের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন বা তাহা উপলব্ধি করাইবার জন্য শ্রীহরিকথাধ্বনিতে সুপ্ত জীবের হৃদয়কে সতত মুখরিত করিতেছেন, জীবগণকে জাগাইবার জন্য বা তাঁহাদের ঘুমঘোর ভাঙ্গাইবার জন্যই যিনি আজ আচার্য্যাহঙ্কারে অবতীর্ণ সেই মহাপুরুষপ্রবরের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত অর্থাৎ সেই দেহ-দেহী-অভিন্ন নরোত্তমের চিন্ময়ী কায়ার ছায়ার মত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে না পারিলে, আমাদের Eternal Master গুরুরূপী God এর Eternal dog বা নিত্য কিঙ্করাভিমানী না হইতে পারিলে এসব উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য জীবের হয় না, আত্মার বৃত্তি জাগে না, আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে জানা যায় না। তদানুগত্যবিহীন হইলে আমাদের কোন সাধনচেষ্টাই ফলবতী হয় না। তাই বলি ভাই সব, আসুন, আমরা সকলে স্ব-স্ব প্রয়াস ছাড়িয়া সেই গৌরপার্ষদপ্রবর মুকুন্দপ্রেষ্ঠের আনুগত্য করিবার জন্য —তাঁহার ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলাইয়া তাঁহার নিত্য কিঙ্কর হইবার জন্য, তাঁহার নিত্য কিঙ্করত্ব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইবার জন্য অর্থাৎ নিজেকে গুরুকিঙ্কর বলিয়া জানিবার জন্য তৎপর হইয়া সেই স্বতঃপ্রকাশবস্তু গৌরকরুণাশক্তি বিগ্রহের নিকট কাতর প্রাণে কৃপা ভিক্ষা করি এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলি—

"গুরুদেব, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি,　　　দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥

গুরুদেব, আমিত তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া,　　　সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন॥

গুরুদেব, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন,　　　হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি॥

গুরুদেব, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া　　　লও নিজ পানে
ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥

গুরুদেব, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি'　　　আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥

গুরুদেব, তুমিত সকলি জান।
আপনার জনে　　　দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

গুরুদেব, আমিত মূরখ অতি।
কিসে হয় ভাল,　　　কভু না বুঝিনু
তাই হেন মম গতি॥

গুরুদেব, তুমি ত' পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল　　　তুমি অন্বেষিবে
এ দাসের নাহি পর॥"

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার মর্ম্ম

(২)

'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন। যে জিনিষটা সেই প্রয়োজনকে obstruct করিতেছে, সে জিনিষটা 'বস্তু' নহে। আমার প্রয়োজনীয় জ্ঞেয়পদার্থের impeding object আমার জ্ঞেয়বস্তু নহে। অর্থ বা প্রয়োজন ব্যতীত আর যাহা কিছুর উপলব্ধি, তাহা মায়া। 'আত্মনি' অর্থাৎ পরমাত্মনি যস্ত প্রতীতির্নাস্তি। আত্মাকে মাপিয়া লওয়া যায় না। যাহা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহা আত্মার মায়া, তদ্দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। যখন আপনি জানিবেন, স্বরূপে অবস্থিত, তখনই আপনি বিজ্ঞ; আর যখন তাহা নহেন, তখনই অজ্ঞ। আত্মা আর আত্মমায়া—এই দুইটীর বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে। মায়ার দুইটী অবস্থা—একটী আলোক ও আর একটী আলোকাভাব-অবস্থা—যথাভাসো যথা তমঃ।

যে জিনিষটী দৃশ্যজগতের সঙ্গে—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সঙ্গে কোনক্রমেই তুলিত হন না, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ তৎকৃপাপেক্ষাযুক্ত না হইলে কিছুতেই হইবার নহে। শক্তিদ্বারা শক্তিমানের পরিচয়। মায়া জিনিষটা ইঁহার সহিত এক নহে। তাহার মধ্যে plurality, জ্ঞেয় এক—সত্য; যাহার eternity নাই, যাহা transformable, changeable, তাহা সত্য নহে। 'সত্যং'—বিশেষ্য, 'পরং' বিশেষণজাতীয়। বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্য ভূষিত হইতেছে। বিশেষ্য বিশেষণের সঙ্গে confused না হয়। রূপের দ্বারা রূপী নিরূপিত হয়। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের দেহ-দেহী ভেদ করিতে হইবে না। Green room এ ঢুকিয়া নারদ সাজিয়া stage এ দাঁড়াই, আবার play হইবার পরে কাচ খুলিয়া যাহা আছি, তাহাই থাকি। 'পরং' বস্তু কিন্তু সেরূপ নহে। তাঁহার কোন variety নাই। কৃষ্ণের কোন change নাই, তিনি মরিয়া যান না বা ঐতিহাসিক কোন পুরুষবিশেষও তিনি নহেন।

প্রাজ্ঞ। আচ্ছা লীলা করিতেছেন যখন, তখনই ত' তিনি কৃষ্ণ, আর লীলা না থাকিলেই ত' 'ব্রহ্ম'।

প্রভুপাদ। না, বিচারটি তদ্রূপ নহে। যাহারা ভাগবত পড়ে না, ভাগবতের কোন অর্থ বুঝে না, তাহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়া misunderstand করিয়া তাহাদিগের নিকট ভাগবত শুনিলে সংশয় ঘুচিবে না, পরন্তু নানা অপসিদ্ধান্ত আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিবে। নির্ব্বিশেষ-ধারণাটী মাথায় ঢুকিয়া

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা।

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১, ১০ই জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৬০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

ডাকঘরে ডাকাতি

সেখপুরা হইতে একটি গ্রাম্য পোষ্ট অফিসে ডাকাতির সংবাদে প্রকাশ, কতিপয় ব্যক্তি দিনজপুরের চক গ্রামের পোষ্ট অফিসে প্রবেশ করে এবং পোষ্ট মুন্সীকে ছোরা কাঠ দ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহার নিকট হইতে ডাকের ব্যাগ কাড়িয়া লয়। এই ব্যাগ সন্ধ্যার সময় হেড অফিসে প্রেরণ করা হইত। আক্রমণকারীরা তাহার পর ব্যাগ কাটিয়া সমস্ত চিঠিপত্র ছিঁড়িয়া দেয় এবং ক্যাস বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকাকড়ি যাহা ছিল সমস্ত লইয়া পলায়ন করে। গ্রামের একজন লম্বারদার ও তাহার ভ্রাতাকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

—

চাঁদপুরে ভীষণ ডাকাতি

চাঁদপুর মহকুমার হাজিগঞ্জ থানার অন্তর্গত সুচীপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ধনী মহাজনের বাড়ীতে গত ৩০শে ডিসেম্বর রাত্রি দ্বিপ্রহরে ২৫।৩০ জন ডাকাত লাঠি, দা, বর্শা, মশাল, টর্চ্চ ও বন্দুক ইত্যাদি লইয়া একই সময়ে চারিটি ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে এবং স্ত্রী, পুরুষ সকলের হাত বাঁধিয়া অমানুষিক মারপিট করে ও প্রসন্নবাবুর নিকট হইতে চাবি কাড়িয়া লইয়া ট্রাঙ্ক, বাক্স ইত্যাদি খুলিয়া নগদ ও অলঙ্কারে অনুমান ৩০০০।৪০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়।

প্রকাশ, চলিয়া যাইবার সময় তাহারা দলিলপত্র ও কাপড়ে আগুন ধরাইয়া ও অন্য প্রকারে অনেক 'অনিষ্ট' করিয়া গিয়াছে। প্রহারের ফলে স্ত্রী, পুরুষ অনেকেই শয্যাশায়ী এবং প্রসন্নবাবুর মাথার বামপার্শ্বে কোন অস্ত্রের আঘাতে প্রায় ৬ই ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া সেদিন চাঁদপুর এলগিন হাসপাতালে তাঁহাকে আনা হইয়াছে। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

—

নোয়াখালীতে ডাকাতি

বেগমগঞ্জ থানার অধীন [illegible] বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী মহাজন চন্দ্রমোহন শীলের বাড়ীতে গত ১লা জানুয়ারী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১৫ জন মধ্যরাত্রিতে বন্দুক, লাঠি ও টর্চ্চ নিয়া তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করে। চন্দ্রমোহন বাবুকে ভীষণ ভাবে প্রহার করিয়া দুর্বৃত্তগণ সিন্দুকের চাবি সংগ্রহ করে এবং অলঙ্কার ও নগদ টাকা লইয়া পলায়ন করে। টাকার পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

—

স্ত্রীলোককে ছুরিকা দ্বারা নাসিকা কাটার চেষ্টা

ধনরাজিয়া নাম্নী কোনও স্ত্রীলোককে ছুরিকা দ্বারা আঘাতের অভিযোগে আমেদ সর্দ্দার ও নানকু সর্দ্দারকে ব্যারাকপুরের সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, স্ত্রীলোকটীর পুত্রের সহিত আমেদের ঝগড়া হয় এবং আমেদ স্ত্রীলোকটির নাক কাটিবে বলিয়া তাহাকে ভয় দেখায় হইতে স্ত্রীলোকটী আদালতে যাইয়া শান্তিভঙ্গের অভিযোগে নালিশ করে এবং আদালত আমেদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ইহাতে তাহাদের মধ্যে শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পায়। একদিন আমেদ ও নানকু সর্দ্দার স্ত্রীলোকটীর বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে লাঠি দ্বারা আক্রমণ করে। আমেদ স্ত্রীলোকটীর নাক কাটিবার চেষ্টা করে। সে আঘাত এড়াইবার জন্য মাথা সরাইয়া নেয়। কিন্তু তাহার কপালে ছুরিকার আঘাত লাগিয়া যায়। শুনানী চলিতেছে।

—

বালিকা হত্যার অভিযোগ

সোনারপুর পুলিশ একটী বালিকা হত্যার মামলা সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। প্রকাশ, এক বৃদ্ধ এবং তাহার স্ত্রী এই মর্ম্মে অভিযোগ করে যে, গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তাহার কন্যা কৈমিনীকে পাওয়া যায় না। কৈমিনীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় দুইজন যুবককেও পাওয়া যায় না। তাহারাই তাহার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া বৃদ্ধের সন্দেহ হয়।

পরে কোনও খালের নিকট একটি মৃত মানুষের মুণ্ড পাওয়া যায়, বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া উহা তাহার কন্যার মুণ্ড বলিয়া সনাক্ত করে; উহার দুইটী দাঁত নাই। বৃদ্ধ বলে তাহার কন্যার দুইটি দাঁত ছিল না। নিকটস্থ বস্ত্রাদিও বৃদ্ধ সনাক্ত করে। বালিকার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল, তাহাও পাওয়া যায় না।

এইরূপ সন্দেহ করা যাইতেছে যে, কোনও ব্যক্তি বালিকার অলঙ্কার, অপহরণ পূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে মৃতদেহ খালে ফেলিয়া দিয়াছে।

—

ট্রেডমার্ক জালের মামলা

শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের স্কুলে পার-ফিউম কোম্পানীর রামনাথ ঘোষের অভিযোগ অনুসারী গত শনিবারে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাথারি পাড়া রোডে বংশীধর দত্ত কর্ত্তৃক প্রস্তুত ককোলা কেশ তৈলের লেবেল এবং বোতল ইত্যাদি হস্তগত করিবার জন্য একটী তল্লাসীর পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

আবেদনকারী এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, দত্ত জুয়েল অব ইণ্ডিয়া পারফিউম কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রস্তুত সুগন্ধি নারিকেল তৈল "ককোলা"র ট্রেড মার্ক জাল করিয়াছেন আট বৎসর ধরিয়া উহা খুব বেশী বিক্রয় হইতেছে।

তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর প্রতি অভিযোগ প্রত্যাহার

গত বৃহস্পতিবার রয়েল এক্সচেঞ্জের নিকট পুলিশ এবং শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বোধ হয় পাঠকগণ অবগত আছেন; তৎসম্পর্কে তুলসীবাবু শনিবার দিন তাঁহার ব্যারিষ্টার শ্রীযুত এন সি সেনকে সঙ্গে লইয়া লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয় পক্ষে প্রায় আধঘণ্টা আলোচনার পর ব্যাপারটি মিটিয়া গিয়াছে। পুলিশ তুলসীবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়াছে।

দার্জ্জিলিংএ প্রবল তুষারপাত

গত ৩রা জানুয়ারী হইতে দার্জ্জিলিংএ প্রবল তুষারপাত হইতেছে। ঘুম পাহাড়েই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তুষার পড়িয়াছে। ঘুম পাহাড় হইতে গভর্ণমেণ্ট হাউস এবং তথা হইতে লুই জুবিলী স্যানাটোরিয়াম পর্য্যন্ত সমস্ত পথই বর্ত্তমানে তুষারাবৃত রহিয়াছে।

কুচবিহারে জয়পুরের মহারাজা

কুচবিহারের শাসনকর্ত্রী মহারাণী তাঁহার পুত্র, জয়পুরের মহারাজা, কু[illegible] এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত অতিথিগণসহ স্পেশাল ট্রেনযোগে শিকার করিবার জন্য কুচবিহার আসিয়াছেন।

১১৮ বৎসর পর জয়পুরের একজন শাসনকর্ত্তা এই প্রথম কুচবিহারে পদার্পণ করিলেন। ১১৮ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজা মানসিংহ কুচবিহার আসিয়াছিলেন।

আত্মধর্ম্ম

(দ্বিতীয় স্তবক)

জগতে স্বর্গসুখ—মানব-পরিকল্পনা বই আর কি ? জগৎ বৈষম্যময় ও দুঃখস্থান—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কেহ অতীব দুঃখভাগী, কেহ বা অল্পদুঃখভাগী—এ দৃষ্টান্ত সংসারে সকলক্ষেত্রেই প্রচুর বিদ্যমান। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী সাধারণ দৃষ্টিতে একেবারেই বিরল। সুখভাগীরও দুঃখের আবিলতা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। আবার অতীব দুঃখভাগীর জীবনেও সুখাভাস উপলব্ধ হয়; নচেৎ জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। যাহা হউক এই দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতির প্রচেষ্টা মানবজীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের প্রধান সমস্যা ইহাই। নিরানন্দ মানব-প্রকৃতির বিরুদ্ধ—মানব চায় আনন্দ। ক্ষণিক আনন্দেও তাহার তৃপ্তি হয় না—সে চায় অবিশ্রান্ত অফুরন্ত আনন্দের নিত্য প্রস্রবণ। তাই সে প্রশ্ন তুলিয়াছে 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।' সেই নিত্যানন্দের সন্ধানেই তাহার অন্তরে জাগিয়াছে—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।"

এ জিজ্ঞাসা আজকার অথবা কালকার নহে। কেবলমাত্র প্রাচ্যের অথবা প্রতীচ্যের প্রশ্নও নহে। প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সকল-যুগে—ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে—বিশ্বের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া—সমগ্র মানবসমাজ এক প্রশ্ন তুলিতেছে, দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি ? এ জগৎ যদি দুঃখময় না হইত—সংসার-কারাগার যদি অকল্যাণের আকর না হইত তাহা হইলে মানবের মুক্তিকামনার সার্থকতাই বা থাকিত কোথায় ?

বিশ্বমানবের সমাজ আজ ভিন্ন ভিন্ন। একই মানবের যেন বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়! কেন এমন হয় ? এই দুঃখমুক্তির সমস্যাই তাহার কারণ। ইহারই সমাধান-প্রচেষ্টায় মানবসঙ্ঘের বিভিন্ন পরিণতি। উদ্দেশ্য একই কিন্তু গতি-পদ্ধতির পার্থক্যে বিভিন্ন সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা।

প্রথমেই আমরা পাশ্চাত্য জগতের আলোচনা করিতেছি। প্রাচীন যুগে সক্রেটিসের নীতিতত্ত্ব—তদীয় শিষ্য অ্যারিষ্টিপাস অথবা প্রোটাগোরাসের সুখতত্ত্ববাদ মানবজীবনের সুখসন্ধান-প্রচেষ্টার পরিচয়-মাত্র। প্লেটোর আদর্শবাদ—অ্যারিষ্টটলের বিপুল দর্শন-বিজ্ঞানবিচার—ধর্ম্ম-নৈতিক অভিনব উদ্ভাবনা—আবার অ্যারিষ্টটেলীয় দর্শনবিচারকে কেন্দ্রীভূত করিয়া মধ্যযুগীয় দার্শনিক গবেষণাসম্ভার—সেই একই ব্যর্থ অভিযানের বিভিন্ন প্রয়াস। পাশ্চাত্য হিতবাদ কিম্বা প্রগতিবাদের আধুনিকতা সকলই সেই একই অন্ধ প্রেরণা। কোথাও প্রাচীনের বিকৃত সংস্করণ আবার কোথাও বা প্রাচীন আদর্শ-সম্ভূত সংশয়তার আবরণ অথবা নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ করিয়া বর্ত্তমানের অভিনব বিস্ফোরণ। উদ্দেশ্য কিন্তু একই—গতি কেবল বিভিন্নমুখী।

এ সকল কথা অবতারণার আজ প্রয়োজন—যেহেতু স্রোতধারা প্রবাহিত হইয়াছে এমনই ভাবে। সমগ্র অভিযানই ব্যর্থ হইয়াছে সত্য। কিন্তু একই অভিযানের কেন এমন বিকৃত অথচ পৃথক্ ফল ফলিয়াছে ও ফলিতেছে সেই কথাই আজ আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

অবস্থা ঘটাইয়াছি এমনই যে, ব্যর্থতা এবং সার্থকতার ব্যবধানও আর বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ফলের দিকে লক্ষ্য নাই আমাদের উদ্দেশ্য যেন আমরা বিস্মৃত। বিভিন্ন মতবাদে জগৎ আজ পরিপূর্ণ। বাদানুবাদের বিসম্বাদে সমগ্র মানবসমাজ তিক্ত, উত্যক্ত ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তুমি যে তিমিরে—সে তিমিরে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্যসমাজের বিশ্বাস—মানব সৃষ্টিকর্ত্তার অভিনব সৃজন। মানবাত্মা অজর অমর। সৃষ্টির পূর্ব্বে কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ছিল না। আবার জীবনাবসানে আত্মার বিনাশ নাই। সুদীর্ঘ বিশ্রামকাল তাহার নির্দ্দিষ্ট তারপর মহাবিচারের অবসর। এ বিষয়ে শ্রদ্ধা বা সন্দেহের প্রয়োজন নাই। মূল কথা, ইহাই প্রতীচ্যের আত্মপ্রতীতি। শুধুই যে ইহা খ্রীষ্টপন্থীর বিশ্বাস তাহাও নহে—ইসলামপন্থীরও বিশ্বাস তদনুরূপ। জন্মান্তরবাদ পাশ্চাত্যে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত ও অবজ্ঞাত অথচ সৃষ্টিবৈষম্য জীবন-ক্ষেত্রকে প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য পরস্পরের বৈষম্য। শুধু আকৃতি প্রকৃতি অথবা গতিপদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ নহে—তাহাদের অদৃষ্টাকাশে সুখদুঃখের তারতম্য—সর্ব্বতোভাবেই এই বৈষম্য পরিস্ফুট।

নিস্তব্ধকার কারণ অথবা কাপট্যের কোন পরিচয় পাই নাই এ কথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। নাস্তিকের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সৃষ্টির নিরপেক্ষতা স্বীকার করিতে বাধা। ভগবানের সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস তাঁহারাও ভাগবত-নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করিতে পারেন না। সুতরাং মানব-প্রকৃতিতে বৈষম্যের কারণ কি ?

পাশ্চাত্যে ইহার মীমাংসা হয় নাই। দার্শনিক-প্রবর ক্যাণ্ট প্রমুখ মনীষিগণ জগতের এই বৈষম্য—মানবের স্বভাবে ও সম্ভোগে অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই। বৈষম্য বিদূরিত করিয়া সাম্যস্থাপনের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

প্রতীচ্যের সাধারণ সমাজ বুঝিয়াছে—এ জগতে বৈষম্য আছে। জীবন দুঃখময়—অভাবের তাড়নাই দুঃখের কারণ। সুতরাং অভাবের পূরণই জীবনের প্রকৃষ্ট সাধনা—ইহারই নাম বর্ত্তমানে সম্ভোগবাদ।

এই সম্ভোগবাদের ফলেই প্রজাপতির পক্ষপুটও আগ্রত হইয়াছে দশাননের লোলজিহ্বা লেলিহান বহ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত। কাইজারের রণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। দিকে দিকে স্বার্থপরতার সংগ্রাম। আর সাম্যবাদের বিপুল বিষাণে সারাবিশ্ব প্রকম্পিত। ক্ষণস্থায়ী দেহের আরামের জন্য—চঞ্চল মনের বিলাসের জন্য অশান্তির কি গভীরতম অশনিগর্জ্জন। ভোগলালসার পূতিগন্ধে জগৎ বিষাক্ত। রাজায় প্রজায়—ধনিকে শ্রমিকে—নর ও নারীতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। দেশ দেশের বিরুদ্ধে—জাতি জাতির বিরুদ্ধে—সমাজ সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলিয়াছে। ধর্ম্ম ধর্ম্মের অভিযান করিতেছে। স্বার্থপর সম্ভোগবাদের ইহাই অবশ্যম্ভাবী বিষময় প্রগতি। দুঃখনিকেতনকে সুখময় নন্দনকাননে পরিণত করিবার ইহাই দশাননী অথবা আধুনিক কাইজারী পরিকল্পনার পরিণাম ফল।

(ক্রমশঃ)

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠে প্রচার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বর্গ কেহই আশা করিতে পারেন নাই। পাঠের পর শ্রীপাদ ভুবনমোহন দাসাধিকারী তাঁহার সুললিতকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া বহু লোকের চিত্ত আকর্ষণ করেন। শ্রীপাদ নেমি ও শ্রীমদ্ গিরি মহারাজদ্বয় রেঙ্গুণের সুপ্রসিদ্ধ ভগা-বাড়ীতে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমদ্ভাগবতের পরমমঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হইয়াছে। গত ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ বহু শিক্ষিত লোকের সমক্ষে ছায়াচিত্রযোগে 'ভাগবতের শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ

গত ১৫ই পৌষ সোমবার শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় রেঙ্গুণ-সহরস্থ সমুদ্র-উপকূলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নির্দ্দেশে সাত্বত-স্মৃতিবিধানে তাঁহার পরলোকগতা জননী দেবীর শ্রাদ্ধ বিষ্ণু-নৈবেদ্য-দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শ্রাদ্ধকার্য্যের পৌরোহিত্য করিয়াছেন। বহু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও স্থানীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

ভাগ্যবান্ গৃহস্থের গৃহে পাঠ

গত ১৭ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী বুধবার সুপণ্ডিত-বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকদহের শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

[illegible] সন্ধ্যার সময় ঢাকদহনিবাসী [illegible] দে মহাশয়ের শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] পাঠ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৩১শে ডিসেম্বর আসামদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস বিএ 'ভক্তি'র ডি মহোদয় ঢাকদহ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের পাটে আগমন করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- একাদশ স্কন্ধহইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
- ২ ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩ ভাষ্য-স্বরসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
- ১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
- ১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৩। চৈতন্যোপনিষদ ।০
- ১৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
- ১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
- ১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
- ১৮। ভজন-রহস্য ॥০
- ১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
- ২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
- ২২। গীতার কেবল মাধ্ব ভাষ্য ॥০
- ২৩। বৃহন্মল্লিকা জগন্মোহঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
- ২৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- ২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
- ঐ (বাঁধা) ৸০
- ২৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
- ২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ০
- ২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
- ঐ (আবাঁধা) ।৶
- ২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸
- ৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৭০
- ৩১। গীতমালা ৵১০
- ৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৩। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
- ৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৩৬। শরণাগতি ৵০
- ৩৭। গীতাবলী ৵০
- ৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
- ৩৯। সাধনকণ [illegible]
- ৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা [illegible]
- ৪১। নবদ্বীপশতক
- ৪২। অর্চ্চনপদ্ধতি ৵০
- ৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
- ৪৫। অর্চ্চনকণ ৴১০
- ৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫০। গোবিন্দভাষ্যোদ্ধৃতঃ ৸০
- ৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।
- ৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴
- ৫৪। ঈশোপনিষদ্‌ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) [illegible]
- ৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৫৭। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ
- ৫৯। সটিক শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
- ৬০। তত্ত্বসূত্রম্‌ ।০
- ৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৶০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ পঞ্চরত্নঃ ৵০
- ৬৩। সারাংশদর্শনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্‌ বেদান্ত ১০
- ৬৬। নামভজন ।০
- ৬৭। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ।০
- ৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্‌
- ৬৯। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
- ৭০। বৈষ্ণবীজম
- ৭১। গেটওয়ে গৌড়ীয়মঠ টক ডুবঃ ৵০
- ৭২। দি ভাগবত ।০
- ৭৩। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৭৭। সাধন-পথ ।০
- ৭৮। কল্যাণ কল্পতরু ৵১০
- ৭৯। গীতাবলী ৵০
- ৮০। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও

ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাগবতশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রকার জমীর বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৪ A. D, ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		এ, পালচৌধুরী	মনোহর মণ্ডল	২০৫।১	৬।৩।৩৫	রায়তি-স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজা নিবকুড়	৮৩ খতিয়ান	২১-১২	৩৭৷৶০	এ, পালচৌধুরী
৩৭ A. D, ৩৪।৩৫		ঐ	সতীশ ধারা	১৯৫॥/৯	৬।৩।৩৫		থানা রাণাঘাট মৌজা লাংলী	৫২ খতিয়ান	১৫-১৭ শতাংশ	২৮৮/৩	ঐ
৫৫ A. D, ৩৪।৩৫		ঐ	কেশপাই মণ্ডল	৪৮৫৸/৬	৬।৩।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজা নিবকুড়	১০৭ খতিয়ান	৩৮-৫২৭ঃ	৬৫৶/৯	
৬২ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	আছিরন বিবি	৬৩।৶০	৭।৩।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা হাসখালী মৌজা গোবিন্দপুর	১২৪৩ খতিয়ান	৮.৩৮শঃ	১৮।৶৩	আর পালচৌধু.
২৩১ R. P. ২৪।৩৫		ঐ	হরিধন ভট্টাচার্য্য	২৩৶৬	৭।৩।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা সুবর্ণবিহার	১৪৪৯ খতিয়ান	৩ ৩৬শঃ	২।/০	ঐ
৬৭ R. P. ৩৪।৩৫			ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	৮।০	৭।৩।৩৫	ঐ	ঐ	৮৫৫ খতিয়ান	.৪০	।/০	
১০৬ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	ষষ্ঠী ঘোষ	৭।/৯	৮।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজা শিমুলগাছী	৩২৭ খতিয়ান	৭.৫০	২৩৶৬	ঐ

লেখনীতে "স্বরূপ গোস্বামীর পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কবিকে শিক্ষাদান" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥"

বস্তুতঃ ভক্তানুগত্য ব্যতীত প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান কোন প্রকারেই লভ্য নহে। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা স্মরণপথে উদিত হওয়ায় তাহা নিম্নে লিখিত হইল। কোনও সময়ে জনৈক রাজগুরুপুত্র কাশী, মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রভূত বিদ্যার্জ্জন করতঃ মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি নানাবিধ উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়া শিষ্যজয়াদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। একদা ঐ রাজগুরুপুত্র তদীয় শিষ্য বৈষ্ণব মহারাজের সদ্গুণাবলী শ্রবণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজপণ্ডিতগণের সহিত গীতা-বিচারার্থ রাজসমীপে অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া নম্রবচনে গুরুপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পণ্ডিতপ্রবর! আপনি গীতাশাস্ত্র কাহারও নিকট পাঠ করিয়াছেন কি এবং পাঠ করিয়া থাকিলে কাহার নিকট করিয়াছেন? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। এতচ্ছ্রবণে পাণ্ডিত্যাভিমানী সেই রাজগুরুপুত্র বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে উত্তর করিলেন, মহারাজ আমি সুদীর্ঘ কাল নানা ব্যাকরণাদি ও বেদবেদান্তাদি উচ্চ শাস্ত্রসমূহ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া এবং মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি নানারূপ উচ্চ উপাধিধারী হইয়া শেষে সামান্য গীতা-বিচারার্থ পৃথগ্‌ভাবে গীতাপাঠে কালক্ষয় করিব? আপনি আদেশ করুন আপনার বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ এই মুহূর্ত্তেই আমার সঙ্গে গীতা বিচারে প্রবৃত্ত হউক, সামান্য গীতা-বিচারার্থ আমাকে স্বতন্ত্রভাবে গীতা-পাঠ করিতে হইবে না।

রাজা অপেক্ষাকৃত নম্রবচনে বলিলেন, হে গুরুপুত্র! আপনি আমার যাবতীয় ত্রুটী ক্ষমা করিয়া একটীবার স্বতন্ত্রভাবে গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ আমার পণ্ডিতগণের সহিত গীতাবিচারে প্রবৃত্ত হউন। সেই পাণ্ডিত্যাহঙ্কারী রাজগুরুপুত্র তাহাতেও গীতা স্বতন্ত্র অধ্যাপকের নিকট স্বতন্ত্রভাবে পাঠে রাজী হইলেন না। রাজা বারম্বার অধিকতর বিনয়ের সহিত স্বতন্ত্রভাবে গীতাপাঠের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করায় রাজগুরু-পুত্র অগত্যা রাজপ্রদত্ত কিছু অর্থাদি লইয়া কাশীতে আসিয়া অল্পকাল মধ্যে গীতা-পাঠ শেষ করিয়া পুনর্ব্বার গীতা বিচারার্থ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

রাজা গুরুপুত্রকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আপনি স্বতন্ত্রভাবে গীতাপাঠ করিয়া আসিয়াছেন ত? রাজগুরুপুত্র উত্তর করিলেন, হাঁ। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাহার নিকট গীতাপাঠ করিয়াছেন? রাজগুরুপুত্র তদুত্তরে কাশীবাসী জনৈক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের নাম করিলেন। রাজা এবার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক বিনম্রবচনে বলিলেন, হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য! আপনি আমার সকল ধৃষ্টতা মার্জ্জনাপূর্ব্বক গীতাগ্রন্থ আর একবার বৈষ্ণব-পণ্ডিতের নিকট পাঠ করিয়া আসুন। রাজগুরুপুত্র রাজার এইরূপ সামান্য একখানি ক্ষুদ্র-পুস্তক-পাঠের জন্য বারম্বার অনুরোধে নিজেকে অত্যন্ত অবমানিত মনে করিলেন এবং ক্রোধভরে রাজার প্রতি কটূক্তি-বর্ষণেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। অবশেষে রাজার একান্ত অনুরোধে তাঁহাকে আবার বৈষ্ণবপণ্ডিতের নিকট গীতাপাঠের জন্য বাধ্য হইয়া যাইতে হইল। এবার রাজ-নির্দ্দেশিত জনৈক নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবের নিকট আসিয়া তিনি গীতাপাঠ আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর বহুদিন গত হইল কিন্তু গুরুপুত্র আর গীতাবিচারার্থ সভায় উপস্থিত হইতেছেন না দেখিয়া রাজা স্বয়ং গুরুদেবের বাটীতে উপস্থিত হইয়া গুরু সমীপে তৎপুত্রের কুশলাকুশল প্রশ্ন করিলেন। রাজগুরু তদুত্তরে স্বীয় পুত্রের "রাজ-নির্দ্দিষ্ট জনৈক নবদ্বীপবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট গীতাপাঠ, তৎফলে সংসারে তাহার বীতরাগ, নবদ্বীপে বাস করিয়া অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগের বিষয়" বিশেষভাবে বর্ণন করিলেন। রাজা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুপুত্রকে প্রশংসা করিতে করিতে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা আমাদের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে অথবা ভক্তিশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে আমাদের সর্ব্বপ্রথম গুরুবৈষ্ণবানুগত্য বরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আনুগত্যবিহীনাবস্থায় ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়ন বা স্বচেষ্টায় ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞানোপলব্ধির প্রয়াসে অথবা তথাকথিত অভক্ত পাণ্ডিত্যাভিমানীর নিকট ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়নে আমাদের শুধু অনর্থরাশির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সেইরূপ ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়নফলে আমাদের প্রকৃত ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞান লাভ ত' দূরের কথা বরং তাহা হইতে আমাদের জড়ত্ব মোহ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবানুগত্যে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়নে আমাদের ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞান সহজলভ্য হয় এবং সেই আনুগত্যময় ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়নজ জ্ঞান দ্বারাই আমরা কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তবৃত্তি নিয়োজিত করিয়া সুদুর্লভ নরজন্মকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারি। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ভক্তিশাস্ত্র ব্যতীত জ্ঞানশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদাদি যে কোনও শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাদের জীবনকে সুখময় করিবার যেসকল উপায় দেখা হয়, সেই সকল উপায়ের দ্বারা আমাদের ক্ষণিক সুখ অথবা দুঃখের সুখাবস্থারূপ একটু জড়ানন্দ লাভ হইতে পারে কিন্তু তাহা বস্তুতঃ সুখ অথবা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা নিত্য সুখ নহে। সেই নিত্যসুখলাভের একমাত্র অমোঘ উপায় বৈষ্ণবের নিকট আনুগত্যসহকারে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভক্তিশাস্ত্রসম্মত [illegible] বৈষ্ণবাজ্ঞা, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা। অবৈষ্ণবের নিকট ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়নে আমাদের চেতনতা লাভ হয় না। যাহারা বৈষ্ণব নহে, তাহারা চৈতন্যসেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হয় নাই [illegible] কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে?

জীবমাত্রেরই স্বরূপে চেতনতা থাকিলেও তাহারা যে স্বরূপ হারাইয়াছে [illegible] সেই চেতনতার ক্রিয়া যাহাদের নিকটের থাকে হয় না তাহারা বস্তুতঃ চেতন পদবাচ্য হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সুতরাং স্বরূপবিস্মৃতাবস্থায় চেতনক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়ায় যাহারা আপনাদিগকে চেতন, জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, পণ্ডিত ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতে আদৌ পশ্চাৎপদ নহে এবং যাহারা এইরূপে মেকী জিনিসে মুগ্ধ হইয়া আত্মশ্লাঘাভিমানে আস্ফালনপর, তাহাদের সেই আস্ফালনের মূল্য সহজেই বোধগম্য। এইরূপ চেতনতাপ্রাপ্ত বঞ্চিতের নিকট হইতে আমাদের প্রকৃত শাস্ত্রশিক্ষালাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ স্বরূপসিদ্ধ বৈষ্ণবগণের চিন্ময় [illegible] বিচার পারঙ্গত ব্যক্তি যে শাস্ত্রসম্বন্ধে বিপরীতভাবে উপদেশ করিবে বা করাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? বস্তুতঃ উক্ত পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নাদির দ্বারা যে বিদ্যা শিক্ষা করা যাইবে তাহা যে ভ্রমপূর্ণ ও মেকী জিনিস, ইহা বিচারবুদ্ধিমাত্রেরই স্বীকার্য্য। চেতনতারহিত ব্যক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন এইরূপ ভ্রমপূর্ণ বিদ্যা আমাদের [illegible] আমাদের যে বিদ্যা কল্যাণপ্রদা—যে বিদ্যা দ্বারা আমরা পরমানন্দলোক লাভ করিয়া বিদ্যাপীঠ গৌড়ভূমকের দাস হইতে পারি সেই পরাবিদ্যা হইতে বঞ্চিত হই। তাই পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"জড় বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥"

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

ময়মনসিংহে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল সাহা মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ও শ্রোতৃমণ্ডলীর একান্ত অনুরোধে উক্ত ডাক্তারবাবুর গৃহে বিদ্বজ্জনমণ্ডিত একটী সভায় প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে সংকীর্ত্তন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী বলেন—তাঁহারা বহু বার বহুস্থানে ভাগবত-কথকের নিকট ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ ও [illegible] ব্যাখ্যা কখনও শ্রবণ করেন নাই।

উক্ত দিবসের সভায় বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible]মোহন রায় চৌধুরী জমিদার [illegible], শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার সাহা মিত্র, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক, শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা, [illegible], শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার সাহা এম্-এ, ডাক্তার, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ [illegible], শ্রীযুক্ত রামগোপাল সাহা, শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা, শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা মণ্ডল, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার ভৌমিক ইত্যাদি।

বালিয়াটীতে

গত [illegible] পৌষ শুক্রবার বালিয়াটী গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা মহাশয়ের আলয়ে [illegible] শ্রীপাদ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা [illegible] আনন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

[illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সাহা মহাশয়ের ভবনে [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গ্রামস্থ অনেক সজ্জনব্যক্তি পাঠে যোগদান করেন। পণ্ডিতজীর সুললিত ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করেন।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র।
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচারে পত্র। শ্রী একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে পৌষ, শনিবার ১৩৪১, ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৬২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

বিমানযোগে বড়লাট ও গবর্ণরের ঢাকা যাত্রা

বড়লাট ও বড়লাট পত্নী বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন সহ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে সাড়ে তিন ঘটিকার সময় বিমান যোগে ঢাকা যাত্রা করেন তথায় তাঁহারা ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ঢাকা ক্লাব ও মণিপুর কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যায় কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

বিমান হইতে সৈন্যদের উপর কৃত্রিম আক্রমণকালে বিপত্তি

করাচী হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, তথা হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে হাবনদীর তীরে এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে ১৫ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত ও ১১ জন গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছে। প্রকাশ, ৪।১০ সংখ্যক বেলুচী বাহিনীর উপর নকল আক্রমণ কালে বিমানখানি পড়িয়া যায়। উহা রয়েল এয়ার ফোর্সের ফ্লাই অফিসার এইচ সি সরকার চালাইতেছিলেন। বিমানখানি সৈন্যগণকে নকল আক্রমণ করিবার জন্য নামিবার সময় সৈন্যদের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে ১৫ জন সৈন্য নিহত হয়। মিঃ সরকার সামান্যরূপ আহত হইয়াছেন।

বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ যে, বেলুচী বাহিনী ৬ শত সৈন্য লইয়া গঠিত; উহার মধ্যে ৪।১০ সংখ্যক দল বিমান বহরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কসরৎ অভ্যাস করিবার জন্য হাবনদী তীরস্থ শিবিরে কুচকাওয়াজ করিয়া থাকিতেছিল। রয়েল এয়ার ফোর্সের দুইখানি বিমান তাহাদিগকে কৃত্রিম আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় তন্মধ্যে একখানি বিমান ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে নীচে নামিতেছিল, কিন্তু উহা আর উঠিতে পারে না, সৈন্যদলের মাঝে সজোরে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। সরকারীভাবে সমর্থিত হইয়াছে যে, ১৫ জন নিহত ও ১১ জন আহত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২ জনের আঘাত গুরুতর। নিহত সৈন্যের অধিকাংশই পাঞ্জাবী মুসলমান। এই সৈন্যদল সম্প্রতি সীমান্ত হইতে করাচীতে আসিয়াছিল। নিহত ব্যক্তিদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ক্রিক, বেলুচীবাহিনীর অফিসার কমান্ডিং মেজর ওয়ালিশ, চীফ ক্যাপ্টেন, উইং কমাণ্ডার, রয়েল এয়ার-ফোর্সের হোয়াইট লক, ক্যাপ্টেন ফেলোজ প্রভৃতি বহু সামরিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের আঙ্গিনায় ব্যাঘ্র

গত ৭ই জানুয়ারী রাত্রিতে প্রায় ৮ ফুট একটি ব্যাঘ্র ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের আঙ্গিনায় প্রবেশ করে। খুব সম্ভবতঃ রমনার নিকটে জেলের উত্তর দিকের দেওয়াল টপকাইয়া ব্যাঘ্রটি তথায় প্রবেশ করে। জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ৮ই জানুয়ারী প্রাতে উহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে।

জননীর আত্মহত্যা

৭ই জানুয়ারী তারিখে লক্ষ্ণৌর একটি মুসলমান নারী তাহার শিশু সন্তানটীকে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

প্রকাশ, শিশুটি যাহাতে শীতে কষ্ট না পায়, তজ্জন্য তাহার খাটিয়ার নিকটে আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া স্ত্রীলোকটি বাহিরে যায়। কিছুক্ষণ পর শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া ঘরে আসিয়া সে দেখিতে পায়, শিশুটির বিছানা ও জামাকাপড়ে আগুন ধরিয়াছে শিশুটিকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহার নিজের কাপড়েই আগুন ধরিয়া যায়। সে আগুনে ভীষণ ভাবে দগ্ধ হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

রহস্যজনক মৃত্যু

কাশীপুরের কোনও দড়ির কারখানায় সাজ্জী বুদ্ধি নামক ১৮ বৎসর বয়স্ক একটী বালক কাজ করিত। তাহার মা তাহাকে আহত অবস্থায় দেখিতে পায়। প্রকাশ, ফরিয়াদীর মাকে বলা হয় যে, কারখানার সর্দ্দার তাহাকে মারপিট করিয়াছে। সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলে, মারপিটের কথা মিথ্যা। খুব সম্ভবতঃ একটী কাঠের গদীতে লাগিয়া দৈবক্রমে বালকটী আহত হইয়া থাকিবে। সর্দ্দার ঔষধ আনিয়া দেয় এবং ডাক্তারও ডাকা হয় অতঃপর তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইলে তথায় তাহার মৃত্যু হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

এই সম্পর্কে কারম নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ট্রেণ হইতে পার্শ্বেল চুরি

পাটনার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৭ই জানুয়ারী এবং আপ পাঞ্জাব মেল হইতে একটী ডাকের ব্যাগ চুরি গিয়াছে। ইহার মধ্যে ১০০০০৲ টাকার হুণ্ডিসহ পার্শ্বেল ছিল। পার্শ্বেলগুলি এলাহাবাদ ও দিল্লীতে পৌছাইয়া দেওয়ার কথা ছিল। প্রকাশ যে, ট্রেণখানি কিউল ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত পার্শ্বেলগুলি নাই। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না। তবে ব্যাপার বড়ই রহস্যজনক বলিয়া মনে হইতেছে।

হুগলী জেলায় ডাকাতি

চুঁচুড়ার সংবাদে প্রকাশ, সদর মহকুমার অধীন মগরা থানায় ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

নয় দশজন লোক লাঠি, টর্চ্চ, কুঠার প্রভৃতি লইয়া বিগত রাত্রিতে মিনাকপুর গ্রামের বাবু শ্যামাচরণ পালের বাড়ীতে হানা দেয়। শ্যামাচরণ বাবু বাধা দানের চেষ্টা করিলে, দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে ভীষণভাবে প্রহার করে এবং আলমারী, বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া প্রায় ৪০০৲ টাকার মাল লইয়া প্রস্থান করে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ আক্রমণ

হংকং হইতে ২০ মাইলের মধ্যে চীনা জলদস্যুগণ অতি দুঃসাহসিক কাণ্ড করিয়াছে। কোনও চীনা মালিকের একখানি উপকূলগামী জাহাজ ম্যাকাও যাইতেছিল, পথিমধ্যে একদল জলদস্যু জাহাজখানি আক্রমণ করে। তাহারা জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া তিন জন চীনাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ চীনা ডাকাতেরা একটু চুপচাপ করিয়াই ছিল।

বোম্বাইয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ৬ই জানুয়ারী বোম্বাইএর ক্যাকেরিয়া বন্দরে অগ্নিতে একটী তুলার গুদামে আগুন লাগায় ১২০০৲ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যেসব তুলার গাঁট ভস্মীভূত হইয়াছে তাহা রেলী ব্রাদার্সের ঐ গুদামে রক্ষিত করা ছিল। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও জানা যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ নারায়ণ অবার গৌরাব্দ ৪৪৮

পুনর্জ্জন্ম

কর্ম্মফলবাধ্য জীব আমরা স্ব-স্ব-কর্ম্ম ফলানুসারে কখনও মনুষ্যজন্ম কখনও পশুজন্ম, কখনও বৃক্ষজন্ম, কখনও পক্ষীজন্ম লাভ করিয়া থাকি এবং যখন যে জন্ম লাভ করি সেই সেই জন্মানুসারে মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বলিয়া নিজ স্বরূপের পরিচয় দিয়া থাকি। বর্ত্তমানে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া মনুষ্যনামে পরিচিত হইতেছি এবং যে গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে পিতামাতা হইতে এই পাঞ্চভৌতিক দেহটী লাভ করিয়াছি সেই মাটিয়া পিতাকে পিতা বলিতেছি এবং ঐ মাটিয়া পিতার মাটিয়া পুত্রাভিমানে দেহকে আমি বলিয়া এই দেহের পিতাকে আমার পিতা বলিয়া আনন্দ পাইতেছি। মাটীর বিকার পিতৃদেহে যেখানে পিত্রাভিমান এবং মাটীর বিকার পুত্রদেহে যেখানে পুত্রাভিমান সেখানে পিতাপুত্রে যে মাটিয়া সম্বন্ধ বা রক্তের টান, তাহাও মাটিয়া, অস্থায়ী, ক্ষণিক ব্যতীত আর কি?

আমরা এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া নিজ্ বুদ্ধিহীনতাবশতঃ ইহার স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছি না; তাই আমাদের অসুবিধা হইতেছে। এই মনুষ্যজন্মে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নিত্য হওয়া উচিত নতুবা জীবন বৃথায় গেল। মনুষ্যজন্ম পাইয়া যদি মনুষ্যজন্মটাকেই আত্মবোধ হইল, তাহা হইলে আত্মার সন্ধান হইল কোথায়? আমি আমাকে চিনিলাম কোথায়? সুতরাং আত্মজাগরণের কথা ভুলিয়া—জীব জাগরণের কথা বিস্মৃত হইয়া যদি আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করা সত্ত্বেও এখনও দেহগহ্বরে নিদ্রিত থাকি, এখনও যদি আমাদের পুনর্জ্জন্ম বা নবজীবন-লাভ না হয় তাহা হইলে যে মাটিয়া ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা মাটিয়া-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইতেছি সেই অসতী বুদ্ধির হস্ত হইতে আমাদিগকে আর রক্ষা করিবে কে? কর্ম্মফলবশে যে জন্ম পাইয়াছি সেই জন্মের অধীনই যদি থাকিলাম তাহা হইলে কর্ম্মফলের হস্ত হইতে আমাকে বাঁচাইবে কে? যদি বাঁচিবার আশা হৃদয়ে উঁকি মারে, যদি মৃত্যুকে জয় করিবার বলবতী স্পৃহা হৃদয়ে স্থান পায় তাহা হইলে কর্ম্মাধীন জন্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিরূপজীবন হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপজীবন লাভ করা, মাটিয়া পুত্রাভিমানে মত্ত না থাকিয়া প্রকৃত নিত্য চিন্ময় পিতাকে পিতা বলিবার উপায় স্থির করা বা সেই পিতার নিত্য পুত্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য পুনর্জ্জন্ম বা নবজীবন—নিত্য জীবন বা সেবা-জীবন-যাপনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত কি না তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন।

এ জগতে পিত্রাভিমান বা পুত্রাভিমান আছে বটে কিন্তু এখানে পুত্রত্ব বা জনকত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অভিনয় ছাড়িয়া যেখানে পিতাপুত্রে অবিচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধের কথা সেইখানেই পুনর্জ্জন্মারম্ভ এবং তাহারই নাম শুক্রপৃক্ত জন্ম বা সদ্গুরুর নিকট দীক্ষালাভ। সেখানে কোন মাটিয়া কথা নাই, সেখানে পিতৃসেবাতেই পুত্রের স্বার্থ নিহিত। মনুষ্যজন্মে মনুষ্যের সেবা—মনুষ্য পিতামাতা বা মনুষ্য আত্মীয়স্বজনের সেবার লালসা বা স্পৃহা বলবতী আর যেখানে পুনর্জ্জন্ম, দৈক্ষ জন্ম বা শুক্রজীবনের প্রারম্ভ বা প্রগতি, যেখানে অনিত্যত্ব তিরস্কৃত হইয়া নিত্যত্বের ভূমিকায় অবস্থান, যেখানে বিরূপের কথা বিধ্বস্ত হইয়া স্বরূপের বিকাশ, সেখানে আমাদের পরমাত্মীয় একমাত্র সেব্য ভগবানের সেবা করিবার জন্য অপ্রতিহত সেবাস্রোত অনর্গল প্রবাহিত। মনুষ্যজন্ম অনিত্য হওয়ায় সেই অনিত্য ভূমিকায় যে প্রীতি-সংস্থাপন তাহাও অস্থায়ী। আর এই পুনর্জ্জন্মের চিন্ময়ী ভূমিকায় সেব্য, সেবক এবং সেবা এই তিনের নিত্যত্ব থাকা হেতু এই সেবা প্রগতি অপরিহৃতা—অনিবার্য্যা।

'জন্মিলে মরিতে হইবে' এই কথা অতি সত্য কিন্তু জগতে যে জন্ম তাহা জন্ম নহে, তাহা পুনর্জ্জীবন-লাভ বা নিত্যজীবন লাভ বা মৃত্যুর হস্ত হইতে চির অব্যাহতি—স্বরূপের বিরূপ অবস্থা ঘুচিয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিত্য-শুক্রপিতার নিত্য-পুত্রত্বোপলব্ধি; ইহারই নাম মৃত্যুঞ্জয় বা অসংখ্য যোনিভ্রমণ হইতে চিরনিবৃত্তি। সদ্গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা-প্রভাবে এই দিব্যজ্ঞান বা দিব্যজন্ম লাভ হয়। 'শুক্রকৃষ্ণই আমার পিতা এবং আমি তাঁহার নিত্য পুত্র বা সেবক, তাঁহার নিত্যকাল সেবাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য'—এই দিব্য জ্ঞানোদয় হইতেই মনুষ্যদেহ পরিবর্ত্তন না করিয়াই নূতন-জীবনলাভ হয়। এই জন্ম মনুষ্যজন্মের ন্যায় মায়াধীনত্বে পর্য্যবসিত হয় না পরন্তু গুরুকৃপা-সাহায্যে—তন্মুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথা-প্রভাবে ইহার রূপান্তর হয় বলিয়া—আত্মা বিরূপ ছাড়িয়া স্বরূপ লাভ করে বলিয়া এ পরিবর্ত্তনের আর পরিবর্ত্তন নাই, এ পুনর্জ্জন্মের আর পুনর্মৃত্যু নাই।

এই শুক্রজীবন বা মৃত্যুহারী পুনর্জীবন লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে চতুঃষষ্টি সাধন-ভক্ত্যঙ্গের পরম মুখ্য ও প্রথম ভক্ত্যঙ্গ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে শুনিতে পাই। পিতার পুত্র না হইলে যেমন পুত্রের পিতৃসেবা অসম্ভব সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার লাভের যে চেষ্টা তাহা বৃথা সুতরাং আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত তপস্যা, দান, যোগ, সদাচার, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমূহ এবং শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ কোনকালেই সুফল প্রসব করে না। তবে আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ আশ্রিত বা শরণাগত না হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির যে অভিনয় করি তৎপ্রভাবে সেবাধিকার-লাভোপযোগী সুকৃতি সঞ্চিত হয় মাত্র; প্রকৃত-প্রস্তাবে অধিকার হয় না। তাই ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়গ্রহণ করিবার জন্য জন্মান্তর অপেক্ষা করে, দুষ্কৃতিবিনাশক অধিকার লাভের যোগ্যতা হয় এবং সেই যোগ্যতা প্রভাবে প্রারব্ধাপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক সুকৃতি লাভ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় ঘটে। যিনি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া গুরু-পিতার পুত্রাভিমান শুরুদাসাভিমানরূপ বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরু পদাশ্রয়ে বাস করেন তাঁহারই কৃষ্ণদীক্ষা বা কৃষ্ণশিক্ষা বা পুনর্জ্জন্ম-লাভ ঘটে। আংশিক আদান প্রদানে সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ বা গুরুসেবাত্ম হওয়া যায় না—স্বতন্ত্র হইয়া নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করা যায় না। সুতরাং তাহাতে পারমার্থিক বিচ্যুতি ঘটে বা দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ ভয় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই ছিদ্রের অবকাশ পাইয়া মায়া জীবকে মোহিত করে। সুতরাং যাঁহারা নিত্যকালের জন্য বাঁচিতে চাহেন সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পুনর্জ্জন্মলাভের জন্য স্ব স্বরূপে অবস্থিত হইবার জন্য শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য করিয়া থাকেন। সেবনধর্ম্মের ক্রিয়া বা আনুগত্যই এই পুনর্জ্জন্ম-লাভের বীজ এবং ইহাই শুক্রগৃহে জন্ম বা গুরুদাসাভিমান উদয়ের বা জীব-জাগরণের চরম ও পরম কৌশল।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অনুগত ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

বারিধিবক্ষে কীর্ত্তনবন্যা

—:০:—

প্রথম দিবস

[ডাকযোগে প্রাপ্ত]

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সুপ্রসিদ্ধ প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাস অধিকারী ভক্তিমেধ্য ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী, শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীনিতাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, শ্রীরসানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীসুদর্শন ভক্ত প্রমুখ নয়জন শ্রীচৈতন্যমঠসেবকসহ "বার্ম্মিস্থান" নামক জাহাজে ব্রহ্মদেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারার্থ শুভবিজয় করেন। গত ৭ই ডিসেম্বর, শুক্রবার ১২ ঘটিকার সময় অর্ণব-পোতখানি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবকগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিল। কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রামের পাদমূল বিধৌত করিয়া নীলাম্বুধিকে সংবাদ প্রদানের জন্য সমর-গতিতে প্রবাহমানা। আজ কর্ণফুলী যেন শ্রীচৈতন্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া চৈতন্য-কিঙ্করগণকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক প্রশান্তমনে চলিতেছেন। দেখিতে দেখিতে অর্ণব-পোতখানি নীলাম্বুধিতে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। গম্ভীর, প্রশান্তগর্ভ সমুদ্রের দর্শনে অতীতের কত কথাই স্মৃতিপটে জাগরিত হইতে লাগিল। এই নীলাম্বুধির স্বচ্ছ সলিলরাশি সন্দর্শন করিয়া রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর একদিন কালিন্দী-ভ্রমে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। জড়সর্ব্বস্ব ভোগবাদের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি দুর্দ্ধর্ষ দশাননের ভোগলঙ্কা ধ্বংস করিবার জন্য—ভগবানের লক্ষ্মী-ভোগাকাঙ্ক্ষী দশমুণ্ড ও বিংশতি লোচন বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত—তাহার বিংশতি বাহুর প্রচেষ্টাকে চির চিতানলে প্রজ্বলিত করিবার জন্য রামপরাক্রমে অমিত পরাক্রমশালী বজ্রাঙ্গজী একদিন জয়রাম শব্দে এক লম্ফে শত-যোজন বারিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি তীর্থ-সমূহকে বক্ষে ধারণ করিয়া, হে নীলাম্বুধে, তুমি আনন্দিত-মনে তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতেছ। গৌরভক্ত হরিদাসের পাদপদ্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলে বলিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তোমায় মহাতীর্থ বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। হে অকূল জলধে! ভক্তগণের তুমি আনন্দপ্রদ। জানি না কোন্ শিক্ষা তব পাশে গ্রহণের তরে গৌরনিজজন তব সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন। কৃপা করিয়া তাহা এই অজ্ঞকে

জানাইয়া প্রশান্ত, গম্ভীর উদার চিত্তে নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা দাও যেন—গৌরনিজ-জনের প্রেমসেতু-বন্ধনের ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর মত সেবার অধিকার লাভে সমর্থ হই।

অর্ণবপোত দ্রুতগতিতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অকূল-সমুদ্র নভোমণ্ডলের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে যেন একটী যোজনব্যাপী বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। গভীর সুনীল জলরাশি, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধতা-ময়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি-মালা নৃত্য করিতেছে। শোভাদর্শনে মনে হয়, যেন সেই শ্যামসুন্দর-সোহাগিনীর একটী সুবিশাল মণিমুক্তাখচিত নীলাম্বরী শাড়ী বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। ক্রমে দীপ্ত দিনমণি পশ্চিম গগনে অস্তগমনোন্মুখ হইলেন। তখন মরীচিমালীর দীপ্তচ্ছটা নীলাম্বুধির উপর প্রতিভাত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। যেন নবশ্যাম-জলধরের অঙ্গদেশে দামিনীর চারুহাসির উৎস উঠিয়াছে।

— —

সুবিশাল জলধিক্রোড়ে আদিত্য-দেব ক্রমে লোকলোচনের অন্তরালে গমন করিলেন। স্বামীজী মহোদয়গণ সেবকগণকে মায়া-সিন্ধু-তারক ভুবনমঙ্গল হরিনাম-সংকীর্ত্তন করিবার জন্ম আদেশ দিলেন। শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী সুললিতকণ্ঠে মহাজন-গীতি কীর্ত্তন করিলেন। বহুলোক সংকীর্ত্তন-শ্রবণে যোগদান করিলেন। বহুক্ষণ যাবৎ মহাজনগীতি ও তারকব্রহ্ম-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের পর নেমি মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গভীর রাত্র পর্য্যন্ত শ্রীরূপ-শিক্ষা পাঠ করিলেন। পাঠের পর পুনরায় কীর্ত্তন হইল। রেঙ্গুণগামী জাহাজের বক্ষে এই প্রকার পাঠ ও কীর্ত্তন বোধ হয় এ প্রথম।

বিদায়

মা! দশমাস দশদিন গর্ভধারণ করিয়া কত না অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়াছ। আমি এই মনোরমা প্রকৃতির দিগ্‌দিগন্ত-ব্যাপী রঙ্গমালা-বিমণ্ডিত রঙ্গমঞ্চে কয়েক দিনের জন্ম জীবন-নাটকের অভিনয় করিতে পদার্পণ করিলে আমার সুকোমল মুখ-মণ্ডল দর্শন করিয়া কত না ভাবী আশার কুহকে অলীক সুখ-স্বপ্ন দেখিয়াছিলে। আমার আধ আধ বুলি তোমার কর্ণদ্বয়ে কত অমিয়ধারা বর্ষণ করিত। আমায় প্রাণাপেক্ষা কত ভালবাসিতে, আমার রোগশয্যার শিয়রে বসিয়া কত সান্ত্বনাবাণী দিয়াছ এবং আমাপেক্ষা তুমি রোগযন্ত্রণা অধিক অনুভব করিয়াছ, আমার জন্ম কত কি চিন্তা করিয়াছ। রাজার স্বরাজ্য-সিংহাসন, রম্ভা-তিলোত্তমা-বিনিন্দিতা ভার্য্যা, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য, নন্দনকানন যদি আমি আজ পাইতাম তাহা হইলে তোমার আশা কিয়দংশ পূর্ণ হইত। আরও তুমি ঐ আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্রমা আনিয়া আমার কপালে টিপ দিতে চেয়েছ; কিন্তু অসম্ভব তাহ পারনি। আমিও জানিতাম, জগতে তুমি বই আর আমার ব্যথার ব্যথী, সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী কেউ নাই; তাই কবির সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতাম—

"ভরিল না চিত্ত সর্ব্বতীর্থ যায়।
তাই মা তোমার পাশে এসেছি এবার॥"

বাল্যের কথা যখন স্মৃতিপথে তড়িতের ন্যায় চকিত হয় তখন দেখি তোমার মতন ভোগের ইন্ধন-যোগানদার আর কোথাও নাই জলে নাই, স্থলে নাই, শূন্যে নাই, মুঙ্গেরে নাই, সীতাকুণ্ডে নাই, ত্রিবেণীতে নাই, তাই তাদ্দুরে আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমার পদদ্বয়ে আশ্রয় লয়েছিলাম। কিন্তু আজ এক নূতন বাণী নূতন রাগিনীতে আমার কর্ণদ্বারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, এক মহাপুরুষের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত প্রেমময় ছবি তোমার শ্রীতিময়ী মূর্ত্তিখানাকে মলিন করিয়া দিয়াছে। তোমার এত সাধের প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিবার বল কে যেন সঞ্চার করিয়া দিয়াছে; তাই মা, আজ তোমার ঐ স্নেহময় ক্রোড় হইতে আমার বিদায় গ্রহণ।

আমার অকৃতজ্ঞতার, নিষ্ঠুরতার কারণ শোন তুমি যা চাহিয়াছ, তাহা অমিয় নয়, বিষ। আদর করিয়াছিলে, বিষ খাওয়াতে। তাই আজ জগতের চক্ষে আমি মহাপরাধী, কিন্তু আজ যে গান শুনিয়া আমি এত অকৃতজ্ঞ তাহা একবার শোন—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্॥"

"বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তন-রসে মগন না হইনু॥"

আজ আমার বিদায়ের দিন; তাই প্রিয় সখা, প্রিয়া, শ্রদ্ধাস্পদ স্বজনবর্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী আমার কাছে আগত। প্রয়োজন না থাকিলেও, অনাদিকালের সুপরিচয়, প্রণয়বন্ধন, যাহা জন্মে জন্মে সুদৃঢ় করিতে আপ্রাণচেষ্টা তাহা একেবারে সম্বন্ধহীন করিব ব'লে।

প্রিয় সখা! আজ আমি অতি নিষ্ঠুর হ'য়েছি তাই তুমি যে আমাকে এত প্রীতি কর, আমার ললিত রাগিনীর গান মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ ক'রে ভাবে আত্মহারা হ'য়ে আমাতে তোমার সকল ভালবাসা ঢেলে দাও, আমার লক্ষাধিক মুদ্রাদান-কালে প্রস্তরে নাম খোদিত ক'রে দাও পত্রিকার পৃষ্ঠে উজ্জ্বল অক্ষরে যশোগাথা মুদ্রিত ক'রে দাও এবং কুমুদ-ফুলের ন্যায় গুণ গুণ রবে জনহীন বনে, প্রান্তরেও আমার গুণগাথা গান কর তবুও তোমার কাছ হ'তে আমার বিদায়। কারণ আমারই ন্যায় ঐ যে তোমার বাল্যবন্ধু রোগশয্যায় সহায়হীন, নিঃস্ব, ক্ষীণকণ্ঠে তোমার কৃপা-কণালাভে আকুলনেত্রে তাকাইয়া আছে তুমি ত তাকে উপেক্ষা করে চ'লেছ। তা'র রূপরাশি, অর্থরাশি, সেই কোকিল-বিনিন্দিত কণ্ঠ-স্বর কালচোরা চুপ করে চুরি ক'রেছে ব'লে তুমি তোমার ভালবাসা-টুকু ডাকাতি ক'রে নিয়েছ; তোমার ও প্রীতি মাখা কথার মধ্যে যেন কি লুকান আছে। তাই আজ আমার এই বিদায়। প্রিয়ার কথা থাক্, কারণ সময় সাপেক্ষ। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, গুরুর কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে—

"গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরিব আমি
প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥"

সংসার-রঙ্গমঞ্চের বীভৎসাদি বিচিত্র প্রকারের চিত্র দেখে রাজপুত্র বিজয় বসন্তের জল্লাদের ভয়ে ভীত হইয়া যুগ-যুগান্তর-ব্যাপী তপোরত নিশাক, নিম্বংসর তপস্বীর ন্যায় তরুপল্লবের ক্রোড়ে আশ্রয়-লিপ্সা, মোহিনীর জন্য পাপাসক্ত নৃপতি চিত্রাঙ্গদের আত্মদানের পরিণতি, ঔরঙ্গ-জেবের পুত্র পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজ্যগ্রহণ, ইত্যাদি লেখার পট দেখে যখন যুগপৎ উষ্ট্রের কণ্টকচর্ব্বণের ন্যায় বিষয়কণ্টক-ভক্ষণে অত্যাসক্তির ভয়ে ভীত হইয়া অনিত্য জ্বালাময় সংসার হ'তে পলায়নের পথ অনুসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু ছিলাম তখন গিরিগহ্বর হ'তে ওঁকারের গম্ভীর ধ্বনি, তপোদীপ্ত ঋষির কঠোর তপস্যার অলৌকিক শক্তি মুগ্ধ ও স্তম্ভিত ক'রে আবদ্ধ ক'রেছিল। কিন্তু ঐ দ্বাদশবর্ষব্যাপী সলিল মাঝে সমাধিপ্রাপ্ত সাধক সৌভরী ঋষির বিষয়লিপ্সা-ধিক্কারী হরিভক্তি-কল্পলতিকার বিকশিত কুসুমগন্ধ—

হরিপদভজনেচ্ছুর্নিত্যযোগং
ধৃতিমতিমান্ বিজয়েত দুর্জ্জয়ারিম্।
শমদমনিয়মৈর্যমৈঃ স্বধর্মৈ-
র্নহি পরবান্ স্বসমাধনে সমর্থঃ॥"

গুরু ভক্ত- চরণ-রেণু
ভজন অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম সিদ্ধি
প্রেমলতিকার মূল॥

আজ গৌরপ্রণয়ী ভক্তগণের পাদ-পঙ্কজের মধুলোভী হ'তে ইচ্ছা করিতেছি তাই এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের চিরপুরাতনী বন্ধু, স্বজন, গুরুবর্গের [illegible] হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ ক'রে নিত্যানন্দসুখদ-কুঞ্জবাসীর, গৌরভক্তের নিকট করযোড়ে গাইতেছি।

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥

— শ্রীইন্দুপতি ব্রহ্মচারী

প্রচার প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বর্ত্তমানে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া টাউনে অবস্থান করিয়া উক্ত সহরের বিভিন্নস্থানে গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ২০শে অগ্রহায়ণ ৬ই জানুয়ারী স্থানীয় জমিদার বাবু রাধিকামোহন চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে স্বামীজি একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাদানকালে বলেন, আমরা যে কাল পর্য্যন্ত ভোগে প্রমত্ত থাকি সে কাল পর্য্যন্ত অধোক্ষজ বস্তু যে ভগবান্, তাঁহার বিষয় জানিতে পারি না। যখন আমরা ভোগের নশ্বরতা উপলব্ধি ক'রি তখন আমাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হয় এবং আমরা সদ্গুরু গমন ক'রি, তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে ভগবজ্-জ্ঞান দান করেন। তাঁহার কৃপা-প্রভাবে আমরা জানিতে পারি যে আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া অনাদিকাল হইতে দুঃখ ভোগ করিতেছি। যাহাকে সুখ বলিয়া বরণ করিয়াছি উহাই পরিণামে আমাকে দুঃখ দান করিয়াছে (ক্রমশঃ)

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আশ্চর্য্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রী[illegible] তন্য"

(ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত)

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অনুত্তম আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সবচীন প্রাসঙ্গিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবৃহৎ সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ২০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক-সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible]-প্রকা[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা।
প্রত্যবার	প্রতি লাইন	৷০	৶৹	৶	
	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	১৲
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	৩৲
	,, অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
	,, ১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ১৫০।

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৫৪,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৪
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-২৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

নহে, পরন্তু ভক্তের ভগবৎপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে জীবমঙ্গলের আন্তরিকী ইচ্ছা। বৈষ্ণব-প্রদত্ত বস্তুমাত্রেই প্রসাদ। এই প্রসাদ-লাভেই জীবের নিত্যা সুকৃতি অর্জ্জিত হয়। ভগবৎ-সম্বন্ধ-জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া সর্ব্বত্র ভগবৎ-সম্বন্ধোপলব্ধিক্রমে জীবগণের প্রতি যে কৃপা আর কর্ত্তাভিমানে কৃষ্ণসম্বন্ধচ্যুত হইয়া যে জীবসেবা তাঁহাতে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে জীবগণের প্রতি যে দয়া-প্রদর্শন বা কৃষ্ণ-ইচ্ছাপূরণার্থে যে ক্রিয়া সেই ভক্তির কার্য্যগুলিকে যেন আমরা স্বেন্দ্রিয়তর্পণমূলা ক্রিয়ার সহিত সমানজ্ঞান না করি। ভক্তিলাভ হইলে দয়াদি সমস্ত গুণই আপনা হইতে হৃদয়ে উদিত হয়। "যস্যাস্তি ভক্তিঃ ভগবত্যকিঞ্চনা" শ্লোকই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভক্ত রন্তিদেবেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যদি ভগবানের সেবা ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কার্য্য করেন তাহা হইলে কোন অসুবিধার কথা নাই, কিন্তু ভগবৎপাদপদ্ম-বিস্মৃত হইয়া যে কোন কার্য্যই তাঁহারা করুন না কেন, তাহা অমঙ্গলপ্রদ।

রামানন্দগৌড়ীয়মঠসেবক ও আন্ধ্র নৈরায়িক

প্রথম প্রসঙ্গ

বিগত ৬ই ভাদ্রবার রবিবার বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় "আন্ধ্র নৈয়ায়িক" শ্রীযুক্ত সুরক্ষণ্য শাস্ত্রিগারু তদীয় বন্ধুস্থানীয় ষ্টেশনমাষ্টার ও আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সহিত শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করত শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও জনৈক মঠসেবকের নিকট গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের আচার ও প্রচার বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। আন্ধ্র প্রদেশের শাস্ত্রপ্রবণ আভিজাত-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের নাম এতদ্দেশে সুপ্রসিদ্ধ। উক্ত পণ্ডিতজীর পরিপ্রশ্নের সদুত্তরাবলী "তেলেগু" ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার যথাসাধ্য বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত—জাতি বলিলে কি বুঝায়? শৌক্রধারাক্রমে যে জাতি নির্ণয় করা হয়, সে-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সমাধান কিরূপ হইবে?

মঠসেবক—"জন্" ধাতু ভাবে "ক্তি" প্রত্যয় করিয়া জাতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ভার্গবীয় মনুসংহিতা বলেন যে—জীবের জন্ম ত্রিবিধ। সেই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা ত্রিবিধ জাতি নির্ণীত হইয়া থাকে। মনুস্মৃতি-বিরোধী অপস্বার্থপর সম্প্রদায় একদেশদর্শিতাক্রমে যে জাতি নির্ণয় করেন তাহা চাবড়ার ব্যাপার মাত্র। মনু বলেন, জীবের ত্রিবিধ জন্মে—শৌক্র-জাতি, সাবিত্র-জাতি ও দৈক্ষ্যজাতির অবস্থান আছে। শৌক্রজন্মে পিতামাতার স্থূলশরীরের গৌণ আবশ্যকতা আছে, সাবিত্র-জন্মে গায়ত্রী ও আচার্য্যের এবং দৈক্ষ্যজন্মে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীমন্ত্রের বিশেষ কৃপার আবশ্যকতা আছে। ইহাই সচ্ছাস্ত্রানুগত সমগ্র সৎসম্প্রদায়ের অভিমত।

পণ্ডিত—বর্ণধর্ম্মের বিচার কিরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

মঠসেবক—অধিকার বিচার করিয়া বর্ণধর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে বর্ণধর্ম্ম কখনই সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। মানবগণের গুণমিশ্রিত ঔপাধিক স্বভাব চারি প্রকার—ব্রহ্মস্বভাব, ক্ষত্রস্বভাব, বৈশ্য-স্বভাব ও শূদ্রস্বভাব। ততৎ স্বভাবানুসারে মানবগণের তত্তদ্বর্ণ নিরূপণ করাই সৎশাস্ত্রানুমোদিত পন্থা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৮।৪১) বলেন—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥"

ঔপাধিক স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে আধারদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের কর্ম্মবিভাগ করা হইয়াছে। এই প্রকার আশ্রমধর্ম্মও মানবের অবস্থা-বিশেষের ঔপাধিক ধর্ম্ম বা তাহাকে নিরুপাধিক আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য ক্রমপন্থা-বিশেষ। ফলতঃ আত্মার নিত্যধর্ম্মযাজিগণ উক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অধীন নহেন। এজন্যই জীব-শিক্ষা-কল্পে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোক্তি—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

পণ্ডিত—আচার্য্যশঙ্কর যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা কি নিত্য নহে? যদি না হয় তবে তাহা কি?

মঠসেবক—ভগবদবতার শ্রীবুদ্ধদেব ও শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা সার্ব্বকালিক নহে এবং নিত্য জৈবধর্ম্মও নহে। উহা নৈমিত্তিক অর্থাৎ তাৎকালিক মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

ফলতঃ জীবসম্মোহনকার্য্যটী কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ করিয়া সম্পাদিত হয় মাত্র। সুতরাং শ্রীবুদ্ধদেবের অসুরমোহনকার্য্যটী নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক মাত্র। মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর লীলা মায়াবদ্ধ জীবের বোধগম্য হইতে পারে না। তৎপরে বিষ্ণুর কার্য্যসচিব শ্রীশঙ্করের অবতার-স্বরূপ আচার্য্য শঙ্কর যে সময়ে ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। তাই শ্রীহরিইচ্ছায় গুণাবতার শঙ্কর আচার্য্য শঙ্কর-রূপে ভারতে উদিত হইয়া নাস্তিক্যবাদকে আস্তিক্যবাদে ও শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করিয়াছিলেন। এই বহির্ম্মুখ-লোক-বঞ্চনা-কার্য্যটী বৌদ্ধাবতারের কার্য্যের ন্যায়ই নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক। স্বয়ং শঙ্কর পার্ব্বতী দেবীকে পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

পণ্ডিত—ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার মত কি?

মঠসেবক—আমার বা আপনার রুচি বা খেয়াল অনুসারে ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইতে পারেন না। কারণ মায়াবদ্ধজীবগণের ঔপাধিক ইন্দ্রিয়াদি সাধারণতঃ ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়ের অধীন, সুতরাং তৎসমূহের দ্বারা অচিন্ত্য অধোক্ষজতত্ত্বের অনুভব করা একান্ত অসম্ভব। এজন্যই কঠোপনিষদ্ বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অর্থাৎ পরমাত্মা বক্তৃতা, মেধা বা পাণ্ডিত্যদ্বারা লভ্য হয় না, তবে যখন জীবাত্মা ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া পরমাত্মার নিকট অকপট কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহার নিকট পরমাত্মা স্বয়ং প্রকাশতনু প্রকটিত করেন।

পণ্ডিত—আপনি কি আমাকে অনাদি কাল-চক্র হইতে বিরত থাকিবার পরামর্শ প্রদান করিতেছেন?

মঠসেবক—আপনি অধিকারী কি অনধিকারী তাহা আপনিই জানেন। সে-সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি বিবেচনা করি না। তবে "আত্মধর্ম্ম"-প্রার্থিগণের মঙ্গলপ্রসঙ্গে উপনিষদ্ ঋষিগণ যে ঘোষণা করিতেছেন—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে তেমনি সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মেও শুদ্ধভক্তি আছে সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির সমস্ত তত্ত্বকথা উদিত হইয়াছে।

পণ্ডিত—জগদ্গুরু মঠের প্রচারক আপনারা। আপনাদের আচার্য্যের প্রচারবৈশিষ্ট্য অতীব প্রশংসাই, ইহাতে সন্দেহ নাই।

মঠসেবক—তথাকথিত "আচার্য্যত্রুব"-বহুল যুগে "আমাদের আচার্য্য" "আপনাদের আচার্য্য" প্রভৃতি বলা বিশেষ আশ্চর্য্য-জনক নহে। কিন্তু প্রকৃত আচার্য্যের আচার্য্যত্ব কোন খণ্ড দেশ, কাল বা পাত্র-বিশেষে আবদ্ধ নহে। বিশেষতঃ দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মনাশক ধর্ম্মের প্রচারক কখনও আচার্য্য-পদবাচ্য নহেন। মায়া-মরীচিকা-মুগ্ধ মানবকুলকে নিঃশ্রেয়স্ বিতরণ করিবার জন্য কখন ভগবান্ স্বয়ং এবং কখনও বা তাঁহার শক্ত্যংশ বা নিজজনকে প্রেরণ করিয়া স্বপ্রণীত শুদ্ধসনাতন আত্মধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। ফলতঃ স্বয়ং ভগবান্ বা ভগবৎশক্তি ব্যতীত জগতে সনাতনধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে না। আত্মকপটিক, অসদাচার্য্য, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্যক্তিগণের দ্বারা জগতে কেবল বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ বিধায়িনী নরক-কুম্ভীনীর তাণ্ডবনৃত্য প্রচারিত হইয়া থাকে। অতএব সদ্গুরু-ভজনে মধুর তিলাঞ্জলি যেরূপ শুদ্ধদুষ্টের পরিচায়ক, তদ্রূপ বৈষ্ণবদ্বেষীর পরিচয়-জ্ঞাপকরূপে অবৈষ্ণব লোকদিগকে না জানিয়া নিজজনকে তথাকথিত গুরুগণের সহিত সমান জ্ঞান করা।

প্রচার প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

(২)

সদ্গুরু বলেন, ভগবানের দাস্যই জীবের নিত্যস্বভাব। তাঁহার দাস্য পরিত্যাগ করিয়া যখন জীব মায়ার দাস্য করে তখন কুহকিনী মায়া তাহাকে স্বর্গের প্রলোভন দিয়া প্রতারণা করে। এই প্রতারণা যে বুঝিতে না পারিয়া জন্ম-জন্মান্তর প্রতারিত হইয়া থাকে। কোন সৌভাগ্যক্রমে সাধু-সঙ্গ-লাভ হইলে আর এই প্রতারণার কথা বুঝিতে পারিয়া প্রকৃতির দাস্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবালাভের জন্য চেষ্টিত হয়।

ভগবদিচ্ছায় যেকাল পর্য্যন্ত উপলব্ধি না হয় সেকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যজন্ম হইয়াছে বলা স্বীকার করা যায় না। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই শব্দ শ্রবণের সৌভাগ্য হয় এবং শব্দ যাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে তাঁহার শ্রীনাম দর্শন করিবার সুযোগ হয়। "আমি"এই শব্দটী জানিয়া 'আমি কে', কোথা হইতে আসিয়াছি, জীবন পর কোথায় চলিয়া যাইব, ইহা যদি চিন্তনীয় না হয় তবে আমি মানুষ কিসে? তবে বুঝিতে হইবে আমি শব্দ-শ্রবণ করি নাই! ভগবান সর্ব্বত্র থাকিলেও মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না। ভগবদিচ্ছায়

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১লা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৫ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার } ২৬৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহাপ্রভুর মন্দির

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-ভূমিতে যে সুবৃহৎ ও সুরম্য মন্দিরটী নির্ম্মিত হইতেছে তাহার উচ্চতা ১০০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছে। এখনও পূর্ণোদ্যমে কার্য্য চলিতেছে। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত অসমোর্দ্ধ দর্শন-তত্ত্ব ও অপ্রাকৃত-প্রেমবাণী বিশ্বের মনীষিবৃন্দকে স্তম্ভিত করিতেছে। এই নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দির তদীয় আবির্ভাব-স্থানের গৌরব-রশ্মি রূপে জগতের জনসাধারণের দৃষ্টি সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই।

স্বাগতম্

অদ্য বঙ্গেশ্বর মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিতেছেন। আমরা প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর-বাসিগণের এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সদস্যবৃন্দের পক্ষ হইতে মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী—ভারতের অক্সফোর্ড প্রাচীন গৌড়পুর শ্রীধাম-মায়াপুরের মহিমা শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার প্রচারে আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র সুবিদিত। ভারতের—শুধু ভারতের কেন, ধরিত্রীর সর্ব্বস্থান হইতেই পরমার্থ-পিপাসু জনগণ এই স্থান দর্শনার্থ আসিয়া থাকেন। [illegible] এই 'সুপ্ত' গৌরবের উদ্ধারের দিনে উদারকরে গবর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বঙ্গের কৃতিসন্তানগণ আজ শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন, দেখিয়া আমরা পরম আনন্দিত। আমরা এই সকল মনীষিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গবর্ণর বাহাদুরের শুভাগমনোপলক্ষে মায়াপুর-চলোর ঘাট রাস্তাটী নদীয়াজেলা-বোর্ড ও শ্রীচৈতন্যমঠের অর্থে সংস্কৃত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঠের অদ্বৈত-সরণি নামক প্রশস্ত পথটী পাকা হইয়াছে। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণের চেষ্টায় নবদ্বীপের খেয়াঘাট (চলোর ঘাট) হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত পথদ্বয় অতিসুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে। পথিমধ্যে ৪ স্থানে ৪টী সুদৃশ্য তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে—চলোর ঘাটে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের নিকট, অদ্বৈত-সরণিতে ও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রবেশ দ্বারে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র পতাকা মলয়ানিলে আন্দোলিত হইয়া পরম মনোরম দৃশ্য ধারণ করিয়াছে।

পথের উভয় পার্শ্বে যে সকল সজ্জন গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্ব-স্ব গৃহ মনোরম সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছেন। শ্রীভক্তি-বিজয়-ভবন ও শ্রীমায়াপুর ডাকঘরের সম্মুখে পরম রমণীয় একটী অভ্যর্থনা-মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজপুরুষগণ রাজ্যে দুষ্ট দমন পূর্ব্বক শান্তিরক্ষা করিয়া পরমার্থপরায়ণ জনগণের ভগবৎসেবার বিঘ্ন যাহাতে কোনও প্রকারে না হইতে পারে তজ্জন্য সচেষ্ট থাকেন। সুতরাং বঙ্গেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের জন্য শ্রীধামের বৈষ্ণববৃন্দ যে মহতী চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন তদ্দর্শনে আমরা পরমানন্দিত।

প্রচার প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

দিল্লী-গৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব ভুবনশ্রেষ্ঠ মহারাজ প্রত্যহ প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে বেলা প্রায় [illegible] পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত দিল্লীর শ্রদ্ধালু জনগণের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তিনি হিন্দুস্থানী, শিখ, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী নানা শিক্ষিত পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ দিল্লী গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ রাত্রি ৭॥ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার সুমধুর ভাষা ও প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়।

আসামে

আসাম প্রদেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের দিক্‌পাল মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় বর্ত্তমানে গোয়ালপাড়ায় অবস্থান করিয়া শিক্ষিত জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল ব্যক্তি নৈমিত্তিক ধর্ম্মের আক্রমণকারী বিবেচনায় সেবাতীর্থ মহোদয়ের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই ক্রমশঃ স্ব-স্ব ভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিয়া শুদ্ধভক্তির বাণীতে আকৃষ্ট হইতেছেন। আসাম-প্রদেশস্থ সরভোগ-গৌড়ীয়-মঠরক্ষক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী মহাশয় মধ্যে মধ্যে পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে

যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে ১০টী শুদ্ধভক্তি-মঠ স্থাপিত হইয়াছে। তথাকার মঠসেবকগণ দ্বারে দ্বারে যাইয়া মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। বর্ত্তমানে ৪ জন ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ঐ প্রদেশদ্বয়ের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন বক্তৃতা, ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন প্রভৃতি দ্বারা পরমার্থ প্রচার করিতেছেন। পরমার্থতত্ত্ব-শ্রবণের এরূপ সুবর্ণসুযোগ আর কখনও এতদ্দেশবাসিগণের হয় নাই।

বালিয়াটী জমিদারের আদর্শ সেবা

ঢাকা বালিয়াটীর স্বনামধন্য স্বধামগত ভূম্যধিকারী রেবতীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায়চৌধুরী মহোদয়ত্রয় বালিয়াটিতে 'শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ' মঠের সুরম্য মন্দির, ভক্তাবাস-নির্ম্মাণ, নলকূপ, ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া মহাপ্রাণতার পরিচয় দিলেন। তাঁহাদের মহান্ আদর্শ ধনাঢ্য জনগণের লক্ষ্যের বিষয় হউক।

অঙ্কিত রহিয়াছে—সেই সুবিশাল টাইটানিকের চিত্র। কে জানিত শ্রেষ্ঠ মানবগণের সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতা, গবেষণা ক্ষণেকের তরে অতল জলধিতলে নিমজ্জিত হইবে। আবার দেখুন—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে"র চিত্র ভগবান্ বাদরায়ণির লেখনীর ঝঙ্কারে ভগবানে আহ্লাদ-বিশিষ্ট ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথা অবশ্যই আপনাদের স্মরণ আছে। অকূলে কূলদাতা শ্রীভগবানের গুণগাথা এখনও আর্য্যঋষিগণের কণ্ঠে বহির্ম্মুখ মানবের কর্ণরন্ধ্র ভেদ করিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে।

অর্ণবপোতখানি ভক্তগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গবারিধির নীলাম্বুরাশির উপর নিরন্তর প্রধাবিত হইতে লাগিল। আরোহিগণ প্রায় সকলেই নানাবিধ গ্রাম্য ক্রীড়ায় মত্ত। ভক্তগণের কেহ কেহ মালিকায় হরিনাম, কেহ কেহ শাস্ত্র অধ্যয়ন, কেহ কেহ বা গুন্ গুন্ স্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দিনমণি নয়নাভিরাম বিশাল লোহিত বপু ধারণ করিয়া জলধির নীলাবরণে আত্মগোপন করিলেন।

পুণ্যকামীর বান্ধব আদিত্যদেব কিছুক্ষণের জন্য স্বগণকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু ভক্তিকামীর ভগবান্ তাঁহার নিজজনকে কোন সময় পরিত্যাগ করেন না। তিনি অন্তরে বাহিরে প্রকটিত হইয়া নিত্য ভক্তানন্দ বর্দ্ধন করেন। কৃষ্ণবসনা সন্ধ্যারাণী তিমিরাঞ্চলে সমুদ্রবক্ষ আচ্ছাদিত করিলেন। মঠসেবকগণ স্বামিজী মহোদয়গণের আজ্ঞাক্রমে পরমানন্দে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পঞ্চতত্ত্ব-কীর্ত্তনের পর 'কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া' 'ভবার্ণবে পড়ি' মোর আকুল পরাণ' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইল। তৎপরে পূজনীয় গিরি মহারাজ মঠসেবকগণকে অনেক পরমার্থপ্রদ শিক্ষা উপদেশ দেন। পূজ্যপাদ শ্রীল নেমি মহারাজের আদেশক্রমে শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলা পাঠ করেন। ঐ দিবস জাহাজের অনেক ছোট ছোট ছেলেকে ইক্ষু, ফল প্রভৃতি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অতঃপর গুরুবর্গ বিশেষ আগ্রহে স্বামিজী মহোদয়গণের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর সুরম্য কক্ষে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহারা অধিকাংশ সময়ই মঠসেবকগণের নিকট নানাবিধ হরিকথা-প্রসঙ্গে ব্যয় করিতেন মাত্র বিশ্রাম করিবার সময় দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিশ্রাম করিতেন। জাহাজে প্যাসেঞ্জার-সংখ্যা কম ছিল। অন্যান্য মঠসেবকগণ ডেকের উপর সুপ্রশস্ত নিরাপদ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। জাহাজের প্রত্যেক কর্ম্মচারী প্রচারকগণের সহিত সদ্ব্যবহার ও সদালাপ করিতেন। এই প্রকার আলাপনে রজনী গভীর হইলে সকলেই বিশ্রাম-সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

রামানন্দগৌড়ীয়মঠসেবক ও অন্ধ্র নৈয়ায়িক

দ্বিতীয় প্রস্তাব

পণ্ডিত—আজ আপনার নিকট আসিয়া সত্য সত্যই শান্তিলাভ করিলাম। দেখুন! একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। কয়েক বৎসর হইল, আর্য্যাবর্ত্ত হইতে "হরাপাগল", রাধাস্বামী, সেবাশ্রমী প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্রদায় এই অন্ধ্রপ্রদেশে অবৈদিক-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সরল ও কোমলশ্রদ্ধ বালকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। তাহারা এই সকল কার্য্য করিতেছে কেন?

মঠসেবক—তাহা তাঁহারাই জানেন আমরা সম্প্রদায়গত বা ব্যক্তিগত সমালোচনাকে বৃথা পরচর্চ্চা বা গ্রাম্যবার্ত্তা-বোধে গ্রহণ করিয়া থাকি।

পণ্ডিত—আচ্ছা, ছেড়ে দিলাম ও কথা। আপনারা জীবে দয়া বা পরোপকার সম্বন্ধে কি বলিতে চান?

মঠসেবক—আমি আমার পরমপূজনীয় শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, দয়া দুই প্রকার। অমন্দোদয়দয়া আর মন্দোদয়-দয়া। মায়াবদ্ধজীবের দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের রসদাদি সরবরাহ করিয়া তাহার ভগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি করাই মন্দোদয়-দয়া। আর বদ্ধজীবগণের দেহ-মনোধর্ম্ম সঙ্কোচ ইচ্ছা বা রুচির প্রতিকূলে তাহাদিগকে তাহাদের স্বরূপের ধর্ম্মে বা ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করাই অমন্দোদয়-দয়া। এই অমন্দোদয় দয়া প্রভাবে বদ্ধজীবগণের তাপত্রয়ের মূল বীজ অবিদ্যা সম্যক্প্রকারে ধ্বংস হওয়ায় তাহাদিগকে আর বিরূপাভিমান গ্রাস করিতে পারে না। ফলতঃ জীবে-দয়া বলিলে জীবেদয়াই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু যে যে স্থলে জীবতত্ত্ব-নির্ণয়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থলে জীবেদয়ার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু হইয়া থাকে। সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ মন্দোদয়দয়াকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ক্ষুধিত জীবকে আহার্য্য দ্রব্য দান, তৃষিতকে জল-দান, রোগার্ত্তকে ঔষধদান, শীতার্ত্তকে বস্ত্রদান প্রভৃতি দয়া "জীবদেহে" জীববুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি হইতে নিঃসৃত। জড়-বিদ্যাদানাদি সার্ব্বিক দয়াই "মনে" জীববুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি হইতে প্রসূত। আর উক্ত দুই প্রকার দয়া হইতে অত্যন্ত সাংঘাতিক দয়াই আত্মবিনাশের মোহন মন্ত্রপ্রদানরূপ মন্দোদয় দয়া। তাই কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণ লীলার বৈশিষ্ট্য বর্ণন প্রসঙ্গে জনৈক গৌরপার্ষদপ্রবর উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

পণ্ডিত—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিমল আত্মধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব শুনিতে বাসনা করি।

মঠসেবক স্বয়ং অবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু চির অদত্ত নিজ গুপ্ত বিত্তস্বরূপ, চতুর্ব্বর্গ-ধিক্কারী শ্রীকৃষ্ণনাম প্রেমামৃতই জীবের পরম প্রয়োজন বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তদীয় উপদিষ্ট সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব এই—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবন আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই উপাসনাই নিত্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতই নির্ম্মল শব্দপ্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ। ইহাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত। এই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর, অন্য মতে আদর নাই।

পণ্ডিত—আপনি এতদ্দেশীয় "অন্ধ্র ভাগবত" পাঠ করিয়াছেন কি?

মঠসেবক ভাগবতোত্তম সদ্গুরু-সমীপে ভাগবতী দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক ভাগবতসিদ্ধান্ত-শ্রবণ এবং নিষ্কপটে হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ব্যতীত তথাকথিত লৌকিক গুরুগণের নিকট অধীত ভাগবত বিদ্যা (?) কখনই পারমার্থিক প্রয়োজন প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। শুদ্ধভাগবতের নিকট সেবোন্মুখ হৃদয়ে গ্রন্থভাগবত অধ্যয়ন না করিলে তত্ত্ব-বিরোধ ও রসাভাস-দুষ্ট সিদ্ধান্তের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার পরিবর্ত্তে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-বিমুখ দেহমনোধর্ম্মিগণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা মনোরঞ্জনের দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ মহা-অনর্থ-সংগ্রহই প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন প্রতি পদে পদে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ও তদনুবর্ত্তিগণের বিচারের প্রতি বিরোধ করিবার প্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠে। রামভক্ত 'বম্মেরা পোতনা রাজু'র ভণিতাযুক্ত অন্ধ্র ভাগবতের যেসকল সংস্করণ বর্ত্তমানে এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে মায়াবাদ মতগন্ধযুক্ত তত্ত্ববিরুদ্ধ ব্যাখ্যা ও কল্পনার প্রাচুর্য্য থাকায় উহা "আকরগ্রন্থ" ও মূল সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথগাকারে পরিণত হইয়াছে। তেলেগুভাষায় বিরচিত "বম্মেরা পোতনা রাজু"র জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, উক্ত অন্ধ্রভাগবত-রচয়িতার নির্য্যাণের পর তাঁহার পুত্র "মল্লনাগারু" স্বীয় মাতুল শ্রীনাথের এবং তাৎকালিক অন্ধ্রকবিগণের হস্তে তালপত্রে লিখিত অন্ধ্রভাগবতখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছিলেন। মল্লনাগারুর ঐরূপ কার্য্যের কারণাদি সম্বন্ধে বহুবিধ জনশ্রুতি আছে। যাহা হউক বহুদিন পরে "বম্মেরা পোতনা রাজু"র জনৈক ছাত্র বহু অনুসন্ধানের পর পূর্ব্বোক্ত পেটিকাগত কীটদষ্ট ও জীর্ণ গ্রন্থখানির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। এবং স্বয়ং উক্ত গ্রন্থের লুপ্ত অংশসমূহের পরিপূরণও করিয়াছিলেন। এইরূপে অন্ধ্রভাগবতখানি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ভাবধারায় সংক্রামিত ও পরিবর্ত্তিত হওয়ায় উহার মৌলিকতা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উক্ত গ্রন্থখানিকে মূলের অকৃত্রিম অনুবাদরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পণ্ডিত—আমিও মূল শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত (আধুনিক সংস্করণ) অন্ধ্রভাগবতের বিশেষ পার্থক্য দেখিয়াছি। তজ্জন্যই আপনার নিকট এ বিষয়ের পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলাম। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ অন্ধ্রভাগবত সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীরও এই মত। বাস্তবিকই আজ আপনার সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রেয়ঃপথের প্রতিকূলে খাঁটি সত্য-প্রচারই আপনাদের চির-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে। কৃপা করুন! সময়ান্তরে পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। নমস্কার।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সন্নিকটে এই মঠ ... শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিরাজমান। এই স্থান ... শাস্ত্রভক্তগণের ... ব্যাকরণাদি বেদান্তসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া প্রকাশ', সাপ্তাহিক ... অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি ... নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় হইতে ... হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমানুষ্ঠান ও অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-পারিপাট্যে মহামহোৎসবাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনাগারে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্র ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সংকীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক-মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগ-পীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর-লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দর পাত্র শ্রীচাঁদ-কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্ম-চারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদন মনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ কাঁদগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসাং ওর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কৃষ্ণকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণ-

নগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

..নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীগৌরেন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, (হাওড়া)

এখানে সপ্ত ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক-শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণ-জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপী-নাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিন-বিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিমোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌর-বিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপারী, পোঃ তোড়োল, জেলা গুর্গাঁও, (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

ডাকঘর সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়াপেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ।

(৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোষ্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে-৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর।

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

। শ্রীমদ্ভাগবতম্ — সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
দ্বাদশ স্কন্ধচতুষ্ক প্রত্যেক ।৶০
। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য
৮। ভজন-রহস্য
৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা ১৲
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৩। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
৬। শ্রীপ-দিগ্দর্শন ৶০
৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
১। গীতমালা ⁄১০
২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৬। শরণাগতি ⁄০
৭। গীতাবলী ⁄০
৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৯। সাধনকণ ⁄০
০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄

৪১। নবদ্বীপশতক ০
৪২। অর্থপঞ্চক ⁄০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১
৪৫। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫৭। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬০। ৫৪ স্তবম্
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্
৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ
৬৩। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ৸০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
৭০। বৈষ্ণবীজম ।০
৭১। কোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক্ টুডেঃ ⁄০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। হয়োটিক্ প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাবেন্ডেড ডিভোশন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭৯। গীতাবলী ⁄০
৮০। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধান
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

'ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার'-পর। ...একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই মাঘ, শনিবার ১৩৪১, ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৬৮-শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনায় ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার নিহত

পেশোয়ার কেণ্টনমেণ্ট বোর্ডের বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এম জি ম্যাসন ও মিসেস ম্যাসন সপ্তাহ শেষে মোটরযোগে নওশেরা বেড়াইতে যান। পথিমধ্যে পেশোয়ার-নওশেরা রাস্তার উপর পারপিয়া গ্রামের নিকট তাহাদের ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। ফলে মিঃ ম্যাসন তৎক্ষণাৎ নিহত হন এবং মিসেস ম্যাসন পায়ে এবং তলপেটে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, মিসেস ম্যাসন প্রভৃতিকে অন্য একখানা মোটরযোগে নওশেরার বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথায় তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, পারপিয়া রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংএর নিকট অপর একখানা মোটরকে অতিক্রম করার অভিপ্রায়ে, ভারপ্রাপ্ত মোটরচালক অতিরিক্ত দ্রুত মোটর চালনা করে। ফলে মোটরখানার একটি বৃক্ষের সহিত ধাক্কা লাগে। মোটরখানা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং মোটর-চালক সামান্যরূপ আহত হয়।

অদ্ভুত চুরির কাহিনী

ডোমজুর থানার অন্তর্গত কোনও গ্রামের ননীলাল পাল পুলিশের নিকট একটী অদ্ভুত চুরির কাহিনী বর্ণনা করে। সে বলে যে, রাত্রিতে সে তাহার বিছানায় শুইয়াছিল, হঠাৎ জাগিয়া দেখে একজন লোক তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার মুখ ঢাকা ছিল এবং সে তাহাকে [illegible] নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ফলে, তাহার শরীরের নানাস্থানে ভীষণ জখম হয়। আর একজন লোক তাহার স্ত্রীকে ধরিয়া তাহাকেও মারিতে থাকে। অবশেষে বাক্স ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও গহনা লইয়া প্রস্থান করে।

নিষেধাজ্ঞা জারী

নোয়াখালীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সং ফৌঃ আইনের ২ (ক) ধারা অনুসারে ৮ জন যুবককে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তাহাদের স্ব-স্ব অভিভাবকের বাড়ীতে আটক থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। আদেশে বলা হইয়াছে যে, তাহারা বৈপ্লবিক সংঘের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। বিপ্লবীদের প্রভাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। বালকদিগকে তাহাদের অভিভাবকসহ ঐ আদেশ গ্রহণের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইতে বলা হইয়াছে।

নববর্ষের উপাধি তালিকা ক্ষুদ্র হইল কেন?

নববর্ষে রাজা তাঁহার বিশ্বস্ত অনুরক্তদের মধ্যে উপাধি ও সম্মান বিতরণ করেন। এই প্রথা অনুসারে এই বৎসরও তিনি কয়েক-জনকে উপাধিদানে তুষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এই বারের উপাধি তালিকাটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে। রাজনৈতিক মহল সমূহের বিশ্বাস যে, আগামী মে মাসে রৌপ্য জুবিলী উৎসবের সময় রাজা তাঁহার মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে আরও উদার হস্তে উপাধি বিতরণ করিবেন।

খানাতল্লাস

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্টের বলে গোয়েন্দা পুলিশ কর্ম্মচারী একদল পুলিশ লইয়া ১৩ই জানুয়ারী নোয়াখালি সহরের একজন দোকানদারের বাড়ীতে হানা দেয়। প্রকাশ তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ও বাজেয়াপ্ত পুস্তিকার সন্ধানে ঐ বাড়ী খানাতল্লাসী করে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই কিংবা কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ঐ দোকানদারের বাড়ী চট্টগ্রামের পটিয়া থানায়।

নিমজ্জমান তরণী উদ্ধার

বোম্বাই হইতে পাঁচ মাইল দূরে প্রাঙ্গ বাতিঘরের নিকট দুইটি শিশুসহ নয়জন আরোহী লইয়া একখানা 'ধো' নৌকা জলমগ্ন হইতেছিল, বোম্বাই সিটী পুলিশের সময় মত সাহায্যদানের ফলে তাহারা রক্ষা পাইয়াছে। বিলাতী ডাকজাহাজ আসার পূর্ব্বে পুলিশের 'লঞ্চ' ব্যালার্ড পায়ারে অপেক্ষা করিতেছিল। তথা হইতে তাহারা এক-খানা জেলে নৌকায় বিপদ সঙ্কেত লক্ষ্য করে এবং প্রাঙ্গ বাতিঘরের নিকটে কি ঘটিতেছে দেখিতে পায়। ইন্সপেক্টর ওয়াটকিন্স-এর আদেশে পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লঞ্চসহ গমন করে এবং নয়জন আরোহী সহ "ধো" খানাকে ক্রমশঃ জলমগ্ন হইতে দেখে। ঐ নৌকায় জেলেরা [illegible] নিমিত্ত কতকগুলি তিল লইয়া ছিল। বিপন্ন নৌচালকগণ নিমজ্জমান নৌকাখানি চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় পুলিশের 'লঞ্চ' তথায় উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ দড় করাইয়া পুলিশ কর্ম্ম-চারিগণ আরোহীদিগকে লঞ্চে উঠিতে বলেন আরোহীগণ উঠিতে স্বীকৃত না হইলে লঞ্চখানি ধোর পাশাপাশি লাগাইয়া উহা নিরাপদে তীরে ব্যালার্ড বন্দরে টানিয়া আনা হয়।

বাঙ্গলা হইতে পাট রপ্তানি

সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলা দেশ হইতে মোট ৮৯১৭৭৮ বেল কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা বন্দর হইতে ৪৭৮৯৩৫ বেল এবং চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ২০৮৪৩ বেল রপ্তানী হইয়াছে। বিগত ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে মোট ৪০০৭৪ বেল এবং ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ৪৫৮০২৪ বেল কাঁচা পাট রপ্তানি হইয়াছিল।

দুর্দ্দান্ত পলাতক ডাকাত

মীরাটবাসী পলাতক পটু ওরফে শ্যামসিং তাহার নিজগ্রাম দোলাতে আসিয়া একদিনে ৩টি ডাকাতি করিয়াছে। একটি ডাকাতি সম্পর্কে সে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মহাবীর সিংহের ভ্রাতা ও একজন স্বর্ণকারকে গুলী করিয়া হত্যা করে এবং অপর এক ব্যক্তিকে আহত করে।

শীতে জমিয়া তিনজনের মৃত্যু

ডেরা ইসমাইল খানে একজন এবং বান্নুতে দুইজন ট্রাফিক কনেষ্টবল ১৪ই জানুয়ারি শীতে জমিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। লাহোরে ও প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। সকালে এখানে ঘাস ও গাছের পাতার উপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু বরফ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তাপের পরিমাণ ফ্রিজিং পয়েণ্ট (যে অবস্থায় জল জমিয়া বরফ হয়) হইতেও এক ডিগ্রী নীচে নামিয়াছে।

সমগ্র উত্তর পশ্চিম ভারতেই প্রচণ্ড শীত অনুভূত হইতেছে। উত্তাপের পরিমাণ অনেকস্থলেই স্বাভাবিক অপেক্ষা দশ হইতে পনেরো ডিগ্রি পর্য্যন্ত নীচে নামিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ নারায়ণ অবাম ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৮

শ্রীশালগ্রাম

অনেক গ্রাম হিন্দুগণ অনেকে শ্রীশালগ্রামের সেবা করিয়া থাকেন কিন্তু বিষ্ণুবিগ্রহ শ্রীশালগ্রামের স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে সেবাদ্বারা তাঁহার সন্তোষবিধান করা যায় না বলিয়া আমরা আজ এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। শ্রীশালগ্রামে ভগবদারোপ করিতে হইবে না। কারণ এই অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীশালগ্রাম সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীভগবান নিত্যকাল গোলোকবৃন্দাবনে নিত্য স্বরূপে বিরাজমান। প্রপঞ্চে প্রকটকালে তিনি স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং অপ্রকট-কালে অর্চ্চামূর্তিতে প্রপঞ্চে নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীভগবানের স্বীয় নিত্য স্বরূপে প্রকট-বিগ্রহে ও অর্চ্চামূর্ত্তিতে কোনও ভেদ নাই, তবে লীলাগত বিচিত্রতা আছে। সেই অর্চ্চামূর্তি অষ্টবিধ—"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা।" অর্চ্চামূর্ত্তি যে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহার অসংখ্য প্রমাণ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-বর্ণনে বলিয়াছেন—

"বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে স্বর্ণ সদন।
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন॥
তাতে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥"

অন্যত্র ঐ গ্রন্থে উক্ত বিপ্রের গ্রন্থে যখন ছোটবিপ্র সাক্ষীস্বরূপ শ্রীভগবানকে আনিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন তখন শ্রীমূর্ত্তি ও বিপ্রের কথোপকথনে—

"প্রতিমা-স্বরূপে তাহা যাইতে নারিব।
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্বলোক শুনে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী?
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য করণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৫ম অধ্যায়)

পরে সেই মূর্ত্তিই শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে আসিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন এবং সাক্ষীগোপাল নামে বিখ্যাত হইলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন-কালে তত্ত্ববাদিগণের সহিত সাধ্য ও সাধন-নির্ণয়ের উত্তর দিয়াছিলেন "সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়। সত্যবিগ্রহ করি' ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥" এ সকল দেখিয়াও অবৈষ্ণব আসুরস্বভাববিশিষ্ট লোকেরা বুঝে না। অর্চ্চা মূর্ত্তিকে জড়জাত প্রস্তর মনে করিলে মহাপাপ হয়। বিষ্ণুকলেবর-নিন্দুক পাষণ্ডী, অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য—একথা শ্রীভগবানই শ্রীগৌরসুন্দররূপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে বলিয়াছেন,

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
শ্রীবিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যেবা মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই—হয় যমদণ্ডী॥

(চৈঃ চঃ)

সৎশাস্ত্র ও গোস্বামিশাস্ত্র না পড়িলে অসৎ ও কল্পিতশাস্ত্র পড়িয়া নানা প্রকার লৌকিক মতের উদয় হয়। সুতরাং বৈষ্ণবগণের ন্যায় অর্চ্চামূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু জানিয়া তৎসেবায় নিযুক্ত ও কৃতকৃতার্থ হওয়াই উচিত।

মিতভুক্ কে?

অধিক বা ন্যূন এই দুই অবস্থা না হইলে তাহাকে পরিমিত বলে। সজ্জন পরিমিত ভোজন করেন। যিনি অধিক বা ন্যূন ভোজন [illegible] তিনি বৈষ্ণব হইতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বস্তু অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে সজ্জনের লোভ হয়। সজ্জন কখনও অমেধ্য দ্রব্য গ্রহণ করেন না, হঠযোগীর ন্যায় প্রসাদগ্রহণে বিরত হন না। তিনি কৃষ্ণ-প্রসাদের নিত্যভোগী।

প্রসাদ-সেবায় অমিতভোজন নাই। স্থূল শরীর মনের দ্বারা যে ভোজন গৃহীত হয় তাহা অনিত্য। দেহের দ্বারা শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার করিয়া যে ভোজনাদি হয় তাহা গ্রহণ করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। সজ্জনের নিত্য স্বভাবে মিতভোজন একটী বিশেষ পরিচয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, অত্যন্ত আসক্ত, অধিক ভোক্তা এবং ভোজনবিরত বিরক্ত উভয় অবস্থাই বৈষ্ণবের আদরণীয় নহে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ। শুষ্ক-বৈরাগ্য যাহাকে ফল্গু ও জ্ঞানী বলে তাহারা মিতভোজী নহে। শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী প্রভু বলেন—"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি।"

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

মিতভোজী ও উদরের ক্লেশ [illegible] সজ্জনের সেবন করা কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে তিনি [illegible] পারেন না। অত্যন্ত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা অধিক আহার করেন অথবা প্রতিষ্ঠার তাড়নায় নিজ প্রয়োজনীয় প্রসাদ-প্রাপ্তিতেও বঞ্চিত হন তাঁহারাও সজ্জন হইতে পারেন না। পশুভোজন, মৎস্যকূর্ম্মাদি-ভোজনকারীকে মিতভোজী বলা যায় না। গোস্বামিগণ অহিফেন ও ধূম্রপানাদি করেন না। গোদাস অসজ্জনগণের তাহাই স্বভাব।

সরস্বতী-মাহাত্ম্য

(১)

জয় জয় প্রভুপাদ, অভিন্ন-নিতাইচাঁদ,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।
বিশ্বহিতে অবতরি' আচার প্রচার করি'
শিখাইলে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি॥

(২)

আমি ত' অধম জন, বন্দি তব শ্রীচরণ,
তব কৃপা শিরেতে ধরিবা
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, পারি যেন বর্ণিবারে
তোমার অমন্দোদয়-দয়া॥

(৩)

মদন-মোহন যিনি, সম্বন্ধাধিদেব তিনি,
শ্রীগোবিন্দ অভিধেয়-দেব।
প্রয়োজন-দেব ধন শিক্ষা দিলে সর্ব্বক্ষণ,
ব্রজের গোপীজনবল্লভ॥

(৪)

দশ অপরাধ ত্যজি' বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মজি'
করিবারে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন হৈলে, নববিধা ভক্তি মিলে,
শিখাইলে ওহে মহাজন॥

(৫)

কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন, বিদ্যাবধূর জীবন,
লভে জীব নামের প্রভাবে।
ভক্তিসিদ্ধান্ত বলে, জড়বিদ্যা যায় চলে,
প্রচারিলে তুমি উচ্চরবে॥

(৬)

নানাবিধ মতবাদে, ছেয়েছিল বিশ্ব যবে,
তুমি প্রভু হইয়া উদয়।
প্রচারিলে মহাশয়, ভাগবত-সম্প্রদায়,
বৈষ্ণব-বৈশিষ্ট্য যাহা হয়॥

(৭)

পঞ্চরাত্র-মতোচিত, বিষ্ণুভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব,
প্রচার করিলে বিশ্বমাঝে।
কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি, যত সব মিছাভক্তি
দূর কৈলে সিদ্ধান্ত-প্রভাবে॥

(৮)

ত্রয়োদশ সম্প্রদায়, অসতের সমাশ্রয়,
সদা তা'রা অসিদ্ধান্তে রত।
ত্যজিয়া দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে, জানাইলে জীবগণে,
সৎসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত॥

(১০)

আম্নায়-শ্রুতি শ্রীমুখে, নির্জ্জন ভজন হৈলে
নাহি মিলে ভক্তি মহাধন।
আচার প্রচার করি' কৃষ্ণনাম উচ্চ করি'
শিখাইলে সাধন ভজন॥

(৯)

সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া, নিজজনে আজ্ঞা দিয়া,
পাঠাইয়া প্রতি দ্বারে দ্বারে।
বিষয়-মদান্ধ জনে, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণে,
করাইলে ধনী সবাকারে॥

(১১)

শুদ্ধপ্রচারক যাঁরা, চাহে না প্রতিষ্ঠা তাঁ'রা
চাহে মাত্র রাধার চরণ।
রাধার চরণ-ধন সেবে তাঁরা সর্ব্বক্ষণ
অনুসরি' আচার্য্য-চরণ॥

(১২)

কপট ভজন ছাড়ি' গুরুপদাশ্রয় করি'
করাইতে কৃষ্ণের ভজন।
অপক্কের নির্জ্জনতা' সব হয় কপটতা
শিক্ষা দিলে ওহে মহাজন॥

(১৩)

ঈশ্বরেতে জীবজ্ঞান, জীবেতে ঈশ্বর-ধ্যান,
আরোপিতে যে পাপিষ্ঠ জন।
নাহি পায় কৃষ্ণভক্তি, মায়াতে কঠিন মতি,
চৌরাশীতে করয়ে গমন॥

(১৪)

অপ্রাকৃত বস্তু যাহা, প্রাকৃত নহে যে তাহা,
চিদানন্দ-স্বরূপ তাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণের কলেবরে, যে প্রাকৃত-বুদ্ধি করে,
নরকেতে মজে অনিবার॥

(১৫)

গুরুতে মর্ত্ত্যজ্ঞান, করে যেই অভাজন,
কোটী জন্মে নাহিক নিস্তার।
বিমুখিনী মায়া তা'রে
ত্রিতাপেতে জারি' মারে
ভববন্ধ নাহি ঘুচে তার॥

(১৬)

অচিন্ত্য অগম্য যাহা, ভেদাভেদ-তত্ত্ব তাহা,
শিক্ষা দেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
সম, ঊর্দ্ধ নাহি তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বসার,
শিক্ষা দিলে তুমি অবতরি'॥

(১৭)

সেব্য সেবক সেবা, সেবোপকরণ যাহা,
অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করিয়া।
জানাইলে মহাজন, ভেদাভেদ-তত্ত্বজ্ঞান,
জীবে পূর্ণ কৃপা বিতরিয়া॥

(১৮)

গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
চিদানন্দ-রসের বিগ্রহ।
সেবোন্মুখী জিহ্বা যাঁর কৃষ্ণনাম স্ফুরে তাঁ'র,
ঘুচে যায় ভবমায়া মোহ

(১৯)

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া, বিচার করিলে হিয়া,
অসতের সঙ্গ নাহি হয়।
কৃষ্ণের অভক্ত জনে, সঙ্গ না করিবে মনে,
শিক্ষা দিলে হইয়া সদয়॥

(২০)

সাধনে প্রবিষ্ট যারা, শ্রীসঙ্গীর সঙ্গ তা'রা,
অসৎ-জ্ঞানে কভু না করিবে।
স্বপ্নেও যে চিন্তা করে, মায়াদেবী কেশে ধ'রে
ভবকূপে ডারিয়া মারিবে॥

(২১)

এই দুই সঙ্গ ত্যজি' শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মজি'
সিদ্ধান্তেতে না করে অলস।
সেই জন কৃষ্ণ পায়, মায়ামোহ ছিন্ন হয়,
জানাইলে দিয়া ভক্তিরস॥

(২২)

শিক্ষা দিলে সবাকারে, খুঁজিতে অনর্থেরে,
চতুর্বিধ সাধনপদ্ধতি।
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা করি' ভজে যেই গৌরহরি,
তাঁ'র হয় অনর্থনিবৃত্তি॥

(২৩)

শ্রীনামেতে শব্দজ্ঞান, করি' বদ্ধজীবগণ,
জাতিবুদ্ধি করে বৈষ্ণবেরে।
শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতে, জলবুদ্ধি যার চিতে,
যমরাজ দণ্ড দেন তা'রে॥

(২৪)

শ্রীমহাপ্রসাদ ধন, শুনিয়া যে সর্ব্বক্ষণ,
প্রসাদেতে ভোগবুদ্ধি করে।
প্রতিজন্মে সেই জন, কষ্ট পায় অকারণ,
অধম যোনিতে ডুবি' মরে॥

(ক্রমশঃ)

অসদ্‌বন্ধুই ঘাতক

(আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

ইহজগতে আমরা প্রায় সকলেই আত্মবিত্তর সৎ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিমান করি। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কে সৎ, কে অসৎ তাহা যথাযথভাবে নির্ণয় করিতে অনেকেই অসমর্থ। প্রাণিমাত্রেই দুঃখের প্রত্যাশা করে না। সকলেই সুখ-পিপাসু হইয়া যাহা সুখপ্রদ তাহাই চাহেন। সুখের আশায় আমরা এক এক বার এক এক জনের পশ্চাতে প্রধাবিত হই আর মনে করি এইটীই বুঝি ভাল, ইহার পদানুসরণ করিলে আমাদের ভাল হইবে। যাহার নিকট যাহা নাই, তাহার নিকট সেই বস্তুর প্রত্যাশা কি-প্রকারে পূর্ণ হইতে পারে?

দুই দিবস সংবাদপত্রে দুইটী সত্য ঘটনা পাঠ করিয়া, ঐহিক ও পারমার্থিক বন্ধু নির্ব্বাচনে ভ্রম উপস্থিত হইলে অবশেষে কি-প্রকার আসন্ন বিপদের কবলে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় তাহার ফল যুগপৎ হৃদয়ে উপস্থিত হইল। নিসর্গরাজ্যে যত-প্রকার ঘটনা সংঘটিত হয় তাহার প্রত্যেকটী অন্ততঃ মানবজাতির সতর্কতাবলম্বনের উপায়। সৎকর্ম্মের ফল পুরস্কার আর অসৎকর্ম্মের ফল তিরস্কার; ইহা জগতের নিত্য স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা।

একদিবস দেখিলাম, কোন যুবক তদীয় বন্ধুকর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া সাময়িক-উত্তেজনা-বশে নরহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, পরে রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়া গুরুপাপে গুরুদণ্ডের ভয়ে ভীত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"আমি অন্যের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া এই বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, আমি এখন আক্রান্ত ব্যক্তির পায়ে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি।" ইনি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, তাঁহার বন্ধু-নির্ব্বাচন-কার্য্যে বহুপ্রকার ভ্রম প্রবিষ্ট হইয়াছিল; যেহেতু অসদ্‌বন্ধুই প্রকারান্তরে বাস্তবিক ঘাতক হইলেন।

আর এক দিবস দেখিলাম,—কতক-গুলি লোক একত্রিত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য কোন গ্রামে জনৈক ধনাঢ্যের গৃহে প্রবেশ করিল। সাড়া পাইয়া গৃহের মালিক দস্যুদিগকে বাধা দিতে থাকিলে, ধস্তাধস্তির ফলে একটী দস্যু আহত হইল। সেই আহত দস্যুটী উচ্চরবে চীৎকার করিয়া সঙ্গী বন্ধুগণকে ডাকিল—"ভাই সব, আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে"। চীৎকার শুনিয়া গ্রামবাসিগণ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে দস্যুদল আহত দস্যুটীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল; কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে ঐ আহত দস্যুটীকে কোন শ্মশানে লইয়া যাইয়া তাহার দেহটী তথায় রাখিয়া মুণ্ডটী লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। ঐ আহত দস্যুটীকে হত্যা করিবার সময়ে সে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে যে, সে এতদিন যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া কায়মনোপ্রাণে বিশ্বাস করিত তাহারা নিতান্ত অসৎ।

এই দুইটী সাময়িক প্রত্যক্ষীভূত ঘটনা দ্বারা যেরূপ ইহজগতের বন্ধুনির্ব্বাচনে সতর্কতাবলম্বনের উপায় আবিষ্কৃত হয়, সেই প্রকার পরজগতের ধর্ম্মের বন্ধু-নির্ব্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচকগণ মনে করেন। ইহ জগতের বন্ধু নির্ব্বাচন-বিভ্রাটে একটী জীবন বিপন্ন হয়; আর ধর্ম্ম সহচর নির্ব্বাচন-বিভ্রাটে অনন্ত জীবন অনন্ত বিপদের কবলে নিপতিত হয়। যদিও বন্ধু-বন্ধুত্বায় আমরা সম্যগ্ বুঝিতে পারি না তথাপি অবিশ্বাসযোগ্যও নহে; কারণ তাহার অসংখ্য প্রমাণ আমরা সাধুমুখে ও শাস্ত্র-বাণীতে দেখিতে পাইব এবং ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান শুদ্ধ হইলে সবই অধোক্ষজ-জ্ঞান-নেত্রে ধরা পড়িবে।

অধুনা কলির প্রাবল্যে ঐ প্রকার দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা প্রভৃতি মহাপাপকার্য্য যেরূপ তরুণ ও তরুণীগণের মধ্যে অনেকটা সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে, এবং তৎফলে বিশেষ প্রভূত ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই প্রকার শুদ্ধভক্ত-বিদ্বেষ-কার্য্যটীও যেন কতকগুলি লোকের একটা কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক ব্যক্তি অপ্রাসঙ্গিক-ভাবেও শুদ্ধভক্তিনাশের চেষ্টা দেখাইয়া উট আর ইঁদুরের স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন এবং ভক্তের বেশে ভক্তির ভাণ করিয়াও রাবণের সীতাহরণ নীতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন।

জাতি-গোস্বামী ও গৌরনাগরীগণ ম্যাজিকলণ্ঠনের সাহায্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তির বাস্তব-সত্য আবৃত করিবার জন্য উদ্ধবধে চেষ্টা করিতেছে। তৎফলে অনেকেই অসুবিধায় পতিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া মনে পড়ে তুলসীদাসের কথা—"ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা।" বুদ্ধিমান্-ব্রুবসম্প্রদায় মনে করেন যে, মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম দরিদ্র বা নিরক্ষর লোকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। কারণ তাহারা ভোগের উপকরণ জুটাইতে পারে না বলিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে বাধ্য। আর আমরা পৈতৃক ধনের মালিক বা ভাগ্যের বরে উপার্জ্জনক্ষম, আমরা আবার শুদ্ধভক্তির কথা শুনিয়া ভোগের অসুবিধা আনয়ন করিব কেন? মদ, গাঁজা, চা, চুরুট প্রভৃতির আস্বাদন-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যদি ধর্ম্মের বন্ধু পাই, তাহা হইলে তাহার পায়ে নিজেকে বিকাইয়া দিব। অনাচার ব্যভিচারও চলিবে, আবার ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বদরবারে একটা উচ্চ আসনও পাইব। একে তো ধনীর ঘরে লেখাপড়া শিখিয়াছি, তার উপর যদি সাধুবেষের একটা প্রলেপ থাকে তাহা হইলে আর কি চাই? একেবারে সোনায় সোহাগা!

ধনিন্! তুমি যে তোমার কিছু আছে বলিয়া অভিমানে অন্ধ হইয়া নিঃস্ব-দরিদ্র-বেশী সাধুকে অবহেলা করিতেছ তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। যদি তুমি আত্মমঙ্গল চাহ তাহা হইলে জানা উচিত, পারমার্থিক-জগতে প্রাকৃতদর্শনে দরিদ্র যাঁহারা, তাঁহারা দরিদ্র ধনাঢ্যের বহু উচ্চ সোপানে আরূঢ়। তুমি তোমার ধর্ম্মবিগর্হিত স্বভাব বজায় রাখিবার জন্য যাহাদিগকে ধর্ম্মের বন্ধু বা পরামর্শদাতা মন্ত্রী মনে করিতেছ, সে কখনও সৎপরামর্শদাতা নহে, অধর্ম্ম—সহচর, ধনীর চাটুকার, শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির ঘাতক। তুমি ইহাদিগকে বন্ধু মনে করিয়া যতই ইহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইবে ততই নিজে বিপন্ন হইবে।

শুদ্ধভক্তবিদ্বেষী, শুদ্ধভক্তিবিরোধী প্রভৃতি কর্ম্ম ও বৈষ্ণবেতর-সম্প্রদায় চিরকালই জীবের অকল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। তাহারা পরমার্থের বন্ধুর সাজে সাজিয়া। উহারা জীবের পারমার্থিক স্বার্থ নিষ্কণ্টক পাইবার উহা গ্রাস করে। ইহাদিগের সাহচর্য্যে জীব এত বড় অপরাধী হয় যে, ফলে সংসাররূপ কারা প্রাচীরের জীবের অনন্তকাল বাস হয়। কৃষ্ণ-বিদ্বেষী হওয়ায় কাহারো বা সাযুজ্য নামক আত্মবিনাশরূপ শাস্তি পর্য্যন্ত লাভ হয়।

"কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহায় করিবে ভিন
ইহারাও অসদ্‌বন্ধু ঘাতক।"

(শ্রীল ঠাকুর মহাশয়)

"জ্ঞান-কর্ম্ম ঠগ্ দুই মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে"।

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

"যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজকধ্যানী
ইহ সব দূরে পরিহরি'।

(শ্রীল ঠাকুর মহাশয়)

লোক-দেখানো গোরা-ভজা তিলক-
মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি"

—প্রেমবিবর্ত্ত

"আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥"

—শ্রীল প্রভুপাদ

চঙ্গবিলা অসৎ ও বন্ধুঘাতক। স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্তগণ অসৎ ও বন্ধু-ঘাতক। শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তি আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতাবিধায়িনী; তাহাতে বাধা প্রদানকারী দেহেন্দ্রিয়াদি ও রিপুবর্গই সর্ব্বপ্রধান অসদ্‌বন্ধু ও ঘাতক।

বাহিরের বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করিবার পরামর্শদাতা আমার দুষ্ট মন। এই দুষ্ট মন ইন্দ্রিয়ের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে, ইহারা আমাকে অশান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করায়। এই দুষ্ট মনই ইন্দ্রিয়গণের সম্ভোগ-বাদে আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় থাকিয়া আমাকে মহাবিপজ্জালে ফেলিতেছে। সুতরাং আমার এই মনই সকল অমঙ্গলের হেতু। এই মনন-ক্রিয়া হইতে ত্রাণ লাভ না করা পর্য্যন্ত আমার সংসার আন্দামানবাসের অবসান হইবে না। মনকে নির্যাতন করা বা প্রশ্রয় দেওয়া অথবা বিনাশ করা—কোনটীই মনের ত্রাণের পন্থা নহে। একমাত্র পরম-সত্য-সেবী পরম সাধুর শ্রীচরণে শরণাগতি দ্বারা বৈকুণ্ঠমননকারেই মন ত্রাণ লাভ করিয়া অসদ্‌বন্ধুরূপ ঘাতকের কবল হইতে নিষ্কৃতি পায়।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[দৈন্য-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের রূপা যেরূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি॥

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশ.	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৬৪ R. P. ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	কাঁইছন বিবি দিং	১৮৲	৮।৩।৩৫	বার্ষিক মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা চটলী	৩১৯ খতিয়ান	.৬৮	২।০	আর পালচৌ
১৬৬ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	সূর্য্যকান্ত ঘোষ	৩০৮/৩	৮।৩।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজা ভেতরিয়া	১৫৬ খতিয়ান	০-৩৭ শতাংশ	৬৷৵৩	
১৮৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	হরিধন ভট্টাচার্য্য	১১৮৵৩	৮।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা ঐ মৌজা আমঘাটা	৩১৫ খতিয়ান	১-৮৩শঃ	নিষ্কর	ঐ
২৩২ R. P. ৩৪।৩৫			অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য	১২॥৵৩	৮।৩।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা সুবর্ণবিহার	১৪৫০ খতিয়ান	১-৯৩শঃ	৸০	
২৩০ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	হরিধন ভট্টাচার্য্য	৫১/৯	৮।৩।৩৫	ঐ	ঐ	১২০৮ খতিয়ান	২৬০৫শঃ	৫৷/৩ সেস্	ঐ
৬১ N, R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায়	২৮৵৩	১১।৩।৩৫	ঐ	থানা জীবননগর মৌজা উমাপুর	৭২৯ খতিয়ান	১·৭৫		গৌরীশ রায় বাহ
৯৪ N, R, ৩৪।৩৫			সতীশচন্দ্র ঘোষ গং	৭।৭।৩	১১।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা বানপুর থানা জীবননগর মৌজা উমাপুর	৩৭৯।৩৬৫ খতিয়ান	২-১৪	১০৸৵০	

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—একমাত্র দেশের একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৭ই মাঘ, সোমবার ১৩৪১, ২১শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৬৯শ সংখ্যা

সার আব্দুল্লা সার ওয়ার্দ্দি

কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

সার আব্দুল্লা সারওয়ার্দ্দি এম্ এল্ এ, ব্যারিষ্টার য্যাট ল, এল এল ডি, পি এইচ ডি, ডি, লিট মহোদয় গত ১৩ই জানুয়ারী রবিবার বেলা ১১টা ৮৫ মিনিটের সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আরবিক ভাষায় বড় পণ্ডিত ছিলেন। তজ্জন্য পারস্যের পরলোক গত সার মুজাফার উদ্দিন তাঁহাকে ইফ্তি খাঁরউল, মিল্লাট (সম্প্রদায়ের গৌরব) এই সম্মান সূচক উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

গত ১৬ই জানুয়ারী বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

"সার আবদুল্লা সুরওয়ার্দ্দির আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুর জন্য কর্পোরেশন সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সার আবদুল্লার পরলোকগমনে বঙ্গজননীর একটি সুসন্তান—একজন প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিত এবং সমাজের একজন বিখ্যাত লোককে আমরা হারাইয়াছি। সভাস্থ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রস্তাবের নকল লেডী সুরওয়ার্দ্দি এবং শোকার্ত্ত পরিবারের অন্যান্য লোকদিগের নিকট পাঠান হইয়াছে।

প্রস্তাব প্রসঙ্গে কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার নিম্নলিখিত মর্ম্মে বক্তৃতা দিয়াছেন—

সার আবদুল্লার পাণ্ডিত্য গভীর ছিল এবং তিনি 'উদার' মতের লোক ছিলেন। তিনি শিক্ষাদাতা, ব্যবহারাজীবী ও আইন রচয়িতারূপে অত্যন্ত গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ছিল। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য বিস্মৃত হইবার নহে। তিনি সকল সম্প্রদায়ের ও সকল স্থানের প্রীতি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঐ সকল গুণের সহিত তাঁহার সমুদার নম্রতা ও সারল্য ছিল। ১৯১২ অব্দ হইতে আমি তাঁহাকে জানিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে দাবী করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম সুতরাং তাঁহার মৃত্যু আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছি। সার আবদুল্লা সুরওয়ার্দ্দির রচনাবলী, তাঁহার রাজনীতিক ও ব্যবস্থাপক কার্য্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রেণী ও সম্প্রদায় অভেদে তিনি গভীর স্বদেশ প্রেম এবং স্বদেশের উন্নতিমূলক কার্য্য দ্বারা ভারতবাসীদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার লাট

গত ১৬ই জানুয়ারী অপরাহ্নে গবর্ণর জিয়াগঞ্জস্থিত লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর ইসাবেল মেলর প্রসূতি ওয়ার্ড এবং লুসী জয়স্ ডিসপেনসারীর (আউট ডোর) দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই হাসপাতালটি স্ত্রীলোক এবং শিশুদের নিমিত্ত। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গবর্ণর এই হাসপাতালের বিশেষ সুখ্যাতি করেন। তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ, ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই হাসপাতালটী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন প্রথম বৎসরের ইহার আউট ডোর ও ইনডোর রোগী সংখ্যা যথাক্রমে ১১০০ জন এবং ১৮ জন ছিল, কিন্তু গত বৎসরে ঐ সংখ্যা বার্ষিক যথাক্রমে তিন হাজার ও ছয় শত জনে দাড়াইয়াছে। ইহা হইতেই হাসপাতালটীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই হাসপাতালের জন্য মধ্যে মধ্যে জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করিলে যে চাঁদা উঠিয়াছে আজ পর্য্যন্ত তাহার পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

গবর্ণর যে দুইটি ওয়ার্ডের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড লীটন উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইসাবেল মেলর নাম্নী একটি ইংরেজ মহিলা ১০০০ পাউণ্ড চাঁদা দিয়া হাসপাতালের এক্সটেনসন ফণ্ড খুলিয়াছিলেন। তাঁহার নাম অনুসারে প্রসূতি ওয়ার্ডের নাম হইয়াছে এবং এই হাসপাতালের প্রথম মিশনারী লেডী ডাক্তার ডাঃ লুসী জয়সের (তাঁহার কুমারী নাম ছিল ডাঃ লুসী নিকোলাস) নামে নব নির্ম্মিত আউটডোর ডিসপেনসারীর নামকরণ হইয়াছে। ১৮৯৮ সালে তিনি এই হাসপাতালে প্রথম নিযুক্ত হন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও নারীকে মিশনারী ডাক্তারের পদে নিযুক্ত করেন নাই। গবর্ণর এই মিশনে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

দ্বারকা নদীর উপর সেতু

১৬ই জানুয়ারী তারিখে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলাবোর্ড হইতে গবর্ণরকে যে, মানপত্র দেওয়া হয়, তদুত্তরে তিনি বলেন যে, সরকার হইতে ৯০০০০, টাকা ব্যয়ে দ্বারকা নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ফসল বিনষ্ট হওয়ায় যাহারা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সরকার হইতে তাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হইবে। মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জন্যও তিনি সাহায্য মঞ্জুর করেন।

তিনটি মেলব্যাগ লুণ্ঠিত

বিগত ৭ই জানুয়ারী বৈকাল ২-৩০ মিনিটের সময় কুমিল্লায় এক মেল ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। ফরিদপুর হইতে তিনটি মেল-ব্যাগ যথারীতি নলুয়া, সাক্রুন ও রামগড়ে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ব্যাগ লইয়া হরকরাগণ যখন অগ্রসর হইতেছিল তখন পথিমধ্যে তাহারা চারিজন চামকা (পার্ব্বত্য জাতি) জাতীয় ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হয়। ডাকাতেরা লাঠি ও দাও লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল। ফলে একজন হরকরা গুরুতর জখম হইয়াছে। মেলব্যাগের মধ্য হইতে ২৫০ টাকার একখানি ইনসিওর খাম লইয়া ডাকাতেরা পলায়ন করিয়াছে।

বোম্বাইয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১৭ই জানুয়ারী রাত্রে বোম্বাই সহরের জনবহুল অঞ্চল ভুলেশ্বরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। একটি দোতলা বাড়ী একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। পাঁচখানি দমকলের সাহায্যে অনেক চেষ্টার পর আগুন নির্ব্বাপিত করা সম্ভব হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫০০০, টাকা। ঐ বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণ এখন গৃহহীন হইয়া দারুণ শীতের মধ্যে নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরিতেছে।

চারজন শ্রমিক ভূ গর্ভে প্রোথিত

সিঙ্গারেণী কয়লা খনিতে ৮০০ ফুট নিম্নে কয়লা কাটিবার সময় ২ জন শ্রমিক ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায় তাহাদের উদ্ধারের জন্য তৎপর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২১শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ সোমবার | ২৬৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৪ই জানুয়ারী ২৯শে পৌষ সোমবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকগণ মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে পাঠকীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-স্থানে সেবকগণ উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারীর মূল-গায়কত্বে সর্ব্বপ্রথমে গুরুবন্দনা, বৈষ্ণব ও বহুক্ষণ যাবৎ গৌরবিহিত কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে ও ভক্তগণের আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-দর্শনাভিলাষী গৌড়দেশ হইতে আগত গৌরভক্তগণের শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শন না করিয়া সর্ব্বাগ্রে গম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার কারণ, তাহা দেখিয়া রাজা প্রতাপ-রুদ্রের সন্দেহ এবং সার্ব্বভৌমের সহিত তৎসম্বন্ধে কথোপকথন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বহুক্ষণ যাবৎ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

পাঠের সময় মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে বঙ্গবাসী ও উৎকলবাসী বহু লোকের আগমন হইয়াছিল। পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পাঠান্তে মঠ-সেবকগণ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। পরিক্রমাকালে পুরুষ মহিলা বহু লোক একত্রিত হইয়াছিল। শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকগণের এইরূপ কার্য্যে সজ্জনমাত্রেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন।

কীর্ত্তনান্তে মঠসেবকগণ মঠে ফিরিবার কালে কলিকাতা হইতে পুরীতে আগত শ্রীযুত অবনী ভূষণ মুখার্জ্জী মহোদয় আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠকীর্ত্তন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। শ্রীযুত অবনীবাবুদের আগ্রহে মঠসেবকগণ তথায় গমন করেন। মঠসেবকগণ তথায় সর্ব্ব-প্রথমে গুরুবন্দনা ও তৎপর কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিলে পর কীর্ত্তনান্তে আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়াধামে গমন, গয়া-তীর্থে পিণ্ডদান, গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন, পাদপদ্ম-দর্শনে মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিকভাব, তৎকালে শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট আগমন ও মহাপ্রভুর সহিত ঈশ্বরপুরীর মিলন প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যামুখে বুঝাইয়া দেন। তৎপর শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

মঠসেবকগণের পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া গোষ্ঠীসহ শ্রীযুত অবনী বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং যাহাতে তাঁহার বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে পাঠকীর্ত্তন হয় তাহার জন্য মঠসেবক-গণের নিকট প্রার্থনা জানান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারের একমাত্র কেন্দ্রস্থল বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক সাত্ত্বপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ গত ৪ঠা জানুয়ারী শুক্রবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বাখরাবাদে শুভবিজয় করিয়া তথা হইতে ফুলবেড়িয়া নামক স্থানে হরিকথা-প্রচারার্থ ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত যাদবেন্দ্র দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। স্বামীজী যাদব বাবুর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলোপাখ্যান হইতে জীবগতি অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

গত ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী স্বামীজী তথায় ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট বর্ণনমুখে দুইটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। গত ৪ঠা জানুয়ারী কুলাসিনীনিবাসী শ্রীযুত তারকেশ দাসাধি-কারী মহাশয়ের গৃহে স্বামীজী ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ে বক্তৃতা দেন। স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলী পরমানন্দ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুমধুরস্বরে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৭ই জানুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন তাঁহা-দের আর ইন্দ্রিয়তোষণকল্পে কর্ম্মফলের আবাহন করিতে হয় না। তাঁহারা হরি-জন ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে বান্ধব বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎ-চিন্তাপর হইয়া ভগবানের আশ্রিতবুদ্ধিতে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন সুতরাং তাঁহাদের আধ্যাত্মিক আদি তাপত্রয় কোন প্রকার ক্লেশ দিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া অপর কাহারও দ্বারা কায়মনোবাক্যে নিপীড়িত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা সহিষ্ণুতার আদর্শ, সকল প্রাণীতে হিংসার পরিবর্ত্তে মিত্রতাপরায়ণ, ঈশ্বর-সেবাবিহীন ব্যক্তির প্রতি হরিনাম-দানে দয়ার্দ্রচিত্ত। এই জাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতি কেহ শত্রুতা করেন না। ইঁহারা শান্ত এবং সাধুগণের অলঙ্কারস্বরূপ। এই-রূপ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গই জীবের প্রার্থনীয়। সাধুগণই জীবের ইতরাসক্তি বিনাশ করিতে সমর্থ। আত্মধর্ম্ম যে জীবে উদ্ভাসিত তাহাতে প্রেমধর্ম্মই অবস্থিত।

প্রেমিক ভগবদ্ভক্তের জগতে কোন শত্রু নাই। তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, তাঁহাকেও কেহ হিংসা করে না। তিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-গ্রহণের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা হরিসেবার অনুকূল কার্য্যে তৎপর। অনাত্ম-চেষ্টায় লব্ধ উপাদেয়ভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হন এমন সাধুগণের সঙ্গ সকলেরই প্রার্থনীয়। তাঁহাদের সঙ্গ বর্জ্জন করিলেই জীব অনভিজ্ঞ হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা ভোগ লাভ করতঃ হরিসেবাবিমুখ হয়। তৎকালে আত্মধর্ম্মের চেষ্টা লুপ্ত হয়; কিন্তু সাধুসঙ্গক্রমে সেই লুপ্ত চেষ্টা জাগ্রত হইলে জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

রাজর্ষি প্রাজ্ঞের পত্র

গৌড়ীয়মঠের সম্পাদকের নিকট লিখিত

রায় সাহেবের বাড়ী
দিনাজপুর ১৮ই জানুয়ারী

শ্রীচরণকমলেষু।

অসংখ্য প্রণামান্তে সবিনয় নিবেদন—

আজ Statesmanএ লাট সাহেবের শ্রীধামে আগমন-বৃত্তান্ত পাঠে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জয় হউক। আমি গুরুতর বৈষয়িক ব্যাপারে বাধা হওয়া আবদ্ধ থাকায় এই সময় তথায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া নিজকে ধিক্কার দিতেছি। শ্রীশ্রীল গুরু মহারাজ নিজগুণে তাঁহার ভৃত্যের এই সকল দোষ মার্জ্জনা করুন।

সেবক
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, (এম্-এ, সাহিত্য, বেদান্তভূষণ, বিদ্যাভূষণ, ভুবনমঙ্গল)

সরস্বতী-মাহাত্ম্য

(২৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

(২৫)

ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া, শুদ্ধভক্তি প্রকাশিয়া,
উদ্ধারিলে অপরাধ হ'তে।
তুমি ত করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
তব গুণ কে পারে বর্ণিতে ॥

(২৬)

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-মতে, ফল্গু-যুক্ত-বৈরাগ্যেতে,
তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য দেখাইলে।
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজি,' শ্রীহরিসেবাতে মজি'
অনাসক্তে বিষয় ভুঞ্জাইলে ॥

(২৭)

পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, করি মুক্তির কামনা
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম যেই চাহে।
অসৎ-তৃষ্ণাতে রত, যাহার চিত্ত সতত
কৃষ্ণকৃপা নাহি হয় তাহে ॥

(২৮)

নাম-ধাম-অপরাধ, ত্যজি ভজে কৃষ্ণপদ,
বৈষ্ণবাপরাধ নাহি করে।
সেবা-অপরাধ ত্যজে, কৃষ্ণের সেবাতে মজে,
ধন্য সেই অবনী ভিতরে ॥

(২৯)

পাইবারে কৃষ্ণধন, নাহি মাগে ধন জন,
চাহে না সে কবিতাসুন্দরী।
সেই ধনী কৃষ্ণ-ধনে, জানাইলে জগজ্জনে,
তুমি নিজে আচরি প্রচারি ॥

(৩০)

কুটীনাটী জীবহিংসা, লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাশা
ত্যজে যেই নিষিদ্ধ আচার।
হৃদয়দৌর্ব্বল্য ছার, আজ্ঞা দিলে ত্যজিবার,
দিলাইয়া কৃষ্ণভক্তি সার ॥

(৩১)

নিষ্ঠার সহিত নাম, করিতবে অবিরাম,
ভজে যেই নাম মহাধন।
ক্রমে সেই নামবলে, আসক্তিতে নাম করে,
তবে হয় নামের ভজন ॥

(৩২)

সন্দেহ নাস্তিকবাদ, কারবারে উৎসাদ,
দিলোপদেশ সুসিদ্ধান্ত-অসি।
নির্ব্বিশেষবাদিগণে, প্রত্যাখ্যান কৈলে মনে,
কৃষ্ণের স্বরূপ পরকাশি' ॥

(৩৩)

বহ্বীশ্বরবাদী যারা, মুক্তমূল ছাড়ি' তা'রা,
শাখাপল্লবেতে জল ঢালে।
ইহাদের অন্তর্গত, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী যত,
ত্যজিলে অন্যাভিলাষী ব'লে ॥

(৩৪)

ভগবদ্-বিশ্বাসেতে, কৃষ্ণসেবা যার চিতে,
জাগরিত হয় অনুক্ষণ।
উপাস্য ও উপাসন, শিক্ষা দিলে অনুক্ষণ,
তারতম্য করি' প্রদর্শন ॥

(৩৫)

বাসুদেব-আরাধন তদপেক্ষা (শ্রী)নারায়ণ,
পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যের সেবা।
তদপেক্ষা অযোধ্যায়, সীতারাম সাধনায়
শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়াছে যেবা ॥

(৩৬)

তদপেক্ষা দ্বারকার, বহুবল্লভত্ব যাঁর,
রুক্মিণীনাথ কৃষ্ণের চরণ।
সর্ব্বোপরি বৃন্দাবনে, রাধাকৃষ্ণকুঞ্জবনে,
শ্রেষ্ঠত্ব পারকীয় ভজন ॥

(৩৭)

করি সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি, শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী,
প্রকাশিয়া এই বিশ্বমাঝে।
শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট, প্রচার করিলে ইষ্ট,
অবতরি' আচার্য্যের সাজে ॥

(৩৮)

শ্রীচৈতন্য-পদচিহ্ন, স্থাপিয়া করিলে ধন্য
বদ্ধজীব হৃদয়ের মাঝে।
সবাকারে শিখাইলা, কৃষ্ণ-অন্বেষণ-লীলা,
বিপ্রলম্ভভাবে জগমাঝে ॥

(৩৯)

নামভজন-বৈশিষ্ট্য, অর্চ্চন হইতে শ্রেষ্ঠ,
জানাইলে করিয়া প্রচার।
ভজনের প্রথমেতে, নাম সেই লয় চিত্তে,
মধ্যমাধিকার হয় তার ॥

(৪০)

পুরীধামে কুরুক্ষেত্রে, শ্রীআলালনাথ-ক্ষেত্রে
প্রভুদের বিপ্রলম্ভস্থলী।
কৃষ্ণপ্রেম লভিবারে, জানাইলে সবাকারে,
রূপানুগ ভজন প্রণালী ॥

(৪১)

গীতা উপনিষদাদি, রামায়ণ পুরাণাদি,
পরমার্থে শিশুপাঠ্য শাস্ত্র।
তদপেক্ষা হয় শ্রেষ্ঠ, জানালে মুকুন্দশ্রেষ্ঠ,
শ্রীচৈতন্যভাগবত শাস্ত্র।

(৪২)

সর্ব্বোপরি রসময়, শ্রীমদ্ভাগবত হয়,
সেই রস সেই আস্বাদয়।
কুলধর্ম্ম দূরে যায়, শ্রীকৃষ্ণচরণ পায়,
শিক্ষা দিলে হইয়া সদয় ॥

(৪৩)

চৈতন্যচরিতামৃত, যাতে লীলা সুবাকত,
সুরসিক জনের আস্বাদ্য।
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগতে, ধারণ করিলে চিত্তে,
অনুভব হয় রসাস্বাদ্য ॥

(৪৪)

অসৎতৃষ্ণা সতত, যার চিত্তে জাগরিত,
স্বস্বরূপ নাহি জানে কভু।
সদা করে অপরাধ, কৃষ্ণভক্তি হয় বাধ,
দয়া করি' জানাইলে প্রভু ॥

(৪৫

স্বস্বরূপ নাহি জ্ঞান, পরস্বরূপে অজ্ঞান,
সাধ্যসাধন-স্বরূপভ্রম।
বিরুদ্ধ স্বরূপভ্রম, হয় যার সর্ব্বক্ষণ,
নাহি জানে সিদ্ধান্তমরম ॥

(৪৬)

রূপানুগ নহে যারা, অসিদ্ধান্তে মত্ত তারা,
নাহি জানে সিদ্ধান্তের অন্ত।
তুমি রূপানুগবর, কুসিদ্ধান্ত অন্ধকার,
দূর করি' স্থাপিলে সিদ্ধান্ত

(৪৭)

গুরুপাদাশ্রয় করি', ভোগাসক্তি পরিহরি,'
বৈষ্ণবের সঙ্গ যেই করে।
কৃষ্ণশিক্ষা-দীক্ষা-লাভ, সাধুসঙ্গ এই সব
অনায়াসে ভবসিন্ধু তরে ॥

(৪৮)

গুরুমুখপদ্ম হ'তে, শুনে যেই ধীরচিত্তে,
কৃষ্ণনাম-গুণরূপলীলা।
ভজন আরম্ভ হয়, মায়াবন্ধ দূরে যায়,
গুরুরূপে জীবে জানাইলা ॥

(৪৯)

ভাগবত পাঠশালা, নৈমিষেতে প্রকাশিলা,
জানাইতে ভাগবততত্ত্ব।
ভগবদ্‌গুণ-গান, করি' তুমি অবিরাম,
শিক্ষা দিলে ভক্তির মাহাত্ম্য ॥

(৫০)

কাশীর শুষ্কজ্ঞানাপেক্ষা, সিদ্ধান্তের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা,
নৈমিষের চিরবাসবাদ।
তদপেক্ষা প্রয়াগের, রূপশিক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের
জানাইলে করিয়া প্রসাদ ॥

(৫১)

জনমমরণজরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাতে কভু নাহি মিলে সুখ।
নাম-অভ্যাসের ফলে, এই সব যায় চলে,
জীব নাহি পায় কভু দুঃখ ॥

(৫২)

ব্যাসদেব বিরচিত ব্রহ্ম বেদান্তসূত্র,
করিয়া শ্রীনামপর ব্যাখ্যা।
ভজনের শ্রেষ্ঠধন হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন
সর্ব্বজীবে দিলে এই শিক্ষা ॥

(৫৩)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যজি' অকিঞ্চন হইয়া আর,'
পায় সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ।
স্থাপি' বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, জানাইতে ভক্তিমর্ম্ম,
পারমহংস্য দৈববর্ণাশ্রম।

(৫৪)

ভগবানে সব তত্ত্ব, শক্ত্যাংশ-শক্তিমত্ত্ব,
অনুস্যূতভাবে সব আছে।
বৈষ্ণবেতে সেই মত, ব্রাহ্মণত্ব ও যোগিত্ব,
অনুস্যূতভাবে রহিয়াছে ॥

(৫৫)

পাঞ্চরাত্রিক বিধানে, দীক্ষা দিয়া জীবগণে,
তৎসঙ্গে সাবিত্র-সংস্কার।
করি বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবন,
প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রমাচার

(৫৬)

অপার করুণা-বলে, ভবরোগ নাশ কৈলে,
হরিনাম মহৌষধি দিয়া।
শ্রীমহাপ্রসাদ ধন, পথ্যরূপে সর্ব্বক্ষণ,
বিলাইলে সদয় হইয়া ॥

(৫৭)

জড়বিদ্যা নাশিবারে, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুরে,
স্থাপিলে শ্রীপরবিদ্যাপীঠ।
প্রচারিতে নিত্যতত্ত্ব, পর-সারস্বত-তীর্থ,
প্রকাশিছ শ্রীগৌড়ীয়মঠ ॥

(৫৮

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী যাঁরা, কায়-মনোবাক্যে তাঁরা,
সেবে নিত্য কৃষ্ণের চরণ।
ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ, প্রকৃত গোস্বামী হন,
জানাইলে ওহে মহাজন ॥

(৫৯)

নাম সঙ্কীর্ত্তন করি', গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী,
জানাইতে সেবার উৎকর্ষ।
পাল্যদাসীরূপে তাঁরে শিক্ষা দিলে সেবিবারে
রূপানুগ ভজনরহস্য ॥

(৬০)

শ্রীচৈতন্যবাণীরূপে, ভক্তিসিদ্ধান্ত দিতে,
গুরুলীলা 'অভিনয় করি'।
অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, শব্দবিজ্ঞানে পার্থক্য,
জানাইলে বিশ্বে অবতরি ॥

(৬১)

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবরে, ঐকান্তিক ভক্তিভরে,
অভিন্ন-জ্ঞানেতে সেবা করে।
সদা হৃদে স্ফুরে তাঁ'র, গুরুলীলা সর্ব্ব সার,
অনায়াসে ভবসিন্ধু তরে ॥

(৬২)

তব লীলা-গুণ-গান, করে যেই অবিশ্রাম,
মায়া তাঁরে পরশিতে নারে।
দারা পুত্র, ধন, জন, কৃষ্ণভোগে অনুক্ষণ,
অনায়াসে যায় ভবপারে ॥

(৬৩)

আমি অল্প শিশুমতি, নাহি মোর কৃষ্ণভক্তি,
বিষয়েতে সদা রত মন।
তোমার চরণধন, স্মরি যেন সর্ব্বক্ষণ
এই কৃপা কর অনুক্ষণ ॥

(৬৪)

তোমার চরণ বিনা, অন্য অন্য কামনা,
কভু যেন নাহি মোর হয়।
তব দাসদাসী সাথে, শ্রীচরণ সেবা দিবে,
মোর প্রতি হইয়া সদয় ॥

আপনার অযোগ্য কিঙ্কর—

শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধইহতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
১৮। ভজন-রহস্য ॥০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৩। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
২৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৩। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ।॥০
৩৯। সাধনকণ ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪১। নবদ্বীপশতক
৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৬। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচর্য্যা ৴০
৬৩। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স্ ৶০
৬৯। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭১। শোহাটি গৌড়ীয়মঠ ইন ড্রইং ৴০
৭২। দ ভাগবত ।০
৭৩। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ; শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

“গৌড়ীয়”
১ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গলা প্রচার — নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই মাঘ, মঙ্গলবার ১৩৪১, ২২শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৭০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ষড়যন্ত্র মামলা

কুমিল্লার মাননীয় দায়রা ও জিলাজজ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়ের এজলাসে জুরীসহ ডাক বিভাগীয় ষড়যন্ত্র মামলা গত ১৩ই জানুয়ারী শেষ হইয়াছে। ভারতীয় পিনালকোড আইনের বিভিন্ন ধারায় আসামীগণকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ছয়জন আসামীর মধ্যে শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং আসামী শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মজুমদার ও শ্রীপ্রাণকুমার গুহ রায়কে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৬০০ টাকা করিয়া জরিমানা করা হয় এবং জরিমানার টাকা না দিলে আরও এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। শ্রীরোহিণীকুমার দত্ত, শরৎচন্দ্র ভৌমিক ও আবদুল হালিমকে তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪০০ টাকা করিয়া জরিমানা করা হয়। জরিমানা না দিলে আরও ৮ মাস করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

মামলার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—গত ১৯৩৪ সালের ২৬শে মার্চ্চ আকিয়াব হইতে শ্রীযুক্ত উত্তমচাঁদ ক্ষেত্রীর নামে এক ভুয়া ৫০০৲ টাকার মনিঅর্ডার আসে এবং এই সম্পর্কে কিছুদিন পর শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মজুমদারকে কুমিল্লার ক্ষেত্রীর দোকানে গ্রেপ্তার করিলে সে এক বিবৃতি দেয় এবং তদনুসারে অন্যান্য আসামীগণকে গ্রেপ্তার করা হয়। নোয়াখালী সাহাপুরের পোষ্টমাষ্টার শ্রীপ্রাণকুমার গুহরায় গ্রেপ্তারের পর এক বিবৃতিতে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের প্ররোচনায় দেশের কাজের জন্য এইভাবে অর্থসংগ্রহ করিতে প্ররোচিত হইয়াছিল বলিয়া বলে। উক্ত কয়জন আসামী যোগাযোগে বিভিন্ন স্থানে যথা—ঢাকা, চট্টগ্রাম, আকিয়াব, কুমিল্লা, আগরতলা ইত্যাদি স্থানে প্রায় ৩২৮০৲ টাকা ভুয়া মনিঅর্ডারে সংগ্রহ করে এবং ইহাদের নিকট নাকি জাল শীলমোহরও পাওয়া যায়। বিচারক জজ ও জুরীগণ দণ্ডবিধির ৪২০-১২০ খ ধারানুসারে উপরোক্ত ৫জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। জরিমানার টাকা আদায় হইলে ঢাকার পোষ্টমাষ্টারের নিকট ৫২০৲ টাকা এবং অন্যান্য পোষ্টমাষ্টারদিগের নিকট ৮৬২৲ দেওয়া হইবে।

নৌকায় গ্রেপ্তার

বরিশালের এক সংবাদে প্রকাশ, কোতোয়ালী থানার অধীন রায়পাশা গ্রামে ডাকাত বলিয়া কথিত কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, থানার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে ডাকাতি হইবে সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত অবিনাশ লাহিড়ী এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী লালমিঞার নেতৃত্বে একদল পুলিশ গত ১১ই জানুয়ারী রাত্রিতে রায়পাশায় উপস্থিত হইয়া দেখে যে, একটী নৌকা বাদামতলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পুলিশ নৌকা থামাইলে নৌকার মধ্যস্থিত ছই ব্যক্তি তীরে উঠিয়া পলায়ন করে। অতঃপর পুলিশ ঐ নৌকা হইতে জম্বুদ্বীপের রোহিণী মিস্ত্রী, আলতাফ, কেদু মণ্ডল, রাখাল হাওলাদার আনন্দ হাওলাদার এবং গাবতলার বসন্ত সূত্রধর ও অশ্বিনী সূত্রধরকে গ্রেপ্তার করে। নৌকা তল্লাসী করিয়া বর্শা, দা, সিঁদকাঠি, টর্চ্চ লাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়।

চারিজনের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা

পেশোয়ার জেলার হাজারখানী গ্রামের ফরিদ খাঁ লম্বরদার গত আগষ্ট মাসে একদিন প্রাতে যখন মলত্যাগ করিতে যাইতেছিল, তখন তাহাকে হত্যা করিবার অভিযোগে সাত ব্যক্তি দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছিল।

পেশোয়ারের অতিরিক্ত দায়রা জজ তাহাদের মধ্যে চারিজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট তিন ব্যক্তিকে খালাস দিয়াছেন। প্রকাশ যে, চারিজন সশস্ত্র লোক ফরিদ খাঁকে মাঠে বেষ্টন করিয়া বন্দুকের গুলীতে হত্যা করে। পুলিশ ঐ সম্পর্কে সাতজনকে বিচারার্থ চালান দেয়। তাহাদের মধ্যে চারিজন ফরিদ খাঁর সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত কয়েক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ পাইয়া ঐ কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে জনৈক অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

গোয়ালিয়রে আগ্নেয়গিরি

গোয়ালিয়র রাজ্যের সরকার পক্ষের মুখপত্র 'জয়াজি প্রতাপের' বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, গোয়ালিয়রের অন্তর্গত চাকোরা গ্রামের নিকটে পাহাড় অঞ্চলে এক আগ্নেয়গিরি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত সপ্তাহ হইতে আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম ও অগ্নি নির্গত হইতেছে। ইহাতে ঐ অঞ্চলে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। কৌতূহলী জনতা দলে দলে যাইয়া আগ্নেয় দেখিয়া আসিতেছে।

আকস্মিক মৃত্যু

মহম্মদখান একজন অবসর প্রাপ্ত পুলিশের লোক। সে বর্ত্তমানে জব্বলপুর মিউনিসিপ্যালিটীতে কাজ করে। তাহার পুত্রকে তাহার কর্ম্মস্থল হইতে আনিতে যাইবার সময় মহম্মদখান শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, মহাম্মদ খান রেলওয়ে ইয়ার্ডে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করার সময় ছই খানি গাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উক্ত গাড়ী দুইখানি ঐ সময় স্যান্টিং করিতেছিল বলিয়া প্রকাশ

৩ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ভগবান, মাধব ও মহানন্দ নামক তিন ভ্রাতা, তাহাদের পিতা ধীরচন্দ্র ও রত্নাকর নামে অপর এক ব্যক্তি দায়রা জজ মিঃ আর এফ লজের এজলাসে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়। আসামীরা বৈষ্ণব তীর্থপীঠ সুন্দরদিয়াছত্রের অধিকারী বংশীয়।

জুরীদের সঙ্গে একমত হইয়া বিচারপতি ভগবান, মাধব ও মহানন্দকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং রত্নাকর ও ধীরচন্দ্রকে মুক্তি দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা শত্রুতা সাধনের জন্য তাহাদের আত্মীয় দেবকান্ত ও ভবকান্তকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। গত ২২শে আগষ্ট রত্নাকর, দেবকান্ত ও ভবকান্তের সহিত ঝগড়া বাধায় এবং তাহার নির্দ্দেশ মত অন্যান্য আসামীরা তাহাদের (দেব ও ভবকে) ছোরার আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই ভবকান্তের মৃত্যু হয় এবং এ দিন পরে [illegible] হাসপাতালে দেবকান্তের প্রাণবিয়োগ ঘটে।

বড়লাটের পরিদর্শন-স্মৃতিতে ৯ লক্ষ টাকা ভূমি রাজস্ব মকুব

রেওয়া ষ্টেটের এক ঘোষণাপত্রে প্রকাশ, বড়লাটের রেওয়া ষ্টেট পরিদর্শন উপলক্ষে রেওয়া ষ্টেট ৯০০,০০০৲ ভূমি রাজস্ব মকুব করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ৮ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২২শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার | ২৭০শ সংখ্যা

জার্ম্মাণীতে প্রচার

বার্লিনের এক পত্রে প্রকাশ, গৌড়ীয়-মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি হৃদয় বন মহারাজের পূর্ব্ব বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া Lessing Hochschule এর কর্ত্তৃপক্ষগণ এত আনন্দিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা ১১ই ও ১৮ই জানুয়ারী তারিখে স্বামীজীকে আরও দুইটী বক্তৃতা-প্রদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐসকল মনীষিগণের নির্দ্দেশানুসারে তিনি ১১ই জানুয়ারী "ভারতের বর্ণবিভাগ" এবং ১৮ই জানুয়ারী "সদ্গুরুর পাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাপত্তির প্রয়োজনীয়তা কি?" এই দুইটী বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতাই সদ্যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-সংযুক্ত ছিল তাই বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতাবর সভায় উপস্থিত দার্শনিক পণ্ডিতগণের ও জনসাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

শ্রীপাদ বন মহারাজ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারী বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এই দিনদ্বয় বক্তৃতার বিষয় হইবে যথাক্রমে—"পারমার্থিক জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" এবং "মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য"।

সংবাদদাতার পত্রে আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ২।৩ মাস ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছেন—"স্থানীয় মনীষিবৃন্দ" তাহা অন্যান্য অনেক 'সদ্বক্তার' ও অনেক উচ্চ আচার্য্যের বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামীজীর দার্শনিক বিচার, বিশ্লেষণ পরিপাটি ও ভাষার সৌন্দর্য্য সকলকেই বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছে।

আরও আনন্দের সংবাদ এই যে, জার্ম্মাণীর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামীজীর বহুমূল্য বক্তৃতাসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র গৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য-বিষয়ের কিছু অংশ অতি সত্বর প্রচারিত হইতে পারিবে। বিভিন্ন স্থানের প্রচার সাফল্য লক্ষ্য করিয়া আমাদের স্মৃতিপটে জাগরিত হয় কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় সংরক্ষিত মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী প্রভু গত ১৬ই জানুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে গিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত ১৮ই জানুয়ারী ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। ঢাকাবাসিগণ স্বামীজীর পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন।

১৬ই জানুয়ারী 'দি সার্চ্চলাইট'-পত্রে প্রকাশ, পাটনা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী পাটনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যাড্‌ভোকেট মিঃ ব্রজনন্দন সহায় এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের গৃহে গত ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী 'শ্রোতৃগণ ও সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রত্যেক দিন দুই ঘণ্টা করিয়া ব্রহ্মচারীজীর বক্তৃতা হইয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী তারিখের 'দি ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রে প্রকাশ, উক্ত ব্রহ্মচারী রাগভূষণ-মহোদয় গত ১৩ই জানুয়ারী পাটনা বারের ব্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত ব্রজেশ্বরী-প্রসাদ ও পাটনা নওলা লক্ষ্মটুলির সুপ্রসিদ্ধ ব্যাড্‌ভোকেট মিঃ কৃষ্ণদেবপ্রসাদ এম্-এ, বি-এল্, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গৃহে "মনুষ্য-সমাজের পরমার্থ-জীবনের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃমহোদয়ের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

রেঙ্গুণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণ গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজদ্বয়ের প্রচারে ক্রমশঃই অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধনগরী হইতেও স্বামিজীদ্বয়ের নিমন্ত্রণ আসিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ঢোলপুর, জয়পুর প্রভৃতি ষ্টেটে এবং আগ্রায় কিছুদিন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া গত ২৫শে ডিসেম্বর মোরেণা ষ্টেশনে শুভবিজয় করেন। পূর্ব্বেই স্বামীজীর আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বন্ধ বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ও স্থানীয় বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত ধনী ভদ্রলোকসহ ষ্টেশনে স্বামীজী মহারাজকে বৈষ্ণবোচিত-সম্মানে পুষ্পমালা দ্বারা ভূষিত করিয়া অবশেষে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হন।

সেই দিবসই সায়ংকালে স্থানীয় লোকের আগ্রহে শ্রীশ্রীবিহারীজিউর মন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। স্বামীজী মহারাজ উক্ত সভায় হিন্দী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীবৈকুণ্ঠ-বাণী-শ্রবণে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দিত হন। সদ্গুরু কে? সদ্গুরুর লক্ষণ কি? শিষ্যের কর্ত্তব্য কি? এবং শ্রীহরি-নাম যে কলিজীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়—ইত্যাদি বিষয় বক্তৃতায় আলোচিত হয়।

গত ৩১শে ডিসেম্বর স্থানীয় মিডিল-স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় তদীয় অধীনস্থ মাষ্টার ও ছাত্রবৃন্দকে পাঠাইয়া স্বামীজী মহারাজকে স্থানীয় ধর্ম্মশালা হইতে হরি-সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক ঐ স্কুলে লইয়া যান। স্বামীজী মহারাজকে বহু সজ্জন ব্যক্তি অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। হেডমাষ্টার মহাশয় স্বামীজী মহারাজের পরিচয়-বর্ণনমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা সকলের নিকট নিবেদন করেন এবং বিদ্যালয়ে স্বামীজী সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দেন।

ইহাই বিশ্বের প্রথম ও প্রধান জিজ্ঞাস্য। তাই আর্য্যগণের সর্ব্বাগ্রেই এই জিজ্ঞাসা-মীমাংসার অবতারণা।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাত। ভগবানের নাভিকমল হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছেন মাত্র। প্রলয়ের অন্ধকার এখনও অপসারিত হয় নাই। দিগ্দিকের পরিচয় নাই। প্রলয়-পয়োধিজলের অনন্ত বিস্তার। রাশি রাশি সলিলের অব্যাহত সমাবেশ। ভগবানের নাভিকমলাশ্রিত ব্রহ্মা গভীর-চিন্তাকুল। মৃণাল-আশ্রয়ে অধোদেশে অবতরণের চেষ্টা বিফল হইল। অনন্তর অনন্ত আরোহণের ব্যর্থ উদ্যম। আত্মস্থিত সেই মৃণাল। চারিদিকে ঈক্ষণ করিলেন— কূল নাই, কিনারা নাই—প্রারম্ভ ও সমাপ্তি কিছুই নাই। কেবল প্রলয়-প্রভঞ্জন-কম্পিত ঘূর্ণাবর্ত্তময় সলিলপ্রবাহ-বিস্তার। পদ্মযোনি শ্রান্ত, ক্লান্ত, ভয়োদ্যম ও নিরুপায় হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। শরণাগত ব্রহ্মার হৃদয়ে ভুবন-মঙ্গলের মাঙ্গল্যমূর্তি প্রকটিত হইল। কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়? প্রশ্নের সমাধান হইল এইরূপে।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির প্রব্রজ্যার সময় সমাগত। সহধর্ম্মিণীদ্বয়কে সঞ্চিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন। দ্বিতীয়া পত্নী মৈত্রেয়ী অলৌকিকী বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না। বিত্তবৈভবে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। প্রশ্ন তুলিলেন—এই জড়বিভূষায় জাগতিক অভ্যুদয় সম্ভব—কিন্তু নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন কি? দুঃখের একান্ত অব্যাহতি ইহাতে নাই। সুতরাং আমাকে এমন বস্তু প্রদান করুন যাহাতে এই মরজগতে অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। পরাসুখ ও পরা শান্তির স্বরূপতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করুন। ঋষিরাজ যাজ্ঞবল্ক্য তখন যোগ্যাধিকারিণী মৈত্রেয়ীর নিকট আত্ম-তত্ত্বের যবনিকোদ্ঘাটন করিলেন।

নচিকেতা ও ধর্ম্মরাজের সংবাদেও সেই একই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইয়াছে। নচিকেতা ধর্ম্মরাজ যমরাজের দ্বারদেশে সমাগত। নচিকেতা ধর্ম্মরাজের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

অপ্রাকৃত ধর্ম্মক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে ঋষি-সমাজ লোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—মানবের চরম ও পরম কল্যাণের সন্ধান—আত্মধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা। এই প্রশ্নোত্তরেই মরজগতে ভগবানের পরম অবস্থান শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম-প্রচার। ভাগবত-ধর্ম্মই মানবের আত্মধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য

আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
নমস্কার করি' তা'র পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয়॥
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমায়।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরয়
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ-নাশ
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥
ভক্তি বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥

চৈঃ ভাঃ মঃ)

অতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
অবশ্য মিলিবে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ)

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি' দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নহে, কহি শুন মন দিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৪৩-৪৫)

সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিমু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
জন্মে জন্মে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিলাম তোমারে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৫০-৫১)

বিদ্যা-ধন কুল জ্ঞান-তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সবারে না দিব প্রেমযোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৫।৫৪-৫৫)

সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ॥
ঈশ্বরের স্বভাব কেবল ভক্তগণ।
নিত্য শুদ্ধজ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইহা না বুঝিয়া কাহারও বুদ্ধিনাশ।
একে বন্দে আর নিন্দে যাইবেক নাশ॥
যত পাপ হয় প্রজা জনেরে হিংসিলে।
তার শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে॥
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা 'ভাগ্য' হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥

(চৈঃ ভাঃ)

THE MESSAGE OF LORD CHAITANYA

J. K. sen

(Advocate, High Court, Calcutta)

For the first time in the history of this country the message of the great Prophet of Bengal has found its way to Europe. The religion of Lord Chaitanya is a unique gift to humanity and offer a new gospel in this age of discord and strife. In ancient days the missionaries of Bengal penetrated the far East with a message of service and love. The religion of Lord Chaitanya is now being preached by the missionaries of Bengal in the same way in the bosom of Europe. In Bengal itself the Vaishnava poets are famous for their lyrical outbursts and nothing pleases the public more than the wonderful kirtan music. Gifted with a wonderful power to synthesise and harmonise, Bengal has always acted as the most to all races and people of India and even those of the world beyond. The artists and thinkers of Japan and China have always found here a hospitable atmosphere. The gospal of love preached by Lord Chaitanya was a reality in this province and had no doubtful historical background or uncertain legend about it.

THE FIRST FOLLOWERS

The first followers of Lord Chaitanya created a new epoch in the history of India. The present missionaries of His religion seem to aspire higher and are creating a new history in Europe. The Vaishnava movement in India has penetrated the lowest strata of life. Like the "Hound of Heaven" as Francis Thompson puts it, this religion of love created a new renaissance movement that acted as a lever for the uplift of the downtrodden and helpless millions dragging a miserable life beneath the upper ten. The result was that the submerged mass became vocal a[illegible] created a new copartnership under the spell of this new faith. History is repeating itself and the religion of love preached from the fertile soil of Bengal has found in the GAUDIYA movement a new expression whose explosive enthusiasm is creating a new spirit in the soil of Europe. The sacred books couched in the literature of Bengal suffused with the sublimited love of poets and dreamers are now finding a new exposition through the missionaries of this new movement and are creating quite an excellent impression in the land where the Nietzschean doctrine of "will to power" and "superman" have unsettled the peaceful conditions [illegible] life and are working out policy of destroying the weak and the meek on earth.

THE NEW MOVEMENT

This purely Bengal movement with a universal appeal has already caught the imagination of the effervescent West with its thirst for unrest and urge for aggrandisement. Thakur Vaktivinode the great devotee took upon himself the legacy of Lord Chaitanya and inspired Paramhangsa Vaktisidhanta Saraswati Goswami to rise like a meteor out of a dark past with the halo of a new healer of human ills in the realm of spirit. An outstanding personality he stands as the apostle of this movement whose missionaries are to day in the midst of Europe enlightening the public about this message from Bengal.

ENGLAND RESPONDS

Swami Bon, a young missionary seems to have caught the spirit of his master and it would be new to many to hear that he has already addressed several gatherings in London on many aspects of Vaishnava faith. The Archbishops of Canterbury and York have extended to him their welcome and it wa[illegible] [illegible] sight to see this you[illegible] missionary of Bengal clad in saffron robe hunting numerous parties and cultural societies in the aristocratic and exclusive circles of England.

ক্রমশঃ)

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার : (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রীদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৬৪ R. P. ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	কারছন বিবি দিং	১৮৲	৮।৩।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা ইটলী	৩১৯ খতিয়ান	·৬৮	২১০	আর পালচৌঃ
১৬৮ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	সুধাকান্ত ঘোষ	৩০৸/৬	৮।৩।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজা তেতিয়া	১৫৩ খতিয়ান	৩-৩১ শতাংশ	৩৸/৬	ঐ
১৮৭ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	হরিধন ভট্টাচার্য্য	১১৸/৬	৮।৩।৩৫	যথাস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা ঐ মৌজা আমঘাটা	৩৯৩ খতিয়ান	১-৮৩শঃ	নিষ্কর	ঐ
২৩২ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য	১২৷৶৬	৮।৩।৩৫	নিষ্কর	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা সুবর্ণবিহার	১৪৫১ খতিয়ান	১-৯৩শঃ	৸০	ঐ
২৩০ R. P. ৫৪।৩৫		ঐ	হরিধন ভট্টাচার্য্য	৫১/৯	৮।৩।৩৫	ঐ	ঐ	১২০৮ খতিয়ান	২৬ ০৫শঃ	৫৷/১ সেস্	ঐ
৬১ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	অমৃতকুমার মুখোপাধ্যায়	৯৸/৩	১১।৩।৩৫	ঐ	থানা জীবননগর মৌজা উত্রাপুর	১২৯ খতিয়ান	১-৭৫		গৌরীশচ রায় বাহা
৯৬ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	সতীশচন্দ্র ঘোষ বং	৭২।২	১১।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজা বানপুর থানা জীবননগর মৌজা উত্রাপুর	৩৭৯।৬৬৫ খতিয়ান	২-১৪	১০৸/০	ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—[illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই মাঘ, বুধবার ১৩৪১, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৭১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

সম্রাটের রজত জন্মোৎসব ও কংগ্রেস

নয়াদিল্লীর ১৮ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সম্রাটের রজত জয়ন্তী উৎসব সম্পর্কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

"সরকার পক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সম্রাটের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতবর্ষেও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই সময়ে কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করা উচিত, তৎসম্বন্ধে দেশবাসীকে পরামর্শ দেওয়া ওয়ার্কিং কমিটির কর্ত্তব্য।

"ব্যক্তিগতভাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সুখী হউন, দীর্ঘজীবী হউন, ইহাই কংগ্রেসের আন্তরিক ইচ্ছা; এতদ্ভিন্ন আর কোন প্রকার অভিমত কংগ্রেসের নাই এবং থাকিতেও পারে না। তথাপি কংগ্রেস এই সত্য উপেক্ষা করিতে পারেন না যে, যে শাসন-পদ্ধতি ভারতবাসীর নৈতিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সম্রাটকে একান্ত স্বাভাবিকরূপেই সেই শাসন পদ্ধতির প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়। এই শাসনের শেষ পরিণতিস্বরূপ এখন এমন একটা শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা হইয়াছে, যাহা প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতের এখনও যে কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও শোষিত হইবে এবং ভারতের রাজনৈতিক অধীনতা পাশ কঠোরতর হইবে। সম্ভবতঃ এরূপ কঠোরতর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

"অতএব প্রস্তাবিত উৎসবের অনুষ্ঠানে সকলকে যোগদানের পরামর্শ দেওয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে অসম্ভব।

"তবে ইংরাজ অথবা অপরাপর ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদানে ইচ্ছুক, তাঁহাদের মনে আঘাত দেওয়ার জন্য বিক্ষোভ অথবা বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করিতে হইবে, এরূপ অভিপ্রায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মোটেই পোষণ করেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী তাই জনসাধারণ, কংগ্রেসের সদস্য এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে এই পরামর্শ দিতেছেন যে, সম্রাটের রজত জয়ন্তী সম্পর্কিত অনুষ্ঠানগুলি হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে, ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই করিতে হইবে না।

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যাশা করেন যে, গবর্ণমেণ্টের কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ইংরাজগণ ওয়ার্কিং কমিটির এই অপরিহার্য্য এবং সরল বিশ্বাসের মর্ম্ম উপলব্ধি করিবেন এবং প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কাহাকেও রজত জয়ন্তী উৎসবে যোগদানে বাধ্য করিয়া একান্ত অনাবশ্যকরূপে জাতীয় আত্মসম্মান বোধের উপর আঘাত করিবেন না।"

বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার পুরস্কৃত

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, ৩০ বাঙ্গালী ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমান্ প্রমোদবিহারী পুরকায়স্থ সম্প্রতি মোতিহারী চিনির কলের উন্নতিমূলক পরিবর্ত্তন সাধনে প্রভূত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। চারিটী বয়লার ব্যবহার করিয়াও পূর্ব্বে যেখানে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই, প্রমোদবাবু তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতিতে বেগাস ফারণেস বা আখের ছোবড়ার চুল্লী নির্ম্মাণ করিয়া সুচিন্তিত প্রয়োগ কৌশলের সাহায্যে সেখানে তিনটি বয়লারের দ্বারাই অতি সহজ সুন্দরভাবে আশাতীত ফল লাভ সম্ভবপর করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার এই নূতন উপায়ে কয়লা ও জ্বালানি কাঠের ব্যয়সংক্ষেপ হওয়ায় দৈনিক গড়ে প্রায় ৬০০৲ টাকা বাঁচিয়া যাইতেছে।

শ্রীমান্ পুরকায়স্থ বিলাতের বহুস্থানের উচ্চ উপাধি ও সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন এবং তথাকার বহু খ্যাতনামা কারখানায় দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়া নানাবিষয়ে বুৎপন্ন ও বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন। আমরা এই উদীয়মান ইঞ্জিনীয়ারের আরও উন্নতি ইচ্ছা করি।

টাকা তহবিলের দায়ে ভোলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান প্রমুখ ৪ জন

বরিশালের এক সংবাদে প্রকাশ, ভোলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ মুখার্জ্জী এবং এই মিউনিসিপ্যালিটীর সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বাড়ুয্যে, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার এবং অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিউনিসিপ্যালিটীর ২০০০৲ টাকা তহবিল করা সম্পর্কে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলকেই প্রথমতঃ গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ভোলার [illegible] হাকিম তন্মধ্যে চন্দ্রভূষণবাবু ও অতুলবাবুকে জামিনে মুক্তি প্রদান করেন। অতঃপর অপর দুই জনের পক্ষ হইতে বাখরগঞ্জের জেলা জজ মিঃ ম্যাকসার্পের নিকট জামিনের আবেদন করা হয়। জজ সাহেব একজনের জামিন মঞ্জুর করিয়াছেন। অপর ব্যক্তিকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

ভারত হইতে স্বর্ণ রপ্তানী

বোম্বাই হইতে 'ট্রাপফুরার' জাহাজে ১৯শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে, ইউরোপে ও আমেরিকায় ৭০ লক্ষ ১৬ হাজার ৮০৭ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ২১৫ কোটী ৪৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ১৮২ টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানি হইল।

শ্বাসরোধ করিয়া বৃদ্ধাকে হত্যা

যশোহর হইতে প্রকাশ, গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রে কে বা কাহারা বাগমারা থানার অন্তর্গত আয়মাপাড়া গ্রাম নিবাসিনী জনৈকা বিধবার গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। পরদিন প্রাতে প্রতিবেশীগণ তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শয্যায় মৃতাবস্থায় দেখে। তাহার মুখে রক্ত নির্গমের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। প্রকাশ যে, আততায়ী তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার গহনাপত্র ও নগদ টাকা লইয়া উধাও হইয়াছে; বৃদ্ধা রমণী দুধ বিক্রয় করিত।

লরী দুর্ঘটনা

লাহোরের সংবাদে প্রকাশ, ১৬ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে সিমলা হোটেলের নিকটে ডুরাণ্ড রোডে শোচনীয় লরী দুর্ঘটনার ফলে ৬ বৎসর বয়স্ক একটি মুসলমান বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, বালিকাটি অপর এক বালিকার সহিত রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল, এই সময় 'সেক্রেড হার্ট' স্কুলের ছাত্র বোঝাই একটী লরী দ্রুতবেগে আসিয়া বালিকাকে চাপা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বালিকার মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
- মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ   ৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ৯ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৩শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৫   বুধবার   ২০১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরে সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে গত ২রা মাঘ ভক্তিকুটীর শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহের ও ৩রা মাঘ শ্রীনিত্যানন্দ-ধর্ম্মশালার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তিকুটীর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রুদ্র মহাশয়ের পার্শ্বেই নির্ম্মিত হইবে। শ্রীগৌরকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে শ্রীনিত্যানন্দ ধর্ম্মশালার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই ধর্ম্মশালাটী দৈর্ঘ্যে ৭০ ফুট ও প্রস্থে ১৮ ফুট হইবে। যাত্রিসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধাম মায়াপুরে ধর্ম্মশালা-বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও বিশেষরূপে উপলব্ধ হইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দ-ধর্ম্মশালা এই প্রয়োজনীয়তার অনেকাংশ পূরণ করিবে সন্দেহ নাই।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ—প্রতি অধ্যায়ের কথা-সার, মূল, অন্বয়, অনুবাদ, চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য, শ্রীল প্রভুপাদকৃত বিবৃতি ও তথ্য এবং অধ্যায়-মর্ম্ম ও সূচী সহ ছাপা শেষ হইয়াছে। পাঠকগণ অনুসন্ধান করিলে কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয়মঠে পাইতে পারেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, এই প্রকার বহুশ্রমে মুদ্রিত গ্রন্থের ভিক্ষা বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণ সুবিধার্থ মাত্র ৩ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব-পিপাসু জনগণ এই গ্রন্থের বিবৃতি পাঠে যে বিশেষ লাভবান্ হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থপাঠে নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ এই প্রকার শুদ্ধভক্তিপর ব্যাখ্যা সহ ইতঃপূর্ব্বে আর কোথাও হইতে প্রকাশিত হন নাই।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস বাবাজী, আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারকগণ উৎকলের বিভিন্ন অঞ্চলে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন।

———

গত ১৫ই জানুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীপরমহংস মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ অধিকারী মহোদয় লক্ষ্ণৌ হরিসভার সম্পাদক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া "বৈষ্ণবধর্ম্ম কি সাম্প্রদায়িক?" এই বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষিণী হইয়াছিল। তিনি বক্তৃতায় বলেন যে, যতক্ষণ আমরা মনোধর্ম্মচালিত হই, ততক্ষণ আমরা বাস্তব-সত্যকে জানিতে না পারিয়া মনকর্ত্তৃক গঠিত অবাস্তব ও পরিবর্ত্তনশীল বস্তুকে ধর্ম্মনামে অভিহিত করি। যখন সদ্গুরুর কৃপায় আমরা মনোধর্ম্মের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাই, তখন আর ঐরূপ অবাস্তব বস্তুকে বা মায়িক বস্তুর সেবাকে ধর্ম্মনামে অভিহিত করি না। আমরা তখন সদ্গুরুর কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে অধোক্ষজের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। এবিষয়ে তিনি "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দিত হন।

ময়মনসিংহ জেলায় প্রচার

গত ২রা মাঘ মঙ্গলবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের রক্ষক উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদি-কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পাকুটীয়া-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র কুমার সাহা মণ্ডল মহাশয়ের সবিশেষ আগ্রহে তদীয় ভবনে গমন করেন।

———

সন্ধ্যায় মণীন্দ্রবাবুর গৃহপ্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য-লীলা বিংশ পরিচ্ছেদ হইতে সনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু "জীবের স্বরূপ ও কৃষ্ণভক্তি" বিষয়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে যে-সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতরূপে বিভিন্ন যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন।

———

অতঃপর উক্ত গ্রামনিবাসী জনগণের একান্ত অনুরোধে ও যত্নে ভক্তিশাস্ত্রীজী সদলে তথায় অবস্থান করিয়া পুনরায় ৩রা ও ৪ঠা মাঘ দিবসদ্বয় শ্রীমদ্ ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে প্রত্যহ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———

প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া পারপ্রশ্ন দ্বারা পরমার্থ সম্বন্ধে বহু বিষয় জ্ঞাত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

———

৪ঠা মাঘ অপরাহ্ণে ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার সাহা, বি-এ মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে তদীয় গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার বিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করেন। ঐ সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত তারকবন্ধু অধিকারী বি-এ, মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট দীক্ষা-সম্বন্ধে পারপ্রশ্ন করিলে তিনি দীক্ষাগ্রহণ-সম্বন্ধে সদ্গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও তাঁহার লক্ষণাবলী এবং দীক্ষা গ্রহণ তাৎপর্য্য বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তিবলে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরসন করেন।

THE MESSAGE OF LORD CHAITANYA

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

BENGAL AND THE WORLD.

Bengal has already appeared before the world as an effective interpreter of poetry and science. It is meet that Bengal's own religion of love as preached by Lord Chaitanya should find some vent in the arena of the modern world. His magnetic personality has not yet been interpreted in the thought centres of the West for there is nothing like it in the history of India. The leaders of the GAUDIYA movement of Bengal deserve the heartiest congratulations from all lovers of religion and culture for the great work they are doing on behalf of Bengal in the West. Above all their MASTER and leader the apostle this new creative force deserves the heartiest commendations for his inspiring personality and selfless devotion in the cause of India's religion.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ মাধব বুধ অনিরুদ্ধ ৪৪৮

জীবহিংসা

অহিংসা পরম ধর্ম্ম—একথা আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছি। জগতে মনুষ্য পশু-পক্ষ্যাদি প্রাণিশ্রেণীর জীবনকে হত্যা করার নামই জীবহিংসা বা প্রাণিবধ। জীবন যাহাদের আছে তাহারাই জীব। সুতরাং পশুকে বলি আর পক্ষীকে বলি, বৃক্ষকে বলি আর লতাকে বলি, সকলই জঙ্গম জীব বা স্থাবর-জীবশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং মনুষ্য, পশু বা তৃণ গুল্মাদি যে কোন বস্তুই আমরা বিনষ্ট করি না কেন, তাহাতে জীবহিংসা হইবেই হইবে। এই জীবহিংসারূপ গুরুতর অপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা না পাইলে হরিভক্তি-লাভ ত' দূরের কথা, সাধারণ ধর্ম্মজীবনও লাভ হয় না, পাপ প্রবৃত্তি জীবহৃদয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া তাহাকে বিপথগামী করে।

আমরা জগতে সাধারণতঃ আমিষ-ভোজী ও নিরামিষভোজী এই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। নিরামিষভোজিগণ আমিষভোজিগণকে হত্যাকারী বা নিষ্ঠুর বলিয়া নিজদিগকে অহিংসা-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাও ঐ দোষে দোষী। আমিষ বা নিরামিষ উভয়ই প্রাকৃত বস্তু। একটু স্থির হইয়া আলোচনা করিলে জানা যায়, আমিষভোজনকারী যেরূপ জীবহিংসক, নিরামিষভোজনকারীও তদ্রূপই জীবহিংসক। কারণ, তৃণ-গুল্ম লতাদি আচ্ছাদিত চেতন হইলেও প্রাণহীন নহে। তবে গুণবিচারে আমিষ গ্রহণ তামস ও রাজস আহার আর নিরামিষ-গ্রহণ কিছু সাত্ত্বিক আহার। এমন কি সত্ত্বগুণ হইতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতা থাকিলেও তাহাও প্রাকৃত। আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ বস্তু-গ্রহণে যখন জীবহিংসা হয় তখন কেহ যদি উক্ত উভয়বিধ বস্তুগ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র বায়ুভোজী যোগী হইবার যত্ন করেন কিম্বা জলমাত্রও গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চান, তাঁহারও জীবহিংসা পাপ হইতে নিবৃত্তি নাই। কারণ, বায়ু ও জলাদির মধ্যে আমাদের অগোচরে বহু প্রাণী বিরাজ করে। এমন কি প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাণী বিনষ্ট হইতেছে। সুতরাং নাস্তিক হইয়া স্বতন্ত্রভাবে জীবনধারণ করিলে জীবহিংসার হস্ত হইতে রক্ষা কোথায়?

নিজ সুখের জন্য আমরা যে কোন আহার করিতে যাই না কেন, তাহাতে অল্পবিস্তর পাপ বা জীবহিংসা প্রবেশ করিবেই করিবে। কিন্তু কৃষ্ণের জন্য যাঁহারা জীবন-ধারণ করেন, তাঁহাদের কোন অসুবিধা নাই। তাই শুদ্ধমান ব্যক্তিগণ আমিষ ও নিরামিষ এই উভয়বিধ প্রাকৃত আহার পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবোপযোগী দেহটী সংরক্ষণার্থ কৃষ্ণপ্রসাদ একমাত্র শুদ্ধ সাত্ত্বিক বা নির্গুণ চিন্ময় শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তিময় জীবন যাপন করেন। মহাপ্রসাদ নিষ্ক্রিয়বস্তু, প্রসাদসেবী ভগবদ্ভক্তগণ মহাপ্রসাদকে ভোগ করেন না, পরন্তু তাঁহারা নিজদিগকে মহাপ্রসাদের ভোগ্য বলিয়া জানেন। নিরামিষ ও আমিষভোজী উভয়েই কিন্তু নিজদিগকে তত্তদ্বস্তুর ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন। বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যদি হরি-সেবার্থ অনুক্ষণ জীবন যাপিত না হয় তাহা হইলে জীবের একটীমাত্র তণ্ডুলকণাও গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। কারণ, হরিসেবারহিত হইয়া ঐরূপ একটী তণ্ডুল-কণা গ্রহণ করিলেও জীবহিংসার পাপে লিপ্ত হইতে হয়। হরিসেবারহিত হইয়া একটীবার মাত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিলেও অসংখ্য জীবহিংসার ভাগী হইতে হয়। এই সকল কথা সদ্গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিগণই উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অন্য কেহ জানেন না। তজ্জন্য সেই গুরুদাসগণ অন্তরে-বাহিরে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন, হরিকথা প্রচার করেন এবং তাহার শ্রবণ, স্মরণ, দাস্য প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান মহাপ্রসাদ, মহামহাপ্রসাদ অর্থাৎ বিষ্ণুবৈষ্ণবের কৃপা গ্রহণ করেন।

প্রাকৃত লোকের বিচার প্রাকৃত বলিয়া একদেশী ও অসম্পূর্ণ, আর ভক্তগণের বিচার অপ্রাকৃত বলিয়া সর্ব্বদেশী ও সম্পূর্ণ। প্রাকৃত লোক ভোগকে গর্হণ করিয়া ত্যাগকে প্রশংসা করে, প্রাকৃত লোক আমিষভোজনের নিন্দা করিয়া নিরামিষ-ভোজনের প্রশংসা করে। কিন্তু অপ্রাকৃত বিষ্ণুভক্তগণ ভোগ ও ত্যাগ, আমিষ ও নিরামিষ — উভয়বিধ কাম্য বস্তুকে প্রাকৃত জানিয়া হরিসেবা, হরিপ্রসাদ-সম্মান, হরিভক্তিকেই নিত্য ও পরমোপাদেয় বস্তুরূপে জানেন। এইজন্য তাঁহাদের বিচার সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বদেশী এবং সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত বলিয়া অকাট্য। আমিষ ও নিরামিষভোজী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী, বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু—এই সকল পরস্পর বিরোধি-সম্প্রদায়ের বাগ্‌বিতণ্ডা একমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয়ে প্রশমিত হইতে পারে; অন্য উপায়ে নহে।

নিরামিষভোজীর মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সম্পূর্ণ নাস্তিক, যাহাদের হৃদয় মাৎসর্য্য হিংসায় দগ্ধীভূত, যাহারা ঘোর অপস্বার্থপরায়ণ, যাহারা অনুক্ষণ অনিষ্ট চিন্তা ছাড়া ইষ্টচিন্তা করে না, যাহারা বাহ্যতঃ আমিষ-ভোজন না করিলেও নানাবিধ নেশা ও গ্রাম্যাদি ব্যসনে বিশেষ আগ্রহযুক্ত; আবার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ অনেক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সদাচারের ছলনা করেন, নিত্য প্রসাদ-(?) ভোজনের অভিমান করেন কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত বৈষ্ণববিদ্বেষ, বৈষ্ণবনিন্দা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালাভ-স্পৃহাদ্বারা কলুষিত। তাঁহারা মহাপ্রসাদের সেবা করেন না পরন্তু মহাপ্রসাদ বা কৃষ্ণকে ভোগ করিতে চান। এইজন্য তাঁহাদের প্রপঞ্চ জয় হয় না। এইরূপ আনুকরণিক সম্প্রদায়ের অনুকরণে করিয়া মহাপ্রসাদ-সেবার ছলে কৃষ্ণবস্তুকে ভোগ করিবার চেষ্টা করিলেও কোন মঙ্গল হইবে না, কেবল কপটতা বাড়িয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা আত্মহিংসা ও পরহিংসারই প্রসারতা হইবে। অতএব কৃষ্ণসেবাপরায়ণ মহাভাগবতের উচ্ছিষ্ট-গ্রহণ-ফলেই জীবের অনর্থনাশ ও কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভ বা জীব-হিংসা-প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় কবল হইতে জীবের আর নিস্তার নাই। তাই বলি, সাধু সাবধান!

কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য

ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কামই যাহার উদ্দিষ্ট বিষয়, যাহার গতি ত্রিবর্গগত, অনিত্য ও প্রতিহত তাহাই কর্ম্ম। আর হৃষীকেশ-শ্রীভগবানই যাহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, সেব্যের সেবা ব্যতীত ইন্দ্রিয়তর্পণের লেশ-মাত্রও যেখানে নাই বা থাকিতে পারে না, যাহা নিত্য, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা তাহারই নাম ভক্তি। বাস্তব বস্তুর সহিত প্রতিবিম্বিত বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও বস্তু দুইটী যেমন পৃথক্, ভক্তি ও কর্ম্ম তদ্রূপ বাহ্যদৃষ্টিতে একই রূপে প্রতিভাত হইলেও কর্ম্ম ও ভক্তি এক নহে। কর্ম্ম—দেহ ও মনের নশ্বর-কার্য্য-বিশেষ আর ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা আত্মার নিত্যক্রিয়া। একটী খণ্ডকালের অন্তর্গত, অপরটী নিত্য। স্থূল ও লিঙ্গদেহ দ্বারাই কর্ম্ম কৃত হয় কিন্তু ভক্তি প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ভক্ত বা ভগবৎ-কৃপায় আত্ম-বৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের প্রতি যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন তাহাই ভক্তি। সাধনভক্তিরই পক্কাবস্থা প্রেম—সাধনভক্তি বা উপায়ভক্তির চরম অবস্থায় সাধ্যভক্তি বা উপেয়-ভক্তি, ইহাই ভক্তেন্দ্রিয়বর্গের পরাকাষ্ঠা। ভক্তি এই প্রকার আত্মার বৃত্তি হইলেও জীব যেকাল পর্য্যন্ত জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তৎকালপর্য্যন্ত তাঁহার আত্মার ক্রিয়া দেহে ব্যক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা করিতে থাকেন তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহবাসে স্তব-রূপে ব্যক্ত হয়, মন ভগবদ্ভাবের ধ্যান করিতে থাকে, দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি ভাব-বিকার প্রকাশ করিতে থাকে, ইন্দ্রিয় সকল তখন ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে থাকে, হস্ত যাহা কিছু আচরণ করিতে পারে তাহা ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তৃপ্ত হয়, পদ নৃত্য ও সাধু-প্রতিষ্ঠিত স্থানসমূহে বিচরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, জিহ্বা কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল ভগবৎকথা কীর্ত্তন-শ্রবণাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াকে ভক্তি বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা সদ্গুরু-চরণাশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ লইয়া টানাটানি করেন, তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ ভক্তগণের আচরণের সহিত বহির্দৃষ্টিতে প্রায় এক হইলেও এক নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান।

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির অনুশীলন করা বিশেষ প্রয়োজন। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। ভগবানের প্রতি অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া নামস্মরণ, নাম-কীর্ত্তন, নামপ্রচার, ভগবৎচর্চ্চা, ভাগবত-পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা কর্ম্ম নহে। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন প্রকৃত-বস্তুলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ ভোগপরবুদ্ধি লইয়া দাম্ভিকগণের ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির প্রয়াসেই পর্য্যবসিত হওয়ায় কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত। মৌন, ব্রত, পাণ্ডিত্য, বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, যোগ, সমাধি এই দশটী অপবর্গ-লাভের উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু ইহারা প্রায়ই অজিতেন্দ্রিয় দাম্ভিকগণের জীবনোপায় হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া অপবর্গ-লাভের পরিবর্ত্তে তল্লাভের কণ্টকস্বরূপ হয়।

বস্তুদ্বয়ের সৌসাদৃশ্যপ্রতীতি আর স্বরূপতঃ সর্ব্বাংশে ঐক্য কখনও এক নহে। যেমন বারবনিতা ও সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীর বেশরচনায় সৌসাদৃশ্য আছে কিন্তু উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠা এক নহে, যেমন রাস্তার খোয়ায় ও শালগ্রামে বাহ্যদৃষ্টি সৌসাদৃশ্য দর্শন করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের স্বরূপ এক নহে, তদ্রূপ কর্ম্ম ও ভক্তিতে বাহ্য সৌসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ে স্বরূপতঃ

আকাশ-পাতাল ভেদ। একটী কাম বা জীবের ভোগোদ্দেশ্য চেষ্টার পরিচয় আর একটী প্রেম বা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা—সেবার পরিচয়। সুতরাং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভাগবত-পাঠ, ভগবৎসেবা, নাম-প্রচার কর্ম্মকাণ্ড নহে কিন্তু যদি ভাগবত পড়া বা শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি ধর্ম্মার্থ-কামের জন্য হয় তাহা হইলে উহা কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত।

কর্ম্ম বা ভোগ স্বরূপের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হওয়ায় বিষসদৃশ। এই কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ ত' দূরের কথা তদ্রাজ্যের দ্বারদেশে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারা যায় না। কর্ম্ম ভক্তি ত' নহেই পরন্তু উহার সম্পূর্ণ বিপরীত বা বাধক। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

বৈষ্ণব কি পৌত্তলিক?

(আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

যাঁহারা নিরাকারবাদী, যাঁহারা বিধর্ম্মী ও যাঁহারা জড়-সাকারবাদী তাঁহারা প্রত্যেকেই বৈষ্ণবকে 'পৌত্তলিক' মনে করিয়া থাকেন। নিরাকারবাদীরা মনে করেন—বৈষ্ণবেরাও পুতুল-পূজা করেন। বিধর্ম্মীরা বলেন, বৈষ্ণব হিন্দু জাতির অন্তর্গত, হিন্দুরা যেমন কার্ত্তিক, গণেশ, দুর্গা, কালী, বিষহরি প্রভৃতি প্রতিমা-পূজক, বৈষ্ণবেরাও তাহাই; তবে একটু প্রভেদ এই যে, বৈষ্ণবেরা এক বিষ্ণু ছাড়া অপর দেবতার পূজা করেন না, কিন্তু তাহারাও প্রতিমা-পূজক! আবার জড়-সাকারবাদী কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা পঞ্চোপাসকগণ মনে করেন, বৈষ্ণবেরা আমাদেরই পঞ্চ-দেবতার এক দেবতা বিষ্ণুর উপাসকসূত্রে আমাদিগের ন্যায়ই জড়পুতুলে 'চিৎ' আরোপ করিয়া জড়-আকার-বিশিষ্ট বিষ্ণুর প্রতিমা পূজা করেন।

উক্তবিধ ধারণাকারী প্রত্যেকেই বিষম ভ্রমাবর্ত্তে নিপতিত। নিরাকারবাদীরা ব্রহ্মের মূলপুরুষ ভগবানের ষড়্বিধৈশ্বর্য্য-দর্শনে বঞ্চিত বলিয়া সর্ব্ববস্তুতে মিথ্যাত্বারোপ দ্বারা শূন্যবাদে প্রবেশ করিয়াছেন; সেজন্য তাঁহারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের উপাসক বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণু-সেবোপকরণ ও সেব্যবিগ্রহ বিষ্ণুতে মাৎসর্য্য-পর।

বিধর্ম্মিগণ—'যেন তেন প্রকারেণ' চিত্তে বিরোধ উপস্থিত করিয়া জড়বাদ-সম্পন্ন হইয়া বিষ্ণুর সেবা সৌষ্ঠব বৃদ্ধির যাবতীয় উপকরণ স্বেন্দ্রিয়তোষণে নিয়োগ করিবার জন্য মন্দির ও মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বিগ্রহ আক্রমণে চিরদিনই যত্নবান। তাঁহারা বলেন, ভগবানের ঘর-বাড়ী, আহার-নিদ্রা কোনটীরই প্রয়োজন হয় না। তিনি আমাদের ভোগের জন্য বৃক্ষ, জল, বায়ু ও প্রাণী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন. আমরা মানুষ, আমরাই উহাদিগের ভোক্তা। ঈশ্বর কোনদিন এ জগতে হস্ত, পদ বা মস্তকবিশিষ্ট আকৃতি গ্রহণ করেন না; সুতরাং তাঁহার যখন কোন আকার নাই তখন তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার

সাকারবাদী পঞ্চোপাসকগণ মায়াবাদে প্রবীণ থাকিয়া দেবীধামের অতীত রাজ্যের বিচারে অনাস্থা রাখিয়া, চিন্ময় বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুকে মায়িক ধাম ও মায়ার অন্তর্গত মনে করিয়া জড়ে চিত্তের আশ্রয়-আশ্রিত-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন, ইঁহাদের বিচারে, মৃন্ময় বা অন্য কোন ধাতব মূর্ত্তিতে ভগবানের আরোপ করিয়া চিন্ময়মূর্ত্তি দর্শন হয়। এই বিচারে ভীষণ বিবর্ত্তবাদ উপস্থিত।

অধুনা বৈষ্ণবনামধারী বহু ব্যক্তি মায়াবাদীর করালকবলে নিপতিত হইয়া উক্তবিধ বিবর্ত্তবাদের বর্ত্মানুসরণ করিতেছেন। ইহাতে পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহাজনগণের প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চা শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্দিরাদিও মায়াবাদীর কবল হইতে বাদ যান নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় তথাকথিত বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বয়ং আচরিত ও প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে অন্যমনস্ক হইয়া মায়াবাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার সুদর্শনাস্ত্রের পদতলে বিশ্রাম বা অবসর-লাভের সুযোগ হারাইতেছেন। মায়াবাদ-বিচারের গন্ধটুকু যেখানে, সেইখানেই জড়সাকারবাদ বা পৌত্তলিকতা। সুতরাং মায়াবাদগ্রস্ত তথাকথিত বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবব্রুবগণ যে পৌত্তলিক, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকিতে পারে না।

বৈষ্ণব বা শুদ্ধবৈষ্ণবগণ কখনও ত জাড্য-বিচারে সগুণ বা নির্গুণ বস্তুর পূজা করেন না। বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষবাদী নহেন; তাঁহারা ভগবানের চিদ্-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া থাকেন। ভগবদ্বস্তু স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ম্প্রকাশ বস্তু; অপর কোন বস্তুর আশ্রয়ে বা দেশ-কাল-পাত্র-বিচারে ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব হয় না. বৈষ্ণবগণ ইহা বিশেষপ্রকারে স্বীকার করেন ও জানেন বৈষ্ণবগণ ভগবানের নিরাকারত্ব ও জড়-সাকারত্ব কোনটীই স্বীকার করেন না। চিন্ময় বস্তুর আকার চিৎ। বস্তুর বাস্তবতা-স্বীকারে একটী চিন্ময় আকার নিশ্চয়ই লক্ষিত হয়। সুতরাং ভগবান নিরাকারও (নির্ব্বিশেষ) নহেন, জড়সাকারও নহেন; তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ-শক্তিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ "চিদাকার"।

বৈষ্ণবগণ ভগবান্, তাঁহার চিদ্বিগ্রহ, তাঁহার শ্রীনাম এই তিনটীকে একই বস্তু বলিয়া জানেন। তাঁহারা শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ ও ভগবানে ভেদজ্ঞান করেন না বা শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীগুরুদেবকে নর-সামান্য লঘুবুদ্ধি করেন না। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত চিদ্বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত বলিয়া জড় বস্তুতে ভেদ দর্শন করিয়া শ্রীবিগ্রহে কাঠপাথর ও শালগ্রামে শিলা দর্শন করেন না। বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় শ্রীনামপ্রভাবে সকল মায়িক দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত থাকিয়া শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও সেবা করেন। সুতরাং নিরাকার-সাকারবাদিগণের ভ্রান্ত-বিচারে বৈষ্ণব পৌত্তলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-বিচারে বৈষ্ণবে পৌত্তলিকতার ছায়াপাতের হইবার অবসর নাই। অতএব বৈষ্ণব পৌত্তলিক নহেন।

আশ্রয়হীনের আশ্রয়

জগতের চতুর্দ্দিকে কত পরিচিত, কত অপরিচিত মুখচ্ছবি দেখিতে পাই, সকলেই আমার দিকে তাকাইয়া যায়। আমার অন্তরের তীব্র বেদনার প্রতিচ্ছবি-প্রতিফলিত মুখখানি দেখিয়া কেহই আমার বেদনার ভাগী বা ব্যথার ব্যথী হয় না। কেহ মুখের দুটী ভাল-মানুষী কথা বলিয়া কেবল কৃত্রিমতা রক্ষা করিয়া যায়, কেহ বা আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। আমার অন্তর অনাদিকাল হইতে যে ব্যথায় জর্জ্জরিত সেই ব্যথার কথা আমাকে ত' কেহই জিজ্ঞাসা করে না! আমি মরি আর বাঁচি, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না; বরং আমি মরিলেই সকলের হাততালি বাজাইবার সুযোগ হয়। কিন্তু এরূপ অপস্বার্থপর, অনাত্মীয় বা কৃত্রিম আত্মীয়-বেষ্টিত জগতে একজন কে আমার মলিন মুখ দেখিতে পাইয়া, অন্তর্যামিরূপে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের অনাদিকালের দুঃখের কাহিনী জানিতে পারিয়া আমাকে যাচিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তোমার মুখ মলিন কেন? তোমার ভাবনা নাই, আমি তোমার সব অভাব পূরণ করিব।" দুনিয়া ভরা এত লোক; কিন্তু আমার অভাবের সময় কেহই কিছু দান করিতে আসে না, একজন মাত্র আমার ব্যথার ব্যথী হইয়া যাচিয়া আমার অভাব পূরণ করিতে আসিয়াছেন! ইহা গল্পের কথা নহে, ইহা প্রত্যক্ষীকৃত লাভের কথা। ইনি পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্যদেব। ইনি জগতের প্রতি-দ্বারে-দ্বারে যাচিয়া যাচিয়া সকলের অভাব মিটাইবার চিরব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। যে সময় কৃত্রিম আত্মীয়-স্বজন সকলে পলাইয়া যাইতেছে, সে-সময়ে তিনিই একমাত্র তাঁহার অকৃত্রিম-সহচরগণ-সঙ্গে জনমণ্ডলীর অভাব বিদূরিত করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। দুনিয়ার কোন্ কোণায় কোন্ অভাব গ্রস্ত দুঃখী পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি দুনিয়ার দ্বারে-দ্বারে অমূল্যধনের পসরা লইয়া হাঁকিয়া বেড়াইতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, আশ্রয়হীনের আশ্রয়—একমাত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য।

THE MESSAGE OF LORD CHAITANYA

OXFORD AND CAMBRIDGE

Swami Bon had the privilege of addressing England's proud Universities e. g. Oxford and Chambridge and the religion of love as preached by Lord Chaitanya got echoed within their walls. The lyrics of Bengal had poured for many decades that spirit of love and service which were the foundations of the great Vaishnava movement and it is with a sense of unspeakable delight that one notice them broadcasted in England through fervent missionaries from Bengal. The great GAUDIYA movement must be congratulated for the service on behalf of Bengal and the East.

GERMANY AND GERMAN UNIVERSITIES

Repeatedly cheered in his lecture at the Humboldt Hans, under the auspices of the Werbeans schuss for Deutsch Indische Verstanddigung, this young Bengalee

the occasion and spoke eloquently on the "Theism of India". He lectured further before several Universities of Germany and met the savants and the intellectuals of Germany and tried to offer to Germany the atmosphere of Bengal. Swami Bon has already been invited to address the University of Paris in the near future and there is no doubt he would do justice to his theme of service, sacrifice and love in words that are bound to reverberate throughout the whole of Europe.

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দেওয়া হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২১৮ N. R. ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মলিনাবালা দেবী	৫৫/০	১৬।২।৩৫	দায়ী জোতদার	থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৬৩৩৬ খতিয়ান	৪.২৫	৮৮০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৬৩১ R. P. ৩৩।৩৪		মিঃ আর পালচৌধুরী	দু বাগদী	৫৭৷৬/০	২৮।২।৩৫	জমা	থানা জীবননগর মৌজা নারায়ণপুর	খতিয়ান	৪-১৯ শতাংশ	১০/০	আর পালচৌধুরী
৬২৮ R. P. ৩৩।৩৪		ঐ	অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য			নিষ্কর	থানা ও মৌজা জীবননগর	১০৬ খতিয়ান	৬৯শঃ		
৫ N. R. ৩২।৩৩		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	হরেন্দ্রনাথ সরকার গং		১০।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	১। থানা চাপড়া মৌজা হাঁসচন্দ্রপুর ২। থানা কৃষ্ণনগর মৌজা গোবিন্দসড়ক	২০৪ খতিয়ান ৫.৯ খতিয়ান	৬-২৮শঃ	২৬৷/৬	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২০০ N. R. ২৪।৩৫		ঐ	মোহনচন্দ্র দাস কুণ্ডু গং	৮৷/		রায়ত জোতদারী	থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৪৬০ খতিয়ান		২৷৶৯	
৪৩৪ N. R. ৩২।৩৩			মণীন্দ্রনাথ ঠাকুর গং	২৮৶	১৩।৩।৩৫			৫৭৫।১ খতিয়ান		৩৮৯	
৫৮১ R. P. ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	হরিদাসী	৩৪৷৷৯	১।৩।৩৫	রায়ত স্থিতিবান	থানা চাকদহ মৌজা রাণীনগর	৭ খতিয়ান	৯-৩৯		আর পালচৌধুরী

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
এক অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ; শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১০ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ২৪শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৭২শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

সম্রাটের রজত জুবিলি

গত ৯ই জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কুমিল্লার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে মহামান্য সম্রাটের রজত জুবিলী উৎসব সুচারুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। সভাতে বহু প্রধান রাজকর্ম্মচারী, খেতাবধারী এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ, কতিপয় অধ্যাপক ও শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

লর্ড উইলিংডনের আবক্ষ মূর্ত্তি

মাননীয় দারভাঙ্গার মহারাজা নয়াদিল্লী লাট-প্রাসাদে লর্ড উইলিংডনের একখানা ব্রঞ্জ নির্ম্মিত আবক্ষ মূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছেন। লর্ড আরুইনের প্রতিকৃতি নির্ম্মাতা মিঃ রীড ডিক, বি. এ এই অর্দ্ধ প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

অদ্ভুত অবস্থায় ব্যাঘ্রিনী শিকার

রাঙ্গাগুড়ার এক সংবাদে প্রকাশ, তথায় এক ব্যাঘ্রিনী একটি জীবন্ত কুকুর ধরিয়া পলায়ন করিবার কালে শিকার সহ একটি কূয়ার মধ্যে পড়িয়া যায়। বিপন্ন ব্যাঘ্রিনীর গর্জ্জন এবং আহত কুকুরটির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া পল্লীর লোকজন ঘটনাস্থলে যাইয়া ব্যাঘ্রিনীকে হত্যা করিয়া কুকুরটীর প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

জিলা বোর্ডের ব্যবস্থা

ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের এক সভায় বন্যার ফলে জিলার বিভিন্ন স্থানে যে খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে, তাহ কথঞ্চিৎ দূরীকরণের জন্য বর্ত্তমান বৎসরের আদায়ী করের শতকরা ২ ভাগ (২৲ টাকা) সাহায্য তহবিলে প্রদান করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এইভাবে ৬০০০৲ টাকা সংগ্রহ হইবে। জিলা বোর্ডে বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকার মত কর আদায় হইয়া থাকে।

উত্তর ত্রিপুরা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) ও মধ্য-ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই বহু লোক শিশু স্ত্রী পুত্র লইয়া অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করিতেছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি ও সরকারী সাহায্য কমিটির সাহায্য বর্ত্তমান প্রয়োজনের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। আগামী বৎসর ব্যতীত খাদ্য শস্য পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

অন্তরীণের নিয়ম লঙ্ঘন

অন্তরীণের নিয়ম লঙ্ঘন করার অপরাধে গত নভেম্বর মাসে গৈলার শ্রীঅজিত গুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে এম চৌধুরী তাঁহার মামলার বিচার করেন। বিচারে তাহার প্রতি ছয় মাস কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

অজিত গুপ্তকে প্রথমতঃ বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বহরমপুর বন্দীশালায় আটক রাখা হয়। তথায় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। এই অবস্থায় তাহাকে চিকিৎসার জন্য রাঁচি প্রেরণ করা হয়। অতঃপর তাহাকে গৈলায় তাহার স্বগ্রামে অন্তরীণ করা হইয়াছিল।

লণ্ডনে বাঙ্গালী ডাক্তারের আত্মহত্যা

ডাঃ নিতেন্দ্রনাথ দে নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক এক বাঙ্গালী ডাক্তার প্রাসিক এসিড খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। হ্যামারস্মিথে শব ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার সময় জানা যায় যে, ডাক্তারের হাতে এগার শ' রোগী ছিল এবং এই দুই স্থানে তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায় ছিল চেলসিয়ার লিনকন ষ্ট্রীটে এবং ওক্সহল ব্রাইট রোডে ডাঃ দের পত্নী করোনারকে বলেন যে, সম্প্রতি তাঁহার স্বামীকে অত্যন্ত খাটিতে হইতেছিল তিনি আরও বলেন, তাঁহার স্বামী এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি (মিসেস দে) নিজেই ওক্সহল ব্রাইট রোডে তাঁহার কোন জরুরী কাজ আছে কিনা দেখিতে গিয়াছিলেন তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পান যে, তাঁহার স্বামী বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন।

'অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আত্মহত্যা' এই রায় প্রদান করিয়া করোনার ডাঃ এডউইন স্মিথ বলেন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এত অধিক পরিশ্রম করার জন্য ডাঃ দের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

দেব-প্রতিমা ভঙ্গে চাঞ্চল্য

মদন থানার ছত্রকোণা গ্রাম হইতে দেব-দেবীর প্রতিমা ভঙ্গের এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ ধরণীকান্ত সরকার নামক জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক বার্ষিক পূজা-পার্ব্বণের জন্য নানা দেবদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শত্রুতার ফলে কতিপয় মুসলমান এই সমস্ত প্রতিমা ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে এবং কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এংলোইণ্ডিয়ান দণ্ডিত

বিশ্বাসভঙ্গ পূর্ব্বক ৬০৲ টাকা আত্মসাতের অপরাধে গত শনিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শদম্ দাস্তর কারখানার কানভাসার, পি এস গোব নামক একজন এংলো-ইণ্ডিয়ানকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

প্রকাশ, আসামী উক্ত ফার্ম্মের বহু খরিদ্দারের নিকট হইতে গত মে ও অক্টোবর মাসের মধ্যে দুইশত টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করে। বর্ত্তমান মামলায় মাত্র ৬০৲ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়।

বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষে সরকারের ৩০ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর

ভারতীয় দুর্ভিক্ষ সাহায্য ভাণ্ডারের পরিচালক মণ্ডলীর এক সভাধিবেশন গত ১৯শে জানুয়ারী স্যার ফজলীহোসেনের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে, প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল গত বর্ষের বন্যা ও অনাবৃষ্টির জন্য বাঙ্গলার যে স্থানে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে, উহাতে সাহায্যের জন্য বাঙ্গলা সরকারের ৫০ হাজার টাকার এক আবেদন। সভায় ৩০,০০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে।

আগুন লাগিয়া দুই ব্যক্তির মৃত্যু

একটী বালিকার বস্ত্রে আগুন ধরিলে সেই আগুন নিবাইবার জন্য একজন অভদ্রাটী হিন্দু সৎসাহস দেখাইতে চেষ্টা করে এবং সঙ্গে কিরূপে উভয়েরই শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হয় তাহার কাহিনী আজ করোনারের আদালতে বিবৃত হয়। এই শোচনীয় ঘটনায় যে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহাদের মধ্যে বালিকাটীর নাম ভানুবাঈ নারায়ণজী তাহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর। আর অপর ব্যক্তি উক্ত বালিকারই আত্মীয়। তাহার নাম বাবাপ্রসাদজী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১০ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৪শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ২৭২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি, বঙ্গের মাননীয় গবর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুর-পরিদর্শনোপলক্ষে ষ্টেট্‌সম্যান, ষ্টাড-ভান্স, অমৃতবাজার, বসুমতী প্রভৃতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রসমূহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের কয়েকটী স্থানের ফটো সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের গত ১৭ই জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিবিজয়ভবনের দ্বারদেশে মাননীয় গবর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনা সময়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তাঁহার সহিত যে করমর্দ্দন হইয়াছিল, এই ফটোটী ষ্টেটস্‌ম্যান ও বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, ষ্টাড-ভান্স ও বসুমতীতে আর একটী গ্রুপ ফটো উঠিয়াছে; এই গ্রুপের মধ্যেও শ্রীল প্রভুপাদ ও মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর আছেন।

— — - •

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠে উপবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীযুক্ত গবর্ণরবাহাদুরের ফটো প্রকাশিত হইয়াছে "অমৃতবাজার-পত্রিকায়"। এই ফটোর নিম্নে লিখিত হইয়াছে —

His Excellency the Governor of Bengal paid a visit to Sree Mayapur (Old Nabadwip), the holy Birthplace of Sree Chaitanya, on Tuesday last. His Excellency is seen sitting with Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, the President Acharyya of the Sree Chaitanya Math and the Sree Gaudiya Math.

গত ১৭ই জানুয়ারীর ষ্টেট্‌সম্যান পূর্ব্বোক্ত আলোকচিত্রদ্বয় প্রকাশ করা ব্যতীত প্রায় দেড় কলম ব্যাপী একটী সংবাদ লিখিয়া গবর্ণর বাহাদুরের গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনের কারণ ও গৌরবাণী কি প্রকারে গৌড়ীয়মঠের প্রচারে সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইতেছে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত জে. কে. সেন মহাশয় ১৭ই জানুয়ারী তারিখের "ষ্টার" পত্রে "THE MESSAGE OF LORD CHAITANYA" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

———

গত ২০শে জানুয়ারী রবিবারের সংখ্যায় 'অমৃতবাজারপত্রিকা'য় শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠে নবনির্ম্মীয়মাণ মন্দিরের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর বাণী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বিস্তৃত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব-স্থান দর্শনের পিপাসা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। বিভিন্ন সংবাদপত্র মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থানের বিভিন্ন দৃশ্য প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাদের এই কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

———

নৈমিষারণ্যে প্রচার

গত ১৮ই জানুয়ারী সীতাপুর জেলার অন্তর্গত মিশ্রিখ থানার মিঃ অনিরুদ্ধ সিংহ সাহেব শ্রীপরমহংস-মঠ-দর্শনার্থ নৈমিষারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রিয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী প্রায় ২ ঘণ্টাকাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কীর্ত্তন করেন। সিংহ সাহেব পাশ্চাত্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী প্রচারের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং শ্রীআচার্য্যদেবের অলৌকিক শক্তির কথা বারংবার প্রকাশ করেন। আরও জানিয়া আনন্দিত হইলাম তিনি বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কয়েকখানা ইংরেজী গ্রন্থ এবং শ্রীভাগবত মাসিক পত্রিকা আলোচনা করিতেছেন।

———

দেহান্তর

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কৃপাপূর্ব্বক সংসারনিপীড়িত জীবকুলকে স্বসঙ্গ প্রদান করিয়া পরমানন্দ প্রদান করেন। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণের পরমবান্ধব জগদ্বন্ধুকের বিচ্ছেদ যে ক্লেশজনক তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীরায়-রামানন্দমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি পর॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৪৮)

ভক্তবিরহে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শোক-প্রদর্শন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চালিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১১।৯৪-৯৫)

কর্ম্মিগণের গুরুদেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি—প্রাকৃত মাত্র; সুতরাং অশুদ্ধ। এইজন্য তাঁহাদের ঐ দেহ স্পর্শ করিলে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। এমন কি, কর্ম্মিগণ গুরুদেহের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদিও গোময় লেপন প্রভৃতি দ্বারা সংস্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের অপ্রাকৃত দেহে ঐরূপ প্রাকৃত অশুদ্ধ বিচার করিলে বৈষ্ণবাপরাধ মাত্রই লক্ষিত হয়। ভক্তের অন্তর্দ্ধানে বৈষ্ণবগণের ব্যবহার কি প্রকার, তাহা সম্যগ্ শ্রীচরিতামৃতকার শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ বর্ণন করিয়াছেন,—

হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য
করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—"সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা॥"
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ চন্দন॥
(চৈ. চঃ অঃ ১১ ৬২-৬৫)

— —

ভারবাহী কর্ম্মীগণ বুঝি জড়কালে দেশ, কাল ও পাত্র জানেন। তাঁহারা জড়চিন্তা ব্যতীত অপ্রাকৃত চিন্তা করিতে পারেন না। তাঁহাদের ধারণা, এই স্থূলদেহই চৈতন্যাধার ছিল, মরিয়া গেলে উহাই আবার জড়। এইরূপ ধারণা লইয়া যখন তিনি ঈশ্বর-পূজা করিতে বসেন, তখন তিনি পাষাণ জড়বস্তুতে ঈশ্বর আবাহন করিয়া তাহাতে চৈতন্য-চিদ্বস্তু আরোপ করেন। আবার বিসর্জ্জন-সময়ে উহাকেই অচিৎ পাষাণ জড়বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—এই তিনটী নিত্য বাস্তববস্তু, মায়িক অবাস্তব নহেন। সুতরাং, তাহাতে কর্ম্মিগণের দ্বাদশাঙ্গুলিক প্রাকৃত বিচার স্পর্শ করিতে পারে না।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ
যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

কবিরাজ গোস্বামীর বাক্যটী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভক্তের দেহ চিদানন্দময়. মাতৃকুক্ষি হইতে যে দেহটী প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিল, তাহা আত্মসমর্পণ করিবামাত্রই অজ্ঞের অলক্ষিতভাবে বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তদীয় সারার্থদর্শিনী (৫।১২।১১) টীকায় বলিয়াছেন,—"প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়াদীনামেব ভক্তিসংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিন্যায়েনৈব সাধু সুধাম্বঃ। * * * অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব ভক্ত গুণাতীতানি দেহেন্দ্রিয়মনাংসি ময়া ভক্তিমাহাত্ম্যদর্শনার্থমলক্ষিতমেব স্বক্তে মিথ্যাভূতানি তান্তত্যালক্ষিতমেব ধ্বংসং যান্তি।" অর্থাৎ স্পর্শমণিদ্বারা যেমন লৌহ স্বর্ণতা-প্রাপ্ত হয় ভক্তিসংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি-উপদেশকাল হইতেই ভগবান্ ভক্তিমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণাতীত দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন অজ্ঞের অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাভূত দেহেন্দ্রিয়াদি অজ্ঞের অলক্ষিতভাবে বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞের অলক্ষিত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অভক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পরিচয়ে পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহকেও জন্মমরণশীল, হাড়মাংসের থলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধী হন। তাদৃশ অপরাধ হইতে জীবকুলকে পরিত্রাণের পরদুঃখদুঃখী শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ বলিয়াছেন—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" অর্থাৎ এই প্রপঞ্চে উদিত ভগবদ্ভক্তের প্রাকৃতত্ব দর্শন করিবে না অর্থাৎ তাঁহাদিগকে প্রাকৃত দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে। প্রাকৃত দর্শনের ফলেই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধের অবসর হয়। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষামাত্রেই জীব মুক্তি লাভ করেন। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিলাভই সেই মোক্ষ। যথা,—

"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং
নরাঃ॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতের টীকায় লিখিয়াছেন—"মোক্ষয়তি ইতি মোক্ষঃ কৃষ্ণস্তং" অর্থাৎ মোক্ষ শব্দের অর্থ 'কৃষ্ণ'। কেন না, কৃষ্ণই একমাত্র মোক্ষপ্রদাতা।

জ্ঞানিগণ দেহান্তর বলিতে 'ব্রহ্মে লীন' বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মে লীন বা ব্রহ্মসাযুজ্য 'মুক্তি' নহে। মুক্তের লক্ষণ বলিতে গিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীল বিষ্ণুস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শরীর ধারণ করিয়া ভগবানকে ভজন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মে লয় হইলে 'শরীর ধারণ করিয়া' এই বাক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব যিনি নিজ কায়-বাক্য মনকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত, তাদৃশ জীবন্মুক্তের দেহও সচ্চিদানন্দময়, স্থূললিঙ্গদেহের ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশশীল নহে। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যেরূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
যেরূপে লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন॥
তাঁহারা যেরূপে প্রভুসঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন সঙ্গে যায়েন তথাই॥
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি' কহে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯)

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥"
(পদ্মপুরাণবচন)

"জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি
তত্ত্বতঃ
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি
সোঽর্জ্জুন॥"
(গীতা ৪।৯)

গীতার এই শ্লোকটী বিচার করিলে জানা যায় যে, সচ্চিদানন্দময় ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি অপ্রাকৃত অর্থাৎ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় নহে। যাঁহারা তত্ত্ব বিচারকালে ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি লীলার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের দেহ যেরূপ সচ্চিদানন্দময়, ভক্তের দেহও সেইরূপ অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৩।১৩৯) শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—"ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থলেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দদেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্মমৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্ম মৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চ-ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। মুক্ত হইতে পারে না।"

ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে হইয়া থাকে, মায়াশক্তির আশ্রয়ে নহে। "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" (গীঃ ৪।৬) প্রভৃতি শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। এই স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত ও ভগবান্ প্রাকৃত কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় মায়াশক্তির আশ্রয়ে জন্মমরণের বাধ্য না হইলেও আবির্ভাব-তিরোভাবে তাঁহাদের গর্ভযন্ত্রণা ও মৃত্যুজনিত ক্লেশ হয় কিনা? তদুত্তরে প্রমেয়-রত্নাবলীর টীকাকার কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ মহোদয় বলিয়াছেন—"বিড়ালীদন্তস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিনা দুঃখং তস্য ন ভবতি।" প্রমেয়রত্নাবলী (১।৬) অর্থাৎ বিড়ালী তাহার ছানাকে দন্তদ্বারা স্পর্শ করিলে যেমন তাহার ছানার ক্লেশ অনুভব হয় না, পরন্তু মাতৃদন্তস্পর্শনজনিত সুখানুভূতই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাবজনিত কোনপ্রকার ক্লেশ নাই।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণায় "ঈশ্বরের দেহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার, সচ্চিদানন্দময় নহে; ভগবান্ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জড়জগতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া আগমন করিতে বাধ্য হন।" অজ্ঞজ্ঞানিগণের ভক্ত ও ভগবানের দেহে অপ্রাকৃতবুদ্ধি হয় না। তাঁহারা পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, "ভক্ত ও ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত হইলে তাঁহাতে জন্মমৃত্যু ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগ প্রভৃতি হেয়াংশের প্রতীতি কেন হইয়া থাকে?" তদুত্তরে বেদান্তভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু পাঠকদ্বয়ে বলিতেছেন—

"রামং দাশরথিমেব সুতং শুশ্রুম স্ফুরয়েতি দাশরথেরপি নারদেন তত্ত্বকম্। এষু বাক্যেষু ভগবদ্বিগ্রহস্য বিনাশোক্তেরনিত্যত্ব; প্রস্ফুটমিতি চেদিদো বর্ণিত তদ্বিরাকরোতি তাস্ত্বতি। লোকে বৈরাগ্যায় মায়য়ৈব তথা ভাগবতা প্রত্যায়িতম্। আসুর-প্রকৃতিলঙ্ঘনপ্রাবদেব গৃহীতম্। ঐন্দ্রজালিকঃ খলু স্বরূপেণ স্থিত এব স্বস্য ছেদাদিকং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ কিমুত মহামায়ী পরেশঃ স ইতি। কুতস্তং প্রত্যায়নং মায়িকমিত্যত্র হেতুমাহ,—রাজন্নিতি। ব্রহ্মাণ্ডং হরেনির্য্যাণং শ্রুত্বা তদেকাত্মা পরীক্ষিৎ অতিখিন্নোঽভূদিতি তস্য মায়িকত্বং ভাবয়ন্,—হে রাজন্, অন্যভূতঃ সম্ভূতস্য যঃ জননাপায়েহ উৎপত্তিমরণরূপা চেষ্টা পরেণ ময়া বর্ণিতা তৎনটস্য ঐন্দ্রজালিকস্য ইব মায়াবিড়ম্বনামিত্যবেহীতি ন তৎ প্রত্যা স্বয়ং খিদ্যেন ভাবয়মিতিভাবঃ।"

তাৎপর্য্য এই যে শ্রীবলদেব ও রামচন্দ্রের অপ্রকট সংবাদ-শ্রবণে তদ্ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের অনিত্যত্ব ও স্বরূপের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐ প্রকার ধারণা মায়াপ্রত্যায়িত অসুরগণের মিথ্যা প্রতীতিমাত্র। ভগবান্ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি ও সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যেই জীবসমূহকে ঐরূপ লীলা স্বয়ং অথবা ভক্তগণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীহরির নির্য্যাণ শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ খিদ্যমান হইলে ভাগবতবক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্, পরমেশ্বরের যে মনুষ্যের ন্যায় জন্মমরণাদি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সত্য নহে। উহা নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বনই জানিবে। স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্
আরোপয়ন্তি জানিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং
জড়মিতি চ।

অর্থাৎ ভগবানের প্রকৃত্যতীত দেহ আনন্দাত্মক ও অব্যয়স্বরূপ; মূঢ়গণ তাহা জানিতে না পারিয়া তাহাতে পঞ্চভূতাত্মক জড়ের কল্পনা করিয়া থাকে। মলমূত্রাদি হেয়াংশ প্রতীতিও অজ্ঞব্যক্তির অবধারণা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ভগবদবতার ঋষভদেবের চরিত্রে পুরীষ-পরিত্যাগ প্রভৃতি যে হেয়াংশের প্রতীতি আছে, তাহা "দেবমায়াবিমোহিত।"—এই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা করুণাময় পরমভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 'অজ্ঞপ্রতীতি' স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছেন স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

"অজ্ঞজনমলধ্বংসিশ্রবণস্মৃতিকীর্ত্তনা।
মলমূত্রাদিরহিতাঃ পুণ্যশ্লোকা ইতি স্মৃতাঃ॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তন অজ্ঞজনের মল ধ্বংস করে। তাঁহারা মলমূত্রাদি রহিত পুণ্যশ্লোক বলিয়া কথিত হন। ঋষভদেবের দেহত্যাগ-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে তিনি জীবের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্তই ঐরূপ আচরণ লোকচক্ষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতএব ভক্তের অন্তর্দ্ধান বলিতে জীবচক্ষের অগোচর বুঝিতে হইবে। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত যখন নিত্য সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠে স্ব স্থানে তাঁহার

বিশিষ্ট কর্ম্মিগণের স্বজন-বিয়োগের ন্যায় কেন শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন? তদুত্তর এই যে, ভক্তবিরহজনিত আর্ত্তি ও কর্ম্মিগণের স্বজন-বিয়োগজনিত শোক কখনই এক নহে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান। তাঁহাদের সঙ্গ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।"

সেই নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াই জীব নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্ত

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টেরনাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১২৬ N. R. ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	সত্যচরণ সিং	৮০।৫/০	১৪।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজা চরসরিপুর	৩২৮ খতিয়ান	২.৬৮	১৫।৶০	গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৫২ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	যশোদা ঘোষানী	১৫৫।৴০	১৫।৩।৩৫		থানা জীবননগর মৌজা উমাপুর	১০১ খতিয়ান	১৩.৫৪ শতাংশ	২১৸/৪	ঐ
১৮ A. D. ৩৪।৩৫		এ, পালচৌধুরী	নিস্তারমোহিনী দাসী	১২৪৯	১১।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা হাসখালী মৌজা দক্ষিণপাড়া	১৯২ খতিয়ান	১.৪৯শঃ	নিষ্কর	এ, পালচৌধুরী
২০১ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	শিবচন্দ্র পাল সিং	২৭/৯	১৭।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা ও মৌজা কৃষ্ণনগর	৫১৪৯ খতিয়ান	.৩.শঃ		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
১০০৯ N. R. ৩৩।৩৪			নলিনীকুমার ঘোষ সিং		১৭।৩।৩৫	নিষ্কর	থানা শান্তিপুর মৌজা ব্রহ্মশাসন	২৯১ খতিয়ান	৯৮শঃ	নিষ্কর	
১০১০ N. R. ৩৩।৩৪			ঐ	১৮৶০	১৭।৩।৩৫		ঐ	২৯১-২৫।৫২৪ খতিয়ান	৮.৯	ঐ	ঐ
১৫৩ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	সরলাবালা দেবী	১৭৯	১৮।৩।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজা আলুকপাড়া	২৬৯ খতিয়ান	.১৯	সেস ৴০	আর পালচৌধুরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৫শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ শুক্রবার } ২৭৩শ সংখ্যা

"ভক্ত ও ভগবান্"

শ্রীপাদ অরণ্য মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ চাঁদপুরের ভদ্রমহোদয়গণের বিশেষ অনুরোধে তথাকার গোপালজীউর আঙ্গিনাতে গত ২৭শে পৌষ, ১২ই জানুয়ারী শনিবার একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল — "ভক্ত ও ভগবান"। প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

— —

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, অদ্যকার বিজ্ঞাপিত বিষয় 'ভক্ত ও ভগবান্'। 'ভক্ত' বলে একটী কথা এবং 'ভগবান্' বলে একটী কথা আমরা প্রত্যেকেই শুনিয়া থাকি। কিন্তু ভগবান্ বা ভক্ত বস্তুটী কি, তাহা চিন্তা করিবার অবসর আমাদের হয় কিনা সন্দেহ। বদ্ধ জীব প্রাকৃত-বিদ্যা-বুদ্ধির বলে অনেক সময় ভক্ত কিম্বা ভগবানকে বুঝিবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু; এই নিমিত্ত তাহাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হন না, ভক্তও তদ্রূপ। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য যাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় অবস্থিত সেই বস্তুটী ভগবান্। ভগবান্ অসমোর্দ্ধ এবং অদ্বয়জ্ঞান বাস্তববস্তু। সেই ভগবানকে যখন আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, তখনই আমাদের ভক্তানুগত্য করিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—ভক্ত আমরা পাইব কোথায়? এবং তাঁহাকে চিনিবই বা কেমন করিয়া? তদুত্তর এই যে, আমরা যখন নিষ্কপটে সরলান্তঃকরণে ভগবানের নিকট আমাদের হৃদয়ের দুঃখ জানাইব, তখন ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট সাধুরূপে উদিত হইবেন। সাধুকে আমরা চিনিতে পারি না সত্য, কিন্তু সাধুই আমাদিগকে দয়া করিয়া জানাইয়া দেন—কে সাধু, কে অসাধু, যদি আমরা নিষ্কপটে জানিতে চাই।

এখন রাত্রি হইয়াছে। এই রাত্রিকালে যদি কোন ব্যক্তির সূর্য্যদর্শন করিবার ইচ্ছা হয় আর তিনি যদি একটী লণ্ঠন জ্বালিয়া সূর্য্যকে দর্শন করিতে যান তাহা হইলে তাঁহাকে কেহ বুদ্ধিমান্ বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কেন না, সূর্য্যের আলোক ব্যতীত অপর আলোর সাহায্যে সূর্য্যকে দর্শন করা যায় না। সূর্য্য স্বপ্রকাশ-বস্তু। তাঁহাতে এত পরিমাণে আলো আছে যে তিনি উদিত হওয়া মাত্রই জগতের সমস্ত আলোকের অকর্ম্মণ্যত্ব প্রদর্শন করেন। তখন যদি আমরা দরজা খুলিয়া বাহিরে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সূর্য্য ত বাস্তবিকই আলোকময় বস্তু; আমি ভ্রমে পড়িয়া মূর্খতাবশতঃ এমন স্বপ্রকাশ আলোকময় বস্তুকেও আমার নিজের আলোকের সাহায্যে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এখানে মনে রাখিবেন যে, যাঁহার দর্শন করাইবার যোগ্যতা আছে তিনি আলো ও তদ্বিপরীত অন্ধকার। আলোর সাহায্যে দর্শন করিবেন।

যখন সূর্য্যের কৃপাতে সূর্য্যের দর্শন আমরা লাভ করিবার সৌভাগ্য পাই, তখন সূর্য্যের বিপরীত যে একটী জিনিষ 'অন্ধকার' এবং যে অন্ধকারে পতিত হইয়া নিজেকে এবং অন্য কাহাকেও চিনিতে পারিতে ছিলাম না সেই বিষয়েও আমাদের অভিজ্ঞতা হয়। তাহা হইলে আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম যে ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহার দর্শনলাভ হয় না এবং অন্ধকারের বিষয়ও আমরা জানিতে পারি না। তদ্রূপ অপ্রাকৃত বস্তু যে ভগবান বা ভক্ত, তাঁহাদের কৃপা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদের বিষয় জানিতে পারি না। যখন তাঁহাদের কৃপা প্রভাবে সাধু চিনিবার সুযোগ পাই তখনই অসাধুকে, তাহাও আমরা তাঁহার কৃপাতে জানিতে পারি। সাধুর লক্ষণই হ'চ্ছে তিনি একমাত্র কৃষ্ণৈক-শরণ

যিনি যে পরিমাণে কৃষ্ণে বাস্তবিক-নিষ্ঠা-বিশিষ্ট বা শরণাগত তিনি তদনুরূপ পরিমাণে সাধু বা ভক্ত। জগতের কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকার প্রবৃত্তি যাঁহার আছে তিনি বাহিরের দিক দিয়া ভক্ত বা সাধুর চেহারা-বিশিষ্ট হইলেও কখনও 'সাধু' শব্দ-বাচ্য বা ভক্তপদবাচ্য হইতে পারেন না। যিনি ষড়্বেগকে সম্যক্প্রকারে দমন করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, যাঁহার জীবনে কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মিনিট একসেকেণ্ডও কৃষ্ণেতর বিষয়ে ব্যয়িত হয় না, তিনিই প্রকৃত ভক্ত বা সাধু। যিনি বুঝিয়াছেন যে হরিভজন ব্যতীত মনুষ্যজীবনে অন্য কোন কৃত্য নাই, এবং যিনি এই কথায় নিজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগদ্বাসীকে সেই কথায় প্রতিষ্ঠিত হইবার বা কৃষ্ণভজন করিবার সুযোগ দেন তিনিই সাধু বা ভক্ত।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ইঁহারা কখনও সাধু বা ভক্তপদবাচ্য নহেন; কেননা তাঁহারা নিজ সুখের অন্বেষণে প্রমত্ত, ভগবানের বিষয়ে তাঁহারা কোন সংবাদ রাখেন না। যদি আমরা বাস্তবিক ভগবানের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে এবম্বিধ সেবাবঞ্চক ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যাঁহার সঙ্কল্প সৎ, ঈশ্বর তাঁহার সহায়। আমরা যদি বাস্তবিক ভগবানকে লাভ করিতে চাই তাহা হইলে ভগবানই কৃপাপূর্ব্বক ভক্তরূপে আমাদের নিকট উদিত হইবেন। কেন না তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি বঞ্চক নহেন, পরম দয়ালু।

ভক্তের বিষয় আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ পরিবেশন সুযোগ পাইলাম। অবশ্য ভক্তের কথা কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। এখন ভগবানের বিষয় কিছু বলিবার সুযোগ বা প্রয়াস পাইব।

— —

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ—যিনি আমাদের আকর্ষণ করেন ও আনন্দ দান করেন। ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ-বিশেষ-মাত্র। তিনিই একমাত্র স্বরাট্ স্বাধীন লীলা-পুরুষোত্তম। ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। আমরা বর্ত্তমানে যেখানে অবস্থান করিতেছি তাহা তাঁহারই মায়াশক্তির বিচিত্রতা।

(ক্রমশঃ)

জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্তির জনক মনে করা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্যচেতনাত্মায় নিত্যবৃত্তি হওয়ায় ইহা নিরপেক্ষ অর্থাৎ কোন কিছুরই অপেক্ষা করে না। সুতরাং ভক্তি হইতেই শ্রীহরি, শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব, শ্রীনাম, শ্রীমন্ত্র, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীসাত্বত-শাস্ত্র প্রভৃতি অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস, সম্বন্ধজ্ঞান বা পরেশানুভূতি এবং অপ্রাকৃতানুভূতিবশতঃ ভগবদিতর বস্তুতে স্বাভাবিকী বিরক্তির উদয় হয়। সুতরাং জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির জনক নহে পরন্তু ভক্তিদেবীই জ্ঞানবৈরাগ্যের জননী অর্থাৎ জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই পুত্রদ্বয় দ্বারা শ্রীভক্তিদেবী সতত সেবিতা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ
যদহৈতুকম্॥"
(ভাঃ ১।২।৭)

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র
চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ
ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"
(ভাঃ ১১।২।৪২)

সাধুসঙ্গক্রমে ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হইলেই আপনা হইতেই কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিষয়গ্রহণে পিপাসা আর থাকে না। ভজনীয় বস্তুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলেই সেবাভিমান বা অপর বস্তুভোগের প্রবৃত্তি হৃদয়ে স্থান পায় না, কিন্তু যখন জীব সেবায় উদাসীন হয় সেই মুহূর্তেই ছিদ্র পাইয়া ভগবানের মায়া জীবকে ভোগে প্রবৃত্ত করায়। সেবা স্বীকৃত হইলেই ভগবৎ-প্রপত্তিক্রমে জীব ভোগপ্রবৃত্তি-রহিত হইয়া নিত্য-সেবনবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পায়। এই সেবা-ফলেই জীবের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়।

———

কৃষ্ণই সকলের একমাত্র সেব্য আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার সেবক-সম্প্রদায়—ইহাই শুদ্ধজ্ঞান। এই জ্ঞান গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে লাভ হয়। আর শুষ্ক তর্ক-পন্থায় যে জ্ঞানের উদয় হয়, অবরোহ-বাদাশ্রিত ভক্তি বা শুদ্ধজ্ঞানের পথ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অভক্তির পথে হৈতুক-জ্ঞান প্রবল। মুমুক্ষুগণের জ্ঞান হেতুযুক্ত কিন্তু অবৃত্তি ভক্তি প্রবলা হইলে শুদ্ধবৈরাগ্য অর্থাৎ যাহাকে যুক্তবৈরাগ্য বলে তাহা কালবিলম্ব না করিয়া সদ্য সদ্যই আবির্ভূত হয়। শ্রুতি-স্মৃতিপথে অবতীর্ণ বাস্তব-সত্যজ্ঞান হেতুমূলা নহে; তাহা ভক্তি হইতেই জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা
শ্রুতগৃহীতয়া॥"

সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে লীলাবতী হরি-কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া যাঁহারা অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত হইয়া সেই অমৃতগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হন এবং এই গুরুমুখ-নিঃসৃত বাণীকে জীবাতু বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহারা জ্ঞান-বৈরাগ্যের স্বরূপ অবগত হইয়া অর্থাৎ এই দুইটীকে ভক্তির পুত্র বা সেবক জানিয়া সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ও বিষয়-ভোগত্যাগশূন্য সেবাফলে স্বীয় শুদ্ধ হৃদয়ে হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্ম-দর্শনের বা শুদ্ধ-হৃদয়-বৃন্দাবনে তাঁহাদের নিত্যবসতি উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পান।

প্রাথমিক অসুবিধা কোথায়?

(শ্রীযুক্ত সহজানন্দ দাস অধিকারী)

(১)

যুগব্যাপী অজ্ঞানের জড়ত্ব-নিবিড়-অন্ধকারময়ী অমানিশার অবসানে প্রাচ্য-গগনে অভিনব গৌড়ীয়ভাস্করের অভ্যুদয়ে বিপথগামী বৈষ্ণবব্রুব অপসম্প্রদায়সমূহের তাণ্ডব নৈশলীলার যখন পরিসমাপ্তি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে এবং অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন

"জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥"

—এই পাঞ্চজন্য-নিনাদে সমস্ত বিশ্ববাসীর মোহ-নিদ্রা অপসারিত হইতেছে, তখন আমার ন্যায় নিতান্ত দেহারামী দুর্ভাগা ব্যক্তি ব্যতীত আর কে এই অপূর্ব উচ্ছ্বাস-ময় চৈতন্যনন্দে অনুপ্রাণিত না হইয়া দিবান্ধ পেচকের ন্যায় ঘৃণ্য সংসার-কোটরে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আত্মবিনাশের পথকেই বরণ করে?

আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত বিশ্ববাসীই ত আনন্দের কাঙ্গাল কিন্তু কয়জন সেই আনন্দ-প্রস্রবণের মূল উৎস কোথায়, তাহার অনুসন্ধান রাখে? অধিকাংশ জনই ত অন্ধকর্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় বা মরীচিকা-প্রলুব্ধ পথিকের মত সুখোপকরণ-সংগ্রহে বিফলমনোরথ হইয়া সংসার-মরুতে গতানুগতিকভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাহারা জানে না যে, আনন্দপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধজ্ঞানাভাবই তাহাদের দুর্গতির একমাত্র কারণ।

অমৃতের সন্ধান আমরা যদি সাধুগুরুর কৃপায় একবার কোনক্রমে সম্বন্ধ-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হই, তবে কি আর আমাদের আলোক ছাড়িয়া অন্ধকার খুঁজিবার প্রবৃত্তি থাকে? সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ে মোহন-বংশীধারীর মোহনমুরলীর উন্মাদনাপূর্ণ মূর্চ্ছনায় হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে, অগ্নি-সংযোগে তুলারাশির ন্যায় বা সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত সমস্ত জড়তা, সমস্ত তমোভাব অচিরে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং নিত্য পিতার সন্ধান-লাভের ফলে, স্বগৃহে স্বীয় পিতার পাদসম্বাহনের জন্য হৃদয়ে আকুল পিপাসার উদ্রেক হয়। তখন বিদেশ-প্রত্যাগত পথিক যেমন স্বীয় আবাস-গৃহে একবার কোনক্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিলে কিছুতেই তাহা আর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অভিলাষ করে না, শ্রীগুরু-কৃপায় কৃষ্ণপাদপদ্মের মকরন্দের আস্বাদ-প্রাপ্ত জীবও তেমনি আর সেই প্রাণ-মাতানো বরাভয়প্রদ অভয়চরণাশ্রয় কিছুতেই ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং
ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্ব-পরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা॥"

গীতাতেও "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" শ্লোকে সেই ভাবেরই আভাষ পাওয়া যায়।

কিন্তু সে অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেন আমাদের আশা পূর্ণ হয় না সে বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া সাধুগুরুমুখে শুনিতে পাই, মায়াগ্রস্ত বা অনর্থযুক্তাবস্থায় থাকাকাল পর্য্যন্ত হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, অসতৃষ্ণা, স্বরূপভ্রান্তি ও তত্ত্ববিভ্রমাত্মক দোষ-চতুষ্টয়ের প্রাবল্য-হেতু হরি-গুরু-বৈষ্ণবে দৃঢ়শ্রদ্ধাভাব-পরযুক্ত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে শরণাগতির অভাবে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় না হওয়ায় আমাদিগকে তৎফলভাগী হইতে হয়। "আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ॥" "গুরুঃ কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।" "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" "ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে দোষ নাহি এই সব"॥ এই সমস্ত সিদ্ধান্ত-বাণীতে বিশ্বাস-পরায়ণ হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের আশা-পূরণ সুদূরপরাহত। তাই উপনিষদ্ বলেন:—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

এখানে 'সমিৎপাণিঃ' হওয়ার গূঢ় মর্ম্ম শরণাগতি ব্যতীত আর কি? আবার গীতা বলিতেছেন "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" সর্ব্বত্রই শরণাগতি ও সেবার কথা। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্নের বাহ্যিক অভিনয় থাকিলেও সেবা ও শরণাগতি সম্বন্ধে সেরূপ বাহ্যিক অভিনয়েরও অভাব প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

'ভজ্'-ধাতু ক্তি প্রত্যয়ান্ত হইয়া 'ভক্তি'-শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায়, ভক্তি-অর্থে সেবাই উদ্দিষ্ট হয়। 'ভজ'-ধাতু সেবায়াম্। আবার—

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি
শিক্ষণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

এই শ্লোকেও বিশ্রম্ভসহকারে গুরু-সেবার উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু গোড়াতে আমরা সেই গুরুসেবা বাদ দিয়াই পারমার্থিক জগতে প্রবিষ্ট হওয়ার ধৃষ্টতা হৃদয়ে পোষণ করি। তাই আমাদের ফললাভও তদনুযায়ীই হয়। তজ্জন্যই বলিতে হয়, আমাদের প্রাথমিক অসুবিধাটি এইখানে। এইস্থানেই মায়ার দুরতিক্রম্য দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—এই অভয়বাণী আমার অবসন্ন হৃদয়েও বৈদ্যুতিক বল সঞ্চারিত করে। রোগ যতই কঠিন, কৃপাময় ভগবান্ তৎপ্রতীকারার্থ ভেষজও ততোধিক সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন। তাই পুনরায় ভগবদ্বাক্য কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে "সাধু-গুরু-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥" কিন্তু এই প্রাথমিক অসুবিধা (stumbling block) কোনক্রমে উত্তীর্ণ হইলেও চিরতরে নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় কি? কারণ—

"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গাঃ।
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ॥"

দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়রূপ কাল-সর্প পটলীর ভীষণ দংষ্ট্রা সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়ার অবসর কোথায়? হায়! এ অবস্থায় আমি কি করিব, কোথায় যাইব? এ অবস্থায়ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা-যাচ্ঞা ব্যতীত আমার আর কি সম্বল আছে? ঐ যে কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপু নিতান্ত নির্ম্মমভাবে পাশবদ্ধ পশুর ন্যায় আমাকে আকর্ষণ করিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলিতেছে। এই বিষম সঙ্কটকালে আমার কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগুরুদেব বলিয়া দিলেন—

"কাম কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"
"অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কামক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ
ছয়রিপু সদা হীন করিয়া মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্রে করিয়া স্মরণ।
আপনি পলাবে সব শুনিয়া গোবিন্দ রব।
সিংহরবে যেন করিগণ॥"

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যদেব শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বত-ভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের, ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের ... সহিত নিত্য সেবিত হইতে ... এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-পদাবমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, গুরুশাস্ত্র-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদ কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীনতানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি ... মামগাছি, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীবাসানুজ-ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্তী।

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক- শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅপ্রানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসনানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ বামনপাড়া, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কৈ রিপুর, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭, গোপালজীউমঠ

—কমলাপুর, ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে সড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপাণ্ডকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকেদারনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ চাঁদনীবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদদানন্দজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং ফরিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমধেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক,

৩৫) স্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেষশায়ী, পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌর-মনোমোহনের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ যোগানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়

গ্রান্টার রোড, চোটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরগি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরাস, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর।

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরচিত গৌড়ীয়ভাষ্য সহিত

বিরাট গ্রন্থ

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত

গ্রন্থের আয়তন :—ক্রাউন কোয়ার্টো মূল ১০৯৬ পৃষ্ঠা, সূচীপত্র ২৪৪ পৃষ্ঠা, মোট ১৩৪০ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা বাঁধাই মাত্র ৭, সাত টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	৫ দাবীর অঙ্ক ও বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৭০ R. P. ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	মুখোপাধ্যায়	৭	০।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা সুবর্ণবিহার	১২৬৬ খতিয়ান	২৪	নিষ্কর	আর পাল
৫৩ R. P. ৩৪।৩৫			অতুলচরণ ঘোষ		।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা হাসখালী মৌজে গোবিন্দপুর	৬৯৭ খতিয়ান	১০-৬১ শতাংশ	৫৬৷৷০	
১১৯ R. P. ৩৬।৩৫		ঐ	যদুনাথ কাঁড়ালে			রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা ভালুকা	৪১৯ খতিয়ান	৪-৫১শঃ	১৬/৩	ঐ
১৭ N. R. ৩৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	পাঁচু সেখ		২০।৩।৩৫	দখলকার	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা মোল্লা	৫৬৯ খতিয়ান	·২৭শঃ	১১৴৬	গৌরী রায় বাঃ
২২০ N. R. ৫৪।৩৫			লক্ষ্মী দাস	৬২	২৩।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী খাজনা বৃদ্ধিযোগ্য	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা বেলপুকুর	৪৩ খতিয়ান		৩৮৶০	ঐ
১০৪ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	রাখালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়		[illegible]।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা নবদ্বীপ গ্রাম ব্রাহ্মণপুরা	১০৪ খতিয়ান	১ ৪০	নিষ্কর	আর পাল
১০৩ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	ঐ		[illegible]।৩।৩৫		থানা নবদ্বীপ মৌজা ব্রাহ্মণপুরা	২৪৪ খতিয়ান	১-৩৫	ঐ	ঐ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

একাদশ-স্কন্ধম্

প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, মূল-শ্লোক, অন্বয়, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ, শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের টীকা, শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকা, প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসি[illegible] সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বিবৃতি ও তথ্য, অধ্যায়-মর্ম্ম ও অধ্যায়সূচীসহ ছাপা শেষ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ৪৷৷০ টাকার স্থলে বর্ত্তমানে মাত্র ৩৸৵০ ট[illegible] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিক দিন এই সুবিধা থাকিবে না।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১২ই মাঘ, শনিবার ১৩৪১, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২১৪শ সংখ্যা।

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

পুলিশ সাব ইনস্পেক্টরকে গুলী

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, পোরেবো অঞ্চলের ইউ বা কুন নামে এক পুলিশ সাবইনস্পেক্টর ৮ জন কনেষ্টবলসহ টহল দিতেছিলেন। এমন সময় জনৈক কনেষ্টবল তাঁহাকে গুলী করে। এই ঘটনার পরেই আততায়ী নিজের মুখের মধ্যে গুলী করিয়া আত্মহত্যা

উক্ত সাব ইনস্পেক্টরের কাঁধে জখম হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই দুর্ঘটনার কারণ কি তাহা জানা যায় নাই।

করাচীতে ভীষণ নৌদুর্ঘটনা

করাচী হইতে ৬০ মাইল দূরে আরবা সাগরে প্রবল ঝড়ে একখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। নৌকাখানির নাম 'তিকমপাশ'। ইহা করাচী হইতে কচ্ছের অন্তর্গত টুনা নামক স্থানে যাইতেছিল। নৌকাখানিতে ৬ জন যাত্রী ও ১০ জন মাঝি ছিল। নৌকাখানি পেরাবাড়ী নামক স্থানে ডুবিয়া যায়, জলমগ্ন ব্যক্তিদিগের ৬ জন সাঁতার কাটিয়া কেটি বন্দর নামক স্থানের নিকটে পৌঁছে। আর কাহারও সংবাদ জানা যায় নাই।

এগারজনের সলিল সমাধি

পাটনা সংবাদে প্রকাশ, রাত্রিতে কাজ করিবার সময় লয়াবাদ কয়লার খনিতে এগার জন শ্রমিকের সলিল সমাধি হইয়াছে। শ্রমিকগণ একটি স্থানে কার্য্যে নিরত ছিল, এমন সময় আটকান জল প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

লরী দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু

প্রকাশ যে, বালিয়া হইতে সাতারাম-পুরগামী একটি লরী নিসো গ্রামের নিকট উল্টাইয়া যায়। ফলে একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় এবং অপর চারজন আরোহী গুরুতররূপে আহত হয়।

মালগাড়ী চাপা পড়িয়া বৃদ্ধের মৃত্যু

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কড়পাতনাঙ্গিত কল্যাণী ষ্টেশনের নিকট রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করিবার সময় একখানি মাল গাড়ী চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় মৃতদেহ

৭নং আপ দিল্লী এক্সপ্রেসের তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরা হইতে একটি মৃতদেহ নামান হইলে গয়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। মৃত ব্যক্তি হিন্দু ও তাহার বয়স ৪০ বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। তাহার নিকট ঐ তারিখের হাওড়া হইতে সুলতানপুরের একখানা তৃতীয়শ্রেণীর টিকিট ছিল। রেল পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

বিলাতে

বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া শ্রীমতী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও একজন কৃতী ছাত্রী। গণিতশাস্ত্রে অনার্স সহ বি এ পাশ করিয়া ইনি ইংরাজী সাহিত্যে এম এ পড়েন। এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীমতী অমিয়া ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। গত বৎসর তিনি অক্সফোর্ডের বি এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি শিক্ষয়িত্রীর ডিপ্লোমাও লাভ করিয়াছেন। ছাত্রী হিসাবে অক্সফোর্ডে তাঁহার বিশেষ সুনাম হইয়াছিল।

বিমান চালনায় বাঙ্গালী যুবকের সাফল্য

শ্রীমান্ অজিতরঞ্জন ঘোষ—ন্যাশনাল ডাই এণ্ড ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের কর্ম্ম-সচিব ও রূপবাণীর যুগ্ম কর্ম্ম সচিব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম-এ বি-এল মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

ইনি দীর্ঘ চারি বৎসরকাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া বিমান সম্পর্কিত সমস্ত কলা কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে ইনি বারোটি বিমান চালনা সম্পর্কিত এবং তেরটি ইঞ্জিন সম্পর্কিত "এ" ও "সি" লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাত্র একুশ বৎসর বয়সে শ্রীমান্ অজিতরঞ্জন এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে,—ইতিপূর্বে আর কোন বাঙ্গালী এই সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

"এস এস নারকুণ্ডায়" তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আশা করা যায়, দেশে আসিয়াও তিনি স্বদেশে অবতরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

পুলিশ কনেষ্টবলের নৃশংস কাণ্ড

যোধপুর সংবাদে প্রকাশ, হেড কনেষ্টবল শম্ভুপ্রসাদ স্ত্রীকে আনিতে শ্বশুরালয় যায়। কিন্তু তাহার স্ত্রী সন্তান প্রসূতি বিধায় তাহার শ্বশুর স্ত্রীকে তাহার সঙ্গে পাঠাইতে অস্বীকার করে। ইহাতে কনেষ্টবলের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে এবং তাহার স্ত্রীকে না দিলে তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয় দেখায়। ইহার পর সে পুনরায় একটী গুলীভরা রিভলবার লইয়া তাহার শ্বশুরালয়ে আসে এবং তাহার স্ত্রীকে তাহার সঙ্গে পাঠাইতে বলে। শ্বশুর ইহাতে সম্মত না হইলে সে তাহার শ্যালককে লক্ষ্য করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনবার গুলী করে এবং তৎক্ষণাৎ শ্যালকের মৃত্যু হয়। ইহার পরে সে তাহার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে দুইবার করিয়া গুলী করে। উভয়েই গুরুতর আহত হয়। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তাহারা হাসপাতালে আছে। রিভলবারে পুনরায় গুলী ভরিবার সময় কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

চাকুরীর লোভে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

পেশোয়ার কোহাট জেলার কোনও গ্রামের মাতব্বর মাতিঙ্গার ডাঙ্গোর বয়স ৬০ বৎসর। সে বৃদ্ধ হওয়ায় তাহাকে পদত্যাগ করিতে বলিয়া গ্রামের মাতব্বরের পদ তাহার পুত্র চম্পটকে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ হইলেও সে চাকুরী ছাড়িতে রাজী ছিল না এবং তাহার নিবেদন বাদ হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে পুত্রের উপর প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করে। একদিন অপরাহ্ণে তাহার পুত্র ও পুত্রবধূ বাড়ীতে ছিল না, এমন সময় ডাঙ্গো তাহার ১০ বৎসর ও তিন বৎসর বয়স্ক দুইটী পৌত্রকে হত্যা করে। গ্রেপ্তারের পর ডাঙ্গো প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করে।

সেসন জজ ডাঙ্গোকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন, এডিশন্যাল জুডিসিয়েল কমিশনার মিঃ ষ্টেপলস ও মিঃ নিয়োগী এই দণ্ডাদেশ অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ মাধব [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

স্পর্শমণি

[illegible] আমরা প্রায় সকলেই স্পর্শমণির কথা শুনিয়াছি। স্পর্শমণিকে অনেকে ভাষায় 'পরশ-পাথর' বলিয়া থাকে। এই স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহাদি কাঞ্চনে পরিণত হয়। স্পর্শমণির এই অত্যাশ্চর্য শক্তির কথা শ্রবণ করিলে প্রায় প্রত্যেকেরই চিত্তে একটী বিস্ময়োৎপাদক আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। এই স্পর্শমণি লাভ করিতে পারিলে জগতে আর কোনও অভাব থাকে না। অর্থাৎ সে ধনবান্ হইয়া অভাবাবর্তনের ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তি পায়। সুতরাং অভাবগ্রস্ত সংসারি-জীবের পক্ষে এই স্পর্শমণি যে প্রত্যেকেরই উপাদেয় ও লোভনীয় বস্তু তাহা বলাই বাহুল্য। এমন একটী মহামূল্যবান ও একান্ত বাঞ্ছিত বস্তুর কথা শুনিয়াও আমরা তাহার সন্ধান করি না, বা সেই বস্তুটী কোথায় পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে আমাদের কোন চিন্তাও আসে না—ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। কোন দুর্গন্ধময় স্থানে কিছুক্ষণ বাস করিলে যেমন দুর্গন্ধ ও নাসিকার নিকট অনুভূত হয় না, চিরকাল ক্লেশের মধ্যে থাকিয়া আমরাও তদ্রূপ সাংসারিক ক্লেশ বা ক্লেশোপশমকে সুখ মনে করিয়া তাহাকেই ক্রমশঃ আবদ্ধ হইয়া পড়ি এবং প্রকৃত সুখের আকর-বস্তুর সন্ধানে উদাসীন থাকি। তবে যখন আমরা অভাব বা ক্লেশের দ্বারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হই, তখনই অভাব-পূরণের জন্য সাময়িকভাবে কিছু চেষ্টা প্রদর্শন করি। তৎপূর্বে এমন বিষয় মস্তিষ্ক আলোড়নের আবশ্যকতা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাই পরমকরুণাময় ভগবান্ কৃপাপূর্বক ত্রিতাপক্লেশ-প্রদানে আমাদের ঘুমঘোর বা জড়োন্মাদ ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে নিত্য সুখের সন্ধান দেন বা স্পর্শমণির কথা আমাদের নিকট নানাভাবে কীর্তন করিয়া উদ্ধারের সুযোগ দেন।

স্পর্শমণি দ্বিবিধ—একটী জড় ও অপরটী চিন্ময়, একটী স্থূলাকার অচেতন পদার্থ আর অপরটী চেতন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-স্বরূপ। এই জড়স্পর্শমণি জড়লৌহাদিকে স্পর্শ করিয়া স্বর্ণে পরিণত করে। তাহাতে জাগতিক অভাব কিছু পূরণ হয় সত্য কিন্তু উহা অনিত্য হওয়ায় উহার মূল্য চিন্ময় স্পর্শমণির নিকট কাণাকড়িসদৃশ বা অতি তুচ্ছ। সেই স্পর্শমণি যে এজগতের স্পর্শমণির অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ বা এই জড় স্পর্শমণি যে সেই চিন্ময় স্পর্শমণির নিত্য কিঙ্করী মায়াকর্তৃক সৃষ্ট একথা আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। এই স্পর্শমণির তুচ্ছত্ব প্রদর্শন করে একদিন আমাদের পূর্বগুরু গৌরপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাহা অনাসক্তভাবে যমুনা নদীনীরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,—একথা আমরা বাল্যকালে অনেকে পুস্তকে পাঠ করিয়াছি। জড়স্পর্শমণি জড়লৌহাদির 'কুরূপ' ঘুচাইয়া 'সুরূপ' দান করে। আর চিন্ময় স্পর্শমণি—যে সকল চেতন জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ স্ব-স্ব প্রভুকে ভুলিয়া নিজদিগকে বদ্ধ বা এজগতের কোনও মাটিয়া জিনিষ বলিয়া মনে করতঃ স্বরূপবিস্মৃতি-বশে বিরূপগ্রস্ত হইয়াছে, প্রভুসেবা ভুলিয়া নিজে প্রভু সাজিয়া ভগবদ্-ভোগ্য ভোগে মত্ত হইয়াছে, তাহাদের বিরূপাভিমান বা ভোক্তাভিমান ঘুচাইয়া তাহাদিগকে সজ্জাদান পূর্বক স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন—ভোগ-ত্যাগ-শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে সেবা-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতঃ কৃপাদান করেন।

লৌহ যদি স্পর্শমণিকে স্পর্শ না করে তাহা হইলে তাহার লৌহত্ব ধ্বংস হয় না বা সে স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। চিন্ময় স্পর্শমণি সম্বন্ধেও তাহাই। স্পর্শমণি এই শব্দই এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। শাস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই চিন্ময় স্পর্শমণি বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং
জায়তে নৃণাম্॥
(হরিভক্তিবিলাস)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অর্থাৎ তাঁহার পাদপদ্মে জীবের মস্তক স্পৃষ্ট হইলে—জীবহৃদয়ে [illegible] জাগ্রত হইলে জীব চিন্ময় স্পর্শমণি-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাফলে সম্যক্ [illegible] হইতে মুক্ত হইয়া কর্তৃত্বাভিমান ছাড়িয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়—অর্থাৎ [illegible] ভক্তিতে সম্যক্ অবস্থিত হইবার সৌভাগ্য পায়। সেই জন্য শাস্ত্রে 'অ-[illegible]' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

আমরা গুরুপদাশ্রয় না করিয়া [illegible] করি বলিয়া অর্থাৎ আমরা সেই গুরুরূপী স্পর্শমণিকে স্পর্শ না করিয়া তাঁহাকে একমাত্র রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা ও সহায়ক না জানিয়া তাঁহার দুই একটী কথা শুনিয়া উদ্বেগনাশের বা দুঃখেতর-[illegible]-লাভের জন্য তাঁহার নিকট হইতে [illegible]-নামাদি গ্রহণের বা তাঁহার শিষ্য হইবার ছলনা করি বলিয়া আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারি না এবং তজ্জন্যই লৌহের ন্যায় কঠিনহৃদয় আমরা স্বরূপ উদ্বোধন করিতে একমাত্র সমর্থ স্পর্শমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ষোল আনা না দিয়া বা তাঁহার না হইয়া মনঃকল্পিত কৃষ্ণভজনরূপ আলেয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইতে গিয়া কখনও ভোগ আবার কখনও ত্যাগরূপ বিরূপকেই স্বরূপ মনে করিয়া ভ্রান্ত হই এবং তখন 'গুরুদেবাত্ম' এই শব্দটির উপর আমাদের লক্ষ্য পড়ে না।

যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা জানেন যে, লৌহ স্পর্শমণিযোগে স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার মূল্য হয় এবং তখন সকলেই তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করে। তৎপূর্বে কেহই তাহাকে আদর করে না। সেবাবিমুখ কঠিন-হৃদয় জীবস্বরূপ সম্বন্ধেও তাহাই। বদ্ধজীব স্পর্শমণি শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাবলে স্বরূপ-প্রাপ্ত না হইলে কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করেন না বা কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা তাহার হয় না। 'নাদেবো দেবমর্চয়েৎ' শ্লোকই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং স্পর্শমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মে সংস্পর্শ হওয়া যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এসব কথা না শুনিয়া আমরা যদি গুরুসেবা ছাড়িয়া বা গুরুর পূর্ণানুগত্য স্বীকার না করিয়া বা গুরুদাস-অভিমানে প্রমত্ত না হইয়া কৃষ্ণসেবা করিতে যাই তাহা হইলে আমাদের এই মনুষ্য-জীবনপুষ্প কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিবে না। জীবনপুষ্পটী শ্রীগুরুপাদপদ্মের করতলগত হইলে স্পর্শমণি শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেই সমল জীবন-পুষ্পটীকে নির্মল করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার উপযুক্ত করিয়া দিতে পারেন বা কৃষ্ণসেবায় লাগাইতে পারেন।

এই স্পর্শমণি এ জগতে নাই, এরূপ মতের কথা আমরা শুনিতে চাই না। ইহা আছে সত্য, কিন্তু অতি দুর্লভ, ভাগ্যবান্ জনগণই ইঁহার সন্ধান পান। শ্রীগৌড়ীয়মঠই জড় স্পর্শমণি ধিক্কারী সেই চিন্ময় স্পর্শমণি। যদি কেহ এই স্পর্শমণি স্পর্শ করেন অর্থাৎ এই চেতনমঠের সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইতে পারেন তাহা হইলে কৃষ্ণ সেই গৌড়ীয়মঠাশ্রিত জীবকুসুমটীকে সানন্দে গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। কিন্তু কেহ যেন স্পর্শমণিকে স্পর্শ না করিয়া স্পর্শমণিকে 'হইল না বলিয়া' দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ না করেন। স্পর্শমণির সহিত স্পৃষ্ট হইতে পারিলে আর জন্মান্তর স্বীকার করিতে হইবে না, কারণ স্পর্শমণি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের স্পর্শে স্বরূপলাভ হইবেই হইবে। ইহা নিশ্চিত সত্য কথা এবং ইহার জ্বলন্ত আদর্শ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সদা জাজ্জল্যমান। তাই বলি ভাই সব, ভয় নাই; স্পর্শমণি আসিয়াছেন, আর চিন্তা কি? ভোগের মুখে ছাই দিয়া জড়স্পর্শমণি বা কনককামিনীর লোভ ছাড়িয়া এই চিন্ময় স্পর্শমণিতে যুক্ত হউন, শুধু যুক্ত হইয়া বা ইহাকে মুখে ভাল বলিয়া বসিয়া থাকিবেন না, দয়া করিয়া এই স্পর্শমণিটিকে হৃদয়ে ধরিয়া কৃষ্ণসেবার উপকরণ-স্বরূপ হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

সাধন

বিশ্বে নাস্তিকের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে থাকিলেও শ্রীভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহার তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত যত্নপর হন এইপ্রকার লোকের সংখ্যা যে না আছে তাহা নহে। যাঁহারা শ্রীভগবানের তুষ্টিবিধানে যত্নপর হন তাঁহাদের ঐ কার্যের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহবা ভয়ার্ত হইয়া, কেহবা আশাপ্রণোদিত হইয়া, কেহবা কর্তব্যবুদ্ধি হইতে এবং কোন কোন ব্যক্তি অনুরাগ হইতে ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করেন। অর্থাভাবের ভয় পীড়া ও মৃত্যুর ভয় এবং মৃত্যুর পরে নরকযন্ত্রণাভয় প্রভৃতি অধিকাংশ ব্যক্তিকেই ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত করায়। যাঁহারা সংসারে উন্নতিলাভ পূর্বক বিষয়সুখ প্রার্থনা করিয়া ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা আশা-দ্বারা চালিত হইয়া ভজনকার্যে নিযুক্ত হন। ভগবদ্ভজনে এমনিই বিমল আনন্দ আছে যে, প্রথমে ভয় বা আশা-দ্বারা চালিত হইয়া ভজনকার্যে নিযুক্ত হইলেও ভজনকারী অবশেষে ভয় ও আশাকে পরিত্যাগ পূর্বক শুদ্ধভজনে অনুরক্ত হন। ধ্রুব প্রথমে রাজ্য-প্রাপ্তির আশায় মধুসূদনের ভজন আরম্ভ করিলেও সাধনক্রমে তাঁহার হৃদয়ে পবিত্র-সম্বন্ধ-জনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আর শ্রীভগবানের নিকট সাংসারিক সুখজনক বর প্রার্থনা করেন নাই। শ্রীভগবান্ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের জন্মগ্রহণের পূর্বেই মাতৃস্তন্যে ক্ষীরের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি তজ্জন্য জল, অগ্নি, বায়ু ও নানাবিধ খাদ্যের সংস্থান রাখিয়াছেন—এই প্রকার চিন্তাজাত কৃতজ্ঞতা হইতে কর্তব্যবুদ্ধি-চালিত হইয়া অনেকে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, যাঁহারা ভয়, আশা বা কর্তব্যবুদ্ধি-দ্বারা চালিত না হইয়াও স্বভাবতঃ ঈশ্বরের প্রীতিবিধানে যত্নপর। তাঁহাদের ভজন রাগভজন বা অনুরাগভজন নামে অভিহিত। যে প্রবৃত্তিবশে কোন একটী বিষয় দেখিবামাত্র বিচারের পূর্বেই তৎপ্রতি চিত্ত ধাবিত হয় তাহার নাম রাগ। পরমেশ্বরের কথা শ্রবণমাত্রই কোনও প্রকার আশা বা লাভাদির জন্য কিছুমাত্র চেষ্টাপর না হইয়া অনন্যভাবে তাঁহার শ্রীচরণ-সেবার জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে ভাগ্যবানের চিত্তে উদিত হয় তিনি রাগক্রমে ঈশ্বরের ভজন করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ভয়, আশা ও কর্তব্যবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া যে ঈশ্বর-উপাসনা, তাহা ভজন নহে। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বরার্চনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই যথার্থ সাধক।

কুটিনাটি ছাড়, মন করহ সরল। গোরভজ লোকরক্ষা একত্রে নিষ্ফল।

জীব ও ভগবানে একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলেই সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধটী নিত্য। কিন্তু লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা লাভেচ্ছু জনগণের জড়বদ্ধ বিচারে তাহা গুপ্ত থাকে। সময় আসিলে বা সৌভাগ্যরবি উদিত হইলে উক্ত নিত্যসম্বন্ধ শুদ্ধহৃদয়ে প্রকাশিত হয়। সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে চৈতন্যময়ী বাণী-শ্রবণরূপ সাধনে সেই নিত্য সম্বন্ধের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভয় ও আশাদ্বারা চালিত হইয়া যে ভগবদ্ভজন, তাহা নাস্তিক অবস্থা হইতে উন্নত হইলেও শুদ্ধভক্তের বিচারে তাহা সর্ব্ব-নিম্নস্তরে অবস্থিত। বস্তুতঃপক্ষে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে সাধক ভয় ও আশা পরিত্যাগ করেন। প্রথমমুখে রাগের উদয়ের সম্ভাবনা না থাকিলেও কর্ত্তব্যবুদ্ধি সাধকের হৃদ্দেশ অধিকার করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে পর্য্যন্ত অনুরাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত সাধক কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান ও অবিধির পরিত্যাগ,—এই দুইটী বিচার উদিত হইয়া থাকে। বিধির বিচার বৈধভক্তির অন্তর্গত। মহাজনগণকর্ত্তৃক পরমেশ্বর সাধন করিবার যে-সকল পদ্ধতি বা বিচার-ধারা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাই বিধি। সাধনভক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। এতদ্বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

এই ত সাধনভক্তি দুই ত' প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥
* * *
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
দাস-সখা-পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

রাগমার্গে যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা ভগবান্‌কেই প্রভু, সখা, সন্তানাধিক পুত্র বা পতিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নিজের ভালবাসার পাত্র ভগবান্‌কে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পান না। এই রাগমার্গের ভজনকারী ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উক্তি—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥
(ভাঃ ৩।২৫।৩৮)

—স্বর্গাদি লোকে ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর কোন না কোন এক সময়ে বিনাশ সাধিত হয়; কিন্তু মদীয় বৈকুণ্ঠলোকে মৎপরায়ণ ভক্তগণের কখনও তদ্রূপ ভোগ্যবস্তু নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। আমার অনিমিষ কালচক্রও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। আমিই তাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, সুহৃদের ন্যায় হিতকারী এবং ইষ্টদেব সম পূজ্য। অর্থাৎ আমার ঐকান্তিক ভক্তগণ আমাব্যতীত আর কাহাকেও জানে না।

নিরীশ্বর—মুদ্‌গর

(আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন সংগৃহীত)

প্রকৃতিবাদী প্রাকৃত জনগণ, অপ্রাকৃত তত্ত্ব-বস্তুর বাস্তবতা অস্বীকার করিতে যাইয়া নানা কুমতবাদ-স্থাপনে আগ্রহ-প্রকাশদ্বারা যে-সকল তর্ক উপস্থিত করেন, তাঁহাদের সেই সমস্ত বাক্যের অসারতা প্রকাশ করিবার জন্য গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সুদক্ষ।

নিরীশ্বরবাদিগণ পরমাণু-সংঘাতদ্বারা জগৎ-সৃষ্টির কল্পনা করিয়া থাকেন। সংঘাত শব্দের অর্থ সম্মিলন। পরমাণু বস্তু স্বভাবতঃ স্থির ও নিশ্চল; তাহাদিগকে সম্মিলন করিবার জন্য একজন কর্ত্তার প্রয়োজন। নিশ্চল বস্তুর সংঘাত স্বীকার করিলে তাহাদিগের চালক একজন আছেন, এই কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নিশ্চল বস্তুর সম্মিলন স্বীকার করিলে অর্থাৎ কার্য্য স্বীকার করিলে তৎকারণও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণরূপে স্বীকার্য্য।

যাঁহারা বলেন প্রকৃতিই প্রধান অর্থাৎ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরবস্তুর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণায় নিপতিত। প্রকৃতি—জড়রূপা, ঈশ্বর—চৈতন্য বস্তু; সেই কারণরূপ চৈতন্যবস্তুব্যতীত জড়রূপা প্রকৃতির কোন কার্য্য হইতেই পারে না। চৈতন্যশক্তিব্যতীত জড়া প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব। চৈতন্যবস্তুদ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রকৃতি জড়-উপাদান-কারণরূপে জগৎ প্রসব করে।

মায়া জগৎপ্রসবিনী; সেই মায়ার দুইটী রূপ—প্রধান ও প্রকৃতি। সেই মায়া গুণময়ী এই গুণময়ী মায়া মুখ্য জগৎ-কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র। এই মায়ার ভর্ত্তা যিনি, তিনি ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ কারণাব্ধি-শায়ী; আদিদেব পুরুষাবতার যিনি, তাঁহারই অংশের অংশস্বরূপ মায়াভর্ত্তা। এই মায়া অর্থাৎ প্রধান ও প্রকৃতি কখনও কারণ-সমুদ্র স্পর্শ করিতে পারেন না। সুতরাং যাঁহার শক্তি সকাশ নহে তাঁহার সম্যক্‌কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না; তবে তিনি ভ্রমজ্ঞানের বিক্ষেপকর্ত্রী; সেইজন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকার দুর্ব্বলতা বা অজ্ঞতা বলিয়া নিরীশ্বরগণের বিতণ্ডা-সমুদ্র আলোড়িত হইবার উপায় উদ্ভাবিত হয়।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ-বিশিষ্ট মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অতীত অর্থাৎ তৃতীয়মানের অতীত বিশুদ্ধ চতুর্থমান হইতে ঊর্দ্ধ মানের বিচার-ভূত ধাম—কারণার্ণবাদি পরব্যোমবৈকুণ্ঠ-ধাম। সেই পরব্যোম ধামস্থ সঙ্কর্ষণই একাংশে কারণার্ণবশায়ী। ইনিই মায়ার ঈক্ষণ-কর্ত্তা। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর ঈক্ষণ ব্যতীত প্রকৃতি ও প্রধান জড়রূপা।

"জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তা'রে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ।
প্রকৃতি—কারণ যৈছে অজাগল-স্তন॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তাঁ'র করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র দণ্ডাদি উপায়॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তা'তে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৫ম অধ্যায়)

সাংখ্যকারদিগের মতেও প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে মহত্তত্ত্বের জন্ম, সেই মহত্তত্ত্ব কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবযুক্ত এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিবিধ অহঙ্কার-যুক্ত। সেই পুরুষই মূলসঙ্কর্ষণ, যিনি স্বয়ং ভগবান পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ মহাপ্রভুর স্বাংশ, সেই স্বাংশ প্রভুর অংশাংশ শ্রীকারণার্ণবশায়ী মায়াভর্ত্তা। ইহা স্বীকার না করিলে চিদ্বৈচিত্র্য-দর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া অচিদ্বৈচিত্র্য মায়াবশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার ফল,—সংসারের সংক্লেশ জন্ম-মরণ-রূপ জঠর-যন্ত্রণা ঘনীভূত হইতে থাকিবে। ঈশ্বরের বিশ্বৈচিত্র্যদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অচিৎ প্রতীতি নষ্ট হইবার কোন উপায় নাই। কারণ উপাদেয় বস্তু লাভ না হইলে হেয় বস্তুর হেয়ত্ব উপলব্ধি হয় না।

ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ-ক্রিয়া ও পূর্ণ ইচ্ছা-রূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট। "ততো জ্ঞানাদিভি-র্দ্ধর্ম্মৈর্নিত্যৈর্বিশিষ্টোঽবগতোঽপীশ্বরঃ।" (শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণ) সুতরাং ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা এবং নিত্য কারণ। বিভিন্নাংশ জীব কখনই জগতের কর্ত্তা হইতে পারেন না; এমন কি, আধিকারিক ব্রহ্ম রুদ্রাদি চৈতন্যবস্তু হইলেও ঈশ্বরের স্বাংশশক্তি বিনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। "ঈদৃশস্তু ন কর্ত্তা স্যাজ্জীবঃ শক্ত্যেকদেশভাক্‌"

(শ্রীসিদ্ধান্তদর্পণম্)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১০) ব্রহ্মস্তবে দেখিতে পাই,—ব্রহ্মা স্বয়ং বলিতেছেন—

"অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥

হে অচ্যুত, আমি রজো গুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে আমার নেত্র অন্ধীভূত। অতএব "এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র" এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন।

শ্রীহরিবংশে শ্রীশিববাক্য—

হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ
সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং
ধ্যাত কেশবম্॥

শ্রীশিব বলিতেছেন,—হে বিপ্রগণ! তোমরা সত্ত্ব-সংস্থিত হইয়া সর্ব্বদা হরির আরাধনা করিবে, সর্ব্বদা বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিবে।

তদগ্রে শ্রীভগাদেবীর বাক্য—

অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্তদুঃখদে হরৌ।
বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি
সংসৃতৌ॥
যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গকপালী বীক্ষ্যতে জনৈঃ।
ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো
লক্ষ্যকান্তাসমুদ্ভবঃ।

এখন যদি বলা যায়, যে নিরীশ্বরগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহারা ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু ও তাঁহাদের বাণীর অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিবেন কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে,—জড়ই হউক আর চিৎই হউক একটা বস্তু ও তাঁহার শক্তি স্বীকার করেন। বস্তু স্বীকার করিলেই তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছা ও তাঁহার ক্রিয়া এই তিনটী শক্তিরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি—ইহারা স্বয়ং শক্তিমান্ বা ধর্ম্মীর অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিচয় দিয়া ধর্ম্মিত্ব প্রমাণ করে।

(ক্রমশঃ)

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই মাঘ, সোমবার ১৩৪১, ২৮শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৭৫শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

সম্রাটের রজত জয়ন্তি

নদীয়া জিলায় সম্রাটের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য এবং বড়লাট তহবীলে চাঁদার জন্য নদীয়াবাসী জন সাধারণের একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন বিগত ২৩শে জানুয়ারী বেলা ৪ ঘটীকার সময় কৃষ্ণনগর কলেজহলে সম্পন্ন হইয়াছে।

———

সুভাষচন্দ্রের "ভারতীয় সংগ্রাম"

'গেজেট অব ইণ্ডিয়া'র এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, লণ্ডনের ৯নং জন ষ্ট্রীটের উইশার্ট এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত 'ভারতীয় সংগ্রাম ১৯২০—৩৪' পুস্তক এবং উহার অনুবাদ কিংবা উহা হইতে উদ্ধৃত কোনও অংশ সপারিষদ বড়লাট বৃটিশ ভারতে আমদানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

ভারত শাসন বিল

রিফর্ম্মস অফিস হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ, পার্লামেণ্টে যে ভারত শাসন বিল পেশ হইয়াছে, তাহা ভারতে মুদ্রিত হইয়া আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে দিল্লীতে এবং অধিকতর দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে অল্প কয়েক দিন পরে কিনিতে পাওয়া যাইবে। দিল্লীতে সেনট্রাল পাব্লিকেশনের ম্যানেজারের নিকট, কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট বুক ডিপোয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহের প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণের নিকট উক্ত পুস্তক পাওয়া যাইবে প্রত্যেক খানি পুস্তকের মূল্য ১২ আনা।

গ্রেটবৃটেনে বিলের সহিত যে ব্যাখ্যামূলক স্মারক লিপি প্রকাশিত হইবে, তাহা ভারতবর্ষে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশার্থ দেওয়া হইবে।

টাকা সহ দ্বারোয়ান উধাও

প্রকাশ, আপার সার্কুলার রোডের জনৈক মহাজন স্থানীয় একটি ব্যাঙ্কে জমা দিবার জন্য তাহার দ্বারোয়ান চন্দ্রপাল তেওয়ারীর হস্তে ৪০০০৲ প্রদান করে। পূর্ব্বের মত দ্বারোয়ান ঐ টাকাসহ চলিয়া যায়, কিন্তু আর ফিরে না। ইহাতে উক্ত মহাজনের সন্দেহের উদ্রেক হয়, এবং সে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারে যে, তাহার দ্বারোয়ান ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া উহা লইয়া উধাও হইয়াছে। তৎপর সে পুলিশে সংবাদ দেয়।

বড়তলা থানার পুলিশ এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতেছে। এখন পর্য্যন্তও কাহারও গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া যায় নাই

ব্যারিষ্টারের কীর্ত্তি

লাহোরের ব্যারিষ্টার মিঃ বিহারীলালকে ২০,০০০ হাজার টাকা গায়েব করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বৃটিশ সেনা বিভাগের জনৈক ক্যাপ্টেন তাহার মহাজনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ার জন্য ঐ টাকা নাকি ব্যারিষ্টারের কাছে রাখিয়াছিল। উক্ত ক্যাপ্টেন পুলিশে এজাহার দিলে ব্যারিষ্টারকে গ্রেপ্তারের পর হাজতে রাখা হয়। ঘটনা সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

———

কালেক্টরী অফিসের কেরাণীর বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ

পূর্ণিয়া কালেক্টরী অফিসের কেরাণী হরিশঙ্কর ঝা উৎকোচ গ্রহণের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ ডব্লিউ খাঁ এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছেন।

যে সমস্ত পেন্সনভোগী গুর্খা এখান হইতে তাহাদের পেন্সনের টাকা পায়, তাহারা এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছে যে, উক্ত কেরাণী তাহাদের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবে ঘুষ লইত এবং পরে বিল পাশ করিত। পরে উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই ব্যাপার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচরে আনেন।

ডাঃ এন্ বি খারে বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত

পরলোকগত মিঃ অভ্যঙ্করের স্থলে পালিয়ামেণ্টারী বোর্ডের মনোনীত প্রার্থী ডাঃ এন বি খারে নাগপুর বিভাগ অ-মুসলমান কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মিঃ টিকেকর কংগ্রেস পক্ষের অন্যতম প্রার্থী ছিলেন; তিনি মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন

বাঙ্গলায় ডাকাতির হিসাব

৫ই হইতে ১২ই জানুয়ারী এই আট দিনে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় ৪৮টি ডাকাতির সংবাদ পুলিশের গোচরে আসিয়াছে।

মেদিনীপুরে পাঁচটি, ত্রিপুরা ঢাকা, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জিলায় তিনটী করিয়া: দিনাজপুর, খুলনা, যশোহর, হাওড়া ও হুগলীতে ২টী করিয়া এবং নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, পাবনা, মালদহ, বগুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে একটী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ আট দিনের মধ্যে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের গড়িয়া ষ্টেশনে একটি ডাকাতি হইয়াছিল।

একটি ডাকাতির সময় একজন নিহত হয় এবং আর একটীতে ডাকাতেরা বোমা নিক্ষেপ করে।

———

গুলীর আঘাতে পাগল হত্যা

পেশুর এক সংবাদে প্রকাশ, জিলা পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এফ্ এক ওয়েমিস গত শনিবার জনৈক পাগলের হাত হইতে দা' ছিনাইয়া লইবার সময় গালে ও বাহুতে আঘাত পান পাগলটি দা হাতে লইয়া গ্রামবাসীদের খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছিল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আহত হন।

আততায়ী পুলিশের কবল হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ সময় তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়।

———

কলেজে ভয়ানক চুরি

নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজে এক দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ উপরক্তগণ সন্ধ্যা রাত্রিতে কলেজের দারোয়ানের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে দরজা ভাঙ্গিয়া অফিস ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক লোহার সিন্দুক খুলিয়া আনুমানিক ১ হাজার ৮শত ৫০ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। কলেজের ছাত্রদের আই-এ, পরীক্ষার ফি ও কলেজের মাহিয়ানা বাবদ উক্ত পরিমাণ টাকা আদায় হইয়াছিল। কলেজের কেরাণী তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, দারোয়ান নীলমণি দাস ও কলেজ সংলগ্ন বাড়ীর বাসিন্দা কালিদাস বসু নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ মাঘের সঙ্কীর্ত্তন সন্দর্ভ ৪৬৮

ফেরিওয়ালা

কোন জিনিষের আবশ্যকতা থাকিলে আমরা তাহা সংগ্রহার্থে দোকানে গিয়া থাকি। অত্যাবশ্যকতা বোধ না হইলে সহসা কেহ অন্য স্থান হইতে মূল্য দিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে চায় … দোকানে না গিয়াও অনেক সময় আমরা ঘরে বসিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সুযোগ পাই। যাহারা সাধারণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি মস্তকে বহন করতঃ প্রতি দ্বারে দ্বারে চীৎকার করিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহারাই ফেরিওয়ালা। দ্বারে আসিলে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা, খঞ্জ, অন্ধ, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, দরিদ্র সকলেই স্ব-স্ব-স্থানে স্থিত হইয়া আবশ্যকীয় বস্তু-গ্রহণের সুযোগ পান। তবে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে কিছু মূল্যের আবশ্যক হয় এই কথাও বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই ফেরিওয়ালা দ্বারে দ্বারে আসিয়া দ্রব্যাদি সরবরাহ করাতে সাধারণের যে কিরূপ সুবিধা হয় তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাই এ জগতের সম্বল। তাই এ তিনটী অনিত্য বস্তুর ফেরিওয়ালারও অভাব এ জগতে নাই। চাই কনক, চাই কামিনী চাই প্রতিষ্ঠা—এই রবের আজ জগৎ মুখরিত। আর অনিত্য-বস্তুপ্রয়াসী কনক কামিনী প্রতিষ্ঠালোলুপ আমরাও এই তিনটি বস্তু-সংগ্রহের জন্য জীবনপাত করিতেও পশ্চাৎপদ নহি। কিন্তু সুদুর্ল্লভ পরমার্থদ জীবনের বিনিময়ে অনিত্য বস্তু-গ্রহণ পিপাসায় আতুর হওয়া যে কত অবিবেচনার ও আত্মামঙ্গলবরণের কথা তাহা একটু স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। যে গর্ত্ত মাটী দিয়া পূরণ করা যায় তাহা স্বর্ণাদি দ্বারা পূরণের চেষ্টা যেরূপ মূর্খতাব্যঞ্জক, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা যাহা কর্ম্মফলবশে লাভ হয় বা যাহা অনায়াসে পাওয়া যায় তজ্জন্য এই পরমার্থপ্রদ জীবনকে নষ্ট করা বা সেবার পরিবর্ত্তে সেবার ফল উত্তরোত্তর সেবাপ্রবৃত্তি-বৰ্দ্ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া এই তিনটি প্রার্থনা করাও তদ্রূপ গর্হিত ব্যাপার বিশেষ।

আমরা সাধারণতঃ দ্বিবিধ বস্তুর কথা শুনিতে পাই। তন্মধ্যে একটী কৃষ্ণ—নিত্যধন আর অপরটী কৃষ্ণেতর বস্তু—অনিত্য ধন। বস্তু দ্বিবিধ হওয়ায় ইহার ফেরিওয়ালাও পৃথক্ পৃথক্। কৃষ্ণ অত্যন্ত দুর্ল্লভ বস্তু। আবশ্যক হইলেও তদ্দর্শন-লাভ বা তৎপ্রাপ্তি অজ্ঞানতা-সম্বল জীবের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। জাগতিক কৃষ্ণেতর বস্তুর ফেরি না করিলেও আমরা দোকান হইতে তাহা সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণবস্তু এ জগতের হাটে বাজারে পাওয়া যায় না। সুতরাং যদি কৃষ্ণ-ধনে ধনী কেহ কৃপাপরবশ হইয়া পরজগৎ হইতে এ জগতে না আসেন বা আসিয়া ফেরিওয়ালা সাজিয়া নিত্য-ধনবঞ্চিত আমাদিগকে যাচিয়া যাচিয়া শ্রদ্ধামূল্যে কৃষ্ণধন বিতরণ না করেন তাহা হইলে যে ধনে বঞ্চিত হইয়া আমরা দরিদ্র হইয়াছি বা সতত শোক দুঃখে প্রপীড়িত হইতেছি সেই ধনাভাব আমাদের ঘুচে না বা দারিদ্র্য-দুঃখাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আমাদের আর উপায় থাকে না। এই ফেরিওয়ালা আর কেহই নহেন—ইনি কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ কৃষ্ণের আমরা কৃষ্ণ-ধনলাভে স্পৃহাহীন। সুতরাং তৎসংগ্রহ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে নাই বলিয়া আমরা কৃষ্ণালোচনায় ঔদাসীন্য প্রদর্শন করি। আমরা আমাদের প্রভুর প্রতি উদাসীন হইলেও আমরা যাঁহার সেই কৃষ্ণ আমাদের প্রতি উদাসীন নন পরন্তু আমাদের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও অহৈতুকী করুণাবশতঃ তিনি আজ ফেরিওয়ালার বেশে প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়া জীব-জাগরণের বাণী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

"কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ-ধন।
চরণে ধরিয়া বলি, কৃষ্ণে দেহ মন॥"

মূল্য না দিলে কোন বস্তুই পাওয়া যায় না। এ জগতের অনিত্যবস্তু কিনিতে গেলে অনিত্য অর্থের প্রয়োজন হয় আর সেই কৃষ্ণধনকে হৃদয়ে ধরিতে হইলে বা পাইতে হইলে সাধুশাস্ত্র ও গুরুবাক্য—যিনি এই কৃষ্ণধনের ফেরি করিতে আসেন তাঁহার নিকট কৃষ্ণধনের মহিমা-শ্রবণমুখে তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হইলেই অর্থাৎ সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলেই সেই কৃষ্ণসেবাহীন দরিদ্র জীব এই শ্রদ্ধামূল্যেই কৃষ্ণধনরূপ অমৃতকে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেও অমৃত হইবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হন। চীৎকার করাই ফেরিওয়ালার কার্য্য। তাই তাঁহাদিগের উক্তিতে আমরা দেখিতে পাই—

"প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥"

জগতের পরমসৌভাগ্য উপস্থিত; তাই আজ এতাদৃশ ফেরিওয়ালার জগতের প্রতি দ্বারে দ্বারে আগমন ও জীবের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া সতত চীৎকারধ্বনি—'Back to God and Back to Home'—'ভগবানের দিকে চল, গৃহের দিকে চল রাধাকৃষ্ণ বল সঙ্গে চল।' ভগবান্ আমাদের ন্যায় অযোগ্য অধম পুত্রগণের দুটী পায়ে ধরিয়া কৃষ্ণভজন করিতে বলিতেছেন, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিতে বলিতেছেন, স্পর্শমণি এই ফেরিওয়ালার পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া তাঁহার বাণীতে অভিষিক্ত হইতে বলিতেছেন, কিন্তু আমরা এরূপ অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য পুত্র যে, তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিতেছি না। সুতরাং আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কে?

এই ফেরিওয়ালা আসিয়া আজ আমাদের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণধনের ফেরি করিতেছেন বলিয়াই আজ কৃষ্ণলাভ সহজ হইয়াছে। নতুবা অধোক্ষজ-বস্তু-প্রাপ্তি জাগতিক কোন কিছুর দ্বারা হয় না। তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, তোমরা সকলে আসিয়া ফেরিওয়ালা-বেশী আমার প্রভুর হৃদয়ের কথা শুন এবং সেই কৃষ্ণকথারূপী কৃষ্ণধন সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক আমার জীবন-দেবতার নিকটে আনিয়া দুর্ব্বল আমাকে সাহায্য কর। তোমরা সকলেই আমার প্রভুর সন্তান তাই বলি আমার প্রভুর চেয়া জগতের প্রভুকে—আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একবার প্রভু বলিয়া ডাক, তাঁহার এই অহোরাত্র চীৎকারে সাড়া দিয়া কৃষ্ণধনের আবশ্যকতা জানাও। কুঞ্জকুটীরবাসী তিনি যেন আর গানশুদ্ধ-কুঞ্জবাসী ঠাকুর মহাশয়ের মত এবার ভগ্ন-প্রাণে ফিরিয়া না যান,—প্রভুর অযোগ্য দীনাতিদীন ভৃত্যস্বরূপে আপনাদের নিকট আমার হৃদয়ের নিবেদন এবং যাঁহারা আমার নিত্যপূজ্য ও নিত্য আশ্রয় সেই গুরু-দাসাভিমানী বৈষ্ণবগণের নিকট দুর্ব্বল আমার কৃপা-বল-প্রার্থনা এবং সত্যানুসন্ধিৎসু বন্ধুবর্গের প্রতি করযোড়ে এই কাতর আহ্বান।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈষ্ণব-পত্র]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের রূপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

বদান্য কে?

শ্রীগৌরসুন্দরের ন্যায় দানশীল আদর্শ চতুর্দ্দশ ভুবনে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার পদাশ্রিতগণ সেই অলৌকিক দয়া লাভ করিয়া তাহাই বিতরণ করিতে মুক্তহস্ত। যাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে জীবের অযোগ্যতা বিচার করিয়া প্রদত্ত হয় নাই সেই উন্নত-উজ্জ্বল-ভক্তিরসমাধুরী অযোগ্য জনেও সমর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দনের অপার মধুরিমা ভজনপারঙ্গত অপরাধমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরই লাভ্য কিন্তু আমাদের উপাস্য শ্রীশচীদুলাল বদান্যশিরোমণি বলিয়া দুর্ব্বল, প্রাকৃত-মদমত্ত জীবকে অপরাধ ছাড়াইয়া অনিত্য নশ্বর বিচারমুক্ত করিয়া পরম দুর্ল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিগূঢ় সেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত। বদ্ধজীবকে অসচ্চরিত্র কপট শিক্ষকের কবল হইতে উন্মুক্ত করিবার জন্য সেই গৌরহরি বলিয়াছেন যে, ভগবৎ-সেবোন্মুখ, সমস্ত জড়াভিনিবেশ-ত্যক্ত, মলিন জড়ীয় অজ্ঞান সমুদ্রের পরপারে গমনোৎসুক সজ্জনগণ যেন কোন প্রকারে যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গী বিষয়ীর সঙ্গ বা পরামর্শ গ্রহণ না করেন। যদি করিয়া ফেলেন তাহা হইলে বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া গৌর-ভক্তের অমলাগন হইতে অনন্তকালের জন্য বিতাড়িত হইবেন। আরাধ্য বস্তু গৌর-সুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনিই সকল ঈশ্বরের, জীবের ও জড়ের পরমেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তিনি অনাদি, তিনি সকলের আদি এবং তিনি সকল কারণের কারণ। মহাপ্রভু কৃষ্ণই অপ্রাকৃত রসের একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়; শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার অবলম্বন বা অপ্রাকৃত আশ্রয়। বলদেব সেই বিষয়ের বিস্তৃতি, প্রকাশ বা বৈভব। বিষয়-বৈভব হইতেই পরব্যোমে ও অপ্রাকৃত স্বরূপ-বৈভব-সমূহে প্রাভব-প্রকাশ বাসুদেব প্রমুখ ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়-বিগ্রহ। মূলাশ্রয় রাধিকা হইতে আশ্রয়-বৈভব ব্রজললনা-সমূহ, রেবতী প্রমুখা প্রকাশাশ্রয়বৃন্দ, দ্বারকাদিতে মহিষীবৃন্দ, পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ, নৈমিত্তিক অবতারাদিতে সীতা প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত হইয়াছেন। মহামাধুরীর একমাত্র বিষয় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর যশোদাদুলাল স্বীয় নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ রাধিকার নিজ সেবাময়ী চিত্ত-বৃত্তি নিত্যকাল গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। গোলোকে আশ্রয়-ভাবাঙ্গীকারে গৌরলীলা ব্যতীত কৃষ্ণের কোন নিত্যলীলা নাই; আর বিষয়-ভাবাঙ্গীকারে কৃষ্ণব্যতীত গৌরাঙ্গের কোন নিত্যলীলা নাই। সেই মধুররসদাতা বদান্য হইয়া শ্রীরূপের নিকট "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥ বলিয়া নিত্য ভজনীয় আছেন। তাঁহাকে প্রাকৃত বিচারে মিছা নাগর সাজাইয়া সাধক জড়ীয় নাগরী সজ্জায় ভজন করিতে পারেন না বলিয়াই সেই মহাবদান্য সুমিষ্ট-ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহা সজ্জন বদান্য কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের আশ্রয়জাতীয় ভজনে বা গৌরলীলায় গোপনে কপটতামূলক ব্যভিচার নাই। এই পরমসত্য মহাবদান্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি গৌর-নাগরীর সহ ব্যভিচারী নহেন।

যে সকল ব্যক্তি গৌরভজনের নামে সহজিয়া, বাউল, চূড়াধারী, গৌরনাগরী প্রভৃতির মতে চলিবেন এবং শুদ্ধভক্তকে রূঢ়ভাষায় তাঁহাদের ন্যায় জড়ীয় জানিয়া গালি দিবেন তাহা হইলে তাদৃশ গৌর-নাগরীগণ বদান্য একথা জগৎ জানিবে না এবং সজ্জনই একমাত্র বদান্য তাহাও বুঝিবে। বদান্য শ্রীল রূপগোস্বামী নির্ব্বোধ নব্যমতা-বলম্বী বালকগণের ও দলপতিগণের জন্যই রসশাস্ত্র লিখিয়া বিষয়-আশ্রয়গত রস সুষ্ঠুভাবে জানাইয়াছেন। সেজন্য অবদান্য গৌরনাগরীর কোন সিদ্ধান্তই তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই। কোন গৌরভক্তই মিছা-ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন না। যে লীলা আশ্রয়ভাবাঙ্গীকারী কৃষ্ণ-নিজ গৌর-লীলায় প্রকট করেন নাই বা প্রকট করিবার যোগ্যতাও দেন নাই সেই মিছা নাগরীভাব মিছা কল্পনা করিয়া মিছাভক্ত সাজিবার আবশ্যকতা কি? মিছাভক্ত সাজিয়া সুনির্ম্মল পবিত্রচরিত্র গৌরাঙ্গে ব্যভিচার আরোপ করা এবং তদনুকূলে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ, সদ্যুক্তি বা মহাজনপথ না পাইয়া আপনাকে কৃষ্ণ বিমুখিনী স্বৈরিণী সাজাইবার আবশ্যকতা কি? কোন বদান্যই মিছা-ভক্তকে প্রশ্রয় দেন না। পাপ করিলে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত নাই একথা মহাবদান্য গৌরসুন্দর বলেন না। যিনি শুদ্ধভক্ত তিনি হরিসেবা-বিমুখ নিজ ফলভোগময় পাপ করেন না বা পাপের প্রশ্রয় দেন না। ভক্তগণকে হরিবিমুখতা শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গোপনে ভোগতাৎপর্য্যপর নদীয়া-নাগরীসহ ব্যভিচার করেন নাই। রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিত গণিকা নাগরীর সহিত গোপোর্দ্দ হরিদাস ঠাকুর গোপনে ব্যভিচার করেন নাই। মাতা মীরাবাই শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর নাগরী নহেন। 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরঃ' শ্লোকের কুব্যাখ্যা-বলে গৌর-নাগরী নামক গৌরাঙ্গবিরোধী জীব গৌরাঙ্গকে মহাবদান্য জগদ্‌গুরু না বলিয়া গোপনে ব্যভিচারী বলেন ইহাই আশ্চর্য্য। ব্যভিচারময় এরূপ ভ্রান্ত ধারণাই নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর গৌরনাগরীগণকে বিপথগামী করিয়া গৌর-বিরোধী জীব করিয়া তুলিয়াছে। আশা করি, বদান্য শুদ্ধগৌরভক্ত মিছা গৌর-ভক্তগণকেই রাইকানুর অপ্রাকৃত কথা শুনাইয়া নিজ জড়-ভোগতাৎপর্য্যপর গৌর-নাগরী দলের হৃদ্‌গত কাম বিনাশ করিবেন। এই কার্য্য করিলেই শুদ্ধগৌরভক্তসজ্জনকে বদান্য বলিয়া সকলেই জানিবে।

নিরীশ্বর—মুদ্‌গর

২)

ইহাতেও যদি আপত্তি উপস্থিত করিবার চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে যে সকল শব্দদ্বারা নিরীশ্বর বা নাস্তিকগণ জড় বস্তুর সংজ্ঞা দিয়া তাহাদের জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া প্রমাণ করেন সেই শব্দ-প্রমাণের মূল অনুসন্ধান করিলেই নিরপেক্ষ প্রমাণ-বাচক-রূপ প্রণব ও বাচ্যরূপ পরমতত্ত্ব পরমেশ্বরকে পাইবেন। তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয় হইতে মুক্ত হইবার উপায় কোন মতেই নাই। বেদই শব্দ-বিজ্ঞানের স্বতঃ-প্রমাণ।

ঈশ্বরকে "বিজ্ঞানঘন" শব্দ দ্বারা "মূর্ত্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। "বিজ্ঞান-ঘন-শব্দাদেমূর্ত্তঃ সতু তথাবিধঃ॥"

(শ্রীবলদেব প্রভু)

তাঁহার মূর্ত্তিকে মায়িক বলা যায় না। সেই মূর্ত্তি নিত্য চৈতন্যঘনস্বরূপ। ঈশ্বর —বিভু, বিজ্ঞান ও সুখস্বরূপ। ঈশ্বরে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ সাকার ও নিরাকার, ইচ্ছাময় ও নিরাকার এবং সত্তা, জ্ঞান ও অনন্ত এত সকল বিশেষ আছে। সেই বিশেষধর্ম্মবশতঃ দেহী ও গুণী ভাবসংযুক্ত হইয়া নিত্যই জগতের প্রভু। সত্ত্ব ও অস্তিত্ব—এই দুইটী ভাব তাঁহাতে দেদীপ্যমান। তিনিই সকলের মূল; তাঁহার মূল নাই।

"স মূলং কিল সর্ব্বস্য ন মূলং তস্য বিদ্যতে"।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ ১ শ্লোক)

সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ২য় অধ্যায়)

সুতরাং নিরীশ্বর বা নাস্তিকগণের যুক্তির কোন প্রকার প্রমাণ নাই, যে-প্রমাণের দ্বারা তাঁহাদের স্বতন্ত্রবাদ বজায় রাখিতে সমর্থ হইতে পারেন। একমাত্র শব্দপ্রমাণের আঘাতে তাঁহাদের যাবতীয় কল্পিত কুযুক্তি কুতর্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

প্রাথমিক অসুবিধা কোথায়?

(২)

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

মর্ম্মার্থ এই, অন্যান্য যুগে কালোপযোগী বিভিন্ন উপায়ে যাহা লভ্য হইত কলিকালে এক হরিনামকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ংই বলিয়াছেন "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"। তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা—পায় কৃষ্ণের চরণ"।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-
পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি
সুমেধসঃ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া যদি বা কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম কিন্তু বহুকাল অভ্যাস করিয়াও দেখা গেল কিছু ফল হইতেছে না। কারণানুসন্ধানে উপাদিষ্ট হইলাম—

"অসাধু-সঙ্গে কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
সাধুসঙ্গে নামকীর্ত্তন এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর অন্য কিছু নাই॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছা সব দূরে পরিহর॥
"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-
মুক্তিভিঃ"॥

যদি বা দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগে সচেষ্ট হওয়া গেল, তবু ফললাভ হইতেছে না ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম—

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হ'ল অঙ্কুর॥

এখানে দশটী নামাপরাধের আলোচনায় "গুর্ব্ববজ্ঞা" নামক অপরাধটীই সর্ব্বাগ্রে প্রণিধান-যোগ্য। কারণ শ্রীগুরুদেবের মঙ্গলময় আদেশ প্রতিপালনে অবহেলা বা তদীয় মনোহভীষ্ট-পূরণে শৈথিল্য গুর্ব্ববজ্ঞার অন্তর্গত। হায়! পবিত্রোজ্জ্বল বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি সন্দর্শনে ব্যথিতহৃদয়, অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেব এই মর্ত্ত্যধামে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া যদিও হৃৎকর্ণ-রসায়ন হরিকথা আমার ন্যায় পাষণ্ডের কর্ণে কৃপা-পূর্ব্বক অবিরত বিতরণ করিতেছেন তথাপি ও' আমার বধির কর্ণে তাহা প্রবেশ করিতেছে না। আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। প্রভুপ্রদত্ত কৃপা আমি কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। ফরাসী-বিপ্লবের সময় ভূ-গর্ভস্থ অন্ধকূপ-সদৃশ কারাগারের (underground cellএর) বন্দিগণকে ফৌজগণ মুক্তি প্রদান করিলেও তাহারা যেমন বহুকালের অনভ্যাস প্রযুক্ত সূর্য্যালোক সহ্য করিতে না পারিয়া ভূগর্ভস্থ কারাগৃহের অন্ধকারকেই পুনরায় বরণ করিয়া লইয়াছিল, আমাদের দশাও কি সেই প্রকার নয়? অভিন্ন নিত্যানন্দ দয়ানিধি, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগুরুদেব যতই না কেন করুণা-বিগলিত-হৃদয়ে আমাদিগকে কৃপা-হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক বলিতেছেন—"হে কলিহত মায়াবদ্ধজীব! তোমরা কেহই এখানকার অধিবাসী নও। গোলোকই তোমার স্বধাম —গোলোকপতিই তোমার নিত্য প্রভু— তুমি যাহা স্বধাম বলিয়া মনে করিতেছ তাহা কারাগার মাত্র—তুমি স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছ—তুমি নামাশ্রয়ী হইয়া স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইলেই নিত্যধামে পরা শান্তি লাভ করিতে পারিবে—চল স্বধামে ফিরিয়া চল। এ সব কথা যতই বলিতেছেন শাপগ্রস্ত, শূকরযোনি-প্রাপ্ত ইন্দ্রের ন্যায় আমি ততই তাহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছি। তাঁহার এ করুণা-বাণী আমার অশ্মসারবৎ কঠিন হৃদয়ে কিছুমাত্র রেখাপাত করিতে পারিতেছে না। মরিচা-ধরা বা কর্দ্দম-লিপ্ত লৌহখণ্ডে চুম্বকের নিষ্ফল আকর্ষণের ন্যায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই সমস্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী সদয় বাণী আমার তমসাচ্ছন্ন চিত্তে কিছুমাত্র কার্য্যকরী হইতেছে না। তাই শুনিয়াও শুনিতেছি না। গুর্ব্ববজ্ঞার ফলে গোলোকের পরিবর্ত্তে মহা-রৌরবের আবাহন করিতেছি। এই স্থানেই আমার প্রধান অসুবিধা এবং এই অপরাধেই আমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই অমৃতে আমার অরুচি—কারাবরণই আমার জীবনের সার্থকতা! ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
ম খণ্ডতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দশ স্কন্ধতে প্রতিখণ্ড	।৶০
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
০ । সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১ । বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
২ । ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
৩ । চৈতন্যোপনিষদ্	।০
৪ । দ্বাদশ-আলবর	।০
৫ । ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৬ । গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
৭ । গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৶
১৮ । ভজন-রহস্য	॥০
৯ । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৬ (বাঁধা)	০৲
০ । গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
১ । গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ)	২৲
২২ । গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
২৩ । মুক্তিমল্লিকা অণুসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
২৪ । বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
২৫ । প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	॥৶০
ঐ (বাঁধা)	৸০
২৬ । দীপ-দিগ দর্শন	৶০
২৭ । সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৶০
২৮ । গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৶
২৯ । নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩০ । ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩১ । গীতমালা	⁄১০
৩২ । নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৩ । ঐ প্রমাণ-খণ্ড	
৩৪ । শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	
৩৫ । শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	
৩৬ । শরণাগতি	⁄০
৩৭ । গীতাবলী	⁄০
৩৮ । চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
৩৯ । সাধনকণ	⁄০
৪০ । প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	
৪১ । নবদ্বীপশতক	০
৪২ । অর্থপঞ্চক	⁄০
৪৩ । সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৪ । কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)	
৪৬ । অর্চ্চনকণ	ৎ১০
৪৭ । বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৪৮ । ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৪৯ । মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫০ । গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫১ । পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫২ । তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৩ । গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৫৪ । ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৫ । শ্রীকৃষ্ণবনেশ্বর	৶০
৫৬ । সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫৭ । সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮ । সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৫৯ । সটিক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬০ । তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬১ । সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম	৶০
৬২ । গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬৩ । সারাংশবর্ণনম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪ । রায় রামানন্দ	॥০
৬৫ । এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	॥০
৬৬ । নামভজন	।০
৬৭ । বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি	॥০
৬৮ । রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স	৶০
৬৯ । লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭০ । বৈষ্ণবীজম	।০
৭১ । কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হ্যাজ ডুইং	
৭২ । দি ভাগবত	
৭৩ । থিয়োটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাবেলডেড ডিভোসন	।০
৭৪ । ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭৫ । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬ । শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৭ । সাধন-পথ	০
৭৮ । কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭৯ । গীতাবলী	⁄০
৮০ । শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১ । শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টেরনাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশ	ডিক্রিদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্যসম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পারমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৩৪০ N. R. ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	লালমতী দাসী	১১৸৶	২৫।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর	৫২১৯ খতিয়ান	-৩৩শঃ	১৸৵০	সৌরীশচ[illegible] বাহাদু[illegible]
৩৩২ N. R. ৩৪।৩৫			মণিন্দ্রনাথ শুকুল	৯৷১	২৫।৩।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর	৬২৯০ খতিয়ান	-১৫ শতাংশ	১৶১	ঐ
৭১ A ৩৪.৩৫		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য চৌঃ	আজিমন বিবি	৭৸৶	২৬।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা মিরপুর গ্রাম ঐ	৭২ খতিয়ান			মণিন্দ্র[illegible] আচার্য[illegible]
২২১ N. R. ৩৪।৩৫		সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	মলিনাবালা দেবী	১২৷৹	২৬।৩।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে কৃষ্ণনগর	৪৬১২।১ খতিয়ান	-২১শঃ	১৷০	সৌরীশ[illegible] বাহা[illegible]
১৩২ N. R. ৩৪।৩৫		ঐ	পাঁচু সেখ	১০৶	২৬।৩।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে সুত্রাগড়	১০৮৭ খতিয়ান ২৫৪৭ দাগ	-১১শঃ	১/২	
২০৭ A. ৩৪।৩৫		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য চৌঃ		৭৷৴৪	২৭।৩।৩৫	রায়তি দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট	থানা মিরপুর মৌজা ঐ	৬৫২ খতিয়ান	-৫০		মণিন্দ্র[illegible] আচার্[illegible]
৩১ A. ৩৪।৩৫		ঐ	চিনী সেখ	২০৸/১১	২৬।৩।৩৫	রায়তি দখলস্বত্ব	থানা দৌলতপুর গ্রাম কাপয়পোড়া	৪০৭ খতিয়ান			

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর- ১৫ই মাঘ, মঙ্গলবার ১৩৪১, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৭৬শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচন

স্যার আব্দার রহিম ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মিঃ টি, এ, কে, শেরোয়ানীকে ৭০—৬২ ভোটে পরাজিত করিয়াছেন।

নির্ব্বাচনের সময় এক ভোটটি বাতিল হয়। বড়লাট বক্তৃতা দিতে আসিবেন বলিয়া গ্যালারীগুলিতে দর্শকের ভীড় হইয়াছিল। ডাঃ এম এন আন্সারী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভাপতি নির্ব্বাচন দেখিবার জন্য গ্যালারীতে উপস্থিত ছিলেন।

স্যার চেনী ডিডনী (?) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অস্থায়ী সভাপতি ঘোষণা করেন যে, সভাপতি পদের জন্য শ্রীযুক্ত এস সত্যমূর্ত্তি কর্ত্তৃক মিঃ টি এ কে শেরোয়ানীর নাম প্রস্তাবিত এবং মিঃ গাডগিল, মিঃ আসফ আলি ও মুন্সী ঈশ্বরশরণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ডাঃ ডি সৌজা, মৌলানা সফীদাউদী, মিঃ কে এল গৌবা ও স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক স্যার আবদার রহিমের নাম প্রস্তাবিত এবং স্যার মেহের সা, শ্রীযুক্ত ডি কে লাহিড়ী চৌধুরী ও ডাঃ জিয়াউদ্দিন আমেদ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। অতঃপর ব্যালট ব্যবস্থায় ভোট চালনা করা হয় এবং স্যার আবদার রহিম ৭০ ভোট পাইয়া পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন।

শোকার্ত্তা জননীর আত্মহত্যা

ভাওয়ালপুর রাজ্যের জামালওয়ালী গ্রামে একটি অবোধ শিশুর চাপল্যের ফলে মর্ম্মন্তুদ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, এক মুসলমান চাষী তাহার তুলা বিক্রয়লব্ধ ৪০০ টাকার নোট আনিয়া স্ত্রীকে দেয়। গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা স্ত্রীলোকটী তাহা এক কোণে রাখিয়া দেয়—ইচ্ছা ছিল পরে তাহা নিরাপদস্থানে রাখিয়া দিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার শিশু সন্তানটী নোটগুলি দেখিয়া তাহা লইয়া আসে এবং তাহা আগুনে ফেলিয়া দিয়া তামাসা দেখিতে থাকে। তাহার পিতা ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে এমন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে যে, সে শিশুটিকেই আগুনে ফেলিয়া দেয় এবং শিশুটি অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা যায়। অতঃপর শিশুটির শোকার্ত্তা মাতা এককূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া মারা যায়।

লোকটিকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উৎসব

গত ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবস কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ইহাই প্রথম প্রতিষ্ঠা উৎসব।

প্রাতে ময়দানে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান হয়। ময়দানে ইউরোপীয় মহাসমরে মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতি সৌধের নিকট একটি বিরাট ক্রীড়াঙ্গন নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অগ্নিকাণ্ডে ভীষণ দুর্ঘটনা

আসানসোল সারকুট হাউসের পশ্চাতে কাঁচা ইটের ও খড়ের কুলী ব্যারাক আছে। উক্ত ব্যারাকের এক ঘরে আগুন লাগে। ঐ ঘরে শুকুর তাতোয়া নামক একজন বিহারী কুলী তাহার পত্নী ও তিনটি পুত্রসহ নিদ্রা যাইতেছিল। অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুত্র তিনটি দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এবং তাহাদের পিতামাতাও গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়া বর্ত্তমানে হাসপাতালে নীত হইয়াছে।

চিকিৎসায় ত্রুটির অভিযোগে ত্রিশ হাজার টাকার দাবী

লায়ালপুরের এককালীন সিভিল সার্জ্জন আই এম এস লেপ্টনান্ট কর্ণেল ডি এন হাটমোর তাঁহার একজন রোগী কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ মামলার বিচারে কর্ণেল হাটমোরের উপর যে দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল, উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে।

মামলার বিবরণ এই যে, লায়ালপুরের উকিল আর এন রাও কর্ণেলকে দিয়া চিকিৎসা করান। অভিযোগ এই যে, কর্ণেল রোগ নির্ণয়ে ভুল করিয়া তাঁহার দেহে কতকগুলি ইনজেকসন দেন। উহার ফলে রোগীর আঙ্গুলে নালী ঘা প্রকাশিত হয়। অবশেষে তাহাকে বাঁ হাতখানা কাটিয়া ফেলিতে হয়। শ্রীযুক্ত রাও এখন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিজ্ঞ ও রোগ নির্ণয়ে যোগ্যতার অভাবের অভিযোগ আনিয়া ভুল চিকিৎসা চালাইয়া তাহার ভবিষ্যতের শারীরিক ও অপরাপর ক্ষতি সাধনের জন্য ৩০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছিলেন। লায়ালপুর আদালত শ্রীযুক্ত রাওয়ের পক্ষে ১৭৫৮ টাকা ১২ আনা ডিক্রি দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অর্থোপার্জ্জনের অক্ষমতার জন্য ৫০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। লেপ্টনান্ট কর্ণেল এই যুক্তি দেখান যে, তিনি ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাও যে রোগের কথা বলেন, তিনি এ রোগের চিকিৎসা করেন নাই। হাইকোর্ট লেপ্টনান্ট কর্ণেল হাটমোরের আপীল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

ডাকাত ও পুলিশের লড়াই

গোয়ালিয়রের এক খবরে প্রকাশ যে, গোয়ালিয়র রাজ্যের সেনাবাহিনী হইতে পলাতক একজন সৈন্যের নিকট হইতে বন্দুক ও গুলীবারুদ সংগ্রহ করিয়া দুইজন ডাকাত এক পুলিশ বাহিনীর উপর গুলী চালায়, অবশেষে পুলিশের গুলীতেই উহারা নিহত হয়। প্রকাশ যে, নোডজ (?) গ্রামে দুইজন সশস্ত্র ডাকাত আসিয়াছে খবর পাইয়া একজন দারোগা একটী পুলিশ বাহিনী লইয়া ঐ স্থানে যাইয়া উহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলেন। পলায়নের কোন পথ নাই দেখিয়া ডাকাতেরা পুলিশ বাহিনীর উপর গুলী চালায়। পুলিশের পক্ষ হইতেও পাল্টা গুলী চালান হয়। এই সময় ডাকাতদ্বয় পুলিশব্যূহ ভেদ করিয়া পলাইবার চেষ্টায় গুলীর আঘাতে নিহত হয়। রাইফেল ছাড়া একটি গুলি ভরা কার্ত্তুজও ডাকাতদের নিকট পাওয়া গিয়াছে। পলাতক সৈন্যটিও নাকি পাতিয়ালা রাজ্যে ধৃত হইয়াছে।

শিলংয়ে ভূকম্পন

২৩শে জানুয়ারী প্রাতে ৬টার সময় সামান্য ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছিল। কোন বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া এখনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১০ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার } ২৭৬শ সংখ্যা

ব্রহ্মদেশে প্রচার

রেঙ্গুণ ২০।১।৩৫

বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ রেঙ্গুণের সুপ্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী কালীবাড়ীতে গত ১৩ই জানুয়ারী হইতে ১৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ-কাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাঙ্গালী, গুজরাটী মাড়োয়ারী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক স্বামীজী মহোদয়ের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন এবং আরও শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৭ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ইউনিভারসিটি হিন্দুকলেজ এসোসিয়েসনের উদ্যোগে রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত এক মহতী সভায় 'প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জ্ঞান' সম্বন্ধে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। লজিকের প্রফেসার মিঃ এন, সি, দাস মহোদয় তথায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইউনিভারসিটির বহু ছাত্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীকে সময়ান্তরে আরও বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করেন।

"পলাশীর যুদ্ধ" প্রভৃতি প্রণেতা, স্বনামখ্যাত পরলোকগত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন বার-য়্যাট্-ল মহোদয়ের আগ্রহে তাঁহার রেঙ্গুণ-পৌণ্ডাবস্থিত বাসভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। ২০শে জানুয়ারী তারিখের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী ভক্তিবৈরেয় মহাশয় শ্রীনবধসানন্দ ব্রহ্মচারী সহ রেঙ্গুণ হইতে ষ্টীমারযোগে রওনা হইয়া সিরিয়েম নামক একটী প্রসিদ্ধ স্থানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। তথাকার কালীবাড়ীতে তিনি দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহুলোক তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীরাধামাধব-অর্চ্চা-প্রতিষ্ঠা

—:০:—

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে উৎসব

বালিয়াটীর শ্রীযুক্ত ধরণীধর অধিকারী মহাশয় লিখিতেছেন, গত ৬ই মাঘ (১৩৪১) ২০শে জানুয়ারী রবিবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে উক্ত গ্রামস্থ সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রায়মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা রাধাকুঞ্জেশ্বরী রায় চৌধুরাণী মহোদয়ার সেবা-চেষ্টায় রৌপ্যময়ী শ্রীরাধা-মাধব-অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্র মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ও শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম মহোদয়ের যত্নে শুভ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস শ্রীমঠে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পাকুটীয়া দিঘুলিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব নয়ন-মনোভিরাম শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে সকলেই পরম প্রীত হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়াছিলেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় মঠ রক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে সাক্ষীগোপালের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শৈলী, দারুময়ী প্রভৃতি অষ্টবিধা প্রতিমার বিষয় ব্যাখ্যা করেন এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণবের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা যে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ধ্যানী, অন্যাভিলাষী, অন্য দেব-দেবী-পূজক বা বহ্বীশ্বরবাদিগণের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সমান নহে, তাহা বিশেষভাবে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন এবং—

> 'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ
> তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ
> দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
> জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপে বিভেদ॥'
> "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
> পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্ন-
> ত্বান্নামনামিনোঃ॥"
> 'অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।
> প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥'

—প্রভৃতি বিষয় সকল সুন্দররূপে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে উৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দেবশর্ম্মা, শ্রীপাদ নধিবামন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পতি, জমিদার শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত ষোড়শীমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, পাকুটীয়ার শ্রীযুক্ত রামগোপাল সাহা, শ্রীযুক্ত মহেশ্বর সাহা, শ্রীযুক্ত নন্দলাল সাহা, শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সাহা।

বিশিষ্ট দর্শক

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ য়্যাড্-ভোকেট আলীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী মহোদয় গত ২৫শে জানুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি সস্ত্রীক শ্রীধামের বিভিন্ন স্থান ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তৎ-পরদিবস কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি শেষ জীবন ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবেন।

শ্রীশ্রীল সদ্‌গুরুপাদপদ্মেই প্রপন্নতা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

না দেখি উপায় ! ডাকিলাম আর্ত্তস্বরে
কোথা ওহে অন্ধকার মাঝে হে গুরুদেব
পতিতপাবন
রক্ষা কর মোরে এ হেন সঙ্কটে !
আত্ত আমি
তোমা বিনে কে রাখিবে এ ঘোর বিপদে॥
তোমার চরণ-পদ্ম ভবপারা সম, এ ঘোর
সমুদ্র মাঝে করিবে উদ্ধার অকপটে
জীবনে মরণে শরণ অভয়চরণদ্বয়ে
আত্মনিবেদনে, টুটি যায় ভবের বন্ধন
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম পায়॥
শোক-মোহ-ভয়াপহা অমৃতোপম
প্রেমরঞ্জন ঐ চরণ সরোজে, ভক্ত-
বৃন্দ মনোমধুকর মকরন্দ-পানে হইয়া
বিভোর গুণ-গুণ-স্বরে গায় ওই পাদপদ্ম-
গুণ স্তব, সহস্র আননে॥

প্রাথমিক অসুবিধা কোথায় ?

(২)

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ-পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্॥"

অর্থাৎ বিষয়সুখ-চর্ব্বিত-চর্ব্বণকারী অন্ধতামিস্র নরকের পথিক, অজিতেন্দ্রিয় গৃহমেধিগণের স্বতঃ বা পরতঃ কিছুতেই কৃষ্ণকার্য্যে মতি হয় না। তবে উপায় কি? এ অবস্থারও নিরুপায়ের উপায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতিরেকভাবে পথ প্রদর্শন করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

তাৎপর্য্য এই যে, নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পাদরজে অভিষিক্ত হইলে আর ভয় নাই। তখন কৃষ্ণে রতি মতি সমস্তই লাভ হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, যেখানেই রোগ সেইখানেই দয়াময় প্রভু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য, ঘৃণ্য, কফ-পিত্তাদি-পরিপূর্ণ দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন মহাজনের বা তদীয় সেব্য ভগবানের নিষ্কপটে শরণাগত হওয়া মাত্রই আপন হইতে অব্যাহতি-লাভ সুনিশ্চিত। তাই অমল-পুরাণ ভাগবত গাহিয়াছেন :—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

অপার করুণাসাগর শ্রীমন্মহাপ্রভু বিনামূল্যেই রোগের ঔষধের ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সেই অমৃতোপম ঔষধ বিনামূল্যে পাইয়াও যে তাহার সদ্ব্যবহার করিল না, সে প্রকৃতই কাঙ্গাল ও ছাঁচাকৎপ্য ভবরোগী বটে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন :—

প্রসারিত-মহাপ্রেম-পীযুষ-রস-সাগরে।
চৈতন্যচন্দ্র-প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥

এ সব চিন্তাধারা লইয়া যদি এখনও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও শরণাগত হইয়া তদীয় মনোহভীষ্ট-পূরণে অগ্রসর হইয়া শ্রোত্রমনোমুগ্ধকর উত্তমঃ-শ্লোকের গুণানুবাদ-সূচক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আত্মনিয়োগ করিতে পারি তবেই মঙ্গল। কারণ পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কেহ বা সেই নিত্যমঙ্গলদায়ক কার্য্য হইতে বিরত থাকে? তাই অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌ-
ষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥"

ধ্রুবতারা-গুরুপাদপদ্ম

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ)

অকূল-সংসার-সমুদ্রমাঝে আমি
পড়িয়াছি হ'য়ে দিশেহারা।
নাহি কূল, নাহি দিক্—সীমারেখাহীন,
অনন্ত তরঙ্গ-মাঝে যেতেছি ভাসিয়া॥
কাণ্ডারীবিহীন তরণীর মত দেহতরী
চলেছে ভাসিয়া কালস্রোতে, কত লক্ষ লক্ষ
জন্ম মোর নাহি লেখা তার, জীবন চঞ্চল
কালস্রোত-পানে চলিছে ধাইয়া, অবিরাম
গতি তা'র॥

গেল যে দিবস আসিবে না ফিরি
কি করি উপায়? না ভজিলাম দীনবন্ধু
মায়ামোহে হইয়া অজ্ঞান। অন্ধের
মত ঘুরিতেছে কালচক্রে, নাহিক নিস্তার
আর॥

মায়া-ঝটিকায় সিন্ধু গর্জ্জে যে গম্ভীর
মেঘ মন্দ্রস্বরে, উত্তাল তরঙ্গ তার
কি ভীষণ ধ্বনি!! ভয়ে কাঁপে প্রাণ মোর,
না দেখি কাণ্ডারী॥
(ওহে) কাল-নিশা মেঘ অন্ধকার করি'
নিবিড় তিমির-জালে আচ্ছাদিল ধরা;
ঘোর অন্ধকারময় দৃষ্টি নাহি চলে।
কাল যেন মূর্ত্তিমান্—জীবেরে মোহিতে॥
ঐ দেখ! মুখ করিয়া ব্যাদান, মহা-
ভয়ঙ্কর, হাঙ্গর, মকর, তিমি—জলজন্তু
কত আসিতেছে—রুদ্ররূপ ধরি',
মম প্রতি, সর্ব্বগ্রাস করিবার তরে॥
ষড় রিপু তারা—কঠিনহৃদয় তায়!
বজ্রসার সম নির্ম্মম অতীব, গ্রাস
করিবে আমারে;—নাহিক সন্দেহ তার;
কেবা রক্ষা করিবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিনে?
ফেনিল সিন্ধু ঐ গর্জ্জে ভয়ঙ্কর;
তরঙ্গে তরঙ্গে তার নাচে বীচিমালা।
কত আশা-মরীচিকা—নাহিক অবধি,
তপ্ত মরুভূমি সম নাচিছে জীবের হৃদি
ধন্য আশা-মায়াবিনি!
কুহকে তোমার! আকাশকুসুমসম,
রচে কত ইন্দ্রজাল সম, আলেয়ার মত,
রম্য হর্ম্ম্য ইন্দ্রপুরী,
পারি- ত, নন্দনকানন! কিন্তু হায়!
ভেঙ্গে যায় নিশার স্বপন সম সকলি অলীক॥
সংসারসমুদ্র মাঝে, ভেসে যায় দেহ-
তরীখানি, ভয় ভয় রবে, কাণ্ডারী-
বিহীন তরণীর মত অসহায়ভাবে;
নাহি চিনে "ধ্রুবতারা" জীবনের মুক্তি॥

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য।)

SWAMI BON OF GAUDIYA MISSION

His activities

VISIT TO GERMAN UNIVERSITIES

Swami B. H. Bon of the Gaudiya Mission who has been working in Europe for the last two years and has started a Hindu centre in London with the Marquess of Zetland as its President was recently invited by the different Universities and Societies of Germany to deliver lectures on the various aspects of Hinduism The Swamiji delivered three lectures in Berlin at the Lessing Hochschule, the Berlin University and the Indian Club on "The Indo-Aryan Message of the Gaudiya Mission", "The philosophy of Sree Krishna Chaitanya" and "The Hindu view of life" respectively. The first two lectures were in German and the third was in English.

Impressed by the depth of knowledge and attracted by the mode of speech of the Swamiji the Lessing Hochschule has arranged for the Swami two more further lectures on January 11th and 18th when he will speak in German on 'The spiritual significance of Caste System in India' and 'Why submission to the Spiritual Master is an absolute necessity for a spiritual life'. The Berlin University has also invited the Swamiji for two more lectures on January 25 and 26.

After the first three lectures in Berlin Swami Bon started on his lecture tour and had one lecture at the University of Leipzig which was very highly appreciated. Swamiji spoke on 'The conception of Maya in Indian Philosophies' and after the meeting a discussion followed when many of the professors joined in the mutual discussion. Swamiji has left a very lasting impression with the scholars of Leipzig.

At Dresden Swamiji had the largest audience of over 800 people and he spoke on 'The Hindu conception of God and soul' while he was cheered up in the midst of repeated ovations The Minister of Education for Saxony and the Lord Mayor of Dresden conveyed their interest and welcome to the Swamiji with his message of Theological Philosophy and culture of India.

Professor Winternitz arranged for the Swamiji one lecture at Prag in Czechoslovakia, where from Swami Bon went to Vienna and delivered one lecture in English on "*India her religion and culture.*" The lecture was rather restricted to the scholars and nobilities and among others the British Ambassador and the American Consul-General were also present at the meeting The President in his remarks mentioned that the lecture of the Swamiji was so much inspiring that one could safely say that Vienna had not for long such an illuminating lecture.

At the Universities of Munich and Bonn, Swami Bon spoke in English while at the Universities of Tubingen Beuron and Marburg he delivered his lectures in German which were equally appreciated, It makes a great deal of difference when one speaks in the same language of the country when a foreign speaker wants to deliver lectures. At Tubingen Swamiji had a long and open discussion with Prof. Hauer who is the leader of the present German Faifth Movement. Prof. Hauer thinks that Christianity could not be the right religion for the Nordic Aryans of Germany and that a religion more on the pantheistic ideas will better suit the mentality of the Aryans of his country. He is trying to put forth ideas of the Indo germanic origins, as he says. But Swamiji thinks that true religion could not be marked out by any limitation of time and mundane space.

Swami Bon was given a very cordial reception at all the Universities and German cities and he has been shown all possible interest in his attempt to represent the real spiritual life of India to the honest and unbiassed people of the West. Swamiji was deeply touched by the hospitality, he had been given, and it certainly speaks for the friendly attitude of new Germany towards the culture and religion of India. There can be true friendly feeling between India and Germany in so far the cultural, intellectual and spiritual aspects of the two countries are concerned. As the Germans are showing their interest in the non political activities of the Swamiji he is thinking of continuing his works in Berlin for a longer time.

—*The A B Patrika* (23.1.35)

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২৬ A. ৩৩।৩৪ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দীঃ	সাদী মল্লিক		৩।১৫	রায়তি দখলীস্বত্ব	থানা মিরপুর মৌজা ঐ	৭৪৯ খতিয়ান	৬-২শঃ		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দিঃ
২৭ A ৩৩।৩৪			এবাদৎ মণ্ডল	৪॥৶৫	২৮।৩।৩৫		থানা দৌলতপুর মৌজে	১৫৩০ খতিয়ান	১-১২ শতাংশ		ঐ
২৮ A ৩৩।৩৪			ঐ	৮৫৬	২৮।৩।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব স্বত্ব	থানা ঐ মৌজা ঐ	৪৭৮ খতিয়ান	-৫৪		
২৯ A. ৩৩।৩৪					২৮।৩।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব [illegible]	থানা ঐ মৌজে ঐ	১৪৯১ খতিয়ান	-৯শঃ		
১৭২ N. R. ৩৪।৩৫		সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	পাঁচু সেখ		২৬।৩।৩৫	ঐ	থানা শান্তিপুর মৌজে সুত্রাগড়	১০৮৭ খতিয়ান ২৫৪৭ দাগ	·১১শঃ		সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২০৭ A. ৩৩।৩৪		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	আনিক [illegible]	৭॥৴৪	[illegible]।৩।৩৫	রায়তি দখলীস্বত্ব [illegible]	থানা মিরপুর মৌজা ঐ	৬৮২ খতিয়ান			মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দিঃ
৩৯ A. ৪৩।৩৫			চন্দী সেখ	২০৸/১১	২৬।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর গ্রাম কাপরপোড়া	৪০৭ খতিয়ান			ঐ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৬ই মাঘ, বুধবার ১৩৪১, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৭৭শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

কুমিল্লায় ভীষণ ডাকাতি

দাউদকান্দি থানার ধতিস্বার গ্রাম হইতে এক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একদল ডাকাত সংখ্যায় অনুমান ৬০।৫০ জন লাঠি, ধারাল অস্ত্র, বৈদ্যুতিক মশাল প্রভৃতি নিয়া সম্পন্ন গৃহস্থ আবদুল মিঞার বাড়ী গভীর রাত্রিতে আক্রমণ করে। আবদুল মিঞা ও অন্যান্য প্রাণভয়ে পলায়ন করে ডাকাতদল আবদুল মিঞার পুত্র ও ভৃত্যগণকে বাঁধিয়া ফেলে এবং চীৎকার করিবার জন্য নিষেধ করিয়া ভয় দেখায় দুর্বৃত্তগণ ৬১০৲ টাকা নগদ ও অন্যান্য অলঙ্কারপত্রে অনুমান ১৩৫৲ টাকা মোট ৭৬৫৲ লইয়া নিরুদ্দেশে প্রস্থান করে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

শীতের প্রচণ্ড মূর্ত্তি

অমৃতসরে অতি প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছে। হিম প্রবাহের কঠোরতা যেন কিছুতেই হ্রাস পাইতেছে না। অতিরিক্ত শীতের ফলে এক রাত্রিতেই পাঁচজনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ধলসিং কাটরায় একজন ফকিরের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের উপনির্ব্বাচন

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মৃত্যুতে বর্দ্ধমান বিভাগে উপনির্ব্বাচনের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভোটগণনার পর এই উপ-নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হইয়াছে। জাতীয়দলের প্রার্থী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬৮৬ ভোট পাইয়া যথারীতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নাড়াজোলের রাজা কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ মনোনয়ন পত্র পরীক্ষিত ও গৃহীত হইবার পর প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাই তাঁহার পক্ষ হইতেও কিছু ভোট সংগ্রহ করার প্রয়োজন। তিনি ১৮১ ভোট পাইয়াছেন। ২১টী ভোট বাতিল হইয়াছে।

দেওয়াল চাপায় দুইজন আহত

২৪শে জানুয়ারী বেলা দশ ঘটিকার সময় বোম্বাই ওয়াডলী রোডের আলেকজেন্ড্রা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একাংশ ধ্বসিয়া পড়ায় দুইজন পার্শী আহত হইয়াছে। বেলা ১১টার সময় স্কুল খুলিবার কথা ছিল, তাই দুর্ঘটনার সময় কোন ছাত্রী তথায় ছিল না।

—— ——

বিলাতের প্রধান মন্ত্রীকে অপহরণের ভীষণ ষড়যন্ত্র

বিগত মহাযুদ্ধের সময় মিঃ ম্যাক-ডোনাল্ডকে অপহরণ করিয়া কিরূপে তাঁহাকে বন্দীরূপে জার্ম্মাণগণের হস্তে অর্পণ করিবার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, লণ্ডনের 'ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় জনৈক লেখক তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তখন একজন বিশিষ্ট শান্তিবাদী ছিলেন এবং রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে তিনি রুশিয়ায় যাইবার মতলব করিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ বাহির হইয়াছিল। ঐ সংবাদে একদল ব্রিটিশ সৈন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়; সেই সৈন্যদল তখন রুশ রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল।

তাহারা ষড়যন্ত্র করে যে, মিঃ ম্যাক-ডোনাল্ডকে তাহারা রণক্ষেত্রের যে অংশে আছে, তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে; যুদ্ধের সময় কোনও শ্রামক নেতার পক্ষে তাহা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। তাহারা স্থির করে যে, মিঃ ম্যাক-ডোনাল্ডকে সৈন্যদলের নিকট বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে এবং তিনি যদি কোনও অবাঞ্ছনীয় কথা বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পেট্রোগ্রাডে লইয়া না যাইয়া জার্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক তিনি যাহাতে ধৃত হন, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে কিন্তু ষড়যন্ত্রটী কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই; কারণ মিঃ ম্যাক-ডোনাল্ড রুশিয়ায় যাইতে পারেন নাই।

তহবিল তছরুপের মামলা

বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আমামুল্লা জিয়াগঞ্জে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষককে উক্ত ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপের অভিযোগে ভারতীয় দঃ বিঃ ৪০৮ ধারানুযায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড তিনশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী উক্ত ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষক থাকা-কালীন ব্যাঙ্কের ৮৫৭৲ টাকার তহবিল তছরূপ করেন এবং বিচারে লালবাগ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর এস ত্রিবেদী আই সি এস কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধারায় সর্ব্বসমেত চারি বৎসর কারাদণ্ড এবং পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু আসামী উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জিলা জজের এজলাসে আপীল দায়ের করিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে গঠিত চার্জ্জ ভুল হইয়াছিল বিবেচনা করিয়া জজ সাহেব মামলা পুনর্বিচারের আদেশ দেন। তদনুযায়ী পুনর্বিচারেও আসামীকে উপরিউক্তরূপ দণ্ড প্রদান হইয়াছে।

লেখা-শিল্পে অদ্ভুত সাফল্য

চট্টগ্রামের পাঞ্চজন্য পত্রিকায় প্রকাশ উক্ত জিলার নর্ম্মাল স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদক লেখা শিল্পী শ্রীমান লোকেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য্য একখানি পোষ্ট কার্ডে মাত্র ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে 'সহজ পাঠ' ১৩৫ পংক্তিতে দশ হাজার অক্ষর লিখিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, একখানা পোষ্ট-কার্ডে ২০০ পংক্তিও লিখিতে পারা যায়; কিন্তু উহা পড়িতে অনুবীক্ষণের সাহায্য লাগিবে। সম্প্রতি তিনি আর একখানা কার্ড লিখিয়া কাগত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। এই কার্ডে মাত্র ১ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে তিনি ২২০ পংক্তিতে প্রায় পনর হাজার অক্ষর লিখিয়া-ছেন। এই কার্ডখানার অক্ষর ও পংক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে। ইহা খোলা চোখে অনায়াসে পড়িতে পারা যাইবে। ১৯২৮ সালে এক ভদ্রলোক ২ ঘণ্টায় একখানা কার্ডে ১৭০ লাইন লিখিয়া ফরিদ-পুর এক্জিবিশনে দাখিল করিয়াছিলেন। শ্রীমান উক্ত রেকর্ড সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করিতে সক্ষম হইলেন তিনি আশা করেন যে, আগামী নর্ম্মাল স্কুল এক্জিবিশনে তিনি যে কার্ড দাখিল করিবেন তাহাতে সহজ পাঠ ২৫০ পংক্তি লিখিত থাকিবে।

——

ট্রাম চাপায় পথিকের মৃত্যু

২৪শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় হর্ণবী রোডে এক দুর্ঘটনা হয়। জনৈক পথিক রাস্তা পার হইবার সময় ট্রাম চাপা পড়ে। তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মৃতদেহটি গাড়ীর চাকার মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে উহা বাহির করিতে হইয়াছিল। ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত ঐ রাস্তায় যানবাহনাদির চলাচল বন্ধ ছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ — ১১ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৬ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩০শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ — বুধবার } ২৭৭শ সংখ্যা

গোয়ালিয়রে প্রচার

গোয়ালিয়র ২২।১।৩৫

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গোয়ালিয়র "হরিসভা মণ্ডলী"তে গত ১৩ই জানুয়ারী রবিবার বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। গত ১৪ই জানুয়ারী সোমবার রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত তিনি সভায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার মর্ম্ম এই ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সমস্ত সময় শ্রীহরিকীর্ত্তন করেন। নাম-নামী অভিন্ন ; নাম—শব্দব্রহ্ম অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তু, মায়িক জগতের শব্দসামান্য নন বা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। নাম একমাত্র সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। আমরা চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া সুদুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, সুতরাং সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া এই ভবসমুদ্র পার হওয়ার চেষ্টা করাই একমাত্র কৃত্য। শাস্ত্র বলেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং...

ন তরেৎ স আত্মহা"

অসদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া যদি কোটি জন্ম ধরিয়া হরিনাম করি তবে নামের কৃপা পাই না,—

কোটী জন্ম করে যদি নাম-সংকীর্ত্তন।
তবুও না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

কিন্তু সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া যদি একবার কৃষ্ণনাম করিতে পারি তাহা হইলেও নামের কৃপালাভ হইবে।

বক্তৃতার পরে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীনবদ্বীপ দর্শন করেন। সকলেই একাগ্রচিত্তে ছায়াচিত্র দর্শন করেন।

স্বামিজীদ্বয় গত ১৪ই হইতে গত ১৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গত ২০শে জানুয়ারী রবিবার ভিক্টোরিয়া কলেজে 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির পার্থক্য, প্রদর্শনমুখে ভক্তি কাহাকে বলে, ভক্তিদ্বারা কি লাভ হয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ গীতা, ভাগবত, বেদ, প্রভৃতি শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

স্বামীজী গত ২১শে জানুয়ারী সোমবার নর্ম্মাল স্কুলপ্রাঙ্গণে হিন্দিতে একটী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার মর্ম্ম—শ্রীভগবানের নাম-নামী অভিন্ন, প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ভিন্ন নয়। আমাদের সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের আশ্রয়গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নামের কৃপা পাইতে হইলে সদ্‌গুরুসমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিতে হয়। শ্রীগুরুদেবই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মরূপ যে নাম, তাঁহা প্রদানের একমাত্র মালিক। শ্রীগুরুদেব এই জগতের সাধারণ জীব নহেন। তাঁহাকে সামান্য নর-বুদ্ধি করিলে গুর্ব্ববজ্ঞা করা হয়। তাঁহাকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবই জীবের একমাত্র নিত্যানন্দপ্রদাতা। যদি আমরা সত্য সত্যই ভগবৎকৃপা লাভ করিতে চাই, তবে তাঁহার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ গত ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার স্থানীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, ছাত্র ও বহু সজ্জন সমক্ষে দৈববর্ণাশ্রম কাহাকে বলে, গৃহস্থধর্ম্ম কিরূপে প্রতি-পালিত হয়, সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কি, ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কি, কায়মনোবাক্যে একমাত্র হরি-ভজন করিলেই যে কোন স্থানে অবস্থান করিয়াও প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারা যায়, কেবল বেশ-ভূষার দ্বারা কখনও সাধু নির্দ্ধারিত হয় না, যিনি কায়মনোবাক্যে হরিভজন করেন তিনিই বাস্তবিক সন্ন্যাসী, তিনিই গৃহস্থ, তিনিই ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী আরও বলেন—"চারি-বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥" প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী কলির স্থানপঞ্চক সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় কৃষ্ণভজন আবশ্যক সম্বন্ধে ওজস্বিনী ও অবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন।

ফরাক্কাবাদে স্বামী যাচক

ফরাক্কাবাদের ২২শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মথুরা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজের প্রচারে তথাকার জনসাধারণ শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ বেকচ, সনাতনধর্ম্ম সভার প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত লালমোহন ভট্টাচার্য্য, গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীবল্লভ প্রভৃতি বিশিষ্ট জনগণ স্বামীজীর প্রচারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন।

গত ২১শে জানুয়ারী স্বামীজী ফরাক্কাবাদের প্রসিদ্ধ সীতারামের মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়া হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। প্রায় ৩০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বামীজীকে আরও কয়েকদিবস থাকিয়া পাঠ-কীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেন। সময়ান্তরে পুনরায় ফরাক্কাবাদে আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বামীজী ২২শে জানুয়ারী কনৌজ যাত্রা করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে প্রচার

ব্রহ্মদেশের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় ডাঃ বা, মো এম এ, পি-এইচ ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে আহূত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ "The Message of the Geeta in world crisis" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী জ্ঞানানন্দ, মিঃ সি, কে চেটিয়ার, মিঃ এ বি রাও, মিঃ সি ডি গোয়েঙ্কা, শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস বাগলা, শ্রীযুক্ত কিশেন বাগলা, শ্রীযুক্ত হিরালাল, মিঃ এস ডি মেটা, মিঃ কে, দাস, মিঃ ডি আর ডি শর্ম্মা শ্রীযুক্ত অনন্ত নারায়ণ আয়ার, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চেটিয়ার, শ্রীযুক্ত ডি পি কৃষ্ণস্বামী, শ্রীযুক্ত এস এ এস রমণ চেটিয়ার, মিঃ কে আর চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মাধবলাল প্রাণজীবন, মিঃ এম-বি বেলানী, মিঃ পি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া রেঙ্গুন নেশন্যাল হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত ওউ, বা, লুইন মহোদয় স্বামীজীকে ঐপ্রকার আরও কয়েকটী বক্তৃতা ব্রহ্মদেশবাসীদের হিতার্থে প্রদানের জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রী শ্রী[illegible] গোস্বামী প্রভুঃ

[illegible] ৪৪৮

শ্রীনারদ

[illegible] অন্যতম দেবর্ষি নারদ [illegible] আত্মকাহিনী [illegible] হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতে [illegible]। নারদ জন্মান্তরে [illegible] যোগী মুনিগণের এক দাসীর [illegible] হইয়াছিলেন। তাঁহার [illegible] ঐ সকল নিষ্কিঞ্চন [illegible] সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। [illegible] মহামহাপ্রসাদ সেবন [illegible] নারদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইয়া ভগবদ্ভক্তি [illegible] জন্মিল। তাঁহাদের মুখে [illegible] হরিগুণ-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে [illegible] অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। [illegible] মহাত্মারা তাঁহাকে শ্রীহরির সাক্ষাৎ কারত, অতি গোপনীয় [illegible] প্রদান করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

শ্রীনারদ তাঁহার দুঃখিনী মাতার সহিত সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার হরিসেবাই প্রধান ব্রত হইল। তিনি মাতার স্নেহে সযত্নে রক্ষিত ও পালিত [illegible] হরিসাধনায় [illegible] হইলেন। [illegible] মাতৃস্নেহই তাঁহার [illegible] বন্ধন ও হরিসেবায় একমাত্র অন্তরায় [illegible] হইতে লাগিল। তাহা হইতে কবে [illegible] মুক্তি পাইবেন, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অচিরেই তাঁহার সেই পথের অন্তরায় অপসারিত হইল। সহসা সর্পাঘাতে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইল। তিনি পরম উদ্বেগে মাতার শেষকার্য্য সম্পাদন করিয়া [illegible] পূর্ব্বক উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি স্নানাদির পর [illegible] হইয়া স্থিরাসনে বসিয়া অনন্যমনে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীহরি স্বীয় ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেন। আ—মরি, মরি,—সেই সাক্ষাৎ [illegible] মনোমোহন শ্রীবিগ্রহদর্শনমাত্রই তিনি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রভূত আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।

তারপর দাসীপুত্র নারদ তৎকালে আর বহু চেষ্টাতে সেই রূপ অন্তরে কি বাহিরে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি দারুণ বিরহ-দুঃখে হাহাকার করিতে করিতে প্রাণপাতের উপক্রম করিলেন। তখন অলক্ষ্যে থাকিয়াই সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্যে শ্রীভগবান্ কহিলেন—"এ দেহে আর তুমি আমার দর্শন পাইবে না। তুমি সতত আমার নাম লইয়া কায়মনে কেবল সাধুসেবা করিয়া কল্মষ নষ্ট কর। তাহা হইলেই [illegible] ভাগবতী তনু লাভ করিয়া আমার [illegible] হইতে পারিবে।"

শ্রীভগবানের [illegible] উপদেশ মস্তকে [illegible] কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সময় উপস্থিত হইলে, [illegible] করিতে [illegible] অলৌকিক [illegible] পূর্ব্বক [illegible] করিলেন। পরে [illegible] শ্রীভগবানের নিত্যসেবা লাভ করিলেন। [illegible] শ্রীনারদ নামে সর্ব্বত্র [illegible] রহিয়াছেন।

[illegible] দেবর্ষি নারদের [illegible] পুরাণাদি [illegible] হয়। [illegible] পাইবেন। [illegible] পুরাণে [illegible] তাঁহার [illegible] চরিত্র [illegible] তাহা হইতে সকল কথা [illegible] হয়। [illegible] মায়ামুগ্ধ হইতে হয়। এক্ষণে আমরা তাহা হইতে নারদ-[illegible] সারতত্ত্ব দর্শন করিব।

[illegible] পুত্র [illegible] কোন [illegible] আদেশ [illegible], অতএব [illegible] কার্য্যে [illegible] "[illegible] আমাদিগকে [illegible] আপনি [illegible] দিতেছেন [illegible] এই কি পিতার ধর্ম্ম? কোন্ [illegible] হইতে [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] তবেই [illegible] কোটিকল্পেও [illegible] লাভ করিতে পারে না। পিতঃ,—

ভক্তপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহ কারকম্।
ভক্তারাধ্যং ভক্তসাধ্যং বিহায় পরমেশ্বরম্ ॥
মনো দদাতি কো মূঢ়ো বিষয়ে
নাশকারণে।
বিহায় কৃষ্ণসেবাঞ্চ পীযূষাদধিকং প্রিয়াম্।
কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষমং বিষয়াভিধম্ ॥
(ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ৮ম ৩৫-৩৬)

ভক্তিপ্রিয়, ভক্তনাথ, ভক্তবৎসল, ভক্ত-আরাধ্য ও ভক্তসাধ্য পরমেশ্বর প্রভুকে ত্যাগ করিয়া কোন্ মূঢ় নিশ্চিত বড়িশে [illegible] মীনের ন্যায় নাশহেতু বিষয়ে ধাবিত হয়, [illegible] হইতেও অধিক প্রিয় কৃষ্ণসেবা পরিহার করিয়া কোন মূর্খ বিষয়-নামক বিষমবিষ পান করিতে রত হয়? অবোধ পতঙ্গের [illegible] দীপাগ্নিতে পতনের মত বিষয়িজনের [illegible] বিনাশেরই কারণ।

এই বলিয়া নারদ নিরস্ত হইলেন। তিনি [illegible] পিতার সম্মুখে সতেজে জলদগ্নি-শিখার মত শোভা পাইতে লাগিলেন। প্রজেশ ব্রহ্মা কিন্তু পুত্রের এই অবাধ্যতা লক্ষ্য করিয়া হরিপদে দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এবং জগতে হরিভক্তের [illegible] অভিশাপ দিলেন; বলিলেন—"অবাধ্য পুত্র, [illegible] তুমি গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্ম [illegible] কামিনীকাঞ্চনে রত হও। পঞ্চাশৎ সুন্দরী কামিনীর কান্ত হইয়া কাম-[illegible] কালপাত কর। তারপর শূদ্রা দাসীর গর্ভে জন্ম লইয়া তুমি দাস হইবে। [illegible] বৈষ্ণব-সংসর্গে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে কৃষ্ণকৃপায় পাপমুক্ত হইয়া আবার আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। যাও, এখন অন্তর্হিত হও।"

তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষুণ্ণহৃদয় নারদ কহিতে লাগিলেন—"পিতঃ, রক্ষা কর-পিতঃ, রক্ষা কর। উৎপথগামী দুরাচার পুত্রকেই পিতা অভিশাপ দেন, পরিত্যাগ করেন; কিন্তু কি দোষে আপনি এই কৃষ্ণ-ভজনরত পুত্রসুখ-ভোগবর্জ্জিত কাঙ্গাল পুত্রকে এমন কঠোর অভিশাপ দিলেন? তথাপি আমি আপনার এই অভিশাপ অম্লান পাইয়া মাথায় তুলিয়া লইতেছি। কিন্তু পিতঃ, চরণে ধরি আপনার, আপনি দয়া করিয়া বিদায়কালে এই দীন হীন অভাজনের একটী প্রার্থনা পূর্ণ করুন—

'জানীবতু মে জন্ম যাস্য যাস্য চ যোনিষু।
ন কৃষ্ণভক্তির্ব্যবধানমেব দেহি মে বরম্ ॥'

যে কোন যোনিতে মোর হোক্ না জনম।
হই শূদ্র কিম্বা ক্ষুদ্র পশুর অধম ॥
দাও বর মোরে পিতঃ, যেন সর্ব্বস্থলে।
কৃষ্ণভক্তি-নিধি সদা হৃদয়ে উজলে ॥
যাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে নরকে গভীর।
পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাল-সিন্ধু-তীর ॥

কৃষ্ণভক্তকে নাশ করিবে কে? কৃষ্ণনাম-রত কৃষ্ণদাসকে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, বিষয়-মলে কলুষিত করিবে কে? কৃষ্ণভক্তিযুক্ত জাতিস্মর জীব শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াও ঐ ভক্তির শক্তিতে যে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গোলোকপতিকে লাভ করেন। জীব কর্ম্মবশে বা দৈববশে যে কোনও জন্মে যে কোন অবস্থাতেই নীত হউক না কেন, সে [illegible] সাধুগুরুর আশ্রয়ে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র পাইবা-মাত্রই পবিত্র হয়, তাহার কর্ম্ম ক্ষয় হয়, কোটী-জন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যিনি এই সাধুপথ অপরকে প্রদর্শন করেন তিনিও পরাগতি প্রাপ্ত হন। আর যে বিশ্বস্ত গুরু শরণাগত শিষ্যকে এই সত্য সাধুপথ, এই অকৈতব অভয়পথ না দেখাইয়া অসাধুপথে আশু ধ্বংসের কবলে পরিচালিত করেন তি' যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য তাবৎকাল কুম্ভীপাক নরকে পচিয়া মরেন। তিনি কি গুরু, তিনি কি পিতা, তিনি কি পতি, না তিনি পুত্র—যিনি প্রীতিভাজন প্রিয়জনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি দান না করেন, সেই ভক্তিলাভের সহায় না হন সেই ভক্তিযোগের অকপট উপদেশ না দেন? পিতঃ, নিরপরাধে আপনি আমাকে অভিশাপ দিলেন, আপনাকেও ইহার প্রতি-ফল পাইতে হইবে। আপনাকে কল্পত্রয় কেহ পূজা করিবেন না। অতঃপর অবিলম্বে অভিশপ্ত নারদ স্থানচ্যুত হইলেন।

তিনি এখন গন্ধর্ব্বলোকে গন্ধর্ব্বরাজপুত্র উপবর্হণ-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উপবর্হণ রাজা হইলেন। পঞ্চাশৎ গন্ধর্ব্ব কন্যা তাঁহার পত্নী হইলেন। তন্মধ্যে প্রধানা—মালাবতী। [illegible] উপবর্হণ তাঁহাদের সহিত বিলাস-ব্যসনে বহুকাল যাপন করিলেও তাঁহাদের কেহই পুত্রবতী হইলেন না। তাই গুরু বশিষ্ঠের নিয়োগে গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্কর-তীর্থে গিয়া শিব-আরাধনা করিতে লাগিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব দর্শন দিলেন। উপবর্হণ বর চাহিলেন—"হে শিব, তুমি আমাকে হরিভক্তি এবং পরম বৈষ্ণবপুত্র বর দাও।"

শিব বলিলেন—হরিভক্তি লাভ হইলে আর অভাব কি থাকে? তোমার অপর বর প্রার্থনা চাহিতে চাহ মাত্র। যে কুলে একজন হরিভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কোটী পুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়। আর হরিভক্তের কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ দগ্ধ হয়, এক হরিভক্তি হইতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তোমার দ্বিতীয় বরের প্রয়োজন কি? কিন্তু আমি তোমাকে আমাদের পরম যত্নে সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভক্তি ত' দিতে পারিব না! তুমি ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব আদি অন্য যে কোনও বর প্রার্থনা কর।

শিববাক্যে জাতিস্মর গন্ধর্ব্বপতির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অতি দীনভাবে কহিতে লাগিলেন—"কাল-কাল কৃষ্ণের কটাক্ষ-মাত্রে যে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শিবত্ব আদি বুদ্বুদবৎ

তিরোহিত হয়, তাহা কখনও কৃষ্ণভক্ত ইচ্ছা করেন না। আর কোনও সুখৈশ্বর্য্য তিনি কদাচ কামনা করেন না। এমন কি শ্রীহরির সালোক্য আদি কোন পদও প্রার্থনা করেন না। স্বপ্নে বা জাগরণে তাঁহার একমাত্র বাঞ্ছিত বস্তু সুদৃঢ় হরিভক্তি আর সুচির হরিসেবা! হে বৈষ্ণব-প্রবর কল্পতরু শিব, তুমি আমাকে দয়া করিয়া তাহাই বর দাও আর আমি অন্য কিছু চাহি না। তুমি আমাকে অযোগ্য বলিয়া যদি এই পরমনিধি—হরিভক্তি, হরি-দাস্য বর না দাও, তবে আমি আমার এই মস্তক ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিব।”

তখন শিব, তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। সিদ্ধি-লাভ করিয়া গন্ধর্বরাজ স্বস্থানে আগমন করিলেন। একদা তিনি গন্ধর্বকামিনীগণে পরিবৃত হইয়া দেবলোকে গিয়া হরিগুণ-গাথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময়ে পুষ্পপিতৃশাপ-ভয়ে সহসা তাঁহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল। এই অপরাধে দেবকোপে তিনি তৎক্ষণাৎ কাল-কবলে পতিত হইলেন। তাঁহার সাধ্বী পত্নী মালাবতী প্রগাঢ় পতিভক্তি-প্রভাবে মহাশক্তিমতী ছিলেন। তিনি স্বপ্রভাবে সাবিত্রীর মত দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বীয় অকাল-বিগত পতিকে পুনর্জীবিত করিলেন। উপবর্হণ আবার সপত্নী স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্ববৎ পরমসুখে কতকাল যাপন করিলেন। ক্রমে আয়ুঃ শেষ হইলে দেহত্যাগ করিয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

— —

কান্যকুব্জদেশে দ্রুমিল নামে এক কৃষ্ণ-পরায়ণ গোপ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী কলাবতী পরমরূপবতী ছিলেন। তিনি পতিদোষে পুত্রবতী না হওয়ায় গোপরাজ তাঁহাকে সুবেশে সজ্জিত করিয়া অদূরবর্ত্তী আশ্রমকাননে কশ্যপাশ্রয় ‘নারদ’ নামক জনৈক কৃষ্ণ ধ্যান-পর পরমভক্ত মুনির সকাশে প্রেরণ করিলেন। কলাবতী মহা-প্রভাব মুনিবরের মোহনরূপ দর্শন করিয়া মোহিতা হইলেন। তিনি তখন মুনিবরকে মোহিত করিবার জন্য যুবতী-সুলভ বিবিধ হাব-ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে দ্বিজরাজেরও ধ্যানভঙ্গ এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি সংযুক্ত হইল। তিনি নির্জ্জনে সেই দিব্যরূপা রমণীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; তৎসকাশে আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কলাবতী সভয়ে শ্রীহরিস্মরণ করিয়া কহিলেন, —“হে মুনিসত্তম, আমি গোপরাজ দ্রুমিলের পত্নী। অশক্ত পতির আজ্ঞায় পুত্রার্থিনী হইয়া আপনার সকাশে আসিয়াছি। কৃপা করুন।” কলাবতীর কথা শুনিয়া মুনিবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কহিলেন,—“তুমি শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিলাষ করিতেছ। তুমি কি জান না, যে জন্মমাত্র ব্রাহ্মণ শূদ্রা স্বীকার করেন তিনি চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হন।” ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন। কিন্তু দৈব অতিক্রম করিবে কে? কলাবতী কিছুক্ষণ পরেই অলৌকিক উপায়ে গর্ভবতী হইলেন। অল্পকালমধ্যেই কৃষ্ণপরায়ণ দ্রুমিলের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তদীয় সালঙ্কারা সগর্ভা পত্নীকেও দাসীবৃত্তি করিবার জন্য জনৈক দ্বিজরাজকে প্রদান করিলেন। দ্বিজোত্তম কলাবতীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

———

এখানে সেই ভক্তিযোগী সাধুগণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের ভুক্তাব-শেষে প্রাণধারণ করিয়া কলাবতী পুত্রের জননী হইলেন। তাঁহার অঙ্কে ব্রহ্ম-তেজে জলন্ত তপ্তকাঞ্চনকান্তি একটী বালার্ক-সদৃশ শিশু শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে শাপভ্রষ্ট নারদের শূদ্রা-গর্ভে শূদ্র-রূপে জন্ম হইল। তিনি তথায় শুক্লপক্ষীয় শশীর মত বাড়িতে লাগিলেন। পূর্ব্বাপরও বিবরণগুলিতে তত্ত্ববিরোধ এবং অন্তর-বিমোহন ভাবে ভক্ত ও ভগবানের চরিত্র লক্ষিত হয়। উক্ত বিবরণটী অন্তর-বিমোহনোদ্দেশেই লিখিত হইয়াছে। ভাগবতের বিবরণই আদরণীয়।

———

যথাসময়ে পাপমুক্ত নারদ আবার পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হইলেন, ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপে দিব্য-জন্ম লাভ করিলেন। কিন্তু, আবার সেই বিপদ্! ব্রহ্মা আবার তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে বলিলেন। নারদ এবারও পিতাকে পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন, কৃষ্ণসেবা রাখিয়া বিষয়সেবা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে মধুর বাক্যে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন,- “গৃহধর্ম্মে থাকিয়াও কৃষ্ণ-সেবা হয়। তুমি কৃষ্ণে মতি রাখিয়া গৃহধর্ম্ম পালন কর।”

‘অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং’

(ব্রঃ বৈঃ ত্রঃ)

যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে হরি তাঁহাকে আর কোথায় তপস্যা করিতে যাইতে হইবে? তিনি সর্ব্বত্রই হরিসেবায় রত। আর যিনি সর্ব্বতোভাবে হরি-বিমুখ, তিনি বনে গিয়া তপস্যা করিলেই বা কি হইবে? বৎস, তোমার মত হরিপরায়ণজনের কেহই কখনও বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। তুমি গৃহধর্ম্মে থাকিয়াই হরিসেবা কর।

———

পরম বিরক্ত, একান্ত কৃষ্ণানুরক্ত নারদ কিন্তু পিতার কোনও কথাই শুনিলেন না। তাঁহাকে ... অনেক কথা বলিয়া, শেষে তাঁহার চরণে ধরিয়া কহিলেন:—“পিতঃ, আমাকে বাধা দিবেন না। আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি,- আমাকে আর আপনি সংসার-পাশে বদ্ধ করিবেন না, বিদায় দিন।”

ক্রোধেশ ব্রহ্মা কহিলেন,—সংসার-ত্যাগ উন্মাদিনী মোহবুদ্ধিকে বাধা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি তিনি সেই কৃষ্ণোন্মাদ পুত্রকে বধায় দিয়াও, আবার বিবিধ প্রলোভনপূর্ণ মোহকর মধুর বাক্য জালে ঐ মুক্তপক্ষ বিহগরাজকে বিফলপ্রয়াস প্রাপ্ত হইলেন। গম্ভীরস্বরে, গিরিবর সদৃশ অটল-অচল নারদ আবার বলিলেন,—

‘কা বা কস্য পিতা পুত্রো বন্ধু কো বা ভবার্ণবে।
কর্ম্মোর্ম্মিভির্যোজনা চ তপসা।
ব্রাহ্মণঃ’
“সুকর্ম্ম কারয়েদ্ যো হি তাম্রঞ্চ ম পিতা গুরুঃ।
নির্বুদ্ধি কারয়েদ্ যো হি স বিপক্ষঃ কথং পিতা॥”

“কে পুত্র প্রেরণা বন্ধু ভবসিন্ধু ঘোরে।
কর্ম্ম উর্ম্মি বেগে মনে বন্ধ মায়া-ডোরে॥
সেই উর্ম্মি-বলে পুনঃ ছিন্ন ভিন্ন তারা।
কে যায় কোথায় কভু পিতা পুত্র দারা॥
সাধুকর্ম্মে সাধুপথে করে যে চালিত।
সেই মিত্র ... গুরু সবার বাঞ্ছিত॥
কুমন্ত্রে বিকর্ম্মে আর করে যে প্রেরণ।
নহে মিত্র, পিতা, গুরু,—শত্রু সেই জন॥”

(ক্রমশঃ)

“সরস্বতীজয়শ্রী”

[বৈষ্ণব-পর্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ জনগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে ... হইয়াছে। ভিক্ষা ৮৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগ-বাজার, কলিকাতা।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ

পূর্ব্ববঙ্গে সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের জন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের অন্তর্গত ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের নাম সকলের নিকটই সুবিদিত। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে দেশমধ্যে যে অনাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল সেই সমুদয় দূর করিয়া প্রকৃত আত্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বৈষ্ণবগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতি নানা বিকৃত মনোধর্ম্মিগণ সাধারণ মানুষকে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যে প্রকারে প্রবঞ্চনা করিতেছেন তাহা হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্য এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায় একদিন উদাসী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগের প্রচারের ফলে সারা ভারতে, এমন কি ব্রহ্মদেশ, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী দেশেও ইহার আলোচনা হইতেছে।

ঢাকার শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ এতদঞ্চলবাসী জনসাধারণের যে মহদুপকার সাধন করিতেছেন তাহার তুলনা নাই। সম্প্রতি এই মঠের জন্য মন্দির ও বক্তৃতা-হল-নির্ম্মাণ-মানসে মঠের কর্ত্তৃপক্ষ নারায়ণদিয়া অঞ্চলে দশ হাজার টাকায় একটি প্রকাণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছেন। এখানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণে আরও বহু সহস্র টাকা লাগিবে। আমরা জানিয়া আনন্দ লাভ করিলাম যে, ঢাকা বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত কামিনী-মোহন রায় চৌধুরী, ভক্তিপ্রতাপ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়গণ ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠের মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার-গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার গৌড়ীয় মঠে জে, সি, দত্ত মহাশয়ের বিরাট দানের বিষয় দেশবাসী কখনও ভুলিতে পারিবেন না। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পরম ভাগবত দত্ত মহাশয় যে অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি ঢাকার শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ নূতন পরিকল্পনায় সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইবে। বালিয়াটীর জমিদারবর্গের এই দান তাঁহাদিগকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে এই প্রকার দান এদেশে অতি বিরল। আমরা দাতাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—স্বায়ত্তশাসন-পত্রিকা (১ মাঘ, ১৩৪১)

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

ভারতের সর্বত্র [illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৭ই মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৩৫ [২৭৮-শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ

দেশের অর্থকৃচ্ছ্রতা-নিবারণার্থ গভর্ণমেণ্ট থানায় থানায় জুট রেষ্ট্রিক্শন্ কমিটী সংস্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছেন। গত ২৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার নবদ্বীপ থানায় এতদ্বিষয়ে একটী কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার সদর সাবডিভিসনাল অফিসার এই সভার প্রেসিডেণ্ট এবং সার্কেল অফিসার মহোদয় ভাইস প্রেসিডেণ্ট, নবদ্বীপ থানার সেকেণ্ড অফিসার সেক্রেটারী এবং মিঃ আর, পাল চৌধুরী, বাবু পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বাবু বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান বাবু পূর্ণচন্দ্র বাগচী, নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান, বকুলতলা হাইস্কুলের ও নবদ্বীপ হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষকদ্বয় ও নবদ্বীপের স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টর ও এসিস্‌ট্যাণ্ট স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টর মেম্বর হইয়াছেন।

ডালটনগঞ্জে বৃদ্ধের শোচনীয় মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ হইতে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ৫০ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি একটি রেলওয়ে সেতু দিয়া যাইবার সময় পা পিছলাইয়া সেতুর মাত্র কয়েক ফুট নীচে পড়িয়া যায় এবং তাহার পায়ের কয়েক স্থান কাটিয়া যায়। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

—

নরহত্যায় প্রাণদণ্ড

সাঁওতাল-পরগণার সেশন জজ মিঃ আর বি বিকারের এজলাসে মুর্শিদাবাদ জেলার সমশেরগঞ্জ থানার অধীন মৌজা কেন্দুয়া গ্রামবাসী যামিনী মিশ্র নামক এক ব্যক্তি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৩০ ধারা (সমস্ত কথা প্রকাশ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া অব্যাহতি লাভের পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা (নরহত্যা সহ ডাকাতি) অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। চারিজন এসেসরের সকলেই যামিনীকে দোষী সাব্যস্ত করেন। সেশন জজ এসেসরদের সহিত একমত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণ এই যে, গত বৎসর ১৩ই ফেব্রুয়ারী শেষ রাত্রিতে সাঁওতাল পরগণার কৃষ্ণকীপুর গ্রামের ধনীরাম মণ্ডল নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতদের আঘাতে ধনীরাম প্রায় তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তাহার পুত্র পুরাণ মণ্ডল গুরুতর আহত হওয়া কয়েক দিন পর হাসপাতালে মারা যায় এবং তাহাদের বহু টাকা পয়সা ও মূল্যবান জিনিষ পত্র লুণ্ঠিত হয়।

ঐ সম্পর্কে যামিনী মিশ্র গ্রেপ্তার হয় এবং সে ৩৩ জন লোককে সংশ্লিষ্ট করিয়া এক স্বীকারোক্তি করে। তাহার স্বীকারোক্তি অনুসারে উমাপদ চৌধুরী প্রভৃতি ২৭জন লোক গ্রেপ্তার হয় ও শ্রীশ মণ্ডল প্রভৃতি ছয় জন ফেরার থাকে। উমাপদ প্রভৃতির মামলায় যামিনী রাজসাক্ষী হয় এবং তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেট একজন ব্যতীত উমাপদ প্রভৃতি ২৬জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন।

ইতোমধ্যে শ্রীশ মণ্ডল গ্রেপ্তার হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে ঐ ডাকাতির মামলা রুজু হয়; কিন্তু যামিনী মিশ্র ঐ মামলায় বলে যে, সে তাহার স্বীকারোক্তিতে এবং উমাপদ প্রভৃতির মামলায় যাহা বলিয়াছে, তাহার সমস্তই মিথ্যা। যাহা হউক, শ্রীশ মণ্ডলকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়। তৎপর পাবলিক প্রসিকিউটর যামিনী মিশ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন।

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রী এবং প্রেসিডেণ্ট বিতাড়নের প্রস্তাব

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সি, পি, ইউ টিন মং, ইউ বা চ আং, নিয়াং থা তুন ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট এবং বনবিভাগের মন্ত্রীকে অপসারিত করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, প্রেসিডেণ্টকে বিতাড়নের জন্য ইউ বা চ আং একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন। মন্ত্রীদের বেতন কমাইয়া মাসিক ৩২০০ টাকা করিবার জন্য এবং ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারীর বেতন ১০০০ টাকা করিবার জন্য ইউ নিয়াং থা তুন এবং সি, পি, ইউ টিন মং প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন।

———

দিল্লীতে নেপালের মহারাজা

মহারাজা স্যর যোধ সমশের জঙ্গ বাহাদুর লাটপ্রাসাদে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাহার আধঘণ্টা পূর্ব্বে বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী নিজামপ্রাসাদে গিয়া মহারাজাকে লইয়া আসেন। মহারাজার সম্মানার্থ ১৯ বার তোপধ্বনি হয়। সাক্ষাৎকারের পর বড়লাট মহারাজাকে আতর ও পান উপহার দেন।

মহারাজা লাটবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলে বড়লাট নিজামপ্রাসাদে গিয়া তাঁর সঙ্গে প্রতিসাক্ষাৎ করেন।

সিভিল সার্ভিসে গৃহীত ব্যক্তিগণ

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে গৃহীত ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত প্রদেশ সমূহে নিযুক্ত করা হইয়াছে :—

মাদ্রাজ—মিঃ সি এ রামকৃষ্ণান, মিঃ জি, সি, গুরুরী, মিঃ কে সেতু রাও, মিঃ জে, এফ সাণ্ডার্স এবং মিঃ পি, টি, আর নায়ার।

বোম্বাই—মিঃ এস জি, মোল্লানী, মিঃ ডি ওয়াই ফেল, মিঃ ডি আর সি হলফোর্ড, মিঃ এ এল ডায়াস মিঃ জি নাঞ্জাপ্পা এবং মিঃ এস এইচ রাজা।

বাঙ্গলা—মিঃ কে সেন, মিঃ ডব্লিউ, এইচ সৌমারেজ স্মিথ, মিঃ এস ভ্রাচার, মিঃ এস ব্যানার্জ্জি, মিঃ ই আর কিটীন, মিঃ বি জি রাও এবং মিঃ এন আমেদ।

যুক্তপ্রদেশ—মিঃ এস এম শ্রীবাস্তব, মিঃ জি, জি, জি নাইট, মিঃ এ এস মানরো, মিঃ টি ব্রুনেল, মিঃ কে সাণ্ডারসন, মিঃ এল সি জৈন, মিঃ ডব্লিউ এইচ গ্রীডমোর, মিঃ এম এস রাম থাপা, মিঃ টি রাম ভজন।

পাঞ্জাব—মিঃ এস জ এ্যাবট, মিঃ বি কে নেহেরু, মিঃ এম এস এ বেইগ, মিঃ জে এফ ডি ন্যাসন, মিঃ পি এন, হবার্ড, মিঃ এ এস লাল, মিঃ এ কে মালিক।

ব্রহ্মদেশ—মিঃ ডি এল সেকনুলাম, মিঃ এল সি মাস, মঙ সে আ, মঙ লাবান খাঁন, মঙ, চান থা।

বিহার ও উড়িষ্যা—মিঃ জে আই ব্রেকবার্ণ, মিঃ বি শিবরামন, মিঃ পি এইচ বিক্রমসিংহ, মিঃ এন এন ওয়ানচু, মিঃ সি এন টাণ্ডন।

মধ্যপ্রদেশ—মিঃ এস রাজন।

আসাম—মিঃ ডি সি দাস।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৭ই | বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৩১শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার | ২৭৮শ সংখ্যা

চৈতন্যদেবের জন্মভূমিতে বঙ্গের লাট বাহাদুর

গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বঙ্গেশ্বর স্যার জন এণ্ডারসন বাহাদুর নদীয়া জিলায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মধাম শ্রীধাম মায়াপুরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের পরিচালকবর্গ লাটবাহাদুর ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীধামের মঠ-মন্দির, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস প্রভৃতি পরিদর্শন করান। লাট বাহাদুর কৃষ্ণনগর হইতে মটরযোগে নবদ্বীপ-ঘাটে পৌঁছিলে মায়াপুর মঠের নিজ লঞ্চে নদী পার করিয়া মটরযোগেই শ্রীধামে পৌঁছেন। এতদুপলক্ষে পথিমধ্যে বহু তোরণ এবং পতাকায় সম্পূর্ণ স্থানটী মনোরম করা হইয়াছিল। লাট বাহাদুর শ্রীচৈতন্যমঠের মণ্ডপটীতে উপস্থিত হইয়া আসনগ্রহণ করিলে, লাট বাহাদুরকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীকে কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধ-বিক্রেতা ও, এন মুখার্জির পুত্র কে. মুখার্জি গলায় ফুলের মালা দেন। তৎপর শ্রীমৎ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ইংরাজী ভাষায় মঠের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত একটী বক্তৃতা করিলে লাট বাহাদুর তাহার উত্তর প্রদান করেন এবং সমুদয় পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ পূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, তিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমিতে আগমন করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, মঠের অন্যতম প্রচারক স্বামী বন যিনি বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণীতে প্রচার করিতেছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকালে এই মঠের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়াছিলেন। সত্য ও সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য এই সম্প্রদায় যাহা করিয়াছেন তাহাতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইয়া সকলকে সত্যধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিবে। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর লাট বাহাদুরের মস্তকে প্রসাদী পুষ্প চন্দন প্রদান করিলে তিনি উহা সাদরে গ্রহণ করেন।

—স্বায়ত্তশাসন পত্রিকা

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ জগৎকারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীযুক্ত বি-এ ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী গত ২৬শে জানুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ সহ তৎপরদিবস কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শীঘ্রই পুরীতে শুভবিজয়ের কথা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ কয়েকদিবস শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া গত ২৮শে জানুয়ারী কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিসদাচারময় কথাবলী এবং শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তে নিষ্ঠা সাধকমাত্রেরই বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ডিভিশন্যাল একাউণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ২৩শে জানুয়ারী সস্ত্রীক এলাহাবাদস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া এবং মঠসেবকগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরের কথা ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরিক্রমার সময় শ্রীধামদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৪ই মাঘ সোমবার শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ এবং শ্রীল জয়দেব, শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ও শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের পরমার্থ চরিতালোচনামুখে তাঁহাদের অপ্রকটতিথি মাঘী কৃষ্ণাষ্টমী শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছে। শ্রীপাদ মুকুন্দ গোপাল ভক্তিমধুর প্রভু সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ২৪ সংখ্যা (১৩শ খণ্ড) গৌড়ীয়ে "পরিপ্রশ্ন বনাম কৌতূহল নিবৃত্তি" শীর্ষক একটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য প্রবন্ধ সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—"পরিপ্রশ্নই আরব্ধ সাধকজীবনের প্রথম ও প্রধান সূচনা। [illegible]-বিমুখ যাঁহারা, তাঁহাদের পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ জিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, কিংবা তাঁহারা পরমার্থসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বা জড়তা-প্রাপ্ত।" বস্তুতঃপক্ষে একদিকে 'প্রণিপাত' ও অপরদিকে 'সেবাবৃত্তি'র সহিত 'পরিপ্রশ্ন' সাধককে ভগবত্তত্ত্বের সহিত সুপরিচিত করায়। পরিপ্রশ্ন ব্যতীত ভগবানের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। সুতরাং হৃদয়ে পরিপ্রশ্ন না জাগিলে শ্রীভগবানের সেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। পরিপ্রশ্ন ও তর্ক এক জিনিষ নহে। পরিপ্রশ্ন—ভগবৎসেবালাভের জন্য তাঁহার তত্ত্ব জানিবার উৎকণ্ঠায় উদিত, আর তর্ক—নিজের পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা। পরিপ্রশ্নের সঙ্গী—দৈন্য, স্নিগ্ধ-স্বভাব ও বিনয়নম্র ব্যবহার; তর্কের সঙ্গী—ধৈর্য্যহীনতা, হঠকারিতা ও উদ্ধতস্বভাব। সদ্গুরুর পাদপদ্মে পরিপ্রশ্নের ফলে প্রণিপাতবৃত্তির সুষ্ঠুলাভ ও অধোক্ষজসেবা-প্রাপ্তি এবং তর্কের ফলে উপেক্ষিত-জীবন-যাপন ও অবিদ্যার নিবিড় অন্ধকারে অবস্থান। কৌতূহল নিবৃত্তির আশায় পরিপ্রশ্নের ছলনা আমাদিগকে ভগবৎসেবা হইতে অনেকযোজন দূরে নিক্ষেপ করে। গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিয়াছেন—"কৌতূহল-নিবৃত্তির সম্ভোগ প্রেরণা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বাঞ্ছা হইতে উদিত, আর পরিপ্রশ্নের ভিত্তি [illegible]র উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিপ্রশ্ন[illegible]র প্রাথমিক অভিসার আর [illegible] ইন্দ্রিয়-কাম-চরিতার্থ করিবার প্রাথমিক ও শেষ অভিযান। পরিপ্রশ্নের উত্তর-ফল—সেবা, উত্তরোত্তর-ফল অধিকতর সেবা ও সেবারই প্রগতি; আর কৌতূহল নিবৃত্তির উত্তর ফল নাস্তিকতা [illegible] কৌতূহল কামের তরঙ্গ বা সাময়িক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা; আর পরিপ্রশ্ন পারমার্থিক জীবনে আত্মনিক্ষেপ বা প্রণিপাতেরই বাস্তব ফল ও সেবোন্মুখতারই ধ্বজা।"

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই মাঘ, শুক্রবার ১৩৪১, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৭৯শ সংখ্যা

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর প্রথম মুনসেফী আদালত

নিলামের তারিখ ১১।২।৩৫

(১)

৭৭৯।১৯৩৪ মণিজারী দাং ১২৫৮৶০

ডিঃ মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী

দেঃ নগেন্দ্রনাথ খাঁ সাং সাহাজাদপুর হাং সাং নবদ্বীপ

নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে জমিদার নন্দলাল চৌধুরীর অধীন ২৩৮ খতিয়ানে -৭ শতক জমি খাজনা ৪৲ টাকা মধ্যে দেনদারের ১।৶০ জমায় যে দখলিকার রায়তি স্বত্ব বিশিষ্ট জমা এবং তদুপরিস্থ দালান, টিনের রান্নাঘর প্রভৃতি সহ ষোল আনা মূল্য আঃ ১৫০৲

(২)

১২৬৭।৩৪ মণিজারী দাবী ২৪২৮৶৬

ডিঃ মোল্লা মহাম্মদ

দেঃ নজিব সেখ সাং বামুনপুকুর থানা নবদ্বীপ

১। নবদ্বীপ থানার অধীন ৭নং মৌজা টোটা গ্রামে নৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের সেরেস্তায় ১৪২নং খতিয়ানে বার্ষিক ১২ টাকা খাজনায় ২-৪০শঃ জমির ষোল আনা রকমে রায়তি স্থিতিবান জমা দেনদারদের আছে তাহা এবং তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদি মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানার ৯নং মৌজা বামুনপুকুর গ্রামে মালেক প্রফুল্লনলিনী দাসীদিগের সেরেস্তায় ৮৯নং খতিয়ানে ১-৮১শঃ জমির ৫৻৯ পাই খাজনায় রায়তি স্থিতিবান স্বত্ববিশিষ্ট জমার ষোল আনা মূল্য আঃ ২৫৲

(৩)

১৭৪২।১৯৩৪ দেওয়ারী দাবী ১৫৬৸০

ডিঃ শ্রীমতি হরিদাসী দাসী

দেঃ শ্রীহিরু সেখ সাং কৃষ্ণনগর হাপসীপাড়া থানা কোতওয়ালী

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর ৪নং ডিভিসনে হাপাসীপাড়া গ্রামে খগেন্দ্রনাথ শুকুল জমিদার সেরেস্তার ৮৫৫নং খতিয়ানে ৬৭শঃ জমির ১৸৩ পাই জমার যে ষোল আনা অংশ এবং বাগান মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ ঐ ঐ ২৲ টাকা খাজনায় ঐ সরকারে ৮৫৪নং খতিয়ানে দেঃ যে ১-৩০শঃ জমি এবং বাগান মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

১৩৯১।৩৪ মণিজারী দাবী ১০৮৷৶৩

ডিঃ কদবানু বিবি

দেঃ কলমদ্দি সেখ ওরফে সাং ঝিটকাপোতা থানা কোতোয়ালী

১। কোতোয়ালী থানার অধীন জমিদার আবদুল মজিদ আকন সরকারে ২৴৪ পাই জমার যে ১-৫৫শঃ রায়তী মোকররী স্বত্ব বিশিষ্ট জমি আছে তাহাতে দেনদারের ষোল আনা অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ থানায় ৯১নং মৌজা বারুইহুদা গ্রামে জমিদার শ্রীমতি যোগেন্দ্রবালা দাসীর সরকারে ১০৪ খতিয়ানে ৬৲ টাকা খাজনায় ২-৯০শঃ রায়তি জমা দেনদারের আছে তাহা এবং তদুপরিস্থিত আকর আওলাতাদি মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানার ঐ মৌজায় বাবু মন্মথ নাথ পালচৌধুরী জমিদার সেরেস্তায় ২৮নং খতিয়ানে ৫৸৶০ খাজনায় ১-৮২শঃ জমি স্বত্ব রায়তি জমা ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(৫)

১৪১০।৩৪ মণিজারী দাবী ২০৩।৯

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ সরকার গং

দেঃ অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

থানা কোতোয়ালীর অধীন ৯৪নং গোবিন্দসড়ক চাষাপাড়া মৌজায় ৩০০নং খতিয়ানে দেনদারের প্রজাই স্বত্ব বিশিষ্ট জমি ও তদুপরিস্থ পাকা ত্রিতল বাড়ী ও পাকা প্রাচীর, কুয়া পায়খানা ইত্যাদি জমি ২৬শঃ

(৬)

১৪১৪।৩৪ দেওয়ারী দাবী ৪২৯৶৬

ডিঃ শৈবলিনী দেবী

দেঃ শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কামদেবপুর থানা কালিগঞ্জ

১। ৭৮নং মৌজা চাদুরিয়া ও ৯২নং মৌজা কামদেবপুরের মালিকগণের সেরেস্তায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গং নামীয় ২৫৯ খতিয়ানে ৪।০ খাজনায় ৭০শঃ জমির ষোল আনা স্বত্ব মোকররী মূল্য আঃ ১৫৲

২। ঐ মৌজায় ৯৩নং মৌজা মহেশপুরের জমিদারগণের সেরেস্তায় ১৮।১৪নং খতিয়ানে ১১।৶৩ পাই খাজনায় মোকররী স্বত্ব বিশিষ্ট জমায় ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ৯২নং মৌজা কামদেবপুর মালিক সেরেস্তায় ১২নং খতিয়ানে ৪৶০ আনা খাজনায় মোকররী স্বত্ব বিশিষ্ট জমার ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

৪। উক্ত মৌজার লাখেরাজ জমি কালিনাথ রায় দিং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দং দেনদারের ষোল আনা রকম অংশ খতিয়ান ১১২ ও চান্দুরিয়া মৌজায় ব্রহ্মত্তর গঙ্গা গোবিন্দ হাজরা দং খতিয়ান ২৬৩নং মূল্য আঃ ৭৫৲

(৭)

১৪১৫।৩৪ মণিজারী দাবী ৪৯৮৶৯

ডিঃ শ্রীস্থিরহরি ভট্টাচার্য্য

দেঃ কালিপদ পাণ্ডে সাং বেলপুকুরিয়া থানা কোতোয়ালী

কোতোয়ালী থানার অধীন বেলপুকুরিয়া গ্রামে জমিদার শ্রীফকির মণ্ডল দিং সেরেস্তায় ৩১০নং খতিয়ানে ২১শঃ জমির খাজনা ১৶০ স্বত্ব কোর্ফা তাহাতে দেনদারের ষোল আনা রকম অংশ আকর আওলাতাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১৪২৭।৩৪ মণিজারী দাবী ১০০৬৴৯

ডিঃ নবদ্বীপ কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ ভূপতিভূষণ কর্ম্মকার সাং নবদ্বীপ থানা ঐ

থানা নবদ্বীপের ১৩৯২নং তৌজি বোনমাধব ভট্টাচার্য্য জমিদার দিং সেরেস্তায় আটশ পঞ্চান্ন চার খতিয়ানে ৯শঃ জমি ও তদুপরিস্থ পাকা কোঠা বাড়ী ইত্যাদি সহ বার্ষিক খাজনা ১৷০ টাকার ষোল আনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১২৫৲

(৯)

১৮১২ মণিজারী ৩৪ দাবী ৪১।৶০

ডিঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী

দেঃ পাচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

কোতোয়ালী থানার অধীন কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি ১নং ওয়ার্ডে ৭০৭নং হোল্ডিং-এর জমিদার চেৎলাজিয়া ওয়াক্‌ফ ষ্টেট খতিয়ান ১৫৬ নং খাজনা ১৸৶৩ দখলকার ৫৫শঃ জমি ষোল আনা এবং তদুপরিস্থ আকর আওলাতাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

(১০)

১৪৭৩ মনিজারী ৩৪ দাবী ৩৭৸০

ডিঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি

দেঃ সৌরেন্দ্রনাথ খাঁ ৫ং সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

কোতোয়ালী মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ১১২০।১১২১ নং হোল্ডিং-এর জমিদার চেৎলাজিয়া ওয়ার্ড এস্টেট ১০০ নং খতিয়ান ০০৩শঃ জমির দখলকার বসত জমার খাজনা ১৲ ষোলআনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১১)

১৪৭৮ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৪।৶০

ডিঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি

দেঃ ঐ

কোতোয়ালী মিউনিসিপ্যালিটী অধীন ১১২০।১১২১ নং হোল্ডিং-এর জমিদার চেৎলাজিয়া ওয়ার্ড এস্টেট ১০৩নং খতিয়ান ০০৩শঃ জমির দখলকার বসত জমার খাজনা ১৲ ষোলআনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(১২)

১৪৭৫।৩৪ মনিজারী দাবী ১০৬৸৴১

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ১নং ওয়ার্ডে ১২৫৫ হোল্ডিং-এ মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের সেরেস্তায় ৮৬২ খতিয়ানে ৩৸৶০ খাজনায় দখলকার বসত জমার ২২শঃ জমি ও তদুপরিস্থ আকর আওলাতাদি সহ ষোলআনার অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

(১৩)

১৪৭৬।৩৪ মনিজারী দাবী ৮২৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ মিউনিসিপ্যালিটির ১৮১৮।১নং হোল্ডিং মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সেরেস্তায় ১৫৩৮ খতিয়ানে ২-৩০শঃ জমির দখলকার বসত জমা খাজনা ৫৪।৶৫ বাড়ী ঘর, ইটের প্রাচীর প্রভৃতিসহ দেনদারের ষোলআনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৩০০৲

(১৪)

১৪৭৭।৩৪ মনিজারী দাবী ৮৫৬৸৴০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

ঐ মিউনিসিপ্যালিটির ১৮।১৮।১নং হোল্ডিং মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সেরেস্তায় ১৫৩৮ খতিয়ানে ২-৩০শঃ জমির দখলকার বসত জমা খাজনা ৫৮।৶৫ বাড়ী ঘর, ইটের প্রাচীর প্রভৃতিসহ দেনদারের ষোলআনা রকম অংশ মূল্য আঃ ৩০০৲

(১৫)

১৪৭৮।৩৪ মনিজারী দাবী ২০০॥৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ অনঙ্গকুমার চৌধুরী দিং সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ২নং ওয়ার্ডে ১০৪।১০৫নং হোল্ডিং-এর বাবদ জমিদার মন্মথনাথ পালচৌধুরী সেরেস্তায় ৩৯১৯ খতিয়ানে ০৮শঃ দখলকার বসত জমা খাজনা ৪০০ ষোলআনা রকম অংশ আকর আওলাতাদি সহ মূল্য আঃ ৩০৲

(১৬)

১৪৭৯।৩৪ মনিজারী দাবী ৭৭৷৶৭

ডিঃ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটি

দেঃ অনিলকুমার চৌধুরী দিং সাং ও থানা কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ২নং ওয়ার্ডে ১০৭।১০৫নং হোল্ডিং-এর বাবদ জমিদার মন্মথনাথ পালচৌধুরী সেরেস্তায় ৩৯১৯ খতিয়ানে ০৮শঃ দখলকার বসত জমা খাজনা ৪৸০ ষোলআনা রকম অংশ আকর আওলাতাদি সহ মূল্য আঃ ৩০৲

(১৭)

১৪৮০।৩৪ মনিজারী দাবী ১১০৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ পাঁচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ১নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১০৭ নং হোল্ডিং জমিদার জিয়া ওয়ার্ড এস্টেটের অধীন ১৫৯ নং খতিয়ানে ৫২শঃ জমির দখলকার জমা ১৮৶৫ খাজনা দেনদারের ষোলআনা রকম অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(১৮)

১৬০২।৩৫ মনিজারী দাবী ১৮৮৩।০

ডিঃ পাঁচুনাথ নন্দী

দেঃ পাঁচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী থানা কোতোয়ালী

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ৯৩নং মৌজা গোয়াড়ী ভেলিনীপাড়া জমিদার শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর সেরেস্তায় ১৫৬ খতিয়ানে ৬৪শঃ জমির কায়েমী মৌরসী মোকররী জমা ১৬০৬ খাজনা ষোলআনা অংশ জমি ও ইমারতাদি সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ১১।২।১৯৩৫

(১)

১০২৭।৩৪ মনিজারী দাবী ৬৯৴০

ডিঃ শ্রীরামগোপাল সিংহ সাং বড় আন্দুলিয়া

দেঃ কোরবান সেখ সাং বড় আন্দুলিয়া থানা চাপড়া

১। চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া গ্রামে নকরপাল চৌধুরীর অধীন ৫৪৬ খতিয়ানে ২৬শঃ জমির বার্ষিক জমা ১৬৫ মূল্য আঃ ৭৲

২। ঐ থানায় সোনপুখুরিয়া মৌজা ইন্দুভূষণ ও মনোরঞ্জন সিংহ দিং অধীনে ৩০নং খতিয়ানে ৭০শঃ জমির জমা কনভারসন হইতে ২।১০ মূল্য আঃ ১৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজা ঐ অধীন ৬০নং খতিয়ানে ৫০শঃ জমির জমা ১৸৶০ মূল্য আঃ ১০৲

টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ চিকিৎসা

প্রসব বেদনায়। স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে অপামার্গের মূলছাল ৩।৪ তোলা পরিমাণ জলে বাটিয়া গর্ভিনীর সমস্ত তলপেটে বার বার প্রলেপ দিলে অনেক ক্ষেত্রে নির্বিঘ্নে প্রসব হইয়া থাকে।

আমবাতে। আমবাতে শরীর ফুলিলে ও অত্যন্ত বেদনা হইলে মিঠাবিষ ও কুঁচিলা (বিষ) সমভাগে লইয়া আদার রসদ্বারা উত্তমরূপে বাঁটিয়া পুনরায় আদায় রস মিশ্রিত করিয়া অল্প গরম করিতে হইবে। তৎপর পাতলা করিয়া বেদনা স্থানে বার বার প্রলেপ দিলে বেদনা আশু নিবৃত্ত হইবে।

রক্ত প্রদরে। অপামার্গের মূলছাল ৴০ আনা ও গোলমরিচ ১।০ সোওয়াটা বাঁটিয়া ১টি বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন ২।৩ বার সেব্য। আভ্যন্তরিক রক্ত স্রাবে ও যোনী বেদনায় বিশেষ ফল প্রদ।

মুখের মাড়ির ক্ষতে—জাঙ্গীহরীতকী ২ তোলা তুঁতিয়া ১ তোলা হিরাকস ৩ তোঃ মোট ৬ তোলা। প্রথমতঃ লোহার কড়াইয়ে তুঁতিয়া ও হিরাকষ জ্বাল করিবে, গলিয়া গেলে জাঙ্গীহরীতকী আধাভাঙ্গা করিয়া তাহার মধ্যে দিয়া হাতা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। যখন পুড়িয়া অঙ্গারবৎ হইবে তখন উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশাইয়া রাখিবে। ব্যবহার ৩ বার; ইহাতে রক্তপড়া, দন্তমূলে ও চলদন্ত প্রভৃতি নিবৃত্ত হইবে। ইহা সিদ্ধ মুষ্টিযোগ।

কর্ণমূল শোথে—(১) বেগুনের মূল ১টী মরিচ ॥০ তোলা জলে বাটিয়া অগ্নিতাপে ঈষৎ তপ্ত করিয়া প্রলেপ (২) কুলথ কলাই, কটছাল শুঠ ও কৃষ্ণজীরা তুল্য পরিমাণে জলধারা পেষণ করিয়া উত্তপ্ত অবস্থায় কর্ণশোথে প্রলেপ দিলে বেশ উপকার দর্শে। (৩) মুসব্বর ।০ সিকি তোলা, রসোদ ।০ তোলা, কণ্টিকারি ।০ তোলা আফিং ৴০ একআনা, ধুতরা পাতার রসে গরম করিয়া প্রযোজ্য

বয়ব্রণে (বস ফোট)—(১)ধনে, লোধ ও বচ সমসমান গ্রহণ করিয়া শিলাপিষ্ট করতঃ ব্রণ স্থানে প্রলেপ দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। (২) জায়ফল ও মঞ্জিষ্ঠা বাটিয়া মধু মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠের ব্রণে প্রলেপ দিতে হইবে

শিরঃ ব্যথায়— (১) পুরাতন গুড়ের সহিত ১ তোলা শুঠ চূর্ণে মিশাইয়া রৌদ্র তাপে শুষ্ককরতঃ উহার নস্য গ্রহণ বিধেয়। (২) গোঁড়ালেবুর রস ও গব্যঘৃত একত্রে রগ ড়াইয়া কপালে মালিশ করিলে মাথার ব্যথা দূর হয়।

ছুলিতে (১) গো-দুগ্ধ হরিতাল নীল অপরাজিতার রসে পেষণ করিয়া শয়নের পূর্বে রোগস্থানে লাগিতে হইবে। হরিতাল বিষাক্তদ্রব্য সুতরাং পরদিন প্রাতে প্রলেপ স্থান সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া ফেলা কর্তব্য। (২) শুক্‌না মূলা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইবে; আদার রসে সেই ক্ষার রগড়াইয়া ছুলিতে প্রলেপ দিলে শীঘ্র উহা আরোগ্য হইয়া যায়।

এই বলিয়া কৃষ্ণৈকসাধন, সর্ব্বত্যাগী সনৎকুমার ভ্রাতা নারদকে স্নান করাইয়া সিদ্ধ মহামন্ত্রে দীক্ষা দিয়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ নারদের পথ রোধ করিতে পারিল না। তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া তাঁহার চির মনোগত সঙ্কল্প সাধন করিতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। নারদ ভক্তি-যোগাশ্রম ভারতবর্ষে আসিয়া ভগবৎ-সাধনায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইলেন। অচিরকাল মধ্যেই তাহার চিরাভীষ্ট বস্তুও লাভ হইল। তিনি সেই ব্রহ্মতনু ত্যাগ এবং ব্রহ্মভূত ভাগবতী তনু লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দের সদা **সেবা প্রাপ্ত হইলেন।**

শ্রীভগবানের নিত্যসেবক, এই শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীনারদই আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে লক্ষ্যস্থল। তিনিই বেদ-ব্যাসাদির গুরু। তাঁহার সেই হরিপার্ষদরূপ শুদ্ধস্বরূপে দার-গ্রহণাদি কোনও মায়া-সম্বন্ধ ঘটে নাই। চতুঃসনের মত শ্রীনারদও নৈষ্ঠিক অর্থাৎ নিত্য ব্রহ্মচারী ভক্তই ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকের টীকায় সর্ব্ববিৎ শ্রীধর স্বামী শ্রীনারদকে চিরব্রহ্মচর্য্যব্রত চতুঃসন (সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতন) সহ গণনা করিয়া পঞ্চজনকে নৈষ্ঠিক বলিয়াছেন। যথা "নৈষ্ঠিকানাং পঞ্চানাং" ইত্যাদি। বৈষ্ণবের জন্ম কর্ম্ম প্রাকৃত জীবের মত নহে; তাহা প্রাকৃতজনের অতীত।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি শ্রীনারদের যে অপূর্ব্ব উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রে সিন্ধুমন্থন সুধাস্বরূপ, তাহাও হরিরই কথা:—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"
(ভাঃ ৩।২৫।২৫)।

সুদুর্লভ সাধুসঙ্গ হইতে শ্রীহরির যে হৃৎকর্ণরসায়ন গুণগাথা সংকীর্ত্তিত হয়, তাহা সেবন করিলে অচিরে অবিদ্যা-নিবৃত্তির পর হরিপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির ক্রমোৎপত্তি হয়।

সাধু-শিরোমণি শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের কথা শুনাইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং জীবের মায়া-মুক্তির উপায়াদি অনেক নিগূঢ় বিষয় বলিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকটী বিশেষ কথা আমরা এই প্রসঙ্গে বলিব। তিনি বলিয়াছেন—সাধুসেবা, শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা শ্রবণকীর্ত্তন; তাঁহার সেবা পূজা, প্রণাম ও দাস্য; সখ্যভাবে তাঁহার ভজনা; তাঁহার চরণে আত্মদান; সর্ব্বজীবে তাঁহার অধিষ্ঠান জানিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ও সকলকে যোগ্য সম্মান দান, আত্মার অবনতিসাধক বিফল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ; আপনার দোষগুণ বিচার করিয়া নির্দ্দোষ হইতে সতত যত্ন, কৃষ্ণবিমুখজনের সকল কর্ম্মের নিষ্ফলতা-জ্ঞান এবং সেইরূপ কর্ম্ম হইতে বিরতি; সাধুশাস্ত্র-অধ্যয়ন, সরলতা, অহিংসা, সকল অবস্থায় সন্তোষ, শৌচ, সত্য; ক্ষমা; ধৈর্য্য; ব্রহ্মচর্য্য; তপস্যা; শম; দম; দয়া এবং সদসদ্বিচার;—এই পরমধর্ম্ম মনুষ্যমাত্রেরই অনুষ্ঠেয়। ইহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হ'ন; জীব মায়া-পাশ মুক্ত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হ'ন।

"হরিভক্তি, শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও দয়া—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বর্ণ-নির্দ্দেশে জন্মমাত্রই গণ্য নহে; তাহাতে এই গুণগুলিই প্রধান লক্ষণস্থল। (৭।১১।৩৫ শ্লোকে শ্রীধরস্বামীর টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ")।

গুণ বা লক্ষণই বর্ণনির্দ্ধারণের প্রধান ও মুখ্য কারণ। ব্রাহ্মণোচিত শমদমাদি গুণ যদি বর্ণান্তরেও প্রত্যক্ষ হয়, তবে তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ তিনিও ব্রাহ্মণের তুল্য সমাদর প্রাপ্ত হইবেন। আর ভগবদ্ভক্ত হইলে ত' সর্ব্বোত্তম। তিনি ত' যাবতীয় জীব-জগতের গুরুদেব। নিখিল লোক-পাল তাঁহার পাদপদ্ম সেবায় ব্যস্ত। কারণ স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীহরি বলিয়াছেন, "আমার পূজা হইতে ভক্তের পূজা বড়" স্ত্রীলোকেরা সতত পতি-সেবা করিবেন (অবশ্য তাহা যদি কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল না হয়)। তাঁহারা স্বীয় পতিকেই বিষ্ণুসম্বন্ধী-জ্ঞানে সেবা করিয়া, পরলোকে বৈকুণ্ঠে ভগবৎপতি শ্রীহরির নিত্য সেবা লাভ করেন। স্ত্রীলোকের বেশভূষা-রচনা আত্মসুখ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নহে; তাহা হরিসেবাপর হইয়া কৃষ্ণ-প্রীতি-সাধনের অনুকূল হওয়া উচিত।

"গৃহস্থ সংযমী হইয়া যথাকালে প্রজা-লাভ-মানসে সাধ্বী পত্নীর সঙ্গ করিবেন। কদাচ পরনারী-সম্ভাষণ করিবেন না। যতক্ষণ ভোক্তা ও ভোগ্য এই ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ গৃহত্যাগী কদাচ স্ত্রীরূপ দর্শনও করিবেন না। প্রমদা ঘৃতকুম্ভসদৃশ, পুরুষ অগ্নিতুল্য; তজ্জন্যই স্ত্রীপুরুষ-সম্মেলন সর্ব্বদা অনর্থের হেতু জানিয়া, তাহা হইতে সকলেরই বিরত হওয়া কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

ভজনের বিঘ্ন

(শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী)

সাধুনিন্দা, মৎসরতা ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ভজন পথের প্রধান অন্তরায়। কাম-ক্রোধাদির আক্রমণ প্রকাশ্য ও স্পষ্ট বলিয়া তাহাদের কবল হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিকী কিন্তু প্রথমোক্ত কুপ্রবৃত্তিগুলির গুপ্ত স্রোত (undercurrent) লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া ভজন ভূমিকার ক্ষয় সাধন করিতে থাকে। অক্ষজ-দৃষ্টিতে অপ্রাকৃত সাধুগণের দুর্জ্ঞেয় ক্রিয়ামুদ্রা অধিকাংশ স্থলে ন্যায্য সমালোচনার আবরণে নিন্দার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত বিষয়ের বিচার করিতে গেলে বিচার-বিভ্রম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটবাদি-দোষমুক্ত অধোক্ষজ ভগবান্ তদীয় শ্রেষ্ঠ সাধুগণের নিন্দা সহ্য করেন না। পদ্মপুরাণ বলেন—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং
বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে
তদ্বিগর্হাম্॥"

—যে সকল সাধু হইতে ভগবৎ-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, ভগবান্ কি প্রকারে সেই সকল সাধুগণের নিন্দা সহ্য করিবেন? ভক্তগণই সাধু। ভগবান্ বলেন,

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং
হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো
মনাগপি॥"

অর্থাৎ আমি ও সাধুগণ পরস্পর পরস্পরের হৃদয়; আমরা অপর কাহাকেও জানি না।

"ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই
ভক্ত মোর পিতা, মাতা, বন্ধু, পুত্র, ভাই।
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র বিহার।
তথাপিহ ভক্তগণ হৃদয় আমার॥"

অন্যত্র মহাজনবাক্যে পাওয়া যায়—

"শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥"

[illegible]—

"বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র না শুনয়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে॥"

তাঁহারা বলেন—

"নিন্দাতে নাহিক ফল নাহি কিছু লাভ
অতএব না নিন্দা করে মহামহাভাগ॥"

শাস্ত্রও উপদেশ করিয়াছেন,

"পরস্বভাব-কর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন
গর্হয়েৎ"।

মহাজন-গীতিতেও পাওয়া যায়,

"পরনিন্দা পরচর্চ্চা না কর কখন।
দৃঢ়ভাবে একান্তে ভজ শ্রীগৌরাঙ্গচরণ॥"

এই সমস্ত উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া কি সঙ্গত নহে?

কিন্তু সাধুনিন্দাপেক্ষা মৎসরতার আক্রমণ আরও গুপ্ত আরও প্রচ্ছন্ন সৎ-কার্য্যে প্রতিযোগিতার ছদ্মবেশে আবৃত থাকায় ইহার আক্রমণ সহজে ধরা পড়ে না। তজ্জন্যই এ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা প্রয়োজন। ভজন-প্রয়াসীর পক্ষে ইহার বিষ-ক্রিয়া বিশেষ লক্ষ্যতব্য হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্র বলেন,—

"শোক-মর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য
মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি-সম্ভাবনা
ভবেৎ॥"

যে হৃদয়ে মৎসরাদি কু-প্রবৃত্তির অধিকার, তথায় মাধবের মাধুর্য্যোজ্জ্বল-মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হন না।

গীতাতে শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রীতিপাত্রের পরিচয় দিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন—"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং" ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়। "যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি" তিনি তাঁহার প্রিয়। মহাপ্রভু স্বয়ং অন্যত্র আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—"কৃষ্ণের বসতিযোগ্য এ হৃদয়-স্থলী। মৎসরতা-চণ্ডালিনী কেন তাহাতে বসালি?" কারণ বিশুদ্ধ-সত্ত্বাধিষ্ঠিত হৃদয়েই কৃষ্ণের বসতি হয়, তাহাতেই তিনি উদিত হইয়া থাকেন:—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥"

এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া শ্রেয়ঃকামী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়মন্দিরটী ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু মৎসরতার অপেক্ষা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আরও ছদ্মবেশধারিণী এবং বিষকুম্ভ-পয়োমুখা মোহিনী মায়াস্বরূপিণী। ইহা সহজে ধরা পড়ে না। ধরা পড়িলেও ইহা হইতে আত্মরক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। তাই ইংরাজ-কবি গাহিয়াছেন "Fame is the last infirmity of mankind"—প্রতিষ্ঠাশা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অপরিত্যাজ্য হৃদয়দৌর্ব্বল্য। জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য শ্রীগুরুদেব জলদগম্ভীর নির্ঘোষে তাহাই ঘৃণোদ্দীপক-স্বরে স্পষ্টতর করিয়া বলিয়াছেন—

"জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা"।

এই সমস্ত কথা প্রণিধান করিয়া আমাদের এ সমস্ত কু-প্রবৃত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা কি আবশ্যক নহে?

গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১ ।	শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
	একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৶০
২ ।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
৩ ।	ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
৪ ।	সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
৫ ।	জৈবধর্ম্ম	২৲
৬ ।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
৭ ।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
৮ ।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
৯ ।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১০ ।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
১১ ।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১২ ।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৩ ।	চৈতন্যোপনিষদ্	।০
১৪ ।	দ্বাদশ-আল্‌বর	।০
১৫ ।	ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
১৬ ।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
১৭ ।	গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
১৮ ।	ভজন-রহস্য	।০
১৯ ।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)	১৲
২০ ।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
২১ ।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
২২ ।	গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
২৩ ।	মুক্তফলটীকা গুণসারেঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
২৪ ।	বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
২৫ ।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	॥৵০
	ঐ (বাঁধা)	৸০
২৬ ।	দীপ-দিগ্‌দর্শন	৵০
২৭ ।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৵০
২৮ ।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
	ঐ (আবাঁধা)	।৵
২৯ ।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩০ ।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩১ ।	গীতমালা	৴১০
৩২ ।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৩ ।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৪ ।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৫ ।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
৩৬ ।	শরণাগতি	৴০
৩৭ ।	গীতাবলী	৴০
৩৮ ।	চিত্রে নবদ্বীপ	২॥০
৩৯ ।	সাধনকণা	৴০
৪০ ।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴০
৪১ ।	নবদ্বীপশতক	০
৪২ ।	অর্চ্চনপদ্ধতি	৴০
৪৩ ।	সদাচারস্মৃতিঃ	৴০
৪৪ ।	কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ	
৪৬ ।	অর্চ্চনকণা	৴১০
৪৭ ।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৪৮ ।	ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪৯ ।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫০ ।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫১ ।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫২ ।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৩ ।	গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	৴০
৫৪ ।	ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৫ ।	শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৬ ।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫৭ ।	সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮ ।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৫৯ ।	সটিক-শিক্ষাদশমূলম্	।০
৬০ ।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬১ ।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	।৵০
৬২ ।	গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	৴০
৬৩ ।	সারাংশবর্ষণম্	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪ ।	রায় রামানন্দ	॥০
৬৫ ।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত	॥০
৬৬ ।	নাম ভজন	।০
৬৭ ।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অন্টলজি	॥০
৬৮ ।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস	।৵০
৬৯ ।	লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	।০
৭০ ।	বৈষ্ণবীজম	।০
৭১ ।	কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং	৴০
৭২ ।	দি ভাগবত	।০
৭৩ ।	ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন	।০
৭৪ ।	ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭৫ ।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬ ।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৭ ।	সাধন-পথ	।০
৭৮ ।	কল্যাণ-কল্পতরু	৴১০
৭৯ ।	গীতাবলী	৴০
৮০ ।	শরণাগতি	৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১ ।	শরণাগতি	৴০

প্রাপ্তিস্থান -শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ. পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া-জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৯শে মাঘ, শনিবার ১৩৪১, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮০শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:০:—

বাঙ্গলার গবর্ণর কর্ত্তৃক মেডিকেল-কলেজের বার্ষিক উৎসবে নূতন ব্লকের ভিত্তি স্থাপন

মেডিকেল কলেজ শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত সোমবার প্রাতঃকালে গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার নিমিত্ত একটি ব্লকের ভিত্তি স্থাপন করেন। মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে একটি সামিয়ানার নীচে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে বহু সরকারী ও বে-সরকারী বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর উপস্থিত হইলে মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। মেডিকেল কলেজের মিলিটারী ছাত্রেরা গবর্ণরকে সামরিক প্রথায় অভিবাদন করেন। ভাইস-প্রেসিডেণ্টগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ, মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকগণ ও হাসপাতালের পদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে গবর্ণরের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইলে তাঁহাকে সামিয়ানার নীচে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তিনি লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিস ফকিনারকে কাইজার ই-হিন্দ (প্রথম শ্রেণীর) ব্যাজে ভূষিত করেন।

মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় গবর্ণরকে ভিত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়া একটি বক্তৃতা করিয়া ভিত্তি স্থাপন করেন।

———

শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে একলক্ষ টাকার মানহানি মামলা

রেঙ্গুণের শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ বা ম'র বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা খেসারত দাবী করিয়া গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক মিঃ জে সি বলডুইন যে মামলা রুজু করিয়াছেন, মাননীয় বিচারপতি মিঃ সেনের এজলাসে সেই মামলার এক দফা শুনানী হইয়া শুক্রবার পর্য্যন্ত মুলতুবী আছে। বাদীর অভিযোগ এই যে, তাঁহাকে উক্ত স্কুলের হেড মাষ্টার পদে বহাল রাখিতে অনুরোধ করিবার জন্য এক প্রতিনিধিদল শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি প্রতিনিধি দলকে বলিয়াছেন, "বলডুইনের কথা বলিবেন না সে নেহাৎ খারাপ লোক; আপনারা নিশ্চয়ই তাহা শুনিয়া থাকিবেন"। বাদী বলেন, ইহাতে তাঁহার মানহানি হইয়াছে।

———

পার্লামেণ্ট সভায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে তীব্র গালাগালি

২৮শে জানুয়ারী কমন্স সভায় দর্শকদের আসন হইতে এক মহা গণ্ডগোলের উদ্ভব হয়। এই সময় নব গঠিত "বেকার সাহায্য বোর্ডকে" অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ মঞ্জুরী সম্বন্ধে বিতর্ক চলিতেছিল। যে সকল সক্ষমদেহ বেকার তাহাদের সমস্ত পাওনা আদায় করিয়া লইয়াছে, তাহাদিগের জন্য আরও সাহায্যের একটা হার নির্ণয় করিয়া দিবার জন্য উক্ত বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন।

ক্লাইডসাইড নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সদস্য মিঃ বুকানন গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব আদৌ যথেষ্ট নহে বলিয়া উহার নিন্দা করিতেছিলেন হঠাৎ তিনি প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে তীব্র ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করেন।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তখন কমন্স সভায় উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া মিঃ বুকানন বলেন—"এই ভণ্ড, শূকর ও হীন কুকুরকে ঘোড়ার চাবুক মারিয়া রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা উচিত।"

মিঃ বুকাননের গালিগালাজ সমাপ্ত হইতে না হইতেই দর্শকদের গ্যালারীতে ভীষণ হট্টগোল সুরু হয়; স্ত্রীলোকেরা দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, "জাতীয় গবর্ণমেণ্ট নিপাত যাক্। যাহারা শিশুদিগকে অনাহারে মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছে তাহাদের মুণ্ডপাত হোক।"

বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীগণকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য দর্শকেরা চীৎকার করিতে আরম্ভ করে এবং কয়েক মিনিট ধরিয়া মহা হট্টগোল চলিতে থাকে। ৬০ জন লোককে দর্শকের গ্যালারী হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার পর অবশেষে সভাপতি সমগ্র গ্যালারী বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দেন।

———

প্রচণ্ড শীতের তাণ্ডব লীলায় ১৮০ জনের মৃত্যু

মার্কিণে প্রচণ্ড শীতের ফলে ১৮০ জনের অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। নিউ ইয়র্কে তুষার স্তূপের মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রতিভাত হওয়ায়, শীতের প্রকোপ শীঘ্রই প্রশমিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উত্তাপ ফ্রিজিং পয়েণ্ট হইতে ২৭ ডিগ্রী নীচে ছিল, এখনও ১৬ ডিগ্রী নীচে আছে।

কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে এখনও দারুণ ঠাণ্ডা আছে। মিসিসিপি নদীর তীরে ঘরের ছাদে শত শত লোক আটক রহিয়াছে—নামিয়া আসিবার উপায় নাই, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হইতেছে।

বাস দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু

কুমিল্লার কালকচ্চা গ্রামের নিকট দাউদকান্দি ট্রাঙ্ক রোডে এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে একজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও অন্য দুইজন পথচারী সামান্যের জন্য রক্ষা পাইয়াছে।

যাত্রীপূর্ণ একখানা বাস দ্রুতবেগে যখন যাইতেছিল, সে সময় ৩ জন লোক গাড়ীর সম্মুখে পড়ে। ২ জন দ্রুত রাস্তা অতিক্রম করে, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি মোটরের চাকার নীচে পড়িয়া যায় এবং মাথার ডান দিক ও কান নিষ্পেষিত হয়। উক্ত বাস অবিলম্বে কোন প্রকার সাহায্য না করিয়া উধাও হয়। সেই সময় মিঃ আর জি হডসন নামক ইম্পিরিয়েল টোব্যাকো কোম্পানীর ঢাকা শাখার একজন কর্ম্মচারী ট্যাক্সিযোগে কোথাও যাইতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে আহতকে নিজ গাড়ীতে করিয়া সদর হাসপাতালে দিয়া আসেন। আহত ব্যক্তি রাস্তাতেই মারা যায়।

মৃত ব্যক্তির বাড়ী গৌরীপুর এবং নাম ওয়াজদি সেখ বয়স অনুমান ৪০।৪২ যথাবিধি ময়না তদন্তের পর শব সমাহিত করা হইয়াছে। বাসের বা চালকের সন্ধান এখনও হয় নাই।

———

জনৈক তুর্কের সন্দেহ জনক মৃত্যু

আতিফবে নামক জনৈক তুর্ক গত বুধবার কাবুল হইতে দিল্লীতে আসিয়াছিল স্থানীয় হোটেলের এক কক্ষে সন্দেহ জনক অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, সে আহারের পর নিদ্রা যায় এবং পরদিন প্রাতে তাহাকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পারদর্শী লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শুদ্ধ ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অলৌকিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ২০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

		প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
		সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার	প্রতি লাইন	।০	।৵০	।৵	।০
	,, ইঞ্চি	২৲	১৷০	১৷০	
	,, সিকিকলম	৫৲	৪৲	৪৲	
	,, অর্দ্ধকলম	৮		৭৲	
	,, ১ কলম	১২৲		১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৫৲, এক কলম ৩৫৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয় টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ,৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬	১০—১১,	[illegible]	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪	[illegible]	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫০	৯-৩০	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫০
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২০	১০-০	১২-৫১	১১-১২	১৬-১২	১৯-০৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ শনিবার | ২৮০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১০ই মাঘ ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে মাণিকগঞ্জের সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ বাপাত আই, সি, এস, মহোদয় মঠ-পরিদর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। বালিয়াটীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী, ভাক্তারকেন, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী প্রভৃতি তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। মঠরক্ষক উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলী ও প্রচার্য্য বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

'হার্ম্মনিষ্ট' পত্রের অগ্রহায়ণ-গৌরৈকাদশী সংখ্যায় পরমার্থরাজ্যের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত জৈবধর্ম্মের তৃতীয় অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর লিখিত The Doctrine of Illusion Vs. Vaishnavism ("মায়াবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম") নামক একটী বিচারপূর্ণ প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। কাবার মুনি, ভূতযোগী ও মহদ্‌যোগী নামক তিনজন আল্‌বরের দুষ্প্রাপ্য চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তিরসাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের জীবনীও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুরী হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ব্রহ্মগিরি সম্বন্ধে একটী সুবিস্তৃত প্রবন্ধও এই সংখ্যায় দেখা যাইতেছে। এই পবিত্র স্থানটী মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে সুপবিত্র হইয়াছে। পরমার্থ-তথ্য সম্বন্ধে অনেক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এই স্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট এই প্রবন্ধ-পাঠে পাঠকগণ তাহা বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন। আরও কতকগুলি বিশেষ পঠনোপযোগী সংবাদ এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ জনগণ 'হার্ম্মনিষ্ট' পাক্ষিক পত্রটীর গ্রাহক হইলে পরমার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোক পাইবেন সন্দেহ নাই। এই পত্রিকাটী শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদনে বর্ত্তমানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইতেছেন।

গত ৩০শে জানুয়ারী সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আলোচিত হয় যে, কপট স্ত্রী যেমন পাছে স্বামী তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলেন এই ভয়ে স্বামীর সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করে তদ্রূপ কৃষ্ণদাসী জড়মায়াও জীব-মোহনকার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া উক্ত অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচরে আসিতে লজ্জা বোধ করেন। জীব ভগবানের পূর্ণদেশাংশ তটস্থ তা ঐ মায়ার দ্বারা মোহিত হইলে বিপর্য্যয়-বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবোধ করিয়া 'আমি আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

মহাবদান্য ভগবান্ সকল জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজ প্রসাদ প্রদান করেন। যাহারা সেবাতৎপর নহে তাহাদিগকে মায়া বিপথগামী করাইয়া রাখিবার বাধা প্রদান করেন। ভগবান্ মায়ার এই কার্য্য অনুমোদন না করিলেও মায়াদেবী দাস্যসূত্রে ভগবৎসেবায় উদাসীন জনকে নানাপ্রকার দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগেরই কৃষ্ণোৎকণ্ঠার উপযোগিতা গৌণভাবে প্রদান করেন। মায়া যে জীব-মোহনকার্য্যে প্রবৃত্তা, তাহা ভগবানের অনুমোদিত নহে বলিয়া তিনি বিলজ্জমানা হইয়া তাদৃশ কার্য্যে রত থাকেন। মায়ার এতাদৃশ কার্য্যও ভগবৎসেবা মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে মায়ার এই কার্য্য লজ্জাকর হইলেও ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা তিনি যে ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার যোগ্যতা আছে। তিনি ভগবান্‌কে প্রতারিত বা মোহিত করেন না। ভগবদ্বিমুখ অবিদ্যাচ্ছন্ন জনগণকেই ভগবদিতর বিষয়ে অনুরাগ প্রদান করিয়া বাহ্যজগতে 'আমি আমার' ধারণা করাইয়া থাকেন। উহা জীবের স্বরূপগত বিচার নহে। ভগবৎসেবা পরিহার করিয়া মায়ার ক্রীড়াপুত্তলি হওয়া জীবের পক্ষে অমঙ্গলজনক ও মূঢ়তার পরিচয় মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ দিল্লীর নানা স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিয়া সজ্জনবৃন্দকে আকৃষ্ট করিতেছেন। তাঁহার হরিকথা-প্রচারে অদম্য উৎসাহ ও গুরুসেবার্থ পঞ্চমুখী প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়া। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-কেবল ঔড়ুলোমী মহারাজও দিল্লী গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক মঠাগত শ্রদ্ধালু ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট প্রত্যহ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের চরম ও পরম উপদেশ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সারকথা

গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি?

প্রভু কহেন, কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥

— চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ

বৈরাগীর কৃত্য কি?

বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥

— চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

যথাযোগ্য শব্দের অর্থ কি?

'যথাযোগ্য' এক শব্দ তটীর
মর্ম্মার্থ বুঝে লহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হও॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥

— প্রেমাব্বর্ত্ত

ভগবান্ কি কর্ম্মবাধ্য?

প্রভু কহে, ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র॥

— চৈঃ চঃ মধ্য ১০ম

শ্রীধরস্বামী কি মায়াবাদী?

প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥
শ্রীধর-প্রসাদে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি' মানি॥

— চৈঃ চঃ

ভৃগুপদাঘাতের তাৎপর্য্য কি?

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] ভৃগুর দেহেতে।
করাইল [illegible] মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারী ভক্ত জয়॥

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতুর ভগবদ্ভক্তি ও শ্রীনারদ হইতেই। তিনি প্রজাপতি দক্ষের হর্য্যশ্ব ও শবলাশ্ব নামক বহু পুত্রকে বিষয়নিবৃত্ত করিয়া পরমার্থপথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বার্থের হানি দেখিয়া দক্ষ নারদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন,—"তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে; কোথাও স্থান পাইবে না।" সাধুসত্তম নারদ ভাগবতোচিত তৃণ ও ক্ষমাগুণে "তাহাই হউক্" বলিয়া হাসিমুখে সেই অভিশাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেষ ও ব্যাজ

(শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী)

মনুষ্য-জীবনের প্রতিস্তরেই ব্যাজ বা বেষের মর্য্যাদা পরিলক্ষিত হয়। কি রাজকীয়, কি সামাজিক, কি পারমার্থিক জীবন—সর্ব্বত্রই বেষের বিশেষত্ব ও সম্মান। এতৎপ্রতি সমাদর সকলেরই সমভাবে বিদ্যমান। সামান্য পাহারা-ওয়ালারও চাপরাশ ও পাগড়ী পরিষ্কৃত ও সুবিন্যস্ত রাখা যেমন নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রাথমিক নিদর্শন, ব্রাহ্মণমাত্রেরই যজ্ঞোপবীত উজ্জ্বল ও সুসংস্কৃত রাখা যেমন বাহ্যদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণতার লক্ষণ, কাষায় বস্ত্রও তেমনি ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর বাহ্যিক স্থূল পরিচায়ক। ভিতরে সদ্গুণ থাকিলেও অপরিষ্কৃত, নোংরা বা ঘৃণোদ্দীপক বহিরাবরণ যেমন প্রথম দৃষ্টিতেই দ্রষ্টার ঘৃণা বা বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে, পক্ষান্তরে পরিষ্কৃত, সুবিন্যস্ত, সুরুচিসম্পন্ন বাহ্য বেষও তেমনি দোষ গুণ-বিচারশূন্য অবস্থায় দর্শকের শ্রদ্ধা বা প্রীতি উৎপাদন করে। কাজেই বাহ্যবেষের সমাদর কিছুতেই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া বেষটীই সর্ব্বস্ব হওয়াও সমীচীন নহে। কেবল বাহ্যাবরণে মুগ্ধ হইতে গেলে মাকাল ও কমলার, মুড়ী ও মিছরীর প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া প্রতারিত হইতে হয়।

—

বাহ্যবেষের মর্য্যাদা সংরক্ষণে রাজ-পুরুষগণের মনোযোগের অভাব নাই। সামান্য গ্রাম্য-শান্তিরক্ষক চৌকীদারও বেষের বা ইউনিফর্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন কারণে কর্ম্মচ্যুত হইয়া চাপরাশ হইতে বঞ্চিত হয়।

বর্ত্তমানে সামাজিক জীবনে এ বিষয়ে তাদৃশ কঠোরতা পরিলক্ষিত হয় না। পরিমার্জ্জিত যজ্ঞসূত্রাদি-ধারণকারী অব্রাহ্মণোচিত কার্য্য কারয়া ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরিচিত থাকিতে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে না। কিন্তু এরূপ প্রশ্রয় বা Social indulgence সামাজিক দৌর্ব্বল্য বা ঔদাসীন্যের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। শাস্ত্রাদিতে এ বিষয়ে তীব্র শাসন ও নিন্দার অভাব নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কঠোর ভাষায় বলিয়াছেন:—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

ব্রহ্মজ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অথচ ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত-ধারণের অভিমানে অহঙ্কৃত বিপ্র পশুশব্দবাচ্য। শাস্ত্র অন্যত্র বলিয়াছেন:—

"শূদ্রাণাং সূপকারী চ যো হরের্নাম-
বিক্রয়ী।
যো বিদ্যা-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো
যথোরগঃ॥"

অর্থাৎ যে বিপ্র (যজ্ঞোপবীতধারী) শূদ্রের পাচক-রূপে বা হরিনাম-বিক্রয়োপ-জীবিরূপে বা মন্ত্রব্যবসায়ী কিংবা বিদ্যা-বিক্রয়ী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে বিষহীন সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব-শূন্য। রাজ-কার্য্যে ও সামাজিক ব্যাপারে এই প্রকার অনুশাসন অপরিহার্য্য হইলেও আনন্দের বিষয় এই যে ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত, পারমার্থিক-জীবন-প্রাপ্ত জনগণ প্রায়শঃ এরূপ অনু-শাসনের উচ্চে অবস্থিত থাকিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হন। বেষের আড়-ম্বরাভিমান হৃদয়-মন্দিরে অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত হইয়া অতাল্প সময়ে দাম্ভিকতার প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া বেষশূন্য আড়ম্বরহীন শুদ্ধভক্ত-মাত্রকে কেবল বেষের গর্ব্বে অবহেলা, অপমানিত বা পদদলিত করার প্রবৃত্তি প্রদান করে না তাঁহাদের কাছে, অপরিণত সাধক-চরণে মায়াদেবীর সর্ব্বদা লোলুপদৃষ্টি বা লোলিহ-মান জিহ্বা প্রসারিত থাকিলেও তাঁহারা মায়াভর্ত্তার অভয়বাণী "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" স্মরণ রাখিয়া অবলীলাক্রমে সমস্ত বিঘ্নরাশি ও দাম্ভিক-তার মস্তকে পদ ন্যস্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকৃত-পক্ষ—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"

এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তবে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" বাক্যের সার্থকতায় ও পৃথিবীতে black sheep এরও অস্তিত্বের প্রমাণরূপে যদি কদাচিৎ এই সাধারণ ব্যবহার বা অভিজ্ঞতার অন্যথাভাব কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় তাহা নিতান্তই শোচনীয় ব্যাপার বটে এবং সেরূপ দৃষ্টান্ত পারমার্থিক-কুলের কলঙ্কস্বরূপ, হেয় ও সর্ব্বথা নিন্দনীয়। কারণ এতাদৃশ শুভ্রবিমল, নিষ্কলঙ্ক পুণ্যশ্লোক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের উজ্জ্বলোজ্জ্বল-বদনে শুদ্ধধৌতবস্ত্রে মসীবিন্দুর ন্যায় কলঙ্ক-কালিমাই লিপ্ত হয়। বস্তুতঃ তাহারা শত শত ধিক্কার-যোগ্য সন্দেহ নাই। ভক্ত বলিয়া মিথ্যাভিমান থাকিলেও কর্ম্মী, জ্ঞানী বা মিছাভক্তের মত এ ক্ষেত্রেও তাঁহাদের পতন অনিবার্য্য এবং

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

এই ভাগবত-শ্লোক তাহাদের পক্ষেও তুল্যভাবে প্রযোজ্য। বেষগ্রহণের সৌভাগ্য বরণ করিতে না পারিলেও দীনতাসম্পন্ন ঐকান্তিক গৃহস্থ-ভক্তগণ তাদৃশ বিরল কিন্তু বিষম দৃষ্টান্তে উপেক্ষাই প্রদর্শন করিবেন। স্বীয় প্রভুর মর্য্যাদা-সংরক্ষণে তাঁহারা বজ্রাঙ্গজীর আদর্শ গ্রহণ করিলেও ব্যক্তিগত অপমানে "তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরিব সহিষ্ণু" শ্লোকেরই বরণ করিবেন। তাঁহাদের এ কথা সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য যে গুরুর সেবক-মাত্রই তাঁহাদের মান্য। গুরু-দাসগণের বা হরিজনবর্গের কৈঙ্কর্য্যই তাঁহা-দের জীবনের সার্থকতা।

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্
জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

— গৌরবাত্মক উক্তিই তাঁহাদের শ্লাঘনীয় ও বরণীয় হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ অল্পভাগ্যে হরিদাসগণের পাদুকাবহনের অধিকার লাভ হয় না।

শিব যে ভগবানের দাসত্বপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত সেই ভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন:—

"যে মে ভক্তাঃ জনাঃ পার্থ ন মে
ভক্তাস্তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাং যে ভক্তাঃ তে মে
ভক্ততমা মতাঃ॥"

স্থানান্তরে স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন:—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হ'তে বড়।
বেদ পুরাণেতে ইহা কহিয়াছে দড়॥"

অন্যত্র শাস্ত্রানুশাসনেও দেখিতে পাওয়া যায়:—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং
তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন সঃ ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্
পূজয়েদ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং ভগবদ্দাসাচর্নাৎ॥"

এই সমস্ত বাক্য সর্ব্বদাই অবহেলিত অপমানিত ভক্তগণের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা-সংরক্ষণে সহায় ও সমর্থ।

পিশাচীদ্বয় ও নিরাময়োপায়

(২)

ভোক্তাভিমানী কর্ম্মী ও মুক্তাভিমানী জ্ঞানি-সম্প্রদায় এই ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর করাল গ্রাসে পতিত। তাঁহারা নিজেকে যতই মুক্ত, যতই পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহারা অধোক্ষজ-বিচার-গ্রহণে অসমর্থ। শব্দ-ব্রহ্ম ও পর-ব্রহ্মে নিষ্ণাত সদ্গুরুর শ্রীপাদ-পদ্মাশ্রয় ব্যতীত উহা লাভের সম্ভাবনা নাই। অধোক্ষজবস্তু শ্রীকৃষ্ণে আত্মার অপ্রতিহতা ভক্তির অনুশীলন ব্যতীত আত্মা সম্যক্ প্রকারে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না।

ভক্তিবিবর্জ্জিত মুক্তিকামী নির্বিশেষ-বাদিগণ ভক্তিবিরোধী বা ভগবৎ-বিরোধী। তাঁহাদের নিকট অসুর-প্রাপ্য আত্মবিনাশই পরমোপাদেয়। তাঁহারা মুখে ভক্তি বা ভগবান্ কথাটা স্বীকার করিয়া থাকেন মাত্র, শেষে কিন্তু সাযুজ্য-মুক্তি-পিশাচীর অঙ্কেই স্থান লাভ করিয়া থাকেন।

হায়! কি ভয়ানক অবস্থা! ইহসংসারে ভোগত্যাগ করিয়া কতই না শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা তাঁহারা যে একটা পরকাল-গতি লাভ করিল তাহা কি না আচ্ছাদিত-চেতন স্থাবরাদির ন্যায় আত্মবৃত্তির সেবা-বিলুপ্তকারিণী অচেতনপ্রায় গতি! অথবা পর্ব্বতাদির ন্যায় গতি!

যে কুহকিনী মায়া, নিরস্তকুহক পরম-সত্য বাস্তবসত্যের সেবা—আত্মার নিত্য বৃত্তি পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে উদ্যত হয় সেই মায়াসহচরী ভুক্তি-মুক্তি উভয়েই পিশাচী। আমরা যাহার সদ্বৈদ্যের পরামর্শ শ্রবণ করি নাই বা করিতে চাই না, তাহারা সকলেই পিশাচীর হস্তগত হইয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়াছি সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান-কালে গৌড়ীয়মঠ হাসপাতালের চিকিৎসক-দিগের ব্যবস্থানুসারে শ্রীকৃষ্ণনাম-মহৌষধ ও মহামহাপ্রসাদ অর্থাৎ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পথ্য এবং সাধুসঙ্গে ভাগবতশ্রবণরূপ অনুপান গ্রহণ না করিলে এ ব্যাধি কালরূপেই আমা-দের অস্তিত্ব বিলোপ করিবে। তাই বলি,

"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
* * *
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজলরেণু,
সদা নিষ্কপটে ভুঞ্জি॥"

(কল্যাণ-কল্পতরু)

হয় গোরা ভক্ত, নয় লোক ভক্ত ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
৩য় হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ৷৶০
। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
। ভাষ্য-ছন্দসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
১৮। ভজন-রহস্য ৷
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ৎ (বাঁধা)
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷
২৩। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (বাঁধা) ২৲
২৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)।
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৩৬। শরণাগতি
৩৭। গীতাবলী
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ২৷০
৩৯। সাধনকণ ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ০
৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৫। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃত (প্রথম চারখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটিক শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬১। সাম্নায় শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৬৩। সারাংশদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ৷০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত ৷০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স্ ৷৶০
৬৯। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭১। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ডিভোসন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।'
৭৭। সাধন-পথ ।'
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মৃতপ্রায় পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালি আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে. বি. দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

BLUE BLACK
FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে. বি. দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় আমাশয়, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, দমকাভেদ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন্ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৷০ আনা, ৩ শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।
ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাঁ এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টেরনাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২০৮ A, ৩০।৩৪ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দীং	সাদী মল্লিক	১৬৷৫/৬	২০।৩।৩৫	রায়তি দখলস্বত্ব	থানা মিরপুর মৌজে ঐ	৭৪৯ খতিয়ান	৬-২শঃ		মণিন্দ্র আচার্য
২৭ A ৩৩।৩৪			এবাদৎ মণ্ডল	৪৷৵৫	২৮।৩।৩৫	ঐ	থানা দৌলতপুর মৌজে ঐ	১৫৩০ খতিয়ান	১-১২ শতাংশ		
২৮ A ৩২।৩৪		ঐ	ঐ	৮৵৬	২৮।৩।৩৫	রায়তি দখলস্বত্ব যুক্ত	থানা ঐ মৌজা ঐ	৪৭৮ খতিয়ান	-৫৫		
২৯ A, ৩০।৩৪		ঐ		৩৬৷	২৮।৩।৩৫	রায়তি দখলস্বত্ব বিশিষ্ট	থানা ঐ মৌজে ঐ	১৪৯১ খতিয়ান	১-৯শঃ		ঐ
১৬২ N. R. ২৪।৩৫		গৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	পাঁচু সেখ	১০,৬	২৬।৩।৩৫		থানা শান্তিপুর মৌজে সূত্রাগড়	১০৮৭ খতিয়ান ২৫৪৭ দাগ	১১শঃ		গৌরীশ বাহ
২০৭ A, ৩৩।৩৪		মণিন্দ্রমোহন আচার্য্য দিং	আনন্দ প্রামাণিক	৭৷/৪	২৭।৩।৩৫	রায়তি দখলস্বত্ব বিশিষ্ট	থানা মিরপুর মৌজা ঐ	৬৪২ খতিয়ান	-৭০		মণিন্দ্র আচার্য
৩৯ A, ৪৩।৩৫		ঐ	চিনী সেখ	১০৷৵/১১	২৬।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা দৌলতপুর গ্রাম কাপরপোড়া	৪০৭ খতিয়ান			ঐ

তীর্থ শ্রীমায়াপুর টেলিগ্রাম—নব
ঠিকানা—পোঃ 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈ নি ক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার [illegible]

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে মাঘ, সোমবার ১৩৪১, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮১শ সংখ্যা

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:•:—

[illegible] ও সাওতালে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, সাওতাল ও গুর্খাদের মধ্যে এক ভীষণ সঙ্ঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়া কি ভাবে সাওতালদের এক উৎসব নৃত্য পণ্ড হইয়া গিয়াছিল এবং কি ভাবে ঐ সঙ্ঘর্ষে সাওতালগণ তীর [illegible] ও গুর্খাগণ তাহাদের কুকী ব্যবহার করিয়াছিল তাহার এক বিবরণ সিংভূম জেলার এক গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই সঙ্ঘর্ষে ৮জন গুর্খা ও একজন বিহারী নিহত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, সোণাগড়া গ্রামে অনুমান ২০০০ সাওতাল সমবেত হইয়া ও দলে দলে বিভক্ত হইয়া উৎসবনৃত্যে মাতিয়াছিল। এই সময় নিকটবর্ত্তী খনিসমূহ হইতে প্রায় একশত গুর্খা ঐ স্থানে আসিয়া নিজেদের কুকী আস্ফালন করিতে থাকে, সাওতালেরা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible] ঢাক পিটাইয়া নিজেদের লোক জড় করে এবং তীর ধনুক লইয়া গুর্খাদিগকে তাড়া করে। ইহার পর আর একটি সঙ্ঘর্ষ বাধে। একদিকে প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু গুর্খাগণ অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু সাওতালগণের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়া উঠে। ডুইদল পুলিশ দুই পক্ষকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হয় সাওতালেরা গুর্খাদিগকে আক্রমণ করে ও তাহাদিগের পিছু পিছু তাড়া করে। ৪ জন গুর্খা নিহত হইয়াছে দেখা যায়, গুর্খাভ্রমে একজন বিহারীকেও হত্যা করা হইয়াছে। আরও ৫ জন গুর্খা আহত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ফেরারী আসামী বলিয়া পরিচিত ক্ষীরোদ ব্যানার্জ্জিকে গত সপ্তাহের শেষভাগে ২৪ পরগণায় ক্যানিংএর এক গ্রাম হইতে গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আরও প্রকাশ যে, ব্যানার্জ্জি ছদ্মবেশে বাস করিতেছিল এবং কোন রাজনৈতিক সে বাহির হইত। সে ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এবং একজন নিরীহ গ্রাম্য লোক বলিয়াই সকলে চিনিত।

তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য ৫০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামীদের মধ্যে এখনও ৬জন ফেরার আছে। তাহাদের নাম ভবতোষ ভট্টাচার্য্য, বিনোদ দত্ত, হরিপদ মহাজন, শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী, নারায়ণ সেন ওরফে নেরু এবং ধীরেন দে।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বদলী

প্রেসিডেন্সী বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার মিঃ এইচ জে টুয়াইনাম সি-আই ই আই-সি এসকে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার নিয়োগ করা হইয়াছে।

মহিলা কর্ত্তৃক খাদ্যে বিষ

লাহোরের এক খবরে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণে দুইজন লোক মারা গিয়াছে ও অনেকে পীড়িত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে এই সম্পর্কে মরিয়ফ নাম্নী ৩৫ বৎসর বয়স্কা এক মহিলাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ৩২৮ ধারানুসারে অভিযুক্ত করিয়া সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। আসামীর জনৈকা আত্মীয়া সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে, গত ২০শে তারিখ আসামী কান্দাহার হইতে তাহার সন্তান সম্ভাবনাসহ লাহোর আসে এবং তাহার পরদিনই এই অভিমত জ্ঞাপন করে যে, তাহার আগমন উপলক্ষে সে মিষ্টান্ন বিতরণ করিবে। সে নিজে হালুয়া প্রস্তুত করিয়া নিজ চাকরকে দিয়া বিতরণ করে। ঐ হালুয়া খাইয়াই দুইজন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বর্ত্তমান জগতের সাধুবেশধারী সাধুর কাণ্ড

বরিশাল সংবাদে প্রকাশ, কোন এক সাধুর সহিত একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি মেয়ের বিবাহ হইতেছে সহরের সাগরদী অঞ্চলে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র রীতিমত চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সাধুটির বয়স ৫৫ বৎসরের উপর এবং সে পূর্ব্বে আরও ৬ বার নাকি বিবাহ করিয়াছে। সাধুটি কোনক্রমে ঐ পরিবারের সহিত পরিচিত হয় ও উঁহাদের অনেককেই নিজ শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করে বালকাটি একটি ছাত্রী সেবা নাকি ঐ বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে নাই। বিবাহের রাত্রে কিন্তু বহুসংখ্যক ছাত্র বিবাহক্ষেত্রে সমবেত হয়, শান্তিরক্ষার্থ পুলিশও আসিয়াছে, সাধু এই সকল দেখিয়া ভীত হয় এবং গোপনে ঐ স্থান ত্যাগ করে। এইভাবে মেয়েটিকে বিবাহ করা বিষয়ে সাধুকে হতাশ হইতে হয়।

---

৭৫ বৎসরের বৃদ্ধের অদ্ভুত সখ

বহরমপুরে ৭৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক অবসর প্রাপ্ত আবগারী দারোগা ১৩ বৎসর বয়স্কা একটি ব্রাহ্মণ মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য শোভাযাত্রা সহকারে আসিলে সহরে এক চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। কন্যা সম্প্রদান আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে আশেপাশের লোকেরা মেয়েটিকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। তাহারা বৃদ্ধকে তাড়াইয়া দিয়া একটী যুবকের সহিত মেয়েটির বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলে। এ যুবকটি স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্র প্রকাশ যে কন্যার পিতামাতা বৃদ্ধের সহিত মেয়েটিকে বিবাহ দিবার জন্য তাহাকে বীরভূম জেলা হইতে লইয়া আসিয়াছিল বিবাহ হেতু বৃদ্ধটি মেয়ের পিতাকে ২০০০৲ টাকা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। বৃদ্ধটীর নাকি অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে ও নাতী নাতনী আছে। এই বিবাহ সম্ভব হইলে বৃদ্ধের চতুর্থবার দারপরিগ্রহ হইত।

উকিল, ও মুহুরী গ্রেপ্তার

বর্দ্ধমানের মুন্সেফী আদালতে যেসকল দরখাস্ত দাখিল হয়, কতগুলি লোক সেই দরখাস্ত হইতে কোর্ট ফী ষ্ট্যাম্প তুলিয়া পুনরায় তাহা নূতন বলিয়া চালায়, সংবাদ পাইয়া পুলিশ উকিল শ্রীযুত রামকৃষ্ণ সিং বি এল এবং দ্বিতীয় মুন্সেফের পেশকার শ্রীযুত ভবকনাথ দাসের বাড়ীতে খানা তল্লাস করিয়া কয়েকখানা হিসাবের খাতা ও ডায়েরী পায় এবং উক্ত উকিল, পেশকার ও উক্ত উকিলের মুহুরী রাধাবল্লভ সামন্তকে গ্রেপ্তার করে। সদর মহকুমা হাকিম উকিল ও পেশকারের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ১৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, [illegible]শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সোমবার } ২৮১শ সংখ্যা

পাশ্চাত্যে প্রচার-প্রশস্তি

জেকোশ্লোভাকিয়ার জনৈক মনীষীর পত্র

পাঠকগণ অবগত আছেন, ইউরোপের বিগত মহাসমরের ফলে অষ্ট্রিয়া-রাজ্য তিনটী স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে – (১) অষ্ট্রিয়া, (২) জেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগো-শ্লোভিয়া। লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ বন মহারাজ সম্প্রতি ইউরোপের যে সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-প্রচারের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের অন্যতম জেকোশ্লোভাকিয়া। এই সকল স্থানে কিরূপ প্রচার হইয়াছে, তাহার আভাস জেকোশ্লোভাকিয়ার অধ্যাপক ভি বাওয়ার মহোদয় স্বহস্তে শ্রীল প্রভুপাদকে গত ৭ই জানুয়ারী বিমান-ডাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে পাওয়া যায়। তাই সেই পত্রের কিয়দংশ নিম্নে সানুবাদ প্রদত্ত হইল।

Dear Sir

Your representative has been at the capital of our country and has had a lecture. After the lecture I had a short entertainment with him and we arranged a cordial meeting for the next day. It lasted two hours and several other persons took part in it.

* * *

The European real Intelligence and also ours has a great admiration for the Indian civilisation, better to say Indian culture We begin to acknowledge the profound wisdom of Upanishads * * The Occident looks upon the spiritual questions materially and the Orient is considering the material things from the spiritual point of view. We know that the Orient view is the true one and try to appropriate it. Of course it is not so easy to get out of our different scientific superstitions and we should like to make use of your help, Your representative has made personally an excellent impression. * * *

Yours in love and sincere affection,
Sd/- Prof, V. Bauer

অনুবাদ

প্রিয় মহোদয়,

আপনার প্রতিনিধি আমাদের দেশের রাজধানীতে (জেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে) আসিয়া একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য আমি অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা পরদিনের জন্য একটী উৎসাহজনক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই বক্তৃতাটী ৩ই ঘণ্টা-ব্যাপী হইয়াছিল এবং আরও অনেক ব্যক্তি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। * * * ইউরোপের প্রকৃত বুদ্ধিমন্ত জনগণ এবং আমাদের দেশের বুদ্ধিমন্ত জনগণও ভারতীয় সভ্যতার—আরও ভাল করিয়া বলিতে হইলে ভারতীয় কৃষ্টির বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমরা উপনিষৎ সমূহের গভীর জ্ঞানের কথা স্বীকার করিতেছি। * * * প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-বিচার-প্রণালীর প্রধান পার্থক্য আমরা জানি। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ অপ্রাকৃত জগৎসম্বন্ধীয় প্রশ্নমালা প্রাকৃতভাবে আলোচনা করেন আর প্রাচ্যের জনগণ পার্থিব জিনিষ সমূহও অপ্রাকৃতভাবে দর্শন করিয়া থাকেন। আমরা জানি যে প্রাচ্য দর্শনই সত্য এবং ইহার যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে চেষ্টা করি। অবশ্য আমাদের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার সমূহ হইতে মুক্ত হওয়া তত সোজা নহে। তাই আমরা আপনার সাহায্য গ্রহণে ইচ্ছা করিতেছি। আপনার প্রতিনিধি আমাদের চিত্তের উপর তাঁহার নিজের একটা বিশেষ রেখাপাত করিয়াছেন। * *

আপনার বিশুদ্ধ স্নেহের পাত্র—

স্বাঃ, প্রফেসর ভি বাওয়ার

অর্দ্ধোদয় যোগ

নবদ্বীপধামে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম

অর্দ্ধোদয়-যোগ-উপলক্ষে প্রায় দশ দিবস যাবৎ প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে [illegible] আগমন করিয়াছেন। এই যোগটী প্রায় [illegible] বৎসর পরে [illegible] হইয়াছিল। [illegible] [illegible] [illegible] প্রবণা-নক্ষত্রের [illegible] যোগ হইয়া থাকে। কোটী [illegible] স্নান করিলে যে ফল হয়, অর্দ্ধোদয়যোগে স্নানে সেই ফল হইয়া থাকে। [illegible] আছে—

"অমার্কপাতশ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ।
অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটীসূর্য্যগ্রহৈঃ
সমঃ॥"

[illegible] স্নানের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] হয় [illegible] যাবতীয় জল গঙ্গাজলের সমান হইয়া থাকে। আর সাক্ষাৎ গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য ত অধিক তাহা সহজেই অনুমেয়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী তীর্থস্থানসমূহে

ভীড় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। এবার নবদ্বীপধামে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ স্পেশাল ট্রেণের প্রয়োজন হইয়াছিল। বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়াছে। কি ট্রেণে, কি মোটরে সর্ব্বত্রই যাত্রিগণের ভীড় এত অধিক হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া আসিতে হইয়াছে। সুতরাং যাত্রিগণকে যে নানা পথশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শুধু পথশ্রম নয়, স্থানাভাববশতঃ নবদ্বীপ সহরে যাত্রিগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। ধনবানদিগের বিশেষ কষ্ট না হইলেও অনেক দরিদ্র যাত্রিকে [illegible] শীতের রাত্রি অতি-বাহিত করিতে হইয়াছে। এত কষ্ট-স্বীকারের উদ্দেশ্য কিছু পুণ্যসঞ্চয়, যাহার ফলে তাঁহারা ইহ জগতে এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গে সুখ-ভোগ করা যায়। কল্প-[illegible] যে [illegible] ইহার সার্থকতা প্রকৃত [illegible] হইতে পারে যদি এই সময় কাহারও ভাগ্যে প্রকৃত সাধুর দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে অপ্রাকৃত জগতের পরম বার্ত্তা শ্রবণের সুযোগ হয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"

—গীতার এই বাক্য শিরে ধারণ করিয়া আমরা কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে ইচ্ছা করি না, তবে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবকের সেবকসূত্রে আমাদের জগদ্বাসী ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে তাঁহাদের আচার্য্য-বাণী দুই একটী কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইব। কাচের মূল্য যেই পর্য্যন্ত খুব বেশী বলিয়া মনে হয় [illegible] হীরকের সন্ধান না পাওয়া যায়। হীরকের সন্ধান না পাইবার পূর্ব্বে কাচ-অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা নাই একথা আমরা বলি না; তবে কাচ

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ মাধব সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৮

স্মরণ ও বিস্মরণ

সাত্বত-স্মৃতির যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই দুইটী বিষয়ের কিঙ্কর, মূলতঃ বিধিও একটী নিষেধও একটীই। বিধি—বিষ্ণুস্মরণ, আর নিষেধ—বিষ্ণুর বিস্মরণ। অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই বিধি ও নিষেধদ্বয়েরই কিঙ্কর। তাই শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো
ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব
কিঙ্করাঃ।"

নিরন্তর বিষ্ণুস্মরণকারী ব্যক্তি কখনও কোন পাপ করিতে পারেন না; তৎকৃত কোনও কার্য্য সাধারণের বিচারে যদি কখনও পাপজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তথাপি সেই কার্য্য পাপকার্য্য নহে। আর যে-ব্যক্তি বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে, তৎকৃত কার্য্য জড় নৈতিকের বিচারে যতই পুণ্যজনক বা ধর্ম্মময় হউক না কেন, তাহা পাপ-কর্ম্মেরই অন্তর্গত। এতদ্বিষয়ে পদ্মপুরাণে শ্রীভগবদ্বচন—

"মামনুস্মৃত্য কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং
স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥"

পাপের উক্ত শ্লোকদ্বয় বিচার করিলে বুদ্ধিমান্ মানবজাতি মূল কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বাহ্যাড়ম্বরে ব্যস্ত হইতেন না। দুরদৃষ্ট ও নাস্তিকতার বিষ শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হওয়ায় ঐ মহাবাণী-আলোচনায় আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আমরা সুখ ও শান্তির অন্বেষণ করিতেছি; যদিও ভগবদ্ভক্তের আত্মোদ্ধার প্রীতিবাঞ্ছামূলক এই দুইটী বৃথা নহে, তথাপি উক্ত মহাবাণীদ্বয় একটু স্থিরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, উহাদের আশ্রয় ব্যতীত প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই।

বিষ্ণু—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা, যাবতীয় শান্তির আলয় ও চিদ্ঘনানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহাকে যাঁহারা নিরন্তর স্মৃতি-পটে সংরক্ষণ করিতে পারেন, তাঁহারা বিষ্ণুর চিচ্ছক্তিতে সর্ব্বদা প্রভাবান্বিত। তাই জাগতিক হেয়তা বা অবরতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা পাপকার্য্য কিপ্রকারে কৃত হইতে পারে? আর শান্তিময়ের—চিদ্ঘনানন্দ-বিগ্রহের আধান যাঁহাদের স্মৃতি মন্দিরে, পর-শান্তি ও পরানন্দ তাঁহাদের অন্তঃকরণ ব্যতীত আর কোথায় অবস্থিত হইবে?

পক্ষান্তরে যাহারা বিষ্ণু-বিস্মৃতি মরুভূমিতে নিপতিত, তাহারা যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন হউক না কেন, বৈকুণ্ঠেতর অবর লোকে তাহাদের অবস্থিতি বলিয়া ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষচতুষ্টয় হইতে তাহারা কিছুতেই মুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের কার্য্যে দুষ্টি, মলিনতা থাকিবেই; সুতরাং ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায়ই হউক, তাহারা পাপকার্য্যের কবল হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। বস্তুতঃ ভগবদ্বিস্মৃতি-মূলে কৃত যাবতীয় কার্য্যই পাপকার্য্য। সুতরাং উহাতে দুঃখ ও অশান্তি থাকিবেই। মরুভূমিতে জলের অন্বেষণ করিলে কিছুই লাভ হয় না। সুতরাং আমরা যদি সুখ শান্তি-কামী হইয়া থাকি, তাহা হইলেও আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে—সর্ব্বাবস্থায়ই বিষ্ণুই আমাদের স্মরণীয়। বিষ্ণুর অভক্তগণ যমদণ্ড্য, আর বিষ্ণুভক্তগণ যমেরও প্রণম্য। নৃসিংহ-পুরাণোক্ত নিম্নলিখিত যম-বচন এই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—

"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি
লোক-হিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥"

—দেবগণপূজিত বিধাতা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আমি যম সকল লোকের হিত ও অহিত বিচারে নিযুক্ত হইয়াছি। যে সকল মানব শ্রীহরি গুরু সেবা-বিমুখ, আমি (যম) তাহাদিগকেই শাসন করিয়া থাকি এবং যাঁহারা শ্রীহরি ও শ্রীগুরুচরণে প্রণত, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাকি।

বিষ্ণু স্মরণ-পরায়ণ বৈষ্ণবগণকে যে দেবগণও পর্য্যন্ত কোন অনিষ্ট করিতে পারে না তৎ-সম্বন্ধে যম স্বীয় দূতগণকে বলিতেছেন

"ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে
দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্ত্তুং
বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥"
—স্কন্দপুরাণ

যাহারা নরকাদিতে নিমিত্ত যমসদনে নীত হবে, তাহাদের লক্ষণ বর্ণন করিয়া যমরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিতেছেন—

"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥"
শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৩।২৯

জীবিতকালের মধ্যে যাহার জিহ্বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ একবারও কীর্ত্তন করে না যাহার চিত্ত একবারও তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহার মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নত হয় না, তোমরা সেই সকল বিষ্ণু সেবা-বিহীন অসাধু জনগণকে আমার সমীপে আনয়ন করিও।

বিষ্ণুস্মৃতির পুরস্কার ও বিষ্ণু-বিস্মৃতির তিরস্কারজনক এই প্রকারের অসংখ্য উদাহরণ বিভিন্ন সাত্বত-শাস্ত্রে দেখা যায়। সেই সকল আলোচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ মানব বিষ্ণু-স্মরণকেই ধ্রুবতারা করুন।

অলমিতি-বিস্তরেণ।

উপাসনার পারতম্য

সকল অবতারের অবতারী—সর্ব্বাবতারের আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্নরূপে সেবক জীবগণের নিকট প্রতিভাত হ'ন এবং জীবগণও স্ব-স্ব-যোগ্যতানুসারে কেহ রাম, কেহ নারায়ণ, কেহ মথুরেশ কৃষ্ণ, কেহ দ্বারকেশ কৃষ্ণ, কেহ বা গোকুলেশ বা রাধাকান্ত কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। এই যে কৃষ্ণের বিভিন্ন জীবগণের নিকট বিভিন্নরূপে সেবা-গ্রহণের কথা, তাহাতে কি বৈশিষ্ট্য ও পারতম্য আছে এবং রাধা-গোবিন্দের উপাসনা সর্ব্বোপাসনার শিরোভূষণ কেন, তাহাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

স্বয়ংরূপ দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণের তাঁহার মাধুর্য্য-সেবারত পার্ষদগণ সহ ব্রজে যে নিত্য-লীলাবিলাস এবং অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে লোকে ব্রজে সেই অধোক্ষজ লীলার যে আবিষ্কার, তাহা জীবের মন্দভাগ্য নিরসনের জন্য। সুতরাং আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই একমাত্র অবলম্বনীয় শ্রীকৃষ্ণের ভজন ব্যতীত ইতর-সেবাসমূহ করিতে যাওয়া যে মহা-উৎপাতের আকর তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগদ্বাসী আজ সেই পরমানন্দময়ী কৃষ্ণ-সেবা-বঞ্চিত হইয়া শোক-মোহে জর্জ্জরিত। সুতরাং এ দুর্দ্দিনে সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে নিজের জীবন সার্থক করিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞানে আপনাকে তাঁহারই জানিয়া পরোপকার করিবার জন্য অর্থাৎ বদ্ধ-জীবকুলের সুপ্ত আত্মার নিত্য বৃত্তিকে উন্মোচিত করা—অমৃতের সন্তান হইয়া মৃৎবৎ পরিদৃষ্ট জীবগণকে শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত চেতনময়ী ঘুমঘোর-ভাঙ্গানো বাণীর ঝঙ্কারে জাগ্রত করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় লাগাইবার জন্য, কৃষ্ণসেবানুসন্ধান দিবার জন্য আকুল হওয়াই গুরুদাসগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। জীবগণ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া প্রাপঞ্চিক সেবাবিমুখিনী আচার-বিমুখতা হইতে রক্ষা পাইয়া কৃষ্ণভজনের জন্য আর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে সেই শ্রীকৃষ্ণানন্দবর্দ্ধিনী ঐকান্তিকী আর্ত্তি দেখিয়া গুরুদাসগণের পরমানন্দ হয় না কি? সুতরাং শ্রীগুরু বা গুরুদাসগণের জীবমঙ্গলার্থ অনন্তমুখী কাতর আহ্বানে সাড়া দেওয়া অমঙ্গল-কবলিত জীবগণের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে কি?

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি জীব সাধুর প্রকৃষ্ট-সঙ্গফলে অনর্থনির্ম্মুক্ত হন এবং মুক্ত-অবস্থায় কিঞ্চিন্ন্যূন সৌভাগ্যবিশিষ্ট হইলে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনে প্রবৃত্ত হন। শ্রীরাম-ভজনে কৃষ্ণের প্রকৃতির-অতীত সর্ব্বশক্তি-মত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশের অবকাশ নাই। শ্রীরামচন্দ্রের আকর-মূলরূপ শ্রীবলদেবের যে অপ্রাকৃত রাসলীলা বর্ণিত আছে তাহা রঘুনন্দন রামে সেরূপভাবে নাই। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের চেষ্টা হইতে দাশরথী রামচন্দ্রের রাসলীলায় অনুপযোগিতার কথা আমরা শাস্ত্রাদিতে শুনিতে পাই। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলদেবের লীলা-বৈচিত্র্য গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য প্রকটিত আছে। সেই ব্রজলীলার মাধুর্য্য ও অপূর্ব্বত্ব জীবগণকে জানাইয়া সেই অমূল্য ধনে ধনী করিবার জন্যই মাধুর্য্যময় কৃষ্ণের ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলা। যেসকল ব্যক্তি পাপ-পুণ্যাশ্রিত হইয়া প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় আনন্দোপলব্ধিতে অবস্থিত তাহাদিগের জন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু নিত্য শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপের অবতারণা। ভজনীয়বিগ্রহ কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রাপঞ্চিক বিচাররূপ অনাচার পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিবার সুবর্ণ সুযোগ জীবগণকে প্রদান করিয়াছেন। নিজ ভজনমুদ্রা-প্রদানার্থক জীবদুঃখদুঃখী বা কৃষ্ণের এতাদৃশী কৃপাবিতরণী সুমহতী ইচ্ছা।

কৃষ্ণভজনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন একথা শ্রীগৌরাবতারের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলায় আত্মবাক্য। যে সকল সৌভাগ্যবন্ত জনগণ শ্রীরামসীতা, শ্রীরাম-বল্লভজী, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীবিশ্বক্সেন-গরুড়-নারায়ণ, শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ ব্যূহ-চতুষ্টয়ের সেবায় নিরত থাকিবার নিশ্চিন্ততা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যের পূর্ণতমত্বে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবাই সর্ব্বোত্তমা। এই ঔদার্য্যলীলাপ্রচার-কারী কৃষ্ণচন্দ্র মহাবদান্যোপদেশকরূপে সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম স্বরূপ বস্তুর এই উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন—"তোমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ বস্তুর সঙ্গ লাভ কর এবং আপনাদিগকে তাঁহার ইন্দ্রিয়ের সেবোপ-করণের অন্যতম জানিয়া সর্ব্বকাল তাঁহারই ভজন কর।"

দাম্পত্যে কামের পূর্ণতা প্রকাশিত। তদ্রূপ বাৎসল্যে, তদ্রূপ সখ্যে, তদ্রূপ দাস্যে ও তদ্রূপ শান্তে অবস্থিত। সেইজন্যই অপ্রাকৃত মধুর রসের বা শৃঙ্গার রসেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত। পিতা-পুত্রে অনেক কথা গোপন থাকে কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না, প্রীতিবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট আপনাদিগকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন। স্বকীয় ও পারকীয় ভেদে মধুর রস দ্বিবিধ হইলেও কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী পুরমহিষীগণের স্বকীয় মধুর রস দাস্যরসের উন্নত প্রকার-ভেদমাত্র হওয়ায় ব্রজগোপীগণের কৃষ্ণের সহিত পারকীয় রসেরই পারতম্য শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় এবং এই পারকীয় রসেই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখবিধান হয় বলিয়া চতুর ভক্তগণ এই সর্ব্বাচিন্ত্যকারিণী সেবার জন্য লালায়িত। পারকীয় মধুর রসের আশ্রয়াবলম্বনের মধ্যে আশ্রয়ের শিরোমণি শ্রীরাধাই রূপেগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হওয়ায় এই রাধা-ভজনই উপাসনার পরাকাষ্ঠা। তাই রাধাদয়িত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেল।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেল॥"

কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহের বিলাস-সমূহ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও দ্বাদশ-রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, স্বয়ং-গুণ, স্বয়ং-লীলাময়। তাঁহারই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব—প্রকাশরূপ, প্রকাশ-গুণ, প্রকাশ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ-লীলাময়। সুতরাং তাঁহাদের ভজনে কৃষ্ণভজনই হয়। কাহারও বিচারে বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহাত্মক কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে সীতা-রামাদি কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে রেবতী-রমণাদি কৃষ্ণের ভজন পরম আদরের। ঐগুলি কৃষ্ণভজন হইলেও 'আমিই কৃষ্ণ, আমাকেই ভজন কর',—এই কথার তাৎপর্য্য যাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়ী মূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের যোগ্যতা লাভ করেন।

কৃষ্ণ—রসময়। সুতরাং সকল রসের একমাত্র আশ্রয়বিগ্রহ বা সকলাশ্রয়ের একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ বস্তু, তিনি রূপরহিত আংশিক পরমাত্ম-প্রকাশ মাত্র নহেন এবং রূপরহিত বৃহদ্বোধক পদার্থ-মাত্রও নহেন। তিনি ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি সকলেরই মূল বলিয়া সর্ব্বকারণ-কারণ। স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের পূর্ণ-ভক্তাই—বলদেব, অংশই—কারণার্ণবশায়ী ভগবান্, কলা—গর্ভোদকশায়ী ভগবান্, বিকলা—ক্ষীরোদকশায়ী ভগবান্। সকলেই সেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের বিষয়বিগ্রহ। সুতরাং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণ প্রাপঞ্চিক দর্শনে খণ্ডিত বস্তুবিশেষ নহেন। সর্ব্বসাকল্যে কৃষ্ণই পূর্ণপুরুষ হওয়ায় সেই কৃষ্ণভজন ব্যতীত আকৃষ্ট আত্মার আর অন্য কোন বৃত্তি নাই বা থাকিতে পারে না।

বদ্ধজীবের পক্ষে মহাবৈকুণ্ঠের শক্তি অপেক্ষা রাম-বৈকুণ্ঠের শক্তি অধিক বরণীয় সেজন্য সীতারাম বা হনুমদ্রামোপাসকগণ যে রসের রসিক, সেই রস মহাবৈকুণ্ঠে বিষ্বক্সেন-নারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে নিরপেক্ষ বিচারে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। শক্তিরহিত শক্তিমানের সবিশেষ বিচারে যে বাসুদেবাদি ব্যূহের উপাসনা, তাদৃশ উপাস্যতত্ত্ব ক্লীবব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করেন। জড়ের অবরতা আরোপ সেখানে সম্ভবপর নহে। উপাস্য বস্তু মায়ার অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্রেচ্ছ এবং অবাধ গতিবিশিষ্ট। সুতরাং কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইলে বাসুদেব-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-গোবিন্দ-কৃষ্ণ, সীতারাম-কৃষ্ণের উপাসনা উত্তরোত্তর সেবনোৎকর্ষক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার সর্ব্বোত্তমত্ব সেই রাধাকৃষ্ণমিলিততনু ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীশচীনন্দন প্রদর্শন করিয়াছেন।

উৎকলের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম

(উৎকল-পত্রিকা 'রসচক্রে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়ের সমালোচনা-প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

নবভারতের ৩য় সংখ্যায় 'উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া অধ্যাপক বিনায়ক মিশ্র যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে লেখক মহোদয় কয়েকটী কথার নিরপেক্ষ আলোচনা করিয়াছেন। লেখক মহাশয় অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস ও অচ্যুতানন্দ দাসের সিদ্ধান্ত যোগমিশ্র বলিয়া স্পষ্ট লিখিয়াছেন এবং ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যের মতে কৃষ্ণ স্বয়ং পরব্রহ্ম। জগন্নাথ দাসের মতানুসারে কৃষ্ণ পরব্রহ্মের কলা মাত্র। শ্রীচৈতন্যের মতে প্রেমই শীর্ষতম পথ। জগন্নাথ দাসের মতে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি শীর্ষতম। এতদ্রূপ উভয়ের মতে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে যে, জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধী মত পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপরুদ্রদেবের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আবার শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্ররূপে জগন্নাথ দাস অতিবাড়ী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে জগন্নাথ দাসের মত শ্রীচৈতন্যদেবের মত হইতে পৃথক্ ছিল।

অচ্যুতানন্দ শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন বলিয়া ধারণা করা সমীচীন নহে। তাঁহার রচিত শূন্যসংহিতায় বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান উড়িষ্যায় কয়েকটী গৃহী বৈষ্ণব জগন্নাথদাস-রচিত ভাগবতের বিচিত্র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করেন। সাহিত্যের সুরুচি লঙ্ঘন করিয়া সে-সমস্ত ব্যাখ্যা এখানে উদ্ধার করা যাইতে পারে না।

অধ্যাপক মহোদয় মুক্তকণ্ঠে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সাধারণের নিকট পরিহাসের পাত্র হওয়া স্বাভাবিক। অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস ও অচ্যুতানন্দের বহু গ্রন্থ তাঁহাদের স্বমত-প্রচারের জন্য লেখা হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকে উভয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের মতাবলম্বী ও ঘনিষ্ঠ ভক্ত থাকার কথা বারংবার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত 'জগন্নাথচরিতামৃত' পুস্তকেও জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। অচ্যুতানন্দের 'গুরুভক্তিগীতা'য়ও ঐরূপ লেখা আছে। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক মহোদয় যে উভয়কে যোগপথ ও শূন্যবাদের উপাসক বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন, ইহাতে বোধ হয় কেহই মত দিবে না বা তাঁহার দলে কেহ Vote দিতে স্বীকৃত হইবেন না।

অতিবাড়ী জগন্নাথদাস সম্বন্ধে 'মুকুর' ও 'সহকার' পত্রিকাদ্বয় বহুবার আলোচনা করিয়াছেন। তখন লেখকগণ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বিশদ আলোচনা করেন নাই। ১০ম ভাগ 'সহকার' ১৩৩৭, ৯ম, ১০ম ও ১১শ সংখ্যায় 'বিপ্র জগন্নাথ' শীর্ষক সমালোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটি ৮ম বর্ষ গৌড়ীয় পত্রিকা ১১শ ও ১২শ সংখ্যায় অতিবাড়ী জগন্নাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহারই বিস্তৃত সমালোচনা। 'সহকার' উহা সাম্প্রদায়িক ভাব মধ্যে টানিয়া লইয়া সত্য কথায় লগুড়াঘাত করিয়াছেন। 'সহকারে'র উক্ত সংখ্যার লেখক বসন্ত-কোকিল শ্রীভগবান্ পতি মহোদয়কে এই 'নবভারতে'র প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি। 'সাচ্চা বোলে ত' মারে লাঠ্‌ঠা ঝুট্‌ঠা জগৎ ভুলায়ে' এই নীতি স্মরণীয়। ধন্য কলিযুগ! ধন্য তোমার প্রভাব।

অর্দ্ধোদয়-যোগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কুড়াইতে আসিয়া যদি কাহারও ভাগ্যে হীরকের সন্ধানপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে সেই ভাগ্যবানের সৌভাগ্যের বহুমানন নির্ম্মৎসর ব্যক্তিমাত্রেই না করিয়া পারিবেন না।

অর্দ্ধোদয়-যোগে গঙ্গাস্নানের ফলে পাপ-মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু তৎফলে আর কখনও পাপপ্রবৃত্তির উদয় হইবে না একথা কেহ বলিতে পারেন না। এই যে লক্ষ লক্ষ যাত্রী গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কয়জন সংসারে আসক্ত না হইয়া থাকিতে পারিবেন, কয়জনেরই বা পাপপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে, তাহা তাঁহাদের সাংসারিক জীবনই প্রমাণ করিবে।

মহাজনবাণীতে আমরা দেখিতে পাই—

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

অবশ্য এই কথাটী শুদ্ধবৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। গঙ্গা ও শুদ্ধভক্ত উভয়েই পূজ্য কিন্তু উপরিউক্ত মহাবাণী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তারতম্য-বিচারে শুদ্ধভক্তের মাহাত্ম্য গঙ্গা অপেক্ষা অধিক। গঙ্গার স্পর্শে প্রাণিগণ পাপবিমুক্ত হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয় না। কিন্তু শুদ্ধ-ভাগবতের দর্শনে বা সঙ্গফলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নির্ম্মল হওয়ায় তাহাতে আর কখনও পাপপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। যে সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছেন শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আত্মোন্নতির জন্য নিরন্তর তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছেন। বস্তুতঃপক্ষে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-সুরধুনীতে অবগাহনের সৌভাগ্য যাঁহারা পান, তাঁহাদেরই জীবন সার্থক। কারণ পুণ্য-সঞ্চয়ে স্বর্গসুখভোগ লাভ হইতে পারে বটে কিন্তু উপার্জ্জিত পুণ্যক্ষয় হইলে 'পুনর্মূষিকো ভব' গতি লাভ হইয়া থাকে—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' কিন্তু হরিকথা-মন্দাকিনীতে স্নানের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় তাঁহারা কুণ্ঠরাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠরাজ্যের মুক্তসেবাভূমিকায় নিমগ্ন থাকিয়া নিত্য অজর অমর অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক পরানন্দ-লাভের অধিকারী হন।

অর্দ্ধোদয়যোগের সময় যাত্রিগণের স্নানাদিতে যাহাতে কোনও প্রকার ক্লেশ পাইতে না হয় তজ্জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ কার্য্য প্রশংসনীয়। তবে যাঁহারা যাত্রিগণের নিকট নিত্যমঙ্গলের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদের কৃত উপকারের তুলনা হয় না।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যবর্ত্ত শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ' সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত স্বপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তসজ্ঘারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদ কাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মচারী

(১৩) ভাগবত আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রামঘাটা, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর, (ঢাকা)

গোপালজীউ শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্তু, (কাঁথি)

এখানে ষড় ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবেদকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসোমনাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগাল, পোঃ চাউলিয়াগঞ্জ, (কটক)

এখানে, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনোদবল্লভজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ;

পোঃ কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কবিরপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য-সেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

সেক্টপুরী, পোঃ সোহনা, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—উপদেশক শ্রীমৎ কৃষ্ণস্বরূপ ভক্তিবান্ধব

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদশ্যামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবনমালী অধিকারী।

(৪০) সারস্বত গৌড়ীয় মঠ

ক'রবার মাতারপুর, হাট, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ সদানন্দ ভক্তিবিজ্ঞান

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

লামিংটন রোড, ক্রোনিন বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেবাশর্ম্মা মজুমদার

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ নিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবনোয়ারীবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ মুরার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ … ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রাম—নদীয়াপ্রকাশ, শ্রীমায়াপুর

ঠিকানা—পোঃ 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার ... একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে মাঘ, মঙ্গলবার ১৩৪১, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু হত্যা

পালেশা নামে কানপুরের এক হিন্দু মহাজনকে হত্যা করিবার অপরাধে মহম্মদ সাদিক নামক এক ব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মিঃ আবদুল কাদির তাহার প্রাণদণ্ড অনুমোদন করিয়াছেন।

আসামী ফিরোজপুরে চামড়ার ব্যবসায় করিত। সে কারবার গুটাইয়া "ধর্ম্ম নিন্দার" জন্য পালেশার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কানপুরে যায়। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে পালেশাকে এক মন্দিরে একাকী পাইয়া আসামী তাহাকে কোপাইয়া হত্যা করে। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সে অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে, পালেশা ইসলামের নিন্দা করায় সে ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। বিচারের শেষ পর্য্যন্ত সে ঐ স্বীকারোক্তি করিয়াছিল।

তারকেশ্বরের মোহান্ত পদ

হুগলীর জিলা জজ মিঃ সুকুমার সেন আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তারকেশ্বরের মোহান্ত পদের জন্য আবেদনের তারিখ স্থির করিয়াছেন। প্রার্থিগণ যাহাতে আবেদনের পূর্ব্বে তাঁহাদের সমর্থকদের সহিত আলোচনা করিতে পারে এবং জনসাধারণ যাহাতে চিন্তার সুযোগ পায়, তজ্জন্য সময় দেওয়া হইয়াছে।

এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকগণ সংবাদপত্রে, সভায় এবং ইস্তাহারের সাহায্যে জোর আন্দোলন চালাইতেছে। ইতোমধ্যে প্রার্থিদের সমর্থন বা বিরুদ্ধতা করিয়া বহু আবেদন পেশ করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত আবেদনে বহু লোকের স্বাক্ষর আছে। এই সম্পর্কে জজ মন্তব্য করিয়াছেন যে, সুপারিশ বা আন্দোলনের উপর নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্ত হইবে না।

প্রার্থীগণের যোগ্যতা বিচার করিয়াই তাঁহাদের দাবী সম্পর্কে আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত করা হইবে।

সুতরাং জজ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ৩১শে মার্চ্চের পর যখন এই বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে, তখন প্রার্থীদের সপক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে।

চোরের দুঃসাহসিক ফন্দী

গৌড়াগঞ্জ বাজারের গণেশ কালদার নামক জনৈক মহাজনের পাটের গুদাম ঘরে একটি দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। চোর অভিনব ফন্দীতে গুদাম ঘরে ঢুকিয়া একটী ক্যাশবাক্স লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, লোকটী প্রথমতঃ গুদামের সংলগ্ন রান্নাঘরে আগুণ লাগাইয়া দেয়। প্রজ্জ্বলিত ঘর হইতে ধূম বাহির হইতে দেখিয়া আগুণ নিভাইতে লোকজন ছুটিয়া বাহির হয়। ইত্যবসরে চোর ঘরে ঢুকিয়া শতাধিক টাকা ও বহুমূল্য কয়েকখানা দলিল পত্র সমেত একটি বাক্স লইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এযাবৎ অপরাধী ধৃত হয় নাই।

যুবকদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ

প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক নোয়াখালি জিলা বিপজ্জনক এলাকা বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর, এই জিলার কয়েকজন যুবকের গতিবিধি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দত্তপাড়ার জমিদার গোলকনাথ রায় এবং ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ শান্তিরঞ্জন সুর আছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে ঢাকা সহরে থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ সুরকে একটী নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের বাহিরে না যাওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

হাজিগঞ্জে আবার সশস্ত্র ডাকাতি

ত্রিপুরা জিলার হাজিগঞ্জ থানার এলাকায় সম্প্রতি এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্পর্কে সুনীল রায়, মাধব পাল, শ্যামসুন্দর আচার্য্য, হিমাংশু রায় ও হীরালাল দে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মহেশ চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তির গৃহে উক্ত ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রসহ হানা দেয় এবং বাড়ীর লোকজনের উপর মারপিট করে ফলে কয়েকজন গুরুতর জখম হয়। দুইজন এখনও হাসপাতালে আছে।

ধৃত ব্যক্তিদিগকে চাঁদপুরে মহকুমা হাকিমের এজলাসে উপস্থিত করা হইবে।

---

৪৯ হাজার টাকা সহ উধাও

গত বৃহস্পতিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ব্রজেন্দ্র কুমার ব্যানার্জ্জিকে হাজির করিয়া গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর আদালতকে জানান যে, ইহাদিগকে গত ২৩শে জানুয়ারী পাব্লিক ডেট অফিস হইতে সরযূবালা দেবী নাম্নী কোনও স্ত্রীলোকের ৪৯ হাজার টাকা অপহরণ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ২৩শে জানুয়ারী পাব্লিক ডেট অফিসের কেরাণী নবেন্দু কুমার ব্যানার্জ্জি উধাও হয়, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, উক্ত অফিস হইতে সরযূবালার জি পি নোট অপহৃত হইয়াছে। অতঃপর গোয়েন্দা পুলিশ ... অপর এক সরযূবালার নিকট হইতে কয়েকখানি জি পি নোট উদ্ধার করে। ঐ নোটের পিছনে পাব্লিক ডেট অফিসের জি পি নোটের ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও নবেন্দুর ভাই ব্রজেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জির সাক্ষী হিসাবে নাম আছে। ভূপেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রকে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হাজতে থাকিবার আদেশ দেওয়া হয়। পুলিশ নবেন্দুকে খোঁজ করিতেছে। ভূপেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রের জন্য জামিনের দরখাস্ত করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

কনেষ্টবল কর্ত্তৃক দারোগা হত্যা

কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীহট্টের সশস্ত্র পুলিশের দারোগা মদনমোহন সিংকে একজন কনেষ্টবল দাও দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। সদর দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁহার আহত পা খানা হাঁটুর উপর হইতে কাটিয়া ফেলিতে হয়। ২৭শে জানুয়ারী রাত্রিতে তিনি মারা গিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত কনেষ্টবল কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য করায় দারোগা তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছিলেন বলিয়া সে তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল।

স্থানীয় সহকারী দায়রা জজের নিকট তাহার বিচার হয়। জুরীগণ একবাক্যে তাহাকে দোষী স্থির করেন।

ব্যবস্থাপক সভায় মধ্যপ্রদেশের কৃষক

মধ্যপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় একটী জরুরী প্রশ্নের উত্তরে রেভিনিউ মেম্বর মিঃ এন, জে, রাফটন বলেন, বেতুল জেলার কৃষকগণের ঋণ সালিসী বোর্ড গঠনের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আগামী মার্চ মাসের পূর্ব্বেই একটা সিদ্ধান্ত করিবেন।

বেতুল জেলার প্রায় চারিশত জন কৃষক গত তিন দিন যাবৎ এখানে আসিয়া ব্যবস্থাপক সভা গৃহের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দাবী জানাইতেছিল উপরিউক্ত প্রতিশ্রুতি পাইয়া তাহারা স্বস্থানে গমন করিয়াছে।

কৃষকেরা চলিয়া যাওয়ার পর সভার অন্যান্য কার্য্য আরম্ভ হয়। মধ্যপ্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা এখন স্থানীয় বোর্ডের হাতে আছে। ইহা গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করুন, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল। আলোচনার পর ইহা অগ্রাহ্য হয়। মধ্যপ্রদেশের আর্থিক উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে এক লক্ষ বার্ষিকী পরিকল্পনা গঠনের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হউক, এই মর্ম্মে আর একটি প্রস্তাব আনয়ন করা হয়।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারী মিঃ সি, ডি, দেশমুখ বলেন,—এরূপ পরিকল্পনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মধ্যপ্রদেশের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করিবার প্রয়োজন। ইহাতে অত্যধিক ব্যয় পড়িবে। তাই গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর নহে।

শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ জি, এস ভালজা বলেন,—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ এই প্রস্তাবে আলোচনা করিতে পারেন, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে ইহা উপযোগী নয়।

প্রস্তাবের আলোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কাউন্সিলের অধিবেশন মুলতুবী থাকে।

ডাকাত দলের ফন্দী

সম্প্রতি একদল ডাকাত ছোরার ভয় দেখাইয়া লাহোরের জনৈক মণিকারের নিকট হইতে সাত শত টাকা আদায় করিয়াছে।

প্রকাশ, গত মঙ্গলবার দিন একটি যুবক উক্ত মণিকারের দোকানে যায় এবং কিছু গহনাপত্র বিক্রয়ের প্রস্তাব করিয়া সোণার দাম জিজ্ঞাসা করে। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সে পুনরায় আসিবে বলিয়া চলিয়া যায়। সেদিন যুবকটী ঐ দোকানে আসে এবং কতকগুলি অলঙ্কার দেখায়। উহার মূল্য সাত শত টাকা স্থির হয়। লোকটি তখন বলে যে, সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক করিবার জন্য তাহার 'সাহেবের' কাছে যাওয়া প্রয়োজন। মণিকারও সরল বিশ্বাসে সাত শত টাকা লইয়া তাহার সঙ্গে যায়। নিকটেই একখানা মোটর রাখা হইয়াছিল। তাহারা দুই জনে ঐ মোটরে উঠে। লাহোরের প্রায় তিন মাইল দূরে যাইয়া গাড়ী থামানো হয়। দুর্ব্বৃত্তগণ তখন মণিকারের নিকট হইতে সমস্ত টাকা কাড়িয়া লয় এবং তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া পুনরায় মোটর চালাইতে আরম্ভ করে।

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাব

মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল যে, মাদ্রাজ প্রদেশের সর্ব্বত্র ভূমির রাজস্ব শতকরা তেত্রিশের এক ভাগ কমাইয়া মকুব করিতে হইবে। প্রকাশ যে, এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা হইবে না বলিয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের কারণ জানাইয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই এক ইস্তাহার প্রকাশ করিবেন।

কবিরাজ দায়রায় সোপর্দ্দ

শিবসাকিয়া ডাকাতি মামলার আসামী বিপুলানন্দ, রামকান্ত ও শচীন্দ্রকে আশ্রয় দানের অভিযোগে কবিরাজ শচীন্দ্রকুমার দত্ত ও তাঁহার কম্পাউণ্ডার বিনোদবিহারী দে'কে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ কে মুখুয্যে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

মিঃ মুখুয্যের এজলাসে দুইজন তল্লাসী কালীন সাক্ষী এইরূপ জবানবন্দী দেয় যে, তাহারা খানাতল্লাসীর সময় উক্ত কবিরাজের গৃহে বিপুলানন্দ, রামকান্ত ও শচীন্দ্রকে দেখিয়াছিল। তল্লাসীর সময় একটি বন্দুক, একটী পিস্তল এবং আরও কতকগুলি আপত্তিজনক দ্রব্য আসামীর গৃহে পাওয়া যায়।

ভরি সোনার জন্য বালক হত্যা

কয়েকদিন হইল ঢাকার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত কানসাট গ্রামে শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের ৯ বৎসর বয়স্ক একটি বালককে দিবা দ্বিপ্রহরে কে বা কাহারা শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া গাত্র হইতে গহনা খুলিয়া গ্রামস্থ এক জঙ্গলে বস্তায় পুরিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল। ঘটনার পরদিন লাস পাওয়া যায়। বালকটির গায়ে ছয় ভরি সোনার গহনা ছিল। এইরূপ নৃশংস ঘটনা এ অঞ্চলে কেহ শোনে নাই। এ সম্পর্কে একজনকে চালান দেওয়া হইয়াছে।

গোয়েন্দা ইনস্পেক্টারের শোচনীয় মৃত্যু

পেশোয়ারের গোয়েন্দা বিভাগীয় ইনস্পেক্টার নজমুদ্দীনকে (৮৫) তাঁহার ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহার বক্ষস্থলে বন্দুকের গুলীর জখম ছিল।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬॥০
মাঝা চাল	৫॥৵০
কাটারীভোগ	৫॥৵-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৪৸/০
নাগরা	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৪।০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এঞ্জেল কোয়ালিটি	৩॥৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸/০
আতপ —	
নূতন আতপ	৩॥৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮।০-৮॥০
বাঁকতুলসী আতপ	৪॥৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪।০-৪॥০
পাটনাই আতপ	৪॥০-৪॥৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	২৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা	প্রতি মণ	৫।৵০ ৫॥০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী		৪৸০-৪৸৵০
		৪৸৵০-৫৲

(বিজ্ঞাপন)

তৈলের দর

শ্রীকৃষ্ণ সরিষার তৈল	১৫।০-১৫॥০
ঐ খুচরা	১৬৲-১৬॥০
নারিকেল তৈল	১১॥০-১১৸০
রেড়ির তৈল	১০॥/০-১১৸০

ঘৃতের দর

রামসীতা প্রতি মণ	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৭৲
রাজা গাওয়া	৪৫॥০
টেক্কা খুরকা	৪৬॥০

চিনির দর

সাদা জাভা রেডি	৯॥০-৯॥৵০
দেশী সাদা দানা	৮॥৵০-৯।০
,, লাল ,,	৮।৵০-৮৸৵০

সোণা-রূপা

	প্রতি ভরি		
টাকশালের বার	,,	,,	৩৫৵০
বড়ালের বার	"	"	৩৫/০
গিনি	"	"	২২৵০
চাঁদির বার	প্রতি ১০০ ভরি		৬৪৲
ঐ খুচরা			৬৪।০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

	প্রতি হন্দর
টাটার তৈয়ারী	
লোহার কড়ি (কয়েক না বীম মার্ক)	৬৵০-৬।০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫।/০-৫॥৵০
বরগা (টী অয়রণ)	৬॥০-৬॥৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৬৲-৬।৵০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন লিঃ
লোহাপটি, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ } ১৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২১শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৫ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার } ২৮২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতার ২রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কলিকাতা মহানগরীতে শুভ পদার্পণ করিবার পর ৪১নং থিয়েটার রোডস্থ আলয়ে অবস্থান করিতেছেন। তথায় বিশিষ্ট জনগণ সময় সময় তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের জন্য যাইয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেবকগণের প্রার্থনায় মধ্যে মধ্যে বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীনরসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী গত ১লা জানুয়ারী থিয়েটার রোডে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীমৎ প্রভুপাদের শীঘ্রই পুরী রওনা হইবার কথা; তথায় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের জন্য সংগৃহীত ভূমিতে (টোটা গোপীনাথের মন্দিরের নিকটে) যাহাতে এবার শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য পুরী-নিবাসী ও প্রবাসী ভক্তবৃন্দ যত্ন করিতেছেন।

পুরীর সংবাদে প্রকাশ, গোপীনাথের মন্দিরের নিকটস্থ চটক-পর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের কার্য্য গত ২৩শে জানুয়ারী হইতে দ্রুতগতিতে চলিতেছে। শ্রীপাদ মধুসূদনানন্দ দাস অধিকারী মহোদয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এই সেবা-প্রাণ ভাগ্যবান্ জনকে আমরা শ্রীধাম মায়াপুরে এবং কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীকুঞ্জকুটীরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী গৌড়ীয়গণের সেবার্থ স্থপতি-কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণে কঠোর পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আদর্শ-সেবা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গোবর্দ্ধন-শৈল জ্ঞানে মহাভাবে বিভোর হইয়া যে চটক-পর্ব্বতের দিকে প্রধাবিত হইয়াছিলেন এবং গোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-স্ফূর্ত্তিক্রমে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কদম্বের ন্যায় রোমোদ্গম হইয়াছিল, সেই চটকপর্ব্বতেই শ্রীপুরুষোত্তম মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহাতে শুদ্ধবৈষ্ণবমণ্ডলী নিশ্চয়ই পরমানন্দিত হইবেন। শ্রীপুরুষোত্তমমঠের শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ দাস বাবাজী মহারাজ আবেগময়ী ভাষায় মহাপ্রভুর লীলা শুশ্রূষুগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ "ও, এন্, মুখার্জ্জি এণ্ড সন্স" কোম্পানীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়, তাঁহার মাতৃদেবী, ভগ্নী প্রভৃতি বর্ত্তমানে পুরীতে অবস্থান করিতেছেন। পুরুষোত্তম-মঠের অন্যতম সেবক আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পক্ষাধিক কাল যাবৎ তাঁহাদের আলয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠে শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দিত হইয়া নিজদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন।

আসাম প্রদেশের ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত শুদ্ধভক্তির মুখপত্র 'কীর্ত্তনে'র পৌষ ও মাঘ সংখ্যাদ্বয় পাইয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম। পৌষ সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত "বৈষ্ণবক্রুবার সত্য উদ্ঘাটন" শীর্ষক প্রবন্ধটীর প্রতি আমরা আসাম-ভাষাভিজ্ঞ নিরপেক্ষ সজ্জনগণের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি। যে-কোন ব্যক্তি এই প্রবন্ধটী পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। ঢাকার শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় বাহাদুর লিখিত 'শ্রীসম্মিলনে' প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের পুনরাবৃত্তিক্রমে শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবক্রুবা 'আবাহন'-পত্রের ভাদ্র সংখ্যায় 'শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ সম্প্রদায়ের' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন কীর্ত্তন-সম্পাদক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী বি-এজি, বি-টি, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয়ের লিখিত উক্ত প্রবন্ধটী তাহারই সমালোচনা। পাঠকগণ বোধ হয়, রায় বাহাদুরের ও বৈষ্ণবক্রুবার উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের সমালোচনা গৌড়ীয়েও বিশেষরূপে দেখিতে পাইয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত-সত্যের সন্ধান না পাইয়া নিষ্মৎসর হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের লেখনীতে কি-প্রকার ভীষণ সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা প্রকাশিত হইতে পারে তাহা গৌড়ীয়-সম্পাদক ও কীর্ত্তন-সম্পাদক বিশেষরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন।

'কীর্ত্তনে'র মাঘ-সংখ্যায় 'আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর' ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতিসূত্রে কীর্ত্তন-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ মহোদয় "শ্রীচৈতন্যের দান—প্রেমভক্তি" সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বক্তৃতাটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, মঙ্গলাচরণের পর ভক্তির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা, মহাপ্রভুর অবতরণের কারণ, প্রেমভক্তির বিলাসবৈচিত্র্য, প্রেমভক্তির বিষয়-আশ্রয়, প্রেমভক্তিলাভের উপায়, সাধনভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, প্রভৃতি বিষয় সমূহের সংক্ষিপ্ত সার আলোচনা আমরা উক্ত অভিভাষণে সুন্দররূপে দেখিতে পাইতেছি।

"সার্ব্বজনীন প্রেম"

রেঙ্গুনে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের বক্তৃতা

রেঙ্গুনের ডালহাউসী ও স্পার্ক-ষ্ট্রীটের কোণে অবস্থিত 'দি ইয়ং মেনস্ বুড্ডিষ্ট এসোসিয়েসনে'র প্রধান-কেন্দ্রে রেঙ্গুনের শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২৭শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় "Universal love" (সার্ব্বজনীন প্রেম) সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতাটীতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রের বিতরিত অপ্রাকৃত প্রেমালোক সম্বন্ধে বক্তা অনেক কথা বলিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। শূন্যবাদ ও চিন্মাত্রবাদের কত উচ্চে যে চিদ্বিলাস-রাজ্যের প্রেম-সম্ভার, তাহা বক্তা সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী ব্রহ্ম-ধারণা, একল-বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাম-সীতা ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের উপাসনার তারতম্য বিচার বর্ণনা করিয়া গোকুল-বৃন্দারণ্যের প্রেম-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্বামীজীর এই বিচারপূর্ণ ও গবেষণা-মূলক বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দিত ও উপকৃত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ মাঘৰ শুক্র গৌরাব্দ ৪৪৮

সঙ্গই আসক্তির জনক

কাহারও পশ্চাতে সম্যক্ গমনের নামই সঙ্গ এবং এই সঙ্গফলেই আসক্তির উদয় হয় বলিয়া সঙ্গই আসক্তির জনক বা আসক্তিই সঙ্গের উৎপত্তি-স্বরূপা। কিন্তু যেখানে সম্যক্ গমনের কথা নাই, অসম্যক্ গমন বা স্বেচ্ছাগতি যেখানে স্থান পাইয়াছে সেখানে আসক্তি পরিদৃষ্ট হয় না; আবার কখনও সাময়িকভাবে কৃত্রিম আসক্তি লক্ষিত হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না। পুত্র বা দুহিতা যেমন পিতৃমাতৃকের আসক্তিও সেইরূপ সঙ্গের ফলাফলের সাক্ষিস্বরূপ। সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ ভেদে সঙ্গ দ্বিবিধ হওয়ায়, সঙ্গ-উৎপন্ন আসক্তিরও প্রকার-ভেদ পরিদৃষ্ট হয়—সৎসঙ্গ করিলে সদাসক্তি বা সুমতি এবং অসৎসঙ্গ করিলে অসদাসক্তি বা কুমতির উদয় হয়। অসৎ ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা যায় তাহাতে জীবের সংসার-আসক্তি বা বন্ধন ঘটে। অসৎসঙ্গ যদি অজ্ঞাতসারেও কৃত হয় তাহা হইলেও সঙ্গফল অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুকে অজ্ঞাতেও করা হয়, তাহাতে জীবের সাধুসঙ্গে আসক্তি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু
বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥"

———

প্রতীয়মান হয় যে, জীব একসময়ে দুইটী বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে না। কিন্তু বদ্ধজীবমাত্রেই দুর্ভাগ্যবশতঃ অসদ্বিষয়ে আসক্ত; এমতাবস্থায় তাহাদের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, যদি কোন জীব অসৎসঙ্গ-ত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সাধুসঙ্গ করিবার সতী স্পৃহা হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক প্রকৃত সাধুর সঙ্গ করিতে যত্নবান হন তাহা হইলে সাধুর দুর্লভ সঙ্গ ও আনন্দময় আকর্ষণ তাঁহাকে কুসঙ্গের দুঃখদায়িনী আকৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়া সদ্বিষয়ে আসক্ত করিবেই করিবে—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবত ভারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥"

———

যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন তাঁহারা অভীষ্টদেবের প্রীতি ব্যতীত নিজেদের প্রীতির আবাহন করেন না এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত অপর কাহাকেও তাঁহারা বান্ধব বা আসক্তির বিষয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎ-চিন্তাপর থাকিয়া সেবকাভিমানে সাধুমুখে সতত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এইরূপ নিষ্কপট বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিতে করিতে ইতরাসক্তিরূপ মায়াবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তিতে দেখিবার ও শাস্ত্রাদিতে শুনিবার সৌভাগ্যও আমাদের হইয়াছে। নারদ-সঙ্গে ব্যাধ ও দস্যুরত্নাকরের মঙ্গলের কথা, জগদ্গুরু শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের সুসঙ্গ ও সঙ্গফলে ভাগ্যবান্ জনগণের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও শ্রৌতপথে ঐকান্তিকতা বা গুরুবৈষ্ণবে অত্যাসক্তিরূপ পরম-মঙ্গল লাভের কথা আমাদের শ্রুতিগোচর ও আদর্শস্থল হইয়াছে। নারায়ণ পার্ষদ নিত্যসিদ্ধ শ্রীরামানুজাচার্য্যেরও চরমোপদেশ এই যে, যদি তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।' বৈষ্ণবদিগের পূত চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয়; একটু আদরের সহিত বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে দুষ্পরিহার্য্য কদাসক্তি-সমূহও অনায়াসে দূরীভূত হয়, ইহা আমরা স্বচক্ষেও দেখিয়াছি। সুতরাং সৎসঙ্গ বা সদাসক্তি ব্যতীত ইতরাসক্তি-দূরীকরণের আর উপায়ান্তর নাই।

ব্যক্তির নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ—এই পাঁচটি লোভনীয় চিত্তাকর্ষক বস্তু কামিনীতে পূর্ণমাত্রায় আছে বলিয়া পুরুষের স্ত্র্যাসক্তি এবং স্ত্রীলোকের পুরুষাসক্তি মঙ্গলপথের প্রধান কণ্টক এবং দুষ্পরিহার্য্য। পত্নী-প্রীতি বা পতিপ্রীতি কৃষ্ণপ্রীতির ভীষণ প্রতিবন্ধক বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গ অর্থাৎ পুরুষগণকে কামিনী-সঙ্গ করিতে এবং কামিনীগণকে পুরুষসঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাহ্যে চৈতন্য-ভক্তের বেষ লইয়া বা প্রকৃত সাধুর শিষ্যাভিমান করিয়া 'স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাজ্য' এ কথা কেবল মুখে বলিলে কোন ফল হইবে না—স্ত্রীসঙ্গাসক্তি কাটিবে না। তোতাপাখীর বুলি বলার ন্যায় এ সব কথা বলিয়া চীৎকার করিলে এই অন্তঃসারশূন্য কথায় কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ হইলেও প্রকৃত মঙ্গল অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আসক্তি হইবে না। বারিহীন অচেতন কথায় যেমন চিঁড়া ভিজান যায় না সেইরূপ শক্তিশালিনী আচারময়ী বাণী কীর্ত্তন না করিয়া শুধু চীৎকার করতঃ বক্তৃতা দ্বারা মনের সাময়িক শান্তি হইলেও সে-কথা চেতন বা প্রাণস্পর্শী না হওয়ায় আমার আত্মাকে স্পর্শ করে না। সুতরাং আমরা যাহাতে অসৎসঙ্গাসক্তি-ত্যাগের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সৎসঙ্গলাভের জন্য প্রাণপাত করিতে পারি বা আচারবান্ প্রচারক বা শ্রোতব্য-কীর্ত্তনকারী হইতে পারি তজ্জন্য যত্নশীল হওয়া উচিত নহে কি?

যে যাহাতে আসক্ত সে তাহার সেবা করিতেই ভালবাসে। সুতরাং আমরা ভজন-সুখ চাই বলিয়া যতই চীৎকার করি না কেন, যতক্ষণ আমাদের সংসারাসক্তি আছে বা সংসার-স্পৃহা-দমনের অদম্য আর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে স্থান না পাইয়াছে, ততক্ষণ কপটতাময়ী ব্যাকুলতার মূল্য কোথায়? তাই বলি যদি কেহ কৃষ্ণের নিকটে ফিরিয়া যাইতে চাহেন, কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী গুরুদেবের সঙ্গী, সহচর, বন্ধু বা শিষ্য হইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের আদর্শ ও গৌরপার্ষদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আদি প্রভুবর্গের জ্বলন্ত আদর্শ প্রতি বর্ণে বর্ণে গ্রহণ করিবেন। এই মঙ্গল-আদর্শের পূর্ণানুগত্যের অভাব যেখানে, তাহার সেবা-প্রগতি বা ব্রজাভিযানে বা এই জন্মেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিত্যধামে প্রত্যা-গমন-বিষয়ে সন্দেহ আছে—এ নিখুঁত সত্য কথাটী আমার বন্ধুবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যহ আমার স্মৃতিপটে উদয় করাইবার যত্ন করিবেন কি?

———

অর্দ্ধোদয় যোগ

নবদ্বীপধামে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম

[এই নিবন্ধটী গত ২৪১শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইলেও তাহা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় যাত্রিগণের বিশেষ অনুরোধে পুনরায় এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল]

অর্দ্ধোদয়-যোগ-উপলক্ষে প্রায় দশ দিবস যাবৎ প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে ও সহর নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। এই যোগটী প্রায় ২৭ বৎসর পরে সর্ব্বকলা উপস্থিত হইয়াছিল। পৌষ বা মাঘমাসের অমাবস্যা তিথির সহিত শ্রবণা-নক্ষত্রের যোগ হইলে অর্দ্ধোদয়-যোগ হইয়া থাকে। কোটী সূর্য্য-গ্রহণে স্নান করিলে যে ফল হয়, অর্দ্ধোদয়যোগে স্নানে সেই ফল হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে স্মৃতিবচন—

"অমার্কপাতশ্রবণৈর্যুক্তা চেৎ পৌষমাঘয়োঃ।
অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ
সমঃ॥"

———

জীবমাত্রেরই হয় কুসঙ্গে না হয় সু-সঙ্গে আসক্ত। কু সঙ্গাসক্তি যাহার প্রবল, ভোগমোক্ষরূপা ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা দ্বারা তাহার হৃদয় আক্রান্ত। বিষয়ী ও কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গফলে বিষয়-স্পৃহার প্রাবল্য-হেতু কৃষ্ণাভক্তি বা ইতরাসক্তি সেখানে সাদরে আলিঙ্গিত। এই ইতরাসক্তির ফলে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর-প্রাপ্তি ঘটে এবং তৎফলে অশেষ দুঃখ-ভোগ করিতে হয়। সুতরাং মঙ্গলময় মহাজনবাক্যকে অবলম্বন করিয়া অসৎসঙ্গ-ত্যাগের জন্য দৃঢ়ব্রত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। তাই শাস্ত্র বলেন—

"অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ
জায়তে॥"

———

যেখানে জড়াসক্তি রাজ্য বিস্তার করিয়াছে সেখানে সদাসক্তিরূপা সৎসঙ্গ-জনিতা চিদাসক্তির বা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবাসক্তির অবস্থান কোথায়? ইহাতে স্পষ্টই

———

গৃহদ্বারে, ব্যবহার্য্য দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রীপুত্রাদির শরীরে, নিজ শরীরে, ভোজ্য বস্তুতে, পশুপক্ষীতে গৃহী

———

'নিতাইর কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে অন্যমনা হইয়া॥'—এই মহাজনবাণীর পূর্ণানুগত্যই

———

সৎসঙ্গে সদাসক্তির পরাকাষ্ঠা। সদ্বিষয়ে আসক্তি কাহার কি পরিমাণে হইয়াছে তাহা আমরা নিজে নিজে সকলেই জানি সুতরাং হরিভজনের ছলনা করিয়া কৃষ্ণকে ফাঁকি দিবার মানসে ইতরাসক্তিকেই জোর করিয়া ধরিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। সৎসঙ্গ বেশী লোকে করিবে না, এ কথা আমরা জানি কিন্তু তথাপি যাঁহারা আমার প্রভুর চরণে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার হৃদয়ের ব্যথা না জানাইয়া পারিলাম না। যাঁহাকে ভুলিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তিনি যখন আচার্য্যবেষে আজ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, শুধু উপস্থিত কেন—শ্রীচরণে স্থানও দিয়াছেন তখন তাঁহার নিকট অভিগমন করা অর্থাৎ জগতের কাহারও দিকে না তাকাইয়া একমাত্র সৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পশ্চাতে থাকিয়া এ জন্মে বা পরজন্মে নিত্যকালই তাঁহার নিকট বাস বা তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া নিত্য গুরুপিতার নিত্য পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতৃসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে কালবিলম্ব করা আর উচিত কি? আমার বন্ধুবর্গ এই কথাটী আমাকে বুঝাইয়া দিয়া কৃপা পূর্ব্বক সৎসঙ্গদানে আমার ইতরাসক্তি বিনাশ পূর্ব্বক আমাকে অভিগমনে সহায়তা করুন, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ। কারণ আমি জানি, ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ করিলেই জীবের হরিগুরুবৈষ্ণবসেবানুরাগরূপ পরম মঙ্গল লাভ হয়—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি
ভবার্ণবে তরণে নৌকা॥"
'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥'

অর্দ্ধোদয়যোগে স্নানাদির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়। এ সময় যাবতীয় জল গঙ্গাজলের সমান হইয়া থাকে। আর সাক্ষাৎ গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য কত অধিক তাহা সহজেই অনুমেয়। গঙ্গার তীরবর্ত্তী তীর্থস্থানসমূহে এই সময়ে যাত্রীর ভীড় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। এবার নবদ্বীপধামে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ স্পেশাল ট্রেণের প্রয়োজন হইয়াছিল। বাস্, ট্যাক্সি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়াছে। কি ট্রেণে, কি মোটরে সর্ব্বত্রই যাত্রিগণের ভীড় এত অধিক হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া আসিতে হইয়াছে। সুতরাং যাত্রিগণকে যে ভীষণ পথশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শুধু পথশ্রম নয়, স্থানাভাববশতঃ নবদ্বীপ সহরে যাত্রিগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। ধনবান্‌দিগের বিশেষ কষ্ট না হইলেও অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকে গঙ্গার চড়ায় শীতের রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। এত কষ্টস্বীকারের উদ্দেশ্য কিছু পুণ্যসঞ্চয়, যাহার ফলে জীবিতকালে ইহ জগতে এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গে সুখ-ভোগ করা যায়। কর্ম্মমার্গের এই যে চিন্তাস্রোত তাহার সার্থকতা প্রকৃতপ্রস্তাবে হইতে পারে যদি এই সময় কাহারও ভাগ্যে প্রকৃত সাধুর দর্শন ও তাঁহার নিকট হইতে অপ্রাকৃত জগতের পরমার্থবাণী-শ্রবণের সুযোগ হয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"

—গীতার এই বাক্য শিরে ধারণ করিয়া আমরা কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে ইচ্ছা করি না, তবে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবকের সেবকসূত্রে আমাদের জগদ্বাসী ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে তন্নিমিত্ত আচার্য্য-বাণী দুই একটী কীর্ত্তন করিতে যত্নপর হইব। কাচের মূল্য সেই পর্য্যন্ত খুব বেশী বলিয়া মনে হয় যে পর্য্যন্ত হীরকের সন্ধান না পাওয়া যায়। হীরকের সন্ধান না পাইবার পূর্ব্বে কাচ-অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা নাই একথা আমরা বলি না; তবে কাচ কুড়াইতে আসিয়া যদি কাহারও ভাগ্যে হীরকের সন্ধানপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে সেই ভাগ্যবানের সৌভাগ্যের অভিনন্দন নিম্মৎসর ব্যক্তিমাত্রেই না করিয়া পারিবেন না।

অর্দ্ধোদয়-যোগে গঙ্গাস্নানের ফলে পাপমুক্ত হওয়া যায় কিন্তু তৎফলে আর কখনও পাপপ্রবৃত্তির উদয় হইবে না একথা কেহ বলিতে পারেন না। এই যে লক্ষ লক্ষ যাত্রী গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কয়জন সংসারে আসক্ত না হইয়া থাকিতে পারিবেন, কয়জনেরই বা পাপপ্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে, তাহা তাঁহাদের সাংসারিক জীবনই প্রমাণ করিবে।

মহাজনবাণীতে আমরা দেখিতে পাই—

"গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

অবশ্য এই কথাটী শুদ্ধবৈষ্ণবকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। গঙ্গা ও শুদ্ধভক্ত উভয়েই পূজ্য কিন্তু উপরিউক্ত মহাবাণী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তারতম্য-বিচারে শুদ্ধভক্তের মাহাত্ম্য গঙ্গা অপেক্ষা অধিক। গঙ্গার স্পর্শে প্রাণিগণ পাপবিমুক্ত হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয় না। কিন্তু শুদ্ধভাগবতের দর্শনে বা সঙ্গফলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নির্ম্মল হওয়ায় তাহাতে আর কখনও পাপপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। যে সকল যাত্রী শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছেন শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আত্মোন্নতির জন্য নিরন্তর তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তন-সুরধুনীতে অবগাহনের সৌভাগ্য যাঁহারা পান, তাঁহাদেরই জীবন সার্থক। কারণ পুণ্য-সঞ্চয়ে স্বর্গসুখভোগ লাভ হইতে পারে বটে কিন্তু উপার্জ্জিত পুণ্যক্ষয় হইলে 'পুনর্ম্মুষিকো ভব' গতি লাভ হইয়া থাকে—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' কিন্তু হরিকথা-মন্দাকিনীতে স্নানের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় তাঁহারা কুণ্ঠধাম হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠরাজ্যের মুকুন্দসেবাভূমিকায় নিমগ্ন থাকিয়া নিত্য অজর অমর অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক পরানন্দ-লাভের অধিকারী হন।

অর্দ্ধোদয়যোগের সময় যাত্রিগণের স্নানাদিতে যাহাতে কোনও প্রকার ক্লেশ পাইতে না হয় তজ্জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকগণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের ঐ কার্য্য প্রশংসনীয়। তবে যাঁহারা যাত্রিগণের নিকট নিত্যমঙ্গলের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদের কৃত উপকারের তুলনা হয় না।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৬৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

এ কি স্বপ্ন?

মরুভুমিতে এ মহাপুরুষ কে?

যৌবনের প্রারম্ভে একদিন তরুণতপনের উষালোকে সুগন্ধি-কুসুম-পরাগবাহী প্রাতঃসমীরণের মৃদু-মন্দ-সঞ্চালন-প্রকম্পিত-বীচিমালা-পরিশোভিত তটিনীর তটস্থিত নয়নাভিরাম সুকোমল-হরিদ্বর্ণ তৃণ-লতা-গুল্ম-পরিশোভিত বেলাভূমির শোভা পরিদর্শন করিতে করিতে নদীবক্ষবিলাসিনী সুরম্যা তরণীর ছাদোপরি উপবিষ্ট হইয়া কবিতাগুচ্ছের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিতে পাইলাম,—

"সাধুসঙ্গনামে আছে পান্থ-ধাম।
শ্রান্ত হ'লে তথা করিও বিশ্রাম॥"

তখন আপাততঃ মুগ্ধকর তথাকথিত শান্তির আবহাওয়ায় আনন্দোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শান্তিই বা কি, বিশ্রামই বা কি, আর পান্থনিবাসের প্রয়োজনীয়তাই বা কি? উপলব্ধির বিষয় হয় নাই।

তৎপর জাগ্য-বিপর্য্যয়ে বায়ুকোণোত্থিত আকস্মিক কালবৈশাখীর ভীষণ ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতের আবির্ভাবে সমস্ত ওলটপালট ও সাধের তরণী নিমগ্ন হইয়া স্রোতের টানে নিম্ন লবণাক্ত মরুসাগরের গভীর আবর্ত্তময় প্রবাহে পতিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে অর্দ্ধ-নিমজ্জমান অবস্থায় অকূল সাগরে ভাসমান হইয়া চলিয়াছি, এমন সময়—জানি না কোন দৈবানুগ্রহে কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় তীরে সংলগ্ন হইয়া পড়িলাম।

পরে চৈতন্য-সমাগমে বুঝিতে পারিলাম, তপ্তবালুকাপূর্ণ মরুভূমির মধ্যস্থিত যেন কোন মরুদ্যানে নীত হইয়া কাষায়াম্বর-পরিহিত দিব্য মালাদি-বিভূষিত এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের অভয়চরণ-তলে শিরঃসংস্থাপনপূর্ব্বক তদীয় পূত মুখোচ্চারিত "হরেকৃষ্ণ" মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে তাঁহার অনিন্দ্যধবল অমলকান্তি সৌম্য বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছি ও ভাবিতেছি—মৃতসঞ্জীবনী-মহৌষধি-প্রদাতা এই মহাপুরুষ কে? আর নিজ সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতেছি:—

"সংসার ভ্রমিতে কেহ কোন ভাগ্যে তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

আর—

"সাধু-গুরু কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

এই মহাজনবাক্যের সত্যতা উপলব্ধির জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতেছি।

— শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীনারদ

(৪)

একদিন দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায়, তখন নারদ ভাবিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারকায় রাজ্যপালন করিতেছেন। তিনি না কি, ষোড়শসহস্র মহিষীর পতিরূপে বিরাজ করিতেছেন! বড় ত' মন্দ নয়! রাজা একজন, রাণী ষোল হাজার! একবার দেখিয়া আসি—প্রভুর আমার লীলাটী!" অমনি নারদ বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে চলিলেন। ক্ষণপরেই তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। অমরা-বিনিন্দিত অতি চমৎকার রাজভবন দেখিতে দেখিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তপ্রিয় প্রভুর অন্তঃপুরে ভক্তের অবারিত দ্বার। তথায় ষোলহাজার স্বতন্ত্র ভবনে ষোল হাজার রাণীর আবাস। প্রথম একটী মহাগৃহে ঋষিরাজ নারদ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—অসংখ্য সখীগণে সেবিত হইয়া রুক্মিণীসহ শ্রীকৃষ্ণ একটী রত্ন-পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন। নারদকে দেখিয়াই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যাসনে বসাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাঁহার পদধৌত করিয়া দিয়া পদজলগ্রহণ-কর্ত্তব্যতা দেখাইয়া বৈষ্ণবের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তারপর তাঁহাকে কত আদরে নানা উপচারে পূজা করিয়া, কত মধুরালাপে তাঁহাকে কত আনন্দিত করিলেন। শেষে বলিলেন, "প্রভো,—আদেশ করুন; কি করিতে হইবে?" নারদ বাষ্প-গদগদকণ্ঠে, অতিকষ্টে বলিলেন,—"হে অখিল-নাথ,—কি না করিয়াছ? করিতে আর কি হইবে? তোমার যে চরণ এখন দর্শন করিতেছি, তাহাই হৃদয়ে যেন সতত থাকে,—দয়া করিয়া এখন তাহাই কর।" অতঃপর নারদ তথা হইতে বিদায় লইয়া আর একটী আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন,—কৃষ্ণ উদ্ধবসহ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। সেখানেও তিনি পূর্ব্ববৎ নারদকে সম্ভাষণাদি করিলেন। যেন পূর্ব্বের কথা কিছুই জানেন না; ইনি যেন তিনি নহেন। এইরূপে নারদ একে একে সেই ষোড়শসহস্র স্বতন্ত্র নিকেতনের প্রত্যেকটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণপ্রভুকে যুগপৎ বিভিন্ন রূপে দর্শন করিলেন। সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত যোগমায়া অবলোকন করিয়া শেষে তিনি সহাস্যে কহিলেন,—"প্রভো, কি দুর্ভেদ্য মায়াজাল তোমার! তোমার পদসেবার বলেই সে-মায়া আমি ভেদ করিতে পারিতেছি।

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীব্রজপত্তনে আচার্য্যশ্রেষ্ঠ শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত তীর্থ, পরবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক—শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভজনসদ্মারামে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-সভা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌরলীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমনোহর ব্রহ্মচারী।

(১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইগর, (বর্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবঙ্কুবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর—পোঃ কৃষ্ণনগর,

নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ রাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুল, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

শ্রীসেবকের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ

(১৭) গোপালজীমঠ—কমলাপুর, ঢাকা।

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ভব ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে সড়ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুমুরকোণা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুরেষ্ট গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কড়িদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান।

রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপাড়া, পোঃ কোডোল, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরামের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীমনোগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাহারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগদানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

গ্রোন্টার রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- কোনও স্কন্ধহইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-যুক্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৯৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
- ৫। জৈবধর্ম্ম ২৲
- ৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
- ৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
- ৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ‐৲
- ৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
- ১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহতত্ত্ব ।০
- ১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
- ১৪। বাদশ-আলবর ।০
- ১৫। ভাক্তবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
- ১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
- ১৮। ভজন-রহস্য ॥০
- ১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
- ২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
- ২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
- ২২। গীতার কেবল অন্বয় ভাষা ॥০
- ২৩। মুকুন্দমালিকা ও শ্রীগোবিন্দভাষ্য সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
- ২৪। বেদান্তরত্নমালা সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- ২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
- ঐ (বাঁধা) ৸০
- ২৬। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
- ২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
- ২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
- ঐ (আবাঁধা) ।৶
- ২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ৩১। গীতমালা
- ৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
- ৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
- ৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৩৬। শরণাগতি ⁄০
- ৩৭। গীতাবলী ⁄০
- ৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
- ৩৯। সাধনকণ
- ৪০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ⁄০
- ৪১। নবদ্বীপশতক
- ৪২। অর্থপঞ্চক ⁄০
- ৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
- ৪৬। অর্চ্চনকণ ১০
- ৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫১। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
- ৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
- ৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
- ৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
- ৫৭। সাত্বাবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী অধিবেশঃ ।০
- ৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
- ৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ।৶০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠ্যাঃ ⁄০
- ৬৩। সারসংগ্রহম ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬৫। এ ফিউ ওয়াডস অন বেদান্ত ॥০
- ৬৬। নামভজন ।০
- ৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অটলজি ॥০
- ৬৮। বিলেটিক ওয়ার্কস্ ।৶০
- ৬৯। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
- ৭০। বৈষ্ণবিজম
- ৭১। স্টোরি অব গৌড়ীয়মঠ হল ডুইং ⁄০
- ৭২। দি ভাগবত ।০
- ৭৩। থিয়োটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড অ্যাডভান্সড ডিভোসন ।০
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ১॥০
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। হরিনামচিন্তামণি ।০
- ৭৭। সাধন-পথ ।০
- ৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
- ৭৯। গীতাবলী ⁄০
- ৮০। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৶০ আনা, বড় বোতল ১৶০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা— ১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্টেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। উহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রী শ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, মলকাঠিন্য, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও ইনজেকসন ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, ইহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ৩ শিশি ১।০ সিকা ডাক মাশুল ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকার এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১

টেলিগ্রাম—মায়াপুর শ্রী নব
ঠিকানা—পোঃ 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে মাঘ, বুধবার ১৩৪১, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

পুত্র কর্ত্তৃক মাতৃহত্যা

গোবিন্দচন্দ্র নমঃ নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তিকে মাতৃহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। নোয়াখালীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী, এ, এম, এইচ চৌধুরী ঐ সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করিয়া তাহাকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী তাহার ভ্রাতৃবধূর নিকট খাবার চাহিলে তাহাকে বলা হয় যে, এখনও খাবার প্রস্তুত হয় নাই। ইহাতে আসামী ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃবধূকে গালাগালি করিতে থাকে। ভ্রাতৃবধূ ভয়ে পলায়ন করে। এই সময় আসামীর মাতা তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে আসিলে আসামী একটী বংশদণ্ড দ্বারা তাহাকে উপর্য্যুপরি আঘাত করে। ভ্রাতৃবধূ অবলাসুন্দরী শাশুড়ীর নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে এবং দেখিতে পায় তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। আসামীর ভ্রাতা ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। সে ছুটিয়া আসিয়া আসামীকে ধরিয়া ফেলে। স্থানীয় পুলিশে খবর দেওয়া হইলে অনুসন্ধানের পর তাহার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণান্তে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০৪ ধারা অনুসারে বিচারের জন্য দায়রায় সোপর্দ্দ করেন।

নরহত্যায় চারিজন পাঞ্জাবী দায়রায় সোপর্দ্দ

শুক্রবার কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজেদ আলী নর হত্যার সমতুল্য অপরাধ এবং গুরুতর আঘাত করিবার অভিযোগে রামসিংহ, ২নং সদাগর সিংহ, মগর সিংহ এই চারিজন পাঞ্জাবী দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে আসামীগণ গত ৬ই জানুয়ারী ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অমর সিংহকে লাঠিদ্বারা এরূপ গুরুতরভাবে আঘাত করে যে, দুই দিন পর হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

খড়্গা সিংহ নামক অপর একজন আসামী নাকি পলাতক আছে। তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।

———

ওয়াহিবদের আমীর গুলীতে নিহত

উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গবর্ণমেন্টের শত্রু ওয়াহিবদের মধ্যে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহার কিছু কিছু সংবাদ লণ্ডনে পৌছিয়াছে। প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, তাহাদের আমীর মৌলবী মহম্মদ বশির তাহার একজন অসন্তুষ্ট অনুগামী কর্ত্তৃক গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে। এবং তদবধি আর কোন আমীর নির্ব্বাচিত হয় নাই।

আফগানিস্থানের এক ব্যক্তি বলে যে, সীমান্তে দুই দল ধর্ম্মোন্মাদ উপজাতি আছে। আমান নামক অঞ্চলে যাহারা আছে তাহারা বড় দল। বহু পূর্ব্বে যে সকল মৌলবী ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং যাহারা শিখদের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিয়াছিল, ইহারা তাহাদের বংশধর হওয়া অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় ইহারা বর্ত্তমান হাঙ্গামায় যোগদান করে নাই। অপর দলের কেন্দ্র হইতেছে চামারখন্দ। গত মহাযুদ্ধের সময় এই দল গঠিত হয়। ইহারা প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া এইস্থানে বাস করিয়াছে এবং গত দুই বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাচীন দলের প্রতি অল্পবিস্তর শত্রুভাবাপন্ন ছিল। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৪০; কিন্তু সীমান্তের উপজাতিদের মধ্যে ইহাদের প্রভাব যথেষ্ট বলিয়া সীমান্তের অধিকাংশ হাঙ্গামা ইহাদেরই প্ররোচনার ফল এবং ইহার দমন জন্য অনেকবার ব্যয় বহুল অভিযান করিতে হইয়াছে।

চামারখন্দ অধিবাসিদের উপনিবেশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ ও সীমান্তের উপজাতিদের মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া ইহারা দল পুষ্ট করিতেছে। উপজাতিরা নবাগতগণকে তাহাদের রাইফেল ও গুলীবারুদ সরবরাহ করে। তাহাদের নিজস্ব কামানও আছে চামড়ার মধ্যে বারুদ পূর্ণ এবং তাহা লোহা জড়ানো আগুন দিলেই ফাটীয়া যায়। তাহারা উপজাতিদের মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছে। একখানি সাময়িক পত্রও অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

———

অধ্যাপক অভিযুক্ত

মৌলবী মজ দউদ্দীন এম এ সাহেব মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার বিরুদ্ধে মৌলবী আবদুল রসিদ এম এল সি সাহেব একটী মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে তলব করিয়াছেন।

———

পাঁচজন ভারতীয় নরপতির মর্য্যাদা দান

ভারতীয় নৃপতিগণের মধ্যে কয়েক জনের মর্য্যাদা বৃদ্ধির কথা উঠিয়াছে। প্রকাশ যে, সম্রাটের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে কয়েকজন নৃপতিকে মিশরের রাজার সমান মর্য্যাদা দিয়া "ভারতীয় রাজা" বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। এই সম্পর্কে হায়দ্রাবাদের নিজাম, বরোদার গাইকোয়াড়, কাশ্মীরের মহারাজা গোয়ালিয়রের মহারাজা ও পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতির নাম শোনা যাইতেছে।

———

তারকেশ্বর ডাকাতি মামলা

শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ বি এন চক্রবর্ত্তী নিমাই, বিনোদ, নবী, বিষ্ণু ও অপর চার ব্যক্তিকে ডাকাতির অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ পুলিশ সংবাদ পায় যে, তারকেশ্বরের শ্রীযুক্ত কালী হালদারের বাড়ীতে ডাকাতির সম্ভাবনা আছে এবং ঐ স্থানে গেলে একদল লোককে দৌড়াইতে দেখিতে পায়। পুলিশ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। ননী ও বিষ্ণু নামে দুই জন ধরা পড়ে। ধৃত ব্যক্তি জবানবন্দীর সময় আরও সাত জনের নাম বলে। তাহাদিগকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

৯নং আসামী অতুল মাঝি রাজসাক্ষী হইয়াছে।

———

পোষ্টমাষ্টার দণ্ডিত

গোবিন্দগঞ্জ শাখা পোষ্ট আফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুত রাধাবিনোদ ভট্টাচার্য্য ডাক বিভাগীয় আইনের ৫০৯।৫২ ধারা মতে দেড় বৎসরের কারাদণ্ডে ও ৮০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি প্রায় ৭০০৲ টাকার মণিঅর্ডার ইনসিওর চিঠি আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এক বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পাট্টা, মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে কথাসার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৷৷ টাকা। ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সম্ভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা,	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		।৶০	।৶	
ইঞ্চি	২৲	১৷৷০	১৷৷০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲	৮৲	
অর্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	
১ কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩৬৲

বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় —প্রতি ইঞ্চি ৪৷৷০, সিকি কলম ১২৲ অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাচ টাকা, ত্রৈমাসিক ২৸০ পৌনে তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম', নবদ্বীপ

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	* ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অন্যান্যদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১২-১৯	১২-৪২	১৫-৪১	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১১-১২	১৬-১২	১৯-০৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ১৮ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৩শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ | বুধবার | ২৮৩শ সংখ্যা

যাত্রী ও জেলাবোর্ড

অর্দ্ধোদয়-যোগোপলক্ষে এবার নবদ্বীপ-ধামে যে যাত্রিসংখ্যা হইয়াছে, তাহা নদীয়া গত দুই যুগে দেখিতে পান নাই। তৎপূর্ব্বে কখন দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা অতি অল্প ব্যক্তিই বলিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকট লীলা-কালে নবদ্বীপের গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেন; এটী স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। সুতরাং তাৎকালিক-নবদ্বীপ-নগরী বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরী অপেক্ষা আয়তনে ও লোকসংখ্যায় কোনক্রমেই কম ছিল না বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। অর্দ্ধোদয়-যোগোপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে স্নানরত দেখিয়া সেই স্মৃতিই আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তখন গঙ্গার পূর্ব্বপারে নবদ্বীপনগরী (শ্রীধাম মায়াপুর) ছিল; তাই গঙ্গার পূর্ব্বপারের ঘাটগুলিতেই লক্ষ লক্ষ যাত্রী দৃষ্ট হইত। কিন্তু এবারের অর্দ্ধোদয়-যোগোপলক্ষে আমরা গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় পারেই অসংখ্য যাত্রী দেখিতে পাইয়াছি।

এই যোগোপলক্ষে যাত্রিগণকে কিপ্রকার পথকষ্ট ও স্থানাভাবজনিত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার আভাস আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বেই দিয়াছি। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপ পারঘাটে আসিতে যাত্রিগণকে যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট করিতে হইয়াছে, তাহা সহস্র সহস্র যাত্রী আমাদের নিকট বলিয়াছেন। এত ভিড়ের মধ্যে ট্রেণ বদল করা যে কিপ্রকার কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগিমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। তদ্ব্যতীত লাইট রেলওয়ে একবারে কয়টী যাত্রীকে লইয়া যাইতে পারে? যদিও স্পেশাল ট্রেণ যথাসম্ভব ঘন ঘন যাতায়াত করিয়াছে তথাপি স্থানাভাবপ্রযুক্ত অনেক যাত্রীকেই দীর্ঘকাল কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। বাহাদুরপুর হইতে শ্রীধাম মায়াপুর হইয়া যে ব্রড-গেজ রেল লাইন হইবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে কৃষ্ণনগর সিটি ষ্টেশনে গাড়ীবদল-জন্য ক্লেশ এবং অযথা সময় ও অর্থ নষ্ট হইবার দায় হইতে যাত্রিগণ অব্যাহতি পাইবেন; তাই অনেক যাত্রীই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—প্রস্তাবিত রেললাইনটীর কার্য্য কবে আরম্ভ হইবে? যাত্রিগণের আর্ত্তিপূর্ণ এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে সমর্থ নহি। সদাশয় গবর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে কোম্পানীর দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

জেলাবোর্ড জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। জনগণের হিত-সাধনই তাঁহার কাম্য ও চেষ্টা; জনগণের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া শুধু অর্থ-বৃদ্ধির সুখ-স্বপ্ন দেখা এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নিশ্চয়ই নহে। নদীয়া জেলাবোর্ড নবদ্বীপ-পারঘাটের আয়হ্রাস আশঙ্কা করিয়া শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয়ের আপত্তি উপেক্ষাপূর্ব্বক সেদিন যে প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহাদের পরার্থিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে? এখন যাত্রিগণকে নবদ্বীপ ঘাটে নামিয়া একবার সহর নবদ্বীপ (কোলদ্বীপ) দেখিবার জন্য এবং পুনরায় শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনের জন্য পারঘাটে পয়সা দিতে হয়। কিন্তু মায়াপুর দিয়া রেললাইন হইলে যাত্রিগণ শুধু সহর-নবদ্বীপ দেখিতেই খেয়ার পয়সা দিবেন, শ্রীধাম মায়াপুর দেখিতে আর তাঁহাদিগকে পয়সা দিতে হইবে না, সুতরাং নদীয়া জেলাবোর্ডের আয় কমিবে; অতএব লাইট্ রেলওয়ে উঠাইয়া ব্রডগেজ রেল করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। সুন্দর যুক্তি! হাওড়া-ব্রিজ উঠাইয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি অর্থনীতিবিশারদ নদীয়া-জেলাবোর্ডের উক্ত যুক্তির অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে গঙ্গার খেয়ার দরুণ কলিকাতা কর্পোরেশনের লক্ষ লক্ষ টাকা আয় নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইত!

শুনিলাম, সেদিন জেলাবোর্ডের সুযোগ্য কাণ্ডারী রায় বাহাদুর মহোদয় উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের যুক্তিযুক্ত-আপত্তি খণ্ডনের জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা-প্রদর্শনে বেশ তৎপর হইয়াছিলেন। রায় বাহাদুর যখন মায়াপুর দিয়া রেলপথ হইলে নবদ্বীপ পারঘাটের ভীষণ আয়হ্রাস আশঙ্কা করিতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে অনুভব করিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে যাইয়া থাকেন। এই সহস্র সহস্র যাত্রীর পথক্লেশ দূরীভূত করিতে রায় বাহাদুর কতটুকু যত্ন করিয়াছেন তাহা বলিবেন কি? বৎসরের মধ্যে এমন সময়ও হয়, যখন যাত্রিগণ শ্রীমায়াপুরে যাইতে প্রায় প্রাণান্ত হন। তৎপ্রতিকারের জন্য কোনও চেষ্টা এপর্য্যন্ত হইয়াছে কি? যাহা নদীয়ার গৌরব, যাহা বিশ্বমাঝে নদীয়ার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, নদীয়ার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানের প্রতি নদীয়া-জেলাবোর্ডের উদাসীনতা লক্ষ্য করিলে, অত্র জেলার শিক্ষিত জনগণ কি নদীয়া-জেলাবোর্ড-কর্ণধারের বিশেষ প্রশংসা করিবেন? রায় বাহাদুর কি বলেন? জানি না, এবারের অর্দ্ধোদয়-যোগের সময় রায় বাহাদুর যাত্রিগণের ক্লেশ লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, লক্ষ্য করিলে তাঁহার প্রাণে নিশ্চয়ই আঘাত লাগিবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের আরও বিশ্বাস, এমন কোনও ব্যক্তি থাকিতে পারেন না, যিনি যাত্রীদের এইরূপ ভীষণ ক্লেশ লক্ষ্য করিলেও সাধ্য থাকিতে তৎপ্রতিকারের জন্য যত্ন না করিয়া পারেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মাননীয় বঙ্গ গবর্ণর বাহাদুরের শ্রীধাম মায়াপুর-দর্শন-সংবাদটী পাটনার সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক, "দি ইণ্ডিয়ান নেশান" পত্র বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। গভর্ণর বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুরে যে বক্তৃতাটী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ শ্রীধাম মায়াপুর শুধু বঙ্গের গৌরবভূমি নহে, সমগ্র ভারত-ভূমিরই গৌরব। নিকট ভবিষ্যতে এমন সময়ও আসিতেছে, যখন সমগ্র বিশ্ব শ্রীধাম মায়াপুরকে গৌরবের দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য অপ্রাকৃত রাজ্যের যে পরম চমৎকারময়ী বাণী প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন খণ্ডদেশ, খণ্ডকাল বা খণ্ডপাত্রে আবদ্ধ থাকিবার জিনিষ নহে, কোনও-দর্শন তাহা কখনই আবদ্ধ করিতে সমর্থ নহে, সেই সার্ব্বজনীন প্রেমবাণীর গৌরবভূমি-শ্রীধাম মায়াপুর। সুতরাং শ্রীধামের সংবাদ উল্লাসভরে প্রকাশ করা নিরপেক্ষ পত্রমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পত্রিকা সমূহেরও "ইণ্ডিয়ান নেশান"কে এতদ্বিষয়ে অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ মাধব ভৃত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

আমি কি সহজিয়া ?

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদে সহজিয়া দ্বিবিধ। যাঁহারা সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক আত্মার সহজ বৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সাধুগুরুমুখে শ্রুত বা লব্ধ ভগবন্নামগুণাদি কীর্ত্তন দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তু উপলব্ধির আশা হৃদয়ে পোষণ করেন বা সেবা-বৈমুখ্যাফলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলাবলী যাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়াছেন, সেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণই অপ্রাকৃত সহজিয়া। আর যাঁহারা দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ দেহ ও মনকেই আমি মনে করিয়া কৃষ্ণ-লীলায় আদর্শে নিজ দেহমনের সহজবৃত্তি প্রাকৃত-ভোগময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-প্রবৃত্তিকে কৃষ্ণসেবা বলিয়া মনে করতঃ মনঃকল্পিত কৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য যাঁহাদের হয় নাই এরূপ দুর্ভাগা ব্যক্তিমাত্রেই এই প্রাকৃত-সহজিয়ার অন্তর্গত। নিজকে এ জগতের কোন প্রাকৃত-বস্তু-বুদ্ধি হইতেই এই প্রাকৃতসহজিয়া-দুঃস্বপ্নের উৎপত্তি। কৃষ্ণ-কৃপায় আমি যখন সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছি তখন আমি প্রাকৃতসহজিয়া নাই এরূপ একটী ধারণা পোষণ করিয়া যদি আমি অপ্রাকৃতসহজিয়া ও প্রাকৃতসহজিয়ার স্বরূপ না জানি তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনাই অধিক। সদ্‌গুরুদাস্য অভিমান হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাকৃতসহজিয়া-ভাব হৃদয়ে নিশ্চয়ই অন্তরিতভাবে আছে জানিতে হইবে। শুদ্ধ নিত্যদাসাভিমানিগণই এই দুষ্পরিহার্য্য রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার যোগ্য, অপরে নহে। তাই আজ আমি আমার অন্তর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

নিরন্তর সেবারত শ্রীগুরুদাসই অপ্রাকৃত সহজিয়া। গুরুসেবানৈরন্তর্য্যই অপ্রাকৃত সহজিয়ার গুণ বা স্বভাব। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়ার সংখ্যা বা প্রকারভেদ বহু। তন্মধ্যে মাত্র অল্প দুই একটীর আলোচনার প্রয়াস পাইতেছি। এই প্রাকৃতসহজিয়া—দুই প্রকার। যাঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণরত হইয়া কর্ম্মফলবশে প্রাকৃত পুরুষ হইয়াও আপনাকে যোষিৎকল্পনামাত্র করিয়া স্থূলভোগে তৎপর এবং যোষিৎ গুরুকে কৃষ্ণ আরোপ করিয়া রুচিমার্গে অবস্থিত মনে করেন ও প্রাকৃত জড়সম্ভোগকে হরিলীলার প্রকার-ভেদ মনে করেন, তাঁহারা একপ্রকার সহজিয়া। অন্য প্রকার সহজিয়া বলেন যে, ভোক্তা স্ত্রীমাত্রই অপ্রাকৃত এবং ভোক্তা পুরুষমাত্রই প্রাকৃত। স্ত্রৈণভাব পোষণ করিয়া গৃহব্রতধর্ম্ম যাজন করিলেই পুরুষের প্রাকৃতত্ব নাশিবে কৃষ্ণ-প্রেম উদিত হয়। ইঁহাদের মতে পরমহংস বৈষ্ণবগণ গৃহব্রত না হওয়ায় তাঁহারা বৈধী সাধনভক্ত্যাশ্রিত ন্যূনাধিকারী। গৃহব্রত না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি হয় না। পবিত্র হরিসেবারত গৃহস্থ-বৈষ্ণবকে ইঁহারা তাঁহাদের ন্যায় গৃহ-ব্রত মনে করেন। স্ত্রৈণ না হইয়া গৃহস্থ শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ হরিভজন কিরূপে করিতে পারেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না। কৃষ্ণের সংসারের যাবতীয় অর্থ কেবল নিজের বহির্ম্মুখী বিষয় প্রবৃত্তি-চরিতার্থের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করেন এবং স্ত্রী-পুত্রাদির মায়া মমতায় আত্মবলিদান করিয়া থাকেন। ঋভু ঠাকুরের বা শ্রীবাস আদির শুদ্ধভক্তি, রামানন্দ রায়ের সুতীব্র বৈরাগ্য, মহাপ্রভুর ভক্তগণের কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্যপ্রধান ভাব ও প্রভুর সন্ন্যাস বুঝিতে অক্ষম হইয়া তাঁহারা নিজ গৃহধর্ম্ম ও নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে আনন্দলাভ করেন। হরিভক্তির নামে ইন্দ্রিয়তর্পণে খুব মজা মনে করিয়া স্ত্রৈণ বিষয়িগণ স্বজাতিতে, স্বদেশে, স্বদলে থাকিয়া গুরুকে পার্থিব মাটীয়া বা প্রাকৃত মনে করেন এবং শুদ্ধ গৃহস্থবৈষ্ণবের চরণে অপরাধী হ'ন।

ডাক্তারী পাশ করিয়া একটী সার্টিফিকেট পাইলেই যেমন ডাক্তার হওয়া যায় না, ডাক্তারী করিতে করিতেই ডাক্তার হওয়া যায়, সেইরূপ বদ্ধজীবের অন্তঃস্থিত নিসর্গ-সিদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়াভাব সদ্‌গুরুচরণ-আশ্রয়ের অভিনয় করিলে অর্থাৎ তাঁহার নিকট হইতে নামমন্ত্রাদি গ্রহণ তৎপাদপদ্মে অভিগমনের পরিবর্ত্তে অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে গুরুর পূর্ণানুগত্যাভাব বা নিরন্তর গুরুসেবায় নিযুক্ত না থাকা-হেতু জীব এই অনিবার্য্য রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সুতরাং গুরু-কৃষ্ণে অনুরাগ-হীন আমার অবস্থা যে কি তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে চাহি না। তাই বলি, আমি যখন অপ্রাকৃত সহজিয়া নহি তখন আমার স্বরূপ যে কি তাহা আপনারাই বিচার করিবেন।

ইক্ষ্বাকু-বংশধর রাজা মহাভীষ স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূলোকে বিখ্যাত দিলীপের পুত্র রাজা প্রতীপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল শান্তনু।

এই সময় দ্যু-আদি অষ্টবসুও বশিষ্ঠের হোমধেনু হরণ করায় অপরাধে তৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন। বসুগণের দুষ্কর্ম্মে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাতপা বশিষ্ঠ বলিলেন—"তোমরা মনুষ্য-রূপে মানুষের গর্ভে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।" এই অভিশাপে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া ঋষিবরের চরণে লুটাইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। তখন ঋষিবর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—"তোমাদের মধ্যে প্রধান অপরাধী দ্যু; সে ই মনুষ্যদেহে দীর্ঘকাল যাপন করিবে; কিন্তু সে পরম-ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া দারপরিগ্রহ আদি পার্থিব সুখসম্ভোগে বিরত হইবে। আর অপর সপ্তজন জন্মগ্রহণ-মাত্রই শাপমুক্ত হইয়া স্বপদ লাভ করিবে।"

অতঃপর এই বসুদেবগণ ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহারা কোথায় কোন্ জনক-জননীকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিবেন। এইরূপ চিন্তাতুর অবস্থায় তাঁহাদের সহিত গঙ্গাদেবীর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া আপনাদের অভি-শাপের কথা বলিলেন এবং সকাতরে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"মাগো, আমা-দিগকে তুমিই রক্ষা কর। মনুষ্যলোকে কোন্ মানবীর গর্ভে আশ্রয় লইব তাহা ত' পারিব না মা। তুমি আমাদের জন্য মানবীরূপে অবতীর্ণা হইয়া আমাদের জননী হও। আর দ্যু ব্যতীত অন্য সকলকেই ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সংহার কর। তাহা হইলেই আমরা ত্রাণ পাইব।"

হরিপদ-সম্ভবা দীনবৎসলা মাতা গঙ্গা তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

এখানে মহারাজ প্রতীপ বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত পুত্র শান্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন। সর্ব্বগুণান্বিত নবীন যুবক রাজা শান্তনু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সতত স্বধর্ম্ম-রত থাকিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশঃ-সৌরভে জগৎ পূর্ণ হইল।

একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া মহারাজ পূতসলিলা সুরধুনী-তটে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী একটী পরমা সুন্দরী যুবতীকে তথায় দেখিতে পাইলেন। বসুগণের প্রার্থনা মত গঙ্গা-দেবীই এইরূপ মানবীর ন্যায় দেহধারণ করিয়া নরচক্ষুর গোচর হইবেন।

মহারাজ যথাবিধি সেই রমণী-রত্নকে পরিণয়সূত্রে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে এই মোহিনী মহারাজকে একটী প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। তাহাতে এই পণ রহিল যে, মহারাজ ঐ কামিনীর ন্যায় বা অন্যায় কোনও কার্য্যে প্রতিকূলতা করিতে পারিবেন না। যেদিন তাহা করিবেন, সেই দিনই রমণী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবেন।

শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ক্রমে ক্রমে সাতটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সাতজনকেই তিনি সর্প-জননীর মত জন্মমাত্র বিনাশ করিলেন। তাঁহার এইরূপ অভাবনীয় [illegible] হইলেন। পরে যেমনি আর একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল অমনি তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া অতি কাতরে কহিলেন—"কে তুমি? কি অদ্ভুত আচরণ তোমার! আর সহ্য হয় না, ক্ষান্ত হও, এ পুত্রটিকে আর নষ্ট করিও না; আমাকে ভিক্ষা দাও!"

রমণী মধুরহাস্যে রাজার মুখ চাহিয়া সেই পরম সুন্দর পুত্রটিকে তাঁহার কোলে দিয়া কহিলেন,—"হে পুত্রকাম, এই লও, পুত্র গ্রহণ কর। কিন্তু আজ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। আমিও চলিলাম, আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা জাহ্নবী, মানবী হইয়াছিলাম। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত বসুগণকে গর্ভে ধারণ এবং শাপমুক্ত করিয়া স্বস্থানে প্রেরণ জন্যই আমার এই ভাব অবলম্বন। ইনি অষ্টবসুর অন্যতম দ্যু, ইনিই এখন তোমার পুত্ররূপে রহিলেন। অপর সকলকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে।" দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে থাকিয়া পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আশৈশব শুদ্ধব্রত, পুণ্যব্রত পুত্রের নাম রাখিলেন দেবব্রত।

অল্পকাল পরেই তিনি কিশোর কুমারকে রাজপুরে রক্ষা করিয়া গঙ্গা-তীরবর্ত্তী অরণ্যে গিয়া তপস্যায় রত হইলেন। এই অবকাশে গঙ্গাদেবী পরোক্ষভাবে কৌশলে দেবব্রতকে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের নিকট বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্র-বিদ্যা এবং মহর্ষি জামদগ্ন্য-সকাশে সমগ্র শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বলোকের অজেয় করিয়া তুলিলেন। বিষ্ণুপাদরতা জননীর কৃপায় তাঁহার শ্রীহরিতে দৃঢ়া মতি ও ভক্তি জন্মিল। শ্রীহরিকেই তিনি বেদবেদ্য পরম সাধ্যরূপে জানিতে পারিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনারদ

(৪)

অপার করুণা তোমার! বিদায় দাও—এখন তোমার নাম, তোমার মহিমা গান করিয়া আমি তোমার ভক্তজন-সমাজে ভ্রমণ করি। নারদকে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে বিদায় দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে উৎসুক হইয়া নারদ তৎকালে দ্বারকাতেই ভ্রমণ করিতেন। তিনি বাসুদেবকে ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ দিয়া পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। বাসুদেবকেই তিনি এই অমূল্য মহাবাক্যগুলি বলিয়াছিলেন—

"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

অর্থাৎ এই অভয় ভাগবতধর্ম্ম-পথে সাধুগুরুর একান্ত আনুগত্যে কোনও বিঘ্ন বিপত্তি কাহাকেও বদ্ধ বা নষ্ট করিতে পারে না। এ পথে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও কেহ পদস্খলিত বা পতিত হ'ন না। অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় নির্ভরতা লইয়া সকলেই এই পথে স্বচ্ছন্দে অগ্রগামী হইতে পারেন। সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন হইতেই তাঁহাদের সকল কৃত্য সম্যক্ কৃত হয়;—কোনও ব্যবহারিক বিধির অনুষ্ঠান না হইলেও প্রত্যবায়ী হইতে হয় না।

"ভাগবত বা ভগবদ্ভক্ত ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত। উত্তম ভক্ত—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁ'র ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ)

তাঁহার সর্ব্বভূতে সমদর্শন হইয়াছে। যিনি মধ্যম, তিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেম, ভক্তে মিত্রতা, অবোধের প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, আর যিনি প্রাকৃত, তিনি নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধার সহিত শ্রীঅর্চ্চার পূজাদি করিলেও তদীয় জনের প্রতি সেরূপ আসক্ত বা প্রীতি-বিশিষ্ট নহেন কিম্বা অন্য কোথাও তাঁ'র শ্রীকৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তি হয় না।

"যাঁহার কোনও বাসনা নাই, শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র অবলম্বন, যিনি প্রাকৃত কোনও বিষয়ের প্রতি রাগ বা দ্বেষ পোষণ করেন না, সতত শ্রীকৃষ্ণের সেবায়ই তদ্গত-চিত্ত, তিনিই ভাগবত-শ্রেষ্ঠ।

"জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতির জন্য যাঁহার অহঙ্কার নাই, যিনি সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন জ্ঞান করেন তিনিই শ্রীহরির প্রিয়জন।"

হরিবংশে উক্ত হইয়াছে;—শ্রীনারদ নারায়ণ-অংশে অবস্থিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন:—

"তিষ্ঠন্নারায়ণস্যাংশে নারদঃ সমদৃশ্যত।"

দৈত্যরাজ পৌণ্ড্রক দর্পভরে কৃষ্ণদ্বেষ-পরায়ণ হইলে শ্রীনারদ কৈলাস-শিখর হইতে তৎসকাশে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"অচিন্ত্যবৈভব গদাধর শ্রীহরিই সমগ্র জগতে সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনিই তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন।"

শ্রীনারদ সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন দ্বাপরে তিনি ভূলোকে আসিয়াও সদুপদেশে মহান্ধ মানবের চৈতন্য উৎপাদন করিয়াছেন, নানাপ্রকারে জীবের পরমমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দেওয়া হইলে, কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালাদি অসুর-স্বভাব জনগণ মহা-অনর্থ উপস্থিত করিল; তখন সেই বিরাট্ সভামধ্যে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী সর্ব্বলোকবিৎ শ্রীনারদ জলদগম্ভীরস্বরে সকলের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে এই মহাবাক্য ধ্বনিত করিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন।"

পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা যে নরাধম না করে, যে তাহাতে বাধা উৎপাদন করে সে জীবন্তে মৃত; তাহার মুখদর্শনও করিতে নাই।

কলিসন্তরণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে এক সময় দেবর্ষি নারদ বৈরাজ ব্রহ্মার সকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"ভগবন্, দ্বাপর অবসান হইল। অতঃপর পাপময় কলির অধিকার। ইহাতে জীব উদ্ধার লাভ করিবে কি উপায়ে? ব্রহ্মা কহিলেন—সর্ব্বশ্রুতিতে এই রহস্য অতি গোপনে আছে। আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি। কলিতে আদিপুরুষ শ্রীহরির নাম-উচ্চারণেই জীবচিত্ত মল-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধুগতি লাভ করিবে। ভুবনমঙ্গল ভক্ত-নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে-নাম কি? তাহা উচ্চারণের বিধিই বা কি?" ব্রহ্মা বলিলেন, "সে নাম এই,—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।' এই নাম-মহামন্ত্র-জপে কোন বিধি নাই। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদ্গুরুসকাশে দীক্ষিত ব্যক্তি শুচি বা অশুচি যে কোন অবস্থায় এই নাম উচ্চারণ করিয়া পরাগতি লাভ করিতে পারিবেন। সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও এই নামগ্রহণেই জীব কৃতকৃত্য হইবেন।"

বিশ্বহিতে সাধুশিরোমণি নারদের কৃপাতেই এই কলিকল্মষহর মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম, এই বেদগুহ্য অমূল্য নিধি, এই মায়াব্যাধির অমোঘ মহৌষধি জগৎ লাভ করিয়াছে। শ্রীনারদের পাদপদ্মে আমাদের অনন্ত প্রণতি।

SRI CHAITANYA MATH AT SRIDHAM MAYAPUR

BENGAL GOVERNOR ON ITS ACTIVITIES

[*From Indian Nation*,]

(30. 1 35)

On January 15 last His Excellency the Governor of Bengal visited Sri Chaitanya Math at Sridham Mayapur in the district of Nadia (Bengal). Sridham Mayapur is the place of birth of Chaitanya Mahaprabhu. During the succeeding centuries after the birth of Chaitanya Mahaprabhu a great deal of confusion had arisen regarding the real site of the birth of Chaitanya Mahaprabhu on account of the self-seeking and mischievous activities of the philanthropists. But in the last century Thakur Bhaktivinode, a member of the Bengal provincial service and a man of wide culture and learning, made a searching investigation in to the question and having collected all the available material bearing on the point called a conference of the pandits of Nadia and other people interested in the matter to discuss and settle the question of the real site. As a result of the efforts of Thakur Bhakti Vinode the real site of the place of birth of Chaitanya Mahaprabhu has been discovered and identified to be at Mayapur. Thakur Bhakti Vinode was not only a man of wide culture and learning as is testified to by the vast body of high class literature he has left behind but a great "Bhakta." He occupies a a very important place in the line of preceptorial succession from Chaitanaya Mahaprabhu and was the "Siksha Guru" of Om Vishnupad Parmahansa Paribrajaka Acharyya Sri 108 Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ji. At the command of Thakur Bhakti Vinode and in fulfilment of the prediction of Chaitanya Mahaprabhu imself BhaktiSiddhanta Saraswati Maharaj started a few years ago, the work of propagating the high religion which was so long being attempted to be expressed by the vast legion of religious scriptures of our country and the great Mahajans who had gone before, but was reserved for Krishna Himself, having descended on earth under the name of Sri Krishna Chaitanya, in due fulfilment of the prediction of the Vedas, to express it fully. So far his efforts have been crowned with great success. At Mayapur itself an exceedingly nice temple on a beautiful site has been erected and many other institutions like a high school, a Tol for the teaching of religious scriptures and chairs of representatives of all the four Vaishnava Sampradayas have been established. At present a huge building is being built at Mayapur which is likely to cost about 3 lakhs of rupees. At Calcutta a big Math has been built at a cost of more than 4 lakhs. About 48 other Maths have been established throughout the length and breadth of India such as those at Madras, Bombay, Puri, Muttra, Brindaban, Kashi Prayag and Delhi. In foreign countries also missionary work is being carried on through competent Sannyasins. In England and Germny the wark of Gaudiya Math has attracted the notice of of a large number of men of culture, light and leading. Their Majesties the King and Queen of England greeted Bon Maharaj and Tirth Maharaj in an interview and recently in Germany Herr Hitler received Bon Maharaj as a state guest. Bon Maharaj has been creating excellent impression on the minds of the Germans by delivering discourses and speeches in the universities and other important centres. His Excellency the Governor was highly pleased to visit Mayapur, and on the occasion of the said visit he delivered the following speech :—

('ইণ্ডিয়ান নেশনে' প্রকাশিত গবর্ণরের বক্তৃতা আগামী বারে প্রদত্ত হইবে)

শুদ্ধভক্তি মঠসমূহ

১। শ্রীচৈতন্যমঠ

(আকর-মঠরাজ)

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীমহাযোগপীঠ হইতে প্রায় ৩০০ ধনু উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীরূপসরোবরে আচার্য্যবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রী মঠ বিরাজমান। এই স্থান সারস্বত-তীর্থ, পরাবিদ্যাপীঠ বা সাত্বতভজনস্থলী। এই মহাতীর্থে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের,অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং তথায় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর ও সাত্বত সাম্প্রদায়িক-আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্য বিগ্রহের সহিত নিত্য সেবিত হইতেছেন। এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র 'নদীয়া-প্রকাশ', সাত্বত-সম্প্রদায়ে অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠীসহ কীর্ত্তন-প্রচারমুখে মহামহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রক্ষক —শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত সুনির্ম্মল ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ভক্তমন্দিরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবিনোদানন্দজীউ সপার্ষদে নিত্য সেবিত হন। 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছেন। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, সপ্রস্থান-চতুষ্টয়-বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত,শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লীলা ও তত্ত্বগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা হয়। এই মঠ হইতে মহানগরীর সর্ব্বত্র হরিকথা-প্রচার, মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ব্যাখ্যা ও সঙ্কীর্ত্তন-মহা-মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হয়। মঠরক্ষক—মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ। এখানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহ শ্রীগৌরনারায়ণ এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা তথা শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোবিদ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস বা শ্রীগৌর লীলার রাসস্থলী এখানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও পঞ্চতত্ত্বের সেবা বর্ত্তমান, রক্ষক— শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিভূষণ।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

(৭) কাজীর সমাধি-পাট

(সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর নদীয়া)

এই স্থানে শ্রীগৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি। রক্ষক—শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক।

(৮) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও রাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, (বৰ্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা। রক্ষক—শ্রীমদনমনোহর ব্রহ্মচারী।

১০) মোদদ্রুম-ছত্র "গৌড়ের নৈমিষ"

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বৰ্দ্ধমান)।

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজবাসী, ভক্তিভূষণ।

(১১) ভেতিয়া কুঞ্জকানন

শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী,

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী।

(১২) কুঞ্জকুটীর

—পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রক্ষক—শ্রীঅমৃতানন্দ অধিকারী

(১৩) ভাগবত-আসন

—পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

এই স্থান হইতে ভাগবতসিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়। রক্ষক— শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৪) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীরমানাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামী ভক্তিস্বভাব।

(১৫) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীচারকিশোর ব্রজবাসী।

(১৬) মাধবগৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, পোঃ ঢাকা

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র। এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কৃষ্ণরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ।

(১৭) গোপালজীউমঠ

—কমলাপুর,(ঢাকা)

গোপালজীর শ্রীবিগ্রহের প্রাচীন সেবা বিরাজমান। রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস ব্রজবাসী,

(১৮) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)।

এখানে শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গের নিত্য সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

(১৯) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

রক্ষক—মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীসজ্জন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল।

(২০) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, (হাওড়া)

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রজবাসী

(২১) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্য-সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক —শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

(২২) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকোণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম

এখানে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৩) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

এখানে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক— শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত।

(২৪) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক— শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী।

(২৫) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাঁশগলি, পোঃ উড়িয়াবাজার, (কটক)

এখানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—মহামহোপদেশক শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর পুরী,

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক— শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন।

(২৭) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

এখানে শ্রীগৌর-বিনোদমাধবজীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীগদাধর অধিকারী

(২৮) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মাগিরি, (পুরী)

শ্রীগৌড়ীয়নাথের ও শ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীবিপিনবিহারী দাসাধিকারী।

(২৯) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। মঠরক্ষক—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী ভক্তিলোচন।

(৩০) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২নং কালিদপুরা, বেনারস সিটি

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী।

(৩১) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় শ্রৌতী

(৩২) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর

এখানে শ্রীভাগবত পাঠশালা ও গৌরবিনোদ-বিলাসজীর সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীসত্যনারায়ণ দাসাধিকারী।

(৩৩) কৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

এখানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হয়। রক্ষক—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী

(৩৪) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠ

বিশ্রামঘাট মথুরা

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক

(৩৫) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ—শ্রীরাধাকুণ্ড

রক্ষক—শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী

(৩৬) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৩৭) গোষ্ঠবিহারী মঠ

শেখপুরা, পোঃ কোডোল, জেলা গুরুগাঁও (পাঞ্জাব) রক্ষক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ব্রহ্মচারী।

(৩৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবা। রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ তুর্য্যাশ্রমী

(৩৯) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, কর্ণাল।

এখানে গৌরবিনোদরায়ের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীননীগোপাল অধিকারী।

(৪০) সারস্বত-গৌড়ীয় মঠ

হরিদ্বার সাতারণপুর, ইউ, পি

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি

(৪১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা। রক্ষক—শ্রীপাদ ভগবানন্দ ভক্তিবিকাশ।

৪২) বোম্বে-গৌড়ীয়-মঠ কার্য্যালয়

প্রোক্টার রোড, চৌটানি বিল্ডিং, বাংলো নং ১, বোম্বে ৭

রক্ষক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা মজুমদার।

(৪৩) অমরসি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরসি, মেদিনীপুর

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম

(৪৪) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ।

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী

(৪৫) পাটনা গৌড়ীয় মঠ

১০০ মিঠাপুরা, পাটনা।

রক্ষক—শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী রাগভূষণ

(৪৬) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ বালেশ্বর

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী

(৪৭) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

৩ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডাব্লিউ ৭, লণ্ডন

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ।

(৪৮) বার্লিন গৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়

Berlin W. 30

Eisenacher strasse 29 L.

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধহইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৬। ভাষ্য-বৃত্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪
। জৈবধর্ম্ম ২৲
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৲
। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ৲
। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৮। ভজন-রহস্য ॥০
৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ ও (বাঁধা) ১৲
০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
৩। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
৪। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৶০
৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶
৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
১। গীতমালা ৴১০
২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৬। শরণাগতি ৴০
৭। গীতাবলী ৴০
৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৯। সাধনকণ ৴০
০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক ০
৪২। অর্চ্চনপঞ্চক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৫। অর্চ্চনকণ ৶১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃত্তি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্
৬০। তত্ত্বসূত্রম্
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৬৩। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি ॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬৯। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭১। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। হরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আবেলয়েড ডিভোসন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টেরনাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	৫ যে দাবীর জন্যসম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
২৩ R. P, ৩৬.৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		আর পালচৌধুরী	নিবারণ চন্দ্র কাপালি দিং	১৮৷৹	১৮৷৩৷৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া	৬৭৩ খতিয়ান	১ ১০শঃ	৬৸৵৹	আর পালচৌধুরী
১৭৭ R P, ৩৪৷৩৫		ঐ	পূর্ণচন্দ্র জহরী	৬১/৯	২২৷৩৷৩৫		থানা ঐ মৌজে মহেশগঞ্জ	১১৯ (১) খতিয়ান	-৩৫শঃ	১০৲	
১০৪ N R, ৩৪.৩৫		সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	সুকুমারী দেব্যা	১২৫৸৵১	২৩৷৩৷৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী খাজনা বৃদ্ধিযোগ্য	থানা চুয়াডাঙ্গা মৌজা জবামুখী	১৯০ খতিয়ান	৩০৫-৪৯	১২৪৷৵৩ নিজ ১৩৵৩	সৌরীশচন্দ্র রা বাহাদুর
১৩৫ R. P, ৩৪৷৩৫		আর পালচৌধুরী	হাজারীমণ্ডল দিং	৮৷৵৹	২৩৷৩৷৩৫	রায়তি মোকররী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে হটলী	৩৮১ খতিয়ান	-২৪শঃ	৸৹	আর পালচৌধু
১৭ A. p. ২৪৷৩৫		এ, পালচৌধুরী	পূর্ণকাপালি	৫৯.৩	২৫৷৩৷৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে গঙ্গাপ্রসাদ	৮০ খতিয়ান	১ ৬৭শঃ		এ, পালচৌধু
৮৭২ K. p. ৩৩৷৩৪		কৃষ্ণপ্রমদা দাসী	অমূল্যকুমার ঘোষাল দিং	৪৯৸/৮	২৫৷৩৷৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা চাকদহ মৌজা তাতলা	২৪৮ ও ২৪৯ খং ২১৪-২২৯ ৪৫৮ ৪৭৭		৩৪৵১৯	কৃষ্ণপ্রমদা দা
৮৮৪ K, p, ৩৩৷৩৪		ঐ	ঐ	৫২৵৹	২৫৷৩৷৩৫	ঐ	থানা চাকদহ মৌজা তাতলা	১৫৩ খতিয়ান অধীনস্থ:৫৪-২১৩		৮১৷৭	ঐ

শ্রীধাম মায়াপুর টেলিগ্রাম—
ঠিকানা—পোঃ 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-[illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে মাঘ, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

হিন্দুর দেবপূজায় মুসলমান কর্ত্তৃক বাধা

মেদিনীপুর পল্লীঅঞ্চলের বাঁকি চাউনী নামক গ্রাম হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের ফলে একটি ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত হইতে ঐ স্থানটী রক্ষা পাইয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ গ্রামে একদল হিন্দু সত্যনারায়ণ পূজায় ব্যস্ত ছিল এমন সময় একদল মুসলমান ঐ পূজা বন্ধ করিতে বলে। তাহারা উহাতে স্বীকৃত না হইলে মুসলমানগণ বলপূর্ব্বক পূজা হইতে তাহাদিগকে বিরত করে। ইহাও প্রকাশ যে, পুরোহিতের উপরও বলপ্রয়োগ করা হয়। পুলিশের নিকট এই সম্পর্কে অভিযোগ করা হইলে সহরের ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায়সাহেব জগদীশচন্দ্র মণ্ডল তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং পুলিশ পাহারায় পূজা সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে পুলিশ আরও তদন্ত করিতেছে।

ডাকাতির অপরাধে চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

নোয়াখালীর সহকারী দায়রা জজ মিঃ এস্ সি চক্রবর্ত্তী জুরীদের সহিত সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে যতীন্দ্রকুমার ভক্ত নামক এক ব্যক্তিকে চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তাহার সহিত অভিযুক্ত অপর আসামী গুরুচরণ মাঝিকে মুক্তিদান করেন। রামগঞ্জ থানায় হত্যাভিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। আসামী যতীন্দ্র ভক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং অপরাপর কয়েক ব্যক্তিকে ঘটনায় জড়িত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করে; কিন্তু বিচারের সময় উহা প্রত্যাহার করা হয়। আরও ছয়টি ডাকাতি সম্পর্কে আসামীদ্বয় ইতোপূর্ব্বে দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া দণ্ডভোগ করিতেছিল।

—

ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রভুর ৯০ হাজার টাকা অপহরণ

লাহোরের জনৈক অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নয় হাজার টাকা অপহরণ সম্পর্কে তাঁহার জনৈক ভৃত্য স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দুইবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। চুরির সহিত সংশ্লিষ্ট অপর ভৃত্য এখনও ফেরার।

প্রকাশ, আসামী দুইজন মনিবের ভূগর্ভ-রক্ষিত নগদ ৬ হাজার টাকা ও পরিবারের মহিলাদের তিন হাজার টাকা মূল্যের গহনা সহ পলায়ন করিলে গৃহস্বামী প্রথমতঃ কেবলমাত্র গহনা চুরির কথা পুলিশে জানাইয়াছিলেন। তিনি প্রথম কল্পনাও করেন নাই যে, তাহার ভূগর্ভস্থ অর্থও অপহৃত হইয়াছে। আদালতে মামলার শুনানী কালে ধৃত আসামীর জবানবন্দীতে ঐ চুরির কথা প্রকাশ পায়। অবিলম্বে পুলিশ তদন্ত করিয়া ধৃত আসামীর বাড়ী হইতে বারশত এবং অবশিষ্ট টাকা ফেরারী আসামীর বাড়ী হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

স্কুলের ২৫হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের মহম্মদ নায়েক জুবিলি ইনষ্টিটিউশনের তহবিল হইতে ২৫হাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে উহার সম্পাদক চৌধুরী গোলাম গফুর এবং ক্যাশিয়ার গোলাম রসুল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গত শুক্রবার তাহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

মিঃ জে এন মিত্র মামলার উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, প্রথম আসামী ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র। স্কুল ও উহার সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রতিষ্ঠাতা এক ট্রাষ্ট গঠন করেন। ১৯৩১ সালে প্রথম আসামী ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক স্কুলের সম্পাদক নিযুক্ত হয়। স্কুলের নামে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট আফিসে তিনটি হিসাব খোলা হইয়াছিল। প্রথম আসামীকে ঐ সমস্ত হিসাবে টাকা জমা দিবার ও উঠাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ যে, সে দ্বিতীয় আসামীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ২৫০০০ টাকা উঠাইয়া লইয়া আত্মসাৎ করে।

মামলার শুনানী ৫ই ফেব্রুয়ারীর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে। আসামীদ্বয় জেল হাজতে আছে। মেসার্স এন, ব্যানার্জ্জি, এস হাসান, বিজয়কুমার লাহিড়ী ও প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী আসামী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

—

পার্লিয়ামেণ্ট মেম্বর মিঃ এইচ কে হেল্‌সের বক্তৃতা

পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য মিঃ এইচ কে হেলস্ দিল্লিতে আসিয়াছেন। জনৈক সাংবাদিকের নিকট জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে তিনি বলেন, "লণ্ডনের কোনও তৃতীয় শ্রেণীর দর্জির নিকট হইতে কীভ তৈয়ারী পোষাকবিশেষ ভারতবর্ষের গায়ে এই পোষাক ছোট হইবে; তাহার হাত পা বাহির হইয়া পড়িবে। গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় পর্য্যায়ের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া হোয়াইট পেপার ও জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট পর্য্যন্ত সমস্তই ছাটিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর আবার ভারতবর্ষের মতামত জানিতে হইবে এবং ভারতবর্ষের জন্য যাহা করিবার তাহা ভারতবর্ষেই করিতে হইবে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় যদি ভারতবাসীদের প্রকৃত সম্মতি লাভ করিতে হয়, তাহাহইলে ভারতবর্ষেই একটি চুক্তি করিয়া ভারতবাসীদের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। দূরবীক্ষণ দিয়া ভারতবর্ষের দিকে চাহিবার দিন অতীত হইয়াছে! ইংলণ্ড যাহা করিতে চায়, তাহা করিতে হইলে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে হইবে এবং অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে হইবে। তরবারির জোরে ভারতবর্ষ শাসন যেরূপ অসম্ভব, তেমনি আইন করিয়া ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব আদায় করাও অসম্ভব।

—

স্ত্রীলোক ও চোরে লড়াই

একটি হিন্দুস্থানী রমণী গত ডিসেম্বর মাসে কি ভাবে ৪ জন চোরের সহিত লড়াই করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দেয় সেই কাহিনী ডুমারও হইতে তাহার একটী বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ৪ জন লোক ডুমরাওঁ এর ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতে প্রবেশ করে। ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী তখন ঐ ঘরে একা ছিলেন, শব্দ শুনিয়া তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠেন।

ঐ ঘরে একখানা তরবারি ঝুলিতেছিল। স্ত্রীলোকটি ঐ তরবারি লইয়া লোকগুলিকে বাধা দেয়। লড়াই করিবার সময় একজন চোর তরবারির আঘাত প্রাপ্ত হইলে, সকলেই ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ১৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৪শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার } ২৮৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অষ্টম সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামী মহোদয় গত ২৫শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া তৎপর-দিবস প্রাতঃকালে বারাণসী নগরীতে উপস্থিত হন; তথায় ২৬শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গত ২৭শে জানুয়ারী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। তথায় গত ২৮শে জানুয়ারী শ্রীরূপশিক্ষা ব্যাখ্যা করেন ও তৎপরদিবস প্রাতঃকালে আগ্রাভিমুখে রওনা হন।

আগ্রা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় রওনা হইয়া উক্ত ২৮শে জানুয়ারী তারিখেই মথুরা বিশ্রামঘাটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ কার্য্যালয়ে উপস্থিত হন। গত ৩০শে জানুয়ারী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু মথুরার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারী সহ মথুরা গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, শেষশায়ী, কোশী-কল্যাণ প্রভৃতি হইয়া ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই প্রচারার্থ গোয়ালিয়র রাজ্যে উপস্থিত হইবার কথা।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ গত ২৯শে জানুয়ারী অবধি গৌড়ীয়মঠ হইতে কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছেন। তিনি গত ১লা ফেব্রুয়ারী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক শ্রবণ-সদনে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ প্রাত্যহিককাল শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভুর "মহাপ্রকাশ" ও 'বরদান', এবং "শ্রীধরের সহিত প্রেমকলহ" ও "শ্রীধরকে মহাপ্রভুর কৃপা", "শ্রীধরের স্তুতি" প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অর্দ্ধোদয়-যোগোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে মফঃস্বল হইতে ৬ লক্ষ যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। যাত্রি-সংখ্যা ঠিক কত হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা না গেলেও একথা ঠিক যে গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কোনও যোগোপলক্ষে বাহিরের এত লোক কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হন নাই। শুদ্ধভক্তির কেন্দ্র কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে উক্ত যোগোপলক্ষে প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রি শ্রীমন্দিরদর্শনার্থ আসিয়াছেন। শ্রীমঠের সেবকগণ সেই সময় যাত্রিগণের নিকট মহাপ্রভুর মহাবদান্য-লীলার বিষয় অহর্নিশ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

বিগত ১৯শে মাঘ শনিবার শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দজিউর সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীভাগবত-শ্রবণ-সদনে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত-দশম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা-বর্ণনপ্রসঙ্গে কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের ভক্তিবিষয় আলোচনার অধিকার নিরূপণ পূর্ব্বক বলেন যে, কৃষ্ণলীলা অবৈধভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে জড়রসসম্ভোগ ও মায়িক অহঙ্কার বা অহংগ্রহোপাসনা বর্দ্ধিত হয়। কর্ম্মিগণ কল্পকল্পিত ত্রিতাপ যন্ত্রণা দূরীকরণে অথবা ক্ষয়িষ্ণু পুণ্য-লালসায় যে দান, ব্রত, স্নান, তপঃ ইত্যাদির আবাহন সাময়িক লৌকিক অনুষ্ঠান করেন তাহা "কুণপ-গৌরব" এবং জ্ঞানিগণের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রচ্ছন্ন ভোগপ্রবৃত্তি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকায় তাঁহাদেরও এই সকল অনুষ্ঠান "বেণুধ্মামিবানলঃ।" কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তিমার্গাবলম্বনে নিখিল উত্তাপ "নীহার-মিবভাস্করঃ" এর ন্যায় বিলুপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সেবামূলে ভক্তের অখিল প্রচেষ্টা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আচার্য্য শ্রীপশুপতি উপাধ্যায় আনন্দ-গদগদচিত্তে যে "[illegible]" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত ভক্তিমার্গের উপাদেয়তা উপলব্ধি করেন, তাহাও প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে বর্ত্তমানে অর্দ্ধোদয়-যোগে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষিগণের যে কামনামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, তাহা গর্হণ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তিসদাচারে হরিস্মরণ ও কীর্ত্তনরূপ বর্ত্মায় অবগাহনই যে আত্মকল্যাণার্থীর একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা বিশদরূপে বর্ণন করেন। অবিদ্যাপীড়িত জনগণের কামনামূলক স্নান-দানাদিতে অবিদ্যা দূর না হইয়া অনেক সময় অহঙ্কার বৃদ্ধি পায় ও তাহাতে সঙ্কীর্ণ-কর অহংগ্রহোপাসনার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত অহংগ্রহোপাসনার প্রতীক-স্বরূপ হিরণ্যকশিপু। ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র আলোচনা করিয়া পাঠক-মহোদয় যুক্তি ও বিচারমূলে দেখান যে ভক্তির মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনে উদ্ভূত হওয়ায় হিরণ্যকশিপুকে ভক্তাবমবিনাশকারী শ্রীনৃসিংহদেব বধ করেন। ভগবানের অপ্রাকৃত-লীলামুগ্ধ সেবকগণের ভগবদিন্দ্রিয়-তোষণ-প্রচেষ্টার সর্ব্বোপাদেয়তা ও ক্ষয়িষ্ণু পুণ্যকামিগণের দুষ্কৃতীতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং ভগবৎসেবা-সুখে মগ্ন থাকার সার্থকতা সম্বন্ধে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বলেন :—

"সেই ত সুমেধা আর কলিহত জন।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"

পাঠান্তে শ্রীপাদ ভক্তিবিগ্রহ প্রভু তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতকণ্ঠে "জয় হরিনাম জয়" এ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অর্দ্ধোদয়-যোগোপলক্ষে সমাগত শত শত ব্যক্তি চিত্রার্পিতের ন্যায় পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হ'ন।

গত ১৫ই মাঘ (১৩৪১) ২৮শে জানুয়ারী ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় [illegible] ভক্ত [illegible] দিঘুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর সাহা মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় হইতে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ মাঘৰ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৮

গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা

অমাবস্যা, পূর্ণিমা, গ্রহণ প্রভৃতি উপলক্ষে আমরা সহস্র সহস্র যাত্রীকে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য আসিতে দেখিয়া থাকি। যোগের মাহাত্ম্য যদি কিছু বেশী থাকে তাহা হইলে যাত্রীর সংখ্যা যে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায় তাহা আমরা গত অর্দ্ধোদয়-যোগে দেখিতে পাইয়াছি। যাঁহারা অর্দ্ধোদয়-যোগে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই অর্দ্ধোদয় যোগ কি, তাহাতে স্নান করিলে কি ফল হয়, প্রভৃতি যে জানেন, তাহা নহে ; তবে এইটুকু জানেন যে, এই যোগে স্নানের ফল খুব বেশী। সেই ফললাভের আশায় আশান্বিত হইয়াই অধিকাংশ যাত্রী গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিলেন।

গঙ্গাস্নানার্থিগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; এক শ্রেণী স্নান করিতে আসেন যাহাতে পাপ বিধৌত হইয়া রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক ইহ-সংসারে জীবিতকালে সুখে-স্বচ্ছন্দে অবস্থান এবং জীবনান্তরকালে স্বর্গসুখাদি ভোগ করা যায়। ইঁহারা কাম্য-সাফল্যে আকাঙ্ক্ষিত। আর এক শ্রেণী আসেন, যাঁহারা ইহজগতে বা স্বর্গাদি মায়িক লোকে কর্ম্মজনিত নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই জানিয়া কর্ম্মত্যাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদীতীরে, কাননে কান্তারে ভ্রমণ পূর্ব্বক জীবাত্মার বিনাশকর জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের বস্তুতঃপক্ষে গঙ্গাস্নানে আন্তরিক বিশ্বাস না থাকিলেও যদি বা স্নানের ফলে উক্ত জ্ঞানালোচনায় কোনও একটু সুবিধা হয়, সেই আশার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের কেহ কেহ গঙ্গাস্নান করিতে আসেন। ইঁহাদের সংখ্যা কর্ম্মিগণের তুলনায় যে খুবই কম, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর তৃতীয় প্রকারের স্নানার্থীর স্নানের উদ্দেশ্য—বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাদেবীর যথাযোগ্য পূজা করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করা ; ইঁহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।

—

ব্রাহ্মদর্শনে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ ব্যক্তিই গঙ্গার পূজা করিয়া থাকেন ; কিন্তু ভক্ত ব্যতীত অপর দুই শ্রেণীর পূজা প্রকৃত-পূজা নহে। অহৈতুকভাবে পূজ্যের আনন্দ-বিধানই 'পূজা'-শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িগত অর্থ। কোন কামনা লইয়া পূজা করিলে পূজা হয় না, একটা বণিগ্‌বৃত্তির অভিনয় হয় মাত্র। ভক্তের পূজায় ঐ প্রকার বণিগ্‌বৃত্তির স্থান নাই। পূজ্যবস্তুর পূজাই পূজকের কর্ত্তব্য, পূজ্যবস্তুর নিকট পূজার বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা করিলে পূজা হয় না—এই বিশুদ্ধ-

থাকেন। যাঁহারা শুদ্ধভক্তের নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা কখনও স্বর্গসুখকর পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য গঙ্গাস্নানে প্রধাবিত হইবেন না, যাঁহারা শ্রীহরিনামের চরণাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ঐপ্রকার পুণ্যসঞ্চয়ের পিপাসা থাকিতে পারে না ; যদি থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেস্থলে শ্রীহরিনামের চরণাশ্রয় হয় নাই, নামাপরাধ হইতেছে মাত্র।

—

যাঁহারা গৌরবিহিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর শ্রীচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা "যজ্জাম্বুভিঃ কৃপণে" শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ সুরধুনীতে অবগাহন ও নিত্য নিমজ্জিত থাকাকেই প্রকৃত গঙ্গাস্নান বলিয়া জানেন। এই প্রকৃত স্নানের সন্ধান যাহাদের নিকট পাওয়া যায়, সেই একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের চরণরজে অভিষিক্ত হওয়াই সৌভাগ্যের লক্ষণ। ভক্তগণ তাহাতেই অর্থাৎ বৈষ্ণবচরণ-রেণুতে স্নাত হওয়াতেই তৃপ্তলাভ করিয়া থাকেন। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তমঠাকুর গাহিয়াছেন :—

* * *

"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম ॥
বৈষ্ণব-চরণ-জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণবচরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥

* * *

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ
সেই মোর বসন ভূষণ ॥"

বৈষ্ণবের পদরজঃ, পদজল ও উচ্ছিষ্টের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া গঙ্গাস্নানে প্রধাবিত হইলে কিছুতেই গঙ্গাদেবীর আনন্দ হয় না, কারণ শ্রীগঙ্গাদেবী যে মুরারির চরণ হইতে নির্গতা হইয়াছেন, সেই মুরারির নিবাস বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে। সুতরাং বৈষ্ণব-অনাদরে মুরারিরই অনাদর বলিয়া বৈষ্ণব-অনাদরকারীকে গঙ্গাদেবী কখনও কৃপা করিতে পারেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবের চরণরজঃ, চরণধূলি ও উচ্ছিষ্টই আমাদের নিত্যস্নানের বিষয় হউক। এই দিনে স্নাত হইতে পারিলে পরমার্থ-প্রদায়িনী সুরধুনীর প্রকৃষ্ট পূজা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ-তরুর মূল কোথায় ?

মূল হইতেই বৃক্ষের উৎপত্তি। সুতরাং কৃষ্ণকল্পবৃক্ষ যে মূল হইতে আবির্ভূত হয়, সেই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ মূলের অনুসন্ধান পাইলে ভাগ্যবান্‌মাত্রেই তন্মূলে শ্রবণকীর্ত্তনরূপ জল-সেচনমুখে কৃষ্ণবৃক্ষের দর্শন বা সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইতে পারে। সেইজন্যই আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কৃষ্ণরূপ কল্যাণকল্পতরুর মূলের সন্ধানলাভে জীবনপাত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। মূল, বৃক্ষেরই একটী প্রধান অভিন্ন অঙ্গ ও বৃক্ষের জীবনস্বরূপ, এমন কি মূলকে বৃক্ষের পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃষ্ণ-বৃক্ষের মূল অর্থাৎ যাঁহা হইতে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন সেই প্রকাশবিগ্রহই কৃষ্ণবৃক্ষেরই একটি প্রধান অঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ কৃষ্ণেরই অভিন্ন-বিগ্রহ—কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন। মূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষ যেমন সতেজ থাকে, মূলে জল দান ব্যতীত যেমন বৃক্ষটীকে রাখা যায় না, কৃষ্ণের মূল বা কৃষ্ণজনক নন্দাদির সেবায় উদাসীন হইলেও সেইরূপ কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

বৃক্ষের সেবা করিতে হইলে বা বৃক্ষের সম্বর্দ্ধনবিধান করিতে হইলে বৃক্ষের মূলে জলদান ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। কারণ বৃক্ষ মূল হইতেই খাদ্যাদি গ্রহণ করিয়া সতেজ থাকে। কৃষ্ণসেবারও এইরূপ একটা দিগ্‌দর্শন করা যাইতে পারে। বৃক্ষ যেমন সাক্ষাদ্ভাবে সেবা গ্রহণ না করিয়া সেবকপ্রদত্ত জলাদি উপাদান প্রধান সেবক মূলের নিকট হইতেই সাক্ষাদ্ভাবে সেবা গ্রহণ করিয়া থাকে বা মূলই বৃক্ষের প্রধান সেবকরূপে অবস্থিত থাকিয়া অপরের প্রদত্ত দ্রব্যাদি বৃক্ষের সেবায় নিযুক্ত করে, কৃষ্ণ-তরুর মূলও সেইরূপ কৃষ্ণাভিন্ন সেবক-কৃষ্ণরূপে সতত ভগবানের নিত্যসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সেবাকাঙ্ক্ষী সকলকে ভগবৎসেবাধিকার প্রদান করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাদের সেবা স্বয়ং গ্রহণের অভিনয় করিয়া তাহা বৃক্ষের মূলের ন্যায় কৃষ্ণবৃক্ষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া কল্যাণকল্পতরু-স্বরূপ কামদেব কৃষ্ণের কামপরিপূরণ করেন। বৃক্ষমূল যেমন নিজে ভোক্তা নহে, কৃষ্ণবৃক্ষমূল শ্রীগুরুও তদ্রূপ ভোক্তা নহেন পরন্তু কৃষ্ণ-সেবক। কৃষ্ণমূলই কৃষ্ণবৃক্ষের জীবন হওয়ায় —কৃষ্ণমূল কৃষ্ণবীজেরই অন্য একটি রূপ হওয়ায় কৃষ্ণ একমাত্র মূলকেই পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা, দাস বা কান্তা জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট সেবা গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। কৃষ্ণবৃক্ষের মূল, জীবন বা জনকস্বরূপ অন্তরঙ্গ সেবকের আবশ্যকতা স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রকাশবিগ্রহের সেবা বা তদাদেশপালনমুখে কৃষ্ণসেবা না করিয়া—মূলে জল না দিয়া সাক্ষাদ্ভাবে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বা কাণ্ডে জলদানের ন্যায় স্বাধীনভাবে কৃষ্ণসেবার অভিনয় করিলে গুরু-ভগবানে ঐকান্তিকতার অভাবহেতু কৃষ্ণসেবা হয় না—সে-সব। কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। তাই বলিতেছিলাম, শ্রীগুরুদেব ব্যতীত এই কৃষ্ণতরুর মূল আর কে ?

বীজ হইতেই মূলের উৎপত্তি এবং এই মূল হইতে বৃক্ষের প্রকাশ। অনাদিরাদি সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণবীজ হইতেই কৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগুরুমূলের 'প্রকাশ' অর্থাৎ লীলা-বিলাসার্থ কৃষ্ণেরই দুইটী রূপ ধারণ—একটী ভোগ্য-কৃষ্ণ আর একটী ভোক্তা-কৃষ্ণ ; একটি সেবককৃষ্ণ, একটি সেব্যকৃষ্ণ ; একটী গুরু-কৃষ্ণ, একটী গৌরকৃষ্ণ ; একটী মূল, একটী মূলাধার ; আবার একটী মূল ও অপরটী কৃষ্ণতরুস্বরূপ। গুরুকৃষ্ণ কৃষ্ণেরই পরমশ্রেষ্ঠ অভিন্নবিগ্রহ। ইনি তৎপ্রাণনাথ কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ হওয়ায় জীবমঙ্গলার্থ কৃষ্ণকে সকলের হৃদয়ে প্রকাশ করা, প্রত্যেককে কৃষ্ণোপলব্ধি করান বা সকলকেই কৃষ্ণ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করা তাঁহার একটী কার্য্য বলিয়া তিনি আচার্য্য-বেশ গ্রহণ পূর্ব্বক জীবগণকে কৃষ্ণনাম-মন্ত্র-প্রদানমুখে কৃষ্ণতরুর মূল গুরুসেবার কথা নিজে আচরণ পূর্ব্বক শিক্ষা দিয়া থাকেন। সুতরাং মূল হইতে বৃক্ষোৎপত্তির ন্যায় গুরু-মূল হইতেই অর্থাৎ গুরুসেবা বা গুরুকৃপা-প্রভাবেই কৃষ্ণবৃক্ষের আবির্ভাব, কৃষ্ণকৃপা-বা কৃষ্ণসেবা লাভ সম্ভব। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু "গুরুপ্রসাদো হি স্ব-স্ব নানা-প্রতীকারদুস্ত্যাজানর্থহানৌ পরমভগবৎ-প্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্।" অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকার দ্বারা দুষ্পরিহার্য্য অনর্থ-সমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরমানুগ্রহ-বিষয়ে মূলস্বরূপ—প্রভৃতি মঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণ-কৃপালাভের—কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিবার একমাত্র চরম ও পরমোপায় কৃষ্ণ-তরুর-মূল গুরুকে নিত্যপূজ্যরূপে, প্রাণ, জীবন, ভূষণ ও একমাত্র অবলম্বনরূপে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদাদেশ পালনরূপ কৃষ্ণমূল-সেচন অর্থাৎ গুরুসেবার দ্বারা গুরুদেবতাত্ম হইয়া গুর্ব্বানুগত্য বা রাধানুগত্যেই কৃষ্ণসেবা সম্ভব বা সহজলভ্য, "তস্মাদজ্ঞ ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে" অর্থাৎ গুরুসেবা ব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না, এসব কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥" বৈষ্ণবপ্রবর শিবের এই বাক্যও উপরিউক্ত বাক্যের সমর্থন করিতেছে।

মূলকে বৃক্ষের একমাত্র আশ্রয়স্থল না জানিয়া অজ্ঞানবশতঃ মূল কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে যেমন বৃক্ষ বাঁচে না, কৃষ্ণ-তরুর নিত্য আশ্রয় বা নিত্য বসতিস্থল শ্রীগুরু-দেবকে একমাত্র সেবা বা গুর্ব্বাদেশকে কৃষ্ণাদেশ না জানিয়া—শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তরু-মূলের একচেটিয়া সম্পত্তি এবং শ্রীগুরুর নিত্যসঙ্গী এবং খেলার সাথী এবং সেই গুরুদ্বারাই কামদেব কৃষ্ণের পূর্ণ সুখবিধান বা ইন্দ্রিয়তর্পণের যাবতীয় ইন্ধনপ্রদান একমাত্র সম্ভব, অপরের দ্বারা তাহা সম্ভব-পর নহে; শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র আশ্রিতবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের নিকটেই সাক্ষাদ্ভাবে সেবা-গ্রহণে ইচ্ছুক, অন্য কাহারও নিকট সেবা-গ্রহণের আন্তরিকী ইচ্ছা তাঁহার নাই—তবে শ্রীগুরুদেব অনুরোধ করিলে তদনুগত সকলের নিকট হইতেই তিনি (কৃষ্ণ) সেবাগ্রহণ না করিয়া পারেন না, সুতরাং বৃক্ষের মূলে জলসেচনের ন্যায় কৃষ্ণবৃক্ষের মূল-স্বরূপ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপ-দেশক, ভগবৎ-প্রকাশক, ভগবৎ-প্রকটভূমি, ভগবজ্জনক, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের সেবাই কৃষ্ণসেবা, গুরুসেবামুখে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অর্থাৎ সেবক-ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণসেবার উপকরণ-স্বরূপ হওয়া ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই ইত্যাদি মঙ্গলময় উপদেশে স্থিরচিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ে স্থান পায় না। 'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥' প্রভৃতি ভাগবত-বাক্যই ইহার সাক্ষ্য প্রদানপূর্ব্বক এই বাণীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

কৃষ্ণভজন করিবার ইচ্ছা যে কাহারও নাই একথা আমরা বলিতে চাহি না। তবে সংখ্যায় অল্প হোক আমাদের বক্তব্য। এই কৃষ্ণভজন কিন্তু আমরা জানি না সুতরাং এই অজ্ঞাত কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণজনগণ যেভাবে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই আমাদের পালনীয়। কিন্তু শাস্ত্রানুগত না হইয়া একদেশদর্শি-বিচারে আবদ্ধ হইলে—মূলকে হৃদয়ে ধারণ বা রোপণ না করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণোপলব্ধি বা কৃষ্ণধারণা বা কৃষ্ণানুরাগ-লাভের চেষ্টা করিলে তাহা বৃথা হইবে। আমরা যদি একটু স্থিরচিত্তে নিম্নলিখিত শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে গুরু-নিত্যানন্দধনে ধনী হওয়াই যে সর্ব্বসিদ্ধিলাভের উপায় ইহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবেই হইবে?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

আব্রহ্মস্তম্ব সকলের মূলস্বরূপ অচ্যুত কৃষ্ণের সেবা করিলে দেবপিত্রাদি সকলের সেবা হইয়া যায়, ইহাই এই শ্লোকের অর্থ, কিন্তু সর্ব্বমূলমূল কৃষ্ণতরুরও মূল-স্বরূপ যিনি অর্থাৎ যাঁহার কৃপাতেই কৃষ্ণতরুর আবির্ভাব বা উদয়, সেই গৌরকরুণাশক্তি কৃষ্ণ-কৃপাবতার গুরুদেবের সেবা করিলেই—কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম গুরুপাদ-পদ্মকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কৃষ্ণের পরম সন্তোষ লাভ হয়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণের পূর্ণতা সাধিত হয়। শ্লোকের এই মর্ম্মার্থও উপলব্ধি-মুখে সকলেরই আলোচ্য।

আদিগুরু ব্রহ্মার উক্তিতেও আমরা দেখিতে পাই যে, 'যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্, যঃ গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্। গুরুর্যস্য ভবেৎ-তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥ 'হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥'—শ্রীগুরুদেব মনোধর্ম্ম হইতে জীবকে ত্রাণ করেন বলিয়া সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে জীবচিত্ত-হরণ-পূর্ব্বক জীবগণকে কৃষ্ণসেবায় প্রলুব্ধ করিতে এক-মাত্র সমর্থ বলিয়া শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরি-স্বরূপ; সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীহরির এত প্রিয়-তম যে শ্রীহরি কাহারও প্রতি রুষ্ট হইলেও শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন পরন্তু শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে গুর্ব্বপরাধী জীবের আর রক্ষা নাই—অতএব নিত্যকাল সর্ব্বতো-ভাবে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করা বিধেয়। শ্রীভগবানও বলিয়া-ছেন যে প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলে জীবগণ সিদ্ধিলাভ করেন, অন্যথায় অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতি-ক্রমে তাঁহাদের পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মূল জলসেচন পরি-ত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষকে সংরক্ষিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কৃষ্ণকল্পতরুর মূল বার্ষভানবী-অভিন্ন শ্রীগুরুদেবকেই মঙ্গলাদের মূল জানিয়া তৎসেবার অর্থাৎ মূলের সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণানুরাগবিশিষ্ট হইয়া কৃষ্ণোপলব্ধি করিতে তৎপর হইবেন। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণে মতি হইবার আর অন্য উপায় নাই। তাই আজ আমরা সব ছাড়িয়া শ্রীগুরুনন্দকে বন্দনা করিতেছি—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥"

ভীষ্ম

(২)

একদিন তপস্যারত শান্তনু গঙ্গাকূলে গিয়া দেখিলেন,—গঙ্গার গতি যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন,—কে একটী দিব্যকান্তি নবীন বীরপুরুষ বিশাল শরাসন ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে দিব্যাস্ত্রজালে জলপ্রবাহ রোধ করিতেছিলেন! কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য অস্ত্রশিক্ষা! কি সুন্দর দেব মূর্ত্তি! ইনি যে তাঁহারই সেই গঙ্গাদত্ত পুত্র পূত-চরিত্র দেবব্রত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি চত্বারিংশৎ বৎসর তপস্যা করিতেছেন; পুত্রকে শিশু দেখিয়া আসিয়াছিলেন, চিনিবেন কেমনে?

এই সময় স্বয়ং গঙ্গাদেবী দেবাত্মা দেব-ব্রতের হাত ধরিয়া তপস্যা-সংযত শান্তনুর সম্মুখীন হইলেন। রাজা তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্বা বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। এ মূর্ত্তি তাঁহার সেই মানবী মূর্ত্তি নহে—দেবী-মূর্ত্তি। ভাগ্যবান্ মহারাজ দেবীজ্ঞানেই তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। গঙ্গাদেবী কহিলেন,—"মহারাজ, ইনি তোমারি পুত্র দেবব্রত। আমি ইঁহাকে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া সকলের অজেয় করিয়াছি। তুমি পুত্রসহ গৃহে গমন কর। তোমার কষ্ট এখনও শেষ হয় নাই।" দেবী অদৃশ্যা হইলেন। মহারাজও পুত্রসহ হাস্তিনাপুরে গমন করিলেন। তথায় শুভক্ষণে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহারই উপর রাজ্যশাসন-ভার দিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়, সেই দুরন্তা ভোগলালসা, সেই সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী যে আজ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকচ্যুত করিয়া ভূলোকে আনিয়াছে, সে আজও তাঁহার সঙ্গত্যাগ করে নাই! সেই আবার তাঁহাকে রমণীরূপে মুগ্ধ করিয়া বদ্ধ করিল। রাজা একদা যমুনা-তীরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় আবার অমর কন্যার-ন্যায় এক রূপবতী যুবতী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিতা হইল। আবার তিনি মদনকুসুম পুষ্পে, মত্ত উৎসুক ধাবিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ-সৌরভে বন আমোদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,—কামিনী দাসরাজ ধীবরের পালিতা কন্যা; কুমারী পিতার আদেশে ঘাটে তরণী বাহন করিতেছে।

শান্তনু আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই দাসরাজ ধীবরের সদনে গিয়া তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যাটিকে প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ বলিলেন;—"যদি আপনি ধর্ম্ম-পত্নীরূপে আমার কন্যা সত্যবতীকে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, তাহাকেই রাজসিংহাসন দান করিবেন।"

শান্তনু স্মর-শরে একান্ত পীড়িত হইলেও তাঁহার সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র দেবব্রতকে স্মরণ করিয়া ধীবরের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। অতীব মনঃকষ্টে ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সেইদিন হইতেই তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হইল। (ক্রমশঃ)

THE GOVERNOR' SPEECH

Guru Maharaj, pandits and gentlemen :—

I can assure you that it gives me the greatest pleasure to visit the place of birth of Sri Chaitanya and to see for myself the place where you carry on your activities and beneficient works. I knew some-thing of the Gaudiya Math from Swami Bon who met me twice at Calcutta. I saw him recently when I was in England. I heard with great interest from him about his activities there and he handed me a copy of the report of the great work he is doing there. You have told me that the mission exists for the propagation of the universal Gospel of Divine Love. For such persons there is room in every corner of the world and they can expect intellectual and spiritual sympathy in all countries and races from all genuine followers of the Gospel. I thank you for the opportunity you have granted me to-day for visiting the place of birth of Shri Chaitanya and it has been a refreshing experience.

[*The Indian Nation*,]

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) দ্বারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম স্বত্ব	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্রভৃতি (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
৮৮৬ K. P. ৩৩।৩৪ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		শ্রীমতি কৃষ্ণপ্রমদা দাসী	অমূল্যকুমার ঘোষাল	১৫৭॥৯	২৫।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী	থানা চাকদহ মৌজে তাতলা	১০৪-১১৯ খতিয়ান		৩৭৸/৯	শ্রীমতি কৃষ্ণ দাসী
১৫ A. P. ৩৪।৩৫		এ, পালচৌধুরী	নন্দঘোষ	৭৮।০	২৫।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজে গঙ্গাপ্রসাদ	৬৫ খতিয়ান	৩৫শং	১২/৩	এ, পালচৌ
১১ A. P. ৩৪।৩৫		ঐ	বঙ্কুঘোষ দিং	৮২।০	২৬।৩।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজা ঐ	১০২ খতিয়ান	৪-২২	১১৸/৩	
১৩ A. P. ৩৪।৩৫			নিবারণমণ্ডল দিং	৫৮।/৯	২৬।৩।৩৫	ঐ	থানা ঐ মৌজে ঐ	৬৭ খতিয়ান	৩-৬২শং	২০/১১	ঐ
৯০ B. ৩৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী	সন্তোষ দিং	২৬.৫	২৭।৩।৩৫	রায়তি মোকররী	থানা নাকাশিপাড়া মৌজে নগরপোতা	১৫৪ খতিয়ান	২৮শং	৩৸/২	বিভূতি পালচৌ
১৬০ R. P. ৩৪।৩৫		আর্য্য পালচৌধুরী	খাতুন বিবি	১৫৸/০	২৭।৩।৩৫	ঐ	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা চটনী	২৭১ খতিয়ান	৮১শং	১৸/০	আর্য্য পাল
১২ A. P. ৩৪।৩৫		এ, পালচৌধুরী	গোকুল কোটাল দিং	৩৩৸/০	২৭।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা নবদ্বীপ মৌজা গঙ্গাপ্রসাদ	৪৫ খতিয়ান	১-০৮		এ, পাল

টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র। শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়" ৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাধাই ভিক্ষা ৩।০ মাত্র। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে মাঘ, শুক্রবার ১৩৪১, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:•:—

বাঙ্গলার গবর্ণরের বাঁকুড়া পদার্পণ

বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডার্সন ৩রা ফেব্রুয়ারী রাত্রে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রাতে বাঁকুড়া পৌছেন। বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এল বি বারোজ, কালেক্টর রায় টি সি রায় বাহাদুর ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এ, ই, উক্ত ষ্টেশনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। সেন্ট্রাল হলে তাঁহাকে মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডের পক্ষ হইতে মানপত্র প্রদান করা হয়। গবর্ণর সম্মিলিতভাবে ইহার উত্তর প্রদান করেন।

পকেট কাটার চৌর্য্য বস্তুর আত্মসাতের অভিনব উপায় আবিষ্কার

কিরূপে জনৈক ধূর্ত্ত পকেটমারকে বিজ্ঞানের সাহায্যে কাবু করা হইয়াছিল, তাহা বাবুরাও লক্ষ্মণের গ্রেপ্তারের বিবরণে জানা যায়।

প্রকাশ, বাবুরাও খুব বেশভূষা করিয়া শেখ মেমন ষ্ট্রীটের এক স্বর্ণকারের দোকানে যায় এবং স্বর্ণ অঙ্গুরীয় ক্রয় করিতে চাহে। তাহাকে পছন্দ করিয়া লইবার জন্য কতকগুলি অঙ্গুরীয় দেওয়া হয়। বাবুরাও অনেক সময় বসিয়া ঐগুলি পরীক্ষা করিতে থাকে এবং সুযোগ বুঝিয়া একটি অঙ্গুরীয় তুলিয়া লইয়া তৎস্থলে একটি পিতলের অঙ্গুরীয় রাখিয়া দেয়। কিন্তু দোকানের জনৈক কর্ম্মচারী উহা দেখিতে পায়। অল্প সময়ের মধ্যেই বাবুরাও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

অনেক সময় ধরিয়া তল্লাসীর পরও লোকটির কাছে কোন অঙ্গুরীয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও তাহার উপর পুলিশের সন্দেহ থাকে। তাহাকে জি টি হাসপাতালে লইয়া রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং তাহার পাকস্থলীর মধ্যে অপহৃত অঙ্গুরীয়টি পাওয়া যায়। বাবুরাওকে হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। তাহার পেটের মধ্য হইতে অঙ্গুরীয়টি বাহির করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

হত্যাকাণ্ডে ৩৭ বৎসর জেল

হত্যার চেষ্টার অপরাধে বিভিন্ন ধারায় ভুমন নামক এক ব্যক্তি ৩৭ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। লাহোর হাইকোর্টে বিচারক কুরীর নিকট আপীল করা হইলে, কি ভাবে পুলিশের সহিত একদল অপরাধী বলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির সঙ্ঘর্ষ হয় এবং তাহাদের দুই পক্ষ হইতেই গোলাগুলী বর্ষিত হয়, তাহা বর্ণনা করা হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত জুন মাসে পুলিশ ফিরোজপুর জিলার একটি গ্রামে অপরাধী বলিয়া ঘোষিত কয়েকজন ব্যক্তির খোঁজে হানা দেয় এবং একটি গৃহে তাহাদের চারিজনকে দেখিতে পায়, দুই পক্ষ হইতেই গুলীগোলা বর্ষিত হয় এবং দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইলে অপর দুইজন পলায়ন করে। তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইলে পুনঃ পুনঃ গুলী বর্ষিত হইতে থাকে। পুলিশ পক্ষে কেহ আহত হয় নাই। আসামী ভুমনা আহত অবস্থায় ধৃত হয়। হত্যার চেষ্টার অপরাধে তাহাকে বিভিন্ন ধারায় ৩৭ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপর দুই আসামীকে ৭ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তিনজন আসামীই হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে। ভুমনের আপীলের শুনানী আরম্ভ হয়। মাননীয় বিচারপতি রায় মুলতুবী রাখিয়াছেন।

স্ত্রীকর্ত্তৃক স্বামী হত্যা

ডিব্রুগড় থানার অধীন আটাবাড়ী বাগজিয়াগাও গ্রাম হইতে উন্মাদ পত্নীর কুঠারাঘাতে এক ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নিহত জেনর আহমের পত্নী মুদাফৎ নিকোটি আত্মীয় কিছু দিন হইল উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার দিন তাহার স্বামী মাঠ হইতে আসিয়া তাহার পত্নীর নিকট খাবার চায় তাহাতে তাহার পত্নী হঠাৎ একখানি কুঠার হাতে করে এবং স্বামীকে সাংঘাতিকভাবে আঘাত করে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

পরে উক্ত রমণীও নাকি কুঠার দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার প্রতিবেশীরা তাহাতে বাধা প্রদান করায় সে আর আত্মহত্যা করিতে পারে না। বর্ত্তমানে উক্ত রমণী হাজতে এবং ডাক্তার তাহার উপর নজর রাখিতেছেন।

ময়ূরভঞ্জের দেওয়ান মিঃ পি, কে, সেনের অবসর গ্রহণ

জানা গিয়াছে যে, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দেওয়ান মিঃ পি, কে, সেন আগামী জুনমাসে অবসর গ্রহণ করিয়া পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিবেন। মিঃ সেন পাটনা হাইকোর্টে একজন উত্তম ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং দুইবার হাইকোর্টে বিচারকের কার্য্য করিয়াছেন।

দার্জ্জিলিং লাইনে দুর্ঘটনা

সম্প্রতি দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেল লাইনের রং টং ও চুনাভাতি ষ্টেশনের মধ্যে মিঃ পি লামার লরীর সহিত এক খানি লাইট ইঞ্জিনের ভীষণ সঙ্ঘর্ষের ফলে লরী ড্রাইভার ও তাহার সহকারী এবং ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান আহত হইয়াছে লরী ড্রাইভার সহকারীকে কার্সিয়ং হাসপাতালে এবং অপর দুইজনকে তিন ধারিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গুণ্ডা আইন-ভঙ্গে দণ্ডিত

আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে সেন গুণ্ডা-আইন অনুসারে জেদার বক্সকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামীকে ১৫ বৎসরের জন্য বঙ্গদেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সে উক্ত আদেশ অমান্য করিয়া কলিকাতা আসিলে গত ৩১শে ডিসেম্বর তাহাকে গার্ডেনরীচে গ্রেপ্তার করা হয়।

আবার ডাক লুঠ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে আলাও ও আলী মহম্মদ নামক দুইজন ডাকবাহক রক্সৌল পোষ্ট আফিস হইতে যখন নেপালের ডাকের চারিটী থলিয়া যাইতেছিল, তখন তাহারা দুখচাহনা নামক স্থানের নিকট একদল ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। তাহাদের নিকট হইতে ডাকের থলিয়াসমূহ কাড়িয়া লওয়া হয় এবং আলাও গুরুতরভাবে আহত হয়। তাহাকে বীরগঞ্জ হাসপাতালে পাঠান হয়; কিন্তু তথায় তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

আলি মহম্মদ দৌড়িয়া পলায়ন করিয়া পুলিশ ও ডাক বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষকে ঘটনার সংবাদ জানাইতে সমর্থ হয়। উহার ফলে তৎক্ষণাৎ তদন্ত আরম্ভ হয়। পরে কোনও নদীর তীরে চিঠিপত্রাদি এবং খালি থলিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অপরাধীদের কিম্বা ইন্সিওর করা খামসমূহের সন্ধান পাওয়া নাই।

প্রথম পুত্র,—চিত্রাঙ্গদ, দ্বিতীয় পুত্র,—বিচিত্রবীর্য্য। অল্পদিন পরেই রাজা শান্তনু তনু ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। চিত্রাঙ্গদ রাজা হইয়া অল্পদিন মধ্যেই একটী যুদ্ধে মায়াবী গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা নিহত হইলেন। পরে বিচিত্রবীর্য্য রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশমত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে পরমযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেব বাহুবলে কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা হইতে আনয়ন করিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বাকে তাহার প্রার্থনা মত তাহার অভীষ্ট জনের নিকট যাইতে অনুমতি দিয়া, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুটী রূপযৌবনবতী কন্যার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন

বিচিত্রবীর্য্য সাত বৎসরকাল সেই সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যাদ্বয়ের সহিত নিরন্তর বিহার করিয়া স্বেচ্ছাচারের সাক্ষাৎ-ফলস্বরূপে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মাতা সত্যবতী অতীব শোকাতুরা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে নিঃসন্তান পুত্রের বংশ রক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া মহাজ্ঞানী ভীষ্মকে আহ্বান করিলেন।

ভীষ্মদেব উত্তর করিলেন,—"মাতঃ, আমাকে কি বলিতেছেন আপনি? আমি আপনার সম্মুখে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাত আপনি সমস্ত বিদিত আছেন। আমি যে সত্য হইতে কখনও বিচলিত হইতে পারি না। আমি ভুবনবাঞ্ছিত সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্য ত্যাগ করিতে পারি না। পৃথিবী যদি গন্ধ ত্যাগ করে, জল যদি রস ত্যাগ করে, অগ্নিশিখা যদি রূপ ত্যাগ করে বায়ু যদি স্পর্শগুণ ত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অনল যদি উষ্ণতা ত্যাগ করে, আকাশ যদি শব্দগুণ ত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি স্নিগ্ধতা ত্যাগ করে, দেবেন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য ত্যাগ করিতে পারি না।"

মাতা, পুত্রের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—"হে সত্যপরাক্রম, তোমার সত্যনিষ্ঠা আমার অজ্ঞাত নহে। তুমি সত্য-প্রভাবে ত্রিলোক সৃষ্টি করিতে পার। আমার কিছুই অবিদিত নহে; কিন্তু বৎস, আপৎকালে এই ধর্ম্ম তুমি রক্ষা কর। পিতার নাম লোপ করিও না।" (ক্রমশঃ)

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৬ই মাঘ, ১৩৪১ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ সোমবার হইতে নয় দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে সেবা ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্তাঙ্গের ন্যূনাধিক সাধনফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্-এ) শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ), শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল) এবং শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ— শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—২৭শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর) ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, ভাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—৩০শে ফাল্গুন, ১৪ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ)—১লা চৈত্র ১৫ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)—২রা চৈত্র, ১৬ই মার্চ্চ, শনিবার (গোবিন্দ দ্বাদশী ও পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর) ৩রা চৈত্র; ১৭ই মার্চ্চ, রবিবার।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অকটীলা মাতাপুর)—৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ সোমবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গেরডাঙ্গা)—৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ মঙ্গলবার।

৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

ভক্তি

২৬শে জানুয়ারী (১৯৩৫ তারিখে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম)।

(১)

ভক্তিদেবী কৃষ্ণবধূ। কৃষ্ণের নিকট ও কৃষ্ণপরিকরের নিকটই তিনি যথাযোগ্য ভাবে অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক আলাপ করিয়া থাকেন। বহির্ম্মুখ জীবের নিকট হইতে তিনি বহুদূরে অবস্থিত। ভোগবুদ্ধি লইয়া কোন লম্পট তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে নিজস্বরূপ প্রদর্শন করান না। তিনি পরমা সাধ্বী। কামীর ভোগবুদ্ধি তিনি ধরিয়া ফেলিতে পারেন। কুরসিক, অসহিষ্ণু, অদূরদর্শী ভোগী ভক্ত রাবণের ন্যায় সীতাহরণ করিতে গিয়া সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হয়।

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"

প্রাকৃতবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি অপ্রাকৃত-ভক্তিদেবীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। মায়াসীতা-হরণের ন্যায় বা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় তাহার "পরপ্রেম নিরাশা" তাহার আস্ফালন বাতুলের প্রলাপ মাত্র। তাহার ভজন-পূজন —অরণ্যে রোদন।

অসূর্য্যম্পশ্যারূপা কৃষ্ণবধূর নিকট অরসিক জ্ঞানবৃদ্ধের জ্ঞানদম্ভ কঙ্কালসার কুৎসিৎ মূর্ত্তি মলিন।

পিশাচী বা রাক্ষসীর ন্যায় 'নেতি' 'নেতি'-বিচারে সমুদায় গ্রাস করিতে করিতে অভিজ্ঞানী নির্ব্বিশেষবাদী আত্মসহ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ এবং কার্ষ্ণকেও গ্রাস করিতে চায়। তাহার ভীষণ বদনব্যাদান ভক্তিদেবীর অনুতাপ-উৎপাদক। তাহার আত্মবিনাশের চেষ্টা দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত।

ভক্তিদেবীর কোটীচন্দ্র সুশীতল পাদপদ্ম সর্ব্বদাই শান্ত, স্নিগ্ধ, প্রফুল্ল ও নবনবায়মান আনন্দপ্রদ। কৃষ্ণভক্ত কুরসিক বা অরসিক নহেন, তিনি সুরসিক।

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুলে॥

জীবের মধ্যে যে-সকল রসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার নিত্য, শুদ্ধ ও নব নব উল্লাসের পূর্ণ অভিব্যক্তি ভক্তিদেবী অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে অবস্থিতা। জীব এই মায়িক জগতে স্বভাবতঃই সেই রসোল্লাসের বিপরীত প্রতিফলনের দিকে ধাবিত হইয়া কামী হইয়া পড়ে এবং কখনও বা রসবিদ্বেষী হইয়া শুষ্ক জড়সর্ব্বস্ব অরসিক নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মাবস্থিতা ভক্তিদেবীর কৃপালাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার শান্তি কোথায়?

বৈষ্ণবচূড়ামণি শম্ভু নিত্যকাল এই পবিত্র কাশীধামে অবস্থান করিয়া সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া পঞ্চমুখে শ্রীহরিগুণ গান করিতেছেন। আমরা তাঁহার সুরে সুর মিশাইয়া দোহার করিতে পারিলেই অনর্থমুক্ত ও সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া ভক্তিলাভ করিতে পারিব। এই পবিত্র স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে হরিভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা সনাতনধর্ম্মের কর্ণধার ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম গৌরপার্ষদ সেই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পাদপদ্ম অভিবন্দন করি।

শ্রীল প্রভুপাদ
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রকট বাসরে কটকে শুভবিজয়

কটক ৭।২।৩৫

শ্রীল প্রভুপাদ আগামী কল্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রকট-তিথিতে কটকে পৌঁছিবেন। আজ তাহার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করিবার কথা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অদ্য সরস্বতীপূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী কল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধহইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। জৈবধর্ম
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৪। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
১৮। ভজন-রহস্য ॥০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
২৩। বৃহদ্ভক্তিরত্নাকর শ্লোক সানুবাদ (মাধব) ২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩৯। সাধনকণা ৴০
৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক
৪২। অর্চ্চনকণ ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতি: ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৫। অর্চ্চনকণ ৴১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়: ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-দর্শনং দাশকম: ।০
৫৯। সটিক-দশকাদশমূলম্ ।০
৬০। ঐশ্বর্য্যক্রম ।০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম ৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পাঠ্যক্রমঃ ৴০
৬৩। নারায়ণবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥০
৬৬। নামভজন ।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬৯। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
৭০। বৈষ্ণবীজম ।০
৭১। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস ৴০
৭২। দি ভাগবত ।০
৭৩। রয়েটিক প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আবেলভেড ডিভোসন ।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৪৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭৭। সাধন-পথ ।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴০
৮০। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
৫ A D. ৩৪।৩৫ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		এ. পাল চৌধুরী	পঞ্চানন সেন ঘোষাল	১৭।৶৩	২৭।৩।৩৫	স্থায়িস্বত্ববান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ডুমালখালি	১৪৪ খতিয়ান	.৪২	২/০	এ, পালচৌধুরী
৬৪ N, R, ৩৪।৩৫		সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	কালীপদ বন্দোপাধ্যায়	২০৷৴০	২৮।৩।৩৫	ব্রহ্মোত্তর	থানা কৃষ্ণগঞ্জ মৌজে ফুলবাড়ী	৯২৪ খতিয়ান	৮.৩১ শং	১।৵৬সেস্	সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৩১৮ N, R. ৩৪.৩৫			রতিকান্ত সরকার	১২৫	২৮।৩।৩৫	দখলকার	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা গোবিন্দসরক	৪৫৩ খতিয়ান	.৫৪	১৷৹	ঐ
২১ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	দাসীকপালী সংযুক্ত মহেন্দ্র কপালী	৭।৶৩	২৮।৩।৩৫	স্থায়িস্বত্ব দখলিস্বত্ব	থানা নবদ্বীপ মৌজে রুদ্রপাড়া	৬৬৬ খতিয়ান	.৩২শঃ	১৬৶০	আর পালচৌধুরী
৫১ R. P, ৩৪।৩৫			বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়	৮২৷৶০	২৮।৩।৩৫	স্থায়িস্বত্ব স্থিতিবান	থানা হাঁসখালী মৌজে গোবিন্দপুর	১১৫১ খতিয়ান	৫.৮৩শঃ	১১৷৶৯	ঐ
২৫২ N. R, ৩৪।৩৫		সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	অন্নকালী দাসীর ওয়ারিসান সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৩২৮৶৯	২৮।৩।৩৫	মোকররী	পাড়া মৌজা পটিকাপাড়া	৭১০ খতিয়ান		৬৷৶৭৷	সৌরীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
৮৫১ p, N, ৩৩।৩৪		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	জটচাঁদ পোদ্দার গং	৩৩।৮	২৯।৩।৩৫	স্থায়িস্বত্ব স্থিতিবান	থানা হরিংঘাটা মৌজা করমখোলিয়া	৩১৪ খতিয়ান	১.০		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ' নবদ্বীপ
ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বঙ্গ অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ চারি আনা
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে মাঘ, সোমবার ১৩৪১, ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

পরার্থে আত্মত্যাগ

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী পাটনা কারিস্তরায় গ্রামে দ্বন্দরত দুই ব্যক্তির মধ্যে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিতে যাইয়া একটি বৃদ্ধ নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, কিন্তু পরে উহা লাঠি চালনায় পরিণত হয়। বৃদ্ধ লক্ষ্মীলাল ঝগড়া থামাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যস্থলে লাফাইয়া পড়ে। হঠাৎ তাহার মাথায় লাঠির এক মারাত্মক আঘাত লাগে। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফুলওয়ারী থানার সাব-ইন্সপেক্টার তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে গমন করেন।

শ্বশুরকে হত্যার জন্য জামাতার ১০ বৎসর কারাদণ্ড

গত বৃহস্পতিবার বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ, ডি, খান এক খুনের মামলার বিচার করিয়াছেন। জুরীগণ আসামী ফকো গাজীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত করায়, জজ তাহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত আশ্বিন মাসে এক রাত্রিতে ইয়াসিন খলিফা যখন তাহার ঘরে নিদ্রিত ছিল, তখন তাহার পত্নী গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া জাগিয়া দেখে যে, তাহার স্বামী রক্তাক্ত দেহে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার জামাতা আসামী ফকো গাজী দা হস্তে তাহার স্বামীর শরীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছে। ফকো তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে; কিন্তু পরে ধৃত হয়। প্রকাশ যে, ইয়াসিন তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহার অপর এক জামাতাকে প্রদান করিয়াছিল ফকো তাহার শ্বশুরের এই পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইয়া কিছু অর্থ ও বস্ত্র লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু শ্বশুর তজ্জন্য ভ্রূক্ষেপ না করায় তাহাকে হত্যা করা হয় এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, উভয় জামাতাই ঘর জামাই ছিল।

পরিষদে ডেপুটী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত

৫ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভায় সভাপতি স্যার আব্দার রহিম ঘোষণা করেন, ডেপুটি প্রেসিডেন্ট পদে নির্ব্বাচন প্রার্থী মিঃ ডি কে লাহিড়ী চৌধুরী জানাইয়াছেন যে, তিনি এই পদে নির্ব্বাচিত হওয়ার জন্য আর প্রতিযোগীতা করিতে চাহেন না। এখন শ্রীযুত অখিল চন্দ্র দত্তই একমাত্র প্রার্থী আছেন। অতএব তিনিই যথারীতি এই পরিষদের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলেন।

অধিবেশন শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় এই নির্ব্বাচনে বড়লাটের অনুমোদনসূচক বার্ত্তা পাঠ করেন।

বড়লাটের অনুমোদন সূচক বার্ত্তা পঠিত হইলে পর সকলে উচ্চকণ্ঠে হর্ষধ্বনি করিয়া অখিল বাবুকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কর বৃদ্ধির আয়োজন

ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট পাঁচটি বিল উপস্থিত করিবেন, এই সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যতালিকায় দেখা যায় যে, ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই এই সমস্ত বিল উত্থাপন করা হইবে।

১। রাজস্ব সচিব স্যার জন উড্‌হেড ঐ দিবসে প্রথমেই বিদ্যুৎ শক্তির উপর সারচার্জ্জ ধার্য্য করিবার জন্য একটি বিল উপস্থিত করিবেন। এই সঙ্গে তিনি প্রস্তাব করিবেন যে, পনর জন সদস্য লইয়া গঠিত সিলেক্ট কমিটির নিকট বিলটি প্রেরণ করা হউক।

সিলেক্ট কমিটিকে বলা হইবে যে, ৯ই মার্চ্চ মধ্যে রিপোর্ট দেওয়া চাই। পাঁচ জন সদস্য হাজির থাকিলেই কোরাম হইবে।

২। কোর্ট ফি সংশোধন বিল উপস্থিত করিয়া রাজস্ব সচিব প্রস্তাব করিবেন যে, ১৫ জন সদস্যকে লইয়া গঠিত সিলেক্ট কমিটির নিকট ইহা প্রেরণ করা হউক।

৩। তামাক বিক্রয়ের লাইসেন্স সম্পর্কিত বিল উপস্থিত করিয়া রাজস্ব সচিব প্রস্তাব করিবেন যে, ইহা সিলেক্ট কমিটীতে প্রেরণ করা হউক ৯ই মার্চ্চ মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য কমিটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হউক।

৪। ষ্টাম্প আইন সংশোধন বিলটিও এই তারিখেই উপস্থিত করা হইবে। ইহা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া রাজস্ব সচিব বলিবেন যে, ৯ই মার্চ্চ মধ্যে কমিটির রিপোর্ট পাওয়া আবশ্যক।

৫। প্রমোদ কর সংক্রান্ত নূতন বিলও সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইবে।

দস্যুদল কর্তৃক মানুষ চুরি

দৌলতরাম নামক এক ধনী ব্যবসায়ীকে তাহার তিনজন সঙ্গীসমেত খুন করা হয় প্রকাশ, দৌলতরাম ভাবয়ারগড় জিলার অন্তর্গত পালপুরা গ্রামে এক ভোজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে হানসুয়া নামক এক দুর্দ্দান্ত দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই দস্যুকে ধরিবার জন্য দুই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই দস্যুদলের সহিত পুলিশের দারুণ সংঘর্ষ হয় এবং ফলে দৌলতরামকে উদ্ধার করা হয়।

কুমারী নদীর তীরে একদল ডাকাত লুকাইয়া আছে এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ তাহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হয় এবং কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগকে দেখিতে পায়। উভয় পক্ষই গুলী ছুড়িতে আরম্ভ করে। প্রকাশ, দুইজন ডাকাত নিহত হইয়াছে। দৌলতরামকে উদ্ধার করিবার পর পলায়িত দস্যুদলের কয়েকটী বন্দুক, কার্ত্তুজ, তরবারি প্রভৃতি পাওয়া যায়। হানসুয়া পলায়ন করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র বসু আয়র্ল্যাণ্ডে বেতার বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত

প্রকাশ যে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু আগামী একপক্ষ কাল মধ্যে ডাবলিনে আসিবেন এবং ভারতবর্ষ ও ফ্রীষ্টেটের মধ্যে কোনও উপযুক্ত বাণিজ্যচুক্তি হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করিবেন।

আরও প্রকাশ যে, আইরিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন শ্রীযুক্ত বসুকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেতার বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

সাধুবেশী বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার

লাহোরে ফেরারী এস আর মজুমদার নামক এক বাঙ্গালী যুবককে সাধুর বেশে ঘুরিতে দেখিয়া বিপ্লবী সন্দেহে ১০৯ ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৮শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১১ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ সোমবার } ২৮৬শ সংখ্যা

বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকটোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে সমারোহে সম্পন্ন

গত ২৫শে মাঘ ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আলয়ে গৌর-শক্তি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকট-উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ ঊষঃকাল হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎপর ঐ তারিখের শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে 'শ্রীপঞ্চমী' প্রবন্ধটী পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠান্তে পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকে।

পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ ঘটিকার সময় মঠসেবকগণ সঙ্কীর্ত্তন সহ শ্রীযোগপীঠে (মহাপ্রভুর আলয়ে) গমন করেন। পথিমধ্যে শ্রীভক্তিবিজয়ভবন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ও শ্রীবাস-অঙ্গন পরিক্রমা হইয়াছিল। মহাপ্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তনমণ্ডলী শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। তৎপর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। অতঃপর শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সরস্বতীপতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সরস্বতীবরলব্ধ কেশবকাশ্মীরী নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় করিবার প্রসঙ্গটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কাশ্মীরীর যে শ্লোকটীর পঞ্চদোষ ও পঞ্চগুণ মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

[illegible]সব কাশ্মীরীর অহঙ্কারের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ছাত্রবৃন্দকে বলিয়াছিলেন—

"শুন ভাই সব, এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই' করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাঁহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ।
মহা দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
দেখ দেখি, কা'র গর্ব্ব চূর্ণ নাহি হয়।
সর্ব্বথা ঈশ্বর অহঙ্কার [illegible] সয়॥
এতেকে যাহার যত [illegible] অহঙ্কার।
দেখিবে এথাই সব হইবে সংহার॥"

মহাপ্রভু আমাদিগকে যে "তৃণাদপি সুনীচ" হইতে উপদেশ করিয়াছেন তাহা যথাযথ পালন করিলে আমরা সাধনরাজ্যে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পারিব। "অবিদ্যা ভয়ঙ্করী', 'শর্ব্বরী ফরফরায়তে', '[illegible] ক্রমায়তে' প্রভৃতি বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিচারপরায়ণ জনগণ জড়াহঙ্কার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর উপদেশ গ্রহণ না করিয়া পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দর জগদ্গুরু আচার্য্যলীলার অভিনয় করিয়াছেন সুতরাং তৎপ্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক প্রকৃত সদ্‌গুণশালী জনগণ বিনয়ের খনি হইবেন। অবশ্য প্রকৃত বিনয়ে প্রতিষ্ঠাশার কপটতা নাই। এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আকুপাকু ভাব সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক 'তৃণাদপি শ্লোক' সুষ্ঠুভাবে অনুসরণপূর্ব্বক শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করাই প্রত্যেক জীবের একান্ত কর্ত্তব্য।

পাঠে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের বিষয়, মহাপ্রভুর আদেশে ব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন ও ভক্তিসদাচার-প্রচার এই কার্য্যচতুষ্টয় সম্পাদন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীধাম মায়াপুর আবিষ্কার, শ্রীধামে মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈবধর্ম্ম, শ্রীহরিনামচিন্তামণি, আম্নায়সূত্র, শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী প্রভৃতি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিচার-সমন্বিত শত শত ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন এবং বিপুলভাবে প্রচারের ভার শ্রীল প্রভুপাদের উপর স্থাপন, [illegible] ও অনুপ্রেরণা প্রভৃতি বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছিল।

পাঠের পর ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ও শ্রীগৌরকুণ্ড পরিক্রমা করেন। তৎপর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। প্রায় দুই শত অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিও আকণ্ঠ পূরিয়া মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলেন।

অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাটমন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সর্ব্বপ্রথম ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় 'পূজ্য, পূজা ও পূজক' এই শব্দত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত সরস্বতীপূজা বলিতে কি বুঝায় তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলেন। অতঃপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আচার্য্য শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় সরস্বতী-পূজা সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হইয়াছিল।

সান্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ শুভবিলাস ভক্তিময়ূখ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" শ্লোকটীর বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যার পর সুমধুরস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

কটকে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ পুরী এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া তৎপর-দিবস প্রত্যুষে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

হাওড়া ষ্টেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীচৈতন্য-মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীপাদ সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ জগদ্ধারণ ভক্তি-বান্ধব বি-ই, শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছেদ্ ভক্তি-সৌরভ বি এল, শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সেবারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিলয়, শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ সেবাবান্ধব প্রভৃতি বহু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া পুষ্পমালা প্রদান করিয়াছেন।

কটক ষ্টেশনে রেভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের সেবকবৃন্দ ও কটকের ভক্তবৃন্দ সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম অভিনন্দিত করিয়াছেন। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনেশ্বরের ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠ হইয়া পুরীতে শুভবিজয়ের কথা।

গৌরবিনা গুরু নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত-
ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

যাহারা আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে লুব্ধ হইয়া 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা শ্রীভগবানে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদঙ্ঘ্রির অনাদরের ফলে অধঃপতিত হয়।

Empiric হইয়া আমরা Morphology (বাহ্যবিচার) লইয়াই ব্যস্ত, তাই Ontology (প্রকৃত-তত্ত্ব) উপেক্ষা করিতেছি। সকলেই আনন্দ-প্রাপ্তির জন্য পাগল, কিন্তু প্রাপ্তির উপায়ে গোল বাধিয়াছে। বুভুক্ষু বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়তর্পণেই সুখ, আর মুমুক্ষুর কথা যাহা বুভুক্ষায় আপাতসুখ আছে, তাহাতে পরিণামে সুবিধা হইবে না। বুভুক্ষার সুখের পশ্চাতেই রহিয়াছে ভীষণ দুঃখ, অতএব দুঃখদায়ক চেষ্টা পরিত্যাগই বিধেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—বুভুক্ষুর যেরূপ ভোগই কামনা, মুমুক্ষুরও কামনা তাহাই; কেবল উপায় সম্বন্ধে উভয়ের মতভেদ।

বৌদ্ধগণ প্রবৃত্ত জীবন নষ্ট করেন নিবৃত্ত জীবনের জন্য। নিবৃত্তজীবনের জন্য যত্নপর হওয়া তাঁহারা Pessimist (যাবতীয় বস্তু অমঙ্গলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ মত পোষণকারী) হইয়া পড়েন। তাঁহারা আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে misguided (প্রতারিত)। বুভুক্ষুগণ selfish (স্বার্থপর); অপরের সর্ব্বনাশ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, নিজের পোষ মাস চাই, এই প্রকার বিচার তাহাদের। নৈতিকগণের চেষ্টা শান্তিস্থাপনের জন্য। সকলকে সমান অধিকার দিতে তাঁহারা যত্নপর। ভোগের যাবতীয় দ্রব্য সকলের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হউক, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা। বলশেভিক চিন্তাস্রোত এই প্রকারের। ইন্দ্রিয়সুখের সুবিধার জন্য আইনকানুন হউক, ইহাই তাহাদের কথা।

Semitesদের কথা—Altruism (অপরের উপকার) কি-প্রকারে মনুষ্য-জাতির ভোগ-সুখ হইবে, তাহাই তাঁহাদের চেষ্টা। বৌদ্ধ ও জৈনগণ পশু-কীট-পতঙ্গাদির সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অবশ্য এই সুবিধা অর্থে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার সুবিধাকেই লক্ষ্য করেন। Justice tampered with mercy (ন্যায়পরায়ণতার সহিত দয়ার যোগ) না থাকিলে আমরা মনুষ্য-নামের অযোগ্য। বাঙ্গলা দেশের পণ্ডিতগণ মহাপ্রভুকে অজ্ঞ মনে করেন না। কিন্তু কর্ম্ম-জ্ঞান বা বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা এই দুইটাই অপ্রয়োজনীয়? (ক্রমশঃ)

মায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১ মাধব, ৪৩৮ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ৬ই চৈত্র ২০শে মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ৭ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩॥০টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের নিষ্কাম্যানুষ্ঠিতৃগণের সদাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সম্মুখে পরমানন্দিত হইবেন। **আগামী ৪ঠা ফাল্গুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ** প্রভুর **জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ২১শে ফাল্গুন সোমবার হইতে ৫ই চৈত্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।**

সজ্জন-কিঙ্কর-

রাজর্ষি কুমার রাও সাহেব,

শ্রীযামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ
সম্পাদক,	এম্-এ, প্রাজ্ঞ,
কার্য্যকরী-সমিতি।	সাধারণসমিতি-সম্পাদক

ভীষ্ম

(৩)

ভীষ্মদেব পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত আবার বলিলেন,—মাতঃ, আপনি আমাকে বিনষ্ট করিবেন না; রক্ষা করুন। ইহা সাধু-সম্মত কার্য্য নহে। কোন সময়েই সত্যত্যাগ করা উচিত নহে, সত্যই ধর্ম্ম; সত্যত্যাগে কখনও ধর্ম্ম হয় না; বিশেষতঃ, সত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের সত্যভঙ্গ করা পরম অধর্ম্ম। আপনি ইহা হইতে ক্ষান্ত হউন।

———

তখন উভয়ের সমবেত যুক্তিতে সত্যবতী ... [illegible]
বীর্য্যে উভক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদিত হইল। অম্বিকা হইতে পাণ্ডু এবং অম্বালিকা হইতে ধৃতরাষ্ট্র উৎপন্ন হইলেন। ঐ সঙ্গে একটী দাসী হইতে দৈবযোগে মহাত্মা বিদুরও জন্মগ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। যথাসময়ে পাণ্ডুই রাজা হইলেন।

পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ এবং ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি শত পুত্র হইল। ভীষ্মদেব সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা তাহাদিগকে রাজধর্ম্ম ও অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্বিনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রকে বঞ্চিত দেশান্তরিত করিয়া আপনারাই রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডু পরলোক গমন করিয়াছেন।

ভীষ্মদেব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই থাকিতে বাধ্য হইলেন। তিনি অন্তরে ধর্ম্মরত পাণ্ডুপুত্রদের পক্ষপাতী ও প্রিয়কারী হইলেও ভবিতব্যতার বশে বাহিরে পরম অধার্ম্মিক ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রারব্ধকালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যদুবংশে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যব্রত পাণ্ডবদের সহায় হইলেন।

———

উভয়পক্ষে বিবাদ-বিসংবাদ ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনাদি হইতে নানারূপে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও ধর্ম্ম-পথ চ্যুত হইলেন না। শেষে ভীষ্মাদি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শমত অদ্ধ-রাজ্য পাণ্ডবদিগকে এবং অদ্ধরাজ্য ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে দেওয়া হইল। পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ হস্তিনাপুরে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হইল। কৃষ্ণসখা পাণ্ডবেরা স্বপ্রভাবে সর্ব্ববিধ সুখৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া সুন্দরী নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরেই তাঁহারা নাহবলে দিগ্বিজয় করিয়া এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ময়দানবরচিত বিচিত্র যজ্ঞক্ষেত্রে পৃথিবীর সমস্ত কদল ও মিত্র-রাজগণ উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধনাদিও আহূত হইয়া আপনাদের অধীন এবং পক্ষাবলম্বী ভূপতিগণ ও সুরগণ সহ তথায় আগমন করিলেন।

———

সভায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। তথায় পৃথিবীর সমস্ত রাজা, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং নারদাদি দেবর্ষি ও দেবতাগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কাহাকে সর্ব্বপ্রথম অর্ঘ্যদান করিয়া পূজা করা হইবে? প্রশ্নের বিষয় ইহাই। ধর্ম্মরাজ পিতামহ ভীষ্মকে বলিলেন,——"হে পিতামহ, আপনিই এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করুন, বলুন, প্রথম অর্ঘ্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র কে?

মহাজ্ঞানী ভীষ্ম তখন গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখ যুধিষ্ঠির,—দেখ, লক্ষ লক্ষ জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে প্রদীপ্ত প্রভাকরের মত কে এই মহাসভাকে উদ্ভাসিত ও গৌরবান্বিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন! কাহার সমাগমে তিমিরাবৃত প্রদেশের সূর্য্যোদয়ে আনন্দিত জীবগণের মত এই লোকসকল উল্লসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে। এই বিরাট্ সভায় সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ ঐ নক্ষত্র-পুঞ্জবেষ্টিত পূর্ণ-চন্দ্রের মত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রথম অর্ঘ্যের একমাত্র যোগ্যপাত্র। যাও অর্ঘ্য আনয়ন কর, পূজা কর তাঁহাকে। এ বিষয়ে আর প্রশ্ন কি করিতেছ?"

———

শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বপ্রথম অর্ঘ্য দেওয়া হইল। তিনিও তাহা যথাবিধি গ্রহণ করিলেন। অমনি সভামধ্যে ঘনাবর্ত্তে সিন্ধুকল্লোলের মত একটী মহাকোলাহলের তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইল। দুর্য্যোধন-পক্ষের চেদিরাজ মহাপরাক্রম শিশুপাল স্বগণসহ সভামধ্যে উঠিয়া পাণ্ডবদের এইরূপ অর্ঘ্যদান সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছে, বলিয়া প্রতিবাদ করিল, নানাবিধ কটু-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণানুরাগী ভীষ্ম প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণদ্বেষী দুরন্ত শিশুপালকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মধুর বাক্যে কহিলেন,—"হে চেদিরাজ, তুমি কাহাকে কি বলিতেছ? কৃষ্ণের মহিমা তুমি কি জান না? ভীষ্মকেও কি চিনিতে পার নাই? নিশ্চয় তুমি তাঁহাদের স্বরূপ জ্ঞাত নও, তাই, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ! তোমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ রাজা, রাজর্ষি এবং মহর্ষিরাও কৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তম জানিয়া পূজা করেন। কৃষ্ণের পূজা তাঁহাদের সকলেরই অভিমত। তুমি ধর্ম্মজ্ঞানহীন, তাই তাহার প্রতিবাদ করিতেছ।

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভাক্তশাস্ত্রী এম, এম, এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

১ কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	২ নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	৩ ডিক্রিদার	৪ দেনদার	৫ যে দাবীতে জমি সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	৬ বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	৭ কি রকম জোত	৮ থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	৯ খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১১ P. N. ৩৪।৩৫ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	রবিরদ্দিন মণ্ডল গং	৩৯৬৮৸/৪	৩০।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব মোকররী	থানা চাকদহ মৌজে বাসেবরপুর উচিৎপুর গং	৩৯ খতিয়ান	৩৩-৩৯	৫৩৬৬	প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
৬২ P, N, ৩৪।৩৫		ঐ	গৌরীবালা দেবী স্বামী মৃত কান্ত চন্দ্র মিত্র	৪৪।৵৮	৩০।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব খাজনা বৃদ্ধিযোগ্য	থানা হরিণঘাটা মৌজে বিরহী	১৪৫ খতিয়ান	২-৬২শং	৩৸০	ঐ
৪৬ P, N. ৩৪।৩৫		ঐ	নুরবিছায়ন বিবি	৩৪৪।০	৩০।৩।৩৫	রায়ত স্থিতিবান	থানা হরিণঘাটা মৌজা উত্তর মতপাড়া	২৩৪ খতিয়ান	৩৪-৭৪	৯৫৶৫	
৬৫ P, N, ৩৪।৩৫		ঐ	গৌরীবালা দেবী	১৪।৯	৩১।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব মোকররী	থানা হরিণঘাটা মৌজে বিরহী	১৪৫ খতিয়ান	৭০শঃ	১৸৶০	
৮০ p. N, ৫৪।৩৫		ঐ	যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়	১৪০।৶৮	২।৪।৩৫	ঐ	থানা চাকদহ মৌজে হরিশপুর উচিৎপুর	১০৫ (ক) ও ১৪০ খতিয়ান	৯ ৬৫শঃ	১৮৸০	ঐ
৭১ P. N, ৩৪।৩৫		ঐ	প্রভাবতী দেবী	৯৫৬৵৫	২।৪।৩৫	ঐ	থানা চাকদহ মৌজা নরসিংপাড়া	৯।৪ ও ৪৩৮ ও ৪৬ খতিয়ান	৭-২০	১২৸৵০	ঐ
৭৮ p, N, ৩৪।৩৫		ঐ	যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায়	২০৬৵	২।৪।৩৫	ঐ	থানা চাকদহ মৌজা কৌতুকপুর	৭৭(ক)খং ও ৭৮ন	২-২১	২।০	ঐ

টেলিগ্রাম- 'শ্রীমায়' নবদ্বীপ
চিঠি- পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদিত সংস্কৃত,
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
১ম বর্ষ হইতে
১১শ বর্ষ পর্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাগজে
বাঁধান
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

৯ম খণ্ড] র—২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার ১৩৪১, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ । ২৮-৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

সম্রাটের রজত জুবিলী

গত ২৮শে জানুয়ারী লণ্ডনে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভার অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করিয়াছেন—সম্রাটের রজত জুবিলী উৎসব উপলক্ষে আগামী ৬ই মে সোমবার সর্বত্র ছুটি থাকিবে—গভর্ণমেণ্ট ঐ দিন ছুটি বলিয়া ধরিয়া লইবেন।

চুঁচুড়া ষড়যন্ত্র মামলা

চুঁচুড়া ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে দিলীপ কুমার রায় নামক এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি দানের পরই আবার তাহাকে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র মামলা সম্পর্কে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়া আড়াই হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ৭ই ফেব্রুয়ারী তাহাকে চুঁচুড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইয়াছিল।

চুঁচুড়া ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে মনোরঞ্জন মজুমদারকে গ্রেপ্তারের পরই মুক্তি দেওয়া হয়। তাহার নিকট হইতে রাজদ্রোহজনক কাগজপত্র পাওয়ার অভিযোগে পুনরায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ৩ হাজার টাকা জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ট্রামের ধাক্কায় বৃদ্ধা জখম

গত মঙ্গলবার ৩-৪৫ মিনিটের সময় চৌরঙ্গী রোডস্থ লয়েড ব্যাঙ্কের সম্মুখে প্রায় ৬০ বৎসর বয়স্কা জনৈকা বৃদ্ধা ট্রাম গাড়ীতে আহত হইয়াছেন। যদি তাঁহার কোন আত্মীয় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ বি মুখার্জ্জি কোংতে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

সিগারেট খাইতে যাইয়া জীবন্ত দগ্ধ

সেকেন্দরাবাদে রাস্তার আবর্জনা রাখিবার পাত্রে এক বালক জীবিত অবস্থায় দগ্ধ হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ১০ বৎসর বয়স্ক এক খৃষ্টান বালক তাহার পিতাকে সেনানিবাসে আহার্য্য প্রদান করিয়া যখন বাড়ীতে ফিরিতেছিল, তখন সে বৃটীশ সিনেমার নিকট উক্ত আবর্জনার পাত্রে আগুন জ্বলিতে দেখে। সে সিগারেট ধরাইবার জন্য উহার ভিতরে লাফাইয়া পড়ে তাহার পরিধেয় বস্ত্রে আগুন লাগায় সে জীবিত অবস্থায় দগ্ধ হয়। তাহার ছোট ভগ্নী দৌড়িয়া বাড়ীতে গিয়া ঘটনার সংবাদ দেয়; কিন্তু লোকজন আসিয়া তাহাকে দগ্ধ অবস্থায় দেখিতে পায়।

১৩২ বৎসরের বৃদ্ধের মৃত্যু

আসামের গোয়ালপাড়া জেলার বজাইগাঁও পোষ্টাফিসের অন্তর্গত আটুগ্রামের ৺দয়াল রাম সিংহ গত ১১ই পৌষ রাত্রি ১টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ১৩২ বৎসর ২ মাস ৭ দিন ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি শিশুদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল। তাঁহার পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী প্রপৌত্র প্রপৌত্রী সমেত ৫৬ জন বর্ত্তমান আছে। এই অঞ্চলে তাঁহার মত বৃদ্ধ ছিল না। বৃদ্ধের কনিষ্ঠ পুত্র কবিরাজ শ্রীদলিরাম সিংহ মহাশয় মহাসমারোহে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়াছেন।

সশস্ত্র দস্যুদলের আক্রমণ

৬ই ফেব্রুয়ারী বেলা দ্বিপ্রহরের সময় প্রায় ৫০ জন সশস্ত্র দস্যু আসিয়া রামনাদের (মাদ্রাজ) ধনী মুসলমান নাগুর রাওথারের বাড়ী আক্রমণ করে। ইহার ফলে নাগুর নিহত হইয়াছে এবং তাহার পরিবারের কয়েকজন স্ত্রীলোক গুরুতর আহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, নাগুরের মৃতদেহ তৃণ নির্ম্মিত চারিখানি কুটীরে অগ্নিপ্রদান করিয়া ডাকাতেরা তাহার মৃতদেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। আহত স্ত্রীলোকদিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বিষবাষ্পে শোচনীয় দুর্ঘটনা

অমৃতসরের ছাএসাহেব গুরুদ্বার কমিটির সভাপতি সর্দ্দার দেশা সিংকে ৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে গুরুদ্বারের এক ঘরে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সর্দ্দার দলীপ সিং, কাত্তার সিং, অর্জ্জুন সিং এবং উজাগরসিংকেও ঐ ঘর হইতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, ঘরের মধ্যে কয়লার আগুন জ্বালাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাতেই ঘরের বাতাস বিষাক্ত হইয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকের শোচনীয় মৃত্যু

গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল কলেজের ছাত্র রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (বয়স ২২ বৎসর) অর্দ্ধোদয় যোগের দিন আহীরিটোলা ঘাটে বেলা ৮ ঘটিকা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করে। অপরাহ্নে ৬৩নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট তাহার ভবনে তাহার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা যায়। পরদিবস প্রাতে তাহার মৃত্যু হয়।

শব ব্যবচ্ছেদাগারে জুরীগণের সহিত করোণার তাহার শব পরিদর্শন করিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে তাহার মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত হইবে।

এলিয়ট ট্যাঙ্কে প্রাপ্ত মৃতদেহ

গত বুধবার প্রাতে এলিয়ট ট্যাঙ্কে জনৈকা অজ্ঞাতনামা রমণীর (বয়স ৩০ বৎসর) মৃতদেহ ভাসিতে দেখা যায়। সম্প্রতি তাহার উত্তম পদ কর্ত্তন করা হয় বলিয়া বোধ হয়। তাহার শরীরে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।

ব্যবচ্ছেদাগারে কলিকাতার করোণার জুরীগণের সহিত মৃতদেহটি পরিদর্শন করেন।

জাল পাতিয়া বাঘ শিকার

আসামের ওখান অঞ্চলের অধিবাসীরা জাল পাতিয়া মাঠে বাঘ ধরিয়া থাকে। পরে জালে পতিত বাঘ হত্যা করা হয়। সংপ্রতি আসামের নওগাঁ জেলার ১২টি গ্রামের অধিবাসীরা বাঘের উৎপাতে বিরক্ত হইয়া একখানি বড় জাল পাতিয়া এক সঙ্গে তিনটি বাঘ ধরিয়াছে। কয়দিন থাকিয়া চীৎকার করার পর একজন শিকারী বাঘরা বাঘ তিনটিকে হত্যা করিয়াছে।

কনেষ্টবল কর্ত্তৃক দারোগা খুন

শ্রীহট্টে মদনমোহন সিংহ নামক একজন পুলিশ দারোগা একজন কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে উদ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট কর্ত্তব্যচ্যুতির অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়াছিল। তাহার ফলে কনেষ্টবলটী দা দ্বারা দারোগাকে আঘাত করিয়াছে। তাহাকে তখনই হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং হাসপাতালেই সে মারা গিয়াছে।

শ্বশুরের অবিবেচনার ফল

অষ্টা ভ্রমে স্বপত্নী হত্যা

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম যে, অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চৌদ্দরশি গ্রামে একটি অতীব নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। জনৈক বন্ধুর পত্রে স্বীয় পত্নীকে ভ্রষ্টা বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত স্বামী স্বহস্তে মর্ম্মান্তিকভাবে তদীয় সহধর্ম্মিণীকে নিশীথে গৃহমধ্যে কুঠারাঘাতে ঐরূপ শোচনীয় হত্যা করিয়াছে।

ঘটনা সম্বন্ধে শোকগ্রস্তা উন্মাদিনী মাতা এইরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহার পুত্র সন্তোষচন্দ্র গোপ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বিদেশে কার্য্যব্যপদেশে অবস্থান করিত। তাহার পুত্রবধূর বয়স ১৮।১৯ বৎসর। সন্তোষ গোপ কার্য্য হইতে কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া বাড়ীতে আসে। যুবকটীর জনৈক বন্ধু একটি চিঠিতে তাহাকে এইরূপ জানায় যে, সে সন্তোষ গোপের স্ত্রীকে সচ্চরিত্রা বলিয়া মনে করে না। ইহাই সন্তোষ গোপের এইবারে বাড়ী আসিবার কারণ এবং সে যেদিন বাড়ীতে আসে সেদিন তাহাকে বাড়ীর সকলেই কেমন উন্মনা বলিয়া মনে করে। এমন কি তাহার জন্য সংগৃহীত নানারূপ খাদ্যদ্রব্যাদিও তাহাকে খাইতে দেওয়ার সময় সে তাহা কিরূপ। পুষ্করিণীর ও অন্যান্য সহিত খায় এবং পরিবেশনরতা তাহার স্ত্রীর দিকে এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে নির্নিমেষলোচনে বারবার তাকাইতে থাকে।

ঐ দিবস সন্তোষ গোপ রাত্রিতে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে এক গৃহে শয়ন করে এবং অনুমান রাত্রি ১২ টার সময় সে ঘুম হইতে জাগে। তৎপর তাহার পূর্ব্বের সংগৃহীত কুঠার দ্বারা সে নিদ্রিতা পত্নীকে মুহুর্মুহু আঘাত করিতে থাকে। নিদ্রিতা পত্নী কুঠারাঘাতে বিকৃতা হইয়া যতই পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও চীৎকার করিতে থাকে তৎপরের আঘাত ততই ততই ভীষণ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়া নিষ্ঠুরতার চরম দৃশ্য সৃষ্টি করে।

অতঃপর চীৎকার শ্রবণ করতঃ বাড়ীর অপরাপর সকলে জাগরিত হইয়া উক্ত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলে সন্তোষ গোপ তখন গৃহের অর্গলমুক্ত করিয়া দৌড়াইতে থাকে। উন্মত্ত ধাবমান সন্তোষ গোপের পশ্চাতে তাহার ছোট ভ্রাতাও ডাকাত ভ্রমে ধাবিত হয়। সন্তোষ গোপ অত্যল্পকাল দৌড়া ইয়াই অবসন্ন হয় এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী মধ্যে ঝম্পপ্রদান করে। পশ্চাদ্ধাবমান ভ্রাতাও ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক সন্তোষ গোপকে ধরিয়া ফেলে। উপায়ান্তর হীন হইয়া সন্তোষ গোপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করে এবং ভ্রাতাকে বাড়ীতে গিয়া তৎকৃত মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দেখিতে বলে। সন্তোষ গোপের ভ্রাতা তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিলে, পথিমধ্যে সন্তোষ গোপের শয়ন গৃহে তদীয় মৃতা স্ত্রী সন্দর্শনে ভীত ও সন্তোষ গোপকে অনুসন্ধানরত তাহাদের পরিবারের অন্যান্য সকলকে দেখিতে পাইয়া সন্তোষ গোপের কথা বলে।

সকলে মিলিয়া পুকুরে আসিয়া দেখেন সন্তোষ গোপ মুমূর্ষু, অত্যল্পকাল পরে তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। প্রকাশ, সে বাড়ীতে আসিবার সময় ফরিদপুর সহর হইতে এক তোলা আফিং সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। অনুমিত হয় যে স্ত্রী হত্যার অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে সে আফিং সেবন করিয়াছিল কেননা তাহার শয্যাপার্শ্বে আফিং তৈয়ারীর পাত্রাদি পতিত ছিল। আরও প্রকাশ সে নাকি একখানি চিঠিতে লিখিয়া গিয়াছে যে তাহার স্ত্রীহত্যা ও নিজের মৃত্যুর জন্য তাহার পরিবারস্থ কেহ দায়ী নহে।

আনন্দবাজার অমৃতবাজার, ষ্টেটসম্যান, বসুমতী প্রভৃতি সাময়িক সংবাদপত্রে এইরূপ শোচনীয় দুর্ঘটনা সংবাদপত্র পাঠকগণ বহুল পরিমাণে পাইয়া থাকেন। আবার যাঁহারা "সংসার" নামক সংবাদপত্র খানা পাঠ অর্থাৎ অনুধ্যান করেন তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক বেশী, বলিতে কি প্রত্যহ এইরূপ লক্ষ লক্ষ ঘটনা অবলোকন করিয়া থাকেন এবং এই সব দেখিয়াই তাঁহারা বলিয়া থাকেন সংসারে সার কিছুই নাই শুধুই সং সার। সুতরাং জগতে আসক্ত ব্যক্তিগণ অসার ভিন্ন,—দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই পান না, এবং তাহারা সংসারের দুঃখভারবাহী হইয়া গর্দ্দভবৎ শোচনীয় জীবন যাপন করেন। তদুপরি সেই ব্যক্তিগণকে দৈবী মায়া—"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ডাজনে যথা রাজা নদীতে চুবায়।" এইরূপ দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র অমোঘ উপায় গুরুপদাশ্রয়পূর্ব্বক বিপদহারী বিশ্বের দণ্ডমুণ্ড বিধাতৃরূপ শ্রীমধুসূদনের সেবা করা। অতএব হে সংসার-ক্লিষ্ট মানব! তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীহরির একান্ত সেবায় আত্মনিয়োগ কর।

ইংলণ্ডে আ[illegible]দের প্রস্তাব

লাহোরের বিশিষ্ট এবং অভিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদীয় কথায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প লইয়া আবশ্যক অনুমতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ জানাইয়া লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনারের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার গুণাবলী উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন, তাহাতে মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের প্রাদেশিক সরকার বিহিত তদন্তের পর আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে রেজিষ্টার্ড চিকিৎসা ব্যবসায়ী বলিয়া গণ্য হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে শ্রীযুক্ত এস এম মিত্রের আয়ুর্ব্বেদীয় প্রথায় চিকিৎসা ব্যবসায়ে সাফল্যের কথার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত শিবরাম শর্ম্মা উক্ত চিঠিতে লিখিয়াছেন, ইংরেজ চিকিৎসকগণ যে সকল রোগী সম্বন্ধে হতাশ হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সকল রোগী শ্রীযুক্ত মিত্রের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগুণে নিরাময় হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইংলণ্ডে শ্রীযুক্ত মিত্রের নিকট চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার 'ফি' অত্যধিক (৪ গিনি) হইলেও তথায় তাঁহার পসার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

২৫ হাজার টাকা তহবিল তছরূপ

২৫ হাজার টাকা তহবিল তছরূপ সম্পর্কে, মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থিত মহম্মদ জাবেক জুবিলী ইনষ্টিটিউসনের সেক্রেটারী চৌধুরী গোলাম গফুর ও ক্যাশিয়ার গোলাম রসুলের বিরুদ্ধে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যে মামলা চলিতেছিল তৎসম্পর্কে গত বৃহস্পতিবার প্রাক্তন এম এল সি মকবুল হক, কলিকাতা হাইড মার্চেণ্ট এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ খোন্দকার আবদুল গণি, চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট মিঃ কে, পি মুখার্জ্জি ও তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজেদ আলীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

মিঃ ওয়াজিদ আলী বলেন, তিনি স্কুলের তিনজন ট্রাষ্টির মধ্যে অন্যতম ট্রাষ্টি। ঐ তিনজনের স্বাক্ষর ভিন্ন পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে কোনও টাকা উঠান যায় না। টাকা উঠাইবার ৩ খানা ফর্ম্ম দেখান হইলে তিনি বলেন, ইহাতে অন্যান্য ট্রাষ্টিদের স্বাক্ষরসহ তাঁহারও স্বাক্ষর আছে। সেক্রেটারীই ঐ টাকা উঠান। স্কুলের হিসাবেই ঐ টাকা ব্যয়িত হইবে ইহাই তিনি অনুমান করিয়াছেন।

অপর ট্রাষ্টি খোন্দকার আবদুল গণি বলেন, তিনি তহবিল তছরূপের কথা শুনিয়াছেন এবং সেক্রেটারীকে হিসাবের বহি হাজির করিতে বলেন। উত্তরে সেক্রেটারী বলেন যে, উহা হিসাব পরীক্ষকের নিকট আছে। পক্ষান্তরে হিসাব পরীক্ষক বলেন, তিনি এই সম্পর্কে তাঁহাকে কোনও সংবাদ দিতে পারেন না। কারণ সেক্রেটারী তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

হিসাব পরীক্ষক মিঃ কে পি মুখার্জ্জি বলেন, স্কুলের কয়েকখানি হিসাবের বহি তাঁহার নিকট দাখিল করা হয়। তাহা পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখেন যে, প্রায় ২০ হাজার টাকা তছরূপ হইয়াছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনায় আহত

কল্যাণগড়ি ও [illegible] ষ্টেশনের মধ্যে 'লেভেল-ক্রসিং' অতিক্রম করিবার কালে জনৈক 'গেট-ম্যান' একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের ধাক্কায় আহত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ২৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১২ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার } ২৮৭শ সংখ্যা

অদ্বৈত-ভবনে উৎসব

গত ২৭শে মাঘ ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবনে বিপুল আয়োজনের সহিত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে উষঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভুর প্রসঙ্গ পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা হইয়াছিল। তৎপর সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী মহাশয় স্বেচ্ছায় এই উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈত-চরিত্র

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-স্থান শান্তিপুরে; কিন্তু তিনি শ্রীধাম মায়াপুরেই অধ্যাপনা-ব্যপদেশে অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন। তাঁহার সেই অধ্যাপনস্থলই শ্রীঅদ্বৈতভবন। ভক্তি-শাস্ত্রের আচার্য্যরূপে তিনি যে অদ্ভুত চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে জীবমাত্রেরই নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে। তিনি জীবগণের কল্যাণের জন্য গঙ্গাজল-তুলসীপত্র দ্বারা শুদ্ধভাবে ভজন করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরিকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইয়াছেন।

প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের বিদ্যা-চর্চ্চার বিষয় তৎকালে সমগ্র ভারতে বিশেষ-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পাই' এই মহাজন-বাণীই তাহার একটী প্রমাণ। তখন বিদ্যাচর্চ্চা এরূপ প্রবল ছিল যে অল্পবয়স্ক বালকগণ পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের সহিত তর্কাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। নবদ্বীপের বিদ্যার যশোরশ্মি প্রখররূপে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই সুদূর কাশ্মীর প্রদেশ হইতে কেশব নামে এক সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে জয় করিয়া প্রতিষ্ঠার্জ্জনের জন্য প্রধাবিত হইয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীগৌরহরির নিকট বিচারে এই অহঙ্কারী পণ্ডিতের দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যখন অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন নবদ্বীপের প্রায় সকল ব্যক্তিই ব্যবহাররসে ও শুষ্ক-জ্ঞানাদি-চর্চ্চায় সময় অতিবাহিত করিতেন। ভগবদ্ভক্তি তাঁহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্থান পায় নাই। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্য তাই তিনি নদীয়ার ঐ প্রকার বহির্ম্মুখ অবস্থা-দর্শনে অতিশয় দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। বহির্ম্মুখ জনগণের চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অনুগত জনগণ বিশেষ-রূপে বিমর্ষ হইলে তিনি তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন—আমি এই সকল জন-গণের কল্যাণার্থ স্বয়ং ভগবানকে নিশ্চয়ই অবতীর্ণ করাইব; তাঁহার প্রতিজ্ঞা যে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল তাহা বোধ হয় ভক্তমণ্ডলীর অজ্ঞাত নাই।

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর তত্ত্বনিরূপণে শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥"

—যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন তিনি জগৎকর্ত্তা। ঈশ্বর শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। শ্রীহরি হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত। আর ভক্তির শিক্ষক বলিয়া তাঁহার 'আচার্য্য' সংজ্ঞা; আমি এই ভক্তা-বতার অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করি।

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু সম্বন্ধে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"জগৎমঙ্গল অদ্বৈত মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম॥
* * *
অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ—অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত॥
* * *
কমলনয়নের তেঁহ, যাতে অঙ্গ-অংশ।
কমলাক্ষ বলি' ধরে নাম অবতংস॥
* * * *
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকলই আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ-নিস্তার॥
আচার্য্য গোঁসাইর গুণ মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥"

পাটনায় প্রচার

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী "দি ইণ্ডিয়ান্ নেশান" পত্রে প্রকাশ, পাটনা গৌড়ীয়মঠের অধ্যক্ষ প্রচারক শ্রীপাদ শিবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী রাগভূষণ মহোদয় গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ৬ ঘটিকার সময় পাটনার ল্যাঙ্গার টোলা মহল্লায় "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী গীতার বিভিন্ন অংশ আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রকৃত শিক্ষা ভক্তিযোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সভায় উপস্থিত জন-গণের মধ্যে মিঃ কৃষ্ণদেব প্রসাদ এম্-এ, মিঃ বি, আর, কাশ্যতীর্থ এ্যাডভোকেট, মিঃ ব্রিজ নারায়ণ সহায় এ্যাডভোকেট, মিঃ মহাদেব প্রসাদ এম-এ, বি-এল এ্যাডভোকেট, মিঃ শুকদেও নারায়ণ লিডার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সারকথা

বিধি ও নিষেধ কি?

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি॥
নিজে সেই বিধি, কিছু স্বীকার না করে।
সকল পড়িল চূর্ণ শঙ্কের দুয়ারে॥
শুক্লাম্বর বিদুর-শাকের প্রমাণ।
অতএব সকল বিধির ভক্তি প্রাণ॥
যত বিধি-নিষেধ সকলই ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ সেই যায় নাশ॥
ভক্তি—বিধি মূল কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৬ অঃ)

স্বতন্ত্র পূজকের গতি কি?

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটী দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
যে তোমারে লঙ্ঘিয়া করে মোর নমস্কার।
সেজন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥
সুধা সাক্ষাৎ করিয়া রাজা মজ্জাজিত।
ভক্তিবশে ধন্য তান হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা অজ্ঞা-ভয়-দুঃখে।
ভুঞ্জ তাই মাথা খায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব-শিষ্য পাইয়া দুর্য্যোধন।'
তোমারে লঙ্ঘিয়া তার সবংশে মরণ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯শ অঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

মাঘব স্বামী প্রভাস ৬৭৮

সর্ব্ব প্রধান সমস্যা কি ?

অনন্ত সমস্যারাশি নিত্যনূতনভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। এই অনন্ত সমস্যার অনন্ত সমাধান সমস্যাগুলিকে অনন্তগুণে বৃদ্ধি করিতেছে; এমন কি আমরা একটী সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া সঙ্কল্প বিকল্প যুক্ত মনের অভিপ্রায়ক্রমে আরও অনেক নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেছি। আমরা সমস্যার সমাধান করিতে ব্যস্ত একথা সত্য, কিন্তু রোগের মূলনির্ণয়ের ন্যায় এক সমস্যার মূলীভূত কারণ-নির্ণয়ে আমরা সেরূপ ব্যস্ত নহি। অর্থ সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, অন্ন সমস্যা, জীবন মরণ প্রভৃতি অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কোন সমস্যার সমাধান আদৌ প্রয়োজন তাহা আমাদের বিচার্য্য হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে এই সমস্যার উদয়। সুতরাং ভগবান্ [illegible] জবন হইতে মুক্ত হওয়া বিশিষ্ট হইতে পারিলে এই সমস্যার সমাধান করিতে পারা যায় অন্যথা নহে। যখন আমরা চেতন জীব আমাদের জীবন আছে। আমাদের কাছে যত সমস্যাই আসুক না কেন, আমাদের জীবনকে শ্রেষ্ঠ করিবার যে সব সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় জীবন-সমস্যাই আমাদের কাছে বড় সমস্যা। আমাদের এই জীবন-তরণীখানি সমস্যার জন্য ঝড়ে এরূপভাবে আন্দোলিত হইতেছে যে, সমস্যার হস্ত হইতে তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, নাবিকহীন তরণীর এতাদৃশী অবস্থা স্বাভাবিকী। তরণী কেবল ভাসিতে পারে, তরঙ্গ-ভঙ্গে উঠিতে ডুবিতে পারে, কিন্তু যেমন নিজে নিয়মিত হইতে পারে না সেরূপ নিজেকে নিজে নিয়মিত করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; সুতরাং এই জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে জীবনতরণীর কর্ণধার-সমস্যাই যে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা তাহা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়।

আমরা ভাগ্যফলে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি সত্য কিন্তু যদি দুর্ব্বল আমরা পথভ্রান্ত আমরা -- অন্ধ আমরা কোন চক্ষুষ্মানের অভিনায়কত্বে চলিবার সুবর্ণ সুযোগ না লাভ করি তাহা হইলে কাম-ক্রোধাদি নক্রসকল-সঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে পতিত আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় তাহা অনায়াসেই বোধগম্য। কর্ণধার যেরূপ অনুকূলে নিশ্চিন্তে নৌকা চালাইয়া সমস্ত যাত্রীকে নিশ্চিন্ত, সুখকর ও সফল করে, আমাদের জীবনসমস্যার সমাধান করিবার জন্য আমরা যদি এই দুর্লভ মনুষ্য-জীবন-তরণীর নিয়ামকের বা কর্ণধারের সন্ধানের সৌভাগ্য পাই তাহা হইলে আমাদিগকেও আর ভীত হইতে হয় না। সুতরাং এই সমস্যার দিকে কর্ণধার সমস্যাই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

কর্ণধার বা নিয়ামককে আমরা শিক্ষক, গুরু, আচার্য্য প্রভৃতি শব্দান্তরে অভিহিত করি। আমরা এতাবৎকাল জাগতিক পরীক্ষার মধ্যে যে সকল শিক্ষক বা উপদেশককে বরণ করিয়াছি তাঁহারা আমাদেরই ন্যায় 'ভবরোগ'-গ্রস্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা আমাদের সমস্যার সমাধান হইতেছে না বা কোন সুবিধা হইতে পারিতেছে না। আমরা যদি অন্ধবিশ্বাসী হইয়া এইরূপভাবে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণকে জ্ঞানগুরু বা উপদেষ্টারূপে বরণ করি তাহা হইলে কোন কালেই আমাদের সমস্যার সমাধান হইবে না; অধিকন্তু সমস্যা [illegible] আমাদিগকে [illegible] করিবে। সুতরাং এই [illegible] শাস্ত্রের আপ্তবাক্য ব্যতীত — শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করা ব্যতীত নিজেকে বাঁচাইবার বা কল্যাণপ্রাপ্ত আপনার সমস্যার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ জগতের কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া শাস্ত্রের অভ্রান্ত, অকাট্য ও অপরিবর্ত্তনীয় বাণীকেই একমাত্র অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রানুগত্যে জীবন অতিবাহিত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন।

জীবের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া শ্রুতি আরোহপন্থার নিরর্থকতা জানাইয়া অবরোহপথ বা অবতারবাদের কথা কীর্তনমুখে গুরুপাদপদ্মাশ্রয়-স্বীকারের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"

এস্থলে কর্ম্মচিত অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত লোকসমূহকে বিশেষ প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষিত করিয়া দেখিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন যে, অকৃত অর্থাৎ যাহা অপরের দ্বারা কৃত বা সৃষ্ট নহে, সেই প্রকার অতীন্দ্রিয়বস্তু কৃতের কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যায় না, ইহা দেখিয়া তিনি কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ ব্যক্তি সমিৎপাণি অর্থাৎ সেবোন্মুখ হইয়া সেই অকৃত বস্তু জানিবার জন্য গুরুতে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন।

এই সমস্যা-সঙ্কুল জগতে ব্রাহ্মণ কি-প্রকার গুরুতে অভিগমন করিবেন প্রভৃতি তাহার সমাধান করিয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ যিনি শ্রুতিবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় সর্ব্ববিধ সমস্যার মূলোৎপাটন পূর্ব্বক হৃদয়-গ্রন্থি বা সংশয়কোষ ছেদন করিতে পারেন, এবং ব্রহ্মবস্তুতে নিষ্ঠিত থাকিয়া সেই শ্রুতিবিদ্যা শিষ্যের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন এতাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞের কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গী বা শিষ্য হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

শাস্ত্রকে একমাত্র সহায় বা অবলম্বন করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারা ক্রমশঃ সর্ব্বসমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইয়া জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তিকে উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ পাইয়া আনন্দভরে পরমোপকারী ও একমাত্র রক্ষাকর্তা শ্রীগুরুপাদপদ্মের গুণ-মহিমা-কীর্তন, বন্দন বা তদাদেশ পালনমুখে জীবনকে নিয়মিত করতঃ আত্মোপলব্ধি ও ভগবদুপলব্ধির পূর্ণতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া গাহিয়া থাকেন,—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং,
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-
মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি॥"

ভীষ্ম

(৪)

সভামধ্যে উঠিয়া গুরুগম্ভীরস্বরে আবার বলিলেন,—"যুধিষ্ঠির, ক্ষান্ত হও, কৃষ্ণ-বিমুখ, কৃষ্ণদ্বেষী ব্যক্তির সহিত কথা কহায় অনুচিত, কাহার প্রতি বৃথাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যে যাহা বলে বলিতে দাও। আমরা যোগ্যপাত্রেই অর্ঘ্যদান করিয়াছি। যদি দৈহিকবলের কথাই বল, যদি কৃষ্ণকে সামান্য বীরপুরুষ বলিয়াই গণ্য কর, তাহা হইলেও এই মহতী নৃপসভায় এমন কেহ নাই যিনি তাঁহার কাছে পরাজিত হন নাই। কিন্তু, সে-কথা তাঁহার পক্ষে অতি সামান্য। তিনি মানব নহেন। তিনি অখিল লোকের অধীশ্বর। তিনি যে কেবল আমাদের অর্চ্চনীয়, তাহা নহে। তিনি অখিল লোকে দেবতামনুষ্যাদি সকলেরই পূজনীয়। অনন্ত অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাহারা কখনও সাধুসঙ্গ করে নাই যাহারা কখনও নিরপেক্ষ সাধুবাক্য শুনে নাই, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিবে কিরূপে? আমি জ্ঞানবৃদ্ধ সাধুমহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়াছি। তাঁহাদের শ্রীমুখে আমি সর্ব্বগুণাধার গোবিন্দের অশেষ গুণগাথা শ্রবণ করিয়াছি। সেই সর্ব্ববিৎ ভাগবতগণ আমার সকাশে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও লীলা পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন। আমরা স্বচক্ষেও তাঁহার অনেক অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা তাই কথঞ্চিৎ তাঁহার তত্ত্ব অবগত আছি। তিনিই সকলের পূজ্য।

আমরা সেই ভক্তসুখাবহ জগদচিন্ত্য অচ্যুতের পূজা করিয়া সর্ব্বসম্মত ও জ্ঞানবৃদ্ধ-মোদিত কার্য্যই করিয়াছি। আমরা কোনও সম্বন্ধের অনুরোধে বা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় তাহা করি নাই, কেবল কর্ত্তব্যবোধেই করিয়াছি।

তিনি সদ্গুণেই সকলের মনোহরণ করেন। স্বভাবতঃই সকলে তাঁহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহাতে কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। কোন্ গুণের কথা বলিব? এমন কোনও গুণ নাই যাহা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তম উৎকর্ষ দান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বোপরি স্থাপন না করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ অনেকেই সামান্য মানব বা দেবতা জ্ঞান করে। তাহারা জানে না তিনিই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কর্তা। প্রকৃতি, পুরুষ এবং তদন্তর্গত সমস্ত ভূতের পরম ঈশ্বর তিনিই। তিনিই সর্ব্বমূলাধার। বুদ্ধি, মনঃ ও মহত্তত্ত্ব আদি সমস্ত বিষয় তাঁহারই একাংশে আশ্রিত। তিনি সকল আশ্রয়েরও আশ্রয়। চন্দ্র সূর্য্য আদি সকলেই একমাত্র তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যেমন বেদচতুষ্টয়ের আদি [illegible], ছন্দের গায়ত্রী, মনুষ্যের রাজা, নদীর সাগর, নক্ষত্রমণ্ডলীর চন্দ্র, তেজঃপদার্থের আদিত্য, পর্ব্বত সকলের সুমেরু এবং বিহঙ্গকুলের গরুড় মুখস্বরূপ সেইরূপ অখিললোকে শ্রীকৃষ্ণই সকলের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার পূজা কাহার না অভিলষিত? বালক শিশুপাল তাঁহার মহিমা কি জানিবে?"

এই সময় মহাবল সহদেব ভূতলে একটী প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া নির্ভয়ে সেই সভা-মধ্যে বলিলেন,—"যে ভুবনবন্দিত কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে পারে না, আমি তাহার মস্তকে এই পদাঘাত করি।" সহদেবের মস্তকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। এই সময় সেই মহামর্ত্ত্য মহাত্মা ভীষ্মের যুক্তিযুক্ত বাক্য সমর্থন করিয়া দেবর্ষি নারদ কহিলেন,—

কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চ্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন ॥
(মহাভারত)

অর্থাৎ যাঁহারা পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করে না, তাহারা বাঁচিয়াও মৃত, তাহাদের জীবন ব্যর্থ; কৃষ্ণানুরাগী ব্যক্তিগণ তাহাদের মুখদর্শনও করেন না। তাহাদের পাপমুখ দেখিতে নাই।

মহাবিক্রম মন্দবুদ্ধি শিশুপাল ক্রমশঃ আরও উত্তেজিত হইয়া সভামধ্যেই একটা অনর্থ ঘটাইবার জন্য অনুগত রাজন্যবর্গসহ মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির একটু আশঙ্কা প্রকাশ করিলে ভীষ্মদেব আবার কহিলেন,—'বৎস, ভীত হইতেছ কেন? যাঁহার তেজে মত্ত হইয়া শিশুপাল এত আস্ফালন করিতেছে, তিনিই অচিরে তাহার তেজ হরণ করিবেন। এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি জীবের আসন্ন মৃত্যুর সূচনা করে। পরমেশ্বর শ্রীহরিই সকলের সংহারকর্ত্তা। সুজনের হৃদয়ে তিনিই সুবুদ্ধি দিয়া সাধুপথে এবং দুর্জ্জনের হৃদয়ে কুবুদ্ধি দিয়া অসাধু-পথে ধ্বংসের মুখে প্রেরণ করেন। কোনও ভয় নাই; কুকুরের আস্ফালন ততক্ষণই যতক্ষণ না সিংহ জাগরিত হন। আমি যোগ্যতম জ্ঞান করিয়াই গোবিন্দের পূজা করিয়াছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান; যাহার মরণ নিকট হইয়াছে, সে উঁহাকে রণে আহ্বান করুক সে এখনি মরিবে, দেখিতেও পাইবে।' অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে শিশুপাল নিহত হইল। নিষ্কণ্টকে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধু পাণ্ডবদের যজ্ঞ-পূর্ণ হইল। কিন্তু রাজ্যে শান্তি আর অধিক দিন রহিল না; পাণ্ডবদের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া দুর্য্যোধনাদি যারপর নাই হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন এবং কেবল তাঁহাদের অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যুক্তি করিয়া শীঘ্রই পাণ্ডবগণকে পাশা-ক্রীড়ার অছিলায় আহ্বান করিলেন। রাজধর্ম্ম-অনুসারে পাণ্ডবগণ তথায় আগমন করিলে দুর্য্যোধন, শকুনী প্রভৃতি বিপক্ষগণের সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। পণ রাখিয়া খেলা হইল। নানাবিধ কপটতা অবলম্বনে দুরভিসন্ধি পরিচালিত বিপক্ষেরা পাণ্ডবদিগকে বারম্বার পরাজয় করিয়া তাঁহাদের ধন, জন, দেহ সমস্তই জিতিয়া লইলেন, সভামধ্যে সাধ্বী দ্রৌপদীকে আনিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন। এ ক্ষেত্রে ভীষ্মদেব উপস্থিত থাকিয়াও ভবিতব্যতা লক্ষ্য করিয়া এবং সাধ্বী সতীর লজ্জা-নিবারণে সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য্য বৈভববিস্তার দর্শন করিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্টভাবেই শ্রীকৃষ্ণচিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি লাঞ্ছিতা কৃষ্ণশরণাগতা দ্রৌপদীকে গূঢ়বাক্যে কহিলেন,—"হে পাঞ্চালি, তুমি এমন বিপন্ন হইয়াও যে পথ নিরীক্ষণ করিতেছ—যে পদ চিন্তা করিতেছ, তাহাই তোমার মত সাধ্বীর সমুচিত আচরণ। পাপের দণ্ড, অন্যায়ের উচিত প্রতীকার, সবই হইবেই সত্বর। কে আর কি করিবে?"

এক্ষেত্রে সাধ্বী দ্রৌপদীর অমিত প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, আজ হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্রের কি মনে হইল, সশঙ্কিত হৃদয়ে সহসা কেমন এক কম্পন আসিল, তিনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কয়েকটী বর দিলেন। তাহাতেই পাণ্ডবেরা পণমুক্ত এবং দ্রৌপদী সহ রাজলক্ষ্মীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কয়েক দিবস শান্তিতে অতিবাহিত হইল।

অল্পদিন পরেই দুর্য্যোধনাদির অন্তরের ধূমায়মান বিদ্বেষবহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। কূট অভিসন্ধি লইয়া আবার তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবদিগকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। ভীষ্মদেব-বিদুর আদি মহাত্মারা নিষেধ করিলেও কেহ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ক্রীড়ায় আহূত হইয়া রাজধর্ম্ম অনুসারে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে আগমন বাধ্য হইলেন। আবার সেই পণ রাখিয়া দ্যূতযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবার পণ বড় ভয়ানক। পরাজিত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে।

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৬ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

বৈষ্ণব ও ভাগবতের বিচারে পার্থক্য রহিয়াছে। শ্রীবুদ্ধ ভগবানের অবতার। কিন্তু বৌদ্ধগণ তাঁহার শিক্ষা বুঝিতে না পারিয়া নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের লোকগণ একটু sober (মিতাচারী) ও উদার। বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ রহিয়াছে। ষড়্দর্শনের পাঁচটি দর্শনে নাস্তিক্যবাদেরই কথা। কিন্তু মনীষিগণ অপরের ক্ষতি করিতে ব্যস্ত নহেন।

কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা (?) করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মানুষকে পাওয়া যেপ্রকার অন্যায়, তাহাকে হত্যা করা বা জীবনক্লেশে যন্ত্রণাপ্রদান করাও সে-প্রকার অন্যায়। ইন্দ্রিয়গণের বদ্ধাবস্থার সাধারণ চিত্তবৃত্তিই বুভুক্ষা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এই বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আত্মার নিত্য সেবাবৃত্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও ইংরেজী অনুবাদ হয় নাই। অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে। কারণ ভাগবতের অর্থ সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করিতে পারে পাশ্চাত্য জগতের ভাষায় এই প্রকার শব্দাবলীর অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-পাণ্ডিতগণ পুরাণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু পুরাণগুলির প্রতি তাঁহাদের যে প্রকার ধারণা সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যদি ভাগবত বিচার করিতে বসেন তাহা হইলে এক বুঝিতে আর বুঝিবেন। ফল হইবে 'উল্টা বুঝলি রাম'। শ্রীমদ্ভাগবত উপনিষদসমূহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য। অধোক্ষজ-জ্ঞানে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে গেলে মানবগণ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাজাত দর্শনেই বিচারপর হইয়া প্রকৃত বিচার হইতে বঞ্চিত হইবেন। কাজেই নৈমিষ-অরণ্যের বিচারধারা নষ্ট করিবার জন্যই তাহাদের চেষ্টা হইবে। প্রাকৃত জ্ঞান-কাণ্ডার দূরে রাখিয়া অধোক্ষজের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ মহাভাগবতগণের আনুগত্য করিলে ভগবদ্-রাজ্য হইতে যে চিদালোক আসিবে তদ্দ্বারাই ভাগবতের বিচার সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেই আলোকের সাহায্যেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির উপাদেয়তা লোকদিগকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিবে। তখন আমরা বুভুক্ষার সুবিধার জন্য যে জড়নৈতিকতার বর্ত্তমানে করি তাহা আর চিত্তে স্থান পাইবে না, "জীবে প্রীতি শালগ্রামে ভগবৎ-প্রেমের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ" এই প্রকার ঘৃণ্য বাক্য আর উচ্চারিত হইবে না, তখন প্রাকৃত কামের স্মরণে ধিক্কার উপস্থিত হইবে এবং যাবতীয় চেষ্টা অপ্রাকৃত কাম-দেবের সেবায় পর্য্যবসিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত যদি ইউরোপে যান অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার যদি ইউরোপে ভাল-রূপে প্রচারিত হয় তাহা হইলে ইউরোপবাসিগণের নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধা হইবে। গত ৮০ বৎসর যাবৎ অনেকে ভগবদ্গীতার আদর করিতে শিখিতেছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বুঝিতে পারেন এই প্রকার লোকের সংখ্যা অতি বিরল। শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকে না পড়িলে উপনিষদমালার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না।

(ক্রমশঃ)

অপূর্ব্ব দয়ালু শিল্পী

[শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ দাসাধিকারী]

(১)
অন্তঃপুরেতে কতকাল
আমার বন্ধ ঘড়ি
অনাদরে, অযতনে,
ছিল মরচে ধরি।

(২)
কোন সময়, শিল্পী যায়,
পথ ধরি ফেরি;
ডেকে বলে, ভাঙা ঘড়ি
মেরামত করি।

(৩)
তাহা শুনে, দৌড়ে আমি,
গেনু তাঁর পাশ।
আশার বাণী, শুনে তাঁহার
বাড়িল উল্লাস।

(৪)
মাধবীক জিনি, তাঁহার বাণী
অতি সুমধুর,
কাণে পশি', ঢেলে দিল
অমৃত প্রচুর।

(৫)
বলে—ভক্তিমূলে, বিনা পয়সায়
হ'বে তোর কাজ;
সেরে দিব তোর ঘড়ি
পলকের মাঝ।

(৬)
মুখের কাছে, নিয়ে তখন,
শুনাল কি মন্ত্র।
সেই অবধি, নিরবধি
চলছে মোর যন্ত্র।

(৭)
বিস্ময়াতিবিস্ময় চিত্তে মোর উপজয়
হেরি' দৃশ্য অপরূপ,
যাহার দর্শনে, নিমেষের তরে,
সংজ্ঞা মোর হ'ল লোপ।

(৮)
সে দৃশ্য স্মরণে সে কথা চিন্তনে
পুলকে শিহরে অঙ্গ;
ভাবিয়া না পাই, কোন্ ভাগ্যে আজি
স্পর্শমণি দিল সঙ্গ।

(৯)
ভেবে পাই না কি দিয়ে আমি
পূজবো সে-চরণ;
তাই আজ ভক্তি-ভরে,
লইনু শরণ।

(১০)
কোটিচন্দ্র সুশীতল,
সে পদের ছায়া,
যার পাশে যেতে নারে
মোহকরী মায়া।

(১১)
যাহার স্মরণে কাম-তিমিঙ্গিল
সভয়ে পলায় দূর,
সে-পদ্ম বদনে, তাহার যেখানে
রহে যেন মতি মোর।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-বসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ১৲
- ৫। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
- ৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
- ৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
- ৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
- ৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
- ১০। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
- ১১। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১২। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
- ১৪। দ্বাদশ-আলবার ।০
- ১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
- ১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
- ১৮। ভজন-রহস্য ॥০
- ১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
- ২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
- ২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
- ২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
- ২৩। দু[illegible] সানুবাদ (মাধব) ২৲
- ২৪। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- ২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ॥৶০
- ঐ (বাঁধা) ৸০
- ২৬। ধাম-দিগ্দর্শন ৵০
- ২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
- ২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
- ঐ (আবাধা) ।৶
- ২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
- ৩১। গীতমালা /১০
- ৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
- ৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৩৬। শরণাগতি /০
- ৩৭। গীতাবলী /০
- ৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ
- ৩৯। সাধনকণ
- ৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
- ৪১। নবদ্বীপশতক ০
- ৪২। অর্থপঞ্চক /০
- ৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ /০
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
- ৪৬। অর্চ্চনকণ ১০
- ৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড)
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
- ৫০। [illegible]
- ৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
- ৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী।
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /
- ৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
- ৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৫৭। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
- ৫৯। সটিক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
- ৬০। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ।৶০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পঞ্চকঃ /০
- ৬৩। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
- ৬৬। নামভজন ।০
- ৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
- ৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
- ৬৯। লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু
- ৭০। বৈষ্ণবীজম্
- ৭১। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস ফর /০
- ৭২। দি ভাগবত ।০
- ৭৩। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্স অ্যাণ্ড অ্যাবেলেণ্ড ডিভোসন ।০
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান্) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৭৭। সাধন-পথ ।০
- ৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
- ৭৯। গীতাবলী
- ৮০। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তস্মৃতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম আজাপারী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অফিস—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম— 'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"গৌড়ীয়"

৭ম বর্ষ হইতে ১১শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই

ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বাগবাজার, কলিকাতা

৯ম খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১লা ফাল্গুন, বুধবার ১৩৪১, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তারের হিড়িক

যুবক গ্রেপ্তার

চন্দ্রমোহন শীল নামক এক মহাজনের গৃহে ডাকাতি করা সম্পর্কে সোনামুখীর প্রাণবল্লভ চাটার্জ্জী, বানাবল্লভ চাটার্জ্জি এবং ব্রজবল্লভ চাটার্জ্জী নামক তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ডাকাতগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত গৃহে প্রবেশ করে এবং গৃহের লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া নগদ ও অলঙ্কার প্রভৃতি কয়েক সহস্র টাকা লইয়া উধাও হয়। ধৃত ব্যক্তিগণকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। পুলিশ তদন্ত শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

খানাতল্লাস

সিরাজগঞ্জ থানার হাটবয়রা গ্রামের বলরামের উপর পাবনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইন অনুসারে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গৃহের বাহিরে না যাইবার আদেশ দিয়াছেন। বলরাম ভিক্টোরিয়া হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। কয়েকদিন পূর্ব্বে পুলিশ তাহার "জ্ঞানপ্রদীপ লাইব্রেরী"তে হানা দিয়া কতকগুলি আপত্তিজনক পুস্তক ও কাগজপত্র হস্তগত করে। তাহাকে প্রত্যহ সিরাজগঞ্জের গোয়েন্দা আফিসে তাহার গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদ দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্র গ্রেপ্তার

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে রামগঞ্জ থানায় (নোয়াখালি) মণিপুর গ্রামের স্কুলের ছাত্র বিশ্বেশ্বর সাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে। তাহাকে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত গৃহে থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ যে, একদিন সূর্য্যাস্তের পর তাহাকে গৃহে পাওয়া যায় নাই। ৫ই ফেব্রুয়ারী তাহাকে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলে তাহাকে জামীনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ হইয়াছে।

সান্ধ্যআইন ভঙ্গে গ্রেপ্তার

নোয়াপাড়ার একদল পুলিশ রোয়াজান থানার বিনাজুরী গ্রামের ধীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার, সুধাংশু ঘোষ, অতুল বিশ্বাস, গোপালচন্দ্র সরকার এবং সুবোধ প্রভৃতি এগার জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় প্রেরণ করিয়াছে। প্রকাশ যে, গ্রামে এখনও সান্ধ্য আইন বলবৎ আছে এবং সান্ধ্য আইন ভঙ্গের জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পরীক্ষার্থী গ্রেপ্তার

৫ই ফেব্রুয়ারী বীরভূম জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জ্জির পুত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার জিনিষপত্র তল্লাসী করা হইয়াছে; তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি পাইয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

খানাতল্লাস

গত ২রা ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে একদল পুলিশ স্থানীয় এডভোকেট শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানা-তল্লাসী করে; কিন্তু আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুক্ত দত্ত কার্য্যোপলক্ষে ঐ দিন অনুপস্থিত ছিলেন।

আপত্তিজনক ইস্তাহার, পুস্তক ইত্যাদির অনুসন্ধানেই নাকি এই খানাতল্লাসী করা হয়।

কলিকাতায় গ্রেপ্তার

কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের তার পাইয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে কলিকাতার একটী মোটরের কারখানায় কাজ করিত, যুবকটীকে হাজতে রাখা হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই তাহাকে অন্যত্র পাঠান হইবে।

খানাতল্লাস

গত ৬ই মাঘ কাঁথি মহকুমার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত রাখালচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়াছে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। তিনি অসুখে ভুগিতেছেন বলিয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহাকে তথা হইতে আনাইয়া গ্রেপ্তার করিয়া মেদিনীপুর লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহার দুইজন সাক্ষ্যেদারকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কারণ জানা যায় নাই।

অস্ত্রপ্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার

গত ২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার ঢাকা জিলা কংগ্রেস কমিটীর কোষাধ্যক্ষ ও সোণারগাঁ কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবিরাজ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন তাঁহার সমাধিস্থ বাসভবনে আসিলে, পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাসীও হইয়াছে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ টিটাগড় অস্ত্রপ্রাপ্তি সম্পর্কেই এই গ্রেপ্তার। এই সম্পর্কে সোণারগাঁ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রসন্ন সেনের বাড়ীও কয়দিন পূর্ব্বে খানাতল্লাসী হইয়াছে।

শ্রমিক নেতার কারাদণ্ড

ব্যারিষ্টার ও খ্যাতনামা শ্রমিক-নেতা শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, গত ১১ই নবেম্বর অক্টারলোনী মনুমেণ্টের পাদদেশে বঙ্গীয় লেবার কাউন্সিলের ও কলিকাতা পোর্ট ও ডকের শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে যে সভা হয়, তাহাতে একটি উদ্দীপ্ত বক্তৃতা করা সম্পর্কে রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হন। বিচারে বর্ত্তমানে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ৮ শত শ্রমিক, মুগুর ও কাস্তে অঙ্কিত লাল পতাকাসহ শোভাযাত্রা করিয়া সভায় উপনীত হয়। গত যুদ্ধ-বিরতি-দিবসে ঐ সভা হয়।

আর একটি মামলায়ও ইতোপূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত দত্ত মজুমদার রাজদ্রোহের অপরাধে ১মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে যে আপীল দায়ের করিয়াছেন, তাহা এখনও বিচারাধীন। এক বৎসর শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের জন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারানুসারে তাঁহার নিকট হইতে মুচলেকা লওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটী রাজদ্রোহের মামলা কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এখনও বিচারাধীন রহিয়াছে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

পাবনার দায়রা আদালতে শ্যামনাথ সরকার ও অপর ৩ ব্যক্তির দঃ বিঃ র ৩০২।১২০ ধারা অনুসারে বিচার হয়। বিচারে জুরীগণ সকলেই আসামীদিগকে উক্ত ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করেন জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইতে না পারিয়া হাইকোর্টের মতামত চাহিয়া পাঠান। গত বুধবার বিচারপতি মিঃ কস্টেলো, মিঃ প্যাঙ্ক ও মিঃ এম সি ঘোষ দায়রা জজের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া আসামীদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ১৭ই জুন রাত্রি ১১টার সময় মাদলার সনাতন পদ থানায় আসিয়া বলে, পোটা সাহ নামক জনৈক লোক তাহাকে আসিয়া বলে যে, মাদলার জনৈক সরকারকে পোটাজিয়ার হাট হইতে বাতি লইয়া বাড়ী যাইতে দেখিয়াছে এবং ইহার কিছুক্ষণ পর রাম নামক এক ব্যক্তি আসিয়া বলে যে, সে একজন লোককে বাতি লইয়া যাইতে দেখে এবং তাহার চীৎকার শুনিতে পায়। সে দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিতেছে। জনৈক সরকার বাড়ীতে না ফিরায় সে তাহাকে খুঁজিতে একদল লোক পাঠায় এবং নিজে থানায় যাইয়া সংবাদ দেয়। রাস্তায় সে শুনিতে পায় যে, জনৈকের মৃতদেহ একটি খালে দেখা গিয়াছে। পুলিশ পোটাজিয়া মাদলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে খালের ধারে মৃতদেহ পায়। এই সম্পর্কে ৮ জনকে চালান দেওয়া হয়। নিম্ন আদালতের বিচারে ৪ জন মুক্তিলাভ করে। অবশিষ্ট চারিজনের দায়রা আদালতে বিচার হয়।

ডিব্রুগড়ে ডাকাতি

ডিব্রুগড় সহরের ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী খোয়াং থানার পশ্চিমে কচুমারী গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ২০।২৫ জন মুখোসধারী মণিপুরী মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কানাই কুর্মী নামক এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে জোর পূর্ব্বক প্রবেশ করে এবং তাহার লোহসিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকাকড়ি ও গহনাপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে। প্রতিরোধকালে কানাই কুর্মী গুরুতর আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে, তথায় তাহার অবস্থা গুরুতর। এই সম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

মুদ্রাজাল ষড়যন্ত্র মামলা

মুদ্রা জাল করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ৩৭ জন ব্যক্তির যে বিচার চলিতেছিল, ৭ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের অতিরিক্ত দায়রাজজ শ্রীযুক্ত কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার রায় দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ যে, আসামীদের কার্য্য-কলাপ ভারতের সর্ব্বত্র প্রসারিত ছিল। ১৯৩৩ সালে মামলা আরম্ভ হয় এবং ২৪০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। জজ ৩৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী রায় দিয়াছেন এবং সমস্ত আসামীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি দান করিয়াছেন।

বন্যহস্তীর উপদ্রব

উত্তর লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত বাচুমারি হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, এক বন্য হস্তী গত ২৫শে জানুয়ারী রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং ৫৫ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ও তাহার প্রায় ৯ বৎসর বয়স্কা এক কন্যাকে তুলিয়া উভয়কেই মারিয়া ফেলে। প্রকাশ, ঐ অঞ্চলে বন্য হস্তীসমূহ দ্বারা আর তিন ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

আত্মহত্যার প্রচেষ্টা

গত ৫ দিন হাওড়া গোলাবাড়ী থানায় ৫ জন লোক আত্মহত্যা করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ ভিখু ডোম নামক একজন হিন্দুস্থানীকে গলায় জখমের চিহ্ন সহ হাওড়া হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। এই জখম সে নিজে করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হাসপাতালে ভিখু মারা যায়।

একজন বাঙ্গালী যুবকও আফিং খায়। সে বলিয়াছে যে মানসিক দুশ্চিন্তা বশতঃ সে আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

মিসেস (২৮) নাম্নী একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোককে তাহার ঘরে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। তাহার স্বামী পুলিশকে এই বলিয়া সংবাদ দেয় যে, সে কাজে গিয়াছিল এমন সময় সে শুনিতে পায় যে তাহার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছে।

অপমৃত্যু

জাহ্নবী নন্দী নাম্নী একটি ৭ বৎসরের বালিকা নিউসাকুলার রোডে মোটরের তলায় পড়িয়া মারা যায়। তাহাকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

যুবক গ্রেপ্তার

৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রাতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে একজন যুবক ধৃত হইয়াছে। ইহার বাড়ী নাকি খুলনা জেলায়। এই যুবক ষ্টেশনে কাহারও সহিত সন্দেহজনক ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। এই সময় ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার ১৪নং স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত লাল বিহারী মুন্সীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তিনি উপরিউক্ত যুবককে লইয়া তাঁহাদের ক্যাপ্টেন ডাঃ কৈলাস চন্দ্র মজুমদারের নিকট গমন করেন। শেষ পর্য্যন্ত বিষয়টি পুলিশের গোচরীভূত করা হয়। তখন গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশ এই যুবকটীকে গ্রেপ্তার করে।

বিভাগীয় কমিশনার অদল বদল

মিঃ হেরল্ড গ্রেহাম আই-সি-এস চট্টগ্রাম বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার আছেন। তাঁহাকে ২৪ পরগণার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হইয়াছে। বাখরগঞ্জের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ জে ডাস আই-সি-এস অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

গত ৩০শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জিলায় ১০টি ডাকাতি হইয়াছে। তন্মধ্যে মেদিনীপুর ও দিনাজপুরে ২টি করিয়া এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, ময়মনসিংহ বাখরগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে ১টি করিয়া। ১২ জনকে ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার করা হয়।

কলিকাতার বাজার দর

চাউলের দর

	প্রতি মণ
দাদখানি	৬৷০
মাঝা চাল	৫৷৷৵০
কাটারীভোগ	৫৷৷৵০-৫৸৵০
বাঁকতুলসী	৬৸৵০
বাগরা	৩৸৵০
ঐ পুরাতন	৪৷০
পাটনাই উৎকৃষ্ট	৪৲
এলাহাবাদ কোয়ালিটি	৩৸৵০
সিদ্ধ রেঙ্গুণ	২৸৵০
আতপ –	
নূতন আতপ	৩৸৵০-৩৸৵০
পেশোয়ারী	৮৷০-৮৷৷০
বাঁকতুলসী আতপ	৪৷৷৵০-৪৸৵০
ঐ মাঝারি	৪৷০-৪৷৷০
পাটনাই আতপ	৪৷৷০-৪৷৷৵০
কাটারীভোগ	৫৸০
ঐ রেঙ্গুণ	৫৸০

আটা ও ময়দার দর

পেটেণ্ট ময়দা প্রতি মণ	৫।৵০-৫৷৷০
গৃহস্থালীর ব্যবহারোপযোগী	৪৸০-৪৸৵০
আটা (বি)	৪৸৵০-৫৲
সুজী	৫৵০-৫।০
আটা (এস)	৪।৵০-৪৷৷০
,, (২)	৪৷৷৵০-৪৷৷৵০
,, (কে)	৪।০-৪।৵০
,, (৩)	৩৷৷৵০-৩৸০

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (ক্রেষ্ট বা বীম মার্ক)	৬৵০-৬।০
ঐ বে মার্কা হাল্কা ওজন	[illegible]
গর্ডার (টী অ্যাঙ্গল)	[illegible]
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	[illegible]

সংবাদদাতা—মল্লিক এণ্ড সন লি
লোহা ৮-টি, বড়বাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৯ম বর্ষ { ২৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ১লা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ বুধবার } ২৮৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর প্রকটতিথি-পূজা-উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে যে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর পূতচরিত্র সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তৎপর উক্ত বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ কাব্যবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। উৎসবে খেচরান্ন, পরমান্ন, ছানার ডালনা, বিবিধ প্রকারের ভাজা ও ব্যঞ্জন, দধি, রসগোল্লা প্রভৃতি সুবিচিত্র নৈবেদ্য হইয়াছিল। রন্ধনাদি-তত্ত্বাবেক্ষণ কার্য্যে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর-মহোদয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া। উৎসবের ব্যয়ভার-বহনকারী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসাধিকারী মহোদয়কে আন্তরিক সহিত শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, তিনি শ্রীপাদের শ্রীবৃদ্ধিকর আরও অনেক সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থের আদর্শ-সেবায় অন্যান্য জনগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

কটক হইতে শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্ত্যালোক মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর নিকট গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ১খানা পত্র দিয়াছেন। উক্ত পত্রে আমরা আদর্শ-গুরুসেবক শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর সেবা-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনের সৌভাগ্য পাইতেছি। ঐ পত্রে শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত আচার্য্য-সেবা-সম্বন্ধেও ২।১টী কথা লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের গুণ-কীর্ত্তনই আমাদের সাধন ও ভজন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সেবা-মাধুরীতে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ ভক্ত্যালোক প্রভু বৈষ্ণবচরিত্র আলোচনার সুযোগ দিয়া আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আশা করি ভবিষ্যতেও তাঁহার এই প্রকার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইব।

উক্ত পত্রে কটক ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, —"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু, শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীপাদ শচীন্দ্রলাল দাসাধিকারী একাউণ্টেণ্ট, শ্রীপাদ আ[illegible] মহান্তি অডিটার, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র বি-টী, শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ভক্ত পুষ্পমাল্য দ্বারা পরমারাধ্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়াছেন।"

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের শ্রীবৃদ্ধি-সম্বন্ধে ভক্ত্যালোক প্রভু লিখিয়াছেন—"ভুবনেশ্বরের মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিবার সময় একবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু এবার আসিয়া মনে হইল যেন এক নূতন অপরিচিত স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। প্রথম তোরণে ফল ও মোচাসহ দুইটী কদলীবৃক্ষ ও তাহাদের পাদদেশে মাঙ্গলিক ঘট বিদ্যমান। তোরণটীও নানাবিধ পুষ্পপত্রের দ্বারা সুশোভিত এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ ও বড় বড় টবের মধ্যে বহু মনোরম গুল্মলতা বিরাজিত। দ্বিতীয় তোরণটী নানাবিধ রঙ্গীণ কাগজদ্বারা একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত-তোরণের অনুকরণে সজ্জিত হইয়াছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, নবনির্ম্মিত সুদৃশ্য মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ বিরাজ করিতেছেন। পরমারাধ্যদেবের অনুগমনে আমরা সকলেই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতিপুরঃসর শ্রীবিগ্রহদর্শনপূর্ব্বক নবনির্ম্মিত গৃহে (সেবকখণ্ডে) প্রবেশ করিলাম। গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে দাক্ষিণাত্যবাসী সুদামাবিপ্রের কথাই স্মৃতি-পটে জাগিয়া উঠিল, মনে হইল—এ যেন আমাদের মঠ নহে, অন্য কাহারও সুদৃশ্য অট্টালিকা। * * * গৃহটীর নিম্নতলায় ৩টী কুঠরী ও একটী বারান্দা কিন্তু কুঠরীগুলি বেশ বড় বড়। দ্বিতলে শ্রীল প্রভুপাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট। গৃহটীর প্রত্যেক কুঠরীর মধ্যে যথাস্থানে নানাবিধ আসবাবপত্র সুশোভিত। সারা মঠটী যেন ভক্তিসুধাকরের ভক্তি-রশ্মিতে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে।"

গত ১৩ই মাঘ ইংরাজী ২৭শে জানুয়ারী ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠে "তীর্থযাত্রা ও সাধুসঙ্গ" সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

গত ২০শে মাঘ ইংরাজী ৩রা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "অর্দ্ধোদয়-যোগ ও হরি-সেবা"-সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত বহু ব্যক্তি এই বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন নাগ এম-এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন ঘোষ জমিদার, শ্রীযুক্ত মনমোহন নিয়োগী (অবসরপ্রাপ্ত সবজজ) শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুক্ত রাসপ্রসন্ন সোম মোক্তার, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র সেন বি-এ, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মতিলাল ধর ব্যাঙ্কার, শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন সরকার প্রভৃতি।

গৌরবিনা ভজ নাই এ ভব-সংসারে। সরল গৌরাঙ্গভক্তি শিখাও সবারে॥

যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে কৌরবদের অত্যন্ত ক্ষয়ক্ষয় হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন ভীষ্মসকাশে উপস্থিত হইয়া অতীব কাতরবাক্যে কহিলেন—"হে পিতামহ, বড় দুঃখের বিষয় আপনি থাকিতে আমাদের এত দুর্গতি হইতেছে! বোধ হয় আপনি পাণ্ডবদেরই হিতার্থী হওয়া মনোযোগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছেন না। এরূপ কার্য্য আপনার যোগ্য নহে। আমি আপনাদের ভরসাতেই এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

উত্তরে ভীষ্মদেব কহিলেন,—"রাজন্,—তোমার ইহা বৃথা অনুযোগমাত্র। এ যুদ্ধের ফল এইরূপই হইবে। পাণ্ডবগণ জগতে অজেয়, কারণ চক্রাপ্রস্ত জনকে জয় করিতে পারে এমন শক্তি দেব-নরে কাহারও নাই। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এরূপ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইতে বারবার বলিয়াছি। তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই। এখন আমি আর কি করিব? যথাসাধ্য আমি যুদ্ধ করিতেছি। আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। তথাপি আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ তোমরা দেখিবে,—আমি সসৈন্যে সবান্ধব পাণ্ডবগণকে সর্ব্বলোক-সমক্ষে নিরস্ত করিব।"

ঐ দিন ভীষ্ম ভীষণতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে পাণ্ডব ও তাঁহাদের সহকারী শূরগণ সকলেই ক্ষতবিক্ষত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; পাণ্ডবপক্ষে ঘোর হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। সকলেই সত্রাসে বলিতেছেন,—"ভীষ্মের ভীষণ অস্ত্রে আজ আর পাণ্ডবদের রক্ষা নাই। কালমূর্ত্তি মহাবীর গাঙ্গেয় শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া আশীবিষ-সদৃশ অগ্নিময় শরনিকর নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। শরজালে দিক্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি অতি চমৎকার যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিয়া রথমার্গে ইতস্ততঃ অলাতচক্রের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। তখন সবিস্ময়ে সকলে ভীষ্মকে শত শতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে মায়াময় মনে করিলেন। এই সময় যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন, তিনিই তাঁহার অব্যর্থ অস্ত্রে নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। আর সহ্য হয় না। পাণ্ডবসৈন্যগণ এইবার রণে ভঙ্গ দিয়া দ্রুত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপক্ষের আর্ত্তনাদে ভুবন গগন পূর্ণ হইল।

মহাবীর পার্থকে লইয়া এইবার শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। অমনি ভীষ্মার্জ্জুনে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম বাধিল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভীষ্মের নিশিত শরে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বিষাণ-বিক্ষতদেহ গর্জ্জমান বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইলেন। অর্জ্জুন সমরে সংহারমূর্ত্তি শান্তনুকুমারকে প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য সৈন্য ও প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিপাত করিতে দর্শন করিয়াও আচার্য্যের গৌরব রক্ষা করিয়া মৃদুহস্তে শরক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, মহাবল ভীষ্মের দুঃসহ প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া হতাবশেষ পাণ্ডবচমূ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। ভীষ্মের অজস্র শরজালে দশদিক্ আবৃত হইয়াছে; দিক্‌বিদিক্ ভূমি অম্বর কিছুই দেখা যাইতেছে না। বোধ হইতেছে, গাঙ্গেয় আজই সমূলে পাণ্ডবকুল ধ্বংস করিবেন। এ সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, এখনও মোহমুগ্ধ অর্জ্জুন কর্ত্তব্য-পালন করিতেছেন না। অমনি মেঘমন্দ্রে মহাপ্রতাপ বাসুদেব বলিয়া উঠিলেন,—"চাহি না,—কাহাকেও আমি চাহি না! যাও,—যে যেখানে আছ পলায়ন কর! আমিই একাকী আজ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিব!"

এই বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই তরুণার্কবর্ণ মহাচক্র তাঁহার করগত হইল। আর চক্ষের পলকে চক্রপাণি বাসুদেব রথ পরিত্যাগ করিয়া প্রচণ্ডবেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহার পদভরে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। মহাসত্ত্ব শান্তনুপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, ধনুর্ব্বাণ সহ যোড়হস্তে অবিচলচিত্তে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—

"এহোহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে মাধব চক্রপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
রথোত্তমাৎ সর্ব্বশরণ্য সংখ্যে॥
ত্বয়া হতস্যাপি মমাদ্য কৃষ্ণ,
শ্রেয়ঃ পরস্মিন্নিহ চৈব লোকে।
সম্ভাবিতোঽস্ম্যন্ধকবৃষ্ণিনাথ
লোকৈস্ত্রিভিবীর তবাভিযানাৎ॥"

* * * * * হে কৃষ্ণ,
হে দেবেশ, হে দীনেশ এস কৃপা ক'রে।
হে ভূতশরণ্য প্রভো, সর্ব্বলোকপতি,
হে জীবজীবন, নাথ, জগন্নিবাস,
পতিত-পাবন, তব পদে করি নতি;
এস, এস, অবিলম্বে বধ মোরে নাথ!

ব্রহ্মদেশে প্রচার

রেঙ্গুন রেঙ্গুন জেলায়

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাঠকগণ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কতিপয় মঠসেবকসহ ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুণ সহরে শ্রীশ্রীগৌরবাণী-প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন এবং সহরের বিভিন্নস্থানে প্রচার-কার্য্য করিতেছেন।

গত ২৪শে জানুয়ারী মহারাজদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় দাসাধিকারী ও শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী রেঙ্গুণ সহর হইতে ট্রেণে একশত মাইল দূরে হেনজাদা জেলা সহরে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারার্থ গমন করেন এবং স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হ'ন। তিনি মঠসেবকগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

কৃষ্ণদাস বাবুর চেষ্টা ও যত্নে কয়েক স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদির বন্দোবস্ত হয়। গত ২৬শে জানুয়ারী স্থানীয় এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ, বি-এল, মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার গৃহে ব্রহ্মচারীজী ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণগণের অবস্থা, সন্ন্যাসিরুবর্গের অবস্থা ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ বিকৃত হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব লীলা ও তাঁহার শিক্ষা সহজ ও সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে ব্রহ্মচারীজী হরেন্দ্র বাবুর গৃহেই কয়েকদিবস শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "অজামিলের নামাভাসে মুক্তি" সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি ব্যাখ্যামুখে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করেন। নামাপরাধে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, নামাভাসে মুক্তি এবং শুদ্ধনামের উদয়ে জীবের কৃষ্ণপ্রেমা-লাভ প্রভৃতি সরলভাবে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন। শুদ্ধভক্তের উচ্চারিত শ্রীনাম ও নামাপরাধীর উচ্চারিত নামাপরাধ শ্রবণ করিতে একরূপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে এক নহে। একটী শ্রীনাম ও অপরটী নামাপরাধ—প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করেন। সাধুসঙ্গে কীর্ত্তনপ্রভাবেই শুদ্ধনাম হয়। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন সম্ভব নহে। সদ্‌গুরু-পদাশ্রয় করতঃ শ্রবণান্তর প্রাপ্ত বিষয়ই কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। সদ্‌গুরুর কৃপায় শিষ্য নামাপরাধের বিষয় অবগত হইয়া যত্নসহকারে সেই সেই অপরাধ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। শ্রোতৃবৃন্দ পুনরায় তৎপর দিবস নামাপরাধ বিষয়ে শুনিতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মচারীজী পরদিবস নামাপরাধ ব্যাখ্যা করিয়া সকলকেই নামাপরাধ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দেন। ব্রহ্মচারীজীর সিদ্ধান্তপূর্ণ বিশ্লেষণ শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্থানীয় চেট্টিংলে ব্রহ্মচারীজী হিন্দিভাষায় "সনাতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে বহুজনমণ্ডিতা সভায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। দেহ-মনোধর্ম্ম যে সনাতনধর্ম্ম নহে এবং আত্মধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম যেহেতু আত্মা সনাতন, তাহার ধর্ম্মও সনাতন, ইহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন। আত্মার নিত্য বৃত্তির পরমাত্মার সেবা করা। জল অতিরিক্ত শীতলতায় বরফ-আকার প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থায় ইহার কাঠিন্য ধর্ম্ম, ইহা নিত্য নহে—নৈমিত্তিকধর্ম্ম মাত্র। তদ্রূপ মানবের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-বশতঃ দেহপ্রাপ্তি এবং সেই দেহের ধর্ম্ম নিত্যধর্ম্ম বলিয়া মনে হইলেও উহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম—নিত্য নহে। সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে যখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বিরূপের অবস্থা তাঁহার নিত্য অবস্থা নহে, তাঁহার স্বরূপের অবস্থাই নিত্য অবস্থা তখন তিনি যে দেহ ও মন নহেন পরন্তু আত্মা—এই অনুভূতি লাভ করেন। এই অনুভূতির নামই মুক্তি ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতান্তে ব্রহ্মচারীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় এবং সুদূর পাশ্চাত্যদেশেও শ্রীগৌরবাণী প্রচার হইতেছে, তাহা বর্ণন করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরমানন্দিত হন। শ্রোতৃগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য;

এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ, বি-এল, উকিল শ্রীকৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী বি-এল, উকিল শ্রীসতীশচন্দ্র রায় বি-এল, উকিল শ্রীপ্রফুল্লকুমার দে বি-এল, ওভারশিয়ার শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ওভারশিয়ার শ্রীদীনেন্দ্রকুমার গুপ্ত, একাউণ্টেণ্ট শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, একাউণ্টেণ্ট শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅরুণকুমার দত্ত, মিঃ এস্, আর, এম, এস্ বেকবুর, মিঃ এন, পি, এল, ডি, আর।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও
ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম আশ্রমী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মূল্য ।—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র প্রচলন প্রচার　　নদীয়ার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৮৯শ সংখ্যা

পরলোকে নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী

নদীয়া জেলার বীরনগর (উলা) নিবাসী, ২৪ পরগণার পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিজবাটী ১৫৪ নং রসা রোডস্থ বাসভবনে মেনিনজাইটিস রোগে শনিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

গত বুধবার তাঁহার জ্বরভাব হয় এবং তাহা লইয়াই তিনি কোর্টে গিয়াছিলেন। কোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নীচে মক্কেলদের সহিত কাজকর্ম্ম করেন। কাজ করিতে করিতে তাঁহার শরীর খুব অসুস্থ হয় এবং হাত হইতে কলম পড়িয়া যায়। অতঃপর তিনি অনেক কষ্টে উপরে উঠিয়াই শয্যাগ্রহণ করেন।

কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসক ডাঃ ডেনহাম হোয়াইট প্রভৃতি তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ৭টি পুত্র একটি কন্যা এবং বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি দানশীল ছিলেন। তাঁহার গ্রাম বীরনগরের জন্য তিনি অনেক করিয়া গিয়াছেন। বীরনগরে তাঁহারই চেষ্টায় বালকবালিকাদের জন্য দুইটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বীরনগরে তিনি পল্লীসংস্কার প্রতিষ্ঠান ও কৃষিশালা করিয়াছেন। তিনি বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি বহু দুঃস্থ অসহায় পরিবার এবং বিধবাকে সাহায্য করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলা এবং অন্যান্য অনেক বৈপ্লবিক মামলা গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া পরিচালিত করিয়াছেন। তিনি এখন পাকুড় হত্যাকাণ্ডের মামলা চালাইতে ছিলেন।

রায় বাহাদুরের পত্নীর নিকট বাঙ্গালার গবর্ণর প্রভৃতি অনেকে শোক সূচক বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন। কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপ্রবোধসুন্দর তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি করুন।

আইন সভার প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত আইন সভার প্রতিনিধিগণ পার্লামেণ্টারী এসোসিয়েশনের বৃটিশশাখার আতিথ্যরূপে এ বৎসর লণ্ডনে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্য লাভের সময় উক্ত পার্লামেণ্টারী এসোসিয়েশন স্থাপিত ... ১৯১৬ সালে যুদ্ধের সময় বিভিন্ন আইন সভার প্রতিনিধিগণের ইংলণ্ড পরিদর্শনের পর আর এ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টারী এসোসিয়েশন আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন নাই; সেই সময় উপনিবেশ সমূহের প্রতিনিধিগণ ইংলণ্ডে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহার পর এই প্রথম অনুষ্ঠান।

প্রতিনিধিগণকে জুলাই মাসে ইংলণ্ড পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হইবে, তাঁহারা পরে অর্দ্ধ মাস লণ্ডনে অতিবাহিত করিবেন এবং পরবর্ত্তী অর্দ্ধমাস কাল বিভিন্ন প্রদেশ ও স্কটল্যাণ্ডের প্রধান প্রধান সহর ও শিল্পাদির কেন্দ্র পরিদর্শনে অতিবাহিত করিবেন।

অন্তরীণ আইন ভঙ্গে সশ্রম কারাদণ্ড

রাজসাহীর কালিদাস চক্রবর্ত্তী ও জলপাইগুড়ির মোহিতমোহন মৌলিককে ত্রিপুরা জিলার কমলাসাগরে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অন্তরীণ আইন ভঙ্গের অপরাধে তাহাদিগের প্রত্যেককে ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামীগণ বলে যে, কসবা থানার দারোগার সহিত তাহাদের ঝগড়া হয় তাহারই ফলে এই মামলা দায়ের করা হয়।

চট্টগ্রাম মেলে চুরি

গত বুধবার বেলা সদর হইতে ৮ মাইল দূরে গুণবতী ষ্টেশনের নিকটে কতিপয় দুর্বৃত্ত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কলিকাতা চট্টগ্রাম মেল ট্রেনের (৪নং ডাউন) অনেক ইন্টারক্লাশ যাত্রীর ৬টি সুটকেশ হস্তগত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সুটকেশের মধ্যে কিছু নগদ টাকা ও অন্যান্য জিনিষপত্র ছিল। প্রকাশ, দুর্বৃত্তগণ গাড়ীর শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইয়া দেয়। ট্রেণের গার্ড ট্রেণ থামাইবার কারণ সম্পর্কে তদন্তের নিমিত্ত যথাস্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহারা পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যার পরলোকগমন

গত ১১শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ টার সময় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমা কন্যা, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুরেন্দ্র চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের মাতা হেমলতা দেবী একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ রাখিয়া ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নানের পর তাঁহার সামান্য জ্বর হয়। পাঁচদিনের জ্বরেই তিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। স্বামী ধর্ম্মানন্দ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্রগণ এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শবানুগমন করেন। পুত্রবধূ ঠাকুরাণী মুখাগ্নি করেন এবং বহু নববস্ত্র দান করেন।

লরীর চাপায় নিহত যাত্রী

এলাহাবাদের এক সংবাদে প্রকাশ, মাঘ মেলায় বসন্ত পঞ্চমী উৎসব উপলক্ষে এলাহাবাদ আসিবার সময় পথিমধ্যে এক মোটরলরীর তলায় চাপা পড়িয়া চারিজন যাত্রী নিহত হইয়াছে। প্রকাশ যে বহু যাত্রীতে পরিপূর্ণ মোটর লরী খানিও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে এবং কয়েকজন লোক আহত হইয়াছে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গবর্ণর কর্ত্তৃক সদস্য মনোনয়ন

মিঃ জে এম বটমলী আই-সি-এস বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং গবর্ণর তাঁহার স্থানে শ্রীযুত অপূর্ব্বকুমার চন্দ আই ই এস'কে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

গবর্ণর শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ দাসকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। গবর্ণর ১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় (তামাক বিক্রয়ের লাইসেন্স) বিলের আলোচনার শেষ পর্য্যন্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এম, এস-সি, বি এল, এফ সি-এস'কে এবং ১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় ইনকাম ট্যাক্স টাম্প বিলের আলোচনার শেষ পর্য্যন্ত মিঃ এম ডাব্লিউ রেড ক্লিফট এম আই ই ই, এম আই ই'কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

সামরিক বিদ্যালয়ে ১লক্ষ টাকা দান

নাগপুরের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম-খান্দেশের ধুলিয়া নামক স্থানের অধিবাসী প্রতাপ শেঠ ওরফে মাণিকচাঁদ মতিরাম নাগপুরে প্রস্তাবিত সামরিক বিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ডাঃ বি এস, মুঞ্জে এই স্কীম গঠন করিয়াছেন।

বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ

নোয়াখালীর কোনও সব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে কৈলাসচন্দ্র দাসকে ৫০৲ টাকা জরিমানা করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। অতঃপর আসামী হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ এস কে ঘোষ ও মিঃ খান্দকার আসামীকে মুক্তি দেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী কোন জমিদারের তহশীলদার। ঐ জমিদারের কোনও প্রজার বিরুদ্ধে বাকী খাজনার বাবদ মামলা হয় এবং তাহা ডিক্রী হয়। আসামী ফরিয়াদীর ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিয়া দিবে বলিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা লয়। কিন্তু আসামী ঐ টাকা আত্মসাৎ করে। ফলে জমিদার তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করেন।

জমিদারকে যে ঐ টাকা দেওয়া হয় নাই, তৎসম্পর্কে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া বলা হয়।

মিঃ সন্তোষকুমার বসু, মিঃ গোপাল নারায়ণ চৌধুরী দরখাস্তকারীপক্ষে ও মিঃ অজিতকুমার দত্ত অপরপক্ষে উপস্থিত ছিলেন

হামানকুর্দি গুলীমারার মামলা

কুমিল্লার দায়রা ও জিলা জজ শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় আই সি এস মহোদয়ের এজলাসে চাঁদপুর হামানকুর্দির গুলীমারা মামলার আপীলের বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। বিচারপতি নিম্ন আদালতে বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনে ফেরারীকে আশ্রয় দান ও সহায়তায় দণ্ডিত আপীলকারী এক বৎসর দণ্ডে দণ্ডিত শ্রীরাজকুমার রায়চৌধুরী, চন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী ও ডাক্তার সরোজমোহন দাসকে মুক্তি প্রদান করেন। এক বৎসর জামীন মুচলেকায় আবদ্ধ শ্রীদীনেশচন্দ্র চাটার্জ্জিও মুক্তি প্রাপ্ত হন, গুলীর আঘাতে আহত শ্রীমান কল্পভূষণ চক্রবর্ত্তীর নিম্ন আদালতের দণ্ড এক বৎসর মুচলেকায় আবদ্ধ থাকা, বহাল থাকে। শ্রীযুত হরিকুমার রায় চৌধুরী নিম্ন আদালতে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাহার পক্ষে কোন আপীল করা হয় নাই।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, গত ১৯৩৪ সনের ৮ই এপ্রিল পুলিশ ও সৈন্যদল বেলা অনুমান ২ ঘটিকার সময় শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর বাড়ী ঘেরাও করিয়া বিপ্লবী বলিয়া কথিত ফেরার ঢাকার শ্রীযুত অবনী মুখার্জ্জি, কুমিল্লার শ্রীযুত অজিত সেন এবং ঐ বাড়ীর হরকুমার রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। গ্রেপ্তারের সময় জনৈক পুলিশ সাব ইনস্পেক্টারের রিভলবারের গুলীতে শ্রীমান কল্পভূষণ ভীষণ ভাবে আহত হয়। ফেরারীদের আশ্রয় দান ও সহায়তার অপরাধে উপরিউক্ত ৩জন আসামী ব্যতীত বাড়ীর মালিক ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও যদুনাথ শীলকেও গ্রেপ্তার করা হয়, নিম্ন আদালত হইতেই এই দুইজন মুক্তি পাইয়াছিল।

বঙ্গীয় বিপ্লবদমন আইনে অভিযুক্ত

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী চুচুড়া স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বঙ্গীয় বিপ্লবদমন আইনের ৩৯ ধারা অনুসারে ব্রিটিশ চন্দননগরের দয়াল প্রসন্ন কুমার নামক একজন বাঙ্গালী যুবককে অভিযুক্ত করা হয়। প্রসন্ন বর্ত্তমানে সংক্রান্ত আইনে অন্তরীণবদ্ধ আছে। পাব্লিক প্রসিকিউটর মিঃ জে এম মুখার্জ্জির প্রশ্নের উত্তরে কলিকাতার গোয়েন্দা দারোগা বলেন, চুচুড়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অনুসারে তিনি গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ চন্দননগরের দয়াল কুমারের বাড়ী খানাতল্লাসী করেন। খানাতল্লাসীর পূর্ব্বে খানাতল্লাসীর সাক্ষিগণ তাহার শরীর তল্লাস করিয়া দেয়। সাক্ষী খানাতল্লাসী করিয়া কটো, বে-আইনী ইস্তাহার ও "মানুষ ক্ষাংলো চাই" শীর্ষক প্রবন্ধ ও অন্যান্য সংবাদ প্রাপ্ত হন। কুমার খানাতল্লাসীর সময় উপস্থিত ছিল। সাক্ষী প্রাপ্ত দ্রব্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সাক্ষিগণ ঐ তালিকায় স্বাক্ষর করেন। সাক্ষী আসামীকে সনাক্ত করে।

অতঃপর খানাতল্লাসীর একজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়। আসামী সাক্ষীদিগকে জেরা করে না এবং দোষ স্বীকার করে।

মোটর চালকদের ধর্ম্মঘট

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, ৪৫৲ টাকা বেতন নির্দ্ধারণ ও লভ্যাংশ দান বন্ধ করা সম্পর্কে মোটর চালক সমিতি মোটর বাস মালিক সমিতিকে একটি শর্ত্তাধীন দাবী জানাইলে তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। ফলে, সহরে যে সমস্ত মোটর ভাড়া দেওয়া হয় তাহাদের প্রায় দেড়শত চালক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারী চালকগণ একটি ডেপুটেশনে ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইসমাইল দেশাইর সহিত সাক্ষাৎ করে। তিনি তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতীকারের আশ্বাস দিয়াছেন।

নারীদস্যুর চাতুরী

লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, মাংলো ওরফে লম্বা নাম্নী এক নারীদস্যু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জামিনে খালাস থাকা অবস্থায় উধাও হয়। লক্ষ্ণৌ পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য জোর তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে। লক্ষ্ণৌ জিলায় তাহার গ্রাম কাপোরীতে ঐ নারী মারা গিয়াছে বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে হর্দ্দ জিলায় সম্প্রতি যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহা এই নারীদস্যু এবং তাহার সঙ্গীদের কার্য্য। পুলিশ উক্ত নারী দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল কিন্তু সে পুলিশের কবল হইতে পলায়ন করিয়াছে এবং তাহাকে ধরিবার সময় সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। ঐ জিলায় সম্প্রতি যে সকল ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তৎসমুদয় এই নারী দস্যুর কার্য্য বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে।

বাস হইতে অবতরণকালে দুর্ঘটনা

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত কটিহালা গ্রামের শচীন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী গত অর্দ্ধোদয় যোগে স্নান উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, গত ২৪শে মাঘ বুধবার বাস দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ময়মনসিংহের ভবানীপুরের জমিদারের অধীনে কাজ করিতেন। কলিকাতায় আসিয়া শচীন্দ্রবাবু পদ্মপুকুর রোডস্থ উক্ত ভবানীপুরের জমিদারের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। বুধবার গঙ্গা হইতে দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় যান। তথা হইতে ফিরিবার পথে বেলা অনুমান ৩টার সময় বরেন্দ্রনাথ পোদ্দার রোডে ষোলনা বাস হইতে নামিবার সময় পড়িয়া গিয়া মাথায় গুরুতর আহত হন। তথা হইতে এম্বুলেন্স অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে লওয়া যায়। তথায় ঘণ্টা দুই অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

বিষাক্ত খাদ্যে তিনজনের মৃত্যু

শঙ্করপুর কয়েল তালুকের একটি গ্রামে বিবাহের এক ভোজে প্রায় চইশত অতিথিকে আপ্যায়িত করা হয়। আহারের পরে তাহাদের মধ্যে বমন ও অন্যান্য উপদ্রব দেখা দেয় এবং তিনজনের মৃত্যু হয়। মনে হয় খাদ্যে বিষ মিশ্রিত হইয়াছিল। পুলিশের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবিষয়ে তদন্ত করিতেছেন।

পাট গুদামে অগ্নিকাণ্ড

বগুড়ায় গত ১৫ তারিখ রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময়ে কুন্দলাল বেগানী নামক জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর পাটের গুদামে আগুন লাগে। গুদামে মজুত সমস্ত পাট ভস্মীভূত এবং চাউলের কলের প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ইঞ্জিনের ক্ষতি হইয়াছে। উক্ত গুদাম সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে

ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিস

নয়াদিল্লী হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে,—

ভারতসচিবের অনুমোদনক্রমে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ১৯৩৩ সালের ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল আইনের ১১ (১) ধারা অনুযায়ী এদেশে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি কোন প্রাদেশিক মেডিকেল আইন অনুসারে বৃটিশ ভারতে রেজেষ্টারীভুক্ত হইয়াছেন, তিনি ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন

এ, বি, রেলে ট্রেণ দুর্ঘটনা

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এ বি রেলওয়ের ৭নং আপ প্যাসেঞ্জার ট্রেণ বদিপুর ও সাতগাও ষ্টেশনের মধ্যে এক দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিল। চলন্ত ট্রেনের একখানি 'গুডস ভ্যান' লাইনচ্যুত হইয়া যায় এবং সম্মুখের কামরার সহিত তাহার ধাক্কা লাগে কয়েকজন যাত্রী আহত হয়। এজন্য সাতগাওয়ে ট্রেণখানিকে প্রায় তিন ঘণ্টা আটকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

ভৃত্য সহ মিরাশদার নিহত

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ যে, পুঠিমাগেরর অদূরে পাশু তাসিলদার মিঃ ভেঙ্কটরামা আয়ার এবং তাঁহার গরুর গাড়ীর চালক পথিমধ্যে নিহত হইয়াছে। মিঃ আয়ার পারবকুদি রামনাদ তালুকের নদমুর গ্রামে শস্য সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার মিরাশদারী আছে। ফিরিবার পথে গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি নিহত হইয়াছেন। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন

৮ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে বিপুল উৎসাহে নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হইতে আগত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন।

বঙ্গীয় কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মিঃ কে জি এম ফারুকী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি

মিঃ এস এন ব্যানার্জ্জি এম এ, বি কম, জি ডি এ, আর এ বঙ্গীয় ভারেণ্ট ইক কোম্পানীর অফিসিয়েটিং এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার এর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ } ২৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ২রা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ বৃহস্পতিবার } ২৮৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১৮ই ও ১৯শে মাঘ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার বড়-সাহারা গ্রামে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন পূর্ব্বক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রায় ৪০০ শত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ বাণী শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। নিম্নে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ হইল। শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য (সরস্বতী), শ্রীরামচরণ ভট্টাচার্য্য (স্মৃতিতীর্থ), শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কা-ব্যাকরণতীর্থ), শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য (কাব্যব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ), শ্রীরজনী কান্ত মিশ্র, শ্রীসুবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাসবিহারী দাস জমিদার (মালপাড়া), শ্রীযতীন্দ্র নাথ মাহাতি জমিদার (লাড়ো)।

স্বামীজী মহারাজ গত ৩রা ফেব্রুয়ারী লাড়োর জমিদার শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মাহাতি মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় ভবনে শুদ্ধভক্তি করিয়া গীতা ব্যাখ্যা করেন। বহু শ্রোতা গীতা-ব্যাখ্যা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তৎপর দিবস শ্রীপাদ পুলিনবিহারী দাস অধিকারী মহাশয় ছায়াচিত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বাগ্মিতা প্রশংসার যোগ্য।

গত ২২শে মাঘ স্বামীজী মহারাজ নওগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডলের গৃহে ছায়াচিত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। ঈশ্বর বাবুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবাচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। ইনি প্রতি বৎসর শ্রীধাম পরিক্রমার সময় সাধুসেবার জন্য প্রচুর তণ্ডুল সাহায্য করিয়া অশেষ সুকৃতি অর্জ্জন করিতেছেন।

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ১৬ই মাঘ সোমবার বালপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার দাস মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী ১৭ই মাঘ একাদশী-বাসরে সান্তাইড়িজ গ্রামের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়া বর্ণাশ্রম-নির্ব্বিশেষে সকলেরই যে ভগবদ্ভজনের যোগ্যতা আছে, মানবমাত্রেরই যে সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজন করা একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বিশেষরূপে শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি শুদ্ধ নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্যও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গ ব্রহ্মচারীজীর পাঠের প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার বি-এ মহাশয়ের সংবাদে প্রকাশ গত ২০শে মাঘ রবিবার আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে একটী নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। সংকীর্ত্তনমণ্ডলী মহাজন-পদাবলী আবেগভরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা উক্ত গ্রামের দত্ত-তলায় উপস্থিত হইলে শ্রীপাদ যমলার্জ্জুন ব্রহ্মচারী 'শ্রীনাম মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বহু ব্যক্তি সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিরুলাকাঠী-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসাধিকারী মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১৫ই মাঘ মঙ্গলবার ১১ ঘটিকার সময় নৌকাযোগে চাঁদপুর হইতে রওনা হইয়া তৎপরদিবস বেলা ২ঘটিকার সময় পিরুলাকাঠী বন্দরে উপস্থিত হন। অশ্বিনী বাবুর বিশেষ আগ্রহে গত ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার তাঁহারই গৃহপ্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শুদ্ধাষ্টক, দশাবতারস্তোত্র, পঞ্চতত্ত্ব এবং মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়। তৎপরে স্বামীজীর সঙ্গী জনৈক ব্রহ্মচারী 'শ্রীএকাদশী ও উপবাস' সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল একটী উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং একাদশী প্রতিপালন করা যে প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

তৎপরে স্বামীজী মহারাজ 'বস্তু-পরিণাম ও শক্তিপরিণাম' সম্বন্ধে প্রায় এক-ঘণ্টার অধিককাল মর্ম্মস্পর্শী একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমরা দুই প্রকার মতবাদের কথা বহু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। 'বস্তু-পরিণাম' ও 'শক্তিপরিণাম'। বস্তু-পরিণামবাদীরা বলেন যে, বস্তু বিকৃত হইয়া জীব বা জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ জগৎ বা জীব বলিতে কোন জিনিষ নাই। ব্রহ্মই বিকৃত হইয়া এই প্রকার আকার ধারণ করিয়াছেন। যখন তাঁহার বিকার কাটিয়া যাইবে, তখন সেই জীবই ব্রহ্ম। কিন্তু শক্তিপরিণামবাদিগণ বস্তুপরিণামবাদকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বস্তুর শক্তিপরিণাম-স্বীকারকারী। বস্তু হইতে শক্তি অভিন্ন হইয়াও নিত্যকাল ভিন্ন। বস্তুশক্তি তিন প্রকার—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ মায়া-শক্তিরই পরিণাম। ব্রহ্মপরিণামবাদীরা শক্তি-পরিণামবাদকে অস্বীকার করায় স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অক্ষম। সেইজন্য তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু শক্তিপরিণামবাদী যাঁহারা তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐকমত্য দেখিতে পাই। যেখানে বস্তুই বিকৃত, সেখানে বস্তুর বিষয়ে কিপ্রকার ধারণা আমাদের হইতে পারে? বস্তু-পরিণামবাদীরা কল্পিত অনুভূতিবিশিষ্ট হইয়া যে-সমস্ত কার্য্যাদি বা পঞ্চোপাসনা প্রভৃতির আয়োজন করিতেছেন তাঁহাদের সেসব পূজাও কল্পিত। কেন না, তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মের বাস্তবিক কোন রূপ নাই। কেবল সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা করা হয়। কিন্তু সাধক যখন সিদ্ধি-অবস্থা-প্রাপ্ত হইবে তখন সাধ্যবস্তুও থাকিবে না, সাধকও থাকিবে না, সাধনাও থাকিবে না; সব একীভূত হইয়া যাইবে। কিন্তু শক্তিপরিণামবাদ-স্বীকারকারী আচার্য্যেরা বলেন যে, বস্তুপরিণাম কি-প্রকারে হইতে পারে? এ সমস্তই বস্তু-শক্তির পরিণাম। চিচ্ছক্তির পরিণাম—চিজ্জগৎ, অচিচ্ছক্তির পরিণাম—অচিজ্জগৎ এবং জীবশক্তির পরিণাম—জীব জগৎ। সেইজন্য তাঁহারা গুরুর গুরুত্ব, শিষ্যের শিষ্যত্ব এবং সাধ্যবস্তুর নিত্যত্ব স্বীকার করেন; তাঁহারা ত্রিপুটী বিনাশ করেন না। সেইজন্যই বস্তুপরিণাম ও শক্তিপরিণামবাদীদের মধ্যে আমরা পরস্পরের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। স্বামীজী এতৎপ্রসঙ্গে আরও অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ মাঘ রবিবার শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮

শান্তি

জগদ্বাসী সকলেই শান্তিপ্রিয়। সেই শান্তিলাভের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত, এমন কি সম্প্রদায়বিশেষ 'শান্তি'-নাম অর্পিত করিতে উদ্গ্রীব। কিন্তু শান্তির আধার সেই শান্তরস, শান্তিধাম, শান্তিময়ের শান্তিপ্রদ শ্রীচরণকমলের সন্ধান না করিয়া জগদ্বাসী অশান্তির আকর এই জগৎ ও জাগতিক বস্তু বা ব্যক্তিগণের নিকট শান্তির অন্বেষণ করিতেছে বলিয়াই তাহা [illegible] হইতেছে। শান্তির আকাঙ্ক্ষা করে না এমন লোক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই জগতের সর্ব্বত্রই শান্তির সন্ধানস্পৃহা অন্তরে বা বাহিরে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে এবং শান্তিময়ের কোন শান্ত পরিজনের সঙ্গ না হওয়ায় আমাদের সেই অভিলষিত উদ্দেশ্য বা আশা সফল হইতেছে না। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ও আর্ত্তি দেখিয়া অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত শান্তিলাভের উপায় স্বমুখে বলিয়াছেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তি-রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু বলিয়া তাঁহাকে চক্ষু, কর্ণ ও মনাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। তিনি পূর্ণ চেতন ও সমস্ত চেতনাচেতনের মূল বা আকর বলিয়া সর্ব্বারাধ্য। এই অধোক্ষজ বস্তু কখনও কাহারও ভোগ্যবস্তু হইতে পারেন না বা তিনি কখনও অন্যান্য দেবতাদির ন্যায় অপরের সেবার বাধ্য হন না। এই অধোক্ষজের সেবা অহৈতুকী ও অপ্রতিহত-ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে জীবের পরম ধর্ম্ম সাধিত হয় এবং সেই সেবা-নৈরন্তর্য্য বা নৈষ্ঠিকী-ভক্তিবলে দুঃখী জীবগণ আনন্দময় ভগবানের নিত্য সেবাসেবক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণদাসাভিমান হৃদয়ে প্রবল হইয়া জীবগণকে সেবাসুখ-উপলব্ধির সুবর্ণসুযোগ প্রদান করিলে অশান্ত জীবগণ শান্তিলাভে সমর্থ হয়। শান্তিময়ের সহিত সতত যোগযুক্ত হইয়া থাকা অর্থাৎ সেবক জীবের একমাত্র সেব্য ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকা ব্যতীত নিত্যশান্তি-লাভের আর কোন উপায়ান্তর নাই।

সুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করিতে হইলে, বিকৃত-স্বভাবপ্রাপ্ত জীবকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, শান্তির পুত্র বা অধিকারী হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ শান্তিধনে বা নিত্য সেবাধনে বঞ্চিত জীবগণের নৈষ্ঠিকী ভক্তিলাভ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এ বিষয়ে ব্যাকুল হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী তাহাদের করুণাপর হইয়া তাহাদিগকে এই নৈষ্ঠিকী ভক্তিলাভের উপায় বলিয়া দেন —

"নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥"

কৃষ্ণ-বিমুখ জীবমাত্রেই অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ নানা কামনা দ্বারা তাহাদের হৃদয় আক্রান্ত। তাই তাহারা স্ব-স্ব-বাসনা-পরিপূরণের জন্য ব্যস্ত হইয়া দুঃখদ ক্ষণিক শান্তিলাভের আশায় পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে সংসার-সমুদ্রে দুঃখ-মকরের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া বিব্রত। সুতরাং এতাদৃশী দুর্দ্দশা-গ্রস্তাবস্থায় নিরন্তর অধোক্ষজ ভগবানের সেবা অসম্ভব। এ দুঃসময়ে পতিতপাবন সেবাশান্তি-সুধাময় ভাগবতগণের আশ্রয়-গ্রহণ বা সেবা ব্যতীত এই দুঃসহ যাতনা অপসারণের কোন উপায় দেখা যায় না। তাই এই ভাগবত গ্রন্থরূপে ও ভক্তভাগবতরূপে আমাদের নিকট প্রকটিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহাদের দুর্লভ সঙ্গ প্রদান করিবার জন্য ব্যাকুল। আমরা যদি শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবের সেবা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকি তাহা হইলে সেই সৎসঙ্গ-প্রভাবে আমাদের অনর্থ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। যে পরিমাণে ইতর চেষ্টা হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় সেই পরিমাণে আমরা সেবাসৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হই। সেবাফলে ভক্তিবিরোধী অভদ্রকামনাসমূহ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিলে ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কথিত,—'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিঃ' প্রভৃতি ক্রমপন্থায় হৃদয়ে আসন রচনা করে।

ভাগ্যক্রমে সদ্গুরুর আনুগত্যাবলম্বী হইয়া গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সৎ হইতে পারিলে জীবের ভাগ্যে এই নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। এই নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে অনর্থনিবৃত্তিবশতঃ কাম ক্রোধাদি রজস্তমোগুণ-সম্ভূত বৃত্তিসমূহ নিষ্ঠাবান্ ভক্তকে আর অভিভূত করিতে বা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। তখনই ভক্ত মিশ্রসত্ত্ব অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বাসুদেবাশ্রিত হইবার সৌভাগ্য পান এবং বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থানহেতু ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তি হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ায় জীব সেবা-শান্তিলাভে স্থিরচিত্ত হন। এই সেবানৈরন্তর্য্য-রত্ন-লাভের পর প্রসন্নমনা ও কামনা-বাসনাবিহীন জীবগণ প্রেমপূর্ণ ভক্তিযোগবলে পুনরায় ভাগবত-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া ভজন-ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন—ভগবানের নাম রূপ গুণ-লীলার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যানুভূতি জীবহৃদয়ে স্থান পায়। তখন অন্তর বা বাহ্য ভাবনা ব্যতীত স্বতঃই ভগবদুপলব্ধি হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় জীব নিরুদ্বেগপূর্ণ হইয়া আত্মহারা হন।

অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান এই তিনটী জীবের বন্ধনের বা অশান্তির কারণ। যে সকল বদ্ধজীব মুক্তির অনিচ্ছাক্রমে ভুক্তি আবাহন করেন, তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতার বন্ধনে এবং পুণ্য-বন্ধনে যথার্থ-কাম-লালসায় আবদ্ধ হইয়া পড়েন। আর যাঁহারা এই ফলভোগ-বাসনার বন্ধ হইতে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া মুক্ত হইবেন বা হইয়াছেন মনে করেন তাঁহারাও হরিবিমুখতার বন্ধনে আবদ্ধ হ'ন।

পরিভোগ হস্ত হইতে পুণ্যকামী ফলভোগী কর্ম্মী যে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন সেই ভোগবিরতি ভোগবুদ্ধির উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। আবার জ্ঞানীর যে নশ্বর ভোগবাসনায় বিরাগ তাহাতেও ভগবৎ সেবার প্রতি প্রবল বিরাগ থাকায় তাহাও বন্ধন বা অশান্তির হেতু। কর্ম্মজ্ঞানাদি উভয় প্রবৃত্তিই অনাত্ম চেষ্টা বা অশান্তির জননীস্বরূপা; কিন্তু মহতের কৃপাফলে আত্মবৃত্তি ভক্তির উদয় হইলে তখন ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল উদ্যম, চেষ্টা বা অশান্তির তাণ্ডব নৃত্য হৃদয়ে আর বাস করিতে পারে না। নশ্বর ভোগ ও ত্যাগপ্রবৃত্তি হইতে গুরুকৃপাবলে জীব মুক্ত হইলেই আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। মুক্ত না হইলে বৈকুণ্ঠ বস্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না।

শান্তিদায়ী ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান বাসনামুক্ত ভগবৎসেবা-নিরত ব্যক্তিগণেরই লভ্য। এই সাক্ষাৎকার বাহ্য ভোগময় জড়জগতের অনুভূতি মাত্র নহে। যেকালে নিত্য চিন্ময় ইন্দ্রিয় অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রীতি-স্থাপনে নিযুক্ত হয় সেইকালে নশ্বর ইন্দ্রিয়ের উপাধিগুলির অধিষ্ঠান দেখা যায় না। হৃষীকেশ প্রত্যেক জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা নিরুপাধিক সেবা গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা জীবের কাম-লাভমাত্র-ফলের লাভ হয় না। সুতরাং চিদিন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণ-সেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে নশ্বর স্বার্থপরতারূপ কাম একবৃত্তি নহে। ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও চিন্ময় ইন্দ্রিয় দ্বারা হরিসেবন পরস্পর পৃথক্ ব্যাপার; একটী অশান্তির ও অপরটী শান্ত্যুৎপাদক। সৌভাগ্যক্রমে জীব যখন অপ্রতিহতা হরিসেবাস্রোতে ভাসমান হ'ন তখনই ভগবদুপলব্ধি বা ভগবৎ-স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-ক্রমে তিনি নিশ্চিন্ত, নির্ভয় ও নিঃসংশয় হইতে পারেন। ভগবদ্-ইচ্ছামাত্রে তখন তাঁহার প্রারব্ধ সঞ্চিত কর্ম্ম-সমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জীব শান্তিজননী-স্বরূপা কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতি-ধনে ধনী হইতে পারেন। এই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইলে কোন কু বাসনা বা সন্দেহের আর অবকাশ থাকে না এবং তৎফলে 'ভগবান্ বস্তু আমার প্রভু নহেন' এই ভোগময় বিপরীত-ভাবনা এবং 'জীব দাস নহেন তিনি স্বয়ং অহংগ্রহোপাসক বস্তু'—এইরূপ দ্বিবিধ বিপরীত ভাবনারূপ মায়াত্মক সংশয়ের অপসারিত হয়। তখন সুষ্ঠু মনন-প্রভাবে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের বিপরীত ভাবনা যে নির্ব্বিশেষ ভাব তাহা বিদূরিত হওয়ায় প্রভু-দর্শনে দাসের প্রভু হইবার অযোগ্যতা দূরীভূত হয়। নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ফলে সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে দাসাভিমানের প্রাবল্যে জীব নিজেকে ভগবানের পাল্য বা রক্ষিত বলিয়া যখন জানিতে পারেন তখন দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাবহেতু তিনি আর অশান্তি পান না; পরন্তু স্বরূপাবস্থিত হইয়া নিত্য-শান্তির অধিকারী হ'ন এবং তখনই তাঁহার হৃদয় শান্ত ভাব ধারণ করেন। তাই বলি, গুরুদেবতাত্ম কৃষ্ণভক্ত-হৃদয়ে ব্যতীত আর শান্তি কোথায়? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥"

আচার্য্য-প্রসঙ্গে

(২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

গীতার চরম কথা—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গুহ্যতম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! তুমি লোক-ধর্ম্ম বেদধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। ঐ সকল ধর্ম্মত্যাগের জন্য অনুশোচনা বিন্দুমাত্রও করিও না। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব।" শ্রীভগবানের এই উক্তিতে Theistc ideas (আস্তিক্যবাদের) বিচার দেখিতে পাই। তাহাতে কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ Condemned (বিকৃত) হইয়াছে। শ্রীগীতায় ভক্তি

বলিয়া একটী শব্দ পাই। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষিগণ সেই ভক্তি শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ভক্তি বলিলেই ভক্তিগ্রহণের পাত্র 'ভগবান্' ও ভগবচ্চরণে ভক্তিপ্রদর্শনকারী ভক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। ভগবান্ ও ভক্তের অস্তিত্ব না থাকিলে ভক্তিশব্দের অস্তিত্ব কি প্রকারে সম্ভব? গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়ই ভক্তি-যোগ। কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু বাক্য দেখিতে পাইয়া গীতার বিচারকে অনেকে সার্ব্বজনীন বলেন। তাঁহারা গীতার

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং
কর্ম্মসঙ্গীনাং"

এই শ্লোকটী আলোচনা করিবেন। অজ্ঞ ও কর্ম্মসঙ্গীগণ শুদ্ধভক্তির বিচার বুঝিতে অক্ষম।

পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বধর্ম্মান্' শ্লোকটী উপসংহারে দেখিয়া ভক্তিযোগই যে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। 'ভক্তি' শব্দটী স্বীকার করিলে Personality of Godhead (সাকার-তত্ত্ব) আপনিই প্রতিপন্ন হয়। ৭০০ শ্লোক মুখস্থ করিয়া ঋষ্যের ন্যায় বলিলাম কিন্তু যদি "সর্ব্বধর্ম্মান্" শ্লোকের অনুসরণ করিতে না পারিলাম তাহা হইলে গীতার শিক্ষা কিছুমাত্র গ্রহণ করা হয় নাই বুঝিতে হইবে। ই শ্লোকটী মানবজাতির যত প্রকার মনোধর্ম্ম হইতে পারে তৎসমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া ভগবচ্চরণে শরণাগত হইবার জন্যই উপদেশ করিয়াছেন।

যাহারা অধোক্ষজ ভগবদ্বিগ্রহের দর্শনে অসমর্থ, তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং
তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-
মহেশ্বরম্॥"

যে সকল বোকা লোক শ্রীকৃষ্ণ-তনুকে প্রকৃতির অন্তর্গত শিশুবিশেষ মনে করে তাহারা তাঁহাকে বস্তুতঃপক্ষে অবজ্ঞাই করিয়া থাকে। ফলে তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারে না এবং জ্ঞানময় ও আনন্দময় ধাম ভগবানের চরণে অপরাধী হয়। মায়াবাদিগণ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত তনু সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বলিয়া মূঢ় সংজ্ঞায় অভিহিত হইবার যোগ্য। ভক্তির অধিকারী কাহারা, তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন
কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে
পরাম্॥"

যাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত অর্থাৎ প্রাকৃত দেহ ও মনোজাত অভিমান হইতে মুক্ত তাঁহারা প্রসন্নচিত্ত। এই প্রকার প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কখনও নষ্ট দ্রব্যের জন্য শোক কিংবা অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া শ্রীভগবানে পরা ভক্তি লাভ করেন

[এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ জনৈক বিশিষ্ট শ্রোতার বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন] পঞ্চাশ বৎসর বয়সই Retiring এর (অবসরগ্রহণের) সময়। এই সময় আর কর্ম্মকোলাহলে আবদ্ধ না থাকিয়া ভগবদ্ভজনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করাই কর্ত্তব্য। কখন যে ইহসংসার ত্যাগ করিতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মের সদ্ব্যবহারের জন্য প্রভূত চেষ্টা করা উচিত। মনুষ্যজন্মের সদ্ব্যবহার কি প্রকারে হয়?—একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনেই তাহা সম্ভব। কৃষ্ণানুশীলনই দরকার, অপর কিছুরই প্রয়োজন নাই। শ্রীল রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং
জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

—অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশী ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোনও অভিলাষ নাই। কৃষ্ণানুশীলন নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিত-মতির্ব্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্ম্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥
(ভাঃ ৬।৩।২৫)

নাম-সংকীর্ত্তনই সংসার হইতে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। শ্রীনাম উপায় ও উপেয় উভয়ই। যদি প্রশ্ন হয়,—তাহা হইলে কোন কোন মনীষী কর্ম্মযোগাদির উপদেশ করেন কেন? তাহার উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভাগবতধর্ম্মবেত্তা মহাজনগণ ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃদিগের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিত হইয়াছে। তাঁহারা নাম-সংকীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবতধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ, ও সামের অর্থবাদাদির দ্বারা এই ত্রয়ীর মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত ছিল। তাই তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদির দ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য দর্শ-পৌর্ণমাসী কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন—সুখসাধ্য নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই, শ্রীনামের যে সর্ব্বসিদ্ধি হয় জড়বাসনায় তাঁহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই বহু-আড়ম্বরযুক্ত কর্ম্মমার্গে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন কর্ম্মমার্গকে নিরাস করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিয়াছেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন
জায়তে॥"

—যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না হয় অথবা ভক্তিমার্গে শ্রীভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে সেই কাল পর্য্যন্তই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ভোগ-ত্যাগী বা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মানুষ্ঠানের যে প্রয়োজন নাই তাহা ইহাতে সুষ্ঠুরূপে বুঝা যায়।

শ্রীমান্ * * Altruism (পরার্থিতা) এর কথা বলিয়াছেন। শ্রীভগবানের কথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা কর্ণে প্রবিষ্ট না হওয়ায় ঐ প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে। ভগবদ্ভক্তি বাদ দিয়া মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ সম্পাদন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন কর্ম্ম ও জ্ঞানের বাজে কথায় সময় নষ্ট করিতে হইবে না। ঐসকল কথায় ভরপুর থাকিয়া যাহারা ভাগবতের বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে কিছুমাত্র সমর্থ হয় নাই এই প্রকার কোনও শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) উপদেশ দিতে আসিলে মহাপ্রভু পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির ছেলেমির উপযুক্ত দণ্ড প্রদানার্থ Chastising rod (শাসনদণ্ড) সহ তাহাকে তাড়া করিয়াছিলেন। অন্য স্থানের কথা কি, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহেও পরবিদ্যা আলোচনার একান্ত অভাব। অপরবিদ্যা বিদ্যার্থী ছাত্রগণের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বিদ্যার মূল উদ্দেশ্য যে ভগবদ্ভক্তি তাহাই বাদ পড়িয়াছে। ইহাতে পরমার্থ-ভারতের কিছুমাত্র উন্নতি হইতে পারে না।

মহাপ্রভু উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতির সার উপদেশ গ্রহণ করিতে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। সার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতেই পাওয়া যাইবে। শ্রীমদ্ভাগবত গোপীগণের ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গোপীগণ লজ্জা, ধৈর্য্য, মানকী প্রভৃতি যাবতীয় বিচার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মেই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং
কিল কুরু।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। তাহা হইলে অপ্রাকৃত প্রেম কি, জগদ্বাসী বুঝিতে পারিবেন। God শব্দে ভগবদ্ধারণা crippled (সঙ্কুচিত মাত্র)। কৃষ্ণ-শব্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

মহাপ্রভুর আলয়

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

গত ১১ই পৌষ ও তৎপূর্ব্বে নদীয়া-প্রকাশে উল্লিখিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য মাসিক অর্থসাহায্যকারিগণ ব্যতীত মাঘ মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত যে সকল সজ্জন ও ভদ্রমহিলা শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থে মাসিক অর্থানুকূল্য পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই সকল বদান্য সজ্জনগণ ও ভদ্রমহিলার আচরণ অনুসরণ পূর্ব্বক যাঁহারা পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের নামও বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ নামক পত্রিকাদ্বয়ে যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে। বলা বাহুল্য যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা-বরণদ্বারা মানবজীবন ধন্য করিবার এই মহাসুযোগ উপস্থিত।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—
শ্রীনিত্যানন্দ দাস (ব্রজবাসী, সেবা-কোবিদ)
রক্ষক শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
শ্রীমায়াপুর পোঃ, জেলা নদীয়া।

১। শ্রীলালচাঁদ মাইতি, সাধুয়াপোতা মেদিনীপুর ১৲
২। শ্রীপুলিন বিহারী দে, খর্পরা মেদিনীপুর ॥০
৩। শ্রীকৈবল্য চৌধুরী, বাঁওসুলতী গজাম ১৲
৪। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গুহ চৌধুরী, বজ্রবাহিরদিয়া (খুলনা) ১৲
৫। শ্রীরসিকলাল বসাক, ঢাকা ১৲
৬। শ্রীনিত্যগোপাল ঘোষ আরামবাগ হুগলী
৭। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী, খালোর হাওড়া ১৲
৮। শ্রীমতী জাহ্নবীরাণী দেবী, শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া ॥০
৯। শ্রীসচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী, আরামবাগ হুগলী ১৲

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁই॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৶০
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
৩। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী ৪৲
৫। জৈবধর্ম ২৲
৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৩। চৈতন্যোপনিষদ্‌ ৷০
১৪। বাদন-আল্‌বর ৷০
১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
১৮। ভজন-রহস্য ৷০
১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
২০। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
২৩। মুক্তফলটীকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
২৪। বেদান্তসূত্রের সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
২৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (অবাঁধা) ৷৶
২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩১। গীতমালা ৴১০
৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ
৩৬। শরণাগতি ৴০
৩৭। গীতাবলী ৴০
৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩৯। সাধনকণা ৴০
৪০। প্রেমকাব্যকৌমুদী ৴০
৪১। নবদ্বীপশতক
৪২। অর্থপঞ্চক ৴০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৪৬। অর্চ্চনকণা ৵১০
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৫৪। ঈশোপনিষদ্‌ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫৭। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৯। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্‌ ৷০
৬০। তত্ত্বসূত্রম্‌ ৷০
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৶০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠনম্‌ ৴০
৬৩। মায়াবাদ-খণ্ডনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৪। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্‌ বেদান্ত ৷৷০
৬৬। নামভজন ৷০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজি য্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৷০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্‌ ৶০
৬৯। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব্‌ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ৷০
৭০। বৈষ্ণবীজম্‌ ৷০
৭১। শোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৴০
৭২। দি ভাগবত ৷০
৭৩। থিয়োটিক প্রিন্সিপল্‌ য্যাণ্ড আপ্লায়েড ডিভোশন ৷০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭৭। সাধন-পথ ৷০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭৯। গীতাবলী ৴
৮০। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮১। শরণাগতি ৴

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম শাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

REG. C 1544

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা ফাল্গুন, শুক্রবার ১৩৪১, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৯০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ

নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট অফিসে সভা

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বেলা ঃ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস ব্যানার্জি আই. সি এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি বাহাদুরের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট অফিসে এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয় এই শোক প্রকাশার্থ প্রস্তাব করিলে সকলেই একবাক্যে তাহা সমর্থন করেন এবং দণ্ডায়মান হইয়া শোকপ্রকাশ করেন। সদর সাব-ডিভিসনাল অফিসার বাবু চারুচন্দ্র গুপ্ত প্রস্তাব করেন যে, উক্ত গৃহীত প্রস্তাবের একটি কপি রায় বাহাদুরের পত্নীর নিকট প্রেরিত হউক। সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর বাবু সুবোধ চন্দ্র মিত্র তাহা সমর্থন করিয়াছেন।

তহবিল তছরূপের অভিযোগে গ্রেপ্তার

১৯৩৪ সালের জুলাই ও ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে গার্ডেন প্রেসের মেসার্স কিক মন এণ্ড কোংর ১০,৬৭১৲ তহবিল তছরূপ সম্পর্কে উক্ত কোম্পানীর ক্যাশিয়ার ও হেড এ্যাসিষ্ট্যান্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র দাসকে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ডালহৌসী স্কোয়ারে গ্রেপ্তার করেন। গত সোমবার দাসকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজতে থাকিবার আদেশ দেন।

একদিনে ৬৫০টী মামলা নিষ্পত্তি

গত সোমবার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর ডাঃ এস, পি সর্ব্বাধিকারী ৬৫০টি মামলা নিষ্পত্তি করেন। গত সরস্বতী পূজা ও রবিবারে ৮০০টী মামলা রুজু হয়। আসামীদের প্রত্যেককে এক হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হয়। অবশিষ্ট ১৫০ টি মামলা মঙ্গলবার নিষ্পত্তি হইবে।

আসামীদের বিরুদ্ধে—সদর রাস্তায় গোলমাল করা, আলোকবিহীন সাইকেলে চড়া, গরুর গাড়ী চালান প্রভৃতি ছোট মামলা আনীত হয়।

নিষেধাজ্ঞাভঙ্গের অভিযোগ

জামালপুর (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ বঙ্গীয় সং ফোঃ আইন অনুসারে জারি করা আদেশভঙ্গের অভিযোগে বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

প্রকাশ, শ্রীযুত গুহের উপর হুকুম জারি হইয়াছিল যে, তিনি সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বাড়ীর বাহির হইতে পারিবেন না এবং অন্যান্য সময়ও একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইতে পারিবেন না; সবে বেলা ১১টা হইতে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত উক্ত কোম্পানীর অফিসে কাজ করিতে যাইতে পারিবেন। তাঁহার উপর আরও হুকুম ছিল যে, আফিসের ছুটির পর তিনি থানায় হাজির দিয়া আসিবেন।

গত বৃহস্পতিবার আফিসের ছুটীর পর তিনি যথারীতি থানায় হাজিরা দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময় বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর সম্মুখে থামিয়া উহার বারান্দায় উঠেন। একজন পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি উক্ত অফিসের বারান্দায় উঠিলে উক্ত পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। যোগেশ বাবুকে মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

জমিদার শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকুমার চৌধুরীকেও নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাঁহাকেও হাজতে রাখা হইয়াছে।

অপরের জীবনরক্ষায় আত্মাহুতি

গোয়ালন্দের এক সংবাদে প্রকাশ, একটী নৌকাতে আগুন ধরিয়া গেলে ঐ নৌকার একজন স্ত্রীলোক সহযাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, ফলে তিনজন সহযাত্রীর জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আগুনে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রকাশ যে, নৌকাতে তৈল যোগাইবার সময় আগুন ধরিয়া যায়। সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলে স্ত্রীলোকটি সাহসিকতার সহিত তিনজন সহযাত্রীকে নৌকা হইতে নামিতে সাহায্য করে। ইতোমধ্যেই নৌকাতে আগুন ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার কাপড়ে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলের জনতা অসহায় অবস্থায় স্ত্রীলোকটীকে দগ্ধ হইতে দেখে। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানা ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

নৃশংস শিশুহত্যা

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কুলাউড়া জংশনের এক মাইল উত্তরে পশ্চিমকুলাউড়া গ্রামের সীমান্তে গ্রামের চৌকীদার জুড়ী রোডের পাশ দিয়া যাইবার সময় একটি ছোট গর্ত্তের মধ্যে একটি শিশুকে দেখে। নিকটে যাইয়া দেখিতে পায় যে, শিশুটী প্রায় মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। অনুসন্ধানে সে দেখিতে পায় যে, কেহ শিশুটিকে ঘাড় মচকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। অল্প পরেই শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশুটির বয়স দুই মাস হইবে। সে কাহার সন্তান, তাহা জানা যায় নাই।

গুডস ক্লার্ক দ্বিধা বিচ্ছিন্ন

গত সোমবার শিয়ালদহ ষ্টেশনের ১২নং মালগুদামের সম্মুখে একটী ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ষ্টেশনের গুডসক্লার্ক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ডিউটী সারিয়া সকাল দশঘটিকার সময় ফিরিতেছিলেন তিনি সোজাপথে যাইবার জন্য ইয়ার্ডের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। একখানি ট্রেণ নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল এবং তিনি সেই গাড়ীর নীচ দিয়া হামাগুড়ি দিয়া পার হইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গাড়ীখানি চলিতে আরম্ভ করে এবং তিনি চাপা পড়েন। তাঁহার শরীর কোমরের মাঝামাঝি দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

রুশিয়ায় ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

মস্কোর ৫৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে নারাটেকের নিকট একটী যাত্রীবাহী গাড়ীর সহিত একটী মালগাড়ীর সংঘর্ষ হয়। ফলে ১৮ জন যাত্রী নিহত হইয়াছে এবং নয়জন আহত হইয়াছে। দুইখানা ইঞ্জিনসহ কয়েক খানা গাড়ী ধ্বংস হইয়াছে। অপরাধজনক কর্ত্তব্যে অবহেলার অভিযোগে ষ্টেশন মাষ্টারকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ঠিকানা - পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম —'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১০ম বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-পরায়ণ [illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা ফাল্গুন, শনিবার ১৩৪১, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৯১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইণ্ডিয়া বিলের আলোচনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ গত কমন্স সভার অধিবেশনে ইণ্ডিয়া বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে আনীত সংশোধন প্রস্তাবটি ভোটের বলে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। শ্রমিক দলের প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র ১৩৩ ভোট এবং উহার বিপক্ষে ৪০৪ ভোট হইয়াছিল।

শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে মেজর এটলি প্রস্তাব করিয়াছিলেন :—

কমন্স সভার অভিমত এই যে, ভারত শাসনের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে তাহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভের অধিকার সুস্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া লইয়া ভারতীয় জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগীতা লাভ করা একান্ত প্রয়োজন এবং এ আইনের মধ্যে উপরিউক্ত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস লাভের উপায় নির্দ্দিষ্ট না থাকিবে এবং যাহার মধ্যে ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাজনিত নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শ্রমিক ও কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের সম্ভাবনা না থাকিবে, তাহা কখনও সন্তোষজনক হইতে পারে না।

পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় চারিদিন আলোচনার পর এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং দ্বিতীয় দফা আলোচনায় বিলটি গৃহীত হয়।

মাঘ মেলায় অগ্নিকাণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ মাঘ মেলা উপলক্ষে ওয়াজলজের ছাউনি দেওয়া কতকগুলি কুটির তৈয়ারী করা হইয়াছিল, ঘটনাবশতঃ দৈবাৎ একটি কুটীরে অগ্নিকাণ্ড হয়। এই সময় প্রবল বাতাস বহিতেছিল, ইহাতে অন্যান্য কুটীর ও দোকানে অগ্নিকাণ্ড বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাড়াতাড়ির মধ্যে ৮ জন যাত্রী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গুরুতর আহত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ছয় জন স্ত্রীলোক আছে। আহত যাত্রীরা সকলেই বিহারের অধিবাসী।

বিহার গবর্ণরের প্রত্যাবর্ত্তন

ছুটি হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্যার জন সিফটন ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ হুইটি অস্থায়ী গবর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণরের কার্য্যভার পরিত্যাগ করায় সঙ্গে সঙ্গে শাসন পরিষদের সদস্যপদ হইতেও অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে মিঃ জে এ হুব্যাক শাসন পরিষদের সদস্য হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় বিদ্যুৎ শুল্ক বিল

গত মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অর্থ-সচিব স্যার জন উডহেড 'বঙ্গীয় বিদ্যুৎ শুল্ক বিল উপস্থিত করেন এবং খসড়াটি ১৫ জন সদস্য গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটিতে পেরণের প্রস্তাব করেন অর্থ-সচিবের প্রস্তাব বিনা বাধায় গৃহীত হওয়ায় বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটি আগামী ৯ই মার্চের মধ্যে উক্ত বিল সম্পর্কে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

খাঁ আবদুল গফুর খাঁর ওজন হ্রাস

সীমান্ত সিংহ খাঁ আবদুল গফুর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মিঃ সাদুল্লা খাঁ, তাঁহার স্ত্রী মিস সোফিয়া সোমজীর সহিত ১২ই ফেব্রুয়ারী সবরমতি জেলে খাঁ আবদুল গফুর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা অবগত হন যে খাঁ আবদুল গফুর খাঁর শরীরের ওজন ১৮ পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে। তিনি অজীর্ণের ও পৃষ্ঠের বেদনায় ভুগিতেছেন। তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দান সত্ত্বেও এই কষ্ট পাইতেছেন। এখানকার জল বায়ু তাঁহার সহ্য হইতেছে না। সেজন্য শীঘ্রই বোধ হয় তাঁহাকে অন্য কোন জেলে স্থানান্তরিত করা হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সম্মিলন

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ গত ৯ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে মিসেস এন মজুমদার বি এস সি, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক সম্মিলনের অধিবেশন উদ্বোধন করেন। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি সম্মিলনের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবিষয়ে জনসাধারণ ও সরকারের সহানুভূতি আহ্বান করেন।

কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াহেদ আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে দেশের কোমলমতি শিশুদের চরিত্র ও ভবিষ্যৎ গঠনে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের দায়িত্বের কথা বিশ্লেষণ করেন।

প্রতিনিধি ব্যতীত বিভিন্ন জিলা হইতে প্রায় এক হাজার দর্শক এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বেলগাঁওএ বিমান দুর্ঘটনা

১২ই ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে ৩ ঘটিকার সময় বাবুরাও পবার্দী নামে জনৈক হিন্দু যুবক কর্ত্তৃক পরিচালিত করাচী বিমান ক্লাবের একখানি বিমানপোত, অবতরণের সময় স্থানীয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। বেলগাঁও সহরের পশ্চিম সীমার নিকট শ্রীযুত পবার্দী অবতরণের চেষ্টা করেন। সেই সময় টেলিগ্রাফের তারের সহিত বিমান পোতখানি জড়াইয়া গিয়া ভগ্ন হইয়া এই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে।

বিমানপোতখানি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং শ্রীযুত পবার্দীর ঘাড়ে গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছেন। তাঁহাকে অবিলম্বে সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সন্ধ্যা ৭টার সময় হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কন্যাকে পুলিশের নিকট হাজির করিতে আদেশ

মেদিনীপুর জেলার মোহাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত শশীভূষণ ভৌমিক মহাশয়ের বয়স ১০ বৎসর তাঁহার কন্যা শ্রীমতী গীতা ভৌমিক কলিকাতা থাকে ষ্টিট্‌স কন্যা শিক্ষালয়ে অধ্যয়ন করে। সম্প্রতি কাঁথি মহকুমার এ এস পি শশীবাবুর উপর এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করেন যে, শ্রীমতী গীতাকে কলিকাতা হইতে আনাইয়া অনতিবিলম্বে মহকুমা পুলিশের নিকট হাজির করিতে হইবে। এই আদেশ অনুসারে শশী বাবু কন্যাকে লইয়া যথাসময়ে পুলিশের নিকট হাজির হন। অতঃপর তাঁহার উপর লিখিত আদেশ জারি হয় যে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৭টার সময় মেদিনীপুরের পুলিশ সাহেব অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
- একাদশ স্কন্ধহতে প্রতিখণ্ড ।৶০
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
- ৩। ভাষ্য-বৃত্তসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী
- ৫। জৈবধর্ম্ম
- ৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
- ৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
- ৮। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১.
- ৯। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
- ১০। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥
- ১১। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
- ১২। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
- ১৩। চৈতন্যোপনিষদ্
- ১৪। বাদন-আলবর
- ১৫। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
- ১৬। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
- ১৭। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
- ১৮। ভজন-রহস্য ॥০
- ১৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
- ২০। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
- ২১। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
- ২২। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
- ২৩। বৃত্তিমল্লিকা অপসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
- ২৪। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
- ২৫। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
- ঐ (বাঁধা) ৸০
- ২৬। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
- ২৭। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৵০
- ২৮। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৶
- ঐ (আবাঁধা) ৷৶
- ২৯। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩০। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
- ৩১। গীতমালা ⁄১০
- ৩২। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৩। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৫। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ ।০
- ৩৬। শরণাগতি ⁄০
- ৩৭। গীতাবলী ⁄০
- ৩৮। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷০
- ৩৯। সাধনকণ
- ৪০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
- ৪১। নবদ্বীপশতক
- ৪২। অর্চ্চনতত্ত্ব ⁄০
- ৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
- ৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ)
- ৪৫। অর্চ্চনকণ ৴১০
- ৪৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
- ৪৮। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
- ৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄.
- ৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।
- ৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর ৶
- ৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
- ৫৭। সংখ্যাবাণী ⁄.

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।।
- ৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
- ৬০। ... ।০
- ৬১। সাধ্যসাধ শিক্ষাষ্টকম ৷৵০
- ৬২। গৌড়ীয়মঠ পাঠঃ ⁄০
- ৬৩। সারাৎ সংকীর্তনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৪। রায় রামানন্দ ॥০
- ৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ বেদান্ত ॥০
- ৬৬। নামভজন ।
- ৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজি য্যাণ্ড অন্টলজি ॥০
- ৬৮। বিদেটিক ওয়ার্ল্ডস ৵০
- ৬৯। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ।০
- ৭০। বৈষ্ণবীজম ।০
- ৭১। কোয়ার্টার গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
- ৭২। দি ভাগবত ।০
- ৭৩। হরোটিক্ প্রিন্সিপল য্যাণ্ড আবেলয়েড ডিকোসন ।০
- ৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
- ৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৭৭। সাধন-পথ ।০
- ৭৮। কল্যাণ কল্পতরু ⁄১০
- ৭৯। গীতাবলী ⁄০
- ৮০। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮১। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অপবাদ সাধক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিমাবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

আমাশয় ও পেটের পীড়ায়

শ্রীশ্যামানন্দ দাশ কবিরাজের আবিষ্কৃত

—গ্রহণী বজ্র—

ব্যবহার করুন

আমাশয়, রক্তামাশয় অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, পেটফাঁপা, বমকাশেষ, সূতিকা ও শিশুর উদরাময় প্রভৃতি সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন পেটের পীড়ায় গ্রহণী বজ্র প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মহৌষধ।

যাঁহারা পেটের পীড়ায় নানারূপ চিকিৎসায় আফিং ও নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহারা গ্রহণী বজ্র ব্যবহার করুন, উহার গুণে মুগ্ধ হইবেন। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য ছোট শিশি ৷১০ আনা, বড় শিশি ১৷০ সিকা ডাক মাশুল ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ঔষধালয়, ময়মনসিংহ।

ঢাকায় এজেন্ট মেসার্স মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

পাটুয়াটুলি, ঢাকা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

REG. C 1546

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩া০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র সজ্জন প্রচার—সদাচার জগতের একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই ফাল্গুন, সোমবার ১৩৪১, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৯২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বন্না ডাকাতি মামলার রায়

স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল বন্না ডাকাতি মামলার রায় দিয়াছেন। যে কয়জন আসামীর বিচার হইয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল

(১) ননীগোপাল দাস ওরফে অনিল, (২) অনাথবন্ধু সাহা, (৩) হরেন্দ্র দাস ওরফে চৈতু, (৪) সমরেন্দ্রনারায়ণ সরকার (৫) অক্ষয়কুমার চৌধুরী, (৬) গনীর শেখ, (৭) ব্রজমোহন দাস এবং (৮) হরেন্দ্র দাস বৈরাগী ওরফে খোকা। নবম আসামী নরেন ঘোষ ওরফে সুধীর পলাতক আছে। সমস্ত আসামীকেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ৩৯৫ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হয়; আসামী সমরেন্দ্রকে অতিরিক্তভাবে ৩০২ ৩৯৫ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হয়। ননী, অনাথ, হরেন দাস, হরেন বৈরাগী, ব্রজমোহন এবং অক্ষয়কেও অতিরিক্তভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হয়।

ননীগোপাল, অনাথ বন্ধু এবং হরেন্দ্র দাস ওরফে চৈতু এই তিন জন আসামীর প্রত্যেকের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারানুসারে দশবৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইহাদের প্রতি কোনরূপ পৃথক দণ্ডের আদেশ হয় নাই।

সমরেন্দ্রের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৯৫ ধারানুসারে ৬ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইহার প্রতিও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কোন পৃথক্ দণ্ডাদেশ হয় নাই।

গনীর শেখ এবং অক্ষয় চৌধুরী এই দুইজনের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ৩৯৫ ধারানুসারে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ব্রজমোহন এবং হরেন্দ্র বৈরাগীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে দিনাজপুর জিলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত বন্না নামক গ্রামে প্রাণবন্ধু চৌধুরীর বাড়ীতে উক্ত ডাকাতি সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

মাটি খুঁড়িয়া তল্লাসী

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাজসাহী পুলিশ সৈন্যদলের সাহায্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের গৃহে খানাতল্লাসী করে। কোন কোন গৃহের ভিটা খুঁড়িয়া দেখা হইয়াছে। প্রকাশ যে, আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। শ্রীযুত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য উকিল, অখিলবন্ধু রায় রাণীবাজার, কেশবচন্দ্র গোঁসাই ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কেরোসিন তৈল বিক্রেতা, যোগেশ রায় মোক্তার, শরৎ মৈত্র, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায়কারী, ঝাড়ু দে, হরিগোপাল গোঁসাই, সিটি ব্যাঙ্কের কেরাণী, দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পিপলস্ ব্যাঙ্কের কেরাণী; মতি রসুল এবং মতি রসুলের দোকান। মোট এগারটী স্থানে খানাতল্লাসী করা হইয়াছে।

বন্যহস্তীর নৃশংস কাণ্ড

ডিব্রুগড় থানার এলাকাধীন জালিয়া বস্তি গ্রামের এক কুলী ও তাহার ১২ বৎসর বয়স্কা কন্যা এক হস্তী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।

প্রকাশ, গত শুক্রবার রাত্রি দশটার সময় নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে হস্তীটি বাহির হইয়া কুলীর কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কুলী ও তাহার কন্যা কুটিরের মধ্যে ছিল। হস্তী শুঁড় বাড়াইয়া প্রথমতঃ কুলীকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাকে পদতলে নিষ্পেষিত করে এবং তৎপর অসহায়া বালিকাকে মাটিতে আছড়াইয়া নিহত করে।

কাণাকে কাণা বলায় বিপত্তি

হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) হইতে প্রকাশ এক অন্ধকে কাণা বলিয়া ব্যঙ্গ করার ফলে সে কিরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ সকন্যাকে (পত্নীর পূর্ব্বপক্ষের স্বামীজাত) হত্যা করিয়াছিল হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টে ঐ মামলার বিচারকালে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, আদিলাবাদ তালুকে মাকায়া নামে এক অন্ধের পত্নী লছমীর পূর্ব্বপক্ষের স্বামীজাত পোমানী নামে একটি মেয়ে মাকায়ার বাড়ীতেই বাস করিত। সে প্রায়ই মাকায়াকে কাণা বলিয়া ব্যঙ্গ করিত। এজন্য পোমানীর উপর মাকায়ার মনে মনে তীব্র ক্রোধ ছিল, মেয়েটি তাহার বাড়ীতে থাকে বলিয়াও সে মেয়েটীর উপর চটা ছিল, ঘটনার দিন লছমী মাকায়াও পোমানীকে বাড়ীতে রাখিয়া জল আনিতে যায়। মাকায়া এই সুযোগে তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য শ্বাসরোধ করিয়া মেয়েটিকে হত্যা করে লছমী ফিরিয়া আসিয়া মেয়েকে মৃত অবস্থায় দেখিয়া পুলিশে খবর দেয়। হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের বিচারে মাকায়ার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

১১৩০৲ মূল্যের ৫ খানি ইনসিওর খাম উধাও

হরনারায়ণ সিং নামক জনৈক হিন্দুস্থানী ১১৩০৲ মূল্যের ৫ খানি ইনসিওর খাম লইয়া উধাও হইয়াছে। সে ঐ টাকা মিঃ এইচ সি হার্টারের পক্ষ হইতে গ্রহণ করে। উক্ত হিন্দুস্থানী নাকি দমদম গ্রামোফোন কোম্পানীর পিয়ন। পুলিশ অপরাধকারীর অনুসন্ধান করিতেছে।

মধুবনীতে সশস্ত্র ডাকাতি

মধুবনী হইতে এক সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। উহাতে এক ব্যক্তি নিহত এবং আরও অনেকে গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, ডাকাতগণ বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মোটরযোগে আসিয়া মধুবনী হইতে ৮মাইল দূরে অবস্থিত বাড়ুয়ার গ্রামের মুকসুদ আলি মোক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাহারা বাড়ীর মালিককে অনুপস্থিত দেখিয়া দ্বারবানের নিকট হইতে লোহ সিন্দুকের চাবি চাহে দ্বারবানগণ তাহাতে অসম্মত হইলে ডাকাতেরা একজনকে হত্যা এবং আর কয়েক ব্যক্তিকে গুরুতররূপে আহত করে। তাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সিন্দুক খুলিতে পারে নাই এবং অন্ধকারে মোটরে চড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

বরিশাল, জিলার বাবুগঞ্জ থানার বারিকা গ্রামের শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ দাসের গৃহে গত সপ্তাহে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মধ্যরাত্রে প্রায় ২৫ জন ডাকাত বর্শা, রামদাও প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত গৃহে হানা দেয়। গৃহের লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া তাহারা নগদ ও অলঙ্কারপত্রে প্রায় ১৫০০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ৩০ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৮, ৬ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ সোমবার ২ ৯২শ সংখ্যা

শ্রীগৌরজন্মমহামহোৎসবের
আগমনী গীতি

(১)

গৌরপুরের মহোৎসবের
বাঁশরী আবার বাজিল।
রঞ্জন অনুরাগে,
নিখিল ভুবন জাগে,
কুসুম-ভূষণ, লয়ে উপায়ন,
বাসন্তী প্রকৃতি সাজিল।
কুহুনিশা ধরা সাজিল॥

(২)

উৎসব আসে, করুণা প্রকাশে,
ভূলোকে গোলোক বহিয়া—
কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রাগে,—
জাগে, নব মূর্চ্ছনা জাগে,
নবীন জীবন, পাইল ভুবন,
হরষে উঠিল গাহিয়া।
জড়তা-কুহক ত্যাজিয়া॥

(৩)

মাধুর্য্য নব, আসে উৎসব,
আগমনী বীণা বাজায়ে—
(মন !) খোল খোল তব দ্বার,
ঘুমাইবে কত আর ?
লভিবি চেতন মৃত-সঞ্জীবন
পড়্ পড়্ পায়ে লুটায়ে।
সকল বন্ধ টুটায়ে॥

(৪)

তিমিরহরণ, শ্রীনাম-তপন,
পূরব তোরণে রাজিছে,—
কনককিরণ রাগে,
কলুষ-কালিমা ভাগে,
[illegible]ল পরাণ, করি' আহ্বান,
শ্রীগুরুচরণ লভিছে।
[illegible]'য়া) পরম কল্যাণে বরিছে॥

(৫)

পরম দয়াল, শ্রীশচীদুলাল,
মায়াপুর ধামে উদিয়া—
গোলোকের গোপাধন,
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
প্রেমরসে ভাসাল নদীয়া।
অপ্রাকৃত সুধা বিতরিয়া॥

(৬)

পতিতের তরে, এ ভুবন পরে,
দয়ার ঠাকুর আসিয়া,—
আচণ্ডালে দিয়া প্রেম,
জীবে কৈলা শুদ্ধ হেম,
প্রেমামৃত জগত ভরিয়া।
শ্রীকৃষ্ণভজন দিয়া॥

(৭)

পরম মঙ্গল সুধা সুশীতল
গৌরকথা মন্দাকিনী ;—
নাশিয়া অবিদ্যা-চয়,
হৃদিমাঝে প্রকাশয়,
আনন্দের পূর্ণ প্রবাহিনী।
নিঃশ্রেয়স্ কল্যাণদায়িনী॥

(৮)

(মন !) চাহ কি অমৃত ? হরিকথামৃত,
একমাত্র সুধার ভাণ্ডার—
কর্ণপুটে কর পান,
চিরতৃপ্ত হ'বে প্রাণ,
পলাইবে সন্তাপ অপার।
আনুগত্য কর সদা তাঁ'র।

(৯)

(আজ) জেগে উঠি' প্রাণ, কও আগুয়ান্,
শ্রীগুরু-করুণা স্মরিয়া,—
কর্ কর্ নব সাজ,
ঘুচাইয়া মোহ লাজ,
ভাঙ্গিয়া আগল, কাটিয়া শিকল,
এস উৎসবে ছুটিয়া।
অরুণ মালিকা বহিয়া॥

(১০)

(মন !) নিরাশের কাণে, কহ গো সুতানে,
গোকুলোৎসবে যাও গো যাও।
ব্রজাভিন্ন ধাম, মায়াপুর নাম,
সে ধামে হৃদয় সঁপিয়া দাও॥
শ্রীগৌরজন্মতিথি, হইলা অতিথি,
সে তিথিবরাহ পূজন লাগি'।
ওগো নিজজন কর আয়োজন,
চরণে তোদের ভিক্ষা মাগি॥

— শ্রীঅপর্ণা দেবী

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে ও ২৯শে মাঘ সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক আচার্য্য শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ দধিবামন ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় পাকুল্যা গ্রামে শুভাগমন করত শ্রীশ্রীকালাচাঁদ-বিগ্রহের আঙ্গিনায় দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। সেখানে গৌড়ীয়মঠের একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, ইহাই স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের আন্তরিক ইচ্ছা।

গত ২৯শে মাঘ প্রাতে ভক্তিশাস্ত্রীজী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও স্থানীয় বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উক্ত দুই দিবস আমুকী, পাকুল্যা, গুণটিয়া ও পাটুলিচর গ্রামের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁহাদের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাদিগকে তথায় আরও ৫ দিন অবস্থান করিয়া পাঠ বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহারা গত ১লা ফাল্গুন প্রাতে বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীদিগিন্দ্র কুমার শর্ম্মা চৌধুরী, কাব্যরত্ন, বিদ্যাভূষণ, শ্রীসুরেশচন্দ্র সাহা বি-এ, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার শর্ম্মা চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীবিরজা কান্ত চৌধুরী, আয়ুর্ভূষণ, শ্রীবিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায়, নায়েব নবাবষ্টেট, ডাঃ জগমোহন পোদ্দার এল্-এম্ এস্, ডাঃ মেঘলাল পোদ্দার, বি-এস্‌সি, এম-বি, সেক্রেটারী আমুকী হাইস্কুল, শ্রীসুরেন্দ্র মোহন পোদ্দার বি এ, শিক্ষক আমুকী হাইস্কুল, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনিবারণচন্দ্র পোদ্দার, ডাঃ রমণীমোহন শেঠ, শ্রীপ্রিয়নাথ বসু পোষ্টমাষ্টার, শ্রীমতিলাল সাহা তালুকদার, ডাঃ জগবন্ধু আচার্য্য, শ্রীরাধাকান্ত শর্ম্মা চৌধুরী।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বসন্তপঞ্চমী বাসরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজের কানপুরস্থ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতে স্থানীয় কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত হ্যাণ্ডবিল দ্বারাও স্বামীজীর বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। রাত্রি ৮টা'র সময় সভাতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী পরবিদ্যা ও অপর বিদ্যা-সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শিবরামের যুদ্ধের মত এই যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, যুদ্ধের বিরাম নাই; কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিতেছেন না। ত্রয়োবিংশ দিবস ঘোরতর যুদ্ধ হইল। শেষে নারদ-প্রমুখ মহর্ষিগণ ও ভীষ্মজননী জাহ্নবী আসিয়া উভয়কে ক্ষান্ত করিলেন। পৃথিবী শান্ত হইল।

পরশুরাম ভীষ্মের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অম্বাকে যথেচ্ছ গমন করিতে আদেশ দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বার হৃদয়ে এবার ভীষ্মের প্রতি ভয়ানক প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রচণ্ড বহ্নি-শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন;—"যে প্রকারেই হউক আমি ভীষ্মকে বধ করিব।" কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অরণ্যে গমন এবং কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে বর দিলেন,—"তুমি দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। তুমি স্ত্রীলোক হইয়াও দৈবক্রমে পুরুষত্ব লাভ করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে পারিবে। তোমার দেহান্তরে পূর্ব্বস্মৃতি লুপ্ত হইবে না।"

সরস্বতী-পূজা

(২)

ছাত্রগণের মধ্যে অনেকের হয় ত' এই সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আরাধনা করিয়া ছাত্রগণের আমাদের কি সুবিধা হইবে? এ সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করিতে গেলে অল্প এই একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়
তবে ছাত্রগণের কিঞ্চিৎ সন্দেহ নিরসন জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন একটি ঘটনাদ্বারা তাহাদিগকে এই বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং যে সরস্বতীদেবীর পূজার জন্য আমরা আগ্রহ সহকারে ছাত্রগণকে এত অধিক ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত হই, সেই সরস্বতী দেবী স্বয়ং তাঁহার পূজার সার্থকতা সম্বন্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উক্ত ঘটনা হইতে প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপধামে ব্যাকরণ-অধ্যাপনা-লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় কাশ্মীর দেশীয় সরস্বতীর বরপুত্র কেশব নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমগ্র ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচারে পরাজিত করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতেও জয়পত্র-গ্রহণের মানসে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি দম্ভসহকারে নবদ্বীপ-ধামের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হইলে তিনি কেশব পণ্ডিতকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রশংসাসূচক বাক্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করতঃ গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শ্লোক রচনা করিতে বলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক শতাধিক শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্লোকরচনার প্রশংসা করিয়া তন্মধ্য হইতে একটী শ্লোক চয়ন পূর্ব্বক তাহার ব্যাখ্যা করিতে বলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাতে কি কি গুণ ও কি কি দোষ আছে তাহা জানাইবার জন্য তাঁহাকে বলেন। দিগ্বিজয়ীর ধারণা ছিল যে, তাঁহার রচিত শ্লোকে সর্ব্বপ্রকার গুণব্যতীত কোনও প্রকার দোষ থাকিতে পারে না। তদ্ব্যতীত কেবলমাত্র ব্যাকরণের অধ্যাপক তাঁহার রচনায় কোন প্রকার ভুল ধরিতে পারে ইহা পাণ্ডিত্য দৃপ্ত দিগ্বিজয়ীর ধারণার এমন কি স্বপ্নেরও অতীত। কিন্তু মহাপ্রভু যখন তাঁহার রচনার কতকগুলি ভুল দেখাইয়া দিলেন, তখন তিনি স্তম্ভিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—"আমি নিশ্চয়ই সরস্বতী দেবীর নিকট আমার কোন অপরাধ হইয়াছে। নতুবা সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া আজ সামান্য ব্যাকরণের বালক অধ্যাপকের নিকট পরাজিত হইতে হইল কেন?" ম্লানমুখে ক্ষুব্ধ অবস্থায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাত্রিতে সরস্বতীর ধ্যান করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিলে সরস্বতী দেবী তাঁহাকে স্নেহবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন—"হে পণ্ডিত, তুমি যাঁহার সহিত অদ্য বিচারসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে তিনি সামান্য মানুষ নহেন, তিনি সরস্বতী-পতি স্বয়ং ভগবান্। আমি সেই শুক্লা সরস্বতীর ছায়ামাত্র। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবার আমার সাধ্য নাই। কাজেই তাঁহার সম্মুখে তোমার জিহ্বায় আশ্রিত হইয়া তোমার সাহায্য করিতে আমি অক্ষম। তুমি আমার বরে এ যাবৎ অহং-দৃপ্ত হইয়া যে পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলে, তাহাতে তোমার নিজের মঙ্গল কিছু হয় নাই। কিন্তু আজ তুমি ব্রহ্মাশিব-নারদ-বাঞ্ছিত সরস্বতী-পদনখ-শোভা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছ। তিনি স্বয়ং ভগবান্, আজ নবদ্বীপধামে নিমাই-পণ্ডিত-রূপে প্রকটিত। তুমি এখন তাঁহার চরণে শরণাগত হইয়া আত্মসমর্পণপূর্ব্বক চরম কল্যাণ বরণ কর।"

"মন্ত্রের জপ-ফল এবে সে পাইল।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ সাক্ষাতে দেখিল॥"

অতঃপর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতী দেবীর আদেশমত শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনমুখে বিধি ও অবিধি পূর্ব্বক পূজার বৈলক্ষণ্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ বলিতে লাগিলেন, দেখ পণ্ডিত, তুমি অপরা বিদ্যার মদে স্ফীত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া পণ্ডিত-মণ্ডলীকে পরাজিত করাই বিদ্যার সার্থকতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলে; কিন্তু—

"দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"

সেই বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথি-বাসরে সেই বিষ্ণুভক্তির কথাই আমাদের জীবনের বিষয় হউক। আমরা সেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপা লাভ করিয়া প্রকৃত সরস্বতী-পূজার যাহাতে উদ্বোধন করিতে পারি সেইরূপ কৃপাবারি তিনিই আমাদের মস্তকে বর্ষণ করুন। সাধারণতঃ আমরা জড়বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া কেহ বা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, কেহ বা মোক্ষের জন্য লালায়িত হই। এই চতুর্ব্বর্গের কোনটীই আমাদিগকে কৃষ্ণসেবানন্দের কণামাত্রও দান করিতে পারে না, কিন্তু আমরা এতই নির্ব্বোধ যে তথাপি জড়বস্তুর মুগ্ধ হইয়া পরা বিদ্যার কোন অনুসন্ধান রাখি না। সাধু ও শাস্ত্রবাণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিতে পারিলে ভক্তপাদ চতুর্ব্বর্গের প্রত্যেকটীকে পুরস্কার করিয়া উড়াইয়া দেন। ভক্তিলাভকারী ব্যক্তির নিকট ঐরূপ চতুর্ব্বর্গ উপাসক হইয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকে।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

অতএব সেই বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী ও বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আরাধনা বা পূজাই আমাদের অঙ্গীকার, শুধু অঙ্গীকার বলি কেন, নিত্যকালের কৃত্য হউক। এক্ষণে সন্ধ্যা উপস্থিত আরতির সময় হইয়াছে, সভাপতিমহাশয়ের আদেশে আমাকে এক্ষণে বক্তৃতা বন্ধ করিতে হইতেছে। আরও অনেক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু সময়ের অভাববশতঃ মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। কিন্তু শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বয়ং আচরণের দ্বারা জীবন-যাপনপূর্ব্বক জগদ্বাসী জীবকে যেরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন সেই কথাটী উল্লেখ না করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে সংসারে রাখিয়া চলিয়া গেলে বিরহকাতরা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যেরূপ শিক্ষার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিম্নের কয়েকটী কথার দ্বারা উজ্জ্বলভাবে জীব-হৃদয়ে রেখাপাত করিবে। জগতের যোগিকুলের ন্যায় কোনপ্রকারের আদর্শ প্রদর্শন না করিয়া তিনি তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়া নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

* * *

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর প্রায় শরীর অতিক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয়॥
তাহার কিঞ্চিৎমাত্র করেন ভোজন।
কেহ নাহি জানে কেন ধরয়ে জীবন॥

আজ সেই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদর্শ-লীলার কথা মর্ম্মে মর্ম্মে যদি আমরা অনুভব করিতে পারি এবং তাহার ফলে যদি বিষ্ণুপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদিগের প্রকৃত সরস্বতীপূজা সার্থক হইবে। তাই বলি, হে ছাত্র-মণ্ডলি, তোমরা আইস, এই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিথিবাসরে আমরা এই অচৈতন্য-পরিপ্লাবিত বিশ্বে চৈতন্যবাণীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় চৈতন্যবাণীর দ্বারা সেই চৈতন্য-সরস্বতীর পূজায় উদ্যুক্ত হই। আমাদের সমস্ত অসুবিধা, সমস্ত জঞ্জাল দূরীভূত হইবে। আমরা নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া এই সংসার-অন্ধকারের কবল হইতে নিস্তার পাইব। তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ, এই সরস্বতী-পূজার দিনে তোমাদের জড়-বিদ্যার আলোচনা বন্ধ রাখিবার একটা প্রথা আছে, আমার মনে হয় ইহার মূলে বোধ হয় এইরূপ সিদ্ধান্ত নিহিত আছে যে, সংসারাবদ্ধ জীব আমরা অন্ততঃ এক-দিনের জন্যও অচেতনবাণীর সেবা স্তব্ধ রাখিয়া চেতনবাণীর সেবায় নিযুক্ত হই। তাই আমার নিবেদন—তোমরা সকলে মিলিয়া এই সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্ব্বক চেতন-বাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া বাস্তব সরস্বতীপূজার অধিকারী হও। ইহাতে তোমাদের চিত্ত অপরা সরস্বতীর পূজা না করার দরুণ আর কোনও ক্ষোভের কারণ থাকিবে না।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর —গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

[ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, মহোদয়ের স্রোতগবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অপূর্ব্ব অবদান বাহির করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গারে বহু হইল। এই বিরাট, অকিঞ্চন ও অতভৌম গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত, সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় করিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreward) প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সাঙ্কেত শব্দসূচী-পত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেটা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা—নদীয়া।

"ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব"

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের দ্বন্দ্বময় যুগে এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণের কৃত্য, ব্রাহ্মণের লক্ষণ, বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণের কি সম্বন্ধ, তথা বৈষ্ণবের লক্ষণ ও মাহাত্ম্য, মানবগণের পরস্পর ব্যবহার-প্রণালী জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবিলম্বে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করা উচিত। এই গ্রন্থে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তম কাগজে পাইকা অক্ষরে (প্রমাণাদি স্মল পাইকা টাইপে) অতি সুন্দর ছাপা। ১৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে বর্ণমালার ও শ্লোক-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। প্রতি বর্ষ ৪৲ টাকা ভিক্ষায় কলিকাতা বাগবাজারস্থ গৌড়ীয় মঠে পাওয়া যায়।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া জগন্নাথ হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার রেলের সময়

কৃষ্ণনগর	ছাঃ	৬—৪৬,	১০—৩১,	১৩—২২	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—৩,	১৪—০	১৮—৯,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পোঃ	৭—৩৩,	১১—৩১,	১৪—৯	১৮—১৬,	২০—৫৫

শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর যাইবার রেলের সময়

শনিবার অপ্রাপ্তদিন

নবদ্বীপ ঘাট	ছাঃ	৫-৪৫	৯-২৫	১২-১০	১২-৩৪	১৫-৭৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৫-৫৩	৯-৩৩	১০-১৯	১২-৪২	১৫-৪২	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর সিটি	পোঃ	৬-২৩	১০-৩	১২-৫১	১১-১২	১৬-১২	১৯-০৫

-প্রকা

বিজ্ঞাপনের হার

	প্রথম ৩ দিনে		পরবর্ত্তি-সময়ে	
	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা	সংবাদের পৃষ্ঠা	বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা
প্রতিবার প্রতি লাইন		৷৶০	৷৶	
,, ইঞ্চি		১৷০	১৷০	
,, সিকিকলম		৪৲	৩৲	৩৲
,, অর্দ্ধকলম		৬৲	৫৲	৫৲
,, ১ কলম	১৲	১০৲	১০৲	

মাসিক হার

[যদি অন্ততঃ ১ বৎসরের জন্য চুক্তি করা হয়]

সংবাদ পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৬৲, সিকি কলম ১৫৲, অর্দ্ধ কলম ২৪৲, এক কলম ৩০৲
বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়—প্রতি ইঞ্চি ৪৷০, সিকি কলম ১২৲, অর্দ্ধ কলম ১৮৲, এক কলম ৩০৲ টাকা।

সাহায্যের হার

সডাক বার্ষিক ৯৲ নয়টাকা, ষাণ্মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা, ত্রৈমাসিক ৩৷০ তিন টাকা, মাসিক ১৲ এক টাকা মাত্র। নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫.

ম্যানেজার, দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া। টেলিগ্রাম—শ্রীধাম, নবদ্বীপ

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

১ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই ফাল্গুন, বুধবার ১৩৪১, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৯৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:•:—

গলা টিপিয়া বৃদ্ধাকে হত্যা

বৃহস্পতিবার ডাকাতির অভিযোগে আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বি এম মিত্র কর্ত্তৃক ওমেদ আলী মণ্ডল ও কালু বৈদ্য নামে দুইজন দাগী আসামীর প্রত্যেককে ৭ বৎসর এবং মঙ্গলু সর্দ্দার ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২রা সেপ্টেম্বর রাত্রে আসামীগণ বারুইপুরের কদম বেওয়া নাম্নী এক বৃদ্ধার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহাকে টুটি টিপিয়া হত্যা করিয়া ২২০টাকা নগদ ও কিছু জিনিষ লইয়া পলায়ন করে। প্রাতে স্থানীয় এক ব্যক্তি কদমকে ঘরে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু কোন উত্তর পায় না। সে তখন কদমের নিকট যায় এবং দেখে যে, কদম মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে ঐ দিন রাত্রে দুই জন চৌকিদার প্রথম দুই আসামীকে একটি পুটুলী সহ রেলওয়ে লাইন ধরিয়া যাইতে দেখে। তাহারা দাগী আসামী বলিয়া জানা থাকায় চৌকীদারেরা তাহাদিগকে থামিতে বলিলে তাহারা পলায়ন করে। এই ঘটনা হইতে পুলিশ তদন্তের সুযোগ পায়। মঙ্গলুকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহার জবানবন্দীর ফলে অপর দুই জন আসামী গ্রেপ্তার হয়।

পোষ্টমাষ্টারের ১৮ মাস কারাদণ্ড

দিঘলী পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীরাধাবিনোদ ভট্টাচার্য্যকে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ভারতীয় পোষ্ট আইনের ৫২ ধারায় সেসন সোপর্দ্দ করা হয়। আসামী দিঘলী ডাকঘর হইতে বেঙ্গল কেমিকেলের নিকট প্রেরিত ৩৫০ টাকা ও রমানাথ ঘোষ ষ্টেটের নিকট প্রেরিত ৩০০৲ টাকার টাকা ওরর আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ। শ্রীহট্টের দ্বিতীয় সাব জজ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৮০০৲টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জরিমানা না দিলে তাহাকে আরও দশ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

লিণ্ডবার্গ শিশুহত্যা মামলা

লিণ্ডবার্গ শিশুহরণ মামলার আসামী হাউপ্টমানকে জুরীগণ গুরুতর হত্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

গত ১৩ই রাত্রি ১০॥ টার সময় জুরীরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জানান। জজ তখন বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং উপস্থিত সকলে মনে করিয়াছিল যে, জুরী-গণের আর মতৈক্য হইল না। এমন সময় হঠাৎ শেরিফ ঘোষণা করেন যে, জুরীগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

জজ মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা হাউপ্টমানের জীবনান্ত করা হইবে বলিয়া রায় দিয়াছেন।

পূর্ব্বের সংবাদ

হাউপ্টমানের বিচারে ১৩ই ফেব্রুয়ারী জজ টেণচার্ড জুরীগণের নিকট চার্জ্জ বুঝাইয়া দেন। ফরিয়াদী ও আসামী পক্ষের কৌঁসুলীগণ যেরূপ আবেগপূর্ণভাবে জুরীকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন জজ কিন্তু আদৌ তাহা করেন নাই। ধীরভাবে বিস্তৃতভাবে সহিত তিনি মামলার তথ্যগুলি বিবৃত করেন। এই সঙ্গে তিনি আসামীপক্ষের আত্মসমর্থনের মধ্যে যে সব ত্রুটি আছে তাহা দেখাইয়া দেন।

জজের চার্জ্জ পক্ষপাতশূন্য ভাবে বিবৃত হইলেও সকলে মনে করেন, উহা হাউপ্টমানের অত্যন্ত বিরুদ্ধে গিয়াছে। জজ যখন কথা বলিতেছিলেন তখন হাউপ্টমান জজের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল।

হাউপ্টমানের আপীল

হাউপ্টমানের পক্ষের কৌঁসুলী মিঃ রীলি উচ্চতম বিচারালয়ে আপীল করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

(আমেরিকার বিখ্যাত বিমানবীর কর্ণেল লিণ্ডবার্গের শিশুপুত্র অপহরণ ও তাহাকে নৃশংসভাবে হত্যার কথা সকলেই জানেন। গত ১৯৩২ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে লিণ্ডবার্গ শিশু অপহৃত হইয়াছিল। অপহরণকারিগণ উহার কয়েক দিন পরেই এক বেনামী পত্রে কর্ণেল লিণ্ডবার্গকে জানায় যে, যদি তিনি তাহাদিগকে টাকা দেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার পুত্রকে ফেরৎ দিবে। তদনুসারে কর্ণেল লিণ্ডবার্গ ৫০ হাজার ডলার এক ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন; কিন্তু দুর্বৃত্তেরা অপহৃত শিশুকে প্রত্যর্পণ করে না। কয়েক দিন পরে শিশুটির মৃতদেহ লিণ্ডবার্গ ভবনের নিকট পড়িয়া আছে দেখা গেল। সেই সময় হইতে পুলিশ অপরাধিগণকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। পুলিশের অনুসন্ধানের ফলে গত বৎসর জার্ম্মানী রুনো রিচার্ড হাউপ্টমান নামক একজন জার্ম্মাণ যুবক গ্রেপ্তার হয় এবং এই ব্যক্তিই কর্ণেল লিণ্ডবার্গের পুত্রের অপহরণকারী ও হত্যা-কারী বলিয়া অভিযুক্ত হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক মিঃ টমাস ট্রেনচার্ড জুরীর সাহায্যে মামলার বিচার আরম্ভ করেন ফরিয়াদী পক্ষে প্রধান কৌঁসুলীরূপে দাঁড়ান নিউজার্সির এটর্নী জেনারেল মিঃ ডেভিড উইলেনৎস এবং আসামী পক্ষে দাড়ান প্রবীণ আইরিশ ব্যবহারজীবী মিঃ এডওয়ার্ড জে রীলি। এই মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন—কর্ণেল লিণ্ডবার্গ, তদীয় পত্নী ও অপহৃত শিশুর ধাত্রী নাস মিস গাও। কর্ণেল লিণ্ডবার্গ তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, যে ব্যক্তির হাতে তিনি ৫০ হাজার ডলার দিয়াছিলেন, তাহার কণ্ঠস্বর ও হাউপ্টমানের কণ্ঠস্বর এক। এই মামলা লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খুব চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে।)

নারী চোরের ১৫ বৎসর কারাবাস

নাগপুর হইতে প্রকাশ বিভিন্ন চুরির অভিযোগে সোনি নাম্নী এক মাগাকর্ত্তী নারী এতাবৎ ১৫ বৎসর কারাবাস করিয়াছে। সীতাবুর্দ্দীতে একস্থান হইতে কিয়ৎ পরিমাণ গম চুরির অভিযোগে উক্ত নারীর প্রতি পুনরায় ৭ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই লইয়া উক্ত নারীর ২২ বৎসর কারাবাস হইল।

জাহাজের কামরা হইতে চুরি

একটী সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি খিদিরপুর ডকে অবস্থিত এস এস 'সেন্দুর' নামক জাহাজের দ্বিতীয় অফিসারের কামরা হইতে একটি সোনার ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে।

পোর্ট পুলিশ এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতেছে।

রেঙ্গুন ও মাদ্রাজ বন্দর

রেঙ্গুন বন্দরে প্লেগের এবং মাদ্রাজ বন্দরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া সপারিষদ গবর্ণর ঐ সব বন্দর প্লেগ ও কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১ম বর্ষ ২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ৮ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২০শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ ২৯৩শ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৬ঠা ফাল্গুন শনিবার শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি পরম-পাবনী মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী উপবাস ও সংকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীযোগপীঠে যথারীতি পালিতা হইয়াছেন। পূর্ব্ব-দিবসদ্বয় ভৈমী একাদশী ও শ্রীমদ্ বরাহদেবের আবির্ভাব-তিথি বরাহ দ্বাদশী—[illegible] মাধবতিথিব্রত ভক্তগণ পরমোৎসাহে যথারীতি পালন করিয়া তৎপর-দিবস বলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসবের দিন উচ্চ-কীর্ত্তন, নগরসংকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে মঙ্গলারাত্রিক হয়, তৎপর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের বিষয় পাঠ করা হয়।

অনন্তর প্রত্যূষে ৮ ঘটিকার সময় এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। বিচিত্র পতাকাসমূহ, কাঁসর, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ ও করতালাদি সংযোগে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরম রমণীয় হইয়াছিল। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা প্রথমে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরম-গুরুদেবের সমাধিমন্দির, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীযোগ-পীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহমন্দির, শ্রীমুরারী-গুপ্তের পাট, শ্রীচাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি প্রদক্ষিণ করিয়া বেলা ১০ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বনির্দ্ধারিত তালিকানুসারে পাঠ, কীর্ত্তন ইত্যাদি সায়ংকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। তৎপর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় অধিবাসরে, নাটমন্দিরে নিত্যানন্দ ও অনিত্যানন্দের পার্থক্য প্রদর্শনমুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়া পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ [illegible] তত্ত্ব ও তাঁহার অমায়িক অকপট দয়ার কথা নাতিদীর্ঘকাল কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তনাদির পর পুনরায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর লীলাবিষয়ক কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

উক্ত দিবস শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ-জন্মোৎ-সবোপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যেকেই শ্রীবিগ্রহ-দর্শন এবং পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণে পরম প্রীতিলাভ করেন। যোগপীঠ শ্রীমন্দিরের সেবক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী, ভক্তিকোবিদ প্রভু সমাগত বহু যাত্রীকে ঐই দিন অকাতরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। আকরমঠ-রাজ শ্রীচৈতন্যমঠেও সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। কলিকাতা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসাধিকারী প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহা-রাজ গত ২৭শে জানুয়ারী রবিবার মেদিনী-পুর শ্রীঅমাধিগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া ২৯শে জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রি ১১টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন।

এখানে সন্ধ্যারতির পর সমাগত সজ্জন-বৃন্দের সমক্ষে স্বামীজী কএকদিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন। ভোরে মঙ্গল-আরতির পর শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] বর্গের আদর্শ লীলার প্রথম হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বাল্যলীলাদি প্রত্যহ [illegible] হইয়া [illegible]

গত ২৫শে মাঘ [illegible] শুক্রবার [illegible] শ্রী [illegible] বাবুর বাসায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সমবেত সজ্জন-বৃন্দের [illegible] প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল ভক্তিস্বিনী [illegible] বক্তৃতা [illegible] ভূ-শক্তি সাক্ষাৎ বিষ্ণুশক্তি [illegible] শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যসরস্বতী ও ছায়া-[illegible] [illegible] বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন।

[illegible] ও অপরা বিদ্যার্থীর ও অবিদ্যার্থীর পার্থক্য বিশেষভাবে বুঝাইয়া [illegible] দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত উপাখ্যান বর্ণনা করেন। দিগ্বিজয়ীর বরপুত্র নবদ্বীপে আসিয়া সরস্বতীপতি শ্রীনিমাইএর সঙ্গে বিচার করিয়া পরাস্ত হন এবং সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডাবস্থার চরম শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর চরণে আত্মনিবেদন করেন। ইহার পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী [illegible] প্রভু [illegible] প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী-সমূহ সুললিতস্বরে কীর্ত্তিত হয়। পরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর জয়-গান করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শনিবার কানপুর-নিবাসী কৈলাসবাবু ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া নিজ মোটরে করিয়া প্রেম-নগরস্থ তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। স্বামীজী

[illegible] শত [illegible] শ্রী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমন্দির [illegible] [illegible] [illegible] পাদপদ্মাশ্রয়

[illegible] [illegible] [illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible] [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে [illegible] তিনি [illegible] [illegible] শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] গোস্বামী মহারাজ [illegible] নিকট ভক্তি-[illegible] গ্রহণ করিয়াছেন।

[illegible] অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ এক্ষণে মান্দ্রাজের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

[illegible] শ্রাদ্ধ

[illegible] রবিবার শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় [illegible] শ্রাদ্ধকার্য্য [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] অধিকারী মহোদয়ের [illegible] শ্রীধাম নবদ্বীপ [illegible] মায়া-পুর [illegible] সম্পন্ন করিয়াছেন। [illegible] বৈষ্ণবের সেবার্থ একটী [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] বহু ব্যক্তিকে অকাতরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ গোবিন্দ ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন

কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ যিনি, জগতের মধ্যে পণ্ডিত বা বিদ্বান্ যিনি, কৃষ্ণবিস্মৃত মূঢ় জীবগণের মঙ্গলের জন্যই যাঁহার পরজগৎ হইতে এ জগতে আগমন, সেই ভগবদবতার পরম-কারুণ্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজাই ব্যাসপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূর্ণচেতন, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আরাধ্যতত্ত্ব সকলেরই একমাত্র উপাস্য, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, বন্ধু এবং কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। মায়াবদ্ধ জীবগণকে হরিনামোপদেশ-দানে বা তাঁহার অভয় অশোক শ্রীচরণ-কমলে আশ্রয়দানে মায়ামুক্ত করিয়া স্বগৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্যই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা এবং তাঁহার এই জীবোদ্ধারী চেতনানুশীলন-প্রচারে প্রাণপাত ঐকান্তিকতা-প্রদর্শনেই—তাঁহার চেতনোন্মেষিণী জীব-জাগরণী হরিসংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে সাড়া দিলেই বা সাড়া দিয়া—সুপ্তোত্থিত হইয়া তদনুগমনে দৃঢ়ব্রত হইলেই তাঁহার পরম সন্তোষ!

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিষ্কল, নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণ চেতন, মায়াধীশ আনন্দময় বিগ্রহ। এই পরম-দেবতায়—এই নিত্যপূজ্য হৃদয়দেবতার পূজা জাগতিক কোন জড়বস্তুর দ্বারা সংসাধিত হওয়া অসম্ভব। চেতনের দ্বারাই চেতনের অনুশীলন হয় সুতরাং এই জড়দেহ-মধ্যবাসী চেতন আমি—কৃষ্ণের নিত্য সেবক আমি যদি ভগবান্ শ্রীগুরুদেব-কীর্ত্তিত চেতনময়ী হরিকীর্ত্তনধ্বনিতে জাগ্রত হইয়া তদুপদেশানুসারে তচ্চরণ-সেবা করিতে করিতে শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি—স্বরূপোপলব্ধিলাভে সমর্থ হই, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তু শ্রীগুরুদেবের সেবা বা পূজা আমার চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতে পারি, পূর্ণবস্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিজকে পূর্ণভাবে বলি দিতে পারি, বলি মহারাজের অনুসরণে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিবার চরম ও পরম সুযোগ বরণ করিয়া যদি আমি গুরুর নিত্য কিঙ্করাভিমানে নিত্য গুরুসেবায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি তাহা হইলে ব্যাসপূজা বা গুরুপূজার সার্থকতা ও বিধান্ ব্যাসাভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পরিতুষ্টি সম্ভব।

শ্রীগুরুদাসগণ সেবা-রূপে,সেবাসৌন্দর্য্যে বা সেবাকৌশলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্তুষ্টিবিধান করিয়া জগজ্জীবকে শ্রীগুরুপূজা বা ব্যাসপূজা শিক্ষা দিতেছেন। গুরু-সেবাপ্ত না হইলে—গুরুই আমার প্রাণ, জীবন, ভূষণ ও একমাত্র জীবন-দেবতা—এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে, শুদ্ধচেতনাবস্থা লাভ না হইলে বদ্ধাবস্থায় শরণাগতির অভাববশতঃ মহামুক্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণস্পর্শের যোগ্যতা জীবের হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় নিরবচ্ছিন্ন-বাঞ্ছিত দুর্ল্লভ চেতনবৃত্তি—সেবা-বুদ্ধি যাঁহাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারাই আজ গুরুকৃষ্ণ সেবার উপকরণ জাগতিক সমস্ত বস্তুকে শ্রীগুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত করিতে ও সমস্ত জীবকুলকে পরমমঙ্গল-দায়িনী শ্রীগুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করাইতে ব্যাকুল ও পরমোৎসুক শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-দান না করিলে বা শরণাগত না হইলে ব্যাসপূজা বা গুরুপূজার পূজক হওয়া যায় না, ইহাই ব্যাসপূজার পুরোহিতগণের—নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ও সর্ব্বগুণময় শ্রীগুরুদাসগণের অন্তর্নিহিত হৃদয়ভেদী মর্ম্মস্পর্শী বাণী।

আমরা জানি, সমস্তই গুরুপূজার উপকরণ হইলেও পূজার সময় পুষ্পই প্রধান উপায়নস্বরূপ ... জড় নশ্বর পুষ্পের দ্বারা যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা অসম্ভব তখন জীবনপুষ্পই যে জীবনধন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার একমাত্র উপায়ন তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই বলিতেছিলাম, চিন্ময়-উপলব্ধি বিশিষ্ট গুরুদেবাপ্ত বৈষ্ণবগণ কায়মনোবাক্যে জগদ্গুরুর সেবায় সর্ব্বতোমুখী চেষ্টাবিশিষ্ট থাকিলেও আমার ন্যায় বদ্ধজীবের আমি স্বয়ংই ব্যাসপূজার একমাত্র উপায়নস্বরূপ এই চেতন আত্মা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে বলিদান দিয়া তাঁহার হইয়া যাওয়াই, বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ব্যাসপূজার সার্থকতা।

ভীষ্ম

(৮)

অল্পদিন পরেই সেই অম্বা দ্রুপদতনয়া শিখণ্ডীরূপে জন্মগ্রহণ করিলে দ্রুপদ রাজা কন্যাকে পুত্র বলিয়া যে ঘোষণা করিয়া পুত্রের মত সাজাইয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। শিব তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, তোমার কন্যা পুরুষরূপ প্রাপ্ত হবে। সেই ভরসাতেই দ্রুপদ দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত স্বীয় কন্যা শিখণ্ডীর বিবাহ দিলেন। ইহাতে আবার এক মহা-অনর্থ উপস্থিত হইল। নববধূ স্বামীকে স্ত্রীজাতি জানিয়া পিত্রালয়ে গিয়া তাহা পিতাকে বলিয়া দিল। মহাক্রোধে রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দ্রুপদরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শিখণ্ডী দেখিলেন, তাঁহার জন্যই এই ঘোর বিপদ উপস্থিত। তখন তিনি লজ্জায় ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। দৈবক্রমে তথায় এক ঐশ্বর্য্যশালী যক্ষ শিখণ্ডীর দুঃখের কথা শুনিয়া দয়া-পরবশ হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁহাকে নিজ পুরুষত্ব দিয়া আপনি তাঁহার স্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। শিখণ্ডী সানন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় অনর্থ অবগত হইল। এখানে যক্ষপতি কুবের আবার পূর্ব্বোক্ত যক্ষের স্বেচ্ছাচার দেখিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি যাবজ্জীবন স্ত্রীরূপেই থাক. সুতরাং শিখণ্ডীকেও আর রূপান্তরিত হইতে হইল না। তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহারথও হইলেন। এখন তিনি পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। ভীষ্মদেব তাঁহাকেই সম্মুখে লইয়া যুদ্ধ করিতে পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিলেন। শিখণ্ডী চিহ্ন-মাত্রেই পুরুষ ছিলেন, তাঁহার অপরাঙ্গ সমস্ত স্ত্রীলোকের মতই ছিল

দশম দিবসে ভীষ্মদেবের সৈনাপত্যে শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথ চালনা করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন মহারথ শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে কহিলেন,—হে শিখণ্ডি, তুমি অবহিত হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ কর। অদ্য তাঁহাকে সংহার করিতেই হইবে। তুমি প্রাণপণ যত্ন কর। তোমার কোনও চিন্তা নাই। আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা,কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ জয়দ্রথ, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, ভগদত্ত, মগধরাজ, সোমদত্ত, রাক্ষস, অলম্বুষ, সুশর্ম্মা ও অন্যান্য মহারথ কৌরবগণকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি পিতামহকে সংহার কর। তাহাতেই শিখণ্ডী পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি প্রচণ্ডবেগে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবিচলিতচিত্তে নিষ্কাম ভীষ্মদেব তাঁহাকে কহিলেন,—শিখণ্ডি, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমি তোমার প্রতি লক্ষ্যও করিব না। তুমি স্ত্রীলোক।" শিখণ্ডী দ্বিগুণ ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"হে ক্ষত্রিয়-কুল-কানন, তোমাকে আমি বিলক্ষণ জানি, আমার নিকট আজ আর তোমার রক্ষা নাই।"

অর্জ্জুনও মহাসিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কৌরবগণকে শরাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। ভীত দুর্য্যোধন ভীষ্মকে কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"হে পিতামহ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন। আপনি ব্যতীত আর আমাদের পরিত্রাণের উপায় নাই।" ভীষ্মদেব কহিলেন,—"হে দুর্য্যোধন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রত্যহ দশ সহস্র শত্রু সংহার করিয়া তবে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইব; আজও আমি তাহাই করিব, আর এক কথা,—আজ আমি হয় আপনি নিহত হইব, না হয় পাণ্ডবগণকে নিধন করিব; ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।"

যুধ্যমান্ মহাবিক্রম ভীষ্ম বীরগণে পরিবৃত হইয়া মেঘবেষ্টিত সুমেরু-শিখরের মত শোভিত হইলেন। তাঁহার শরাসন-মুক্ত সুতীব্র শরজালে শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডবসৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তিনি আরোহিসহ দশ সহস্র কুঞ্জর, দশ সহস্র অশ্ব ও একলক্ষ পদাতি সংহার করিয়া নির্ধূম পাবক-শিখার মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। মহারথ শিখণ্ডীও এদিকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অপ্রতিহতভাবে অবিরত শত শত সুতীক্ষ্ণ বাণক্ষেপে ভীষ্মের সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ ও বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য,সেই কৃষ্ণৈকশরণ মহাযোগযুক্ত ভক্তপ্রবর ভীষ্ম সহজ সহাস্যবদনে সম্পূর্ণ নিশ্চলভাবে সেই শিখণ্ডী-শরাসন-মুক্ত অনন্ত শরধারা সুধাকরতপ্ত ধরাবক্ষে বারিধারার মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর পার্থের ঐসকল ভীষণতর শরনিকর বেগবান্ বিষধর সর্পের বিবর-প্রবেশের মত ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করিতে লাগিল। তেজঃপুঞ্জ বিশাল বপু বিষম শরসমূহে এরূপ বিদ্ধ হইল যে, তাহাতে আর দুই অঙ্গুলি স্থানও অক্ষত রহিল না। তিনি সূর্য্যাস্তের অনতিপূর্ব্বে সকলের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে ভূপতিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ভূতল-স্পর্শ করিল না; সর্ব্বাঙ্গ সম্মুখভাগে বিদ্ধ এবং পশ্চাদ্ভাগে সরক্ত-ফলক-মুখে নির্গত শর-নিবদ্ধ অপূর্ব্ব শরাসন সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উচ্চে রক্ষা করিল। নিখিল ধনুর্দ্ধরগণের ধ্বজস্বরূপ ভীষ্মদেব সমুত্থিত ধ্বজের ন্যায় ধরাতলপ্রাপ্ত হইলে মহাবেগে বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিলেন। জলধরগণ শোকাশ্রুরূপে বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে মর্ম্মভেদী হাহাকার উত্থিত হইয়া ভূতল ও গগন পূর্ণ করিল।

মহাভাগবত শান্তনব পিতার নিকট ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছেন। তিনি এখনও জীবিতই আছেন, সুকোমল পুষ্প-শয্যাশায়ী বিলাসীর মত তিনি অকাতরে কৃষ্ণনাম জপ এবং সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন। কি কৌরব, কি পাণ্ডব, সকলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া অবিলম্বে তথায়

সমবেত হইলেন। ভীষ্ম বলিলেন,—তোমাদের সকলকে একত্র দেখিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। যাবৎ সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণ না আসে, তাবৎ আমি এই ভাবেই জীবিত থাকিব। মরণ আমার ইচ্ছাধীন। তোমরা আমার লম্বমান্ মস্তকে এখন উপাধান দাও। আমি বেশ সুখে শয়ন করি।

ভূপতিগণ তৎক্ষণাৎ অতিসুন্দর ও সুকোমল উপাধান সমূহ আনয়ন করিলেন। ভীষ্মদেব তাহা দর্শন করিয়া সহাস্যে কহিলেন,—এরূপ উপাধান এ শয্যার যোগ্য নহে। তারপর তিনি অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া আজ্ঞা করিলেন,—'বৎস, আমাকে তুমি উপযুক্ত উপাধান দাও।' ধনঞ্জয় তখনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ তিনটী শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মস্তক বিদ্ধ করিলেন। ঐ শরত্রয় উপাধান স্বরূপ হইয়া ভীষ্মদেবের লম্বমান্ মস্তক উচ্চে সমভাবে রক্ষা করিল। তিনি তখন সকলের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"যুদ্ধে এইরূপ শয্যায় এইরূপ উপাধানে শয়ন করাই ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। আমি এখন এইভাবেই শয়ন করিয়া সাবিত্রী-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণের উপাসনায় নিবিষ্ট থাকিয়া উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিব। তোমরা আমার চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া দাও। আর তোমরা বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হও। আমার মৃত্যুতে, আমার শোণিতেই এই সমরানল নির্ব্বাপিত হউক।

ভীষ্মদেবের প্রহরায় লোকজন রাখিয়া নিশাগমে সকলে স্ব-স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পরদিনও যুদ্ধ স্থগিত রহিল। প্রভাতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সহজভাবে সকলে শরশয্যাশায়ী শান্তনবের সমীপে সমবেত হইলেন। ভূপতিগণের প্রতি চাহিয়া ভীষ্ম পানীয় প্রার্থনা করিলেন।

দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ তৎক্ষণাৎ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং শীতলজলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিলেন। ভীষ্মদেব তাহা দেখিয়া স্মিতমুখে কহিলেন,—'হে ভূপালগণ, আমি আর এখন প্রাকৃত জগতে জড়-সুখভোগের অপেক্ষায় তদনুরূপ সুখবৃত্তিতে বদ্ধ নাই, এ সকল আর আমার ঈপ্সিত বস্তু নহে আমি এখন ঐ সকল অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছি।'

বালিয়াটীর ভূম্যধিকারিত্রয়ের আদর্শসেবা

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। মানব চিরকাল ইহজগতে অবস্থান করিতে পারে না। পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী। যেসকল সুবুদ্ধিজন কোনও মহৎকার্য্য করিয়া যান সেই কার্য্য তাঁহাদিগকে এই মর্ত্ত্য-ভূমিতে অমর করিয়া রাখে। কৃতী পুরুষগণের কীর্ত্তির মধ্যেও তর-তম রহিয়াছে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যখন তদীয় শ্রেষ্ঠ শ্রীল রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?" তদুত্তরে শ্রীল রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি"। এই উত্তরটী বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণভক্ত'-খ্যাতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কীর্ত্তি। জড়বিষয়-লোলুপতাক্রমে জীব জড়ের স্থূল সেবনকেই বহুমানন করেন। দেবীধামের কোনও পরিচয়ে অনিত্যভাবে কীর্ত্তিত হওয়া বা জড়াতীত রাজ্যে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ অপেক্ষা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া খ্যাতিই শ্রেষ্ঠ; তাহার উচ্চস্তরে 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া খ্যাতি।

কৃষ্ণভক্ত জগতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহেন। এই সকলের আশা তাঁহার হৃদয়ে নাই। কিন্তু যিনি ঐকান্তিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন তাঁহার প্রতিষ্ঠা বা কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় সর্ব্বত্র অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তাঁর হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥"

ভোগপালঙ্কে লালিত-পালিত জমীদার বরপুত্রগণ সাধারণতঃ ভোগবিলাসেই জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সাংসারিক-চিন্তা ও মান-সম্মানের প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ "সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ"। তাঁহারা কৃষ্ণভক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় অতি অল্পই পাইয়া থাকেন। সৌভাগ্য-ক্রমে সম্ভ্রান্তসম্পন্ন পরিবারেও আমরা দুই এক সময় এই প্রকার সজ্জন দেখিতে পাই যাঁহারা প্রাণ, অর্থ ও বুদ্ধিদ্বারা ভগবৎসেবা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়ঃ আচরণং সদা" এই বাক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়চৌধুরী।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীর স্বনামধন্য বংশগত ভূম্যধিকারী পুণ্যকীর্ত্তি রেবতীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিকলাপ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী মহোদয়ত্রয় কাঞ্চন ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াও ভোগবিলাস-স্রোতে সন্তরণ না করিয়া অর্থদ্বারা বিষ্ণুসেবার ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ং বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া এবং বিষ্ণুসেবার উন্নতির জন্য চিন্তাশীল হইয়া গৃহস্থগণের যে আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন তাহা চিরকাল তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। এই মহোদয়ত্রয় সম্ভ্রান্তসম্পন্ন ভূম্যধিকারী হইয়াও বিনয়ের খনি। বালিয়াটীর শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের সেবৌজ্জ্বল্য তাঁহাদের কীর্ত্তি দেদীপ্যমান। শ্রীমঠের সুরম্য মন্দির, উদ্যান ও নলকূপ তাঁহাদেরই অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বিবিধপ্রকারে ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের সাহায্য করিতেছেন। আমরা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলাম, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও গৌড়ীয়গণের প্রতি অনুরাগী এই মহোদয়গণ সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকাতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও তাঁহারা প্রতিষ্ঠা চান না তথাপি এই সুমহৎ কার্য্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় পরমার্থ জগতে তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নিজ প্রতিষ্ঠা-রোগে প্রপীড়িত অনেক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা-জনিত ভগবন্মন্দিরাদি নির্ম্মাণবিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া বহির্ম্মুখ স্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবৃত্তি তাহা নহে। প্রতিষ্ঠা হইবে সুতরাং ভগবৎপ্রীতিকর কার্য্য করিব না এই প্রকার বিচার মূঢ়তারই পরিচয়। ভগবৎসেবাই যাঁহাদের একমাত্র কাম্য তাঁহারা কায়, অর্থ ও বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা উক্ত ভূম্যধিকারিত্রয়ের আদর্শসেবার প্রতি সম্ভ্রান্তসম্পন্নজনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
ঐ প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত	২৮৲
দ্বাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড	।৵০
। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত	৬৲
। ভাষ্য-দ্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)	৬৲
। সরস্বতী-জয়শ্রী	৪৲
। জৈবধর্ম্ম	২৲
। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	২৲
হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
। চৈতন্যোপনিষদ্	।০
। দ্বাদশ-আল্ বর	।০
। ভক্তিবিবেক কুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)	১৲
৮। গৌড়ীয়-গৌরব	।৵
। গৌড়ীয়-সাহিত্য	।৵০
। ভজন-রহস্য	॥০
। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	২৲
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	২৲
। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)	২৲
। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য	॥০
। ধ্রুবমল্লিকা ভগৎসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)	২৲
। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়)	॥০
। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)	॥৵০
ঐ (বাঁধা)	৸০
। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন	৵০
। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৵০
। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	॥০
ঐ (আবাঁধা)	।৵
। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
। গীতমালা	⁄১০
। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
। ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা দর্পণ	।০
। শরণাগতি	⁄০
। গীতাবলী	⁄০
। চিত্রে নবদ্বীপ	১॥০
। সাধনকণা	⁄০
। প্রেমকল্পচন্দ্রিকা	⁄০
৪১। নবদ্বীপশতক	০
৪২। অর্থপঞ্চক	⁄০
৪৩। সদাচারস্মৃতিঃ	⁄০
৪৪। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ)	
৪৬। অর্চ্চনকণা	
৪৭। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)	৩৲
৪৮। ব্রহ্মসংহিতা	॥০
৪৯। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫০। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫১। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	
৫২। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	
৫৩। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ?	⁄০
৫৪। ঈশোপনিষদ্ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ)	।০
৫৫। শ্রীভুবনেশ্বর	৶০
৫৬। সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৫৭। সাংখ্যবাণী	⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৫৮। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	॥০
৫৯। সটিক-শিক্ষাদশমূলম	
৬০। তত্ত্বসূত্রম্	
৬১। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	।৵০
৬২। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ	⁄০
৬৩। সারাংশবর্ণনম	৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৬৪। রায় রামানন্দ	॥০
৬৫। এ ফিউ ওয়ার্ডস্ অন্ বেদান্ত	॥০
৬৬। নামভজন	।০
৬৭। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি য়্যাণ্ড অণ্টলজি	॥০
৬৮। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্	।৵০
৬৯। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু	
৭০। বৈষ্ণবীজম্	
৭১। কোয়াটি গৌড়ীয়মঠ ইন্ ডুইং	⁄০
৭২। দি ভাগবত	।০
৭৩। রেষ্টোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আবেলমেন্ড ডিভোসন	।০
৭৪। ব্রহ্ম-সংহিতা	২॥০
৭৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট ভলুম)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৭৬। শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৭৭। সাধন-পথ	।০
৭৮। কল্যাণ-কল্পতরু	⁄১০
৭৯। গীতাবলী	⁄০
৮০। শরণাগতি	⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

গ্রন্থ	মূল্য
৮১। শরণাগতি	⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া).

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদান্তবাচস্পতি-সম্পাদিত ও ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্
বড় অক্ষরে মূল ও
অনুবাদসহ প্রকাশিত
হইয়াছে। কাগজ ও
ছাপা অতি উত্তম।
ভিক্ষা ।০ মাত্র
শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"
৭ম বর্ষ হইতে
১২শ বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রতি বর্ষ কাপড়ে
বাঁধাই
ভিক্ষা ৩॥০ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার [illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৯ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ১৩৪১, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৯৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

পাকুড় হত্যাকাণ্ড মামলার রায়

গত ৪ঠা ফাল্গুন শনিবার পাকুড় হত্যাকাণ্ডের মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। জুরীগণ একমত হইয়া বিনয়েন্দ্র পাণ্ডে ও ডাঃ তারানাথকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ডাঃ শিবপদ ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ দুর্গারঞ্জন ধরকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। জুরীগণ আদালতকে বিনয়েন্দ্র ও ডাঃ তারানাথের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

আলীপুরের দায়রা জজ মিঃ টি এইচ এলিস অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বিধায় জুরীদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়েন্দ্র পাণ্ডে ও ডাঃ তারানাথকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ডাঃ শিবপদ ও ডাঃ দুর্গারঞ্জন ধরকে মুক্তি প্রদান করেন।

ধনেশ ভট্টাচার্য্যের ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

ঢাকা হইতে প্রকাশ, অস্ত্র-আইনের ১৯ (ক ও ১৯ (চ) ধারা অনুসারে ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল তাহাকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ধনেশ ভট্টাচার্য্য একজন রাজবন্দী, সে বাঁকুড়া কুষ্ঠাশ্রম হইতে পলায়ন করে। পরে ঢাকা জিলার লক্ষা গ্রামে একটি পিস্তল, পাঁচটি কার্ত্তুজ এবং ৩৫০৲ টাকাসহ তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোবরা পোকার পা ও ডানা

রংপুর জিলার চিলাহাটী হইতে প্রায় ১১ মাইল দূরে কাকানীর গ্রামে শ্রীযুত শশধর দে দেখিতে পান যে কতকগুলি গোবরা পোকার পা ও ডানা গাছের শিকড়ে পরিণত হইয়াছে। তিনি ঐ গুলি শিশিমধ্যে লইয়া আসিয়া এবং অনুসন্ধানের নিমিত্ত আচার্য্য জগদীশ বসুর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মাতৃহত্যার দায় হইতে অব্যাহতি

নাগপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ ১৩ই ফেব্রুয়ারী গোদাবিয়া নামক ৬০ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধকে মুক্তি দিয়াছেন। আসামীকে তাহার অশীতিপর বৃদ্ধা মাতাকে হত্যার অভিযোগে দায়রা আদালতে পাঠান হইয়াছিল।

প্রকাশ, আসামীর স্ত্রী ও মাতার মধ্যে বনি-বনাও হইত না। ফলে আসামী তাহার মাতাকে হত্যা করিয়া গণ্ডগোলের হাত হইতে রেহাই পাইতে চায়। হঠাৎ রাগান্ধ হইয়া আসামী এক পুষ্করিণীর তীরে উপবিষ্ট তাহার মাকে এক ঘুসি মারে এবং তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আসামী নাকি মৃতদেহটী জলে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু পুকুরে বেশী জল না থাকায় দেহটি ডুবে নাই।

দায়রা জজ গোদাবিয়াকে মুক্তি দিয়া বলেন যে, গোদাবিয়ার প্রহারের ফলেই যে তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। এসেসরদের সহিত একমত হইয়া জজ আসামীকে মুক্তি দেন।

বিমান দুর্ঘটনায় ৯জন জীবন্ত দগ্ধ

লণ্ডন বিমান সচিবের নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে, একখানি বৃটিশ বিমান নেপলস হইতে মাল্টা যাইতেছিল। পথিমধ্যে মেসিনার নিকটে বিমানপোতখানি বিকল হইয়া নিম্নে পতিত হইয়াছে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হেনরী লংফিল্ড বিটি, ফ্লাইং অফিসার জন আলেকজেণ্ডার চার্লস ফরবস, একজন যাত্রী এবং ছয়জন খালাসী উহার মধ্যে ছিলেন।

গাঢ় কুজ্ঝটিকার মধ্যে বিমানপোতখানি নিম্নে পতিত হইয়াছিল। এমন সময় তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। আরোহিগণের মধ্যে সকলেই দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। "সট সিঙ্গাপুর" নামক চারিখানি বিমানপোতের মধ্যে এই বিধ্বস্ত বিমানখানি অন্যতম। এই পোতখানি ইংলণ্ড হইতে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়াছিল।

পর পর ২টি ভীষণ ডাকাতি

উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত গাড়লগাছী গ্রামে কাজিল প্রামাণিকের বাড়ীতে কয়েক দিবস পূর্ব্বে মধ্য রাত্রিতে একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ১৪,১৫ জন ডাকাত বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ভিতরকার লোকদিগকে অমানুষিকভাবে প্রহার করিতে থাকে। উক্ত কাজিল প্রামাণিকের মাতা সুন্দরী বেওয়া এক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে বলে, আমাদের সব লইয়া যাও প্রাণে মারিও না। তাহাতে সে একখানি কুড়াল দ্বারা সুন্দরীর মাথায় আঘাত করে। ফলে সুন্দরীর মাথার খুলী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ গ্রামের লোকদিগকে আসিতে দেখিয়া ৩২৫ টাকার অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করে। তাহাদের হাতে টর্চ্চ বাতি ও পালপাট্টি বাঁধা ছিল।

পুলিস সুন্দরী বেওয়াকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ এস এন লাহিড়ী এস, ডি, পিও জোর তদন্ত করিতেছেন। পুলিশ অযলা নামক এক ব্যক্তিকে চালান দিয়াছে।

সলজাতে ডাকাতি

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত হাট সলজা গ্রামে নগেন্দ্রনাথ দত্তর বাড়ীতে আর একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ৮।৯ জন ডাকাত নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে চড়াও করিয়া তাহাকে ভীষণভাবে মারপিট করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে ৬০০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এস ডি পিও মিঃ লাহিড়ী তদন্তের জন্য তথায় গমন করিয়াছেন।

ঘটনা দুইটী মহকুমা মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

যুবকের দণ্ড

নাগপুর হইতে প্রকাশ, সুধীররঞ্জন ঘোষ ওরফে সুশীলকুমার সেন ওরফে ক্ষেত্রনাথ ওরফে খোকা নামক ঢাকার এক যুবক গত জুলাই মাসে ইতোয়ারী রেলওয়ে ষ্টেশনে বিনা টিকেটে ট্রেনে যাওয়ার জন্য এবং সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার জন্য গ্রেপ্তার হয়। তাহার প্রতি একবৎসর সদ্ভাবে থাকার জন্য ৫০০৲ টাকার এক জামীনমুচলেকা এবং অনুরূপ পরিমাণ টাকার আর এক জামিন মুচলেকা দিবার অন্যথায় এক বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিবার আদেশ হইয়াছে।

বাঙ্গলার গবর্ণরের বোম্বাই হইতে কলিকাতা যাইবার সময় স্পেশাল ট্রেণ নাগপুর দিয়া যাইবার মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে আসামী বিনা টিকেটে ইতোয়ারীতে উপস্থিত হওয়ায় তাহার প্রতি সন্দেহ হয়। তদন্তক্রমে জানা গিয়াছে যে, আসামী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল।

প্রকটিত থাকিবেন। তারপর দিব্যদেহে সেই নিত্যধামে গতি লাভ করিবেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরাদি আমরা সকলে আপনার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছি। আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম স্বয়ং শ্রীভগবানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—লোকনাথ, তোমার কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল! আহা, কে কোথায়, কাহাকে উপদেশ দিবে—কৃষ্ণ? তুমি থাকিতে উপদেশ দিব আমি? গুরু বিদ্যমান থাকিতে এই অতি ক্ষুদ্র শিষ্য এমন ধৃষ্টতা করিবে কেমনে? হে অখিল-লোককর্ত্তা, তোমাতেই ত' সকল বাক্য সদা বিদ্যমান রহিয়াছে; তোমা হইতেই ত' বেদাদি সকল শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। তুমিই স্বয়ং উপদেশ দাও। নাথ,—ছলনা রাখ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—গাঙ্গেয়, আপনার অন্তর দিব্যজ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল। আপনার নিরস্ত-রজস্তমঃ নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বগুণ মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত প্রকটিত। আপনি দিব্যদর্শনে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিবেন। উপদেশ দান করুন।

সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিলেন। এ দিবস আর কোনও কথা হইল না। সকলে বিদায় হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। পরদিবস যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রমুখ সকলে আবার তথায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কুশল প্রশ্ন করিলেন, ভীষ্মদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, আমার আর কোনও কষ্ট নাই, কোনও অভাব নাই। তোমাকে ধ্যান করিয়া তোমার কৃপায় আমি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছি। আর তোমার বাক্যে, বেদ-বেদান্তাদিগত সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আমার অন্তরে অপূর্ব্বরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাহা আমি এখন উত্তমরূপে কীর্ত্তন করিতে পারিব। কিন্তু, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি জনার্দ্দন,—তুমি থাকিতে আমি কেন উপদেশ দিব? এই অধমের প্রতি এ আদেশ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—আমি আপনার কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া রাখিব। যতদিন পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আপনার অশেষ কীর্ত্তিকাহিনী সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে, আপনার এই বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় চিরকাল আদৃত হইবে। আপনার বাক্য যে পালন করিবে, সে পরলোকে সমুদয় সদনুষ্ঠানের সুফল ভোগ করিবে। কুরুপিতামহ, তাই আমার ইহাতে এত যত্ন। আমরা সকলেই উপস্থিত আছি। এক্ষণে আপনি ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করুন। মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনি তাহার উত্তর দিবেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কুরুকুলবর ভীষ্মদেব তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নমত শাস্ত্রোপদেশ দিতে লাগিলেন। আর সকলে তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সকলে প্রত্যহ তথায় সমবেত হইতেন এবং সন্ধ্যায় বিদায় লইতেন। এইরূপে সাধু শান্তনব প্রপঞ্চ পরিত্যাগের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে বিবিধ উপদেশ দান করিলেন। তাহা মহাভারতের বিরাট শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনপর্ব্বের পূর্ণ কলেবর। তাহার কয়েকটী অমিয়নিধি আহরণ করিয়া আমাদের এই বৈষ্ণব-মঞ্জুষায় রক্ষা করিব।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কৃষ্যমানেষু ভূতেষু তৈস্তৈর্ভাবৈরিতস্ততঃ।
দুর্গাণ্যতিতরেদ্ যেন তন্মে ব্রূহি
পিতামহ॥"
(শান্তিঃ ১২০।১)

অর্থাৎ—হে পিতামহ, এই মায়াধিকৃত জগতে বিষয়বিমুগ্ধ জীবগণ নানাভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া সতত ক্লেশ ভোগ করিতেছে। তাহারা কিরূপে এই দুর্গম বিষয়-বিপাক হইতে উদ্ধার হইতে পারে তাহা বলুন।"

উত্তরে ভীষ্মদেব পুরোবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া সকলকে কহিলেন,—

ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
ভক্তা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥
য এষ পদ্মপত্রাক্ষঃ পীতবাসা মহাভুজঃ।
সুহৃদ্ভ্রাতা চ মিত্রং চ সম্বন্ধী চ
তথাচ্যুতঃ॥
য ইমান্ সকলাঁল্লোকাংশ্চর্ম্মবৎ পরিবেষ্টয়েৎ
ইচ্ছন্ প্রভুরচিন্ত্যাত্মা গোবিন্দ
পুরুষোত্তমঃ।
স্থিতঃ প্রিয়হিতে জিষ্ণোঃ স এষ
পুরুষোত্তমঃ।
রাজংস্তব চ দুর্দ্ধর্ষো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষর্ষভ।
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন চাত্রাস্তি বিচারণা॥

অর্থাৎ হে রাজন্, এই যে সর্ব্বভূতপাত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন, এই যে পদ্মপলাশলোচন, পীতবসন নারায়ণ সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, এই যে অচিন্ত্যপ্রভাব পরমেশ শ্রীগোবিন্দ স্বীয় ভক্তগণের হিত-সাধনে সদা রত রহিয়াছেন, যিনি আমাদের একমাত্র পরমাত্মজন, তাঁহারই প্রতি যাঁহারা একান্ত আশ্রিত—এক কথায় যাঁহারা তাঁহার ভক্ত, তাঁহারাই দুর্গম বিষয়-বিপাক হইতে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আর যাঁহারা ভক্তের সহিত ভক্তের মুখে এইরূপ ভক্ত ও ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও বিষয়-বিষদাহ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বাণীপূজা

[গত ৮ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতীপূজার দিন উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে বক্তৃতা দেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

পরবিদ্যা বা বেদবাণী শ্রবণের যোগ্যতা অর্জ্জিত না হইলে বাণীপূজার আয়োজন নিষ্ফল। এইরূপ যোগ্যতা অর্জ্জনের মূলে স্বীয় আচার-ব্যবহার, আত্মজ্ঞান, অনুশীলন ও সর্ব্বোপরি কর্ণ-প্রস্তুত প্রয়োজন। প্রবীণ-বোধগম্য কবিতা নবীনের নিকট যেমন আদরণীয় বোধ হয় না—সেইরূপ পরবিদ্যার কথা অপরা অর্থাৎ জড়বিদ্যার্থীর দুর্ব্বোধ্য এবং এইজন্যই উক্ত বিদ্যার শ্রবণ-যোগ্যতা কথিত হইতেছে।

অদ্য শুক্লপক্ষের পঞ্চমী। ইহার পরবর্ত্তী পঞ্চমী কৃষ্ণপক্ষের। অদ্য পঞ্চমীতে শুক্লপক্ষকে আশ্রয় করিয়া এক সরস্বতী-দেবীর আবির্ভাব আর সেই কৃষ্ণপক্ষ অবলম্বন করিয়া সমস্ত শাস্ত্রীয় চেতনবাণীর পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপে অন্য এক সরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নামে নিজ পরিচয় দিয়া সমস্ত শাস্ত্রাদিতে আশ্রয় করে জগদ্গুরুরূপে সর্ব্বক্ষণ গৌরবাণী-কীর্ত্তনে রত। ভগবদ্ভক্তগণ এই কৃষ্ণা পঞ্চমীর পূজা করিয়া থাকেন। ভাল বা মন্দ দুইটীর কোন একটী বাদ দিয়ে দ্রব্যের সম্পূর্ণতা নির্ণয় করা যায় না। এজন্য বেদবাণীর শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধির জড় প্রাকৃত-দর্শনাদির অভিজ্ঞানরূপে মর্ত্ত্য জাগতিক শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছায়া-সরস্বতীপূজা (?) ইহ জগতে দৃষ্ট হইলেও এই একই তিথিতে ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব। ইহা আলো ও অন্ধকাররূপ এক বিরুদ্ধভাব আনয়ন করিলেও শাস্ত্রে যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে কনক-কামিনীর প্রতীক প্রহ্লাদ মহারাজেরও আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে তখন ইহাই বোধ হয় যে মায়ার প্রকোপ যতই বাড়ুক না কেন অপ্রাকৃত বস্তুকে সে কখনও কোন প্রকারেই ঢাকা দিয়ে রাখিতে পারে না। তাই এই ছায়া-সরস্বতীর আবির্ভাব-তিথিতেই সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব, অবিদ্যার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া ভগবদ্ভক্তগণের রক্ষার জন্য—মায়ার হাত ছাড়াইয়া জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্ম অবলম্বন করাইবার জন্য জীবের প্রতি তাঁহার এই এক অমন্দোদয়দয়ারূপ আবির্ভাব-লীলা। তাই আজ আমরা একই পঞ্চমী-তিথিতে পরবিদ্যাদায়িনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও ব্যবহারিক-বিদ্যাদায়িনী শ্রীসরস্বতীদেবীর আবির্ভাব দেখিতে পাই।

আমরা যদি সেবা-প্রবৃত্তি প্রভৃতি বুদ্ধি লইয়া বৈষ্ণবগণের শরণাপন্ন হই তাহা হইলে তাঁহারা এই ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পূজা শিখাইয়া দিবেন ও আমাদিগকে মহামায়ার হাত হইতে বাঁচাইয়া বিষ্ণুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবেন। স্কন্দপুরাণে একস্থানে এইরূপ বিচার আছে যে—ষোল কলা লইয়াই চন্দ্রের পূর্ণতা হয়। অর্থাৎ পূর্ণতার বিচার করিতে গেলে ষোলকলার বিচার করা প্রয়োজন। এইজন্য এই শুক্লপঞ্চমী হইতে কৃষ্ণপঞ্চমী পর্য্যন্ত ১৫ কলা অর্থাৎ একপক্ষ সম্পূর্ণ সুতরাং পূর্ণচন্দ্র এক হইলেও তাহাতে পঞ্চদশ কলা ও তাহাদের একত্রে এক কলা লইয়া ষোলকলার সম্পূর্ণ অধিষ্ঠান আছে। ইহা ছাড়া আরও বিচার আছে যে সমবায় বলিলে মিলনরূপ সম্বন্ধকে বুঝায়। সম্বন্ধ ছাড়িয়া মিলন অসম্ভব। এজন্য 'এক-মেবাদ্বিতীয়ম্' সূত্রের যে প্রকার অর্থ বা ভাব শুনিতে পাই অর্থাৎ 'মিলে মিশে এক হ'য়ে যা'ব' প্রভৃতি যাহা শুনা যায় সম্বন্ধজ্ঞানবিচার বাদ দিয়া তাহার কোন অর্থ হয় না। চেতন-অচেতন, পিতাপুত্র ইত্যাদি মিলন-বিষয়েও ঐ সম্বন্ধ-কথাই বর্ত্তমান। নিজের সত্তা হারাইয়া বস্তুর সহিত মিশা যায় না। সুতরাং অজ্ঞতাবশে আমরা যে চেতনকে অচেতনের সহিত মিশাতে যাই তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সহিত পরিচয় ও মিলন-প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব। চান্দ্রভৌপদের বস্তুর রূপচিন্তা কদাচ ঐরূপ মিলন-প্রচেষ্টার অন্তর্গত নহে। এইজন্য তিনি বিপ্রলম্ভ-ভাবের আশ্রয় করিয়া জগতের চক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গৃহবাসলীলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইয়াছেন। জড়-সম্ভোগরত নরনারীকে রক্ষার জন্য তিনি পতির বিরহ চিত্ত কৃষ্ণবিরহ বা বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার এই আদর্শ সমগ্র পিতৃমাতৃকুলের গ্রহণীয়।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যা

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ { ৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১১ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ শনিবার } ২৯৫-২৯৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিমহারাজস্য একষষ্টিতমাবির্ভাব-তিথিকৃষ্ণপঞ্চম্যাং-শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে

প্রপত্তিপুষ্পাঞ্জলিরয়ম্

মহাপ্রভোর্বস্তুভীপ্সিতস্য যঃ
প্রকাশনার্থং সমবেতো সজ্জনৈঃ।
আচার্য্যরূপঃ কলিশাসনে নৃপঃ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ১

অস্মঃ সুগূঢ়ং ভজনৈ দৃঢ়ং
বাহ্যবিমূঢ়াজনদুস্তরং থবৎ।
জ্ঞেয়ং সুধীভির্বিমলচ্ছলং তু যৎ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ২

মুখারবিন্দাৎ গুরুধারয়া হরি
কথামৃতপ্রস্রবিণী-বিনিঃসৃতা।
সংপ্লাব্য বিশ্বং কুরুতে বিশুদ্ধতাং
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৩

বৈরাগ্য-বিদ্যাপরভক্তি-যোগবান্
বেদান্তসিদ্ধান্তকৃতী দয়োদধিঃ।
মহাবদান্যঃ পরদুঃখকাতরঃ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৪

শ্রীনামসঙ্কীর্তনমেব প্রেমদং
চৈতন্যদেবেন কলৌ প্রচারিতম্।
তস্য প্রচারো ধরণৌ যদীপ্সিতঃ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৫

মোহান্ধকারাবৃতমেতদাদিতঃ
আসীদ্ ভবত্তাপি মতাপহোঃ কচিৎ।
ভক্তিপ্রদীপৈস্তু জগৎ প্রবোধিতং
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৬

ভক্তিপ্রচারো বহুভিঃ কৃতো বুধৈ-
র্যেত্বাদৃশঃ কেন তু নাপি বাক্কৃতঃ।
আচার্য্যবর্য্যং যমতো বিরঞ্জিনাঃ
প্রসীদ দাসান্ স সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৭

সংসারদুঃখার্ণবপারমজ্জিতান
কামকুম্ভীরহতান্ সুদুর্গতান্।
দুর্বাসনাশৃঙ্খলিতান নিরাশ্রিতান্
পাহি প্রপন্নাংশ্চ সরস্বতী প্রভুঃ॥ ৮

শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠস্থ
পরবিদ্যাপীঠাশ্রিতানাম্

আচার্য্য প্রকটতিথি-বন্দনা

সুমঙ্গল তিথি, হইয়া অতিথি,
আবার এসেছে মরত দেশে,—
মধুর হেসে॥

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

চারিদিকে উঠে আগমনী গান,
পুলকিত সব শুদ্ধ পরাণ,
দিতে তাঁ'র পদে, সুষমা-সম্পদে,
বাসন্তী প্রকৃতি সাজিছে হেসে,—
নবীন বেশে।
মন! ভরি' হেমঝারি, সুবাসিত বারি,
(তাঁর) আগমন-পথে ছড়ায়ে যাও।

আবিরে কুঙ্কুমে কমল কুসুমে
হৃদি-মন্দির সাজায়ে দাও॥
ওগো নির্ম্মলিনি, ভক্তি-জননি!
প্রণতি লহ গো রাতুল পায়।
শ্রীচৈতন্যবাণী, সেবিতে না জানি,
কৃপা করি' তুমি জুড়াও তায়॥

জয়-গীতিকা

দেব!
জয়,
তব জয় জয়;
আজি জয় হে, জয় জয়, তব জয়॥
জয়, তব জয়,—গভীর মন্দ্রে উঠে জয়গীতি
বিশ্বভুবনময়॥
আজি সমবেত কোটী সেবককণ্ঠে
ধ্বনিয়া উঠিছে জয়—
জয় জয়, কৃপাময়॥
জয় জয় তাপহারী,
জয়তু করুণা কারী,
হরিনাম-ধন বিতরিয়া ভবে, তারিলা
হে জীবচয়।
জয় জয় দয়াময়॥
জয় জয়—
জয় তব জয়,
শ্রীগুরু-সেবা-তন্ময়—
পুলক উছল উচ্চকণ্ঠ ফুকারিছে নির্ভয়
জয়তু করুণাময়।
জয়হে বদান্য! কৃষ্ণপ্রেমদাতা!
হউক তোমারি জয়॥
আজি দ্যুলোকে ভূলোকে জয়ন্তী-গাথা,
ধরণী আনন্দময়॥
জয় হে পাবন গুরো,
করুণা-কল্পতরু,
জয় জয় করুণা-সাগর।

RELIGIOUS REVIVAL IN BENGAL

SRI CHAITANYA'S WORK

SIR J. ANDERSON'S VISIT TO MAYAPUR

The visit of His Excellency Sir John Anderson, Governor of Bengal, to Mayapur, a beautiful hamlet, on the eastern side of the Bhagirathi, on the morning of January 15 is a happy departure from the humdrum course of official politics even in this picturesque land of many traditions.

The Governor was received at Mayapur as his honoured guest by Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the religious head of the Gaudiya Math. Sreemad Saraswati Goswami Thakur is the person behind a propaganda for reviving and spreading the religion of *Suddha Bhakti* or pure devotion taught by Sree Chaitanya. His propaganda at this moment is a factor that counts in the Indian religious life both by its vitality and originality.

Tridandi Swami Bhakti Hridoy Bon, who was selected by him from among his learned disciples for a lecture-tour in England two years ago, carried a letter of introduction from His Excellency. The boldness of the conception as well as the proper choice of agent may be judged from the fact, that after a year's preaching, Swami Bon was able to establish a society in London for helping the movement, under the distinguished lead of the Marquess of Zetland. Swami Bon has since extended his preachings to Central Europe, where he has delivered a number of lectures at some of the Universities on the philosophy of Sree Chaitanya. Swami Bon is expecting to establish a permanent centre of preaching also at Berlin, besides the one in London.

SOCIETY'S ACTIVITIES

His Excellency, during his short visit to Mayapur, had some actual experience of the organization. A fine motor launch of the Mission was available for conveying His Excellency over the Bhagirathi and the landing at the junction of the Jalangi with the Bhagirathi was tastefully decorated. His Excellency motored over two miles of country road hung on both sides with flags and festoons arched by a succession of well-designed gateways.

His Excellency was received at the entrance of the grounds of Sree Chitanya Math by Sreemad Saraswati Thakur and conducted by him to the pavilion that had been erected for the reception. Sir John was garlanded by Swami Bhakti Vivek Bharati, a Sanyasi preacher of the Mission. After a song of welcome His Excellency listened to a short complimentary speech by Bhakti Saranga Goswami, secretary of the Mission, and made a suitable reply expressing his interest in the activities of the Society.

From Sree Chaitanya Math His Excellency motored back to the site of the birthplace of Sree Chaitanya, where a massive temple is being constructed.

The visit of the Governor of the Province to a small village, somewhat off the track of regular traffic, is an event that requires some explanation. There are plausible grounds for the opinion that the small hamlet of Mayapur is the heart of the town of old Nawadwip, which was the capital of Bengal in the 12th Century A.D. on the eve of the Moslem conquest. It was selected as the headquarters of the independent Hindu kings of Bengal for being the centre of culture and its position on the holy stream of the Bhagirathi. Nawadwip has always been the university town of Bengal and a most famous place of learning in India. Its traditions and ruins go back to the days of early Buddhism.

During the Mohammedan rule Nawadwip maintained its reputation as a university town and was a prosperous and populous city. But the greatest event in the life of this ancient seat of culture was the birth of Sree Chaitanya in 1486 A. D.

CHAITANYA'S TEACHINGS

Sree Chaitanya is probably one of the most catholic of the great saints of the whole world. His name is a household word all over Bengal, Orissa and Assam. He is most sincerely loved and revered for his absolutely pure and God loving personality. His teaching is the inspired subject of the characteristic poetical literature of the gifted people of Bengal.

The sublime teaching of Sree Chaitanya and even the popular memory of the site of ancient Nawadwip faded into a forgotten tradition in the records of a sealed literature. Revived interest in the subject may be claimed to be one of the healthiest concomitants of the contact between Indian and western civilizations brought about by the arrival of the English in Bengal. No part of India has displayed such early readiness for learning and trying to assimilate the scientific method as well as the principles of art, religion and philosophy of the west by an intensive study of the English literature as our own province of Bengal.

The late Mr. Bankim Chandra Chatterjee and the late Mr. Sisir Kumar Ghosh treated the subject of the teachings of Sree Krishna and Sree Chaitanya respectively, in the forms of studies of their careers under the guidance of the new spirit. Mr. Chatterjee tried to establish the historical reality of Krishna by scientific examination of the sources of all available information. Mr. Ghosh followed the method of emotional practices which are comparable to those of Christian mystics.

REVIVALIST MOVEMENT

Srimat Saraswati Thakur has preferred to follow in the footsteps of another revivalist whose mendicant name is Thakur Bhaktivinode, a senior contemporary of Bankim Chandra and Sisir Kumar. Sri Saraswati Thakur has been trying to show that Thakur Bhaktivinode belongs to the line of the spiritual teachers of India whose method is somewhat distinct from those of Bankim Chandra and Sisir Kumar, and also from the current scientific and philosophical methods of the west in their applications to the subject of revealed religion. The works of both Thakur Bhakti Vinode and Saraswati Thakur form a considerable addition to the literature on the subject. They appear to follow in their expositions the method of Sree Rupa and Sanatan Goswamis, the contemporaries and associates of Sree Chaitanya. Both Thakur Bhaktivinode and Saraswati Thakur are well-versed in western methods. They are competent exponents of the traditional Indian method to their contemporaries.

Srimat Saraswati Thakur is the successful organiser of a genuine revivalist movement for the purification of national worship. He inherited from Thakur Bhaktivinode the conduct of the worship in the shrine that was built by public collections on the site of the birth of Sree Chaitanya at Mayapur. Sri Saraswati Thakur founded Sri Chaitanya Math in 1918 at Mayapur to serve as a training institution for preachers. It has proved to be a parent of numerous offspring in the shape of over 50 institutions that have been established in different parts of India, including a branch Math in London.

The life of the inmates of these institutions has attracted considerable public attention all over the country. The Gaudiya Math of Calcutta is the principal centre of activity among these maths. Being situated in Calcutta, it has not failed to utilise the opportunities of propaganda by following the organized methods of the east and the west. The success of its activities in India and Europe is testified to by one visit of the ruler of the province to Sree Chaitanya Math at Mayapur, which is fast growing into a great centre of pilgrimage and settlement.

His Excellency Sir John Anderson gave his approval to the idea of Srila Saraswati Thakur of sending out Swami Bon for acquainting the British public with the objects and methods of the Gaudiya Math at Calcutta about two years ago. Srila Saraswati Thakur has been doing the basic work for the uplift of the thought, not only of Bengal but necessarily of the rest of the world. May the catholicity and patient [illegible] of his example be more fully appreciated by all persons.—*The Statesman* (17.1.35.)

শ্রীধাম মায়াপুরে

—দর্শনীয়—

১। মহাপ্রভুর জন্ম-ভিটায়—

(ক) নিম্ব বৃক্ষের নিম্নে সূতিকা-গৃহে শিশু নিমাই; নিকটে মাতা শচীদেবী ও পিতা জগন্নাথ মিশ্র, (খ) নব-নির্ম্মীয়মান প্রকাণ্ড-মন্দির (উচ্চতায় প্রায় ১২০ ফিট) (গ) শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাস—এই পঞ্চতত্ত্ব (ঘ) শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধামাধব, (ঙ) শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, (চ) শ্রীগৌর-গদাধর, (ছ) শ্রীনৃসিংহদেব (বক্ষে শ্রীলক্ষ্মীদেবী), (জ) ক্ষেত্রপাল শিব, (ঝ) শ্রীগৌর-কুণ্ড, (ঞ) শ্রীনিতাই কুণ্ড।

২। শ্রীবাস-অঙ্গনে—

(ক) শ্রীগৌর-নিতাই, (খ) সঙ্কীর্ত্তন মণ্ডলীমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ, (গ) শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, (ঘ) শ্রীরাধা-গোবিন্দ।

৩। শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে—

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু।

৪। শ্রীচৈতন্যমঠে—

[এই মঠ "ব্রজপত্তনে" অবস্থিত। মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে সর্ব্বপ্রথম ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা "ব্রজপত্তন"-নামে অভিহিত]

(ক) ঊনত্রিংশচূড়াসমন্বিত সুবৃহৎ মন্দিরের অন্তঃ-প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণজিউ; (প্রদক্ষিণ সময়ে) ১ম প্রকোষ্ঠে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি; ২য় প্রকোষ্ঠে 'রুদ্র'-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী; ৩য় প্রকোষ্ঠে 'সনক'-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক; ৪র্থ প্রকোষ্ঠে 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ।

(খ) সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামীর সমাধি-মন্দির।

(গ) শ্রীরাধাকুণ্ড, (ঘ) "অবিদ্যাহরণ"-শ্রবণ-সদন, (ঙ) পরনাট্যমঞ্চ, (চ) নদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়, (ছ) নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, (জ) সপত্নীক শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য, (ঞ) পরবিদ্যাপীঠ।

৫। শ্রীমুরারি গুপ্তের মন্দির—

জগন্নাথদেবের মন্দিরের নমুনায় গঠিত।

৬ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্—

৭ কাজীর সমাধি-মন্দির—

[সমাধির উপর প্রায় ৪৫০ বৎসরের গোলোক-চাঁপাফুলের গাছ]

৮। শ্রীধর-অঙ্গন—

৯। বল্লাল-ঢিবি—

১০। বল্লালদীঘি—

[illegible]

শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বঙ্গের গবর্ণর [illegible] অভ্যর্থনা করিতেছেন।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগপীঠে, মহাপ্রভুর

শ্রীল প্রভুপাদ ও গবর্ণর বাহাদুর

শ্রীযোগপীঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে গৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন মহোদয় গবর্ণর বাহাদুরকে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" (হাইস্কুল) দেখাইতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-শিক্ষার সহিত পরমার্থ-শিক্ষার একমাত্র বিদ্যালয়—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীব্যাসপূজামণ্ডপ

অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-বাসর—শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের বিশেষ দিন। তাই প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও ইঁহার শাখামঠসমূহে অদ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজার তূর্য্য বাজিয়া উঠিতেছে। সর্ব্বত্রই সেবকগণ হর্ষভরে বিবিধ-সেবায় নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক মঠেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে ভক্তিচন্দনচর্চ্চিত শ্রদ্ধা-কুসুমাঞ্জলি নিবেদনের জন্য পূজামণ্ডপ বিবিধ সম্ভারে সজ্জিত হইতেছেন। পুরুষোত্তমধামের সেবকবৃন্দ এবার শ্রীল প্রভুপাদকে ব্যাস-পূজা-বাসরে প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান নীলাচলে পাইয়া কোটীগুণ উৎসাহে সেবা-সামগ্রী আহরণ করিয়াছেন। তাঁহারা মহা-প্রভুর বিপ্রলম্ভলীলার বিশেষ স্থান চটক পর্ব্বতে যে সুদৃশ্য পূজামণ্ডপ রচনা করিয়াছেন তাহা দর্শন করিলে মানবগণের হৃদয়ে সেবা-লোলা উদিত না হইয়া পারে না। উক্ত সেবক-গণের অন্যতম শ্রীপাদ অমৃতানন্দ দাস অধিকারী প্রায় মাসাধিককাল যাবৎ দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম সহকারে সেবামণ্ডপ-রচনার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন মহোদয় এই সেবাকার্য্যে অমৃতানন্দ প্রভুকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া সেবানৈপুণ্যের বহুবিধ উপকরণ কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া-ছেন। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় সর্ব্বপ্রথম শ্রীপুরুষোত্তম মঠের জন্য সংগৃহীত ভূমিতে বিরাট্ আয়ো-জনে ব্যাসপূজার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেব উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া-ছেন। উৎকলবাসী ভক্তবৃন্দ এই কার্য্যের জন্য কৃতিরত্নপ্রভুর নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

বড়লাট-সকাশে হরিকথা

অদ্য বেলা ১১ ঘটিকার সময় শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় নিউদিল্লীতে বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিবেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও গুন্দ বারবার পূর্ব্বে কেবার বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারাদিবিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া-ছেন। আমাদের বিশ্বাস ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর কীর্ত্তনও লাটসাহেব মহোদয়ের অন্তঃকরণে অপ্রাকৃত-প্রেমবাণী সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করিবে। বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণীতে মুগ্ধ হইয়া ইহার প্রচারে সহায়তা করিয়া মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিতেছেন। রাজপুরুষের কার্য্য—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও আত্মধর্ম্মের প্রচারে সহায়তা করা। এই সকল কার্য্যে আমাদের সুযোগ্য লাটসাহেব মহোদয়ের উৎসাহ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

কৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর প্রাণ। কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারের জন্য তিনি অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতেছেন। অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে ভক্তিসারঙ্গ প্রভু, যাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিবেন তত্রস্থ মনীষী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহিমা সহজেই অবগত হইতে পারিবেন প্রকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্য-দেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুদেবের মহিমার প্রচার করিতেছেন। শ্রীগুরু-দেবের মনোভীষ্ট-প্রচারই প্রকৃত ব্যাসপূজা।

গোয়ালিয়রে প্রচার

গোয়ালিয়রের ২০শে ফেব্রুয়ারীর তারের সংবাদে প্রকাশ, তৎপূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণ পৌনে পাঁচ ঘটিকার সময় গোয়া-লিয়র রাজ্যের রাজস্ব-সদস্য কর্ণেল সার কৈলাসনাথ হাক্সার মহোদয়ের সভাপতিত্বে গোয়ালিয়র টাউনহলে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত দর্শন 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় শত শত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা শ্রবণে অতিশয় আনন্দপ্রকাশ করিয়া-ছেন। স্বামীজীর ও ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতান্তে সভাপতি মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় বক্তৃদ্বয়ের ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃদ্বয় উক্ত টাউনহলে ২১শে ফেব্রুয়ারী 'ভগবৎ-প্রেম'-সম্বন্ধে আরও একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাদের বর্ণিত বিষয়ের মৌলিকতার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ প্রভু ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গোয়ালিয়র হইতে নূতনদিল্লী রওনা হইয়া-ছেন। তাঁহারা তথায় কয়েকদিন দিল্লী গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া প্রচার করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-তিথি-পূজায় ক্ষুদ্র পুষ্পাঞ্জলি

ওহে ভারতবাসী তোমরা দেখ আসি'
কি আনন্দ কলরব।
(প্রভো) পুরুষোত্তমে আসি' পুরুষোত্তমবাসী
উদ্ধারিবে আজি সব ॥
প্রভুর পূজার তরে কতপুরীবাসী ওরে
পুষ্পডালি লয়ে আসে গো।
পুষ্পাঞ্জলি দিব ব'লে আনন্দে সবাই চলে
ব্যাসপূজা-বাসরে গো ॥
প্রভুর চরণে আজি পুষ্প পড়ে সাজি সাজি
চন্দনে ভরিল যে গো।
ভক্তিপুষ্প কোথা পাই ভকতিচন্দন নাই
কি দিয়ে পূজিব গো ॥
প্রভো, আমি অভাজন, নাই মোর কোন ধন
বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নাই।
তোমার চরণ প্রভু যেন নাহি ছাড়ি কভু
এই কৃপা মাত্র চাই ॥
তব করুণার ধারা বহে সাগরের পারে
জীব উদ্ধারের তরে।
পাশ্চাত্য মানব স'বে বলে তাঁ'রা উচ্চরবে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥
যাঁহার শ্রীমুখ হ'তে বহে কৃষ্ণনাম।
তাঁহার শ্রীপদে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥

সেবিকা—
শ্রীশোভারাণী

বালকের প্রণতিপুষ্পাঞ্জলি

ওহে গুরুবর, চরণে তোমার,
নত হই বার বার।
তব শ্রীচরণ, বিনা কিছু ধন,
জগতে নাহিক আর ॥
আজি শুভদিনে, তব শ্রীচরণে,
কি দিয়ে পূজিব আমি।
মুই অভাজন, নাহি কোন ধন,
যাহে তুষ্ট, দেব, তুমি ॥
না জানি ভজন, না জানি সাধন,
না জানি পূজন আর।
মুই ক্ষুদ্রমতি, না জানি ভকতি,
তোমার করুণা সার ॥
করুণা তোমার, অসীম অপার,
বুঝিতে না পারি মোরা।
সুদূর লণ্ডন, অধিবাসিগণ
তরে গেল সবে তাঁ'রা ॥
কি আর বর্ণিব তব করুণা অপার।
তোমার চরণে প্রভু নমি বার বার ॥

কটক, রাভেন্সাকলেজ-কম্পাউণ্ড

সেবকাধম
শ্রীনির্ম্মল (সান্যাল)
১২ই ফাল্গুন, ১৩৪১

অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি

(৭ম পৃষ্ঠার পর)

হে ভকতিসিদ্ধান্তবর!

কুসিদ্ধান্তমতবাদ আচ্ছাদিল ধরা অগণন—নাহিক অবধি তার। আউল বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই সহজিয়া সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, অনন্তলহরীসম কহিতে ন পারি. দিগ্ দর্শনহেতু কহি তব কৃপাপ্রদর্শন অক্ষেরতাবাদ, কাপিলবাদ,জড়বাদ, পৌত্ত লিকবাদ, বৌদ্ধবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, সর্ব দেবৈক্যবাদ, মায়াবাদ,অক্ষমবাদ, সৌরবা শাক্তবাদ, হরিবংশবাদ, পঞ্চোপাসকবা নিরীশ্বরবাদ,নিরাকারবাদ, নবরসিকবাদ,ন গৌরাঙ্গবাদ,যোগবাদ, থিয়সফীবাদ, ভ্রান্ত বাদ,বুজরুকীবাদ,জৈনবাদ,ব্রহ্মবাদ,খৃষ্টীবিশ্ব বাদ, কিশোরীভজনবাদ, উপদেবতাবা অহঙ্কারবাদ, "বৈদেশিক দর্শন কুসিদ্ধান্তবা ইত্যাদি কুদর্শন যত শাস্ত্রযুক্তিরূপ সুদর্শ চক্রে ছেদিলে সব কুসিদ্ধান্ত যত, খণ্ড খ কারি' স্থাপিলে ভক্তির সিদ্ধান্ত আহা জী জ্ঞান দিতে।

হে চৈতন্যবাণী-বিগ্রহ

কি আর মহিমা তব কহিব কীর্ত্ত মূঢ় জড়মতি আমি, নাহি স্ফুরে মম জিহ্ব শুদ্ধা সরস্বতী তব কৃপা বিনে! (তাহ রসনা জড়তা মম অবিদ্যা সেবায়। এ কৃপাভিক্ষা মাগি তব চরণ-সরোজে তা ভক্তি দাও মোরে হইয়া সদয় ॥

—শ্রীবিজ্ঞান আশ্রম

আর্ত্তের আবেদন

গুরুদেব, আজ আমাদের সুপ্রভাত বৎসরের পর আবার আমাদের বাঞ্ছা রাগ-রঞ্জিতা পরমপূজ্যা কৃষ্ণা পঞ্চ সুমেধা-তিথি আমাদের ভাগ্যাকাশে উদি হইয়া আপনার এই প্রপন্নে অবতরণে মঙ্গলময় বার্ত্তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রাণে মধ্যে এক নব উল্লাসময় আনন্দধারা প্রবাহি করিতেছেন। শ্রীব্যাসপূজা সজ্জা সাজাইতে সকলেই ব্যস্ত হইয়াছেন। যে যে পারিয়াছেন পারিপাট্যের সহিত পূজা ডালি সাজাইয়া আনিয়াছেন। কেহ আবেগময়ী ভাষায় আর্ত্তির সহিত আপনা পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছেন। কিন্তু আপনা পাদপদ্ম-পূজার যোগ্য কোন প্রকার উপায় আমার না থাকিলেও কৃপাপূর্ব্বক এই দাস দাসের প্রণতি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন

এই গুরুপূজার নিত্যতা: সর্ব্বোত্তমত্ব পরম-প্রয়োজনীয়তা, পরম শুদ্ধতা যা একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলকেই শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই আপনি কৃপাপূর্ব্বক পুনরায় দ্বারা "আমার গুরুপূজা সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাদিবেদ ভক্ত গৌড়ীয়ার এক্ষ্যাতিন ঠাকুরের কথা বিশ ভাবে জানাইয়া হৃদয়ের মধ্যে সেবা প্রবৃত্তি রোপণ করিতেছেন। গুরুকৃষ্ণ ও না

সেবা এক তাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত—আপনি পুনঃ পুনঃ তাহাই বলিতেছেন। কিন্তু জড়বদ্ধদশায় প্রাপঞ্চিক বিচারে বস্তুতঃ কিছুই বুঝিবার প্রয়াস না পাইয়া অথবা বুঝিবার অভিনয় করিয়াও শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি শ্রীনামকে অক্ষর সামান্য বিচারে 'গোখর'ত্ব লাভ হয়,—গুরুপক্ষীয় আর পুনঃ পুনঃ এই শাস্ত্রবাণী আবৃত্তি করিলেও সেবাবৃত্তির অভাবে নাম-নামীর অভিন্নতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কপটতার আশ্রয়ে আমি অসুবিধায় পতিত হইতেছে। "শ্রীনামের সেবার জন্যই শ্রীগুরুসেবা প্রভৃতি যাহা কিছু; অতএব জপমালার সেবা করিলেই যথেষ্ট হইবে। পৃথগ্‌ভাবে গুরুসেবা অনাবশ্যক" এই পাষণ্ড বুদ্ধিবশতঃ দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের সেবায় শৈথিল্য করিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীনামের অপ্রাকৃতত্ব ও নিত্যত্ব প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায় অকালপক্ব ভ্রান্তবিচারে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা মায়াবাদী হইয়া পড়িতেছি এবং যুক্তবৈরাগ্যের কুতর্কানল উঠাইয়া নির্জ্জন ভজনের ছলনায় আত্মার অকল্যাণের আবাহনে ব্যস্ত হইতেছি। আবার কখন অনুসরণবৃত্তির প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া অনুকরণবৃত্তি গ্রহণের দুর্ভাগ্য বরণপূর্ব্বক বালস্বভাবসুলভ চপলতা প্রকাশ করিতেছি, হে প্রভো, বঞ্চনা রাক্ষসীর করাল গ্রাসে গ্রসিত হইয়া চিরতরে তব পাদপদ্ম সেবামৃতে বঞ্চিত না হই, তজ্জন্য এই আর্ত্ত অধম আবেদন জানাইতেছে।

আবার কখনও চতুরতা অবলম্বন করিয়া মুখে বেদ মানিবার ভাণ দ্বারা নিজ স্বরূপ আবরণ পূর্ব্বক কপট ভাব প্রদর্শন করি। কিন্তু প্রভো, আপনি এমনই কৃপালু যে, গৌড়ীয়দর্শনের শ্রীনাম সেবা শ্রীধাম সেবা ও শ্রীগুরুসেবা এক তাৎপর্য্যীকৃত সুষ্ঠু বিচারাবলী কৃপা পূর্ব্বক জানাইয়া দিতেছেন। মহোৎসবাদি ও পারমার্থিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান, গ্রন্থাদি প্রচার এবং নিজগণ দ্বারা কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম, সেবামহিমা প্রচার করিতেছেন; দামোদরমহিমা বিজ্ঞাপক স্বয়ং দামোদরব্রত পালন করিয়া কৌশল পূর্ব্বক ভ্রান্ত বিচারের মূল কুঠারাঘাতে বিনষ্ট করিতেছেন এবং হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিলতা বীজ বপন করিয়া ফলফুলপল্লবে সুশোভিত সেবা-বল্লীর অঙ্কুরোদ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনার গম্ভীর ক্রিয়াকলাপের গম্ভীরতা অনুধাবন করিতে না পারিয়া, তাহা অতি তুচ্ছ কর্ম্মজড়জ্ঞানের তুলনামূলক বিচারে ভজন করিতে গিয়া নামাপরাধ, ধামাপরাধ ও গুর্ব্বপরাধের ভীষণ আবর্ত্তে পতিত হইয়া আত্মবিনাশ না করি, তজ্জন্য স্বাভাবিক করুণা পরবশ হইয়া স্বয়ং বাণীরূপে স্বীয় নিত্য পার্ষদভক্তগণের দ্বারা শ্রীরূপানুগ বিচার বৈশিষ্ট্য যে আপনার আত্মমর্য্যাদা চরমোৎকর্ষ দান, তাহা বিতরণ করিয়া আত্মবঞ্চিতলোকের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

বসন্ত আবার ফিরিয়া আসিল,
　　পিককুল তানে মাতিয়া,
স্বভাবসুলভ বিহঙ্গ কূজনে;
　　উঠিল মেদিনী নাচিয়া॥
পক্ষমীর হাওয়া বহিল বিশ্বে;
সুজলা ধরণী দাঁড়াল সহাস্যে;
কামিনী যূথিকা ও মালতী পুষ্পে
　　প্রকৃতি সদনে অর্পিয়া,
নবীন বসন তরুতে পরিল
　　পুরাতনী বাস ছাড়িয়া॥
বাজিয়া উঠিল কাঁসর বিষাণ;
　　বিশ্ব কোলাহল ঢাকিয়া।
প্রকৃতি সুন্দরী সুসাজে সাজা'ল;
　　দিগ্‌বধূ সবে ডাকিয়া।
এত ধূমধাম এত আয়োজন;
ভকতমণ্ডলী ভাবে নিমগন;
কেন আজি এত নব উপায়ন
　　আছে পূজালয় ভরিয়া?
"ভক্তি-সিদ্ধান্ত-আবির্ভাব-তিথি
　　আসিল আবার ফিরিয়া॥"
নেহারি দুর্দ্দশা স্বহারা নরের
　　উদি' যিনি বিশ্বে আসিয়া,
দিব্য চক্ষু দিতে মায়ামোহ নাশি'
　　আবির্ভূত কৃপা করিয়া॥
মনোধর্ম্মীদের কদর্থ বিনাশি',
শাস্ত্রের বিমল অর্থ পরকাশি'
দেখালেন যিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবতা
　　মর্কটতা নাশ করিয়া।
তাঁ'র লাগি' আজ এত ধূমধাম;
　　উঠিল অবনী ভরিয়া॥
কালের করালে যবে গৌরবাণী
　　লুপ্ত হইল মনোধর্ম্ম-জালে,
শুদ্ধ শাস্ত্রবাণীর কদর্থ করিল;
　　পড়ি' অজ্ঞ নর জড়-কবলে।
বৈষ্ণবতা ছাড় অঙ্গে লইয়া।
স্বেচ্ছায় লইল নরক বরিয়া॥
উদিল হেন কালে, যে মহাজন
　　ঘুচাতে ভ্রম দিব্যজ্ঞান-বলে;
তাঁর হেতু আজ উঠে বিশ্বে সাড়া;
　　দিতে অঞ্জলি সে পদতলে॥
যে পরোপকারী, জগদ্‌গুরুহারী;
　　জীবে প্রদানিল সুযোগ কত,
স্থাপি' দেশে দেশে মঠ মণ্ডপাদি;
　　দেখাতে পথ জড় নরে যত;
　　জড়বিদ্যা সনে দিতে পরবাণী;
　　দিতে সবাকারে শুদ্ধভক্তিমণি
স্থাপিলেন পরাবিদ্যালয় যিনি
　　গণ-গড্ডলিকা করি' হত।
নগরে কাননে স্থাবর জঙ্গমে
　　জড়ে ও বিধানে করি' মোহিত
হে বৈকুণ্ঠপতে! নাহিক শকতি,
　　জড় অজ্ঞ আমি ক্ষুদ্রমতি।
বুঝিতে তোমার অসীম মহিমা

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে দীন পাদ্যার্পণ

জয় জয় শ্রীগুরু বৈষ্ণব-আচার্য্য,
শ্রীচৈতন্যপ্রকাশ কৃপানুগবর্য্য,
শ্রীরূপ-সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব-গোপাল, শ্রীদাস রঘুনাথ,
প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
অদ্বৈত শ্রীবাস শ্রীগদাধর ধন্য,
ললিতা বিশাখা শ্রী-শ্রীরাধাগোবিন্দ
বন্দো গুরু-বৈষ্ণব কৃষ্ণপাদপদ্ম॥
জয় শ্রী সাবিত্রী মাতা সহ শ্রীআচার্য্য,
মোর দীক্ষা শিক্ষাদাতা সর্ব্ব-আর্য্যবর্য্য,
কৃপা করি, অবধান করহে ঠাকুর,
এসেছে চরণে তব পালিত কুকুর,
হইলে করুণা-লেশ কিঞ্চিৎ পাইয়া
তব নিজজন কেহ সত্বর আসিয়া,
পাদপদ্মশিরে মোর অকৈতবে ধরি'
তব সন্নিকটে লবে শুভসঙ্গ করি'।
হেন কি করুণা প্রভু হইবে দীনেরে,
অমায়ায় কৃপাদৃষ্টে শোধিবে আমারে,
পাইয়া আশ্রয় তব শ্রীপদকমলে,
ক্ষুদ্র কোন সেবা পাই তব কৃপা-বলে,
কাম, ক্রোধ, অভিমান-প্রতিষ্ঠাবাসনা
ভক্তিপ্রতিকূল যত অবিদ্যাযাতনা
অনায়াসে করি' দূর উচ্ছিষ্ট সেবনে
কৃষ্ণ নাম, কাষ্ণ সেবা করি রাত্রিদিনে,
যুক্তবৈরাগ্যেতে সেবি শ্রীরূপচরণ,
শ্রীজীব'সন্দর্ভে করি নিত্যাবগাহন,
শ্রীদাসগোস্বামি-শিক্ষা হৃদয়েতে ধরি,
শ্রীশচীনন্দন হ'তে ভেদ নাহি করি,
গৌরবিহারস্থপীঠ শ্রীক্ষেত্র শ্রীধামে,
শুদ্ধভক্তি...দেব আবির্ভাবভূমে,
গৌরকিশোর-ভক্তিবিনোদ-শ্রীভক্তবরে,
সন্ন্যাসী, পার্ষদ যত প্রভু অনুচরে,
কৃপা মাগো...সবার পড়ি পদরজে,
গোবিন্দশ্রীতে ব্যাসপূজা নিত্যশুভকার্য্যে,
গুরু-মনোহভীষ্ট কৃষ্ণ করিতে সেবন,
গৌরপাদাশ্রয়ে রহি' অনন্ত জীবন,
গুরুপদে করিতে এ দীন পাদ্যার্পণ,
অনন্ত প্রণাম অর্ঘ্য করো নিবেদন॥
ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুবর!
জন্মে জন্মে কর দাস নিবেদন মোর॥

দানতে ভকতি-জ্যোতিঃ।
কিছু নাই দেব কি দিয়ে পূজিব
বিশ্বপূজিত চরণ তব॥
তোমারি দেওয়া ভকতি পুষ্প
　　অর্পিনু তব চরণোপর
করিও পূরণ শেষ আশাটুকু
　　ভক্তি রহে যেন চরণে তোমার॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের
অনৈক ছাত্র

দীনের স্তুতি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হারায়েছি অমৃত-ধামে স্বরাটের সেবা
অফুরন্ত আনন্দের মধু-প্রস্রবণ
বরিয়াছি জ্বালাময় মায়াকারাগার
আনন্দ-নিবাস ভ্রমে হইয়া মোহিত॥
ভ্রমেছি অনেক কাল কর্ম্মবশে হায়
বহু রম্য বিলাসস্থানে, ভীষণ নরকে
করেছি অনেক পান কুবিষয়-রস
তবু মিটিল না তৃষা নাহি শান্তিলেশ
অতৃপ্তি-আহুর বিষে জ্বলিছে হৃদয়।
অনিত্য জীবনস্রোত নাহি মানে বাধা
কাল সাগরের পানে ধাইছে সদাই
কেবা দিবে অব্যাহতি কে দেখাবে দেশ
কে নেবে বিপথ হ'তে সুপথে টানিয়া
কে জানাবে অভিধেয় গূঢ় প্রয়োজন॥
মাঝে মাঝে শুধু হায়! আশার আলেয়া
ক্ষণিক চমক দিয়া গহন তিমিরে
ফেলি মোরে বিদ্রূপের ভীম অট্টহাসে
কাঁপাইছে হিয়া, বিষম ত্রাসে আর
দারুণ শঙ্কার ভয়ে প্রাণ কণ্ঠাগত।
হে প্রভো জগদ্‌গুরো! রক্ষ এ সঙ্কটে
তোমা বিনে কে তারিবে কে দীনদয়াল
চৈতন্যগুরুরূপে আজ সর্ব্বজীবহৃদে,
দুরবস্থা জগতের করি' দরশন
আচার্য্যরূপেতে হবে তব অবতার॥
শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, দান, তপস্যা প্রভাব
জপ, অগ্নি, পূজা উপাসনা সন্ন্যাসাদি
কোটি-পুণ্য অর্জ্জিলেও গৃহমেধীজন
আত্মার মঙ্গল কভু না হয় তাহার
হে মহাত্ম! যদবধি তব পদরজে
নহে অভিষিক্ত তা'র গর্ব্বোন্নত শির।
যদি কোন ভাগ্যবান্ সুকৃতির ফলে
শ্রবণ সৌভাগ্যলাভ করি' কোনক্রমে
শ্রদ্ধাভরে তব কথা সিদ্ধান্তের সার
অনুদিন আদরেতে করে নিষেব॥
সরল সজ্জন সেই অতি অল্পদিনে
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সর্ব্ববাঞ্ছা ছাড়ি'
অশোক অভয়ামৃত চিদানন্দ-খনি
তব শ্রীচরণ পদ্ম নিত্য সত্যধন
লভিবে নিশ্চয় তাহা তোমার কৃপায়।
পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রতি নগরাদি গ্রামে
প্রচারিছ গৌরনাম হে গৌরপ্রকাশ!
অপ্রাকৃত গৌরধাম ছিল গুপ্ত যাহা
করায়ে প্রকট সেই ধামের বৈভব
অনন্ত সম্পদ খনি বৈকুণ্ঠভাণ্ডার
উন্মুক্ত করেছ প্রভু জীবহিত লাগি'॥
মাস পক্ষ, সপ্তাহ, প্রতিদিন ব্যাপি'
প্রতি গৃহে তব বাণী পত্রিকারূপেতে
বিবিধ ভাষায় জাগাইছে জীবকুলে
উঠ, জাগ, ভজ কৃষ্ণ কেন মোহঘোরে।
সেবার সদন মঠ মন্দির প্রকাশি'
লুপ্ত দেব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উদ্ধারি'
কুসিদ্ধান্ত নাশি' ভক্তিসিদ্ধান্তরতন
স্থাপিছ ভুবনে দেব! করুণা নিদান॥
উদ্ঘাটন করি' ভাগবতপ্রদর্শনী
শিখাইলে বিশ্ব মাঝে গৌরশিক্ষাসার
অপার মহিমা তব কি গাহিব হায়।
নাহি শক্তি নাহি ভাষা আমি অভাজন
তাই গোদাবরীতীরে বসিয়া একাকী
ভাসি অশ্রুনীরে স্বীয় অযোগ্যতা স্মরি'
নিজগুণে ক্ষমি' প্রভু করহ গ্রহণ
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি মোর নাহি কিছু আর।

ত্বদীয় শ্রীচরণাশ্রিত
শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের অনৈক
সেবকাধম

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৩৪১, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ সোমবার | ৯৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২রা হইতে ৪ঠা ফাল্গুন কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে ভৈমী একাদশী, বরাহদ্বাদশী ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবতিথি যথারীতি পালিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থ হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীবরাহদেব ও শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর কথা আলোচিত হইয়াছে এবং পারণের সময় অনেককে শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

এই উৎসবে শ্রীপাদ রাধাশ্যাম ব্রহ্মচারী ভক্তিপতাকা ও শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারীজীর সেবাচেষ্টা আদর্শস্থানীয়।

— —

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুধীর যাচক মহারাজ গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার তারিখে কানপুরস্থ শেঠ নারায়ণ দাস মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় ঠাকুরমন্দিরে রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত গীতার নবম অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকটী অতি প্রাঞ্জল হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া, ভক্তই যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। বাবু নারায়ণ দাস ও তাঁহার ছটী পুত্র স্বামীজীর ব্যাখ্যাকালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে স্বামীজী মহারাজের মুখে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করেন এবং আরও শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। বাবু নারায়ণদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র রায়বাহাদুর শেঠ ভগবান্ দাস মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তারিখে স্বামীজী ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রবণ ও দীক্ষা কাহাকে বলে তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। কতিপয় প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া ডাক্তার বাবু পরমানন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

— —

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রভাতকুসুম প্রভৃতি শ্রীশ্রীব্যাসপূজার্থ পুরী রওনা হইয়াছেন।

—

গত ২৫শে মাঘ ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আমতাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমাধব চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া বালিহাটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠরক্ষক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় উক্ত দিবস অপরাহ্নে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্দ ৪র্থ অধ্যায় হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য বালক ও মহিলা পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই পুনরায় ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট হরিকথা-শ্রবণের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

— —

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৯শে মাঘ ইং ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবস খুলনা জেলার অন্তর্গত বড়দল নামক স্থান হইতে নৌকা-যোগে রওনা হইয়া তৎপর দিবস ঐ জেলার সাহাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-সহযোগে স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন। পরে সংকীর্ত্তন-বাহিনী স্বামীজী মহারাজকে অগ্রণী করিয়া দেড়ুলী গ্রামস্থিত পরমভাগবত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। স্বামীজী ঐ দিবস সন্ধ্যায় তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন।

— —

স্বামীজী পাঠকালে বলেন, নদী পার হইতে হইলে যেমন উপযুক্ত নৌকা এবং মাঝির আবশ্যক হয় সেইরূপ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে হইলে মনুষ্য-দেহরূপ নৌকা এবং গুরু-কর্ণধার আবশ্যক। প্রকৃতির ভোক্তা-অভিমানে জীবের সংসার-দশা উপস্থিত হয়। তাই জীব ভগবান্‌কে বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে সুখী হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া জন্ম-জন্মান্তর প্রতারিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে জীব যখন মনুষ্যদেহ লাভ করে তখন শান্তি ও অশান্তি, সুখ এবং দুঃখ এই প্রকার দ্বিবিধ বুদ্ধি উপলব্ধি করিবার সুযোগ হয়। যে বস্তুকে সে সুখদায়ক বলিয়া মনে করে তাহাই তাহাকে দুঃখ দেয়। যখন কোন মানব সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ করে তখন সে জানিতে পারে যে ভগবানের সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম এবং যেদিন হইতে সে ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইদিন হইতে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাহাকে স্থূললিঙ্গদেহে আবদ্ধ করিয়া ত্রিতাপ ভোগ করাইতেছেন। ভগবৎ-বিমুখতাই জীবের ত্রিতাপ ভোগের কারণ। সদ্গুরুই জীবকে এই ত্রিতাপের হাত হইতে ছুটী করাইয়া ভগবৎ সেবা দান করিতে সমর্থ। ভগবানের সেবা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে সুখী হইবার চেষ্টা করিলে অনন্তকোটী জীবনেও নিরবচ্ছিন্ন বিমল সুখ উপলব্ধির বিষয় হইবে না, দুঃখই লাভ হইবে। জাগতিক প্রত্যেক বস্তু নশ্বর এবং অনিত্য। অনিত্য বস্তু কখনও নিত্যসুখ-দায়ক হইতে পারে না।

যেকাল পর্য্যন্ত দীক্ষাপ্রভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ না হয় সেকাল পর্য্যন্ত জীবের মায়িক-দেহে অহংমম বুদ্ধি থাকে। দীক্ষাপ্রভাবে সে জানিতে পারে আমি দেহী বা আত্মা, আমি দেহ নহি। এই সমস্ত কথা স্বামীজী মহারাজ বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন এবং পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

—

ভিখারীর ঝুলি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

নিবেদি চরণে তোরে!
করুণা বিনয় গো।
পূর্ণ আজি অঞ্জলি
এই ভিখারীর ঝুলি,
লবে তুই ত দেব—
দীনে দয়াময় গো॥
নিত্যপূজা এই ভিক্ষা
সদা আমি চাই গো।
মায়াবাদী-সঙ্গে যেন
কভু নাহি যায় মন
তব পদ রেণু যেন—
সদা কাম্য হয় গো॥

সেবকাধম—
শ্রীভক্তগৌরব দাসাধিকারী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ গোবিন্দ ১ ফাল্গুন সংখ্যা ৪৪৮

জয় ও বিজয়

জয় ও বিজয় এই দুইজন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল। ইঁহারা মহাভাগবত দিগম্বর সনকসনাতনাদি মুনিগণকে ভগবদ্দর্শনে বাধা প্রদান করিলে তাঁহারা ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ করেন। তাঁহাদের অভিশাপে বৈকুণ্ঠ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জয়-বিজয় অসুর-যোনি প্রাপ্ত হন। ঐ সনকাদি মুনিগণের গতি সর্ব্বত্র অবারিত ছিল; তাঁহারা আপন ও পর—এইরূপ বৈষম্যজ্ঞান রহিত নিজ বুদ্ধির দ্বারা নিঃশঙ্কচিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন; তাই তাঁহারা দ্বারপালগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই পূর্ব্বে যেমন উজ্জ্বল-স্বর্ণালঙ্কৃত বজ্রময় কবাটযুক্ত বৈকুণ্ঠের ছয়টী প্রাকার-দ্বার অতিক্রম করিয়াছিলেন তদ্রূপ তাঁহারা সপ্তম প্রাকারদ্বারে প্রবেশ করিতে গেলে বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয় সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ, অতিবৃদ্ধ হইলেও পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায় প্রতীয়মান সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চতুঃসনকে নগ্ন দেখিয়া তাঁহাদের প্রভাব অনাদরপূর্ব্বক নিবারণের জন্য পরিহাস সেই মুনিগণকে বেত্র দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের এতাদৃশী দুর্গতি হইয়াছিল। ক্রমে তিন জন্মে ইঁহারাই হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, কুম্ভকর্ণ রাবণ এবং দন্তবক্র-শিশুপালরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এস্থলে সংশয় এই যে, ভগবৎপার্ষদ দ্বারপালদ্বয়ের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আত্মারাম সনকাদি মুনিগণেরই বা কিপ্রকার ক্রোধ উৎপন্ন হইল? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ অদ্য আমরা মহাজনগণের প্রদর্শিত সুসিদ্ধান্ত আলোচনা করিতেছি।

আচার্য্য শ্রীধর-স্বামিপাদ বলিয়াছেন, শ্রীমদ্ আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ সম্ভবপর হয় না, ভগবৎপার্ষদ জয়বিজয়ের ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণ এবং ভগবানেরও ভক্তগণের প্রতি উপেক্ষা তথা বৈকুণ্ঠগত ভক্তগণের পুনর্জন্ম অসম্ভব, তথাপি ভগবানের সৃষ্টির নিমিত্ত প্রায় কখনও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উদিত হইয়াছিল; কিন্তু তুল্যবলশালী ভগবৎপার্ষদ ব্যতীত অন্য মহাজীবের বল অতি অল্প, আবার পার্ষদগণের বল তুল্য হইলেও তাঁহারা ভগবানে প্রাতিকূল্যভাব হইতে পারে না। এই কারণ ভগবান্ তিন আত্মারাম মুনিগণের ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের শাপচ্ছলে স্বপার্ষদ জয়বিজয়কে প্রাতিকূল্য-ভাবাবিষ্ট করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পন্ন করিতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ যুদ্ধকৌতুক অনুভব করিবার জন্যই জয়বিজয়কে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যুদ্ধ হয় না, আবার পার্ষদ ব্যতীত ভগবানের তুল্যও কেহ হইতে পারে না। তজ্জন্য ভগবান্ জয়বিজয়কে অবতীর্ণ করাইলেন। অসুর-ভাবাপন্ন না হইলে শ্রীভগবানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব বলিয়া শাপচ্ছলে তাঁহাদিগকে অসুর-যোনিতে প্রবিষ্ট করাইয়া আবির্ভূত করিলেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের অধস্তন শ্রীপাদ বীররাঘব লিখিয়াছেন—এই দুইজন দ্বারপাল পরব্যোমবাসী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণের তুল্য হইলেও বিশেষ সুকৃতিবলেই দ্বারপালাধিকার লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ইঁহারা সাক্ষাৎ ভগবৎ-পরিজন নহেন; সুতরাং ভগবদভিপ্রায়ও অবগত নহেন। নতুবা ভগবদ্ভক্ত প্রাতিকূল্য-ভাববিহীন এবং পরম নিরপেক্ষ ভাবশূন্যতা-হেতু সাক্ষাৎ ভগবৎপরিকরগণের পূর্ব্বোক্ত নিগ্রহানিষ্টাদি-প্রমাণ-বলে ভগবানের অভিপ্রায় জানিবার ক্ষমতা সিদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভগবদ্ভক্তগণ অনুষ্ঠানবিশেষের ভগবানের অনুগ্রহ ঘটে। যেমন অনন্ত, গরুড় প্রভৃতি নাগ ও পক্ষীজাতীয় বহু ভক্ত বর্ত্তমান, সেইরূপ সুকৃতিবলে বহু জীব নিত্যসিদ্ধ না হইয়াও ভগবৎপরিজনরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলেও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত (৩।১৫।১৪) শ্লোকে "যে বৈকুণ্ঠে নিষ্কুণ্ঠা পুরুষগণ বাস করেন, যাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত নিষ্কাম ধর্ম্মদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন", এই বাক্যে সাধারণ ভাবে বৈকুণ্ঠবাসীর কথা বলিয়াছেন এবং ৩০ শ্লোকে "সুমহতী পরিচর্য্যার ফলে এই বৈকুণ্ঠে আগমনকারীদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের স্বভাব এইরূপ বিরুদ্ধ কেন?" এই বাক্যেও জয়বিজয় যে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত নহেন, কিন্তু কোন বিশেষ সুকৃতিবলে বৈকুণ্ঠের দ্বারপালত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহাও জানা যায়। বৃহদ্ভাগবতামৃতে ২।৪।১৯৬ শ্লোকে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকায়ও ইঁহারা সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ নহেন, এইরূপ বাক্যের উল্লেখ আছে। আর ৮ম স্কন্ধে নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্বক্সেন ও গরুড় প্রভৃতি পার্ষদগণ মধ্যে যে জয় বিজয়ের উল্লেখ আছে তাঁহারা বামনদেবের পার্ষদ এবং পূর্ব্বোক্ত শাপাভিভূত জয় বিজয় হইতে ভিন্ন ইহাই নিশ্চিত। শাপাভিভূত জয়-বিজয়ের সহিত বামনদেবের পার্ষদ জয়-বিজয় একই ব্যক্তি—এরূপ সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে। কেন না, যদি উভয়স্থলে জয় ও বিজয় একই ধরিয়া লওয়া হয়, তবে বরাহ অবতারে শাপগ্রস্ত জয়-বিজয়ের মোচন এবং বামন অবতারে আবার তাঁহাদেরই পার্ষদত্ব-লাভ সিদ্ধ হয়না অর্থাৎ অসম্ভব বলিয়া ঐ অনুমান সঙ্গত নহে। অতএব ত্রিপাদবিভূতিবর্ত্তী যে সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ আছেন, এই শাপগ্রস্ত জয়-বিজয় তাঁহাদের হইতে ভিন্ন অন্য জীব। অন্য প্রমাণের সহিত এই বাক্যের বিরোধ নাই।

গৌরপার্ষদ বিশ্ববিশ্রুত বৈষ্ণব-কবি শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—কারূষ-দেশাধিপতি শিশুপাল-দন্তবক্র পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারপাল ছিলেন। প্রাকৃত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠপুরবাসিগণের প্রাকৃত-দেহ-সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে?—যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নানুসারে জানা যায় তাঁহারা অপ্রাকৃত-দেহ-বিশিষ্ট; সাধুগণের অপ্রাকৃত দেহের ন্যায় তাঁহাদের দেহেরও বিনাশ নাই, তাহা ভগবানের নিজের উক্তি হইতে জানা যায়। ভগবান্ নিজানুগত দ্বারপাল-দ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা মর্ত্ত্যলোকে গমন কর। তোমরা ভীত হইও না, তোমাদের মঙ্গলই হউক। উতথ্যর গর্ভে পরীক্ষিৎ যে অবস্থানকালে আমি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র যেরূপ বিফল করিয়াছিলাম, সেইরূপ জয় বিজয়কেও ব্রহ্মশাপরূপ ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াও আমি তাহা খণ্ডন করিলাম না।" ভগবানের উক্ত উক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, জয়-বিজয় সনকাদির শাপচ্ছলে কেবল শ্রীভগবানের লীলার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পাদ্মোত্তর খণ্ডের গদ্যানুসারে জানা যায় যে, শ্রীহরি নিজভক্তদিগের বিনোদনের জন্য এবং যুদ্ধাদি ক্রীড়ানিমিত্ত তাঁহার অঘটনঘটনকারিণী ইচ্ছায় জয়-বিজয়ের স্বভাবসিদ্ধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমজ্যোতির্ম্ময় দেহ পাথিব তমোময় দেহে তিনবার প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তাবত্র ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ মাতৃষ্বস্রাত্মজৌ তব।
অধুনা শাপনির্ম্মুক্তৌ কৃষ্ণচক্রহতাংহসৌ॥"

(ভাঃ ৭।১।৪৫)

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, সেই জয়-বিজয় তোমার মাতৃষ্বসার (যুধিষ্ঠির-মাতা কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার) গর্ভে ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণচক্রে তাহাদের পাপ হত হওয়ায় তাহারা এখন শাপ-নির্ম্মুক্ত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণচক্রেণ হতমংহো যয়োঃ তৌ। তয়োঃ পাপমেব হতং ন তু তাবিত্যর্থঃ॥" অর্থাৎ "কৃষ্ণচক্রে হত হইয়াছিল পাপ যাহাদের সেই জয়-বিজয় পার্ষদদ্বয়ের"—এই বাক্যে তাঁহাদের পাপই হত হইয়াছিল। তাঁহারা হত হন নাই—ইহাই তাৎপর্য্য।

আমাদের পূর্ব্বগুরু গৌরনিজজন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এতদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

ভগবান্ কহিলেন,—'হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার পরম ভক্ত জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ করিয়াছেন তাহা আমারই কৃত। আমি এই পরমভক্তদ্বয়ের আসুরভাব সিদ্ধ করিবার জন্যই আপনাদিগকে বৈকুণ্ঠে আনিয়া শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ দ্বারপালদ্বয়কে পরমভক্ত আপনাদের প্রতি প্রাতিকূল্যাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া এবং আত্মারাম চূড়ামণি আপনাদের ক্রোধোদ্রেক করিয়া আপনাদের দ্বারা শাপ প্রদান করাইয়াছি। এস্থলে আমার পার্ষদদ্বয়ের অথবা আপনাদের কোন অপরাধ নাই। সনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে ভগবন্, আপনি ভক্তবৎসল, সুতরাং এই ভক্তদ্বয়ের প্রতি এতাদৃশ দুঃখ-প্রদানের প্রবৃত্তি আপনার কিরূপে হইল? তদুত্তরে ভগবান্ কহিলেন, হে বিপ্রগণ, আপনারা সর্ব্বজ্ঞ; অতএব সকলই জানেন, আমার বলা বাহুল্য মাত্র। জয়-বিজয়ের প্রেম-বিজৃম্ভিত কোন প্রকার ইচ্ছা-বিশেষই ইহার কারণ। তাঁহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে প্রভুবর আপনি দেবতাগণের অধিদেব বৈকুণ্ঠনাথ, মর্ত্ত্যলোকের সামর্থ্য অতি অল্প, আমরা যদি আপনার প্রতিকূল না হই তাহা হইলে আপনার যুদ্ধে সুখ হইবে না, অতএব আমাদিগকে কোন প্রকারে প্রতিকূল-ভাবাবিষ্ট করিয়া যুদ্ধসুখ অনুভব করুন; আপনার স্বতঃ পরিপূর্ণতাতে আমরা আপনার অণুমাত্রও ন্যূনতা সহ্য করিতে পারি না। অতএব আপনি স্বীয় ভক্তবাৎসল্য প্রকাশ করিয়াও অস্মদ্রূপ কিঙ্করদ্বয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ভগবদ্ভক্তগণের চিত্তবিনোদনার্থ ভগবানেরও তৎকালে ঐপ্রকার বাসনা উদিত হইয়াছিল। মহতের চরণে অপরাধ করিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে পরমসিদ্ধগণেরও অধঃপতন (?) হয়, অতএব মর্ত্ত্যলোক হইতে যে বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু সাধকজীবের পতন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সাধক ভক্তদিগকে মহদপরাধ হইতে সাবধান করিবার জন্যই ভগবানের এইপ্রকার লীলা।

"সরস্বতীজয়শ্রী"

[বৈভব-পর্ব্ব]

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা যে-রূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভিক্ষা ৩৲ টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং
যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্ ॥

গৌরহরি-মনোহভীষ্ট, স্থাপিবারে যাঁ'র ইষ্ট,
কৃপা করি' আসিয়া ভূতলে।
গুরুরূপে প্রকাশিত, নরোত্তম বলি' খ্যাত,
নমি তাঁ'র চরণযুগলে ॥

নদীয়াতে গৌরহরি, মায়াপুরে অবতরি'
কৃষ্ণনামপ্রেম বিতরিলা।
সন্ন্যাসের ছল করি' নীলাচলে বাস করি'
বিপ্রলম্ভভাবেতে মাতিলা ॥

গুরুদেব পুরীধামে, অবতরি' গৌরকামে,
গৌরকৃষ্ণসেবা বিতরিলা।
সন্ন্যাস গ্রহণ করি' মায়াপুরে বাস করি'
বহুরূপে তত্ত্ব প্রকাশিলা ॥

লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিয়া, ধামপ্রভু বসাইয়া
নামগানে সেবা শিখালো।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তসেবা, গৌরহরি-শিক্ষা যেবা
ভক্তসঙ্গে নিজে আচরিলা ॥

কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ গৌরশিক্ষা সার করি
গৌরবাণী প্রভুপাদ মোর।
দেশে দেশে ফিরি ফিরি, কৃষ্ণনাম দান করি
শিক্ষাদানে হইলা বিভোর ॥

সুদূর পাশ্চাত্য দেশে, পাঠাইলা নিজ-দাসে
নিজ-প্রভুকথা বিলাইতে।
গৌরহরি-শিক্ষাসার শুনি' সবে মাতোয়ার
ধন্য ধন্য পড়িল জগতে ॥

সংবাদপত্রের দ্বারে, গৌরকথা দ্বারে দ্বারে
পাঠাইছে প্রভু নিতি নিতি।
বক্তৃতা, কীর্ত্তন, পাঠে, প্রদর্শনী কত নাটে
বিলাইছে ভাগবত-গীতি ॥

নিষ্কাম-পূর্ত্তি-কামে, মানব ভুবনে লয়ে,
কৃষ্ণছায়া মায়া-কারাগারে।
মায়ামুগ্ধ জনগণে, গুরুকৃপা-বিতরণে
ভাসাইছে প্রেমের পাথারে ॥

কৃষ্ণনামগুণগান, সহ পরিক্রমি' ধাম,
কৃষ্ণকাম-সেবাশিক্ষা দিয়া।
কৃষ্ণপ্রিয় প্রভুপাদ, নাশে ভোগ-ত্যাগবাদ
ভূলোকে গোলোক প্রকাশিয়া ॥

হেন অপ্রাকৃত প্রভু, অভিন্ন-নিতাই বিভু
কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব ভক্তসেবা দিয়া, তব তত্ত্ব প্রকাশিয়া
শ্রীচরণে কর আকর্ষণ ॥

তোমার চরণ আজি পূজিব কেমনে।
যদি শিক্ষা নাহি দেহ তুমি নিজজনে?
গুরুপূজা শিখাইতে গুরুরূপে তুমি।
তুমি মোর নিত্য প্রভু তব দাস আমি ॥

আপনার নিত্যভৃত্য
শ্রীমুরলীমোহন, (বালিয়াটি)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে

ভিখারীর ঝুলি

(১)

মোহিনীর মোহে পড়ি'
আমি মূর্খ জন গো।
ক্রয় করি মুগ্ধচিতে,
আসি মায়া বিপণীতে,
তুচ্ছ কাচ খণ্ড হায়—
না চিনিনু ধন গো ॥

(২)

দুর্ল্লভ-জনম-রত্ন
তার বিনিময়ে গো।
ডালি দিয়ে অকাতরে,
ভ্রমি মায়াবিনী দ্বারে,
না মিটে অভাব মোর-
স্বভাবের ক্ষয়ে গো।

(৩)

সংসার-প্রান্তরে বসি'
পরিশ্রান্ত দেহে গো।
কাঁদি গো আপন মনে,
ঝরে ধারা দু'নয়নে,
হেন দুঃখ দেখি কোন্—
বন্ধু মোরে কহে গো।

(৪)

শান্ত স্নিগ্ধ সেই জন
ভাসে মিষ্ট বাণী গো।
"ওহে দীন হীন জন,
কেন তব ক্ষুণ্ণমন,
ঘুচিবে অভাব আজি—
পূজ ভিখারিণী গো।

(৫)

গুরুদেব-পাদপদ্ম
দিব্য স্পর্শমণি গো।
অবতীর্ণ এই দিনে
সেব তাঁ'রে সযতনে
বক্ষে ধর সেই মণি-
সর্ব্ব ধন-খনি গো।

(৬)

গুরুপদ মণি সম
অশেষ অন্তর গো।
স্পর্শমণি স্পর্শে মাত্র
লোহ হয় স্বর্ণ-গাত্র
আত্মসম করে গুরু—
স্পর্শে যবে জীব গো ॥

(৭)

গুরুর সমান দাতা
না'হি চরাচরে গো।
না দেন যে ধন হরি
গুরুদেব অবতরি'
ধর ধর লও বলি'—
সে-ধন বিতরে গো ॥

(৮)

গুরু কৃষ্ণ এক বস্তু
ভিন্ন কভু নয় গো।
তবু গুরু কৃষ্ণ হ'তে
অগ্রে পূজা বিধিমতে,
শ্রীগুরু-কৃপায় বলে—
কৃষ্ণ লভ্য হয় গো ॥

(৯)

কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে কভু
গুরু রক্ষা করে গো।
কিন্তু যদি ভাগ্য-দোষে,
পড়ে কেহ গুরু-রোষে
রক্ষিবারে কেহ তা'রে—
নারে চরাচরে গো ॥

(১০)

বিশ্ব যদি পত্রী হয়
মসী সপ্ত সিন্ধু গো।
ভূধর লেখনী করি',
লিখ সর্ব্বকাল ধরি'
তবু যাঁ'র গুণ লেখা—
নহে এক বিন্দু গো ॥

(১১)

ওগো কাচ-ব্যবসায়ী
সঙ্গে মোর চল গো।
পরম ধনের খনি,
বিধি মিলায়েছে 'আনি'
ঘুচিবে সকল ব্যথা—
মুছ আঁখিজল গো ॥

(১২)

শ্রীগুরু-কটাক্ষ-লাভে
যাবে মায়া-মোহ গো।
মিটিবে পিপাসা ভব,
ছুটিবে বিপদ সব,
লুটিলে চরণে তাঁর—
ভুলি' দেহ গেহ গো ॥"

(১৩)

আজি গুরুপূজা-দিনে
সেই বাণী শুনে গো।
গুরুপাদপদ্ম-তলে
আশ্রয় লাভের ব'লে,
এসেছি কপট সাজে—
ভক্তিপুষ্প প্রাণে গো ॥

(১৪)

অতিমর্ত্ত্য গুরুদেব
বসি' ব্যাসাসনে গো।
দশ দিশি উজলিয়া,
সেবানন্দে মগ্ন হৈয়া,
বিরাজে অটলভাবে—
প্রশান্তবদনে গো ॥

(১৫)

লক্ষ লক্ষ উপচারে
সেবাভক্ত জন গো।
পূজে পদ সযতনে,
পূত আত্ম-জ্ঞান-দানে,
তুমি সর্ব্বারাধ্য জনে—
লভে প্রেমধন গো।

(১৬)

নাহি কোন উপায়ন
চিন্তিয়া মনেতে গো।
এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া,
কাঁদি বক্ষ ভাসাইয়া,
যতনে ভিক্ষার ঝুলি—
ধরিয়া কক্ষেতে গো ॥

(১৭)

প্রভুপ্রিয় ভক্ত কোন
এ হেন সময়ে গো।
আকর্ষিয়া পিছু হ'তে,
গুরুপদ-সম্মুখেতে,
লয়ে এল এ অনাথে—
মরি লজ্জা ভয়ে গো ॥

(১৮)

যত্নের ঝুলিটী মোর
প্রকাশ্য সভায় গো।
বিস্ময় গদগদ হয়া,
দেখে ভক্তজন তাঁ'রা,
তবু সঙ্গে করি' মোরে—
গুরুপাশে যায় গো ॥

(১৯)

বিষঝুলি এই দেহ
গুরুপদে দাও গো।
শ্রীগুরু দুর্লভ ধন,
মাটী দিয়ে সুরতন,
এই ঝুলি দিয়ে ডালি—
তাঁ'রে কিনে লও গো ॥

(২০)

অদোষ-দরশি-প্রভো
দীনে কৃপা করি' গো।
না হেরে দুর্গন্ধ ঝুলি,
'ভকতি-সৌরভ' বলি',
ডাকি ক'ন স্নেহস্বরে—
জয় সদা হরি গো ॥

(২১)

এমন দয়ার সিন্ধু
আর কেবা আছে গো।
না চাহিতে এত দয়া,
পর দুঃখে কাঁদে হিয়া,
হেন গুরুপদ ত্যজি'—
যাব কা'র কাছে গো ॥

(২২)

গুরুপদ বিনা কেহ
নাহি রাখিবারে গো।
দেখ জীব বিশ্বদ্বারে,
ধায় সবে নাশিবারে,
গুরুপাশে এস ভাই—
ত্রাণ লভিবারে গো।

(২৩)

গুরুরূপে কৃষ্ণ তুমি
সেবা শিখাইতে গো।
বিশ্ব মাতাইতে প্রেমে,
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তমে,
অবতীর্ণ প্রভু মোর—
জীব উদ্ধারিতে গো ॥

[অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য]

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই। এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঁঞি ॥

ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C 1544

চৈতন্যোপনিষদ্

বড় অক্ষরে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা অতি উত্তম। ভিক্ষা ।০ মাত্র,

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

"গৌড়ীয়"

১ম বর্ষ হইতে ১২শ বর্ষ পর্যন্ত প্রতি বর্ষ কাপড়ে বাঁধাই

ভিক্ষা ৩।০ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বাগবাজার, কলিকাতা

ভারতের সর্বত্র মঙ্গল-প্রচার-[illegible] একমাত্র মুখপত্র

৯ম খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার ১৩৪১, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ [২৯৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব

বরিশাল জিলার অন্তর্গত লক্ষণকাঠি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত বিপিনবিহারী বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত উষাপ্রসন্ন বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি এস্ সি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯২০ সালে মাদারীপুর স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯২৬ সালে এম্ এস সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তৎপর বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে নাগার্জ্জুন পুরস্কার ও স্বর্ণপদক, গ্রীফিথ পুরস্কার এবং স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। এরূপ কৃতকার্য্য খুব কম সংখ্যকই হইয়াছেন। ডাক্তার বসুর গবেষণা-কার্য্য জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা খুবই প্রশংসিত হইয়াছে।

কূপমধ্যে কি যেন কি?

কাকনাথ তালুকের অন্তর্গত খাজাপুর হইতে রহস্যজনক ভাবে তিনজন যুবকের শোচনীয় মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে প্রকাশ যে, ঐ অঞ্চলের একজন পল্লীবাসী কয়েকজন রাখাল বালকের সহায়তায় তৃষ্ণা নিবারণার্থ জলপানের জন্য কূপের মধ্যে নামিয়া যায়, লোকটী নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উঠিয়া না আসায় উক্ত রাখাল বালকেরা তাহার ভাইকে খবর দেয়। উহার ভাই ছুটিয়া আসিয়া ভ্রাতার সন্ধানে কূপের মধ্যে নামিয়া যায়। বহুকাল অতিবাহিত হইয়া যায় তাহারও আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। ইহাতে আরও ৭জন লোক কূপের মধ্যে নামিয়া যান উহাদের কয়েকজন অতিমাত্র অসুস্থতা বোধ করিতে থাকে। অবশিষ্ট কয়েকজন অর্দ্ধ অচেতন হইয়া পড়ে। অনতিবিলম্বে উহাদিগকে তুলিয়া লওয়া হয়। ইতোমধ্যে আর একজন যুবক এই রহস্যভেদের উদ্দেশ্যে কূপের মধ্যে নামিয়া যায়। তাহার অদৃষ্টেও ঐরূপ ফলই লাভ হয়। এই সময় বহুলোক ঐ স্থানে জমায়েৎ হইয়া আর কাহাকেও কূপের মধ্যে নামিতে দেয় না। চিকিৎসকগণ অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, বিষাক্ত বাষ্পেই সম্ভবতঃ উক্ত তিনজন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ তিনটী রাখিয়া দেওয়া হয়।

দস্যুর অত্যাচার

ডেবাইস্মাইল হইতে প্রকাশ, গয়াসহবাস নামক স্থানে এক নৃশংস ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতের গুলীর আঘাতে একজন চৌকিদার মারা গিয়াছে এবং গৃহস্বামী সাংঘাতিক অবস্থায় পড়িয়া আছেন। প্রকাশ যে, ৬ জন লোকের একটি দল বে-পরোয়া গুলী চালাইতে চালাইতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং গৃহস্বামী ও তাহার পত্নীকে ছোরা দ্বারা আহত করে। স্ত্রীলোকটি হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ডাকাত দল সরিয়া পড়িবার সময় বাজারে চৌকিদারের সঙ্গে বিষম সংঘর্ষ হয় ও গুলীর আঘাতে চৌকিদার মারা যায়।

জেলে জাত নামজাদা ডাকাতের ফাঁসি

নাগিয়া গোন্দ নামক নামজাদা ডাকাত চান্দা জিলার অধিবাসীদের নিকট অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। ও-জিলার দায়রা জজ তাহাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট উক্ত দণ্ড বহাল রাখিয়াছেন। আসামীর মাতা জেলে দণ্ডভোগ কালে সেলেই আসামীর জন্ম হয়। ১৯২১ সালে সে প্রায় বিশটী ডাকাতি করে সে কিছুকাল পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া পলাতক থাকে। বিপিগ্রামে আড্ডা করিয়া ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে বর্ষাকালে সে একজন হিন্দু ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইলে ঐ ভিক্ষুক পুলিশে সংবাদ দেয় এবং তদনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রামের কোতোয়াল ও দুইজন গ্রামবাসী তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে সে ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে। বিশেষ চেষ্টায় তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়। সম্প্রতি চান্দা জিলায় থাকা কালে নাগপুর বিভাগের কমিশনার মিঃ ট্রেন্ট ঐ গ্রামের কোতোয়াল এবং গ্রামবাসীদের বীরত্বের প্রশংসা করেন এবং তজ্জন্য পুরস্কার দেন। বর্ত্তমান দণ্ডের পূর্ব্বে নাগিয়া গোন্দ আরও ১৪ বৎসর জেলভোগ করিয়াছে।

দৈব দুর্ঘটনা

গত বৃহস্পতিবার জ্যোতিষ সেন নামক এক ব্যক্তি কাইজার ষ্ট্রীটে ম্যানসন ইনষ্টিটিউটের মাঠে খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ সে পড়িয়া গিয়া ভীষণ জখম হয়। তাহার ডানদিকের কোমরের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

রাজপথে মৃতদেহ

কয়েকদিন হইল রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় মিঃ এ সিব্রিট ও মিঃ ফাল্ড নামে দুইজন লরী ট্যাক্সিযোগে ক্যাথিড্রাল রোড দিয়া যাইতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজপথের উপর কোন কিছু পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের মনে হয়। নিকটেই কোর্টের পাশে জনৈক ইউরোপীয় দাঁড়াইয়া ছিল। ভদ্রদ্বয় মোটরযোগে আরও কিছুদূর অগ্রসর হন। অল্প সময় পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। তখন আর মোটর ও ইউরোপীয় সেখানে ছিল না। কিন্তু রাজপথের উপর সর্ব্বাঙ্গে গুরুতর জখমসহ একটী মৃত লোককে পাওয়া যায়।

গত এক মাসের মধ্যে এইরূপ দুইটী মৃতদেহ কলিকাতার রাজপথের উপর পাওয়া গেল। তাহাদের শরীরের আঘাত দেখিয়া তাহারা মোটর চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিমান হইতে রহস্যজনকভাবে পতন

২১শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে এসেক্স সহরের নিকট হিলম্যান লাইনের এক বিমান হইতে দুইজন যুবতী যাত্রী রহস্যজনকভাবে পতিত হইয়াছে। তাহাদিগকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। মৃতদেহ ভীষণভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তাহারা প্রায় ১৫ শত ফুট উচ্চ হইতে নিপতিত হইয়াছে। তাহাদের পরিচয় এখনও জানা যায় নাই। বিমান-চালক প্রথমে এই দুর্ঘটনার বিষয় জানিতে পারে নাই, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিবার সময় সে লক্ষ্য করে যে, দরজা খোলা রহিয়াছে এবং দুই জন যাত্রী নাই। সে তখন তাড়াতাড়ি যাত্রা স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে বিমানখানি এস্থান হইতে প্যারিস যাইতেছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার বিমানবীর নিরুদ্দিষ্ট

অষ্ট্রেলিয়া হইতে উত্তর পশ্চিম ডাকবাহী বিমান পথে বিখ্যাত বিমান বীর সণ্ড একাকী বিমানপোতে যাত্রা করেন। কিন্তু ঝড়ের মধ্যে তিনি নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ ৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৪ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ মঙ্গলবার ২ ২৯৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

চৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১১ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে নগরসংকীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি সমস্ত দিবসব্যাপী হইয়াছে। মঠবাসী ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে সমাগত প্রায় সহস্র ব্যক্তিকে অকাতরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

পুরীতে বিশেষ সভা

কলিকাতা ২৩।২ ৩৫

অদ্য অপরাহ্নে চটকপর্ব্বতে শ্রীব্যাস-পূজার জন্য নির্ম্মিত মণ্ডপে পুরীতে একটী বিশেষ সভা হইবে। ঐ সভায় পুরীরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সভায় পরমার্থ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বহু প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীব্যাসপূজা-প্রণালী

শ্রীব্যাসপূজার প্রণালী সম্বন্ধে ঐ-ব্যাসপূজা-সংখ্যা 'গৌড়ীয়' প্রথম পৃষ্ঠার এক স্থানে লিখিয়াছেন—"শ্রীব্যাসের বাণীর অনুকীর্ত্তন করিয়াই ব্যাসানুগগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। শ্রীরূপের শিক্ষায় অনুকীর্ত্তন করিয়াই রূপানুগগণ শ্রীরূপের সেবা করেন। গঙ্গাপূজায় গঙ্গাজলই যেরূপ মুখ্য উপহার, শ্রীচৈতন্যবাণী-পূজায় তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুকীর্ত্তনই "মুখ্য উপায়ন।" অস্মদীয় আচার্য্যবর্য্যের প্রচার-বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় ৩৬টী পরিচ্ছেদে বিভাগ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ আচার্য্যবর্য্যের এই প্রচার বৈশিষ্ট্য অনুক্ষণ আলোচনাই প্রকৃত ব্যাসপূজা।

শ্রীব্যাসপূজার জন্য পুরীর পথে যাত্রিগণ

কলিকাতা ২২।২।৩৫

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিয়া অদ্য দ্বিপ্রহরে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা জেলার নিকুঞ্জসিলে প্রচার করিয়া অদ্য বেলা প্রায় ৩-৩০ মিনিটের সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। স্বামীজীদ্বয় অদ্যই শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যাইতেছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহা-মহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয়ের সহিত শত শত ব্যক্তি শ্রীব্যাসপূজার জন্য পুরী যাইতেছেন। তাঁহাদের জন্য ৫ খানা বড় বড় বগী (Compartment) রিজার্ভ করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দ-গোপাল ভক্তিমধুর, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ বহু ব্যক্তি শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীব্যাসপূজায় পুরী যাইবার পথে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারাও আচার্য্যত্রিক প্রভুর সহিতই যাইবেন।

মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমায় প্রায় দেড়মাস কাল শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী গতকল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। তিনও আচার্য্যত্রিক প্রভুর সহিত পুরী যাইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

অদ্য শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড) গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদ্ভুতপূর্ব্ব উদ্যমের ফলে প্রকাশিত হইয়াছেন। ভগবৎসঙ্গ কীর্ত্তন ব্যতীত রূপানুগ আচার্য্যদেবের অন্য কোনও কৃত্য নাই। যে কোনও কার্য্যে তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা 'শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী' (প্রথম খণ্ড) পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা এই বিষয়টি বিশেষরূপে অবগত আছেন। দ্বিতীয়খণ্ডে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় অনেক দুষ্প্রাপ্য পত্রও প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল পত্র পূর্ব্বে সংগৃহীত হইতে না পারায় 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। আত্মকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—অবিলম্বে এই পত্রাবলীখণ্ড সংগৃহীত করা।

বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

নিউদিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রেরিত গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের তারে প্রকাশ, বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, গৌড়ীয়সঙ্ঘপতি মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ঐ দিবস ভারতের মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের সহিত নিউদিল্লীতে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুপবিত্র জীবনী ও তৎপ্রচারিত সুবিমল সনাতনধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। বড়লাট বাহাদুর তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর কথা ও গৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

'গৌড়ীয়' শ্রীব্যাসপূজা সংখ্যা

কলিকাতা ২৩।২।৩৫

অদ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটতিথিতে আচার্য্যপ্রবরের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার শ্রীব্যাস-পূজা-সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় আর্ট পেপারে কয়েকটী দুষ্প্রাপ্য আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছেন। কভারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য, তৎপরে পৃথগ্ভাবে পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব গৃহের চিত্র, তৎপর অপর এক পত্রে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আলেখ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম-দর্শন-পিপাসায় একান্ত ব্যগ্র হইয়া সকলে।কপূজ্য শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করেন। তথায় অপ্রাকৃত অতি মনোহর দৃশ্যসকল দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা ছয়টি দ্বার অতিক্রম করিয়া সপ্তমদ্বারে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কিরীট-কুণ্ডলাদি-শোভিত চতুর্ভুজমূর্ত্তি দুইজন দ্বারপাল তাঁহাদিগকে রোধ করিলেন। তাঁহারা সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালকবৎ দিগম্বর ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া পরিহাস-পূর্ব্বক বেত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদের যথেচ্ছগমনে বাধা দিলেন। সেই সদা-প্রশান্ত শুদ্ধসত্ত্ব মুনিগণ কামক্রোধাদির সম্পূর্ণ অতীত হইলেও তাঁহাদের সদা আকাঙ্ক্ষিত কৃষ্ণসেবায় সহসা এইরূপ অভাবনীয় উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নয়ন সকল অতিশয় কুঞ্চিত হইয়া অগ্নিময়মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহাদের প্রতি তখন অগ্রণী সনৎকুমার কহিলেন,—

"তোমরা না শ্রীহরির ধামস্থিত-সেবক? তোমরা না তাঁহার সমদর্শী পার্ষদ? তোমাদের এমন মতি কেন হইল? বৈকুণ্ঠেও বৈষ্ণবদ্বেষের স্থান আছে না কি? আমাদিগকে শ্রীনাথের পাদপদ্ম-দর্শনে তোমরা বাধা দিলে কেন? তাঁহার দ্বাররক্ষায় তোমাদের এত সাবধানতাই বা কি জন্য? তাঁহার কি কেহ শত্রু আছে, তাঁহাকে কি কেহ মারিতে আসিবে, না তাঁহার এক পদরজঃ বা পাদশোভিত তুলসী কিম্বা অঙ্গ কোনও সম্পত্তি কেহ লুঠ করিবে? তোমাদের দ্বাররক্ষার উদ্দেশ্য কি? আর এখানে তাঁহার একান্ত ভক্তজন ব্যতীত অপর কেহ কি আসিতে সমর্থ যে তোমাদিগকে এইরূপ আচরণ করিতে হইবে? ভক্তগণ যাইবে তাঁহার আত্মজ শ্রীভগবানের কাছে—তাহাতে আবার বাধা কি? তাঁহার ভবনে তথায় ভক্তগণেরই ত' অবারিত দ্বার। তোমরা ত' তোমাদের প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী নও! তাহা হইলে তোমাদের এমন অসৎচেষ্টা কখনই হইত না। এমন উত্তমা গতি লাভ করিয়াও তোমাদের এত ভেদবুদ্ধি! তোমাদের অন্তরে এখনো এত মালিন্য! তোমাদের সংশোধন আবশ্যক। আমরা তাহাই চিন্তা করিতেছি। এই বৈকুণ্ঠবাসের যোগ্যতা তোমাদের এখনও জন্মে নাই। যাও, তোমরা স্থানচ্যুত হইয়া, যাহাতে কাম, ক্রোধ ও লোভ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, সেই পাপময়ী যোনিতে জন্মগ্রহণ কর।"

———

সর্ব্বনাশ! সহস্র সহস্র বজ্র হইতেও ভীষণ সেই ভক্তের ব্রহ্মশাপ শ্রবণ মাত্র দ্বারপালদ্বয়ের মুখ শুকাইয়া গেল; মোহের ঘোর অভিমান-মদিরার বিহ্বলতা কাটিয়া গেল; চৈতন্যের উদয় হইল; অমনি তাহারা সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পদমূলে দণ্ডবৎ লুটাইয়া পড়িলেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিও লক্ষ্মীসহ পদব্রজেই আগমন করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। রমাসহ সেই সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে বিরাজমান দেখিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন-লোলুপ মুনিগণ সকৌতূহলে পরমানন্দে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। শ্রীহরির কমলনয়নের সপ্রেম স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকলেরই সন্তাপ ও সংকোচ চূর্ণ করিল। তাঁহার চন্দনাক্ত চরণ-তুলসীর মকরন্দবায়ু প্রণত মুনিগণের নাসারন্ধ্রে অন্তরস্থ হইয়া তাঁহাদের চিত্তে অদ্ভুত হর্ষ এবং অঙ্গে উজ্জ্বল রোমাঞ্চ সৃষ্টি করিল।

———

সনৎকুমার প্রমুখ ব্রহ্মাত্মজ মুনিগণ সেই রূপ দর্শন করিতে করিতে একবার মুখপদ্ম আর একবার পাদপদ্মে প্রেমমধু পান করিতে করিতে সেই ভক্তির অবস্থাতেই শ্রীভগবানকে বলিতে লাগিলেন,—"হরি হে, তোমার দেখা পায় কে? তুমি কোথা নাই? তুমি সকলের হৃদয়েই রহিয়াছ, অন্তরে আছ, বাহিরে আছ,—তথাপি বহির্ম্মুখ মূঢ় জনেরা দুর্ব্বুদ্ধির বশে জগতে মনোনিবেশ করিয়া তোমার দর্শন পায় না। তাহাদের নিকট তুমি তোমার এক নিত্যস্বরূপ লুকাইয়া রাখ। কিন্তু তোমার শরণাগত, তদেকচিত্ত ভক্তের কাছে তুমি লুকাইতে পার না। দেখা দাও; ধরা দাও; তাই আজ এইরূপে যুগলে আসিয়া দেখা দিলে, আমাদের চিরদিনের দর্শন পিপাসা পূর্ণ করিলে। গুরুরূপে আমাদের পিতা ব্রহ্মা যখনই আমাদের কর্ণে তোমার নাম-রূপ-মহিমা উপদেশ দিয়াছেন, তখনই তুমি আমাদের অন্তরে বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছ; সেই রূপ তুমি আর লুকাইবে কেমনে? আমরা বেশ জানি, তুমিই নিখিল লোকের একমাত্র সেব্য—পরমতত্ত্ব। তোমার এই অচিন্ত্যবৈভব আনন্দবিগ্রহই ভক্তগণের সর্ব্বস্ব। এইরূপেই তুমি তাঁহাদের নিত্য আনন্দবর্দ্ধন কর। তাঁহারা অখিলজগতে সকল সুখৈশ্বর্য্য এমন কি মোক্ষপদও তৃণ-তুচ্ছ জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া তোমার সেবা সাধনায় সেই আনন্দে বিরাজ করেন। কিন্তু, প্রভো, আজ আমরা কত অপরাধ করিলাম; তোমার দর্শন পিপাসায় অধৈর্য্য হইয়া তোমার ভক্তদিগকে অভিশাপ দিলাম। আমাদের এই আত্মকৃত অপরাধ হইতে নরকবাস হইবে। তা' হউক; হরি হে, আমরা নরকেও যাইতে কাতর নই; তবে তোমার ঐ পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, যেন, আমাদের বাক্য ও মনঃ আত্মগুণ না ভাবিয়া তোমার ঐ চরণতুলসীর মত তোমার চরণসম্বন্ধে সর্ব্বত্র শোভা পায়। বাক্যে তোমার নাম-গুণ-মহিমা-কীর্ত্তন, আর মনে তোমার শ্রীচরণ স্মরণ যেন অবিচ্ছেদে, অবাধে সর্ব্বত্র সুসম্পন্ন হয়। তোমার ঐ পরম দুর্লভ শ্রীপদপল্লব দর্শন করিয়া আজ আমরা পরমানন্দ লাভ করিলাম। তোমার চরণে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।" (ক্রমশঃ)

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তর-শত শ্রী-
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী-
গোস্বামী প্রভুপাদের
একষষ্টিতম-শকটবাসরে শ্রীব্যাস-
পূজোপলক্ষে—

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

(১)

দীর্ঘ বরষের ব্যাকুলতা ভরা
পথ পানে চাওয়া অনুক্ষণ,
সফল আজিকে ওগো শিষ্যবরা,
হেরি এব শুভ আগমন।
শান্ত সমুজ্জ্বল প্রকৃতি মধুরা,
ঝরিয়া পড়িছে আলোকের ধারা,
নবীন-সুষমা নিথর-নীলিমা
গগনে রাজিছে অনুপম;
মলয় হিল্লোলে উঠিছে দুলিয়া
বাসন্তী কুসুম অগণন।

(২)

পূজা আজি দেবতার,
পত্র পুষ্প-ফলে সাজিয়াছে ধরা
বিতানে কুসুম ভার।
বহিছে মলয় রহিয়া রহিয়া,
মকরন্দ সুধা আসিছে ভাসিয়া,
কোকিল পাপিয়া আনন্দে মাতিয়া
পঞ্চমে লইছে তান॥
ফুটিয়া উঠিছে সুনীল-গগনে
লক্ষ তারার ফুল;
সুষ্ঠ ধরণী ফুল-সাজে সাজি',
আপন গরবে আপনিই মজি'
আকাশের পানে চেয়ে আছে আজি,
ভাবিতে না পেয়ে কুল॥

(৩)

দেবতা তোমার অলখ বাণীতে
ভুবন উঠিল মাতি
তরুণ-রবির অরুণ-আলোকে,
সাধক জাগিছে উন্নত বুকে,
নিশাধিনী আজি পড়িয়া বিপাকে
পলাইছে দ্রুতগতি।
ঘোর-কোলাহল মাতিল জগৎ
ঘুচিল মনের কালো
অজ্ঞান-আঁধার এবে মৃতপ্রায়;
কুসিদ্ধান্ত যত তরাসে পলায়,
সিদ্ধান্ত-রবির দীপ্ত-প্রভায়
দশদিক আজি আলো।

(৪)

সে আলোকরেখা ছড়ায়ে পড়িল,
বিশাল-বসুধা' পরে।
অবসান হ'লো তিমির-রজনী,
সুপ্ত পুরজন জাগিল আপনি,
দূরদেশ হ'তে আসিছে তরণী
মিলন প্রয়াস ক'রে॥
পুণ্যভূমি এ ভারত হ'বে
সবার মিলন-ক্ষেত্র।
প্রাচী ও প্রতীচী মিলিবে গৌরবে,
দেবতা, তোমার করুণা প্রভাবে,
পেয়ে প্রেমালোক সকলে গাহিবে,
ভারত সবার মিত্র॥

(৫)

বিজয় নিশান উড়িল এবার
সাগরের পরপার।
দেখি' শ্বেতকায় মানিল বিস্ময়,
জার্ম্মাণী হইতে মনীষিনিচয়,
আসিছে ছুটিয়া লভিতে আশ্রয়
পদতলে দেবতার॥
বরিতে তোমায় বিবিধ-কুসুমে
সাজায়ে বরণ-ডালা।
বিশ্বমানব হরিষে আসিছে,
ভেদবাদ তা'রা সবে ভুলে গেছে,
তোমার পরশে শীতল হ'য়েছে
কামনা-দহন-জ্বালা।

(৬)

মানস-কুসুমে অর্ঘ্য ভরিয়া
শুদ্ধ-শতদল-রাজি।
প্রবাহের মত তারা অগণন,
পূজিতে আসিছে রাতুল চরণ,
কৃতজ্ঞতা-ভরা সবার নয়ন,
পূত-বসনে সাজি'॥
মোরা দীন হীন অজ্ঞান বালক
এ মহা-পূজার দিনে।
অতীব যতনে এনেছি গাঁথিয়া,
কবিতার হার পূজার লাগিয়া,
যদিও অযোগ্য সদয় হইয়া
স্থান দেবে ও-চরণে।

শ্রীধাম মায়াপুর, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৪১
(২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ
ইনষ্টিটিউট"এর ছাত্রবৃন্দ

———

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রিদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ	১০ জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	১১ জমা (জানা থাকিলে)	১২ মন্তব্য
১৪ N. R. ১০-৩২।৩৩ নদীয়া সার্টিফিকেট আদালত		গৌরীচন্দ্র রায় বাহাদুর	এমানালী মণ্ডল	১৪৭৸৶০	২৮.৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা শান্তিপুর মৌজে চন্দ্রবিপুর	২৫৯ খতিয়ান	৩.৭৪	১১৮/০	গৌরীচন্দ্র রায় বাহাদুর
১৫০ R. P. ৩৪।৩৫		আর পালচৌধুরী	পদ্মনাভ বন্দ্যোপাধ্যায়		৩০।৩।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে সরডেঙ্গা	৯৬ খতিয়ান	.৭০৭৫	/১	আর পালচৌধুরী
১১০ R. P. ৩৬।৩৫		ঐ	অনন্তকুমার দাসী	১১/০	২৮।৩।৩৫	রায়তি স্থিতিবান	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে বাহাদুরপুর	১০৯ খতিয়ান		৸৵০	
৭০৬ A. P. ৩৩।৩৪		এ পালচৌধুরী	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়		৩০.৩।৩৫	ঐ	থানা হাসখালী মৌজে দক্ষিণপাড়া	৭৫৬ খতিয়ান	৩৪শ:	২১৶৭	এ. পালচৌধুরী
১১৫ B. ৫৪।৩৫		বিভূতিভূষণ পাল চৌধুরী	মুরঞ্জন মল্লিক	১৮।৶৩	২৯।৩।৩৫	ঐ	থানা নাকাশীপাড়া জেলা নদীয়া	২১৪ খতিয়ান	৫২শ:	৩৶৬	বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী
৬৬১ A. P. ৩৩।৩৪		এ, পালচৌধুরী	শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৸৶৯	২।৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা হাসখালী মৌজে ফুলবাড়ী	৪০ খতিয়ান	৬-৫২	নিষ্কর	এ, পালচৌধুরী
৬৬২ A. P. ৩৩।৩৪			ঐ		২।৪।৩৫		থানা ঐ মৌজা ঐ	৬৬ খতিয়ান	৬-৭৫	ঐ	ঐ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৯ম বর্ষ | ৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৮, ১৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪১, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৫ বুধবার | ২৯৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা

বিগত ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার জগদ্গুরু আচার্য্যভাস্কর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা অভাবনীয় সাফল্য ও মহাড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্যাসপূজার সর্ব্বতোমুখী সাফল্যের জন্য কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীধামস্থ আবালবৃদ্ধ-ভক্ত ও মঠসেবকগণের প্রাণে নবোৎসাহ, নব বল ও নব প্রেরণা অনুভূত হয়। অধিবাস-দিবস ভক্তগণ প্রায় দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া নয়নমনোহভিরাম ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক কুঞ্জ-রচনা প্রবণ-সদন-সজ্জা, মহোৎসবের দ্রব্য-সম্ভারাদি সংগ্রহ প্রভৃতি সেবাকার্য্যে রত ছিলেন। শ্রীশ্রীব্যাস-পূজার দিন শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ-কাঁসরধ্বনি, পাশ্চাত্য-ঐকতানবাদ্য, সমবেত সজ্জ-কণ্ঠোচ্চারিত বিপুল কীর্ত্তন-জয়ধ্বনি, বিহঙ্গকুলের মধুর কূজন ও কোকিল কাকলি-রবে সুমঙ্গল প্রভাতের উদ্বোধন হয়। মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবৈষ্ণববন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার কথা পাঠ করিলে পর বেলা ৭ ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে বিচিত্রবর্ণের নিশান, ব্যাণ্ডপার্টি ও মৃদঙ্গ করতালাদি-সমন্বিত প্রায় দুই শত লোক-পরিপূর্ণ একটি বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। সংকীর্ত্তনমণ্ডলী প্রথমে শ্রীগুরুমন্দির 'ভক্তিবিজয়-ভবন' পরিক্রমা করতঃ 'কাজীর সমাধি', বামন পুকুর বাজার, বল্লালদীঘি, মুরারিগুপ্তের পাট, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন শ্রীনৃসিংহ মন্দির ও শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভুর বাড়ী (যোগপীঠ শ্রীমন্দির), শ্রীগোকুলও পরিক্রমা করিয়া বেলা ৯ ঘটিকার সময় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর অনবরত পর্য্যায়ক্রমে পাঠ ও কীর্ত্তন চলিতে থাকে এবং মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পর উপস্থিত শত শত যাত্রীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাসবিহারী দাস প্রভৃতি সুকণ্ঠ গায়কগণ কীর্ত্তন-ধ্বনিতে নাটমন্দির মুখরিত করেন।

বেলা ৩॥ ঘটিকার সময় নন্দনামুখে মঠবাসী ও শ্রীধামবাসী ভক্তগণ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। অনন্তর বিভিন্ন প্রকারের পত্র সম্পাদন বিতরিত হয়। ঐ দিন 'অভিভাষণ' শ্রবণ সমনে নিজদারগণের স্থান ছিল না। অনেকে স্থানাভাবে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। সভা স্থলে পরবিদ্যাপীঠের সংস্কৃত "প্রণতি পুষ্পাঞ্জলি" ও "নম্র নিবেদন", শ্রীচৈতন্য মঠের "ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি", ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের "শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের নিবেদন", ছাত্রবৃন্দের "ভক্তিকুসুমাঞ্জলি" ও গৌড়ীয় পত্রিকা হইতে "কৃপাবৈশিষ্ট্য-কুসুমস্তবক" পঠিত হয়। তদনন্তর শ্রীপাদ অপ্রমন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী ও উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয়দ্বয় ১॥ ঘণ্টাকাল ব্যাসপূজার বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ও আবেগময়ী ভাষায় দুইটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সমবেত ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনমণ্ডলীকে চতুর্ব্বিধরস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। মহোৎসবে প্রায় সহস্র ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। বহু দূর দেশ হইতে আগত অনেক যাত্রী মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্যমন্দিরে ব্যাসাভিষিক্ত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীআলেখ্যার্চ্চা যে কুঞ্জাভ্যন্তরে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তাহার অপূর্ব্ব শোভায় সকলেই মোহিত হইয়াছিল। পুষ্প স্তবক, তরুণতরুরাজি ও লতা-বিতান মণ্ডিত এবং কারুকার্য্যখচিত মখমল-বস্ত্রাচ্ছাদিত পক্ষচূড়াসমন্বিত এই কুঞ্জমণ্ডপটী সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীধামবাসী শ্রীযুক্ত অনন্তদেব দাসাধিকারী কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে আনীত অত্যুৎকৃষ্ট পুষ্পমালিকা দ্বারা সুশোভিত শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চা-বিগ্রহের নয়নমনোভিরাম শৃঙ্গার অতিশয় মনোহর হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীবনমালী দাসাধিকারীর শৃঙ্গার-নৈপুণ্য ও অদম্য সেবোৎসাহ এবং ধামবাসী ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীপাদ অপ্রমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীউদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরেন্দ্র ব্রহ্মচারী শ্রীবিজয় গোপাল বন্দোপাধ্যায়, শ্রীদ্বারকেশ দাসাধিকারী, শ্রীরাসবিহারী দাস প্রভৃতি মঠ-সেবক ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত সেবাচেষ্টায় উৎসবটী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১২ ঘটিকায় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে রওনা হইয়া গড় মধুপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হন। মধুপুর গড়ের রাজা সাহেব শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণচন্দ্র বীর নরেন্দ্র মহাশয় উক্ত প্রচারকগণকে তদীয় মোটরযান দ্বারা সসম্মানে অভিনন্দিত করেন ও তদীয় রাজ-অট্টালিকাতে প্রচারকগণের আবাস নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

তৎপর-দিবস ১০ ঘটিকার সময় রাজ-প্রাসাদে রাজা সাহেবের নিকট শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ও বিলাত, রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থলের প্রচারসাফল্য কীর্ত্তন করেন। রাজা সাহেব এই সকল বিষয় খবরের কাগজের সাহায্যে পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু অবগত ছিলেন।

রাজা সাহেবের অনুরোধে শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ পর পর তিন দিন রাজ-প্রাসাদে হরিকীর্ত্তন করেন। উক্ত সভায় রাজপরিকরের বোধ সৌকর্য্যার্থে রাজাসাহেব কয়েকটী প্রশ্ন করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য কি? বৌদ্ধ ও বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের কি মুক্তির উপায় নাই? আত্মা ও মায়া বলিতে কি বুঝা যায়—প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত

(৩য় কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

(৪র্থ কলমের পর)

মহারাজ ২॥ ঘণ্টাকাল সরল ও সহজ বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সদুত্তর শুনিয়া রাজা-সাহেব ও পার্ষদবৃন্দ পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ গোবিন্দ ভক্ত অনিরুদ্ধ ৪৪৮

ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব

আমরা ভগবানের পূজা করিতে গিয়া ভক্ত-পূজার কথা শুনিতে পাই এবং ভগবৎ পূজা হইতেও ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠ — এ কথা শাস্ত্রাদিতে ও মহাজনোপদেশে লক্ষ্য করি। ভগবান কৃষ্ণ সকলেরই একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় ধনস্বরূপ এবং এই চিদ্ধনের একমাত্র মালিক বা কৃষ্ণ-ধনের ধনী ভক্তগণ। আমরা প্রথমমুখে কপট-মানুষ ভক্তের স্বরূপ বুঝিতে পারি না, তাই ভক্তপূজার মাহাত্ম্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। অর্চ্চামূর্ত্তিতে ভগবৎপূজা ব্যতীত ভক্তির প্রারম্ভ হয় না, কেবল বিবেক দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং কল্পনীয় বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় না। অতএব অর্চ্চামূর্ত্তিতে ভগবৎপূজাই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বার-স্বরূপ কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবায় চিন্ময়ী শুদ্ধা বুদ্ধির প্রয়োজন। অচিদাশ্রিতা বুদ্ধির সাহায্যে যে ভগবৎপূজা তাহা পৌত্তলিকতারই প্রকারভেদ। পৌত্তলিক পূজকগণ ভক্ত-সঙ্গে শুদ্ধচিন্ময়ী বুদ্ধি লাভ করিলে বিশুদ্ধ-ভগবৎপূজক হইতে পারেন। তৎপূর্ব্বে ভগবৎপূজা হইতে ভক্তপূজা শ্রেষ্ঠ কেন? এ কথা জীবের উপলব্ধির বিষয় হয় না।

এই জগতে জীবই চিন্ময় বস্তু, জীবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনি বিশুদ্ধ চিন্ময়। চিন্ময় বস্তু উপলব্ধি করিতে হইলে জড়, জীব ও কৃষ্ণের যে সম্বন্ধজ্ঞান তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণপূজা করিতে হইলে কৃষ্ণপূজা ও ভক্তসেবা এককালীন হওয়া উচিত। কেবল শ্রীমূর্ত্তি-পূজা করা অথচ চিন্ময়ভক্তের পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা লৌকিকী শ্রদ্ধার পরিচয় মাত্র। উপাস্য বস্তুতে উপাসক, উপাস্য ও উপাসনা সংশ্লিষ্ট। এই ত্রিবিধ বাস্তব বস্তু-তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইলে অর্দ্ধকুক্কুটী-ন্যায়ানুসারে একটী ছাড়িয়া অপরটীর উপাসনা প্রবল হয়। বস্তুতঃ উহা শুদ্ধ নহে। কেন না, উহাতে ভক্তির পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি নাই।

বিষ্ণু হইতে বৈষ্ণব-আরাধনার শ্রেষ্ঠতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ভক্তপূজাও ভগবৎ-পূজারই অন্তর্গত অর্থাৎ 'ভক্ত' বলিলে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ বাস্তব-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। একটীর অভাবে অন্যের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব হয়। বিশেষতঃ ভক্তহৃদয়েই ভগবানের বিশ্রাম, ভক্ত ভগবানের অঙ্গ বা শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ অঙ্গীর সেবায় ব্যাপৃত থাকে, ভগবদঙ্গস্বরূপ ভক্তগণও তদ্রূপ অঙ্গী ভগবানের সেবাতেই সতত নিযুক্ত। হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জিহ্বাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপ নিজ ভোগোপযোগী বস্তু গ্রহণ ও খাদ্যাদির দ্বারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি মনেরই সন্তোষবিধান করে, মনের তৃপ্তিতেই তাহাদের তৃপ্তি। সেইরূপ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের তৃপ্তিতে তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ভক্তগণের তৃপ্তি হয়। অঙ্গকে ছাড়িয়া অঙ্গীর স্বতন্ত্রভাবে সেবা যেরূপ তাঁহার সম্যক্ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, ভগবদঙ্গস্বরূপ ভক্তকে ছাড়িয়া অঙ্গী ভগবানের সেবাতেও তদ্রূপ তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করে না। তাই শাস্ত্র বলেন—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্
নার্চ্চয়ন্তি যে
ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং
দাম্ভিকা জনাঃ॥"
(লঘুভাগবতামৃত)

যাঁহারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াধিপতি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়স্বরূপ ভক্তগণের পূজা করেন না, অর্থাৎ তাঁহাকে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত নির্ব্বস্তুরূপে দর্শন করেন কিম্বা নিজকে আশ্রয়বিগ্রহ ভগবদ্ভক্ত বলিয়া ধারণা করেন তাঁহাদের গোবিন্দপূজা অহংগ্রহোপাসনার প্রকারভেদ বলিয়া দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র, শুদ্ধভক্তি নহে। এইজন্যই পূর্ব্ব মহাজনগণ দাম্ভিকতার প্রশ্রয় না দিয়া শুদ্ধ-ভক্ত-পূজাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন —

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতও শুদ্ধভক্ত পূজার শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপনকল্পে "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ" প্রভৃতি ভগবদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণবপ্রবর শিবের উক্তিতেও আমরা এই ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাই—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং
পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং
সমর্চ্চনম্॥"

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই ভক্তপূজার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবদাসানুদাস হইবার প্রযত্ন করিলেই শুদ্ধা ভক্তির আলোকে আকৃষ্ট হইবার সৌভাগ্য পাইবেন। এতদ্ব্যতীত ভক্তির স্বরূপজ্ঞান লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কুমার

(২)

ভক্তবৎসল প্রভু আমার তখন কত আহ্লাদে কত আদরমাখা মধুরবাক্যে সেই মুনিদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ভাগবত মহাজন) আমার শরীর, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তগণের মুখেই আমি আহার করি, আমি আমা হইতেও ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য, ব্রহ্মবিদ্ ভাগবত মহাজনের পূজার শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের পদরজঃ কিরীট সহ শিরে ধারণ করি। সেই ভুবনপূজ্য মদ্গতচিত্ত ভক্তের অপমান, অহো সে যে আমার সাক্ষাৎ অপমান হইতেও শতগুণ অধিক! সেই অপমানকারী আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ লোকপাল হইলেও তাহাকে আমি সংহার করি। সে কখনও আমার প্রিয় হইতে পারে না। ইহাদের উপযুক্ত দণ্ড বিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদ্বেষী জয়বিজয় এখনই অধঃপতিত হউক।"

শ্রীভগবানের মুখে তাঁহারই যোগ্য এরূপ বাক্য শুনিয়া সনৎকুমারাদি মুনিগণ গদগদ্কণ্ঠে করযোড়ে আবার বলিলেন,—"হরি হে, দৈন্যৈকশরণ, কৃষ্ণপাদপদ্মে উৎসর্গিত-জীবন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুসজ্জন তেমনিই বটে! কিন্তু তাহা কিরূপে? কাঁহার পাদপদ্ম মকরন্দ পাইয়া, কাঁহার কৃপাবলে কৃতার্থ হইয়া, কাঁহার সর্ব্বজয়ী নামমন্ত্র অনুক্ষণ মুখে লইয়া ব্রাহ্মণ এত বড় হইয়াছেন? অখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী তুমি, তোমারই কাছে এত প্রশ্রয় পাইয়াছেন? কৃষ্ণ হে—তুমিত যে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব, তুমিই যে তাঁহাদের সদাসেব্য সদাস্মরণীয় পরমারাধ্যদেবতা। তোমারি সম্বন্ধে, তোমারি গুণে ত' তাঁহারা বড়! তাঁহাদের প্রতি তোমার এই নিত্যদাস ব্রাহ্মণের প্রীতি, অনির্ব্বচনীয় তুমি—অনন্তকোটী লোকের অধীশ্বর প্রভু তুমি - তোমার এই যে আদর, এই যে সম্মান, এই যে আচরণ, ইহা কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত! কোথায় তুমি—আর কোথায় আমরা? তবু তোমারি গুণে তোমারি অপার মহিমায় তুমি কত আপন, কত আদর আমাদের।

"তোমা হইতেই সনাতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারই রক্ষার জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও। তুমিই ঐ ধর্ম্মের পরম গুহ্য ফলস্বরূপ, তোমারি কৃপায় তোমারি সেবায়, মর্ত্ত্যজীব মৃত্যুকে জয় করে। যে লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য অখিল লোক লালায়িত সেই লক্ষ্মী তোমার সতত সেবা করিতেছেন; তুলসীসহ তোমার শ্রীচরণ পাইবার জন্য উন্মুখী হইয়া আছেন। তুমি সমগ্র জগতে সকলের অধিপতি ও পালনকর্ত্তা। তোমার সেবক ব্রাহ্মণের প্রতি তোমার এইরূপ ব্যবহার তোমারই উপযুক্ত। ইহাতে তোমার মাহাত্ম্য ক্ষীণ হয় নাই। ইহা তোমার লীলামাত্র। হে হরে—এখন আমাদের এই নিবেদন—তুমি ইহাদের প্রতি অথবা আমাদের প্রতি যথা ইচ্ছা মুক্তি বা দণ্ডবিধান কর।"

মুনিগণের বাক্যে শ্রীভগবান্ আবার বলিলেন,—"মুনিগণ কেন তোমরা অনুশোচনা করিতেছ? এই দণ্ড ইহাদের উপযুক্তই হইয়াছে। তোমাদের প্রদত্ত এই অভিশাপ আমারই সৃষ্ট। ইহারা এখনি অসুরযোনি প্রাপ্ত হউক।"

সনৎকুমারাদি ব্রাহ্মণগণ তখন পরমানন্দে তাঁহাদের প্রাণপতি পরমেশ প্রভুকে বারম্বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভক্তপ্রাণ প্রভুও তাঁহার সেই প্রিয়তম ভক্তগণকে পরম আদরে বিদায় দান করিয়া অবিলম্বে সেই ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভৃত্যদ্বয়কেও তথা হইতে বিদায় দেলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্থানচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইলেন, মুনিগণও উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যথেচ্ছ প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

ভক্তি-প্রসূনাঞ্জলি

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা
ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে
গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে
গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

পতিতপাবন প্রভুপাদ,

"উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—শাস্ত্রবাণীর সার্থকতা সম্পাদন-পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ-দ্বারা সম্বন্ধাধিদেব শ্রীকৃষ্ণ অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দ ও প্রয়োজনাধিদেব শ্রীগোপীনাথের সেবায় বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করিবার জন্যই আপনার শ্রীপুরুষোত্তম-ধামে গোবিন্দমাসের কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে প্রাকট্যপ্রকাশ-লীলা। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই অপ্রাকৃত-রসচতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া অপ্রাকৃত পঞ্চম রস অবস্থিত। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে 'পঞ্চম'-শব্দ পঞ্চম রসকেই বুঝাইয়া থাকে। এই 'পঞ্চম' যাঁহার আছে, তিনি 'পঞ্চমী'। সুতরাং 'পঞ্চমী' শব্দে প্রয়োজন-তত্ত্ব কৃষ্ণ-প্রেমার অধিকারীকেই বুঝাইয়া থাকে। এই বিষয়টীর আলোচনায় আমরা দেখিতে

পাঠ আপনার আবির্ভাব-তিথি 'পঞ্চমী' আমাদিগকে কৃষ্ণপ্রেমা-লাভের জন্য আপনার পাদপদ্মে শরণগ্রহণের নির্ব্বিকল্প নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং জগদ্বাসিগণকে স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন যে, আপনি নিত্যমুক্ত-মহাপুরুষ হইয়াও তাঁহাদিগকে কৃষ্ণপ্রেমার সন্ধান-প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকে তিথিরাজের ইঙ্গিত অনুসরণপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্ম-সেবা বরণ করিয়া আপনারই নির্দ্দেশানুসারে আপনি যাঁহার অভিন্ন-বিগ্রহ সেই অপ্রাকৃত-রসরসিক শ্রীল স্বরূপ গোস্বামীর মহাদান শিরে ধারণ করত সম্বন্ধাধিদেব, অভিধেয়াধিদেব ও প্রয়োজনাধিদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥
দিব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার-
সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ
সেব্যমানৌ স্মরামি॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

শ্রীভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের সেবা করেন শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন এবং সেই বুদ্ধিযোগ-বলেই মানবগণ সেবার্থ ভগবদ্ধামে গমনের অধিকারী হন। বস্তুতঃ পক্ষে এই বুদ্ধিযোগ তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ মহান্তগুরু দ্বারাই বাহিত হইয়া থাকে। শ্রুত মহারাজ ইহার সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান। মানবগণ মানসিক কল্পনার আকাশরাজ্যে বিচরণ করিয়া স্ব-স্ব-চেষ্টায় যে ভগবদ্-লাভের প্রয়াসী হন, তাহা বস্তুতঃপক্ষে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আমরা যেন ঐ প্রকার ভ্রমবিচালিত হইয়া আপনার কীর্ত্তিতবাণী-অনুকীর্ত্তন পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনভজনপ্রয়াসী না হই, তাহাই শ্রীব্যাস-পূজাবাসরে অদ্য আমাদের সর্ব্বপ্রথম প্রার্থনা। বদ্ধাবস্থায় মুক্ত বিবিক্তানন্দগণের কাচ-কাচারূপ সংক্রামকব্যাধির কুফল আমরা প্রতি পদেই দেখিতে পাইতেছি। বহির্ম্মুখ-ভোগপ্রবৃত্তি যে সকল উপায়ে মাদৃশ বদ্ধজীবকে আলস্যপরায়ণ বা কর্ম্মকুশল করিয়া নিরয়ের দিকে অগ্রসর করায়, উক্ত সংক্রামক ব্যাধি তাহাদের অন্যতম। একথা সত্য যে, আমরা পঙ্গু ও মন্দমতি। আপনার অহৈতুক-করুণারূপ রত্নরাশি আমাদের বহির্ম্মুখতা-বাতব্যাধি নিরাময় করিয়া সবল ... অর্থাৎ চিদ্বৃত্তিবিশিষ্ট করুন; তৎকালে আমরা আপনার বাণীর অনুগত হইয়া আপনারই পাদপদ্ম-সেবার অনুকূল উদ্যম লাভ করিতে পারিব। তৎকালে আমরা দেখিতে পাইব শুদ্ধসেবাপরায়ণ চিত্তে আপনার কৃপারশ্মি প্রকটিত হইয়া নিত্য কৃষ্ণপঞ্চমীর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে সম্বন্ধাধিদেব শ্রীজগন্নাথ ও প্রয়োজনাধিদেব শ্রীগোপীনাথের অর্চ্চা-বিগ্রহ প্রকটিত আছেন। তাঁহাদের স্বরূপসন্ধান আপনিই বিশেষভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এক্ষণে মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভক্ষেত্র, ক্ষেত্রমণ্ডলের শ্রীগোবর্দ্ধন, চটকপর্ব্বতে অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চা প্রকাশপূর্ব্বক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বে সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রূপানুগ ভজনপদ্ধতি বিস্তার করিতেছেন। আপনার এই মহাদান বিশ্ববাসী বরণপূর্ব্বক ধন্য হউন।

আজ শ্রীব্যাসপূজাবাসরে আপনার পূজার নিমিত্ত ভারতের বিভিন্নপ্রদেশ হইতে আপনার অনুগৃহীত অসংখ্য ব্যক্তি অসংখ্য প্রকার সেবা-সম্ভারসহ শ্রীপুরুষোত্তমধামে উপস্থিত হইয়াছেন। যে-সকল মনীষী আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করেন তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য। তাঁহাদের সেবা-সম্ভার আমাদের হৃদয়েও সেবার উন্মাদিনী বৃত্তি জাগরিত করুক।

আপনি অপ্রাকৃত নিত্য গোলোক বৈকুণ্ঠের অফুরন্ত সেবা-ভাণ্ডার হইতে প্রাত্যহিক অসংখ্য রত্ন বিতরণ করিতেছেন; কিন্তু অযোগ্যতানিবন্ধন আমরা তাঁহাদের অধিকাংশই হৃদ্ভাণ্ডারে স্থাপন করিতে পারিতেছি না। আপনার অপার করুণা ভীষণ সংসারসিন্ধুতে নিমজ্জমান আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া ঐসকল রত্ন আহরণে যোগ্যতা প্রদান করুন। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর বীণার ঝঙ্কার হইতে যে কয়টী রত্ন আমরা আহরণে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই কীর্ত্তনপূর্ব্বক আজ "গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা" করিতেছি।

১। অদ্বয়জ্ঞান সম্বন্ধ-বিগ্রহ, অভিধেয়-বিগ্রহ ও প্রয়োজন-বিগ্রহ যথাক্রমে অদ্বয়জ্ঞান মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ—হরি, রাম ও কৃষ্ণ অথবা (কাহারো কাহারো মতে) কৃষ্ণ, রাম ও হরি—এই সত্যের আবিষ্কার ও প্রচার। ২। জগতের সাত্বত-সম্প্রদায় বৈষ্ণব বিজ্ঞানের শিক্ষাদান ও প্রবর্ত্তন। ৩। জগতে সাত্বত-পঞ্চরাত্রের বিষ্ণুভক্তিপরত্ব-ঘোষণা। ৪। সখীভেকী, গৌরনাগরী, ভোগপর কুপারিভ্রাস্ত্য-মর সঙ্কীর্ণ জাতীয়তামূলক মেয়েলি স্মার্ত্তবাদ, জাতিগোস্বামিবাদ এবং Apotheosis (মর্ত্ত্যে ঈশ্বরত্বারোপ) প্রভৃতি কুমত নিরাস। ৫। অকালপক্ক-অবস্থায় মনে মনে কল্পনা-প্রভাবে কৃত্রিম লীলাস্মরণ ও কল্পিত সিদ্ধ প্রণালীযোগে নির্জ্জনভজন না করিয়া বহু সজাতীয়াশয়-সঙ্গে বহুগোপীবল্লভ কৃষ্ণের প্রিয়তোষণচেষ্টাপর হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তার আচার ও প্রচার। "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোকদ্বয়ের শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্ত জগতে নিভীকভাবে আচরণ ও প্রচারণ। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপিণী রাক্ষসীদ্বয়ের নিরসন অর্থাৎ ভোগ-ত্যাগ ও ত্যাগত্যাগের আচার ও প্রচার। ৭। শ্রীরূপানুগভজনরহস্য কীর্ত্তন, যথা—শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার অপেক্ষা গোবর্দ্ধনবিহার, তদপেক্ষা রাধাকুণ্ডের অর্থাৎ সপরিকর অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দের পাল্য-কিঙ্করীরূপে ভজনীয়ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রচার। ৮। অষ্টকাল-মধ্যে নৈশলীলা অপেক্ষা মাধ্যাহ্নিক লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনীয়ত্ব কীর্ত্তন। আচরণদ্বারা সর্ব্বত্র গৌরানুগত্যে কুরুক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমে ও আলালনাথে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলাপ্রকাশ। ক্ষেত্রমণ্ডলের কোণার্কে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ভজনরহস্য সূর্য্যপূজাচ্ছলে শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীর মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণপূজানুসরণপ্রদর্শন, ভাগবত-প্রদর্শনী ও শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠাদ্বারা নিখিলজীবহৃদয়ে নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে কৃষ্ণানুসন্ধান-পরায়ণতার উদ্বোধন। ৯। শ্রীভগবানের আংশিক সেবক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজ ও দ্বৈতবাদাচার্য্য-শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের যাবতীয় মঠ ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে তথ্য বঙ্গভাষায় প্রচার এবং শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব ও পরতমত্ব-প্রচার। ১০। মহাপ্রভুর আনুকরণিকরূপে পরবর্ত্তী বল্লভ ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের উদ্গম ঘোষণা। ১১। ভাগবত-পরম্পরা ও পাঞ্চরাত্রিক গুরুপরম্পরাবৈশিষ্ট্য প্রচার। পারমার্থিক রাজ্যে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষপর উপনিষদাদির শিশুপাঠ্যত্ব, তদুপরি শ্রীচৈতন্যভাগবতের পাঠ্যত্ব এবং সর্ব্বোপরি পরমমুক্তগণের নিত্যানুশীলনীয় অদ্বয়জ্ঞানের কেবলপ্রেমোৎকর্ষতাৎপর্য্যপর শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুশীলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রচারমুখে সর্ব্বত্র পরমাবশ্যক-ভাবে পরবিদ্যাপীঠ বা ভাগবত পাঠশালা সংস্থাপন দ্বারা পরমার্থশিক্ষা-প্রচার। ১২। কোমলশ্রদ্ধগণের পক্ষে বিধেয় অর্চ্চন নিষ্ঠামাত্রই হরিভজনের চরম কথা—এরূপ প্রচলিত কুমত নিরসন দ্বারা সম্প্রদায় ধরস্য-জিজ্ঞাসুগণের মঙ্গল-বিধান। 'পূজন'-শব্দ শ্রীবিগ্রহার্চ্চনের প্রতিপাদক; 'ভজন' শব্দ শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সহিত ব্যবহার্য্য। যাবতীয় ভক্তির অনুষ্ঠান শব্দ, নাম বা কীর্ত্তনের সাহায্যে কর্ত্তব্য—এই সত্যের আচার ও প্রচার। ১৩। অনর্থযুক্ত অবস্থায় চতুর্ব্বিধ সাধন প্রচার—শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ও অনর্থ-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত; অনর্থমুক্ত-অবস্থায় চতুর্ব্বিধ সাধনপ্রচার—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবোদয় পর্য্যন্ত। ১৪। চতুর্ব্বিধ ভক্তিবহির্ম্মুখ বিচার সংশয়, নাস্তিকতা, সগুণ ও নির্গুণ (নির্ব্বিশেষ ক্লীব) অনুশীলনরূপে প্রত্যক্ষবাদ, পরোক্ষবাদ, অপরোক্ষবাদের ভক্তিবহির্ম্মুখতা এবং অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত-বিচারের তারতম্য প্রচার। ১৫। পরমার্থরাজ্যে কাশীর উপনিষৎসাহায্যে চিন্মাত্রানুশীলনকারী অপেক্ষা প্রয়াগে শ্রীরূপশিক্ষানুসরণকারী বা শ্রীগৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের চতুর্ব্বিধ বিশ্রম্ভরসে সর্ব্বোপরি গোপীর আনুগত্যে মধুর রসে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত ভজনকারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার। ১৬। চতুর্ব্বিধ ভক্তির বিচার,—একল-পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম ও দ্বারকেশ-উপাসনা। সর্ব্বোপরি বিশ্রব্ধ সখ্যরসে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উপাসনা প্রচার। ১৭। প্রাকৃত-অপ্রাকৃত শব্দবিজ্ঞানবৈশিষ্ট্য-বিচার প্রদর্শন। ১৮। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ব্রহ্মসূত্রের শ্রীনামপর-ব্যাখ্যা-প্রচার।

১৯। মরুসাগরতটোত্থিত নির্ব্বিশেষমূলক সম্ভোগোপাসনান্তর্গত শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষত্ব অপেক্ষা সিন্ধুগাঙ্গ-তটোত্থিত আর্য্য-ধারণা—ভগবানের প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য; তদপেক্ষা যামুনতটোত্থ পিতৃমাতৃস্বরূপ সেবকের ভগবানের পুত্রত্ব; তদপেক্ষা ভগবানের কান্তত্বের শ্রেষ্ঠত্ব জগতে পুনরায় গৌরবন হইতে প্রচার। তৎপ্রসঙ্গে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীত্ব, ঐতিহাসিকতা, রূপকতা, নির্ব্বিলাসতা, পুত্তলত্ব এবং আধ্যাত্মিকের শ্রীকৃষ্ণকে গড়াভাঙ্গারূপ মর্ত্ত্যজ্ঞানের যথেচ্ছাচারিতার (Anthropomorphism) অর্থাৎ জড়ভোগগত বহির্ম্মুখতা নিরসনপূর্ব্বক ভেদতীতত্ব বা অধোক্ষজত্ব-নির্ঘোষণা। স্থানগত পৌরাণিকতা ও পুত্তলগত বিষয়ত্ব ভোগপর বা ত্যাগপর সকল দেশের সকল লোকের উপযোগী না হইলেও একল বিষয়কর্ত্তৃত্ব বা ... আশ্রয়ের নিত্যাকরণত্ব বিচারে বিষয়াশ্রয়ের লীলাবিধান ও জড়ভোগ বা ত্যাগগত বহির্ম্মুখতা নিরসন। ২০। নিত্য-বিষয়-আশ্রয়-বিবেকহীন জীবের বিষয়বোধমূলে বদ্ধজীবের কর্ত্তৃত্ব; আশ্রয়বোধ-মূলে মুক্তজীবগণের সেবাধর্ম্ম। দৃষ্টবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণভোগবাদের নিরসনমুখে গোপীভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রচার।

পতিতপাবন প্রভুপাদ !

ঐ সকল রত্নের আলোকে আমাদের হৃদ্দেশ সর্ব্বক্ষণ অলঙ্কৃত থাকুক। তাহা হইলেই আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তনেই সর্ব্বকাল নিযুক্ত থাকিয়া 'অমন্দোদয়দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ' আপনার বাঞ্ছিত পরোপকার-বৃত্তিতে কালাতিপাত করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিব।

শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।
৫ই গোবিন্দ, ৪৪৮ গৌরাব্দ।

নদীয়া সার্টিফিকেট আদালতের নীলাম ইস্তাহার

কেস্ নং এবং কোর্টের নাম	নীলাম ইস্তাহার (A) (B) বা (C) ধারায় প্রকাশিত	ডিক্রীদার	দেনদার	যে দাবীর জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ হইয়াছে	বিক্রয়ের স্থান তারিখ ও সময়	কি রকম জোত	থানা, মৌজার নাম ও গ্রাম	খতিয়ান নং প্লট (জানা থাকিলে) অথবা অন্য সনাক্তকরণীয় বিবরণ	জমির পরিমাণ (জানা থাকিলে)	জমা (জানা থাকিলে)	মন্তব্য
৬৬১ A. P. ৩৩।৩৪ নদীয়াসার্টিফিকেট আদালত		এ. পালচৌধুরী	শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫/৩	৩.৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা হাঁসখালী মৌজে ফুলবাড়ী	৪১ খতিয়ান	১-২১	নিষ্কর	এ. পালচৌ
৬৬৫ A. P. ৩৩।৩৪		ঐ	নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		৩।৪।৩৫	ঐ	থানা হাঁসখালী মৌজে হেমাতপুর	২৪ খতিয়ান	.৮৮শং		
৬৭৫ A. P. ৩৩।৩৪		ঐ	মধু মণ্ডল		৩.৪।৩৫	রায়তি দখলিস্বত্ব	থানা হাঁসখালি মৌজে দক্ষিণপাড়া	১৭৮ খতিয়ান	.৪৬শং	২১৬	
৫০৭ R. P. ৩৩।৩৪		আর পালচৌধুরী	দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় দিং		৫.৪।৩৫	মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী	থানা কৃষ্ণনগর মৌজে জোয়ানিয়া	২২৬ খতিয়ান	৫-৩৫শং	সেস ১৲	আর পালচৌ
১৩৩ R. P. ৩৪।৩৫			জিতমান সেখ মণ্ডল		৮।৪।৩৫	রায়তি স্থিতিবান্	থানা কৃষ্ণনগর মৌজা ভালুকা	৫০৮ খতিয়ান	৭৯০	৪,৫	
১৩২ R. P. ৩৪।৩৫		ঐ	সতীশচন্দ্র ঘোষ দিং	৪৬৲	৮।৪।৩৫		থানা কৃষ্ণনগর মৌজে ভালুকা	৫০৮ খতিয়ান	১-৫২	৬৸/৯	
৪৯১ R. P. ৩৩।৩৪			বিধুমুখী দাসী	৭৸/০	১০।৪।৩৫	ঐ	থানা নবদ্বীপ মৌজা কৃষ্ণপাড়া	১৬০ খতিয়ান	১-৭০		

তাঁহার শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন, তেমনি তাঁহার বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি সকলের শাস্তা ও নিয়ন্তা। তিনি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ; পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবসনে ও সুন্দর বনমালাদিভূষণে ভুবনমনোহর। তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎস-লাঞ্ছন চন্দ্রমণ্ডলে শশচিহ্নের মত শোভমান্। বিশ্বলক্ষ্মী সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াই সেবা করিতেছেন। তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। যজ্ঞ, তপস্যা, সংযম, দানাদি কোনও সাধন দ্বারাই কেহ কদাচ তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারে না। তাঁহার কৃপায় তদ্গতপ্রাণমনঃ তৎপরায়ণ ভক্তগণই কেবল নির্মল হইয়া তাঁহার এই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হ'ন।" যথা,—

"ন হি যজ্ঞ ফলৈস্তাত ন তপোভিস্ত
সংযমৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং ন দানৈর্
ন চেজ্যয়া॥
তদ্ভক্তৈস্তদ্গতপ্রাণৈস্তচ্চিত্তৈস্
তৎপরায়ণৈঃ।
শক্যতে ভগবান্ দ্রষ্টুং জ্ঞানদৃষ্টিকারিতৈঃ॥"
(বৃঃ নারদীয় উঃ ৪৪।১৫-১৬)

তারপর তিনি আরও বলিলেন,— "সত্য অবসান হইতে চলিয়াছে। অচিরেই ত্রেতাযুগ প্রবেশ হইবে। ত্রেতার প্রথমেই জগতের মঙ্গলের জন্য সেই সর্বমঙ্গলময় শ্রীহরি রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন।"

এইরূপে সনৎকুমার হইতেই তাঁহাদের অভিশাপে পাপযোনিপ্রাপ্ত রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরাম-তত্ত্ব-জ্ঞান ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রেরিত হইয়া যেভাবে তাঁহাতেই চিত্তযোগ লাভ করিলেন। কৃষ্ণহৃদয় মহাত্মাদের স্বভাব এইরূপই, তাঁহারা সমভাবেই সকলেরই কল্যাণ-পথ মুক্ত করিয়া দেন।

দ্বাপরে শ্রীভগবান্ নূতন দ্বারকাপুরী নির্মাণ করিয়া পুরীপ্রবেশের দিন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মুনি ঋষি ও দেবতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন সনৎকুমারও দশ কোটী শিষ্যসহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যথা,—

"সনৎকুমারো ভগবান্ জ্ঞানিনাং
গুরোর্গুরুঃ।
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষো
দিগম্বরঃ॥"
(ব্রহ্ম বৈঃ শ্রীকৃষ্ণ ১০৪।৩১)

তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের অনন্ত প্রণতি।

"ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি"

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা
ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে
গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

জয় জয় গুরুবর, ব্যাসাভিন্ন কলেবর,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজজন, কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ মহাজন,
নিত্যানন্দ-অভিন্নমূরতি॥
শ্রৌতকুলবিভূষণ, শ্রেষ্ঠ রূপানুগ জন,
সর্বগুরু জগতের আর্য।
সাধুগণ-শিরোমণি, অশেষ দয়ার খনি,
জয় জয় যুগাচার্যবর্য্য॥
পরবিদ্যাবিধায়িনী, জয় শ্রীচৈতন্যবাণী,
দিব্যজ্ঞান-দাতা শিরোমণি।
শ্রীবার্ষভানবী-দাস নিত্য যাঁর ব্রজে-বাস
কৃষ্ণসেবা যাঁহার জীবনী॥
সেই প্রভু শ্রীচরণ, শিরে ধরি অনুক্ষণ,
বান্দ সদা কায়-বাক্য মনে।
আজি এই শুভক্ষণে, পুণ্য আবির্ভাব-দিনে,
কৃপা মাগে অযোগ্য অধমে॥
উৎকল পুরুষোত্তমে, তব আবির্ভাব ভূমে
আজি শুভ প্রকটবাসরে।
তব পদাশ্রিত যাঁরা, মহানন্দে মগ্ন তাঁরা
ও চরণ পূজিবার তরে॥
মন্দমতি ভাগ্যহীন, দূরে আছি আমি দীন,
হেন শুভ আবির্ভাব-দিনে।
ও পদ কল্যাণখনি, কি দিয়ে পূজিব আমি,
কিছু নাই অশ্রুকণা বিনে॥
ধন্য নীলাচলপুরী, যথা মোর গৌরহরি,
নানা লীলা করিলেন রঙ্গে।
তথা আজি ভক্তগণে, পূজিবেন গৌরজনে,
শুনি' নাচে আনন্দ-তরঙ্গে॥
তব গুণকথা গাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
তবু মনে উপজয় লোভ।
যদি কর কৃপা লেশ, তবে যায় ভব-ক্লেশ,
দূরে যাবে হৃদয়ের ক্ষোভ॥
দাবানল-সম এই, সংসার-দহনে যেই,
জীবগণ দহে নিরন্তর।
তা' সবারে উদ্ধারিতে আসিয়াছ অবনীতে,
ওহে প্রভু কৃপা-পারাবার।
পৃথিবী পর্যন্ত যত গ্রাম আছে শত শত
নগরাদি সর্বদেশপুরী।
প্রচারিয়া গৌরনাম, পূর্ণ কৈলা গৌরকাম,
গৌরাঙ্গ-আদেশে অবতারি'॥
ভক্তিপথে যত অরি, বিবিধ কৌশল ধরি'
বিনাশ করিলা দয়াময়।
যাহে সর্বজনগণে, নিরাপদে কায়মনে,
শুদ্ধভক্তি করেন আশ্রয়॥
মূঢ় অনাচারী যা'রা, তব কৃপা-বলে তা'রা,
কৃষ্ণভক্তি লভিলা এক্ষণে।
লণ্ডন, জার্মাণ আদি', শ্বেতাঙ্গ পুরুষনারী,
মত্ত হৈল গোরা-গুণ-গানে॥
সদ্গুরু স্বরূপ যাহা, সাধু-শাস্ত্রে কহে তাহা,
সর্বগুণ তোমাতে প্রকাশ।
দেখিয়া না দেখে যা'রা, উলূকের প্রায় তা'রা
না দেখিল সূর্যের বিকাশ॥
গৌড়ীয়-গৌরব-রবি, উদিত আচার্য-রবি,
যাঁর প্রভায় বিশ্ব আলোকিত।
যে আলোক পেয়ে জীব, লাভ করে সদা শিব
জ্ঞান হয় আত্মপর-বস্তু॥
দুর্লভ মানব-দেহ, জগতে লভিয়া কেহ,
হেন প্রভু যদি না ভজিল।
প্রাপ্ত রত্ন পরিহরি' অধনে যতন করি',
সেই জন আত্মঘাতী হৈল॥
কি জানি কি ভাগ্যফলে, তব শ্রীচরণ-তলে,
আশ্রয় লভিতে হৈল আশা।
সে-আশা হইল ভঙ্গ, বাড়িল অনর্থ সঙ্গ,
ইহলোক-পরলোক-নাশা॥
অপরাধী সদা আমি, তাহে ভুক্তিমুক্তিকামী,
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা মোর।
সদা রত মন্দ কর্মে, অশেষ পাষণ্ডধর্মে,
পাপাচারে হইনু বিভোর॥
লইয়া সাধুর বেষ অন্যে করি উপদেশ,
না করিনু বৈষ্ণব-সেবন।
না ভাবিনু নিজ হিত, অসৎসঙ্গে সদা রত,
কপটতা শাঠ্য আচরণ॥
মো হেন পতিতে দেখি' কৃপা করি' পদে রাখি,
শিক্ষা দাও কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা।
তুমি বিনা ত্রিভুবনে, কৃপা করে অকিঞ্চনে,
এহেন দয়ালু আছে কেবা॥
পতিত কিঙ্কর জনে, দিয়াছ যে কৃপাগুণে,
গদাইগৌরাঙ্গ-মঠে স্থান।
অযোগ্য অধম আমি, যোগ্যতা অর্পিয়া তুমি
কর মোরে সেবামৃত দান।

ভবদীয় নিতান্ত অযোগ্য সেবকাভাস
শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, বালিয়াটী

শ্রীমঠে শ্রীব্যাসপূজা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আশা করা যায় উক্ত সাধু সর্বতোভাবে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্বক শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচারে সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে যত্নপর হইবেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর উক্ত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের পূর্ণতা সাধনপূর্বক অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং সাত্বতসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নিরপেক্ষ ব্যক্তি-মাত্রেরই চরমগতি—এই সিদ্ধান্তলাভ। আমাদের পূর্বকথিত সৌভাগ্যশালী সাধুটিকে এই উন্নতস্তরে দর্শন করিলে আমরা পরমানন্দিত হইব। তাঁহার উপর শ্রীগুরুদেবের কৃপা বর্ষিত হউক।

চটক পর্বতে প্রকটিত শ্রীব্যাস বিগ্রহ

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরের ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকগণ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত শত শত ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকাগিরিধর-গৌড়ীয়গণের জয়ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া শ্রীশ্রীগৌররাধামাধবের মঙ্গলারাত্রিক গৌরবিহিত কীর্তন সহযোগে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। আকাশে নীলনভোমণ্ডলে রজতকায় শশধর চারুজ্যোৎস্নাচিত্রে জলে স্থলে স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তারপূর্বক দেদীপ্যমান। তারকাগণ শশধরকে বেষ্টন করিয়া নীলচন্দ্রাতপে এক অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। ঊর্দ্ধে এই দৃশ্য, আবার অধোদেশে বারিধি-বক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে শত সহস্র চাঁদের সভা। তরঙ্গরাজি ঐ শোভায় উৎফুল্ল হইয়া মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাব-বিভাবিত গৌরদেহের প্রকটভিত্তি বন্দনা করিয়াই যেন গম্ভীর কলধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছে। বেলাভূমির বালুকারাশির প্রত্যেকটীই চন্দ্রকিরণে যেন এক একটী চন্দ্ররূপে শোভা পাইতেছে। সর্বত্রই আনন্দোল্লাস—সর্বত্রই চাঁদের হাট, চাঁদের বাজার; অণু-পরমাণু পর্যন্তও যেন গৌর-পদনখচন্দ্রের মহিমা-কীর্তনের জন্য হাস্যবিকশিতবদনে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীপুরুষোত্তমমঠে সমস্ত দিবসব্যাপী কীর্তন মহোৎসব চলিতে লাগিল। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের জন্য সংগৃহীত ভূমি শ্রীচটক পর্বতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের ও ব্যাসাভিন্ন শ্রীমধ্বাচার্যের অর্চ্চা প্রকটিত হইয়াছেন। ভক্তগণ তৎসহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের, পরম-গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের, পরাৎপরগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্যও স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সর্বপ্রথম শ্রীব্যাস-পূজা করিলেন, তৎপর আচার্যের অনুসরণে তদীয় সেবকগণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করিতে লাগিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ভক্তগণ শ্রীব্যাসপূজার জন্য বিচিত্র পুষ্প, পুষ্পমালিকা, কর্পূরমালিকা প্রভৃতি বিবিধ উপায়নসহ সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা আশ্রয়জাতীয় ভগবৎপাদপদ্ম-পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন এবং প্রতি মুহূর্তে যাহাতে গুরুপাদপদ্ম-সেবাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। গুরুদেবের গুরুত্ব একমাত্র মুক্ত-পুরুষগণই সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ; তাই শুদ্ধভক্তগণ মুক্তিভূমিকায় শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে অবস্থান করিয়া একমাত্র গুরুসেবাই করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের বাঞ্ছিত-সেবাই তাঁহার কাম্য হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৩৫

(১)

১১৬৮ খাংজারী ৩৪ দাবী ১০৯॥৶৯

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেঃ রাধাকৃষ্ণ দে দিং সাং ধর্ম্মদহ পোঃ ঐ

থানা কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত ৮নং সুজনপুর মৌজায় ডিক্রীদারের অধীনে ৯০ নং ও তদধীন ৯১—৯৮ খতিয়ানে ১৬॥৶৯ পাই টাকার মধ্যবর্ত্তী চিরস্থায়ী মোকররী জমায় ১০ একর ৫৪ শতক জমিতে দেনদারগণের ।২॥ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১৩১৩ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৫৯৬/০

ডিঃ প্যারীমোহন দাস বৈরাগ্য

দেঃ হীরালাল সিং দিং সাং ও পোঃ গৌরীপুর, সুগার ফেক্টরী, জেলা গোরখপুর

নবদ্বীপ মিউনিসিপালিটীর ৮নং ডিভিসন রাণীঘাট নূতন চরে উত্তর দক্ষিণ লম্বা সরকারী রাস্তার পূর্ব্বে বর্ণিত পালচৌধুরীর অধীনে ১॥/১০ টাকার কায়েমী দরমৌরশী জমায় /১॥ কাঠা জমি ও তদুপরিস্থ পাকা কুঠারী প্রভৃতি সহ মূল্য আঃ ২০০৲

(৩)

১০২৫ মনিজারী ৩৪ দাবী ৮৮৮।০

ডিঃ রাধাগোবিন্দ সেন দিং

দেঃ প্রতাব সেখ দিং, সাং ও পোঃ মাটীয়ারী

১। কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৮৯নং মাটীয়ারী গ্রামে ৪২১ ও ৬৪৯ খতিয়ানে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীনে প্রতাব-সেখের নামীয় ৬৮৪ শতক জমির জমা ২৩।১০ মূল্য ৫০৲।

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ৪২২ খতিয়ানে ১০ শতক জমির জমা ৮৪॥ পাই, মূল্য আঃ ২৫৲ টাকা।

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ১১৬৬ খতিয়ানে ৯৪ শঃ জমীর জমা ১৮/ মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ৭৯ খতিয়ানে ২॥৯ পাই জমায় ২৭ শতক জমির মূল্য আঃ ২৫৲।

(৪)

১৩২৪ মনিজারী ৩৪ দাবী ১০০৮॥/৯

ডিঃ বি এন আঢ্য

দেঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং ও পোঃ রাজাপাড়া।

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটী মধ্যে কুমার হরিনাথগঞ্জে ১৫৫৯ খতিয়ানে মহারাজ ক্ষৌণীশ চন্দ্রনন্দী বাহাদুরের সেরেস্তায় ৫৮শঃ জমির জমা ১৯/৪ উক্ত জমি তদুপরিস্থিত দোতলা ইমারত প্রভৃতি সহ মূল্য আঃ ৫০০০৲

(৫)

১৫৪৪ মনিজারী ৩৪ দাবী ৪৪।/৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস

দেঃ মন্মথনাথ দাস বৈরাগ্য দিং সাং বেজিয়াডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর মৌজে সতীনাথ রায় দিং অধীনে ৫১২০ ও ৫১০৭ খতিয়ানে ৭শঃ জমি মায় তদুপরিস্থিত টিনের ঘর প্রভৃতি মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

১৯৯৫ মনিজারী ৩৪ দাবী ৪৯৪।৬

ডিঃ বিধুসুন্দরী দাসী দিং

দেঃ প্রমথনাথ বিশ্বাস সাং হরিরামপুর থানা মেহেরপুর

১। মেহেরপুর থানায় ১১নং হরিরাম-পুর মৌজায় রামচন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ১৪৮৩ খতিয়ানে ১০৫০-০৭শঃ, দক্ষিণ মালিকা মৌজায় ১৩২ খতিয়ানে ১-৫৭, গোপীনাথপুর মৌজায় ৩৩ নম্বর খতিয়ানে ৫ শঃ বিশ্বনাথপুর মৌজায় ১৯৯ নং খতিয়ানে ৩-৬৭, মোট ১৫৮-৫৮ শঃ জমির জমা ১১৭॥৶১৮ দেনদারের ০/৩॥ = অংশ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় হরিরামপুর গ্রামে ঐ অধীন ১৪৬৪ ও তদধীন ১৪৬৫—১৪৮১ খতিয়ানে মোট ১২-৯৪ শঃ জমি জমা ১৯৶১ দেনদারের ৶৩॥ = অংশ মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৬৪১ নং ও তদধীন ৬৪২—৬৪৭ খতিয়ানে মোট ৬ ১৩ শঃ জমির জমা ১০।৶১৭ দেনদারের ৶৩॥ = অং শঃ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ১৭৫৮ ও তদধীন ১৪৫৯—১৪৬৩ খতিয়ানে ৪-৩০ একর জমির জমা ৬৮ দেনদারের ৶৩॥ = অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৫। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ১৯৮৫—১৯৯২, ১৯৯৬, —২০০৪, ২০০৮—২০১৫, ২০২৪—২০২৬, ২০২৭।১, ২০২৮—২০৩২, ২০৩৪ খতিয়ানে মোট ২৪-৪৫ ব্রহ্মোত্তর জমি দেনদারের ৶৩॥ = অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(৭)

১৫৩৩ মনিজারী ৩৪ দাবী ১৭৭৫/৩

ডিঃ পাচুলাল নন্দী দিং

দেঃ পাচুগোপাল দাস সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত ৯৫নং মৌজায় গোয়াড়ীতে রাজনন্দিনী দেবী দিং অধীন ১৫৬ নং খতিয়ানে ১৬৶৬ জমায় ৪৪শঃ কায়েমী মৌরশী মকররী জমি মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত প্রভৃতি সাজ-সরঞ্জামসহ মূল্য আঃ ৪০৬০৲

(৮)

১৫৫৩ মনিজারী ৩৪ দাবী ৯২০।৶৩

ডিঃ বলাইচন্দ্র দে মণ্ডল

দেঃ বিনয়কৃষ্ণ রুদ্র সাং ও পোঃ কৃষ্ণনগর

১। কৃষ্ণনগর মৌজায় মন্মথনাথ পাল চৌধুরীর সেরেস্তায় ১১ জমায় ২৮৫৮ খতিয়ানে ০৭ জমি ও তদুপরিস্থিত পাকাবাড়ী প্রভৃতি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ঐ অধীন ॥৮ জমায় মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় সেরেস্তায় ০২শঃ জমি ও তদুপরিস্থিত পাকাবাড়ী প্রভৃতি সহ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দ-সড়ক মৌজায় ২৯১ নং খতিয়ানে ০৩শঃ জমি মায় তদুপরিস্থিত খড়ুয়াঘর ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

(৯)

১২৬১ মনিজারি ৩৪ দাবী ১০১৫।৶৩

ডিঃ সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেঃ পাচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী মৌজায় ১০৬—১১৫ খতিয়ানে ১-০৭শঃ জমি। দেনদারগণ প্রজাগণের নিকটে খাজনা আদায়ের দখলিকার মূল্য আঃ ১৫০০৲

(১০)

১৪৬৭ মনিজারী ৩৪ দাবী ৬৫৮॥০

ডিঃ ভূপেন্দ্রনাথ পাল

দেঃ ধীরেন্দ্র নাথ সরকার দিং সাং

কৃষ্ণনগর থানায় উত্তর ঝিটকিপোতা গ্রামে ৩৫নং খতিয়ানে, চৌগাছা হাঁসাডাঙ্গা মৌজায় ৭৫ নং খতিয়ানে এবং পশ্চিম পাণ্ডুরপুর মৌজায় ২নং খতিয়ানে রাজকুমারী প্রফুল্লনলিনী দিং অধীনে শালিয়ানা ১২০৬৶৯ পত্তান জমার ২ ও ৩নং দেনদারের ॥৶৮ পাই অংশ

(১১)

১৫৭৬ মনিজারী ৭২ দাবী ২৭॥৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ মজুমদার

দেঃ শ্রীপতি দাস মোদক সাং মাটি-য়ারী থানা কালীগঞ্জ

১। কালীগঞ্জ থানায় মাটিয়ারী গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দিং অধীনে ৭২নং খতিয়ানে ॥০ জমার ১শঃ জমির দেনদারের অংশ ।/১৩ = মূল্য মায় তদুপরিস্থিত পাকা ইমারত আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ৭৩ নং খতিয়ানে ২৶৩ জমায় ১৫শঃ জমিতে দেনদারের অংশ ।/৩॥ = মূল্য মায় তদুপরি-স্থিত বসতবাটী প্রভৃতি সহ আঃ ১০০৲

(১২)

১৫৮৮ মনিজারী ৩৪ দাবী ১২৫২৲

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দিং

দেঃ গোপাল বিশ্বাস সাং রামনগর বাজার থানা দামুড়হুদা

১। দামুড়হুদা থানায় দক্ষিণ চাঁদপুর (রামনগর বাজার) গ্রামে ৩০৯ নং এর অধীন ৩২২ নং খতিয়ানে লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ অধীনে ৮৬ কোরফা দখলস্বত্ববিশিষ্ট জমি ও তদুপরিস্থিত দালান মূল্য আঃ ৫০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩৪২ নং খতিয়ানে কোরফা দখলস্বত্ববিশিষ্ট জমি তদুপরিস্থিত দালান প্রভৃতি সহ মূল্য আঃ ৭৫০৲

(১৩)

১৫৯৯ মনিজারী ৩৪ দাবী ৩৩৫॥৶৯

ডিঃ নবদ্বীপ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট-ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দেঃ পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায় সাং ও পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ মৌজায় ২০০৮ খতিয়ানে ৩৭শঃ জমির জমা ৩৮৶৮ উক্ত জমি ও তদুপরিস্থিত পাকাঘর বাড়ী বাগান, প্রাচীর, প্রভৃতি সহ দেনদারের ।৶১ = অংশের মূল্য আঃ ২৫০৲

(১৪)

১৬১৩ মনিজারী ৩৪ দাবী ১২৫॥/৩

ডিঃ যতীন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী

দেঃ বিনয়কুমার রায় দিং সাং ও পোঃ মহেশগঞ্জ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা মৌজায় এরফান মণ্ডলের সেরেস্তায় ৩৬৫,১ খতি-য়ানে ১ ২২ শঃ মৌরশী মোকররী জমি এবং ঐ থানায় মহেশগঞ্জ মৌজায় ঐ অধীনে ৭৪ নং ও তদধীন খতিয়ানে ২-৭৯ শঃ জমির—মোট ৩ ০১ শঃ জমির মৌরশী, মোকররী জমা ১৬।০ মূল্য মায় তদুপরিস্থিত বৃক্ষাদি সহ আঃ ২৫৲

(১৫)

১৪৫৮ দেংজারি ৩৪ দাবী ১৪৮২॥৶৩

ডিঃ মুরলীধর দত্ত

দেঃ অক্ষয়কুমার দত্ত সাং দোগাছী থানা চাকদহ

১। চাকদহ থানায় দোগাছী গ্রামে লালগোপাল পাল অধীনে ১৬১ নং খতি-য়ানে ১৪ ৯২ জমির জমা ১৫৬২ দেনদারের অংশ ।১৩ = মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১৩৬ ও ১৩৭ খতিয়ানভুক্ত ১১ ১৭শঃ নিষ্কর জমির মধ্যে দেনদারের ।/১৬ —অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

৩। রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর ৩ নং ওয়ার্ডে কামলকোলা লেনে ১৮৮৬ খতিয়ানভুক্ত ১৬শঃ জমি মায় তদুপরিস্থিত তিনকুঠারী পাকা ইমারত ইত্যাদি খাজনা ॥৶০ ; দেনদারের অর্দ্ধাংশ মূল্য আঃ ৩০০৲